স্কন্দপুরাণম্।

নাগরখণ্ডম্ ।

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্ ।

বঙ্গানুবাদসমেতম্ ।

কলিকাতা,
৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-প্রেসে" শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

স্কন্দপুরাণের সূচী পত্র।

নাগরখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

নাগরখণ্ড সমাপ্ত।

স্কন্দ পুরাণম্।

নাগরখণ্ডম্‌।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। সংধূর্জ্জটিজটাজূটো জায়তাং বিজয়ায় বঃ। যত্রৈকপলিতভ্রান্তিং করোত্যদ্যাপি জাহ্নবী ॥ ১ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। হরস্য পূজ্যতে লিঙ্গং কস্মাদেতন্মহামতে। বিশেষাৎ সম্পরিত্যজ্য শেষাঙ্গাণি সুরাসুরৈঃ ॥ ২ ॥ তস্মাদেতন্মহাবাহো যথাবদ্বক্তুমর্হসি। সাম্প্রতং সূত কার্ৎস্ন্যেন পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। প্রশ্নভারো মহানেষ যো ভবদ্ভিরুদাহৃতঃ। কীর্ত্তয়িষ্যে তথাপ্যেনং নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে ॥ ৪ ॥ আনর্ত্তবিষয়ে চাস্তি বনং মুনিজনাশ্রয়ম্। মনোজ্ঞং সর্ব্বসত্ত্বানাং সর্ব্বর্ত্তুফলিতদ্রুমম্ ॥ ৫ ॥ তত্রাশ্রমপদং রম্যং সৌম্যসত্ত্বনিষেবিতম্। ঋষি তাপসসঙ্কীর্ণং বেদধ্বনিবিরাজিতম্ ॥ ৬ ॥ অব্‌ভক্ষৈর্ব্বায়ুভক্ষৈশ্চ শীর্ণপর্ণাশিভিস্তথা। দন্তোলূখলিভির্বিপ্রৈঃ সেবিতং চাশ্মকুট্টকৈঃ ॥ ৭ ॥ স্নানহোমপরৈশ্চৈব জপস্বাধ্যায়তৎপরৈঃ। বানপ্রস্থৈস্ত্রিদণ্ডৈশ্চ হংসৈশ্চাপি কুটীচরৈঃ ॥ ৮ ॥ স্নাতকৈর্যতিভির্দান্তৈস্তথা পঞ্চাগ্নিসাধকৈঃ। কস্মিংশ্চিদথ কালস্য ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ৯ ॥ সতীবিয়োগসন্তপ্তো ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ। তস্মিন্ বনে সমায়াতঃ সৌম্যসত্ত্বনিষেবিতে ॥ ১০ ॥ ক্রীড়ন্তি নকুলা যত্র সার্দ্ধং সর্পৈঃ প্রহর্ষিতাঃ। পঞ্চাননাশ্চ মাতঙ্গৈর্দংশাস্তথাখুভিঃ। কাকাঃ কৌশিকসঙ্ঘাশ্চ বৈরভাববিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১ ॥

প্রথম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে মহর্ষিগণ! মস্তকে গঙ্গা দেবী অবস্থান করায় যে জটাজুটের একটী জটা পলিত হইয়াছে বলিয়া ভ্রম জন্মে, মহেশ্বরের সেই জটাজুট আপনাদিগের জয়দায়ক হউক। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতি সূত। শঙ্করের অপরাপর অবয়ব পরিত্যাগ করিয়া সুরাসুরগণ কি নিমিত্ত লিঙ্গের পূজা করে? ইহা জানিবার জন্য আমাদিগের সবিশেষ কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগের নিকট ইহার যথাযথ কারণ বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা অতীব সুমহৎ প্রশ্ন; আমি তথাপি সেই স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া ইহার উত্তর করিতেছি। আনর্ত্ত দেশে মুনিগণের বাসভূমি, সর্ব্ব জীবের প্রীতিকর এক বন ছিল। সেই বন সকল ঋতুজাতফলসমূহে শোভা পাইত। সেখানে সৌম্য প্রাণিবর্গে বিরাজিত, তাপসজনাকীর্ণ ও বেদধ্বনিনিনাদিত একটী আশ্রম ছিল। জলমাত্রপায়ী, বায়ুমাত্রভোজী, গলিতপত্রাশী, দন্তোলূখলিক, অশ্মকুট্ট এবং স্নানাসক্ত, হোমনিরত, জপাসক্ত, বেদাধ্যয়নতৎপর ও বানপ্রস্থ, ত্রিদণ্ডী, হংস, কুটীচর, স্নাতক, যতি, দান্ত, পঞ্চাগ্নিসাধকাদি বিভিন্ন ব্রতধারী মুনিগণ সেখানে বাস করিতেন। একদা ভগবান্ শঙ্কর সতীবিরহে কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সৌম্য প্রাণিসমাকীর্ণ বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই আশ্রমে নকুল ও সর্প, সিংহ ও মাতঙ্গ, বিড়াল ও উন্দুর, কাক ও পেচক প্রভৃতি প্রাণিগণ স্বভাববৈর ত্যাগ করিয়া পরস্পর সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকে।

ততশ্চ ভগবান্ রুদ্রো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং তদা। নগ্নঃ কপালমাদায় ভিক্ষার্থং প্রবিবেশ সঃ ॥ ১২ ॥ অথ তস্য সমালোক্য রূপং গাত্রসমুদ্ভবম্। অদৃষ্টপূর্ব্বং তাপস্যঃ সর্ব্বাঃ কামবশং গতাঃ ॥ ১৩ ॥ গৃহকর্ম্ম পরিত্যজ্য গুরুশুশ্রূষণানি চ। মিথঃ সম্ভাষণং চক্রুঃ স্থানেস্থানে চ তাঃ স্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥ একা সা কাপি ধন্যা যা চক্রে তস্যাবগূহনম্। বিশ্রব্ধা সর্ব্বগাত্রেষু তাপসস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৫ ॥ তথান্যাঃ কৌতুকাবিষ্টা ধাবন্ত্যঃ সর্ব্বতো দিশম্। দৃশ্যন্তে তং সমুদ্দিশ্য বিস্তারিতবিলোচনাঃ ॥ ১৬ ॥ কাশ্চিদর্দ্ধানুলিপ্তাঙ্গ্যঃ কাশ্চিদেকাঞ্জিতেক্ষণাঃ। অর্দ্ধসংযমিতৈঃ কেশৈস্তথান্যাস্ত্যক্তবালকাঃ ॥ ১৭ ॥ এবমালোক্যমানঃ স কামিনীভির্মহেশ্বরঃ। বভ্রাম রাজমার্গেণ ভিক্ষাং দেহীতি কীর্ত্তয়ন্ ॥ ১৮ ॥ অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা তং তথা বিগতাম্বরম্। কামোদ্ভবকরং স্ত্রীণাং প্রোচুঃ কোপারুণেক্ষণাঃ ॥ ১৯ ॥ যস্মাৎ পাপ ত্বয়াস্মাকমাশ্রমোঽয়ং বিড়ম্বিতঃ। তস্মাল্লিঙ্গং পতত্বাশু তবৈব বসুধাতলে ॥ ২০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ভূমৌ লিঙ্গং তস্য পপাত তৎ। ভিত্ত্বাথ ধরণীপৃষ্ঠং পাতালং প্রবিবেশ হ ॥ ২১ ॥ সোঽপি লিঙ্গপরিত্যক্তো লজ্জাযুক্তো মহেশ্বরঃ। গর্ত্তাং গুহাং সমাশ্রিত্য ক্ষণরূপঃ সমাবিশৎ ॥ ২২ ॥ অথ লিঙ্গস্য পাতেন ত্রৈলোক্যভয়শংসিনঃ। উৎপাতা দারুণাস্তস্থুঃ সর্ব্বত্র দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ শীর্য্যন্তে গিরিশৃঙ্গাণি পতন্ত্যুল্কা দিবাপি চ। ত্যজন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে মর্য্যাদাং চ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৪ ॥ অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে ভয়সন্ত্রস্তমানসাঃ। শক্রবিষ্ণুমুখা জগ্মুর্যত্র দেবঃ পিতামহঃ ॥ ২৫ ॥ প্রোচুশ্চ প্রণতাঃ স্তুত্বা স্তোত্রৈঃ শ্রুতিসম্ভবৈঃ। ত্রৈলোক্যে সৃষ্টিরূপং যৎ কমলাসন সংস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥ কিমিদং কিমিদং দেব বর্ত্ততে হ্যধরোত্তরম্। ত্রৈলোক্যং সকলং যেন ব্যাকুলত্বমুপাগতম্ ॥ ২৭ ॥ প্রলয়স্যেব চিহ্নানি দৃশ্যন্তে পদ্মসম্ভব। কিং সাম্প্রতমকালেঽপি ভবিষ্যতি পরিক্ষয়ঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বেষাং সুরমর্ত্ত্যানাং দৈত্যানাং মন্ত্রকোবিদঃ। গতিভয়ার্ত্তদেহানাং সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ২৯ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং চতুরাননঃ। উবাচ সুচিরং ধ্যাত্বা জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৩০ ॥ প্রলয়স্য ন কালোঽয়ং সাম্প্রতং

১—১১। ভগবান রুদ্রদেব সেই আশ্রম দর্শনে নগ্নবেশে কপাল পাত্র লইয়া ভিক্ষাজন্য আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আশ্রমবাসিনী তাপসীরা তাঁহার সেই অপূর্ব্ব রমণীয় উলঙ্গরূপ দর্শনে সকলেই কামবশীভূত হইয়া গুরুসেবা ও গৃহকর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক পরস্পর স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল। তখন কোন ধন্যা রমণী নিঃশঙ্কচিত্তে সেই তাপসমূর্ত্তি মাহাত্ম্য শঙ্করের সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিল; কোন কোন নারী কৌতুকবশে লোচনবিস্তারপূর্ব্বক নানাদিকে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। কেহ কেহ অর্দ্ধাঙ্গে অনুলেপন, কেহ নেত্রে অঞ্জন, কেহ কেশপাশের অর্দ্ধবন্ধন, এবং কেহ কেহ বা আপন আপন শিশুসন্তান পরিত্যাগ করিয়াই ছুটিল। কামিনীগণ কর্ত্তৃক এইভাবে বিলোকিত হইয়া ভগবান্ মহেশ্বর "ভিক্ষা দাও" বলিতে বলিতে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর মুনিগণ তাঁহার সেই রমণীগণের কামোৎপাদক নগ্নবেশ দর্শনে কোপারুণলোচনে তাঁহাকে কহিলেন,—রে পাপ! যেহেতু তুমি আমাদিগের এই আশ্রমের এবম্বিধ বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছ, অতএব তোমার লিঙ্গ এখনই ভূতলে পতিত হউক। মুনিগণ এই কথা বলিবামাত্রই তাঁহার লিঙ্গ পতিত হইল এবং ভূতল ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। ১২—২১। লিঙ্গপাত ঘটিলে ভগবান্ মহেশ্বরও লজ্জাবশে গর্ত্তপ্রবেশের ন্যায় এক মহতী গুহায় প্রবেশ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! মহেশের লিঙ্গপাত ঘটিলে পর ত্রৈলোক্যের ভয়সূচক বিবিধ দারুণ উৎপাত সমূহ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। দিবাভাগেই গিরিশৃঙ্গভঙ্গ ও উল্কাপাত হইতে লাগিল, এবং সাগর সকল ক্রমশঃ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তখন ইন্দ্রোপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ভয়াকুল চিত্তে পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট যাইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বেদোক্ত স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া কহিলেন,—হে পদ্মসম্ভব! আপনি ত্রৈলোক্যের স্রষ্টা এবং কমলাসনে বাস করেন; হে দেব! এ কি! এই যে বৈপরীত্য ঘটিতেছে, ইহা কি?—যাহার জন্য সমগ্র ত্রৈলোক্য ব্যাকুলভাব ধারণ করিয়াছে। হে পদ্মজ! প্রলয়কালের ন্যায় চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। তবে কি এই অকালেই জগতের ক্ষয় ঘটিবে? দেবাসুর-নরগণের বিপৎকালে মন্ত্রণাদাতা, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়ত্রাতা, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের সেই কথা শুনিয়া দীর্ঘকাল চিন্তান্তে দিব্য চক্ষুদ্বারা সমস্ত ব্যাপার সম্যক্ অবগত

সুরসত্তমাঃ। শৃণুধ্বং যন্নিমিত্তোত্থা মহোৎপাতা ভবন্ত্যমী ॥ ৩১ ॥ ঋষিভিঃ পাতিতং লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ। শাপেনানর্ত্তকে দেশে কলত্রার্থে মহাত্মভিঃ ॥ ৩২ ॥ তেনৈতদ্ব্যাকুলীভূতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। তস্মাদ্গচ্ছামহে তত্র যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥ যেনাস্মদ্বচনাচ্ছীঘ্রং তল্লিঙ্গং নিদধাতি সঃ। নো চেত্তবিষ্যতি ব্যক্তমকালে চাপি সংক্ষয়ঃ। ত্রৈলোক্যস্যাপি কৃৎস্নস্য সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৩৪ ॥ অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ। আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবাস্তথাশ্বিনৌ ॥ ৩৫ ॥ প্রজগ্মুস্ত্বরিতাস্তত্র যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। গর্ত্তামধ্যগতঃ সুপ্তো লজ্জয়া পরয়া বৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ দেবা উচুঃ। নমস্তে দেবদেবেশ ভক্তানামভয়প্রদ। নমস্তে জগদাধার শশিরাজিতশেখর ॥ ৩৭ ॥ ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমাপস্ত্বং মহী বিভো। ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩ ॥ত্বং পাসি চ সুরশ্রেষ্ঠ তথা নাশং নয়িষ্যসি। ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং চতুর্বক্ত্রস্ত্বং চন্দ্রস্ত্বং দিবাকরঃ ॥ ৩৯ ॥ ত্বয়া বিনা মহাদেব ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে। অপি কৃত্বা মহৎপাপং নরো দেব ধরাতলে ॥ ৪০ ॥ তব নামাপি সঙ্কীর্ত্ত্য প্রয়াতি ত্রিদিবালয়ম্। মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি কীর্ত্তনাৎ ॥ ৪১ ॥ কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ। সদ্যঃ প্রলয়মায়ান্তি মহাদেবেতি কীর্ত্তনাৎ ॥ ৪২ ॥ বিপ্রো যথা মনুষ্যাণাং নদীনাং বা মহার্ণবঃ। তথা ত্বং সর্ব্বদেবানামাধিপত্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥ নক্ষত্রাণাং যথা চন্দ্রঃ প্রদীপ্তানাং দিবাকরঃ। তথা ত্বং সর্ব্বদেবানামাধিপত্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥ ধাতুনাং কাঞ্চনং যদ্বদ্গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ নারদঃ। তথা ত্বং সর্ব্বদেবানামাধিপত্যে ব্যবস্থিতঃ ॥৩৫ ॥ ওষধীনাং যথা শস্যং নগানাং হেমপর্ব্বতঃ। তথা ত্বং সর্ব্বদেবানামাধিপত্যে ব্যবস্থিত ॥ ৪৬ ॥ তস্মাৎ কুরু প্রসাদং নঃ সর্ব্বেষাঞ্চ নৃণাং বিভো। সন্ধারয় পুনর্লিঙ্গং স্বকীয়ং সুরসত্তম ॥ ৪৭ ॥ নো চেজ্জগদিদং দেব নূনং নাশমুপৈষ্যতি। যদেতদ্ভূতলে লিঙ্গং পতিতং স্থাস্যতি প্রভো ॥ ৪৮ ॥ সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। প্রোবাচ প্রণতান সর্ব্বাংস্তান দেবান্ ব্রীড়য়া-

---

হইয়া কহিলেন,—হে সুরসত্তমগণ! এখন প্রলয়ের সময় নহে। যে জন্য এই সকল মহোৎপাতের প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে, তাহা শ্রবণ কর। আনর্ত্ত-দেশে মহর্ষিগণ পত্নীগণের কারণে অভিশাপ দ্বারা দেবদেব শূলপাণির লিঙ্গপাত করিয়াছেন। সেই জন্যই জগৎ এমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব চল, আমরা সেই মহেশের সমীপে গমন করি। আমাদিগের কথায় তিনি যদি নিজ লিঙ্গ পুনরায় যোজিত করেন তবেই মঙ্গল, নচেৎ অকালেই সমগ্র ত্রৈলোক্যের প্রলয় ঘটিবে। আমি ইহা সত্য বলিতেছি। ২১—৩৪। অতঃপর ব্রহ্মা বিষ্ণু, আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ সকলেই সত্বর হইয়া ভগবান মহাদেব লজ্জাবশে যেখানে গর্ত্তমধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—হে ভক্তজনের অভয়দাতা দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার। হে চন্দ্রশোভিতশেখর, জগতের আধার! আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! যজ্ঞ, বষট্কার, জল ক্ষিতি প্রভৃতি আপনিই। আপনিই এই চরাচর ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনিই ইহার পালক ও আপনিই ইহার সংহারকর্ত্তা। আপনিই বিষ্ণু, আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই চন্দ্র, এবং আপনিই সূর্য্যরূপী। হে মহাদেব! আপনি ভিন্ন জগতে অপর কোন পদার্থই নাই। হে দেব! ধরাতলে মানব অতি মহৎ পাপানুষ্ঠান করিয়াও যদি আপনার নাম মাত্র উচ্চারণ করে, তবে সে স্বর্গগামী হয়। “মহাদেব, মহাদেব, মহাদেব” এইরূপ বারত্রয় আপনার নাম কীর্ত্তন করিলে এবং একবারমাত্র “মহাদেব” নাম কীর্ত্তনে কোটি ব্রহ্মহত্যা, ও কোটি অগম্যাগমন জনিত পাপ সদ্যঃ বিনষ্ট হয়। মানুষগণের যেমন ব্রাহ্মণ, এবং নদীসমূহের যেমন সাগর, তদ্রূপ সমস্ত দেবগণের আধিপত্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত আছেন। নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় ও জ্যোতির্মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় আপনি সর্ব্বদেব মধ্যে প্রধান। ধাতু মধ্যে সুবর্ণ ও গন্ধর্ব্ব মধ্যে নারদের ন্যায় সর্ব্বদেব মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। ওষধি মধ্যে শস্য ও পর্ব্বত মধ্যে সুমেরুর ন্যায় আপনি সর্ব্ব দেবমধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অতএব হে বিভো! আপনি আমাদিগের ও সমস্ত নরগণের কল্যাণার্থ অনুগ্রহ করুন, হে সুরবর! আপনার লিঙ্গ পুনরায় আপনি ধারণ করুন। হে দেব! আপনার পতিত লিঙ্গ যদি ভূতলে থাকে, তাহা হইলে হে দেব! ত্রিজগৎ নিশ্চয়ই নাশ পাইবে। ৩৫—৪৮। সূত কহিলেন,—ভগবান্ মহেশ্বর দেবগণের

স্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥ ময়া সতীবিয়োগার্ত্তিযুক্তেন সুরসত্তমাঃ। লিঙ্গমেতৎ পরিত্যক্তং শাপব্যাজাদ্দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৫০ ॥ কোঽলং পাতয়িতুং লিঙ্গং মমৈতদ্ভুবনত্রয়ে। দেবো বা ব্রাহ্মণো বাপি বেত্থ যূয়মপি স্ফুটম্ ॥ ৫১ ॥ তস্মান্নৈব ধরিষ্যামি লিঙ্গমেতদ্ধরাতলাৎ। কিমনেন করিষ্যামি ভার্য্যয়া পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫২ ॥ দেবা ঊচুঃ। তব কান্তা সতী নাম যা মৃতা প্রাক্ সুরোত্তম। সা জাতা মেনকাগর্ভে গৌরী নাম হিমাচলাৎ ॥৫৩॥ ভবিষ্যতি পুনর্ভার্য্যা তবৈব ত্রিপুরান্তক। তস্মাল্লিঙ্গং সমাদায় কুরু ক্ষেমং দিবৌকসাম্ ॥ ৫৪ ॥ দেবদেব উবাচ। অদ্যপ্রভৃতি মে লিঙ্গং যদি দেবা দ্বিজাতয়ঃ। পূজয়ন্তি প্রযত্নেন তদীদং ধারয়াম্যহম্ ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অহং তব স্বয়ং লিঙ্গং পূজয়িষ্যামি শঙ্কর। তথান্যে বিবুধাঃ সর্ব্বে কিং পুনর্ভুবি মানবাঃ ॥ ৫৬ ॥ ততঃ প্রবিশ্য পাতালং দেবৈঃ সার্দ্ধং পিতামহঃ। স্বয়মেবাকরোৎ পূজাং তস্য লিঙ্গস্য ভক্তিতঃ ॥ ৫৭ ॥ তস্মাদনন্তরং বিষ্ণুঃ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। তথান্যে বিবুধাঃ সর্ব্বে শক্রাদ্যাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ পিতামহমিদং বচঃ। প্রোবাচ বাসুদেবঞ্চ বিনয়াবনতং স্থিতম্ ॥ ৫৯ ॥ ভবদ্ভ্যাং পরিতুষ্টোঽস্মি তস্মান্মত্তঃ প্রগৃহ্যতাম্। বরমিষ্টং মহাভাগৌ যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৬০ ॥ তাবূচতুঃ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ ত্রিভাগেণ সমাশ্রয়ম্। আবাভ্যাং দেহি লিঙ্গেন যেনৈকত্রাশ্রয়ো ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ সূত উবাচ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় লিঙ্গমাদায় চ প্রভুঃ। স্থানে নিয়োজয়ামাস সর্ব্বদেবাধিপূজিতম্ ॥ ৬২ ॥ ততো হাটকমাদায় তদাকারং পিতামহঃ। কৃত্বা লিঙ্গং স্বয়ং তত্র স্থাপয়ামাস হর্ষিতঃ ॥ ৬৩ ॥ প্রোবাচ চাথ ভো বিপ্রাঃ সাধুবাদেন নাদয়ন্। লোকত্রয়ং সমস্তানাং শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৬৪ ॥ ময়া হ্যাদ্যং দিদং লিঙ্গং হাটকেন বিনির্ম্মিতম্। খ্যাতিং যাস্যতি সর্ব্বত্র পাতালে হাটকেশ্বরম্ ॥ ৬৫ ॥ তথান্যে মনুজা যে চ হাটকাদীনি ভক্তিতঃ। মণিমুক্তাসুরত্নৈশ্চ কৃত্বা

সেই সপ্রণতি বচনাবলী শ্রবণে ঈষৎ লজ্জিত ভাবেই কহিলেন—হে সুরবরগণ! আমি সতীর বিরহে পীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণগণের শাপচ্ছলে মদীয় লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি। নচেৎ ত্রিভুবনে কি দেবতা, কি ব্রাহ্মণ, আমার লিঙ্গপাত করিতে কে পারে? ইহা তো তোমরা সুস্পষ্টই বুঝিতে পার। অতএব আমি ধরাতল হইতে এই লিঙ্গ পুনরায় আর গ্রহণ করিব না; আমি পত্নীহীন, সুতরাং ইহা দ্বারা কি করিব? দেবগণ কহিলেন,—হে নরোত্তম! পূর্ব্বে যে আপনার সতীনাম্নী ভার্য্যা মৃত হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি হিমালয় হইতে মেনকা-গর্ভে গৌরী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে ত্রিপুরান্তক! তিনি পুনরায় আপনারই ভার্য্যা হইবেন। অতএব আপনি লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া দেবগণের কল্যাণবিধান করুন। দেবদেব শঙ্কর কহিলেন,—অদ্য হইতে যদি দেব ও দ্বিজগণ সযত্নে আমার লিঙ্গের পূজা করেন, তবে আমি আবার ইহা গ্রহণ করিতে পারি। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে শঙ্কর! আমি আপনার লিঙ্গ পূজা করিব; আর দেবগণও উহার পূজা করিবেন। ভূতলে যে মানবগণ উঁহার পূজা করিবে, তাহার আর কথা কি? এই বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণ সহ পাতালে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং ভক্তিসহকারে সেই লিঙ্গের পূজা করিলেন। তারপর বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি অপরাপর দেবগণ সকলেই শ্রদ্ধাপূত চিত্তে তাঁহার পূজা করিলেন। ভগবান মহেশ্বর তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিনয়াবনত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে কহিলেন,—হে মহাভাগদ্বয়! আপনারা আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, অতএব আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ করুন। যদি সুদুর্লভ বরও প্রার্থনা করেন, আমি তাহাও প্রদান করিব। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন,—হে দেবেশ্বর! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগের প্রত্যেককে এই লিঙ্গের এক এক তৃতীয় অংশে আশ্রয় দান করুন। তাহা হইলে আমাদিগের আপনার সহিত একত্র বাস ঘটে। ৪৯—৬১। সূত কহিলেন,—ভগবান্ শঙ্কর "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সেই সর্ব্ব-দেবপূজিত লিঙ্গ লইয়া যথাস্থানে যোজনা করিলেন। হে দ্বিজগণ! অতঃপর পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সহর্ষে সুবর্ণ দ্বারা একটী লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থাপনে স্থাপন করিলেন এবং সাধুবাদে লোকত্রয় নিনাদিত করিয়া সমস্ত দেবগণকে শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন যে,—আমি পাতালে সর্ব্বপ্রথম এই হাটক (স্বর্ণ) দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ স্থাপন করিলাম; ইহা সর্ব্বত্র 'হাটকেশ্বর' নামে খ্যাতি লাভ করিবে। আমার ন্যায় অপর যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক স্বর্ণ-মণি-মুক্তা রত্নাদি দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ

লিঙ্গানি কৃৎস্নশঃ ॥ ৬৬ ॥ ত্রিকালং পূজয়িষ্যন্তি তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্ । মৃন্ময়ং সম্পরিত্যজ্য নীচধাতুময়ং তথা ॥ ৬৭ ॥ এবমুক্ত্বা চতুর্ব্বক্ত্রঃ সহ সর্ব্বৈর্দিবালয়ৈঃ । জগাম ত্রিদিবং সোঽপি কৈলাসং শশিশেখরঃ ॥ ৬৮ ॥ এতস্মাৎ কারণাল্লিঙ্গং পূজ্যন্তেঽত্র সুরাসুরৈঃ । হরস্য চোত্তমাঙ্গানি পরিত্যজ্য বিশেষতঃ ॥ ৬৯ ॥ ততঃপ্রভৃতি তল্লিঙ্গে স্বয়ং ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ । ভগবান্ বাসুদেবশ্চ তেন পূজ্যং শিবং হি তৎ ॥ ৭০ ॥ যস্ত পূজয়তে নিত্যং শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা । ত্র্যম্বকাচ্যুতব্রহ্মাদ্যাস্তেন স্যুঃ পূজিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ৭১ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শিবলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ । স্পর্শয়েদীক্ষয়েন্নিত্যং কীর্ত্তয়েচ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠে নাগরখণ্ডে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে লিঙ্গোৎপত্তিবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়া কালত্রয়ে পূজা করিবে, তাহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। পরন্ত মৃন্ময় বা লৌহাদি নিকৃষ্ট ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে উক্তরূপ ফল হইবে না। চতুরানন ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া সমস্ত দেবগণসহ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। ভগবান চন্দ্রশেখরও কৈলাসধামে গমন করিলেন। হে মুনিগণ! এই নিমিত্তই শঙ্করের উত্তমোত্তম অঙ্গ সকল পরিহার করিয়া সুরাসুরগণ সযত্নে তদীয় লিঙ্গেরই পূজা করিয়া থাকেন। সেই হইতেই ভগবান্ ব্রহ্মা ও বাসুদেব উক্ত লিঙ্গে অংশরূপে অবস্থান করিতেছেন; সেই জন্যই উহা জগতের পূজ্য ও মঙ্গলদায়ক। যে জন নিয়ত ভক্তিসমন্বিত চিত্তে সেই শিবলিঙ্গের পূজা করে, তৎকর্ত্তৃক শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু—তিন দেবতাই পূজিত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! অতএব সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে শিবলিঙ্গের পূজা, স্পর্শন, দর্শন, ও কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ৬২—৭২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । তস্মিন্নুৎপাটিতে লিঙ্গে ভূতলাদ্দ্বিজসত্তমাঃ । পাতালাজ্জাহ্নবীতোয়ং তেন মার্গেণ নিঃসৃতম্ । সর্ব্বপাপহরং নৃণাং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্ ॥১॥ তত্র স্বয়মভূৎ পূর্ব্বং যত্তদ্দ্বিজবরোত্তমাঃ । শৃণুধ্বং বদতো মেঽদ্য লোকবিস্ময়কারণম্ ॥ ২ ॥ ত্রিশঙ্কুর্নাম রাজেন্দ্রশ্চণ্ডালত্বং সমাগতঃ । তত্র স্নাতঃ পুনর্লেভে শরীরং পার্থিবোচিতম্ ॥ ৩ ॥ ঋষয় ঊচুঃ । চণ্ডালত্বং কথং প্রাপ্তস্ত্রিশঙ্কুর্নৃপসত্তমঃ । এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব বিস্তরাৎ সূতনন্দন ॥ ৪ ॥ সূত উবাচ । অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ । সর্ব্বপাপহরাং মেধ্যাং ত্রিশঙ্কুনৃপসম্ভবাম্ ॥ ৫ ॥ সূর্য্যবংশোদ্ভবঃ পূর্ব্বং ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ । আসীৎ পার্থিবশার্দ্দূলঃ শার্দ্দূলসমবিক্রমঃ ॥৬॥ বসিষ্ঠস্য মুনেঃ শিষ্যো যজ্বা দানপতিঃ প্রভুঃ । তেনেষ্টঞ্চ মখৈঃ সর্ব্বৈরগ্নিষ্টোমাদিভিঃ সদা ॥ ৭ ॥ সম্পূর্ণদক্ষিণৈরেব বৎসরং বৎসরং প্রতি । তথা দানানি

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ভূতল হইতে সেই লিঙ্গ উৎপাটিত হইলে সেই ছিদ্র দ্বারা পাতাল হইতে গঙ্গার জলধারা প্রবল বেগে উত্থিত হইতে লাগিল। সেই ধারা নরগণের সর্ব্বপাপনাশক ও সর্ব্বকামপ্রদায়ক। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই স্থানে পূর্ব্বে যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই লোকবিস্ময়কর বৃত্তান্ত আমি বর্ণন করিতেছি; আপনারা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ত্রিশঙ্কু নামে এক রাজা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি সেই স্থানে স্নান করিয়া পুনরায় রাজোচিত রূপ প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! নৃপসত্তম ত্রিশঙ্কু কি প্রকারে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন—আমি সেই ত্রিশঙ্কু রাজার বৃত্তান্ত, কীর্ত্তন করিতেছি। এই বৃত্তান্ত সর্ব্বপাপনাশক ও অতীব পবিত্র। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে শার্দ্দূলতুল্যতেজা ত্রিশঙ্কু নামে এক মহাত্মা রাজা প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি বশিষ্ঠের শিষ্য ছিলেন। সেই রাজা সতত যাগ দানাদি সৎকার্য্যানুষ্ঠানে রত ছিলেন। তিনি প্রতিবৎসরই অগ্নিষ্টোমাদি এক একটী

সর্ব্বাণি প্রদত্তানি মহাত্মনা॥ ৯॥ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশিষ্টেভ্যো দীনেভ্যশ্চ বিশেষতঃ। ব্রতানি চ প্রচীর্ণানি রক্ষিতাঃ শরণাগতাঃ॥ ৯॥ পুত্রবল্লালিতা লোকাঃ শত্রবশ্চ নিষূদিতাঃ। ভ্রান্তানি ভূতলে যানি তীর্থান্যায়তনানি চ। তপস্বিভ্যো যথাকামং দত্তা বাঞ্ছিতং ধনম্॥ ১০॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য বসিষ্ঠো ভগবান্ মুনিঃ। তেন প্রোক্তঃ সভামধ্যে সংস্থিতো নতিপূর্ব্বকম্॥ ১১॥ ত্রিশঙ্কুরুবাচ। ভগবন্ যষ্টুমিচ্ছামি তেন যজ্ঞেন সাম্প্রতম্। গম্যতে ত্রিদিবং যেন সশরীরেণ সত্বরম্॥ ১২॥ তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে সম্ভারানাহর দ্রুতম্। তস্য যজ্ঞস্য সিদ্ধ্যর্থং যথার্হান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা॥ ১৩॥ বসিষ্ঠ উবাচ। ন স কশ্চিৎ ক্রতুর্যেন গম্যতে ত্রিদিবং নৃপ। অনেনৈব শরীরেণ সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্॥ ১৪॥ অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা যে প্রোক্তাঃ প্রাক্ স্বয়ম্ভুবা। অন্যদেহান্তরে স্বর্গঃ প্রাপ্যতে তৈঃ কৃতৈর্নৃপ॥ ১৫॥ যদি বা পৃথিবীপাল ত্বয়া যজ্ঞপ্রভাবতঃ। পার্থিবো বা দ্বিজো বাথ বৈশ্যো বান্যতরোঽপি বা॥ ১৬॥ স্বয়ং দৃষ্টঃ শ্রুতো করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছে; তবে সেই যজ্ঞের বাপি সঞ্জাতোঽত্র ধরাতলে। স্বর্গং গতঃ শরীরেণ সহিতস্তৎ প্রকীর্ত্তয়॥ ১৭॥ ত্রিশঙ্কুরুবাচ। নাসাধ্যং বিদ্যতে ব্রহ্মংস্তবাহং বেদ্মি তত্ত্বতঃ। তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে যথাস্যাত্মনসেপ্সিতম্॥১৮॥ বসিষ্ঠ উবাচ। অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে স্বৈরেষ্বপি হি জিহ্বয়া। তস্মান্নাস্তি মখঃ কশ্চিৎ সত্যং ত্বং যষ্টুমিচ্ছসি॥ ১৯॥ ত্রিশঙ্কুরুবাচ। যদি মাং বিপ্রশার্দ্দূল ন ত্বং যাজয়িতুং ক্ষমঃ। স্বর্গপ্রদেন যজ্ঞেন বপুষানেন বৈ বিভো॥ ২০॥ তৎকিং তে তপসঃ শক্ত্যা ব্রাহ্মণস্য বিচক্ষণ। অপরং শৃণু মে বাক্যং যদ্ব্রবীমি পরিস্ফুটম্। শৃণ্বতাং মুনিবৃন্দানাং তথান্যেষাং দ্বিজোত্তম॥ ২১॥ যদি মে ন করোষি ত্বং বচনং বদতোঽসকৃৎ। তেন যজ্ঞেন যক্ষ্যেঽহং তৎকৃত্বান্যং দ্বিজং গুরুম্॥২২॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো ভগবাংস্ততঃ। তমুবাচ বিহস্যোচ্চৈঃ কুরু-ষ্বৈবং মহীপতে॥ ২৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিশঙ্কূপাখ্যানে ত্রিশঙ্কুবসিষ্ঠসংবাদবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

যাগ করিতেন এবং তাহাতে যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিতেন, সদ্ব্রাহ্মণে ও দীন জনে নিয়ত দান করিতেন। সকল প্রকার দান কার্য্যই তাঁহার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সর্ব্ব ব্রতাচরণ ও শরণাগতপালনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার শত্রুগণ পরাজিত ও প্রজাবর্গ পুত্রবৎ পালিত হইত। ভূতলের সমস্ত তীর্থক্ষেত্রেই তিনি ভ্রমণ ও তপস্বিজনে কামানুরূপ দান করিয়াছিলেন। ১—১০। একদা তিনি সভামধ্যে ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনিকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন;—হে ভগবন্! যে যজ্ঞ করিলে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় আমি সম্প্রতি সেই যজ্ঞ করিতে চাই। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই যজ্ঞের জন্য আবশ্যক উপকরণ সকল এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণ আনয়ন করাউন। বশিষ্ঠ কহিলেন, —রাজন্! এমন কোন যজ্ঞ নাই, যাহা দ্বারা সশরীরে স্বর্গগমন ঘটে। ইহা আমি সত্য বলিতেছি। পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু যে সকল অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের বিধান করিয়াছেন, হে রাজন্! সে সকলের অনুষ্ঠানে দেহান্তে শরীরান্তর দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। হে পৃথিবীপাল! আর আপনি যদি এমন শুনিয়া থাকেন বা দেখিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা অপর কেহ কোন যজ্ঞ উল্লেখ করুন। ত্রিশঙ্কু কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই, ইহা আমি যথাথরূপেই জানি; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আমার কামনা সিদ্ধ হয় তাহা করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—আমার জিহ্বা দ্বারা পরিহাসচ্ছলেও কদাচ মিথ্যা কথা উক্ত হয় নাই; সুতরাং তুমি ইহা সত্যই জান যে, তুমি যেরূপ যজ্ঞ করিতে চাও, ওরূপ কোন যজ্ঞ নাই। ত্রিশঙ্কু কহিলেন, —হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমাকে যজ্ঞ দ্বারা সশরীরে স্বর্গে পাঠাইতে না পারেন, তবে আপনার ব্রাহ্মণ্যে বা তপস্যাশক্তিতে আমার ফল কি? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার আরও একটী কথা শুনুন। আমি এই মুনিবৃন্দ ও অপর সকলের সাক্ষাতেই স্পষ্টরূপেই বলিতেছি যে, যদি আপনি আমার বারংবার প্রার্থনাসত্বেও আমাকে তাদৃশ যজ্ঞ করাইতে সম্মত না হন, তবে আমি অপর কোন ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া তদ্দ্বারা সেই যজ্ঞ সম্পাদন করাইব। সূত কহিলেন,—ভগবান্ বশিষ্ঠ, ত্রিশঙ্কু রাজার সেই কথা শুনিয়া উচ্চহাস্যসহকারে কহিলেন,—রাজন্! আপনি তাহাই করুন।১১—২৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততঃ প্রণম্য ভূয়ঃ স বসিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্। যযৌ তত্র সুতাস্তস্য যত্র তে শতসংখ্যকাঃ॥ ১॥ তানপি প্রাহ নত্বা স তমেবার্থং নরাধিপঃ। বসিষ্ঠবচনং কৃৎস্নং তস্ত তৈরপি শংসিতম্॥ ২॥ ততস্তান্ স পুনঃ প্রাহ যুষ্মাকং জনকোঽধুনা। অশক্তো মাং দিবং নেতুং সশরীরং বিসর্জ্জিতঃ॥ ৩॥ তস্মাদ্যদি ন মাং যূয়ং যাজয়িষ্যথ সাম্প্রতম্। পরিত্যজ্য করিষ্যামি শীঘ্রমন্যং পুরোহিতম্॥ ৪॥ যো মাং যজ্ঞপ্রভাবেণ নয়িষ্যতি সুরালয়ম্। অনেনৈব শরীরেণ সহিতং গুরুপুত্রকাঃ॥ ৫॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে তে মুনিসত্তমাঃ। পরং কোপং সমাবিষ্টাস্তমূচুঃ পরুষাক্ষরৈঃ॥ ৬॥ যস্মাত্ত্বয়া গুরুস্ত্যক্তো হিতকৃৎ পাপবানসি। তস্মাত্তবাধমা পাপ চণ্ডালো লোকনিন্দিতঃ॥ ৭॥ অথ তদ্বচনান্তে স তৎক্ষণাৎ পৃথিবীপতিঃ। বভূবান্ত্যজরূপাঢ্যো বিকৃতাকারদেহভৃৎ॥ ৮॥ যবমধ্যঃ কৃশগ্রীবঃ পিঙ্গাক্ষো ভুগ্ননাসিকঃ। কৃষ্ণাঙ্গঃ শঙ্কুবর্ণশ্চ দুর্গন্ধেন সমাবৃতঃ॥ ৯॥ অথাত্মানং সমালোক্য বিকৃতং স নরাধিপঃ। চণ্ডালধর্ম্মিণং সদ্যো লজ্জয়াধোমুখঃ স্থিতঃ॥ ১০॥ যাহি যাহীতি বিপ্রৈস্তৈর্ভর্ৎস্যমানো মুহুর্ম্মুহুঃ। সর্ব্বতঃ সারমেয়ৈশ্চ ক্লিশ্যমানো নিরর্গলৈঃ। কাককোকিলসঙ্কাশো জীর্ণবস্ত্রাবগুণ্ঠিতঃ॥ ১১॥ ততঃ স চিন্তয়ামাস দুঃখেন মহতা বৃতঃ। কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ১২॥ কিং ময়ৈতৎ সুমূর্খেণ বাঞ্ছিতং দুর্লভং পদম্। তৎপ্রভাবেণ বিভ্রষ্টঃ কুলধর্ম্মোঽপি মে স্বকঃ॥ ১৩॥ কিং জলং প্রবিশাম্যদ্য কিংবা দীপ্তং হুতাশনম্। ভক্ষয়ামি বিষং কিংবা কথং স্যান্মৃত্যুরদ্য মে॥ ১৪॥ অনেন বপুষা দারান্ বীক্ষয়িষ্যামি তান্ কথম্। তাদৃশেন শরীরেণ যাভিঃ সঙ্ক্রীড়িতং ময়া॥ ১৫॥ কথং পুত্রাংস্তথা পৌত্রান্ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্। বীক্ষয়িষ্যামি তান্ ভূয়স্তথান্যং সেবকং জনম্॥ ১৬॥ যে ময়া নির্জ্জিতাঃ সর্ব্বে রিপবঃ সঙ্গরে পুরা। তেঽদ্য মামীদৃশং জ্ঞাত্বা হর্ষং

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর মহারাজ ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠ মুনিবরকে প্রণাম করিয়া বশিষ্ঠের একশত পুত্র যেখানে অবস্থান করিতেন, তথায় গমনপূর্ব্বক নিজ অভিলাষ তাঁহাদিগকে জানাইলেন। তাহাতে বশিষ্ঠপুত্রগণও তদুত্তরে রাজাকে বশিষ্ঠ যেমন উত্তর দিয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তরই প্রদান করিলেন। পরে রাজা, কহিলেন,—হে গুরুপুত্রগণ! আপনাদিগের পিতা এক্ষণে আমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইতে অক্ষম, অতএব আপনারা যদি আমাকে আমার বাসনানুরূপ যজ্ঞ না করান, তবে আমি আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইতে পারেন এমন অপর কাহাকেও পুরোহিতপদে বরণ করিব। ত্রিশঙ্কুর সেই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠপুত্রগণের নিরতিশয় ক্রোধোদয় হইল, তাঁহারা কহিলেন,—রে পাপ! যেহেতু তুমি হিতকারী গুরুকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব তুমি অবিলম্বে লোকনিন্দিত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও। তাঁহাদিগের এই অভিশাপমাত্র রাজা ত্রিশঙ্কু বিকৃতকায় চণ্ডালাকার লাভ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি তখন দুর্গন্ধময় হইল। তখন তাঁহার মধ্যভাগ যবের ন্যায় স্থূল, গ্রীবাদেশ কৃশ, নয়নদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, নাসিকা চেপ্টা, ও সর্ব্বশরীর শঙ্কুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। ১—৯।

সেই রাজা তখন আপনার তাদৃশ চণ্ডালতুল্য বিকৃত আকার দর্শনে নিরতিশয় ক্ষিন্নমনে লজ্জাবশে অধোমুখ হইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন তাঁহাকে 'যা' 'যা' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সারমেয়গণ নিঃশঙ্কচিত্তে কাক-কোকিলবৎ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তিনি তখন ছিন্নবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া অতি দুঃখে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি! কোথায় যাই! কি প্রকারেই বা শান্তি লাভ করি! হায়! আমি মহামূর্খ! আমি দুর্লভ পদ প্রার্থনা করিয়া তাহার ফলে স্বীয় কুলধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলাম। হায়! এক্ষণে কি জলে প্রবেশ করিব? না দীপ্ত অগ্নিতে আত্মত্যাগ করিব? অথবা বিষ ভক্ষণ করিব? কি প্রকারে আজি আমার মৃত্যু হয়! আমি পূর্ব্বদেহে যাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছি, এক্ষণে এই দেহ লইয়া কিরূপে সেই সমস্ত পত্নীগণের নিকট যাইব? কিরূপে আমি পুত্র পৌত্র সুহৃৎ সম্বন্ধী বান্ধব ও সেবকদিগের সমীপস্থ হইব? পূর্ব্বে আমি যে সকল রিপুবর্গকে সমরে পরাজয় করিয়াছি, আজি তাহারা আমার এই দশা ঘটিয়াছে,

যাস্যন্তি নির্ভয়াঃ ॥ ১৭ ॥ যে ময়া তর্পিতা দানৈ-র্ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। তেঽদ্য মামীদৃশং শ্রুত্বা সম্ভবিষ্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ১৮ ॥ তথা যে সুহৃদোঽভীষ্টা নিত্যং মম হিতে রতাঃ। কামবস্থাং প্রযাস্যন্তি দৃষ্ট্বা মাং স্থিতমীদৃশম্ ॥ ১৯ ॥ ভদ্রজাত্যা গজা যে মে মদাঢ্যাঃ ষষ্টিহায়নাঃ। ময়া বিনা মিথো যুদ্ধে কস্তানদ্য নিয়োক্ষ্যতি ॥ ২০ ॥ অশ্বাস্তিত্তির-কল্মাষাঃ সুদান্তাঃ সাদিভির্দৃঢ়ৈঃ। কস্তাংশ্চিত্র-পদন্যাসৈর্নিয়াম্যতি ময়া বিনা ॥ ২১ ॥ তথা মে ভৃত্যবর্গাস্তে কুলীনা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ। মাং বিনা কস্য যাস্যন্তি সমীপেঽদ্য সুদুঃখিতাঃ ॥ ২২ ॥ সঙ্খ্যাহীন-স্তথা কোশস্তাদৃগ্মে বহুরত্নভাক্। কস্য যাস্যতি সম্ভোগং ময়া হীনশ্চ রক্ষিতঃ ॥ ২৩ ॥ তথা মে সঙ্খ্যয়া হীনং ধান্যং গোঽজাবিকং মহৎ। ভবিষ্যতি কথং হীনং ময়াভীষ্টৈশ্চ রক্ষিতম্ ॥ ২৪ ॥ এবং বহুবিধং রাজা স বিলপ্য চ দুঃখিতঃ। জগাম নগরাভ্যাসং পদ্ভ্যামেব শনৈঃশনৈঃ ॥ ২৫ ॥ ততো রাত্রৌ সমাসাদ্য স্বং পুরং জনবর্জ্জিতম্। দ্বারে স্থিত্বা সমাহূয় পুত্রং মন্ত্রিভিরন্বিতম্ ॥ ২৬ ॥ কথয়া-মাস বৃত্তান্তং সর্ব্বং শাপসমুদ্ভবম্। দূরে স্থিতঃ স পুত্রাণাং বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥ বজ্রপাতোপমং বাক্যং তেঽপি তস্য নিশম্য তৎ। বাষ্পপর্য্যাকুলৈ-রাস্যৈ রুরুদুঃ শোকসংযুতাঃ ॥ ২৮ ॥ হা নাথ হা মহারাজ হা নিত্যং ধর্ম্মবৎসল। ত্বয়া হীনা ভবি-ষ্যামঃ কথমদ্য সুদুঃখিতাঃ ॥ ২৯ ॥ কিমেতদযুজ্যতে তেষাং বাসিষ্ঠানাং দুরাত্মনাম্। শাপং দত্তুঃ স্বযাজ্যস্য বিশেষাদ্বিনতস্য চ ॥ ৩০ ॥ তে বয়ং রাজশার্দ্দুল পরিত্যজ্য গৃহাদিকম্। অন্ত্যজত্বং গমিষ্যামস্ত্বয়া সার্দ্ধমসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥ ত্রিশঙ্কুরুবাচ। ভক্তিশ্চে-দস্তি যুষ্মাকং মমোপরি নিরর্গলা। তন্মে পুত্রস্য মন্ত্রিত্বং সর্ব্বে কুরুত সাম্প্রতম্ ॥ ৩২ ॥ হরিশ্চন্দ্রঃ সুপুত্রোঽয়ং মম জ্যেষ্ঠঃ সুবল্লভঃ। নিয়োজয়ধ্বম-ব্যগ্রাঃ পদব্যাং মম সত্বরম্ ॥ ৩৩ ॥ অহং পুনঃ করিষ্যামি যন্মে মনসি সংস্থিতম্। মৃত্যুং বা সম্প্রযাস্যামি সদেহো বা সুরালয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ এব-মুক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্ব্বাংস্তান্ স মহীপতিঃ। জগামা-রণ্যমাশ্রিত্য পদ্ভ্যামেব শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩৫ ॥

শুনিয়া নির্ভয়ে আনন্দ প্রকাশ করিবে। পূর্ব্বে যে সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণ আমার নিকট দানপ্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহারা আমার এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই দুঃখিত হইবেন; আর আমার নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী অতি-প্রিয় বন্ধুবান্ধবগণ আমার এই অবস্থা দেখিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে! আমার যে শ্রেষ্ঠজাতীয় ষষ্টিবর্ষবয়স্ক মদাঢ্য গজসমূহ আছে, আমা ব্যতীত অতঃপর আর তাহাদিগকে কে যুদ্ধব্যাপারে যথা-যোগ্য নিয়োগ করিবে! তিত্তিরি পক্ষীর ন্যায় কল্মাষবর্ণ সুশিক্ষিত যে সকল অশ্ব আছে, উপযুক্ত আরোহিনিয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে বিচিত্র গমনে কে আর পরিচালন করিবে। আমার এই দশা ঘটায় সৎকুলজাত যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যগণও অতঃপর দুঃখিতচিত্তে কাহার নিকট যাইবে? আমার অসংখ্য ধন-রত্ন-সমন্বিত ভাণ্ডার অতঃপর আমার অভাবে কাহার ভোগ্য হইবে?—কে তাহার যথাযোগ্য রক্ষা করিবে! আমার অসংখ্য ধান্য গো-ছাগাদি অতঃপর আমার অভাবে কি প্রকারে রক্ষিত হইবে। ১০—২৪। রাজা ত্রিশঙ্কু দুঃখিতচিত্তে এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পদব্রজেই শনৈঃশনৈঃ রাজধানীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। পরে রাত্রিকালে যখন লোকজন সকলেই নিদ্রিত হইল, তখন নিজ পুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দ্বারদেশে অবস্থিত হইয়া পুত্র ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করি-লেন এবং তাহারা সমাগত হইলে বশিষ্ঠপুত্রগণ-প্রদত্ত শাপবৃত্তান্ত সম্যক্ কীর্ত্তন করিলেন। সেই বজ্রপাতসম শাপবৃত্তান্ত শুনিয়া তদীয় পুত্র ও মন্ত্রি-গণ সকলেই অতি দুঃখে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা হা নাথ! হা মহারাজ! হা নিয়তধর্ম্ম-বৎসল! আপনাকে ব্যতীত অতি দুঃখে আমরা কিরূপে কাল কাটাইব। বশিষ্ঠের দুরাত্মা পুত্র-গণের কি ইহা উচিত হইয়াছে যে, তাহারা নিজ যজমান, বিশেষতঃ অনুগত জনকে এইরূপ শাপ দিল! হে রাজন্! যা হউক, হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া আপনার সহিত চণ্ডালত্বই অবলম্বন করিব; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ত্রিশঙ্কু কহিলেন,—হে মন্ত্রিগণ! তোমাদিগের যদি আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি থাকে, তবে তোমরা সকলে সম্প্রতি আমার পুত্রের মন্ত্রিত্ব করিতে থাক! আমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র সুপাত্র বটে; তোমরা অব্যগ্রচিত্তে ইহাকে আমার পদে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত কর। আমি আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব; হয় মৃত্যুগ্রস্ত হইব; নয় সদেহে স্বর্গে যাইব। মহীপতি ত্রিশঙ্কু

তেঽপি সমন্ত্রিণস্তূর্ণং পুত্রং তস্য সুসম্মতম্। রাজ্যে নিযোজয়ামাসুর্মন্ত্রবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ॥ ৩৬॥

ইতি ত্রিশঙ্কূপাখ্যানে শ্রীস্কান্দে হরিশ্চন্দ্ররাজ্যোপলম্ভো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ত্রিশঙ্কুরিতি সঞ্চিন্ত্য বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্। মনসা সুচিরং কালং ততশ্চক্রে বিনিশ্চয়ম্॥ ১॥ বিশ্বামিত্রং পরিত্যজ্য নান্যোঽস্তি ভুবনত্রয়ে। যঃ কুর্য্যান্মে পরিত্রাণং দুঃখাদস্মাৎ সুদারুণাৎ॥ ২॥ কুরুক্ষেত্রং সমুদ্দিশ্য প্রতস্থে স ততঃ পরম্। সুশ্রান্তঃ ক্ষুৎপিপাসার্ত্তো মার্গপৃচ্ছাপরায়ণঃ॥ ৩॥ ততঃ কালেন সম্প্রাপ্য কুরুক্ষেত্রং স পার্থিবঃ। যত্নেনান্বেষয়ামাস বিশ্বামিত্রাশ্রমং ততঃ॥ ৪॥ এবং চান্বেষমাণেন তেন ভূমিভৃতা তদা। সুদূরাদেব সন্ দৃষ্টং নীলদ্রুমকদম্বকম্॥ ৫॥ উপরিষ্টাদ্বকৈর্হংসৈর্ভ্রমমাণৈঃ সমন্ততঃ। আটিভির্মদ্গুভিশ্চৈব সমস্তাজ্জলপক্ষিভিঃ॥ ৬॥ স মত্বা সলিলং তত্র পিপাসার্ত্তো মহীপতিঃ। প্রতস্থে সত্বরো হৃষ্টো জলবাতহৃতশ্রমঃ॥ ৭॥ অথাপশ্যন্মনোহারি সৌম্যসত্ত্বনিষেবিতম্। আশ্রমং নদীতীরস্থং মনঃশোকবিনাশনম্॥ ৮॥ পুষ্পিতৈঃ ফলিতৈর্বৃক্ষৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্। বিবিধৈর্মধুরারাবৈর্নাদিতং বিহগোত্তমৈঃ॥ ৯॥ ক্রীড়ন্তি নকুলাঃ সর্পৈরুলূকা যত্র বায়সৈঃ। মূষকৈর্বৃষদংশাশ্চ দ্বীপিনো বিবিধৈর্মৃগৈঃ॥ ১০॥ অথাপশ্যন্নদীতীরে স তপস্বিগণাবৃতম্। স্বাধ্যায়নিরতং দান্তং বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্॥ ১১॥ তেজসা তপসা চৈব দীপ্যমানমিবানলম্। চীরবল্কলসংবীতং শালবৃক্ষং সমাশ্রিতম্॥ ১২॥ অথ গত্বা স রাজেন্দ্রো দূরস্থোঽপি প্রণম্য তম্। অষ্টাঙ্গেন প্রণামেন স্বনাম পরিকীর্ত্তয়ন্॥ ১৩॥ তথান্যানপি তচ্ছিষ্যান্ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। যথাক্রমং যথাজ্যেষ্ঠং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ॥ ১৪॥

এই কথা বলিয়া সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে শনৈঃ শনৈঃ বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। সাধু মন্ত্রিগণও অবিলম্বে ত্রিশঙ্কুর আদেশানুরূপ তদীয় পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে যথোচিত বাদ্যভাণ্ডসহকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ২৫—৩৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহারাজ ত্রিশঙ্কু দীর্ঘকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, ত্রিভুবনে বিশ্বামিত্র ব্যতীত এমন আর কেহই নাই, যে আমার এই দারুণ দুঃখ নিবারণ করিতে পারে। অতএব এক্ষণে আমার তাঁহার নিকট যাওয়াই কর্ত্তব্য। তারপর রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াও জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া ক্রমে কুরুক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সেখানে সযত্নে বিশ্বামিত্রাশ্রম অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতেই একটী আশ্রম অবলোকন করিলেন। দেখিলেন,—সেই আশ্রমের উপরিভাগ বিবিধ তরুরাজি দ্বারা নীলবর্ণ, বক, হংস, আটিমদ্গু প্রভৃতি জলচর পক্ষীরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মহীপতি ত্রিশঙ্কু তখন পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলেন, শীতল বায়ুতে তাঁহার ক্লান্তি দূরীভূত হইতে লাগিল। তিনি হৃষ্টচিত্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে দেখিলেন যে, নদীর তীরে একটী মনোহর আশ্রম রহিয়াছে, সেই আশ্রমে বিবিধ প্রাণী পরস্পর বৈরভাব পরিহার করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিহার করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিক্ পুষ্পিত ও ফলিত তরুনিকরে সমাচ্ছন্ন। বিবিধ বিহঙ্গ নানারূপ মধুর নিনাদদ্বারা উহাকে অতি উল্লাসদায়ক করিয়াছে। দেখিলেন,—নকুল ও সর্প, পেচক ও কাক, বিড়াল ও উন্দুর, ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি পশুগণ স্বভাববৈর পরিহার করিয়া পরস্পর সুখে বিহার করিতেছে। তারপর দেখিলেন যে, নদীতীরে তপস্বিজনে সমাবৃত হইয়া তপোনিধি দান্ত বিশ্বামিত্র মহর্ষি বেদপাঠ করিতেছেন। তপস্তাতেজে তিনি প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি চীর-বল্কল ধারণপূর্ব্বক একটী শালবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। ১—১২। রাজেন্দ্র ত্রিশঙ্কু অগ্রবর্ত্তী হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়াই পরম ভক্তিসহকারে নিজ নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তদীয় শিষ্যগণকেও জ্যেষ্ঠানুসারে যথাক্রমে প্রণাম করিলেন। পরে

ধূলিধূসরিতাঙ্গং তং তে তু দৃষ্ট্বা মহীপতিম্। চণ্ডাল ইতি মন্বানাশ্চিহ্নৈর্গাত্রসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১৫ ॥ ভর্ৎসয়ামাসুরেবাথ বচনৈঃ পরুষাক্ষরৈঃ। ধিক্‌-শব্দৈশ্চ তথৈবান্যে যাহিযাহীতি চাসকৃৎ ॥ ১৬ ॥ কস্ত্বং পাপেহ সম্প্রাপ্তো মুনীনামাশ্রমোত্তমে। বেদধ্বনিসমাকীর্ণে সাধূনামপি দুর্লভে ॥ ১৭ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং যাবন্ন কশ্চিত্তাপসস্তব। দত্ত্বা শাপং করোত্যন্তং প্রাণানামপি সংক্ষয়ম্ ॥ ১৮ ॥ ত্রিশঙ্কুরুবাচ। ত্রিশঙ্কুর্নাম ভূপোঽহং সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ। শপ্তো বসিষ্ঠপুত্রৈশ্চ চণ্ডালত্বে নিয়োজিতঃ ॥ ১৯ ॥ সোঽহং শরণমাপন্নঃ শাপমুক্ত্যৈ দ্বিজোত্তমাঃ। বিশ্বামিত্রং জগন্মিত্রং নান্যা মেঽস্তি গতিঃ পরা ॥ ২০ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। বসিষ্ঠস্য ভবান্ যাজ্যস্তৎপুত্রাণাং বিশেষতঃ। তৎ কস্মাদীদৃশে পাপে তৈস্ত্বমদ্য নিয়োজিতঃ ॥ ২১ ॥ কোঽপরাধস্ত্বয়া তেষাং কৃতঃ পার্থিবসত্তম। প্রাণদ্রোহঃ কৃতঃ কিং বা দারধর্ষণসম্ভবঃ ॥ ২২ ॥ ত্রিশঙ্কুরুবাচ। অনেনৈব শরীরেণ স্বর্গায় গমনং প্রতি। ময়া সম্প্রার্থিতো যজ্ঞো বসিষ্ঠান্মুনিসত্তমাৎ ॥ ২৩ ॥ তেনোক্তং ন স যজ্ঞোঽস্তি যেন স্বর্গে প্রগম্যতে। অনেনৈব শরীরেণ মুক্ত্বা দেহান্তরং নৃপ ॥ ২৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা স ময়া প্রোক্তো যদি মাং ন নয়িষ্যতি। স্বর্গং চান্যেন কায়েন সদ্যো যজ্ঞপ্রভাবতঃ ॥ ২৫ ॥ তদন্যং গুরুমেবাদ্য কর্ত্তাঽহং নাস্তি সংশয়ঃ। এতজ্জ্ঞাত্বা মুনিঃ প্রাহ যৎ ক্ষেমং তৎ সমাচর ॥২৬॥ ততোঽহং তেন সন্ত্যক্তস্তৎপুত্রান প্রাপ্য নিষ্ঠুরান। প্রোক্তবানথ তৎসর্ব্বং যদ্বসিষ্ঠস্য কীর্ত্তিতম্ ॥ ২৭ ॥ ততস্তৈঃ শোকসন্তপ্তৈঃ শপ্তোঽস্মি মুনিসত্তম। নীতশ্চেমাং দশাং পাপাং চণ্ডালত্বে নিয়োজিতঃ ॥২৮॥ সোঽহং ত্বাং মনসা ধ্যাত্বা সুদূরাদিহ সঙ্গতঃ। আশাং গরীয়সীং কৃত্বা কুরুক্ষেত্রে মুনীশ্বর ॥ ২৯ ॥ নাসাধ্যং বিদ্যতে কিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু তে মুনে। তস্মাৎ কুরু প্রতীকারং দুঃখিতস্য মমাধুনা ॥ ৩০ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ। বসিষ্ঠস্পর্দ্ধয়োবাচ মুনিমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ অহং ত্বাং

কৃতাঞ্জলিকরে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহারা সেই ধূলিধূসরিত মহীপতিকে দেখিয়া গাত্রচিহ্নে চণ্ডাল মনে করিয়া পরুষবাক্যে ধিক্ ধিক্ করিয়া 'দূর হ, দূর হ' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন,—রে পাপ! তুই কে রে? তুই যে এই সাধুজনেরও দুর্লভ বেদধ্বনিনাদিত মুনিগণের আশ্রমে আসিয়াছিস্! যাবৎ কোনও তাপস অভিশাপ দ্বারা তোর প্রাণসংহার না করেন, তাবৎ তুই এখান হইতে পলায়ন কর। ত্রিশঙ্কু কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি সূর্য্যবংশসম্ভূত ত্রিশঙ্কু রাজা। বশিষ্ঠপুত্রগণের অভিশাপে আমার এই চণ্ডালত্ব ঘটিয়াছে। সেই শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য জগতের মিত্র বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়াছি। তিনি ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই। ১৩—২০। এই কথা শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন,—রাজন! তুমি তো বশিষ্ঠের যজমান; বিশেষতঃ তদীয় পুত্রগণই সতত তোমায় যাজন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা তোমাকে শাপ দিয়া তোমার এমন দুর্দ্দশা করিলেন কেন? হে রাজসত্তম! তুমি তাঁহাদিগের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিলে? তুমি কি কাহারও প্রাণনাশ কিম্বা কোন পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিয়াছ?" ত্রিশঙ্কু কহিলেন,—আমি এই শরীরেই স্বর্গগমনার্থ একটী যজ্ঞ করিবার জন্য মহাত্মা বশিষ্ঠসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কহিলেন যে, এমন কোন যজ্ঞ নাই, যাহা দ্বারা দেহান্তর ব্যতীত সশরীরে স্বর্গগমন ঘটে। আমি ইহা শুনিয়া কহিলাম যে, যদি আপনি আমাকে যজ্ঞপ্রভাবে অবিলম্বে সশরীরে স্বর্গে না পাঠান, তবে আমি নিশ্চয়ই অপর কাহাকেও পৌরোহিত্য-পদে বরণ করিব। এতদুত্তরে তিনি কহিলেন যে, তোমার যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর। তারপর আমি বশিষ্ঠের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া তদীয় নিষ্ঠুর পুত্রগণের নিকট গমন করিলাম এবং বশিষ্ঠের নিকট যেমন বলিয়াছিলাম, তাঁহাদিগকেও সেই কথাই কহিলাম। হে মুনিসত্তম! তারপর তাঁহারা তাঁহাদিগকে পৌরোহিত্য হইতে পরিহার করিলাম বলিয়া শোক-তাপে আমাকে অভিশাপ দিয়া এই কুৎসিত চণ্ডালযোনি,—এই ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছেন। হে মুনিবর! পরে আমি আপনাকে মনে মনে চিন্তা করিয়া—বড় আশা করিয়া বহুদূর হইতে এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি। হে মুনে! আপনার কিছুই অসাধ্য নাই। আমি অতি দুঃখিত; এখন আমার একটী প্রতিকার করুন। ২১—৩০। সূত কহিলেন,—মুনিমণ্ডলীমধ্যে সমাসীন মহামুনি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কু রাজার

যাজয়িষ্যামি তেন যজ্ঞেন পার্থিব। গচ্ছসি ত্রিদিবং যেন ইষ্টমাত্রেণ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩২ ॥ ত্বমেবং বিহিতো ভূপ বাসিষ্ঠৈরন্ত্যজস্তু তৈঃ। ময়া ভূয়োঽপি ভূপালঃ কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্মাদাগচ্ছ ভূপাল তীর্থযাত্রাং ময়া সহ। কুরু তীর্থপ্রভাবেণ যেন ত্বং স্যাঃ শুচিঃ পুনঃ ॥ ৩৪ ॥ তথা যজ্ঞক্রিয়ার্হশ্চ চণ্ডালত্ববিবর্জ্জিতঃ। নাস্তি তৎপাতকং যচ্চ তীর্থস্নানান্ন নশ্যতি ॥ ৩৫ ॥ সূত উবাচ। এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা গাধিপুত্রো মুনীশ্বরঃ। ত্রিশঙ্কুং পুরতঃ কৃত্বা তীর্থযাত্রামথাব্রজৎ ৩৬ ॥ কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাং প্রভাসে কুরুজাঙ্গলে। পৃথূদকে গয়াশীর্ষে নৈমিষে পুষ্করত্রয়ে ॥ ৩৭ ॥ বারাণস্যাং প্রয়াগে চ কেদারে শ্রবণে নদে। চিত্রকূটে চ গোকর্ণে শালিগ্রামেঽচলেশ্বরে ॥ ৩৮ ॥ শুক্রতীর্থে স্বরাজ্যাখ্যে দৃষদ্বতি নদে শুভে। অথান্যেষু সুপুণ্যেষু তীর্থেষ্বায়তনেষু চ ॥ ৩৯ ॥ এবং তস্য নরেন্দ্রস্য সার্দ্ধং তেন মহাত্মনা। অতিক্রান্তো মহান্ কালো ভ্রমমাণস্য ভূতলে ॥৪০॥ মুচ্যতে ন চ পাপেন চণ্ডালত্বেন স দ্বিজাঃ। এবংবিধেষু তীর্থেষু স্নাতোঽপি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪১ ॥ ততঃ ক্রমাৎ সমায়াতঃ সোঽর্ব্বুদং পর্ব্বতং প্রতি। তত্রারুহ্য সমালোক্য পাপঘ্নমচলেশ্বরম্ ॥ ৪২ ॥ যাবদায়তনাত্তস্মান্নির্গচ্ছতি মুনীশ্বরঃ। তাবত্তেনেক্ষিতো নাম মার্কণ্ডো মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥ সোঽপি দৃষ্ট্বা জগন্মিত্রং বিশ্বামিত্রং মুনীশ্বরম্। প্রোবাচাথ কুতঃ প্রাপ্তঃ সাম্প্রতং ত্বং মুনীশ্বর ॥ ৪৪ ॥ কোঽয়ং তবানুগো রৌদ্রো দৃশ্যতে চান্ত্যজাকৃতিঃ। এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতো মম সন্মুনে ॥ ৪৫ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। এষ পার্থিবশার্দ্দূলস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ। বশিষ্ঠস্য সুতৈর্নীতশ্চণ্ডালত্বং প্রকোপতঃ ॥ ৪৬ ॥ ময়া চাস্য প্রতিজ্ঞাতং সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্। প্রভ্রমিষ্যাম্যহং যাবন্মেধ্যত্বং ত্বমুপেষ্যসি ॥ ৪৭ ॥ ভ্রান্তোঽহং ভূতলে যানি তীর্থান্যায়তনানি চ। নচৈষ মেধ্যতাং প্রাপ্তঃ পরিশ্রান্তোঽস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ৪৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বাং মহীং ত্যক্ত্বা লজ্জয়া পরয়া যুতঃ। দ্বীপাম্ভোর্ণবাংস্ত্যক্ত্বা

সেই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠের প্রতি স্পর্দ্ধাবশতঃ কহিলেন,—হে মহারাজ! আমি তোমাকে সেই যজ্ঞ করাইব, যাহার অনুষ্ঠানমাত্রেই তুমি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে! রাজন! বশিষ্ঠপুত্রগণ তোমাকে এই চণ্ডাল করিয়াছে, কিন্তু আমি তোমাকে পুনরায় রাজা করিব। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব হে মহারাজ! তুমি আমার সহিত তীর্থযাত্রানুষ্ঠান কর; তাহা হইলে তীর্থ-প্রভাবে তুমি পুনরায় 'শুচি' হইতে পারিবে। তখন চণ্ডালত্ব হইতে মুক্ত ও যজ্ঞানুষ্ঠানযোগ্য হইবে। এমন কোন পাতক নাই যাহা তীর্থযাত্রা-প্রভাবে বিনষ্ট না হয়। সূত কহিলেন,—গাধিনন্দন মুনিবর বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির করিয়া ত্রিশঙ্কুকে সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে লইয়া কুরুক্ষেত্র সরস্বতী, প্রভাস, কুরুজাঙ্গল, পৃথূদক, গয়াধাম, নৈমিষারণ্য, পুষ্করত্রয়, বারাণসী, প্রয়াগ, কেদার, শোণনদ, চিত্রকূট, গোকর্ণ, শালিগ্রাম, অচলেশ্বর, শুক্রতীর্থ, স্বরাজ্য, দৃষদ্বান্ নদ প্রভৃতি ভূতলস্থ অতি পুণ্যদায়ক বিবিধ তীর্থে ও ক্ষেত্রে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ স্নান ও দেবদর্শনাদি তীর্থবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু হে দ্বিজগণ! রাজা ত্রিশঙ্কু সেই সমস্ত তীর্থে ভ্রমণ ও স্নানাদি কর্ম্ম করিলেও তাহার চণ্ডালত্ব-মুক্তি হইল না। অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রমে ক্রমে অর্ব্বুদ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বত অতি উত্তম। মুনিবর বিশ্বামিত্র সেই পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক পাপনাশী অচলেশ্বরকে দর্শন করিয়া যখন সেখান হইতে বহির্গমন করেন, তখন মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইলেন। সেই মার্কণ্ডেয় মুনিও জগতের মিত্র বিশ্বামিত্র মুনিবরকে দেখিয়া কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনি এখন কোথা হইতে আসিতেছেন? আর আপনার অনুগামী এই উগ্রমূর্ত্তি চণ্ডালাকৃতি ব্যক্তিই বা কে? হে মুনিসত্তম! আমার জিজ্ঞাসিত এই সকল আপনি বলুন। ৩১—৪৫। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—হে মুনিবর! ইনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত মহারাজা। বশিষ্ঠের পুত্রগণ কোপবশে অভিশাপ দ্বারা ইহার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহাঁকে বলিয়াছি যে, তীর্থভ্রমণফলে যাবৎ তোমার চণ্ডালত্ব বিমুক্ত না হয়, তাবৎ তোমাকে লইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিব। পরন্তু আমি ইহাকে লইয়া ভূতলে নানা তীর্থে ও বিবিধ ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ইহার চণ্ডালত্ব ঘুচে নাই। এক্ষণে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এক্ষণে আমি লজ্জাবশে দ্বীপসাগরসমন্বিতা ধরণী পরিত্যাগ করিয়া

৬১

সম্প্রযাস্যাম্যতঃ পরম্ ॥ ৪৯ ॥ মা বসিষ্ঠস্য পুত্রাণামুপহাসপদং গতঃ। প্রতিজ্ঞারহিতো বিপ্র সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ৫০ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। যদ্যেবং মুনিশার্দ্দূল কুরুষ বচনং মম। সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং মা ত্যক্ত্বা কুত্রচিদ্‌ব্রজ ॥ ৫১ ॥ এতস্মাৎ পর্ব্বতাৎ ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসংস্থিতম্। অস্তি নৈঋর্তদিগ্‌ভাগে দেশে চানর্ত্তসংজ্ঞকে ॥ ৫২ ॥ তত্রাদ্যং স্থাপিতং লিঙ্গং হাটকেন সুরোত্তমৈঃ। যত্তৎ সঙ্কীর্ত্ত্যতে লোকে পাতালে হাটকেশ্বরম্ ॥ ৫৩ ॥ পাতালজাহ্নবীতোয়ং যত্রৈবাস্তি দ্বিজোত্তম। উদ্ধৃতে শম্ভুনা লিঙ্গে বিনিষ্ক্রান্তং রসাতলাৎ ॥ ৫৪ ॥ তত্র প্রবিশ্য যত্নেন পাতালং বসুধাধিপঃ করোতু জাহ্নবীতোয়ে স্নানং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৫৫ ॥ পশ্চাৎ পশ্যতু তল্লিঙ্গং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। ভবিষ্যতি ততঃ শুদ্ধশ্চণ্ডালত্ববিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৬ ॥ ত্বমপি প্রাপ্স্যসি শ্রেয়ঃ পরং হৃদয়সংস্থিতম্। ততোঽস্মাদপি যৎকিঞ্চিত্তত্রৈব তপসি স্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ। ত্রিশঙ্কুনা সমাযুক্তো গতস্তত্র দ্রুতং ততঃ ॥ ৫৮ ॥ পাতালে দেবমার্গেণ প্রবিশ্য নৃপসত্তমম্। ত্রিশঙ্কু স্নাপয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৫৯ ॥ স্নাতমাত্রোঽথ রাজা স হাটকেশ্বরদর্শনাৎ। চণ্ডালত্বেন নির্ম্মুক্তো বভূবার্কসমদ্যুতিঃ ॥ ৬০ ॥ ততস্তং স মুনিঃ প্রাহ প্রণতং গতকল্মষম্। দিষ্ট্যা মুক্তোঽসি রাজেন্দ্র চণ্ডালত্বেন সাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥ দিষ্ট্যা প্রাপ্তং পরং তেজো দিষ্ট্যা প্রাপ্তং পরং তপঃ। তস্মাদ্‌যজস্ব সত্রেণ বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥ ৬২ ॥ যেন সম্প্রাপ্স্যসে সিদ্ধিং নিত্যং যা হৃদয়ে স্থিতা। ত্বৎকৃতে প্রার্থয়িষ্যামি স্বয়ং গত্বা পিতামহম্ ॥ ৬৩ ॥ মখাংশং সর্ব্বদেবাদ্যো যেন গৃহ্ণাতি মে মখে। তস্মাদত্রৈব সম্ভারান্ সর্ব্বান্ যজ্ঞসমুদ্ভবান্। আনয় ব্রহ্মলোকাচ্চ যাবদাগমনং মম ॥ ৬৪ ॥ বাঢমিত্যেব সোঽপ্যাহ স মুনিঃ সংশিতব্রতঃ। পিতামহমুপাগম্য প্রণিপত্যাব্রবীদ্বচঃ ॥ ৬৫ ॥ যাজয়িষ্যাম্যহং ভূপং ত্রিশঙ্কুং প্রপিতামহ। মানুষেণ শরীরেণ যেন গচ্ছতি তে পদম্ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাদাগচ্ছ তত্র ত্বং

যাইব, ভাবিয়াছি। হে বিপ্র! নচেৎ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়া বশিষ্ঠপুত্রগণের উপহাসাস্পদ হইব না। আমি ইহা সত্যই বলিতেছি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মুনিবর! যদি এমন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তবে আমার কথা শুনুন; সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই। এই পর্ব্বতের নৈঋর্তদিকে আনর্ত্ত দেশে হাটকেশ্বর নামে এক পুণ্যতম ক্ষেত্র আছে। সেই স্থানে সুরোত্তমগণ হাটকনির্ম্মিত এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। পাতালে যে হাটকেশ্বর নামে লিঙ্গ বিখ্যাত আছে, উহা সেই লিঙ্গ। হে দ্বিজবর। সেইখানে পাতালগঙ্গা প্রবহমাণা। ভগবান্ শম্ভু স্বীয় লিঙ্গ উদ্ধৃত করিলে পর পাতাল হইতে উহা নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। রাজা ত্রিশঙ্কু সেই পথে পাতালে প্রবেশ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া পরে সেই হাটকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করুন। তাহা হইতেই চণ্ডালত্ববর্জ্জিত—শুদ্ধ হইতে পারিবেন। আর আপনিও মনোগত শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবেন; আর যদি সেখানে তপস্যাচরণ করেন, তাহা হইলে আরও মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।৪৬—৫৭। সূত কহিলেন,—মার্কণ্ডেয় মুনির সেই কথা শুনিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কু রাজার সহিত দ্রুতগতি সেইখানে যাইয়া দেবগণরচিত পথে ত্রিশঙ্কুকে লইয়া পাতালে প্রবেশপূর্ব্বক যথাবিধি ত্রিশঙ্কুকে স্নান করাইয়া হাটকেশ্বর দর্শন করাইলেন। রাজাও অবিলম্বে চণ্ডালত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যসম দ্যুতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রণতি করিলেন। মুনিবরও সেই পাপহীন রাজাকে কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! সম্প্রতি তুমি চণ্ডালত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছ। অহো! এক্ষণে তুমি পরম তেজ প্রাপ্ত হইয়াছ; তোমার তপঃপ্রভাব জন্মিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি তোমার হৃদয়স্থ অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যথাবিধি দক্ষিণাদিদ্বারা সত্রানুষ্ঠান কর। তোমার এই কার্য্য সম্পাদনার্থ আমি নিজেই যাইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিয়া যাহাতে তোমার যজ্ঞে দেবগণ সকলে আসিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহা করিব। অতএব আমি যাবৎ ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ তুমি এখানেই যজ্ঞোপকরণসমূহ আহরণ কর। ৫৮—৬৪। বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনিয়া রাজা "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিলে মহাতপা বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই কথা কহিলেন যে,—হে প্রপিতামহ! যাহাতে সশরীরে স্বর্গলাভ হয়, তজ্জন্য আমি মহারাজ ত্রিশঙ্কুকে যজ্ঞ করাইব। হে পিতামহ! অতএব

যজ্ঞবাটং পিতামহ। সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং শিব-বিষ্ণুপুরঃসরৈঃ ॥ ৬৭ ॥ প্রগৃহাণ স্বহস্তেন যজ্ঞভাগং যথোচিতম্। সশরীরো দিবং যাতি যেনাসৌ ত্বৎ-প্রসাদতঃ ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ন যজ্ঞকর্ম্মণা স্বর্গং যেন কায়েন লভ্যতে। মুক্তা দেহান্তরং ব্রহ্মং-স্তস্মাদ্বৈবং বদস্ব মাম্ ॥ ৬৯ ॥ বয়মগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে হবির্গৃহ্ণীমহে মখে। বেদোক্তবিধিনা সম্যগ্‌যজমান-হিতায় বৈ ॥ ৭০ ॥ তস্মাদ্বহ্নিমুখে ভূয়ঃ স জুহোতু হবির্দ্বিজ। ততঃ সম্প্রাপ্স্যতি স্বর্গং ত্বৎ-প্রাসাদাদসংশয়ম্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিশঙ্কুপাখ্যানে বিশ্বামিত্রকৃতত্রিশঙ্কু-যাজনোপক্রমবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মণো বাক্যং বিশ্বামিত্রো রুষান্বিতঃ। পিতামহমুবাচেদং পশ্য মে তপসো বলম্ ॥ ১ ॥ যাজয়িত্বা ত্রিশঙ্কুং তং বিধিবদ্দক্ষিণান্বিতম্। যজ্ঞেনাত্রানয়িষ্যামি পশ্যতস্তে পিতামহ ॥ ২ ॥ এবমুক্ত্বা দ্রুতং গত্বা বিশ্বামিত্রো ধরাতলম্। চকার যাজনে যত্নং ত্রিশঙ্কোঃ সুমহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥ দদৌ দীক্ষাং সমাহূয় ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্। যজ্ঞকর্ম্মোচিতে কালে তস্মিন্নেব বনে শুভে ॥ ৪ ॥ বভূব স স্বয়ং ধীমানধ্বর্য্যুর্যজ্ঞকর্ম্মণি। তস্মিন্ হোতা চ শাণ্ডিল্যো ব্রহ্মা গৌতম এব চ ॥ ৫ ॥ আগ্নীধ্রশ্চ্যবনো নাম মৈত্রাবরুণঃ কার্ম্মিকঃ। উদ্গাতা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ প্রতিহর্ত্তা চ জৈমিনিঃ ॥ ৬ ॥ প্রস্তোতা শঙ্খবর্ণশ্চ তথোন্নেতা চ গালবঃ। পুলস্ত্যো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী হোতা গর্গো মুনীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ নেষ্টা চৈব তথাত্রিশ্চ অচ্ছাবাকো ভৃগুঃ স্বয়ম্। তান্ সর্ব্বান্ ঋত্বিজশ্চক্রে ত্রিশঙ্কুঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৮ ॥ বাসোভিঃ মুকুটৈশ্চৈব কেয়ূরৈঃ সমলঙ্কৃতান্। কৃত্বা কেশপরিত্যাগং দধৎ কৃষ্ণাজিনং তথা ॥ ৯ ॥ ঐণশৃঙ্গ-সমাযুক্তঃ পয়োব্রতপরায়ণঃ। দীর্ঘসত্রায়তান্ সর্ব্বান্ যোজয়ামাস বৈ ততঃ ॥ ১০ ॥ এবং তস্মিন্ প্রবৃত্তে চ দীর্ঘসত্রে যথোচিতে। আজগ্মুর্ব্রাহ্মণা দিব্যা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ১১ ॥ তথান্যে তার্কিকাশ্চৈব গৃহস্থাঃ কৌতুকান্বিতাঃ। দীনান্ধকৃপণাশ্চৈব যে চান্যে নটনর্ত্তকাঃ ॥১২॥ দীয়তাং দীয়তামাশু এতেভ্যো মে তদেব হি। ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং লোকাঃ

আপনি শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত সুরগণসহ যজ্ঞস্থলে আসিয়া নিজহস্তে যথোচিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। রাজা আপনার প্রসাদে সশরীরে স্বর্গলাভ করুক। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ। যজ্ঞদ্বারা দেহান্তর ব্যতীত সশরীরে স্বর্গলাভ হয় না; অতএব তুমি আমাকে এরূপ কথা বলিও না। আমরা সকলেই অগ্নিমুখ, সুতরাং যজ্ঞস্থলে যজমানের হিতের জন্য বেদোক্ত বিধানে হুত হইলে সেই হবি গ্রহণ করিয়া থাকি। অতএব হে দ্বিজ! সেই রাজা বহ্নিমুখেই হোম করুক; তাহা হইলে তোমার কৃপায় দেহান্তরে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। ৬৫—৭১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র সক্রোধে পুনরায় ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে পিতামহ! আপনি আমার তপস্যার বল দেখুন। আমি যথাবিধি দক্ষিণান্বিত যজ্ঞানুষ্ঠান করাইয়া সেই ত্রিশঙ্কুকে এখানে আনয়ন করিব। ইহা আপনি দেখিতে পাইবেন। বিশ্বামিত্র এই বলিয়া দ্রুতগতি ধরাতলে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সুমহাত্মা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যত্নপরায়ণ হইলেন। তিনি সেই শুভ বনভূমেই যজ্ঞানুষ্ঠানযোগ্য-কালে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ সকল আনিয়া বরণ করাইলেন। ধীমান বিশ্বামিত্র নিজেই অধ্বর্য্যু হইলেন। আর শাণ্ডিল্য হোতা, গৌতম ব্রহ্মা, চ্যবন আগ্নীধ্র, অগস্ত্য কার্ম্মিক যাজ্ঞবল্ক্য উদ্গাতা, জৈমিনি প্রতিহর্ত্তা, শঙ্খবর্ণ প্রস্তোতা গালব উন্নেতা, পুলস্ত্য ব্রাহ্মণশংসী, গর্গমুনি হোতা, অত্রি নেষ্টা এবং ভৃগু অচ্ছাবাক হইলেন। রাজা ত্রিশঙ্কু কেশ মুণ্ডন করিয়া দুগ্ধমাত্রাহারে থাকিয়া কৃষ্ণাজিন ও মৃগশৃঙ্গধারী হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই সকল মুনিকে বস্ত্র ও মুকুট-কেয়ূরাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া সেই দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিলেন।১—১০। সেই দীর্ঘ-কালসাধ্য যজ্ঞ ব্যাপার এইরূপে যথোচিত সমারোহ সহকারে আরব্ধ হইলে পর নানা দেশ হইতে বেদ-বেদাঙ্গপারগ দিব্য ব্রাহ্মণ সকল, অনেকানেক তার্কিক, কৌতুকান্বিত কত কত গৃহস্থ, কত দীন, দুঃখী, অন্ধ, কাণা, খোঁড়া, নটু, নর্ত্তক, আসিয়া উপস্থিত হইল। অনবরত "ইহাদিগকে শীঘ্র দেও,

প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি॥ ১২॥ ইত্যেষ নিনদস্তত্র শ্রূয়তে সততং মহান্। যজ্ঞবাটে সদা তস্মিন্নান্যশ্চৈব কদাচন॥ ১৪॥ তত্র শস্যময়াঃ শৈলা দৃশ্যন্তে পরিকল্পিতাঃ। সুবর্ণস্য চ রূপস্য রত্নানাং চ বিশেষতঃ॥ ১৫॥ দানার্থং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামসংখ্যাশ্চাপি ধেনবঃ। তথৈব বাজিনো দান্তা মদোন্মত্তা মহাগজাঃ॥ ১৬॥ সমন্তাৎ কল্পিতাস্তত্র দৃশ্যন্তে পর্বতোপমাঃ। বর্তমানে মহাযজ্ঞে তস্মিন্নেব সুবিস্তরে॥ ১৭॥ আহূতা যজ্ঞভাগায় নাভিগচ্ছন্তি দেবতাঃ। কেবলং বহ্নিবক্ত্রেণ তস্য গৃহ্ণন্তি তদ্ধবিঃ॥ ১৮॥ এবং দ্বাদশবর্ষাণি যজতস্তস্য ভূপতেঃ। ব্যতীতানি ন সম্প্রাপ্তমভীষ্টং মনসঃ ফলম্॥ ১৯॥ ততশ্চাবভৃথস্নানং কৃত্বা সত্রসমাপ্তিজম্। ঋত্বিজস্তর্পয়িত্বা তান দক্ষিণাভির্যথাহতঃ॥ ২০॥ বিসসর্জ্জ সমস্তাংশ্চ তথান্যানপি সঙ্গতান্। সম্বন্ধিনো বয়স্যাংশ্চ ত্রিশঙ্কুর্মুনিসত্তমাঃ॥ ২১॥ ততঃ প্রোবাচ বিনতো বিশ্বামিত্রং মুনীশ্বরম্। ভূপো ব্রীড়য়া যুক্তঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ২২॥ ত্বৎপ্রসাদান্ময়া প্রাপ্তং দীর্ঘসত্রসমুদ্ভবম্। পরিপূর্ণফলং ব্রহ্মন্ দুর্লভং সর্ব্বমানবৈঃ॥ ২৩॥ তথা জাতিঃ পুনর্লব্ধা ভূয়ো নষ্টাপি সন্মুনে। ত্বৎপ্রসাদেন বিপ্রর্ষে চণ্ডালত্বং প্রণাশিতম্॥ ২৪॥ পরং মে দুঃখমেবৈকং হৃদি শল্যমিবার্পিতম্। অনেনৈব শরীরেণ যন্ন প্রাপ্তং ত্রিবিষ্টপম্॥ ২৫॥ উপহাসং করিষ্যন্তি বসিষ্ঠস্য সুতা মুনে। অদ্য ব্যর্থশ্রমং শ্রুত্বা মামপ্রাপ্তং ত্রিবিষ্টপম্॥ ২৬॥ তথা তদ্বচনং সত্যং বসিষ্ঠস্য ব্যবস্থিতম্। যত্তেনোক্তং ন যজ্ঞেন সদেহৈর্গম্যতে দিবি॥ ২৭॥ সোঽহং তপঃ করিষ্যামি সাম্প্রতং বনমাশ্রিতঃ। ন করিষ্যামি ভূয়োঽপি রাজ্যং পুত্রনিবেদিতম্॥ ২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিশঙ্কূপাখ্যানে বিশ্বামিত্রেণ ত্রিশঙ্কো সশরীরেণ স্বর্গারোহণায় দ্বাদশবার্ষিকযজ্ঞকরণং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ত্রিশঙ্কোর্মুনিপুঙ্গবঃ। বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদ্বাক্যং কিঞ্চিল্লজ্জাসমন্বিতঃ॥ ১॥ মা বিষাদং মহীপাল বিষয়েঽত্র করিষ্যসি। অনেনৈব শরীরেণ ত্বাং নয়িষ্যা ম্যহং

শীঘ্র দেও; ওহে লোকগণ! খাও খাও, দয়া করুন"; ইত্যাদি শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। অপর কোন শব্দই আর শুনিতে পাওয়া গেল না। সেখানে দানজন্য বিবিধ শস্যময়, সুবর্ণময়, রজতময়, অপরাপর রত্নময় বিবিধ পর্ব্বত নির্ম্মিত হইল। অসংখ্য ধেনু, সুশিক্ষিত অশ্বসমূহ, এবং মদোন্মত্ত পর্ব্বতাকার মহাগজঘটা সংস্থাপিত হইল। এইভাবে সেই মহাযজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ আহূত হইয়াও যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ তথায় আগমন করিলেন না; তাঁহারা কেবল বহ্নিমুখে হুত হবি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সেই ত্রিশঙ্কু রাজার যজ্ঞানুষ্ঠানে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল, পরন্তু তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। হে মুনিসত্তমগণ! অতঃপর রাজা ত্রিশঙ্কু যজ্ঞ সমাপনান্তে কর্ত্তব্য অবভৃথ-স্নান করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে যথাযোগ্য দক্ষিণাদান এবং অন্যান্য অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া বিদায় দিলেন। ১২—২১। তারপর রাজা ত্রিশঙ্কু লজ্জিতভাবে সবিনয়ে প্রণতিপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি আপনার প্রসাদে সাধারণ মানবগণের দুর্লভ দীর্ঘকালসাধ্য যাগানুষ্ঠান করিয়া তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইলাম। হে মুনিবর! আমার জাতিনাশ ঘটিয়াছিল, আপনার কৃপায় তাহাও আমি পুনরায় পাইয়াছি। হে বিপ্রবর! আপনার অনুগ্রহে আমার চণ্ডালত্বও অপগত হইয়াছে। পরন্তু এখনও আমার মনে শল্যের ন্যায় একটী মহৎ দুঃখ রহিয়াছে যে, আমি এই শরীরে স্বর্গগমনে সক্ষম হই নাই। হে মুনে! আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে; আমি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি নাই; ইহা শুনিয়া বশিষ্ঠের পুত্রগণ আমাকে কতই উপহাস করিবে! আরও বিশেষ বশিষ্ঠ যে বলিয়াছিলেন,—"যজ্ঞ দ্বারা সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় না," সে কথাও সত্যই রহিল! অতএব এমন অবস্থায় আমার আর রাজত্ব করা সঙ্গত নহে, আমার পুত্রই রাজত্ব করুক; আমি সম্প্রতি বনে যাইয়া তপস্যাচরণ করি। ২২—২৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ত্রিশঙ্কুর সেই বাক্য শ্রবণে মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! তুমি এ বিষয়ে বিষাদ করিও না; আমি তোমাকে এই শরীরেই স্বর্গে পাঠা

দিবম্ ॥ ২ ॥ তত্তৎ কর্ম্ম করিষ্যামি স্বর্গার্থে নৃপসত্তম। তত্রাভীষ্টং করিষ্যামি কিংবা যাস্যামি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ৩ ॥ এবমুক্ত্বা পরং কোপং কৃত্বোপরি দিবৌকসাম্। উবাচ চ ততো রৌদ্রং প্রত্যক্ষং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৪ ॥ যথা ময়া দ্বিজত্বং হি স্বয়মেবার্জ্জিতং বলাৎ। তথা সৃষ্টিং করিষ্যামি স্বকীয়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ ততস্তং স সমালোক্য শঙ্করং শশিশেখরম্। প্রনম্য বিধিবদ্ভক্ত্যা স্তুতিং চক্রে মহামুনিঃ ॥ ৬ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। জয় দেব জয়াচিন্ত্য জয় পার্ব্বতিবল্লভ। জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় কৃষ্ণ জগদ্গুরো ॥ ৭ ॥ জয়াচিন্ত্য জয়ামেয় জয়ানন্ত জয়াচ্যুত। জয়ামর জয়াজেয় জয়াব্যয় সুরেশ্বর ॥ ৮ ॥ জয় সর্ব্বগ সর্ব্বেশ জয় সর্ব্বসুরাশ্রয়। জয় সর্ব্বজনধ্যেয় জয় সর্ব্বাঘনাশন ॥ ৯ ॥ ত্বং ধাতা চ বিধাতা চ ত্বং কর্ত্তা ত্বঞ্চ রক্ষকঃ। চতুর্ব্বিধস্য দেবেশ ভূতগ্রামস্য শঙ্কর ॥ ১০ ॥ যথা তিলস্থিতং তৈলং যথা দধিগতং ঘৃতম্। তথৈবাধিষ্ঠিতং কৃৎস্নং ত্বয়া গুপ্তেন বৈ জগৎ ॥ ১১ ॥ ত্বং ব্রহ্মা ত্বং হৃষীকেশস্ত্বং শক্রস্ত্বং হুতাশনঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমিন্দুস্ত্বং দিবাকরঃ ॥ ১২ ॥ অথবা বহুনোক্তেন কিং স্তবেন তব প্রভো। সমাসাদেব বক্ষ্যামি বিভূতিং শ্রুতিনোদিতাম্ ॥ ১৩ ॥ যৎকিঞ্চিত্রিষু লোকেষু স্থাবরং জঙ্গমং বিভো। তৎসর্ব্বং ভবতা ব্যাপ্তং কাষ্ঠং হব্যভুজা যথা ॥ ১৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে বরং প্রার্থয় সন্মুনে। যত্তে হৃদি স্থিতং নিত্যং সর্ব্বং দাস্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ১৫ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। তন্মে স্যাৎ সৃষ্টিমাহাত্ম্যং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ১৬ ॥ এবমস্ত্বিতি তং চোক্ত্বা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। সর্ব্বৈর্গণৈঃ সমাযুক্তস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ ॥ ১৭ ॥ বিশ্বামিত্রোঽপি তত্রৈব স্থিতো ধ্যানপরায়ণঃ। চক্রে চতুর্ব্বিধাং সৃষ্টিং স্পর্দ্ধয়া হংসগামিনঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিশঙ্কূপাখ্যানে বিশ্বামিত্র-বরলব্ধির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হব।— তজ্জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য, আমি সেই সেই কর্ম্ম করিতেছি; হয় তোমার বাসনা পূরণ করিব, নয় আমি নিজেই বিনষ্ট হইব। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই বলিয়া সেই রাজার সমক্ষে দেবগণের প্রতি অতিশয় ক্রোধ বশতঃ রুক্ষস্বরে কহিলেন যে, আমি যেমন নিজ সামর্থ্যেই ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিয়াছি, সেইরূপ তোমার জন্য নিজেই অপর একটা জগৎ সৃষ্টি করিব। ইহাতে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র হাটকেশ্বর শশিশেখর শঙ্করকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—হে দেব! আপনার জয় হউক। হে অচিন্ত্য! আপনার জয় হউক। হে পার্ব্বতীবল্লভ! আপনার জয় হউক। হে তমোময় জগতের নাথ! আপনার জয় হউক। হে সংসারনিবারক জগদ্গুরো! আপনার জয় হউক। হে অচিন্ত্য! আপনার জয় হউক। হে অমেয়! আপনার জয় হউক। হে অনন্ত! আপনার জয় হউক। হে অচ্যুত! আপনার জয় হউক। হে অমর! আপনার জয় হউক। হে অজেয়! আপনার জয় হউক। হে অব্যয়, সুরেশ্বর! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্বগ, সর্ব্বেশ! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্ব সুরগণের আশ্রয়! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্বজনধ্যেয়! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্বপাপনাশন! আপনার জয় হউক। হে শঙ্কর! আপনিই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের কর্ম্মস্বরূপ এবং সৃজনপালনমারণকারী। তিলমধ্যগত তৈলের ন্যায় ও দধিমধ্যগত ঘৃতের ন্যায় আপনি গুপ্ত ভাবে সমগ্র জগতে বিরাজমান রহিয়াছেন। আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই বিষ্ণু, আপনিই ইন্দ্র, আপনিই অগ্নি, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই বষট্কার, আপনিই চন্দ্র, এবং আপনিই সূর্য্য স্বরূপ। অথবা হে প্রভো! বহুল বাগ্বিন্যাসে আপনার স্তব করিয়া ফল কি? সংক্ষেপেই আপনার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বিভূতি বর্ণনা করিতেছি। ত্রিলোকে যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ আছে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ব্যাপিয়া থাকে আপনি তদ্রূপ তৎসমস্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছেন। ১—১৪। বিশ্বামিত্রের এই স্তবে ভগবান্ মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া সগণে সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমার যাহা মনোগত, আমি তৎসমস্তই দান করিব। ইহাতে সংশয় নাই। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন, আপনার প্রসাদে আমার সৃষ্টিসামর্থ্য জন্মে। ভগবান্ বৃষধ্বজ "তথাস্তু" বলিয়া গণগণ সহ সেই

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তেনৈবং ধ্যায়মানেন জলমধ্যে বিষ্ণু কাময়া। সৃষ্টং সন্ধ্যাদ্বয়ং তচ্চ দৃশ্যতেঽদ্যাপি বৈ দ্বিজাঃ॥ ১॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে সৃষ্টাস্তেন মহাত্মনা। বৈমানিকাশ্চ যে কেচিন্নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা॥ ২॥ মনুষ্যোরগরক্ষাংসি বীরুধো বৃক্ষসংযুতাঃ। সপ্তর্ষয়ো ধ্রুবাদ্যাশ্চ যে চান্যে গগনেচরাঃ॥ ৩॥ এবং হি ভগবান্ সৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রঃ স মন্যুমান্। স্বকীয়েষথ কৃত্যেষু যোজয়ামাস তাংস্ততঃ॥ ৪॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দ্বৌ সূর্য্যৌ যুগপদ্দিবি। উদিতৌ রাত্রিনাথৌ চ জাতাশ্চ দ্বিগুণা গ্রহাঃ। দ্বিগুণানি চ ভান্যেব সহ সপ্তর্ষিভির্দ্বিজাঃ॥ ৫॥ এবং বিয়তি তে সর্ব্বে স্পর্দ্ধমানাঃ পরস্পরম্। দৃশ্যন্তে দ্বিগুণীভূতা জনবিভ্রমকারকাঃ॥ ৬॥ এতস্মিন্নন্তরে শক্রঃ সহ সর্ব্বৈর্দিবালয়ৈঃ। জগাম তত্র যত্রাস্তে ভগবান্ কমলাসনঃ॥ ৭॥ প্রোবাচাথ প্রণম্যোচ্চৈঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। স্তুতিং কৃত্বা সুরৈঃ সার্দ্ধং বেদোক্তৈঃ স্তবনৈর্দ্বিজাঃ॥ ৮॥ সৃষ্টিঃ কৃতা সুরশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রেণ সাম্প্রতম্। মনুষ্যযক্ষসর্পাণাং দেবগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্॥ ৯॥ তস্মাদ্বারয় তং গত্বা স্বয়মেব পিতামহ। যাবন্ন ব্যাপ্যতে সর্ব্বং তৎসৃষ্টেদং চরাচরম্॥ ১০॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তেনৈব সহিতো বিধিঃ। গত্বোবাচ জগন্মিত্রং বিশ্বামিত্রং মুনীশ্বরম্॥ ১১॥ নিবৃত্তিং কুরু বিপ্রর্ষে সাম্প্রতং বচনান্মম। সৃষ্টের্যাবন্ন নশ্যন্তি সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ॥ ১২॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। অনেনৈব শরীরেণ ত্রিশঙ্কুর্নৃপসত্তমঃ। যদি গচ্ছতি তে লোকে তৎসৃষ্টিং ন করোম্যহম্॥ ১৩॥ ব্রহ্মোবাচ। এষ গচ্ছতু ভূপালো ময়া সহ ত্রিবিষ্টপম্। অনেনৈব শরীরেণ ত্বৎপ্রসাদান্মুনীশ্বর॥ ১৪॥ বিরামং কুরু সৃষ্টেস্ত্বং নৈতদন্যঃ করিষ্যতি। ন কৃতং কেনচিল্লোকে তৎ কর্ম্ম ভবতা কৃতম্॥ ১৫॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। যন্ময়া কোপযুক্তেন কৃতেয়ং সৃষ্টিরব্জজ। তৎ রক্ষণীয়ং ত্বয়া দেব সর্ব্বলোকপিতামহ॥ ১৬॥ তথাকয়াস্তু

স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও সেই স্থানে ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া হংসবাহন ব্রহ্মার প্রতি স্পর্দ্ধা বশতঃ চতুর্বিধ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে।১৫—১৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহর্ষি বিশ্বামিত্র জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধ্যানপ্রভাবে কামনাবশে দুইটী সন্ধ্যার সৃষ্টি করিলেন। হে দ্বিজগণ! অদ্যাপি সেই সন্ধ্যাদ্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর সেই মহাত্মা বিশ্বামিত্র দেবতা, বিমানচর, নক্ষত্র, গ্রহ, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস, লতা, বৃক্ষ, সপ্তর্ষি, ধ্রুব প্রভৃতি গগনচর অপরাপর পদার্থনিচয় সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্রোধবশে এইরূপ সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। তখন গগনমণ্ডলে দুইটী সূর্য্য, দুইটী চন্দ্র, এবং দ্বিগুণিত গ্রহ নক্ষত্র সপ্তর্ষি প্রভৃতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। গগনমণ্ডলে সেই সকল গগনচরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে বিচরণ করিতে থাকিলে, জনগণের বিষম বিভ্রম সমুৎপন্ন হইল। তখন ইন্দ্রদেব অপর দেবগণ সহ কমলাসন ব্রহ্মার নিকট যাইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি করে উচ্চৈঃস্বরে বেদোক্ত স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে স্তব করিয়া কহিলেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি বিশ্বামিত্র মুনি, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সর্পাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যাবৎ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থে জগৎ ব্যাপ্ত না হয়, তৎপূর্ব্বেই আপনি যাইয়া তাঁহাকে নিবারণ করুন। ১—১০। ইন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহার সহিত জগতের মিত্র বিশ্বামিত্র মুনির নিকট যাইয়া কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! যাবৎ ইন্দ্রাদি সহ দেবগণ বিনষ্ট না হন, তাবৎকাল মধ্যেই আপনি আমার বাক্যানুসারে সৃষ্টিকার্য্য হইতে বিরত হউন। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—যদি নৃপসত্তম ত্রিশঙ্কু সশরীরে আপনার লোকে যাইতে পারেন, তবে আমি আর সৃষ্টি করিব না। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনার কৃপায় এই রাজা এই শরীরেই আমার সহিত স্বর্গে গমন করুন। আপনি সৃষ্টিকার্য্য হইতে বিরত হউন। আপনি যে কর্ম্ম করিলেন, জগতে তাহা কেহ করিতে পারে নাই, এবং কেহ করিতে পারিবেও না। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—হে পদ্মজ! আমি যে কোপবশে এই সৃষ্টিকার্য্য করিয়াছি, আপনি

যে দেব সৃষ্টিস্তব প্রসাদতঃ। যা কৃতা ন করিষ্যামি ভূয়োহন্যাং পদ্মসম্ভব ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ভবিষ্যতি ধ্রুবা বিপ্র সৃষ্টির্যা ভবতা কৃতা। পরং সর্ব্বেষু কৃত্যেষু যজ্ঞার্হা ন ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ এবং মুক্তা সমাদায় ত্রিশঙ্কুং প্রপিতামহঃ। ব্রহ্মলোকং গতো হৃষ্টো মুনিস্তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিশঙ্কুপাখ্যানে ত্রিশঙ্কুস্বর্গপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং স্বর্গমনুপ্রাপ্তে ত্রিশঙ্কৌ নৃপসত্তমে। সশরীরে দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিশ্বামিত্রসমুদ্যমাৎ ॥ ১ ॥ তত্তীর্থং খ্যাতিমায়াতং সমস্তে ভুবনত্রয়ে। ততঃপ্রভৃতি লোকানাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ২ ॥ অস্পৃষ্টং কলিদোষেণ তথান্যৈরুপপাতকৈঃ। ব্রহ্মহত্যাদিকৈশ্চৈব ত্রিপুরারেঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩ ॥ যস্তত্র ত্যজতি প্রাণান্ শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা। স মোক্ষমাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যো যদ্যপি স্যাৎ সুপাপকৃৎ ॥ ৪ ॥ কৃমিপক্ষিপতঙ্গা যে পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। তেহপি তত্র মৃতা যান্তি শিবলোকমসংশয়ম্ ॥ ৫ ॥ স্নানং যে তত্র কুর্ব্বন্তি শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। ত্রিশঙ্কুরিব তে স্বর্গে প্রয়ান্ত্যপি বিধর্ম্মিণঃ ॥ ৬ ॥ ঘর্ম্মার্ত্তা বা তৃষার্ত্তা যেহবগাহন্তি তজ্জলম্। তেহপি যান্তি পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ বিশ্বামিত্রোহপি তদ্দৃষ্ট্বা তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। কুরুক্ষেত্রং পরিত্যজ্য তত্র বাসমথাকরোৎ ॥ ৮ ॥ তথান্যে মুনয়ঃ শান্তাস্ত্যক্ত্বা তীর্থানি দূরতঃ। তত্রাশ্রমপদং কৃত্বা প্রযাতাঃ পরমং পদম্ ॥ ৯ ॥ তথৈব মনুজাঃ সর্ব্বে দূরাদাগত্য সত্বরাঃ। তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি কৃত্বা পাপশতান্যপি ॥ ১০ ॥ এবং তস্য প্রভাবেণ তীর্থস্য দ্বিজসত্তমাঃ। গচ্ছন্ত্যনেন লোকেষু সুখেন ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ১১ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্ব্বাঃ সমুচ্ছেদং গতাঃ ক্রিয়াঃ। ন কশ্চিদ্‌যজতে মর্ত্ত্যো ন ব্রতং কুরুতে নরঃ ॥ ১২ ॥ ন যচ্ছতি তথা দানং ন চ

তাহা ক্ষমা করুন। হে সর্ব্বলোকপিতামহ! আপনার প্রসাদে আমি এই যে সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা অক্ষয় হউক। হে পদ্মসম্ভব! আমি আর সৃষ্টি করিব না। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা চিরস্থায়ী হইবে এবং সকল কার্য্যই যথাযথ নির্ব্বাহ করিবে; পরন্তু আপনার সৃষ্ট দেবগণ যজ্ঞভাগার্হ হইবে না। প্রপিতামহ ব্রহ্মা এই বলিয়া ত্রিশঙ্কুকে লইয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। মুনিবর বিশ্বামিত্রও হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১—১৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রভাবে এইরূপে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলাভ করিলে পর সেই তীর্থ সমগ্র ত্রিভুবনে বিখ্যাতি লাভ করিল। ত্রিপুরারির কৃপায় সেই তীর্থ জনগণের ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ সাধন করিতেছে। উহাকে কলির দোষ বা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক কিংবা অপরাপর উপপাতক সকল স্পর্শ করিতে পারে নাই। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে সেখানে প্রাণত্যাগ করে, সে যদি অতি পাপীও হয় তথাপি মোক্ষলাভ করে। কৃমি কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী শ্বাপদ যে কোন জীব সেখানে প্রাণত্যাগ করে, সেই শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। সেখানে যাহারা শ্রদ্ধাপূতচিত্তে স্নান করে, তাহারা বিধর্ম্মী হইলেও ত্রিশঙ্কুর ন্যায় স্বর্গগামী হয়। আতপতাপতপ্ত কিম্বা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াও যদি কেহ সেই তীর্থজলে অবগাহন করে, তবে সেও দেব মহেশ্বর যেখানে অবস্থান করেন, তথায় যাইতে পারে। বিশ্বামিত্রও সেই তীর্থের এবম্বিধ উত্তম মাহাত্ম্য দেখিয়া কুরুক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ আরও অনেকানেক মুনি দূরদূরান্তর হইতে নানাতীর্থ পরিহার করিয়া সেখানে যাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিয়া চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মনুষ্যগণ তখন শত শত পাপ করিয়াও নানা দূর দেশ হইতে যাইয়া সেখানে স্নান করিয়া স্বর্গলাভ করিতে লাগিল। ১—১০। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই তীর্থের প্রভাবে এইরূপে লোক সকল বিনা ক্লেশে অনায়াসে স্বর্গে যাইতে থাকিলে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়াসমূহ বিলুপ্ত হইয়া উঠিল। তখন আর কোন মানবই যজ্ঞানুষ্ঠান করিত না, কেহই আর কোন

তীর্থং নিষেবতে। কেবলং কুরুতে স্নানং লিঙ্গভেদে সমাহিতঃ ॥ ১৩ ॥ ততঃ প্রগচ্ছতি স্বর্গং বিমানবরমাশ্রিতঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ প্রপূরিতাঃ সর্ব্বে স্বর্গলোকা নরৈর্দ্বিজাঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাদীন্ স্পর্দ্ধমানৈঃ সুরোত্তমান্ ॥ ১৫ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিতাঃ। কৃচ্ছ্রং পরমনুপ্রাপ্তা মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ১৬ ॥ হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যাৎ স্বর্গলোকঃ প্রপূরিতঃ। ঊর্দ্ধবাহুভিরাকীর্ণঃ স্পর্দ্ধমানৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৭ ॥ তস্মাত্তৎ ক্রিয়তাং কর্ম্ম যেনোচ্ছেদং প্রগচ্ছতি। তীর্থমেতদ্ধরাপৃষ্ঠে হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৮ ॥ ততঃ সংবর্ত্তকো বায়ুঃ শক্রাদেশাৎ সমন্ততঃ। তৎক্ষেত্রং পূরয়ামাস পাংশুভির্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৯ ॥ এবং নাশমনুপ্রাপ্তে তস্মিংস্তীর্থে স্বলোচ্চয়ে। জাতে জাতাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভূয়োঽপি ক্রতুসম্ভবাঃ ॥ ২০ ॥ ততঃ কালেন মহতা বল্মীকঃ সমপদ্যত। তস্মিন্ ক্ষেত্রে স পাতালে সম্প্রয়াতঃ শনৈঃশনৈঃ ॥ ২১ ॥ অথ পাতালতো নাগাস্তেন মার্গেণ কৌতুকাৎ। মর্ত্ত্যলোকং সমায়ান্তি ভ্রমন্তি চ ধরাতলে ॥ ২২ ॥ তত্র তে মানবান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা চৈব যথেচ্ছয়া। পুনর্নির্যান্তি তেনৈব মার্গেণ নিজমন্দিরম্ ॥ ২৩ ॥ ততো নাগবিলঃ খ্যাতঃ স সর্ব্বস্মিন্ ধরাতলে। গতাগতেন নাগানাং স বল্মীকো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ভগবান্ পাকশাসনঃ। ব্রহ্মহত্যাসমোপেতো নিস্তেজাঃ সমপদ্যত ॥ ২৫ ॥ ততঃ পিতামহাদেশং লব্ধ্বা মার্গেণ তেন সঃ। প্রবিশ্য চেক্ষয়ামাস পাতালে হাটকেশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ অথাভূৎ পাপনির্ম্মুক্তস্তৎক্ষণাত্তস্য দর্শনাৎ। তেজসা চ সমাযুক্তঃ পুনঃ প্রাপ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৭ ॥ স দৃষ্ট্বা তৎপ্রভাবং তল্লিঙ্গং দেবস্য শূলিনঃ। হাটকেশ্বরসংজ্ঞস্য ভয়ং চক্রে নরোত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ যদি কশ্চিৎ পুমানত্র ত্রিশঙ্কুরিব ভূপতিঃ। পূজয়িষ্যতি তল্লিঙ্গং বিপাপ্মা শ্রদ্ধয়া সহ ॥ ২৯ ॥ যাপয়িষ্যতি তন্নূনং মামস্মাত্রিদশালয়াৎ। তস্মাৎ সম্পূরয়াম্যেনং মার্গং পাতালসম্ভবম্ ॥ ৩০ ॥ ততশ্চ ত্বরয়া যুক্তো রক্তশৃঙ্গং নগোত্তমম্। প্রচিক্ষেপ বিলে তস্মিন্ স্বয়মেব শতক্রতুঃ ॥ ৩১ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। ব্রহ্মহত্যা কথং

ব্রতাচরণ করিত না; কেহই দান করিত না, কেহই তীর্থসেবা করিত না; কেবল মাত্র সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে যাইয়া সমাহিত মনে স্নান করিয়া বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিত। হে দ্বিজগণ! এইরূপে নরগণ নিয়ত অনায়াসে স্বর্গগামী হওয়ায় স্বর্গলোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নরগণ এইরূপে স্বর্গবাসী হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। তখন দেবগণ সকলেই যজ্ঞভাগহীন হইয়া অতীব দুঃখিতচিত্তে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, হাটকেশ্বরের মাহাত্ম্যে স্বর্গলোক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মর্ত্ত্যগণ স্বর্গে আসিয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। অতএব এখন এমন কাজ করা যাউক, যাহাতে ভূপৃষ্ঠ হইতে হাটকেশ্বর তীর্থ উচ্ছিন্ন হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! অতঃপর ইন্দ্র সংবর্ত্তক বায়ুকে আদেশ করিলে পর সংবর্ত্তক বায়ু ধূলিবর্ষণ দ্বারা সেই ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। তাহাতে সেই তীর্থ সাধারণ ভূভাগরূপে পরিণত হইল। তখন হইতে আবার ভূতলে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।১১—২০। অনন্তর দীর্ঘকালান্তে সেই স্থলে একটী বল্মীক জন্মিল এবং কালক্রমে সেই বল্মীক পাতাল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। তখন কৌতুকবশে সেই বল্মীকপথে নাগগণ পাতাল হইতে ভূতলে আসিয়া ইচ্ছানুরূপ মানবোচিত আহারবিহারাদি করিয়া পুনরায় নিজ স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! নাগগণের এইরূপ যাতায়াত হেতু কালক্রমে সেই বল্মীক-পথ "নাগবিল" নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইল। ইহার পর কিয়ৎকালান্তে ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে আক্রান্ত হইয়া নিস্তেজা হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশে সেই নাগবিলপথে পাতালে প্রবেশ করিয়া হাটকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাপমোচন হইল। তিনি পুনরায় তেজস্বী হইয়া স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্র সেই হাটকেশ্বর লিঙ্গের তাদৃশ প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন, ভাবিলেন, যদি ত্রিশঙ্কুরাজার ন্যায় অপর কোন মানব যাইয়া শ্রদ্ধাসহকারে সেই হাটকেশ্বর দেবকে পূজা করে, তবে সেও তো নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ-বাসী হইবে! এরূপ হইলে আমার স্বর্গে বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িবে। অতএব পাতালে যাইবার সেই পথটী আমি রুদ্ধ করিয়া রাখি। শতক্রতু ইন্দ্র ইহা স্থির করিয়া স্বয়ংই ত্বরা সহকারে রক্তশৃঙ্গ নামক সুমহৎ পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সেই বল্মীক-মুখে স্থাপন করিলেন।২১—৩১। ঋষিগণ কহিলেন,—

জাতা দেবেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। কস্মিন্ কালে চ সর্ব্বং নো বিস্তরাৎ সূত কীর্ত্তয় ॥ ৩২ ॥ রক্তশৃঙ্গো গিরিঃ কোঽয়ং সন্নিকৃষ্টস্তত্র তেন যঃ। মানুষাণাং ভয়ং তস্য কতমস্য শচীপতেঃ ॥ ৩৩ ॥ সূত উবাচ। পুরা ত্বষ্টা দ্বিজশ্রেষ্ঠা হিরণ্যকশিপোঃ সুতা। বিবাহিতা রমা নাম শ্রেষ্ঠরূপগুণান্বিতা ॥ ৩৪ ॥ অথ তস্যা যযৌ কালঃ সুপ্রভূতঃ সুতং বিনা। ততো বৈরাগ্যসম্পন্না সুতার্থং তপসি স্থিতা ॥ ৩৫ ॥ ধ্যায়মানা সুরাধীশং দেবদেবং মহেশ্বরম্। বলিপূজোপহারেণ সম্যক্শ্রদ্ধাসমন্বিতা ॥ ৩৬ ॥ নিয়তা নিয়তাহারা স্নানজপ্যপরায়ণা। যচ্ছমানা দ্বিজাগ্র্যেভ্যো দানানি বিবিধানি চ ॥ ৩৭ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তস্যাস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ। উবাচ বরদোঽস্মীতি বৃণুষ যদভীপ্সিতম্ ॥ ৩৮ ॥ সা বব্রে মম পুত্রোঽস্তু ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদতঃ। শূরঃ শস্ত্রৈরবধ্যশ্চ বিপ্রদানবরূপধৃক্ ॥ ৩৯ ॥ বেদাধ্যয়নসম্পন্নো যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্যতঃ। তেজসা যশসা খ্যাতঃ সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্ ॥ ৪০ ॥ ভগবানুবাচ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ পুত্রস্তে বলবান্ সুধীঃ। অবধ্য সর্ব্বশস্ত্রাণাং মহাতেজোভিরন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥ যজ্বা দানপতিঃ শূরো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। ব্রাহ্মণোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ করিষ্যতি স কৃৎস্নশঃ। অজেয়ঃ সঙ্গরে চৈব কৃৎস্নৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৪২ ॥ এবমুক্ত্বা স দেবেশস্তত্রচাদর্শনং গতঃ। ঋতৌ সাপি দধে গর্ভং সকাশাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ৪৩ ॥ ততশ্চ সুষুবে পুত্রং দশমে মাসি শোভনম্। দ্বাদশার্কপ্রতীকাশং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৪৪ ॥ তস্য চক্রে পিতা নাম প্রাপ্তে দ্বাদশমে দিনে। প্রসিদ্ধং বৃত্র ইত্যেব পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৪৫ ॥ অথাসৌ ববৃধে বালঃ শুক্লপক্ষে যথোড়ুরাট্। পিতৃমাতৃকৃতানন্দো বন্ধুবর্গেণ লালিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ততোঽস্য প্রদদৌ কালে ব্রতং বিপ্রজনোচিতম্। সমভ্যেত্য স্বয়ং শুক্রো দানবস্যাপি সদ্বিজঃ ॥ ৪৭ ॥ স চাপি চতুরো বেদান্ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। বেদাঙ্গৈঃ সহিতান্ বৃত্রঃ পপাঠ গুরুবৎসলঃ ॥ ৪৮ ॥ ততো যৌবনমাসাদ্য ভূমিপালানশেষতঃ। জিত্বা ধরাং বশে চক্রে পাতালং তদনন্তরম্ ॥ ৪৯ ॥ ততশ্চেন্দ্রজয়াকাঙ্ক্ষী সমাসাদ্য সুরালয়ম্। সহস্রাক্ষমুখান্ দেবান্ যুদ্ধে চক্রে পরাঙ্মুখান্ ॥ ৫০ ॥ অথ

হে সূত! মহাত্মা দেবেন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইল কিরূপে? আর উহা কোন সময়ে হইয়াছিল? তিনি যে রক্তশৃঙ্গ গিরি স্থাপন করিলেন, সেই পর্ব্বতটীর বিশেষ পরিচয় কি? শচীপতি কোন মানবের ভয়েই বা সেই-পথ রোধ করিলেন? এই সকল বৃত্তান্ত আপনি সবিস্তরে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরাকালে মহর্ষি ত্বষ্টা হিরণ্যকশিপুর রমা নামে রূপগুণবতী এক কন্যা পরিণয় করেন। রমা যখন দীর্ঘকালেও পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি দুঃখিত মানসে পুত্রলাভার্থ তপশ্চারণে প্রবৃত্তা হইলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সংযম সহকারে আহারসংযম করিয়া স্নান জপ দ্বিজগণে দান এবং সুরেশ্বর মহেশ্বরের ধ্যানে রত হইয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে মহেশ্বর তৎপ্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া কহিলেন যে, আমি বরদানে উদ্যত হইয়াছি, তোমার যাহা অভিলাষ প্রার্থনা কর। রমা কহিল,—হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার এমন একটি পুত্রলাভ হউক, যে পুত্র শূর, সর্ব্বাস্ত্রের অবধ্য, ব্রাহ্মণ-দানবরূপী, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যজ্ঞানুষ্ঠানকুশল এবং তেজে ও যশে সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩২—৪০।

ভগবান্ কহিলেন,—তথাস্তু;—তোমার বলবান্, বিদ্বান্, সর্ব্বশস্ত্রের অবধ্য, মহাতেজস্বী, যাগশীল, অতীব দাতা, বীর, বেদবেদাঙ্গপারগ এক পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র, ব্রাহ্মণোচিত যাবতীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, এবং রণক্ষেত্রে সুরাসুর সকলেরই অজেয় হইবে। মহাদেব এই বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্ধান করিলেন! রমাও অতঃপর ঋতুকালে বিশ্বকর্ম্মা হইতে গর্ভধারণ করিল। পরে দশম মাসে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, দ্বাদশ সূর্য্যসম তেজস্বী এক পুত্র প্রসব করিল। দ্বাদশ দিনে পিতা বিশ্বকর্ম্মা ব্রাহ্মণগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া সেই পুত্রের নাম রাখিলেন 'বৃত্র'। সেই বালক বন্ধুবর্গ দ্বারা লালিত হইয়া শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধিলাভ করত পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। পরে উপনয়নের যোগ্যকাল উপস্থিত হইলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আসিয়া ব্রাহ্মণোচিত উপবীত প্রদান করিলেন! বৃত্রও ব্রহ্মচারিব্রতে নিরত থাকিয়া যথোচিত গুরুশুশ্রূষাসহকারে বেদাঙ্গ সহিত বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিল। অতঃপর সে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ভূপতিবর্গকে জয় করিয়া ধরণীমণ্ডল বশীভূত করিল। তারপর পাতাল জয় করিয়া দেবে-

তেন সমং বজ্রী চক্রেঽষ্টাদশ সংযুগান্। একস্মিন্নপি নো লেভে বিজয়ং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫১ ॥ হতশেষৈঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বাঙ্গক্ষতবিক্ষতৈঃ। ততো জগাম বিত্রস্তো ব্রহ্মলোকং দিবালয়াৎ ॥ ৫২ ॥ বৃত্রোঽপি বুভুজে কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। শাক্রং পদং সমাস্থায় নিহতাশেষকণ্টকম্ ॥ ৫৩ ॥ যজ্ঞভাগভুজশ্চক্রে দানবান্ বলগর্ব্বিতান্। দেবস্থানেষু সর্ব্বেষু যথোক্তেষু মহাবলঃ ॥ ৫৪ ॥ এবং ত্রৈলোক্যরাজ্যেঽপি লব্ধে তস্য দ্বিজোত্তমাঃ। ন সন্তোষশ্চ সঞ্জজ্ঞে ব্রহ্মলোকাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫৫ ॥ ততঃ শুক্রং সমাহূয় প্রোবাচ মধুরং বচঃ। বিনয়াবনতো ভূত্বা চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ৫৬ ॥ বৃত্র উবাচ। ব্রহ্মলোকং গতঃ শক্রো ভয়াদ্ভৃগুকুলোদ্বহ। কথং গতির্ভবেত্তত্র মম ব্রূহি যথাতথম্ ॥ ৫৭ ॥ যেন শক্রং বিরিঞ্চিঞ্চ সূদয়িষ্যে তথাখিলম্। তুভ্যং দত্ত্বা ব্রহ্মলোকং ভোক্ষ্যামি ত্রিদিবং স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥ শুক্র উবাচ। ন গতির্বিদ্যতে তত্র তব দানবসত্তম। তস্মাত্ত্রৈলোক্যরাজ্যেন সন্তোষং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৫৯ ॥ বৃত্র উবাচ। যাবত্তিষ্ঠতি সুত্রামা তাবন্নাস্তি সুখং মম। তস্মান্নিষ্কণ্টকার্থায় যতিষ্যেঽহং দ্বিজোত্তম ॥ ৬০ ॥ কথং শক্রস্য সঞ্জাতা গতিস্তত্র ভৃগূদ্বহ। ন ভবিষ্যতি মে ব্রূহি কথং সাদ্য মহামতে ॥ ৬১ ॥ শুক্র উবাচ। তেন পূর্ব্বং তপস্তপ্তং নৈমিষে দানবোত্তম। যাবদ্বর্ষসহস্রান্তং ধ্যায়মানেন শঙ্করম্ ॥ ৬২ ॥ তৎপ্রভাবাদ্গতিস্তস্য তত্র জাতা সদৈব হি। সভৃত্যপরিবারস্য নান্যদস্তীহ কারণম্ ॥ ৬৩ ॥ যোঽন্যোঽপি নৈমিষারণ্যে তদ্রূপং কুরুতে তপঃ। ব্রহ্মলোকে গতিস্তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং গত্বা নৈমিষং তীর্থমুত্তমম্। তপশ্চক্রে ততস্তীব্রং ধ্যায়মানো মহেশ্বরম্ ॥ ৬৫ ॥ ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় সন্নিরূপ্য দনূত্তমান্। মহাবলসমোপেতাঞ্ছক্রাধিকপরাক্রমান্ ॥ বর্ষাস্বাকাশশায়ী স হেমন্তে সলিলাশ্রয়ঃ। পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে স বভূবানিলাশনঃ ॥ ৬৭ ॥ এবং তস্য ব্রতস্থস্য জগ্মুর্বর্ষশতানি চ। তত্র ভীতাস্ততো

ত্রকে পরাজয় করিবার জন্য স্বর্গে যাইয়া যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিমুখ করিয়া দিল।—৫০। হে দ্বিজসত্তমগণ! ইন্দ্র সেই বৃত্রের সহিত ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশবার যুদ্ধ করিলেন,—কিন্তু একবারও জয় লাভ করিতে পারিলেন না। পরে তিনি হতাবশিষ্ট ক্ষতবিক্ষতদেহ দেবসৈন্য লইয়া ত্রস্তভাবে স্বর্গধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বৃত্রাসুরও ইন্দ্রপদে আরূঢ় হইয়া নিষ্কণ্টক ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। মহাবল বৃত্রাসুর তখন বলগর্ব্বিত দানবগণকে দেবগণের কার্য্যসমূহে নিযুক্ত করিল এবং তাহাদিগকে যজ্ঞভাগাধিকার প্রদান করিল। হে দ্বিজসত্তমগণ! বৃত্র এই ভাবে ইন্দ্রত্ব করিতে থাকিয়াও সন্তুষ্ট হইল না। সে ব্রহ্মলোক আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে শুক্রাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া চারিজন মন্ত্রীর সহিত সবিনয়ে প্রণতি করিয়া মধুর বাক্যে কহিল,—হে ভৃগুকুলভূষণ! শক্র আমার ভয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, আমি তথায় কি প্রকারে যাইতে পারি, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। আমি ব্রহ্মলোকে যাইয়া শক্রকে ও ব্রহ্মাকে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে ব্রহ্মলোকটী দান করিব এবং আমি নিজে স্বর্গ ভোগ করিব। শুক্র কহিলেন,—হে দৈত্যসত্তম! তোমার সেখানে যাইবার শক্তি হইবে না। অতএব তুমি এই ত্রৈলোক্যরাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাক। বৃত্র কহিল,—হে দ্বিজসত্তম! শক্র যতকাল জীবিত থাকিবে তাবৎ আমার মনে সুখ নাই। অতএব নিষ্কণ্টক হইবার জন্য আমি যত্ন করিব। হে মহামতি ভৃগুশ্রেষ্ঠ! শক্র সেখানে কি প্রকারে গিয়াছেন? আমারই বা তথায় যাইবার সামর্থ্য নাই কেন? আপনি আমাকে এক্ষণে তাহাই বলুন।৫১—৬১। শুক্র কহিলেন,—হে দানবোত্তম! সেই শক্র, পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে শঙ্করের ধ্যানসহকারে সহস্র বৎসর যাবৎ তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। সেই তপস্যার প্রভাবেই ভৃত্য-পরিজনসহ তাঁহার ব্রহ্মলোকে যাইবার শক্তি জন্মিয়াছে। নচেৎ অপর কোন কারণ নাই। অপর কোন ব্যক্তিও সেইরূপ নৈমিষারণ্যে তপশ্চরণ করিলে তাহারও ব্রহ্মলোকে গমনশক্তি জন্মে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সূত কহিলেন,—বৃত্রাসুর এই কথা শুনিয়া ত্বরাসহকারে ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থ শক্রাধিকপরাক্রমসম্পন্ন প্রধান প্রধান দানবগণকে নিযুক্ত করিয়া, নৈমিষারণ্যে যাইয়া তীব্র তপস্যাচরণে নিযুক্ত হইল। সে সেই উত্তম তীর্থে নিরন্তর মহেশ্বরকে ধ্যান করিতে লাগিল। কেবল মাত্র বায়ু পান করিয়া সে গ্রীষ্মকাল পঞ্চাগ্নি মধ্যে, বর্ষাকাল অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্ত কাল জল মধ্যে থাকিয়া অতিবাহিত করিল। এইরূপ তপস্যায়

দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ ॥ ৬৮ ॥ চক্রুশ্চ সততং মন্ত্রং তদ্বিনাশায় কেবলম্। বীক্ষয়ন্তি চ ছিদ্রাণি ন চ পশ্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ অথাব্রবীৎ স্বয়ং বিষ্ণুশ্চিরং নিশ্চিত্য চেতসা। বধোপায়ং সমালোক্য বৃত্রস্য প্রমুদান্বিতঃ ॥ ৭০ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। তস্য শক্র-বধোপায়ো ময়া জ্ঞাতোঽধুনা ধ্রুবম্। তচ্ছ্রুত্বা কুরু শীঘ্রং ত্বমুপায়ো নাস্তি কশ্চন ॥ ৭১ ॥ অবধ্যঃ সর্বশস্ত্রাণাং স কৃতঃ শূলপাণিনা। তস্মাদস্থিময়ং বজ্রং তদ্বধার্থং নিরূপয় ॥ ৭২ ॥ ইন্দ্র উবাচ। অস্থিভিঃ কস্য জীবস্য বজ্রং দেব ভবিষ্যতি। গজস্য শরভস্যাথ কিং বান্যস্য বদস্ব মে ॥ ৭৩ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। শতহস্তপ্রমাণং তৎ ষড়স্রি চ সুরাধিপ। মধ্যে ক্ষামন্তু পার্শ্বাভ্যাং স্থূলং রৌদ্রসমাকৃতি ॥ ৭৪ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ন তাদৃগ্ দৃশ্যতে সত্ত্বং ত্রৈলোক্যেঽপি সুরেশ্বর। যস্যাস্থিভির্বিধীয়েত বজ্রমেবংবিধাকৃতি ॥ ৭৫ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। দধীচির্নাম বিপ্রোঽস্তি তপঃ পরমমাস্থিতঃ। দ্বিগুণঞ্চ তথা দীর্ঘঃ সরস্বত্যাং কৃতাশ্রমঃ ॥ ৭৬ ॥ তং গত্বা প্রার্থয়াশু ত্বং স্বীয়াস্থীনি প্রদাস্যতি। নাদেয়ং বিদ্যতে কিঞ্চিত্তস্য সম্প্রার্থিতস্য হি ॥ ৭৭ ॥ ততঃ শক্রঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং গত্বা তস্য তদাশ্রমম্। প্রাচীসরস্বতীতীরে পুষ্করে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৮ ॥ অথ দেবান্ সমালোক্য সম্প্রাপ্তান্নিজমন্দিরে। দধীচিঃ সম্প্রহৃষ্টাত্মা সত্বরঃ সম্মুখং যযৌ ॥ ৭৯ ॥ স প্রণম্য সহস্রাক্ষং তথান্যানপি সন্মুনিঃ। অর্ঘ্যাদিভিস্ততঃ পূজাঞ্চক্রে তেষাং ততঃ পরম্ ॥ ৮০ ॥ ততঃ প্রোবাচ হৃষ্টাত্মা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। স্বয়মেব সহস্রাক্ষং প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮১ ॥ দধীচিরুবাচ। কিমর্থমাগতা দেবাঃ কৃত্যং চাশু নিবেদ্যতাম্। ধন্যোঽহমাগতো যস্য গৃহে ত্বং বলসূদন ॥ ৮২ ॥ শক্র উবাচ। বৃত্রেণ নির্জ্জিতাঃ সর্ব্বে বয়ং ব্রাহ্মণসত্তম। স বধ্যো নহি শস্ত্রাণাং সর্ব্বেষাং বরপুষ্টিতঃ ॥ ৮৩ ॥ সোঽস্থিসম্ভববজ্রস্য বধ্যঃ স্যাদব্রবীদ্ধরিঃ। শতহস্তপ্রমাণস্য ন চ জীবোঽস্তি তাদৃশঃ ॥ ৮৪ ॥ ত্বাং মুক্ত্বা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তস্মাদ-

তাহার শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ ভীত হইয়া তাহার বিনাশবিধানার্থ পরস্পরে নিরন্তর নানারূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিরন্তর ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরন্তু কোনরূপ ছিদ্র না পাইয়া দুঃখিত হইতে লাগিলেন।৬১—৬৯। অতঃপর স্বয়ং বিষ্ণু সুদীর্ঘ চিন্তা করিয়া সেই বৃত্রাসুরের একটী বধোপায় স্থির করিলেন এবং সহর্ষে কহিলেন,—হে শক্র। আমি সেই বৃত্রাসুরের বধোপায় জানিয়াছি, তুমি তাহা শুনিয়া তদনুরূপ বিধান কর। ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। শূলপাণি তাহাকে সমস্ত অস্ত্রের অবধ্য করিয়াছেন, অতএব তাহার বিনাশের জন্য তুমি অস্থিময় একটী বজ্র নিস্মাণ করাও। ইন্দ্র কহিলেন,—হে দেব! গজের, শরভের কিম্বা অন্য কোন জীবের—কিসের অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে? তাহা আমাকে বলুন। বিষ্ণু কহিলেন,—হে সুররাজ! সেই বজ্র শতহস্তপ্রমাণ, ছয়টী কোণযুক্ত, মধ্যভাগে ক্ষীণ, পার্শ্বদ্বয়ে স্থূল এবং অতিশয় ভীষণাকৃতি হইবে। ইন্দ্র কহিলেন,—হে সুরনাথ! ত্রৈলোক্যে এমন কোন প্রাণী দেখা যায় না, যাহার অস্থি দ্বারা এ প্রকার বজ্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। বিষ্ণু কহিলেন,—দধীচি নামে এক ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি উক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ দীর্ঘাকার। সরস্বতীর তীরে তাঁহার আশ্রম। তিনি সেখানে থাকিয়াই পরম তপস্যাচরণ করিতেছেন। তুমি যাইয়া তাঁহার নিকট তদীয় অস্থিগুলি প্রার্থনা কর; তাহা হইলেই তিনি নিজ অস্থি প্রদান করিবেন। প্রার্থিতজনে তাঁহার কিছুই অদেয় নাই। হে দ্বিজসত্তমগণ! তারপর শক্র দেব অপরাপর দেবগণ সহ পুষ্করক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর পূর্ব্বতীরে সেই দধীচির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিবর দধীচি নিজ আশ্রমে দেবগণ আসিয়াছেন দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বর অগ্রগামী হইয়া শক্রকে এবং অপরাপর দেবগণকে প্রণামপূর্ব্বক অর্ঘ্য-পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। পরে তিনি বারম্বার ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা কিজন্য আসিয়াছেন? অবিলম্বে তাহা বলুন। আজি আমি ধন্য হইলাম,—যে হেতু হে বলসূদন, শক্র! আপনি আমার আশ্রমে আসিয়াছেন।৭০—৮২। শক্র কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমরা সকলেই বৃত্রাসুরের নিকট পরাজিত হইয়াছি! সেই দৈত্য বরলাভে গর্ব্বিত, কোন অস্ত্র-শস্ত্রেরই সে বধ্য নহে। পরন্তু বিষ্ণু বলিয়াছেন যে, সে শতহস্তপ্রমাণ কোন জীবের অস্থিনির্ম্মিত বজ্রের বধ্য হইবে। কিন্তু হে ব্রাহ্মণ-

স্থীনি যচ্ছ নঃ। স্বকীয়ানি ভবেদ্ যেন বজ্রং তস্য বিনাশকম্ ॥ ৮৫ ॥ কুরু কৃত্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দেবানামার্ত্তিনাশনম্। অন্যথা বিবুধাঃ সর্ব্বে নাশং যাস্যন্তি কৃৎস্নশঃ ॥ ৮৬ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টাত্মা দধীচির্ভগবান্মুনিঃ। অত্যজজ্জীবিতং তেষাং হিতার্থায় দিবৌকসাম ॥ ৮৭ ॥ ততো দেবাঃ প্রহৃষ্টাস্তে গৃহীত্বাস্থীনি কৃৎস্নশঃ। ততশ্চক্রুর্মহাবজ্রং যাদৃশং বিষ্ণুনোদিতম্ ॥ ৮৮ ॥ অথ শক্রস্তদাদায় নৈমিষাভিমুখো যযৌ। ভয়েন মহতা যুক্তো বেপমানো নিশাগমে ॥ ৮৯ ॥ তত্র ধ্যানস্থিতং বৃত্রং দূরস্থস্ত্রিদশাধিপঃ। বজ্রেণ তাড়য়ামাস পলায়নপরায়ণঃ ॥ ৯০ ॥ সোঽপি বজ্রপ্রহারেণ ভস্মসাৎ সমপদ্যত। বৃত্রো দানবশার্দ্দূলো বহ্নিং প্রাপ্য পতঙ্গবৎ ॥ ৯১ ॥ শক্রোঽপি ভয়সন্ত্রস্তো গত্বা সাগরমধ্যগম্। পর্ব্বতং সুদুরারোহং তুঙ্গশৃঙ্গং সমাশ্রিতঃ ॥ ৯২ ॥ ন জানাতি হতং বৃত্রং বজ্রঘাতেন তেন তম্। কেবলং বীক্ষতে মার্গং বৃত্রাগমনসম্ভবম্ ॥ ৯৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ। বৃত্রং বিনিহতং দৃষ্ট্বা তুষ্টুবুস্ত্রিদশাধিপম্ ॥ ৯৪ ॥ ন জানন্তি ভয়ান্নষ্টং তস্মিন্ সাগরপর্ব্বতে। অন্বিষ্য চিরকালেন কৃচ্ছ্রাৎ সম্প্রাপ্য তং ততঃ ॥ ৯৫ ॥ বীক্ষাঞ্চক্রুঃ সমাসীনং বিষমে গিরিগহ্বরে। তেজোহীনং তথা দীনং ব্রহ্মহত্যাপরিপ্লুতম্ ॥ ৯৬ ॥ গাত্রদুর্গন্ধিতাসঙ্গৈঃ পূরয়ন্তং দিশো দশ ॥ ৯৭ ॥ অথোবাচ চতুর্ব্বক্ত্রো দৃষ্ট্বা শক্রং তথাবিধম্। সমস্তান্ দেবসঙ্ঘাতান্ দূরস্থঃ পাপশঙ্কয়া ॥ ৯৮ ॥ শক্রোঽয়ং বিবুধশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মহত্যাপরিপ্লুতঃ। তস্মাত্ত্যাজ্যঃ সুদূরেণ নো চেৎপাপমবাপ্স্যথ ॥ ৯৯ ॥ পশ্যধ্বং সর্ব্বলিঙ্গানি ব্রহ্মহত্যান্বিতানি চ। অস্য গাত্রেষু দৃশ্যন্তে তস্মাদ্গচ্ছামহে দিবি ॥ ১০০ ॥ পিতামহমুখান্ দৃষ্ট্বা দেবান্ প্রাপ্তান্ সুরাধিপঃ। পরাঙ্মুখানকস্মাচ্চ সঞ্জাতান্ বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ১০১ ॥ ততঃ প্রোবাচ সম্ভ্রান্তঃ কিমিদং গম্যতে সুরাঃ। দৃষ্ট্বাপি মামনাভাষ্য কচ্চিৎ ক্ষেমং গৃহে মম ॥

শ্রেষ্ঠ! আপনি ব্যতীত তাদৃশ অপর কোন জীব নাই। অতএব আপনি দয়া করিয়া দেবগণের ক্লেশনাশন জন্য আপন অস্থিগুলি আমাদিগকে প্রদান করুন। আমরা তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া সেই দানবকে সংহার করিব। হে দ্বিজবর! আপনি দেবগণের এই কার্য্যটী সাধন করুন; নচেৎ সমস্ত দেবগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সূত কহিলেন,—ভগবান্ দধীচিমুনি, দেবগণের এই কথা শুনিয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে দেবগণের হিতবিধানার্থ নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তারপর দেবগণ সানন্দমনে দধীচির অস্থিগুলি লইয়া বিষ্ণুর উপদেশানুরূপ সুমহৎ বজ্র নির্ম্মাণ করাইলেন। অতঃপর শক্র সেই বজ্র লইয়া নিশাকালে নৈমিষারণ্যাভিমুখে সভয়ে কম্পিত কায়ে যাত্রা করিলেন। তিনি দূরে থাকিয়াই ধ্যানস্থ বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। দানবশার্দ্দূল বৃত্র, সেই বজ্রাঘাতে বহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মসাৎ হইয়া গেল।৮৩—৯১। শক্রও ভয়বশে সন্ত্রস্তভাবে পলায়নপূর্ব্বক সাগরমধ্যগত দুরারোহ শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে যাইয়া বৃত্র আইসে নাকি,—এই ভয়ে কেবল পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃত্র যে সেই বজ্রাঘাতেই মরিয়াছে,—তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। ইতি মধ্যে অপরাপর দেবগণ বৃত্রাসুরকে নিহত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে কণ্টকিতকায়ে ইন্দ্রের স্তুতিবাদ করিতে করিতে নানা স্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, ইন্দ্র ভয়বশে সাগর মধ্যে পর্ব্বতে লুকাইয়া আছেন। সুতরাং তাঁহারা নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া অনেককাল পরে সেই পর্ব্বতে যাইয়া বিষম গহ্বর মধ্যে সমাসীন ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র তখন ব্রহ্মহত্যাপাপে সমাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত তেজোহীন দীনভাবাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার গাত্রে এখন দুর্গন্ধ হইয়াছে যে, সেই দুর্গন্ধে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইতেছে। অতঃপর চতুরানন ব্রহ্মা শক্রকে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া পাপস্পর্শাশঙ্কায় দূরে থাকিয়াই সমস্ত দেবগণকে সম্বোধিয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! ইনিই শক্র; ইনি এক্ষণে ব্রহ্মহত্যাপাপে আক্রান্ত হইয়াছেন; অতএব দূর হইতেই ইহাঁকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ইহাঁর সংসর্গে তোমরাও পাপভাগী হইবে। ঐ দেখ, ইহাঁর গাত্রে ব্রহ্মহত্যার যাবতীয় লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব চল আমরা স্বর্গে যাই। এই বলিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চলিলেন। সুরপতি শক্র পিতামহাদি দেবগণকে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া আবার সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে ব্যস্ত ভাবে কহিলেন,—হে সুরগণ! এ কি! তোমরা আমার নিকট আসিয়া আমার সঙ্গে কোন আলাপ না করিয়াই আমার সহসা

১০২ ॥ কচ্চিৎ স নিহতস্তেন মম বজ্রেণ দানবঃ। কচ্চিন্ন মাং স যুদ্ধার্থমন্বেষয়তি দুর্মতিঃ॥ ১০৩॥ ব্রহ্মোবাচ। নিহতঃ স ত্বয়া শক্র তেন বজ্রেণ দানবঃ। গতো মৃত্যুবশং পাপো ন ভয়ং কর্তুমর্হসি॥ ১০৪॥ পরন্তস্য বধাজ্জাতা ব্রহ্মহত্যা সুগর্হিতা তব শক্র ন তেনাদ্য স্পৃশা-মোহস্পৃশ্যতাং গতম্॥ ১০৫॥ ইন্দ্র উবাচ। ময়া বিনিহতাঃ পূর্ব্বং বহবঃ কিল দানবাঃ। ব্রহ্মহত্যা ন সঞ্জাতা মম হত্যাধুনা কথম্॥ ১০৬॥ ব্রহ্মোবাচ। তে ত্বয়া নিহতা যুদ্ধে ক্ষাত্রধর্ম্মেণ বাসব। বিশুদ্ধা দানবাঃ সর্ব্বে তেন জাতং ন পাতকম্॥ ১০৭॥ এষ যজ্ঞোপবীতাঢ্যো বিশেষাত্তপসি স্থিতঃ। ছদ্মেন নিহতঃ শক্র তেন ত্বং পাপসংযুতঃ॥ ১০৮॥ ইন্দ্র উবাচ। জানাম্যহং চতুর্বক্ত্র স্বং কায়ং পাপ-সংযুতম্। চিহ্নৈর্ব্রহ্মবধোদ্ভূতৈস্তস্মাচ্ছুদ্ধিং বদস্ব মে॥ ১০৯॥ যয়া যাতি দ্রুতং পাপং ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবম্। স্পৃশ্যো ভবামি সর্ব্বেষাং দেবানাং প্রপিতামহ॥ ১১০॥ ব্রহ্মোবাচ। তীর্থযাত্রাং সুরশ্রেষ্ঠ তদর্থং কর্তুমর্হসি। তয়া বিনা ন তে পাপং নাশমায়াতি কৃৎস্নশঃ॥ ১১১॥ সূত উবাচ। ততস্তদ্বচনাচ্ছক্রস্তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ। বভ্রাম সকলাং পৃথ্বীং স্নানং কুর্ব্বন পৃথক্ পৃথক্॥ ১১২॥ তীর্থেষু সুপ্রসিদ্ধেষু নদীনদযুতেষু চ। বারাণস্যাং প্রয়াগে চ প্রভাসে কুরুজাঙ্গলে॥ ১১৩॥ তথান্যেষু সহস্রাক্ষো বিপাপ্মা ন ব্যজায়ত। ততো বৈরাগ্যমাপন্নশ্চিন্তয়ামাস চেতসি॥ ১১৪॥ অহং স্নাতঃ সমস্তেষু তীর্থেষু ধরণীতলে। ন চ পাপেন নির্ম্মুক্তঃ কিং করোমি চ সাম্প্রতম্॥ ১১৫॥ কিং পতামি গিরেঃ শৃঙ্গাদ্বিষং বা ভক্ষয়ামি কিম্। ত্রৈলোক্যরাজ্যবিভ্রষ্টো নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ১১৬॥ এবং বৈরাগ্যমাপন্নো গিরিমারুহ্য বাসবঃ। যাবৎ ক্ষিপতি চাত্মানং মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ১১৭॥ তাবদ্দেবোত্থিতা বাণী গগনাদ্দ্বিজসত্তমাঃ। মা শক্র সাহসং কার্ষী-র্বৈরাগ্যং প্রাপ্য চেতসি॥ ১১৮॥ ত্বয়া রাজ্যং

ফিরিয়া যাইতেছ কি জন্য? আমার বাড়ীর কুশল তো! আমার বজ্রাঘাতে সেই দানব নিহত হইয়াছে কি? সেই দুর্ম্মতি দানব যুদ্ধের জন্য আমার অন্বেষণ করে না তো? ৯২—১০৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শক্র! তোমার সেই বজ্রা-ঘাতেই বৃত্র মরিয়াছে, সেই পাপী মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে, অতএব এখন আর ভয় করিও না। পরন্তু হে শক্র! তাহাকে বধ করায় তোমার অতি গর্হিত ব্রহ্মহত্যা পাতক জন্মিয়াছে, তজ্জন্য তুমি অস্পৃশ্য হইয়াছ; সেই জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। ইন্দ্র কহিলেন,—আমি তো পূর্ব্বে অনেকানেক দানবকে নিহত করিয়াছি, তখন তো ব্রহ্মহত্যা হয় নাই; তবে এখন ব্রহ্মহত্যা হইল কেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বাসব। পূর্ব্বে যাহাদিগকে তুমি নিহত করিয়াছ, তাহারা ক্ষাত্র ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; তুমিও ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারেই তাহা-দিগকে সংহার করিয়াছ; কিন্তু এই বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞোপবীতধারী ও তপস্যাসম্পন্ন ছিল; বিশেষতঃ তুমি ছলক্রমে ইহাকে হত্যা করিয়াছ। সেই জন্যই তোমার পাপস্পর্শ ঘটি-য়াছে। ইন্দ্র কহিলেন,—হে চতুরানন! আমি ব্রহ্মহত্যার চিহ্ন সকল দেখিয়া নিজ শরীর যে পাপযুক্ত, তাহা জানিয়াছি, অতএব এক্ষণে যাহাতে আমার বিশুদ্ধি ঘটে, তাহার উপায় বলুন। হে প্রপিতামহ! যাহাতে আমি সকলের স্পৃশ্য হইতে পারি, যাহাতে আমার ব্রহ্মহত্যাপাপ সত্বর দূর হয়, তাহার বিধান বলুন।১০৪—১১০। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্রহ্মহত্যাপাপ ক্ষালনার্থ তীর্থযাত্রা কর। তদ্ভিন্ন তোমার সমস্ত পাপক্ষয়ের অন্য উপায় দেখি না! সূত কহিলেন —অনন্তর শক্র ব্রহ্মার বাক্যানুসারে তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ তীর্থে স্নান করিলেন। তিনি কাশী, প্রয়াগ, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নানাবিধ নদ নদী ক্ষেত্রাদিতে স্নান করিলেন, পরন্তু তাঁহার পাপক্ষয় হইল না। তখন তিনি নিতান্ত বিরক্তচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি তো পৃথিবীর সমস্ত তীর্থেই স্নান করিলাম, কিন্তু আমার তো পাপক্ষয় হইল না; সুতরাং এক্ষণে কি করি? আমি তো ত্রৈলোক্যরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং এ জীবনে আর ফল কি? এখন কি গিরিশৃঙ্গ হইতে দেহপাত করিব? —না বিষভক্ষণ করিব? বাসব বৈরাগ্যবশে এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক 'মরণই শ্রেয়ঃ' এই নিশ্চয় করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণান্তে যেমন আপনাকে নিম্নে পাতিত করিতে উদ্যম করিলেন, হে দ্বিজগণ! অমনি এইরূপ একটী দৈববাণী হইল যে, হে শক্র! তুমি বৈরাগ্যবশে এমন সাহসিকতা করিও না,

প্রকর্ত্তব্যং স্বর্গেঽদ্যাপি যুগাষ্টকম্। তস্মাৎ পাপ-বিশুদ্ধ্যর্থং শৃণু শক্র সমাহিতঃ॥ ১১৯॥ কুরুষ্ব বচনং শীঘ্রং ভাবনীয়ং ন চান্যথা। যত্ত্বয়া পাংশুভিঃ পূর্ব্বং বিবরঃ পরিপূরিতঃ॥ ১২০॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে যত্র দেবঃ স্বয়ং হরঃ। তত্র নাগবিলো জাতো বল্মীকাত্রিদশাধিপ॥ ১২১॥ যেন নাগা ধরাপৃষ্ঠে নির্গচ্ছন্তি ব্রজন্তি চ। তেন মার্গেণ গত্বা ত্বং পাতালে হাটকেশ্বরম্। স্নাত্বা পাতালগঙ্গায়াং পূজয়স্ব মহেশ্বরম্॥ ১২২॥ ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। সম্প্রাপ্স্যসি চ ভূয়োঽপি দেবরাজ্যমকণ্টকম্॥ ১২৩॥ সূত উবাচ। অথ শক্রঃ সমাকর্ণ্য তাং গিরং গগনোত্থিতাম্। জগাম সত্বরং তত্র যত্র নাগবিলঃ স চ॥ ১২৪॥ ততঃ প্রবিশ্য পাতালং গঙ্গাতোয়পরিপ্লুতঃ। পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্॥ ১২৫॥ অথ তস্য ক্ষণাজ্জাতং শরীরং মলবর্জ্জিতম্। দুর্গন্ধশ্চ গতো নাশং তেজোবৃদ্ধির্বভূব হ॥ ১২৬॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা ব্রহ্মবিষ্ণুমুখাঃ সুরাঃ। প্রোচুশ্চ দেবরাজং তং মুক্তপাপং প্রহর্ষিতাঃ॥ ১২৭॥ প্রাপ্তস্ত্বং মেধ্যতাং শক্র বিমুক্তো ব্রহ্মহত্যয়া। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামঃ সহিতাস্ত্রিদশালয়ম্॥ ১২৮॥ এতন্নাগবিলং শক্র পুনঃ পূরয় পাংশুভিঃ। নোচেদাগত্য চানেন মানুষাঃ সিদ্ধিহেতবে॥ ১২৯॥ এতল্লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য স্নাত্বা ভাগীরথীজলে। অপি পাপসমাযুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্॥ ১৩০॥ ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স চ দেবং শতক্রতুঃ। প্রণিপত্য পুনঃ প্রোচ্চৈঃ প্রজগ্মুস্ত্রিদশালয়ম্॥ ১৩১॥ ততো জজ্ঞে মহাংস্তত্র স্বর্গে বৃত্রবধোৎসবঃ। দেবেন্দ্রত্বমনুপ্রাপ্তে পুনঃ শক্রে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৩২॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং হাটকেশ্বরসম্ভবম্। মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ১৩৩॥ যশ্চৈতৎ কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা শৃণোতি চ সমাহিতঃ। স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্॥ ১৩৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বৃত্রবধবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

এখনও স্বর্গধামে তোমার অষ্টযুগ যাবৎ রাজত্ব করিতে হইবে। অতএব হে শক্র! তোমার পাপবিশুদ্ধির জন্য উপায় বলিতেছি, তুমি সমাহিত মনে শ্রবণ কর। তুমি কথানুরূপ কর্ম্ম অবিলম্বেই সম্পাদন কর, এ বিষয়ে অন্যরূপ ভাবিও না। পূর্ব্বে তুমি যে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে পাংশুরাশি দ্বারা একটী মহাবিবর পূর্ণ করিয়াছিলে, যেখানে ভগবান্ হর স্বয়ং বিরাজমান, হে ত্রিদশাধিপ! সেখানে বল্মীক হইতে নাগাবিল নামে একটী সুবৃহৎ গর্ত্ত হইয়াছে, সেই গর্ত্তপথে পাতাল হইতে নাগগণ ভূতলে যাতায়াত করিয়া থাকে। তুমি সেই পথে পাতালে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে যাইয়া পাতালগঙ্গায় স্নানান্তে মহেশ্বরকে পূজা কর। তাহা হইলেই তুমি ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তারপর অকণ্টক দেবরাজ্য ভোগ করিতে পারিবে।১১১—১২৩। সূত কহিলেন,—শক্র, সেই আকাশবাণী শুনিয়া অবিলম্বে সেই নাগবিলপথাবলম্বনে পাতালে যাইয়া গঙ্গাজলে স্নান করিয়া হাটকেশ্বর নামক সেই শিবলিঙ্গ পূজা করিলেন। পরে ক্ষণমাত্রেই তাঁহার শরীর নির্ম্মল হইল,—তাঁহার কোন পাপই রহিল না; তিনি সম্পূর্ণ দুর্গন্ধহীন ও তেজঃসম্পন্ন হইলেন। ইত্যবসরে সেই স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই নিষ্পাপ দেবরাজকে সহর্ষে কহিলেন,—হে শক্র! আপনি এক্ষণে পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, আপনার ব্রহ্মহত্যাপাপ দূরীভূত হইয়াছে, অতএব আসুন, সকলে মিলিয়া এক্ষণে স্বর্গে যাই। হে শক্র! এই নাগবিলটীকে পুনরায় ধূলিরাশি দ্বারা পরিপূরিত করুন; নচেৎ পাপিষ্ঠ মানবেরা সিদ্ধিলাভ কামনায় এই পথে এই পাতালে আসিয়া গঙ্গাজলে স্নানপূর্ব্বক এই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া পরম গতি লাভ করিবে।১২৪—১৩০। অতঃপর সেই দেবগণ ও শক্র, সকলেই সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া পুনরায় স্বর্গে প্রয়াণ করিলেন। হে দ্বিজবরগণ! শক্র স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিলে পর স্বর্গে তখন বৃত্রবধ-জন্য উৎসব আরম্ভ হইল। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট হাটকেশ্বরের সর্ব্বপাপনাশক মাহাত্ম্য সম্যক্ কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে জরা-মরণশূন্য পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৩১—১৩৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। অথ শক্রঃ সমাহূয় প্রোচে সংবর্ত্তকানিলম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে মহান্নাগবিলোঽস্তি বৈ ॥ ১ ॥ তং পূরয় মমাদেশাদ্দ্রুতং গত্বাতি পাংসুভিঃ। যেন ন স্যাদ্গতিস্তত্র কস্যচিন্মৃত্যুধর্ম্মিণঃ ॥ ২ ॥ বায়ুরুবাচ। তবাদেশান্ময়া পূর্ব্বং পূরিতো বিবরো যদা। লিঙ্গোদ্ভবস্তদা শাপঃ প্রদত্তো মে পুরারিণা ॥ ৩ ॥ যস্মাল্লিঙ্গং মদৈতদ্বৈ ত্বয়া পাংসুভিরাবৃতম্। তস্মাৎ সমানধর্ম্মা ত্বং গন্ধবাহো ভবিষ্যসি ॥ ৪ ॥ যদ্বৎ কর্পূরজং গন্ধং সমগ্রং ত্বং হি বক্ষ্যসি। অমেধ্যসম্ভবং তদ্বন্মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ৫ ॥ তস্মাৎকুরু প্রসাদং মে বিদিত্বৈতৎ সুরেশ্বর। কৃত্যেঽস্মিন স্মর্য্যতামন্যস্ত্রিপুরারের্বিভেম্যহম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস পূরণং ত্রিদশাধিপঃ। তস্য নাগবিলস্যৈব নৈব কিঞ্চিদবৈক্ষত ॥ ৭ ॥ ততস্তং প্রাহ দেবেজ্যঃ স্বয়মেব শতক্রতুম্। কস্মাত্ত্বং ব্যাকুলীভূতঃ কৃত্যেঽস্মিংস্ত্রিদশাধিপ ॥ ৮ ॥ অস্তি পর্ব্বতমুখ্যোঽত্র নাম্না খ্যাতো হিমালয়ঃ। তস্য পুত্রত্রয়ং জাতং তচ্চ শক্র শৃণুষ্ব মে ॥ ৯ ॥ মৈনাকঃ প্রথমঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ো নন্দিবর্দ্ধনঃ। রক্তশৃঙ্গস্তৃতীয়স্তু পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥ স মৈনাকঃ সমুদ্রান্তঃপ্রবিষ্টঃ শক্র তে ভয়াৎ। পক্ষাভ্যাং সহিতোঽদ্যাপি স তত্রৈব ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ নন্দিবর্দ্ধন ইত্যেষঃ দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। বশিষ্ঠাশ্রমজো রন্ধ্রস্তেন কৃৎস্নঃ প্রপূরিতঃ ॥ ১২ ॥ হিমাচলসমাদেশাদ্বসিষ্ঠস্য চ সন্মুনেঃ। দেবভূমিং পরিত্যজ্য স গতস্তত্র সত্বরম্ ॥ ১৩ ॥ তৃতীয়স্তিষ্ঠতেঽদ্যাপি রক্তশৃঙ্গঃ স্মৃতোঽত্র যঃ। তমানয় সহস্রাক্ষ বিলং সার্পং প্রপূরয় ॥ ১৪ ॥ নান্যথা পূরিতুং শক্যো বিলোঽয়ং ত্রিদশাধিপ। তং মুক্ত্বা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১৫ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা দেবপূজ্যস্য বচনং ত্রিদশাধিপঃ। জগাম সত্বরং তত্র স যত্রাস্তে হিমালয়ঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ তং গত্বা সামপূর্ব্বমিদং বচঃ। হিমাচলং গিরিশ্রেষ্ঠং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥ ১৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে মহান্নাগবিলঃ স্থিতঃ। তেন

নবম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবরাজ শক্র, সংবর্ত্তক নামক বায়ুকে ডাকিয়া কহিলেন যে, হাটকেশ্বরক্ষেত্রে যে মহান্ নাগবিল আছে, আমার আদেশে তুমি অবিলম্বে সেখানে যাইয়া ধূলিদ্বারা সেই গর্ত্তটী বুজাইয়া দেও। যেন সেই পথে কোন মরণধর্ম্মা ব্যক্তিই যাইতে না পারে। বায়ু কহিলেন,—আপনার আদেশে ইতিপূর্ব্বে আমি একবার যখন সেই পথ রুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন ত্রিপুরারি আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে যেহেতু তুমি আমার এই লিঙ্গ ধূলিদ্বারা আবৃত করিয়াছ, অতএব তুমিও উক্ত লিঙ্গের সমধর্ম্মী গন্ধবহনকারী হইবে। তুমি যেমন কর্পূরের গন্ধ বহন করিবে, আমার বাক্যে তেমনি অমেধ্য গন্ধও বহন করিবে। ইহাতে সংশয় নাই। অতএব হে সুরেশ্বর! ইহা জানিয়া আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন। এ কার্য্যে অপর কাহাকেও নিযুক্ত করুন। আমি ত্রিপুরারি হইতে ভয় পাইতেছি। তারপর সুরপতি সেই গর্ত্তপূরণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না। দেবগুরু বৃহস্পতি শক্রকে চিন্তান্বিত দেখিয়া কহিলেন,—হে দেবরাজ! আপনি কিজন্য এত ব্যাকুল হইয়াছেন? এ কার্য্যের জন্য আমি সদুপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। হে শক্র! হিমালয় নামে বিখ্যাত যে সুমহান পর্ব্বত আছে, তাহার তিনটী পুত্র জন্মিয়াছিল, উহাদিগের প্রথমটীর নাম মৈনাক, দ্বিতীয়টীর নাম নন্দিবর্দ্ধন, আর তৃতীয়টীর নাম রক্তশৃঙ্গ। ১—১০। হে শক্র! মৈনাক তোমার ভয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে; এখনও সে পক্ষদ্বয়সহ সেই সমুদ্রেই বর্ত্তমান আছে। নন্দিবর্দ্ধন বশিষ্ঠাশ্রমের একটী মহান্ রন্ধ্র পূরণ করিয়া আছে। বশিষ্ঠের প্রার্থনায় এবং হিমালয়ের আদেশে সে দেবভূমি পরিত্যাগ করিয়া সেইখানে গিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিমালয়ের তৃতীয় পুত্র রক্তশৃঙ্গ অদ্যাপি সেখানেই আছে; হে সহস্রাক্ষ! তুমি তাহাকে আনিয়া তদ্দ্বারা সেই নাগবিল রুদ্ধ করিয়া রাখ। হে দেবরাজ! সেই শ্রেষ্ঠপর্ব্বত ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই গর্ত্ত পূরণ করিবার উপায় নাই। ইহা আমি সত্য কহিলাম। সূত কহিলেন,—সুররাজ, বৃহস্পতির সেই কথা শুনিয়া যেখানে সেই রক্তশৃঙ্গ গিরির পিতা হিমালয় বর্ত্তমান, দ্রুতগতি সেইস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে সেই সিদ্ধচারণসেবিত গিরিবর হিমালয়কে মধুরবাক্যে কহিলেন,—হে গিরিবর! হাটকেশ্বর-ক্ষেত্রে একটী মহান

গত্বা নরা দেবং পাতালে হাটকেশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥ পূজয়িষ্যন্তি যে কেচিদপি পাপপরায়ণাঃ। ময়া সার্দ্ধং করিষ্যন্তি ততঃ স্পর্দ্ধাং নগোত্তম ॥ ১৯ ॥ তস্মাৎ পুত্রমিমং তত্র রক্তশৃঙ্গং হিমালয়। প্রেষয়স্ব বিলো যেন পূর্য্যতে সোঽহিসম্ভবঃ ॥ ২০ ॥ কুরুষ ত্বং মমাতিথ্যং গৃহপ্রাপ্তস্য পর্ব্বত। আত্মপুত্রপ্রদানেন কীর্ত্তিং প্রপ্স্যস্যলৌকিকীম ॥২১॥ বাঢমিত্যেব সোঽপ্যুক্ত্বা পূজয়িত্বা চ দেবপম্। ততঃ প্রোবাচ তং পুত্রং রক্তশৃঙ্গং হিমালয়ঃ ॥ ২২ ॥ তবার্থায় সহস্রাক্ষঃ পুত্র প্রাপ্তো মমান্তিকম্। তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং তত্র যত্র নাগবিলঃ স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ পূরয়িত্বা মমাদেশাত্তং ত্বং শক্রস্য কৃৎস্নশঃ। সুখী ভব সহানেন তথান্যৈঃ সুরসত্তমৈঃ ॥ ২৪ ॥ রক্তশৃঙ্গ উবাচ। নাহং তত্র গমিষ্যামি মর্ত্ত্যভূমৌ কথঞ্চন। যত্র কণ্টকিনো বৃক্ষা রূক্ষাঃ ফলবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫ ॥ ন সিদ্ধা ন চ গন্ধর্ব্বা ন দেবা ন চ কিন্নরাঃ। ন চ তীর্থানি রম্যাণি ন নদ্যো বিমলোদকাঃ ॥ ২৬ ॥ তথা পাপসমাচারা মনুষ্যাঃ শীলবর্জ্জিতাঃ। দুষ্টচিত্তাঃ সদা সর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিগতা অপি ॥ ২৭ ॥ তথা মম নগশ্রেষ্ঠ পক্ষৌ দ্বাবপি কর্ত্তিতৌ। শক্রেণ তেন নো শক্তির্গন্তুমস্তি কথঞ্চন ॥ ২৮ ॥ তস্মাৎ কঞ্চিৎ সহস্রাক্ষ উপায়ং তৎকৃতে পরম্। চিন্তয়স্বৈব মাং মুক্ত্বা সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ২৯ ॥ শক্র উবাচ। অহং ত্বাং তত্র নেষ্যামি স্বহস্তেন বিদারিতম্। তত্রাপি সুশুভা বৃক্ষা ভবিষ্যন্তি তবাশ্রয়াঃ ॥ ৩০ ॥ তথা পুণ্যানি তীর্থানি দেবতায়তনানি চ। সমন্তাত্তে ভবিষ্যন্তি মুনীনামাশ্রমাস্তথা ॥ ৩১ ॥ অত্রাস্থস্য প্রভাবো যস্তব পর্ব্বতনন্দন। মদ্বাক্যাত্তত্র সংস্থস্য কোটিসংখ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ তথা যে মানবাস্তত্র পাপাত্মানোঽপি ভূতলে। বিপাপ্মানো ভবিষ্যন্তি সহসা তব দর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং তত্র ময়া সার্দ্ধং নগাত্মজ। ন চেদ্বজ্রপ্রহারেণ করিষ্যামি সহস্রধা ॥ ৩৪ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রক্তশৃঙ্গো ভয়ান্বিতঃ। প্রবিষ্টঃ সহসা গত্য তস্মিন্ নাগবিলে গতঃ ॥ ৩৫ ॥ নিমগ্নো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা নাসাগ্রং যাবদেব হি। শৃঙ্গৈর্ম্মনোরমৈস্তুঙ্গৈঃ সমগ্রৈঃ সহিতস্তদা। বৃক্ষগুল্মলতাকীর্ণৈ রম্যপক্ষিনিষেবিতৈঃ ॥ ৩৬ ॥

নাগবিল আছে; নরগণ যদি সেই পথে পাতালে যাইয়া হাটকেশ্বরকে পূজা করে, তবে তাহারা নিতান্ত পাপী হইলেও স্বর্গে যাইয়া আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে সক্ষম হইবে। অতএব হে হিমালয়! তুমি তোমার পুত্র রক্তশৃঙ্গকে সেইস্থানে প্রেরণ কর,—যাহাতে সেই নাগবিল রুদ্ধ হয় তাহা কর। হে পর্ব্বত! আমি তোমার গৃহে অতিথিরূপে আসিয়াছি; তুমি আমার এই আতিথ্য সম্পাদন কর; ইহাতে আত্মপুত্রপ্রদানে তুমি জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তিও লাভ করিবে।১১—২১। গিরিবর হিমালয় শক্রের কথায় 'তাহাই হউক'' বলিয়া সম্মতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক দেবরাজের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া নিজপুত্র রক্তশৃঙ্গকে ডাকিয়া কহিল;—হে পুত্র! তোমার জন্য সহস্রলোচন আমার নিকট আসিয়াছেন; অতএব তুমি যেখানে নাগবিল বর্ত্তমান, সেইখানে যাইয়া যাহাতে সেই নাগবিল রুদ্ধ হয়, তাহা কর। আমার আদেশে তুমি এই কর্ম্ম করিয়া সহস্রলোচন ইন্দ্র এবং অপরাপর দেবগণের সহিত সুখী হও। রক্তশৃঙ্গ কহিল,—আমি সে মর্ত্ত্যভূমে যাইতে পারিব না। সেখানে বৃক্ষসকল কণ্টকাকীর্ণ, রসহীন ও ফলশূন্য; মনুষ্যগণ দুঃশীল ও পাপী, সকল জীবই নিতান্ত দুষ্টচিত্ত। সেখানে সিদ্ধ নাই, গন্ধর্ব্ব নাই, কিন্নর নাই, কোন দেবতাও নাই। হে গিরিবর!, বিশেষতঃ শক্র আমার পক্ষদ্বয়ও ছেদন করিয়া ফেলিয়াছেন; সেজন্য সেখানে যাইবার সামর্থ্যও আমার নাই। অতএব সে কাজের জন্য সহস্রলোচন অপর কাহাকেও স্থির করুন; আমাকে ছাড়িয়া দিউন। আমি ইহা সত্য কহিলাম।২২—২৯। শক্র কহিলেন, আমি তোমাকে নিজ হস্তে করিয়া এখান হইতে উঠাইয়া সেখানে লইয়া যাইব। সেখানেও তোমার আশ্রয়ে মনোরম বৃক্ষসকল জন্মিবে। তোমার চতুর্দ্দিকে পুণ্য তীর্থ আয়তন, ও মুনিগণের আশ্রম সকল রচিত হইবে। হে পর্ব্বতনন্দন! এখানে তোমার যেমন প্রভাব আছে, সেখানে আমার বাক্যে ইহাপেক্ষা কোটিগুণ অধিক প্রভাব হইবে। সেখানে তোমাকে দর্শন করিলে পাপাত্মা মানবগণও নিষ্পাপ হইবে। অতএব হে গিরিনন্দন! তুমি আমার সহিত অবিলম্বে সেখানে চল; নচেৎ আমি তোমাকে বজ্রাঘাতে সহস্রধা চূর্ণ করিয়া ফেলিব। সূত কহিলেন,—রক্তশৃঙ্গ গিরি, ইন্দ্রের কথায় ভীত হইয়া অবিলম্বে যাইয়া সেই নাগবিলে নিমগ্ন হইল! হে দ্বিজগণ! মনোহর তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহান্বিত রম্যপক্ষিনিষেবিত বৃক্ষগুল্মলতাসমাকীর্ণ

এবং সংস্থাপ্য তং শক্রো হিমাচলসুতং নগম্। ততঃ প্রোবাচ সংহৃষ্টো বরো মত্তঃ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৭ ॥ রক্তশৃঙ্গ উবাচ। এষ এব বরোঽস্মাকং যত্ত্বং তুষ্টঃ সুরেশ্বর। কিং বরেণ করিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদাদহং সুখী ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ন বৃথা দর্শনং মে স্যাদপি স্বপ্নে নগাত্মজ। কিং পুনর্দর্শনে জাতে কৃতে কৃত্যে বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥ রক্তশৃঙ্গ উবাচ। অবশ্যং যদি দেয়ো মে বরঃ সর্ব্বসুরাধিপ। বিভবো মে দ্বিজার্থায় সর্ব্বঃ স্যাৎ সর্ব্বদা বিভো ॥ ৪০ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ভবিষ্যতি মহীপালশ্চমৎকার ইতি স্মৃতঃ। তব মূর্দ্ধনি বিপ্রাণাং স পুরং স্থাপয়িষ্যতি ॥ ৪১ ॥ তত্র ব্রাহ্মণশার্দ্দূলা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। বিভবং তব নিঃশেষং ভক্ষিষ্যন্তি প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৪২ ॥ তথাহং চৈত্রমাসস্য চতুর্দ্দশ্যাং নগাত্মজ। কৃষ্ণায়াং স্বয়মাগত্য শৃঙ্গে মুখ্যতমে তব ॥ ৪৩ ॥ পূজয়িষ্যামি দেবেশং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। সর্ব্বৈর্দ্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং তথা কিন্নরগুহ্যকৈঃ ॥ ৪৪ ॥ তমেকং দিবসং চাত্র শৃঙ্গে তব হরঃ স্বয়ম্। অস্মাভিঃ সহিতস্তুষ্টো নিবাসং প্রকরিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥ প্রভাবস্তেন তে মুখ্যস্ত্রৈলোক্যেঽপি ভবিষ্যতি। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাম্প্রতং ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষস্ততঃ প্রাপ্তস্ত্রিবিষ্টপম্। রক্তশৃঙ্গোঽপি তস্থৌ চ ব্যাপ্য নাগবিলং তদা ॥ ৪৭ ॥ তস্যোপরি সুমুখ্যানি তীর্থান্যায়তনানি চ। সঞ্জাতানি মুনীনাং চ সঞ্জাতাশ্চ তথাশ্রমাঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগবিলপূর্ত্তিবর্ণনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। আনর্ত্তাধিপতির্ভূপশ্চমৎকার ইতি স্মৃতঃ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তস্তত্র হন্তুং বনে মৃগান্ ॥ ১ ॥ স দদর্শ মৃগীং দূরান্নিশ্চলাঙ্গীং তরোরধঃ। স্তনং সুতায় যচ্ছন্তীং বিশ্বস্তামকুতোভয়াম্ ॥ ২ ॥ অথ তাং পার্থিবস্তূর্ণং শরেণানতপর্ব্বণা। জঘানাকর্ণকৃষ্টেন মর্ম্মস্থানে প্রহর্ষিতঃ ॥ ৩ ॥ সহসা সা হতা তেন গার্দ্ধপত্রেণ পত্রিণা। দিশো

রক্তশৃঙ্গগিরি সেই নাগবিলে নিজ নাসাভাগ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া বিরাজিত হইল। সহস্রলোচন শক্র এইভাবে সেই গিরিকে সংস্থাপিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে কহিলেন, আমার নিকট বর গ্রহণ কর! রক্তশৃঙ্গ কহিল, হে সুরেশ্বর! আমাদিগের পক্ষে, আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই তো বর, অপর বরে কি প্রয়োজন? আপনার প্রসাদেই আমি সুখে আছি। ইন্দ্র কহিলেন,—হে শৈলনন্দন! স্বপ্নেও আমার দর্শন বিফল হয় না, সাক্ষাৎ দর্শন ঘটিলে—বিশেষতঃ আমার কার্য্য সাধন করিলে তাহার আর কথা কি? রক্তশৃঙ্গ কহিল, হে সুরগণাধিপ! যদি আমাকে অবশ্যই বর দিতে হয়, তবে এই বর দিউন—দ্বিজজনে দান জন্য আমার যেন সর্ব্বদা সর্ব্ববিভব বিদ্যমান থাকে। ৩৭—৪০। ইন্দ্র কহিলেন,—চমৎকার নামে এক রাজা হইবেন। তিনি তোমার মস্তকে একটী পুর নির্ম্মাণ করাইয়া নিয়ত দ্বিজগণকে ধন দান করিবেন। বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সহর্ষে আসিয়া তোমার সেই বিভব গ্রহণ করিবেন! আর চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে আমি স্বয়ং সমস্ত সুর-গুহ্য-কিন্নরগণসহ আসিয়া তোমার প্রধান শৃঙ্গে দেবেশ্বর হাটকেশ্বরকে পূজা করিব! দেব মহেশ্বরও সেই একটী দিন তোমার শৃঙ্গে আমাদিগের সহিত সন্তুষ্টমনে অবস্থান করিবেন। সেই জন্য ত্রৈলোক্যে তোমার প্রভাবই মুখ্যরূপে গণ্য হইবে। তোমার মঙ্গল হউক; আমি এখন সুরলোকে প্রস্থান করি। সূত কহিলেন,—সহস্রলোচন এই বলিয়া সেখান হইতে সুরালোকে প্রয়াণ করিলেন। রক্তশৃঙ্গও সেই নাগবিল রোধ করিয়া বিরাজমান রহিল। পরে ক্রমে তাহার উপর প্রধান প্রধান তীর্থ, আয়তন ও মুনিগণের আশ্রম সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। ৪১—৪৮।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর একদা আনর্ত্তদেশাধিপতি চমৎকার নামক রাজা মৃগয়া করিতে করিতে সহসা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদূরেই এক মৃগী এক বৃক্ষমূলে নিশ্চলভাবে নির্ভয়ে অবস্থানপূর্ব্বক নিজ শাবককে স্তন্যপান করাইতেছিল। রাজা ইহা দেখিয়া সহর্ষে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া একটী নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা তাহার মর্ম্মস্থানে আঘাত করিলেন। সেই পুত্রবৎসলা মৃগী সহসা তাদৃশ গৃধ্র-পক্ষশোভিত বাণ দ্বারা

বিলোকযামাস সমন্তাদ্ব্যথয়ার্দ্দিতা ॥ ৪ ॥ অথ দৃষ্ট্বা মহীপালং নাতিদূরে ধনুর্দ্ধরম্। প্রোবাচাশ্রু-পরিক্লিন্নবদনা সুতবৎসলা ॥ ৫ ॥ মৃগ্যুবাচ। অযুক্তং পৃথিবীপাল যত্ত্বয়ৈতদনুষ্ঠিতম্। হতাহং বালবৎসাদ্য শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ৬ ॥ নাহং শোচামি ভূপাল মরণং স্বশরীরগম্। যথেমং বালকং দীনং ক্ষীরাস্বাদনলম্পটম্ ॥ ৭ ॥ যস্মাত্ত্বয়েদৃশং কর্ম্ম নির্দ্দয়ং সমনুষ্ঠিতম্। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তস্তস্মাৎ সদ্যো ভবিষ্যসি ॥ ৮ ॥ রাজোবাচ। স্বধর্ম্ম এষ ভূপানাং কুর্ব্বন্তি মৃগসঙ্ক্ষয়ম্। তস্মাৎ স্বধর্ম্মসংযুক্তং ন মাং ত্বং শপ্তুমর্হসি ॥ ৯। মৃগ্যুবাচ। সত্যমেতন্মহীপাল যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্। ক্ষত্রিয়াণাং বধার্থায় মৃগাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১০ ॥ পরং তেন বিধিস্তেষাং কৃতো যস্তং মহীপতে। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা বদন্ত্যা মম সাম্প্রতম্ ॥ ১১ ॥ সুপ্তং মৈথুন-সংযুক্তং স্তনপানক্রিয়োদ্যতম্। হত্বা মৃগং জলা-সক্তং নরঃ পাপেন লিপ্যতে ॥ ১২ ॥ এতস্মাৎ কারণাচ্ছাপস্তব দত্তো ময়া নৃপ। ন কামতো ন মৃত্যোর্ব্বা সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ১৩ ॥ এবমুক্তা মৃগী প্রাণান সা মুমোচ ব্যথান্বিতা। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তঃ সোহপি রাজা বভূব হ ॥ ১৪ ॥ স দৃষ্ট্বা কুষ্ঠসংযুক্তং পার্থিবঃ স্বং কলেবরম্। ততঃ স্বান্ সেবকানাহ সমাহূয় সুদুঃখিতঃ ॥ ১৫ ॥ অহং তপশ্চরিষ্যামি পূজয়িষ্যামি শঙ্করম্। তাদ্‌যাবৎ প্রণাশো মে কুষ্ঠব্যাধের্ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ যৎকিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু প্রার্থয়ন্তি নরাঃ সুখম্। তৎসর্ব্বং তপসা সাধ্যং তস্মাৎ কার্য্যং ময়া তপঃ ॥ ১৭ ॥ অধুনৈকোহহ-মেকাহমেকৈকস্মিন বনস্পতৌ। চরন্ ভৈক্ষং তু নিয়মৈশ্চরিষ্যামি ধরাতলে ॥১৮॥ পাংসুনা সমবচ্ছন্নে শূন্যাগারে প্রতিশ্রয়ঃ। বৃক্ষমূলনিকেতে বা মুক্তসর্ব্ব-প্রিয়াপ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥ সমঃ শত্রুষু মিত্রেষু সমলোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ। ভূত্বা কালং নয়িষ্যামি যাবৎ কালস্য সংস্থিতিঃ ॥২০॥ এবং তান্ সেবকান্ ভূপঃ সোহভিধায় বিসৃজ্য চ। তীর্থযাত্রাপরো ভূত্বা বভ্রাম বসুধা-তলে ॥ ২১ ॥ ততঃ কালেন মহতা প্রাপ্য বিপ্র-সমুদ্ভবম্। উপদেশং নৃপঃ প্রাপ্তঃ শঙ্খতীর্থং মহো-

আহতা হইয়া বেদনায় চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিল এবং অনতিদূরে ধনুর্দ্ধর রাজাকে দেখিতে পাইয়া অশ্রু-পরিপ্লুত-মুখে কহিল,—হে রাজন! আপনি যাহা করিলেন, ইহা নিতান্ত অনুচিত। আমি বালবৎসা; আপনি আমাকে নতপর্ব্ব বাণাঘাতে হত্যা করিলেন। ভূপাল! শরীর থাকিলেই মৃত্যু হয়, সুতরাং মরণজন্য ভয় করি না; কিন্তু আমার এই শাবকটী এখনও স্তন্যপানেই জীবন ধারণ করে, আমার অভাবে এই দীন শিশুর কি দশা ঘটিবে। যেহেতু তুমি এই নির্দ্দয় কর্ম্ম করিলে, অতএব তুমি অবিলম্বে কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হইবে। রাজা কহিলেন,—রাজারা যে মৃগ বিনাশ করেন, ইহা রাজাদিগের স্বধর্ম্ম; সুতরাং আমি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আমাকে অভিশাপ দেওয়া তোমার উচিত নহে। ১—৯। মৃগী কহিল—রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই বটে। ব্রহ্মা মৃগগণকে ক্ষত্রিয়দিগের বধার্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। পরন্তু রাজন! সেই বিধাতাই রাজাদিগের মৃগয়া সম্বন্ধে যে বিধান করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি, আপনি অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। সুপ্ত, মৈথুনাসক্ত, স্তনপানো-দ্যত, কিম্বা জলপানোদ্যত মৃগকে হত্যা করিলে মানব পাপভাগী হইয়া থাকে; আমি এইজন্যই তোমাকে শাপ দিলাম, নচেৎ বৃথাকামনায় কিম্বা মৃত্যুর জন্য তোমাকে শাপ দিই নাই। ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। মৃগী এই বলিয়া যাতনায় প্রাণত্যাগ করিল। সেই রাজাও কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। রাজা চমৎকার, আপনাকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দেখিয়া অতীব দুঃখিতচিত্তে নিজ অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—যাবৎ আমার এই কুষ্ঠব্যাধি অপগত না হয়, আমি তাবৎ কাল শঙ্করের আরাধনা করিয়া তপস্যা করিব। নরগণ ত্রিলোকমধ্যে যে কিছু সুখের প্রার্থনা করে, তৎসমস্তই তপস্যা দ্বারা সম্পাদন করা যায়। সেই জন্যই আমার তপস্যা করিতে হইবে। এক্ষণে আমি একাকী এক এক দিন এক এক বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিয়া ভিক্ষাচরণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া নিয়মাসহকারে ভূতলে ভ্রমণ করিব; ধূলি-পূর্ণ শূন্য ভবনে কিম্বা বৃক্ষমূলে বাস করিয়া কাল কাটাইব। প্রিয় বা অপ্রিয় কোন বিষয়েই দৃক্‌পাত করিব না। শত্রু-মিত্র, ও লোষ্ট্র-কাঞ্চনে সম-দৃষ্টিই করিব। যত কাল হয়, এই ভাবেই কালাতি-পাত করিব।১০—২০। রাজা চমৎকার, সেই অনু-চরগণকে এইরূপ বলিয়া বিদায় দিয়া তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তারপর দীর্ঘকালান্তে কতিপয় ব্রাহ্মণের উপদেশা-

দয়ম্ ॥ ২২ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সর্ব্বব্যাধিবিনাশকম্। বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু পূরিতং স্বচ্ছবারিণা ॥ ২৩ ॥ তত্রাসৌ স্নানমাত্রেণ তৎক্ষণাৎ পার্থিবোত্তমঃ। কুষ্ঠব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ সঞ্জাতঃ সুমহাদ্যুতিঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চমৎকারনৃপতিকুষ্ঠনিবৃত্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। চমৎকারঃ কথং রাজা মুক্তঃ কুষ্ঠেন সূতজ। কথং তেন তপস্তপ্তং কিয়ৎকালঞ্চ ভূভুজা ॥ ১ ॥ কতমে ব্রাহ্মণাস্তে বৈ শঙ্খতীর্থং প্রদর্শিতম্। যৈস্তস্য রোগমুক্ত্যর্থং দুঃখিতস্য মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥ কতমং শঙ্খতীর্থং তৎকস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতম্। কিম্প্রভাবঞ্চ নিঃশেষং সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি কথামেতাং মনোহরাম্। সর্ব্বপাপহরাং বিপ্রাশ্চমৎকারনৃপোদ্ভবাম্ ॥ স ভ্রান্তঃ সর্ব্বতীর্থানি প্রভাসাদ্যানি কৃৎস্নশঃ। তপশ্চ

নিয়তাহারো ভিক্ষান্নকৃতভোজনঃ ॥ ৫ ॥ পৃচ্ছমানো ভিষঙ্মুখ্যানৌষধানি মুহুর্ম্মুহুঃ। মন্ত্রান্ মন্ত্রবিদশ্চৈব রোগনাশায় নিত্যশঃ ॥ ৬ ॥ ন লেভে কিঞ্চিদিষ্টং বা স মন্ত্রং ভেষজঞ্চ বা। তীর্থং বা নৃপশার্দ্দূলো যেন স্যাদ্ব্যাধিসংক্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥ ততশ্চ পার্থিবশ্রেষ্ঠো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা সর্ব্বসত্ত্ববিরাজিতে ॥ ৮ ॥ নিবাসমকরোত্তস্মিন ক্ষেত্রে পুণ্যতমে চিরম্। শীর্ণপর্ণফলাহারো ভূমৌ শেতে সদা নিশি। অন্যস্যান্যস্য বৃক্ষস্য মদাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ কতিপয়াহস্য ভ্রমমাণো মহীপতিঃ। সোঽপশ্যদ্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাংস্তীর্থযাত্রাশ্রয়ান্ বহূন ॥ ১০ ॥ ততঃ প্রণম্য তান বিপ্রানুপবিষ্টান ধরাতলে। বিশ্বামিত্রাশ্রমস্থাংস্তে প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১১ ॥ রাজোবাচ। অহং নাম্না চমৎকারঃ পার্থিবঃ সূর্য্যবংশজঃ। আনর্ত্তাধি-

---

আপনাদিগকে বলিতেছি। সেই রাজা আহারসংযম, তপশ্চরণ ও ভিক্ষান্নমাত্র-ভোজন করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসক দেখিলেই তাহাকে ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। মন্ত্রবিদ দেখিলেই রোগনাশার্থ মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু রোগনাশক কোন মন্ত্র বা কোন ঔষধই পাইলেন না। তিনি প্রভাসাদি নানা তীর্থে পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু এমন কোন তীর্থও পাইলেন না, যেখানে সেই কুষ্ঠব্যাধি নাশ হয়। এই ভাবে অনেককাল অতীত হইলে তাহার নিরতিশয় বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি তখন একাকী সংযতচিত্তে সর্ব্বজন্তুপরিপূর্ণ স্থানেও নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। পরন্তু পুণ্য স্থানে বাস দ্বারাও তাঁহার কুষ্ঠব্যাধির অপগম ঘটিল না। তিনি স্বয়ংপতিত ফল-পত্র মাত্র ভোজনে রাত্রিকালে ভূতলে শয়ন করিয়াই কাটাইতেন, তবে প্রতিদিন নব নব বৃক্ষের আশ্রয় লইতেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ অভিমানবিহীন হইলেন। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই মহীপাল একদা ভ্রমণ করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমসমীপে তীর্থযাত্রী কতিপয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ নয়নগোচর করিলেন। ১—১০। পরে রাজা তাহাদিগকে যথাযোগ্য প্রণিপাত করিয়া ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! আমার নাম চমৎকার। সূর্য্য-

অনুসারে পুণ্যতম শঙ্খতীর্থে যাইয়া উপনীত হইলেন। সেই শঙ্খতীর্থ, হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এই তীর্থ, সর্ব্বব্যাধিবিনাশক বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত। উহা স্বচ্ছ সলিলে সতত পরিপূর্ণ। সেই রাজা উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া ক্ষণমাত্রেই কুষ্ঠব্যাধিহীন ও পরম কান্তিমান হইলেন। ২১—২৪।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! রাজা চমৎকার, কিপ্রকারে কুষ্ঠব্যাধি হইতে বিমুক্ত হয়েন? তিনি কি প্রকার তপস্যা করিয়াছিলেন? কতকালই বা তপস্যা করেন? কোন ব্রাহ্মণগণই বা তাঁহাকে দুঃখিত ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দেখিয়া শঙ্খতীর্থে যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন? সেই শঙ্খ তীর্থই বা কি? উহা কোথায় বা অবস্থিত আর উহার প্রভাবই বা কিপ্রকার? এই সমস্ত বিবরণ সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের নিকট বলুন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই সর্ব্বপাপহারিণী হৃদয়গ্রাহিণী চমৎকার-নৃপকাহিনী আমি সবিস্তরে

প্ৰতিব্যাপ্তঃ কুষ্ঠেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১২ ॥ অস্তি কশ্চি-দুপায়োঽত্র দৈবো বা মানুষোঽপি বা। ভেষজং বাথ মন্ত্রো বা যেন কুষ্ঠং প্রশাম্যতি ॥ ১৩ ॥ মমোপরি দয়াং কৃত্বা বদধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ। কুষ্ঠগ্রস্তশরীরং চ পরং কৃচ্ছ্রমুপাগতম্ ॥ ১৪ ॥ অথবা বেত্থ নো যূয়ং ত্যক্ষ্যামীহ কলেবরম্। প্রবিশ্যাগ্নিং জলং বাপি ভক্ষয়িত্বাথ বা বিষম্ ॥ ১৫ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে তে দ্বিজসত্তমাঃ। প্রোচুঃ কৃপাসমাবিষ্টাস্ততস্তং পৃথিবীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥ অস্তি পার্থিবশার্দ্দূল স্থানাদস্মাদদূরতঃ। শঙ্খতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বরোগক্ষয়াবহম্ ॥ ১৭ ॥ যে নরা ব্যাধিনা গ্রস্তাঃ কাণাশ্চান্ধাস্তথা জড়াঃ। হীনাঙ্গাশ্চাধিকাঙ্গাশ্চ কুরূপা বিকৃতাননাঃ ॥ ১৮ ॥ তেঽপি চৈত্রস্য কৃষ্ণাদৌ স্নাতাস্তত্রাকৃতাশনাঃ। ভবন্তি নীরুজঃ সদ্যশ্চিত্রাসংস্থে নিশাকরে ॥ ১৯ ॥ অস্মাভিঃ শতশো দৃষ্টা দ্বাদশার্কসমপ্রভাঃ। কামদেবসমাকারাস্তেজোবীর্য্যসমাযুতাঃ ॥ ২০ ॥ রাজোবাচ। শঙ্খতীর্থং কথং জ্ঞেয়ং ময়া ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। কথং চৈব সমুৎপন্নং বদধ্বং মম বিস্তরাৎ ॥ ২১ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। আসীৎ পূর্ব্বং মুনিশ্রেষ্ঠো লিখিতাখ্যো মহীতলে। শাণ্ডিল্যস্য মুনেঃ পুত্রস্তপোবীর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ২২ ॥ অথ তস্যানুজো জজ্ঞে শঙ্খাখ্যো ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ। কন্দমূলফলাহারঃ সদৈব তপসি স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য লিখিতস্যাশ্রমং যযৌ। শঙ্খঃ স্বাদুফলার্থায় পীড়িতোঽতিবুভুক্ষয়া ॥ ২৪ ॥ স শূন্যমাশ্রমং প্রাপ্য লিখিতস্য মহাত্মনঃ। আত্মীয়ানীতি মন্বানঃ ফলানি জগৃহে ততঃ ॥ ২৫ ॥ ভক্ষয়ামাস ভূরীণি পক্কানি মধুরাণি চ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো লিখিতঃ শিষ্যসংযুতঃ ॥ ২৬ ॥ স গৃহীতফলং দৃষ্ট্বা শঙ্খং প্রোবাচ কোপতঃ ॥ ২৭ ॥ অদত্তানি ময়া পাপ ফলানি হৃতবানসি। কস্মাত্ত্বং চৌর্য্যরূপেণ মামনুবন্ধমবেক্ষসে ॥ ২৮ ॥ শঙ্খ উবাচ। সত্যমেতদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্। ফলানি প্রগৃহীতানি বিজনেঽত্র তবাশ্রমে ॥ ২৯ ॥ তস্মাৎ কুরু যথাহং মে নিগ্রহং চৌর্য্যসম্ভবম্। ইহ লোকঃ পরশ্চৈব যেন

বংশে আমার জন্ম। আমি আনর্ত্ত দেশের রাজা। সম্প্রতি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছি। ইহার যদি কোন উপায় থাকে,—দৈবই হউক, মানুষই হউক, ঔষধই হউক বা মন্ত্রই হউক, যাহাতে আমার এই কুষ্ঠব্যাধি অপগত হয়, কৃপা করিয়া আমাকে তাহা উপদেশ করুন। আমি কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া অতীব কষ্টে কালযাপন করিতেছি। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে জলমজ্জন, অগ্নিপ্রবেশ, কিম্বা বিষভক্ষণ করিয়া এ জীবন বিসর্জ্জন করিব। ইহা আপনারা জানিয়া রাখুন। সেই দ্বিজবরগণ চমৎকারের সেই কথা শুনিয়া সকলেই তৎপ্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সেই রাজাকে কহিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! এস্থান হইতে অল্প দূরে শঙ্খতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। সেই তীর্থ সর্ব্বরোগনাশক। চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র চিত্রানক্ষত্রস্থ হইলে কাণ, অন্ধ, জড়, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, কুরূপ, বিকৃতমুখ প্রভৃতি যে কোন রোগী ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া সেখানে স্নান করিয়া সদ্যই আরোগ্য লাভ করে। আমরা দেখিতেছি, শত শত রোগী সেখানে স্নান করিয়া কামদেবসম কান্তিমান, দ্বাদশার্কতুল্য তেজস্বী ও বীর্য্যবান হইয়াছে। ১১—২০। রাজা কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! আমি সেই শঙ্খতীর্থ চিনিব কিরূপে? আর সেই তীর্থের উৎপত্তিই বা কিপ্রকারে হইয়াছে? সবিস্তরে আমাকে তাহা বলুন। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, পুরাকালে শাণ্ডিল্যমুনির পুত্র লিখিত নামে এক মহাতপস্বী মুনিবর ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতার নাম শঙ্খ। তিনিও ধর্ম্মশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং কন্দ মূল ফলাদি দ্বারা জীবনযাপনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই তপস্যাচরণ করিতেন। একদা শঙ্খ ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় লিখিতমুনির আশ্রমে স্বাদুফল আহরণমানসে যাইয়া দেখিলেন, মহাত্মা লিখিত আশ্রমে নাই। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রমস্থ ফল সকল নিজের বলিয়াই ভাবিলেন। ভ্রাতার অনুমতি ব্যতীত উহা গ্রহণে যে চৌর্য্য হইবে, তাহা বুঝিলেন না। তাই তিনি কতকগুলি সুপক্ক মধুর ফল আহরণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে লিখিতমুনি শিষ্যগণসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শঙ্খকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া সকোপে কহিলেন,—রে পাপ! আমি দান না করিলেও তুমি ফল অপহরণ করিয়াছ, তুমি আমার অপেক্ষা করিলে না কেন? ইহাতে তোমার চৌর্য্য ঘটিয়াছে। শঙ্খ কহিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনি ইহা সত্যই কহিয়াছেন, আপনার আশ্রম যখন জনশূন্য ছিল, তখন আমি ফল গ্রহণ করিয়াছি। অতএব আপনি চৌর্য্যোচিত দণ্ড বিধান করুন,—যাহাতে আমার ইহকালে ও পরকালে শান্তি ঘটিবে।

যেস্তাৎ সুখাবহঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স হস্তমাদায় হস্তে শঙ্খস্য তৎক্ষণাৎ। চকর্ত্ত কোপমাবিষ্টো বার্য্যমাণোঽপি তাপসৈঃ ॥ ৩১ ॥ ছিন্নহস্তোঽপি শঙ্খস্ত তপশ্চক্রে সুদারুণম্। বিশেষেণ সমাসাদ্য স্বাশ্রমে ভূয় এব তু ॥ ৩২ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবস্তস্য কালেন কেনচিৎ। প্রোবাচ দর্শনং গত্বা তঞ্চ শঙ্খমুনীশ্বরম্ ॥ ৩৩ ॥ মহেশ্বর উবাচ। ভোভো মুনে মহাসত্ত্ব দুষ্করং কৃতবানসি। বরং গৃহাণ মত্তস্ত্বং মনসা সমভীপ্সিতম্ ॥ ৩৪ ॥ শঙ্খ উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বরং চেদ্যচ্ছসি প্রভো। স্যাতাং মে তাদৃশৌ হস্তৌ ভূয়োঽপি সুরসত্তম ॥৩৫॥ তথেদং মম নামাঙ্কং তীর্থং স্যাৎসুরসত্তম। বিখ্যাতং সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥ হীনাঙ্গো বাধিকাঙ্গো বা ব্যাধিনা গ্রস্ত এব চ। অত্র স্নানং করোত্যাশু স ভূয়ঃ স্যাৎপুনর্নবঃ ॥ ৩৭ ॥ ভগবানুবাচ। এতত্তীর্থন্তু বিখ্যাতং তব নাম্না ভবিষ্যতি। অদ্যপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র দেহিনাং পাপনাশনম্ ॥ ৩৮ ॥ হীনাঙ্গো বাধিকাঙ্গো বা যোঽত্র স্নানং করিষ্যতি। চৈত্রে শুক্লে নিরাহারশ্চিত্রাসংস্থে নিশাকরে। সুবর্ণাঙ্গঃ স তেজস্বী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ সকামো যদি বিপ্রেন্দ্র ধ্যায়মানঃ সুরূপতাম্। নিষ্কামো বা পরং স্থানং গমিষ্যতি শিবাত্মকম্ ॥ ৪০ ॥ অত্র শ্রাদ্ধে কৃতে ব্রহ্মংশ্চতুর্দ্দশ্যাং নিশাকরে। চিত্রাস্থিতে প্রয়াস্যন্তি পিতরস্তৃপ্তিমুত্তমাম্ ॥ ৪১ ॥ অদ্যৈব বিপ্রশার্দ্দূল চৈত্রশুক্লান্ত উত্তমঃ। অপরাহ্নে নিশানাথশ্চিত্রাযোগং প্রয়াস্যতি ॥ ৪২ ॥ তত্রোপবাসযুক্তস্ত সম্যক্‌স্নাতস্য তৎক্ষণাৎ। স্যাতাং হস্তৌ সুরূপাঢ্যৌ যথা পূর্ব্বং তথা হি তৌ ॥ ৪৩ ॥ এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রাদর্শনং গতঃ। শঙ্খোঽপি কৃতপে কালে তত্র স্নানমথাকরোৎ ॥ ৪৪ ॥ ততশ্চ তৎক্ষণাজ্জাতৌ হস্তৌ তস্য যথা পুরা। রক্তোৎপলনিভৌ কান্তৌ মৎস্যচিহ্নেন চিহ্নিতৌ ॥ ৪৫ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। এবং তদ্ধরণীপৃষ্ঠে তীর্থং জাতং নৃপোত্তম। প্রভাবাদ্দেবদেবস্য চন্দ্রার্কস্য শুভাবহম্ ॥ ৪৬ ॥ তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র তত্র স্নানং সমাচর। চৈত্রে শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং চিত্রাসংস্থে নিশাকরে ॥ ৪৭ ॥ ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ। বয়ং তে দর্শয়িষ্যামঃ প্রাপ্তে কালে যথোদিতে ॥ ৪৮ ॥ সূত

অতঃপর লিখিতমুনি হস্ত দ্বারা শঙ্খের হস্ত ধারণপূর্ব্বক অপর তাপসগণ নিবারণ করিতে থাকিলেও কোপবশে অস্ত্রদ্বারা সেই হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শঙ্খমুনি ছিন্নহস্ত হইয়াও আশ্রমে আসিয়া সবিশেষ অধ্যবসায় সহকারে সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তারপর কিয়ৎকালান্তে ভগবান্ মহেশ্বর সেই শঙ্খ মুনির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তৎসমীপে আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন,—ওহে মহাসত্ত্ব মুনিবর! তুমি অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়াছ; অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা, আমার নিকট বর গ্রহণ কর। শঙ্খ কহিলেন,—হে দেব! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, হে প্রভো! যদি আমাকে বরদান করেন, তবে হে সুরসত্তম! আমার হস্তদ্বয় পূর্ব্ববৎ হউক। আর এই তীর্থ সর্ব্বলোকে আমার নামে প্রসিদ্ধ এবং নরগণের সর্ব্বপাপবিনাশক হউক। হীনাঙ্গ অধিকাঙ্গ, কিম্বা ব্যাধিগ্রস্ত, যে কেহ এখানে স্নান করিবে, সে-ই যেন পুনরায় নবীন রূপ প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আজি হইতে এই তীর্থ তোমার নামেই বিখ্যাত এবং দেহিগণের পাপনাশক হইবে। হীনাঙ্গ কিম্বা অধিকাঙ্গ যে কোন ব্যক্তি চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রে অবস্থান করিলে উপবাসপূর্ব্বক এখানে স্নান করিবে, সে সুবর্ণসমকান্তি তেজস্বী হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। হে বিপ্রেন্দ্র! মানব সুরূপ কামনা করিয়া এখানে স্নান করিলে সুরূপতা প্রাপ্ত হয়। আর নিষ্কাম ভাবে স্নান করিলে পরমশিবপদে লীন হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রে অবস্থান করিলে চতুর্দ্দশী তিথিতে এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের পরমা তৃপ্তি লাভ হয়। হে বিপ্রবর! অদ্যই চৈত্র মাসের পূর্ণিমা এবং অপরাহ্নে চন্দ্রও চিত্রানক্ষত্রে যাইবেন। অতএব তুমি যদি উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি এখানে স্নান কর, তবে তোমার পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর হস্তদ্বয় হইবে। ২১—৪৩। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়াই সেই স্থানে অন্তর্ধান করিলেন। শঙ্খ মুনিও অপরাহ্ণ কালে সেখানে স্নান করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার পূর্ব্ববৎ হস্তদ্বয় হইল। সেই হস্তদ্বয় রক্তোৎপলসম কমনীয় এবং মৎস্যচিহ্নে অঙ্কিত। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ চন্দ্রশেখরের কৃপায় ভূতলে এইভাবে সেই শুভাবহ তীর্থ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনিও চৈত্রমাসে শুক্লচতুর্দ্দশীতে চিত্রানক্ষত্র সহ চন্দ্রের যোগ ঘটিলে, সেই তীর্থে স্নান করুন। তাহা

উবাচ। ততঃ কতিপয়াহেন চৈত্রকৃষ্ণাদিয়াগতঃ। চিত্রাসংস্থে নিশানাথে সম্প্রাপ্তা চ চতুর্দ্দশী॥ ৪৯॥ ততস্তে ব্রাহ্মণা ভূপং সমাদায় চ তৎক্ষণাৎ। শঙ্খ-তীর্থং সমুদ্দিশ্য গতাস্তস্য হিতৈষিণঃ॥ ৫০॥ ততঃ স মনসি ধ্যাত্বা কুষ্ঠব্যাধিপরিক্ষয়ম্। স্নানং চক্রে যথাম্নায়ং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ॥ ৫১॥ ততঃ কুষ্ঠ-বিনির্ম্মুক্তো দ্বাদশার্কসমপ্রভঃ। নিষ্ক্রান্তঃ সলিলা-ত্তস্মাদ্ধর্ষেণ মহতান্বিতঃ॥ ৫২॥ ততঃ প্রণম্য তান্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৫৩॥ প্রসাদেন হি যুষ্মাকং মুক্তোঽহং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। কুষ্ঠব্যাধের্ম্মহাকালং গর্হিতোঽস্ম্যেব দেহিনাম্॥ ৫৪॥ তস্মান্নাহং করি-ষ্যামি রাজ্যং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। তীর্থেঽত্রৈবাধুনা নিত্যং করিষ্যামি মহত্তপঃ॥ ৫৫॥ এতদ্রাজ্যং চ দেশঞ্চ হস্ত্যশ্বাদি তথাপরম্। যৎকিঞ্চিদ্বিদ্যতে মহ্যং তদ্‌গৃহ্ণন্তু দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫৬॥ মমৈবানু-গ্রহার্থায় দয়াং কৃত্বা বৃহত্তরাম্। দীনস্য ভক্তিযুক্তস্য বিরক্তস্য বিশেষতঃ॥ ৫৭॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। ন বয়ং রক্ষিতুং শক্তা রাজ্যং পার্থিবসত্তম। তৎকিং তেন গৃহীতেন যেন স্যাদ্রাজ্যবিপ্লবঃ॥ ৫৮॥ জাম-দগ্ন্যেন রামেণ পুরা দত্তা বসুন্ধরা। ত্রিঃসপ্ত ক্ষত্রিয়ৈর্হীনাং কৃত্বাস্মাকং নৃপোত্তম॥ ৫৯॥ সা ভূয়োঽপি হৃতাস্মাকং ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বলবত্তরৈঃ। তিরস্কৃত্য দ্বিজান্ সর্ব্বান্ লীলয়াপি মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৬০॥ রাজোবাচ। অহং বঃ প্রকরিষ্যামি রক্ষাং ব্রাহ্মণ-সত্তমাঃ। তপঃস্থিতোঽপি কার্য্যেঽত্র ন ভীঃ কার্য্যা কথঞ্চন॥ ৬১॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। অবশ্যং যদি তে শ্রদ্ধা বিদ্যতে দানসম্ভবা। ক্ষেত্রেঽত্রাপি মহাপুণ্যে কৃত্বা দেহি পুরোত্তমম্॥ ৬২॥ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং প্রাকারপরিখান্বিতম্। সুখেন যেন তিষ্ঠামঃ স্নাত্বা তীর্থৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। গৃহস্থধর্ম্মিণঃ সর্ব্বে স্বাধ্যায়নি-রতাঃ সদা॥ ৬৩॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা স মহীপালস্তথেত্যুক্ত্বা প্রহর্ষিতঃ। নগরং কল্পয়ামাস স্থানে তত্র মহত্তমম্॥ ৬৪॥ প্রাকারেণ সুতুঙ্গেন পরিখাদ্যেন সর্ব্বতঃ। আয়ামব্যাসতশ্চৈব ক্রোশ-মাত্রং মনোহরম্॥ ৬৫॥ ত্রিকচত্বরসংযুক্তং শোভিতং

হইলেই সর্ব্বরোগহীন হইতে পারিবেন। আমরাই আপনাকে উপযুক্তকালে সেই তীর্থ দেখাইব। সূত কহিলেন,—অতঃপর কিয়ৎকালান্তে চৈত্রমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে চিত্রানক্ষত্রের যোগসম্ভাবনা দেখিয়া উক্ত দিবসের কয়এক দিন পূর্ব্বে সেই রাজহিতৈষী বিপ্রগণ রাজাকে লইয়া শঙ্খতীর্থে যাত্রা করিলেন। সেখানে উপনীত হইয়া রাজা কুষ্ঠব্যাধি-নিবৃত্তি-কামনায় সেখানে যথাকালে যথাবিধানে ভক্তিসহ-কারে স্নান করিলেন। স্নানমাত্রই তিনি কুষ্ঠরোগ হীন এবং দ্বাদশার্কসম তেজঃপুঞ্জশরীরে সহর্ষে জল-মধ্য হইতে উত্থান করিলেন।৪২—৫২। তারপর তিনি সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণবর্গকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ। আমি কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জনগণের নিকট নিতান্ত অবজ্ঞাত হইয়াছিলাম; পরন্তু এক্ষণে আপনাদিগের কৃপায় আজি সেই দুরন্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলাম। অতএব হে দ্বিজবরগণ! আমি আর রাজত্ব করিব না, এখন হইতে আমি এই তীর্থে থাকিয়াই মহৎ তপস্যা করিব। হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি দীন ও ভক্তিমান্ এবং বিশেষতঃ বৈরাগ্যসম্পন্ন; আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার মঙ্গল-বিধানার্থ আমার এই রাজ্য, দেশ ও হস্ত্যশ্বাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা রাজ্যরক্ষণে সক্ষম নহি,—সুতরাং রাজ্য লইয়া কি করিব? আমরা রাজ্য গ্রহণ করিলে, রাজ্যে বিপ্লব ঘটিবার সম্ভা-বনা। পূর্ব্বে জামদগ্ন্য রাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়বিনাশান্তে আত্মসাৎ করিয়া, আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু বলবান ক্ষত্রিয়গণ আমাদিগের নিকট হইতে অনায়াসে বারম্বারই তাহা কাড়িয়া লইয়াছে।৫৩—৬০। রাজা কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! আমি তপস্যায় নিরত থাকিলেও আপনাদিগের রক্ষা করিব। এবিষয়ে আপনারা কিছুমাত্র ভয় করিবেন না। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—রাজন্! এই পুণ্যক্ষেত্রে দান করিবার জন্য যদি আপনার সবিশেষ আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তবে আমরা সকলেই যাহাতে নির্ভয়ে বাস করিতে পারি, এমন প্রাকার-পরিখা-যুক্ত পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিউন। আমরা তীর্থে স্নানাদি কার্য্য করিয়া সেই পুরমধ্যে গৃহস্থধর্ম্মানু-সারে স্বাধ্যায়াদি কর্ত্তব্য সম্পাদন সহকারে সতত সুখে বাস করিতে পারিব। সূত কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া সেই রাজা সহর্ষে 'তাহাই করিব' বলিয়া সেই স্থানে সুবৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘে-প্রস্থে এক ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক বৃহি-

র্ব্বতো ধ্বজৈঃ। প্রাসাদৈঃ প্রোন্নতৈঃ কান্তৈঃ সমন্তাৎ সুধয়া বৃতৈঃ। ৬৬ ॥ মত্তবারণকোপেতৈর্বহুভির্ভূভিরেব চ। সম্পূর্ণং সত্যকামাদ্যৈঃ সাধুলোকপ্রশংসিতৈঃ। ৬৭ ॥ ততো গৃহাণি সর্ব্বাণি পূরয়িত্বা স ভূমিপঃ। সুবর্ণমণিমুক্তাদিপদার্থৈরপরৈরপি। ৬৮ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ কুলীনেভ্যো বেদবিদ্ভ্যো বিশেষতঃ। শ্রোত্রিয়েভ্যশ্চ দান্তেভ্যঃ স তু শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ৬৯ ॥ যথাজ্যেষ্ঠং যথাশ্রেষ্ঠং প্রক্ষাল্য চরণৌ ততঃ। শাস্ত্রোক্তেন বিধানেন প্রদদৌ দ্বিজসত্তমাঃ। ৭০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে শঙ্খতীর্থোৎপত্তিমাহাত্ম্য বর্ণনে চমৎকার ভূপতিনা ব্রাহ্মণেভ্যো নগরদানবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ। ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং স বসুধাপালো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্বশক্তিতঃ। দদৌ তু নগরং কৃত্বা পুরন্দরপুরোপমম্। ১ ॥ মুক্তাপ্রবালবৈদূর্য্যবজ্রহেমবিচিত্রিতৈঃ। ভ্রাজমানং গৃহশ্রেষ্ঠৈর্দ্যোর্নক্ষত্রগণৈরিব। ২ ॥ প্রাসাদৈঃ স্ফাটিকৈশ্চৈব কৈলাসশিখরোপমৈঃ। পতাকাশোভিতৈর্দিব্যৈঃ সমন্তাৎপরিবারিতম্। ৩ ॥ কাঞ্চনৈঃ সুবিচিত্রৈশ্চ প্রোন্নতৈরমলৈঃ শুভৈঃ। তোরণানাং সহস্রৈশ্চ শোভিতং সুমনোহরম্। ৪ ॥ মণিসোপানশোভাভির্দীর্ঘিকাভিঃ সমন্ততঃ। আরামকূপযন্ত্রাদ্যৈঃ সর্ব্বোপকরণৈর্যুতম্। নিবেদ্য ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং কৃতকৃত্যো বভূব সঃ। ৫ ॥ শঙ্খতীর্থে স্থিতো নিত্যং সমাহূয় ততঃ সুতান্। পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা ভৃত্যান্ বাক্যমেতদুবাচ হ। ৬ ॥ এতৎপুরং ময়া কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদিতম্। ভবদ্ভির্মম বাক্যেন রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ। ৭ ॥ যথা স্যুর্ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সুখিনো হৃষ্টমানসাঃ। যুষ্মাভিঃ পালনং কার্য্যং তথা সর্ব্বৈঃ সমাহিতৈঃ। ৮ ॥ যশ্চৈতান্ ভক্তিসংযুক্তঃ পালয়িষ্যতি ভূমিপঃ। অন্যোঽপি পরমং তেজঃ স সম্প্রাপ্স্যতি ভূতলে। ৯ ॥ অজেয়ঃ সর্ব্বশত্রূণাং প্রতাপী খ্যাতিসংযুতঃ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ব্রাহ্মণানাং স পালনাৎ। ১০ ॥ পুত্রপৌত্র-

ভাগে গভীর পরিখা নির্ম্মাণ করাইলেন। তন্মধ্যে চত্বরাদিশোভিত ধ্বজপতাকামণ্ডিত সুধাধবলিত সমুন্নত অতি সুন্দর প্রাসাদনিচয় রচনা করাইলেন। স্থানে স্থানে প্রশস্ত সাবকাশ ভূভাগ রহিল; তাহাতে মত্তগজ সকল স্থাপিত হইল। ফলতঃ সেই পুরী অতীব প্রশংসনীয় হইল। হে দ্বিজসত্তমগণ! ভূপাল চমৎকার উহার গৃহসমুদায় সুবর্ণ মণি মুক্তাদি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠানুক্রমে দান্ত শ্রোত্রিয় বেদবিদ্ কুলীন ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদিগের পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক, শাস্ত্রোক্ত বিধানে সম্প্রদান করিলেন। ৬৬—৭০।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই রাজা এইরূপে নিজ শক্ত্যনুসারে পুরন্দর-পুর-সমসুন্দর নগর নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। ঐ নগর নক্ষত্রনিকর দ্বারা অম্বরতলের ন্যায় মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, বজ্র ও স্বর্ণাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহসমূহে সুশোভিত, পতাকানিচয়ে সমলঙ্কৃত; কৈলাস শৈল সদৃশ স্ফটিক-প্রাসাদ-সমূহে পরিবেষ্টিত; নির্ম্মল কনকচিত্রিত সমুন্নত মনোরম শত সহস্র তোরণে সমাকীর্ণ, চতুর্দ্দিকে মণিসোপানসমন্বিত দীর্ঘিকাসমূহ, বিবিধ উপবন, কূপ ও নানাবিধ যন্ত্রনিচয়ে সুশোভিত, এবং অপরাপর নানাবিধ উপকরণে পরিপূরিত, তিনি দ্বিজবরগণকে এহেন নগর দান করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সেই শঙ্খতীর্থে থাকিয়াই পুত্র-পৌত্র-ভৃত্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে সম্প্রদান করিলাম; আমার কথানুসারে তোমরা যত্ন সহকারে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এই ব্রাহ্মণগণ যাহাতে সুখে বাস করিতে পারেন, তোমরা সাবধানে সেইরূপ ভাবেই পালন করিও। কেবল তোমরা কেন? অপর কোন রাজাও যদি ভক্তিসহকারে ঐই পুরীর পালন করেন, তবে তিনিও ভূতলে পরম তেজস্বী হইবেন। ব্রাহ্মণগণের পালনফলে সেই রাজা সর্ব্ব শত্রুর অজেয় এবং প্রতাপখ্যাতি সহ ঐশ্বর্য্যভাগী হইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমার বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে তিনি

সুভৃত্যাঢ্যো দীর্ঘায়ু রোগবর্জ্জিতঃ । ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন মম বাক্যাত্তবিষ্যতি ॥ ১১ ॥ যঃ পুনর্দ্বেষ-সংযুক্তঃ সন্তাপং চৈব নেষ্যতি । এতান্ ব্রাহ্মণ-শার্দ্দুলান্নরকং স প্রযাস্যতি ॥ ১২ ॥ তথা দুঃখানি সম্প্রাপ্য দৃষ্ট্বা নৈকান্ পরাভবান্ । বিয়োগানিষ্ট-বন্ধুনাং ব্যাধিগ্রস্তো বিগর্হিতঃ ॥ ১৩ ॥ বংশোচ্ছেদং সমাসাদ্য গমিষ্যতি যমালয়ম্ । তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষণীয়মিদং পুরম্ । মম বাক্যাদ্বিশেষেণ হিত-মিচ্ছদ্ভিরাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥ এবং স ভূপতিঃ সর্ব্বাংস্তা-ন্ত্যক্ত্বা তপসি স্থিতঃ । তেঽপি সর্ব্বে তথা চক্রুর্যথা তেন চ শিক্ষিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যে চমৎকারভূপেন পুরস্থিত্যর্থনিজপুত্রাদীনামুপদেশবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । এবং নিবেদ্য পুত্রাণাং স রাজ্যং পৃথিবীপতিঃ । পুরং চ তদ্দ্বিজাতিভ্যঃ প্রদায় স্বয়মেব হি ॥ ১ ॥ তত আরাধয়ামাস দেবদেবং মহেশ্বরম্ । কৃত্বা তদাশ্রমং তত্র শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ২ ॥ স বভূব ফলাহারো যাবদ্বর্ষশতং নৃপঃ । শীর্ণপর্ণাশনঃ পশ্চাত্তাবৎকালং সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥ ততঃ পরং জলাহারো জাতো বর্ষশতং হি সঃ । বায়ুভক্ষস্ততোঽভূৎ স যাবদ্বর্ষশতং পরম্ ॥ ৪ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবস্তস্য বর্ষশতে গতে । চতুর্থে বায়ুভক্ষস্য দর্শনে সমুপস্থিতঃ ॥ ৫ ॥ প্রোবাচ পরিতুষ্টোঽস্মি মত্তঃ প্রার্থয় বাঞ্ছিতম্ । অহং তে সম্প্রদাস্যামি দুর্লভং ত্রিদশৈরপি ॥ ৬ ॥ রাজোবাচ । এতৎপুণ্যতমং ক্ষেত্রং নানাতীর্থসমাশ্রয়ম্ । হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যাৎ সর্ব্বপাপক্ষয়াবহম্ ॥ ৭ ॥ তস্মাত্তব নিবাসেন ভূয়া-মেধ্যতমং পুনঃ । এতন্মে বাঞ্ছিতং দেব দেহি তুষ্টিং গতো যদি ॥ ৮ ॥ ময়ৈতদগ্র্যং নির্ম্মায় ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদিতম্ । পুরং শর্ব্বামরাধীশ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ৯ ॥ তস্মিংস্ত্বয়া সদা বাসঃ কর্ত্তব্যো মম বাক্যতঃ । নিশ্চলত্বেন যেন স্যাদ্‌গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ১০ ॥ ভগবানুবাচ । অচলোঽহং ভবিষ্যামি স্থানেঽত্র তব ভূমিপ । অচলেশ্বর ইত্যেব নাম্না খ্যাতো জগত্রয়ে ॥ ১১ ॥ যো মামত্র স্থিতং মর্ত্ত্যো বীক্ষয়িষ্যতি ভক্তিতঃ । ভবিষ্যত্যচলা-

---

পুত্রপৌত্র-পরিজনে সমৃদ্ধ, নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইবেন । আর যে ব্যক্তি দ্বেষবশে এই ব্রাহ্মণ-গণের সন্তাপোৎপাদন করিবে, সে নরকগামী হইবে । সে জীবিতকালেই বহুদুঃখ, বহু পরাভব, ব্যাধিক্লেশ, বন্ধু-বান্ধববিয়োগতাপ, ও বংশো-চ্ছেদজনিত দুঃখ ভোগ করিয়া যমালয়ে যাইবে। অতএব আমার কথামত আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তির সর্ব্ব-প্রযত্নে এই পুরী রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সেই ভূপাল পুত্রামাত্যাদি পরিজনগণকে এইরূপ বলিয়া তপস্যায় নিবিষ্ট হইলেন। তাঁহারাও সকলে 'তাহাই করিব' বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক সেই পুরীরক্ষায় সাবধান রহিলেন। ১—১৫

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সেই রাজা এইরূপে সেই ব্রাহ্মণগণকে পুরী দান করিয়া পুত্রগণকে সমগ্র রাজ্যরক্ষায় নিয়োগপূর্ব্বক সেই স্থানেই একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তিসহকারে দেবদেব মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে শতবৎসর ফলাহারে, পরে শতবৎসর স্বয়ংপতিত পত্রাহারে, তার পর শত বৎসর জলাহারে এবং অতঃপর শত বৎসর বায়ুমাত্রাহারে জীবন-ধারণপূর্ব্বক মহা-দেবের তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইভাবে চারি শত বৎসর অতিবাহিত হইলে ভগবান মহেশ্বর তদীয় সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। দেবগণেরও দুর্লভ বর আমি তোমাকে দিব। রাজা কহিলেন,—হে দেব। আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এইস্থানে বাস করিয়া হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যে মুক্তীয়, সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কর, নানাতীর্থাশ্রয়, এই পুণ্যতম ক্ষেত্রকে আরও পবিত্রতম করুন। ইহাই আমার কামনা। হে সর্ব্বদেবেশ! আমি শ্রদ্ধাপূত-চিত্তে এই পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি। আমার কথানুসারে আপনি এই সর্ব্বগুণমণ্ডিতপুরে নিশ্চলভাবে বাস করুন। ১—১০। ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন,—হে ভূপাল! আমি তোমার এই পুরমধ্যে অচল ভাবেই অবস্থান করিব। ত্রিজগতে আমার অচলেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি হইবে। যে মানব

তস্য সর্ব্বদৈব বিভূতয়ঃ ॥ ১২ ॥ মাঘশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মম লিঙ্গস্য যো নরঃ। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ কর্ত্তা যো ঘৃতকম্বলম্ ॥ ১৩ ॥ বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধকে যৌবনেঽপি বা। তদ্‌যাস্যতি ক্ষয়ং তস্য তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ১৪ ॥ তস্মাৎস্থাপয় মে লিঙ্গং ত্বমত্রৈব মহীপতে। অহং যেন করোম্যেব তত্র বাসং সদাচলঃ ॥ ১৫ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা স দেবেশস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। সোঽপি রাজা চকারাশু প্রাসাদং সুমনোহরম্ ॥ ১৬ ॥ তত্র সংস্থাপয়ামাস লিঙ্গং দেবস্য শূলিনঃ। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ১৭ ॥ যস্মিন্ দৃষ্টেঽথবা স্পৃষ্টে ধ্যাতে বা পূজিতেঽপি বা। নরো বিমুচ্যতে পাপাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥ ১৮ ॥ ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস ভূপালঃ কিং মহেশ্বরঃ। সান্নিধ্যং নিশ্চলো ভূত্বা লিঙ্গেঽত্রৈব করিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতা বাণী গগনগোচরা। হর্ষয়ন্তী মহীপালং চমৎকারং সুনিস্বনা ॥ ২০ ॥ মা ত্বং ভূমিপশার্দ্দুল কার্য্যচিন্তাং করিষ্যসি। অস্মিন্ বাসং সদাত্রৈব লিঙ্গে কর্ত্তাস্মি নিত্যশঃ ॥ ২১ ॥ তথাপ্যদপি তে বচ্মি

প্রত্যয়ার্থং বচো নৃপ। তচ্ছ্রুত্বা নির্বৃতিং গচ্ছ বীক্ষস্বৈব চ যত্নতঃ ॥ ২২ ॥ সদা মে নিশ্চলা ছায়া লিঙ্গস্যাস্য ভ বষ্যতি। একৈব পৃষ্ঠদেশস্থা ন দিক্‌সংস্থা ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ সূত উবাচ। ততঃ স বীক্ষয়ামাস তাং ছায়াং লিঙ্গসম্ভবাম্। তদ্রূপাং নিশ্চলাং নিত্যং তদ্দিক্‌সংস্থে দিবাকরে ॥ ২৪ ॥ ততো হর্ষং পরং গত্বা প্রণিপত্য চ তং ভুবি। কৃতকৃত্যমিবাত্মানং স মেনে পার্থিবোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥ অদ্যাপি দৃশ্যতে চ্ছায়াতাদৃগ্‌রূপা সদা হি সা। তস্য লিঙ্গস্য বিপ্রেন্দ্রা জাতা বিস্ময়কারিণী ॥ ২৬ ॥ ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যস্য স্যাদ্ভুবি ভো দ্বিজাঃ। ন স পশ্যতি তাং ছায়ামেষোঽস্যঃ প্রত্যয়ঃ পরঃ ॥ ২৭ ॥ সূত উবাচ। এবং স ভগবাংস্তত্র সর্ব্বদৈব ব্যবস্থিতঃ। অচলেশ্বররূপেণ চমৎকারপুরান্তিকে ॥ ২৮ ॥ নিশ্চলত্বেন দেবেশো হ্যষ্টষষ্টিষু মধ্যমঃ। ক্ষেত্রাণাং বসতে তত্র তস্য বাক্যান্মহেশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥ তেন তৎপাবনং ক্ষেত্রং সর্ব্বেষামিহ কীর্ত্তিতম্। কামদং মুক্তিদং চৈব জায়তে সর্ব্ব-

---

আমাকে এস্থানে ভক্তিসহকারে দর্শন করিবে, তাহার বিভূতিসমূহ সতত অচল হইয়া থাকিবে। যে মানব পরম ভক্তিসহকারে মাঘমাসীয় শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে আমার এই লিঙ্গকে ঘৃতকম্বলদানে অর্চনা করিবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারনাশের ন্যায় তাহার বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য-দশায় অনুষ্ঠিত যাবতীয় পাপ ক্ষয় পাইবে। অতএব হে মহীপাল! তুমি এই স্থানে আমার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর। আমি তাহাতে সতত অচলভাবে বাস করিব। সূত কহিলেন,—দেবদেব মহেশ্বর সেই রাজাকে এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই রাজাও অবিলম্বে একটী সুমনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে পরম শ্রদ্ধা-সহকারে একটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। সেই লিঙ্গের দর্শন স্পর্শন ধ্যান বা পূজনের ফলে মানব আজন্ম-মরণান্ত-কাল-কৃত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। রাজা চমৎকার এইরূপ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে মনে মনে "মহেশ্বর এই লিঙ্গে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিবেন কি না?" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই রাজাকে হর্ষিত করত আকাশ-বাণী হইল,—হে রাজন্! তুমি এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিও না। আমি এই লিঙ্গে সদাই বাস করিব; আর হে নৃপ! তোমার বিশ্বাসোৎপাদন জন্য আর এক কথা কহিতেছি, তুমি তাহা শুনিয়া সুস্থ হও এবং সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখ। আমার এইলিঙ্গের ছায়া কেবল মাত্র পৃষ্ঠদেশেই নিশ্চল-ভাবে থাকিবে, পরন্তু অপর কোন দিকে কদাচ ছায়াপাত হইবে না। ১২—২৩। সূত কহিলেন,—অনন্তর রাজা সেই লিঙ্গের ছায়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ছায়া এক দিকেই নিশ্চলভাবে আছে। যে দিকে ছায়া, সেই দিকে সূর্য্যকিরণপাত হইলেও ছায়ার ব্যত্যয় ঘটিতেছে না। সেই ছায়া নিয়তই সেই ভাবে আছে, দেখিয়া রাজা অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি সেই লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেই লিঙ্গের ছায়া অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা অতীব বিস্ময়োৎপাদক। হে দ্বিজগণ! সেই লিঙ্গে শিবসান্নিধ্যের আর একটী নিদর্শন এই যে, ছয় মাস মধ্যে যাহার মৃত্যু হয়, সে সেই ছায়া দেখিতে পায় না। সূত কহিলেন,—সেই চমৎ-কারকৃত পুরে ভগবান্ মহেশ্বর এই ভাবে অচলেশ্বররূপে সততই বিরাজমান রহিয়াছেন। অষ্টষষ্টিসংখ্যক ক্ষেত্রের মধ্যভাগেই উক্ত অচলেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। চমৎকার রাজার প্রার্থনানু-

দ্রেহিনাম্ ॥ ৩০ ॥ তথান্যদপি যদ্বৃত্তং বৃত্তান্তং তৎপ্রভাবজম্ । তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥ অচলেশ্বরমাহাত্ম্যাত্তস্মিন্ ক্ষেত্রে নরা ক্রতম্ । বাঞ্ছিতং মনসঃ সর্ব্বে লভন্তে সকলং ফলম্ ॥ ৩২ ॥ স্বর্গমেকে পরে মোক্ষং ধনধান্যসুতাং-স্তথা । যো যং কামমভিধ্যায় পূজয়েদচলেশ্বরম্ । তংতং স লভতে মর্ত্ত্যঃ স্বল্পায়াসেন চ ক্রতম্ ॥ ৩৩ ॥ অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ সর্ব্বে পাপনরা ভুবি । স্বর্গং যান্তি তথা মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি চ সম্মুখম্ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ ক্রোধং চ কামং চ লোভং দ্বেষং ভয়ং রতিম্ । মোহং চ ব্যসনং দুর্গং মৎসরং রাগমেব চ ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বান্ মূর্ত্তান্ সমাহূয় ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ । স্বয়-মেব সহস্রাক্ষো রহস্যে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥ নরো বা যদি বা নারী চমৎকারপুরং প্রতি । যো গচ্ছতি ধরাপৃষ্ঠে যুষ্মাভির্ব্বার্য্য এব সঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্রৈব বসমানোঽপি যো গচ্ছেদচলেশ্বরম্ । মদ্বাক্যাৎ স বিশেষেণ সর্ব্বৈর্ব্বার্য্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩৮ ॥ তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় গত্বা শক্রস্য শাসনাৎ । চক্রুস্ততঃ সমু-চ্ছেদে তন্মাহাত্ম্যং গতং ভুবি ॥ ৩৯ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্ব-মাখ্যাতমাখ্যানং পাপনাশনম্ । অচলেশ্বরদেবস্য তস্মিন্ ক্ষেত্রে নিবাসিনঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽচলেশ্বর-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । যদন্যত্তত্র সঞ্জাতমাশ্চর্য্যং দ্বিজ-সত্তমাঃ । তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি রহস্যং হৃদি সংস্থি-তম্ ॥ ১ ॥ চমৎকারপুরে কশ্চিদ্বৈশ্যজাতিসমুদ্ভবঃ । বভূব পুরুষো মূকো দারিদ্র্যেণ সমন্বিতঃ ॥ ২ ॥ যো দৌঃস্থ্যাৎ সর্ব্বলোকানাং করোতি পশুরক্ষণম্ । কুটুম্বভরণার্থায় সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ ॥ ৩ ॥ কদা-চিদ্রক্ষতস্তস্য পশূংস্তান্ বনভূমিষু । পশুরেকো বিনিষ্ক্রান্তঃ স্বযূথাত্তৃণলোভতঃ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতু-র্দ্দশ্যাং চৈত্রমাসে দ্বিজোত্তমাঃ । ন তদা লক্ষিতস্তেন

সায়েই শঙ্করের কৃপায় সেই ক্ষেত্র, সমস্ত মানবের কামপূরক ও মুক্তিদায়ক হইয়াছে। আমি সে বিবরণ আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। ২৪—৩০। এতদ্ভিন্ন সেই ক্ষেত্রের অপর প্রভাবের বিষয়ও আমি বর্ণন করিতেছি। হে দ্বিজবরগণ! আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। অচলেশ্বরের মাহাত্ম্যে নরগণ সেখানে যাইয়া সকলেই অনায়াসে অল্পকালেই মনোবাঞ্ছিত লাভ করিতে লাগিল। কেহ স্বর্গ, কেহ মোক্ষ এবং কেহ বা ধন ধান্য পুত্রাদি লাভ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়া অচলেশ্বরের পূজা করে, সে-ই অনায়াসে অল্পকালে সেই সেই কামফল প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ সহস্রলোচন দেখিলেন যে, যত পাপী মানব—কেহ বা স্বর্গে যাইতেছে, কেহ মোক্ষলাভ করিতেছে, কেহ বা অভীষ্ট সুখ প্রাপ্ত হইতেছে। সহস্রাক্ষ ইহা দেখিয়া নিজেই কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ ভয় রতি মোহ ব্যসন মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন। হে দ্বিজবরগণ! তাহারা সশরীরে সমুপস্থিত হইলে ইন্দ্র নির্জ্জনে তাহাদিগকে সাদরে কহিলেন,—কি পুরুষ, কি স্ত্রী, যে কেহ চমৎকারপুরাভিমুখে অগ্রসর হইবে, তোমরা তাহাকে নিবারিত করিয়া রাখিবে। আর সেই পুরবাসী কোন মানবও যদি অচলেশ্বরসমীপে গমনোদ্যত হয়, তবে তাহাকেও তোমরা আমার কথায় সর্ব্বপ্রযত্নে নিবারিত রাখিও। কামক্রোধা-দিও "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক ইন্দ্রের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমশঃ অচলেশ্বরমাহাত্ম্য মহীতলে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট চমৎকারপুরবাসী অচলেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য-কথা যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। ৩১—৪০।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! সেখানে অপর একটী যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমার হৃদয়স্থ সেই গুপ্ত উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, আপ-নারা শ্রবণ করুন। চমৎকারপুরে এক দরিদ্র ও মূক বৈশ্য ছিল। সে দরিদ্রতানিবন্ধন সাধারণের পশুপালন দ্বারা পরিজন প্রতিপালন করিত। সে যে-সে ভাবেই সন্তুষ্ট থাকিত। একদা সে বনভূমে পশু চরাইতেছিল, পরন্তু তৃণলোভে একটী পশু, দল ছাড়িয়া যথেচ্ছ ভাবে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মূক বৈশ্য, ইহা লক্ষ্য করে নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন চৈত্রমাস, কৃষ্ণ পক্ষ, চতুর্দ্দশী তিথি। পরে

গচ্ছমানো যদৃচ্ছয়া ॥ ৫ ॥ অথ যাবদ্গৃহং প্রাপ্তঃ স মূকঃ পশুপালকঃ। তাবত্তস্য চ গোঃ স্বামী ভর্ৎসয়ন্ সমুপাগতঃ ॥ ৬ ॥ কিং পাপ ন সমায়াতঃ পশুরেকো-ঽদ্য.নো যথা। নূনং ত্বয়া হতঃ সোঽপি বিক্রীতো-ঽপিহিতোঽথবা ॥ তস্মাদানয় মে ক্ষিপ্রং নিরা-হারোঽপি গাং ত্বরাৎ ॥ ৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তঃ স মূকঃ পশুপালকঃ। নিষ্ক্রান্তো যষ্টিমাদায় নিরাহারো-ঽপি মন্দিরাৎ ॥ ৮ ॥ ততোঽরণ্যং সমাসাদ্য বীক্ষা-ঞ্চক্রে সমন্ততঃ। সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা স দুর্গাণি গহনানি বনানি চ ॥ ৯ ॥ অথ তেন ক্বচিদ্দৃষ্টং পদং তস্য পশোঃ স্ফুটম্। অটব্যাং ভ্রমমাণেন পরিজ্ঞাতঞ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ ১০ ॥ ততশ্চ তৎপদান্বেষী স জগাম বনাদ্বনম্। চমৎকারপুরস্যাস্য সমন্তাদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ এবং প্রদক্ষিণা তস্য জাতা পশুদিদৃক্ষয়া। স্নানস্য চৈব নির্ব্বেশে পশোশ্চাপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১২ ॥ প্রদক্ষিণাবসানে চ পশুর্লব্ধো হি তেন সঃ। নিশান্তে-ঽথ গৃহং নীত্বা স্বামিনে বিনিবেদিতঃ ॥ ১৩ ॥ চৈত্রে পুণ্যতমে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্। ক্ষেত্রে পুণ্য-তমে দেবাস্তীর্থান্যায়ান্তি সর্ব্বশঃ ॥ ১৪ ॥ এবমজ্ঞান-ভাবেন কৃতা তাভ্যাং প্রদক্ষিণা। পশুপালপশুভ্যাং বৈ সুপুণ্যে তত্র বাসরে ॥ ১৫ ॥ নিরাহারস্য মূকস্য সাহারস্য পশোস্তথা ॥ ১৬ ॥ বিনা স্নানেন তস্যাচ্ছ দৈবাদ্দ্বিজবরোত্তমাঃ। ততঃ কালে ব্যতিক্রান্তে কিয়ন্মাত্রে স্বকর্ম্মতঃ। উভৌ পঞ্চত্বমাপন্নৌ পৃথক্-ত্বেনায়ুষঃ ক্ষয়ে ॥ ১৭ ॥ ততশ্চ পশুপালস্তু দশার্ণাধি-পতেঃ সুতঃ। সঞ্জাতস্তৎপ্রভাবেণ পূর্ব্বজাতিমনু-স্মরন্ ॥ ১৮ ॥ সোঽপি জজ্ঞে পশুস্তস্য সচিবো দ্বিজসত্তমাঃ। জাতিস্মরো যথা রাজা সর্ব্বদা নৃপ-সম্মতঃ ॥ ১৯ ॥ অথাগত্য স রাজেন্দ্রস্তেনৈব সহ মন্ত্রিণা। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং পুরস্তস্যাঃ প্রদক্ষিণাম্ ॥ ২০ ॥ চক্রে সংবৎসরস্যান্তে শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। নিরাহারশ্চ মৌনেন পদাতি-দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২১ ॥ একদা তত্র চায়াতা মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। তীর্থে পাপহরে পুণ্যে বিশ্বামিত্র-সমুদ্ভবে ॥ ২২ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যো ভরদ্বাজঃ শুনঃশেপো

সেই মূক পশুপালক গৃহে প্রত্যাগত হইলে সেই গোস্বামী নিজ গাভী দেখিতে না পাইয়া বৈশ্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন,—রে পাষণ্ড! অদ্য একটী পশু ফিরিয়া আইসে নাই কেন? নিশ্চয়ই তুই তাহাকে হত্যা করিয়াছিস্; কিম্বা বিক্রয় করিয়াছিস্! নচেৎ কোথায়ও লুকাইয়া রাখিয়াছিস্। অএতব আহার না করিয়াই অবিলম্বে আমার সেই গো লইয়া আয়। এই ভর্ৎসনা শুনিয়া সেই মূক পশুপালক ভয়ত্রস্ত-চিত্তে আহার না করিয়াই যষ্টি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। পরে সে বনে যাইয়া চতুর্দ্দিকে নিবিড় দুর্গম স্থান সকল সূক্ষ্মভাবে বিলোকন করিতে লাগিল। তারপর একস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পশুর সুস্পষ্ট পদচিহ্ন দেখিতে পাইল এবং বুঝিল যে, সেই পশু অরণ্যেই আসি-য়াছে।—১০। হে দ্বিজসত্তমগণ! তখন সেই মূক বৈশ্য সেই পশুর অন্বেষণে একবন হইতে বনান্তরে যাইতে যাইতে ক্রমে চমৎকারপুরের চতুর্দ্দিকই পরিভ্রমণ করিল।১—১১। হে দ্বিজো-ত্তমগণ! পশু অন্বেষণার্থ মূকবৈশ্য এই ভাবে সমগ্র চমৎকারপুর প্রদক্ষিণ করিলে পর সেই পশুটী প্রাপ্ত হইল। তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে সেই পশু লইয়া নিজ প্রভুকে প্রদান করিল। পুণ্যতম চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে সেই চমৎকারপুরে সমস্ত দেবতা ও তীর্থসমূহ সমাগত হইয়া থাকেন। উক্ত দিবস সেই মূক বৈশ্য এবং সেই পশু উভয়েই সেই চমৎ-কারপুর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। সেই পুণ্যতম দিবসে উক্ত পশুপালক অনাহারে এবং পশু আহার পূর্ব্বক অজ্ঞানতঃ উক্ত পুর প্রদক্ষিণ করিয়া-ছিল; তাহারা উভয়েই সে দিন অস্নাত ছিল। পরন্তু তাহারা অজ্ঞানতঃ এই পরম পুণ্যজনক কার্য্য করায়কিয়ৎকালান্তে আয়ুঃক্ষয় বশে উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হইল। তারপর সেই পশুপাল দশার্ণপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। রাজপুত্র পূর্ব্বকর্ম্মফলে জাতিস্মর হইয়াছিল। সেই পশুও স্থানান্তরে জাতিস্মর হইয়া জন্মিল। পরে রাজপুত্র রাজত্বভার প্রাপ্ত হইলে সে তাহার মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইল। ইহাদের উভয়ে অত্যন্ত সদ্ভাব ঘটিয়াছিল। হে দ্বিজবরগণ! রাজা সেই মন্ত্রীর সহিত পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনাহারে থাকিয়া প্রতিবৎসর চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে পদব্রজে যাইয়া সেই চমৎকারপুর প্রদক্ষিণ করিতেন।১২—২১। একদা উক্তদিনে তাঁহারা সেই চমৎকারপুরে প্রদ-ক্ষিণার্থ গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, সেই বিশ্বা-মিত্রের তপঃপ্রভাবে উদ্দীপিত পাপহর তীর্থে যাজ্ঞ-

হুথ গালবঃ। দেবলো ভাগুরির্ধৌম্যঃ কশ্যপ-শ্চ্যবনো ভৃগুঃ॥ ২৩॥ তথান্যে শংসিতাত্মনো ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন তস্মিন্ ক্ষেত্রে সমাগতাঃ॥ ২৪॥ তান্ দৃষ্ট্বা স মহীপালঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ। যথাজ্যেষ্ঠং যথাশ্রেষ্ঠং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ॥ ২৫॥ ততস্তেষাং স মধ্যে চ সন্নিবিষ্টো মহীপতিঃ। তথাগতঃ স ভূপালঃ সর্ব্বৈস্তৈশ্চাভি-নন্দিতঃ॥ ২৬॥ ততশ্চক্রুঃ কথা দিব্যা মুনয়স্তে মহীপতেঃ। পুরতো মুনিমুখ্যানাং চরিতানি মহাত্মনাম্॥ ২৭॥ রাজর্ষীণাং পুরাণানাং ধর্ম্মশাস্ত্র-সমুদ্ভবাঃ। আনন্দং তস্য রাজর্ষের্জ্জনয়ন্তো দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৮॥ অথ ক্বাপি কথান্তে স পার্থিবস্তৈর্মহর্ষিভিঃ। পৃষ্টঃ কৌতূহলাবিষ্টৈর্দত্ত্বা শ্রৌতীস্তদাশিষঃ॥ ২৯॥ ঋষয় উচুঃ। বর্ষে বর্ষে মহীপাল ত্বমত্রাগত্য যত্নতঃ। করোষি মন্ত্রিণা সার্দ্ধং পুরস্যাস্য প্রদক্ষিণাম্॥ ৩০ অস্মিন্ ক্ষেত্রে সুতীর্থানি সন্তি পার্থিবসত্তম তথান্যানি প্রসিদ্ধানি দেবতায়তনানি চ॥ ৩১ আদরস্তেষু বৈ রাজন্নাস্তি স্বল্পোহপি কর্হিচিৎ এতন্নঃ কৌতুকং জাতং ন চেদ্গুহ্যং প্রকীর্ত্তয়॥ ৩২

সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। স প্রোবাচ বচো ভূপঃ কিঞ্চিদ্ব্রীড়া-সমন্বিতঃ॥ ৩৩॥ যৎপৃষ্টোহস্মি দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুষ্মাভিঃ সাম্প্রতংমম। তদ্গুহ্যং ন ময়াখ্যাতং কস্যচিদ্ধরণীতলে তথাপি হি প্রকর্ত্তব্যং যুষ্মাকং সত্যমেব হি। অপি গুহ্যতমং চেৎস্যাচ্ছৃণ্বন্তু মুনিসত্তমাঃ॥ ৩৫॥ সূত উবাচ। ততঃ স কথয়ামাস পূর্ব্বজাতিসমুদ্ভবম্। বৃত্তান্তং তন্মুনীন্দ্রাণাং তেষাং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ॥ ৩৬॥ যথা নষ্টঃ পশুস্তস্য কৃতা যদ্বদবেক্ষণা। যথা প্রদ-ক্ষিণা জাতা চমৎকারপুরস্য তু॥ ৩৭॥ জাতিস্মৃতির্যথা জাতা প্রাক্তনী তৎপ্রভাবতঃ। রাজ্যপ্রাপ্তির্বিভূ-তিশ্চ তথেষ্টাপ্তিঃ পদেপদে॥ ৩৮॥ তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রহৃষ্টাঃ পৃথিবীপতেঃ। আশীর্ব্বাদান্ বহূন্ দত্ত্বা সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্॥ ৩৯॥ সমুত্থায় ততশ্চক্রুঃ পুরস্যস্যাঃ প্রদক্ষিণাম্। যথোক্তবিধিনা সর্ব্বে শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ॥ ৪০॥ গতাশ্চ পরমাং সিদ্ধিং তৎপ্রভাবাৎসুদুর্ল্লভাম্। জপযজ্ঞপ্রদানৈর্বা তীর্থ-সেবাদিকৈরপি॥ ৪১॥ সোহপি রাজা স মন্ত্রী চ

বাৎস্য, ভরদ্বাজ, শুনঃশেফ, গালব, দেবল, ভাগুরি, ধৌম্য, কশ্যপ, চ্যবন, ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ তপস্তেজঃসমৃদ্ধ মহর্ষিগণ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সেখানে সমুপস্থিত হইয়াছেন। সেই রাজা তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভক্তিসহকারে কৃতাঞ্জলিকরে, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ক্রমে প্রণিপাতপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগেরই মধ্যে উপবেশন করিলেন। মুনিগণও রাজাকে সেখানে সমাগত দর্শনে সকলেই অভিনন্দন করি-লেন। পরে রাজার সাক্ষাতে তাঁহারা বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত পুরাতন মুনি রাজর্ষি প্রভৃতি মহাত্মাদিগের চরিত কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার আনন্দ জন্মাইতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! কিয়ৎকাল এই রূপ আলাপের পর মুনিগণ কৌতুকবশে রাজাকে বেদোক্তবিধানে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন,—রাজন্! আপনি তো প্রতিবৎসরই মন্ত্রীর সহিত এখানে আসিয়া সোৎসাহে এই তীর্থ প্রদ-ক্ষিণ করিয়া থাকেন। পরন্তু এখানে আরও অনেক উত্তম তীর্থ ও প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। রাজন্! আপনি তো সে সকলের কদাচ কিছুমাত্র আদর করেন না। ইহার কারণ জানিবার জন্য আমাদিগের কৌতুক জন্মিয়াছে; যদি তাহা গোপনীয় না হয়, তবে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—মুনিগণের সেই কথা শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বিনয়াবনত মস্তকে কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা গোপনীয়ই বটে; আমি তাহা পৃথিবীতে এ যাবৎ কাহারও নিকট বলি নাই। হে মুনিসত্তমগণ! তথাপি আপনাদিগের নিকট সত্যকথা প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল; অতএব তাহা গোপনীয় হইলেও আপনারা শ্রবণ করুন। সূত কহিলেন,—রাজা এই বলিয়া স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সেই মুনিগণের নিকট যথাযথ বর্ণন করিলেন। যেরূপে তাঁহার পশু হারাইয়া যায়, যেরূপে তাহার অনুসন্ধান করা হয়, যেরূপে সেই চমৎকারপুরের প্রদক্ষিণ করা হয়, তাহারই প্রভাবে যেরূপে রাজ্যলাভ, জাতিস্মৃতি ও পদে পদে বিভূতিপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলেন। মুনিগণ ইহা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ প্রদানান্তে সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া সকলেই শ্রদ্ধা-সহকারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধানে সেই পুরী প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপ্রভাবে তাঁহারা যজ্ঞ জপ তীর্থসেবাদি কার্য্যের সম্পূর্ণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত

প্রাপ্তৌ বৈমানিকৌ সুরৌ। অদ্যাপি তৌ হি দৃশ্যেতে তারারূপৌ নভস্তলে॥ ৪২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেচমৎকার-পুরপ্রদক্ষিণামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। কিমেতৎকারণং সূত যেনৈতৎ প্রাপ্যতে নৃভিঃ। শ্রেয়ঃ পরং পুরস্যাস্য সকৃৎকৃত্বা প্রদক্ষিণাম্॥১॥ এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামতে। অত্র কৌতূহলং জাতং সর্ব্বং ত্বং বেৎস্যশেষতঃ॥ ২॥ সূত উবাচ। রক্তশৃঙ্গ ইতি খ্যাতো যঃ স পর্ব্বতসত্তমঃ। তৎপ্রভাবাদিহ শ্রেয়ো লভ্যতে দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩॥ তত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং চৈত্রমাসে সদৈব হি। সমাশ্রয়ং প্রকুর্ব্বন্তি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ৪॥ সর্ব্বে দেবাশ্চ তীর্থানি সর্ব্বাণ্যায়তনানি চ। তথা নদাঃ সমুদ্রাশ্চ যচ্চান্যদপি পাবনম্॥ ৫॥ তৎসর্ব্বং বাসরে তস্মিন্ সান্নিধ্যং তত্র পর্ব্বতে। রক্তশৃঙ্গে করোত্যেব তস্মাদেশাচ্ছতক্রতোঃ॥ ৬॥ যদেন্দ্রেণ সমানীতস্তস্মিন্ দেশে স পর্ব্বতঃ। তদা প্রোক্তো দিনে দেবাঃ সমেষ্যন্তি তবান্তিকম্॥ ৭॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। চমৎকারপুরং তস্য মুখ্যশৃঙ্গে ব্যবস্থিতম্। তেন তৎপ্রাপ্যতে শ্রেয়ঃ সকৃৎকৃত্বা প্রদক্ষিণাম্॥ ৮॥ তস্মিন্ দিনে চ যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে দানমাদরাৎ। তদক্ষয়ং ভবেদ্বিপ্রা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ৯॥ পরমান্নেন যঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্নরঃ। পিতৃনুদ্দিশ্য সদ্ভক্ত্যা স গয়াফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১০॥ যো যং কামমভিধ্যায়ন্ কুরুতেঽত্র প্রদক্ষিণাম্। স তং কামমবাপ্নোতি নিষ্কামো মুক্তিমান্ ভবেৎ॥ ১১॥ যস্তু সোপস্করাং ধেনুং প্রদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণোত্তমে। সম্পূর্ণপৃথিবীদানফলমাপ্নোতি পুষ্কলম্॥ ১২॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। প্রদক্ষিণাকৃতং শ্রেয়ো যথা সম্প্রাপ্যতে নৃভিঃ॥ ১৩॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যা তস্য প্রদক্ষিণা। পুরস্য চৈত্রকৃষ্ণায়াং চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতৈঃ॥ ১৪॥ উপবাসপরৈঃ শান্তৈর্ম্মৌনব্রতপরায়ণৈঃ।

হইলেন। পরে সেই রাজা ও তাঁহার সেই মন্ত্রী উভয়েই পুরপ্রদক্ষিণের ফলে বিমানবাসী দেবতা হইয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহারা নভস্থলে তারাকারে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন।—৪২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২—১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! মানবগণ যে একবার মাত্র সেই পুরী প্রদক্ষিণ করিয়া এরূপ পরমোৎকর্ষ লাভ করে, ইহার কারণ কি? এ বিষয়ে আমাদিগের সবিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি ইহার সমগ্র কারণ অবগত আছেন, অতএব আমাদিগের নিকট তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই যে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ রক্তশৃঙ্গের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারই প্রভাবে এরূপ ফল জন্মিয়া থাকে। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবপ্রমুখ সমস্ত দেবতা, সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত পুণ্য আয়তন সেই রক্তশৃঙ্গ পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন; এতদ্ভিন্ন সমস্ত পুণ্যকর সরিৎ সরোবর সাগরাদি তীর্থ উক্ত দিনে উহাতে অধিষ্ঠিত হয়। ইন্দ্র রক্তশৃঙ্গকে এইরূপ বরদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র যখন রক্তশৃঙ্গকে সেখানে আনয়ন করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে তোমার এখানে সমস্ত দেবতা এবং পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্য তীর্থ ও আয়তন আসিয়া অধিষ্ঠান করিবে। চমৎকারপুর, সেই রক্তশৃঙ্গের মুখ্যশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য উহার প্রদক্ষিণেও এবম্বিধ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! উক্ত দিনে সেখানে ভক্তিপূর্ব্বক যদি সামান্য কিঞ্চিৎ দানও করা যায়, তবে তাহাও অক্ষয় হয়। চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহার ফল থাকে। যদি কেহ পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণকে পরমান্ন ভোজন করায়, তবে সে গয়াশ্রাদ্ধের ফল প্রাপ্ত হয়।১—১০। এখানে যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়া প্রদক্ষিণ করে, তাহার সেই কামনাই সিদ্ধ হয়। নিষ্কাম ব্যক্তি প্রদক্ষিণ করিলে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সদ্ব্রাহ্মণকে উপকরণ সহ ধেনু দান করে, সে সমগ্র পৃথিবীদানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসিত প্রদক্ষিণজনিত ফলের কীর্ত্তন করিলাম। এজন্য চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপবাসী, মৌনী, রাগ-

শুচিভিঃ শুক্লবস্ত্রৈশ্চ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ১৫ ॥ মূকত্বাৎ পশুপালস্য মৌনং জাতং দ্বিজোত্তমাঃ। পশোরবাচকত্বাচ্চ হ্যনয়োঃ শ্রদ্ধয়া বিনা ॥ ১৬ ॥ উপবাসশ্চ সঞ্জাতঃ পশুপালস্য তস্য চ। ভয়েন পশুসক্তস্য স্বামিনঃ শ্রদ্ধয়া ন তু ॥ ১৭ ॥ সঞ্জাতা ভ্রমমাণস্য পশোরর্থে প্রদক্ষিণা। তথাপি তাদৃশং জাতমুভাভ্যাং ফলমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ যঃ পুনঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপবাসপরায়ণঃ। মৌনেন কুরুতে মর্ত্ত্যঃ পুরস্যাস্য প্রদক্ষিণাম্। দশার্ণাধিপবৎ স্বর্গে স বিমানচরো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে চমৎকার-
পুরপ্রদক্ষিণামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্যক্ত্বান্যা নিখিলাঃ ক্রিয়াঃ। রক্তশৃঙ্গস্য সান্নিধ্যং সেবনীয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥ ১ ॥ কিং দানৈঃ কিং ক্রিয়াকাণ্ডৈঃ কিং যজ্ঞৈঃ কিং ব্রতৈরপি। তৎক্ষেত্রং সেবয়েদ্ভক্ত্যা হাটকেশ্বরসম্ভবম্ ॥ ২ ॥ অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞাঃ সর্ব্বে সম্পূর্ণদক্ষিণাঃ। তস্য ক্ষেত্রস্য পুরতঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩ ॥ চান্দ্রায়ণানি কৃচ্ছ্রাণি তথা সান্তপনানি চ। তস্য ক্ষেত্রস্য পুরতঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৪ ॥ প্রভাসাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। তস্য ক্ষেত্রস্য পুরতঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৫ ॥ ভূমিদানানি সর্ব্বাণি ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে দয়াদিকাঃ। তস্য ক্ষেত্রস্য পুরতঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৬ ॥ তত্র রাজর্ষয়ঃ পূর্ব্বং প্রভূতাঃ সিদ্ধিমাগতাঃ পশবঃ পক্ষিণঃ সর্পাঃ সিংহব্যাঘ্রা মৃগাদয়ঃ ॥ ৭ ॥ তত্র কালবশান্নষ্টাস্তেঽপি প্রাপ্তা দিবালয়ম্। যস্তত্র ব্রতহীনোঽপি কৃষিকর্ম্মরতোঽপি বা ॥ ৮ ॥ নিবাসং কুরুতে বিপ্রা মৃতস্তত্র দিবং ব্রজেৎ। কিংবা চ বহুনোক্তেন ভূয়োভূয়ো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ শ্রূয়তাং পরমং গুহ্যং তস্য ক্ষেত্রস্য সম্ভবম্। পুনন্তি ক্ষেত্রতীর্থানি সংবাসাদিহ মানবান্ ॥

দ্বেষহীন, শুক্লবসনধারী, শুচি, শান্ত ও সমাহিত-মানস মানবের এই পুরী প্রদক্ষিণ করা সর্ব্ব প্রযত্নেই কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই পশু-পালক মূক ছিল এবং পশুরও বাক্‌শক্তি ছিল না বলিয়া তাহাদিগের মৌনব্রত পালন হইয়াছিল। তাহাদিগের শ্রদ্ধা ছিল না বটে, কিন্তু পশুপাল পশুস্বামীর ভয়েই অভুক্ত ছিল, আর পশুর অন্বেষণার্থ পুরী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। তথাপি সেই পশু ও পশুপালক এবম্বিধ উত্তম ফললাভ করিয়াছিল; কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে উপবাস করিয়া মৌনভাবে উক্ত পুরী প্রদক্ষিণ করে, সেই মানব যে, দশার্ণপতির ন্যায় স্বর্গে বিমানবিহারে সুখে কালাতিপাত করিতে পারে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? ১২—১৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! অতএব বিচক্ষণ মানবের পক্ষে অন্য সমস্ত ক্রিয়া পরিহারপূর্ব্বক রক্তশৃঙ্গ গিরিবরেরই সেবা করা কর্ত্তব্য। দান, ব্রত, যজ্ঞ বা অপর ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া লাভ কি? কেবল মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে রক্তশৃঙ্গ গিরিবরেরই সেবা করিবে। সম্পূর্ণ দক্ষিণান্বিত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞও সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের ষোড়শাংশ ফলদানে সক্ষম নহে। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ সান্তপনাদি ব্রতও সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের ষোড়শাংশ ফলদানে সক্ষম হয় না। প্রভাসাদি তীর্থ কিম্বা গঙ্গাদি সরিৎ সকলও সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের ষোড়শাংশ ফলদানে সমর্থ নহে। যাবতীয় ভূমিদান কিম্বা দয়াদি সমস্ত ধর্ম্মও সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের ষোড়শাংশ ফলদানে সক্ষম নহে। সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে পুরাকালে অনেকানেক রাজর্ষি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আর কত পক্ষী সর্প সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু সেখানে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। হে দ্বিজগণ! সেখানে বাস করিয়া যদি কেহ আচার পালন না করে, কিম্বা কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেও মরণান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এবিষয়ে বারম্বার অধিক বলিয়া ফল কি? সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিষয়ে গুহ্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভূমণ্ডলে সমস্ত তীর্থ ক্ষেত্রাদিতে বাস করিলেই পবিত্রতা জন্মে; কিন্তু এই হাটকেশ্বর

১০ ॥ হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং পুনাতি স্মরণাদপি । কিং পুনর্দর্শনাদ্বিপ্রাঃ স্পর্শনাচ্চ বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে রক্ত শৃঙ্গসান্নিধ্যসেবনফলশ্রেষ্ঠ্যবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । চমৎকারপুরোৎপত্তিঃ শ্রুতা ত্বত্তো মহামতে । তৎক্ষেত্রস্য প্রমাণং যত্তদস্মাকং প্রকীর্ত্তয় ॥ ১ ॥ যানি তত্র চ পুণ্যানি তীর্থান্যায়তনানি চ । সহিতানি প্রভাবেণ তানি সর্ব্বাণি কীর্ত্তয় ॥ ২ ॥ সূত উবাচ । পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন ক্ষেত্রং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ । আয়ামব্যাসতশ্চৈব চমৎকারপুরোত্তমম্ ॥ ৩ ॥ প্রাচ্যাং তস্য গয়াশীর্ষং পশ্চিমেন হরেঃ পদম্ । দক্ষিণোত্তরয়োশ্চৈব গোকর্ণেশ্বরসংজ্ঞিতৌ ॥ ৪ ॥ হাটকেশ্বরসংজ্ঞং তু পূর্ব্বমাসীদ্‌দ্বিজোত্তমাঃ । তৎ ক্ষেত্রং প্রথিতং লোকে সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৫ ॥ যতঃ প্রভৃতি বিপ্রেভ্যো দত্তং তেন মহাত্মনা । চমৎকারেণ তৎস্থান

ক্ষেত্রের স্মরণেও পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে ; দর্শনের এবং বিশেষতঃ স্পর্শনের ফলের কথা আর কি বলিব ? ১—১১ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতি সূত ! আপনি আমাদিগের নিকট চমৎকারপুরের উৎপত্তিবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরন্তু এক্ষণে সেই পুরীর পরিমাণ, এবং সেখানে যে সকল প্রভাববান্ তীর্থ ও আয়তন আছে, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! চমৎকারপুরের পরিমাণ দৈর্ঘে-প্রস্থে পঞ্চক্রোশ মাত্র। উহার পূর্ব্বদিকে গয়াশীর্ষ, পশ্চিমে হরিপদ ক্ষেত্র, দক্ষিণে গোকর্ণ ক্ষেত্র, এবং উত্তরে ঈশ্বরধাম বিরাজমান। হে দ্বিজবরগণ! পূর্ব্বে সেই পাপহর ক্ষেত্র হাটকেশ্বর নামে লোকে প্রখ্যাত ছিল; পরন্তু মহাত্মা চমৎকার রাজা সেখানে পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছেন পর হইতে উহা

নাম্না খ্যাতিং ততো গতম্ ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ । যদেতত্ত্বয়া প্রোক্তং তস্য পূর্ব্বে গয়াশিরঃ । মাহাত্ম্যং তস্য নো ব্রূহি সূতপুত্র সবিস্তরম্ ॥ ৭ ॥ সূত উবাচ । আসীদ্বিদূরথো নাম হৈহয়াধিপতিঃ পুরা । যো বৈ দানপতির্দক্ষঃ শত্রুপক্ষক্ষয়াবহঃ ॥ ৮ ॥ স কদাচিন্মৃগান হন্তুং নৃপঃ সেনাবৃতো যযৌ । নানাবৃক্ষলতাকীর্ণং বনং শ্বাপদসঙ্কুলম্ ॥ ৯ ॥ স জঘান মৃগাংস্তত্র শরৈরাশীবিষোপমৈঃ । মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ তরক্ষূন শম্বরান রুরূন । সিংহান ব্যাঘ্রান গজান্মত্তান শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০ ॥ অথ তেন মৃগো বিদ্ধঃ শরেণানতপর্ব্বণা । ন পপাত ধরাপৃষ্ঠে সশরো দুদ্রুবে দ্রুতম্ ॥ ১১ ॥ ততঃ স কৌতুকাবিষ্টস্তস্য পৃষ্ঠে হয়োত্তমম্ । প্রেরয়ামাস বেগেন মনোমারুতবেগিনম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ সৈন্যং সমুৎসৃজ্য মৃগং লিপ্সুর্মহীপতিঃ । অন্যদ্বনান্তরং প্রাপ্তো রৌদ্রং চিত্রভয়াবহম্ ॥ ১৩ ॥ কণ্টকাবদরীপ্রায়শাল্মলীবনসঙ্কুলম্ । তথান্যৈঃ কণ্টকাকীর্ণৈ রূক্ষৈর্বৃক্ষৈঃ সমাবৃতম্ ॥ ১৪ ॥ তত্র কক্ষাখিলা ভূমির্নির্জলা তমসাবৃতা । চীরিকোলূকগৃধ্রাঢ্যা শীর্ষচ্ছায়া-

চমৎকারপুর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! আপনি যে চমৎকারপুরের পূর্ব্বদিকে গয়াশির আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তাহারই মাহাত্ম্য আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—পুরাকালে হৈহয়াধিপতি বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় দাতা, সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ এবং শত্রুগণের সংহারক ছিলেন। একদা তিনি সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ এক বিবিধবৃক্ষলতাকীর্ণ, শ্বাপদসঙ্কুল বনে প্রবেশ করিয়া সর্পবিষসম তীব্র বাণপ্রহারে শত শত সহস্র সহস্র মৃগ, মহিষ, বরাহ, তরক্ষু, শম্বর, রুরু, সিংহ, ব্যাঘ্র, ও মত্তমাতঙ্গ নিহত করিলেন। ১—১০। পরে তিনি একটী আনতপর্ব্ব শরপ্রহারে এক মৃগকে বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু সেই মৃগ বাণাঘাতে ভূপতিত হইল না। সবেগে দৌড়াইয়া পলাইল, তখন রাজাও কৌতুকবশে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনোমারুতবেগী অশ্ব চালনা করিলেন। তিনি সেই মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে স্বীয় সৈন্যসামন্ত পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে সে বন হইতে অপর এক ভয়ঙ্কর বনে যাইয়া পড়িলেন। সেই বন শাল্মলীবৃক্ষসঙ্কুল, এবং বদরী প্রভৃতি রুক্ষকণ্টকবৃক্ষে সমা-

বিবর্জ্জিতা ॥ ১৫ ॥ গ্রীষ্মে মধ্যগতে সূর্য্যে মৃগাকৃষ্টঃ স পার্থিবঃ। দূরাধ্বানং জগামাথ প্রাসপাণির্বরাশ্বগঃ ॥ ১৬ ॥ তেন তস্যানুগা ভৃত্যাঃ সর্ব্বে সুশ্রান্তবাহনাঃ। ক্ষুৎপিপাসাকুলাঃ শ্রান্তাঃ স্থানে স্থানে সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥ সিংহব্যাঘ্রৈস্তথা চান্যৈঃ পতিতা নষ্টচেতনাঃ। ভক্ষ্যন্তে চেতয়ন্তোঽপিতথান্যে চলনাক্ষমাঃ ॥১৮॥ ততঃ সোঽপি মহীপালঃক্ষুৎপিপাসাসমাকুলঃ। দৃষ্ট্বা তদ্ব্যসনং প্রাপ্তমাত্মনঃ সেবকৈঃ সমম্ ॥ ১৯ ॥ কান্তারস্যান্তমন্বিচ্ছন্ প্রেরয়ামাস তং হয়ম্। জাত্যং সর্ব্বগুণোপেতং কশাঘাতৈঃ প্রপীড়য়ন্ ॥ ২০ ॥ ততঃ স নৃপতিস্তেন বায়ুবেগেন বাজিনা। নীতো দূরং দুর্গমার্গং সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২১ ॥ এবং তস্য নরেন্দ্রস্য কান্দিশীকেঽনবস্থিতে। সোঽশ্বোঽপতদ্ধরাপৃষ্ঠে সোঽপাবস্তাত্তুরঙ্গমাৎ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বিদূরথমৃগয়াবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। ততঃ সোঽপি মহীপালঃ ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলঃ। পপাত ধরণীপৃষ্ঠে পদ্ভ্যাং গত্বা বনান্তরম্ ॥ ১ ॥ অথাপশ্যদ্বিয়ৎস্থানাৎ স ত্রীন্ প্রেতান্ সুদারুণান্। ঊর্দ্ধকেশান্ সুঃক্কাক্ষান্ কৃষ্ণদন্তান্ কৃশোদরান্ ॥ ২ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তো বিশেষেণ স ভূপতিঃ। নিরাশো জীবিতে কৃচ্ছ্রাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ কে যূয়ং বিকৃতাকারা ময়া দৃষ্টা ন কর্হিচিৎ। এবংবিধা নৃলোকেঽত্র ভ্রমতা প্রাগ্‌বিভীষণাঃ ॥ ৪ ॥ বিদূরথো নরেন্দ্রোঽহং ক্ষুৎপিপাসাতিপীড়িতঃ। মৃগলিপ্সুরিহ প্রাপ্তো বনে জন্তুবিবর্জ্জিতে ॥ ৫ ॥ ততস্তেষাস্তু যো জ্যেষ্ঠো মাংসাদঃ প্রত্যুবাচ তম্। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ৬ ॥ বয়ং প্রেতা মহারাজ নিবসামোঽত্র কাননে। স্বকর্ম্মজনিতাদ্দোষাদ্দুঃখেন

চ্ছন্ন। তত্রত্য সমগ্র ভূভাগ রুক্ষ, নির্জ্জল ও অন্ধকারে সমাবৃত। সেখানে এমন কোন বৃক্ষ নাই যাহার শীর্ষভাগের বিশালতা হেতু নিম্নে ছায়াপাত হইতে পারে। উহ চীরিক, উলূক ও গৃধ্রাদি পক্ষী ও পশুসমূহে পরিব্যাপ্ত। তখন গ্রীষ্মকাল। রাজা অশ্ববরারোহণে প্রাসহস্তে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে সেই ঘোর বনের বহুদূর অতিক্রম করিলেন। রাজার অনুচরগণও রাজার অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই তাহার সঙ্গে সে পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া স্থানে স্থানে উপবিষ্ট, শায়িত ও পতিত হইয়া রহিল। তাহারা কেহ অচেতন, কেহ নিদ্রিত, কেহ বা সচেতন থাকিয়াও হস্তপদচালনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া রহিল। সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণ তাহাদিগের অনেককে হনন ও ভক্ষণ করিল; সেই মধ্যাহ্নকালে রাজাও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আপনার ও অনুচরগণের উপস্থিত ক্লেশের বিষয় বুঝিয়া সেই ঘোর কান্তারের প্রান্তপ্রাপ্তিকামনায় সেই শ্রেষ্ঠজাতীয় সর্ব্বগুণান্বিত অশ্বকে কশাঘাতে তাড়নাপূর্ব্বক পরিচালিত করিলেন; অশ্ব তখন বায়ুবেগে ধাবিত হইয়া রাজাকে লইয়া আরও দূরে এক সর্ব্বপ্রাণিহীন স্থানে উপনীত হইল। রাজার তখন আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। পরন্তু অশ্বটী দৌড়াইতে দৌড়াইতে সহসা ভূতলে পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে রাজাও পড়িয়া গেলেন। ১—২২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতঃপর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর সেই রাজা পদব্রজেই যাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক দূর যাইতে পারিলেন না, কিয়দ্দূর বনান্তরে যাইয়াই ভূপতিত হইলেন। পরে তিনি আকাশমণ্ডলে তিনটী দারুণাকার প্রেত-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই মূর্ত্তি-ত্রয়ের কেশপাশ ঊর্দ্ধমুখ, নয়ন রক্তবর্ণ, দশনরাজি কৃষ্ণবর্ণ, উদর অতীব ক্ষীণ। রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে ত্রাসে জীবনাশা পরিহার করিলেন। অতি-কষ্টে তাহাদিগকে কহিলেন,—তোমরা কে? আমি ভূমণ্ডলে বহু ভ্রমণ করিয়াছি, পরন্ত এবম্বিধ বিকৃত ভীষণাকার প্রাণী ইতঃপূর্ব্বে আর কদাচ নয়নগোচর করি নাই। আমি রাজা বিদূরথ। মৃগের অনুসরণ করিয়া এই প্রাণিশূন্য বনে আসিয়া পড়িয়াছি; আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর। এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ মাংসাদনামক প্রেত সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—হে মহারাজ! আমরা প্রেত; আমরা এই কাননেই বাস করি; নিজ

মহতা বৃতাঃ ॥ ৭ ॥ অহং মাংসাদকো নাম দ্বিতীয়োঽয়ং বিদৈবতঃ। কৃতঘ্নশ্চ তৃতীয়স্তু ত্রয়াণামেষ পাপকৃৎ ॥ ৮ ॥ রাজোবাচ। সর্ব্বেষাং দেহিনাং নাম জায়তে পিতৃমাতৃজম্। কিমেতৎকারণং যেন সর্ব্বে যূয়ং স্বনামকাঃ ॥ ৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ মাংসাদঃ কর্ম্মনামানি পার্থিব! মিথঃ কৃতানি সংজ্ঞার্থমস্মাভিঃ স্বয়মেব হি ॥ ১০ ॥ শুশ্রূষাবহিতো ভূত্বা সর্ব্বেষাং নঃ পৃথক্ পৃথক্। কর্ম্মণা যেন সঞ্জাতং প্রেতত্বমিহ ভূমিপ ॥ ১১ ॥ বয়ং হি ব্রাহ্মণা জাত্যা বৈদিশাখ্যে পুরে নৃপ। দেবরাতস্য বিপ্রস্য গৃহে জাতা মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥ নাস্তিকা ভিন্নমর্য্যাদাঃ পরদাররতাঃ সদা। পাপকর্ম্মরতাস্তত্র শুভকর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৩ ॥ জিহ্বালৌল্যপ্রসঙ্গেন ময়া ভুক্তং সদামিষম্। তেন মে কর্ম্মজং নাম মাংসাদাখ্যং ব্যবস্থিতম ॥ ১৪ ॥ দ্বিতীয়োঽয়ং মহারাজ যস্তিষ্ঠতি তবাগ্রতঃ। অনেনান্নং সদা ভুক্তমকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্ ॥ ১৫ ॥ তেন কর্ম্মবিপাকেণ প্রেতযোনিং সমাশ্রিতঃ। বিদৈবত ইতি খ্যাতো দ্বিতীয়োঽয়ং সুপাপকৃৎ ॥ ১৬ ॥ সদৈবানুষ্ঠিতানেন সুপাপেন কৃতঘ্নতা। কৃতঘ্নঃ প্রোচ্যতে তেন কর্ম্মণা নৃপসত্তম ॥ ১৭ ॥ রাজোবাচ। আহারেণ নৃলোকেঽস্মিন্ সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ। যুষ্মাকং কতমো যোঽত্র প্রোচ্যতাং মে সবিস্তরম্ ॥ ১৮ ॥ মাংসাদ উবাচ। ভোজ্যকালে গৃহে যত্র স্ত্রীণাং যুদ্ধং প্রবর্ত্ততে। অপি মন্ত্রৌষধীপ্রাপ্তং প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র হি ॥ ১৯ ॥ ভুজ্যতে যত্র ভূপাল বৈশ্বদেবং বিনা নরৈঃ। পাকস্যাগ্রমদত্ত্বা চ প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র চ ॥ ২০ ॥ রাত্রৌ যৎ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং দানং বা পর্ব্ববর্জ্জিতম্। তৎসর্ব্বং নৃপশার্দ্দূল প্রেতানাং ভোজনং ভবেৎ ॥ ২১ ॥ যস্মিন্নো মার্জ্জনং হর্ম্ম্যে ক্রিয়তে নোপলেপনম্। ন মাঙ্গল্যঞ্চ সংস্কারঃ প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র হি ॥ ২২ ॥ ভিন্নভাণ্ডপরিত্যাগো যত্র ন ক্রিয়তে গৃহে। ন চ বেদধ্বনির্যত্র প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র হি ॥ ২৩ ॥ যচ্ছ্রাদ্ধং দক্ষিণাহীনং ক্রিয়াহীনঞ্চ বা নৃপ। তথা রজস্বলাদৃষ্টং তদস্মাকং প্রজায়তে ॥ ২৪ ॥ হীনাঙ্গা হ্যধিকাঙ্গা বা যস্মিন শ্রাদ্ধে দ্বিজাতয়ঃ। ভুঞ্জতে বৃষলী-

---

কর্ম্মদোষেই আমরা এই দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমার নাম মাংসাদ, এই দ্বিতীয় প্রেতের নাম বিদৈবত আর এই তৃতীয় প্রেতের নাম কৃতঘ্ন, আমাদিগের তিনজনের মধ্যে এই প্রেতই অধিক পাপকারী। রাজা কহিলেন,—হে প্রেত! সকল লোকেরই তো পিতৃমাতৃবিহিত নামে প্রসিদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু তোমাদিগের এই সকল নাম পিতৃমাতৃকৃত বলিয়া বোধ হয় না, ইহা স্ব স্ব বিহিত বলিয়াই মনে হয়, তোমাদিগের এরূপ নাম হইবার কারণ কি? ১-৯। এই কথা শুনিয়া মাংসাদ কহিল,—রাজন্! এসকল নাম আমরা পরস্পর অভিজ্ঞানার্থ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে নিজেরাই রাখিয়াছি। হে ভূপাল! যে যে কর্ম্মে আমাদিগের প্রেতত্ব ঘটিয়াছে, আমরা তাহা পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি, আপনি অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। রাজন্! আমরা ব্রাহ্মণ। বৈদিশপুরে দেবরাত নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমরা তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করি। আমরা তিন জনই নিতান্ত নাস্তিক, বিধিলঙ্ঘনকারী, পরদারগামী, ও সতত পাপকর্ম্মাচারী ছিলাম; কখনও কোন সৎকার্য্য করি নাই। আমি লোভবশে নিয়ত অবৈধভাবে মাংস ভক্ষণ করিতাম, সেই জন্য আমার নাম হইয়াছে মাংসাদ। হে মহারাজ! আপনার অগ্রবর্ত্তী এই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরন্তর দেবার্চ্চনা না করিয়াই অন্ন ভক্ষণ করিত, সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছে, বিদৈবত। এ ব্যক্তি অতীব পাপকারী। আর এই তৃতীয় প্রেত, সর্ব্বদাই কৃতঘ্নতা করিত, সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছে কৃতঘ্ন। রাজা কহিলেন,—হে প্রেত! এই নরলোকে সকলেই আহার দ্বারা জীবিত থাকে। পরন্তু তোমরা কি আহার করিয়া জীবন ধারণ কর, তাহা সবিস্তরে বল। ১০-১৮। মাংসাদ কহিল,—রাজন্! যে গৃহে ভোজনসময়ে নারীগণের বিবাদ হয়, মন্ত্রৌষধিবশীকৃতবৎ প্রেতগণ তত্রত্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। আর যেখানে নরগণ, পক্বদ্রব্যের অগ্রভাগ দ্বারা বৈশ্বদেবশ্রাদ্ধ না করিয়াই ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, সেখানেও প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। রাজন্! রাত্রিকালে যদি শ্রাদ্ধ করে, কিম্বা পর্ব্বকাল ব্যতীত দান করে, তাহাও প্রেতগণের আহার বলিয়া পরিগণিত হয়। যে হর্ম্ম্যের মার্জ্জন উপলেপন ও মাঙ্গল্য দ্রব্যে সংস্কার করা না হয়, সেখানে প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। যে গৃহে ভগ্ন ভাণ্ড পরিত্যক্ত না হয়, কিম্বা যেখানে বেদধ্বনি হয় না, প্রেতগণ তথায় ভোজন করিয়া থাকে। আর যে শ্রাদ্ধ, দক্ষিণাহীন, ক্রিয়াহীন অথবা রজস্বলা কর্ত্তৃক বিলোকিত হয়, রাজন্!

নাপ্নাত্তদস্মাকং প্রজায়তে॥ ২৫॥ অতিথির্যত্র সম্প্রাপ্তঃ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে। অপূজিতো গৃহাদ্ যাতি তচ্ছ্রাদ্ধং প্রেততৃপ্তিদম্॥ ২৬॥ কিং বা তে বহুনোক্তেন শৃণু সঙ্ক্ষেপতো নৃপ। অস্মাকং ভোজনং নিত্যং যত্বং শ্রুত্বা বিগর্হসি॥ ২৭॥ যদন্নং কেশমূত্রাস্থিশ্লেষ্মাদিভিরুপপ্লুতম্। হীনজাত্যৈশ্চ সংস্পৃষ্টং তদস্মাকং প্রজায়তে॥ ২৮॥ রাজোবাচ। কেন কর্ম্মবিপাকেণ প্রেতত্বং জায়তে নৃণাম্। এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব মাংসাদ মম পৃচ্ছতঃ॥ ২৯॥ মাংসাদ উবাচ। যো ভবেন্মানবঃ ক্ষুদ্রস্তথা পৈশুন্যসূচকঃ। মৃষ্টমাংসাশনে সক্তঃ স প্রেতো জায়তে নরঃ ৩০॥ অকৃত্বা দেবকার্য্যঞ্চ তথা চ পিতৃতর্পণম্। যোঽশ্নাত্যদত্ত্বা ভৃত্যেভ্যঃ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৩১॥ পরদাররতশ্চৈব পরবিত্তাপহারকঃ। পরাপবাদসন্তুষ্টঃ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৩২॥ কন্যাং যচ্ছতি বৃদ্ধায় নীচায় ধনলিপ্সয়া। কুরূপায় কুশীলায় স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৩৩॥ কুলে জাতাং বিনীতাঞ্চ ধর্ম্মপত্নীং সুখোচ্ছ্রিতাম্। যস্ত্যজেদ্দোষনির্ম্মুক্তাং স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৩৪॥ দেবস্ত্রীগুরুবিত্তানি যো গৃহীত্বা ন যচ্ছতি। বিশেষাদ্ ব্রাহ্মণস্বঞ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৩৫॥ পরব্যসনসন্তুষ্টঃ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ॥ দূষকো দেববিপ্রাণাং স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৩৬॥ দীয়মানস্য বিত্তস্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুপাপকৃৎ। বিঘ্নমারভতে যস্তু স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৩৭॥ শূদ্রান্নেনোদরস্থেন ব্রাহ্মণো ম্রিয়তে যদি। স প্রেতো জায়তে রাজন্ যদ্যপি স্যাৎ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ৩৮॥ কুলদেশোচিতং ধর্ম্মং যস্ত্যক্ত্বান্যৎ সমাচরেৎ। কামান্ধো যদি বা লোভাৎ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৩৯॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া পার্থিবসত্তম। যেন কর্ম্মবিপাকেণ প্রেতঃ সঞ্জায়তে নরঃ॥ ৪০॥ রাজোবাচ। কৃতেন কর্ম্মণা যেন ন প্রেতো জায়তে নরঃ। তন্মে কীর্ত্তয় মাংসাদ বিস্তরেণ বিশেষতঃ॥ ৪১॥ মাংসাদ উবাচ। মাতৃবৎ পরদারান্ যঃ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ। যঃ পশ্যত্যাত্মবজ্জন্তূন্ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৪২॥ অন্নদানপরো নিত্যং বিশেষেণাতিথিপ্রিয়ঃ। স্বাধ্যায়-

তাহাও আমাদিগেরই ভোজ্য হইয়া থাকে। যে শ্রাদ্ধে হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ কিম্বা বৃষলীপতি ব্রাহ্মণগণ ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধও আমাদিগের ভক্ষ্য হয়। শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত অতিথি যদি অসৎকৃত হইয়া প্রস্থান করে, তবে সে শ্রাদ্ধও প্রেতগণের তৃপ্তিসাধক হয়। রাজন! এ সকলের অধিক উল্লেখে প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে আমাদিগের খাদ্যের কথা বলিতেছি, আপনি তাহা শুনিয়া অবশ্যই কুৎসা করিবেন। যে অন্ন কেশ মূত্র অস্থি শ্লেষ্মাদিসংযুক্ত, কিম্বা যাহা হীন জাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, তাহাই আমাদিগের খাদ্য।১৯ ২৮। রাজা কহিলেন, —হে মাংসাদ! আমি জিজ্ঞাসিতেছি যে, নরগণ কোন্ কোন্ কর্ম্মের ফলে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়? তুমি তাহা আমাকে সম্পূর্ণরূপে বল। মাংসাদ কহিল,— যে মানব ক্ষুদ্রতেজা ও পিশুনস্বভাব এবং বৃথামাংস ভোজনে আসক্ত, সে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে নর, দেবার্চ্চন ও পিতৃতর্পণ না করিয়া এবং পোষ্য পরিবারদিগকে না দিয়া ভোজন করে, সে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে মনুষ্য পরদাররত, পরবিত্তহর ও পরনিন্দাসন্তুষ্ট সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ধনলোভে কুরূপ দুঃশীল বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কন্যাদান করে সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে মানব, সৎকুলসম্ভূতা সুশিক্ষিতা সুখশালিনী ধর্ম্মপত্নীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করে, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে মানব দেবতা স্ত্রী গুরু ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ধন গ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণ না করে, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পরের ব্যসনে তৃপ্তিলাভ করে, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, গুরুদারগামী এবং বেদ ও দ্বিজের দূষণকারী, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণকে বিত্ত দানকালে যে পাপী মানব সেই দানকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। রাজন্! শূদ্রান্ন জঠরে থাকিতে যদি মরণ হয়, তবে সে ব্যক্তি ষড়ঙ্গবিৎ হইলেও প্রেতত্ব লাভ করে। যে নর কামবশে বা লোভে পড়িয়া দেশ-কুলোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। হে পার্থিবসত্তম! এই আমি আপনার নিকট যে যে কর্ম্মে প্রেতত্ব ঘটে, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। ২৯—৪০। রাজা কহিলেন,—হে মাংসাদ! যে কর্ম্ম করিলে মানব প্রেতত্ব প্রাপ্ত না হয় তুমি আমার নিকট তৎসমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। মাংসাদ কহিল,—রাজন্! যে মানব পরদারগণকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য লোষ্টবৎ এবং সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করে, সে কদাচ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি অন্নদানে পরায়ণ, বিশেষতঃ অতিথিপ্রিয়, স্বাধ্যায়াসক্ত ও

ব্রতশীলো যো ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৪৩ ॥ সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। সমো মানাপমানেষু ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৪৪ ॥ দানধর্ম্মপ্রবৃত্তানাং ধর্ম্মমার্গানুযায়িনাম্। প্রোৎসাহং বর্দ্ধয়েদ্‌যস্তু ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৪৫ ॥ যূকামৎকুণদংশাদীন্ সর্ব্বসত্ত্বানি যো নরঃ। পুত্রবৎ পালয়েন্নিত্যং ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৪৬ ॥ সদা যজ্ঞক্রিয়োপেতঃ সদা তীর্থপরায়ণঃ. শাস্ত্রশ্রবণসংযুক্তো ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৪৭ ॥ বাপীকূপতড়াগানামারামাণাং বিশেষতঃ। আরোপকঃ প্রপাণাঞ্চ ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৪৮ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং গুহ্যং বসুধাধিপ। নির্ব্বিণ্ণাঃ প্রেতভাবেন তস্মাত্ত্বং নো গতির্ভব ॥ ৪৯ ॥ গত্বা গয়াশিরঃ পুণ্যমেকৈকস্য পৃথক্ পৃথক্। শ্রাদ্ধং দেহি মহীপাল ত্রয়াণামপি সাদরম্ ॥ ৫০ ॥ প্রেতত্বং যাতি যেনেদং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুদারুণম্। নান্যথা মুক্তিরস্মাকং ভবিষ্যতি কথঞ্চন ॥ ৫১ ॥ রাজোবাচ। ঈদৃগ্‌জাতিস্মৃতির্যস্যাঃ প্রেতযোনৌ চ খে গতিঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মপরিজ্ঞানং তচ্চ কস্মাৎ প্রনিন্দসি ॥ ৫২ ॥ মাংসাদ উবাচ। প্রেতযোনিরিয়ং রাজন্নবমী দেবসংজ্ঞিতা। গুণত্রয়সমাযুক্তা শেষৈর্দোষৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৩ ॥ একা জাতিস্মৃতিঃ সম্যগন্যামেব প্রজায়তে। খেচরত্বং তথৈবান্যদ্ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ এতদ্‌গুণত্রয়ং প্রোক্তং প্রেতযোনৌ নৃপোত্তম। দোষানপি চ তে বচ্মি তান্ শৃণুষ্ব সমাহিতঃ ॥ ৫৫ ॥ যদি তাবদ্বনাদস্মাদ্‌যামোঽন্যত্র বয়ং নৃপ। অদৃষ্টমুদ্গরাঘাতৈর্নূনং হন্যামহে ততঃ ॥ ৫৬ ॥ তথা ধর্ম্মক্রিয়াঃ সর্ব্বা মানুষাণামুদাহৃতাঃ। ন প্রেতানাং ন দেবানাং নান্যেষাং মানুষং বিনা ॥ ৫৭ ॥ পশ্যামো দূরতো রাজন্ জলপূর্ণান্ জলাশয়ান। পিপাসাকুলিতাঃ শ্রান্তা ভাস্করে বৃষসংস্থিতে ॥ ৫৮ ॥ গচ্ছামঃ সন্নিধৌ তেষাং যদি পার্থিবসত্তম। অদৃষ্টমুদ্গরাঘাতৈর্বয়ং হন্যামহে ততঃ ॥ ৫৯ ॥ তথা রসবতীঃ সিদ্ধাঃ পশ্যামো দূরসংস্থিতাঃ। ক্ষুধাবিষ্টা গৃহস্থানাং গৃহেষু বিবিধা নৃপ ॥ ৬০ ॥ তথা স্বফলিনো বৃক্ষান্ কলপক্ষিভিরাবৃতান্। স্নিগ্ধান সচ্ছায়য়োপেতান্ সেবিতুং ন লভামহে।

ব্রতনিষ্ঠ, সে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। যে নর শক্রমিত্রে, প্রস্তর-কাঞ্চনে, ও মানাপমানে সমজ্ঞানবান, সে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি দানধর্ম্মপ্রবৃত্ত ধার্ম্মিকগণকে সতত উৎসাহিত করে, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। যে জন দংশমশক মৎকুণ যূকাদি প্রাণীদিগকেও পুত্রবৎ সতত পরিপালন করে, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা যজ্ঞক্রিয়ায় তীর্থসেবায় ও শাস্ত্রশ্রবণে সমাসক্ত, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। যে নর বাপী কূপ তড়াগ উপবন বিশেষতঃ পানীয়শালা প্রতিষ্ঠা করে, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। হে বসুধাধিপ! এই তো আমি আপনার নিকট আত্মসম্বন্ধীয় গুহ্য বৃত্তান্ত কহিলাম। আমরা এই প্রেতভাবে অতিক্লেশে কালাতিপাত করিতেছি, অতএব আপনি আমাদিগের গতি হউন। হে মহীপাল! আপনি পুণ্যগয়াধামে যাইয়া আমাদিগের তিন জনের উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে আপনার কৃপায় আমাদিগের এই সুদারুণ প্রেতত্ব হইতে মুক্তি হইবে। নচেৎ অপর কোন রকমে আমাদিগের মুক্তি হইবে না। ৪৩—৫১। রাজা কহিলেন,—যে প্রেতযোনিতে এমন পূর্ব্বজন্মস্মৃতি, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান এবং আকাশগমনশক্তি বর্ত্তমান থাকে, হে মাংসাদ! তুমি সেই প্রেতযোনির নিন্দা কর কি জন্য? মাংসাদ কহিল,—রাজন্! এই প্রেতযোনি নবম দেবযোনি! ইহাতে তিনটী গুণ আছে, অপর সমস্তই দোষ। হে নৃপোত্তম! এই প্রেতযোনিতে একটী পূর্ব্বজন্মস্মৃতি, দ্বিতীয় খেচরত্ব, এবং তৃতীয় ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞান, এই তিনটী গুণ আছে। পরন্তু দোষনিচয়ও আপনার নিকট বলিতেছি, তাহাও আপনি অবধানসহকারে শ্রবণ করুন। রাজন্! আমরা যদি এই বন ছাড়িয়া বনান্তরে যাই, তবে কোনও অদৃষ্ট মুদ্গর দ্বারা আহত হইতে হইবে। তজ্জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান পরিহার করিতে পারি না। আবার ধর্ম্মকার্য্যসমূহে মানুষগণেরই অধিকার আছে, আমাদিগের তাহাতে অধিকার নাই; কি দেবতা, কি অপর কোন জাতি—মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। দূর হইতে জলপূর্ণ জলাশয় সকল দেখিতে পাই বটে, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসেও যদি পিপাসায় কাতর হইয়া তাহার সমীপে যাই, তবে অলক্ষিত মুদ্গর দ্বারা আহত হইতে হয়। দূর হইতে গৃহস্থগণের অন্নব্যঞ্জনসম্পন্ন পাকশালা সকল দেখিতে পাই বটে, কিন্তু সেখানে যাইয়া তাহা ভক্ষণ করিতে পারি না। পক্ষিনিচয়ের কলধ্বনিনাদিত ফলভারাবনত বৃক্ষ সকল দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহা হইতে ফল ভক্ষণ করিতে

৬১ ॥ কিংবা তে বহুনোক্তেন যদ্যৎ কর্ম্ম বিগর্হিতম্। ক্লেশদঞ্চ তদস্মাকং স্বয়মেবোপতিষ্ঠতে ॥ ৬২ ॥ ন ছিদ্রেণ বিনাস্মাকং প্রাণযাত্রা প্রজায়তে। ন জলানি ন চ ছায়া ন যানং ন চ বাহনম্ ॥ ৬৩ ॥ এতস্মাৎ কারণান্নিত্যং ভ্রমামশ্ছিদ্রহেতবে। প্রাপ্তে রাত্রিমুখে রাজন্ন প্রাতর্ন চ বাসরে ॥ ৬৪ ॥ যত্ত্বঃ শংসসি চাস্মাকং খেচরত্বং মহীপতে। ব্যর্থং তদপি ন শ্রেয়ঃ শৃণু, তত্রাপি কারণম্ ॥ ৬৫ ॥ ক্রিয়তে খেচরত্বেন কিং কিং ধর্ম্মং বিনিশ্চয়ৈঃ। যতো ন সিধ্যতে মোক্ষো জাতিস্মৃত্যাদিকং তথা ॥ ৬৬ ॥ তস্মাদ্দোষাদিমে রাজন্ গুণা যদ্যপি কীর্ত্তিতাঃ। প্রেতানাং যান্ সমাশ্রিত্য কাচিৎ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৬৭ ॥ বিষাদো জায়তে ভূয়ো গুণৈরেতৈর্নরাধিপ। অশক্তাঃ প্রেতযোগাদ্বৈ সর্ব্বস্ব শুভকর্ম্মণঃ ॥ ৬৮ ॥ রাজোবাচ। যদি যাস্যামি ভূয়োঽহং গৃহমস্মান্মহাবনাৎ। তৎ করিষ্যামি সর্ব্বেষাং গয়াশ্রাদ্ধমসংশয়ম্ ॥ ৬৯ ॥ তারয়িষ্যামি সর্ব্বাংশ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রযত্নতঃ। অপ্যাত্মদেহদানেন সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ৭০ ॥ যস্মাদ্ধ্বান্তশঙ্কা মে হৃতা যুষ্মাভিরদ্য বৈ। যেন তৎপ্রাপ্য যুষ্মাকমুপকারং করোম্যহম্ ॥ ৭১ ॥ মাংসাদ উবাচ। ইতঃ স্থানান্মহারাজ নাতিদূরে জলাশয়ঃ। অস্তি নানাদ্রুমোপেতশ্চিত্তাহ্লাদকরঃ পরঃ ॥ ৭২ ॥ তস্মাদুদঙ্মুখো গচ্ছ যত্র তে জলপক্ষিণঃ। দৃশ্যন্তে ব্যোমমার্গেণ প্রগচ্ছন্তঃ সমন্ততঃ ॥৭৩॥ সূত উবাচ। অথাসৌ নৃপশার্দ্দূলঃ সমুত্থায় শনৈঃশনৈঃ। সৌম্যাং দিশং সমুদ্দিশ্য প্রতস্থে স তু দুঃখিতঃ ॥ ৭৪ ॥ এবং প্রগচ্ছতা তেন ক্ষুৎপিপাসাকুলেন চ। অদূরাদেব সংদৃষ্টং নীলং দ্রুমকদম্বকম্। ভ্রমমাণৈর্বকৈর্হংসৈঃ সারসৈর্মদ্গুভিস্তথা ॥ ৭৫ ॥ স গত্বা সলিলং তত্র তদ্বাতেন মহীপতিঃ। আহূত ইব শীতেন প্রযযৌ ত্বরয়ান্বিতঃ ॥ ৭৬ ॥ অথাপশ্যন্মনোহারি সৌম্যসত্ত্বনিষেবিতম্। আশ্রমং হ্রদতীরস্থং তাপসৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ৭৭ ॥ পুষ্পিতৈঃ ফলিতৈর্বৃক্ষৈঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্। বিচিত্রৈর্মধুরারাবৈর্নাদিতং বিহগোত্তমৈঃ ॥ ৭৮ ॥ তত্রাপশ্যন্নগাধস্তাত্তপস্বিগণসেবিতম্। শিবধর্ম্মপরং শান্তং

পারি না, কিম্বা তাহার স্নিগ্ধ-ছায়া উপভোগে সমর্থ হই না। এ সম্বন্ধে আপনাকে অধিক আর কি বলিব?—যাহা যাহা ক্লেশদায়ক, তৎসমস্ত স্বয়ংই আসিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। নরগণের কোনও ত্রুটি না পাইলে আমাদিগের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না; জলপান বা যান-বাহনোপভোগ ঘটিয়া উঠে না; সেই জন্যই আমরা নিশামুখে জনগণের ছিদ্রান্বেষণার্থ বহির্গত হই; রাজন্! দিবসে বা প্রত্যূষেও অন্যত্র ভ্রমণ করিতে পারি না। হে মহীপাল! আপনি যে খেচরত্বের কথা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, উহাও আমাদিগের পক্ষে ব্যর্থ,—উহা দ্বারাও আমাদিগের কিছুমাত্র শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয় না। তাহার কারণও শুনুন। আমাদিগের ধর্ম্মাচরণের অধিকার নাই, ধর্ম্ম ব্যতীত প্রেতত্ব হইতে মুক্তিও নাই; সুতরাং জাতিস্মরত্ব, ধর্ম্মাধর্ম্ম-মর্ম্মজ্ঞত্ব কিম্বা আকাশগামিত্ব—এই গুণত্রয় দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্রই উপকার হইতে পারে না; বিশেষতঃ এই সকল গুণ থাকিয়াও তদ্দ্বারা কোন সুফল লাভ করিতে না পারায় অতীব বিষাদ জন্মিয়া থাকে। ৫২—৬৮। রাজা কহিলেন,—আমি যদি এই ঘোর অরণ্য হইতে নিজ ভবনে যাইতে পারি, তবে সকলের উদ্দেশেই গয়াশ্রাদ্ধ করিব; ইহাতে সংশয় নাই। আমি এই আত্মার শপথ করিয়া বলিতেছি—প্রযত্ন সহকারে আত্মদেহ পর্য্যন্ত দান করিয়াও তোমাদিগকে সর্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ করিব। আমার হৃদয়ে যে সন্দেহ ছিল, আজি তোমরা তাহার অপনয়ন করিয়াছ, সেইজন্য আমি গয়াধামে যাইয়া তোমাদিগের উপকার সাধন করিব। মাংসাদ কহিল—মহারাজ! এখান হইতে অনতিদূরেই একটী নানাতরুসমাকীর্ণ মনঃপ্রীতিকর জলাশয় আছে। অতএব এখান হইতে উত্তরমুখে ঐ যেখানে আকাশমার্গে জলপক্ষী সকল উড়িতেছে, সেইখানে প্রস্থান করুন। সূত কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া ক্ষুৎপিপাসাকুল রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সক্লেশে উত্তরাভিমুখে শনৈঃশনৈঃ যাইতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দুর যাইয়াই অদূরে নীল তরুরাজি এবং তদুপরি ভ্রমণশীল বক মদ্গু হংস সারসাদি জলচর পক্ষীদিগকে অবলোকন করিলেন। মহীপাল তখন তত্রত্য শীতল বায়ুদ্বারা আহুত হইয়াই যেন সত্বর গমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি হ্রদতীরবর্ত্তী, সৌম্যসত্ত্ব-সেবিত, তাপসজন-সমাবৃত, পুষ্পিত ও ফলিত তরুনিকরে পরিবৃত, বিচিত্র কলধ্বনি বিহঙ্গগণে নিনাদিত, একটী মনোরম আশ্রম নয়নগোচর করিলেন। দেখিলেন,—সেখানে একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলদেশে তপস্বিগণ-

জৈমিনিং মুনিসত্তমম্ ॥ ৭৯ ॥ অথ গত্বা স রাজেন্দ্রঃ প্রণিপত্য মুনীশ্বরম্। তথান্যানপি তচ্ছিষ্যান্নিপপাত ধরাতলে ॥ ৮০ ॥ তে দৃষ্ট্বাদৃষ্টপূর্ব্বং তং রাজলক্ষণলক্ষিতম্। ধূলিধূসরিতাঙ্গং চ ভস্মাবৃতমিবানলম্ ॥ ৮১ ॥ মন্যমানা মহীপালং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। প্রোচুশ্চ মধুরৈর্ব্বাক্যৈরাশীর্ব্বাদপুরঃসরৈঃ ॥ ৮২ ॥ কুতস্ত্বমনুসম্প্রাপ্তো বনেঽস্মিন জনবর্জ্জিতে। একাকী সুকুমারাঙ্গঃ পদাতিঃ শ্রমবিহ্বলঃ ॥ ৮৩ ॥ পার্থিবস্যেব লিঙ্গানি দৃশ্যন্তে তব ভূরিশঃ। ন বিদ্মো নিশ্চয়ং তস্মাদ্বদাগমনকারণম্ ॥ ৮৪ ॥ অথোবাচ নৃপঃ কৃচ্ছ্রাৎ পিপাসা মাং প্রবাধতে। তস্মাদ্বদত পানীয়ং যৎপীত্বা কীর্ত্তয়াম্যহম্ ॥ ৮৫ ॥ ততস্তৈর্দর্শিতং তোয়ং সমীপে যন্মহীপতেঃ। সোঽপি পীত্বাবগাহ্যাথ বিতৃষ্ণঃ সমপদ্যত ॥ ৮৬ ॥ ততঃ ফলানি পক্বানি তরূণাং পতিতান্যধঃ। সুমৃষ্টানি সমাদায় ভক্ষয়ামাস বাঞ্ছয়া ॥ ৮৭ ॥ ততস্তৃপ্তিং পরাং প্রাপ্য গত্বা জৈমিনিসন্নিধৌ। উপবিষ্টঃ প্রণম্যোচ্চৈস্তথান্যাংশ্চ মুনীন্ ক্রমাৎ ॥ ৮৮ ॥ উবাচ চ নিজাং বার্ত্তাং কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। স পৃষ্টস্তাপসৈঃ সর্ব্বৈঃ সুবিস্ময়সমন্বিতৈঃ ॥ ৮৯ ॥ বিদূরথো মহীপোঽহং মাহিষ্মত্যাং কৃতাস্পদঃ। মৃগলিপ্সুর্বনে ঘোরে প্রবিষ্টঃ সৈনিকৈঃ সহ ॥ ৯০ ॥ ততো মে ভ্রমমাণস্য প্রনষ্টাঃ সর্ব্বসৈনিকাঃ। গুল্মৈরন্তরিতাশ্চান্যে ন জানেঽহং কথং স্থিতাঃ ॥ ৯১ ॥ আসীদ্বয়ো মমাধস্তাজ্জাত্যঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ। সোঽপি কর্ম্মবিপাকেন পঞ্চত্বং সমুপস্থিতঃ ॥ ৯২ ॥ ভ্রমমাণস্ত্বহং প্রাপ্ত আয়ুঃশেষতয়াত্র চ। তদ্ব্রূত কঃ প্রদেশোঽয়ং কিয়দ্দূরে চ মে পুরী ॥ ৯৩ ॥ ততস্তে তাপসাঃ প্রোচুর্বিদ্মহে ন বয়ং পুরীম্। ত্বাং চ দেশং চ তে রাজন্ কোঽয়ং দেশশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৯৪ ॥ নরেন্দ্রৈর্নৈব নঃ কার্য্যং ন দেশৈর্ন পুরৈর্নৃপ। বনেচরা বয়ং নিত্যং শিবারাধনতৎপরাঃ ॥ ৯৫ ॥ সর্ব্বে শীর্ণানি বৃক্ষাণাং পুষ্পাণি চ ফলানি চ। ভক্ষয়ামোঽথ পত্রাণি শরীরস্থিতিহেতুনা ॥ ৯৬ ॥ মানুষৈঃ সহ সংসর্গং সম্ভাষং চ নরাধিপ। ন কুর্ম্মো ন চ পশ্যামো

সেবিত শিবধর্ম্মরত শান্ত মুনিসত্তম জৈমিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ৬৯—৭৯। অতঃপর রাজা অগ্রসর হইয়া মুনিবরকে ও তদীয় শিষ্যদিগকে প্রণাম করিয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। তাঁহারা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রাজলক্ষণযুক্ত ধূলিধূসরিত ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় রাজাকে দেখিয়া মহীপালজ্ঞানে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মধুর বচনে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন,—তুমি এই জনশূন্য বনে পদব্রজে একাকী শ্রমবিহ্বল হইয়া কোথা হইতে আসিলে? তুমি যে অতি সুকুমারশরীর; আর তোমার তো অনেকানেক রাজচিহ্ন দেখিতেছি। সেই জন্য তুমি কে, তাহা বুঝিতেছি না; অতএব তোমার পরিচয় ও আগমনকারণ বল। রাজা এই কথা শুনিয়া অতিকষ্টে কহিলেন,—পিপাসায় আমার বড় ক্লেশ হইতেছে, অতএব জল কোথায় তাহা বলুন; আমি জলপান করিয়া সকল কথা বলিতেছি। পরে মুনিগণ তাঁহাকে সমীপস্থ জলাশয় দেখাইয়া দিলেন। রাজাও সেই জলে অবগাহনপূর্ব্বক জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। তারপর তরুতল হইতে স্বয়ংপতিত সুপক্ব মধুর ফল সকল আহরণপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সম্যক্ তৃপ্ত হইয়া জৈমিনিসমীপে যাইয়া শ্রেষ্ঠতানুসারে সেই মুনিগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলে, পর মুনিগণ সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও নিজকাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৮০—৮৯। আমি মাহীষ্মতীপুরের রাজা বিদূরথ। মৃগয়ার্থ সৈন্যগণসহ ঘোর বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। পরন্তু বনে ভ্রমণ করিতে করিতে গুল্মাদি দ্বারা অন্তরিত হওয়ায় সমস্ত সৈন্যই হারাইয়া গিয়াছে। তাহারা যে কোথায় কিভাবে আছে, তাহা আমি কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি একটী সর্ব্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠজাতীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলাম, কর্ম্মবিপাকে সে অশ্বটীও পথে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। আমার আয়ুঃশেষ হয় নাই বলিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব আপনারা বলুন,—এ কোন্ প্রদেশ এবং এখান হইতে আমার পুরীই বা কতদূর? ৯০—৯৩। এই কথা শুনিয়া তাপসগণ কহিলেন—হে নরেন্দ্র! তুমি, তোমার নগর কিম্বা এই প্রদেশ—ইহার কোনটীরই সংবাদ আমরা রাখি না। রাজা, দেশ, বা নগর ইহার কোনটীতেই আমাদিগের প্রয়োজন নাই। আমরা বনে বিচরণ করত শিবারাধনায় কালাতিপাত করিয়াথাকি। আমরা সকলেই শরীর রক্ষার্থ তরুনিকরের স্বয়ংপতিত পত্র পুষ্প ফল ভক্ষণ করি। মানুষগণ সহ সংসর্গ বা আলাপ এমন কি

গচ্ছামোহন্যত্র দূরতঃ ॥ ৯৭ ॥ একৈকস্য তরোর্মূলে দিবসং বা দিনদ্বয়ম্। তিষ্ঠামো ন ভবেদ্‌যেন মমত্বং তৎসমুদ্ভবম্ ॥ ৯৮ ॥ কারণাত্তব রাজেন্দ্র নিশামেতাং বনস্পতৌ। নেষ্যামোহন্যত্র যাস্যামঃ প্রভাতেহন্যত্র কাননে ॥ ৯৯ ॥ একাকিনং পদাতিং চ বিশস্ত্রং শ্রমবিহ্বলম্। ত্বাং দৃষ্ট্বা ভূপতেহস্মাকং দয়া জাতা ততোহধিকা ॥ ১০০ ॥ একাকী পার্থিবেন্দ্রোহয়ং নেষ্যতে চ কথং নিশাম্। বনেহস্মিন্ মন্ত্রয়িত্বৈবং ততোহত্রৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥১০১॥ তস্মাদত্রৈব নেষ্যামঃ সমেতাঃ শর্ব্বরীমিমাম্। গন্তব্যং প্রাতরুত্থায় ততঃ সর্ব্বৈর্যদৃচ্ছয়া ॥ ১০২ ॥ এবং সংবদতাং তেষাং ভগবাংস্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ। অস্তাচলমনুপ্রাপ্তঃ কুঙ্কুমক্ষোদসন্নিভঃ ॥ ১০৩ ॥ অথ তাংস্তাপসান্ রাজা প্রোবাচ প্রণতঃ স্থিতঃ। সন্ধ্যাকালঃ সমায়াতঃ সাম্প্রতং মুনিসত্তমাঃ। তস্মাৎসন্ধ্যাবিধিঃ কার্য্যঃ সর্ব্বৈরেব যথোচিতঃ ॥ ১০৪ ॥ অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে স চ রাজা তথা দ্বিজাঃ। চক্রুঃ সায়ন্তনং কর্ম্ম যথোদ্দিষ্টং পুরাতনৈঃ ॥ ১০৫ ॥ কামিভিঃ কামিনীলোকৈঃ প্রিয়োৎকৈরভিবাঞ্ছিতা। অসৎস্ত্রীভির্ব্বিশেষেণ সম্প্রাপ্তা রজনী ততঃ ॥ ১০৬ ॥ পীযূষার্ণববেলেব বিষবৃক্ষলতেব চ। উলূকৈশ্চক্রবাকৈশ্চ যুগপদ্‌যা বিলোক্যতে ॥ ১০৭ ॥ উলূকা রাক্ষসাশ্চৌরাঃ কামিনঃ কুলটাঙ্গনাঃ। যাং বাঞ্ছন্তি সদা সোৎকাঃ সুবৃষ্টিমিব কর্ষকাঃ ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে মাংসাদবচনাদ্‌দূষ্যাশ্রমপদং প্রাপ্তস্য বিদূরথস্য মুনিভিঃ সহসংবাদপূর্ব্বকসায়ন্তনকর্ম্মাদিবিধানবর্ণনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১৮॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাস্তস্য ভূপস্য সেবকাঃ। কেচিচ্চ দৈবযোগেন শ্বাপদৈরর্দ্ধভক্ষিতাঃ। ১ ॥ ক্ষুৎপিপাসাতুরা দীনা দুঃখেন মহতান্বিতাঃ। পদপদ্ধতিমার্গেণ যেন যাতঃ স ভূপতিঃ ॥ ২ ॥ তে দৃষ্ট্বা পার্থিবং তত্র দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি সাদরম্। রুদন্তঃ পাদয়োস্তস্য পতিতা হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৩ ॥ ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য ব্যসনং সৈন্যসম্ভবম্। প্রোচুশ্চৈব যথাদৃষ্টমনুভূতং যথাশ্রুতম্ ॥ ৪ ॥ অথ তে তাপসাঃ

তাহাদিগকে অবলোকনও করি না; দেখিলে অন্যত্র দূরে চলিয়া যাই। একস্থানে অধিক দিন থাকিলে মমতা হইতে পারে, সেই জন্য একএকটি বৃক্ষতলে একদিন বা দুইদিন মাত্র বাস করি। হে রাজেন্দ্র! আপনার জন্য এরাত্রি এখানেই তরুতলে যাপন করিয়া প্রাতঃকালে অন্য বনে যাইব। মহারাজ! আপনাকে একাকী নিরস্ত্র, পদাতি ও শ্রমকাতর দর্শনে আমাদের প্রাণে অতীব দয়ার সঞ্চার হইয়াছে; সেই জন্যই আমরা—"এই রাজা একাকী, এবনে কিরূপে রাত্রি যাপন করিব?" "ইহা ভাবিয়া পরস্পর মন্ত্রণায় এইরূপ স্থির করিয়াছি। অতএব অদ্য সকলে মিলিয়া এখানেই রাত্রি যাপন করি; কল্য প্রভাতে যাহার যেমন ইচ্ছা যাওয়া যাইবে। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতেই ভগবান দিবাকর কুঙ্কুমচূর্ণসম অরুণাকারে অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। রাজা তখন সেই তাপসগণকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, অতএব এক্ষণে সকলেরই যথাবিধানে সন্ধ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ। তদনন্তর রাজা এবং সেই মুনিগণ চিরন্তন প্রথানুসারে সায়ন্তনকৃত্য সমাধা করিলেন। ক্রমে কামুক, কামিনীগণ ও বিশেষতঃ অসতীবর্গের বাঞ্ছনীয়া রজনী সমাগতা হইল। উলূক ও চক্রবাকের পক্ষে সেই রজনী যুগপৎ সুধাসাগরবেলা ও বিষবৃক্ষলতার ন্যায় প্রতীয়মানা হইতে লাগিল; কৃষকগণ যেমন উৎসুক হইয়া সুবৃষ্টির প্রার্থনা করে, সেই যামিনীও তেমনি উলূক, রাক্ষস, চৌর, কামী ও কুলটা কামিনীগণের সোৎকণ্ঠ প্রার্থনীয়া হইল ।৯১—১০৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! ইত্যবসরে সেই স্থানে রাজার কতকগুলি অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল ও পথে শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধভক্ষিত অবস্থায় কষ্টেসৃষ্টে দীনভাবে রাজার পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া সেখানে আসিয়াছিল। সেখানে রাজাকে দেখিতে পাইয়া 'কি ভাগ্য! কি ভাগ্য!' বলিয়া সাগ্রহে ও সহর্ষে আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল। পরে

সর্ব্বে স চ রাজা সসেবকঃ। প্রসুপ্তাঃ পাদপস্থাধঃ পর্ণাস্তাস্তীর্য্য ভূতলে ॥ ৫ ॥ ততস্তেষাং প্রসুপ্তানাং সর্ব্বেষাং তত্র কাননে। অতিক্রান্তা সুখেনৈব রজনী সা মহাত্মনাম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ স প্রাতরুত্থায় কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ঃ। তং মুনিং প্রণিপত্যোচ্চৈরনুজ্ঞাপ্য মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭ ॥ নিজৈস্তৈঃ সেবকৈঃ সার্দ্ধং প্রস্থিতঃ স্বপুরীং প্রতি। মাহিষ্মতীং সমুদ্দিশ্য দৃষ্ট্বা মার্গে শনৈঃশনৈঃ ॥ ৮ ॥ ততো নিজগৃহং প্রাপ্য কঞ্চিৎকালং মহীপতিঃ। বিশ্রম্য প্রযযৌ পশ্চাত্তূর্ণং পুণ্যং গয়াশিরঃ ॥ ৯ ॥ তচ্চ কালেন সম্প্রাপ্য স্নাত্বা ধৌতাম্বরঃ শুচিঃ। মাংসাদায় দদৌ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥১০॥ অথাসৌ পৃথিবীপালঃ স্বপ্নান্তে চ দদর্শ তম্। দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্। বিমানবরমারূঢ়ং স্তূয়মানঞ্চ কিন্নরৈঃ ॥১১॥ মাংসাদ উবাচ। প্রসাদাত্তব ভূপাল মুক্তোঽহং প্রেতযোনিতঃ। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাম্প্রতং ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ স প্রাতরুত্থায় হর্ষাবিষ্টো মহীপতিঃ। বিদৈবতং সমুদ্দিশ্য চক্রে শ্রাদ্ধং যথোচিতম্ ॥ ১৩ ॥ সোঽপি তেনৈব রূপেণ তস্য সন্দর্শনং গতঃ। স্বপ্নান্তে ভূমিপালস্য তদ্বচ্চোক্ত্বা দিবং গতঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ প্রাতস্তৃতীয়েঽহ্নি কৃতঘ্নস্য মহীপতিঃ। চক্রে শ্রাদ্ধং যথাপূর্ব্বং শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ১৫ ॥ ততঃ সোঽপি সমায়াতস্তস্য স্বপ্নে মহীপতেঃ। তেনৈব প্রেতরূপেণ দুঃখেন মহতা বৃতঃ ॥ ১৬ ॥ কৃতঘ্ন উবাচ। ন মে গতির্ম্মহারাজ সঞ্জাতা পাপকর্ম্মিণঃ। তড়াগবিত্তচৌরস্য কৃতঘ্নস্য তথৈব চ ॥ ১৭ ॥ তস্মাৎসঞ্জায়তে মুক্তির্যথা মে পার্থিবোত্তম। তথৈব ত্বং কুরুষ্বাদ্য সত্যবাক্যপরো ভব ॥১৮॥ সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরন্তপঃ। সত্যমেব পরং জ্ঞানং সত্যমেব পরং শ্রুতম্ ॥ ১৯ ॥ সত্যেন বায়ুর্ব্বহতি সত্যেন তপতে রবিঃ। সাগরঃ সত্যবাক্যেন মর্য্যাদাং ন বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ২০ ॥ তীর্থসেবা তপো দানং স্বাধ্যায়ো গুরুসেবনম্। সর্ব্বং সত্যবিহীনস্য ব্যর্থং সঞ্জায়তে যতঃ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বে ধর্ম্মা ধৃতাঃ পূর্ব্বমেকত্রাঽন্যত্র চাপ্যৃতম্। তুলায়াং কৌতুকাদ্দেবৈর্জ্ঞাতং তত্র ঋতং গুরু ॥ ২২ ॥

তাহারা রাজসৈন্যগণের দৃষ্টানুভূত ক্লেশসকলের বিবরণ বলিতে লাগিল। তারপর সেই তাপসগণ ও সেবক সহ রাজা সেই স্থলেই বৃক্ষতলে পত্ররচিত শয্যায় নিদ্রিত হইলেন। সেই মহাত্মদিগের সুনিদ্রায়ই রজনী অতিবাহিত হইল। রাজা পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানান্তে পূর্ব্বাহ্নকর্ত্তব্য সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া সেই জৈমিনি মুনিকে ও অপরাপর মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক বারম্বার অনুজ্ঞা লইয়া সেই নিস্তেজ সেবকগণ সহ নিজ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে নানাস্থান দেখিতে দেখিতে শনৈঃশনৈঃ ক্রমে তিনি মাহীষ্মতীপুরে নিজ ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া সত্বর তার সহিত পুণ্য গয়াধামোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ক্রমে সেখানে যাইয়া স্নানান্তে ধৌত বসন পরিধানপূর্ব্বক শুচি হইয়া শ্রদ্ধাপূত চিত্তে মাংসাদ প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করিলেন। সে দিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে,মাংসাদ প্রেত উত্তম বিমানারোহণে দিব্য মাল্য বস্ত্র গন্ধ ও অনুলেপন ধারণপূর্ব্বক কিন্নরগণে স্তূয়মান হইতেছে।১—১১। মাংসাদ কহিল,—রাজন্! আপনার প্রসাদে আমি প্রেতযোনি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমি স্বর্গে যাই; আপনার মঙ্গল হউক। পরদিন প্রাতঃকালে মহীপতি সহর্ষে গাত্রোত্থান করিয়া বিদৈবতের উদ্দেশেও যথোচিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলেন। সেই রাত্রে বিদৈবতও মাংসাদের ন্যায় স্বপ্নে রাজাকে দর্শন দিয়া পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণান্তে স্বর্গে প্রস্থান করিল। রাজা তৎপর দিনও পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি কৃতঘ্নের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলেন। কিন্তু সে দিবস রাত্রে রাজার স্বপ্নাবস্থায় প্রেতরূপী কৃতঘ্ন অতি দুঃখিতভাবে আসিয়া রাজাকে কহিল,—মহারাজ! আমি তড়াগ-বিত্তচোর এবং কৃতঘ্ন, সেই পাপ কর্ম্মের জন্যই আপনি শ্রাদ্ধ করিলেও আমার প্রেতত্ব অপগত হয় নাই। হে পার্থিবোত্তম! সেই পাপ হইতে যাহাতে আমার মুক্তি হয়, আপনি তাহা করুন। আপনি আজি যাহাতে সত্যবাদী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নপরায়ণ হউন। দেখুন, সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা, সত্যই পরম জ্ঞান এবং সত্যই পরম বিজ্ঞানস্বরূপ। সত্যপ্রভাবেই বায়ু বহেন, এবং রবি তাপ দান করেন; সত্যের জন্যই সাগর স্বীয় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। তীর্থসেবা, তপস্যা, দান, বেদাধ্যয়ন, গুরূপাসনা,—এ সমস্তই সত্যহীন মানবের পক্ষে বিফল হইয়া থাকে। পুরাকালে দেবগণ কৌতুকবশে একদিকে সমস্ত ধর্ম্ম এবং এক

তস্মাৎসত্যং পুরস্কৃত্য মাং তারয় মহামতে। এতত্তে পরমং শ্রেয়স্তপসোহপি ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ বিদূরথ উবাচ। কথং তে জায়তে মুক্তির্ব্বদ মে প্রেত সত্বরম্। করোমি যেন তৎকর্ম্ম যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥ ২৪ ॥ প্রেত উবাচ। চমৎকারপুরে ভূপ শ্রীক্ষেত্রে হাটকেশ্বরে। আস্তে পাংসুভিরাচ্ছন্নং কলেভীতং গয়াশিরঃ ॥ ২৫ ॥ অধস্তাৎপ্লক্ষবৃক্ষস্য দর্ভস্থানৈঃ সমন্ততঃ। কালশাকৈস্তথানেকৈস্তিলৈশ্চারণ্যসম্ভবৈঃ ॥ ২৬ ॥ তত্র গত্বা তিলৈস্তৈস্তং তৈঃ শাকৈস্তৈঃ কুশৈস্তথা। শ্রাদ্ধং দেহি দ্রুতং যেন মুক্তিঃ সঞ্জায়তে মম ॥ ২৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স দীনস্য দয়ান্বিতঃ। জগাম তত্র যত্রাস্তে স বৃক্ষঃ প্লক্ষসংজ্ঞকঃ ॥২৮॥ দৃষ্ট্বা শাকাংস্তিলাংস্তাংশ্চ দর্ভাংস্তেন যথোদিতান্। অথনত্তত্র দেশে চ জলার্থে লঘুকূপিকাম্ ॥ ২৯ ॥ ততঃ কৃতম্নমুদ্দিশ্য শ্রাদ্ধং চক্রে যথোদিতম্। আনীয় ব্রাহ্মণান্ শ্রেষ্ঠান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ৩০ ॥ কৃতমাত্রে ততঃ শ্রাদ্ধে দিব্যরূপধরঃ পুমান্। বিমান-বরমারূঢ়ো বিদূরথমথাহব্রবীৎ ॥৩১॥ মুক্তোহহংত্বৎপ্রসাদাচ্চ প্রেতত্বাদ্দারুণাদ্বিভো। স্বস্তি তেহস্তু গমিষ্যামি সাম্প্রতং ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৩২ ॥ সূত উবাচ। ততঃপ্রভৃতি সা তত্র কূপিকা খ্যাতিমাগতা। পিতৃণাং পুষ্টিদা নিত্যং গয়াশীর্ষসমুদ্ভবা ॥ ৩৩। প্রেতপক্ষস্য দর্শায়াং যস্তস্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ। কালশাকেন বিপ্রেন্দ্রাস্তথারণ্যোদ্ভবৈস্তিলৈঃ ॥ ৩৪ ॥ কৃত্তিভৈশ্চ তথা দর্ভৈঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। স প্রাপ্নোতি ফলং কৃৎস্নংকৃতম্নপ্রেততীর্থতঃ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণাস্তথা বর্হিষদশ্চ যে। তত্র সন্নিহিতা নিত্যমাজ্যপাঃ সোমপাস্তথা ॥ ৩৬ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ। কালে বা যদি বাকালে পিতৃণাং তুষ্টয়ে সদা ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিতৃকূপিকাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

দিকে কেবল মাত্র সত্যকে স্থাপনপূর্ব্বক তুলাযন্ত্রে পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছিলেন; তাহাতে তখন সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়াছিল। অতএব হে মহামতে! আপনি সেই সত্যের পুরস্কার করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। ইহাতে আপনার তপস্যাপেক্ষাও অধিক শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে।১২—২৩। বিদূরথ কহিলেন,—হে প্রেত কি করিলে তোমার প্রেতত্বমুক্তি হইতে পারে, অবিলম্বে তাহা আমাকে বল, যদি তাহা অতি দুষ্করও হয়, তথাপি আমি তাহা করিব। প্রেত কহিল,—রাজন্! কলির ভয়ে গয়াশির যাইয়া শ্রীহাটকেশ্বরক্ষেত্রে চমৎকারপুরে একটী প্লক্ষবৃক্ষের নিম্নে ধূলিপটলে সমাবৃত হইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে। উহার উপরিভাগ চতুর্দ্দিকে কুশ, কালশাক ও আরণ্যতিলক্ষেত্রে সমাচ্ছাদিত। আপনি সেখানে যাইয়া আমার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করুন। তাহা হইলে অবিলম্বেই আমার প্রেতত্ব-পরিহার হইবে। রাজা, সেই প্রেতের দীনতাপূর্ণ বাক্যে সদয় হইয়া চমৎকারপুরে সেই প্লক্ষবৃক্ষসমীপে যাইয়া দেখিলেন, সেই স্থান কুশ কালশাক ও তিল দ্বারা সমাবৃতই বটে। তখন তিনি প্রেতের কথামত সেইস্থানে জলের জন্য একটী কূপ খনন করিয়া কৃতঘ্নের উদ্দেশে যথাবিধি বেদবেদাঙ্গপারগ সৎ ব্রাহ্মণদিগকে আনিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলেন। শ্রাদ্ধ শেষ হইলেই এক দিব্যরূপী পুরুষশ্রেষ্ঠ বিমানারোহণে আসিয়া রাজাকে কহিল,—বিভো! আপনার প্রসাদে আমি দারুণ প্রেতযোনি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম; এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি স্বর্গে গমন করি।২৫—৩২। সূত কহিলেন,—সেই হইতে সেই গয়াশীর্ষসমুদ্ভূত কূপ, পিতৃগণের তৃপ্তিসাধক বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! যে ব্যক্তি সেখানে প্রেতপক্ষের অমাবস্যায় তত্রত্য আরণ্য তিল, কালশাক এবং কুশসমূহ কর্ত্তন করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে কৃতঘ্নপ্রেততীর্থের মাহাত্ম্যে সমগ্র ফল প্রাপ্ত হয়। সেখানে অগ্নিষ্বাত্ত বর্হিষদ আজ্যপ ও সোমপ পিতৃগণ নিয়ত অবস্থান করেন। অতএব কালাকালের বিচার না করিয়া সেখানে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য; তাহাতে পিতৃগণের সবিশেষ তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ২৪—৩৭।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্র দাশরথী রামো বনবাসায় দীক্ষিতঃ। ভ্রমমাণো ধরাপৃষ্ঠে সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ। ১। সমায়াতো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যত্র সা পিতৃকূপিকা। তৃষার্ত্তশ্চ শ্রমার্ত্তশ্চ নিষসাদ ধরাতলে। ২। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো ভগবান্ দিননায়কঃ। অস্তাচলং জপাপুষ্পসন্নিভো দ্বিজসত্তমঃ। ৩। ততঃ প্লক্ষনগাধস্তাৎপর্ণান্যাস্তীর্য্য ভূতলে। সায়ন্তনং বিধিং কৃত্বা সুষ্বাপ রঘুনন্দনঃ। ৪। অথাবলোকয়ামাস স্বপ্নে দশরথং নৃপম্। যদ্বৎপূর্ব্বং প্রিয়ালাপসংসক্তং হৃষ্টমানসম্। ৫। ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। বিপ্রানাহূয় তৎসর্ব্বং কথয়ামাস রাঘবঃ। ৬। অদ্য স্বপ্নে ময়া বিপ্রাঃ প্রিয়ালাপপরঃ পিতা। অতিহৃষ্টমনা দৃষ্টঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনঃ। ৭। তৎকীদৃক্ পরিণামোঽস্য স্বপ্নস্য দ্বিজসত্তমাঃ। ভবিষ্যতি প্রভজধ্বং পরং কৌতূহলং যতঃ। ৮। ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। পিতরঃ শ্রাদ্ধকামা যে বৃদ্ধিং পশ্যন্তি বা নৃপ। তে স্বপ্নে দর্শনং যান্তি পুত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্। ৯। তদস্যাং কূপিকায়াং চ স্বয়মেব গয়া স্থিতা। তেন ত্বয়া পিতা দৃষ্টঃ স্বপ্নে শ্রাদ্ধস্য বাঞ্ছকঃ। ১০। তস্মাৎকুরু রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধমত্র যথোদিতম্। নীবারৈঃ শাকমূলৈশ্চ তথারণ্যোদ্ভবৈস্তিলৈঃ। ১১। অথৈবামন্ত্রয়ামাস তান্ বিপ্রান্ রঘুসত্তমঃ। শ্রাদ্ধেষু শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি। ১২। বাঢ়মিত্যেব তে চোক্ত্বা স্নানার্থং দ্বিজসত্তমাঃ। গতাঃ সর্ব্বে সুসংহৃষ্টাঃ স্বকীয়ানাশ্রমান্ প্রতি। ১৩। অথ তেষু প্রয়াতেষু ব্রাহ্মণেষু রঘূত্তমঃ। প্রোবাচ লক্ষ্মণং পার্শ্বে বিনয়াবনতং স্থিতম্। ১৪। শাকমূলফলাদ্যাত্ত শ্রাদ্ধার্থং সমুপানয়। সৌমিত্রানয় বৈদেহী স্বয়ং পচতি ভামিনী। ১৫। তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণস্তূর্ণং জগামারণ্যমেব হি। শ্রাদ্ধার্থমানিনায়াশু ফলানি বিবিধানি চ। ১৬। ধাত্রীফলানি চাম্রাণি চির্ভটানীঙ্গুদানি চ। করীরাণি কপিত্থানি তথৈবাস্তানি ভূরিশঃ। ১৭। ততশ্চ পাচয়ামাস তদগ্রে জনকোদ্ভবা। রামাদেশাৎ স্বয়ং সাধ্বী বিনয়েন সমন্বিতা। ১৮। ততশ্চ কুতপে প্রাপ্তে কালে তে দ্বিজসত্তমাঃ। কৃতাহ্নিকাঃ

বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দশরথনন্দন রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে একদা সেই পিতৃকূপের সমীপে শ্রান্ত ও তৃষার্ত্ত হইয়া উপবেশন করেন। ইতিমধ্যে ভগবান্ দিবাকর জবাপুষ্পাকারে অস্তাচলগমনোন্মুখ হইলেন। রামচন্দ্র তখন সেখানে সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া সেই প্লক্ষতরুতলে পত্রদ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শয়ন করেন। তিনি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে, রাজা দশরথ পূর্ব্ববৎ হৃষ্টচিত্তে প্রিয় আলাপে সংসক্ত রহিয়াছেন। পরদিন রামচন্দ্র সূর্য্যোদয়ের পর বিপ্রগণকে আহ্বান করিয়া সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিলেন। তিনি কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! বিগত রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার পিতা শ্বেতমাল্যানুলেপন ধারণপূর্ব্বক অতীব হৃষ্টমনে প্রিয় আলাপে নিরত রহিয়াছেন। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ! এই স্বপ্নের ফল কিরূপ হইবে আপনারা তাহা বলুন; এবিষয়ে আমার অতীব কৌতূহল হইয়াছে। ১—৮। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—রাজন্! পিতৃগণ ভাবি অভ্যুদয় দেখিলে কিম্বা শ্রাদ্ধ কামনা করিলে এইরূপে পুত্রগণকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া থাকেন, আমরা এরূপ শুনিয়াছি। এই কূপে গয়াশির স্বয়ং অবস্থিত; সুতরাং আমাদিগের বোধ হয়, আপনার পিতা শ্রাদ্ধকামনায়ই আপনাকে দর্শন দিয়াছেন। অতএব হে রঘুবর! আপনি এখানে যথাবিধানে নীবার মূল কালশাক ও আরণ্য তিল দ্বারা তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করুন। এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সেই দ্বিজবরগণকে "আপনারা শ্রাদ্ধকার্য্যে অনুগ্রহ করুন" বলিয়া শ্রাদ্ধার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দ্বিজগণও "তাহাই হইবে" বলিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে স্নানার্থ স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে পর রঘুবর রামচন্দ্র, পার্শ্বে অবস্থিত বিনয়াবনত লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! তুমি শ্রাদ্ধার্থ শাক মূল ফলাদি আহরণ কর; বৈদেহী সীতা নিজেই পাক করিবেন। এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ অবিলম্বে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে শ্রাদ্ধসমাপনার্থ আমলকী, আম্র, চির্ভট, ইঙ্গুদীফল, করীর, কপিত্থ প্রভৃতি বিবিধ ফল বহুল পরিমাণে লইয়া আসিলেন। রামের আদেশে বিনীতা সাধ্বী জনকদুহিতা সীতাদেবী স্বয়ং তৎসমস্ত শ্রাদ্ধোপযোগী করিয়া পাক করিলেন। অতঃপর সেই রামভক্ত দ্বিজগণ

সমায়াতা রামভক্তিসমন্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে সীতা প্লক্ষবৃক্ষান্তরে স্থিতা। আত্মানং গোপয়ামাস যথা বেত্তি ন রাঘবঃ॥ ২০॥ স তাং সীতেতি সীতেতি ব্যাহৃত্যাথ মুহূর্মুহুঃ। স্ত্রীধর্ম্মিণীতি মত্বা তু লক্ষ্মণঃ চেদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥ বৎস লক্ষ্মণ শুশ্রূষাং বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধসম্ভবাম্। পাদপ্রক্ষালনাদ্যাং ত্বং যথাবৎকর্ত্তুমর্হসি ॥ ২২ ॥ বাঢ়মিতেব সম্প্রোক্তো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ। চক্রে সর্ব্বং তথা কর্ম্ম যথা নারী বিচক্ষণা ॥ ২৩ ॥ ততো নির্ব্বর্ত্তিতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেষু গতেষথ। জনকস্য সুতা সাধ্বী তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিতা ॥ ২৪ ॥ তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ সীতাং কোপ-সংরক্তলোচনঃ। প্রোবাচ পরুষৈর্বাক্যৈস্তৎ সমানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৫ ॥ আয়াতেষু দ্বিজাতেষু শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে। ক্ব গতা বদ পাপে ত্বং মাং পরিত্যজ্য দূরতঃ ॥ ২৬ ॥ নৈতদযুক্তং কুলস্ত্রীণাং বিশেষাদত্র কাননে। বিহর্ত্তুং দূরতঃ শূন্যে তস্মাত্ত্যাজ্যাসি মৈথিলি ॥ ২৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভীতা সা জনকোদ্ভবা। উবাচ বেপমানাঙ্গী প্রাঞ্জলিস্ত্যা গিরা ততঃ ॥ ২৮ ॥ ন মামর্হসি কার্য্যেঽস্মিন্ গর্হিতুং রঘুসত্তম। যস্মাদহমতিক্রান্তা স্থানাদস্মাচ্ছৃণুষ্ব তৎ ॥ ২৯ ॥ পিতা তব ময়া দৃষ্টঃ সাক্ষাদ্দশরথঃ স্বয়ম্। ব্রাহ্মণস্য শরীরস্থো দ্বিতীয়শ্চ পিতামহঃ ॥ ৩০ ॥ পিতুঃ পিতামহোঽন্যস্য তৃতীয়স্য রঘূত্তম। ত্রয়াণাং চ তথান্যেষাং ত্রয়োঽন্যে নৃপসন্নিভাঃ ॥ ৩১ ॥ ব্রাহ্মণানাং ময়া দৃষ্টাঃ শরীরস্থাঃ সুহর্ষিতাঃ। মাতামহানহং মন্যে তানপি ত্রীনহং স্ফুটম্ ॥ ৩২ ॥ ততোঽহং লজ্জয়া নষ্টা দৃষ্ট্বা শ্বশুরসঙ্গমান্। যেন ভক্ষ্যাণি ভোজ্যানি পুরা মৃষ্টান্যনেকশঃ ॥ ৩৩ ॥ তথা স্বাদ্যানি লেহ্যানি চোষ্যাণি চ বিশেষতঃ। পিতা তব কথং সোঽদ্য কষায়াণি কটূনি চ। ভক্ষয়িষ্যতি দত্তানি স্বহস্তেন ময়া বিভো ॥ ৩৪ ॥ এতস্মাৎ কারণান্নষ্টা ত্বৎসমীপাদহং বিভো। শ্রাদ্ধকালেঽপি সম্প্রাপ্তে সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ৩৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টাত্মা রামো রাজীবলোচনঃ। সাধুসাধ্বিতি তাং প্রাহ পরিষ্বজ্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো ভুক্ত্বা স্বয়ং রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ। সায়াহ্নে সমনুপ্রাপ্তে সন্ধ্যাকার্য্যং বিধায় চ ॥ ৩৭ ॥ প্রোবাচ লক্ষ্মণং

আহ্নিক সমাধা করিয়া কুতপ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সীতাদেবী সেই প্লক্ষবৃক্ষের অন্তরালে যাইয়া, রাম জানিতে না পারেন এমন ভাবে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিলেন। ১৯—২০। এদিকে রাম তখন "সীতা, সীতা" বলিয়া বারম্বার আহ্বান করিয়াও সীতাদেবীর উত্তর না পাইয়া, সীতাদেবী রজস্বলা হইয়াছেন ভাবিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন,—বৎস লক্ষ্মণ! তুমি এই শ্রাদ্ধে অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনাদি ক্রিয়া কর। সুলক্ষণ লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া বিচক্ষণা নারীর ন্যায় কথিতমত সমস্ত কর্ম্ম করিলেন। অনন্তর শ্রাদ্ধ নিবর্ত্তিত হইল ও ব্রাহ্মণগণ গমন করিলে সাধ্বী জনক-নন্দিনী ঐ স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। রাঘব তাঁহাকে দর্শন করিয়া কোপ-সংরক্ত-লোচনে বার বার পরুষ বাক্যে তিরস্কারপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে পাপে! শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ সমুপস্থিত হইলেন, এ সময় তুই আমার নিকট হইতে কোথায় গিয়াছিলি বল? হে মৈথিলি! দূরদেশে রক্ষকশূন্য অবস্থায় বিশেষতঃ এই কাননে বিচরণ করিতে যাওয়া কুলস্ত্রীগণের কর্ত্তব্য নহে; অতএব তোমাকে পরিত্যাগ করা উচিত। রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা জানকী কম্পিতকলেবরে প্রাঞ্জলিবচনে বলিলেন,—হে রঘুকুলতিলক! এই কার্য্যের জন্য আমাকে তিরস্কার করিবেন না; আমি যে কারণে এই স্থান অতিক্রম করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন,—দেব! আমি ব্রাহ্মণশরীরে আপনার পিতা, সাক্ষাৎ দশরথকে এবং পিতামহ ও প্রপিতামহকে অবলোকন করিয়া অপর ব্রাহ্মণশরীরে আপনার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে হৃষ্টভাবে অবস্থান করিতে দেখিলাম; ইঁহারা সকলেই নৃপসন্নিভ। আমি ঐ শ্বশুরসমভিব্যাহারিগণকে অবলোকন করিয়া লজ্জায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলাম। হে দেব! যিনি সুমিষ্ট বহুবিধ লেহ্য, চূষ্য, খাদ্য ভোজন করিতেন, তিনি অদ্য আমার স্বহস্ত-প্রদত্ত কষায়, কটু অন্ন ভোজন করিবেন কিরূপে? হে বিভো! আমি যে শ্রাদ্ধকালেও আপনার নিকট হইতে অন্তরালে গমন করিয়াছিলাম, ইহাই তাহার কারণ—আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি। রাজীবলোচন রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত ভোজন করিয়া সায়াহ্নে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস!

বৎস পর্ণান্যাস্তীর্য্য ভূতলে। শয্যাং কুরু সমানীয় পাদশৌচায় সজ্জলম্ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা সৌমিত্রিঃ প্রাহ রাঘবম্। নাহং শয্যাং করিষ্যামি পাদপ্রক্ষালনং ন চ ॥ ৩৯ ॥ তথান্যদপি যৎ কিঞ্চিৎকর্ম্ম স্বল্পমপি প্রভো। ত্বাং বা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি কুত্রচিৎ পীড়িতো ভৃশম্ ॥ ৪০ ॥ প্রেষ্যত্বেন রঘুশ্রেষ্ঠ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। সীতায়াঃ কিং সমাদেশং ন কিঞ্চিৎসম্প্রযচ্ছসি। অপি স্বল্পতরং রাম ময়া ত্বং কিং করিষ্যসি ॥ ৪১ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিকৃতং চাপি রাঘবঃ। তুষ্ণীং বভূব মেধাবী হাস্যং কৃত্বা মনাক্ততঃ ॥ ৪২ ॥ ততঃ স্বয়ং সমুত্থায় কৃত্বা স্রস্তরকং শুভম্। সীতয়া ক্ষালিতাঙ্ঘ্রিশ্চ সুষ্বাপ তদনন্তরম্ ॥ ৪৩ ॥ লক্ষ্মণোঽপি বিদূরস্থঃ কোপসংরক্তলোচনঃ। বৃক্ষমূলং সমাশ্রিত্য স্বগুপ্তশ্চিত্তে ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৪৪ ॥ হত্বৈনং রাঘবং সুপ্তং সীতাং পত্নীং বিধায় চ। কিং গচ্ছামি নিজং স্থানং বিদেশং বাপি দূরতঃ ॥ ৪৫ ॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য বহুধা লক্ষ্মণস্য সা। ব্যতিক্রান্তা নিশা বিপ্রাঃ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ততঃ ॥ ৪৬ ॥ ন তস্য নিশ্চয়ো জজ্ঞে তস্মিন্ কৃত্যে কথঞ্চন। কোপাৎপ্রনষ্টনিদ্রস্তু সোঽপি নিঃশ্বসতো মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ঃ। রামঃ সীতাং সমাদায় প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৪৮ ॥ লক্ষ্মণোঽপি ধনুঃ সজ্যং কৃত্বা সন্ধায় সায়কম্। অনুব্রজতি পৃষ্ঠস্থস্তস্য চ্ছিদ্রং বিলোকয়ন্ ॥ ৪৯ ॥ ততো গোকর্ণমাসাদ্য প্রণম্য চ মহেশ্বরম্। প্রতস্থে রাঘবো যাবৎ সৌমিত্রিস্তাবদাগতঃ ॥ ৫০ ॥ বাষ্পপর্য্যাকুলাক্ষশ্চ ব্রীড়য়াধোমুখঃ স্থিতঃ। প্রণম্য শিরসা রামং ততঃ প্রাহ সুদুঃখিতঃ ॥ ৫১ ॥ কুরু মে নিগ্রহং নাথ স্বামিদ্রোহসমুদ্ভবম্। অতিপাপস্য দুষ্টস্য কৃতঘ্নস্য রঘূত্তম ॥ ৫২ ॥ উত্তরাণি বিরুদ্ধানি তব দত্তানি ভূরিশঃ। ময়া বিনাপরাধেন বধোপায়শ্চ চিন্তিতঃ ॥ ৫৩ ॥ ততশ্চ তং পরিষ্বজ্য রামোঽপি নিজবান্ধবম্। বাষ্পক্লিন্নমুখঃ প্রাহ ক্ষান্তং বৎস ময়া তব ॥ ৫৪ ॥ ন তে ত্বত্তঃ প্রিয়ঃ কশ্চিন্মাং মুক্ত্বা বেদ্ম্যহং স্ফুটম্। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামো মার্গং বেলাধিকা ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥ লক্ষ্মণ উবাচ। যদি

পর্ণ আহরণপূর্ব্বক ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করত পাদশৌচাদির জন্য নির্ম্মল জল আনয়ন কর। রাঘবের বাক্যে সৌমিত্রি কুপিত হইয়া বলিলেন,—আমি শয্যাও করিব না,—পাদপ্রক্ষালনের জলও আনিব না—কোন কার্য্যই করিব না। ইহাতে আমাকে যদি প্রহৃত হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, তাহাও যাইব। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি একমাত্র প্রেষ্যত্ব-নিবন্ধন এই কথা আপনাকে বলিতেছি, বলি—সীতাকে কি আপনি কোন আদেশই করিবেন না? আমাকে লইয়া আপনি কি করিবেন? মেধাবী রাঘব লক্ষ্মণের এই বিকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া তিনি স্বীয় শয্যা প্রস্তুত করত উপবেশন করিলে সীতা সতী তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি শয়ন করিলেন। এদিকে লক্ষ্মণ দূরে কোপসংরক্তলোচনে বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি কি সুপ্ত রাঘবকে নিহত করিয়া সীতাকে পত্নীরূপে গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে অথবা দূরদেশে গমন করিব? হে, বিপ্রগণ! তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অতিকষ্টে নিশা অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যের কোন রকম নিশ্চয় হইল না। কোপে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইলে কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয় রাম সীতাকে লইয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণও তখন নিজ ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া তাহাতে সায়ক সন্ধানপূর্ব্বক রামচন্দ্রের ছিদ্রান্বেষণ করিতে করিতে পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র গোকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য মহেশ্বরকে নমস্কারপূর্ব্বক যেমন যেমন গমন করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণও তেমনি তেমনি তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং রামসমীপে উপস্থিত হইয়া বাষ্পাকুলিতনেত্রে লজ্জায় অধোমুখে অবস্থান করত প্রণামপূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিলেন,—হে রঘূত্তম! আমি অতি পাপী, দুষ্ট, কৃতঘ্ন ও স্বামিদ্রোহী, আপনি আমাকে নিগ্রহ করুন। ২১—৫২। হে দেব! আমি আপনার প্রতি বিরুদ্ধ উত্তর প্রদান করিয়াছি; বিনা অপরাধে আপনার বধোপায় চিন্তা করিয়াছি। লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে রাম বাষ্পক্লিন্নবদনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বৎস! আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম হে বৎস! আমা ব্যতীত তোমার আর প্রিয় কেহ নাই ইহা বিশেষরূপে জানি। অতএব আমার সঙ্গে আগমন কর, বেলা অধিক হইয়া

মে নিগ্রহং নাথ ন করিষ্যসি সাম্প্রতম্। প্রাণত্যাগং করিষ্যামি বহ্নাবাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ৫৬ ॥ রামলক্ষ্মণয়োরেবং বদতোস্তত্র কাননে। আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠো মার্কণ্ড ইতি যঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ প্রণম্য তং রামঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ। প্রোবাচ স্বাগতং তেহস্ত কুতঃ প্রাপ্তোহসি সন্মুনে ॥ ৫৮ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। প্রভাসাদহমায়াতঃ সাম্প্রতং রঘুনন্দন। স্বমাশ্রমং গমিষ্যামি ক্ষেত্রেহত্রৈব ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৯ ॥ ময়া রাঘব তত্রাস্তি স্থাপিতঃ প্রপিতামহঃ। তস্যাদ্য দিবসে যাত্রা বহুশ্রেয়ঃপ্রদা স্মৃতা ॥ ৬০ ॥ তস্মাত্ত্বমপি তত্রৈব তূর্ণমেব ময়া সহ। মমাশ্রমপদে স্থিত্বা পশ্য দেবং পিতামহম্ ॥ ৬১ ॥ যেন স্যাঃ সর্ব্বশত্রূণামগম্যস্ত্বং রঘূদ্বহ। জ্যৈষ্ঠপঞ্চদশীযোগে জ্যেষ্ঠপুত্রঃ সমাহিতঃ ॥ ৬২ ॥ যস্তত্র কুরুতে স্নানং তস্য মৃত্যুভয়ং কুত। সাদ্য পঞ্চদশী রাম জ্যৈষ্ঠমাসসমুদ্ভবা। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রসংযুক্তা তস্মাৎ স্নাতুং ত্বমর্হসি ॥ ৬৩ ॥ ততঃ সম্প্রস্থিতং রামং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ লক্ষ্মণঃ। কুরু মে নিগ্রহং তাবদ্গচ্ছ তীর্থং ততঃ প্রভো ॥ ৬৪ ॥ রাম উবাচ। স্থিতেহস্মিন্ মুনিশার্দ্দূলে সমীপে বৎস লক্ষ্মণ। অনর্হা নিষ্কৃতিঃ কর্ত্তুং তস্মাদেনং প্রযাচয় ॥ ৬৫ ॥ লক্ষ্মণ উবাচ। স্বামিদ্রোহে কৃতে ব্রহ্মন্ প্রায়শ্চিত্তং যদীক্ষ্যতে। তন্মে দেহি স্ফুটং যেন কায়শুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৬৬ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মমাশ্রমসমীপেহস্তি সুতীর্থং বালমণ্ডনম্। স্বামিদ্রোহরতাঃ স্নাত্বা মুচ্যন্তে তত্র পাতকৈঃ ॥ ৬৭ ॥ তত্র শক্রো বিপাপ্মাভূদ্ধত্বা গর্ভং দিতেঃ পুরা। বিশ্বস্তায়া বিশেষেণ মাতুঃ কাকুৎস্থসত্তম। তস্মাত্তত্র দ্রুতং গত্বা স্নানং কুরু মহামতে ॥ ৬৮ ॥ ততঃ প্রমুচ্যসে পাপাৎ স্বামিদ্রোহসমুদ্ভবাৎ। অপরং নাস্তি তে দোষো মনসা পাতকং কৃতম্ ॥ ৬৯ ॥ মনস্তাপেন শুধ্যেত মতমেতন্মনীষিণাম্। ত্বয়া তু মনসা দ্রোহঃ কৃতো রামকৃতে যতঃ ॥ ৭০ ॥ ঈদৃক্কাম্নসন্তাপাত্তস্মাচ্ছুদ্ধোহসি লক্ষ্মণ। অপরং শৃণু মে বাক্যং নাস্তি দোষস্তবানঘ ॥ ৭১ ॥ ঈদৃক্

উঠিল। রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন,—হে দেব! আপনি যদি আমায় নিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে আমি আত্মবিশুদ্ধির জন্য বহ্নিতে প্রাণত্যাগ করিব। রামলক্ষ্মণ পরস্পর এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে ঐ স্থানে মহামুনি মার্কণ্ড উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মুনে! কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? রামবাক্যে মুনি বলিলেন,—হে রঘুনাথ! আমি সম্প্রতি প্রভাস তীর্থ হইতে আগমন করিতেছি, এই ক্ষেত্রেই আমার আশ্রম বিদ্যমান। আমি স্বীয় আশ্রমে গমন করিব। আমি আমার আশ্রমসমীপে দেব প্রপিতামহকে স্থাপন করিয়াছি, অদ্য তাঁহার বহু শ্রেয়ঃপ্রদা যাত্রা হইবে, অতএব তুমিও আমার সহিত ঐ স্থানে গমন কর, আমার আশ্রম মধ্যে অদ্য অবস্থান করিয়া দেব পিতামহকে দর্শন করিবে। হে রঘূদ্বহ! ইহাতে তুমি শত্রুগণের দুর্গ্রাহ্য হইবে। জ্যৈষ্ঠমাসীয় পঞ্চদশী তিথিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ইহা দর্শনযোগ্য। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে স্নান করে, তাহার মৃত্যু ভয় থাকে না। হে রাম! অদ্য সেই জ্যেষ্ঠানক্ষত্রসংযুক্তা জ্যৈষ্ঠমাসের পঞ্চদশী, অতএব অদ্য তোমারই ঐ স্থানে স্নান করা উচিত। অনন্তর রাম মুনির সহিত গমন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ বলিলেন,—হে প্রভো! অগ্রে আমার নিগ্রহ করুন; পরে তীর্থগমন করিবেন। লক্ষ্মণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বলিলেন, —হে বৎস লক্ষ্মণ! এই মুনিশার্দ্দূল বিদ্যমান থাকিতে আমার নিগ্রহ করা শোভা পায় না; অতএব তুমি মুনির নিকট ইহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। রামবাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ মুনিবরকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! স্বামিদ্রোহ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত আছে, আপনি আমার প্রতি তাহা আদেশ করুন, ইহাতে আমার কায়শুদ্ধি হইবে। ৫৩—৬৬। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—আমার আশ্রমসন্নিধানে বালমণ্ডন নামে এক তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে স্নান করিলে নর স্বামিদ্রোহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে শক্র বিশ্বস্তা মাতা দিতির গর্ভহত্যা করিয়া ঐ তীর্থে গমনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়াছিলেন। হে কাকুৎস্থসত্তম! সুতরাং সত্বর ঐ তীর্থে স্নান কর। ইহাতে তুমি স্বামি-দ্রোহজনিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিবে। আর তোমার কোন পাপই থাকিবে না। মনে মনে যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সমস্ত পাপ মনস্তাপের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহা মনীষিগণ বলিয়া থাকেন। হে লক্ষ্মণ! তুমি রাম উদ্দেশে মনে মনে যে সকল পাপ করিয়াছ, মনস্তাপ দ্বারাই ঐ সকল পাপ তোমার বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হে লক্ষ্মণ! অন্য

ক্ষেত্রপ্রভাবোঽয়ং সৌভ্রাত্রেণ বিবর্জ্জিতঃ। পঞ্চক্রোশাত্মকে ক্ষেত্রে যে বসন্ত্যত্র লক্ষ্মণ॥ ৭২॥ অপি স্বল্পং ন সৌভ্রাত্রং তেষাং সঞ্জায়তে ক্বচিৎ॥৭৩॥ তাবৎ স্নেহপরো মর্ত্ত্যস্তাবন্মৃদতি কোমলম্। চমৎকারোদ্ভবং ক্ষেত্রং যাবন্ন স্পৃশতেঽঙ্ঘ্রিভিঃ॥৭৪॥ যেঽস্তেঽপি নিবসন্ত্যত্র পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। তেঽপি সৌহার্দ্দনির্ম্মুক্তাঃ সস্পর্দ্ধা ইতরেতরম্॥ ৭৫॥ কস্যচিৎ কেনচিৎ সার্দ্ধং সৌহার্দ্দং নৈব বিদ্যতে। তস্মান্নৈবাস্তি তে দোষ ঈদৃক্ ক্ষেত্রগুণসংস্থিতিঃ॥ ৭৬॥ তথাপি যদি তে কাচিচ্ছঙ্কা চিত্তে ব্যবস্থিতা। তৎ স্নানং কুরু গত্বা তু তস্মিংস্তীর্থে সুশোভনে॥ ৭৭॥ যত্র শক্রো বিপাপ্মাভূদ্দ্রোহং কৃত্বা সুদারুণম্। বিশ্বস্তায়া দিতেঃ পূর্ব্বং গর্ভপাতসমুদ্ভবম্॥ ৭৮॥ এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্গত্বা তত্র দ্বিজোত্তমাঃ। তীর্থে স্নানাচ্চ সম্পন্নো বিশুদ্ধঃ শক্রসেবিতে॥ ৭৯॥ রামোঽপি তত্র গত্বাশু মার্কণ্ডেয়বরাশ্রমে। স্নানং কৃত্বা যথান্যায়ং দদর্শাথ পিতামহম্। জগামাথ দিশং যাম্যাং সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ॥ ৮০॥ তৎপ্রভাবাজ্জঘানাথ খরাদীন্ রাক্ষসোত্তমান্। তথা বৈ রাবণং রৌদ্রং মেঘনাদসমন্বিতম্॥ ৮১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বালমণ্ডনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। মার্কণ্ডেন কদা তত্র স্থাপিতঃ প্রপিতামহঃ। কস্মিন স্থানে কৃতস্তেন স্বাশ্রমো মুনিনা বদ॥ ১॥ সূত উবাচ। মৃকণ্ডাখ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠ আসীদ্বেদবিদাংবরঃ। চমৎকারপুরাভ্যাশে বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ॥ ২॥ শান্তাত্মা নিয়মোপেতশ্চকার সুমহত্তপঃ। তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য বানপ্রস্থস্য চাশ্রমে॥ ৩॥ পশ্চিমে বয়সি প্রাপ্তে পুত্রো জজ্ঞে সুশোভনঃ। সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভঃ॥ ৪॥ মার্কণ্ড ইতি নামাথ তস্য চক্রে পিতা স্বয়ম্। সোঽতীব ববৃধে বালস্তস্মিন্নাশ্রম উত্তমে। শুক্লপক্ষং সমাসাদ্য তারাপতিরিবাম্বরে॥৫॥ বর্দ্ধমানস্য তস্যৈবমতীতাঃ পঞ্চ বৎসরাঃ। বালক্রীড়াপ্রসক্তস্য

আর একটী কথা শ্রবণ কর, এ বিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই। এই ক্ষেত্রের প্রভাবে ঐরূপ ঘটিয়াছে, এই ক্ষেত্র সৌভ্রাত্রবর্জ্জিত। এই পঞ্চক্রোশাত্মক ক্ষেত্রে যাহারা বাস করিতেছে, তাহাদের স্বপ্নেও সৌভ্রাত্র নাই। মানব যতক্ষণ না এই চমৎকারোদ্ভব ক্ষেত্র অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা সৌভ্রাত্রযুক্ত স্নেহপর ও কোমলতাবিশিষ্ট থাকে। এখানে যে সকল পশুপক্ষী, ও মৃগ বাস করিতেছে, তাহারাও সৌহার্দ্দবর্জ্জিত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়াছে। এখানে কাহারও সহিত কাহার সৌহার্দ্দ নাই। অতএব তোমার ইহাতে কোন দোষ নাই, ক্ষেত্রপ্রভাবেই ইহা সজ্ঘটিত হইয়াছে। ইহাতেও যদি তোমার মনে কোন আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তুমি যেখানে স্নান করিয়া শক্র বিশ্বস্তা দিতির গর্ভপাতসমুদ্ভব সুদারুণ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ঐ সুশোভন তীর্থে গমন করিয়া তাহাতে স্নান কর। হে দ্বিজোত্তমগণ! মুনি এই কথা বলিলে সৌমিত্রি শক্রসেবিত তীর্থে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিলেন। রামও ঐ তীর্থে যথাবিধি স্নান সমাপন করিয়া পিতামহ দেবকে দর্শনপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পুনরায় দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ দেবপিতামহপ্রভাবে তিনি সমেঘনাদ রাবণ ও খরাদি রাক্ষসকে নিহত করিলেন। ৬৭—৮১।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২০।

একবিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—মহামুনি মার্কণ্ড কোন্ সময় ঐ ক্ষেত্রে পিতামহ দেবকে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং কোন্ স্থানেই বা তিনি স্বীয় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আপনি ইহা বলুন! সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মৃকণ্ড নামে এক বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি চমৎকারপুরসন্নিধানে বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থান করিতেন। তিনি শান্তাত্মা ও নিয়মোপেত হইয়া মহৎ তপ অনুষ্ঠান করেন। বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে করিতে অতীত বয়সে সর্ব্বসুলক্ষণ পূর্ণচন্দ্রনিভ তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি পুত্রের নাম রাখেন মার্কণ্ড। ঐ আশ্রমে অম্বরস্থ তারাপতির ন্যায় বালক মার্কণ্ড বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালক্রীড়াপ্রসক্ত

পিতুরুৎসঙ্গবর্ত্তিনঃ॥ ৬ ॥ কস্যচিত্বথ কালস্য কশ্চিত্তত্র সমাগতঃ। সামুদ্রিকস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা জ্ঞানবিধানভূঃ॥ ৭ ॥ স তং শিশুং সমালোক্য নখাগ্রান্মূর্দ্ধজাবধিম্। বিস্ময়োৎফুল্লনয়ন ঈষদ্ধাস্য-মথাকরোৎ॥ ৮ ॥ মৃকণ্ডোঽপি সমালোক্য জ্ঞানিনং সস্মিতাননম্। পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতঃ কিঞ্চিত্তুষ্টেন চেতসা॥ ৯ ॥ মৃকণ্ড উবাচ। কস্মাত্বং বিপ্রশার্দ্দূল বীক্ষ্যেমং মম দারকম্। সুচিরং বিস্ময়াবিষ্ট-স্ততোঽভূঃ সস্মিতাননঃ॥ ১০ ॥ সূত উবাচ। অসকৃত্তেন সংপৃষ্টঃ সকৃদ্ ব্রাহ্মণসত্তমঃ। ততশ্চ কথয়ামাস হাস্যকারণমেব হি॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। লক্ষণানি শিশোরস্য দৃশ্যন্তে যানি সন্মুনে। গাত্রস্থানি ভবেৎ সত্যং তৈঃ পুমানজরামরঃ॥ ১২ ॥ অস্য ভাবি পুনশ্চাস্মাদ্দিবসান্নিধনং শিশোঃ। ষড়্ভির্ম্মাসৈর্ন সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥ ১৩ ॥ এবং জ্ঞাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুরুষ্বাস্য হিতং চ যৎ। ইহ লোকে পরে চৈব বালকস্য মমাজ্ঞয়া॥ ১৪ ॥ এবমুক্ত্বা স বিপ্রেন্দ্রো জগামাভীপ্সিতাং দিশম্। মৃকণ্ডোঽপি ততস্তস্য চক্রে মৌঞ্জীনিবন্ধনম্॥ ১৫ ॥ অকালেঽপি কুমারস্য কিঞ্চিদ্ধ্যাত্বা নিজে হৃদি। কারণং কারণজ্ঞঃ স ততঃ প্রোবাচ তং সুতম্॥ ১৬ ॥ যং কঞ্চিদ্বীক্ষসে পুত্র ভ্রমমাণং দ্বিজোত্তমম্। তস্যাবশ্যং ত্বয়া কার্য্যং বিনয়াদভিবাদনম্॥ ১৭ ॥ এবং তস্য ব্রতস্থস্য ষণ্মাসা দিবসৈস্ত্রিভিঃ। হীনাঃ স্যুর্ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং নমস্কারপরস্য চ॥ ১৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা অগ্নিতীর্থপরায়ণাঃ। সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতো যত্র মার্কণ্ডো ধৃতমেখলঃ॥ ১৯ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা স মুনীন্ সর্ব্বান্নমশ্চক্রে মুনেঃ সুতঃ। দীর্ঘায়ুর্ভব তৈরুক্তঃ সর্ব্বৈরপি পৃথক্পৃথক্॥ ২০ ॥ অথ তং বালভাবেন কৌতুকাদ্ব্রহ্মচারিণঃ। চিরং দৃষ্ট্বাব্রবীদ্বাক্যং বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২১ ॥ সর্ব্বৈরেষ শিশুঃ প্রোক্তো দীর্ঘায়ুরিতি সাদরম্। তৃতীয়েঽহ্নি পুনঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যত্যয়মসংশয়ম্॥ ২২ ॥ তন্ন যুক্তং ভবেদীদৃগস্মাকং বচনং দ্বিজাঃ। তস্মাত্তৎ ক্রিয়তাং কর্ম্ম যেনায়ং স্যাচ্চিরায়ুধুক্॥ ২৩ ॥ ততো মিথঃ সমালোচ্য সর্ব্বে তে মুনিপুঙ্গবাঃ। প্রোচুর্ন জীবনোপায়ো ভবেন্মুক্ত্বা পিতামহম্॥ ২৪ ॥ তস্মাত্তস্য

পিতৃ-উৎসঙ্গবর্ত্তী বালকের ক্রমে পঞ্চম বর্ষ অতীত হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সামুদ্রিকবেত্তা ঐ স্থানে আগমন করিলেন। ঐ সামুদ্রিক বালকের নখাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে ঈষৎ হাস্য করিলেন। মুনি মৃকণ্ডুও তাঁহাকে ঐ ভাবে হাসিতে দেখিয়া বিনয়পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন।—হে বিপ্রশার্দ্দূল! কিজন্য আপনি আমার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টভাবে হাসিতেছেন? সূত বলিলেন,—সেই গণক ব্রাহ্মণ মুনিকর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্য কারণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে মুনে! এই বালকের যেরূপ গাত্রস্থ লক্ষণ সকল দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়,—এই বালক নিশ্চিতই অজরামর হইবে। কিন্তু অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে এই বালকের মৃত্যু ঘটিবে, ইহা আমি সত্য বলিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার বাক্যে এ বালকের ইহকাল ও পরকালের যাহাতে হিত হয়, এরূপ বিধান করুন। এই কথা বলিয়া ঐ গণক ব্রাহ্মণ অভিলাষিত দিকে প্রস্থান করিলেন। এদিকে মৃকণ্ডুও কুমারের বিষয় হৃদয়ে চিন্তা করিয়া অকালেই তাহার মৌঞ্জীবন্ধন সমাপন করিলেন। পুত্রের মৌঞ্জীবন্ধন শেষ করিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন।—হে পুত্র! তুমি যে কোন ব্রাহ্মণকে ভ্রমণ করিতে দেখিবে, অবশ্যই তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। বালক এইরূপ ব্রত অবলম্বন করিল তাহার ষণ্মাস পূরণ হইতে আর তিন দিন অবশিষ্ট থাকিল। এই সময়ে অগ্নিতীর্থপরায়ণ মহর্ষিগণ, যেখানে ধৃতমেখল মার্কণ্ড অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া মুনিসুত মার্কণ্ড তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। মার্কণ্ড তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাকে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ১—২০। অনন্তর বশিষ্ঠ বালককে বহুক্ষণ অবলোকনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিগণকে কৌতুক করিয়া বলিলেন।—সকলেই এই বালককে দীর্ঘায়ু বলিলেন, কিন্তু দেখিতেছি,—এ যে অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে নিঃসংশয় প্রাণত্যাগ করিবে। হে দ্বিজগণ! আমাদের এই আশীর্ব্বাদ উপযুক্ত হয় নাই;—সুতরাং এই বালক যাহাতে চিরায়ু হয়, আমরা সেইরূপ কার্য্য করি! অনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে, দেব পিতামহ ব্যতিরেকে ইহার জীবনোপায় আর কিছুই দেখা যায় না। অতএব

পুত্রো নীত্বা বালোঽয়ং ক্ষীণজীবিতঃ। ক্রিয়তাং তস্য বাক্যেন যথা স্যাচ্চিরজীবভাক্ ॥ ২৫ ॥ ততস্তে সমাদায় সত্বরং ব্রহ্মচারিণম্। ব্রহ্মলোকং সমাজগ্মুস্ত্যক্তা তীর্থপরাক্রমম্ ॥ ২৬ ॥ ততঃ প্রণম্য তং দেবং বেদোক্তৈঃ স্তবনৈর্দ্বিজাঃ। স্তুত্বাথ সবিধে তস্য নিষেতুস্তদনন্তরম্ ॥ ২৭ ॥ তেষামনন্তরং সোঽপি নমশ্চক্রে পিতামহম্। বালঃ প্রোক্তশ্চ দীর্ঘায়ুর্ভবেতি চ স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৮ ॥ অথোবাচ মুনীন্ সর্ব্বান বিশ্রান্তান্ পদ্মযোনিজঃ। কুতো যূয়ং সমায়াতাঃ সাম্প্রতং কেন হেতুনা ॥ ২৯ ॥ প্রোচ্যতাং চাপি যৎকৃত্যং যুষ্মাকং ক্রিয়তেঽধুনা। মদগৃহে সম্প্রয়াতানাং কোঽয়ং বালোঽপি সদ্ব্রতী ॥ ৩০ ॥ মুনয়ঃ উচুঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন ভ্রমমাণা মহীতলম্। চমৎকারপুরাভ্যাশে বয়ং প্রাপ্তাঃ পিতামহ ॥ ৩১ ॥ তত্রানেন বয়ং দেব বালকেনাভিবাদিতাঃ। ক্রমাৎ সর্ব্বৈরপি প্রোক্তো দীর্ঘায়ুরিতি সাদরম্ ॥ ৩২ ॥ এতস্য তু পুনঃ শেষমায়ুষো দিবসত্রয়ম্। বিদ্যতে বিবুধশ্রেষ্ঠ ব্রীড়িতাস্তেন বৈ বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ ততশ্চৈনং সমাদায় বয়ং প্রাপ্তাস্তবান্তিকম্। ভবতাপি তথা প্রোক্তো দীর্ঘায়ুর্বালকোঽপ্যয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ তস্মাদ্যথা বয়ং সত্যা ভবতা সহ পদ্মজ। ভবাম কুরু তৎকৃত্যমেতস্মাদাগতা বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং পদ্মসম্ভবঃ। প্রোবাচ প্রহসন্ বাক্যং সমাদায় চ বালকম্ ॥ ৩৬ ॥ মৎপ্রসাদাদয়ং বালো জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো বেদবিদ্যাবিচক্ষণঃ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাৎ প্রাপ্নুয়ণীপৃষ্ঠং ব্রজধ্বং মুনিসত্তমাঃ। বালমেনং সমাদায় তস্মিন্নেবাস্য মন্দিরে ॥ ৩৮ ॥ যাবদস্য পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রদর্শনবিহ্বলঃ। ন যাতি নিধনং সার্দ্ধং ধর্ম্মপত্ন্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৯ ॥ অথায়াতাশ্চ তং বালং সর্ব্বে তে মুনিসত্তমাঃ। আগত্য বসুধাপৃষ্ঠং তস্যৈবাশ্রমসন্নিধৌ ॥ ৪০ ॥ অমুঞ্চন্নগ্নিতীর্থে তং সমাভাষ্য ততঃ পরম্। তীর্থযাত্রা কৃতে পশ্চাজ্জগ্মুরন্যত্র সত্বরম্ ॥ ৪১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো মৃকণ্ডঃ সুতবৎসলঃ। নাপশ্যৎ স্বসুতং পশ্চাদ্বিললাপ সুদুঃখিত ॥ ৪২ ॥ অহো মে তনয়োঽভীষ্টঃ কথমদ্য ন দৃশ্যতে। কূপান্তঃপতিতঃ

এই ক্ষীণজীবী বালককে তাঁহার সম্মুখে লইয়া গিয়া ইহাকে চিরজীবী করা যাউক। এই স্থির করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মচারী বালককে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা প্রণামপূর্ব্বক বেদোক্ত স্তব দ্বারা স্তব করিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন। মুনিগণ পিতামহকে প্রণাম করিলে অনন্তর বালকও তাঁহাকে প্রণাম করিল। বালক প্রণাম করিলে পিতামহ তাহাকে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদান্তে তিনি বিশ্রান্ত মুনিগণকে বলিলেন,—হে মুনিগণ! কোথা হইতে কিজন্য আপনারা এখানে আগমন করিলেন? আপনাদের কার্য্য কি? তাহা বলুন, আমি করিতেছি। আপনাদের সঙ্গে এই বালক কিজন্য আগমন করিয়াছে? পিতামহ এই কথা বলিলে মুনিগণ বলিলেন,—হে পিতামহ! আমরা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে মহীতলে পর্য্যটন করিতে করিতে চমৎকারপুর-সন্নিধানে উপস্থিত হই। ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে এই বালক আমাদিগকে অভিবাদন করে, আমরা সকলেই উহাকে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া সাদরে আশীর্ব্বাদ করি। তখন এই বালকের আয়ু তিন দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে ইহা জানিতে পারিয়া আমরা লজ্জিত হইলাম। এই জন্য এই বালকে সঙ্গে লইয়া আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনিও এই বালককে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হে পদ্মজ! আপনার সহিত আমরা যাহাতে সত্যবাক্ হই, আপনি তাহা করুন, এই জন্যই আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ২১—৩৫। সূত বলিলেন,—মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা হাস্যপূর্ব্বক বালককে লইয়া বলিলেন,—আমার প্রসাদে এই বালক জরা-মৃত্যু-বর্জ্জিত ও বেদবিদ্যা-বিশারদ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে মুনিসত্তমগণ! এই বালকের বৃদ্ধ পিতা পুত্রদর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল হইয়া পত্নীর সহিত প্রাণত্যাগ করিতে না-করিতে আপনারা এই বালককে লইয়া ধরণীতলে ইহাদের গৃহে গমন করুন। বিধাতা এই কথা বলিলে তাঁহারা বালককে লইয়া বসুধাপৃষ্ঠে আগমন করত অগ্নিতীর্থে ঐ বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন। এদিকে পুত্রবৎসল মৃকণ্ডু পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হায়! আমার প্রাণাধিক পুত্রকে, কেন আজ দেখিতে পাইতেছি না! সে কি কূপমধ্যে পতিত হইল?

কিং স্থ কিং ব্যাঘ্রৈর্ব্বা নিপাতিতঃ। ৪৩। কৃত্বা মাং দুঃখসন্তপ্তং মাতরং চাপি পুত্রকঃ। প্রস্থিতো দীর্ঘমধ্বানং বিরুদ্ধং কৃতবান্ বিধিঃ ॥ ৪৪ ॥ পশ্য ব্রাহ্মণি পাপেন ময়া দুষ্কৃতকারিণা। ন বালস্য মুখং দৃষ্টং প্রস্থিতস্য যমালয়ে। ৪৫। কথিতং জ্ঞানিনা তেন মম পূর্ব্বং মহাত্মনা। ষড়্ভির্ম্মাসৈঃ সুতস্তেঽয়ং দেহত্যাগং করিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ সোঽহং পুত্রস্য দুঃখেন সাধ য়িষ্যে হুতাশনম্। যাবচ্ছোকাগ্নিনা কায়ো দহ্যতে ন বরাননে ॥ ৪৭। ব্রাহ্মণ্যুবাচ। মমাপি মতমেতদ্ধি যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্। তৎ কিং চিরয়সি ব্রহ্মন্ শীঘ্রং দারুণি চানয় ॥ ৪৮ ॥ যেনাহং ভবতা সার্দ্ধং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্। পুত্রশোকেন সন্তপ্তা সুভৃশং দুঃখশান্তয়ে ॥ ৪৯ ॥ সূত উবাচ। এবং তয়োঃ প্রবদতোর্দ্দম্পত্যোর্দ্বিজসত্তমাঃ। আজগামাথ সংহৃষ্টঃ স বালঃ সন্নিধিং তয়োঃ। ৫০ ॥ তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণো হৃষ্টো ব্রাহ্মণ্যা সহিতস্তদা। আনন্দাশ্রুপ্লুতাক্ষোঽথ সম্মুখস্তমুপাদ্রবৎ ॥ ৫১ ॥ ভূয়োভূয়ঃ পরিষ্বজ্য সভার্য্যঃ পৃষ্টবাংস্তদা ॥ ক গতঃ স্বাশ্রমাদ্ বৎস চিরাৎ কস্মাদিহাগতঃ ॥ ৫২ ॥ শোকার্ণবে পরিক্ষিপ্য মাং সভার্য্যং বয়োঽধিকম্। তস্মাৎ পুত্রক ভূয়স্ত্বমীদৃক্কর্ম্ম করিষ্যসি ॥ ৫৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। অত্রাদ্য মুনয়ঃ প্রাপ্তা ময়া তে চাভিবাদিতাঃ। ক্রমেণ বিনয়াত্তাত স্মরমাণেন তে বচঃ ॥ ৫৪ ॥ দীর্ঘায়ুর্ভব তৈরুক্তং সর্ব্বৈরেব দ্বিজোত্তমৈঃ। দৃষ্ট্বা মাং বিস্ময়াবিষ্টৈর্বালকং ব্রতিনম্বিতো ॥ ৫৫ ॥ অথ তাত সমালোক্য তেষাং মধ্যগতো মুনিঃ। বসিষ্ঠস্তান্মুনীন্ সর্ব্বান্ প্রোবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৫৬ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। দীর্ঘায়ুর্ভব যঃ প্রোক্তো যুষ্মাভির্মুনিপুঙ্গবাঃ। তৃতীয়ে দিবসে সোঽহং বালঃ পঞ্চত্বমেষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ ততস্তে মুনয়ো ভীতা অসত্যাত্তাত তৎক্ষণাৎ। সমাদায় যযুস্তত্র যত্র ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥ নমস্কৃতেন তেনাপি প্রোক্তোঽহং পদ্মযোনিনা। দীর্ঘায়ুর্ভব পৃষ্টশ্চ কুতস্ত্বমিহ চাগতঃ ॥ ৫৯ ॥ অথ তৈর্ম্মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্বৃত্তান্তং তস্য কীর্ত্তিতম্। আশীর্ব্বাদোদ্ভবং প্রোক্তং ততো বয়মিহাগতাঃ ॥ ৬০ ॥ যথায়ং বালকো দেব

না কোন হিংস্রজন্তু তাহাকে গ্রাস করিল! আমাকে এবং তাহার মাতাকে দুঃখ-সন্তপ্ত করিয়া পুত্র আমার দূর পথে গমন করিয়াছে! হা বিধে! তুমি এ কি বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে? দেখ, ব্রাহ্মণি! পুত্র আমার যমালয়ে গমন করিয়াছে, আমি অতি পাপী ও দুষ্কৃতকারী, সেই জন্য মৃত্যুকালে বাছার আমার বদন-কমল দর্শন করিতে পারিলাম না! সেই জ্ঞানী সামুদ্রিকবিদ্ আমায় বলিয়াছিলেন,—ছয় মাসের মধ্যে তোমার পুত্র দেহত্যাগ করিবে। অয়ি বরাননে! শোকাগ্নি আমায় দাহ করিতে না-করিতে আমি বহ্নি-প্রবেশ করিয়া পুত্রশোক হইতে অব্যাহতি লাভ করি। স্বামীর শোক-বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন,—হে দেব! আপনি যাহা বলিলেন, আমিও তাহাই করি; হে স্বামিন্! কিজন্য আর বিলম্ব করিতেছেন, শীঘ্র কাষ্ঠ আনয়ন করুন, আপনার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পুত্র-শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের দুঃখ শান্তি করি। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! দ্বিজদম্পতি এইরূপে মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এমন সময়ে বালক হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতনয়নে পুত্রের নিকট দৌড়িয়া গিয়া বার বার আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—বৎস! এই বৃদ্ধ পিতামাতাকে শোকার্ণবে নিক্ষেপ করিয়া আশ্রম হইতে কোথায় গিয়াছিলে? এত বিলম্ব করিয়া কোথা হইতে আগমন করিলে? অয়ি পুত্র! এমন করিয়া আর কখনও গমন করিও না। ৩৬—৫৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে তাত! অদ্য এখানে মুনিগণ আগমন করিয়াছিলেন, আপনার বাক্যানুযায়ী আমি তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলাম। তাঁহারা আমাকে বালকব্রতী দেখিয়া "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্যগত মহামুনি বসিষ্ঠ আমাকে বিশেষরূপে অবলোকনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে মুনিগণকে বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা এই বালককে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন বটে; কিন্তু এই বালক যে অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, তাহার কি? হে তাত! তখন মুনিগণ বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া অসত্যভয়ে ভীত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা আমাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া আমি বিধাতাকে প্রণাম করিলে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া তিনিও আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—কোথা হইতে তুমি এখানে আগমন করিলে? অনন্তর মুনিগণ বিধাতাকে আশীর্ব্বাদোদ্ভব সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন; প্রদান করিয়া বলিলেন,—হে দেব! এই জন্যই আমরা এখানে

ত্বৎপ্রসাদাৎ পিতামহ। দীর্ঘায়ুর্জায়তে লোকে তথা ত্বং কর্তুমর্হসি। ৬১। ততোঽহং ব্রহ্মণা তাত জরামরণবর্জিতঃ। বিহিতঃ প্রেষিতস্তূর্ণং স্বগৃহং প্রতি তৈঃ সমম্। ৬২। তে তু মাং মুনয়োঽত্রৈব প্রমুচ্যাশ্রমসন্নিধৌ। স্নানার্থং বিবিশুঃ সর্বে হ্রদে-ঽত্রৈব সুশোভনে। ৬৩। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মৃকণ্ডো হর্ষসংযুতঃ। প্রযযৌ সত্বরং তত্র যত্র তে মুনয়ঃ স্থিতাঃ। ৬৪। প্রণম্য তানুনীন সর্বান্ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। প্রোবাচ বঃ প্রসাদেন কুলং মে বৃদ্ধিমাগতম্। ৬৫। সাধু প্রোক্তমিদং কৈশ্চিদাচার্যৈ-র্মুনিসত্তমাঃ। সাধুলোকং সমাশ্রিত্য বিখ্যাতং চ জগত্রয়ে। ৬৬। সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ। ৬৭। তস্মাদতিথয়ঃ প্রাপ্তা যূয়ং সর্বেঽদ্য মে গৃহম্। প্রকরোমি কিমাতিথ্যং প্রোচ্যতাং দ্বিজসত্তমাঃ। ৬৮। ঋষয় ঊচুঃ। এতদেব মুনেঽস্মাকমাতিথ্যং কোটি-সম্মিতম্। অল্পায়ুরপি তে বালো যজ্জাতো মৃত্যু-বর্জ্জিতঃ। ৬৯। মৃকণ্ড উবাচ। মৃত্যুনা-

আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে দেব! যাহাতে এই বালক আপনার প্রসাদে দীর্ঘজীবী হয়, আপনি তাহা করুন। হে তাত! অনন্তর ব্রহ্মা আমাকে জরা-মরণবর্জ্জিত দীর্ঘায়ু করিয়া তাঁহাদের সহিত গৃহে প্রেরণ করিলেন। ঐ মুনিগণ আমাকে আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিয়া স্নানার্থ হ্রদে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মৃকণ্ড, যেস্থানে মুনিগণ মার্কণ্ডেয়কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে শীঘ্র গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং বলিলেন,—হে মুনিগণ! আপনাদের প্রসাদে আমার কুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। হে মুনিসত্তমগণ! আচার্য্যগণ এইরূপ সাধুবাক্য বলেন যে, সাধুলোক আশ্রয় করিয়া ত্রিলোক-বিখ্যাত হওয়া যায়; সাধুদিগের দর্শনে পুণ্য, এবং সাধুগণ তীর্থস্বরূপ। তীর্থফল কালে ফলিত হয়, কিন্তু সাধুসমাগম সদ্যঃফলপ্রদ। আপনারা সাধু, অদ্য অতিথিরূপে আমার গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি আপনাদের কিরূপে আতিথ্য করিব, তাহা বলুন। মৃকণ্ডের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণ বলিলেন,—হে মুনে! অল্পায়ু পুত্র যে মৃত্যুবর্জ্জিত হইয়াছে, আমাদের ইহাই যথেষ্ট আতিথ্য।

র্নিজিতং বালমস্মদীয়ং মুনীশ্বরাঃ। ভবদ্ভিরদ্য সংরক্ষ্য কুলং কৃৎস্নং সমুদ্ধৃতম্। ৭০। ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা। নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ। ৭১। তস্মাৎ কৃতঘ্নতাদোষো ন স্যান্মম মুনীশ্বরাঃ। যথা কার্য্যং ভবদ্ভিশ্চ তথা সর্ব্বৈর্ন সংশয়ঃ। ৭২। ঋষয় ঊচুঃ। যদি প্রত্যুপকারায় মন্যসে ত্বং দ্বিজোত্তম। গৃহং কুরুষ নো বাক্যাদ্দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ। ৭৩। যেনায়ং বালকস্তেঽদ্য কৃতো মৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ। তস্মাৎ স্থাপয় তীর্থেন দেবং তং প্রপিতামহম্। ৭৪। পুত্রেণ সহিতঃ পশ্চাদারাধয় দিবানিশম্। বয়মেব ত্বয়া সার্দ্ধং তং চ দেবং পিতামহম্। ৭৫। নিত্যং প্রপূজয়িষ্যামস্তথান্যেঽপি দ্বিজোত্তমাঃ। বালেনানেন সার্দ্ধং তে সখ্যমত্র স্থিতং যতঃ। বালসখ্যামিতি খ্যাতং নাম্না তেন ভবিষ্যতি। ৭৬। তীর্থমস্মৈরিতি খ্যাতং বালকানাং হিতাবহম্। রোগার্ত্তানাং ভয়ার্ত্তানামস্মাকং বচনাৎ সদা। ৭৭। অস্মিং-স্তীর্থে শিশুং লোকাঃ স্নাপয়িষ্যন্তি যে দ্বিজ। রোগার্ত্তং বা ভয়ার্ত্তং বা পীড়িতং বা গ্রহাদিভিঃ। ৭৮। ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।

মৃকণ্ড বলিলেন,—হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা আমার মৃত্যুগ্রস্ত পুত্রকে রক্ষা করিয়া আমার কুল উদ্ধার করিলেন। ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপ, চৌর ও ভগ্নব্রত ব্যক্তির নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিষ্কৃতি নাই। ৫৪—৭১। হে মুনীশ্বরগণ! যাহাতে আমার কৃতঘ্নতা-দোষ না হয়, আপনারা নিঃসংশয়ে তাহা করুন। মৃকণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—হে মৃকণ্ড! আপনি যদি প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যিনি আপনার পুত্রকে মৃত্যুবর্জ্জিত করিয়াছেন, আমাদের বাক্যে আপনি সেই ব্রহ্মার গৃহ নির্ম্মাণ করুন এবং সেই গৃহে দেব প্রপিতামহকে স্থাপন করিয়া অহোরাত্র পুত্রের সহিত তাঁহার আরাধনা করুন। আমরা ও অন্যান্য দ্বিজগণ আপনার সহিত ঐ দেবের নিত্য আরাধনা করিব। ঐ বালককে অবলম্বন করিয়া আপনার সহিত আমাদের হেথায় সখ্য হইল বলিয়া এই তীর্থ বালসখ্য নামে খ্যাতি লাভ করিবে। আমাদের বাক্যে এই তীর্থ রোগার্ত্ত ও ভয়ার্ত্ত বালকদিগের হিতকর হইবে। হে দ্বিজ! যাহারা এই তীর্থে রোগার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত বা গ্রহপীড়িত শিশুকে স্নান করাইবে, বিধাতার প্রসাদে ও আমাদের

পিতামহপ্রসাদেন তথাস্মদ্বচনাদ্দ্বিজ ॥ ৭৯ ॥ যে পুনর্ম্মানুষা বিপ্র নিষ্কামাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। স্নানমাত্রং করিষ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৮০ ॥ এবমুক্ত্বাথ তে সর্ব্বে মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। তমামন্ত্র্য মুনিং জগ্মুস্তীর্থান্তরাণি সত্বরাঃ ॥ ৮১ ॥ মৃকণ্ডোঽপি সপুত্রশ্চ তস্মিন্ স্থানে পিতামহম্। স্থাপয়ামাস সংহৃষ্টো জ্যৈষ্ঠে জ্যেষ্ঠাস্থিতে বিধৌ ॥ ৮২ ॥ ততশ্চারাধয়ামাসং দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ। সপুত্রঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সম্প্রাপ্তশ্চ পরাং গতিম্ ॥ ৮৩ ॥ সূত উবাচ। ততঃপ্রভৃতি তত্তীর্থং বালসখ্যমিতি স্মৃতম্। পাবনং সর্ব্বজন্তূনাং বালানাং রোগনাশনম্ ॥ ৮৪ ॥ জ্যৈষ্ঠে জ্যেষ্ঠাসু যো বালস্তত্র স্নানং সমাচরেৎ। ন স পীড়ামবাপ্নোতি যাবৎ সংবৎসরং দ্বিজাঃ ॥ ৮৫ ॥ গ্রহভূতপিশাচানাং শাকিনীনাং বিশেষতঃ। অন্যং সর্ব্বদুষ্টানাং তথাস্যেষাং প্রজায়তে ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বালসখ্যতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং তীর্থে শক্রসমুদ্ভবম্। স্বামিদ্রোহকৃতাৎ পাপান্নির্ম্মুক্তো যত্র লক্ষ্মণঃ ॥ ১ ॥ কথং তত্র পুরা শক্রঃ স্বামিদ্রোহসমুদ্ভবাৎ। পাতকাদেব নির্ম্মুক্তঃ কস্মিন্ কালে চ সূতজ ॥ ২ ॥ কস্মাদ্দিতের্ম্মহেন্দ্রেণ কৃতং কৃত্যং তথাবিধম্। যেন সংসূদিতো গর্ভঃ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। ব্রাহ্মণো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাজ্জজ্ঞে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ। স চ সঞ্জনয়ামাস পঞ্চাশৎ কন্যকাঃ শুভাঃ ॥ ৪ ॥ দদৌ চ দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। দিব্যেন বিধিনা দক্ষঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে ॥ ৫ ॥ অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব দ্বে ভার্য্যে মুখ্যতাং গতে। কশ্যপস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ে সদা ॥ ৬ ॥ ততঃ স জনয়ামাস দেবান্ শক্রপুরঃসরান্। অদিত্যাং চৈব দৈত্যাংশ্চ দিত্যাং স বলবত্তরান্ ॥ ৭ ॥ তেষাং ত্রৈলোক্যরাজ্যার্থং মিথো জজ্ঞে মহাহবঃ। তত্র শক্রেণ তে দৈত্যাঃ সংগ্রামে বিনিপাতিতাঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ শোকপরা

বাক্যে তাহাদের শিশু নিশ্চয়ই সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে বিপ্র! যে সকল মানব শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কামভাবে এই তীর্থে স্নানমাত্র করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে। মুনিগণ মৃকণ্ডকে এই কথা বলিয়া সত্বর তীর্থ-পর্য্যটনে নির্গত হইলেন। এদিকে মৃকণ্ডও পুত্রের সহিত ঐ স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পিতামহ দেবকে স্থাপন করিয়া দিবারাত্র অতন্দ্রিতভাবে তপস্যা দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্রের সহিত এইরূপে দেবারাধনা করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। সূত বলিলেন,—তদবধি ঐ তীর্থ বাল-সখ্য নামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ তীর্থ পবিত্র, সর্ব্ব জন্তু ও বালকগণের রোগনাশন। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে যে বালক ঐ তীর্থে স্নান করে, সে সংবৎসর যাবৎ পীড়াগ্রস্ত হয় না; অপিচ সে গ্রহ, ভূত, পিশাচ, শাকিনী ও সর্ব্ব দুষ্টগণের অপ্রধর্ষ্য হইয়া থাকে। ৭২—৮৬।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে শক্র-সমুদ্ভব তীর্থের কথা বলিয়াছেন, যে তীর্থে লক্ষ্মণ স্বামিদ্রোহজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, ঐ তীর্থে শক্র কোন্ সময়ে স্বামিদ্রোহ-জনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান? কি জন্যই বা তিনি দিতির প্রতি তথাবিধ কর্ম্ম করিলেন? এবং কি জন্য তিনি তাঁহার গর্ভ নিহত করেন? এই সমস্ত আপনি বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন। ঋষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সূত বলিলেন,—বিধাতার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতি দক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্চাশৎ কন্যার মধ্যে তিনি ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী এবং চন্দ্রকে সপ্ত-বিংশতিটী প্রদান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! দিতি ও অদিতি নামে কশ্যপের দুই ভার্য্যা, তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। তিনি অদিতির গর্ভে ইন্দ্রাদি দেবগণকে ও দিতির গর্ভে বলবান্ দৈত্যদিগকে উৎপাদন করেন। ত্রৈলোক্যজয়ের নিমিত্ত দেবাসুরের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। শক্র সংগ্রামে দৈত্যগণকে নিপাতিত

চক্রে দিতির্ব্রতমনুত্তমম্। পুত্রার্থং নিয়মোপেতা ক্ষেত্রেঽত্রৈব সমাহিতা ॥ ৯ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তস্যাস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ। উবাচ পরিতুষ্টোঽস্মি বরং প্রার্থয় বাঞ্ছিতম্ ॥ ১০ ॥ সাব্রবীদ্‌যদি মে তুষ্টস্ত্বং দেব শশিশেখর। তৎপুত্রং দেহি দেবানাং সর্ব্বেষাং বলবত্তরম্। যজ্ঞভাগপ্রভোক্তারং দেবানাং দর্পনাশনম্ ॥১১॥ অবধ্যং সঙ্গরে পূর্ব্বৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সবাসবৈঃ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় জগামাদর্শনং হরঃ ॥ ১২॥ দিতিশ্চৈবাদধাদ্‌গর্ভং কশ্যপান্মুনিপুঙ্গবাৎ। ততঃ শক্রো ভয়ং চক্রে জ্ঞাত্বা তং গর্ভসম্ভবম্। বদতো মুনিমুখ্যস্য নারদস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥ ততো দুষ্টাং মতিং কৃত্বা তস্য গর্ভস্য নাশনে। চক্রে তস্যাঃ স শুশ্রূষাং দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ১৪ ॥ ছিদ্রমন্বেষমাণস্তু সূক্ষ্মমপি চ দ্বিজাঃ। ন তস্যা লভতে ক্বাপি গতা মাসা নবৈব তু ॥ ১৫ ॥ ততশ্চ দশমে মাসি সম্প্রাপ্তে প্রসবোদ্ভবে। গর্ভালসা নিশাবক্ত্রে সুপ্তা সা দক্ষিণামুখী ॥ ১৬ ॥ নিদ্রাবশং তু সম্প্রাপ্তা বিসংজ্ঞা সমপদ্যত। শক্রহস্তাবমর্দ্দোত্থপাদসৌখ্যেন নিশ্চলা ॥ ১৭ ॥ তাং বিসংজ্ঞামথো বীক্ষ্য ত্যক্ত্বা পাদৌ শতক্রতুঃ। প্রবিবেশোদরং তস্যাস্তীক্ষ্ণং শস্ত্রং করে দধৎ। তেনাসৌ সপ্তধা চক্রে গর্ভং শস্ত্রেণ দেবপঃ ॥ ১৮ ॥ অথাপশ্যৎ ক্ষণাৎ সপ্ত বালকান পূর্ণবিগ্রহান্। ততস্তানপি সপ্তৈব সপ্তধা কৃতবান হরিঃ ॥ ১৯ ॥ জাতা একোনপঞ্চাশদথ তত্রৈব বালকাঃ। তান্ দৃষ্ট্বা বৃদ্ধিমাপন্নাংস্ততো ভীতঃ শতক্রতুঃ। নিশ্চক্রামোদরাত্তূর্ণং দিত্যা যাবন্ন লক্ষিতঃ ॥ ২০ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। দিতিঃ সঞ্জনয়ামাস সপ্তধা সপ্ত বালকান্ ॥ ২১ ॥ ততোঽভ্যেত্য সহস্রাক্ষো দুর্গন্ধেন সমাবৃতঃ। নিস্তেজা ম্লানবক্ত্রশ্চ লজ্জয়াধোমুখঃ স্থিতঃ ॥ ২২ ॥ তং দৃষ্ট্বা তাদৃশং শক্রং দিতিঃ প্রোবাচ সাদরম্। প্রণতং সংস্থিতং পার্শ্বে ভয়ব্যাকুলচেতসম্ ॥ ২৩ ॥ কিং ত্বং শক্র নিরুৎসাহস্তেজোদ্যুতিবিবর্জ্জিতঃ। শরীরাত্তব দুর্গন্ধঃ কস্মাদীদৃক্ প্রজায়তে ॥ ২৪ ॥ কিং ত্বয়া নিহতো বিপ্রো গুরুর্বা বালকোঽথবা। নারী বা যেন তে নষ্টং তেজো গাত্রসমুদ্ভবম্ ॥ ২৫ ॥ হতো নখাস্ত্রসা বা ত্বং দুষ্টঃ শূর্পানিলেন চ।

করেন। ইহাতে শোকগ্রস্ত হইয়া দিতি নিয়মাবলম্বনে সমাহিতভাবে ঐ ক্ষেত্রে তপস্যা করেন। তিনি এইভাবে তপস্যা করিতে থাকিলে সহস্র বৎসর পরে মহেশ্বর তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দিতি বলিলেন,—হে শশিশেখর! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে সমরজয়ী দেবদর্পনাশন যজ্ঞভাগভোক্তা বলবান্ পুত্র প্রদান করুন। দিতির প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিয়া হর অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে দিতি তাঁহার বরে কশ্যপের ঔরসে গর্ভধারণ করিলেন। শক্র তখন নারদমুখে দিতির গর্ভ জানিতে পারিয়া ভীত হইলেন। অনন্তর তিনি দিবারাত্র অতন্দ্রিতভাবে দিতির ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বল্পমাত্রও তাঁহার ছিদ্র পাইলেন না। এই অবস্থায় নয়মাস অতীত হইয়া গেল। অনন্তর দশম মাস উপস্থিত হইলে একদিন দিতি গর্ভালসা হইয়া সন্ধ্যার সময় দক্ষিণমুখে শয়ন করিয়া বিসংজ্ঞ অবস্থায় নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় ইন্দ্র ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদসংবাহন করায় তিনি নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং দিতিকে তথাবিধ বিসংজ্ঞা দেখিয়া তাঁহার পাদ-সংবাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক শস্ত্রহস্তে গর্ভে প্রবেশ করিলেন। গর্ভস্থ হইয়া তিনি তাঁহার গর্ভ শস্ত্র দ্বারা সপ্তধা ছিন্ন করিলেন। ছিন্ন করিয়া দেখিলেন যে, গর্ভমধ্যে পূর্ণবিগ্রহ সপ্তবালক বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি দেখিবামাত্র তাহাদিগের প্রত্যেককে সপ্তধা ছিন্ন করিলেন, তাহাতে ঐ ছিন্ন বালক সাতটী ঊনপঞ্চাশভাগে বিভক্ত হইল। বালকগণকে বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া শক্র সত্বর উদর হইতে দিতির অলক্ষিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রভাতে দিতি সপ্তধাবিভক্ত ঐ সপ্ত বালককে প্রসব করিলেন। ইন্দ্রও ঐ সময় উপস্থিত হইয়া দুর্গন্ধাবৃত, নিস্তেজ এবং লজ্জায় ম্লানবদনে অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১—২২ পার্শ্বস্থ প্রণত ও ভীত শক্রকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া দিতি সাদরে বলিলেন,—হে শক্র! কি জন্য তোমাকে নিস্তেজ ও তেজোদ্যুতি-বিবর্জ্জিত দেখিতেছি? তোমার শরীর হইতে দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে, কি জন্য তুমি এরূপ হইলে? তুমি ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, বালকহত্যা বা স্ত্রীহত্যা করিয়াছ? কিজন্য তোমার গাত্রসমুদ্ভব তেজ বিনষ্ট হইল? তুমি নখবারি দ্বারা আহত হই-

অজামার্জ্জনিকোত্থৈশ্চ রজোভির্বা সমাশ্রিতঃ ॥ ২৬ ॥ শক্র উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগে যত্ত্বয়োক্তোঽহস্মি সাম্প্রতম্। রাত্রৌ প্রবিষ্টঃ সুপ্তায়া জঠরে তব পাপকৃৎ ॥ ২৭ ॥ কৃতশ্চৈকোনপঞ্চাশৎকৃত্বো গর্ভো ময়া শুভে। তাবন্মাত্রাস্ততো জাতা বালকাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ২৮ ॥ ততো ভীত্যা বিনিষ্ক্রান্তস্ত্বয়া দেবি ন লক্ষিতঃ। এতস্মাৎ কারণাজ্জাতা তেজোহানির্মনিন্দিতে ॥ ২৯ ॥ দিতিরুবাচ। যস্মাৎ সত্যং ত্বয়া প্রোক্তং পুরতো মম দেবপ। তস্মাৎ প্রার্থয় মত্তস্ত্বং বরং যন্মনসেপ্সিতম্ ॥ ৩০ ॥ শক্র উবাচ। এতে তব সুতা দেবি ছিদ্যমানা ময়াসনা। রুদন্তো বারিতা মন্দং মারুদন্ত মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩১ ॥ মরুতো নাম বিখ্যাতাস্তস্মাৎ সন্তু জগত্রয়ে। দৈত্যভাববিনির্ম্মুক্তা মাদ্বধেয়া মম প্রিয়াঃ ॥ ৩২ ॥ যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ময়া সহ। যস্মাদেতন্ময়া তীর্থং বালকৈস্তব মণ্ডিতম্ ॥ ৩৩ ॥ বহুভির্যাস্যতি খ্যাতিং বালমণ্ডনমিত্যতঃ। যা চ স্ত্রী গর্ভসংযুক্তা স্নানং ভক্ত্যা করিষ্যতি। ন ভবিষ্যন্তি ছিদ্রাণি তস্যা গর্ভে কথঞ্চন ॥ ৩৪ ॥ প্রাপ্তে প্রসবকালে তু যা জলং প্রাশয়িষ্যতি। তীর্থস্যাস্য সুখেনৈব প্রসবিষ্যতি সা সুতম্ ॥ ৩৫ ॥ দিতিরুবাচ। তবোচ্ছেদায় দেবেশ যাচিতঃ প্রাঙ্ময়া হরঃ। একং দেব সুতং দেহি সর্ব্বদেবনিবর্হণম্ ॥ ৩৬ ॥ ত্বয়া চৈকোনপঞ্চাশৎপ্রকারঃ স বিনির্ম্মিতঃ। যস্মাদৃতং ত্বয়া প্রোক্তং তস্মাদেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ সূত উবাচ। ততঃ প্রভৃতি তে জাতা মরুতো বিবুধৈঃ সমম্। যজ্ঞভাগস্য ভোক্তারো দিতেঃ শক্রস্য শাসনাৎ ॥ ৩৮ ॥ অথ প্রাহ সহস্রাক্ষো দেবাচার্য্যং বৃহস্পতিম্। মাতৃদ্রোহকৃতং পাপং কথং যাস্যতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। অত্রৈব কুরু দেবেন্দ্র তপঃ পাপবিশুদ্ধয়ে। তীর্থে যত্র কৃতং পাপং সর্ব্বপাতকনাশনে ॥ ৪০ ॥ ন যজ্ঞৈর্ন চ দানেন নান্যৈস্তীর্থসমাশ্রয়ৈঃ। মাতৃদ্রোহকৃতং পাপং নাশং যাতি পুরন্দর। এবমেতৎ পরিত্যক্তুং তীর্থং মাতুস্তবাশ্রয়ম্ ॥ ৪১ ॥ সূত

য়াছ? না—শূর্পানিল দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছ? অথবা তুমি অজা ও সম্মার্জ্জনী-রজ দ্বারা ধূসরিত হইয়াছ? দিতি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শক্র কহিলেন,—হে মহাভাগে! আপনি সম্প্রতি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। অয়ি শুভে! আমি নিদ্রিতাবস্থায় আপনার উদরে প্রবেশ করিয়া শস্ত্র দ্বারা আপনার গর্ভকে উনপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; সেই ছিন্ন বালকগণই আপনি প্রসব করিয়াছেন। হে দেবি! ঐরূপ দুষ্কর্ম্ম আচরণ করিয়া আমি অলক্ষিতভাবে পলায়ন করিয়াছিলাম। এই জন্যই আমি নিস্তেজ হইয়াছি। দিতি বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! তুমি আমার নিকট যথার্থ কথা বলিলে; এজন্য আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। শক্র বলিলেন,—হে দেবি! আমি অসিদ্বারা আপনার বালকগণকে ছেদন করায়, তাহারা রোদন করিয়াছিল; 'মারুদন্ত' বলিয়া আমি তাহাদিগকে রোদনে বারণ করিয়াছিলাম; অতএব তাহারা মরুৎ নামে জগতে বিখ্যাত হউক। দৈত্যভাব পরিত্যাগ করিয়া উহারা আমার বিধেয়, প্রিয়তম ও আমার সহিত যজ্ঞভাগভাগী হউক। আমি আপনার বালকগণ দ্বারা এই তীর্থ মণ্ডিত করিলাম বলিয়া এই তীর্থ জগতে বালমণ্ডন নামে খ্যাতি লাভ করুক। যে গর্ভবতী নারী এই তীর্থে স্নান করিবে, কদাচ তাহার গর্ভের বিঘ্ন হইবে না। প্রসবকালে যে নারী এই তীর্থ-সলিল পান করিবে, সে এই তীর্থপ্রভাবে সুখে প্রসব করিবে। ২৬—৩৫। দিতি বলিলেন,—হে দেবেশ! আমি পূর্ব্বে তোমার উচ্ছেদের নিমিত্ত মহাদেবের নিকট এই বলিয়া এক পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, হে দেব! আপনি আমায় এক সর্ব্বদেবনিবর্হণ পুত্র প্রদান করুন। সেই বরানুযায়ী জাত গর্ভস্থ পুত্রকে তুমি ঊনপঞ্চাশৎপ্রকার করিয়াছ। হে শক্র! যখন তুমি সকল কথা সত্য বলিয়াছ, তখন তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। সূত বলিলেন,—তদবধি ঐ দিতিপুত্রগণ তাহার মাতা ও শক্র-শাসনে দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ-ভাগী হইল। অনন্তর শক্র দেবাচার্য্য বৃহস্পতিকে বলিলেন,—হে দেব! আমার এই মাতৃদ্রোহজনিত পাপসমূহ কিরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে? দেবেন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! তুমি যেখানে পাপ করিয়াছিলে, ঐ সর্ব্ব-পাতকনাশন তীর্থে পাপবিশুদ্ধির জন্য তপশ্চরণ কর। হে পুরন্দর! যজ্ঞ, দান, ও অন্য তীর্থসেবা দ্বারা মাতৃদ্রোহ-জনিত পাপ বিনষ্ট হয় না, অতএব তুমি এই মাতৃদ্রোহ-জনিত পাপক্ষালনের জন্য তোমার মাতার আশ্রয়রূপ তীর্থেরই সেবা কর। সূত বলিলেন,—হে

উবাচ।। ততস্তূর্ণং সহস্রাক্ষঃ সহস্রাক্ষেশসংজ্ঞিতম্। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস স্বয়মেব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥ ত্রিকালং পূজয়ামাস পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। তথা-ন্যৈর্বলিসৎকারৈর্গীতৈর্নৃত্যৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ৪৩ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তুষ্টস্তস্য মহেশ্বরঃ। প্রোবাচ বরদোহস্মীতি শক্র প্রার্থয় বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪৪ ॥ শক্র উবাচ। মাতৃদ্রোহকৃতং পাপং যাতু মে ত্রিপুরান্তক। তথান্যেষাং মনুষ্যাণাং যেহত্র ত্বাং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। পূজয়িষ্যন্তি সদ্ভক্ত্যা স্নানং কৃত্বা সমাহিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ সূত উবাচ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় জগামাদর্শনং হরঃ। শক্রোহপি রহিতঃ পাপৈর্জগাম ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ এবং তত্র সমুৎপন্নং তীর্থং তদ্বালমণ্ডনম্। স্বামি-দ্রোহকৃতাৎ পাপান্মুচ্যন্তে যত্র মানবাঃ ॥ ৪৭ ॥ এতদ্বঃ সর্বমাখ্যাতং বালমণ্ডনসম্ভবম্। মাহাত্ম্যং তু দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বমথ সাদরম্ ॥ ৪৮ ॥ আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাদি যথাক্রমম্। যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং যাবৎ পঞ্চদশী তিথিঃ ॥ ৪৯ ॥ তীর্থানাং স হি সর্বেষাং স্নানজং লভতে ফলম্। শ্রাদ্ধস্য করণাচ্চাপি বাজিমেধফলং দ্বিজাঃ ॥ ৫০ ॥ তস্মিন্ কালে সহস্রাক্ষঃ সমাগচ্ছতি ভূতলে। ভাগানাং মর্ত্যজাতানাং সেবনায় সদৈব হি ॥ ৫১ ॥ যাবদ্ ভূমিতলে শক্রস্তিষ্ঠত্যেবং দ্বিজোত্তমাঃ। তীর্থে তীর্থানি সর্বাণি তাবত্তিষ্ঠন্তি তত্র বৈ ॥ ৫২ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তস্মিন্ কালে বিশেষতঃ। স্নাত্বা তত্র শুভে তীর্থে শক্রেশ্বরমথার্চ্চয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ অত্র শ্লোকৌ পুরা গীতৌ নারদেন সুরর্ষিণা। শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্বে কীর্ত্ত্যমানৌ ময়া হি তৌ ॥ ৫৪ ॥ বালমণ্ডনকে স্নাত্বা শক্রেশ্বরমথেক্ষয়েৎ। যঃ পুমানাশ্বিনে মাসি প্রাপ্তে শ্রবণপঞ্চকে। স পাপৈ-র্মুচ্যতে সর্বৈরাজন্মমরণাদ্ভবি ॥ ৫৫ ॥ প্রভাবাত্তস্য তীর্থস্য সত্যমেতদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বালমণ্ডনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

অতঃপর ইন্দ্র তথায় সহস্রাক্ষেশনামক এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। তিনি লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক পুষ্প, ধূপ অনুলেপন, অন্যান্য বলি, সৎকার, নৃত্যগীত দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি এইভাবে পূজা করিতে থাকিলে সহস্র বৎসরান্তে মহেশ্বর তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—হে শক্র! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বাঞ্ছিতবর প্রার্থনা কর। তখন শক্র বলিলেন,—হে ত্রিপুরান্তক! আমার মাতৃদ্রোহ-জনিত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হউক, আর মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্নানান্তে আপনার পূজা করিবে, তাহাদেরও যেন সর্বপাপ বিনষ্ট হয়। সূত বলিলেন,—অনন্তর হর 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শক্রও নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এইরূপে ঐ স্থানে বালমণ্ডন নামক তীর্থ উৎপন্ন হইল। মানব ঐ স্থানে গমন করিলে স্বামিদ্রোহ-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি আপনাদের নিকট বালমণ্ডন সম্ভব কীর্তন করিলাম, অতঃপর তাহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, সাদরে শ্রবণ করুন,—যে মানব ঐ তীর্থে আশ্বিনসিতপক্ষীয় দশমীতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করে, সে সর্বতীর্থের স্নানজনিত ফললাভ করিয়া থাকে। অপিচ সে ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া বাজিমেধফল প্রাপ্ত হয়। শক্র উক্ত সময়ে মর্ত্যগণপ্রদত্ত যজ্ঞভাগ সেবনের জন্য ভূতলে আগমন করিয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! শক্র যাবৎ ধরণীতলে অবস্থান করেন, তাবৎ তীর্থ সকল ঐ তীর্থে অবস্থান করে। অতএব ঐ সময় সর্বপ্রযত্নে ঐ তীর্থে স্নান করিয়া শক্রেশ্বরের অর্চনা করা উচিত। পূর্বে দেবর্ষি নারদ এবিষয়ে দুইটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। হে মুনিগণ! আপ-নারা তাহা শ্রবণ করুন,—যে মানব আশ্বিন মাসের শ্রবণপঞ্চকে বালমণ্ডনে স্নানান্তে শক্রেশ্বর দর্শন করে, সে ঐ তীর্থপ্রভাবে আজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহা সত্য। ৩৬-৫৬

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে মৃগতীর্থ-মনুত্তমম্। অস্তি পুণ্যতমং খ্যাতং সমস্তে ধরণী-তলে ॥ ১ ॥ তত্র তে মানবাস্তীর্থে সম্যক্ শ্রদ্ধা-

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্বোক্ত তীর্থের পশ্চিম দিগ্-ভাগে জগদ্-বিখ্যাত মৃগতীর্থ বিদ্যমান। যে

সমন্বিতাঃ। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং স্নানং কুর্ব্বন্তি ভাস্করে ॥ ২ ॥ মধ্যে স্থিতে ন তে যান্তি তির্যগ্‌যোনৌ কথঞ্চন। অপি পাপসমোপেতা দোষৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতাঃ ॥ ৩ ॥ কৃতঘ্না নাস্তিকাশ্চৌরা মর্য্যাদাভেদকাস্তথা। স্নাতা যে তত্র সত্তীর্থে তে যান্তি পরমাং গতিম্। বিমানবরমারূঢ়াঃ স্তূয়মানাশ্চ কিন্নরৈঃ ॥ ৪ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। মৃগতীর্থং কথং তত্র সঞ্জাতং সূতনন্দন। কিম্প্রভাবং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। পূর্ব্বং তত্র মহারণ্যে নানামৃগগণাবৃতে। নানাবিহঙ্গসঙ্ঘুষ্টে নানাবৃক্ষসমাকুলে ॥ ৬ ॥ সমায়াতা মহারৌদ্রা লুব্ধকাশ্চাপপাণয়ঃ। কৃষ্ণাঙ্গা ভ্রমমাণাস্তে যমদূতা ইবাপরে ॥ ৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্টং মৃগযূথং তরোরধঃ। উপবিষ্টং সুবিশ্রব্ধং তৈস্তদা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ অথ তাল্লুব্ধকান্ দৃষ্ট্বা দূরতোঽপি ভয়াতুরাঃ। পলায়নপরাঃ সর্ব্বে মৃগা জগ্মুর্দ্রুতং ততঃ ॥ ৯ ॥ অথ তে সন্নিধৌ দৃষ্ট্বা গম্ভীরং সলিলাশয়ম্। প্রবিষ্টা হরিণাঃ সর্ব্বে ভয়ার্ত্তাঃ শরপীড়িতাঃ ॥ ১০ ॥ ততস্তৎসলিলস্নানাস্তে মৃগাঃ সর্ব্ব এব হি। মানুষত্বমনুপ্রাপ্তাস্তৎপ্রভাবাদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ অথ তান্মানুষীভূতান পপ্রচ্ছুর্লুব্ধকা মৃগান্। মৃগযূথং সমায়াতং মার্গেণানেন সাম্প্রতম্। কেন মার্গেণ নির্যাতং তস্মাদ্বদত মা চিরম্ ॥ ১২ ॥ মানুষা ঊচুঃ। বয়ং তে হরিণাঃ সর্ব্বে মানুষত্বং সুদুর্লভম্। তীর্থস্যাস্য প্রভাবেণ প্রাপ্তাঃ সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়াবিষ্টাস্ততস্তে লুব্ধকা দ্রুতম্। ত্যক্ত্বা ধনূংষি বাণাংশ্চ স্নানং তত্র প্রচক্রিরে ॥ ১৪ ॥ স্নানমাত্রাস্ততঃ সর্ব্বে দিব্যমাল্যানুলেপনাঃ। দিব্যগাত্রধরাঃ সর্ব্বে সঞ্জাতাঃ পার্থিবোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। অত্যাশ্চর্য্যমিদং সূত যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্। স্নানমাত্রেণ তে প্রাপ্তা লুব্ধকাস্তাদৃশং বপুঃ ॥ ১৬ ॥ তথা মানুষ্যমাপন্না মৃগাস্তোয়াবগাহনাৎ। তৎকথং মেদিনীপৃষ্ঠে তত্তীর্থং সম্ভবং ॥ ১৭ ॥ সূত উবাচ। লিঙ্গভেদোদ্ভবং তোয়ং যৎ পুরা বঃ প্রকীর্ত্তিতম্। আচ্ছন্নং পাংশুভিঃ কৃৎস্নং বায়ুনা শক্রশাসনাৎ ॥ ১৮ ॥ বল্মীকরন্ধ্রমাসাদ্য তন্নিষ্ক্রান্তং পুনর্দ্বিজাঃ। কালেন মহতা তত্র প্রদেশে স্বল্পমেব হি ॥ ১৯ ॥ যত্র স্নাতঃ পুরা সদ্যস্ত্রিশঙ্কুঃ পৃথিবীপতিঃ। দিব্যং বপুঃ পুনঃ প্রাপ্তশ্চণ্ডালত্বেন সংস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ এতস্মাৎ-

মানব ঐ তীর্থে শ্রদ্ধা সহকারে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রবিবারে স্নানাচরণ করে, তাহার কদাচ তির্য্যক্‌যোনিপ্রাপ্তি হয় না। পাপী, দূষিত, কৃতঘ্ন, নাস্তিক, চোর ও মর্যাদাভেদক, ইহাদের মধ্যে যে কেহ ঐ তীর্থে স্নান করিলে বিমানারোহণে কিন্নরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইতে হইতে দিব্যধামে উপস্থিত হয়। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতনন্দন! কিরূপে ঐ স্থানে মৃগতীর্থ সঞ্জাত হইল এবং ঐ তীর্থের প্রভাবই বা কি প্রকার? আপনি তাহা বলুন; আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে ঐ তীর্থক্ষেত্রে মহারণ্য ছিল। ঐ স্থানে বিবিধ মৃগ, ও প্রভূত বিহঙ্গ বিচরণ করিত, অন্যান্য তরুরাজি ঐ বনে বিরাজিত ছিল। একদা ঐ অরণ্যে মহারৌদ্র চাপপাণি ও যমদূতের ন্যায় কৃষ্ণাঙ্গ লুব্ধকগণ যমদূতের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকে। তাহারা বিচরণ করিতে করিতে তরুমূলে মৃগকুলকে বিশ্রাম করিতে দেখে। ঐ সময় মৃগকুল দূর হইতে লুব্ধকগণকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে অতি বেগে পলায়ন করে। তাহারা শরপীড়িত হইয়া ধাবন করিতে করিতে নিকটে এক গভীর জলাশয় অবলোকনপূর্ব্বক ভীতভাবে তাহাতে প্রবেশ করিল। প্রবেশান্তে তাহারা ঐ স্থানমাহাত্ম্যে মানুষত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর লুব্ধকগণ ঐ স্থানে গমন পূর্ব্বক মানুষীভূত মৃগগণকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে মানবগণ! আমরা মৃগকুলকে শরবিদ্ধ করিলে তাহারা এই স্থানে প্রবেশ করিল, করিয়া কোন দিক দিয়া পলায়ন করিল, তাহা তোমরা বল। তখন মনুষ্যগণ বলিল,—হে লুব্ধকগণ! আমরাই মৃগ; এই তীর্থপ্রভাবে আমরা মানুষ হইয়া গিয়াছি, ইহা তোমরা মিথ্যা মনে করিও না। ১—১৩। তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া লুব্ধকগণ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ তীর্থে স্নান করিল। স্নান করিবামাত্র তাহারা দিব্যমাল্যানুলেপন, দিব্যগাত্র, নৃপ হইয়া গেল। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। স্নানমাত্রেই ঐ লুব্ধকগণ মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ বপু লাভ করিল! মৃগগণ জলাবগাহনমাত্র মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইল! কিরূপে মেদিনীপৃষ্ঠে ঐরূপ উত্তম তীর্থ সম্ভূত হইল? সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি পূর্ব্বে আপনাদিগকে যে লিঙ্গোদ্ভব-তোয়ের কথা বলিয়াছিলাম, ইন্দ্রশাসনে বায়ু তাহা রজ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। পরে উহা বল্মীকস্তূপ হয়, কালে ঐ বল্মীকস্তূপের ছিদ্র দিয়া পুনরায় উহা প্রকাশিত

কারণাত্তত্র স্নাতাঃ সারঙ্গলুব্ধকাঃ। সর্ব্বে পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ সম্প্রাপ্তাঃ পরমং বপুঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মৃগতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্র বিষ্ণুপদং নাম তীর্থং তীর্থে শুভে স্থিতম্। অপরং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ অয়নে দক্ষিণে প্রাপ্তে যস্তৎপূজ্য সমাহিতঃ নিবেদয়েত্তথাত্মানং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ২ ॥ স মৃতোঽপ্যয়নে যাম্যে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। প্রাপ্নোতি নাত্র সন্দেহস্তৎপ্রভাবাদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ তথা চৈবোত্তরে প্রাপ্তে পূজয়িত্বা যথাবিধি। সম্যগ্নিবেদয়েদ্ভক্ত্যা আত্মানং যঃ সমাহিতঃ। সোঽপি বিষ্ণোঃ পদং পুণ্যং প্রাপ্য সঞ্জায়তে সুখী ॥ ৪ ॥ ঋষয় উচুঃ। কথং তত্র পদং জাতং বিষ্ণোরব্যক্তজন্মনঃ। কথং নিবেদ্যতে তত্র সম্যগাত্মায়নদ্বয়ে ॥ ৫ ॥ তস্মিন্ দৃষ্টেঽথবা স্পৃষ্টে যৎফলং লভ্যতে নরৈঃ। তৎসর্ব্বং সূতজ ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৬ ॥ সূত উবাচ। বলির্ব্বদ্ধো যদা তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তদা ক্রমৈস্ত্রিভির্ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৭ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সম্ন্যস্তঃ প্রথমঃ ক্রমঃ। মহর্লোকে দ্বিতীয়স্তু তদা তেন মহাত্মনা ॥ ৮ ॥ তৃতীয়স্ত সমুদ্‌যোগং যদা চক্রে স চক্রধৃক্। তদা ভিন্নং দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাণ্ডং লঘুতাং গতম্ ॥ ৯ ॥ পদাগ্রেণাথ সম্ভিন্নে ব্রহ্মাণ্ডে নির্ম্মলং জলম্। অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ সম্প্রাপ্তং ক্রমেণ ধরণীতলে ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মলোকং তদা কৃৎস্নং প্লাবয়িত্বা জলং হি তৎ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কুন্দেন্দুসদৃশদ্যুতি। মৎস্যকচ্ছপসঙ্কীর্ণং গ্রাহসুঘৈঃ সমাকুলম্ ॥ ১১ ॥ ততঃপ্রভৃতি সা লোকে গঙ্গা বিষ্ণুপদী স্মৃতা। পবিত্রমপি তৎক্ষেত্রং নয়ন্তী সা পবিত্রতাম্ ॥ ১২ ॥ এবং বিষ্ণোঃ পদং তত্র সঞ্জাতং মুনিসত্তমাঃ। সর্ব্বপাপহরং পুংসাং তদা বিষ্ণুপদী স্মৃতা ॥ ১৩ ॥ যস্তস্যাং শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স্নানং কৃত্বা যথোদিতম্। স্পর্শয়েত্তৎপদং বিষ্ণোঃ স যাতি পরমং পদম্ ॥ ১৪ ॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। স্নাত্বা বিষ্ণুপদীতোয়ে

হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে স্নান করিয়া পৃথিবীপতি ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ববিমুক্ত হইয়া দিব্য দেহ লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্যই সারঙ্গ ও লুব্ধকগণ ঐ স্থানে অবগাহন করিয়া পাপনির্ম্মুক্ত হওয়ায় পরম বপু লাভ করিয়াছে ।১৪—২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্ব্বোক্ত শুভ তীর্থে বিষ্ণুপদনামক আর একটী সর্ব্বপাতকনাশন তীর্থ আছে। যে ব্যক্তি দক্ষিণায়নে সমাহিতভাবে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ঐ তীর্থে আত্মনিবেদন করে, সে ঐ তীর্থ প্রভাবে দক্ষিণায়নে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকে,—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর উত্তরায়ণেও যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি ঐ তীর্থে আত্মনিবেদন করে, সেও বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া সুখী হয়। ঋষিগণ বলিলেন;—হে সূত! কিজন্য ঐ স্থানে অব্যক্তজন্মা বিষ্ণুর পদ সঞ্জাত হইল; এবং কি জন্যই বা ঐ স্থানে অয়ন-দ্বয়ে আত্মনিবেদন করা হয়। এবং ঐ তীর্থস্থ দেবতা দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট হইলে যে ফল লাভ হয়—হে সূত। আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; শুনিবার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু যখন বলিকে বন্ধন করেন, তখন তিনি তিনটীমাত্র পদক্রম দ্বারা ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম পদক্রম হাটকেশ্বরক্ষেত্রে, দ্বিতীয় মহর্লোকে, করিয়াছিলেন। আর যেমন তিনি তৃতীয় পদক্রমের উদ্যোগ করিবেন, অমনি ব্রহ্মাণ্ড লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন হইল। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার পদাগ্র দ্বারা সম্ভিন্ন হইলে পদাঙ্গুষ্ঠসংলগ্ন নির্ম্মল জল ব্রহ্মলোক প্লাবিত করিয়া ক্রমশ ধরণীতল প্রাপ্ত হইল। ঐ জল শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, কুন্দেন্দুসদৃশদ্যুতি, মৎস্য-কচ্ছপ-সমাকীর্ণ, ও গ্রাহসমাকুল। তদবধি ঐ জল জগতে বিষ্ণুপদী গঙ্গা বলিয়া কীর্ত্তিত। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র পবিত্র হইলেও ঐ জল তাহাকে আরও অধিক পবিত্র করিয়াছে। হে মুনিসত্তমগণ! এইরূপে ঐ স্থানে সর্ব্বপাপহর বিষ্ণুপদতীর্থ সঞ্জাত হইয়াছে এবং তাহার নাম হইয়াছে বিষ্ণুপদী। যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে যথাকথিতরূপে বিষ্ণুপদ স্পর্শ করে, সে পরম পদ লাভ

গয়াশ্রাদ্ধফলং লভেৎ ॥ ১৫ ॥ মাঘমাসে নরঃ স্নান প্রাতরুত্থায় তত্র যঃ। করোতি সততং মর্ত্ত্যঃ স প্রয়াগফলং লভেৎ ১৬ ॥ অথবা বৎসরং যাবৎক্ষণং কৃত্বাত্র ভক্তিতঃ। তত্র স্নানঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ স মুক্তিং লভতে নরঃ ॥ ১৭ ॥ যস্যাস্থীনি জলে তত্র ক্ষিপ্যন্তে মনুজস্য চ। অপি পাপসমাচারঃ স প্রাপ্নোতি পরাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥ অপি পক্ষিপতঙ্গা যে পশবঃ কৃময়ো মৃগাঃ। প্রবিষ্টাঃ সলিলে তস্মিংস্তৃষার্ত্তা ভক্তিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥ তেঽপি পাপবিনির্মুক্তা দেহান্তে চাতিদুর্ল্লভম্। চক্রিণস্তৎপদং যান্তি জরা-মরণবর্জ্জিতম্ ॥ ২০ ॥ কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়োপেতাঃ পর্ব্বকাল উপস্থিতে। দত্ত্বা দানং দ্বিজেন্দ্রাণাং নরা বেদবিদাং দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ তত্র গাথা পুরা গীতা নারদেন মহর্ষিণা। বিষ্ণুপদ্যাঃ সমালোক্য প্রভাবং পাপনাশনম্ ॥ ২২ ॥ কিং ব্রতৈর্নিয়মৈর্ব্বাপি তপোভির্বিবিধৈর্ম্মখৈঃ। কৃতৈর্ব্বিষ্ণুপদীতোয়ে সংস্থিতে ধরণীতলে ॥ ২৩ ॥ একঃ সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নানং মর্ত্ত্যঃ সমাচরেৎ। একো বিষ্ণুপদীতোয়ে স্নাতি দ্বাভ্যা সমং ফলম্ ॥ ১৪ ॥ একো দানানি সর্ব্বাণি ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি। একো বিষ্ণুপদীতোয়ে স্নাতি দ্বাভ্যাং সমং হি তৎ ॥ ২৫ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে বর্ষা-স্বাকাশমাশ্রিতঃ। জলাশ্রয়শ্চ হেমন্ত.একঃ স্যাৎপুরুষঃ ক্ষিতৌ ॥ ২৬ ॥ অন্যো বিষ্ণুপদীতোয়ে স্নাত্বা বিষ্ণুপদং স্পৃশেৎ। তাবুভাবপি নির্দ্দিষ্টৌ সমৌ পুরুষসত্তমৌ ॥ ২৭ ॥ একান্তরোপবাসী য একঃ স্যাজ্জীবিতাবধি। একো বিষ্ণুপদীতোয়ে স্নাতি দ্বাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২৮ ॥ ত্রিরাত্রোপোষিতস্ত্বেকো যাবদ্বর্ষশতং নরঃ। একো বিষ্ণুপদীতোয়ে স্নাতি দ্বাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২৯ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তা মুনিশ্রেষ্ঠো নারদো দ্বিজসত্তমাঃ। বিররাম মুনীনাং স বহূনাং পুরতোঽসকৃৎ ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। সংস্পৃশেচ্চ পদং বিষ্ণোর্য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৩১ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। যদেতত্ত্বয়তা প্রোক্তমাত্মানং বিনিবেদয়েৎ। বিষ্ণোঃ পদস্য সম্প্রাপ্তে অয়নে দক্ষিণোত্তরে ॥ ৩২ ॥ তৎ কেন বিধিনা সূত মন্ত্রৈশ্চ বদ সত্বরম্। বয়ং যেন চ তৎকুর্ম্মঃ সর্ব্বং ভক্তিসমন্বিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সূত

করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া বিষ্ণুপদী-তোয়ে স্নানপূর্ব্বক ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করে, সে গয়াশ্রাদ্ধের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে নর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ স্থানে স্নানা-চরণ করে, সে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে নর বৎসরকাল যাবৎ ঐ স্থানে বাস করিয়া তথায় স্নান করে, সে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে মানবের অস্থি ঐ তীর্থজলে ক্ষিপ্ত হয়, সে পাপা-চার থাকিলেও উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে। ভক্তিবর্জ্জিত পক্ষী, পতঙ্গ, কৃমি ও মৃগ প্রভৃতি জীবগণও যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঐ সলিলে প্রবেশ করিলে জরা-মরণবর্জ্জিত হইয়া চক্রীর পরম পাদ লাভ করিয়া থাকে, তখন শ্রদ্ধাসমন্বিত সর্ব্বকালস্নায়ী, দাতা বেদবিৎ দ্বিজেন্দ্রগণের কথা আর কি বলিব? পূর্ব্বে নারদমুনি বিষ্ণুপদীতীর্থের পাপনাশন প্রভাবের বিষয় সমালোচনা করিয়া বক্ষ্যমাণপ্রকার এক গাথা কীর্ত্তন করেন; যথা —বিষ্ণুপদীতীর্থ যখন জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ব্রত, নিয়ম, তপ ও বিবিধ যজ্ঞের প্রয়োজন কি? একজন যদি সকল তীর্থে স্নান করে, আর একজন যদি কেবল বিষ্ণুপদীতীর্থে স্নান করিয়া থাকে, তাহা হইলে ফল উভয়েরই সমান হইয়া থাকে। একজন যদি ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় দানীয় বস্তু প্রদান করে, আর একজন যদি মাত্র বিষ্ণুপদী-তীর্থে স্নান করে, তাহা হইলে এতদুভয়েরই ফল সমান হইয়া থাকে। যদি কেহ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে, বর্ষায় আকাশ অবলম্বনে এবং হেমন্তে জলাশ্রয়ে, তপস্যা করে, আর অপর কোন ব্যক্তি যদি মাত্র বিষ্ণুপদীতীর্থে গিয়া স্নান করে, তাহা হইলে এতদুভয় ব্যক্তিই সমান হইয়া থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি একান্তরোপবাসী বা জীবনাবধি উপবাস করিয়া থাকে, আর যদি কেহ মাত্র বিষ্ণুপদীতীর্থে স্নান করে, তাহা হইলে এই উভয় ব্যক্তিই পরস্পর সমান। ফলভাজন হয়। ১—২৯। কেহ যদি বর্ষশত কাল ব্যাপিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করে, আর অন্য কোন ব্যক্তি যদি বিষ্ণু-পদীতীর্থে স্নান করে, তাহা হইলে ইহাদের উভ-য়েরই ফল সমান। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজ-সত্তমগণ! দেবর্ষি নারদ বহু মুনি-সম্মুখে এই গাথা গান করিয়া বিরত হইলেন। অতএব যে নর আপনার মঙ্গল কামনা করিবে, সে সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ তীর্থে স্নানাচরণপূর্ব্বক বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিবে ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে বলি-লেন,—বিষ্ণুপদে আত্মনিবেদন করিতে হয়; কিন্তু উহা কোন্ বিধি অনুসারে এবং কোন্ মন্ত্র দ্বারা করিতে হয়, তাহা বলুন; কারণ, আমরা ভক্তি-

উবাচ। দক্ষিণে চোত্তরে চাপি সম্প্রাপ্তে চায়নদ্বয়ে। পূজয়িত্বা পদং বিষ্ণোরিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যদাকস্মাদ্ভবেন্মম। তত্তে পদং গতির্মে স্যাদহন্তে ভৃত্যতাং গতঃ ॥ ৩৫ ॥ এবং প্রোচ্য হরিং পশ্চাৎ পূজয়েদ্‌ব্রাহ্মণাংস্ততঃ। অথ তৈঃ সমমশ্নীয়াত্ততঃ প্রাপ্নোতি সদ্গতিম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বিষ্ণুপদীতীর্থোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্রাশ্চর্য্যমভূৎপূর্ব্বং যত্তদ্ ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। তদ্বোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি গঙ্গামাহাত্ম্যসম্ভবম্ ॥১॥ চমৎকারপুরে বিপ্রঃ পুরাসীৎ সংশিতব্রতঃ। চণ্ডশর্ম্মেতি বিখ্যাতো রূপৌদার্য্যগুণান্বিতঃ ॥ ২ ॥ স যদা যৌবনোপেতস্তদা বেশ্যানুরাগকৃৎ। শ্রোত্রিয়োঽপ্যভবদ্বিপ্রো যৌবনোন্মাদপীড়িতঃ ॥ ৩ ॥ স কদাচিন্নিশীথেঽথ তৃষার্ত্তশ্চ সমুত্থিতঃ। প্রার্থয়ামাস তাং বেশ্যাং পানীয়ং পাতুমুৎসহে ॥ ৪ ॥ অথ সা সলিলভ্রান্ত্যা করকং মদ্যসম্ভবম্। সমাদায় দদৌ পানং তস্মৈ নিদ্রাকুলায় চ ॥ ৫ ॥ মুখমধ্যগতে মদ্যে সোঽপি তাং কোপসংযুতঃ। বেশ্যাং প্রভর্ৎসয়ামাস ধিগ্ধিক্‌শব্দৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬ ॥ কিমিদন্ত্বিমিদং পাপে ত্বয়া কর্ম্ম বিগর্হিতম্। কৃতং যন্মুখমধ্যে মে প্রক্ষিপ্তা নিন্দিতা সুরা ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মণ্যমদ্য যে নষ্টং মদ্যপানাদসংশয়ম্। প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি তস্মাদাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ৮ ॥ এবমুক্ত্বা বিনিষ্ক্রম্য তদ্‌গৃহাদ্দুঃখসংযুতঃ। করোদাথ তদা গত্বা করুণং নির্জ্জনে বনে ॥ ৯ ॥ ততঃ প্রভাতবেলায়াং স্নাত্বা বস্ত্রসমন্বিতঃ। ত্যক্ত্বা গাত্রস্য রোমাণি সমস্তানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০ ॥ সম্প্রাপ্তো বিপ্রমুখ্যানাং সভা যত্র ব্যবস্থিতা। পঠন্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদান্তানি চ কৃৎস্নশঃ ॥ ১১ ॥ অথাসৌ প্রণিপত্যোচ্চৈঃ প্রোবাচ দ্বিজসত্তমান্। জলভ্রান্ত্যা সুরা পীতা ময়া কুরুত নিগ্রহম্ ॥ ১২ ॥ অথ তে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রবিচার্য্য

সমন্বিত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব। সূত বলিলেন,—দক্ষিণায়ন, বা উত্তরায়ণ প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুপদ পূজা করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, যথা—ছয় মাসের মধ্যে যদি আমার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে যেন আপনার পদ আমার গতি বিধান করেন, আমি আপনার ভৃত্য হইলাম। শ্রীহরিকে এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণগণের পূজাপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত ভোজন করিবেন, এরূপ করিলে সদ্গতি লাভ হয় ।৩০—৩৬।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! পূর্ব্বে বিষ্ণুপদীতীর্থে গঙ্গামাহাত্ম্য-সম্ভূত যে আশ্চর্য্য সংঘটিত হইয়াছিল, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে চমৎকারপুরে এক সংশিতব্রত বিপ্র বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল,—চণ্ডশর্ম্মা। তিনি রূপে ও ঔদার্য্যগুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াও যৌবন-সুলভ কামপীড়িত হইয়া তরুণ বয়সে বেশ্যাসক্ত হন। একদিন তিনি বেশ্যালয়ে নিশীথে সুপ্তোত্থিত হইয়া বেশ্যার নিকট পানীয় প্রার্থনা করেন। বেশ্যা সলিলভ্রমে মদ্যপূর্ণ পাত্র লইয়া আসিয়া ঐ নিদ্রাকুল ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করে, তিনিও গ্রহণ করিয়া পান করিতে আরম্ভ করেন। মুখমধ্যে মদ্য প্রবিষ্ট হইলে তিনি জানিতে পারিয়া কোপে পুনঃপুনঃ ধিক্কার প্রদানে এই বলিয়া বেশ্যাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, অয়ি পাপে! তুই একি বিগর্হিত কর্ম্ম করিলি? তুই আমার মুখমধ্যে নিন্দিত বস্তু সুরা নিক্ষেপ করিলি। নিঃসংশয় অদ্য আমার সুরাপানে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হইল। অতএব আমি আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যে গমনপূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভাতে বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া সমস্ত গাত্ররোম পরিত্যাগপূর্ব্বক যেখানে ব্রাহ্মণগণ সভা করিয়া উপবিষ্ট আছেন, বেদান্ত ও অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র—সভার চতুর্দ্দিকে অন্তেবাসিগণ অধ্যয়ন করিতেছে, সেই ব্রাহ্মণসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রণামপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তখন বলিলেন,—ভো ভো ব্রাহ্মণগণ! আমি জলভ্রমে সুরাপান করিয়াছি, আপনারা আমার নিগ্রহ

পুনঃপুনঃ। তমূচুর্ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তকৃতে স্থিতম্॥ ১৩॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতো বাপি সুরাং চেদ্‌ব্রাহ্মণঃ পিবেৎ। অগ্নিবর্ণং ঘৃতং পীত্বা তাবন্মাত্রং বিশুধ্যতি॥ ১৪॥ স ত্বং বাঞ্ছসি চেচ্ছুদ্ধিমগ্নিবর্ণং ঘৃতং পিব। যাবন্মাত্রা সুরা পীতা তাবন্মাত্রং বিশুদ্ধয়ে॥ ১৫॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় ঘৃতমাদায় তৎক্ষণাৎ। চক্রে বহ্নিসমং যাবৎ পানার্থং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৬॥ তাবত্তস্য পিতা প্রাপ্তঃ শ্রুত্বা বার্ত্তাং সভার্য্যকঃ। কিমিদং কিমিদং পুত্র ব্রুবাণো দুঃখসংযুতঃ। অশ্রুপূর্ণেক্ষণো দীনো বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ১৭॥ ততঃ স কথয়ামাস সর্ব্বং রাত্রিসমুদ্ভবম্। বৃত্তান্তং তচ্চ বিপ্রাণাং প্রায়শ্চিত্তং যথোচিতম্॥ ১৮॥ অথ স ব্রাহ্মণান্ প্রাহ সর্ব্বাংস্তান্ দ্বিজসত্তমাঃ। প্রায়শ্চিত্তং সুতায়াস্মৈ মমান্যৎ সম্প্রদীয়তাম্॥ ১৯॥ সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ। সর্ব্বস্বমপি দাস্যামি পুত্রহেতোরসংশয়ম্॥ ২০॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ভূয়োভূয়শ্চ সাদরম্। বিচিন্ত্য ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তমূচুর্মুনিসত্তমাঃ॥ ২১॥ নান্যদস্তি সুরাপানে প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজন্মনাম্। মৌঞ্জীহোমং বিনা বিপ্র যদ্‌যুক্তং তৎসমাচর॥ ২২॥ ততঃ স স্বসুতং প্রাহ নৈবং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি। যচ্ছ দানানি বিপ্রেভ্যস্তীর্থযাত্রাং সমাচর॥ ২৩॥ ততঃ শুদ্ধিং সমাপ্নোষি ক্রমান্নিয়মসংযুতঃ। ব্রতৈশ্চ বিবিধৈশ্চীর্ণৈঃ সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্॥ ২৪॥ ন ব্রাহ্মণসমাদিষ্টং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে॥ ২৫॥ পুত্র উবাচ। এতন্মম মহাভাগা যদ্‌ব্রুবন্তি এতাদিকম্। তস্মাৎ কার্য্যো ময়া তাত মৌঞ্জীহোমো ন সংশয়ঃ॥ ২৬॥ যন্ময়া তু কৃতং বাল্যে তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥ ২৭॥ সূত উবাচ। তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা স পিতা সুতবৎসলঃ। সর্ব্বস্বং প্রদদৌ কৃষ্টো মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ২৮॥ সাপি তস্য সতী ভার্য্যা কৃত্বা মৃত্যুবিনিশ্চয়ম্। তমুবাচ সুতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বং দত্ত্বা গৃহাদিকম্॥ ২৯॥ আবাভ্যাং সম্প্রবিষ্টাভ্যাং বহ্নৌ পুত্র ততস্তদা। মৌঞ্জীহোমস্ত্বয়া কার্য্যো মাং তাতং

করুন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ পুনঃপুনঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করিয়া সমুপস্থিত ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিতে লাগিলেন; তাঁহারা বলিলেন,—ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করেন, তাহা হইলে তিনি অগ্নিবর্ণ ঘৃত পান করিয়া তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি লাভ করিবেন, অতএব আপনি যদি শুদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অগ্নিবর্ণ ঘৃত পান করুন। যে পরিমাণ সুরা আপনি পান করিয়াছেন, সেই পরিমাণ ঘৃত আপনাকে পান করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঘৃত আনয়নপূর্ব্বক অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তাহাকে বহ্নিবৎ করত যেমন পান করিতে যাইতেছেন, অমনি তাঁহার পিতা সপত্নীক আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি দুঃখিতভাবে সসম্ভ্রমে অশ্রুপূর্ণনয়নে বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—একি একি পুত্র! অনন্তর পুত্র রাত্রিকৃত সমস্ত বৃত্তান্ত এবং তদুপলক্ষে বিপ্রগণপ্রদত্ত প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা এ সমুদয়ই নিবেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার পিতা ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার পুত্রকে অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দান করুন, আপনারা ধর্ম্মশাস্ত্র পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া দেখুন; আমি পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিব, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। ব্রাহ্মণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণ সাদরে পুনঃপুনঃ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! দ্বিজাতিগণ সুরাপান করিলে মৌঞ্জীহোম ব্যতীত অন্য আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহাতে আপনার যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা করুন। ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণগণের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজ পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি ইহা করিতে পারিবে না, সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে দান ব্রতাচরণ ও তীর্থযাত্রা কর। ইহাতে তুমি শুদ্ধি লাভ করিবে। ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট নহে।১৩—২৫। পুত্র বলিলেন,—হে তাত! ব্রাহ্মণগণ আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি সেই মৌঞ্জীহোম অবশ্যই করিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি বাল্যে যে সকল অপরাধ করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। সূত বলিলেন,—সুতবৎসল পিতা পুত্রের তাদৃশ নিশ্চয় অবগত হইয়া মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মাতাও মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গৃহাদি অবশিষ্ট বস্তু দানপূর্ব্বক পুত্রকে বলিলেন,—

যদি মন্যসে ॥ ৩০ ॥ ততস্তৌ দম্পতী হৃষ্টৌ যাবদ্বহ্নি-সমীপগৌ। সঞ্জাতৌ মরণার্থায় স চ তাভ্যাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৩১ ॥ তাবৎপ্রাপ্তো মুনির্নাম শাণ্ডিল্যো বেদপারগঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন তত্র দেশে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩২ ॥ স বৃত্তান্তং সমাকর্ণ্য কোপসংরক্তলোচনঃ। অব্রবীদ্ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ ভর্ৎসমানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৩ ॥ অহো মূঢতমা যূয়ং যদেতদ্ব্রাহ্মণত্রয়ম্। বৃথা মৃত্যুমবাপ্নোতি নিগ্রহে সুগমে সতি ॥ ৩৪ ॥ অত্র কাত্যায়নেনোক্তং যদ্বচঃ সুমহাত্মনা। তচ্ছৃণ্বন্তু দ্বিজাঃ সর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তং তথাপ্যয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ চান্দ্রায়ণানি কৃচ্ছ্রাণি তথা সান্তপনানি চ। প্রায়শ্চিত্তানি দীয়ন্তে যত্র গঙ্গা ন বিদ্যতে ॥ ৩৬ ॥ অত্র বিষ্ণুপদী গঙ্গা তৎক্ষেত্রে তু দ্বিজোত্তমাঃ। তস্যাং স্নানং করোত্বেষ ততঃ শুদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥ ৩৭ ॥ মৌঞ্জীহোমঃ প্রমাণং স্যান্মুনিবাক্যেন চেদ্ভবেৎ। তদেতদপি বাক্যং হি কাত্যায়নমুনেঃ স্ফুটম্ ॥ ৩৮ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে হর্ষেণ মহতান্বিতাঃ। সাধুসাধ্বিতি তং প্রোচ্য প্রোচুঃ সত্যমিদং মুনে ॥ ৩৯ ॥ ততঃ প্রবোধ্য তং বিপ্রং নিন্যুস্তত্র দ্বিজোত্তমাঃ। যত্র বিষ্ণুপদী গঙ্গা স্বয়মেব ব্যবস্থিতা ॥ ৪০ ॥ তত্র স ব্রাহ্মণো যাবদ্গাঙ্গাতোয়সমুদ্ভবম্। গণ্ডূষং কুরুতে বক্ত্রে তাবচ্ছুদ্ধো বভূব সঃ। উদরাদখিলং তোয়ং নিষ্ক্রান্তং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ ততোঽবগাহতে যাবত্তস্যাস্তোয়ং সুশোভনম্। তাবদাকাশসম্ভূতা গম্ভীরোবাচ ভারতী ॥ ৪২ ॥ শুদ্ধোঽয়ং ব্রাহ্মণঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুপদ্যাঃ সমাগমাৎ। স্নানাদাচমনাদেব তস্মাদ্যাতু গৃহং নিজম্ ॥ ৪৩ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে চণ্ডশর্ম্মাদয়শ্চ যে। দিষ্ট্যাদিষ্ট্যেতি জল্পন্তঃ স্বানি হর্ম্ম্যাণি ভেজিরে ॥ ৪৪ ॥ সূত উবাচ। এবম্প্রভাবা সা বিপ্রা গঙ্গা বিষ্ণুপদী স্থিতা। তস্য ক্ষেত্রস্য সীমান্তে পশ্চিমে পাপনাশিনী ॥ ৪৫ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং বিষ্ণুপদ্যাঃ সমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুপদীগঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

হে পুত্র! পিতামাতা যদি তোমার সম্মানিত হন, তবে আমরা বহ্নিপ্রবেশ করিলে পর তুমি মৌঞ্জীহোম করিবে। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণদম্পতি জীবনবিসর্জ্জনের নিমিত্ত যেমন বহ্নিসমীপে উপস্থিত হইলেন, অমনি শাণ্ডিল্য নামক বেদপরায়ণ মহামুনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপসংরক্ত-লোচনে ব্রাহ্মণকে বারবার ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন।—তোমরা তিনজনই অতিমূঢ়। সুগকর প্রায়শ্চিত্ত থাকিতে তোমরা বৃথা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিলে। এবিষয়ে মহাত্মা কাত্যায়ন যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন! —যেখানে গঙ্গা নাই, সেই স্থানেই কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ও কৃচ্ছ্র সন্তাপন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে হয়। হে দ্বিজ! এই স্থানের নিকটেই বিষ্ণুপদী গঙ্গা আছেন, সেই ক্ষেত্রে গমন করিয়া এই আপনার পুত্র স্নান করুক, স্নান করিবামাত্র শুদ্ধিলাভ করিবে। মুনিবাক্য বলিয়া মৌঞ্জীহোমকেই যদি প্রমাণ বলেন, তাহা হইলে এই কাত্যায়নমুনির বাক্যই বা অপ্রমাণ হইবে কিরূপে? অনন্তর ব্রাহ্মণ হৃষ্টান্তঃকরণে "সাধু সাধু" বলিয়া বলিলেন,—হে মুনি! আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য। অনন্তর তাঁহারা সকলে ঐ বিপ্রপুত্রকে বিষ্ণুপদী গঙ্গায় লইয়া গেলেন। বিপ্রপুত্র ঐ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যেমন গঙ্গাতোয়ে গণ্ডূষ করিয়াছেন, অমনি শুদ্ধ হইয়া গেলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! গঙ্গাজল পান করিবামাত্র দ্বিজপুত্রের উদর হইতে প্রভূত জল নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। অনন্তর ঐ দ্বিজপুত্র যেমন গঙ্গাতোয়ে অবগাহন করিলেন, অমনি এইরূপ আকাশসম্ভূতা বাণী উত্থিত হইল যে, এই ব্রাহ্মণপুত্র, বিষ্ণুপদী গঙ্গাসমাগমে, এই সলিলে স্নান ও আচমনান্তে শুদ্ধিলাভ করিল, অতএব সম্প্রতি গৃহে গমন করুক। অনন্তর চণ্ডশর্ম্মা প্রভৃতি 'ভাগ্য ভাগ্য' বলিতে বলিতে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! ঐ বিষ্ণুপদীগঙ্গার প্রভাব এই কথিত হইল। গঙ্গাদেবী ঐ ক্ষেত্রের সীমান্তে পশ্চিমদিগ ভাগে অবস্থিত। হে ব্রাহ্মণগণ! এই আমি আপনাদের নিকট পাপনাশন বিষ্ণুপদী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ২৬—৪৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। যৎপূর্ব্বাপরসীমান্তং তন্ময়া সম্প্রকীর্ত্তিতম্। দক্ষিণোত্তরসন্তূতং তদ্বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্॥ ১॥ অস্তি ভূমিতলে খ্যাতা মথুরাখ্যা মহাপুরী। নানাবিপ্রসমাকীর্ণা যমুনাতটসংশ্রয়া॥ ২॥ তস্যামাসীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠো গোকর্ণ ইতিবিশ্রুতঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ॥ ৩॥ অথাপরোঽস্তি তন্নামা তত্র বিপ্রো বয়োঽন্বিতঃ। সোঽপি চ ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ববিদ্যাসু পারগঃ॥ ৪॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যমঃ প্রাহ স্বকিঙ্করম্। ঊর্দ্ধকেশং সুরক্তাক্ষং কৃষ্ণদন্তং ভয়ানকম্॥ ৫॥ অদ্য গচ্ছ দ্রুতং দূত মথুরাখ্যাং মহাপুরীম্। আনয়স্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠং তস্যাং গোকর্ণসংজ্ঞকম্॥ ৬॥ তস্যায়ুষঃ ক্ষয়ো জাতো মধ্যাহ্নেঽদ্যতনে দিনে। ত্যাজ্যোঽন্যোঽস্তি চ তত্রৈব চিরায়ুস্তাদৃশো দ্বিজঃ॥ ৭॥ সূত উবাচ। অথ দূতো দ্রুতং গত্বা তাং পুরীং যমশাসনাৎ। বিভ্রমাদানয়ামাস গোকর্ণঞ্চ চিরায়ুষম্॥ ৫॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা যমঃ প্রোবাচ কিঙ্করম্। দীর্ঘায়ুরেষ আনীতো ধিক্পাপ কিমিদং কৃতম্॥ ৯॥ তস্মাৎপ্রাপয় তত্রৈব যাবদস্য চ বন্ধুভিঃ। নো গাত্রং দহ্যতে শোকাৎ সুসমিদ্ধেন বহ্নিনা॥ ১০॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। নাহং তত্র গমিষ্যামি দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽস্মি তেঽন্তিকম্। বাঞ্ছমানঃ সদা মৃত্যুং দারিদ্র্যেণ কদর্থিতঃ॥ ১১॥ যম উবাচ। নিমিষেনাপি নো মর্ত্ত্যমানয়ামি মহীতলাৎ। আয়ুঃশেষেণ বিপ্রেন্দ্র পূর্ণেনাথ ত্যজামি ন॥ ১২॥ তত এব হি মে নাম ধর্ম্মরাজ ইতি স্মৃতম্। সমত্বাৎ সর্ব্বজন্তূনাং পক্ষপাতবিবর্জ্জনাৎ॥ ১৩॥ তস্মাদ্গচ্ছ গৃহং বিপ্র যাবদ্গাত্রং ন দহ্যতে। বন্ধুভিস্তব শোকার্ত্তৈরধুনা তত্র তে স্থিতিঃ॥ ১৪॥ প্রার্থয়স্ব মনোঽভীষ্টং বরং ব্রাহ্মণসত্তম। ন বৃথা দর্শনং মে স্যাৎ কথঞ্চিদপি দেহিনাম্॥ ১৫॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। অবশ্যং যদি গন্তব্যং ময়া দেব গৃহং পুনঃ। তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছামি বরশ্চৈষ ভবেন্মম॥ ১৬॥ এতে যে নরকা রৌদ্রাঃ সেবিতাঃ পাপকর্ম্মভিঃ। দৃশ্যন্তে বদ কঃ কেন

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বাপর সীমান্তের কথা আমি কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা দক্ষিণোত্তর সীমান্তের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভূমিতলে মথুরা নামে এক পুরী আছে। মথুরায় বহু বিপ্রের নিবাস এবং ঐ পুরী যমুনাপুলিনে অবস্থিত। গোকর্ণ নামে এক বিপ্রবর ঐ স্থানে বাস করিতেন। তিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণ ছিলেন। গোকর্ণ নামে আর একজন বয়োধিক ব্রাহ্মণও ঐ নগরীতে বাস করিতেন। তিনিও সর্ব্ববিদ্যাপারগ ও জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদা যম তাঁহার একঊর্দ্ধকেশ, রক্তাক্ষ, কৃষ্ণদন্ত, ও ভয়ানক কিঙ্করকে বলিলেন,—রে দূত! অদ্য দ্রুতবেগে মথুরাপুরীতে গমন করিয়া গোকর্ণ নামক দ্বিজশ্রেষ্ঠকে লইয়া আয়; অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার পরমায়ুঃ শেষ হইবে। কিন্তু দেখিস্,—সেখানে আর একজন চিরায়ু গোকর্ণ নামক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে যেন লইয়া আসিস্ না। সূত বলিলেন,—যমশাসনে দূত মথুরাপুরীতে গমন করিয়া ভ্রমবশতঃ সেই চিরায়ু গোকর্ণকে যমালয়ে লইয়া আসিল। তদ্দর্শনে যম সক্রোধে দূতকে বলিলেন,—রে পাপ! দীর্ঘায়ু গোকর্ণকে লইয়া আসিয়াছিস্—করিয়াছিস্ কি? বন্ধুগণ ইহাঁর শোকে সন্তপ্ত হইয়া সুসমিদ্ধ বহ্নি দ্বারা ইহাঁর গাত্র দগ্ধ করিতে না-করিতে দ্রুতবেগে গিয়া শীঘ্র স্বস্থানে রাখিয়া আয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি আর সেখানে যাইব না, আমি ভাগ্যবশতঃ আপনার নিকট আসিয়াছি; দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া আমি সর্ব্বদাই মৃত্যু প্রার্থনা করি। যম বলিলেন,—নিমেষমাত্র জীবন থাকিতে আমি মর্ত্ত্যকে মহীতল হইতে এখানে আনয়ন করি না, আর সম্পূর্ণরূপে আয়ুঃশেষ হইলে তাহাকে আমি ত্যাগ করি না; পক্ষপাত রহিত হইয়া আমি সকল জন্তুকেই সমান চক্ষে দেখি। এই জন্যই আমার নাম হইয়াছে ধর্ম্মরাজ। হে বিপ্র! বন্ধুগণ তোমার গাত্র দগ্ধ করিতে না-করিতে তুমি শীঘ্র গমন কর। হে ব্রাহ্মণসত্তম! তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমার দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে।১-১৫। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে দেব! যদি সত্যসত্যই আমাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, আপনি তাহার সদুত্তর প্রদান করুন; ইহাই আমার বর হইবে। আমার জিজ্ঞাসা এই যে, ঐ যে পাপকর্ম্মা ব্যক্তিগণকে নরকভোগ করিতে দেখা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে কে কোন

কর্ম্মণা সেব্যতে জনৈঃ ॥ ১৭ ॥ যম উবাচ। অসংখ্যা নরকা বিপ্র যথা প্রাণিগণাঃ ক্ষিতৌ। কৃৎস্নশঃ কথিতুং শক্যা নৈব বর্ষশতৈরপি ॥ ১৮ ॥ কীর্ত্তয়িষ্যামি তেষাং তে প্রাধান্যেন দ্বিজোত্তম। একবিংশতিসংখ্যা যে পাপিলোককৃতে কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥ আদ্যোঽয়ং রৌরবো নাম নরকো দ্বিজসত্তম। প্রতপ্ততৈলকুম্ভেষু পচ্যন্তে যত্র জন্তবঃ ॥ ২০ ॥ হা মাতস্তাত পুত্রেতি প্রকুর্ব্বন্তি সুদারুণম্। পরপাকরতাঃ ক্ষুদ্রাঃ পরদ্রব্যাপহারকাঃ ॥ ২১ ॥ দ্বিতীয় এষ বিপ্রেন্দ্র মহারৌরবসংজ্ঞিতঃ। কৃতঘ্নৈঃ সেব্যতে নিত্যং তথা চ গুরুতল্পগৈঃ ॥ ২২ ॥ রোরূয়মাণৈর্দাহার্ত্তৈঃ পচ্যমানৈর্হবির্ভুজঃ। খণ্ডশঃ ক্রিয়মাণৈশ্চ তীক্ষ্ণশস্ত্রৈরনেকধা ॥ ২৩ ॥ তৃতীয়োঽন্ধতমোনাম নরকঃ সুভয়াবহঃ। অত্র যে পুরুষা যান্তি তাংশ্চ বক্ষ্যামি সুদ্বিজ ॥ ২৪ ॥ দুষ্টেন চক্ষুষা দৃষ্টাঃ পরদারা নরাধমৈঃ। সুলোহাস্যাঃ খগাস্তেষাং হরন্ত্যত্র বিলোচনে ॥ ২৫ ॥ চতুর্থোঽয়ং প্রতপ্তাখ্যো নরকঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ। অত্র তে যাতনাং ভুক্ত্বা তথা শুদ্ধা ভবন্তি চ ॥ ২৬ ॥ যৈঃ কৃতা সততং নিন্দা গুরুদেবতপস্বিনাম্। তেষামুৎপাট্যতে জিহ্বা জাতাজাতাত্র ভূরিশঃ ॥ ২৭ ॥ এষোঽন্যঃ পঞ্চমো নাম সুপ্রসিদ্ধো বিদারকঃ। মিত্রদ্রোহরতাশ্চাত্র ছিদ্যন্তে করপত্রকৈঃ ॥ ২৮ ॥ প্রতপ্তবালুকাপূর্ণো খ্যায়তে যশ্চ বহ্নিনা। নিকুম্ভ ইতি বিখ্যাতঃ ষষ্ঠো লোকাভয়াবহঃ ॥ ২৯ ॥ প্রাণান্তিকং পুরা দত্তং যৈর্দুঃখং প্রাণিনাং নরৈঃ। অপরাধং বিনা তেঽত্র পচ্যন্তে বালুকোৎকরৈঃ ॥ ৩০ ॥ বীভৎসুরিতি বিখ্যাতঃ সপ্তমো নরকাধমঃ। মূত্রামেধ্যসমাকীর্ণঃ সমন্তাদতিগর্হিতঃ ॥ ৩১ ॥ রাজগামি চ পৈশুন্যং যৈঃ কৃতং সুদুরাত্মভিঃ। অমেধ্যপূর্ণবক্ত্রাস্তে ধার্য্যন্তেঽত্র নরাধমাঃ ॥ ৩২ ॥ কুৎসিতো নাম বিখ্যাতো দ্বিজায়ং চাষ্টমোঽধমঃ। শ্লেষ্মমূত্রাভিসম্পূর্ণস্তথা গন্ধৈশ্চ কুৎসিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ গুরুদেবাতিথিভ্যশ্চ স্বভৃত্যেভ্যো বিশেষতঃ। অদত্ত্বা ভোজনং যৈস্তু কৃতং তেঽত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ এষ দুর্গমনামা চ নবমো দ্বিজসত্তম। তীক্ষ্ণকণ্টকসঙ্কীর্ণঃ সর্পবৃশ্চিকসঙ্কুলঃ ॥ ৩৫ ॥ একমার্গপ্রযাতায় ক্ষুৎক্ষামায়াবসীদতে। অদত্ত্বা

কর্ম্মের ফলে নরক ভোগ করিতেছে, আপনি তাহা বলুন। যম বলিলেন,—হে বিপ্র! ক্ষিতিতলে প্রাণী যেমন অসংখ্য, নরকও তেমনি অসংখ্য জানিবে,—শতবর্ষেও ইহা সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারা যায় না, তথাপি আমি সংক্ষেপে আপনাকে প্রধানতঃ বলিতেছি। একবিংশতিপ্রকার নরক পাপীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, উহাদের আদ্য নরক,—রৌরব নামক। উহাতে পতিত হইয়াই জীব তপ্ততৈলে পচ্যমান হয়। সেখানে পরপাকরত, ক্ষুদ্র ও পরদ্রব্যাপহারক পাপিগণ পতিত হইয়া হা মাতঃ! হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া সুদারুণ আর্ত্তনাদ করে। দ্বিতীয় মহারৌরব নামক নরক। কৃতঘ্ন ও গুরুতল্পগ ব্যক্তিরা ঐখানে পতিত হইয়া দগ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত রোদন করে, এবং তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা বারম্বার শকলীকৃত হইতেছে। অন্ধতমস নামক তৃতীয় নরক। হে দ্বিজ! যে সকল লোক এই নরকে পতিত হয়, বলিতেছি, শ্রবণ করুন—যে নরাধমগণ দুষ্ট চক্ষু দ্বারা পরদার অবলোকন করে, লৌহচঞ্চু খগগণ লৌহময় চঞ্চু দ্বারা এই নরকে তাহাদের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া দেয়। চতুর্থ প্রতপ্তাখ্য নরক। এই স্থানে পাপিগণ যাতনা ভোগ করিবা পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। যাহারা গুরু, দেব ও তপস্বিগণের নিন্দা করে, তাহাদের এই স্থানে জিহ্বা উৎপাটিত হয়। পঞ্চম নরকের নাম—বিদারক। এই স্থানে মিত্রদ্রোহরত পাপিগণ করপত্র দ্বারা ছেদিত হয়, এই প্রতপ্ত বালুকাপূর্ণ বহ্নিদ্বারা সর্ব্বদাই তাপিত লোকভয়ঙ্কর ষষ্ঠ নরক নিকুম্ভ নামে খ্যাত। যাহারা প্রাণীদিগকে প্রাণান্তিক দুঃখ প্রদান করে, তাহারা এই স্থানে প্রতপ্ত বালুকা দ্বারা পচ্যমান হয়। ইহার পর সপ্তম নরক, নাম—বীভৎসু। ইহা মূত্রাদি অমেধ্য বস্তুপূর্ণ ও চতুর্দ্দিকে গর্হিত বস্তুবিরাজিত। রাজদ্রোহিগণ এই স্থানে পতিত হয়, পতিত পাপীদিগের মুখ এই স্থানে অমেধ্য বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়। ১৬—৩২। হে দ্বিজ! এই নরকের নাম কুৎসিত এবং ইহা অষ্টম নরক। এই নরক শ্লেষ্ম-মূত্রাদিপূর্ণ ও কুৎসিতগন্ধবিশিষ্ট। যাহারা গুরু, দেব, অতিথি ও স্ব ভৃত্যদিগকে ভোজন প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহারা এই নরকে পতিত হয়। ইহার পর দুর্গম নামক নবম নরক। ইহা তীক্ষ্ণ কণ্টক-

ভোজনং যৈশ্চ কৃতং তেঽত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ দশমোঽয়ং সুবিখ্যাতো নরকো নাম দুঃসহঃ। তপ্তলোহময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥ ৩৭ ॥ যে পাপাঃ পরদারেষু রক্তা মিষ্টামিষেষু বা। তপ্তলোহময়ান্ স্তম্ভাংস্তেঽত্রালিঙ্গন্তি মানবাঃ ॥ ৩৮ ॥ একাদশোঽপরশ্চায়মাকর্ষাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। নরকো বিপ্রশার্দ্দূল তপ্তসন্দংশসঙ্কুলঃ ॥ ৩৯ ॥ স্ত্রীবিপ্রগুরুদেবানাং বিত্তং চাশ্নন্তি যে নরাঃ। সন্দংশৈরপি কৃষ্যন্তে তত্র তপ্তৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪০ ॥ সন্দংশো দ্বাদশশ্চায়ং তথাভক্ষ্যপ্রভক্ষকাঃ। লোহদন্তমুখৈর্গৃধ্রৈর্ভক্ষ্যন্তেঽত্র নরাধমাঃ ॥ ৪১ ॥ এষ ত্রয়োদশো নাম সুবিখ্যাতো নিয়ন্ত্রকঃ। সমন্তাৎ কৃমিভির্ব্যাপ্তস্তথা চ দৃঢ়বন্ধনৈঃ ॥ ৪২ ॥ ন্যাসাপহারকাঃ পাপাস্তত্র বদ্ধাশ্চ বন্ধনৈঃ। কৃমিবৃশ্চিককীটাদ্যৈর্ভক্ষ্যন্তে দ্বিজসত্তম ॥ ৪৩ ॥ তথা চতুর্দ্দশো নাম নরকোঽধোমুখঃ স্থিতঃ। নরকাণাং সমস্তানামেব রৌদ্রতমাকৃতিঃ ॥ ৪৪ ॥ অত্র চাধোমুখা বদ্ধা বৃক্ষশাখাবলম্বিতাঃ। পচ্যন্তে বহ্নিনাধস্তাদ্ব্রহ্মঘ্না যে চ মানবাঃ ॥ ৪৫ ॥ যূকামৎকুণদংশাদ্যৈঃ সঙ্কীর্ণোঽয়ং দ্বিজোত্তম। নরকো ভীষণো নাম খ্যাতঃ পঞ্চদশো মহান্ ॥ ৪৬ ॥ কূটসাক্ষ্যরতানাং চ তথৈবানৃতবাদিনাম্। অত্রাশ্রয়ো ময়া দত্তস্তথান্যেষাং কুকর্ম্মিণাম্ ॥ ৪৭ ॥ এষ ষোড়শ উদ্দিষ্টো নরকো নাম ক্ষুদ্রদঃ। ক্ষুধার্ত্তৈর্মানবৈর্ব্যাপ্তঃ সমন্তাদ্দ্বিজসত্তম ॥ ৪৮ ॥ মৃষ্টমাংসানি যৈঃ পাপৈর্ভক্ষিতানি দ্বিজর্ষভিঃ। ক্ষুধার্ত্তাস্তে নিজস্কন্ধং ভক্ষয়ন্ত্যত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ তথা সপ্তদশশ্চায়ং ক্ষারাখ্যো নরকঃ স্মৃতঃ। সুক্ষারেণ সমাকীর্ণঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়াবহঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রতভঙ্গকরা যে চ যে চ পাষণ্ডিনো নরাঃ। তেঽত্রাগতা শিতৈঃ শস্ত্রৈঃ পিষ্যন্তে পাপকৃত্তমাঃ ॥ ৫১ ॥ এষ চাষ্টাদশো নাম কথিতশ্চ নিদাঘকঃ। জ্বলিতাঙ্গারসঙ্কীর্ণো দুঃসেবঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫২ ॥ দূষয়ন্তি চ যে শাস্ত্রং কাব্যং বিপ্রঞ্চ কন্যকাম্। অঙ্গারান্তঃস্থিতাস্তেঽত্র ম্রিয়ন্তে মানবা দ্বিজ ॥ ৫৩ ॥ একোনবিংশতিশ্চায়ং প্রখ্যাতঃ কূটশাল্মলিঃ। সুতীক্ষ্ণকণ্টকাকীর্ণঃ সমন্তাদ্দ্বিজসত্তম ॥ ৫৪ ॥ নাস্তিকা ভিন্নমর্য্যাদা যে চ বিপ্রস্য ঘাতকাঃ। তে সর্ব্বেঽত্র নরা নিত্যমারুহন্তি পতন্তি চ ॥ ৫৫ ॥ এষ বিংশতিমো নাম নরকো দ্বিজসত্তম। অসিপত্রবনাখ্যশ্চ

সঙ্কীর্ণ ও সর্পবৃশ্চিক পরিবৃত। যাহারা একসঙ্গে প্রয়াত, ক্ষুৎক্ষাম অবসন্ন ব্যক্তিকে ভক্ষ্য প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহারাই ঐ নরকে পতিত হইয়া থাকে। ইহার পর দুঃসহ নামক দশম নরক। ইহা চতুর্দ্দিকে তপ্ত-লৌহস্তম্ভ-বিরাজিত। যাহারা পারদারিক ও মিষ্টামিষনিরত, তাহারাই এই নরকের তপ্ত লৌহময় স্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া থাকে। আকর্ষাখ্য নরক একাদশ। হে বিপ্রশার্দ্দূল। ইহা তপ্ত সন্দংশ-সঙ্কুল। স্ত্রী, বিপ্র ও গুরুদেবের অর্থগ্রাহী ব্যক্তিদিগকে ঐ স্থানে সন্দংশ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকে। দ্বাদশ সন্দংশ নামক নরক। এখানে লৌহদণ্ড ও লৌহমুখ গৃধ্রসমূহ অভক্ষ্য-ভক্ষক নরাধমগণকে ভক্ষণ করে। নিয়ন্ত্রক নামক ত্রয়োদশ নরক। এই নরক চতুর্দ্দিকে কৃমি ও দৃঢ় বন্ধন-রাজিত। ঐ স্থানে ন্যাসাপহারক পাপিগণকে বন্ধন করিয়া কৃমি-বৃশ্চিক ও কীটাদি দ্বারা ভক্ষণ করান হয়। অধোমুখ নামক চতুর্দ্দশ নরক। ইহা যূকা, মৎকুণসাদি দ্বারা পরিবৃত। এই স্থানে ব্রহ্মঘাতী পাপীদিগকে বৃক্ষশাখায় অধোমুখে লম্বিত করত নীচে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দগ্ধ করা হয়। যাবতীয় নরকের মধ্যে এই নরক অতীব ভয়ঙ্কর। ইহার পর ভীষণ নামক পঞ্চদশ নরক। এই স্থানে কূটসাক্ষ্যদাতা, অনৃতবাদী ও অন্যান্য কুকর্ম্মীদিগকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ইহার পর ক্ষুদ্রদ নামক ষোড়শ নরক। ইহা চতুর্দ্দিকে ক্ষুধার্ত্ত মানব পরিব্যাপ্ত। মৃষ্ট মাংসাশী ব্যক্তিগণ ঐ নরকে পতিত হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় নিজ-গাত্রমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার পর ক্ষার নামক সপ্তদশ নরক। উহা সুক্ষারসমাকীর্ণ ও সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর। ঐ স্থানে ব্রতভঙ্গকারী পাষণ্ডী ও পাপকারী ব্যক্তিগণ পতিত হইয়া পিষ্যমাণ হয়। ইহার পর নিদাঘক নামক অষ্টাদশ নরক। উহা জ্বলিতাঙ্গারপরিপূর্ণ ও সর্ব্বদেহি-দুঃসেব্য। শাস্ত্র, কাব্য, বিপ্র ও কন্যাদূষক পাপিগণকে ঐ স্থানে পাতিত করিয়া জ্বলিতাঙ্গারমধ্যে ধরিয়া রাখা হয়। কূটশাল্মলিনামক নরক উনবিংশতিতম। ইহার চতুর্দ্দিকে সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ স্থান। ঐ স্থানে নাস্তিক, ভিন্নমর্য্যাদ ও বিপ্রঘাতী পাপিগণ পতিত

কষ্টসেব্যো দুরাত্মভিঃ ॥ ৫৬ ॥ অত্র যান্তি নরা বিপ্র পরচ্ছিদ্রনিরীক্ষকাঃ । কূটকর্ম্মরতা যে চ শাস্ত্রবিক্রয়কারকাঃ ॥ ৫৭ ॥ একবিংশতিমা চৈষা নাম্না বৈতরণী নদী । সর্ব্বৈরেব নরৈর্গম্যা ধর্ম্মপাপানুযায়িভিঃ ॥ ৫৮ ॥ মৃত্যুকালে সমুৎপন্নে ধেনুং যচ্ছন্তি যে নরাঃ । তস্যা লাঙ্গুলমাশ্রিত্য তারয়ন্তি সুখেন চ ॥ ৫৯ ॥ অদত্ত্বা গাঞ্চ যে মর্ত্ত্যা ম্রিয়ন্তে দ্বিজসত্তম । তীর্ত্ত্বা হস্তাদিভির্গাং তু ইমাং সন্তরন্তি চ ॥ ৬০ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তম । বিস্তরেণ তব প্রীত্যা স্বরূপং নরকোদ্ভবম্ ॥ ৬১ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ গৃহং শীঘ্রং যাবদ্গাত্রং ন দহ্যতে । বন্ধুভিস্তব শোকার্ত্তৈঃ গৃহীত্বা বাঞ্ছিতং ধনম্ ॥ ৬২ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । যদি দেব ময়া সমাগন্তব্যং নিজমন্দিরম্ । তদ্ব্রূহি কর্ম্মণা যেন নরকং যাতি নো নরঃ ॥ ৬৩ ॥ যম উবাচ । তীর্থযাত্রাপরো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ । ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ন যাতি নরকং নরঃ ॥ ৬৪ ॥ পরোপকারসংযুক্তো নিত্যং জপপরায়ণঃ । স্বাধ্যায়নিরতশ্চৈব ন যাতি নরকং দ্বিজ ॥ ৬৫ ॥ বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ । যঃ করোতি নরো নিত্যং নরকং ন স পশ্যতি ॥ ৬৬ ॥ হেমন্তে বহ্নিদো যঃ স্যাত্তথা গ্রীষ্মে জলপ্রদঃ । বর্ষাস্বাশ্রয়দো যশ্চ নরকং ন স পশ্যতি ॥ ৬৭ ॥ ব্রতোপবাসসংযুক্তঃ শান্তাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । ব্রহ্মচারী সদা ধ্যানী নরকং যাতি নো নরঃ ॥ ৬৮ ॥ অন্নপ্রদো নরো যঃ স্যাদ্বিশেষেণ তিলপ্রদঃ । অহিংসানিরতশ্চৈব নরকং ন স পশ্যতি ॥ ৬৯ ॥ বেদাধ্যায়নসম্পন্নঃ শাস্ত্রাসক্তঃ সুমৃষ্টবাক্ । ধর্ম্মাখ্যানপরো নিত্যং নরকং ন স পশ্যতি ॥ ৭০ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । এতন্মূর্খোঽপি জানাতি শুভকর্ম্মকরঃ পুমান্ । [illegible] নকরঃ স্বর্গে তথা পাপক্রিয়ারতঃ ॥ ৭১ ॥ তস্মাদশুভকর্ম্মাপি কর্ম্মণা যেন পাতকম্ । স্বল্পেনাপি নিহন্ত্যাশু যাতি স্বর্গং নরস্ততঃ ॥ ৭২ ॥ তন্মে ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ ব্রতং নিয়মমেব বা । তীর্থং বা জপহোমং বা সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৭৩ ॥ যম উবাচ । অত্র তে সুমহদ্গুহ্যং কীর্ত্তয়িষ্যে দ্বিজোত্তম । গোপনীয়ং প্রযত্নেন বচনান্মম সর্ব্বদা ॥ ৭৪ ॥ মহাপাতকযুক্তোঽপি পুরুষো যেন কর্ম্মণা । অনুষ্ঠিতেন নো যাতি নরকং ক্লেশকারকম্ ॥ ৭৫ ॥ আনর্ত্তবিষয়ে রম্যং সর্ব্ব-

হয়, ইহা বিংশতিতম নরক দুরাত্মগণের কষ্টসেব্য অসিপত্রবননামক। হে বিপ্র! এই নরকে পরচ্ছিদ্রান্বেষী কূটকর্ম্মরত ও শাস্ত্রবিক্রয়ী পাপিগণ পাতিত হয়। ইহার পর একবিংশতিতম নরক নাম—বৈতরণী নদী। ধর্ম্ম-পাপানুষ্ঠায়ী সকল ব্যক্তিই বৈতরণীতে গমন করিয়া থাকে, যাহারা মৃত্যুকালে ধেনু দান করিয়া থাকে, তাহারাই ঐ ধেনুর লাঙ্গুল অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তম! ধেনু দান না করিয়া যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা হস্ত দ্বারা সন্তরণ করিয়া এই দুর্গম নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তম! আপনি যে নরকের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমি বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা আপনার মৃত শরীর বন্ধুগণ কর্ত্তৃক দাহিত হইতে না-হইতে বাঞ্ছিত ধন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে গমন করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে দেব! আমাকে যদি নিশ্চিতই গৃহে প্রতিগমন করিতে হয়, তাহা হইলে বলুন,—কোন কর্ম্ম করিলে নর নরক প্রাপ্ত হয় না? যম বলিলেন, তীর্থযাত্রাপরায়ণ, নিত্য দেবতা ও অতিথি-পূজক, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, পরোপকারী নিত্য জপ-পরায়ণ ও স্বাধ্যায়নিরত ব্যক্তি নরকে গমন করেন না। যে নর বাপী, কূপ, তড়াগ ও দেবায়তন প্রতিষ্ঠা করে, সে নরক দর্শন করে না। যে মানব হেমন্তকালে মানবকে বহ্নি, গ্রীষ্মে জল ও বর্ষায় আশ্রয় প্রদান করে সে কদাচ নরক দর্শন করে না। ব্রতোপবাস-সংযুক্ত, শান্তাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি নরকে গমন করে না। অন্নপ্রদ, তিলপ্রদ ও অহিংসা-নিরত ব্যক্তি নরক দর্শন করে না। বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, শাস্ত্রসংযুক্ত, সুমৃষ্টবাক্ ও ধর্ম্মাখ্যানপর ব্যক্তি কদাচ নরক দর্শন করে না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! ইহা তো মূর্খ ব্যক্তিও জানে যে, শুভকর্ম্মকারী ব্যক্তি স্বর্গে যায় আর পাপক্রিয়ারত ব্যক্তি নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব অশুভকর্ম্মা ব্যক্তি যে স্বল্পমাত্র কর্ম্ম দ্বারা স্বীয় পাতক নষ্ট করিয়া স্বর্গগমন করে, আপনি সেই সকল ব্রত, নিয়ম, তীর্থ, জপ, হোম আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।৬৩-৭৩। যম বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমি আপনার নিকট গোপনীয় সুমহৎ বিষয় সর্ব্বপ্রযত্নে কীর্ত্তন করিতেছি। মহাপাতকযুক্ত পুরুষও যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ক্লেশকর নরকে গমন করে না, আমি তাহা বলিতেছি। আনর্ত্তনামক জনপদে

তীর্থময়ং শুভম্। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং মহাপাতকনাশনম্॥ ৭৬॥ তত্রৈকমপি মাসার্দ্ধং যো ভক্ত্যা পূজয়েদ্ধরম্। স সর্ব্বপাপযুক্তোঽপি শিবলোকে মহীয়তে॥ ৭৭॥ তস্মাত্তত্র দ্রুতং গত্বা ত্বমারাধয় শঙ্করম্। যেন গচ্ছসি নির্ব্বাণং দশভিঃ পুরুষৈঃ সহ॥ ৭৮॥ সূত উবাচ। উপদেশং সমাকর্ণ্য স যদা প্রস্থিতো গৃহম্। ধর্ম্মরাজস্য সংহৃষ্টো মথুরাং নগরীং প্রতি॥ ৭৯॥ তাবদ্দ্বিতীয়ং গোকর্ণং দূত আদায় সঙ্গতঃ। দর্শয়ামাস ধূত্বাগ্রে ধর্ম্মরাজস্য সত্বরম্॥ ৮০॥ ততঃ প্রোবাচ তং দূতং ধর্ম্মরাজঃ প্রহর্ষিতঃ। গোকর্ণং পুরতো দৃষ্ট্বা দ্বিতীয়ং প্রস্থিতং গৃহম্॥ ৮১॥ যস্মাৎ কালাত্যয়ং কৃত্বা নীতোঽয়ং ব্রাহ্মণস্ত্বয়া। তস্মাদেনমপি ক্ষিপ্রং দ্বিতীয়েন সমং ত্যজ॥ ৮২॥ ততস্তৌ তৎক্ষণান্মুক্তৌ গোকর্ণৌ ব্রাহ্মণৌ সমম্। স্বং স্বং কলেবরং প্রাপ্য সহসাথ সমন্বিতৌ॥ ৮৩॥ ততঃ স কথয়ামাস গোকর্ণঃ প্রথমো দ্বিজঃ। যমোপদেশসঙ্ঘষ্টো দ্বিতীয়ায় সবিস্তরম্॥ ৮৪॥ ততো গৃহং পরিত্যজ্য গোকর্ণৌ দ্বাবপি স্থিতৌ। দেবতায়তনৈর্ব্যাপ্তং ক্ষেত্রং দৃষ্ট্বাখিলং ততঃ॥ ৮৫॥ লিঙ্গে সংস্থাপিতে তাভ্যাং সীমান্তে দক্ষিণোত্তরে। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং সম্প্রাপ্য তপসি দ্রুতম্॥ ৮৬॥ ততঃ শিবং সমারাধ্য তপঃ কৃত্বা যথোচিতম্। সশরীরৌ দিবং প্রাপ্তৌ তৎপ্রভাবাদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৮৭॥ তাভ্যাং মার্গচতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণায়াং জাগরঃ কৃতঃ। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা স গচ্ছতি শিবালয়ম্॥ ৮৮॥ অপুত্রো লভতে পুত্রান্ ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ। নিষ্কামস্তু পুনর্মোক্ষং নরো যাতি ন সংশয়ঃ॥ ৮৯॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং সীমান্তে দ্বিজসত্তমাঃ। ক্ষেত্রস্যাস্য প্রমাণঞ্চ বিস্তরেণ চতুর্দ্দিশম্॥ ৯০॥ অত্রান্তরে নরা যে চ নিবসন্তি দ্বিজোত্তমাঃ। কৃষিকর্ম্মোদ্যতাশ্চাপি যান্তি তে পরমাং গতিম্। কিং পুনর্নিয়তাত্মানঃ শান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ৯১॥ অপি কীটপতঙ্গা যে পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। তস্মিন্ ক্ষেত্রে মৃতা যান্তি স্বর্গলোকং ন সংশয়ঃ॥ ৯২॥ কিং পুনর্যে নরাস্তত্র কৃত্বা প্রায়োপবেশনম্। সন্ন্যস্তাঃ শ্রদ্ধয়োপেতা হৃদয়স্থে জনার্দ্দনে॥ ৯৩॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তৎক্ষেত্রং সেব্যমেব হি। বিশেষেণ কলৌ প্রাপ্তে যুগে পাপসমাবৃতে॥ ৯৪॥

সর্ব্বতীর্থময় মহাপাতকনাশন হাটকেশ্বর নামে এক শুভ ক্ষেত্র আছে, যে ব্যক্তি ঐ স্থানে মাসার্দ্ধ কাল ভক্তিপূর্ব্বক হর পূজা করে, সে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হয়। হে বিপ্র! অতএব আপনি সত্বর গমন করিয়া শঙ্করের আরাধনা করুন, এরূপ করিলে দশ পুরুষের সহিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। সূত বলিলেন,—ধর্ম্মরাজের উপদেশ শ্রবণ করিয়া চিরজীবী গোকর্ণ যখন গৃহগমনমানসে মথুরা নগরী উদ্দেশে গমন করিলেন তখন দ্বিতীয় গোকর্ণকে লইয়া দূত ধর্ম্মরাজসমীপে সত্বর আগমন করিল। তখন ধর্ম্মরাজ দ্বিতীয় চিরজীবী গোকর্ণকে প্রস্থিত ও কালপ্রাপ্ত গোকর্ণকে সমানীত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দূতকে বলিলেন,—হে দূত! যে হেতু তুমি উপযুক্ত কাল অতিবাহিত করিয়া এই ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিলে, অতএব ইঁহাকেও দ্বিতীয় গোকর্ণের ন্যায় পরিত্যাগ কর। অনন্তর ঐ গোকর্ণ নামক ব্রাহ্মণদ্বয় যম কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া সহসা স্বীয় কলেবর লাভ করত একত্র মিলিত হইল। অনন্তর চিরজীবী গোকর্ণ যমোপদেশ লাভ করিয়া দ্বিতীয় গোকর্ণকে সমুদয় বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেবতায়তনযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে নিবাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহারা দক্ষিণোত্তরসীমান্তে হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে শিবারাধনা ও যথোচিত তপশ্চরণ করত ক্ষেত্রপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গগমন করিলেন। ৭৬-৮৭। এই প্রকারতপশ্চরণের পর তাঁহারা উভয়েই মার্গশীর্ষের চতুর্দ্দশীতে জাগরিত থাকিলেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করে, তাহারা শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাহারা যদি অপুত্র হয়, তাহা হইলে পুত্র, নির্দ্ধন হইলে ধন এবং নিষ্কাম হইলে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। সূত বলিলেন—হে দ্বিজসত্তমগণ। এই আমি আপনাদের নিকট সীমান্তবিবরণ ও এই ক্ষেত্রের প্রমাণ সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। এই ক্ষেত্রে যাহারা বাস করে, তাহারা কৃষিকর্ম্মরত হইলেও যখন পরম গতি লাভ করিয়া থাকে তখন আর শান্ত দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের কথা কি বলিব? কীট পতঙ্গ, পশু-পক্ষি-মৃগগণও ঐ স্থানে মৃত হইয়া যখন নিঃসংশয় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে তখন প্রায়োপবিষ্ট ন্যস্তমনঃপ্রাণ শ্রদ্ধাশীল ধ্যাতজনার্দ্দন মানবগণের কথা আর বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সকলেরই ঐ তীর্থ-সেবা করা উচিত। অন্য সকল তীর্থ

পুনন্তি স্নানদানাভ্যাং সর্ব্বতীর্থান্যসংশয়ম্। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং পুনর্ব্বাসাৎ পুনাতি চ ॥ ৯৫ ॥ বাপীকূপতড়াগেষু যত্র যত্র জলং দ্বিজাঃ। তত্র তত্র নরঃ স্নাতঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৬ ॥ কিং যজ্ঞৈঃ কিং বৃথা দানৈঃ কিং ব্রতৈঃ কিং জপৈরপি। বরং তত্র কৃতো বাসঃ ক্ষেত্রে স্বর্গমভীপ্সুভিঃ ॥ ৯৭ ॥ এতৎ পবিত্রমায়ুষ্যং মাঙ্গল্যং পাপনাশনম্। হাটকেশ্বরজক্ষেত্রমাহাত্ম্যং শৃণ্বতাং সদা ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোকর্ণতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। চতুর্যুগস্বরূপস্য মাহাত্ম্যং চৈব সূতজ। প্রমাণং বদ কার্ৎস্ন্যেন পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। ইমমর্থং পুরা পৃষ্টো বাসবেন বৃহস্পতিঃ। যথা প্রোবাচ বিপ্রেন্দ্রাস্তদ্বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ২ ॥ পুরা শক্রং সমাসীনং সভায়াং ত্রিদশৈঃ সহ। সহ শচ্যা মহাত্মানমুপাসাঞ্চক্রিরে সুরাঃ ॥ ৩ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চ যে। গুহ্যকাঃ কিন্নরা দৈত্যা রাক্ষসা উরগাস্তথা ॥ ৪ ॥ কলাঃ কাষ্ঠা নিমেষাশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা। সাঙ্গা বেদাস্তথা মূর্ত্তাস্তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ৫ ॥ তথা চক্রুঃ কথাশ্চিত্রা দেবদানবরক্ষসাম্। রাজর্ষীণাং পুরাণানাং ব্রহ্মর্ষীণাং বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥ কস্মিংশ্চিদথ সম্প্রাপ্তে প্রস্তাবে ত্রিদশেশ্বরঃ। পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতো বিপ্রশ্রেষ্ঠং বৃহস্পতিম্ ॥ ৭ ॥ ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি প্রমাণং যুগসম্ভবম্। মাহাত্ম্যঞ্চ স্বরূপঞ্চ যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৮ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। অহং তে কীর্ত্তয়িষ্যামি মাহাত্ম্যং যুগসম্ভবম্। যৎ প্রমাণং স্বরূপঞ্চ শৃণুষ্বাবহিতঃ স্থিতঃ ॥ ৯ ॥ অষ্টাবিংশতিসহস্রাণি লক্ষাঃ সপ্তদশৈব তু। প্রমাণেন কৃতং প্রোক্তং যত্র শুক্লো জনার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥ চতুষ্পাদস্তথা ধর্ম্মঃ সুসম্পূর্ণা বসুন্ধরা। কামক্রোধবিনির্মুক্তা ভয়দ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১ ॥ জনাশ্চিরায়ুষস্তত্র শান্তাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ। পঞ্চতালপ্রমাণাশ্চ দীপ্তিমন্তো বহুশ্রুতাঃ ॥ ১২ ॥ তত্র ষোড়শসাহস্রং বালত্বং জায়তে নৃণাম্। ততশ্চ যৌবনং

স্নান-দানাদি দ্বারা পুণ্য উৎপাদন করে; আর হাটকেশ্বরজ তীর্থ বাসহেতু পুণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্রের বাপী, কূপ, তড়াগে—এমন কি যেখানে যেখানে জল থাকিতে পারে, সেই সেই স্থানে স্নান করিলেই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তিগণ বৃথা যজ্ঞ, দান, জপ, করিয়া আর কি করিবেন, বরং তদপেক্ষা তাঁহাদের এই ক্ষেত্রে বাস করাই ভাল। এই হাটকেশ্বরজ-মাহাত্ম্য যাহারা শ্রবণ করে, তাহাদের পক্ষে এই ক্ষেত্র পবিত্র, আয়ুষ্য, মাঙ্গল্য, ও পাপনাশন। ৮৮—৯৮।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতজ! আপনি আমাদের নিকট চতুর্যুগের স্বরূপ, তন্মাহাত্ম্য, এবং তাঁহার প্রমাণ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে বাসব এই কথা বৃহস্পতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবগুরু যাহা বলিয়াছিলেন, আমিও অধুনা আপনাদের নিকট তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—পূর্ব্বে দেবগণপরিবৃত শক্র শচীর সহিত সভায় সমাসীন আছেন; সুরগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন; গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গুহ্যক, কিন্নর, দৈত্য, রাক্ষস, উরগ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, নক্ষত্র, গ্রহ, মূর্ত্ত সাঙ্গবেদ ও তীর্থায়তন, ইহারা সকলে দেব, দানব, রাক্ষস, রাজর্ষি ও পুরাণ ব্রহ্মর্ষিগণের কথা বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। তাহাতে দেবেন্দ্র বিনীতভাবে বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আমরা যুগের স্বরূপ, প্রমাণ ও মাহাত্ম্য যথাবৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। দেবেন্দ্র এই কথা বলিলে ভগবান্ বৃহস্পতি বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আমি আপনার নিকট যুগের স্বরূপ, প্রমাণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সত্যযুগের মান,—সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতিসহস্র বৎসর। এই যুগে জনার্দ্দন শুক্লবর্ণ, ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ও বসুন্ধরা সুসম্পূর্ণা জনগণ কাম-ক্রোধ-বর্জ্জিত, ভয়দ্বেষরহিত, চিরায়ু, শান্তাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, পঞ্চতালপ্রমাণ, দীপ্তিমান, ও বহুশ্রুত। ঐ সময় মানবগণের বাল্যকালের পরিমাণ,—ষোড়শ সহস্র বৎসর। তাহার পর যৌবনাগম। যৌবনের পরিমাণ

প্রোক্তং দ্বাত্রিংশদ্যাবদেব হি ॥ ১৩ ॥ ততঃ পরং চ বার্দ্ধক্যং শনৈঃ সঞ্জায়তে নৃণাম্। লক্ষান্তে পরমং যাবদন্তেষামধিকং ক্বচিৎ ॥ ১৪ ॥ তত্র সত্ত্বাশ্চ যে কেচিৎ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। দৈবীং বাচং প্রজল্পন্তি ন বিরোধং ব্রজন্তি চ ॥ ১৫ ॥ ক্রীড়ন্তি নকুলৈঃ সর্পা বিড়ালা মূষকৈঃ সমম্। পঞ্চাননৈর্মৃগা নিত্যমুলূকাশ্চাপি বায়সৈঃ ॥ ১৬ ॥ অকৃষ্টা চ মহী শস্যং জনয়ত্যতি ভূরিশঃ। ব্রীহিমুদ্গযবপ্রায়ং সুস্বাদু বলবৃদ্ধিদম্ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বর্ত্তুফলিনো বৃক্ষাঃ সপুষ্পফলধারিণঃ। সুপত্রাঃ কণ্টকৈর্হীনাঃ কল্পপাদপসন্নিভাঃ ॥ ১৮ ॥ ধেনবশ্চ প্রযচ্ছন্তি বাঞ্ছিতং স্বাদু সৎপয়ঃ। সর্ব্বেষ্বপি হি কালেষু ভূরি সর্পিঃপ্রদং নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥ ন তত্র বিধবা নারী জায়তে ন চ দুর্ভগা। কাকবন্ধ্যা সুতৈর্হীনা ন চ শীলবিবর্জ্জিতা ॥ ২০ ॥ যথা জন্ম তথা মৃত্যুঃ ক্রমাৎ সঞ্জায়তে নৃণাম্। ন বীক্ষতে পিতা পুত্রং মৃতং কাপি কদাচন ॥ ২১ ॥ ন প্রেতত্বঞ্চ লোকানাং মৃতানাং তত্র জায়তে। ন চাপি নরকেবাসো ন চ রোগব্যথা ক্বচিৎ ॥ ২২ ॥ বেদান্তগা দ্বিজাঃ সর্ব্বে নিত্যং স্বাধ্যায়শীলিনঃ। বেদব্যাখ্যানসং হৃষ্টা ব্রহ্মজ্ঞান বিচক্ষণাঃ ॥ ২৩ ॥ ক্ষত্রিয়াশ্চাপি ভূপালমেকং কৃত্বা সুভক্তিতঃ। তদাদেশাৎ প্রভুঞ্জন্তি মহীং ধর্ম্মেণ নিত্যশঃ ॥ ২৪ ॥ বৈশ্যা বৈশ্যজনার্হাণি চক্রুঃ কর্ম্মাণি ভূরিশঃ। পশুপালনপূর্ব্বাণি ক্রয়বিক্রয়জানি চ ॥ ২৫ ॥ মুক্তৈকাং দ্বিজশুশ্রূষাং ন শূদ্রাস্তত্র চক্রিরে। কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ধুরশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥ ২৬ ॥ ন তত্র চান্ত্যজো জজ্ঞে ন চ শঙ্করসম্ভবঃ। নাপবিত্রো ন বর্ণানাং পঞ্চমো দৃশ্যতে ভুবি ॥ ২৭ ॥ যজনং যাজনং দানং ব্রতং নিয়ম এব চ। তীর্থযাত্রাং নরাস্তত্র নিষ্কামা এব কুর্ব্বতে ॥ ২৮ ॥ এবংবিধং সহস্রাক্ষ ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্। আদ্যং কৃতযুগং পুণ্যং সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ২৯ ॥ ততস্ত্রেতাযুগং নাম দ্বিতীয়ং সম্প্রবর্ত্ততে। বর্ষাণাং ষণ্ণবত্যাঢ্যা লক্ষা দ্বাদশ সংখ্যয়া ॥ ৩০ ॥ সোঽপি সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ শ্বেতদ্বীপাশ্রয়াশ্রিতঃ। তত্র রক্তত্বমায়াতি ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩১ ॥ ত্রিপাদস্তত্র ধর্ম্মঃ স্যাৎ পাদেনৈকেন পাতকম্। তেনাপি জায়তে স্পর্দ্ধা বর্ণানামিতরেতরম্ ॥ ৩২ ॥ ততঃ ফলানি বাঞ্ছন্তি তীর্থযাত্রোদ্ভবানি তে। ব্রতানাং নিয়মানাঞ্চ স্বর্গবাসাদিহেতবঃ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ কামবশান্মোহং সর্ব্বে গচ্ছন্তি মানবাঃ। মোহাদ্দ্রোহং

—দ্বাত্রিংশৎ বৎসর। ইহার পর ক্রমে ক্রমে মানবের বার্দ্ধক্য বার্দ্ধক্যের কাল—লক্ষ বৎসর। এই যুগে পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি যে কোন জীব দৈববাক্য বলে, এবং কাহারও সহিত কেহ বিরোধ করে না। সর্প নকুলের সহিত, বিড়াল মূষিকের সহিত, ব্যাঘ্র মৃগের সহিত, এবং পেচক বায়সের সহিত ক্রীড়া করে। অকৃষ্টা মহী ব্রীহি, যব, মুদ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বলবৃদ্ধিকর সুস্বাদু শস্য উৎপাদন করেন। বৃক্ষসমূহ সর্ব্বত্র-ফলদায়ক, পুষ্প-ফলধারী, সুপত্র, কণ্টকহীন, ও কল্পপাদপনিভ হয়। ধেনু সকল তখন স্বাদু দুগ্ধ ও বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে, সর্ব্বকালেই ঐ সময় দুগ্ধ হইতে উত্তমরূপ ঘৃত উৎপন্ন হয়। ঐ কালে নারী বিধবা, দুর্ভগা, কাকবন্ধ্যা, পুত্রহীনা ও দুশ্চরিত্রা হয় না। ঐ সময় যে পরিমাণ জন্ম, সেই পরিমাণ মৃত্যুও হয়। কদাচ পিতাকে পুত্রমরণ দেখিতে হয় না। ঐ সময় মানুষ মরিয়া ভূত হয় না। ঐ সময় নরক-বাস ঘটে না, কেহ কখন রোগব্যথা অনুভব করে না, দ্বিজগণ সকলেই বৈদান্তিক, স্বাধ্যায়-নিরত, বেদ-ব্যাখ্যা-সন্তুষ্ট, ও ব্রহ্মজ্ঞানবিচক্ষণ হন। ক্ষত্রিয়গণ একজনকে রাজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালন করত নিত্য ধর্ম্মানুসারে মহী পালন করেন। বৈশ্যগণ বৈশ্যোচিত পশুপালন ও ক্রয়-বিক্রয় কর্ম্ম করেন। শূদ্রগণ দ্বিজশুশ্রূষা ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্মই করে না। ঐ সময় শঙ্কর-সম্ভব অন্য অপবিত্র অন্ত্যজ পঞ্চম বর্ণ দৃষ্ট হয় না। যজন, যাজন, দান-ব্রত, নিয়ম, ও তীর্থযাত্রা এই সকল কর্ম্ম নরগণ নিষ্কামভাবে করে। হে সহস্রাক্ষ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বলোক-সুখাবহ পুণ্য কৃতযুগ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম ।১—২৯। এই কৃতযুগের পর দ্বিতীয় ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই যুগের পরিমাণ ষন্নবতি লক্ষ দ্বাদশ বৎসর। ঐ যুগে ভগবান্ জগন্নাথ শ্বেতদ্বীপ আশ্রয় করেন, তিনি লোহিতবর্ণ হন। এই যুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ এবং পাপ একপাদমাত্র। এই কারণেই বর্ণ সকলের পরস্পর স্পর্দ্ধা জন্মে। বর্ণসমূহ তীর্থযাত্রার ফল কামনা করে। ঐ সময় ব্রত-নিয়মের ফল—স্বর্গবাস। মানবগণ কামনাবশে ঐ সময় মোহ প্রাপ্ত হয়। মোহের ফলে তাঁহারা দ্রোহ

ততো গত্বা পাপং কুর্বন্ত্যনুক্রমাৎ ॥ ৩৪ ॥ ততশ্চ রৌরবাদীনি নরকাণি যমঃ স্বয়ম্। সঞ্জীকরোতি দেবেন্দ্র হ্যেকবিংশতিসংখ্যয়া ॥ ৩৫ ॥ কর্ম্মানুসারতস্তানি সেবয়ন্তি নরাধমাঃ। কেচিদন্তে মহেন্দ্রাদিলোকান্মোক্ষং তথা পরে ॥ ৩৬ ॥ ত্রিবিধাঃ পুরুষাস্তত্র শ্রেষ্ঠাশ্চাধমমধ্যমাঃ। ত্রিবিধানি চ কর্ম্মাণি প্রকুর্ব্বন্তি সুরেশ্বর ॥ ৩৭ ॥ উন্নতাস্তালমাত্রেণ তেজোবীর্য্যসমন্বিতাঃ। চক্রুশ্চ কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যাশ্চৈবান্নলিপ্সয়া ॥ ৩৮ ॥ উপ্তক্ষেত্রং সকৃচ্চাপি সপ্তবারং লুনন্তি তে। যথর্ত্তু ফলিনো বৃক্ষা যথর্ত্তু কুসুমান্বিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ যথর্ত্তু পত্রসংযুক্তাস্তত্র স্যুঃ সুমনোহরাঃ। অগ্নিষ্টোমাদিকা যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে সহস্রশঃ ॥ ৪০ ॥ ইতরেতরসংস্পর্দ্ধৈঃ ক্রিয়মাণা নৃপোত্তমৈঃ। ব্রাহ্মণৈশ্চ সুরশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকমভীপ্সুভিঃ ॥ ৪১ ॥ তীর্থযাত্রাং ব্রতং দানং নিয়মং সংযমং তথা। পরলোকমভীপ্সন্তস্তত্র কুর্ব্বন্তি মানবাঃ ॥ ৪২ ॥ সহস্রেণ তু বর্ষাণাং তত্র স্যাদ্‌যৌবনং নৃণাম্। সহস্রপঞ্চকং যাবদূর্দ্ধং বার্দ্ধকমুচ্যতে ॥৪৩॥ রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বুরুড এব চ। কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ চণ্ডালাঃ শূদ্রমানবাঃ ॥ ৪৪ ॥ সম্ভবন্তি যুগে তস্মিন যোনিসংসর্গতো বিভো। তথান্যে সংখ্যয়া হীনা এতেভ্যো নিন্দিতা নরাঃ ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্র উবাচ। উৎপত্তিঃ কথমেতেষামন্ত্যজানাং দ্বিজোত্তম। যথাবদ্বদ কার্ৎস্ন্যেন অত্র কৌতূহলং মহৎ ॥ ৪৬ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। এতেষামষ্টধা সৃষ্টির্জায়তেঽন্ত্যজসম্ভবা। যোনিদোষাৎ সুরশ্রেষ্ঠ জাতের্বক্ষ্যাম্যহং স্ফুটম্ ॥ ৪৭ ॥ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ সূত ইত্যভিধীয়তে। সূতেন রজকশ্চৈব রজকেন চ চর্ম্মকৃৎ ॥ ৪৮ ॥ চর্ম্মকারেণ সঞ্জজ্ঞে নটশ্চান্ত্যজসংজ্ঞকঃ। চত্বারঃ ক্ষেত্রসম্ভূতা এতে ক্ষেত্রে দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৪৯ ॥ তথা চ মাগধো জজ্ঞে বৈশ্যেন দ্বিজসম্ভবে। ক্ষেত্রে মাগধবীর্য্যেণ বুরুড়ো মরুত্তম ॥ ৫০ ॥ বুরুডেন চ কৈবর্ত্তঃ কৈবর্ত্তেন চ মেদকঃ। চত্বারো বৈশ্যসম্ভূতা এতে ক্ষেত্রে দ্বিজন্মনাম্। প্রজায়ন্তে সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতাঃ ॥ ৫১ ॥ তথা শূদ্রেণ সঞ্জজ্ঞে ব্রাহ্মণ্যাং সুরসত্তম। ভিল্লাখ্যশ্চাপি ভিল্লেন চণ্ডালশ্চ প্রজায়তে ॥ ৫২ ॥ এতৌ দ্বাবপি শূদ্রেণ ভবতো দ্বিজসম্ভবে। ক্ষেত্রে সর্ব্বসুরাধীশ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৫৩ ॥ এতত্ত্রেতাযুগে

করিতে থাকে, এবং দেহ করিয়া ক্রমশই পাপকার্য্য করে। হে দেবেন্দ্র! তখন যম রৌরবাদি একবিংশতি নরক সৃজন করেন। নরাধমগণ কর্ম্মানুসারে তাহা সেবা করিতে থাকে। কেহ কেহ ত্বদীয় লোক এবং কেহ কেহ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ত্রেতাযুগে উত্তম, মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ পুরুষ ও ত্রিবিধ কর্ম্ম। মানবগণ ঐ যুগে তাল-প্রমাণ উন্নত ও তেজোবীর্য্যসমন্বিত হয়। বৈশ্যগণ অন্নলিপ্সায় কৃষিকর্ম্ম করে এবং একবার বপন করা ক্ষেত্র সপ্তবার ছেদন করে। বৃক্ষ সকল ঐ যুগে যথাঋতু পত্র-পুষ্প-ফল-ফল ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়। নৃপসত্তমগণ ঐ সময় স্পর্দ্ধা করিয়া সহস্র সহস্র যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রাহ্মণগণ স্বর্গলালসায় তীর্থযাত্রা, ব্রত-দান ও নিয়ম-সংযম করেন; অন্যান্য মানবগণও পরলোক অভিপ্রায়ে কার্য্য করে। ঐ সময় মানবগণের যৌবনকালের পরিমাণ,—সহস্র বৎসর; আর বার্দ্ধক্যের পরিমাণ পঞ্চ সহস্র বৎসর। রজক, চর্ম্মকার, নট, বুরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ, ভিল্ল ও চণ্ডাল, প্রভৃতি শূদ্র মানবসমূহ ঐ সময় যোনি-সংসর্গে জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই সকল জাতি হইতে আরও অনেক হীন নিন্দিত জাতি উৎপন্ন হয়।৩০-৪৫। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! এই সকল অন্ত্যজ জাতির উৎপত্তি কিরূপে হইল? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। দেবেন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! যোনিদোষে অন্ত্যজজাতির অষ্ট প্রকার সৃষ্টি, আমি ইহা স্ফুটরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—সূতজাতি ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন হয়, এইরূপে শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে রজক, রজক হইতে ব্রাহ্মণীতে চর্ম্মকার, এবং চর্ম্মকার হইতে ব্রাহ্মণীতে নটজাতি উৎপন্ন হয়, এই চারিজাতি দ্বিজন্মার ক্ষেত্রে উৎপাদিত। এইরূপ দ্বিজক্ষেত্রে বৈশ্য হইতে মাগধ, মাগধ হইতে বুরুড়, বুরুড় হইতে কৈবর্ত্ত, এবং কৈবর্ত্ত হইতে মেদকজাতি সমুৎপন্ন হয়। এই চারিজাতি বৈশ্য হইতে দ্বিজক্ষেত্রে উৎপন্ন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই সকল জাতি সর্ব্বকর্ম্মে গর্হিত। ঐরূপ ব্রাহ্মণীতে শূদ্র হইতে ভিল্ল এবং ভিল্ল হইতে চণ্ডাল, জন্ম গ্রহণ করে। এই দুই জাতি দ্বিজক্ষেত্রে শূদ্র হইতে জন্মিয়াছে, ইহা সত্য। হে সুরসত্তম! এই আমি

প্রোক্তং ময়া তে সুরসত্তম। আকর্ণয় প্রযত্নেন দ্বাপরস্যাধুনা স্থিতিম্ ॥ ৫৪ ॥ লক্ষাষ্টকপ্রমাণেন তদ্যুগং পরিকীর্ত্তিতম্। চতুঃষষ্টিসহস্রাণি বর্ষাণাং পরিসঙ্খ্যয়া। কপিশো জায়তে তত্র ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫৫ ॥ দ্বৌ পাদৌ চৈব ধর্ম্মস্য দ্বৌ পাপস্য ব্যবস্থিতৌ। তত্র স্যাদ্‌যৌবনং নৃণাং গতে বর্ষশতেঽখিলে ॥ ৫৬ ॥ ততোঽন্যৈঃ সমতিক্রান্তৈর্বার্দ্ধক্যং পঞ্চভিঃ শতৈঃ। তত্র সত্যানৃতা লোকা দেবা ভূপাস্তথা পরে ॥ ৫৭ ॥ নার্য্যশ্চাপি সুরশ্রেষ্ঠ তৎস্বরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পঞ্চহস্তপ্রমাণেন চতুর্হস্তাস্তথা পরে ॥ ৫৮ ॥ নাতিরূপেণ সংযুক্তা ন চ রূপবিবর্জ্জিতাঃ। অব্যক্তজল্পকাশ্চাপি পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ ॥ ৫৯ ॥ নাতিপুষ্পফলৈর্যুক্তা বৃক্ষাশ্চাপি সুরেশ্বর। শস্যানি তানি জায়ন্তে তত্র চোপ্তানি কর্ষকৈঃ ॥৬০॥ বর্ষন্তি জলদাঃ কামং ভবন্ত্যোষধয়োঽখিলাঃ। যৎকিঞ্চিদ্ভূতলে জ্ঞানং শাস্ত্রং বা সুরসত্তম। তত্তত্র সমভাবেন ন সত্যং নৈব চানৃতম্ ॥ ৬১ ॥ তীর্থানাং চ মখানাং চ দ্বাপরে সুরসত্তম। ফলং ভাবানুরূপেণ দানানাং চ প্রজায়তে ॥ ৬২ ॥ এতত্তব সমাখ্যাতং যুগং দ্বাপরসংজ্ঞকম্। ময়া সর্ব্বং সুরাধীশ যথাদৃষ্টং যথা শ্রুতম্ ॥ ৬৩ ॥ শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা বদতো মম সাম্প্রতম্। রৌদ্রং কলিযুগং নাম যত্র কৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৪ ॥ দ্বাত্রিংশচ্চ সহস্রাণি বর্ষাণাং কথিতং বিভো। তথা লক্ষচতুষ্কেণ সাধুলোকবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৫ ॥ তত্রৈকপাদযুক্তশ্চ ধর্ম্মঃ পাপং ত্রিভিঃ স্মৃতম্। পূর্ব্বার্দ্ধেভ্যঃ পরং সর্ব্বং সম্ভবিষ্যতি পাতকম্ ॥ ৬৬ ॥ ন শৃণ্বন্তি পিতুঃ পুত্রা ন স্নুষা ভ্রাতরো ন চ। ন ভৃত্যা ন কলত্রাণি যত্র দ্বেষঃ পরস্পরম্ ॥ ৬৭ ॥ যত্র ষোড়শমে বর্ষে নরাঃ পলিতযৌবনাঃ। তত্র দ্বাদশমে বর্ষে গর্ভং ধারয়ন্তি চাঙ্গনা ॥ ৬৮ ॥ আয়ুঃ পরং মনুষ্যাণাং শতসঙ্খ্যং সুরেশ্বর। নাগানাং চ তরূণাং চ বর্ষাণাং যত্র নাধিকম্ ॥ ৬৯ ॥ দ্বাত্রিংশদ্ধয়মুখ্যানাং চতুর্ব্বিংশতিঃ খরোষ্ট্রয়োঃ। অজানাং ষোড়শ প্রোক্তং শুনাং দ্বাদশসঙ্খ্যয়া ॥ ৭০ ॥ চতুষ্পদানামন্যেষাং বিংশতিঃ পঞ্চভির্যুতা। যত্র কাকাশ্চ গৃধ্রাশ্চ কৌশিকাশ্চিরজীবিনঃ ॥ ৭১ ॥ তথা পাপপরা লোকা দুঃস্থিতাশ্চ বিশেষতঃ। তথা কণ্টকিনো বৃক্ষা রূক্ষাঃ পুষ্পফলচ্যুতাঃ। সেবিতাস্তেঽপি গৃধ্রাদ্যৈর্যত্র ছায়াবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭২ ॥ যত্র ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ পীড্যতে

তোমার নিকট ত্রেতাযুগীয় জাত্যুৎপত্তি বিবৃত করিলাম। অধুনা দ্বাপরের স্থিতিকাল নির্ণয় করিতেছি শ্রবণ কর। আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর, দ্বাপরযুগের পরিমাণ। ঐ যুগে ভগবান্ গরুড়ধ্বজ কপিশ হইয়া জন্মেন। উহাতে দুই পাদ ধর্ম্ম ও দুই পাদ পাপ। শতবর্ষ অতীত হইলেই এই যুগে মানবের যৌবনোদ্গম হয়, ইহার পরই পঞ্চশতবর্ষ-পরিমিত বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। এই যুগের লোক, দেব, ভূপ, সকলেই সত্যানৃতভাষী। নারীগণও ঐরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হয়। মানবগণ এই যুগে পঞ্চহস্তপরিমিত এবং কেহ কেহ বা চতুর্হস্তপরিমিত হইয়া থাকে। ঐ যুগের লোক সকল অত্যন্ত রূপবান্ বা একেবারেই কুরূপ হয় না। পশুপক্ষি-মৃগগণ এই যুগে অব্যক্তজল্পক হয়। বৃক্ষনিচয়ে অতিশয় ফল বা পুষ্প হয় না। কর্ষকগণ বপন করিলে শস্য সকল উৎপন্ন হয়। জলদ কামবর্ষী হইয়া থাকে। সকল রকম ওষধি জন্মে। এই যুগে ভূতলে যে সমস্ত জ্ঞান বা শাস্ত্র বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদয় একেবারে সত্য বা একেবারে মিথ্যা হয় না। হে সুরসত্তম। এই যুগে তীর্থ, যজ্ঞ ও দান-ফল ভক্তি অনুসারে হইয়া থাকে। হে মহেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত দ্বাপরযুগবিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ভীষণ কলিযুগবিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই যুগে জনার্দ্দন কৃষ্ণবর্ণ হন। ইহার পরিমাণ চারি লক্ষ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর। এই যুগে ধর্ম্ম একপাদ এবং অধর্ম্ম ত্রিপাদ। এই যুগের পূর্ব্বার্দ্ধ অতীত হইলে পাপই চারিপাদ হইয়া উঠে, পুণ্য থাকে না। এই কালে পুত্র, পিতার কথা শ্রবণ করে না এবং পিতা, পিতৃব্য ভ্রাতা ভৃত্য ও কলত্র পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই সময় ষোড়শ বর্ষেই মানবগণের যৌবন গত হইয়া পলিত অবস্থা আইসে; দ্বাদশ-বর্ষে অঙ্গনাগণ গর্ভধারণ করে; মনুষ্যদিগের শ্রেষ্ঠ আয়ু হয়, শতবর্ষ; হস্তী ও তরুনিচয়ের জীবিতকাল মনুষ্যকালের অধিক নহে। এই কালে অশ্বদিগের আয়ু দ্বাত্রিংশ বৎসর, খর এবং উষ্ট্রের আয়ু চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, অজাদিগের ষোড়শ বৎসর, কুকুরদিগের দ্বাদশ বৎসর, অন্যান্য চতুষ্পদের পঞ্চবিংশতি বৎসর এবং কাক, গৃধ্র ও কৌশিক, ইহারা চিরজীবী। ৪৬—৭১। এই যুগে লোক সকল পাপী ও দুঃখিত, বৃক্ষসকল কণ্টকযুক্ত,

সুরসত্তম। অসত্যেন তথা সত্যং ভূপাশ্চৌরৈঃ সদৈব তু ॥৭৩॥ গুরবশ্চ তথা শিষ্যৈঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষাধমাঃ। স্বামিনো ভৃত্যবর্গৈশ্চ মূর্খৈশ্চাপি বহুশ্রুতাঃ ॥ ৭৪ ॥ যত্র সীদন্তি ধর্ম্মিষ্ঠা নরাঃ সত্যপরায়ণাঃ। দান্তা বিবেকিনঃ শান্তাস্তথা পরহিতে রতাঃ ॥ ৭৫ ॥ আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব তথা পীড়া মহাদ্ভুতা। সদৈব সংস্থিতা যত্র সাধুপীড়নবাঞ্ছয়া ॥ ৭৬ ॥ অল্পায়ুষস্তথা মর্ত্ত্যা জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাৎ। যে কেচন প্রজীবন্তি দুঃখেন তে সমন্বিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ ন বর্ষতি ঘনঃ কালে সম্প্রাপ্তেহপি যথোচিতে। ন শস্যং স্যাৎসুবৃষ্টেহপি কর্ষুকস্যাপি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭৮ ॥ ন চ ক্ষীরপ্রদা গাবো যদ্যপি স্যুঃ সুপোষিতাঃ। ন ভবন্তি প্রভূতাশ্চ যত্নেনাপি সুরক্ষিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ আবিকানাং তথোষ্ট্রীণাং যত্র ক্ষীরপ্রসংশকাঃ। লোকা ভবন্তি নিঃশ্রীকাস্তথা যে চ মলিম্লুচাঃ ॥ ৮০ ॥ তথা তপস্বিনঃ শূদ্রাঃ শূদ্রা ধর্ম্মপরায়ণাঃ। শূদ্রা বেদবিচারজ্ঞা যজ্ঞকর্ম্মণি চোদ্যতাঃ ॥ ৮১ ॥ শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীতারঃ শূদ্রা দানপ্রদাস্তথা। শূদ্রাশ্চাপি তথা বন্দ্যাঃ শূদ্রাস্তীর্থেষু সংস্থিতাঃ ॥ ৮২ ॥ পঙ্কগর্ত্তান্ খনন্ত্যেব মৃত্যুকালে নরাধমাঃ। শিরসা হস্তপাদাভ্যাং মোহাৎসন্নষ্টচেতনাঃ ॥ ৮৩ ॥ বেদবিক্রয়কর্ত্তারো ব্রাহ্মণাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ ॥৮৪॥ স্বাধ্যায়রহিতাশ্চৈব শূদ্রান্ননিরতাঃ সদা। অসৎপ্রতিগ্রহাঃ প্রায়ো জিহ্বালৌল্যসমুৎসুকাঃ ॥ ৮৫ ॥ পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থাঃ পরদারোপজীবিনঃ। কার্য্যকারণমাশ্রিত্য যত্র স্নেহঃ প্রজায়তে ॥ ৮৬ ॥ ন স্বভাবাৎসঞ্জাতঃ কথঞ্চিদপি দেহিনাম্। যাস্যন্তি ম্লেচ্ছভাবঞ্চ সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ নষ্টোৎসবা বিধর্ম্মাণো নিত্যং সঙ্করকারকাঃ। সার্দ্ধহস্তত্রয়াঃ পূর্ব্বং ভবিষ্যন্তি যুগাদিতঃ ॥ ৮৮ ॥ ততো হ্রাসং প্রয়াস্যন্তি বৃদ্ধিং যাতি কলৌ যুগে। ভবিষ্যন্তি ততশ্চান্তে মনুষ্যা বিলশায়িনঃ ॥ ৮৯ ॥ অল্পত্বাদ্দুর্লভত্বাচ্চ অশক্তা গৃহকর্ম্মণি। ভবিষ্যন্ত্যফলা যজ্ঞাস্তথা বেদব্রতানি চ ॥ ৯০ ॥ নিয়মাঃ স যমাঃ সর্ব্বে মন্ত্রবাদাস্তথৈব চ। তীর্থানি ম্লেচ্ছসংস্পর্শাদ্দূষিতানি শতক্রতো ॥ ৯১ ॥ স্বস্বভাববিহীনানি হীনানি চ তথা জলৈঃ। কুৎসিতা মন্ত্রবাদা যে কুৎসিতাশ্চ তপস্বিনঃ ॥ ৯২ ॥ তত্র তে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি কুৎসিতা যে চ মানবাঃ। কুলীনমপি সন্ত্যজ্য বরং রূপবয়োহন্বিতম্ ॥ ৯৩ ॥ বিত্তলোভাৎপ্রদাস্যন্তি কুৎসিতায় নরাঃ সুতাম্। কন্যকাঃ প্রসবিষ্যন্তি কন্যকাঃ সুরতোৎসুকাঃ ॥ ৯৪ ॥ কন্যকাঃ প্র-

পুষ্প-ফল-চ্যুত, গৃধ্রাদি-সেবিত ও ছায়া-বর্জ্জিত হয়। এই যুগে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য অসত্য কর্ত্তৃক, ভূপ চোর কর্ত্তৃক, গুরু শিষ্য কর্ত্তৃক, স্ত্রী পুরুষ কর্ত্তৃক, স্বামী ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক, এবং বহুশ্রুত মূর্খ কর্ত্তৃক পীড়িত হয়। এইযুগে ধর্ম্মিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, দান্ত, বিবেকী, শান্ত ও পরোপকারী, ব্যক্তি অবসন্ন হইয়া থাকে। আধি, ব্যাধি, পীড়া, ইহারা সর্ব্বদাই সাধুদিগের পীড়নে নিযুক্ত থাকে। এই যুগে মর্ত্ত্যগণ বর্ণসঙ্করকর্ত্তৃক জনিত হইয়া অল্পায়ু হইয়া থাকে; যাহারা কিছু অধিকদিন জীবনধারণ করে, তাহারা অতি দুঃখেই জীবনযাপন করিয়া থাকে। এই কালে পর্জ্জন্য উপযুক্ত কালে বর্ষণ করে না, বর্ষণ করিলেও কৃষকের অভিমত শস্য উৎপন্ন হয় না। সুপোষিত হইলেও গাভী সকল ক্ষীরপ্রদা হয় না। যত্নপূর্ব্বক সুরক্ষিত হইলেও প্রভূত গো উৎপন্ন হয় না। এই কালে মেষ-দুগ্ধ ও উষ্ট্র-দুগ্ধের প্রশংসা, এবং লোকসকল বিশ্রী হয়। এই যুগে শূদ্র—ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, বেদবিচারজ্ঞ, যজ্ঞোদ্যত, প্রতিগৃহীত, দানপ্রদ, পূজনীয় ও তীর্থসংস্থিত হয়। এই নরাধম সকল মৃত্যুকালে মোহবশতঃ হস্ত পদ ও মস্তক দ্বারা পঙ্কগর্ত্ত খনন করে। ব্রাহ্মণগণ বেদবিক্রয়ী, শৌচবর্জ্জিত, স্বাধ্যায়-রহিত, শূদ্রান্ন-নিরত, অসৎপ্রতিগ্রহ, জিহ্বালোল্যরত, পাষণ্ডী, কুকর্ম্মরত, ও পরদারোপজীবী হন। তাঁহাদের স্নেহ কার্য্যকারণগত হইয়া থাকে, স্বভাবতঃ তাঁহাদের কাহারও প্রতি স্নেহদৃষ্টি হয় না। এইরূপে সকল দ্বিজাতিই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, নষ্টোৎসব, অধার্ম্মিক ও সঙ্কর-কারক হইয়া পড়েন। ঐ সময় যুগাদিতে মানবদেহের পরিমাণ, স্বীয় হস্তের সার্দ্ধত্রিহস্ত হইয়া থাকে, যুগশেষে ক্রমশ আরও কম হয়। এই যুগের শেষ অবস্থায় মানবগণ গর্ত্তবাসী হইয়া থাকে এবং দ্রব্যাদির অল্পত্ব ও দুর্লভত্ব বশত তাহারা গৃহকর্ম্মে আসক্ত হয়; এই সময় যজ্ঞ, দেবব্রত, নিয়ম, সংযম, ও মন্ত্রবাদ, এ সমস্তই নষ্ট হইয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। হে শতক্রতো! এই সময় তীর্থ সকল ম্লেচ্ছসংস্পর্শে দূষিত, প্রভাবহীন ও জলহীন হইয়া থাকে। মন্ত্রবাদসমূহ তপস্বিগণ, এবং মানবগণও এই সময় কুৎসিত হইয়া থাকে। নরগণ বিত্তলোভে কুলীন রূপ-গুণ-যুক্ত বর পরিত্যাগ করিয়া কুৎসিত বরে কন্যা প্রদান করিয়া থাকে।

ষ্যিন্তি পুরুষৈঃ সহ সঙ্গতিম্। ভর্ত্তারং বঞ্চয়িষ্যন্তি কুলীনা অপি যোষিতঃ॥ ৯৫॥ সর্ব্বকৃত্যেষু দুঃশীলাঃ যত্নেনাপি রক্ষিতাঃ। নির্দ্দয়াশ্চাপি ভূপালাঃ পীড়য়িষ্যন্তি কর্ষুকান্॥ ৯৬॥ পীড়য়িষ্যন্তি নির্দ্দোষান্ বিত্তলোভাদসংশয়ম্। বধার্হমপি সম্প্রাপ্য বস্তুলোভান্মলিম্লুচম্॥ ৯৭॥ সন্ত্যক্ষ্যন্তি যুগে তস্মিন্ প্রাণিদ্রোহেঽপি বর্ত্তিনম্। ক্ষাত্রধর্ম্মং পরিত্যজ্য করিষ্যন্তি তথা রণম্॥ ৯৮॥ বৃহস্পতি-রুবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যুগানাং লক্ষণং ময়া। প্রমাণঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠ চতুর্ণামপ্যসংশয়ম্॥ ৯৯॥ যশ্চৈতৎকীর্ত্তয়েন্মর্ত্যঃ সদৈব সুসমাহিতঃ। স নূনং মুচ্যতে পাপাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ১০০॥ শৃণুয়াদ্বা নরো যশ্চ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। সোঽপি মুচ্যেন্ন সন্দেহঃ পাপাচ্চ দিবসোদ্ভবাৎ॥ ১০১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে চতুর্যুগ-স্বরূপবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্যাং দেবসভায়াঞ্চ সংস্থিতা যে দ্বিজোত্তমাঃ। প্রভাসাদীনি তীর্থানি মূর্ত্তানি সকলানি চ॥ ১॥ তানি শ্রুত্বা বচস্তস্য দেবাচার্য্যস্য তাদৃশম্। ভয়ং কৃত্বা মহচ্চিত্তে প্রোচুশ্চ ত্রিদিবেশ্বরম্॥ ২॥ যদ্যেবং দেবদেবেশ ভবিষ্যত্যশুভং যুগম্। বয়ং নাশং সমেষ্যামো ন স্থাস্যামো জগত্রয়ে॥ ৩॥ পুরন্দরাদ্য চাস্মাকং স্থানং কিঞ্চিৎ প্রদর্শয়। তস্মাৎ কীর্ত্তয় নঃ স্থানং কিঞ্চিৎ ক্বাপি পুরন্দর॥ ৪॥ যদাশ্রিত্য নয়িষ্যামো রৌদ্রং কলিযুগং বিভো। অস্পৃষ্টানি নরৈর্ম্লেচ্ছৈঃ প্রভাবসহিতানি চ। পাতালে স্বর্গলোকে বা মর্ত্ত্যে বা সুরসত্তম॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃপাবিষ্টঃ শতক্রতুঃ। প্রোবাচ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠং ভূয় এব বৃহস্পতিম্॥ ৬॥ অস্পৃষ্টং কলিনা স্থানং কিঞ্চিদ্বদ বৃহস্পতে। সমাশ্রয়ায় তীর্থানাং যদি বেৎসি জগত্রয়ে॥ ৭॥ শক্রস্য তদ্বচঃ শ্রুত্বা চিরং ধ্যাত্বা বৃহস্পতিঃ। তত্র প্রোবাচ তীর্থানি ভয়ার্ত্তানি হর্ষয়ন্॥ ৮॥ হাটকেশ্বরমিত্যুক্তমস্তি ক্ষেত্রমনুত্তমম্। লিঙ্গস্য পতনাজ্জাতং দেবদেবস্য শূলিনঃ॥৯॥ যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তং বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। ত্রিশঙ্কোর্ভূমিপালস্য কৃতে তীর্থে মহাত্মনা॥ ১০॥ যত্র স্থিত্বা স ভূপালস্ত্রিশঙ্কুঃ

এই সময় কন্যাগণ প্রসব করে, ও সুরতোৎসুক হয়। কুলীন কন্যাগণও সযত্নে রক্ষিত হইয়া ভর্ত্তাকে বঞ্চিত করত পরপুরুষের সহিত সঙ্গতি করে এবং তাহারা সকল কর্ম্মেই দুঃশীলতা প্রকাশ করে। ভূপালগণ ঐ সময় বিত্তলোভে নির্দ্দয় ভাবে কৃষিজীবীদিগকে পীড়িত করেন, প্রাণিদ্রোহী বধযোগ্য অপরাধী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন এবং ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যায়রূপে রণ করিয়া থাকেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত যুগের লক্ষণ, প্রমাণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; যে মানব ইহা সমাহিতভাবে কীর্ত্তন করিবে, সে নিশ্চয়ই জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যে নর ইহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, সেও প্রতিদিনের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৭২—১০১।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ঐ দেবসভায় দ্বিজ এবং মূর্ত্তিমান্ প্রভাসাদি তীর্থ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেবাচার্য্যের তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ভীত হইয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! যদি এইরূপ অশুভ যুগই আগমন করে, তাহা হইলে ত আমরা নাশ প্রাপ্ত হইব, ত্রিজগতে আমাদের সত্তা থাকিবে না,—হে পুরন্দর! অতএব আপনি স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা পাতালে যে কোন স্থানে আমাদের জন্য একটী ম্লেচ্ছাস্পৃষ্ট ও প্রভাবযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিন, সেই স্থানে বাস করিয়া আমরা কলিযুগ অতিবাহিত করিব। তাঁহাদের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া শতক্রতু পুনরায় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে বলিলেন,—হে দেবাচার্য্য বৃহস্পতে! কলিস্পর্শ করে না, এমন স্থান যদি ত্রিজগতের মধ্যে কোথাও কিঞ্চিৎ থাকে, আপনি বিদিত থাকেন ত, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। ভগবান্ বৃহস্পতি মহেন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানান্তে ভীত সভ্যগণকে উল্লাসিত করত বলিলেন,—হাটকেশ্বর নামে একটী অনুত্তম ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্র, দেবদেব শূলীর লিঙ্গপতনে প্রাদুর্ভূত। পূর্ব্বে ধীমান্ বিশ্বামিত্র এই স্থানে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ভূমিপাল ত্রিশঙ্কুর জন্যই এই তীর্থ তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়।১—১০। ঐ

পাপবর্জ্জিতঃ। চণ্ডালত্বং পরিত্যজ্য সদেহস্ত্রিদিবং গতঃ ॥ ১১ ॥ যত্র শক্রসমাদেশাৎ পূরিতং পাংশুভিঃ পুরা। সংবর্ত্তকেন রৌদ্রেণ বায়ুনা তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ যত্র রক্ষত্যধস্তাচ্চ স স্বয়ং হাটকেশ্বরঃ। উপরিষ্টাৎ প্রদেশঞ্চ কলৌ দেবোঽচলেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যাদস্পৃষ্টং কলিনা হি তৎ। পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন অচলেশ্বরজেন চ ॥ ১৪ ॥ তস্মাৎ স্বাংশেন গচ্ছন্তু তত্র তীর্থান্যশেষতঃ। তেষাং কলিভয়ং শক্র নৈব তত্রাস্ত্যসংশয়ম্ ॥ ১৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সর্ব্বতীর্থানি তৎক্ষণাৎ। হাটকেশ্বরসংজ্ঞং তৎক্ষেত্রং জগ্মুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥ যজ্ঞোপবীতমাত্রাণি কৃত্বা স্থানানি চাত্মনঃ। ক্ষেত্রমাসাদয়ামাসুস্তৎসর্ব্বে হি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥ এতস্মাৎ কারণাজ্জাতং ক্ষেত্রং পুণ্যতমং হি তৎ। হাটকেশ্বরদেবস্য মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৮ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। অত্যাশ্চর্য্যমিদং সূত যত্ত্বয়েতদুদাহৃতম্। সঙ্গমং সর্ব্বতীর্থানাং ক্ষেত্রে তত্র প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৯ ॥ তাবন্মাত্রপ্রভাবাণি তৎস্থানি প্রভবন্তি কিম্। তানি তীর্থানি নো ব্রূহি বিস্তরেণ মহামতে ॥ ২০ ॥ নামতঃ স্থানতশ্চৈব তথা চৈব প্রভাবতঃ। সর্ব্বাণ্যপি মহাভাগ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ২১ ॥ সূত উবাচ। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটিশ্চ তীর্থানাং দ্বিজসত্তমাঃ। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং ব্যাপ্য সর্ব্বং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২২ ॥ ন তেষাং কীর্ত্তনং শক্যং কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি। তথা স্বায়ম্ভুবস্যাদৌ কল্পস্য প্রথমস্য চ ॥ ২৩ ॥ কৃতঃ সমাশ্রয়স্তত্র ক্ষেত্রে তীর্থৈঃ শুভাবহে। বহুত্বাদথ কালস্য বহূনি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥ উচ্ছেদং সম্প্রয়াতানি তীর্থান্যায়তনানি চ। যান্যহং বেদ কাৎস্ন্যেন প্রভাবসহিতানি চ। তানি বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ২৫ ॥ যেষাং সংশ্রবণাদেব নরঃ পাপাৎপ্রমুচ্যতে। ধ্যানাৎস্নানাত্তথা দানাৎ স্পর্শনাদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থসমাশ্রয়বর্ণনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ক্ষেত্রে থাকিয়া ভূপাল ত্রিশঙ্কু পাপবর্জ্জিত হইয়া চণ্ডালত্ব পরিহারপূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রের আদেশে সম্বর্ত্তক বায়ু কুপিত হইয়া ঐ ক্ষেত্র পাংশু দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিল। কলিযুগসমাগমনে স্বয়ং হাটকেশ্বর ঐ ক্ষেত্রের অধস্থল এবং অচলেশ্বর উপরিভাগ রক্ষা করেন। দেব হাটকেশ্বরের মাহাত্ম্যে উহা কলি স্পর্শ করিতে পারে না। ঐ ক্ষেত্রের পরিমাণ পঞ্চ ক্রোশব্যাপী। হে শক্র! অতএব তীর্থসমূহ স্বীয় অংশে তথায় গমন করুক; ঐ স্থানে যাইলে তাহাদের কলিভয় থাকিবে না, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। দ্বিজোত্তমগণ! তাঁহারা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা একে একে যজ্ঞোপবীতপরিমিত স্থান গ্রহণ করিলেন। এই কারণে ঐ মহাপাতক-নাশন হাটকেশ্বর ক্ষেত্র পুণ্যতম হইয়াছে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে বলিলেন,—ঐ তীর্থে সর্ব্বতীর্থের সঙ্গম হইয়াছে, ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। হে মহাভাগ সূত! ঐ ক্ষেত্রে তাবন্মাত্রপ্রভাব কতগুলি তীর্থ আছে? সেই সকল তীর্থের প্রভাব কিরূপ? এবং ঐ সকল তীর্থের নাম ও স্থান কি? এই সকল কথা আপনি আমাদিগকে বলুন; ইহাতে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ, ঐ হাটকেশ্বর ক্ষেত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহাদের নাম শত বর্ষেও কীর্ত্তন করা যায় না। প্রথম স্বায়ম্ভুব কল্পের আদিতে তীর্থসমূহ ঐ ক্ষেত্রে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঐ ক্ষেত্রের বহু তীর্থ ও আয়তন উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, অধুনা যাহা আছে, আমি তাহা বস্তুতরূপে বিবৃত করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ঐ সকল তীর্থের শ্রবণে, ধ্যানে, ঐ ঐ স্থানে স্নান দান ও স্পর্শ করিলে নর পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১১—২৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

সময়ে প্রাপ্তা মর্ত্ত্যলোকে যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৬ ॥ সা গতা ভ্রমমাণাথ কাম্যকং নাম সদ্বনম্। মত্তকোকিল-নাদাঢ্যং মনোজ্ঞদ্রুমসঙ্কুলম্ ॥ ৩৭ ॥ যত্রাস্তে মুনি-শার্দ্দুলো দেবরাত ইতি স্মৃতঃ। ব্রতস্বাধ্যায়সম্পন্ন-স্তপসা ধ্বস্তকিল্বিষঃ ॥ ৩৮ ॥ উপবিষ্টো নদীতীরে দেবতার্চ্চাপরায়ণঃ। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্ত একাকী নির্জ্জনে বনে ॥ ৩৯ ॥ অথ সা পশ্যতস্তস্য বিবস্ত্রা প্রাবিশজ্জলম্। দিব্যরূপসমোপেতা ঘর্ম্মার্ত্তা বর-বর্ণিনী ॥ ৪০ ॥ তথ তস্য মুনীন্দ্রস্য রেতশ্চস্কন্দ তৎক্ষণাৎ। দৃষ্ট্বা তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং জলমধ্যং সমাশ্রিতাম্ ॥ ৪১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা সারঙ্গী ক্ষুৎপিপাসিতা। জলমিশ্রং তয়া রেতঃ পীতং সর্ব্ব-মশেষতঃ ॥ ৪২ ॥ অথ সাপি দধে গর্ভং মানুষং বৈ প্রভাবতঃ। অমোঘরেতসো মাসে সুষুবে দশমে ততঃ ॥ ৪৩ ॥ জনয়ামাস দীপ্তাঙ্গীং কন্যাং পদ্মদলে-ক্ষণাম্। তস্মিন্নেব জলে পুণ্যে দেবরাতাশ্রমং প্রতি ॥ ৪৪ ॥ অথ তাং স মুনির্জ্ঞাত্বা স্বজ্ঞানেন স্ববীর্য্যজাম্। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো জগ্রাহ চ পুপোষ চ ॥ ৪৫ ॥ স্নেহেন মহতা যুক্তঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ। রক্ষমাণো বনে চৈনাং শ্বাপদেভ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥ আজহার সুমৃষ্টানি তৎকৃতে সুফলানি সঃ। স্বয়ং গত্বা সুদূরস্থ কাননে শ্বাপদাকুলে ॥ ৪৭ ॥ তত্রস্থা ববৃধে সা চ নাম্না খ্যাতা মৃগাবতী। শুক্লপক্ষে যথা ব্যোম্নি কলেব শশলক্ষণঃ ॥ ৪৮ ॥ অথ সা ভ্রমমাণেন ময়া দৃষ্টা মৃগেক্ষণা। ততোঽহং কামবাণেন তৎক্ষণা-ত্তাড়িতো হৃদি ॥ ৪৯ ॥ বিজ্ঞায় চ কুমারীং তাং সবর্ণাং চারুহাসিনীম্। আদরেণ গৃহং গত্বা স মুনির্যাচিতস্ততঃ ॥ ৫০ ॥ প্রযচ্ছেনাং মম ব্রহ্মন্ পত্ন্যর্থং নিজ কন্যকাম্। যথাত্মা পোষয়িষ্যামি ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥ ৫১ ॥ ততস্তেন প্রদত্তা মে তৎক্ষণাদেব সুন্দরী। বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন নক্ষত্রে ভগদৈবতে ॥ ৫২ ॥ ততঃ কতিপয়াহস্য ময়োঢ়া সা সুবিস্মিতা। সখীজনসমাযুক্তা ফলার্থং নির্গতা বনে ॥ ৫৩ ॥ অথ বীরুধসঙ্কুলে বনে তস্মিন্ সুসংস্থিতে। তয়া ন্যস্তং পদং মূর্দ্ধ্নি তৃণাচ্ছন্নস্য ভোগিনঃ ॥ ৫৪ ॥ সা দষ্টা সহসা তেন পতিতা বসুধাতলে। বিষার্দ্দিতা গতপ্রাণা তৎক্ষণা-দেব ভামিনী ॥ ৫৫ ॥ অথ সখ্যঃ সমাগত্য তত্র

বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলাম; একদা বসন্তে বরাপ্সরা মেনকা যদৃচ্ছাক্রমে মর্ত্ত্যলোকে বিহারার্থ আগমন করে। বিচরণ করিতে করিতে সে মত্ত কোকিল-নাদাঢ্য মনোজ্ঞ দ্রুম-মণ্ডিত কাম্যক বনে উপস্থিত হয়। ঐ অরণ্যে তখন মুনিশার্দ্দুল দেবরাত বাস করিতেন। তিনি স্বধ্যায়সম্পন্ন, নিষ্পাপ, নদীতীরস্থ, পূজাপরায়ণ ও শ্রদ্ধালু। মুনি দেবরাত ঐ নির্জ্জন বনে একাকী অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় ঐ বরাপ্সরা মেনকা ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া বিবস্ত্রা অবস্থায় জলে প্রবেশ করে। ঐ চারুসর্ব্বাঙ্গীকে বিবস্ত্রা অবস্থায় জলমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মুনির রেত-স্খলন হয়। ইত্যবসরে এক সারঙ্গী আসিয়া পিপাসায় ঐ রেতোমিশ্র জল পান করে, অনন্তর ঐ সারঙ্গী অমোঘরেতা মুনির শুক্রে মানুষ-গর্ভধারণ করিয়া দশম মাসে এক পদ্মদলেক্ষণা দীপ্তাঙ্গী কন্যা প্রসব করে। মুনি ঐ কন্যাকে স্ববীর্য্যসম্ভূতা জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণকরতঃ সস্নেহে পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার মঙ্গল কার্য্যসমূহ যথাবিধি সমাপনপূর্ব্বক যত্নসহকারে তাহাকে শ্বাপদগণ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি শ্বাপদ-সঙ্কুল সুদূর কাননে গমন করিয়া তাহার জন্য সুমিষ্ট সুফল সকল আনয়ন করিতেন। ঐ কন্যা অম্বরস্থ শশি-কলার ন্যায় আশ্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন,—মৃগাবতী।৩৬—৪৮। একদা আমি বিচরণ করিতে করিতে ঐ মৃগেক্ষণাকে দর্শন করিলাম, দর্শন করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ কামবাণ দ্বারা হৃদয়ে তাড়িত হইলাম। তাড়িত হইয়াই আমি জানিলাম যে, ঐ কুমারী সবর্ণা এবং চারু-হাসিনী। জানিবা মাত্র আমি তাহার আশ্রমে গিয়া সাদরে মুনির নিকট প্রার্থনা জানাইলাম যে, হে ব্রহ্মন্! আপনি আপনার কন্যাকে পত্ন্যর্থে আমায় প্রদান করুন; আমি ভোজনাচ্ছাদনাদি দ্বারা যেমন আত্মপোষণ করিতেছি, তেমনি ইহাকেও পোষণ করিব। অনন্তর তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্ত্র-দৃষ্ট বিধি অনুসারে ভগদৈবত (পূর্ব্বফল্গুনী) নক্ষত্রে আমায় ঐ সুন্দরীকে প্রদান করিলেন। আমার সহিত বিবাহের দিন কয়েক পরে মৃগা-বতী সখীজন সমভিব্যাহারে ফলাহরণার্থ লতাপরি-বৃত অরণ্যে গমন করিয়া তৃণাচ্ছাদিত ফণি-মস্তকে পদন্যাস করে, পদন্যাস করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে তৎকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়া

দুঃখেন দুঃখিতাঃ। শশংসুস্তা যথাবৃত্তং রুদন্তো মম সুতজ ॥ ৫৬ ॥ ততোঽহং সত্বরং গত্বা দৃষ্ট্বা তাং পতিতাং ভুবি। বিলাপান্ কৃতবান দীনো রুদিতং করুণস্বরম্ ॥ ৫৭ ॥ ইয়ং মে সুবিশালাক্ষী মনঃপ্রাণসমা প্রিয়া। মৃতা ভূমৌ যয়া হীনো নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ৫৮ ॥ সোঽহমদ্য গমিষ্যামি পরলোকং সহানয়া। প্রিয়ারহিতহর্ম্ম্যস্য জীবিতস্য চ কিং ফলম্ ॥ ৫৯ ॥ পুত্রপৌত্রবধূভিশ্চ ভৃত্যবর্গযুতস্য চ। পত্নীহীনানি নো রেজুর্গৃহাণি গৃহমেধিনাম ॥ ৬০ ॥ যদীয়ং কর্ণনেত্রান্তা তন্বঙ্গী মধুরস্বরা। ন জীবতি পৃথুশ্রোণী মরিষ্যেঽহমসংশয়ম্ ॥ ৬১ ॥ এবং বিলপমানস্য মম সূতকুলোদ্বহ। আগতাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বে রুরুদুস্তেঽপি দুঃখিতাঃ ॥ ৬২ ॥ রুদিত্বা সুচিরং তত্র তৈঃ সমং মহতীং চিতাম্। কৃত্বা তাং সন্নিধায়াথ প্রদত্তো হব্যবাহনঃ ॥ ৬৩ ॥ তত আদায় মাং কৃচ্ছ্রান্নিন্যুশ্চ স্বগৃহং প্রতি। রুদন্তং প্রস্খলন্তঞ্চ মুহ্যমানং পদে পদে ॥ ৬৪ ॥ ততো নিশাবশেষেঽহমুত্থায় ত্বরয়ান্বিতঃ। কান্তাদুঃখপরীতাত্মা গতোঽরণ্যং তদেব হি ॥ ৬৫ ॥ কামেনোন্মত্ততাং প্রাপ্তো ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ। বিলপন্নেব দুঃখার্ত্তো বনে জনবিবর্জ্জিতে ॥ ৬৬ ॥ ক্ব গতাসি বিশালাক্ষি বিজনেঽস্মিন বিহায় মাম্। নাহং গৃহং গমিষ্যামি মম দুঃখায় নির্দ্দয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ এষোঽরুণকরস্পর্শাৎ স্বাভাং ত্যজতি চন্দ্রমাঃ। নিশাক্ষয়ে নিরুৎসাহো যথাহং বিধিনা কৃতঃ ॥ ৬৮ ॥ অয়ং তন্বুং সমায়াতি সবিতা রক্তমণ্ডলঃ। নিগদিষ্যতি মে বার্ত্তাং নূনং কচ্চিত্তত্ত্ববাম্ ॥ ৬৯ ॥ গগনং ব্যাপয়ন সূর্য্যঃ সন্তাপয়তি মাং ভৃশম্। বাহ্যে চাভ্যন্তরে কামঃ কথং বক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ৭০ ॥ করীন্দ্রঃ স্বয়মভ্যেতি তৎকুচাভৌ সমুদ্বহন্। কুম্ভৌ গত্বা তু পৃচ্ছামি যদি শংসতি তাং প্রিয়াম্ ॥ ৭১ ॥ এবং প্রলপমানস্য মম মোহো মহানভূৎ। ভাস্করাং-

এব অচিরে প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর তাহার সখীগণ ঐ স্থানে গমন করিয়া তাহার দুঃখে দুঃখিত হইল এবং তাহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। তাহাদের বাক্যে আমি তথায় গমন করিয়া প্রিয়াকে তথাবিধ দর্শন করত করুণস্বরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলাম যে, এই বিশালাক্ষী আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া ছিল, এ মৃত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। প্রিয়া ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি প্রিয়ার সঙ্গেই পরলোকে গমন করিব। যাহার গৃহে প্রিয়া নাই, সে জীবন লইয়া কি করিবে? পুত্র, পৌত্র, বধূ এবং ভৃত্যবর্গ থাকিলেও প্রিয়া যদি না থাকে, তাহা হইলে গৃহমেধীদিগের গৃহ শোভা পায় না। যদি আমার এই আকর্ণ-বিস্ফারিত-নয়না মধুরস্বরা তন্বঙ্গী পৃথুশ্রোণী প্রিয়া না জীবিত থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন বিসর্জ্জন দিব। হে সূতপুত্র। আমি এই ভাবে বিলাপ করিতেছি, এমন সময় আমার সুহৃদ্‌বর্গ আমার নিকট আসিয়া আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। আমিও তাহাদের সহিত রোদন করিয়া পরে চিতা নির্ম্মাণ করিলাম। চিতা প্রস্তুত হওয়ার পর আমি প্রিয়াকে তাহাতে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিলাম। বন্ধুগণ অতিকষ্টে আমাকে গৃহে লইয়া যাইতে লাগিলেন, আমি যাইতে যাইতে রোদন করিতে লাগিলাম, মধ্যে মধ্যে মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম এবং পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলাম। পরে রাত্রি অবসান হইলে আমি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া কান্তা দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই অরণ্যে সেই স্থানে গমন করিলাম। সেই বিজন বনে গমন করিয়া আমি ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিলাম,—অয়ি বিশালাক্ষি। তুমি এই বিজন বনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইলে? আমি আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না। হায়! বিধি আমায় যেমন নিরুৎসাহ করিয়াছেন, তেমনি এই নির্দ্দয় চন্দ্রও অরুণ-করস্পর্শে উৎপীড়িত হইয়া স্বায় আভা পরিত্যাগ করিতেছে। এই আমার প্রিয়ার কান্তি ধারণপূর্ব্বক রক্তমণ্ডল সবিতা গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া আসিতেছেন, বোধ হয় নিশ্চয়ই ইনি আমায় আমার প্রিয়ার কথা কিছু বলিয়া দিবেন। কিন্তু কৈ তিনি ত কিছুই বলিতেছেন না, বরং অত্যন্ত পীড়া দিতেছেন। আমার বাহিরে-অভ্যন্তরে তাপ, কিরূপে আমি জীবন ধারণ করিব? ঐ আমারি প্রিয়ার কুম্ভসদৃশ কুচযুগল বহন করিয়া করীন্দ্র আসিতেছে, কুম্ভের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি, যদি আমার প্রিয়ার কথা কিছু বলিতে পারে। ৫৬—৭১। আমি ভাস্কর-

তপ্রতপ্তস্য মদনাকুলিতস্য চ ॥ ৭২ ॥ যং যং পশ্যামি তত্রাহং ভ্রমমাণো মহাবনে। বৃক্ষং বা প্রাণিনো বাপি তন্তং পৃচ্ছামি মোহতঃ ॥ ৭৩ ॥ ত্বদ্দন্তযুগলপ্রখ্যং যস্যা উরুযুগং গজ। তাং বালাং বদ চেদ্দৃষ্টা দয়াং কৃত্বা মমোপরি ॥ ৭৪ ॥ ত্বয়া জম্বুক চেদ্দৃষ্টা বিম্বাফলনিভাধরা। দয়িতা মম তদ্ ব্রূহি শ্রেয়স্তে ভবিতা মহৎ ॥ ৭৫ ॥ অথবা বিল্ব শংস ত্বং যদি বিল্বোপমস্তনী। ভ্রমমাণা বনে দৃষ্টা মম প্রাণসমা প্রিয়া ॥ ৭৬ ॥ ত্বৎপুষ্পসদৃশাঙ্গী সা মম ভার্য্যা মনস্বিনী। স ত্বং চম্পক জানীষে যদি ত্বং শংস মে ক্রুতম্ ॥ ৭৭ ॥ মধূক তব পুষ্পেণ দয়িতায়াঃ সমৌ শুভৌ। কপোলৌ পাণ্ডুরচ্ছায়ৌ দৃষ্ট্বা ত্বাং স্মৃতিমাগতৌ ॥ ৭৮ ॥ কদলীস্তম্ভ সুব্যক্তং প্রিয়ায়াশ্চ সুকোমলৌ। উরূ ত্বত্তোহপি তথ্যঙ্গ্যাঃ সত্যোনাখ্যানমালভে ॥ ৭৯ ॥ ভো ভো মৃগ ন মে ভার্য্যা ত্বয়া দৃষ্টাত্র কাননে। ত্বৎসমে লোচনে স্পষ্টে কজ্জলেন সমাবৃতে ॥ ৮০ ॥ তৃণাদোহপি সুবৃদ্ধোহপি বনে বৃদ্ধোহপি যঃ পশুঃ। সোহপি কান্তাপরিত্যক্তো ন মৃগো রমতে ক্ষণম্ ॥ ৮১ ॥ কান্তায়াঃ পুরতো নিত্যং বিধত্তেহঙ্গং কলাপকৃৎ। বিহঙ্গযোনিজাতোহপি বৃদ্ধ্যর্থং পুষ্পধন্বনঃ ॥ ৮২ ॥ যোহয়ং সংদৃশ্যতে হংসো হংসীমনুস্মরত্যসৌ। গতিস্তাদৃগুন চাপ্যস্য মৎপ্রিয়ায়াশ্চ যাদৃশী ॥ ৮৩ ॥ এক এব সুধন্যোহয়ং চক্রবাকো বিহঙ্গমঃ। মুহূর্তমপি যোহভীষ্টাং ন ত্যজেচ্চক্রবাকিকাম্ ॥ ৮৪ ॥ য এষ শ্রূয়তে রাবো বিভ্রমং জনয়ন্মম। কিংবা পিকসমুত্থোহয়ং কিংবা মে দয়িতোদ্ভবঃ ॥ ৮৫ ॥ মাং দৃষ্ট্বায়ং মৃগো যাতি তং মৃগী যাতি পৃষ্ঠতঃ। ধাবমানা মমাপ্যেবমনুযাতি পুরা প্রিয়া ॥ ৮৬ ॥ বারণোহয়ং প্রিয়াং কান্তামনুরাগানুযায়িনীম্। স্পর্শয়ত্যগ্রহস্তেন মম সংস্মারয়ন্ প্রিয়াম্ ॥ ৮৭ ॥ হা প্রিয়ে মৃগশাবাক্ষি তপ্তকাঞ্চনসন্নিভে। কথং মাং ন বিজানাসি ভ্রমন্তমিহ কাননে ॥ ৮৮ ॥ ক সা ভক্তিঃ ক সা প্রীতিঃ ক সা তুষ্টিঃ ক সা দয়া।

তাপে তপ্ত হইয়া এবং মদনতাপে তপ্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে আমার মহান্ মোহ উপস্থিত হইল। আমি ঐ মহাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাণী বা বৃক্ষাদি যাহা যাহা দেখিতে লাগিলাম, মুগ্ধ হইয়া তাহাকে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। আমি গজকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে গজ! আমার প্রিয়ার উরুযুগল তোমার দন্ত-যুগলের মত ছিল, যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমায় বল। জম্বুককে দেখিয়া বলিলাম,—ওহে জম্বুক! আমার প্রিয়ার বিম্বফলের ন্যায় অধর ছিল, যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক, তাহা হইলে বল; তোমার মঙ্গল হইবে। ওহে বিল্ব! যদি বিল্বোপমস্তনী আমার প্রিয়াকে কোথাও বিচরণ করিতে দেখিয়া থাক, তাহা হইলে আমায় বল, তিনি আমার প্রাণ-সমা প্রিয়া! হে চম্পক! তোমার পুষ্পের ন্যায় আমার প্রিয়ার অঙ্গ-সৌষ্ঠব ছিল, যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক ত আমায় সত্বর বল। ওহে মধূক! তোমার পুষ্পের ন্যায় আমার প্রিয়ার কপোলদ্বয় পাণ্ডুরাভ ছিল, তোমাকে দেখিয়া তাহা স্মরণ হইল। হে কদলীস্তম্ভ! আমার প্রিয়ার উরুযুগল তোমা অপেক্ষাও সুকোমল ছিল, আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি। ওহে মৃগ সকল! তোমরা আমার প্রাণাধিকা ভার্য্যাকে এই বনে কোথাও দেখ নাই? আমার প্রিয়ার নয়নদুটী, তোমাদের নয়নের মত ছিল। হায়! বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ তৃণভোজী পশুগণও ক্ষণকালের জন্য কান্তাপরিত্যাগ করিয়া বিচরণ করে না। ঐ ওখানে শিখী বিহঙ্গযোনি জাত হইয়াও কামোদ্বোধের নিমিত্ত স্বীয় কান্তার অগ্রভাগে বহু বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। ঐ যে ঐ হংস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ও হংসীর অনুসরণ করিতেছে, উহার কিন্তু আমার প্রিয়ার ন্যায় গতি-লালিত্য দেখা যাইতেছে না। এই চক্রবাকই ভাগ্যবান বিহঙ্গম, এ মুহূর্তকালও প্রিয়াকে পরিত্যাগ করে না। এই যে উল্লাসজনক মধুর কূজন শুনা যাইতেছে, ইহা কি কোকিলকণ্ঠধ্বনি?—না আমার প্রিয়ার কণ্ঠস্বর? এই এ দিকে আমাকে দেখিয়া মৃগ পলাইতেছে, আর মৃগী তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে, পূর্ব্বে প্রিয়াও আমার এইরূপে অনুগমন করিতেন। এই এখানে বারণ অনুরাগানুগামিনী স্বীয় কান্তাকে স্পর্শ করিয়া আমার প্রিয়াকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হা প্রিয়ে! মৃগশাবাক্ষি, তপ্ত কাঞ্চন-সন্নিভে! আমি এই কাননে তোমার শোকে অধীর হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, তুমি তাহা জানিতে পারিতেছ না? তোমার সেই ভক্তি, প্রীতি, তুষ্টি, ও দয়া কোথায় গেল? আমি

মিগাদন্তং সুদীনং মাং সম্ভাষয়সি নো যতঃ ॥ ৮৯ ॥
এবং প্রলপমানস্য মম প্রাপ্তাঃ সুহৃজ্জনাঃ। অন্বে-
ষন্তঃ পদং তত্র বনেষু বিবরেষু চ ॥ ৯০ ॥
ততস্তৈঃ কোপরক্তাক্ষৈঃ প্রোক্তোহহং সূতনন্দন।
ভর্ৎসদ্ভিঃ পরুষৈর্বাক্যৈর্ধিক্ত্বাং কামময়াধুনা ॥ ৯১ ॥
ত্বং কিং শোচসি মূঢ়াৎসন্নশোচ্যং জীবিতং নৃণাম্।
যতস্ত্বামপি শোচন্তং শোচয়িষ্যন্তি চাপরে ॥ ৯২ ॥
যূয়ং বয়ং তথা চান্যে সঞ্জাতাঃ প্রাণিনো ভুবি।
সর্ব্ব এব মরিষ্যামস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৯৩ ॥
অদর্শনাৎপ্রিয়া প্রাপ্তা পুনশ্চাদর্শনং গতা। ন
সা তব ন তস্যাস্ত্বং বৃথা কিমনুশোচসি ॥ ৯৪ ॥
নায়মত্যন্তসংবাসঃ কস্যচিৎ কেচনচিৎ সহ। অপি
স্বেন শরীরেন কিমুতান্যৈর্বৃথা জনৈঃ ॥ ৯৫ ॥
মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোহতীতমনুশোচতি। স
দুঃখেন লভেদ্দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে ॥ ৯৬ ॥
এবং সম্বোধয়িত্বা মাং গৃহীত্বা তে সুহৃজ্জনৈঃ।
ভিন্যুর্গৃহং ততঃ সর্ব্বে বনাত্তস্মাৎ সুদারুণাৎ ॥৯৭॥

ততো মম গৃহস্থস্য স্মরমাণস্য তাং প্রিয়াম্। উৎ-
পন্নঃ সুমহান্ কোপঃ সর্পান্ প্রতি মহামতে ॥ ৯৮ ॥
ততঃ কোপপরীতেন প্রতিজ্ঞাতং ময়া স্ফুটম্।
সর্পানুদ্দিশ্য যৎসর্ব্বং তন্নিবোধয় দারুণম্ ॥ ৯৯ ॥
অদ্যপ্রভৃতি চেন্নাহং সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্। নিহন্মি
দণ্ডঘাতেন তৎপাপং স্যাদ্ধ্রুবং মম ॥ ১০০ ॥ যচ্চ
নিক্ষেপহর্ত্তৄণাং যচ্চত্রবিশ্বাসঘাতিনাম্। তন্মে স্যাদ্
যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্ ॥ ১০১ ॥ যৎ
পাপং সাধুনিন্দায়াং মাতাপিতৃবধে চ যৎ। তন্মে
স্যাদ্ যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্ ॥ ১০২ ॥
পরদাররতানাঞ্চ যৎপাপং জীবঘাতিনাম্। তন্মে
স্যাদ যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্ ॥ ১০৩ ॥
উক্তো চাভিরতানাঞ্চ যৎপাপং গরদায়িনাম্। তন্মে
স্যাদ্ যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্ ॥ ১০৪ ॥
কৃতঘ্নানাঞ্চ যৎ পাপং পরবিত্তাপহারিণাম্। তন্মে
স্যাদ্ যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্ ॥ ১০৫ ॥
যৎপাপং শস্ত্রকর্ত্তৄণাং তথা বহ্নিপ্রদায়িনাম্। তন্মে
স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্ ১০৬ ॥

তোমাকে দীনভাবে আহ্বান করিতেছি, কেন তুমি প্রত্যুত্তর দিতেছ না? আমি এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে আমার বন্ধুগণ আমায় অন্বেষণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আগমন করিলেন। হে সূতনন্দন! তাঁহারা আমার নিকট আসিয়া কোপকষায়িত-নেত্রে আমাকে বলিলেন,—ওরে কামময়-হৃদয়! তুমি এখনও প্রলাপ বকিতে বকিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ! ওরে মূঢ়! তুমি কি শোক করিতেছ? মানব-জীবন শোচনীয় নহে; কারণ—তোমার জন্য যে শোক করিবে, অপরে আবার তাহার প্রতি শোক করিবে। তোমরা আমরা আর অন্যান্য, এই আমরা সকলে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সকলেই আমরা মরিব, এ বিষয়ে আর পরিতাপ কি আছে? অজ্ঞাতসারে তোমার প্রিয়া আগমন করিয়াছিল, আবার অজ্ঞাতসারে চলিয়া গিয়াছে; সেও তোমার নয়, তুমিও তাহার নও, অতএব বৃথা কেন অনুশোচনা করিতেছ? এই সংসারে কাহারও সহিত কাহারও এমন কি, নিজ শরীরের সহিতও অত্যন্ত সহবাস হয় না; অতএব অন্যের জন্য আর বৃথা খেদ করিতেছ কি? মৃত, নষ্ট বা অতীতের জন্য যে ব্যক্তি শোক করে, সে শোকে দুঃখ লাভ করে মাত্র, অধিকন্তু জন্ম-মরণ-রূপ দুই অনর্থ প্রাপ্ত হয়। হে সূতপুত্র! আমার বন্ধুগণ এইরূপে আমায় প্রবোধ দিয়া ঐ গহন কানন হইতে গৃহে লইয়া গেলেন। গৃহে বাস করায় প্রতিনিয়তই প্রিয়া আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকিলে সর্পের প্রতি আমার মহান কোপ উপস্থিত হইল।৭২—৯৮।ঐ কোপের ফলে আমি সর্পউদ্দেশে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম যে, যদি আমি অদ্য হইতে নয়নের গোচরীভূত সর্পকে দণ্ডদ্বারা নিহত না করি, তাহা হইলে আমি মহৎ পাপভাগী হইব। আমি যদি দৃষ্টি-গোচরীভূত সর্পকে নিহত না করি, তাহা হইলে আমি গচ্ছিতহারী ও বিশ্বাসঘাতীর পাপ গ্রহণ করিব। যদি আমি দৃষ্টি-গোচরীভূত সর্পকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে সাধুনিন্দা ও মাতৃহত্যার যে পাপ, সেই পাপ আমায় অর্শিবে। যদি আমি নয়নপথে পতিত সর্পকে নিহত না করি, পারদারিক ও জীব-ঘাতীর পাপ গ্রহণ করিব। যদি আমি নয়ন-বশঙ্গত সর্পকে বিনষ্ট না করি, তাহা হইলে একজনে কথা কহিতে থাকিলে কথা বলার যে পাপ এবং বিষপ্রদাতার যে পাপ, সেই পাপ ভজনা করিব। যদি আমি অবলোকিত সর্পকে নিহত না করি, তাহা হইলে আমি কৃতঘ্ন ও পরবিত্তাপহারীর পাপভাগী হইব। যদি আমি দৃষ্ট সর্পকে নিহত না করি, তাহা হইলে শস্ত্র-

ব্রতভঙ্গেন যৎপাপং ব্রতিনাং নিন্দয়াপি যৎ। তন্মে স্যাদ্ যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১০৭॥
যৎপাপং ভ্রূণহত্যায়াং মৃষ্টমাংসাশিনাঞ্চ যৎ। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১০৮॥
বৃক্ষচ্ছেদপ্রসক্তানাং যৎপাপং শল্যকারিণাম্। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১০৯॥
পাষণ্ডিনাঞ্চ যৎপাপং নাস্তিকানাঞ্চ যদ্ভবেৎ। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১১০॥
মাংসমদ্যপ্রসক্তানাং যৎপাপং বিটভোজিনাম্। তন্মে স্যাদ্ যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥১১১॥
মৃষাবাদপ্রসক্তানং পররন্ধ্রাবলোকিনাম্। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১১২॥
যৎপাপং সাক্ষ্যকর্ত্তৄণাং ধান্যসংগ্রহকারিণাম্। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১১৩॥
আখেটকরতানাঞ্চ যৎপাপং পাশদায়িনাম্। তন্মে স্যাদ্ যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১১৪॥
নিত্যং প্রেষণকর্ত্তৄণাং যৎপাপং মধুজীবিনাম্। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১১৫॥
অদৃষ্টদেববক্ত্রাণাং যৎপাপং মৎস্যজীবিনাম্। তন্মে স্যাদ্ যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১১৬॥
বিবাদে পৃচ্ছমানানাং পক্ষপাতেন জল্পতাম্। ভয়াদ্বা যদি বা লোভাদ্দ্বেষাদ্বা কামতোঽপি বা॥ ১১৭॥ যৎপাপং তু ভবেত্তেষাং নির্দ্দয়ানাং দুরাত্মনাম্। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥১১৮॥
কন্যাবিক্রয়কর্ত্তৄণাং যৎপাপং পাপসঙ্গিনাম্। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১১৯॥
বিদ্যাবিক্রয়কর্ত্তৄণাং যৎপাপং সমুদাহৃতম্। তন্মে স্যাদ্যদি নো হন্মি সর্পং দৃষ্টিবশং গতম্॥ ১২০॥
এবং ময়া প্রতিজ্ঞায় কোপাবিষ্টেন সূতজ। গৃহীতো লগুড়ঃ স্থূলো বধার্থং পবনাশিনাম্॥ ১২১॥ ততঃপ্রভৃত্যহং ভূমৌ ভ্রমামি লগুড়ায়ুধঃ। ব্রাহ্মীং বৃত্তিং পরিত্যজ্য মার্গমাণো ভুজঙ্গমান্॥ ১২২॥ ময়া কোপপরীতেন বহবঃ পন্নগা হতাঃ। বিষোল্বণা মহাকায়াস্তথান্যে মধ্যমাধমাঃ॥ ১২৩॥ একদাহং বনং প্রাপ্তো গহনং লগুড়ায়ুধঃ। শয়ানং যত্র চাপশ্যং জলসর্পং বয়োঽধিকম্॥ ১২৪॥ ততোঽহং দণ্ডমুদ্যম্য কালদণ্ডোপমং রুষা। হন্মি তং যাবদেবাহং স মাং প্রোবাচ পন্নগঃ॥ ১২৫॥ নাপ-

---

কর্ত্ত ও বহ্নিপ্রদায়ীর পাপ আমার হইবে। যদি আমি নিরীক্ষিত সর্পকে প্রহার না করি, তাহা হইলে আমি ব্রতভঙ্গকারী ও ব্রতিনিন্দুকের পাপ স্বীকার করিব। যদি আমি নেত্রগোচর সর্পকে বিনষ্ট না করি, তাহা হইলে আমি প্রাণঘাতী ও অবৈধমাংসাশীর পাপভাগী হইব। যদি আমি নয়নপথপতিত সর্পকে না মারি, তাহা হইলে আমি বৃক্ষচ্ছেদক ও শল্যকারীর পাপ ভজনা করিব। যদি ঈক্ষিত সর্পকে না বধি, তাহা হইলে পাষণ্ডী ও নাস্তিকের যে পাপ, সেই পাপ আমায় অর্শিবে। যদি নেত্রপথগত ভুজঙ্গকে না নষ্ট করি, তাহা হইলে মাংসাশী, মদ্যপায়ী, বিড়্‌ভোজীর যে পাপ, সেই পাপ আমায় স্পর্শ করিবে। যদি আমি নয়নপথগামী অহিকে সংহার না করি, মিথ্যাবাদী ও পরচ্ছিদ্রান্বেষীর পাপভাগী হইব। যদি আমি নয়নপথে প্রবৃত্ত ভুজঙ্গকে আঘাত না করি, তাহা হইলে আমি ধান্য সংগ্রহকারী ও কূটসাক্ষ্যদায়ীর যে পাপ, সেই পাপ ভজনা করিব। যদি সর্প দেখিয়া না মারি, তাহা হইলে আমি আখেটক-নিরত ও পাশদায়ীর পাপ গ্রহণ করিব। যদি আমি অবলোকনপূর্ব্বক সর্পকে শমনভবনে না প্রেরণ করি, তাহা হইলে আমি মধুজীবী ও প্রেরণকর্ত্তার পাপভার বহন করিব। যদি নেত্রবশংগত সর্পকে না বধ করি, তাহা হইলে আমি অদৃষ্ট-দেববক্ত্র ও মৎস্যজীবীদিগের পাপ গ্রহণ করিব। আমি যদি দৃষ্ট সর্পকে না হত্যা করি, তাহা হইলে আমি বিবাদে প্রশ্ন করিলে, পক্ষপাতভাষীর যে পাপ হয়, ভয়, লোভ, কাম ও দ্বেষ হইতে যে পাপ হয়, এবং নির্দ্দয় ও দুরাত্মদিগের যে পাপ হয়, সেই সকল পাপ ভজনা করিব। আমি যদি নয়নপথ-পতিত সর্পকে নিহত না করি, তাহা হইলে কন্যাবিক্রয়ী, পাপসঙ্গী, ও বিদ্যাবিক্রয়ীর পাপ আমায় আশবে।৯৯—১২০। হে সূতপুত্র! আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লগুড় হস্তে সর্পকুলের নিধন-সাধন করিতে বহির্গত হইলাম। সেই হইতে আমি যষ্টি হস্তে করিয়া ব্রাহ্মী বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভুজঙ্গ অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে আমি তীব্রবিষ, মহাকায়, এবং অন্যান্য উত্তম মধ্যম বহু সর্প বিনষ্ট করিয়াছি। একদা আমি লগুড়হস্তে গহন-বনে বিচরণ করিতে করিতে একটী বয়োধিক জলসর্প অবলোকন করিলাম। তাহাকে দেখিয়া কালদণ্ডোপম লগুড় উত্তোলনপূর্ব্বক তাহা যেমন প্রহার করিলাম, অমনি সে

রক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদহং ব্রাহ্মণসত্তম। সংরক্ষতাত্তৎ-কিমর্থং মাং জিঘাংসসি বয়োঽধিকম্। ১২৬। ততো ময়া স সম্প্রোক্তঃ কোপাৎ সলিলপন্নগঃ। মহামন্যু-পরীতেন স্মৃত্বা ভার্য্যাং মৃগাবতীম্। মম ভার্য্যা প্রিয়া পূর্ব্বং সর্পেণাসীদ্বিনাশিতা। ১২৭। ততোঽহং তেন বৈরেণ সূদয়ামি মহোরগান্। অদ্য ত্বামপি নেষ্যামি বৈবস্বতগৃহং প্রতি। হত্বা দণ্ড-প্রহারেণ তস্মাদিষ্টতমং স্মর। ১২৮। ততঃ স মাং পুনঃ প্রাহ ভয়েন মহতা বৃতঃ। শৃণু তাবদ্বচোঽস্মাকং ততঃ কুরু যথোচিতম্। ১২৯। অন্যে তে পন্নগা বিপ্র যে দশন্তীহ মানবান্। বয়ং সলিলসম্ভূতা নির্ব্বিষাঃ সর্পরূপিণঃ। ১৩০। এবং প্রজল্পমানোঽপি স দণ্ডেন ময়া হতঃ। সূত তৎসূদনার্থায় নির্ব্বিকল্পেন চেতসা। ১৩১। অথাসৌ লগুড়স্পর্শাত্তৎক্ষণাদেব পন্নগঃ। দ্বাদশার্কপ্রতী-কাশো বভূব পুরুষো মহান্। ১৩২। তদাশ্চর্য্যং সমালোক্য ততোঽহং বিস্ময়ান্বিতঃ। উক্তবাংস্তং প্রণম্যোচ্চৈঃ ক্ষমাপয়ামিতি সাদরম্। ১৩৩। কো ভবান্ কিমিদং রূপং কৃতং সর্পময়ং বিভো। কিং বা তে ব্রহ্মশাপোঽয়ং কিং বা ক্রীড়া সদেদৃশী। ১৩৪। ততঃ প্রোবাচ মাং হৃষ্টঃ স নরঃ প্রশ্রয়ান্বিতঃ। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা বৃত্তান্তং স্বং বদামি তে। ১৩৫। অহমাসং পুরা বিপ্র চমৎকারপুরোত্তমে। যুবা পরমতেজস্বী ধনবান্ সুসমৃদ্ধিভাক্। ১৩৬। তত্রৈব নগরে রম্যে হ্যস্তি পুণ্যং শিবালয়ম্। সিদ্ধেশ্বরস্য দেবস্য পতাকাভিরলঙ্কৃতম্। ১৩৭। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তত্র যাত্রা ব্যজায়ত। তত্র বাদিত্রঘোষেণ নাদিতং ভুবনত্রয়ম্। ১৩৮। অথ তত্র সমায়াতা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। দেবস্য দর্শনার্থায় শতশোঽথ সহস্রশঃ। ১৩৯। শৈবাঃ পাশুপতাশ্চৈব তথা কাপালিকাশ্চ যে। মহাব্রতধরাশ্চান্যে শিবভক্তি-পরায়ণাঃ। ১৪০। একাহারা নিরাহারা বায়ুভক্ষা-স্তথাপরে। অভক্ষাঃ ফলভক্ষাশ্চ শীর্ণপর্ণাশিনস্তথা। ১৪১। তেঽভিবন্দ্য যথান্যায়ং দেবদেবং মহেশ্বরম্। উপবিষ্টাঃ পুরস্তস্য কথাশ্চক্রুঃ পৃথগ্বিধাঃ। ১৪২। রাজর্ষীণাং পুরাণানাং দেবেন্দ্রাণাং চ হর্ষিতাঃ। দয়াধর্ম্মসমোপেতাস্তথান্যেঽপি চ ভূরিশঃ। ১৪৩। কেচিত্তত্র প্রনৃত্যন্তি গায়ন্তি চ তথাপরে। সাধবো ভক্তিসংযুক্তা বাদ্যং চক্রুশ্চ ভূরিশঃ। ১৪৪। অন্যে দানানি যচ্ছন্তি ধনিনঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। দীনান্ধ-কৃপণেভ্যশ্চ তপস্বিভ্যো বিশেষতঃ। ১৪৫। এবং

আমাকে বলিল,—হে ব্রাহ্মণসত্তম! আমি তোমার কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই; অতএব কি জন্য তুমি এই জরাগ্রস্তকে প্রহার করিতেছ? তাহার বাক্যে আমি প্রিয়া মৃগাবতীকে স্মরণ করিয়া বলিলাম,—পূর্ব্বে আমার প্রিয়া ভার্য্যাকে সর্পে নিহত করিয়াছে, এই জন্য সর্পকুল নির্ম্মূল করিতেছি, তোমাকেও আমি দণ্ডপ্রহারে শমন-ভবনে প্রেরণ করিব, অতএব তুমি ইষ্ট স্মরণ কর। অনন্তর ঐ সলিল-সর্প ভীত হইয়া আমায় বলিল,—অগ্রে আমার বাক্য শ্রবণ করুন, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, করিবেন। দেখুন,—যাহারা মানবগণকে দংশন করে, তাহারা অন্যজাতীয় সর্প, আমরা সলিল-সম্ভূত নির্বিষ সর্প। সে এই কথা বলিতে বলিতে আমি তাহাকে লগুড় দ্বারা নিহত করিলাম। হে সূত! আমি তাহাকে নিহত করিবার জন্য নির্ব্বিকল্পচিত্তে দণ্ড প্রহার করিলে, লগুড়স্পর্শ মাত্র সে তৎক্ষণাৎ দ্বাদশাদিত্য-প্রতীকাশ পুরুষরূপে পরিণত হইল। তখন আমি প্রণামপূর্ব্বক সাদরে তাঁহাকে বলিলাম,—আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আপনি কে? হে বিভো! আপনার সর্পরূপ ছিল, আপনি এরূপ হইলেন। ইহা কি আপনার ব্রহ্মশাপ না আপনি ক্রীড়া করিতেছেন! অনন্তর ঐ নর হৃষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন,—আমি স্বীয় বৃত্তান্ত বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর,—আমি পূর্ব্বে চমৎকারপুরে অতি তেজস্বী এক ধনবান্ পুরুষ ছিলাম। ঐ নগরে সিদ্ধেশ্বর দেবের পতাকামণ্ডিত এক পবিত্র মন্দির আছে, এক সময় ঐ মন্দিরে যাত্রা সমারব্ধ হয়, তদুপলক্ষ্যে বাদিত্রঘোষে ত্রিভুবন নাদিত করে। ঐ সময় সংশিত-ব্রত শত শত মুনি দেবদর্শনার্থ আগমন করেন। শৈব, পাশুপত, কপালিক, মহাব্রতধর, শিবভক্ত-পরায়ণ, একাহার, নিরাহার, বায়ুভক্ষ, বারিভক্ষ, ফলভক্ষ, ও শীর্ণপর্ণাশী বহুবিধ মুনি হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক দেববন্দনা করত তাঁহার সম্মুখে পুরাণ রাজর্ষি ও দেবেন্দ্রগণের দয়া-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পৃথক্ পৃথক্ কথায় আলোচনা করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য করিতে লাগি-লেন, কেহ কেহ গান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বাদ্য বাদন করিতে লাগিলেন এবং অপরা-পর কেহ কেহ—যাহারা ধনী, তাঁহারা দীন, অন্ধ, কৃপণ ও তপস্বীদিগকে দান করিতে লাগি-লেন। ১২১—১৪৫। এই ভাবে ঐ স্থানে মহোৎসব

মহোৎসবে তত্র বর্ত্তমানো মহোদয়ে। আগতো বহুভিঃ সার্দ্ধমহং যৌবনগর্ব্বিতঃ ॥ ১৪৬ ॥ শিবদর্শনবিদ্বেষী তমসা সংবৃতাশয়ঃ। যাত্রোৎসববিনাশায় প্রেরিতোঽহস্তৈঃ সুদুর্জ্জনৈঃ ॥ ১৪৭ ॥ জলসর্পং সমাদায় সুদীর্ঘং ভীষণাকৃতিম্। লেলিহানং মুহুর্জ্জিহ্বাং জরয়া পরয়া বৃতম্ ॥ ১৪৮ ॥ ততশ্চ ক্ষিপ্তবাংস্তত্র মহাজনসমাগমে। তং দৃষ্ট্বা বিদ্রুতাঃ সর্ব্বে জনা মৃত্যুভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১৪৯ ॥ তত্রাসীত্তাপসো নাম্না সুপ্রভঃ শংসিতব্রতঃ। সমাধিস্থঃ সুশিষ্যাঢ্যস্তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ ॥ ১৫০ ॥ নিষ্কম্পাং সুদৃঢামৃজ্বীং নাতিস্তব্ধাং ন কুঞ্চিতাম্। গ্রীবাং দধৎস্থিরাং যত্নাদ্গাত্রযষ্টিঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১৫১ ॥ সম্পশ্যন্নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্। তালুমধ্যগতেনৈব জিহ্বাগ্রেণাচলেন চ ॥ ১৫২ ॥ আবর্ত্তপঙ্কজাস্তঃস্থমষ্টপত্রমধোমুখম্। তন্মধ্যকর্ণিকাসংস্থং সম্পশ্যন্ রবিমণ্ডলম্ ॥ ১৫৩ ॥ তস্যাপি মধ্যতশ্চান্তং নরমঙ্গুষ্ঠমাত্রকম্। দ্বাদশার্কপ্রতীকাশমপ্রতর্ক্যতমাকৃতিম্ ॥ ১৫৪ ॥ পশ্যন্ পদ্মাসনস্থঞ্চ বেদনাথং মহেশ্বরম্। যমক্ষরং বদন্ত্যেব সর্ব্বগং সর্ব্ববেদিনম্ ॥ ১৫৫ ॥ অনিন্দ্যং চাপ্যভেদ্যঞ্চ জরামরণবর্জ্জিতম্। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গো যোগনিদ্রাবশঙ্গতঃ ॥ ১৫৬ ॥ আনন্দাশ্রুপরিক্লিন্নঃ সন্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়াকৃতিঃ। কুম্ভয়িত্বোদরান্তঃস্থং স্বাভ্যাসাদ্বায়ুপঞ্চকম্ ॥ ১৫৭ ॥ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীযোগং কৃত্বা হৃদয়সঙ্গতম্। এবং তত্রোপবিষ্টস্য স সর্পস্তস্য বিগ্রহম্ ॥ ১৫৮ ॥ বেষ্টয়ামাস ভোগেন নিশ্চলস্য মহাত্মনঃ। এতস্মিন্নন্তরে শিষ্যস্তস্যাসীৎ সুতপোঽন্বিতঃ ॥ ১৫৯ ॥ শ্রীবর্দ্ধন ইতিখ্যাতো নানাশাস্ত্রকৃতশ্রমঃ। স দৃষ্ট্বা সর্পভোগেন সমন্তাদ্বেষ্টিতং গুরুম্ ॥ ১৬০ ॥ নাতিদূরস্থিতং মাঞ্চ মত্বা তৎকর্ম্মকারিণম্। উবাচ পরুষং বাক্যং কোপসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৬১ ॥ স্ফুরতাধরযুগ্মেন বাষ্পগদ্গদয়া গিরা। ময়া চেৎসুতপস্তপ্তং গুরুশুশ্রূষয়া সদা ॥ ১৬২ ॥ নির্ব্বিকল্পেন চিত্তেন যদি ধ্যাতো মহেশ্বরঃ। তেন সত্যেন দুষ্টোঽয়ং পাপাত্মা ব্রাহ্মণাধমঃ। যদ্দুষ্কায়ো ভবত্যাশু গুরুর্মে যেন ধর্ষিতঃ ॥ ১৬৩ ॥ অথাহং সর্পতাং প্রাপ্তস্তৎক্ষণাদেব দারুণাম্। পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং বদতাং সাধুসাধ্বিতি ॥ ১৬৪ ॥ অথ

চলিতে থাকিলে আমি যৌবনমদে মত্ত হইয়া কতিপয় লোকের সহিত ঐ স্থানে আগমন করিলাম। আমি ঐ সময় শিবদ্বেষী ও তমোগুণাবলম্বী ছিলাম; কতিপয় দুর্জ্জন ব্যক্তি ঐ যাত্রা-উৎসব বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছিল। আমি ঐ উৎসবক্ষেত্রে আগমন করিয়া একটী জরাযুক্ত লেলিহান ভীষণাকৃতি সলিল-সর্প গ্রহণপূর্ব্বক তত্রত্য মহাজন-মণ্ডলীতে নিক্ষেপ করিলাম। ঐ ভীষণাকৃতি সর্পকে অকস্মাৎ পতিত হইতে দেখিয়া মৃত্যু-ভয়ে সকলেই বিদ্রুত হইল। ঐ স্থানে সুপ্রভ নামক এক সমাধিনিষ্ঠ, বহু শিষ্যপরিবৃত, বিগতপাপ, সংশিতব্রত তাপস ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রীবাদেশ ও সমস্ত গাত্রযষ্টি নিষ্কম্প, সুদৃঢ়, ঋজু, নাতিস্তব্ধ, অকুঞ্চিত ও স্থির করিয়া অনন্যমনে কেবল নাসিকাগ্র অবলোকন করিতেছিলেন, অন্য কোনদিকে তিনি আর দৃষ্টিপাত করেন নাই। স্বীয় জিহ্বাকে তিনি নিশ্চল করিয়া তালুমধ্যে স্থিরভাবে নিহিত করিয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি আবর্ত্তপঙ্কজের মধ্যবর্ত্তী, অধোমুখ অষ্টদল পদ্মের মধ্যকর্ণিকাসংস্থ রবিমণ্ডলের মধ্যদেশে দ্বাদশাদিত্য-প্রতীকাশ অনির্ব্বচনীয়রূপ পদ্মাসনাসীন অঙ্গুষ্ঠমাত্র বেদনাথ মহেশ্বরকে দেখিতেছিলেন। সেই দেব অক্ষর, সর্ব্বগ, সর্ব্ববেদী, অনিন্দ্য, অভেদ্য, পুলকিত, যোগনিদ্রাবশীভূত, আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত, ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি অভ্যাসবশতঃ কুম্ভক করিয়া পঞ্চ বায়ুকে উদরমধ্যে ধারণপূর্ব্বক হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীর যোগ করত জপ করিতেছেন। তিনি এইভাবে অবস্থিত; আর সেই সর্প তাঁহার সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিয়াছে। এমন সময় শ্রীবর্দ্ধন নামে তাঁহার এক নানাশাস্ত্রবিশারদ তপোনিরত প্রিয় শিষ্য এই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আগমন করিয়াই স্বীয় গুরুকে সর্প-পরিবেষ্টিত এবং আমাকে অতিদূরে অবস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন যে, আমিই ঐ কর্ম্ম করিয়াছি। ঐরূপ মনে করিয়াই তিনি কোপারুণ-নেত্রে স্ফুরিতাধরে বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে ও পরুষাক্ষরে বলিলেন,—আমি যদি সর্ব্বদা গুরু-শুশ্রূষা করিয়া তপশ্চরণ করিয়া থাকি, নির্ব্বিকল্পচিত্তে যদি মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সত্যপ্রভাবে এই ব্রাহ্মণাধম, যাহা দ্বারা আমার গুরু পীড়িত হইয়াছেন, অচিরাৎ সেই সর্পরূপে পরিণত হউক। ১৪৬—১৬৩। সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ শাপ প্রদান করিলে আমি তৎক্ষণাৎ দারুণ সর্পরূপে পরিণত হইলাম। লোক সকল তথাবিধ ব্যাপার অব-

গত্বা সমাধেঃ স পর্য্যন্তং সংযতো মুনিঃ। দদর্শ নিজগাত্রস্থং দ্বিজিহ্বং দারুণাকৃতিম্॥ ১৬৫॥ অথ সর্পাকৃতিং মাং চ দুঃখেন মহতান্বিতম্। তটস্থং ভয়সন্ত্রস্তং তথা সর্ব্বজনং তদা॥ ১৬৬॥ ততো বিজ্ঞায় তৎসর্ব্বং স মুনির্জ্ঞানচক্ষুষা। অব্রবীৎ কৃপয়াবিষ্টঃ শিষ্যং শ্রীবর্দ্ধনং রুষা॥ ১৬৭॥ ন মে প্রিয়ং কৃতং শিষ্য ত্বয়ৈতৎকর্ম্ম কুর্ব্বতা। শপতা ব্রাহ্মণং দীনং নৈষ ধর্ম্মস্তপস্বিনাম্॥ ১৬৮॥ সমো মানেঽপমানে চ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। তপস্বী সিদ্ধিমায়াতি সুহৃচ্ছত্রুসমাকৃতিঃ॥ ১৬৯॥ তস্মাদজানতা বৎস শপ্তোঽয়ং ব্রাহ্মণস্ত্বয়া। বাল্যভাবাৎ প্রসাদোঽস্য ভূয়ো মুক্তো মমাজ্ঞয়া॥ ১৭০॥ অথ শ্রীবর্দ্ধনঃ প্রাহ প্রণিপত্য নিজং গুরুম্। অমর্ষবশমাপন্নঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ॥ ১৭১॥ অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানান্ময়া যদ্ব্যাহৃতং বচঃ। তত্তথৈব ন সন্দেহস্তস্মান্মৌনং গুরো কুরু॥ ১৭২॥ ন মৃষা বচনং প্রোক্তং স্বৈরেণাপি গুরো ময়া। কিং পুনর্যত্তবার্থায় তস্মান্মৌনং সমাচর॥ ১৭৩॥ পশ্চাদুদয়তে সূর্য্যঃ শোষং যাতি মহার্ণবঃ। অপি মেরুশ্চ শীর্য্যেত ন মে স্যাদন্যথা বচঃ॥ ১৭৪॥ তমুবাচ গুরুঃ শিষ্যং স পুনঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। জানাম্যহং ন তে বাণী কথঞ্চিজ্জায়তেঽন্যথা॥ ১৭৫॥ সদা শিষ্যো বয়ঃস্থোঽপি শাসনীয়ঃ প্রযত্নতঃ। কিং পুনর্ব্বাল এব ত্বং তেন ত্বাং বচ্মি ভূরিশঃ॥ ১৭৬॥ ধর্ম্মং ন ব্যয়তে কোঽপি মুনীনাং পূর্ব্বসঞ্চিতম্। তপোধর্ম্মবিহীনানাং গতিস্তেষাং ন বিদ্যতে॥ ১৭৭॥ ক্ষমৈকা সিদ্ধিদা প্রোক্তা যতীনাং চ বিশেষতঃ। তস্মাৎ ক্ষমাং পুরস্কৃত্য বর্ত্তিতব্যং তপস্বিভিঃ॥ ১৭৮॥ ন পাপং প্রতি পাপঃ স্যাদ্বুদ্ধিরেষা সনাতনী। আত্মনৈব হতঃ পাপো যঃ পাপং তু সমাচরেৎ॥ ১৭৯॥ দগ্ধঃ স দহতে ভূয়ো হতমেব নিহন্তি চ। সম্যগ্জ্ঞানপরিত্যক্তো যঃ পাপে পাপমাচরেৎ॥ ১৮০॥ উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ। অপকারিষু যঃ সাধুঃ স সাধুঃ কীর্ত্ত্যতে জনৈঃ॥ ১৮১॥ এবমুক্ত্বা স তং শিষ্যং ততো মামিদমব্রবীৎ। দয়য়া পরয়া যুক্তঃ সুব্রতঃ সংশিতব্রতঃ॥১৮২॥ নান্যথা বচনং ভাবি মম শিষ্যস্য

লোকন করিয়া তাহাকে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনি সমাধি অবসানে তথাবিধ দ্বিজিহ্ব সর্পকে নিজগাত্র-সংলগ্ন, আমাকে অদূরে সর্পাকারে পরিণত, অতি দুঃখিত তটস্থ ও ভীত এবং অন্যান্য জনগণকে মণ্ডলাকারে তথায় অবস্থিত অবলোকনপূর্ব্বক জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা যাথার্থ্য অবগত হইয়া আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করত ক্রোধের সহিত স্বীয় শিষ্য শ্রীবর্দ্ধনকে বলিলেন,—হে শিষ্য! তুমি এই দীন ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়া আমার প্রিয় কর্ম্ম কর নাই, ইহা তপস্বিগণের ধর্ম্ম নহে। যাহার মান ও অপমানে, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে, এবং শত্রু ও মিত্রে সমান জ্ঞান, সে-ই তপস্বী। অয়ি বৎস! তুমি ইহা না জানিয়া বালচাপল্যে এই ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়াছ। অধুনা আমার আদেশে ইহাকে শাপমুক্ত কর। অনন্তর গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবর্দ্ধন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—হে গুরো! অজ্ঞান বশতঃই হউক, আর জ্ঞান বশতই হউক, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইবেই হইবে। ইহাতে আর কোন সংশয় নাই; অতএব আপনি মৌনাবলম্বন করুন। হে গুরো! আমি ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বাক্য বলি নাই। তাহাতে আপনার জন্য যাহা বলিয়াছি, তাহার আর অন্যথা হইবে কিরূপে? অতএব আপনি মৌনাবলম্বন করুন। বরং আদিত্যও পশ্চিমে উদিত হইবেন, সাগরও শুকাইয়া যাইবে, এবং মেরুও বিচলিত হইবে,তথাপি আমার বাক্য অন্যথা হইবে না। ১৬৪—১৭৪। শিষ্যের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু মধুর বাক্যে বলিলেন,—আমি তাহা জানি যে, তোমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে, কিন্তু তথাপি আম যে তোমায় শাসন করিলাম, তাহার কারণ এই,—শিষ্য বয়স্থ হইলেও তাহাকে শাসন করা উচিত; তুমি বালক, এই জন্যই তোমাকে শাসন করিলাম। দেখ,—পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্ম কেহ ক্ষয় করে না। তপোধর্ম্ম-বিহীন মুনিগণের গতি নাই। ক্ষমাই একমাত্র সিদ্ধিদায়ক, বিশেষতঃ যতিগণের; সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমাবান্ হওয়া কর্ত্তব্য, কদাচ পাপের প্রতি আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে; ইহাই হইল,—মুনিগণের সনাতন ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করে, সেই পাপী আপনা-আপনিই নিহত হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া পাপপথে পদার্পণ করে, সে পুনঃপুন দগ্ধ ও পুনঃপুন নিহত হয়। যিনি উপকারীর প্রতি সাধু আচরণ করেন, তাঁহার সাধুতার উৎকর্ষ কিছুমাত্র নাই। অপকারীর প্রতি যিনি সাধুতা প্রদর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। সেই তাপস স্বীয় শিষ্যকে এই কথা বলিয়া পরে সদয়ভাবে আমাকে বলিলেন,—

পন্নগ। কঞ্চিৎকালং প্রতীক্ষস্ব তস্মাৎ সর্পবপুঃ-
স্থিতঃ॥ ১৮৩॥ সর্প উবাচ। কস্মিন্ কালে মুনি-
শ্রেষ্ঠ শাপো মেহস্তমুপৈষ্যতি। প্রসাদং কুরু দীনস্য
শাপস্যাজ্ঞানিনস্তথা॥ ১৮৪॥ সুব্রত উবাচ।
মুহূর্ত্তমপি গীতাদি যঃ করোতি শিবালয়ে। ন
তস্য শক্যতে কর্ত্তুং সংখ্যা ধর্ম্মস্য ভদ্রক॥ ১৮৫॥
মুহূর্ত্তমপি যো বিঘ্নং করোতি চ মহোৎসবে।
তস্য পাপস্য নো সংখ্যা কর্ত্তুং শক্যা হি কেনচিৎ॥
১৮৬॥ তস্মাত্ত্বং পাপকো বিপ্রো নৈব মুক্তিমবা-
প্স্যসি। বার্ত্তাসঙ্গেন দুর্ব্বুদ্ধে তস্মাচ্ছৃণু বচো
মম॥ ১৮৭॥ শৈবং ষড়ক্ষরং মন্ত্রং যো জপে-
চ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। অপি ব্রহ্মবধাৎ পাপং জাতং তস্য
প্রণশ্যতি॥ ১৮৮॥ দশভির্দিনজং পাপং বিংশত্যা
বৎসরোদ্ভবম্। ষড়ক্ষরস্য জাপ্যেন পাপং ক্ষাল
য়তে নরঃ॥ ১৮৯॥ তস্মাত্ত্বং জলমধ্যস্থস্তং মন্ত্রং
জপ সাদরম্। যেন পাপং ক্ষয়ং যাতি কৃতমপ্যন্য-
জন্মনি॥ ১৯০॥ যদা ত্বাং জলমধ্যস্থং বৎসো নাম
দ্বিজো রুষা। তাড়য়িষ্যতি দণ্ডেন তদা মোক্ষম-
বাপ্স্যসি॥ ১৯১॥ তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং সর্প স্থানাদ-
স্মাজ্জলাশয়ে। কিঞ্চিদিষ্টং ময়া প্রোক্তো বিররাম
স সন্মুনিঃ॥ ১৯২॥ ততোহহং দুঃখসংযুক্তঃ
সম্প্রাপ্তোহত্র জলাশয়ে। ষড়ক্ষরং জপন্ মন্ত্রং
নিত্যমেব ব্যবস্থিতঃ॥ ১৯৩॥ ত্বৎপ্রসাদাদহং
মুক্তঃ সর্পত্বাদ্ব্রাহ্মণোত্তম। কিং করোমি প্রিয়ং
তেহদ্য তস্মাচ্ছীঘ্রতরং বদ॥ ১৯৪॥ বৎসোনাম
ন সন্দেহঃ স ত্বং যঃ কীর্ত্তিতো মম। সুব্রতেন
বমানং মে পশ্যৈতদুপসর্পতি॥ ১৯৫॥ ততঃ
প্রোক্তো ময়া সম্যক্ স সর্পো দিব্যরূপধৃক্। ভগ-
বন্নুপদেশং মে কিঞ্চিদ্দেহি শুভাবহম্॥ ১৯৬॥
যেন নো জায়তে দুঃখং প্রিয়লোপসমুদ্ভবম্। ন
দারিদ্র্যং ন চ ব্যাধির্ন চ শক্রপরাভবঃ॥ ১৯৭॥
অথোবাচ স মাং ভূয়ঃ সোৎসুকঃ পুরুষোত্তমঃ।
প্রশ্নভারঃ সমাখ্যাতস্ত্বয়া মম দ্বিজোত্তম॥ ১৯৮॥
ন চৈতচ্ছক্যতে বক্তুং বিমানে সমুপস্থিতে। বিস্ত-
রাত্তু ততো বচ্মি সংক্ষেপেণ তব দ্বিজ॥ ১৯৯॥
শৈবঃ ষড়ক্ষরো মন্ত্রো নৃণামশুভহারকঃ। স ত্বয়া

হে পন্নগ! আমার শিষ্যের বাক্য অন্যথা হই-
বার নহে, অতএব তুমি সর্পশরীরে কিয়ৎকাল
অপেক্ষা কর। তাপস এই কথা বলিলে, আমি
তখন বলিলাম,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কখন আমার শাপ
মুক্তি হইবে? হে দেব! এই অজ্ঞান দীনকে কৃপা
করুন! আমি এই কথা বলিলে তাপস সুব্রত
বলিলেন,—হে ভদ্র! যদি কেহ মুহূর্ত্তমাত্র শিবালয়ে
গীতাদি করে, তাহা হইলে তাহার তজ্জন্য যে
ধর্ম্ম হয়, সে ধর্ম্মের ইয়ত্তা করা যায় না, তেমনি
যদি কেহ শিবমহোৎসবে কিঞ্চিৎমাত্রও বিঘ্ন
উৎপাদন করে, তাহাতে তাহার যে পাপ হয়,
সে পাপেরও সংখ্যা কেহ করিতে পারে না। হে
পাতক বিপ্র! তুমি মুক্তি লাভ করিতে পারিবে
না; অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর,—যে ব্যক্তি
শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্র শ্রদ্ধাসহকারে জপ করে,
তাহার ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট হয়। শৈব ষড়ক্ষর
মন্ত্র দশবার জপ করিলে দিনজ পাপ, এবং
বিংশতিবার জপ করিলে বৎসরজাত পাপ,
বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব তুমি জলে থাকিয়াই ঐ
মন্ত্র জপ কর। ইহাতে তোমার এই অনুষ্ঠিত পাপ
এবং অন্য জন্মকৃত পাপও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।
তুমি এইভাবে জলে অবস্থিত হইয়া জপ করিতে
থাকিলে বৎস নামক দ্বিজ যখন তোমায় দণ্ড
দ্বারা প্রহার করিবেন, তখন তুমি শাপ হইতে
মুক্তি লাভ করিবে। হে সর্প! অধুনা তুমি
জলাশয়ে গমন কর। মুনি এই কথা বলিলে
আমি তাঁহাকে আমার ইষ্ট বিষয় কিঞ্চিৎ নিবেদন
করিলাম, অনন্তর তিনি বিরত হইলেন। অনন্তর
আমি অতি দুঃখে এই জলাশয়ে গমন করিয়া
নিত্য ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম।
হে ব্রাহ্মণোত্তম! অধুনা আমি আপনার প্রসাদে
সর্পত্ব হইতে মুক্ত হইলাম। এখন আমি আপনার
কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব, তাহা বলুন?
আপনিই সেই বৎস নামক দ্বিজ, ইহাতে কোন
সংশয় নাই। এই ব্রতানুষ্ঠানের ফলে আমার
জন্য ঐ বিমান আসিতেছে, অবলোকন করুন।
সর্প এইরূপ বলিলে আমি তাহাকে বলিলাম,—
হে ভগবন্! আপনি আমায় এমন কিঞ্চিৎ শুভা-
বহ উপদেশ প্রদান করুন—যাহাতে আমার প্রিয়-
বিয়োগ, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও শত্রু-পরাভব-জনিত
দুঃখ না হয়। আমি এইরূপ বলিলে ঐ পুরুষোত্তম
কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমায় বলিলেন,—হে
দ্বিজোত্তম! আপনি আমার প্রতি বহু প্রশ্ন করিয়া-
ছেন, আমার বিমান উপস্থিত; এজন্য আমি
আপনার ঐ সমস্ত প্রশ্নসমূহের বিস্তৃতভাবে উত্তর

শক্তিতো বিপ্র জপনীয়ো দিবানিশম্ ॥ ২০০ ॥ ততঃ প্রাপ্স্যস্যসন্দিগ্ধং যদ্‌যদ্বাঞ্ছসি চেতসা। স্বর্গং বা যদি বা মোক্ষং বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২০১ ॥ ময়া হি সুমহৎ পাপং সর্ব্বদা সমনুষ্ঠিতম্। তত্রাপি মন্ত্রমাহাত্ম্যাৎ প্রাপ্তা লোকা মহোদয়াঃ ॥ ২০২ ॥ একো দানানি সর্ব্বাণি যচ্ছতি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ষড়ক্ষরং জপেন্মন্ত্রমন্যস্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২০৩ ॥ সর্ব্বতীর্থাভিষেকঞ্চ কুরুতেঽন্যো নরো দ্বিজ। ষড়ক্ষরং জপেন্মন্ত্রমন্যস্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২০৪ ॥ চান্দ্রায়ণসহস্রন্তু কুরুতেঽন্যো যথোচিতম্। ষড়ক্ষরং জপেদন্যো মন্ত্রং তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২০৫ ॥ বর্ষাস্বাকাশশায়ী চ হেমন্তে সলিলাশয়ঃ। পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে যাবদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ২০৬ ॥ অন্যঃ ষড়ক্ষরং মন্ত্রং শুচিঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। জপেদহর্নিশং মর্ত্ত্যঃ ফলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ২০৭ ॥ পিতৃপক্ষে সদা চৈকো গয়ায়াং শ্রাদ্ধমাচরেৎ। অন্যঃ ষড়ক্ষরং মন্ত্রং জপেত্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২০৮ ॥ গোসহস্রং দদাত্যেকঃ কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে। ষড়ক্ষরং জপেন্মন্ত্রমন্যস্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২০৯ ॥ সন্নিহত্যাং নরঃ স্নাতি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। একোঽন্যস্তু জপেন্মন্ত্রং ষড়র্ণং তুল্যমেব তৎ ॥ ২১০ ॥ সোমে সোমগ্রহেঽন্যস্তু সোমনাথং প্রপশ্যতি। অন্যঃ ষড়ক্ষরং মন্ত্রং জপেত্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২১১ ॥ একশ্চণ্ডীশ্বরং পশ্যেদয়নে চোত্তরে নরঃ। অন্যঃ ষড়ক্ষরং মন্ত্রং জপেত্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২১২ ॥ ভৃগুপাতং পতেদেকঃ কেদারং বীক্ষ্য ভক্তিতঃ। অন্যঃ ষড়ক্ষরং মন্ত্রং জপেত্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২১৩ ॥ করীষং সাধয়েদন্যো দত্ত্বা সর্ব্বস্বমাদিতঃ। ষড়ক্ষরং জপেন্মন্ত্রমন্যস্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২১৪ ॥ সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগং কৃত্বৈকো জ্ঞানমাপ্নুয়াৎ। অন্যঃ ষড়ক্ষরং মন্ত্রং জপেত্তাভ্যাং সমং ফলম্ ॥ ২১৫ ॥ এতত্তে পরমং গুহ্যং ময়া বিপ্র প্রকীর্ত্তিতম্। নাস্তিকায় ন দাতব্যং ভক্তিহীনায় নৈব চ ॥ ২১৬ ॥ তথান্যদপি

দিতে পারিব না, সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—দেখুন,—শৈব ষড়ক্ষর মন্ত্রই মানবগণের অশুভ নিবারণ করিয়া থাকে। হে বিপ্র! আপনি উহা দিবানিশ জপ করিবেন। ইহাতে আপনি সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি যাহা কিছু আপনার বাঞ্ছিত, তাহাই লাভ করিবেন। আমিও সর্ব্বদা বহু পাপাচরণ করিতাম, কিন্তু ঐ মন্ত্রপ্রভাবে উত্তম গতি লাভ করিলাম। কেহ যদি শ্রদ্ধাসহকারে যাবতীয় দানীয় বস্তু পাত্রসাৎ করে, আর কোন ব্যক্তি যদি শৈব ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে ইহাদের উভয়েরই ফল সমান হয়। এক ব্যক্তি যদি যাবতীয় তীর্থে স্নানাচরণ করে, আর এক জন যদি কেবল ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে ফল ইহাদের উভয়েরই সমান হইয়া থাকে। সহস্র চান্দ্রায়ণব্রতানুষ্ঠায়ী ও শৈব ষড়ক্ষরমন্ত্রজাপী এতদুভয়ের সমান ফল। কেহ যদি শতবর্ষ যাবৎ বর্ষায় আকাশশায়ী, হেমন্তে সলিলশায়ী এবং গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ হইয়া তপস্যা করে, আর অন্য এক ব্যক্তি যদি শৈব ষড়ক্ষর মন্ত্র জপে, তাহা হইলে ফল ইহাদের সমানই হইয়া থাকে। একজন যদি পিতৃপক্ষে গয়ায় শ্রাদ্ধাচরণ করে, আর অপর এক ব্যক্তি ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করে, ইহাদের উভয়ের ফল সমান হয়। কেহ যদি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সহস্র গো দান করে, আর অন্য কোন ব্যক্তি যদি ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহাদের ফলের কিঞ্চিৎ মাত্রও তারতম্য ঘটে না। রাহুগ্রস্তনিশাকরে যদি কেহ সন্নিহতীতে গমন করে, আর অপর ব্যক্তি যদি ষড়ক্ষর জপে, তাহা হইলে ফল একরূপই হয়। ১৯৩—২১০। যদি কেহ সোমবারে চন্দ্রগ্রহণে সোমনাথ দর্শন করে, আর অন্য এক জন যদি ষড়ক্ষর মন্ত্র জপে, তাহা হইলে ইহাদের উভয়েরই ফল সমান হয়। কোন ব্যক্তি যদি উত্তরায়ণে চণ্ডীশ্বর অবলোকন করে, আর অন্য জন যদি ষড়ক্ষর জপে, তাহা হইলে ফল উভয়েরই সমান হয়। যদি কেহ কেদারেশ্বর দর্শন করিয়া ভৃগুপতনে পতিত হয়, আর অন্য ব্যক্তি যদি ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে ইহাদের উভয়ের ফল সমান হয়। যদি কেহ প্রথমতঃ সর্ব্বস্ব দান করিয়া করীষ সাধন করে, আর অন্য জন যদি শৈব ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করে, তবে উভয়েরই ফল সমান হয়। এক জন যদি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জন করে, আর অন্য জন যদি ষড়ক্ষর মন্ত্র জপে, তাহা হইলে ফল সমান হয়। হে বিপ্র! এই আমি আপনার নিকট পরম গুহ্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা নাস্তিক ও ভক্তিহীন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া

বক্ষ্যামি হিতবুদ্ধ্যা দ্বিজোত্তম। মম বাক্যং কুরুষ্বাদ্য যদীচ্ছসি পরাং গতিম্ ॥২১৭॥ অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্ববেদে প্রকীর্ত্তিতঃ। ব্রাহ্মণস্থ বিশেষেণ তস্মাৎ সর্পবধং ত্যজ ॥ ২১৮ ॥ অহিংসকানি ভূতানি যো হিনস্তি সুনির্দ্দয়ঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূত-সংপ্লবম্ ॥ ২১৯ ॥ চরাচরাণাং ভূতানামভয়ং যঃ প্রযচ্ছতি। সর্ব্বদা সর্ব্বসৌখ্যাঢ্যো জায়তে দিবি চেহ চ ॥ ২২০ ॥ নাস্তি ভর্গসমো দেবো নাস্তি গঙ্গা-সমা নদী। নাস্তি হিংসাসমং পাপং নাস্তি ধর্ম্মো দয়াপরঃ ॥ ২২১ ॥ অথাহমব্রুবং তঞ্চ তচ্ছ্রুত্বা তস্য জল্পিতম্। অহিংসালক্ষণং ধর্ম্মং পরলোকভয়াতুরঃ ॥ ২২২ ॥ মন্যতে বৃদ্ধলোকানামেতদ্বাক্যং শ্রুতং ময়া। ভূপতেনৈব দোষঃ স্যাদ্বনে ব্যাধাদি-ভৈর্ম্মৃগৈঃ ॥ ২২৩ ॥ প্রবদন্তি তথা বৈদ্যা বৈদ্য-শাস্ত্রবিচক্ষণাঃ। ভবন্তি পুষ্টিসংযুক্তা মাংসাদাশ্চির-জীবিনঃ ॥ ২২৪ ॥ তদত্র বিষয়ে ক্বাপি পরং নিঃশ্রেয়সং বচঃ। সর্ব্বং কর্ত্তাস্ম্যসন্দিগ্ধং তব বক্ত্রাদ্বিনির্গতম্ ॥ ১২৫ ॥ অথ মাং স পুনঃ প্রাহ বদ মৈবং দ্বিজোত্তম। মতমেতদসাধূনাং পাপানাং মাংস-গৃদ্ধিনাম্ ॥ ২২৬ ॥ অহো শোচ্যতমা লোকে পাপাত্মানঃ সুনির্দ্দয়াঃ। সর্ব্বদোষাকরং মাংসং মূঢাঃ খাদন্তি যে নরাঃ ॥ ২২৭ ॥ ন মাংসমায়ুষো হেতুরা-রোগ্যস্য বলস্য বা। সর্ব্বমেতদসত্যং স্যাচ্ছৃণ্বাদ্য নিদর্শনম্ ॥২২৮॥ মাংসাশিনোহপি দৃশ্যন্তে রোগার্ত্তা দুর্ব্বলাস্তথা। স্বল্পায়ুষশ্চ মত্বৈবং মাসং বর্জ্জয় দূরতঃ ॥ ২২৯ ॥ অমাংসাদা অপি হ্যায়াং দৃশ্যন্তে রোগ-বর্জ্জিতাঃ। চিরায়ুষশ্চ পীনাঙ্গাস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৩০ ॥ যো ভক্ষয়তি মাংসানি সত্ত্বানাং জীবিতৈষিণাম্। স যাতি নরকং ঘোরং তত্রস্থো ভক্ষ্যতে চ তৈঃ ॥ ২৩১ ॥ ন হি মাংসং তৃণাৎ কাষ্ঠাদুপলাদপি জায়তে। হতে জন্তৌ ভবেন্মাসং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৩২ ॥ এতদেব হি দৃষ্টান্তং মাংসস্য পরিবর্জ্জনে। যদঙ্গং হ্রিয়তে স্বস্য

উচিত নহে। হে দ্বিজোত্তম! আমি আপনার হিতকামনায় আরও কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি যদি উত্তম গতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি আমার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিবেন। হে দ্বিজ! অহিংসা পরম ধর্ম্ম; ইহা সর্ব্ব-বেদসম্মত, বিশেষত হিংসা ব্রাহ্মণের একান্ত পরিত্যাজ্য; অতএব আপনি সর্পহত্যা হইতে নিবৃত্ত হউন। অহিংসক জীবকে যে হত্যা করে, ঐ নিদ্দয় আপ্রলয়কাল নরক ভোগ করিয়া থাকে। যে মানব চরাচর ভূতসমষ্টিকে অভয় প্রদান করে, সে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্ব সুখ অনুভব করিয়া থাকে। দেখুন যেমন শঙ্করের সমান দেবতা নাই, গঙ্গার সমান নদী নাই, দয়ার সমান ধর্ম্ম নাই, তেমনি হিংসার সমান পাপ দৃষ্ট হয় না। তিনি আমায় এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি পরলোকভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার মুখে অহিংসাধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক বলিলাম,—আপনি যে "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম," বলিতেছেন,—আমার মনে হয়,—ইহা বৃদ্ধ লোকের বাক্য; কারণ—আমি শুনিয়াছি যে নৃপতিগণ বনে মৃগহত্যা করিলে তাহাতে তাঁহাদের কোন দোষ হয় না। আরও দেখুন,—বৈদ্যশাস্ত্রবিচক্ষণ বৈদ্যগণ বলেন,—যাঁহারা মাংস ভোজন করেন, তাঁহারা পুষ্টি লাভ করিয়া চিরজীবী হন। অতএব আপনি ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব বিবৃত করুন, আমি নিঃসংশয়ে আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। অনন্তর তিনি আমায় পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—দ্বিজোত্তম! আপনি কদাচ এরূপ বলিবেন না। আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা মাংসলোলুপ মাংসাশীদিগের মত। অহো! নির্দ্দয় পাপাত্মা মাংসাশীদিগের কথা মনে করিলেও শোকাতুর হইতে হয়, মূঢ়গণ সকল দোষের আকর যে মাংস, তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ২১১—২২৭। হে বিপ্র! মাংস কদাপি আয়ু, আরোগ্য ও বলের হেতু নহে, আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা মিথ্যা; আমি তাহার নিদর্শন দেখিয়াছি, শ্রবণ করুন; দেখুন মাংসাশী ব্যক্তিদিগকেও রোগার্ত্ত, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব আপনি দূর হইতে মাংস পরিত্যাগ করুন। যাহারা মাংস না খায়, তাহারাই পৃথিবীতে নীরোগ, চিরায়ু, ও হৃষ্ট-পুষ্ট হয়; অতএব সকলেরই মাংস বর্জ্জন করা উচিত। জীবমাত্রেই জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে; এরূপ ক্ষেত্রে যে যে ব্যক্তি জীবনধারণেচ্ছু জীবগণকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে নরকগত হইয়া যে জীবের মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, সেই জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। দেখুন, মাংস কাষ্ঠ, তৃণ বা প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হয় না, একটী জীবকে হত্যা করিলে তবে মাংস পাওয়া যায়; অতএব সকলেরই মাংস পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মাংসবর্জ্জন বিষয়ে

কণ্টকেনাপি বিক্ষতম্। ২৩৩। আত্মৌপম্যেন ভূতানি তস্মাৎ সর্ব্বাণি পণ্ডিতৈঃ। দ্রষ্টব্যানি ন হিংস্যানি রক্ষণীয়ানি শক্তিতঃ। ২৩৪। হন্তা চৈবানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী। সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চাষ্ট ঘাতকাঃ। ২৩৫। ধনেন ক্রয়কৃদ্ধন্তি ভক্ষণেন চ খাদকঃ। ঘাতকো বধবন্ধাভ্যামিত্যন্ত-স্ত্রিবিধো বধঃ। ২৩৬। কর্ম্মণা মনসা বাচা যো হিনস্তি ন কিঞ্চন। স প্রাপ্নোতি পরং স্থানং জরা-মরণবর্জ্জিতম্। ২৩৭। শাকমূলফলাহারো ব্রহ্ম-চর্য্যপরায়ণঃ। ন তস্য ফলমাপ্নোতি যদি হিংসাপরো নরঃ। ২৩৮। একো বর্ষশতং সাগ্রং তপস্তপতি দুস্তরম্। অহিংসানিরতো যশ্চ তয়োঃ শ্রেষ্ঠো দয়ান্বিতঃ। ২৩৯। যং যং কাময়তে কামং দুষ্প্রাপমপি মানবঃ। তং তমাপ্নোত্যসন্দিগ্ধং যদি স্যাৎ সুদয়ান্বিতঃ। ২৪০। কামগেন বিমানেন দিব্যস্ত্রীশতসেবিতঃ। দেববন্মোদতে স্বর্গে সর্ব্ব-ভূতাভয়প্রদঃ। ২৪১। এবমুক্ত্বা মহাত্মা স পশ্যতো মম সূতজ। বিমানবরমারুহ্য গতশ্চ ত্রিদিবালয়ম্। ২৪২। গন্ধর্ব্বৈর্গীয়মানশ্চ স্তূয়মানশ্চ কিন্নরৈঃ। ষড়ক্ষরস্য মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যেন মহামতে। ২৪৩। তস্মিন্ গতে তদা স্বর্গং দুঃখং মে সমুপ-স্থিতম্। স্মৃত্বা পূর্ব্বং হতান্ সর্পান্ ভয়গাত্রোহভবং তদা। ২৪৪। ততোহহং কৃতবাংস্তত্র বিপ্রলাপান-নেকশঃ। স্বকর্ম্মভয়সন্ত্রস্তস্তস্মিন্নেব মহাবনে। ২৪৫। অহো ময়া নৃশংসেন বহবঃ প্রাণিনো হতাঃ। নিন্দিতশ্চ মহাদেবো নরকার্ত্তির্ভবিষ্যতি। ২৪৬। সোহহং হিংসাং পরিত্যজ্য চরিষ্যামি মহত্তপঃ। শিবদীক্ষাং সমাসাদ্য পূজয়িষ্যে মহেশ্বরম্। ২৪৭। যৎকিঞ্চিৎত্রিষু লোকেষু প্রার্থয়ন্তি নরাঃ সুখম্। তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তস্মাৎ কার্য্যং ময়া তপঃ। ২৪৮। অধুনৈকোহহমেকাহমেকৈকস্মিন্ বনস্পতৌ। চরন্ ভৈক্ষং মুনির্ম্মৌনী চরিষ্যাম্যাশ্রমানিমান্। ২৪৯। পাংসুনা সমবচ্ছন্নঃ শূন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ। বৃক্ষমূল-নিকেতো বা ত্যক্তসর্ব্বপ্রিয়াপ্রিয়ঃ। ২৫০। এবং বিলপ্য যত্নেন ময়া সূতকুলোদ্বহ। গৃহীতং ভক্তি-যুক্তেন শিবদীক্ষাব্রতং ততঃ। ২৫১। ষড়ক্ষরস্য মন্ত্রস্য অযুতং প্রজপাম্যহম্। ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ

ইহাই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে যখন মানবগণ ক্লেশ বোধ করে, তখন আত্মতুলনায় তাহাদের জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যথাশক্তি তাহাদিগকে রক্ষা করা উচিত নয় কি? হন্তা, অনুমন্তা, বিশস্তা, ক্রয়-বিক্রয়ী, সংস্কর্ত্তা ও উপহর্ত্তা এই অষ্টবিধ ঘাতক। ধন দ্বারা ক্রয় করা, ভক্ষণ করা, ও বধ করা, এই তিন প্রকার হইল,—বধ। শাক-মূল-ফলা-হারী ব্যক্তি কায়, মন, বাক্যে যদি কোন রকমে হিংসা না করে, তাহা হইলে সে জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইয়া পরম স্থানে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু হিংসাশীল ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইলেও উক্ত গতি লাভ করিতে পারে না। একজন যদি শতবর্ষ কাল যাবৎ দুস্তর তপস্যা করে, আর অন্য এক ব্যক্তি যদি অহিংসানিরত হয়, তাহা হইলে এই উভয়ের মধ্যে যিনি অহিংসানিরত, তিনিই প্রধান হন। মানব যদি অহিংসা নিরত হয়, তাহা হইলে সে যাহা যাহা কামনা করে, সেই সেই বস্তুই লাভ করিয়া থাকে। অপিচ, সে দিব্য স্ত্রীশত-সেবিত কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করত দেববৎ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। হে সূতপুত্র! সেই মহাত্মা আমায় এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রভাবে বিমানবরে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-গণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতে হইতে ত্রিদিবধামে গমন করিলেন; আর আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। তিনি স্বর্গগমন করিলে আমার অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইল এবং সর্পহত্যার কথা আমার স্মরণ হওয়ায় আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ঐ ভাবে থাকিয়া আমি ঐ মহাবনে স্বকর্ম্ম-ভয়ে ভীত হইয়া এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলাম,—হায়! আমি কত প্রাণীই না হত্যা করিয়াছি এবং দেবদেব মহাদেবের নিন্দা করিয়াছি, আমায় নরক-যাতনা ভোগ করিতে হইবে। অতএব আমি এখন হিংসা বর্জ্জন করিয়া মহৎ তপোনুষ্ঠান করিয়া এবং শিবদীক্ষা গ্রহণ করিয়া মহেশ্বরের পূজা করি। মানব এই ত্রিভুবনে যাহা কিছু সুখ ইচ্ছা করে, তৎসমুদয় সুখই তপস্যা-সাধ্য; অতএব আমি তপ-শ্চরণ করি। অধুনা আমি সর্ব্বাঙ্গে পাংশুলেপন, গৃহ ও প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ, বৃক্ষমূলে নিবাস এবং সমুদয় প্রিয়াপ্রিয় বস্তু বর্জ্জন করিয়া একাকী এক এক দিন এক এক বনস্পতির নিকট ভিক্ষাচরণ করত আশ্রমধর্ম্ম পালন করি। হে সূতপুত্র। আমি উক্ত প্রকার বিলাপ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শিবদীক্ষা গ্রহণ-

সিদ্ধেশ্বরসমীপতঃ ॥ ২৫২ ॥ তৎপ্রভাবেণ মে স্থৈর্য্যং সঞ্জাতং যৌবনোদ্ভবম্। তথা লোকান্তরজ্ঞানং খেচরত্বং চ সূতজ ॥ ২৫৩ ॥ সিদ্ধেশ্বরং প্রযাস্যামি দ্বাপরান্তে হ্যবস্থিতে। সদাশিবং প্রযাস্যামি সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ২৫৪ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া সূতজ মোক্ষদম্। ষড়ক্ষরস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২৫৫ ॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। আজন্মমরণাৎ পাপাৎ সোঽপি মুচ্যেত মানবঃ ॥ ২৫৬ ॥ তস্মাত্ত্বং হি মহাভাগ মন্ত্রমেনং সদা জপ। সম্প্রাপ্স্যসি পরান্ কামান্মনসা বাঞ্ছিতান্ সদা ॥ ২৫৭ ॥ সূত উবাচ। এতচ্ছ্রুতং ময়া পূর্ব্বং সকাশাত্তস্য সদ্‌গুরোঃ। ষড়ক্ষরস্য মাহাত্ম্যং যদ্‌যুষ্মাকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫৮ ॥ ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং শত্রুপক্ষক্ষয়াবহম্। পঠতাং শৃণ্বতাং নিত্যং সর্ব্বকালাভয়প্রদম্ ॥ ২৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। তোষিতঃ কেন সিদ্ধেন তত্র সিদ্ধেশ্বরো বিভুঃ। এতৎসর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরাৎ সূতনন্দন ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। আসীৎ সিদ্ধাধিপো নাম পুরা হংস ইতি স্মৃতঃ। অনপত্যতয়া তস্য কালশ্চক্রাম ভূরিশঃ ॥ ২ ॥ ততশ্চিন্তাং প্রপন্নঃ স গত্বা দেবপুরোহিতম্। পপ্রচ্ছাঙ্গিরসঃ পুত্রং বিপ্রশ্রেষ্ঠং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩ ॥ ভগবংশ্চানপত্যস্য বার্দ্ধকং মে সমাগতম্। তস্মাদপত্যলাভায় মমোপায়ং প্রকীর্ত্তয় ॥ ৪ ॥ তীর্থযাত্রাং ব্রতং বাপি শান্তিকং বা দ্বিজোত্তম। যেন স্যাৎসন্ততিঃ শীঘ্রং ত্বৎপ্রসাদাদ্‌বৃহস্পতে ॥ ৫ ॥ বৃহস্পতিশ্চিরং ধ্যাত্বা সিদ্ধং প্রাহ ততঃ পরম্। চমৎকারপুরং ক্ষেত্রং গত্বা তত্র তপঃ কুরু ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রাপ্স্যসি সৎপুত্রং বংশোদ্ধারক্ষমং শুভম্। নান্যং পশ্যামি সিদ্ধেশ সুতোপায়ং শুভাবহম্ ॥ ৭ ॥ ততস্তৎ ক্ষেত্রমাসাদ্য স সিদ্ধঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। লিঙ্গং সম্পূজয়ামাস যথোক্তবিধিনা স্বয়ম্ ॥ ৮ ॥ ততশ্চারাধয়ামাস

পূর্ব্বক সিদ্ধেশ্বরসমীপে ত্রিসন্ধ্য অযুতসংখ্যক ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম, ঐ জপপ্রভাবে আমি চিরযৌবন, লোকান্তর-জ্ঞান, ও খেচরত্ব লাভ করিলাম। অতঃপর আমি দ্বাপরান্তে সিদ্ধেশ্বর ও সদাশিব দর্শন করিতে যাইব, ইহা আমি সত্য বলিলাম। হে সূতজ! এই আমি তোমার নিকট মোক্ষদায়ক পাপনাশক ষড়ক্ষর-মন্ত্রপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া ইহা নিত্য শ্রবণ করে, সে জন্ম অবধি মরণ পর্য্যন্ত যবতীয় পাপ করে, সেই সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অতএব হে মহাভাগ! তুমি এই মন্ত্র জপ কর, এই মন্ত্র জপ করিলে তুমি বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিবে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই যে আমি ষড়ক্ষর মন্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, ইহা আমি পূর্ব্বে আমার সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। এই মন্ত্র ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, ও শত্রুপক্ষ-ক্ষয়কর এবং ইহা পাঠক ও শ্রাবকদিগের সর্ব্ব-কালা ভয়প্রদ। ২২৮—২৫৯।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! কোন সিদ্ধ, বিভু সিদ্ধেশ্বরকে তোষিত করিয়াছিলেন? তাহা আপনি বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে হংস নামে এক সিদ্ধাধিপতি ছিলেন। অনপত্য অবস্থায় তাঁহার বহুকাল অতীত হইলে তিনি একদা চিন্তিত হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দেবপুরোহিত আঙ্গিরস বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হন। দেবগুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব! অনপত্য অবস্থায় আমার বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল, আপনি আমার সন্তান-লাভের উপায় বলিয়া দেন। তীর্থযাত্রা, ব্রত, ও শান্তি, যে কোন উপায় অবলম্বন করিলে আমার সন্ততি হয়, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা সত্বর আমায় বলুন। অনন্তর বৃহস্পতি বহুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া ঐ সিদ্ধকে বলিলেন,—হে সিদ্ধ! আপনি চমৎকারপুর ক্ষেত্রে গমন করিয়া তপস্যা করুন, ঐ স্থানে তপস্যা করিলে বংশোদ্ধারক্ষম তনয় লাভ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আর অন্য সুতলাভের উপায় দেখিতেছি না। অনন্তর সিদ্ধ ঐ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি লিঙ্গ পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি

দিবানক্তমতন্দ্রিতঃ। বলিপূজোপহারেণ গীত-বাদ্যোচ্চন্নুত্যাদিভিঃ ॥ ৯ ॥ চান্দ্রায়ণৈস্তথা কৃচ্ছ্রৈঃ পারাকৈর্দ্বিজসত্তমাঃ। তথা মাসোপবাসৈশ্চ তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ১০ ॥ ততো বর্ষসহস্রাভ্যাং তস্য তুষ্টো মহেশ্বরঃ। প্রোবাচ দর্শনং গত্বা বৃষারূঢ়ঃ সহোময়া ॥ ১১ ॥ হংসাদ্য তব তুষ্টোঽহং তস্মাৎ প্রার্থয় বাঞ্ছিতম্। অহং তে সম্প্রদাস্যামি দুষ্প্রাপ্যমপি নিশ্চিতম্ ॥ ১২ ॥ হংস উবাচ। অপত্যার্থং সমারম্ভো ময়ায়ং বিহিতঃ পুরা। তস্মাত্ত্বং দেহি মে পুত্রান্ বংশোদ্ধারক্ষমান্ বিভো ॥ ১৩ ॥ ত্বয়া চৈব সদা লিঙ্গে স্থেয়মত্র সুরোত্তম। মম বাক্যাদসন্দিগ্ধং সর্ব্বলোকহিতার্থতঃ ॥ ১৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অদ্য প্রভৃতি লিঙ্গেঽস্মিন্নাশ্রয়ো মে ভবিষ্যতি। তব বাক্যেন সিদ্ধেশ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১৫ ॥ যো মামত্র স্থিতং মর্ত্ত্যাঃ পূজয়িষ্যতি ভক্তিতঃ। তস্যাহং সম্প্রদাস্যামি চিত্তস্থং সকলং ফলম্ ॥ ১৬ ॥ যো মে লিঙ্গস্য যাম্যাশাং স্থিত্বা মন্ত্রং জপিষ্যতি। ষড়ক্ষরং প্রদাস্যামি তস্যায়ুষ্যং সুতান্বিতম্ ॥ ১৭ ॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। হংসোঽপি চ গৃহং গত্বা পুত্রানাপ মহোদয়ান্ ॥ ১৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তল্লিঙ্গং যত্নতো দ্বিজাঃ। স্পর্শনীয়ং চ পূজ্যং চ নমস্কার্য্যং প্রযত্নতঃ ॥ ১৯ ॥ ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ কীর্ত্তনীয়ং চ শক্তিতঃ। বাঞ্ছন্তির্বাঞ্ছিতান্ কামান্ দুর্লভাংস্ত্রিদশৈরপি ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে সিদ্ধেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি তত্রাস্তি নাগতীর্থমনুত্তমম্। যত্র স্নাতস্য সর্পাণাং ন ভয়ং জায়তে ক্বচিৎ ॥ ১ ॥ তত্র শ্রাবণপঞ্চম্যাং যো নরঃ স্নানমাচরেৎ। কৃষ্ণায়াং ন ভয়ং তস্য কুলেঽপি স্যাদহেঃ ক্বচিৎ ॥ ২ ॥ তত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তং মাতুঃ শাপপ্রপীড়িতৈঃ। শেষপ্রভৃতিনাগৈস্তু মুক্তিহেতোর্হুতাশনাৎ ॥ ৩ ॥ কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ তথা খ্যাতৌ ধরাতলে। তত্র তপ্ত্বা তপস্তীব্রং সংসিদ্ধিং পরমাং গতৌ ॥ ৪ ॥ অনন্তো বাসুকিশ্চৈব তক্ষকশ্চ মহাবলঃ। কর্কোটশ্চৈব নাগেন্দ্রো মণিকণ্ঠস্তথা পরঃ ॥ ৫ ॥

প্রথমে গীত-বাদ্যাদি ও বিবিধ বলিপ্রদানে অনন্তর কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, ও পরাক অনুষ্ঠানে পরে মাসকাল যাবৎ উপবাসী থাকিয়া শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার বর্ষসহস্র কাল অতিবাহিত হইল। তখন মহেশ্বর তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া উমার সহিত বৃষভবাহনে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন এবং বলিলেন,—হংস! অদ্য আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, বাঞ্ছিতার্থ প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে দুর্লভ বরও প্রদান করিব। হংস বলিলেন,—হে দেব! আমি অপত্যার্থ এই তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলাম, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি আমায় বংশোদ্ধারক্ষম তনয় প্রদান করুন। আর হে ভগবন্! আপনি লোকহিতের নিমিত্ত এই লিঙ্গে অধিষ্ঠান করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে সিদ্ধ! তোমার বাক্যে অদ্য হইতে আমি এই লিঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, যে মর্ত্ত্য এই লিঙ্গস্থিত আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে, আমি তাহাকে তাহার সমীহিত সমস্তই প্রদান করিব। যে আমার লিঙ্গের দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিয়া ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে, আমি তাহাকে সুতান্বিত আয়ুষ্য প্রদান করিব। এই সকল কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে হংসও গৃহে গমন করিয়া মহোদয় পুত্র লাভ করিলেন। অতএব সকলেরই যত্নপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গের পূজা, স্পর্শন ও নমস্কার করা উচিত। যাহারা দেবদুর্লভ বাঞ্ছিতার্থ প্রার্থনা করে, তাহাদের যত্নসহকারে ষড়ক্ষর মন্ত্র যথাশক্তি জপ করা উচিত। ১—২০।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—যেখানে স্নান করিলে সর্ব্বভয়নিবারণ হয়, এইরূপ নাগতীর্থ নামে ঐ স্থানে আর এক তীর্থ বিদ্যমান আছে। শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ঐ তীর্থে যে মানব স্নানাচরণ করে, তাহার কুলে কদাচ সর্পভয় হয় না। পূর্ব্বে শেষ প্রভৃতি নাগ মাতৃশাপপ্রপীড়িত হইয়া হুতাশন হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিল এবং জগদ্বিখ্যাত কম্বল ও অশ্বতর নাগ ঐ স্থানে তীব্র তপস্যা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অনন্ত, বাসুকি, মহাবল

ঐরাবতস্তথা শঙ্খঃ পুণ্ডরীকো মহাবিষঃ। শেষপূর্ব্বাঃ স্মৃতা নাগা এতেঽত্র নব নায়কাঃ ॥ ৬॥ এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ তেষামপি বিভূতিভিঃ। অসংখ্যাভিরিদং ব্যাপ্তং সমস্তং ধরণীতলম্ ॥ ৭॥ অথ তে কুটিলা দুষ্টা ভক্ষয়ন্তি সদা জনান্। বহুত্বাদপি সংস্পর্শাদপরাধং বিনাপি চ ॥৮॥ ততঃ প্রজা ইমাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। পীড়িতাঃ স্ম সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেভ্যো রক্ষ সত্বরম্ ॥ ৯॥ যাবন্ন শূন্যতাং যাতি সকলং বসুধাতলম্। ব্যাপ্তং সর্ব্বৈস্ততঃ সর্পৈর্ব্বিষাঢ্যৈরতিভীষণৈঃ ॥ ১০॥ অথ তানব্রবীদ্ব্রহ্মা শেষাদ্যান্নব নায়কান্। স্বসন্ততেঃ প্রকুরুধ্বং ভক্ষ্যমাণা ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ১১॥ তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় জগ্মুঃ সর্ব্বে ভুজঙ্গমাঃ ॥ ১২॥ অথ তেষাং বহুত্বাচ্চ নৈব রক্ষা প্রজায়তে। বারিতা অপি তে যস্মাৎপ্রকুর্ব্বন্তি প্রজাক্ষয়ম্ ॥ ১৩॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা তানাহূয় কুলাধিপান্। তানুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বদেবসমাগমে ॥ ১৪॥ ভক্ষয়ন্তি যতঃ সর্পা অপরাধং বিনা প্রজাঃ। বারিতা অপি তে তস্মাত্তান্নিগৃহ্ণামি সাম্প্রতম্ ॥ ১৫॥ ভবিষ্যতি মহীপালো ভূতলে জনমেজয়ঃ। চিত্রভানুর্ম্মখে তস্য সর্পান্ সম্ভক্ষয়িষ্যতি ॥ ১৬॥ মাতুঃ শাপাদ্বিশেষেণ মন্ত্রাকৃষ্টা দ্বিজোত্তমৈঃ। স্বয়মেব পতিষ্যন্তি সুসমিদ্ধে হুতাশনে ॥ ১৭॥ তচ্ছ্রুত্বা বেপমানাস্তে সর্পাণাং নব নায়কাঃ। প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সদ্যঃ প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥ ১৮॥ ভগবন কুটিলা জাতিরস্মাকং ভবতা কৃতা। তৎকস্মাৎ কুরুষে কোপং জাতিধর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ। যদি নাম ময়া সৃষ্টা য়ূয়ং দিষ্ট্যা বিষোল্বণাঃ। অপরাধং বিনা কস্মাদ্ভক্ষয়ধ্ব ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ২০॥ নাগা ঊচুঃ। মর্য্যাদাং কুরু দেবেশ অস্মাকং মানবৈঃ সহ। অথবা সম্প্রযচ্ছস্ব স্থানং মানুষবর্জ্জিতম্ ॥ ২১॥ পারিক্ষিতমখে তস্মিন্ সর্পাণাং চিত্রভানুনা। সমন্তাদহ্যমানানাং রক্ষোপায়ং প্রচিন্তয় ॥ ২২॥ যথা ন সন্ততিচ্ছেদো জায়তে প্রপিতামহ। অস্মাকং সর্ব্বলোকেষু তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৩॥ ব্রহ্মোবাচ। জরৎকারুরিতি খ্যাতো ভবিষ্যতি কচিদ্দ্বিজঃ। স সন্তানকৃতে ভার্য্যাং ভূমাব-

তক্ষক, নাগেন্দ্র কর্কোটক, মণিকণ্ঠ, ঐরাবত, শঙ্খ, পুণ্ডরীক, মহাবিষ শেষ প্রভৃতি এই নয় জন নাগ নাগ-নায়ক। ইহাদের পুত্র-পৌত্রগণের অসংখ্য পুত্র-পৌত্রে এই ধরণীতল ব্যাপ্ত করিয়াছে! এই নাগগণ অতি কুটিল ও দুষ্ট; কেহ স্পর্শ না করিলেও বিনাপরাধে ইহারা জনগণকে দংশন করিতে লাগিল। এই জন্য প্রজাগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে জানাইল যে, হে সুরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবী শূন্য হইতে না হইতে আপনি সর্পভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই ভীষণ বিষাঢ্য সর্পগণ জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে! অনন্তর ব্রহ্মা শেষাদি নব সর্পনায়ককে বলিলেন,—তোমরা আপন আপন সন্ততিদিগকে রক্ষা কর, তাহারা প্রজাগণকে ভক্ষণ করিতেছে। পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া শেষাদি নাগগণ তাঁহার বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া গমন করিল। স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া তাহারা সন্ততিগণকে নিবারণ করিল, কিন্তু নিষিদ্ধ হইয়াও তাহারা প্রজাক্ষয় করিতে লাগিল। সন্ততিগণের বহুত্ব বশতঃ শেষাদি নাগগণ স্বীয় তনয়গণকে প্রজাক্ষয়করণ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। অনন্তর পিতামহ কোপাকুলিত হইয়া সর্পাধিপগণকে আহ্বান করত বলিলেন;—যেহেতু সর্পগণ বারিত হইয়াও বিনা অপরাধে প্রজাগণকে দংশন করিতেছে, অতএব আমি তাহাদিগকে নিগৃহীত করিব। ভূতলে জনমেজয় নামে এক মহীপাল জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার যজ্ঞে হুতাশন মাতৃশাপ-পীড়িত মন্ত্রাকৃষ্ট সর্পগণকে ভক্ষণ করিবেন। সর্পগণ সুসমিদ্ধ হুতাশনে স্বয়ংই পতিত হইবে। :—৭। বিধাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্পনায়কগণ কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল,—হে ভগবন! আপনিই ত সর্পগণকে কুটিল করিয়াছেন, অতএব অধুনা আপনি তাহাদের কুটিলতা দেখিয়া কোপ করিতেছেন কেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সর্পনায়কগণ! আমিই যদিও তোমাদিগকে কুটিল ও বিষোল্বণ করিয়াছি, কিন্তু তোমরা বিনাপরাধে প্রজাগণকে দংশন করিতেছ কেন? নাগগণ বলিল,—হে দেব। আপনি মানবগণের সহিত আমাদের একটা মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া দিন; অথবা আমাদিগকে মানুষবর্জ্জিত স্থানে রক্ষা করুন। জনমেজয়যজ্ঞে সর্পগণ চিত্রভানু কর্ত্তৃক দাহিত হইবে; অতএব আপনি ইহাদের রক্ষার উপায় বলিয়া দিন। হে পিতামহ! যাহাতে আমাদের সন্ততিচ্ছেদ না হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন;—তখন জরৎকারু নামে এক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করিবেন।

ম্বেষয়িষ্যতি ॥ ২৪ ॥ ভাবিনী চ ভবদ্বংশে জরৎকন্যা সুশোভনা। সা দেয়া চাদরাত্তস্মৈ পুত্রার্থং বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥ তাভ্যাং যো ভবিতা পুত্রঃ স শেষান্ রক্ষয়িষ্যতি। সর্পান্ শুদ্ধসমাচার মর্য্যাদাস্থ ব্যবস্থিতান্ ॥ ২৬ ॥ সুতলং নিতলঞ্চৈব তথৈব বিতলঞ্চ যৎ। তস্যাধস্তাচ্চতুর্থে চ বসতির্ব্বো ধরাতলে ॥ ২৭ ॥ ময়া দত্তেঽতিরম্যে চ সর্ব্বভোগসমন্বিতে। তস্মাদ্‌ব্রজত তত্রৈব পরিত্যজ্য মহীতলম্ ॥ ২৮ ॥ তত্র ভুঙ্ক্তথ সম্ভোগান্ গত্বাশু মম শাসনাৎ। পুত্রপৌত্রসমোপেতাস্ত্রিদশৈরপি দুর্লভান্ ॥ ২৯ ॥ নাগা উচুঃ। ভোগানপি প্রভুঞ্জানা ন বয়ং তত্র পদ্মজ। শক্নুমো বস্তুমুর্ব্ব্যাং নস্তস্মাৎ স্থানং প্রদর্শয়। মর্য্যাদয়া বর্ত্তয়ামো যত্রস্থা মানবৈঃ সমম্ ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এষা তিথির্ম্ময়া দত্তা যুষ্মাকং ধরণীতলে। পঞ্চমী শেষকালস্তু নেয়স্তত্র রসাতলে ॥ ৩১ ॥ তত্রাগতৈর্ন হন্তব্যা মানবা দোষবর্জ্জিতাঃ। মন্ত্রসংরক্ষিতাঙ্গাশ্চ তথৌষধিকৃতাদরাঃ ॥ ৩২ ॥ চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে ময়া দত্তা স্থিতিঃ সদা। পৃথিব্যাং কুলমুখ্যানাং নাগানাং নাগসত্তমাঃ ॥ ৩৩ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তাশ্চ তে নাগা ব্রহ্মণা সত্বরং যযুঃ। পাতালং কুলমুখ্যাশ্চ তস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ তত্র শ্রাবণপঞ্চম্যাং যস্তান্ পূজয়তে নরঃ। স প্রাপ্নোতি নরোঽভীষ্টং তেষামেব প্রসাদতঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্য বংশেঽপি সর্পাণাং ন ভয়ং স্যান্ন কিল্বিষম্। ন রোগো নোপসর্গশ্চ ন চ ভূতভয়ং কচিৎ ॥ ৩৬ ॥ অপুত্রস্তত্র যঃ শ্রাদ্ধং করোতি সুতবাঞ্ছয়া। পুত্রং বিশিষ্টমাসাদ্য পিতৃণামনৃণো হি সঃ ॥ ৩৭ ॥ তথা বন্ধ্যা চ যা নারী পঞ্চম্যাং ভাস্করোদয়ে। শ্রাবণে কুরুতে স্নানং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ। সা সদ্যো লভতে পুত্রং স্ববংশোদ্ধরণক্ষমম্ ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তং সুরূপং বিনয়ান্বিতম্। ভ্রষ্টরাজ্যো নরো যো বা তত্র স্নানং সমাচরেৎ ॥৩৯॥ ততঃ পূজয়তে নাগান্ শ্রাবণে পঞ্চমীদিনে। স হত্বারিগণান্ সর্ব্বান্ ভূয়ো রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০ ॥ যেষাং মৃত্যুর্মনুষ্যাণাং জায়তে সর্পভক্ষণাৎ। ন তেষাং জায়তে মুক্তিঃ প্রেতভাবাৎ কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥ যাবন্ন ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং তস্মিংস্তীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ। তস্মাৎ

তিনি সন্তানার্থী হইয়া পৃথিবীতে ভার্য্যা অন্বেষণ করিবেন। আপনার বংশে এক সুশোভনা কামিনী জন্মগ্রহণ করিবে। ঐ কামিনীকে আপনারা মুনি জরৎকারুকে প্রদান করিবেন। পরে তাঁহাদের পরস্পর সঙ্গমে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সে ই অবশিষ্ট শুদ্ধাচার মর্য্যাদাস্থ সর্পগণকে রক্ষা করিবে। আমি তোমাদিগকে ভূ-নিম্নে সুতল, নিতল ও বিতল প্রভৃতি বাসস্থান প্রদান করিলাম। তোমরা মহীতল পরিত্যাগ করিয়া ঐ সর্ব্বভোগসমন্বিত স্থানে গমন কর। তোমরা আমার আদেশে সপরিবারে ঐ দেবদুর্লভ স্থানে গমন করিয়া বিবিধ ভোগ সকল উপভোগ কর। সর্পগণ কহিল —হে ব্রহ্মন্! আমরা বিবিধ ভোগ সকল উপভোগ করিয়াও ঐ স্থানে বাস করিতে পারিব না; অতএব ভূতলে আমাদিগকে স্থান প্রদান করুন। আমরা ভূতলে থাকিয়া মর্য্যাদানুসারে মানবগণের সহিত বাস করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সর্প-নায়কগণ! আমি তোমাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিতেছি যে, তোমরা পঞ্চমী তিথির অতিরিক্ত সময় রসাতলে যাপন করিবে। আর তোমরা রসাতল হইতে ধরাতলে আসিয়া নির্দ্দোষ, মন্ত্র-রক্ষিত, এবং যাহারা ঔষধির প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন, তাহাদিগকে দংশন করিবে না। এই নিয়মে আমি, তোমাদের মধ্যে যাহারা কুলমুখ্য, তাহাদিগকে চমৎকারপুর ক্ষেত্রে বসতি প্রদান করিলাম।১৮—৩৩। সূত বলিলেন,—বিধাতা এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলে সর্পগণ পাতালে গমন করিল এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা কুলমুখ্য, তাহারা চমৎকারপুর ক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল। যে নর শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে চমৎকারপুরাবস্থিত নাগগণের পূজা করে, সে তাহাদের প্রসাদে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। অপিচ তাহার বংশে সর্পভয়, রোগভয়, উপসর্গভয়, ভূতভয় ও পাপভয় হয় না। অপুত্রক ব্যক্তি যদি পুত্রকামনায় ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে সে বিশিষ্ট পুত্র লাভ করিয়া পিতৃগণের আনৃণ্যভাজন হয়। বন্ধ্যা নারী যদি শ্রাবণমাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে সূর্য্যোদয় সময়ে ঐ স্থানে স্নান করে, তাহা হইলে সে সদ্যসদ্যই বংশোদ্ধরণক্ষম, সর্ব্বরোগ-নির্ম্মুক্ত, বিনয়ান্বিত সুরূপ পুত্র লাভ করিয়া থাকে। রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি ঐ স্থানে স্নানাচরণ করে, এবং শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে নাগগণের পূজা করে, তাহা হইলে সে অরিদল উন্মূলিত করিয়া ভ্রষ্টরাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যাহারা সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রেতভাব বশতঃ তাহা-

সর্ব্বপ্রযত্নেন মৃতস্যাহিপ্রদক্ষণাৎ। শ্রাদ্ধং কার্য্যং প্রযত্নেন তস্মিংস্তীর্থেঽহিসম্ভবে ॥ ৪২ ॥ অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি পুরাবৃত্তাং কথাং শুভাম্। ইন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ সর্ব্বপাতকনাশিনীম্ ॥ ৪৩ ॥ ইন্দ্রসেনো মহীপালঃ পুরাসীদ্রিপুদর্পহা। অশ্বমেধসহস্রেণ ইষ্টং তেন মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥ ততঃ স দৈবযোগেন প্রসুপ্তঃ শয়নে শুভে। দষ্টঃ সর্পেণ মুক্তশ্চ ইন্দ্রসেনো মহীপতিঃ। বিযুক্তশ্চৈব সহসা জীবিতব্যেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥ ততস্তস্য সুতোঽভীষ্টস্তস্যোদ্দেশেন কৃৎস্নশঃ। চকার প্রেতকার্য্যাণি স্মৃত্যুক্তানি চ ভক্তিতঃ ॥ ৪৬ ॥ গঙ্গায়ামস্থিপাতঞ্চ কৃত্বা শ্রাদ্ধানি ষোড়শ। গয়াং গত্বা ততশ্চক্রে শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৪৭ ॥ অথ স্বপ্নান্তরে প্রাপ্তঃ পিতা তস্য স ভূপতিঃ। প্রোবাচ দুঃখিতঃ পুত্রং বাষ্পব্যাকুললোচনম্ ॥ ৪৮ ॥ সর্পমৃত্যোঃ সকাশান্মে প্রেতত্বং পুত্র সংস্থিতম্। তেন মে ভবতা দত্তং ন কিঞ্চিদুপতিষ্ঠতে ॥ ৪৯ ॥ চমৎকারপুরং ক্ষেত্রং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সত্বরম্। তত্র তীর্থে কুরু শ্রাদ্ধং সর্পাণাং মৎকৃতে সুত ॥ ৫০ ॥ যেন সঞ্জায়তে মোক্ষঃ প্রেতত্বাদ্দারুণান্মম। স ততঃ প্রাতরুত্থায় তৎস্মৃত্বা নৃপতের্বচঃ ॥ ৫১ ॥ প্রেতরূপস্য দুঃখার্ত্তস্তত্তীর্থং সত্বরং গতঃ। চকার চ ততঃ শ্রাদ্ধং শ্রাবণে পঞ্চমীদিনে ॥ ৫২ ॥ স্নাত্বা শ্রদ্ধাসমোপেতঃ সন্নিবেশ্য পুরোধসম্। ততঃ স দর্শনং প্রাপ্তো ভূয়োঽপি চ যথা পুরা ॥ ৫৩ ॥ প্রেতরূপেণ দুঃখার্ত্তো বাক্যমেতদুবাচ হ। ন ময়াসাদিতং কিঞ্চিদ্যত্ত্বয়া মৎকৃতে কৃতম্ ॥ ৫৪ ॥ ফলং শ্রাদ্ধস্য চাত্র ত্বং কারণং শৃণু পুত্রক। শ্রাদ্ধার্হা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র চমৎকারপুরোদ্ভবাঃ ॥ ৫৫ ॥ ক্ষেত্রেঽপি গর্হিতাঃ শ্রাদ্ধে যেঽঙ্গত্র ব্যঙ্গকাদয়ঃ। অত্র যৎক্রিয়তে কিঞ্চিদ্দানং বা ব্রতমেব ॥ ৫৬ ॥ তথান্যদপি বিপ্রাগ্রং কর্ম্ম যজ্ঞসমুদ্ভবম্। তত্তেষাং বচনাৎ সর্ব্বং পূর্ণং স্যাদপি খণ্ডিতম্। পরোক্ষে বাপি সম্পূর্ণং বৃথা সঞ্জায়তে স্ফুটম্ ॥ ৫৭ ॥ তস্মাদস্মাৎ পুরাদ্বিপ্রান্ সমানীয় ততঃ পরম্। মম নাম্না কুরু শ্রাদ্ধং যেন মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৫৮ ॥ অথাসৌ প্রাতরুত্থায় স্মরমাণঃ পিতুর্বচঃ। দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ প্রবিবেশ পুরোত্তমে ॥ ৫৯ ॥ ততশ্চান্বেষয়ামাস শ্রাদ্ধার্হান্ ব্রাহ্মণান্ নৃপঃ। যত্নতোঽপি ন লেভে স ধনাঢ্যা ব্রাহ্মণা

দেহ মুক্তি হয় না; কিন্তু যদি ঐ তীর্থে সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! এ বিষয়ে আমি ইন্দ্রসেন নরপতির সর্ব্বপাতকনাশিনী এক পুরাবৃত্তকথা কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা শ্রবণ করুন,—পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন নামে এক রিপুদর্পহা রাজা ছিলেন। ঐ মহীপতি অশ্বমেধ যাগ করেন। একদিন রাজা শয্যায় নিদ্রিত অবস্থায় শায়িত আছেন, এমন সময় দৈবযোগে এক সর্প তাঁহাকে দংশন করে। দষ্ট হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ জীবন পরিত্যাগ করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র স্মৃত্যুক্ত বিধানে যথাবিধি তাঁহার সমুদয় প্রেতকার্য্য সমাধা করেন। তিনি গঙ্গায় পিতৃ-অস্থি প্রদান ও ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিয়া গয়াক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি একদিন স্বপ্নে পিতাকে দর্শন করিলেন। তাঁহার পিতা দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুলনেত্রে বলিলেন,—হে পুত্র! সর্পদংশনে আমার মৃত্যু হইয়াছে, বলিয়া আমার প্রেতত্ব নষ্ট হয় নাই; এই জন্য তোমার প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি আমি কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। হে পুত্র! অতএব তুমি সত্বর চমৎকারপুরে গমন করিয়া আমার মুক্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধ কর। ইহাতে আমি দারুণ প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিব। অনন্তর রাজকুমার প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত স্বপ্নদৃষ্ট স্বর্গীয় পিতার বাক্য স্মরণপূর্ব্বক দুঃখিত হৃদয়ে চমৎকারপুরে গমন করিলেন। ঐস্থানে গমন করিয়া তিনি শ্রাবণমাসের পঞ্চমী তিথিতে স্নানাচরণ করত পুরোহিত নিয়োগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলেন। পুনরায় প্রেতরূপী তাঁহার পিতা দুঃখিত ভাবে তাঁহাকে জানাইলেন,—হে পুত্র! তুমি আমার নিমিত্ত যে সকল শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা আমি কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। প্রাপ্ত না হওয়ার কারণ শ্রবণ কর,—এই চমৎকার পুরবাস্তব্য ব্রাহ্মণগণই শ্রাদ্ধার্হ। ইহারা যদি শ্রাদ্ধকার্য্যে গর্হিত বা বিকলাঙ্গও হন, তাহা হইলেও ইহাদের বাক্যে শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, বা যজ্ঞিয় কর্ম্ম, এতৎসমুদয় খণ্ডিত হইলেও সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাদের পরোক্ষে সম্পাদিত কর্ম্ম বৃথা হইয়া থাকে। অতএব বৎস! তুমি এই চমৎকারপুর হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া আমার শ্রাদ্ধকর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, ইহাতে আমি মুক্তিলাভ করিব। ৩৪—৫৮। অনন্তর পরদিন স্বপ্নদৃষ্ট পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া রাজকুমার দুঃখিতভাবে ব্রাহ্মণ আনয়ন জন্য পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি পুরপ্রবেশ করত শ্রাদ্ধার্হ

যতঃ ॥ ৬০ ॥ ন তত্র দুঃখিতঃ কশ্চিদ্দরিদ্রোঽপি ন দুঃখিতঃ। নাকর্ম্মনিরতো বাপি পাষণ্ডনিরতোঽথবা ॥ ৬১ ॥ স্থানে স্থানে মহানাদা উৎসবাশ্চ গৃহে গৃহে। বেদবিদ্যাবিনোদাশ্চ স্মৃতিবাদাস্তথৈব চ ॥ ৬২ ॥ শ্রূয়ন্তে যাজ্ঞিকানাঞ্চ যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্ভবাঃ। ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং নৃণাম্। ন মৃত্যুঃ কস্যচিত্তত্র পুরে ব্রাহ্মণসেবিতে ॥ ৬৩ ॥ যথর্ত্তুবর্ষী পর্জ্জন্যঃ শস্যানি গুণবন্তি চ ॥ ভূরিক্ষীরস্রবা গাবঃ ক্ষীরাণ্যাজাবিকানি চ ॥ ৬৪ ॥ যং যং প্রার্থয়তে বিপ্রং স শ্রাদ্ধার্থং মহীপতিঃ। স স তং ভর্ৎসয়ামাস দুরুক্তৈঃ কোপসংযুতঃ ॥ ৬৫ ॥ ধিগ্‌ধিক্ পাপসমাচার ক্ষত্রিয়াপসদাত্মক। কিং কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণোঽশ্নাতি প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষতঃ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং যাবন্ন কশ্চিচ্ছপতে দ্বিজঃ। নিহন্তি বা প্রকোপেণ স্বর্গমার্গনিরোধকম্ ॥ ৬৭ ॥ সূত উবাচ। ততঃ স দুঃখিতো রাজা নিশ্চক্রাম ভয়ার্দ্দিতঃ। চমৎকারপুরাত্তস্মাদ্বৈলক্ষ্যং পরমং গতঃ ॥ ৬৮ ॥ চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্রঃ স্মৃত্বাবস্থাং পিতুশ্চ তাম্। কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং মে স্যাৎ পিতুর্গতিঃ ॥ ৬৯ ॥ ততঃ স সচিবান্ সর্ব্বান্ প্রেষয়িত্বা গৃহং প্রতি। একাকী ভিক্ষুরূপেণ স্থিতস্তত্রৈব সৎপুরে ॥ ৭০ ॥ স জ্ঞাত্বা নগরে তত্র ব্রাহ্মণং শংসিতব্রতম্। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং মধ্যে দাক্ষিণ্যভাজনম্ ॥ দেবশর্ম্মাভিধানং তু শরণাগতবৎসলম্। আহিতাগ্নিং চতুর্ব্বেদং স্মৃতিমার্গানুযায়িনম্ ॥ ৭২ ॥ ততশ্চ প্রাতরুত্থায় কৃত্বান্ত্যজময়ং বপুঃ। শোধয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ মলোৎসর্গনিকেতনম্ ॥ ৭৩ ॥ অথ যঃ কুরুতে কর্ম্ম তত্র বিষ্ঠাপ্রশোধনম্। সোঽভ্যেত্য তমুবাচেদং কোপসংরক্তলোচনঃ ॥ ৭৪ ॥ কুতস্ত্বমিহ সম্প্রাপ্তো মদ্বৃত্ত্যুপঘাতকৃৎ। তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং নো চেন্নয়িষ্যে যমসাদনম্ ॥ ৭৫ ॥ তস্যৈবং বদতোঽপ্যাশু বলাৎ স পৃথিবীপতিঃ। শোধয়ামাস তৎ স্থানং দেবশর্ম্মসমুদ্ভবম্ ॥ ৭৬ ॥ ততঃ সংবৎসরস্যান্তে চণ্ডালেন দ্বিজোত্তমাঃ। স প্রোক্ত

ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তত্রত্য সমুদয় ব্রাহ্মণই ধনাঢ্য, এজন্য ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ নগরে দরিদ্র, দুঃখিত, দুষ্কর্ম্মা ও পাষণ্ডী দৃষ্ট হয় না; ঐ নগরের স্থানে স্থানে মহানাদ উত্থিত হইতেছে, গৃহে গৃহে উৎসব; কোথাও বেদবিদ্যা-বিনোদী ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করিতেছেন; এবং কোন স্থানে যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞকার্য্যবিষয়ক স্মৃতিশাস্ত্রের তর্ক চলিতেছে; সেখানে দুর্ভিক্ষ নাই; ব্যাধি নাই; এবং অকালমৃত্যু নাই। ঐ ব্রাহ্মণসেবিত পুরের কেহ কেহ একেবারেই মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। ঐ পুরে পর্জ্জন্য কালবর্ষী, শস্য সকল গুণাঢ্য. গো সকল ভূরি ক্ষীর প্রদান করে এবং আজাবিক-সমূহ ক্ষীরবহুল। রাজকুমার শ্রাদ্ধভক্ষকের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণের নিকট গমন করেন, তাঁহারা সকলেই কুপিত হইয়া এইরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, রে পাপাচারী ক্ষত্রিয়াপসদ! কোনও ব্রাহ্মণ কি কখন প্রেতশ্রাদ্ধে ভোজন করেন? তোমাকে শাপ প্রদান করিতে না-করিতে অথবা কেহ প্রহার করিতে না-করিতে তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। সূত বলিলেন,—অনন্তর ঐ রাজকুমার দুঃখিত ও ভয়ার্দ্দিত হইয়া চমৎকারপুর হইতে নির্গত হইলেন। তিনি পিতার তাদৃশ অবস্থা স্মরণ করিয়া এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, আমি এখন কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে আমার পিতার সদ্গতি হইবে? এইরূপ বিলাপের পর তিনি সচিবগণকে রাজধানীতে প্রেরণ করিয়া একাকী ভিক্ষুরূপে ঐ পুরে বাস করিতে লাগিলেন।৫৯—৭০। তিনি ঐ নগরে কিয়দ্দিন বাস করিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই পুরে দেবশর্ম্মা নামে এক সংশিতব্রত, শরণাগত-বৎসল, স্মৃতিমার্গানুযায়ী আহিতাগ্নি চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ আছেন। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিজের অন্ত্যজ জনোচিত বেশ বিধান করত দেবশর্ম্মার গৃহে উপস্থিত হইয় তাঁহার মলোৎসর্গ-নিকেতন শোধন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ঐ মলসংশোধনকার্য্যে নিযুক্ত, সে ঐ সময় উপস্থিত হইয়া রাজকুমারকে মলসংশোধন করিতে দেখিয়া কোপারুণনেত্রে বলিল,—আমার বৃত্তি ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য কোথা হইতে তুই এখানে আসিলি? আমার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ তোকে আমি এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব। মল-সংশোধক এই কথা বলিতে থাকিলেও রাজকুমার বলপূর্ব্বক ত্বরা সহকারে দেবশর্ম্মার মলোৎসর্গনিকেতন পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! রাজপুত্র

উচ্চৈস্তে কালে প্রণিপত্য চ দূরতঃ ॥ ৭৭ ॥ স্বামিং-স্তব কুলেঽপ্যেবং গৃথাশোধনকর্ম্মকৃৎ। তদস্মাকং ন চান্যস্য তৎকিমন্তঃ প্রবেশিতঃ ॥ ৭৮ ॥ অথ শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যং স প্রাহ দ্বিজসত্তমঃ। ন ময়া কশ্চিদন্যোঽত্র নির্দ্দিষ্টো গোপ্যকর্ম্মণি। অধিকারস্ত্বয়াত্মীয়স্তথা কার্য্যো যথা পুরা ॥ ৭৯ ॥ তদান্যদিবসে প্রাপ্তে সোঽন্ত্যজঃ কোপসংযুতঃ। শস্ত্রমাদায় সম্প্রাপ্তো বধার্থং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৮০ ॥ শস্ত্রোদ্যতকরং দৃষ্ট্বা প্রহারে কৃতনিশ্চয়ম্। ততস্তং লীলয়া ভূয়ো মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্যতাড়য়ৎ ॥৮১॥ ততস্তস্য বিনিষ্ক্রান্তে লোচনে তৎক্ষণাদ্দ্বিজাঃ। সুস্রাব রুধিরং পশ্চাৎ পপাত গতজীবিতঃ ॥ ৮২ ॥ তং শ্রুত্বা নিহতং তেন চণ্ডালং নিজকিঙ্করম্। দেবশর্ম্মাতিকোপেন তদ্বধার্থমুপাগতঃ ॥ ৮৩ ॥ ততঃ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সহিতো-হন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ। লোষ্টৈস্তং তাড়য়ামাস ভর্ৎসমানো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৮৪ ॥ সোঽপি সন্তাড্যমানস্তু প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতঃ। বেদোচ্চারং ততশ্চক্রে দর্শয়িত্বোপবীতকম্ ॥ ৮৫ ॥ অথ তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে দেবশর্ম্মপুরঃসরাঃ। ব্রাহ্মণাস্তং সমুদ্বীক্ষ্য বেদোচ্চারপরায়ণম্ ॥ ৮৬ ॥ পৃষ্টশ্চ কিমিদং কর্ম্ম তবান্ত্যজজনোচিতম্। এষা বেদাত্মিকা বাণী স্পষ্টাক্ষরকলস্বনা। তৎ কিং শাপপরিভ্রষ্টস্ত্বং কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ৮৭ ॥ যেনৈবং কুরুষে কর্ম্ম গর্হিতং চান্ত্যজৈরপি। ততঃ স প্রহসন্নাহ ক্ষত্রিয়োঽহং মহীপতিঃ। বিষ্ণুসেন ইতি খ্যাতো হৈহয়ান্বয়সম্ভবঃ ॥ ৮৮ ॥ সোঽহমারাধনার্থায় ত্বস্মি স্থান উপাগতঃ। অদ্য সংবৎসরো জাতঃ কর্ম্মণ্যস্মিন্ রতস্য চ ॥৮৯॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স বিপ্রঃ কৃপয়ান্বিতঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তমুবাচ মহীপতিম্ ॥ ৯০ ॥ কিং তৎকৃত্যং সমুদ্দিশ্য ত্বয়ৈতৎকর্ম্ম গর্হিতম্। কৃতং কীর্ত্তয় যেনাশু তবাভীষ্টং করোম্যহম্ ॥ ৯১ ॥ নাস্তি মে কিঞ্চিদ-

এইরূপে সংবৎসরকাল যাবৎ মলোৎসর্গনিকেতন শোধন করিয়া আসিতে থাকিলে মলোৎসর্গনিকেতনশোধনের পুরাতন ভৃত্য উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়া স্বামিসমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণিপাত-পুরঃসর বিজ্ঞাপন করিল যে, হে স্বামিন্! আমি আবহমান কাল গৃথশোধন (গু পরিস্কার করা) কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি, ঐ কর্ম্ম আমাদেরই একমাত্র আয়ত্ত; তবে কি জন্য আপনি ঐ কর্ম্মে নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন? মলশোধকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজসত্তম দেবশর্ম্মা বলিলেন,—কৈ আমিত অন্য কাহাকেও এই কর্ম্মে নিযুক্ত করি নাই। ইহাতে তোমারই অধিকার, তুমি যেমন বরাবর করিয়া আসিতেছ, সেইরূপ করিবে। মলসংস্কারক স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরদিন কোপারুণিত-নেত্রে শস্ত্র গ্রহণ করিয়া মলপরিষ্কারক ঐ রাজপুত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজপুত্র তখন স্বকর্ম্ম সাধনের জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ অন্ত্যজকে শস্ত্রোদ্যতকর অবলোকন করিয়া অতর্কিতভাবে তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন। প্রহৃত হওয়ায় অন্ত্যজের চক্ষুর্দ্বয় নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল, এইরূপ গুরুতর আঘাতের ফলে সে পতিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিল। এদিকে দেবশর্ম্মা নিজ কিঙ্করের নিধন সংবাদ পাইয়া কোপে ভৃত্যহত্যাকর রাজপুত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি পুত্র, পৌত্র, বান্ধব, ভৃত্য সকলের সহিত মিলিত হইয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করত রাজপুত্রকে লোষ্ট দ্বারা বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র প্রহারে জর্জ্জরীভূত ও অনন্যোপায় হইয়া বেদোচ্চারণপূর্ব্বক নিজ যজ্ঞসূত্র বাহির করিয়া তাহা দেখাইলেন। তাঁহারা বেদোচ্চারণ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—আপনি কি জন্য এই অন্ত্যজজনোচিত কর্ম্ম করিতেছেন? আপনার এই স্পষ্টাক্ষরা কলস্বনা বেদাত্মিকা বাণী শ্রুত হইতেছে, আপনি কি তবে কোন শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ? তাহা না হইলে আপনি এরূপ অন্ত্যজনোচিত কর্ম্ম করিবেন কেন? অনন্তর রাজপুত্র হাসিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি ক্ষত্রিয় রাজা; আমার নাম বিষ্ণুসেন, হৈহয়-বংশে আমার জন্ম।৭৭—৮৮ আমি আপনার আরাধনার নিমিত্ত আগমন করিয়া এই কর্ম্ম করিতেছিলাম; এই কর্ম্মে অদ্য আমার একবৎসরকাল অতিবাহিত হইল। সূত বলিলেন,—রাজকুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশর্ম্মা সদয়ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজকুমার! কোন অভিপ্রায়ে আপনি এই নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? তাহা বলুন, আমি আপনার অভীষ্ট পূরণ করিব। হে মহীপতে! আমার অপ্রাপ্য বা অসাধ্য

প্রাপ্তং তথাসাধ্যং মহীপতে। তস্মাত্তব করিষ্যামি কৃত্যং যদ্যপি দুর্লভম্ ॥ ৯২ ॥ রাজোবাচ। পিতা মমাহিনা দষ্টঃ প্রেতত্বং সমুপাগতঃ। সোঽত্র নাগ-হ্রদে শ্রাদ্ধে কৃতে মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৩ ॥ তস্মাত্ত-ত্তারণার্থায় বিপ্রকৃত্যং সমাচর। এতদর্থং ময়ৈতত্তে কৃতং কর্ম্ম বিগর্হিতম্ ॥ ৯৪ ॥ দেবশর্ম্মোবাচ। এবং কুরু নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধেঽহং তে পিতুঃ স্বয়ম্। ব্রাহ্মণঃ সম্ভবিষ্যামি তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং সমাচর ॥ ৯৫ ॥ সূত উবাচ। অথ তে সুহৃদস্তস্য পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বান্ধবাঃ। প্রোচুর্নৈতৎ প্রযুক্তস্তে শ্রাদ্ধং ভোক্তুং বিগর্হিতম্ ॥ ৯৬ ॥ তস্মাদ্যদি ভবানস্য শ্রাদ্ধে ভোক্তা ততঃ স্বয়ম্। সর্ব্বে ভবন্তং ত্যক্ষ্যামস্তথান্যেঽপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯৭ ॥ দেবশর্ম্মোবাচ। কামং ত্যজত মাং সর্ব্বে যূয়মন্যেঽপি যে দ্বিজাঃ। ময়ৈবাস্য প্রতিজ্ঞাতং ভোক্তুং শ্রাদ্ধে মহীপতেঃ ॥ ৯৮ ॥ এবমুক্ত্বা স বিপ্রেন্দ্রস্তেনৈব সহিতস্তদা। নাগহ্রদং সমাসাদ্য শ্রাদ্ধে বৈ ভুক্তবানথ ॥ ৯৯ ॥ ভুক্তমাত্রে ততস্তস্মিন্ বাগুবাচাশরীরিণী। নাদয়ন্তী জগৎ সর্ব্বং হর্ষয়ন্তী মহীপতিম্ ॥ ১০০ ॥ প্রেতভাবাদ্বিনির্মুক্তঃ পুত্রাহং ত্বৎপ্রভাবতঃ। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাম্প্রতং ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ১০১ ॥ তৎকৃত্বা নৃপতির্হৃষ্টস্তং প্রণম্য দ্বিজোত্তমম্। প্রোবাচ কুরু মে বাক্যং যদ্ব্রবীমি দ্বিজোত্তম ॥ ১০২ ॥ অস্তি মাহিষ্মতী নাম নগরী নর্ম্মদাতটে। সা চাস্মাকং রাজধানী পিতৃপর্য্যাগতা বিভো ॥ ১০৩ ॥ অহং যচ্ছামি তে ব্রহ্মন্ সমস্তবিষয়ান্বিতাম্। ময়া ভৃত্যেন তত্রস্থঃ কুরু রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ১০৪ ॥ দেবশর্ম্মোবাচ। ন চৈতদ্যুজ্যতে বক্তুং ন বিপ্রো রাজ্যমর্হতি। তস্মাদ্গচ্ছ নিজং রাজ্যং পরিপালয় পার্থিব ॥ ১০৫ ॥ সূত উবাচ। এবং বিসর্জ্জিতস্তেন জগাম স মহীপতিঃ। স্বং দেশং হর্ষসংযুক্তঃ কৃতকৃত্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০৬ ॥ সোঽপি সর্ব্বৈঃ পরিত্যক্তো ব্রাহ্মণৈঃ পুরবাসিভিঃ। দেবশর্ম্মা সমুদ্দিশ্য দোষং শ্রাদ্ধসমুদ্ভবম্ ॥ ১০৭ ॥ ততো নাগহ্রদে তস্মিন্ স কৃত্বা নিজমন্দিরম্। নিবাসমকরোত্তত্র স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ॥ ১০৮ ॥ তত্রস্থস্য নিরস্তস্য

কিছুই নাই, অতএব আপনার অভিলষিত দুর্লভ হইলেও আমি তাহা পূর্ণ করিব। রাজা বলিলেন,—হে দেব! আমার পিতা সর্পদংশনে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই নাগ-হ্রদে শ্রাদ্ধ করিলে তিনি মুক্তি লাভ করিবেন, অতএব আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনি তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ঐ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের কার্য্য করুন; এই জন্যই আমি আপনার গৃহে এই নিন্দিত কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলাম। দেবশর্ম্মা বলিলেন,—হে নৃপ! আপনি শ্রাদ্ধের উদ্‌যোগ করুন, আমি আপনার পিতার শ্রাদ্ধে অবশ্যই ব্রাহ্মণের কার্য্য করিব। সূত বলিলেন,—দেবশর্ম্মা রাজার শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিলে তাঁহার পুত্র, পৌত্র, বান্ধব ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সকলেই বলিলেন যে, আপনি যদি শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে গমন করেন, তাহা হইলে আমরা সকলে আপনাকে পরিত্যাগ করিব। তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবশর্ম্মা বলিলেন,—হে পুত্র, পৌত্রগণ! তোমরা বা অপরাপর ব্রাহ্মণ আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমি যখন প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আমাকে গমন করিতেই হইবে; এই বলিয়া তিনি রাজপুত্রের সহিত নাগহ্রদে গমন করিয়া শ্রাদ্ধে ভোজন করিলেন। তিনি ভোজন করিবা মাত্র ঐ স্থান নাদিত ও মহীপতিকে হর্ষিত করিয়া এই অশরীরিণী বাক্ উত্থিত হইল যে, হে পুত্র! আমি তোমার প্রভাবে প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলাম; তোমার মঙ্গল হউক, আমি এখন ত্রিদিবধামে চলিলাম। রাজকুমার এই বাণী শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রণামপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমি আপনাকে যাহা বলি, আপনি তাহা করুন। নর্ম্মদার উপকূলে মাহিষ্মতী নামে যে নগরী আছে, ঐ নগরী আমাদের পিতৃ-পর্য্যাগত রাজধানী; উহা সমস্ত ধন-রত্নের সহিত আমি আপনাকে দান করিলাম, আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন, আমি আপনার ভৃত্য হইব। ৮৯—১০৪। দেবশর্ম্মা বলিলেন,—রাজন্! এমন কথা বলিবেন না, বিপ্র কখন রাজ্য পালনের যোগ্য নহেন; অতএব আপনিই আপনার রাজ্যে গমন করিয়া রাজ্য পালন করুন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্রাহ্মণোত্তম দেবশর্ম্মা মহীপতিকে মধুর বাক্যে বিদায় দিলে তিনি কৃতকৃত্য হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয়রাজ্যে গমন করিলেন। অনন্তর দেবশর্ম্মা শ্রাদ্ধভোজন-দোষে পুরবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নাগহ্রদে গমনপূর্ব্বক ঐ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করত স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া শুচিভাবে

যে৽পুত্রাঃ স্যুর্দ্বিজোত্তমাঃ। তেষাং সন্ততয়োঽদ্যাপি তে প্রোক্তা বাহবাসিনঃ ॥ ১০৯ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং নাগতীর্থসমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১১০ ॥ যশ্চৈতৎ পঠতে ভক্ত্যা সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে। শৃণুয়াদ্বা ন বংশেঽপি তস্য স্যাৎ সার্পজং ভয়ম্ ॥ ১১১ ॥ তথা বিমুচ্যতে পাপাস্তক্ষজাতান্ন সংশয়ঃ। কৃতাদজ্ঞানতো বিপ্রাঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১১ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নাগতীর্থমনুত্তমম্। মাহাত্ম্যং পঠনীয়ং বা শ্রোতব্যং বা সমাহিতৈঃ ॥ ১১৩ ॥ শ্রাদ্ধকালে তু সম্প্রাপ্তে যশ্চৈতৎ পঠতে দ্বিজঃ। স প্রাপ্নোতি ফলং কৃৎস্নং গয়াশ্রাদ্ধসমুদ্ভবম্ ॥ ১১৪ ॥ তথা যে কীর্ত্তিতা দোষাঃ শ্রাদ্ধে দ্রব্যসমুদ্ভবাঃ। ব্রতবৈক্লব্যজাশ্চাপি তথা ব্রাহ্মণসম্ভবাঃ ॥ ১১৫ ॥ তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি কীর্ত্ত্যমানে সমাহিতৈঃ। নাগহ্রদস্য মাহাত্ম্যে শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে ॥ ১১৬ ॥ তথা বিনিহতা গোভির্ব্রাহ্মণৈঃ শ্বাপদৈরপি। এতস্মিন্ পঠিতে শ্রাদ্ধে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগহ্রদমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। তথান্যোঽস্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তস্মিন্ ক্ষেত্রে শুভাবহে। সপ্তর্ষীণাং সুবিখ্যাত আশ্রমঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ ১ ॥ তত্র শ্রাবণমাসস্য পঞ্চদশ্যাং সমাহিতঃ। যঃ করোতি নরঃ স্নানং স লভেদ্বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥২॥ কন্দমূলফলৈঃ শাকৈর্যস্তত্র শ্রাদ্ধমাচরেৎ। স প্রাপ্নোতি ফলং কৃৎস্নং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ৩ ॥ পঞ্চম্যাং শুক্লপক্ষে তু মাসি ভাদ্রপদে দ্বিজাঃ। যস্তান্ পূজয়তে ভক্ত্যা পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। বিধিনানেন বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বানেব যথাক্রমম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ অত্রয়ে নমঃ। ওঁ বসিষ্ঠায় নমঃ। ওঁ কশ্যপায় নমঃ। ওঁ ভরদ্বাজায় নমঃ। ওঁ গৌতমায় নমঃ। ওঁ কৌশিকায় নমঃ। ওঁ জমদগ্নয়ে নমঃ। ওঁ অরুন্ধত্যৈ নমঃ। জহ্নুকন্যাপবিত্রাঙ্গা গৃহীতজপমালিকাঃ। গৃহ্নন্ত্বর্ঘ্যং ময়া দত্তমৃষয়ঃ সর্ব্বকামদাঃ ॥ ৫ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। তত্র সপ্তর্ষিভিস্তীর্থং

ব্রাহ্মণ ও শ্বাপদ-নিহত ব্যক্তিগণ পরমগতি লাভ করিয়া থাকে ।১০৫—১১৭।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৩১

অবস্থান করিতে লাগিলেন। নাগহ্রদে কৃত-নিবাস দেবশর্ম্মার পুত্র পৌত্রাদিগণ—যাঁহারা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ সময় হইতে 'বাহবাসী' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি আপনাদের নিকট সর্ব্বপাতক-নাশন নাগতীর্থ বৃত্তান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি পঞ্চমীদিনে ইহা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বংশে কদাচ সর্পভয় হয় না। এই তীর্থপ্রভাবে অজ্ঞান বশত অভক্ষ্য-ভক্ষণ-জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই; এ কথা আমি সত্য বলিলাম। সুতরাং সকল মানবেরই নাগহ্রদতীর্থের মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করা একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই তীর্থ-মাহাত্ম্য পাঠ করে, সে গয়াশ্রাদ্ধের ফল লাভ করিয়া থাকে। আমি শ্রাদ্ধের দ্রব্যগত নিয়ম-ব্যাঘাত-সম্বন্ধীয় ও ব্রাহ্মণবিষয়ক যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছি, শ্রাদ্ধকালে নাগহ্রদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ঐ সমুদয় দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধে নাগহ্রদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে গো,

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ ক্ষেত্রে মহাভাগ সপ্তর্ষিগণের এক বিখ্যাত তীর্থ হইয়াছে, ঐ তীর্থ সর্ব্বকামদ। যে ব্যক্তি শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঐ তীর্থে স্নানাচরণ করে,সে নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকে। যে মানব কন্দ, মূল, ফল, শাক, দ্বারা ঐ ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! মানবগণ ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতিথিতে পুষ্প, ধূপ ও অনুলেপন দ্বারা যথাবিধি ভক্তিসহকারে যথাক্রমে সপ্তর্ষিগণের পূজা করিবে। পূজামন্ত্র যথা—ওঁ অত্রয়ে নমঃ। ওঁ বসিষ্ঠায় নমঃ। ওঁ কশ্যপায় নমঃ। ওঁ ভরদ্বাজায় নমঃ। ওঁ গৌতমায় নমঃ। ওঁ কৌশিকায় নমঃ। ওঁ জমদগ্নয়ে নমঃ। ওঁ অরুন্ধত্যৈ নমঃ। অর্ঘ্যমন্ত্র—হে সর্ব্বকামদ ঋষিগণ! জহ্নুকন্যা আপনাদের অঙ্গ পবিত্র করিয়াছেন; জপমালা আপনাদের করে সর্ব্বদা বিরাজিত। আপনারা আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত!

কস্মিন্ কালে ব্যবস্থিতম্। বিস্তরাৎ সূতজ ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ৬॥ সূত উবাচ। অনাবৃষ্টিঃ পুরা জাতা লোকে দ্বাদশবার্ষিকী। সর্ব্বৌষধিক্ষয়ো জাতস্ততো লোকাঃ ক্ষয়ার্দ্দিতাঃ॥ ৭॥ অস্থিশেষা নিরুৎসাহাস্ত্যক্তধর্ম্মব্রতক্রিয়াঃ। অভক্ষ্যভক্ষণপরাস্তথৈবাপেয়পায়িনঃ॥ ৮॥ ত্যজন্তি মাতরঃ পুত্রান্ কলত্রাণি তথা নরাঃ। ভৃত্যান্ স্বানপি বিত্তেশাঃ কা কথান্যসমুদ্ভবান্॥ ৯॥ সন্ত্যক্তান্যগ্নিহোত্রাণি ব্রাহ্মণৈর্যাজকৈরপি। ব্রতানি ব্রতিভির্দান্তৈরপি বৃদ্ধতমৈর্দ্বিজাঃ॥ ১০॥ দৃশ্যতে চৈব যত্রৈব শস্যং বাপি কথঞ্চন। হ্রিয়তে লজ্জয়া হীনৈস্তত্র ক্ষুৎক্ষামকৈর্নরৈঃ॥ ১১॥ এবমন্নক্ষয়ে জাতে পীড়িতে ধরণীতলে। সপ্তর্ষয়ঃ ক্ষুধাবিষ্টা বভ্রমুস্তত্র তত্র চ॥ ১২॥ অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ কশ্যপঃ সুমহাতপাঃ। ভরদ্বাজস্তথা চান্যো গৌতমঃ সংশিতব্রতঃ। কৌশিকো জমদগ্নিশ্চ তথৈবারুন্ধতী সতী॥ ১৩॥ অথ তেষাং সমস্তানাং চণ্ডা ভূৎপরিচারিকা। পশুবক্ত্রস্তথা ভৃত্যো বিনয়েন সমন্বিতঃ॥ ১৪॥ ততস্তে বিষয়ং প্রাপ্তা বৃষাদর্ভিমহীপতেঃ। ক্ষুৎক্ষামা মুনয়োঽহিত্যর্থং দেশে চানর্ত্তসংজ্ঞকে॥ ১৫॥ তত্র ভিক্ষাকৃতে ভ্রান্তাস্ততশ্চৈব গৃহাদ্গৃহম্। ন গ্রাসমপি শস্যস্য প্রাপুবংস্তে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৬॥ ততস্তৈঃ পতিতো ভূমৌ দৃষ্টো মৃতকুমারকঃ। মন্ত্রয়িত্বা মিথঃ পশ্চাদ্গৃহীতো ভক্ষণায় চ॥ ১৭॥ অপচন যাবদগ্নৌ তং ক্ষুধয়া পরিপীড়িতাঃ। বৃষাদর্ভির্নৃপঃ প্রাপ্তঃ শ্রুত্বা তেষাং বিচেষ্টিতম্॥ ১৮॥ বৃষাদর্ভিরুবাচ। কিমিদং গর্হিতং কর্ম্ম ক্রিয়তে মুনিসত্তমাঃ। রাক্ষসানাময়ং ধর্ম্মো মহামাংসস্য ভক্ষণম্॥ ১৯॥ সোঽহং শস্যং প্রদাস্যামি গ্রামান্ ব্রীহীন্ যবানপি। মম বাক্যাদসন্দিগ্ধং ত্যজধ্বং মৃতবালকম্॥ ২০॥ ঋষয় ঊচুঃ। প্রায়শ্চিত্তং সমাদিষ্টং মহামাংসস্য ভক্ষণাৎ। প্রতিগ্রহস্য ভূপালাদাপৎকালেঽপি নো নৃপ॥ ২১॥ পশ্চাত্তপশ্চরিষ্যামো মহামাংসসমুদ্ভবম্। পাতকং নাশয়িষ্যামো ভক্ষয়ামো বয়ং ততঃ॥ ২২॥ বৃষাদর্ভিরুবাচ। প্রতিগ্রহো দ্বিজাতীনাং প্রোক্তা বৃত্তিরনিন্দিতা।

সপ্তর্ষিগণ কোন্ সময়ে ঐ স্থানে তীর্থ প্রকাশ করিলেন, তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন, শুনিবার জন্য আমাদের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—একদা পৃথিবীতে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ওষধি সকল বিলুপ্ত হয় এবং প্রজাগণ কালগ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট প্রজাগণ অনশনে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানপরিশূন্য হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম, ব্রত, ক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিতে থাকে। ঐ সময় অনশনক্লিষ্ট মাতা পুত্রকে, ভর্ত্তা ধর্ম্মপত্নীকে এবং প্রভু অনুকূল ভৃত্যকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; অপর সাধারণের কথা আর কি বলিব? যাজক ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্র, ও বৃদ্ধতম দান্ত ব্রতী সকল ব্রত, বর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষুৎপীড়িত ভদ্র ব্যক্তিগণ দৈবাৎ কোন স্থানে কিঞ্চিন্মাত্র খাদ্যসামগ্রী দেখিতে পাইয়া লজ্জাকর হইলেও তাহা নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ধরণী এইরূপ অন্নশূন্য হইলে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ভরদ্বাজ, গৌতম, কৌশিক ও জমদগ্নি এবং অরুন্ধতী দেবী ইঁহারা সকলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় চণ্ডা ইহাদের পরিচারিকা ও পশুবক্ত্র বিনয়ী ভৃত্য রহিল। তাহারা এই ভাবে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষুৎক্ষাম হইয়া বৃষাদর্ভি নরপতির আনর্ত্ত রাষ্ট্রে উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও কোথাও মুষ্টিমাত্রও অন্ন লাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপে দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহারা পথিমধ্যে এক মৃত বালককে দর্শন করিয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক ভক্ষণার্থ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর যেমন তাঁহারা ভক্ষণার্থ ঐ মৃত শিশুকে অগ্নিতে পাক করিতে যাইতেছেন, এমন সময় ঐ স্থানে রাজা বৃষাদর্ভি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা এ কি নিন্দিত কর্ম্ম করিতেছেন, ইহা রাক্ষসদিগের কর্ম্ম, তাহারাই মহামাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমি আপনাদিগকে অন্ন, গ্রাম, ব্রীহি ও যব প্রদান করিতেছি, আপনারা এই মৃত শিশুকে পরিত্যাগ করুন। ১—২০। ঋষিগণ বলিলেন,—হে রাজন্! মহামাংস ভক্ষণ করার প্রায়শ্চিত্ত আছে; কিন্তু আপৎকালেও রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অতএব আমরা আপাতত মহামাংস ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব। বৃষাদর্ভি বলিলেন,—দ্বিজাতির নিকট প্রতিগ্রহ দোষাবহ নহে; অতএব আপনারা অবিচলিত

গ্রাহো মতস্ততঃ সর্ব্বৈর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। রাজপ্রতিগ্রহো ঘোরো মধ্বাস্বাদো বিষোপমঃ। স দূরাদ্‌ব্রাহ্মণৈস্ত্যাজ্যো বিশেষাৎ কৃতিভির্নৃপ ॥ ২৪ ॥ দশসূনাসমশ্চক্রী দশচক্রিসমো ধ্বজী। দশধ্বজিসমা বেশ্যা দশবেশ্যাসমো নৃপঃ ॥ ২৫ ॥ দশসূনাসহস্রেণ তুল্যো রাজপ্রতিগ্রহঃ। কস্তস্য প্রতিগৃহ্লাতি লোভাঢ্যো ব্রাহ্মণো যথা ॥ ২৬ ॥ রৌরবাদিষু সর্ব্বেষু নরকেষু স পচ্যতে। তস্মাদ্গচ্ছ গৃহে ভূপ স্বস্তি তেহস্তু সদৈব হি ॥ ২৭ ॥ বয়মন্যত্র যাস্যামো গ্রহীষ্যামো ন তে ধনম্‌। এবমুক্ত্বাথ তে সর্ব্বে মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ পরিত্যজ্য কুমারং তং মৃতং তমপি ভূমিপম্‌। চমৎকারপুরং ক্ষেত্রং সমুদ্দিশ্য ততো যযুঃ ॥২৯॥ সোঽপি রাজা ততস্তেষাং ভর্ৎসিতোঽতিরুষান্বিতঃ। জিজ্ঞাসার্থং ততস্তেষাং চক্রে কর্ম্ম দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০॥ ততঃ সুবর্ণপূর্ণানি বিধায়োদুম্বরাণি চ। তেষাং মার্গাগ্রতো ভূমৌ সমন্তাদথ চাক্ষিপৎ ॥ ৩১ ॥ সূত উবাচ। অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা পতিতানি ধরাতলে। উদুম্বরাণি সংদৃষ্ট্বা জগৃহুঃ ক্ষুধয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৩২ ॥ অথ তানি সমালক্ষ্য গুরূণি মুনিসত্তমাঃ। অত্রিরেকং পরিস্ফোট্য সুবর্ণং বীক্ষ্য চাব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ অত্রিরুবাচ। নাস্মাকং মুনয়োঽজ্ঞানং নাস্মাকং গৃহবুদ্ধয়ঃ। হৈমানিমান্‌ বিজানন্তো গৃহীষ্যাম উদুম্বরান্‌ ॥ ৩৪ ॥ তস্মাদেতানি সন্ত্যজ্য হেমগর্ভাণি দূরতঃ। উদুম্বরাণি যাস্যামঃ ফলানি বিগতস্পৃহাঃ ॥ ৩৫ ॥ সার্ব্বভৌমো মহীপাল একোঽন্যশ্চ নিরীহকঃ। সুভগস্তু তয়োর্নিত্যং ভূয়াস্তুয়ো নিরীহকঃ ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মার্থমপি বিপ্রাণাং সঞ্চয়োঽর্থস্য গর্হিতঃ। প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্‌ ॥ ৩৭ ॥ ত্যজতঃ সঞ্চয়ান্‌ সর্ব্বান্‌ যান্তি হানিমুপদ্রবাঃ। ন হি সর্ব্বার্থবান্‌ কশ্চিদ্দৃশ্যতে নিরুপদ্রবঃ ॥ ৩৮ ॥ নির্দ্ধনত্বং তথা রাজ্যং তুলায়াং ধারয়েদ্‌বুধঃ। অকিঞ্চনত্বমধিকং জায়তে সম্মতির্মম ॥ ৩৯ ॥ কশ্যপ উবাচ। অনর্থোঽয়ং মুনে প্রাপ্তো যদর্থস্য পরিগ্রহঃ। অর্থৈশ্বর্য্যবিমূঢাত্মা শ্রেয়সা মুচ্যতে হি সঃ ॥৪০॥ অর্থসম্পদ্বিমোহায় বিমোহো নরকায় চ। তস্মাদর্থং প্রযত্নেন শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥ ৪১ ॥

চিত্তে আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে রাজন্‌! রাজপ্রতিগ্রহ অতি ভয়ানক, তাহা মধুরাস্বাদ বিষের ন্যায়; অতএব কৃতী ব্রাহ্মণগণের অবশ্য পরিত্যাজ্য। দেখুন,—চক্রী দশসূনা-সম, ধ্বজী দশচক্রিসদৃশ, বেশ্যা দশধ্বজিতুল্য এবং নৃপ দশ বেশ্যার সমান হইয়া থাকেন। আর রাজপ্রতিগ্রহ অযুত সূনাসম হয়। অতএব লোভী ব্রাহ্মণের ন্যায় কে আপনার প্রতিগ্রহ করিবে? যিনি এরূপ কার্য্য করিবেন, তিনি অবশ্যই নরকে পচ্যমান হইবেন। হে নৃপ! আমরা আপনার দান গ্রহণ করিব না, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি গৃহে গমন করুন। আমরা অন্যত্র গমন করিতেছি, কোন প্রকারেই আমরা আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করিব না। এই কথা বলিয়া সংশিতব্রত মুনিগণ মৃত শিশুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নৃপতির নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চমৎকারপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে নৃপতি মুনিগণের প্রত্যাখ্যানবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পরীক্ষার্থ সুবর্ণপূরিত উদুম্বর ফল নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদের অগ্রপথে স্থাপন করাইলেন। সূত বলিলেন,—অনন্তর মুনিগণ পথে গমন করিতে করিতে সম্মুখে উদুম্বর পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন; তদ্দর্শনে ক্ষুধিত মুনিগণ তাহা গ্রহণ করিলেন, অত্রি একটী উদুম্বরকে স্ফোটিত করিয়া দেখিলেন,—তাহার মধ্যে প্রচুর সুবর্ণ রহিয়াছে। সুবর্ণ দেখিয়া তিনি বলিলেন,—হে মুনিগণ! আমরা অজ্ঞান বা গার্হস্থ্যধর্ম্মী ব্যক্তি নহি, জানিয়া শুনিয়া কিরূপে এই সুবর্ণপূর্ণ উদুম্বর গ্রহণ করিব। অতএব আমাদের এই সুবর্ণ-গর্ভ উদুম্বর ফল পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। দেখুন,—সার্ব্বভৌম নরপতি আর নিরীহ ব্রাহ্মণ, এতদুভয়ের মধ্যে নিরীহ ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ; অতএব ধর্ম্মার্থ সঞ্চয়ের জন্য ব্রাহ্মণগণের সঞ্চয় না করাই উচিত; কেন না, পঙ্ক লেপনপূর্ব্বক প্রক্ষালন করা অপেক্ষা তাহা লেপন না করাই ভাল। সঞ্চিত অর্থ পরিত্যাগকারী ব্যক্তির কোন উপদ্রবই সঙ্ঘটিত হয় না; অর্থবান্‌ ব্যক্তির পদে পদে আপদ্‌ সঙ্ঘটিত হয়।২১—৩৮। পণ্ডিতগণ যদি নির্ধনত্ব ও রাজ্য তুলায় (মানদণ্ডে) ধারণ করেন, তাহা হইলে নির্ধনত্বেরই গুরুত্ব অধিক হইয়া থাকে; ইহা আমার বেশ মনে হয়। কশ্যপ বলিলেন,—হে মুনে! অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া জানিবেন। যে ব্যক্তি অর্থ ও ঐশ্বর্য্যে বিমূঢ় হইয়াছে, সে কদাপি শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। অর্থ-সম্পত্তি মোহের কারণ; আর মোহ নরকের কারণ হইয়া থাকে; অতএব যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল কামনা করিবে, সে যেন

যোঽর্থেন সাধ্যতে ধর্ম্মঃ ক্ষয়িষ্ণুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ। যঃ পুনস্তপসা সাধ্যঃ স মোক্ষায়েতি মে মতিঃ॥ ৪২॥ ভরদ্বাজ উবাচ। জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ। চক্ষুঃশ্রোত্রে তথা পুংসস্তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥ ৪৩॥ সূচ্যা সূত্রং যথা বস্ত্রং সঞ্চারয়তি সূচিকা। তদ্বৎসংসারসূত্রঞ্চ বাঞ্ছয়াত্মা নয়ত্যসৌ॥ ৪৪॥ যথা শৃঙ্গং হি কায়েন বর্দ্ধমানেন বর্দ্ধতে। তদ্বত্তৃষ্ণাপি বিত্তেন বর্দ্ধমানেন বর্দ্ধতে॥ ৪৫॥ অনন্তপারা দুষ্পূরা তৃষ্ণা দুঃখশতাবহা। অধর্ম্মবহুলা চৈব তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৬॥ গৌতম উবাচ। সন্তুষ্টঃ কেন চাল্যোঽস্তি ফলৈরপি বিবর্জ্জিতঃ। সর্ব্বোঽপীন্দ্রিয়লৌল্যেন সঙ্কটে ভ্রমতি দ্বিজাঃ॥ ৪৭॥ সর্ব্বত্র সম্পদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্। উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাস্তৃতেব ভূঃ॥ ৪৮॥ সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্। কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥৪৯॥ অসন্তোষঃ পরং দুঃখং সন্তোষঃ পরমং সুখম্। সুখার্থী পুরুষস্তস্মাৎ সন্তুষ্টঃ সততং ভবেৎ॥৫০॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। কামং কাময়মানস্য যদি কামঃ স সিধ্যতি। তথান্যো জায়তে পুংসস্তৎক্ষণাদেব কল্পিতঃ॥ ৫১॥ ন জাতু কামী কামানাং সহস্রৈরপি তুষ্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব বাঞ্ছা তস্য বিবর্দ্ধতে॥ ৫২॥ কামানভিলষন্মোহান্ন নরঃ সুখমাপ্নুয়াৎ। শ্যেনালয়তরুচ্ছায়াং ব্রজন্নিব কপিঞ্জলঃ॥ ৫৩॥ নিত্যং সাগরপর্য্যন্তাং যো ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমিমাম্। তুল্যাশ্মকাঞ্চনশ্চৈব স কৃতার্থো মহীপতেঃ॥ ৫৪॥ জমদগ্নিরুবাচ। যোঽর্থং প্রাপ্যাধমো বিপ্রঃ শোচিতব্যোঽপি হৃষ্যতি। ন চ পশ্যতি মন্দাত্মা নরকক্ কুতোঽভয়ঃ॥ ৫৫॥ প্রতিগ্রহসমর্থানাং নিবৃত্তানাং প্রতিগ্রহাৎ। য এব দদতাং লোকাস্ত এবাপ্রতিগৃহ্ণতাম্॥ ৫৬॥ অরুন্ধত্যুবাচ। বিসতন্তুর্যথানন্তো নালমাসাদ্য সংস্থিতঃ। তৃষ্ণা চৈবমনাদ্যন্তা স্থিতা দেহে শরীরিণাম্॥ ৫৭॥ যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।

ভ্রমেও কখন অর্থের নিকট দিয়া না যায়। অর্থ দ্বারা যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, তাহা কালে ক্ষয় হইয়া যায়, আর তপস্যা দ্বারা যে ধর্ম্ম জন্মে, কদাপি তাহার ক্ষয় হয় না; এই ধর্ম্মই মানবকে মোক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত করে। ভরদ্বাজ বলিলেন,—দেখুন—মানব যেমন যেমন জীর্ণ হয়, তাহাদের কেশ দন্ত ও চক্ষু কর্ণও তেমনি তেমনি জীর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু তৃষ্ণা কদাচ জীর্ণ হয় না, বরং সে মানবের বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই অধিকতর তারুণ্য লাভই করিয়া থাকে। তন্তুবায় যেমন সূচী দ্বারা সূত্রকে বস্ত্রে পরিণত করে, তদ্রূপ মানব বাঞ্ছা দ্বারা সংসারকে আত্মস্বরূপে উপনীত করে। আরও দেখুন,—দেহ বর্দ্ধিত হইলে যেমন শৃঙ্গও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব এই দুঃখশতাবহা অনন্তপারা দুষ্পূরা এবং অধর্ম্মবহুলা তৃষ্ণাকে বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। গৌতম বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অফলকামী সন্তোষশীল ব্যক্তিকে কে বিচলিত করিতে পারে? ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই মানব সঙ্কটে পতিত হয়। দেখুন,—চর্ম্ম-পাদুকা দ্বারা যাহার পদযুগল আবৃত, তাহার যেমন সমগ্র ভূখণ্ডই চর্ম্মাবৃত বলিয়া মনে হয়, তেমনি যাহার মন সর্ব্বদাসন্তুষ্ট, তাহার সম্পদ্ সর্ব্বত্র। সন্তোষামৃত তৃপ্ত শান্তচেতা ব্যক্তি যে সুখ অনুভব করেন ধনলোভে ইতস্তত ধাবমান ব্যক্তি সে সুখ কোথায় পাইবে? অসন্তোষ অপেক্ষা দুঃখ এবং সন্তোষ অপেক্ষা সুখ আর নাই; অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তি সতত সন্তুষ্ট থাকিবেন।৩৯—৫০। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—কামনাকারী ব্যক্তিদিগের কামনাসিদ্ধি হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাদের হৃদয়ে আর একটী কামনা আসিয়া উপস্থিত হয়, সহস্র কামনা সিদ্ধ হইলেও তাহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, ঘৃতপ্রদানে যেমন বহ্নি বর্দ্ধিতই হইয়া উঠে, তেমনি তাহাদের কামনাও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। যে তরুতে শ্যেন পক্ষী বাস করে, তাহার ছায়ায় গিয়া পারাবত যেমন সুখ লাভ করিতে পারে না, তেমনি কামাভিলাষী ব্যক্তি মোহ বশত সুখ লাভ করিতে পারে না। যাঁহার নিকট প্রস্তর ও কাঞ্চন উভয়ই তুল্য,তিনি সসাগরা ধরার অধিপতি হইতেও শ্রেষ্ঠ। জমদগ্নি বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ অর্থলাভ করিয়া শোচিতব্য বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, তাহাকে সভয়ে নরকে গমন করিতে হয়। প্রতিগ্রহসমর্থ ব্যক্তি যদি প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি দাতা ব্যক্তির লোক লাভ করিয়া থাকেন। অরুন্ধতী বলিলেন,—পদ্মনালে যেমন পদ্ম-তন্তু অসীমরূপে অবস্থিত, তদ্রূপ শরীরীদিগের শরীরে তৃষ্ণা অনাদ্যন্ত ভাবে বিরাজিত। অজ্ঞান ব্যক্তিকে যাহা কদাচ ত্যাগ করিতে পারে না, যাহা জীর্ণের সহিত জীর্ণ হয় না,

যাসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥ ৫৮ ॥ চণ্ডোবাচ। সর্পাদিবদ্ধনাদ্যস্মাদ্বিভ্যতীমে মমেশ্বরাঃ। যতস্তস্তো বিশেষেণ কস্মাত্তস্মাদ্ভয়ং মম॥ ৫৯ ॥ পশুমুখ উবাচ। যদাচরন্তি বিদ্বাংসঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণাঃ। তদেব বিদুষা কার্য্যমাত্মনো হিতমিচ্ছতা॥৬০॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা হেমগর্ভাণি ত্যক্ত্বা তানি ফলানি চ। ঋষয়ো জগ্মুরন্যত্র সর্ব্ব এব দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ৬১ ॥ চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে বিবিশুস্তে ততঃ পরম্। দদৃশুঃ সহসা প্রাপ্তং পরিব্রাজং শুনোমুখম্॥ ৬২ ॥ তেনৈব সহিতাস্তত্র গত্বা কিঞ্চিদ্বনান্তরম্। দৃষ্টবন্তস্ততো হ্রদ্যং সরঃ পঙ্কজশোভিতম্॥ ৬৩ ॥ ততো বুভুক্ষয়াবিষ্টা বিসান্যাদায় ভূরিশঃ। তীরে নিক্ষিপ্য সরসশ্চক্রুঃ পুণ্যাং জলক্রিয়াম্॥ ৬৪ ॥ অথোত্তীর্য্য জলাৎসর্ব্বে তে সমেত্য পরস্পরম্। বিসানি তান্যপশ্যন্ত ইদং বচনমব্রুবন্॥ ৬৫ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। কেন ক্ষুধাভিভূতানামস্মাকং নির্দয়াত্মনা। মৃণালানি সমস্তানি স্থানাদস্মাদ্‌হৃতানি চ॥ ৬৬ ॥ তে শঙ্কমানা অন্যোন্যমৃষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। প্রচক্রুঃ শপথান্ রৌদ্রা নাত্মনঃ প্রবিশুদ্ধয়ে॥ ৬৭ ॥ কশ্যপ উবাচ। সর্ব্বভক্ষঃ সদা সোঽস্তু ন্যাসলোভং করোতু বা। কূটসাক্ষিত্বমভ্যেতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ৬৮ ॥ ধর্ম্মং করোতু দম্ভেন রাজানং চোপসেবতাম্। মধুমাংসং সদাশ্নাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ৬৯ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। অনৃতৌ মৈথুনং যাতু দিবা বাপ্যথ পর্ব্বণি। অতিথিঃ স্যাত্ততোঽন্যোন্যং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ৭০ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। যোঽধিগম্য গুরোঃ শাস্ত্রং নিষ্ক্রয়ং ন প্রয়চ্ছতি। তস্যৈনসা স যুক্তোঽস্তু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ৭১ ॥ নৃশংসোঽস্তু স সর্ব্বত্র সমৃদ্ধ্যা চাপ্যহঙ্কৃতঃ। মৎসরী পিশুনশ্চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ৭২ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। একাকী মিষ্টমশ্নাতু প্রশংস্যাদথ চাত্মনঃ। বেদবিক্রয়কর্ত্তাস্তু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ৭৩ ॥ জমদগ্নিরুবাচ। কন্যাং যচ্ছতু বৃদ্ধায় স ভূয়াদ্‌বৃষলীপতিঃ। অস্তু বার্দ্ধুষিকো নিত্যং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ৭৪ ॥ গৌতম উবাচ। স গৃহ্ণাত্ববিকাদানং করোতু হয়বিক্রয়ম্। প্রকরোতু গুরোর্নিন্দাং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ৭৫ ॥ অত্রিরুবাচ। মাতরং পিতরং নিত্যং দুর্ম্মতিঃ সোঽবমন্যতাম্। শূদ্রং পৃচ্ছতু

যাহা দেহীদিগের প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। চণ্ডা বলিল,—আমার প্রভুগণ যে সর্পবৎ ধন হইতে ভয় পাইতেছেন, আমার তাহা হইতে ভয় হইতেছে কি জন্য? পশুমুখ বলিল,—ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যাহা করেন, হিতৈষী ব্যক্তিগণের তাহাই করা উচিত। সূত বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া ঋষিগণ হেমগর্ভ ফল সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা চমৎকারপুরে উপস্থিত শূনামুখ নামক এক পরিব্রাজককে দর্শন করিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সকলে এক সঙ্গে এক বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ বনাভ্যন্তরে তাঁহারা এক পঙ্কজশোভিত সরোবর দর্শন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া ঐ সরোবর হইতে মৃণাল উত্তোলনপূর্ব্বক তাহা তীরে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্নান-তর্পণাদি সমাধা করিয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করত তীরস্থিত মৃণালগুলি দেখিতে না পাইয়া বলিলেন,—আমরা ক্ষুধার জালায় অস্থির হইয়াছি, কোন্ দুরাত্মা আমাদের উত্তোলিত মৃণালগুলি অপহরণ করিল? অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত সকলেই শপথ করিতে লাগিলেন। কশ্যপ বলিলেন,—যে এই মৃণাল লইয়াছে, সে সর্ব্বখাদক, সে কূটসাক্ষী, সে দম্ভ সহকারে ধর্ম্ম করুক, সে রাজসেবী হউক, এবং সে মধু মাংস ভক্ষণ করুক। বশিষ্ঠ বলিলেন,—যে এই মৃণাল হরণ করিয়াছে, যে ঋতুকাল ব্যতিরেকে মৈথুনাসক্ত হউক, দিবা-মৈথুন করুক, পর্ব্বদিনে মৈথুন করুক, এবং পরস্পর পরস্পরের আতিথ্য করুক। ভরদ্বাজ বলিলেন,—যে ব্যক্তি মৃণাল চুরি করিয়াছে, সে গুরুদক্ষিণা না দেওয়ার পাপভাগী হউক এবং নৃশংস, ধনাহঙ্কারী, মৎসরী ও পিশুন হউক। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যে ব্যক্তি মৃণাল গ্রহণ করিয়াছে, সে অনেকের নিকট একাকী মিষ্ট ভক্ষণ করুক, এবং বেদবিক্রয়ী হউক। জমদগ্নি বলিলেন,—যে ব্যক্তি মৃণাল লইয়াছে, সে বৃদ্ধকে কন্যা সম্প্রদান করুক, এবং বৃষলীপতি ও বার্দ্ধুষিক হউক। গৌতম বলিলেন,—যে ব্যক্তি মৃণাল চুরি করিয়াছে, সে আবিকাদান গ্রহণ করুক এবং অশ্ববিক্রয় ও গুরুনিন্দা করুক।৫১—৭৫। অত্রি বলিলেন, —যে ব্যক্তি বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে মাতাপিতার

ধর্ম্মার্থং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৭৬ ॥ প্রতিশ্রুত্য ন য়ো দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় গবাদিকম্। তস্তৈনসা স যুজ্যেত বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৭৭ ॥ অরুন্ধত্যুবাচ। করোতু পত্যুঃ পূর্ব্বং সা ভোজনং শয়নং তথা। নারী দুষ্টসমাচারা বিসস্তৈন্যং করোতি যা ॥ ৭৮ ॥ চণ্ডোবাচ। স্বামিনঃ প্রতিকূলাস্ত ধর্ম্মদ্বেষং করোতু চ। সাধুদ্বেষপরা চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যা ॥ ৭৯ ॥ পশুমুখ উবাচ। স্বামিদোহরতো নিত্যং স ভূয়াৎ পাপকৃন্নরঃ। সাধুদ্বেষপরশ্চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৮০ ॥ শুনোমুখ উবাচ। বেদান স পঠতু স্থায়াদ্‌গৃহস্থঃ স্যাৎ প্রিয়াতিথিঃ। সত্যং বদতু চাজস্রং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৮১ ॥ ঋষয় উচুঃ। ইষ্ট এব দ্বিজাতীনাং যত্ত্বয়া শপথঃ কৃতঃ। বিসস্তৈন্যং হি চাস্মাকং তন্নূনং ভবতা কৃতম্ ॥ ৮২ ॥ শুনোমুখ উবাচ। ময়া হৃতানি সর্ব্বেষাং বিসানীমানি বো দ্বিজাঃ। ধর্ম্মান বৈ শ্রোতুকামেন মাং জানীত পুরন্দরম্ ॥ ৮৩ ॥ যুষ্মাকং পরিতুষ্টোঽস্মি লোভাভাবাদ্দ্বিজোত্তমাঃ। তস্মাৎস্বর্গং ময়া সার্দ্ধং শীঘ্রমাগম্যতামিতি ॥ ৮৪ ॥ ঋষয় উচুঃ। মোক্ষমার্গং সমাসক্তা ন বয়ং স্বর্গলিপ্সবঃ। তস্মাত্তপশ্চরিষ্যামঃ সরসীহ বিমুক্তয়ে ॥ ৮৫ ॥ পূর্ণাং সাগরপর্য্যন্তাং চরিত্বা পৃথিবীমিমাম্। প্রাণযাত্রাং প্রকুর্ব্বাণা মৃণালৈর্মুনিসত্তমাঃ। তস্মাদ্‌গচ্ছ তব শ্রেয়ো ভূয়াদস্মাৎ সমাগমাৎ ॥ ৮৬ ॥ শক্র উবাচ। ন বৃথা দর্শনং মে স্যাৎকদাচিদপি সুব্রতাঃ। তস্মাদ্‌গৃহ্নীত যচ্চিত্তে সদাভীষ্টং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। আশ্রমোঽয়ং সুবিখ্যাতো ভূয়াচ্ছক্র মহীতলে। নাম্নাস্মাকং তথা নৃণাং সর্ব্বপাতকনাশনঃ ॥ ৮৮ ॥ বয়ং স্থাস্যামহে নিত্যমত্রৈব সুরসত্তম। তপোঽর্থং ভাবিতাত্মানো যাবন্মোক্ষগতির্ভবে ॥ ৮৯ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ত্রৈলোক্যেঽপি সুবিখ্যাত আশ্রমো বো ভবিষ্যতি। তথা কামপ্রদশ্চৈব লোকানাং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৯০ ॥ যো যং কামমভিধ্যায় শ্রাদ্ধমত্র করিষ্যতি। শ্রাবণে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ স তং সর্ব্বমবাপ্স্যতি ॥ ৯১ ॥ নিষ্কামো বা নরো যস্ত শ্রাদ্ধং দানমথাপি বা। প্রকরিষ্যতি মোক্ষং স সমবাপ্স্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৯২ ॥ যে চাত্র দেহন্ত্যক্ষ্যন্তি যুষ্মাকং চাশ্রমে শুভে। অপি পাপসমাযুক্তাস্তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯৩ ॥ ইঙ্গুদৈর্ব্বদরৈর্ব্বাপি বিল্বৈর্ভল্লাত-

অবমাননা করুক, শূদ্রকে ধর্ম্ম প্রশ্ন করুক, এবং প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করুক। অরুন্ধতী বলিলেন,—যে নারী মৃণাল হরণ করিয়া থাকে, সে পতির অগ্রে শয়ন ও ভোজন করুক। চণ্ড বলিল—আমি যদি মৃণাল চুরি করিয়াছি, তাহা হইলে আমি স্বামি-প্রতিকূল, ধর্ম্মদ্বেষ্টা ও সাধুদ্বেষ্টা। পশুমুখ বলিল,—আমি যদি মৃণাল লইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি স্বামিদ্রোহী, পাপী ও সাধুদ্বেষী। শুনোমুখ বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে যথাবিধি বেদ পাঠ করুক, প্রিয়াতিথি গৃহস্থ হউক, এবং অজস্র সত্য কথা বলুক। ঋষিগণ বলিলেন,—মহাশয়! আপনি যে শপথ করিলেন, উহা দ্বিজাতিগণের অনুকূলই হইল; অতএব নিশ্চয় আপনিই আমাদের মৃণাল চুরি করিয়াছেন। শুনোমুখ বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আপনাদের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য আমিই আপনাদের মৃণাল লইয়াছি। জানিবেন, আমি ইন্দ্র! হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি আপনাদের লোভাভাব দেখিয়া আপনাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনারা আমার সহিত স্বর্গে আগমন করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—আমরা মুক্তিপন্থী, স্বর্গলিপ্সা আমাদের নাই, অতএব মুক্তির নিমিত্ত এই সরসীতীরে আমরা তপস্যা করিব। ৭৬—৮৫। হে শক্র! আমরা এই মৃণাল মাত্র সম্বল লইয়া সসাগরা ধরা পর্য্যটন করিব, অতএব আপনি এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। শক্র বলিলেন,—হে মুনিগণ! আমার সাক্ষাৎ নিরর্থক হইবার নহে, অতএব আপনারা বাঞ্ছিত প্রার্থনা করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে শক্র! তাহা হইলে এই ক্ষেত্র আমাদের নামে বিখ্যাত হউক, আর ইহা যেন নরগণের সর্ব্বপাতকনাশন হয়। আমরা আমাদের মোক্ষপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই ক্ষেত্রে অবস্থান করিব। শক্র বলিলেন,—আপনাদের এই আশ্রম ত্রিলোক-বিখ্যাত হইবে, এই ক্ষেত্র নরগণকে অভিলষিত প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি যাহা কামনা করিয়া এই শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে শ্রাদ্ধ করিবে, সে সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি এই স্থানে নিষ্কামভাবে শ্রাদ্ধ বা দান করিবে, সে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে। পাপী ব্যক্তিও যদি আপনাদের এই আশ্রমে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে সে পরমগতি লাভ করিবে। ইঙ্গুদ, বদর, বিল্ব ও ভল্লাতক

কৈরপি। পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধং করিষ্যতি সমাহিতঃ ॥ ৯৪ ॥ স যাস্যতি পরাং সিদ্ধিং দুর্ল্লভাং ত্রিদশৈরপি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্তূয়মানশ্চ কিন্নরৈঃ ॥ ৯৫ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষস্তৈঃ সর্ব্বৈরভিনন্দিতঃ। জগামাদর্শনং তেঽপি স্থিতাস্তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯৬ ॥ ততঃ কালে গতে তেঽপি কৃত্বা তীব্রং মহত্তপঃ। সম্প্রাপ্তাঃ পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ৯৭ ॥ তৈস্তত্র স্থাপিতং লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ। তস্য সন্দর্শনাদেব নরঃ পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥ যস্তল্লিঙ্গং পুনর্ভক্ত্যা পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। অর্চ্চয়েৎ স ধ্রুবং মুক্তিং প্রাপ্নোতি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৯৯ ॥ এতৎপবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। সপ্তর্ষীণাং সমাখ্যাতমাশ্রমস্যানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সপ্তর্ষ্যাশ্রমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অগস্ত্যস্যাশ্রমোঽন্যোঽস্তি তথা তত্র দ্বিজোত্তমাঃ। যত্র তিষ্ঠতি বিশ্বাত্মা স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং চৈত্রমাসে দিবাকরঃ। স্বয়মভ্যেত্য দেবেশং পূজয়ত্যেব শঙ্করম্ ॥ ২ ॥ তস্মাদন্যোঽপি যস্তস্যাং ভক্ত্যা চাগত্য শঙ্করম্। তমেব পূজয়েদ্ভক্ত্যা স যাতি দেবমন্দিরম্ ॥ ৩ ॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি পিতৃমেধে কৃতে যথা ॥ ৪ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। অগস্ত্যস্যাশ্রমং প্রাপ্য কস্মাদ্দেবো দিবাকরঃ। প্রদক্ষিণাং প্রকুরুতে বদৈতন্মে সুবিস্তরম্ ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। কথয়ামি কথামেতাং শৃণুধ্ব দ্বিজসত্তমাঃ। অস্তি বিন্ধ্য ইতি খ্যাতঃ পর্ব্বতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬ ॥ যস্য বৃক্ষাগ্রশাখায়াং সংলগ্নাস্তরণেঃ করাঃ। পুষ্পপূগা ইবাধঃস্থৈর্লক্ষ্যন্তে মুগ্ধসিদ্ধকৈঃ ॥ ৭ ॥ অনভিজ্ঞাস্তমিস্রস্য যস্য সানুনিবাসিনঃ। রত্নপ্রভাপ্রণুন্নস্য কৃষ্ণপক্ষনিশাস্বপি ॥ ৮ ॥ যস্য সানুষু মুক্তন্তো ভান্তি পুষ্পাণি পাদপাঃ। বায়ুবেগবশান্নূনং নীরৌঘং নীরদা ইব ॥ ৯ ॥ যস্মিন্নানামৃগা ভান্তি ধাবমানা ইতস্ততঃ। কলত্রপুত্রপুষ্ট্যর্থং লোভার্থং মানবা ইব ॥ ১০ ॥ নির্য্যাসচ্ছদ্মনা বাষ্পং বাসিতা

দ্বারা পিতৃলোক-উদ্দেশে যাহারা এই স্থানে শ্রাদ্ধ করে, তাহারা দেব-দুর্ল্লভ পরম সিদ্ধি লাভ করিবে এবং তাহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অমরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইবে। সূত বলিলেন,—দেবেন্দ্র এই সকল কথা বলার পর দ্বিজগণ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইয়া তিরোহিত হইলেন; আর দ্বিজগণ ঐ আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারাও মহৎ তপশ্চরণের পর কালে জরামরণ-বর্জ্জিত পরম স্থান লাভ করিলেন। তাঁহারা ঐ স্থানে থাকিয়া দেবদেবের লিঙ্গ স্থাপন করিলেন; ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে নর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুষ্প, ধূপ ও অনুলেপনাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গ অর্চ্চনা করে, সে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই আশ্রমানুকীর্ত্তন আয়ুষ্য ও সর্ব্ব-পাতক-নাশন ॥৮৬—১০০॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান অগস্ত্যের আশ্রমে বিশ্বাত্মা মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দিবাকর ঐ স্থানে আগমন করিয়া দেবদেব শঙ্করের পূজা করেন। অপর যে ব্যক্তি ঐস্থানে আগমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেব শঙ্করের পূজা করে, সে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের পিতৃলোক তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! দিবাকর কিজন্য অগস্ত্যাশ্রমে আগমন করিয়া ঐ স্থান প্রদক্ষিণ ও তত্রত্য শঙ্করের পূজা করেন? ইহা আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি ইহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। পৃথিবীতে বিন্ধ্য নামে এক পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ বৃক্ষাগ্র-সংলগ্ন সূর্য্যকিরণপুঞ্জকে তত্রত্য নিম্নবর্ত্তী মুগ্ধ সিদ্ধগণ পুষ্পপুগ বলিয়া মনে করেন। অচলের রত্নপ্রভাপ্রদীপিত সানুতে যাহারা বাস করে, তাহারা কৃষ্ণপক্ষ নিশাতেও কদাপি অন্ধকারের মুখ দেখিতে পায় না। ঐ অচলের সানুদেশস্থ পাদপনিচয় বায়ুবেগ-চালিত হইয়া নীরদের নীরবর্ষণের ন্যায় পুষ্প বর্ষণ করিতে থাকে। মানবগণ পুত্র-কলত্র পোষণের নিমিত্ত অর্থলোভে যেমন ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, তদ্রূপ মৃগগণ ঐ স্থানে বিচরণ করিতেছে। ত্বক্ সকল দন্তিদন্ত দ্বারা বিঘর্ষিত হওয়ায় তত্রত্য তরুনিচয়

শেষদিঙ্মুখম্‌। মুঞ্চন্তি তরবো যত্র দন্তিদন্তক্ষতস্বচঃ। ১১। চৌরিকাবিরুতৈর্দীর্ঘৈ রুদন্ত ইব চাপরে। হস্তিহস্তহতা বৃক্ষা যস্তস্তে যস্য সানুষু। ১২। ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছদ্ভির্নির্ঝরাম্ভোভিরাবৃতঃ। শুশুভে সিতবস্ত্রাঢ্যৈঃ পুমানিব বিভূষিতঃ। ১২। যস্য স্পর্দ্ধা সমুৎপন্না পূর্ব্বং সহ সুমেরুণা। ততঃ প্রাহ সংস্রাংশুং গত্বা স ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। ১৪। কস্মাদ্ভাস্কর মেরোস্ত্বং প্রকরোষি প্রদক্ষিণাম্‌। কুলপর্ব্বতসংজ্ঞেঽপি ন করোষি কথং ময়ি। ১৫। ভাস্কর উবাচ। ন বয়ং শ্রদ্ধয়া তস্য গিরেঃ কুর্ম্মঃ প্রদক্ষিণাম্‌। এষ মে বিহিতঃ পন্থা যেনেদং বিহিতং জগৎ। ১৬। তস্য তুঙ্গানি শৃঙ্গাণি ব্যাপ্য খং সংশ্রিতানি চ। তেন সঞ্জায়তে তস্য বলাদেব প্রদক্ষিণা। ১৭। এতচ্ছ্রুত্বা বিশেষেণ সংক্রুদ্ধো বিন্ধ্যপর্ব্বতঃ। প্রোবাচ পশ্য ভানো ত্বং তর্হি তুঙ্গত্বমদ্য মে। করোধাথ নভোমার্গং যেন গচ্ছতি ভাস্করঃ। ১৮। অথ রুদ্ধং সমালোক্য মার্গং বাসরনায়কঃ। চিন্তয়ামাস চিত্তে স্বে সাম্প্রতং কিং করোম্যহম্‌। ১৯। করোমি যদ্যহং চাস্য পর্ব্বতস্য প্রদক্ষিণাম্‌। তস্যবিঘাতি কালস্য চলনং ভুবনত্রয়ে। ২০। মাসর্ত্তুভুবনানাঞ্চ তথা ভাবী বিপর্য্যয়ঃ। অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া যাস্যন্তি সংক্ষয়ম্‌। নষ্টযজ্ঞোৎসবে লোকে দেবানাং স্যান্মহাব্যথা। ২১। এবং সঞ্চিন্ত্য চিত্তেন বহুধা তীক্ষ্ণদীধিতিঃ। জগাম মনসা ভীতঃ সোঽগস্ত্যং মুনিপুঙ্গবম্‌। ২২। নান্যোঽস্তি বারণে শক্তো বিন্ধ্যস্যাস্য হি তং বিনা। অগস্ত্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠং মিত্রাবরুণসম্ভবম্‌। ২৩। ততো দ্বিজময়ং রূপং স কৃত্বা তীক্ষ্ণদীধিতিঃ। চমৎকারপুরক্ষেত্রে তস্যাশ্রমপদং যযৌ। ২৪। ততস্তু বৈশ্বদেবান্তে বেদোচ্চারপরায়ণঃ। প্রোবাচ সোঽতিথিঃ প্রাপ্তস্তবাহং মুনিসত্তম। ২৫। ততোঽগস্ত্যঃ কৃতানন্দঃ স্বাগতন্তে মহামুনে। মনোরথ ইবাধ্যাতো যোঽগ্নিকার্য্যান্ত আগতঃ। ২৬। তত্ত্বং ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ যদ্দদামি তবেপ্সিতম্‌। অদেয়ং নাস্তি মে কিঞ্চিৎ কালেঽস্মিন প্রার্থিতস্য চ। ২৭। ভাস্কর উবাচ। অহং ভাস্কর আয়াতো বিপ্ররূপেণ

যেন নির্যাস মোচন-চ্ছলে বাষ্প পরিত্যাগ করিতেছে; আর তাহাদের ঐ মোচিত বাষ্প সৌরভে দিঙ্‌মুখ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। আবার কোন কোন তরু যেন হস্তি-হস্ত-প্রহৃত হইয়া চৌরিকা-বিরুতচ্ছলে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের স্থান-বিশেষ নির্ঝর-বারি দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহা যেন সিতবস্ত্র-পরিহিত বিভূষিত পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে এই বিন্ধ্যাচল সুমেরু পর্ব্বতের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া ক্রোধে সহস্রাংশুর নিকট গমন করিয়া ভাস্করকে জিজ্ঞাসা করে যে, হে ভাস্কর! আপনি মেরুকে প্রদক্ষিণ করেন, কিন্তু আমি কুলপর্ব্বত, আমাকে প্রদক্ষিণ করেন না কেন? ভাস্কর বলিলেন,—হে বিন্ধ্য! আমি কি সাধ করে মেরুকে প্রদক্ষিণ করি? ইহা যে আমার পথ, তাহার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ আকাশ-পথ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই জন্যই আমি অগত্যা তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকি। বিন্ধ্য তখন ভানুর এই কথা শুনিয়া সকোপে বলিল,—ভানু! তবে তুমি আমার তুঙ্গত্ব অবলোকন কর। আমি অদ্য তোমাকে তুঙ্গত্ব দেখাইতেছি। এই বলিয়া বিন্ধ্য যে পথে সূর্য্য গমন করেন, সেই পথ রুদ্ধ করিল। তিনি তখন পথ রুদ্ধ দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এখন করি কি? যদি আমি অদ্য পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করি, তাহা হইলে কাল চালিত হইবে,—মাস, ঋতু ভুবন এ সকলের বিপর্য্যয় ঘটিবে, অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে; আর যজ্ঞোৎসব বিনষ্ট হইলে দেবগণের মহতী ব্যাথা জন্মিবে।১—২১। তীক্ষ্ণদীধিতি ভীতভাবে এইরূপ চিন্তা করিয়া মুনিপুঙ্গব অগস্ত্যকে স্মরণ করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—মিত্রাবরুণসম্ভব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ব্যতিরেকে বিন্ধ্যকে নিবারণ করিবার জন্য অন্য আর কেহই নাই। এইরূপ চিন্তার পর তিনি দ্বিজরূপ ধারণপূর্ব্বক চমৎকার পুরক্ষেত্রে অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভাস্কর, বৈশ্বদেবকর্ম্ম সমাপনান্তে বেদোচ্চারণ করিতে করিতে মুনিসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! আমি অতিথি। মহামুনি অগস্ত্য তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন,—হে মহামুনে! আপনার আগমনে কোন কষ্ট হয় নাই ত? আপনি সাক্ষাৎ মনোরথের ন্যায় আমার অগ্নিকার্য্যশেষে আগমন করিয়াছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অভিমত নিবেদন করুন, এ সময় আমার কিছুই অদেয় নাই। ভাস্কর বলিলেন,—হে

স্ময়নে। সর্ব্বকার্য্যক্ষমং মত্বা ত্বামেকং ভুবনত্রয়ে॥ ২৮॥ ত্বয়া পূর্ব্বং সুরার্থায় প্রপীতঃ পয়সাং নিধিঃ। বাতাপিশ্চ তথা দৈত্যো ভক্ষিতো দ্বিজকণ্টকঃ॥ ২৯॥ তস্মাদ্গতির্ভবাস্মাকং সাম্প্রতং মুনিসত্তম। দেবানামিহ বর্ণানাং ত্বমেব শরণং যতঃ॥ ৩০॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা স মুনির্বিপ্রা বিশেষেণ প্রহৃষ্টিতঃ। অর্ঘ্যং দত্বা দিনেশায় ততঃ প্রোবাচ সাদরম্॥ ৩১॥ ধন্যোঽহম্যনুগৃহীতোঽহম্মি যন্মে ত্বং গৃহমাগতঃ। তস্মাদ্ব্রূহি করিষ্যামি তব বাক্যমখণ্ডিতম্॥ ৩২॥ ভাস্কর উবাচ। এষ বিন্ধ্যাচলোঽস্মাকং মার্গমাবৃত্য সংস্থিতঃ। স্পর্দ্ধয়া গিরিমুখ্যস্য সুমেরোর্মুনিসত্তম॥ ৩৩॥ সামাদ্যৈর্বিবিধোপায়ৈস্তস্মাদেনং নিবারয়। কালাত্যয়ো যথা ন স্যাদ্গতের্ভঙ্গস্তথা কুরু॥ ৩৪॥ অগস্ত্য উবাচ। অহং তে বারয়িষ্যামি বর্দ্ধমানং কুলাচলম্। স্বস্থানং গচ্ছ তস্মাত্ত্বং সুখীভব দিবাকর॥ ৩৫॥ ততঃ স প্রেষিতস্তেন ভাস্করস্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ। স্বং স্থানং প্রযযৌ হৃষ্টস্তমামন্ত্র্য মুনীশ্বরম্॥ ৩৬॥ অগস্ত্যোঽপি দ্রুতং গত্বা বিন্ধ্যং প্রোবাচ সাদরম্। নূনতাং ব্রজ মদ্বাক্যাচ্ছীঘ্রং পর্ব্বতসত্তম॥ ৩৭॥ দাক্ষিণাত্যেষু তীর্থেষু স্নানে জাতাদ্য মে মতিঃ। তবায়ত্তা গিরে সৈব তৎকুরুষ্ব যথোচিতম্॥ ৩৮॥ স তস্য বচনং শ্রুত্বা বিন্ধ্যঃ পর্ব্বতসত্তমঃ। অভজন্নিম্নতাং সদ্যো বিনয়েন সমন্বিতঃ॥ ৩৯॥ অগস্ত্যোঽপি সমাসাদ্য তস্মাত্তং দক্ষিণং দ্বিজাঃ। ত্বয়ৈবং সংস্থিতেনৈব স্থাতব্যমিত্যুবাচ তম্॥ ৪০॥ যাবদাগমনং মহ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। নো চেচ্ছাপং প্রদাস্যামি যেন যাস্যসি সংক্ষয়ম্॥ ৪১॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় শাপাদ্ভীতো নগোত্তমঃ। ন জগাম পুনর্বৃদ্ধিং তস্যাগমনবাঞ্ছয়া॥ ৪২॥ সোঽপি তেনৈব মার্গেণ নিবৃত্তিং ন করোতি চ। যাবদদ্যাপি বিপ্রেন্দ্রা দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ॥ ৪৩॥ অথ তত্রৈব চানীয় লোপামুদ্রাং মুনীশ্বরঃ। সমাহূয় সহস্রাংশুং ততঃ প্রোবাচ সাদরম্॥ ৪৪॥ তব বাক্যান্ময়া ত্যক্তঃ স্বাশ্রমস্তীক্ষ্ণদীধিতে। তবার্থে চ ন গন্তব্যং ভূয়স্তত্র কথঞ্চন॥ ৪৫॥ তস্মান্মদ্বচনাদ্ভানো চতুর্দ্দশ্যাং মধৌ সিতে।

মুনে! আমি ভাস্কর; আমি আপনাকে সর্ব্বকার্য্যক্ষম জানিয়া বিপ্রবেশে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি পূর্ব্বে সুরগণের উপকারার্থ পয়োনিধি পান, এবং দ্বিজকণ্টক বাতাপি দৈত্যকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। হে মুনিসত্তম! আমারও প্রতি কৃপা করিয়া আপনি আমার গতিবিধান করুন। আমি দেব ও অপরাপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনারই স্মরণ লইয়াছি। সূত বলিলেন,—মুনিসত্তম ভানুর এই বাক্য শ্রবণ করয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সাদরে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—আপনার আগমনে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি, অতএব বলুন,—আমি আপনার কি করিব? ভাস্কর বলিলেন,—হে দেব! বিন্ধ্যাচল সুমেরু পর্ব্বতের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া আমার গতিরোধ করিয়াছে; সামাদি যে কোন উপায়ে আপনি ইহাকে এই কার্য্য হইতে নিবারণ করিয়া দিন। যাহাতে আমার গতিভেদ হইয়া কাল-বিপর্য্যয় না ঘটে, আপনি তাহা করুন। অগস্ত্য বলিলেন,—আমি কুলাচলকে বর্দ্ধিত হইতে নিষেধ করিয়া দিব, আপনি এখন স্বস্থানে গমন করিয়া সুখী হউন। অনন্তর ভাস্কর মুনির নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে গমন করিলেন। মহামুনি অগস্ত্যও এদিকে দ্রুতগমনে বিন্ধ্যসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে পর্ব্বতসত্তম! তুমি আমার বাক্যে শীঘ্র নত হও, আমি অদ্য দাক্ষিণাত্য তীর্থ সকলে স্নান করিব, মনে করিয়াছি; কিন্তু ইহাতো তোমারই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত।২২-৩৮। তখন বিন্ধ্য বিনীতভাবে নত হইল। মহামুনি অগস্ত্য উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণদিক্ প্রাপ্ত হইলেন এবং বিন্ধ্যকে বলিলেন,—আমি যে পর্য্যন্ত না প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, সেই পর্য্যন্ত তুমি এই ভাবে অবস্থান কর; ইহার যেন অন্যথা না হয়। ইহার অন্যথা করিলে শাপ দিব—যাহার ফলে তুমি ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। বিন্ধ্য শাপভয়ে "তথাস্তু" বলিয়া পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া মুনির আশাপথ চাহিয়া তদবস্থায় রহিলেন। কিন্তু মুনি আর এ পথে প্রত্যাগমন করিলেন না, অদ্যাপি তিনি দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিয়া আছেন। অনন্তর মুনি স্বীয় পত্নী লোপামুদ্রাকে ঐ স্থানে লইয়া গেলেন। একদা তিনি ভানুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে তীক্ষ্ণদীধিতে! আমি আপনার উপকারার্থ স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর ঐ পথে কখন যাইব না, কিন্তু আপনাকে আমার একটী কার্য্য করিতে হইবে—আমি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে ঐস্থানে এক লিঙ্গস্থাপন করিব; আপনি

যন্ময়া স্থাপিতং তত্র লিঙ্গং পূজ্যং হি তত্ত্বয়া ॥ ৪৬॥ ভাস্কর উবাচ। এবং মুনে করিষ্যামি তব বাক্যাদসংশয়ম্। পূজয়িষ্যামি তল্লিঙ্গং বর্ষান্তে স্বয়মেব হি॥ ৪৭॥ যোঽন্যো হি তদ্দিনে লিঙ্গং পূজয়িষ্যতি মানবঃ। মম লোকং সমাসাদ্য স ভবিষ্যতি মুক্তিভাক্॥ ৪৮॥ সূত উবাচ। এতস্মাৎ কারণাত্তত্র ভগবাংস্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সান্নিধ্যং কুরুতে সদা॥ ৪৯॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। ভূয়ো বদত বৈ কশ্চিৎ সন্দেহশ্চেদ্ধৃদি স্থিতঃ॥ ৫০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অগস্ত্যাশ্রমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং তং মুনিং প্রতি সূতজ। ত্বয়া পুরা সুরার্থায় প্রপীতঃ পয়সাং নিধিঃ॥ ১॥ তদ্বং সূতজ নো ব্রূহি বিস্তরেণ মহামতে। যথা তেন পুরা পীতো মুনিনা পয়সাং নিধিঃ॥ ২॥ সূত উবাচ। কালেয়া হাত বিখ্যাতাঃ পুরা দানবসত্তমাঃ। সম্ভূতাঃ সর্ব্বদেবানাং বীর্য্যোৎসাহপ্রণাশকাঃ॥ ৩॥ ততস্তৈঃ পীড়িতং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। ত্রৈলোক্যং শক্তিযোগেন প্রোক্তো দেবো মহেশ্বরঃ॥ ৪॥ একদীশান দৈতেয়ৈস্ত্রৈলোক্যং পরিপীড়িতম্। কালিকেয়ৈর্মহাবীর্য্যৈস্তস্মাৎ কার্য্যো মহাহবঃ। অদ্যৈব তৈঃ সমং দেব সমাসাদ্য ধরাতলম্॥ ৫॥ ততো বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সহস্রাক্ষঃ সুরৈঃ সহ। শিতশস্ত্রধরাঃ সর্ব্বে সম্প্রাপ্তা ধরণীতলম্॥ ৬॥ অথ তে দানবাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা দেবান্ সমাগতান্। যুদ্ধার্থং সহসা জগ্মুঃ সম্মুখাঃ কোপসংযুতাঃ॥ ৭॥ ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং দেবানাং দানবৈঃ সহ। ত্রৈলোক্যং কম্পিতং যেন সমস্তং ভয়বিহ্বলম্॥ ৮॥ অথ কালপ্রভো নাম দানবো বলগর্ব্বিতঃ। স শক্রং পুরতো দৃষ্ট্বা বজ্রোচ্ছ্রিতকরং স্থিতম্। প্রোবাচ প্রহসন্ বাক্যং মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ॥ ৯॥ মুঞ্চ বজ্রং সহস্রাক্ষ পশ্যামি তব পৌরুষম্। চিরাৎ প্রাপ্তোঽসি মে দৃষ্টিং দিষ্ট্যা ত্বং ত্রিদিবেশ্বরঃ॥ ১০॥ ততশ্চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধস্তস্য বজ্রং শতক্রতুঃ। সোঽপি তল্লীলয়া ধৃত্বা জগৃহে সব্যপাণিনা॥ ১১॥ ততঃ শক্রং সমুদ্দিশ্য গদাং গুর্ব্বীং মুমোচ সঃ। সর্ব্বায়সময়ীং রৌদ্রাং যম-

ঐ লিঙ্গের পূজা করিবেন। ভাস্কর বলিলেন,—হে মুনে! আমি আপনার বাক্যানুসারে প্রতি বর্ষান্তে লিঙ্গের পূজা করিব, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না। যে মানব ঐ দিনে তত্রত্য লিঙ্গের পূজা করিবে, সে মদীয় লোক প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিভাক্ হইবে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! এই জন্য চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে ঐ স্থানে আগমন করিয়া সূর্য্যদেব লিঙ্গ পূজা করেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আমি আপনাদের প্রশ্নমত সমস্ত বলিলাম, ইহাতে যদি কিছু আপনাদের সন্দেহ থাকে, তাহা বলুন। ৩৯—৫০।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে বলিলেন,—মহামুনি অগস্ত্য দেবগণের উপকারার্থ পয়োনিধি পান করিয়াছিলেন, তা তিনি কিরূপে পান করিয়াছিলেন? ইহা আপনি আমাদের নিকট বিস্তৃতভাবে বলুন? সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে কালেয় নামক দৈত্যগণ দেবগণকে নিপীড়িত করত সচরাচর ত্রৈলোক্য উৎসাহিত করে, তদ্দর্শনে ভগবান্ কমলাক্ষ মহেশ্বরকে বলেন,—হে দেব! কালকেয় দৈত্যগণ ত্রিভুবন উৎপীড়িত করিতেছে, অদ্যই ধরাতলে গমন করিয়া তাহাদের দমনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। অনন্তর বিষ্ণু, রুদ্র ও সহস্রাক্ষ ইহাঁরা সকলে শাণিত শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধরাতলাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এদিকে দৈত্যগণ তাহা শ্রবণপূর্ব্বক সজ্জিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। অমনি উভয় দলে তুমুল সমর সঙ্ঘটিত হইল। ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল; সকলেই ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িল; অনন্তর কামপ্রভ নামক বলগর্ব্বিত দানব সম্মুখভাগে শক্রকে বজ্রোদ্যতকর অবলোকনপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর-ঘোষে তাহাকে বলিল,—হে শক্র! বজ্র মোচন কর, দেখি,—তোমার কেমন পৌরুষ। হে ত্রিদিবেশ্বর! ভাগ্যবশতই তুমি বহু কাল পরে আমার দৃষ্টিগোচরে পতিত হইয়াছ। দৈত্যের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ইন্দ্র তখন বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যও তাহা অবলীলাক্রমে বাম-

জিহ্বামিবাপরাম্ ॥ ১২ ॥ তয়া হতঃ সহস্রাক্ষো বিসংজ্ঞো রুধিরাপ্লুতঃ। ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিত্য সন্নিবিষ্টো রথোপরি ॥ ১৩ ॥ অথ তং মাতলির্দৃষ্ট্বা বিসংজ্ঞং বলঘাতিনম্। প্রাঙ্মুখঞ্চ রথং চক্রে সংস্মরন্ সারথের্নয়ম্ ॥ ১৪ ॥ ততঃ পরাঙ্মুখীভূতে রথে শক্রস্য সঙ্গরে। দুদ্রুবুর্ভয়সন্ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫ ॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ। ব্রীড়াং বিহায় বিধ্বস্তাঃ পৃষ্ঠদেশে শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬ ॥ অথ ভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা দানবৈর্মধুসূদনঃ। আরুহ্য গরুড়ং তূর্ণং কালপ্রভমুপাদ্রবৎ ॥ ১৭ ॥ ততস্তে দানবাঃ সর্ব্বে পরিবার্য্য শিতৈঃ শরৈঃ। সমাগাচ্ছাদয়ামাসুর্গর্জ্জমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৮ ॥ স তৈরাচ্ছাদিতো বিষ্ণুঃ শুশুভে চ সমন্ততঃ। সম্যক্ পুলকিতাঙ্গশ্চ রক্তাচল ইবাপরঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ শার্ঙ্গবিনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ। ছেদয়িত্বেষুজালানি দৈতেয়ানিজঘান সঃ ॥ ২০ ॥ ততো দৈত্যগণাঃ সর্ব্বে হন্যমানা মুরারিণা। ত্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্ত মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যঃ কালখঞ্জ ইতি স্মৃতঃ। স কোপবশমাপন্নো বাসুদেবমুপাদ্রবৎ ॥ ২২ ॥ স হত্বা পঞ্চভির্বাণৈর্বাসুদেবং শিলাশিতৈঃ। জঘান গরুড়ং ক্রুদ্ধো দশভির্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ সুদর্শনং চক্রং তস্য দৈত্যস্য মাধবঃ। প্রমুমোচ বধার্থায় জ্বালামালাসমাবৃতম্ ॥ ২৪ ॥ সোঽপি তচ্চক্রমালোক্য বাসুদেবকরাচ্চ্যুতম্। আগচ্ছন্তং প্রসার্য্যাস্যং গ্রস্তং তৎ সম্মুখো যযৌ ॥ ২৫ ॥ অগ্রসচ্চ মহাদৈত্যস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। বাসুদেবং সমুদ্দিশ্য ততশ্চিক্ষেপ সায়কান্ ॥ ২৫ ॥ ততশ্চক্রী স দৈত্যেন গ্রস্তচক্রেণ তাড়িতঃ। সুপর্ণেন সমাযুক্তো জগাম বিষমাং ব্যথাম্ ॥ ২৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ। দৃষ্ট্বা হরিং তথাভূতং শক্রং চাপি পরাঙ্মুখম্ ॥ ২৮ ॥ ততঃ শূলপ্রহারেণ তং নিহত্য দনোঃ সুতম্। শরৈঃ পিনাকনির্ম্মুক্তৈর্জঘানোচ্চৈস্তথা পরান্ ॥ ২৯ ॥ কালপ্রভং প্রকালঞ্চ কালাস্যং কালবিগ্রহম্। জঘান ভগবাঞ্ছম্ভুস্তথান্যানপি নায়কান্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ প্রধানাস্তে সর্ব্বে দানবা অপি দারুণাঃ। পলায়নপরা জাতা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে ॥ ৩১ ॥ ততঃ শক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ লব্ধসংজ্ঞৌ ধৃতায়ুধৌ। শ্লাঘয়ন্তে মহাদেবং সংস্থিতৌ রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে

করে ধারণ করিল এবং পরক্ষণেই সে যমজিহ্বার ন্যায় তরঙ্গয়ী আয়সী গুর্ব্বী গদা গ্রহণপূর্ব্বক তদুদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। শক্র গদাঘাতে রুধিরপ্লুত ও সংজ্ঞারহিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করত রথোপরি বসিয়া পড়িলেন। মাতলি তদ্দর্শনে সারথি-নয়ানুসারে তৎক্ষণাৎ রথকে পরাঙ্মুখ করিয়া ফিরাইয়া লইল। ঐ সময় শক্ররথ পরাঙ্মুখ দেখিয়া দেবসৈন্য সভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব ও মরুদ্গণ ইহাদের পৃষ্ঠদেশে শত শত শিত শর পতিত হইতে থাকিলেও তাঁহারা নির্লজ্জভাবে পলায়নপর হইলেন। এই সময় দেবসৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মধুসূদন গরুড়োপরি আরোহণ করত দানবদলের প্রতি কালান্তকের ন্যায় ধাবিত হইলেন। তখন দানব সৈন্য গর্জ্জন করিতে করিতে অতুল বিক্রমে মুহুর্মুহু শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ভগবান্ বিষ্ণু দানবপরিবৃত হইয়া রক্তাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শার্ঙ্গবিনির্মুক্ত স্বর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা দৈত্যগণকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সিংহার্দ্দিত মৃগের ন্যায় দৈত্যগণ মুরারি কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া কাহাকেও শরণ লাভ করিতে পারিল না। এই সময় কালখঞ্জ নামক জনৈক দৈত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাসুদেবের প্রতি ধাবিত হইল। সে শিলাশিত পঞ্চবাণ দ্বারা বাসুদেবকে এবং নতপর্ব্ব দশ বাণ দ্বারা গরুড়কে প্রহার করিল। ১—২৩। অনন্তর মাধব তাহার প্রতি জ্বালামালাসমাকুল সুদর্শন চক্র মোচন করিলেন। দৈত্য সুদর্শনকে আপতিত দেখিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং 'থাক্ থাক্' বলিয়া বাসুদেবের প্রতি বাণ মোচন করিল। চক্রী দৈত্যকর্ত্তৃক চক্র গ্রস্ত হইল দেখিয়া গরুড়ের সহিত বিষম ব্যাথা প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে ত্রিপুরান্তকারী শূলী ক্রুদ্ধ হইয়া শূলপ্রহারে ঐ দৈত্যকে পঞ্চত্ব পাওয়াইয়া পিনাকনির্ম্মুক্ত শরসমূহ দ্বারা কালপ্রভ, প্রকাল, কালাস্য ও কালবিগ্রহ প্রভৃতি দৈত্যনায়কদিগকে নিহত করিলেন। অনন্তর অপরাপর প্রধান প্রধান দানব শক্রজয়ে নিরুৎসাহ হইয়া পলায়ন করিল। ইত্যবসরে শক্র ও বিষ্ণু সংজ্ঞালাভ করিয়া আয়ুধ ধারণ করত রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। ঐ সময়

ভগবান্ সমুদীক্ষ্য দনোঃ সুতান। জঘ্নুঃ শরশতৈঃ শস্ত্রৈঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৩৩ ॥ অথ তে হতভূয়িষ্ঠা দানবা বলবত্তরাঃ। হন্যমানাঃ শিতৈ-র্ব্বাণৈস্ত্রিদশৈর্জিতকাশিভিঃ ॥ ৩৪ ॥ অগম্যং মনসা তেষাং প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্। শস্ত্রৈশ্চ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গা হতনাথাঃ সুদুঃখিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে॥ অগস্ত্যকৃতসমুদ্রশোষণবৃত্তান্ত-দেবাসুরসংগ্রামবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশো-হধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তেষু প্রভগ্নেষু হতেষু চ সুরোত্তমাঃ। প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে স্তুত্বা দেবং মহে-শ্বরম্ ॥ ১ ॥ তেনৈব চাথ নির্মুক্তাঃ প্রণম্য চ মুহু-র্মুহুঃ। স্বং স্বং স্থানমথাজগ্মুঃ শক্রবিষ্ণুপুরঃসরাঃ ॥ ২ ॥ তেহপি দানবশার্দ্দুলা হতাশাশ্চ সুরোত্তমৈঃ। মন্ত্রং প্রচক্রিরে সর্ব্বে নাশায় ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৩ ॥ তেষাং মন্ত্রয়তামেষ নিশ্চয়ঃ সমপদ্যত। নান্যত্র ধর্ম্মবিধ্বংসাদ্দেবানাং জায়তে ক্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥ তস্মাত্তপ-স্বিনো যে চ যে চ যজ্ঞপরায়ণাঃ। তথান্যে নিরতা ধর্ম্মে নিহন্তব্যা নিশাগমে ॥ ৫ ॥ এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা নিষ্ক্রম্য বরুণালয়াৎ। রাত্রৌ সদৈব নিঘ্নন্তি জনান ধর্ম্মপরায়ণান্ ॥ ৬ ॥ যত্র যত্র ভবেদ্যজ্ঞঃ সত্রং বাপ্যুৎসবোহথবা। তত্র গত্বা নিশাযোগে প্রকুর্ব্বন্তি জনক্ষয়ম্ ॥ ৭ ॥ তৈঃ প্রভূতা মখা ধ্বস্তা দীক্ষিতা বিনিপাতিতাঃ। ঋত্বিজশ্চ তথান্যেহপি সামান্যা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ আশ্রমে মুনিমুখ্যস্য শাণ্ডিল্যস্য মহা-ত্মনঃ। সহস্রং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং ভক্ষিতং তৈর্দুরাত্মভিঃ ॥ ৯ ॥ শতানি চ সহস্রাণি নিহতানি দ্বিজন্মনাম্। বিশ্বামিত্রস্য পঞ্চৈব সপ্তাত্রেশ্চৈব ধীমতঃ ॥ ১০ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সমস্তং ধরণীতলম্। নষ্ট-যজ্ঞোৎসবং জাতং কালেয়ভয়পীড়িতম্ ॥ ১১ ॥ ন কশ্চিচ্ছয়নং রাত্রৌ প্রকরোতি মহীতলে। ধৃতায়ুধা জনাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি সহ তাপসৈঃ ॥ ১২ ॥ রাত্রৌ স্বপন্তি যে কেচিদ্বিশ্বস্তা ধর্ম্মভাজনাঃ। তেষামস্থীনি দৃশ্যন্তে প্রাতরেব হি কেবলম্ ॥ ১২ ॥ অথ দেব-গণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞভাগবিনাকৃতাঃ। প্রজগ্মুঃ পরমা-মার্ত্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ ॥ ১৪ ॥ ততো গত্বা সমুদ্রান্তং বধায় সুরবিদ্বিষাম্। ন শেকুর্বিষমস্থাং-স্তান্মনসাপি প্রধর্ষিতুম্ ॥ ১৫ ॥ ততঃ সমুদ্রনাশায় মন্ত্রং চক্রুঃ সুদুঃখিতাঃ। তস্মিন্নষ্টে ভবন্ত্যেব বধ্যা দানবসত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥ অগস্ত্যেন বিনা নৈষ শোষং

দৈত্যগণ হত-নায়ক হইয়া রণে ভঙ্গ দিলে সবাসব দেবগণ শত শত শর দ্বারা তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ তখন দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত, ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ, হতনাথ ও সুদুঃখিত হইয়া মনেরও অগম্য বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। ২৪—৩৫।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! দৈত্যগণ এই-রূপে রণে ভঙ্গ দিলে শক্র ও বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে মহেশ্বরের স্তব ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে দানবগণও সুরগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত পুনরায় চেষ্টা করিতে লাগিল। দানবগণ মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিল যে, ধর্ম্ম-বিধ্বংস করিতে না পারিলে দেবগণের ক্ষয় হইবে না; অতএব, তপস্বী, যজ্ঞপরায়ণ ও ধর্ম্মরত ব্যক্তি-গণকে অগ্রে নিহত করিতে হইবে। তাহারা এই-রূপ নিশ্চয় করিয়া বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাত্রিকালে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে নিহত করিতে লাগিল। যেখানে যেখানে যজ্ঞ বা উৎসব হইবে শুনিতে লাগিল, সেই সেই স্থানে রাত্রিযোগে গমন করিয়া তাহারা জনক্ষয় করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা প্রভূত মখ-দীক্ষিত ব্যক্তি ও ঋত্বিকগণকে নিপাতিত করিল। ঐ দুরাত্মগণ মহাত্মা শাণ্ডিল্যের আশ্রমে সহস্র ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ, আর লক্ষ ব্রাহ্মণকে নিহত করে। এইরূপে বিশ্বা-মিত্রের পাঁচজন ও অত্রির আশ্রমে সাতজন ব্রাহ্মণকে নিহত করে। এইরূপে কালেয়গণের ভয়ে পীড়িত হইয়া ধরণীতল নষ্টযজ্ঞোৎসব হইয়া পড়ে। ঐ সময় রাত্রি কালে কেহ আর শয়ন করিত না; তাপস-গণের সহিত আয়ুধধারী জন সকল সর্ব্বদা বিচরণ করিত; যে সকল ধার্ম্মিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি রাত্রিকালে শয়ন করিতেন, প্রাতঃকালে কেবল তাঁহাদের অস্থি গুলি দেখা যাইত। এই সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ যজ্ঞভাগ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইলেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া দৈত্যগণের বধের

যস্তুতি সাগরঃ। তস্মাৎ সম্প্রার্থয়ামোঽত্র কৃত্যে গত্বা মুনীশ্বরম্। ১৭ ॥ চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে স তিষ্ঠতি চ সন্মুনিঃ। তস্মাত্তত্রৈব গচ্ছামো যেন গচ্ছতি সত্বরম্॥ ১৮॥ এবং নিশ্চিত্য তে সর্ব্বে ত্রিদশাস্তস্য চাশ্রমম্। সম্প্রাপ্তা মুনিমুখস্য মিত্রাবরুণজন্মনঃ॥ ১৯ ॥ সোঽপি সর্ব্বান্ সমালোক্য সম্প্রাপ্তান্ সুরসত্তমান্। প্রহৃষ্টঃ সম্মুখস্তূর্ণং জগামাতীব সন্মুনিঃ॥ ২০॥ প্রোবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যং হর্ষগদ্গদয়া গিরা। ব্রহ্মাদীংস্তান সুরান দৃষ্ট্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥ ২১॥ চমৎকারপুরং ক্ষেত্রমেতন্মেধ্যমপি স্থিতম্। ভূয়ো মেধ্যতরং জাতং যুষ্মাকং হি সমাশ্রয়াৎ॥ ২২॥ তস্মাদ্বদত যৎকৃত্যং ময়া সংসিধ্যতেঽধুনা। তৎসর্ব্বং প্রকরিষ্যামি যদ্যপি স্যাৎসুদুষ্করম্॥ ২৩॥ দেবা উচুঃ। কালেয়া ইতি দৈত্যা যে হতশেষাঃ সুরৈঃ কৃতাঃ। তে সমুদ্রং সমাশ্রিত্য নিঘ্নন্তি শুভকারিণঃ॥ ২৪ ॥ শুভে নাশমনুপ্রাপ্তে ধ্রুবং নাশো দিবৌকসাম্। তস্মাত্তেষাং বধার্থায় ত্বং শোষয় মহার্ণবম্॥ ২৫॥ যেন তে গোচরং প্রাপ্তা দৃষ্টৈর্দানবসত্তমাঃ। বধ্যন্তে বিবুধৈঃ সর্ব্বে জায়ন্তে চ মখা ইহ॥ ২৬॥ অগস্ত্য উবাচ। অহং সংবৎসরস্যান্তে শোষয়িষ্যামি সাগরম্। বিদ্যাবলং সমাশ্রিত্য যোগিনীনাং সুরোত্তমাঃ॥ ২৭॥ তস্মাদ্‌ব্রজত হর্ম্ম্যাণি যূয়ং যান্তি হি বৎসরম্। যাবত্তুয়োঽপি বর্ষান্তে কার্য্যমাগমনং ধ্রুবম্॥২৮॥ ততো ময়া সমং গত্বা শোষিতে বরুণালয়ে। হন্তব্যা দানবা দুষ্টা হন্ত যৈঃ পীড্যতে জগৎ॥ ২৯॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে গতাঃ স্বে স্বে নিকেতনে। অগস্ত্যোঽপি সমুদ্রযোগং চক্রে বিদ্যাসমুদ্ভবম্॥ ৩০॥ ততঃ সর্ব্বাণি পীঠানি যানি সন্তি ধরাতলে। তানি তত্রানয়ামাস মন্ত্রশক্ত্যা মহামুনিঃ॥ ৩১॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তেষু সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। যোগিনীনাঞ্চ বৃন্দানি কন্যকানাং বিশেষতঃ॥ ৩২॥ বিদ্যাং বিশোষিণীং নাম সমারাধয়ত দ্বিজঃ। পূজয়িত্বা দিশাং পালান্ ক্ষেত্রপালানপি দ্বিজঃ। আকাশচারিণীং চৈব দেবতাং শ্রদ্ধয়া দ্বিজঃ॥ ৩৩॥ ততঃ সংবৎসরস্যান্তে প্রসন্না তস্য দেবতা। প্রোবাচ বদ যৎকৃত্যং সিদ্ধাহং তব সন্মুনে॥ ৩৪॥ অগস্ত্য উবাচ। যদি দেবি প্রসন্না মে তদাস্তং বিশ সত্বরম্।

নিমিত্ত সমুদ্রমধ্যে গমনপূর্ব্বক বিষমস্থ দৈত্যদিগের ধর্ষণা করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা সমুদ্রনাশের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণায় স্থির করিলেন যে, অগস্ত্য ব্যতিরেকে সমুদ্র শোষ প্রাপ্ত হইবে না; অতএব আমরা চমৎকারপুর ক্ষেত্রে গমন করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অতীব হর্ষ প্রকাশ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ব্রহ্মাদি দেবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক গদ্গদবাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—এই চমৎকার ক্ষেত্র পবিত্র হইলেও, অদ্য আপনাদের আগমনে আরও অধিক পবিত্র হইল। হে দেবগণ! বলুন,—আমি আপনাদের কোন্ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিব? দেবগণ বলিলেন,—হতাবশিষ্ট কালেয় দৈত্যগণ সমুদ্রে অবস্থান করিয়া শুভকারী ব্যক্তিগণকে নিহত করিতেছে, শুভ যাগ-যজ্ঞাদি বিনষ্ট হইলে দেবগণেরও বিনাশ নিশ্চিত। এই জন্যই আপনাকে বলিতেছি, আপনি অর্ণবকে শোষিত করুন। এরূপ করিলে তাহারা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইবে, ইহাতে তাহারা আমাদের বধ্য হইবে। তাহাদের বধসাধন হইলে পুনরায় যজ্ঞ সকল প্রবর্ত্তিত হইবে। অগস্ত্য বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! আমি যোগিনীগণের বিদ্যাবল অবলম্বন করিয়া সংবৎসরের অন্তে সাগর শোষণ করিব। অতএব আপনারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, বৎসর গত হউক, বর্ষান্তে আপনাদের কার্য্যসিদ্ধ হইবে। ঐ সময় আমি সাগর পান করিলে আপনারা আমার সহিত গমন করিয়া জগৎপীড়ক দুষ্ট দানবগণকে নিপীড়িত করিবেন। ১—২৯। এইরূপ মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন; এদিকে মহামুনি অগস্ত্যও সমুদ্রশোষণ বিষয়ক উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ধরাতলের যাবতীয় পীঠ মন্ত্রশক্তি দ্বারা ঐ স্থানে আনয়ন করিলেন। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে তিনি আনীত পীঠের যোগিনীবৃন্দ ও কন্যকাগণের ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া বিশোষিণী বিদ্যার আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি দিক্‌পাল, ক্ষেত্রপাল ও আকাশচারিণী দেবতার শ্রদ্ধায় সহিত পূজা করিলে সংবৎসরান্তে দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—আপনার কি করিতে হইবে বলুন, আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অগস্ত্য বলিলেন,—হে দেবি! আপনারা যদি

যেন সংশোষয়াম্যাশু সমুদ্রং দেবি বাগ্‌যতঃ ॥ ৩৫ ॥ সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় প্রবিষ্টা তস্য তং মুখে। সংশোষণী মহাবিদ্যা তস্করৈর্ভাবিতাত্মনঃ ॥৩৬॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। ধৃতায়ুধকরা হৃষ্টাঃ সন্নদ্ধা যুদ্ধহেতবে ॥ ৩৭ ॥ ততঃ সম্প্রস্থিতো বিপ্রো দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সমাহিতঃ। বারিরাশিং সমুদ্দিশ্য সংশুষ্কবদনস্তদা ॥ ৩৮ ॥ অথ গত্বা সমুদ্রান্তং স্তূয়মানো দিবালয়ৈঃ। পিপাসাকুলিতো গাঢ়ং তীব সর্ব্বান্ দেবানুবাচ হ ॥ ৩৯ ॥ এষোঽহং সাগরং সদ্যঃ শোষয়িষ্যামি সাম্প্রতম্। যূয়ং ভবত সোদ্যোগা বধায় সুরবিদ্বিষাম্ ॥ ৪০ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা মুনিঃ সোঽথ মৎস্যকচ্ছপসঙ্কুলম্। হেলয়া প্রপপৌ কৃৎস্নং গ্রাহৈঃ কীর্ণং মহার্ণবম্ ॥ ৪১ ॥ ততঃ স্থলোপমে জাতে তে দৈত্যাঃ সুরসত্তমৈঃ। বধ্যন্তে নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ সমন্তাদ্বিজিগীষুভিঃ ॥ ৪২ ॥ অথ কৃত্বা মহদ্‌যুদ্ধং যথাশক্ত্যাতিদারুণম্। হতভূয়িষ্ঠশেষা যে ভিত্ত্বা ভূমিং গতা অধঃ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ প্রোচুঃ সুরাঃ সর্ব্বে স্তুত্বা তং মুনিসত্তমম্। পরিত্যজ্য জলং ভূয়ঃ পূরণাগং মহোদধেঃ ॥ ৪৪ ॥ নৈষা বসুমতী বিপ্র সমুদ্রেণ বিনা কৃতা। রাজতে বস্ত্রসন্ত্যক্তা যথা নারী বিভূষিতা ॥ ৪৫ ॥ অগস্ত্য উবাচ। যা ময়াধারিতা বিদ্যা বর্ষং যাবৎ প্রশোষণী। তয়া পীতমিদং তোয়ং পরিণামগতং তথা ॥ ৪৬ ॥ এষ যাস্যতি বৈ পূর্ত্তিং ভূয়োঽপি বরুণালয়ঃ। খাতশ্চাগাধতাং প্রাপ্তো গঙ্গাতোয়ৈঃ সুনির্ম্মলৈঃ ॥ ৪৭ ॥ সগরোনাম ভূপালো ভবিষ্যতি মহীতলে। তৎপুত্রাঃ ষষ্টিসাহস্রাঃ খনিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ তদ্বংশে বান্‌ধীবান্ রাজা ভবিষ্যতি ভগীরথঃ। স জ্ঞাতিকারণাদ্গঙ্গাং ব্রহ্মাণ্ডাদানয়িষ্যতি ॥ ৪৯ ॥ প্রবাহেণ ততস্তস্যাঃ সমস্তাদম্ভসাং নিধিঃ। ভবিষ্যতি সুসম্পূর্ণঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৫০ ॥ দেবা ঊচুঃ। দেবকৃত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ভবতা হ্যুপপাদিতম্। তস্মাৎ প্রার্থয় চিত্তস্থং বরং সর্ব্বং মুনীশ্বর ॥ ৫১ ॥ অগস্ত্য উবাচ। চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে ময়া পীঠান্যশেষতঃ। আনীতানি প্রভাবেণ মন্ত্রাণাং সুরসত্তমাঃ ॥ ৫২ ॥ তস্মাত্তেষাং সদা বাসস্তত্রৈবাস্তু প্রভাবতঃ। সর্ব্বাসাং যোগিনীনাং

আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা হইলে আমার মুখে প্রবেশ করুন।—যেন আমি তাহাতে সমুদ্র শোষণ করিতে পারি। মুনি এই কথা বলিলে দেবী তাঁহার মুখে প্রবেশ করিলেন। এই সময় সবাসব দেবগণ আয়ুধ ধারণ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধহেতু সন্নদ্ধ হইয়া আগমন করিলেন। তাঁহারা মুনিসদনে আগমন করত তাঁহার সহিত সাগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে মুনির বদন শুষ্ক হইল। তিনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—এই আমি এখনি সাগর শোষণ করিতেছি, আপনারা দানববধের জন্য প্রস্তুত হউন। সূত বলিলেন,—মুনি দেবগণকে ঐ কথা বলিয়া মৎস্য-কচ্ছপ-সঙ্কুল সমগ্র সাগর অবলীলাক্রমে পান করিয়া ফেলিলেন। সমুদ্র স্থলের ন্যায় হইয়া গেল। ঐ সময় জিগীষু দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া দৈত্য দিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দানবগণ দেবগণের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া কালকবলিত হইল; যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহারা ভূমিভেদ করিয়া অধস্তলে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। তখন সুরগণ স্তব করিয়া বলিলেন,—হে মুনে! আপনি পীতজল পুনরায় পরিত্যাগ করিয়া মহোদধিপূরণ করুন।৩০-৪৪। হে দেব! সমুদ্র ব্যতিরেকে বসুমতী বস্ত্রহীনা বিভূষিতা নারীর ন্যায় শোভা পায় না। অগস্ত্য বলিলেন,—আমি বর্ষকাল ব্যাপিয়া যে প্রশোষণীবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার প্রভাবে এই পীত জল সমুদয় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুনির্ম্মল গঙ্গাজল যখন এই সমুদ্র মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে, তখন এই সাগর ঐ জল-প্রবাহে খাত ও অগাধতা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জলপূর্ণ হইবে। মহীতলে সগর নামে এক ভূপাল জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র পৃথিবী খনন করিবেন। পরে ঐ রাজা সগরের বংশে ভগীরথ নামে এক রাজা হইবেন। তিনি জ্ঞাতিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড হইতে গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করিবেন। তাঁহার প্রবাহে পয়োনিধি সম্পূর্ণ হইবেন। ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেবগণ বলিলেন,—হে মুনীশ্বর। আপনি দেবকার্য্য উদ্ধার করিলেন, অতএব আপনি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করুন। অগস্ত্য বলিলেন,—হে সুরবরগণ! আমি মন্ত্রপ্রভাবে চমৎকারপুরে যাবতীয় পীঠকে আনয়ন করিয়াছি, আপনাদের প্রভাবে ঐ পীঠস্থ যোগিনী ও মাতৃকাগণ ঐ স্থানে বাস করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা

চ মাতৃণাং চ বিশেষতঃ ॥ ৫৩ ॥ অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং তানি যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পূজয়িষ্যতি তস্য স্যাৎসমস্তং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৫৪ ॥ দেবা উচুঃ। যস্মাচ্চিত্রাণি পীঠানি ত্বয়ানীতানি তত্র হি। তস্মাচ্চিত্রেশ্বরং নাম পীঠমেকং ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ যো যং কামমভিধ্যায় তত্র পূজাং করিষ্যতি। যোগিনীনাঞ্চ বিদ্যানাং মাতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫৬ ॥ তংতং কামং নরঃ শীঘ্রং সম্প্রাপ্স্যতি মহামুনে। অস্মাকং বরদানেন যদ্যপি স্যাৎসুপাপকৃৎ ॥ ৫৭ ॥ এবমুক্তা সুরাঃ সর্ব্বে তমামন্ত্র্য মুনীশ্বরম্। গতাস্ত্রিবিষ্টপং হৃষ্টাঃ সোঽপ্যগস্ত্যঃ স্বমাশ্রমম্ ॥ ৫৮ ॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যথা স পয়সান্নিধিঃ অগস্ত্যেন পুরা পীতো দেবকার্য্যপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽগস্ত্যকৃতসমুদ্রশোষণশ্চিত্রেশ্বরপীঠবিরচণং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষটত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। চিত্রেশ্বরমিদং পীঠমগস্ত্যমুনিনির্ম্মিতম্। যৎপ্রমাণং যৎপ্রভাবং তদস্মাকং প্রকীর্ত্তয় ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। তস্য পীঠস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং নো শক্যতে দ্বিজাঃ। সহস্রেণাপি বর্ষাণাং মুখানামযুতৈরপি ॥ ২ ॥ তত্র সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। অনুধ্যানসমাযুক্তা যোগিনঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ৩ ॥ অন্যপীঠেষু যা সিদ্ধির্বর্ষানুষ্ঠানতো ভবেৎ। দিনেনৈকেন তাং সিদ্ধিং লভন্তে যোগিনো ধ্রুবম্ ॥ ৪ ॥ যস্তত্রাথর্ব্বণান্মন্ত্রান্ জপেচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। তেষামর্থোদ্ভবং কৃৎস্নং ফলং প্রাপ্নোতি স ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥ পুত্রকামো নরস্তত্র পুংলিঙ্গান্ যো জপেন্নরঃ। স লভেতেপ্সিতান্ পুত্রান যদ্যপি স্যাজ্জরান্বিতঃ ॥ ৬ ॥ গর্ভোপনিষদং তত্র পুত্রকামো জপেন্নরঃ। অপি বন্ধ্যাপ্রসঙ্গেন স্যাৎ স পুত্রসমন্বিতঃ ॥ ৭ ॥ শত্রুলোকবিনাশায় যো জপেচ্ছতরুদ্রিয়ম্। তস্মিন্ পীঠেঽরয়স্তস্য সদ্যো গচ্ছন্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাদিরক্ষার্থং তত্র মানবঃ। যো জপেদ্বামদেব্যঞ্চ স স্যাদ্ধি নিরুপদ্রবঃ ॥ ৯ ॥ কোঽদাদিতি নরস্তত্র কন্যার্থং যো জপেদৃচম্। যাং কন্যাং ধ্যায়মানস্তু স তাং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১০ ॥ যো ভূপালপ্রসাদার্থমিমং

সহকারে অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে তাহাদের পূজা করিবে, সে অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ বলিলেন,—আপনি যখন চিত্র (অদ্ভুত) পীঠ সকল ঐ স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, তখন ঐ স্থানে চিত্রেশ্বর নামে এক পীঠ হইবে। হে মহামুনে! যে ব্যক্তি যাহা কামনা করিয়া ঐ স্থানে যোগিনী, বিদ্যা ও মাতৃগণের পূজা করিবে, সে তাহাই লাভ করিবে। ঐ ব্যক্তি যদি পাপী হয়, তথাপি সে আমাদের বরদানপ্রভাবে বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিবে। দেবগণ এইরূপে মুনিবরকে সম্মানিত করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন; মুনিবরও স্বীয় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদের নিকট মহামুনি অগস্ত্য দেবকার্য্যোদ্ধারের জন্য যেরূপে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। ৪৫—৫৯।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—মহামুনি অগস্ত্যনির্ম্মিত চিত্রেশ্বরপীঠের প্রমাণ ও প্রভাব আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অযুত মুখ হইলেও সহস্র বৎসরে কেহ ঐ পীঠমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সক্ষম নহে। তথাপি আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ করুন,—শংসিতব্রত শত শত সহস্র সহস্র যোগী ঐ স্থানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্য পীঠে শত বর্ষে যে সিদ্ধি লাভ হয়, এই স্থানে সেই সিদ্ধি যোগিগণ একদিনে লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া আথর্ব্বণ মন্ত্র জপ করে, সে ঐ সকল মন্ত্রার্থসম্ভূত অখিল সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। জরাজীর্ণ ব্যক্তিও যদি পুত্রার্থী হইয়া ঐ স্থানে পুংলিঙ্গ মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সে পুত্র লাভ করিয়া থাকে। নরগণ যদি ঐ স্থানে গর্ভোপনিষদ্ জপ করে, তাহা হইলে বন্ধ্যাসঙ্গেও পুত্রবান্ হইতে পারে। শত্রুবিনাশের নিমিত্ত যদি কেহ ঐ স্থানে শতরুদ্রিয় জপ করে, তাহা হইলে সদ্যই তাহার অরি-ক্ষয় হইয়া থাকে। যে মানব ভূতপ্রেতাদিভয় হইতে রক্ষা কামনা করিয়া ঐ স্থানে 'বামদেব্য' মন্ত্র জপ করে, সে নিশ্চয়ই নিরুপদ্রব হয়। ১—৯। যে মানব কন্যার্থী হইয়া "কোঽদাৎ" ইত্যাদি ঋক্ ঐ স্থানে জপ করে, সে নিঃসংশয় কন্যালাভ করিয়া থাকে। যে মানব রাজপ্রসাদ লাভের জন্য ঐ

দেবানিশং জপেৎ। নির্গলঃ প্রসাদঃ স্যাত্তস্য পার্থিবসম্ভবঃ ॥ ১১ ॥ স্বস্ত্রীস্নেহকৃতে যস্তু তং পত্নী-ভিরিতি দ্বিজাঃ। জপেত্তার্য্যা ভবেৎ সাধ্বী তস্য সা স্নেহবৎসলা ॥ ১২ ॥ যো লোকানুগ্রহার্থায় জপেদদিতিরিত্যপি। তস্য লোকানুরাগঃ স্যাৎ-সলাভশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৩ ॥ বিত্তার্থী যো জপেত্তত্র শ্রীসূক্তং মনুজো দ্বিজাঃ। সর্ব্বতস্তস্য বিত্তানি সমা-গচ্ছন্ত্যনেকশঃ ॥ ১৪ ॥ ভূমীতি যো জপেৎ সাম ভূম্যর্থং তত্র মানবঃ। স ভবেদ্ভূপতির্নূনং নীচ-জাতিরপি ধ্রুবম্ ॥ ১৫ ॥ জপেদ্রথন্তরং সাম যানার্থং তত্র যো নরঃ। স প্রাপ্নোতি হি যানানি শীঘ্রগাণি শুভানি চ ॥ ১৬ ॥ গজার্থী যো জপেত্তত্র গণানাং দ্বিজসত্তমাঃ। স প্রাপ্নোতি গজান্মর্ত্ত্যো মদপ্লাবিত-ভূতলান্ ॥ ১৭ ॥ ন তদ্রক্ষেতি যো মন্ত্রং জপে-দ্রক্ষাকৃতে নরঃ। তস্য স্যাৎ সর্ব্বতো রক্ষা সমেষু বিসমেষু চ ॥ ১৮ ॥ সপ্তর্ষয় ইতি শ্রেষ্ঠাং যো জপেত্তু সমাহিতঃ। ঋচং রোগবিনাশায় স রোগৈঃ পরি-মুচ্যতে ॥ ১৯ ॥ যদ্বভী যো জপেত্তত্র গ্রহপীড়াদ্দিতো জনঃ। সানুকূলা গ্রহাস্তস্য প্রভবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ ভূতপীড়াদ্দিতো যচ্চ বৃহৎ সাম জপেন্নরঃ। পিতৃবজ্জায়তে তস্য স ভূতোঽপ্যন্তকোঽপি চেৎ ॥ ২১ ॥ যাত্রাসিদ্ধিকৃতে যচ্চ জপেৎ সূক্তঞ্চ শাকুনম্। তস্য সংসিধ্যতে যাত্রা যদ্যপি স্যাদকিঞ্চনঃ ॥ ২২ ॥ সর্পনাশায় যস্তত্র সার্পসূক্তং জপেন্নরঃ। ন তস্য মন্দিরে সর্পাঃ প্রবিশন্তি কথঞ্চন ॥ ২৩ ॥ বিষনাশায় যস্তত্র জপেচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। উত্তিষ্ঠেতি বিষং সদ্য-স্তস্য নাশং প্রযাস্যতি ॥ ২৪ ॥ স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং যদি বা বিষম্। তস্য নাম্না বিনির্যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ২৫ ॥ ব্যাঘ্রসাম জপেদ্যস্তু তত্র শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। তস্য ব্যাঘ্রাদয়ো ব্যালা জায়ন্তে সৌম্যচেতসঃ ॥ ২৬ ॥ কৃষিকর্ম্মপ্রসিদ্ধ্যর্থং যো জপে-ল্লাঙ্গলানি চ। বৃষ্টিহীনেঽপি লোকেঽস্মিন্ কৃষিস্তস্য প্রসিধ্যতি ॥ ২৭ ॥ ঈতিনাশায় তত্রৈব জপেদ্দেব-ব্রতং নরঃ। ততঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব ঈতয়ো যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ২৮ ॥ অনাবৃষ্টিহতে লোকে পঞ্চেন্দ্রং তত্র যো জপেৎ। তস্য হস্তকৃতে হোমে তন্মন্ত্রৈঃ স্যাজ্জলাগমঃ ॥ ২৯ ॥ দংষ্ট্রাভ্যামিতি যস্তত্র নরশ্চৌরা-

স্থানে মন্ত্র জপ করে, সে নির্ম্মল রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! পত্নীস্নেহ লাভের জন্য যে মানব "তংপত্নীভিঃ" মন্ত্র জপ করে, তাহার পত্নী সাধ্বী ও স্নেহবৎসলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি লোকানুগ্রহের নিমিত্ত "অদিতি" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, সে নিশ্চয়ই লোকানুরাগ লাভ করে। বিত্তার্থী ব্যক্তি যদি ঐ স্থানে শ্রীসূক্ত মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহার অসংখ্য বিত্ত লাভ হয়। যে মানব ভূমিপ্রার্থী হইয়া "ভূমি" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, সে নীচজাতি হইলেও নিশ্চয়ই ভূপতি হইয়া থাকে। যে নর যানার্থ ঐ স্থানে রথন্তর জপ করে, সে শীঘ্রগামী শুভ যান লাভ করিয়া থাকে। যে গজার্থী হইয়া ঐ স্থানে 'গণানাং' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, সে মদস্রাবী গজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব "নতদ্রক্ষা—" ইত্যাদি মন্ত্র ঐ স্থানে জপ করে, সে সম বিষম সকল স্থানেই রক্ষিত হইয়া থাকে। সমাহিতভাবে যে মানব ঐ স্থানে "সপ্তর্ষয়—"ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ঋক্ রোগ বিনাশের জন্য জপ করে, সে অরোগী হয়। গ্রহপীড়িত হইয়া যে মানব "যদ্বভী" ইত্যাদি মন্ত্র ঐ স্থানে জপ করিয়া থাকে, গ্রহগণ তাহার প্রতি সানুকূল হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে মানব ভূতপীড়াদ্দিত হইয়া ঐ স্থানে বৃহৎ সাম জপ করে, ভূত অন্তকবৎ হইলেও সে তাহার পিতৃবৎ হয়। যাত্রাসিদ্ধির জন্য যে মানব ঐ স্থানে শাকুন মন্ত্র জপ করে, সে অকিঞ্চন হইলেও তাহার যাত্রাসিদ্ধি হয় ।১০—২১। সর্পনাশের জন্য যে নর ঐ স্থানে সার্পসূক্ত জপ করে, তাহার ভবনে কদাচ সর্প প্রবেশ করে না। বিষনাশের নিমিত্ত যে মানব ঐ স্থানে "উত্তিষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, সদ্য সদ্যই তাহার বিষ নাশ পাইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় তাহার নাম করিলে স্থাবর, জঙ্গম, বা কৃত্রিম সকল প্রকার বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ঐ স্থানে শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া যে মানব 'ব্যাঘ্র-সাম' জপ করে, ব্যাঘ্রাদি ব্যাল সকল তাহার প্রতি সৌম্য ব্যবহার করে। কৃষিকর্ম্মসিদ্ধির জন্য ঐ স্থানে যে ব্যক্তি "লাঙ্গলানি" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, বৃষ্টি না হইলেও তাহার কৃষিকর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঈতি নাশের জন্য লোকে ঐ স্থানে "দেব ব্রত" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে ঈতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে ঐ স্থানে যদি "পঞ্চেন্দ্র" মন্ত্র জপ করা যায় বা ঐ মন্ত্র দ্বারা হোম করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলাগম হইয়া থাকে। চৌরাদি ভয় নিবারণের জন্য যে মানব ঐ স্থানে "দংষ্ট্রাভ্যাং" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে,

ন্বিতঃ পঠেৎ। নোপদ্রবো ভবেত্তস্য কদাচিচ্চৌর-সম্ভবঃ॥ ৩০॥ বিবাদার্থং জপেদ্যস্তু সংসৃষ্টমিতি তত্র চ। বিবাদে বিজয়স্তস্য পাপস্যাপি প্রজায়তে॥ ৩১॥ যো রিপূচ্চাটনার্থায় নরো রুদ্রশিরো জপেৎ। তস্য তে রিপবো যান্তি দেশং ত্যক্ত্বা কুবুদ্ধিতঃ॥ ৩২॥ মোহনায় রিপূণাঞ্চ যো জপেদ্বিষ্ণুসংহিতাম্। তস্য মোহাভিভূতাস্তে জায়ন্তে রিপবো ধ্রুবম্॥ ৩৩॥ বশীকরণহেতোর্যঃ কুষ্মাণ্ডীঃ প্রজপেন্নরঃ। শত্রবোঽপি বশে তস্য কিং পুনঃ প্রমদাদয়ঃ॥ ৩৪॥ যঃ স্তম্ভায় রিপূণাং বৈ প্রাজাপত্যঞ্চ বারুণম্। মন্ত্রং জপেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাপরায়ণঃ। মন্ত্রসংস্তম্ভিতাস্তস্য জায়ন্তে সর্বশত্রবঃ॥ ৩৫॥ জপেৎকালী করালীতি যঃ শোষায় নরো দ্বিজাঃ। স শোষয়তি তৎকৃৎস্নং যচ্চিত্তে ধারয়েন্নরঃ॥ ৩৬॥ এবমস্ত্রস্তদা জপ্তো হ্যগস্ত্যেন মহাত্মনা। যৎপ্রভাবান্নদীনাথস্তেন সংশোষিতো ধ্রুবম্॥ ৩৭॥ এতৎপ্রভাবং যৎপীঠং মন্ত্রাণাং সিদ্ধিকারকম্। ঐহিকানাং ফলানাঞ্চ তন্ময়া বঃ প্রকীর্তিতম্॥ ৩৮॥ যো বাঞ্ছতি পুনঃ স্বর্গং স তত্র দ্বিজসত্তমাঃ। স্নানং করোতু দানঞ্চ শ্রাদ্ধং চাপি বিশেষতঃ॥ ৩৯॥ অথ বাঞ্ছতি যো মোক্ষং বিরক্তো ভবসাগরাৎ। নিষ্কামস্তত্র সন্তুষ্টস্তপস্তপ্যেৎসুবুদ্ধিমান্॥ ৪০॥ ঋষয় উচুঃ। মন্ত্রজাপ্যস্য মাহাত্ম্যং যত্ত্বয়া নঃ প্রকীর্তিতম্। তৎকথং সিদ্ধিমায়াতি মন্ত্রজাপ্যং হি সূতজ॥ ৪১॥ সূত উবাচ। অত্র তৎ কথয়িষ্যামি যন্ময়া পিতৃতঃ শ্রুতম্। বদতো ব্রাহ্মণেন্দ্রস্য পুরা দুর্বাসসো মুনেঃ॥ ৪২॥ তেন পূর্বং পিতাস্মাকং পৃষ্টো দুর্বাসসা দ্বিজাঃ। মন্ত্রবাদকৃতে যচ্চ শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৪৩॥ দুর্বাসা উবাচ। সাধয়িষ্যাম্যহং মন্ত্রমভীষ্টং কমপি ব্রতী। তস্য সিদ্ধিকৃতে ব্রূহি বিধানং শাস্ত্রসম্ভবম্॥ ৪৪॥ লোমহর্ষণ উবাচ। মন্ত্রাণাং সাধনং কষ্টং সর্বেষামপি সন্মুনে। প্রত্যবায়সমোপেতং বহুচ্ছিদ্রসমাকুলম্॥ ৪৫॥ তস্মান্মন্ত্রকৃতে সিদ্ধিং যদি ত্বং বাঞ্ছসি দ্বিজ। চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে তত্র ত্বং গন্তুমর্হসি॥ ৪৬॥ তত্র চিত্রেশ্বরীপীঠমগস্ত্যেন বিনির্মিতম্। সদ্যঃ সিদ্ধিকরং প্রোক্তং মন্ত্রাণাং হৃদি বর্তিনাম্॥ ৪৭॥ ন তত্র জায়তে ছিদ্রং প্রত্যবায়ো ন চ দ্বিজ। নাসিদ্ধি বরদানেন সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্॥ ৪৮॥ চাতুর্যুগ্যং

তাহার কদাচিৎ চৌর-ভয় সজ্ঘটিত হয় না। বিবাদ শান্তির নিমিত্ত ঐ স্থানে "সংসৃষ্ট" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে বিবাদে জয় ও তজ্জনিত পাপ হয় না। রিপু উচ্চাটনের জন্য ঐ স্থানে 'রুদ্রশির' মন্ত্র জপ করিলে রিপু দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। রিপুমোহনের জন্য যে মানব ঐ স্থানে বিষ্ণু সংহিতা জপ করে, তাহার রিপুগণ মোহাভিভূত হয়। বশীকরণের জন্য যে মানব ঐ স্থানে কুষ্মাণ্ডী মন্ত্র জপ করে, শত্রুগণও তাহার বশীভূত হয়, প্রমদাদিগের কথা আর কি বলিব? রিপুস্তম্ভনের জন্য যে মানব ঐ স্থানে প্রাজাপত্য ও বারুণ মন্ত্র জপ করে; তাহার সর্ব শত্রু মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব শোষণের নিমিত্ত ঐ স্থানে কালী করালী ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, সে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই শোষণ করিতে পারে। এই মন্ত্রই পূর্বে অগস্ত্য মুনি জপ করিয়া নদীনাথ সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ছিলেন। হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদের নিকট মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ ও ঐহিক ফলপ্রদ পীঠের কথা বলিলাম, যাহারা স্বর্গ ইচ্ছা করেন, তাহাদের ঐ স্থানে স্নান দান ও শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। যাঁহারা ভবসাগরে বিরক্ত হইয়া মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ স্থানে তপশ্চরণ করিয়া নিষ্কাম ও সন্তুষ্ট হইবেন।২৩-৪০। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে মন্ত্রজপের মাহাত্ম্য আমাদের নিকট কীর্তন করিলেন, ঐ মন্ত্র জপ কিরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা আপনি বলুন। সূত বলিলেন,—পূর্বে ব্রাহ্মণেন্দ্র দুর্বাসা মুনিকে আমার পিতা এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি। হে দ্বিজগণ! মহামুনি দুর্বাসা তখন আমার পিতার নিকট মন্ত্রবিষয়ক যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ করুন। দুর্বাসা বলিয়াছিলেন,—হে লোমহর্ষণ! আমি কোন একটী অভীষ্ট মন্ত্রের সাধনা করিব, আপনি শাস্ত্র বিধানানুসারে তাহার সিদ্ধির উপায় কীর্তন করুন। লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে মুনে! সকল মন্ত্রেরই সাধন-প্রণালী অতি কষ্টকর এবং তাহা বহুচ্ছিদ্র-সমাকুল ও প্রত্যবায়-সমোপেত। হে দ্বিজ! আপনি যদি মন্ত্রসিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি চমৎকারপুর ক্ষেত্রে গমন করুন। মহামুনি অগস্ত্য ঐ স্থানে চিত্রেশ্বরীপীঠ নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থান অভিলষিত মন্ত্রের সদ্যঃ সিদ্ধিকর এবং ঐ স্থানে মন্ত্রের কোন ছিদ্র বা প্রত্যবায় উপস্থিত হয় না। দেবগণের বর-প্রভাবে সকল মন্ত্রই ঐ স্থানে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ পীঠ

হি তৎপীঠং স্থিতানাং সিদ্ধিমাহরেৎ। যুগানুরূপতঃ সদ্যস্ততো বক্ষ্যাম্যহং দ্বিজ। ৪৯। যো যং সাধয়িতুং মন্ত্রমিচ্ছতি দ্বিজসত্তম। স তস্য পূর্ব্বমেবাথ লক্ষমেকং জপেন্নরঃ। ৫০। ততো ভবতি সংসিদ্ধো মন্ত্রার্হঃ স নরঃ শুচিঃ। জপেদ্‌ব্রাহ্মণশার্দ্দুল ততো লক্ষচতুষ্টয়ম্। দশাংশেন তু হোমঃ স্যাৎসুসমিদ্ধে হুতাশনে। ৫১। ততস্ত জায়তে সিদ্ধির্নৃনং তন্মন্ত্রসম্ভবা। তত্র সৌম্যেষু কৃত্যেষু হোমঃ সিদ্ধার্থকৈঃ সিতৈঃ। ৫২। জাতীপুষ্পৈশ্চ বিপ্রেন্দ্র স্মৃতো ব্রাহ্মণভোজনৈঃ। তথা রৌদ্রেষু কৃত্যেষু রক্তপুষ্পৈঃ সগুগ্‌গুলৈঃ। তর্পণৈঃ কন্যকানাঞ্চ হোমঃ স্যাৎ স ফলপ্রদঃ। ৫৩। এতৎ কৃতযুগে প্রোক্তং মন্ত্রসাধনমুত্তমম্। সর্ব্বেষাং সাধকানাঞ্চ ময়া প্রোক্তং দ্বিজোত্তম। ৫৪। এতত্ত্রেতাযুগে প্রোক্তং পাদোনং মন্ত্রসাধনম্। যুগার্দ্ধং দ্বাপরে কার্য্যং চতুর্থাংশং কলৌ যুগে। ৫৫। এবং তত্র সমাসাদ্য সিদ্ধিং মন্ত্রসমুদ্ভবাম্। তত্র পীঠে ততঃ কৃত্যং সাধয়েৎ স্বেচ্ছয়া নরঃ। ৫৬। শাপানুগ্রহসামর্থ্যসংযুতস্তেজসান্বিতঃ। অজেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং সাধূনাং সম্মতস্তথা। ৫৭। সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা সমুনিস্তস্য পিতুর্মম বচোঽখিলম্। ততশ্চিত্রেশ্বরং পীঠং সমানীতোঽথ সন্মুনিঃ। ৫৮। তত্র সংসাধয়ামাস সর্ব্বান্ মন্ত্রান্ যথাক্রমম্। বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। ৫৯। ইতি সংসিদ্ধমন্ত্রঃ স চমৎকারপুরং গতঃ। বিপ্রাণাং প্রার্থনার্থায় ভূমিখণ্ডকৃতে দ্বিজাঃ। ৬০।

ইতি শ্রীস্কান্দে চিত্রেশ্বরীপীঠমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৬।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথাপশ্যৎ স বিপ্রাণাং বৃন্দং বৃন্দারকোপমম্। সন্নিবিষ্টং ধরাপৃষ্ঠে লীলাভাজি দ্বিজোত্তমাঃ। ১। একে বেদবিদস্তত্র বেদব্যাখ্যানতৎপরাঃ। পরস্পরং সুসংক্রুদ্ধা বিবদন্তি জিগীষবঃ। ২। যজ্ঞবিদ্যাবিদোঽন্যেঽপি যজ্ঞাখ্যানপরায়ণাঃ। তত্র বিপ্রাঃ প্রদৃশ্যন্তে শতশো ব্রহ্মবাদিনঃ। ৩। অন্যে ব্রাহ্মণশার্দ্দুলা বেদাঙ্গেষু বিচক্ষণাঃ। প্রবদন্তি চ সন্দেহান্ বৃন্দানামগ্রতঃ স্থিতাঃ। ৪। বেদাভ্যাসপরাশ্চান্যে তারনাদেন

চতুর্যুগেই অবস্থিত এবং যাহারা ঐ স্থানে অবস্থান করে, তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! এইজন্য আমি সদ্যফলপ্রদ ঐ পীঠের কথা আপনাকে বলিলাম। হে দ্বিজসত্তম! যে ব্যক্তি যে কোন মন্ত্র সাধন করিতে ইচ্ছা করিবে, সে প্রথমত ঐ স্থানে সেই মন্ত্রের এক লক্ষ জপ করিয়া শুচি হইবে। পরে সেই মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিবে, সুসমিদ্ধ হুতাশনে তাহার দশাংশ হোম করিবে, এইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সৌম্য কৃত্যে ঐ স্থানে শ্বেত সর্ষপ ও জাতী পুষ্প দ্বারা হোম করিতে হয়। রৌদ্র কর্ম্মে গুগ্‌গুলুর সহিত রক্তপুষ্প দ্বারা কুমারীপূজা ও হোম করিতে হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আমি সত্যযুগের সাধকগণের মন্ত্রসিদ্ধির উপায় কীর্ত্তন করিলাম। ত্রেতায় এই ব্যবস্থার পাদোন, দ্বাপরে অর্দ্ধ এবং কলিতে পাদমাত্র হইবে। এইরূপে ঐ স্থানে মন্ত্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পীঠে যথেচ্ছ কর্ম্ম সাধন করিবে। পরে সাধক শাপ ও অনুগ্রহে সমর্থ, তেজস্বী, সর্ব্ব ভূতের অজেয়, ও সাধুসম্মত হইবে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! মুনি দুর্ব্বাসা আমার পিতার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঐ চিত্রেশ্বর পীঠে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রদ্ধাসহকারে ক্রমশ সমুদয় মন্ত্রেরই সাধন করিলেন। এইরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি একখণ্ড ভূমি প্রার্থনার জন্য চমৎকারপুরে গমন করিলেন। ৪৯—৬০।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! মুনি দুর্ব্বাসা লীলাময়-ভূখণ্ড চমৎকারপুরে গমন করিয়া বৃন্দারকোপম বিপ্রবৃন্দকে অবস্থিত দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—কোন স্থানে বেদ-ব্যাখ্যান-তৎপর কতিপয় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ জিগীষু হইয়া ক্রুদ্ধভাবে পরস্পর বিবাদ করিতেছেন। কোথাও যজ্ঞবিদ্যাবিৎ যজ্ঞাখ্যান-পরায়ণ ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ অবস্থান করিতেছেন। কোথাও বেদাঙ্গবিচক্ষণ ব্রাহ্মণশার্দ্দূলগণ বৃন্দগণের নিকট সন্দিগ্ধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন; কোন স্থানে বেদাভ্যাস-পরায়ণ

সর্ব্বশঃ। নাদয়ন্তো দিশাং চক্রং তত্র সম্যগ্ দ্বিজো-
ত্তমাঃ ॥ ৫ ॥ অন্যে কৌতূহলাবিষ্টাঃ সঞ্চরান্ বিষ-
মান্ মিথঃ। পপ্রচ্ছুর্জহসুশ্চান্যে জ্ঞাত্বা মার্গপ্রব-
র্ত্তিনম্ ॥ ৬ ॥ স্মৃতিবাদপরাশ্চান্যে তথান্যে শ্রুতি-
পাঠকাঃ। সন্দেহান্ স্মৃতিজ্ঞানন্যে পৃচ্ছন্তি চ পর
স্পরম্ ॥ ৭ ॥ কীর্ত্তয়ন্তি তথা চান্যে পুরাণং ব্রাহ্ম
ণোত্তমা। বৃদ্ধানাং পুরতস্তত্র সভামধ্যে ব্যব-
স্থিতাঃ ॥ ৮ ॥ অথ তান্ স মুনির্দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণান্
সংশিতব্রতান্। অভিবাদ্য ততঃ প্রাহ সাদরং
বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৯ ॥ মম বুদ্ধি সমুৎপন্না শম্ভোরায়
তনং প্রতি। কর্ত্তুং ব্রাহ্মণশার্দূলাস্তস্মাৎ স্থানং
প্রদর্শ্যতাম্ ॥ ১০ ॥ তত্রাহং দেবদেবস্য শম্ভোঃ
প্রাসাদমুত্তমম্। বিধায়ারাধয়িষ্যামি তমেব বৃষভ-
ধ্বজম্ ॥ ১১ ॥ স এবং জল্পমানোঽপি মুহুর্মুহুরত-
ন্দ্রিতঃ। ন তেষামুত্তরং লেভে শুভং বা যদি
বাশুভম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা স মুনিস্তান
দ্বিজোত্তমান্। শশাপ তারশব্দেন যথা শৃণ্বন্তি
কৃৎস্নশঃ ॥ ১৩ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। বিদ্যামদো
ধনমদস্তৃতীয়োঽভিজনোদ্ভবঃ। এতে মদাবলিপ্তানা-
মেত এব সতাং দমাঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র যেঽপি হি
যুষ্মাকং মদা এব ব্যবস্থিতাঃ। যতস্ততো-
ঽন্বয়েঽপ্যেবং ভবিষ্যন্তি মদান্বিতাঃ ॥ ১৫ ॥ সদা
সৌহৃদনির্ম্মুক্তাঃ পিতরোঽপি সুতৈঃ সহ। ভবি-
ষ্যন্তি পুরে হ্যস্মিন কিং পুনর্বান্ধবাদয়ঃ ॥ ১৬ ॥
এবমুক্ত্বা স বিপ্রেন্দ্রো নিবৃত্তস্তদনন্তরম্। অপমানং
পরং প্রাপ্য ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥ অথ
তন্মধ্যগো বিপ্র আসীদ্‌বৃদ্ধতমঃ সুধীঃ। সুশীল
ইতি বিখ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৮ ॥ স দৃষ্ট্বা
তং মুনিং ক্রুদ্ধং গচ্ছন্তমপমানিতম্। সত্বরং প্রযযৌ
পৃষ্ঠে তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ ব্রুবন্ ॥ ১৯ ॥ অথাসাদ্য গত্বং
দূরং প্রণিপত্য মুনিঞ্চ সঃ। প্রোবাচ ক্ষম্যতাং বিপ্র
বিপ্রাণাংবচনান্মম ॥ ২০ ॥ এতৈঃ স্বাধ্যায়সম্পন্নৈর্ন-
শ্রুতং বচনং তব। নোত্তরং তেন সন্দত্তং সত্যমেতদ্-
ব্রবীম্যহম্ ॥ ২১ ॥ তস্মাদ্ভূমির্ময়া দত্তা শম্ভুহর্ম্যাকৃতে
তব। অস্মিন্ স্থানে দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রাসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥
২২ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দুর্ব্বাসা হর্ষসংযুতঃ।
ক্ষিতিদানোদ্ভবাং চক্রে স্বস্তিং • ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।

দ্বিজসত্তমগণ বেদনাদে দিক্‌চক্র নাদিত করিতে-
ছেন; কোথাও কৌতূহলাক্রান্ত ব্রাহ্মণগণ সঙ্কর-
বিষম স্থান সকল পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছেন;
আবার কেহ কেহ তাহাদিগকে প্রাকৃত মার্গবর্ত্তী
জানিয়া হাসিতেছেন; কোথায় কোথায় স্মৃতির
বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছে; কোথাও কেহ শ্রুতিপাঠ
করিতেছেন; কোথাও কোথাও স্মৃতি-সম্বন্ধীয়
সন্দেহ সকল ব্রাহ্মণগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে-
ছেন; কোথাও সভামধ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে
পুরাণপাঠ হইতেছে। অনন্তর মুনি এইরূপ শংসিত-
ব্রত ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক
সাদরে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আমি একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনারা তাহার জন্য
আমাকে একটী স্থান প্রদান করুন। ঐ স্থানে
আমি শম্ভুর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বৃষভধ্বজের
আরাধনা করিব। তিনি বারংবার এইভাবে
জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহাদের নিকট হইতে শুভা-
শুভ কোন উত্তর পাইলেন না। তখন মুনি
ক্রুদ্ধ হইয়া তার স্বরে ঐ দ্বিজসত্তমদিগকে শাপ
প্রদান করিলেন, •তাহা ঐ ব্রাহ্মণগণ সকলেই
শুনিতে পাইলেন। •মুনি বলিলেন,—বিদ্যা,
ধন ও অভিজন, এই যে তিন পদার্থ, ইহা গর্ব্বিত
ব্যক্তিদিগের মদ এবং সৎ ব্যক্তিদিগের দমরূপে
পরিণত হয়। এই পদার্থত্রয়, আপনাদের মধ্যে
যাহাদের মদরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের বংশে
পিতা ও পুত্র সৌহার্দ্দ-নির্ম্মুক্ত হইবে, এমন কি
বান্ধবগণ ও সমস্ত পুরবাসিগণও সৌহার্দ্দ-বিহীন
হইবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! মুনি দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ-
গণের নিকট এইরূপে অপমানিত হইয়া নিবৃত্ত
হইলেন। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সুশীল
নামক এক বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অপ-
মানিত মুনিকে ক্রুদ্ধভাবে গমন করিতে দেখিয়া
"নিবৃত্ত হউন, নিবৃত্ত হউন"এই কথা বলিতে বলিতে
সত্বর তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ১-১৯। অন-
ন্তর তিনি মুনিসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক
বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি আমার বাক্যে
ব্রাহ্মণগণকে ক্ষমা করুন। এই ব্রাহ্মণগণ স্বাধ্যায়-
নিরত আছেন বলিয়া আপনার কথা শুনিতে পান
নাই এবং সেই জন্যই উত্তর দিতে পারেন নাই।
আমি অধুনা আপনাকে শিবমন্দির নির্ম্মাণের জন্য
স্থান প্রদান করিতেছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি
এই স্থানে প্রাসাদ প্রস্তুত করুন। হে দ্বিজগণ!
মুনি দুর্ব্বাসা ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টা-

প্রাসাদং নির্ম্মমে পশ্চাত্তস্য বাক্যে ব্যবস্থিতঃ। ২৩। অথ তে ব্রাহ্মণা জ্ঞাত্বা সুশীলেন বসুন্ধরা। দেবতায়তনার্থায় দত্তা তস্মৈ তপস্বিনে। ২৪। সর্ব্বে কোপসমাযুক্তাঃ সুশীলং প্রতি তে দ্বিজাঃ। ২৫। ততঃ প্রোচুঃ সমাসাদ্য যেন শপ্তা দুরাত্মনা। বয়ং তস্মৈ ত্বয়া দত্তা প্রাসাদার্থং বসুন্ধরা। ২৬। তস্মাত্ত্বমপি চাস্মাকং বাহ্য এব ভবিষ্যসি। সুশীলোঽপি হি দুঃশীলো নাম্না সঙ্কীর্ত্ত্যসে বুধৈঃ। ২৭। এষোঽপি তাপসো দুষ্টো যঃ করোতি শিবালয়ম্। নৈব তস্য ভবেৎ সিদ্ধিশ্চাপি বর্ষশতৈরপি। ২৮। তথা কীর্ত্তিকৃতাং লোকে কীর্ত্তনং ক্রিয়তে নরৈঃ। ততঃ সম্পশ্যতাং চাস্য কীর্ত্তির্নাস্য তু দুর্ম্মতেঃ। ২৯। এষ দুঃশীলসংজ্ঞো বৈ তব নাম্না ভবিষ্যতি। প্রাসাদো নামমাত্রেণ ন সম্পূর্ণঃ কদাচন। ৩০। যস্মাৎ সৌহৃদনির্ম্মুক্তাঃ কৃতাস্তেন বয়ং দ্বিজাঃ। মদৈস্ত্রিভিঃ সমাযুক্তাঃ সর্ব্বান্বয়সমন্বিতাঃ। ৩১। তস্মাদেষোঽপি পাপাত্মা ভবিষ্যতি স কোপভাক্। তপ্যং তপ্যং

স্তঃকরণে ক্ষিতিদানবিষয়ক স্বস্তি মন্ত্র পাঠ করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদত্ত স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর চমৎকারপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ জানিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুশীল দেবায়তন নির্ম্মাণের জন্য সেই ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহারা সুশীলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বলিলেন,—হে সুশীল! ঐ ব্রাহ্মণ আমাদিগকে শাপ দিয়াছেন, আর তুমি তাঁহার প্রাসাদার্থ তাঁহাকে ভূমি দান করিলে! অতএব তুমিও আমাদের সম্প্রদায়বহির্ভূত হইলে। তোমার নাম সুশীল হইলেও পণ্ডিতগণ তোমায় দুঃশীল বলিবেন। আর এই যে দুষ্ট তাপস শিবালয় প্রস্তুত করিতেছে, শতবর্ষেও ইহার এই কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না। লোকে কীর্ত্তিস্থাপক ব্যক্তিদিগের কীর্ত্তি খ্যাপন করিয়া থাকে; কিন্তু এই দুর্ম্মতি যে শিবমন্দির করিতেছে; ইহাতে কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে না। ইহা লোক সকল দেখিবেন। ঐ ব্যক্তি তোমার নামে দুঃশীলসংজ্ঞক হইবে। প্রাসাদ, উহার নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, কদাচ উহা সম্পূর্ণ হইবে না। যেহেতু ঐ দুর্ম্মতি আমাদিগকে এবং আমাদের অন্বয়গণকে সৌহার্দ্দবিবর্জ্জিত করিয়াছে। অতএব এই পাপাত্মাও কোপভাজন হইবে। ঐ দুষ্ট যেমন যেমন তপস্যা করিবে,

তপো যেন সম্প্রয়াস্যতি সংক্ষয়ম্। ৩২। এবমুক্ত্বাথ তে বিপ্রাঃ কোপসংরক্তলোচনাঃ। দুঃশীলং সম্পরিত্যজ্য প্রবিষ্টাঃ স্বপুরে ততঃ। ৩৩। দুঃশীলোঽপি বহিশ্চক্রে গৃহং তস্য পুরস্য চ। দেবশর্ম্মা যথা পূর্ব্বং সন্ত্যক্তঃ পুরবাসিভিঃ। ৩৪। তস্যান্বয়েঽপি যে জাতাস্তে বাহ্যাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ। বাহ্যাঃ ক্রিয়াসু সর্ব্বাসু সর্ব্বেষাং পুরবাসিনাম্। ৩৫। সূত উবাচ। এবং তেষু দ্বিজেন্দ্রেষু শাপং দত্ত্বা গতেষু চ। দুর্ব্বাসাঃ প্রাহ দুঃশীলং কোপসংরক্তলোচনঃ। ৩৬। মম সিদ্ধিং গতা মন্ত্রাঃ সমর্থাঃ শত্রুসংক্ষয়ে। আথর্ব্বণাস্তথা চান্যে বেদত্রয়সমুদ্ভবাঃ। ৩৭। তস্মাদেতৎপুরং কৃৎস্নং পশুপক্ষিসমন্বিতম্। নাশমদ্য নয়িষ্যামি যথা শত্রোর্হি দুষ্টকঃ। ৩৮। দুঃশীল উবাচ। নৈতদ্যুক্তং নরশ্রেষ্ঠ তব কর্ত্তুং কথঞ্চন। ব্রাহ্মণানাং কৃতে কর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। ৩৯। নিঘ্নন্তো বা শপন্তো বা বদন্তো বাপি নিষ্ঠুরম্। পূজনীয়াঃ সদা বিপ্রা দিব্যাল্লোকানভীপ্সুভিঃ। ৪০। ব্রাহ্মণৈর্নির্জ্জিতৈর্যস্মিন্ যে আত্মানং জয়ান্বিতম্। তামিস্রাদিষু ঘোরেষু নরকেষু স পচ্যতে। ৪১।

তেমনি তেমনি তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই সকল কথা বলিয়া ঐ ব্রাহ্মণগণ কোপারুণনেত্রে দুঃশীলকে পরিত্যাগ করিয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। দুঃশীলও নগরবহির্ভাগে পূর্ব্ব পরিত্যক্ত দেবশর্ম্মার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বংশধরগণকেও নগরবাসী ব্রাহ্মণগণ বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুরবাসিগণের কোন ক্রিয়াতেই তাহারা যোগদান করিতে পারিত না। ২০—৩৫। সূত বলিলেন,—দ্বিজগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলে দুর্ব্বাসা কোপসংরক্তলোচনে দুঃশীলকে বলিলেন,—আমার আথর্ব্বণ এবং অন্য বেদত্রয়সমুদ্ভব সিদ্ধিপ্রাপ্ত মন্ত্র সকল শত্রুক্ষয়ে সমর্থ। অতএব আমি অদ্য এই পশু পক্ষিসমন্বিত চমৎকাপুর চিরবিনাশে উপনীত করিব; যেহেতু এখানে আমার শত্রুগণ বাস করিতেছে। দুঃশীল বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের প্রতি কদাচ এরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। ব্রাহ্মণ হিংসাশীল, শাপদাতা, ভর্ৎসনাকারী ও নিষ্ঠুর হইলেও দিব্যলোকপ্রার্থিগণের সর্ব্বদা পূজনীয়। ব্রাহ্মণকে নির্জ্জিত করিয়া যে আপনাকে বিজয়ী মনে করে, সে ঘোর তামিস্রাদি নরকে গমন করিয়া তাহাতে পচ্যমান হয়। হে দ্বিজসত্তম!

আত্মনশ্চ পরাভূতিং তস্মাদ্বিপ্রাৎ সহেত বৈ। য ইচ্ছেদ্বসতিং স্বর্গে শাশ্বতীং দ্বিজসত্তম ॥৪২॥ এতেষাং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং ক্ষেত্রে সিদ্ধিং সমাগতাঃ। মন্ত্রাস্তে তৎকথং নাশং ত্বমেতেষাং করিষ্যসি ॥৪৩॥ ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা। নিষ্কৃতির্ব্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাৎ কোপো ন কর্ত্তব্যঃ ক্ষেত্রে চাত্র ব্যবস্থিতৈঃ। ক্ষমাং কুরু মুনিশ্রেষ্ঠ কৃপাং কৃত্বা মমোপরি ॥ ৪৫ ॥ সূত উবাচ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় যত্র কৃত্বাবসত্তপঃ। প্রাপ্তশ্চ পরমাং সিদ্ধিং দুর্লভাং ত্রিদশৈরপি ॥ ৪৬ ॥ দুঃশীলাখ্যঃ ক্ষিতৌ সোঽপি প্রাসাদঃ খ্যাতিমাগতঃ। যস্য সন্দর্শনাদেব নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥ তস্য মধ্যগতং লিঙ্গং শুক্লাষ্টম্যাং সদা নরঃ। যঃ পশ্যতি ক্ষণং ধ্যাত্বা নরকং স ন পশ্যতি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুঃশীলাখ্যপ্রাসাদোৎপত্তিবর্ণন নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

যে ব্যক্তি স্বর্গে চিরবাস ইচ্ছা করে ; সে বিপ্রের নিক আত্ম-পরাভব স্বীকার করিবে। আপনার মন্ত্র সকল ইহাদেরই ক্ষেত্রে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আপনি কিরূপে ইহাদের নিধন-সাধন করিবেন। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চোর, ও ভগ্ন-ব্রত—পণ্ডিতগণ ইহাদের নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিষ্কৃতি নাই। অতএব এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া আপনি ইহাদের প্রতি কোপ করিবেন না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া ক্ষমা করুন। সূত বলিলেন,—দুঃশীলের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি দুর্ব্বাসা তখন ঐ স্থানে বাস করিয়া তপ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার ফলে দেব-দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিলেন। আর তাঁহার নির্ম্মিত প্রাসাদ দুঃশীল নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। ঐ প্রাসাদ দর্শন করিয়া নর পাপমুক্ত হইয়া থাকে। ঐ প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী যে লিঙ্গ আছেন, নর শুক্লাষ্টমীতে যদি ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া ক্ষণকাল ধ্যান করে, তাহা হইলে তাহাকে কদাচ নরক দর্শন করিতে হয় না। ৩৬—৪৮।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্রৈব স্থাপিতং লিঙ্গং ধুন্ধুমারেণ ভূভুজা। সর্ব্বরত্নময়ং কৃত্বা প্রাসাদং সুমনোহরম্ ॥১॥ তত্র কৃত্বাশ্রমং শ্রেষ্ঠং তপস্তেপে সুদারুণম্। যৎ প্রভাবাদয়ং দেবস্তস্মিঁল্লিঙ্গে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২ ॥ তস্য সন্নিহিতা বাপী কৃতা তেন মহাত্মনা। সুনির্ম্মলজলাপূর্ণা সর্ব্বতীর্থোপমা শুভা ॥ ৩ ॥ ধুন্ধুমারেশ্বরং পশ্যেত্তত্র স্নাত্বা নরোত্তমঃ। ন স পশ্যতি দুর্গাণি নরকাণি যমালয়ে ॥ ৪ ॥ ঋষয় উচুঃ। ধুন্ধুমারো মহীপালঃ কস্মিন্ বংশে বভূব সঃ। কস্মিন্ কালে তপস্তপ্তং তেনাত্র সুমহাত্মনা ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। সূর্য্য-বংশসমুদ্ভূতো বৃহদশ্বসুতো বলী। খ্যাতঃ কুবলয়াশ্বেতি ধুন্ধুমারস্তথৈব সঃ ॥ ৬ ॥ তেন ধুন্ধুর্মহা-দৈত্যো নিহতো মরুজাঙ্গলে। ধুন্ধুমারঃ স্মৃতস্তেন বিখ্যাতো ভুবন[illegible] ॥ ৭ ॥ চমৎকারপুরং ক্ষেত্রং স গত্বা পাবনং মহৎ। তপস্তেপে বয়োঽন্তে চ ধ্যায়-মানো মহেশ্বরম ॥ ৮ ॥ সংস্থাপ্য সুমহল্লিঙ্গং প্রাসাদে রত্নমণ্ডিতে। বলিপূজোপহারাদ্যৈঃ পুষ্পধূপাদ্যৈ

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—রাজা ধুন্ধুমার ঐ প্রাসাদকে রত্নমণ্ডলে মনোহর করিয়া তাহাতে লিঙ্গ স্থাপন করেন। লিঙ্গ স্থাপন করিয়া তিনি ঐ স্থানে সুদারুণ তপশ্চরণ করেন। তপশ্চরণপ্রভাবে ঐ রাজা লিঙ্গে ব্যবস্থিত হন। মহীপাল প্রাসাদ-সমীপে বাপী খানিত করেন। ঐ বাপী নির্ম্মল-জলপূর্ণা সর্ব্বতীর্থোপমা ও মঙ্গলময়ী। হে দ্বিজ-গণ! ঐ বাপীতে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি ধুন্ধু-মারেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সে যমালয়ের দুর্গম নরক সকল দর্শন করে না। ঋষিগণ বলিলেন,—ধুন্ধুমার মহীপাল কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং কোন্ সময়েই বা তিনি তপোনিরত হইয়াছিলেন? সূত বলিলেন,—বৃহদশ্বসুত কুব-লয়াশ্ব সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত। তিনি মরুজাঙ্গলে ধুন্ধু নামক এক দৈত্যকে নিহত করিয়া, জগতে ধুন্ধুমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজা ধুন্ধুমার পবিত্র চমৎকারপুরে গমন করিয়া তপস্যা করেন, পরে তিনি অতীত বয়সে রত্নমণ্ডিত এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এক সুমহৎ লিঙ্গ স্থাপন করেন। অনন্তর বলিপূজোপহারাদি

লেপনৈঃ ॥ ৯ ॥ ততস্তস্য মহাদেবঃ স্বয়মেব মহেশ্বরঃ। প্রত্যক্ষোঽভূদ্বৃষারূঢ়ো গৌর্য্যা সহ তথা গণৈঃ ॥ ১০ ॥ উবাচ বরদোঽস্মীতি প্রার্থয়স্ব যথেপ্সিতম্। সর্ব্বং তেঽহং প্রদাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ১১ ॥ ধুন্ধুমার উবাচ। যদি দেয়ো বরোঽস্মাকং ত্বয়া সর্ব্বসুরেশ্বর। সন্নিধানং প্রকর্ত্তব্যং লিঙ্গেঽস্মিন্ বৃষভধ্বজ ॥ ১২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। চৈত্রে শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সান্নিধ্যং নৃপসত্তম। অহং সদা করিষ্যামি গৌর্য্যা সার্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র বাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা যো মাং সম্পূজয়িষ্যতি। লিঙ্গেঽস্মিন্ স স্থিতো ভূপ মম লোকং স যাস্যতি ॥ ১৪ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবাদর্শনং গতঃ। সোঽপি রাজা প্রহৃষ্টাত্মা স্থিতস্তত্রৈব মুক্তিভাক্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধুন্ধুমারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

দ্বারা ও পুষ্প-ধূপানুলেপনযোগে তিনি ঐ স্থাপিত মহেশের পূজা করেন। তাহাতে মহেশ প্রসন্ন হইয়া বৃষারোহণে গৌরী ও গণসমূহের সহিত তাঁহার সাক্ষাদ্ভূত হন—হইয়া বলেন,—আমি বর দান করিব, তোমার যাহা অভিলষিত, প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থিত বিষয় একান্ত দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিতে অক্ষম হইব না। ধুন্ধুমার বলিলেন,—হে সর্ব্ব-সুরেশ্বর! আপনি যদি আমাকে বর দিব বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনি এই লিঙ্গে সন্নিহিত হউন। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! আমি চৈত্রমাসীয় শুক্লা চতুর্দ্দশীতে গৌরীর সহিত এই লিঙ্গে সন্নিহিত হইব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অত্রত্য সরোবরে স্নান করিয়া যে নর এই লিঙ্গে আমার পূজা করিবে, সে নিশ্চয়ই মদীয় লোকে গমন করিবে। সূত বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ হর অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর মুক্তিভাগী রাজা ঐ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১—১৫।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্যৈবোত্তরদিগ্‌ভাগে ধুন্ধুমারেশ্বরস্য চ। যযাতিনা নরেন্দ্রেণ স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ দেবযান্যা তথান্যচ্চ তথা শর্ম্মিষ্ঠয়া দ্বিজাঃ। ভার্য্যয়া ভূপতেস্তস্য সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ২ ॥ স যদা সর্ব্বভোগানাং তৃপ্তিং প্রাপ্তো দ্বিজোত্তমাঃ। তদা পুত্রস্য রাজ্যং স্বং বপুশ্চৈব ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩ ॥ জরামাদায় তস্মাত্তু ভার্য্যাভ্যাং সহিতস্তদা। পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতো মার্কণ্ডং মুনিসত্তমম্ ॥ ৪ ॥ ভগবন্ সর্ব্বতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাং চ বদস্ব মে। যৎপ্রধানং পবিত্রং যত্তদস্মাকং প্রকীর্ত্তয় ॥ ৫ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ক্ষেত্রাণামিহ সর্ব্বেষাং তীর্থৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতম্। চমৎকারপুরং ক্ষেত্রং সাম্প্রতং প্রতিভাতি নঃ ॥ ৬ ॥ অত্র বিষ্ণুপদী গঙ্গা জন্তূনাং পাপনাশিনী। স্থিতা নৃপশ্রেষ্ঠ তথা দেবা হরাদয়ঃ ॥ ৭ ॥ তথান্যানি চ তীর্থানি যানি সন্তি ধরাতলে। তেষাং যত্র চ সান্নিধ্যং সর্ব্বদা নৃপসত্তম ॥ ৮ ॥ শিলা যত্র দ্বিপঞ্চাশচ্ছম্যানাং পরিসংস্থিতা। পিতামহেন নির্ম্মুক্তা প্রমোদায় দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৯ ॥ অন্যত্র শুভং কর্ম্ম বর্ষেণৈকেন

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ধুন্ধুমারেশ্বর লিঙ্গের উত্তর দিগ্‌ভাগে নরেন্দ্র যযাতি এক লিঙ্গ স্থাপন করেন এবং তৎপত্নী দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা ইঁহারাও দুইজনে দুই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! রাজা যযাতি যখন সর্ব্বভোগ উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন, তখন তিনি স্বীয় রাজ্য ও গৃহীত কলেবর পুত্রকে অর্পণ করিয়া তাহার দেহ হইতে জরা গ্রহণ করত ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত বিনীতভাবে মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবান্! তীর্থক্ষেত্রসকলের মধ্যে কোন তীর্থ প্রধান ও পবিত্র, তাহা আপনি আমাকে বলুন। শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যাবতীয় ক্ষেত্রের মধ্যে সর্ব্বতীর্থবিরাজিত ক্ষেত্র হইতেছে,—চমৎকারপুর; ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। হে রাজন্! ঐ স্থানে পাপনাশিনী বিষ্ণুপদী গঙ্গা এবং হরাদি দেবতা অবস্থিত, এমন কি ধরাতলে অন্যান্য যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তই ঐ ক্ষেত্রে বিরাজিত। পিতামহ দ্বিজগণের প্রমোদের নিমিত্ত হস্তমাত্র ব্যবধান রাখিয়া রাখিয়া দ্বিপঞ্চাশৎ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। অন্যত্র এক বর্ষে যে কর্ম্ম সিদ্ধ

-সিধ্যতি। তত্তত্র দিবসেনাপি সিদ্ধিং যাতি ক্ষিতীশ্বর॥ ১০॥ তস্মাত্তত্র দ্রুতং গত্বা তপঃ কুরু মহীপতে। যেন প্রাপ্স্যসি চিত্তস্থাঁল্লোকান্ ভার্য্যাসমন্বিতঃ॥ ১১॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স রাজা নহুষাত্মজঃ। চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে ভার্য্যাভ্যাং সহিতো যযৌ॥ ১২॥ ততঃ সংস্থাপ্য তল্লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ। সম্যগারাধয়ামাস শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ॥ ১৩॥ ততস্তস্য প্রভাবেন ভার্য্যাভ্যাং সহিতো নৃপঃ। বিমানবরমারূঢো জগাম ত্রিদিবালয়ম্॥ ১৪॥ কিন্নরৈর্গীয়মানশ্চ স্তূয়মানশ্চ চারণৈঃ। স্পর্দ্ধমানঃ সমং দেবৈর্দ্বাদশার্কসমপ্রভঃ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যযাতীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। যদেষা ভবতা প্রোক্তা ব্রাহ্মী তত্র মহাশিলা। মোক্ষদা সর্ব্বজন্তূনাং তথা পাতকনাশিনী॥ ১॥ সা কথং স্থাপিতা তত্র কিম্প্রভাবা চ সূতজ। এতন্নো ব্রূহি নিঃশেষং ন হি তৃপ্যামহে বয়ম্॥ ২॥ সূত উবাচ। ব্রহ্মলোকনিবিষ্টস্য ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। পুরাভূন্মহতী চিন্তা তীর্থযাত্রাসমুদ্ভবা॥ ৩॥ সর্ব্বেষামেব দেবানাং সন্তি তীর্থানি ভূতলে। মুক্ত্বা মাং তন্ময়া কার্য্যং তীর্থমেকং ধরাতলে॥ ৪॥ তত্র ত্রিকালমাসাদ্য কর্ম্ম সন্ধ্যাসমুদ্ভবম্। মর্ত্ত্যলোকং সমাসাদ্য করোমি তদনন্তরম্॥ ৫॥ তথান্যদপি যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যং হিতাবহম্। তৎকরোমি যথান্যোঽপি চক্রুর্দ্দেবাঃ শিবাদয়ঃ॥ ৬॥ ন স্বর্গেঽস্তি হি কৃত্যানামধিকারোঽত্র কশ্চন। শুভানাং কর্ম্মণামেষ কেবলং ভুজ্যতে ফলম্॥ ৭॥ তস্মাদ্যত্র ধরাপৃষ্ঠে শিলেয়ং নিপতিষ্যতি। ত্রিসন্ধ্যং তত্র গন্তব্যমনুষ্ঠানার্থমেব হি॥ ৮॥ এবমুক্ত্বা সুবিস্তীর্ণাং শিলাং তামাসনোদ্ভবাম্। প্রচিক্ষেপ ধরাপৃষ্ঠে সমুদ্দিশ্য পিতামহঃ॥ ৯॥ অথ সা পতিতা ভূমৌ সর্ব্বরত্নময়ী শিলা। চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে সর্ব্বক্ষেত্রমহোদয়ে॥ ১০॥ তত আগত্য লোকেশঃ স্বয়মেব ধরাতলম্। তৎক্ষেত্রং বীক্ষয়ামাস

হয়, এই স্থানে সেই কর্ম্ম এক দিনে সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহীপতে। অতএব আপনি সত্বর ঐ স্থানে গমন করিয়া তপস্যা করুন। ইহাতে আপনি সপত্নীক অভিলষিত লোক সকল লাভ করিবেন। এইরূপ মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যযাতি পত্নীদ্বয়ের সহিত চমৎকারপুরে গমন করিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবদেব শূলীর লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি লিঙ্গপ্রভাবে ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত বিমানবরে আরোহণ করিয়া ত্রিদিব ধামে গমন করিলেন। ঐ সময় তিনি দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া দেবগণকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং কিন্নরগণ তাঁহার উদ্দেশে গান ও চারণগণ স্তব করিতে লাগিল।১—১৫।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে সর্ব্ব জন্তুগণের মোক্ষদায়িনী ও পাপনাশিনী ব্রাহ্মী মহাশিলার কথা বলিলেন, ঐ শিলা কি প্রকারে স্থাপিত হইল? এবং তাহার মাহাত্ম্যই বা কি প্রকার? আপনি তাহা পুনরায় সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বলুন, আমরা উহা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মলোক-নিবাসী অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার তীর্থযাত্রাবিষয়ক মহতী চিন্তা উপস্থিত হয়। তিনি এই চিন্তা করিলেন যে, ধরাতলে সকল দেবতারই তীর্থ আছে, কেবল আমারই নাই; সুতরাং আমাকেও একটা তীর্থ ধরাতলে করিতে হইবে। ধরাতলে গিয়া আমি ঐ তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা-সমুদ্ভব কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিব। আরও আমার ঐ স্থানে যৎকিঞ্চিৎ হিতাবহ ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করিতে হইবে যাহা অপরাপর শিবাদি দেবতা করিয়াছেন। স্বর্গে কাহারও কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই এখানে কেবল শুভ কর্ম্মের ফলভোগই হইয়া থাকে। অতএব ধরাপৃষ্ঠে যেখানে এই শিলা পতিত হইবে, সেই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা গমন করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পিতামহ স্বীয় আসনোদ্ভবা শিলা চমৎকারপুর উদ্দেশে ক্ষেপণ করিলেন। ক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঐ সর্ব্বরত্নময়ী শিলা চমৎকারপুরে পতিত হইল। অনন্তর পিতামহ ঐ ক্ষেত্রে আগমন করিয়া ঐ সর্ব্ব তীর্থময় ক্ষেত্র দর্শন করিলেন। আর দেখিলেন যে, তাঁহার নিক্ষিপ্ত শিলা ঐ স্থানে উপস্থিত

ব্যাপ্তং তীর্থৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১১ ॥ তত্র পুণ্যতমে দেশে দৃষ্ট্বা তাং সমুপস্থিতাম্। শিলামানন্দমাপন্নঃ প্রোবাচ স্তদনন্তরম্ ॥ ১২ ॥ অহো ধন্যতমো মত্তো নান্যোঽস্তি ভুবনত্রয়ে। সর্ব্বতীর্থময়ে ক্ষেত্রে যতো জাতাত্র সংস্থিতিঃ ॥ ১৩ ॥ সলিলেন বিনা যস্মান্ন ক্রিয়া সম্প্রবর্ত্ততে। তস্মাদত্র ময়া কার্য্যঃ শুচিতোয়ো মহাহ্রদঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস স্বসুতাঞ্চ সরস্বতীম্। জনসংস্পর্শভীত্যা চ পাতালতলবাহিনীম্ ॥ ১৫ ॥ অথ ভূমিতলং ভিত্ত্বা প্রাদুর্ভূতা মহানদী। তাং শিলামমলৈস্তোয়ৈঃ ক্ষালয়ন্তী সমন্ততঃ ॥ ১৬ ॥ অথ মূর্ত্তিমতী ভূত্বা প্রোবাচ প্রপিতামহম্। কিমর্থং সংস্মৃতা দেব মমাদেশঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ত্বয়াত্রৈব সদা স্থেয়ং শিলায়াঃ মম সন্নিধৌ। সন্ধ্যাত্রয়েঽপি ত্বত্তোয়ৈর্যেন কৃত্যং করোম্যহম্ ॥ ১৮ ॥ তথা যে মানবাঃ স্নানং করিষ্যন্তি জলে তব। তে যাস্যন্তি পরাং সিদ্ধিং দুর্ল্লভাং দেবমানুষৈঃ ॥ ১৯ ॥ সরস্বত্যুবাচ। অহং কন্যা সুরশ্রেষ্ঠ পাতালতলবাহিনী। জনস্পর্শভয়াদ্ভীতা নাগচ্ছামি মহীতলে ॥ ২০ ॥ তবাদেশোঽন্যথা নৈব ময়া কার্য্যঃ কথঞ্চন। এবং মত্বা সুরশ্রেষ্ঠ যদ্যুক্তং তৎসমাচর ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। তবার্থে কল্পয়িষ্যামি স্থানেঽত্রৈব মহাহ্রদম্। অগম্যং সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং তত্র ত্বং স্থাতুমর্হসি ॥ ২২ ॥ এবমুক্ত্বা স দেবেশশ্চখান চ মহাহ্রদম্। ততঃ সরস্বতী তত্র স্বস্থানমকরোদথ ॥ ২৩ ॥ ততো দৃষ্টিবিষান সর্পানাদিদেশ পিতামহঃ। যুষ্মাভিঃ সর্ব্বদা স্থেয়ং হ্রদেঽস্মিন্ শাসনান্মম ॥ ২৪ ॥ যথা সরস্বতীং মর্ত্ত্যা ন স্পৃশন্তি কথঞ্চন। ভবদ্ভিঃ সর্ব্বথা কার্য্যং তথা পন্নগসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ সূত উবাচ। এবং ব্রহ্মা ব্যবস্থাপ্য তত্র ক্ষেত্রে সরস্বতীম্। তাঞ্চ চিত্রশিলাং মধ্যে ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ২৬ ॥ অথ মঙ্কনকো নাম মহর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ। ক্ষেত্রে তত্র সমায়াতো বিষবিদ্যাবিচক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥ স ক্রমাদ্ভ্রমমাণস্তু তস্মিন্ সর্পাভিরক্ষিতে। তং মুনিং বেষ্টয়ামাসুর্ব্বন্ধৈশ্চৈব পাশকৈঃ ॥ ২৮ ॥ সোঽপি বিদ্যাবলাৎ সর্পান্নির্ব্বিষাংস্তাংশ্চকার হ। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা কৃত্বা চ পিতৃতর্পণম্। নিষ্ক্রান্তঃ সলিলাত্তস্মাৎ কৃতকৃত্যো মুদান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥ ততশ্চক্রে মুনির্যাবৎ সম্যক্কুশপরিগ্রহম্। দর্ভাগ্রেণাস্য হস্তাগ্রং পাটিতং তাবদেব হি অথ তস্মাৎ ক্ষতা-

হইয়াছে। শিলা দর্শন করিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন, বলিলেন,—অহো! এই ত্রিভুবনে আমা অপেক্ষা ধন্যতম আর কেহ নাই! কারণ এই সর্ব্বতীর্থময় ক্ষেত্রে আবার শিলা অবস্থিতি করিতেছে। সলিল ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, অতএব এই স্থানে এক পবিত্রজল হ্রদ করিতে হইবে। অনন্তর তিনি স্বসুতা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন, হইবামাত্র তিনি জনসংসর্গভয়ে পাতালতল দিয়া বাহিত হইয়া চমৎকারপুরক্ষেত্রসমীপে ভূমি ভেদ করিয়া শিলা ধৌত করত উত্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি মূর্ত্তিমতী হইয়া পিতামহকে বলিলেন,—হে দেব! কি জন্য আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন, কি করিতে হইবে? আদেশ প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি এই স্থানে আমার নিকট সর্ব্বদা অবস্থান কর, আমি তোমার জল লইয়া ত্রিসন্ধ্য এই স্থানে সন্ধ্যা উপাসনা করিব। যে সকল মানব এই স্থানে তোমার জলে স্নান করিবে, তাহারা দেব-মানব-দুর্লভ পরম সিদ্ধি লাভ করিবে। সরস্বতী বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি কন্যা, জনসংস্পর্শভয়ে পাতালতলে বাস করিতেছি, মহীতলে আগমন করি না, কোন প্রকারেই আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি আমার প্রতি আদেশ করুন।১—২১। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই স্থানে আমি তোমার জন্য এক হ্রদ প্রস্তুত করিব, ঐ হ্রদ মর্ত্ত্যগণের অগম্য। তুমি উহাতে বাস করিবে। এই কথা বলিয়া পিতামহ ঐ স্থানে হ্রদ খনন করিলেন, ঐ হ্রদে সরস্বতী নদী আশ্রয় লইলেন। পিতামহ দৃষ্টিবিষ সর্পগণকে বলিয়া দিলেন যে, তোমরা এই হ্রদে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে, দেখিও যেন কোন মর্ত্ত্য আসিয়া সরস্বতীকে স্পর্শ না করে। সূত বলিলেন,—ভগবান্ পিতামহ ঐ স্থানে শিলা ও সরস্বতীকে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর মঙ্কণক নামে এক বিষবিদ্যা-বিচক্ষণ সংশিতব্রত মহর্ষি ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তিনি ঐ সর্পরক্ষিত স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকিলে সর্পগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পাশবন্ধের ন্যায় বদ্ধ করিল। তিনিও তখন বিদ্যাবলে ঐ সর্পগণকে বিষহীন করিলেন। সর্পগণ নির্ব্বিষ হইলে তিনি ঐ হ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক পিতৃতর্পণ সমাপনান্তে শুচি হইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ সময় তিনি কুশ সংগ্রহ করিতে থাকিলে কুশাগ্র

জাতস্তস্য শাকরসো মহান্। তং দৃষ্ট্বা স বিশেষেণ হর্ষিতো বিস্ময়ান্বিতঃ॥ ৩১॥ সিদ্ধোঽহমিতি বিজ্ঞায় নৃত্যং চক্রে ততঃ পরম্। ব্রাহ্মীং শিলাং সমারুহ্য আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ॥ ৩২॥ অথৈবং নৃত্যমানস্য মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ। লাস্যং চক্রে ততঃ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৩৩॥ চমৎকারপুরং কৃৎস্নং ভগ্নং নষ্টা দ্বিজোত্তমাঃ। প্রাসাদৈর্দ্দিক্ষিতে-স্তত্র হাহাকারো মহানভূৎ॥ ৩৪॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে তদ্দৃষ্ট্বা তস্য চেষ্টিতম্। লাস্যস্য বারণার্থায় প্রোচুর্বৃষভবাহনম্॥ ৩৫॥ অনেন নৃত্যমানেন জগৎস্থাবরজঙ্গমম্। নৃত্যং করোতি দেবেশ-স্তস্মাদগত্বা নিবারয়॥ ৩৬॥ নান্যঃ শক্তঃ সুরশ্রেষ্ঠ মুনিমেনং কথঞ্চন। নিষেধয়িতুমীশান ততঃ কুরু জগদ্ধিতম্॥ ৩৭॥ অথ তেসাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। কৃত্বা রূপং দ্বিজেন্দ্রস্য তৎসকাশমুপাদ্রবৎ॥ ৩৮॥ অব্রবীচ্চ মুনে কস্মাত্ত্বয়েতন-নৃত্যতেঽধুনা। তস্মাৎকার্য্যং বদাশু ত্বং পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ৩৯॥ এবমুক্তঃ স বিপ্রেন্দ্রঃ শঙ্করেণ দ্বিজোত্তমাঃ। হস্তং সন্দর্শয়ামাস তস্য শাকরসান্বিতম্॥ ৪০॥ কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসো মহান্। সঞ্জাতঃ ক্ষতধর্ম্মেণ তস্মাৎ সিদ্ধিকরুপস্থিতা॥ ৪১॥ এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্র নৃত্যমেতৎ করোম্যহম্। আনন্দং পরমং প্রাপ্য সিদ্ধিজং সিদ্ধসত্তম॥ ৪২॥ এবং তু বদতস্তস্য ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। অঙ্গুষ্ঠং তাড়য়ামাস স্বাঙ্গুল্যগ্রেণ তৎক্ষণাৎ॥ ৪৩॥ নিশ্চক্রাম ততো ভস্ম হিমস্ফটিকসন্নিভম্। ক্ষতাগ্রাৎ সহসা তস্য মহাবিস্ময়কারকম্॥ ৪৪॥ ততঃ প্রোবাচ তং বিপ্রং স দেবো দ্বিজসত্তমাঃ। পশ্যাঙ্গুষ্ঠাগ্রতো মহ্যং নিষ্ক্রান্তং ভস্ম পাণ্ডুরম্॥ ৪৫॥ তথাপ্যহং মুনিশ্রেষ্ঠ ন নৃত্যং কর্তুমুৎসহে। ত্বং পুনর্নৃত্যসে কস্মাদপি শাকরসেক্ষণাৎ॥ ৪৬॥ বিরামং কুরু তস্মাত্ত্বং নৃত্যাদস্মাদ্বিগর্হিতাৎ। তপঃ ক্ষরতি বিপ্রেন্দ্র নৃত্যগীতাদ্দ্বিজন্মনঃ॥ ৪৭॥ অথাসৌ তৎসমুদ্বীক্ষ্য ক্ষতাদ্ভস্মবিসর্জ্জনম্। নৃত্যং ব্রীড়ান্বিতস্ত্যক্ত্বা তস্য চক্রে নমস্কৃতিম্॥ ৪৮॥ অব্রবীত্ত্বামহং মন্যে নান্যং দেবান্মহেশ্বরাৎ। তস্মাৎ

দ্বারা তাঁহার হস্ত পাটিত হইল। তখন তাঁহার হস্তস্থিত ক্ষতস্থান হইতে প্রভূত শাকরস নির্গত হওয়ায় তিনি হৃষ্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ইহাতে তিনি মনে করিলেন যে, আমি সিদ্ধ হইয়াছি; ইহা মনে করিয়া ঐ ব্রাহ্মী শিলাতে আরোহণপূর্ব্বক তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুনি ঐ রূপে নৃত্য করিতে থাকিলে নিখিল স্থাবর-জঙ্গম জগৎ নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাতে সমস্ত চমৎকারপুর ভগ্ন, দ্বিজোত্তমগণ বিনষ্ট ও তত্রত্য প্রাসাদসমূহ বিধ্বস্ত হইল এবং চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনন্তর দেবগণ তাহার নৃত্য দর্শন করিয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য বৃষভবাহনকে এই কথা বলিলেন,—হে দেব! মঙ্কণক মুনি চমৎকারপুরক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছেন, তাহাতে সচরাচর সমস্ত জগৎ নৃত্য করিতেছে; অতএব আপনি ঐ স্থানে গমন করিয়া তাঁহাকে নৃত্য করিতে নিবারণ করুন। আপনি ব্যতীত অন্য কেহ আর ঐ মুনিকে নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। হে দেব! নিষেধ করিয়া আপনি জগতের মঙ্গলবিধান করুন। অনন্তর ভগবান্ বৃষভধ্বজ দেবগণের বাক্যে দ্রুতগতি ঐ মুনিসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে মুনে! আপনি কি জন্য নৃত্য করিতেছেন? তাহা বলুন, শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। মহাদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তখন মুনি স্বীয় শাকরসান্বিত হস্ত প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমার হস্তের ক্ষতমুখ হইতে সিদ্ধিসূচক শাকরস নির্গত হইতেছে? আমার সিদ্ধি উপস্থিত। ওহে বিপ্র! এই জন্য আনন্দে আমি নৃত্য করিতেছি।২২—৪২। মুনি এই কথা কহিবামাত্র শঙ্কর তৎক্ষণাৎ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ তাড়িত করিলেন। তাহাতে তাঁহার ঐ ক্ষত-স্থান হইতে অজস্র হিম-স্ফটিকসন্নিভ ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। হে দ্বিজসত্তমগণ! অতঃপর দেবদেব ঐ মুনিকে বলিলেন—হে মুনে! দেখুন,—আমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে কত পাণ্ডুরবর্ণ ভস্ম নির্গত হইতেছে, কিন্তু আমি ত কৈ আপনার মত নৃত্য করিতেছি না? আপনি আপনার ক্ষতস্থান হইতে শাকরস নির্গত হইতে দেখিয়া কি জন্য এত নৃত্য করিতেছেন। অতএব আপনি এই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হউন। হে বিপ্রসত্তম! বিপ্রগণের নৃত্য-গীত হইতে তাঁহাদের তপস্যা ক্ষরিত হয়। অনন্তর মুনি দেবদেবের ক্ষতস্থান হইতে ভস্ম ক্ষরিত হইতে দেখিয়া লজ্জিতভাবে নৃত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে

কুরু প্রসাদং মে যথা ন স্যাত্তপঃক্ষতিঃ ॥ ৪৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। তপস্তে মৎপ্রসাদেন বৃদ্ধিং যাস্যতি নিত্যশঃ। স্থানেঽত্র ভবতা সার্দ্ধমহং স্থাস্যামি সর্ব্বদা ॥ ৫০ ॥ আনন্দিতেন ভবতা প্রার্থিতোঽহং যতো মুনে। আনন্দেশ্বরসংজ্ঞশ্চ খ্যাতিং যাস্যামি ভূতলে। এতৎপুরঞ্চ মে নাম্না আনন্দাখ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবো গতশ্চাদর্শনং ততঃ। সোঽপি মঙ্কণকস্তত্র তপস্তেপে মুনীশ্বরঃ ॥ ৫২ ॥ অথ তে পন্নগাঃ প্রোচুঃ প্রণিপত্য মুনীশ্বরম্। ভগবন্নির্ব্বিষাঃ সর্ব্বে বয়ং হি ভবতা কৃতাঃ ॥৫৩॥ তস্মাৎ কুরু প্রসাদং নো যথা স্যাদ্দারুণং বিষম্। নো চেদ্বয়ং গমিষ্যামঃ সর্ব্বলোকপরাভবম্ ॥ ৫৪ ॥ মঙ্কণক উবাচ। অনৃতং ন ময়া প্রোক্তং স্বৈরেণাপি কদাচন। তস্মাদেবংবিধাঃ সর্ব্বে জলসর্পা ভবিষ্যথ ॥ ৫৫ ॥ সূত উবাচ। ততঃপ্রভৃতি সঞ্জাতা জলসর্পা মহীতলে। তদ্বদ্রূপা দ্বিজিহ্বাশ্চ কেবলং বিষবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ অথ তস্মিন্ হ্রদে মর্ত্ত্যাঃ স্নাত্বা সারস্বতে শুভে। স্পৃষ্ট্বা চিত্রশিলাং তাঞ্চ প্রয়াস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৭ ॥ অথ ভীতঃ সহস্রাক্ষো গত্বা দেবং পিতামহম্। যমেন সহিতঃ স্বর্ণং প্রোবাচেদং বচস্তদা ॥ ৫৮ ॥ ত্বৎপ্রসাদাৎ সমুদ্বীক্ষ্য গচ্ছন্তি মনুজা দিবম্। পিতামহ মহাতীর্থং যত্ত্বয়া বিহিতং ক্ষিতৌ। সারস্বতং নরাস্তত্র স্নাত্বা যান্তি ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৫৯ ॥ অপি পাপসমাচারাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। তত্র স্নাত্বা শিলাং স্পৃষ্ট্বা তদৈবায়ান্তি সদ্গতিম্ ॥ ৬০ ॥ যম উবাচ। অপ্রমাণং বিভো কর্ম্ম সম্প্রয়াতং মমোচিতম্। শুভাশুভপরিজ্ঞানং সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্ ॥ ৬১ ॥ তস্মাত্ত্যজ ত্বং মাং দেব যদ্বা তত্তীর্থমুত্তমম্। যৎপ্রভাবাজ্জনৈহীনাঃ সঞ্জাতা নরকা মম ॥ ৬২ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যমস্য প্রপিতামহঃ। প্রাহ পার্শ্বস্থিতং শক্রং তত্তীর্থং নয় সংক্ষয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ ততঃ শক্রো হ্রদং গত্বা পূরয়ামাস পাংশুভিঃ। হ্রদং সারস্বতং তঞ্চ তাঞ্চ চিত্রশিলাং দ্বিজাঃ ॥ ৬৪ ॥ অদ্যাপি মনুজঃ সম্যক্তস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ। যঃ করোতি তপশ্চর্য্যাং স শীঘ্রং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫ ॥ সোঽপি মঙ্কণকস্তত্র সার্দ্ধং দেবেন শম্ভুনা। তিষ্ঠত্যদ্যাপি বিপ্রেন্দ্র পূরিতং চৈব পাংশুভিঃ ॥ ৬৬ ॥ লিঙ্গং মঙ্কণকস্যান্তং তত্রাস্তি সুমহোদয়ম্। তৎস্পৃষ্ট্বা মানবাঃ পাপৈর্ম্মুচ্যন্তে

নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন,—হে দেব! আমি আপনাকে মহেশ্বর বলিয়া মনে করিতেছি। হে দেব! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন—যাহাতে আমার তপঃক্ষয় না হয়। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে বিপ্র! আমার প্রসাদে আপনার তপ নিত্য বর্দ্ধিত হইবে, এই স্থানে আমি আপনার সহিত বাস করিব। আপনি আনন্দিত হইয়া আমার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, এজন্য আমি এই স্থানে আনন্দেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিব। আর এই নগর আমার নামে আনন্দনগর নামে অভিহিত হইবে। এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। আর মুনি মঙ্কণক ঐ স্থানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন পন্নগগণ প্রণামপূর্ব্বক মুনিকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে বিষরহিত করিয়াছেন, অতএব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দারুণ বিষসম্পন্ন করুন; নচেৎ আমরা সর্ব্বলোক হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইব। মঙ্কণক বলিলেন,—হে সর্পগণ! আমি তোমাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতেছি না, তোমরা সকলেই জলসর্প হইবে। সূত বলিলেন,—তদবধি মহীতলে বিষবর্জ্জিত দ্বিজিহ্ব জলসর্পের সৃষ্টি হইল। অতএব মর্ত্ত্যগণ ঐ হ্রদে স্নান ও তত্রত্য চিত্রশিলা দর্শন করিয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর শক্র কৃতান্তের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে পিতামহ! আপনার প্রসাদে সকল মর্ত্ত্যই পাপী হইয়াও আপনার স্থাপিত তীর্থহ্রদ সারস্বতে স্নান ও শিলা স্পর্শ করিয়া স্বর্গে আগমন করিতেছে। ৪৩—৬০। যম বলিলেন,—হে দেব! দেহিগণের শুভাশুভ পরিজ্ঞানরূপ যে আমার কর্ম্ম, আপনার তীর্থপ্রভাবে তাহা ইদানীং বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনি আমাকে অথবা আপনার তীর্থটীকে পরিত্যাগ করুন; আপনার তীর্থপ্রভাবে নরক জন-শূন্য হইয়াছে। পিতামহ কৃতান্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্শ্বস্থিত শক্রকে বলিলেন,—হে শক্র! তুমি ঐ তীর্থকে নষ্ট কর। অনন্তর শক্র ঐ তীর্থে গমন করিয়া পাংশু দ্বারা সারস্বত হ্রদ ও শিলা পূরণ করিলেন। অদ্যাপি যদি মানবগণ ঐ স্থানে গমন করে, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! অদ্যাপি ঐ স্থানে শম্ভুর সহিত মুনি মঙ্কণক পাংশু-আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ স্থানে মঙ্কণক স্থাপিত লিঙ্গ

দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬৭ ॥ মাঘশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং যস্তং পূজয়তে নরঃ। স পাপৈরপি সংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চিত্রশিলামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্যৈবোত্তরদিগ্‌ভাগে দেবস্য জলশায়িনঃ। স্থানমস্তি সুবিখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ যস্তৎ পূজয়তে ভক্ত্যা শয়নে বোধনে হরেঃ। উপবাসপরো ভূত্বা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পরম্ ॥২॥ অশূন্যশয়না নাম দ্বিতীয়াদয়িতা তিথিঃ। সদৈব দেবদেবস্য কৃষ্ণা সুপ্তস্য যা ভবেৎ ॥৩॥ তস্যাং যঃ পূজয়েত্তত্র তং দেবং জলশায়িনম্। শাস্ত্রোক্তেন বিধানেন স গচ্ছতি হরেঃ পদম্ ॥ ৪ ॥ ঋষয় উচুঃ। জলশায়ী কথং তত্র সম্প্রাপ্তঃ সূতনন্দন। পূজ্যতে বিধিনা কেন তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্বদ ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। পুরাসীদ্বাষ্কলির্নাম দানবেন্দ্রো মহাবলঃ। অজেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্ ॥ ৬ ॥ অথাসৌ ভূতলং সর্ব্বং বশীকৃত্বা মহাবলঃ। ততো দৈত্যগণৈঃ সার্দ্ধং জগাম ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৭ ॥ তত্রাভবন্মহাযুদ্ধং দেবাসুরবিনাশকম্। দেবানাং দানবানাঞ্চ ক্রুদ্ধানামিতরেতরম্। বর্ষাণামযুতং তাবদহন্যহনি দারুণম্। তত্রাসৃক্‌কর্দ্দমো জাতঃ পর্ব্বতশ্চাস্থিসম্ভবঃ ॥ ৯ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে দশমে সমুপস্থিতে। জিতস্তেন সহস্রাক্ষঃ সসৈন্যঃ সপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥ ততঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ। জগাম শরণং বিষ্ণোঃ শ্বেতদ্বীপং প্রতিশ্রয়ম্ ॥ ১১ ॥ যত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্যোগনিদ্রাবশঙ্গতঃ। শয়ানঃ শেষপর্য্যঙ্কে লক্ষ্ম্যা সংবাহিতাঙ্‌ঘ্রিযুক্ ॥ ১২ ॥ ততো বেদোদ্ভবৈঃ সূক্তৈঃ স্তুতিং চক্রুঃ সমন্ততঃ। তস্য দেবস্য সদ্ভক্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ১৩ ॥ অথোত্থায় জগন্নাথঃ প্রোবাচ বলসূদনম্। কচ্চিৎ ক্ষেমং সহস্রাক্ষ সাম্প্রতং ভুবনত্রয়ে। যত্ত্বং দেবগণৈঃ সার্দ্ধং স্বয়মেব ইহাগতঃ ॥ ১৪ ॥ শক্র উবাচ। বাষ্কলির্নাম দৈত্যেন্দ্রো হরলব্ধবরো বলী। অজেয়ঃ সঙ্গরে দেবৈস্তেনাহং বিজিতো রণে ॥ ১৫ ॥ সংস্থিতিশ্চ কৃতা স্বর্গে সাম্প্রতং মধুসূদন। তেনৈষ শরণং

আছেন। তাহা স্পর্শ করিলে মানব পাপমুক্ত হয়। যে নর মাঘ মাসে শুক্লচতুর্দ্দশীতে তাঁহার পূজা করে, সে পাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ৬৭—৬৮।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! যাহারই উত্তরদিক্‌ভাগে জলশায়ী দেবের সর্ব্বপাতকনাশন এক বিখ্যাত স্থান আছে। যাহারা হরির শয়নে ও উত্থানে উপবাস-পরায়ণ হইয়া তত্রত্য দেবের পূজা করে, তাহারা বৈষ্ণব পদ লাভ করিয়া থাকে। যে মানব দেবদেবের দয়িতা অশূন্যশয়না নাম্নী কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে শাস্ত্রোক্ত বিধানে দেবদেবের পূজা করে, সে হরিপদ লাভ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! তত্রত্য দেবদেব কিরূপে জলশায়ী হইলেন এবং কোন্ বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিতে হয় আপনি তাহা বলুন। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে বাষ্কলিনামক এক মহাবল দানব ছিল। সে দেব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের অজেয় ছিল। ঐ মহাবল একদা সমগ্র মহীতল বশীভূত করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ স্বর্গে গমন করে। ঐ স্থানে দেবাসুরবিমর্দ্দী মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। অযুতবর্ষ কাল যাবৎ প্রত্যেক দিন ঐ দারুণ যুদ্ধ চলে। ঐ যুদ্ধে রক্তের নদী ও অস্থির পর্ব্বত হয়। ১—৯। অনন্তর অযুত বর্ষ যুদ্ধের পর দানব সসৈন্য শক্রকে পরাজিত করিল। তখন শক্র স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দেবগণের সহিত শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণু সমীপে গমন করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রার বশীভূত হইয়া শেষপর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন। আর লক্ষ্মী দেবী তাঁহার পাদসংবাহন করিতেছিলেন। শক্রাদি ভক্ত দেবগণ ঐ ভগবৎ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, বৈদিক সূক্ত দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি এই ভাবে স্তব করিতে থাকিলে ভগবান বিষ্ণু গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে শক্র! ত্রিভুবনের মঙ্গল ত? তুমি যে হঠাৎ দেবগণসমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিলে? শক্র বলিলেন,—হে দেব! বাষ্কলি নামে এক দৈত্য ভগবান্ হর হইতে বর লাভ করিয়া সমরে আমাকে পরাজিত করিয়াছে। সে এখন স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছে। এই জন্যই দেবগণসমভিব্যাহারে

প্রাপ্তো দেবৈঃ সার্দ্ধং সুরোত্তম ॥ ১৬ ॥ হিরণ্যাক্ষভয়াদ্দেবা হিরণ্যকশিপোঃ পুরা। ত্বয়া ত্রাতা বয়ং সর্ব্বে তথান্যেষাং দুরাত্মনাম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মাদস্মাদপি ত্রাহি দানবাদ্বলবত্তরাৎ। বাষ্কলের্নাস্তি দেবেশ ত্বাং মুক্ত্বান্যা পরা গতিঃ ॥ ১৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অহং তং নিগ্রহীষ্যামি সম্প্রাপ্তে সময়ে স্বয়ম্। তস্মাত্ত্বং সময়ং যাবৎকুরু শক্র তপো মহৎ ॥ ১৯ ॥ যেন তে জায়তে শক্তিস্তপোবীর্য্যেণ বাসব। বধায় তস্য দৈত্যস্য বলযুক্তস্য বাষ্কলেঃ ॥ ২০ ॥ শক্র উবাচ। কস্মিন্ ক্ষেত্রে জগন্নাথ করোমি সুমহত্তপঃ। তস্য দৈত্যস্য নাশার্থং তদস্মাকং প্রকীর্ত্তয় ॥ ২১ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান বিষ্ণুঃ প্রোবাচাথ পুরন্দরম্। চিরং মনসি নিশ্চিত্য ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ ॥ ২২ ॥ চমৎকারিপুরং ক্ষেত্রং শক্র সিদ্ধিপ্রদায়কম্। তস্মাত্তত্র দ্রুতং গত্বা তদ্বধার্থং তপঃ কুরু ॥ ২৩ ॥ শক্র উবাচ। ন বয়ং ভবতা হীনা যাস্যামোঽন্যত্র কেশব। বাষ্কলের্দানবেন্দ্রস্য ভয়াদ্ভীতাঃ কথঞ্চন ॥ ২৪ ॥ তস্মাদাগচ্ছ তত্র ত্বং স্বয়মেব সুরেশ্বর। ত্বয়া সংরক্ষিতো যেন করোমি সুমহত্তপঃ ॥ ২৫ ॥ সূত উবাচ। ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুস্তথেত্যুক্ত্বা সুরৈঃ সহ। চমৎকারপুরং ক্ষেত্রমাজগাম সহ শ্রিয়া ॥ ২৬ ॥ অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে তত্র গত্বা তদাশ্রমান্। চক্রুঃ পৃথক্-পৃথগ্যুষ্টাস্তপোঽর্থং কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৭ ॥ বাসুদেবোঽপি সংস্মৃত্য ক্ষীরোদং তত্র সাগরম্। আনিনায়াশু বিস্তীর্ণং হ্রদে তস্মিন্ পুরাতনে ॥ ২৮ ॥ চকার শয়নং তত্র শ্বেতদ্বীপে যথা পুরা। স্তূয়মানঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমস্তাদ্বিনয়ান্বিতৈঃ ॥ ২৯ ॥ অথাষাঢ়স্য সম্প্রাপ্তে দ্বিতীয়াদিবসে শুভে। কৃষ্ণপক্ষে সহস্রাক্ষং স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ। প্রোবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং বাষ্পব্যাকুললোচনম্ ॥ ৩০ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। অশূন্যশয়না-নাম দ্বিতীয়াদ্য পুরন্দর। অতীব দয়িতা বিষ্ণোঃ প্রসুপ্তস্য জলাশয়ে ॥ ৩১ ॥ অস্যাং সম্পূজিতো বিষ্ণুর্যাবন্মাসচতুষ্টয়ম্। দদাতি সকলান্ কামান্ ধ্যাতশ্চেতসি সর্ব্বদা। শাস্ত্রোক্তবিধিনা সম্যগ্‌ব্রতস্থো জলশায়িনম্ ॥৩২॥ এবং স চতুরো মাসান্ দ্বিতীয়া-দিবসে হরিম্। পূজয়িত্বা সহস্রাক্ষস্তেজসা সহি-তোঽভবৎ ॥ ৩৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা তেজসা যুক্তং পরি-

---

আগন করিয়া আমি আপনার শরণ হইয়াছি। আপনি পূর্ব্বে যেমন দেবগণকে হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য দানবের ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অধুনা এই দুরাত্মা দানবের ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন,—আপনি ব্যতিরেকে আর আমাদের অন্য গতি নাই। শ্রীভগবান বলিলেন,—আমি তাহাকে সময়ে নিগৃহীত করিব। অতএব আপনি সেই সময় পর্য্যন্ত তপস্যা করুন। ঐ তপস্যার প্রভাবে আপনার দুষ্ট দৈত্য বাষ্কলিকে বধ করিবার শক্তি জন্মিবে। শক্র বলিলেন,—হে জগন্নাথ! আমি ঐ দুষ্ট দৈত্যকে বধ করিবার জন্য কোন্ ক্ষেত্রে গিয়া তপস্যা করিব? সূত বলিলেন,—শক্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বলিলেন —হে শক্র! চমৎকারপুর ক্ষেত্র সিদ্ধিপ্রদায়ক। অতএব আপনি ঐ ক্ষেত্রে গমন করিয়া ঐ দুষ্ট দৈত্যের বধের নিমিত্ত তপস্যা করুন। শক্র বলিলেন,—হে দেব! আমরা দুষ্ট বাষ্কলির ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি; অতএব আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কুত্রাপি যাইতে পারিব না; অতএব আপনি আমাদের সঙ্গে এ স্থানে আগমন করুন, আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমি তপস্যা করিব। ১০—২৫। সূত বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীসমভিব্যাহারে তাঁহাদের সহিত চমৎকারপুরক্ষেত্রে গমন করিলেন। দেবগণ তখন চমৎকারপুর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তপস্যার্থ পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। বাসুদেব ঐ ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরকে স্মরণ করিলেন। সাগর স্মৃত হইবামাত্র ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে তত্রত্য হ্রদে অবস্থান করিতে বলিলেন, সাগর হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তখন তাহাতে শ্বেতদ্বীপের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। সুরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর আষাঢ়-মাসীয় কৃষ্ণা দ্বিতীয়া উপস্থিত হইলে ভগবান বৃহস্পতি শক্রকে বাষ্পাকুল-নেত্র দেখিয়া বলিলেন। হে পুরন্দর! অশূন্যশয়না নাম্নী দ্বিতীয়া জলাশয়-প্রসুপ্ত বিষ্ণুর অতীব প্রিয়; অতএব আপনি চারিমাস যাবৎ ঐ দ্বিতীয়া তিথিতে শাস্ত্রোক্ত বিধানে তাঁহার পূজা করুন। পূজিত হইয়া তিনি সকল অভিলষিত প্রদান করিবেন। ভগবান্ বৃহস্পতির বাক্যে শক্র উক্ত প্রকারে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া অতীব তেজস্বী হইলেন। তাঁহাকে তেজস্বী দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অত্যন্ত

তুষ্টো জনার্দ্দনঃ। প্রোবাচ শক্র গচ্ছাদ্য বধার্থং তস্য বাস্কলেঃ। সর্ব্বৈর্দ্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং বিজয়স্তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ শক্র উবাচ। বিভেমি তস্য দেবাহং দানবেন্দ্রস্য দুর্ম্মতেঃ। ত্বয়া বিনা ন গচ্ছামি সার্দ্ধং সর্ব্বৈঃ সুরৈরপি ॥৩৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। ত্বয়া সহ সহস্রাক্ষ চক্রমেতৎসুদর্শনম্। গমিষ্যতি বধার্থায় মদীয়ং সুরবিদ্বিষাম্ ॥ ৩৬ ॥ এবমুক্ত্বা হরিশ্চক্রং প্রমুমোচ সুদর্শনম্। বধার্থং দানবেন্দ্রাণাং শক্রেণ সহিতং তদা ॥ ৩৭ ॥ শক্রোঽপি সহিতস্তেন গত্বা চক্রেণ কৃৎস্নশঃ। সর্ব্বানুৎসাদয়ামাস দানবান্ রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩৮ ॥ স চাপি বাস্কলিস্তেন ছিন্নশ্চক্রেণ কৃৎস্নশঃ। পপাত ধরণীপৃষ্ঠে বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৩৯ ॥ তথান্যে বহবঃ শূরা দানবা বলদর্পিতাঃ। হত্বা সুদর্শনং চক্রং ভূয়ঃ প্রাপ্তং হরেঃ করম্ ॥ ৪০ ॥ তেঽপি শক্রাদয়ো দেবাঃ প্রহৃষ্টা গতসংশয়াঃ। ভূয়ো বিষ্ণুং সমেত্যাথ প্রোচুর্নত্বা ততঃ পরম্ ॥ ৪১ ॥ প্রভাবাত্তব দেবেশ হতাঃ সর্ব্বেঽমরারয়ঃ। প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যরাজ্যং চ ভূয়ো নিহতকণ্টকম্ ॥ ৪২ ॥ তস্মাৎকীর্ত্তয় যৎকৃত্যং তচ্চ শ্রেয়স্করং মম। সদা স্যাৎপুণ্ডরীকাক্ষ তথা শক্রভয়াবহম্ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ময়াত্রৈব সদা স্থেয়ং রূপেণানেন বাসব। সর্ব্বলোকহিতার্থায় হ্রদে পুণ্যজলাশ্রয়ে ॥ ৪৪ ॥ ত্বয়া তস্মাৎসমাগম্য চাতুর্ম্মাস্যং শচীপতে। প্রযত্নেন প্রকর্ত্তব্যমশূন্যশয়নং ব্রতম্ ॥ ৪৫ ॥ ন ভবন্তি সহস্রাক্ষ যেন তে পরিপন্থিনঃ। তথাভীষ্টফলাবাপ্তির্ম্মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ অন্যোঽপি যো নরো ভক্ত্যা পূজয়িষ্যতি মামিহ। সম্প্রাপ্স্যতি স তাল্লোঁকান্ দুর্লভাংস্ত্রিদশৈরপি ॥ ৪৭ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ সহস্রাক্ষ কুরু রাজ্যং ত্রিবিষ্টপে। ভূয়োঽপ্যত্রৈব দেবেশ দ্রষ্টব্যোঽস্মি ন সংশয়ঃ। কার্য্যকালে সমায়াতে শ্বেতদ্বীপে যথা তথা ॥ ৪৮ ॥ সূত উবাচ। ততঃ প্রণম্য তং দৃষ্ট্বা প্রজগাম শতক্রতুঃ। বাসুদেবোঽপি তত্রৈব স্থিতো লোকহিতায় চ ॥ ৪৯ ॥ এবং তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠা জলশায়ী জনার্দ্দনঃ। সর্ব্বলোকহিতার্থায় সংস্থিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫১ ॥ তথা দেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্দ্বারকা তত্র সা কৃতা। সম্পূজ্য তু নরা যান্তি চাতুর্ম্মাস্যে ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৫২ ॥ শেষ-

---

প্রীত হইলেন এবং বলিলেন,—হে শক্র! তুমি অদ্য সেই দুষ্ট দৈত্য বাস্কলির বধার্থ গমন কর। সর্ব্ব দেবগণের সহিত তুমি বিজয় লাভ করিবে। শক্র বলিলেন,—হে দেব! আপনা ব্যতীত আমি অপরাপর দেবগণের সহিত ঐ দুষ্টসন্নিধানে গমন করিতে সাহস করিতেছি না। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শক্র! সেই দুষ্টদৈত্যবধের নিমিত্ত আমার চক্র তোমার সহিত গমন করিতেছে। এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু দুষ্ট দৈত্যের বধের নিমিত্ত শক্রের সহিত সুদর্শনকে প্রেরণ করিলেন। শক্রও তখন সুদর্শন চক্রের সহিত গমন করিয়া রণাঙ্গনে একেবারে সমস্ত দৈত্যকে উৎসাদিত করিলেন এবং ঐ দুষ্ট দৈত্য বাস্কলি তৎকর্ত্তৃক চক্র দ্বারা ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। এইরূপে বহু শূর দানবকে নিহত করিয়া সুদর্শন চক্র পুনরায় হরির করে আগমন করিল। শক্রাদি দেবগণ তখন বিগত-সংশয় হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গর্ভবান্ বিষ্ণুর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন,—হে দেব! অমরা আপনার প্রভাবে সমস্ত দৈত্যকে নিহত করিয়া ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইলাম। হে হরে! অধুনা আপনি আমায় এইরূপ শ্রেয়স্কর কার্য্য উপদেশ দেন যে, যাহাতে আমার পুনরায় আর শক্রভয় উপস্থিত না হয়। ২৬—৪৩। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে বাসব! আমি লোকহিতের জন্য এই ভাবে এই হ্রদে অবস্থান করিব। তুমি এই স্থানে আগমন করিয়া যত্নপূর্ব্বক চাতুর্ম্মাস্য অবলম্বন করত অশূন্যশয়ন ব্রত আচরণ করিবে। হে শক্র! এরূপ করিলে তোমার অভীষ্ট ফল লাভ হইবে। অন্যান্য ব্যক্তিও যদি ভক্তিপূর্ব্বক এই স্থানে আমার আরাধনা করে, তাহা হইলে তাহারাও দেবদুর্লভ লোক সকল লাভ করিবে। হে শক্র! অধুনা স্বর্গে গমন করিয়া রাজ্য কর। পুনরায় এই স্থানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; ইহার যেন অন্যথা না হয়; সময়ে সময়ে শ্বেতদ্বীপেও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সূত বলিলেন,—অনন্তর শক্র ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম ও দর্শন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাসুদেব লোকহিতের নিমিত্ত ঐ স্থানে জলশায়ী অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ স্থানস্থিত বিষ্ণুর ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করে, সে পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। দেবগণ ঐ ক্ষেত্রে দ্বারকা নির্ম্মাণ করেন। মানব, শত্রুঘ্ন দেব

কালেঽপি চিন্তিতান্ কামান মর্ত্ত্যঃ সমাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজ্যা সা দ্বারকা নরৈঃ। সর্ব্বেঽপি হি কালেষু চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ॥ ৫৩॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্। আখ্যানং দেবদেবস্য সুপুণ্যং জলশায়িনঃ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলশায়্যুৎপত্তিবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। বিশ্বামিত্রসমুদ্ভূতং কুণ্ডং তত্রাপরং শুভম্। সংস্থিতং তে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কম্॥১॥ তত্র চৈত্রতৃতীয়ায়াং কৃতে স্নানে ভবেন্নরঃ। দিব্যরূপধরঃ সাক্ষাৎ কামোঽন্যো দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২॥ নারী বা শ্রদ্ধয়োপেতা তত্র স্নাত্বা প্রজাবতী। ভবেৎ সৌভাগ্যসংযুক্তা স্পৃহণীয়তমা ক্ষিতৌ॥ ৩॥ ঋষয় ঊচুঃ। তীর্থং তস্য মুনেঃ সূত কস্মিন কালে ব্যবস্থিতম্। নির্ম্মলং কেন নিঃশেষং বদ ত্বং সূতনন্দন॥ ৪॥ সূত উবাচ। তত্রাস্তি নির্ঝরঃ পূর্ব্বং সামান্যো দ্বিজসত্তমাঃ। অবধূতো ধরাপৃষ্ঠে মাহাত্ম্যে ন ব্যবস্থিতঃ॥ ৫॥ যত্র দেবনদী গঙ্গা স্বয়মেব ব্যবস্থিতা। যস্যাং স্নাতঃ পুমান্ সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৬॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং পিতৄনুদ্দিশ্য ভাবিতঃ। তদক্ষয়ং ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পিতৄণাং তৃপ্তিকারকম্॥৭॥ যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে দানং তস্মিংস্তীর্থবরে দ্বিজাঃ। তত্তজ্জপ্যাদিকঞ্চৈব তদনন্তফলং ভবেৎ॥৮॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মৃগী ব্যাধশরাহতা। প্রবিষ্টা সলিলে তস্মিংস্তত্র পঞ্চত্বমাগতা॥ ৯॥ চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে দ্বিজসত্তমাঃ। নক্ষত্রে যমদৈবত্যে মার্ত্তণ্ডস্য চ বাসরে॥ ১০॥ অথ তত্তোয়মাহাত্ম্যান্মেনকা নাম সাভবৎ। অপ্সরাস্ত্রিদশেন্দ্রস্য সমন্তাচ্চারুহাসিনী॥ স্মরমাণাথ সা তস্য প্রভাবং বরবর্ণিনী। তীর্থমাগতা সদ্ভক্ত্যা স্নানং তত্র সমাচরৎ। চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং যামর্ক্ষে সূর্য্যবাসরে॥ ১২॥ একদা দিবসে তস্মিন ভ্রমমাণো মুনীশ্বরঃ। বিশ্বামিত্র ইতি খ্যাতস্তত্রায়াতস্তপোঽন্বিতঃ॥ ১৩॥ সাপি স্বর্গাৎ সমায়াতা দেবতাদর্শনার্থতঃ। পূজয়িত্বাথ তং দেবং প্রস্থিতা ত্রিদিবং প্রতি॥ ১৪॥ সা দৃষ্ট্বা তং মুনিং তত্র ভ্রমমাণমিতস্ততঃ। যৌবনস্থং সুরূপাঢ্যং

বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণের ফলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। মানবগণ সর্ব্বসময়েই বিশেষত চাতুর্ম্মাস্যে দ্বারকা পূজা করিলে অন্তকালে চিন্তিত অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট জলশায়ী দেবদেবের সর্ব্বপাতক-নাশন আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। ৪৪—৫৪।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ স্থানে বিশ্বামিত্র-প্রতিষ্ঠিত অপর এক কুণ্ড আছে। ঐ স্থানে নর চৈত্রমাসীয় তৃতীয়া তিথিতে স্নান করিয়া সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় দিব্যরূপ লাভ করে। নারীগণ শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে তাহারা প্রজাবতী, সুভগা ও স্পৃহণীয়তমা হয়। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! বিশ্বামিত্র ঋষিকর্ত্তৃক কোন সময়ে ঐ তীর্থ স্থাপিত হইয়াছিল? সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! ঐ স্থানে পূর্ব্বে এক সামান্য নির্ঝর ছিল। তখন ঐ নির্ঝরের কোন মাহাত্ম্য ছিল না। পরে ঐ স্থানে গঙ্গা নদী আগমন করেন। ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতৃলোক-উদ্দেশে ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করে, তাহার অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ পিতৃলোকদিগের অক্ষয় হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! ঐ স্থানে যাহা কিছু দান ও হোম বা জপ অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অনন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। ১—৮। হে দ্বিজগণ! একদা এক মৃগী ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়া ঐ কুণ্ড-সলিলে প্রবেশ করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। দৈবযোগে ঐ মৃগী চৈত্রমাসীয় শুক্লাতৃতীয়ায় যমদৈবত নক্ষত্রে রবিবারে মধ্যাহ্ন সময়ে ঐ কুণ্ডে পতিত হইয়াছিল। কুণ্ডের তোয়-মাহাত্ম্যে সে মেনকা নাম্নী চারুহাসিনী দেবেন্দ্র-সেবিনী অপ্সরা হয়। ঐ বরবর্ণিনী পরে তীর্থমাহাত্ম্য অবগত হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়ায় রবিবারে ভক্তিপূর্ব্বক ঐ স্থানে স্নানাচরণ করে। একদা মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আগমন করেন। আর অপ্সরাও তখন ঐ তীর্থে আগমন করিয়া দেবদর্শন ও তাঁহার পূজা সমাপ্ত করিয়া স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করে। এই সময় সে যাইতে যাইতে

পঞ্চবাণমিবাপরম্ ॥ ১৫ ॥ ব্রতপ্রভাবজৈর্ব্যাপ্তং তেজোভির্ভাস্করং যথা। বাল্যাৎ প্রভৃতি চীর্ণেন তপসা দগ্ধকিল্বিষম্ ॥ ১৬ ॥ সা তস্য দর্শনাদেব কামবাণপ্রপীড়িতা। সানন্দা সুরতার্থায় সমীপং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৭ ॥ স দৃষ্ট্বাদৃষ্টপূর্ব্বাং তাং মার্গপৃচ্ছাকৃতে ততঃ। সম্মুখঃ প্রযযৌ তূর্ণং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ১৮ ॥ উবাচ দেশং তাং পৃচ্ছন্ স্ত্রীধর্ম্মাংশ্চ বিশেষতঃ। শুভলাভোঽস্তু তে ভদ্রে মনসা কর্ম্মণা গিরা ॥ ১৯ ॥ সদৈব বাসুদেবস্য ভক্তিশ্চাব্যভিচারিণী। কচ্চিত্ত্বং বর্ত্তসে পুত্রি পতিপাদপরায়ণা। চারিত্রবিনয়োপেতা সর্ব্বদা প্রিয়বাদিনী ॥ ২০ ॥ কচ্চিত্ত্বং সর্ব্বদাভীষ্টা পত্যুর্দানৈস্তথার্চ্চনৈঃ। বন্ধুন মিত্রবর্গঞ্চ তৎপুরঃ পৃষ্ঠতোঽপি বা ॥ ২১ ॥ কচ্চিদ্ভর্ত্তরি সংসুপ্তে ত্বং নিদ্রাবশমেষ্যসি। উত্থানমপ্রবুদ্ধে চ করোষি বরবর্ণিনি ॥ ২২॥ কচ্চিৎ প্রাতঃ সমুত্থায় করোষি গৃহমার্জ্জনম্। স্বয়মেব বরারোহে মণ্ডনং চোপমণ্ডনম্ ॥ ২৩ ॥ কচ্চিদ্দেবান্নমস্কৃত্য গুরুঞ্চ তদনন্তরম্। করোষি ত্বং প্রাণযাত্রাং দত্ত্বান্নং শক্তিতো জলম্ ॥ ২৪ ॥ কচ্চিদস্তগতে সূর্য্যে নান্নমশ্নাসি ভামিনি। অদত্ত্বা বা স্বভৃত্যেভ্যঃ সাধুভ্যশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥ কচ্চিৎ পিবসি পানীয়ং সপ্তবারবিশোধিতম্। নিবিড়েন স্ববস্ত্রেণ পালয়ন্তী জলোদ্ভবান্ ॥ ২৬ ॥ কচ্চিদ্দয়াসমোপেতা গাত্রক্লেশকরানপি। যূকামৎকুণদংশাদীন পুত্রবৎ পরিরক্ষসি ॥ ২৭ ॥ কচ্চিৎ সাধুমুখান্নিত্যং শিবধর্ম্মং সুভক্তিতঃ। শৃণোষি ভক্তিতো ভদ্রে প্রকরোষি চ সাদরম্ ॥ ২৮ ॥ কচ্চিচ্ছ্রুত্বাগমং পুণ্যং প্রকরোষি চ পূজনম্। শাস্ত্রস্য বাচকস্যাপি ব্যাখ্যাতুশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৯ ॥ কচ্চিৎ পুরাণশাস্ত্রাণি প্রণীতানি জনেশ্বরৈঃ। সংলেখ্যাক্ষররম্যাণি সাধুভ্যঃ সম্প্রযচ্ছসি ॥ ৩০ ॥ যঃ শ্রুত্বা সর্ব্বশাস্ত্রাণি নিষ্ক্রয়ং ন প্রযচ্ছতি। শাস্ত্রচৌরঃ স বিজ্ঞেয়ো ন চৈবাপ্নোতি তৎফলম্ ॥ ৩১ ॥ কচ্চিচ্ছিবালয়ে নৃত্যগীতবাদ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। বলিপূজোপহারাংশ্চ ত্বং করোষি চ শক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥ কচ্চিৎ প্রাবরণং বস্ত্রং সুভগে সন্নমেব চ। সম্প্রযচ্ছসি সাধুভ্যঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ৩৩ ॥ বৃথা পর্য্যটনং নিত্যং কচ্চিন্ন পরমন্দিরে। ত্বং করোষি বিশালাক্ষি বিশেষেণ নিশাগমে ॥ ৩৪ ॥ কচ্চিন্নাশ্নাসি ভদ্রে ত্বং স্বভর্ত্তরি বুভুক্ষিতে। আজ্ঞাভঙ্গং প্রযত্নেন কচ্চিত্তত্র প্ররক্ষসি ॥ ৩৫ ॥ কচ্চিৎ প্রকুপিতে কান্তে নোত্তরাণি প্রযচ্ছসি। তস্য কোপপ্রণাশার্থং প্রিয়ং

যুবা, সুরূপ, কন্দর্পাকৃতি, তপস্যা প্রভাবে ভাস্করবৎ তেজস্বী, বাল্য কালাবধি তপশ্চরণে বিগতপাপ মুনিকে আসিতে দেখিয়া কামবাণে প্রপীড়িত হয়। ঐরূপ অবস্থা হইলে সে সুরতার্থিনী হইয়া মুনির নিকট গমন করে। মুনি ঐ অদৃষ্টপূর্ব্বা অপ্সরা ললনাকে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পথ বলিয়া দিবার নিমিত্ত তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্ত্রী-চরিত্র-বিষয়ক এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, অয়ি ভদ্রে! তুমি কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভ লাভ কর; সর্ব্বদা তোমার বাসুদেবে ভক্তি হউক। হে পুত্রি! পতিপদে তোমার মতি আছে ত? তুমি সর্ব্বদা সচ্চরিত্রা বিনীতা ও প্রিয়বাদিনী থাক ত? তুমি পতির দানার্চ্চনে বিঘ্ন উৎপাদন কর না ত? তুমি স্বীয় বন্ধু ও মিত্রবর্গের প্রতি অসদ্ব্যবহার কর না ত? তুমি তোমার স্বামী শয়ন করিলে পর শয়ন এবং উত্থানের পূর্ব্বে উত্থান কর ত? প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তুমি গৃহমার্জ্জনা কর ত? তুমি স্বয়ংই আপনার মণ্ডন কর্ম্ম সম্পাদন কর ত? তুমি দেবগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অন্ন-জলপ্রদান ও নমস্কারপূর্ব্বক প্রাণযাত্রাবিধান কর ত? সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলে এবং সাধু ও ভৃত্যগণকে না দিয়া তুমি অন্ন ভোজন কর না ত? তুমি স্বীয় নিবিড় বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সাত বার শোধন করত জল পান কর ত? গাত্র-ক্লেশকর যুক, মৎকুণ, দংশাদিকে তুমি দয়াপরবশ হইয়া পুত্রবৎ পালন কর ত? হে ভদ্রে! তুমি সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে শ্রুতি-মধুর শিব-ধর্ম্ম শ্রবণ কর ত? তুমি শ্রদ্ধাসহকারে আগম শ্রবণ কর ত? পুরাণপাঠক ব্যক্তির পূজা কর ত? সুন্দরাক্ষর-লিখিত পুরাণ শাস্ত্র তুমি সাধুগণকে দান কর ত? যে ব্যক্তি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া দক্ষিণা দান করে না, সে শাস্ত্রচোর বলিয়া কথিত হয় এবং সে শাস্ত্রশ্রবণের ফল লাভ করিতে পারে না। তুমি শক্ত্যনুসারে শিবালয়ে নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি ও বলি-পূজাদি কর্ম্ম করিয়া থাক ত? তুমি প্রণিপাতপূর্ব্বক সাধুগণকে গাত্র বস্ত্র প্রদান কর ত? তুমি নিশাগমে পরগৃহে বিচরণ করিতে যাওনা ত? পতি অভুক্ত থাকিতে তুমি ভোজন কর না ত? পতির আজ্ঞা তুমি কদাচ লঙ্ঘন কর না ত? তোমার পতি কুপিত হইলে তুমি তাঁহার কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান কর না ত? তাঁহার কোপ-শান্তির জন্য

কচ্চিচ্চ জল্পসি ॥ ৩৬ ॥ কচ্চিত্বং প্রোষিতে কান্তে মলিনাম্বরধারিণী। জায়সে চ তথা দীনা বিবর্ণবদনা কৃশা ॥ ৩৭ ॥ কচ্চিন্মন্দিরপৃষ্ঠে ত্বং ন ধৎসে ভিন্নভাজনম্। উচ্ছিষ্টং বা জনৈস্ত্যক্তমপি কার্য্যোপকারকম্ ॥৩৮॥ কচ্চিদ্ ব্রজসি নো রাত্রৌ জাগরেষু কথাসু চ। নির্ঝরেষ বিবিক্তেষু পুলিনেষু বনেষু চ ॥ ৩৯ ॥ কচ্চিন্ন কুরুসে মৈত্রীং বন্ধকীভিঃ সমং শুভে। ধাত্রীভির্মালিকস্ত্রীভী রজকীভিশ্চ ভামিনি ॥ ৪০ ॥ কচ্চিদ্দধাসি নিত্যং ত্বং মুখং কুঙ্কুমরঞ্জিতম্। শিরঃ পুষ্পসমাকীর্ণং নেত্রে কজ্জলরঞ্জিতে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বামিত্রমেনকাসমাগমবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মেনকোবাচ। অন্যাস্তা নায়িকা বিপ্র যাসাং ধর্ম্মস্ত্বয়োদিতঃ। স্বেচ্ছাচারবিহারিণ্যো বয়ং বেশ্যা দিবৌকসাম্ ॥ ১ ॥ স ত্বং বদ মহাভাগ কস্মাদ্দেশাৎ সমাগতঃ। মম চিত্তহরো বাপি তীর্থে ধর্ম্মিষ্ঠসংশ্রয়ে ॥ ২ ॥ ত্বাং দৃষ্ট্বাহং মহাভাগ কামদেবসমাকৃতিম্। পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী কামবাণপ্রপীড়িতা ॥ ৩ ॥ তস্মাত্তজস্ব মাং রক্তাং নো চেদ্যাস্যামি সংক্ষয়ম্। কামবাণপ্রদগ্ধা বৈ পুরোঽপি তব তাপস। ততঃ স্ত্রীবধপাপেন লিপ্যসে ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ তাপস উবাচ। বয়ং ব্রতধরাঃ সুভ্রু ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ। মূর্খাঃ কামবিধৌ ভদ্রে নিরতাঃ শিবশাসনে ॥ ৫ ॥ সর্ব্বেষাং ব্রতিনাং মূলং ব্রহ্মচর্য্যমুদাহৃতম্। বিশেষাচ্ছিবভক্তানামেবং ভূয়ো বিধাস্যসি ॥ ৬ ॥ অপি বর্ষশতং সাগ্রং যস্তপঃ কুরুতে ব্রতী। সকৃৎ স্ত্রীসঙ্গমান্নাশং যাতি পাশুপতস্য চ ॥ ৭ ॥ মাং চ পাশুপতং লুব্ধা কস্মাত্বং ভীরু ভাষসে। ঈদৃক্ পাপতমং কর্ম্ম গর্হিতং শিবশাসনে ॥ ৮ ॥ যঃ স্ত্রীং ভজতি পাপাত্মা বৃথা পাশুপতব্রতী। সোঽতীতান্ দশ চাধায় পুরুষান্নরকে পচেৎ ॥ ৯ ॥ আস্তাং তাবৎ সমাসঙ্গং সংস্পর্শং চ বরাননে। সম্ভাষমপি পাপায় স্ত্রীভিঃ পাশুপতস্য চ ॥ ১০ ॥ তস্মাদ্ দ্রুততরং গচ্ছ স্থানাদস্মাদ্বরাঙ্গনে। যত্রাবাপ্স্যসি চাভীষ্টং তত্র ত্বং গন্তুমর্হসি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বামিত্রমেনকাসংবাদবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়কথা বল ত? তোমার পতি প্রবাসে গমন করিলে তুমি মলিনবেশা, দীনা, কৃশা ও বিবর্ণবদনা হও ত? তুমি কদাচ গৃহমধ্যে ভিন্ন ভাজন ও উচ্ছিষ্ট রাখ না ত? তুমি রাত্রিকালে জাগর ব্যাপারে, কথা শুনিতে, নির্ঝরে, বিবিক্ত স্থানে, পুলিনে ও বনে গমন কর না ত? তুমি কুলটা, ধাত্রী, মালাকার-স্ত্রী ও রজকীদিগের সহিত মৈত্রী কর না ত? তুমি নিত্য নিত্য বদনমণ্ডল কুঙ্কুম-রঞ্জিত, মস্তক পুষ্পভূষিত, ও নেত্র কজ্জল শোভিত কর ত ?৯-৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৪২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মেনকা বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে সকল ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, ঐ সকল ধর্ম্ম অন্য নায়িকাগণের; উহা আমাদের ধর্ম্ম নহে। আমরা স্বেচ্ছাচারবিহারিণী স্বর্গবেশ্যা। হে মহাভাগ! আপনি কোন দেশ হইতে এই ধার্ম্মিকাবাস তীর্থে আগমন করিয়াছেন তাহা বলুন? আপনি আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন। কন্দর্পাকৃতি আপনাকে দর্শন করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে পুলকোদ্গম হইয়াছে এবং আমি কামবাণের লক্ষ্যীভূত হইয়াছি। অতএব আপনি এই অনুরক্তাকে ভজনা করুন, নচেৎ কামাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া এখনি আপনার সম্মুখে আমার তনু ভস্মীভূত হইবে—আমি জীবন বিসর্জ্জন দিব। ইহাতে আপনি স্ত্রীবধজনিত পাপে লিপ্ত হইবেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—অয়ি সুভ্রু! আমরা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্রতী কামশাস্ত্রমূর্খ; আমরা কেবল শিবশাসনে নিরত থাকি। সকল ব্রতীদিগের বিশেষতঃ শিবভক্তগণের মূল ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য। পাশুপতব্রতচারী ব্যক্তিগণ যদি শতবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া একবারমাত্র স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে ঐ শত বর্ষের ব্রহ্মচর্য্যজনিত পুণ্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। হে ভীরু! কি জন্য তুমি এই পাশুপতব্রতীর উপর লোভ করিয়া এরূপ পাপ গর্হিত কথা বলিতেছ? যে পাপাত্মা স্ত্রী ভজনা করে, তাহার পাশুপত ব্রত বৃথা; সে ঐ দুষ্কর্ম্মের ফলে নিজের অতীত দশ পুরুষের সহিত নরকে গমন করিয়া পচিতে থাকে। অয়ি বরাননে! সম্ভোগের কথা দূরে থাকুক, অবলাজনের সহিত কথা কহিলেও পাশুপতব্রতীর পাপ-

চতুঃশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মেনকোবাচ । নূনং হি কামধর্ম্মে ত্বং ন প্রবীণো মহাত্মতে । তেন মামীদৃশৈর্ব্বাক্যৈর্নিবারয়সি রাগিণীম্ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ । এবমুক্তস্ততো ভূয়ো বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্ । কোপেন মহতা যুক্তো নিস্পৃহস্তৎপরিগ্রহে ॥ ২ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ । ত্বং জীব গচ্ছ বা মৃত্যুং নাহং কর্ত্তাস্মি তে বচঃ । ব্রতনাশাত্তু যৎপাপমধিকং স্ত্রীবধাদ্ভবেৎ ॥ ৩ ॥ প্রায়শ্চিত্তং বুধৈরুক্তং ব্রতিনাং স্ত্রীবধে কৃতে । ন সঙ্গাত্তু পুনস্তাসাং তস্মাত্ত্বং গন্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ ন কেবলং ব্রতোপেতাঃ স্ত্রীসঙ্গাৎ পাপমাপ্নুয়ুঃ । ব্রতবাহ্যা অপি নরাঃ সক্তাঃ স্ত্রীষু পতন্ত্যধঃ ॥ ৫ ॥ সংসারভ্রমণং নারী প্রথমেঽপি সমাগমে । বহ্নিপ্রদক্ষিণাব্যাজস্থায়েনৈব প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ স্ত্রীভিঃ সমং প্রাজ্ঞঃ সম্ভাষামপি বর্জ্জয়েৎ । আস্তাং তাবৎ সমাসঙ্গং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৭ ॥ অঙ্গারসদৃশা নারী ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্ । অস্পর্শাদ্দৃঢ়তামেতি তৎসম্পর্কাদ্বিলীয়তে ॥ ৮ ॥ স্ত্রিয়ো মূলমনর্থানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ভুবি । তস্মাত্ত্যাজ্যাঃ সুদূরেণ তাঃ স্বর্গস্য নিরোধকাঃ ॥ ৯ ॥ কুলীনা বিত্তবত্যশ্চ নাথবত্যোঽপি যোষিতঃ । একস্মিন্নন্তরে রাগং কুর্ব্বন্ত্যেতাঃ সুচঞ্চলাঃ ॥ ১০ ॥ ন স্ত্রীভ্যঃ কিঞ্চিদন্যদ্ধি পাপং বিদ্যতে ভুবি । যাসাং সঙ্গং সমাসাদ্য সংসারে ভ্রমতে জনঃ ॥ ১১ ॥ নীচোঽপি কুরুতে সেবাং যস্তাসাং বিজনেঽথ । বিরূপং বাপি নীচং বা তং সেবন্তে হি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥ অনর্থত্বান্মনুষ্যাণাং ভয়াৎ পরিজনস্য চ । মর্য্যাদায়ামমর্য্যাদাঃ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি ভর্ত্তৃষু ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ । এবং সন্তর্জ্জিতা তেন মেনকা কোপসংযুতা । শশাপ তং মুনিশ্রেষ্ঠং স্ফুরমাণোষ্ঠসম্পুটা ॥ ১৪ ॥ যস্মাত্ত্বয়া পরিত্যক্তা সকামাহং সুদুর্ম্মতে । ত্যজতা কামজং ধর্ম্মং তস্মাচ্ছাপং গৃহাণ মে ॥ ১৫ ॥ অদ্যৈব ভব দুর্ব্বুদ্ধে বলীপলিতসংযুত । জরা-

সঞ্চার হয় । অতএব তুমি দ্রুতগতিতে এস্থান হইতে প্রস্থান কর ; যেখানে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, তুমি সেই স্থানে গমন কর । ১—১১ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

মেনকা বলিল,—হে মহাত্মতে ! আপনি কামধর্ম্মে প্রবীণ নহেন ; এজন্যই আপনি এই অনুরাগিণীকে এই সকল কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন । সূত বলিলেন,—মেনকা এই কথা বলিলে বিশ্বামিত্র সকোপে বলিলেন,—অয়ি মেনকে ! তুমি বাঁচিয়াই থাক আর মরিয়াই যাও, আমি তোমার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিব না । ব্রতভঙ্গ হইলে যে পাপ হয়, তাহা স্ত্রীবধ অপেক্ষা অধিক । বুধগণ ব্রতিবিষয়ক স্ত্রীবধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, কিন্তু, ব্রতিবিষয়ক স্ত্রীসঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান করেন নাই । অতএব তুমি যথেচ্ছ স্থানে গমন কর । কেবল যে ব্রতিগণই স্ত্রীসঙ্গ করিয়া পাপার্হ হইবেন, তাহা নহে, অব্রতী ব্যক্তিগণও স্ত্রীসঙ্গ করিয়া পাপভাগী হয় এবং সে অধঃপাতে যায় । প্রথমসমাগম অর্থাৎ বিবাহকালে নারী বহ্নিপ্রদক্ষিণচ্ছলে সংসারভ্রমণ দেখাইয়া দেয় । অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহারা আপনাদের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা কদাচ নারীজাতির সহিত বাক্যালাপও করিবেন না ;—সংসর্গের কথা দূরে আস্তাম্ । নারী অঙ্গার সদৃশ, আর পুরুষ ঘৃতকুম্ভসদৃশ, অঙ্গার সদৃশ নারীকে স্পর্শ না করিলেই ঘৃতকুম্ভস্বরূপ পুরুষ দৃঢ় অবস্থায় থাকে, আর স্পর্শ করিলেই বিলীন অর্থাৎ আর্দ্র হইয়া যায় । ভূতলে স্ত্রীজাতিই সকল অনর্থের মূল । এজন্য ঐ স্বর্গমার্গরোধিনী স্ত্রীজাতিকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে । স্ত্রীজাতি কুলীনা ধনবতী ও সভর্তৃকা হইলেও তাহাদের অন্য পুরুষে অনুরাগ হইয়া থাকে ; কারণ তাহাদের চিত্ত অস্থির । স্ত্রীলোক ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুই পাপের কারণ নহে । যাহাদের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া মানব সংসারে ভ্রমণ করিতেছে । নীচ ব্যক্তিগণও নির্জ্জনে তাহাদিগকে সেবা করিয়া থাকে । বিরূপই হউক, আর নীচই হউক, ইহা বিচার না করিয়াই স্ত্রীজাতি তাহাদিগকে সেবা করে । লোক সকল অনর্থ বাধায় বলিয়া এবং পরিজনের ভয়ে মর্য্যাদাভেদিনী স্ত্রীজাতি সীমা অতিক্রম না করিয়া ভর্ত্তার অধীনে অবস্থান করে ।১-১৩। সূত বলিলেন, —মুনি বিশ্বামিত্র এইরূপ তিরস্কার করিলে মেনকা কোপ-স্ফুরিতাধরে তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল, রে দুর্ম্মতে ! যেহেতু তুমি কাম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকামা আমাকে পরিত্যাগ করিলে, অতএব এই মৎপ্রযুক্ত শাপ গ্রহণ কর,—রে দুর্ব্বুদ্ধে ! অদ্যই

ঙ্গজ্জারতাঙ্গশ্চ তুচ্ছদৃষ্টিব্বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥ সূত উবাচ। উক্তমাত্রে তু বচনে তৎক্ষণান্মুনিসত্তমঃ। বভূব তাদৃশঃ সদ্যস্তয়া যাদৃক্ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা সোঽপি তাং শপ্তুমুদ্যতঃ। কমণ্ডলোজ্জলং গৃহ্য সন্তাপাদ্রক্তলোচনঃ ॥ ১৮ ॥ নির্দ্দোষোঽপি ত্বয়া যস্মাচ্ছপ্তোঽহং গণিকাধমে। তস্মাদ্ভব ত্বমপ্যাশু জরাজর্জ্জরিতাঙ্গিকা ॥ ১৯ ॥ সাপি তদ্বচনাৎ সদ্যস্তাদৃগ্রূপা ব্যজায়ত। যাদৃশোঽসৌ মুনিশ্রেষ্ঠো বলীপলিতগাত্রভৃৎ ॥ ২০ ॥ অথ তাদৃক্স্বরূপেণ স্নাতা তত্র জলাশয়ে। ভূয়োঽপি তাদৃশী জাতা যাদৃশী সংস্থিতা পুরা ॥ ২১ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা পরমাশ্চর্য্যমতীব ত্বরয়ান্বিতঃ। সোঽপি তত্রাকরোৎ স্নানং সঞ্জাতশ্চ যথা পুরা ॥ ২২ ॥ ততস্তৌ তীর্থমাহাত্ম্যাদ্রূপৌদার্য্যগুণান্বিতে মিথ আমন্ত্র্য সংহৃষ্টৌ গতৌ দেশং যথেপ্সিতম্ ॥ ২৩ ॥ এবং তীর্থস্য মাহাত্ম্যং বিজ্ঞায় ভগবানৃষিঃ। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ২৪ ॥ তপশ্চকার সুমহত্তস্মিংস্তীর্থবরে তদা। কুশস্তম্বেন কৃতবাংস্তৎ সরো বিপুলং বিভুঃ ॥ ২৫ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো যস্তু পূজয়েল্লিঙ্গমুত্তমম্। বিশ্বামিত্রেশ্বরং খ্যাতং স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্ ॥ ২৬ ॥ অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র গঙ্গোদকসমং জলম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্ ॥ ২৭ ॥ যস্তত্র কুরুতে স্নানং শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। স দেবলোকমাসাদ্য পিতৃভিঃ সহ মোদতে ॥ ২৮ ॥ ততঃপ্রভৃতি তত্তীর্থং খ্যাতিং প্রাপ্তং মহীতলে। পাতালে স্বর্গলোকে চ রূপৌদার্য্যপ্রদং নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ বিশ্বামিত্রেশমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বামিত্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অত্রৈবাস্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সুপুণ্যং পুষ্করত্রয়ম্। যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তমানর্ত্তাধিপভূভুজা ॥ যস্তত্র কার্ত্তিকে মাসি কৃত্তিকাস্থে নিশাকরে। মধ্যাহ্নে কুরুতে স্নানং স গচ্ছতি পরাং গতিম্ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ। কথং তত্র সমায়াতং সুপুণ্যং পুষ্কর-

---

তুমি বলি পলিত সর্ব্বাঙ্গ, জরা জর্জ্জরিত ও তুচ্ছদৃষ্টি হও। সূত বলিলেন,—মেনকা শাপ দিবা মাত্র মুনি তৎক্ষণাৎ তাদৃশ রূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু, তিনি অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে শাপ দিবার জন্য কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া রক্তাক্ত-নয়নে বলিলেন,—রে গণিকাধমে! যেহেতু তুই অকারণে আমায় শাপ প্রদান করিলি, অতএব তুইও সত্বর জরাজর্জ্জরিতাঙ্গী হ। মেনকার শাপ-প্রভাবে মুনি যেমন বলি-পলিত হইয়াছেন, এখন তাঁহার শাপে মেনকাও তদ্রূপ বলি-পলিতসর্ব্বাঙ্গী হইল। মেনকা স্বীয় জরাগ্রস্ত-শরীরে ঐ তীর্থজলে স্নান করিয়া পূর্ব্বে যেমন ছিল, তদ্রূপ আকৃতি ধারণ করিল। তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুনিও ঐ স্থানে স্নানাচরণ করত পূর্ব্ববৎ দেহলাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়েই তীর্থমাহাত্ম্যে দিব্য রূপ ও ঔদার্য্যসম্পন্ন হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যথেপ্সিত দেশে গমন করিলেন। পরে ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঐ স্থানে এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং কুশস্তম্ব দ্বারা তিনি তত্রত্য সরোবরকে বিপুল করিয়া তুলিলেন। ঐ সরোবরে যে সকল নর স্নান করিয়া বিশ্বামিত্রেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহারা শিবমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। অদ্যাপি ঐ স্থানে পুণ্য, সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বকামদায়ক গঙ্গোদক-সম জল দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে মানব ঐ স্থানে শ্রদ্ধা-পূত হইয়া স্নানাচরণ করে, সে দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদেবগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। বিশ্বামিত্র ও মেনকার দিব্যদেহ লাভ করার পর হইতে ঐ তীর্থ নরগণের রূপৌদার্য্য-প্রদ বলিয়া মহীতলে, পাতালে ও স্বর্গলোকে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ এই আমি প্রশ্নানুযায়ী আপনাদের নিকট সর্ব্বপাতক-নাশন বিশ্বামিত্রেশ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ১৪—৩০।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বোক্ত তীর্থেই পুণ্যপ্রদ পুষ্করত্রয় বিরাজিত। ঐ স্থানে পূর্ব্বে আনর্ত্তাধিপ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কৃত্তিকাস্থ নিশাকরে মধ্যাহ্ন-কালে ঐ স্থানে স্নানাচরণ করে, সে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে

ত্রয়ম্। কস্মিন্ স্থানে চ বিজ্ঞেয়ং কৈশ্চিহ্নৈর্বদ সূতজ॥ ৩॥ সূত উবাচ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি যৈশ্চিহ্নৈঃ পুষ্করত্রয়ম্। প্রাগ্‌দৃষ্টং মুনিনা তত্র বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা॥ ৪॥ পুরা নিবসতস্তস্য বিশ্বামিত্রস্য সন্মুনেঃ। সম্প্রাপ্তা কার্ত্তিকী পুণ্যা কৃত্তিকাযোগসংযুতা॥ ৫॥ সর্ব্বতীর্থময়ং ক্ষেত্রং তদ্বিজ্ঞায় তপোনিধিঃ। ততশ্চ চিন্তয়ামাস স্বচিত্তে গাধিনন্দনঃ॥ ৬॥ অদ্যেয়ং কার্ত্তিকী পুণ্যা কৃত্তিকাযোগসংযুতা। যস্যাং স্নানে নরৈঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্যতে পুষ্করোদকে। আদ্যন্তু পুষ্করং দূরে ন গন্তুং শক্যতেঽধুনা॥ ৭॥ তস্মাদত্র স্থিতং যচ্চ তস্মিন্ স্নানং করোম্যহম্। স এবং নিশ্চয়ং কৃত্বা শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা॥ ৮॥ ততশ্চান্বেষয়ামাস পুষ্করাণি সমন্ততঃ। বহুত্বাত্তত্র তীর্থানাং নিশ্চয়ং নান্বপদ্যত॥ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা জলস্থানং স্নানং চক্রে ততঃ পরম্। স তদা শ্রমমাপন্নো ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ॥ ১০॥ বৃক্ষমূলং সমাশ্রিত্য নিবিষ্টশ্চ ক্ষিতৌ ততঃ। তুষ্টাবাথ শুচির্ভূত্বা শ্রদ্ধয়া চ ত্রিপুষ্করম্॥ ১১॥ মধ্যমাদ্‌যোজনং স্বর্গঃ কনিষ্ঠাদর্দ্ধযোজনম্। জ্যেষ্ঠকুণ্ডাৎ পুনঃ খ্যাতো হস্তপ্রায়ঃ শুভাত্মভিঃ॥ ১২॥ পাবয়ন্তি হি তীর্থানি স্নানদানাদসংশয়ম্। পুষ্করালোকনাদেব নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৩॥ পুষ্করারণ্যমাশ্রিত্য শাকমূলফলৈরপি। একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা॥ ১৪॥ পুষ্করে দুষ্করং স্নানং পুষ্করে দুষ্করং তপঃ। পুষ্করে দুষ্করো বাসঃ সর্ব্বং পুষ্করদুষ্করম্॥ ১৫॥ কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে পুষ্করে স্নাতি যো নরঃ। স ক্ষণান্মুচ্যতে পাপাদাজন্মমরণোদ্ভবাৎ॥ ১৬॥ জ্যেষ্ঠে প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে মধ্যমে স্নাতি যো নরঃ। কনিষ্ঠেঽস্তমিতে ভানৌ সকৃৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৭॥ তাবত্তিষ্ঠতি দেহেষু পাতকং সর্ব্বদেহিনাম্। যাবন্ন পৌষ্করৈস্তোয়ৈঃ স্নানং বৈ কুর্ব্বতে নরাঃ॥ ১৮॥ দিবাকরকরৈঃ স্পৃষ্টং তমো যদ্বৎ প্রণশ্যতি। পুষ্করোদকসংস্পর্শাচ্ছীঘ্রং গচ্ছতি পাতকম্॥ ১৯॥ ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং কৃত্বাপি পুরুষো ভুবি। কার্ত্তিক্যাং পুষ্করে স্নাত্বা নির্দ্দোষত্বং

সূত! কিরূপে ঐ স্থানে পুষ্করত্রয় আগমন করিল এবং কোন্ স্থানে কোন চিহ্নবিশিষ্ট হইয়া ঐ পুষ্করত্রয় বিরাজিত;—তাহা আপনি বলুন? সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে মুনি বিশ্বামিত্র পুষ্করত্রয়কে যে চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত দেখিয়াছিলেন, তাহা আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। মুনি বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে ঐ স্থানে বাস করিতে থাকিলে একদা কৃত্তিকাযোগ-সংযুক্তা পুণ্যা কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উপস্থিত হয়। তখন ভগবান্ গাধিনন্দন মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই ক্ষেত্র সর্ব্বতীর্থময় আর অদ্য কৃত্তিকাযোগসংযুক্তা পুণ্যা কার্ত্তিকী পূর্ণিমা এই পূর্ণিমায় নর পুষ্করোদকে স্নান করিলে শ্রেয়োলাভ করে। আদ্য পুষ্কর বহু দূরে অবস্থিত, ইদানীং সেখানে যাওয়া অসম্ভব; অতএব এই স্থানে যে পুষ্কর বিরাজিত, তাহাতেই আমি স্নান করিব। মুনি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রদ্ধা-পূতচিত্তে ঐ স্থানে ইতস্ততঃ পুষ্কর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ স্থান তীর্থ-সঙ্কুল বলিয়া পুষ্করতীর্থ নির্ব্বাচন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া যেখানে জল দেখিতে পাইলেন, সেই স্থানেই স্নান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ঐ স্থানে উপবেশন করিয়া তিনি শুচিভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ত্রিপুষ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। মধ্যম পুষ্কর হইতে স্বর্গ এক যোজন, কনিষ্ঠ হইতে সার্দ্ধ যোজন, এবং জ্যেষ্ঠ হইতে স্বর্গ প্রায় হস্তপ্রাপ্য। এই তীর্থত্রয় স্নানদান করিলে মানবগণকে পূত করিয়া থাকে। নর পুষ্করতীর্থ দর্শন মাত্রে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। মানবগণ শাক, মূল, ও ফলাদি দ্বারা যদি ঐ পুষ্করারণ্যে একটি মাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তাহা হইলে তাহা কোটী ব্রাহ্মণ-ভোজন করানের ফললাভ করিয়া থাকে। পুষ্করে স্নান দুষ্কর,—তপ দুষ্কর,—নিবাস দুষ্কর,—পুষ্করে সবই দুষ্কর। যে নর কৃত্তিকাযোগে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্করে স্নানাচরণ করে, সে ক্ষণকালমধ্যে আ-জন্মমরণোদ্ভব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।১—১৬। যে নর প্রাতঃকালে জ্যেষ্ঠ পুষ্করে, মধ্যাহ্নে মধ্যম পুষ্করে এবং সায়ংকালে কনিষ্ঠ পুষ্করে একবারমাত্র স্নানাচরণ করে, সে নিঃসন্দেহে স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। দেহিদেহে তাবৎকাল পাতক থাকিতে পারে, যাবৎ তাহারা পুষ্কর-বারিতে অবগাহন না করে। দিবাকর-করস্পর্শে তমঃ যেমন তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুষ্করোদক-সংস্পর্শে ত্বরিত বিনষ্ট হইয়া থাকে। মানব কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্করে স্নানাচরণ করিয়া ব্রহ্ম-

প্রপদ্যতে ॥ ২০ ॥ কিং দানৈঃ কিং ব্রতৈর্হোমৈঃ কিং যজ্ঞৈর্বহুবিস্তরৈঃ। কার্ত্তিক্যাং পুষ্করে স্নানৈঃ সর্ব্বেষাং লভ্যতে ফলম্ ॥ ২১ ॥ যদ্যেষা ভারতী সত্যা ময়া সমাগুদীরিতা। তন্মে স্যাদ্দর্শনং শীঘ্রং সদ্যঃ পুষ্করসম্ভবম্ ॥ ২২ ॥ এবং তস্য ব্রুবাণস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ। অশরীরাভবদ্বাণী গগনাদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ বিশ্বামিত্র মুনিশ্রেষ্ঠ সদা মে গগনে স্থিতিঃ। মুক্তৈকাং কার্ত্তিকীং চৈব কৃত্তিকাযোগসংযুতাম্ ॥ ২৪ ॥ তদত্র দিবসে বাসো মম ভূমিতলে ধ্রুবম্। অস্মিন্নেব বনে পুণ্যে তত্ত্বং স্নানং সমাচর ॥ ২৫ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং শ্রূয়তে চ সমাশ্রয়ঃ। তৎকথং বেদ্মি তীর্থেশ ত্বামত্রৈব ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥ তদোত্থিতা পুনর্বাণী তারা গগনগোচরা। বিশ্বামিত্রং মুনিশ্রেষ্ঠং হর্ষয়ন্তী দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৭ ॥ নাতিদূরে বনাদস্মাদত্র সন্তি জলাশয়াঃ। তেষামেকতমে পদ্মং বিদ্যতেঽধোমুখং স্থিতম্ ॥ ২৮ ॥ ঊর্দ্ধবক্ত্রং দ্বিতীয়ে চ তির্য্যগ্‌বক্ত্রং তৃতীয়কে। তত্রোর্দ্ধাস্যৈঃ সরোজৈশ্চ বিজ্ঞেয়ং জ্যেষ্ঠপুষ্করম্ ॥ ২৯ ॥ পার্শ্ববক্ত্রৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠ মধ্যমং পরিকীর্ত্তিতম্ অধোবক্ত্রৈস্তথা জ্ঞেয়ং কনিষ্ঠং পুষ্করং ক্ষিতৌ ॥ ৩০ ॥ এতৈশ্চিহ্নৈর্মুনিশ্রেষ্ঠ জ্ঞাত্বা স্নানং সমাচর। তচ্ছ্রুত্বা স মুনিস্তূর্ণং সমুত্থায় যযৌ ততঃ ॥ ৩১ ॥ তাদৃশৈঃ কমলৈস্তত্র সংস্থিতাস্তে জলাশয়াঃ। তান্ দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধয়োপেতঃ কৃত্বা স্নানং যথাক্রমম্ ॥ ৩২ ॥ ততশ্চ বিধিনা সম্যক্ চকার পিতৃতর্পণম্ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ শাকৈশ্চ মূলৈশ্চ নীবারৈঃ ফলসংযুতৈঃ। চকার বিধিনা শ্রাদ্ধং তত্রৈব দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥ তত্র তস্থৌব তীরস্থো বীক্ষাকক্রে সমাহিতঃ। কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে চিহ্নদর্শনলালসঃ ॥ ৩৫ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। কীদৃশং জায়তে চিহ্নং কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে। সম্প্রাপ্তে কৃত্তিকাযোগে সর্ব্বং তত্র বদাশু নঃ ॥ ৩৬ ॥ সূত উবাচ। কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে যদা গচ্ছতি চন্দ্রমাঃ। তদা নিষ্ক্রামতি শ্রেষ্ঠং কমলং জলমধ্যতঃ ॥ ৩৭ ॥ তন্মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠমাত্রস্থ পুরুষো দৃশ্যতে জনৈঃ। সুস্নাতৈ শ্রদ্ধয়োপেতৈস্তত্তস্তীর্থফলং লভেৎ ॥ ৩৮ ॥ এতস্মাৎ কারণাৎ স্নাত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। তচ্চিহ্নং

হত্যাদি পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। দান, ব্রত, হোমও বহুবিস্তর যজ্ঞানুষ্ঠান করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ—কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পুষ্করতীর্থে স্নান করিলেই ঐ সকলের ফল লাভ করা যায়। আমার এই সকল বাণী যদি সত্য হয়, তাহাহইলে সত্বর আমার পুষ্করতীর্থের দর্শন লাভ হউক। হে দ্বিজসত্তমগণ! মুনি বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে তখন অশরীরিণী বাক্ উদ্ভূত হইল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র! একমাত্র কৃত্তিকাযোগযুক্ত কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ব্যতিরেকে অন্য সকল সময়েই আমার গগনে স্থিতি জানিবে। কেবল ঐ তিথিতে আমি ভূমিতলে বাস করি; অতএব তুমি এই পুণ্যবনে স্নানাচরণ কর। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে দেব! আমি শুনিয়াছি যে, এই ক্ষেত্রে যাবতীয় তীর্থের সমাবেশ; অতএব আপনি কোন্ স্থানে আছেন, ইহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব? ভগবান্ বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে পুনরায় তাঁহাকে হর্ষিত করিয়া এইরূপ গম্ভীরনাদিনী আকাশবাণী উত্থিত হইল,—এই অরণ্যের অনতিদূরে যে জলাশয় সকল সারি সারি বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ জলাশয় সকলের প্রথমটীতে অধোমুখ পদ্ম দেখিতে পাইবে; এইরূপ দ্বিতীয় জলাশয়ে ঊর্দ্ধমুখ ও তৃতীয় জলাশয়ে বক্রমুখ পদ্ম দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐ সকল পদ্মের মধ্যে যে পদ্মগুলি ঊর্দ্ধমুখ তাহা দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুষ্কর, বক্রমুখ পদ্মে মধ্যম পুষ্কর, এবং অধোমুখ পদ্মে কনিষ্ঠ পুষ্কর জানিবে। হে মুনিবর! তুমি এই চিহ্নানুসারে সরোবরে গিয়া স্নানাচরণ কর। এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মুনি বিশ্বামিত্র ঐ সরোবররাজি-রাজিত স্থানে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ পদ্ম দ্বারা সুশোভিত জলাশয় সকল দর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি ঐ সরোবরে শ্রদ্ধাসহকারে স্নান ও পিতৃতর্পণ সমাপনান্তে ফল, মূল, শাক ও নীবার দ্বারা যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলেন। ১৭—৩৪। অনন্তর তীরে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি চিহ্ন সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে সূত! কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ঐ জ্যেষ্ঠ পুষ্করে কীদৃশ চিহ্ন হয়; আর কৃত্তিকা যোগ সম্পূর্ণ হইলেই বা কি প্রকার চিহ্ন হইয়া থাকে, তাহা আপনি বলুন? সূত বলিলেন,—কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় কৃত্তিকাযোগে যখন চন্দ্রমা অস্ত গমন করেন, তখন জলমধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কমল নিষ্ক্রান্ত হয়। ঐ কমল মধ্যে এক অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ দৃষ্ট হন। ঐ সময় জনগণ শ্রদ্ধা সহকারে

বীক্ষয়ামাস মহদ্যত্নং সমাশ্রিতঃ॥ ৩৯ ॥ তস্যৈবং বীক্ষমাণস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ। আনর্ত্তাধিপতিস্তত্র প্রাপ্তো রাজা বৃহদ্বলঃ ॥৪০॥ অত্যন্তং মৃগয়াশ্রান্তো হত্বা মৃগগণান্ বহূন্। ঋক্ষাংশ্চৈব বরাহাংশ্চ সারঙ্গানথ সম্বরান্॥ ৪১ ॥ সিংহান ব্যাঘ্রান্ বৃকাংশ্চৈব হিংস্রানারণ্যচারিণঃ। তথান্যানপি মধ্যাহ্নে তেন মার্গেণ সঙ্গতঃ ॥ ৪২ ॥ অথাপশ্যদ্দ্রুমোপান্তে বিশ্বামিত্রং মুনীশ্বরম্। উপবিষ্টং কৃতস্নানং বীক্ষমাণং জলাশয়ম্॥ ৪৩॥ ততস্তং প্রণিপত্যোচ্চৈরবতীর্য্য তুরঙ্গমাৎ। শ্রমার্ত্তঃ সলিলে তস্মিন্ প্রবিবেশ নৃপোত্তমঃ॥ ৪৪॥ এতস্মিন্নন্তরে তোয়াৎ কমলং তদ্বিনির্গতম্। সহস্রপত্রসংজুষ্টং দ্বাদশার্কসমপ্রভম্॥ ৪৫॥ তদ্দৃষ্ট্বা স মহীপালঃ পদ্মমত্যদ্ভুতং মহৎ। জগ্রাহ কৌতুকাবিষ্টঃ স্বয়ং সব্যেন পাণিনা॥ ৪৬॥ পৃষ্টমাত্রে ততস্তস্মিন্ কমলে দ্বিজসত্তমাঃ। উত্থিতঃ সুমহান্ শব্দো বিশ্বং যেন প্রপূরিতম্॥ ৪৭॥ তং শব্দং স মহীপালঃ শ্রুত্বা মূর্চ্ছামুপাবিশৎ। পতিতশ্চ জলে তস্মিন্ পদ্মং চাদর্শনং গতম্॥ ৪৮॥ ততঃ কৃচ্ছ্রেণ মহতা কর্ষিতঃ সলিলাদ্বহিঃ। সেবকৈর্দুঃখশোকার্ত্তৈ-র্হাহেতি প্রতিজল্পকৈঃ॥ ৪৯॥ ততস্তীরং সমাসাদ্য কৃচ্ছ্রাৎ প্রাপ্যাথ চেতনাম্। যাবদ্বীক্ষয়তি স্বাঙ্গং তাবৎ কুষ্ঠং সমাগতম্॥ ৫০॥ ততো বিষাদমাপন্নো দৃষ্ট্বা তাদৃক্ নিজং বপুঃ। শীর্ণঘ্রাণাঙ্ঘ্রিহস্তং চ ঘর্ঘরস্বরসংযুতম্॥ ৫১॥ অথ গত্বা মুনেঃ পার্শ্বে বিশ্বামিত্রস্য ভূমিপঃ। উবাচ বচনং দীনং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ৫২॥ ভগবন্ পশ্য মে জাতং যাদৃশং বপুরেব হি। অকস্মাদেব মগ্নস্য সলিলেঽত্র বিগাহিতম্॥ ৫৩॥ তৎ কিং পানীয়দোষো বা কিং বা ভূমের্মুনীশ্বর। যেনেদৃক্ সহসা যাতং বিকৃতিং মে শরীরকম্॥ ৫৪॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। সাবিত্রং পদ্মমেবৈতদ্যৎ স্পৃষ্টং ভূপতে ত্বয়া। উচ্ছিষ্টেন রবির্মধ্যে স্বয়ং যস্য ব্যবস্থিতঃ॥ ৫৫॥ যদা স্যাৎ কৃত্তিকাযোগঃ কার্ত্তিকে মাসি পার্থিব। শশাঙ্কস্য তদা চৈতজ্জায়তে পৌষ্করে জলে॥ ৫৬॥ তদিদং পুষ্করং জ্যেষ্ঠং ভবান্ যত্র শ্রমাতুরঃ। প্রবিষ্টঃ কার্ত্তিকী চাদ্য কৃত্তিকাযোগসংযুতা॥ ৫৭॥ এতদ্বীক্ষ্য নরো হ্যত্র স্নানং কুর্য্যাজ্জলাশয়ে। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ স গচ্ছতি পরাং গতিম্॥ ৫৮॥ উচ্ছিষ্টেন

স্নানানন্তর তীর্থজল আহরণ করে। বিশ্বামিত্র মুনি তাহা দর্শন করিয়া ঐ স্থানে স্নান ও যত্ন সহকারে ঐ চিহ্ন দর্শন করেন। বিশ্বামিত্র ঐ ভাবে দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় আনর্ত্তাধিপ বৃহদ্বল ঐ স্থানে উপস্থিত হন। তিনি ঋক্ষ, বরাহ, সারঙ্গ, সম্বর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ও বৃক প্রভৃতি বহু হিংস্র বনচারী জন্তু ব্যাপাদিত করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে ঐ পথে আগমনপূর্ব্বক দ্রুমোপান্তে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে উপবিষ্ট দর্শন করিলেন। ঐ সময় মুনি স্নান করিয়া জলাশয় দেখিতেছেন। রাজাও তখন অশ্ববর হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণামান্তে শ্রমাপনোদের জন্য সলিলে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সলিল মধ্য হইতে সহস্রপত্রবিশিষ্ট ও দ্বাদশার্ক-সমপ্রভ এক কমল বিনির্গত হইল। ঐ অদ্ভুত কমল দর্শনপূর্ব্বক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নরপতি তাহা বামকর দ্বারা গ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! রাজা ঐ কমল স্পর্শ করিবামাত্র ঐ কমল হইতে এমন এক শব্দ উত্থিত হইল যে, তাহা দ্বারা বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহীপাল ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন ও জলে পড়িয়া গেলেন। এ দিকে ঐ পদ্মও তখন অস্তমিত হইল। মহীপতি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন তাঁহার সেবকগণ শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে সলিল হইতে উদ্ধৃত করত হাহাকার করিতে লাগিল। তীরে উদ্ধৃত হইয়া নরপতি অতিকষ্টে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার গাত্রে কুষ্ঠ বাহির হইয়াছে। কুষ্ঠপ্রভাবে ক্রমশঃ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও হস্তপদ শীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি স্বয়ং ঘর্ঘরস্বর-সংযুক্ত হইলেন। তখন তিনি মুনিবর বিশ্বামিত্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া অতি দীনভাবে বাষ্প-গদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি জলমগ্ন হইলে অকস্মাৎ আমার শরীর এ কি প্রকার হইল,—অবলোকন করুন। হে দেব! ইহা কি পানীয়-দোষ, অথবা স্থানের দোষ? কোন্ দোষে হঠাৎ আমার শরীর এরূপ হইল? ৪৯—৫৪। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে পার্থিব! এই পবিত্র পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছিল, উহার মধ্যে রবি অবস্থিত। আপনি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় উহা স্পর্শ করিয়াছেন। কার্ত্তিক মাসে যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রের সহিত শশাঙ্কের যোগ হয়, ঐ সময়ে পৌষ্কর জলে ঐ পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। আপনি যেখানে স্নান করিয়াছেন, ঐ স্থানে জ্যেষ্ঠ পুষ্কর। অদ্য কৃত্তিকা-যোগ-যুতা কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। এ দিবস যে জন এই স্থানে স্নান করিবে, সে পরম মুক্তিলাভ করিবে।

অথা রাজন্ চরণায় হি কেবলম্। এতৎ সরোরুহং তেনেদৃক্ সংস্থিতং ফলম্ ॥ ৫৯ ॥ বৃহদ্বল উবাচ। কথং মে স্বামুনিশ্রেষ্ঠ কুষ্ঠব্যাধিপরিক্ষয়ঃ। তপসা নিয়মেনাপি ব্রতেনাপি কৃতেন বৈ ॥৬০॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। আরাধয় সহস্রাংশুমস্মিন্ ক্ষেত্রে মহীপতে। ততঃ প্রাপ্স্যসি সংসিদ্ধিং কুষ্ঠনাশসমুদ্ভবাম্ ॥ ৬১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা স মুনের্বাক্যং ভূমিপালো বৃহদ্বলঃ। তৎক্ষণাৎ স্থাপয়ামাস সূর্য্যস্য প্রতিমাং তদা ॥ ৬২ ॥ অর্চ্চয়ামাস বিধিবৎ পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো রবিবারে বিশেষতঃ ॥ ৬৩ ॥ উপবাসপরো ভূত্বা রক্তচন্দনসংযুতৈঃ। পূজয়ন রক্তপুষ্পৈশ্চ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ৬৪ ॥ ততঃ সংবৎসরস্যান্তে স বভূব মহীপতিঃ। কুষ্ঠব্যাধিবিনির্মুক্তো দ্বাদশার্কসমপ্রভঃ ॥ ৬৫ ॥ ততঃ স্বং রাজ্যমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ। দেহান্তে দিননাথস্য সম্প্রাপ্তো মন্দিরং তথা ॥ ৬৬ ॥ সূত উবাচ। এবং তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। প্রকটং সর্বলোকস্য বিহিতং পুষ্করত্রয়ম্ ॥৬৭॥ যস্তত্র কার্ত্তিকে মাসে কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাসু চ। প্রকরোতি নরঃ স্নানং ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥ তথা যো ভাস্করং পশ্যেদ্‌বৃহদ্বলপ্রতিষ্ঠিতম্। বৎসরং রবিবারেণ যাবৎ কৃত্বা ক্ষণং নরঃ। স মুচ্যতে নরো রোগৈর্যদি স্যাদ্রোগসংযুতঃ ॥ ৬৯ ॥ নীরোগো বা নরঃ সদ্যো লভতে মনসেপ্সিতম্। নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নোতি প্রসাদাত্তীক্ষ্ণদীধিতেঃ ॥ ৭০ ॥ কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে বৃষোৎসর্গং করোতি যঃ। পুষ্করেষু সুপুণ্যেষু সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৭১ ॥ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ। যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৭২ ॥ একতঃ সর্বতীর্থানি সর্বদানানি চৈকতঃ। একতশ্চ বৃষোৎসর্গঃ কার্ত্তিক্যাং পুষ্করেষু চ ॥ ৭৩ ॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। সম্প্রাপ্য সর্বকামান বৈ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিপুষ্করমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

হে রাজন্। এতাদৃশ পুষ্কর তীর্থের পদ্ম আপনি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিয়াছেন, তাহারই ফলে আপনার এই অবস্থা। রাজা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কোন ব্রত, তপস্যা বা নিয়ম পালন করিলে আমার এই দারুণ কুষ্ঠ বিনষ্ট হইবে? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নরপতে! আপনি এই ক্ষেত্রে সহস্রাংশুকে আরাধনা করুন, ইহাতে আপনার কুষ্ঠ রোগ অচিরে বিনষ্ট হইবে। মুনির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রাজা বৃহদ্বল ঐ স্থানে সূর্য্যপ্রতিমা স্থাপনান্তে পুষ্প, ধূপ ও অনুলেপন প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তিনি রবিবার দিন উপবাসপরায়ণ হইয়া রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে অর্চনা করিতে থাকিলেন। তিনি সংবৎসর কাল এইভাবে পূজা করিতে থাকিলে অনন্তর কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করত দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশ হইলেন। পরে তিনি বহুকাল যাবৎ স্বীয় রাজ্য পালন করত বিবিধ ভোগ উপভোগের পর দেহান্তে সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে মহামুনি বিশ্বামিত্র ঐ পুষ্করত্রয় তীর্থ প্রকটিত করেন। যে নর ঐ তীর্থে কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে স্নান করে, সে রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। রোগী ব্যক্তি যদি সংবৎসর যাবৎ রবিবারে রাজা বৃহদ্বলপ্রতিষ্ঠিত ভাস্করের পূজা করে, তাহা হইলে সে রোগমুক্ত হয়। আর নীরোগ ব্যক্তি অর্চনা করিলে ঈপ্সিত লাভ এবং নিষ্কাম ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় কৃত্তিকাযোগে ঐ স্থানে যে নর বৃষোৎসর্গ করে, সে ব্যক্তি অশ্বমেধফললাভ করিয়া থাকে। লোকে বহুপুত্র প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহার কারণ যদি একজনও পিতৃ উদ্দেশে গয়ায় গমন করে, বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করে, কিন্তু যেখানে গমন করিলে সর্ব্ব তীর্থে গমন করা হয়, একটী মাত্র দান করিলে সর্ব্ব দানের ফল হয়, সেই তীর্থই পুষ্করত্রয়। ফলে পুষ্করে গমন করিলে আর গয়াগমন, অশ্বমেধ যজ্ঞ বা নীল বৃষ উৎসর্গ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে জন শ্রদ্ধার সহিত এই পুষ্করমাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্ব কাম লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। ৫৫—৭৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অন্যানি তত্র তীর্থানি যানি সন্তি মহামতে। তানি কীর্ত্তয় সর্ব্বাণি পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ১॥ সূত উবাচ। তত্র সারস্বতং তীর্থমস্তদস্তি সুশোভনম্। যত্র স্নাতোঽতিমূকোঽপি ভবেদ্বাক্যবিচক্ষণঃ॥ ২॥ লভতে চেপ্সিতান্ কামান্ মানুষান্ দৈবিকানপি। ব্রহ্মলোকাদিপর্য্যন্তাংস্তথা লোকান্ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩॥ পুরাসীৎ পার্থিবো নাম্না বিখ্যাতো বলবর্দ্ধনঃ। সমুদ্রবলয়ামুর্ব্বীং বুভুজে যো ভুজার্জ্জিতাম্॥ ৪॥ তস্য পুত্রঃ সমুৎপন্নঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ। তস্য নাম পিতা চক্রে সম্প্রাপ্তে দ্বাদশেঽহনি। অম্বুবীচিরিতি স্পষ্টং সমাহূয় দ্বিজোত্তমান॥ ৫॥ ততঃ স ববৃধে বালো লালিতস্তেন ভূভুজা। মূকভাবং সমাপন্নো ন শক্নোতি প্রজল্পিতুম্॥ ৬॥ ততোঽস্য সপ্তমে বর্ষে সম্প্রাপ্তে বলবর্দ্ধনঃ। পঞ্চত্বং সমনুপ্রাপ্তঃ সংগ্রামে শত্রুভির্হতঃ॥ ৭॥ ততো মূকোঽপি বালোঽপি মন্ত্রিভিস্তস্য ভূপতেঃ। স সুতঃ স্থাপিতো রাজ্যে অভাবেঽন্যসুতস্য চ॥ ৮॥ এবং তস্য মহীপস্য রাজ্যস্থস্য জড়াত্মনঃ। বালত্বে বর্ত্তমানস্য রাজ্যে বিপ্লবমভ্যগাৎ॥ ৯॥ ততো জলচরন্যায়ঃ সম্প্রবৃত্তো মহীতলে। পীড্যন্তে সর্ব্বলোকাশ্চ দুর্ব্বলা বলবত্তরৈঃ॥ ১০॥ ততস্তে মন্ত্রিণঃ প্রোচুর্বসিষ্ঠং স্ব-পুরোহিতম্। বচোঽর্থং নৃপতেরস্য কুরু পায়ঃ মহামুনে॥ ১১॥ পশ্য কৃৎস্নং ধরাপৃষ্ঠং শূন্যতাং সমুপস্থিতম্। জড়ত্বান্নৃপতেরস্য তস্মাৎ কুরু যথোচিতম্॥ ১২॥ ততশ্চ সুচিরং ধ্যাত্বা দীনান্ প্রোবাচ মন্ত্রিণঃ। সর্ব্বানার্ত্তিসমোপেতান্ শৃণ্বতস্তস্য ভূপতেঃ॥ ১৩॥ অস্তি সারস্বতং তীর্থং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে তত্রায়ং স্নাতু ভূপতিঃ॥ ১৪॥ অথ তদ্বচনাৎ সদ্যঃ স গত্বা তত্র সত্বরম্। স্নানাত্তীর্থেঽথ সঞ্জাতস্তৎক্ষণাৎ স কলস্বনঃ॥ ১৫॥ তৎপ্রভাবং সরস্বত্যাঃ স বিজ্ঞায় মহীপতিঃ। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো ধ্যায়মানঃ সরস্বতীম্॥ ১৬॥ ততস্তূর্ণং সমাদায় মৃত্তিকাং স নদীতটাৎ। চকার ভারতীং দেবীং স্বয়মেব চতুর্ভুজাম্॥ ১৭॥ দধতীং দক্ষিণে হস্তে কমলং সুমনোহরম্। অক্ষমালাং তথান্যস্মিন জিততারকবর্চ্চসম্॥ ১৮॥ কমণ্ডলুং তথান্যস্মিন্ দিব্যবারিপ্রপূরিতম্। পুস্তকঞ্চ তথা বামে সর্ব্ববিদ্যাসমু-

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! ঐ পুষ্করতীর্থে অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমাদের মহতী শ্রবণেচ্ছা হইয়াছে। সূত বলিলেন,—ঐ স্থানে সারস্বত নামে এক সুশোভন তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে মূক ব্যক্তিও বাক্যবিচক্ষণ হইয়া থাকে। এবং সে ঈপ্সিত লাভান্তে মানুষ, দৈবিক ও ব্রহ্মলোকাদি পর্য্যন্ত সমস্ত লোক লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলবর্দ্ধন নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিতেন। তাঁহার সর্ব্ব লক্ষণান্বিত এক পুত্র হইলে রাজা দ্বাদশাহে ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত তাহার নাম রাখিলেন, অম্বুবীচি। রাজোচিত লালন-পালনের গুণে অম্বুবীচি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজপুত্র মূকভাব প্রাপ্ত হইয়া কথা কহিতে পারিল না। অনন্তর রাজপুত্র সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে রাজা বলবর্দ্ধন সংগ্রামে শত্রুহস্তে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। তখন রাজপুত্র মূক এবং বালক হইলেও অন্য রাজকুমারের অভাবে মন্ত্রিগণ তাহাকে রাজসিংহাসনে অধিরোপিত করিলেন। ঐ মূক বালক রাজকুমারকে রাজসিংহাসনে অধিরোপিত করাতে রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইল। জলচর সকলের ন্যায় বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বলকে পীড়িত করিতে লাগিল। অনন্তর মন্ত্রিগণ ঐ রাজকুমারের বাক্যস্ফূর্ত্তির নিমিত্ত কুল-পুরোহিত বসিষ্ঠকে বলিলেন,—হে মহামুনে! নৃপতির যাহাতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়, আপনি তাহার বিধান করুন। দেখুন, রাজকুমারের জড়তা বশতঃ সমস্ত পৃথিবীতে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি এ বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা প্রদান করুন। ১—১২। অনন্তর মুনিবর বশিষ্ঠ দীনভাবাপন্ন মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—সারস্বত নামে এক সর্ব্বকামপ্রদ তীর্থ আছে। এই তীর্থ হাটকেশ্বর হইতে জাত। নৃপ এই তীর্থে স্নান করুন। মুনিবর এই কথা বলিলে রাজা তৎক্ষণাৎ ঐ তীর্থে গমন করিয়া স্নানান্তে কলকণ্ঠ হইলেন। রাজা তখন "ঐ প্রভাব সরস্বতীর" ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে তিনি নদীতট হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করত চতুর্ভুজা সরস্বতী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ প্রতিমার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের অন্যতরে কমল ও অপরহস্তে অক্ষমালা আর বামদিকের হস্তদ্বয়ের অন্যতরে কমণ্ডলু ও

স্তবম্। ১৯। ততো মেধ্যে শিলাপৃষ্ঠে তাং নিবেশ্য প্রযত্নতঃ। পূজয়ামাস সদ্ভক্ত্যা ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ॥ ২০॥ চকার চ স্তুতিং পশ্চাচ্ছ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। তদগ্রে প্রযতো ভূত্বা স্বরেণ মহতা নৃপঃ॥ ২১॥ সদসদ্দেবি যৎকিঞ্চিদ্বন্ধমোক্ষাত্মকং পদম্। তৎসর্ব্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং ত্বয়া কাষ্ঠং যথাগ্নিনা॥ ২২॥ সর্ব্বস্য সিদ্ধিরূপেণ ত্বং জনস্য হৃদিস্থিতা। বাচারূপেণ জিহ্বায়াং জ্যোতীরূপেণ চক্ষুসি॥ ২৩॥ ভক্তিগ্রাহ্যাসি দেবেশি ত্বমেকা ভুবনত্রয়ে। শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে॥ ২৪॥ ত্বং কীর্ত্তিস্ত্বং ধৃতির্মেধা ত্বং ভক্তিস্ত্বং প্রভা স্মৃতা। ত্বং নিদ্রা ত্বং ক্ষুধা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতনিবাসিনী॥ ২৫॥ তুষ্টিঃ পুষ্টির্বপুঃ প্রীতিঃ স্বধা স্বাহা বিভাবরী। রতিঃ প্রীতিঃ ক্ষিতির্গঙ্গা সত্যং ধর্ম্মো মনস্বিনী॥২৬॥ লজ্জা শান্তিঃ স্মৃতির্দক্ষা ক্ষমা গৌরী চ রোহিণী। সিনীবালী কুহূ রাকা দেবমাতা দিতিস্তথা॥ ২৭॥ ব্রহ্মাণী বিনতা লক্ষ্মীঃ কদ্রুর্দাক্ষায়ণী শিবা। গায়ত্রী চাথ সাবিত্রী কৃষির্বৃষ্টিঃ শ্রুতিঃ কলা॥ ২৮॥ বলা নাড়ী তুষ্টিকান্তা রসনা চ সরস্বতী। যৎকিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু বহুত্বাদযন্ন কীর্ত্তিতম্॥২৯॥ ইঙ্গিতং নেঙ্গিতং তচ্চ তদ্রূপং তে সুরেশ্বরি। গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা দেবাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ॥ ৩০॥ যক্ষগুহ্যকভূতাশ্চ দৈত্যা যে চ বিনায়কাঃ। ত্বৎপ্রসাদেন তে সর্ব্বে সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ৩১॥ তথান্যেঽপি বহুত্বাদ্যে ন ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ। আরাধিতাস্তু কৃচ্ছ্রেণ পূজিতাশ্চ সুবিস্তরৈঃ। হরন্তু দেবতাঃ পাপমন্তে ত্বং কীর্ত্তিতাপি চ॥ ৩২॥ এবং স্তুতা সা দেবেশী ভূভুজা তেন ভারতী। যযৌ প্রত্যক্ষতাং তূর্ণং প্রাহ চেদং সুহৃষ্টিতা॥ ৩৩॥ সরস্বত্যুবাচ। স্তোত্রেণানেন ভূপাল ভক্ত্যা সুস্থিরয়া সদা পরিতুষ্টাস্মি তেনাশু বরং বৃণু যথেপ্সিতম্॥ ৩৪॥ রাজোবাচ। অদ্যপ্রভৃতি মদ্বাক্যাত্ত্বয়া স্থেয়মসংশয়ম্। অত্রার্চ্চায়াং ত্রিলোকেঽস্মিন যাবৎকীর্ত্তির্মম স্থিরা॥৩৫॥ যস্ত্বামারাধয়েৎ সম্যগত্রস্থাং মন্নিমিত্ততঃ। ভক্ত্যানুরূপমেবাশু তস্মৈ দেয়ং ত্বয়া হি তৎ॥ ৩৬॥ সরস্বত্যুবাচ। যো মামত্র স্থিতাং নিত্যং স্নাত্বাত্র সলিলে শুভে। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পূজয়িষ্যতি মানবঃ॥ ৩৭॥

অপর করে সর্ব্ববিদ্যাসমুদ্ভব পুস্তক সন্নিবেশিত করিলেন। তিনি এইভাবে প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পবিত্র শিলাপৃষ্ঠে স্থাপন করত ধূপ-মাল্যানুলেপন দ্বারা ভক্তিসহকারে ঐ প্রতিমার পূজা করিতে লাগিলেন। পূজার পর তিনি শ্রদ্ধা সহকারে ঐ প্রতিমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া কলকণ্ঠে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবি! বন্ধমোক্ষাত্মক যাহা কিছু সদসৎ পদ জগতে বিদ্যমান আছে, আপনি অগ্নির কাষ্ঠব্যাপনের ন্যায় তৎসমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। হে দেবি! আপনি সিদ্ধিরূপে জনগণের হৃদয়ে বাক্যরূপে জিহ্বায় এবং জ্যোতীরূপে চক্ষুতে অবস্থান করিতেছেন। হে দেবি! আপনি ত্রিভুবনে একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্যা। হে শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে! আপনিই কীর্ত্তি, আপনিই ধৃতি এবং আপনিই ভক্তি, প্রভা, নিদ্রা, ক্ষুধা, কীর্ত্তি, সর্ব্বভূতবিনাশিনী তুষ্টি, পুষ্টি, বপু, প্রীতি, স্বধা, স্বাহা, বিভাবরী, রতি, প্রীতি, ক্ষিতি, গঙ্গা, সত্য, ধর্ম্ম, মনস্বিনী, লজ্জা, শান্তি, স্মৃতি, দাক্ষা, ক্ষমা, গৌরী, রোহিণী, সিনীবালী, কুহূ, রাকা, দেবমাতা, দিতি, ব্রহ্মাণী, বিনতা, লক্ষ্মী কদ্রু, দাক্ষায়ণী শিবা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, কৃষি, বৃষ্টি, শ্রুতি, কলা, বলা, নাড়ী, তুষ্টি, কান্তা, রসনা ও সরস্বতী। হে মহেশ্বরি! আমি জাগতিক ইঙ্গিত, নেঙ্গিত প্রভৃতি যে সকল পদার্থ বহুত্ব বশতঃ কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, সে সকল আপনারই রূপ। হে দেবি! আপনিই গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, যক্ষ, গুহ্যক, ভূত, দৈত্য, বিনায়কগণ এবং আমি বহুত্ব বশত যাহাদের কথা বলিতে পারিলাম না, তাহারাও আপনার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতিকষ্টে আরাধিত ও বহুবার পূজিত হইলে অন্যান্য দেবতা পাপ হরণ করেন; কিন্তু আপনি কীর্ত্তিত হইবামাত্রই পাপ হরণ করিয়া থাকেন। ১৯—৩২। হে দ্বিজগণ! রাজা এই ভাবে ভারতীর স্তব করিলে তিনি রাজার সাক্ষাৎভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি যথেপ্সিত বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন,—হে দেবি! অদ্যাবধি আপনি আমার বাক্যে এই স্থানে অবস্থান করুন। যে ব্যক্তি এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার অর্চ্চনা করিবে, আপনি তাহাকে তাহার ভক্তির অনুরূপ ফল প্রদান করিবেন। ইহাতে আমার ত্রিভুবনে কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। সরস্বতী বলিলেন,—যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই স্থানে স্নান

তস্মাহং বাঞ্ছিতান কামান্ সংপ্রদাস্যামি পার্থিব। সূত উবাচ। এবং তত্র স্থিতা দেবী স্বয়মেব সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥ ততঃপ্রভৃতি লোকানাং হিতায় পরমেশ্বরী। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামুপ-বাসপরায়ণঃ ॥ ৩৯ ॥ যস্তাং পূজয়তে মর্ত্ত্যঃ শ্বেতপুষ্পানুলেপনৈঃ। স স্যাদ্বাগ্মী সুমেধাবী সদা জন্মনিজন্মনি ॥ ৪০ ॥ সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন জায়মানঃ পুনঃপুনঃ। অন্বয়েঽপি ন তস্যৈব কশ্চিন্ মূর্খঃ প্রজায়তে ॥ ৪১ ॥ যো ধর্ম্মশ্রবণং তস্যাঃ পুরতঃ কুরুতে নরঃ। স নূনং বসতি স্বর্গে তৎপ্রভাবাদ্যুগ-ত্রয়ম্ ॥ ৪২ ॥ বিদ্যাদানং নরো যশ্চ তস্যা হ্যায়তনে সদা। করোতি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥ যো যচ্ছতি দ্বিজেন্দ্রায় ধর্ম্মশাস্ত্র-সমুদ্ভবম্। পুস্তকং বাজিমেধস্য স সমগ্রং ফলং লভেৎ ॥ ৪৪ ॥ যো বেদাধ্যয়নং তস্যাঃ করোতি পুরতঃ স্থিতঃ। সোঽগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য কৃৎস্নং ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সরস্বতীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। মহাকালস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ মহামতে। অস্মাকং সূতজ ব্রূহি সর্ব্বং বেত্তি যতো ভবান্ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। আসীৎ পূর্ব্বং মহীপাল ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ। রুদ্রসেন ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশত্রু-নিসূদনঃ ॥ ২ ॥ সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে সৌম্যত্বে শশিসন্নিভঃ। বীর্য্যে যথা সহস্রাক্ষো রূপে কন্দর্প-সন্নিভঃ ॥ ৩ ॥ তস্য কান্তীতি বিখ্যাতা পুরী সর্ব্ব-গুণান্বিতা। রাজধান্যভবচ্ছ্রেষ্ঠা প্রোচ্চপ্রাকারতোরণা ॥ ৪ ॥ তথৈবাসীৎপ্রিয়া তস্য ভার্য্যাপরমসম্মতা। খ্যাতা পদ্মবতী নাম রূপৌদার্য্যগুণান্বিতা ॥ ৫ ॥ স তয়া সহিতো রাজা বৈশাখ্যা দিবসে সদা। সমভ্যেতি নিজস্থানাৎ সৈন্যেনাল্পেন সংবৃতঃ ॥ ৬ ॥ চমৎকার পুরে ক্ষেত্রে পীঠে তত্র দ্বিজোত্তমাঃ। মহাকালস্য দেবস্য পুরতো রাত্রিজাগরম্। করোতি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সভার্য্যঃ স মহীপতিঃ ॥ ৭ ॥ উপবাসপরো ভূত্বা ধ্যায়মানো মহেশ্বরম্। গীতবাদ্যেন হৃদ্যেন নৃত্যেন দ্বিজসত্তমাঃ। ধর্ম্মাখ্যানেন বিপ্রাণাং বেদাধ্যয়নবিস্তরৈঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ প্রাতঃ

করিয়া আমার অর্চ্চনা করিবে, আমি তাহাকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিব। সূত বলিলেন,—দেবী সরস্বতী তদবধি লোকহিতের নিমিত্ত ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। যে মানব অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্বেত অনুলেপন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করে, সে জন্মজন্ম মেধাবী ও বাগ্মী হইয়া থাকে এবং দেবী সরস্বতীর প্রসাদে তাহার বংশে কদাপি কেহ মূর্খ হয় না। যে নর তাঁহার অগ্রে ধর্ম্মবিষয় শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই যুগত্রয়ের জন্য স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যে মানব তাঁহার আয়তনে সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে বিদ্যাদান করিয়া থাকে, সে অশ্বমেধ-ফল লাভ করিয়া থাকে। যে নর ঐ ক্ষেত্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রদান করে, সে সমগ্র বাজিমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। যাহারা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া বেদাধ্যয়ন করে, তাহারা সম্পূর্ণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৩—৪৫।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতপুত্র। আপনি আমাদের নিকট মহাকাল-মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন,—আপনি যথাযথ এ সমস্ত বিদিত আছেন। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে রুদ্রসেন নামে এক সর্ব্বশত্রুনিসূদন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, বীর্য্যে ইন্দ্রতুল্য ও রূপে কন্দর্পসদৃশ ছিলেন। কান্তিনাম্নী সর্ব্বগুণান্বিতা বিখ্যাতা নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজধানীতে উচ্চ উচ্চ বহু প্রাকার তোরণ বিদ্যমান ছিল। রূপৌদার্য্য-গুণান্বিতা পদ্মাবতী নাম্নী তাঁহার প্রেয়সী পট্টমহিষী ছিলেন। রাজা বৎসর বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন রাজ্ঞীর সহিত অল্পসৈন্য সমভিব্যাহারে চমৎকারপুরক্ষেত্রে গমন করিতেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া তিনি শ্রদ্ধা সহকারে ভার্য্যার সহিত মহাকালসমীপে রাত্রি জাগরণ করিতেন। তিনি উপবাসী থাকিয়া মহেশের ধ্যান করিতেন, গাহিতেন, নাচিতেন, বাদ্য বাজাই-তেন; ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত বেদাধ্যয়ন করিতেন। ১—৮। অনন্তর রাত্রি প্রভাত

সমুত্থায় স্নাত্বা ধৌতাম্বরঃ শুচিঃ। দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যস্তপস্বিভ্যো বিশেষতঃ॥ ৯ ॥ দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ অন্যান্যেভ্যঃ সহস্রশঃ। বর্ষে বর্ষে সদৈবং স সমভ্যেত্য মহীপতিঃ। বৈশাখ্যাং জাগরং তস্য দেবস্য পুরতোহকরোৎ॥ ১০ ॥ যথাযথা স ভূপালঃ কুরুতে রাত্রিজাগরম্। মহাকালাগ্রতস্তস্য তথা বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ১১ ॥ শত্রবো বিলয়ং যান্তি লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিং প্রগচ্ছতি। একদা স সমায়াতস্তত্র যাবন্মহীপতিঃ॥ ১২ ॥ তত্রৈব দিবসে তাবন্মহাকালস্য চাগ্রতঃ। অপশ্যদ্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠান্নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতান্॥ ১৩ ॥ বেদাধ্যয়নসম্পন্নান ব্রতনিষ্ঠাপরায়ণান্। একে তত্র কথাশ্চক্রুঃ সুপুণ্যা ব্রাহ্মণোত্তমাঃ॥ ১৪ ॥ রাজর্ষীণাং পুরাণানাং দেবর্ষীণাং তথা পরে। তীর্থানাঞ্চ তথা চান্যে ব্রহ্মর্ষীণাং তথা পরে। যজ্ঞানাং সাগরাণাঞ্চ দ্বীপানাঞ্চ মনোহরাঃ॥ ১৫ ॥ অথ তান্ পৃথিবীপালঃ স প্রণম্য যথাক্রমম্। উপবিষ্টঃ সভামধ্যে তৈঃ সর্ব্বৈশ্চাভিনন্দিতঃ॥ ১৬ ॥ কস্মিংশ্চিদথ সম্প্রাপ্তে কথান্তে তে মুনীশ্বরাঃ। পপ্রচ্ছুর্ভূমিপালন্তু কৌতূহলসমন্বিতাঃ॥ ১৭ ॥ বৈশাখী দিবসে রাজংস্ত্বং সদাভ্যেত্য দূরতঃ। বর্ষে বর্ষেহস্য দেবস্য পুরতো রাত্রিজাগরম্॥ ১৮ ॥ প্রকরোষি প্রযত্নেন ত্যক্ত্বান্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ। স্নানদানাদিকা যাশ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ শাস্ত্রচিন্তকৈঃ॥ ১৯ ॥ ন তে যদি রহস্যং স্যাত্তদাশেষং প্রকীর্ত্তয়। নূনং ত্বং বেৎসি তৎসর্ব্বং যৎফলং রাত্রিজাগরে॥ ২০ ॥ রাজোবাচ। রহস্যং পরমং চৈব যৎপৃষ্টোহহং দ্বিজোত্তমাঃ। যুষ্মাভিঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি তথাপ্যখিলমেব হি॥ ২১ ॥ অহমাসং বণিগ্‌জাত্যা পুরা বৈ বৈদিশে পুরে। নির্দ্ধনো বন্ধুভির্মুক্তঃ পরিভূতঃ পদে পদে॥ ২২ ॥ কস্মিংশ্চিত্ত্বথ কালস্য ভগবান পাকশাসনঃ। বৈদিশে নাকরোদ্‌বৃষ্টিং সপ্ত বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ২৩ ॥ ততো বৃষ্টিনিরোধেন সর্ব্বে লোকাঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ। অন্নাভাবান্মৃতাঃ কেচিৎ কেচিদ্দেশান্তরে গতাঃ॥ ২৪ ॥ ততোহহং স্বাং সমাদায় পত্নীং ক্ষুৎক্ষামগাত্রিকাম্। অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং প্রস্খলন্তীং পদে পদে॥ ২৫ ॥ সৌরাষ্ট্রং মনসি ধ্যাত্বা প্রস্থিতস্তদনন্তরম্। সুভিক্ষং লোকতঃ শ্রুত্বা জীবনায় দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৬ ॥ ক্রমেণ

হইলে স্নানাচরণ করত নির্ম্মল ধৌত বসন-যুগল পরিধান করিয়া বিপ্রগণকে বিশেষতঃ তপস্বীদিগকে এবং দীন, অন্ধ, কৃপণ ও অন্যান্য সহস্র সহস্র দরিদ্রকে বর্ষে বর্ষে দান করিতেন। তিনি এইরূপে বৈশাখী পূর্ণিমায় দেবাগ্রে জাগরণ করিতেন। ঐ মহীপাল মহাকালের সম্মুখে যেমন যেমন রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন, তিনি তেমনি তেমনি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার শত্রুকুল নির্ম্মূল ও দিনে দিনে রাজ্য-লক্ষ্মী বর্দ্ধিত হইয়াছিল। একদা তিনি নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, ঐ স্থানে মহাদেবের পুরোভাগে বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন ব্রতনিষ্ঠা-পরায়ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, পুরাণ রাজর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, নানা দিক্ দেশ হইতে আগমন করিয়া সমবেত হইয়াছেন। আর ঐ স্থানে নানা তীর্থ, বিবিধ যজ্ঞ, সমুদ্রসমূহ ও দ্বীপপুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদিগকে দর্শন করিয়া পৃথিবীপাল যথাক্রমে সকলকে প্রণাম করিয়া সভামধ্যে আগমন করিলে সকলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং বিশ্রম্ভালাপের পর কৌতূহলান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে রাজন্! আপনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ষে বর্ষে বৈশাখী পূর্ণিমায় দূরদেশ হইতে এই স্থানে আগমন করত দেবদেবের সম্মুখে সযত্নে রাত্রি জাগরণ এবং যথাশাস্ত্র স্নান-দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, ইহার কারণ কি?—যদি আপনার অপ্রকাশ্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের নিকট প্রকাশ করুন; আপনি নিশ্চয়ই এই রাত্রিজাগরণের ফল অবগত আছেন। ৯—২০। রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অতি গুহ্য বিষয়, আমি আপনাদের নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি। আমি পূর্ব্বে জাতিতে বণিক্ ছিলাম। বিদিশা নগরীতে আমার আবাস ছিল। আমি নির্দ্ধন ও বন্ধুহীন হইয়া পদে পদে পরিভব প্রাপ্ত হইতাম। আমি এইভাবে কালাতিপাত করিতে থাকিলে একদা পাকশাসন বিদিশা নগরীতে সপ্ত বর্ষ যাবৎ অনাবৃষ্টি উপস্থিত করিলেন। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দেশে শস্য-সম্পত্তি হইল না; প্রজাগণের অন্নাভাব উপস্থিত হইল। তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইলে কেহ কেহ কালগ্রাসে পতিত হইল এবং কেহ কেহ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিল। আমিও ঐ সময় লোকমুখে সৌরাষ্ট্রের সুভিক্ষ শ্রবণ করত আমার পত্নীকে ক্ষুৎক্ষমা, অশ্রুপূর্ণমুখী ও দীনভাবাপন্না অবলোকন-

গচ্ছমানোঽথ ভিক্ষান্নকৃতভোজনঃ। আনর্ত্তবিষয়ং প্রাপ্তশ্চমৎকারপুরান্তিকে ॥ ২৭ ॥ তত্র রম্যং ময়া দৃষ্টং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্। সরঃ স্বচ্ছোদকাপূর্ণং জলপক্ষিভিরাবৃতম্ ॥ ২৮ ॥ ততোঽহং তৎ সমাসাদ্য স্নাতঃ শীতেন বারিণা। ক্ষুধার্ত্তশ্চ তৃষার্ত্তশ্চ শ্রমার্ত্তশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৯ ॥ অথাহং ভার্য্যয়া প্রোক্তো গৃহাণেশ জলাশয়াৎ। জলজানি ক্রয়ার্থায় যেন স্যাদদ্য ভোজনম্ ॥ ৩০ ॥ এতৎ সংদৃশ্যতে দূরাৎ পুরন্দরপুরোপমম্। পুরশ্রেষ্ঠং সমাসাদ্য বিক্রয়ং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩১ ॥ ততো ময়া গৃহীতানি পদ্মানি দ্বিজসত্তমাঃ। বিক্রয়ার্থং প্রভূতানি বাঞ্ছমানেন ভোজনম্ ॥ ৩২ ॥ চমৎকারপুরং প্রাপ্য ততোঽহং দ্বিজসত্তমাঃ। ভ্রান্তস্ত্রিকেষু সর্ব্বেষু চত্বরেষু গৃহেষু চ ॥ ৩৩ ॥ ন কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্লাতি তানি পদ্মানি মানবঃ। মম ভাগ্যবশাল্লোকো জাতঃ ক্রয়পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩৪ ॥ অথ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠস্য শ্রান্তস্য মম ভাস্করঃ। অস্তাচলমনুপ্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকালস্ততোঽভবৎ ॥ ৩৫ ॥ ততো বৈরাগ্যমাপন্নঃ সুপ্তোঽহং ভগ্নমন্দিরে। তানি পদ্মানি ভূপৃষ্ঠে নিধায় সহ ভার্য্যয়া ॥ ৩৬ ॥ অথার্দ্ধরাত্রে সম্প্রাপ্তে শ্রুতো গীতধ্বনির্ম্ময়া। ততশ্চ চিন্তিতং চিত্তে জাগরোঽয়মসংশয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাদ্ গচ্ছামি চেৎ কশ্চিৎ পদ্মান্যেতানি মে নরঃ। মূল্যেন প্রতিগৃহ্লাতি ভোজনং জায়তে ততঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা পদ্মান্যাদায় সত্বরম্। সভার্য্যঃ প্রস্থিতস্তত্র যত্র গীতস্য নিঃস্বনঃ ॥ ৩৯ ॥ ততশ্চায়তনে তস্মিন্ প্রাপ্তোঽহং মুনিপুঙ্গবাঃ। অপশ্যং দেবদেবেশং মহাকালং প্রপূজিতম্। অগ্রস্থিতৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্জপগীতপরায়ণৈঃ ॥ ৪০ ॥ একে নৃত্যং প্রকুর্ব্বন্তি গীতমন্যে জপং পরে। অন্যে হোমং দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মাখ্যানমথাপরে ॥ ৪১ ॥ কৃতঃ কশ্চিন্ময়া পৃষ্টঃ ক্রিয়তে জাগরোঽত্র কিম্। ক এতে জাগরাসক্তা লোকাঃ কীর্ত্তয় মে দ্রুতম্ ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া সৌরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অনশনক্লেশে আমার পত্নীর পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। এইরূপে আমরা ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে করিতে বহুপথ অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ আনর্ত্তদেশ প্রাপ্ত হইলাম। এই আনর্ত্ত দেশের অদূরেই চমৎকারপুর অবস্থিত। চমৎকারপুরে উপস্থিত হইয়া আমি পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত এক রম্য সরোবর দর্শন করিলাম। ঐ সরোবরের জল অতি নির্ম্মল এবং উহাতে জলপক্ষিগণ অনবরত ক্রীড়া করিতেছে। ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রমার্ত্ত অবস্থায় আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সরোবরের শীতল সলিলে স্নানাচরণ করিলাম। এই সময় আমার পত্নী আমাকে বলিলেন,—হে নাথ! আপনি জলাশয় হইতে ঐ প্রস্ফুটিত পদ্ম সকল উত্তোলন করুন। অদূরে ঐ পুরন্দরপুরসঙ্কাশ নগর দৃষ্ট হইতেছে, ঐ স্থানে এই সকল পদ্ম বিক্রয় করিয়া অদ্য জীবনোপায় নির্ব্বাহ করিব। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর আমি প্রিয়ার বাক্যে বিক্রয়ার্থ বহু পদ্ম জলাশয় হইতে গ্রহণ করিলাম। ঐ সকল পদ্ম লইয়া আমরা ক্রমশঃ পুরমধ্যে প্রবেশানন্তর প্রতি পথে চত্বরে ও দ্বারে দ্বারে পদ্ম বিক্রয়ার্থ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কেহই তাহা ক্রয় করিল না। আমার ভাগ্যদোষেই তাহারা ক্রয়পরাঙ্মুখ হইল। ক্রমে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন; সন্ধ্যাসময় উপস্থিত হইল, আবার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমাদেরও কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিল। অনন্তর আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া পথিমধ্যে এক ভগ্ন গৃহে ভার্য্যার সহিত শয়ন করিলাম। পদ্মগুলি ঐ স্থানে ভূমিতে পতিত রহিল। শয়িত থাকিয়া আমি অর্দ্ধরাত্রে এক গীতধ্বনি শ্রবণ করিলাম। ঐ শব্দ শুনিয়া আমি চিন্তা করিলাম,—যখন গীতধ্বনি শ্রবণ করা যাইতেছে, তখন অবশ্যই ইহা জাগরোৎসব হইবে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমি এই পদ্মগুলি লইয়া ঐ স্থানে গমন করি, বোধ হয়—কেহ ক্রয় করিলেও করিতে পারে। যদি কেহ ক্রয় করে, তাহা হইলে সেই মূল্যে আমাদের পান-ভোজন চলিবে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি পদ্মগুলি লইয়া ভার্য্যার সহিত যে স্থানে গীতধ্বনি শুনা যাইতেছিল, ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম,—ঐ স্থান দেবায়তন, আয়তনে দেবদেব মহাকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আর তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া দ্বিজগণ জপ করিতেছেন, এবং গীত গাহিতেছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ নৃত্য করিতেছেন, কেহ কেহ গীত গাহিতেছেন; কেহ কেহ জপ করিতেছেন; কেহ কেহ হোম করিতেছেন, এবং অন্য কতিপয় ধর্ম্মাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিতেছেন। ২১-৪১। আমি তাঁহাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মহাশয়! কি

তেনোক্তমেষ দেবস্য মহাকালস্য জাগরঃ। ক্রিয়তে ব্রাহ্মণৈর্ভক্ত্যা উপবাসপরায়ণৈঃ ॥ ৪৩ ॥ অদ্য পুণ্যতিথির্নাম বৈশাখী পুণ্যদা পরা। যস্তামস্য পুরো ভক্ত্যা নরঃ কুর্য্যাৎ প্রজাগরম্। মহাকালস্য দেবস্য সৌখ্যং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ সন্তি পদ্মানি মে যচ্ছ মূল্যমাদায় ভদ্রক। ভোজনার্থমহং দদ্মি কলধৌতপলত্রয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ ততোঽবধারিতং চিত্তে ময়া ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। পূজয়ামি মহাকালং পদ্মৈরেতৈঃ সুরেশ্বরম্ ॥ ৪৬ ॥ ন ময়া সুকৃতং কিঞ্চিদন্যদেহান্তরে কৃতম্। নিয়তং তেন সম্ভূত ঈদৃশস্তোঽস্মি দুর্গতঃ ॥ ৪৭ ॥ পরং ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠেয়ং ভার্য্যা মে প্রিয়বাদিনী। অন্নাভাবান্ন সন্দেহঃ প্রাতর্যাস্যতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ এবং চিন্তয়মানস্য মম সা দয়িতা ততঃ। প্রোবাচ মধুরং বাক্যং বিনয়াবনতা স্থিতা ॥ ৪৯ ॥ মা নাথ কুরু পদ্মানাং বিক্রয়ং ধনলোভতঃ। কুরুষ চ হিতং বাক্যং যত্তে বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ উপবাসো বলাজ্জাতঃ শস্যাভাবাদসংশয়ম্। অস্মাকং জাগরং চাপি ভবিষ্যতি বুভুক্ষয়া ॥ ৫১ ॥ তত্রোভাভ্যাং কৃতং স্নানং দিবা সরসি শোভনে। ঘর্ম্মার্ত্তাভ্যাং শ্রমার্ত্তাভ্যাং কৃতং দেবার্চ্চনং তথা ॥৫২॥ তস্মাদ্দেবং মহাকালং পূজয়ামোঽধুনা বয়ম্। পদ্মৈরেতৈঃ পরং শ্রেয় আবয়োর্যেন জায়তে ॥ ৫৩ ॥ রাজোবাচ। উভাভ্যামথ হৃষ্টাভ্যাং পূজিতোঽয়ং মহেশ্বরঃ। তৈঃ পদ্মৈঃ সমমাস্থায় কৃত্বা পূজাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৪ ॥ ক্ষুৎপীড়য়া সমায়াতা নৈব নিদ্রা কথঞ্চন। স্বল্পাপি মন্দিরে চাত্র স্থিতয়োর্হরসন্নিধৌ ॥ ৫৫ ॥ ততঃ প্রভাতসময়ে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। মৃতোঽহং ক্ষুধয়াবিষ্টঃ স্থানেঽত্রৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥ অথ সা দয়িতা মহ্যং তদাদায় কলেবরম্। হর্ষেণ মহতাবিষ্টা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥ ৫৭ ॥ তৎপ্রভাবাদহং জাতঃ কান্তীনাথো মহীপতিঃ। দশার্ণাধিপতেঃ কন্যা সাপি জাতিস্মরা সতী ॥ ৫৮ ॥ ততঃ স্বয়ম্বরং প্রাপ্তা মাং বিজ্ঞায় নিজং পতিম্। ময়াপি সৈব বিজ্ঞায় পূর্ব্বপত্নী সমাহৃতা ॥ ৫৯ ॥ এতস্মাৎ কারণাদস্য মহাকালস্য জাগরম্। বর্ষেবর্ষে চ বৈশাখ্যাং করোমি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥ অনয়া প্রিয়য়া সার্দ্ধং

জন্য আপনারা এখানে জাগরণ করিতেছেন? এবং আপনারাই বা কে? অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি ইহা আমায় বলুন? জিজ্ঞাসিত ব্রাহ্মণ বলিলেন,—অদ্য দেব মহাকালের জাগরণ; উপবাস-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ সেই জাগরণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। অদ্য পুণ্যতিথি বৈশাখী পূর্ণিমা, এই তিথিতে যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এইস্থানে দেব মহাকালের জাগরণের অনুষ্ঠান করে, তাহারা নিশ্চয়ই সর্ব্ব সৌখ্য লাভ করিয়া থাকে। হে ভদ্র! তোমার ঐ পদ্মগুলির মূল্য লইয়া প্রদান কর। আমি তোমাকে তিনপল সুবর্ণ প্রদান করিতেছি। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! তখন আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, এই পদ্মে আমি দেবদেব মহাকালের পূজা করিব। আমি পূর্ব্বজন্মে কিঞ্চিন্মাত্রও পুণ্য করি নাই; সেইজন্য আমি এ জন্মে এই দুর্গতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু, আমার এই প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা অনশনে ক্ষীণকণ্ঠা হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনি অন্নাভাবে রাত্রিপ্রভাতেই প্রাণত্যাগ করিবেন। হে ব্রাহ্মণগণ! আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় আমার প্রিয়া বিনীতভাবে মধুর বাক্যে বলিলেন,—নাথ! ধনলোভে পদ্মগুলি বিক্রয় করিবেন না; আমি আপনাকে এক হিতকর বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—অন্নাভাবে আমরাত উপবাসী আছিই, ক্ষুধার ক্লেশে আমাদের নিদ্রাও হয় নাই, আর আমরা উভয়েইত দিবাভাগে সেই শোভন সরোবরে স্নানাচরণ করিয়াছি। অতএব আসুন, আমরা এই ঘর্ম্মার্ত্ত ও শ্রমার্ত্ত অবস্থায় পদ্মগুলি দ্বারা দেব মহাকালের পূজা করি; ইহাতে আমরা পরম শ্রেয়োলাভ করিতে পারিব। রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অনন্তর আমরা উভয়ে ঐ পদ্মগুলি দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। আমরা সমস্ত রাত্রি ঐ দেবালয়ে হরসন্নিধানে অবস্থান করিলাম। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে দেব সবিতা উদয়াচল অবলম্বন করিলেন, আর আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তখন আমার প্রিয়া দয়িতা আমার শবদেহ সঙ্গে লইয়া মহাহর্ষে দীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। ঐ মহাকালপূজা-প্রভাবে আমি জন্মান্তরে কান্তিনাথ মহীপতি হইলাম এবং আমার দয়িতা দশার্ণাধিপতির কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আমরা উভয়ে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। অনন্তর দশার্ণাধিপতির কন্যা আমাকে স্বীয় পতি জানিতে পারিয়া স্বয়ম্বরে বরমালা প্রদান করিলেন। আমিও তাঁহাকে পূর্ব্বপত্নী জানিতে পারিয়া সাদরে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলাম। হে ব্রাহ্মণগণ! এই জন্যই আমরা বর্ষে বর্ষে বৈশাখী

পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। পূজয়িত্বা মহাকালং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৬১ ॥ কৃতো বিপ্রা ময়া ত্বেষ স তদা রাত্রিজাগরঃ। যথাপোক্তৎফলং জাতং দেবস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ৬২ ॥ অধুনা শ্রদ্ধয়া যুক্তো যথোক্তবিধিনা ততঃ। যৎ করোমি ন জানামি কিং মে সংযচ্ছতে ফলম্ ॥ ৬৩ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া সত্যং দ্বিজোত্তমাঃ। যেন সত্যেন তেনৈষ মহাকালঃ প্রসীদতু ॥ ৬৪ ॥ সূত উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। প্রচক্রুর্নৃপতেস্তস্য সাধুবাদাননেকশঃ॥ ৬৫ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। সত্যমুক্তং মহীপাল ত্বয়ৈতদখিলং বচঃ। মহাকালপ্রসাদেন ন কিঞ্চিদ্দুর্লভং ভুবি ॥ ৬৬ ॥ তস্মাদ্বিশেষতঃ সর্ব্বে বর্ষেবর্ষে বয়ং নৃপ। করিষ্যামোঽস্য দেবস্য শ্রদ্ধয়া রাত্রিজাগরম্ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ স পার্থিবস্তে চ সর্ব্ব এব দ্বিজাতয়ঃ। প্রচক্রুর্জাগরং তস্য মহাকালস্য সন্নিধৌ ॥ ৬৮ ॥ বিশেষার্ঘ্যসংযুক্তা বিবিধৈর্গীতবাদনৈঃ। ধর্ম্মাখ্যানৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ বেদোচ্চারৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। তদারভ্য নৃপাঃ সর্ব্বে প্রচক্রুর্বিস্ময়ান্বিতাঃ॥ ৬৯ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে সমুত্থায় স ভূপতিঃ। পূজয়িত্বা মহাকালং তাংশ্চ সর্ব্বান্ দ্বিজোত্তমান্। অনুজ্ঞাপ্য যযৌ হৃষ্টঃ সসৈন্যঃ স্বপুরং প্রতি ॥ ৭০ ॥ ততঃ কালেন সম্প্রাপ্য দেহান্তং স মহীপতিঃ। সম্প্রাপ্তঃ পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ৭১ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং মহাকালসমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্রৈবাস্য সমুদ্দেশে হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ। আশ্রমোঽস্তি সুবিখ্যাতো নানাদ্রুমসমাবৃতঃ॥ ১ ॥ যত্র তেন তপস্তপ্তং সংস্থাপ্যোমামহেশ্বরৌ। যচ্ছুত্বা বিবিধং দানং ব্রাহ্মণেভ্যোঽভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ২ ॥ আসীদ্রাজা হরিশ্চন্দ্রস্ত্রিশঙ্কুতনয়ঃ পুরা। অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৩ ॥ ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং ধ্রুবম্। তস্মিঞ্ছাসতি ধর্ম্মেণ ন চ চৌর-

---

পূর্ণিমায় এইরূপ জাগরণ করিয়া থাকি। এবং এই প্রিয়ার সহিত পুষ্প-ধূপানুলেপন দ্বারা মহাকালের পূজা করি; ইহা আমি আপনাদিগকে সত্য কহিলাম। হে বিপ্রগণ! আমি পূর্ব্বে যে রাত্রিজাগরণ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমি এরূপ হইয়াছি। অধুনা আমি যে এই বিধিপূর্ব্বক সভক্তিক পূজা করিতেছি, ইহার যে কি ফল ফলিবে, তাহা আমি জানি না। যেরূপে এই দেবদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহা আমি বলিলাম! সূত বলিলেন,—দ্বিজগণ রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি সমস্তই সত্য বলিয়াছেন। মহাকালের প্রসাদে কিছুই দুর্ল্লভ নহে! হে রাজন্! আমরাও বর্ষে বর্ষে মহাকালের জাগরণ অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর রাজা ও তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মহাকালের জাগরণ করিতে লাগিলেন। জাগরণ করিয়া তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে বিবিধ গীত, বাদন, ধর্ম্মাখ্যান, নৃত্য ও বেদোচ্চারণ করিতে থাকিলেন। ঐ সময় হইতে নৃপগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া মহাকালের জাগরণ করিতেন। অনন্তর রাজা প্রভাতে মহাকালের অর্চ্চনানন্তর তত্রত্য দ্বিজগণের যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহাদের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ করত সসৈন্যে স্বীয় রাজধানীর প্রতি প্রস্থিত হইলেন। কালে ঐ মহীপতি জীবনান্তে জরা-মরণ বর্জ্জিত পরমস্থান লাভ করিলেন। হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদের নিকট সর্ব্বপাপনাশন মহাকালমাহাত্ম্য আমূলাগ্র কীর্ত্তন করিলাম। ৪৫—৭২।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্ব্বোক্ত স্থানের অনতিদূরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের নানা লতাদ্রুমাকীর্ণ এক বিখ্যাত আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে তিনি উমা-মহেশ্বর সংস্থাপনপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিতেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র, ত্রিশঙ্কুর তনয়। ইনি সূর্য্যবংশসমুৎপন্ন, অযোধ্যায় ইঁহার রাজধানী ছিল ইঁহার রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ,

কৃতং ভয়ম্ ॥ ৪ ॥ কালবর্ষী সদা মেঘঃ শস্যানি প্রচুরাণি চ। রসবন্তি চ তোয়ানি সর্ব্বর্ত্তুফলিতা দ্রুমাঃ ॥ ৫ ॥ দণ্ডস্তত্রাভবদ্ধান্তৌ গৃহরোধোঽক্ষদেবনে। একো দোষাকরশ্চন্দ্রঃ প্রিয়দোষাশ্চ কৌশিকাঃ ॥ ৬ ॥ স্নেহক্ষয়শ্চ দীপেষু বিবাহে চ করগ্রহঃ। বৃত্তভঙ্গস্তথা গদ্যে দানোত্থিতির্গজাননে ॥ ৭ ॥ তস্যৈবং গুণযুক্তস্য সার্ব্বভৌমস্য ভূপতেঃ। এক এব মহানাসীদ্দোষঃ পুত্রবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ পুত্রকৃতে গত্বা চকার সুমহত্তপঃ। চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে লিঙ্গং সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ ॥ ৯ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে বর্ষাস্বাকাশসংস্থিতঃ। জলাশ্রয়শ্চ হেমন্তে স ধ্যায়তি মহেশ্বরম্ ॥ ১০ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তস্য তুষ্টো মহেশ্বরঃ। প্রত্যক্ষোঽভবৎ সমং গৌর্য্যা গণসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ১১ ॥ উবাচ বরদোঽস্মীতি প্রার্থয়স্ব যথেপ্সিতম্। অহং তে সম্প্রদাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ১২ ॥ ততস্তং প্রণিপত্যোচ্চৈঃ স্তুত্বা সূক্তৈঃ শ্রুতৈরপি। প্রোবাচ বিনয়োপেতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥ ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরশ্রেষ্ঠ যৎকিঞ্চিদ্ধরণীতলে। তদস্তি মে গৃহে সর্ব্বং বাঞ্ছিতং স্বেন চেতসা ॥ ১৪ ॥ সুরূপাণি কলত্রাণি রাজ্যং নিহতকণ্টকম্। শরীরং রোগনির্ম্মুক্তং সংখ্যাহীনং তথা ধনম্ ॥ ১৫ ॥ একং মে সুমহদ্দুঃখং যদপত্যং ন বিদ্যতে। তস্মাদেহি সুতং দেব প্রসন্নো যদি শঙ্কর ॥ ১৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অচিরেণ নৃপশ্রেষ্ঠ পুত্রস্তব ভবিষ্যতি। মৎপ্রসাদান্ন সন্দেহস্তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং গৃহম্ ॥ ১৭ ॥ সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে গৌরী কোপসংরক্তলোচনা। ভর্ৎসয়িত্বা মহাদেবং ততঃ প্রোবাচ তং নৃপম্ ॥ ১৮ ॥ যস্মাত্ত্বয়া মহামূর্খ ন প্রণামঃ কৃতো মম। হরাদনন্তরং তস্মাচ্ছাপং দাস্যাম্যহং তব ॥ ১৯ ॥ তব সংলপ্স্যতে পুত্রো যথোক্তঃ শূলপাণিনা। পরং তন্মৃত্যুজং দুঃখং ত্বং শিশুত্বেঽপি লপ্স্যসে ॥ ২০ ॥ এবমুক্ত্বা ভগবতী সার্দ্ধং দেবেন শম্ভুনা। অদর্শনং যযৌ পশ্চাত্তথান্যৈরপি পার্ষদৈঃ ॥ ২১ ॥ সোঽপি রাজা বরং লব্ধা শাপং চ তদনন্তরম্। ন জগাম গৃহং ভূয়শ্চকার

ব্যাধি, অকালমরণ ও চৌরভয় ছিল না। পর্জ্জন্য কালবর্ষী ছিলেন, প্রচুর শস্য-সম্পত্তি জন্মিত, জল সুমিষ্ট ছিল এবং দ্রুমসকল সকল ঋতুতেই ফল প্রদান করিত। তৎকালে বাদ্যতেই দণ্ড ও অক্ষদেবনেই গৃহরোধ দৃষ্ট হইত; একমাত্র চন্দ্রই দোষাকর ছিলেন; কৌশিকগণই প্রিয়দোষ ছিল, স্নেহক্ষীণতা দীপেই দৃষ্ট হইত, বিবাহেই করগ্রহণ ছিল, ছত্রভঙ্গ গদ্য ভিন্ন অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না, আর গজাননেই দানোত্থিতি দৃষ্ট হইত। তিনি এইরূপ গুণসম্পন্ন হইলেও তাঁহার এক মহান্ দোষ এই ছিল যে, তিনি পুত্রবর্জ্জিত ছিলেন। এই কারণে তিনি চমৎকারপুরক্ষেত্রে গমন করিয়া লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে, বর্ষাকালে শূন্যদেশে, এবং হেমন্তে জলমধ্যে থাকিয়া ঐ স্থানে মহেশকে ধ্যান করিতেন। অনন্তর সহস্র বর্ষের পর মহেশ্বর উমা ও গণসমূহের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হন এবং তিনি সাক্ষাৎভূত হইয়া তাঁহাকে বলেন,—হে রাজন্! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমাকে বর প্রদান করিব, তুমি বর গ্রহণ কর। যদিও তুমি দুর্লভ বর প্রার্থনা কর, তাহা হইলেও আমি তোমায় তাহা প্রদান করিব। অনন্তর রাজা প্রণিপাতপুরঃসর স্তব করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে দেব! এই ধরণীতলে সুরূপ কলত্র, নিষ্কণ্টক রাজ্য, রোগহীন শরীর ও অসংখ্য ধন প্রভৃতি যাহা কিছু হৃদয়ের বাঞ্ছিত, তৎসমুদায়ই ভবৎপ্রসাদে আমার গৃহে আছে; কেবল এই এক মহৎ দুঃখ যে, আমার পুত্র নাই, অতএব যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা হইলে আমায় পুত্র প্রদান করুন। ১—১৬। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমার প্রসাদে তুমি নিশ্চয়ই পুত্রলাভ করিবে, অতএব তুমি গৃহে গমন কর। সূত বলিলেন,—রাজা মহাদেবের নিকট হইতে বর গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময় গৌরী কোপ-সংরক্ত-লোচনে মহাদেবকে ভৎসনা করিয়া নৃপকে বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি একটী মহামূর্খ, কারণ তুমি হরকে প্রণাম করার পর আমাকে প্রণাম করিলে না। অতএব আমি তোমায় শাপ প্রদান করিব। তুমি শূলপাণির বরে পুত্রলাভ করিবে, কিন্তু আমার শাপে ঐ পুত্র শৈশবেই জীবন বিসর্জ্জন করিবে, তজ্জন্য তোমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া দেবী গৌরী হর ও অন্যান্য পার্ষদের সহিত ঐ স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা বর ও শাপ গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত না হইয়া পুনরায়

সুমহত্তপঃ ॥ ২২ ॥ একাসনং সমারূঢ়ৌ কৃত্বা গৌরীমহেশ্বরৌ। তং চারাধয়ামাস সমং পুষ্পানুলেপনৈঃ ॥২৩॥ বিশেষেণ দদৌ দানং ব্রাহ্মণেভ্যো মহীপতিঃ। ভূমিশায়ী প্রশান্তাত্মা ষষ্ঠকালকৃতাশনঃ ॥ ২৪ ॥ ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। পার্ব্বত্যা সহিতো ভূয়স্তস্য সন্দর্শনং গতঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ স নৃপতিস্তাভ্যাং যুগপদ্বিধিপূর্ব্বকম্। কৃত্বা নতিং ততো বাক্যং বিনয়াদিদমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥ পুরা দেবি ময়ানন্দপূরে ব্যাকুলচেতসা। ন নতা ত্বং ন মে কোপং তস্মাত্ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৭ ॥ দেহার্দ্ধধারিণী দেবি সদা ত্বং শূলধারিণঃ। তদেকস্মিন্নতে কস্মান্ন নতা ত্বং বদস্ব মে ॥ ২৮ ॥ যস্তং নমতি দেবেশং তেন ত্বং সর্ব্বদা নতা। নতায়াং ত্বয়ি দেবেশো নতঃ স্যাদিতি মে মতিঃ ॥ ২৯ ॥ তথাপি চ পৃথক্ত্বেন ময়া ত্বং তু নতা সহ। একাসনং সমারূঢা তৎসমং দেবি পূজিতা ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে যঃ পুরোক্তঃ পুরারিণা। সোঽস্তু বৈ সফলঃ সদ্যো বরঃ পুত্রকৃতে মম ॥ ৩১ ॥ যথা বংশধরঃ পুত্রো দীর্ঘায়ুর্দৃঢ়বিক্রমঃ। ত্বৎপ্রসাদাদ্ভবেদ্দেবি তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩২ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। নান্যথা মে বচো রাজন্ জায়তেঽত্র কথঞ্চন। তস্মাদ্বালোঽপি তে পুত্রঃ পঞ্চত্বং সমুপৈষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ দর্শয়িত্বা তু তে দুঃখমল্পমৃত্যুসমুদ্ভবম্। ভূয়ঃ সম্প্রাপ্স্যতি প্রাণানচিরান্মে প্রসাদতঃ ॥ ৩৪ ॥ ভবিষ্যতি চ দীর্ঘায়ুস্ততো বংশধরো জয়ী। সার্ব্বভৌমপ্রধানশ্চ দানী যজ্বা চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩৫ ॥ তস্মাদ্রাজন্ গৃহং গত্বা কুরু রাজ্যমভীপ্সিতম্। সম্প্রাপ্স্যসি সুতং শ্রেষ্ঠং যাদৃশং কীর্ত্তিতং ময়া ॥ ৩৬ ॥ অন্যোঽপি মানবো যো মাং রূপেণানেন সংস্থিতাম্। পূজয়িষ্যতি চাত্রৈব সমং দেবেন শম্ভুনা ॥ ৩৭ ॥ তস্যাহং সম্প্রদাস্যামি পুত্রান্ হৃদয়বাঞ্ছিতান্। তথান্যদপি যৎকিঞ্চিদচিরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। ত্বয় এব নৃপশ্রেষ্ঠ মত্তঃ প্রার্থয় বাঞ্ছিতম্। ন বৃথা দর্শনং মে স্যাৎসত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥ ৩৯ ॥ হরিশ্চন্দ্র উবাচ। কৃতকৃত্যোঽস্মি দেবেশ সর্ব্বমস্তি গৃহে মম। পুত্রং ত্যক্ত্বা ত্বয়া সোঽপি দত্তো বংশধরো জয়ী ॥ ৪০ ॥

ঐ স্থানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি হরগৌরীকে একাসনারূঢ় করিয়া পুষ্পানুলেপন দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিতে লাগিলেন। আরাধনার পর তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান, ভূতলে শয়ন, ও ষষ্ঠকালে আহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা এইভাবে আরাধনা করিতে থাকিলে পুনরায় হর-পার্ব্বতী তাঁহার সাক্ষাদ্ভূত হইলেন। এবার নৃপতি যুগপৎ উভয়কেই প্রণাম ও স্তুতি করিয়া বিনীতভাবে এই বাক্য বলিলেন,—হে দেবি! আমি পূর্ব্বে আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম; এ জন্যই আমি আপনাকে প্রণাম করি নাই, আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। হে দেবি! আপনি যখন ভগবান্ শঙ্করের দেহার্দ্ধধারিণী; তখন শঙ্করকে প্রণাম করিলে আপনাকে প্রণাম করা হয় কি না, আপনি তাহা বলুন? দেবদেবে নমস্কার করিলে আপনাকে নমস্কার করা হয়; আর আপনাকে নমস্কার করিলেও দেবদেবকে নমস্কার করা হইয়া থাকে; অয়ি মাতঃ! আমি ইহাই জানি। হে দেবি! আপনারা উভয়ে একাসনস্থিত হইলেও তথাপি আমি পৃথক্‌রূপে আপনার পূজা ও নমস্কার করিলাম। হে দেবি! অধুনা আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন। পুরারি আমায় পূর্ব্বে যে পুত্রবর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুত্র আমার আপনার প্রসাদে দীর্ঘায়ু, দৃঢ়বিক্রম ও বংশরক্ষক হউক। ১৭—৩২। শ্রীদেবী বলিলেন,—হে রাজন্! আমার কথা অন্যথা হইবার নহে; অতএব তোমার পুত্র বাল্যকালেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। তবে আমার প্রসাদে এই হইবে যে, তোমার পুত্র মৃত হইয়াই তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত হইবে। ঐ ক্ষণিক পুত্রবিয়োগজন্য দুঃখ তুমি অনুভব করিবে। হে রাজন্! পুনর্জীবনের পর তোমার পুত্র দীর্ঘায়ু, বংশরক্ষক, বিজয়ী, দানী, যজ্বা, ধর্ম্মবিৎ ও সর্ব্বভৌম হইবে। হে রাজন্! অধুনা তুমি গৃহে গমন করিয়া অভীপ্সিত রাজ্য পালন কর। আমি যাদৃশ পুত্রের কথা বলিলাম, এরূপ পুত্র নিশ্চয়ই তুমি লাভ করিবে। অন্য যে মানব এই স্থানে হরের সহিত আমার আরাধনা করিবে, আমি তাহাকেও বাঞ্ছিতপুত্র প্রদান করিব। অপরাপর কামনাও তাহার পূর্ণ হইবে। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পুনরায় তুমি আমার নিকট বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর; আমার দর্শন বৃথা হইবার নহে, ইহা আমি তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি। রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—হে দেবেশ! আমি অধুনা কৃতকৃত্য হইয়াছি। একমাত্র পুত্র ব্যতীত আমার গৃহে সমস্তই ছিল, কিন্তু এখন আপনার বরে পুত্রাভাবও আমার পূর্ণ হইয়াছে। আমি বিজয়ী বংশধর লাভ করি-

তথাপি ন তবাদেশো ব্যর্থঃ কার্য্যঃ কথঞ্চন। এতস্মাৎ কারণাদ্দেব যাচয়িষ্যামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪১ ॥ রাজসূয়ক্রতেহস্মাকং সদা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। নিষেধয়ন্তি মাং সর্ব্বে মন্ত্রিণঃ সুহৃদস্তদা ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বৈস্তেজ্ঞায়তে যজ্ঞঃ পার্থিবৈঃ করদীকৃতৈঃ। যুদ্ধং বিনা করং তেহপি ন যচ্ছন্তি যতো বিভো ॥ ৪৩ ॥ ততো যুদ্ধার্থিনং মাং তে বারয়ন্তি হিতৈষিণঃ। কৃতোৎসাহং মথপ্রাপ্তৌ নীতিমার্গসমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাত্তব প্রসাদেন রাজসূয়ো ভবেন্মখঃ। অবিঘ্নঃ সিদ্ধিমায়াতু মম নান্যদ্বৃণোম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥ সূত উবাচ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় জগামাদর্শনং হরঃ। সোহপি লব্ধবরো ভূপঃ স্বমেব ভবনং গতঃ ॥ ৪৬ ॥ এবং তেন নরেন্দ্রেণ পূর্ব্বং তত্র বিনির্ম্মিতৌ। উমামহেশ্বরৌ পশ্চান্নির্ম্মিতাবিতরৈরপি ॥ ৪৭ ॥ যস্তাভ্যাং কুরুতে পূজাং সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে। ফলৈঃ সর্ব্বেষু গাত্রেষু যাবৎসংবৎসরং দ্বিজাঃ। সুতং প্রাপ্নোতি সোহভীষ্টং স্ববংশোদ্ধরণক্ষমম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উমামহেশ্বরোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্রৈবাস্তি মহাপুণ্যো হ্রদতীরে ব্যবস্থিতঃ। কলশেশ্বর ইত্যাখ্যঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা প্রমুচ্যতে পাপান্মনুষ্যঃ কলশেশ্বরম্ ॥ ২ ॥ পুরাসীৎ কলশো নাম যদুবংশসমুদ্ভবঃ। যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ সর্ব্বলোকহিতে রতঃ ॥ ৩ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ। চাতুর্ম্মাস্যব্রতং কৃত্বা তদ্গৃহং সমুপস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ অথোত্থায় নৃপস্তূর্ণং সম্মুখঃ প্রযযৌ মুদা। স্বাগতং স্বাগতং তেহস্তু ব্রুবাণ ইতি সাদরম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রণম্য তং ভক্ত্যা প্রক্ষাল্য চরণৌ স্বয়ম্। দত্ত্বার্ঘ্যমিতি হোবাচ হর্ষবাষ্পাকুলেক্ষণঃ ॥ ৬ ॥ ইদং রাজ্যমমী পুত্রা ইমা নার্য্য ইদং ধনম্। ব্রূহি সর্ব্বং মুনে ত্বঞ্চ তব কার্য্যং দদাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। যুক্তমেতন্মহারাজ বক্তুং তে কার্য্যমীদৃশম্। গৃহাগতায় বিপ্রায় ব্রতিনেহস্মদ্বিধায় চ ॥ ৮ ॥ ন মে

য়াছি। তথাপি আপনার আদেশ আমি কোন প্রকারেই ব্যর্থ করিতে পারিব না; অতএব আমি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব! রাজসূয় যজ্ঞ করিবার জন্য সর্ব্বদাই আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু মন্ত্রী ও সুহৃদ্গণ আমায় তাহার অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করেন। নিষেধের কারণ এই যে,এই যজ্ঞে সমস্ত পার্থিবকে করদীকৃত করিতে হয়, করদীকৃত করিতে হইলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা আবশ্যক; মন্ত্রিগণ যুদ্ধ করিতে আমায় অনুমোদন করেন না। ঐ নীতি-মার্গানুসারী মন্ত্রিগণ আমার অত্যন্ত হিতৈষী। অতএব আপনার প্রসাদে আমার রাজসূয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক, অন্য আর কিছু আমার বরণীয় নাই! সূত বলিলেন,—ভগবান্ হর 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে নরপতিও বর লাভ করিয়া স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে নরপতি পূর্ব্বে এই উমা-মহেশ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অন্যান্য জনও নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি ফলার্থী হইয়া পঞ্চমী দিনে উমা-মহেশ্বর উদ্দেশে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পূজা করে, তাহারা স্ববংশোদ্ধরণক্ষম অভীষ্ট পুত্র লাভ করিয়া থাকে। ৩৩—৪৮।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্ব্বোক্ত হ্রদের তীরে সর্ব্বপাপপ্রণাশন কলশেশ্বর নামক এক লিঙ্গ আছেন। মনুষ্য তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে কলশ নামে এক যদুবংশীয় নরপতি ছিলেন। তিনি যজ্বা, দানপতি, দক্ষ, লোকহিতৈষী ছিলেন। কদাচিৎ মহামুনি দুর্ব্বাসা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে নৃপ ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে সাদরে গমনপূর্ব্বক "শুভাগমন হউক, শুভাগমন হউক" এই কথা বার বার বলিলেন। পরে তাঁহাকে যথাবিধি পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া নমস্কার ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং হর্ষাশ্রাকুলনেত্রে বলিলেন,—হে মুনে! আমার এই রাজ্য, পুত্র, নারী, ধন, এ সকল আপনি আমায় বলুন, আমি এ সমস্ত আপনাকে দান করিলাম। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে মহারাজ! অস্মদ্বিধ গৃহাগত অতিথিকে আপনার এরূপ বলা উচিত বটে; কিন্তু

কিঞ্চিদ্ধনৈঃ কার্য্যং ন রাজ্যেন নৃপোত্তম। চাতুর্ম্মাস্যব্রতোহভোহহং পারণং কর্ত্তুমুৎসহে॥ ৯॥ তস্মাদ্‌যৎ কিঞ্চিদন্নং তে সিদ্ধমস্তি গৃহে নৃপ। তদ্দেহি ভোজনার্থং মে বুভুক্ষাতীব বর্দ্ধতে॥ ১০॥ সূত উবাচ। ততঃ স পৃথিবীপালো যথাসিদ্ধং সুসংস্কৃতম্। অন্নং ভোজ্যকৃতে তস্মৈ প্রদদৌ স্বয়মেব হি॥ ১১॥ ব্যঞ্জনানি বিচিত্রাণি পক্বান্নানি বহূনি চ। পেয়ং চোষ্যঞ্চ খাদ্যঞ্চ লেহ্যমন্নমনেকধা। তথা মাংসং বিচিত্রঞ্চ লবণাদ্যৈঃ সুসংস্কৃতম্॥ ১২॥ অথাসৌ বুভুজে বিপ্রঃ ক্ষুৎক্ষামস্বরয়ান্বিতঃ। অবিন্দন্ন রসাস্বাদং বৃহদ্‌গ্রাসৈর্মুদান্বিতঃ॥ ১৩॥ অথ তৃপ্তেন মাংসস্য জ্ঞাতস্তেন রসো দ্বিজাঃ। ততঃ কোপপরীতাত্মা তং শশাপ মুনীশ্বরঃ॥ ১৪॥ যস্মান্মাংসং ত্বয়া দত্ত্বা ব্রতভঙ্গঃ কৃতো মম। তস্মাত্ত্বমামিষাহারো রৌদ্রো ব্যাঘ্রো ভবিষ্যসি॥ ১৫॥ ততঃ স ভূপতির্ভীতঃ প্রণম্য চ মুনীশ্বরম্। প্রোবাচ দীনবদনো বেপমানঃ সুদুঃখিতঃ॥ ১৬॥ তব ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠস্য ময়া ভক্তিঃ কৃতা মুনে। যথাসিদ্ধেন ভোজ্যেন তৎকস্মাচ্ছপ্তুমুদ্যতঃ॥ ১৭॥ তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে ভক্তস্য বিনতস্য চ। শাপস্যানুগ্রহেণৈব শীঘ্রং ব্রাহ্মণসত্তম॥ ১৮॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। মুক্ত্বা শ্রাদ্ধং তথা যজ্ঞং ন মাংসং ভক্ষয়েদ্দ্বিজঃ। বিশেষেণ ব্রতস্যান্তে চাতুর্ম্মাস্যোদ্ভবস্য চ॥ ১৯॥ উপবাসপরো ভূত্বা মাংসমশ্নাতি যো দ্বিজঃ। বৃথামাংসাদ্ বৃথা তস্য তদ্‌ব্রতং জায়তে ধ্রুবম্॥ ২০॥ তস্মাদ্ ব্রতং প্রণষ্টং মে চাতুর্ম্মাস্যসমুদ্ভবম্। তেন শপ্তোহসি রাজেন্দ্র ময়া কোপেন সাম্প্রতম্॥ ২১॥ রাজোবাচ। তথাপি কুরু মে বিপ্র শাপস্যান্তং যথেপ্সিতম্। ভক্তিযুক্তস্য দীনস্য নির্দ্দোষস্য বিশেষতঃ॥ ২২॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। যদা তে নন্দিনী ধেনুর্লিঙ্গং বাণার্চ্চিতং পুরা। দর্শয়িষ্যতি তে মুক্তিস্তদা তূর্ণং ভবিষ্যতি॥ ২৩॥ এবমুক্ত্বা স বিপ্রেন্দ্রো জগাম নিজমাশ্রমম্। বভূব সোহপি ভূপালো ব্যাঘ্রো রৌদ্রতমাকৃতিঃ॥ ২৪॥ নষ্টস্মৃতিস্ততস্তূর্ণং দৃষ্ট্বা জন্তূন্ পুরঃস্থিতান্। জঘানোচ্চাটিতোহন্যৈশ্চ প্রবিবেশ মহাবনম্॥ ২৫॥ অথ তে মন্ত্রিণস্তস্য শাপস্যান্তং মহীপতেঃ। বাঞ্ছন্তস্তস্য তদ্রাজ্যং চক্রুরেব সুরক্ষিতম্॥ ২৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কলশনৃপতের্ব্যাঘ্রত্বপ্রাপ্তিবর্ণন নামৈকোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ॥ ৪৯॥

আমি ধন-রাজ্য লইয়া কি করিব? আমি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিয়াছি। এই জন্য পারণার্থ আপনার ভবনে উপস্থিত হইয়াছি, জানিবেন। হে রাজন্! আপনার গৃহে যাহা কিছু অন্ন আছে, আপনি ভোজনার্থ তাহাই আমাকে প্রদান করুন, আমার অত্যন্ত বুভুক্ষা হইয়াছে। সূত বলিলেন,—অনন্তর রাজা স্বয়ংই যথালব্ধ সুসংস্কৃত অন্ন, বিচিত্র ব্যঞ্জন, বহুপক্ব অন্ন, চর্ব্ব্যচুষ্য লেহ্য-পেয় প্রভৃতি নানা খাদ্য, ও লবণ-সংস্কৃত বিবিধ মাংস লইয়া ভোজনার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। মুনি ক্ষুৎক্ষাম অবস্থায় ঐ সকল খাদ্যের আস্বাদন উপলব্ধি না করিয়াই বৃহৎ বৃহৎ গ্রাসে আনন্দের সহিত তাহা উদরসাৎ করিলেন। অনন্তর তৃপ্ত হইলে তিনি মাংসের আস্বাদ বুঝিতে পারিয়া সকোপে নৃপকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, রাজন্! যে হেতু তুমি মাংস প্রদান করিয়া আমার ব্রতভঙ্গ করিলে, অতএব তুমি আমিষাশী ভীষণ ব্যাঘ্র হইয় জন্ম গ্রহণ করিবে। মুনির শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি সভয়ে প্রণাম করিয়া দীনবদনে কম্পিত কলেবরে দুঃখের সহিত বলিলেন,—হে মুনে! আমি আপনাকে ক্ষুৎক্ষাম দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথালব্ধ ভোজ্য প্রদান করিয়াছিলাম। অতএব কিজন্য আপনি আমাকে শাপ দিতেছেন? অনুগ্রহ করিয়া এই বিনীত ভক্তের শাপাপনোদন করুন। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—দ্বিজগণ শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে মাংস ভোজন করিবেন না, বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের পর কদাচ মাংস ভোজন করিতে নাই। যে দ্বিজ উপবাসপরায়ণ হইয়া মাংস ভক্ষণ করে, বৃথামাংস ভোজন হেতু তাহার ঐ ব্রত ব্যর্থ হইয়া যায়। মাংস ভক্ষণে আমার চাতুর্ম্মাস্য ব্রত নষ্ট হইয়া গেল। এজন্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমায় শাপ দিয়াছি। রাজা বলিলেন,—হে মুনি! আমি নির্দ্দোষ, অতএব এই বিনীত ভক্তের শাপাপনোদন করুন। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে রাজন্! যখন তোমার নন্দিনী ধেনু বাণার্চ্চিত লিঙ্গ দর্শন করাইবে, তখন তুমি নিশ্চিতই শাপমুক্ত হইবে। এই কথা বলিয়া মুনি দুর্ব্বাসা নিজাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে নৃপতি শাপপ্রভাবে লুপ্তস্মৃতি হইয়া ঘোরাকৃতি ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হইলেন। লোক সকল ভয়ানক জন্তু অবলোকন করিয়া "সত্বর নিহত কর, সত্বর নিহত কর," এইরূপ বলিতে লাগিল। অনন্তর ব্যাঘ্রাকৃতি রাজা ঘোর

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তস্য নরেন্দ্রস্য ব্যাঘ্ররূপস্য কাননে। জগাম সুমহান্ কালো নিঘ্নতো বিবিধান্ দ্বিজ॥ ১॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তস্মিন্দেশে দ্বিজোত্তমাঃ। আয়াতং গোকুলং রম্যং গোপগোপীসমাকুলম্॥ ২॥ তত্রাস্তি নন্দিনী নাম ধেনুঃ পীনপয়োধরা। বিস্তীর্ণজঘনাভোগা হংসবর্ণা ঘটস্রবা॥ ৩॥ অথ সা নিজযূথস্য সদাগ্রে তৃণবাঞ্ছয়া। ভ্রমমাণা নিকুঞ্জান্তে লিঙ্গং দেবস্য শূলিনঃ॥ ৪॥ অপশ্যত্তেজসা যুক্তং স্বয়মেব ব্যবস্থিতম্। দ্বাদশার্কপ্রতীকাশং চিত্তাহ্লাদকরং পরম্॥ ৫॥ ততস্তস্যোপরি স্থিত্বা সুস্রাব সুমহৎ পয়ঃ। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তা তস্য স্নানকৃতে দ্বিজাঃ॥ ৬॥ এবং তাং স্নপনং তস্য সদা লিঙ্গস্য কুর্ব্বতীম্। ন জানাতি জনঃ কশ্চিদ্বনে বৃক্ষসমাকুলে॥ ৭॥ অন্যস্মিন দিবসে তত্র স্থানে ব্যাঘ্রঃ সমাগতঃ। তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো মহাকায়ঃ সর্ব্বজন্তুভয়াবহঃ॥ ৮॥ অথ সা তত্র আয়াতা পতিতা দৃষ্টিগোচরে। নন্দিনী দ্বীপিনস্তস্য দৈবযোগাদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৯॥ ততঃ সা গোকুলে বদ্ধং স্মৃত্বা স্বং লঘুবৎসকম্। অতৃপ্তাঙ্গং পয়োবৃত্তিং করুণং পর্য্যদেবয়ৎ॥ ১০॥ অদ্যোকাহঙ্ক সম্প্রাপ্তা কাননে জনবর্জ্জিতে। পুত্রং বালং পরিত্যজ্য গোপৈর্গোষ্ঠে নিয়ন্ত্রিতম্॥ ১১॥ যেন সত্যেন ভক্ত্যাদ্য স্নপনায়াহমাগতা। শিবস্য তেন সত্যেন ভূয়াম্মে সুতসঙ্গমঃ॥ ১২॥ এবং সা করুণং যাবন্নন্দিনী বিলপত্যলম্। তাবদ্ব্যাঘ্রঃ স্মিতং কৃত্বা প্রোবাচ পরুষাক্ষরম্॥ ১৩॥ ব্যাঘ্র উবাচ। প্রলাপান কিং মুধা ধেনো করোষি বশগা মম। তস্মাদিষ্টতমং দেবং স্মর স্বর্গকৃতে শুভে॥ ১৪॥ ধেনুরুবাচ। নাহমাত্মকৃতে ব্যাঘ্র বিলপামি সুদুঃখিতা। শিবার্চ্চনকৃতে মৃত্যুর্ম্মম জাতঃ শুভাবহঃ॥ ১৫॥ বৎসো মে গোকুলে বদ্ধঃ স্মরমাণো সমাগমম্। সন্তিষ্ঠতে পয়োবৃত্তিঃ কথং স্যাৎ স ময়া বিনা॥ ১৬॥ এতস্মাৎ কারণাদ্ব্যাঘ্র বিলপামি সুদুঃখিতা। ন চাত্মজীবনার্থায় সত্যেনাত্মানমালভে॥ ১৭॥ তস্মান্মুঞ্চ মহাব্যাঘ্র মাং সদ্যঃ সুতবৎসলাম্।

বনে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার শাপাবসানকাল প্রতীক্ষা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১—২৮।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! রাজা ব্যাঘ্র হইয়া বনে বহু মৃগ বধ করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ ভাবে তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত হইলে একদা গোপ-গোপীসমাকুল গোকুল ঐ বনে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। ঐ গোকুলমধ্যে পীন-পয়োধরা নন্দিনী ছিল। নন্দিনী বিস্তীর্ণজঘনাভোগা, হংসবর্ণা ও ঘটোধ্নী। সে তৃণবাঞ্ছায় সর্ব্বদা নিজ দলের অগ্রে বিচরণ করিত। এক দিন সে নিকুঞ্জান্তে চরিতে চরিতে দেবদেব শূলীর লিঙ্গ দর্শন করিল। ঐ লিঙ্গ তেজস্বী দ্বাদশার্কপ্রতীকাশ ও চিত্তাহ্লাদকর। হে দ্বিজগণ! নন্দিনী তথাবিধ লিঙ্গ দর্শন করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার মস্তকে পয়ঃক্ষরণ করত তাঁহাকে স্নান করাইতে লাগিল। নন্দিনী যে বনে আসিয়া প্রতিদিন এইরূপে পয়ঃ দ্বারা লিঙ্গকে স্নান করায়, একথা কেহই জানিত না। একদিন দৈববশে ঐ স্থানে এক তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায় সর্ব্বজন্তুভয়াবহ ব্যাঘ্র অবস্থিতি করিতেছে। এমন সময় নন্দিনী পূর্ব্ববৎ ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল,—হইয়া ঐ ব্যাঘ্রকে অবলোকন করত স্বীয় অতি শিশু বৎসকে স্মরণ করিয়া এইরূপ চিন্তা করিল যে, অদ্য আমি বালবৎসকে ত্যাগ করিয়া একাকিনী এই জনশূন্য কাননে আগমন করিয়াছি, আমার বৎসকে গোপগণ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। যে সত্য দ্বারা আমি ভক্তিপূর্ব্বক শিবকে পয়ো দ্বারা স্নান করাইতে আসিয়াছি, সেই সত্যে শিব আমায় বৎসের নিকট পৌছাইয়া দিবেন। নন্দিনী করুণস্বরে এইরূপে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় ব্যাঘ্র সস্মিতভাবে পরুষাক্ষরে বলিল,—অয়ি ধেনো! তুমি আমার বশতাপন্ন হইয়া আর বৃথা কি ভাবিতেছ? স্বর্গের নিমিত্ত ইষ্ট স্মরণ কর। ধেনু বলিল,—হে, ব্যাঘ্র! আমি নিজের জীবনের জন্য ভাবি নাই, যেহেতু শিব-আরাধনা করিতে আসিয়া আমার জীবন যাইবে। গোকুলে আমার বালবৎস শৃঙ্খলিত অবস্থায় আমার সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং আমি ব্যতিরেকে সে বাঁচিবে না; কেননা সে এখনও পয়োবৃত্তি এই জন্যই আমি বিলাপ করিতেছি। আমি নিজ জীবনের জন্য বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা করি নাই।

সখীজনস্থ তং দত্বা সমাগচ্ছামি তেঽন্তিকম্। ১৮। ব্যাঘ্র উবাচ। কথং মৃত্যুমুখং প্রাপ্য নিষ্ক্রম্য চ কথঞ্চন। ভূয়স্তত্রৈব নির্য্যাসি তস্মাত্বাং ভক্ষয়াম্যহম্। ১৯। নন্দিন্যুবাচ। শপথৈরাগমিষ্যামি যৈঃ পুনর্ব্যাঘ্র তেঽন্তিকম্। তানাকর্ণয় মে বক্ত্রাত্ততো যুক্তং সমাচর। ২০। যৎপাপং ব্রহ্মহত্যায়াং মাতাপিত্রোশ্চ বঞ্চনে। তেন পাপেন লিপ্যেঽহং নাগচ্ছামিং পুনর্যদি। ২১। বিবস্ত্র স্নানসক্তানাং দিবামৈথুনগামিনাম্। যৎপাপং তেন লিপ্যেঽহং নাগচ্ছামি পুনর্যদি। ২২। রজস্বলানুসক্তানাং যৎপাপং নগ্নশায়িনাম্। তেন পাপেন লিপ্যেঽহং নাগচ্ছামি পুনর্যদি। ২৩। বিশ্বাসঘাতকানাঞ্চ কৃতঘ্নানাঞ্চ যদ্ভবেৎ। তেন পাপেন লিপ্যেঽহং নাগচ্ছামি পুনর্যদি। ২৪। গোকন্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ দূষকানাঞ্চ যদ্ভবেৎ। তেন পাপেন লিপ্যেঽহং নাগচ্ছামি পুনর্যদি। ২৫। বৃথাপাকপ্রকর্ত্তৃণাং বৃথামাংসাশিনাঞ্চ যৎ। তেন পাপেন লিপ্যেঽহং নাগচ্ছামি পুনর্যদি। ২৬। ব্রতভঙ্গপ্রকর্ত্তৃগামনৃতৌ গামিনাঞ্চ যৎ। তেন পাপেন লিপ্যেঽহং নাগচ্ছামি পুনর্যদি। ২৭। পৈশুন্যসূচকানাঞ্চ যৎপাপং শস্ত্রকর্ম্মণাম্। তেন পাপেন লিপ্যেঽহং নাগচ্ছামি পুনর্যদি। ২৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে কলশেশ্বরমাহাত্ম্যে গোব্যাঘ্রসংবাদবর্ণনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। ৫০।

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথ তাল্পথাচ্ছ্রুত্বা স ব্যাঘ্রো বিস্ময়ান্বিতঃ। সত্যং মত্বা পুনঃ প্রাহ নন্দিনীং পুত্রবৎসলাম্। ১। যদ্যেবং তদ্গৃহং গচ্ছ বীক্ষস্ব নিজাত্মজম্। সখীনামর্পয়িত্বাথ ভূয় আগমনং কুরু। ২। সূত উবাচ। ইতি ব্যাঘ্রবচঃ শ্রুত্বা সুশীলা নন্দিনী তদা। গতালয়ং সমুদ্দিশ্য যত্র বালঃ সুতঃ স্থিতঃ। ৩। অথাকালাগতাং দৃষ্ট্বা মাতরং ত্রস্তচেতসম্। স্রস্তমাণাং সমালোক্য বৎসঃ প্রোবাচ বিস্ময়াৎ। ৪। কস্মাৎ প্রাপ্তাস্যকালে তু কস্মাদ্ভ্রান্তমানসা। বাষ্পক্লিন্নমুখী কস্মাদ্বদ মাতর্দ্রুতং মম। ৫। নন্দিন্যুবাচ। যদি পৃচ্ছসি মাং পুত্র স্তনপানং সমাচর। যেন তৃপ্তস্য তে সর্ব্বং বৃত্তান্তং তদ্বদাম্যহম্। ৬। সূত উবাচ। সোঽপি তদ্বচনং শ্রুত্বা পীত্বা ক্ষীরং যথোচিতম্। আঘ্রাতশ্চ তয়া মূর্দ্ধ্নি

এ কথা আমি শপথ করিয়াই বলিতেছি। অতএব হে ব্যাঘ্র! তুমি এই বৎস-বৎসলা ধেনুকে পরিত্যাগ কর। আমি সখীগণের নিকট বৎসকে রাখিয়া ক্ষণকালমধ্যে তোমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। ব্যাঘ্র বলিল,—হে ধেনো! তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনরায় সেখানে যাইবে কিরূপে? অতএব আমি তোমাকে ভক্ষণ করি। নন্দিনী বলিল,—হে ব্যাঘ্র আমি তোমাকে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি এক্ষণই প্রত্যাবর্ত্তন করিব; পরে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে; দেখ, আমি যদি না প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহা হইলে আমি মাতাপিতৃ-বঞ্চনা, ব্রহ্মহত্যা, বিবস্ত্র অবস্থায় স্নান, দিবামৈথুন, রজস্বলা-গমন, নগ্নাবস্থায় শয়ন, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, গো-কন্যা-ব্রাহ্মণ-দোষ-খ্যাপন, বৃথাপাক, বৃথা-মাংসভোজন, ব্রতভঙ্গ, ঋতুকাল ভিন্ন স্ত্রীগমন, পৈশুন্যসূচন, এবং শস্ত্রকর্ম্ম করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ ভজনা করিব। ১—২৮।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর শার্দ্দুল সেই সকল শপথ শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং সেই শপথসমূহ সত্য মনে করিয়া পুনরায় পুত্রবৎসলা নন্দিনীকে বলিতে লাগিল,—হে নন্দিনি! যদি এইরূপেই হয়, তবে তুমি গৃহে গমন করিয়া স্বীয় সন্তান দর্শন কর এবং সখীগণের প্রতি তোমার সন্তান রক্ষার ভার দিয়া তুমি পুনরায় এই স্থানে চলিয়া আইস। সূত কহিলেন—সুশীলা নন্দিনী ব্যাঘ্রের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে, যে গৃহে তাহার শিশুসন্তান শয়ান ছিল, সেই গৃহাভিমুখে গমন করিল। অকালে জননী নন্দিনীকে গৃহাগত ও সন্ত্রস্তচিত্ত হইয়া কিছু বলিতে উদ্যত দেখিয়া, বৎস বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিল;—জননি! তুমি বিভ্রান্তার ন্যায় হইয়া অকালে কেন গৃহে আগমন করিলে? তোমার মুখ কেন বাষ্পাকুল হইয়াছে, আমার নিকট সত্বর ইহার কারণ বল। নন্দিনী উত্তর করিলেন,—হে পুত্র! যদি ইহার বৃত্তান্ত অবগত হইতে অভিলাষ থাকে, তবে অগ্রে স্তন্যপান কর; তুমি তৃপ্ত হইলে আমি তোমার নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিব। সূত কহিলেন,—শিশু ও জননীর বাক্যে যথোচিত স্তন্য-

ততঃ প্রোবাচ সত্বরম্ ॥ ৭ ॥ সর্ব্বং কীর্ত্তয় বৃত্তান্তমদ্যারণ্যসমুদ্ভবম্। যেন মে জায়তে স্বাস্থ্যং শ্রুত্বা মাতস্তবাক্যতঃ ॥ ৮ ॥ নন্দিন্যুবাচ। অহং গতা মহারণ্যে হ্যদ্য পুত্র যথেচ্ছয়া। ব্যাঘ্রেণাসাদিতা তত্র ভ্রমমাণা ইতস্ততঃ ॥ ৯ ॥ স ময়া প্রার্থিতঃ পুত্র ভক্ষমাণো নখায়ুধঃ। শপথৈরাগমিষ্যামি গোকুলে বীক্ষ্য চাত্মজম্ ॥ ১০ ॥ সাহং তেন বিনির্ম্মুক্তা শপথৈর্বহুভিঃ কৃতৈঃ। ভূয়স্তত্রৈব যাস্যামি দৃষ্টঃ সম্ভাষিতো ভবান্ ॥ ১১ ॥ বৎস উবাচ। অহং তত্রৈব যাস্যামি যত্র ত্বং হি প্রগচ্ছসি। শ্লাঘ্যং হি মরণং সম্যঙ্মাতুরগ্রে মমাধুনা ॥ ১২ ॥ একাকিনাপি মর্ত্তব্যং ত্বয়া হীনেন বৈ ময়া। বিনাপি ক্ষীরপানেন স্বল্পেন সময়েন তু ॥ ১৩ ॥ যদি মাতস্ত্বয়া সার্দ্ধং ব্যাঘ্রো মাং সূদয়িষ্যতি। যা গতির্মাতৃভক্তানাং সা মে নূনং ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ অথবা যে ত্বয়া তস্য বিহিতাঃ শপথাঃ শুভে। তে সন্তু মম তিষ্ঠ ত্বং তস্মাদত্রৈব গোকুলে ॥ ১৫ ॥ নাস্তি মাতৃসমো বন্ধুর্বালানাং ক্ষীরজীবিনাম্। নাস্তি মাতৃসমো নাথো নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ ॥ ১৬ ॥ নাস্তি মাতৃসমঃ পূজ্যো নাস্তি মাতৃসমঃ সখা। নাস্তি মাতৃসমো দেব ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৭ ॥ এবং মত্বা সদা মাতুঃ কর্ত্তব্যা ভক্তিরুত্তমৈঃ। তমেনং পরমং ধর্ম্মং প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্। অনুতিষ্ঠন্তি যে পুত্রাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥ তস্মাদহং গমিষ্যামি ত্বঞ্চ তিষ্ঠাত্র গোকুলে। আত্মপ্রাণৈস্তব প্রাণান্ রক্ষয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ১৯ ॥ নন্দিন্যুবাচ। মমৈব বিহিতো মৃত্যুর্ন তে পুত্রাদ্য বাসরে। তৎকথং মম জীবং ত্বং রক্ষস্যসুভিরাত্মনঃ ॥ ২০ ॥ অপশ্চিমমিদং পুত্র মাতৃসন্দিষ্টমুত্তমম্। ত্বয়া কার্য্যং প্রযত্নেন মদ্বাক্যমনুতিষ্ঠতা ॥ ২১ ॥ ভ্রমমাণো বনে পুত্র মা প্রমাদং করিষ্যসি। লোভাৎ সঞ্জায়তে নাশ ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ২২ ॥ সমুদ্রমটবীং যুদ্ধং বিশন্তে লোভমোহিতাঃ। ইহ তন্নাস্তি লোভেন যন্ন কুর্ব্বন্তি

পান করিল, জননী তনয়ের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন; তদনন্তর তনয় ত্বরমাণ হইয়া আদর সহকারে পুনরায় বলিল;—জননি। আজ অরণ্যে যে বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছে, তৎসমস্তই আমার নিকট বর্ণন করিবে, আমি তোমার মুখে এই সকল শুনিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিব। নন্দিনী উত্তর করিলেন;—হে তনয়! আমি অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে এক মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক শার্দ্দুলের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলাম; সেই নখায়ুধ শার্দ্দুল ভক্ষণার্থ আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। হে তনয়! আমি বহু শপথবাক্যে তাহার হস্ত হইতে ছাড়াইয়া আসিয়াছি। "গোকুলে গমনপূর্ব্বক আমার বৎস দর্শনান্তে আমি আবার ফিরিয়া আসিব।" এইরূপ বহু শপথ করিলে শার্দ্দুল আমাকে মুক্তিদান করিয়াছে। আমি তোমাকে দর্শন ও তোমার সহিত সম্ভাষণ করিলাম; এক্ষণে পুনরায় সেই বনে গমন করিব। বৎস বলিল,—জননি! তুমি যেখানে গমন করিবে, আমিও তথায় গমন করিব, মাতার অগ্রে পুত্রের মরণই আমার শ্লাঘ্যতর বলিয়া মনে হয়। কেননা তুমি চলিয়া গেলে আমিও একাকী হইব, আর দুগ্ধপান বিহনে অতি অল্পকাল মধ্যেই আমি মরিয়া যাইব; আরও দেখ, যদিই বা শার্দ্দুল তোমার সহিত আমাকে গ্রাস করে, তবে মাতৃভক্তগণের যে গতি, নিশ্চয়ই আমার সেই গতি হইবে। অথবা তুমি শার্দ্দুল সমীপে যে সকল শপথ করিয়াছ, তাহা আমার প্রতি বর্ত্তিবে, তবে তুমি গোকুলে আমার নিকটই বাস কর। দেখ জননি! স্তন্যপায়ী বালকগণের জননীর সমান বন্ধু নাই; বিশেষতঃ কি ইহ, কি পরত্র মাতার সদৃশ নাথ, মাতার তুল্য গতি, জননীর ন্যায় পূজনীয়, মাতার সদৃশ সখা এবং মাতার তুল্য দেবতা নাই। এই সকল বুঝিয়া সন্তানদিগের মাতার প্রতি সতত উত্তম ভক্তিপ্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই মাতৃভক্তিরূপ পরম ধর্ম্মের নির্ণয় করিয়াছেন। যে সকল সুত মাতৃভক্তিরূপ পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের উত্তম গতি লাভ হয়। ১—১৮। অতএব আমি শার্দ্দুলের গ্রাসে প্রবেশ করিব, তুমি এই গোকুলে অবস্থান কর; আমি আত্মপ্রাণবিনিময়ে তোমার জীবন রক্ষা করিব, সংশয় নাই। নন্দিনী উত্তর করিলেন,—হে তনয়! বিধাতা অদ্য আমারই মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছেন, তোমার নহে; অতএব তুমি কেমন করিয়া নিজ জীবনবিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা করিবে? হে তনয়! আমি তোমার মাতা, আমি যে উত্তম বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, ইহা আমার অন্তকালিক জানিবে, ইহার অন্যথা হইবে না; তুমি যত্নপূর্ব্বক আমার বাক্য পালন করিবে। হে তনয়! তুমি কদাচ বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রমাদ ঘটাইও না; কি ইহ, কি

মানবাঃ॥ ২৩ ॥ লোভাৎপ্রমাদাদ্বিশ্বস্তাৎ পুরুষো বধ্যতে ত্রিভিঃ। তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যো ন প্রমাদো ন বিশ্বসেৎ॥ ২৪ ॥ আত্মা পুত্র ত্বয়া রক্ষ্যঃ সর্ব্বদৈব প্রযত্নতঃ। সর্ব্বেভ্যঃ শ্বাপদেভ্যশ্চ ভ্রমতা গহনে বনে॥ ২৫ ॥ বিষমস্থং তৃণাদ্যাদ্যং কথঞ্চিৎ পুত্রক ত্বয়া। নৈকাকিনা প্রগন্তব্যং যুথং ত্যক্ত্বা নিজং ক্বচিৎ॥ ২৬ ॥ এবং সম্ভাষ্য তং বৎসমবলিহ্য মুহুর্মুহুঃ। শোকেন মহতাবিষ্টা বাষ্পব্যাকুললোচনা॥ ২৭ ॥ ততঃ সখীজনং সর্ব্বং গতা দ্রষ্টুং দ্বিজোত্তমাঃ। নন্দিনী পুত্রশোকেন পীড়িতাঙ্গী সুবিহ্বলা॥ ২৮ ॥ ততঃ প্রোবাচ তাঃ সর্ব্বা গত্বারণ্যং দ্বিজোত্তমাঃ। চরন্তীঃ স্বেচ্ছয়া হৃষ্টা বাঞ্ছিতানি তৃণানি তাঃ॥ ২৯ ॥ বহুলে চম্পকে দামে বসুধারে ঘটস্রবে। হংসনাদি প্রিয়ানন্দে শুভক্ষীরে মহোদয়ে॥ ৩০ ॥ তথান্যাধেনবো যাশ্চ সংস্থিতা গোকুলান্তিকে। শৃণ্বন্তু বচনং মহ্যং কুর্ব্বন্তু চ ততঃ পরম্। অদ্যাহংনিজযূথস্থা ভ্রমন্তী নাতিদূরতঃ ৩১॥ ততশ্চ গহনং প্রাপ্তা বনং মানুষবর্জ্জিতম্। ব্যাঘ্রেণাসাদিতা তত্র ভ্রমন্তী তৃণবাঞ্ছয়া॥ ৩২ ॥ যুষ্মাকং দর্শনার্থায় সুতসম্ভাষণায় চ। সম্প্রাপ্তা শপথৈঃ কৃচ্ছ্রাত্তং বিশ্বাস্য নখায়ুধম্॥ ৩৩ ॥ দৃষ্টঃ সম্ভাষিতঃ পুত্রঃ শাসিতশ্চ ময়া হি সঃ। অধুনা ভবতীনাঞ্চ প্রদত্তঃ পুত্রকো যথা॥ ৩৪ ॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি ভবতীনাং ময়া কৃতম্। যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং ভদ্রাস্তৎক্ষন্তব্যং প্রসাদতঃ॥ ৩৫ ॥ অনাথো হ্যবলো দীনঃ ক্ষীরপো মম বালকঃ। মাতৃশোকাভিসন্তপ্তঃ পাল্যঃ সর্ব্বাভিরেব সঃ॥ ৩৬ ॥ ভ্রমমাণোঽসমে স্থানে ব্রজমানোঽন্যগোকুলে। অকার্য্যেষু চ সংসক্তো নিবার্য্যঃ সর্ব্বদাদরাৎ॥ ৩৭ ॥ অহং তত্র গমিষ্যামি স ব্যাঘ্রো যত্র সংস্থিতঃ। অপশ্চিমপ্রণামোঽয়ং সর্ব্বাসাং বিহিতো ময়া॥ ৩৮ ॥ ধেনব

পরন্ত, সর্ব্বত্রই লোভ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। লোভবিমোহিত হইয়াই লোক সকল সমুদ্র অরণ্য ও যুদ্ধ ভূমে প্রবেশ করে; আর মানবগণ লোভপরবশ হইয়া না করিতে পারে, ইহ সংসারে এমন কার্য্যই নাই। পুরুষ লোভ, প্রমাদ ও বিশ্বাস এই তিন কারণ হইতেই বধ্যমান হয়, অতএব লোভ, প্রমাদ ও যাকে, তাকে, বিশ্বাস করিবে না। হে পুত্র! তুমি যদি গহন অরণ্যে ভ্রমণ কর, তবে শ্বাপদসমূহ হইতে যত্নসহকারে সতত আত্মাকে রক্ষা করিবে। হে বাল তনয়! তুমি সঙ্কটাপন্ন স্থানের তৃণ কদাচ ভক্ষণ করিতে গমন করিও না, আর নিজ যূথ পরিত্যাগ করিয়া কখনও একাকী অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইও না। নন্দিনী বৎসকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া মুহুর্মুহু আলিঙ্গন করত অত্যন্ত শোকাবিষ্টা হইলেন। বাষ্পবারিতে তাঁহার নয়নদ্বয় আকুল হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর পুত্রশোক-পীড়িতাঙ্গী সুবিহ্বলা নন্দিনী সখীগণের দর্শন-বাসনায় তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! নন্দিনীর সখীগণ অরণ্য মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে হৃষ্টান্তঃকরণে বিচরণপূর্ব্বক অভিলষিত তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল। নন্দিনী সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন; হে বহুলে! হে চম্পকে! হে দামে! হে বসুধারে! হে ঘটস্রবে! হে হংসনাদি! হে শুভক্ষীরে! হে মহোদয়ে! এবং গোকুলবাসিনী ধেনুগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহা পালন কর। আজ আমি নিজযূথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনতিদূরে চলিয়া গিয়াছিলাম, তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে জনমানবহীন এক অরণ্যে প্রবেশ করি; ক্রমে আমি যখন তৃণলালসায় ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, তখন এক শার্দ্দুল আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর তোমাদের সহিত দর্শন ও তনয়ের সম্ভাষণ জন্য বহু শপথবাক্যে সেই নখায়ুধ শার্দ্দুলের বিশ্বাস জন্মাইয়া অতিকষ্টে চলিয়া আসিয়াছি। আমি তনয়ের দর্শন ও সম্ভাষণ করিয়াছি এবং অনেক শাসন বাক্যে তাহার প্রতি অনেক উপদেশও দিয়াছি; এক্ষণে আমার সেই শিশু তনয়টীকে তোমাদের নিকট অর্পণ করিতেছি; হে পূতচরিত ধেনুগণ! আমি জ্ঞান কিংবা অজ্ঞান বশতঃ তোমাদের প্রতি যে সকল গর্হিত আচরণ করিয়াছি, আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক সে সকল ক্ষমা কর। আজ আমার শিশু সন্তানটী অনাথ, অল্পবল ও স্তন্যপায়ী; তোমরা সকলেই সেই মাতৃশোকসন্তপ্ত শিশুটীকে পালন করিবে। যদি আমার বৎস কখনও সঙ্কটাপন্নবনে কিংবা অন্য গোকুলে গমন করে অথবা কোন কুকার্য্যে আসক্ত হয়, তবে, তোমরা তাহাকে আদরসহকারে সতত নিবারণ করিবে। সম্প্রতি যেস্থানে ব্যাঘ্র অবস্থিত, আমি তথায় গমন করিতেছি; এই আমি তোমাদিগকে শেষ প্রণাম করিলাম

উচুঃ। ন গন্তব্যং ত্বয়া তত্র কথঞ্চিদপি নন্দিনি। আপদ্ধর্ম্মং ন বেৎসি ত্বং নূনং যেন প্রগচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥ ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু জাতির্ন বিবাহকালে। প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ৪০ ॥ তস্মাত্তত্র ন গন্তব্যং দোষো নাস্ত্যত্র তে শুভে। পালয়স্ব নিজং পুত্রং ব্রজাস্মাভির্নিজং গৃহম্ ॥ ৪১ ॥ নন্দিন্যুবাচ। পরেষাং প্রাণযাত্রার্থং তৎকর্ত্তুং যুজ্যতে শুভাঃ। আত্মপ্রাণাহিতার্থায় ন সাধনাং প্রশস্যতে ॥ ৪২ ॥ সত্যে প্রতিষ্ঠিতো লোকো ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। উদধিঃ সত্যবাক্যেন মর্য্যাদাং ন বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ বিষ্ণবে পৃথিবীং দত্ত্বা বলিঃ পাতালমাশ্রিতঃ। সত্যবাক্যং সমাশ্রিত্য ন নিষ্ক্রামতি দৈত্যপঃ ॥ ৪৪ ॥ যঃ স্বং বাক্যং প্রতিজ্ঞায় ন করোতি যথোদিতম্। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাকৃতবুদ্ধিনা ॥ ৪৫ ॥ সখ্য উচুঃ। ত্বং নন্দিনি নমস্কার্য্যা সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। যা ত্বং সত্যপ্রতিষ্ঠার্থং প্রাণাংস্ত্যজসি দুস্ত্যজান্ ॥ ৪৬ ॥ কিং ত্বাং কল্যাণি বক্ষ্যামঃ স্বয়ং ধর্ম্মার্থবাদিনীম্। সর্ব্বৈরপি গুণৈর্যুক্তাং নিত্যং সত্যে প্রতিষ্ঠিতাম্ ॥ ৪৭ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ মহাভাগে ন শোচ্যঃ পুত্রকস্তব। ভবত্যা যদ্বয়ং প্রোক্তাস্তৎ করিষ্যাম এব হি ॥ ৪৮ ॥ এতৎ পুনর্বয়ং বিদ্মঃ সদা সত্যবতাং নৃণাম্। ন নিষ্ফলঃ ক্রিয়ারম্ভঃ কথঞ্চিদপি জায়তে ॥ ৪৯ ॥ সূত উবাচ। এবং সম্ভাষ্য তৎ সর্ব্বং নন্দিনী স্বসখীজনম্। প্রস্থিতা ব্যাঘ্রমুদ্দিশ্য পুত্রশোকেন পীড়িতা ॥ ৫০ ॥ শোকাগ্নিনাপি সন্তপ্তা নিরাশা পুত্রদর্শনে। বিযুক্তা চক্রবাকীব লতেব পতিতা তরোঃ ॥ ৫১ ॥ অন্ধেব দৃষ্টিনির্ম্মুক্তা প্রস্খলন্তী পদে পদে। বনাধিদেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রার্থয়চ্ছ সুতার্থতঃ ॥ ৫২ ॥ প্রসুপ্তং ভ্রমমাণং বা মম পুত্রং সুবালকম্। বনাধিদেবতাঃ সর্ব্বা রক্ষন্তু বচনান্মম ॥ ৫৩ ॥ এব প্রলপ্য মনসা সম্প্রাপ্তা তত্র যত্র সঃ। আস্তে বিস্ফূর্জ্জিতাস্যশ্চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়াবহঃ ॥ ৫৪ ॥ ব্যাঘ্রঃ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠশ্চ তস্যা মার্গাব-

---

ধেনুগণ উত্তর করিল,—হে নন্দিনি! তুমি কোনক্রমে সেস্থানে গমন করিও না; আমাদের নিশ্চয় মনে হয়, তুমি আপদ্ধর্ম্ম জান না, তাই তথায় গমন করিতেছ। পরিহাসচ্ছলে, স্ত্রীজাতির নিকট, বিবাহব্যাপারে, প্রাণাত্যয়ে এবং ধনবিনাশসময়ে,—এই পঞ্চবিধ স্থলে যে মিথ্যা কথিত হয়, তাহাতে পাতক হয় না; পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়াছেন। অতএব তুমি শার্দ্দূলসমীপে গমন করিও না, ইহাতে কোন দোষ হইবে না। হে শুভে! এক্ষণে আমাদের সহিত নিজ গৃহে গমন করিয়া স্বীয় সন্তান পালন কর। নন্দিনী কহিল,—তোমরা যাহা বলিলে, পরপ্রাণ রক্ষার জন্যই এইরূপ কর্ত্তব্য, নিজজীবন রক্ষণ জন্য সাধুগণ এইরূপ কার্য্যের প্রশংসা করেন না। লোক সকল সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আর সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; দেখ, সত্যবাক্যে সমুদ্র কদাচ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, বলি বিষ্ণুকে পৃথিবী দান করিয়া পাতালের আশ্রয় লন, কিন্তু কদাচ দৈত্যপতি পাতাল ত্যাগ করিয়া নির্গত হন নাই। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া যথোদিত আত্মবাক্য পালন করেনা, সেই অকৃতবুদ্ধি চোর; তাহার কোন্ পাপ না করা হয়? সখীগণ উত্তর করিল,—হে নন্দিনি! তুমি সুরাসুর সকলেরই নমস্যা; কেননা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তুমি দুস্তর প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত। ৩৯—৪৬। হে কল্যাণি তুমি স্বয়ং ধর্ম্মার্থবাদিনী; তোমাকে আমরা আর কি কহিব! তুমি নিখিল গুণযুক্ত ও সতত সত্যে প্রতিষ্ঠিত; অতএব হে মহাভাগে! তুমি যথেচ্ছ গমন কর, শিশুপুত্রের জন্য শোক করিও না; তুমি আমাদিগকে যেরূপ বলিলে, আমরা তাহাই করিব। পরন্তু ইহা আমরা নিশ্চয়ই বিদিত আছি যে, সতত সত্যবাদী মানবের উদ্যম কোন ক্রমে নিষ্ফল হয় না। সূত কহিলেন,—পুত্রশোকে পীড়িতা নন্দিনী এইরূপে স্বীয় সখীগণের সম্ভাষণ করিয়া শার্দ্দূলের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন; তিনি পুত্রদর্শনে নিরাশা হইয়া শোকসন্তপ্তা হইলেন। শোকাতুরা নন্দিনী বিযুক্তা চক্রবাকী ও বৃক্ষচ্যুতা লতার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। দৃষ্টিশক্তিহীনা অন্ধের ন্যায় চলিতে চলিতে পদে পদে তাঁহার পদ স্খলিত হইতে লাগিল! তিনি বনাধিদেবতাগণের নিকট তনয়ের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন। নন্দিনী বলিলেন,—প্রসুপ্ত কিংবা ভ্রমমাণ আমার শিশুতনয়কে আমার প্রার্থনায় বনাধিদেবতা সকল রক্ষা করুন। নন্দিনী মনে মনে এইরূপ বিলাপ করিয়া যে বনে ব্যাঘ্র বাস করিত, তথায় উপনীত হইলেন; তীক্ষ্ণদশন প্রজ্বলিত-বদন

লোককঃ। সংরম্ভাটোপসংযুক্তঃ সৃক্কিণী পরিলেহয়ন্॥ ৫৫॥ নন্দিন্যুবাচ। আগতাহং মহাব্যাঘ্র সত্যে চ শপথে স্থিতা। কুরু তৃপ্তিং যথাকামং মম মাংসেন সাম্প্রতম্॥ ৫৬॥ তাং দৃষ্ট্বা সোঽপি দুষ্টাত্মা বৈরাগ্যং পরমং গতঃ। সত্যাশয়া পুনঃ প্রাপ্তাং সন্ত্যজ্য প্রাণজং ভয়ম্॥ ৫৭॥ ব্যাঘ্র উবাচ। স্বাগতং তব কল্যাণি সুধেনো সত্যবাদিনি। ন হি সত্যবতাং কিঞ্চিদশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ৫৮॥ ত্বয়োক্তং শপথৈর্ভদ্রে আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ। তেন মে কৌতুকং জাতং কিমেষা প্রকারষ্যতি॥ ৫৯॥ সোঽহং ভদ্রে দুরাচারো নৃশংসো জীবঘাতকঃ। যাস্যামি নরকং ঘোরং কর্ম্মণানেন সর্ব্বদা॥ ৬০॥ তস্মাত্ত্বং মে মহাভাগে পাপস্যাতিদুরাত্মনঃ। উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৬১॥ যেন মে স্যাৎপরং শ্রেয় ইহলোকে পরত্র চ। ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ সত্যাচারান্মতির্মম॥ ৬২॥ তস্মাত্ত্বং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং সংক্ষেপান্মম কীর্ত্তয়। সৎসঙ্গমফলং যেন মম সঞ্জায়তেঽখিলম্॥ ৬৩॥ নন্দিন্যুবাচ। তপঃ কৃতে প্রশংসন্তি ত্রেতায়াং ধ্যানমেব চ। দ্বাপরে যজ্ঞযোগং চ দানমেকং কলৌ যুগে। সর্ব্বেষামেব দানানাং নাস্তি দানমতঃ পরম্॥ ৬৪॥ চরাচরাণাং ভূতানামভয়ং যঃ প্রযচ্ছতি। স সর্ব্বভয়নির্ম্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৬৫॥ ব্যাঘ্র উবাচ। অন্যেষাং চৈব ভূতানাং তদ্দানং যুজ্যতে শুভে। অহিংসয়া ভবেদ্যেষাং প্রাণযাত্রাস্বপূর্ব্বকম্॥ ৬৬॥ ন হিংসয়া বিনাস্মাকং যতঃ স্যাৎ প্রাণধারণম্। তস্মাদ্ব্রূহি মহাভাগে কিঞ্চিন্মম সুখাবহম্। উপদেশং সুধর্ম্মায় হিংসকস্যাপি দেহিনাম্॥ ৬৭॥ নন্দিন্যুবাচ। অত্রাস্তি সুমহল্লিঙ্গং পুরা বাণপ্রতিষ্ঠিতম্। গহনে যৎপ্রভাবেন ত্বয়া মুক্তাস্ম্যহং ধ্রুবম্॥ ৬৮॥ তস্য ত্বং প্রাতরুত্থায় কুরু নিত্যং প্রদক্ষিণাম্। প্রণামঞ্চ ততঃ সিদ্ধিং বাঞ্ছিতাং সমবাপ্স্যসি॥ ৬৯॥ নান্যস্য কর্ম্মণঃ শক্তির্বিদ্যতে তে নখায়ুধ। পূজাদিকস্য হীনত্বাদ্ধস্তাভ্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০॥ এব-

ক্ষুধাকাতরকল্প ভয়াবহ ব্যাঘ্রও তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় পথপানে নয়ন নিবিষ্ট করিয়া উপবেশন এবং ক্রোধে আড়ি পাকাইয়া জিহ্বা দ্বারা সৃক্কণীদ্বয় পরিলেহন করিতেছিল। নন্দিনী কহিলেন,—হে মহাব্যাঘ্র! আমি সত্য শপথে অবস্থিত হইয়া তোমার সম্মুখে আগমন করিয়াছি, সম্প্রতি আমার মাংস দ্বারা তোমার কামনানুরূপ তৃপ্তি সাধন কর। সত্য রক্ষাশয়ে প্রাণভয়হীনা নন্দিনীকে সমাগত দর্শন করিয়া দুষ্টাত্মা ব্যাঘ্রের পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। ব্যাঘ্র বলিল,—হে কল্যাণি! তুমি সত্যবাদিনী, অতএব ধেনুগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা; তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত? দেখ, সত্যশীলগণের কদাচ কোনই অশুভ হয় না। হে ভদ্রে! তুমি পুনরায় আসিবে বলিয়া শপথ করিয়াছিলে; নন্দিনী কি করে, ইহা দেখিবার জন্য আমারও পরম কৌতূহল জন্মিয়াছিল। হে ভদ্রে! আমি দুরাচার, নৃশংস ও জীবঘাতক; আমি এই কর্ম্ম দ্বারা নিরন্তর ঘোর নরকে গমন করিব। অতএব আমি দুরাত্মা পাপী; হে মহাভাগে! এক্ষণে উপদেশ প্রদানে আমাকে অনুগৃহীত কর; আমার মনে হয়,—সত্যাচার ধর্ম্মাদি তোমার কিছুই অবিদিত নাই; আমার প্রতি এরূপ উপদেশ প্রদান কর, যেন ইহ পর, উভয়লোকেই আমার পরম মঙ্গল হয়। অতএব অতিসংক্ষেপে আমার নিকট ধর্ম্মের সার বর্ণন কর; আমি যেন সৎসঙ্গজাত অখিল ফল প্রাপ্ত হই। ৪৭—৬৩। নন্দিনী উত্তর করিলেন,—সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় ধ্যান, দ্বাপরে যজ্ঞযোগ এবং কলিতে একমাত্র দানই প্রশস্ত; আবার নিখিল দানমধ্যে অভয় দানের তুল্য শ্রেষ্ঠ দান নাই। যে মানব চরাচর প্রাণিগণকে অভয় দান করে, সে নিখিলভয়নির্ম্মুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ব্যাঘ্র বলিল,—হে শুভে! যাহারা হিংসা ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাদৃশ প্রাণিগণেরই সেই দান সম্ভবে; হিংসা ভিন্ন আমাদের ত' প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নাই? অতএব হে মহাভাগে! আমি দেহীদিগের হিংসক, মাদৃশ জীবের ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, এইরূপ সুখাবহ কিছু ধর্ম্ম কীর্ত্তন কর। নন্দিনী উত্তর করিলেন,—এই অরণ্যে এক মহালিঙ্গ বিদ্যমান, পুরাকালে বাণ এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এই লিঙ্গের প্রভাবেই অদ্য গহন অরণ্য মধ্যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, সংশয় নাই। তুমি প্রতিদিন প্রাতরুত্থান করিয়া এই লিঙ্গের প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কর, এইরূপ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিবে। হে নখায়ুধ! তোমার হস্ত না থাকায় পূজাদি অন্য কোন কর্ম্মেরই তোমার শক্তি নাই। আমার মনে হয়—

মুক্তাথ সা ধেনুর্ব্যাঘ্রস্তাথ বনান্তিকে। তল্লিঙ্গং দর্শয়ামাস পুরঃ স্থিত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭১ ॥ সোঽপি সন্দর্শনাত্তস্য তৎক্ষণান্মুক্তিমাপ্তবান্। ব্যাঘ্রত্বাৎ পার্থিবো ভূয়ঃ স বভূব যথা পুরা ॥ ৭২ ॥ শাপঃ দুর্ব্বাসসা দত্তং রাজ্যং স্বং সহিতৈঃ স্মৃতৈঃ। সস্মার স নৃপশ্রেষ্ঠস্ততঃ প্রোবাচ নন্দিনীম্ ॥ ৭৩ ॥ নৃপঃ কলশনামাহং হৈহয়ান্বয়সম্ভবঃ। শপ্তো দুর্ব্বাসসা পূর্ব্বং কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে ॥ ৭৪ ॥ ততঃ প্রসাদিতেনোক্তস্তেনাহং নন্দিনী যদা। দর্শয়িষ্যতি তল্লিঙ্গং তদা মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৭৫ ॥ সা নূনং নন্দিনী ত্বং হি জ্ঞাতা শাপান্ততো ময়া। তত্ত্বং ব্রূহি প্রদেশোঽয়ং কতমো বরধেনুকে ॥ ৭৬ ॥ যেন গচ্ছাম্যহং ভূয়ঃ স্বগৃহং প্রতি সত্বরম্। মার্গং দৃষ্ট্বা মহাভাগে মানুষং প্রাপ্য কথ্যন ॥ ৭৭ ॥ নন্দিন্যুবাচ। চমৎকারপুরক্ষেত্রমেতৎ পাতকনাশনম্। সর্ব্বতীর্থময়ং রাজন সর্ব্বকামপ্রদায়কম্ ॥ ৭৮ ॥ যদন্যত্র ভবেচ্ছ্রেয়ো বৎসরেণ তপস্বিনাম্। দিনেনৈবাত্র তৎসম্যগ্ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ এবং মত্বা ময়া লিঙ্গং স্নাপিতং পয়সা সদা। এতদ্যূথং পরিত্যজ্য ভক্ত্যা পূতেন চেতসা ॥ ৮০ ॥ রাজোবাচ। গচ্ছ নন্দিনি ভদ্রন্তে নিজং প্রাপ্নুহি বালকম্। গোকুলঞ্চ সখীঃ স্বাশ্চ তথান্যঞ্চ সুহৃজ্জনম্ ॥ ৮১ ॥ এতৎক্ষেত্রং ময়া পূর্ব্বং ব্রাহ্মণানাং মুখাচ্ছ্রুতম্। বাঞ্ছিতঞ্চ সদা প্রষ্টুং ন চ দ্রষ্টুং প্রপারিতম্ ॥ ৮২ ॥ রাজ্যকর্ম্মপ্রসক্তেন ভোগাসক্তেন নন্দিনি। স্বয়মেবাধুনা লব্ধং নাহং সন্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ৮৩ ॥ দিষ্ট্যা মে মুনিনা তেন দত্তঃ শাপো মহাত্মনা। কথং স্যাদন্যথা প্রাপ্তিঃ ক্ষেত্রস্যাস্য সুশোভনে ॥ ৮৪ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা মহীপালো নন্দিনীং তাং বিসৃজ্য চ। স্থিতস্তত্রৈব তল্লিঙ্গং ধ্যায়মানো দিবানিশম্ ॥ ৮৫ ॥ প্রাসাদং তৎকৃতে মুখ্যং বিধায়াদ্ভুতদর্শনম্। কৈলাসশিখরাকারং তপস্তেপে তদ-

হে দ্বিজসত্তমগণ। অনন্তর অরণ্য মধ্যে ধেনু নন্দিনী ব্যাঘ্রকে এইরূপ বলিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে সেই লিঙ্গ দর্শন করাইল; ব্যাঘ্রও লিঙ্গ দর্শন করিয়া সেই লিঙ্গ দর্শনপ্রভাবে সদ্য মুক্তিভাজন হইল। অনন্তর তিনি ব্যাঘ্রবপু পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পার্থিব বপু প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পুরাকালে রাজা ছিলেন, ঋষি দুর্ব্বাসার শাপে তাঁহার এই দশা ঘটিয়াছিল, এই সকল তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল; ক্রমে রাজ্য ও তনয়াদি তাঁহার মনে পড়িল: নৃপবর তখন নন্দিনীকে কহিতে লাগিলেন;—আমি হৈহয়বংশসম্ভব কলশ নামক রাজা ছিলাম, পূর্ব্বকালে কোন কারণ বশতঃ ঋষি দুর্ব্বাসা আমাকে অভিশপ্ত করেন: আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করি, তখন তিনি বলেন,—নন্দিনী যখন তোমাকে লিঙ্গ দর্শন করাইবে, তৎকালে তোমার মুক্তি হইবে। আমার শাপান্ত হওয়ায়, আপনি যে নন্দিনী, আমি তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিলাম. হে ধেনুবরে! এই কোন দেশ,. আমাকে বলিয়া দিউন। হে মহাভাগে! যেরূপ করিলে পথে মানুষ দর্শন করিয়া পথপরিচয়ে পুনরায় আমি সত্বর স্বগৃহে গমন করিতে সমর্থ হই, তাহা করুন। নন্দিনী উত্তর করিলেন,—হে. রাজন্! এই ক্ষেত্র চমৎকার পুরনামে বিখ্যাত; ইহা পাতকনাশন, সর্ব্বতীর্থময় ও সর্ব্বকামফলপ্রদ। অন্যত্র এক বৎসরে তপস্বিগণের যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, এই ক্ষেত্রে একদিনেই তাহা লাভ হইয়া থাকে, সংশয় নাই। আমিও এইরূপ জানিয়া যূথ পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে আগমনপূর্ব্বক ভক্তিপূত চিত্তে দুগ্ধ দ্বারা সতত এই লিঙ্গের স্নান করাইয়া থাকি। রাজা কহিলেন,—হে নন্দিনি! আপনি গমন করুন, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আপনার বাল বৎস, গোকুল, স্বীয় সখীজন এবং অন্যান্য নিজ নিজ সুহৃদ্গণকে প্রাপ্ত হউন; আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট সতত অভীষ্ট জানিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহাদের নিকট এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছিলাম; কিন্তু হে নন্দিনি! রাজকার্য্য ও ভোগের আসক্তিতে এ যাবৎ দর্শন করিতে পারি নাই। ৬৪—৮২। সেই ক্ষেত্র অদ্য আমার অনায়াসেই লব্ধ হইল, আমরে রাজ্যে গমনে উৎসাহ হইতেছে না। হে সুশোভনে! আমার ভাগ্যবশেই মহাত্মা ঋষি দুর্ব্বাসা আমাকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, অন্যথা কিরূপে আমার ভাগ্যে এই ক্ষেত্রদর্শন সংঘটিত হইত? সূত কহিলেন,—মহীপতি এইরূপ বলিয়া নন্দিনীকে বিদায় দিলেন এবং অনিশ সেই লিঙ্গের ধ্যান করত সেই ক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় কৈলাসশিখরাকার এবং উত্তম অদ্ভুতদর্শন এবং প্রাসাদ

প্রতঃ ॥ ৮৬ ॥ ততস্তস্য প্রভাবেন স্বল্পৈরেব দিনৈর্দ্বিজাঃ। সম্প্রাপ্তঃ পরমাং সিদ্ধিং দুর্লভাং যাজ্ঞিকৈরপি ॥ ৮৭ ॥ তত্র যঃ কার্ত্তিকে মাসি দীপকং সম্প্রযচ্ছতি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৮৮ ॥ মার্গশীর্ষে চ সম্প্রাপ্তে গীতনৃত্যাদিকং নরঃ। তদগ্রে কুরুতে ভক্ত্যা স গচ্ছতি পরাং গতিম্ ॥ ৮৯ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্। কলশেশ্বরমাহাত্ম্যং বিস্তরেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯০ ॥ ভক্ত্যা পঠতি যশ্চৈতচ্ছ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কলশেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। উমামহেশ্বরৌ তত্র স্থাপিতৌ তত্র ভূভুজা। প্রাসাদঃ পরমং কৃত্বা সাধুদৃষ্টিসুখপ্রদম্ ॥ ১ ॥ তস্যাগ্রতঃ শুভং কুণ্ডং তত্র চৈব বিনির্ম্মিতম্। স্বচ্ছোদকেন সম্পূর্ণং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥ স্নাত্বা তত্র নরো ভক্ত্যা তৌ পশ্যেদ্যঃ সমাহিতঃ। মাঘশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং ন স ভূয়োঽত্র জায়তে ॥ ৩ ॥ তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্ভাগেঽগস্ত্যকুণ্ডসমীপতঃ। অস্তি বাপী মহাপুণ্যা সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৪ ॥ তস্যাং যঃ কুরুতে স্নানং মাসি বৈ ফাল্গুনে নরঃ। সোপবাসঃ সিতাষ্টম্যাং বাঞ্ছিতং লভতে চ সঃ ॥ ৫ ॥ তস্যা দক্ষিণদিগ্ভাগে তত্রাস্তি কপিলা নদী। কপিলো যত্র সম্প্রাপ্তঃ সিদ্ধিং সাঙ্খ্যসমুদ্ভবাম্ ॥ ৬ ॥ কপিলায়াশ্চ পূর্ব্বেণ সিদ্ধক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। যত্র সিদ্ধিং গতাঃ সিদ্ধাঃ পুরা শতসহস্রশঃ ॥ ৭ ॥ যো যং কামমভিধ্যায় তপস্তত্র সমাচরেৎ। ষণ্মাসাভ্যন্তরে নূনং স তমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥ তস্যাধস্তাচ্ছিলা বিপ্রা বিদ্যতে বৈষ্ণবী শুভা। ভ্রমন্তী চতুরস্রা চ সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৯ ॥ সদা মহানদীতোয়ক্ষালিতা মুক্তিদা নৃণাম্। গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে সন্নিবিষ্টা সরস্বতী ॥ ১০ ॥ ত্রিবেণী বহতে তস্যাঃ পুরতো ভুক্তিমুক্তিদা। তস্যামুপরি দগ্ধানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥ নূনং মুক্তির্ভবেত্তেষাং চিতাভস্মনি গোষ্পদম্।

নির্ম্মাণ করাইয়া সেই প্রাসাদসম্মুখে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে দ্বিজগণ! রাজা সেই তপঃপ্রভাবে অত্যল্পদিনমধ্যেই যাজ্ঞিকগণের দুর্লভ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। যে মানব কার্ত্তিকমাসে এই ক্ষেত্রে দীপদান করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হয়। যে নর অগ্রহায়ণ মাস সমাগত হইলে এই প্রাসাদসম্মুখে ভক্তিযুক্ত হইয়া নৃত্যগীতাদি করে, তাহার পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আমি আপনাদের নিকট মহীপাল স্থাপিত সর্ব্বপাপবিনাশন কলশেশ্বর মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম, যে মানব শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে এই অনুত্তম কলশেশ্বর মাহাত্ম্য পাঠ করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হয়। ৮৩—৯১।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন—মহীপতি কলশ উত্তম দৃষ্টিসুখপ্রদ পরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় উমামহেশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। মহীপতি এই প্রাসাদসম্মুখে এক সুশোভন কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। এই কুণ্ড নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ ও পদ্মিনীনিচয়ে বিভূষিত। যে মানব মাঘশুক্লচতুর্দ্দশীতে ভক্তিভরে তথায় স্নান করিয়া উমামহেশ্বর দর্শন করে, তাহার আর জন্ম হয় না। কলশকুণ্ডের পূর্ব্বদিগ্ভাগে অগস্ত্য কুণ্ডের সন্নিধানে মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপনাশিনী এক বাপী বিদ্যমান। ফাল্গুনমাসের শুক্লাষ্টমীতে উপবাসী থাকিয়া যে মানব এই বাপীতে অবগাহন করে, তাহার অভীষ্ট লাভ হয়। এই বাপীর দক্ষিণদিগ্ভাগে অদূরে কপিলা নদী বিদ্যমান, মহর্ষি কপিল এই স্থানে সাংখ্যসমুদ্ভব সিদ্ধিলাভ করেন। কপিলার পূর্ব্বদিগ্ভাগে সিদ্ধক্ষেত্র কথিত হয়। পুরাকালে শতসহস্র সিদ্ধ এই সিদ্ধিক্ষেত্রে সিদ্ধপ্রাপ্ত হন। মানব যে কামনা করিয়া এই ক্ষেত্রে সম্যক্ তপশ্চরণ করে, ষণ্মাসাভ্যন্তরেই তাহার সেই কামনা লাভ হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! সিদ্ধিক্ষেত্রের অধোদেশে ভ্রমমাণা শোভনা এক বৈষ্ণবশিলা বিদ্যমান। এই চতুরস্রা শিলা সর্ব্বপাতকনাশিনী এবং মহানদীর জলে ধৌত হইয়া সতত মানবগণের মুক্তিদায়িনী। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সরস্বতী সন্নিবিষ্টা; এই ভুক্তিমুক্তিদায়িনী ত্রিবেণী পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবী শিলার সম্মুখে প্রবাহিত। এই শিলার উপর দগ্ধদেহ

দৃশ্যতে তত্র তজ্‌জ্ঞাত্বা স স্বার্য্যা ব্রাহ্মণা মৃতাঃ ।১২। তস্যৈবোত্তরদিগ্‌ভাগে রুদ্রকোটির্দ্বিজোত্তমাঃ । অস্তি সম্পূজিতা বিপ্রৈর্দাক্ষিণাত্যৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ১৩ ॥ মহাযোগিস্বরূপেণ দাক্ষিণাত্যা দ্বিজোত্তমাঃ । চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে শ্রুত্বা স্বয়মুমাপতিম্ ॥ ১৪ ॥ ততঃ কৌতুহলাবিষ্টাঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ। কোটিসঙ্খ্যা দ্রুতং জগ্মুস্তস্য দর্শনবাঞ্ছয়া ॥ ১৫ ॥ অহংপূর্ব্বমহংপূর্ব্বং বীক্ষয়িষ্যামি তং হরম্ । ইতি শ্রদ্ধাসমোপেতাশ্চক্রুস্তে শপথং গতাঃ ॥ ১৬ ॥ এতেষাং মধ্যতো যস্তং মহাযোগিনমীশ্বরম্ । চরমং দেবমীক্ষেত ভবিষ্যতি স পাপকৃৎ ॥ ১৭ ॥ ততস্তেষামভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা দেবো মহেশ্বরঃ । ভক্তিপ্রীতো হিতার্থায় কোটিরূপৈর্ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ হেলয়া দর্শনং প্রাপ্তঃ সর্ব্বেষাং দ্বিজসত্তমাঃ । ততঃ প্রভৃতি তৎস্থানং রুদ্রকোটীতিবিশ্রুতম্ ॥ ১৯ ॥ তদর্থং পঠিতঃ শ্লোকো নারদেন পুরা দ্বিজাঃ । রুদ্রাবর্ত্তং সমালোক্য প্রহৃষ্টেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২০ ॥ আষাঢ়ীং কার্ত্তিকীং মাঘীং তথা চৈত্রসমুদ্ভবাম্ । ধন্যাঃ পৃথিব্যাং লপ্স্যন্তে রুদ্রাবর্ত্তে চতুর্দ্দশীম্ ॥ ২১ ॥ আজন্মশতসাহস্রং কৃত্বা পাপং নরঃ ক্ষিতৌ । রুদ্রাবর্ত্তং সমালোক্য বিপাপ্মত্বং প্রপদ্যতে ॥ ২২ ॥ রুদ্রাবর্ত্তে নরো গত্বা দৃষ্ট্বা যোগেশ্বরং হরম্ । শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং বিপাপ্মা জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৩ ॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং মহাযোগিপুরে দ্বিজাঃ । রুদ্রাবর্ত্তে স চাপ্নোতি ফলং শতমখোদ্ভবম্ ॥ ২৪ ॥ উপবাসপরো ভূত্বা যঃ কুর্য্যাদ্রাত্রিজাগরম্ । কামগেন বিমানেন স স্বর্গে যাতি মানবঃ ॥ ২৫ ॥ তত্র যঃ কপিলাং দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায়াহিতাগ্নয়ে । স গণঃ স্যান্ন সন্দেহো হরস্য দয়িতস্তথা ॥ ২৬ ॥ ষড়ক্ষরং জপেদ্‌যস্তু মহাযোগিপুরঃস্থিতঃ । মন্ত্রং তস্য ভবেচ্ছ্রেয়ঃ ষড়্‌গুণং রাজসূয়তঃ ॥ ২৭ ॥ যস্তস্য পুরতো ভক্ত্যা জপেদ্বা শতরুদ্রিয়ম্ । চতুর্ণামপি বেদানাং সোহধীতানাং ভজেৎ ফলম্ ॥ ২৮ ॥ গীতং বা যদি বা নৃত্যং তৎপুরঃ কুরুতে নরঃ । স সর্ব্বেষাং ভজেচ্ছ্রেয়ো মখানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ এবমুক্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ

মানবদিগের বিশেষতঃ দ্বিজগণের মুক্তি হয়, সংশয় নাই। এই চিতাভস্ম মধ্যে গোষ্পদ দৃষ্ট হয়। এই গোষ্পদ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া মৃত দ্বিজগণের সৎকার করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই গোষ্পদের উত্তরদিগ্‌ভাগে রুদ্রকোটি তীর্থ বিদ্যমান। দাক্ষিণাত্য মহাত্মা দ্বিজগণ এই রুদ্রকোটির সম্যক্ পূজা করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য দ্বিজগণ চমৎকারপুরক্ষেত্রে স্বয়ং উমাপতিকে মহাযোগিস্বরূপে বিদ্যমান জানিয়া কৌতুহলাবিষ্ট হন এবং তাঁহার দর্শনকামনায় কোটি দ্বিজ পরম শ্রদ্ধাভক্তিভরে সত্বর তথায় আগমন করেন। দ্বিজগণ তথায় আগমনপূর্ব্বক সকলেই বলিতে লাগিলেন,—"আমিই পূর্ব্বে হরকে দর্শন করিব, আমিই পূর্ব্বে হরকে দর্শন করিব।" অনন্তর এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত দ্বিজগণ মধ্যে এক শপথবাণী হইল। তাঁহারা বলিলেন,—"আমাদিগের মধ্যে যে দ্বিজ মহাযোগী ঈশ্বরকে সকলের পশ্চাতে দর্শন করিবে, সে পাপকারী হইবে।" অনন্তর দেবেশ মহেশ্বর ভক্ত দ্বিজগণের অভিপ্রায় জানিয়া ভক্তিপ্রীতিভরে তাঁহাদের হিতকামনায় কোটিরূপে অবস্থিত হইলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর সকলেই অনায়াসে তাঁহাকে এককালে দর্শন করিলেন। হে দ্বিজগণ! তদবধি সেই স্থান রুদ্রকোটি নামে বিখ্যাত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! দেবর্ষি নারদ পুরাকালে রুদ্রের অবস্থিতিস্থান দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রুদ্রকোটীর পরিচায়ক একটী শ্লোক গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"যাঁহারা আষাঢ়ী, কার্ত্তিকী, মাঘী ও চৈত্রী চতুর্দ্দশীতে এই রুদ্রক্ষেত্র প্রাপ্ত হন, পৃথিবীতে তাঁহারাই ধন্য।" হে দ্বিজসত্তমগণ! নর ক্ষিতিতলে শত সহস্র জন্মে আমরণ পাপ করিয়াও এই রুদ্রক্ষেত্র দর্শনে বিগতপাপ হয়। মানব শুক্লচতুর্দ্দশীতে এই রুদ্রক্ষেত্রে গমন করিয়া যোগেশ্বর হরকে দর্শন করিলে নিশ্চয়ই বিপাপ হয়।১-২৩। হে দ্বিজগণ! যে মানব সেই মহাযোগিপুর রুদ্রক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করে, তাহার শত যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে নর উপবাসপরায়ণ হইয়া এই ক্ষেত্রে রাত্রি জাগরণ করে, কামগামী বিমানারোহণে তাহার স্বর্গে গতি হয়। যে মানব এই রুদ্রক্ষেত্রে আহিতাগ্নি দ্বিজকে কপিলা দান করে, সে হরের দয়িত গণ হয়, সংশয় নাই। মহাযোগিপুরে অবস্থিত হইয়া যে মানব ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করে, মন্ত্র তাহার শ্রেয়স্কর হয় এবং সে রাজসূয় যজ্ঞের ষড়্‌গুণ ফললাভ করে। যে মানব এই রুদ্রের সম্মুখে ভক্তিভরে শতরুদ্রীয় জপ করে, ব্রহ্মাদি দেবচতুষ্টয় তাহার অধীন হন; আর যে নর গীত বা নৃত্য করে, সে সর্ব্ববিধ মখ-মঙ্গললাভ করে, সংশয় নাই।

স মুনির্ব্রহ্মসম্ভবঃ। বিররাম ততো হৃষ্টস্তীর্থযাত্রাং গতো দ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুদ্রকোটিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্রৈবোজ্জয়িনীপীঠমস্তি কামপ্রদং নৃণাম্। প্রভূতাশ্চর্য্যসংযুক্তং বহুসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১ ॥ যস্য মধ্যগতো নিত্যং স্বয়মেব মহেশ্বরঃ। মহাকালস্বরূপেণ স তিষ্ঠতি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২ ॥ বৈশাখ্যাং যো নরস্তত্র কৃত্বা শ্রাদ্ধং সমাহিতঃ। ততঃ পশ্যতি দেবেশং মহাকাল ইতি স্মৃতম্। পূজয়েদ্দক্ষিণাং মূর্ত্তিং সমাশ্রিত্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ দশ পূর্ব্বান্ দশাতীতানাত্মানঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। পুরুষান স সমুদ্ধৃত্য শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৪ ॥ যো যং কামমভিধ্যায় তত্র পীঠং প্রপূজয়েৎ। সম্পূজ্য যোগিনীবৃন্দং কন্যকাবৃন্দমেব চ ॥ ৫ ॥ স তৎকৃৎস্নমবাপ্নোতি যদপি স্যাৎসুদুর্লভম্। তত্র বৈশাখমাসস্য পৌর্ণমাস্যাং সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥ শ্রদ্ধাযুক্তো নরো যো বা উপবাসপরঃ শুচিঃ। করোতি জাগরং তস্য পুরতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ৭ ॥ কিং ব্রতৈঃ কিং বৃথা দানৈঃ কিং জপৈর্নিয়মেন বা। মহাকালস্য তে সর্ব্বে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৮ ॥ সূত উবাচ। তত্রৈবাস্তি মহাভাগা ভ্রূণগর্ত্তেতি বিশ্রুতা। গর্ত্তা সুবিপুলাকারা সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মহত্যাবিনির্ম্মুক্তঃ সৌদাসো যত্র পার্থিবঃ। স্ত্রীহত্যায়া বিনির্ম্মুক্তঃ সুষেণো বসুধাধিপঃ ॥ ১০ ॥ ঋষয় উচুঃ। ব্রহ্মহত্যা কথং তস্য সৌদাসস্য মহীপতেঃ। ব্রহ্মণ্যস্যাপি সঞ্জাতা তদস্মাকং প্রকীর্ত্তয় ॥ ১১ ॥ শ্রূয়তে স মহীপালো ব্রাহ্মণানাং হিতে রতঃ। কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মঘ্নঃ সোঽভবৎকথম্ ॥ ১২ ॥ বিমুক্তশ্চ কথং ভূয়ো ভ্রূণগর্ত্তামুপাশ্রিতঃ। সাপি গর্ত্তা কথং জাতা সর্ব্বং নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ। যদা লিঙ্গস্য পাতোঽভূদ্দেবদেবস্য শূলিনঃ। তদা স লজ্জয়াবিষ্টো লিঙ্গাভাবাদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ কৃত্বাতিবিপুলাং গর্ত্তাং প্রবিবেশ ততঃ পরম্। ন

হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন এবং তদনন্তর তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর তীর্থযাত্রায় প্রস্থান করিলেন। ২৪—৩০।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই রুদ্রক্ষেত্রে রুদ্রকোটির সমীপে মানবগণের কামদ উজ্জয়িনীপীঠ বিদ্যমান। সেই উজ্জয়িনীপীঠ প্রভূত বিভবযুক্ত ও বহু সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! স্বয়ং মহেশ্বর সতত এই পীঠমধ্যে মহাকালরূপে বিরাজ করেন। হে দ্বিজসত্তমগণ। যে সমাহিতমনা মানব বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় এই পীঠে শ্রাদ্ধ করিয়া তদনন্তর মহাকাল দর্শন ও দক্ষিণামূর্ত্তির পূজা করে, সে আত্মার সহিত ঊর্দ্ধ ও অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার করত শিবলোকে পূজিত হয়। যে নর যে কামনা করিয়া এই পীঠ পূজা ও দশ কন্যা এবং যোগিনীগণের অর্চ্চনা করে, তাহার অভীষ্ট সুদুর্লভ হইলেও সে নিঃশেষরূপে লাভ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাযুক্ত সমাহিতমনা শুচি মানব উপবাসপরায়ণ হইয়া বৈশাখপূর্ণিমায় উজ্জয়িনীপীঠ তীর্থে জাগরণ করিলে জরা-মরণবর্জ্জিত উত্তম স্থান লাভ করে। কি ব্রত, কি জপ, কি দান, কি নিয়ম, এ সকল উজ্জয়িনীপীঠ তীর্থের মহাকালের ষোড়শ কলার এক কলার যোগ্য নহে। সূত কহিলেন,—হে মহাভাগগণ! এই উজ্জয়িনীপীঠের সমীপে বিশ্রুত ভ্রূণগর্ত্তা; ভ্রূণগর্ত্তার আকার সুবিপুল এবং ইহা মহাপাতকনাশন। এই তীর্থে পৃথিবীপতি সৌদাস ব্রহ্মহত্যা ও বসুধাধিপ সুষেণ স্ত্রীহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন মহীপতি সৌদাসের কিরূপে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইল, ইহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। আমরা শুনিতে পাই, সেই বসুধাধিপ সৌদাস কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা দ্বিজগণের হিতেরত; তিনি কিরূপে ব্রহ্মঘাতী হইলেন, কি করিয়াই বা পুনরায় ভ্রূণগর্ত্তার উপাসনা করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং কিরূপেই বা সেই গর্ত্তার উৎপত্তি হইল? এই সকল আমাদের নিকট বিস্তাররূপে বলুন। ১—১৩। সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! যৎকালে দেবদেব শূলীর লিঙ্গ পতিত হয়, তখন তিনি লিঙ্গাভাবে লজ্জাবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি এক

কস্যচিত্তদাত্মানং দর্শয়ামাস শূলধৃক্ ॥ ১৫ ॥ এবং সা তত্র সঞ্জাতা গর্ত্তা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ । যথা তস্যাং বিপাপ্যাভূৎ সৌদাসস্তদ্বদাম্যহম্ ॥ ১৬ ॥ আসীন্মিত্রসহো নাম রাজা পরমধার্ম্মিকঃ । সৌদাসস্তৎ-সুতঃ সাক্ষাৎসূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ১৭ ॥ তেনেষ্টং বিপুলৈর্যজ্ঞৈঃ সুবর্ণবরদক্ষিণৈঃ । অসঙ্খ্যাতানি দানানি প্রদত্তানি মহাত্মনা ॥ ১৮ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে । বর্ত্তমানে যথান্যায়ং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৯ ॥ ক্রূরাক্ষঃ ক্রূরবুদ্ধিশ্চ রাক্ষসৌ বলবত্তরৌ । যজ্ঞবিঘ্নায় সম্প্রাপ্তৌ সম্প্রাপ্তে রজনীমুখে ॥ ২০ ॥ রাক্ষসৈর্ব্বহুভিঃ সার্দ্ধং তথান্যৈর্ভূতসংজ্ঞিতৈঃ । পিশাচৈশ্চ দুরাধর্ষৈর্যজ্ঞবিধ্বংস-তৎপরৈঃ ॥ ২১ ॥ অথ তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে কিঞ্চিচ্ছিদ্রমবেক্ষ্য চ । বিবিশুর্যজ্ঞবাটন্তং প্রসর্পন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ২২ ॥ নিঘ্নন্তো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠান্ ভক্ষয়ন্তো হবীংষি চ । তথান্যানি বিচিত্রাণি যজ্ঞার্থে কল্পিতানি চ ॥ ২৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র হাহাকারো মহানভূৎ । ভক্ষ্যমাণেষু বিপ্রেষু রাক্ষসৈর্বলবত্তরৈঃ ॥ ২৪ ॥

ততো মৈত্রসহিঃ ক্রুদ্ধস্ত্যক্ত্বা দীক্ষাব্রতং নৃপঃ । আদায় সশরং চাপং ধ্বংসয়ামাস বীক্ষ্য তান্ ॥ ২৫ ॥ কৃতরক্ষো বসিষ্ঠেন স্বয়মেব পুরোধসা । ক্রূরাক্ষং সূদয়ামাস । রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সহ ॥ ২৬ ॥ ক্রূর-বুদ্ধিরথো বীক্ষ্য হতং শ্রেষ্ঠং সহোদরম্ । তঞ্চ পার্থিবশার্দ্দূলমগম্যং ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৭ ॥ হতশেষান্ সমাদায় রাক্ষসান্ বলসংযুতঃ । পলায়নং ভয়াচ্চক্রে ক্ষতাঙ্গস্তস্য সায়কৈঃ ॥ ২৮ ॥ ততস্তদ্বৈরমাশ্রিত্য ভ্রাতুর্জ্জ্যেষ্ঠস্য রাক্ষসঃ । ছিদ্রমন্বেষয়ামাস তদ্বধার্থং দিবানিশম্ ॥ ২৯ ॥ এবং সংবীক্ষমাণস্য তস্য ছিদ্রং মহাত্মনঃ । সমাপ্তিমগমদ্বিপ্রাঃ সত্রং তদ্দ্বাদশাব্দিকম্ ॥ ৩০ ॥ ন সূক্ষ্মমপি সম্প্রাপ্তং ছিদ্রং তেন দুরাত্মনা । বসিষ্ঠবিহিতা রক্ষা সত্রে তস্য মহীপতেঃ ॥ ৩১ ॥ অথাসৌ ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ বিসৃজ্যাহিতদক্ষিণান্ । কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥৩২॥ স্বহস্তেন গুরোঽদ্যাহং ত্বাং ভোজয়িতুমুৎসহে । ক্রিয়তাং

অতি বিপুল গর্ত্ত নিম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন, শূলী লজ্জায় আর বদন দর্শন করাইলেন না। হে দ্বিজসত্তমগণ। এইরূপে গর্ত্তের সৃষ্টি হইল। এক্ষণে সৌদাস কিরূপে বিগতপাপ হইলেন, তাহা বলিতেছি। সূর্য্যবংশে মিত্রসহ নামক এক পরম ধাম্মিক রাজা ছিলেন। সৌদাস সেই মিত্রসহের তনয়। মহাত্মা বসুধাধিপ সৌদাস বহু উত্তম স্বর্ণদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়া অসংখ্য দান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রদৃষ্টপথে যথাবিধি তাঁহার দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে একদা সায়ং সময়ে ক্রূরাক্ষ ও ক্রূরবুদ্ধি নামক বলবান্ রাক্ষসদ্বয় তাহার যজ্ঞ বিঘ্ন করিবার জন্য তথায় উপনীত হয়। বহু রাক্ষস, ভূত ও পিশাচ এই রাক্ষসদ্বয়ের অনুচররূপে উপস্থিত হয়। এই অনুচরগণ দুর্দ্ধর্ষ ও যজ্ঞধ্বংসকার্য্যে তৎপর। অনন্তর চতুর্দ্দিকে প্রসর্পিত রাক্ষসগণ যজ্ঞের একটী ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেই যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিল এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে নিধন করিয়া যজ্ঞীয় হবি ও অন্যান্য যজ্ঞীয় বিচিত্র বিচিত্র দ্রব্যসমূহ ভোজন করিতে লাগিল। তখন বলবান্ রাক্ষসেরা দ্বিজগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যজ্ঞভূমে এক হাহাকার রব উত্থিত হইল। অনন্তর মহীপতি মিত্রসহপুত্র সৌদাস রাক্ষসগণকে দর্শন করিয়া রোষপরবশ হইলেন এবং দীক্ষাব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করত তাহাদিগের ধ্বংসসাধন করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ স্বয়ং সৌদাসের রক্ষা বিধান করিলেন। সৌদাসও বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বহু রাক্ষস সহ ক্রূরাক্ষকে নিষূদিত করিলেন। সৌদাসশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রাক্ষস ক্রূরবুদ্ধি দেখিল,—বহু অনুচর সহ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সহোদর নিহত ও নরশার্দ্দূল সৌদাসও ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা অনধিগম্য; বলবান্ হইলেও সে ভীত হইল, এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণকে গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিল। ক্রূরবুদ্ধি পলায়ন করিল বটে, কিন্তু তার হৃদয়ের বৈরভাব দূর হইল না, সে সেই জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিধন জন্য বৈর অবলম্বন করিয়া সৌদাসের বধসাধনে অহর্নিশ ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! এদিকে রাক্ষস সতত তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকিল, রাজা সৌদাসেরও দ্বাদশবার্ষিক সত্র সমাপ্ত হইয়া গেল। ১৪-৩০। মহর্ষি বশিষ্ঠ সতত মহীপতির সত্র রক্ষা করিতেন, দুরাত্মা রাক্ষস তাঁহার অণুমাত্রও ছিদ্র দর্শন করিল না। অনন্তর রাজা সৌদাস ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি দক্ষিণাদানে বিদায় দিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বশিষ্ঠকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিলেন;—"হে গুরো! আমি অদ্য স্বহস্তে আপনাকে ভোজন করাইতে অভিলাষ করি, আমার প্রতি

তৎপ্রসাদো মে ভুক্ত্বাদ্য মম মন্দিরে ॥ ৩৩ ॥ সূত উবাচ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ। ক্ষালিতাঙ্ঘ্রিঃ স্বয়ং তেন নিবিষ্টো ভোজনায় বৈ ॥ ৩৪ ॥ ক্রূরবুদ্ধিরথো বীক্ষ্য তদর্থং চামিষং শুভম্। সুসংস্কৃতং বিধানেন সূপকারৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥ উত্থাং কৃত্বা ততস্তাদৃক্ তৎপ্রমাণামতর্কিতাম্। মহামাংসাভৃতাং কৃত্বা তাং জহারামিষান্বিতাম্ ॥ ৩৬ ॥ অথাসৌ মুনিশার্দ্দূলো ভুঞ্জানো বুবুধে হি তৎ। মহামাংসমিতি ক্রুদ্ধস্তত্র প্রোবাচ মন্যুমান্ ॥ ৩৭ ॥ মহামাংসাশনং যস্মাৎকারিতোঽহং ত্বয়াধম। রক্ষোবদ্রাক্ষসস্তস্মাত্ত্বমদ্যৈব ভবিষ্যসি ॥ ৩৮ ॥ ততঃ সংশোধয়ামাস তস্য মাংসস্য চাগমম্। নিপুণং সূপকারাংস্তান্ দৃষ্ট্বা রাজা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৯ ॥ তেঽব্রুবন্নৈতদস্মাভিঃ শ্রপিতং মাংসমীদৃশম্। শ্রদ্ধীয়তাং মহীপাল নান্যেন মনুজেন বা ॥ ৪০ ॥ রাক্ষসং বা পিশাচং বা দানবং বা বিনা বিভো। এতজ্জ্ঞাত্বা ততো নাথ যদ্যুক্তং তৎসমাচর ॥ ৪১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র নারদো মুনিসত্তমঃ। সমাগত্যাব্রবীৎ সর্ব্বং তদ্রাক্ষসবিচেষ্টিতম্ ॥ ৪২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কোপমাপন্নঃ স রাজা শপ্তুমুদ্যতঃ। বসিষ্ঠং স্বকরে কৃত্বা জলং সৌদাসভূপতিঃ। শাপোদ্যতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥ নিঘ্নন্তো বা শপন্তো বা দ্বিষন্তো বা দ্বিজাতয়ঃ। নমস্কার্য্যা মহীপাল তথাপি স্বহিতেচ্ছুনা। গুরুরেষ পুনর্মান্যস্তব পার্থিবসত্তম ॥ ৪৪ ॥ তস্মান্নার্হসি শপ্তুং ত্বং প্রতিশাপেন সন্মুনিম্। নিষিদ্ধঃ স তথা ভূপস্ততস্তৎসলিলং করাৎ। পাদয়োঃ কৃৎস্নমুপরি প্রমুমোচ ততঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥ অথ তৌ চরণৌ তস্য তপ্তশাপোদকপ্লুতৌ। দগ্ধৌ কৃষ্ণত্বমাপন্নৌ তৎক্ষণাদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৬ ॥ কল্মাষপাদ ইত্যুক্তস্ততঃ প্রভৃতি স ক্ষিতৌ। ভূপালো দ্বিজশার্দ্দূলা নাম্না তেন বিশেষতঃ ॥ ৪৭ ॥ সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো বসিষ্ঠো লজ্জয়ান্বিতঃ। জ্ঞাত্বা দত্তং বৃথা শাপং তস্য ভূমিপতেস্তদা ॥ ৪৮ ॥ উবাচ ব্যর্থঃ শাপোঽয়ং

প্রসন্ন হউন এবং আমার গৃহে গমনপূর্ব্বক ভোজন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। সূত কহিলেন,—ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ 'তাহাই হউক' বলিয়া সৌদাসবাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং রাজা কর্ত্তৃক প্রক্ষালিত পদ হইয়া ভোজনে নিবিষ্ট হইলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! রাক্ষস ক্রূরবুদ্ধি দেখিল —ঋষি বশিষ্ঠের জন্য সূপকারগণ যথাবিধানে উত্তম মাংস পাক করিতেছে, সে তখন অতর্কিতভাবে সেই সংস্কৃত মাংস অপহরণপূর্ব্বক যেরূপ পাত্রে মাংস পাক হইতেছিল, ঠিক তদ্রূপ একটী পাত্র কল্পিত করিয়া তাহাতে নরমাংস প্রদান করত রন্ধনশালায় রাখিয়া দিল। অনন্তর মুনিশার্দ্দুল বশিষ্ঠ ভোজনে বসিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইহা মনুষ্যমাংস, তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভোজনাসনে বসিয়াই ক্রোধভরে বলিলেন,—হে অধম! তুই আমাকে মানুষ মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিস্; অতএব তুইও অদ্য রাক্ষস হইবি। অনন্তর রাজা মনুষ্যমাংসাগমনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তিনি অতি নিপুণতা সহকারে পৃথক পৃথক্ সূপকারগণের পরীক্ষা করিলেন। তাহারা বলিল,—আমরা এরূপ মাংস পাক করি নাই, হে মহীপাল! আপনি আমাদের বাক্যে বিশ্বাস করুন, অন্য কোন মানব এই মাংস পাক করিয়াছে; হে বিভো! রাক্ষস, পিশাচ কিংবা দানব ব্যতীত এইরূপ মাংস পাক করিতে পারে না। হে নাথ! এই সকল জানিয়া-শুনিয়া যাহা উচিত হয়, তাহাই করুন। ইত্যবসরে মুনিসত্তম দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইয়া রাক্ষসচেষ্টিত সমস্তই প্রকাশ করিলেন। নারদের মুখে সেই ব্যাপার শ্রবণে রাজা সৌদাস রোষপরবশ হইয়া করে জল গ্রহণপূর্ব্বক বশিষ্ঠকে শাপদানে উদ্যত হইলেন। অনন্তর নারদ সৌদাসকে বশিষ্ঠের প্রতি শাপোদ্যত দেখিয়া বলিলেন,—হে মহীপাল! দ্বিজাতিগণ প্রহর্ত্তা, শাপদাতা ও দ্বেষ্টা হইলেও আত্মহিতৈষিগণের তাঁহাদিগকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য, হে পার্থিবসত্তম! ইনি তোমার গুরু, অতএব তোমার মান্য; সুতরাং এই সাধুমুনির প্রতি তোমার প্রতিশাপ প্রদান উপযুক্ত নহে। অনন্তর বসুধাধিপতি সৌদাস নারদ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া নিজ চরণদ্বয়ে সেই সমস্ত শাপজল পরিত্যাগ করিলেন; হে দ্বিজসত্তমগণ! প্রতপ্ত শাপজলে তদীয় চরণদ্বয় আপ্লুত ও দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।৩১—৩৬। হে দ্বিজশার্দ্দুলগণ! তদবধি বসুধাপতি সৌদাস ক্ষিতিতলে কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। সূত কহিলেন,—তখন বিপ্র বশিষ্ঠও রাজাকে বৃথা শাপ দিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন; বলিলেন,—হে নৃপ! আমি তোমাকে

তব দত্তো ময়া নৃপ । ন চ মে জায়তে বাক্যমসত্যং হি কথঞ্চন ॥ ৪৯ ॥ তস্মাত্ত্বং রাক্ষসো ভূত্বা কঞ্চিৎ কালং নৃপোত্তম । স্বরূপং লপ্স্যসে ভূয়ো যস্মিন্ কালে শৃণুষ তম্ ॥ ৫০ ॥ যদা ত্বং ক্রূরবুদ্ধিং তং রাক্ষসং নিহনিষ্যসি । তদা ত্বং লপ্স্যসে মোক্ষং রাক্ষসত্বাৎ সুদারুণাৎ ॥ ৫১ ॥ সূত উবাচ । এতস্মিন্নন্তরে রাজা যাতুধানো বভূব সঃ । ঊর্দ্ধকেশো মহাকায়ঃ কৃষ্ণদন্তো ভয়ানকঃ ॥ ৫২ ॥ ততো জঘান বিপ্রেন্দ্রান রাক্ষসং ভাবমাশ্রিতঃ । যজ্ঞান বিধ্বংসয়ামাস মুনীনামাশ্রমানপি ॥ ৫৩ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ক্রূরবুদ্ধিঃ স রাক্ষসঃ । জ্ঞাত্বা তং রাক্ষসীভূতমেকদায়ুধবৰ্জ্জিতম্ ॥ ৫৪ ॥ ভ্রাতুর্বধকৃতং বৈরং স্মরমাণস্ততঃ পরম্ । তদ্বধার্থং সমায়াতো রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৫৫ ॥ ততস্তং বেষ্টয়িত্বাপি সমন্তাদ্রাক্ষসো নৃপম্ । প্রোবাচ বচনং ক্রুদ্ধো নাদেন পূরয়ন দিশঃ ॥ ৫৬ ॥ ত্বয়া যো নিহতোঽস্মাকং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুদুর্ম্মতে । বসিষ্ঠস্য বলাদ্যজ্ঞে তস্যাদ্য ফলমাপ্নুহি ॥ ৫৭ ॥ রাজোবাচ । যদ্ব্রবীষি দুরাচার কর্ম্মণা তৎসমাচর । শারদস্যেব মেঘস্য গর্জ্জিতং তব নিষ্ফলম্ ॥ ৫৮ ॥ এবমুক্ত্বা সমাদায় ততো বৃক্ষং স পার্থিবঃ । প্রাদ্রবৎ সম্মুখং তস্য গর্জ্জমানো যথা ঘনঃ ॥ ৫৯ ॥ সোঽপি বৃক্ষং সমুৎপাট্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ । ত্রিশঙ্খাং ভ্রূকুটিং কৃত্বা তস্যাপ্যভিমুখং যযৌ ॥ ৬০ ॥ এবং দ্বাবপি তৌ শূরৌ বৃক্ষযুদ্ধং মহাবলৌ । কৃতবন্তৌ বনে তত্র বহুবৃক্ষক্ষয়াবহম্ ॥ ৬১ ॥ অথ তং শ্রান্তমালোক্য ক্রূরবুদ্ধিং মহীপতিঃ । প্রগৃহ্য পাদয়োর্ব্বেগাদ্‌ভ্রময়ামাস পুষ্করে ॥ ৬২ ॥ ততশ্চাস্ফোটয়ামাস ভূমৌ কোপসমন্বিতঃ । চক্রে চামিষখণ্ডং স পিষ্ট্বাপিষ্ট্বা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৩ ॥ তস্মিংস্তু নিহতে শূরে রাক্ষসে স মহীপতিঃ । রাক্ষসত্বাদ্বিনির্মুক্তো লেভে কায়ং নৃপোদ্ভবম্ ॥ ৬৪ ॥ ততস্তে রাক্ষসাঃ শেষাঃ সমন্ততঃ মহীপতিম্ । পরিবার্য্য মহাবৃক্ষৈর্জঘ্নুঃ পাষাণবৃষ্টিভিঃ ॥ ৬৫ ॥ ততস্তানপি ভূপালো জঘান প্রহসন্নিব ।

অন্যায় শাপ প্রদান করিয়াছি ; কিন্তু আমার বাক্য কোনরূপেই মিথ্যা হইবার নহে, অতএব হে নৃপোত্তম । তুমি রাক্ষস হইয়া কিছু কাল বনে বাস কর । তুমি যখন আবার তোমার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবে, বলিতেছি শ্রবণ কর । তুমি যখন ক্রূরবুদ্ধি রাক্ষসকে নিহত করিবে, তখন পুনরায় সুদারুণ রাক্ষসশরীর পরিত্যাগ করিয়া আবার তোমার দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইবে । সূত কহিলেন,—ইত্যবসরে রাজা—ঊর্দ্ধকেশ মহাকায় কৃষ্ণদন্ত ভয়ানক রাক্ষস হইয়া বিপ্রেন্দ্রগণকে নিহত করিতে লাগিলেন । তিনি রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইয়া আশ্রমী মুনিগণের যজ্ঞবিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপে কিছু কাল কাটিয়া গেলে একদা ক্রূরবুদ্ধি রাক্ষস দেখিল, রাজা রাক্ষস হইয়াছেন, তাঁহার করে অস্ত্র নাই ; রাক্ষসের পূর্ব্ববৈর স্মরণ হইল । সে ভ্রাতৃবধজনিত শত্রুতা স্মরণপূর্ব্বক রাজার বধার্থ বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইল । অনন্তর ক্রূরবুদ্ধি রাক্ষস সৈন্য দ্বারা রাজার চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং রোষভরে নাদ দ্বারা দিক্ সকল পরিপূরিত করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—রে দুর্ম্মতে ! বশিষ্ঠবল আশ্রয় করিয়া তুই যে যজ্ঞে আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিহত করিয়াছিস, অদ্য তাহার ফলভোগ কর । রাজা উত্তর করিলেন,—রে দুরাচার ! তুই মুখে যাহা বলিতেছিস্, কার্য্য দ্বারা তাহা প্রদর্শন কর ; তোর গর্জ্জন যেন শারদ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিষ্ফল বলিয়া বোধ হইতেছে । ৫৭—৫৮ । রাজা এইরূপ বলিয়া এক বৃক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং গর্জ্জমান মেঘের ন্যায় রাক্ষসের সম্মুখে প্রধাবিত হইলেন । ক্রোধরক্তলোচন ক্রূরবুদ্ধিও এক তরু উৎপাটিত করিল এবং ত্রিশিখ ভ্রূকুটী করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল । এইরূপে মহাবল শূরদ্বয়ের সেই বনে বৃক্ষযুদ্ধ চলিল । রাজা ও রাক্ষসের সমরে অরণ্যে অনেক তরু ক্ষয় হইল । অনন্তর মহীপতি ক্রূরবুদ্ধিকে শ্রান্ত অবলোকন করিয়া তদীয় পাদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং বেগভরে অম্বরপথে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন । রোষসমন্বিত রাজা রাক্ষসকে আকাশে ভ্রমণ করাইয়া ভূমিতলে নিক্ষিপ করিলেন, এবং তাহাকে মুহুর্মুহু পেষণ করিয়া একখণ্ড আমিষের ন্যায় করিয়া তুলিলেন । অনন্তর শূর রাক্ষস নিহত হইলে তিনিও রাক্ষসশরীর ত্যাগ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বকীয় নৃপদেহ প্রাপ্ত হইলেন । ক্রূরবুদ্ধির অনুচর রাক্ষসগণ চারিদিক্ হইতে রাজাকে বেষ্টন করিয়া মহাতরু ও পাষাণবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল । হে দ্বিজোত্তমগণ ! নিঃশঙ্ক রাজা সৌদাস

বৃক্ষহস্তস্তু বিশ্রব্ধো লীলয়া দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬৬ ॥ ততশ্চ স্বপুরং প্রাপ্তঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ । রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা লব্ধা দেহং পুরাতনম্ ॥ ৬৭ ॥ ততস্তং তেজসা হীনং দুর্গন্ধেন সমাবৃতম্ । ব্রহ্মহত্যোত্থৈশ্চিহ্নৈরন্যৈরপি পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ৬৮ ॥ দৃষ্ট্বা তে মন্ত্রিণস্তস্য পুত্রপৌত্রাস্তথা পরে । নোপসর্পন্তি ভূপালং পাপস্পর্শভয়ান্বিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ উচুশ্চ পার্থিবশ্রেষ্ঠ ন ত্বমর্হসি সঙ্গমম্ । কর্ত্তুং সার্দ্ধমিহাস্মাভির্ব্রহ্মহত্যান্বিতো যতঃ ॥ ৭০ ॥ তস্মাদ্বসিষ্ঠমাহূয় প্রায়শ্চিত্তং সমাচর । অশুদ্ধং শুদ্ধিমায়াতি যেন গাত্রমিদং তব ॥ ৭১ ॥ ততঃ স পার্থিবস্তূর্ণং বসিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্ । সমাহূয়াব্রবীদ্বাক্যং দূরস্থো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৭২ ॥ তব প্রসাদতো বিপ্র স হতো রাক্ষসো ময়া । মুক্তশাপোঽস্মি সঞ্জাতঃ পরং শৃণু বচো মুনে ॥ ৭৩ ॥ মম গাত্রাৎ সুদুর্গন্ধঃ সমুদ্গচ্ছতি সর্ব্বতঃ । ভারাক্রান্তানি গাত্রাণি সর্ব্বাণ্যেবাচলানি চ ॥ ৭৪ ॥ তৎকিমেতদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ তেজোহানিরতীব মে । মন্ত্রিণোঽপি তথা পুত্রা ন স্পৃশন্তি যতোঽদ্য মাম্ ॥ ৭৫ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । রাক্ষসত্বং প্রপন্নেন ত্বয়া পার্থিবসত্তম । ব্রাহ্মণা বহবো ধ্বস্তাস্তথা বিধ্বংসিতা মখাঃ । তেষাং ত্বং পার্থিবশ্রেষ্ঠ সংস্পৃষ্টো ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৭৬ ॥ রাজোবাচ । তদর্থং দেহি মে বিপ্র প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে । যেন নির্ম্মুক্তপাপোঽহং রাজ্যং প্রাপ্নোমি চাত্মনঃ ॥ ৭৭ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । অত্রার্থে তীর্থযাত্রাং ত্বং কুরু পার্থিবসত্তম । নির্ম্মমো নিরহঙ্কারস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৭৮ ॥ ততঃ স পার্থিবশ্রেষ্ঠঃ সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ । প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু স্নানং চক্রে সমাহিতঃ ॥ ৭৯ ॥ ন নশ্যতি স দুর্গন্ধো ন চ তেজঃ প্রবর্দ্ধতে । ন কায়ো লঘুতাং যাতি নালস্যেন বিমুচ্যতে ॥ ৮০ ॥ ততঃ সম্ভ্রমমাণশ্চ কদাচিদ্দ্বিজসত্তমাঃ । চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে স্নানার্থং সমুপাগতঃ ॥ ৮১ ॥ সুশ্রান্তঃ ক্ষুৎপিপাসার্ত্তো নিশীথে তমসাবৃতে । গর্ত্তায়াং পতিতোঽকস্মাৎ পূর্ণায়াং পয়সা নৃপঃ ॥ ৮২ ॥ কৃচ্ছ্রাত্ততো বিনিষ্ক্রান্তস্তীর্ণাত্তস্মান্মহীপতিঃ । যাবৎ

হাসিতে হাসিতে তরুকরেই অবলীলাক্রমে তাহাদিগকেও নিহত করিলেন। রাজা রাক্ষসগণের বধ করিলেন ও পুরাতন শরীর প্রাপ্ত হইলেন; হর্ষে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। তিনি স্বপুরে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার তেজোহানি হইল, দুর্গন্ধে শরীর ছাইয়া গেল এবং শরীরে অন্যান্য ব্রহ্মহত্যার চিহ্নসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখা গেল। তদীয় মন্ত্রী, পুত্র ও পৌত্র সকলেই ইহা দর্শন করিল। কেহই পাপস্পর্শভয়ে মহীপতির সম্মুখে আগমন করিল না। পরন্তু সকলেই বলিল;—হে পার্থিবসত্তম! আপনার সংসর্গ পরিত্যাজ্য; আপনি ব্রহ্মহত্যাযুক্ত হইয়াছেন, আমরা আপনার সংসর্গ করিতে প্রবৃত্ত নহি। অতএব বশিষ্ঠের আহ্বান করিয়া যেরূপ করিলে অশুদ্ধ শরীর শুদ্ধি লাভ করে, আপনি তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত করুন। অনন্তর রাজা সত্বর মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠের আহ্বান করিলেন, এবং তাঁহার দূরে থাকিয়া বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন;—হে বিপ্র! আপনার প্রসাদে আমি সেই রাক্ষসকে নিহত করিয়া শাপমুক্ত হইয়াছি; এক্ষণে আমার একটী পরম বাক্য শ্রবণ করুন। হে মুনে! আমার সর্ব্ব শরীর হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে এবং পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্ব শরীর ভারাক্রান্ত হইয়াছে; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেন আমার অতীব তেজোহানি হইল? আমার মন্ত্রী ও পুত্রগণ আমার শরীর স্পর্শ করে না। ৫৯—৭৫ব। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে পার্থিবসত্তম! তুমি রাক্ষসশরীর পরিগ্রহ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ নিধন ও বহু যজ্ঞধ্বংস করিয়াছ, তাহা হইতেই তোমার ব্রহ্মহত্যাসংস্পর্শ হইয়াছে। রাজা উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র! আপনি ব্রাহ্মণনিহনন ও যজ্ঞধ্বংসজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করুন; আমি তথাবিধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আত্মশুদ্ধি লাভ করত নির্ম্মুক্তপাপ হইয়া আমার স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হই। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজসত্তম! তুমি এই পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ তীর্থযাত্রা কর, তীর্থযাত্রায় ক্রমে তুমি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া তদনন্তর সিদ্ধি লাভ করিবে। অনন্তর সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নৃপবর সমাহিতমনা হইয়া প্রয়াগাদিতীর্থে স্নান করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার শরীরের দুর্গন্ধ দূর হইল না, তেজ প্রবৃদ্ধ হইল না, শরীর লঘুতা প্রাপ্ত হইল না এবং তিনি আলস্যবিমুক্ত হইলেন না। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর রাজা ব্যাকুল হইয়া একদা স্নানার্থ চমৎকারপুর-ক্ষেত্রে সমাগত হইলেন; তখন রজনী অন্ধকারাবৃত ছিল, রাজা সেই নিশীথসময়ে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া অকস্মাৎ এক জলপূর্ণ গর্ত্তমধ্যে পড়িয়া গেলেন। তদনন্তর মহীপতি অতিকষ্টে সেই গর্ত্ত হইতে উত্তরণ করিলেন। এই গর্ত্ত এক

পশ্যতি চাত্মানং দ্বাদশার্কসমপ্রভম্ ॥ ৮৩ ॥ দুর্গন্ধেন পরিত্যক্তং সোদ্যমং লঘুতাং গতম্। দৃষ্ট্বা চ চিন্তয়ামাস নূনঃ মুক্তোঽস্মি পাতকাৎ ॥ ৮৪ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। হর্ষয়ন্তী মহীপালং বিমুক্তং ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৮৫ ॥ বিমুক্তোঽসি মহারাজ সাম্প্রতং পূর্ব্বপাতকৈঃ। তীর্থস্যাস্য প্রভাবেন তস্মাদ্ গচ্ছ নিজং গৃহম্ ॥ ৮৬ ॥ অত্র সন্নিহিতো নিত্যং ভ্রূণরূপেণ শঙ্করঃ। কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ চতুর্দ্দশ্যাং মহীপতে ॥ ৮৭ ॥ যদা প্রপতিতং লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ। দ্বিজশাপেন গর্ত্তৈষা তদানেন বিনির্ম্মিতা ॥ ৮৮ ॥ লজ্জিতেন স্ববাসার্থং মহদ্দুঃখযুতেন চ। সতীবিয়োগযুক্তেন ভ্রূণত্বং প্রগতেন চ ॥ ৮৯ ॥ সর্ব্বপাপহরা তেন গর্ত্তেয়ং পৃথিবীপতে। ভ্রূণগর্ত্তেতি বিখ্যাতা তস্য নাম্না জগত্রয়ে ॥ ৯০ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বাথ সা বাণী বিররামান্তরিক্ষগা। সোঽপি পার্থিবশার্দ্দূলঃ প্রহৃষ্টঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ৯১ ॥ ততস্তং পাপনির্ম্মুক্তং তেজসা ভাস্করোপমম্। দৃষ্ট্বা পুত্রাস্তথা মর্ত্ত্যাঃ প্রণেমুস্তুষ্টিসংযুতাঃ ॥ ৯২ ॥ সোঽপি ব্রাহ্মণশার্দ্দূলো বসিষ্ঠস্তং মহীপতিম্। সমভ্যেত্য ততঃ প্রাহ হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৯৩ ॥ দিষ্ট্যা মুক্তোঽসি রাজেন্দ্র পাপাদ্ ব্রহ্মবধোদ্ভবাৎ। দিষ্ট্যা ত্বং তেজসা যুক্তঃ পুনঃ প্রাপ্তো নিজং পুরম্ ॥ ৯৪ ॥ তস্মাৎ কীর্ত্তয় ভূপাল কস্মিংস্তীর্থে সমাগতঃ। ত্বং মুক্তঃ পাতকাদ্ঘোরাদ্ ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবাৎ ॥ ৯৫ ॥ ততঃ স কথয়ামাস ভ্রূণগর্ত্তাসমুদ্ভবম্। বৃত্তান্তং তস্য বিপ্রর্ষেরনুভূতং যথা তথা ॥ ৯৬ ॥ ততস্তে মন্ত্রিণো বৃদ্ধাঃ স চ রাজা মুনীশ্বরঃ। পুত্রং প্রতর্দ্দনং নাম রাজ্যে সংস্থাপ্য তৎক্ষণাৎ ॥ ৯৭ ॥ ভ্রূণগর্ত্তাং সমাসাদ্য তামেব দ্বিজসত্তমাঃ। তপশ্চেরুর্ম্মহাদেবং ধ্যায়মানা দিবানিশম্ ॥ ৯৮ ॥ গতাশ্চ পরমাং সিদ্ধিং কালেনাল্পেন দুর্লভাম্। ভ্রূণরূপধরং দেবং পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৯৯ ॥ ততঃপ্রভৃতি সা গর্ত্তা প্রখ্যাতা ধরণীতলে। ভ্রূণগর্ত্তেতি বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ১০০ ॥ তত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। স পিতৄংস্তারয়েন্নূনং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ১০১ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র শ্রাদ্ধং

মহাতীর্থ, রাজা গর্ত্ত হইতে উঠিয়াই দেখিলেন,—তাঁহার শরীর দ্বাদশ দিবাকরের প্রভা ধারণ করিয়াছে, শরীরের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়াছে, শরীর লঘু ও উদ্যমসমন্বিত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া তিনি চিন্তা করিলেন,—"আমি নিশ্চয়ই পাতকমুক্ত হইয়াছি।" ইত্যবসরে তাঁহার হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক এক আকাশবাণী উত্থিত হইল,—"হে মহীপাল! তুমি ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত হইয়াছ, এই তীর্থপ্রভাবে তোমার পূর্ব্বপাতক বিদূরিত হইয়াছে, সম্প্রতি স্বপুরে গমন কর। হে মহীপতে! শঙ্কর ভ্রূণরূপে এই তীর্থে নিত্য সন্নিহিত। বিশেষতঃ দ্বিজশাপে এই স্থানে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীদিনে দেবদেব শূলীর লিঙ্গ পতিত হয়, তিনি লজ্জিত হইয়া আপনাকে লুকাইবার জন্য এই গর্ত্ত নির্ম্মাণ ও মহাদুঃখযুক্ত হইয়া গর্ত্তমধ্যে বাস করেন। হে পৃথিবীপতে! সতীবিযুক্ত শঙ্কর এই গর্ত্তে ভ্রূণত্ব প্রাপ্ত হন, এই জন্য এই গর্ত্ত সর্ব্বপাপহরা এবং তাঁহারই নামে ভ্রূণগর্ত্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।" সূত কহিলেন,—আকাশবাণী এইরূপ বলিয়া বিরত হইয়া তখনই আকাশে মিশিয়া গেলেন। নৃপশার্দ্দূলও হৃষ্টান্তঃকরণে স্বপুরে গমন করিলেন। রাজা স্বপুরে উপনীত হইলে তদীয় তনয় ও অন্যান্য মানবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট হইল এবং পাপনির্ম্মুক্ত প্রভাকরপ্রভাসম্পন্ন নৃপকে প্রণাম করিল। দ্বিজশার্দ্দূল বশিষ্ঠও মহীপতির সমীপে উপনীত হইয়া হর্ষগদ্গদবাক্যে বলিলেন;—হে রাজেন্দ্র! ভাগ্যবশে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং ভাগ্য ক্রমেই অদ্য তুমি তেজোযুক্ত হইয়া স্বপুরে উপনীত হইয়াছ; অতএব ভূপাল! বল, বল, তুমি কোন্ তীর্থে গমন করিয়া এই ঘোর ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইলে? ৭৬—৯৫। অনন্তর রাজা ভ্রূণগর্ত্ততীর্থের সমুদ্ভববৃত্তান্ত যেরূপ তাঁহার স্মৃতি ছিল, বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠের নিকট তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন এবং প্রতর্দ্দন নামক পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঋষিবর বশিষ্ঠ ও বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সহ তৎক্ষণাৎ ভ্রূণগর্ত্ততীর্থে গমনপূর্ব্বক মহাদেবকে ধ্যান করিতে করিতে নিরন্তর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! তাঁহারা সকলেই ভ্রূণরূপী ভবমহেশ্বরকে পূজা করিয়া অল্পকাল মধ্যে পরম দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিলেন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! তদবধি সেই ভ্রূণগর্ত্তা সকল কলুষনাশিনী বলিয়া ধরণীতলে বিখ্যাতা হইল। যে নর কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিনে ভ্রূণগর্ত্তায় শ্রাদ্ধ করে, সে উর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে; সন্দেহ

সমাচরেৎ। স্নানং চ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা দানং বাপি স্বশক্তিতঃ ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভ্রূণগর্ত্তামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। চর্ম্মমুণ্ডা তথা দেবী তস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতা। নলেন স্থাপিতা পূর্ব্বং স্বয়মেব মহাত্মনা ॥ ১ ॥ অভ্যর্চ্চয়তি তাং ভক্ত্যা যো মহানবমীদিনে। স কামান্ বাঞ্ছিতাল্লব্ধা পদং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্ ॥ ২ ॥ বীরসেনসুতঃ পূর্ব্বং নলো নাম মহীপতিঃ। আসীৎ সর্ব্বগুণোপেতঃ সর্ব্বশত্রুক্ষয়াবহঃ ॥ ৩ ॥ ভার্য্যা তস্যাভবৎ সাধ্বী প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। দময়ন্তীতি বিখ্যাতা বিদর্ভাধিপতেঃ সুতা ॥ ৪ ॥ অথাসৌ কলিনাবিষ্টো দ্যূতং চক্রে মহীপতিঃ। পুষ্করেণ সমং বিপ্রা দায়াদেন দিবানিশম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ স ব্যসনাসক্তো বার্য্যমাণোঽপি সজ্জনৈঃ। হারয়ামাস সপ্তাঙ্গং রাজ্যং মুক্ত্বা চ তাং প্রিয়াম্ ॥ ৬ ॥ অথ তাং স সমাদায় প্রবিষ্টো গহনং বনম্। নির্জ্জলং লজ্জয়াবিষ্টো দুঃখব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ স চিন্তয়ামাস যদ্যেষা ভীমমন্দিরে। যাতি তন্মুচ্যতে কষ্টাদ্বনবাসসমুদ্ভবাৎ ॥ ৮ ॥ ন ময়া তত্র গন্তব্যং কথঞ্চিদপি মানিনা। তস্মাদেনাং পরিত্যজ্য রাত্রৌ গচ্ছামি দূরতঃ ॥ ৯ ॥ যেন ত্যক্তা ময়া সাধ্বী কুণ্ডিনং যাতি তৎপুরম্। স এবং নিশ্চয়ং কৃত্বা সুখসুপ্তাং বিহায় তাম্। প্রজগাম বনং ঘোরং বহুশ্বাপদসঙ্কুলম্ ॥ ১০ ॥ প্রত্যূষে চাপি সোত্থায় যাবৎপশ্যতি ভামিনী। তাবৎপশ্যতি শূন্যং স্বং পার্শ্বং যত্র নলঃ স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ততো বিলপ্য দুঃখার্ত্তা করুণং তত্র কাননে। জগাম মার্গমাশ্রিত্য পিতুর্হর্ম্ম্যং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১২ ॥ নলোঽপি চ বনে তস্মিন ভ্রমমাণো মহীপতিঃ। একাকী বৃক্ষকুঞ্জানি সেবয়ামাস সর্ব্বদা ॥ ১৩ ॥ ততস্তদ্বনমুৎসৃজ্য জগামান্যন্মহাবনম। ন নারুক্ষগণৈর্যুক্তং বহুশ্বাপদ-

---

নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ভ্রূণগর্ত্তায় শ্রাদ্ধ করিবে। হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ! এই তীর্থে স্নান ও স্বশক্তি অনুসারে দান কর্ত্তব্য। ৯৬—১০২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩

—০—

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভ্রূণগর্ত্তার সমীপে দেবী চর্ম্মমুণ্ডা অবস্থিতা। পুরাকালে মহাত্মা নল স্বয়ং এই দেবীকে স্থাপিত করেন। যে মানব মহানবমীদিনে দেবী চর্ম্মমুণ্ডাকে ভক্তিযুক্ত হইয়া পূজা করে, সে নিখিল কামনা লাভ করিয়া নিত্যপদ লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। মহীপতি নল তাঁহারই তনয়। নল সর্ব্বগুণসমন্বিত ছিলেন। তিনি নিখিল শত্রুকুল নির্ম্মূল করেন। তাঁহার পত্নী বিদর্ভাধিপতি সুতা বিখ্যাতা সাধ্বী দময়ন্তী। দময়ন্তী তাঁহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা ছিলেন। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! মহীপতি নল কলিকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া পুষ্কর নামক দায়াদ সহ একদা দিবানিশ দ্যূতক্রীড়া করেন। সজ্জনগণ রাজাকে ব্যসনাসক্ত হইতে বারণ করিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন না; কালে দ্যূতক্রীড়ায় সপ্তাঙ্গ সহ রাজ্য হারিলেন। অনন্তর নল রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে গ্রহণ করত নীরহীন গহন অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন; দুঃখে তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যাকুল হইল। নল ভাবিলেন,—যদি দয়িতা দময়ন্তী তদীয় পিতা ভীমনৃপতির পুরে গমন করে, তবে ইহার বনবাসক্লেশের উপশম হয়, আমার কোনক্রমেই তথায় গমন করা কর্ত্তব্য নহে; কেন না আমার মানের লাঘব হইবে। অতএব রজনীযোগে আমি ইঁহাকে এরূপ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইব যে, আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া সহধর্ম্মিণী অনায়াসেই কুণ্ডিনপুরে গমন করিতে সমর্থ হয়। রাজা এইরূপ নিশ্চয় করিলেন, দময়ন্তী তাঁহার সমীপে সুখে শয়ানা ছিলেন। তিনি সেই সুখসুপ্তা পত্নীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু শ্বাপদ-সঙ্কুল এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে, দময়ন্তী গাত্রোত্থান করিলেন; ভামিনী গাত্রোত্থান করিয়াই দেখিলেন,—নল তাঁহার পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট ছিলেন, সে স্থান শূন্য। অনন্তর দময়ন্তী কাননমধ্যে বহু করুণ বিলাপ করিলেন এবং দুঃখার্ত্তা হইয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে পিতার মন্দিরে গমন করিলেন। ১—১২। এদিকে নৃপতি নলও একাকী সেই কানন মধ্যে বিচরণপূর্ব্বক সতত বৃক্ষকুঞ্জের সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহীপাল নল

সঙ্কুলম্‌ ॥ ১৪ ॥ এবং স পৃথিবীপালো ভ্রমমাণো বনাদ্বনম্‌ ।•হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রমাসসাদ-ততঃ পরম্‌ ॥ ১৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তং তন্মহানবমীদিনম্‌ । বিশেষাদ্যত্র ভূপালাঃ পূজয়ন্তি সুরেশ্বরীম্‌ ॥ ১৬ ॥ ততঃ স মৃণ্ময়ীং কৃত্বা চর্ম্মমুণ্ডধরাং নৃপঃ । বিভবাভাবতঃ পশ্চাৎফলমূলৈরতর্পয়ৎ ॥ ১৭ ॥ ততস্তস্যাঃ স্তুতিং কৃত্বা পুরঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ । শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো নিষধাধিপতিঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১৮ ॥ জয় সর্ব্বগতে দেবি চর্ম্মমুণ্ডধরে বরে । জয় দৈত্যকুলোচ্ছেদদক্ষে দক্ষাত্মজে শুভে ॥ ১৯ ॥ কালরাত্রি জয়াচিন্ত্যে নবম্যষ্টমিবল্লভে । ত্রিনেত্রে ত্র্যম্বকাভীষ্টে জয় দেবি সুরার্চ্চিতে ॥ ২০ ॥ ভীমরূপে সুরূপে চ মহাবিদ্যে মহাবলে । মহোদরে মহাকায়ে জয় দেবি মহাব্রতে ॥ ২১ ॥ নিত্যরূপে জগদ্ধাত্রি সুরামাংসাসবপ্রিয়ে । বিকরালি মহাকালি জয় প্রেতজনানুগে ॥ ২২ ॥ শবযানরতে রম্যে ভুজঙ্গাভরণান্বিতে । পাশহস্তে মহাহস্তে রুধিরৌঘকৃতাস্পদে ॥ ২৩ ॥ ফেৎকাররব-শোভিষ্ঠে গীতবাদ্যবিরাজিতে । জয়ানাদ্যে. জয় ধ্যেয়ে ভর্গদেহার্দ্ধসংশ্রয়ে ॥ ২৪ ॥ ত্বং রতিস্ত্বং ধৃতিস্তুষ্টিস্ত্বং গৌরী ত্বং সুরেশ্বরী । ত্বং লক্ষ্মীস্ত্বং চ সাবিত্রী গায়ত্রী ত্বমসংশয়ম্‌ ॥ ২৫ ॥ যৎকিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু স্ত্রীরূপং দেবি দৃশ্যতে । তৎসর্ব্বং ত্বন্ময়ং নাত্র বিকল্পোঽস্তি মম ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥ যেন সত্যেন তেন ত্বমত্রাবাসং দ্রুতং কুরু । সান্নিধ্যং ভক্তিতুষ্টা সুরাসুরনমস্কৃতে ॥ ২৭ ॥ সূত উবাচ । এবং স্তুতা চ সা দেবী নলেন পৃথিবীভুজা । প্রোবাচ দর্শনং গত্বা তং নৃপং ভক্তবৎসলা ॥ ২৮ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ । পরিতুষ্টাস্মি তে বৎস স্তোত্রেণানেন সাম্প্রতম্‌ । তস্মাদ্গৃহাণ মত্তস্ত্বং বরং মনসি সংস্থিতম্‌ ॥ ২৯ ॥ নল উবাচ । দময়ন্তীতি মে ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী । সা ময়া নির্জ্জনে মুক্তা বনে ব্যালগণান্বিতা ॥ ৩০ ॥ অথগুণীনাং নির্দোষাং যথাহং ত্বৎপ্রসাদতঃ । লভে ভূয়োঽপি তাং

সে বন পরিত্যাগ করিয়া নানাবৃক্ষশ্রেণী-সমাকীর্ণ বহু শ্বাপদসঙ্কুল অন্য এক মহাবনে চলিয়া গেলেন ; তিনি নিরন্তর এক বন হইতে অন্য বনে এইরূপে অনেক কানন পর্য্যটন করিয়া হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। ইত্যবসরে সেই দিন মহানবমী আসিয়া উপস্থিত হইল ; বিশেষতঃ ভূপালগণ এই দিনে সেইস্থানে সুরেশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন। নিষধাধিপতি নৃপ নল কি করেন, তাঁহার বিভবের অভাব হইয়াছে, তিনি চর্ম্মমুণ্ডধারিণীর মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তৎপরে ফল মূল দ্বারা দেবীর তৃপ্তিসাধন করিলেন এবং অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরম শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। নল বলিলেন,—হে দেবি! সর্ব্বঘটে আপনার অধিষ্ঠান, আপনি চর্ম্মমুণ্ড-ধারিণী। হে বরে! আপনার জয় হউক। হে শুভে! আপনি দক্ষ-প্রজাপতির তনয়া ; দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিতে আপনি দক্ষা, নবমী ও অষ্টমী তিথি আপনার প্রিয় ; আপনি চিন্তাতীতা ; আপনার জয় হউক। হে ত্রিনয়নি! আপনি ত্রিলোচনের অভীষ্ট ; হে দেবি ! সুরগণ আপনার অর্চ্চনা করেন ; আপনার জয় হউক। হে মহাবিদ্যে! আপনার রূপ যেমন ভীষণ, তেমনই মনোরম, আপনি মহাবলশালিনী ; আপনার অভ্যু দয় অতি মহান্‌ শরীরের সীমা হয় না ; হে মহাব্রত-ধারিণী দেবি ! আপনার জয় হউক। হে জগদ্ধাত্রি! আপনি নিত্যরূপা ; মদ্য, মাংস ও আসব আপনার প্রিয়, প্রেতগণ আপনার অনুগ ; আপনি ভীষণ-বদনা, হে মহাকালি! আপনার জয় হউক। হে মনোহরে! আপনি শবযানরত ; ভুজঙ্গ আপনার আভরণ, আপনার হস্ত অতি বিশাল, তাহাতে পাশ শোভিত, শোণিত-শ্রেণী আপনার আস্পদ, আপনি ফেৎকাররবে শোভিতা, গীতবাদিত্র-সমন্বিতা ও ধ্যেয়া এবং শিব আপনার দেহার্দ্ধে সংস্থিত। হে অনাদ্যে! আপনার জয় হউক। আপনি রতি, ধৃতি, তুষ্টি, গৌরী সুরেশ্বরী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী এবং গায়ত্রী ; সংশয় নাই। হে দেবি! ত্রিলোকে যে সকল নারীরূপ দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত আপনারই রূপ। এ বিষয়ে আমার বিকল্প কিছুই নাই। হে সুরাসুর-পূজিতে! আমার এই সত্যে সত্বর এই মূর্ত্তিতে অধিবাস কর, আমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া এই প্রতিমায় সান্নিধ্য কর। সূত কহিলেন,—ভক্তবৎসলা দেবী মহীপাল নল কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুতা হইয়া তাঁহাকে দর্শনদান করত কহিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে বৎস! সম্প্রতি তোমার এই স্তবে আমি অতীব তুষ্ট হইয়াছি ; অতএব আমার নিকট অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। নল উত্তর করিলেন,—দময়ন্তী আমার পত্নী; তিনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ; আমি তাঁহাকে ব্যালসমাকীর্ণ নির্জ্জন অরণ্যে পরিত্যাগ

দেবি তথাত্র কুরু সত্বরম্ ॥ ৩১ ॥ স্তোত্রেণানেন যো দেবি স্তুতিং কুর্য্যাৎপুরস্তব। তত্রৈব দিবসে তস্মৈ ত্বয়া দেয়ং মনোগতম্ ॥ ৩২ ॥ সূত উবাচ। সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় জগামাদর্শনং ততঃ। সোঽপি পার্থিবশার্দ্দূলো লেভে সর্ব্বং তয়োদিতম্ ॥ ৩৩ ॥

নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্যা এব সমীপস্থং দেবদেবং নলেশ্বরম্। দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপাৎস্থাপিতং নলভূভুজা ॥ ১ ॥ যস্তং পশ্যেন্নরো ভক্ত্যা মাঘে ষষ্ঠ্যাং সিতে দ্বিজাঃ। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ২ ॥ কণ্ডূঃ পামাথ দদ্রূণি মণ্ডলানি বিচর্চ্চিকা। দর্শনাত্তস্য নশ্যন্তি জন্তূনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৩ ॥ অস্তি তস্যাগ্রতঃ কুণ্ডং স্বচ্ছোদকসুপূরিতম্। মৎস্যকূর্ম্মসমাকীর্ণং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৪ ॥ যস্তত্র কুরুতে স্নানং প্রত্যূষে সোমবাসরে। অপি কুষ্ঠাময়গ্রস্তঃ স ভূয়ঃ স্যাৎপুনর্নবঃ ॥ ৫ ॥ যদা সংস্থাপিতঃ শম্ভুর্নলেন পৃথিবীভুজা। তদা তুষ্টেন স প্রোক্তো ব্রূহি কিং তে করোম্যহম্ ॥ ৬ ॥ নল উবাচ। অত্র স্থেয়ং ত্বয়া দেব সদা সন্নিহিতেন চ। সর্ব্বলোকহিতার্থায় রোগনাশায় শঙ্কর ॥ ৭ ॥ শঙ্কর উবাচ। অহং ত্বদ্বচনাদ্রাজন্ সম্প্রাপ্তে সোমবাসরে। প্রত্যূষে চ নিবৎস্যামি প্রাসাদে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ মাঘাষ্টম্যামহোরাত্রং সকলং মহীপতে। প্রাণিনাং রোগনাশায় শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥ যো মামত্র স্থিতং তত্র দিবসে বীক্ষয়িষ্যতি। স্নাত্বা সুবিমলে কুণ্ডে সম্যক্‌শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। তস্য নাশং প্রযাস্যন্তি ব্যাধয়ো গাত্রসম্ভবাঃ ॥ ১০ ॥ যোঽস্য কুণ্ডস্য সম্ভূতাং মৃত্তিকামপি মানবঃ। সন্ধাস্যতি নিজে দেহে সোমবারে নিশাক্ষয়ে। সোঽপি রোগৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ সন্তবিষ্যতি পুষ্টিমান্ ॥ ১১ ॥ নিষ্কামস্তু পুনর্যো মাং তস্মিন্ কালে নৃপোত্তম। পূজয়িষ্যতি সদ্ভক্ত্যা পুষ্প-

করিয়াছি; তাঁহার চরিত্রে কদাচ দোষস্পর্শ করে নাই। তিনি দোষহীনা এবং তাঁহারই প্রসাদে আমি বিখ্যাত হইয়াছি। হে দেবি! আমি তাঁহাকে যেরূপে পুনরায় লাভ করিতে পারি, আপনি সত্বর তাহা করুন। আর আমার কৃত এই স্তবে যে নর আপনার সম্মুখে স্তব করিবে, তাহার সেই দিবসেই যেন অভীষ্ট লাভ হয়। সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবী "তাহাই হউক" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, নৃপশার্দ্দুল নলও তাঁহার বাক্যবলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিলেন। ১৩—৩৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—নৃপতি নল সেই চর্ম্মমুণ্ডধারিণীর সন্নিধানে দেবদেব নলেশ্বরকে স্থাপিত করেন, ইঁহাকে দর্শন করিলে মানব পাপবিমুক্ত হয়। হে দ্বিজগণ! যে মানব মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠীতিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক নলেশ্বরের দর্শন করে, সে রোগমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। নলেশ্বরের দর্শনেই ভাবিতাত্মা প্রাণিগণের কণ্ডু, পামা, মণ্ডলাকার দদ্রু ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই নলেশ্বরের সম্মুখে এক কুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ড নির্ম্মলজলপূর্ণ, মৎস্যকচ্ছপসমাকীর্ণ ও পদ্মিনীনিচয়ে ভূষিত। যে মানব সোমবাসরের প্রত্যূষে এই কুণ্ডে স্নান করে, কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইলেও সে ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া নূতন শরীর ধারণ করিয়া থাকে। যৎকালে ভূপাল নল এই স্থানে শম্ভুকে প্রতিষ্ঠিত করেন, সন্তুষ্ট শঙ্কর তখন নলকে বলিয়াছিলেন,—নল! বল, আমি তোমার কি প্রিয় করিব? নল কহিলেন,—হে দেব শঙ্কর! লোকহিতকামনায় আপনি সতত এই স্থানে সন্নিহিত হইয়া প্রাণিগণের রোগনাশ করুন। শঙ্কর কহিলেন,—হে রাজন্! আমি তোমার প্রার্থনানুসারে সোমবাসরের প্রত্যূষে এই প্রাসাদে বাস করিব, সংশয় নাই। হে মহীপতে! মাঘমাসের অষ্টমী বিশেষতঃ শুক্লাষ্টমীতে প্রাণিগণের রোগনাশকামনায় আমি এইস্থানে বাস করিব, যে মানব এই প্রাসাদে মাঘাষ্টমীদিবসে আমাকে দর্শন ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সুবিমল কুণ্ডে সম্যক্ স্নান করিবে, তাহার শরীরজাত ব্যাধিসমূহ বিনষ্ট হইবে। সোমবারের প্রত্যূষ সময়ে যে মানব এই কুণ্ডের মৃত্তিকা অঙ্গে ধারণ করে, তাহারও সর্ব্বরোগ নষ্ট এবং দেহপুষ্ট হইবে। ১-১১। হে নৃপোত্তম! যাহার কোন কামনা নাই, তাদৃশ মানব যদি পূর্ব্বোক্ত

ধূপানুলেপনৈঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম লোকং স যাস্যতি ॥ ১২ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্ত্রৈলোক্যদীপকো হরঃ। অন্তর্দ্ধানং গতো বিপ্রা যথা দীপোহত্র তৎক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥ নলোহপি তুষ্টিমাপন্নস্তমারাধ্য চিরং নৃপঃ। তদাহূয়াখিলান্ বিপ্রাংশ্চমৎকারপুরোদ্ভবান্ ॥ ১৪ ॥ এষ সংস্থাপিতঃ শম্ভুর্ময়া যুষ্মৎপুরোহন্তিকে। যেন দৃষ্টেন রোগাণাং সর্ব্বেষাং জায়তে ক্ষয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অধুনাহং গমিষ্যামি স্বরাজ্যায় কৃতে দ্বিজাঃ। নিষধাং চ পুরীমেষ সর্ব্বৈঃ পূজ্যঃ সমাহিতৈঃ ॥ ১৬ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। এবং পার্থিবশার্দ্দূল করিষ্যামঃ সমাহিতাঃ। তব দেবকৃতে যত্নং যাত্রাদ্যাসু ক্রিয়াসু চ ॥ ১৭ ॥ তথা পূজাং করিষ্যামঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ। অস্মাকং পুত্রপৌত্রা যে ভবিষ্যন্তি তথা পরে। বংশজাস্তে করিষ্যন্তি পূজামস্য সুভক্তিতঃ ॥ ১৮ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তঃ স ভূপালস্তৈর্বিপ্রৈস্তুষ্টিসংযুতঃ। প্রহৃষ্টে তান প্রণম্যোচ্চৈঃ সর্ব্বৈস্তৈশ্চাভিনন্দিতঃ ॥ ১৯ ॥

এবং স ভগবান্ শম্ভুস্তস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ। হিতায় সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বরোগক্ষয়াবহঃ ॥ ২০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বীক্ষণীয়ঃ সদা হি সঃ। বিশেষাৎ সোমবারেণ শাশ্বতং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে নলেশ-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশো হধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

সময়ে উত্তম ভক্তি সহকারে পুষ্প, ধূপ ও অনুলেপন দ্বারা নলেশ্বরের পূজা করে, তবে সে নিখিল কলুষ-মুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিবে। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! ত্রিলোকোজ্জ্বল ভগবান্ হর এই বলিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত দীপের ন্যায় সদ্য অন্তর্ধান করিলেন। নৃপ নলও আরাধনা করিয়া চিরপ্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চমৎকারপুরোদ্ভব বিপ্রগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আমি আপনাদের পুরসমীপে এই শম্ভুকে স্থাপিত করিলাম। ইঁহাকে দর্শন করিলে সকলের রোগক্ষয় হইবে। হে দ্বিজগণ! এখন আমি প্রজাপালন জন্য রাজ্যে গমন করি, এই পুরী নিষধপুরী নামে বিখ্যাত হইবে, আপনারা সকলেই এই পুরস্থ শম্ভুর পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে নরশার্দ্দূল! আমরা সমাহিত হইয়া এইরূপই করিব; তোমার প্রতিষ্ঠিত দেবেশ শম্ভুর প্রতি যত্নপ্রদর্শন, যাত্রাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তোমার প্রার্থনানুসারে পূজা করিব; এমন কি, অতঃপর আমাদের যে সকল পুত্র পৌত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সেই বংশজগণও পরম ভক্তিসহকারে ইঁহার পূজা করিবে। সূত কহিলেন,—অনন্তর ভূপাল ভূদেব-গণের এইরূপ বাক্যশ্রবণে পরম প্রীত হইয়া তাঁহা-দিগকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের বাক্যে অভিনন্দিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন। হে দ্বিজগণ। নিখিল লোকের হিতকামনায় ভগবান শম্ভু এই স্থানে অবস্থিত হইয়া প্রাণি-গণের পীড়া ক্ষয় করেন। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে দেবেশ শম্ভুকে সতত দর্শন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যিনি নিত্য সুখ কামনা করেন, তিনি সোমবারে ইঁহাকে দর্শন করিবেন। ১২—২১।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্যাপি নাতিদূরস্থং সাম্বাদিত্যং সুরেশ্বরম্। দৃষ্ট্বা কামানবাপ্নোতি সর্ব্বান্মর্ত্ত্যো হৃদি স্থিতান্ ॥ ১ ॥ যস্তু মাঘস্য শুক্লায়াং সপ্তম্যাং রবিবাসরে। ভক্ত্যা সম্পশ্যতে মর্ত্ত্যো নরকান্ন স পশ্যতি ॥ ২ ॥ আসীৎ পূর্ব্বং দ্বিজো নাম গালবঃ স মহামুনিঃ। স্বাধ্যায়নিরতো নিত্যং বেদবেদাঙ্গ-পারগঃ ॥ ৩ ॥ শুচিব্রতপরঃ শান্তো দেবদ্বিজপরায়ণঃ। কৃতজ্ঞশ্চ সুশীলশ্চ যজ্ঞকর্ম্মবিচক্ষণঃ ॥ ৪ ॥ তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য সম্প্রাপ্তং পশ্চিমং বয়ঃ। অপুত্রস্য দ্বিজ-

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই নলেশ্বর লিঙ্গের অনতি-দূরে সুরেশ্বর সাম্বাদিত্য বিদ্যমান। মানব ইঁহাকে দর্শন করিলে হৃদিস্থ নিখিল কামনা লাভ করে। যে মানব মাঘ মাসের রবিবারযুক্ত শুক্লা সপ্তমীতে ভক্তিপূর্ব্বক সাম্বাদিত্যকে দর্শন করে, তাঁহার নরক দর্শন হয় না। পূর্ব্বকালে গালব নামে জনৈক দ্বিজ ছিলেন। মহামুনি গালব নিত্য স্বাধ্যায়নিরত, বেদবেদাঙ্গপারগ, শুচিব্রতপরায়ণ, শান্ত, দেবদ্বিজরত, কৃতজ্ঞ, সুশীল এবং যজ্ঞকর্ম্মে বিচক্ষণ ছিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া গালব শেষ বয়সে পদার্পণ করি-

শ্রেষ্ঠাস্ততো দুঃখং ব্যজায়ত ॥ ৫ ॥ ততঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গৃহকৃত্যং স ভক্তিমান্‌। সূর্য্যমারাধয়ামাস ক্ষেত্রেঽত্রৈব সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥ বটবৃক্ষং সমাশ্রিত্য শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। স্থাপয়িত্বা রবেরর্চ্চাং যথোক্তাং পঞ্চরাত্রিকে ॥ ৭ ॥ বর্ষাস্বাকাশশায়ী চ হেমন্তে জলসংশ্রয়ঃ। পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ পঞ্চদশে বর্ষে সম্প্রাপ্তে ভগবান্‌ রবিঃ। বটবৃক্ষং সমাশ্রিত্য সমীপস্থমুবাচ তম্‌ ॥৯॥ শ্রীসূর্য্য উবাচ। বরদোঽস্ম্যদ্য ভদ্রং তে বরং প্রার্থয় গালব। অতিদুর্লভমপ্যাশু তব দাস্যাম্যসংশয়ম্‌ ॥ ১০ ॥ গালব উবাচ। অপুত্রোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ পশ্চিমে বয়সি স্থিতঃ। তস্মাদ্দেহি সুতং মহ্যং বংশবৃদ্ধিকরং পরম্‌ ॥ ১১ ॥ শ্রীসূর্য্য উবাচ। বংশবৃদ্ধিকরো বিপ্র পুত্রস্তব ভবিষ্যতি। তেজস্বী চ যশস্বী চ শাস্ত্রজ্ঞো বেদপারগঃ ॥ ১২ ॥ যেয়ং ত্বয়া কৃতা মেঽর্চ্চা সাম্বসূর্য্যস্য সন্নিধৌ। সাম্বসূর্য্যাভিধানোঽয়ং ভবিষ্যতি ধরাতলে ॥ ১৩ ॥ অন্যোঽপি শ্রদ্ধয়োপেতো য এনং পূজয়িষ্যতি। সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ যাবদ্দ্বাদশ, ভাস্বরাঃ ॥ ১৪ ॥ সপ্তম্যাঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিরাহারস্তু ভক্তিতঃ। স প্রাপ্স্যতি ন সন্দেহঃ পুত্রং বংশবিবর্দ্ধনম্‌ ॥ ১৫ ॥ এবমুক্ত্বা চ সপ্তাশ্বো বিররাম দিবাকরঃ। গালবোঽপি প্রহৃষ্টাত্মা জগাম নিজমন্দিরম্‌ ॥ ১৬ ॥ নাতিদীর্ঘেণ কালেন ততস্তস্যাভবৎসুতঃ ॥ যথোক্তস্তেন দেবেন সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥ ততশ্চক্রে পিতা নাম বটেশ্বর ইতি স্বয়ম্‌। বটস্থেন যতো দত্তঃ সন্তুষ্টেনাংশুমালিনা ॥ ১৮ ॥ বটেশ্বরসুতান্‌ দৃষ্ট্বা পৌত্রাংশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ। গালবঃ সূর্য্যমাপন্নঃ কৃত্বা সুবিপুলং তপঃ ॥ ১৯ ॥ বটেশ্বরোঽপি সংজ্ঞায় পিত্রা সংস্থাপিতং রবিম্‌। তদর্থং কারয়ামাস প্রাসাদং সুমনোহরম্‌ ॥ ২০ ॥ ততঃপ্রভৃতি লোকে চ স বটাদিত্যসংজ্ঞিতঃ। পুত্রপ্রদো হ্যপুত্রাণাং বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে ॥ ২১ ॥ সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ উপবাসপরায়ণঃ। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা সপ্তমীর্দ্বাদশ ক্রমাৎ। স প্রাপ্নোতি সুতং শ্রেষ্ঠং স্ববংশস্য

লেন; তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহার বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর ভক্তিমান্‌ গালব গৃহকার্য্যজাত পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাহিতমনা হইয়া এই সাম্বাদিত্য ক্ষেত্রে সূর্য্যের আরাধনা করেন। তিনি বটতরুর আশ্রয় লইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চরাত্রোক্ত বিধানে রবির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। নিরাহার জিতেন্দ্রিয় গালব হেমন্তে জলাভ্যন্তরে অবস্থান, বর্ষায় শূন্যে শয়ন এবং গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে বাস করিয়া রবির আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইল। ভগবান্‌ রবি সেই বটতরুসমীপে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। রবি বলিলেন,—হে গালব! তোমার মঙ্গল হউক, আমি বরদ রবি, অদ্য তোমাকে বরদানার্থ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি; অতি দুর্লভ হইলেও তোমাকে অদ্য তাহা প্রদান করিব, সংশয় নাই। গালব উত্তর করিলেন,—হে সুরবর! আমি শেষ বয়সে উপনীত, আমার তনয় জন্মে নাই; অতএব আমাকে বংশবৃদ্ধিকর উত্তম তনয় দান করুন। সূর্য্য কহিলেন,—হে বিপ্র! তোমার বংশবৃদ্ধিকর তেজস্বী, যশস্বী শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদপারগ তনয় লাভ হইবে; তুমি সাম্বাদিত্য-ক্ষেত্রসমীপে আমার মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছ; অতএব ধরাতলে এই ক্ষেত্রের নাম সাম্বসূর্য্য হইবে। ১—১৩। অন্য কেহও যদি রবিবারযুক্ত সপ্তমীতিথিতে শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া সাম্বসূর্য্যের পূজা করে, আর সেই পূজা যদি ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ রবিবার ও দ্বাদশ সপ্তমী তিথিতে কৃত হয়, তবে তাহার বংশবিবর্দ্ধন তনয় লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। সপ্তাশ্ববাহন দিবাকর এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং গালবও পরম হৃষ্ট হইয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার অনতিদীর্ঘকালে দেবদেব দিনকর-কথিত সর্ব্ব-লক্ষণ লক্ষিত এক তনয় লাভ হইল। অংশুমালী সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া বটতরুমূলে তাঁহাকে তনয়দান করেন, এজন্য স্বয়ং তাহার বটেশ্বর নামকরণ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! গালব বটেশ্বরের অনেক তনয় দর্শন করিলেন, এবং পৌত্রমুখদর্শনানন্তর বিপুল তপস্যা দ্বারা সূর্য্য-সাযুজ্য লাভ করিলেন। বটেশ্বরও পিতার স্থাপিত দিবাকরকে বিদিত হইয়া সেই স্থানে এক মনোরম প্রসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। তদবধি ঐ রবিমূর্ত্তি বটাদিত্য নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইল। এই বটাদিত্য অপুত্রকগণেরও পুত্রদান করিয়া থাকেন। যে উপবাসপরায়ণ নর রবিবারযুক্ত সপ্তমীতে ভক্তিযুক্ত হইয়া বটেশ্বরের পূজা করে; আর সেই পূজা যদি ক্রমান্বয়ে দ্বাদশটী সপ্তমীতিথিতে কৃত হয়, তবে সে স্বীয় বংশবৃদ্ধিকর শ্রেষ্ঠ তনয় লাভ করে। যাহার

বিবর্দ্ধনম্ ॥ ২২ ॥ নিষ্কামো বা নরো যস্তু তং পূজ য়তি মানবঃ। স মোক্ষমাপ্নুয়ান্নূনং দুর্লভং ত্রিদশৈরপি ॥ ২৩॥ অথ গাথা পুরা গীতা নারদেন সুরর্ষিণা। দৃষ্ট্বা পুত্রপ্রদং দেবং বটাদিত্যং সুরেশ্বরম্ ॥ ২৪॥ অপি বর্ষশতা নারী বন্ধ্যা বা দুর্ভগাপি বা। সাম্বসূর্য্যপ্রসাদেন সদ্যো গর্ভবতী ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ কিং দানৈঃ কিং ব্রতৈর্ধ্যানৈঃ কিং জপৈঃ সোপবাসকৈঃ। পুত্রার্থং বিদ্যমানেহথ সাম্বসূর্য্যে সুরেশ্বরে ॥ ২৬॥ বর্ষমেকং নরো ভক্ত্যা যঃ পশ্যেৎ সূর্য্যবাসরে। কৃতক্ষণোহত্র পুত্রং স লভতে চোত্তমং সুখম্ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তং দেবং যত্নতো দ্বিজাঃ। পশ্যেদাত্মহিতার্থায় স্ববংশপরিবৃদ্ধয়ে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাম্বাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। তস্মিন ক্ষেত্রে তথাদিত্যঃ স্থাপিতো দ্বিজসত্তমাঃ। ভীষ্মেণ ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং সম্মতেন তথাত্মনা ॥ ১ ॥ শন্তনোর্দয়িতঃ পুত্রো গাঙ্গেয় ইতি বিশ্রুতঃ। আসীৎপুরা বরো নৃণামূর্দ্ধরেতাঃ সুবিশ্রুতঃ ॥ ২ ॥ তস্যাসীত্তুমুলং যুদ্ধং ভার্গবেণ সমং মহৎ। ত্রয়োবিংশদ্দিনান্যেব দেবাসুররণোপমম্। অম্বাকৃতে শিতৈঃ শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ তদনন্তরম্ ॥ ৩ ॥ ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ স্বয়মেব ব্যবস্থিতাঃ। তাভ্যাং নিবারণার্থায় শান্ত্যর্থং সর্ব্বদেহিনাম্। গতাশ্চ তে সমুত্থাপ্য পুনরেব ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪ ॥ অম্বাপি প্রাপ্য পরমং গাঙ্গেয়োত্থং পরাভবম্। প্রবিষ্টা কোপরক্তাক্ষী সুসমিদ্ধে হুতাশনে ॥ ৫ ॥ ভর্ৎসয়িত্বা নদীপুত্রং বাষ্পব্যাকুললোচনা। ততঃ প্রোবাচ মধ্যস্থা বহ্নেঃ কুরুপিতামহম্ ॥ ৬ ॥ যস্মাদ্ভীষ্ম ত্বয়া ত্যক্তা কামার্ত্তাহং সুদুর্ম্মতে। তস্মাত্তব বধায়াশু ভবিষ্যামি পুনঃ ক্ষিতৌ ॥ ৭ ॥ স্ত্রীহত্যায়া সমাযুক্তস্ত্বঞ্চ নূনং ভবিষ্যসি। প্রমাণং যদি ধর্ম্মোঽত্র স্মৃতিশাস্ত্রসমুদ্ভবঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ স স্মরাবিষ্টো ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ। মার্কণ্ডেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৯ ॥ ভগবন কাশিরাজস্য সুতয়া মে

কোন কামনা নাই, তাদৃশ মানবও যদি ইহার পূজা করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার দেবদুর্লভ মোক্ষলাভ হয়। দেবর্ষি নারদ পুরাকালে সুরবর পুত্রদ বটাদিত্যকে দর্শন করিয়া বক্ষ্যমাণ গাথা কীর্ত্তন করেন;—"নারী শতবর্ষ পর্য্যন্ত বন্ধ্যা ও দুর্ভগা হইলেও সাম্বসূর্য্যের দর্শনে সদ্য গর্ভবতী হয়। পুত্রদ সুরেশ্বর সাম্বসূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে দান, ব্রত, ধ্যান ও উপবাস করিয়া কি হইবে? রবিবারে নর যদি ক্ষণমাত্র ক্ষেত্রবাসী হইয়া একবৎসর কাল ভক্তিসহকারে সাম্বদিবাকরের দর্শন করে, তবে তাহার উত্তম তনয় লাভ হয়; অতএব হে দ্বিজগণ! স্ববংশবৃদ্ধির জন্য ও আত্মহিত নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে সাম্বসূর্য্যের দর্শন কর্ত্তব্য। ১৪—২৮।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! ভীষ্ম ভূদেবগণের সম্মতিক্রমে বটেশ্বর ক্ষেত্রে স্বয়ং আদিত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। শান্তনুর প্রিয়পুত্র ভীষ্ম গাঙ্গেয় নামে বিশ্রুত ছিলেন। পুরাকালে নরবর ভীষ্ম ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া বিশ্বে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একদা ভার্গব পরশুরামের সহিত ভীষ্মের ত্রয়োদশদিবসব্যাপী সুরাসুররণোপম তুমুল মহাসমর হয়; অম্বার জন্যই এই মহাসমরের আয়োজন। ভীষ্ম এই যুদ্ধে বহুবিধ শাণিত অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাদের যুদ্ধশান্তি ও লোকশান্তির জন্য সেই সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া ভার্গব পরশুরাম ও শান্তনব ভীষ্মকে সমর হইতে বিরত করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া যান। এদিকে অম্বাও ভীষ্ম হইতে পরম পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার লোচনদ্বয় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি অতিপ্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। বাষ্পাকুললোচনা অম্বা হুতাশনমধ্যে সমাসীনা হইয়া কুরুপিতামহ গঙ্গাতনয় ভীষ্মকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন;—হে সুদুর্ম্মতে ভীষ্ম! আমাকে কামার্ত্তা জানিয়াও তুমি পরিত্যাগ করিলে; অতএব তোমার বধের জন্য আমি সত্বরই ক্ষিতিতলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব। আর এ সংসারে স্মৃতিশাস্ত্রকথিত ধর্ম্মই যদি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তবে তুমিও নিশ্চিতই স্ত্রীহত্যাপাতকে লিপ্ত হ'বে। ১—৮। অম্বার বাক্যে কুরুপিতামহ ভীষ্মের হৃদয় ঘৃণায় আবিষ্ট হইল। তিনি

প্রজল্পিতম্। মম মৃত্যুকরং পাপং সকলং তে ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ তৎ কিং স্যাদ্বাক্যমাত্রেণ নো বা ব্রাহ্মণসত্তম। অত্র মে সংশয়স্তত্ত্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১১ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। আক্ষিপ্তস্তাড়িতো বাপি যমুদ্দিশ্য ত্যজেদসূন্। স্ত্রীজনো বা দ্বিজো বাপি তস্য পাপস্তু তদ্ভবেৎ ॥ ১২ ॥ স্ত্রিয়ং বা ব্রাহ্মণং বাপি তস্মান্নৈব প্রকোপয়েৎ। নিঘ্নন্তং বা শপন্তং বা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥ ত্বয়া পুনর্ব্বরাকী সা কামার্ত্তা সমুপেক্ষিতা। জিত্বা স্বয়ম্বরে পূর্ব্বং তৎকথং স্যা ন পাপভাক্ ॥ ১৪ ॥ ভীষ্ম উবাচ। তদর্থং বদ মে ব্রহ্মন প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। তপো বা যদি বা দানং ব্রতং নিয়মমেব বা ॥ ১৫ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। দশানাং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং যদ্বধে পাতকং স্মৃতম্। তৎপাপং স্ত্রীবধে কৃৎস্নং জায়তে ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥ তদত্র বিষয়ে দানং ন তপো ন ব্রতাদিকম্। তীর্থসেবাং পরিত্যজ্য তস্মাত্ত্বং তাং সমাচর ॥ ১৭ ॥

স্থত উবাচ। স তস্য বচনং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ। তীর্থযাত্রাপরো ভূত্বা বভ্রাম ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ১৮ ॥ ততঃ ক্রমাৎসমায়াতো ভ্রমমাণো মহীতলে। চমৎকারপুরে ক্ষেত্রে নানাতীর্থসমাকুলে ॥ ১৯ ॥ অথাপশ্যন্মহাত্মা স সুপুণ্যং তদ্গয়াশিরঃ। স্নাত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ বিধিবদ্যথাবচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ২০ ॥ চক্রে তাবন্নভোবাণী বাক্যমেতদুবাচ হ। ভীষ্মভীষ্ম মহাবাহো নার্হস্ত্বং শ্রাদ্ধজং বিধিম্ ॥ ২১ ॥ কর্ত্তুং স্ত্রীহত্যয়া যুক্তস্তস্মাচ্ছৃণু বচো মম। শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থমিত্যেব খ্যাতং পাতকনাশনম্ ॥ ২২ ॥ অস্মাৎ স্থানাৎসমীপস্থং বারুণ্যাং দিশি পুণ্যকৃৎ। কৃষ্ণাঙ্গারকষষ্ঠ্যাং যো নরঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥ স স্ত্রীহত্যাকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। তস্মাদদ্য দিনে পুত্র ভৌমবারসমন্বিতা ॥ ২৪ ॥ সৈব ষষ্ঠী তিথিঃ পুণ্যা তস্মাত্তত্র দ্রুতং ব্রজ। অহং তব পিতা পুত্র শন্তনুঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৫ ॥ স্ত্রীহত্যয়ান্বিতং জ্ঞাত্বা ততস্তূর্ণমিহাগতঃ। ততো ভীষ্মো দ্রুতং গত্বা

বিনয়াবনত হইয়া মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন,—ভগবন্! কাশীরাজকুমারী আমাকে কহিয়াছেন,—তাঁহা হইতেই আমার মরণকর কলুষ সকল সমুদ্ভূত হইবে। হে ব্রাহ্মণসত্তম! তাঁহার বাক্যমাত্রেই আমার এইরূপ ঘটিবে কি না, এ বিষয়ে আমি সংশয়িত; অতএব ইহার যথাযথ তত্ত্ব আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মুনি মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—স্ত্রীজনই হউক, আর দ্বিজই হউক, যাহার প্রতি আক্ষেপ করিয়া বা যাঁহার জন্য তাড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে পাপ তাহারই হইয়া থাকে। অতএব নিজ কুশল কামী মানবের স্ত্রীজন ও দ্বিজকে প্রকুপিত করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা যদি নিহত বা অভিশপ্তও করেন, তথাপি ঐরূপ করা উচিত হয় না। তুমি সেই দীনা কামার্ত্তা কামিনীকে পূর্ব্বে স্বয়ংবরে জয় করিয়াও উপেক্ষা করিয়াছ, অতএব কেন না তুমি পাপভাগী হইবে? ভীষ্ম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে কি করিলে আমার বিশুদ্ধি সাধিত হয়। তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত বলুন; তপস্যা, দান কিংবা ব্রত ইহার যে কোনটী আমার কর্ত্তব্য, আদেশ করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভরতর্ষভ ভীষ্ম! দশ জন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠবধে যে পাতক, একটী স্ত্রীবধে সেই পাতক জন্মে; তীর্থসেবাব্যতিরেকে দান, তপস্যা বা ব্রতাদি এই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে কল্পিত হইতে পারে না; অতএব তুমি সে সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তীর্থসেবা কর। স্থত কহিলেন,—কুরুপিতামহ ভীষ্ম! মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শুনিয়া তীর্থযাত্রাপরায়ণ হইলেন; তিনি ক্ষিতিমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে মহীতল পরিভ্রমণ করিতে করিতে নানাতীর্থসমাকুল চমৎকারপুর-ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ভীষ্ম তত্রত্য সুপুণ্য গয়াশির দর্শনপূর্ব্বক যখন তিনি স্নান করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলেন, তখনই আকাশবাণী উত্থিত হইয়া বক্ষ্যমাণবাক্যে বলিতে লাগিল;—"ভীষ্ম ভীষ্ম! হে মহাবাহো! তুমি স্ত্রীহত্যাপাতকলিপ্ত; অতএব শ্রাদ্ধবিধিতে তোমার অধিকার নাই। তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। পাতকনাশন বিখ্যাত শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থের সমীপে বারুণদিকে কৃষ্ণাঙ্গারকষষ্ঠী বিদ্যমান। যে পুণ্যকামী নর তথায় স্নান করে, স্ত্রীহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। হে তনয়! মঙ্গলবারযুক্তা ষষ্ঠীই পুণ্যতমা। অদ্য তাহাই সংঘটিত হইয়াছে; অতএব তুমি অদ্যই তথায় সত্বর গমন কর। আমিই তোমার পিতা পৃথিবীপতি শন্তনু, তোমাকে স্ত্রীহত্যাপাতকলিপ্ত জানিয়া সত্বর এই স্থানে সমাগত হইয়াছি।" অনন্তর সমাহিতমনা ভীষ্ম কৃষ্ণাঙ্গারকষষ্ঠীতে সত্বর গমন-

তত্র স্থানে সমাহিতঃ। ২৬। স্নানং কৃত্বা ততঃ শ্রাদ্ধং চক্রে শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ততো ভূয়ঃ সমাগত্য স তং প্রোবাচ শন্তনুঃ। ২৭। বিপাপ্যা ত্বং কুরুশ্রেষ্ঠ সঞ্জাতোহসি ন সংশয়ঃ। তস্মান্নিজং গৃহং গচ্ছ রাজ্যচিন্তাং সমাচর। ২৮। ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো জ্ঞাত্বা তীর্থমনুত্তমম্। বাসুদেবাত্মিকামর্চ্চাং তথান্যাং কুরুসত্তমঃ। ২৯। পারিজাতময়ীং মূর্ত্তিং রবের্লক্ষণ-লক্ষিতাম্। সুপ্রমাণাং সুরূপাঞ্চ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। ৩০। তথান্যৎ স্থাপয়ামাস লিঙ্গং দেবস্য শূলিনঃ। দুর্গাঞ্চ ভক্তিসংযুক্তো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। ৩১। ততঃ সর্ব্বান্ সমাহূয় স বিপ্রান্ পুরসম্ভবান্। প্রোবাচ কৌরবো ভীষ্মো বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। ৩২। ময়া বিনির্ম্মিতং বিপ্রা দেবাগারচতুষ্টয়ম্। এতৎ-ক্ষেত্রে চ যুষ্মাকং দয়াং কৃত্বা মমোপরি। ৩৩। পালয়ধ্বং প্রযাস্যামি স্বগৃহং প্রতি সত্বরম্। প্রেরিতঃ পিতৃভির্দিব্যৈঃ স্বর্গমার্গসমাশ্রিতৈঃ। ৩৪। ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। গচ্ছ গচ্ছ কুরুশ্রেষ্ঠ সুবিশ্রব্ধঃ স্বমালয়ম্। বয়ং সর্ব্বে করিষ্যামো যুষ্মচ্ছ্রেয়োহভিবর্দ্ধনম্। ৩৫। দেবশ্রেণিরিয়ং রাজন্ যা ত্বয়াত্র বিনির্ম্মিতা। অস্যাঃ পূজাদিকং সর্ব্বং করিষ্যামঃ সদা বয়ম্। ৩৬। তথাপি বিনয়ং দৃষ্ট্বা পরিতুষ্টা বয়ং নৃপ। সর্ব্বান্ প্রার্থয় তস্মাত্বং বরং স্বং মনসি স্থিতম্। ৩৭। ভীষ্ম উবাচ। এষ এব বরোহস্মাকং যৎসন্তুষ্টা দ্বিজোত্তমাঃ। যথাপ্যাশু বচঃ কার্য্যং যুষ্মদীয়ং ময়াধুনা। ৩৮। এতানি দেবসদ্মানি মদীয়ানি নরো ভুবি। যো যং কামমভিধ্যায় পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। প্রসাদাদেব যুষ্মাকং তস্য তৎস্যাদসংশয়ম্। ৩৯। ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। আদিত্যস্য করিষ্যামো যাত্রাং ভাদ্রপদে বয়ম্। সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ সর্ব্বদৈব সমাহিতাঃ। ৪০। তথা শিবস্য চাষ্টম্যাং চৈত্রশুক্লে বিশেষতঃ। চতুর্দ্দশ্যাং মহাভাগ তব স্নেহান্ন সংশয়ঃ। ৪১। শয়নে বোধনে বিষ্ণোঃ সম্প্রাপ্তে দ্বাদশীদিনে। বিষ্ণোরপি চ দুর্গায়াঃ সম্প্রাপ্তে নবমীদিনে। ৪২। আশ্বিনে শুক্লপক্ষে চ গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ। মহোৎসবং তথা চিত্রৈর্হাস্যলাস্যৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। ৪৩। যস্তত্র মানবো নিত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। করিষ্যতি চ গীতাদি স যাস্যতি পরাং গতিম্। ৪৪। বয়ং তস্য ভবিষ্যামঃ

পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। শন্তনু সেখানেও গমন করিয়া বলিলেন,—হে কুরুসত্তম। এক্ষণে তুমি বিগতপাপ হইয়াছ, সন্দেহ নাই; অতএব নিজগৃহে গমন করিয়া রাজ্যবিষয়ক চিন্তা কর। কুরুসত্তম ভক্তিমান্ ভীষ্ম এই অনুত্তম তীর্থ বিদিত হইয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন! তিনি শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে বিধিবোধিত অনুষ্ঠানে এই তীর্থে সুপ্রমাণা ও সুরূপা বাসুদেবাত্মিকা মূর্ত্তি ও রবিলক্ষণ-লক্ষিতা পারিজাতময়ীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, এতদ্ভিন্ন ভীষ্ম দেবদেব শূলীর এক লিঙ্গ ও একটী দুর্গাপ্রতিমা স্থাপনা করেন। অনন্তর বিনয়াবনত কৌরব সেই চমৎকারপুরবাসী দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমি চারিটী দেবাগার নির্ম্মাণ করিয়াছি, আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই দেবাগারচতুষ্টয় রক্ষা করুন। মদীয় দিব্য পিতৃগণ স্বর্গমার্গে অবস্থিত হইয়া আমাকে গৃহে গমনার্থ আদেশ করিতেছেন, আমি সত্বর স্বীয় পুরে গমন করিব। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে কুরুরাজ! তুমি বিশ্বস্ত হইয়া গমন কর। আমরা সকলেই তোমার মঙ্গল বর্দ্ধন করিব।

২—৩৫। হে রাজন্! তুমি এই যে দেবশ্রেণীর সন্নিবেশ করিয়াছ, আমরা নিরন্তর ইহাঁদিগের পূজাদি করিব। হে নৃপ! আমরা তোমার বিনয় দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি, তোমার যে সকল অভীষ্ট বর মনোগত থাকে, প্রার্থনা কর। ভীষ্ম বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা যে আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, ইহাই আমার বর বলিয়া বিদিত হউন; তথাপি আমার আপনাদের বাক্য সত্বর শিরোধারণ করা কর্ত্তব্য। আপনারা আমাকে এই বর দিউন, মদীয় এই সকল দেবাগার যে নর যে যে কামনা যেন করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিবে, আপনাদের প্রসাদে তাহার সে সকল কামনা নিঃসংশয় পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমরা তোমার প্রতি একান্ত স্নেহাকৃষ্ট সংশয় নাই। আমরা সতত সমাহিতনা হইয়া রবিবার-সমন্বিত ভাদ্র মাসের সপ্তমীতিথিতে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীদিবসে আদিত্যের যাত্রা, চৈত্র-শুক্লাষ্টমীতে শিবযাত্রা, বিষ্ণুর শয়ন ও উত্থানের দ্বাদশীদিবস সমাগত হইলে বিষ্ণুযাত্রা এবং আশ্বিনশুক্লাষ্টমীতে দুর্গাযাত্রা করিব। আমরা এই সকল দিনে গীত-বাদিত্রনিস্বন ও পৃথগ্বিধ বিচিত্র হাস্য-লাস্য সহকারে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব। হে

সদৈব প্রীতমানসাঃ। প্রদাস্যামস্তথা কামান্মনসা বাঞ্ছিতান্নৃপ ॥ ৪৫ ॥ এবমুক্ত্বাথ তে বিপ্রাঃ স্বানি স্থানানি ভেজিরে। ভীষ্মোঽপি হর্ষসংযুক্তঃ স্বগৃহং প্রস্থিতস্ততঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গাঙ্গেয়যাত্রাখ্যানং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং সংস্থাপ্য গাঙ্গেয়ঃ পুণ্যং দেবচতুষ্টয়ম্। ততঃ সংস্থাপয়ামাস গঙ্গাং ত্রিপথগামিনীম্ ॥ ১ ॥ কূপিকায়াং মহাভাগঃ শিবলিঙ্গস্য পূর্ব্বতঃ। ততঃ প্রোবাচ তান্ হৃষ্টঃ সম্পূজ্য দ্বিজসত্তমান্ ॥ ২ ॥ অস্যাং যঃ পুরুষঃ স্নানং কৃত্বা মাং বীক্ষয়িষ্যতি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকং প্রযাস্যতি ॥ ৩ ॥ করিষ্যতি তথা যস্তু শপথং চাত্র মানবঃ। অসত্যং যাস্যতি ক্ষিপ্রং স যমস্য গৃহং প্রতি ॥ ৪ ॥ এবমুক্ত্বা মহাভাগো ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ। জগাম স্বপুরং তস্মাদ্ধর্ষেণ মহতা বৃতঃ ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। তত্রাসীচ্ছূদ্রসম্ভূতঃ পৌণ্ড্রকো নাম নামতঃ। বালভাবে সমং মিত্রৈঃ স ক্রীড়তি দিবানিশম্ ॥ ৬ ॥ হাস্যভাবাচ্চ মিত্রস্য পুস্তকং তেন চোরিতম্। মিত্রৈঃ পৃষ্টঃ পৌণ্ড্রকঃ স প্রাহ নৈব ময়া হৃতম্ ॥ ৭ ॥ পুস্তকং চৈব যুষ্মাকং চিন্তনীয়ং সদৈব তৎ। ভবদ্ভির্যত্নমাস্থায় দৃশ্যতাং ক্বাপি পুস্তকম্ ॥ ৮ ॥ কৃতাশ্চ শপথাস্তত্র স্নাত্বা ভাগীরথীজলে। অতুষ্টচেতসা তেন দত্তং তৎপুস্তকং হৃতম্ ॥ ৯ ॥ পুনশ্চ রুচিরং হাস্যং কৃত্বা তেন সমং বহু। অথাসাবভবৎকুষ্ঠী তৎক্ষণাদেবগর্হিতঃ ॥ ১০ ॥ স ত্যক্তো বান্ধবৈঃ সর্ব্বৈঃ কলত্রৈরপি বল্লভৈঃ। ততো বৈরাগ্যমাপন্নো ভৃগুপাতং পপাত সঃ ॥ ১১ ॥ জাতশ্চ তৎপ্রভাবেন কুষ্ঠেন পরিবর্জ্জিতঃ। শাস্ত্রচৌর্য্যকৃতাদ্দোষান্মূকরূপঃ স হাস্যকৃৎ ॥ ১২ ॥ ন কার্য্যঃ শপথস্তস্মাত্তস্যাগ্রেঽপি লঘুর্দ্বিজাঃ। অপি হাস্যোপচারেণ আত্মনঃ সুখমিচ্ছতা ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবগঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

নৃপ! যে মানব পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাত্রাদিদিবসে গীতাদি করিবে, তাহার উত্তমগতি হইবে; আমরাও তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীতমনা হইব এবং তাহার মনোভীষ্ট প্রদান করিব। অনন্তর দ্বিজগণ এইরূপ বলিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন; এদিকে ভীষ্মও পরম হৃষ্ট হইয়া স্বপুরে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। ৩৬—৪৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাভাগ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম এইরূপে পূত দেবচতুষ্টয় সংস্থাপিত করিলেন, তদনন্তর শিবলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে কূপিকায় ত্রিপথগা গঙ্গাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃষ্ট হইলেন। তিনি সেই দ্বিজসত্তমগণকে পূজা করিয়া কহিলেন,—যে মানব এই ত্রিপথগাগঙ্গায় অবগাহন করিয়া আমাকে দর্শন করিবে, সে নিখিল কলুষমুক্ত হইয়া শিবলোকগমনে সমর্থ হইবে। নর এই স্থানে শপথ করিলে, তাহা সত্বর অসত্যে পরিণত হইবে এবং সে যমপুরে গমন করিবে। কুরুপিতামহ মহাভাগ ভীষ্ম এইরূপ বলিয়া অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে নিজপুরে গমন করিলেন। সূত কহিলেন,—তথায় পৌণ্ড্রক নামক জনৈক শূদ্রের বাস ছিল। সে বালভাবে মিত্রগণ সহ অহর্নিশ ক্রীড়া করিত। সে উপহাস প্রযুক্ত একদিন তাহার জনৈক মিত্রের পুস্তক চুরি করে, কিন্তু মিত্রগণ পৌণ্ড্রককে পুস্তকের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিল,—আমি পুস্তক অপহরণ করি নাই। পুস্তক কোথায় গেল? তোমাদের নিরন্তর অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; তোমরা অন্বেষণার্থ যত্ন অবলম্বন কর, অবশ্যই কোথাও দেখিতে পাইবে। বালক ভাগীরথীজলে স্নান করিয়া বহু শপথ করিল, কিন্তু বালকের অন্তঃকরণ মলিন নহে, সে কিছুক্ষণ পরেই মনোহর বহু হাস্য করিয়া পুনরায় পুস্তক প্রত্যর্পণ করিল। এই মিথ্যাশপথপ্রভাবে গর্হিত বালক তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইল, তদীয় বান্ধবগণ এমন কি প্রিয় পত্নী পর্য্যন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিল। অতঃপর বালকের হৃদয়ে বৈরাগ্য আসিল, সে ভৃগুপাতে পতিত হইল। এই ভৃগুপাত প্রভাবে তাহার কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হইল, কিন্তু শাস্ত্রপুস্তক অপহরণের পাপপ্রভাবে মূক হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। অতএব হে

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্মিন্‌ ক্ষেত্রে রবিঃ পূর্ব্বং বিদুরেণ প্রতিষ্ঠিতঃ। শিবশ্চ পরয়া ভক্ত্যা তথা বিষ্ণুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১ ॥ যস্তান্‌ পূজয়তে ভক্ত্যা মানবো ভক্তিতত্পরঃ। স যাস্যতি পরং স্থানং যজ্ঞৈরপি সুদুর্লভম্‌ ॥ ২ ॥ হস্তিনাপুরসংস্থেন বিদুরেণ পুরা দ্বিজাঃ। গালবো মুনিশার্দ্দূলঃ পৃষ্টঃ স্বগৃহমাগতঃ ॥ ৩ ॥ অপুত্রস্য গতির্লোকে কীদৃক্‌ সঞ্জায়তে পরে। এতন্মে পৃচ্ছতো ব্রূহি কৃত্বা সদ্ভাবমুত্তমম্‌ ॥ ৪ ॥ গালব উবাচ। অপুত্রস্য গতির্নাস্তি মৃতঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি। দ্বাদশানামপি তথা যদ্যেকোঽপি ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব ক্রয়ক্রীতশ্চ পালিতঃ। পৌনর্ভবঃ পুনর্দ্দত্তঃ কুণ্ডো গোলস্তথাপরঃ। কানীনশ্চ সহোঢশ্চ অশ্বত্থো ব্রহ্মবৃক্ষকঃ ॥ ৬ ॥ এতেষামপি যদ্যেকঃ পুরুষাণাং ন জায়তে। তন্নূনং নরকে বাসঃ পুংসংজ্ঞে বৈ প্রজায়তে ॥ ৭ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গালবস্য মহাত্মনঃ।

দ্বিজগণ! যাহারা আত্মহিতকামী, কদাচ তাহাদিগের এই ক্ষেত্রে উপহাসব্যপদেশে অতি অল্প শপথও করা কর্ত্তব্য নহে। ১—১৩।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! এই ক্ষেত্রে পুরাকালে বিদুর পরম ভক্তিসহকারে রবি, শিব ও বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করেন। যে মানব ভক্তিভরে এই সকল দেববিগ্রহের পূজা করে, তাহার যজ্ঞদুর্লভ গতিলাভ হয়। হে দ্বিজগণ! বিদুর পুরাকালে হস্তিনানগরে বাস করিতেন, এক দিবস দ্বিজশার্দ্দূল গালব তাঁহার গৃহে আগমন করেন। বিদুর বলেন,—ইহপরলোকে অপুত্রকের গতি কীদৃশী? আমি জিজ্ঞাসু, অতএব উত্তম ভাবের উদ্‌ভাবন করিয়া ইহা আমাকে বলুন। গালব কহিলেন,—যাহার দ্বাদশবিধ তনয়ের মধ্যে একটীও বিদ্যমান নহে, তাদৃশ অপুত্রকের কোন গতি নাই, মরিয়াও সে স্বর্গে গমন করে না। ঔরস, ক্ষেত্রজ ক্রয়ক্রীত, পালিত, পৌনর্ভব, দত্তক, কুণ্ড, গোল, কানীন, সহোঢ়, অশ্বত্থ এবং ব্রহ্মবৃক্ষক—এতন্মধ্যে যে পুরুষের একবিধ পুত্র না থাকে, তাহার নিশ্চয়ই পুন্নামক নরকে বাস হয়। সূত কহিলেন,—বিদুর

অপুত্রত্বাৎ পরং দুঃখং জগাম বিদুরস্তদা ॥ ৮ ॥ ততস্তং গালবঃ প্রাহ মা ত্বং দুঃখপদং ব্রজ। মদ্বাক্যাৎ পুত্রকং বৃক্ষং বিষ্ণুসংজ্ঞং দ্রুতং কুরু ॥ ৯ ॥ তস্মাৎ প্রাপ্স্যসি নিঃশেষং ফলং পুত্রসমুদ্ভবম্‌। গত্বা পুণ্যতমে দেশে রক্তশৃঙ্গস্য মূর্দ্ধনি ॥ ১০ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সর্ব্ববৃদ্ধিশুভোদয়ে। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিদুরস্তৎক্ষণাদ্‌যযৌ ॥ ১১ ॥ তৎস্থানং গালবোদ্দিষ্টং হর্ষেণ মহতান্বিতঃ। তত্রাশ্বত্থতরুং স্থাপ্য পুত্রত্বে চাভিষেচ্য চ ॥ ১২ ॥ বৈবাহিকেন বিধিনা কৃতকৃত্যো বভূব হ। ততো বভ্রাম তৎক্ষেত্রং তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ ॥ ১৩ ॥ কীর্ত্তিতানি বিচিত্রাণি রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্‌। শ্রুত্বা স্থানানি গত্বা চ দদর্শ স্থানদেবতাঃ ॥ ১৪ ॥ স দৃষ্ট্বা কুরুবৃদ্ধস্য কীর্ত্তনানি মহাত্মনঃ। ততশ্চক্রে মতিং তত্র দিব্যপ্রাসাদকর্ম্মণি ॥ ১৫ ॥ ততো মাহেশ্বরং লিঙ্গং বটাধস্তাদ্বিধায় সঃ। বিষ্ণুং চ স্থাপয়ামাস অশ্বত্থস্য তরোরধঃ ॥ ১৬ ॥ নিবেশ্য চ তথা দিব্যং ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যবেদয়ৎ।

তখন মহাত্মা গালবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে অপুত্রকতাহেতু দুঃসহ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। বিদুরকে বিষাদযুক্ত দেখিয়া গালব বলিলেন,—বিদুর! খেদপ্রাপ্ত হইও না, আমার বাক্যে সত্বর বিষ্ণুবৃক্ষ নামক বৃক্ষপুত্র উৎপাদন কর, তাহা হইতেই তোমার সমগ্র পুত্র জন্য ফললাভ হইবে। হে বিদুর! হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্র পুণ্যতম দেশ, এই শুভোদয় ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় এবং ইহা রক্তশৃঙ্গের মস্তকে অবস্থিত; তুমি তথায় গমন করিয়া তরুরূপী তনয় উৎপাদন কর। বিদুর গালবের বাক্যে তৎক্ষণাৎ হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক গালবনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মহাহৃষ্ট হইলেন এবং বৈবাহিক বিধির অনুসরণপূর্ব্বক আশ্বত্থতরুকে স্থাপন ও তনয়রূপে অভিষেক করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। তারপর তিনি তীর্থযাত্রাপরায়ণ হইয়া সেই ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে মহাত্মা রাজর্ষিদিগের বিচিত্র কীর্ত্তিযুক্ত তীর্থস্থাননিচয় শ্রবণ মাত্রে তথায় গমন ও সেই সেই স্থানের দেবতাগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিদুর কুরুবৃদ্ধ মহাত্মা ভীষ্মের তীর্থকীর্ত্তিকলাপ অবলোকন করিয়া তথায় দিব্য প্রাসাদে নির্ম্মাণে মনন করিলেন। ১—১৫। তিনি বটতরুর অধোদেশে মহেশ্বরলিঙ্গ ও অশ্বত্থ তরুর অধোদেশে বিষ্ণু এবং আদিত্যের দিব্যবিগ্রহ

এতদ্দেবত্রয়ং ক্ষেত্রে যুষ্মাকং হি ময়া কৃতম্। ভবদ্ভিঃ সকলা চাস্য চিন্তা কার্য্যা সদৈব হি ॥ ১৭ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। বয়মস্য করিষ্যামো যাত্রাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥ তথা বংশোদ্ভবা যে চ পুত্রাঃ পৌত্রাস্তথা পরে। করিষ্যন্তি ক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্ত্বং গচ্ছ স্বগৃহং প্রতি ॥ ১৯ ॥ ততো জগাম বিদুরঃ স্বপুরং প্রত হর্ষিতঃ। কৃতকৃত্যো দ্বিজাস্তে চ চক্রুর্ব্বাক্যং তদুদ্ভবম্ ॥ ২০ ॥ মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ যো নরঃ। পূজয়েদ্ভাস্করং তত্র স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ২১ ॥ শিবং বা সোমবারেণ শুক্লাষ্টম্যাং বিশেষতঃ। শয়নে বোধনে বিষ্ণুঃ সম্যক্শ্রদ্ধা-সমন্বিতঃ ॥ ২২ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন দেবানাং ত্রয়ং শুভম্। পূজনীয়ং বিশেষেণ নরৈঃ স্বর্গতিমীপ্সুভিঃ ॥ ২৩ ॥ তত্র সিদ্ধিং গতাঃ পূর্ব্বং মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। বিদুরেশ্বরমারাধ্য শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৪ ॥ ততস্তৎ সিদ্ধিদং জ্ঞাত্বা লিঙ্গং বৈ পাকশাসনঃ। পাংসুভিঃ পূরয়ামাস যথা কশ্চিন্ন বুধ্যতে ॥২৫॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য বিদুরস্তত্র চাগতঃ। দৃষ্ট্বা লোপগতং লিঙ্গং দুঃখেন মহতান্বিতঃ ॥ ২৬ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। মা ত্বং কুরু বিষাদং হি লিঙ্গার্থে বিদুরাধুনা ॥ ২৭ ॥ যোঽয়ং সংদৃশ্যতে বালবটস্তস্য তলে স্থিতা। দেবদ্রোণিঃ সুরেশেন পাংসুভিঃ পরিপূরিতা ॥ ২৮ ॥ ততো গজাহ্বয়াত্তূর্ণং সমানীয় ধনং বহু। শোধয়ামাস তৎস্থানং দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ২৯ ॥ ততো বিলোক্য তান্ দেবান্ হর্ষেণ মহতান্বিতঃ। প্রাসাদং নির্ম্মমে তেষাং যোগ্যং সাধ্বভিসংস্থিতম্ ॥ ৩০ ॥ কৈলাস-শিখরাকারং ভাস্করার্থে মহামুনিম্। জটামধ্যগতং দৃষ্ট্বা বটস্য চ মহেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥ প্রাসাদং নাকরোত্তত্র লিঙ্গং যাবন্ন চালয়েৎ। বাসুদেবস্য যোগ্যাঞ্চ কৃত্বা শালাং বৃহত্তরাম্ ॥ ৩২॥ দত্ত্বা বৃত্তিঞ্চ সংহৃষ্টো ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ। জগাম স্বাশ্রমং ভূয়ো বিপ্রা-নামন্ত্র্য তাংস্ততঃ ॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিদুরকৃতদেবপ্রাসাদবৃত্তান্তবর্ণনং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

স্থাপিত করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণগণসমীপে নিবেদন করিলেন;—আপনাদের এই ক্ষেত্রে আমি দেবতা-ত্রয় প্রতিষ্ঠিত করিলাম। আপনারা সকলেই সতত এই দেবতাত্রয়ের ধ্যান করিবেন। ব্রাহ্মণ-গণ উত্তর করিলেন,—আমরা দেবতাত্রয়ের নিখিল যাত্রাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিব, এমন কি, অতঃপর আমাদের বংশোদ্ভব পুত্র-পৌত্রাদি-রাও সকলেই সেই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। আপনি নিজগৃহে গমন করুন। অনন্তর বিদুর হৃষ্ট ও কৃতকৃত্য হইয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন, দ্বিজগণও বিদুরের আদেশানুসারে দেবতাত্রয়ের সেবা করিতে লাগিলেন। যে মানব শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মাঘ মাসের রবিবার সমন্বিত সপ্তমী তিথিতে ভাস্কর, সোমবারযুক্ত অষ্টমীতে শিব এবং শয়ন ও উত্থানদিনে বিষ্ণুর সম্যক্ পূজা করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। অতএব স্বর্গকামী মানবগণের সর্ব্বপ্রযত্নে এই শুভাবহ দেবতাত্রয়ের পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই বিদুরেশ্বরের আরাধনা করিয়া সংশিতব্রত কত শত সহস্র মুনি এই ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। একদা দেবেন্দ্র বিদুর-লিঙ্গকে সিদ্ধিদ বিদিত হইয়া অন্য কেহ এই লিঙ্গ জানিতে না পারে, এজন্য ধূলিদ্বারা ইহার পূরণ করেন। অনন্তর এক সময় বিদুর এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক লিঙ্গকে বিলুপ্ত অবলোকন করিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হন। তখন এক আকাশবাণী নির্গত হইয়া বলিল,—হে বিদুর! তুমি লিঙ্গের জন্য খেদ করিও না, এই যে বাল বটতরু দেখিতেছ, ইহার অধোদেশে দেবদ্রোণি বিদ্যমান। সুররাজ পাংসু দ্বারা ইহা পরিপূরিত করিয়াছেন। বিদুর আকাশবাণীর আদেশ-শ্রবণে সত্বর হস্তিনা নগর হইতে প্রভূত ধন আনয়নপূর্ব্বক অহর্নিশ অনলস-ভাবে দেবদ্রোণীর শোধন করিলেন, তারপর মহামুনি বিদুর দেবদর্শনলাভে মহাহৃষ্ট হইয়া দেববাসযোগ্য উত্তম প্রাসাদ পত্তন করিলেন এবং ভাবিলেন,—এই প্রাসাদে দেবগণকে বাধা-হীন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিব। সূর্য্যের জন্য কৈলাসশিখরাকার এক মন্দির নির্ম্মিত হইল, তারপর মহেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে গিয়া দেখিলেন,—বটের জটামধ্যে লিঙ্গ প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে লিঙ্গকে পরিচালিত করিতে হয়, এজন্য তিনি মহেশের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন না, লিঙ্গ সেই স্থানেই অব-স্থিত রহিল। অনন্তর বাসুদেবের বাসযোগ্য এক অতি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদান এবং তাঁহাদিগকে নিবেদন ও আমন্ত্রণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। ১৬ - ৩৩।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । মাহিত্থেয়ং ত্বয়াখ্যাতা যা পুরা সূতনন্দন । কেন সংস্থাপিতা তত্র বদ সর্ব্বমশেষতঃ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ । শোষণী নাম যা বিদ্যা পুরাগস্ত্যেন সাধিতা । আথর্ব্বণেন মন্ত্রেণ স্বয়ঞ্চ পরমেশ্বরী । ২ ॥ ততঃ সংশোষিতস্তেন স সমুদ্রো মহাত্মনা । মিত্রাবরুণপুত্রেণ সা প্রোক্তা পুরতঃ স্থিতা ॥ ৩ ॥ মাহিত্থং সাধিতং যস্মাত্ত্বয়া মে সকলং শুভম্ । মাহিত্থা নাম তস্মাত্ত্বং দেবতা সম্ভবিষ্যসি ॥ ৪ ॥ চমৎকারপুরক্ষেত্রে পূজাং প্রাপ্স্যস্যনুত্তমাম্ । যস্ত্বামথর্ব্বণৈর্মন্ত্রৈস্তত্রস্থাং ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৫ ॥ পূজয়িষ্যতি বৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বকালমবাপ্স্যতি । তস্মাত্তত্র দ্রুতং গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং পুরোত্তমে ॥ ৬ ॥ দ্বিজানাং রক্ষণার্থায় নিত্যং সন্নিহিতা ভব । এবং সা তত্র সম্ভূতা মাহিত্থা বরদেবতা ॥ ৭ ॥ যয়ায়ং চলিতঃ শৈলঃ স্বশক্ত্যা নিশ্চলীকৃতঃ । স্কন্দেনেহ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শক্ত্যা বিদ্ধস্তদগ্রতঃ ॥ ৮ ॥ নরাদিত্যস্ততশ্চান্যো যো নরেণ প্রতিষ্ঠিতঃ । ষষ্ঠ্যাং তং সূর্য্যবারেণ দৃষ্ট্বা পাপাৎপ্রমুচ্যতে ॥ ৯ ॥ ন শত্রূণাং পরাভূতিং প্রয়াস্যতি যথার্জ্জুনঃ । রোগী বিমুচ্যতে রোগাদ্দরিদ্রো ধনমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥ তথা গোবর্দ্ধনধরং তত্র দেবং জনার্দ্দনম্ । যঃ পশ্যেৎ কার্ত্তিকে শুক্লে সম্প্রাপ্তে প্রথমে দিনে । তস্য গাবঃ প্রভূতাঃ স্যুর্নীরোগা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ নরসিংহবপুঃ সাক্ষাত্তথা দেবো হরিঃ স্বয়ম্ । তথা বিনায়কস্তত্র সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ । সর্ব্ববিঘ্নহরশ্চৈব স্থাপিতশ্চার্জ্জুনেন হি ॥ ১২ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা চতুর্থ্যাং মোদকাশনৈঃ । স সর্ব্ববিঘ্ননির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ । তত্র স্থিতো দ্বিজেন্দ্রাণাং হিতায় দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৩ ॥ যস্তমাথর্ব্বণৈর্মন্ত্রৈঃ পূজয়েদ্দ্বাদশীদিনে । কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৪ ॥ তথা তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠা নরনারায়ণাবুভৌ । দেবৌ পরমতেজস্বী যস্তৌ পশ্যতি ভক্তিতঃ ॥ ১৫ ॥ পূজয়েচ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠা দ্বাদশ্যাং দিবসে স্বয়ম্ । স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ১৬ ॥ তীর্থযাত্রাকৃতারম্ভঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ । হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সমা-

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূতনয় ! তুমি যে পূর্ব্বে মাহিত্থ দেবীর কথা কহিয়াছ, ঐ দেবীর প্রতিষ্ঠাতা কে ? অশেষরূপে ইহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—পুরাকালে স্বয়ং মহর্ষি অগস্ত্য আথর্ব্বণ মন্ত্রে পরমেশ্বরী শোষণী নাম্নী বিদ্যার সাধনা করেন, তার পর সেই শোষণীবিদ্যাবলে মহাত্মা অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্য সম্মুখস্থ শোষণীকে কহিলেন,—তুমি আমার মাহিত্থ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ শুভদায়ক ঐশ্বর্য্য সম্পাদন করিয়াছ, অতএব ক্ষিতিতলে মাহিত্থ দেবী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি চমৎকারপুরক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তম পূজা প্রাপ্ত হইবে। যে নর চমৎকারপুরে আথর্ব্বণ মন্ত্রে তোমাকে সভক্তি পূজা করিবে, তাহার সর্ব্বদা সমৃদ্ধি লাভ হইবে। অতএব তুমি আমার সহিত সত্বর সেই উত্তমপুরে গমন করিয়া দ্বিজগণের রক্ষণার্থ সতত সেই স্থানে সন্নিহিত হও। হে দ্বিজোত্তম ! এইরূপে চমৎকারপুরে বরদেবতা মাহিত্থ আবির্ভূতা হইলেন। স্কন্দ যখন শক্তি দ্বারা শৈল বিধ্বস্ত করেন, তৎকালে সেই চালিত শৈলকে মাহিত্থই স্বীয় শক্তি দ্বারা নিশ্চল করিয়াছিলেন। এস্থানে নরাদিত্য নামে অন্য আর এক দেববিগ্রহ বিদ্যমান। এই নরাদিত্য মানব-প্রতিষ্ঠিত। রবিবারযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতে নরাদিত্য দর্শনে নর পাপবিমুক্ত, রোগী রোগরহিত ও দরিদ্র ধনবান্ হয়। অধিক কি, এই নরাদিত্যদর্শনেই নর অর্জ্জুনের ন্যায় শত্রু-সমীপে পরাজিত হয় না। হে দ্বিজসত্তমগণ ! চমৎকারপুরে গোবর্দ্ধনধর জনার্দ্দন বিদ্যমান। যে মানব কার্ত্তিক শুক্লপ্রতিপদ্দিনে ইঁহাকে দর্শন করে, তাহার প্রভূত গো লাভ হয় এবং সেই গোগণ নীরোগ থাকে। হরি স্বয়ং নরসিংহ শরীরে এই তীর্থে বিরাজ করেন। সর্ব্বকামসিদ্ধিদ বিনায়ক ও এই স্থানে অবস্থিত। অর্জ্জুন এই বিঘ্নহর বিনায়কের প্রতিষ্ঠাতা। যে মানব চতুর্থীতিথিতে মোদক দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক বিনায়কের পূজা করে, তাহার বিবিধ বিঘ্নধ্বংস ও অভীষ্টলাভ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! দ্বিজসত্তমগণের হিতার্থ এই স্থানে বিনায়ক বিরাজ করেন। যে মানব কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বাদশীদিবসে আথর্ব্বণমন্ত্রে ইঁহার পূজা করে, তাহার পরমগতিলাভ হয়।১—১৪। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! এখানে নরনারায়ণ দেব বিদ্যমান। যে তেজস্বী মানব ভক্তিভরে ইঁহাকে দর্শন ও দ্বাদশীদিনে ইঁহার পূজা করে, তাহার জরামরণরহিত পরম স্থান লাভ হয়।

য়াতো দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৭॥ দৃষ্ট্বা তৎপাবনং ক্ষেত্রং তীর্থপুগপ্রপূরিতম্। আদিত্যং স্থাপয়ামাস প্রাসাদে সুমনোহরে॥ ১৮॥ নরনারায়ণৌ দেবৌ তস্যাগ্রে স্থাপিতৌ ততঃ। তথা গোবর্দ্ধনধরস্তত্র দেবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১৯॥ নরসিংহং তথৈবান্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। এবং সংস্থাপ্য কৌন্তেয়ো দেবগৃহস্থপঞ্চকম্॥ ২০॥ ততো বিপ্রান্ সমাহূয় সর্ব্বাংস্তান্ পুরসম্ভবান্। প্রোবাচ প্রণতো ভক্ত্যা ধনং দত্ত্বা সুপুষ্কলম্॥ ২১॥ ময়া সংস্থাপিতঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বরোগক্ষয়াবহঃ। তথার্পিতশ্চ যুষ্মাকং চিন্তনীয়ং সদৈব তু॥ ২২॥ বিপ্রা উচুঃ। গচ্ছ ত্বং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ সুবিশ্রব্ধঃ স্বমালয়ম্। বয়ং সর্ব্বে করিষ্যামস্তব শ্রেয়োহর্ভবর্দ্ধনম্॥ ২৩॥ ততোহর্জ্জুনঃ প্রহৃষ্টাত্মা তেভ্যো দত্ত্বা ধনং বহু। তানামন্ত্র্য নমস্কৃত্য জগাম স্বপুরং প্রতি॥ ২৪॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং নরাদিত্যস্য সম্ভবম্। মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ শৃণ্বতাং পাপনাশনম্॥ ২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নরাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥ ৬০॥

হে দ্বিজোত্তমগণ! কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে সমাগত হন এবং তীর্থনিচয়পরিপূরিত এই পূতক্ষেত্র দর্শন করিয়া মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে আদিত্য ও তাঁহার সম্মুখে নারায়ণদেব, গোবর্দ্ধনধর জনার্দ্দন ও নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত করেন। কুন্তীপুত্র পার্থ এইরূপে দেবগৃহপঞ্চক প্রতিষ্ঠিত করিয়া চমৎকারপুরবাসী দ্বিজগণের আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সভক্তি প্রণাম ও বিপুল ধনদান করত বলিলেন;—আমি এইক্ষেত্রে সর্ব্বরোগহর দিবাকরের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের করে অর্পণ করিলাম, আপনারা সতত ইহাঁর ধ্যান করিবেন। বিপ্রগণ উত্তর করিলেন,—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তুমি সুবিশ্বস্তচিত্তে স্বপুর গমন কর, আমরা সকলেই তোমার মঙ্গল বর্দ্ধন করিব। অনন্তর কুন্তীতনয় অর্জ্জুন দ্বিজগণের বাক্যে হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বহু ধনদান, প্রণাম ও নমস্কার ও তাহাদের আমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। সূত কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! এই আপনাদের নিকট নরাদিত্য তীর্থের নিখিল আখ্যায়িকা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, যাহারা এই সকল শ্রবণ করে, তাহাদের পাপ বিনষ্ট হয়। ১৫—২৫।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থমিত্যুক্তং ত্বয়া যচ্চ মহামতে। কথং জাতং মহাভাগ কিম্প্রভাবং তু তদ্বদ॥ ১॥ সূত উবাচ। আসীদ্রাজা বৃকো নাম সোমবংশসমুদ্ভবঃ। ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সর্ব্বলোকহিতে রতঃ॥ ২॥ তস্য ভার্য্যাভবৎ সাধ্বী প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না পতিব্রতপরায়ণা॥ ৩॥ অথ তস্যাং সমুৎপন্না প্রাপ্তে বয়সি পশ্চিমে। কন্যকা দিবসে প্রাপ্তে সর্ব্বশাস্ত্রবিগর্হিতে॥ ৪॥ তত আনীয় বিপ্রান্ স জ্যোতির্জ্ঞানবিচক্ষণান। পপ্রচ্ছ কীদৃশী কন্যা মমেয়ং সম্ভবিষ্যতি॥ ৫॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। যা কন্যা প্রাপ্নুয়াজ্জন্ম চিত্রাসংস্থে দিবাকরে। চন্দ্রে বাপি চতুর্দ্দশ্যাং সা ভবেদ্বিষকন্যকা॥ ৬॥ যস্তস্যাঃ প্রতিগৃহ্ণাতি পাণিং পার্থিবসত্তম। ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুং স প্রাপ্নোতি নরো ধ্রুবম্॥ ৭॥ যস্মিন্ সা

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহামতে! তুমি যে পূর্ব্বে শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থের কথা কহিয়াছ, হে মহাভাগ! ঐ তীর্থের উদ্ভববিবরণ ও মাহাত্ম্য কিরূপ? তাহা বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—সোমবংশে বৃক নামক জনৈক রাজা ছিলেন, তিনি ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন, শরণ্য ও নিখিল লোকের হিতে রত। তাঁহার এক পত্নী ছিলেন, তিনিও সাধ্বী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ও পতিব্রত-পরায়ণা, রাজা বৃক তাঁহার পত্নীকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। বৃদ্ধ বয়সে রাজা বৃকের এই পত্নীতে এক কন্যা জন্মে। এই কন্যাটী শাস্ত্রবিগর্হিত দিবসে জন্মিয়াছিল। অনন্তর রাজা জ্যোতির্জ্ঞানবিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার এই কন্যা কিরূপ সৌভাগ্য-সম্পন্না হইবে? ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন,—যে কন্যা চিত্রাসংস্থ দিবাকর ও চতুর্দ্দশী তিথিতে উদিত-নিশাকরে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে বিষকন্যা কহে। হে পার্থিবসত্তম! যে জন তাহার পাণিগ্রহণ করে, নিশ্চিতই

জায়তে হর্ম্ম্যে ষণ্মাসাভ্যন্তরে চ তৎ। করোতি বিভবৈর্হীনং ধনদস্যাপ্যসংশয়ম্॥ ৮॥ সেয়ং তব সুতা রাজন্ যথোক্তা বিষকন্যকা। পৈতৃকং শ্বাশুরীয়ঞ্চ হনিষ্যতি গৃহদ্বয়ম্॥ ৯॥ তস্মাদিমাং পরিত্যজ্য সুখীভব নরাধিপ। শ্রদ্দধাসি বচোঽস্মাকং হিতমুক্তং যদি প্রভো॥ ১০॥ রাজোবাচ। ত্যক্ষ্যামি যদি নামৈতাং ধারয়িষ্যামি বা গৃহে। অন্যদেহোদ্ভবং কর্ম্ম ফলিষ্যতি তথাপি মে॥ ১১॥ শুভং বা যদি বা পাপং ন তু শক্যং প্ররক্ষিতুম্। তস্মাৎ কর্ম্ম পুরস্কৃত্য নৈব ত্যক্ষ্যামি কন্যকাম্॥ ১২॥ যেন যেন শরীরেণ যদ্যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ। তেন-তেনৈব ভূয়ঃ স প্রাপ্নোতি সকলং ফলম্॥ ১৩॥ যস্যাংযস্যামবস্থায়াং ক্রিয়তেঽত্র শুভাশুভম্। তস্যাং-তস্যাং ধ্রুবং তস্য ফলং তদ্ভুজ্যতে নরৈঃ॥ ১৪॥ ন নশ্যতি পুরাকর্ম্ম কৃতং সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈরিহ। অকৃতং জায়তে নৈব তস্মান্নাস্তি ভয়ং মম॥ ১৫॥ আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ। পঞ্চৈতানি হি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ॥ ১৬॥ যথা বৃক্ষেষু বল্লীষু কুসুমানি ফলানি চ। স্বকালং নাতিবর্ত্তন্তে তদ্বৎ কর্ম্ম পুরাকৃতম্॥ ১৭॥ যেনৈব যদ্যথা পূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। স এব তত্তথা ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং বিহিতমাত্মনঃ॥ ১৮॥ যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্। তথৈব কোটিমধ্যস্থং কর্ত্তারং কর্ম্ম বিন্দতি॥ ১৯॥ অন্যদেহকৃতং কর্ম্ম ন কশ্চিৎ পুরুষো ভুবি। বলেন প্রজ্ঞয়া বাপি সমর্থঃ কর্ত্তুমন্যথা॥ ২০॥ অন্যথা শাস্ত্রগর্ভিণ্যা ধিয়া ধীরো মহীয়তে। স্বামিবৎ প্রাকৃকৃতং কর্ম্ম বিদধাতি তদন্যথা॥ ২১॥ স্বকৃতান্যুপতিষ্ঠন্তি সুখদুঃখানি দেহিনাম্। হেতুভূতো হি যস্তেষাং সোঽহঙ্কারেণ বধ্যতে॥ ২২॥ সুশীঘ্রমভিধাবন্তং নিজং কর্ম্মানুধাবতি। শেতে সহ শয়ানেন তিষ্ঠন্তমনুতিষ্ঠতি॥ ২৩॥ যথা ছায়াতপৌ নিত্যং সুসম্বদ্ধৌ পরস্পরম্। তথা কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৪॥ যেন যত্রোপভোক্তব্যং সুখং বা দুঃখমেব বা।

ছয় মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হয় এবং সে যে ভবনে পদার্পণ করে, তাহা ধনদ কুবেরের ভবন হইলেও ছয়মাস মধ্যে বিভবহীন হয়, সংশয় নাই। হে রাজন! তোমার এই কন্যাও পূর্ব্বোক্তলক্ষণান্বিতা বিষকন্যা। এই কন্যা পিতা ও শ্বশুর এই উভয়কুলের গৃহদ্বয় বিনষ্ট করিবে; অতএব হে নরাধিপ! ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। হে প্রভো! আমরা তোমার হিত কহিলাম, আমাদের বাক্যে বিশ্বাস কর। রাজা উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি ইহাকে ত্যাগ করি বা গৃহে রাখিয়াই দি, আমার অন্যদেহসম্ভূত কর্ম্মফল ত' ফলিবেই! শুভই হউক, আর অশুভই হউক, কেহই তাহার বাধা জন্মাইতে সমর্থ হয় না; অতএব আমি কর্ম্মকে পুরস্কৃত করিয়াই এই শিশুকন্যাকে, পরিত্যাগ করিব না। মানব যে যে শরীরে যে যে কর্ম্ম করে, পুনরায় সেই সেই শরীরে তাহার ফল সকল লাভ হয়। মানবের যে যে অবস্থায় শুভ কি অশুভ অনুষ্ঠিত হয়, সেই সেই অবস্থায়ই তাহাদের সেই সকল ফল-প্রাপ্তি ঘটে। ইহকালের ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্ম কখনও পূর্ব্বকর্ম্মের বিনাশ করিতে পারে না; আর যাহা কৃত হয় নাই, তাহারই বা ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? অতএব আমার কোন ভয় নাই। আয়ু, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা এবং নিধন—দেহীর গর্ভাবাসকালেই এই পাঁচটী নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন বৃক্ষ ও বল্লীতে ফলকুসুম স্ব স্ব কালেই হইয়া থাকে, কদাচ স্বকাল অতিক্রম করে না, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মও মানবের যথাকালেই ফলদ হয়। মানব যাহাদ্বারা, যেরূপে পূর্ব্বে শুভ কিংবা অশুভ কার্য্য করিয়াছে, তাহা দ্বারা সেইরূপেই তাহার ঐ আত্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল লাভ হয়। যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্যে হইতে বৎস মাতাকে লাভ করে, তদ্রূপ কর্ম্ম কোটি কোটি লোকের মধ্যে কর্ত্তাকে প্রাপ্ত হয়। কোন মানবই ক্ষিতিতলে বল বা প্রজ্ঞা দ্বারা অন্যদেহকৃত কর্ম্মের অন্যথা করিতে সমর্থ নহে। ইহাই যদি না হইবে, তবে শাস্ত্রগর্ভ বুদ্ধি দ্বারা ধীর ব্যক্তি নিত্যকাল পূজিত হইতেন; তাহা হন না, কেননা, প্রাকৃকৃত কর্ম্ম স্বামীর ন্যায় শুভাশুভ ফল বিধান করিয়াই থাকে। দেহীদিগের স্বকৃত কর্ম্মই সুখ-দুঃখের জনক, যে ব্যক্তি আপনাকে সেই সুখ-দুঃখের হেতুভূত বলিয়া মনে করে, সে-ই অহঙ্কারে বদ্ধ হয়। নিজ কর্ম্ম দ্রুত ধাবিত ব্যক্তির অনুধাবন করে, শয়ান জনের সহ শয়ান হয়, আবার শয্যা হইতে উত্থান করিলেই সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হইয়া থাকে, যেমন ছায়া ও আতপ পরস্পর সুসংবদ্ধ, কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ কর্ম্ম ও কর্ত্তা, পরস্পর সুসংবদ্ধ, সন্দেহ নাই।

ময়ঃ স বদ্ধো রজ্জেব বলাত্তত্রৈব নীয়তে ॥ ২৫ ॥ প্রমাণং কর্ম্মভূতানাং সুখদুঃখোপপাদনে। সাবধানতয়া যচ্ছ জাগ্রতাং স্বপতামপি ॥ ২৬ ॥ তৈলক্ষয়ে যথা দীপো নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি। কর্ম্মক্ষয়ে তথা জন্তুর্নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥ ২৭ ॥ ন মন্ত্রা ন তপো দানং ন তীর্থং ন চ সংযমঃ। সমর্থা রক্ষিতুং জন্তুং পীড়িতং পূর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২৮ ॥ সঙ্গত্যা জঠরে ন্যস্তো রেতোবিন্দুরচেতনঃ। ঋতুকালে মনুষ্যেণ বৃদ্ধিং গচ্ছতি কর্ম্মভিঃ ॥ ২৯ ॥ অন্নপানানি জীর্য্যন্তি যত্র ভক্ষ্যঞ্চ ভক্ষিতম্। তস্মিন্নেবোদরে গর্ভঃ কথং নাম ন জীর্য্যতি ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ কর্ম্মকৃতং সর্ব্বং দেহিনামত্র জায়তে। শুভং বা যদি বা পাপমিতি মে নিশ্চয়ঃ সদা ॥ ৩১ ॥ অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি। জীবত্যনাথোঽপি বনে বিসর্জ্জিতঃ কৃতপ্রযত্নোঽপি গৃহে ন জীবতি ॥৩২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষকন্যকোৎপত্তিবর্ণনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা পার্থিবো দ্বিজসত্তমাঃ। নাত্যজত্তাং তথোক্তোঽপি দৈবজ্ঞৈর্বিষকন্যকাম্। দীয়মানামপি প্রীত্যা ন চ গৃহ্ণাতি ভূভুজা ॥ ১ ॥ শর্ম্মণো জীবনং যস্মাত্তস্য স্বপিতুরাহিতম্। শর্ম্মিষ্ঠেতি সুবিখ্যাতা ততঃ সা শুভবভূবি ॥ ২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তস্য শত্রবঃ পৃথিবীপতেঃ। সর্ব্বতঃ পীড়য়ামাসু রাষ্ট্রং ক্রোধসমন্বিতাঃ ॥ ৩ ॥ অথাসৌ পার্থিবঃ ক্রুদ্ধঃ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ। যুদ্ধায় নির্যযৌ স্থানান্মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনে ॥ ৪ ॥ ততঃসম্প্রাপ্য তাঞ্চক্রেংশ্চকার স মহাহবম্। চতুরঙ্গেন সৈন্যেন যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫ ॥ ততশ্চ দশমে প্রাপ্তে শত্রুভিঃ স মহীপতিঃ। নিহতো দিবসে সর্ব্বৈর্ব্বেষ্টয়িত্বা সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥ ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য হতশেষাশ্চ যে নরাঃ। ভয়ার্ত্তাস্তে দ্রুতং জগ্মুঃ

যাহার যে সময়ে সুখ বা দুঃখের উপভোগ নির্দ্দিষ্ট, রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ নরের ন্যায় কর্ম্ম তাহাকে বলপূর্ব্বক সেই স্থানে লইয়া যায়। সুখদুঃখপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রাণিগণের কর্ম্মই প্রমাণ, মানব যতই সাবধানতা অবলম্বন করুক; কিংবা জাগরিত বা শয়ানই থাকুক, কর্ম্ম তাহার অনুগমন করিবেই করিবে। যেমন তৈল ফুরাইলেই দীপ নিবিয়া যায়, প্রাণিগণও তদ্রূপ কর্ম্মক্ষয়ে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা পীড়িত জন্তুকে মন্ত্রণা, তপস্যা, দান, তীর্থ কিংবা সংযম—ইহারা রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। নারীর ঋতুকালে মানব নারীর সহিত সঙ্গত হইয়া তাহার উদরে অচেতন রেতোবিন্দু নিষেক করে, আর তাহা স্বীয় কর্ম্মানুসারে বর্দ্ধিত হয়; যদি কর্ম্মই প্রবল না হইবে, তবে অন্নপানাদি যাবতীয় ভক্ষিত ভক্ষ্য জীর্ণ হইয়া যায়, আর সেই উদরস্থিত গর্ভ জীর্ণ হয় না কেন! অতএব নিশ্চয়ই আমার মনে হয়,—পূর্ব্বকৃত নিখিল কর্ম্মই দেহীদিগের শুভাশুভ লাভের হেতুভূত। আরও দেখুন,—দৈবরক্ষিত ব্যক্তি বিনা যত্নে রক্ষিত হয়, আর দৈবহত ব্যক্তি সুরক্ষিত হইলেও তাহার বিনাশ হইয়া থাকে, অনাথ ব্যক্তি বনে পরিত্যক্ত হইয়া জীবিত থাকে এবং বহুযত্ন দ্বারাও গৃহস্থিত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১—৩২।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে কৃতনিশ্চয় রাজা বৃক, দৈবজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়াও বিষকন্যাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি প্রীতিপূর্ব্বক ঐ কন্যাকে দান করিতে উদ্যত হইলেও কেহ তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। এই কন্যা হইতে পিতার শর্ম্ম জীবন অর্থাৎ কুশলের নিরাস হইবে, এজন্য পৃথিবীতলে ঐ কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা নামে সুবিখ্যাতা হইল। ইত্যবসরে পৃথিবীপতি বৃকের অরিকুল ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক্ হইতে রাষ্ট্র আক্রমণ ও সর্ব্বত্র পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিল। অনন্তর রোষপরবশ পৃথিবীপাল বৃকও বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া মৃত্যুভয় পরিহারপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। রাজা ক্রমে চতুরঙ্গ সেনাসহায়ে শত্রুমধ্যে নিপতিত হইয়া মহাসমর করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে এতই লোকক্ষয় হইল যে, শত্রুসৈন্যে যমরাষ্ট্র পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপে ক্রমে দশম দিবস যুদ্ধ চলিল, দশম দিবসে বসুধাধিপ বৃক চতুর্দ্দিক্ হইতে শত্রুসমূহের সমবেত চেষ্টায় নিহত হইলেন। অনন্তর নরপতিপক্ষীয় হতাবশিষ্ট নরগণ ভয়ার্ত্ত

স্বপুরং প্রতি দুঃখিতাঃ ॥ ৭ ॥ তেঽপি শত্রুগণাঃ সর্ব্বে সম্প্রহৃষ্টা জিগীষবঃ। তৎপুরং বেষ্টয়ামাসুস্তৎপুত্রোচ্ছেদনায় বৈ ॥ ৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে পৌরাঃ সর্ব্বে শোকপরায়ণাঃ। জগর্হুঃ পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্দুষ্টাং তাং বিষকন্যকাম্ ॥ ৯ ॥ অস্যা দোষেণ পাপায়া মৃতশ্চ স মহীপতিঃ। তথা রাষ্ট্রস্য বিধ্বংসো ভবিষ্যতি পুরক্ষয়ঃ ॥ ১০ ॥ উক্তঃ স নৃপতিঃ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞানিভিস্তদা। ত্যজৈনাং বহুদোষাঢ্যাং নিন্দিতাং বিষকন্যকাম্ ॥ ১১ ॥ ন তেন তৎ কৃতং বাক্যমপি তেষাং হিতৈষিণাম্। স্নেহপাশনিবদ্ধেন দয়াঢ্যেন মহাত্মনা ॥ ১২ ॥ তস্মাদদ্যাপি পাপৈষা বধ্যতামাশু কন্যকা। নির্যাস্ততাঃ পুরাদস্মাদ্যাবন্ন স্যাৎপুরক্ষয়ঃ ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ। সাপি শ্রুত্বা জনোক্তান্স্তানপবাদান্ পৃথগ্বিধান্। বৈরাগ্যং পরমং গত্বা নিন্দাং চক্রে তথাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥ ততো রাত্রৌ বিনিষ্ক্রম্য ভয়শোকসমন্বিতা। প্রতস্থেঽরণ্যমাসাদ্য মরণে কৃতনিশ্চয়া ॥ ১৫ ॥ অথ দৃষ্টং তয়া ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরজং মহৎ। তপস্বিভিঃ সমাকীর্ণং চিত্তাহ্লাদকরং পরম্ ॥ ১৬ ॥ অথ তস্যাঃ স্মৃতির্জাতা পূর্ব্বজন্মসমুদ্ভবা। চণ্ডালত্বে ময়া পূর্ব্বং গৌরেকা বিতৃষীকৃতা ॥ ১৭ ॥ তৎপ্রভাবাদহং জাতা সুপুণ্যে নৃপমন্দিরে। ক্ষেত্রস্যাস্য প্রভাবেন তস্মাদত্রৈব মে স্থিতিঃ ॥ ১৮ ॥ সূত উবাচ। অন্যদেহান্তরে হ্যাসীচ্চণ্ডালী সা বিগর্হিতা। বহুপ্রসূতিসংযুক্তা দারিদ্র্যেণ কদর্থিতা ॥ ১৯ ॥ অথ সা ভ্রমমাণাত্র ক্ষেত্রে প্রাপ্তা তৃষার্দ্দিতা। মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে জ্যৈষ্ঠমাসে সুদারুণে ॥ ২০ ॥ অথাপশ্যৎ স্তোকজলা সা তত্র লঘুকূপিকাম্। তৃষার্ত্তাং কপিলাং গাং চ বর্ত্তমানাং তদন্তিকে ॥ ২১ ॥ ততো দয়াং সমাশ্রিত্য ত্যক্ত্বা স্নেহং সুতোদ্ভবম্। আত্মনশ্চ তথা প্রাণান্ গাং বিতৃষ্ণামথাকরোৎ ॥ ২২ ॥ জলাভাবে তথা সা চ সমস্তৈর্ব্বালকৈঃ সহ। বৈবস্বতগৃহং প্রাপ্তা গোভক্তি-

ও দুঃখিত হইয়া সত্বর স্বপুরে পলায়ন করিল; জিগীষু শত্রুগণও নৃপতির তনয়গণের নিধন বাসনায় মহা-উদ্যমে তাঁহার পুরী অবরোধ করিল। তখন পৌরগণ সকলেই শোকপরায়ণ হইয়া পরুষবাক্যে সেই দুষ্টা বিষকন্যাকে নিন্দা করিতে লাগিল, তাহারা বলিল,—অহো! এই পাপীয়সীর দোষেই বসুধাধিপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, ইহার দোষেই রাষ্ট্র ক্ষয় হইল এবং অতঃপর পুরক্ষয় নিশ্চিতই হইবে। অহো! জ্ঞানী দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত' নরপতিকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—"এই দোষবহুলা নিন্দনীয়া বিষকন্যা পরিত্যাগ করুন।" তাঁহারা নৃপতির হিতৈষী, কিন্তু দয়াঢ্য মহাত্মা মহীপতি স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহাদের বাক্যে অবহেলা করিলেন! এই কন্যা হইতেই সমস্ত বিনষ্ট হইল, অতএব পাপীয়সীকে আশু বিনাশ কর এবং যাবৎ না শত্রুগণ পুরে আগমন করে, তাবৎ সকলেই পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। সূত কহিলেন, —শর্ম্মিষ্ঠা পৌরজনকথিত বহুবিধ অপবাদবাণী শ্রবণ করিয়া, আত্মাকে ধিক্কার দিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদিত হইল। ভয়শোকসমন্বিতা শর্ম্মিষ্ঠা মরণে কৃতনিশ্চয়া হইয়া রজনীযোগে পুর হইতে নিষ্ক্রামণপূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি তপস্বিগণসমাকীর্ণ পরম চিত্তাহ্লাদকর মহাক্ষেত্রে হাটকেশ্বর দর্শন করিলেন। ক্ষেত্রপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইল, তিনি দিব্যচক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন,—"আমি পূর্ব্বজন্মে চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, একদা আমি একটী গোরুর তৃষ্ণা দূর করি, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি চণ্ডাল হইতে একবারে সুপুণ্য নৃপমন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" শর্ম্মিষ্ঠা ভাবিলেন, অহো! ক্ষেত্রের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য, অতএব আমি এই ক্ষেত্রেই বাস করিব। ১—১৮। সূত কহিলেন,—শর্ম্মিষ্ঠা পূর্ব্বজন্মে নিন্দিতা চণ্ডালী ছিল, সে জন্মে শর্ম্মিষ্ঠার বহু তনয় জন্মে, এজন্য এই শর্ম্মিষ্ঠা দারিদ্র্যপীড়নে অতিকুৎসিতভাবে জীবন যাপন করিত। অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের সুদারুণদিনে বিচরণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া এই ক্ষেত্রে উপনীতা হয়; তখন দিবাকর মধ্যগগনে সমুদিত। চণ্ডালী এক অল্পজল কূপ দেখিতে পাইল, কূপতীরে তৃষ্ণার্ত্ত একটী কপিলা গো অবস্থিত। সেই কূপের জল এতই অল্প যে, যদি চণ্ডালী তনয়গণ সহ কূপের জল পান করে, তবে কপিলার আর জলপানের উপায় থাকে না। তাহার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল, সে তনয়স্নেহ ও আপনার প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া নিজেও জলপান করিল না, তনয়গণকেও পান করাইল না; কপিলাকে জলপান করিতে দিয়া তাহারই তৃষ্ণা অপনোদন করিল। জলাভাবে চণ্ডালী শিশু সুতগণ সহ প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃদয়ে গোভক্তি ধারণ করত যমপুরে গমন করিল।

ধৃতমানসা ॥ ২৩ ॥ ততো নৃপগৃহে জাতা তৎপ্রভাবাদ্দ্বিজোত্তমাঃ। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেণ সঞ্জাতা বিষকন্যকা ॥ ২৪ ॥ ঋষয় উচুঃ। কেন কর্ম্মবিপাকেণ সঞ্জাতা বিষকন্যকা। স্বকুলোচ্ছেদনকরী সর্ব্বং সূত ব্রবীহি নঃ ॥ ২৫ ॥ সূত উবাচ। চণ্ডালত্বে তয়া বিপ্রা বর্ত্তন্ত্যা ভ্রমমাণয়া। দেবতায়তনে দৃষ্টা গৌরী হেমময়ী শুভা ॥ ২৬ ॥ ততস্তাং বিজনে প্রাপ্য গত্বা দেশান্তরং মুদা। যাবৎকরোতি খণ্ডানি বিক্রয়ার্থং সুনিন্দিতা। তাবদন্বেষমাণাস্তাং সম্প্রাপ্তা নৃপসেবকাঃ ॥ ২৭ ॥ অথ তে তাং সমালোক্য ভর্ৎসয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ। সন্তাড্য লকুটাঘাতৈর্লোষ্টঘাতৈশ্চ মুষ্টিভিঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ সুবর্ণমাদায় ত্যক্ত্বা তাং রুধিরপ্লুতাম্। অবধ্যেয়েতি সঞ্চিন্ত্য স্বপুরং প্রতি তে গতাঃ ॥ ২৯ ॥ যত্তয়া পার্ব্বতী স্পৃষ্টা ততো বৈ খণ্ডশঃ কৃতা। তেন কর্ম্মবিপাকেণ সঞ্জাতা বিষকন্যকা ॥ ৩০ ॥ ততঃ সংস্মৃতিমাসাদ্য পূর্ব্বজন্মসমুদ্ভবাম্। মাহাত্ম্যং জলদানস্য গোপিতস্য বিচার্য্য চ। চকার কূপিকাস্থানে তড়াগং বিমলোদকম্ ॥ ৩১ ॥ সমুদ্রপ্রতিমঞ্চাক্র পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্। মৎস্যকচ্ছপসঙ্কীর্ণং শিশুমারবিরাজিতম্ ॥ ৩২ ॥ সেবিতং বহুভির্হংসৈর্ব্বকৈশ্চক্রৈঃ সমন্ততঃ। অগাধসলিলং পুণ্যং সেবিতং জলজন্তুভিঃ ॥ ৩৩ ॥ প্রাসাদং তৎসমীপস্থং সাধুদৃষ্টিমনোহরম্। কারয়িত্বাতিসন্তক্ত্যা কৈলাসশিখরোপমম্ ॥ ৩৪ ॥ ততস্তত্র তপস্তেপে গৌরীং সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ। তদগ্রে ব্রতমাস্থায় যথোক্তং শাস্ত্রসম্ভবম্ ॥ ৩৫ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা তু হেমন্তে গৌরীং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। বলিপূজোপহারৈশ্চ বিপ্রদানাদিভিস্তথা ॥ ৩৬ ॥ ততশ্চ শিশিরে প্রাপ্তে সায়ংপ্রাতঃ সমাহিতা। একান্তরোপবাসৈঃ সা স্নানং চক্রে নৃপাত্মজা ॥ ৩৭ ॥ বসন্তে নৃত্যগীতৈশ্চ তোষয়ামাস পার্ব্বতীম্। ষষ্ঠকালাশনা সাধ্বী শস্যদানপরায়ণা ॥ ৩৮ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধকা গ্রীষ্মে ফলাহারং তপস্বিনী। চকার শ্রদ্ধয়োপেতা বৃকভূমিপতেঃ সুতা ॥ ৩৯ ॥ বর্ষাসু চ জলাহারা ভূত্বা সা

হে দ্বিজোত্তমগণ! এই পুণ্যপ্রভাবে চণ্ডালী রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকে বিষকন্যা হইয়া জন্মলাভ করিয়াছে। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! স্বীয় বংশধ্বংসকারিণী শর্ম্মিষ্ঠা কোন্ কর্ম্মবিপাকে বিষকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল? এই সকল আমাদের নিকট বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! শর্ম্মিষ্ঠা চণ্ডালজন্মে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে এক দেবায়তনে স্বর্ণময়ী গৌরীপ্রতিমা দেখিতে পায় এবং নির্জ্জনে সেই গৌরী মূর্ত্তি পাইয়া তাহা অপহরণ করত মুদিতমনে দেশান্তরে চলিয়া যায়। ইত্যবসরে রাজার অনুচরগণ চোরের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। শর্ম্মিষ্ঠাও বিক্রয়ার্থ ঐ স্বর্ণপ্রতিমা খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে। অনন্তর রাজার চরেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া মুহুর্মুহু ভর্ৎসনা করিল, কেহ লগুড়াঘাতে, কেহ লোষ্ট্রনিক্ষেপ দ্বারা কেহ বা মুষ্টিপ্রহারে তাহার শরীর রুধিরপ্লুত করিল; অনন্তর তাহারা সুবর্ণপ্রতিমা গ্রহণপূর্ব্বক নারী অবধ্যা জানিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করত স্বপুরে চলিয়া গেল। শর্ম্মিষ্ঠা পার্ব্বতীপ্রতিমা স্পর্শ ও খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল, এই কর্ম্মবিপাকে সে বিষকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা এই ক্ষেত্রে আগমন করে ও ক্ষেত্রপ্রভাবে তাহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জাগরূক হয়। শর্ম্মিষ্ঠা তখন কপিলাপীত জলদানমাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া সেই অল্পজল ক্ষুদ্র কূপকে বিমলজলপূর্ণ এক বাপীতে পরিণত করিল। এই মনোহর বাপী সমুদ্রপ্রতিম ও পদ্মিনীনিচয়ে মণ্ডিত, মৎস্য, কচ্ছপ, শিশুমারগণ ইহাতে বিচরণ এবং বহু হংস, বক, ও চক্রবাকগণ এই বাপীর সেবা করিয়া থাকে। ইহার জল অতলস্পর্শ; জলজন্তুগণ এই পূত সলিলের সেবা করে। ভক্তিমতী শর্ম্মিষ্ঠা এই বাপীসমীপে দিব্যদৃষ্টি-মনোহর কৈলাসশিখরাকার এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে গৌরী প্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিনি গৌরীর সম্মুখে শাস্ত্রোক্ত যথাবিধি ব্রত ধারণপূর্ব্বক হেমন্তে প্রাতঃস্নান করিয়া ভক্তিভরে বলি, পূজা ও উপহার আহরণ এবং দ্বিজগণকে বিবিধ দান করত গৌরীর পূজা করিলেন। অনন্তর শিশিরাগমে রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা সমাহিতা ও উপবাসপরায়ণা হইয়া সায়ং প্রাতঃ উভয়কালীন স্নান করিলেন। সাধ্বী শর্ম্মিষ্ঠা ষষ্ঠকালাশনা হইয়া বসন্তে নৃত্যগীতাদি ও শস্যাদিদান দ্বারা পার্ব্বতীর সন্তোষ সাধন করিলেন। তপস্বিনী বৃকরাজনন্দিনী গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসাধনপূর্ব্বক ফলাহারে জীবন ধারণ করত শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে দেবী দুর্গার আরাধনা করিলেন। বিষকন্যাকা রাজকুমারী বর্ষাসময়ে কেবলমাত্র জলাহারা হইলেন এবং কুটীর পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে

বিষকন্তকা। আকাশে শয়নং চক্রে পরিত্যক্তকুটীরকা। ৪০। বায়ুভক্ষা সতী চাথ সানয়চ্ছরদং ততঃ। কৃতজপ্যপরা নিত্যং পার্ব্বতীগতমানসা। ৪১। এবমারাধয়ন্ত্যাশ্চ তস্যা দেবীং গিরেঃ সুতাম্। জগাম সুমহান্ কালো ন লেভে ফলমীহিতম্। ৪২। মুখং বলিভিরাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ। কন্যাভাবেঽপি বর্ত্তন্ত্যা ন চ তুষ্টা হরপ্রিয়া। ৪৩। কস্যচিত্বথ কালস্য তৎপরীক্ষার্থমেব সা। শক্রাণীরূপমাস্থায় ততঃ সন্দর্শনং গতা। ৪৪। সুধাবদাতং সূর্য্যাভং কৈলাসশিখরোপমম্। সুপ্রলম্বকরং মত্তং চতুর্দ্দন্তং মহাগজম্। ৪৫। সমাস্থায় বৃতা স্ত্রীভির্দ্দেবানাং সর্ব্বতোদিশম্। দধতী মুকুটং মূর্দ্ধ্নি হারকেয়ূরভূষিতা। ৪৬। পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি। সেব্যমানাপ্সরোভিশ্চ স্তূয়মানা চ কিন্নরৈঃ। ৪৭। গন্ধর্ব্বৈর্গীয়মানাসীত্ততঃ প্রোবাচ সাদরম্। বরং যচ্ছামি তে পুত্রি প্রার্থয়স্ব যথেপ্সিতম্। ৪৮। অনেন তপসা তুষ্টা পুষ্কলেন তবাধুনা। অহং ভার্য্যা সুরেন্দ্রস্য শচীতি পরিকীর্ত্তিতা। ত্রৈলোক্যেঽপি স্বয়ং প্রাপ্তা দয়াং কৃত্বা তবোপরি। ৪৯। ত্বয়া মহত্তপস্তপ্তং ধ্যায়ন্ত্যা হরবল্লভাম্। তপসা তুষ্টিমায়াতা ভবানী ন সুনিষ্ঠুরা। ৫০। সূত উবাচ। সা তস্যা বচনং শ্রুত্বা শক্রাণ্যা বিষকন্যকা। নমস্কৃত্বাথ তামূচে কৃতাঞ্জলিপুটা স্থিতা। ৫১। বিষকন্যোবাচ। নাহং ত্বত্তো বরং দেবি প্রার্থয়ামি কথঞ্চন। তথান্যাসামপীন্দ্রাণি দেবতানামসংশয়ম্। ৫২। অপ্যহং নরকং রৌদ্রং প্রগচ্ছামীন্দ্রবল্লভে। হরকান্তাসমাদেশান্ন স্বর্গেঽপি তবাজ্ঞয়া। ৫৩। অনাদিমধ্যপর্য্যন্তা জ্ঞানৈশ্বর্য্যসমন্বিতা। যা দেবী পূজ্যতে দেবৈর্ব্বরং তস্যা বৃণোম্যহম্। ৫৪। যামারাধয়তে বিষ্ণুর্ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বাসবঃ। বাঞ্ছিতার্থং সদা দেবীং বরং তস্যা বৃণোম্যহম্। ৫৫। যয়া ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। স্ত্রীরূপৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দেব্যা বরং তস্যা বৃণোম্যহম্। ৫৬। শ্রীদেব্যুবাচ। অহং ভার্য্যা সুরেন্দ্রস্য প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। মমাজ্ঞাং পালয়ন্তি স্ম দেবদানবপন্নগাঃ। ৫৭। কিন্নরা গুহ্যকা যক্ষাঃ কিং পুনর্ম্মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ।

শয়ন করিতে লাগিলেন।১৯-৪০। অনন্তর সতী বায়ুভক্ষা হইয়া শত বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং নিয়তই পার্ব্বতীগতহৃদয়া হইয়া জপপরায়ণা হইলেন। এইরূপে গিরিকুমারী দেবী দুর্গার আরাধনা করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠার বহুকাল অতিবাহিত হইল। তিনি অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিলেন না। শর্ম্মিষ্ঠা কন্যাকালে এইরূপ তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এই সুদীর্ঘকালের তপস্যায় তাঁহার মুখ বলিদ্বারা আক্রান্ত হইল, পলিত দ্বারা কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু হরপ্রিয়া তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন না। অনন্তর আরও অনেকদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, শর্ম্মিষ্ঠার পরীক্ষার্থ দেবী পার্ব্বতী শক্রাণীরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শনদান করিলেন। তিনি সুধাধবলিত সূর্য্যসন্নিভ কৈলাসশিখরোপম সুদীর্ঘশুণ্ড চতুর্দ্দন্ত মত্ত মহাগজ ঐরাবতে আরূঢ়া ও চতুর্দ্দিকে অমরনারীগণে পরিবৃতা হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাসমীপে উপনীত হইলেন; হারকেয়ূরভূষণা ইন্দ্রাণীর মস্তকে দিব্যমুকুট ও পাণ্ডুর-আতপত্র শোভিত; অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা, কিন্নরগণ বিবিধ স্তুতিগান এবং গন্ধর্ব্বগণ দিব্য গীতধ্বনি করিতেছে। তিনি সাদরে শর্ম্মিষ্ঠাকে কহিলেন,—হে পুত্রি! তোমাকে বরদান করিব, অভীষ্ট-প্রার্থনা কর, আমি [illegible] পত্নী, আমার নাম শচী, তোমার বিপুল [illegible]দর্শনে আমি প্রীত হইয়াছি; তোমার প্রতি দয়াবশতঃ স্বয়ংই ভূলোকে আগমন করিয়াছি। তুমি হররমণীকে ধ্যান করিয়া মহা তপস্যা করিয়াছ, আমি তোমার তপস্যা দর্শনে প্রীতা হইয়াছি, কিন্তু নিষ্ঠুরা ভবানী তোমার প্রতি সন্তুষ্টা হন নাই।১৯—৫০। সূত কহিলেন,—বিষকন্যা শক্রাণীর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। বিষকন্যা বলিলেন,—হে দেবি ইন্দ্রাণি! আপনার নিকট কিংবা অন্য কোন সুরসমীপে আমি কোনরূপ বর প্রার্থনা করি না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। হে দেবেন্দ্রবল্লভে! হররমণীর আদেশে আমি ঘোর নরকে গমন করিব, সেও আমার শ্রেয়, কিন্তু আপনার আজ্ঞায় আমি স্বর্গেও গমন করিতে অভিলাষ করি না। যিনি অনাদি-মধ্যপর্য্যন্তা, জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সমন্বিতা এবং যিনি দেবগণকর্তৃক পূজিতা, আমি তাঁহারই নিকট বর প্রার্থনা করি। বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা ও বাসব যাঁহার উপাসনা করেন, আমি সেই দেবী দুর্গার নিকট বর প্রার্থনা করি। যিনি বিবিধ রমণীরূপে এই সচরাচর ত্রৈলোক্যে পরিব্যাপ্তা, আমি তাঁহার নিকট বরাভিলাষ করি। দেবী বলিলেন,—আমি সুররাজের ভার্য্যা, স্বামী আমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন; মানুষের ত

তস্মাত্ত্বং কিং ন গৃহ্লাসি বরং মত্তঃ কৃতাপসি। ৫৮। তন্নূনং বজ্রঘাতেন চূর্ণয়িষ্যামি তে শিরঃ। তস্যা-স্তদ্বচনং শ্রুত্বা তাপস্তথ ততো দ্বিজাঃ। ৫৯। ধৈর্য্যমালম্ব্য তাং প্রাহ ভূয় এব সুরেশ্বরীম্। স্বামিনী ত্বং হি দেবানাং সত্যমেতদসংশয়ম্। ৬০। যস্যাঃ প্রাপ্তং ত্বয়ৈশ্বর্য্যং পরাং তাং তোষয়াম্যহম্। অল্পমপ্যপরাধন্তে ন করোমি সুরেশ্বরি। ৬১। তথাপি বধযোগ্যাং মাং মন্যসে বিক্ষিপায়ুধম্। অন্যচ্চাপি বচো মহ্যং শক্রাণি শৃণু সাদরম্। তচ্ছ্রুত্বা কুরু যচ্ছ্রেয়ো বিচিন্ত্য মনসা ততঃ। ন ত্বং ন তে পতিঃ শক্রো ন চান্যেঽপি সুরাসুরাঃ। মাং নিবৃ-দয়িতুং শক্ত্যা পার্ব্বত্যাং শরণং গতাম্। ৬৩। তস্মাদ্-দ্রুতং দিবং গচ্ছ মা ত্বং কোপং বৃথা কুরু। সন্মার্গে বর্ত্তমানায়াং মম সর্ব্বসুরেশ্বরি। ৬৪। এবং সা তাং শচীমুক্তা দুঃখিতা বিষকন্যকা। চিন্তয়ামাস তদিদং মরণে কৃতনিশ্চয়া। ৬৫। ন প্রসীদতি মে দেবী যস্মাৎ পর্ব্বতনন্দিনী। তস্মান্মাং যদি শক্রাণী নৈষা ব্যাপাদয়িষ্যতি। ৬৬। তন্নূনং জ্বলনং দীপ্তং সেবয়িষ্যামি সত্বরম্। অথাপশ্যৎ ক্ষণেনৈব তং চৈরাবণবারণম্। ৬৭। গুহ্মকুন্দেন্দুসঙ্কাশঃ সজাতং সহসা বৃষম্। তস্যোপরি স্থিতাং দেবীং শম্ভুনা সহ পার্ব্বতীম্। ৬৮। চতুর্ভুজাং প্রসন্নাস্যাং দিব্যরূপ-সমন্বিতাম্। শুক্লমালাম্বরধরাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতমস্তকাম্। ৬৯। ততঃ সম্যক্ সমালোক্য জ্ঞাত্বা তাং পর্ব্বতাত্ম-জাম্। বিষকন্যা স্তুতিং চক্রে প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। ৭০। নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে সর্ব্ববাসিনি। সর্ব্বকামপ্রদে সত্যে জরামরণবর্জ্জিতে। ৭১। শক্রাদয়োঽপি দেবাস্তে পরমার্থেন নো বিদুঃ। স্বরূপবর্ণনং কর্ত্তুং কিং পুনর্দেবি মানুষী। ৭২। যস্যাঃ সর্ব্বং মহীব্যোমজলাগ্নিপবনাত্মকম্। ব্রহ্মাণ্ড-মঙ্গসম্ভূতং সদেবাসুরমানুষম্। ৭৩। ন তস্যা জন্মানি ব্রহ্মা ন নাশায় মহেশ্বরঃ। পালনায় ন গোবিন্দস্তাং

কথাই নাই, দেব, দানব ও কিন্নর, গুহ্যক, যক্ষ, পন্নগগণও আমার আজ্ঞা পালন করেন। অতএব হে কৃতাপসি! তুমি কেন আমার নিকট বর গ্রহণ করিবে না? তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। হে দ্বিজগণ! অনন্তর তাপসী শর্ম্মিষ্ঠা সুরে-শ্বরী শচীর এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—সত্যসত্যই আপনি সুরগণের অধীশ্বরী, সংশয় নাই; আপনিও এই ঐশ্বর্য্য যাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহারই পরম সন্তোষ সাধন করিব। হে সুরেশ্বরি! আমি আপনার নিকট অত্যল্প অপরাধও করি নাই, তথাপি যদি বধযোগ্যা বলিয়া আপনার মনে হইয়া থাকে, তবে আয়ুধ নিক্ষেপ করুন। হে শক্রাণি! আমি আরও একটী কথা কহিতেছি, সাদরে শ্রবণ করুন। তৎপর মনে মনে আমার বাক্য চিন্তা করিয়া যাহা শ্রেয় হয়, তাহাই করিবেন। আমি পার্ব্বতীর শরণাগতা, আপনি, আপনার পতি ইন্দ্র এবং অন্যান্য সুরাসুরনিকর, কেহই আমাকে পীড়িত করিতে সমর্থ নহেন; অতএব সত্বর ত্রিদশালয়ে গমন করুন। হে সর্ব্বসুরেশ্বরি! আমি সৎপথে বর্ত্তমান, আমার প্রতি বৃথা কোপ করিবেন না। সূত কহিলেন,—বিষকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা শচীকে এইরূপ কহিয়া দুঃখিতা হইলেন এবং পার্ব্বতী প্রসন্না হইলেন না দেখিয়া মরণে কৃতনিশ্চয়া হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—যদি দেবেন্দ্রদয়িতা আমাকে নিহত না করেন, তবে আমি সত্বর অনল প্রাজ্বলিত করিয়া তাহাতে জীবন বিসর্জ্জন করিব। অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা এক বৃষ সন্দর্শন করিলেন; ঐ বৃষ ঐরাবতেরও ভীতিপ্রদ; তাহার প্রভা দুগ্ধ, ইন্দু ও কুন্দের ন্যায় শুভ্র; তিনি দূর হইতে দেখিলেন,—দেবী পার্ব্বতী শম্ভুর সহিত সেই বৃষোপরি সমাসীনা; তাঁহার চারি হস্ত, মুখ প্রসন্ন, বর্ণ দিব্য মনোহর, পরিধানে শুভ্র বসন, গলে শুক্ল মাল্য বিলম্বিত এবং মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত। অনন্তর দেবী সমীপাগতা হইলে বিষকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সম্যক্‌রূপে অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাকে পার্ব্বতী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ৫১-৭০। তিনি কহিলেন,—হে দেবদেবেশি! আপনি সর্ব্বভূতে বাস করেন, আপনার জরা-মরণ নাই, আপনি সর্ব্বকামপ্রদ, আপনাকে নমস্কার। নমস্কার, হে দেবি! ইন্দ্রাদি দেবগণও পরমার্থরূপে আপনাকে বিদিত নহেন, আমি মানবী হইয়া কেমনে আপ-নার স্বরূপ বর্ণন করিব? মহী, ব্যোম, জল, অনল ও পবন এ সকল যাঁহার আত্মা; দেব, অসুর ও মানুষসহ ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর; তাঁহার জন্ম, রক্ষা ও বিনাশ ব্যাপারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও

স্বাং স্তোষ্যাম্যহং কথম্। ৭৪। তথাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যস্যাঃ স্বাভাবিকং পরম্। নিরস্তাতিশয়ং লোকে স্পৃহণীয়তমং সদা। ৭৫। যস্যা রূপাণ্যনেকানি সম্যগ্‌ধ্যানপরায়ণাঃ। ধ্যায়ন্তি মুনয়ো ভক্ত্যা প্রাপ্নুবন্তি চ বাঞ্ছিতম্। ৭৬। হৃদি সঙ্কল্প্য যদ্রূপং ধ্যানেনার্চ্চন্তি যোগিনঃ। সম্যগ্‌ভাবাত্মকৈঃ পুষ্পৈর্মোক্ষায় কৃতনিশ্চয়াঃ। ৭৭। তাং দেবীং মানুষী ভূত্বা কথং স্তৌমি মহেশ্বরীম্। ৭৮। দেব্যুবাচ। পরিতুষ্টাস্মি তে পুত্রি বরং প্রার্থয় সুব্রতে। অসন্দিগ্ধং প্রদাস্যামি যত্তে হৃদি সদা স্থিতম্। ৭৯। বিষকন্যোবাচ। ভর্ত্তুরর্থে ময়া দেবি কৃতোঽয়ং তপউদ্যমঃ। তৎ কিং তেন করিষ্যামি সাম্প্রতং জরয়াবৃতা। ৮০। তস্মাদত্রাশ্রমে সাকং ত্বয়া স্থেয়ং সদৈব তু। হিতায় সর্ব্বনারীণাং বচনান্মম পার্ব্বতি। ৮১। শ্রীদেব্যুবাচ। অদ্যপ্রভৃত্যহং ভদ্রে শ্রেষ্ঠেঽস্মিন্নাশ্রমে শুভে। স্বমাশ্রমং করিষ্যামি যত্তে হৃদি সমাশ্রিতম্। ৮২। মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং যাত্র স্নানং করিষ্যতি। নারী সা মৎপ্রসাদেন লপ্স্যতে বাঞ্ছিতং ফলম্। ৮৩। কৃত্বা মহাপাপং নারী বা পুরুষোঽথবা। যত্র স্নাত্বা প্রসাদান্মে বিপাপ্মা সম্ভবিষ্যতি। ৮৪। অত্র যে ফলদানঞ্চ প্রকরিষ্যন্তি মানবাঃ। সকলাঃ সকলাস্তেষামাশাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ। ৮৫। অপি হত্বা স্ত্রিয়ং মর্ত্ত্যো যোঽত্র স্নানং করিষ্যতি। মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং বিপাপ্মা স ভবিষ্যতি। ৮৬। যা তত্র কন্যকা ভদ্রে স্নানং ভক্ত্যা করিষ্যতি। তস্মিন্ দিনে পতিং শ্রেষ্ঠং লপ্স্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৮৭। সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা ততো গৌরী তাং চ পস্পর্শ পাণিনা। ততশ্চ তৎক্ষণাজ্জাতা দিব্যরূপবপুর্দ্ধরা। ৮৮। বৃদ্ধত্বেন পরিত্যক্তা দিব্যমাল্যানুলেপনা। পীনোন্নতকুচাভোগা প্রমত্তগজগামিনী। ৮৯। ততস্তাং সা সমাদায় বিধায় নিজকিঙ্করীম্। কৈলাসং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং জগাম হরসংযুতা। ৯০। ততঃপ্রভৃতি তত্তীর্থং শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থমুচ্যতে। প্রখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বপাতকনাশনম্। ৯১। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানং সমাচরেৎ। মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং যথাবদ্‌দ্বিজসত্তমাঃ। ৯২। এতৎপবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। স্ত্রীতীর্থসম্ভবং নৃণাং মাহাত্ম্যং

সক্ষম নহেন, তাঁহাকে আমি কিরূপে স্তব করব? যে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সতত লোকের নিরতিশয় স্পৃহণীয়, সেই অষ্টৈশ্বর্য্য যাঁহার স্বাভাবিক গুণ; সম্যগ্‌ধ্যানপরায়ণ মুনিগণ ভক্তিভরে যাঁহার বিবিধ রূপের চিন্তা করিয়া অভীষ্ট লাভ করেন; মুমুক্ষু যোগিগণ মোক্ষকামনায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক হৃদয়ে যাঁহার রূপ ধ্যান করিয়া কেবল ভাবনাময় কুসুমদ্বারা যাঁহার পূজা করেন; আমি মানবী হইয়া কিরূপে সেই মহেশ্বরীর স্তব করিব? দেবী বলিলেন,—হে পুত্রি! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর। হে সুব্রতে! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার হৃদয়গত অভীষ্ট প্রদান করিব। বিষকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা উত্তর করিলেন,—হে দেবি! স্বামি-প্রাপ্তির জন্যই আমি এইরূপ তপস্যায় উদ্যম করিয়াছিলাম, সম্প্রতি আমাকে জরা আক্রমণ করিয়াছে; অতএব সে বরে আমার প্রয়োজন নাই; হে পার্ব্বতি! আমার বাক্যে নারীগণের হিতকামনায় আপনি আমার সহিত সতত এই স্থানে অবস্থান করুন। দেবী বলিলেন,—হে কল্যাণি! তোমার হৃদয়গত অভিপ্রায়ানুসারে হইতে, অদ্য এই শুভাবহ আশ্রমে আমার আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইল। যে নারী মাঘশুক্লতৃতীয়ায় এই তীর্থে স্নান করিবে, আমার প্রসাদে তাহার অভীষ্টফল লাভ হইবে।৭১—৮৩। নারী কিংবা পুরুষ মহাপাপ করিয়াও এই তীর্থে স্নান করত আমার অনুগ্রহে বিপাপ হইবে। যে সকল লোক এই তীর্থে ফলদান করে, তাহাদের সকল আশাই সফল হয়, সংশয় নাই। স্ত্রীহত্যা করিয়াও যে মাঘশুক্লতৃতীয়ায় এই তীর্থে স্নান করিবে, তাহার দুরিত বিদূরিত হইবে। হে কল্যাণি! যে কন্যা ভক্তিমতী হইয়া এই স্থানে স্নান করিবে, স্নানদিনেই তাহার উত্তমপতি লাভ হইবে, সংশয় নাই। সূত কহিলেন,—দেবী গৌরী এইরূপ কহিয়া কর দ্বারা শর্ম্মিষ্ঠার শরীর স্পর্শ করিলেন, শর্ম্মিষ্ঠাও সদ্যই দিব্যরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য দূর হইল এবং পীনপয়োধরের আভোগ উন্নত হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবী দুর্গা মত্তগজগামিনী দিব্যমাল্যানুলেপনা শর্ম্মিষ্ঠাকে স্বীয় সহচরী কিঙ্করী করিয়া শম্ভুর সহিত শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাসে চলিয়া গেলেন। তদবধি এই তীর্থ শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত ও সর্ব্বপাপনাশন। অতএব মাঘশুক্লতৃতীয়ায় সর্ব্বপ্রযত্নে এই তীর্থে যথাবিধি স্নান কর্ত্তব্য। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আপনাদের নিকট মানবগণের

যশ্চায়োদিতম্ ॥ ১৩ ॥ যশ্চৈতৎপ্রাতরুত্থায় সদা পঠতি মানবঃ। স সর্ব্বাঁল্লভতে কামান্ মনসা বাঞ্ছিতান্ সদা ॥ ১৪ ॥ তথা পর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে যশ্চৈতৎপঠতে নরঃ। শৃণোতি চাথ ভক্ত্যা যঃ স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথ সোমেশ্বরাখ্যঞ্চ তত্র লিঙ্গং সুশোভনম্। অস্তি খ্যাতং ত্রিলোকেঽত্র বৎসরং যাবদর্চ্চয়েৎ। ক্ষণং কৃত্বা স রোগেণ দারুণেনাপি মুচ্যতে ॥ ২ ॥ যক্ষ্মণাপি ন সন্দেহঃ কিং পুনঃ কুষ্ঠপূর্ব্বকৈঃ। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন রোগার্ত্তস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩ ॥ তদারাধ্য পুরা সোমঃ ক্ষয়ব্যাধিসমন্বিতঃ। বভূব নীরুজো দেহোঽসৌ যথা পাণ্ড্যো নরাধিপঃ ॥ ৪ ॥ ঋষয় উচুঃ। ওষধীনামধীশস্য কথং সোমস্য সূতজ। ক্ষয়ব্যাধিঃ পুরা জাত উপশান্তিং কথং গতঃ ॥ ৫ ॥ এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামতে। তথা তস্য মহীপস্য পাণ্ড্যস্যাপি কথাং শুভাম্ ॥ ৬ ॥ সূত উবাচ। দক্ষস্য কন্যকাঃ পূর্ব্বঃ সপ্তবিংশতিসংখ্যয়া। উপযেমে নিশানাথো দেবর্ষিগুরুসন্নিধৌ ॥ ৭ ॥ নক্ষত্রসংজ্ঞিতা লোকে কীর্ত্তাস্তে যা দ্বিজোত্তমৈঃ। দৈবজ্ঞৈরশ্বিনীপূর্ব্বা রূপৌদার্য্যগুণান্বিতাঃ ॥ ৮ ॥ অথ তাসাং সমস্তানাং মধ্যে তস্য নিশাপতেঃ। রোহিণী বল্লভা জজ্ঞে প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ৯ ॥ ততঃ সমং পরিত্যজ্য সর্ব্বাস্তা দক্ষকন্যকাঃ। রোহিণ্যা সহ সংযুক্তঃ সম্বভূব দিবানিশম্ ॥ ১০ ॥ ততস্তাঃ কামসন্তপ্তা দৌর্ভাগ্যেণ সমন্বিতাঃ। প্রোচুর্দুঃখান্বিতা দক্ষং গত্বা বাষ্পাপ্লুতাননাঃ ॥ ১১ ॥ বয়ং যস্মৈ ত্বয়া দত্তাঃ পত্ন্যর্থং তাত পাপিনে। ঋতুমাত্রমপি প্রীত্যা সোঽস্মাকং ন প্রযচ্ছতি ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ প্রাণান্ বিহাস্যামঃ

পরমপাবন, আয়ুষ্য ও সর্ব্বপাতকনাশন স্নাতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম; যে মানব প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া সতত এই মাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার সতত সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। যে নর পর্ব্বদিনে ভক্তিযুক্ত হইয়া এই মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার শিবলোক লাভ হয় ।৮৪—৯৫।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থে সোমেশ্বর নামক এক সুশোভন লিঙ্গ বিদ্যমান; স্বয়ং সোম এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, ত্রিলোকে এইরূপই খ্যাতি আছে। যে মানব উৎসব সহকারে একবৎসরকাল ইহাঁর পূজা করে,সে দারুণ রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে; কুষ্ঠাদি রোগের কথা কি কহিব? এইরূপ করিলে দারুণ যক্ষা রোগও বিদূরিত হয়। অতএব রোগগ্রস্ত নর সর্ব্বপ্রযত্নে সোমেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। পুরাকালে সোম ক্ষয়ব্যাধিযুক্ত হইয়া সোমশ্বরের আরাধনায় নরবর পাণ্ড্যের ন্যায় নীরোগদেহ হইয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! সোম ওষধিসমূহের অধীশ্বর, তিনি কিরূপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইলেন এবং কি করিয়াইবা তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন? এ বিষয়ে আমাদের সংশয় হইতেছে; হে মহামতে! আমাদের নিকট এসকল বিস্তাররূপে বর্ণন কর। আর তুমি যে সোম প্রসঙ্গে পাণ্ড্য নরাধিপের নাম উল্লেখ করিলে, সেই মহীপালেরও উত্তম বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—পুরাকালে নিশাকর দেব অগ্নি ও শুক্রসমক্ষে প্রজাপতি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিজোত্তম দৈবজ্ঞগণ এই সপ্তবিংশতি কন্যাকে ত্রিলোকে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। ইহাঁরা সকলেই রূপ ও ঔদার্য্য গুণযুক্তা। এই সপ্তবিংশতি পত্নীর মধ্যে রোহিণীর প্রতিই নিশাপতির অধিক প্রীতি হইয়াছিল। রোহিণীই তাঁহার সমধিক বল্লভা হন। তিনি রোহিণীকেই প্রাণ হইতেও অধিক ভাল বাসিতেন, নিশাকর অন্যান্য পত্নীগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রোহিণীতেই দিবারাত্র অনুরক্ত হইলেন। অনন্তর দৌর্ভাগ্যযুক্তা কামাতুরা অশ্বিন্যাদি রমণীগণ দুঃখান্বিতা হইয়া দক্ষসমীপে উপনীতা হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে বলিতে লাগিলেন;—হে তাত! আপনি যে পাপমতি নিশাপতির করে আমাদিগকে পত্নীরূপে প্রদান করিয়াছেন; বলিব কি, তিনি ঋতুকালেও আমাদের সহিত অভিগত হন না;

সম্প্রবিশ্য হুতাশনম্। অবিলম্বান্মহাভাগ সত্যং ক্রমস্তবাগ্রতঃ॥ ১৩॥ সূত উবাচ। তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষো দুঃখসমন্বিতঃ। সর্ব্বাস্তাঃ স্বয়মাদায় জগাম শশিসন্নিধৌ॥ ১৪॥ ততঃ প্রোবাচ সোহধ্যক্ষঃ তাসাং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ। ভর্ৎসয়ন্ পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্নিশানাথং মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ১৫॥ কিমিদং যুজ্যতে কর্ত্তুং ত্বয়া রাত্রিপতেঽধম। কর্ম্ম মূঢ় সতাং বাহ্যং ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিতম্॥ ১৬॥ ঋতুকালেঽপি সম্প্রাপ্তে সুতা মম সমুদ্ভবাঃ। যন্ন সম্ভাষসি প্রীত্যা ধর্ম্মশাস্ত্রং ন বেৎসি কিম্॥ ১৭॥ ঋতুস্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি। ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সলজ্জো রাত্রিনায়কঃ। প্রোবাচাধোমুখো দক্ষং প্রকরিষ্যে বচস্তব॥ ১৯॥ ততো হৃষ্টমনা দক্ষঃ সুতাঃ সর্ব্বা হিমদ্যুতে। নিবেদ্যামন্ত্র্য তং পশ্চাজ্জগাম নিজমন্দিরম্॥ ২০॥ চন্দ্রোঽপি পূর্ব্ববৎসর্ব্বাস্তাঃ পরিত্যজ্য দক্ষজাঃ। রোহিণ্যা সহ সংসর্গং প্রচকারানুরাগতঃ॥ ২১॥ অথ তা দুঃখিতা ভূয়ো জগ্মুর্যত্র পিতা স্থিতঃ। প্রোচুশ্চ বাষ্পপূর্ণাক্ষাস্তৎকালসদৃশং বচঃ॥ ২২॥ এতত্তাত মহদ্দুঃখমস্মাকং বর্ত্ততে হৃদি। যদ্দৌর্ভাগ্যং প্রসঞ্জাতং সবস্ত্রীজনগর্হিতম্॥ ২৩॥ যৎপুনস্ত্বং কৃতস্তেন কামুকেন দুরাত্মনা। ব্যর্থশ্রমোঽপ্রমাণীব কৃতেঽস্মাকং গতঃ স্বয়ম্॥ ২৪॥ তদ্দুঃখং ন বয়ং শক্তা হৃদি ধর্ত্তুং কথঞ্চন। রমতে সা হি রোহিণ্যা চন্দ্রমাঃ সহিতোঽনিশম্॥ ২৫॥ বিশেষাত্তব বাক্যেন নিষিদ্ধো রাত্রিনায়কঃ। অনুজ্ঞাং দেহি তস্মাত্ত্বমস্মাকং তত্র সাম্প্রতম্। দৌর্ভাগ্যদুঃখসন্তপ্তাস্ত্যজামো যেন জীবিতম্॥ ২৬॥ সূত উবাচ। তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ কোপসমন্বিতঃ। শশাপ শর্ব্বরীনাথং গত্বা তৎসন্নিধৌ ততঃ॥ ২৭॥ যস্মাৎ পাপ ন মে বাক্যং ত্বয়া ধর্ম্মসমন্বিতম্। কৃতং তস্মাৎ ক্ষয়ব্যাধিস্ত্বাং গ্রসিষ্যতি দারুণঃ॥ ২৮॥ এবমুক্ত্বা যযৌ দক্ষশ্চন্দ্রোঽপি দ্বিজসত্তমাঃ। তৎক্ষণাদ্যক্ষ্মণাক্লিষ্টঃ ক্ষয়ং যাতি দিনে দিনে॥ ২৯॥ ততোঽসৌ কৃশতাং প্রাপ্তঃ সম্পরিত্যজ্য রোহিণীম্। অশক্তঃ

অতএব আমরা সকলেই হুতাশনে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিব। হে মহাভাগ! আপনার সমীপে সত্যই কহিলাম। আমরা আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিব না। সূত কহিলেন,—কন্যাগণের এই দুঃখকাহিনী শ্রবণে দুঃখান্বিত দক্ষ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শশীর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পরুষবাক্যে নিশানাথকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাহাদের সমক্ষেই বলিতে লাগিলেন;—হে অধম যামিনীনাথ! তুমি এ কি কুকর্ম্ম করিতেছ? হে মূঢ়! তোমার এই কার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রগর্হিত ও সাধুগণনিন্দিত! ঋতুকাল সমুপাগত হইলেও তুমি প্রীতিপূর্ব্বক আমার কন্যাগণের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ কর না; তবে কি তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র বিদিত নহ? যে জন ঋতুস্নাতা পত্নীর সমীপে উপগত হয় না, তাহার ঘোর ভ্রূণহত্যা নরকে পতন হয়, সংশয় নাই। নিশাকর দক্ষের বাক্যে লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করত অধোমুখ হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আমি আপনার বাক্য পালন করিব।" অনন্তর দক্ষ হৃষ্ট হইলেন, তিনি কন্যাগণকে চন্দ্রের নিকট রাখিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক নিজালয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে চন্দ্রও পূর্ব্ববৎ দক্ষকন্যা অশ্বিন্যাদিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুরাগভরে রোহিণীর সহিতই রমণ করিতে লাগিলেন।১—২১। অনন্তর তাঁহারাও দুঃখিতা হইয়া পুনরায় পিতার সমীপে গমন করিলেন এবং বাষ্পাকুল-লোচনে তৎকালোচিত বাক্যাবলী বলিতে লাগিলেন। কন্যাগণ বলিলেন,—হে তাত! আমাদের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; কেননা, আমাদের এই দৌর্ভাগ্য নিখিল নারীজনবিগর্হিত। আপনি আমাদের প্রিয়কামনায় স্বামিসন্নিধানে গিয়া যেরূপ নিদেশ করিয়াছিলেন, দুরাত্মা কামুক স্বামী তাহা ব্যর্থ করিয়াছেন, আপনারও শ্রম পণ্ড হইয়াছে! বিশেষতঃ আমরা কোনমতেই এ দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ নহি। নিশানাথ আপনার বাক্যে নিষিদ্ধ হইয়াও রোহিণীর সহিত সতত বর্ত্তমান; আমরা দৌর্ভাগ্যযুক্ত ও সন্তপ্ত হইয়াছি। অতএব আমাদের প্রতি আদেশ করুন, আমরা জীবন বিসর্জ্জন করিব। সূত কহিলেন,—অনন্তর দক্ষ কন্যাগণের বাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। দক্ষ কহিলেন,—"রে পাপ! তুই আমার ধর্ম্মসমন্বিত আদেশ মানিলি না, অতএব দারুণ ক্ষয়রোগ তোকে গ্রাস করুক।" হে দ্বিজসত্তম! দক্ষ এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, চন্দ্র তৎক্ষণাৎ যক্ষ্মরোগগ্রস্ত হইলেন এবং দিন দিন তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল। অনন্তর শশধরের

সেবিতুং কামং বভ্রাম জগতীতলে ॥ ৩০ ॥ ক্ষয়-ব্যাধিপ্রণাশায় পৃচ্ছমানশ্চিকিৎসকান্। ঔষধানি বিচিত্রাণি প্রকুর্ব্বাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩১ ॥ তথাপি মুচ্যতে নৈব যন্ত্রণা স নিশাপতিঃ। দক্ষশাপেন রৌদ্রেণ ক্ষয়ং যাতি দিনেদিনে ॥ ৩২ ॥ ততো বৈরাগ্যমাপন্নস্তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ। বভূব শ্রদ্ধয়া যুক্তস্ত্যক্ত্বা ভেষজমুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥ অথাসৌ ভ্রমমাণস্তু তীর্থন্যায়তনানি চ। সম্প্রাপ্তো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ প্রভাস-ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥ তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা প্রভাসং বীক্ষ্য রাত্রিপঃ। যাবৎস প্রস্থিতোঽগ্রত্র তাবদগ্রে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥ অপশ্যদ্রোমকং নাম স মুনিং সংশিতব্রতম্। তপোবীর্য্যসমোপেতং সর্ব্বসত্ত্বানু-কম্পকম্ ॥ ৩৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা স প্রণম্যোচ্চৈস্ততঃ প্রোবাচ সাদরম্। ক্ষয়ব্যাধিযুতশ্চন্দ্রো নির্ব্বেদাদ্দ্বিজ-সত্তমাঃ ॥ পরিক্ষীণোঽস্মি বিপ্রেন্দ্র ক্ষয়ব্যাধি-প্রভাবতঃ। তস্মাৎ কুরু প্রতীকারমহং ত্বাং শরণং গতঃ ॥ ৩৮ ॥ ময়া চিকিৎসকাঃ পৃষ্টাস্তৈরুক্তং ভেষজং কৃতম্। অনেকধা মহাভাগ পরিক্ষীণো দিনেদিনে ॥ ৩৯ ॥ যদি নৈবোপদেশং মে কশ্চিত্ত্বং সম্প্রদাস্যসি। ব্যাধিনাশায় তত্তেন ত্যক্ষ্যাম্যদ্য কলেবরম্ ॥ ৪০ ॥ রোমক উবাচ। অন্যথাপি নিশানাথ ন শাপঃ কর্ত্তুমন্যথা। শক্যতে কিং পুনস্তস্য দক্ষস্যামিততেজসঃ ॥ ৪১ ॥ তস্মাদত্রোপ-দেশং তে প্রবক্ষ্যামি সুসত্তম্। যেন তে স্যাদসন্দিগ্ধং ক্ষয়ব্যাধিপরিক্ষয়ঃ ॥ ৪২ ॥ নাদেয়ং কিঞ্চিদস্তীহ দেবদেবস্য শূলিনঃ। সম্প্রহৃষ্টস্য তদ্বাক্যাত্তস্মাদা-রাধয়স্ব তম্ ॥ ৪৩ ॥ অষ্টষষ্টিষু তীর্থেষু সত্যং বাসঃ সদা ক্ষিতৌ ॥ তেষু সংস্থাপ্য তল্লিঙ্গং তস্য নাশায় রাত্রিপ ॥ ৪৪ ॥ আরাধয় ততো নিত্যং শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। সম্প্রাপ্স্যসি ন সন্দেহঃ ক্ষয়ব্যাধি-পরিক্ষয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টো নিশাপতিঃ। তস্মিন্ প্রভাসকে ক্ষেত্রে দিব্যলিঙ্গানি শূলিনঃ। সংস্থাপ্য পূজয়ামাস স্বনামাঙ্কানি ভক্তিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেব-

---

শরীর এতই কৃশ হইল যে, তিনি কামভোগে অশক্ত হইলেন এবং রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতিতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৩০-সেই জিতেন্দ্রিয় চন্দ্র ক্ষয়রোগনাশ-কামনায় চিকিৎসক-গণের আদেশে বিবিধ বিচিত্র ঔষধিসমূহের সেবা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিশাপতি সেই দারুণ ক্ষয়রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন না। তিনি ভীষণ দক্ষশাপে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য আসিল। তিনি ঔষধসেবন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিভরে তীর্থ-যাত্রাপরায়ণ হইয়া তীর্থায়তননিচয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে উত্তমক্ষেত্র প্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হন। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! অনন্তর নিশাকর পুণ্যতীর্থ প্রভাস দর্শন করত পবিত্রভাবে তথায় স্নান করিয়া, যেমন কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, অমনি সম্মুখে সংশিতব্রত ঋষি রোমককে সন্দর্শন করি-লেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! ক্ষয়রোগে নির্ব্বিন্নহৃদয় চন্দ্র, নিখিলপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্ তপোবীর্য্যযুক্ত রোমককে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক সাদরে বলিলেন—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি আপনার শরণাগত, ক্ষয়ব্যাধিপ্রভাবে আমার দেহ পরিক্ষীণ হইয়াছে; অতএব আমার রোগপ্রতী-কার করুন। হে মহাভাগ! আমি চিকিৎসকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা যেরূপ ঔষধ সেবনে আদেশ দিয়াছেন, তাহাই সেবন করিয়াছি, আমি অনেক ঔষধ সেবন করিয়াও রোগমুক্ত হই নাই; দিন দিনই আমার দেহ ক্ষীণ হইতেছে। হে মুনে! আমার রোগপ্রতীকারকল্পে যদি আপনি কোন উপদেশ প্রদান না করেন, তবে অদ্যই আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব। রোমক উত্তর করিলেন,—হে নিশানাথ! যে কেহই অভিশাপ প্রদান করুক, তাহার অন্যথা হয় না, অমিততেজা দক্ষের বিষয় আর কি কহিব? ইঁহার শাপের অন্যথা হইবে না। অতএব এবিষয়ে তোমাকে একটী উত্তম আদেশ প্রদান করিতেছি, ইহাদ্বারা নিঃসন্দেহ তোমার ক্ষয় ব্যাধি দূর হইবে। এই সংসারে দেবেশ শূলী সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার অদেয় কিছুই থাকে না। অতএব তুমি তাঁহার আরাধনা কর। হে নিশাপতে! শিব ক্ষিতিতলে অষ্টষষ্টি তীর্থে সতত বাস করেন, তুমি সেই সকল তীর্থে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া রোগনাশকামনায় শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে সতত শিবের আরাধনা কর। আমি নিশ্চ-য়ই বলিতেছি,—অবশ্যই তোমার ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হইবে। ২২—৪৫। সূত কহিলেন,—অনন্তর নিশাকর রোমকের বাক্যে প্রহৃষ্ট হইলেন, এবং সেই প্রভাস ক্ষেত্রে শূলীর দিব্যলিঙ্গ সকল নিজ নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে লাগি-লেন। চন্দ্রের সভক্তি পূজায় শিব সন্তুষ্ট হইয়া

তস্য সন্দর্শনং গতঃ। প্রোবাচ বরদোঽস্মীতি প্রার্থয়স্ব যথেপ্সিতম্ ॥ ৪৭ ॥ চন্দ্র উবাচ।—পরং ক্ষীণোঽস্মি দেবেশ যক্ষ্মণাহং পদান্তিকম্। প্রাপ্তস্তস্মাৎ পরিত্রাহি নান্যৎ সম্প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। দক্ষমাহূয় তত্রৈব ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ৪৯ ॥ এষ চন্দ্রস্ত্বয়া শপ্তো জামাতা ন কৃতং শুভম্। তস্মাদনুগ্রহং চাস্য মম বাক্যাৎ সমাচর ॥ ৫০ ॥ দক্ষ উবাচ। ময়া ধর্ম্ম্যমপি প্রোক্তো বাক্যমেষ কুবুদ্ধিমান। নাকরোৎস্মে পুরঃ প্রোচ্য করিষ্যামীত্যসত্যবাক্ ॥ ৫১ ॥ তেন শপ্তস্তু কোপেন সুতার্থে বৃষভধ্বজ। হাস্যেনাপি ময়া প্রোক্তং নান্যথা সম্প্রজায়তে ॥ ৫২ ॥ দেবদেব উবাচ। অদ্য প্রভৃতি সর্ব্বাস্তাঃ সুতা এষ নিশাকরঃ। সমাঃ সংবীক্ষতে নিত্যং মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ৫৩ ॥ তস্মাৎপক্ষং ক্ষয়ং যাতু পক্ষং বৃদ্ধিং প্রগচ্ছতু। যেন তে স্যাদ্বচঃ সত্যং মৎপ্রসাদসমন্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥ ততো দক্ষস্তথেত্যুক্ত্বা জগাম নিজমন্দিরম্। দেবোঽপি শঙ্করো ভূয়ঃ প্রোবাচ শশলাঞ্ছনম্ ॥ ৫৫ ॥ ভূয়োঽপি প্রার্থয়াভীষ্টং মত্তস্ত্বং শশলাঞ্ছন। যেন সর্ব্বং প্রযচ্ছামি যদ্যপি স্যাৎসুদুর্লভম্ ॥ ৫৬ ॥ চন্দ্র উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। তৎস্থাপিতেষু লিঙ্গেষু ময়া সর্ব্বেষু সর্ব্বদা। সন্নিধানং ত্বয়া কার্য্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫৭ ॥ দেব উবাচ। অষ্টষষ্টিষু লিঙ্গেষু স্থাপিতেষু ত্বয়া বিভো। সোমবারেণ সান্নিধ্যং করিষ্যে বচনাত্তব ॥ ৫৮ ॥ এবমুক্ত্বা স দেবেশস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। চন্দ্রোঽপি হর্ষসংযুক্তঃ সমং পশ্যতি তাস্ততঃ ॥ ৫৯ ॥ সুতা দক্ষস্য বিপেন্দ্রাঃ শঙ্করস্য বচঃ স্মরন্। ততো হর্ষসমাযুক্তা বভূবুস্তদনন্তরম্ ॥ ৬০ ॥ এবং সোমেশ্বরাস্তত্র বভূবুর্দ্বিজসত্তমাঃ। অষ্টষষ্টিষু তীর্থেষু তথান্যেষু ততঃ পরম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমনাথোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করত বলিলেন,—হে চন্দ্র! আমি বরদ শিব, তোমার সম্মুখে উপনীত; অভীষ্ট প্রার্থনা কর। চন্দ্র উত্তর করিলেন,—হে দেবেশ! আমি যক্ষ্মারোগে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছি, আমি আপনার পাদপদ্মে শরণাগত, আমাকে পরিত্রাণ করুন, আমার অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই। ভগবান্ বৃষভবাহন চন্দ্রের বাক্যশ্রবণে তথায় দক্ষকে আহ্বান করিয়া সাদরে বলিলেন,—হে দক্ষ! এই চন্দ্র তোমার জামাতা, ইঁহাকে শাপ দিয়া ভাল কাজ কর নাই; অতএব আমার বাক্যে ইঁহার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। দক্ষ উত্তর করিলেন,—আমি ইঁহাকে ধর্ম্ম্য উপদেশই প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু অসত্যবাক্ জামাতা কুবুদ্ধিবশতঃ আমার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া পুনরায় তাহার অন্যথা করিয়াছেন। হে বৃষভধ্বজ! এদিকে কন্যাগণের দুর্দ্দশা, তারপর জামাতার অঙ্গীকৃত বাক্যের অন্যথাচরণ, এই সকল কারণেই আমার ক্রোধের উদয় হয় ও আমি অভিশাপ প্রদান করি; হে দেব! আমি পরিহাসচ্ছলেও যাহা বলিয়া থাকি, তাহার অন্যথা হয় না। দেবদেব বলিলেন,—আমার বাক্যে অদ্যাবধি চন্দ্র তোমার কন্যাগণকে সতত সমভাবে দর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই; আমি আদেশ করিতেছি, আমার প্রসাদে চন্দ্র একপক্ষ ক্ষীণ এবং একপক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে তোমার শাপবাণীরও অন্যথা হইবে না। অনন্তর দক্ষ "তাহাই হউক" বলিয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে শঙ্কর পুনরায় শশধরকে কহিলেন,—হে চন্দ্র! তুমি পুনরায় অভীষ্ট প্রার্থনা কর, তোমার অভিলাষ সুদুর্লভ হইলেও অদ্য তাহা আমি প্রদান করিব। চন্দ্র উত্তর করিলেন, হে দেবেশ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বরদানের যোগ্য বলিয়া আপনার মনে হয়, তবে আমি যে সকল লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, লোকহিতকামনায় আপনি সতত এই সকল লিঙ্গে সান্নিহিত হউন। দেবদেব বলিলেন,—হে বিভো! তুমি যে অষ্টষষ্টি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তোমার বাক্যে সোমবারে আমি এই সকল লিঙ্গে সান্নিহিত হইব। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! শঙ্কর দেবেশ এইরূপ বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, চন্দ্রও হৃষ্টান্তঃকরণে শঙ্করের আদেশের অনুসরণ করিয়া তদবধি দক্ষদুহিতাগণকে সমভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দক্ষদুহিতারাও পরম হৃষ্ট হইলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! এইরূপে অষ্টষষ্টিতীর্থ ও অন্যান্য স্থানে ঐ অষ্টষষ্টি লিঙ্গ সোমের নামানুসারে সোমেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইল। ৪৭—৬১।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। চমৎকারী পুরা দেবী তত্রৈবাস্তি দ্বিজোত্তমাঃ। চমৎকারনরেন্দ্রেণ স্থাপিতা শ্রদ্ধয়া পুরা॥ ১॥ যয়া স মহিষঃ পূর্ব্বং নিহতো দানবো রণে। কৌমারব্রতধারিণ্যা মায়াশতসহস্রধৃক্॥ ২॥ যদা তন্নির্ম্মিতং তত্র পুরং তেন মহাত্মনা। তস্য সংরক্ষণার্থায় তদা সা স্থাপিতা দ্বিজাঃ॥ ৩॥ পুরস্য তস্য রক্ষার্থং তথা তৎপুরবাসিনাম্। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং ভক্ত্যা ভাবিতচেতসাম্॥ ৪॥ যস্তামভ্যর্চ্চয়েৎ সম্যঙ্মহানবমিবাসরে। কৃৎস্নং সংবৎসরং তস্য ন ভয়ং জায়তে ক্বচিৎ॥ ৫॥ ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যঃ শত্রুতশ্চ বিশেষতঃ। রোগেভ্যস্তস্করেভ্যশ্চ দুষ্টেভ্যোঽন্যেভ্য এব চ॥ ৬॥ যং যং কামমভিধ্যায়ন্ শুক্লাষ্টম্যাং নরঃ শুচিঃ। তাং পূজয়তি সদ্ভক্ত্যা স তমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৭॥ নিষ্কামঃ সুখমাপ্নোতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদেন সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥ ৮॥ তামারাধ্য গতাঃ পূর্ব্বং সিদ্ধিং ভূরিমহীভুজঃ। ব্রাহ্মণাশ্চ তথান্যেঽপি যোগিনঃ পরমেশ্বরীম্॥ ৯॥ যস্তস্যাঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ প্রকরোতি প্রদক্ষিণাম্। নিত্যং সংবৎসরং যাবত্তির্য্যগ্যোনৌ ন স ব্রজেৎ॥ ১০॥ তস্যা আয়তনে পূর্ব্বমাশ্চর্য্যমভবন্মহৎ। যত্তদ্বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ১১॥ আসীচ্চিত্ররথো নাম পূর্ব্বং পার্থিবসত্তমঃ। দশার্ণাধিপতিঃ খ্যাতঃ সর্ব্বশত্রুনিবর্হণঃ॥ ১২॥ শুক্লাষ্টম্যাং সদা ভক্ত্যা স তস্যাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। অষ্টোত্তরশতং যাবৎ প্রচকার প্রদক্ষিণাম্॥ ১৩॥ ততঃ প্রণম্য তাং দেবীং সম্প্রয়াতি পুনর্গৃহম্। সৈন্যেন চতুরঙ্গেণ সমস্তাৎ পরিবারিতঃ॥ ১৪॥ এবং তস্য নরেন্দ্রস্য প্রদক্ষিণরতস্য চ। জগাম সুমহান্ কালো দেব্যা ভক্তিরতস্য চ॥ ১৫॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স রাজা তত্র সঙ্গতঃ। অপশ্যদ্‌ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠান্ দেবীগৃহসমাশ্রিতান॥ ১৬॥ ততঃ প্রদক্ষিণাং কৃত্বা তাং দেবীং স মহীপতিঃ॥ ১৬॥ অগ্রস্থাংস্তান্ দ্বিজান্ সর্ব্বান্নমশ্চক্রে সমাহিতঃ॥ ১৭॥ ততস্তৈঃ সহিতৈস্তত্র সমাসীনঃ কথাঃ শুভাঃ। রাজর্ষীণাং পুরাণানাং বিপ্রর্ষীণাং চকার হ॥১৮॥ ততঃ কস্মিন কথান্তে স পৃষ্টস্তৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ। সোমেশ্বর ক্ষেত্রে চমৎকারী দেবী বিদ্যমানা। পুরাকালে নররাজ চমৎকার শ্রদ্ধাসহকারে ইহাঁর প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে চমৎকারী দেবী কৌমারব্রতধারিণী হইয়া সমরে শতসহস্রমায়াধর মহিষাসুরের নিধন সাধন করেন। হে দ্বিজগণ! মহাত্মা চমৎকার এই তীর্থে পুরনির্ম্মাণপূর্ব্বক পুর ও পুরবাসী ভাবিতাত্মা ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থ তন্মধ্যে ভক্তিভরে সেই চমৎকারী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। যে মানব মহানবমী দিনে চমৎকারী দেবীর সম্যক্ পূজা করে, পূর্ণ সংবৎসর মধ্যে তাহার ভূত, প্রেত, পিশাচ, বিশেষতঃ শত্রু, রোগ, তস্কর, অন্যান্য দুষ্ট জন্তুগণ হইতে কোনরূপ ভয় হয় না। শুচি নর শুক্লাষ্টমীদিনে যে যে কামনা করিয়া উত্তমভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করে, নিঃসংশয় তাঁহার সেই সেই কামনা পূর্ণ হয়। আমি সত্যই কহিতেছি,—নিষ্কাম মানবও দেবীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে মোক্ষসুখ লাভ করে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ভূরি ভূরি ভূমিপাল, ব্রাহ্মণ এবং যোগী এই পরমেশ্বরী চমৎকারীর আরাধনা করিয়া পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১—৯। যে মানব শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে সংবৎসরকাল নিত্য ইহাঁর প্রদক্ষিণ করে, তাহার কখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ হয় না। হে দ্বিজগণ! এই চমৎকারী দেবীর আয়তনে একদা এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হয়। আপনাদের সমীপে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পুরাকালে চিত্ররথ নামক জনৈক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। শত্রুহন্তা পার্থিবসত্তম চিত্ররথ দশার্ণদেশের অধীশ্বর। রাজা ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে সতত শুক্লাষ্টমীতে দেবীর অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ ও তদন্তে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। দেবীর প্রতি ভক্তিরত রাজা চিত্ররথের এইরূপ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বহুকাল অতিবাহিত হইল। তিনি একদা দেবীর মন্দিরে গিয়া দেখিলেন,—অনেক ব্রাহ্মণ সেই দেবীগৃহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সমাহিতমনা মহীপতি পূর্ব্বেও যেমন প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতেন, এদিনও তদ্রূপ প্রণাম-প্রদক্ষিণ করিয়া, সম্মুখস্থিত দ্বিজগণকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর তাঁহাদের সহিত সমাসীন হইয়া প্রাচীন বিপ্রর্ষি ও রাজর্ষিগণের শুভাবহ বিবিধকথা

কৌতূহলসমোপেতৈর্বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। ১৮। রাজন পৃচ্ছামহে সর্ব্বে ত্বাং বয়ং কৌতুকান্বিতাঃ। তস্মাৎকীর্ত্তয় চেদ্গুহ্যং ন ভবেব ব্যবস্থিতম্। ২০। মাসিমাসি সদাষ্টম্যাং ত্বং শুক্লায়াং সুদূরতঃ। আগত্য দেবতায়াশ্চ প্রকরোষি প্রদক্ষিণাম্। ২১। যত্নেনান্যাঃ পরিত্যজ্য সর্ব্বাঃ পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। নূনং বেৎসি ফলং কৃৎস্নং যৎপ্রদক্ষিণসম্ভবম্। ২২। রাজোবাচ। সত্যমেতদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদ্বর্বস্তি কুলাদ্ভুতম্ রহস্যমপি বক্তব্যং যুষ্মাকং সাম্প্রতং ময়া। ২৩। অহমাস শুকঃ পূর্ব্বমস্মিন্নায়তনে শুভে। দেব্যাঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে কুলায়কৃতসংশ্রয়ঃ। ২৪। তত্র নির্গচ্ছতো নিত্যং কুর্ব্বতশ্চ প্রবেশনম্। প্রদক্ষিণা-ভবদ্দেব্যা নিত্যমেব দ্বিজোত্তমাঃ। ২৫। ততঃ কালেন মে মৃত্যুঃ সঞ্জাতোঽত্রৈব মন্দিরে। তৎ-প্রভাবেণ সঞ্জাতো রাজা জাতিস্মরোঽস্মি হি। ২৬। এতস্মাৎকারণাদ্দূরাৎসমভ্যেত্য প্রদক্ষিণাম্। করোম্যস্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠা দেবতায়াঃ সমাহিতঃ। ২৭। পুরা ভক্তিবিহীনেন কুলায়ে বসতা ময়া। কৃতা প্রদক্ষিণা দেব্যাস্তেন জাতোঽস্মি ভূপতিঃ। ২৮। অধুনা শ্রদ্ধয়া যুক্তো যৎকরোমি প্রদক্ষিণাম্। কিং মে ভবিষ্যতি শ্রেয়স্তন্ন বেদ্মি দ্বিজোত্তমাঃ। ২৯। সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা তস্য তে বিপ্রা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। সাধুবাদং তথা চক্রুস্তস্য ভূপস্য হর্ষিতাঃ। ৩০। ততঃ স পার্থিবঃ সর্ব্বান্ প্রণম্য দ্বিজসত্তমান্। অনুজ্ঞাপ্য যযৌ তূর্ণং স্বগৃহায় সসৈনিকঃ। ৩১। অধুনা শ্রদ্ধয়া যুক্তো যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্। ৩২। ততঃ প্রভৃতি তে বিপ্রাঃ সর্ব্বে ভক্তিপুরঃসরাঃ। তস্যাঃ প্রদক্ষিণাং চক্রুস্তথান্যে মুক্তিহেতবে। ৩৩। প্রাপ্তাশ্চ পরমাং সিদ্ধিং বাঞ্ছিতাং তৎপ্রভাবতঃ। ইহ লোকে পরে চৈব দুর্লভাং ত্রিদশৈরপি। ৩৪। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন তাং দেবীমিহ সংশ্রয়েৎ। সর্ব্বকামপ্রদাং নৃণাং তস্মিন ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাম্। ৩৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে চমৎকারীদুর্গামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কথাবসানে কুতূহলাকুল দ্বিজসত্তমগণ সমীপস্থ বিনয়াবনত রাজসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে রাজন্! আমরা সকলেই কৌতুকান্বিত হইয়া তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, গুহ্য হইলেও তোমার ইহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য; কেননা, একমাত্র তুমিই ইহার মর্ম্ম বিদিত আছ। হে নৃপ! তুমি বহুদূর হইতে প্রতিমাসীয় শুক্লাষ্টমীতে এই দেবতায়তনে যত্ন সহকারে আগমনপূর্ব্বক নিত্য প্রদক্ষিণ করিতেছ, কিন্তু তোমাকে আমার পূজাদি করিতে দেখিনা; নিশ্চিতই তুমি প্রদক্ষিণফল অশেষরূপে বিদিত আছ, তাই পূজাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রদক্ষিণ করিয়া থাক। রাজা উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ইহা সত্যই কহিতেছেন, রহস্য হইলেও এক্ষণে প্রদক্ষিণবিষয়ক কথা আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি পূর্ব্বজন্মে শুকপক্ষী ছিলাম, শুক জন্মে আমি এই দেবীর শুভাবহ আতয়তনের পশ্চিমদিগ্‌ভাগে কুলায় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে বাস করিতাম। আমি যখন কুলায় হইতে বহির্গত ও কুলায়ে প্রবেশ করিতাম, তখন আমার গমনাগমনে নিত্যই দেবীর প্রদক্ষিণ করা হইত। অনন্তর কালপ্রাপ্ত হইয়া আমি দেবীমন্দিরমধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করি। দেবীমন্দিরে মৃত্যুপ্রভাবে আমি রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই কারণে আমি দূর হইতে আসিয়া সমাহিতমনে নিত্য দেবীর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকি। বিপ্রসত্তমগণ! পূর্ব্বকালে কুলায়বাসকালীন ভক্তিহীন প্রদক্ষিণে আমার নৃপজন্ম লাভ হইয়াছে, এক্ষণে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে প্রদক্ষিণ করিতেছি, ইহাতে যে আমার কিরূপ ফল লাভ হইবে, তাহা আমি বিদিত নহি। সূত কহিলেন,—রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে দ্বিজগণের নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল। তাঁহারা হর্ষসহকারে রাজার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দ্বিজসত্তমগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সসৈন্যে স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। যে মানব এখনও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই দেবীর প্রদক্ষিণ করে, তাহার নিখিলকলুষবিমুক্তি ও অভীষ্টফল লাভ হয়। হে দ্বিজগণ! তদবধি সেই বিপ্রগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা স্ব স্ব মুক্তিকামনায় দেবীর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদক্ষিণপ্রভাবে অভীষ্ট পরমসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কি ইহ, কি পর উভয়কালেই এই প্রদক্ষিণ ত্রিদশগণের দুর্লভ, দেবী মানবগণের নিখিল কামনা পূর্ণ করিবার জন্যই

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । তথান্যদপি তত্রাস্তি তড়াগং দেবনির্ম্মিতম্ । যত্রানর্ত্তো নৃপঃ সিদ্ধঃ সুহয়ো নাম নামতঃ ॥ ১ ॥ তেনৈব ভূভুজা তত্র লিঙ্গং সংস্থাপিতং শুভম্ । আনর্ত্তেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ২ ॥ তত্রাঙ্গারকষষ্ঠ্যাং যস্তড়াগে স্নানমাচরেৎ । স প্রাপ্নোতি নরঃ সিদ্ধিং যথানর্ত্তাধিপেন চ ॥ ৩ ॥ ঋষয় উচুঃ । কথং সিদ্ধিঃ সম্প্রাপ্তা আনর্ত্তেন মহাত্মনা । সর্ব্বং কথয় তৎসূত সর্ব্বং বেৎসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ সূত উবাচ । আনর্ত্তঃ সুহয়ো নাম পুরাসীৎ পৃথিবীপতিঃ । সর্ব্বারিভির্হতো যুদ্ধে পলায়নপরায়ণঃ । উচ্ছিষ্টো ম্লেচ্ছসংস্পৃষ্ট একাকী বহুভির্বৃতঃ ॥ ৫ ॥ অথ তস্য কপালঞ্চ কাপালিকব্রতান্বিতঃ । স্বগৃহে নিজকর্ম্মার্থং জ্ঞাত্বা তং বীরসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥ আনর্ত্তেশ্বরসান্নিধ্যে বসমানো বনে স্থিতঃ । স রাত্রৌ তেন তোয়েন সর্ব্বদেবময়েন চ ॥ ৭ ॥ তড়াগোত্থেন সম্পূর্ণং রাত্রৌ কৃত্বা প্রমুঞ্চতি । আসীৎ পূর্ব্বং বণিঙ্নাম্না সিদ্ধসেন ইতি স্মৃতঃ । ধনী ভৃত্যসমোপেতঃ সদা পুণ্যপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পণ্যবুদ্ধ্যা দ্বিজোত্তমাঃ । প্রস্থিতশ্চোত্তরাং কাষ্ঠাং স সার্থেন সমন্বিতঃ ॥ ৯ ॥ অথ প্রাপ্তঃ ক্রমাৎ সর্ব্বৈঃ স গচ্ছন্মরুমণ্ডলম্ । বৃক্ষোদকপরিত্যক্তং সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতম্ ॥ ১০ ॥ তত্র রাত্রিং সমাসাদ্য শ্রান্তাঃ পান্থাঃ সমন্ততঃ । সুপ্তাঃ স্থানানি সংস্কৃত্য গতা নিদ্রাবশং তথা ॥ ১১ ॥ ততঃ প্রত্যূষমাসাদ্য সমুত্থায় চ সত্বরম্ । প্রস্থিতা উত্তরাং কাষ্ঠাং মুক্তৈকং শূদ্রসেবকম্ ॥ ১২ ॥ স বৈ মার্গপরিশ্রান্তো গত্বা নিদ্রাবশং ভৃশম্ । ন জজাগার জাতেঽপি প্রয়াণে বহুশব্দিতে ॥ ১৩ ॥ ন চ তৈঃ স স্মৃতঃ সার্থৈর্যৈঃ সমং প্রস্থিতো গৃহাৎ । ন চ কেনাপি সংদৃষ্টঃ স তু রোধসি সংস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ এবং গতে ততঃ সার্থে প্রোদ্গাতে সূর্য্যমণ্ডলে । তীব্রতাপপরিস্পৃষ্টো

এই ক্ষেত্রে বিদ্যমানা রহিয়াছেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই দেবীর শরণগ্রহণ করিবে।১০—৩৫।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই দেবায়তনের সন্নিধানে দেবনির্ম্মিত এক তড়াগ বিদ্যমান। আনর্ত্তাধিপতি সুহয় নৃপতি এই তড়াগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নৃপ সুহয় এই স্থানে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, নিখিল লোকের সিদ্ধিদ এই লিঙ্গ আনর্ত্তেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। যে মানব মঙ্গলবারযুক্ত ষষ্ঠীতে এই তড়াগে স্নান করে, আনর্ত্তনৃপতির ন্যায় তাহারও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! তুমি নিঃসংশয় সকলই বিদিত আছ, অতএব মহাত্মা আনর্ত্তনরপতি কিরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন, তৎসমস্ত আমাদের নিকট বল। সূত উত্তর করিলেন,—পুরাকালে পৃথিবীপতি আনর্ত্তনৃপতি সুহয় শত্রুগণ কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া পলায়নপরায়ণ হন, কিন্তু পলাইয়াও তিনি অব্যাহতি পাইলেন না, উচ্ছিষ্ট ও ম্লেচ্ছগণসংস্পৃষ্ট হইয়া একাকী অরিগণের করে প্রাণ হারাইলেন। আনর্ত্তেশ্বরসমীপে জনৈক কাপালিক ব্রতী বাস করিতেন, তিনি বীরের কপাল কর্ম্মার্হ জানিয়া নৃপকপাল গ্রহণপূর্ব্বক রজনীযোগে তদ্দ্বারা তড়াগ হইতে জল আনয়ন করত সেই সর্ব্বদেবময় পূত সলিল দ্বারা নিজক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক ঐ কপাল আপনার নিকটেই রাখিয়া দিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! পুরাকালে সিদ্ধসেন নামক জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ ধনী বণিক ছিলেন, তিনি একদা ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে বাণিজ্য জন্য সার্থ-সমন্বিত হইয়া উত্তরপথে গমন করেন এবং ক্রমে ক্রমে ভৃত্যাদির সহিত সকলেই মেরুমণ্ডলে গিয়া উপনীত হন। সেই প্রাণিহীন মেরুমণ্ডলে বৃক্ষ জলাদি কিছুই ছিল না, শ্রান্ত বণিক্ পান্থগণ রজনীযোগে তথায় আগমনপূর্ব্বক স্থানের অবস্থাদর্শনে আর অগ্রসর না হইয়া সেইখানেই নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। অনন্তর তাহারা প্রভাতে সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইল। ইহাদের সহিত জনৈক শূদ্র সেবক ছিল, পথশ্রান্তিবশতঃ সে গাঢ়নিদ্রায় অত্যন্ত অভিভূত হয়, পান্থগণের প্রয়াণসময়ে বহুশব্দ উত্থিত হইলেও সে জাগরিত হইল না এবং যাহাদের সঙ্গী হইয়া সে গৃহ হইতে আগমন করিয়াছিল, তাহাদেরমধ্যে কেহই তাহাকে স্মরণ বা দর্শন করিল না। শূদ্রক তড়াগতীরেই রহিয়া গেল।১—১৪। বণিক্‌গণ চলিয়া গেলে, সূর্য্য উদিত হইলেন, তাহ-

জলাগার ততঃ পরম্॥ ১৫॥ যাবৎ পশ্যতি নো কিঞ্চিত্তস্মিন্ স্থানে স সার্থকম্। ন চ তেষাং মরৌ তস্মিন্ লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ॥ ১৬॥ ততো দুঃখপরীতাত্মা ধাবমান ইতস্ততঃ। পতিতো মেদিনীপৃষ্ঠে মধ্যাহ্নে ক্ষুত্তৃষার্দ্দিতঃ॥ ১৭॥ এবং তস্য তৃষার্ত্তস্য পতিতস্য ধরাতলে। ধৃতপ্রাণস্য কৃচ্ছ্রেণ সংযাতোহস্তাচলং রবিঃ॥ ১৮॥ ততঃ কিঞ্চিৎ সসংজ্ঞোহভূন্মন্দীভূতে দিবাকরে। চিন্তয়ামাস চিত্তেন কাহং গচ্ছামি সাম্প্রতম্॥ ১৯॥ ন লক্ষ্যতে ক্বচিন্মার্গো দৃশ্যতে ন চ মানুষঃ। নাত্র তোয়ং ন চ চ্ছায়া নূনং মে মৃত্যুরাগতঃ॥ ২০॥ এবং চিন্তা প্রপন্নস্য তস্য শূদ্রস্য নির্জ্জনে। মরৌ তস্মিন সমায়াতা শর্ব্বরী তদনন্তরম্॥ ২১॥ অথ ক্ষণেন শুশ্রাব স গীতং মধুরধ্বনি। পঠতাং নন্দিবৃন্দানাং তথা শব্দং মনোহরম্॥ ২২॥ অথাপশ্যৎ ক্ষণেনৈব প্রেতসৈন্যৈঃ সমাবৃতম্। প্রেতমেকঞ্চ সর্ব্বেষামাধিপত্যে ব্যবস্থিতম্॥ ২৩॥ ততস্তে পার্শ্বগাঃ প্রেতা একে নৃত্যং প্রচক্রিরে। তৎপুরো গীতমন্যে তু স্তুতিং চৈব তথা পরে॥ ২৪॥ অথাসৌ প্রাহ তং শূদ্রমতিথে কুরু ভোজনম্। স্বেচ্ছয়া পিব তোয়ঞ্চ শ্রেয়ো যেন ভবেন্মম॥ ২৫॥ ততঃ স ভোজনং চক্রে ক্ষুধার্ত্তশ্চ পপৌ জলম্। ভয়ং ত্যক্ত্বা সুবিশ্রব্ধঃ প্রেতরাজস্য শাসনাৎ॥ ২৬॥ ততঃ প্রেতাশ্চ তে সর্ব্বে প্রেতস্যেন সমন্বিতাঃ। যথাজ্যেষ্ঠং যথান্যায়ং প্রচক্রুর্ভোজনক্রিয়াম্॥ ২৭॥ এবং তেষাং সমস্তানাং বিলাসৈঃ পার্থিবোচিতৈঃ। অতিক্রান্তা নিশা সর্ব্বা ক্রীড়তাং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২৮॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। যাবৎ পশ্যতি শূদ্রঃ স তাবত্তত্র ন কিঞ্চন॥ ২৯॥ ততশ্চ চিন্তয়ামাস কিমেতৎ স্বপ্নদর্শনম্। চিত্তভ্রমোহথবাস্মাকমিন্দ্রজালমথাপি বা॥ ৩০॥ অথবা সত্যমেতদ্ধি যতো মে তৃপ্তিরুত্তমা। সঞ্জাতেয়ং ক্ষুধার্ত্তস্য পিপাসাকুলিতস্য চ॥ ৩১॥ এবং চিন্তায়মানস্য ভাস্করো গগনাঙ্গনম্। সমারুরোহ তাপেন তাপয়দ্ধরণীতলম্॥ ৩২॥ ততঃ কিঞ্চিৎসমাশ্রিত্য স্বল্পচ্ছায়ং মহীরুহম্। প্রাপ্তবান

পর তীব্রতাপপরিস্পৃষ্ট হইয়া শূদ্রক সংজ্ঞালাভ করিল। সে সংজ্ঞালাভ করিয়াই যেমন দেখিল,—সার্থবাহ সঙ্গিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অমনি তাহাদের গমনপথ অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু মরুস্থল বলিয়া তাহাদের পদপদ্ধতি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর শূদ্রক অত্যন্ত দুঃখিতাত্মা হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। তখন তপন দেব মধ্যগগনে সমাসীন। শূদ্রক ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইল। এইরূপে ভূতলপতিত তৃষ্ণার্ত্ত শূদ্রক অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিল, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যও অস্তমিত হইলেন। অনন্তর দিবাকর মন্দীভূত হইলে শূদ্রক অল্পমাত্র সংজ্ঞালাভ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—"আমি এখন কোথায় যাইব? আমি কোনও পথও লক্ষ্য করিতেছি না, বা কোন মানবও আমার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইতেছে না; এখানে ছায়া নাই জল নাই, অতএব আমার মরণ নিশ্চিতই। শূদ্রক জনমানবহীন মরুমধ্যে অবস্থিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে, দেখিতে দেখিতে রজনী সমাগতা হইল। সে কিছুক্ষণ পরে এক মধুরগীত শ্রবণ করিল। গীতের মধ্যে মধ্যে নন্দিবৃন্দগণের মনোহর শব্দও তাহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর শূদ্রক ক্ষণকাল মধ্যেই দেখিতে পাইল,—এক প্রেতাধিপ তদীয় অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বচরগণের কেহ কেহ তাঁহার সম্মুখে নৃত্য, কেহ কেহ গীত ও অপর কেহ কেহ তাঁহার স্তুতিগান করিতেছে। তদনন্তর প্রেতপতি সেই শূদ্রককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে অতিথে! আমার মঙ্গলার্থ যথেচ্ছ ভোজন ও জলপান কর।" হে দ্বিজসত্তমগণ! শূদ্রক ক্ষুধার্ত্ত ছিল, সে তখনই ভোজন ও জলপান করিল; প্রেতরাজের শাসনে সে তখন নির্ভয় ও সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্বস্ত হইল। অনন্তর প্রেতগণ যথাযোগ্য জ্যেষ্ঠানুক্রমে প্রেতব্যবহারে নিজ নিজ ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিল, এবং তাহাদের রাজোচিত বিলাসবিভোগে ও ক্রীড়ায় যামিনী অতিবাহিত হইল। অনন্তর বিমল প্রভাতে দিবাকর উদিত হইলে, শূদ্রক নয়ন উন্মীলন করিয়া সে সকল কিছুই দর্শন করিল না; ভাবিল,—অহো! তবে কি আমি স্বপ্ন দর্শন করিলাম। অথবা আমার চিত্তভ্রম হইয়াছে, কিংবা এ সকল কোনরূপ ঐন্দ্রজালিক ঘটনা হইয়া থাকিবে! অথবা এই সকল সত্যই হইবে, আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পীড়িত ছিলাম, এ সকল অসত্য হইলে কিরূপে আমার উত্তম তৃপ্তি সাধিত হইল? শূদ্রক এইরূপে অনেক চিন্তা করিল, দিবাকর তাপদানে ধরণীতল তাপিত করিয়া গগনাঙ্গনে আরোহণ করি-

দিবসস্তান্তং ক্ষুৎপিপাসাপ্রপীড়িতঃ ॥ ৩৩ ॥ ততো নিশামুখে প্রাপ্তে ভূয়োঽপি প্রেতরাজকম্। প্রেতৈস্তৈশ্চ সমোপেতং তথারূপং ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩৪ ॥ তথৈব ভোজনং চক্রে তস্যাতিথ্যসমুদ্ভবম্। ভয়েন রহিতঃ শূদ্রো হর্ষেণ মহতান্বিতঃ ॥ ৩৫ ॥ এবং তস্য নিশাবক্ত্রে নিত্যমেব স ভূপতিঃ। আতিথ্যং প্রকরোত্যেব সমাগত্য তথৈব চ ॥৩৬॥ ততোঽন্য-দিবসে প্রাপ্তে তেন শূদ্রেণ ভূপতিঃ। পৃষ্টঃ কিমেত-দাশ্চর্য্যং দৃশ্যতে রজনীমুখে ॥৩৭॥ বিভবস্তে মহাভাগ প্রণশ্যতি নিশাক্ষয়ে। এতৎকীর্ত্তয় মে গুহ্যং ন চেৎ প্রেতপ সংস্থিতম্। অত্র কৌতূহলং জাতং দৃষ্ট্বেদং সুবিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৮ ॥ প্রেত উবাচ। অস্তি পুণ্যং মহাক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। গঙ্গা চ যমুনা চৈব স্থিতে তত্র চ সঙ্গমে ॥ ৩৯ ॥ তাভ্যা-মন্তিসমীপস্থং শিবস্যায়তনং শুভম্। মহাব্রত-ধরস্তত্র তপস্যতি সুনৈষ্ঠিকঃ ॥ ৪০ ॥ স সদা রাত্রি-শৌচার্থং কপালং জলপূরিতম্। মদীয়ং শয়নে চক্রে তত্র কৃত্বা নিজাং ক্রিয়াম্ ॥ ৪১ ॥ তৎপ্রভাবা-ন্মমেয়ং হি বিভূতির্জায়তে নিশি। দিবারিক্তে কৃতে যাতি ভূয় এব মহামতে ॥ ৪২ ॥ তস্মাৎকুরু প্রসাদং মে তত্র গত্বা কপালকম্। চূর্ণং কৃত্বা মদীয়ং তত্তস্মিংস্তোয়ে বিনিক্ষিপ ॥ ৪৩ ॥ যেন মে জায়তে মোক্ষঃ প্রেতভাবাৎসুদারুণাৎ ॥ ৪৪ ॥ তথা তত্রাস্তি পূর্ব্বস্যাং দিশি তত্তীর্থমুত্তমম্। গয়াশির ইতি খ্যাতং প্রেতত্বান্মুক্তিদায়কম্ ॥ ৪৫ ॥ তত্র গত্বা কুরু শ্রাদ্ধং সর্ব্বেষাং ত্বং মহামতে। দৃশ্যতে তব পার্শ্বস্থা ভদ্র সম্পুটিকা শুভা ॥ ৪৬ ॥ অস্যাং নামানি সর্ব্বেষাং যথাজ্যেষ্ঠং সমালিখ। ততঃ শ্রাদ্ধং কুরুষ্বাশু দয়াং কৃত্বা গরীয়সীম্ ॥ ৪৭ ॥ বয়ং ত্বাং তত্র নেষ্যামঃ সুখোপায়েন ভদ্রক। নিধিঞ্চ দর্শয়িষ্যামঃ শ্রাদ্ধার্থং সুমহত্তরম্ ॥ ৪৮ ॥ তথেতি সমনুজ্ঞাতে তেন শূদ্রেণ সত্বরম্। নিন্যুস্তং স্কন্ধমারোপ্য শূদ্রং ক্ষেত্রে যথোদিতম্ ॥ ৪৯ ॥ দর্শয়ামাসুরেবাস্য

লেন; অনন্তর শূদ্রক এক অল্পচ্ছায় তরুর মূলে উপবেশন করিল, সন্ধ্যাসমাগমে সে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া পড়িল। তদনন্তর শূদ্রক সায়ং-সময়ে পূর্ব্বে যেরূপ প্রেতরাজকে দর্শন করিয়াছিল, পুনরপি তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রেতপরিবৃত দর্শন করিল, এবং পূর্ব্বে প্রেতরাজের আদেশে যেরূপ ভোজন করিয়াছিল, আজও তদ্রূপ প্রেত-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ভীতিহীন ও মহা-হৃষ্ট হইল। হে দ্বিজগণ! প্রেতপতি এইরূপে নিত্যই তথায় আগমনপূর্ব্বক সায়ংসময়ে শূদ্রকের আতিথ্যসৎকার করিতেন; অনন্তর অন্য এক দিবসে শূদ্রক প্রেত ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে প্রেতরাজ! প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে আমি এ কি বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিতেছি? নিশাবসানে আপনার এ ঐশ্বর্য্য রক্ষিত হয় না কেন? হে প্রেতপতে! এ বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল জন্মি-য়াছে, অতএব যদি গোপনীয় না হয়, তবে এ সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। প্রেতপতি উত্তর করিলেন,—হাটকেশ্বর নামক এক মহাপুতক্ষেত্র আছে, তথায় গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম বিদ্যমান; এই গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের অনতিদূরে এক সুশোভন শিবা-য়তন বিদ্যমান! জনৈক মহাব্রতধারী সুনৈষ্ঠিক তপস্বী তথায় তপস্যা করিতেছেন! তিনি আমার কপালে জল লইয়া রজনীযোগে নিজ শৌচকার্য্যাদি সম্পন্ন এবং নিজক্রিয়ানির্ব্বাহান্তে ঐ কপাল মদীয় শয্যাপার্শ্বে রক্ষা করেন। সেই কপালপ্রভাবেই বিভাবরীতে আমার এবম্ভূত বিভবের বিকাশ হয়, আর দিবাভাগে কপালবিরহে আমার এ সকল ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হইয়া থাকে। হে মহাপতে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি তথায় গমন-পূর্ব্বক মদীয় কপাল চূর্ণ করিয়া তড়াগের পূত জলে নিক্ষেপ কর; হে ভদ্র! এইরূপ করিলে আমি সুদারুণ প্রেতভাব হইতে মুক্ত হইব। ১৫—৬৪। তথায় আরও একটী কার্য্য করিতে হইবে, বলিতেছি এই তড়াগের পূর্ব্বদিকে অনুত্তম গয়া-শির তীর্থ বিদ্যমান; এই বিখ্যাত গয়াশির তীর্থ প্রেতমুক্তিদায়ক। হে মহামতে! তথায় গমন করিয়া আমাদের শ্রাদ্ধ কর; এই গয়াশিরের পার্শ্বদেশে এক মনোজ্ঞ সম্পুটিকা দেখিতে পাইবে; এই সম্পুটিকায় জ্যেষ্ঠানুক্রমে আমাদের সকলের নাম লিখিয়া লিখিবে। এইরূপ করিলেই আমাদের মুক্তি হইবে, অতএব আমাদের প্রতি নিরতিশয় দয়া করিয়া সত্বর আমাদের উদ্দেশে গয়াশিরশ্রাদ্ধ কর। হে ভদ্রক! আমরা অনায়াসে তোমাকে তথায় লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিপুল ধন প্রদর্শন করাইব। অনন্তর শূদ্রক "তাহাই হউক" বলিয়া প্রেতরাজের বাক্যে অঙ্গীকার করিলে তাহারা শূদ্রককে স্কন্ধে লইয়া তথায় গমন করত মৃত্তিকাপ্রোথিত ধনরাশি সন্দর্শন করাইলে শূদ্রকও

নিধানং ভূমিবিবরজম্। তদাদায় গতস্তত্র যত্রাসৌ নৈষ্ঠিকঃ স্থিতঃ ॥ ৫০ ॥ ততঃ প্রণম্য তং ভক্ত্যা কথয়ামাস বিস্তরাৎ। তস্য ভূতপতেঃ সর্ব্বং বৃত্তান্তং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৫১ ॥ ততো লব্ধা কপালং তচ্চূর্ণয়িত্বা সমাহিতঃ। গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে প্রচিক্ষেপ মুদান্বিতঃ ॥ ৫২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রেতো দিব্যরূপবপুর্দ্ধরঃ। বিমানস্থোঽব্রবীদ্বাক্যং শূদ্রস্তং হর্ষসংযুতঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রসাদাত্তব মুক্তোঽহং প্রেতত্বাদ্দারুণাদিতঃ। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাম্প্রতং ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ এতেষামেব সর্ব্বেষামিদানীং শ্রাদ্ধমাচর। গত্বা গয়াশিরঃ পুণ্যং যেন মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৫৫ ॥ ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টস্তেষামেব পৃথক্ পৃথক্। শ্রাদ্ধং চক্রে চ ভূতানাং নিত্যমেব সমাহিতঃ ॥ ৫৬ ॥ তেঽপি সর্ব্বে গতাঃ স্বর্গং প্রেতাস্তস্য প্রভাবতঃ। দদুশ্চ দর্শনং তস্য স্বপ্নে হর্ষসমন্বিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ শূদ্রঃ স বিজ্ঞায় তৎ ক্ষেত্রং পুণ্যবর্দ্ধনম্। ন জগাম গৃহং ভূয়স্তত্রৈব তপসি স্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥ গঙ্গাযমুনয়োঃ পার্শ্বে শূদ্রকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। লিঙ্গং সংস্থাপিতং তেন সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৫৯ ॥ যস্তয়োর্ব্বিধিবৎস্নানং কৃত্বা পূজয়তে নরঃ। শূদ্রকেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৬০ ॥ স সর্ব্বৈঃ পাতকৈর্ম্মুক্তঃ প্রয়াতি শিবমন্দিরম্। স্তূয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্ব্বিমানবরমাশ্রিতঃ ॥ ৬১ ॥ যস্তত্র ত্যজতি প্রাণান্ কৃত্বা প্রায়োপবেশনম্। ন চ ভূয়োঽত্র সংসারে স জন্মাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬২ ॥ গণ্ডূষমপি তোয়স্য যস্তস্য নিবসন পিবেৎ। সোঽপি সম্মুচ্যতে পাপাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥ ৬৩ ॥ যস্তত্র ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং সম্প্রযচ্ছতি ভোজনম্। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবৎকল্পশতত্রয়ম্ ॥ ৬৪ ॥ ক্রটিমাত্রং চ যো দদ্যাত্তত্র স্বর্ণং সমাহিতঃ। স প্রাপ্নোতি ফলং কৃৎস্নং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ৬৫ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন তত্তীর্থবরমাশ্রয়েৎ। য ইচ্ছেচ্ছাশ্বতং স্বর্গং সদৈব মনুজো দ্বিজাঃ ॥ ৬৬ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা গৌতমেন মহর্ষিণা। গঙ্গাযমুনয়োস্তস্য প্রভাবং বীক্ষ্য বিস্ময়াৎ ॥ ৬৭ ॥ গঙ্গাযমুনয়োঃ সঙ্গে নরঃ স্নাত্বা সমাহিতঃ। শূদ্রেশ্বরং সমালোক্য সদ্যঃ স্বর্গ-

সেই সকল ধন গ্রহণপূর্ব্বক যে স্থানে নৈষ্ঠিক তপস্বী উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় উপনীত হইল। অনন্তর শূদ্রক তথায় উপনীত হইয়া সেই নৈষ্ঠিক তপস্বীকে ভক্তিভরে নমস্কার ও বিনয়ান্বিত হইয়া ভূতপতির সমুস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিল। তদনন্তর তপস্বিসমীপে সেই কপাল লাভ করত সমাহিত মনে তাহা চূর্ণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে নিক্ষেপ করিল। ইত্যবসরে প্রেতরাজ দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক বিমানারূঢ় হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শূদ্রককে বলিলেন,—"ভদ্র! তোমার প্রসাদে আমি দারুণ প্রেতশরীর হইতে মুক্ত হইলাম, তোমার মঙ্গল হউক, আমি সম্প্রতি ত্রিদশালয়ে চলিলাম; সম্প্রতি আমার এই অনুচরগণের মুক্তির জন্য পুণ্য গয়াশিরে গমন করিয়া ইহাদিগের শ্রাদ্ধ কর, এইরূপ করিলে ইহাদের মুক্তি হইবে।" অনন্তর শূদ্রক প্রেতরাজের দিব্যদেহপ্রাপ্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং সমাহিত হইয়া নিত্যই প্রেতরাজের অনুচরগণের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। প্রেতগণও ক্রমে শূদ্রকদত্ত শ্রাদ্ধপ্রভাবে স্বর্গগমনপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া স্বপ্নযোগে শূদ্রককে দর্শন-দান করিল। অনন্তর শূদ্রক সেই পুণ্যবর্দ্ধন ক্ষেত্রের মহিমা বিদিত হইয়া আর গৃহে গমন করিল না, সেই ক্ষেত্রেই তপস্যা করিতে লাগিল। শূদ্রক এই গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে এক সর্ব্বপাপনাশন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল ঐ লিঙ্গ শূদ্রকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল। যে মানব গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে যথাবিধি স্নান করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে শূদ্রকেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সে গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া উত্তম বিমানারোহণে শিবলোকে গমন করে। যে নর প্রায়োপবেশন অবলম্বনপূর্ব্বক এই শূদ্রকতীর্থে জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহার পুনরায় এ সংসারে জন্ম লাভ হয় না। যে মানব এই তীর্থে বাস করিয়া গণ্ডূষমাত্রও জলপান করে, সেও আজন্মমরণ পর্য্যন্ত সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর এই তীর্থে বিপ্রবরগণকে ভোজন করায়, শতত্রয় কল্পকাল তদীয় পিতৃগণ তৃপ্ত হন। যে মানব সমাহিত হইয়া এখানে ক্রটিমাত্র স্বর্ণ দান করে, তাহার রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে দ্বিজগণ! যাহার অবিচ্ছিন্ন স্বর্গবাস কামনা থাকে, এই তীর্থবরের আশ্রয়গ্রহণ তাহার সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে মহর্ষি গৌতম এই গঙ্গাযমুনার সঙ্গমপ্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া বক্ষ্যমাণ গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—"সমাহিতমনা মানব গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান ও শূদ্রকেশ্বরের দর্শনে সদ্যঃ

মব্যাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং গঙ্গাযমুনয়োর্দ্দ্বয়া। মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আনর্ত্তকেশ্বরশূদ্রকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। তথা তত্রাস্তি বিখ্যাতং রামহ্রদ ইতি স্মৃতম্। যত্র তে পিতরস্তেন রুধিরেণ প্রতর্পিতাঃ ॥ ১ ॥ তত্র ভাদ্রপদে মাসি যোঽমাবাস্যামবাপ্য চ। পিতৃন্ সন্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ। অত্যাশ্চর্য্যমিদং সূত যদ্ব্রবীষি মহামতে। যত্তেন পিতরস্তত্র রুধিরেণ প্রতর্পিতাঃ ॥ ৩ ॥ পিতৃণাং তর্পণার্থায় মেধ্যাঃ সঙ্কীর্ত্তিতা বুধৈঃ। পদার্থা রুধিরং প্রোক্তং রাক্ষসানাং প্রতর্পণে ॥ ৪ ॥ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম সদ্ভির্বিগর্হিতম্। জামদগ্ন্যেন তচ্চীর্ণং কস্মাৎসূত বদস্ব নঃ ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। তেন কোপবশাৎ কর্ম্ম প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতা। তৎকৃতং তর্পিতা যেন পিতরো রুধিরেণ তে ॥ ৬ ॥ পিতা তস্য পুরা বিপ্রা জমদগ্নির্নিপাতিতঃ। ক্ষত্রিয়েণ স্বধর্ম্মস্থো বিনা দোষং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ কোপপরীতেন তেন প্রোক্তং মহাত্মনা। রক্তেন ক্ষত্রিয়োত্থেন সন্তর্প্যাঃ পিতরো ময়া ॥ ৮ ॥ এতস্মাৎকারণাত্তেন রুধিরেণ মহাত্মনা। পিতরস্তর্পিতাঃ সম্যক্ তিলমিশ্রেণ ভক্তিতঃ ॥ ৯ ॥ ঋষয় উচুঃ। জমদগ্নির্হতঃ কস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ মহামুনিঃ। কিংনামা স চ ভূপালো বিস্তরাদ্বদ সূত তৎ ॥ ১০ ॥ সূত উবাচ। ঋচীকতনয়ঃ পূর্ব্বং জমদগ্নিরিতি স্মৃতঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে তত্রাসীদ্দগ্ধকল্মষঃ ॥ ১১ ॥ চত্বারস্তস্য পুত্রাশ্চ বভূবুর্গুণসংযুতাঃ। জঘন্যোঽপি গুণজ্যেষ্ঠস্তেষাং রামো বভূব হ ॥ ১২ ॥ কদাচিত্তৎসুতাস্তস্য জমদগ্নের্মহাবনে। পুত্রেষু কন্দমূলার্থং নির্গতেষু বনান্তরে ॥ ১৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো হৈহয়াধি-

---

স্বর্গে গমন করে।" হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! এই আপনাদের নিকট গঙ্গাযমুনার সঙ্গম বিষয়ে সমস্তই বর্ণন করিলাম; এই মাহাত্ম্য সর্ব্বপাতকনাশন জানিবেন। ৪৫—৬৯।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের সমীপে রামহ্রদ বিদ্যমান। এই রামহ্রদে আপনাদের পিতৃগণ শোণিত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। যে মানব ভাদ্রমাসের অমাবস্যাসমাগমে এই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করে, তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! তুমি বলিতেছ আমাদের পিতৃগণ রুধির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যকর কথা; হে মহামতে! পণ্ডিতগণ পিতৃতর্পণে পবিত্র বস্তুরই বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—রাক্ষসগণই রুধির দ্বারা তৃপ্ত হইয়া থাকে। সাধুগণ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যকে নিন্দনীয় বলেন; হে সূত! জামদগ্ন্য কেন এহেন নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন? তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রগণ! পরশুরামের রোষেই এইরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত। রোষপরবশ হইয়া রুধির দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করত তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! পুরাকালে পরশুরামের পিতা স্বধর্ম্মস্থ জমদগ্নি বিনাদোষে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক নিহত হন। অনন্তর মহাত্মা জামদগ্ন্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন,—"আমি ক্ষত্রিয়শোণিত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিব।" ১—৮। হে দ্বিজগণ! এই কারণেই মহাত্মা পরশুরাম তিলমিশ্রিত ক্ষত্রিয়শোণিত দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! মহামুনি জমদগ্নি কেন ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, আর জমদগ্নিনিহন্তা নৃপতির নাম কি? বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে ঋচীক নামক জনৈক ঋষি ছিলেন, জমদগ্নি তাঁহার তনয়; বিগতপাপ জমদগ্নি পুণ্য হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে বাস করিতেন। তাঁহার চারিটী তনয়; তন্মধ্যে জামদগ্ন্য জঘন্য হইলেও গুণে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। একদা তদীয় তনয়গণ কন্দ, মূল ও ফলাহরণ জন্য আশ্রমের বহির্ভাগে গমন করেন, জমদগ্নি সেই মহারণ্য মধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। ইত্য-

পতিব্রতা বলী। সহস্রার্জ্জুন ইত্যেব বিখ্যাতো যো মহীতলে ॥ ১৪ ॥ মৃগলিপ্সুর্ব্বনে তস্মিন্ ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ। জ্যৈষ্ঠমার্তো বৃষরাশিস্থে ভাস্করে দিনমধ্যগে ॥ ১৫ ॥ ততস্তমাশ্রমং দৃষ্ট্বা নানাক্রমসমাকুলম্। চতুরঙ্গেন সৈন্যেন সহিতঃ প্রবিবেশ হ ॥ ১৬ ॥ অথাপশ্যৎ স তত্রস্থং জমদগ্নিং মহামুনিম্। উপবিষ্টং কৃতস্নানং দেবার্চ্চনপরায়ণম্ ॥ ১৭ ॥ অথ তং পার্থিবং দৃষ্ট্বা স মুনিস্তুষ্টিসংযুতঃ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা যথান্যায়ং স্বাগতেনাভিনন্দ্য চ ॥ ১৮ ॥ সোঽপি তং প্রণিপত্যোচ্চৈর্ব্বিনয়েন সমন্বিতঃ। প্রতিসম্ভাষয়ামাস কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৯॥ রাজোবাচ। কচ্চিত্তে কুশলং বিপ্র পুত্রশিষ্যান্বিতস্য চ। সাগ্নিহোত্রকলত্রস্য পরিবারযুতস্য চ ॥ ২০ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং সফলঞ্চ মে। যত্ত্বং তপোনিধির্দৃষ্টঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ২১ ॥ এবমুক্ত্বা স রাজর্ষির্বিশ্রম্য সুচিরং ততঃ। পীত্বাপস্তমুবাচেদং প্রণিপত্য মহামুনিম্ ॥ ২২ ॥ অনুজ্ঞাং দেহি মে ব্রহ্মন্ প্রযাস্যামি নিজং গৃহম্। মম কৃত্যসমাদেশং যেন তে স্যাৎপ্রয়োজনম্ ॥ ২৩ ॥ জমদগ্নিরুবাচ। দেবতার্চ্চনবেলায়াং ত্বং মে গৃহমুপাগতঃ। মনোরথ ইব ধ্যাতঃ সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥ ২৪ ॥ তস্মাদ্ময়ি পরা প্রীতির্ভক্তিশ্চ নৃপসত্তম। তৎকুরুষ্ব ময়া দত্তং স্বহস্তেনৈব ভোজনম্ ॥ ২৫ ॥ রাজা বা ব্রাহ্মণো বাথ শূদ্রো বাপ্যন্ত্যজোঽপি বা। বৈশ্বদেবান্তসম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥ ২৬ ॥ রাজোবাচ। মমৈতে সৈনিকা ব্রহ্মন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ। তৈরভুক্তৈঃ কথং ভোক্তুং যুজ্যতে মম কীর্ত্তয় ॥ ২৭ ॥ জমদগ্নিরুবাচ। সর্ব্বেষাং সৈনিকানাং তে সম্প্রদাস্যামি ভোজনম্। নাত্র চিন্তা ত্বয়া কার্য্যা মুনির্নিষ্কিঞ্চনো হ্যহম্ ॥ ২৮ ॥ যৈষা পশ্যসি রাজেন্দ্র ধেনুর্বৎসা মমান্তিকে। এষা সূতে মনোঽভীষ্টং প্রার্থিতা সর্ব্বদৈব হি ॥ ২৯ ॥ সূত উবাচ। ততশ্চ কৌতুকাবিষ্টঃ স নৃপো দ্বিজসত্তমাঃ। বাঢমিত্যেব সম্প্রোচ্য তস্মিন্নেবাশ্রমে স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সন্তর্প্য দেবাংশ্চ পিতৄংশ্চ তদনন্তরম্। পূজয়িত্বা হবির্ব্বাহং ব্রাহ্মণাংশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৩১ ॥ উপবিষ্টস্ততঃ সার্দ্ধং সর্ব্বৈ-

---

বসরে হৈহয়াধিপতি বলবান বিশ্ববিখ্যাত সহস্রার্জ্জুন মৃগলিপ্সু হইয়া ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে করিতে জমদগ্নিবনে উপনীত হন। তখন ভাস্কর বৃষরাশিতে বিরাজ করেন। জ্যৈষ্ঠমাস। দিনকর মধ্যাহ্নগগনে সমাসীন। এদিকে রাজা সহস্রার্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যও শ্রমার্ত্ত। তিনি মুনি জমদগ্নির নানাবৃক্ষসমাকুল আশ্রমমধ্যে চতুরঙ্গ সৈন্য সহ প্রবেশ করিলেন, এবং আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন,—তত্রত্য মহামুনি জমদগ্নি স্নানান্তে দেবপূজায় রত হইয়াছেন। মুনি জমদগ্নি রাজাকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং যথাযোগ্য অর্ঘ্যদান ও স্বাগতপ্রশ্নাদি দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। বিনয়াবনত রাজাও উচ্চমস্তকে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন,—হে বিপ্র! পুত্র, শিষ্য, অগ্নিহোত্র ও কলত্রাদি পরিবার সহ আপনার কুশলত? আপনি তপোনিধি ও সর্ব্বলোকনমস্কৃত; আপনাকে দর্শন করিয়া আমার জীবন, জন্ম সফল হইল। রাজর্ষি সহস্রার্জ্জুন এইরূপ বিনয়বাক্য বলিয়া মনোহর জলপান করিলেন এবং মহামুনি জমদগ্নিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমায় গৃহগমনার্থ আদেশ করুন, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন প্রয়োজন থাকে, আদেশ করুন, সাধন করিব। জমদগ্নি উত্তর করিলেন,—হে নৃপসত্তম! দেবতার্চ্চনসময়ে দেবঙ্গ অভীষ্ট বস্তুর ন্যায় আপনি আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন। অতিথি সর্ব্বদেবময়, আপনার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে, অতএব আমার প্রদত্ত বস্তু স্বহস্তে ভক্ষণ করুন। রাজাই হউন কিংবা বিপ্র, শূদ্র, অথবা অন্ত্যজজাতিই হউক, যাহারা বৈশ্বদেবান্তে অতিথিরূপে গৃহাগত হন, তাদৃশ অতিথিই স্বর্গপ্রাপক। রাজা উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমার এই সৈন্য শত সহস্র, তাহারা আহার না করিলে আমার আহার করা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয় বলুন। জমদগ্নি বলিলেন,—আমি অকিঞ্চন মুনি হইলেও আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি আপনার সৈন্যগণকে উত্তমরূপে ভোজন দান করিব। হে রাজেন্দ্র! আমার সমীপে এই যে বৎসা ধেনু দেখিতেছেন, এই ধেনু সতত অভীষ্ট প্রসব করিয়া থাকেন।৯—২৯। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মুনিবাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক সেই আশ্রমে অবস্থান করিলেন এবং দেব ও পিতৃগণের তর্পণ,

ভৃত্যৈর্বুভুক্ষিতৈঃ। শ্রমার্ত্তৈর্বিস্ময়াবিষ্টৈঃ কৃতে তস্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩২ ॥ ততঃ স প্রার্থয়ামাস তাং ধেনুং মুনিসত্তমঃ। যো যৎপ্রার্থয়তে দেহি ভোক্তার্থং তস্য তচ্ছুভে ॥ ৩৪ ॥ ততঃ সা সুষুবে ধেনুরন্নমুচ্চাবচং শুভম্। পকান্নঞ্চ বিশেষেণ চিত্তাহ্লাদকরং পরম্ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ খাদ্যঞ্চ চব্যঞ্চ লেহ্যং চোষ্যং তথৈব চ। ব্যঞ্জনানি বিচিত্রাণি কষায়কটুকানি চ। অম্লানি মধুরাণ্যেব তিক্তানি গুণবন্তি চ ॥ ৩৫ ॥ এবং প্রাপ্য পরাং তৃপ্তিং তয়া ধেন্বা স ভূপতিঃ। সেবকৈঃ সবলৈঃ সার্দ্ধমন্নৈরমৃতসম্ভবৈঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো ভুক্ত্যবসানে তু প্রার্থয়ামাস ভূপতিঃ। তাং ধেনুং বিস্ময়াবিষ্টো জমদগ্নিং মহামুনিম্ ॥ ৩৭ ॥ কামধেনুরিয়ং ব্রহ্মন্নার্হারণ্যনিবাসিনাম্। মুনীনাং শান্তচিত্তানাং তস্মাদ্যচ্ছ মম স্বয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ যেনাকরান্ করোম্যদ্য লোকাংস্তস্যাঃ প্রভাবতঃ। সাধয়ামি চ দুর্গস্থান শত্রূন ভূরিবলান্বিতান ॥ ৩৯ ॥ এবং কৃতে তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি চ সংশয়ঃ। ইহ লোকে পরে চৈব তস্মাৎ কুরু ময়োদিতম্ ॥ ৪০ ॥ জমদগ্নিরুবাচ। হোমধেনুরিয়ং রাজন্নামৈকা প্রাণসম্মতা। অদেয়া সর্ব্বদা পূজ্যা তস্মান্নার্হসি যাচিতুম্ ॥ ৪১ ॥ রাজোবাচ। অহং শতসহস্রং তে যচ্ছাম্যস্যাঃ কৃতে দ্বিজ। ধেনূনামপরং বিত্তং যাবন্মাত্রং প্রবাঞ্ছসি ॥ ৪২ ॥ জমদগ্নিরুবাচ। অবিক্রেয়া মহারাজ সামান্যাপি হি গৌঃ স্মৃতা। কিং পুনর্হোমধেনুর্যা প্রভাবৈরীদৃশৈর্যুতা ॥ ৪৩ ॥ বিমোহাদ্‌ব্রাহ্মণো যো গাং বিক্রীণাতি ধনেচ্ছয়া। বিক্রীণাতি ন সন্দেহঃ স নিজাং জননীমিহ ॥ ৪৪ ॥ সুরাং পীত্বা দ্বিজং হত্বা দ্বিজানাং নিষ্কৃতিঃ স্মৃতা। ধেনুবিক্রয়কর্ত্তৄণাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥ রাজোবাচ। যদি যচ্ছসি নো বিপ্র সাম্না ধেনুমিমাং মম। বলাদপি হরিষ্যামি তস্মাৎসাম্না প্রদীয়তাম্ ॥ ৪৬ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা কোপসংযুক্তো জমদগ্নিদ্বিজোত্তমাঃ। অস্ত্রমস্ত্রমিতি প্রোচ্য সমুত্তস্থৌ সভাতলাৎ ॥ ৪৭ ॥ ততস্তে সেবকাস্তস্য নৃপতেশ্চিত্তবেদিনঃ অপ্রাপ্তশস্ত্রং তং বিপ্রং নিজঘ্নুর্নিশিতায়ুধৈঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্যৈবং বধ্যমানস্য জমদগ্নের্মহাত্মনঃ। রেণুকাখ্যা প্রিয়া ভার্য্যা পপাতোপরি দুঃখিতা ॥ ৪৯ ॥ সাপি নানাবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ খণ্ডিতা বরবর্ণিনী। আয়ুঃশেষ

হুতাশন ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া শ্রমার্ত্ত, বিস্ময়াবিষ্ট ও বুভুক্ষু ভৃত্যগণ সহ উপবিষ্ট হইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ। অনন্তর মুনিসত্তম জমদগ্নি ধেনুসমীপে প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন,—"হে শুভে! এই অতিথিগণের মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, তৎসমস্ত প্রদান কর।" অনন্তর ধেনু উত্তমোত্তম মনোজ্ঞ অন্ন; চিত্তাহ্লাদকর বিবিধ পকান্ন; চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় চতুর্ব্বিধ খাদ্য বস্তু; বিচিত্র বিচিত্র কষায় কটুক ব্যঞ্জন, মধুর অম্ল; এবং নানা গুণযুক্ত তিক্ত বস্তু প্রসব করিলেন। অনন্তর রাজা সকল সেবকগণ সহ ধেনুপ্রসূত অমৃতোপম অন্ন পানাদি দ্বারা পরম প্রীত হইয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভোজনাবসানে মহামুনি জমদগ্নিসমীপে সেই ধেনু প্রার্থনা করিয়া কহিলেন,-হে ব্রহ্মন্! এই কামধেনু শান্তচিত্ত অরণ্যবাসী মুনির যোগ্য নহে। অত এব আমাকে এই ধেনু প্রদান করুন। আমি অদ্য এই ধেনুর প্রভাবে লোকসকলকে করভারপীড়া হইতে নিস্তার এবং দুর্গস্থ ভূরিবল অরিকুল নির্ম্মূল করিব। এইরূপ করিলে ইহ পর উভয় লোকেই আপনার নিঃসংশয় শ্রেয় হইবে, অতএব আমার প্রার্থনায় ধেনুদান করুন। জমদগ্নি উত্তর করিলেন,—হে রাজন! ইনি আমার একমাত্র হোমধেনু ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়া। ইনি আমার সতত পূজ্য, অতএব অদেয়, আপনি ইহাকে প্রার্থনা করিবেন না। রাজা কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমি এই ধেনুর বিনিময়ে আপনাকে শত সহস্র ধেনু ও আপনার অভীষ্ট অন্য বিত্ত দান করিতেছি। জমদগ্নি কহিলেন,—হে মহারাজ! সামান্য গোও বিক্রেয় নহে, ঈদৃশ প্রভাবযুক্ত হোমধেনু কামধেনুর কথা কি কহিব? ইহ সংসারে যে মূঢ় দ্বিজ ধনলোভে গো বিক্রয় করে, তাঁহার নিজ জননী বিক্রয় করা হয়, সন্দেহ নাই। সুরাপান কিংবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াও দ্বিজগণের নিষ্কৃতি হয়, কিন্তু ধেনুবিক্রয়ে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। রাজা উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ! যদি সামবাক্যে আমাকে এই ধেনুদান না করেন, তবে বলপূর্ব্বক ধেনু হরণ করিব; অতএব সামবাক্যেই প্রদান করুন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! রাজার বাক্যশ্রবণে রোষ-পরবশ জমদগ্নি "অস্ত্র অস্ত্র" এই শব্দদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক সভাতল হইতে উত্থিত হইলেন, এদিকে রাজচিত্তজ্ঞ নৃপতি-সেনাগণ নিরস্ত্র জমদগ্নিকে নিশিত শর দ্বারা নিহত করিল। অনন্তর জমদগ্নিকে এইরূপে বধ্যমান দর্শনে তদীয় প্রিয়া পত্নী বরবর্ণিনী রেণুকা দুঃখিতা হইয়া স্বামীর উপর

তস্যা প্রাণৈর্ন কথঞ্চিদ্বিযোজিতা ॥ ৫০ ॥ এবং হত্বা স বিপ্রেন্দ্রং জমদগ্নিং মহীপতিঃ। তাং ধেনুং কালয়ামাস যত্র মাহিষ্মতী পুরী ॥৫১॥ অথ সা কাল্যমানা চ ধেনুঃ কোপসমন্বিতা। জমদগ্নিং হতং দৃষ্ট্বা ররম্ভ করুণং মুহুঃ ॥ ৫২ ॥ তস্যাঃ সংরম্ভমাণায়া বক্ত্রমার্গেণ নির্গতাঃ।° পুলিন্দা দারুণা মেদাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫৩ ॥ নানাশস্ত্রধরাঃ সর্বে যমদূতা ইবাপরাঃ। প্রোচুস্তাং সাদরং ধেনুমাজ্ঞাং দেহি দ্রুতং হি নঃ ॥ ৫৪ ॥ সাব্রবীদ্ধন্যতামেষ হৈহয়াধিপতেবলম্। অথ তৈঃ কোপসংযুক্তৈর্দ্দারুণৈর্ম্লেচ্ছজাতিভিঃ। বিনাশয়িতুমারব্ধং শিতৈঃ শস্ত্রৈর্নিরর্গলম্ ॥ ৫৫ ॥ ন কশ্চিৎপুরুষস্তেষাং সম্মুখোঽপ্যভবদ্রণে। কিং পুনঃ সহসা যোদ্ধুং ভয়েন মহতান্বিতঃ ॥ ৫৬ ॥ অথ তৎসৈন্যং দৃষ্ট্বা বর্দ্ধমানং সমন্ততঃ। পুলিন্দদারুণাকারৈঃ প্রোচুস্তং মন্ত্রিণো নৃপম্ ॥ ৫৭ ॥ তেজোহানিঃ পরা তেঽদ্য জাতা ব্রহ্মবধাৎ বিভো। তস্মাদ্ধেনুং পরিত্যজ্য গম্যতাং নিজমন্দিরম্ ॥ ৫৮ ॥ যাবন্নাগচ্ছতে তস্য রামো নাম সুতো বলী।° নো চেত্তেন হতোঽদ্যৈব সবলো বধমেষ্যসি ॥ ৫৯ ॥ নৈষা শক্যা বলান্নেতুং কামধেনুর্মহোদয়া। শক্তিরূপা করোত্যেবং যা সৃষ্টিং স্বয়মেব হি ॥ ৬০ ॥ ততঃ স পার্থিবো ভীতস্তেষাং বাক্যাদ্বিশেষতঃ। জগাম হিত্বা তাং ধেনুং স্বস্থানং হতসেবকঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে জমদগ্নিবধবর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো রামো ভ্রাতৃভিরন্বিতঃ। কন্দানি কন্দমূলানি গৃহীত্বাশ্রমসম্মুখঃ ॥ ১ ॥ স দৃষ্ট্বা স্বাশ্রমং ধ্বস্তং পুলিন্দৈর্বহুশো বৃতম্। লকুটাশ্মপ্রহারৈশ্চ তাং ধেনুং জর্জ্জরীকৃতাম্ ॥ ২ ॥ পপ্রচ্ছ কিমিদং সর্বং ব্যাকুলত্বমুপাগতম্। আশ্রমাস্পদমাভীরৈঃ পুলিন্দৈশ্চ সমাবৃতম্ ॥ ৩ ॥ কেনৈষা মামিকা ধেনুঃ প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতা। তাপসাস্তাপসাঃ কস্মাদ্দৃশ্যন্তে রুদন্তি চ ॥ ৪ ॥ ক স মে ছদ্য

পতিতা হইলেন, নৃপসৈন্যগণ নানাবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিল। কিন্তু তাঁহার আয়ুর শেষ হয় নাই বলিয়া অতিকষ্টে আত্মপ্রাণ রক্ষিত হইল। মহীপতি এইরূপে বিপ্রবরকে নিহত করিয়া ধেনুগ্রহণপূর্ব্বক মাহিষ্মতীপুরে প্রস্থান করিলেন। যৎকালে মহীপাল ধেনু লইয়া গৃহে গমন করেন, তখন ধেনু কুপিতা হইলেন; এবং জমদগ্নিকে নিহত দেখিয়া মুহুর্মুহু করুণ রোদন করিতে লাগিলেন। ধেনু রোদন করিতে থাকিলে তাঁহার বক্ত্রপথ হইতে শত সহস্র অস্ত্রশস্ত্রধারী দ্বিতীয় যমদূতের ন্যায় দারুণ পুলিন্দ ও মেদ সৈন্য নির্গত হইয়া সাদরে ধেনুকে কহিল,—"আমরা যুদ্ধ করিব, সত্বর আদেশ করুন।" ধেনু বলিলেন,—এই হৈহয় সৈন্যগণকে নিহত কর। অনন্তর ধেনুপ্রসূত সেই কোপসংযুক্ত ম্লেচ্ছজাতীয় পুলিন্দাদি সৈন্যগণ শাণিত শস্ত্র দ্বারা হৈহয়সৈন্যগণকে অনর্গল নিহত করিতে লাগিল, যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, ভয়ান্বিত হইয়া কেহই সম্মুখে তাহাদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না।° অনন্তর মন্ত্রিগণ দারুণাকার পুলিন্দ সৈন্য-দ্বারা স্বীয় বল বর্দ্ধমান ও ভয় দর্শন করিয়া রাজাকে কহিলেন,—হে বিভো! ব্রহ্মহত্যা করায় অদ্য আপনার তেজোহানি হইয়াছে, অতএব যে পর্য্যন্ত জমদগ্নিনন্দন বলবান্ পরশুরাম আগমন না করেন, তাবৎ ধেনু পরিত্যাগ করিয়া নিজমন্দিরে গমন করুন। পরশুরাম আগমন করিলে বলের সহিত আপনাকে নিধন করিবেন। এই কামধেনু মহা অভ্যুদয়শালিনী, বলপূর্ব্বক ইহাকে কেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, সৃষ্টিসময়ে স্বয়ং ইনিই শক্তিরূপিণী হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অনন্তর হতসৈন্য মহীপতি মন্ত্রিগণের বাক্যে ভীত হইয়া ধেনু পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৫০-৬১।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ইত্যবসরে কন্দ, মূল ও ফল লইয়া ভ্রাতৃগণসহ পরশুরাম স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন,—আশ্রম বিধ্বস্ত, বহু পুলিন্দপরিবৃত ও লগুড়প্রস্তরপ্রহারে ধেনু জর্জ্জরীকৃত। জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি দেখিতেছি, সকলেই ব্যাকুলীকৃত ও আশ্রমপদ আভীর এবং পুলিন্দগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়াছে। কে আমাদের ধেনুকে প্রহারে জর্জ্জরীকৃত করিয়াছে? তাপস ও তাপসীগণ কেন

পিতা বৃদ্ধো মাতা চ সুতবৎসলা। ন মামদ্য যথাপূর্ব্বং স্নেহাচ্ছায়াতি সম্মুখী ॥ ৫ ॥ অথ তস্য সম্যাচখ্যুর্বৃত্তান্তং সর্ব্বতাপসাঃ। যথাদৃষ্টং সুদুঃখার্ত্তাঃ সহস্রার্জ্জুনচেষ্টিতম্ ॥ ৬ ॥ ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে বজ্রপাতোপমং বচঃ। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ তং শস্ত্রৈঃ খণ্ডিতং জনকং নিজম্ ॥ ৭ ॥ মাতরং ক্ষতসর্ব্বাঙ্গীং প্রাণশেষাং ব্যথান্বিতাম্। রুরুদুঃ শোকসন্তপ্তা মুক্ত্বা রামং মহাবলম্ ॥ ৮ ॥ রুদিত্বাথ চিরং বালং বিপ্রলপ্য মুহুর্ম্মুহুঃ। অন্ত্যেষ্টিং চক্রিরে তস্য বেদোক্তবিধিনা ততঃ ॥ ৯ ॥ অথ দাহাবসানে তে কৃত্বা গর্ত্তাং যথোচিতাম্। মুক্ত্বা রামং দদুস্তোয়ং পিতুঃ পুত্রাস্তিলান্বিতম্ ॥ ১০ ॥ অথান্যৈস্তাপসৈঃ প্রোক্তো রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ। ন প্রযচ্ছসি কস্মাত্ত্বং প্রেতপিত্রে জলাঞ্জলিম্ ॥ ১১ ॥ অথাসৌ বহুধা প্রোক্তস্তাপসৈর্জমদগ্নিজঃ। প্রহারান্ গণয়ন্মাতুঃ শিতশস্ত্রবিনির্ম্মিতান্ ॥ ১২ ॥ ততস্তানব্রবীদ্রামো বিনিঃশ্বস্য মুনীশ্বরান্। নিষেধস্তোয়দানস্য শ্রূয়তাং যন্ময়া কৃতঃ ॥ ১৩ ॥ অপরাধং বিনা তাতঃ ক্ষত্রিয়েণ হতো মম। একবিংশতিঃ প্রহারাণাং মাতুরঙ্গে স্থিতা মম ॥ ১৪ ॥ তস্মান্নিঃক্ষত্রিয়ামুর্ব্বীং যদ্যহং ন করোমি বৈ। প্রহারসংখ্যয়া বিপ্রাস্তন্মে স্যাৎসর্ব্ব-পাতকম্ ॥ ১৫ ॥ পিতৃমাতৃবধাজ্জাতং যৎকৃতং তেন পাপ্মনা। ক্ষত্রিয়াপসদেনাত্র তথান্যদপি কুৎসিতম্ ॥ ১৬ ॥ ততস্তস্যৈব চান্যেষাং ক্ষত্রিয়াণাং দুরাত্মনাম্। রুধিরৈঃ পূরয়িত্বেমাং গর্ত্তাং পিতৃ-জলোচিতাম্ তর্পয়িষ্যামি রক্তেন পিতরং নাহমম্ভসা ॥ ১৭ ॥ সূত উবাচ। শ্রুত্বা তে দারুণাং তস্য প্রতিজ্ঞাং তাপসোত্তমাঃ। পরং বিস্ময়মাপন্না নোচুঃ কিঞ্চিত্ততঃ পরম্ ॥ ১৮ ॥ অথাশৌচান্তমাসাদ্য রামঃ ক্রোধসমন্বিতঃ। তীক্ষ্ণং পরশুমাদায় মাহিষ্মত্যাভিমুখং যযৌ ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বৈস্তৈঃ শবরৈঃ সার্দ্ধং পুলিন্দৈর্মেদকৈস্তথা। বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৈর্বরবাণ-ধনুর্দ্ধরৈঃ ॥ ২০ ॥ তথার্জ্জুনোঽপি তং শ্রুত্বা সমায়ান্তং ভৃগূত্তমম্। সৈন্যেন মহতা যুক্তং প্রতিজ্ঞাধারিণং

রোদন করিতেছেন, আমার বৃদ্ধ পিতা ও সন্তান-বৎসলা জননী কোথায়? আমি বহির্দেশ হইতে আশ্রমে সমাগত হইলে পূর্ব্বে যে জননী স্নেহবশত আমার সম্মুখে উপনীত হইতেন, অদ্য তাঁহাকে দেখিতেছি না কেন? অনন্তর তাপসগণ সহস্রা-র্জ্জুনের চেষ্টিত যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, অতি-দুঃখিত হৃদয়ে পরশুরামের সমীপে সেই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ভ্রাতৃগণ অশনিসমান উত্তপ্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন নিজ জনক এবং ক্ষত সর্ব্বাঙ্গী মৃতপ্রায়া জননীকে দর্শন করিলেন; বেদনা-তুরা জননীকে এইরূপে দর্শন করিয়া মহাবল পরশু-রাম ব্যতীত সকল ভ্রাতাই অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইলেন এবং করুণরোদনপরায়ণ ভ্রাতৃগণ বহু বিলাপের পর জননীর বেদবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। অনন্তর দাহাবসানে পরশুরাম ভিন্ন অন্য ভ্রাতৃগণ যথোচিত গর্ত্ত নির্ম্মাণপূর্ব্বক পিতার উদ্দেশ্যে সতিল জল দান করিলেন। তখন অন্যান্য মুনিগণ শস্ত্রধারিবর পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাম! তুমি প্রেতপিতার তৃপ্তির জন্য কেন জলদান করিতেছ না? মুনিগণ জম-দগ্নিনন্দন রামকে অনেক বুঝাইলেন, তথাপি তিনি জলদান করিলেন না, কেবল জননীর গাত্রে শাণিত শরের প্রহারচিহ্ন গণনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরশুরাম দীর্ঘশ্বাস-পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনী-শ্বরগণকে কহিলেন,—আমি কেন জলদান করি-তেছি না এবং আমি কি করিয়াছি, শ্রবণ করুন। হে বিপ্রগণ! ক্ষত্রিয় হইয়া আমার নিরপরাধ পিতাকে নিহত ও আমার জননীর শরীরে এক-বিংশতি বার প্রহার করিয়াছে; অতএব আমি যদি জননী-শরীরের প্রহারসংখ্যায় একবিংশতিবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় না করি, তবে আমার পিতৃমাতৃ বধজনিত সর্ব্ববিধ পাতক হইবে। যে পাপমতি ক্ষত্রিয়াধম আমার পিতাকে নিহত, জননীকে ক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ এবং অন্যান্য অনেক কুৎসিত কর্ম্ম করি-য়াছে, আমি তাহার ও অন্যান্য দুরাত্মা ক্ষত্রিয়গণের শোণিত দ্বারা পিতৃতর্পণোচিত এই গর্ত্ত পূরণ এবং পিতার তর্পণ করিব, জলদ্বারা কদাচ আমি পিতৃতর্পণ করিব না। ১—১৭। সূত কহিলেন,—তাপসোত্তম-গণ জামদগ্ন্যের দারুণ প্রতিজ্ঞাবাণী শ্রবণ করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন, তাঁহার কথার উপর কোন কথাই বলিতে তাঁহারা সাহসী হইলেন না। অন-ন্তর রোষপরবশ পরশুরাম অশৌচান্তদিবসে পরশু গ্রহণপূর্ব্বক মাহিষ্মতীপুরীর অভিমুখে গমন করি-লেন, ধেনু-প্রভৃত শবর পুলিন্দ ও মেদকগণ অঙ্গুলি-ত্রাণ বন্ধন ও উত্তম উত্তম শর-শরাসন ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিল। সহস্রার্জ্জুন শুনিলেন,—ভৃগূত্তম পরশুরাম প্রতিজ্ঞাধারণপূর্ব্বক, বহু সৈন্য-

তথা ॥ ২১ ॥ ততস্তু সম্মুখো হৃষ্টো যুদ্ধার্থং স বিনির্যযৌ। সার্দ্ধং নানাবিধৈর্যোধৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবাসুরোপমৈঃ ॥ ২২ ॥ অথাভবন্মহাযুদ্ধং পুলিন্দানাং দ্বিজোত্তমাঃ। হৈহয়াধিপতের্যোধৈঃ সার্দ্ধং দেবাসুরোপমৈঃ ॥ ২৩ ॥ ততাস্ত হৈহয়াঃ সর্ব্বে শরৈরাশীবিষোপমৈঃ। বধ্যন্তে শবরৈঃ সংখ্যে গর্জ্জমানৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মহত্যাসমুত্থেন পাতকেন ততশ্চ তে। জাতা নিস্তেজসঃ সর্ব্বে প্রপতন্তি ধরাতলে ॥ ২৫ ॥ ন কশ্চিৎ পৌরুষং তত্র সম্প্রদর্শয়িতুং ক্ষমঃ। পলায়নপরাঃ সর্ব্বে বধ্যন্তে নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬ ॥ অথ ভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা হৈহয়াধিপতিঃ ক্রুধা। স্বচাপং বাঞ্ছয়ামাস সজ্যং কর্ত্তুং ত্বরান্বিতঃ। শক্নোতি নারোপয়িতুং সুযত্নমপি চাশ্রিতঃ ॥ ২৭ ॥ ততশ্চাকর্ষয়ামাস খড়্গং কোশাৎ সুনির্ম্মলম্। আক্রষ্টুং ন চ শক্নোতি বৈলক্ষং পরমং গতঃ ॥ ২৮ ॥ গদয়া নির্জ্জিতো রৌদ্রো রাবণো লোকরাবণঃ। যয়া সাপ্যপতদ্ধস্তাত্তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতলে ॥ ২৯ ॥ নর্ম্মদায়াঃ প্রবাহো যৈঃ সহস্রাখ্যৈঃ করৈঃ শুভৈঃ। বিধৃতস্তেন তে সর্ব্বে বভূবুঃ কম্পবিহ্বলাঃ ॥ ৩০ ॥ ন শক্তাঃ শেকুরুদ্ধর্ত্তুং দৈবযোগাৎ কথঞ্চন। দিব্যাস্ত্রাণাং তথা সর্ব্বে মন্ত্রা বিস্মৃতিমাগতাঃ ॥ ৩১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে রামঃ সম্প্রাপ্তঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। তীক্ষ্ণং পরশুমুদ্যম্য ততস্তং প্রাহ নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩২ ॥ হৈহয়াধিপতে পাপ যৈঃ করৈর্জনকো মম। ত্বয়া বিনিহতস্তান্মে শীঘ্রং দর্শয় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মতেজোহতঃ সোহপি প্রোক্তস্তেন সুনিষ্ঠুরম্। নোবাচ চোত্তরং কিঞ্চিদালেখ্যে লিখিতো যথা ॥ ৩৪ ॥ ততো ভুজবনং তস্য রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ। মুহুর্মুহুর্বিনির্ভর্ৎস্য প্রচকর্ত্ত শনৈঃশনৈঃ ॥ ৩৫ ॥ ততশ্ছিত্ত্বা শিরস্তস্য কুঠারেণ ভৃগূদ্বহঃ। জগ্রাহ রুধিরং যত্নাৎ প্রহারেভ্যঃ স্বয়ং দ্বিজাঃ ॥ ৩৬ ॥ পূরয়িত্বা মহাকুম্ভান শবরেভ্যো দদৌ ততঃ। ম্লেচ্ছেভ্যো লুব্ধকেভ্যশ্চ ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ৩৭ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে গর্ত্তা মে ভ্রাতৃভিঃ কৃতা। পিতৃসন্তর্পণার্থায় সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ৩৮ ॥ প্রক্ষিপধ্বং দ্রুতং গত্বা তস্যাং রক্তমিদং মহৎ। পাপস্যাস্য সপত্নস্য মমাদেশাদসংশয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

পরিবৃত হইয়া আগমন করিতেছেন, এতচ্ছ্রবণে তিনিও হৃষ্টান্তঃকরণে দেবাসুরোপম নানাবিধ যোধগণসহ যুদ্ধার্থ পরশুরামের সম্মুখীন হইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর হৈহয়াধিপতির যোধগণ সহ পুলিন্দদিগের যুদ্ধ বাধিল, শবরগণ মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে করিতে আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা হৈহয়দিগকে নিহত করিতে লাগিল। ব্রহ্মহত্যাজাত পাতকে নিস্তেজ হইয়া হৈহয়গণ সকলেই ধরাতলে পতিত হইল। সমরভূমে কেহই আর স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইল না, অগণিত শাণিত শরে বিদ্ধ হইয়া সকলেই পলায়ন করিল। অনন্তর হৈহয়পতি স্বীয় বল ভগ্ন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ত্বরান্বিত হইয়া নিজ শরাসনে জ্যারোপণের অভিলাষ করিলেন, কিন্তু অনেক যত্ন করিয়াও জ্যারোপণে কৃতকার্য্য হইলেন না। তারপর তিনি কোষ হইতে সুনির্ম্মল অসি আকর্ষণ করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, তাঁহার অত্যন্ত লজ্জা হইল। তদনন্তর তিনি যে গদাদ্বারা লোকরাবণ রৌদ্রমূর্ত্তি রাবণকে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন, সেই গদা তাঁহার হস্ত হইতে বিস্রস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরণীতলে পতিত হইল। তিনি যে মনোহর সহস্রকর দ্বারা নর্ম্মদার প্রবাহরোধ করিয়াছিলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে সেই করনিকর বিহ্বল হইয়া গেল। ২৮—৩০

দৈবের কি অপ্রতিহতগণ, তাঁহার কর সকল শস্ত্রগ্রহণে সমর্থ হইল না; এবং তিনি উত্তমোত্তম অস্ত্রপ্রয়োগের মন্ত্রনিচয় বিস্মৃত হইলেন। ইত্যবসরে পরশুরাম ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া শাণিত অসি উদ্যত করত সহস্রার্জ্জুনকে নিষ্ঠুরভাবে কহিতেলাগিলেন,—রে পাপ হৈহয়পতে! তুই যে কর দ্বারা আমার জনকের জীবননাশ করিয়াছিস্, আমাকে তোর সেই করনিকর প্রদর্শন করা। সহস্রার্জ্জুন ব্রহ্মতেজোহত; তিনি পরশুরামের পরুষ ভাষণ শুনিয়াও কিছুই উত্তর করিলেন না। চিত্রলিখিতের ন্যায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর শস্ত্রধারিপ্রবর জামদগ্ন্য মুহুর্মুহু সহস্রার্জ্জুনের ভুজবীর্য্যের ভর্ৎসনা করিতে করিতে একে একে তাঁহার সহস্রবাহু ছিন্ন করিলেন; হে দ্বিজসত্তমগণ! তারপর ভৃগুবর কুঠার দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রহারমুখেই স্বয়ং রুধিরধারণ করত তদ্দ্বারা বহু বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভ পূরণ করিয়া শবর, ম্লেচ্ছ ও লুব্ধকগণের করে অর্পণ করিলেন, এবং সাদরে বলিলেন,—"আমার ভ্রাতৃগণ পিতৃতর্পণার্থ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে এক গর্ত্তনির্ম্মাণ করিয়া সলিল দ্বারা সেই গর্ত্ত প্লাবিত করিয়াছেন, তোমরা সত্বর আমার

যেন তাতং নিজং ভক্ত্যা তর্পয়িত্বা বিধানতঃ। ঋণস্য মুক্তির্ভবতি যেন মে পৈতৃকস্য চ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সহস্রার্জ্জুনবধবর্ণনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথ তে শবরা যত্নাদ্রক্তং তদ্ধৈহয়োত্তবম্। তত্র নিন্যুঃ স্থিতা যত্র গর্ত্তা সা পিতৃসম্ভবা ॥ ১ ॥ ভার্গবোঽপি চ তং হত্বা রক্তমাদায় কৃৎস্নশঃ। ততঃ সম্প্রেষয়ামাস যত্র গর্ত্তাথ পৈতৃকী ॥ ২ ॥ ন স বালং ন বৃদ্ধং চ পরিত্যজতি ভার্গবঃ। যৌবনস্থং বিশেষেণ গর্ভস্থং বাথ ক্ষত্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥ স্বয়ং জঘান ভূপান্ স তেষাং পার্শ্বে তথা পরান্। বিধ্বংসায়য়তি ক্রুদ্ধঃ সৈনিকৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৪ ॥ তথৈবাসৃক্ প্রগৃহ্ণাতি গৃহ্ণাপয়তি চাদরাৎ। তেষাং পার্শ্বেস্ততস্তূর্ণং প্রেষয়ামাস তত্র চ ॥ ৫ ॥ এবং নিঃক্ষত্রিয়াং কৃত্বা কৃৎস্নাং পৃথ্বীং ভৃগূদ্বহঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে জগাম তদনন্তরম্ ॥ ৬ ॥ ততস্তৈ রুধিরৈঃ স্নাত্বা সমাদায় তিলান্ বহূন্। অপসব্যং সমাধায় প্রচক্রে পিতৃতর্পণম্ ॥ ৭ ॥ প্রত্যক্ষং সর্ব্ববিপ্রাণাং তথান্যেষাং তপস্বিনাম্। প্রতিজ্ঞাং পূরয়িত্বাথ বিশোকঃ স বভূব হ ॥ ৮ ॥ ততো নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে কৃত্বা হয়মখং চ সঃ। প্রায়চ্ছৎ সকলামুর্ব্বীং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাম্ ॥ ৯ ॥ অথ লব্ধবরা বিপ্রাস্তমূচুর্ভৃগুসত্তমম্। নাস্মদ্ভূমৌ ত্বয়া স্থেয়মেকো রাজা যতঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥ সোঽপি বাঢ়মিতি প্রোচ্য হর্ষেণ মহতান্বিতঃ। মহীপর্য্যন্তমাসাদ্য প্রোবাচাথ নদীপতিম্ ॥ ১১ ॥ আরোপ্য সুমহচ্চাপমাগ্নেয়াস্ত্রং প্রযুজ্য চ। ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা কোপেন মহতান্বিতঃ ॥ ১২ ॥ রাম উবাচ। ময়া নিঃক্ষত্রিয়া ভূমিঃ কৃত্বা শৈলবনান্বিতা। ব্রাহ্মণেভ্যস্ততো দত্তা বাজিমেধে মহামখে ॥ ১৩ ॥ তস্মাত্ত্বং দেহি মে স্থানং ত্বং স্বয়ম্। ন হি দত্তা গ্রহীষ্যামি বিপ্রেভ্যো মেদিনীং পুনঃ ॥ ১৪ ॥ ন করোষ্যথবা বাক্যং মমাদ্য ত্বং নদীপতে।

আদেশে তথায় গমনপূর্ব্বক এই পাপমতি শত্রুর শোণিত সেই গর্ত্তে নিক্ষেপ কর। আমিও তথায় গমনপূর্ব্বক যথাবিধি শোণিত দ্বারা পিতার সভক্তি তর্পণ করিয়া পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হইব, সংশয় নাই। ৩১—৪০ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত . ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর শবরেরা যত্ন সহকারে হৈহয় নরপতির রুধির গ্রহণপূর্ব্বক যে স্থানে জমদগ্নির তর্পণজন্য গর্ত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথায় আনয়ন করিল। ভৃগুনন্দন রামও নিঃশেষরূপে অপরাপর হৈহয়গণের বধসাধন করিয়া পিতৃগর্ত্ত সমীপে পূর্ব্ববৎ শোণিত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পরশুরাম কোন ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বাল, বৃদ্ধ, যুবা এমনকি গর্ভস্থ শিশুটী পর্য্যন্ত স্বয়ং নিহত করিলেন; এতদ্ভিন্ন তৎপার্শ্বস্থ অপরাপর ক্ষত্রিয়গণকে সৈনিকগণ দ্বারা নিহত করাইয়া পূর্ব্ববৎ শোণিত গ্রহণ, কুম্ভে স্থাপন ও পিতৃগর্ত্ত সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ভৃগুবর রাম এইরূপে ধরাকে নিঃশেষরূপে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া তদনন্তর হাটকেশ্বরক্ষেত্রে গমন করত সেই রুধিরে স্নান ও সেই ক্ষত্রিয়শোণিত বহু তিলযুক্ত করিয়া প্রাচীনাবীতীতে পিতৃতর্পণ করিলেন। তপস্বী বিপ্রগণ ও অন্যান্য সকলেই সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন, তিনিও প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া বিশোক হইলেন। ১—৮। অনন্তর রাম ক্ষত্রিয়হীন ধরণীমণ্ডলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণকে নিখিল ধরামণ্ডল প্রদান করিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ধরালাভ করিয়া ভৃগুবরকে কহিলেন,—আমরাই এখন একমাত্র ধরার রাজা, অতএব আমাদের ভূমিতে আপনার বাস করা কর্ত্তব্য নহে, পরশুরামও তাঁহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া মহাহর্ষসহকারে মহীর শেষ সীমায় গমনপূর্ব্বক সমুদ্রকে কহিতে লাগিলেন। তিনি যখন নদীপতির প্রতি বাক্য প্রয়োগ করেন, তখন তাঁহার করে মহাচাপ, ঐ চাপে আগ্নেয়াস্ত্র সংযোজিত; তাঁহার বদন ত্রিশিখভ্রূকুটীসমন্বিত এবং মহাকোপযুক্ত। রাম কহিলেন,—হে নদীপতে! আমি শৈলবনান্বিতা ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া অশ্বমেধ মহামখে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়াছি, অতএব তুমি সরিয়া গিয়া আমাকে আশ্রয়-স্থান প্রদান কর, অন্যথা আমাকে পুনরায় মেদিনীর দত্তাপহারী

স্থলরূপং করিষ্যামি বহ্ন্যস্ত্রপরিশোষিতম্ ॥ ১৫ ॥
সূত উবাচ। তুস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সমুদ্রো ভয়সঙ্কুলঃ।
অপসারং ততশ্চক্রে যাবত্তস্যাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥
ততশ্চকার তত্রৈব বসতিং স ভৃগূদ্বহঃ। তপশ্চর্য্যা-সমাযুক্তঃ পিতুর্ব্বধমনুস্মরন ॥ ১৭ ॥ ততঃ সর্ব্বান পুলিন্দাংশ্চ শবরান্মেদসংযুতান। ভূম্যস্তে ধারয়ামাস পর্ব্বতেষু স ভার্গবঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পরশুরামকৃতমহীদানপূর্ব্বকসমুদ্রাপসারণবৃত্তান্তবর্ণনং নামাষ্টাষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততো নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে ক্ষত্রিণ্যো বংশকারণাৎ। ক্ষেত্রজান ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ সুষুবুস্তনয়ান বরান ॥ ১ ॥ তে বৃদ্ধিং চ সমাসাদ্য ক্ষেত্রজাঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ। জগৃহুর্ম্মেদিনীং বাঢ়াং সন্নিরস্য দ্বিজোত্তমান ॥ ২ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পরিভূতিপদং গতাঃ। প্রোচুর্ভার্গবমভ্যেত্য দুঃখেন মহতান্বিতাঃ ॥ ৩ ॥ রামরাম মহাবাহো যা ত্বয়া বসুধা চ নঃ। বাজিমেধে মখে দত্তা ক্ষত্রিয়ৈঃ সা হৃতা বলাৎ ॥ ৪ ॥ তস্মান্নো দেহি তাং ভূয়ো হত্বা তান্ ক্ষত্রিয়াধমান্। কুরু শ্রেয়োঽভিবৃদ্ধিং নাঃ যদ্যস্তি তব পৌরুষম্ ॥ ৫ ॥ ততো রামঃ ক্রুধাবিষ্টো ভূয়স্তৈঃ শবরৈঃ সহ। পুলিন্দৈর্ম্মেদকৈশ্চৈব ক্ষত্রিয়াস্তায় নির্যযৌ ॥ ৬ ॥ তত্রৈব ক্ষত্রিয়ান্ হত্বা রক্তমাদায় তদ্বহু। তাং গর্ত্তাং পূরয়ামাস চকার পিতৃতর্পণম্ ॥ ৭ ॥ প্রদদৌ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ বাজিমেধে ধরাং পুনঃ। তৈশ্চ নির্ব্বাসিতস্তত্র জগামোদধিসন্নিধৌ ॥ ৮ ॥ এবং তেন কৃতা পৃথ্বী সর্ব্বক্ষত্রবিবর্জ্জিতা। ত্রিঃসপ্তবারং বিপ্রেন্দ্রা দ্বিজেভ্যশ্চ নিবেদিতা ॥ ৯ ॥ তর্পিতাঃ পিতরশ্চৈব রুধিরেণ মহাত্মনা। প্রতিজ্ঞা পালিতা তস্মাদ্বিকোপশ্চ বভুব সঃ ॥ ১০ ॥ একবিংশতিমে প্রাপ্তে ততশ্চ পিতৃতর্পণে। অশরীরা ভবদ্বাণী গম্যা পিতৃসমুদ্ভবা ॥ ১১ ॥

হইতে হয়। যদি তুমি অদ্য আমার বাক্য পালন না কর, তবে এই অগ্ন্যস্ত্রে শোষণ করিয়া তোমার জলময় কলেবর স্থলরূপে পরিণামিত করিব। সূত কহিলেন,—ভৃগুবর-রামবাক্যে জলধি ভয়সঙ্কুল হইয়া তাঁহার অভিলাষানুসারে সরিয়া গেলেন, তার পর রাম তথায় বাস করত তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তপস্যাকালেও ক্ষত্রিয় পিতার বধবৃত্তান্ত তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভার্গব পুলিন্দ, শবর ও মেদগণের পর্ব্বতভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ৯—১৮।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

উনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর লোকে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে ক্ষত্রিয়রমণীরা বংশরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রজতনয় লাভ করিলেন। তাহারাও ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়োপম হইল এবং ভুজবীর্য্যে দ্বিজবর্য্যগণকে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় মেদিনী গ্রহণ করিল। তদনন্তর দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়তনয়গণ হইতে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে ভার্গবের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—হে রাম! হে রাম! আপনি যে অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ আমাদিগকে মেদিনী দান করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ তাহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে, অতএব ক্ষত্রিয়াধমগণের বধসাধন করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে সেই বসুধা প্রদান করুন। হে মহাবাহো! যদি আপনার পূর্ব্ববৎ পৌরুষ থাকে, তবে আমাদিগকে মেদিনী দান করিয়া আপনার কীর্ত্তিবর্দ্ধন করুন। রাম দ্বিজগণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া শবর, পুলিন্দ ও মেদকগণ-সহ পুনরায় ক্ষত্রিয়বধের জন্য নির্গমন করিলেন, এবং পূর্ব্ববৎ ক্ষত্রিয়গণের নিধন, তাঁহাদের শোণিতগ্রহণ, শোণিতদ্বারা গর্ত্তপূরণ, পিতৃতর্পণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দক্ষিণাস্বরূপ দ্বিজগণকে মেদিনীদান ও দ্বিজগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রসন্নিধানে গমন করিলেন। ১—৮। মহাত্মা পরশুরাম এক একবার ধরা নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া শোণিততর্পণাদি করত দ্বিজগণকে মেদিনী দান করেন, আবার ক্ষত্রিয়রমণীগণের ক্ষেত্রজতনয়গণ ভুজবীর্য্যে তাহা অপহরণ করিলে ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় আবার ধরা নিঃক্ষত্রিয়া করেন, হে বিপ্রবরগণ এইরূপে তিনি একবিংশতিবার ধরা নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া রুধির দ্বারা পিতৃতর্পণ করত স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনান্তে বিগতকোপ হইয়াছিলেন।

রামরাম মহাভাগ ত্যজৈতৎ কর্ম্ম গর্হিতম্। বয়ং তে তুষ্টিমাপন্নাঃ স্ববাক্যপরিপালনাৎ ॥ ১২ ॥ যত্ত্বয়া বিহিতং কর্ম্ম নৈতদন্যঃ করিষ্যতি। ন কৃতং কেনচিৎ পূর্ব্বং পিতৃবৈরসমুদ্ভবম্ ॥ ১৩ ॥ তস্মাত্তুষ্টা বয়ং বৎস দাস্যামশ্চিন্তবাঞ্ছিতম্। প্রার্থয়স্ব দ্রুতং তস্মাদ্দুর্লভং ত্রিদশৈরপি ॥ ১৪ ॥ রাম উবাচ। পিতরো যদি তুষ্টা মে যচ্ছন্তি যদি বাঞ্ছিতম্। তস্মাত্তীর্থমিদং পুণ্যং মন্নাম্না লোকবিশ্রুতম্। রক্তদোষবিনির্ম্মুক্তং সেবিতং বরতাপসৈঃ ॥ ১৫ ॥ পিতর ঊচুঃ। পিতৃতর্পণজা গর্ত্তা ত্বয়া যেয়ং বিনির্ম্মিতা। রামহ্রদ ইতি খ্যাতিং প্রয়াস্যতি জগত্রয়ে ॥ ১৬ ॥ যত্র ভক্তিযুতা লোকাস্তর্পয়িষ্যন্তি বৈ পিতৄন্। তেঽশ্বমেধফলং প্রাপ্য প্রয়াস্যন্তি পরাং গতিম্ ॥ ১৭ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে নরঃ। করিষ্যতি চ যঃ শ্রাদ্ধং ভক্ত্যা শস্ত্রহতস্য চ ॥ ১৮ ॥ অপি প্রেতত্বমাপন্নং নরকে বা সমাশ্রিতম্। উদ্ধরিষ্যতি স প্রেতমপি পাপসমন্বিতম্ ॥ ১৯ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা তু রামং তে বিরেমুস্তদনন্তরম্। রামোঽপি চ তপস্তেপে তত্রৈব ক্রোধবর্জ্জিতঃ ॥ ২০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র শস্ত্রহতস্য চ। তস্মিন্ দিনে প্রকর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ ॥ ২১ ॥ উপসর্গমৃতানাং চ সর্পাগ্নিবিষবন্ধনৈঃ। তত্র মুক্তিপ্রদং শ্রাদ্ধং দিনে তস্মিন্ন্ প্রশস্তম্ ॥ ২২ ॥ যঃ পিতৄংস্তর্পয়েত্তত্র প্রেতপক্ষে জলৈরপি। স তেষামনৃণো ভূত্বা পিতৃলোকে মহীয়তে ॥ ২৩ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং রামহ্রদসমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ২৪ ॥ শ্রাদ্ধকালে নরো ভক্ত্যা যশ্চৈতৎ পঠতি স্বয়ম্। স গয়াশ্রাদ্ধজং কৃৎস্নং ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৫ ॥ পর্ব্বকালেঽথবা প্রাপ্তে পঠেদ্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ। পিতৃমেধস্য যজ্ঞস্য স ফলং লভতেঽখিলম্ ॥ ২৬ ॥ শৃণুয়াদ্বাপি যো ভক্ত্যা কীর্ত্ত্যমানমিদং নরঃ। সৌত্রামণৌ কৃতে কৃৎস্নং ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামহ্রদোৎপত্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

তিনি যখন শেষবার ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃতর্পণ করেন, তখন তাঁহার পিতৃগর্ত্ত হইতে এক শূন্যবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিল,—হে রাম! হে রাম! এই গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, হে মহাভাগ! আমরা তোমার পিতৃগণ, তোমার প্রতিজ্ঞাপালনে আমরা প্রীত হইয়াছি; হে বৎস! তুমি যাহা করিয়াছ, এইরূপ পিতৃবৈর উদ্ধার পূর্ব্বে কেহ করে নাই, পরেও কেহ করিতে সমর্থ নহে; অতএব আমরা ত্রিদশদুর্লভ হইলেও তোমার অভীষ্ট প্রদান করিব, সত্বর প্রার্থনা কর। রাম উত্তর করিলেন,—হে পিতৃগণ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, যদি আমাকে অভীষ্ট প্রদান করেন, তবে এই তীর্থ আমার নামে বিখ্যাত ও রক্তদোষবিবর্জ্জিত হইয়া অতি পূত হউক এবং তাপসশ্রেষ্ঠগণ এই তীর্থের সেবা করুন। পিতৃগণ উত্তর করিলেন,—তুমি পিতৃতর্পণের জন্য এই যে গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছ, ত্রিজগতে এই গর্ত্ত রামহ্রদ নামে খ্যাতি লাভ করিবে। যে সকল লোক ভক্তিযুক্ত হইয়া এই রামহ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিবে, তাহাদিগের অশ্বমেধ ফল ও পরমগতি লাভ হইবে। যে নর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শস্ত্র-হত এখানে ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, মৃতব্যক্তি প্রেতত্বযুক্ত, নরকবাসী কিংবা পাপ-সমন্বিত হইলেও সে তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে। সূত বলিলেন,—পিতৃগণ রামকে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। রামও তখন ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া সেই হ্রদে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অতএব শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ভাদ্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সর্ব্বপ্রযত্নে শস্ত্রহতব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিবে। উপসর্গ, সর্প, অগ্নি, বিষ এবং বন্ধনে যাহার মৃত্যু হয়, ভাদ্র-কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে রামহ্রদে তাহাদের শ্রাদ্ধ প্রশস্ত। যে মানব এই রামহ্রদে জলদ্বারা প্রেতপক্ষে পিতৃগণের তর্পণ করে, সে পিতৃঋণমুক্ত হইয়া পিতৃলোকে পূজ্য হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আপনাদের নিকট সর্ব্বপাতক-নাশন রামহ্রদবিষয়ক মাহাত্ম্যকথা সকলই কীর্ত্তন করিলাম, যে নর শ্রাদ্ধকালে সশ্রদ্ধ হইয়া এই সকল মাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার গয়াকৃত শ্রাদ্ধের ফল সকল লাভ হয়, সংশয় নাই। অথবা পর্ব্বকালে ব্রাহ্মণসন্নিধানে এই মাহাত্ম্যগাথা কীর্ত্তন করিলে, লোকের অখিল পিতৃমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে; যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এতের কীর্ত্ত্যমান এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার সৌত্রামণি যাগের অখিল ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। ১—২৭।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ। তথান্যাপি চ তত্রাস্তি শক্তিঃ পাপপ্রণাশিনী। কার্ত্তিকেয়েন নির্মুক্তা হত্বা বৈ তারকং রণে ॥ ১ ॥ তথাস্তি সুমহৎ কুণ্ডং স্বচ্ছোদকসমাবৃতম্। তেনৈব নির্ম্মিতং তত্র যঃ স্নাত্বা তাং প্রপূজয়েৎ। স পাপান্মুচ্যতে সদ্য আজন্মমরণান্তিকাৎ ২ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। কস্মিন কালে বিনির্মুক্তা সা শক্তিস্তেন নো বদ। কিমর্থং স্বামিনা তত্র কিম্প্রভাবা বদ স্বয়ম্। ৩ ॥ সূত উবাচ। পুরাসীত্তারকো নাম দানবোঽতিবলান্বিতঃ। হিরণ্যাক্ষস্য দায়াদস্ত্রৈলোক্যস্য ভয়াবহঃ ॥ ৪ ॥ স জ্ঞাত্বা জনকং ধ্বস্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তপস্তেপে হতস্তীব্রং গোকর্ণং প্রাপ্য পর্ব্বতম্ ॥ ৫ ॥ যাবদ্বর্ষসহস্রান্তং শীর্ণপর্ণাশনঃ স্থিতঃ। ধ্যায়মানো মহাদেবং কায়েন মনসা গিরা ॥৬॥ বরপুষ্পোপহারৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা। ততো বর্ষসহস্রান্তে স দৈত্যো দুঃখসংযুতঃ ॥ ৭ ॥ জ্ঞাত্বা রুদ্রমসন্তুষ্টং ততো রৌদ্রং তপোঽকরোৎ। বিনিষ্কৃত্যাত্মমাংসানি জুহোতিস্ম হুতাশনে ॥ ৮ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবো বৃষারূঢ় উমাপতিঃ। সর্ব্বৈরেব গণৈঃ সার্দ্ধং তস্য সন্দর্শনং যযৌ ॥ ৯ ॥ তত্র প্রোবাচ সংহৃষ্টস্তারনাদেন নাদয়ন। দিশঃ সর্ব্বা মহাদেবো হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ১০ ॥ ভোভোস্তারক তুষ্টোঽস্মি সাহসং মেদৃশং কুরু। প্রার্থয়স্ব মনোঽভীষ্টং যেন তে প্রদদাম্যহম ॥ ১১ ॥ তারক উবাচ। অজেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো। যথা ভবামি সংগ্রামে ত্বং বিভায় তথা কুরু ॥ ১২ ॥ ভগবানুবাচ। মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি ত্বয়া যৎপ্রার্থিতং দৈত্য ত্বমেকো বলবানসি ॥ ১৩ ॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ স্বমেব ভবনং গতঃ তারকশ্চাপি সংহৃষ্টস্তথৈব নিজমন্দিরম্ ॥ ১৪ ॥ ততো দানবসৈন্যেন মহতা পরিবারিতঃ। গতঃ শক্রপুরীং যোদ্ধুং বিখ্যাতামমরাবতীম্ ॥ ১৫ ॥ অথাভবন্মহাযুদ্ধং দেবানাং দানবৈঃ সহ। যাবদ্বর্ষসহস্রান্তে মৃত্যুং কৃত্বা নিব-

সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই বামহ্রদসমীপে শক্তিনামে অন্য আর এক তীর্থ বিদ্যমান। এই শক্তি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী; সমরে তারকাসুরকে নিহত করিয়া কার্ত্তিকেয় শক্তি নিক্ষেপ করেন; শক্তিসমীপে নির্ম্মল জলপূর্ণ এক মহাকুণ্ড আছে, এই কুণ্ডের নির্ম্মাতাও কার্ত্তিকেয়। যে মানব এই কুণ্ডে স্নান করিয়া কার্ত্তিকেয়পূজা করে, সে আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত কৃত নিখিল কলুষ হইতে সদ্য মুক্ত হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ কালে, কি নিমিত্ত কার্ত্তিকেয় শক্তিতীর্থ নির্ম্মাণ করেন? এবং শক্তির প্রভাবই বা কিরূপ? এসকল আমাদের নিকট বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—পুরাকালে ত্রিলোকভয়ঙ্কর তারক নামে মহাবল এক অসুর ছিল। এই অসুর হিরণ্যাক্ষের বংশধর। তারক প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকর্ত্তৃক জনককে নিহত জানিয়া গোকর্ণ পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক শীর্ণপর্ণাশনী হইয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিল; সে মন ও বাক্য দ্বারা মহাদেবের ধ্যান করত বিবিধ নৈবেদ্য ও উত্তম উত্তম উপহার দ্বারা পূজা করিয়াছিল। অনন্তর সহস্র বৎসরান্তেও শিব প্রসন্ন হইলেন না, দানব দুঃখিত হৃদয়ে আরও তীব্রতর তপস্যা করিতে লাগিল। সে স্বীয় মাংস ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। তদনন্তর উমাপতি প্রীত হইলেন। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে বৃষারূঢ় হইয়া স্বীয়গণ সহ তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন এবং তারনাদে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন।—ওহে তারক! আমি তোমার তপস্যা দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ঈদৃশ সাহস পরিত্যাগপূর্ব্বক অভীষ্ট প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূরণ করিব। ১—১১। তারক কহিল,—হে বিভো! আপনার প্রসাদে সংগ্রামে আপনি ব্যতীত আমি অন্যান্য দেবগণের অজেয় হইব, ইহাই আমার অভীষ্ট, অতএব ইহা পূরণ করুন। ভগবান্ বলিলেন,—আমার প্রসাদে তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই; হে অসুর! সংসারে তুমিই একমাত্র বলবান্ বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিবে। মহাদেব এইরূপ বলিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন, তারকও প্রীত হইয়া নিজ ভবনে চলিয়া গেল। তারকাসুর গৃহে উপনীত হইয়াই বহু সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক সুররাজের সহিত সমরমানসে অমরাবতীতে গমন করিল; ক্রমে অমরগণের সহিত দানবদিগের দারুণ সমর বাধিল; উভয়পক্ষেই প্রাণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া

র্জ্জনম্॥ ১৬॥ তত্রাভবৎক্ষয়ো নিত্যং দেবানাং রণমূর্দ্ধনি। বিজয়ো দানবানাঞ্চ প্রসাদাচ্ছূলপাণিনঃ॥ ১৭॥ ততশ্চক্রুরুপায়াংস্তে বিজয়ায় দিবৌকসঃ। কর্ম্মাণি সুবিচিত্রাণি যন্ত্রাণি পরিণামস্তথা॥ ১৮॥ অন্যান্যপি শরীরস্য রক্ষণার্থং প্রযত্নতঃ। তথৈব যোধমুখ্যানাং বিশেষাদ্দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৯॥ সম্মুক্তে সুরাধীশা দানবেভ্যো দিবানিশম্। মুদ্গরা ভিন্দিপালাশ্চ শতঘ্ন্যোঽথ বরেষবঃ॥ ২০॥ প্রাসাঃ কুন্তাশ্চ ভল্লাশ্চ তস্মিন্ কালে বিনির্ম্মিতাঃ। বিশেষাদ্বহুসম্বদ্ধব্যূহানাং প্রক্রিয়াশ্চ যাঃ॥ ২১॥ তথান্যানি বিচিত্রাণি কূটযুদ্ধান্যনেকশঃ। ভীষিকাঃ কুহকাশ্চৈব শক্রজালানি কৃৎস্নশঃ॥ ২২॥ ন চ তে বিজয়ং প্রাপুস্তথাপি দ্বিজসত্তমাঃ। দানবেভ্যো মহাযুদ্ধে প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতাঃ॥ ২৩॥ অথ প্রাহ সহস্রাক্ষো ভয়ত্রস্তো বৃহস্পতিম্। দিনেদিনে বয়ং দৈত্যৈর্ব্বিজয়ামো দ্বিজোত্তম॥ ২৪॥ যথাযথা রণার্থায় সদুপায়ান করোম্যহম্। তথাতথা পরাভূতিচ্ছায়তে মে মহাহবে॥ ২৫॥ তদুপায়ং সুরাচার্য্য স্ববুদ্ধ্যা ত্বং প্রচিন্তয়। যেন মে স্যাজ্জয়ো যুদ্ধে তব কীর্ত্তিরনিন্দিতা॥ ২৬॥ সূত উবাচ। ততো বৃহস্পতিঃ প্রাহ চিরং ধ্যাত্বা শচীপতিম্। প্রহৃষ্টবদনো জ্ঞাত্বা জয়োপায়ং মহাহবে॥ ২৭॥ ময়া শক্র পরিজ্ঞাতঃ স উপায়ো মহাহবে। জীয়ন্তে শত্রবো যেন লীলয়েবাপি ভূরিশঃ॥ ২৮॥ যদাভীষ্টং বরং তেন প্রার্থিতস্ত্রিপুরান্তকঃ। তদৈবং বচনং প্রাহ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ॥ ২৯॥ অজেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো। যথা ভবামি সংগ্রামে ত্বাং বিহায় তথা কুরু॥ ৩০॥ ন ত্বং স্বয়ং মহাদেবঃ স্বশিষ্যং সূদয়িষ্যতি। বিষবৃক্ষমপি স্থাপ্য কশ্ছিনত্তি পুনঃ স্বয়ম্॥ ৩১॥ যো বৈ পিতা স পুত্রঃ স্যাচ্ছ্রুতিবাক্যমিদং স্মৃতম্। তস্মাজ্জনয়তু ক্ষিপ্রং হরস্তন্নাশকৃৎ সুতম্॥ ৩২॥ যেন সেনাধিপত্যে তং বিনিয়োজ্য মহাহবম্। কুর্ম্মো দৈত্যৈঃ সমং শস্ত্রৈঃ প্রাপ্নুয়াম ততো জয়ম্॥ ৩৩॥ এষ এব উপায়োঽত্র ময়া তে পরিকীর্ত্তিতঃ। বিজয়ায় সহস্রাক্ষ নান্যোঽস্তি ভুবনত্রয়ে॥ ৩৪॥ ততো দেবগণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেতঃ পাকশাসনঃ। উমেশং প্রোক্তবাক্যস্তু বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ॥

সহস্রবৎসর যুদ্ধ করিল। রণভূমে দিন দিনই দেবগণের সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল, কিন্তু শূলপাণির প্রসাদে দানবগণ নিত্যই জয় লাভ করিতে লাগিল। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর সুরগণ শরীররক্ষার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেন, প্রধান প্রধান সুরগণ অহর্নিশ অসুরগণের প্রতি শরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কত মুদ্গর, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী, উত্তম বাণ, প্রাস, কুন্ত ও ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র অসুরগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল, কত সময়োপযোগী ব্যূহসন্নিবেশ এবং কত বিচিত্র কূটযুদ্ধ হইল; কত ভীতিপ্রদর্শন, কত কুহক ও কত ইন্দ্রজালচাতুর্য্য চলিল; কিন্তু হে দ্বিজসত্তমগণ! দেবগণ কিছুতেই বিজয়লাভ করিতে লাগিলেন না; পরন্তু সমরে অসুরগণের প্রহারে সুরগণের দেহ জর্জ্জরীকৃত হইয়া গেল। অনন্তর ভয়ত্রস্ত সুররাজ বৃহস্পতিকে কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমরা দানবযুদ্ধে দিন দিন নির্জ্জিত হইতেছি, আমরা যে যে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, সকলই ব্যর্থ হইয়াছে, মহাযুদ্ধে আমরা পরাজিত হইয়াছি। হে সুরাচার্য্য! আমাদেরও জয় হয় এবং আপনারও জগতে অনিন্দিত কীর্ত্তি থাকে, আপনি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়া এইরূপ এক উপায় উদ্ভাবন করুন।১২-২৬। সূত কহিলেন,—অনন্তর ক্ষণ কাল চিন্তার পর উপায়জ্ঞ প্রহৃষ্টবদন বৃহস্পতি শচীপতিকে সমরের জয়োপায় কহিলেন,—হে শক্র! শত্রুগণ যে উপায়ে মহাহবে অনায়াসে অনন্ত বিজয় লাভ করিতেছে তাহা জানিতে পারিয়াছি। অসুররাজ তারক যখন ত্রিপুরারির নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন সে মহুর্মুহু প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল,—"হে বিভো! আপনার প্রসাদে আপনি ব্যতীত অন্যান্য সুরগণের নিকট যাহাতে আমি অজেয় হই, এইরূপ করুন।" মহাদেব তারককে সেই রূপ বরই প্রদান করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি স্বীয় শিষ্যকে সূদিত করিতে অসমর্থ; কেন না বিষবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং তাহার ছেদন করা যায় না। যাহা হউক, যিনিই পিতা, তিনিই পুত্র; পিতাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাই শ্রুতিবাক্য, অতএব তোমরা হর হইতেই হররূপী তারকনাশকারী পুত্রের সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হও; আমরা তাঁহাকে মহাহবে সেনাপতি করিয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা দানবগণের সহিত যুদ্ধ করত জয় লাভ করিব। হে সহস্রলোচন! দানবজয়ের ইহাই একমাত্র উপায় আছে, বলিলাম, ত্রিলোকে ইহাভিন্ন অন্য উপায় দেখি না। অনন্তর পাকশাসন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া শম্ভুসমীপে গমনপূর্ব্বক বিনয়াব-

৩৫ ॥ সুতস্য জননার্থায় কুরু যত্নং বৃষধ্বজ। যেন সেনাধিপত্যে তং যোজয়ামি দিবৌকসাম্ ॥ ৩৬ ॥ প্রাপ্নোম্যহঞ্চ সংগ্রামে বিজয়ং ত্বৎপ্রসাদতঃ। নিহত্য দানবান্ সর্ব্বাংস্তারকেণ সমন্বিতান্ ॥ ৩৭ ॥ নান্যথা বিজয়ো মে স্যাৎ সংগ্রামে দানবৈঃ সহ। ইতি মঃ প্রাহ দেবেন্দ্রো ভীত্বা সমায়গমতিঃ ॥ ৩৮ ॥ অথোবাচ বিহস্যোচ্চৈঃ শঙ্করস্ত্রিদশেশ্বরম্। করিষ্যামি বচঃ ক্ষিপ্রং তব শক্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ পুত্রমুৎপাদয়িষ্যামি সর্ব্বদৈত্যবিনাশকম্। যং ত্বং সেনাপতিং কৃত্বা জয়ং প্রাপ্স্যসি সর্ব্বদা ॥ ৪০ ॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবো গত্বা কৈলাসপর্ব্বতম্। গৌর্য্যা সমং ততশ্চক্রে কামধর্ম্মং যথোচিতম্ ॥ ৪১ ॥ হাবৈর্ভাবৈঃ সমোপেতং হাস্যৈরন্যৈস্তদাত্মকৈঃ। যাবদ্বর্ষসহস্রান্তং দিব্যং চৈব নিমেষবৎ ॥ ৪২ ॥ অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে ভয়সন্ত্রস্তমানসাঃ। চক্রুর্মন্ত্রং তদর্থং হি তারকেণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৪৩ ॥ সহস্রং বৎসরাণাং তু রতাসক্তস্য শূলিনঃ। অতিক্রান্তং ন দেবানাং তেন কৃত্যং বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাদ্গচ্ছামহে তত্র যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। সন্তিষ্ঠতে সমং গৌর্য্যা কৈলাসে বিজনে স্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥ ততস্তত্রৈব সঞ্জগ্মুঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। উদ্বহন্তঃ পরামার্ত্তিং তারকারিসমুদ্ভবাম্ ॥ ৪৬ ॥ অথ কৈলাসমাসাদ্য যাবদ্যান্তি ভবান্তিকম্। নিষিদ্ধা নন্দিনা তাবন্ন গন্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৪৭ ॥ রহস্যে ভগবান্ সার্দ্ধং পার্ব্বত্যা সমবস্থিতঃ। অস্মাকমপি নো গম্যং তস্মাত্তাবন্ন গম্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥ ততস্তৈর্বিবুধৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রেষিতস্তত্র চানিলঃ। কিং করোতি মহাদেবঃ শীঘ্রং বিজ্ঞায়তামিতি ॥ ৪৯ ॥ অথ বায়ুর্গতস্তত্র যত্রাস্তে ভগবাঞ্ছিবঃ। গৌর্য্যা সহ রতাসক্ত আনন্দং পরমং গতঃ ॥ ৫০ ॥ অথ প্রচলিতে শুক্রে স্থানাদপ্রাপ্তযোনিকে। দদর্শ বীক্ষতে বায়ুর্নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫১ ॥ ততো ব্রীড়াসমোপেতস্তৎক্ষণাদেব চোত্থিতঃ। ভাবাসক্তাং প্রিয়াং ত্যক্ত্বা মামোত্তিষ্ঠেতিবাদিনীম্ ॥ ৫২ ॥ অব্রবীদথ তং বায়ুং বিনয়াবনতং স্থিতম্। কিমর্থং ত্বমিহায়াতঃ কচ্চিৎ ক্ষেমং দিবৌকসাম্ ॥ ৫৩ ॥ বায়ুরুবাচ। এতে শক্রাদয়ো দেবা নন্দিনা বিনিবারিতাঃ। তারকেণ

নত-মস্তকে প্রার্থনা করিলেন,——হে বৃষধ্বজ! তনয় জননার্থ যত্ন করুন, আমরা আপনার তনয়কে দেবগণের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া আপনার প্রসাদে সংগ্রামে জয়লাভ করিব। তিনিই অন্যান্য দানবগণ সহ তারককে নিহত করিবেন, অন্যথা আমাদের আর দানবসমরে জয়লাভের আশা নাই। সুরপূজিত মহামতি শঙ্কর সুরগণের অভিপ্রায় জানিয়া উচ্চহাস্যে ত্রিদশেশ্বর শক্রকে কহিলেন;—হে শক্র! আমি সত্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব, সংশয় নাই। আমি শীঘ্রই সর্ব্বদৈত্যনিসূদন তনয় উৎপাদন করিব, তোমরা তাহাকে সেনাপতি করিয়া সর্ব্বদা জয়লাভ করিবে। মহাদেব দেবগণকে এইরূপ কহিয়া কৈলাসে গমনপূর্ব্বক হাব, ভাব, হাস্য ও অন্যান্য রসাত্মক ব্যবহারে নিরত হইয়া উমার সহিত কামধর্ম্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ ক্রীড়া কৌতুকে দিব্য সহস্রবৎসর নিমেষবৎ চলিয়া গেল। এদিকে তারকপীড়িত সুরগণ ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন,—রতাসক্ত শূলীর সহস্র বৎসর অতীত হইল, তিনি কোনই দেবকার্য্য করিলেন না, তিনি কৈলাস শৈলের নির্জ্জনে গৌরীর সহিত বিরাজ করিতেছেন, অতএব আমরা মহেশের আবাসস্থানে গমন করিব।” ২৭—৪৫। তারকপীড়াবহনকারী সবাসব দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া কৈলাসশৈলে চলিয়া গেলেন, তাঁহারা কৈলাসে উপনীত হইয়া যেমন মহাদেবসমীপে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি নন্দী তাঁহাদিগের গমনে বাধা দিয়া কহিলেন,—ভগবান্ ভূতপতি পার্ব্বতীর সহিত নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছেন, আমাদেরও সেস্থানে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আপনারাও গমন করিবেন না।” অনন্তর নন্দী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ দেবগণ সমীরণকে শঙ্করসমীপে প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন,—“মহাদেব কি করিতেছেন, সত্বর জানিয়া আইস।” অনন্তর সর্ব্বগ বায়ু ভগবান্ শিবের বাসভবনে গমন করিলেন এবং গৌরীর সহিত তাঁহাকে রতাসক্ত দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। এ সময়ে শঙ্করের শুক্র স্খলিতপ্রায়; তিনি অদূরে সমীরণকে দর্শন করিলেন; রতাসক্তা দেবী পার্ব্বতী তখন বলিতে লাগিলেন,—স্বামিন্! উত্থিত হইবেন না। কিন্তু শঙ্কর লজ্জাবশতঃ প্রিয়া পার্ব্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন। শঙ্করের সহসা উত্থানে বীর্য্য যোনিস্থানে পতিত হইল না। অনন্তর শঙ্কর বিনয়াবনত বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বায়ো! কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছ? দেবগণের কুশল ত? বায়ু বলিলেন,—

হতোৎসাহাস্তিষ্ঠন্তি গিরিরোধসি ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদেতান্ সমাভাষ্য সমাশ্বাস্য চ সাদরম্। প্রেষয়স্ব দ্রুতং তত্র যত্র তে দানবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ অথ তানাহ্বয়ামাস তৎক্ষণাত্রিপুরান্তকঃ। সম্প্রাহ চ বিষণ্ণাস্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটান্ স্থিতান্ ॥ ৫৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। যুষ্মৎকৃতে সমারম্ভঃ পুত্রার্থং যো ময়া কৃতঃ। স্বস্থানাচ্চলিতে শুক্রে কৃতো মোঘোঽদ্য বায়ুনা ॥৫৭॥ এতদ্বীর্য্যং ময়া ধৈর্য্যাৎ স্তম্ভিতং লিঙ্গ মধ্যগম্। অমোঘং তিষ্ঠতে সর্ব্বং ক দধামি নিবেদ্যতাম্ ॥ ৫৮ ॥ যেন সঞ্জায়তে পুত্রো দানবান্তকরঃ পরঃ। সেনানাথশ্চ যুষ্মাকং দুর্দ্ধরঃ সমরে পরৈঃ ॥ ৫৯ ॥ এতৎকল্পাগ্নিসঙ্কাশং ধর্ত্তুং শক্নোতি নাপরঃ। বিনা বৈশ্বানরং তস্মাদ্দধাত্বেষ সনাতনম্ ॥ ৬০ ॥ যেন তত্র প্রমুঞ্চামি সুতায় বিজয়ায় চ। এতদ্বীর্য্যং মহাতীব্রং দ্বাদশার্কসমপ্রভম্ ॥ ৬১ ॥ অথ প্রাহুঃ সুরাঃ সর্ব্বে বহ্নিং সংশ্লাঘ্য সাদরাঃ। ত্বং ধারয়াগ্নে বক্ত্রান্তে বীর্য্যমেতদ্ভবোদ্ভবম্ ॥ ৬২ ॥ ততঃ প্রসারয়ামাস স্ববক্ত্রং পাবকো দ্রুতম্। কুর্ব্বঞ্চক্রসমাদেশমবিকল্পেন চেতসা ॥ ৬৩ ॥ শঙ্করোঽপ্যাক্ষিপত্তত্র কামবাণপ্রপীড়িতঃ। গৌরীং ভগবতীং ধ্যায়ন্নানন্দং পরমং গতঃ ॥ ৬৪ ॥ পাবকোঽপি ভৃশং তেন কল্পাগ্নিসদৃশেন চ। দহ্যমানোঽক্ষিপদ্ভূমৌ শরস্তম্বে সুবিস্তরে ॥ ৬৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা ভ্রমমাণা ইতস্ততঃ। ভার্য্যাস্তত্র মুনীনাস্তাঃ ষণ্ণাং ষট্কৃত্তিকাঃ শুভাঃ ॥ ৬৬ ॥ তাসাং নিদেশয়ামাস স্বয়মেব শতক্রতুঃ। এতদ্বীজং ত্রিনেত্রস্য পরিপাল্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৬৭ ॥ অত্র সম্পৎস্যতে পুত্রো দ্বাদশার্কসমপ্রভঃ। ভবতীনামপি প্রায়ঃ পুত্রত্বং সম্প্রযাস্যতি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকেয়োৎপত্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

———

শক্রাদি সুরগণ তারকপীড়নে হতোৎসাহ হইয়া ঐ অদূরে গিরিপ্রান্তে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইঁহারা আপনার সমীপে আগমন করিতেছিলেন, কিন্তু নন্দী ইঁহাদের আগমনে বাধা প্রদান করিয়াছে; অতএব ইঁহাদিগের প্রতি সম্ভাষণ ও আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সত্বর দানবদিগের নিকট প্রেরণ করুন। অনন্তর ত্রিপুরান্তক শঙ্কর তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন, দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে শূলপাণির সমীপে অবস্থিত হইলে তিনি বিষণ্ণবদনে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে সুরগণ! আমি আপনাদের প্রার্থনায় পুত্রোৎপাদনার্থ উদ্যম করিয়াছিলাম, প্রিয়াসঙ্গমে আমার শুক্র স্বস্থান হইতে চালিত হইলে বায়ু তাহাতে বাধা প্রদান করিয়াছেন; আমি ধৈর্য্যসহকারে সেই বীর্য্য লিঙ্গমধ্যেই স্তম্ভিত করিয়াছি, আমার লিঙ্গমধ্যগত এই অমোঘ বীর্য্য কোথায় রক্ষা করিব? আপনারা নিবেদন করুন। এই বীর্য্য হইতে অসুরান্তকর কুমার জন্ম গ্রহণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ অসুরসমরে আপনাদের সৈনাপত্য গ্রহণ করিবে। আমার বীর্য্য কল্পাগ্নিসঙ্কাশ, বৈশ্বানর ব্যতীত অপর কেহ এই বীর্য্য ধারণে সমর্থ নহেন; অতএব বৈশ্বানরই আমার এই সনাতন বীর্য্য ধারণ করুন। আমি বৈশ্বানরবদনে দ্বাদশদিবাকরসমপ্রভ এই অতিতীব্র বীর্য্য পরিত্যাগ করিলে তাহা হইতে বিজয়ী তনয় উৎপন্ন হইবে। অনন্তর সুরগণ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া হুতাশনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে কহিলেন,—হে অগ্নে! আপনি এই ভবোদ্ভব বীর্য্য বক্ত্রমধ্যে ধারণ করুন। তদনন্তর দেবেন্দ্রের আদেশ অবিচলিতচিত্তে অঙ্গীকার করিয়া পাবক সত্বর স্বীয় বক্ত্র বিস্তার করিলেন, কামবাণপীড়িত শঙ্করও ভগবতী উমাকে মনে মনে ধ্যান করিয়া হুতাশনবদনে বীর্য্য নিক্ষেপ করত পরম হৃষ্ট হইলেন। পাবকও কল্পাগ্নিসদৃশ সেই তেজে সাতিশয় দহ্যমান হইয়া ভূতলস্থ সুবিস্তৃত শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে অরুন্ধতী ব্যতীত সপ্তর্ষিপত্নী শুভাবহ ষট্ কৃত্তিকা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন, তখন শতক্রতু তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া বলিলেন,—আপনারা যত্ন সহকারে এই ত্রিপুরারির বীর্য্য রক্ষা করুন, এই বীর্য্য হইতে দ্বাদশাদিত্যসমপ্রভ এক তনয় জন্ম গ্রহণ করিবে; আপনাদিগকে মাতার ন্যায় দর্শন করিবে। ৪৬—৬৮।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

———

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তাস্তথেতি প্রতিজ্ঞায় চক্রুস্তচ্ছক্রশাসনম্। সূতিকাগৃহধর্ম্মে যত্তচ্ছক্রুস্তস্য সর্ব্বশঃ॥ ১॥ অথাস্তদিবসে বালো দ্বাদশার্কসমদ্যুতিঃ। সঞ্জজ্ঞে তেন বীর্য্যেণ দ্বিভুজৈকমুখঃ শুভঃ॥ ২॥ যথাসৌ জাতমাত্রস্ত প্ররুরোদ সুদুঃখিতঃ। তচ্ছ্রুত্বা রুদিতং সর্ব্বাঃ কৃত্তিকাস্তমুপাগতাঃ॥ ৩॥ মহাসেনোঽপি সংবীক্ষ্য মাতৃস্তাঃ সমুপাগতাঃ। সোৎকণ্ঠঃ ষণ্মুখো জাতো দ্বাদশাক্ষভুজস্তথা॥ ৪॥ একৈকস্যাঃ পৃথক্কেন প্রপপৌ প্রযতঃ স্তনম্। দ্বাভ্যামালিঙ্গয়ামাস ভুজাভ্যাং স্নেহপূর্ব্বকম্॥ ৫॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। সর্ব্বে দেবাঃ সহেন্দ্রেণ গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা॥ ৬॥ মহোৎসবোঽথ সঞ্জজ্ঞে তস্মিন্ স্থানে নিরর্গলঃ। গীতবাদ্যপ্রণাদেন যেন বিশ্বং প্রপূরিতম্॥ ৭॥ রম্ভাদ্যা ননৃতুস্তস্য বিলাসিন্যো দিবৌকসাম্। জগুশ্চ মুখ্যগন্ধর্ব্বাশ্চিত্রাঙ্গদমুখাশ্চ যে॥ ৮॥ ততস্তু দেবতাঃ সর্ব্বাস্তস্য নাম প্রচক্রিরে। স্কন্দনাদ্রেতসো ভূমৌ স্কন্দ ইত্যেব সাদরম্॥ ৯॥ অথ তস্য কুমারস্য তদা তত্রাভিষেচনম্। সৈনাপত্যং কৃতং সাক্ষাদ্দেবানাং শম্ভুনা স্বয়ম্॥ ১০॥ তস্য শক্তিঃ স্বয়ং দত্তা বিধিনাদ্ভুতদর্শনা। অমোঘা বিজয়ার্থায় দৈত্যপক্ষক্ষয়ায় চ॥ ১১॥ ময়ূরো বাহনার্থায় ত্র্যম্বকেন সুনীব্রতঃ। দিব্যাস্ত্রাণি মহেন্দ্রেণ বিষ্ণুনাথ মহাত্মনা॥ ১২॥ ততোঽভীষ্টানি শস্ত্রাণি দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ পৃথক্ পৃথক্। তস্য দত্তানি সন্তুষ্টৈস্তথা মাতৃগণৈরপি॥ ১৩॥ ততস্তমগ্রতঃ কৃত্বা সেনানাথং সুরেশ্বরাঃ। জগ্মুঃ সসৈনিকাস্তত্র তারকো যত্র সংস্থিতঃ॥ ১৪॥ তারকোঽপি সমালোক্য দেবান্ স্বয়মুপাগতান্। যুদ্ধার্থং হর্ষসংযুক্তঃ সম্মুখঃ সত্বরং যযৌ॥ ১৫॥ ততোঽভূৎ-সুমহদ্যুদ্ধং দেবানাং দানবৈঃ সহ। কোপসংরক্তনেত্রাণাং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্॥ ১৬॥ অথ স্কন্দেন সংবীক্ষ্য দূরস্থং তারকং রণে। সমাহূয় ততো মুক্তা সা শক্তিস্তত্র মৃত্যবে॥ ১৭॥ অথাসৌ হৃদয়ং ভিত্ত্বা তস্য দৈত্যস্য দারুণা। চমৎকারপুরোপান্তে পতিতা রুধিরোক্ষিতা॥ ১৮॥ তারকস্তু গতো

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—কৃত্তিকাগণ "তাহাই হউক" বলিয়া শক্রের আদেশ পালন করত সূতিকাগৃহধর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারে সেই বীর্য্য রক্ষা করিলেন। অনন্তর এক দিবস সেই শুক্র হইতে দ্বাদশাদিত্যদ্যুতিসম্পন্ন দ্বিভুজ ও একমুখ সৌম্যবদন এক তনয় জন্ম গ্রহণ করিল, শিশু জাতমাত্রেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিলে, কৃত্তিকাগণও সেই রোদনধ্বনি শ্রবণে সত্বর তথায় সমুপাগত হইলেন; মহাসেন কুমার দেখিলেন, মাতৃগণ আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি উৎকণ্ঠা সহকারে দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ-বাহু ও ষণ্মুখসম্পন্ন হইয়া এক এক মুখে পৃথক্ পৃথক্ করদ্বয় দ্বারা প্রত্যেক কৃত্তিকাকে স্নেহালিঙ্গনপূর্ব্বক সেই মাতৃগণের স্তন্য করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রপ্রমুখ অন্যান্য দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তথায় উপনীত হইলেন। অজস্র মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। গীতবাদ্যনাদে বিশ্ব পূর্ণ হইয়া গেল। দিবিবাসীগণের বিলাসিনী রম্ভাদি রমণীগণ নৃত্য এবং চিত্রাঙ্গপ্রমুখ প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল। অনন্তর সুরগণ সাদরে কুমারের নামকরণ করিলেন, তাঁহারা বলিলেন,—"ভূমিতে রেতঃ স্কন্দন অর্থাৎ রেতঃ স্খলিত হইয়াছিল, কুমার সেই স্কন্দিত রেত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য ইনি স্কন্দ নামে বিখ্যাত হইবেন।" ১-৯। অনন্তর স্কন্দের অভিষেকব্যাপার সম্পন্ন হইলে, শঙ্কর স্বয়ং তাঁহাকে দেবগণের সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন। ত্রিলোচন শঙ্কর স্বয়ং তাঁহাকে শত্রুপক্ষের ক্ষয় ও বিজয়ার্থ অদ্‌ভুতদর্শনা শক্তি ও বাহনার্থ ময়ূর; দেবেন্দ্র দিব্য অস্ত্রনিচয়;—মহাত্মা বিষ্ণু বিবিধ অভীষ্ট আয়ুধ এবং অন্যান্য দেব ও মাতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর সুরেশ্বরগণ সেনানাথ ষণ্মুখকে অগ্রে করিয়া সসৈন্যে তারকাসুরের আবাসস্থানে গমন করিলেন, তারকও সুরগণকে সমুপাগত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইল। অনন্তর কোপসংরক্তলোচন দেবগণের সহিত দানবদিগের যুদ্ধ বাধিল। এবারে সুরগণ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর স্কন্দ রণভূমির দূরদেশে দানব তারককে সন্দর্শন করিয়া তাহাকে আহ্বান করত তাহার জীবননাশবাসনায় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, দারুণ শক্তি দানব তারকের হৃদয়ে বিদ্ধ ও তারকের রুধিরে আপ্লুত হইয়া

নাশং মুক্তঃ প্রাণৈশ্চ তৎক্ষণাৎ। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে সংহৃষ্টাস্তং মহাবলম্ ॥ ১৯ ॥ স্তোত্রৈর্ব্বহুবিধৈঃ স্তুত্বা প্রোচুস্তস্মিন্ হতে সতি। গতাশ্চ ত্রিদিবং তূর্ণং সহ শক্রেণ নির্ভয়াঃ ॥ ২০ ॥ স্কন্দোঽপি তাং সমাদায় শক্তিং তত্র পুরোত্তমে। স্থাপয়ামাস যেনৈব রক্তশৃঙ্গোঽভবদ্দৃঢ়ঃ ॥ ২১ ॥ ঋষয় উচুঃ। রক্তশৃঙ্গঃ কথং তেন নিশ্চলোঽপি দৃঢ়ীকৃতঃ। কস্য বাক্যের্নো ব্রূহি বিস্তরেণ মহামতে ॥ ২২ ॥ সূত উবাচ। যদা বৈ ভূমিকম্পস্তু সম্প্রজাতঃ সুদারুণঃ। রক্তশৃঙ্গঃ প্রচলিতঃ স্বস্থানাদতিবেগতঃ ॥ ২৩ ॥ তস্য দৈত্যস্য পাতেন যথান্যে পর্ব্বতোত্তমাঃ। অথ হর্ম্ম্যাণি সর্ব্বাণি চমৎকারপুরে তদা ॥ ২৪ ॥ শীর্ণানি চলিতে তস্মিন্ পর্ব্বতে ব্যথিতা দ্বিজাঃ। প্রায়শো নিধনং প্রাপ্তাস্তথান্যে মূর্চ্ছয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ২৫ ॥ হত-শেষাস্ততো বিপ্রা গত্বা স্কন্দং ক্রুধান্বিতাঃ। প্রোচুশ্চ কিমিদং পাপ ত্বয়া কৃতমবুদ্ধিনা। ৬ ॥ নাশং নীতা বয়ং সর্ব্বে সপুত্রপশুবান্ধবাঃ। তস্মাচ্ছাপং প্রদাস্যামো বয়ং দুঃখেন দুঃখিতাঃ ॥ ২৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। হিতায় সর্ব্বলোকানাং ময়ৈতৎসমনুষ্ঠিতম্। যদ্ধতো দানবো রৌদ্রো নান্যথা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৮ ॥ প্রসাদঃ ক্রিয়তাং তস্মান্মান্যা মে ব্রাহ্মণাঃ সদা। মৃতানপি দ্বিজান্ সর্ব্বানহং তানমৃতাশ্রয়াৎ ॥ ২৯ ॥ পুনর্জীবিতসংযুক্তান্ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ। তথা সুনিশ্চলং শৈলং করিষ্যামি স্বশক্তিতঃ ॥ ৩০ ॥ এবমুক্ত্বা সমাদায় তাং শক্তিং রুধিরোক্ষিতাম্। চক্রে স্থাপনমস্যাস্তু রক্তশৃঙ্গস্য মূর্দ্ধনি ॥ ৩১ ॥ ততঃ প্রোবাচ সংহৃষ্টো দেবতানাং চতুষ্টয়ম্। আম্রবৃদ্ধাং তথৈবাম্রাং মাহিত্থাঞ্চ চমৎকরীম্ ॥ ৩২ ॥ যুষ্মাভি-র্নিশ্চলঃ কার্য্যো ভূয়োঽয়ং নগসত্তমঃ। প্রলয়েঽপি যথা স্থানাদ্রক্তশৃঙ্গশ্চলেন্ন হি ॥ ৩৩ ॥ সদৈব খ্যাতি-মায়াতু মন্নাম্না পুরমুত্তমম্। যুষ্মাকং ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পূজাং দাস্যন্তি সর্ব্বদা ॥ ৩৪ ॥ বাঢ়মিত্যেব তাঃ প্রোচ্য চতুর্দ্দিক্ষু ততশ্চ তম্। শূলাগ্রৈঃ সুদৃঢ়ং চক্রুঃ স্কন্দবাক্যেন হর্ষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ততশ্চামৃতমাদায়

চমৎকারপুরের উপান্তভূমে নিপতিত হইল। তারকও তৎক্ষণাৎ প্রাণ হইতে বিমুক্ত হইয়া শমনসদনে গমন করিল। অনন্তর তারক নিহত হইলে দেবগণ নির্ভয় ও হৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা বিবিধ স্তুতিবাক্যে মহাবল দেবসেনানীর স্তব করিয়া ইন্দ্রের সহিত সত্বর ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। এদিকে স্কন্দও সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম ক্ষেত্রে চমৎকারপুরে প্রতিষ্ঠা করিলেন। শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে রক্তশৃঙ্গ সুদৃঢ় হইল। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে! স্কন্দ কাহার বাক্যে সেই রক্তশৃঙ্গের নিশ্চলতা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন? এই সকল বিস্তাররূপে আমাদের নিকট বর্ণন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—যখন তারক রণভূমে নিপতিত হয়, তৎকালে সুদারুণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। সেই ভূকম্পের অতিবেগবশতঃ রক্তশৃঙ্গ স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়। কেবল রক্তশৃঙ্গ নহে, দানবের অবপাতে অন্যান্য গিরিবরগণও প্রচলিত ও চমৎকারপুরের সুরম্য হর্ম্ম্যশ্রেণী বিশীর্ণ হইয়াছিল। পর্ব্বত প্রচলিত হইলে তত্রত্য দ্বিজগণ অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হন, অনেকে প্রায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাও মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট বিপ্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্কন্দসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন,—রে পাপ! তুই মন্দ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এ কি করিয়াছিস্! আমরা পুত্র, পশু ও বান্ধবগণ সহ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা অত্যন্ত দুঃখক্লিষ্ট, অতএব তোকে শাপ প্রদান করিব।১০—২৭। স্কন্দ কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি নিখিল লোকের হিতকামনায় ভীষণ দানবকে নিহত করিয়াছি, একমাত্র লোকহিতই আমার এই কার্য্যের উদ্দেশ্য। অন্য কিছু নহে। হে দ্বিজগণ! আপনারা সতত আমার মান্য, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অমৃত দ্বারা মৃত দ্বিজগণের পুনরায় জীবনদান করিব, সংশয় নাই। এতদ্ভিন্ন আমার শক্তি দ্বারা এই শৈলকে নিশ্চল করিব। কার্ত্তিকেয় এইরূপ কহিয়া সেই তারকরুধিরাপ্লুত শক্তিকে রক্তশৃঙ্গের মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক আম্রবৃদ্ধা, আম্রা, মাহিত্থা ও চমৎকরী এই দেবতাচতুষ্টয়কে কহিলেন,—আপনাদিগের দ্বারা এই নগোত্তমকে নিশ্চল করিলাম, প্রলয়কালেও এই রক্তশৃঙ্গ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইবে না, বরং এই উত্তম পুর আমার নামে বিখ্যাত হইবে; এই ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আপনাদের পূজা করিবেন। অনন্তর স্কন্দ-বাক্যে হৃষ্ট সেই দেবতাচতুষ্টয় "যথাশক্তি আপনার আদেশ পালন করিব" তাঁহার চারিদিক্ হইতে এইরূপ বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক শূলাগ্র দ্বারা শৈলকে নিশ্চল করি-

মৃতানপি দ্বিজোত্তমান। স্কন্দো জীবাপয়ামাস দ্বিজভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৩৬ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাস্তত্র সংহৃষ্টা বরমুত্তমম্। দত্তুস্তস্য স চ প্রাহ মন্নাম্নৈতৎ পুরোত্তমম্। সদৈব খ্যাতিমায়াতু এতন্মে হৃদি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৩৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। এতৎ স্কন্দপুরং রাম তব নাম্না ভবিষ্যতি। চমৎকারপুরং তদ্বৎ সাম্প্রতং সুরসত্তম ॥ ৩৮ ॥ পূজাং তব করিষ্যামঃ কৃত্বা প্রাসাদমুত্তমম্। তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বাশ্চতস্রোঽপি ত্বয়া ধৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বাঃ সম্পূজয়িষ্যামঃ সর্ব্বকৃত্যেষু সাদরম্। এতাং চ তাবকীং শক্তিং সদা সুরবরোত্তম। বিশেষাৎ পূজয়িষ্যামঃ ষষ্ঠ্যাং শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ ॥ ৪০ ॥ সূত উবাচ। এবং স ব্রাহ্মণৈঃ প্রোক্তো মহাসেনো মহাবলঃ। স্থিতস্তত্রৈব তদ্বাক্যাজ্জাত্বা তৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা চৈত্রষষ্ঠ্যাং সুভাবতঃ। শুক্লায়াং তস্য সন্তুষ্টিং কুরুতে বর্হিবাহনঃ ॥ ৪২ ॥ তস্যাং শক্তৌ নরো যশ্চ কুর্য্যাৎ পৃষ্ঠিনিঘর্ষণম্। পূজয়িত্বা তু পুষ্পাদ্যৈঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। স ন স্যাদ্রোগসংযুক্তো যাবৎ সংবৎসরং দ্বিজাঃ ॥ ৪৩ ॥ এবং তত্র ধৃতা শক্তিস্তেন স্কন্দেন ধীমতা। রক্তশৃঙ্গস্য রক্ষার্থং তৎপুরস্য বিশেষতঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্কন্দস্থাপিতশক্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

সেন। অনন্তর দ্বিজভক্তিপরায়ণ স্কন্দ অমৃত আনয়নপূর্ব্বক মৃত দ্বিজোত্তমগণের জীবন দান করিলেন। দ্বিজগণও স্কন্দের প্রতি প্রীত হইয়া উত্তম বরদান করিতে উদ্যত হইলেন। দ্বিজগণের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া স্কন্দ কহিলেন,—এই উত্তম পুর আমার নামে নিত্য বিখ্যাত হউক, ইহাই আমার অভীষ্ট। ঋষিগণ কহিলেন—হে সুরসত্তম! চমৎকারপুরের ন্যায় এই পুর তোমার নামানুসারে স্কন্দপুর নামে বিখ্যাত হইবে। আমরাও প্রীতিপ্রসন্ন মনে তোমার পূজা করিব, এতদ্ভিন্ন তুমি যে দেবতাচতুষ্টয়ের সাহায্যে শৈলকে নিশ্চল করিয়াছ, সকল কার্য্যেই আমরা সাদরে ইহাদিগের পূজা করিব। হে সুরবরোত্তম! আমরা শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ষষ্ঠীতিথিতে তোমার এই শক্তিকে বিশেষ ভাবে পূজা করিব। সূত কহিলেন,—মহাবল মহাসেন কার্ত্তিকেয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া তাঁহাদের বাক্যে সেই উত্তম ক্ষেত্রে সতত বাস করিতে লাগিলেন। যে মানব উত্তম ভাববিভবে চৈত্রশুক্লষষ্ঠী তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করেন, ময়ূরবাহন ষড়ানন তাঁহার সন্তোষসাধন করিয়া থাকেন। যে নর পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠীতিথিতে সম্যক্ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পুষ্পাদি দ্বারা শক্তির পূজা ও শক্তিতে পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করে, সংবৎসর তাহার কোন রোগ হয় না। হে দ্বিজগণ! ধীমান্ কার্ত্তিকেয় রক্তশৃঙ্গের নিশ্চল, বিশেষতঃ স্কন্দপুরের রক্ষার্থ এইরূপে তথায় শক্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ২৮—৪৪।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্রৈব স্থাপিতং লিঙ্গং ধৃতরাষ্ট্রেণ ভূভুজা। দুর্য্যোধনেন চালোক্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ ঋষয় উচুঃ। কস্মিন্ কালে নরেন্দ্রেণ ধৃতরাষ্ট্রেণ ভূভুজা। তত্র সংস্থাপিতং লিঙ্গং বদ ত্বং রোমহর্ষণে ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। আসীদ্ভানুমতী নাম বলভদ্রসুতা পুরা। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না রূপৌদার্য্যগুণান্বিতা ॥ ৩ ॥ তাং দদাবথ পত্ন্যর্থে ধার্ত্তরাষ্ট্রায় ধীমতে। দুর্য্যোধনায় সম্মন্ত্র্য বিষ্ণুনা সহ যাদবঃ ॥ ৪ ॥ অথ নাগপুরাৎসর্ব্বে ভীষ্মদ্রোণাদয়শ্চ যে। কৌরবাঃ প্রস্থিতাস্তূর্ণং পুরীং দ্বারবতীং প্রতি ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই শক্তিতীর্থ স্কন্দপুরের সন্নিধানে ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র একলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রোমহর্ষণ-নন্দন সূত! কোন কালে নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র এই তীর্থে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—পুরাকালে যদুকুলতিলক বলভদ্র বিষ্ণুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া রূপপ্রসাদ-ঔদার্য্যগুণযুক্তা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না স্বীয় দুহিতা ভানুমতীকে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় ধীমান্ দুর্য্যোধনের করে ভার্য্যার্থে অর্পণ করেন। অনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণাদি ও অন্য কৌরবগণ হস্তিনানগর হইতে সত্বর দ্বারাবতীর

৫। তথা পাণ্ডুসুতাঃ পঞ্চ পরিবারং সমন্বিতাঃ। সৌভ্রাত্রং মন্যমানাস্তে দুর্য্যোধনসমন্বিতাঃ। জগ্মুর্দ্বারবতীং হৃষ্টাঃ সৈন্যেন মহতান্বিতাঃ॥ ৬। অথ ক্রমেণ গচ্ছন্তস্তে সর্ব্বে কুরুপাণ্ডবাঃ। অনর্ত্তবিষয়ং প্রাপ্তা ধনধান্যসমাকুলম্। ৭। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং যত্র তৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্। হাটকেশ্বরদেবস্য বিখ্যাতং ভুবনত্রয়ে॥৮। অথ প্রাহ বিশুদ্ধাত্মা বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ। ধৃতরাষ্ট্রং মহীপালং সপুত্রং প্রহসন্নিব। ৯। ভীষ্ম উবাচ। এতদ্বৎস পুরা দৃষ্টং ময়া ক্ষেত্রমনুত্তমম্। হাটকেশ্বরদেবস্য সর্ব্বপাতকনাশনম্। ১০। অত্রাহং চৈব নির্ম্মুক্তঃ স্ত্রীহত্যোদ্ভবপাতকাৎ। তস্মাদত্রৈব রাজেন্দ্র তিষ্ঠামঃ পঞ্চ বাসরান্। ১১। যেন সর্ব্বাণি পশ্যাম-স্তীর্থান্যায়তনানি চ। যান্যত্র সন্তি পুণ্যানি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। ১২। অথ তদ্বচনাদ্রাজা ধৃতরাষ্ট্রো-ঽম্বিকাসুতঃ। শতসংখ্যৈঃ সুতৈঃ সার্দ্ধং কৌতূহল-সমন্বিতঃ॥ ১৩। জগাম সত্বরং তত্র যত্র তৎক্ষেত্র-মুত্তমম্। তপস্বিগণসঙ্কীর্ণং যুক্তং চৈবাশ্রমৈঃ শুভৈঃ। ১৪। ব্রহ্মঘোষেণ মহতা নাদিতং সর্ব্বতো দিশম্। বহ্নিপুঞ্জোত্থধূম্রেণ কলুষীকৃতপাদপম্। ক্রীড়ামৃগৈশ্চ সঙ্কীর্ণং ধাবদ্ভির্বহুভিস্তথা। ১৫। ততো নিবার্য্য সৈন্যং স্বমুপদ্রবভয়ান্নৃপঃ। পঞ্চভিঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং শতসংখ্যৈস্তথা সুতৈঃ। ১৬। ভীষ্মেণ সোমদত্তেন বাহ্লীকেন সমন্বিতঃ। দ্রোণাচার্য্যেণ বীরেণ তৎপুত্রেণ কৃপেণ চ। ১৭। সৌবলেন চ কর্ণেন তথান্যৈরপি পার্থিবৈঃ। পরিবারপরিত্যক্তে-স্তস্মিন্ ক্ষেত্রে চচার সঃ। ১৮। তেঽপি সর্ব্বে মহাত্মানঃ ক্ষত্রিয়াস্তত্র সংস্থিতাঃ। চক্রুর্দ্ধর্ম্মক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা॥ ১৯। স্নানং চক্রুর্বিধা-নেন তীর্থেষু দ্বিজসত্তমাঃ। ভ্রান্ত্বাভ্রান্ত্বা সুপুণ্যেষু শ্রুত্বাশ্রুত্বা দ্বিজন্মনাম্। ২০। দানানি চ বিশিষ্টানি দদুরিষ্টানি চাপরে। দীনেভ্যঃ কৃপণেভ্যশ্চ তপ-স্বিভ্যো বিশেষতঃ॥ ২১। চক্রুঃ শ্রাদ্ধক্রিয়াশ্চান্যে পিতৄনুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ। পিতৃণাং তর্পণং চান্যে তিল-মিশ্রজলেন চ। ২২। অন্যে হোমক্রিয়া ভূপা জপমন্যে নিরর্গলম্। স্বাধ্যায়মপরে শান্তাঃ সম্যক্-শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। ২৩॥ দেবতায়তনান্যন্যে মাহাত্ম্য-সহিতানি চ। শ্রুত্বা পূর্ব্বনৃপাণাং চ পূজয়ন্তি বিশেষতঃ

প্রতি প্রস্থিত হইলেন, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবও দুর্য্যোধনের প্রতি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ প্রদর্শন করত পরি-বারপরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত গমন করেন। সসৈন্য কুরুপাণ্ডবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে দ্বারাবতীর প্রতি প্রস্থিত হইয়া ক্রমে ধনধান্যসমাকুল আনর্ত্ত-দেশে উপনীত হইলেন। এই আনর্ত্ত দেশে ত্রিভুবন-বিখ্যাত হাটকেশ্বর দেবের সর্ব্বপাপ-হর পুণ্য উত্তম ক্ষেত্র বিদ্যমান। অনন্তর বিশু-দ্ধাত্মা বৃদ্ধ কুরুপিতামহ ভীষ্ম হাসিতে হাসিতে সপুত্র মহীপাল ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন। ভীষ্ম কহিলেন,—হে বৎস! আমি পূর্ব্বে হাটকেশ্বর দেবের সর্ব্বপাপনাশন অনুত্তম এই ক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি; আমি এই স্থানেই স্ত্রীহত্যাপাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম, অতএব—হে রাজেন্দ্র! এইস্থানে পাঁচ দিন বাস করিয়া নিখিল তীর্থায়তন দর্শন করিব। এই সকল তীর্থায়তনদর্শনে যে পুণ্য হয়, ভাবিতাত্মা মুনিগণের তাদৃশ পুণ্যসঞ্চয় নাই। অনন্তর ভীষ্ম-বাক্যে অম্বিকা-তনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুতূহলসমন্বিত হইয়া শতসংখ্যক তনয়ের সহিত সত্বর সেই হাটকেশ্বর দেবের উত্তমক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই ক্ষেত্র তপস্বিগণসমাকীর্ণ ও ক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই শুভাবহ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমের সর্ব্ব-স্থানই উচ্চ বেদধ্বনি দ্বারা নিনাদিত, পাদপ সকল হুতধূমে মলিনায়মান, এবং বহু ক্রীড়ামৃগ আশ্রম প্রদেশের সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল। সৈন্য-গণ দ্বারা পাছে আশ্রম-পীড়া হয়, এজন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যগণের গমনে নিষেধ করিলেন, পঞ্চ-পাণ্ডব, স্বীয় শতসংখ্যক তনয়, ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, সুবলনন্দন, কর্ণ এবং অন্যান্য পার্থিবগণসহ পরিবারবিবর্জ্জিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সেই ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১—৮। মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে সেই তীর্থে নানা ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। হে দ্বিজ-সত্তমগণ! তাঁহারা দ্বিজগণের নিকট পুণ্যতীর্থ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে গমন ও যথাবিধি স্নান করিলেন। কেহ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ইষ্টদান, কেহ দীন-কৃপণগণকে ধন-বিতরণ, কেহ তপস্বিগণকে ধনদান, কেহ কেহ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত হইয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ, কেহ তিলমিশ্র জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ, কেহ হোম, কেহ অজস্র জপ এবং কেহ শান্ত ও সম্যক্ ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ পূর্ব্বনৃপ-গণের প্রতিষ্ঠিত পুণ্য দেবায়তনের মাহাত্ম্যগাথা

॥ ২৪ ॥ বলিদানৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ গন্ধপুষ্পোপলেপনৈঃ। মার্জ্জনৈর্ধ্বজদানৈশ্চ তথা প্রেক্ষণকৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৫ ॥ মণ্ডনৈঃ পুষ্পমালাভিঃ সমস্তাদ্দ্বিজসত্তমাঃ। হস্ত্যশ্বরথদানৈশ্চ গোভির্বস্ত্রৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ। কৃতার্থা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে কৃতাস্তৈস্তত্র ভক্তিতঃ ॥ ২৬ ॥ এবং স্নাত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য দেবান্ বিপ্রান্নৃপোত্তমাঃ। ধৃতরাষ্ট্রসমাযুক্তা জগ্মুঃ স্বশিবিরং ততঃ ॥ ২৭ ॥ শংসন্তো বিস্ময়াবিষ্টাস্তীর্থান্যায়তনানি চ। তস্মিন্ক্ষেত্রে দ্বিজাংশ্চৈব তাপসান্ সংশিতব্রতান্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধৃতরাষ্ট্রাদিকৃতহাটকেশ্বরক্ষেত্রদর্শনবর্ণনং নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তে কৌরবাঃ সর্ব্বে পাণ্ডোঃ পুত্রাশ্চ শালিনঃ। তস্মাৎস্থানাত্ততো জগ্মুর্যত্র দ্বারবতী পুরী ॥ ১ ॥ তত্র গত্বা বিবাহং তু চক্রুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ। দুর্য্যোধনস্য ভূপস্য ভানুমত্যা সমং তদা ॥ ২ ॥ নানাবাদিত্রঘোষেণ বেদধ্বনিযুতেন চ। গীতৈর্ম্মনোহরৈঃ পাঠৈর্ব্বন্দিনাং চ সহস্রশঃ ॥ ৩ ॥ এবং মহোৎসবো যজ্ঞে তত্র যাবদ্দিনাষ্টকম্। যাদবানাং কুরূণাং চ মিলিতানাং পরস্পরম্ ॥ ৪ ॥ কৃতার্থাস্তত্র সঞ্জাতাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ। চারণা ব্রাহ্মণেন্দ্রাশ্চ তথান্যেঽপি চ তার্কিকাঃ ॥ ৫ ॥ ততশ্চ নবমে প্রাপ্তে দিবসে কুরুপাণ্ডবাঃ। ভীষ্মাদ্যাঃ পুণ্ডরীকাক্ষমিদমূচুঃ সসৌহৃদম্ ॥ ৬ ॥ ন বয়ং পুণ্ডরীকাক্ষ তব রামস্য চাশ্রয়ম্। কথঞ্চিত্ত্যক্তুমিচ্ছামঃ স্নেহপাশনিযন্ত্রিতাঃ ॥ ৭ ॥ তথাপি চ প্রগন্তব্যং স্বপুরং প্রতি মাধব। বলভদ্রসমাযুক্তস্তস্মান্নঃ কুরু মোক্ষণম্ ॥ ৮ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। ন তাবদ্বৎসরো জাতো ন মাসঃ পক্ষ এব চ। স্থিতানামত্র যুষ্মাকং তৎকিমৌৎসুক্যমাগতম্ ॥ ৯ ॥ তস্মাদত্রৈব তিষ্ঠামঃ সহিতাঃ কুরুপাণ্ডবাঃ। যূয়ং বয়ং বিনোদেন মৃগয়াক্ষোত্তবেন চ ॥ ১০ ॥ শস্ত্রশিক্ষাক্রিয়াভিশ্চ দমনেন চ দন্তিনাম্। তথাভিবাঞ্ছিতৈরন্যৈঃ স্নেহোঽস্তি যদি বো ময়ি ॥ ১১ ॥ ভীষ্ম উবাচ। উপপন্নমিদং বিষ্ণো যত্ত্বয়া ব্যাহৃতং বচঃ। পরং শৃণুষ মে বাক্যং যদর্থং ত্বাৎসুকা বয়ম্ ॥ ১২ ॥ আনর্ত্তবিষয়েঽস্মাভি-

---

শ্রবণ করিয়া মনোজ্ঞ বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্প, অনুলেপন, বিপুল জলদান, মার্জ্জন, ধ্বজাদান, প্রদক্ষিণ, মণ্ডন, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা মন্দিরের সৎকার করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! তাঁহাদের ভক্তি-প্রদত্ত হস্তি, অশ্ব, রথ, গো এবং কাঞ্চননিচয় প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজগণ কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ নৃপসত্তমগণ এইরূপে স্নান ও দেববিপ্রগণের পূজা করিয়া ক্ষেত্র, তীর্থ, আয়তন ও ক্ষেত্রবাসী সংশিতব্রত তাপস বিপ্রগণের প্রশংসা করিতে করিতে বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। ১৯—২৮।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর সমস্ত কুরুপাণ্ডবগণ এইরূপে ক্রমে সেই স্থান হইতে দ্বারাবতীপুরীতে উপনীত হইয়া হৃষ্টমনে দুর্য্যোধনের সহিত ভানুমতীর বিবাহব্যাপার সম্পন্ন করাইলেন। বিবাহকালে বেদধ্বনিসমন্বিত নানাবিধ বাদিত্রনির্ঘোষ, মনোহর গীত এবং সহস্র সহস্র বন্দীদিগের স্তুতিপাঠ হইল; এইরূপে দ্বারাবতীতে অষ্টাহ পর্য্যন্ত পরস্পর মিলিত কৌরব-যাদবদিগের মহামহোৎসব চলিল। তথায় সূত, মাগধ, বন্দী, চারণ ও ব্রাহ্মণসত্তম এবং অন্যান্য তার্কিকগণ সকলেই সৎকৃত হইলেন। অনন্তর নবম দিবসে ভীষ্মপ্রমুখ কুরুপাণ্ডবগণ সৌহার্দ্দবশতঃ পুণ্ডরীকনয়ন কৃষ্ণকে কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ। আমরা স্নেহপাশবদ্ধ হইয়া কোনক্রমেই তোমার এবং বলরামের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না, তথাপি আমাদিগকে স্বপুরে গমন করিতে হইতেছে; হে মাধব! বলদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগকে বিদায় দাও। ১—৮। বিষ্ণু বলিলেন,—কৈ আপনারা ত এক বৎসর, একমাস কিংবা একপক্ষকালও আমাদের গৃহে বাস করেন নাই, সুতরাং আপনাদের সহিত অবস্থানে কি ঔৎসুক্য লাভ করিব? হে কুরুপাণ্ডবগণ! যদি আমার প্রতি আপনাদের স্নেহমমতা থাকে, তবে আপনারা এই স্থানেই অবস্থান করুন, আমরাও বিনোদসহকারে আপনাদের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, শাস্ত্রশিক্ষা, দন্তীদিগের দমন এবং অন্যান্য অভীষ্ট ক্রীড়া করিব। ভীষ্ম কহিলেন,—হে বিষ্ণো! তুমি যাহা বলিলে,

ম্বাগচ্ছন্তিস্তবান্তিকম্। দৃষ্টমত্যদ্ভুতং ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরজং মহৎ। তত্র লিঙ্গানি দৃষ্টানি ভূপতীনাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৩ ॥ সূর্য্যচন্দ্রান্বয়োত্থানামন্যেষাং চ মহাত্মনাম্ ॥ ১৪ ॥ দেবানাং দানবানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ বিশেষতঃ। সাকারাণি সুতেজাংসি নানাপ্রাসাদভাঞ্জি চ ॥ ১৫ ॥ ততশ্চ কুরুমুখ্যানাং পাণ্ডবানাঞ্চ মাধব। লিঙ্গসংস্থাপনার্থায় তত্র জাতা মতির্দৃঢ়া ॥ ১৬ ॥ তে বয়ং তত্র গত্বাশু যথাশক্ত্যা যথেচ্ছয়া। লিঙ্গানি স্থাপয়িষ্যামঃ স্বানিস্বানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৭ ॥ এতস্মাৎকারণাত্তূর্ণং চলিতা বয়মচ্যুত। ন বয়ং তব সঙ্গস্য তৃপ্যামোঽব্দশতৈরপি ॥ ১৮ ॥ তস্মাদাজ্ঞাপয়স্বাদ্য কৃত্বা চিত্তং দৃঢ়ং বিভো। ভূয়োঽপ্যাগমিষ্যামস্তব দর্শনলালসাঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অহং জানামি তৎ ক্ষেত্রং সুপুণ্যং পাপনাশনম্। তাপসৈঃ কীর্ত্তিতং নিত্যং মমান্যৈস্তীর্থযাত্রিকৈঃ ॥ ২০ ॥ তস্মাত্তত্র সমেষ্যামো যুষ্মাভিঃ সহিতা বয়ম্। লিঙ্গসংস্থাপনার্থায় ক্ষেত্রদর্শনবাঞ্ছয়া ॥ ২১ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা কৌরবাঃ সর্ব্বে পরং হর্ষমুপাগতাঃ। তথা পাণ্ডুসুতাশ্চৈব যে চান্যে তত্র পার্থিবাঃ ॥ ২২ ॥ তে তু সম্প্রস্থিতাঃ সর্ব্বে মিলিতাঃ কুরুপাণ্ডবাঃ। গজবাজিবিমর্দ্দেন কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ২৩ ॥ অথ তৎ ক্ষেত্রমাসাদ্য দূরে কৃত্বা নিবেশনম্। কৌরবা যাদবা মুখ্যাশ্চমৎকারপুরং গতা ॥ ২৪ ॥ তত্র সর্ব্বান সমাহূয় ব্রাহ্মণান্ বিনয়ান্বিতাঃ। প্রোচুর্দত্ত্বা বিচিত্রাণি ভূষণাচ্ছাদনানি চ ॥ ২৫ ॥ বয়ং সর্ব্বেঽত্র বাঞ্ছামো লিঙ্গসংস্থাপনক্রিয়াম্। কর্ত্তুং প্রাসাদমুখ্যানাং পৃথক্ত্বেন স্বশক্তিতঃ ॥ ২৬ ॥ তস্মাৎ কৃত্বা প্রসাদং নো দয়াং চ দ্বিজসত্তমাঃ। আজ্ঞাপয়ত শীঘ্রং হি যেন কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥ ভবিষ্যথ তথা যূয়ং হোতারঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। ন চান্যো ব্রাহ্মণো বাহ্যো যদ্যপি স্যাদ্ বৃহস্পতিঃ ॥ ২৮ ॥ যতোঽস্মাভিঃ শ্রুতা বার্ত্তা কীর্ত্ত্যমানা পুরাতনী। বিষ্ণুনা তস্য রাজর্ষেঃ প্রেতশ্রাদ্ধসমুদ্ভবা ॥ ২৯ ॥ যথা তেন কৃতং শ্রাদ্ধং পিতুঃ প্রেতস্য যত্নতঃ। ব্রাহ্মণানাং পুরোঽন্যেষাং

ইহা তোমার পক্ষে উপযুক্তই বটে, কিন্তু আমরাও যেজন্য গমনে উৎসুক হইয়াছি, তাহাও শ্রবণ কর। আমরা আনর্ত্ত দেশের মধ্য দিয়া তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; আগমনকালে অত্যদ্ভুত হাটকেশ্বরজ মহাক্ষেত্র দর্শন করি, তথায় সূর্য্য, চন্দ্র, ও অন্যান্য বংশের মহাত্মা নৃপতি, দেব, দানব বিশেষতঃ মুনিগণের প্রতিষ্ঠিত সাকার সুতেজ বিবিধ প্রাসাদবাসী লিঙ্গসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। হে মাধব! কুরুপ্রধান ও পাণ্ডবগণের তথায় লিঙ্গপ্রতিষ্ঠায় সুদৃঢ় মতি জন্মিয়াছে; অতএব আমরা হাটকেশ্বরক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলাষানুসারে যথাশক্তি পৃথক্ পৃথক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিব। হে অচ্যুত! এই কারণেই আমরা সত্বর বিচলিত হইয়াছি, দুই এক দিনের কথা কি, তোমার সহিত শতবৎসর বাস করিলেও আমরা তৃপ্তির সীমা দর্শন করি না। অতএব হে বিভো! চিত্ত দৃঢ় করিয়া আমাদের গমনে অনুমতি দাও, তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আমরা পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব। ভগবান্ বলিলেন, —আমিও সেই পাপনাশন সুপুণ্য ক্ষেত্রের বিষয় বিদিত আছি, তাপসগণ ও অন্য তীর্থযাত্রীরা আমার নিকট সেই হাটকেশ্বরজক্ষেত্রের কথা কহিয়া থাকেন; অতএব আমরাও ক্ষেত্রদর্শন ও লিঙ্গস্থাপনার্থ আপনাদের সহিত তথায় গমন করিব। ৯—২১। সূত কহিলেন,—কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে কৌরব, পাণ্ডব ও অন্যান্য পার্থিবগণ পরম হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর কৌরব, পাণ্ডব ও যাদবগণ মিলিত হইয়া সেই ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিলেন, তাঁহাদের গজবাজীর পদভরে বসুন্ধরা কম্পিত হইল। অনন্তর কৌরব, পাণ্ডব ও যাদবগণ ক্ষেত্রসমীপে উপনীত ও নিজ নিজ যানবাহননিচয় দূরে রক্ষিত করিয়া চমৎকারপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বিনয়সহকারে তত্রত্য দ্বিজগণকে আহ্বান ও তাঁহাদিগকে বিচিত্র ভূষণ ও বসন দান করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমরা সকলেই শক্তি অনুসারে এই ক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিঙ্গস্থাপন ও উত্তম উত্তম প্রাসাদ নির্ম্মাণে অভিলাষ করিতেছি, অতএব আপনারা কৃপাপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া এই কার্য্যে সত্বর অনুমতি করুন, আপনাদের আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। হে বিপ্রগণ! আপনারাই এই ক্রিয়াকলাপের হোতা হইবেন, বৃহস্পতিসদৃশ হইলেও বাহিরের অন্য কোন ব্রাহ্মণকে আমরা এ কার্য্যে ব্রতী করিব না। কারণ এবিষয়ে বিষ্ণুর মুখে আমরা একটী পুরাতনী কথা শ্রবণ করিয়াছি, এ কথাটী সেই রাজর্ষির প্রেতশ্রাদ্ধবিষয়ক; হে দ্বিজগণ! বিষ্ণু তত্রত্য বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য

যথোক্তানামপি দ্বিজাঃ। ৩০। যথোক্তবিধিনা তীর্থে নাগানাং পঞ্চমীদিনে। শ্রাবণে মাসি নো মুক্তঃ পিতা উক্তং তথাপি সঃ। ৩১। প্রেতত্বাৎ সর্পদোষেণ সঞ্জাতাদ্দ্বিজসত্তমাঃ। দেবশর্ম্মপুরো যাবত্তৎকৃতং শ্রাদ্ধমাদরাৎ। তাবৎ পিতা বিনির্মুক্তঃ প্রেতত্বাদ্দারুণাদ্দ্বিজাঃ। ৩২। যদত্র ক্রিয়তে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যং দ্বিজোত্তমাঃ। তদ্বাহ্যং চ ভবেদ্ব্যর্থমেতদ্বিদ্মঃ স্ফুটং বয়ম্। ৩৩। প্রার্থয়ামো বিশেষেণ তেন দৈন্যং সমাগতাঃ। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং তস্মাদাজ্ঞাং যচ্ছত মা চিরম্। ৩৪। সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণাস্তে পরস্পরম্। মন্ত্রং চক্রুস্তদর্থং হি কিং কৃতং সুকৃতং ভবেৎ। ৩৫। একে প্রোচুর্ন দাস্যামঃ প্রাসাদার্থং বসুন্ধরাম্। এতেষামপি চৈকস্য তস্মাদ্গচ্ছন্তু সত্বরম্। ৩৬। পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন ক্ষেত্রমেতদ্ব্যবস্থিতম্। পূর্ব্বেষামপি দেবানাং প্রাসাদৈস্তৎ সমাবৃতম্। ৩৭। অন্যে প্রোচুর্দ্ধনোন্মত্তা যূয়ং চ সুখমাশ্রিতাঃ। দারিদ্র্যার্ত্তিং ন জানীথ ক্রূরং তেন ভৃশং বচঃ। ৩৮। তস্মাদ্বয়ং প্রদাস্যাম এতেষাং হি বসুন্ধরাম্। অর্থসিদ্ধির্ভবেদ্যেন ভূষা স্থানস্য জায়তে। ৩৯। তথান্যে মধ্যমাঃ প্রোচুর্যত্র সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ। স্বয়ং প্রার্থয়তে ভূমিং তৎকস্মান্ন প্রদীয়তে। ৪০। তস্মাদত্র সমায়াতাঃ কুরুপাণ্ডবযাদবাঃ। প্রধান্যেন প্রকুর্ব্বন্তু প্রাসাদাংস্তেন চাপরে। ৪১। যাচতে যত্র গাঙ্গেয়ঃ স্বয়মেব তথা পরঃ। ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রশ্চ পাণ্ডবাশ্চ মহাবলাঃ। লিঙ্গসংস্থাপনার্থায় নিষেধস্তত্র নার্হতি। ৪২। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতিপন্নং দ্বিজোত্তমৈঃ। নির্দ্ধনৈঃ সধনৈশ্চাপি সস্পৃহৈর্নিঃস্পৃহৈরপি। ৪৩। ততঃ সমেত্য তে সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ কুরুসত্তমান্। যাদবান্ পাণ্ডবান্ প্রোচুঃ কৃত্বা বৈ মন্ত্রনিশ্চয়ম্। ৪৪। ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। এতৎ স্বল্পতরং ক্ষেত্রং সর্ব্বেষামপি ভূভুজাম্। প্রাসাদৈঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তং তৎ কিং ক্রমোঽধুনা বয়ম্। ৪৫। তদ্ভবন্তঃ প্রকুর্ব্বন্তু প্রাধান্যেন যদৃচ্ছয়া। ক্ষেত্রেঽত্রৈবাতিমুখ্যেন প্রাসাদান্ সুমনোহরান্। যথাজ্যেষ্ঠং যথাশ্রেষ্ঠং

দ্বিজগণের সম্মুখে যত্নসহকারে পিতার প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! তদীয় পিতা সর্পদোষে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; বিষ্ণু শ্রাবণমাসের নাগপঞ্চমীর দিনে যথাবিধি এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও তাঁহার পিতা মুক্ত হন না; হে দ্বিজগণ! তারপর তিনি যেমন দ্বিজ দেবশর্ম্মার সম্মুখে সাদরে শ্রাদ্ধ করিলেন, অমনি তদীয় পিতা দারুণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। অতএব হে দ্বিজগণ! এই স্থানে যে কিছু ধর্ম্ম্য কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা বাহিরের ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইলে সে ক্রিয়া ব্যর্থ হইয়া থাকে, ইহা আমরা স্পষ্টই বিদিত আছি। বিশেষতঃ আমরা দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদের প্রতি সত্বর প্রাসাদ নির্ম্মাণে আদেশ প্রদান করুন। সূত কহিলেন,—কৌরবাদি নৃপগণের বাক্যশ্রবণে ব্রাহ্মণগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা ভাবিলেন,—এক্ষণে আমরা কি করিব? কি করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে? দ্বিজগণের মধ্যে অনেকে কহিলেন,—প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য কাহাকেও স্থান দান করিব না, অতএব ইহারা সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান করুক। এই ক্ষেত্র পঞ্চক্রোশমধ্যে অবস্থিত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবগণের প্রাসাদেই ঐ পঞ্চক্রোশ স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অন্য কেহ কেহ ধনলোভে অপর দ্বিজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—তোমরা দারিদ্র্যপীড়া বিদিত নহ, তোমরা সুখী; তজ্জন্য এইরূপ দারুণ বাক্য বলিতেছ, আমরা ধনহীন, অতএব ইহাদিগকে স্থানদান করিব, এইরূপ করিলে আমাদের অর্থসিদ্ধিও হইবে এবং এই সকল স্থান শোভাসম্পন্ন হইবে। অপরাপর মধ্যবিত্ত বিপ্রগণ বলিলেন,—স্বয়ং জনার্দ্দন স্থান প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব কেননা দান করিব? অপর কেহ কেহ কহিলেন,—প্রধান প্রধান কুরু, পাণ্ডবগণ ও যাদবগণ স্থান প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব তাঁহারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করুন। অপর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন,—স্বয়ং গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র এবং মহাবল পাণ্ডুতনয়গণ লিঙ্গস্থাপন জন্য স্থান প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব এ বিষয়ে নিষেধ করা উপযুক্ত হয় না। অনন্তর দ্বিজসত্তমগণ পূর্ব্বোক্ত বাক্যাবলীর যৌক্তিকতা অনুভব করিলেন এবং ধনী নির্ধন, সস্পৃহ ও নিস্পৃহ সকলেই মন্ত্রণাপূর্ব্বক স্থিরসঙ্কল্প হইয়া কুরুপাণ্ডব ও যাদবসত্তমগণকে কহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—একে ত এই ক্ষেত্রস্থান অত্যল্প, তারপর নৃপগণের প্রাসাদে সকল দিক্ পরিব্যাপ্ত; অতএব এবিষয়ে আমরা কি বলিব? হে নৃপগণ! তোমাদের মধ্যে যাঁহারা

পৃথক্কেন ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ অথ হর্ষসমাযুক্তা ধৃতরাষ্ট্রমুখাঃ ক্রমাৎ। প্রাধান্যেন যথাশ্রেষ্ঠং চক্রুঃ প্রাসাদপদ্ধতিম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধৃতরাষ্ট্রাদিকৃতপ্রসাদস্থাপনোদ্যম-বর্ণনং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। ধৃতরাষ্ট্রেণ ভূপেন শতপুত্রান্বিতেন চ। লিঙ্গানাং স্থাপিতং তত্র শতমেকোত্তরং দ্বিজাঃ ॥ ১ ॥ তথা চ পাণ্ডবৈঃ সর্ব্বৈঃ স্থাপিতং লিঙ্গপঞ্চকম্। দ্রৌপদ্যা চাথ কুন্ত্যাথ গান্ধার্য্যাথ যদৃচ্ছয়া ॥ ২ ॥ ভানুমত্যা চ গৌরীণাং স্থাপিতং চ চতুষ্টয়ম্। বিদুরেণাথ শল্যেন কলিঙ্গেন যুযুৎসুনা ॥ ৩ ॥ বাহ্লীকেন সপুত্রেণ কর্ণেনাথ সসূনুনা। তথা শকুনিনা তত্র দ্রোণেন চ কৃপেণ চ ॥ ৪ ॥ অশ্বত্থাম্না পৃথক্কেন লিঙ্গমেকৈকমুত্তমম্। স্থাপিতং পরয়া ভক্ত্যা বরপ্রাসাদমাশ্রিতম্ ॥৫॥ তথ সংস্থাপিতং তত্র বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। লিঙ্গং প্রাসাদমাধায় প্রোত্তুঙ্গশিখরান্বিতম্ ॥৬॥ সাত্বতেনাপি সাম্বেন বল-ভদ্রেণ ধীমতা। প্রদ্যুম্নেনানিরুদ্ধেন তথান্যৈর্মুখ্যযা-দবৈঃ ॥ ৭ ॥ চারুদেষ্ণাদিভিঃ পুত্রৈ রুক্মিণ্যা দশভিঃ সুতৈঃ। লিঙ্গানাং দশকং মুখ্যং স্থাপিতং শ্রদ্ধয়া-ন্বিতৈঃ ॥ ৮। এবং সংস্থাপ্য লিঙ্গানি তে সর্ব্বে কুরুপাণ্ডবাঃ। যাদবাশ্চ সুসংহৃষ্টাঃ কৃত্যকৃত্যাস্তদা-ভবন্ ॥ ৯। তত্র স্থিত্বা চিরং কালং দত্ত্বা দানম-নেকশঃ। ধনাঢ্যান্ ব্রাহ্মণান্ কৃত্বা চমৎকার-পুরোদ্ভবান্ ॥ ১০ ॥ দত্ত্বা তেভ্যো বরান্নাগান্ হয়ান্ জাত্যাননেকশঃ। সদ্গ্রামাণি বিচিত্রাণি ক্ষেত্রাণি চ সুধেনবঃ ॥ ১১ ॥ মহোক্ষাংশ্চ সুবস্ত্রাণি ভূস্থানান্যাশ্রয়াংস্তথা। দাসীদাসাংস্তথা ভৃত্যান্ দানানি বিবিধানি চ ॥ ১২ ॥ তত আমন্ত্র্য তান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। স্বস্থানং প্রতি সংহৃষ্টাঃ প্রজগ্মুঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং স্থাপিতং তেন ভূভুজা। তথা তদ্ধৃত-রাষ্ট্রেণ লিঙ্গং পাতকনাশনম্ ॥ ১৪ ॥ তথান্যৈরপি ভূপালৈঃ প্রাধান্যেন ব্যবস্থিতৈঃ। পাণ্ডবৈর্যাদ-বৈশ্চৈব পৃথক্কেন ব্যবস্থিতৈঃ ॥ ১৫ ॥ যস্তানি

প্রধান, তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠানুক্রমে ইচ্ছানুসারে এই ক্ষেত্রে মনোরম পৃথক্ পৃথক্ প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর। অনন্তর তাঁহারা দ্বিজগণের বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ প্রধান প্রধান নৃপগণ ক্রমে শ্রেষ্ঠানুক্রমে প্রাসাদ পত্তন করিতে লাগিলেন। ২২—৪৭।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অনন্তর সপুত্র নরপতি ধৃতরাষ্ট্র একশত একটী ও পাণ্ডুতনয়গণ পাঁচটী লিঙ্গ এবং দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী ও ভানুমতী যথাক্রমে চারিটী গৌরীমূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন; এতদ্ভিন্ন বিদুর, শল্য, কলিঙ্গপতি যুযুৎসু, সপুত্র বাহ্লীক সতনয় কর্ণ, শকুনি, দ্রোণ, কৃপ এবং অশ্বত্থামা ইঁহারাও পৃথক্ পৃথক্ এক একটী লিঙ্গ স্থাপনা করিয়াছিলেন; ইঁহারা সকলেই পরম ভক্তিসহকারে উ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তর প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু গিরিশিখরাকার উত্তুঙ্গ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, সাত্বত সাম্ব, ধীমান্ বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, অন্যান্য যাদবপ্রধানগণ এক একটী লিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং চারুদেষ্ণাদি রুক্মিণীর দশ তনয়ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া দশটী প্রধান লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনন্তর কৌরব, পাণ্ডব ও যাদবগণ এইরূপে অনেক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া হৃষ্ট ও কৃতকৃত্য হইলেন, তাঁহারা তথায় কিছু দিন বিশ্রাম করত দ্বিজগণকে এতই ধনদান করিলেন যে, চমৎকার-পুরবাসী দ্বিজগণ ধনাঢ্য হইয়া উঠিলেন। ১—১০। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ নৃপগণ দ্বিজদিগকে অনেক উত্তম হস্তী, অশ্ব, উত্তম গ্রাম, বিচিত্র ক্ষেত্র, উত্তম ধেনু, মহোক্ষ, মনোজ্ঞ বসন, ভূমি, গৃহ, দাসী দাস ও ভৃত্য প্রভৃতি বিবিধ দান করিয়া আমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে মুহুর্মুহু প্রণাম করত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। সূত কহিলেন,—এই আমি আপনাদের নিকট ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠিত পাপনাশন লিঙ্গের বিষয় বর্ণন করিলাম এবং এই প্রসঙ্গে পাণ্ডব, যাদব ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভূপালগণের পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গ-

পুরুষঃ সম্যক পূজয়েদ্ভক্তিভাবিতঃ। স লভে-
ত্তাখিলান্ কামান বাঞ্ছিতান্ স্বেন চেতসা। ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কৌরবপাণ্ডবযাদবকৃতলিঙ্গপ্রতিষ্ঠা-
বৃত্তান্তবর্ণনং নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। পুরা কল্পে ভগবতা এতৎ ক্ষেত্র-
মনুত্তমম্। রুদ্রেণ ব্রহ্মণে দত্তং তুষ্টেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥
১ ॥ যদা তু স্থাপিতং লিঙ্গং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
দেবৈঃ প্রীতেন রুদ্রেণ প্রদত্তং ব্রহ্মণে পুনঃ ॥ ২ ॥
এতৎ ক্ষেত্রং তদা দত্তং শম্ভুনা ষণ্মুখস্য তু। রক্ষ-
ণার্থং হি বিপ্রাণাং কলিকালাদিদোষতঃ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মণা প্রার্থিতেনেদং স্বয়মাদিমনুত্তমম্। পিত্রাদি-
ষ্টেন গাঙ্গেয়স্তত্র বাসমথাকরোৎ ॥ ৪ ॥ কার্ত্তিক্যাং
কৃত্তিকাযোগে যঃ কুর্য্যাৎ স্বামিদর্শনম্। সপ্তজন্ম
ভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ ॥ ৫ ॥ মহা-
সেনস্য দেবস্য প্রাসাদং সুমনোহরম্। উচ্চৈঃ স্থিতং
সর্বলোকে পাতুকামমিবাম্বরম্ ॥৬॥ তচ্ছ্রুত্বা বিবুধাঃ
সর্ব্বে কৌতুকাদেত্য সত্বরম্। বীক্ষাঞ্চক্রুস্ততো
গত্বা দৃষ্ট্বা মেধ্যতমং পুরম্ ॥ ৭ ॥ প্রাসাদস্যোত্তরে
দেশে প্রাচ্যে দেশে তথা দ্বিজাঃ। যজ্ঞক্রিয়াস-
মারম্ভাংশ্চক্রুর্বিপ্রৈর্যথোদিতাম্ ॥ ৮ ॥ ইষ্ট্বা চ
বিবুধাঃ সর্ব্বে দত্ত্বা তেভ্যশ্চ দক্ষিণাম্। জগ্মু-
স্ত্রিবিষ্টপং হৃষ্টা লব্ধ্বা তৎ স্থানজং ফলম্ ॥ ৯ ॥
ততশ্চ দেবযজনং নাম তস্য বভূব হ। যদন্যত্র শতং
কৃত্বা ক্রতূনাং ফলমাপ্নুয়াৎ। তদত্রৈকেন লভতে
ক্রতুনা দক্ষিণাবতা ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যজ্ঞভূমিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি তত্রাস্তি ভাস্করত্রিতয়ং
শুভম্। যৈর্দৃষ্টৈস্ত্রিষু লোকেষু মানবো মুক্তিমা-
প্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ মুণ্ডীরং প্রথমং তত্র কালপ্রিয়ং তথা

প্রতিষ্ঠাবিবরণনিচয়ও বর্ণিত হইল; যে মানব
ভক্তিভরে এই সকল লিঙ্গের পূজা করে, তাহার
মনোগত সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ১১—১৬।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! পুরাকল্পে
ভগবান্ রুদ্র হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মাকে এই অনুত্তম ক্ষেত্র
দান করিয়াছিলেন; যখন দেবগণ প্রীতচিত্ত
হইয়া হাটকেশ্বর'লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে
ব্রহ্মা স্বয়ং এই আদিম অনুত্তম ক্ষেত্র প্রার্থনা
করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারেই রুদ্র ব্রাহ্মণ-
গণের কলিদোষ হইতে পরিত্রাণ এবং স্বীয়
তনয় ষণ্মুখের রক্ষার জন্য তাঁহাকে এই ক্ষেত্র
দান করেন। হে দ্বিজগণ! পিতা শান্তনু কর্ত্তৃক
আদিষ্ট হইয়া গঙ্গাতনয় ভীষ্ম এই ক্ষেত্রে বাস
করিয়াছিলেন। যে মানব কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমায়
এই ক্ষেত্রস্বামীকে দর্শন করে, সে সাতজন্ম ধনাঢ্য
ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ হয়। এই ক্ষেত্রে মহাসেন
ষণ্মুখের এক অত্যুচ্চ মনোহর প্রাসাদ বিদ্যমান।
কোন লোকেই এরূপ উচ্চ প্রাসাদ নাই; এই
প্রাসাদ এতই উচ্চ যে, দেখিলেই মনে হয় যেন
আকাশকে গ্রাস করিবার জন্যই মস্তক উন্নত করি-
য়াছে। দেবগণ একদা এই প্রাসাদের কথা শুনিয়া
কৌতুকবশতঃ সত্বর প্রাসাদদর্শনে আগমনপূর্ব্বক
এই পবিত্র পুরী দর্শন করেন। হে দ্বিজগণ!
প্রাসাদের পূর্ব্ব ও উত্তরদেশে দ্বিজগণ যথাবিধি
যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ সেই যজ্ঞস্থলে
গমন ও দ্বিজগণকে দক্ষিণাদান করত লব্ধফল
হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ত্রিদশালয়ে গমন করিয়া ছিলেন।
হে দ্বিজগণ! এজন্য এই স্থানের নাম "দেবযজন"
হইয়াছে। অন্যত্র শত যজ্ঞ করিয়া যে ফললাভ হয়,
এইস্থানে সদক্ষিণ একটী যজ্ঞেই তাহার তুল্য ফল
হইয়া থাকে। ১—১০।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই স্থানে ভাস্করত্রয় নামক
অপর একটী শুভাবহ তীর্থ বিদ্যমান। এই ভাস্করত্রয়
প্রীত হইলে ত্রিলোকে মানব মুক্তিলাভ করে। এই
ভাস্করত্রয়ের নাম যথা—প্রথম মুণ্ডীর, দ্বিতীয় কাল-

পরম্। মূলস্থানং তৃতীয়ঞ্চ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। ২। তত্র সংক্রমতে সূর্য্যো মুণ্ডীরে রজনীক্ষয়ে। কালপ্রিয়ে চ মধ্যাহ্নে মূলস্থানে ক্ষপাগমে। ৩। তস্মিন্ কালে নরো ভক্ত্যা পশ্যেদপ্যেকমেব চ। কৃতক্ষণো নরো মোক্ষং সত্যং যাতি ন সংশয়ঃ। ৪। ঋষয় ঊচুঃ। মুণ্ডীরঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ধরিত্র্যাঃ শ্রূয়তে কিল। মধ্যে কালপ্রিয়ো দেবো মূলস্থানং তদন্তরে। ৫। তৎকথং তে ত্রয়স্তত্র সঞ্জাতাঃ সূত ভাস্করাঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সর্ব্বং নো ব্রূহি বিস্তরাৎ। ৬। সূত উবাচ। অস্তি সাগর পর্য্যন্তে বিটঙ্কপুরমুত্তমম্। সমুদ্রবীচিসংসক্ত প্রোচ্চপ্রাকারমণ্ডনম্। ৭। তত্রাভূদ্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ কুষ্ঠব্যাধিসমন্বিতঃ। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন যৌবনে সমুপস্থিতে। ৮। তস্য ভার্য্যাভবৎসাধ্বী কুলীনা শীলমণ্ডনা। তথাভূতমপি প্রায়ঃ সা পশ্যতি যথা স্মরম্। ৯। ঔষধানি বিচিত্রাণি মহার্ঘাণ্যপি চাদদে। তদর্থমুপলেপাংশ্চ পথ্যানি বিবিধানি চ। ১০। তথা ভিষগ্‌বরান্নিত্যমানিনায় চ সাদরম্। তস্যৈ ন গুণস্তস্য হ্যপি স্বাচ্ছরী রজঃ। ১১। যথাযথা স গৃহ্ণাতি ভেষজানি দ্বিজোত্তমাঃ। কুষ্ঠেন সর্ব্বগাত্রেষু ব্যাপ্যতে চ তথাতথা। ১২। অথৈবং বর্ত্তমানস্য তস্য বিপ্রবরস্য চ। গৃহেঽতিথিঃ সমায়াতঃ কশ্চিৎ পান্থঃ শ্রমান্বিতঃ। ১৩। অথ বিপ্রং গৃহং প্রাপ্তং দৃষ্ট্বা তস্য সতী প্রিয়া। অজ্ঞাতমপি সম্ভক্ত্যা সূপচারৈরতোষয়ৎ। ১৪। অথ তং স্নাতমাচান্তং কৃতাহারং দ্বিজোত্তমম্। বিশ্রান্তং শয়নে বিপ্রঃ প্রোবাচ স গৃহাধিপঃ। ১৫। তেজোঽন্বিতং যথা ভানুং রূপৌদার্য্যগুণান্বিতম্। যৌবনে বর্ত্তমানঞ্চ মূর্ত্তং কামমিবাপরম্। ১৬। কুষ্ঠ্যুবাচ। কুত আগম্যতে বিপ্র ক যাস্যসি বদাধুনা। এবং লাবণ্য-যুক্তোঽপি কিমেকাকী যথার্ত্তিভাক্। ১৭। পথিক উবাচ। অস্তি কান্তীপুরী নাম পুরন্দরপুরী যথা। সুস্থিতৈঃ সেবিতা নিত্যং জনৈর্ধর্ম্মব্রতান্বিতৈঃ। ১৮। তস্যামহং কৃতাবাসো গৃহস্থাশ্রমমাবহন্। গ্রস্তঃ কুষ্ঠেন রৌদ্রেণ যথা ত্বং দ্বিজসত্তম। ১৯। ততঃ

প্রিয় এবং তৃতীয় সর্ব্বব্যাধিবিনাশন মূলস্থান। এতন্মধ্যে ভাস্কর নিশাবসানে মুণ্ডীরে, মধ্যাহ্নসময়ে কালপ্রিয়ে এবং দিবসশেষে মূলস্থানে সংক্রমিত হন। যে মানব এই সময়ে ভক্তিভরে একটী ভাস্করকেও দর্শন করে, তাহার মোক্ষলাভ হয়, সংশয় নাই। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—পৃথিবীর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মুণ্ডীর, মধ্যে কালপ্রিয় এবং তদনন্তর শেষভাগে মূলস্থান, ইহা আমরা নিশ্চিতরূপে শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু হে সূত! একমাত্র হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্রে এই ভাস্করত্রয় একত্র কিরূপে সম্ভাবিত হয়, এই সকল আমাদের নিকট বিস্তারিতরূপে বল। সূত উত্তর করিলেন,—সাগর-সীমায় বিটঙ্ক নামে এক অনুত্তম পুর বিদ্যমান। এই পুরী উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং সাগরের ঊর্ম্মিমালায় সতত সংযুক্ত। বিটঙ্কপুরে জনৈক দ্বিজ বাস করিতেন, তিনি পূর্ব্ব-কর্ম্মবিপাকে যৌবনেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। ইহাঁর কুলীনা শীলাচারযুতা সাধ্বী পত্নী কামোপম স্বামীকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত দর্শন করিয়া মহামূল্য বিচিত্র ঔষধসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক লেপন প্রয়োগ ও বিবিধ সুপথ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। দ্বিজপত্নী সাদরে বৈদ্যবরের নিকট হইতে স্বামীর জন্য ঔষধ আনয়নপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, স্বামীর শরীরে ঔষধের কোন গুণই দেখা গেল না। হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি যেমন যেমন ভেষজ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তেমনই তাঁহার স্বামীর সর্ব্বশরীর কুষ্ঠে পরিব্যাপ্ত হইল। ১—১২। এইরূপে দ্বিজবরের দিন অতিবাহিত হইতে থাকিলে একদা তাঁহার গৃহে এক শ্রান্ত পান্থ অতিথিরূপে উপনীত হইল। অনন্তর সতী দ্বিজপত্নী অতিথিকে গৃহাগত দেখিয়া অজ্ঞাত-কুলশীলের উত্তম উপচার দ্বারা ভক্তিভরে সন্তোষ সাধন করিলেন। তদনন্তর অতিথি সেই দ্বিজোত্তম স্নান, আচমন, ভোজন এবং শয়নান্তে বিশ্রান্ত হইলে গৃহপতি দ্বিজ তাঁহাকে রূপ ও ঔদার্য্য গুণে ভানুর ন্যায় তেজোযুক্ত, যুবা ও মূর্ত্তিমান্ কামোপম সন্দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন। কুষ্ঠী দ্বিজ বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন, সম্প্রতি কোন্ স্থানেই বা গমন করিবেন? আপনি এইরূপ লাবণ্যযুক্ত হইয়াও কেন একাকী দুঃখিতের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন? এই সকল আমার নিকট বলুন। পথিক উত্তর করিলেন —হে দ্বিজসত্তম! পুরন্দর পুরীর ন্যায় কান্তিপুরী নামে এক পুরী আছে, সুস্থ সবল ধর্ম্মব্রতরত জনগণ সেই পুরীর সতত সেবা করেন; আমিও সেই কান্তিপুরে বাস করি এবং আমি একজন গৃহস্থাশ্রমী জানিবেন। আমিও আপনার ন্যায়

শ্রুতং ময়া তাবৎ পুরাণে স্কান্দসংজ্ঞিতে। ভাস্করত্রিতয়ং ভূমৌ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ২০ ॥ ততো নির্ব্বেদমাপন্নোঽভেষজৈঃ ক্লেশিতশ্চিরম্। ক্ষারৈশ্চাম্লৈঃ কষায়ৈশ্চ কটুকৈরথ তিক্তকৈঃ ॥২১॥ ততো বিনিশ্চয়ং চিত্তে কৃত্বা গৃহ্য ধনং মহৎ। মুণ্ডীরস্বামিনং গত্বা স্থিতস্তস্যৈব সন্নিধৌ ॥ ২২ ॥ ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় নিত্যং পশ্যামি তং বিভুম্। পূজয়ামি স্বশক্ত্যা চ প্রণমামি ততঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥ সূর্য্যবারে বিশেষেণ নিরাহারো যতেন্দ্রিয়ঃ। করোমি জাগরং রাত্রৌ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৪ ॥ ততঃ সংবৎসরস্যান্তে তং প্রণম্য দিনাধিপম্। কালপ্রিয়ং ততঃ পশ্চাচ্ছ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ২৫ ॥ তেনৈব বিধিনা বিপ্র তত্রাপি দিবসেশ্বরঃ। পূজাং করোমি মধ্যাহ্নে শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ২৬ ॥ ততোঽপি বৎসরস্যান্তে তং প্রণম্যাথ শক্তিতঃ। মূলস্থানং গতো দেবমপরস্যাং দিশি স্থিতম্ ॥ ২৭ ॥ তেনৈব বিধিনা পূজা তত্রাপি বিহিতা ময়া। সন্ধ্যাকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাবৎসংবৎসরং স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ সংবৎসরস্যান্তে স্বপ্নে মাং ভাস্করোঽব্রবীৎ। সমেত্য প্রহসন বিপ্র সম্প্রহৃষ্টেন চেতসা ॥ ২৯ ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি তে বিপ্র কর্ম্মণানেন ভক্তিতঃ। মমারাধনজেনৈব তস্মাৎকুষ্ঠং প্রযাতু তে ॥ ৩০ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রান্তোঽসি নিজমন্দিরম্। পশ্য বন্ধুজনং সর্ব্বং সোৎকণ্ঠং তৎকৃতে স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥ ত্বয়া হৃতং পুরা রুক্মং ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ। তেন কর্ম্মবিপাকেন কুষ্ঠব্যাধিসমন্বিতঃ ॥ ৩২ ॥ স ময়া নাশিতস্তভ্যং প্রহৃষ্টেনাধুনা দ্বিজ। এতজ্জ্ঞাত্বা ন কর্ত্তব্যং সুবর্ণহরণং পুনঃ ॥ ৩৩ ॥ দৃশ্যন্তে যে নরা লোকে কুষ্ঠব্যাধিসমাকুলাঃ। সুবর্ণহরণ সর্বৈস্তৈঃ কৃতং পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্মাদ্দেয়ং যথাশক্ত্যা ন স্তেয়ং কনকং বুধৈঃ। ইচ্ছদ্ভিঃ পরমং সৌখ্যং স্বশরীরস্য শাশ্বতম্ ॥ ৩৫ ॥ এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। অহং চ বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রোত্থিতঃ শয়নাদ্রুতম্ ॥ ৩৬ ॥ যাবৎপশ্যামি দেহং

ভীষণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, তারপর আমি স্কন্দপুরাণে শ্রবণ করি যে, ভূমিতলে সর্ব্বব্যাধিবিনাশন ভাস্করত্রয় বিদ্যমান। হে দ্বিজ! আমিও কটু ও তিক্ত ক্ষার, অম্ল, কষায়, বহু ঔষধ ও নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, অনন্তর আমি মহা নির্ব্বিণ্ণ হইয়া স্কন্দপুরাণকথায় একান্ত বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক বিপুল ধন লইয়া মুণ্ডীরস্বামি সন্নিধানে গমন করত তথায় বাস করিতে লাগিলাম। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর সেই বিভু মুণ্ডীরস্বামীকে দর্শন, শক্তি অনুসারে তাঁহার পূজা ও প্রণাম করিতে লাগিলাম, বিশেষতঃ রবিবারে নিরাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গীতবাদিত্রধ্বনি সহকারে রাত্রি জাগরণ করিতাম। এইরূপে আমার এক বৎসর অতিবাহিত হইল। অনন্তর একদিন আমি শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে সেই দিনকর মুণ্ডীরস্বামীকে প্রণাম করিয়া কালপ্রিয়সমীপে গমনপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে মধ্যাহ্নকালে সেই দিননাথ কালপ্রিয়ের পূর্ব্বোক্ত বিধানে পূজা করিতে লাগিলাম। এই কালপ্রিয়পূজায়ও আমার পূর্ব্ববৎ এক বৎসর অতীত হইল। তদনন্তর বৎসরান্তে যথাশক্তি কালপ্রিয়কে প্রণামপূর্ব্বক অপরদিক্‌স্থিত মূলস্থানিভাস্করসমীপে গমন করিলাম এবং এখানেও পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে সায়ং সময়ে মূলস্থান সূর্য্যের পূজা করিয়াছিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই স্থানেও আমার সংবৎসর অতিবাহিত হইল। হে বিপ্র! অনন্তর সংবৎসরান্তে এক দিন দিবাকর স্বপ্নযোগে আমার সমীপে উপনীত হইয়া সহাস্য-আস্যে ও হৃষ্টহৃদয়ে বলিলেন;—হে বিপ্র! আমি তোমার কর্ম্ম ভক্তি ও আরাধনা দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি; তোমার কুষ্ঠ দূর হউক। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ, শীঘ্র নিজ গৃহে গমন কর। তোমার বন্ধুবগণ তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কর। তুমি পূর্ব্বকালে জনৈক মহাত্মা ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করিয়াছিলে, তজ্জন্য এজন্মে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছ, হে দ্বিজ! আমি তোমার আরাধনা দর্শনে প্রীত হইয়া তোমাকে রোগমুক্ত করিলাম, তুমি ইহা মনে রাখিও, পুনরায় কখনও স্বর্ণ অপ-হরণ করিও না। ইহ লোকে যে সকল লোক কুষ্ঠরোগসমাকুল দৃষ্ট হয়, প্রায়শঃ সেই পাপকর্ম্মা নরগণ স্বর্ণ চুরি করিয়াছে, জানিতে হইবে। অতএব যথাশক্তি স্বর্ণদানই জ্ঞানবান মানবের কর্ত্তব্য, কিন্তু অপহরণ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, যাহারা পরম সৌখ্য ও শরীরে নিয়ত সৌন্দর্য্য কামনা করে, তাহারা অবশ্যই স্বর্ণ দান করিবে। হে দ্বিজ! সহস্রকিরণ এইরূপ কহিয়া অদর্শন হইলেন, আমিও বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান

ন্নং কুষ্ঠব্যাধিপরিচ্যুতম্। দ্বাদশার্কপ্রভং দিব্যং যথা ত্বং পশ্যসে দ্বিজ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাত্ত্বমপি বিপ্রেন্দ্র ভক্ত্যা তদ্ভাস্করত্রয়ম্। অনেন বিধিনা পশ্য যেন কুষ্ঠং প্রশাম্যতি ॥ ৩৮ ॥ কিমৌষধৈঃ কিমাহারৈঃ কটুকৈরপি যোজিতৈঃ। সর্ব্বব্যাধিপ্রণাশেশে স্থিতেঽস্মিন্ ভাস্করত্রয়ে ॥ ৩৯ ॥ স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাম্প্রতং তাং পুরীং প্রতি। গৃহেঽদ্য তব বিশ্রান্তো যথা বিপ্র নিজে গৃহে ॥ ৪০ ॥ এবমুক্তঃ স পান্থেন তেন বিপ্রঃ স কুষ্ঠভাক্। বাষ্পাকুলে ততো বক্ত্রং স্বপত্ন্যা দুঃখসংযুতঃ ॥ ৪১ ॥ সাব্রবীদ্‌যুক্তমুক্তং তে পান্থেনানেন বল্লভ। তস্মাত্তত্র দ্রুতং গচ্ছ যত্র তদ্ভাস্করত্রয়ম্ ॥ ৪২ ॥ অহং ত্বয়া সমং তত্র শুশ্রূষানিরতা সতী। গমিষ্যামি ন সন্দেহস্তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং বিভো ॥ ৪৩ ॥ এবমুক্তস্তয়া সোঽথ বিত্তমাদায় ভূরিশঃ। প্রস্থিতঃ কান্তয়া সার্দ্ধং মুণ্ডীরস্বামিনং প্রতি ॥ ৪৪ ॥ প্রতিজ্ঞয়া গমিষ্যামি দ্রষ্টুং তদ্দেবতাত্রয়ম্। মুণ্ডীরং কালনাথঞ্চ মূলস্থানং চ ভাস্করম্ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কৃচ্ছ্রেণ মহতা কুষ্ঠব্যাধিসমাকুলঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সম্প্রাপ্তঃ স দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৬ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা সুমহৎ ক্ষেত্রং তাপসৌঘনিষেবিতম্। নির্ব্বিণ্ণঃ কুষ্ঠরোগেণ পথি শ্রান্তোঽব্রবীৎ প্রিয়াম্ ॥ ৪৭ ॥ অহং নির্ব্বেদমাপন্নো রোগেণাথ বুভুক্ষয়া। মুণ্ডীরস্বামিনং যাবন্ন শক্নোমি প্রসর্পিতুম্ ॥ ৪৮ ॥ তস্মাদত্রৈব দেহং স্বং বিহাস্যামি ন সংশয়ঃ। ত্বং গচ্ছ স্বগৃহং কান্তে সার্থমাসাদ্য শোভনম্ ॥ ৪৯ ॥ পত্ন্যুবাচ। অভুক্তে ত্বয়ি নো ভুক্তং কদাচিৎকান্ত বৈ ময়া। একান্তেঽপি মহাভাগ ন সুপ্তং জাগ্রতি ত্বয়ি ॥ ৫০ ॥ তস্মাদেতন্মহাক্ষেত্রং সম্প্রাপ্য ত্বাং ব্যবস্থিতম্। পরলোকায় সন্ত্যজ্য কথং গচ্ছাম্যহং গৃহম্ ॥ ৫১ ॥ দর্শয়িষ্যে মুখং তেষাং ত্বয়া হীনা অহং কথম্। বান্ধবানাং গুরূণাঞ্চ অন্যেষাং সুহৃদামপি ॥ ৫২ ॥ তস্মাত্ত্বয়া সমং নাথ প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্। স্নেহপাশবিনির্ব্বদ্ধা সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ৫৩ ॥ যাবন্তস্তব সঞ্জাতা উপবাসা মহামতে। তাবন্তশ্চ তথাস্মাকং কথং গচ্ছামি তদ্‌গৃহম্ ॥ ৫৪ ॥ এবং তস্যা বিদিত্বা

করিয়াই দেখিলাম,—আমার দেহ কুষ্ঠরোগমুক্ত হইয়াছে; হে দ্বিজ! আমার শরীরও আপনারই মতন হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে মদায় দেহ দ্বাদশ দিবাকরের প্রভাসদৃশ দিব্যরূপ ধারণ করিল। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! আপনিও পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ভক্তিভরে সেই ভাস্করত্রয় দর্শন করুন, এইরূপ করিলে আপনি কুষ্ঠরোগমুক্ত হইবেন। সর্ব্বব্যাধিপ্রণাশনকর্ত্তা এই ভাস্করত্রয় বিদ্যমান থাকিতে কটু ঔষধ পথ্যে কি প্রয়োজন? আপনার মঙ্গল হউক, সম্প্রতি আমি স্বগৃহে গমন করিব। হে বিপ্র! আমি নিজ গৃহের ন্যায় আপনার গৃহে বাস করিয়া বিশ্রান্ত হইয়াছি। কুষ্ঠী দ্বিজ পথিক কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে পত্নীর মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পত্নী স্বামীকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন,—হে প্রিয়! এই পথিক আপনার বিষয়ে ঠিকই কহিয়াছেন, অতএব সত্বর আপনি সেই ভাস্করত্রয়সমীপে গমন করুন। হে বিভো! আমিও আপনার সহিত তথায় গমন করিয়া আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইব, সন্দেহ নাই; অতএব সত্বর গমন করুন। অনন্তর পত্নীর কথায় আশ্বস্ত দ্বিজ অনেক ধন গ্রহণপূর্ব্বক সপত্নীক মুণ্ডীরস্বামিসন্নিধানে গমন করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! কুষ্ঠরোগাকুল দ্বিজ—মুণ্ডীর, কালপ্রিয় ও মূলস্থান এই ভাস্করত্রয়ের দর্শনে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া অতিকষ্টে পত্নীর সহিত হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তাপসগণনিষেবিত সেই অতিবৃহৎ ক্ষেত্রদর্শনে দ্বিজ নির্ব্বিণ্ণ হইলেন, তিনি পথিমধ্যে কুষ্ঠযন্ত্রণায় শ্রান্ত হইয়া প্রিয় পত্নীকে কহিলেন,—প্রিয়ে! আমি রোগে ও ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছি, ক্ষেত্রও অতি বৃহৎ, অতএব আমার মনে হয় না যে, আমি মুণ্ডীরস্বামিসমীপে উপনীত হইতে সমর্থ হইব; আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে যে, আমি এই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সংশয় নাই। হে কান্তে! তুমি এই উত্তম ধনগ্রহণপূর্ব্বক নিজগৃহে গমন কর। পত্নী উত্তর করিলেন,—হে কান্ত! আমি কদাচ আপনি আহার না করিলে আহার করি নাই, হে মহাভাগ! কখনও আপনি নিদ্রিত না হইলে শয়ন করি নাই; অতএব এই মহাক্ষেত্রে উপনীত হইয়া আপনাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপপূর্ব্বক কেমন করিয়া গৃহে গমন করিব? আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া বান্ধব, গুরুজন, সুহৃদ্ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণকে কিরূপে মুখ দেখাইব। ৩৩—৫২। আমি আপনার স্নেহপাশে আবদ্ধ, অতএব আপনার সহিত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া সত্য দ্বারা আত্মলাভ করিব। হে মহামতে! আপনিও যতদিন উপবাস করিয়াছেন, আমারও ততদিন উপবাসে অতিবাহিত হইয়াছে, অতএব

স নিশ্চয়ং ব্রাহ্মণস্তদা। চিতিং কৃত্বা তু দাহার্থং তয়া সার্দ্ধং ততোঽবিশৎ ॥ ৫৫ ॥ ভাস্করং মনসি ধ্যাত্বা যাবদগ্নিং সমাদদে। তাবৎপশ্যতি চাগ্রস্থং সুদীপ্তং পুরুষত্রয়ম্ ॥ ৫৬ ॥ তং বিস্ময়াবিষ্টঃ ক এতে পুরুষাস্ত্রয়ঃ। ন কদাচিন্ময়া দৃষ্টা ঈদৃক্তেজঃসমন্বিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ পুরুষা ঊচুঃ। মা ত্বং মৃত্যুপথং গচ্ছ কৃত্বা বৈরাগ্যমাকুলঃ। ব্যাবৃত্য স্বগৃহং গচ্ছ স্বভার্য্যাসহিতো দ্বিজ ॥ ৫৮ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। প্রতিজ্ঞায় ময়া পূর্ব্বং গৃহং মুক্তং নিজং যতঃ। মুণ্ডীরস্বামিনং দৃষ্ট্বা তথান্যং কালবল্লভম্ ॥ ৫৯ ॥ মূলস্থানং চ কর্ত্তব্যং ততঃ শস্যপ্রভক্ষণম্। সোঽহং তাননবিলোক্যাথ কথং গচ্ছামি মন্দিরম্। ভক্ষয়ামি তথা শস্যং তেন ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ৬০ ॥ পুরুষা ঊচুঃ। বয়ং তে ভাস্করা ব্রহ্মংস্ত্রয়োঽত্রৈব সমাগতাঃ। ত্বদ্ভক্ত্যাকৃষ্টমনসো ব্রূহি কিং করবামহে ॥ ৬১ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি যূয়ং সমায়াতাঃ স্বয়মেব মমান্তিকম্। ত্রয়োঽপি ভাস্করা নাশমেয় কুষ্ঠঃ প্রগচ্ছতু ॥ ৬২ ॥ তথাত্রৈব সদাস্থেয়ং ক্ষেত্রে যুষ্মাভিরেব হি। সান্নিধ্যং ত্রিষু লোকেষু গন্তব্যং চ যথা পুরা ॥ ৬৩ ॥ ভাস্করা ঊচুঃ। এবং বিপ্র করিষ্যামঃ স্থাস্যামোঽত্র সদা বয়ম্। ত্বং চাপি রোগনির্ম্মুক্তঃ সুখং প্রাপ্স্যস্যনুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥ প্রাসাদত্রিতয়ং তস্মাদস্মদর্থং নিরূপয়। যেন ত্রিকালমাসাদ্য গচ্ছামঃ সন্নিধিং দ্বিজ ॥ ৬৫ ॥ এবমুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে গতাশ্চাদর্শনং ততঃ। সোঽপি পশ্যতি কায়ং স্বং যাবদ্রোগাবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৬ ॥ দ্বাদশার্কপ্রতীকাশং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্। ততঃ প্রোবাচ তাং ভার্য্যাং বিনয়াবনতাং স্থিতাম্ ॥ ৬৭ ॥ পশ্য ত্বং সুভ্রু মে গাত্রং যাদৃগ্রূপং পুনঃ স্থিতম্। প্রসাদাদ্দেবদেবস্য ভাস্করস্যাংশুমালিনঃ ॥ ৬৮ ॥ সোঽহমত্র স্থিতো নিত্যং পূজয়িষ্যামি ভাস্করম্। ন যাস্যামি পুনঃ সদ্ম সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৬৯ ॥ এবমুক্ত্বা স বিপ্রেন্দ্রস্তস্মিন ক্ষেত্রে সুশোভনে। প্রাসাদত্রিতয়ং রম্যং নির্ম্মমে ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৭০ ॥ মুণ্ডীরস্বামিনশ্চৈকমন্যৎ কালপ্রিয়স্য চ। মূলস্থানস্য চান্যত্তু সৎপতাকাবিভূষিতম্ ॥ ৭১ ॥ তেষাং তু সাধকাঃ

আমি কেন গৃহে গমন করিব? অনন্তর দ্বিজ পত্নীর এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া দেহদাহার্থ চিতা প্রস্তুত করত পত্নীর সহিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন, তিনি যেমন তপনদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া অগ্নিগ্রহণ করেন, অমনিই সম্মুখভাগে সুদীপ্ত পুরুষত্রয় দর্শন করিলেন, তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট কুষ্ঠিদ্বিজ ভাবিলেন,—এই পুরুষত্রয় কে! আমি ত' ঈদৃশ তেজোযুক্ত পুরুষ কখনই দর্শন করি নাই। অনন্তর পুরুষত্রয় কহিলেন,—হে দ্বিজ! বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া আকুলপ্রাণে মৃত্যুমুখে গমন করিও না, এই উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভার্য্যার সহিত গৃহে গমন কর। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—আমি "মুণ্ডীরস্বামী, কালপ্রিয় ও মূলস্থান এই ভাস্করত্রয়ের দর্শন করিয়া অন্নগ্রহণ করিব" পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের দর্শন পাইলাম না, অতএব কিরূপে গৃহে গমন বা অন্নগ্রহণ করিব, সুতরাং আমার জীবনত্যাগই কর্ত্তব্য। পুরুষত্রয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমরাই সেই ভাস্করত্রয়, তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি এক্ষণে বল, তোমার কি প্রিয় করিব? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—যদি আপনারা স্বয়ং আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন, আর আপনারাই যদি সেই ভাস্করত্রয় হন, তবে আমার কুষ্ঠ বিনষ্ট হউক, আপনারা সতত এই ক্ষেত্রসান্নিধ্যে বাস করুন এবং ত্রিলোকে আপনাদের এইস্থানের সতত সান্নিধ্য হউক। ভাস্করত্রয় কহিলেন,—হে বিপ্র! তোমার বাক্যে আমরা সতত এই স্থানে বাস করিব, তুমিও কুষ্ঠরোগমুক্ত হইয়া অনুত্তম সুখলাভ করিবে। হে দ্বিজ! আমাদের জন্য তিনটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর, আমরা ত্রিকালে ঐ প্রসাদত্রয়ে সান্নিধ্য করিব। অনন্তর ভাস্করত্রয় এইরূপ কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন, দ্বিজও দেখিলেন,—তাঁহার শরীর রোগমুক্ত হইয়া দ্বাদশদিবাকরের আভাযুক্ত ও সর্ব্বলক্ষণসমন্বিত হইয়াছে। দ্বিজপত্নী স্বামিসমীপে বিনয়াবনতমস্তকে অবস্থিতা। বিপ্র পত্নীকে কহিলেন,—সুভ্রু! দেখ, অংশুমালী দেবদেব দিবাকরের প্রসাদে আমার কেমন পূর্ব্বরূপ দিব্য দেহ হইয়াছে, অতএব আমি এইস্থানে নিয়ত অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যের পূজা করিব, আমি সত্যই বলিতেছি—আর গৃহে গমন করিব না। ভক্তিমান্ বিপ্রবর এইরূপ বলিয়া সেই সুশোভন ক্ষেত্রে রম্য প্রাসাদত্রয় নির্ম্মাণ ও তাহা পতাকাশোভিত করিয়া মুণ্ডীরস্বামী, কালপ্রিয় ও মূলস্থান এই ভাস্করত্রয়ের যথা-

শাস্ত্রসূচিতাঃ। স্থাপয়ামাস সূর্য্যাণাং হস্তার্কে সূর্য্যবাসরে ॥ ৭২ ॥ ততস্তাঃ পুষ্পধূপাদ্যৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য চিরং দ্বিজঃ। ত্রিসন্ধ্যং ক্রমশঃ প্রাপ্তো দেহান্তে ভাস্করালয়ম্ ॥ ৭৩ ॥ সূত উবাচ। এবং তে তত্র সঞ্জাতাস্ত্রয়োঽপি দ্বিজসত্তমাঃ। ভাস্করা ভক্তলোকস্য সর্ব্বব্যাধিবিনাশকাঃ ॥ ৭৪ ॥ যস্তান্ পশ্যতি কালে স্বে যথোক্তে সূর্য্যবাসরে। স বাঞ্ছিতাল্লঁভেৎ কামান্ দুর্লভানপি মানবৈঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মুণ্ডীরকালপ্রিয়মূলস্থানপ্রতিষ্ঠাবর্ণনং নাম ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং তত্র তৌ পরমেশ্বরৌ। উমামহেশ্বরৌ সূত হরিশ্চন্দ্রেণ ভূভুজা ॥ ১ ॥ কৃতৌ কথয়সীত্যেবং বেদিমধ্যং সমাশ্রিতৌ। উতান্যৌ স্থাপিতৌ তত্র চমৎকারপুরাস্তিকম্ ॥ ২ ॥ বেদিমধ্যগতৌ নিত্যং পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ। এতৎ সংশ্রূয়তে সূত বিবাহঃ প্রাগভূত্তয়োঃ। ঔষধিপ্রস্থমাসাদ্য পুরং হিমবতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥ অত্র নঃ সংশয়ো জাতঃ শ্রদ্ধেয়মপি তে বচঃ। ভ্রান্তা কিং বা ভ্রমস্তেঽয়ং কিং বাস্মাকং প্রকীর্ত্তয় ॥ ৪ ॥ সূত উবাচ। নাস্মাকং বিভ্রমো জাতো যুষ্মাকং তু দ্বিজোত্তমাঃ। পরং যৎকারণং কৃৎস্নং তদ্ব্রবীমি নিবোধ্যতাম্ ॥ ৫ ॥ য এষ ওষধিপ্রস্থে বিবাহঃ প্রাগভূত্তয়োঃ। উমাত্রিনেত্রয়ো রম্যঃ সর্ব্বদেবপ্রমোদকৃৎ ॥ ৬ ॥ বৈবস্বতেঽন্তরে পূর্ব্বং সঞ্জাতো দ্বিজসত্তমাঃ। সপ্তমস্য তু বিখ্যাতো যুষ্মাকং বিদিতোঽত্র যঃ ॥ ৭ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে যশ্চোদ্বাহস্তয়োরভূৎ। স্বায়ম্ভুবমনোরাদ্যে স সঞ্জাতঃ সুবিস্তরঃ ॥ ৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। বিবাহ ওষধিপ্রস্থে যঃ পুরা সমভূত্তয়োঃ। পার্ব্বতীহরয়োঃ সূত সোঽস্মাভির্বিস্তরাচ্ছ্রুতঃ ॥ ৯ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে দক্ষযজ্ঞে মনোহরে। বিবাহো বৃষযানস্য মনো স্বায়ম্ভুবে পুরা ॥ ১০ ॥ সোঽস্মাকং কীর্ত্তনীয়শ্চ ত্বয়া সূতকুলোদ্বহ। বিস্তরেণ যথা বৃত্তং এতন্ন কৌতুকং পরম্ ॥ ১১ ॥ সূত উবাচ। অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি

শাস্ত্র উত্তম মূর্ত্তিত্রয় প্রস্তুত করত দিবাকরের হস্তানক্ষত্রগমনকালীন রবিবারে সেই মূর্ত্তিত্রয়-প্রতিষ্ঠা করিলেন। অনন্তর তিনি পুষ্প ধূপাদি দ্বারা সুচির কাল ভাস্করের ক্রমশঃ ত্রিসন্ধ্যা সম্যক্ পূজা করিয়া ভাস্করালয়ে গমন করিয়াছিলেন। সূত কহিলেন—হে দ্বিজসত্তমগণ! এইরূপে ভাস্করত্রয় সেই ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিয়া ভক্তলোকের সর্ব্বরোগ বিনাশ করেন। যে মানব রবিবারে সেই ভাস্করত্রয়কে যথাকালে দর্শন করে, সে মানবদুর্লভ অভীষ্ট সকল লাভ করিয়া থাকে। ৫৩—৭৫।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ যে, পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্র চমৎকারপুরে উমামহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বলিতেছ, ঐ উমামহেশ্বর বেদিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তবে কি তিনি চমৎকারপুরে অন্য উমামহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন? উমামহেশ্বর ত বেদিমধ্যেই সতত অবস্থান করেন। হে সূত! আমরা এরূপ শুনিয়াছি,—পূর্ব্বকালে হিমালয়ের প্রিয়ালয় ওষধিপ্রস্থে উমামহেশ্বরবিবাহ হইয়াছিল। আমাদের এবিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে, তোমার বাক্যও আমাদের শ্রদ্ধেয়, তবে কি এ বিষয়ে তোমার ভ্রম কিংবা আমাদেরই ভ্রম জন্মিয়াছে, তাহা বল, সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমার ভ্রম হয় নাই, এই ভ্রম আপনাদেরই হইয়াছে। এবিষয়ে উত্তম কারণনিচয় বিজ্ঞাপন করিতেছি, শ্রবণ করুন।১ ৫। হে দ্বিজসত্তমগণ! পূর্ব্বে ঔষধিপ্রস্থে উমা-মহেশের যে সুরনিকরের আমোদবর্দ্ধক শুভ পরিণয় হয়, তাহা বৈবস্বত মন্বন্তরে হইয়াছিল। এই বৈবস্বত সপ্তম মনু; আপনারা ইহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন। আর হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে যে উমামহেশ্বরের পরিণয় হয়, তাহা স্বায়ম্ভুবমনুর আদিতে। এই বিবাহ অত্যন্ত সমৃদ্ধিসহকারে সম্পন্ন হইয়াছিল। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বে ঔষধিপ্রস্থে হরগৌরীর যে পরিণয় হয়, আমরা তাহা বিস্তাররূপে শ্রবণ করিয়াছি। হে সূতকুলশ্রেষ্ঠ! মনোহর হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে বৃষবাহনের যে বিবাহ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা শুনিবার জন্য আমাদের পরম কুতূহল জন্মিয়াছে, এই বিবাহে যাহা ঘটিয়াছিল, বিস্তারপূর্ব্বক আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত

সর্ব্বপাতকনাশনম্। বিবাহসময়ং সম্যগ্ দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মণো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষঃ প্রাচেতসোঽভবৎ। শতানি পঞ্চ কন্যানাং তস্য জাতানি চ দ্বিজাঃ ॥ ১৩ ॥ তাসাং জ্যেষ্ঠতমা সাধ্বী সতীনাম শুচিস্মিতা। বভূব কন্যকা সর্ব্বৈর্গুণৈর্যুক্তায়তেক্ষণা ॥ ১৪ ॥ ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ নাগজা। তাদৃগ্রূপাভবচ্ছান্তা যাদৃশী সা সুমধ্যমা ॥ ১৫ ॥ অথ তাং প্রদদৌ দক্ষঃ পত্ন্যর্থং শূলপাণয়ে। প্রার্থিতাং বহুশো যত্নাৎ সস্পৃহায় স্পৃহান্বিতাম্ ॥ ১৬ ॥ ততঃ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং কন্যাদানস্য স ক্ষমম্। সঞ্চায় সসুতামাত্যঃ সভৃত্যঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ ততশ্চোদ্বাহযোগ্যানি বহূনি বিবিধান্যপি। আনয়ামাস ভূরীণি মাঙ্গল্যানি বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥ অথ চৈত্রস্য শুক্লস্য নক্ষত্রে ভগদৈবতে। ত্রয়োদশ্যাং দিনে ভানোঃ সমায়াতো মহেশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং দেববিষ্ণুপুরঃসরৈঃ। আদিত্যৈর্ব্বসুভী রুদ্রৈরশ্বিভ্যাঞ্চ তথাপরৈঃ ॥ ২০ ॥ সিদ্ধৈঃ সাধ্যগণৈর্ভূতৈঃ প্রেতৈর্ব্বিনায়কৈস্তথা। গন্ধর্ব্বৈশ্চারণৈশ্চ গুহ্যকৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দক্ষঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ। প্রযযৌ সম্মুখস্তস্য যুক্তঃ সর্ব্বৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ ॥ ২২ ॥ বাদ্যমানৈর্মহাবাদ্যৈঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ। পঠদ্ভিঃ সর্ব্বতোঽনেকৈর্গায়দ্ভির্গায়নৈস্তথা ॥ ২৩ ॥ ততঃ সর্ব্বে সুরাস্তত্র স্বয়ং দক্ষেণ পূজিতাঃ। যথাশ্রেষ্ঠং যথাজ্যেষ্ঠমুপবিষ্টা যথাক্রমম্। পরিবার্য্যাগ্নিশাং বেদিং মণ্ডপান্তরবর্ত্তিনীম্ ॥ ২৪ ॥ ততঃ পিতামহং প্রাহ দক্ষঃ প্রীতিপুরঃসরম্। প্রণিপত্য ত্বয়া কর্ম্ম কার্য্যং বৈবাহিকং বিভোঃ ॥ ২৫ ॥ স্বয়মেব সুতাস্মাকং যেন স্যাৎ সুভগা সতী। পুত্র-পৌত্রবতী নিত্যং সুশীলা পতিবল্লভা ॥ ২৬ ॥ বাঢ়মিত্যেব সোঽপ্যুক্তা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। সমুত্থায় ততশ্চক্রে কৃত্যমর্হণপূর্ব্বকম্ ॥ ২৭ ॥ সম্প্রদানক্রিয়াং কৃত্বা তত্রৈব বিধিপূর্ব্বকম্। ততো হস্তগ্রহং তাভ্যাং মিথশ্চক্রে যথাক্রমম্। মাতৃণাং পুরতো বেধাঃ সতীশাভ্যাং যথোচিতম্ ॥ ২৮ ॥ অথ বেদিং সমাসাদ্য গৃহ্যোক্তবিধিনাখিলম্। অগ্নিকার্য্যং যথোদ্দিষ্টং চকারাথ সুবিস্তরম্ ॥ ২৯ ॥ যথাযথা সরম্যাণি বীক্ষতেঽঙ্গানি কৌতুকাৎ। সত্যাঃ পিতামহো হৃষ্টঃ কামার্ত্তোঽভূত্তথাতথা ॥ ৩০ ॥ তেনৈকং বদনং মুক্তা তস্যা বস্ত্রাবগুণ্ঠিতম্।

উত্তর করিলেন,—আপনাদের নিকট দেবদেব শূলীর সর্ব্বপাপনাশন পরিণয়কাল বলিতেছি। হে দ্বিজগণ! প্রাচেতস দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ হইতে সমুদ্ভূত হন, দক্ষের একশত পাঁচটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে সতীই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ও শুচিস্মিতা সাধ্বী। এই আয়ত-নয়না কন্যা সতীই নিখিলগুণে বিভূষিতা ছিলেন। কোনও গান্ধর্বী, মানুষী, দেবী, আসুরী বা নাগিনী কন্যারূপে এই সুমধ্যমা সতীর সদৃশী ছিল না। দক্ষ দেবর্ষির প্রার্থনায় সেই স্পৃহান্বিতা কন্যা সতীকে যত্নসহকারে সস্পৃহ শূলপাণির পাণিতে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পুণ্যতম হাটকেশ্বরক্ষেত্র কন্যাদানের যোগ্যভূমি মনে করিয়া সুত, অমাত্য, ভৃত্য সহ বিবাহযোগ্য কৌতুক বিবিধ ধন-রত্ন ও ভূরি ভূরি মাঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া তথায় উপস্থিত হন। অনন্তর মহেশ্বর চৈত্রমাসের পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে রবিবারে তথায় উপনীত হইলেন। বিষ্ণুর সহিত দ্বাদশ আদিত্য অষ্টবসু একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমার যুগল প্রভৃতি সুরগণ এবং হরের সহিত সিদ্ধ, সাধ্য, ভূত, প্রেত বিনায়ক, গন্ধর্ব্ব, চারণ, গুহ্যক যক্ষ ও রাক্ষসগণ এই বিবাহব্যাপারে আগমন করিলেন। ইত্যবসরে হর্ষরোমাঞ্চিতগাত্র দক্ষ সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া শিবের সম্মুখে উপনীত হইলেন, মহারবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল, সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল এবং গায়কগণ চারিদিক্ হইতে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। ৬—২৩। অনন্তর সুরগণ প্রজাপতি দক্ষ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠানুসারে মণ্ডপমধ্যগত বেদিসমূহ পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর প্রজাপতি দক্ষ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া প্রীতিপুরঃসর বলিলেন,—হে বিভো! আপনিই বৈবাহিক কার্য্য করুন, আপনি বৈবাহিক কার্য্য করিলে আমার সুতা সতী সতত সৌভাগ্যসম্পন্না, সুশীলা, পতিবল্লভা ও পুত্র-পৌত্রবতী হইবে। ব্রহ্মাও অত্যন্ত হৃষ্টহৃদয়ে দক্ষের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং তখনই গাত্রোত্থান করিয়া বরকন্যার পূজাদি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্রদান করিলেন ও মাতৃগণসমীপে সেই সতী ও ঈশানের পরস্পর পাণিগ্রহণ করাইলেন। অনন্তর বেধা বেদি সমীপে গমন করত গৃহ্যোক্ত বিধানে যথাবিধি অখিল অগ্নিক্রিয়া বিস্তাররূপে সম্পন্ন করিলেন। যজ্ঞক্রিয়াকালে ব্রহ্মা হৃষ্ট হইয়া যেমনই কৌতুকবশতঃ সতীর সুশোভন অঙ্গ-

বীক্ষিতাভিস্মরার্ত্তেন যথা কশ্চিন্ন বুধ্যতে। ৩১ ॥ ন শম্ভোর্লজ্জয়া বক্ত্রং প্রত্যক্ষং স ব্যলোকযৎ। ন চ সা লজ্জযাবিষ্টা করোতি প্রকটং মুখম্ ॥ ৩২ ॥ তত্তস্তদ্দর্শনার্থায় স উপায়ং ব্যলোকযৎ। ধূমদ্বারেণ কামার্ত্তশ্চকার চ ততঃ পরম্। ৩৩ ॥ আর্দ্রেন্ধনানি ভূরীণি ক্ষিপ্ত্বাক্ষিপ্ত্বা বিভাবসৌ। স্বল্পাজ্যাহুতি-বিন্যাসাদার্দ্রদ্রব্যোত্তবস্তথা। ৩৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ধূমঃ প্রাদুর্ভূতঃ সমন্ততঃ। তাদৃগ্যেন তমোভূতং বেদিমূলং বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৫ ॥ ততো ধূমাকুলে নেত্রে ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ। হস্তাভ্যাং ছাদয়ামাস যেঽন্যে তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৬॥ ততো বস্ত্রং সমুৎক্ষিপ্য সতীবক্ত্রং পিতামহঃ। বীক্ষয়ামাস কামার্ত্তঃ প্রণষ্টে-ন্দ্রিয়বান্তরাত্মনা। ৩৭ ॥ তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ তত্তস্ত-দ্বীক্ষণাদদ্রুতম্। পতিতঞ্চ ধরাপৃষ্ঠে তুষারচয়-সন্নিভম্ ॥ ৩৮ ॥ ততশ্চ সিকতৌঘেন তৎ-ক্ষণাৎ পদ্মসম্ভবঃ। চ্ছাদয়ামাস তদ্রেতো যথা কশ্চিন্ন বুধ্যতে ॥ ৩৯ ॥ অথ তদ্ভগবান্ শম্ভু-র্জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা। রেতোঽবস্কন্দনাত্তস্য কোপদেতদুবাচ হ ॥ ৪০ ॥ কিমেতদ্বিহিতং পাপ ত্বয়া কর্ম্ম বিগর্হিতম্। নৈবার্হো মম কান্তায়া বক্ত্রবীক্ষানুরাগতঃ। ৪১ ॥ ত্বং বেৎসি শঙ্করো নৈতৎ কর্ম্মজ্ঞানং ন বিন্দিতম্। ত্রৈলোক্যে-ঽপি মযাপ্যস্তি গূঢং তৎস্মাৎ কথং বিধে। ৪২ ॥ যৎকিঞ্চিৎত্রিষু লোকেষু জঙ্গমং স্থাবরং তথা। তস্যাহং মধ্যগো মূঢ তৈলং যদ্বত্তিলান্তগম্। ৪৩ ॥ তস্মাৎ স্পৃশ নিজং শীর্ষং ব্রহ্মন্নেতদসংশয়ম্। যাবদেবং গতে ব্রহ্মা শিরঃ স্পৃশতি পাণিনা। তাবত্তত্র স্থিতঃ সাক্ষাত্তদ্রূপো বৃষবাহনঃ। ৪৪ ॥ ততো লজ্জাপরীতাঙ্গঃ স্থিতশ্চাধোমুখো দ্বিজাঃ। ইন্দ্রাদৈ্যরমরৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতঃ সমন্ততঃ স্থিতৈঃ। ৪৫ ॥ অথাসৌ লজ্জয়াবিষ্টঃ প্রণিপত্য মহেশ্বরম্। প্রোবাচ চ স্তুতিং কৃত্বা ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতামিতি। ৪৬ ॥ অস্য পাপস্য শুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং বদ প্রভো। নিগ্রহশ্চ

নিচয় দর্শন করিলেন, অমনি তিনি কামাতুর হইয়া পড়িলেন। সতীর মুখ অবগুণ্ঠনাবৃত; অনঙ্গ-পীড়িত ব্রহ্মা অন্য কেহ না বুঝিতে পারে এইরূপ ভাবে তাহার মুখ ব্যতীত সকল অঙ্গই দর্শন করি-লেন। শম্ভুসমীপে বিদ্যমান, সতী লজ্জাবশতঃ মুখ প্রকটিত করিতেছেন না; শম্ভুর সমীপে সতীর বদনদর্শনও লজ্জাকর; এজন্য পদ্মযোনি প্রত্যক্ষরূপে সতীর বদন দর্শনে সমর্থ না হইয়া তাঁহার মুখদর্শনের অভিনব উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কামার্ত্ত ব্রহ্মা বহু আর্দ্র ইন্ধন অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, বিষম ধূম উত্থিত হইল, পাছে অগ্নি নির্ধূম হয়, এজন্য তিনি অল্প অল্প ঘৃতা-হুতি প্রদান ও আর্দ্র দ্রব্য সকল অনল মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ধূম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল, এমনই ধূম উত্থিত হইল যে, বেদিমূল অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। ত্রিপুরান্তক ভগবান শূলপাণি ধূমাকুল লোচনযুগল করদ্বয় দ্বারা আবৃত করিলেন এবং সে স্থানে অন্যান্য যে সকল লোক উপস্থিত ছিল, সকলেই করদ্বয়ে শম্ভুর ন্যায় স্ব স্ব নয়ন আবৃত করিল, এই অবসরে পঞ্চবাণ পীড়িত পিতামহ ব্রহ্মা সতীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার বদন দর্শন করিলেন; সতীর দর্শনমাত্রে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার তুষাররাশিসন্নিভ রেতঃ স্খলিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল, কেহ বুঝিতে না পারে, এজন্য তিনি সিকতারাশি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই রেতঃ আবৃত করিলেন, ভগবান শম্ভু দিব্য চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মার এই রেতঃস্খলন জানিতে পারিয়া তদ্দর্শনে ক্রোধভরে বলি-লেন,—রে পাপ! তুই কিরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছিস্, আমার কান্তা সতীর প্রতি তোর অনুরাগ থাকিলেও তুই তাঁহার বদনদর্শনের যোগ্য নহিস। তুই ভাবিয়াছিলি, শঙ্কর তোর এই গূঢ কার্য্য জানিতে পারিবে না, রে বিধে! ত্রৈলোক্যের সর্ব্বত্রই আমি গূঢ়ভাবে বিদ্যমান, রে মূঢ! ত্রিলোকে স্থাবরজঙ্গম যে কিছু বিদ্যমান, তিলে তৈলবৎ আমি তৎসমস্তের মধ্যেই অবস্থিত আছি। ব্রহ্মন্! তোমার মস্তক স্পর্শ কর। শিব এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা যেমনই করদ্বারা স্বীয়শির স্পর্শ করিলেন, অমনিই বৃষবাহনমূর্ত্তি মহেশ্বর তাঁহার মস্তকের উপর উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! লজ্জায় ব্রহ্মার শরীর ব্যাপ্ত হইল, তিনি অধোবদন হইয়া রহিলেন। এই সময় ইন্দ্রাদি অমরনিকর তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তিনি আরও লজ্জাবিষ্ট হইলেন। অন-ন্তর বিবিধ স্তুতিবাক্যে ব্রহ্মা মহেশ্বর শিবের স্তব করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন—“ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন! হে প্রভো! মাদৃশ পাপীর শুদ্ধি-নিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন, যদ্দ্বারা আমার

যথান্যায়ং যেন পাপং প্রযাতি মে ॥ ৪৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অনেনৈব তু রূপেণ মস্তকস্থেন বৈ ততঃ। তপঃ কুরু সমাধিস্থো মমারাধনতৎপরঃ ॥ ৪৮ ॥ খ্যাতিং যাস্যতি সর্ব্বত্র নাম্না রুদ্রশিরঃ ক্ষিতৌ। সাধকঃ সর্ব্বকৃত্যানাং তেজোভাজাং দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৪৯ ॥ মানুষাণামিদং কৃত্যং যস্মাচ্চীর্ণং ত্বয়াধুনা। তস্মাত্ত্বং মানুষো ভূত্বা বিচরিষ্যসি ভূতলে ॥ ৫০ ॥ যস্ত্বাং চানেন রূপেণ দৃষ্ট্বা পৃচ্ছাং করিষ্যতি। কিমেতদ্ব্রহ্মণো মূর্দ্ধ্নি ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ৫১ ॥ ততস্তে চেষ্টিতং সর্ব্বং কৌতুকাচ্চ শৃণোতি যঃ। পরদারকৃতাৎপাপাত্ততো মুক্তিং প্রয়াস্যতি ॥ ৫২ ॥ যথা যথা জনস্তেতৎকৃত্যং তে কীর্ত্তয়িষ্যতি। তথা তথা বিশুদ্ধিস্তে পাপস্যাস্য ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥ এতদেব হি তে ব্রহ্মন প্রায়শ্চিত্তং প্রকীর্ত্তিতম্। জনহাস্যকরং লোকে তব গর্হাকরং পরম্ ॥ ৫৪ ॥ এতচ্চ তব বীর্য্যং তু পতিতং বেদিমধ্যগম্ কামার্ত্তস্য ময়া দৃষ্টং নৈতদ্ব্যর্থং ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ যাবন্মাত্রৈঃ পরিস্পৃষ্টমেতৎ সৈকতরেণুভিঃ। তাবন্মাত্রা ভবিষ্যন্তি মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫৬ ॥ বালখিল্যা ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্বেঽঙ্গুষ্ঠপ্রমাণকাঃ। তপোবীর্য্যসমোপেতাঃ শাপানুগ্রহকারকাঃ ॥ ৫৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তস্মাদ্বেদিমধ্যাচ্চ তৎক্ষণাৎ। অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। অঙ্গুষ্ঠকপ্রমাণানি নিষ্ক্রান্তানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৮ ॥ ততস্তে প্রণিপত্যোচ্চৈঃ প্রোচুর্দেবং পিতামহম্। স্থানং দর্শয় নস্তাত তপোঽর্থং কলিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৯ ॥ পিতামহ উবাচ। অস্মিন ক্ষেত্রে ময়া সার্দ্ধং কুরুধ্বং পুত্রকাস্তপঃ। গমিষ্যথ পরাং সিদ্ধিং যেন লোকে সুদুর্লভাম্ ॥ ৬০ ॥ তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় কৃত্বা তত্রাশ্রমং শুভম্। বালখিল্যাস্তপশ্চক্রুঃ সংসিদ্ধিঞ্চ পরাং গতাঃ ॥ ৬১ ॥ অথ ব্রহ্মাপি তৎকর্ম্ম সর্ব্বং বৈবাহিকং ক্রমাৎ। সমাপ্তিমনয়ৎ প্রোক্তং যৎ ক্রতৌ তেন চ স্বয়ম্ ॥ ৬২ ॥ পতৎসু পুষ্পবর্ষেষু সমন্তাদ্গগনাঙ্গনাৎ। বাদ্যমানেষু বাদ্যেষু গীয়মানেষু গীতকৈঃ ॥ ৬৩ ॥ পঠৎসু বিপ্রমুখ্যেষু নৃত্যমানাসু রাগতঃ। রম্ভাদিষু পুরন্ধ্রীষু দেবানাং প্রহ্লাদনোৎসবম্ ॥ ৬৪ ॥ এবং মহোৎসবো জজ্ঞে তত্রস্থস্তুকপূর্ব্বকৈঃ। গীয়মানেষু গীতেষু যথাপূর্ব্বং ত্রিবিষ্টপে ॥ ৬৫ ॥ অথ কর্ম্মাবসানে স ভগবান্-

পাপ দূরীভূত হয়, আমাকে তদ্রূপ নিগ্রহ করুন। ভগবান উত্তর করিলেন,—তুমি এইরূপে সমাধিস্থ ও আমার আরাধনায় তৎপর হইয়া তপস্যা কর, আমার এইরূপে তোমার মস্তকেই অবস্থিতি থাকিবে আর এইরূপ ক্ষিতিতলে সর্ব্বত্র রুদ্রশির নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে। তুমি তেজোভাক্ দ্বিজদিগের নিখিল কর্ম্মের সাধক হইয়াও সম্প্রতি মানুষের ন্যায় এই নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব তুমি মানুষ হইয়া মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ কর, যে তোমার এই রুদ্রশির রূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—"ব্রহ্মার শিরে ত্রিপুরান্তক ভগবান রুদ্রের রূপ, একি অদ্ভুত ব্যাপার!" এবং কৌতুকবশতঃ যে তোমার এই ব্যবহার শ্রবণ করিবে, তাহাদের পরদারগমনজনিত পাপ বিনষ্ট হইবে। পরন্তু যেখানে যেখানে নর তোমার এই কার্য্যের কীর্ত্তন করিবে, তথা হইতে পরদারদুরিত বিদূরিত হইবে। হে ব্রহ্মন্! তোমার অতিনিন্দিত কর্ম্মের ত্রিলোকে মানুষহাস্যকর এইরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইল। তুমি আমার কান্তাকে দর্শন করিয়া কামার্ত্ত হইয়াছিলে, তাহাতেই যজ্ঞবেদিমধ্যে তোমার রেতঃ স্খলিত হয়; আমার অনুগ্রহে তোমার এই স্খলিত বীর্য্য ব্যর্থ হইবে না। তোমার বীর্য্য যত সংখ্যক বালির মিলিত হইয়াছে, তত সংখ্যক বালিই সংশিতব্রত মুনিরূপে পরিণত হইবে, এই মুনিগণই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্য নামে বিখ্যাত এবং ইহারা তপোবীর্য্যযুক্ত হইয়া শাপ ও অনুগ্রহ কারক হইবেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! শিব এইরূপ আদেশ করিলে দেখিতে দেখিতে সদ্যই সেই যজ্ঞবেদীমধ্য হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অষ্টাশীতিসহস্রসংখ্যক ভাবিতাত্মা মুনি নির্গত হইলেন। তাঁহারা নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মুহুর্ম্মুহুঃ প্রণাম করত পিতামহকে কহিলেন,—হে তাত! তপস্যার্থ আমাদিগকে কলিকলুষহীন স্থান প্রদর্শন করুন। ২৪-৫৯। পিতামহ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে পুত্রকগণ! তোমরা আমার সহিত এই ক্ষেত্রে তপস্যা কর, এইরূপ করিলে ত্রিলোকসুদুর্লভ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে। অনন্তর বালখিল্যগণ 'তাহাই হউক' বলিয়া ব্রহ্মার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং সেই ক্ষেত্রে মনোজ্ঞ আশ্রমনির্ম্মাণপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাও তাঁহারই কথিত বেদবিধান ক্রমে সমস্ত বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, তখন গগনাঙ্গন হইতে চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং বিবিধ বাদ্যধ্বনি, গায়কগণের সঙ্গীত

ত্রিপুরান্তকঃ। প্রোবাচ পদ্মজং ভক্ত্যা দক্ষিণাং তে দদামি কিম্॥ ৬৬॥ বৈবাহিকীং সুরশ্রেষ্ঠ যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভা। ব্রূহি শীঘ্রং মহাভাগ নাদেয়ং বিদ্যতে মম॥ ৬৭॥ পিতামহ উবাচ। অনেনৈব তু রূপেণ বেদ্যামস্যাং সুরেশ্বর। ত্বয়া স্থেয়ং সদৈবাত্র নৃণাং পাপবিশুদ্ধয়ে॥ ৬৮॥ যেন তে সন্নিধৌ কৃত্বা স্বাশ্রমং শশিশেখর। তপঃ করোমি নাশায় পাপস্যাস্য মহত্তমম্॥ ৬৯॥ চৈত্র-শুক্লত্রয়োদশ্যাং নক্ষত্রে ভগদৈবতে। সূর্য্যবারেণ যো ভক্ত্যা বীক্ষয়িষ্যতি মানবঃ। তদৈব তস্য পাপানি প্রয়াস্যন্তি চ সঙ্ক্ষয়ম্॥ ৭০॥ যা নারী দুর্ভগা বন্ধ্যা কাণা রূপবিবর্জ্জিতা। সাপি ত্বদ্দর্শনাদেব ভবিষ্যতি সুরূপধৃক্। প্রজাবতী সুভোগাঢ্যা সুভগা নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭১॥ মহেশ্বর উবাচ। হিতায় সর্ব্বলোকানাং বেদ্যামস্যাং ব্যবস্থিতঃ। স্থাস্যামি সহিতঃ পত্ন্যা সত্যা ত্বদ্বচনাদ্বিধে॥ ৭২॥ সূত উবাচ। এবং স ভগবাং-স্তত্র সভার্য্যো বৃষভধ্বজঃ। বিদ্যতে বেদিমধ্যস্থো লোকানাং পাপনাশনঃ॥ ৭৩॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যথা তস্য পুরাভবৎ। বিবাহো বৃষনাথস্য মনৌ স্বায়ম্ভুবে দ্বিজাঃ॥ ৭৪॥ বিবাহসময়ে প্রাপ্তে প্রারম্ভে বা শৃণোতি যঃ। এতদাখ্যানমব্যগ্রং সম্পূজ্য বৃষভধ্বজম্। তস্যাবিঘ্নং ভবেৎ সর্ব্বং কর্ম্ম বৈবাহিকং চ যৎ॥ ৭৫॥ কন্যা চ সুখসৌভাগ্য-শীলাচারগুণান্বিতা॥ তথা স্যাৎ পুত্রিণী সাধ্বী পতিব্রতপরায়ণা॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হরাশ্রয়বেদিকামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। ব্রহ্মণা কতমে স্থানে তত্র সূত কৃতং তপঃ। বালখিল্যৈশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈর্মুনিভিঃ শংসিতব্রতৈঃ॥ ১॥ সূত উবাচ। তস্যা বায়ব্য-দিগ্‌ভাগে হরবেদ্যা দ্বিজোত্তমাঃ। সম্যক্ শ্রদ্ধাপ্রযত্নেন ব্রহ্মণা বিহিতং তপঃ॥ ২॥ পশ্চিমে বালখিল্যৈশ্চ জপস্নানপরায়ণৈঃ। তত্রাশ্চর্য্যমভূদ্যদ্বৈ

বিপ্রবরগণের বেদপাঠ, রম্ভাদি অনুরাগিণী অমরনর্ত্তকীগণের মনোহর নিত্য প্রভৃতি বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। অনন্তর তুম্বুরুনাদ সহকৃত স্বর্গীয় সঙ্গীত দ্বারা উৎসবের অবসান করা হইল। তদনন্তর বিবাহাবসানে ত্রিপুরান্তক ভগবান্ শঙ্কর ভক্তিপূর্ব্বক পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে কি বৈবাহিকী দক্ষিণা প্রদান করিব? হে মহাভাগ! সত্বর প্রার্থনা কর, অদ্য তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই; তোমার অভীষ্ট ত্রিলোকদুর্লভ হইলেও তাহা আমি প্রদান করিব। পিতামহ উত্তর করিলেন,—হে সুরেশ্বর! নরগণের পাপ শুদ্ধির জন্য আপনার এইরূপেই আপনি এই বেদীমধ্যে সতত বাস করুন; হে শশিশেখর! আমিও আপনার সমীপে স্বীয় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া এই পাপনাশকামনায় মহাতপস্যা করিব। যে মানব রবিবার ও পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত চৈত্র-শুক্লত্রয়োদশীতে ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে দর্শন করিবে, যেন নিঃসংশয় তৎক্ষণাৎ তাহার পাপ দূর হয়। কাণা, দুর্ভগা, বন্ধ্যা ও বিরূপা নারীও যদি আপনাকে দর্শন করে, তবে সে সুরূপা, সুভগা, পুত্রবতী, ও বিবিধ উত্তম ভোগযুক্তা হয়, সংশয়নাই। মহেশ্বর কহিলেন,—হে বিধে! তোমার প্রার্থনা বশতঃ নিখিল লোকের হিত-কামনায় আমি পত্নীর সহিত সতত এই বেদী-মধ্যে বাস করিব। সূত কহিলেন,—এইরূপে পাপনাশন ভগবান্ বৃষভধ্বজ ভার্য্যার সহিত সেই বেদীমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ-গণ! পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে শিববিবাহ হয়, এই আমি আপনাদের নিকট তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম। যে মানব বিবাহসময়ে বা বিবাহা-রম্ভে ভগবান্ বৃষভধ্বজের পূজা করিয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার নিখিল বৈবাহিকী ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্ন হয় এবং তাহার কন্যাও সুখ-সৌভাগ্যযুক্তা, শীলাচারাদি গুণান্বিতা, সাধ্বী ও পতিব্রতপরায়ণা হয়। ৫০—৭৭।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! তথায় কোন্ স্থানে ব্রহ্মা সংশিত ব্রত বালখিল্যাদি মুনি-গণের সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন? সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই হরবেদীর বায়ব্যদিগ্‌ভাগে ব্রহ্মা সম্যক্ শ্রদ্ধা-প্রযত্ন সহ-

পূর্ব্বং ব্রাহ্মণ সত্তমাঃ। আশ্রমে চতুরাস্যস্য তদ্বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৩ ॥ তত্র দুশ্চারিণী কাচিদ্রাত্রৌ ব্রাহ্মণবংশজা। দেবদত্তং সমাসাদ্য বল্লভং রমতে সদা ॥ ॥ ৪ ॥ অজ্ঞাতা পতিনা মাত্রা তথান্যৈরপি বান্ধবৈঃ। কৃষ্ণপক্ষং সমাসাদ্য বিজনে হৃষ্টমানসা ॥ ৫ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য দৃষ্টা সা কেনচিদ্দ্বিজাঃ। তত্রস্থা জারসংযুক্তা স্বভর্ত্তুশ্চ নিবেদিতা ॥ ৬ ॥ অথাসৌ কোপসংযুক্তস্তস্যা ভর্ত্তা সুনিষ্ঠুরৈঃ। বাক্যৈস্তাং গর্হয়ামাস প্রহারৈশ্চাপ্যতাড়য়ৎ ॥ ৭ ॥ অথ সা ধার্ষ্ট্যমাসাদ্য স্ত্রীস্বভাবং সমাশ্রিতা। প্রোবাচ বাষ্পপূর্ণাক্ষী দীনাঞ্জলিপুটা স্থিতা ॥ ৮ ॥ কিং মাং দুর্জ্জনবাক্যেন ত্বং তাড়য়সি নিষ্ঠুরৈঃ। প্রহারৈর্দ্দোষনির্ম্মুক্তাং ত্বৎপাদপ্রণতাং বিভো ॥ ৯ ॥ অহং ত্বাং শপথং কৃত্বা ভক্ষয়িত্বাথ বা বিষম্। প্রবিশ্য হব্যবাহং বা করিষ্যে প্রত্যয়ান্বিতম্ ॥ ১০ ॥ অথ তাং ব্রাহ্মণঃ প্রাহ যদি ত্বং পাপবর্জ্জিতা। পুরতো দেববিপ্রাণাং কুরু দিব্যগ্রহং স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥ সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় সাহসেনসমন্বিতা। দিব্যগ্রহং ততশ্চক্রে যথোক্তবিধিনা সতী ॥ ১২ ॥ শুদ্ধিং প্রাপ্তা চ সর্ব্বেষাং বন্ধূনাং চ দ্বিজন্মনাম্। পুরতশ্চ গুরূণাং চ দেবানামপি পাপকৃৎ ॥ ১৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তস্যাঃ সাধুবাদো মহানভূৎ। ধিকশব্দশ্চ তথা পত্যুঃ সর্ব্বৈর্দত্তঃ সুগর্হিতঃ ॥ ১৪ ॥ অহো পাপসমাচারো দুষ্টোহয়ং ব্রাহ্মণাধমঃ। অপাপাং ধর্ম্মপত্নীং যো মিথ্যাদোষেণ যোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥ এবং স নিন্দ্যমানস্তু সর্ব্বলোকৈর্দ্বিজোত্তমাঃ। কোপং চক্রে ততো বহ্নিং সমুদ্দিশ্য স দুঃখিতঃ ॥ ১৬ ॥ শাপং দাতুং মতিং চক্রে ততো বহ্নেঃ সুদুঃখিতঃ। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং নিন্দমানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৭ ॥ ময়া স্বয়ং প্রদৃষ্টেয়ং জারেণ সহ সঙ্গতা। ত্বয়া বহ্নে সুপাপেয়ং ন কস্মাদ্ভস্মসাৎকৃতা ॥ ১৮ ॥ তস্মাত্ত্বাং পাপকর্ম্মাণমসত্যপক্ষপাতিনম্। অসন্দিগ্ধং শপিষ্যামি রৌদ্রশাপেন সাম্প্রতম্ ॥ ১৯ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সংক্রুদ্ধস্য দ্বিজন্মনঃ। সপ্তার্চ্চির্ভয়-

---

কাবে যথা বিহিত তপস্যা করিয়া ছিলেন; হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ। জপধ্যানপরায়ণ বালখিল্য মুনিগণ তাহারই পশ্চিম ভাগে তপস্যা করেন। পুরাকালে চতুরানন ব্রহ্মার আশ্রমে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মার আশ্রমে জনৈকা দুশ্চারিণী ব্রাহ্মণকন্যা কৃষ্ণপক্ষের রজনীযোগে নির্জ্জন বনে বল্লভ দেবদত্তের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে সতত রমণ করিত; তাহার পতি, মাতা ও অন্যান্য বান্ধবগণ কেহই ইহা জানিত না। হে দ্বিজগণ। কিয়দ্দিনানন্তর রমণীর কোন আত্মীয় এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহার স্বামীর নিকট এই জারবিবরণ বিজ্ঞাপন করিল, দ্বিজ বন্ধুর বাক্যে অলক্ষ্যে পত্নীর দুশ্চারিত্র প্রত্যক্ষ করিলেন। অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কুৎসিত বাক্যে বিবিধ নিন্দা ও নিষ্ঠুর প্রহার দ্বারা বিতাড়িত করিলেন। তখন রমণী নৈসর্গিক স্ত্রীস্বভাবে ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে দীনার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে স্বামীকে বলিল,—হে বিভো! আমি আপনার পাদপদ্মে সতত প্রণতা, আমি সম্পূর্ণ দোষনির্ম্মুক্তা; আপনি দুর্জ্জনের বাক্যে কেন আমাকে নিন্দা ও নিষ্ঠুর প্রহারে তাড়না করিতেছেন? আমি শপথ গ্রহণ, বিষভক্ষণ বা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া আপনার বিশ্বাস জন্মাইব। অনন্তর বিপ্র বলিলেন,—তুমি যদি নিষ্পাপই হও, তবে দেব ও বিপ্রগণের সমক্ষে স্বয়ং শপথ গ্রহণ কর! পত্নী সতীর ন্যায় "তাহাই হউক" বলিয়া স্বামীর বাক্যে অঙ্গীকার করত যথাবিধি শপথ গ্রহণ করিল, হুতাশন তাহাকে দগ্ধ করিল না। দ্বিজরমণী পাপকারিণী হইয়াও বন্ধু, ও গুরু-দেব-দ্বিজগণসমীপে শুদ্ধিলাভ করিল। ১—১৩। ইত্যবসরে তাহার মহাসাধুবাদ ঘোষিত হইল, সকলেই পতির প্রতি ধিক্কার দিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ আরও বলিলেন, অহো! যে দ্বিজ অপাপা ধর্ম্মপত্নীর মিথ্যা পরিবাদ দিয়াছে, সে পাপাচার দুষ্ট ও ব্রাহ্মণাধম। দর্শক দ্বিজ ও অন্যান্য লোকগণ ব্রাহ্মণের এইরূপ নিন্দাবাদ করিতে থাকিলে, সেই দ্বিজ দুঃখিতহৃদয়ে পরুষবাক্যে পুনঃপুনঃ নিন্দা করিয়া পাবকের প্রতি কোপবশতঃ শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, আমি স্বয়ং ইহাকে জারসহ সঙ্গতা দর্শন করিয়াছি, হে বহ্নে! তথাপি তুমি এই ভীষণ পাপকারিণী রমণীকে ভস্মসাৎ করিলে না; অতএব তুমি পাপকর্ম্মা ও অসত্যের পক্ষপাতী; আমি নিশ্চিতই সম্প্রতি তোমাকে ভীষণ শাপে অভিশপ্ত করিব। সূত কহিলেন,—ক্রুদ্ধ দ্বিজের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সপ্তজিহ্ব

সন্ত্রস্তঃ কৃতাঞ্জলিরুবাচ তম্ ॥ ২০ ॥ অগ্নিরুবাচ। নৈষ দোষো মম ব্রহ্মন্ যন্ন দগ্ধা তব প্রিয়া। কৃতাগসাপি মে বাক্যং শৃণুষাত্র স্ফুটেরিতম্ ॥ ২১ ॥ অনয়া পরকান্তেন কৃতঃ সহ সমাগমঃ। চিরং কালং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বয়া জ্ঞাতাদ্য বাসরে ॥ ২২ ॥ পরং যস্মাদ্বিশুদ্ধৈষা ময়া দগ্ধা ন সা দ্বিজ। কারণং তচ্চ তে বচ্মি শৃণুষ্বৈকমনাঃ স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ যত্রানয়া কৃতঃ সঙ্গঃ পরকান্তেন বৈ দ্বিজ। তস্মিন্নায়তনে ব্রহ্মা রুদ্রশীর্ষো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ তত্র কৃত্বা রতং চিত্রং পরকান্তসমং তদা। পশ্যতি স্ম ততো রুদ্রং ব্রহ্মমস্তকসংস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রক্ষালয়ত্যঙ্গং কুণ্ডে তত্রাগতঃ স্থিতে। কৃতপাপাপি তেনৈষা শুদ্ধিং যাতি শুচিস্মিতা ॥ ২৬ ॥ অত্র পূর্ব্বং পিবাপ্যাভূদ্‌ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। সতীবক্ত্রং সমালোক্য কামার্ত্তোঽপি স পাপকৃৎ ॥ ২৭ ॥ তস্মান্নাস্যাঃ মে দোষঃ স্বল্পোঽপি দ্বিজসত্তম। রুদ্রশীর্ষপ্রভাবোঽয়ং তস্য কুণ্ডোদকস্য চ ॥ ২৮ ॥ তস্মাদেনাং সমাদায় সংশুদ্ধাং পাপবর্জ্জিতাম্। গৃহং গচ্ছ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যা ময়া সহসা দৃষ্টা স্বয়মেব হুতাশন। পরকান্তেন তাং নাদ্য শুদ্ধামপি গৃহং নয়ে ॥ ৩০ ॥ ইত্যুক্ত্বা চ দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তাং ত্যক্ত্বাপি শুচিব্রতঃ। জগাম স্বগৃহং পশ্চাত্তথা জগ্মুর্জনা গৃহান ॥ ৩১ ॥ সাপি তেন পরিত্যক্তা পতিনা হৃষ্টমানসা। জ্ঞাত্বা তত্তীর্থমাহাত্ম্যং বৈশ্বানরমুখেরিতম্ ॥ ৩২ ॥ তেনৈব পরকান্তেন বিশেষেণ রতিক্রিয়াম্। তস্মিন্নায়তনে চক্রে কুণ্ডে তোয়াবগাহনম্ ॥ ৩৩ ॥ অথান্যে পরলোকস্য ভীত্যাভীব ব্যবস্থিতাঃ। বিমুখাঃ পরদারেষু নার্য্যশ্চাপি পতিব্রতাঃ ॥ ৩৪ ॥ দূরতোঽপি সমভ্যেত্য তে সর্ব্বে তত্র মন্দিরে। রুদ্রশীর্ষাভিধানে চ প্রচক্রুঃ সুরতোৎসবম্ ॥ ৩৫ ॥ নিমজ্জন্তি ততঃ কুণ্ডে তস্মিন পাতকনাশনে। ভবন্তি পাপনির্ম্মুক্তা রুদ্রশীর্ষাবলোকনাৎ ॥ ৩৬ ॥ এতস্মিন্নন্তরে নষ্টো ধর্ম্মঃ পত্নীসমুদ্ভবঃ। পুরুষাণাং ততঃ স্ত্রীণাং নিজকান্তাসমুদ্ভবঃ ॥ ৩৭ ॥ যো যাং পশ্যতি রূপাঢ্যাং নারীমপি

জাতবেদা ভয়সম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দ্বিজকে বলিতে লাগিলেন। অগ্নি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি যে তোমার কৃতাপরাধা প্রিয়াকে দগ্ধ করি নাই, ইহাতে আমার দোষ কি? আমি এবিষয়ে বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। তোমার রমণী বহুদিন হইতেই পরপুরুষের সহিত সঙ্গতা হইয়াছে, তুমি মাত্র অদ্যই জানিতে পারিয়াছ, পরন্তু হে দ্বিজ। কি কারণ তোমার রমণীকে দগ্ধ করি নাই ও সে বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! এই রমণী যে স্থানে পরপুরুষের সহিত রমণ করিয়াছে, সে একটী দেবায়তন, সেই আয়তনে রুদ্রশিরা ব্রহ্মা অবস্থিত; তোমার পত্নী পরপুরুষের সহিত বিবিধ বিচিত্র রতিক্রীড়া করিয়া পরে ব্রহ্মার মস্তকস্থিত রুদ্রকে দর্শন এবং এই আয়তনের সম্মুখস্থিত কুণ্ডে গিয়া অঙ্গপ্রক্ষালন করিত, হে দ্বিজ! এজন্য কৃতপাপা হইয়াও তোমার শুচিস্মিতা পত্নী শুদ্ধিলাভ করিয়াছে। হে দ্বিজসত্তম! পূর্ব্বে ব্রহ্মা কামার্ত্ত হইয়া সতীর বদন দর্শন করেন, সেই পাপকারী পিতামহ এই স্থানে নিষ্পাপ হইয়াছিলেন, অতএব এ বিষয়ে আমার স্বল্পও দোষ নাই। ইহা রুদ্রশিরা ব্রহ্মার এবং এই কুণ্ডোদকেরই প্রভাব। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ইহা সত্যই কহিতেছি, তোমার পত্নী সম্যক্ শুদ্ধা ও পাপবর্জ্জিতা হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ইহাকে লইয়া গৃহে গমন কর। ১৪—২৯। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—হে হুতাশন! আমি যে পত্নীকে স্বয়ং পরপুরুষের সহিত সঙ্গত দেখিয়াছি, শুদ্ধা হইলেও আমি তাদৃশী পত্নীকে কেমন করিয়া গৃহে আনয়ন করিব? শুচিব্রত বিপ্রবর এইরূপ বলিয়া পত্নী পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন, তৎপর অন্যান্য ব্যক্তিগণও স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে দ্বিজপত্নীও পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া হৃষ্ট হইল। সে বৈশ্বানরকথিত সেই তীর্থমাহাত্ম্য বিদিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহার প্রিয় পরপুরুষের সহিত দেবতায়তনে রমণ ও কুণ্ডের জলে অবগাহন এইরূপে করিতে লাগিল। অনন্তর এই ব্যাপার শ্রবণে পরলোকভীত পরদার-বিমুখ মানব ও পতিব্রতা নারীগণও স্ব স্ব ব্রত পরিত্যাগ করত নিঃশঙ্ক হইয়া বহুদূর হইতে রুদ্রশীর্ষ নামক সেই মন্দিরে আগমনপূর্ব্বক সুরতোৎসব আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা সুরতাবসানে পাপনাশন কুণ্ডে অবগাহন ও রুদ্রশীর্ষের অবলোকন করিয়া সকলেই নিষ্পাপ হইতে লাগিল। এই সময়ে পুরুষগণের পত্নীধর্ম্ম ও রমণীদিগের

কুলোদ্ভবাম্। স তত্রানীয় সংহৃষ্টো ভজতে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥ তথা নারী সুরূপাঢ্যং যং পশ্যতি নরং ক্বচিৎ। সাপি তত্র সমানীয় কুরুতে সুরতোৎসবম্ ॥ ৩৯ ॥ লিপ্যতে ন চ পাপেন কথঞ্চিত্তৎকৃতেন চ। নরো বা যদি বা নারী তত্তীর্থস্য প্রভাবতঃ ॥ ৪০ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তত্র রাজা বিদূরথঃ। আনর্ত্তবিষয়ে জজ্ঞে বার্দ্ধক্যঞ্চ ক্রমাদ্যযৌ ॥ ৪১ ॥ তস্য ভার্য্যাভবত্তন্বী তরুণী বররূপধৃক্। পশ্চিমে বয়সি প্রাপ্তে প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥৪২॥ ন তস্যাঃ স জরাগ্রস্তশ্চিত্তে বসতি পার্থিবঃ। তস্মিংস্তীর্থে সমাগত্য বাঞ্ছিতং রমতে নরম্ ॥ ৪৩ ॥ পার্থিবোঽপি পরিজ্ঞায় তস্যাস্তচ্চ বিচেষ্টিতম্। কোপাবিষ্টস্ততো গত্বা তস্মিন্ ক্ষেত্রে সুশোভনে ॥ ৪৪ ॥ তৎকুণ্ডং পূরয়ামাস ততঃ পাংশুৎকরৈর্দ্রুতম্। বভঞ্জ তঞ্চ প্রাসাদং ততঃ প্রোবাচ দারুণম্ ॥ ৪৫ ॥ যশ্চৈতৎপূরিতং কুণ্ডং পাংশুনা নির্গমিষ্যতি। প্রাসাদঞ্চ পুনশ্চৈনং করিষ্যতি পুনর্নবম্ ॥ ৪৬ ॥ পরদারকৃতং পাপং তস্য সম্পৎস্যতেঽখিলম্। যদত্র প্রকরিষ্যন্তি মানবাঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ স্ত উবাচ। এবং স পার্থিবঃ প্রোচ্য তামাদায় ততঃ প্রিয়াম্। জগাম স্বগৃহং পশ্চাৎ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৪৮ ॥ অথ তাং বিরতাং জ্ঞাত্বা সোঽন্যচিত্তাং প্রিয়াং নৃপঃ। যত্নেন রক্ষয়ামাস বিশ্বাসং নৈব গচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ অন্যস্মিন্ দিবসে শস্ত্রং সূক্ষ্মং বেণ্যাং নিধায় সা। জগাম শয়নং তস্য বধার্থং বরবর্ণিনী ॥ ৫০ ॥ ততস্তেন সমং হাস্যং কৃত্বা কৃত্রিমভাবজম্। সুরতং রুচিরৈর্ভাবৈর্হাবৈর্বা রতিমিবৈব চ ॥ ৫১ ॥ ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তং তং নৃপং সা নৃপপ্রিয়া। স্ববেণ্যাঃ শস্ত্রমাদায় নিজঘান সুনির্দ্দয়া ॥ ৫২ ॥ এবং তস্য ফলং জাতং সদ্যস্তীর্থস্য ভঙ্গজম্। আনর্ত্তাধিপতে রৌদ্রং সর্ব্বলোকবিগর্হিতম্ ॥৫৩॥ অদ্যাপি তত্র দেবেশো রুদ্রশীর্ষঃ স তিষ্ঠতি। লিঙ্গভেদভয়াত্তেন ন স ভগ্নো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৪ ॥ যস্তস্য পুরতঃ স্থিত্বা জপেদ্রুদ্রশিরঃ শুচিঃ। মাঘশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং পূজয়িত্বা স্রগাদিভিঃ ॥ ৫৫ ॥ বাঞ্ছিতং লভতে চান্তে তস্যৈবস্য প্রভাবতঃ। অষ্টোত্তরশতং যাবদ্যো জপেৎ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥ রুদ্রশীর্ষং ন সন্দেহঃ স যাতি পরমাং গতিম্। একবারং নরো যো বা

পতিধর্ম্ম বিনষ্ট হইল। হে দ্বিজসত্তমগণ! যে যাহাকে সুরূপা কুললনা বলিয়া জানিতে পারিত, সেই তাহাকে রুদ্রশীর্ষমন্দিরে আনয়নপূর্ব্বক তাহার সেবা করিয়া পরম হৃষ্ট হইতে লাগিল। একরূপে নারীগণও কদাচিৎ রূপবান পুরুষ দর্শন করিলে তাহার সহিত মন্দিরে আসিয়া সুরতোৎসব করিতে লাগিল। নরনারীগণ তৎকালে এইরূপ বিশৃঙ্খল সুরতক্রীড়া করিয়াও তীর্থপ্রভাবে কোন ক্রমেই পাপলিপ্ত হইল না। অনন্তর কালবশে আনর্ত্তাধিপতি বিদূরথ ক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, তাঁহার পত্নী তরুণী ও রূপবতী; রাজা বৃদ্ধ বয়সে তরুণী রমণীকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন, কিন্তু জরাগ্রস্ত স্বামী পত্নীহৃদয়ে কোন ক্রমেই স্থান পাইলেন না। বিদূরথরমণী সেই রুদ্রশীর্ষতীর্থে আগমনপূর্ব্বক মন্দির মধ্যে পরপুরুষের সহিত যথেচ্ছ রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ভার্য্যার ব্যবহার জানিতে পারিয়া কুপিত হইলেন এবং সেই সুশোভন তীর্থে আগমনপূর্ব্বক ধূলিরাশিদ্বারা কুণ্ডপূরণ ও রুদ্রশীর্ষ মন্দির ভগ্ন করিয়া বলিলেন,—যে সকল কামমোহিত মানব এই পাংশুপূরিত কুণ্ড পুনঃখনন ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে, নিখিল পরদারকৃত পাপ তাহাদের উপর পতিত হইবে। ৩৮-৪৭। স্ত কহিলেন,—রাজা এইরূপ দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রিয় পত্নীকে গ্রহণ করত হৃষ্ট-হৃদয়ে স্বীয় আলয়ে চলিয়া গেলেন। অনন্তর রাজা তখন প্রিয় পত্নীকে অনন্য-চিন্তাপরায়ণা ও পরপুরুষরতি হইতে বিরতা জানিয়া যত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই পত্নীর প্রতি আর বিশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। বরবর্ণিনী রাজরমণী একদিন পতির বধার্থ বেণীর মধ্যে সূক্ষ্ম শস্ত্র রক্ষিত করিয়া তাঁহার শয্যায় প্রবেশপূর্ব্বক কৃত্রিমভাবোচিত বিবিধ হাস্য পরিহাস ও মনোজ্ঞ হাবভাব-সহকারে সুরত ক্রিয়া সম্পাদন করিল, সুরতাবসানে নৃপতি নিদ্রিত হইলেন, তাঁহাকে নিদ্রিত জানিয়া নিষ্ঠুরা নৃপরমণী বেণী হইতে শস্ত্র গ্রহণ করিয়া নির্দ্দয় হৃদয়ে তাঁহার বধসাধন করিল। হে দ্বিজসত্তমগণ। এইরূপে আনর্ত্তাধিপতির তীর্থভঙ্গজনিত পাপের সদ্যঃ ঐরূপ ফল ফলিল। অদ্যাপি দেবেশ রুদ্রশীর্ষ সেখানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তীর্থভঙ্গভয়ে কেহই আর সে তীর্থের ধর্ষণ করে না। যে শুচি মানব মাঘশুক্লচতুর্দ্দশীদিবসে মাল্যাদি দ্বারা রুদ্রশীর্ষের পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে অষ্টোত্তরশত রুদ্রাধ্যায়-শীর্ষ মন্ত্র জপ করে, রুদ্রশীর্ষ-প্রভাবে তাহার আশু

তৎপুরঃ পঠতি দ্বিজঃ। ৫৭। নিত্যং দিনকৃতাৎ পাপাম্মুচ্যতে দ্বিজসত্তমাঃ এতদ্ব. সর্ব্বমাখ্যাতং রুদ্রশীর্ষসমুদ্ভবম্। ৫৮। মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপানাং সদ্যো নাশনকারকম্। মঙ্গলং পরমং হ্যেতদায়ুষ্যং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্। রুদ্রশীর্ষস্য মাহাত্ম্যং তস্মাচ্ছ্রোতব্যমাদরাৎ। ৫৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে রুদ্রশীর্ষমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৮।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তস্যৈব দক্ষিণে ভাগে বালখিল্যৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গমস্তি সুবিখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্। ১। যমারাধ্য চ তৈঃ পূর্ব্বং শক্রামর্ষসমন্বিতৈঃ। গরুড়ো জনিতঃ পক্ষী খ্যাতো বিষ্ণুরথোঽত্র যঃ। ২। ঋষয় ঊচুঃ। কথং তেষাং সমুৎপন্নঃ শক্রস্যোপরি সূতজ। প্রকোপো বালখিল্যানাং সঞ্জজ্ঞে গরুড়ঃ কথম্। ৩। সূত উবাচ। পুরা প্রজাপতির্দক্ষস্তস্মিন ক্ষেত্রে সুশোভনে। চকার বিধিবদ্‌যজ্ঞং সম্পূর্ণবরদক্ষিণম্। ৪। ততঃ শক্রাদয়ো দেবাঃ সহায়ার্থং নিমন্ত্রিতাঃ। দক্ষেণ মুনয়শ্চৈব তথা রাজর্ষয়োঽমলাঃ। ৫। তথা বেদবিদো বিপ্রা যজ্ঞকর্ম্মবিচক্ষণাঃ। গৃহস্থাশ্রমিণো যে চ যে চারণ্যনিবাসিনঃ। ৬। অথ তে বালখিল্যাখ্যা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ একাং সমিধমাদায় সাহায্যার্থং প্রজাপতেঃ। প্রস্থিতা যজ্ঞবাটন্তং ভারার্ত্তাঃ ক্লেশসংযুতাঃ। ৭। অথ তেষাং সমস্তানাং মার্গে গোষ্পদমাগতম্। জলপূর্ণং সমায়াতমকালজলদাগমে। ৮। ততস্তত্তরীতুং কামাস্তে ক্লিশ্যমানা ইতস্ততঃ সমিদ্ভারসমোপেতা দেবরাজেন বীক্ষিতা। ৯। গচ্ছতা তেন মার্গেণ মখে দক্ষপ্রজাপতেঃ। ততশ্চিরং সমালোক্য স্মিতং কৃত্বা স কৌতুকাৎ। জগামাথ সমুল্লঙ্ঘ্য ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিতঃ। ১০। ততস্তে কোপসংযুক্তাঃ শক্রাদৃষ্ট্যা পরাভবম্।

অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। আর রুদ্রশীর্ষসমীপে অষ্টোত্তরশত জপ পূর্ণ হইলেই, তাহার পরম গতি লাভ হয়, সংশয় নাই। যে দ্বিজ একবার তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রুদ্রাথর্ব্বশীর্ষ পাঠ করে, তাহার দিনকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আপনাদের নিকট রুদ্রশীর্ষপ্রভাব সকলই বর্ণন করিলাম; এই মাহাত্ম্য সদ্যঃ নিখিল পাপনাশন, পরম মঙ্গলপ্রদ, আয়ুষ্য ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন; অতএব সকলেরই আদর সহকারে রুদ্রশীর্ষ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ৪৮—৫৯।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—রুদ্রশীর্ষের দক্ষিণভাগে বালখিল্যপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপাপনাশন সুবিখ্যাত লিঙ্গ বিদ্যমান। পূর্ব্বকালে বালখিল্যগণ শক্রের প্রতি কোপ সমন্বিত হইয়া এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন; আর তাঁহাদের আরাধনাফলে বিষ্ণুর বিখ্যাত বাহন গরুড় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! কিজন্য শক্রের উপর বালখিল্যগণের কোপ পতিত হইল এবং গরুড়ই বা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? সূত উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দক্ষ এই সুশোভন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বর দক্ষিণার সহিত যথাবিধি যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে সাহায্যার্থ শক্রাদি দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, দক্ষ, নিখিল মুনি, অমল রাজর্ষি, বেদবিদ্ যজ্ঞকর্ম্মবিচক্ষণ বিপ্র, গৃহবাসী ও অরণ্যবাসী তপস্বীদিগকেও যজ্ঞের সাহায্যার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সংশিতব্রত অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্য একত্র মিলিত হইয়া একটী মাত্র সমিধ গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাপতির সাহায্যার্থ যজ্ঞে আগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা সমিধ লইয়া যজ্ঞবাটের উদ্দেশে গমন করিলে পথ মধ্যে একটী সমিধের ভারেই সেই অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্যক বালখিল্য ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন; ইহার উপর আবার পথিমধ্যে দ্বিতীয় বিপদ—একটী গোষ্পদ তাঁহাদের সম্মুখে পতিত হয়, তথাপি অকালের জলদাগমে সেই গোষ্পদ জলপূর্ণ ছিল। বালখিল্যগণ একেই সমিদ্ভারে ক্লিষ্ট, তারপর আবার গোষ্পদ পারের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত দক্ষ-নিমন্ত্রিত দেবরাজ সেই পথে প্রজাপতির যজ্ঞ স্থানে যাইতেছিলেন, তিনি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কৌতুকবশতঃ ঈষৎ হাস্য করিয়া গোষ্পদ লঙ্ঘন করিয়া গমন করিলেন। ১—১০। পাকশাসনের এই গোষ্পদ

নিবৃত্য স্বাশ্রমং গত্বা চক্রুর্মন্ত্রং সনিশ্চয়ম্ ॥ ১১ ॥ শাক্রং পদং সমাসাদ্য যস্মাদেতেন পাপ্মনা। অতিক্রান্তা বয়ং সর্ব্বে তস্মাৎ পাত্যঃ স সৎপদাৎ ॥ ১২ ॥ অন্যঃ শক্রঃ প্রকর্ত্তব্যো মন্ত্রবীর্য্যসমুদ্ভবঃ। আথর্ব্বণৈর্মহাসূক্তৈরাভিচারিকসম্ভবৈঃ ॥ ১৩ ॥ যেন ব্যাপাদ্যতে তেন শক্রোঽয়ং মদগর্ব্বিতঃ। মহা-মাহাত্ম্যসম্পন্নঃ স্বল্পবুদ্ধিপরাক্রমঃ ॥ ১৪ ॥ ততস্তে শুচয়ো ভূত্বা স্কন্দসূক্তেন পাবকম্। জুহুবুশ্চ দিবা-রাত্রৌ স্ববিকোক্তেন সোদ্যমাঃ ॥ ১৫ ॥ গর্ভোপ নিষদেনৈব নীলরুদ্রৈর্দ্বিজোত্তমাঃ। রুদ্রশীর্ষেণ কাম্যেন বিষ্ণুসূক্তযুতেন চ ॥ ১৬ ॥ নিধায় কলশং মধ্যে মণ্ডলস্যোদকান্বিতম্। হোমান্তে তত্র সম্পূর্ণং চক্রুস্তস্য জলৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে শক্রঃ প্রপশ্যতি সুদারুণান্। উৎপাতানাত্মনাশায় জায়মানান্ সমন্ততঃ ॥ ১৮ ॥ বামো বাহুশ্চ নেত্রং চ মুহুঃ স্ফুরতি চাস্য বৈ। ন চ পশ্যতি নাসাগ্রং জিহ্বাগ্রঞ্চ তথা স্বকম্ ॥ ১৯ ॥ শিরোহীনাং তথা ছায়াং গগনে ভাস্করদ্বয়ম্। অরুন্ধতীং ধ্রুবং চৈব ন চ বিষ্ণুপদানি সঃ ॥ ২০ ॥ ন চ মন্দং ন চাকাশো সংস্থিতাং স্বর্ধুনীং হরিঃ। স্বপনে পশ্যতি রুক্ষাঙ্গীঃ নিত্যং নারীঃ ধৃতায়ুধাম্ ॥ ২১ ॥ মুক্তকেশীঃ বিবস্ত্রাশ্চ রুক্ষদন্তা ভয়ানকাম্। তান্ দৃষ্ট্বা স মহোৎপাতান্ দেবরাজো বৃহস্পতিম্ ॥ ২২ ॥ পপ্রচ্ছ ভয়সন্ত্রস্তঃ কিমেতদ্দৃশ্যতে মে গুরো। জায়ন্তে সুমহোৎপাতা দুর্নিমিত্তানি বৈ পৃথক্ ॥ ২৩ ॥ কিং মে ভবিষ্যতি প্রাজ্ঞ বিনাশঃ সাম্প্রতং বদ। কিংবা ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য কিম্বা বিত্তাদিকস্য চ ॥ ২৪ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। যে ত্বয়া মদমত্তেন বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ। উল্লঙ্ঘিতাঃ স্থিতা মার্গে গোষ্পদং তর্ত্তু-মিচ্ছবঃ ॥ ২৫ ॥ তৈরেবাথর্ব্বণৈর্মন্ত্রৈস্তবকৃতে হোমস্তু শচীপতে। কৃতো হোমঃ সুসম্পূর্ণঃ কলশশ্চাভি-মন্ত্রিতঃ ॥ ২৬ ॥ যুষ্মাকং সুবিনাশায় সর্ব্বদেবাধি-নায়কঃ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈর্দ্বিরঃ ॥ ২৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষো ভয়ান্বিতঃ। দক্ষং গত্বা চ দীনাস্যঃ প্রোবাচ তদনন্তরম্ ॥ ২৮ ॥

লঙ্ঘন তাঁহাদের পরাভব বলিয়া বিবেচিত হইল; তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া গমনে নিবৃত্ত হইলেন এবং স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিয়া মন্ত্র করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রণায় সুনিশ্চিত হইল,—"পাপ শক্র আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদের পদ লঙ্ঘন করিয়াছে, অতএব আমরা মন্ত্রবীর্য্যবলে তাহাকে স্বপদ হইতে পাতিত করিয়া অন্য আর এক শক্রের সৃষ্টি করিব। এই অল্পবুদ্ধি অল্পবল ইন্দ্র মহ-মাহাত্ম্যে মদগর্ব্বিত হইয়াছে, অতএব আথর্ব্বণ মহাসূক্ত-দ্বারা আভিচারিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করত আমরা ইহাকে ব্যাপাদিত করিব।" অনন্তর উদ্যম-সম্পন্ন বালখিল্যগণ শুচি হইয়া স্ববিকোক্ত বিধানে স্কন্দসূক্ত উচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে অহর্নিশ আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজো-ত্তমগণ! তাঁহারা গর্ভোপনিষদ্ শাস্ত্রানুসারে বহু নীল-রুদ্রসূক্ত ও বিষ্ণুসূক্তযুক্ত কাম্য রুদ্রশীর্ষসূক্ত দ্বারা বহু আহুতি প্রদান করত মণ্ডলমধ্যে জলপূর্ণ এক কলস স্থাপন করিয়া হোমাবসানে সেই শুভাবহ জলদ্বারা অভিষেক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শক্র চতুর্দ্দিকে আত্মনাশের হেতুভূত অনেক সুদারুণ দুর্লক্ষণ সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার বামবাহু ও বাম নয়ন মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার স্বীয় নাসাগ্র, জিহ্বাগ্র ও দর্শন করিলেন না। তিনি মস্তকহীন নিজ ছায়া ও আকাশে ভাস্করদ্বয় দর্শন করিতে লাগিলেন। অরুন্ধতী, ধ্রুব ও বিষ্ণুপদসমূহ তাঁহার দৃষ্টিপথের অদৃশ্য হইল। শক্র আকাশে শনি ও স্বর্গগঙ্গাকে দর্শন করিলেন না। শয়নে সতত সায়ুধা মুক্তকেশী রুক্ষদন্তা বিবস্ত্রা ভীষণা রমণী সন্দর্শন করিতে লাগি-লেন। এই সকল মহোৎপাত দর্শনে শচীপতি ভীতিগ্রস্ত হইয়া বৃহস্পতিসমীপে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে গুরো! এ কি সন্দর্শন করিতেছি। আমার নয়নসমক্ষে পৃথক্ পৃথক্ দুর্নিমিত্ত মহোৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে। হে প্রাজ্ঞ! বলুন, বলুন, তবে কি ইহাতে আমার কিংবা আমার ত্রৈলোক্যের রাজৈশ্বর্য্য বিনাশ হইবে? বৃহস্পতি বলিলেন,—মহর্ষি বালখিল্য-গণ গোষ্পদের পরপারে গমনাভিলাষী হইয়া পথে অবস্থিত ছিলেন; তুমি মদমত্ত হইয়া তাঁহাদের উল্লঙ্ঘন করিয়াছ, হে শচীপতে! তাঁহারা এক্ষণে তোমার বিনাশের জন্য আথর্ব্বণ মন্ত্রে হোম সম্পূর্ণ করিয়া কলশ অভিমন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃশেষরূপে তোমার বিনাশসাধন করিয়া অন্য একজন দেবনায়ক ইন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। আথর্ব্বণ-মন্ত্র অব্যর্থ; অতএব নিঃসন্দেহ অপর ইন্দ্রের প্রাদু-র্ভাব হইবে। তদনন্তর সহস্রলোচন বৃহস্পতি-বাক্যে ভীতিগ্রস্ত হইয়া দীনবদনে দক্ষসমীপে গমনপূর্ব্বক

অস্মন্নাশায় মুনিভির্ব্বলাখিল্যৈঃ প্রজাপতে। প্রোদ্যামা বিহিতঃ সম্যক্‌শক্রস্থানস্থ বৈ কৃতে ॥২৯॥ তান্ বারয় স্বয়ং গত্বা যাবন্নো জায়তে পরঃ। শক্রোঽস্মদ্ধ্বংসনার্থায় নাস্তি তেষামসাধ্যতা ॥ ৩০ ॥ অথ দক্ষো দ্রুতং গত্বা শক্রাদ্যৈরমরৈর্বৃতঃ। প্রহসংস্তানুবাচেদং বিনয়েন সমন্বিতঃ ॥ ৩১ ॥ কিমেতৎক্রিয়তে বিপ্রাঃ কর্ম্ম রৌদ্রতরং মহৎ। ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলং যেন সর্ব্বমেতদ্ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩২ ॥ অথ তে দক্ষমালোক্য সমায়াতং স্বমাশ্রয়ম্। সম্মুখাশ্চাভ্যয়ুস্তূর্ণং প্রগৃহীতার্ঘ্যপাণয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ অর্ঘ্যং দত্ত্বা যথান্যায়ং পূজাং কৃত্বাথ ভক্তিতঃ। প্রোচুশ্চ প্রণতা ভূত্বা স্বাগতং তে প্রজাপতে ॥ ৩৪ ॥ আদেশো দীয়তাং শীঘ্রং যদর্থমিহ চাগতঃ। অপি প্রাণপ্রদানেন করিষ্যামঃ প্রিয়ং তব ॥ ৩৫ ॥ দক্ষ উবাচ। এতদ্দোদ্‌দ্রতমং কর্ম্ম সর্ব্বদেবভয়াবহম্। ত্যাজ্যং যুস্মাভিরব্যগ্রৈরেতদর্থমিহাগতঃ ॥ ৩৬ ॥ মুনয় উচুঃ। বয়ং শক্রেণ তে যজ্ঞে সমায়াতাঃ সুভক্তিতঃ। উল্লঙ্ঘ্য মদোদ্রেকাৎকৃত্বা হাস্যং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৩৭ ॥ শক্রোচ্ছেদায় চাস্মাভিঃ শক্রোঽন্যো বীর্য্যমন্ত্রতঃ। প্রারব্ধঃ কর্ত্তুমত্যুগ্রৈর্হোমাস্তশ্চ ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ তৎকথং মন্ত্রবীর্য্যং তৎক্রিয়তে মোঘমিত্যহো। বেদোক্তঞ্চ বিশেষেণ তস্মাদত্র বদ প্রভো ॥ ৩৯ ॥ ত্বমেব যদি শক্তঃ স্যাদন্যথা কর্ত্তুমেব হি। কুরুষ বা স্বয়ং নাথ নাস্মাকং শক্তিরীদৃশী ॥ ৪০ ॥ দক্ষ উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগা যদ্‌ যুস্মাভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্। নান্যথা শক্যতে কর্ত্তুং বেদমন্ত্রোদ্ভবং বলম্ ॥ ৪১ ॥ তদয় এষ কৃতো হোমো যুস্মাভির্ব্বেদমন্ত্রতঃ। দেবরাজার্থমব্যগ্রৈঃ কলশশ্চাভিমন্ত্রিতঃ ॥ ৪২ ॥ সোঽয়ং মৎবচনাদ্রাজা ভবিষ্যতি পতত্রিণাম্। তেজোবীর্য্যসমোপেতঃ শক্রাদপি সুবীর্য্যবান্ ॥ ৪৩ ॥ এতস্য দেবরাজস্য ক্ষন্তব্যং মম বাক্যতঃ। তৎকৃতং মূঢ়ভাবেন যদনেন বিচেষ্টিতম্ ॥ ৪৪ ॥ এবমুক্ত্বা তু তেষাং তং সহস্রাক্ষং ভয়াতুরম্। দর্শয়ামাস দক্ষস্তু বিনয়াবনতং স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥ তেঽপি দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং বেপমানং কৃতাঞ্জলিম্। প্রোচুর্ম্মাতি-

---

বলিলেন,—হে প্রজাপতে! বালখিল্য মুনিগণ আমাদের বিনাশ ও অন্য দেবরাজের প্রতিষ্ঠার জন্য মহাউদ্যম করিয়াছেন; যতক্ষণ না অপর শক্র প্রাদুর্ভূত হয়, স্বয়ং আপনি এই সময় মধ্যে তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বারণ করুন; তাঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, নিষিদ্ধ না হইলে অবশ্যই তাঁহারা আমাদের বিনাশ সাধন করিবেন। অনন্তর দক্ষ ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ সহ দ্রুত পদে তথায় গমন করিয়া ঈষৎ সহাস্য আস্যে বিনয়ব্যবহারে তাঁহাদিগকে কহিলেন;—হে বিপ্রগণ! আপনারা এ কি ভীষণতর কর্ম্ম করিতেছেন, আপনাদের কার্য্যে নিখিল ত্রিলোক ব্যাকুল হইয়াছে। অনন্তর বালখিল্যগণ দক্ষকে আপনাদের আশ্রমে সমাগত দেখিয়া অর্ঘ্যহস্তে সত্বর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সভক্তি অর্ঘ্যাদি দান ও তাঁহার পূজা করত প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রজাপতে! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনি যে জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ করুন, আমরা প্রাণ দিয়াও আপনার প্রিয় সাধন করিব। দক্ষ উত্তর করিলেন,—আপনারা অব্যগ্রহৃদয়ে এই সর্ব্বদেবক্ষয়াবহ ভীষণতর কার্য্য পরিত্যাগ করুন, আমি এই জন্যই এস্থানে সমাগত হইয়াছি। মুনিগণ কহিলেন,—আমরা ভক্তিবশতঃ শক্রের সহিত আপনার যজ্ঞে গমন করিতেছিলাম, মদমোহিত শক্র মুহুর্মুহু হাস্য করিয়া আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে; আমরা মন্ত্রবীর্য্যবলে এই শক্রের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া অন্য এক শক্রের প্রতিষ্ঠা করিব এইরূপ সংকল্প করিয়া অত্যুগ্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, আমাদের হোমান্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে; অহো প্রজাপতে! এখন কেমন করিয়া মন্ত্রবীর্য্য ব্যর্থ করিব? বিশেষতঃ বেদোক্ত ক্রিয়া ব্যর্থ হইবার নহে; অতএব হে প্রভো! বলুন, এখন আমরা কি করিব? হে নাথ! যদি আপনার এই মন্ত্রবীর্য্য ব্যর্থ করার সামর্থ্য থাকে, তবে করুন; আমাদের কিন্তু সে শক্তি নাই। ১১—৪০। দক্ষ উত্তর করিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা যাহা বলিলেন, ইহা সত্য,—বেদমন্ত্রের বীর্য্য অব্যর্থ; আমার প্রার্থনা—আপনারা অব্যগ্রহৃদয়ে দেবরাজের বিনাশবাসনায় বেদমন্ত্রে যে হোম ও এই যে কলস অভিমন্ত্রিত করিয়াছেন, ইহা হইতে শক্র অপেক্ষাও অধিক বীর্য্যবান্ তেজোবীর্য্যযুক্ত পতগরাজ গরুড় জন্মগ্রহণ করুক; দেবরাজ মূঢ়ভাবে যে অপকার্য্য করিয়াছেন, আমার বাক্যে তাহা ক্ষমা করুন। প্রজাপতি দক্ষ এইরূপ কহিয়া ভীতিবিহ্বল সহস্রলোচনকে সেই ঋষিগণের সমক্ষে উপনীত করিলেন, সুররাজও বিনয়নম্রমস্তকে তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। ঋষিগণ বেপমান

ক্রমঃ শক্র ব্রাহ্মণানাং করিষ্যসি । ৪৬ । ভূয়ো যদি দিবেশানামাধিপত্যং প্রবাঞ্ছসি । অপি মন্দোঽপি মূর্খোঽপি ক্রিয়াহীনোঽপি বা দ্বিজঃ নাবজ্ঞেয়ো বুধৈঃ ক্বাপি লোকদ্বয়মভীপ্সুভিঃ । ৪৭ । ইন্দ্র উবাচ । অজ্ঞানাদ্‌যদি বা জ্ঞানাদ‌যন্ময়া কুকৃতং কৃতম্ । তৎক্ষন্তব্যং দ্বিজৈঃ সর্বৈর্বিশেষাদ্দক্ষবাক্যতঃ । ৪৮ । প্রগৃহ্যতাং বরোঽস্মাকং যঃ সদা বর্ত্ততে হৃদি । প্রদাস্যামি ন সন্দেহো নাদেয়ং বিদ্যতে মম । ৪৯ । মুনয় উচুঃ । অস্মিন্ কুণ্ডে নরো হোমং যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ । এতল্লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য তস্যাস্তু হৃদি বাঞ্ছিতম্ । ৫০ । ইন্দ্র উবাচ । এতল্লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য যোঽত্র হোমং করিষ্যতি । কুণ্ডেঽত্র বাঞ্ছিতং সদ্যঃ সকলং স হি লপ্স্যতে । ৫১ । নিষ্কামো যাপি সম্পূজ্য লিঙ্গমেতস্তু মানবম্ । প্রযাস্যতি পরাং সিদ্ধিং ত্রিদশৈরপি দুর্লভাম্ । ৫২ । সূত উবাচ । এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষো বালখিল্যান্মুনীশ্বরান । ঐরাবতং সমারুহ্য দক্ষযজ্ঞে ততো গতঃ । ৫৩ । দক্ষোঽপি বিধিবদ্‌যজ্ঞং চকার দ্বিজসত্তমাঃ সংহৃষ্টৈর্বালখিল্যৈস্তৈরুপবিষ্টৈঃ সমীপতঃ । ৫৪ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে বালখিল্যাশ্রমমাহাত্ম্যকথনং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ । ৭৯ ।

এতাঞ্জলি সহস্রলোচনকে দর্শন করিয়া কহিলেন,—শক্র! যদি পুনরায় অমর রাজ্যের আধিপত্য কামনা থাকে, তবে কদাচ দ্বিজগণকে অতিক্রম করিও না। মন্দ হউক, মূর্খ বা ক্রিয়াহীনই হউক, লোকদ্বয়মঙ্গলাভিলাষী বিচক্ষণগণ কদাচ তাদৃশ দ্বিজগণের অবজ্ঞা করেন না। ইন্দ্র কহিলেন,—আমি জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতঃ যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, দ্বিজগণ অবশ্যই তাহা ক্ষমা করিবেন; বিশেষতঃ প্রজাপতি দক্ষ আমার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, অতএব আমি অবশ্যই ক্ষন্তব্য। হে মুনিগণ! আপনাদের অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন, অদ্য আপনাদিগকে অদেয় আমাদের কিছুই নাই, এবিষয়ে সন্দেহ করিবেন না। মুনিগণ উত্তর করিলেন,—যে মানব সশ্রদ্ধ হইয়া এই লিঙ্গের পূজা ও কুণ্ডে হোম করিবে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। ইন্দ্র কহিলেন,—এই লিঙ্গের সম্যক্ পূজা করিয়া যে মানব কুণ্ডে হোম করিবে, নিঃসংশয় তাহার অভীষ্ট লাভ হইবে। নিষ্কাম মানবও এই ভাবে লিঙ্গের পূজা করিয়া ত্রিদশদুর্লভ মুক্তিলাভ করিবে। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর সহস্রলোচন, মুনীশ্বর বালখিল্যগণকে এইরূপ বর দিয়া ঐরাবতারোহণে দক্ষের যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন, দক্ষও সেই হৃষ্ট বালখিল্যগণের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধি যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ৪৭—৫৪।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৯ ।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ । যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং তেজোবীর্য্যসমন্বিতঃ । গরুড়স্তেন সংজজ্ঞে মুনীনাং হোমকর্ম্মণা । ১ । স কথং তত্র সম্ভূত এতন্নো বিস্তরাদ্বদ । বিনতায়াঃ সমুদ্ভূত ইত্যেবা শ্রূয়তে শ্রুতঃ । ২ । সূত উবাচ । যোঽসাবাথর্ব্বণৈর্মন্ত্রৈঃ কলশশ্চাভিমন্ত্রিতঃ তৈর্মন্ত্রৈর্বালখিল্যৈশ্চ মহামর্ষসমন্বিতৈঃ । ৩ । নিবারিতৈশ্চ দক্ষেণ সূচিতে বিহগাধিপে । কশ্যপস্তং সমাদায় কলশং প্রযযৌ গৃহম্ । ৪ । ততঃ প্রোবাচ সংহৃষ্টো বিনতাং দয়িতাং নিজাম্ । এতৎ পিব জলং ভদ্রে মন্ত্রপূতং মহত্তরম্ । ৫ । যেন তে জায়তে পুত্রঃ সহস্রাক্ষাধিকো বলী । তেজস্বী চ যশস্বী চ অজেয়ঃ সর্ব্বদানবৈঃ । ৬ । তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তৎক্ষণাদেব সম্পপৌ । ততোঽস্যাঃ বরারোহা দেব্যা গর্ভং ততো দধে । ৭ । এবং তজ্জলপানেন তেজোবীর্য্যসমন্বিতঃ ।

অশীতিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! তুমি কহিলে, বালখিল্যগণের হোমক্রিয়ায় তেজোবীর্য্যযুক্ত পক্ষিরাজ জন্মগ্রহণ করিবে, আমরা শুনিয়াছি,—বিনতার উদরে বিহগবর গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অতএব মুনিযজ্ঞে কিরূপে গরুড় প্রাদুর্ভূত হইল? তাহা বিস্তাররূপে আমাদের নিকট বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—বালখিল্য ঋষিগণ রোষপরবশ হইয়া শক্রনাশের জন্য আথর্ব্বণ মন্ত্রে কলশ অভিমন্ত্রিত করিলে দক্ষ আসিয়া তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং তাঁহারই মুখে তখন পক্ষিরাজ গরুড়জন্মের সূচনা হইয়া রহিল। অনন্তর কশ্যপ সেই অভিমন্ত্রিত কলস লইয়া স্বগৃহে গমন করতঃ হৃষ্টহৃদয়ে দয়িতা বিনতাকে কহিলেন,—হে ভদ্রে! এই জল বালখিল্যগণের মহামন্ত্র দ্বারা পূত; তুমি এই উত্তম জল পান কর। হে প্রিয়ে! এই জলপানে

কশ্যপাদ্গরুড়ো জজ্ঞে সর্ব্বসর্পভয়াবহঃ ॥ ৮ ॥ যেনামৃতং হৃতং বীর্য্যাৎপরিভূয় পুরন্দরম্। মাতৃভক্তিপরীতেন সর্পাণাং সন্নিবেদিতম্ ॥ ৯ ॥ যো জজ্ঞে দয়িতো বিষ্ণোর্বাহনত্বমুপাগতঃ। ধ্বজাগ্রে তু রথস্যাপি যঃ সদৈব ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০ ॥ যেন পূর্ব্বং তপস্তপ্তা ক্ষেত্রেঽত্রৈব মহাত্মনা। ত্রিনেত্রস্তুষ্টিমানীতো গতপক্ষেণ ধীমতা ॥ ১১ ॥ পক্ষাপ্তির্যেন সঞ্জাতা যস্য ভূয়োঽপি তাদৃশী। দেবদেবপ্রসাদেন বিশিষ্টা চাপি নির্ম্মিতা ॥ ১২ ॥ মুনয় উচুঃ। কথং তস্য গতো পক্ষৌ গরুড়স্য মহাত্মনঃ। পুনর্লব্ধৌ কথং তেন কথং তুষ্টো মহেশ্বরঃ। এতন্নো বিস্তরাদ্‌ব্রূহি সূতপুত্র যথাতথম্ ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ। পুরাসীদ্ ব্রাহ্মণো মিত্রং ভৃগুবংশকুলোদ্ভবঃ। গরুড়স্য দ্বিজশ্রেষ্ঠা বালভাবাদপি প্রভোঃ ॥ ১৪ ॥ তস্য কন্যা পুরা জাতা মাধবী নাম সম্মতা। রূপৌদার্য্যসমোপেতা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ১৫ ॥ ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ পন্নগী। তাদৃগ্রূপা মহাভাগা যাদৃশী সা সুমধ্যমা ॥ ১৬ ॥ অথ তস্যা বরার্থায় গরুড়ং বিহগাধিপম্। স প্রোবাচ পরং মিত্রং বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ এতস্যা মম কন্যায়া বরং ত্বং বিহগাধিপ। সদৃশং বীক্ষয়স্বাদ্য যেন তস্মৈ দদাম্যহম্ ॥ ১৮ ॥ গরুড় উবাচ। মম পৃষ্ঠং সমারুহ্য সমস্তং ক্ষিতিমণ্ডলম্। ত্বং ভ্রমস্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৃহীত্বেমাং চ কন্যকাম্ ॥ ১৯ ॥ ততস্তস্যাঃ কুমার্য্যা বৈ অনুরূপং গুণান্বিতম্। স্বয়ং চাহর ভর্ত্তারমেষা মৈত্রী মমোদ্ভবা ॥ ২০ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তোঽথ বিপ্রঃ স তৎক্ষণাৎ কন্যয়া সহ। আরূঢ়ো গারুড়ং পৃষ্ঠং বরার্থায় দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২১ ॥ যং যং পশ্যতি বিপ্রঃ স কুমারং তরুণাকৃতিম্। স স নো তস্য চিত্তান্তে বর্ত্ততেস্ম কথঞ্চন ॥ ২২ ॥ কস্যচিদ্রূপমত্যুগ্রং ন কুলঞ্চ সুনির্ম্মলম্। কুলং রূপঞ্চ যস্য স্যাত্তস্য নো গুণসঞ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥ যস্য বা গুণসন্দোহস্তস্য নো রূপমুত্তমম্। পক্ষপাতঞ্চ বিত্তঞ্চ তথান্যদ্বরলক্ষণম্ ॥

তোমার সহস্রলোচন হইতেও অধিক বলশালী, তেজস্বী, যশস্বী ও দানবগণের অজেয় তনয়লাভ হইবে। বরারোহা বিনতা পতির বাক্যে তৎক্ষণাৎ নিঃশেষরূপে সেই জল পান করিলেন, জলপানে তাঁহার সদ্য গর্ভ হইল। হে ঋষিগণ! বিনতা সেই জলপানে কশ্যপ হইতে নিখিল সর্পের ভয়দ গরুড় নামক তনয় লাভ করিলেন। মাতৃভক্তিপরায়ণ এই গরুড়ই সর্পগণের প্রার্থনায় পুরন্দরকে পরাভূত করিয়া অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, ইনিই বিষ্ণুর প্রিয়বাহন ও তাঁহার রথধ্বজাগ্রে সতত অবস্থিত। পুরাকালে মহাত্মা ধীমান্ গরুড় শাপবশে বিগতপক্ষ হইয়া এক্ষেত্রে তপস্যা করত ত্রিলোচনের সন্তোষ সাধন করেন, দেবদেবের প্রসাদে তাঁহার পুনরায় বিশিষ্ট পক্ষোদ্গম হইয়াছিল। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! কিরূপে পক্ষিরাজ মহাত্মা গরুড়ের পক্ষক্ষয় হয়? কি করিলেই বা তাঁহার প্রতি মহেশ প্রীত হন বা কিরূপেই বা তিনি পুনঃ পক্ষপ্রাপ্ত হইলেন, আমাদের নিকট এসকল বিস্তাররূপে কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরাকালে বালভাবনিবন্ধন ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত প্রভুগুণসম্পন্ন গরুড়ের মিত্রতা জন্মে; গরুড়মিত্র ব্রাহ্মণের এক কন্যা ছিল, তাহার নাম মাধবী; মাধবী লোকসম্মতা, রূপ ও ঐদার্য্যগুণযুক্তা এবং সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না; সেই মহাভাগা সুমধ্যমা মাধবী এতই সুরূপা যে, তৎকালে দেবী, গন্ধর্ব্বী, আসুরী কিংবা পন্নগী রূপে কেহই তাহার সমান ছিল না। একদিন দ্বিজ কন্যার বরার্থ বিনয়বচনে পরমমিত্র বিহগবর গরুড়কে বলিলেন,—হে খগরাজ! অদ্য তুমি আমার কন্যার একটী উপযুক্ত বর প্রদর্শন কর, আমি তাহাকে কন্যাদান করিব। ১—১৮। গরুড় উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি কন্যার সহিত আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পৃথিবী ভ্রমণপূর্ব্বক আপনিই আপনার কন্যার অনুরূপ বর অন্বেষণ করিয়া তাহার করে কন্যা অর্পণ করুন; এইরূপ হইলে আমার যথাযথ মিত্রের কার্য্য করা হইবে। সূত কহিলেন—হে দ্বিজগণ! দ্বিজ বরান্বেষণার্থ মিত্র গরুড়ের বাক্যে কন্যা সহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তিনি যে যে স্থানে গমন ও যে যে তরুণ বর দর্শন করিলেন, কোনটীও তাঁহার মনোনীত হইল না; তিনি যে সকল বর দর্শন করিলেন, তন্মধ্যে কাহার রূপ অত্যুগ্র, কেহ বা নিষ্কুল, কেহ বা অরমণীয়; যদি বা রূপ ও কুলবান্ দর্শন করেন, সে হয় ত গুণবান হয় না। আবার যদি বা বিবিধ গুণসম্পন্ন হয়, কিন্তু উত্তম রূপবান্ বিত্তসম্পন্ন, সদ্বিষয়ে আসক্তযুক্ত হয় না। হে দ্বিজসত্তমগণ! বরার্থী দ্বিজ ও পক্ষিবর গরুড় সমগ্র-

২৪ । এবং বর্ষসহস্রান্তে ভ্রমতস্তস্য ভূতলম্ । বিপ্রস্য পক্ষিনাথস্য বরার্থায় দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ কদাচিদথ তৌ শ্রান্তৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ । ক্ষেত্রেঽত্রৈব সমায়াতৌ বাসুদেবদিদৃক্ষয়া ॥২৬ ॥ শ্বেতদ্বীপং সমালোক্য তথাশ্বাং বদরীং শুভাম্ । ক্ষীরোদঞ্চ সবৈকুণ্ঠং তথান্যং তস্য সংশ্রয়ম্ ॥ ২৭ ॥ অথ তাভ্যাং মুনির্দৃষ্টো নারদো ব্রহ্মসম্ভবঃ । সান্ত্বপূর্ব্বং তদা পৃষ্টো বিষ্ণুং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২৮ ॥ ক্ব দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সাম্প্রতং বর্ত্ততে মুনে । বিষ্ণুস্থানানি সর্ব্বাণি বীক্ষিতানি সমন্ততঃ । আবাভ্যাং সম্প্রহৃষ্টাভ্যাং ন সংদৃষ্টঃ স কেশবঃ ॥ ২৯ ॥ নারদ উবাচ । জলশায়িস্বরূপেণ যাবন্মাসচতুষ্টয়ম্ । হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে স সন্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥ ৩০ ॥ তস্মাত্তদ্দর্শনার্থায় গম্যতাং তত্র মা চিরম্ । যেন সন্দর্শনং যাতি দ্বাভ্যামপি স চক্রধৃক্ ॥ ৩১ ॥ অহমপ্যেব তত্রৈব প্রস্থিতস্তস্য দর্শনাৎ । প্রস্থিতশ্চ ত্বয়া যুক্তো দেবকার্য্যেণ কেনচিৎ ॥ ৩২ ॥ অথ তৌ পক্ষিবিপ্রেন্দ্রৌ স চ ব্রহ্মসুতো মুনিঃ । প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে স্থিতো যত্র জলশায়ী জনার্দ্দনঃ ॥৩৩॥ অথ দৃষ্টা মহত্তেজো বৈষ্ণবং দূরতোঽপি তম্ । ব্রাহ্মণং গরুড়ঃ প্রাহ নারদশ্চ মুনীশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ অত্রৈব ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তিষ্ঠ দূরেঽপি তেজসঃ । বৈষ্ণবস্য সুতাযুক্তঃ কল্পান্তাগ্নিসমস্য চ ॥ ৩৫ ॥ নো চেৎসম্পৎস্যসে ভস্ম পতঙ্গ ইব পাবকম্ । সমাসাদ্য নিশাযোগে মূঢ়ং ভাবং সমাশ্রিতঃ ॥ ৩৬ ॥ আবাভ্যাং তৎপ্রসাদেন সোঢব্যেতৎ সুদুঃসহম্ । ন করোতি শরীরার্ত্তিং তথান্যদপি কুৎসিতম্ ॥ ৩৭ ॥ এবং তং ব্রাহ্মণং তত্র মুক্ত্বা দূরে সুতান্বিতম্ । গতৌ তৌ তত্র সংসুপ্তস্তোয়ে যত্র জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৮ ॥ দিব্যাস্তুতিপরৌ মূর্দ্ধ্নি ধৃতহস্তাঞ্জলীপুটৌ । পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গাবানন্দাশ্রুপ্লুতাননৌ ॥ ৩৯ ॥ ত্রিঃপরিক্রম্য তং দেবমষ্টাঙ্গং প্রণতৌ হরিম্ । দৃষ্টবন্তৌ চ পাদান্তে সন্নিবিষ্টাং সমুদ্রজাম্ ॥ ৪০ ॥ পাদসম্বাহনাসক্তাং বিষ্ণুবক্ত্রাহিতেক্ষণাম্ । অথাপরাং বয়োবৃদ্ধাং শ্বেতবস্ত্রাবগুণ্ঠিতাম্ ॥ ৪১ ॥ সন্নিবিষ্টাং তদভ্যাসে সম্যগ্ধ্যানপরায়ণাম্ । দ্বাদশার্কপ্রভাযুক্তাং কৃশাঙ্গীং

বর্ষ ভূতলে ভ্রমণ করিয়াও বরোচিত লক্ষণযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না, তাঁহারা ইতস্তত ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া বাসুদেবদর্শনবাসনায় এই ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা শ্বেতদ্বীপ, শুভাবহাবদরী, সবৈকুণ্ঠ ক্ষীরোদ ও বৈকুণ্ঠের আশ্রমপদ সকল সন্দর্শন করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হইল, তাঁহারা নম্রবাক্যে নারদকে ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—হে মুনে। পুণ্ডরীকনয়ন দেব বিষ্ণু সম্প্রতি কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? আমরা হৃষ্টহৃদয়ে সমস্ত বিষ্ণুস্থান দর্শন করিয়াও কেশবের দর্শন পাই নাই, তিনিও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। নারদ উত্তর করিলেন,—বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়িবেশে হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে মাসচতুষ্টয় যাবৎ সতত বাস করিতেছেন। তোমরা তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া সত্বর তথায় গমন কর, সেখানে উপস্থিত হইলেই দুইজনে চক্রধারীর দর্শন লাভ করিবে। আমিও এক্ষণই তাঁহার দর্শনার্থ তথায় গমন করিব, দেবকার্য্যসাধনই আমার গমনের উদ্দেশ্য, চল আমি তোমাদের সঙ্গেই গমন করিতেছি। অনন্তর খগবর গরুড়, খগমিত্র দ্বিজসত্তম ও ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ তিনজন একত্রিত হইয়া জলশায়ী জনার্দ্দনের আবাসে গমন করিলেন। বহুদূর হইতে এক মহাবৈষ্ণবতেজ দৃষ্ট হইল, তদ্দর্শনে গরুড় ও মুনীশ্বর নারদ সেই খগমিত্র দ্বিজকে কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি কন্যার সহিত এই কল্পান্তকালের অনলতুল্য বিষ্ণুতেজের দূরে অবস্থান করুন, অন্যথা নিশিযোগে মূঢ়ভাববশতঃ পাবক-পতিত পতঙ্গের ন্যায় এই বিষ্ণুতেজে আপনি ভস্ম হইয়া যাইবেন। আমরা বিষ্ণুর প্রসাদে তাঁহার এই সুদুঃসহ তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইব। ইহাতে আমাদের শরীরে পীড়া বা অন্য কোন কুৎসিতভাব হইবে না।১৯—৩৭। গরুড় ও নারদ এইরূপে কন্যার সহিত ব্রাহ্মণকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া যেস্থানে বিষ্ণু শয়ান, তথায় উপনীত হইলেন এবং মস্তকে হস্তযুগল বিন্যস্ত করিয়া দিব্য স্তুতি করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুদর্শনে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও লোচনযুগল আনন্দজলে আপ্লুত হইল। তাঁহারা বারত্রয় হরির প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দেখিলেন,—সমুদ্রনন্দিনী পদ্মালয়া পতির পাদপদ্মসমীপে উপবিষ্টা ও তাঁহার পাদসংবাহনে আসক্তা, তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মনেত্র হরির বক্ত্রপ্রান্তে নিহিত; শ্বেতবস্ত্রাবগুণ্ঠিতা বয়োবৃদ্ধা কৃশাঙ্গী

পুলকান্বিতাম্ ॥ ৪২ ॥ অথ তৌ বিষ্ণুনা হর্ষাদুভাবপি প্রহর্ষিতৌ। সম্ভাষিতৌ চ সম্পৃষ্টৌ যদর্থঞ্চ সমাগতৌ। ৪৩ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। অহং হি সুরকার্য্যেণ সম্প্রাপ্তোঽত্র তবান্তিকম্। গরুড়ো বৈ ব্রাহ্মণায় যন্মাং পৃচ্ছসি কেশব ॥ ৪৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কচ্চিৎ ক্ষেমং মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্। কচ্চিন্নেন্দ্রস্য সঞ্জাতং ভয়ং দানবসম্ভবম্ ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞভাগং লভন্তেস্ম কচ্চিদ্দেবাঃ সবাসবাঃ। কচ্চিন্ন দানবঃ কশ্চিদুৎকটোঽভূদ্ধরাতলে ॥ ৩৬ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। সাম্প্রতং ধরণী প্রাপ্তা চতুর্ব্বক্ত্রস্য সন্নিধৌ। রোরূয়মাণা ভারার্ত্তা দানবৈঃ পীড়িতা ভৃশম্। প্রোবাচ পদ্মজং তত্র দুঃখেন মহতান্বিতা ॥ ৪৭ ॥ ধরণ্যুবাচ। কালনেমির্হতো যোঽসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ স মহাসুরঃ ॥ ৪৮ ॥ অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নাম চাপরঃ। তথান্যা তু মহারৌদ্রা পূতনা নাম রাক্ষসী ॥ ৪৯ ॥ ইতশ্চেতশ্চ ধাবদ্ভির্দানবৈরেভিরেব চ। বৃথা মে জায়তে পীড়া তথান্যৈরপি দারুণৈঃ ॥ ৫০ ॥ ঊর্দ্ধবাহুস্তথা জাতো মর্ত্ত্যলোকে জনোঽধুনা। বহুত্বাম্ প্রমাতিস্ম কথঞ্চিদ্ধি মমোপরি ॥ ৫১ ॥ ভারাবতরণং দেব ন করিষ্যসি চাশু চেৎ। রসাতলং প্রযাস্যামি তদাহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। সম্মন্ত্র্য বিবুধৈঃ সার্দ্ধং প্রেষিতোঽহং তবান্তিকম্ ॥ ৫৩ ॥ প্রোক্তব্যো ভগবান্ বাক্যং ত্বয়া দেবো জনার্দ্দনঃ। যথাবতীর্য্য ভূপৃষ্ঠে ভারমস্যাঃ প্রণাশয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদ্ভূমিতলে দেব কৃত্বা জন্ম স্বয়ং বিভো। ভারং নাশয় মেদিন্যা এতদর্থমিহাগতঃ ॥ ৫৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এবং মুনে করিষ্যামি সম্মন্ত্র্য ব্রহ্মণা সহ। ভারাবতরণং ভূমেঃ সাকং দেবৈঃ সবাসবৈঃ ॥ ৫৬ ॥ এবমুক্ত্বাথ তং বিষ্ণুর্নারদং মুনিপুঙ্গবম্। ততশ্চ গরুড়ং প্রাহ ত্বং কিমর্থমিহাগতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুদর্শনমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

অপর একটী রমণীমূর্ত্তি তাঁহার পার্শ্বে সন্নিবিষ্টা ও একান্ত-ধ্যানপরায়ণা। এরমণীর কান্তি দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায় এবং ইনি সর্ব্বদা পুলকিতাঙ্গী। অনন্তর বিষ্ণু হর্ষবশতঃ সমাগত প্রহৃষ্ট গরুড় ও নারদের সম্ভাষাসহকারে তাঁহাদের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ উত্তর করিলেন,—হে কেশব! আপনার জিজ্ঞাসা অনুসারে নিবেদন করি, আমি সুরকার্য্য সাধনমানসে আর এই গরুড়মিত্র ব্রাহ্মণের প্রয়োজন সাধন জন্য এস্থানে সমাগত হইয়াছি। ভগবান্ বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ত্রিদশবাসীদের কুশল ত? ইন্দ্রের ত' দানবগণ হইতে কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই? সবাসব সুরগণ যজ্ঞভাগ লাভ করিতেছেন ত? ধরাতলে কোথায় ত' উৎকট দানবের অভ্যুত্থান হয় নাই? নারদ উত্তর করিলেন,—সম্প্রতি দানবভারার্ত্তা ধরিত্রী রোরুদ্যমানা হইয়া ব্রহ্মার সমীপে উপনীতা হন এবং অত্যন্ত দুঃখসহকারে পদ্মোদ্ভবকে নিবেদন করেন। ধরণী বলিলেন,—প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু যে কালনেমিকে নিহত করিয়াছিলেন, সে এক্ষণে উগ্রসেনসুত মহাসুর কংস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহার অনুচর অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব ও অন্যান্য দারুণ মহাসুরগণ এবং অনুচরী ভীষণা পূতনা রাক্ষসী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া আমার বৃথা পীড়া জন্মাইতেছে। সম্প্রতি মর্ত্ত্যলোকে লোকসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় আমি বিশেষরূপে ক্লিষ্ট; সকল লোকই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অসুরপীড়ার প্রতীকার কামনা করিতেছে; হে দেব! আপনি যদি সত্বর ভারাবতরণ না করেন, তবে আমি নিশ্চিতই রসাতলে প্রবেশ করিব। ধরণীর বাক্যশ্রবণে লোককর্ত্তা ব্রহ্মা দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে আপনার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন,—ভগবান্ দেব জনার্দ্দন যাহাতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করেন, তুমি তাঁহাকে তজ্জন্য নিবেদন করিবে। হে দেব! হে বিভো! আপনি স্বয়ং ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া মেদিনীর ভূভার হরণ করুন, আমি এই জন্য এখানে আগমন করিয়াছি। ভগবান বলিলেন,—হে মুনে! আমি ব্রহ্মার সহিত এ বিষয়ের মন্ত্রণা করিয়া সবাসব দেবগণসহ ধরায় অবতরণপূর্ব্বক ধরাভার হরণ করিব। অনন্তর বিষ্ণু মুনিপুঙ্গব নারদকে এইরূপ কহিয়া গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছ? ৩৮—৫৭।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগরুড় উবাচ। মমাস্তি দয়িতঃ মিত্রং ব্রাহ্মণো ভৃগুবংশজঃ। তস্যাস্তি মাধবী নাম কন্যা কমললোচনা॥ ১॥ ন তস্যাঃ সদৃশঃ কান্তঃ প্রাপ্তস্তেন মহাত্মনা। যতস্ততোঽহমাদিষ্টঃ কান্তমস্যাস্ত্বমানয়। অনুরূপং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদ্যহং সম্মতস্তব॥ ২॥ ততো ময়াখিলা ভূমিস্তদ্বরার্থং বিলোকিতা। ন তদর্থং বরো লব্ধঃ সর্বৈঃ সমুচিতো গুণৈঃ॥ ৩॥ ততস্ত্বং পুণ্ডরীকাক্ষ মম চিত্তে ব্যবস্থিতঃ। অনুরূপঃ পতিস্তস্যাঃ সর্বৈরেব গুণৈর্যুতঃ॥ ৪॥ তস্মাৎ পাণিগ্রহং তস্যাঃ স্বীকুরুষ্ব সুরেশ্বর। অত্যন্তরূপযুক্তায়া মম বাক্যপ্রণোদিতঃ॥ ৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। অত্রানয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাং কন্যাং কমলেক্ষণাম্। যেন দৃষ্ট্বা স্বয়ং পশ্চাৎপ্রকরোমি যথোদিতম্॥ ৬॥ গরুড় উবাচ। তব তেজোভয়াদেব সা কন্যা জনকান্বিতা। ময়া দূরে বিনির্মুক্তা তৎকথং তামিহানয়ে॥ ৭॥ শ্রীভগবানুবাচ। অত্র তাং মম তেজো জনকেন সমন্বিতাম্। ন হি ধক্ষ্যতি তস্মাত্ত্বং শীঘ্রং দ্বিজবরানয়॥ ৮॥ এবমুক্তস্ততস্তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তাং কন্যামানয়ামাস তং চ বিপ্রং ভৃগূদ্বহম্॥ ৯॥ অথাসৌ প্রণিপত্যোচ্চৈর্ব্রাহ্মণো মধুসূদনম্। লক্ষ্মী-বম্যাবিশৎপার্শ্বে গরুড়স্য সমীপতঃ॥ ১০॥ সাপি কন্যা বরারোহা বাল্যভাবাদনিন্দিতা। শয্যৈকান্তে সমাবিষ্টা দক্ষিণে মুরবিদ্বিষঃ॥ ১১॥ অথ কোপপরীতাঙ্গী মহিষী ধর্ম্মমাশ্রিতা। লক্ষ্মীঃ শশাপ তাং কন্যাং সপত্নীতি বিচিন্ত্য চ॥ ১২॥ যস্মান্মে পুরতঃ পাপে কান্তস্য মম হর্ষিতা। শয্যায়াং ত্বং সমাবিষ্টা লজ্জাং ত্যক্ত্বা সুদূরতঃ। তস্মাদধোমুখী নূনং বিকৃতা ত্বং ভবিষ্যসি॥ ১৩॥ এবং শাপে প্রিয়া দত্তে হাহাকারো মহানভূৎ। সর্বেষাং তত্র সংস্থানাং কোপশ্চাপি দ্বিজন্মনঃ॥ ১৪॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। সহস্রং যাচতে কন্যা করোত্যেকঃ করগ্রহম্। বাঙ্মাত্রেণ ন তস্যাঃ স্যাৎ পত্নীভাবঃ কথঞ্চন॥ ১৫॥ যাবন্নাগ্নিদ্বিজাতীনাং প্রত্যক্ষ

একাশীতিতম অধ্যায়।

গরুড় বলিলেন,—ভৃগুবংশজ জনৈক দ্বিজ আমার প্রিয় মিত্র আছেন, তাঁহার মাধবী নাম্নী এক কন্যা আছে, মহাত্মা দ্বিজ কমললোচনা মাধবীর অনুরূপ বর প্রাপ্ত হন নাই; তিনি আমাকে তাহার অনুরূপ বর আনয়ন করিতে বলেন। অনন্তর আমি মাধবীর বরান্বেষণে অখিল ভূতল ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু বরোচিত নিখিল গুণযুক্ত কোন পাত্রই প্রাপ্ত হইলাম না। হে পুণ্ডরীকনয়ন! তারপর আমার হৃদয়ে আপনার রূপ উদিত হইল, আমি নিশ্চয় করিলাম,—আপনিই তাহার অনুরূপ পতি ও আপনিই সর্ব্বগুণযুক্ত; অতএব হে সুরেশ্বর। আমার বাক্যে প্রণোদিত হইয়া অত্যন্ত রূপগুণযুক্তা মাধবীর পাণিগ্রহণ করুন। ভগবান বলিলেন —হে পক্ষিবর! কমললোচনা কন্যা মাধবীকে এইখানে আনয়ন কর, আমি মাধবীকে দর্শন করিয়া পরে তোমার কথানুসারে কার্য্য করিব। গরুড় কহিলেন,—প্রভো! আপনার তেজের ভয়েই জনকের সহিত সেই কন্যাকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি, আপনার তেজ তাহাদের দুঃসহ; অতএব কিরূপে তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করিব। ভগবান্ বলিলেন।—হে খগবর। জনকের সহিত মাধবীকে এখানে আনয়ন কর, আমার তেজ তাহাদিগকে দগ্ধ করিবে না। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্তৃক আদিষ্ট গরুড় ভার্গবশ্রেষ্ঠ সেই দ্বিজের সহিত মাধবীকে বিষ্ণুসমীপে আনয়ন করিলে, দ্বিজ মধুসূদনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গরুড় যেস্থানে উপবেশন করিয়াছেন, তাহারই সমীপে লক্ষ্মীযুক্ত বিষ্ণুর পাদদেশে উপবেশন করিলেন। এদিকে বরারোহা অনিন্দিতা কন্যা মাধবীও বালস্বভাববশতঃ মুরারিপু হরির দক্ষিণপার্শ্বে শয্যার একদেশে উপবেশন করিল। লক্ষ্মী ভাবিলেন,—মাধবী তাঁহার সপত্নী হইবে,—কোপে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মহিষী ধর্ম্মানুসারে মাধবীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন,—"রে পাপে! তুই দূর হইতে আসিয়াও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারই সম্মুখে আমার স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিস্, অতএব তুই নিশ্চিতই বিকৃতবদনা অধমুখী হইবি।"১—১৩। লক্ষ্মী এইরূপ শাপ প্রদান করিলে তত্রত্য জনগণের মধ্যে মহা হাহাকার রব উত্থিত হইল, মাধবীর পিতাও লক্ষ্মীর প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তিনিও লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমার কন্যা মাধবীকে প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মাধবী কাহারও পাণিগ্রহণ করে নাই, বাঙমাত্রেও মাধবীর তাহাদের উপর পত্নীভাব জন্মে নাই। বিশেষতঃ যে পর্য্যন্ত

গুরুসান্নিধৌ। সসঙ্কল্পং স্বয়ং দত্তা গৃহোক্তবিধিনা জনৈঃ ॥ ১৬ ॥ তস্মাত্তদোষনির্মুক্তা সপত্ন্যেষা সমা ত্বয়া। কৃতা বাজিমুখী পাপে ত্বং গজাস্যা ভবিষ্যসি ॥ ১৭ ॥ এবমুক্ত্বা স বিপ্রেন্দ্রস্ততঃ প্রোবাচ কেশবম্। আতিথ্যং বিহিতং হ্যেতত্তব পত্ন্যা যথোচিতম্। তস্মাত্তত্র প্রযাস্যামি যত্র স্যাত্তাদৃশী সুতা ॥ ১৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ কৃত্যেহস্মিন্ দ্বিজসত্তম। মমান্তিকে প্রযাতানাং নাশুভং জায়তে ক্বচিৎ ॥ ১৯ ॥ তস্মান্নাশ্বমুখী হ্যেষা জন্মন্যস্মিন্ ভবিষ্যতি। গৃহীত্বেমাং গৃহং গচ্ছ প্রযচ্ছস্বেপ্সিতায় চ ॥ ২০ ॥ শয়নে বামদিগ্‌ভাগঃ কলত্রাণামুদাহৃতঃ। দক্ষিণে বন্ধুলোকানাং তৎকালোচিতশায়িনাম্ ॥ ২১ ॥ সেয়ং তব সুতা বিপ্র বন্ধুস্থানং সমাশ্রিতা। ভবিষ্যতি ততো জামিঃ কনিষ্ঠা মেঽন্যজন্মনি ॥ ২২ ॥ অবতীর্ণস্য ভূপৃষ্ঠে দেবকার্য্যেণ কেনচিৎ। বাজিবক্ত্রধরা প্রোক্তা যদ্যেষা মম কান্তয়া ॥ ২৩ ॥ ততোঽহং সুমহৎকৃত্বা তপশ্চৈবানয়া সহ। করিষ্যামি শুভাস্যাং চ তথা লক্ষ্মীমপি দ্বিজ ॥ ২৪ ॥ এবং স ভগবান্ বিপ্রং তং সন্তোষ্য তদা গিরা। গরুড়েন সমং চক্রে কথাশ্চিত্রা মনোরমাঃ ॥ ২৫ ॥ অথ তস্মিন্ কথান্তে স গরুড়ঃ পুরুষোত্তমম্। প্রোবাচ তাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা বৃদ্ধাং তেজঃসমন্বিতাম্ ॥ ২৬ ॥ অপূর্ব্বেয়ং সুরশ্রেষ্ঠ স্ত্রী বৃদ্ধা তব পার্শ্বগা। কিমর্থং কেয়মাখ্যাহি কুতঃ প্রাপ্তা জনার্দ্দন ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এষা খ্যাতা খগশ্রেষ্ঠ লোকেঽস্মিন্ বৃদ্ধকন্যকা। শাণ্ডিলী-নাম সর্ব্বজ্ঞা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা ॥ ২৮ ॥ তপোবীর্য্য-সমোপেতা সর্ব্বদেবাভিবন্দিতা। নাস্তি বৈ চেদৃশী নারী খগেন্দ্রাত্র জগত্ত্রয়ে ॥ ২৯ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিহঙ্গো বিহগাধিপঃ। প্রোবাচ বাসুদেবং চ তাং বিলোক্য চিরং দ্বিজাঃ ॥ ৩০ ॥ গরুড় উবাচ। নৈতচ্চিত্রং তপো যচ্চ ক্রিয়তে সুমহত্তরম্। যথা চ দীয়তে দানং যচ্চ তন্নাস্তি চাদ্ভুতম্। তথাচ ক্রিয়তে যুদ্ধং সংগ্রামে যুদ্ধশালিভিঃ ॥ ৩১ ॥ নাশ্চর্য্যং চিত্রমেতচ্চ ব্রহ্মচর্য্যং তদদ্ভুতম্। বিশেষাদ্‌যৌবনা-

অগ্নি দ্বিজাতি এবং গুরুসন্নিধানে স্বগৃহোক্ত বিধানে সৎসঙ্কল্প সহকারে কন্যা অর্পিত না হয়, তাবৎ পত্নী-ভাব হয় না; আমি এখনও মাধবীকে যথাবিধি অর্পণ করি নাই, অতএব আমার মাধবী দোষনির্মুক্তা। রে পাপে! তুই সপত্নী সন্দেহে আমার কন্যাকে অশ্বমুখী করিলি, অতএব তুইও গজবদনা হইবি! অনন্তর বিপ্রেন্দ্র লক্ষ্মীকে শাপান্ত করিয়া ব্যঙ্গবাক্যে কেশবকে কহিলেন,—তোমার পত্নী লক্ষ্মী আমার যথোচিত আতিথ্য করিয়াছে, এক্ষণে যেখানে আমার কন্যা অশ্ববদনা হইয়া বাস করিবে, আমি তথায় গমন করিব। ভগবান বলিলেন,—হে দ্বিজ-সত্তম! আপনি এই কার্য্যে অনুতপ্ত হইবেন না, আমার সম্মুখে সমাগত ব্যক্তির কদাচ অশুভ হয় না। আপনার কন্যা এই জন্মেই যে অশ্বমুখী হইবে তাহা নহে, আপনি ইহাকে লইয়া গৃহে গমন ও অভীষ্টবরে অর্পণ করুন। পতির বামভাগই পত্নীগণের শয়নে প্রশস্ত বলিয়া অভিহিত, দক্ষিণ ভাগে বন্ধুগণের সাময়িক শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট। হে বিপ্র! আপনার কন্যা বন্ধুস্থানে অর্থাৎ আমার দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিল, অতএব অন্যজন্মে আপনার কন্যা মাধবী আমার কনিষ্ঠা ভগিনী হইবে। হে দ্বিজ! আমি কোন দেবকার্য্যের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইব, তখন আপনার কন্যাও অশ্বমুখী হইয়া জন্মগ্রহণ করত আমার ভগিনী হইবে। অনন্তর আমি ইহার সহিত মহা-তপস্যা করিয়া ইহাকে ও লক্ষ্মীকে পূর্ব্ববৎ সুন্দর-বদনা করিব। ভগবান্ তখন এইরূপ আশ্বাস বাক্যে ব্রাহ্মণের সন্তোষ সাধন করিয়া গরুড়ের সহিত বিবিধ বিচিত্র বিচিত্র মনোহর কথা কহিতে লাগিলেন।১৪-২৫। অনন্তর গরুড় কথাবসানে সেই তেজঃপুঞ্জকলেবরা বৃদ্ধা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া পুরুষোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনার পার্শ্বদেশে এই অপূর্ব্বা বৃদ্ধা স্ত্রীটী কে? হে জনার্দ্দন। ইনি কি জন্য কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন? ভগবান বলিলেন,—হে খগশ্রেষ্ঠ! ইঁহার নাম শাণ্ডিলী, ইনি সর্ব্বজ্ঞা, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা ও ত্রিলোকে বৃদ্ধকন্যকা নামে বিখ্যাতা। হে খগরাজ! ত্রিজগতে কোন নারীই ইঁহার সদৃশী নহেন, ইঁহার তপোবীর্য্যদর্শনে নিখিল দেবতাও ইঁহাকে বন্দনা করেন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! বিহগ-রাজ গরুড় ভগবদ্বাক্য শ্রবণে ঈষৎ সহাস্য-আস্যে একদৃষ্টে বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণকরতঃ বাসুদেবকে বলিতে লাগিলেন। গরুড় কহিলেন,—ইহা বিচিত্র নহে, কেননা যিনি যেরূপই তপস্যা করুন না কেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে মহত্তর, দান করিয়া সকলেই মনে করিয়া থাকেন, ইহা হইতে অদ্ভুত দান আর নাই;

বস্থাং সম্প্রাপ্য পুরুষোত্তম ॥ ৩২ ॥ বিশেষেণ চ নারীভিরত্র ন শ্রদ্দধাম্যহম্। অবশ্যং যৌবনস্থেন তির্য্যগ্‌যোনিগতেন চ ॥ ৩৩ ॥ বিকারঃ খলু কর্ত্তব্যো নাবিকারায় যৌবনম্। যদি ন প্রাপ্নুবন্ত্যেতাঃ পুরুষং যোষিতঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৪ ॥ অন্যোন্যং মৈথুনং চক্রুঃ কামবাণপ্রপীড়িতাঃ। কুষ্ঠিনং ব্যাধিতং বাপি স্থবিরং ব্যঙ্গমেব চ। অপেতাঃ পুরুষাভাবে মন্যন্তে পঞ্চসায়কম্ ॥ ৩৫ ॥ নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ। নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ ৩৬ ॥ ন পরত্র ভয়াদেতা মর্য্যাদাং বিদধুঃ স্ত্রিয়ঃ। মুক্তা ভূপভয়ং চৈকমথবা গুরুজং ভয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ সূত উবাচ। এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা শাণ্ডিলী ব্রহ্মচারিণী। মৌনব্রতধরাপ্যেবং হৃদি কোপং দধার সা ॥ ৩৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তস্য পক্ষিনাথস্য তৎক্ষণাৎ। উভৌ পক্ষৌ গতৌ নাশং কুণ্ডাকারোঽত্র সোঽভবৎ ॥ ৩৯ ॥ মাংসপিণ্ডময়ো রৌদ্রঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ। অশক্তশ্চ তথা গন্তুং পদমাত্রমপি ক্বচিৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুপর্ণপক্ষপাতবর্ণনং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

———

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তদ্দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষো গরুড়স্য বিচেষ্টিতম্। বিস্মিতশ্চিন্তয়ামাস কিমিদং সাম্প্রতং স্থিতম্ ॥ ১ ॥ অপি বজ্রপ্রহারেণ যস্য রোমাপি ন চ্যুতম্। তৌ পক্ষৌ সহসা চাস্য কথং নিপতিতৌ ভুবি ॥ ২ ॥ নূনমেতেন যা স্ত্রীণাং কৃতা নিন্দা মহাত্মনা। দূষিতং ব্রহ্মচর্য্যং যচ্ছাণ্ডিলীং সমবেক্ষ্য চ ॥ ৩ ॥ অনয়া পাতিতৌ পক্ষৌ তপঃশক্তিপ্রভাবতঃ। নান্যস্য বিদ্যতে শক্তিরীদৃশী ভুবনত্রয়ে ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রসাদয়ামাস শাণ্ডিলীং গরুড়ধ্বজঃ। তদর্থং বিনয়োপেতঃ স্মিতং কৃত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। সামান্যবচনং প্রোক্তং

সমরভূমে সমরশশী ব্যক্তিগণও মনে করেন,—ইহা হইতে আর বিচিত্র যুদ্ধ নাই; এইরূপে ইঁহারও ব্রহ্মচর্য্যের আর বৈচিত্র্য কি! হে পুরুষোত্তম! বিশেষতঃ নারীগণ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যে, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারে, আমি এবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ নহি। মনুষ্যের কথা কি, তির্য্যগ্‌যোনিগণও যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিকারবিহীনভাবে যৌবন অতিক্রম করে না, তাহাদিগকেও বিকৃত হইতে দেখা যায়। পঞ্চবাণপীড়িত রমণীগণ কোনরূপেও যদি পুরুষ সংসর্গলাভে বঞ্চিত হয়, তথাপি পরস্পর মৈথুন করিয়া থাকে। ইহাদের হৃদয়ে কামনা উদিত হইলে কুষ্ঠী, ব্যাধিগ্রস্ত, স্থবির কিংবা বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকেও পুরুষাভাবে মদনের ন্যায় মনে করে। দেখুন, বাহ্নি যেমন ইন্ধন দগ্ধ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে না, মহোদধি যেরূপ নদীর উপভোগে তৃপ্ত হয় না, অন্তক যদ্রূপ ভূতানবই গ্রাস করিয়াও তৃপ্তির অন্ত দর্শন করে না, তদ্রূপ বামলোচনা রমণীরা পুরুষসংসর্গের তৃপ্তিসীমা দর্শন করিতে পারে না। ইহারা যে কেবল পরলোকভয়েই কুলমর্য্যাদা রক্ষা করে, এমন নয়; কেবল নৃপভয় ও গুরুজনের নিকট-লাঞ্ছনা, এই ভয়েই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। সূত কহিলেন—ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিলী গরুড়ের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিলেন, মৌনব্রতা হইলেও তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইল। ইত্যবসরে খগপতি গরুড়ের পক্ষদ্বয় সদ্য বিনষ্ট হইয়া গেল, তিনি পিণ্ডাকার হইলেন। পক্ষহীন গরুড়ের মাংসপিণ্ডময় ভীষণ বপু, রোগহীন হইলেও একপদমাত্রও চলিতে সমর্থ হইল না! ২৬—৪০।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

———

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পুণ্ডরীকনয়ন বিষ্ণু গরুড়ের এইরূপ অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিলেন,—সম্মুখে এ কি দেখিতেছি? বজ্রপ্রহারেও যার রোমমাত্র চ্যুত হয় না, কিরূপে সহসা তাহার পক্ষদ্বয় ভূমিতলে পতিত হইল? আমার নিশ্চিতই মনে হয়,—মহাত্মা গরুড় যে নারীগণের নিন্দা করিয়া শাণ্ডিলীর ব্রহ্মচর্য্যে দোষারোপ করিয়াছে; সেই শাণ্ডিলীই স্বীয় শক্তিপ্রভাবে ইহার পক্ষদ্বয় পাতিত করিয়াছেন। ত্রিভুবনে অন্য কাহারও ঈদৃশী শক্তি নাই যে, গরুড়ের পক্ষপাতনে সমর্থ হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু শাণ্ডিলীকে প্রসন্না করিবার জন্য বিনয়োপেত হইয়া ঈষৎ সহাস্য-আস্যে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাভাগে! এই গরুড়

সর্বস্ত্রীণামনেন হি। তৎকিমর্থং মহাভাগে ত্বয়া চৈবেদৃশঃ কৃতঃ ॥ ৬ ॥ শাণ্ডিল্যুবাচ। মম বক্ত্রং সমালোক্য স্মিতং চক্রে জনার্দ্দন। স্ত্রীনিন্দা বিহিতানেন মমত্যাপি জগদ্গুরো ॥ ৭ ॥ এতস্মাৎ কারণাদস্য নিগ্রহোঽয়ং ময়া কৃতঃ। মনসা ন চ বাক্যেন ন চ কেশব কর্ম্মণা ॥৮॥ শ্রীভগবানুবাচ। তথাপি কুরু চাস্য ত্বং প্রসাদং গতকল্মষে। মম বাক্যানুরোধেন যদি মাং মন্যসে শুভে ॥ ৯ ॥ শাণ্ডিল্যুবাচ। মনসাপি ময়া ধ্যাতং শুভং বা যদি বাশুভম্। নান্যথা জায়তে দেব বিশেষাৎ কোপযুক্তয়া ॥ ১০ ॥ তস্মাদেষ মমাদেশাদারাধয়তু শঙ্করম্। পক্ষলাভায় নান্যস্য শক্তির্দ্দাতুং বারবর্ত্তিতা ॥ ১১ ॥ অথবা পুণ্ডরীকাক্ষ রূপমীদৃগ্ন্যবস্থিতঃ। এষ সংস্থাস্যতে লোকে সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥ ১২ ॥ সূত উবাচ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তং প্রোবাচ জনার্দ্দনঃ। গরুড়ং দৈন্যসংযুক্তং মাংসপিণ্ডোপমং স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥ এষ এব বরশ্চাস্যা দ্বিপদেশ্যা দ্বিজোত্তম। পক্ষলাভায় যৎপ্রোক্তং হর শম্ভুপ্রসাদনম্ ॥ ১৪ ॥ তস্মাদারাধয় ক্ষিপ্রং ত্বং দেবং শশিশেখরম্ ! অব্যগ্রং চিত্তমাস্থায় দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥ যেন তে তৎপ্রভাবেণ ভূয়ঃ স্যাত্তাদৃশং বপুঃ। তস্য দেবস্য মাহাত্ম্যাদচিরাদপি কাশ্যপ ॥ ১৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা গরুড় স্তূর্ণং ধৃতপাশুপতব্রতঃ। সংস্থাপ্য দেবমীশানং ততস্তং তোষমানয়ৎ ॥ ১৭ ॥ চান্দ্রায়ণানি কৃচ্ছ্রাণি তথা সান্তপনানি চ। প্রাজাপত্যানি চক্রেঽথ পারাকাণি তদগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥ স্নাত্বা ত্রিষবণং পশ্চাদ্ভস্মস্নানপরায়ণঃ। জপন রুদ্রশিরো রুদ্রান্নীলরুদ্রাংস্তথাপরান্ ॥ ১৯ ॥ চক্রে পূজাং স্বয়ং তস্য স্নাপয়িত্বা যথাবিধি। বলিপূজোপহারাংশ্চ বিধানেন প্রযচ্ছতি ॥ ২০ ॥ এবং তস্য ব্রতস্থস্য জপপূজাপরস্য চ। ততো বর্ষসহস্রান্তে গতস্তুষ্টিং মহেশ্বরঃ। অব্রবীদ্বরদোঽস্মীতি বৃণুষ্বেষ্টং দ্বিজোত্তম ॥ ২১ ॥ গরুড় উবাচ। পশ্যাবস্থাং মমেশান শাণ্ডিল্যা যা বিনির্ম্মিতা। পক্ষপাতঃ কৃতোঽস্মাকং তমহং প্রার্থয়ামি বৈ ॥ ২২ ॥ ত্বয়াত্রৈব সদা লিঙ্গে স্থেয়ং হর মমাধুনা। মম

সাধারণ স্ত্রীগণের কথা কহিয়াছেন, এজন্য কেন তুমি গরুড়ের এই দশা করিলে? শাণ্ডিলী উত্তর করিলেন,—হে জনার্দ্দন! গরুড় আমারই মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করত বুদ্ধিপূর্ব্বক স্ত্রীনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়। হে জগদ্গুরো! এজন্যই আমি ইহার নিগ্রহ করিয়াছি। হে কেশব! ইহা কি গরুড়ের বাক্য, কর্ম্ম ও মন দ্বারা কৃত হয় নাই? ভগবান বলিলেন,—পূতচরিত্রে! তুমি আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাক, এক্ষণে আমার বাক্যে গরুড়ের প্রতি প্রসন্ন হও। শাণ্ডিলী উত্তর করিলেন,—হে দেব! শুভই হউক, আর অশুভই হউক, আমি একবার যাহা মনে করি, তাহার অন্যথা হয় না, বিশেষতঃ আমি কোপযুক্ত হইয়া গরুড়ের প্রতি নিগ্রহ করিয়াছি। অতএব গরুড় পক্ষলাভের জন্য শঙ্করের আরাধনা করুক, শঙ্কর ব্যতীত অন্য কাহারও গরুড়ের পক্ষদানে সামর্থ্য নাই। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! শঙ্করের আরাধনা না করিলে ত্রিলোকে গরুড়ের এইরূপ পক্ষহীনাবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সূত কহিলেন,—শাণ্ডিলীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণে জনার্দ্দন দীনভাবাপন্ন মাংসপিণ্ডময় গরুড়কে কহিলেন,—হে খগবর! শাণ্ডিলী মাঙ্গলীশ্রেষ্ঠা, তিনি তোমার পক্ষলাভার্থ শঙ্করের আরাধনারূপ বর দান করিলেন, অতএব তুমি সত্বর শশিশেখরের আরাধনা কর। হে কশ্যপসুত! তুমি অনলস হইয়া অহর্নিশ অব্যগ্রচিত্তে তাঁহার আরাধনা করিও, সেই দেবদেব শঙ্করের প্রভাবে অচিরে তোমার পূর্ব্বের ন্যায় পক্ষযুক্ত শরীর লাভ হইবে। ১—১৬। অনন্তর গরুড় বিষ্ণুর বাক্যে সত্বর পাশুপতব্রত ধারণ ও ঈশানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলেন। ক্রমে গরুড় ঈশানের সম্মুখে অনেক কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, সান্তপন, প্রাজাপত্য এবং পরাকব্রত করিলেন; তিনি প্রথমে ত্রিষবণ স্নান ও পরে ভস্মস্নানপরায়ণ হইয়া রুদ্রশির, রুদ্র, নীলরুদ্র এবং অন্যান্য শিবসূক্ত জপ করিতে লাগিলেন, যথাবিধি স্নান করাইয়া শিবপূজা ও বিধিবিধানে বিবিধ বলিপূজোপহার প্রভৃতি প্রদান করিলেন। জপপূজাপরায়ণ ব্রতধারী গরুড়ের তপস্যায় সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, মহেশ্বর সন্তোষলাভ করিলেন, তিনি বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমি বরদ মহেশ্বর—তোমার সম্মুখে সমাগত, অভীষ্ট প্রার্থনা কর। গরুড় উত্তর করিলেন,—হে ঈশান! শাণ্ডিলী আমার যে অবস্থা করিয়াছেন, একবার দর্শন করুন, তিনি আমার পক্ষ পাতিত করিয়াছেন, সম্প্রতি আমি সেই পক্ষার্থ প্রার্থনা করিতেছি।

বাক্যাদসন্দিগ্ধং যদি চেষ্টং প্রযচ্ছসি ॥ ২৩ ॥ ভগবানুবাচ। অদ্যপ্রভৃতি মে চাত্র লিঙ্গে বাসো ভবিষ্যতি। ত্বং চ তদ্রূপসম্পন্নো বিশেষাদ্বলবেগভাক্ ॥ ২৪ ॥ ভবিষ্যসি ন সন্দেহো মৎপ্রাসাদাদ্বিহঙ্গম। এবমুক্তাথ তং দেবঃ স্বয়ং পস্পর্শ পাণিনা ॥২৫॥ ততোঽস্য পক্ষৌ সঞ্জাতৌ তৎক্ষণাদেব সুন্দরৌ। তথা রোমাণি দিব্যানি জাতরূপোপমানি চ ॥ ২৬ ॥ ততঃ প্রণম্য তং দেবং প্রহৃষ্টঃ স বিহঙ্গমঃ। গতঃ স্বভবনং পশ্চাদনুজ্ঞাপ্য মহেশ্বরম্ ॥ ২৭ ॥ দেবোঽপি বচনাত্তস্য তস্মিঁল্লিঙ্গে সদা হরঃ। নিবাসমকরোৎ সম্যক্ প্রাপ্তে সন্ধ্যাত্রয়ে সদা ॥ ২৮ ॥ তস্য চায়তনে পুণ্যে যোগাৎ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ। প্রায়োপবেশনং কৃত্বা ন স ভূয়োঽপি জায়তে ॥ ২৯ ॥ অপি পাপসমাচারঃ কৌলো বা নির্ঘৃণোঽপি বা। ব্রহ্মঘ্নো বা সুরাপো বা চৌরো বা ভ্রূণহাপি বা ॥ ৩০ ॥ ত্রিকালং পূজয়ন্ যস্তু শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। সংবৎসরং বসেৎ সোঽপি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৩১ ॥ অথবা সোমবারেণ যস্তং পশ্যতি মানবঃ। কৃত্বা ক্ষণং সুভক্ত্যা যো যাবৎ সংবৎসরং দ্বিজাঃ ॥ ৩২ ॥ সোঽপি যাতি ন সন্দেহঃ পুরুষঃ শিবমন্দিরে। বিমানবরমারূঢ়ঃ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কলিকালে বিশেষতঃ। দ্রষ্টব্যো বৈ সুপর্ণাখ্যো দেবঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ ॥ ৩৪ ॥ সন্ত্যাজ্যাশ্চ তথা প্রাণাস্তদগ্রে প্রায়সংশ্রিতৈঃ। বাঞ্ছদ্ভিঃ শিবসান্নিধ্যং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুপর্ণেশ্বরাখ্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

আর যদি সত্য সত্যই আমার অভীষ্ট পূরণে আপনার বাসনা হইয়া থাকে, তবে আমার বাক্যে সন্দেহ না করিয়া সম্প্রতি এই লিঙ্গে বাস করুন। ভগবান কহিলেন—হে বিহঙ্গম! অদ্য হইতে আমি এই লিঙ্গে বাস করিব, আর তুমিও আমার প্রসাদে পূর্ব্ববৎ পক্ষবান্ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই। স্বয়ং ভগবান শূলপাণি এই বলিয়া তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন, গরুড়েরও পক্ষোদ্গম হইল,—দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরে সুবর্ণোপম রোমরাজি প্রাদুর্ভূত হইল, তিনি সুন্দরবিগ্রহ হইলেন। অনন্তর পক্ষিরাজ গরুড় দেব ঈশানকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় আলয়ে চলিয়া গেলেন। ভগবান মহেশ্বরও গরুড়ের প্রার্থনানুসারে সেই লিঙ্গে ত্রিসন্ধ্য বাস করিতে লাগিলেন। যে মানব সেই পুণ্য আয়তনে প্রায়োপবেশন করিয়া যোগবলে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার আর জন্ম হয় না। নির্ঘৃণ ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপী, চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ, ভ্রূণহা প্রভৃতি পাপাচারপরায়ণ নরগণও যদি শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে ত্রিকাল সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া তথায় সংবৎসর বাস করে, তবে তাহারাও শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকে! হে দ্বিজগণ! যে মানব সোমবারে উত্তমভক্তিযুক্ত হইয়া সংবৎসর যাবৎ উৎসব করিয়া শিব দর্শন করে, উক্ত অপ্সরোগণ কর্তৃক সেব্যমান হইয়া দিব্য বিমানারোহণে সে শিবমন্দিরে গমন করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই সুবর্ণাখ্য শিবলিঙ্গ দর্শন করিবে। বিশেষতঃ যে কলির লোক শিবসান্নিধ্য কামনা করে, আমি সত্য বলিতেছি, সে অবশ্যই শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া প্রায়োবেশন অবলম্বনপূর্ব্বক সুপর্ণাখ্য শিবসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ॥১৭—৩৫।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্রাশ্চর্য্যমভূৎপূর্বং যত্তদ্ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি পুরাণে যদুদাহৃতম্ ॥ ১ ॥ বেণুর্নাম মহীপালঃ পুরাসীৎ সূর্য্যাবংশজঃ। সদৈব পাপসংযুক্তো দুর্মেধাঃ কামপীড়িতঃ ॥ ২ ॥ শাসনানি প্রদত্তানি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। অন্যৈঃ পার্থিবশার্দূলৈস্তেন তানি হৃতান্যলম্ ॥ ৩ ॥ বিপ্রবংসিতাঃ স্ত্রিয়ো নৈকা বিধবাশ্চ বিশেষতঃ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ। পূর্ব্বকালে এই ক্ষেত্রে একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, পুরাণে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি সেই অদ্ভুত বিষয় আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পুরাকালে সূর্য্যবংশে বেণু নামে এক মহীপাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি কামার্ত্ত দুর্ম্মেধ ও সতত পাপরত ছিলেন। অন্যান্য নৃপশ্রেষ্ঠগণ মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগকে যে সমস্ত শাসন অর্পণ করিয়াছিলেন, বেণু সে সকল অপহরণ করিলেন; তিনি অনেক নারী

কুমার্য্যো রূপবত্যশ্চ তথা নিজকুলোদ্ভবাঃ ॥ ৪ ॥ দেবতারাধনং পূজাং কর্ত্তুং নৈব দদাতি সঃ। ন চ যজ্ঞং ন হোমঞ্চ স্বাধ্যায়ং ন চ পাপকৃৎ ॥ ৫ ॥ প্রোবাচাথ জনান্ সর্ব্বান্মাং পূজয়ত সর্ব্বদা। ন মামভ্যধিকোঽস্তোঽস্তি দেবো বা ব্রাহ্মণোঽপি বা ॥ ৬ ॥ ময়া তুষ্টেন সর্ব্বেষাং সম্পৎস্যতি হৃদি স্থিতম্‌। ইহ লোকেঽসংদিগ্ধং শুভং বা যদি বাশুভম্‌ ॥ ৭ ॥ তেন শস্ত্রবিহীনানাং বিশ্বস্তানাং বধঃ কৃতঃ। সন্ত্যক্তাঃ শরণং প্রাপ্তাঃ পুরুষা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৮ ॥ নষ্টো মহাহবং দৃষ্ট্বা শত্রুসৈন্যানুপস্থিতান্‌। ক্ষাত্রং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য প্রাণরক্ষার্থমেব হি ॥ ৯ ॥ অচৌরাঃ প্রগৃহীতাশ্চ চৌরাঃ সংরক্ষিতাঃ সদা। সাধবঃ ক্লেশিতা নিত্যং তেষাং সংহরতা ধনম্‌ ॥ ১০ ॥ ন কৃতং চ ব্রতং তেন শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। ন দত্তং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ন চ যষ্টং কদাচন ॥ ১১ ॥ এবং তস্য নরেন্দ্রস্য পাপাসক্তস্য নিত্যশঃ। কুষ্ঠব্যাধিরভূদুগ্রো বংশোচ্ছেদশ্চ সদ্দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ ততস্তং ব্যাধিনা গ্রস্তং পুত্রপৌত্রবিবর্জ্জিতম্‌। দায়াদাঃ সহসোপেত্য রাজ্যং জহ্রুস্ততঃ পরম্‌ ॥ ১৩ ॥ তঞ্চ নির্ব্বাসয়ামাসুস্তস্মাদ্দেশাৎ পদাতিকম্‌। একাকিনং পরিত্যক্তং সর্ব্বৈরপি সুহৃদ্গণৈঃ ॥ ১৪ ॥ সোঽপি সর্ব্বৈঃ পরিত্যক্তস্তেন পাপেন কর্ম্মণা। কলত্রৈরপি চাত্মীয়ৈঃ স্মৃত্বা পূর্ব্ববিচেষ্টিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ একাকী ভ্রময়াণোঽথ সোঽপি কষ্টবশং গতঃ। ক্ষুত্তৃষ্ণাসুপরিশ্রান্তঃ ক্ষেত্রেঽক্ষেত্রে সমাগতঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ প্রাসাদমাসাদ্য সুপর্ণাখ্যসমুদ্ভবম্‌। যাবৎপ্রাপ্তঃ পরিত্যক্তস্তাবৎপ্রাণৈক্ষ পোষিতঃ ॥ ১৭ ॥ ততো দিব্যবপুর্ভূত্বা বিমানবরমাশ্রিতঃ। জগাম শিবলোকং স দুর্লভং ধার্ম্মিকৈরপি ॥ ১৮ ॥ সেব্যমানোঽপ্সরোভিশ্চ স্তূয়মানশ্চ কিন্নরৈঃ। গীয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ শিবপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥ অথ তং সন্নিধৌ দৃষ্ট্বা গৌরী পপ্রচ্ছ সাদরম্‌। কোঽয়ং দেব সমায়াতঃ সুকৃতী তব মন্দিরে। অনেন কিং কৃতং কর্ম্ম যৎপ্রাপ্তোঽত্র বিভূতিধৃক্‌ ॥ ২০ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এস পাপ-

---

বিশেষতঃ বিধবা রূপবতী কুমারী এবং নিজ কুলোদ্ভব রমণীগণের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। পাপব্রত বেণ্ প্রজাগণকে দেবারাধন পূজা, যজ্ঞহোম ও বেদাধ্যায়ন করিতে দিতেন না; সকলকেই বলিতেন;—"তোমরা সতত আমাকেই পূজা কর; দেব বা ব্রাহ্মণ আমা হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নহেন। আমি তুষ্ট হইলেই ইহলোকে সকলের মনোগত ইষ্টসিদ্ধি হইবে, শুভই হউক বা অশুভই হউক, মানব আমা হইতে নিখিল ফল লাভ করিবে সংশয় নাই। বেণ্ বহু শস্ত্রহীন ও বিশ্বস্তগণের বধ করিয়াছিলেন এবং ভীত শরণাগতদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুগণ সমরাভিলাষী হইয়া তাঁহার সমীপে সমাগত হইলে। তিনি শত্রু বাহিনীদর্শনে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া প্রাণের আশায় হতাশ হইতেন এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিতেন। তিনি প্রজাগণের ধন অপহরণ করিতেন, তাঁহার শাসন সময়ে অচৌর নিগৃহীত, চৌর সংরক্ষিত এবং সাধুগণ ক্লিষ্ট হইতেন। তিনি শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে কোন ব্রত, ব্রাহ্মণগণকে দান বা কদাচ যজ্ঞকার্য্য করেন নাই। হে দ্বিজগণ! নৃপবর বেণ্ পাপাসক্ত হইয়া এইরূপে রাজ্য পালন করিতে থাকিলে তিনি উগ্র কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার বংশ উৎসাদিত হইল। অনন্তর রাজা ব্যাধিগ্রস্ত ও পুত্রপৌত্রবিবর্জ্জিত হইলেন দেখিয়া তদীয় দায়াদগণ সহসা তাঁহার রাজ্যাপহরণ এবং তাঁহাকে একাকী পাদচারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিল। এমন কি, তাঁহাকে পাপাচার জানিয়া এবং তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম স্মরণ করিয়া তদীয় আত্মীয় কলত্রগণ সকলেই তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করিলে, তখন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার কষ্টের অবধি রহিল না। অনন্তর নৃপ বেণ্ একক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্র এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা সেই সুপর্ণলিঙ্গের প্রাসাদে উপনীত হইলেন; তিনি যেমন সেই প্রাসাদে উপনীত, অমনি পড়িয়া গেলেন; নৃপ সেইদিন উপবাসী ছিলেন, সহসা পতিত হইয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ১—১৭। তদনন্তর সুপর্ণলিঙ্গের মাহাত্ম্যে নৃপবর বেণ্ তখনই দিব্যদেহ ধারণ ও বিমানবরে আরোহণ করিয়া ধার্ম্মিকদুর্লভ শিবলোকে গমন করিলেন। তখন অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা, কিন্নরগণ স্তব এবং গন্ধর্ব্বগণ দিব্য স্তুতিগীত করিতে লাগিল, তিনি শিবপার্শ্বে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর গৌরী শিবসন্নিধানে সেই মানুষমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! কে এই সুকৃতী নর আপনার মন্দিরে সমাগত হইল? হে বিভূতিভূষণ! ইনি কি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছেন যে, আপনার সান্নিধ্য-

সমাচারঃ সদাসীৎ পৃথিবীপতিঃ। বেণুসংজ্ঞো ধরাপৃষ্ঠে কুষ্ঠব্যাধিসমাকুলঃ। ২১। স সন্ত্যক্তো নিজৈর্দ্দারৈঃ শক্রবর্গেণ ধর্ষিতঃ। ভ্রমমাণঃ সমায়াতঃ সুপর্ণাখ্যস্য মন্দিরে। ২২। উপবাসপরিশ্রান্তঃ সান্নিধ্যং মম যত্র চ। সর্ব্বপ্রাণৈঃ পরিত্যক্তস্তস্মিন্নায়তনে শুভে। ২৩। তৎপ্রভাবাদিহ প্রাপ্তঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। অন্যোঽপ্যনশনং কৃত্বা প্রাণান্ যস্তত্র সন্ত্যজেৎ। ২৪। স সর্ব্বাভ্যধিকাং ভূতিং প্রাপ্নুয়াদ্বরবর্ণিনি। যানেতান্ বীক্ষসে দেবি গণান্মে পার্শ্বসংস্থিতান্। ২৫। এতৈস্তত্র কৃতং সর্ব্বৈর্দ্দেবি প্রায়োপবেশনম্। অপি কীটপতঙ্গা যে পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। প্রাসাদে তত্র নির্মুক্তাঃ প্রাণৈর্যান্তি মমান্তিকম্। ২৬। সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা পার্ব্বতী বাক্যং প্রোক্তং দেবেন শম্ভুনা। বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়া সাধু সাধ্বিতি সাব্রবীৎ। ২৭। ততঃপ্রভৃতি লোকেঽত্র পুরুষা মুক্তিমিচ্ছবঃ। দূরতোঽপি সমভ্যেত্য স্বান প্রাণাংস্তত্র তত্যজুঃ। ২৮। প্রায়োপবেশনং কৃত্বা শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ। গচ্ছন্তি চ পরাং সিদ্ধিমপি পাপপরায়ণাঃ। ২৯। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্। সুপর্ণাখ্যস্য মাহাত্ম্যং যন্ময়া স্বপিতুঃ শ্রুতম্। ৩০।

ইতি শ্রীস্কান্দে সুপর্ণাখ্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৩।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যদেতত্ত্বতা প্রোক্তং দেবদেবেন বিষ্ণুনা। মাধবীং ভগিনীং প্রাপ্য জন্মান্তরমুপস্থিতাম্। ১। অশ্ববক্ত্রাং করিষ্যামি তপসা সুশুভাননাম্। সা কথং বিহিতা তেন তপস্তপ্তং তথা কথম্। সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ। ২। সূত উবাচ। নারদস্য সমাকর্ণ্য তং সন্দেশং সুরোত্তমম্। গত্বা বিষ্ণুঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং প্রচক্রে মন্ত্রনিশ্চয়ম্। ৩। ভারাবতরণার্থায় দানবানাং বধায় চ। বসুদেবগৃহে শ্রীমান

লাভ করিলেন? ভগবান্ বলিলেন,—ইনি পূর্ব্বে পৃথিবীপতি ছিলেন, ইঁহার নাম—বেণু; ইনি পৃথিবীপৃষ্ঠে সতত পাপাচরণ করিতেন এবং সেই পাপফলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। নৃপ বেণ শত্রুগণকর্ত্তৃক ধর্ষিত ও নিজ কলত্রগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সুপর্ণ নামক মদীয় লিঙ্গপ্রাসাদে উপনীত হন, নৃপ উপবাসপরিশ্রান্ত ছিলেন। আমার সন্নিধানে আসিয়াই ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন; আমি সত্যই কহিতেছি, আমার প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করিয়াই ইনি এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। হে বরবর্ণিনি! অন্য কেহও যদি অনশনে থাকিয়া সুপর্ণপ্রতিষ্ঠিত আমার প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করে, তবে সে নিখিল আমার সান্নিধ্য রূপ শ্রেষ্ঠ বিভূতি লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই যে আমার সমীপে গণনিবহ দর্শন করিতেছ ইহারাও উপবাসী থাকিয়া সুপর্ণলিঙ্গমন্দিরে পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করত সেই পুণ্যপ্রভাবে গণ হইয়াছে। অধিক কি, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মৃগগণও আমার প্রাসাদে প্রাণপরিত্যাগ করিয়া আমার সন্নিধানে আগমন করে। সূত কহিলেন,—শম্ভুর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়া দেবী পার্ব্বতী সাধু সাধু এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ করিলেন; তদবধি ত্রিলোকে মুক্তিকামী মানবগণ দূর হইতে এই ক্ষেত্রে আগমন করিয়া স্ব স্ব প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে; পাপপরায়ণ মানবগণও পরম শ্রদ্ধাযুক্ত-হৃদয়ে এই ক্ষেত্রে প্রায়োপবেশন করিয়া পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে ঋষিগণ! এই আমি আপনাদের নিকট সর্ব্বপাতক-নাশন সুপর্ণনামক মাহাত্ম্যকথা সকলই কহিলাম, এ বিষয়ে আমি আমার পিতার নিকট এইরূপই শ্রবণ করিয়াছিলাম। ১৮—৩০।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ, দেবদেব বিষ্ণু অশ্বমুখী মাধবীকে জন্মান্তরে ভগ্নীরূপে লাভ করিয়া তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে সুন্দর-বদনা করিবেন, বিষ্ণু কখন কিরূপে তাহাকে লাভ করিয়া তপস্যা দ্বারা তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়াছিলেন, বিস্তাররূপে এ সকল আমাদের নিকট বল, এ বিষয়ে আমাদের পরম কুতূহল জন্মিতেছে। সূত উত্তর করিলেন,—শ্রীমান বিষ্ণু নারদপ্রদত্ত দেববিষয়ক সংবাদ শ্রবণে ধরার ভারহরণ ও দানবদিগের বধের জন্য সুরগণ সহ মন্ত্রণা নিশ্চয় করিয়া দ্বাপরাবসানে বসুদেবগৃহে

দ্বাপরান্তে ততো হরিঃ ॥ ৪ ॥ দেবক্যা জঠরে দেবঃ সঞ্জাতো দৈত্যদর্পহা। তথান্যা রোহিণী নাম ভার্য্যা তস্য চ যাভবৎ ॥ ৫ ॥ তস্যাং জজ্ঞে হলী নাম বলভদ্রঃ প্রতাপবান্। তৃতীয়া সুপ্রভা নাম বসুদেবপ্রিয়া চ যা ॥ ৬ ॥ তস্যাং সা মাধবী জজ্ঞে অশ্ববক্ত্রসমন্বিতা। তাং দৃষ্ট্বা বিকৃতাকারাং সুতাং জাতাঞ্চ সুপ্রভা। বসুদেবসমাযুক্তা বিষাদং পরমং গতা ॥ ৭ ॥ অথ তে যাদবাঃ সর্ব্বে কৃতশান্তিকপৌষ্টিকাঃ। স্বস্তিস্বস্তীতি সন্ত্রস্তাঃ প্রোচুর্ভূয়াৎ কুলেঽত্র নঃ ॥ ৮ ॥ এবং সা যৌবনোপেতা তথা দুঃখসমন্বিতা। ন কশ্চিদ্বরয়ামাস বাজিবক্ত্রাং বিলোক্য তাম্ ॥ ৯ ॥ ততশ্চ ভগবান্ বিষ্ণুর্জ্ঞাত্বা তাং ভগিনীং তথা। মাতরং পিতরং চৈব তথা দুঃখসমন্বিতৌ ॥ ১০ ॥ তামাদায় গতস্তূর্ণং বলদেবসমন্বিতঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে তপস্তেপে ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মাণং তোষয়ামাস সম্যগ্‌যজ্ঞপরায়ণঃ। ব্রতৈশ্চ বিবিধৈর্দানৈর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ ॥ ১২ ॥ ততস্তুষ্টিং গতো ব্রহ্মা বর্ষান্তে তস্য শার্ঙ্গিণঃ। উবাচ বরদোঽস্মীতি প্রার্থয়স্বাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। এষা মে ভগিনী দেব জাতাশ্ববদনা কিল। তব প্রসাদাৎ সদ্বক্ত্রা ভূয়াদেতন্মমেপ্সিতম্ ॥ ১৪ ॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ। এষা শুভাননা সাধ্বী মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি। সুভদ্রা নাম বিখ্যাতা বীরসূঃ পতিবল্লভা ॥ ১৫ ॥ এতদ্রূপাং পুমান যোঽত্র পূজয়িষ্যতি ভক্তিতঃ। এতাং বিষ্ণো ত্বয়া সার্দ্ধং তথানেন চ সীরিণা ॥ ১৬ ॥ দ্বাদশ্যাং মাঘমাসস্য গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। সোঽপাবাপ্স্যতি যচ্চিত্তে বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ যা নারী পতিনা ত্যক্তা বন্ধ্যা বা ভক্তিসংযুতা। তৃতীয়াদিবসে চৈনাং পূজয়িষ্যতি কেশব ॥ ১৮ ॥ ভবিষ্যতি সুপুত্রিণী সুভগা সা সুখান্বিতা। ঐশ্বর্য্যসহিতা নিত্যং সর্ব্বৈঃ সমন্বিতা গুণৈঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তা চতুর্বক্ত্রো বিররাম ততঃ পরম্। বাসুদেবোঽপি হৃষ্টাত্মা যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্ ॥ ২০ ॥ তামাদায় বিশালাক্ষীং চন্দ্রবিম্বসমাননাম্। বলদেবসমাযুক্তো হ্যনুজ্ঞাপ্য পিতামহম্ ॥ ২১ ॥ সূত উবাচ। এবং সা মাধবী বিপ্রাঃ সুভগাকপমাশ্রিতা। অবতীর্ণা

অবতীর্ণ হইলেন। দানবদর্পহারী হরি বসুদেব-দয়িতা দেবকীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিলেন, বসুদেবের রোহিণী নাম্নী আর এক পত্নী ছিলেন, প্রতাপবান হলধারী বলভদ্র সেই রোহিণীর উদরে এবং বসুদেবের প্রিয়া পত্নী তৃতীয়া সুপ্রভার গর্ভে অশ্বমুখী মাধবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতক কন্যাকে বিকৃতাকারা অবলোকন করিয়া সুপ্রভা স্বামীর সহিত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, যাদবগণ একত্রিত হইয়া বিবিধ শান্তি পৌষ্টিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহারা সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া "স্বস্তি স্বস্তি" উচ্চারণ করিলেন; আর বলিলেন,—"আমাদের কুলের মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক।" এদিকে মাধবী ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিষাদও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার বাজি-বক্ত্র অবলোকন করিয়া কেহই তাঁহাকে বিবাহ করিল না। এদিকে ভগবান্ বিষ্ণু দেখিলেন,—মাধবীর জন্য মাতা পিতা অত্যন্ত দুঃখিত, তিনি বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া ভগিনী মাধবীকে গ্রহণপূর্ব্বক হাটকেশ্বরক্ষেত্রে গমন করত তীব্র তপস্যা করিলেন। বিষ্ণু যজ্ঞপরায়ণ হইয়া তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার সম্যক্ সন্তোষ সাধন ও বিবিধ ব্রত ও দানাদি দ্বারা দ্বিজগণের তৃপ্তি বিধান করিলেন; এইরূপে তপস্যায় বিষ্ণুর এক বৎসর অতীত হইলে বরদ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে বিষ্ণো! অভীষ্ট প্রার্থনা কর। ১—১৩। বিষ্ণু বলিলেন,—হে দেব! আমার ভগিনী মাধবী অশ্ববদনা হইয়াছে, আপনার প্রসাদে মাধবী সুন্দরবদনা হউক, ইহাই আমার অভীষ্ট। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—আমার প্রসাদে তোমার ভগিনী মাধবী সুভদ্রা নামে বিখ্যাত হইয়া শুভাননা সাধ্বী, পতিবল্লভা ও বীরপ্রসবিনী হইবে। হে বিষ্ণো! যে মানব মাঘদ্বাদশী তিথিতে গন্ধ, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারা ভক্তিভরে বলরাম ও তোমার সহিত এই ক্ষেত্রে সুভদ্রা মূর্ত্তির পূজা করিবে, তাহার অভীষ্টলাভ হইবে, সংশয় নাই। হে কেশব! যে নারী পতিপরিত্যক্তা বা বন্ধ্যা, সে যদি ভক্তিসহকারে তৃতীয়া দিবসে সুভদ্রার পূজা করে, তবে সুপুত্রশালিনী সুভগা ও সুখান্বিতা হইবে এবং তাহার ঐশ্বর্য্য ও সদ্গুণনিচয় সতত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অনন্তর চতুরানন ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন, বলদেব সহ বাসুদেবও হৃষ্ট হৃদয়ে পিতামহের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বিশাললোচনা চন্দ্রবিম্ববদনা মাধবীকে লইয়া পুনরায় দ্বারবতী পুরী গমন করি-

ধরাপৃষ্ঠে লক্ষ্মীশাপপ্রপীড়িতা ॥ ২২ ॥ উপযেমে সুতঃ পাণ্ডোর্যাং পার্থশ্চারুহাসিনীম্‌। জজ্ঞে তস্যাঃ সুতো বীরোঽভিমন্যুরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২৩ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং মাধবীজন্মসম্ভবম্‌। সুপর্ণাখ্যস্য দেবস্য কথাসঙ্গাদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥ যশ্চৈতৎপঠতে মর্ত্ত্যো ভক্ত্যা যুক্তঃ শৃণোতি বা। মুচ্যতে স নরঃ পাপাত্তদ্দিনৈকসমুদ্ভবাৎ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মাধব্যাঃ পদ্মাদত্তশাপবিমুক্তিপূর্ব্বকসুভদ্রাত্বপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয়ঃ ঊচুঃ। মাধব্যাঃ পদ্ময়া দত্তো যঃ শাপস্তস্য যৎফলম্‌। পরিণামোদ্ভবং সর্ব্বং শ্রুতমস্মাভিরদ্য তৎ ॥ ১ ॥ তেন যৎকমলা শপ্তা ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা। সা কথং গজবক্ত্রাথ পুনর্জ্জাতা শুভাননা ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। শাপেন তস্য বিপ্রস্য তৎক্ষণাদেব সা দ্বিজাঃ। গজবক্ত্রা সমুৎপন্না মহাবিস্ময়কারিণী ॥ ৩ ॥ সা

লেন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! লক্ষ্মীশাপপীড়িতা অশ্ববদনা মাধবী ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণা হইয়া এইরূপে সুন্দরবদনা ও সুভদ্রা নামে বিখ্যাতা হইলেন। পাণ্ডুনন্দন পার্থ সেই চারুহাসিনী রমণীর পাণিপীড়ন করেন এবং তাঁহার গর্ভে বিখ্যাত বীর অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আপনাদের নিকট সুপর্ণলিঙ্গের কথাপ্রসঙ্গে মাধবীর জন্মবিবরণ বর্ণন করিলাম। যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া এই উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার তদ্দিনকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। ১৮—২৫।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কমলা মাধবীকে যে শাপ প্রদান করেন, এবং মাধবীর যে শাপ পরিণাম ফল, সকলই অদ্য তোমার নিকট শ্রবণ করিলাম; মহাত্মা ব্রাহ্মণ যে পদ্মার প্রতি শাপপ্রদান করেন, সে শাপফলে পদ্মা গজবদনা হইয়া কিরূপে সুন্দর বদন লাভ করিলেন? সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজগণ! বিপ্রের শাপে পদ্মা তৎক্ষণাৎ মহাবিস্ময়-

প্রোক্তা হরিণা তিষ্ঠ কিঞ্চিৎকালান্তরে শুভে। অনেনৈব তু রূপেণ যাবৎস্যাদ্দ্বাপরক্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥ ততোঽহং মেদিনীপৃষ্ঠে হ্যবতীর্য্য সমুদ্রজে। তপঃশক্ত্যা করিষ্যামি ভূয়স্ত্বাং তু শুভাননাম্‌ ॥ ৫ ॥ অবজ্ঞায়াথ সা তস্য তদ্বাক্যং শার্ঙ্গধন্বিনঃ। শুভাস্যত্বকৃতে তেপে তপস্তীব্রং সুহর্ষিতা ॥ ৬ ॥ এতৎক্ষেত্রং সমাসাদ্য ত্রিকালং স্নানমাচরৎ। ব্রহ্মাণং তোষয়ামাস দিবারাত্রমতন্দ্রিতা ॥ ৭ ॥ তামুবাচ ততো ব্রহ্মা বর্ষান্তে তুষ্টিমাগতঃ। বরং প্রার্থয় তুষ্টোঽহং তব কেশববল্লভে ॥ ৮ ॥ লক্ষ্মীরুবাচ। গজাস্যাহং কৃতা দেব শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্‌। ব্রাহ্মণেন সুক্রুদ্ধেন কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে ॥ ৯ ॥ তস্মাত্তদ্রূপিণীং ভূয়ো মাং কুরুষ্ব পিতামহ। যদি মে তুষ্টিমাপন্নো নান্যৎকিঞ্চিদ্বৃণোম্যহম্‌ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ভবিষ্যতি শুভং বক্ত্রং মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্‌। তব ভদ্রে বিশেষেণ তস্মাত্ত্বং স্বগৃহং ব্রজ ॥ ১১ ॥ মহত্ত্বং তে ময়া দত্তমদ্যপ্রভৃতি শোভনে। মহালক্ষ্মীতি তে নাম

কর গজ বদন প্রাপ্ত হইলেন। তখন হরি রমাকেও সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে শুভে। এইরূপে কিছু দিন অবস্থান কর, আমি অনতিবিলম্বে দ্বাপরের অবসানে মেদনীপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইব। হে সমুদ্রনন্দিনি! আমি তৎকালে তপঃশক্তি দ্বারা পুনরায় তোমাকে সুন্দরবদনা করিব।” পদ্মা পতি শার্ঙ্গধন্বার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া শুভাননলাভার্থ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বয়ংই তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এই ক্ষেত্রে আগমন ও ত্রিকালে স্নান করিয়া অনলসভাবে অহর্নিশ তপস্যা করত ব্রহ্মার সন্তোষ সাধন করিলেন। এইরূপ তীব্র তপস্যায় রমার একবৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—হে কেশবপ্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। বর প্রার্থনা কর। ১—৮। লক্ষ্মী বলিলেন,—হে দেব! কোন কারণবশত জনৈক বিপ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুদারুণ শাপ প্রদান করত আমাকে করবদনা করিয়াছেন। হে পিতামহ! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে আমার পূর্ব্বরূপ প্রদান করুন; আমার অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে ভদ্রে! আমার প্রসাদে তুমি অতীব শোভনবদনা হইবে, এক্ষণে নিজ গৃহে গমন কর। হে শোভনে! অদ্য হইতে তোমাকে আমি এক মহত্ত্ব প্রদান করিলেছি,—এই

তস্মাদত্র ভবিষ্যতি। ১২। গজবক্ত্রাং নরো যস্তাং পূজয়িষ্যতি ভক্তিতঃ। স গজাধিপতির্ভূপো ভবিষ্যতি চ ভূতলে। ১৩। দ্বিতীয়াদিবসে যস্তাং মহালক্ষ্মীরিতি ব্রুবন্। শ্রীসূক্তেন সুভক্ত্যাথ দেবি সম্পূজয়িষ্যতি। ১৪। সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব ন ভবিষ্যতি সোঽধনঃ। এবমুক্ত্বা চতুর্বক্ত্রো বিররাম ততঃ পরম্। ১৫। সাপি হৃষ্টা গতা দেবী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। ১৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে মহালক্ষ্মীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৫।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথান্যাপি চ তত্রাস্তি সপ্তবিংশতিকা তথা। নক্ষত্রৈঃ স্থাপিতা দেবী বাঞ্ছিতস্য প্রদায়িনী। ১। দক্ষস্য তনয়াঃ পূর্ব্বং সপ্তবিংশতিসংখ্যয়া। উদ্বাহিতা হি সোমেন পূর্ব্বং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। ২। তাসাং মধ্যেঽভবচ্চৈকা রোহিণী তস্য বল্লভা। প্রাণেভ্যোঽপি সদাসক্তস্তয়া সার্দ্ধং স তিষ্ঠতি। ৩। ততো দৌর্ভাগ্যসন্তপ্তাঃ সর্ব্বাস্তা দক্ষকন্যকাঃ। বৈরাগ্যং পরমং গত্বা ক্ষেত্রেঽস্মিংস্তপসি স্থিতাঃ। ৪। সংস্থাপ্য দেবতাং দুর্গাং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ। বলিপূজোপহারৈস্তাঃ পূজয়ন্ত্যঃ সুরেশ্বরীম্। ৫। ততঃ কালেন মহতা তাসাং সা তুষ্টিমভ্যগাৎ। অব্রবীচ্চ প্রতুষ্টোঽহং বরং দাস্যামি পুত্রিকাঃ। ৬। তস্মাত্তৎ প্রার্থ্যতাং চিত্তে যদ্যুষ্মাকং ব্যবস্থিতম্। সর্ব্বং দাস্যাম্যসন্দিগ্ধং যদ্যুষ্মাকং হৃদি স্থিতম্। ৭। ততঃ প্রোচুশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রসাদাত্তব বাঞ্ছিতম্। অস্মাকং বিদ্যতে দেবি যাবত্ত্রৈলোক্যসংস্থিতম্। ৮। একং পত্যুঃ সুখং মুক্ত্বা যৎ সৌভাগ্যসমুদ্ভবম্। তস্মাত্তদ্দেহি চাস্মাকং যদি তুষ্টাসি চণ্ডিকে। ৯। বয়ং দৌর্ভাগ্যদোষেণ সর্ব্বাঃ ক্লেশং পরং গতাঃ। ন শক্নুমঃ প্রিয়ান্ প্রাণান্ দেহে ধর্ত্তুং কথঞ্চন। ১০। শ্রীদেব্যুবাচ। অদ্যপ্রভৃতি যুষ্মাকং সৌভাগ্যং পতিসম্ভবম্। মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং ভবিষ্যতি সুখোদয়ম্। ১১। অন্যাপি যা পতিত্যক্তা স্ত্রী

ক্ষেত্রে তুমি মহালক্ষ্মী নামে বিখ্যাতা হইবে। যে মানব এই ক্ষেত্রে গজবদনরূপিণী তোমার পূজা করিবেন, তিনি ভূতলে ভূপাল হইবেন এবং তাহার গজাধিপত্যলাভ হইবে। হে দেবি! যে মানব "মহালক্ষ্মী" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীসূক্ত দ্বারা উত্তম ভক্তিসহকারে তোমার পূজা করিবে, সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত অধন হইবে না। অনন্তর চতুরানন ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। দেবী লক্ষ্মীও হৃষ্টান্তঃকরণে কেশবের আবাসে গমন করিলেন। ১—১৬।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৫।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই ক্ষেত্রে দেবী সপ্তবিংশতিকা বিদ্যমানা। এই সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী দেবী সপ্তবিংশতিকা, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি-দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যা জন্মে। হে দ্বিজসত্তমগণ! চন্দ্র ইঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। এই সোমপত্নীগণের মধ্যে একমাত্র রোহিণীই চন্দ্রের বল্লভা হইয়াছিলেন। চন্দ্র ইঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করিতেন এবং ইঁহাতেই সতত আসক্ত থাকিতেন। অনন্তর রোহিণী ব্যতীত অপরাপর দুর্ভগা দক্ষদুহিতাগণ পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন এবং তপস্যার্থ এই ক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম ভক্তিসহকারে বলিপূজোপহার দ্বারা সেই সুরেশ্বরীর পূজা করেন। অনন্তর অতি দীর্ঘকাল অতীত হইলে দেবী দক্ষকন্যাগণের প্রতি প্রীতা হইলেন এবং বলিলেন,—হে পুত্রিকাগণ! আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট প্রদানার্থ আগমন করিয়াছি; অতএব তোমাদের হৃদয়গত অভিলাষ ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তোমাদের অভীষ্টবর প্রদান করিব। ১—৭। দক্ষদুহিতাগণ বলিলেন,—দেবি! আপনার প্রসাদে একমাত্র পতিসুখ ব্যতীত ত্রিলোকের সমস্ত সুখই আমাদের বিদ্যমান। হে চণ্ডিকে! পতিসুখই পত্নীর একমাত্র সৌভাগ্য, অতএব আপনি যদি আমাদের প্রতি প্রীতা হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে সেই পতিসৌভাগ্য প্রদান করুন। আমরা সকলেই দৌর্ভাগ্যদোষে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, এখন আর কোনরূপে দেহে প্রিয়প্রাণধারণে সমর্থ হইতেছি না। দেবী বলিলেন,—আমার প্রসাদে অদ্য হইতে তোমাদের পতিসৌভাগ্যের উদয় হইবে, সন্দেহ নাই।

মামত্র স্থিতাং সদা। পূজয়িষ্যতি সদ্ভক্ত্যা চতুর্দ্দশ্যা-মুপোষিতা ॥ ১২ ॥ সা ভবিষ্যতি সৌভাগ্যযুক্তা পুত্রবতী সতী। যাবৎ সংবৎসরং তাবদেকভক্ত-পরায়ণা ॥ ১৩ ॥ অক্ষারলবণাশা যা নারী মাং পূজয়িষ্যতি। ন তস্যাঃ পতিজং দুঃখং দৌর্ভাগ্যং বা ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে সম্প্রাপ্তে নবমীদিনে। উপবাসপরা যা মাং নিশীথে পূজয়িষ্যতি। তস্যাঃ সৌভাগ্যমত্যগ্রং সর্ব্বদা বৈ ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥ এবমুক্তা তু সা দেবী বিররাম দ্বিজোত্তমাঃ। তাশ্চ সর্ব্বাঃ সুসংহৃষ্টা জগ্মুর্দক্ষস্য মন্দিরম্ ॥ ১৬ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দক্ষ আহূতঃ শূলপাণিনা। প্রোক্তঃ কস্মাত্ত্বয়া চন্দ্রো যক্ষ্মণা সন্নি-যোজিতঃ। তদযুক্তং কৃতং দক্ষ জামাতায়ং যত-স্তব ॥ ১৭ ॥ দক্ষ উবাচ। অনেন তনয়া মহ্যমষ্টা-বিংশতিসংখ্যয়া। ঊঢ়া অখণ্ডচারিত্রাস্তাস্ত্যক্তা দোষবর্জ্জিতাঃ। মুক্তৈকাং রোহিণীং দেব নিষি-দ্ধেন ময়াসকৃৎ ॥ ১৮ ॥ ততো মযাতিকোপেন নিযুক্তো রাজযক্ষ্মণা। অসত্যজল্পকো মন্দঃ কাম-দেববশং গতঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অদ্য প্রভৃতি সর্ব্বাসাং সমং স প্রচরিষ্যতি। মদ্বাক্যো-রাত্র সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ২০ ॥ ত্বয়াপি যদ্বচঃ প্রোক্তমসত্যং স্যান্ন তৎকচিৎ। তস্মাদেষ ক্ষয়ং পক্ষং বৃদ্ধিং পক্ষং প্রযাস্যতি ॥ ২১ ॥ দক্ষোঽপি বাঢ়মিত্যেবং তৎ প্রোক্তা চ যযৌ গৃহম্। চন্দ্রশ্চ দক্ষকন্যাস্তাঃ সমং পশ্যতি সর্ব্বদা ॥ ২২ ॥ গচ্ছমানঃ ক্ষয়ং পক্ষং বৃদ্ধিং পক্ষঞ্চ সদ্দ্বিজাঃ। সাপি দেবী ততঃ প্রোক্তা সপ্তবিংশতিকা ক্ষিতৌ। সর্ব্ব-সৌভাগ্যদা স্ত্রীণাং তস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতা ॥ ২৩ ॥ যশ্চৈতৎপুরতস্তস্যাঃ সম্প্রাপ্তে চাষ্টমীদিনে। শুচি-র্ভূত্বা পঠেদ্ভক্ত্যা স সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সপ্তবিংশতিকামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

আমি এই স্থানে সতত বাস করিব, অন্য কোন পতিপরিত্যক্তা রমণীও যদি চতুর্দ্দশীর দিবস উপ-বাসী থাকিয় ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করে, তবে সেই সতী পুত্রবতী ও সৌভাগ্যযুক্তা হইবে। যে নারী ক্ষারলবণবর্জ্জিতা একাহারপরায়ণা হইয়া সংবৎসর যাবৎ আমার পূজা করে, তাহার কদাচ পতিদৌর্ভাগ্য হইবে না। আশ্বিনী শুক্লা নবমীর নিশীথসময়ে যে নারী উপবাসপরায়ণা হইয়া আমার পূজা করিবে, তাহার অনবচ্ছিন্ন বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! দেবী এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন, দক্ষদুহিতাগণও তখন হৃষ্টা হইয়া পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইত্যবসরে শূলপাণি প্রজাপতি দক্ষকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দক্ষ! চন্দ্রকে কিজন্য আপনি যক্ষ্মযুক্ত করিয়াছেন? যামিনীনাথ আপনার জামাতা, অতএব একার্য্য আপনার উচিত হয় নাই। দক্ষ উত্তর করিলেন,—হে দেব! শশধর আমার সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আমার সেই কন্যাগণ অস্খলিতচরিত্রা, তাহাদের কোন দোষ নাই; তথাপি জামাতা চন্দ্র এক রোহিণী ব্যতীত অন্য কন্যাগণের প্রতি প্রণয় প্রদর্শন করেন না। আমি অনেকবার ইঁহাকে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু জামাতা আমার নিষেধ মানেন নাই; অনন্তর আমি মদনপীড়িত অসত্যভাষী মন্দমতি চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত কোপ-বশতঃ শাপপ্রদান করিয়া ইঁহাকে রাজযক্ষ্মরোগ-গ্রস্ত করিয়াছি। ভগবান বলিলেন,—আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার আদেশে অদ্য হইতে নিশাকর সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন, সন্দেহ নাই। আর আপনার বাক্যও কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, অতএব নিশাপতি একপক্ষে ক্ষয় ও একপক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর দক্ষ দেবদেবের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এদিকে চন্দ্রও একপক্ষে ক্ষয় ও একপক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তদবধি দক্ষদুহিতা-গণকে সতত সমানভাবে দর্শন করিতে লাগি-লেন; আর সপ্তবিংশতি দক্ষদুহিতাও ক্ষিতিতলে দেবী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া এই ক্ষেত্রে বাস করত নারীগণের সৌভাগ্যপ্রদান করিতে লাগিলেন। যে মানব শুচি হইয়া অষ্টমীদিবসে এই দেবীর সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক এই উপাখ্যান পাঠ করে, তাহার সৌভাগ্য লাভ হয়। ৮—২৪।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথা তত্রাস্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ সোমস্যায়তনং শুভম্। যস্যাপি দর্শনাদেব মুচ্যতে পাতকৈর্নরঃ॥ ১॥ সোমবারে তু সম্প্রাপ্তে সোমস্য গ্রহণে নরঃ। যস্তং পশ্যতি পাপোঽপি নরকং ন স পশ্যতি॥ ২॥ ঋষয় উচুঃ। সর্ব্বেষামেব দেবানাং দৃশ্যন্তেঽত্র সমাশ্রয়াঃ। অত্র চন্দ্রস্য চৈবৈকঃ কথং জাতঃ সমাশ্রয়ঃ॥ ৩॥ এতন্নঃ সূতপুত্রাতিচিত্রং মনসি বর্ত্ততে। তস্মাদ্বদ মহাভাগ সর্ব্বং ত্বং বেৎস্যশেষতঃ॥ ৪॥ সূত উবাচ। এতজ্জগদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বং সোমময়ং স্মৃতম্। তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতে তস্মিংস্ত্রৈলোক্যং স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৫॥ এতাশ্চৌষধয়ঃ সর্ব্বাঃ শস্যাদ্যাশ্চেহ ভূতলে। সর্ব্বাঃ সোমময়াস্তাশ্চ যাভির্জীবন্তি জন্তবঃ॥ ৬॥ তস্মাদ্ ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সোমং প্রাপ্য ক্রমাদ্দ্বিজাঃ। তৃপ্তিং যান্তি পরাং হৃষ্টা যতস্তস্মাদ্বরোঽত্র সঃ॥ ৭॥ অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞাস্তথা সোমে প্রতিষ্ঠিতাঃ। তস্য পানাদ্যতস্তৃপ্তিং তত্র যান্তি দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৮॥ এতস্মাৎ কারণাৎ সোমঃ সর্ব্বেষামধিকঃ স্মৃতঃ। দেবানাং দানবানাঞ্চ স হি পূজ্যতমঃ স্মৃতঃ॥ ৯॥ যথাস্তেষাং সুরেন্দ্রাণাং হর্ম্ম্যাদি ধরণীতলে। ক্রিয়ন্তে রাত্রিনাথস্য তদ্বৎ কুর্ব্বন্তি মানবাঃ॥ ১০॥ যৈর্যৈর্নরৈর্নিশেশস্য প্রাসাদো বিহিতঃ ক্ষিতৌ। তে তে মুক্তিপদং প্রাপ্তাঃ কৃত্বাথ শুভসঞ্চয়ম্॥ ১১॥ যন্মহেশ্বরহর্ম্ম্যাণাং সহস্রেণ ভবেচ্ছুভম্। তদেকেনৈব চন্দ্রস্য প্রাপ্নুবন্তি শুভং নরাঃ॥ ১২॥ অথ চন্দ্রোথহর্ম্ম্যস্য মাহাত্ম্যং তদ্দ্বিজোত্তমাঃ। জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাদয়ো দেবা ভয়সন্ত্রস্তমানসাঃ। তদ্বিঘাতার্থমিদং প্রোচুর্মেরুমূর্দ্ধানমাশ্রিতাঃ॥ ১৩॥ সৌম্যর্ক্ষে সোমবারেণ সৌম্যে মাসি চ সংস্থিতে। তিথৌ চ সোমদৈবত্যে প্রাপ্তে সোমগ্রহে তথা। সকারৈঃ পঞ্চভির্যুক্তে কালে সোমস্য মন্দিরম্॥ ১৪॥ য একাহেন সম্পাদ্য প্রাসাদং স্থাপয়িষ্যতি। চন্দ্রং স সর্ব্বদেবোথহর্ম্ম্যস্যাপ্নোতি সৎফলম্॥ ১৫॥ সহস্রগুণিতং সম্যক্ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। অন্যথা যস্তু চন্দ্রস্য প্রাসাদং প্রকরিষ্যতি॥ ১৬॥ বংশোচ্ছেদং সমাসাদ্য নরকং স প্রয়াস্যতি। এতস্মাৎ

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই স্থানে নিশানাথের শুভায়তন বিদ্যমান, এই সোমায়তনের দর্শনে মানব নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। পাপী মানবও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণকালীন এই দেবায়তন দর্শন করিয়া নরকদর্শন করে না। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই স্থান ত' নিখিল দেবতার আশ্রয়, তবে এই ক্ষেত্রে কেন একটি মাত্র সোমদেবের আয়তন দৃষ্ট হয়? হে সূততনয়! আমাদের মনে এই বিচিত্র প্রশ্নের উদয় হইতেছে; হে মহাভাগ! তুমি সকলই বিদিত আছ, অতএব এই সকল বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! নিখিল জগৎ সোমময় কথিত হয়, অতএব সোমপ্রতিষ্ঠিত হইলেই ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভূতলে যে সকল ওষধি ও শস্যাদি দৃষ্ট হয়, এই সকল সোমময় এবং ইহা দ্বারাই জীবগণ জীবনধারণ করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্রমে সোমকে প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্ত ও হৃষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব সোমই শ্রেষ্ঠ। হে দ্বিজোত্তমগণ! অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ সোমে প্রতিষ্ঠিত, এই জন্যই সুরগণ সোমপান করিয়া পরম তৃপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই সকল কারণেই নিখিল দেব ও দানবগণের মধ্যে সোমই সর্ব্বোত্তম ও পূজ্যতম বলিয়া কথিত হন ।১—৯।ধরণীতলে অন্যান্য সুরগণের যেরূপ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়, মানবগণ নিশানাথেরও তদ্রূপ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ক্ষিতিতলে যে সকল লোক পূর্ব্বে নিশাকরের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই সকল শুভ-সঞ্চয়ে তাঁহাদের সকলেরই মুক্তিপদ লাভ হইয়াছে। মহেশ্বরের শত হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ করিলে যে শুভ ফল হয়, মানবগণ একটীমাত্র সোমমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর একদা মেরুমস্তকস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণ সোমপ্রাসাদের প্রভাব দর্শনে ত্রাস্ত হইয়া বলিলেন;—"সৌম্য নক্ষত্র, সোমবার, সৌম্যমাস, সোমদৈবত তিথি ও সোমগ্রহণ—যেদিন এককালীন এই পঞ্চসকার মিলিত হইবে, সেই একদিন মধ্যে যে মানব শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে চন্দ্রের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সোমপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাহার নিখিল দেবায়তননির্ম্মাণের দ্বিগুণিত ফল লাভ হইবে। যে মানব এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সোমায়তন নির্ম্মাণ ও সোমপ্রতিষ্ঠা করিবে, সে নির্ব্বংশ হইয়া নরকে

কারণাদ্ভীতা ন কুর্ব্বন্তি নরা ভুবি ॥ ১৭ ॥ প্রাসাদং রাত্রিনাথস্য সুপুণ্যমপি সদ্দ্বিজাঃ। য এষ রাত্রিনাথস্য ক্ষেত্রেঽত্রৈব ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ প্রাসাদস্বদ্রীষেণ ভুভুজা স বিনির্ম্মিতঃ। কথঞ্চিৎ সময়ং প্রাপ্য যথোক্তং শাস্ত্রচিন্তকৈঃ ॥ ১৯ ॥ তস্যৈবোত্তরদিগ্‌ভাগে দ্বিতীয়োঽস্তঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। চন্দ্রমা ধন্ধুমারেণ তদ্বৎসোঽপি প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২০ ॥ ততস্তৌ মহীপালৌ তৎপ্রভাবাদুভৌ দ্বিজাঃ। গতৌ চ পরমাং সিদ্ধিং জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ২১ ॥ প্রাসাদোঽস্যস্তৃতীয়স্ত ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে তথা। ইক্ষ্বাকুণা নরেন্দ্রেণ শ্রদ্ধাযুক্তেন নির্ম্মিতঃ ॥ ২২ ॥ প্রাসাদত্রয়মেতদ্ধি ভূস্থাত্র ধরণীতলে। অপরো নাস্তি চন্দ্রস্য সত্যমেতন্ময়োদিতম্। একোঽস্তি নর্ম্মদাতীরে পুণ্যে রেবোরিসঙ্গমে ॥ ২৩ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং চন্দ্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্। পঠতাং শৃণ্বতাং চাপি সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমপ্রাসাদমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

গমন করিবে।" হে দ্বিজোত্তমগণ! নিশাধীশের প্রসাদনির্ম্মাণ সুপুণ্যজনক হইলেও এই কারণেই তদবধি নরগণ ভীত হইয়া ক্ষিতিতলে তাঁহার প্রাসাদনির্ম্মাণ করে নাই। এই যে একটী মাত্র সোমপ্রাসাদ এই ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইতেছে, পূর্ব্বকালে বসুধাধিপ অম্বরীষ বহুশাস্ত্র চিন্তাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাদিদেবাদিষ্ট সময় পাইয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর অম্বরীষতনয় ধুন্ধুমার এই সোমপ্রাসাদের উত্তরদিগ্‌ভাগে আর একটী সোমমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! তারপর পিতা অম্বরীষ ও ধুন্ধুমার উভয় নৃপতি এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাপ্রভাবে জন্ম-মৃত্যুবিবর্জ্জিত পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর নরবর ইক্ষাকু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে আর একটী সোমপ্রসাদ নির্ম্মাণ করেন, এই প্রাসাদ তৃতীয়; আমি সত্যই বলিতেছি, এই প্রাসাদত্রয় ব্যতীত ক্ষিতিতলে অপর কোন সোমপ্রাসাদ নাই। হে দ্বিজগণ! ক্ষিতিতলে অপর একটী সোম প্রাসাদ আছে, ঐ প্রাসাদ পুণ্য নর্ম্মদাতীরের রেবোরিসঙ্গমে বিদ্যমান। এই আপনাদের নিকট অত্যুত্তম চন্দ্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে সকল লোক এই সোমমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাদের সকল পাপ বিনষ্ট হয়।১০—২৪।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যাস্তয়ো দেবতা প্রোক্তাশ্চতস্রঃ সূতনন্দন। চমৎকারী মহিত্থা চ মহালক্ষ্মীস্তথাপরা ॥ ১ ॥ অম্বাবৃদ্ধা চতুর্থী চ তাসাং তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিস্তরেণ চতুর্থী চ অম্বাবৃদ্ধা ন কীর্ত্তিতা ॥ ২ ॥ এতস্যাঃ সর্ব্বমাচক্ষ প্রভাবং সূতসত্তম। কেনৈষা নির্ম্মিতা যাত্রা সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। এষা তপোময়ী শক্তিরম্বাবৃদ্ধা সুরেশ্বরী। যথাত্র সংস্থিতা পূর্ব্বং তৎসর্ব্বং শ্রূয়তাং মম ॥ ৪ ॥ চমৎকারমহীপেন পুরমেতদ্‌যদা কৃতম্। তদা তদ্রক্ষণার্থায় নির্ম্মিতা ভাবিতাত্মনা। চতস্রো দেবতা হ্যেতাঃ সম্মতেন দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৫ ॥ অথ তস্য মহীপস্য অম্বানামাভবৎ সুতা। তথান্যা বৃদ্ধসংজ্ঞা চ রূপৌদার্য্যগুণান্বিতে ॥ উভে তে কাশিরাজেন পরিণীতে দ্বিজোত্তমাঃ। গৃহ্যোক্তেন বিধানেন দেববিপ্রাগ্নিসন্নিধৌ ॥ ৭ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কাশিরাজস্য ভূপতেঃ। তৈঃ

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়। পূর্ব্বে তুমি যে চমৎকারী, মহিত্থা, মহালক্ষ্মী ও অম্বাবৃদ্ধা এই দেবতাচতুষ্টয়ের কথা কহিয়াছিলে, তন্মধ্যে চমৎকারী, মাহিত্থা ও মহালক্ষ্মী এই দেবতাত্রয়ের বিষয়ই বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছ, কিন্তু চতুর্থী অম্বাবৃদ্ধার কথা বল নাই; হে সূতপুত্র! অম্বাবৃদ্ধার প্রভাবনিচয় এবং কেই বা ইঁহার যাত্রা করিয়াছিলেন, এই সকল বিস্তাররূপে বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—এই সুরেশ্বরী অম্বাবৃদ্ধা তপোময়ী শক্তি। ইনি পূর্ব্বে যেরূপে এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। যৎকালে মহীপাল ভাবিতাত্মা চমৎকার, চমৎকারপুর নির্ম্মাণ করেন, তখন তিনি এই পুররক্ষার্থ দ্বিজগণের সম্মতিক্রমে এই দেবতাচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎকালে মহীপালের দুইটী কন্যা জন্মে, একটীর নাম—অম্বা ও অপরটীর নাম—বৃদ্ধা; এই রাজনন্দিনীদ্বয় রূপ ও ঔদার্য্যাদিগুণসমন্বিতা। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই

কালযবনৈঃ [সার্দ্ধমভবৎসঙ্গরো মহান্ ॥ ৮ ॥ অথ তৈর্নিহতঃ সংখ্যে সভৃত্যবলবাহনঃ। হরলব্ধবরৈ রৌদ্রৈঃ কাশিরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯ ॥ অথাম্বা চৈব বৃদ্ধা চ বৈধব্যং প্রাপ্য দুঃখদম্। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং গত্বা তে বাঞ্ছিতপ্রদম্ ॥ ১০ ॥ দেব্যা আরাধনে যত্নং কৃতবত্যৌ ততঃ পরম্। নাশার্থং পতিশত্রূণাং ধৃতবত্যৌ শুভব্রতম্ ॥ ১১ ॥ [যাবদ্বর্ষশতং সাগ্রং ন চ তুষ্টা সুরেশ্বরী। ততো বৈরাগ্যমাসাদ্য বাঞ্ছন্ত্যৌ স্বতনুক্ষয়ম্ ॥ ১২ ॥ মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈর্ব্বিপ্রাঃ ক্ষুরিকাসূক্তসম্ভবৈঃ। ছিত্ত্বাচ্ছিত্ত্বা স্বমাংসানি মন্ত্রপূতানি ভক্তিতঃ ॥ ১৩ ॥ কৃতবত্যৌ ততো হোমং সুসমিদ্ধে হুতাশনে। অগ্নিকুণ্ডাত্ততস্তস্মাচ্চতুর্হস্তা শুভাননা ॥ ১৪ ॥ শ্বেতবস্ত্রা বিনিষ্ক্রান্তা নারী বালার্কসন্নিভা। তথান্যা চ সুনেত্রাস্যা তপ্তহাটকসন্নিভা ॥ ১৫ ॥ তস্মাৎ কুণ্ডাদ্বিনিষ্ক্রান্তা ধৃতখড়্গা ভয়াবহা। সাপরাপি তথারূপা শক্তিঃ পরমদারুণা ॥ ১৬ ॥ প্রোচতুস্তে বরং হৃৎস্থং প্রার্থ্যতামিতি দুর্লভম্ ॥ ১৭ ॥ তে ঊচতুঃ। অস্মাকং দয়িতো ভর্ত্তা কাশিরাজঃ প্রতাপবান্। নিহতঃ সঙ্গরে ক্রুদ্ধৈর্যবনৈঃ কালপূর্ব্বকৈঃ ॥ ১৮ ॥ যুষ্মদ্দেবীপ্রসাদেন যথা তেষাং পরিক্ষয়ঃ। সঞ্জায়তে মহাদেব্যৌ তথা কার্য্যমসংশয়ম্ ॥ ১৯ ॥ স্থাতব্যঞ্চ তথাত্রৈব উভাভ্যামপি সাদরম্। স্বপুরস্য প্ররক্ষার্থমেতৎকৃত্যং মতং হি নৌ ॥ ২০ ॥ তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা উভে তে দেবতে ততঃ। সম্প্রোচ্য বাঢ়মিত্যেবং তস্মিন্ কুণ্ডে ব্যবস্থিতে ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তস্মাৎ কুণ্ডাচ্ছতসহস্রশঃ। নিষ্ক্রান্তাঃ সংখ্যয়া হীনা মাতরো নৈকরূপিকাঃ ॥ ২২ ॥ একা গজমুখী তত্র তথান্যা তুরগাননা। সারমেয়মুখাশ্চান্যাঃ পক্ষিচ্ছাগমুখাঃ পরাঃ ॥ ২৩ ॥ তির্য্যক্বপুষশ্চান্যা বক্ত্রৈর্মানুষসম্ভবৈঃ। ত্রিশীর্ষাঃ পঞ্চশীর্ষাশ্চ দশশীর্ষাস্তথা পরাঃ ॥ ২৪ ॥ গুহ্যস্থানস্থিতৈর্বক্ত্রৈরেকাশ্চান্যা হৃদিস্থিতৈঃ। পার্শ্বসংস্থৈঃ স্থিতাশ্চান্যা অন্যাঃ পৃষ্ঠিগতৈর্মুখৈঃ ॥ ২৫ ॥ একহস্তা দ্বিহস্তাশ্চ পঞ্চহস্তাস্তথাপরাঃ। অন্যা

উভয়কন্যাকেই কাশিরাজ দেব দ্বিজ, ও হুতাশন সন্নিধানে, স্বগৃহোক্ত বিধানে বিবাহ করেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে কাশিরাজের কালযবনগণের সহিত মহাসমর হয়, এবং সেই সমরেই ভৃত্য, বল ও বাহন সহ কাশিপতি কালযবনদিগের করে নিহত হন। কালযবনগণ ত্রিলোচনের নিকট বরলাভে বলীয়ান্ হইয়াছিল। তাই তাহারা প্রতাপবান্ কাশিপতিকে নিহত করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর বৈধব্যদুঃখপ্রাপ্তা কাশিপতিপত্নী অম্বা ও বৃদ্ধা অভীষ্টপ্রদ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গমন করিয়া দেবীর আরাধনে যত্নবতী হইলেন। তাঁহারা পতির শত্রুনাশকামনায় শুভাবহ ব্রত ধারণপূর্ব্বক পূর্ণ শতবৎসর তপস্যা করিলেন, কিন্তু সুরেশ্বরী তুষ্টা হইলেন না। হে বিপ্রগণ! তাঁহাদের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তাঁহারা তনুত্যাগকামনায় মুহুর্মুহু নিজ নিজ মাংসচ্ছেদনপূর্ব্বক ক্ষুরিকাসূক্তসম্ভব আথর্ব্বণমন্ত্র দ্বারা সেই মাংস মন্ত্রপূত করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রজ্বলিত হুতাশনে হোম করিতে থাকিলে, সেই কুণ্ড হইতে দুইটী নারীমূর্ত্তি বহির্গতা হইলেন। এই নারীদ্বয়ের মধ্যে একটী বালার্কপ্রকিরণা, শ্বেতবস্ত্রাবৃতা, শুভবদনা ও চতুর্ভুজা এবং অপরটী তপ্তকাঞ্চননিভা, সুলোচনা, খড়্গহস্তা ও ভয়াবহা। উভয়েই পরম দারুণা শক্তিরূপিণী। এই নারীদ্বয় তপস্বিনী রাজনন্দিনীদিগকে কহিলেন,—তোমরা হৃদ্গত দুর্লভ অভীষ্টবর প্রার্থনা কর।১—১৭। রাজকুমারীদ্বয় উত্তর করিলেন, আমাদের প্রিয় স্বামী প্রতাপবান্ কাশিপতি সমরে ক্রুদ্ধ কালযবন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে মহাদেবীদ্বয়! আপনাদের প্রসাদে সেই কালযবনগণের যাহাতে নিঃসংশয় ক্ষয় হয়, তাহা করুন এবং এই পুররক্ষার জন্য আপনারা উভয়েই সাদরে এই স্থানে অবস্থান করুন, আপনাদের সমীপে ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় জানিবেন। অনন্তর কাশিপতিপত্নীদ্বয়ের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে সেই দেবতাদ্বয় "তাহাই হউক" বলিয়া কুণ্ডমধ্যে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর সেই কুণ্ড হইতে শত সহস্র মাতৃকা নির্গত হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই বিভিন্ন রূপ ও তাঁহাদের সংখ্যা হয় না। সেই মাতৃকগণ মধ্যে কেহ করিবদনা, কেহ তুরগাননা, কেহ সারমেয়মুখী ও অন্য কেহ পক্ষী ও ছাগবদনা; কাহার শরীর তির্য্যগ্‌যোনির ন্যায়, কাহার শরীর মানুষসদৃশ; কেহ ত্রিশীর্ষা, কেহ পঞ্চশীর্ষা অপর কেহ দশশীর্ষা; কাহার বক্ত্র গুহ্যদেশে অবস্থিত, কাহার মুখ হৃদয়ে, কাহার পার্শ্বে এবং কাহার কাহার মুখ পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান; কেহ একহস্তা, কেহ দ্বিহস্তা, কেহ পঞ্চহস্তা, কেহ বিংশতিহস্তা আবার কাহার

বিংশতিহস্তাশ্চ বিহস্তাশ্চ তথাপরাঃ ॥ ২৬ ॥ বহুপাদা বিপাদাশ্চ একপাদাস্তথাপরাঃ। তথান্যাশ্চার্দ্ধপাদাশ্চ অধোবক্ত্রা বিভীষণাঃ ॥ ২৭ ॥ একনেত্রা দ্বিনেত্রাশ্চ ত্রিনেত্রাশ্চ তথাপরাঃ। কাশ্চিদ্গজসমারূঢ়া হয়ারূঢ়াস্তথাপরাঃ ॥ ২৮ ॥ বৃষবানরসিংহাজব্যাঘ্রসর্পাশ্রিতাঃ পরাঃ। গোধাশ্বরাসভারূঢ়াস্তথা চ বিহগাশ্রিতাঃ ॥ ২৯ ॥ কূর্ম্মকুক্কুটসর্পাদিসমারূঢাঃ সহস্রশঃ। প্রকুর্ব্বত্যো রুদন্ত্যশ্চ গায়ন্ত্যশ্চ তথা পরাঃ। নৃত্যন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩০ ॥ ঊর্দ্ধকেশা বিকেশাশ্চ গাত্রকেশাশ্চ ভূরিশঃ। লম্বকেশা বিকেশাশ্চ বাজিকেশাস্তথৈব চ ॥ ৩১ ॥ হ্রস্বদন্ত্যো বিদন্ত্যশ্চ দীর্ঘদন্ত্যো বিভীষণাঃ। গজদন্তাস্তথৈবান্যা লোহদন্ত্যো ভয়াবহাঃ ॥ ৩২ ॥ লম্বকর্ণ্যো বিকর্ণাশ্চ শূর্পকর্ণাস্তথা পরাঃ। শঙ্কুকর্ণ্যঃ কুকর্ণাশ্চ বহুকর্ণাঃ শুকর্ণিকাঃ ॥ ৩৩ ॥ একবস্ত্রা বিবস্ত্রাশ্চ বহুবস্ত্রাস্তথা পরাঃ। চর্ম্মপ্রাবরণাশ্চৈব কন্থাপ্রাবরণান্বিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ খড়্গহস্তাঃ শরাহস্তাঃ কুন্তহস্তাশ্চ ভীষণাঃ। পাশহস্তাস্তথৈবান্যাঃ প্রাসচাপকরাঃ পরাঃ। শূলমুদ্গরহস্তাশ্চ ভূশুণ্ডিকরভূষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ...অথ তাভ্যাং তথাকর্ণ্য তাঃ সর্ব্বা হর্ষসংযুতাঃ প্রস্থিতাস্তত্র তা যত্র তে কালযবনাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ততস্তে তৎসমালোক্য বলং দেবীসমুদ্ভবম্। রৌদ্ররূপধরং ভীত্রং বিকৃতং বিকৃতৈর্ম্মুখৈঃ ॥ ৩৭ ॥ বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ। ধাবন্তো ভক্ষিতাস্তাভির্দেবতাভিঃ সুনির্দ্দয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ বালবৃদ্ধসমোপেতং তেষাং রাষ্ট্রং দুরাত্মনাম্। স্ত্রীভিশ্চ সহিতং তাভির্দেবতাভিঃ প্রভক্ষিতম্ ॥ ৩৯ ॥ এবং নির্ব্বাস্য তদ্রাষ্ট্রং সর্ব্বাস্তা হর্ষসংযুতাঃ। ভূয় এব নিজং স্থানং সম্প্রাপ্তা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥ ততঃ প্রোচুঃ প্রণম্যোচ্চৈস্তাভ্যাং বিনয়পূর্ব্বকম্। হতাস্তে যবনাঃ কৃষ্ণাঃ সপুত্রপশুবান্ধবাঃ ॥ ৪১ ॥ উদ্বাসিতস্তথা সর্ব্বো দেশস্তেষাং স বৈ মহান্। সাম্প্রতং দীয়তাং কশ্চিদাহারস্তৃপ্তিহেতবে। নিবাসায় ততঃ স্থানং কিঞ্চিদ্বেদ্যতাং হি নঃ ॥ ৪২ ॥ দেব্যাবূচতুঃ। মর্ত্ত্যলোকেঽত্র যা নার্য্যো গর্ভবত্যঃ স্বপন্তি চ। সন্ধ্যাকালপ্রকাশে চ তাসাং গর্ভোঽস্তু বো ভক্ষ্যম্ ॥ ৪৩ ॥ রুদন্তো যা

কাহার কর একবারেই নাই। সেই ভীষণ মাতৃকাগণমধ্যে কেহ বহুপাদা, কেহ পাদহীনা, কেহ একপাদা, কেহ অর্দ্ধপাদা এবং কেহ কেহ অধোবক্ত্রা কাহার একনয়ন, কাহার দ্বিনয়ন ও কাহার ত্রিনয়; কে গজারূঢ়া, কেহ হয়ারূঢ়া, কেহ বৃষবাহনা এবং কেহ সিংহ, কেহ অজ, কেহ ব্যাঘ্র ও কেহ সর্পের উপর অবস্থিতা; কেহ গোধাবাহনা, কেহ অশ্ববাহনা কেহ রাসভারূঢ়া এবং অপর সহস্র সহস্র মাতৃকা বিহগ, কূর্ম্ম, কুক্কুট, ও সর্পাদির উপর অবস্থিতা। ইঁহাদের মধ্যে কেহ ক্রন্দন, কেহ গান, কেহ নৃত্য, কেহ হাস্য এবং কেহ কেহ পরস্পর ক্রীড়া করিতেছেন। এই ভীষণা মাতৃকাগণের মধ্যে কেহ ঊর্দ্ধকেশা, কেহ কেশশূন্যা, কাহারও গাত্রে দীর্ঘ রোমরাজি বিরাজিত; কেহ লম্বকেশা, কেহ কেশহীনা, কেহ অশ্বকেশা; কাহারও দন্ত খর্ব্ব, কাহারও দন্ত নাই, কাহারও দীর্ঘদন্ত; কেহ গজদন্তা, কেহ ভয়াবহ লোহদন্তা; কাহারও দীর্ঘ কর্ণ, কেহ কর্ণহীনা, কেহ শূর্পকর্ণা, কেহ শঙ্কুকর্ণা, কেহ কুকর্ণা, কেহ বহুকর্ণা, আবার কাহার কাহারও কর্ণনিচয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মনোরম; কেহ একবস্ত্রা, কেহ বস্ত্রহীনা, কেহ বহুবস্ত্রা, কেহ চর্ম্মবস্ত্রা এবং কোন কোন মাতৃকা কন্থাবরণা। এই ভীষণ মাতৃকাগণের কাহারও করে খড়্গ, কাহারও শর, কাহারও কুন্ত, কেহ পাশহস্তা এবং কাহার কাহারও করে প্রাস, চাপ, শূল, মুদ্গর ও ভুশুণ্ডী মণ্ডিত। তাঁহারা দেবীদ্বয়ের নিকট কালযাবনদিগের নিধনাদেশ শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তখনই কালযবনদিগের আবাসস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর কালযবনগণ দেবীদেহসমুদ্ভূত ভীষণরূপী বিকৃতমুখ ঘোরতর বল সকল সন্দর্শন করিয়া ভীত হইল এবং বিষণ্ণ মনে তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পলায়মান কালযবনগণকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে দেখিয়া মাতৃগণ নির্দ্দয়রূপে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; মাতৃকাগণ সেই দুরাত্মাদিগের রাজ্যস্থিত বাল, বৃদ্ধ সকলকেই নিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিলেন।১৮— ৯। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর হৃষ্টহৃদয়া মাতৃকাগণ এরূপে রাষ্ট্র নিরুদ্রব করিয়া পুনরায় স্বস্থানে আগমনপূর্ব্বক বিনয় সহকারে দেবীদ্বয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মাতৃকাগণ বলিলেন,—আমরা পশু, পুত্র ও সুহৃদ্গণসহ কালযবনদিকে নিহত ও তাহাদিগের প্রধান প্রধান আবাসসমূহ উৎসাদিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদিগের তৃপ্তির জন্য কিছু আহার ও আমাদের বাসযোগ্য কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করুন। দেবীদ্বয় উত্তর করিলেন, এই মনুষ্যলোকে যে সকল গর্ভবতী নারী সন্ধ্যা ও প্রভাতকালে শয়ন

বিনির্যাতি চত্বরেষু ত্রিকেষু চ। তাসাং গর্ভস্ত যুষ্মাকং সম্প্রদত্তঃ প্রভুজ্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥ উচ্ছিষ্টা যাঃ প্রসর্পন্তি রমন্তে চ স্বপন্তি চ। তাসাং গর্ভঃ সমস্তানাং যুষ্মাকং ভোজনায় বৈ ॥ ৪৫ ॥ সূতিকাভবনে যস্মিন্নুচ্ছিষ্টং চোপজায়তে। স বালকস্ত যুষ্মাকং ভোজনায় প্রকল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ন ষষ্ঠীজাগরো যস্য বালকস্য ভবিষ্যতি। স ভবিষ্যতি ভোজ্যায় যুষ্মাকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ নাশং যাস্যতি বা যত্র পাবকঃ সূতিকাগৃহে। স ভবিষ্যতি ভোজ্যায় যুষ্মাকং বালরূপধৃক্ ॥ ৪৮ ॥ মাঙ্গল্যৈঃ সম্পরিত্যক্তং যদ্ভবেৎসূতিকাগৃহম্। তস্মিন্ যস্তিষ্ঠতে বালঃ স যুষ্মাকং প্রকল্পিতঃ ॥ ৪৯ ॥ সন্ধ্যায়াং বালকা যে বা স্বপন্ত্যাকাশদেশগাঃ। তে সর্ব্বে ভোজনার্থায় যুষ্মাকং সন্নিবেদিতাঃ ॥ ৫০ ॥ যস্য জন্মদিনে প্রাপ্তে বর্ষান্তে ক্রিয়তে ন চ। মাঙ্গল্যং তস্য যদ্গাত্রং তদ্যুষ্মাকং প্রকল্পিতম্ ॥ ৫১ ॥ তৈলাভ্যঙ্গং নরঃ কৃত্বা যশ্চ স্নানং করোতি ন। স দত্তো ভোজনার্থায় যুষ্মাকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ উচ্ছিষ্টো যঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদ্যো বা চত্বরমধ্যগঃ। ভক্ষণীয়ঃ স সর্ব্বাভির্নির্বিকল্পেন চেতসা ॥ ৫৩ ॥ রজস্বলাং ব্রজেদ্যো বা পুরুষঃ কামমোহিতঃ। নগ্নঃ শেতে তথা স্নাতি ভক্ষণীয়ঃ স সত্বরম্ ॥ ৫৪ ॥ দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ যশ্চ স্নাতি বিমূঢধীঃ। শেতে চ শয়নে সোঽপি ভক্ষণীয়শ্চ সত্বরম্ ॥ ৫৫ ॥ উদঙ্মুখশ্চ যো রাত্রৌ দিবা বা দক্ষিণামুখঃ। মূত্রোৎসর্গং পুরীষং বা প্রকুর্য্যাদ্ভক্ষ্য এব সঃ ॥ ৫৬ ॥ যঃ কুর্য্যাদ্রজনীবক্ত্রে দধিশক্তুপ্রভক্ষণম্। অন্ত্যজাভিগমং চাথ ভক্ষণীয়ো দ্রুতং হি সঃ ॥ ৫৭ ॥ সূত উবাচ। এবং তাভ্যাং তদা প্রোক্তা দেবতাস্তাঃ সমন্ততঃ। পরিবার্য্য তদা তস্থুঃ সম্প্রহৃষ্টেন চেতসা ॥ ৫৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে রাজা চমৎকারঃ প্রতাপবান্। প্রাসাদং নির্ম্মমে তাভ্যাং কৈলাসশিখরোপমম্ ॥ ৫৯ ॥ ততঃপ্রভৃতি তে খ্যাতে ক্ষেত্রে তত্র মহোদয়ে। অম্বাবৃদ্ধাভিধানে চ পুররক্ষাপরে সদা ॥ ৬০ ॥ যঃ পুমান্ প্রাতরুত্থায় তাভ্যাং পশ্যতি চাননম্। তস্য সংবৎসরং যাবন্ন চ ছিদ্রং প্রজায়তে ॥ ৬১ ॥ বৃদ্ধ্যাদৌ বাথ চান্তে বা তাভ্যাং পূজাং করোতি যঃ। ন তস্য জায়তে ছিদ্রং কথঞ্চিদপি ভূতলে ॥ ৬২ ॥

এবং রোদন করিতে করিতে চত্বর কিংবা ত্রিপথে বহির্গত হয়, তোমাদের আহারার্থ তাহাদের গর্ভ প্রদান করিলাম, তোমরা তাহাদের সেই সকল গর্ভ ভক্ষণ করিবে। যে সকল রমণী উচ্ছিষ্টাবস্থায় গমন, রমণ ও শয়ন করে, তোমাদের আহারার্থ তাহাদের গর্ভ নির্দ্দিষ্ট হইল। সূতিকাগৃহ যখন উচ্ছিষ্টসমাকীর্ণ হইবে, তখনই সেই গৃহস্থিত শিশু তোমাদের ভক্ষণীয় হইবে। যে সূতিকাগৃহে শিশু ষষ্ঠীদিবসে জাগরণ না করে, সেই শিশু তোমাদের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইল; সংশয় নাই। যে সূতিকাগৃহের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেই সূতিকাগৃহস্থিত বালক তোমাদের ভক্ষণার্থ বিহিত হইল। যে সূতিকাগৃহ মঙ্গলদ্রব্যবিবর্জ্জিত, সেই গৃহস্থিত শিশুই তোমাদের ভক্ষণীয়। সায়ং সময়ে যে সকল শিশু শূন্যে শয়ন করে, সেই সকল শিশুই তোমাদের ভোজনার্থ নির্দ্দিষ্ট হইল। সংবৎসরান্তে জন্মদিন উপস্থিত হইলে যাহাদের মঙ্গল্য অনুষ্ঠান হয় না, তাহাদের শরীরও তোমাদের ভক্ষ্যরূপে বিহিত হইল। যে নর তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া স্নান করে না, তোমাদের ভোজনের জন্য তাহাকে প্রদান করিলাম; সন্দেহ নাই। যে মানব উচ্ছিষ্ট ও চত্বর মধ্যে অবস্থিত, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তোমরা সকলেই তাহাকে ভক্ষণ করিবে। যে কামমোহিত মানব রজস্বলা নারীতে উপগত হয়, যে বিবস্ত্র হইয়া শয়ন ও স্নান করে, তাদৃশ মানব তোমাদের সত্বর ভক্ষণীয়। যে মূঢ় মানব দক্ষিণমুখ হইয়া রাত্রিতে স্নান ও শয্যায় শয়ন করে এবং যে দিবা বা রাত্রিতে উত্তরমুখে শয়ন ও দক্ষিণমুখে মূত্র কিংবা বিষ্ঠা ত্যাগ করে, তাদৃশ নর তোমাদের ভক্ষণীয়। যে পুরুষ প্রদোষ সময়ে দধি কিংবা শক্তু সেবন কিংবা যে অন্ত্যজগমন করে, সে সত্বর তোমাদের ভক্ষণীয় হইবে। ৪০—৫৭। সূত কহিলেন,—সেই দেবীদ্বয় কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্টা মাতৃগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদের চারিদিক পরিবেষ্টিত করিয়া স্তব করিলেন; এদিকে প্রতাপবান্ রাজা চমৎকারও সেই দেবীদ্বয়ের বাসার্থ কৈলাসশিখরসদৃশ দুইটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। হে দ্বিজগণ! তদবধি সেই দেবীদ্বয় এই মহোদয় ক্ষেত্রে অম্বা ও বৃদ্ধা নামে বিখ্যাতা হইয়া সতত পুররক্ষা করিতেছেন। যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই দেবীদ্বয়ের বদন দর্শন করে, সংবৎসর পর্য্যন্ত তাহার কদাচ কোন বাধাবিঘ্ন ঘটে না। কোন মঙ্গলকার্য্যের পূর্ব্বে কিংবা পরে যে নর এই দেবীদ্বয়ের পূজা করে, ক্ষিতিতলে কোন কালে তাহার কোন বাধাবিঘ্ন

যাত্রাকালে পুমান্‌ যশ্চ তাভ্যাং পূজাং সমাচরেৎ। স বাঞ্ছিতফলং প্রাপ্য শীঘ্রং স্বগৃহমাপুয়াৎ। ৬৩। সদাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাং যস্তাভ্যাং বলিমাহরেৎ। স কামানাপ্নুয়াদিষ্টানিহ প্রেত্য চ সদ্গতিম্‌। ৬৩। যো মহানবমীসংজ্ঞে দিবসে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। তাভ্যাং সমাচরেৎ পূজাং স সদা স্যাদকণ্টকী। ৬৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে-
ঽম্বারুদ্ধামাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাশীতি-
তমোঽধ্যায়ঃ। ৮৮।

একোনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তত্র স্থিতে নিত্যং তস্মিন্‌ মাতৃগণে দ্বিজাঃ। বালকানাং ক্ষয়ো জজ্ঞে ব্রাহ্মণানাং গৃহেগৃহে। ১। তরুণানাং বিশেষেণ চমৎকারপুরোত্তরে। ছিদ্রমন্বেষমাণাস্তা ভ্রমন্ত্যখিলদেবতাঃ। ২। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা ছিদ্রসমুদ্ভবম্‌। বিঘাতং বালকানাঞ্চ দেবতাভির্বিনির্ম্মিতম্‌। ৩। অম্বাবৃদ্ধে সমাসাদ্য পূজয়িত্বা প্রযত্নতঃ। প্রোচুস্ত সুখসম্ভণ্ডা বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ। ৪। রক্ষার্থং সর্ব্ববিপ্রাণাং চমৎকারেণ ভূভুজা। ভবত্যোঃ নির্ম্মিতঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রাসাদোঽয়ং মনোহরঃ। ৫। ছিদ্রমস্মে বালকা রাত্রৌ ছিদ্রং প্রাপ্য সহস্রশঃ। সুমদীয়াস্তিরেতাভির্দেবতাভিঃ সমন্ততঃ। ৬। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্‌। নো চেৎপুরং পরিত্যজ্য যাস্যামোঽন্যত্র ভূতলে। ৭। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ততোঽম্বা কৃপয়ান্বিতাঃ। হত্বা পাদপ্রহারেণ ভূমিং চক্রে গুহাং ততঃ। ৮। তস্যাং স্বে পাদুকে ন্যস্য ততঃ প্রোবাচ দেবতাঃ। সর্ব্বাস্তা নতসর্ব্বাঙ্গীর্বিনয়েন সমন্বিতাঃ। ৯। ইমে মৎপাদুকে দিব্যে গুহামধ্যগতে সদা। সর্ব্বাভিঃ সেবনীয়ে চ ন গন্তব্যং বহিঃ কচিৎ। ১০। যা কাচিল্লোল্যমাস্থায় নিষ্ক্রমিষ্যতি মোহতঃ। সা দিব্যভাববির্নিমুক্তা শৃগালী সম্ভবিষ্যতি। ১১। দেবতা উচুঃ। অত্র স্থানে মহাদেবি কোঽস্মাকং প্রকরিষ্যতি। পূজাং কো বাত্র চাহারমস্মাকং হি সুরেশ্বরি। ১২। অম্বোবাচ। অত্রাগত্য বিনির্মুক্তা যোগিনো ধ্যানচিন্তকা। পূজাং সম্যক্‌-

হয় না। যে নর যাত্রাকালে এই দেবীদ্বয়ের পূজা করে, সে অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া সত্বর গৃহে আগমন করিয়া থাকে। যে নর অষ্টমী ও চতুর্দশীতে সতত এই দেবীদ্বয়ের সম্মুখে বলি আহরণ করে, সে ইহকালে নিখিল অভীষ্ট লাভ করিয়া পরকালে সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকে। যে নর মহানবমীদিনে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই দেবীদ্বয়ের পূজা করে, সে সতত নিষ্কণ্টক হয়। ৫৮—৬৫।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! দেবীদ্বয়ের আদেশানুসারে মাতৃকাগণ এইরূপে তথায় নিত্য অবস্থিত হইয়া আহারার্থে ছিদ্রান্বেষণতৎপর হইয়া সতত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে চমৎকারপুরের উত্তরদেশবাসী দ্বিজগণের গৃহে গৃহে বালক বিশেষতঃ যুবকদিগের ক্ষয় হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ জানিতে পারিলেন যে, মাতৃকাগণ ছিদ্র পাইয়া বালকদিগকে ভক্ষণ করিতেছেন; তখন দুঃখিত ব্রাহ্মণগণ অম্বাবৃদ্ধাসমীপে গমন ও যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিয়া বিনয়াবনত-মস্তকে বলিলেন,—ক্ষিতিপতি চমৎকার ব্রাহ্মণপালন জন্য আপনাদের এই উত্তম মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনাদের এই মাতৃকাগণ ছিদ্র পাইয়া রজনীযোগে আমাদের শত সহস্র বালক অপহরণ করিতেছেন। এই মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন, অন্যথা আমরা এই পুর পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অন্যত্র গমন করিব। ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অম্বা কৃপান্বিতা হইয়া পাদপ্রহারে ভূমিমধ্যে এক গুহা নির্ম্মাণ করিলেন এবং তন্মধ্যে স্বীয় পাদুকাদ্বয় সংস্থাপনপূর্ব্বক মাতৃকাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—তোমরা নতশরীরা ও বিনয়ান্বিতা হইয়া গুহামধ্যস্থিত আমার পাদুকাযুগলের সতত সেবা কর, তোমরা কেহই বহির্দেশে গমন করিও না; তোমাদের মধ্যে যে কেহ লোভমোহবশত বহির্দ্দেশে গমন করিবে, সে দিব্যভাবনির্মুক্ত হইয়া শৃগালী হইবে। ১-১১। মাতৃকাগণ উত্তর করিলেন,—হে মহাদেবি! এইস্থানে কে আমাদের পূজা বা আমাদিগকে আহার প্রদান করিবে? হে সুরেশ্বরি! তাহা আদেশ করুন। অম্বা কহিলেন,—ধ্যানচিন্তক যোগিগণ মুক্ত হইয়া এইস্থানে

করিষ্যন্তি সর্ব্বাসাং ভক্তিসংযুতাঃ ॥১৩॥ পাদুকে মে প্রপূজ্যাদৌ মাংসমদ্যাদিভিঃ ক্রমাৎ। অবাপ্স্যন্তি চ সংসিদ্ধিং দুর্লভামমরৈরপি ॥ ১৪ ॥ ততস্তথেতি তাঃ প্রোচ্য গুহামধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। পরিবার্য্য শুভে তস্যাঃ পাদুকে মোক্ষদায়িকে ॥ ১৫ ॥ ততস্তত্র সমাগত্য পুরুষা অপি দূরতঃ। প্রপূজ্য পাদুকে সম্যঙ্মাতৃস্তাশ্চ ততঃ পরম্। প্রয়াস্তি চ পরাং সিদ্ধিং জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতাম্ ॥১৬ ॥ এতস্মিন্নস্তরে নষ্টা অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। তীর্থযাত্রাব্রতান্যেব সংযমানিয়মাশ্চ যে ॥ ১৭ ॥ যে চাপি ব্রাহ্মণাঃ শান্তাঃ সদা মদ্যস্য দূষণম্। প্রকুর্ব্বন্তি স্বহস্তেন তেঽপি মদ্যৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ১৮ ॥ তর্পয়ন্তি তথা মাংসৈস্ত্যক্তাশেষমখক্রিয়াঃ। পাদুকে মাতৃভির্জ্জুষ্টে তথা ধূপানুলেপনৈঃ ॥ ১৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ভীতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। দৃষ্ট্বা যজ্ঞক্রিয়োচ্ছেদং ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলাঃ ॥ ২০ ॥ প্রোচুর্ম্মহেশ্বরং গত্বা বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ। স্তুত্বা পৃথগ্বিধৈঃ সূক্তৈর্ব্বেদোক্তৈঃ শতরুদ্রিয়ৈঃ ॥ ২১ ॥ দেবা ঊচুঃ।

হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে পাদুকে তত্র সংস্থিতে। অম্বয়ামাতৃভিঃ সার্দ্ধং গুহামধ্যে সুগুহ্যকে ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণা অপি দেবেশ মদ্যমাংসেন ভক্তিতঃ। তাভ্যাং পূজাং প্রকুর্ব্বন্তি প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥ নষ্টা ধর্ম্মক্রিয়া সর্ব্বা মর্ত্ত্যলোকেঽত্র সাম্প্রতম্। অস্মাকং সংক্ষয়ো জাতো যজ্ঞভাগং বিনা প্রভো ॥ ২৪ ॥ তস্মাত্বং কুরু দেবেশ যথা স্যাৎপাদুকাক্ষয়ঃ। প্রভবন্তি যথা ভূমাবস্মাকং স্যুঃ পরা মুদঃ ॥ ২৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। যা সা অম্বেতি বিখ্যাতা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী। জগন্মাতাক্ষয়া সাক্ষান্মমাপি জননী চ সা ॥ ২৬ ॥ তৎকথং সংক্ষয়স্তস্যাঃ কর্ত্তুং কেনাপি শক্যতে। মনসাপি মহাভাগাঃ পাদুকানাং বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ পরং তত্র করিষ্যামি সুখোপায়ং সুরেশ্বরাঃ। যুষ্মভ্যং পাদুকাভ্যাঞ্চ মহত্বং যেন জায়তে ॥ ২৮ ॥ এবমুক্ত্বা ততো ধ্যানং চক্রে দেবো মহেশ্বরঃ। বাবৃতা কমলং হৃৎস্থমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥ ২৯ ॥ তস্যান্তর্গতমাসীনমঙ্গুষ্ঠাগ্রমিতং শুভম্। দ্বাদশার্কপ্রভং সূক্ষ্মং স্বমাত্মানং

আগমন করিবেন, তাঁহারাই ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমাদের পূজা করিবেন। যোগিগণ এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক মাংস খাদ্যাদি দ্বারা আমার পাদুকা পূজা করিয়া অমর-দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিবেন। মাতৃকাগণ "তাহাই হউক" বলিয়া অম্বাবাক্যে অঙ্গীকার করত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই মোক্ষদায়িকা পাদুকা পরিবেষ্টন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দূর হইতে মহাপুরুষগণ তথায় আগমন করিয়া সেই পাদুকা ও মাতৃগণের পূজা করত জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত পরমসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন। মানবগণ এইরূপে অনায়াসে ভক্তিলাভ করিতে থাকিলে অগ্নিষ্টোমাদি যাগক্রিয়া, তীর্থযাত্রা ব্রত, সংযম ও নিয়মনিচয় বিনষ্ট হইতে লাগিল; যে সকল শান্তদ্বিজ সতত সুরার দোষ কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারাও যাগযজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক মাংস মদ্যাদি ও ধূপ দীপ অনুলেপন দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে মাতৃকাজুষ্ট পাদুকাগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যাগক্রিয়ার উচ্ছেদসাধনে ক্ষুৎপিপাসাকুল সবাসব সুরগণ ভীত হইয়া মহেশসমীপে গমনপূর্ব্বক এই সংবাদ নিবেদন করিলেন এবং সকলেই বেদোক্ত শতরুদ্রিয় সূক্ত দ্বারা মহেশের পৃথক্ পৃথক্ স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন,—হে দেবেশ! হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্রে গুহ্য গুহামধ্যে মাতৃগণযুক্ত অম্বার পাদুকা অবস্থিত, ব্রাহ্মণগণ ভক্তিযুক্তহৃদয়ে মদ্যমাংস দ্বারা মাতৃগণ সহ সেই পাদুকার পূজা করিয়া পরমসিদ্ধি লাভ করিতেছেন। সম্প্রতি মর্ত্ত্যলোকে নিখিল ধর্ম্মক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত; হে প্রভো! যজ্ঞভাগের অভাবে আমাদের মহাক্ষয় উপস্থিত! অতএব হে দেবেশ! যাহাতে পাদুকার ক্ষয় হয়, তাহা করুন। এইরূপ করিলে পুনরায় যজ্ঞক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব হইবে, যজ্ঞভাগ লাভ করিয়া আমরাও পরম মুদান্বিত হইব ।১২—২৫। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—তোমরা যে অম্বার কথা কহিতেছ, তিনি বিখ্যাতা শক্তি, পরমেশ্বরী, জগন্মাতা ও অক্ষয়া, তিনি আমারও সাক্ষাৎ জননী; অতএব কিরূপে তাঁহার ক্ষয় হইবে? হে মহাভাগগণ! তাঁহার, বিশেষতঃ তদীয় পাদুকার কেহ মন দ্বারাও ক্ষয় চিন্তা করিতে সমর্থ নহে। হে সুরগণ! বরঞ্চ আমি এক সুখোপায় কহিতেছি, ইহাতে তোমাদের ও পাদুকার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে; দেবেশ মহেশ এইরূপ বলিয়া ধ্যানস্থ এবং হৃদয়স্থিত সকর্ণিক অষ্টদল কমলের মধ্যে দ্বাদশাদিত্যকরপ্রভ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত শুভ সূক্ষ্ম স্বীয় আত্মা অবলোকন করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এইরূপে

ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩০ ॥ তস্যৈবং ধ্যায়মানস্য তৃতীয়-নয়নাত্ততঃ। শ্বেতাম্বরধরা শুভ্রা নির্গতা কন্যকা শুভা ॥ ৩১ ॥ অথ সা প্রাহ তং দেবং প্রণিপত্য মহেশ্বরম্। কিমর্থং দেব সৃষ্টাস্মি মমাদেশঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ৩২ শ্রীভগবানুবাচ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে পাদুকে সংস্থিতে শুভে। শ্রীমাতুর্জগতাং মুখ্যে তাভ্যাং পূজাং সমাচর ॥ ৩৩ ॥ কন্যকাং সম্পরিত্যজ্য তবান্বয়বিবর্দ্ধিতাম্। যঃ করিষ্যতি তৎ-পূজামাহারঃ স্যাৎ স মাতৃষু ॥ ৩৪ ॥ কৌমারব্রহ্ম-চর্য্যেণ ত্বয়াপি চ সুভক্তিতঃ। তাভ্যাং পূজা প্রকর্ত্তব্যা নো চেন্নাশমবাপ্স্যসি ॥ ৩৫ ॥ তব পূজাং করিষ্যন্তি যে নরা ভক্তিতৎপরাঃ। মাতৄণাং সম্মতাস্তে স্যুঃ সর্ব্বদৈব সুখান্বিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ এবমুক্তা ততস্তস্যা মন্ত্রমার্গং যথোচিতম্। পূজামার্গং বিশেষেণ কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৩৭ ॥ ততো বিসর্জ্জয়ামাস দত্বা ছত্রাদিভূষণম্। প্রতিপত্তিং মহাদেবস্তাংশ্চ সর্ব্বান্ সুরেশ্বরান্ ॥ ৩৮ ॥ কুমার্য্যুবাচ। ত্বয়ৈতৎ কথিতং দেব মদন্বয়সমুদ্ভবাঃ। কন্যকাঃ পূজয়িষ্যন্তি পাদুকে তে সুশোভনে ॥ ৩৯ ॥ কৌমারব্রহ্মচর্য্যেণ ভবিষ্যত্যন্বয়ঃ কথম্। এতন্মে বিস্তরাৎ সর্ব্বং যথা-বদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪০ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। মন্ত্রগ্রামঃ প্রসন্না ত্বং কন্যকায়া বদিষ্যসি। মন্ত্রগ্রামমিমং সম্যক্ স্বভাবা সা ভবিষ্যতি ॥ ৪১ এবং চান্যা মহাভাগে পারম্পর্য্যেণ কন্যকাঃ। তব বংশোদ্ভবাঃ সর্ব্বাঃ প্রভবিষ্যন্তি মন্ত্রতঃ ॥ ৪২ ॥ ততঃ সা তাং সমাসাদ্য পাদুকাসম্ভবাং গুহাম্। পূজাং চক্রে যথা-ন্যায়ং যথোক্তং ত্রিপুরারিণা ॥ ৪৩ ॥ সূত উবাচ। তদন্বয়সমুত্থায়াঃ কন্যকায়াঃ করেণ যঃ। পাদুকাভ্যাং নরঃ পূজাং প্রকরোতি সমাহিতঃ। ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য স স্যাৎ প্রেত্য সুখান্বিতঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কন্যাহস্তেন পাদুকে। পূজনীয়ে বিশেষেণ পূজ্যা সা চাপি কন্যকা ॥ ৪৫ ॥ বাঞ্ছদ্ভিঃ শাশ্বতং সৌখ্যমিহ লোকে পরত্র চ। মানবৈর্ভক্তি-সংযুক্তৈরিত্যুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং মাহাত্ম্যং পাদুকোদ্ভবম্। শ্রীমাতুরত্নরূপেণ

ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে শ্বেতাম্বরপরিহিতা শুভাননা একটী ক্ষুদ্রকায়া কন্যা নির্গতা হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করত কহিতে লাগিলেন,—হে দেব! কি জন্য আমাকে সৃজন করিলেন, আমার কর্ত্তব্য কি? আদেশ করুন। ভগবান্ বলিলেন,—শুভদ তীর্থবর হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্রে জগন্মাতার পাদুকদ্বয় বিদ্যমান। তুমি সেই পাদুকার পূজা করিবে; তোমার বংশবৃদ্ধিকারিণী এক কন্যা জন্মিবে। যে মানব তোমার সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া পাদুকাদ্বয়ের পূজা করিবে, সে মাতৃগণের ভক্ষণীয় হইবে। তুমিও কৌমারব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক উত্তম ভক্তি দ্বারা পাদুকাদ্বয়ের পূজা করিও, এরূপ না করিলে তুমিও বিনষ্ট হইবে। যে সকল ভক্তিতৎপর নরগণ তোমার পূজা করিবে, তাহারা মাতৃগণের সম্মত হইয়া সতত সুখসমন্বিত হইবে। হর এইরূপ কহিয়া সেই কন্যার নিকট পাদুকার যথোচিত মন্ত্র বিশেষতঃ পূজামার্গ বিস্তাররূপে বর্ণন করিলেন; তারপর তাঁহাকে ছত্রাদিভূষণ ও প্রভুত্ব দান করিয়া বিদায় দিলেন; এদিকে দেবশ্রেষ্ঠগণও মহাদেবের এইরূপ রীতিবিধান দর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! আপনি কহিলেন,—আমার বংশসম্ভব কন্যাগণ সুশোভন পাদুকাদ্বয়ের পূজা করিবে, এদিকেও আবার আমাকে কৌমারব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে আদেশ দিয়াছেন; এইরূপ হইলে আমার বংশ কিরূপে সম্ভব হইবে? এই সকল আমার নিকট বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। ২৯—৪০। ভগবান্ বলিলেন,—তুমি যে যে কন্যার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই মন্ত্রগ্রাম সম্যক কীর্ত্তন করিবে, তাহারাই তোমার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে এবং সেই কন্যারা আবার যাহাদের নিকট বলিবে, তাহারাও সেই কন্যার ভাবান্বিত হইবে। হে মহাভাগে! এইরূপ পারম্পর্য্যক্রমে মন্ত্র হইতেই বহু কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাহারা সকলেই তোমার বংশসম্ভব বলিয়া কথিত হইবে। অনন্তর কন্যা হিমগিরির গুহায় গমন করত ত্রিপুরারির আদেশানুসারে পাদুকাদ্বয়ের যথাযোগ্য পূজা করিতে লাগিলেন। সূত কহিলেন,—যে সমাহিতমনা নর ত্রিনয়নের নয়নজাত সেই কন্যার করে পাদুকাদ্বয়ের পূজা করে, সে ইহলোকে সুখ লাভ করিয়া পরলোকেও সুখান্বিত হয়। মহেশ্বর বলিয়াছেন,—যে সকল লোক ইহপর সর্ব্বত্র সনাতন সৌখ্য অভিলাষ করে, ভক্তিভরে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের এই কন্যার করে পাদুকাদ্বয়ের পূজা প্রদান করা কর্ত্তব্য; এইরূপে পাদুকাদ্বয়ের পূজা করিয়া সেই কন্যারও পূজা করিতে হইবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! জগন্মাতা মহাদেবীর কথা প্রসঙ্গে

অথাদেব্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ। তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ স প্রাপ্নোতি পরং পদম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাদুকামাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অগ্নিতীর্থং ত্বয়া প্রোক্তং ব্রহ্মতীর্থঞ্চ যৎপুরা। ন তয়োঃ কথিতোৎপত্তির্মাহাত্ম্যঞ্চ মহামতে ॥ ১ ॥ তস্মাদ্বিস্তরতো ব্রূহি একৈকস্য পৃথক্ পৃথক্। ন বয়ং তৃপ্তিমাপন্নাঃ শৃণ্বন্তস্তে বচোঽমৃতম্ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি কথাং পাতকনাশিনীম্। অগ্নিতীর্থসমুদ্ভূতাং সর্ব্বসৌখ্যাবহাং শুভাম্ ॥ ৩ ॥ সোমবংশসমুদ্ভূতঃ প্রতীপো নাম ভূপতিঃ। পুরাসীচ্ছৌর্য্যসম্পন্নো ব্রহ্মজ্ঞানবিচক্ষণঃ ॥ ৪ ॥ তস্য পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্। দেবাপিঃ প্রথমস্তত্র দ্বিতীয়ঃ শন্তনুর্দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥ অথো শিবপদং প্রাপ্তে প্রতীপে নৃপসত্তমে। তপোঽর্থং রাজ্যমুৎসৃজ্য দেবাপির্নির্যযৌ বনম্ ॥ ৬ ॥ ততশ্চ মন্ত্রিভিঃ সর্ব্বৈঃ শন্তনুস্তস্য চানুজঃ। পিতৃপৈতামহে রাজ্যে সম্বরং নিয়োজিতঃ ॥ ৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে শক্রো ন ববর্ষ ক্রুধান্বিতঃ। যাবদ্দ্বাদশবর্ষাণি তস্মিন্ রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৮ ॥ অতঃ কৃচ্ছ্রং গতঃ সর্ব্বো লোকঃ ক্ষুৎপরিপীড়িতঃ। চামুণ্ডাসদৃশো জাতো যো ন মৃত্যুবশঙ্গতঃ ॥ ৯ ॥ সন্ত্যক্তাঃ পতিভির্নার্য্যঃ পুত্রশ্চ পিতৃভির্নিজৈঃ। মাতরশ্চ তথা পুত্রৈর্লোকেষন্যেষু কা কথা ॥ ১০ ॥ দৈবযোগাৎ কচিৎ কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্যদি দৃশ্যতে। শস্যং সিদ্ধমসিদ্ধং বা হ্রিয়তে বীর্য্যতঃ পরৈঃ ॥ ১১ ॥ শুষ্কা মহীরুহাঃ সর্ব্বে তথা যে চ জলাশয়াঃ। নদ্যশ্চ স্বল্পতোয়াশ্চ গঙ্গাদ্যা অপি সংস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ এবং বৃষ্টেঃ ক্ষয়ে জাতে নষ্টে ধর্ম্মপথে তথা। লোকেঽস্মিন্নস্থিসঙ্ঘাতৈঃ পূরিতে ভস্মনাবৃতে ॥ ১৩ ॥ ন কশ্চিদযজনং চক্রে ন স্বাধ্যায়ং ন চ ব্রতম্। এবমালোক্যতে ব্যোম বৃষ্ট্যর্থং ক্ষুৎসমাকুলৈঃ ॥ ১৪ ॥

আপনাদের নিকট পাদুকার সকল মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব ভক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দশী বিশেষতঃ অষ্টমীদিবসে সমাহিতমনে এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার পরম পদ লাভ হয়। ৪১—৪৮।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে! তুমি পূর্ব্বে অগ্নি ও ব্রহ্মতীর্থ বর্ণন করিয়াছ, কিন্তু ঐ তীর্থদ্বয়ের উৎপত্তিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর নাই; আমার তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্তির সীমাদর্শন করিতেছি না, অতএব বিস্তাররূপে এক একটী করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ঐ তীর্থদ্বয়ের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—আপনাদের নিকট প্রথমে পাপনাশিনী অগ্নিতীর্থকথা কীর্ত্তন করিব, এই অগ্নিতীর্থকথা শুভাবহা ও সর্ব্বসৌখ্যবিধাত্রী। পূর্ব্বকালে সোমবংশসম্ভব প্রতীপ নামে ভূপতি ছিলেন। মহীপতি প্রতীপ শৌর্য্যবান্ ও ব্রহ্মজ্ঞানে বিচক্ষণ। হে দ্বিজগণ! তাঁহার নিখিলগুণযুক্ত দুইটী পুত্র জন্মে; প্রথমটীর নাম দেবাপি এবং দ্বিতীয় শান্তনু। অনন্তর নৃপসত্তম প্রতীপ শিবপদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন, তারপর অমাত্যগণের মন্ত্রণায় অনুজ শান্তনু পিতৃপিতামহভুক্ত রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলে শক্র ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বাদশবর্ষ তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ করিলেন না; বর্ষণাভাবে লোক সকল মহা দুঃখে পতিত হইল, অনেকেই মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইল, যাহারা অতিকষ্টে জীবন ধারন করিল, তাহারা সকলেই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিল। পতিগণ পত্নী পরিত্যাগ করিল, পিতৃগণ কর্ত্তৃক পুত্র সকল পরিত্যক্ত হইতে লাগিল; অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের কথা আর কি বলিব, পুত্রগণও স্ব স্ব জননীকে বিসর্জ্জন দিল। ১—১০। দৈবযোগে কোথাও বা যদি কিঞ্চিৎ সম্পন্ন কিংবা অসম্পন্ন শস্য পরিদৃশ্যমান হইত, তাহাও অপর ব্যক্তিগণ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে লাগিল। ক্রমে তত্রত্য মহীরুহ ও জলাশয় সকল শুকাইয়া গেল, গঙ্গাদি নদীনিবহ অল্পজলা হইল। এইরূপে অনাবৃষ্টি প্রকটিত হওয়ায় ধর্ম্মপথ নিরুদ্ধ হইল, প্রজাগণের অস্থি ও ভস্মরাশিতে রাজ্য পরিপূরিত হইয়া গেল। কেহ আর যাগ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রতাদি আচরণ করিল না; সকলেই ক্ষুধায় তৃষ্ণায়

এতস্মিন্নেব কালে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
চর্ম্মাস্থিশেষসর্ব্বাঙ্গো বুভুক্ষার্ত্ত ইতস্ততঃ। ১৫ ।
পরিভ্রমংস্ততঃ প্রাপ্য কঞ্চিদ্‌গ্রামং নিরুদ্ধসম্।
মৃতমর্ত্ত্যোস্তবৈর্ব্যাপ্তমস্থিসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ। ১৬ ।
অথ তত্র ভ্রমন্ প্রাপ্তশ্চণ্ডালস্য নিবেশনম্। শূন্যে গোঽস্থিসমাকীর্ণে দুর্গন্ধেন সমাবৃতে। ১৭ ।
অথাপশ্যন্মৃতং তত্র সারমেয়ং চিরোষিতম্। সংশুষ্কং গন্ধনির্মুক্তং গৃহপ্রান্তে ব্যবস্থিতম্। ১৮ । সমাদায় ততস্তঞ্চ আপদ্ধর্ম্মপরায়ণঃ। প্রক্ষাল্য সলিলে পশ্চাৎ প্রচকর্ত্ত তদা মুনিঃ। ১৯ । ততশ্চ শ্রপয়ামাস সুসমিদ্ধে হুতাশনে। ক্ষুৎক্ষামো ভোজনার্থায় ততঃ পাকাগ্রমেব চ। ২০ । সমাদায় পিতৄংস্তর্প্য যাবদগ্নৌ জুহোতি সঃ। তাবদ্বহ্নিঃ পরিত্যজ্য সমস্তমপি ভূতলম্। ২১ । গতশ্চাদর্শনং সদ্যঃ সর্ব্বেষাং ক্ষিতিবাসিনাম্। চিন্তে কোপং সমাধায় শক্রস্যোপরি ভূরিশঃ। ২২ । এতস্মিন্নন্তরে বহ্নৌ মর্ত্ত্যলোকাদ্বিনির্গতে। বিশেষাৎ পীড়িতা লোকা যেঽবশিষ্টা ধরাতলে। ২৩ । এতস্মিন্নন্তরে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ। বহ্নেরন্বেষণার্থায় বভ্রমুর্ধরণীতলে। ২৪ । অথ তৈর্ভ্রমমাণৈশ্চ প্রদৃষ্টোঽভূদ্গজো মহান্। নিশ্বসন্ পতিতো ভূমৌ বহ্নিতাপপ্রপীড়িতঃ। ২৫ । অথ দেবা গজং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুস্বরয়ান্বিতাঃ। কচ্চিত্ত্বয়া স দৃষ্টোঽত্র কাননে পাবকো গজ। ২৬ । গজ উবাচ। বংশস্তম্বেঽত্র সঙ্কীর্ণে সম্প্রবিষ্টো হুতাশনঃ। সাম্প্রতং তেন নির্দগ্ধঃ কৃচ্ছ্রাদত্রাহমাগতঃ। ২৭ । অথ তৈর্বেষ্টিতস্তস্মিন্ বংশস্তম্বে হুতাশনঃ। দৈবৈর্দত্ত্বা গজেন্দ্রস্য শাপং পশ্চাদ্বিনির্গতঃ। ২৮ । যস্মাত্ত্বয়াহমাদিষ্টো দেবানাং বারণাধম। তস্মাত্তব মুখে জিহ্বা বিপরীতা ভবিষ্যতি। ২৯ । এবং শপ্ত্বা গজং শীঘ্রং নষ্টো বৈশ্বানরঃ পুনঃ। দেবাশ্চাপি তথা পৃষ্ঠে সংলগ্নাস্তদ্দিদৃক্ষয়া। ৩০ । অথ দৃষ্টঃ শুকস্তৈশ্চ ভ্রমমাণৈর্মহাবনে। ভো ভোঃ শুক ত্বয়া বহ্নির্যদি দৃষ্টো নিবেদ্যতাম্। ৩১ । শুক উবাচ। যোঽয়ং সংদৃশ্যতে দূরাচ্ছমী-

---

আকুল হইয়া বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিল। এই সময় ক্ষুধাকাতর অস্থিচর্ম্মাবিশিষ্ট ঋষিসত্তম বিশ্বামিত্র ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক নগরে গিয়া উপনীত হইলেন, ঐগ্রামের বসবাস উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে এবং মৃত মানবগণের অস্থিরাশিদ্বারা সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে জনৈক চণ্ডালের আবাসে উপনীত হইলেন, তাহার আবাসভূমি গোরুর অস্থিদ্বারা সমাকীর্ণ ও সর্ব্বত্র দুর্গন্ধময়। অনন্তর তিনি চণ্ডালের গৃহপ্রান্তে একটী মৃত সারমেয় দেখিতে পাইলেন, এই সারমেটী দীর্ঘকালের মৃত বলিয়া শুষ্ক ও গন্ধহীন হইয়াছে। অনন্তর ঋষি বিশ্বামিত্র সেই সারমেয়টী গ্রহণ করিলেন এবং আপদ্ধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক সলিল দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া তাহাকে কর্ত্তন করত প্রজ্বলিত হুতাশনে সেই সারমেয় মাংস দগ্ধ করিলেন। মুনিবর ক্ষুধাকাতর, তিনি পক্ব সারমেয়মাংসের অগ্রভাগ গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিলেন, তারপর সেই মাংস দ্বারা যেমন হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন অমনি পাকশাসনের প্রতি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া পাবক পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষিতিবাসিগণের সমক্ষেই অদর্শন হইলেন। অনল ধরাতল হইতে চলিয়া গেলে মর্ত্ত্যবাসী নষ্টাবশিষ্ট মানবগণ অত্যন্ত পীড়িত হইল, তখন দেবগণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া বহ্নির অন্বেষণার্থ ধরণীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ধরণী বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন,—হুতাশনতাপে প্রপীড়িত এক মহাগজ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্ষিতিতলে পতিত হইল। দেবগণ সেই গজকে পতিত অবলোকন করিয়া সত্বর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে গজ! তুমি কি কোথাও এই কাননে হুতাশনকে সন্দর্শন করিয়াছ? গজ উত্তর করিল,—হুতাশন এই সংকীর্ণবংশস্তম্ব মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আমিই সম্প্রতি হুতাশনে দগ্ধ হইয়া অতি কষ্টে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। অনন্তর সুরগণ সেই বংশস্তম্ব মধ্য হুতাশনকে পরিবেষ্টিত করিলেন,। হুতাশনও সেই বংশস্তম্ব মধ্য হইতে গজকে অভিশাপ্ত করিয়া বহির্গত হইলেন। হুতাশন বলিলেন,—হে গজাধম! তুই দেবগণ সমীপে আমার সংবাদ প্রদান করিয়াছিস; অতএব মুখের বিপরীতদিকে তোর রসনা থাকিবে। হুতাশন গজের প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া পুনরায় সত্বর অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ তাঁহার দর্শনবাসনায় পূর্ব্ববৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১১—৩০। অনন্তর একদিন সুরগণ মহাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক শুক সন্দর্শন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে শুক! যদি তুমি জাতবেদাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে

পৃষ্ঠে চ পিপ্পলঃ। এতস্মিংস্তিষ্ঠতে বহ্নিরশ্বত্থে সুরসত্তমাঃ॥ ৩২॥ অত্রস্থো যঃ কুলায়ো মে আসীচ্ছিশুসমন্বিতঃ। সন্দগ্ধস্তৎপ্রতাপেন সোঽহং কৃচ্ছ্রাদ্বিনির্গতঃ॥ ৩৩॥ তচ্ছ্রুত্বা তৈস্তু সুরৈঃ সর্বৈঃ শমীগর্ভঃ স তৎক্ষণাৎ। বেষ্টিতঃ পাবকোঽপ্যাশু শুকং শপ্ত্বা বিনির্গতঃ॥ ৩৪॥ অহং যস্মাত্ত্বয়া পাপ দেবানাং সন্নিবেদিতঃ। তস্মাচ্ছুক ন তে বাণী বিস্পষ্টা সম্ভবিষ্যতি॥ ৩৫॥ এবমুক্ত্বা জাতবেদা দেবাদর্শনবাঞ্ছয়া। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৩৬॥ জলাশয়ং সুগম্ভীরং পূর্বোত্তরদিক্‌সংস্থিতম্। দৃষ্ট্বা তত্র প্রবিষ্টস্তু নিভৃতঞ্চ সমাশ্রিতঃ॥ ৩৭॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র মৎস্যকচ্ছপদর্দ্দুরাঃ। বহ্নিপ্রতাপনির্দগ্ধা দৃশ্যন্তে শতশো মৃতাঃ॥ ৩৮॥ অথ চৈকোঽর্দ্ধনির্দগ্ধ আয়ুঃশেষেণ দর্দ্দুরঃ। তস্মাজ্জলাদ্বিনিষ্ক্রান্তো দৃষ্টো দেবৈশ্চ দূরতঃ॥ ৩৯॥ পৃষ্টশ্চ ব্রূহি চেদ্ভেক ত্বয়া দৃষ্টো হুতাশনঃ। তদর্থমিহ সম্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ॥৪০॥ ভেক উবাচ। অস্মিন্ জলাশয়ে বহ্নিঃ সাম্প্রতং পর্য্যবস্থিতঃ। তস্যৈতে জলমধ্যস্থা মৃতা ভূরিজলোদ্ভবাঃ॥ ৪১॥ অস্মাকং নিধনং প্রাপ্তং কুটুম্বং সুরসত্তমাঃ। অহং কৃচ্ছ্রেণ নিষ্ক্রান্ত এতস্মাজ্জলসংশ্রয়াৎ॥ ৪২॥ তচ্ছ্রুত্বা তে সুরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বতস্তং জলাশয়ম্। বেষ্টয়িত্বা স্থিতাস্তত্র বহ্নির্ভেকং শশাপ হ॥ ৪৩॥ যস্মাদ্ভেক ত্বয়া মূঢ় দেবেভ্যোঽহং নিবেদিতঃ। তস্মাত্ত্বং ভবিতা নূনং বিজিহ্বোঽত্র ধরাতলে॥ ৪৪॥ এবমুক্ত্বা ততঃ স্থানান্তরতো বহ্নির্বিনির্গতঃ। তাবৎ স ব্রহ্মণা প্রোক্তঃ স্বয়মেব মহাত্মনা॥ ৪৫॥ ভো ভো বহ্নে কিমর্থং ত্বং দেবান্ দৃষ্ট্বা প্রগচ্ছসি। ত্বমাদ্যশ্চৈব সর্ব্বেষামেতেষাং সংস্থিতো মুখম্॥ ৪৬॥ ত্বয্যাহুতির্হুতা সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ ৪৭॥ তস্মাদ্ধাতা বিধাতা চ ত্বমেব জগতঃ স্থিতঃ। সন্তুষ্টে ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়ি রুষ্টে বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৪৮॥ অগ্নিষ্টোমাদিকা

দেবগণসমীপে নিবেদন কর। শুক উত্তর করিল,—হে সুরোত্তমগণ! এই যে অদূরে শমীতরুর উদরমধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ অবলোকন করিতেছেন, হুতাশন এই তরু মধ্যে বিরাজমান এই পিপ্পল শাখায় আমার কুলায় ছিল, কুলায়ে আমার শাবকগণ বাস করিত, তাহারা বহ্নির তাপে দগ্ধ হইয়াছে. আমি অতিকষ্টে কুলায় হইতে চলিয়া আসিয়াছি। শুকের বাক্যে সুরগণ পুর্ব্বেরন্যায় সদ্যই শমীবেষ্টন করিলেন, হুতাশন শুকের প্রতি সত্বর অভিশাপ প্রয়োগ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শাবক কহিলেন,—রে পাপশুক! তুই দেবগণের সমীপে আমার সংবাদ প্রদান করিয়াছিস্, অতএব তুই অস্পষ্টভাষী হইবি। জাতবেদা দেবতাদিগকে দর্শনদানে অনিচ্ছুক, তিনি শুকের প্রতি এইরূপ অভিশাপবাণী প্রয়োগ করিয়া হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তরদিকস্থিত পরমেষ্ঠীর গভীর জলাশয়ে প্রবেশ করিলেন। অনল জলাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানের আশ্রয় লইলেন, তখন জলাশয়স্থিত শত শত মৎস্য, কচ্ছপ ও ভেক সেই হুতাশনতাপে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ভেকগণের মধ্যে একটী অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় সেই জলাশয় হইতে নির্গত হইল, তখনও তাহার আয়ুঃশেষ হয় নাই; সবাসব সুরগণ দূর হইতে এই ভেককে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে ভেক! তুমি যদি হুতাশনকে দর্শন করিয়া থাক, তবে আমাদের নিকট বল। আমরা বহ্নিকে দর্শন করিব বলিয়াই ইন্দ্রেরসহিত এইস্থানে আগমন করিয়াছি।৩১—৪০। ভেক কহিল, এই সম্মুখস্থ জলাশয়ে অনল প্রবেশ করিয়াছে, এই জলাশয়ে হুতাশনের বাসহেতু অনেক জলচর যমালয়ে গমন করিয়াছে। হে সুরসত্তমগণ! আমাদের কুটুম্ব সকলও নিহত হইয়াছে। আমি অতি কষ্টে জল হইতে নির্গত হইয়াছি। ভেকের বাক্যে দেবগণ সেই জলাশয়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; এদিকে হুতাশনও ভেকের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিলেন। অনল বলিলেন,—রে মূঢ় ভেক! তুই দেবগণের নিকট আমার কথা বলিয়া দিয়াছিস্, অতএব তুই ধরাতলে রসনাহীন হইবি। অনন্তর বৈশ্বানর ভেকের প্রতি অভিশাপ দিয়া যেমন সেই জলাশয়ত্যাগে উদ্যত হইলেন, তখন মহাত্মা স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—হে হুতাশন! দেবগণকে দর্শন করিয়া কিজন্য তুমি চলিয়া যাইতেছ, তুমি অমরনিকরের মুখ ও তুমিই আদ্য; তোমার মুখে সম্যক্ আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা দিনকরের মুখে উপনীত হয়, তারপর আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে সেই অন্ন দ্বারা প্রজা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব তুমিই জগতের ধাতা, বিধাতা এবং তুমিই জগতের গুরু; তুমি তুষ্ট হইলে বিশ্ব পুষ্ট হয় আর তুমি রুষ্ট হইলে

যজ্ঞাস্ত্বয়ি সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ। অথ সর্ব্বাণি ভূতানি জীবন্তি তব সংশ্রয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সর্ব্বদা। তেনৈবান্নং চ পানং চ জঠরস্থং পচত্যলম্ ॥ ৫০ ॥ তস্মাৎ কুরু প্রসাদং ত্বং সর্ব্বেষাং চ দিবৌকসাম্। কোপস্য কারণং ব্রূহি যত্ত্যক্তা প্রগচ্ছসি ॥ ৫১ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ। প্রোবাচ প্রণয়াৎকোপং কৃত্বা নত্বা চ পদ্মজম্ ॥ ৫২ ॥ অগ্নিরুবাচ। অহং কোপং সমাধায় শক্রস্যোপরি পদ্মজ। প্রণষ্টো জগতুৎসৃজ্য যস্মাত্তৎকারণং শৃণু ॥ ৫৩ ॥ অনাবৃষ্ট্যা মহেন্দ্রস্য সঞ্জাতশ্চৌষধীক্ষয়ঃ। ততোহস্মাহং শ্বমাংসেন বিশ্বামিত্রেণ যোজিতঃ ॥ ৫৪ ॥ এতস্মাৎ কারণান্নষ্টো ন কামান্ন চ সম্ভ্রমাৎ। অভক্ষ্যভক্ষণাদ্ভীতঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৫৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা স চতুর্বক্ত্রঃ শক্রমাহ ততঃ পরম্। যুক্তমেব শিখী প্রাহ কিমর্থং ন চ বর্ষসি ॥ ৫৬ ॥ শক্র উবাচ। জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমুল্লঙ্ঘ্য শন্তনুঃ পৃথিবীপতিঃ। পিতৃপৈতামহে রাজ্যে স নিবিষ্টঃ পিতামহ ॥ ৫৭ ॥ এতস্মাৎ কারণাদ্বৃষ্টিঃ সন্নিরুদ্ধা ময়া প্রভো। তদ্ব্রূহি কিং করোম্যদ্য ত্বং প্রমাণং পিতামহ ॥ ৫৮ ॥ পিতামহ উবাচ। তস্যাক্রমস্য সম্প্রাপ্তং পাপং তেন মহীভুজা। উপভুক্তমবৃষ্ট্যাদ্য তস্মাদ্বৃষ্টিং কুরু দ্রুতম্ ॥ ৫৯ ॥ যদ্বাক্যাদ্যাতি নো নাশং যাবদেতজ্জগত্রয়ম্। অকালেনাপি দেবেন্দ্র শস্যাভাবাদ্বুভুক্ষয়া ॥ ৬০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে শক্র আদিদেশ ত্বরান্বিতঃ। পুষ্করাবর্ত্তকান্মেঘান্ বৃষ্ট্যর্থং ধরণীতলে ॥ ৬১ ॥ তেহপি শক্রসমাদেশাৎ সমস্তধরণীতলম্। তৎক্ষণাৎ পূরয়ামাসুর্গর্জ্জন্তো বিদ্যুদন্বিতাঃ ॥ ৬২ ॥ অথাব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা দেবৈঃ সার্দ্ধং হুতাশনম্। অগ্নিহোত্রেষু বিপ্রাণাং প্রত্যক্ষো ভব পাবক। সাম্প্রতং ত্বং বরং মত্তঃ প্রার্থয়স্বাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৬৩ ॥ অগ্নিরুবাচ। অয়ং জলাশয়ঃ পুণ্যো মন্নাম্না পৃথিবীতলে। খ্যাতিং যাতু চতুর্বক্ত্র বহ্নিতীর্থমিতি স্মৃতম্ ॥ ৬৪ ॥ অত্র যঃ প্রাতরুত্থায় স্নাত্বা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। অগ্নিসূক্তং জাপদা চ মাং প্রপশ্যতি সাদরম্। তস্য তুষ্টিময়া কার্য্যা ক্রতুং

বসুধা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অগ্নিষ্টোমাদি নিখিল যজ্ঞ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তোমার আশ্রয়েই জীবনিবহ জীবন ধারণ করে। হে অগ্নে! তুমিই সমস্ত ভূতসকলের অন্তরে অন্তরে বিচরণ কর, তাহাতেই সকল লোকের জঠরের অন্ন পানীয় পরিপাক পায়, অতএব হে হুতাশন! ত্রিদশগণের প্রতি প্রসন্ন হও এবং কিজন্য কোপ করিয়া দেবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যাইতেছ, তাহার কারণ বল। সূত কহিলেন,—অনন্তর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার বাক্যে পাবক কুপিত হইলেন; কিন্তু প্রণয়বশতঃ পরক্ষণেই পদ্মজ-ব্রহ্মার বাক্যের উত্তর করিলেন। পাবক কহিলেন,—হে পদ্মজ! আমি যেজন্য বিনষ্ট হইয়াছি এবং শক্রের প্রতি কোপ করিয়া জগৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। সুররাজ ইন্দ্রের বর্ষণাভাবে অত্যন্ত ওষধিক্ষয় উপস্থিত হয়, ঋষি বিশ্বামিত্র আমার মুখে কুক্কুরমাংস আহুতি প্রদান করেন; আমার বিনাশ কাম বা সম্ভ্রমবশত ঘটে নাই; আমি ইহা সত্য কহিতেছি, আমি অভক্ষ্যভক্ষণভয়ে ভীত হইয়াই নষ্ট হইয়াছি। পাবকের বাক্যশ্রবণে চতুরানন শক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—জাতবেদা যুক্তিযুক্ত বাক্যই কহিয়াছেন, তুমি কেন বর্ষণ করিতেছ না? শক্র উত্তর করিলেন, হে পিতামহ! পৃথিবীপতি শান্তনু জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া পৈতৃকরাজ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, হে প্রভো! আমি এই জন্যই তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ বন্ধ করিয়াছি। হে পিতামহ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ, এক্ষণে আদেশ করুন, আমি কি করিব?৪১—৫৮। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে অমরপতে! সেই পাপমতি মহীপতি জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া উপযুক্ত কষ্টই ভোগ করিয়াছে, তুমি আমার বাক্যে সত্বর বৃষ্টিপাত কর; দেখ,—বর্ষণাভাবে শস্যশূন্য হইয়া ক্ষুধায় অকালে ত্রিজগৎ বিনষ্ট হইয়াছে। তখন শক্র পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘগণকে আহ্বান করিয়া ধরণীতলে বর্ষণার্থ সত্বর আদেশ করিলেন, দেবেন্দ্রের আদেশ পাইয়া সৌদামিনীশোভিত মেঘগণও গর্জ্জন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ বর্ষণদ্বারা ধরণীতল পরিপূরিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর সুরগণসমক্ষে ব্রহ্মা হুতাশনকে কহিলেন,—হে পাবক! এক্ষণে দ্বিজগণের অগ্নিহোত্রে প্রত্যক্ষ হও এবং আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। অগ্নি উত্তর করিলেন,—হে চতুরানন! পৃথিবীতলে এই পূত জলাশয় আমার নামে বিখ্যাত হইয়া বহ্নিতীর্থ নাম ধারণ করুক। যে মানব শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই জলাশয়ে স্নান, অগ্নিসূক্ত জপ ও সাদরে আপনাকে দর্শন করিবে, হে প্রভো! আমার প্রার্থনায় আপনি

মদ্বাক্যতঃ প্রভো। ৬৫। শ্রীব্রহ্মোবাচ। অত্র যঃ প্রাতরুত্থায় স্নাত্বা বৈ বেদবিদ্দ্বিজঃ। অগ্নিসূক্তং জপিত্বা চ বীক্ষয়িষ্যতি মাং ততঃ।৬৬। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য সকলং লপ্স্যতে ফলম্। অনেকজন্মজং পাপং নাশমেষ্যতি পাবক। ৬৭। সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিররাম পিতামহঃ। পাবকোঽপি চ বিপ্রাণামগ্নিহোত্রেষু সংস্থিতঃ। ৬৮। এবং তত্র সমুদ্ভূতং বহ্নিতীর্থং মহাদ্ভুতম্। তত্র স্নাতো নরঃ প্রাতঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৬৯। অগ্নিরুবাচ। মমাতৃপ্তস্য লোকেশ তাবদ্দ্বাদশবৎসরান্। ক্ষুৎ-পীড়াসংবৃতে মর্ত্ত্যে ন প্রাপ্তং কুত্রচিদ্ধবিঃ। ৭০। ভবিষ্যন্তি তথা যজ্ঞা কালেন মহতা বিভো। সম্পাতৈঃ পশুভির্ভূয়ঃ শস্যাদৈরপরৈর্ভুবি। ৭১। শ্রীব্রহ্মোবাচ। অত্র যে ব্রাহ্মণাঃ কেচিন্নি-বসন্তি হুতাশন। বসোর্দ্ধারাপ্রদানেন তে ত্বাং নক্তন্দিনং সদা। ৭২। তর্পয়িষ্যন্তি সন্তক্ত্যা ততঃ পুষ্টিমবাপ্স্যসি। তেঽপি কামৈর্মনো-হভীষ্টৈর্ভবিষ্যন্তি সমন্বিতাঃ। ৭৩। সংক্রান্তি-সময়ে যেষাং বসোর্দ্ধারাপ্রদায়িনাম্। ভবিষ্যতি স্রুতং বহ্নে হূয়মানে তবানল। ৭৪। তেষাং পাপঞ্চ যৎকিঞ্চিজ্জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্। তদ্যাস্যতি ক্ষয়ং সর্ব্বমাজন্মমরণান্তিকম্। ৭৫। ত্বয়ি তুষ্টিং গতে পশ্চাদ্ভবিষ্যতি মহীপতিঃ। শিবির্নাম সুবি-খ্যাত উশীনরসমুদ্ভবঃ। ৭৬। স কৃত্বা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সত্রং দ্বাদশবার্ষিকম্। বসোর্দ্ধারাপ্রদানেন বর্ষং ত্বাং তর্পয়িষ্যতি। কলসস্য চ বক্ত্রেণাবিচ্ছিন্নেন দিবা-নিশম্। ৭৭। ততস্তুষ্টিং পরাং প্রাপ্য পরাং পুষ্টি-মবাপ্স্যসি। পূজ্যমানো ধরাপৃষ্ঠে সর্ব্বৈর্বেদবিদাং বরৈঃ। ৭৮। অদ্যপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম চাত্র ভবিষ্যতি। শান্তিকং পৌষ্টিকং বাপি বসোর্দ্ধারা-সমন্বিতম্। সম্ভবিষ্যতি তৎসর্ব্বং তব তৃপ্তিকরং পরম্। ৭৯। অপি যদ্বৈশ্বদেবীয়ং কর্ম্ম কিঞ্চিদ্দ্বি-জন্মনাম্। বসোর্দ্ধারাবিহীনঞ্চ নিষ্ফলং সম্ভবিষ্যতি। ৮০। যস্মাদ্ভবতি সম্পূর্ণং কর্ম্ম যজ্ঞাদিকং হি তৎ। শান্তিকং বৈশ্বদেবঞ্চ পূর্ণাহুতিরিহোচ্যতে। ৮১। যঃ সম্যক্ শ্রদ্ধয়া যুক্তো বসোর্দ্ধারাং প্রদাস্যতি। স কামং মনসা ধ্যাতং সমবাপ্স্যতি কৃৎস্নশঃ। ৮২।

ইতি শ্রীস্কান্দে বসোর্দ্ধারামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯০।

সত্বর তাহার তুষ্টি সম্পাদন করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পাবক! শয্যাত্যাগের পর এই জলাশয়ে যে বেদপারগ দ্বিজ স্নান, অগ্নিসূক্ত জপ ও আমাকে দর্শন করিবে, তাহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের নিখিল ফললাভ এবং তাহার অনেক জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হইবে। সূত কহিলেন—ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন, পাবকও তখন বিপ্রগণের অগ্নি-হোত্রে আশ্রয় লইলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে সেই মহাদ্ভুত অগ্নিতীর্থের আবির্ভাব হইল। মানব অগ্নিতীর্থে প্রাতঃস্নান করিলে নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। অগ্নি পিতামহকে আরও বলিয়াছিলেন,—হে লোকেশ! আমি দ্বাদশ বৎসর অতৃপ্ত, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল হইয়া যখন মর্ত্ত্যে বাস করি, তখন কোথাও ঘৃতাহুতি লাভ করি নাই; হে বিভো! আমার পুষ্টির জন্য এক্ষণে ধরণীতলে পশু-শস্য সমন্বিত বহু যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে হুতাশন! এখানে যে ব্রাহ্মণগণ বাস করেন তাঁহারা কামকামী হইয়া সতত বসুধারা সম্পাদন করতঃ তোমার তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বসুধারায়ই অহর্নিশ তোমার পুষ্টি-সাধিত হইবে। হে পাবক! সংক্রান্তিদিবসে দ্বিজগণপ্রদত্ত বসুধারায় তোমার ক্ষুধা দূর হইবে, হে হুতাশন! তোমার উদ্দেশে আহুতি প্রদানে তাঁহাদের জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত আজন্মমরণসঞ্চিত সমস্ত পাপ ক্ষয় পাইবে। এক্ষণে তোমার তুষ্টি সাধিত হইলেই উশীনরসম্ভূত শিবিনামক সুবিখ্যাত মহীপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এক দ্বাদশবার্ষিক সত্রের প্রবর্ত্তন করত যে বসুধারা প্রদান করিবেন, তাহাতে তোমার এক বৎসরকাল তৃপ্তি সম্ভাবিত হইবে। উশীনরতনয় শিবি অহর্নিশ কলসের মুখে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বসুধারা প্রদান করিবেন, তাহাতেই তোমার অনুত্তম তুষ্টি-পুষ্টি সাধিত হইবে, তখন বেদবিদ্বরেণ্য বিপ্রগণ ধরাপৃষ্ঠে তোমার পূজা করিবেন। অদ্য হইতে এই স্থানে শান্তিক, পৌষ্টিক প্রভৃতি যে কিছু ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, সকল ক্রিয়াতেই বসুধারা প্রদত্ত হইবে; আর সেই বসুধারা দ্বারাই তুমি তৃপ্তিলাভ করিবে। এমন কি; যে সকল দ্বিজ বৈশ্বদেবীয় ক্রিয়ায় বসুধারা প্রদান করিবেন না, তাঁহাদের সেই ক্রিয়াকলাপ বিফল হইবে। এই বসুধারায় শান্তিক ও বৈশ্বদেবীয় যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়, এইজন্য লোকে ইহাকে

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিররাম পিতামহঃ। সন্তোষ্য পাবকং ক্রুদ্ধং স্বয়মেব দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১॥ ততঃ সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং শক্রবিষ্ণুশিবাদিভিঃ। জগাম ব্রহ্মলোকঞ্চ দেবাস্তে চ নিজং পদম্॥ ২॥ পাবকোঽপি দ্বিজেন্দ্রাণামগ্নিহোত্রেষু সংস্থিতঃ। হবির্জগ্রাহ বিধিবদ্বসোর্দ্ধারোদ্ভবং তথা॥ ৩॥ এবং তত্র সমুদ্ভূতমগ্নিতীর্থমনুত্তমম্। যত্র স্নাতো নরঃ প্রাতর্মুচ্যতে দিনজাদঘাৎ॥ ৪॥ অথ সম্প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা তান্ দেবান্ স্বাশ্রমং প্রতি। গজেন্দ্রশুকমণ্ডূকাস্তে প্রোচুর্দুঃখসংযুতাঃ॥ ৫॥ যুষ্মৎকৃতে বয়ং শপ্তাঃ পাবকেন সুরেশ্বরাঃ। তস্মাজ্জিহ্বাকৃতেঽস্মাকমুপায়শ্চিন্ত্যতামপি॥ ৬॥ দেব উচুঃ। বিপরীতাপি তে জিহ্বা যথাস্মেসাং গজো ত্তম। কার্য্যক্ষমা ন সন্দেহো ভবিষ্যতি বিশেষতঃ॥

পূর্ণাহুতি করে। যে মানব শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সম্যক্ বসুধারা প্রদান করে, তাহার নিখিল মনোগত অভীষ্ট লাভ হয়। ৫৯—৮২।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯০॥

একনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! স্বয়ং পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে পাবকের কোপশান্তি ও সন্তুষ্টিসাধন করিয়া বিরত হইলেন এবং শক্র, বিষ্ণু ও শিবাদি সুরগণের সহিত নিজধাম ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; তারপর অপরাপর সুরগণও স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে পাবকও বিপ্রবরগণের অগ্নিহোত্রে প্রবেশ করিয়া যথাবিধি বসুধারায় আহুত হবিঃ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে অনুত্তম অগ্নিতীর্থের উৎপত্তি হইল, মানব অগ্নিতীর্থে প্রাতঃস্নান করিয়া দিনজাত পাতক হইতে মুক্ত হয়। অনন্তর দেবগণকে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিতে দেখিয়া সেই গজরাজ, শুক ও মণ্ডূক দুঃখিতহৃদয়ে বলিতে লাগিল,—হে সুরেশ্বরগণ! আপনাদের জন্যই আমরা হুতাশন কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমাদের জিহ্বাবিকৃতি প্রভৃতি যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহার উপায় বিধান করুন। সুরগণ প্রথমে করীকে কহিলেন,—হে গজোত্তম! তোমার

৭॥ তথা যূয়ং নরেন্দ্রাণাং মন্দিরেষু ব্যবস্থিতাঃ। বহুমানসমাযুক্তা মৃষ্টান্নং ভক্ষয়িষ্যথ॥ ৮॥ তথা চ শুক তে জিহ্বা কৃতা মন্দা হবির্ভুজা। তথাপি নৃপপালানাং শংসনীয়া ভবিষ্যতি॥ ৯॥ শ্রীমতাঞ্চ তথাস্মেষামস্মদীয়প্রসাদতঃ। ত্বং চ মণ্ডূক যত্নেন বিজিহ্বো বহ্নিনা কৃতঃ। তস্মাদ্বিষ্যতি তে শব্দো বিজিহ্বস্যাপি দীর্ঘগঃ॥ ১০॥ এবমুক্ত্বাথ তে দেবাঃ স্বং স্থানং প্রস্থিতাস্ততঃ। তেষামনুগ্রহং কৃত্বা কৃপয়া পরয়া যুতাঃ॥ ১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽগ্নিতীর্থোৎপত্তিবর্ণনং নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯১॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অগ্নিতীর্থস্য মাহাত্ম্যমেতদ্বঃ পরিকীর্ত্তিতম্। ব্রহ্মকুণ্ডসমুৎপত্তিরধুনা শ্রূয়তাং দ্বিজাঃ॥ ১॥ যদা সংস্থাপিতো ব্রহ্মা মার্কণ্ডেন মহাত্মনা।

এবং অন্যান্য গজগণের জিহ্বা পাবকের নির্দ্দেশানুসারে বিপরীতভাবেই থাকিবে, বিপরীতভাবে থাকিলেও উহা কার্য্যক্ষম হইবে, সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন তোমরা নরেন্দ্রদিগের মন্দিরে সতত অবস্থান করিবে। তাঁহারা বহুমানপুরঃসর তোমাদিগকে মিষ্টান্ন দান করিবেন। তারপর শুককে কহিলেন,—হে শুক! পাবক তোমার জিহ্বাকে মন্দ করিয়াছেন, তোমার জিহ্বা মন্দ হইলেও আমাদের প্রসাদে নৃপপালগণ এবং অন্যান্য শ্রীসম্পন্ন লোক সকল তোমার বাক্যের প্রশংসা করিবেন। তদনন্তর মণ্ডূককে কহিলেন,—হে মণ্ডূক! পাবক তোমাকে জিহ্বাহীন করিয়াছেন, জিহ্বাবিহীন হইলেও আমাদের প্রসাদে তোমার শব্দ সুদীর্ঘ হইবে। অনন্তর দেবগণ গজরাজ, শুক ও মণ্ডূকের প্রতি পরম কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক এইরূপ বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ১—১১।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯১॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! এই আপনাদের নিকট অগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মকুণ্ডোৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করুন। যে সময়ে

তদা বিনির্ম্মিতং তত্র কুণ্ডং শুচিজলান্বিতম্ ॥ ২ ॥ প্রোক্তঞ্চ কার্ত্তিকে মাসি কৃত্তিকাস্থে নিশাকরে। সম্যগ্‌ভীষ্মব্রতং কৃত্বা স্নাত্বাত্র সলিলে শুভে ॥ ৩ ॥ পূজয়িষ্যতি যো দেবং পদ্মযোনিং ততঃ পরম্। স শূদ্রোঽপি তনুং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মযোনৌ প্রযাস্যতি ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণোঽপি যদি স্নানং তত্র কুণ্ডে করিষ্যতি ॥ কৃত্বা ভীষ্মব্রতং সম্যগ্‌ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি ॥ ৫ ॥ এবং প্রবদতস্তস্য মার্কণ্ডেয়স্য সন্মুনেঃ। শ্রুতং তৎ সকলং বাক্যং পশুপালেন কেনচিৎ ॥ ৬ ॥ ততঃ শ্রদ্ধাপ্রযুক্তেন তেন তদ্ভীষ্মপঞ্চকম্। যথাবদ্বিহিতং সম্যক্ কার্ত্তিকে মাসি সংস্থিতে ॥ ৭ ॥ ততশ্চ কৃত্তিকাযোগে পূর্ণিমায়াং যথাবিধি। সম্পূজ্য পদ্মজং পশ্চাৎ পূজিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ কালবিপাকেন স পঞ্চত্বমুপাগতঃ। ব্রাহ্মণস্য গৃহে জাতঃ পুরেঽত্রৈব দ্বিজোত্তমাঃ। জাতিস্মরঃ প্রভাযুক্তঃ পিতৃমাতৃপ্রতুষ্টিদঃ ॥ ৯ ॥ এবং প্রগচ্ছতস্তস্য বৃদ্ধিং তত্র পুরোত্তমে। পিতৃমাতৃসমুদ্ভূতো যাদৃক্ স্নেহো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০ ॥ অন্য-দেহোদ্ভবে বাপি তস্য শূদ্র পরিস্থিতঃ। স তস্য ধনসম্পন্নঃ সদৈব কুরুতে দ্বিজঃ ॥ ১১ ॥ উপকারপ্রদানঞ্চ যৎকিঞ্চিত্তস্য সম্মতম্। অস্মিন্ দিবসে শূদ্রঃ স পিতা পূর্ব্বজন্মনঃ। তস্য পঞ্চত্ব-মাপন্নঃ সম্প্রাপ্তে চায়ুষঃ ক্ষয়ে ॥ ১২ ॥ অথ তস্য মহাশোকং স কৃত্বা তদনন্তরম্। চকার প্রেত-কার্য্যাণি নিঃশেষাণি প্রভক্তিতঃ ॥ ১৩ ॥ অথ তস্য সমালোক্য তাদৃশং তদ্বিচেষ্টিতম্। পৃষ্টঃ স কৌতুকাবিষ্টৈঃ পিতৃমাতৃসুতাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥ কস্মাত্ত্বমস্য নীচস্য পশুপালস্য সর্ব্বদা। অতিস্নেহসমাযুক্তো নিঃস্পৃহস্যাপি শংস নঃ ॥ ১৫ ॥ তস্যাপি প্রেত-কার্য্যাণি মৃতস্যাপি করোষি কিম্। এতন্নঃ সর্ব্ব-মাচক্ষ্ব ন চেদ্‌গুহ্যং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা কিঞ্চিল্লজ্জাসমন্বিতঃ। তানব্রবী-চ্ছ্রূয়তাঞ্চ কথয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ১৭ ॥ অহমস্যান্য-দেহস্থে পুত্র আসং সুসম্মতঃ। পশুপালনকর্ম্মজ্ঞঃ প্রাণেভ্যো বল্লভঃ সদা ॥ ১৮ ॥ কদাচিদথ কালস্য মার্কণ্ডস্য মহামুনেঃ। শ্রুতং প্রবদতো বাক্যং ব্রহ্ম-কুণ্ডসমুদ্ভবম্ ॥ ১৯ ॥ কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে

মহাত্মা মুনি মার্কণ্ডেয় এইস্থানে ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই পূতজল ব্রহ্মকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমায় শূদ্রও সম্যক্ ভীষ্মব্রত ধারণপূর্ব্বক শুভাবহ ব্রহ্মকুণ্ডজলে স্নান এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মার পূজা করিয়া তনুত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হয়। আর ব্রাহ্মণ যদি সম্যক্ ভীষ্মব্রত ধারণপূর্ব্বক কুণ্ডজলে স্নান করেন, তবে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয় এইরূপ বলিতে থাকিলে জনৈক পশুপাল সেই সকল কথা শ্রবণ করিল; অনন্তর সেই পশুপাল কার্ত্তিকমাসের কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যথাবিধি ভীষ্ম-পঞ্চকব্রতধারণ, কুণ্ডজলে স্নান, পদ্মযোনির পূজা এবং তদনন্তর পুরুষসত্তমের পূজা করিল। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর কালবশে পশুপাল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া এইপুরে জনৈক দ্বিজগৃহে জন্মগ্রহণ করিল। এই দ্বিজ জাতক জন্মাবধি জাতিস্মর, প্রভাযুক্ত ও পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণ হইয়া এই পুরবরে দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহার কিছু দিন অতিবাহিত হইল। তিনি জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া তাঁহার শূদ্রদেহের পিতা মাতার প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা কর্ত্তব্য দ্বিজদেহেও তাহার ত্রুটি করিলেন না। ইনি এই দ্বিজদেহে ধনশালী হইয়াছিলেন, ধন দান করিয়া তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও উপকার করিতেন। অনন্তর এক সময়ে তাঁহার শূদ্রদেহের পিতার আয়ুঃশেষ হইল, তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিজ পূর্ব্বজন্মদাতা শূদ্রের জন্য অত্যন্ত বিলাপ করিয়া তদনন্তর ভক্তিভরে তাঁহার নিখিল প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ১-১৩। দ্বিজের ঈদৃশ ব্যাপার দর্শনে তদীয় পিতা, মাতা ও পুত্রগণ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—পশুপাল নীচজাতি, এ সতত নীচ কার্য্য করে, আপনি কি জন্য সেই নিস্পৃহ মৃত পশুপালের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার প্রেতক্রিয়া করিতেছেন? যদি গোপনীয় না হয়, তবে এই সকল আমাদের নিকট বলুন। অনন্তর পুত্র কলত্রাদির জিজ্ঞাসায় দ্বিজ কিঞ্চিৎ লজ্জাযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্ব জন্মে এই পশুপালের পুত্র ছিলাম, আমি পশুপালনকার্য্যে অভিজ্ঞ ছিলাম বলিয়া পিতার সম্মত হইয়াছিলাম, পিতা আমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। অনন্তর আমি একদা ব্রহ্মকুণ্ডসমীপে থাকিয়া

ভীষ্মপঞ্চকমন্বয়ঃ। সম্যক্ শ্রদ্ধাসমুৎপন্নো যোঽত্র স্নানং করিষ্যতি। ২০। দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্। স ভবিষ্যতি শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণশ্চান্যজন্মনি। ২১। তন্ময়া বিহিতং সম্যক্ স্নাত্বা তত্র প্রভাবতে। সুকুণ্ডে কার্ত্তিকে মাসি তেন জাতোঽস্মি সদ্দ্বিজঃ। ২২। চন্দ্রোদয়স্য বিপ্রর্ষের্বেশ্মে ভুবি বিশ্রুতে। সংস্মরন্ পূর্ব্বিকাং জাতিং তেন স্নেহো মম স্থিতঃ। তস্যোপরি মহান্নিত্যং শূদ্রস্যাপি নিরর্গলঃ। ২৩। অতোঽহং কৃত্তিকাযোগে কার্ত্তিক্যাং ভক্তিসংযুতঃ। স্নাত্বা করোমি ভীষ্মস্য পঞ্চকং ব্রতমুত্তমম্। ২৪। সূত উবাচ। এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা তে চান্যে চ দ্বিজোত্তমাঃ। ভীষ্মস্য পঞ্চকং চক্রুঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। ২৫। ততঃপ্রভৃতি তৎকুণ্ডং বিখ্যাতং ধরণীতলে। স্থিতমুত্তরদিগ্ভাগে ব্রহ্মকুণ্ডমিতি স্মৃতম্। ২৬। যঃ স্নানং সদা তত্র ব্রাহ্মণঃ প্রকরোতি বৈ। স সম্ভবতি বিপ্রেন্দ্রো জায়মানঃ পুনঃপুনঃ। ২৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯২।

শুনিলাম,—মুনি মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন,—কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসীদিবসে যে মানব ভীষ্মপঞ্চক ব্রতধারণপূর্ব্বক সম্যক্ শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, পিতামহ-ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন ও পূজন এবং দেব জনার্দ্দনের পূজা করে, শূদ্র হইলেও সে পরজন্মে দ্বিজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আমি তাঁহার বাক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কার্ত্তিক মাসে সেই অনুত্তম ব্রহ্মকুণ্ডে যথাবিধি স্নান করিয়াছিলাম, তারপর সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি একণে ভুবিশ্রুত বিপ্রবর চন্দ্রোদয়ের গৃহে উত্তম দ্বিজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার পূর্ব্বজাতি স্মরণ আছে, সেই জন্যই তিনি শূদ্র হইলেও সতত তাঁহার প্রতি আমার অনর্গল মহাস্নেহ রহিয়াছে। হে সুতাদি সুহৃদ্গণ! এই জন্যই আমি কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসী সমাগতা হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক অনুত্তম ভীষ্মপঞ্চকব্রত করিয়া থাকি। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! দ্বিজের মুখে এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় তনয় প্রভৃতি অন্যান্য সুহৃদগণ সম্যক্ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভীষ্মপঞ্চক ব্রত করিতে লাগিলেন; তদবধি ধরণীতলে এই কুণ্ড বিখ্যাতি লাভ করিল। সেই ব্রহ্মকুণ্ড এই ক্ষেত্রের উত্তর দিগ্ভাগে অবস্থিত। যে দ্বিজ এই কুণ্ডে স্নান করিবেন, তিনি পুনঃপুনঃ জায়মান হইলেও দ্বিজেন্দ্র হইয়া জন্ম প্রাপ্ত হইবেন। ১৪—২৭।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯২।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথান্যদপি তত্রাস্তি গোমুখাখ্যং সুশোভনম্। যদ্গোবক্ত্রাৎ পুরা জাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্। ১। পুরাসীদত্র গোপালঃ কশ্চিৎকুষ্ঠসমাবৃতঃ। চমৎকারপুরে বিপ্র অতীব ক্ষামতাং গতঃ। ২। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তেন মার্গেণ গোকুলম্। মধ্যাহ্নসময়ে প্রাপ্তং চন্দ্রে চিত্রাসমন্বিতে। ৩। একাদশ্যাং তৃষার্ত্তং চ ভাস্করে বৃষসংস্থিতে। একয়াপি ততো ধেন্বা তৃণস্তম্বমতীব হি। নীলমালোকিতং তত্র দূরদেশে প্রহর্ষিতা। ৪। দন্তৈর্দৃষ্টং সমুৎপাট্য যাবদাকর্ষতি দ্বিজাঃ। তাবজ্জড়মার্গেণ তোয়ধারা বিনির্গতা। ৫। অথাস্বাদ্য তৃণং তস্মাত্তৃষার্ত্তা চ শনৈঃশনৈঃ। পপৌ তোয়ং সুবিশ্রব্ধা সুস্বাদু ক্ষীরসন্নিভম্। ৬। তস্যা বেগেন ততোঽয়ং পিবন্ত্যাস্তত্র ভূতলে। গর্ত্তা জাতা সুবিস্তীর্ণা সলিলেন সমাবৃতা। ৭।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বোক্ত স্থানে গোমুখ নামক আর এক সুশোভন ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্র গো-মুখ হইতে জাত এবং সর্ব্বপাতক-নাশন। পূর্ব্বে এই চমৎকারপুর ক্ষেত্রে কুষ্ঠগ্রস্ত এক গোপাল ছিল, রোগপ্রভাবে সে অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। একদা একাদশী তিথিতে চন্দ্র চিত্রানক্ষত্রে এবং ভাস্কর বৃষরাশিতে সংস্থিত হইলে ঐ স্থানে এক তৃষার্ত্ত গোরুর পাল উপস্থিত হয়। ঐ পাল-মধ্য-স্থিত একটী ধেনু দূর হইতে নীল তৃণস্তম্ব দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দ্রুতবেগে ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক দন্ত দ্বারা তাহা যেমন উৎপাটন করে, অমনি তাহার মূলদেশ হইতে তোয়ধারা নির্গত হয়। ঐ ধেনু তৃণ আস্বাদন করিয়া তৃষার্ত্ত অবস্থায় সুবিশ্রব্ধভাবে তৃণস্তম্ব-নির্গত সুস্বাদু ক্ষীর-সন্নিভ জল পান করে। ধেনু অতিবেগে তোয় পান করিতে থাকিলে ঐ স্থানে সলিলময় এক গর্ত্ত উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজ-

পবিত্রো ধরাতলে। যঃ স্নানং সূর্য্যবারেণ কুরুতে-হর্কোদয়ং প্রতি। তস্য নাশং ধ্রুবং যান্তি গলগণ্ডাদিকা ইহ ॥ ৪৫ ॥ ব্যাধয়োহপি মহারৌদ্রা দদ্রুপামাসমুদ্ভবাঃ। উপসর্গোদ্ভবাশ্চৈব বিস্ফোটকবিচর্চ্চিকাঃ ॥ ৪৬ ॥ নিষ্কামস্তু পুনর্ম্মর্ত্ত্যো যঃ স্নানং তত্র ভক্তিতঃ। কুরুতে যাতি লোকং স দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৪৭ ॥ যস্মিন্ দিনে সমানীতা সা গঙ্গা তত্র বিষ্ণুনা। তস্মিন দিনে বৃষে সূর্য্যঃ স্থিতশ্চিত্রাসু চন্দ্রমাঃ ॥ ৪৮ ॥ তিথিশ্চৈকাদশী চৈব দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। গোবক্ত্রেণ তৃণস্তম্বং যস্মিংশ্চৈব তু বাসরে। সমাকৃষ্টঞ্চ তত্রৈব যোগ এবং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥ তথান্তেহপি দিনে তস্মিন্ যদি তোয়মবাপ্য চ। স্নানং করোতি সদ্ভক্ত্যা তৎফলং সোহপি চাপ্নুয়াৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমুখতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

ধরাতলে সেই জলস্পর্শে মানব পবিত্র হয়। যে নর রবিবারে রবির উদয়ে এই নীরে অবগাহন করে, তাহার ইহকালেই গলগণ্ড বিস্ফোটক, বিচর্চ্চিকা এবং দদ্রু পামাসমুদ্ভব ও উপসর্গজাত বিবিধ ব্যাধি বিদূরিত হইয়া থাকে। নিষ্কাম মানবও যদি ভক্তিসহকারে এই জলে স্নান করে, তবে সে দেবদেব চক্রধারী বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সমর্থ হয়। যে দিন বিষ্ণু তথায় গঙ্গা আয়ন করেন, সে দিন বৃষরাশিতে ও চিত্রানক্ষত্রে চন্দ্র ছিলেন এবং দেবদেব শার্ঙ্গধরার বৈষ্ণবী তিথি একাদশী ছিল; এই দিনেই গোগণ মুখ দ্বারা তৃণগুচ্ছ আকর্ষণ করিলে রন্ধ্র হইতে এই বারি নির্গত হয়, এজন্য এই দিনে স্নান অতীব পুণ্যজনক। অন্য দিনেও মানব যদি ভক্তিপূর্ব্বক এই গোমুখজলে স্নান করে, তবে তাহার পূর্ব্বোক্ত তীর্থজন্যদিনের কথিত স্নানফল হয়। ২৬—৬০

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যা লোহযষ্টিস্তু তস্মিন্ ক্ষেত্রেহতিশোভনা। মুক্তা পরশুরামেণ ভঙ্ক্‌ত্বা নিজকুঠারকম্ ॥ ১ ॥ তাং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যগুপবাসপরায়ণঃ। মুচ্যতে হি "স্বকাৎপাপাত্তৎক্ষণাদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ। কুতঃ পরশুরামেণ ভঙ্‌ক্ত্বা নিজকুঠারকম্। নির্ম্মিতা লোহযষ্টিঃ সা তত্রোৎসৃষ্টা চ সা কুতঃ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। যদা রামো হ্রদং কৃত্বা তর্পয়িত্বা নিজান্ পিতৄন্। গতামর্ষো দ্বিজেন্দ্রাণাং দত্ত্বা যজ্ঞে বসুন্ধরাম্ ॥ ৪ ॥ ততঃ সম্প্রস্থিতো দ্রষ্টুং ধ্যাত্বা মনসি সাগরম্। স্নানার্থং তং সমাদায় কুঠারং ভাস্করপ্রভম্ ॥ ৫ ॥ তদা স মুনিভিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বৈস্তৎক্ষেত্রবাসিভিঃ। বাঞ্ছদ্ভিস্তু হিতং তস্য সদা শমপরায়ণৈঃ ॥ ৬ ॥ রাম রাম মহাভাগ যদ্ধারয়সি পাণিনা। শস্ত্রং পূর্ণপ্রতিজ্ঞোহপি তন্ন যুক্তং ভবেত্তব ॥ ৭ ॥ অনেন করসংস্থেন তব কোপঃ কথঞ্চন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই ক্ষেত্রে লোহযষ্টিনামে অন্য এক সুশোভন তীর্থ বিদ্যমান। পরশুরাম স্বপরশু ভগ্ন করত তাহা হইতে যষ্টি (বাঁট) বাহির করিয়া এই স্থানে পরিত্যাগ করেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! সম্যক্ উপবাসপরায়ণ নর এই যষ্টিতীর্থ দর্শনে, তৎক্ষণাৎ আত্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিজন্য পরশুরাম স্বীয় পরশু ভগ্ন করেন, কেন তিনি পরশুতে লোহযষ্টি সমাবিষ্ট করিয়াছিলেন আর কেনই বা তিনি এই ক্ষেত্রে ঐ যষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? সূত উত্তর করিলেন,—যৎকালে পরশুরাম হ্রদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিজ পিতৃগণের তর্পণ ও দ্বিজসত্তমগণকে যজ্ঞে বসুন্ধরা দান করিয়া বিগতরোষ হন, তখন তিনি রবিকরের ন্যায় কুঠার করে লইয়া সাগরে অবগাহনমানসে সাগরকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। তখন সেই ক্ষেত্রবাসী শমপরায়ণ মুনিগণ রামের করে কুঠার দেখিয়া তাঁহার হিতকামনায় বলিয়াছিলেন,—হে রাম! আপনি প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়াও কুঠার ধারণ করিতেছেন, হে মহাভাগ রাম! ইহা আপনার উচিত হইতেছে না। ১—৭। কেননা এই কুঠার আপনার করে থাকিয়া

ন যাস্যতি শরীরস্থস্তস্মাদেনং পরিত্যজ। ৮। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ততো রামঃ কৃতাঞ্জলিঃ। প্রোবাচ বিনয়োপেতঃ প্রহসংস্তান্ দ্বিজোত্তমান্। ৯। কুঠারশ্চৈব বিপ্রেন্দ্রা রুদ্রতেজোদ্ভবেন চ। লোহেন নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বমক্ষয়ো বিশ্বকর্ম্মণা। ১০। তদহং সম্পরিত্যজ্য কথমেনং দ্বিজোত্তমাঃ ক্ষত্রধর্ম্মপরো হ্যপ্যেবং প্রগচ্ছামি দিগন্তরম্। ১১। যদি চৈনং ময়া মুক্তং কুঠারং চ দ্বিজোত্তমাঃ। গ্রহীষ্যতি পরঃ কশ্চিন্মম বধ্যো ভবিষ্যতি। ১২। নাপরাধমিমং শক্তঃ সোঢ়ুং চাহং কথঞ্চন। অপি ব্রাহ্মণমুখ্যস্য জনস্যান্যস্য কা কথা। ১৩। তথাপি নাস্তি মে শান্তির্ম্মুক্তেঽপ্যস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ। গৃহীতেঽপি চ যুষ্মাভিস্তস্মাদ্রক্ষ্যঃ প্রযত্নতঃ। ১৪। ব্রাহ্মণা উচুঃ। যদ্যেবং ত্বং মহাভাগ রক্ষার্থং সম্প্রযচ্ছসি। অস্মাকং তত্র ভঙ্‌ক্ত্বাশু পিণ্ডং কৃত্বা সমর্পয়। ১৫। যেন রক্ষামহে সর্ব্বে পরমং যত্নমাস্থিতাঃ। ন চ গৃহ্ণাতি বা কশ্চিদ্গতে কালান্তরেঽপি চ। ১৬। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ। চক্রে লোহময়ীং যষ্টিং তং ভঙ্‌ক্ত্বা সকুঠারকম্। ১৭। ততঃ স ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামর্পয়ামাস সাদরম্। রক্ষার্থং ভার্গবশ্রেষ্ঠো বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। ১৮। ব্রাহ্মণা উচুঃ। লোহযষ্টিমিমাং রাম ত্বৎকুঠারসমুদ্ভবাম্। বয়ং সংরক্ষয়িষ্যামঃ পূজয়িষ্যাম এব হি। ১৯। যথা শক্তিময়ী কীর্ত্তিঃ স্কন্দস্যাত্র প্রতিষ্ঠিতা। লোহযষ্টিময়ী তদ্বত্তব রাম ভবিষ্যতি। ২০। ভ্রষ্টরাজ্যস্তু যো রাজা এনামারাধয়িষ্যতি। স্বং রাজ্যমচিরাৎ প্রাপ্য স প্রতাপী ভবিষ্যতি। ২১। বিদ্যাকৃতে দ্বিজো বা যঃ সর্ব্বদৈনাং পূজয়িষ্যতি। স বিদ্যাং পরমাং প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রপৎস্যতে। ২২। অপুত্রো বা নরো যোঽথ নারী বা পূজয়িষ্যতি। এতাং যষ্টিং ত্বদীয়াং চ পুত্রবান্ স ভবিষ্যতি। ২৩। উপবাসপরো ভূত্বা যশ্চৈনাং পূজয়িষ্যতি। আশ্বিনস্যাসিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ। ২৪। স প্রাপ্স্যতি সদা কামানভীষ্টান্ মনসি স্থিতান্। ২৪। এবং শ্রুত্বা ততো রামস্তেষামেব দ্বিজন্মনাম্। প্রণম্য প্রযযৌ তূর্ণং সমুদ্রসদনং প্রতি। ২৫। তেঽপি বিপ্রাস্ততস্তস্যাশ্চক্রুঃ প্রাসাদমুত্তমম্।

গেলে কদাচন আপনার কোপ উপশমিত হইবে না; অতএব পরশু পরিত্যাগ করুন। অনন্তর মুনিগণের বাক্যে বিনয়াবনত পরশুরাম ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্যে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সেই ঋষিসত্তমগণকে কহিলেন—হে বিপ্রেন্দ্রগণ। পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্মা লৌহদ্বারা এই পরশু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই কুঠার রুদ্রতেজ হইতে সমুদ্ভূত; সুতরাং ইহা অক্ষয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ, অতএব এই কুঠার পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করিব। হে বিপ্রবরগণ! যদি আমি এই কুঠার পরিত্যাগ করি এবং কেহ যদি ইহা গ্রহণ করে, তবে সে নিশ্চয়ই আমার বধ্য হইবে; হে দ্বিজোত্তমগণ! অন্যের কথা কি কহিব, ব্রাহ্মণোত্তম হইলেও আমি তাহার সে অপরাধ কখনই সহ্য করিতে সমর্থ হইব না, অতএব এই কুঠার পরিত্যাগ করিয়াও আমার শান্তি কোথায়? আর আপনাদের যদি এই কুঠার গ্রহণে অভিলাষ থাকে, তবে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু যত্ন সহকারে ইহার রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! যদি আপনি আমাদের উপর এই কুঠারের রক্ষাভার অর্পণ করেন, তবে ইহাকে ভগ্ন করত পিণ্ডাকার করিয়া আমাদের নিকট অর্পণ করুন, আর এইরূপ করিলে আমরাও যত্নপূর্ব্বক কুঠারের রক্ষায় সমর্থ হইব এবং বহুকাল অতীত হইলেও অন্য কেহ ইহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। অনন্তর শস্ত্রধারিপ্রবর বিনয়াবনত ভার্গববর মুনিগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে স্বীয় লোহযষ্টিময় কুঠার ভগ্ন করিয়া তাহার রক্ষার্থ মুনিসত্তমগণের করে সাদরে অর্পণ করিলেন। ৮—১৮। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—আমরা আপনার পরশুর লৌহযষ্টি সাদরে রক্ষা ও পূজা করিব; হে রাম! এ ক্ষেত্রে কার্ত্তিকেয়ের যেরূপ শক্তিময়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে, আপনার পরশুর এই লৌহযষ্টিও তদ্রূপ প্রখ্যাত হইবে। যে ভ্রষ্টরাজ্য রাজা আপনার এই পরশুযষ্টির আরাধনা করিবেন, অচিরে তিনি নিজ রাজ্য লাভ করিয়া প্রতাপশালী হইবেন। যে দ্বিজ বিদ্যালাভার্থ সর্ব্বদা এই যষ্টির পূজা করিবেন, তাহার উত্তম বিদ্যালাভ হইবে এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইবেন। যে অপুত্রক পুরুষ বা তনয়হীনা নারী আপনার এই পরশুযষ্টির পূজা করিবে, তাহার তনয় লাভ হইবে। বিশেষতঃ মানব আশ্বিনকৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপবাসপরায়ণ হইয়া এই পরশুযষ্টির পূজা করিবে, তাহার মনোগত অভীষ্ট সকল সতত লাভ হইবে। পরশুরাম ঋষিগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সত্বর সাগরাভি-

তত্র সংস্থাপ্য তাং চক্রুস্ততঃ পূজাং সমাহিতাঃ ॥ ২৬ ॥ প্রাপুবন্তি চ তৎপার্শ্বাৎ কামানেব হৃদি স্থিতান্। স্বল্পেনাপি কালেন দুর্লভাংস্ত্রিদশৈরপি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লৌহযষ্টিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্বত উবাচ। অথান্যাপি চ তত্রাস্তি দেবী কামপ্রদা নৃণাম্। অজাপালেন ভূপেন স্থাপিতা পাপনাশনী ॥ ১ ॥ তাঞ্চ শুক্লচতুর্দ্দশ্যামজাপালেশ্বরীং নরঃ। যো বৈ পূজয়তে ভক্ত্যা ধূপপুষ্পানুলেপনৈঃ। স প্রাপ্নোতীপ্সিতান কামান দুর্লভান্ সর্ব্বমানবৈঃ ॥ ২ ॥ তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদেন সত্যমেতন্ময়োদিতম্। অজাপালো মহীপালঃ পুরাসীৎ সম্মতঃ সতাম্ ॥ ৩ ॥ হিতকৃৎ সর্ব্বলোকস্য যথা মাতা যথা পিতা। তেন রাজ্যং সমাসাদ্য পিতৃপৈতামহং শুভম্ ॥ ৪ ॥ চিন্তিতং মনসা পশ্চাৎ স্বয়মেব মহাত্মনা। ময়া তৎকর্ম্ম কর্ত্তব্যং যদন্যৈরিহ ভূমিপৈঃ। ন কৃতং ন করিষ্যন্তি যে ভবিষ্যন্ত্যতঃপরম্ ॥ ৫ ॥ এষ এব পরো ধর্ম্মো ভূপতীনামুদাহৃতঃ। যৎ প্রজাপালনং শাশ্বত্তাসাঞ্চ সুখসংস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥ যথাযথা করং ভূপাস্তাসাং গৃহ্নন্তি লোলুপাঃ। তথাতথা মনঃ ক্ষোভো হৃদয়ে সম্প্রজায়তে ॥ ৭ ॥ ন করেণ বিনা ভূপা হস্ত্যশ্বাদিবলং চ যৎ। শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং পাদাতং চ বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥ বিনা তেন স গম্যঃ স্যান্নীচানামপি সত্বরম্। এতস্মাৎ কারণাদ্ভূপাঃ করং গৃহ্নন্তি লোকতঃ ॥ ৯ তস্মাদ্ময়া বিনাপ্যত্র নাগৈশ্চৈব নরৈস্তথা। তপঃশক্ত্যা প্রকর্ত্তব্যং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ১০ ॥ করানগৃহ্নতা তেন লোকান্ রঞ্জয়তা সদা। অন্যেষাং ভূমিপালানাং বিশেষেণ মহাত্মনাম্ ॥ ১১ ॥ এবং চিত্তে সমাধায় বসিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্। পুরোধসং সমাহূয় ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ১২ ॥ অস্ত্র ভূমিতলে বিপ্র সর্ব্বেষাং তীর্থমুত্তমম্। অল্পকালেন সন্তুষ্টিং যত্র যাতি মহেশ্বরঃ। বাসুদেবোঽথবা ব্রহ্মা হেতচ্ছ্রীঘ্রং

সুখে গমন করিলেন। এ দিকে দ্বিজগণও এক উত্তম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পরশুযষ্টি প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সমাহিতমনা হইয়া সেই পরশুযষ্টির পূজাপূর্ব্বক মনোগত নিখিল কামনা লাভ করত ত্রিদশদুর্লভ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। ১৯—২৭।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

স্বত কহিলেন,—এই স্থানে অজাপালেশ্বরী অন্যা এক দেবী বিদ্যমানা। মহীপাল অজাপাল এই অজাপালেশ্বরীর প্রতিষ্ঠাতা। এই দেবী পাপনাশিনী ও মানবগণের কামপ্রদা। যে নর শুক্লচতুর্দ্দশীর দিন ভক্তিপূর্ব্বক ধূপ, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারা অজাপালেশ্বরীর পূজা করে, আমি ইহা সত্য বলিতেছি, দেবীর প্রসাদে তাহার মানবদুর্লভ অভীষ্ট কামনা লাভ হয়। পূর্ব্বকালে মহীপাল অজাপাল সাধুদিগের সম্মত ও পিতা-মাতার ন্যায় সর্ব্বলোকের হিতসাধক ছিলেন। মহাত্মা অজাপাল স্বয়ং পিতৃ-পৈতামহ মনোহর রাজ্য গ্রহণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—পূর্ব্বে কোন নৃপ যাহা করিতে পারেন নাই, বর্ত্তমানেও কেহ যাহা করিতে সমর্থ নহেন এবং অতঃপর ভাবী নরবরগণও যে কর্ম্ম করিতে সক্ষম না হয়, আমি এইরূপ একটী কার্য্য করিব। নিত্য প্রজাপালন, প্রজাদিগের অবিচ্ছিন্ন সুখসংস্থান, ভূপতিগণের ইহাই পরম ধর্ম্ম কথিত হয়। রাজগণ যে যে রূপে প্রজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণে লোলুপ হন, তৎসমস্ত কারণেই ক্ষোভে প্রজাকুলের হৃদয় আকুল হইয়া থাকে; রাজগণ করগ্রহণ ব্যতিরেকে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি প্রভৃতি বলপোষণ করিতে পারেন না, আর হস্ত্যশ্বাদি সৈন্যবল ব্যতীত লোকরক্ষা চলে না; অপিচ তদ্ব্যতীত রাজাকে অতি ক্ষুদ্রজনের নিকটও অভিভূত হইতে হয়। এই সকল কারণেই ভূপগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব আমি হস্তী পদাতি ব্যতিরেকেই কেবল তপঃশক্তি দ্বারা রাজ্য নিষ্কণ্টক এবং কর গ্রহণ না করিয়াই অন্যান্য মহামনা নৃপগণের ন্যায় সতত প্রজারঞ্জন করিব। রাজা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পুরোহিত মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠকে সাদরে আহ্বান করত কহিলেন,—হে বিপ্র! পৃথিবীতলে এমন কোন্ অত্যুত্তম তীর্থ আছে, যে স্থানে মহেশ্বর, বাসুদেব কিংবা ব্রহ্মা

বদস্ব মে॥ ১৩॥ যেনাহং সর্ব্বলোকস্য হিতার্থং তপ আদদে। ন স্বার্থং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সত্যেনাত্মানমালভে॥ ১৪॥ বশিষ্ঠ উবাচ। তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চ তীর্থানামিহ ভূতলে। সন্তি পার্থিবশার্দ্দূল প্রভাবসহিতানি চ॥ ১৫॥ অষ্টষষ্টিস্তথা রাজন ক্ষেত্রাণামন্তি ভূতলে। যেষাং সান্নিধ্যমভ্যেতি সদৈব মহেশ্বরঃ॥ ১৬॥ তথা সর্ব্বে সুরাস্তস্থা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। পরং সিদ্ধিপ্রদং শীঘ্রং মানুষাণাং মহীপতে॥১৭॥ হাটকেশ্বরদেবস্য ক্ষেত্রং পাতকনাশনম্। দেবানামপি সর্ব্বেষাং তুষ্টিং গচ্ছতি চণ্ডিকা॥ ১৮॥ শীঘ্রমারাধিতা সম্যক্ শ্রদ্ধাপূর্ব্বৈর্নরৈর্ভুবি। তস্মাত্ত্বং ক্ষেত্রমাসাদ্য তাং দেবীং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। আরাধয় মহাভাগ দ্রুতং সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১৯॥ এবমুক্তঃ স তেনাথ গত্বা তৎক্ষেত্রমুত্তমম্। প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবীং তাং পূজয়ামাস ভাক্তিতঃ॥ ২০॥ ব্রহ্মচর্য্যপরো ভূত্বা শুচিব্রতপরায়ণঃ। নিয়তো নিয়তাহারস্ত্রিকালং স্নানমাচরন॥ ২১॥ এবমারাধ্যতস্তস্য গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। পূজাপরস্য সা দেবী তস্য তুষ্টিং ততো গতা॥ ২২॥ দেব্যুবাচ। পরিতুষ্টাস্মি তে বৎস ব্রতেনানেন নিত্যশঃ। বলিপূজাবিধানেন বিহিতেনামুনা স্বয়ম্॥ ২৩॥ তদ্‌ব্রূহি যেন তে সর্ব্বং প্রকরোমি হৃদি স্থিতম্। সদ্য এব মহীপাল ত্রিদশৈরপি দুর্লভম্॥ ২৪॥ রাজোবাচ। লোকানাং হিতকামেন ময়ৈতদ্‌ব্রতমাহৃতম্। যেন তেষাং ভবেৎ সৌখ্যং মৎপ্রসাদাদনুত্তমম্॥ ২৫॥ তস্মাদ্দেহি মহাভাগে জ্ঞানযুক্তানি ভূরিশঃ। মমাস্ত্রাণি বিচিত্রাণি স্বৈরগাণি সমন্ততঃ॥ ২৬॥ যানি জানন্তি ভূপৃষ্ঠে মম পার্শ্বে স্থিতান্যপি। অপরাধং সদা লোকে পরদারাদি যৎকৃতম্॥ ২৭॥ অনুরূপং ততস্তস্য পাতকস্য বিনিগ্রহম্। প্রকুর্ব্বন্তি মিথো যেন ন তেষাং সঙ্করো ভবেৎ॥ ২৮॥ মন্ত্রগ্রামং তথা দেবি মম দেহি পৃথগ্বিধম্। নিগ্রহং ব্যাধিসঙ্ঘানাং যেন শীঘ্রং করোম্যহম্॥ ২৯॥ যেন স্যুর্মনুজাঃ সর্ব্বে মম রাজ্যে সুখান্বিতাঃ। নীরোগাঃ

অল্পকালে সন্তুষ্ট হন, সত্বর বর্ণন করুন, আমি সর্ব্বলোকের হিতকামনায় তপস্যা করিব। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এই তপস্যায় আমার কোনরূপ স্বার্থ নাই, ইহা আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! ভূতলে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ বিদ্যমান, এই সকল তীর্থই প্রভাবসম্পন্ন জানিবেন, হে রাজন। এই তীর্থনিচয়ের মধ্যে অষ্টষষ্টি ক্ষেত্র কথিত হয়, এই অষ্টষষ্টি ক্ষেত্রেই মহেশ্বর, বাসুদেব, ব্রহ্মা এবং শিবাদি অন্যান্য সুরগণ প্রসন্ন হন। হে মহীপতে! এই ক্ষেত্রনিচয়ের মধ্যে হাটকেশ্বর শ্রেষ্ঠ। এই ক্ষেত্র মানবগণের শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ, মহাপাতক নাশন এবং দেবগণ এখানে সন্তুষ্টমনে সতত বাস করেন। এই ক্ষেত্রে চণ্ডিকা দেবী বিদ্যমানা। ভূতলে মানবগণ সম্যক্ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আরাধনা করিলে দেবী চণ্ডিকা শীঘ্র প্রসন্না হন। হে মহাভাগ! আপনি হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই দেবী চণ্ডিকার আরাধনা করুন, সত্বর সিদ্ধিলাভ করিবেন। নরপাল অজাপাল বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বর অনুত্তম হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক চণ্ডী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, শুচি, ব্রতনিরত, নিয়তাহার, সংযত ও ত্রিকালস্নায়ী হইয়া গন্ধ, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারা এইরূপে তাঁহার পূজা করিলে পূজাপরায়ণ রাজার প্রতি দেবী সন্তুষ্ট হইলেন।১—২২। দেবী বলিলেন,—বৎস! তুমি যে ব্রতধারী হইয়া সতত আমার যথাবিধি বলি পূজা তর্পণ করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, অতএব বল, আমি তোমার কোন্ মনোগত অভীষ্ট পূরণ করিব। হে মহীপাল! তুমি যে, যে কামনা করিবে, ত্রিদশদুর্লভ হইলেও আমি সদ্য তাহা সফল করিব? রাজা উত্তর করিলেন,—আমি লোকহিতার্থে এইরূপ ব্রতধারণ করিয়াছি, অতএব লোকসকল আমার অনুগ্রহে যাহাতে অনুত্তম সুখ লাভ করে, তাহা করুন। হে মহাভাগে! আমাকে জ্ঞানযুক্ত, সর্ব্বত্র স্বৈরচারী বিচিত্র ভূরি ভূরি অস্ত্র প্রদান করুন। তাহারা যেন নিরন্তর আমার পার্শ্ব দেশে অবস্থিত হইয়াও ভূতলে কোন স্থানে কি হইতেছে, তৎসমস্ত জানিতে পারে এবং ত্রিলোকে কোথায় পরদারাদি অপরাধকৃত হইতেছে,তাহা জানিতে পারিয়া সতত পাতকের অনুরূপ নিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়! হে দেবি! ঐ অস্ত্রনিচয় পরস্পর মিলিত হইয়া যেন সতত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, কদাচ যেন ইহার বিপর্য্যয় না হয়। হে দেবি! আমাকেও পৃথগ বিধ এইরূপ মন্ত্রগ্রাম প্রদান করুন, আমি যেন সেই মন্ত্রবলে সত্বর রোগিগণের রোগনিগ্রহে

পুষ্টিসম্পন্না ভয়শোকবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩০ ॥ নাহং দেবি করিষ্যামি হস্ত্যশ্বরথসংগ্রহম্। যতস্তেষাং ভবেৎ পুষ্টির্ব্বিত্তৈর্ব্বিত্তং করৈর্ভবেৎ। গৃহীতৈঃ সর্ব্বলোকানাং তস্মাত্তন্ন মমেপ্সিতম্ ॥ ৩১ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। অত্যদ্ভুততরং কর্ম্ম ত্বয়ৈতৎপৃথিবীপতে। প্রারব্ধং যন্ন কেনাপি কৃতং ন চ করিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ তথাপ্যেবং করিষ্যামি তব দাস্যামি কৃৎস্নশঃ। জ্ঞানযুক্তানি শস্ত্রাণি মন্ত্রগ্রামং চ তাদৃশম্ ॥ ৩৩ ॥ গৃহ্যন্তে যেন তে সর্ব্বে ব্যাধয়োঽপি সুদারুণাঃ। পরং সদৈব তে রক্ষ্যা মন্মন্ত্রৈরপি সংযুতাঃ ॥ ৩৪ ॥ যদি দৃষ্টিপথাদ্ভূত্যং কচিদ্যাস্যন্তি দূরতঃ। মানবান্ পীড়য়িষ্যন্তি চিরাৎপ্রাপ্যাধিকং ততঃ ॥ ৩৫ ॥ যদা ত্বং পৃথিবীপাল স্বর্গং যাস্যসি ভূতলাৎ। তদাত্র সলিলে স্থাপ্যা মদগ্রে যত্রাবস্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বে মন্ত্রাস্তথাস্ত্রাণি মম বাক্যাদসংশয়ম্। যেন স্যাৎ পূর্ব্ববৎসর্ব্বো ব্যবহারো নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥ সূত উবাচ। বাঢ়মিত্যেব তেনোক্তে তৎক্ষণাদ্দ্বিজসত্তমাঃ। প্রাদুর্ভূতানি দিব্যানি তস্যাস্ত্রাণি বহূনি চ ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানসম্পৎপ্রযুক্তানি যাদৃশানি মহাত্মনা। তেন সংযাচিতান্যেব ব্যাধিমন্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥ ব্যাধয়ো যৈশ্চ গৃহ্যন্তে মুচ্যন্তে স্বেচ্ছয়া সদা। সুখেন পরিপাল্যন্তে দৃষ্টিগোচরসংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥ ততস্তৎ সকলং প্রাপ্য প্রসাদং চণ্ডিকোদ্ভবম্। তচ্চ হস্ত্যাদিকং সর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ নৃপঃ ॥ ৪১ ॥ একাং মুক্ত্বা নিজাং ভার্য্যামেকং দশরথং সুতম্। তাংশ্চাপি সকলান ব্যাধীন্মন্ত্রৈঃ সংযম্য যত্নতঃ ॥ ৪২ ॥ অজারূপান স্বয়ং পশ্চাদ্যষ্টিমাদায় রক্ষতি। এবং তস্য নরেন্দ্রস্য বর্ত্তমানস্য ভূতলে ॥ ৪৩ ॥ গুপ্তোঽপি নাপরাধঃ স্যাৎ কস্যচিৎপ্রকটঃ কৃতঃ। প্রমাদাদ্যদি ভূলোকে কশ্চিৎপাপং সমাচরেৎ ॥ ৪৪ ॥ তদ্রূপেঽপি নিগ্রহস্তস্য তৎক্ষণাদেব জায়তে। বধং বা যদি বা বন্ধং ক্লেশং চারাতিসম্ভবম্ ॥ ৪৫ ॥ অদৃষ্টান্যপি শস্ত্রাণি তানি গুপ্তান্যনেকশঃ। কুর্ব্বন্তি মনুজাস্তেষাং চক্রে

সমর্থ হই! আমার রাজ্যে যেন মনুজগণ সতত সৌখ্যসমন্বিত এবং সকলেই যেন ভয়-শোকবর্জ্জিত নীরোগ ও পুষ্টিসম্পন্ন হয়। হে দেবি! আমি হস্তী, অশ্ব, ও রথাদি বল সংগ্রহ করিব না; কেননা প্রজাগণের নিকট হইতে গৃহীত করদ্বারা এই সকল বল সঞ্চয় আমার ঈপ্সিত নহে, আমাকে দেয় করদ্বারা আমার প্রজাগণই যেন বিত্তসম্পন্ন ও তুষ্টিমান্ হয়। দেবি বলিলেন,—হে মহাপতে! তুমি ইহা অতি বিস্ময়কর কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ, পূর্ব্বে কোন নৃপতি এরূপ করেন নাই, আর ভবিষ্যতেও এরূপ কর্ম্ম করিতে কেহ সমর্থ নহেন। আমি তোমার এই সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিব, তোমায় অভীষ্ট জ্ঞানযুক্ত শস্ত্রনিচয় ও মন্ত্রগ্রাম প্রদান করিব; তুমি এই সকল অস্ত্র ও মন্ত্র প্রভাবে রাজ্য মধ্যে অনুষ্ঠিত পাপাদির সংবাদ গ্রহণ এবং প্রজাগণের সুদারুণ রোগসমূহ প্রশমিত করিতে সমর্থ হইবে। পরন্তু আমার প্রদত্ত মন্ত্রগ্রাম সতত মিলিত থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিবে। যদি কদাচ পাপাচার নরগণের পীড়নার্থ অস্ত্রনিচয় দূরে চলিয়া গিয়া তোমার দৃষ্টিপথের অতীত হয়, তথাপি স্মরণ করিলেই অচিরে তুমি ঐ সকল লাভ করিবে। হে নরপাল! তুমি যৎকালে ভূতলপরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিবে, তখন অস্ত্র ও মন্ত্রনিচয় আমার আদেশে নিঃসংশয় আমার সম্মুখবর্ত্তী এই জলাশয়ে স্থাপন করিবে। ইহারা তোমার বংশধরগণেরও ব্যবহার্য্য হইবে। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর মহামনা মহীপাল "তাহাই হউক" বলিয়া দেবীর বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন, তিনি দেবীর সমীপে যেরূপ জ্ঞানাস্ত্র ও ব্যাধিনাশক মন্ত্রনিচয় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তাদৃশ দিব্যজ্ঞানগর্ভ অস্ত্র ও রোগহর মন্ত্রগ্রাম, সদ্যঃ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা দেবীর নিকট অবহেলায় পরিপালনক্ষম পার্শ্বচর অথচ পরদেশসংবাদগ্রহণে সমর্থ অস্ত্র ও ব্যাধিনাশসমর্থ অভীষ্ট মন্ত্রগ্রাম লাভ করিলেন। ২৩-৪০। তিনি দেবী চণ্ডিকার নিকট এইরূপে সর্ব্ববিধ প্রসাদ লাভ করিয়া এবং নিজভার্য্যা ও পুত্র দশরথ ব্যতীত সেই সকল অস্ত্র ও মন্ত্র হস্ত্যাদি বল সকল বিপ্রগণকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি মন্ত্রদ্বারা নিখিল ব্যাধি দূর করত যষ্টিকরে লইয়া অজাপালনের ন্যায় স্বয়ং প্রজাকুল পালন করিতে লাগিলেন। মহীপাল ভূতলে এইরূপ রাজ্য পালন করিতে থাকিলে কাহারও কোনরূপ অপরাধই গুপ্ত রহিল না, সর্ব্ববিধ অপরাধই প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভূলোকে প্রমাদ বশতও যদি কেহ কোনরূপ পাপ করিত, তৎক্ষণাৎ তাহার পাপানুরূপ নিগ্রহ চলিতে লাগিল; যদি বা অরাতিকুল কখন কাহাকে বধ, বন্ধন কিংবা ক্লেশ প্রদান করিত, তৎক্ষণাৎ অদৃষ্ট

কুর্বন্তি তৎক্ষণাৎ। অন্যেষাং চ মহীপানাং রাজ্যে বৈবস্বতো প্রভুম্ ॥ ৪৬ ॥ ন তত্র ভয়সন্ত্রস্তস্তুতঃ পাপং সমাচরেৎ। প্রত্যক্ষং বা বিশেষেণ জ্ঞাত্বা শস্ত্রভয়ং চ তৎ ॥ ৪৭ ॥ ততস্তে পাপনির্মুক্তা লোকাঃ সংশুদ্ধগাত্রকাঃ। রোগেষু নিগৃহীতেষু প্রাপ্তাঃ সুখমনুত্তমম্ ॥ ৪৮ ॥ এবং স্থিতেষু লোকেষু গতপাপাময়েষু চ। প্রয়াতাঃ শূন্যতাং সর্ব্বে নরকা যে যমালয়ে ॥ ৪৯ ॥ ন কশ্চিন্নরকং যাতি ন চ মৃত্যুপথং নরঃ। যথা কৃতযুগং তাদৃক্ ত্রেতায়ামপি সংস্থিতম্ ॥ ৫০ ॥ ব্যবহারে ততো নষ্টে যমলোকসমুদ্ভবে। স্বর্গেণ তুল্যতাং প্রাপ্তে প্রাণিভির্মৃত্যুবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৫১ ॥ ততো বৈবস্বতো গত্বা ব্রহ্মণঃ সদনং প্রতি। প্রোবাচ দুঃখসম্পন্নঃ প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥ ৫২ ॥ অহং পুরা ত্বয়া দেব ধর্ম্মাধর্ম্মদিদৃক্ষয়া। মানুষাণাং সমাদিষ্টো নিগ্রহানুগ্রহং প্রতি ॥ ৫৩ ॥ অজাপালেন ভূপেন তৎসর্ব্বং বিফলীকৃতম্। তপঃশক্ত্যা সুরশ্রেষ্ঠ দেবীমারাধ্য চণ্ডিকাম্ ॥ ৫৪ ॥ নাধয়ো ব্যাধয়স্তত্র ন পাপানি মহীতলে। কশ্চিদেব জায়ন্তে যথা কৃতযুগে তথা ॥ ৫৫ ॥ তস্মাৎ কুরু সুরশ্রেষ্ঠ পুনরেব যথা পুরা। মদীয়ভবনে কৃৎস্নো ব্যবহারঃ প্রজায়তে ॥ ৫৬ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ সমীপ উপবিষ্টস্য শিবস্যাস্যং ব্যলোকয়ৎ ॥ ৫৭ ॥ অথাব্রবীৎ প্রহস্যোচ্চৈস্ত্রিনেত্রশ্চতুরাননম্ অত্যদ্ভুততমাং শ্রুত্বা তাং বার্ত্তাং যমসম্ভবাম্ ॥ ৫৮ ॥ মহেশ্বর উবাচ। ধর্ম্মমার্গপ্রবৃত্তস্য সদাচারস্য ভূপতেঃ। কথং নিবারণং তত্র ক্রিয়তে কশ্চ নিগ্রহঃ ॥ ৫৯ ॥ তস্মাত্তেন মহীপেন ধর্ম্মমার্গঃ প্রদর্শিতঃ। অপূর্ব্বো ধর্ম্মসম্ভূতঃ কৃতঃ সদ্যস্তুমহাত্মনা ॥ ৬০ ॥ তন্মমাপি যথা চাস্য প্রসাদঃ সুরসত্তম। অপূর্ব্বঃ করণীয়শ্চ যথা ধর্ম্মো ন দুষ্যতি ॥ ৬১ ॥ এবমুক্ত্বা চতুর্ব্বক্ত্রং যমং প্রাহ ততঃ শিবঃ। যদায়ুষোঽস্য যচ্ছেষমজাপালস্য ভূপতেঃ। যেন তৎসময়ে প্রাপ্তে তং নয়ামি নিজালয়ম্ ॥ ৬২ ॥

অনুনিচয় তাহার যথোচিত শাস্তি প্রদান করিতে লাগিল; বিভিন্ন রাজ্যে অন্যান্য নৃপগণের শাসনেও যদি কেহ কেহ গুপ্ত পাপাচরণ করিত, তবে সেই সকল প্রজা তাহাদের শাসনার্থ সূর্য্যবংশসম্ভব অজপালের অনুগ্রহ লাভ করিত; অনন্তর তত্রত্য নর পাপাচারে ভয়গ্রস্ত হইয়া আর পাপাচরণ করিত না। প্রত্যক্ষ পাপের ত কথাই নাই, শস্ত্রভয়ে কেহ গুপ্তপাপও করিত না। অনন্তর রাজ্যমধ্যে প্রজাগণ পাপনির্মুক্ত ও পবিত্রগাত্র হইল এবং রোগ সকল নিগৃহীত হওয়ায় সকলেই উত্তম সুখলাভ করিতে লাগিল। এইরূপে লোকগণ নিষ্পাপ নিরাময় হইলে, যমপুরীর নরকনিকর শূন্য হইল, আর কেহ মরিল না, কেহ নরকে গমন করিল না; সত্যযুগ যেরূপ সর্ব্বসুখসম্পন্ন, এই ত্রেতাযুগও সর্ব্বসুখের আকর হইল; যমলোকের নিখিল ব্যবহার বিলুপ্ত হইল; প্রাণিগণ রোগবর্জ্জিত হওয়ায় ভূতল স্বর্গের সমান শোভা ধারণ করিল। অনন্তর তপনতনয় যম খিন্নমনা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক প্রপিতামহকে প্রণাম করত দুঃখকাতর স্বরে কহিলেন,—দেব! আপনি পূর্ব্বে আমাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম দর্শন ও তাহাদের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মহীপাল অজাপাল তপঃশক্তি দ্বারা তৎসকল বিফল করিয়াছে; হে সুরবর! অজাপাল দেবী চণ্ডিকার আরাধনা করিয়াছিল, দেবীর বরপ্রভাবে মহীতলে কোন লোকেরই সত্যযুগের ন্যায় আধি, ব্যাধি ও পাপ হয় না; অতএব হে সুরসত্তম! পূর্ব্বে আমার আলয়ে যেরূপ ব্যবহার ছিল, আপনি পুনরায় তাহাই করুন। ৪১—৫৬। যমের বাক্য শ্রবণে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সমীপে উপবিষ্ট শিবের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; অনন্তর ত্রিলোচন যমের অত্যদ্ভুত বাক্য শ্রবণে উচ্চহাস্য করিয়া চতুরাননকে কহিতে লাগিলেন। মহেশ্বর বলিলেন,—ধর্ম্মমার্গপ্রবৃত্ত সদাচাররত ভূপতিকে কিরূপে নিবারণ করা হইবে এবং কিরূপেই বা তাহার নিগ্রহ করা যাইতে পারে? মহাত্মা অজপাল যে অভূতপূর্ব্ব সাধুতাপ্রদর্শন করিয়াছেন,—ইহা ধর্ম্মসম্মত তিনি সাধুকার্য্যই করিয়াছেন। হে সুরসত্তম! আমিও তাঁহার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করি। তাঁহার এই ধর্ম্ম অপূর্ব্ব এবং আমাদেরও অনুকরণীয়; এইরূপ করিলে ধর্ম্মগ্লানি হয় না। মহেশ্বর পিতামহকে এইরূপ কহিয়া অনন্তর যমকে বলিলেন,—হে যম! কোনদিন এই নৃপের আয়ুঃশেষ হইবে, বল; আমি তৎকালে অজাপালকে

যম উবাচ। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি তস্যাতীতানি চায়ুষঃ। তিষ্ঠন্তি পঞ্চপঞ্চাশৎপ্রতীক্ষ্যোঽহং ততঃ কথম্ ॥৬৩॥ যাবৎকালং সুরশ্রেষ্ঠ শূন্যে জাতে স্ব আশ্রয়ে। তস্মাৎ কুরু দ্রুতং কঞ্চিদুপায়ং তদ্বিনাশনে ॥ ৬৪ ॥ এবমুক্তে যমেনাথ তং বিসৃজ্য গৃহং প্রতি। ব্যাঘ্ররূপং সমাস্থায় স্বয়ং তৎসন্নিধৌ যযৌ ॥ ৬৫ ॥ তত্র সংস্থো মহীপঃ স প্রজাপালনতৎপরঃ। মেঘগম্ভীরনির্ঘোষং গর্জ্জমানো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৬৬ ॥ অজাস্তাস্তঞ্চ সংবীক্ষ্য ব্যাঘ্রং রৌদ্রবপুর্দ্ধরম্ । অজাপালং সমুদ্দিশ্য সন্ত্রস্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৬৭ ॥ তস্য যত্নপরস্যাপি রক্ষমাণস্য ভূপতেঃ । অজাস্তা ব্যাঘ্ররূপেণ শঙ্করেণ প্রভক্ষিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ অজানাং কদনং দৃষ্ট্বা ততঃ স পৃথিবীপতিঃ। স্বহস্তাদ্‌যষ্টিমুৎসৃজ্য জগ্রাহ নিশিতায়ুধম্ ॥ ৬৯ ॥ যত্তস্য তুষ্টয়া দত্তং চণ্ডং চণ্ডার্চ্চিষা সমম্। তচ্ছস্ত্রঞ্চ তথাস্ত্রানি দেবীদত্তানি শঙ্করঃ। শনৈঃশনৈঃ প্রজগ্রাহ স্ববক্ত্রেণ মহেশ্বরঃ ॥ ৭০ ॥ অস্ত্রাভাবাত্ততস্তুণং ম্রিয়মাণেঽপি কান্তয়া। দ্বন্দ্বযুদ্ধেন তং ব্যাঘ্রং যোধয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৭১ ॥ ততস্তস্যাঙ্গসংস্পর্শান্মুক্ত্বা ব্যাঘ্রতনুঞ্চ তাম্। দধার ভস্মসন্দিগ্ধাং তনুং চন্দ্রবিভূষিতাম্ ॥ ৭২ ॥ রুণ্ডমালাধরাং দিব্যাং সখট্বাঙ্গাং সপন্নগাম্। তাং দৃষ্ট্বা স মহীপালঃ সভার্য্যঃ প্রণতস্ততঃ ॥ ৭৩ ॥ প্রোবাচাথ স্তুতিং কৃত্বা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। আনন্দাশ্রুপরিক্লিন্নো হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা ॥ ৭৪ ॥ রাজোবাচ। অজ্ঞানাদ্‌যন্ময়া দেব প্রহারাস্তব নির্ম্মিতাঃ। তিরস্কারস্তথা দত্তস্তৎ সর্ব্বং ক্ষমতাং বিভো ॥ ৭৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ক্ষান্ত এষ ময়া পুত্র তব সর্ব্বঃ পরাভবঃ। পরিতুষ্টেন তে কর্ম্ম দৃষ্ট্বা চৈবাতিমানুষম্ ॥ ৭৬ ॥ যথা কৃতং ত্বয়া রাজ্যং প্রজাঃ সংরক্ষিতা নৃপ। তথান্যো ভূপতিঃ কশ্চিন্ন কর্ত্তা ন করিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥ তস্মাদ্‌গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং পাতালে পার্থিবোত্তম। অনেনৈব শরীরেণ ধর্ম্মপত্ন্যানয়া সহ ॥ ৭৮ ॥ নাতঃ পরং ত্বয়া শ্রেয়ং মর্ত্ত্যলোকে কথঞ্চন। বিরদ্ধং সর্ব্বদেবানাং যতঃ কর্ম্ম ত্বয়স্তবম্ ॥ ১৯ ॥ রাজোবাচ।

আমার আলয়ে আনয়ন করিব। যম বলিলেন,—নৃপতি অজাপালের পঞ্চসহস্র বৎসর আয়ুষ্কাল অতীত হইয়াছে, এখনও পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর অবশিষ্ট; আমি এই দীর্ঘকাল কিরূপে প্রতীক্ষা করিব? অতএব হে সুরোত্তম! সত্বর অজাপালের বিনাশের উপায় করুন, ভূপালের যতকাল আয়ুষ্কাল অবশিষ্ট, ততকাল ইঁহার শূন্যাবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিউন। যমের বাক্য শেষ হইলে শঙ্কর তাঁহাকে নিজালয়ে গমনের আদেশ দিয়া শার্দ্দূলরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রজাপালননিরত মহীপাল অজাপাল যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার সমীপ দেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর শার্দ্দুলরূপী শিব মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন অজাগণ ভীষণবিগ্রহ সেই ব্যাঘ্রকে দর্শন করিয়া সন্ত্রস্তহৃদয়ে মহীপালের শরণাপন্ন হইল; মহীপালও অজারক্ষার জন্য যত্নপরায়ণ হইলেন, কিন্তু কিছুতেই রক্ষিত হইল না, ব্যাঘ্ররূপী শঙ্কর একে একে সমস্ত অজ ভক্ষণ করিলেন। পৃথিবীপতি অজাপাল অজাদিগের ধ্বংস দর্শন করিয়া স্বহস্তস্থিত যষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রচণ্ডপ্রভা চণ্ডিকাপ্রদত্ত উগ্র শাণিত শর গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর দেবীদত্ত সেই শরনিকরও শনৈঃ শনৈঃ বদন দ্বারা গ্রহণ করিয়া উদরসাৎ করিলেন। তখন মহীপতি অস্ত্রহীন; তাঁহার পত্নী আসিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন, তথাপি তিনি সত্বর সেই শার্দ্দুল সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহীপতির শরীরস্পর্শে শঙ্কর শার্দ্দুলতনু ত্যাগ করিয়া শশধরশোভাসম্পন্ন ভস্মভূষিত রুদ্রাক্ষমালাবিভূষিত খট্বাঙ্গ শস্ত্রযুক্ত দিব্য তনু ধারণ করিলেন; সপত্নীক মহীপাল সেই সুন্দর তনু দর্শনে প্রণত হইলেন, এবং বিনয়াবনত হইয়া স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিলেন। তাহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু পরিস্রুত হইল, তিনি হর্ষগদ্‌গদ্ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ।৫৭—৭০। রাজা বলিলেন,—হে দেব! অজ্ঞান বশতঃ আমি আপনাকে যে প্রহার ও যে সকল তিরস্কার করিয়াছি, হে বিভো! আমাকে সে সকল ক্ষমা করুন। ভগবান্ বলিলেন,—পুত্র! তোমার অমানুষিক কর্ম্ম দর্শনে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমাকে যে পরাভব করিয়াছ, তাহা ক্ষমা করিলাম। হে নৃপ! তুমি যেরূপ রাজ্যপালন ও প্রজারক্ষা করিতেছ, অন্য কোন নৃপই এরূপ করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও কেহ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব হে পার্থিবসত্তম! তোমার এই শরীরে সপত্নীক আমার সহিত পাতালে গমন কর; তোমরা এই কর্ম্মনিচয়

এক্ষং দেব করিষ্যামি গত্বাযোধ্যাং মহাপুরীম্। পুত্রং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য মন্ত্রিণাং সন্নিবেদ্য চ ॥ ৮০ ॥ তথাহং দেব দেব্যা চ প্রোক্তঃ সন্তুষ্টয়া পুরা। মন্ত্রগ্রামো ময়া দত্তঃ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৮১ ॥ যদা ত্বং ত্যক্ষসি প্রাজ্ঞ মর্ত্ত্যলোকং সুদুস্ত্যজম্। তদাত্র মামকে কুণ্ডে প্রক্ষেপ্তব্যানি কৃৎস্নশঃ ॥ ৮২ ॥ তানি চার্পয় মে ভূয়ো যেনানৃণ্যং ব্রজাম্যহম্। তস্যা দেব্যাঃ সুরাধীশ ত্বৎপ্রসাদেন সাম্প্রতম্ ॥ ৮৩ ॥ এবমুক্তস্ততস্তেন ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ। আজ্ঞাপ্য তানি সর্ব্বাণি দদৌ তত্র ক্রতং গতঃ ॥ ৮৪ ॥ অব্রবীচ্চ সুতস্তত্র স্বয়ং রাজা ভবিষ্যতি। বীর্য্যৌদার্য্যসমোপেতো বংশস্যোদ্ধরণক্ষমঃ ॥ ৮৫ ॥ ত্বং চাগচ্ছ ময়া সার্দ্ধমদ্যৈব মম মন্দিরে। প্রবিশ্যাত্র জলে পুণ্যে দেবীকুণ্ডসমুদ্ভবে ॥ ৮৬ ॥ অদ্য মাঘচতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়ামপরোঽপি যঃ। দেবীমিমাঞ্চ সম্পূজ্য জলেঽস্মিন্ ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৮৭ ॥ করিষ্যতি প্রবেশেন প্রাণত্যাগং নৃপোত্তম। স চ যাস্যতি যত্রাস্তে পাতালে হাটকেশ্বরঃ ॥ ৮৮ ॥ স্নানং বা পার্থিবশ্রেষ্ঠ যঃ করিষ্যতি মানবঃ। অষ্টোত্তরশতং তস্য ব্যাধীনাং ন ভবিষ্যতি ॥ ৮৯ ॥ এবমুক্ত্বা তমাদায় নৃপং ভার্য্যাসমন্বিতম্। অজাপালিস্তাভিরস্ত্রৈশ্চ তৈশ্চাপি পরমেশ্বরঃ। প্রবিবেশ জলে তস্মিন্ দেবীকুণ্ডসমুদ্ভবে ॥ ৯০ ॥ ততশ্চ মন্দিরং নীতঃ স্বকীয়ং দ্বিজসত্তমাঃ। তেনৈব নরদেহেন স কলত্রসমন্বিতঃ ॥ ৯১ ॥ অদ্যাপি তিষ্ঠতে তত্র জরামরণবর্জ্জিতঃ। পূজয়ানশ্চ তং দেবং পাতালে হাটকেশ্বরম্ ॥ ৯২ ॥ এবং তত্র সমুদ্ভূতা সা দেবী পরমেশ্বরী। স্থাপিতা তেন ভূপেন শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীহাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽজাপালেশ্বরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তস্মিন গতে ভূপে হ্যজাপালে রসাতলম্। তৎপুত্রশ্চাভবদ্রাজা মন্ত্রিভিশ্চ পুরস্কৃতঃ ॥ ১ ॥ যো নিত্যমগমৎ স্বর্গে বান্ধবং

দেববিরুদ্ধ হইয়াছে, অতএব অতঃপর তুমি কদাচ মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিও না। রাজা বলিলেন,—হে দেব! আমি অযোধ্যা মহাপুরে গমন ও মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করত পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার আদেশ পালন করিব। হে দেব! পূর্ব্বে দেবী চণ্ডিকা আমার প্রতি প্রীতা হইয়া কহিয়াছিলেন,—"আমি তোমাকে বিবিধ অস্ত্র ও মন্ত্রগ্রাম প্রদান করিলাম, হে প্রাজ্ঞ! তুমি যৎকালে সুদুস্ত্যজ্য মর্ত্ত্য লোক পরিত্যাগ করিবে, তখন আমার এই কুণ্ডে অস্ত্র ও মন্ত্র সকল নিক্ষেপ করিও।" হে সুরেশ! আপনি সে সকল গ্রহণ করিয়াছেন, উহা প্রত্যর্পণ করুন, আমি আপনার প্রসাদে দেবীর বাক্য পালন করত অনৃণী হইয়া তৎপরে গমন করিব। অনন্তর ভগবান্ ত্রিপুরারি রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সত্বর শস্ত্রনিচয় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—তোমার বীর্য্য ও ঔদার্য্যযুক্ত, বংশভূষণ তনয় রাজা হউক। তুমি অদ্যই আমার সহিত মদীয় মন্দিরে আগমন কর। অদ্য মাঘ শুক্লচতুর্দ্দশী, তুমি অদ্যই এই দেবীকুণ্ডজলে প্রবেশ কর। হে নৃপসত্তম! অপর কোন মানবও যদি মাঘশুক্লচতুর্দ্দশীদিবসে দেবীকে পূজা করিয়া ভক্তিভাবে এই দেবীকুণ্ডে প্রবেশ করত প্রাণ পরিত্যাগ করে পাতালে যে স্থানে হাটকেশ্বর বিদ্যমান, সেই মানবও তথায় গমন করিবে। হে রাজসত্তম! যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই কুণ্ডে কেবল স্নান করে, অষ্টোত্তরশত ব্যাধির মধ্যে কোন ব্যাধিই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। শঙ্কর এইরূপ কহিয়া সপত্নীক মহীপতি, অজাপাল ও অস্ত্রনিচয় সহ সেই চণ্ডিকাকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর নৃপবর তথায় শিব মন্দিরে পত্নীর সহিত জরামরণবিবর্জ্জিত হইয়া অদ্যাপি নরদেহে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং তিনি পাতালে থাকিয়া হাটকেশ্বরের পূজা করিতেছেন। এইরূপে হাটকেশ্বরে পরমেশ্বরী চণ্ডিকা প্রাদুর্ভূতা হইয়া শ্রদ্ধাপূতহৃদয় নৃপ অজাপাল কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। ৭১—৯৩।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই দিকে মহীপাল অজাপাল রসাতলে প্রবেশ করিলে তদীয় তনয় দশরথ অমাত্যগণ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া সিংহাসনে

রমতে সদা। শনৈশ্চরো জিতো যেন রোহিণীং পরিভেদয়ন্ ॥ ২ ॥ গৃহে যস্য স্বয়ং বিষ্ণুর্ভূত্বা চৈব চতুর্ব্বিধঃ। রাবণস্য বিনাশার্থং জন্ম চক্রে প্রহর্ষিতঃ ॥ ৩ ॥ তেনাগত্যাত্র সৎক্ষেত্রে তোষিতো মধুসূদনঃ। প্রাসাদং শোভনং কৃত্বা ততশ্চৈব প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪ ॥ তত্রাপি বিক্রান্তা বাপী স্বয়ং তেন বিনির্ম্মিতা। রাজবাপীতি লোকেঽস্মিন্ বিখ্যাতিং পরমাং গতা ॥ ৫ ॥ তস্যাং যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে। প্রেতপক্ষে বিশেষেণ স নরঃ স্যাৎ সতাং প্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। কথং তেন জিতঃ সৌরী রোহিণীশকটঞ্চ যৎ। ভিন্দানস্তোষিত-স্তেন কথং নারায়ণো বদ ॥ ৭ ॥ সূত উবাচ। তস্মিন্ শাসতি ধর্ম্মজ্ঞে স্বধর্ম্মেণ বসুন্ধরাম্। অতিসৌখ্যান্বিতো লোকঃ সর্ব্বদৈব ব্যজায়ত ॥ ৮ ॥ বহুক্ষীরপ্রদা গাবঃ শস্যানি গুণবন্তি চ। কামবর্ষী চ পর্জ্জন্যো যথর্ত্তুফলিতা দ্রুমাঃ ॥ ৯ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য দৈবজ্ঞৈস্তস্য

ভূপতেঃ। কথিতং রোহিণীভেদং রবিপুত্রঃ করিষ্যতি ॥ ১০ ॥ তস্মাদনন্তরমেবাশু দুর্ভিক্ষং সম্ভবিষ্যতি। অনাবৃষ্টিশ্চ ভবিতা রৌদ্রা দ্বাদশ-বার্ষিকী। যয়া সম্পৎস্যতে সর্ব্বং ভূতলং গত-মানবম্ ॥ ১১ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স রাজা কুপিতোঽভ্যগাৎ। শনৈশ্চরং সমুদ্দিশ্য বিমান-মধিরুহ্য চ ॥ ১২ ॥ তস্য তুষ্টেন সন্দত্তং বিমানং কামগং পুরা। শক্রেণ তত্র সংস্থিতঃ শনৈশ্চরমুপাদ্রবৎ ॥ ১৩ ॥ ততঃ সূর্য্যপথং মুক্ত্বা ততশ্চন্দ্রস্য পার্থিবঃ। নক্ষত্রসরণিং প্রাপ্য সজ্যং কৃত্বা মহদ্ধনুঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র বাণং সমারোপ্য শনৈশ্চরমুপাদ্রবৎ। প্রোবাচ পুরতঃ স্থিত্বা সূর্য্যপুত্রমধোমুখম্ ॥ ১৫ ॥ ত্যজৈনং রোহিণীমার্গং সাম্প্রতং ত্বং শনৈশ্চর। মদ্বাক্যা-দন্যথাহং ত্বাং নয়িষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥ ১৬ ॥ এতেন নিশিতাগ্রেণ শরেণানতপর্ব্বণা। দিব্যাস্ত্র-মন্ত্রযুক্তেন সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ১৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তাদৃগ্রৌদ্রতমং মহৎ। মন্দো বিস্ময়-মাপন্নস্ততশ্চেদমভাষত ॥ ১৮ ॥ তুষ্টং ব্রূহি মহাভাগ

আরোহণ করিলেন। যিনি নিত্য স্বর্গে গমন-পূর্ব্বক বাসবসহ সতত ক্রীড়া করিতেন। যিনি রোহিণীর ভেদ করণে সমুদ্যত শনৈশ্চরকে এবং ধনদকে জয় করিয়াছিলেন, স্বয়ং বিষ্ণু রাবণ-বিনাশার্থ রামাদি চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নৃপতি দশরথ এই অনুত্তম ক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক মধুসূদনের প্রীতিসাধন ও সুশোভন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মধুসূদনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই প্রাসাদসমীপে এক বিখ্যাত বাপী নির্ম্মাণ করেন, ত্রিলোকে এই বাপী রাজবাপী বলিয়া পরম বিখ্যাতিলাভ করিয়াছে। যে মানব পঞ্চমী দিনে বিশেষতঃ প্রেতপক্ষের পঞ্চমীতিথিতে এই বাপীতীরে শ্রাদ্ধ করে, সে সাধুগণের প্রিয় হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজা দশরথ কিরূপে রোহিণীশকটভেদী সূর্য্যতনয় শনিকে জয় করিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি নারায়ণের সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের নিকট বল। সূত উত্তর করিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ মহীপতি দশরথ যখন স্বধর্ম্ম দ্বারা বসুন্ধরা শাসন করিতেন, তৎকালে লোক সকল সতত সৌখ্যসমন্বিত হইয়াছিল। তখন গোগণ বহুক্ষীরা, শস্যনিচয় গুণযুক্ত, মেঘগণ কামবর্ষী ছিল এবং তরুনিকর ঋতুধর্ম্মানুসারে প্রচুর ফলদান করিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা দৈবজ্ঞগণ নৃপকে কহিলেন,—"রবি-তনয় শনি সত্বর রোহিণী-ভেদ করিবেন"; তাঁহারা আরও বলিলেন,—শনি রোহিণী শকট ভেদ করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভীষণ অনাবৃষ্টি হইবে। সেই অনাবৃষ্টিতে দারুণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, ভূতল মানবহীন হইয়া যাইবে। ১—১১। দৈবজ্ঞগণের বাক্যশ্রবণে নৃপতি কুপিত হইয়া বিমানারোহণপূর্ব্বক শনৈশ্চরের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। পুরাকালে সুররাজ নররাজ দশরথের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কামগামী বিমান দান করিয়াছিলেন রাজা সেই কামগামী বিমানবরের সাহায্যে সত্বর শনির পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। মহীপাল ক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রপথ অতিক্রম করত নক্ষত্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া মহা-ধনুকে জ্যারোপণ ও বাণসন্ধান করিয়া শনিকে উপদ্রুত করিতে লাগিলেন। তিনি সম্মুখীন হইয়া কহিলেন,—হে শনৈশ্চর! তুমি সম্প্রতি রোহিণীপথ পরিত্যাগ কর; তুমি যদি আমার বাক্যের অন্যথা কর, তবে তোমাকে যমা-লয়ে প্রেরণ করিব। আমি সত্যই বলিতেছি, আমার শাণিতাগ্র আনতপর্ব্ব দিব্যশরে ভিন্ন হইয়া তোমায় যমপুরী দর্শন করিতে হইবে। রাজার ঈদৃশ উগ্র ভীষণ বাক্য শ্রবণে শনি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাভাগ!

মম মার্গং রুণৎসি যঃ। অগম্যং কেনচিল্লোকে সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ১৯॥ রাজোবাচ। অহং দশরথো নাম সূর্য্যবংশোদ্ভবো নৃপঃ। অজস্য তনয়ঃ প্রাপ্তঃ কালং বারয়িতুং ক্রুধা॥ ২০॥ মন্দ উবাচ। ন ত্বয়া সহ সম্বন্ধঃ কশ্চিদস্তি মহীপতে। মম যত্বং প্রকোপাঢ্যো মন্মার্গং হন্তুমিচ্ছসি॥ ২১। রাজোবাচ। রোহিণীসম্ভবং ত্বং হি শকটং ভেদয়িষ্যসি। সাম্প্রতং মম দৈবজ্ঞৈর্বাক্যমেতদুদাহৃতম্॥ ২২॥ তস্মিন্মন্দ ত্বয়া ভিন্নে ন বর্ষতি শতক্রতুঃ। এতদ্বদন্তি দৈবজ্ঞা জ্যোতিঃশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ॥ ২৩॥ জাতে বৃষ্টিনিরোধেঽথ জায়ন্তেঽন্নানি ন ক্ষিতৌ। অন্নাভাবাৎক্ষয়ং যান্তি ততো ভূমিতলে জনাঃ॥ ২৪॥ জনোচ্ছেদে ততো জাতে অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভবন্তি ধরাপৃষ্ঠে ততঃ স্যাদেব সংক্ষয়ঃ॥ ২৫॥ এতস্মাৎকারণাৎক্রুদ্ধো মার্গস্তে সূর্য্যসম্ভব। রোহিণীং গন্তুকামস্য সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥ ২৬॥ শনিরুবাচ গচ্ছ পুত্র নিজং গেহং মমাপি ত্বং চ রোচসে। তুষ্টোঽহং তব বীর্য্যেণ ন স্বল্পেন মহীপতে॥ ২৭॥ ন কেনচিৎকৃতং কর্ম্ম যদেতদ্ভবতা কৃতম্। ন করিষ্যতি চৈবান্যো দেবো বা মানবোঽথ বা॥ ২৮॥ নাহং পশ্যামি ভূপাল কথঞ্চিদপি চোর্দ্ধতঃ। যতো দৃষ্টিবিনির্দ্দগ্ধং ভস্মসাজ্জায়তেঽখিলম্॥ ২৯॥ জাতমাত্রেণ বালেন ময়া পাদৌ নিরীক্ষিতৌ। তাতস্য সহসা দগ্ধৌ ততোঽহং বারিতোঽম্বয়া॥৩০॥ ন ত্বয়া পুত্র দ্রষ্টব্যং কিঞ্চিদেব কথঞ্চন। প্রমাণং যদি তে ধর্ম্মো মাতৃবাক্যসমুদ্ভবঃ॥ ৩১॥ তস্মাত্ত্বয়া মহৎকর্ম্ম কৃতমীদৃক্সুদুষ্করম্। প্রজানাং পার্থিবশ্রেষ্ঠ ত্যক্তা দূরাদ্ভয়ং মম॥ ৩২॥ তস্মাত্তব কৃতে নাহং ভেদয়িষ্যামি রোহিণীম্। কথঞ্চিদপি ভূপাল যুগান্তরশতেঽপি॥ ৩৩॥ বরং বরয় চাস্মাকং তস্মাদদ্য ভবিষ্যতি। হৃৎস্থিতং দুর্লভং ভূপ সর্ব্বেষামিহ দেহিনাম॥ ৩৪॥ রাজোবাচ। তব যো বাসরে প্রাপ্তে তৈলাভ্যঙ্গং করোতি বৈ। তস্যাপ্তদিবসং যাবৎপীড়া কার্য্যা ন চ ত্বয়া॥ ৩৫॥ তিলদানং করোত্যেবং লোহদানঞ্চ যস্তব। করোতি

নিখিল সুরাসুরগণও আমার যে পথ রোধ করিতে সমর্থ নহেন, তুমি অদ্য আমার সেই পথ রোধ করিয়াছ, তুমি কে? আমার নিকট বল। রাজা উত্তর করিলেন,—আমি নৃপ দশরথ, সূর্য্যবংশে আমার জন্ম হইয়াছে, আমার পিতার নাম অজ, আমি ক্রুদ্ধ হইলে কালকেও বাধা দিতে সমর্থ। শনৈশ্চর বলিলেন,—হে মহীপাল! আমার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পথ রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? রাজা উত্তর করিলেন,—দৈবজ্ঞগণ আমাকে কহিয়াছেন, তুমি সম্প্রতি রোহিণীশকট ভেদ করিবে; হে মন্দ! তুমি যদি রোহিণীশকট ভেদ কর; তবে শতক্রতু আমার রাজ্যে বর্ষণ করিবেন না। জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ দৈবজ্ঞগণ আমার নিকট আরও বিজ্ঞাপন করিয়াছেন—রোহিণী ভিন্ন হইলে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি হইবে, অনাবৃষ্টিতে ক্ষিতিতলে অন্ন বিনষ্ট হইয়া যাইবে, অনন্তর অন্নাভাবে ভূতলে নিখিল লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। হে শনে! জন-মানব উচ্ছিন্ন হইলে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে, আর ক্রিয়া লোপ হইলে ধরাতলে লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। হে রবিতনয়! আমি সত্যই কহিতেছি, এই কারণেই আমি রোষপরবশ হইয়াছি এবং তোমাকে রোহিণীগমনে উদ্যত দেখিয়া তোমার পথরোধ করিয়াছি। ১২—২৬। শনি কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি আমার সম্মত, তোমার বীর্য্য দর্শনে আমি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে নিজ গৃহে গমন কর; হে মহীপতে! তুমি যেরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছ, কি মানব, কি মহীপতি, কি সুর—পূর্ব্বে কেহই এরূপ করিতে সমর্থ হন নাই; হে ভূপাল! পাছে আমার দৃষ্টিতে দগ্ধ হইয়া অখিল লোক ভস্মসাৎ হয়, এজন্য কদাচ আমি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না। জন্মিবামাত্র আমি জনকের পাদদ্বয় দর্শন করিয়াছিলাম, আমার দৃষ্টিতে সহসা তাঁহার পাদদ্বয় দগ্ধ হয়, তদবধি জননী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া আমি আর কোনদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না। হে বৎস! হে পার্থিবসত্তম! তুমি প্রজাগণের জন্যই আমার ভয় দূরে পরিহার করিয়াছ, এই দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব তোমার এইরূপ সাধু কার্য্য দর্শনে আমি প্রীত হইলাম। হে ভূপাল! শতযুগান্তরেও আমি রোহিণী ভেদ করিব না। হে ভূপ! তোমার মনোগত বর প্রার্থনা কর, নিখিল দেহীর দুর্লভ হইলেও অদ্য আমি তোমার অভীষ্ট পূরণ করিব। রাজা উত্তর করিলেন,—যে নর তোমার বারে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে, সপ্তাহকাল অর্থাৎ পুনরায় শনিবার উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তাহাকে পীড়িত করিবে না। যে মানব এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে

দিবসে শক্ত্যা যাবদ্বর্ষং ত্বয়া হি সঃ ॥ ৩৬ ॥ রক্ষণীয়ঃ সুকৃচ্ছ্রেষু সঙ্কটেষু সদৈব হি। ত্বয়ি গোচরপীড়ায়াং সংস্থিতে চার্কসম্ভব ॥ ৩৭ ॥ যঃ কুর্য্যাচ্ছান্তিকং সম্যক্ তিলহোমঞ্চ ভক্তিতঃ। বাসরে তব সম্প্রাপ্তে সমিদ্ভিশ্চ তথাকৃতৈঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্য সার্দ্ধানি বর্ষাণি সপ্ত কার্য্যা প্রযত্নতঃ। ত্বয়া রক্ষা মহাভাগ বরং চেন্মম যচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥ সূত উবাচ। এবমিত্যেব সম্প্রোচ্য বিররাম ততঃ পরম্। শনৈশ্চরো মহীপালবচনাদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহং সুবিস্তরাৎ। ভবদ্ভিঃ সূর্য্যপুত্রস্য রাজ্ঞা দশরথেন হি। সংবাদং রোহিণী-ভেদে সঞ্জাতং সমুপস্থিতে ॥ ৪১ ॥ যশ্চৈতৎপঠতে নিত্যং শৃণুয়াদ্যে বিশেষতঃ। শনৈশ্চরকৃতা পীড়া তস্য নাশং প্রগচ্ছতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশরথশনৈশ্চরসংবাদবর্ণনং নাম ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। ততঃপ্রভৃতি নো মন্দো রোহিণী-শকটং দ্বিজাঃ। ভিনত্তি বচনাত্তস্য রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥ ১ ॥ তদ্বৃত্তান্তং সমাকর্ণ্য তস্য শক্রঃ প্রহর্ষিতঃ। ভূপাসং তং সমভ্যেত্য ততশ্চোবাচ সাদরম্ ॥ ২ ॥ অত্যদ্ভুততরং কর্ম্ম ত্বয়ৈতৎ পৃথিবীপতে। সংসাধিতং যদন্যেন মনসাপি ন চিন্ত্যতে ॥ ৩ ॥ অতএব হি সন্তুষ্টিঃ সঞ্জাতাদ্য তবোপরি। বরং মত্তো গৃহাণাদ্য তদভীষ্টং হৃদি-স্থিতম্ ॥ ৪ ॥ রাজোবাচ। ত্বয়া সহ সুরশ্রেষ্ঠ মৈত্রীং সম্প্রার্থয়াম্যহম্। শাশ্বতীং সর্ব্বকৃত্যেষু পরমাং লোকসংস্থিতাম্ ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র উবাচ। এবং ভবতু রাজেন্দ্র ত্বয়া সহ সদা মম। সম্পৎ-স্যতে সদা মৈত্রী বসোরিব চ শাশ্বতী ॥ ৬ ॥ ত্বয়া সদৈব মে পার্শ্বে সভায়াং দেবসন্নিধৌ। আগন্তব্যং বিশেষেণ যেন মৈত্রী প্রবর্দ্ধতে ॥ ৭ ॥ এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষো জগাম ত্রিদিবালয়ম্। রাজাপি চাগতো হর্ম্ম্যে

যথাশক্তি তিল ও লৌহ দান করিবে, তুমি অতি দারুণ সঙ্কটেও সতত তাহাকে রক্ষা করিও। হে রবিতনয়! গোচরে থাকিয়া তুমি যখন মানবের পীড়া উৎপাদন করিবে, তখন যদি মানব যত্ন ও ভক্তিযুক্ত হইয়া শনিবারে সমিধ সহকারে তিল হোম করত সম্যক্ শান্তি করে, তবে তুমি তাহাকে সার্দ্ধসপ্ত বৎসর রক্ষা করিও। হে মহাভাগ! যদি আমায় বরদানে তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে এই সকল বর প্রদান কর। সূত কহিলেন, —হে দ্বিজসত্তমগণ! মহীপতি দশরথের প্রার্থনায় শনৈশ্চর 'তাহাই হউক' বলিয়া তাহার বাক্যে অঙ্গীকার করত বিরত হইলেন। এই আপনাদের জিজ্ঞাসানুসারে শনি-দশরথ-সংবাদ বিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম; রোহিণীভেদ সমুপস্থিত হইলে যে মানব এই শনি দশরথসংবাদ পাঠ বিশেষতঃ শ্রবণ করে, তাহার শনৈশ্চরকৃত পীড়া বিনষ্ট হয়। ২৭—৪২।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! পার্থিবসত্তম দশরথের প্রার্থনানুসারে শনি তদবধি আর রোহিণী-শকট ভেদ করেন নাই। অনন্তর একদা শক্র এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নৃপতি দশরথসমীপে আগমনপূর্ব্বক সাদরে কহিলেন,—হে পৃথ্বীনাথ! অন্য কেহ মন দ্বারাও যে কার্য্যের চিন্তা করিতে সমর্থ নহে, আপনি সেই অদ্ভুততর কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব আমি অদ্য আপনার প্রতি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। রাজা উত্তর করিলেন,—হে দেবরাজ! লোক রক্ষার জন্য আমি আপনার সহিত অবিচ্ছিন্ন মৈত্রী প্রার্থনা করি, আমাদের এই মৈত্রী নিখিল কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া সতত লোকরক্ষা করুক। ইন্দ্র বলিলেন,—তাহাই হউক, হে নৃপসত্তম! বসুর সহিত আমার যেরূপ অবিচ্ছিন্ন মৈত্রী, আপনার সহিতও আমার তদ্রূপ অক্ষুণ্ণ মৈত্র হউক; আপনি সর্ব্বদা দেবসভায় আমার পার্শ্বদেশে উপবেশন করিবেন, এইরূপ হইলেই আমাদের মৈত্র্য, পরস্পর বর্দ্ধিত হইবে। অনন্তর সহস্রলোচন এইরূপ বলিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন, নৃপতি দশ-

স্বকীয়ৈঃ হর্ষসংযুতঃ ॥ ৮ ॥ রক্ষয়িত্বা জগৎসর্ব্বং শনৈশ্চরকৃতাদ্ভয়াৎ। অপ্রাপ্যাং প্রাপ্য সৎকীর্ত্তিং স্তূয়মানস্তু বন্দিভিঃ ॥ ৯ ॥ ততঃপ্রভৃতি নিত্যং স সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে। সায়াহ্নং সংবিধায়াথ যাতি শক্রস্য মন্দিরে ॥ ১০ ॥ তত্র স্থিত্বা চিরং শ্রুত্বা গন্ধর্ব্বাণাং মনোহরম্। গীতং দৃষ্ট্বা চ নৃত্যং চ তালাদিবিহিতং শুভম্ ॥ ১১ ॥ বিচিত্রার্থাঃ কথাঃ শ্রুত্বা দেবর্ষীণাং মুখাচ্চ্যুতাঃ। স্বয়ঞ্চ কীর্ত্তয়িত্বাথ প্রযাতি নিজমন্দিরম্ ॥ ১২ ॥ বিমানবরমারুহ্য হংসবর্হিণনাদিতম্। মনোহরপতাকাভিঃ সমন্তাচ্চ বিভূষিতম্ ॥১৩॥ যদা যদা স নির্যাতি শক্রস্থানান্নিজালয়ম্। তদা তদাসনে তস্য ক্রিয়তেহভ্যুক্ষণং সদা ॥ ১৪ ॥ শক্রাদেশাত্তদা বেত্তি ন স ভূপঃ কথঞ্চন। অস্মিন্ দিবসে তস্য নারদো মুনি-সত্তমঃ। কথয়ামাস তৎসর্ব্বমভ্যুক্ষণসমুদ্ভবম্ ॥ ১৫ ॥ বৃত্তান্তং তস্য রাজর্ষেস্তস্যৈব গৃহমাগতঃ। তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গেন বিদ্বেষপরিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা নারদেনোক্তং শ্রদ্ধেয়মপি ভূপতিঃ। ন চক্রে হৃদয়েহধর্ম্মমাত্মানং পরিচিন্তয়ন্ ॥ ১৭ ॥ তথাপি কৌতুকাবিষ্টো গত্বা শক্রনিবেশনম্। অন্যস্মিন্ দিবসে স্থিত্বা চিরং তত্র সমুত্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ অলক্ষ্যং বীক্ষয়ামাস স্বাসনং দূরমাস্থিতঃ। কিঞ্চিৎ সময়ান্তরং প্রাপ্য কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ শক্রসমা-দেশাদুত্থায় সুরকিঙ্করঃ। প্রোক্ষয়ামাস স্রোয়েন পার্থিবস্য তদাসনম্ ॥ ২০ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা কোপসম্পন্নঃ স রাজাভ্যেত্য বাসবম্। প্রোবাচ কিমিদং শক্র প্রোক্ষ্যতে মমাসনম্ ॥ ২১ ॥ কিং ময়া নিহতা বিপ্রাঃ কিং বা বিপ্রসমুদ্ভবম্। শাসনং লোপিতং কিঞ্চিৎ কিং বা বিপ্রা বিনিন্দিতাঃ ॥ ২২ ॥ কিং বা নষ্টোহস্মি সংগ্রামে দৃষ্ট্বা শত্রূন্ সমাগতান্। দৈন্যং বা জল্পিতং তেষাং ভয়ত্রস্তেন চেতসা ॥ ২৩ ॥ মম রাজ্যেহথবা শক্র দুর্ব্বলো বলবত্তরৈঃ। পীড্যতে বাথ চৌরাদ্যৈর্মুষ্যতে বঞ্চকৈস্তথা ॥ ২৪ ॥ কিং বা রাজ্যে মদীয়ে চ জায়তে যোনিবিপ্লবঃ। সঙ্করো বাথ বর্ণানাং পরিত্যক্তবিধিক্রমঃ ॥ ২৫ ॥ কিং বা দুর্জ্জনবাক্যেন দূষিতো দোষবর্জ্জিতঃ। দণ্ড্যতে

রথও শনৈশ্চরভয় হইতে নিখিল জগৎ রক্ষা করিয়া মানবদুর্লভ কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এজন্য বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে আপন হর্ম্ম্যভবনে গমন করিলেন। তদবধি নৃপতি দশরথ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সন্ধ্যাবিধি সমাপনপূর্ব্বক নিত্যই ইন্দ্র সভায় গমন করিতেন এবং তথায় অনেকক্ষণ অবস্থান, তানলয়াদিযুক্ত গন্ধর্ব্ব গণের মনোহর গীত শ্রবণ, মনোজ্ঞ নৃত্য দর্শন, দেবর্ষিদিগের মুখনির্গত বিচিত্রার্থসমন্বিত বাক্য শ্রবণ ও স্বয়ংও বিবিধ বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া হংসময়ূরনাদিত মনোহর পতাকাযুক্ত সর্ব্বত্রবিভূষিত বিমানবরা-রোহণে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তিনি যখন শক্রসভা হইতে উত্থিত হইয়া নিজালয়ে গমন করিতেন, তখনই শক্রাদেশে দশরথের আসন অভ্যুক্ষিত হইত, কিন্তু রাজা তাহা জানিতে পারিতেন না। একদা ঋষিসত্তম দেবর্ষি নারদ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে রাজর্ষিদশরথগৃহে সমাগত হইয়া বিদ্বেষবৃদ্ধি কামনায় তাঁহার নিকট এই অভ্যুক্ষণবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। দেবর্ষি নারদের বাক্য হইলেও তাহা তাঁহার শ্রদ্ধেয় হইল না; কেননা তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া স্বীয় পাতিত্যের কোন কারণ দর্শন করি-লেন না। তথাপি তিনি মনে মনে কৌতুকাবিষ্ট হইলেন, অন্য দিবসে শক্রসভায় গমন করিয়া অনেকক্ষণ অবস্থানের পর আসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং দূরে থাকিয়া অলক্ষ্যে স্বীয় আসনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। ভূপাল কৌতূহল বশতঃ অন্য গৃহান্তরে গমন করিলে সুররাজের আদেশে জনৈক সুর-কিঙ্কর গাত্রোত্থানকরত দশরথের আসনে অভ্যুক্ষণ প্রদান করিল। ১—২০। তদ্দর্শনে নৃপতি দশরথ ক্রুদ্ধ হইয়া বাসবসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলি-লেন,—শক্র! একি করিতেছ? কেন আমার আসন অভ্যুক্ষিত হইল? আমি কি বিপ্রগণের বধসাধন করিয়াছি? আমার দ্বারা কি দ্বিজ-শাসন বিলুপ্ত হইয়াছে? অথবা আমি কি দ্বিজ-গণের নিন্দা করিয়াছি? আমি কখনও কি সমরে শত্রুগণকে সমাগত দর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছি? অথবা শত্রুর শৌর্য্য দর্শন করত ভয়োদ্বিগ্ন হৃদয়ে কি তাহাদের নিকট দৈন্য জ্ঞাপন করি-য়াছি? হে শক্র! আমার রাজ্যে কি বলবত্তর নরগণ দুর্ব্বলকে পীড়িত করে? অথবা চোর বঞ্চকগণ প্রজাদিগের ধনাপহরণ করে? কিংবা আমার রাজ্যে যোনিদোষ-সমুদ্ভূত হইয়া বিধিপরিত্যাগী বর্ণশঙ্কর জন্ম গ্রহণ করিতেছে? হে সুররাজ! আমার রাজ্যে দোষবর্জ্জিত জনগণ

মম রাজ্যে চ কেনচিৎ ত্রিদশেশ্বর ॥ ২৬ ॥ কিং বা চৌরোঽথ পাপো বা গৃহীতো দোষবান্ স্বয়ম্। মুচ্যতে দ্রব্যলোভেন তথান্যো বা জুগুপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥ কিংস্বিন্ময়া পরিত্যক্তঃ কোঽপ্যত্র শরণাগতঃ। ভয়ত্রস্তঃ সুভীতেন প্রাণানাং ত্রিদশাধিপ ॥ ২৮ ॥ কস্য বা পৃষ্ঠমাংসানি ভক্ষিতানি ময়া ক্বচিৎ। কচ্চিচ্চ ত্রিদশাধীশ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ॥ ২৯ ॥ কিং বা দানং ময়া দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে। পশ্চাত্তাপঃ কৃতঃ পশ্চাত্তং চোপেক্ষিতঞ্চ বা ॥ ৩০ ॥ কিং বা রাজ্যে মদীয়ে চ দীনানাং প্রপতন্তি চ। অশ্রুপাতা দিবারাত্রৈ দুঃখিতানাং সমন্ততঃ ॥ ৩১ ॥ দৈবং বা পৈতৃকং বাপি কিং বা কর্ম্ম গৃহে মম। লোপং গচ্ছতি দেবেন্দ্র ক্রিয়তে বা বিধিচ্যুতম্ ॥ ৩২ ॥ যত্ত্বয়া ক্রিয়তে নিত্যং তোয়ৈরভ্যুক্ষণং মম। আসনস্য ক্রতং ত্রয়া যৎপাপং বিহিতং ময়া ॥ ৩৩ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ন বিদ্যতে মহারাজ শরীরে তব পাতকম্। ন রাষ্ট্রে চ কুলে গেহে ভৃত্যবর্গে বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥ পরং শৃণু প্রবক্ষ্যামি যত্তে পাপং ভবিষ্যতি। তেন সম্প্রোক্ষ্যতে চৈব আসনং সর্ব্বদৈব তু ॥ ৩৫ ॥ অপুত্রস্য গতির্নাস্তি ন চ স্বর্গং প্রপদ্যতে। পৈতৃকেণ নরো গ্রস্তো য ঋণেন সদা নৃপ ॥ ৩৬ ॥ দ্বেষ্যতাং যাতি দেবানাং পিতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ। যদা পশ্যতি পুত্রস্য বদনং পুরুষো নৃপ ॥ ৩৭ ॥ আনৃণ্যং সমবাপ্নোতি পিতৃণাং স তদা ধ্রুবম্। স ত্বং নৈব গতো রাজন্নানৃণ্যং যন্ময়োদিতম্ ॥ ৩৮ ॥ পিতৃণাং তেন তে নিত্যমাসনেঽভ্যুক্ষণং কৃতম্। তস্মাদ্যতস্ব পুত্রার্থং যদীচ্ছসি পরাং গতিম্ ॥ ৩৯ ॥ আত্মানং নরকাত্ত্রাতুং পুংসংজ্ঞাচ্চ তথা নৃপ। এবমুক্তঃ স শক্রেণ রাজা দশরথস্তদা ॥ ৪০ ॥ দুঃখেন মহতা যুক্তো লজ্জয়াধোমুখঃ স্থিতঃ। আমন্ত্র্যাথ সহস্রাক্ষং গত্বাযোধ্যাং নিজাং পুরীম্। অমাত্যানাং নিজং রাজ্যমর্পয়ামাস সত্বরঃ ॥ ৪১ ॥ ততঃ প্রোবাচ তান্ সর্ব্বাংস্তপঃ কার্য্যং ময়াধুনা। যাবৎ পুত্রস্য সম্প্রাপ্তিস্তাবদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ এতদ্রাজ্যং প্রযত্নেন রক্ষণীয়ং যথাবিধি। যুষ্মাভির্ম্মম বাক্যেন যাবদাগমনং

কি দুর্জ্জন বাক্যে অযথা দোষযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইতেছে? অথবা চৌর, পাপাচার, দোষী ও নিন্দিত ব্যক্তিগণ ধৃত হইয়া উৎকোচ প্রদানে মুক্ত হইতেছে? হে ত্রিদশাধিপ! আমি কি কোন প্রাণ ভয়ে ভীত ত্রস্ত শরণাগত ব্যক্তিকে কখনও পরিত্যাগ করিয়াছি? হে সুরেশ! আমা কর্ত্তৃক কখনও কি কাহার বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষিত হইয়াছে? আমি কি কোন মহাত্মা ব্রাহ্মণকে কোন বস্তু দান করিয়া পরে অনুতাপ বা দত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়াছি, কিংবা কোন দ্বিজকে দানের অনুমতি দিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি? কিংবা আমার রাজ্যে সর্ব্বত্র সুদুঃখিত দীন অনাথগণের দিবারাত্র অশ্রুপাত হয়? হে দেবরাজ! আমার গৃহে কি কোন দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে বা ঐ সকল ক্রিয়া কি বিধিবিহীন হইয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে? অতএব কেন তুমি জল দ্বারা নিত্য আমার আসন অভ্যুক্ষণ কর। আমি কি পাপ করিয়াছি সত্বর বল। ইন্দ্র বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনার শরীরে বিশেষতঃ আপনার রাষ্ট্রে, বংশে, গৃহে বা ভৃত্য বর্গে কোন পাপই নাই; পরন্তু কোন্ পাপে নিত্য আপনার আসন অভ্যুক্ষিত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে নৃপ! পুত্রহীনের গতি নাই, অপুত্রক স্বর্গগমন করে না, যে নর নিরন্তর পৈতৃকঋণগ্রস্ত, সে দেবগণের বিশেষতঃ পিতৃদিগের দ্বেষ্যভাব প্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! পুরুষ যখন তনয়বদন দর্শন করে, তখনই সে পৈতৃকঋণমুক্ত হয়, সংশয় নাই। হে রাজন্! এই জন্যই বলিতেছি, আপনি সেই পিতৃঋণমুক্ত নহেন, অতএব নিত্য আপনার আসন অভ্যুক্ষিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! যদি উত্তম গতিলাভে অভিলাষ থাকে এবং যদি আত্মাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করিতে হয়, তবে পুত্রলাভার্থে যত্ন করুন। তখন রাজা দশরথ সুররাজের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কিছুক্ষণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহস্রলোচনকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ অযোধ্যাপুরে গমন করিলেন। রাজা সত্বর অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মন্ত্রিগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে অমাত্যগণ! যে পর্য্যন্ত আমার পুত্রপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎকাল আমি তপস্যা করিব, সংশয় নাই। ২১—৪২। আমি যতদিন না প্রত্যাবৃত্ত হই, আমার আদেশে আপনারা যথাবিধি প্রযত্ন

মম ॥৪৩॥ মন্ত্রিণ উচুঃ। যুক্তমেতন্মহারাজ পুত্রার্থং যৎ সমুদ্যমঃ। ক্রিয়তে পুত্রহীনস্য কিং রাজ্যেন ধনেন বা॥ ৪৪॥ বয়ং রক্ষাং করিষ্যামস্তব রাজ্যং সমন্ততঃ। নির্বৃতিং ত্বং সমাধায় কুরু পুত্রকৃতে তপঃ॥ ৪৫॥ কার্ত্তিকেয়পুরং গত্বা যত্র পিত্রা পুরা তব। তপস্তপ্তং যথা লব্ধা সিদ্ধিশ্চ মনসেপ্সিতা॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশরথকৃততপঃসমুদ্যোগবর্ণনং নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৭॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ। ততো দশরথো রাজা মন্ত্রিভিস্তৈর্বিসর্জ্জিতঃ। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং সম্প্রাপ্তো হর্ষসংযুতঃ॥ ১॥ তত্রাগত্য ততো দেবীং পিত্রা সংস্থাপিতাং পুরা। পূজয়িত্বাথ সদ্ভক্ত্যা স্নাত্বা কুণ্ডে শুভোদকে॥ ২॥ ততোঽন্যানি চ মুখ্যানি দৃষ্ট্বা চায়তনানি সঃ। স্নাত্বা তীর্থেষনেকেষু দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ॥ ৩॥ প্রাসাদং কারয়ামাস দেবদেবস্য চক্রিণঃ। তত্র সংস্থাপয়ামাস প্রতিমাং বৈষ্ণবীং শুভাম্॥ ৪॥ তস্যাগ্রে কারয়ামাস বাপীং স্বচ্ছোদকান্বিতাম্। সোপানপঙ্‌ক্তিভির্যুক্তাং সাধুভিঃ সম্প্রশংসিতাম্॥ ৫॥ উদকেন তদুত্থেন দেবারাধনতৎপরঃ। প্রকারৈর্বহুভিস্তীব্রং চকার সুমহত্তপঃ॥ ৬॥ ততো বর্ষশতেঽতীতে তস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ। বিলোক্য চ তপস্তীব্রং বিহিতং তেন ভূভুজা॥ ৭॥ প্রোবাচ দর্শনং গত্বা পক্ষিরাজং সমাশ্রিতঃ। মেঘগম্ভীরয়া বাচা বহুদেবগণৈর্বৃতঃ॥ ৮॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস বরং বরয় সুব্রত। অপি তে দুর্লভং কামমহং দাস্যামি কৃৎস্নশঃ॥ ৯॥ রাজোবাচ। পুত্রার্থোঽয়ং সমারম্ভো ময়া দেব কৃতোঽখিলঃ। তপসো দেহি মে পুত্রাংস্তস্মাদ্বংশবিবৃদ্ধিদান্॥ ১০॥ অন্যৎ সর্ব্বং সুরাধীশ ত্বৎপ্রসাদান্মমাস্তি গৃহে স্থিতম্। প্রসাদাত্তব যৎ কিঞ্চিদ্বৈভবং বিদ্যতে মম॥ ১১॥ বিষ্ণুরুবাচ। অহং তব গৃহে রাজন্ স্বয়মেব ন সংশয়ঃ। অবতারং করিষ্যামি কৃত্বা রূপচতুষ্টয়ম্॥ ১২॥ দেবকার্য্যায় তস্মাত্ত্বং গৃহং গত্বা মহীপতে। কুরু রাজ্যং

সহকারে আমার রাজ্য পালন করুন। মন্ত্রিগণ উত্তর করিলেন,—মহারাজ! আপনি যুক্তিযুক্ত বাক্যই বলিয়াছেন, পুত্রার্থ আপনার এই উদ্যম উপযুক্ত, সন্দেহ নাই; কেননা পুত্রহীন ব্যক্তির রাজ্য ঐশ্বর্য্য বৃথা। আমরা আপনার সমস্ত রাজ্য রক্ষা করিব, আপনি নির্বৃত হইয়া পুত্রার্থ তপস্যা করুন। আপনি কার্ত্তিকেয়পুরে গমন করুন, পূর্ব্বে আপনার পিতাও সেই কার্ত্তিকেয় পুরে তপস্যা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ৪৩—৪৬।

সপ্ত নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৭

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর রাজা দশরথ মন্ত্রিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। রাজা হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক পিতৃপ্রতিষ্ঠিতা দেবীমূর্ত্তি পূজা ও শুভাবহ কুণ্ডজলে অবগাহন করিয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান পুণ্যায়তন দর্শন, বিবিধ তীর্থজলে স্নান এবং বহুবিধ দানাদি করিলেন। অনন্তর তিনি দেবদেব চক্রীর এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রাসাদে সুশোভনা বৈষ্ণবী মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করত প্রাসাদসম্মুখে নির্ম্মলজলা সাধুপ্রশংসিতা সোপানপংক্তিশোভিতা একটী বাপী নির্ম্মাণ করিয়া সেই বাপীজল দ্বারা দেবারাধনায় তৎপর হইলেন। রাজা বহুপ্রকার তীব্র তপস্যা করিলেন, এইরূপ মহাতপস্যায় তাঁহার শত বৎসর অতিবাহিত হইল। শত বৎসরান্তে দেবদেব জনার্দ্দন রাজা দশরথের তীব্র তপস্যাদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া গরুড়ারোহণে তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইহইলেন এবং বহুদেবকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে রাজাকে কহিতে লাগিলেন। ১—৮। বিষ্ণু বলিলেন,—হে বৎস! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর; হে সুব্রত! দুর্লভ হইলেও আমি তোমার অভীষ্ট সকল পূরণ করিব। রাজা উত্তর করিলেন,—হে দেব! পুত্রের জন্যই আমার এই অখিল তপস্যার উদ্যম; অতএব আমাকে তপঃফলরূপ বংশবৃদ্ধিকর তনয় দান করুন। হে সুরাধীশ! আপনার প্রসাদে আমার গৃহে কোন বিভবেরই অভাব নাই, পুত্র ব্যতীত অন্য সকল বস্তুই আমার বিদ্যমান জানিবেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে রাজন্! দেবকার্য্যসাধনার্থ আমি স্বয়ংই চতুর্দ্ধা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আপনার

যথান্যায়ং পিতৃপৈতামহং মহৎ। ১৩। তথেয়ং যা ত্বয়া বাপী নির্ম্মিতা বিমলোদকা। রাজবাপীতি বিখ্যাতা লোকে সেয়ং ভবিষ্যতি। ১৪। অস্যাং স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা য এনাং পূজয়িষ্যতি। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে। ১৫। ততঃ করিষ্যতি শ্রাদ্ধং যাবৎ সংবৎসরং নৃপ। অপুত্রঃ প্রাপ্স্যতে পুত্রান্ বংশবৃদ্ধিকরান্ স হি। ১৬। এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। প্রহৃষ্ট-বদনো ভূত্বা সোঽপি রাজা যযৌ গৃহম্। ১৭। ততঃ স্তোকেন কালেন তস্য পুত্রচতুষ্টয়ম্। সঞ্জাতং লোকবিখ্যাতং কলত্রত্রিতয়স্য চ। ১৮। কৌশল্যা নাম বিখ্যাতা তস্য ভার্য্যা সুশোভনা। জ্যেষ্ঠা তস্যাং সুতো জজ্ঞে রামাখ্যঃ প্রথমঃ সুতঃ। ১৯। তথান্যা কৈকয়ী নাম তস্য ভার্য্যা কনিষ্ঠিকা। ভরতো নাম বিখ্যাতস্তস্যাঃ পুত্রোঽভবত্তদা। ২০। সুমিত্রাখ্যা তথা চান্যা পত্নী যা মধ্যমাস্থিতা। শত্রুঘ্নলক্ষ্মণৌ পুত্রৌ তস্যাং জাতৌ মহাবলৌ। ২১। তথান্যা কন্যকা চৈকা বভূব বরবর্ণিনী। দদৌ যাং পুত্রহীনস্য লোমপাদস্য ভূপতেঃ। ২২। আনৃণ্যং ভূপতিঃ প্রাপ্য এবং দশরথস্তদা। পিতৄণাং জগামৌ স্বর্গং কৃতকৃত্যস্তথা দ্বিজাঃ। ২৩। অথ রাজাভব-দ্রামঃ সার্ব্বভৌমস্ততঃপরম্। রাবণো যেন দুর্দ্ধর্ষো নিহতো দেবকণ্টকঃ। ২৪। যেন রামেশ্বরশ্চাত্র নির্ম্মিতো লক্ষ্মণেশ্বরঃ। সীতাদেবী তথা মূর্ত্তা যেন চাত্র প্রতিষ্ঠিতা। ২৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে রাজবাপিরাজবাপীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯৮।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং তত্র রামেণ নির্ম্মিতঃ। রামেশ্বরস্তথা সীতা তেন তত্র বিনির্ম্মিতা। ১। তথা চ লক্ষ্মণার্থায় নির্ম্মিতস্তেন সংশ্রয়ঃ। এতদত্যন্ত-বিরুদ্ধং তে প্রতিভাতি বচোঽখিলম্। ২। ত্বয়া সূত পুরা প্রোক্তং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ। সীতয়া সহিতঃ প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রেঽত্র প্রস্থিতো বনে। ৩। শ্রাদ্ধং কৃত্বা গয়াশীর্ষে লক্ষ্মণেন বিরুধ্য চ। পুনঃ সম্প্রস্থিতে -হরণ্যং ক্রোধাবিষ্টশ্চ তং প্রতি। ৪। যত্ত্বয়োক্তং

গৃহে ভবদীয় পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব, সংশয় নাই। হে মহীপতে! আপনি এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া যথান্যায়ে পিতৃপৈতামহরাজ্য পালন করুন। আপনি এই ক্ষেত্রে যে বিমলজলা বাপী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই বাপী ত্রিলোকে রাজবাপী বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিবে। যে নর সংবৎসরযাবৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পঞ্চমীদিনে এই বাপীজলে স্নান, পরমভক্তিপূর্ণহৃদয়ে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি পূজা ও শ্রাদ্ধ করিবে, অপুত্রক হইলেও তাহার বংশবৃদ্ধিকর অনেক পুত্রলাভ হইবে। অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন রাজাকে এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে রাজাও প্রহৃষ্টবদনে স্বীয়পুরী অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর অতি অল্পকালমধ্যেই রাজা দশরথের কলত্রত্রয় হইতে লোকবিখ্যাত পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিলেন। ভূপতির বিখ্যাতা জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা সুশোভনা কৌশল্যা; এই কৌশল্যা হইতে রাম নামক প্রথম সুত প্রসূত হইলেন; তাহার পর কেকয়ী নাম্নী তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী হইতে বিখ্যাত ভরতনামক তনয় জন্মগ্রহণ করিলেন; সুমিত্রা নাম্নী তাঁহার আর এক পত্নী ছিলেন, ইনি মধ্যমা, মহাবল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই সুমিত্রা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন রাজার একটী কন্যাও জন্মিয়াছিল। নৃপ এই বরবর্ণিনী কন্যাকে অপুত্রক লোমপাদকে অর্পণ করেন। হে দ্বিজগণ! রাজা দশরথ এইরূপে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর দশরথতনয় রাম সার্ব্বভৌম রাজা হইয়াছিলেন। ইনিই দেবকণ্টক দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে নিহত করেন। রামও এই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে রামেশ্বর তীর্থ লক্ষ্মণেশ্বর তীর্থ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ১—২৫।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৮।

নবনবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি বলিলে, রাম হাটকেশ্বরক্ষেত্রে রামেশ্বর তীর্থ, লক্ষ্মণেশ্বর তীর্থ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তোমার এই সকলবাক্য অতি বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। হে সূত! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, বনগমন কালে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া এই ক্ষেত্রে আগমন ও গয়াশীর্ষে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি যখন লক্ষ্মণের সহিত কলহ করত তাঁহার প্রতি

তদা তেন নির্ম্মিতোঽত্র মহেশ্বরঃ। এতচ্চ সর্ব্বমাচক্ষ সন্দেহং সূতনন্দন। ৫। সূত উবাচ। অত্র যে নাস্তি সন্দেহো যুষ্মাকং চ পুনঃ স্থিতঃ। ততো বক্ষ্যাম্যশেষেণ শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং পুনস্তাদ্যং ন ক্ষয়ং যাতি কুত্রচিৎ। ৬। অন্যস্মিন দিবসে প্রাপ্তে স তদা রঘুনন্দনঃ। যদা বিরোধমাপন্নঃ সার্দ্ধং সৌমিত্রিণা সহ। ৭। এতৎপুনর্দ্দিনং চান্যদত্র তেন প্রতিষ্ঠিতঃ। রামেশ্বরঃ স্বয়ং ভক্ত্যা দুঃখিতেন মহাত্মনা। ৮। ঋষয় উচুঃ। অন্যস্মিন দিবসে তত্র কস্মিন্ কালে রঘূত্তমঃ। সম্প্রাপ্তস্তস্য কিং দুঃখং সঞ্জাতং তৎপ্রকীর্ত্তয়। ৯। সূত উবাচ। কৃত্বা সীতাপরিত্যাগং রামো রাজীবলোচনঃ। লোকাপবাদসন্ত্রস্তস্ততো রাজ্যং চকার সঃ॥ ১০। কৃত্বা স্বর্ণময়ীং সীতাং পত্নীং যজ্ঞপ্রসিদ্ধয়ে। ন স চক্রে মহাভাগো ভার্য্যামন্যাং কথঞ্চন। ১১। দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। ব্রহ্মচর্য্যেণ চক্রে স রাজ্যং নিহতকণ্টকম্। ১২। দশবর্ষসহস্রান্তে প্রাপ্তে চৈকাদশে দ্বিজাঃ। দেবদূতঃ সমায়াতো রামস্য সদনং প্রতি। ১৩। তেনোক্তং দেবরাজেন প্রেষিতোঽহং তবান্তিকম্। তস্মাৎ কুরু সমালোকং বিজনে ত্বং ময়া সহ। ১৪। এবমুক্তস্তদা তেন দূতেন রঘুনন্দনঃ। পরং রহঃ সমাসাদ্য মন্ত্রং চক্রে ততঃ পরম্। ১৫। তস্যৈবমুপবিষ্টস্য মন্ত্রস্থানে মহাত্মনঃ। বহুত্বাদিষ্টলোকস্য ন রহস্যং প্রজায়তে। ১৬। ততঃ কোপপরীতাত্মা দূতঃ প্রোবাচ সাদরম্। বিরহস্য জনসংসর্গং দৃষ্ট্বৈকান্তেঽপি সংস্থিতে। ১৭। যথা দংষ্ট্রাচ্যুতঃ সর্পো নাগো বা মদবর্জ্জিতঃ। আজ্ঞাহীনস্তথা রাজা মানবৈঃ পরিভূয়তে। ১৮। সেয়ং তব রঘুশ্রেষ্ঠ নাজ্ঞাস্তি প্রতিবেদ্ম্যহম্। শক্রালাপমপি ত্বং চ নৈকান্তে শ্রোতুমর্হসি। ১৯। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কোপসংরক্তলোচনঃ। ত্রিশাখাং ভ্রূকুটীং কৃত্বা ততঃ স প্রাহ লক্ষ্মণম্। ২০। মমাজ্ঞা সন্নিবিষ্টস্য সহানেন প্রজল্পতঃ। যদি কশ্চিন্নরো

কোপাবিষ্ট হইয়া অরণ্যের দিকে অগ্রসর হন, তখন এই মহেশ্বর রামেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন; হে সূততনয়! এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে, অতএব এই সকল আমাদের নিকট বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—দ্বিজসত্তমগণ! আমার এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, দেখিতেছি,—আপনারা সন্দিগ্ধ হইয়াছেন; অতএব সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই হাটকেশ্বর আদিম ক্ষেত্রে, কদাচ ইহার ক্ষয় হয় না; রঘুনন্দন রাম যে লক্ষ্মণের সহিত কলহ করিয়া রামেশ্বর তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়াছি, তাহাও অন্য আর এক দিনের কথা; আর এই যে রামেশ্বরপ্রতিষ্ঠার কথা বলিলাম, ইহাও এক পৃথক্ দিনে সম্পাদিত হয়। এই রামেশ্বরও দুঃখিত হৃদয়ে রামই ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন —অন্য আবার কোন্ দিন কোন্ কালে রঘূত্তম রাম কিরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—লোকাপবাদসন্ত্রস্ত রাজীবলোচন রাম যখন জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য পালন করিতেছিলেন, তখন তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, রাজগণের এই যজ্ঞ সস্ত্রীক করিতে হয়, কিন্তু মহাভাগ রাম অন্য দারপরিগ্রহ না করিয়া স্বর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ করত যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক একাদশসহস্র বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে তাঁহার দশসহস্র বৎসর অতীত হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর প্রবৃত্ত হইলে একদা এক জন দেবদূত আসিয়া রামসদনে উপনীত হইল এবং বলিল,—দেবরাজ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার সহিত নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া আমার গোপনীয় বাক্য শ্রবণ করুন। ১—১৪। দেবদূত এইরূপ বলিলে রঘুনন্দন রাম তখন একটী অতি গোপনীয় স্থানে গমন করিয়া তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। রাজ্যমধ্যে মহাত্মা রামের ইষ্টজন বহু ছিল, তিনি রহস্য স্থানে উপবেশন করিলেও ইষ্টজনের গমনাগমনে সে স্থানের রহস্য রহিল না। এই ব্যাপার দর্শনে দেবদূত কুপিত হইলেন, দেবদূতের কোপ অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না, ক্ষণকাল পরেই সহাস্য আস্তে আদরপূর্ব্বক রামকে কহিলেন,—যেমন দন্তহীন সর্প ও মদহীন হস্তীকে কেহ ভয় করে না, তদ্রূপ আজ্ঞাহীন নৃপও প্রজাগণ কর্ত্তৃক পরিভূত হয়; হে রঘুবর! আমি দেখিতেছি, আপনার সে আজ্ঞা নাই; আপনি কি ক্ষণকালও নির্জ্জনে থাকিয়া শক্রসম্ভাষণ শ্রবণ করিতে সমর্থ নহেন? দেবদূতের বাক্যে রাজীবলোচনের লোচনদ্বয় কোপসংরক্ত হইল, তিনি ত্রিশাখা ভ্রূকুটী প্রকটিত করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে লক্ষ্মণ! আম

মোহাদাগমিষ্যতি লক্ষ্মণ। স্বহস্তেন ন সন্দেহঃ সূদয়িষ্যামি তং ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥ ন হন্মি যদি তং প্রাপ্তমত্র মে দৃষ্টিগোচরম্। তদ্মা ভূয়ে গতিঃ শ্রেষ্ঠা ধর্ম্মিণাং যা প্রপদ্যতে ॥ ২২ ॥ এবং জ্ঞাত্বা প্রযত্নেন ত্বয়া ভাব্যমসংশয়ম্। রাজদ্বারি যথা কশ্চিন্ন ময়া বধ্যতেঽধুনা ॥ ২৩ ॥ তথেমিত্যেব সম্প্রোচ্য লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ। রাজদ্বারং সমাসাদ্য চকার বিজনং ততঃ ॥ ২৪ ॥ দেবদূতোঽপি রামেণ সমং চক্রে ততঃ পরম্। মন্ত্রং শক্রসমাদিষ্টং তথান্যৈঃ স্বর্গবাসিভিঃ ॥ ২৫ ॥ দেবদূত উবাচ। ত্বং রাবণবিনাশার্থমবতীর্ণো ধরাতলে। স চ ব্যাপাদিতো দুষ্টঃ পাপস্ত্রৈলোক্য-কণ্টকঃ ॥ ২৬ ॥ কৃতং সর্ব্বং মহাভাগ দেবকৃত্যং ত্বয়াধুনা। তস্মাৎ সন্তু সনাথাস্তে দেবাঃ শক্রপুরো-গমাঃ ॥ ২৭ ॥ যদি তে রোচতে চিত্তে নোপরোধেন সাম্প্রতম্। প্রসাদং কুরু দেবানাং তস্মাদাগচ্ছ সত্বরম্। স্বর্গলোকং পরিত্যজ্য মর্ত্ত্যলোকং সুনিন্দিতম্ ॥ ২৮ ॥ সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ। প্রোবাচাথ ক্ষুধাবিষ্টঃ কাসৌ কাসৌ রঘূত্তমঃ ॥ ২৯ ॥ লক্ষ্মণ উবাচ। ব্যগ্রঃ স পার্থিবশ্রেষ্ঠো দেবকার্য্যেণ কেনচিৎ। তস্মাদ-ত্রৈব বিপ্রেন্দ্র মুহূর্ত্তং পরিপালয় ॥ ৩০ ॥ যাবৎ সান্ত্বয়তে রামো দূতং শক্রসমুদ্ভবম্। মমোপরি দয়াং কৃত্বা বিনয়াবনতস্য হি ॥ ৩১ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ: যদি যাস্যতি নো দৃষ্টিং মম ত্রাক্ স রঘূত্তমঃ। শাপং দত্ত্বা কুলং সর্ব্বং তদ্ধক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ মমাপি দর্শনাদন্যৎ কিঞ্চিদ্বিদ্যতে গুরু। কৃত্যং লক্ষ্মণ যাবত্ত্বমন্তমূঢ় প্রকথসে ॥ ৩৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণশ্চিত্তে চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ। বরং মে মৃত্যু-রেকস্য মা ভূয়াৎ কুলসঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো রামমুপাদ্রবৎ। উবাচ দণ্ড-বদ্ভূমৌ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৫ ॥ দুর্ব্বাসা মুনি-শার্দ্দূলো দেব তে দ্বারি তিষ্ঠতি। দর্শনার্থী ক্ষুধাবিষ্টঃ কিং করোমি প্রশাধি মাম্ ॥ ৩৬ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ততো দূতমুবাচ তম্। গচ্ছেমং ব্রূহি দেবেশং

যতক্ষণ এই দেবদূতের সহিত রহস্য আলাপ-সম্ভাষণ করি ততকাল মধ্যে মোহ বশত যদি কোন মানব আমাদের নির্জ্জনমন্ত্রণাস্থানে আগমন করে, তবে নিশ্চিতই নিজহস্তে তাহাকে সত্বর সূদিত করিব; আর সেই মন্ত্রণাস্থলে সমাগত মানবকে দেখিবামাত্র যদি নিহত না করি, তবে যেন আমার ধার্ম্মিকগণের উত্তমগতি লাভ না হয়। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিয়া, আর সংশয়বিহীন হইয়া দ্বার রক্ষা করিও; দেখিও যেন রাজদ্বারে আমার করে কেহ নিহত না হয়। অনন্তর শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণ ওঙ্কার ধ্বনি করিয়া রামের বাক্যে অঙ্গীকার করত রাজদ্বারে উপবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রণাগৃহ নির্জ্জন হইল; এদিকে দেবদূতও শক্র ও স্বর্গবাসী অন্যান্য দেবাদিষ্ট গুপ্ত মন্ত্রণানিচয় রামের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। দেবদূত বলিলেন,—আপনি রাবণবধার্থ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ত্রিলোক কণ্টক দুষ্ট দশাননকে নিহত করিয়া দেবকার্য্য সাধন করিয়াছেন; হে মহাভাগ! আপনার অযোধ্যা-ত্যাগের আগ্রহ প্রকাশে আমরা অযোগ্য, যদি আপনার রুচি হয়, তবে দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সুনিন্দিত মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করুন। সূত কহিলেন—ইত্যবসরে ঋষি-সত্তম দুর্ব্বাসা দ্বারে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণকে বলি-লেন,—আমি ক্ষুধাকাতর, রঘুবর রাম কোথায়? রাম কোথায়? লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র-বর! নৃপবর রাম কোন সুরকার্য্যে ব্যগ্র, অত-এব এইস্থানেই মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করুন; আমি বিনয়াবনত হইয়া নিবেদন করিতেছি, রাম যতক্ষণে সুরকার্য্য সম্পাদন করেন, আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাবৎকাল এই স্থানেই অবস্থান করুন"। প্রত্যুত্তরে দুর্ব্বাসা বলিলেন,—রঘুবর রাম যদি এক্ষণই আমার দৃষ্টিপথে উপনীত না হন, তবে শাপ প্রদান করিয়া অখিল কুল ধ্বংস করিব, সংশয় নাই; হে মূঢ় লক্ষ্মণ! আমার দর্শনলাভ হইতে জগতে আর কোন্ বস্তু গুরু? তুমি কি সুরকার্য্যের কথা জল্পনা করিতেছ! দুর্ব্বাসার এই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন, ভাবি-লেন বংশক্ষয় ও আমার মৃত্যু এ উভয়ের মধ্যে বরং আমারই মৃত্যু শ্রেয়ঃ, অতএব যাহাতে বংশ-ধ্বংস না হয়, তাহাই করিব। ১৫—৩৪। লক্ষ্মণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া দৌড়িয়া রামের সমীপে গমন করিলেন এবং দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করত যুক্তকরে কহিলেন,—দেব! ঋষি-শার্দ্দূল দুর্ব্বাসা দ্বারদেশে সমাগত, তিনি ক্ষুধাকাতর হইয়া আপনার দর্শনার্থী হইয়াছেন; আদেশ করুন, এক্ষণে আমি কি করিব! অনন্তর রাম লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া দেবদূতকে কহিলেন,—আপনি সুর-

ধর্ম বাক্যাদসংশয়ম্। অহং সংবৎসরস্যান্তে আগমিষ্যামি তেঽন্তিকে ॥ ৩৭ ॥ এবমুক্ত্বা বিসৃজ্যাথ তং দূতং প্রাহ লক্ষ্মণম্। প্রবেশয় দ্রুতং বৎস তং শ্বঃ দুর্ব্বাসসং মুনিম্ ॥ ৩৮ ॥ ততশ্চার্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ গৃহীত্বা সম্মুখো যযৌ। রামদেবঃ প্রহৃষ্টাত্মা সচিবৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৯ ॥ দত্ত্বার্ঘ্যং বিধিবত্তস্মৈ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। প্রোবাচ রামদেবোঽথ হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৪০ ॥ স্বাগতন্তে মুনিশ্রেষ্ঠ ভূয়ঃ সুস্বাগতঞ্চ তে। এতদ্রাজ্যমমী পুত্রা বিভবশ্চ তব প্রভো ॥ ৪১ ॥ কৃত্বা মম প্রসাদঞ্চ গৃহাণ মুনিসত্তম। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যত্ত্বং মে গৃহমাগতঃ। পূজ্যো লোকত্রয়স্যাপি নিঃশেষতপসাং নিধিঃ ॥ ৪২ ॥ মুনিরুবাচ। চাতুর্ম্মাস্যব্রতং কৃত্বা নিরাহারো রঘূত্তম। অদ্য তে ভবনং প্রাপ্য আহারার্থং বুভুক্ষিতঃ ॥ ৪৩ ॥ তস্মাত্ত্বং যচ্ছ মে শীঘ্রং ভোজনং রঘুনন্দন। নান্যেন কারণং কিঞ্চিৎ সন্ন্যস্তস্য ধনাদিনা ॥ ৪৪ ॥ ততস্তং ভোজয়ামাস শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। স্বয়মেবাগ্রতঃ স্থিত্বা মৃষ্টান্নৈর্ব্বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ৪৫ ॥ লেহ্যচোষ্যৈস্তথা চর্ব্ব্যৈঃ খদ্যৈরেব পৃথগ্বিধৈঃ। যাবদিচ্ছা মুনেস্তস্য তথান্নৈর্ব্বিবিধৈরপি ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীরামং প্রতি দুর্ব্বাসঃসমাগমন-
বৃত্তান্তবর্ণনং নামন বনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক আমার এই বাক্য তাঁহাকে কহিবেন। আমি নিঃসংশয় সংবৎসরান্তে তাঁহার অন্তিকে গমন করিব। অনন্তর রাম দেবদূতকে উক্তবাক্যে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—বৎস! ঋষি দুর্ব্বাসাকে সত্বর আমার সমীপে প্রেরণ কর। তদনন্তর প্রহৃষ্টাত্মা রাম স্বয়ং সচিবগণে পরিবৃত হইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক ঋষি দুর্ব্বাসার সম্মুখীন হইলেন এবং যথাবিধি পাদ্যার্ঘ্য প্রদান ও মুহুর্মুহু প্রণাম করত হর্ষগদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। রাম কহিলেন,—হে ঋষিসত্তম! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? হে মুনীশ্বর! এই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও পুত্র, এসকলই আপনার। হে প্রভো! আমার প্রতি কৃপা করিয়া এ সকল গ্রহণ করুন। আপনি অশেষ তপস্যার নিধিস্বরূপ ও লোকত্রয়ের পূজ্য। আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন; অতএব আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। মুনি কহিলেন,—হে রঘুবর! আমি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিয়া নিরাহার রহিয়াছি। আমি আহারাভিলাষী হইয়া অদ্য তোমার গৃহে উপস্থিত; অতএব শীঘ্র আমাকে ভোজন দান কর। হে রঘুনন্দন! আমি সন্ন্যাসী; সুতরাং ধনাদি অন্য কোন কামনাই আমার নাই। অনন্তর রাম স্বয়ং ঋষি দুর্ব্বাসার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে সুমিষ্ট বিবিধ শুভাবহ অন্ন, লেহ্য, চোষ্য, চর্ব্ব্য এবং পৃথগবিধ অন্যান্য স্বাদু অন্ন দ্বারা ঋষির অভিলাষানুরূপ ভোজন করাইলেন। ৩৫—৪৬।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং ভুক্ত্বা স বিপ্রর্ষির্বাহ্যয়া রামমন্দিরে। দত্তাশীর্নির্গতঃ পশ্চাদামন্ত্র্য রঘুনন্দনম্ ॥ ১ ॥ অথ যাতে মুনৌ তস্মিন্ দুর্ব্বাসসি তদন্তিকাৎ। লক্ষ্মণঃ খড়্গমাদায় রামদেবমুবাচ হ ॥ ২ ॥ এতৎ খড়্গং গৃহীত্বাত্ত মাং প্রভো বিনিপাতয়। যেন তে স্যাদৃতং বাক্যং প্রতিজ্ঞাতং চ যৎপুরা ॥ ৩ ॥ ততো রামশ্চিরাৎ স্মৃত্বা তাং প্রতিজ্ঞাং স্বয়ং কৃতাম্। যথার্থং সম্প্রবিষ্টস্য সমীপে পুরুষস্য চ ॥ ততোঽতিচিন্তয়ামাস ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা। বাষ্পব্যাকুলনেত্রশ্চ নিঃশ্বসন্ পন্নগো যথা ॥ ৫ ॥ তং

শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—দ্বিজবর দুর্ব্বাসা এইরূপে রামমন্দিরে যথেচ্ছ ভোজন, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান ও আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এদিকে ঋষি দুর্ব্বাসা তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলে লক্ষ্মণ খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক রামদেবকে বলিলেন,—হে প্রভো! এই খড়্গ গ্রহণ করিয়া আমাকে নিহত করুন। আপনি পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক। রামচন্দ্র পূর্ব্বে দেবদূতসমীপে যে রহস্যভেদীর বধদণ্ডরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণের বাক্যে দীর্ঘকাল চিন্তার তাহা তাঁহার মনে পড়িল; তিনি চিন্তাব্যাকুল হইলেন। বাষ্পবারি দ্বারা তাঁহার লোচনযুগল আকুল হইল এবং তিনি পন্নগের

দীনবদনং দৃষ্টা নিঃশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ। ভূয়ঃ প্রোবাচ সৌমিত্রির্বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ৬ ॥ এষ এব পরো ধর্ম্মো ভূপতীনাং বিশেষতঃ। যথাত্মীয়ং বচস্তথ্যং ক্রিয়তে নির্ব্বিকল্পিতম্ ॥ ৭ ॥ তস্মাত্ত্বয়া প্রভো প্রোক্তং স্বয়মেব মমাগ্রতঃ। তস্যৈব দেবদূতস্য তাড়নাদেন কোপতঃ ॥ ৮ ॥ যোঽত্রাগচ্ছতি সৌমিত্রে মম দূতস্য সন্নিধৌ। তং চেদ্ধন্মি স্বহস্তেন নাহং তস্মাৎ সুপাপকৃৎ ॥ ৯ ॥ তদহং চাগতস্তাত ভয়াদ্দুর্ব্বাসসো মুনেঃ। নিষিদ্ধোঽপি ত্বয়াতীব তস্মাচ্ছীঘ্রং তু ঘাতয় ॥ ১০ ॥ ততঃ সমন্ত্র্য সুচিরং মন্ত্রিভিঃ সহিতো নৃপঃ। ব্রাহ্মণৈর্দ্ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈস্তথান্যৈ-র্বেদপারগৈঃ ॥ ১১ ॥ প্রোবাচ লক্ষ্মণং পশ্চাদ্বিন-য়াবনতং স্থিতম্। বাষ্পক্লিন্নমুখো রামো গদ্গদং নিঃশ্বসন্মুহুঃ ॥ ১২ ॥ ব্রজ লক্ষ্মণ মুক্তস্ত্বং ময়া দেশান্তরং দ্রুতম্। ত্যাগো বাথ বধো বাথ সাধূনামুভয়ং সমম্ ॥ ১৩ ॥ ন ময়া দর্শনং ভূয়স্তব কার্য্যং কথঞ্চন। ন স্থাতব্যং চ দেশেঽপি যদি মে বাঞ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ১৪ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণিপত্য ততঃ পরম্। নির্যযৌ নগরা-ত্তস্মাত্তৎক্ষণাদেব লক্ষ্মণঃ ॥ ১৫ ॥ অকৃত্বাপি সমালাপং কেনচিন্নিজমন্দিরে। মাত্রা বা ভার্য্যয়া বাথ সুতেন সুহৃদাথবা ॥ ১৬ ॥ ততোঽসৌ সরযূং গত্বাবগাহ্যাথ চ তজ্জলম্। শুচির্ভূত্বা নিবিষ্টোঽথ তত্তীরে বিজনে শুভে ॥ ১৭ ॥ পদ্মাসনং বিধায়াথ স্বস্থাত্মানং তথাত্মনি। ব্রহ্মদ্বারেণ তং পশ্চাত্তেজো-রূপং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ১৮ ॥ অথ তদ্রাঘবো দৃষ্ট্বা মহত্তেজো বিয়দ্গতম্। বিস্ময়েন সমাযুক্তো-ঽচিন্তয়ৎ কিমিদং ততঃ ॥ ১৯ ॥ অথ মর্ত্ত্যে পরিত্যক্তে তেজসা তেন তৎক্ষণাৎ। বৈষ্ণবেন তুরীয়েণ ভাগেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২০ ॥ পপাত ভূতলে কায়ং কাষ্ঠলোষ্টোপমং দ্রুতম্। লক্ষ্মণস্য গতশ্রীকং সরয্বাঃ পুলিনে শুভে ॥ ২১ ॥ ততশ্চ রাঘবঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণং গতজীবিতম্। পতিতং সরিত্তস্তীরে বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥ ২২ ॥ স্বয়ং গত্বা তমুদ্দেশং সামাত্যঃ সসুহৃজ্জনঃ। লক্ষ্মণং পতিতং

ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৌমিত্রি দীনবদন রামচন্দ্রকে মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া বিনয়সহকারে পুনরায় বলিলেন,—হে প্রভো! নিজ বাক্যের সত্যতা রক্ষা, কদাচ অন্যথা না করা, ইহাই পরম ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ভূপতিগণের এই ধর্ম্ম অবশ্যপ্রতি-পাল্য। পূর্ব্বে দেবদূতের তাড়তর বাক্যে কুপিত হইয়া আপনি স্বয়ং আমার সমক্ষে এইরূপ বলিয়া-ছিলেন যে,—"হে সৌমিত্রে! যে ব্যক্তি দেবদূতের সহিত কথোপকথনকালে আমাদের উভয়ের সমীপে আগমন করিবে, আমি তাহাকে স্বহস্তে নিহত করিব; ইহার অন্যথা করিলে আমি অতীব পাতকী হইব।" অনন্তর আমি আপনার অত্যন্ত নিষেধ সত্ত্বেও ঋষি দুর্ব্বাসার ভয়ে ভীত হইয়া আপনাদের মন্ত্রণাস্থানে গমন করিয়াছিলাম, অতএব সত্বর আমাকে নিহত করুন। লক্ষ্মণ এইরূপ কহিয়া বিনয়া-নতমস্তকে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা রামচন্দ্রও ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজ, অন্যান্য বেদপরাগ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণের সহিত গভীর মন্ত্রণা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন এবং বাষ্প-বারিদ্বারা ক্লিন্নমুখ হইয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গদগদ বাক্যে লক্ষ্মণকে বলিতে-লাগিলেন। রাম বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি সত্বর দেশা-ন্তরে গমন কর। সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ কিংবা বধ উভয়ই তুল্য; আমি কদাচ আর তোমায় দর্শন করিব না, যদি আমার প্রিয় কামনা কর, তবে কদাচ এদেশে বাস করিও না।১—১৪। রামের আদেশ শ্রবণে লক্ষ্মণ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ নগর হইতে বহির্গত হই-লেন। তিনি স্বীয় পুরীস্থিত মাতা, পত্নী, পুত্র ও অন্যান্য সুহৃৎ কাহারও সহিত আর সম্ভাষণও করিলেন না। অনন্তর সৌমিত্রি সরযূতীরে গমনপূর্ব্বক সরযুনীরে অবগাহন করিয়া শুচি হইলেন এবং সরযূর শুভ নির্জ্জন তীরে পদ্মা-সনে উপবিষ্ট হইয়া আত্মায় আত্মা যোগ করত ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা তেজোরূপ আত্মাকে বিসর্জ্জন করি-লেন। সৌমিত্রির মহাতেজ আকাশে মিলিয়া গেল। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন রাম বিস্ময়সহকারে চিন্তা করিলেন,—এ কি অদ্ভুত দর্শন করিলাম? হে দ্বিজসত্তমগণ! লক্ষ্মণের দেহ হইতে তুরী-য়াংশ—বৈষ্ণব তেজ মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, কাষ্ঠলোষ্টের ন্যায় তাঁহার সেই শ্রীহীন দেহযষ্টি ভূতলস্থ সরযূতীরের শুভাবহ পুলিনে পতিত হইল। তারপর রঘুবর রাম শুনিলেন,—লক্ষ্মণ গতজীবন হইয়া সরযূতীরে পতিত হইয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে তিনি স্বয়ং অমাত্য

দৃষ্ট্বা করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ২৬ ॥ হা বৎস মাং পরিত্যজ্য কিং ত্বং সম্প্রস্থিতো দিবম্। প্রাণেষ্টং ভ্রাতরং শ্রেষ্ঠং সদা তব মতে স্থিতম্ ॥ ২৪ ॥ তস্মিন্নপি মহারণ্যে গচ্ছমানঃ পুরাদহম্। অপি সুন্ধার্য্যমাণেন অনুযাতস্ত্বয়া তদা ॥ ২৫ ॥ সম্প্রাপ্তে হপি কবন্ধাখ্যে রাক্ষসে বলবত্তরে। ত্বয়া রাত্রিমুখে ঘোরে সভার্য্যোঽহং প্ররক্ষিতঃ ॥ ২৬ ॥ যেনেন্দ্রজিদ্ধতো যুদ্ধে তাদৃগ্রূপো নিশাচরঃ। স এষ পতিতঃ শেতে গতাসুর্ধরণীতলে ॥ ২৭ ॥ যেন শূর্পণখা ধ্বস্তা রাক্ষসী সা চ দারুণা। লীলয়াপি মমাদেশাৎ সোঽয়মেবংবিধঃ স্থিতঃ ॥২৮ ॥ যদ্বাহুবলমাশ্রিত্য ময়া ধ্বস্তা নিশাচরাঃ। সোঽয়ং নিপতিতঃ শেতে মম ভ্রাতা হ্যনাথবৎ ॥ ২৯ ॥ হা বৎস ক গতো মাং ত্বং বিমুচ্য ভ্রাতরং নিজম্। জ্যেষ্ঠং প্রাণসমং কিং তে স্নেহোঽদ্য বিগতঃ ক্বচিৎ ॥৩০॥ সূত উবাচ। এবং বহুবিধান্ কৃত্বা প্রলাপান্ রঘুনন্দনঃ। মাতৃভিঃ সহিতো দীনঃ শোকেন মহতাবিতঃ ॥ ৩১ ॥ ততস্তে মন্ত্রিণস্তস্য প্রোচুস্তং বীক্ষ্য দুঃখিতম্। বিলপন্তং রঘুশ্রেষ্ঠং স্ত্রীজনেন সমন্বিতম্ ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রিণ ঊচুঃ। মা শোকং কুরু রাজেন্দ্র যথান্যঃ প্রাকৃতঃ স্থিতঃ। কুরুষ্ব চ যথেদং স্যাৎ সাম্প্রতং চৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ৩৩ ॥ নষ্টং মৃতমতীতঞ্চ যে শোচন্তি কুবুদ্ধয়ঃ। ধীরাণান্তু পুরা রাজন্নষ্টং নষ্টং মৃতং মৃতম্ ॥ ৩৪ ॥ এবন্তে মন্ত্রিণঃ প্রোচ্য ততস্তস্য কলেবরম্। লক্ষ্মণস্য বিলপ্যোচ্চৈশ্চন্দনোশীরকুঙ্কুমৈঃ ॥ ৩৫ ॥ কর্পূরাগুরুমিশ্রৈশ্চ তথান্যৈঃ সুসুগন্ধিভিঃ। পরিবেষ্ট্য শুভৈর্বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈঃ সম্ভূষ্য শোভনৈঃ ॥ ৩৬ ॥ চন্দনাগুরুকাষ্ঠৈ চিতিং কৃত্বা সুবিস্তরাম্। ন্যদধুস্তস্য তদ্গাত্রং তত্র দক্ষিণদিঙ্মুখম্ ॥ ৩৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতং তত্রাশ্চর্য্যং দ্বিজোত্তমাঃ। তন্মে নিগদতঃ সর্ব্বং শৃণ্বন্তু সকলং দ্বিজাঃ ॥ ৩৮ ॥ যাবত্তেঽন্তঃ সমারোপ্য চিতাং তস্য কলেবরম্। প্রযচ্ছন্তি হবির্বাহং তাবন্নষ্টং কলেবরম্ ॥ ৩৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বাণী নির্গতা গগনাঙ্গনাৎ। নাদয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বাঃ

ও সুহৃদ্গণ সহ বিলাপ করিতে করিতে দুঃখের সহিত তথায় গমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে পতিত দেখিয়া সাতিশয় বিলাপ সহকারে কহিতে লাগিলেন,—হা বৎস! আমি তোমার প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তুমি আমার সতত অনুবর্ত্তী, আজ কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছ? অহো! আমি যৎকালে সেই মহারণ্যে গমনাভিলাষী হইয়া পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন তুমি সম্যক্ নিষিধ্যমান হইয়াও আমার অনুগমন করিয়াছিলে। অহো! আমি যখন সীতার সহিত প্রদোষসময়ে বলবান্ কবন্ধ রাক্ষসের সম্মুখে পতিত হই, তখন তুমিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে। অহো! যে লক্ষ্মণ উগ্ররূপী নিশাচর ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিল, সেই বীর লক্ষ্মণের দেহ অদ্য ভূতলে পতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। অহো! আমার আদেশে দারুণা নিশাচরী সূর্পণখা যাহা দ্বারা অনায়াসে বিধ্বস্তা হইয়াছিল, সেই লক্ষ্মণ অদ্য এই ভাবে বিদ্যমান। অহো! যাহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমি রাক্ষসগণের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলাম, আমার অনুজ সেই লক্ষ্মণ অনাথের ন্যায় ভূতলপতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। হা বৎস! আমি তোমার প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অদ্য কোন্ স্থানে গমন করিলে? আজ তোমার ভ্রাতৃবাৎসল্য কোথায় চলিয়া গেল? সূত কহিলেন,—দীনবদন রাম মাতৃগণ সহ এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইলেন। তখন সচিবগণ স্ত্রীজন সহ বিলাপকারী রঘুবর রামকে সাতিশয় দুঃখিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন।১৫—৩২। মন্ত্রিগণ বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! আপনি প্রাকৃত শিশুর ন্যায় শোক করিবেন না, সম্প্রতি ইঁহার যথাযথ ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করুন। যে সকল মানব মৃত, অতীত ও নষ্ট ব্যক্তির জন্য শোক করে, তাহারা কুবুদ্ধি, হে রাজন্! পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—যাহা নষ্ট হইয়াছে, তাহা নষ্ট এবং যে মৃত হইয়াছে, সে মৃত; অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে শোক করিয়া কোন ফল নাই। অনন্তর মন্ত্রিগণ উচ্চ বিলাপ সহকারে এইরূপ বলিয়া চন্দন, উশীর, কুঙ্কুম, কর্পূর, অগুরু ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য দ্বারা লক্ষ্মণের কলেবর বিলিপ্ত, শুভ্র বস্ত্র, পুষ্প ও ভূষণ দ্বারা বিভূষিত এবং চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠ দ্বারা সুবিস্তৃত চিতি নির্ম্মাণ করত দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া তাঁহার দেহ চিতির উপর বিন্যস্ত করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই সময়ে যে এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি, দ্বিজগণ শ্রবণ করুন। অনন্তর রাম, যেমন তাঁহার কলেবর চিতিতে বিন্যস্ত করিয়া অগ্নিপ্রদানে উদ্যত

পুষ্পবর্ষাদনন্তরম্ ॥ ৪০ ॥ শ্রীমরাম মহাবাহো মা স্বং শোকপরো ভব। ন চাস্য যুজ্যতে বহ্নির্দাতুং চৈব কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তস্য সন্ন্যস্তস্য বিশেষতঃ। অগ্নিদানং ন যুক্তং স্যাৎ সর্ব্বেষামপি যোগিনাম্ ॥ ৪২ ॥ তবায়ং বান্ধবো রাম ব্রহ্মণঃ সদনং গতঃ। ব্রহ্মদ্বারেণ চাত্মানং নিষ্ক্রম্য সুমহাযশাঃ ॥ ৪৩ ॥ অথ তে মন্ত্রিণঃ প্রোচুস্তচ্ছ্রুত্বাকাশগং বচঃ। লেশোচ্যোহয়ং মহারাজ সংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ। লক্ষ্মণো গম্যতাং শীঘ্রং তস্মাৎস্বভবনে বিভো ॥ ৪৪ ॥ চিন্তাস্তাং রাজকার্য্যাণি তথাস্তচ্চৌর্দ্ধদেহিকম্। কুরু স্নেহোচিতং তস্য পৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণসত্তমান্ ॥৪৫॥ রাম উবাচ। নাহং গৃহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণেন বিনাধুনা। প্রাণানত্র বিহাস্যামি যথা তেন মহাত্মনা ॥ ৪৬ ॥ এষ পুত্রো ময়া দত্তঃ কুশাখ্যো মম সম্মতঃ ॥ যুষ্মভ্যং ক্রিয়তাং রাজ্যে মদীয়ে যদি রোচতে ॥ ৪৭ ॥ এবমুক্ত্বা ততো রামো গন্তুকামো দিবালয়ম্। চিন্তয়ামাস ভূয়োঽপি স্মৃত্বা মিত্রং বিভীষণম্ ॥ ৪৮ ॥ ময়া তস্য তদা দত্তং লঙ্কায়াং রাজ্যমক্ষয়ম্। বহুভক্তিপ্রতুষ্টেন যাবচ্চন্দ্রার্কতারকাঃ ॥ ৪৯ ॥ অতিক্রূরতরা জাতো রাক্ষসানাং যতঃ স্মৃতা। বিশেষাদ্বরপুষ্টানাং জায়ন্তেঽত্র ধরাতলে ॥ ৫০ ॥ তচ্চেদ্রাক্ষসভাবেন স মহাত্মা বিভীষণঃ। করিষ্যতি সুরৈঃ সার্দ্ধং বিরোধং রাবণো যথা ॥ ৫১ ॥ তং দেবাঃ সূদয়িষ্যন্তি উপায়ৈঃ সামপূর্ব্বকৈঃ। ত্রৈলোক্যকণ্টকো যদ্বত্তস্য ভ্রাতা দশাননঃ ॥ ৫২ ॥ ততো মে স্যানৃষা বাণী তস্মাদাত্র তদন্তিকম্। শিক্ষাং দদামি তস্যাহং যথা দেবান্ন দূষয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ তথা মে পরমং মিত্রং দ্বিতীয়ং বানরঃ স্থিতঃ। সুগ্রীবাখ্যো মহাভাগো জাম্ববাংশ্চ তথাপরঃ ॥ ৫৪ ॥ সভৃত্যো বায়ুপুত্রশ্চ বালিপুত্রসমন্বিতঃ ॥ কুমুদাখ্যশ্চ তারশ্চ তথান্যেঽপি চ বানরাঃ ॥ ৫৫ ॥ তস্মাত্তানপি সম্ভাষ্য সর্ব্বান্ সম্মন্ত্র্য সাদরম্। ততো গচ্ছামি দেবানাং কৃতকৃত্যো গৃহং প্রতি ॥ ৫৬ ॥

হইলেন, অমনই তাঁহার দেহ অদৃশ্য হইল। হে দ্বিজগণ! ইত্যবসরে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত ও দিক্ সকল নিনাদিত করিয়া এক আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল। আকাশবাণী বলিল,—"হে রাম! হে মহাবাহো রাম! তুমি শোকপরায়ণ হইও না, লক্ষ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান-যুক্ত হইয়া সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়াছিল। অতএব কোনরূপেই ইহার শরীরে হুতাশন প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাঁহারা যোগী, কদাচ তাঁহাদের দেহ বহ্নি দ্বারা দাহ করা কর্ত্তব্য নহে। হে রাম! তোমার বান্ধব এই সুমহাযশা লক্ষ্মণ ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া আত্মা নিষ্ক্রান্ত করত ব্রহ্মসদনে গমন করিয়াছে।" অনন্তর মন্ত্রিগণ আকাশবাণী শ্রবণে রামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মহারাজ! লক্ষ্মণ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে; হে বিভো! সত্বর স্বভবনে গমন করিয়া ব্রাহ্মণসত্তমগণের মতানুসারে আপনার স্নেহোচিত—তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও অন্যান্য রাজকার্য্য চিন্তা করুন। রাম উত্তর করিলেন,—আমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিব না। মহাত্মা লক্ষ্মণ যেরূপে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন, সম্প্রতি আমিও তদ্রূপে জীবন বিসর্জ্জন করিব। হে মন্ত্রিগণ! আমি পুত্র কুশকে আপনাদের করে অর্পণ করিতেছি; কুশ আমার সর্ব্বথা সম্মত। যদি আপনাদের অভিরুচি হয়, তবে মদীয় রাজ্যে ইহাকে নিযুক্ত করুন। ত্রিদশালয়ে গমনাভিলাষী রাম এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। তখন মিত্র বিভীষণের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—আমি তাঁহার বহু ভক্তিদর্শনে তুষ্ট হইয়া অক্ষয় লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছি; লঙ্কারাজ্যের ঐশ্বর্য্য সুমহান্। যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য ও জগতে তারকারাজি বিরাজিত থাকিবে, ততদিন এই লঙ্কার ক্ষয় নাই। এদিকে ধরাতলে রাক্ষসজাতি অতি ক্রূরতর; বিশেষতঃ যাহারা বরদৃপ্ত, তাঁহাদের ত কথাই নাই। ৩৩—৫০। অনন্তর যদি মহাত্মা বিভীষণ রাক্ষসভাববশতঃ রাবণের ন্যায় বিবুধগণের সহিত বিরোধ করে,তবে ত্রিলোককণ্টক ভ্রাতা দশাননের ন্যায় বিভীষণও সুরগণের সাম্যাদি উপায়ে নিষূদিত হইবে। এইরূপ হইলে আমার বাক্য মিথ্যা হইবে, অতএব আমি মিত্রমন্দিরে গমন করিব এবং তাহাকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিব যে, মিত্র যেন সুরগণকে উৎপীড়িত না করে। ঐরূপ মহাভাগ বানর সুগ্রীব আমার দ্বিতীয় মিত্র, এতদ্ভিন্ন ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, সভৃত্য বায়ুপুত্র হনূমান্, বালিতনয় অঙ্গদ, কুমুদ, এবং অন্যান্য বানরগণও আমার পরম মিত্রের কার্য্য করিয়াছে, অতএব তাহাদের সাদরসম্ভাষণ ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া সুরালয়ে গমন করিব।

এবং সঞ্চিন্ত্য সুচিরং সমাহূয় চ পুষ্পকম্। তত্রারুহ্য যযৌ তূর্ণং কিষ্কিন্ধ্যাখ্যাং পুরীং প্রতি ॥ ৫৭ ॥ অথ তে বানরা দৃষ্ট্বা প্রোদ্যোতং পুষ্পকোদ্ভবম্। বিজ্ঞায় রাঘবং প্রাপ্তং সত্বরং সম্মুখা যযুঃ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ প্রণম্য তে দূরাজ্জানুভ্যামবনিং গতাঃ। জয়েতি শব্দমাদায় মুহুর্মুহুরিতস্ততঃ ॥ ৫৯ ॥ ততস্তেনৈব সংযুক্তাঃ কিষ্কিন্ধ্যাং তাং মহাপুরীম্। বিবিশুঃ সৎ-পতাকাভিঃ সমন্তাৎ সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ৬০ ॥ অথোত্তীর্য্য বিমানাগ্র্যাৎ সুগ্রীবভবনে শুভে। প্রবিবেশ দ্রুতং রামঃ সর্ব্বতঃ সুবিভূষিতে ॥ ৬১ ॥ তত্র রামং নিবিষ্টং তে বিশ্রান্তং বীক্ষ্য বানরাঃ। অর্ঘ্যাদিভিশ্চ সম্পূজ্য পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম্ ॥ ৬২ ॥ বানরা উচুঃ। তেজসা ত্বং বিনির্ম্মুক্তো দৃশ্যসে রঘুনন্দন। কৃশো-হস্তীব চোদ্বিগ্নঃ কচ্চিৎ ক্ষেমং গৃহে তব ॥ ৬৩ ॥ কায়েবানুগতো নিত্যং তথা তে লক্ষ্মণোঽনুজঃ। ন দৃশ্যতে সমীপস্থঃ কিমদ্য তব রাঘব ॥ ৬৪ ॥ তথা প্রাণসমাভীষ্টা সীতা ভার্য্যা তব প্রভো। দৃশ্যতে কিং ন পার্শ্বস্থা এতন্নঃ কৌতুকং পরম্ ॥ ৬৫ ॥ সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চিরং চিন্তয়ন্ রাঘবঃ। বাষ্পপূর্ণেক্ষণো ভূত্বা সর্ব্বং তেষাং ন্যবে-দয়ৎ ॥ ৬৬ ॥ অথ সীতা পরিত্যক্তা তথা ভ্রাতা স লক্ষ্মণঃ। যদর্থং তত্র সম্প্রাপ্তঃ স্বয়মেব দ্বিজো-ত্তমাঃ ॥ ৬৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বানরাঃ সর্ব্বে সুগ্রীবপ্রমুখা-স্ততঃ। রুরুদুস্তে সুদুঃখার্ত্তাঃ সমালিঙ্গ্য ততঃ পরম্ ॥ ৬৮ ॥ এবং চিরং প্রলপ্যোচ্চৈস্ততঃ প্রোচু রঘূত্তমম্। আদেশো দীয়তাং রাজন্ যোঽস্মাভি-রিহ সিধ্যতি ॥ ৬৯ ॥ ধন্যা বয়ং ধরাপৃষ্ঠে যেষাং ত্বং রঘুসত্তম। ঈদৃকস্নেহসমাযুক্তঃ সমাগচ্ছসি মন্দিরে ॥ ৭০ ॥ রাম উবাচ। উষিত্বা রজনীমেকাং সুগ্রীব তব মন্দিরে। প্রাতর্লঙ্কাং গমিষ্যামি যত্রাস্তে স বিভীষণঃ ॥ ৭১ ॥ প্রধানামাত্যযুক্তেন ত্বয়াপি কপিসত্তম। আগন্তব্যং ময়া সার্দ্ধং বিভীষণগৃহং প্রতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীরামস্য সুগ্রীবনগরীং প্রতিগমন বর্ণনং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

রাম এইরূপে সুচির চিন্তার পর পুষ্পককে আহ্বান করত সেই পুষ্পকারোহণে সত্বর কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর প্রতি প্রস্থিত হইলেন। বানরগণ পুষ্পকের প্রভাদর্শনে রঘুবর রাম আগমন করিতেছেন জানিয়া সত্বর সেই পুষ্পকের সম্মুখীন-হইল, এবং সকলেই জানুদ্বারা অবনীস্পর্শ করত দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর তাঁহারা মুহুর্মুহু 'রামজয়' শব্দে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে রাম তথায় উপস্থিত হই-লেন, বানরগণ তাঁহাকে লইয়া পুষ্পকসহ উত্তম পতাকাশোভিত সর্ব্বত্রসমলঙ্কৃত মহাপুরী কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল। বানররাজ সুগ্রীবের পুরী সর্ব্বত্র সুশোভিত। রাম বিমানবর হইতে অবতরণ করিয়া সেই শুভাবহ পুরীমধ্যে সত্বর প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তথায় উপবেশন করিলে বানরগণ তাঁহাকে বিশ্রান্ত অবলোকন করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বানরগণ বলিল,—হে রঘুনন্দন! আপনাকে নিস্তেজ, কৃশ ও সাতি-শয় উদ্বিগ্ন দর্শন করিতেছি। আপনার গৃহের কুশল ত? যে অনুজ লক্ষ্মণ কায়ার ন্যায় সতত আপনার অনুগমন করিতেন, হে রাঘব! সেই সৌমিত্রিকে আপনার সমীপস্থ কেন দর্শন করিতেছি না? হে প্রভো! আপনার প্রাণসমা অভীষ্টা ভার্য্যা সীতা দেবীকে কেন পার্শ্বস্থা অবলোকন করিতেছি না? এই সকল কারণে আমাদের পরম কৌতুক জন্মি-য়াছে! সূত কহিলেন,—অনন্তর রাম বানরগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার লোচনযুগল বাষ্পজলে আকুল হইল। তিনি বানরগণকে সকল কথাই নিবেদন করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর রাম কহিলেন,—আমি স্বয়ংই পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করত নির্বিণ্ণ হইয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছি। রামের বাক্য শ্রবণে সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণ অত্যন্ত দুঃখিতহৃদয়ে পরস্পর আলি-ঙ্গন করত ভীষণ রোদন করিলেন। তাহারা এই-রূপে বহুকাল বিলাপ করিয়া রঘুবরকে জিজ্ঞাসিল;—হে রাজন্! আপনার কোন্ প্রিয় সাধন করিতে হইবে? আমাদের প্রতি সেই আদেশ প্রদান করুন। হে রঘুবর! আমরা ধরায় ধন্য! কেননা আপনি ঈদৃশ স্নেহ প্রযুক্ত আমাদের মন্দিরে সমা-গত হইয়াছেন। রাম উত্তর করিলেন,—হে সুগ্রীব! আমি তোমার মন্দিরে একরজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে বিভীষণাবাস লঙ্কাপুরে গমন করিব। হে কপিসত্তম! তুমিও তোমার প্রধান মন্ত্রীর সহিত মিত্র বিভীষণের গৃহে গমন করিবে। ৫৭—৭২।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। এবং তাং রজনীং তত্র স উষিত্বা রঘূত্তমঃ। উপাস্যমানঃ সর্ব্বৈস্তৈঃ সভক্ত্যা বানরোত্তমৈঃ ॥ ১ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। কৃত্বা প্রাভাতিকং কর্ম্ম সমাহূয়াথ পুষ্পকম্ ॥ ২ ॥ সুগ্রীবেণ সুষেণেন তারেণ কুমুদেন চ। অঙ্গদেনাথ কুণ্ডেন বায়ুপুত্রেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥ গবাক্ষেণ নলেনৈব তথা জাম্ববতাপি চ। দশভির্বানরৈঃ সার্দ্ধং সমারূঢ়ঃ স পুষ্পকে ॥ ৪ ॥ ততঃ সম্প্রস্থিতঃ কালে লঙ্কামুদ্দিশ্য রাঘবঃ। মনোজবেন তেনৈব বিমানেন সুবর্চ্চসা ॥ ৫ ॥ সম্প্রাপ্তস্তৎক্ষণাদেব লঙ্কাখ্যাঞ্চ মহাপুরীম্। বীক্ষয়ংস্তান প্রদেশাংশ্চ যত্র যুদ্ধং পুরাভবৎ ॥ ৬ ॥ ততো বিভীষণো দৃষ্ট্বা প্রোদ্যোতং পুষ্পকোদ্ভবম্। রামং বিজ্ঞায় সম্প্রাপ্তং প্রহৃষ্টঃ সম্মুখো যযৌ। মন্ত্রিভিঃ সকলৈঃ সার্দ্ধং তথা ভৃত্যৈঃ সুতৈরপি ॥ ৭ ॥ অথ দৃষ্ট্বা সুদূরাত্তং রামদেবং বিভীষণঃ। পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ জয়শব্দমুদীরয়ন্ ॥ ৮ ॥ তথাগতং পরিষ্বজ্য সাদরং স বিভীষণম্। তেনৈব সহিতঃ পশ্চাল্লঙ্কাং তাং প্রবিবেশ হ ॥ ৯ ॥ বিভীষণগৃহং প্রাপ্য তত্র সিংহাসনে শুভে। নিবিষ্টো বানরৈস্তৈশ্চ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥ ১০ ॥ ততো নিবেদয়ামাস তস্মৈ সর্ব্বং বিভীষণঃ। রাজ্যং পুত্রকলত্রাদি যচ্চান্যদপি কিঞ্চন ॥ ১১ ॥ ততঃ প্রোবাচ বিনয়াৎ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। আদেশো দীয়তাং দেব ব্রূহি কৃত্যং করোমি কিম্ ॥ ১২ ॥ অকস্মাদেব সম্প্রাপ্তঃ কিমর্থং বদ মে প্রভো। কিং নায়াতঃ স সৌমিত্রিস্ত্বয়া সার্দ্ধং চ জানকী ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ, নিবেদ্য রাঘবস্তস্মৈ সর্ব্বং গদ্গদয়া গিরা। বাষ্পপূরপ্রতিচ্ছন্নবক্ত্রো ভূয়ো বিনিঃশ্বসন্ ॥ ১৪ ॥ ততঃ প্রোবাচ সত্যার্থং বিভীষণকৃতে হিতম্। তং চাপি শোকসন্তপ্তং সম্বোধ্য রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫ ॥ অহং রাজ্যং পরিত্যজ্য সাম্প্রতং রাক্ষসোত্তম। যাস্যামি ত্রিদিবং তূর্ণং লক্ষ্মণো যত্র সংস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥ ন তেন রহিতো মর্ত্ত্যে মুহূর্ত্তমপি চোৎসহে। ভ্রাতুঃ রাক্ষসশার্দ্দূল বান্ধবেন মহাত্মনা ॥ ১৭ ॥ অহং শিক্ষাপণা-

---

একাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—রঘুবর রাম এক রজনী সেই বানরপুরে বাস করিলেন। বানরগণ ভক্তিভরে তাঁহার যথাযোগ্য সেবা করিল। অনন্তর বিভাবরী প্রভাতা হইলে, রবিমণ্ডল উদিত হইল। রাম প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বিমানবর পুষ্পককে আহ্বান করত সুগ্রীব, সুষেণ, তার, কুমুদ, অঙ্গদ, কুণ্ড, বায়ুতনয় ধীমান্ হনুমান্, গবাক্ষ, নল এবং জাম্ববান্ এই দশজন বানর সহ সেই বিমানবর পুষ্পকে আরোহণ করিয়া লঙ্কানগরীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তীব্রপ্রভ পুষ্পকবিমান মনের ন্যায় গতিশালী। ক্ষণকাল মধ্যেই রাম পূর্ব্বে যে স্থানে সমর সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সকল সমরভূমি দর্শন করিতে করিতে মহাপুরী লঙ্কনগরীতে উপনীত হইলেন। তদনন্তর বিভীষণ দূর হইতে প্রজ্বলিত পুষ্পকের তেজোদর্শনে রাম আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া মন্ত্রী, ভৃত্য ও পুত্রের সহিত সহসা পুষ্পকের সম্মুখীন হইলেন। আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, সুদূরে রামদেবকে দর্শন করিয়া বিভীষণ জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদনন্তর রাম বিভীষণের সম্মুখে সমাগত হইয়া তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার সহিত লঙ্কানগরীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিভীষণগৃহে উপনীত হইয়া সুশোভন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। বানরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইল। বিভীষণ একে একে রাজ্য, পুত্র, কলত্রাদি ও অন্যান্য সকলই তাঁহার পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন এবং সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে দেব! এক্ষণে অমায় কি করিতে হইবে? আদেশ করুন? হে প্রভো! অকস্মাৎ আপনার আগমনের কারণ কি, সীতা ও সৌমিত্রি আপনার সমভিব্যাহারে কেন আগমন করেন নাই? ১—১৩। সূত কহিলেন, অনন্তর রাম গদগদকণ্ঠে বিভীষণসমীপে সকলই নিবেদন করিলেন। বাষ্পবারিতে তাঁহার বক্ত্রদেশ আপ্লুত হইল। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রঘুনন্দন রাম শোকসন্তপ্ত বিভীষণের জিজ্ঞাসানুসারে তাঁহাকে প্রবোধদানে শান্ত করিয়া সত্যার্থ সম্মিত হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন। রাম কহিলেন,—হে রাক্ষসোত্তম! সম্প্রতি লক্ষ্মণ স্বর্গে বাস করিতেছেন, আমিও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সত্বর ত্রিদশালয়ে তাঁহার সমীপে গমন করিব। হে রাক্ষসশার্দ্দূল! লক্ষ্মণহীন মর্ত্ত্যভূমে মুহূর্ত্তমাত্রও অপরাপর বান্ধবগণ সহ বাস করিতে অভিলাষ করি না।

র্থায় তব প্রাপ্তো বিভীষণ। তস্মাদব্যগ্রচিত্তেন সংশৃণুষ কুরুষ চ ॥ ১৮ ॥ এষা রাজ্যোদ্ভবা লক্ষ্মীর্মদঃ সঞ্জনয়েন্নৃণাম্। মদ্যবৎস্বল্পবুদ্ধীনাং তস্মাৎ কার্য্যো ন স ত্বয়া ॥ ১৯ ॥ শক্রাদ্যা অমরাঃ সর্ব্বে ত্বয়া পূজ্যাঃ সদৈব হি। মান্যাশ্চ যেন তে রাজ্যং জায়তে শাশ্বতং সদা ॥ ২০ ॥ মম সত্যং ভবেদ্বাক্যমেতস্মাদহমাগতঃ। প্রাপ্তরাজ্যপ্রতিষ্ঠোহপি তব ভ্রাতা মহাবলঃ ॥ ২১ ॥ বিনাশং সহসা প্রাপ্তস্তস্মান্মান্যাঃ সুরাঃ সদা। যদি কশ্চিৎ সমায়াতি মানুষোহত্র কথঞ্চন। মৎকায় এব দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্বৈরেব নিশাচরৈঃ ॥ ২২ ॥ তথা নিশাচরাঃ সর্ব্বে ত্বয়া বার্য্যা বিভীষণ। মম সেতুং সমুল্লঙ্ঘ্য ন গন্তব্যং ধরাতলে ॥ ২৩ ॥ বিভীষণ উবাচ। এবং বিভো করিষ্যামি তবাদেশমসংশয়ম্। পরং ত্বয়া পরিত্যক্তে মর্ত্ত্যে মে জীবিতং ব্রজেৎ ॥ ২৪ ॥ তস্মান্মামপি তত্রৈব ত্বং বিভো নেতুমর্হসি। আত্মনা সহ যত্রাস্তে প্রাগ্‌গতো লক্ষ্মণস্তব ॥ ২৫ ॥ শ্রীরাম উবাচ। ময়া তেহক্ষয়মাদিষ্টং রাজ্যং রাক্ষসসত্তম। তস্মান্নার্হসি মাং কর্ত্তুং মিথ্যাচারং কথঞ্চন ॥ ২৬ ॥ অহমস্মিন্ স্বকে সেতৌ শঙ্করত্রিতয়ং শুভম্। স্থাপয়িষ্যামি কীর্ত্ত্যর্থং তৎপূজ্যং ভবতা সদা। ভক্তিমান প্রতিসন্ধ্যায় যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥ ২৭ ॥ এবমুক্তা রঘুশ্রেষ্ঠো রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্। দশরাত্রং তত্র তস্থৌ লঙ্কায়াং বানরৈঃ সহ ॥ ২৮ ॥ কুর্ব্বন্ যুদ্ধকথাশ্চিত্রা যাঃ কৃতাঃ পূর্ব্বমেব হি। পশ্যন্ যুদ্ধস্য সর্ব্বাণি স্থানানি বিবধানি চ ॥ ২৯ ॥ শংসমানঃ প্রবীরাংস্তান্ রাক্ষসান্ বলবত্তরান্। কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিৎপূর্ব্বান সংখ্যে চাভিমুখাগতান্ ॥ ৩০ ॥ ততশ্চৈকাদশে প্রাপ্তে দিবসে রঘুনন্দনঃ। পুষ্পকং তৎসমারুহ্য প্রস্থিতঃ স্বপুরীং প্রতি ॥ ৩১ ॥ বানরৈস্তৈঃ সমোপেতো বিভীষণপুরঃসরঃ। ততঃ সংস্থাপয়ামাস সেতুপ্রান্তে মহেশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥ মধ্যে চৈব তথাদৌ চ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। রামেশ্বরত্রয়ং রাম এবং তত্র বিধায় সঃ ॥ ৩৩ ॥ সেতুবন্ধং তথা-

হে বিভীষণ আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা-প্রদানের জন্য তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; অতএব অব্যগ্রচিত্তে আমার উপদেশ শ্রবণ ও পালন কর। দেখ, রাজ্যলক্ষ্মী মানবগণের মত্ততা জন্মাইয়া দেয়; বিশেষতঃ অল্পবুদ্ধি মানবদিগের ইহা মদ্যবৎ হইয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ মত্ততা অবলম্বন করিও না। শক্রাদি অমরনিকর সতত তোমার পূজ্য। তাঁহাদের প্রতি সতত সম্মান প্রদর্শন করিলে তোমার রাজ্য অক্ষুণ্ণ হইবে। আমার বাক্য সত্য বলিয়া জানিবে। দেখ, তোমার ভ্রাতা মহাবল রাবণ, সুরগণের সম্মান না করিয়া সহসা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি এই সকল বিষয় তোমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই আগমন করিয়াছি। অতএব তুমি সতত সুরগণের সম্মান করিবে। আরও বলি,—শুধু সুরগণ কেন, যদি কোন মানুষও এই লঙ্কাপুরে সমাগত হয়, তবে নিশাচরগণ যেন তাহাকে আমার ন্যায় দর্শন করে। হে বিভীষণ! তুমি নিশাচরগণকে বারণ করিও, তাহারা যেন আমার সেতু-সমুল্লঙ্ঘন করিয়া ধরাতলে উপনীত না হয়। বিভীষণ উত্তর করিলেন,—হে বিভো! আপনার যেরূপ আদেশ, নিঃসংশয় তাহা পালন করিব; পরন্তু আপনি মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে বিভো! পূর্ব্বে সৌমিত্রি যথায় গমন করিয়াছেন, আপনার সহিত আমাকেও সেই স্বর্গে লইয়া চলুন। রাম বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, তোমার রাজ্য অক্ষয় হইবে। হে রাক্ষসসত্তম! এক্ষণে তুমি আমার সহিত গমন করিয়া আমাকে মিথ্যাচার করিও না। আমি আমার কীর্ত্তিরক্ষণের জন্য স্বকীয় সেতুর উপর শুভাবহ শাঙ্কর লিঙ্গত্রয় স্থাপন করিব, গগনে যাবৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা থাকে, তুমি ভক্তিমান্ হইয়া সতত সাবধানে এই সকল লিঙ্গের পূজা করিও। রঘুবর রাম বিভীষণকে এইরূপ কহিয়া সেই রাক্ষসরাজ-ভবনে বানরসহ দশ যামিনী বাস করিলেন। পূর্ব্বে লঙ্কাপুরে যে সকল সমর সংঘটিত হইয়াছিল, তখন সেই সকল যুদ্ধকথা চলিতে লাগিল। তিনি একে একে যুদ্ধের স্থাননিচয় দর্শন করিলেন এবং সমরাভিমুখ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎপ্রমুখ প্রবীর রাক্ষসগণের মধ্যে কে কোন্ স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহার পুনরালোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে লঙ্কাপুরে তাঁহার দশ দিবস অতীত হইল। একাদশ দিবসে রঘুনন্দন রাম পুষ্পকারোহণে স্বীয় পুরীর প্রতি প্রস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও বানরগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। ক্রমে তিনি সেতুসমীপে আগমনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে সেতুর প্রান্তভাগে, মধ্যে ও প্রথমে এই তিন স্থানে শঙ্করত্রয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাম

সাদ্য প্রস্থিতঃ স্বগৃহং প্রতি। তাবদ্বিভীষণেনোক্তঃ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৪॥ বিভীষণ উবাচ। অনেন সেতুমার্গেণ রামেশ্বরদিদৃক্ষয়া। মানবা আগমিষ্যন্তি কৌতুকাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ॥ ৩৫॥ রাক্ষসানাং মহারাজ জাতিঃ ক্রূরতমা মতা। দৃষ্ট্বা মানুষমায়ান্তং মাংস-স্বেচ্ছা প্রজায়তে॥ ৩৬॥ যদা কশ্চিজ্জনং কশ্চিদ্রাক্ষসো ভক্ষয়িষ্যতি। আজ্ঞাভঙ্গো ধ্রুবং ভাবী মম ভক্তিরতস্য চ॥ ৩৭॥ ভবিষ্যন্তি কলৌ কালে দরিদ্রা নৃপমানবাঃ। তেঽত্র স্বর্ণস্য লোভেন দেবতা-দর্শনায় চ॥ ৩৮॥ নিত্যং চৈবাগমিষ্যন্তি ত্যক্ত্বা রক্ষঃকৃতং ভয়ম্। তেষাং যদি বধং কশ্চিদ্রাক্ষসাৎ প্রাপয়িষ্যতি॥ ৩৯॥ ভবিষ্যতি চ মে দোষঃ প্রভু-দ্রোহোদ্ভবঃ প্রভো। তস্মাৎ কঞ্চিদুপায়ং ত্বং চিন্তয় যথা মম। আজ্ঞাভঙ্গকৃতং পাপং জায়তে ন গুরো কচিৎ॥ ৪০॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ততঃ স রঘুসত্তমঃ। বাঢ়মিত্যেব চোক্ত্বাথ চাপং সজ্জীচকার সঃ॥ ৪১॥ ততস্তং কীর্ত্তিরূপঞ্চ মধ্যদেশে রঘু-ত্তমঃ। অচ্ছিনন্নিশিতৈর্বাণৈর্দশযোজনবিস্তৃতম্॥ ৪২॥

এইরূপে সেতুবন্ধে রামেশ্বরত্রয় স্থাপিত করিয়া স্বগৃহে প্রস্থানোদ্যত হইলে তখন বিভীষণ মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন। বিভীষণ বলিলেন,—শ্রদ্ধাবান্ নরগণ অবশ্যই কৌতুকবশতঃ রামেশ্বর-দর্শন-বাসনায় এই সেতুপথে সমাগত হইবে। হে মহারাজ! আমি আপনার প্রতি ভক্তিমান্; কিন্তু রাক্ষস জাতিও ক্রূর বলিয়া কথিত হয়। মাংস-লোলুপ নিশাচরগণ মাংসাভিলাষে যদি কাহাকেও ভক্ষণ করে, তবে নিশ্চিত আপনার আজ্ঞাভঙ্গ হইবে। আরও দেখুন, কলিকালে নৃপ ও মানবগণ দরিদ্র হইবে। তাহারা দেবদর্শন ও সুবর্ণলোভে রাক্ষসভয় দূরে পরিহারপূর্ব্বক সতত এই সেতুবন্ধে আগমন করিবে। যদি কোন নিশাচর তাহাদিগের বধসাধন করে, তবে অবশ্যই আমাদ্বারা প্রভুর দ্রোহরূপ দোষ অনুষ্ঠিত হইবে। হে প্রভো! এই সকল বিবেচনা করিয়া এক উত্তম উপায় নির্দ্ধারণ করুন, যাহাতে আমার আজ্ঞাভঙ্গজনিত গুরুতর অপরাধ না হয়। অনন্তর রঘুবর রাম বিভীষণবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যুক্তিযুক্ত-বোধে তদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিলেন এবং তখনই শরাসন সজ্জিত করিয়া শাণিত শর-যোজনা করত স্বীয় কীর্ত্তিরূপ সেতুর মধ্যদেশস্থিত দশযোজন পরিমাণ বিস্তৃত স্থান ছেদন করিয়া দিলেন। তিনি

তেন সংস্থাপিতো যত্র শিখরে শঙ্করঃ স্বয়ম্। শিখরং তৎসলিঙ্গঞ্চ পতিতং বারিধের্জ্জলে॥ ৪৩॥ এবং মার্গমগম্যন্তং কৃত্বা সেতুসমুদ্ভবম্। বানরৈ রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধং ততঃ সম্প্রস্থিতো গৃহম্॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীরামকৃতরামেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০১॥

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। সম্প্রস্থিতস্য রামস্য স্বকীয়ং সদনং প্রতি। যদাশ্চর্য্যমভূন্মার্গে শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১॥ নভোমার্গেণ গচ্ছত্তদ্বিমানং পুষ্পকং দ্বিজাঃ। অকস্মাদেব সঞ্জাতং নিশ্চলং চিত্রকৃদ্ধ্বনাম্॥ ২॥ অথ তন্নিশ্চলং দৃষ্ট্বা পুষ্পকং গগনাঙ্গনে। রামো বায়ুসুতস্যেদং বচনং প্রাহ বিস্ময়াৎ॥ ৩॥ ত্বং গত্বা মারুতে শীঘ্রং ভূমিং জানীহি কারণম্। কিমেতৎ পুষ্পকং ব্যোম্নি নিশ্চলত্বমুপাগতম্॥ ৪॥ কদাচিদ্ধার্য্যতে নাস্য গতিঃ কুত্রাপি কেনচিৎ। ব্রহ্মসৃষ্টি-প্রসূতস্য পুষ্পকস্য মহাত্মনঃ॥ ৫॥ বাঢ়মিত্যেব

সেতুর মধ্যদেশে যে শঙ্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেতুর সহিত সেই শঙ্করলিঙ্গ জলধিজলে নিমজ্জিত হইল। অনন্তর রাম এইরূপে সেই সেতুপথ গমনের অযোগ্য করিয়া বানর ও রাক্ষস-সহ স্বীয় পুরীর প্রতি প্রস্থিত হইলেন। ১৪—৪৪।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১॥

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! রাম স্বপুরে প্রস্থিত হইলে, পথি মধ্যে যে বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! তাঁহার পুষ্পক আকাশপথে প্রস্থিত হইল। এই বিমান মানবগণের চিত্তে বৈচিত্র্য সম্পাদন করে; কিন্তু আকাশপথে যাইতে যাইতে সহসা পুষ্পকের গতি রুদ্ধ হইল অনন্তর রাম আকাশপথে পুষ্পককে নিশ্চল দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বায়ু-তনয় হনূমান্‌কে কহিলেন,—হে মারুতে! তুমি সত্বর ভূমিতলে গমন করিয়া কেন এই পুষ্পক আকাশে সহসা নিশ্চল হইল, ইহার কারণ জানিয়া আইস। এই মহাত্মা পুষ্পক বিমান, ব্রহ্মার সৃষ্টিতে

স প্রোচ্য হনূমান্ ধরণীতলম্। গত্বা শীঘ্রং পুনঃ প্রাহ প্রণিপত্য রঘূত্তমম্ ॥৬॥ অত্রাস্ত্যধঃ শুভং ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। যত্র সাক্ষাজ্জগৎকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭ ॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রা দেববৈদ্যৌ তথাশ্বিনৌ। তত্র তিষ্ঠন্তি তে সর্ব্বে তথান্যে সিদ্ধকিন্নরাঃ ॥ ৮ ॥ এতস্মাৎ কারণান্নৈতদতিক্রামতি পুষ্পকম্। তৎ ক্ষেত্রং নিশ্চলীভূতং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৯ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ। পুষ্পকং প্রেরয়ামাস তৎক্ষেত্রং প্রতি রাঘবঃ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বৈস্তৈর্বানরৈঃ সার্দ্ধং রাক্ষসৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ। অবতীর্য্য ততো হৃষ্টস্তস্মিন্ ক্ষেত্রে সমন্ততঃ ॥ ১১ ॥ তীর্থমালোকয়ামাস পুণ্যান্যায়তনানি চ। ততো বিলোকয়ামাস পিতামহবিনির্ম্মিতাম্। চামুণ্ডাং তত্র চ স্নাত্বা কুণ্ডে কামপ্রদায়িনি ॥ ১২ ॥ ততো বিলোকয়ামাস পিত্রা তস্য বিনির্ম্মিতম্। রামঃ স্বমিব দেবেশং দৃষ্ট্বা দেবং চতুর্ভুজম্ ॥ ১৩ ॥ রাজবাপ্যাং শুচির্ভূত্বা স্নাত্বা তর্প্য নিজান্ পিতৄন্। ততশ্চ চিন্তয়ামাস ক্ষেত্রেঽত্র বহুপুণ্যদে ॥ ১৪ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপয়াম্যেব যথা তাতেন কেশবঃ। তথা মে দয়িতো ভ্রাতা লক্ষ্মণো দিবমাশ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥ যস্তস্য নামনির্দ্দিষ্টং লিঙ্গং সংস্থাপয়াম্যহম্। তং চাপি মূর্ত্তিমন্তঞ্চ সীতয়া সহিতং শুভম্। ক্ষেত্রে মেধ্যতমে চাত্র তথাত্মানং দৃষন্ময়ম ॥ ১৬ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা প্রাসাদানাঞ্চ পঞ্চকম্। স্থাপয়ামাস সম্ভক্ত্যা রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ১৭ ॥ ততস্তে বানরাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাশ্চ বিশেষতঃ। লিঙ্গানি স্থাপয়ামাসুঃ স্বানি স্বানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥ তত্রৈব সুচিরং কালং স্থিতাস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ততো জগ্মুরযোধ্যায়াং বিমানবরমাশ্রিতাঃ ॥ ১৯ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যথা রামেশ্বরো মহান্। লক্ষ্মণেশ্বরসংযুক্তস্তস্মিংস্তীর্থে সুশোভনে ॥ ২০ ॥ যস্তৌ প্রাতঃ সমুত্থায় সদা পশ্যতি মানবঃ। স কৃৎস্নং ফলমাপ্নোতি শ্রুতে রামায়ণেঽত্র যৎ ॥ ২১ ॥ অথাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং

সমুদ্ভূত হইয়াছে; কেহ কখনও এই বিমানের গতি রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। হনূমান রঘুবর রামের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে মর্ত্ত্যধামে গমন করিয়া পুনরায় রামসমীপে উপনীত হইল এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিল,—আপনার এই বিমানের অধোদেশে সুশোভন হাটকেশ্বর-নামক অনুত্তম ক্ষেত্র বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা বাস করেন; এতদ্ভিন্ন দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র ও দেববৈদ্য আশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য সিদ্ধ-কিন্নরগণ নিরন্তর এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকেন; আমি সত্য বলিতেছি, এই জন্যই পুষ্পক ইহাকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইতেছে না; পরন্ত নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সূত বলিলেন,—রাম পবনকুমারের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে কুতূহলবশত হাটকেশ্বরের দিকে বিমান চালাইয়া দিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে পুষ্পক হাটকেশ্বরে উপনীত হইল। তিনি বানর ও রাক্ষসগণ সহ বিমান হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর ক্ষেত্রদর্শনে রামের হৃদয় হৃষ্ট হইল। তিনি ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে তীর্থ ও পুণ্য আয়তনসকল দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি পিতামহ অজপ্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডা মূর্ত্তি দর্শন ও কামপ্রদ চামুণ্ডাকুণ্ডে স্নান করিলেন। তারপর পিতা দশরথপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার নিজ মূর্ত্তির ন্যায় চতুর্ভুজ দেবেশ বিষ্ণুর মূর্ত্তি দর্শন ও রাজবাপীতে স্নান করিয়া পূতচিত্তে পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। অনন্তর রাম চিন্তা করিলেন,—এই ক্ষেত্র বহু পুণ্যদ, পিতা যেরূপ কেশবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আমিও এখানে তদ্রূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিব; এতদ্ভিন্ন আমার প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণ স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ তদীয় নামেও একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিব। আর প্রস্তর দ্বারা আমার, প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও দয়িতা পত্নী জানকীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া এই পবিত্র ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিব।১—১৬। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাম এরূপ নিশ্চয় করিয়া পাঁচটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া উত্তম ভক্তি সহকারে তাহাতে দেব প্রতিষ্ঠা করিলেন। অনন্তর বানর ও রাক্ষসগণ শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব অভীষ্ট লিঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘকাল সেই হাটকেশ্বরে বাস করিল। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা তীর্থপূত বানর ও রাক্ষস সহ রাম বিমনারোহণে অযোধ্যায় গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! এই আপনাদের নিকট সুশোভন হাটকেশ্বরস্থিত লক্ষ্মণেশ্বর সহ মহারামেশ্বরের সকল কথাই কীর্ত্তন করিলাম; যে মানব প্রভাতকালে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত রামেশ্বর ও লক্ষ্মণেশ্বর দর্শন করে তাহার নিখিল রামায়ণ শ্রবণ ফল লাভ হয়। যে নর অষ্টমী ও

যো রামচরিতং পঠেৎ। তদগ্রে বাজিমেধস্য স কৃৎস্নং লভতে ফলম্॥ ২২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লক্ষ্মণাদিপ্রাসাদপঞ্চকনির্ম্মাণপ্রতিষ্ঠাপনবর্ণনং নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। আশ্চর্য্যং সূতপুত্রৈতদ্ভবতা পরিকীর্ত্তিতম্। যৎস্থাপিতানি লিঙ্গানি রাক্ষসৈরপি বানরৈঃ॥ ১॥ তস্মাদ্বিস্তরতো ব্রূহি যত্র যত্র যথাযথা। তৈঃ স্থাপিতানি লিঙ্গানি যেষু স্থানেষু সূতজ॥ ২॥ সূত উবাচ। সুগ্রীবঃ সম্ভ্রমিত্বাথ ক্ষেত্রং সর্ব্বমশেষতঃ। বালমণ্ডনকং প্রাপ্য তত্র স্নাত্বা সমাহিতঃ॥ ৩॥ মুখলিঙ্গং ততস্তত্র স্থাপয়ামাস শূলিনঃ। তথান্যৈর্ব্বানরৈঃ সর্ব্বৈর্মুখলিঙ্গানি শূলিনঃ। স্বসংজ্ঞার্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্থাপিতানি যথেচ্ছয়া॥ ৪॥ যস্তেষাং মুখলিঙ্গানাং করোতি ঘৃতকম্বলম্। মকরস্থেন সূর্য্যেণ শিবলোকং স গচ্ছতি॥ ৫॥ ততঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে তস্য ক্ষেত্রস্য রাক্ষসৈঃ। সংস্থাপিতানি লিঙ্গানি চতুর্ব্বক্ত্রাণি চ দ্বিজাঃ॥ ৬॥ রামেণ পূর্ব্বাদিগ্‌ভাগে প্রাসাদানাঞ্চ পঞ্চকম্। স্থাপিতং ভক্তিযুক্তেন সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ৭॥ তথা দক্ষিণদিগ্‌ভাগে কূপিকা তেন নির্ম্মিতা। আনর্ত্তীয়তড়াগস্য সমীপে পাপনাশনী॥ ৮॥ যস্তস্যাং কুরুতে শ্রাদ্ধং সম্প্রাপ্তে দক্ষিণায়নে। সোঽশ্বমেধফলং প্রাপ্য পিতৃলোকে মহীয়তে॥ ৯॥ যস্তত্র দীপকং দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি চ দ্বিজাঃ। ন স পশ্যতি রৌদ্রাংস্তান্নরকানেকবিংশতিম্। ন চান্ধো জায়তে ক্বাপি যত্রযত্র প্রজায়তে॥ ১০॥ ঋষয় ঊচুঃ। আনর্ত্তীয়তড়াগং তৎ কেন তত্র বিনির্ম্মিতম্। কিম্প্রভাবঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন সূতপুত্র প্রকীর্ত্তয়॥ ১১॥ সূত উবাচ। আনর্ত্তীয়তড়াগস্য মহিমা দ্বিজসত্তমাঃ। একবক্ত্রেণ নো শক্যো বক্তুং বর্ষশতৈরপি॥ ১২॥ আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ। স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৩॥ ততো দীপোৎসবদিনে শ্রাদ্ধং কৃত্বা সমাহিতঃ। দামোদরং যমং পূজ্য দীপং

চতুর্দ্দশীদিবসে এই রামেশ্বর ও লক্ষ্মণেশ্বরের সম্মুখে রামচরিত পাঠ করে, তাহার অখিল অশ্বমেধফল লাভ হইয়া থাকে। ১৭—২২।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়। তুমি আমাদিগকে অতি বিস্ময়কর কথা শ্রবণ করাইলে, রাক্ষস ও বানরে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ইহা অতীব অদ্ভুত। হে সূতনন্দন! রাক্ষস ও বানরগণ যে যে স্থানে যে যেরূপ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—বানররাজ সুগ্রীব হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া পরিশেষে মনোহর বালমণ্ডনক স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় স্নান করিয়া সমাহিতমনে শূলীর মুখলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন! হে দ্বিজসত্তমগণ! অন্যান্য বানরেরা স্ব স্ব নামানুসারে যথেচ্ছ শূলীর মুখলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যে মানব দিবাকরের মকররাশিগমনকালে, অর্থাৎ মাঘমাসে বানরপ্রতিষ্ঠিত এই সকল লিঙ্গের সমীপে ঘৃতকম্বল দান করে, তাহার শিবলোকে গতি হয়। হে দ্বিজগণ! এই বানরপ্রতিষ্ঠিত মুখলিঙ্গের পশ্চিমদিগ্‌ভাগে রাক্ষসগণ চতুরাননলিঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠা করে। রাম, ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ভক্তিযুক্তহৃদয়ে সর্ব্বপাতকনাশন প্রাসাদপঞ্চক প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার দক্ষিণদিকে আনর্ত্তীয় তড়াগের সমীপদেশে পাপনাশিনী কূপিকা নির্ম্মাণ করেন। দক্ষিণায়ন উপস্থিত হইলে যে মানব এই কূপিকাতীরে শ্রাদ্ধ করে, তাহার অশ্বমেধ-ফললাভ হয় ও সেই ব্যক্তি পিতৃলোকে পূজিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যে নর কার্ত্তিকমাসে এই স্থানে দীপ দান করে, তাহার একবিংশতি জন্ম ঘোর নরক দর্শন হয় না। সে যে কোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, কদাচ অন্ধ হয় না। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! এই ক্ষেত্রে আনর্ত্তীয় তড়াগ কাহার প্রতিষ্ঠিত? এই তড়াগের প্রভাব কিরূপ? এই সকল আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।১-১১। সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আনর্ত্তীয় তড়াগের প্রভাব শত বৎসরেও এক মুখে বর্ণন করা যায় না। আশ্বিনশুক্লচতুর্দ্দশীতে সমাহিত হইয়া আনর্ত্তীয় তড়াগে স্নান ও বিধিপূর্ব্বক দেবপিতৃগণের তর্পণ কর্ত্তব্য; তদনন্তর দীপোৎসবদিন উপস্থিত হইলে সমাহিতমনে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ এবং দামোদর ও যমকে পূজা

দদ্যাৎ স্বভক্তিতঃ। ১৪। সম্পূজ্যো ধর্ম্মরাজস্ত গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। মাষাস্তিলাশ্চ দাতব্যা গোবিন্দঃ প্রীয়তামিতি। ১৫। তিলমাষপ্রদানেন দ্বিজানাং তর্পণেন চ। যমেন সহিতো দেবঃ প্রীয়তে পুরুষোত্তমঃ। ১৬। য এবং কুরুতে বিপ্রাস্তীর্থে আনর্ত্তসংজ্ঞিতে। সোঽশ্বমেধফলং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ১৭। যস্মিন্ দিনে সমায়াতো রামস্তত্র প্রহর্ষিতঃ। তস্মিন্ দ্বিজোত্তমৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রোক্তঃ সোঽভ্যেত্য সাদরম্। ১৮। অত্রাগস্ত্যো মুনিশ্রেষ্ঠস্তিষ্ঠতে রঘুনন্দন। তং গত্বা পশ্য বিপ্রেন্দ্র মিত্রাবরুণসম্ভবম্। ১৯। অথ তেষাং বচঃ শ্রুত্বা রামো রাজীবলোচনঃ। বানরৈ রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধং প্রহৃষ্টঃ সত্বরং যযৌ। ২০। অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন তং প্রণম্য রঘূত্তমঃ। পরিষক্তো দৃঢ়ং তেন সানন্দেন মহাত্মনা। ২১। নাতিদূরে ততস্তস্য বিনয়েন সমন্বিতঃ। উপবিষ্টো ধরাপৃষ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। ২২। ততঃ পৃষ্টস্তু মুনিনা কথয়ামাস বিস্তরাৎ। বৃত্তান্তং সর্ব্বমাত্মীয়ং স্বর্গস্য গমনং প্রতি। ২৩।

যথা সীতা পরিত্যক্তা যথা সৌমিত্রিণা কৃতঃ। পরিত্যাগঃ স্বকীয়স্য সখ্যক্তেন মহাত্মনা। ২৪। তথা সুগ্রীবমাসাদ্য তথৈব চ বিভীষণম্। সম্ভাষ্য চাগমস্তত্র ততঃ পুষ্পকসংস্থিতিঃ। ২৫। ততোঽগস্ত্যঃ কথাশ্চিত্রাশ্চক্রে তস্য পুরন্দর। রাজর্ষীণাং পুরাণানাং দৃষ্টান্তৈর্ব্বহুভির্ম্মুনিঃ। ২৬। ততঃ কথাবসানে চ চলচিত্তং রঘূত্তমম্। বিলোক্য প্রদদৌ তস্মৈ রত্নাভরণমুত্তমম্। ২৭। যন্ন দেবেষু যক্ষেষু সিদ্ধবিদ্যাধরেষু চ। নাগেষু রাক্ষসেন্দ্রেষু মানুষেষু চ কা কথা। ২৮। যস্মেন্দ্রায়ুধসঙ্ঘাশ্চ নিষ্ক্রামন্তি সহস্রশঃ। রাত্রৌ তমিস্রপক্ষেঽপি লক্ষ্যন্তেঽর্কোপমাস্থিরঃ। ২৯। তদামস্ত গৃহীত্বাথ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। পপ্রচ্ছ কৌতুকাবিষ্টঃ কৃতস্তেঽত্মুনে তব। ৩০। অত্যদ্ভুতকরং রত্নৈর্নির্ম্মিতং তিমিরাপহম্। কণ্ঠাভরণমাপ্যাহি নেদমস্তি জগত্রয়ে। ৩১। অগস্ত্য উবাচ। যৎপৃচ্ছসি রঘুশ্রেষ্ঠ তড়াগমিদমুত্তমম্।

করিয়া ভক্তিভরে দীপদান করিবে। দীপদানের পর গন্ধ, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারা ধর্ম্মরাজের পূজা করিয়া "গোবিন্দ প্রীত হউন" এইরূপ উচ্চারণ করত মাষকলায় ও তিল দান করিবে। এইরূপ তিল ও মাষদানে দ্বিজগণের প্রীতিসাধন করিলে যমের সহিত পুরুষোত্তম প্রসন্ন হন। হে বিপ্রগণ! যে মানব আনর্ত্তীয় তড়াগে এইরূপ ক্রিয়া করে, তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। রাম যে দিন হর্ষভরে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তখন দ্বিজগণ রামসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত সাদরে বলিয়াছিলেন ;—"হে রঘুনন্দন! মুনীশ্বর অগস্ত্য এই স্থানে অবস্থিত। আপনি তাঁহার সমীপে গমন করিয়া সেই মিত্রাবরুণনন্দনকে দর্শন করুন। অনন্তর রাজীবলোচন রঘুবীর রাম মুনিগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টহৃদয়ে বানর ও রাক্ষসগণ সহ তথায় উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা মুনীশ্বর অগস্ত্যও তাঁহাকে সানন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর বিনয়ী রাম কৃতাঞ্জলিপুটে অতিদূরে ধরাপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের জিজ্ঞাসানুসারে স্বীয় স্বর্গগমনকারণ বিস্তাররূপে বর্ণন করিলেন। যেরূপে সীতা পরিত্যক্তা হইয়াছেন, যেজন্য মহাত্মা সৌমিত্রি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তারপর সুগ্রীব ও বিভীষণসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণ, পুনরায় স্বপুরে গমনোদ্যোগ, পথে পুষ্পকবিমানের গতিরোধ এবং হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আগমন—রাম এই সকল একে একে সমস্তই কহিলেন। ১২—২৫। তদনন্তর রামের কথাবসানে মহর্ষি অগস্ত্য বহুবিধ দৃষ্টান্ত সহকারে পুরাতন রাজর্ষিগণের বিবিধ বিচিত্র কথা শ্রীরামসমীপে কীর্ত্তন করিলেন। ঋষির কথার অবসান হইলে, রাম গমনজন্য চঞ্চলচিত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে ঋষি অগস্ত্য রঘুবর রামকে একটী অনুত্তম রত্নাভরণ দান করিলেন। মানবের কথা কি কহিব, এই রত্নাভরণ দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ ও রাক্ষসগণেরও দুর্লভ ; এই আভরণ হইতে সহস্র সহস্র ইন্দ্রায়ুধ নিষ্ক্রান্ত হয়। অমানিশায়ও এই আভরণের সূর্য্যের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই রত্নাভরণ গ্রহণ করিয়া রাজীবলোচনের লোচনযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল। তিনি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে! আপনি এই কণ্ঠাভরণ কোন্ স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন? এই রত্ননির্ম্মিত আভরণ অতি অদ্ভুতকর। ইহাদ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট হয়। ত্রিজগতে এরূপ আভরণ আর নাই। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,

মমাশ্রমসমীপস্থং তদেবদেবনির্ম্মিতম্ ॥ ৩২ ॥ তস্য তীরে ময়া দৃষ্টং যদাশ্চর্য্যমনুত্তমম্। তত্তেহহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব রঘুনন্দন ॥ ৩৩ ॥ কদাচিদ্রাঘব শ্রেষ্ঠ নিশীথেহহং সমুত্থিতঃ। পশ্যামি ব্যোমমার্গেণ প্রদ্যোতং ভাস্করোপমম্ ॥ ৩৪ ॥ যাবত্তাবদ্বিমানং তদপ্সরোগণরাজিতম্। তস্য মধ্যগতশ্চৈকঃ পুরুষ-স্তরুণস্তথা। অন্ধস্তত্র সমারূঢ়ঃ স্তূয়তে কিন্নরৈর্নৃপ ॥ ৩৫ ॥ রত্নাভরণমেতচ্চ বিভ্রৎ কণ্ঠে সুনির্ম্মলম্। দ্বাদশার্কপ্রতীকাশং কামদেব ইবাপরঃ ॥ ৩৬ ॥ অথোত্তীর্য্য বিমানাগ্র্যাৎ স্কন্ধলগ্নো রঘূদ্বহ। একস্য দেবদূতস্য সলিলান্তমুপাগতঃ ॥৩৭॥ ততশ্চ সলিলান্ত-স্মাদাকৃষ্য চ কলেবরম্। মৃতকস্য ততো দন্তৈ-র্ভক্ষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ৩৮ ॥ যথা যথা মহামাংসং স ভক্ষয়তি রাঘব। তথা তথা পুনঃ কায়ং তদ্রূপং তৎ প্রজায়তে ॥ ৩৯ ॥ ততস্তৃপ্তিং চিরাৎ প্রাপ্য শুচি-র্ভূত্বা প্রহর্ষিতঃ। নিষ্ক্রম্য সলিলাদ্‌যাবদ্বিমানমধি-রোহত ॥ ৪০ ॥ তাবন্ময়া দ্রুতং গত্বা স পৃষ্টঃ কৌতুকান্নৃপঃ। সেব্যমানোহপি গন্ধর্ব্বৈঃ সমস্তাদ্-বুদ্ধিতৎপরৈঃ ॥ ৪১ ॥ ভো ভো বৈমানিকশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তং প্রতিপালয়। অগস্তির্নাম বিপ্রোহহং মিত্রাবরুণসম্ভবঃ ॥ ৪২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সম্মুখো ভূত্বা প্রণামমকরোত্ততঃ। তৈশ্চ বৈমানিকৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বৈস্তৈঃ কিন্নরাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥ সোহয়ং রাজা ময়া পৃষ্টঃ কৃতানতিঃ পুরঃস্থিতঃ। কস্ত্বমীদৃগ্বপুঃ শ্রীমান্ বিম নবরমাশ্রিতঃ। সেব্যমানোহপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈস্তথা ॥ ৪৪ ॥ অত্রাগত্য তড়াগান্তে মহামাংসপ্রভক্ষণম্। কৃতবানসি বৈকল্যং কস্মাত্তে দৃষ্টিসম্ভবম্ ॥ ৪৬ ॥ বৈমানিক উবাচ। সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠ যত্ত্বং প্রাপ্তো মমান্তিকম্। অবশ্যং সানু-কূলো মে বিধির্যত্ত্বং সমাগতঃ ॥ ৪৬ ॥ সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। কালেন ফলতে তীর্থং

—হে রঘুবর! তুমি আমার আশ্রমসমীপে এই যে অনুত্তম তড়াগ দর্শন করিতেছ, এই তড়াগ দেবদেব-নির্ম্মিত। হে রঘুনন্দন! আমি এই তড়াগ-তীরে যে মহাবিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিব, শ্রবণ কর। হে রাঘবশ্রেষ্ঠ! আমি একদা নিশীথসময়ে উত্থান করিয়াছিলাম, দেখিলাম,—আকাশপথে দিবাকরপ্রভ প্রজ্বলিত এক বিমান আগমন করিতেছে। অনন্তর যেমন আমি সেই অপ্সরোগণবিরাজিত বিমানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনই সেই বিমানমধ্যস্থিত এক তরুণ পুরুষ আমার নয়নপথে পতিত হইল। হে নৃপ! সেই পুরুষ অন্ধ; অপ্সরোগণ তাহার স্তব করিতেছে। হে রাঘব! এই সুনির্ম্মল রত্নাভরণ তাহারই কণ্ঠে শোভিত ছিল। দ্বাদশ দিবাকরপ্রভ এই রত্নাভরণ ধারণ করিয়া সেই পুরুষ যেন দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। হে রাঘবোত্তম! অনন্তর সেই অন্ধ পুরুষ বিমানবর হইতে অবতরণ করিয়া জনৈক দেবদূতের কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক এই তড়াগ-সলিলমধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই সলিলমধ্য হইতে জনৈক মৃত মানবের শরীর অকর্ষণ করিয়া সত্বর দন্ত দ্বারা তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। হে রাঘব! অন্ধ পুরুষ সেই মানবশবের যে যে স্থান হইতে মহামাংস ভক্ষণ করিল, সেই সেই স্থানেই পুনরায় পূর্ব্ববৎ মাংস সঞ্চিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই পুরুষ অনেক কাল মাংস ভক্ষণ করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিল। অনন্তর সেই পুরুষ শুচি হইয়া হর্ষসহকারে যেমন জল হইতে উত্তরণপূর্ব্বক বিমানারোহণে উদ্যত হইল, আমিও অমনি কৌতুকবশতঃ সত্বর তাহার সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাহাকে প্রশ্ন করিলাম। তখন বুদ্ধিতৎপর গন্ধর্ব্বগণ সেই পুরুষের সেবা করিতেছিল, তৎ-কালে আমিও তাহাকে জনৈক রাজা বলিয়া জানিতে পারিলাম। অনন্তর আমি বলিলাম,—ওহে বিমান-চারিবর! মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব কর। আমি মিত্রা-বরুণনন্দন; আমার নাম বিপ্র অগস্ত্য। অনন্তর আমার এই সম্বোধন শুনিয়া সেই রাজা বিমানচারী কিন্নরাদি অনুচরগণ সহ আমার সম্মুখীন ও প্রণত হইলেন। তদনন্তর আমি সেই প্রণত সম্মুখস্থিত নৃপকে জিজ্ঞাসা করি-লাম, তুমি কে? দেখিতেছি, তোমার শরীর শ্রীমান্; তুমি বিমানবরে আরোহণ করিয়াছ, অপ্সরা গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তোমার সেবা করিতেছে। তথাপি তুমি এই তড়াগসমীপে উপনীত হইয়া মহামাংস ভক্ষণ করিলে। হে নৃপ! তোমার নয়নই বা কেন অন্ধ হইয়াছে? ২৬—৪৬। বিমানচারী উত্তর করিল,—হে ঋষিসত্তম! আপনি আমার বিমানসমীপে উপনীত হইয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। আপনাকে সমাগত দেখিয়া আমার মনে হয়, বিধি আমার অনুকূল। সাধুগণ তীর্থস্বরূপ

সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ৪৭ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বং তবাখ্যানং কথয়ামি মহামুনে। যেন মে গর্হিতং ভোজ্যং বিভবশ্চ ঈদৃশঃ ॥ ৪৮ ॥ অহমাসং পুরা রাজা শ্বেতো নাম মহামুনে। আনর্ত্তাধিপতি: পাপঃ সর্ব্বলোকনিপীড়কঃ ॥ ৪৯ ॥ ন কিঞ্চিৎ প্রায়য়া দত্তং ন হুতং জাতবেদসি। ন চ রক্ষা কৃতা লোকে ন ত্রাতাঃ শরণাগতাঃ ॥ ৫০ ॥ দৃষ্টাদৃষ্টা ময়া রত্নং যৎকিঞ্চিদ্ধরণীতলে। তদ্বৈ বলাদ্ধৃতং সর্ব্বং সর্ব্বেষামিহ দেহিনাম্‌ ॥ ৫১ ॥ ততঃ কালেন দীর্ঘেণ জরাগ্রস্তস্য মে বলাৎ। হৃতং রাজ্যং স্বপুত্রেণ মাং নির্ব্বাস্য বিগর্হিতম্‌ ॥ ৫২ ॥ ততোঽহং জরয়া গ্রস্তো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ। সমায়াতোঽত্র বিপ্রেন্দ্র ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠোঽহং স্নাত্বাত্র সলিলে শুভে। মৃতশ্চ সন্নিবিষ্টোঽহং ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রবিষ্টোঽত্র জলে পুণ্যে পঞ্চত্বং সমুপাগতঃ। ততশ্চ তৎক্ষণাদেব বিমানং সমুপস্থিতম্‌ ॥ ৫৫ ॥ মামন্তেন শরীরেণ সমাদায় চ কিঙ্করাঃ। তত্রারোপ্য ততঃ প্রাপ্তা ব্রহ্মণঃ সদনং প্রতি ॥ ৫৬ ॥ দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌। দিব্যাভরণসংযুক্তং স্তূয়মানং চ কিন্নরৈঃ ॥ ৫৭ ॥ ততো ব্রহ্মসভামধ্যে হ্যহং তৈর্দেবকিঙ্করৈঃ। তাদৃগ্রূপো বিচক্ষুশ্চ ধারিতো ব্রহ্মণঃ পুরঃ ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বৈঃ সভাগতৈর্দৃষ্টো বিস্মিতাক্ষৈঃ পরস্পরম্‌। অন্যৈশ্চ নিন্দমানৈশ্চ ধিক্‌শব্দস্য প্রজল্পকৈঃ ॥ ৫৯ ॥ কিঙ্করা উচুঃ। এষ দেবশ্চতুর্বক্ত্রঃ সভেয়ং তস্য সুব্রত। সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্দৃষ্টো প্রণামঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৬০ ॥ ততোঽহং প্রণিপত্যোচ্চৈস্তং দেবং দেবসংযুতম্‌। উপবিষ্টঃ সভামধ্যে ব্রীড়য়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ৬১ ॥ যথাযথা কথাস্তত্র প্রজায়ন্তে সভাতলে। দেবদ্বিজনরেন্দ্রাণাং ধর্ম্মাখ্যানানি

অতএব তাঁহাদের দর্শনও পুণ্যজনক। তীর্থফলের পরিপাক দীর্ঘকালে হয়, আর সাধুদর্শনের ফল সদ্যই হইয়া থাকে। হে মহামুনে! যে জন্য আমার ভোজ্য গর্হিত ও ঈদৃশ বিমানাদি বিভব লাভ হইয়াছে, এ বিষয়ে সকল উপাখ্যানই আমি কীর্ত্তন করিতেছি। হে মুনীশ্বর! আমি পুরাকালে আনর্ত্ত দেশের অধীশ্বর ছিলাম, আমার নাম ছিল, শ্বেত নৃপতি। পাপবৃত্তিপরায়ণ হইয়া আমি নিখিল লোকের পীড়া—উৎপাদন করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বকালে দান কিম্বা হুতাশনে আহুতি প্রদান করি নাই। কোন লোকই আমাদ্বারা রক্ষিত হয় নাই বা আমি শরণাগতের পরিত্রাণ করি নাই। ধরণীতলের যে কোন স্থানে রত্নাদি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইত, দেহিগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক আমি তৎসমস্ত অপহরণ করিতাম। অনন্তর এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইল। আমি জরাক্রান্ত হইলাম। আমার পুত্র আমাকে নিন্দিতকর্ম্মা জানিয়া বলপূর্ব্বক আমার রাজ্য অধিকার করিয়া লইল। আমি জরাগ্রস্ত বলিয়া তখন আমার পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হইল; হে বিপ্রেন্দ্র! আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম। তখন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ও তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াছিলাম। এই শুভাবহ সলিল দর্শন করিয়া তাহাতে অবতরণপূর্ব্বক স্নান করিলাম। আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত ছিলাম, স্নানান্তে তখনই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। আমি পুণ্যনীরে শরীর পরিত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ এক বিমান আসিয়া আমার সম্মুখে উপনীত হইল। আমার শবদেহ সলিলমধ্যে পড়িয়া রহিল। কিঙ্করগণ অন্তদেহে আমাকে বিমানে আরোহণ করাইয়া ব্রহ্মলোকের দিকে প্রস্থান করিল। আমি দিব্য মাল্য ও বসন ধারণ করিলাম, দিব্য গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা আমার দেহ লিপ্ত হইল, দিব্য আভরণে আমি ভূষিত হইলাম এবং কিন্নরগণ আমার স্তব করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেবদূতগণ আমাকে লইয়া ব্রহ্মার সভায় স্থাপন করিল। আমি রূপসম্পন্ন হইলাম বটে; কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তি রহিল না; দেবদূতগণ আমাকে এই অবস্থায় ব্রহ্মার সম্মুখে স্থাপন করিল। সভাসদ্‌গণ আমাকে দর্শন করিয়া বিস্মিতবদনে পরস্পর জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। কোন কোন সভ্য ধিক্‌ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক আমার নিন্দা করিলেন। ৪৭—৫৯। কিঙ্করগণ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—'এই তোমার সম্মুখে চতুরানন ব্রহ্মা, তুমি ব্রহ্মসভায় উপনীত হইয়াছ; সুরগণ সভায় বিদ্যমান রহিয়াছেন, তুমি প্রণাম কর।" কিঙ্করের কথায় আমি দেবগণ সহ দেবদেব ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং লজ্জায় অধোবদন হইয়া সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলাম। হে কুম্ভসম্ভব! অনন্তর সভার সর্ব্বত্রই দেব, দ্বিজ ও নৃপগণের যতই পুণ্যাখ্যান

কুতঃ।৬২। তথাতথা মমাতীব ক্ষুদ্বুদ্ধিঃ সম্প্রগচ্ছতি। জানে কিং ভক্ষয়াম্যাশু দৃষদঃ কাষ্ঠমেব বা।৬৩। ততো ময়া প্রণম্যোচ্চৈর্বিজ্ঞপ্তঃ প্রপিতামহঃ। প্রণিপত্য মুনিশ্রেষ্ঠ লজ্জাং ত্যক্ত্বা সুদূরতঃ।৬৪। ক্ষুধা মাং বাধতেঽতীব সাম্প্রতং প্রপিতামহ। তথা পশ্যামি নো কিঞ্চিত্তাদৃগ্ ভোজ্যং প্রযচ্ছ মে।৬৫। ক্ষুৎপিপাসাদয়ো দোষা ন বিদ্যন্তেঽত্র তে কিল। স্বর্গে স্থিতস্য যচ্চৈতত্তৎ কিমেবংবিধং মম।৬৬। পিতামহ উবাচ। ত্বয়া নান্নং কচিদ্দত্তং কস্যচিৎ পৃথিবীতলে। তেনাত্রাপি বুভুক্ষা তে বৃদ্ধিং গচ্ছতি দুর্মতে।৬৭। তথা হৃতানি রত্নানি যানি দৃষ্টিং গতানি তে। চক্ষুর্হীনস্ততো জাতো মম লোকে গতোঽপি চ।৬৮। যস্ত্বং পাতকযুক্তোঽপি সম্প্রাপ্তো মম মন্দিরম্। তদ্বক্ষ্যাম্যখিলং তেঽহং শৃণুষ্বৈকমনাঃ স্থিতঃ।৬৯। যস্মিন্ জলে ত্বয়া মুক্তাঃ প্রাণাঃ পাপাত্মনাপি চ। শ্বেতদ্বীপপতিস্তত্র কলিকালভয়াতুরঃ।৭০। ততোহস্য স্পর্শনাৎ সদ্যো বিমুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ। অন্নাদানাৎ পরা পীড়া জায়তে ক্ষুৎসমুদ্ভবা।৭১। তথা রত্নাপহারেণ সঞ্জাতা চান্ধতা তব। নৈবান্যৎ কারণং কিঞ্চিৎ সত্যমেতন্ময়োদিতম্।৭২। ততো ময়া বিধিঃ প্রোক্তঃ পুনরেব দ্বিজোত্তম। এষোঽপি ব্রহ্মলোকস্তে নরকাদতিরিচ্যতে। তস্মাত্তত্রৈব মাং দেব প্রেষয়স্ব কিমত্র বৈ।৭৩। ব্রহ্মোবাচ। তস্মাত্তত্রৈব গচ্ছ ত্বং প্রেষিতোঽসি কিমত্র বৈ। নরকে তব বাসো ন শ্বেতদ্বীপসমুদ্ভবম্।৭৪। মাহাত্ম্যং নাশমায়াতি শাস্ত্রং স্যাৎ সত্যবর্জিতম্। তস্মাত্ত্বং নিত্যমারূঢ়ো বিমানেঽত্রৈব সুন্দরে।৭৫। গত্বা জলাশয়ে তস্মিন্ যত্র প্রাণাঃ সমুজ্ঝিতাঃ। তমেব নিজদেহং চ ভক্ষয়স্ব যথেচ্ছয়া।৭৬। তত্তবিষ্যতি মদ্বাক্যাদক্ষয়ং জলমধ্যগম্। তাবৎ কালং চ দৃষ্টিস্তে ভোজ্যকালে ভবিষ্যতি।৭৭। ততোঽহং তস্য বাক্যেন দীপোৎসবদিনে সদা। নিশীথেঽত্র সমাগত্য ভক্ষয়ামি নিজাং তনুম্।৭৮।

কীর্ত্তিত হইতে লাগিল, ততই আমার ক্ষুধা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে থাকিল, আমার মনে হইল—কাষ্ঠলোষ্ট্র প্রস্তর যাহা সম্মুখে প্রাপ্ত হই, সত্বর তাহাই ভক্ষণ করি। হে ঋষিসত্তম! অনন্তর আমি লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া লজ্জা দূরে পরিহারপূর্ব্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলাম,—হে পিতামহ! আমি সম্প্রতি অত্যন্ত ক্ষুধাপীড়িত; আমি আমার উপযুক্ত ভোজ্য দর্শন করিতেছি না, আপনি আমাকে যথাবিধি ভোজ্য প্রদান করুন। আমি শুনিয়াছি,—স্বর্গবাসীদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি দোষ নাই। হে পিতামহ! স্বর্গে আসিয়াও আমার কিজন্য এবংবিধ ক্ষুধা-তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইল? পিতামহ উত্তর করিলেন,—দুর্ম্মতে! তুমি পৃথিবীতলে কদাচ কাহাকেও অন্নদান কর নাই; তজ্জন্য তোমার এইরূপ ক্ষুধা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। যাহারই ধনরত্নাদি তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, তুমি সে সকল অপহরণ করিয়াছ, এজন্য আমার সদনে আসিয়াও তোমার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে। তুমি পাতকযুক্ত হইয়াও আমার মন্দিরে আগমন করিয়াছ; অতএব এবিষয়ে সমস্ত বৃত্তান্তই তোমার নিকট বলিতেছি, এইস্থানে অবস্থান করত এক-মনা হইয়া শ্রবণ কর। তুমি পাপাত্মা, কিন্তু যে জলে স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছ, তথায় কাল-কালভয়াতুর শ্বেতদ্বীপপতি বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাহার শরীর স্পর্শে সদ্য তোমার পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি অন্নদান কর নাই; এজন্য ক্ষুধা-জনিত মহাপীড়া জন্মিয়াছে, আর দৃষ্টিমাত্রেই তুমি পররত্নাপহরণ করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি অন্ধ হইয়াছ। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এ বিষয়ে অন্য কোনই কারণ নাই। হে দ্বিজোত্তম! আমি পুনরায় চতুরাননকে কহিলাম,—আপনার এই ব্রহ্মলোক নরক হইতেও প্রবল। হে দেব! আমাকে পুনর্ব্বার সেই স্থানেই প্রেরণ করুন, আমার এস্থানে অবস্থান করিয়া প্রয়োজন নাই।৫০-৭০। ব্রহ্মা বলিলেন,—শ্বেতদ্বীপের পুণ্যপ্রভাবে তোমার নরকে বাস উচিত হয় না, কেননা তোমাকে নরকে প্রেরণ করিলে শ্বেতদ্বীপমাহাত্ম্য বিনষ্ট ও শাস্ত্রবাক্য অসত্য হয়; এখানে থাকিয়া তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, তোমাকে সেই জলাশয়েই প্রেরণ করিব! তুমি যেস্থানে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলে, তোমার শব দেহ সেই জলাশয়েই পতিত রহিয়াছে। তুমি এই বিমানবরে আরোহণ করিয়া প্রতিদিনই সেই জলাশয়ে গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষানুসারে নিজ মাংস ভক্ষণ কর। আমার বাক্যে তোমার সেই জলাশয়স্থিত দেহমাংস অক্ষয় হইবে এবং তুমি যতক্ষণ ভক্ষণ করিবে, ততক্ষণ তোমার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। হে মুনিবর! অনন্তর ব্রহ্মার বাক্যে আমি দীপোৎসব-দিবসের নিশীথ

ততস্তৃপ্তিঃ প্রগচ্ছামি যাবদ্দেবং দিনং স্থিতম্। মানুষং চ তথা বর্ষমীদৃগ্রূপো ব্যবস্থিতঃ। ৭৯। নাস্ত্যসাধ্যং মুনিশ্রেষ্ঠ তব কিঞ্চিজ্জগত্রয়ে। যেনৈকং চুলুকং কৃত্বা নিপীতঃ পয়সাং নিধিঃ। ৮০। তস্মান্মুনে দয়াং কৃত্বা মমোপরি মহত্তরাম্। অকৃত্যাত্রক্ষ মামস্মাৎ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাৎ। ৮১। তথা দৃষ্টিপ্রদানং মে কুরুষ মুনিসত্তম। নির্ব্বিণ্নোঽস্ম্যন্ধভাবেন নান্যা ত্বত্তোঽস্তি মে গতিঃ। ৮২। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃপয়া মম মানসম্। দ্রবীভূতং তদা বাক্যমবোচং তং রঘূত্তম। ৮৩। ত্বমন্ননিষ্ক্রয়ং দেহি কণ্ঠস্থমিহ ভূষণম্। যেন নাশং প্রয়াত্যেষা বুভুক্ষা জঠরোদ্ভবা। ৮৪। তথাদ্যপ্রভৃতি প্রাজ্ঞ রত্নদীপান্ সুনির্ম্মলান্। অত্রৈব সরসস্তীরে দেহি দামোদরায় চ। ৮৫। যেন সঞ্জায়তে দৃষ্টিঃ শাশ্বতী তব নির্ম্মলা। মম বাক্যাদসন্দিগ্ধং সত্যেনাত্মানমালভে। ৮৬। রাজোবাচ। মমোপরি দয়াং কৃত্বা ত্বমেব মুনিসত্তম। গৃহাণ রত্নসম্ভূতং কণ্ঠাভরণমুত্তমম্। ৮৭। ততো দয়াভিভূতেন ময়া তস্য প্রতিগ্রহঃ। নিঃস্পৃহেণাপি সঙ্কীর্ণো মুনিনারণ্যবাসিনা। ৮৮। ততঃ প্রক্ষাল্য মে পাদৌ যাবত্তেনান্ননিষ্ক্রয়ে। বিভূষণমিদং দত্তং ভক্ত্যা ভাবিতাত্মনা। ৮৯। ততস্তস্য প্রনষ্টা সা বুভুক্ষা তৎক্ষণান্নৃপ। সঞ্জাতা পরমা তৃপ্তির্দৈব-
া। ৯০। তস্য নষ্টং মৃতং কায়ং তচ্চ
িঃ পুরোদ্ভবম্। যদাসীদক্ষয়ং নিত্যং তস্মিঃ-
স্তোয়ে ব্যবস্থিতম্। ৯১। ততঃ সংস্থাপিতস্তেন তস্মিন্ স্থানে সুভক্তিতঃ। দামোদরো রঘুশ্রেষ্ঠ কৃত্বা প্রাসাদমুত্তমম্। ৯২। তস্যাগ্রে শ্রদ্ধয়া যুক্তো দীপং দদ্যাদ্যথাযথা। তথাতথা ভবেদ্দৃষ্টিস্তস্য নিত্যং সুনির্ম্মলা। ৯৩। ততো মাসাৎ সমাসাদ্য দিব্যচক্ষুর্মহীপতিঃ। স বভূব নৃপশ্রেষ্ঠঃ স্পৃহণীয়তমঃ সতাম্। ৯৪। ততঃ প্রোবাচ মাং হৃষ্টঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ। হর্ষগদ্গদয়া বাচা প্র স্বতস্ত্রিদিবং প্রতি। ৯৫। ত্বৎপ্রাসাদাৎ প্রনষ্টা মে বুভুক্ষাতিসুদারুণা।

সময়ে সতত এই জলাশয়ে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকি। মানুষমানের এক বৎসরে এক দৈব দিন হয়, আমি এবংবিধ রূপ প্রাপ্ত হইয়া দৈবদিন বা মানব বৎসর কাল এইরূপে স্বীয় মাংস দ্বারা বভুক্ষানিবৃত্তি করিতেছি। হে ঋষিসত্তম! আপনি এক গণ্ডূষে নিঃশেষরূপে সাগর পান করিয়াছিলেন; অতএব ত্রিজগতে আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। হে ঋষি! আমার প্রতি অনন্ত দয়া করিয়া আমাকে মাংসভক্ষণরূপ সর্ব্বলোকনিন্দিত অকার্য্য হইতে রক্ষা করুন। হে মুনীশ্বর! আমাকে নয়ন দান করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি নয়নহীন হইয়া পরম নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছি। আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। হে রঘুবর! সেই রাজার কথায় আমার মন দয়ায় দ্রবীভূত হইল। আমি তাঁহাকে কহিলাম,—হে প্রাজ্ঞ! আপনি অন্নদান করেন নাই, এক্ষণে অন্নের বিনিময়ে আপনার কণ্ঠভূষণ প্রদান করুন; এই রত্নদানে আপনার জঠরোদ্ভবা বুভুক্ষা নিবৃত্তি পাইবে; আর আপনি দামোদরের উদ্দেশে এই সরোবরতীরে আজ হইতে সুনির্ম্মল রত্নদীপ প্রদান করুন। ইহাতে আপনি অক্ষয় নির্ম্মলা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবেন। আমি শপথ করিয়াই বলিতেছি; আপনি আমার বাক্যে সন্দেহ করিবেন না। রাজা বলিলেন, হে মুনিসত্তম। আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনিই এই রত্নসম্ভূত অনুত্তম কণ্ঠাভরণ গ্রহণ করুন। হে রাম! আমি অরণ্যবাসী ঋষি; যদিও আমার আচরণ নিঃস্পৃহ হওয়া উচিত; তথাচ আমি তাহার প্রার্থনায় দয়াভিভূত হইয়া তাহার প্রতিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ভাবিতাত্মা নৃপ পরম ভক্তিভরে আমার চরণদ্বয় ধৌত করিয়া অন্নের নিষ্ক্রয়স্বরূপ এই ভূষণ আমাকে প্রদান করিলেন। হে নৃপ! তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুভুক্ষা বিনষ্ট হইল, স্বর্গীয় পীযুষপানে যেমন অশেষ তৃপ্তি হয়, তিনিও তদ্রূপ তৃপ্তিলাভ করিলেন। ৭৪-৯০। অনন্তর যে জলাশয়ে পূর্ব্বে তাঁহার জীর্ণ মৃতকায় পতিত ও ব্রহ্মার বাক্যে সতত অক্ষয় হইয়াছিল, নৃপ পরম ভক্তি সহকারে সেই জলাশয়তীরে এক অনুত্তম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দেব দামোদরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে রঘুবর! অনন্তর রাজা প্রাসাদ-সম্মুখে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যেমন যেমন দীপ দান করিতে লাগিলেন; তেমন তেমনই তাঁহার সুনির্ম্মল দৃষ্টি লাভ হইতে লাগিল। মহীপতির একমাস কাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া সাধুদিগের সম্মত ও নৃপগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। অনন্তর রাজা হৃষ্ট হইলেন, এবং প্রণামপূর্ব্বক অঞ্জলি বন্ধন করিয়া হর্ষগদ্গদবাক্যে আমাকে কহিলেন,—হে বিপ্রবর! আমি সম্প্রতি

তথা দৃষ্টিশ্চ সঞ্জাতা দিব্যা ব্রাহ্মণসত্তম॥ ৯৬॥ অনুজ্ঞাং দেহি মে তস্মাদ্‌যেন গচ্ছামি সাম্প্রতম্। ব্রহ্মলোকং মুনিশ্রেষ্ঠ তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ৯৭॥ ততো ময়া বিনির্মুক্তঃ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। স জগাম প্রহৃষ্টাত্মা ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥ ৯৮॥ এবং মে ভূষণমিদং জাতং হস্তগতং পুরা। তব যোগ্যমিদং জ্ঞাত্বা তুভ্যং তেন নিবেদিতম্॥ ৯৯॥ ততঃপ্রভৃতি রাজেন্দ্র সমাগত্যাত্র মানবাঃ। রত্নদীপান প্রদয়োচ্চৈঃ স্নাত্বাত্র সলিলে শুভে। কার্ত্তিকে মাসি নির্যান্তি দেহান্তে ত্রিদবালয়ম্॥ ১০০॥ যে পুনঃ প্রাণসন্ত্যাগং প্রকুর্ব্বন্তি সমাহিতাঃ। পাপাত্মানোঽপি তে যান্তি ব্রহ্মলোকং রঘূত্তম॥ ১০১॥ ততো দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ প্রভাবং তজ্জলোদ্ভবম্। পাংশুভিঃ পূরয়ামাস সমন্তাদ্ভয়সঙ্কুলঃ॥ ১০২॥ তদদ্য দিবসঃ প্রাপ্তো দীপোৎসবসমুদ্ভবঃ। সুপুণ্যোঽত্র মমাদেশাত্বং কুরুষ সুকূপিকাম্॥ ১০৩॥ তস্যাং স্নানং বিধায়াথ পিতৄংস্তর্পয় রাঘব। দেবস্যাস্য পুরো দেহি রত্নদীপমনুত্তমম্॥ ১০৪॥ যেন সঞ্জায়তে সিদ্ধিব্রহ্মলোকসমুদ্ভবা। অনেনৈব শরীরেণ সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥ ১০৫॥ ততস্তে রাঘবাদেশাৎ সর্ব্বে রাক্ষসবানরাঃ। তস্মিন্ দেশে বিনিদধ্যুঃ কূপিকাং বিমলোদকাম্॥ ১০৬॥ তত্র স্নাত্বা পিতৄংস্তর্প্য রত্নদীপং প্রদায় চ। সমস্তং কার্ত্তিকং যাবদযোধ্যাং প্রস্থিতাস্ততঃ॥ ১০৭॥ ততো বিভীষণং মুক্তা হনূমন্তঞ্চ বানরম্। ব্রহ্মলোকং গতাঃ সর্ব্বে তত্তীর্থস্য প্রভাবতঃ॥ ১০৮॥ সূত উবাচ। অদ্যাপি দীপদানং যঃ কুরুতে তত্র সাদরম্। সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি স্নাত্বা তত্র জলে শুভে। স সর্ব্বপাতকৈর্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১০৯॥ এবং তত্র সমুৎপন্নং তত্তড়াগং শুভাবহম্। আনর্ত্তীয়ং তথা বিষ্ণুকূপিকা সা চ শোভনা॥ ১১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আনর্ত্তকতীর্থকূপিকামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৩॥

ত্রিদশালয়ে গমন করিতেছ, আপনার প্রসাদে আমার অতিদারুণ বুভুক্ষানিবৃত্তি ও দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্তি হইয়াছে; এক্ষণে আদেশ করুন, হে ঋষিসত্তম! এই তীর্থপ্রভাবে আমি ব্রহ্মলোকে গমন করিব, আমার গমন নির্ব্বিঘ্ন হউক। হে রাজন্! সেই নৃপ আমাকে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিলে আমি তাঁহাকে বিদায় দিলাম। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে সনাতন ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে রত্নভূষণ আমার করতলগত হইয়াছে; আপনিই ইহার যোগ্য জানিয়া সম্প্রতি আপনাকে এই ভূষণ অর্পণ করিলাম। হে নৃপসত্তম! রাজা ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পর মানবগণ তদবধি এই স্থানে আগমন, জলাশয়ে অবগাহন ও রত্নদীপ দান করিয়া থাকে। যে সকল লোক কার্ত্তিক মাসে এই তীর্থে আগমন করে, দেহাবসানে ত্রিদশালয়ে তাহাদের আলয় হয়। যাহারা সমাহিত হইয়া এই জলাশয়ে জীবন বিসর্জ্জন করে, হে রঘূত্তম! পাপাত্মা হইলেও তাহারা ব্রহ্মপুরে গমন করে। হে রঘুবর! অনন্তর সহস্রলোচন ইন্দ্র সেই জলের এবম্ভূত প্রভাবদর্শনে ভীত হইয়া ধূলিদ্বারা জলাশয় পূর্ণ করিলেন। হে রাজন্! আজ সেই উত্তম পুণ্যজনক দীপোৎসবের দিন উপস্থিত। আমার আদেশে তুমি ঐ স্থানে একটী মনোহর ক্ষুদ্রকূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ কর। হে রাঘব! পরে দেব দামোদরের প্রাসাদসম্মুখে দীপদান কর। এইরূপ করিলে এই মানবদেহেই ব্রহ্মলোকাদ্ভব সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে। আমি ইহা সত্যই বলিতেছি, অনন্তর রাঘবের আদেশে নিশাচর ও বানরগণ সেই স্থলে একটী ক্ষুদ্র বিমলোদক কূপ নির্ম্মাণ করিয়া সেই কূপে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিলেন এবং সমস্ত কার্ত্তিকমাস এইরূপে দামোদরপ্রাসাদে রত্নদীপ দান করিয়া তদনন্তর অযোধ্যায় প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর রাম অযোধ্যায় উপনীত হইলে, বানরবর হনূমান্ ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ ব্যতীত সকলেই সেই তীর্থপ্রভাবে সশরীরে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সূত কহিলেন,—অদ্যাপি কার্ত্তিকমাসে যে সকল লোক আদরসহকারে সেই শুভজল ক্ষুদ্রকূপে স্নান ও পিতৃতর্পণ করে, নিখিল কলুষবিমুক্ত হইয়া তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! এইরূপে তথায় শুভাবহ আনর্ত্তীয় তড়াগ ও সুশোভনা বিষ্ণুকূপিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৯১—১১০।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৩॥

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। রাক্ষসৈস্তত্র লিঙ্গানি যানি ভক্ত্যা সমর্চ্চিতৈঃ। স্থাপিতানি চ মাহাত্ম্যং তেষাং সূত প্রকীর্ত্তয়॥ ১॥ সূত উবাচ। তেষাং পূজাকৃতে রৌদ্রা-রাক্ষসা বলবত্তরাঃ। লঙ্কাপূর্য্যাঃ সমায়ান্তি সদৈব শতশঃ পুরা॥ ২॥ আগচ্ছন্তো ব্রজন্তস্তে মার্গে ক্ষেত্রে চ তত্র চ। ভক্ষয়ন্তি জনৌঘাংশ্চ বালবৃদ্ধান্ জনানপি॥ ৩॥ ততস্তে মানবাঃ সর্ব্বে প্রদ্রবন্তঃ সমন্ততঃ। ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তি প্রাণরক্ষণ-তৎপরাঃ॥ ৪॥ তথান্যে বহবো গত্বা হ্যযোধ্যাখ্যাং মহাপুরীম্। রামপুত্রং নৃপশ্রেষ্ঠং কুশং প্রোচুঃ সুদুঃখিতাঃ॥ ৫॥ তব পিত্রা সমং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বং যে রাক্ষসা নৃপ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে বিভীষণ-পুরঃসরাঃ॥ ৬॥ সংস্থাপিতানি লিঙ্গানি চতুর্বক্ত্রাণি তত্র বৈ। রাক্ষসেন্দ্রৈঃ স্বমন্ত্রৈস্তৈস্তস্য ক্ষেত্রস্য পশ্চিমে॥ ৭॥ তেনৈব চানুষঙ্গেণ সমাগচ্ছন্তি নিত্যশঃ। তস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রকুর্ব্বন্তি তথা লোকস্য ভক্ষণম্॥ ৮॥ যদি বা তানি লিঙ্গানি কশ্চিৎ সম্পূজয়েন্নরঃ। সদ্যো বিনাশমায়াতি সোঽপ্যনর্থো মহানভূৎ॥ ৯॥ তস্মাদ্ যদি ন রক্ষাং নঃ করিষ্যসি মহীপতে। তচ্ছনৈর্যাস্যতে লোকঃ সর্ব্বোঽপ্যয়ং সংক্ষয়ং ধ্রুবম্॥ ১০॥ তচ্চ ক্ষেত্রং বিশেষেণ যত্রাগচ্ছন্তি তে সদা। রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো মহা-মাংসস্য লোলুপাঃ॥ ১১॥ তচ্ছ্রুত্বা স নৃপস্তূর্ণং স্বামাত্যানাং ন্যবেদয়ৎ। রাজ্যভারং ততস্তত্র বলেন সহিতো যযৌ॥ ১২॥ অথ প্রাপ্তং কুশং দৃষ্ট্বা হতশেষা দ্বিজোত্তমাঃ। প্রোচুস্তং ভর্ৎসয়িত্বা তু বচনৈঃ পরুষাক্ষরৈঃ॥ ১৩॥ কিমেবং ক্রিয়তে রাজ্যং যথা ত্বং ক্ষত্রিয়াধমঃ। করোষি যত্র বিধ্বংসং রাক্ষসৈর্নীয়তে জনঃ॥ ১৪॥ নূনং জাতো ন রামেণ ভবান্ রাবণসম্ভবঃ। যেনোপেক্ষসি সর্ব্বান্নো রাক্ষসৈঃ পরিপীড়িতান্॥ ১৫॥ সত্যমেতৎপুরা প্রোক্তং নীতিশাস্ত্রবিচক্ষণৈঃ। যস্য বর্ণস্য যো রাজা স বর্ণঃ সুখমেধতে॥ ১৬॥ তস্মাত্বং রাক্ষসোদ্ভূতো

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! হাটকেশ্বরে রাক্ষসগণ ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই সকল লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—পুরাকালে মহাবল ভীষণ শত শত রাক্ষস সেই সকল লিঙ্গের পূজার জন্য লঙ্কাপুরী হইতে নিত্য হাটকেশ্বরে আগমন করিত। তাহাদের ক্ষেত্রে আগমন ও স্বীয় পুরে প্রতিগমনসময়ে পথিমধ্যে যে সকল বাল বৃদ্ধ মানব তাহাদের সম্মুখে পতিত হইত, তাহারা সকলকেই ভক্ষণ করিত। মানবগণ তখন রাক্ষসভয়ে ভীত ও প্রাণরক্ষায় তৎপর হইয়া ক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। অন্য অনেক মানব সমবেত হইয়া মহাপুরী অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক দুঃখিতহৃদয়ে রামতনয় নৃপসত্তম কুশকে নিবেদন করিল। তাহারা কহিল,—হে নৃপ! পুরাকালে বিভীষণ-প্রমুখ প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ আপনার পিতার সহিত হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব মন্ত্রানুসারে ক্ষেত্রের পশ্চিমদিকে অনেক চতুর্ব্বক্ত্র লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছে; তাহারা সেই লিঙ্গ পূজা ব্যপদেশে নিত্য ক্ষেত্রে আগমন ও লোক সকল ভক্ষণ করিতেছে। যদি বা কোন নর রাক্ষস-প্রতিষ্ঠিত সেই লিঙ্গ সকলের পূজা করে, তবে তাহার সদ্য বিনাশ হয়; অতএব ইহা আমাদের পক্ষে এক মহা অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। হে মহীপতে! আপনি যদি আমাদের রক্ষা না করেন, তবে নিশ্চিতই ক্রমে ক্রমে নিখিল লোকই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। বিশেষত যে হাটকেশ্বরে রাক্ষসগণের লিঙ্গনিচয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নরমাংস-লোলুপ ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের গমনাগমনে সেই হাটকেশ্বর জনমানববিহীন হইবে! মহীপতি কুশ সমাগত মানবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সত্বর অমাত্যগণের প্রতি রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া সসৈন্যে হাটকেশ্বরে যাত্রা করিলেন।১—১২। অনন্তর কুশ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে উপনীত হইলে হতশেষ দ্বিজসত্তমগণ পরুষ বাক্যে বিবিধ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—তোমার এ কিরূপ রাজ্যপালন! তুমি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অধম; তুমি রাক্ষসগণ দ্বারা আমাদের ধ্বংসসাধন করিতেছ। রাক্ষসগণ আমাদিগকে পীড়িত করিলেও তোমার নিকট তাহা উপেক্ষিত হইতেছে; অতএব আমাদের মনে হয়, নিশ্চিতই তুমি রামের তনয় নহ, রাক্ষস রাবণ হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। অহো! পুরাকালে নীতিশাস্ত্রবিশারদগণ ইহা সত্যই কহিয়া গিয়াছেন;—যখন যে বর্ণের

রাক্ষসৈর্দ্বিজসত্তমান্। উপেক্ষসে ততঃ সর্ব্বান্ ভক্ষ্যমাণাংস্তথাপরান্ ॥ ১৭ ॥ আর্ত্তানাং যত্র লোকানাং দোষৈঃ পার্থিবসম্ভবৈঃ। পতন্ত্যশ্রূণি ভূপৃষ্ঠে তত্র রাজা স দোষভাক্ ॥ ১৮ ॥ কুশ উবাচ। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং বিপ্রা ন ময়া জ্ঞাতমীদৃশম্। রাক্ষসেভ্যঃ সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণানাং পরাভবঃ ॥ ১৯ ॥ অদ্যপ্রভৃতি যঃ কশ্চিদ্বিনাশং নীয়তে কচিৎ। ব্রাহ্মণো বাথবান্যোঽপি তস্তবেন্মম পাতকম্ ॥ ২০ ॥ এবমুক্তা ততস্তূর্ণং প্রেষয়ামাস রাঘবঃ। বিভীষণায় স ক্রুদ্ধো দূতং ভয়বিবর্জ্জিতম্ ॥ ২১ ॥ গচ্ছ দূত দ্রুতং গত্বা ত্বয়া বাচ্যো বিভীষণঃ। রামোচিতস্ত্বয়া স্নেহো ময়া সহ কৃতো মহান্ ॥ ২২ ॥ যদ্রাক্ষসগণৈঃ সার্দ্ধং মম ভূমিং সমন্ততঃ। ত্বং ক্লেশয়সি দুর্ব্বুদ্ধে মাং বিশ্বাস্য সুভাষিতৈঃ ॥ ২৩ ॥ মম পিত্রা কৃতেয়ং তে প্রতিষ্ঠা রাক্ষসাধম। তেন নো হন্মি তে ভ্রাতা যথা তাতেন শাসিতঃ ॥ ২৪ ॥ বিষবৃক্ষোঽপি যো বৃদ্ধিং স্বয়মেব প্রণীয়তে। কথং সংছিদ্যতে সোঽত্র স্বয়মেব মনীষিভিঃ ॥ ২৫ ॥ তস্মাদদ্য দিনাদূর্দ্ধং যদি কশ্চিন্নিশাচরঃ। সমুদ্রস্যোত্তরং পারং কথঞ্চিদাগমিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ তদহং সত্বরং প্রাপ্য লঙ্কাং তব পুরীমিমাম্। সসৈন্যো ধ্বংসয়িষ্যামি তথা সর্ব্বান্নিশাচরান্ ॥ ২৭ ॥ ত্বাঞ্চ বদ্ধা দৃঢ়ৈঃ পাশৈর্নিগড়ৈশ্চ সুসংযতম্। কারাসংস্থং করিষ্যামি সদ্য এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ এবমুক্তস্ততো দূতো গত্বা সেতুং দ্রুতং ততঃ। দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং দেবং যাবদগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥ তাবৎ পৃষ্টো জনৈঃ কৈশ্চিৎকস্ত্বং বৎস ইহাগতঃ। কেন কার্য্যেণ নো ক্রহি নাত্র গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ৩০ ॥ দূত উবাচ। অহং কুশেন ভূপেন বিভীষণগৃহং প্রতি। প্রেষিতঃ কার্য্যমুদ্দিশ্য তত্র যাস্যাম্যহং কথম্ ॥ ৩১ ॥ জনা উচুঃ। নাতঃ পরং নরঃ কশ্চিদ্গন্তুং শক্তঃ কথঞ্চন। ভগ্নঃ সেতুর্যতো মধ্যে রামেণাক্লিষ্ট-

রাজা অর্থাৎ রাজা যে জাতি হয়, তজ্জাতীয় প্রজাগণই সুখভোগ করিয়া থাকে। অতএব নিশ্চিতই তুমি রাক্ষস হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অন্যথা দ্বিজসত্তম ও অন্যান্য প্রজাগণকে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ দেখিয়া কেন উপেক্ষা করিবে! রাজার দোষে যে ভূপৃষ্ঠে আর্ত্ত-লোকের নয়নবারি পতিত হয়, তথায় রাজাই দোষভাক্ সন্দেহ নাই। কুশ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে ক্ষমা করুন। রাক্ষস হইতে যে দ্বিজগণের পরাভব উপস্থিত হইয়াছে, আমি ইহা বিদিত নহি। অদ্য হইতে ব্রাহ্মণই হউক কিংবা অন্য যে কোন মানবই হউক, যদি কদাচ কেহ রাক্ষসগ্রাসে পতিত হয়, তবে সে পাতক আমার হইবে। রঘুবংশসম্ভব কুশ দ্বিজগণকে এইরূপ কহিয়া ক্রোধভরে সত্বর বিভীষণসমীপে জনৈক নির্ভীক দূত দ্রুত প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—হে দূত! তুমি সত্বর লঙ্কাপুরে গমনপূর্ব্বক রাক্ষসরাজ বিভীষণকে আমার এই সকল বাক্য জানাইবে! বলিবে—"তুমি রামের সহিত যেরূপ স্নেহনিবদ্ধ ছিলে, আমার সহিতও তদ্রূপ মহা স্নেহবন্ধন প্রদর্শন করিয়া থাক; কিন্তু রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি এক্ষণে রাক্ষসগণ সহ আমার রাজ্যে আগমন করিয়া আমার প্রজাগণের ধ্বংস সাধন করিতেছ; অতএব আমার নিশ্চিতই মনে হয়, তুমি মনোহর বাক্যে আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আমাকে ক্লিষ্ট করিতেছ!—হে রাক্ষসসত্তম! আমার পিতা কর্ত্তৃক তুমি প্রতিষ্ঠিত; অতএব তাত যেরূপ তোমার ভ্রাতাকে শাসিত করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তদ্রূপ নিহত করিতে অসমর্থ; কেন না, মনীষিগণ কহিয়া থাকেন,—বিষবৃক্ষও বর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং তাহা ছেদন করা যায় না! অতএব অদ্য হইতে যদি কোন নিশাচর সাগরের উত্তর পারে আমার রাজ্যে আগমন করে, তবে আমি সসৈন্যে লঙ্কানগরীতে উপনীত হইয়া নিশাচরগণের ধ্বংসসাধন এবং তোমাকে সদ্য দৃঢ় নিগড় ও পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া কারাগার মধ্যে নিক্ষেপ করিব, সংশয় নাই।" দূত কুশ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্বর সাগরসেতুর উপর উপনীত ও সম্মুখস্থ রামেশ্বর দর্শন করিয়া যেমন কিছুদূর অগ্রসর হইল, অমনই কতিপয় লোক তথায় উপনীত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল;—বৎস! কে তুমি? কি কার্য্যের জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছ? আমাদের নিকট বল। মানবগণ এইস্থানে আগমন করিতে সমর্থ হয় না।১৩-৩০। দূত উত্তর করিল,—রামতনয় কুশ ভূপতি কোন কার্য্য বশতঃ আমাকে বিভীষণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার সমীপে গমন করিব। মানবগণ উত্তর করিল,—অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম সেতুর মধ্যদেশ ছিন্ন করিয়া

কর্ম্মণা ॥ ৩২ ॥ তস্মাদত্রৈব তে কার্য্যাং সিদ্ধিং দূত প্রয়াস্যতি। বিভীষণকৃতং সর্ব্বং দর্শনাত্তস্য রক্ষসঃ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বদা রাক্ষসেন্দ্রোঽসৌ শুভং রামেশ্বরত্রয়ম্। ত্রিকালং পূজয়ত্যেব নিয়মং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥ লঙ্কাদ্বারে স্থিতো যো বৈ সেতুখণ্ডে মহেশ্বরঃ। প্রভাতে কুরুতে তস্য স্বয়ং পূজাং বিভীষণঃ ॥ ৩৫ ॥ জলমধ্যগতং যচ্চ সেতুখণ্ডং দ্বিতীয়কম্। তত্র রামেশ্বরো যশ্চ মধ্যাহ্নে তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ এবং দেবং নিশীথে চ সর্ব্বদাগত্য ভক্তিতঃ। সম্পূজয়েন্ন সন্দেহঃ সত্যমেতৎপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাত্তিষ্ঠ ত্বমব্যগ্রঃ স্থানেঽত্রৈব সমাহিতঃ। যাবদাগমনং তস্য রাক্ষসস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥ তেনৈব সহিতঃ পশ্চাৎ স্বেচ্ছয়া তস্য মন্দিরম্। প্রযাস্যসি গৃহং বাপি স্বকীয়ং তদ্বিসর্জ্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥ অথঃ তেষাং তদাকর্ণ্য স দূতো হর্ষসংযুতঃ। বাঢ়মিত্যেব চোক্ত্বাথ তত্র চৈব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ অথ প্রাপ্তে নিশার্দ্ধে স রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ। বিভীষণঃ সমায়াতস্তস্মিন্নায়তনে শুভে ॥ ৪১ ॥ বিমানবরমারূঢ়ঃ স্তূয়মানঃ সমন্ততঃ। রাক্ষসৈর্ব্বন্দিরূপৈস্তৈর্গীয়মানস্তথা পরৈঃ ॥ ৪২ ॥ উত্তীর্য্য চ বিমানাগ্র্যাৎ কৃত্বাথ ত্রিঃ প্রদক্ষিণাম্। রামেশ্বরং প্রণম্যোচ্চৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার সঃ ॥ ৪৩ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ ভক্তানামভয়প্রদ। সর্ব্বতঃপাণিপাদং তে সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ॥ ৪৪ ॥ ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বং চন্দ্রস্ত্বং প্রভাকরঃ। ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং চতুর্ব্বক্ত্র শক্রস্ত্বং পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥ যথা তিলগতং তৈলং গূঢ়ং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। তথা ত্বং সর্ব্বলোকেষু গূঢ়স্তিষ্ঠসি শঙ্কর ॥ ৪৬ ॥ যথা কাষ্ঠগতো বহ্নিঃ সংস্থিতোঽপি ন লক্ষ্যতে মূঢ়ৈঃ সর্ব্বত্রসংস্থোঽপি তথা ত্বং নৈব লক্ষ্যসে ॥ ৪৭ ॥ যথা দধিগতং সর্পির্নিগূঢত্বেন সংস্থিতম্। চরাচরেষু ভূতেষু তথা ত্বং দেব সংস্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা জলং ধরাপৃষ্ঠাৎ

জলধিজলে পাতিত করিয়াছেন, এজন্য কোন মানবই ইহার পথে আর কোনক্রমেই অগ্রসর হইতে সমর্থ নহে। হে দূত! এই স্থানেই তোমার রাক্ষসরাজ বিভীষণের দর্শন লাভ ও অন্যান্য সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে। রাক্ষসসত্তম বিভীষণ সতত নিয়মধারণপূর্ব্বক শুভাবহ রামেশ্বরত্রয়ের ত্রৈকালিক পূজা করিয়া থাকেন। রাম সাগরসেতুর তিন স্থানে তিনটী লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি যখন সেতুর মধ্যদেশ সাগরমধ্যে পাতিত করেন, তখন মধ্যদেশস্থিত লিঙ্গমূর্ত্তিও সমুদ্রে পতিত হয়, আর অপর দুইটী যথাস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাক্ষসরাজ বিভীষণ—যে লিঙ্গ লঙ্কাদ্বারে বিদ্যমান, প্রভাতে ঐ প্রথম লিঙ্গের, যাহা জলধিজলে নিমজ্জিত, মধ্যাহ্নে সেই দ্বিতীয় লিঙ্গের এবং যে লিঙ্গ পরপারে অবস্থিত, নিশীথসময়ে সেই তৃতীয় লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। আমি সত্য বলিতেছি, বিভীষণ পরমভক্ত; এজন্য তিনি স্বয়ংই ভক্তিভরে এই রামেশ্বরত্রয়ের পূজা করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অতএব যতক্ষণ না রাক্ষসরাজ বিভীষণ আগমন করেন, ততক্ষণ তুমি সমাহিত হইয়া অব্যগ্রভাবে এই স্থানে অবস্থান কর, তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে হয় তাঁহার সহিত লঙ্কানগরী গমন, না হয় তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বপুরে প্রস্থান, উভয়ের মধ্যে যেরূপ অভিলাষ, তাহাই সম্পন্ন হইবে। অনন্তর দূত তত্রত্য মানবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া, তাঁহাদের বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল। তদনন্তর নিশার্দ্ধ সময় উপস্থিত হইলে বিভীষণ অন্যান্য রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক সেই সুশোভন দেবায়তনে উপস্থিত হইলেন। দূত দেখিল—স্তুতিপাঠক রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া স্তব ও অপর কেহ কেহ তাঁহার স্তুতিগাথা কীর্ত্তন করিতেছে; তিনি বিমানবর হইতে অবতরণ, বারত্রয় রামেশ্বরের প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বক্ষ্যমাণ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। বিভীষণ বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! আপনি ভক্তগণের অভয়প্রদ, আপনাকে নমস্কার; হে দেব! সকলদিকেই আপনার পাণি, পাদ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ; আপনি যজ্ঞ, বষট্কার, চন্দ্র, দিবাকর, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এমন কি পরমেশ্বরও আপনিই। তিলের মধ্যে তৈল যেরূপ গূঢ়রূপে বিদ্যমান, হে শঙ্কর! আপনিও ত্রিলোকে তদ্রূপ গুপ্তভাবে সতত বিরাজ করেন। কাষ্ঠের মধ্যে অনল থাকিলেও যেরূপ লক্ষিত হয় না, সর্ব্বত্র গূঢ়রূপে বিরাজিত আপনাকেও তদ্রূপ কেহ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। হে দেব! দধির মধ্যে ঘৃত যেমন গূঢ়রূপে অবস্থিত, চরাচর ভূতপ্রবাহেও

খননাপ্নোতি মানবঃ। তথা ত্বাং পূজয়িত্বাং মোক্ষমাপ্নোত্যসংশয়ম্। ৪৯। তাবচ্চ দুর্লভঃ স্বর্গস্তাবদ্ধুরাশ্চ শত্রবঃ। যাবদেব ন সন্তোষং ত্বং করোষি শরীরিণাম্। ৫০। তাবল্লক্ষ্মীশ্চলা নৃণাং তাবদ্রোগাঃ পৃথগ্বিধাঃ। ন যাবদ্দেবদেব ত্বং সন্তোষং সম্প্রয়াস্যসি। ৫১। তাবৎপুত্রোদ্ভবং দুঃখং তথা প্রিয়সমুদ্ভবম্। যাবত্বং দেব নায়াসি সন্তোষং দেহিনামিহ। ৫২। এবং স্তুত্বা ততো লিঙ্গং স্নাপয়িত্বা যথাবিধি। গন্ধানুলেপনৈর্দিব্যৈর্মর্দ্দয়ামাস বৈ ততঃ। ৫৩। পরিজাতকপুষ্পৈশ্চ তথা সন্তানসম্ভবৈঃ। কল্পপাদপসম্ভূতৈস্তথা মন্দারজৈরপি। ৫৪। পূজাং চক্রে সুবিস্তীর্ণাং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। দিব্যৈরাভরণৈর্ভূষ্য বিদ্যবস্ত্রৈস্ততঃ পরম্। ৫৫। স চ গীতং স্বয়ং চক্রে তালমাদায় পাণিনা। মূর্চ্ছাতালকৃতং রম্যং সপ্তস্বরবিরাজিতম্। ৫৬। তানযুক্ত্যা সমোপেতং গ্রামৈ রাগৈঃ স্বলঙ্কৃতম্। এবং কৃত্বা স শুশ্রূষাং তস্য দেবস্য ভক্তিতঃ। ৫৭। যাবৎ সম্প্রস্থিতো ভূয়ো লঙ্কাং প্রতি বিভীষণঃ। তাবদ্দূতোঽগ্রতঃ স্থিত্বা কুশবাক্যমুবাচ হ। ৫৮। বিশেষতস্তু তেনোক্তং যত্তস্য পুরতঃ পুরা। অতিকোপাভিভূতেন প্ররক্তনয়নেন চ। ৫৯। তচ্ছ্রুত্বাথ প্রণম্যোচ্চৈর্দূতং প্রাহ বিভীষণঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। ৬০। যদ্যেবং বিহিতং রাজ্যে রামপুত্রস্য রাক্ষসৈঃ। তন্মূনং তন্ময়া সর্ব্বং বিহিতং দূতসত্তম। ৬১। তস্মান্মহাপ্রসাদো মে কৃতস্তেন মহাত্মনা। কুশেন প্রেষিতো যত্ত্বং মম মূর্খস্য সন্নিধৌ। ৬২। এবমুক্ত্বা স তান্ সর্ব্বাঞ্জোধয়ামাস রাক্ষসান্। যে গত্বা ভূতলে মর্ত্ত্যান্ ধ্বংসয়ন্তি সদৈব হি। ৬৩। ততস্তৈরেব্ চানীয় তস্য দূতস্য সন্নিধৌ। প্রত্যেকং তানুবাচেদং কোপাদশ্রূণি চোৎসৃজন্। ৬৪। যৈঃ কৃতো জনবিধ্বংসো রাক্ষসৈঃ সুদুরাত্মভিঃ। রাজ্যে কুশস্য সম্প্রাপ্তৈঃ প্রভোর্ম্মম মহাত্মনঃ। ৬৫। তে সর্ব্বে যান্তয়া রৌদ্রাঃ প্রভবন্তু সুদুঃখিতাঃ। লঙ্কাদ্বারগতা নিত্যং ক্ষুৎপিপাসানিপীড়িতাঃ। ৬৬। সর্ব্বভোগপরিত্যক্তাঃ শীতাতপসহিষ্ণবঃ। শ্লেষ্মমূত্রকৃতাহারা

তদ্রূপ আপনার সত্তা আছে। মানব যেমন মৃত্তিকা খনন করিলেই জললাভ করে, তদ্রূপ আপনাকে পূজা করিয়াও নর মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। আপনি যতক্ষণ শরীরিগণের প্রতি সন্তুষ্ট না হন, ততক্ষণই তাহাদের স্বর্গ দুর্লভ হয় ও ততকালই তাহাদিগের শত্রুগণ বলবান থাকে। হে দেবদেব! আপনি মানবগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেই তাহাদের লক্ষ্মী চঞ্চলা ও বিবিধ রোগের আক্রমণ সংঘটিত হয়। হে দেব! আপনি যতক্ষণ না দেহীদিগের প্রতি প্রসন্ন হন, ততকালই তাহারা পুত্র ও প্রিয়বিরহদুঃখ অনুভব করে। অনন্তর বিভীষণ এইরূপে স্তব করিয়া যথারীতি রামেশ্বর লিঙ্গের স্নান, দিব্য গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা মর্দ্দন এবং পারিজাত, সন্তানক, কল্পপাদপজাত ও মন্দার কুসুমদ্বারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে দীর্ঘকাল পূজা করিলেন। অনন্তর দিব্যবস্ত্র ও ভূষণসমূহে রামেশ্বরকে ভূষিত করিয়া স্বয়ং করতালি দ্বারা মূর্চ্ছনা, তাল ও লয়যুক্ত সপ্তস্বরসমন্বিত এবং রাগ, গ্রাম ও তান দ্বারা অলঙ্কৃত উত্তম গান করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপ্ত হইল। অনন্তর বিভীষণ যখন এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক রামেশ্বরের বিবিধ শুশ্রূষা করিয়া লঙ্কাপুরীর প্রতি প্রস্থানে উদ্যত হইলেন, অমনই দূত তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া কুশ যেরূপ তাহার সম্মুখে বলিয়াছিলেন, অবিকল নিবেদন করিল। বিশেষতঃ ক্রোধাভিভূত দূত যখন কুশের সেই সকল তীব্র কটূক্তি জ্ঞাপন করে, তখন তাহার নয়ন লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। দূতমুখে কুশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়সহকারে বলিলেন,—হে দূতসত্তম! যদি রামতনয় কুশের রাজ্যমধ্যে রাক্ষসগণ এইরূপ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চিতই তাহা আমা দ্বারা কৃত হইয়াছে। আমি মূর্খ। মহাত্মা নৃপতি কুশ যে আমার সম্মুখে দূত প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা দ্বারা তাঁহার আমার প্রতি অনুগ্রহই করা হইয়াছে।৩১—৬২। বিভীষণ কুশদূতের প্রতি এবম্বিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া যে সকল রাক্ষস ভূতলে গমন করত কুশরাজ্যের প্রজাধ্বংস করিয়াছিল, দূতের সমক্ষেই সেই সকল রাক্ষসের শাসন করিলেন। সকলকেই দূতের সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক ক্রোধে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রত্যেককেই বলিতে লাগিলেন,—মহাত্মা মহীপতি কুশ আমার প্রভু, তোমরা যে কেহ দৌরাত্ম্যসহকারে তাঁহার রাজ্যের প্রজাধ্বংস করিয়া থাক, অতএব তোমরা ক্ষুধাতৃষ্ণা-পীড়িত হও। লঙ্কাদ্বারই তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তোমরা আমার সম্মুখ হইতে বহুদূরে গমন

নিন্দ্যাঃ সর্ব্বজনস্য চ ॥৬৭॥ এবং দত্ত্বাথ তেষাং স শাপং রাক্ষসসত্তমঃ। ততঃ প্রাহ চ তং দূতং পুনরেব কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬৮ ॥ অদ্যপ্রভৃতি নো কশ্চিদ্রাক্ষসঃ সম্প্রয়াস্যতি। তস্মাদ্বাচ্যো রঘুশ্রেষ্ঠো মদ্বাক্যাৎ স কুশস্ত্বয়া। ক্ষম্যতাময়পরাধো মে যদজ্ঞানাদয়ং কৃতঃ ॥ ৬৯ ॥ রাক্ষসৈর্দুষ্টজাতীয়ৈর্নরমাংসস্য লোলুপৈঃ। কৃতশ্চ নিগ্রহস্তেষাং প্রত্যক্ষং তব দূত যঃ ॥ ৭০ ॥ যদন্যদপি কৃত্যং স্যাদ্দৈবং বা মানুষঞ্চ বা। মম ভৃত্যস্য তৎসর্ব্বং কথনীয়মশঙ্কিতম্ ॥ ৭১ ॥ দূত উবাচ। যানি তত্র চ লিঙ্গানি রাক্ষসৈর্নির্ম্মিতানি চ। তানি গত্বা স্বয়ং শীঘ্রং ত্বমুৎপাটয় রাক্ষস ॥ ৭২ ॥ এতদেব পরং কৃত্যং সর্ব্বলোকসুখাবহম্। স্থাপিতানি চ যাস্তেব মন্ত্রৈ রাক্ষসসম্ভবৈঃ ॥ ৭৩ ॥ সম্পূজিতানি রক্ষোভিশ্চতুর্বক্ত্রাণি রাক্ষস। অজ্ঞানান্মানবঃ কশ্চিদ্যদি পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৭৪ ॥ তৎক্ষণান্নাশমায়াতি এতদ্দৃষ্টং ময়া স্বয়ম্। এতস্মাৎ কারণাদ্বচ্মি ত্বামহং রাক্ষসাধিপ। তৈঃ স্থিতৈর্ভূতলে লিঙ্গৈঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে নিশাচরাঃ ॥৭৫॥ বিভীষণ উবাচ। ময়া পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং রামস্য পুরতঃ কিল। রামেশ্বরমতিক্রম্য ন গন্তব্যং ধরাতলে ॥ ৭৬ ॥ অন্যচ্চ কারণং দূত প্রোক্তমত্র মনীষিভিঃ। দুঃস্থিতং সুস্থিতং বাপি শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ তৎকথং তত্র গত্বাথ লিঙ্গভেদং করোম্যহম্। স্বয়ং মাহেশ্বরো ভূত্বা প্রতিজ্ঞায় চ বৈ স্বয়ম্ ॥ ৭৮ ॥ তস্মাৎ প্রসাদনীয়স্তে মদ্বাক্যাৎ স নরাধিপঃ। যদাযুক্তং ময়া প্রোক্তং তত্বং কুরু বিনিগ্রহম্ ॥ ৭৯ ॥ এবমুক্ত্বাথ তং দূতং রত্নৈঃ সাগরসম্ভবৈঃ। প্রভূতৈর্ভূষয়িত্বাথ বিসসর্জ্জ নৃপং প্রতি ॥ ৮০ ॥ অথ তে রাক্ষসাস্তেন শপ্তাঃ প্রোচুঃ সুদুঃখিতাঃ। কুরু শাপস্য মোক্ষং নঃ সর্ব্বেষাং রাক্ষসেশ্বর ॥ ৮১ ॥ বিভীষণ উবাচ। নাহং করোমি ভূয়োঽপি যুষ্মাকং রাক্ষসাধমাঃ। অনুগ্রহং প্রশপ্তানাং বঞ্চকানাং বিশেষতঃ ॥ ৮২ ॥ তস্মাৎ সোঽপি রঘুশ্রেষ্ঠঃ প্রসাদ্য-

কর। তোমাদের সর্ব্বসৌভাগ্য বিনষ্ট হউক, তোমরা সাতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হও, শীতাতপ সহ্য করিয়া অনেক ক্লেশ ভোগ কর এবং শ্লেষ্মা ও মূত্রভোজী হইয়া অখিল লোকের নিন্দাভাজন হও। অনন্তর বিভীষণ দুরাত্মা রাক্ষসগণের প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া পুনরায় অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দূতকে কহিলেন,—আপনি আমার বাক্যানুসারে ভূপতি রঘুবীর কুশকে কহিবেন অদ্য হইতে আর কোন নিশাচরই তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিবে না, আমি অজ্ঞানবশতঃ এই অপরাধ করিয়াছি, নৃপ কুশ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। রাক্ষসগণ ক্রূরজাতি; অতএব তাহারা নরমাংসলোলুপ। হে দূত! আমি আপনার সমক্ষেই রাক্ষসগণের নিগ্রহ করিলাম। কি দৈব, কি মানুষ, আমার আর যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে, অবিশঙ্কিতহৃদয়ে ভৃত্যের প্রতি আদেশ করুন। দূত উত্তর করিল,—হে রাক্ষস! অন্য আরও কিছু কৃত্য আছে, শ্রবণ কর। তোমার অনুচর নিশাচরগণ হাটকেশ্বরক্ষেত্রে যে সকল লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তুমি স্বয়ং তথায় গমন ও সেই সকল লিঙ্গ উৎপাটন কর, ইহা তোমার এক সর্ব্বলোকসুখাবহ পরমকৃত্য। হে রাক্ষস! নিশাচরগণ রাক্ষসমন্ত্রে তথায় যে সকল চতুর্ব্বক্ত্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা করিয়াছে, অজ্ঞানবশতঃ যদি কোন মানব সেই সকল লিঙ্গের পূজা করে, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে রাক্ষসাধিপ! এজন্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, সেই সকল লিঙ্গ ভূতলে থাকিলে রাক্ষসগণ অবশ্যই তথায় গমন করিবে। আর রাক্ষসগণের গমনে নরগণও যে বিধ্বস্ত হইবে, ইহাও অবশ্যম্ভাবী। বিভীষণ বলিলেন,—হে দূত! আমি পুরাকালে রামসমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, রামেশ্বর অতিক্রম করিয়া কদাচ ধরাতলে গমন করিব না; আর এক কারণ কহিতেছি—মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, সুস্থিতই হউক আর দুঃস্থিতই হউক, শিবলিঙ্গের চালনা কর্ত্তব্য নহে। আমি শিবভক্ত; বিশেষতঃ রামসমীপে প্রতিশ্রুত; অতএব কিরূপে ধরাতলে গমন ও লিঙ্গভেদ করিব? আপনি আমার প্রার্থনা জানাইয়া নরাধিপ কুশকে প্রসন্ন করিবেন; হে দূত! আমার বাক্য যদি অযুক্ত হইয়া থাকে, তবে আমাকে নিগৃহীত করুন। অনন্তর বিভীষণ এইরূপ কহিয়া সাগরজাত বহুবিধ রত্ন দ্বারা দূতকে বিভূষিত করত রাজসমীপে গমন জন্য বিদায় দিলেন। ৬৩—৮০। ইত্যবসরে অভিশপ্ত সুদুঃখিত রাক্ষসগণ বিভীষণসমীপে নিবেদন করিল,—হে রাক্ষসেশ্বর! আমাদিগের শাপমোচন করুন। বিভীষণ উত্তর করিলেন,—হে রাক্ষসাধমগণ! তোমাদের শাপমোচন করিব না, কেননা অভিশপ্ত বঞ্চকের শাপমোচন কর্ত্তব্য নহে। তোমরা আমার

বঃ করিষ্যতি। মম বাক্যাদসন্দিগ্ধং কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ৮৩ ॥ এবমুক্ত্বাথ রক্ষেন্দ্রঃ প্রেষয়ামাস সত্বরম্। দূতং কুশমহীপস্য মানুষং দেবপূজকম্ ॥ ৮৪ ॥ গত্বা ব্রূহি কুশং ভূপং সত্বরং বচনান্মম। এতেষাং মৎপ্রশপ্তানাং রাক্ষসানাং দুরাত্মনাম্। অনুগ্রহং কুরু বিভো দীনানাং ভোজনায় বৈ ॥ ৮৫ ॥ এবমুক্তস্ততস্তেন দূতো দূতেন সংযুতঃ। কুশস্তেন বিনির্যাতঃ সত্বরং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৮৬ ॥ ততো গত্বা দ্রুতং দূতঃ কুশং প্রোবাচ সাদরম্। প্রণিপত্য যথান্যায়ং বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ৮৭ ॥ বিভীষণো ময়া দৃষ্টো দেবে রামেশ্বরে বিভো। পূজার্থং তত্র চায়াতো রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৮৮ ॥ প্রোক্তো ময়া ভবদ্বাক্যমশেষং রঘুনন্দন। শ্রুতং তেনাপি তৎসর্বং বিনয়াবনতেন চ ॥ ৮৯ ॥ অজানতঃ প্রভো তস্য রাক্ষসৈঃ সুদুরাত্মভিঃ। প্রজৈবং পীড়িতা ভূমৌ মহামাংসস্য লোলুপৈঃ ॥ ৯০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা মন্মুখাত্তেন সর্বেষাং নিগ্রহঃ কৃতঃ। যৈঃ কৃতং কদনং ভূমৌ তব পার্থিবসত্তম। কৃতাস্তে বাস্তরাঃ সর্বে পাপাহারবিহারিণঃ ॥ ৯১ ॥ ভবিষ্যথ তথা যূয়ং ক্ষুৎপিপাসানিপীড়িতাঃ। তৈ সর্বৈঃ প্রার্থিতঃ সোঽপি ভূয়োভূয়ঃ প্রণম্য তম্ ॥ ৯২ ॥ শপ্তাঃ সর্বে বয়ং তাবৎ প্রসাদং কুরু তদ্বিভো। তে তেনাথ ততঃ প্রোক্তা নাহং বো রাক্ষসাধমাঃ ॥ ৯৩ ॥ অনুগ্রহং করিষ্যামি ন দাস্যামি চ ভোজনম্। কুশাদেশান্ময়া সর্বে যূয়ং পাপসমন্বিতাঃ ॥ ৯৪ ॥ নিগৃহীতাঃ স যুষ্মাকং প্রসাদং প্রকরিষ্যতি। তদর্থং প্রেষিতো দূতস্ত্বৎসকাশং মহীপতে ॥ ৯৫ ॥ রক্ষসা তেন যদ্যুক্তমখিলং তন্ময়াচর। কিং বা তে বহুনোক্তেন নাস্তি ভক্তস্তথাবিধঃ। ভক্তিশক্তিসমোপেতো যথা তে স বিভীষণঃ ॥ ৯৬ ॥ অদ্যপ্রভৃতি নো ভূমৌ বিচরিষ্যন্তি রাক্ষসাঃ। তস্য

আদেশে কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর, রঘুবরকুশ তোমাদের শাপমোচন করিবেন, সন্দেহ নাই। রাক্ষসরাজ বিভীষণ অভিশপ্ত নিশাচরগণকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া জনৈক দেবপূজক মানুষ দূতকে সত্বর মহীপতি কুশসমীপে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—হে দূত! আপনি কুশসমীপে গমনপূর্বক আমার আদেশানুসারে তাঁহাকে বলিবেন,—"আমি দুরাত্মা রাক্ষসগণকে অভিশপ্ত করিয়াছি, হে বিভো! আপনি এই দীন নিশাচরগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ইহাদের আহারের উপায় করুন।" বিভীষণ তদীয় দূতের প্রতি এই-আদেশ করিলে কুশদূতেরসহিত মিলিত হইয়া রাক্ষস দূত সত্বর কুশসমীপে গমন করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর দূতদ্বয় দ্রুত কুশসমীপে উপনীত হইলে বিনয়ী কুশদূত নৃপকে যথাযোগ্য প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিল। দূত কহিল,—হে দেব! আমি রামেশ্বরসমীপে বিভীষণকে দর্শন করিলাম, হে বিভো! তিনি বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া রামেশ্বরের পূজার্থ আগমন করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন! আমি আপনার আদেশ অশেষরূপে তাঁহাকে নিবেদন করিলাম, তিনিও বিনয়াবনতমস্তকে আপনার সকল আদেশই শ্রবণ করিলেন। হে প্রভো! মহামাংসলোলুপ দুরাত্মা রাক্ষসগণ ভূতলে যে সকল প্রজা বিনাশ করিয়াছে, সে বৃত্তান্ত তাঁহার বিদিত নহে। তিনি আমার মুখে রাক্ষসগণের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া সকলেরই নিগ্রহ করিয়াছেন। হে পার্থিবসত্তম! যে সকল রাক্ষস ভূমিতলে আপনার রাজ্যমধ্যে প্রজাবিনাশরূপ কদর্য্য কার্য্য করিয়াছিল, রাক্ষসরাজ তাহাদের সকলকেই নির্বাসিত করিয়াছেন, রাক্ষসরাজের আদেশে তাহারা সকলেই পাপাহার ও পাপবিহাররত হইয়াছে। সেই ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজ বিভীষণকে পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্বক শাপমোচনার্থ প্রার্থনা করিয়া কহিল,—হে প্রভো! আমরা আপনা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। বিভীষণ উত্তর করিলেন,—হে রাক্ষসাধমগণ! তোমরা দুরাত্মা পাপমতি; মহীপতি কুশের আদেশে আমি তোমাদিগকে নিগৃহীত করিয়াছি। অতএব আমি তোমাদের শাপমোচনে অসমর্থ। আমি তোমাদের প্রতি কোনরূপ অনুগ্রহ বা তোমাদের ভোজন দান করিব না; মহীপাল কুশই তোমাদের শাপ মোচন করিবেন। হে মহীপতে! রাক্ষসরাজ বিভীষণ তজ্জন্য জনৈক মানুষ-দূতও আমার সহিত আপনার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। রাক্ষস বিভীষণ যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি তাহা পূরণ করুন। হে প্রভো! অধিক কি কহিব, বিভীষণ আপনার প্রতি সবিশেষ ভক্তিমান্; বিভীষণের ন্যায় ভক্তি শক্তি-সম্পন্ন আর দ্বিতীয় নাই। ৮১—৯৬। তাঁহার আদেশে অদ্য হইতে রাক্ষসগণ আর ভূতলে বিচরণ করিবে না, সন্দেহ নাই। আপনি সুখে রাজ্যভোগ করুন। হে রাজন্!

বাক্যাদসন্দেহং ত্বং রাজন্ সুখভাগ্‌ভব ॥ ৯৭ ॥ লিঙ্গানাঞ্চ কৃতে রাজন্ বিজ্ঞপ্তং তেন রক্ষসা। ন ময়া চাত্র রাজেন্দ্র আগন্তব্যং কথঞ্চন। রামদেবস্য বাক্যেন জম্বুদ্বীপে ন মে গতিঃ ॥ ৯৮ ॥ অত্র স্থিতস্য যৎকৃত্যং দৈবং বা মানুষঞ্চ বা। তবাদেশং করিষ্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥ ৯৯ ॥ তস্মাত্তেন মহারাজ রামেশ্বরপ্রপূজকঃ। মনুষ্যঃ প্রেষিতো দূতো যস্তং পশ্য মহীপতে ॥ ১০০ ॥ অথ তস্য সমাদেশাড্‌ঢৌকনীয়ৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। সহিতঃ স সমায়াতো দূতো রক্ষেন্দ্রনোদিতঃ ॥ ১০১ ॥ ধাত্রীফলপ্রমাণানাং তেন প্রস্থাস্ত্রয়োদশ। মৌক্তিকানাং সমানীতাঃ কৃতে তস্য মহীপতেঃ ॥ ১০২ ॥ বৈদূর্য্যাণাং মরকতানাং মণীনাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। জাত্যানাং ষোড়শ দ্রোণাঃ সমানীতাঃ সুনির্ম্মলাঃ ॥ ১০৩ ॥ অগ্নিশৌচানি বস্ত্রাণি তথা দেবময়ানি চ। অসংখ্যাতানি বৈ হেম জাত্যং সংখ্যাবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১০৪ ॥ তৎসর্ব্বং দর্শয়িত্বাথ কুশায় সুমহাত্মনে। কৃত্বা প্রদক্ষিণং পশ্চাৎ প্রণামমকরোদ্দ্বিজাঃ ॥ ১০৫ ॥ এষ পার্থিবশার্দ্দূল রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ। প্রণামং কুরুতে ভক্ত্যা মন্মুখেনেদমব্রবীৎ ॥ ১০৬ ॥ প্রসাদাত্তে পিতুঃ ক্ষেমং মম রাজ্যে মহীপতে। এষ তিষ্ঠাম্যহং নিত্যং পূজয়ংস্তে পিতুর্হরম্ ॥ ১০৭ ॥ মম রাজ্যবিজ্ঞাতৈর্যদি তৈঃ সুদুরাত্মভিঃ। মহীতলে কৃতং কিঞ্চিদ্বিরুদ্ধং ক্ষমাতাং মম ॥ ১০৮ ॥ এতে যে রাক্ষসাঃ শপ্তাস্তবার্থায় ময়া প্রভো। এতেষাং প্রেতরূপাণাং ত্বমাহারং প্রকার্তয় ॥ ১০৯ ॥ কুশ উবাচ। মমাদেশাৎ সমাগত্য তেঽত্র লিঙ্গানি কৃৎস্নশঃ। পূরয়ন্তু প্রযত্নেন পাংশুভিঃ সর্ব্বতোদিশম্ ॥ ১১০ ॥ ততস্তু ভোজনং তেষাং যদ্ভবিষ্যতি ভূতলে। তদ্বক্ষ্যামি স্থিরো ভূত্বা শৃণু দেবপ্রপূজক ॥ ১১১ ॥ তুলাগতে সদাদিত্যে তৈরাগত্য ধরাতলে। বিহর্ত্তব্যং প্রযত্নেন যাবদ্‌বৃশ্চিকদর্শনম্ ॥ ১১২ ॥ তত্র যৈর্ন কৃতং শ্রাদ্ধং প্রেতপক্ষে নরাধমৈঃ। কন্যাস্থে বা রবৌ যাবন্ন তুলাস্থগতির্ভবেৎ ॥ ১১৩ ॥ জ্বরকপৈস্তদঙ্গস্থৈর্ভক্ষ্যমন্নং পৃথগ্বিধম্। মমাদেশাদ-

---

আমি তাঁহাকে হাটকেশ্বর হইতে রাক্ষসপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ সকল তুলিয়া লইতে বলিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি আপনাকে নিবেদন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে, হে রাজেন্দ্র! রামদেবের আদেশে আমার জম্বুদ্বীপে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে; অতএব আমি কোন প্রকারেই হাটকেশ্বরগমনে সমর্থ নহি; অন্য যে কোন দৈব কি মানুষসাধ্য প্রতীকার থাকে, আদেশ করুন, দুষ্কর হইলেও আমি তাহা এই স্থানে থাকিয়াই প্রতিপালন করিব।” হে মহারাজ! ঐ দেখুন, রাক্ষসরাজ বিভীষণ জনৈক মানুষদূত প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি রামেশ্বরের পূজক। ঐ দূত বিভীষণের আদেশে বিবিধ উপঢৌকন সহ আগমন করিয়াছেন। হে মহীপতে! আপনার প্রীতির জন্য বিভীষণ তদীয় দূতের হস্তে ধাত্রীফল-প্রমাণ ত্রয়োদশপ্রস্থ মৌক্তিক ষোড়শ দ্রোণ সুনির্ম্মল বৈদূর্য্য ও মরকত মণি এবং অনল-পরিশোধিত বিবিধ দিব্য বসন প্রেরণ করিয়াছেন; আর সুবর্ণ যে কত আনীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। হে দ্বিজসত্তমগণ! কুশদূত এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে রাক্ষসদূত মহাত্মা কুশকে সেই সকল দর্শন করাইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। হে দ্বিজগণ! রাক্ষসদূত কহিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! রাক্ষসরাজ বিভীষণ আমার মুখে আপনাকে সভক্তি প্রণাম জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং তিনি আপনাকে বলিতে বলিয়া দিয়াছেন যে, “হে মহীপতে! আপনার পিতার প্রসাদে আমার রাজ্যের সমস্তই কুশল। আমি এইস্থানে সতত অবস্থিত হইয়া আপনার পিতার প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরের পূজা করিতেছি। হে রাজন্! আমার অজ্ঞাতসারে দুরাত্মা রাক্ষসগণ আপনার রাজ্যে যে উপদ্রব করিয়াছে, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। হে প্রভো! আপনার আদেশে আমি সেই সকল রাক্ষসকে অভিশপ্ত করিয়াছি, তাহারা প্রেতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি তাহাদের আহার নিশ্চয় করিয়া দিউন।৯৭-১০৯। দূতের বাক্যে নৃপতি কুশ উত্তর করিলেন,—হে দেবপূজক! আমার আদেশে সেই সকল রাক্ষস যত্নসহকারে হাটকেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক নিঃশেষরূপে রাক্ষসপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গনিচয় পাংশুদ্বারা আচ্ছাদিত করুক। তারপর আমি সুস্থির হইয়া ভূতলে তাহাদের আহার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। ঐ সকল অভিশপ্ত প্রেতরূপী নিশাচর দিবাকরের তুলাসংক্রমণ অর্থাৎ আশ্বিন-সংক্রান্তি হইতে বৃশ্চিকসংক্রমণ অর্থাৎ কার্ত্তিক-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক ধরাতলে বিচরণ করুক! যে সকল নরাধম প্রেতপক্ষে পিতৃশ্রাদ্ধ করে নাই, তাহারা যদি কন্যাগত-দিবাকরে অর্থাৎ আশ্বিনমাসে শ্রাদ্ধ না করে, তবে তাহারা জ্বররূপ পরিগ্রহ

বন্দিষ্যং মাসমেকং নিশাচরৈঃ ॥ ১১৪ ॥ বিধিহীনঞ্চ বৈর্দত্তং ভুক্তঞ্চ বিধিবর্জ্জিতম্। শ্রাদ্ধং বা মানুষৈঃ সেব্যা- অন্নরূপৈশ্চ তে সদা ॥ ১১৫ ॥ এবং বাচ্যাস্ত্বয়া সর্ব্বে প্রেতাস্তে মদ্বচোঽখিলম্। তস্মাদাগত্য কুর্ব্বন্তু কার্ত্তিকে মাসি মদ্বচঃ ॥ ১১৬ ॥ তথা দূত ত্বয়া বাচ্যো মম বাক্যাদ্বিভীষণঃ। প্রমাদাদ্‌ যন্ময়া প্রোক্তং পরুষং বচনং তব ॥ ১১৭ ॥ জানাম্যহং মহাভাগ ন তেঽস্তি বিকৃতিঃ ক্বচিৎ। পরিক্লিষ্টং জনং দৃষ্ট্বা ময়ৈতদ্ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ১১৮ ॥ রাক্ষসেন্দ্রে স্থিতে ভূমৌ ত্বয়ি জানাম্যহং সদা। তিষ্ঠতে জনকো মহ্যং রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ১১৯ ॥ এবমুক্ত্বা ততো দূতং পূজয়ামাস রাঘবঃ। বস্ত্রৈর্ব্বহুবিধৈ রত্নৈর্নানাবিধৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ১২০ ॥ বিভীষণকৃতে পশ্চাৎ প্রেষয়ামাস রাঘবঃ। ঢৌকনীয়ান্যনেকানি যানি সন্তি চ তত্র বৈ ॥ ১২১ ॥ সূত উবাচ। এবং স সুখসংযুক্তান্ কৃত্বা সর্ব্বান্ দ্বিজোত্তমান্। এতৎসর্ব্বং দদৌ পশ্চাত্তেভ্যো মুক্তাদিকং নৃপঃ ॥ ১২২ ॥ ঢৌকনীয়ং তথায়াতং তল্লঙ্কায়াঃ পৃথগ্বিধম্। শাসনানি তথান্যানি গজাশ্বসহিতানি চ ॥ ১২৩ ॥ পত্তনানি বিচিত্রাণি গ্রামাণি নগরাণি চ। যচ্চাভবাঞ্ছিতং যেন তদ্দত্তং তেন তস্য বৈ ॥ ১২৪ ॥ ততঃ কুশেশ্বরং দেবং বিধায় চ লবেশ্বরম্। স্বাং স্বাং চ মহাভাগৌ ভ্রাতরৌ তৌ রঘূত্তমৌ ॥ ১২৫ ॥ নিবেদ্য ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং কৃত্বা বৃত্তিং যথোচিতাম্। অযোধ্যাং নগরীং তূর্ণং কৃতকৃত্যৌ বিনির্গতৌ ॥ ১২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুশেশ্বরলবেশ্বরপ্রতিষ্ঠাবর্ণনং নাম চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥ :

করিয়া তাদৃশ নরাধমগণের উদরস্থিত পৃথগ্‌বিধ অন্ন ভক্ষণ করুক। যাহারা বিধিহীন দান ও শ্রাদ্ধ এবং অবিধিপূর্ব্বক ভোজন করে, প্রেতরূপী নিশাচরগণ অন্নরূপে আমার আদেশে এই এক মাস কাল তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই। তুমি সেই অভিশপ্ত নিশাচরগণের প্রতি আমার এই সকল আদেশ জ্ঞাপন করিবে। তাহারা যেন কার্ত্তিকমাসে ভূতলে আগমন করিয়া আমার আদেশ পালন করে। হে দূত! তুমি আমার আদেশে রাক্ষসরাজ বিভীষণকে বলিও—"আমি প্রমাদবশত আপনার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, হে মহাভাগ! আমি জানি,—কদাচ আপনার বিকৃতি হয় না; আমি মদীয় প্রজাগণকে ক্লিষ্ট দর্শন করিয়াই এইরূপ উক্তি করিয়াছিলাম। হে রাক্ষসসত্তম! আমি জানি, আপনি যতদিন ধরাতলে অবস্থান করিবেন, ধনুর্দ্ধারিপ্রবর আমার জনকও ততদিন ভূতল পরিত্যাগ করিবেন না।" কুশ এইরূপ বহুবিধ বিনয়বাক্যে দূতের সৎকার করিলেন এবং বিভীষণের সন্তোষার্থ বহু বসন, নদীজাত পৃথগ্বিধ রত্ন এবং অন্যান্য দেশজাত অনেক উপঢৌকনসহ দূতকে বিদায় দিলেন। সূত কহিলেন,—অনন্তর মহীপতি কুশ লঙ্কা হইতে আগত মুক্তা-মণিরত্নাদি উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক তৎসমস্ত দ্বিজগণকে অর্পণ করিলেন, দ্বিজগণ সেই সকল প্রভূত মহামূল্য ধন-রত্ন লাভ করিয়া অতীব প্রীত হইলেন। তৎকালে যাহারা যে বস্তু পাইতে অভিলাষ করিল, মহীপতি অর্থীর প্রার্থনানুসারে তাহাদিগকে পত্তন. বিচিত্র গ্রাম ও নগরনিচয়াদি প্রদান করিলেন। অনন্তর ভ্রাতা লবের সহিত কুশেশ্বর ও লবেশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয় এবং স্ব স্ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক দ্বিজসত্তমগণের বৃত্তিনির্দ্ধারণান্তে তাহাদিগের নিকট হইতে যথাবিধি অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক মহাভাগ ভ্রাতৃযুগল রঘুসত্তম লব ও কুশ কৃতকৃত্য মনে অযোধ্যানগরীতে গমন করিলেন। ১১০—১২৬।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথ প্রাপ্তে দিনাধীশে তুলায়াং দ্বিজসত্তমাঃ। প্রেতা লিঙ্গোদ্ভবাং ভূমিং পূরয়ামাসুরেব হি ॥ ১ ॥ যৎকিঞ্চিত্তত্রসংস্থং তু আদ্যতীর্থং সুরালয়ম্। তৎসর্ব্বং বাস্তবৈস্তৈশ্চ পাংশুভিঃ পরিপূরিতম্ ॥ ২ ॥ ততঃ ক্ষেমং সমুৎপন্নং ক্ষেত্রে তত্র দ্বিজোত্তমাঃ। অন্যেষামপি লোকানাং

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর দিবাকর তুলারাশিতে গমন করিলে প্রেতরূপী নিশাচরগণ হাটকেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক সেই সকল লিঙ্গস্থল পাংশুদ্বারা পূরণ করিল; এই ব্যাপারে তত্রত্য আদিম তীর্থ সুরালয় সকলও পাংশুদ্বারা আবৃত হইয়া বিলুপ্ত হইল। হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর সেই ক্ষেত্র বিপদ্‌মুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মঙ্গলাবহ

লিঙ্গৈস্তৈলুপ্তিমাগতৈঃ। ৩। কস্যচিত্বথ কালস্য বৃহদশ্বো মহীপতিঃ। শাল্বদেশাৎ সমায়াতঃ কস্মিং-শ্চিদ্যুগপর্য্যয়ে। ৪। স দৃষ্ট্বা বিপুলাং ভূমিং প্রাসাদৈঃ পরিবর্জ্জিতাম্‌। প্রাসাদার্থং মতিং চক্রে তত্র ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ। ৫। শিল্পিনশ্চ সমাহূয়ানেকাংস্তত্র সহস্রশঃ। শোধয়ামাস তাং ভূমিমধস্তাদ্বহুবিস্তৃতাম্‌। ৬। ভূমৌ নিখন্যমানায়াং ততো লিঙ্গানি ভূরিশঃ। চতুর্বক্ত্রাণি তান্যেব যান্তি দৃষ্টেশ্চ গোচরম্‌। ৭। ততঃ স পার্থিবস্তৈশ্চ লিঙ্গৈর্দৃষ্ট্বা বৃতাং ভুবম্‌। তৎক্ষণান্মৃত্যুমাপন্নঃ শিল্পিভিশ্চ সমন্বিতঃ। ৮। ততঃ প্রভৃতি নো তত্র কশ্চিন্মর্ত্ত্যো মহীতলে। প্রাসাদং কুরুতে ভীত্যা তড়াগং কূপমেব চ। ৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে রাক্ষসলিঙ্গচ্ছেদনং নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০৫।

ষডধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। ভূপৃষ্ঠে পাংশুভিস্তস্মিন্‌ প্রেতৈস্তৈঃ পরিপূরিতে। যানি তীর্থানি লুপ্তানি লিঙ্গানি চ বদস্ব নঃ। ১। সূত উবাচ। অসংখ্যাতানি তীর্থানি তথা লিঙ্গানি চ দ্বিজাঃ। লোপং গতানি বক্ষ্যামি প্রাধান্যেন প্রবোধত। ২। তত্র লোপং গতং তীর্থং চক্রতীর্থমিতি স্মৃতম্‌। যত্র চক্রং পুরা ন্যস্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। ৩। মাতৃতীর্থং তথৈবান্যৎ সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্‌। যত্র তা মাতরো দিব্যাঃ কার্ত্তিকেয়-প্রতিষ্ঠিতাঃ। ৪। মুচুকুন্দস্য রাজর্ষেস্তথান্যল্লিঙ্গমুত্তমম্‌। তত্র লোপং গতং বিপ্রাঃ সগরস্য তু ভূপতেঃ। ৫। ইক্ষ্বাকোর্বসুষেণস্য ককুৎস্থস্য মহাত্মনঃ। ঐলস্য চন্দ্রদেবস্য কাশিরাজস্য সন্মতেঃ। ৬। অগ্নিবেশস্য রৈভ্যস্য চ্যবনস্য ভৃগোস্তথা। আশ্রমো যাজ্ঞবল্ক্যস্য তত্র লোপং সমাযযৌ। ৭। হারীতস্য মহর্ষেশ্চ হর্য্যশ্বস্য মহাত্মনঃ। কুৎসস্য চ বসিষ্ঠস্য নারদস্য ত্রিতস্য চ। ৮। তথৈব ঋষিপত্নীনাং তত্র লিঙ্গানি ভূরিশঃ। কাত্যায়ন্যাশ্চ শাণ্ডিল্যা মৈত্রেয্যাশ্চ তথা পুরা। অন্যাসাং মুনিপত্নীনাং যাসাং সংখ্যা ন বিদ্যতে। ৯। তত্রাশ্চর্য্যমভূদন্যৎ পূর্য্যমাণে মহীতলে। ১০। পাংশুভী রাক্ষসৈর্ষৈস্তৈঃ প্রেতৈ-র্ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। তদ্বোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রোতব্যং

হইয়া উঠিল; কিন্তু রাক্ষসগণের পাংশুবর্ষণে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ সকলও বিলুপ্ত হইয়াছিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! একদা কোন যুগ-বিপর্য্যয়ে রাজা বৃহদশ্ব শাল্বদেশ হইতে আগমন-পূর্ব্বক হাটকেশ্বরে উপনীত হইয়া প্রাসাদহীন এই বিপুল ভূমিদর্শনে তথায় প্রাসাদনির্ম্মাণে মনন করিলেন। তিনি সহস্র সহস্র শিল্পী আনয়ন করাইলেন। শিল্পিগণ ভূমির অতি গভীরতল হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করত ভূমি শোধন করিল। তখন খন্যমান মৃত্তিকা মধ্য হইতে অনেক চতুর্বক্ত্র লিঙ্গ বহির্গত হইয়া যেমন তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, অমনি শিল্পিগণসহ মহীপতি বৃহদশ্ব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজগণ! তদবধি ভীতিবশতঃ কোন মানবই এইক্ষেত্রে প্রাসাদ বা কূপ নির্ম্মাণ করে নাই। ১—৯।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৫।

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! রাক্ষসগণ ভূতলে পাংশুবর্ষণ করিলে যে সকল তীর্থ ও লিঙ্গ বিলুপ্ত হইয়াছিল, আমাদের নিকট সে সকল কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজগণ! রাক্ষসগণের পাংশুবর্ষণে অনেক তীর্থ ও লিঙ্গই বিলুপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান তীর্থ ও লিঙ্গের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাকালে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এই ক্ষেত্রে চক্রতীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন, রাক্ষসগণের পাংশুবর্ষণে এই চক্রতীর্থ বিলুপ্ত হইয়াছিল; এতদ্‌ভিন্ন মানবগণের সর্ব্বকামদ মাতৃতীর্থও বিলুপ্ত হয়। এই মাতৃতীর্থে কার্ত্তিকেয় দিব্য মাতৃগণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! এতদ্‌ব্যতীত রাজর্ষি মুচুকুন্দ,বসুধাধীশ সগর, ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ কাকুৎস্থ মহাত্মা বসুসেন, চন্দ্রবংশসম্ভব ঐল, সাধুমতি কাশীরাজ, ইহাঁদের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গনিচয় এবং অগ্নিবেশ, রৈভ্য, চ্যবন, ভৃগু, যাজ্ঞবল্ক্য, মহর্ষি হারীত, মহাত্মা হর্য্যশ্ব, কুৎস, বশিষ্ঠ, নারদ ও ত্রিত প্রভৃতি মুনিগণের আশ্রমসমূহ ও কাত্যায়নী, শাণ্ডিলী, মৈত্রেয়ী এবং অন্যান্য মুনিপত্নীগণের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য লিঙ্গও বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১—১০। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! রাক্ষসগণের পাংশুবর্ষণে তত্রত্য ভূমিতল পূর্ণ হইলে তথায় এক বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। সেই অদ্ভুত কথা আপনাদের নিকট কীর্ত্তন

সুসমাহিতৈঃ। ১০। দৃষ্ট্বা পাংশুময়ীং বৃষ্টিং মুক্তাং প্রেতৈঃ সমন্ততঃ। মাতৃবর্গেণ তেনাথ প্রমুক্তঃ প্রচুরোঽনিলঃ। ১১। তেন পাংশুকৃতা বৃষ্টিঃ সমন্তান্ মথিতা বহিঃ। তস্যা ভূমেঃ পতত্যেব ন কিঞ্চিত্তত্র পূর্য্যতে। ১৩। ততস্তে রাক্ষসাঃ খিন্না নিরাশাস্তস্য পূরণে। ভূতাস্তস্য পুরো গত্বা চুক্রুশুঃ কুশভূপতেঃ। ১৪। অস্মাভির্ব্বিহিতা তত্র পাংশুবৃষ্টির্মহীপতে। নীয়তে শতধা স্তত্র মাতৃমুক্তেন বায়ুনা। ১৫। স ত্বং তাসাং বিঘাতার্থমুপায়ং ভূপ চিন্তয়। যেন তাং পাংশুভির্ভূমিং পূরয়ামঃ সমন্ততঃ। ১৬। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ততঃ কুশমহীপতিঃ। রুদ্রমারাধয়ামাস তৎক্ষেত্রং প্রাপ্য সদ্দ্বিজাঃ। ১৭। ততস্তস্য গতস্তুষ্টিং বর্ষান্তে ভগবান্ হরঃ। প্রোবাচ প্রার্থয়াভীষ্টং যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্। ১৮। কুশ উবাচ। যথা সম্পূর্য্যতে চাশু পাংশুভির্ভূমিমণ্ডলম্। এতৎ প্রেতপ্রমুক্তশ্চ প্রসাদাত্তে তথা কুরু। ১৯। ময়া প্রেতগণা দেব নির্দ্দিষ্টাস্তস্য পূরণে। মাতৃসংরক্ষ্যমাণং তচ্ছক্যং নৈতৎ পূরিতুম্। ২০। তত্র রাক্ষসজৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সন্তি লিঙ্গানি চ প্রভো। প্রতিষ্ঠিতানি তৎস্পর্শাদ্দর্শনাৎ স্যাজ্জনক্ষয়ঃ। ২১। অচলত্বাত্তথা দেব লিঙ্গানাং শাস্ত্রসম্ভবাৎ। অন্যত্রোৎপাটনাদ্যং চ নৈব কুর্ম্মঃ কথঞ্চন। ২২। তস্মাল্লিঙ্গকৃতো নাশো ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাম্। যথা ন স্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ তথা নীতির্বিধীয়তাম্। ২৩। ততশ্চ ভগবান্ রুদ্রস্তাঃ সমাহূয় মাতরঃ। প্রোবাচ ত্যজ্যতাং স্থানং ভবত্যো যত্র সংস্থিতাঃ। ২৪। তত্র পাংশুভিরব্যগ্রাঃ করিষ্যন্তি দিবানিশম্। প্রেতাঃ কুশসমাদেশাদ্বৃষ্টিং লোকহিতায় চ। ২৫। মাতর ঊচুঃ। ত্যক্ষ্যামশ্চ ত্বাদেশাত্তৎ স্থানং বৃষভধ্বজ। পরং দর্শয় চাস্মাকং কিঞ্চিদন্যত্তথাবিধম্। ২৬। ক্ষেত্রেঽত্রৈব নিবৎস্যামো যেন স্কন্দকৃতে বয়ম্। তেন সংস্থাপিতাশ্চাত্র প্রোক্তাঃ স্থেয়ং সদা ততঃ। ২৭।

করিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে সত্তমগণ! নিশাচরগণ যখন পাংশুবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালে মাতৃকারাও সেই রাক্ষসমুক্ত পাংশুবৃষ্টি দর্শনে স্ব স্ব বদন হইতে প্রচুরতর বায়ু মুক্ত করিলেন। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বায়ু দ্বারা আহত হইয়া পাংশুরাশি বসুধা স্পর্শ করিল না, শূন্যপথে উৎপতিত হইল; সুতরাং ভূমিরও পূরণ হইল না। অনন্তর নিশাচরগণ বিফলপ্রযত্ন হইয়া খিন্নমনে নিরাশহৃদয়ে কুশ ভূপতির সমীপে উপনীত হইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল; তাহারা বলিল,—হে মহীপতে! আপনিই আমাদিগকে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে পাংশুবর্ষণের আদেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণ মাতৃকামুখ-নিঃসারিত সমীরণে আমাদের সেই পাংশু শতধা বিভিন্ন হইতেছে; অতএব হে ভূপতে! সেই মাতৃগণের এই কার্য্যের প্রতি বিঘাতার্থ কোন উপায় চিন্তা করুন। হে রাজন্! এইরূপ করিলেই আমরা ভূতলে পাংশুবর্ষণ করিয়া লিঙ্গের বিলোপ সাধনে সমর্থ হইব। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর মহীপতি কুশ রাক্ষসগণের প্রার্থনায় সেই ক্ষেত্রে পুনরাগমন করিয়া রুদ্রের আরাধনা করিলেন। তিনি এক বৎসর যাবৎ হরের আরাধনা করিলে ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং বলিলেন,—হে মহীপতে! অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। কুশ কহিলেন,—হে দেব! যাহাতে প্রেতমুক্ত পাংশু দ্বারা এই ভূমিমণ্ডল পূরিত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় করুন। হে দেব! আমি প্রেতগণকে ভূমিপূরণে নিযুক্ত করিয়াছিলাম; তাহারা মাতৃগণ কর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ ভূমির পূরণে অপারগ হইয়াছে। হে প্রভো! এই ভূমিতলে রাক্ষসমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গনিচয় বিদ্যমান, তাহার দর্শনে ও স্পর্শনে প্রাণিগণ বিনষ্ট হইতেছে হে দেব! শাস্ত্র বলেন,—শিবলিঙ্গের চালনা কর্ত্তব্য নহে, আমি সেই ভয়ে লিঙ্গ উৎপাটন করিয়াও অন্যত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ নহি। হে সুরসত্তম! অতঃপর এই সকল লিঙ্গ হইতে তপস্বী দ্বিজগণের যাহাতে বিনাশসাধন না হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া তদ্রূপ নীতির বিস্তার করুন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র সেই মাতৃগণের আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—আপনারা এই স্থান পরিত্যাগ করুন। লোকহিতকামী নৃপতি কুশ প্রেতগণের প্রতি এই কার্য্যের আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার আদেশে অব্যগ্র প্রেতগণ অহর্নিশ পাংশুবর্ষণ করুক। ১১—২৫। মাতৃগণ উত্তর করিলেন,—হে বৃষভধ্বজ! আপনার আদেশে আমাদের এই স্থান অবশ্য ত্যাজ্য; পরন্তু হে দেব! আমাদের যথাযথ বাসোপযোগী অন্য কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। স্কন্দ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তিনি আমাদিগের প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনারা সতত

ততঃ প্রোবাচ ভগবাংস্তস্মাৎ স্থানান্মহত্তরম্। স্থানং দাস্যামি সর্ব্বাসাং পৃথক্কেন শুভাবহম্ ॥ ২৮ ॥ অষ্টষষ্টিশ্চ ক্ষেত্রাণাং মদীয়ানাং সমন্ততঃ। সংস্থিতাস্তি মহাভাগা যেষু মৎসংস্থিতিঃ সদা ॥ ২৯ ॥ অষ্টষষ্টিবিভাগেন ভূত্বা সর্ব্বাঃ পৃথক্পৃথক্। তেষু তিষ্ঠথ মদ্বাক্যাৎ পূজামগ্র্যামবাপ্স্যথ ॥ ৩০ ॥ তস্য দেবস্য তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং তা মাতরস্তদা। প্রহৃষ্টাস্তৎ পরিত্যজ্য স্থানং স্কন্দবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩১ ॥ অষ্টষষ্টিবিভাগেন ভূত্বা রূপৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। অষ্টষষ্টিষু ক্ষেত্রেষু তস্য তাঃ সংস্থিতাঃ সদা ॥ ৩২ ॥ ততস্তাভির্ব্বিনির্ম্মুক্তং তৎসর্ব্বং ভূমিমণ্ডলম্। পাংশুভিঃ পূরিতং প্রেতৈর্দ্দিবারাত্রমতন্দ্রিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ এবং তস্য বরং দত্ত্বা ভগবান্ বৃষবাহনঃ। জগামাদর্শনং পশ্চাৎ সার্দ্ধং সর্ব্বৈর্গণৈর্দ্বিজাঃ ॥ ৩৪ ॥ কুশোঽপি ব্রাহ্মণৈঃ সর্ব্বৈস্তাপসৈশ্চ প্রশংসিতঃ। লক্ষ্মীঃ প্রযযৌ তস্মাদযোধ্যানগরীং প্রতি ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে লুপ্ততীর্থমাহাত্ম্যকথনং নাম ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

এই ক্ষেত্রে অবস্থান করুন" অতএব আমরা এই ক্ষেত্রেই বাস করিব। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে মাতৃকাগণ! আপনাদিগকে ইহা হইতেও উৎকৃষ্ট শুভাবহ স্থাননিচয় পৃথক্ ভাবে প্রদান করিব। এই ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আমার অষ্টষষ্টি প্রধান ক্ষেত্র আছে, আমি এই সকল ক্ষেত্রে সতত বাস করি। হে মহাভাগাগণ! আপনারা পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন হইয়া অষ্টষষ্টিভাগে আমার আদেশে আমারই ক্ষেত্রনিচয়ে বাস করত অত্যুত্তম পূজা প্রাপ্ত হউন। অনন্তর মাতৃকগণ দেবদেবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা অষ্টষষ্টিভাগে পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত হইয়া স্কন্দনির্ম্মিত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাক্রমে শিবাদিষ্ট ক্ষেত্রনিচয়ে গমন করিলেন। অনন্তর মাতৃকাগণ শিবকথিত অষ্টষষ্টিক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ প্রবিষ্ট হইয়া সতত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে মাতৃকামুক্ত ভূমিমণ্ডল নিরাপদ্ জানিয়া প্রেতগণও অতন্দ্রিতভাবে অহর্নিশ পাংশুবর্ষণে সেই ভূমিমণ্ডল পরিপূরিত করিল। হে দ্বিজগণ! বৃষবাহন ভগবান্ মহীপতি কুশকে এইরূপ বর দিয়া ভূতগণের সহিত অন্তর্হিত হইলে কুশও তত্রত্য তাপস ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অযোধ্যানগরীর প্রতি প্রস্থান করিলেন। ২৬-৩৫।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অষ্টষষ্টিরিয়ং প্রোক্তা যা ত্বয়া সূতনন্দন। ক্ষেত্রাণাং দেবদেবস্য কথং সা তত্র সংস্থিতা। এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। প্রশ্নভারো মহানেষ যো ভবদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তথাপি কীর্ত্তয়িষ্যামি নমস্কৃত্বা পিনাকিনম্ ॥ ২ ॥ চমৎকারপুরেঽত্রাসীৎ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণসত্তমঃ। বৎসস্যান্বয়সম্ভূতশ্চিত্রশর্ম্মা মহাযশাঃ ॥ ৩ ॥ তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা পাতালে হাটকেশ্বরম্। অত্রানীয় ততো ভক্ত্যা পূজয়ামি দিবানিশম্ ॥ ৪ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা তপশ্চক্রে ততঃ পরম্। নিয়তো নিয়তাহারঃ পরাং নিষ্ঠাং সমাশ্রিতঃ ॥ ৫ ॥ তস্যাপি ভগবান্ শম্ভুঃ কালেন মহতা ততঃ সন্তুষ্টো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাস্ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ৬ ॥ বরং প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্র যত্তে মনসি

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! তুমি যে শিবনির্ম্মিত অষ্টষষ্টি ক্ষেত্রের কথা কহিলে, কিরূপে এই সকল ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বর্ণন কর। এই সকল শ্রবণে আমাদের মন বড়ই কৌতূহলান্বিত হইয়াছে। সূত উত্তর করিলেন,—আপনারা যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা অতীব গুরুতর; তথাপি আমি পিনাকীকে নমস্কার করিয়া বর্ণন করিতেছি। পুরাকালে চমৎকারপুরে বৎসবংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণসত্তম বাস করিতেন, তাঁহার নাম—মহাযশা চিত্রশর্ম্মা। এককালে তাঁহার এইরূপ মতি হইল,—পাতালতলস্থিত হাটকেশ্বরকে আনয়ন করিয়া এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করত ভক্তিভরে অহর্নিশ তাঁহার পূজা করিব। দ্বিজ চিত্রশর্ম্মা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিয়ত নিয়তাহার ও উত্তম নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া তীব্রতপস্যা করিলেন। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! অনন্তর তাঁহার দীর্ঘকাল তপস্যার পর ভগবান্ শম্ভু প্রসন্ন হইয়া আদরসহকারে দ্বিজকে কহিলেন;—হে বিপ্র-বর! অভীষ্টবর প্রার্থনা কর, আমি তোমার প্রতি

বর্ত্ততে। অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যং তে তুষ্টো দাস্যাম্যসংশয়ম্॥ ৭॥ তস্মাৎ প্রার্থয় তে নিত্যং যচ্চ চিত্তে ব্যবস্থিতম্। দুর্লভং সর্ব্বদেবানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ॥ ৮॥ চিত্রশর্ম্মোবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বরং চেন্মে প্রযচ্ছসি। তদত্রাগচ্ছ পাতালাল্লিঙ্গরূপী সুরেশ্বর॥ ৯॥ যৎ পাতালে স্থিতং লিঙ্গং ব্রহ্মণা সম্প্রতিষ্ঠিতম্। হাটকেশ্বরসংজ্ঞন্তু তদিহায়াতু সত্বরম্॥ ১০॥ শ্রীভগবানুবাচ। অচলং সর্ব্বলিঙ্গং স্যাৎ সর্ব্বত্রাপি দ্বিজোত্তম। কিং পুনঃ প্রথমং যচ্চ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্বয়ম্॥ ১১॥ তস্মাৎ স্থাপয় লিঙ্গং তদ্ধাটকেন দ্বিজোত্তম। হাটকেশ্বরসংজ্ঞন্তু লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি॥ ১২॥ সোমবারে চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। যস্তদ্ভক্তিসমাযুক্তঃ পূজয়িষ্যতি মানবঃ॥ ১৩॥ আদ্যলিঙ্গোদ্ভবং শ্রেয়ঃ পূজয়া লপ্স্যতে দ্বিজ। এবমুক্তাথ ভগবাংস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ॥১৪॥ চিত্রশর্ম্মাপি কৃত্বাথ প্রাসাদং সুমনোহরম্। তত্র হেমময়ং লিঙ্গং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ। শাস্ত্রোক্তেন বিধানেন পূজাং চক্রে চ নিত্যশঃ॥ ১৫॥ ততস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং তল্লিঙ্গং তত্র বৈ দ্বিজাঃ। ১৬॥ দূরাদভ্যেত্য লোকাশ্চ পূজয়ন্তি ততঃ পরম্। অথ তত্র দ্বিজা যেঽন্যে সংস্থিতা গুণবত্তরাঃ॥ ১৭॥ তেষাং স্পর্দ্ধা ততো জাতা দৃষ্ট্বা তস্য বিচেষ্টিতম্। একস্থানপ্রসূতানাং সর্ব্বেষাং গুণশালিনাম্॥ ১৮॥ অয়ং গুণবিহীনোঽপি প্রখ্যাতো ভুবনত্রয়ে। হরারাধনমাসাদ্য যস্মাত্তস্মাদ্বয়ং হরম্। তদর্থে তোষয়িষ্যাম সাম্যং যেন প্রজায়তে॥ ১৯॥ অষ্টষষ্টিঃ স্মৃতা লোকে ক্ষেত্রাণাং শূলপাণিনঃ। যত্র সান্নিধ্যমভ্যেতি ত্রিকালং পরমেশ্বরঃ॥ ২০॥ অষ্টষষ্টিশ্চ গোত্রাণামস্মাকং চাত্র সংস্থিতা। এতেন মূঢ়মনসা সার্দ্ধং সামান্যলক্ষণা॥ ২২॥ তস্মাদনেন চারাধ্য ভগবন্তং ত্রিলোচনম্। তচ্চ লিঙ্গং সমানীতমত্র পাতালসংস্থিতম্॥ ২২॥ তথা সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বাণি ক্ষেত্রলিঙ্গানি কৃৎস্নশঃ। আনেতব্যানি চারাধ্য তপঃশক্ত্যা মহেশ্বরম্॥ ২৩॥ এতেষাং

প্রীত হইয়াছি। ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রার্থনা করিলেও তাহা অদ্য প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই। হে দ্বিজ! তুমি সতত যাহা অভিলাষ কর, মানুষের কথা কি, দেবদুর্লভ হইলেও তাহা অদ্য লাভ করিবে, অতএব সত্বর অভীষ্ট প্রার্থনা কর। চিত্রশর্ম্মা উত্তর করিলেন,—হে সুরসত্তম! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর আমি যদি আপনার বরদানের যোগ্য হই, তবে পাতাল হইতে লিঙ্গশরীরে আগমনপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হউন। হে দেব! পাতালে ব্রহ্মা আপনার যে হাটকেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা সত্বর এই ক্ষেত্রে আগমন করুক। ভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজ সত্তম! সর্ব্বত্রই আমার লিঙ্গ অচল, বিশেষতঃ স্বয়ং ব্রহ্মা আমার এই অনাদি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম! তুমি সুবর্ণ দ্বারা এই ক্ষেত্রে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত কর, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গই ত্রিলোকে হাটকেশ্বর নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে। হে দ্বিজ! যে মানব শুক্লচতুর্দ্দশী-যুক্ত সোমবারে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তিভরে এই লিঙ্গের পূজা করিবে, এই পূজাপ্রভাবে তাহার অনাদিলিঙ্গ পূজার ফল লাভ হইবে। অনন্তর ভগবান্ ভূতপতি এইরূপ বলিয়া অদর্শন হইলেন, চিত্রশর্ম্মাও মনোজ্ঞ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তিযুক্তহৃদয়ে তথায় হেমময় লিঙ্গ স্থাপিত করিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অহর্নিশ সেই লিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন।১-১৫। হে দ্বিজগণ! অনন্তর সেই লিঙ্গ ত্রিলোকে বিখ্যাতি লাভ করিলে লোক সকল বহু দূর হইতে আগমন করিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল। তত্রত্য গুণবান্ দ্বিজগণ চিত্রশর্ম্মার এই ব্যাপারদর্শনে স্পর্দ্ধান্বিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—চিত্রশর্ম্মা যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমরাও তথায় প্রসূত হইয়াছি, বিশেষতঃ আমরা সকলেই গুণশালী; কিন্তু হরের আরাধনায় চিত্রশর্ম্মা গুণহীন হইয়াও ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল। অতএব চিত্রশর্ম্মা যে দেব হরের আরাধনা করিয়াছে, আমরাও সেজন্য হরের আরাধনা করিয়া তাহার সমান হইব। লোকে শূলপাণির অষ্টষষ্টি ক্ষেত্র কথিত হয়। পরমেশ শঙ্কর এই অষ্টষষ্টি ক্ষেত্রেই ত্রিকালে সতত সন্নিহিত থাকেন; এদিকে আমরাও এই স্থানে অষ্টষষ্টি গোত্র বিদ্যমান। চিত্রশর্ম্মা মূঢ়মনা হইয়াও আমাদের সমান হইল। অতএব চিত্রশর্ম্মা যেরূপে ভগবান্ ত্রিলোচনের আরাধনা করিয়া পাতালতলস্থিত লিঙ্গ আনয়ন করিয়াছে, আমরাও তদ্রূপ হরের আরাধনা করিয়া তপঃশক্তি দ্বারা নিঃশেষরূপে তাঁহার অখিল ক্ষেত্র-লিঙ্গ আনয়ন করিব। এইরূপ

সর্ব্বগোত্রাণামানেষ্যতি চ শঙ্করঃ। যদ্‌গোত্রং ক্ষেত্র-সংযুক্তং যচ্চাভূত্যা ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥ ততস্তে শর্ম্ম-সংযুক্তাঃ সর্ব্ব এক দ্বিজোত্তমাঃ। চক্রুস্তপঃক্রিয়াং সর্ব্বে দুষ্করাং সর্ব্বজন্তুভিঃ ॥ ২৫ ॥ জপৈর্হোমোপ-বাসৈশ্চ নিয়মৈশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ। বলিপূজোপহারৈশ্চ স্নানদানাদিভিস্তথা ॥ ২৬ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপ্য দেবস্ত নাম্না খ্যাতং দ্বিজেশ্বরম্। মনোহরতরে প্রোচ্চ প্রাসাদে পর্ব্বতোপমে ॥ ২৭ ॥ ত্যক্ত্বা গৃহক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্তথা যজ্ঞসমুদ্ভবাঃ। অন্যাশ্চ লোকযাত্রোত্থা-স্তোষয়ন্তি মহেশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥ এবমারাধ্যমানোঽপি সন্তোষং পরমেশ্বরঃ। নাভ্যগচ্ছৎপরাং তুষ্টিং কথ-ঞ্চিদপি স দ্বিজাঃ ॥ ২৯ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে সমারাধ্য মহেশ্বরম্। ন চ কিঞ্চিৎ ফলং প্রাপ্তা যাবৎ ক্রুদ্ধাস্ততোঽখিলাঃ ॥ ৩০ ॥ অস্য মূর্খতম-স্যাপি ত্বং শূলিংশ্চিত্রশর্ম্মণঃ। স্বল্পেনৈকেনাপি কালেন সন্তোষং পরমং গতঃ ॥ ৩১ ॥ বয়ং বার্দ্ধক্যমাপন্না বাল্যাৎ প্রভৃতি শঙ্করম্। পূজয়ন্তোঽপি নো দৃষ্টস্তথাপি পরমেশ্বর ॥ ৩২ ॥ তস্মাৎ সর্বৈঃ প্রকর্ত্তব্যং হব্যবাহপ্রবেশনম্। অস্মাভির্নিশ্চয়ো হ্যেষ তবাগ্রে সাম্প্রতং কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥ ততশ্চাহৃত্য কাষ্ঠানি সর্ব্বে তে দ্বিজসত্তমাঃ। ঈশ্বরং মনসি ধ্যাত্বা চিতাশ্চক্রুঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৩৪ ॥ তথা সর্ব্বং ক্রিয়াকর্ম্ম স্নানদানাদিকঞ্চ যৎ। কৃত্বা তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সুসমিদ্ধং হুতাশনম্ ॥ ৩৫ ॥ যাবৎ কৃত্বা সুতৈঃ সার্দ্ধং প্রবিশন্তি সমাহিতাঃ। তাবৎ স ভগবাং-স্তুষ্টস্তেষাং সন্দর্শনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥ অব্রবীচ্চ বিহস্যোচ্চৈর্মেঘগম্ভীরয়া গিরা। সর্ব্বাংস্তান্ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠান্ মৃতান্ সঞ্জীবয়ন্নিব ॥ ৩৭ ॥ ভো ভো ব্রাহ্মণ-শার্দ্দূলা মা চৈবং সাহসং মহৎ। যূয়ং কুরুত মদ্বাক্যাৎ সন্তুষ্টোঽস্মি বিশেষতঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্মাদ্বদত যচ্চিত্তে যুষ্মাকং চৈব সংস্থিতম্। যেন দত্ত্বা প্রগচ্ছামি স্বমেব ভুবনং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। অস্মিন্ ক্ষেত্রে সুরশ্রেষ্ঠ পুরস্তাচ্চ সন্নিধৌ। ক্ষেত্রাণামষ্ট-ষষ্টির্য্যা ধন্যা সঙ্কীর্ত্ত্যতে জনৈঃ ॥ ৪০ ॥ সদাভ্যেতু সমং লিঙ্গৈস্তৈরাদ্যৈঃ সুরসত্তম। যেনামর্ষপ্রশান্তির্নঃ সর্ব্বেষামিহ জায়তে ॥ ৪১ ॥ এষ সংস্পর্দ্ধতেঽস্মাভিঃ

করিলে শঙ্করের প্রসন্নতায় আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণও এই ক্ষেত্রে সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। অনন্তর জপ, হোম, উপবাস, বিবিধ নিয়ম, বলি, পূজা, উপহার, স্নান ও দানাদি দ্বারা দ্বিজোত্তমগণ স্ব স্ব মঙ্গল কামনায় সকলেই অন্য প্রাণীর দুষ্কর তপশ্চরণ করিলেন। তাঁহারা সেই গিরিবরে অত্যুচ্চ মনোহরতর প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও স্ব স্ব নামানুসারে লিঙ্গনিচয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহকার্য্য, যজ্ঞক্রিয়া ও অন্যান্য লোকযাত্রা প্রভৃতি অখিল কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহেশের সন্তোষ-সাধনে প্রয়াস করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! তত্রত্য ক্ষেত্র-বাসী বিপ্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আরাধ্যমান হইয়াও হর তাঁহাদের প্রতি অল্পমাত্রও প্রীত হইলেন না। দ্বিজগণ আরও সহস্র বৎসর এইরূপে হরের আরা-ধনা করিলেন; কিন্তু কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আরা-ধনা করিয়াছিলেন বলিয়া কোনই ফল হইল না। ইহাতে তাঁহারা তখন ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—অহো! মহেশ্বর! চিত্রশর্ম্মা মূর্খতম, সে অতি অল্পকাল মধ্যে আপনার সন্তোষসাধন করিল, আর আমরা বাল্যকাল হইতে আরাধনা করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলাম, তথাপি আপনি আমাদের প্রতি প্রীত হইলেন না। অতএব হে শঙ্কর! আমরা আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—আমরা সকলেই অনলে প্রবেশ করিব। অনন্তর দ্বিজবরগণ প্রভূত কাষ্ঠ আনয়ন ও শঙ্করের চিন্তা করিতে করিতে পৃথক্ পৃথক্ চিতা নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্নানদানাদি স্ব স্ব নিত্য ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক পুত্র-পৌত্রাদির সহিত সুসমিদ্ধ হুতাশনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর যেমন তাঁহারা সমাহিত হইয়া হুতাশন প্রবেশের উদ্‌যোগ করি-লেন, অমনই ভগবান্ শূলপাণি তাঁহাদের প্রতি প্রীত হইয়া প্রত্যক্ষ দর্শনদানে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণসত্তমগণ তাঁহার সহাস্য আস্য দর্শনে ও মেঘগম্ভীরবাক্যে যেন মৃতদেহে জীবন পাইলেন। ১৬—৩৭। শঙ্কর কহিলেন,—হে দ্বিজ-শার্দ্দূলগণ! তোমরা এইরূপ মহাসাহস করিও না। আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমার বাক্যে ক্ষান্ত হও। তোমাদের অভীষ্ট প্রকাশ কর, আমি তাহা পূরণ করিয়া স্বপুরে গমন করি। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে সুরসত্তম! এই ক্ষেত্রের ঐ প্রাসাদসন্নিধানে আপনার অষ্টষষ্টিক্ষেত্র বিদ্যমান। মানবগণ ঐ সকল ক্ষেত্রের ধন্যবাদ করিয়া থাকে। হে সুরোত্তম! আপনার অখিল অনাদি-লিঙ্গ সহ আপনি এই প্রাসাদে সতত সন্নিহিত হউন, এইরূপ করিলে আমাদের অমর্ষশান্তি হইবে। সর্ব্বগুণবর্জ্জিত দ্বিজ চিত্রশর্ম্মা আপনার লিঙ্গপ্রভাবে

সর্ব্বৈর্গুণৈর্বিবর্জ্জিতঃ। স্থিতিজস্ত প্রভাবেণ তস্মাদেতৎ সমাচর। ৪২। সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো জ্ঞাত্বা তং বরদং হরম্। উবাচ স্পর্দ্ধয়া যুক্ত-শ্চিত্রশর্ম্মা মহেশ্বরম্। ৪৩। চিত্রশর্ম্মোবাচ। এতৈঃ প্রাণপরিত্যাগমারভ্য তদনন্তরম্। তুষ্টিং নীতোঽসি দেবেশ কৃত্বা চ সুমহত্তপঃ। ৪৪। ময়া সংস্পর্দ্ধমানৈশ্চ কেবলং গুণগর্ব্বিতৈঃ। তস্মাদেষাং ন দাতব্যং ত্বয়া কিঞ্চিৎ সুরেশ্বর। ৪৫। যদি ত্বং মামতিক্রম্য সম্প্রদাস্যসি বাঞ্ছিতম্। এতৈঃ পুত্র কলত্রৈশ্চ সার্দ্ধং প্রত্যক্ষতস্তব। পাবকং সাধয়িষ্যামি তস্মাদ্যুক্তং সমাচর। ৪৬। সূত উবাচ: তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ শশিশেখরঃ। চিন্তয়ামাস চিত্তেন কিমত্র সুকৃতং ভবেৎ। ৪৭। এতে ব্রাহ্মণ-শার্দ্দূলা বিনাশং যান্তি মৎকৃতে। এষোঽপি সর্ব্ব-সংসিদ্ধো গণতুল্যো দ্বিজোত্তমঃ। ৪৮। তস্মাদ্দ্বাভ্যাং ময়া কার্য্যং ক্ষেত্রে সৌখ্যং যথা ভবেৎ। ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ তথা চাত্রনিবাসিনাম্। ৪৯। মমাপি সর্ব্বদা চিত্তে কৃত্যমেতদ্ধি বর্ত্ততে। একস্থানে করোম্যেব সর্ব্বক্ষেত্রাণি যানি মে। ৫০। ভবিষ্যতি তথা কালো রৌদ্রঃ কলিসমুদ্ভবঃ। তত্র ক্ষেত্রাণি তীর্থানি নাশং যাস্যন্তি ভূতলে। ৫১। সত্তীর্থে-ভ্যস্ততাৎ সর্ব্বৈঃ ক্ষেত্রমেতৎ সমাশ্রিতম্। আনয়ি-ষ্যাম্যহমপি যানি ক্ষেত্রাণি কৃৎস্নশঃ। ৫২। ততস্তং চিত্রশর্ম্মাণং প্রাহ চেদং মহেশ্বরঃ। শৃণু মদ্বচনং কৃৎস্নং কুরুষ তদনন্তরম্। ৫৩। অত্র ক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি মদীয়ানি দ্বিজোত্তম। সমাগচ্ছন্তু বিপ্রাশ্চ প্রভবন্তু প্রহর্ষিতাঃ। ৫৪। তবাপি যোগ্যতাং শ্রেষ্ঠাং করিষ্যামি মহামতে। যদি মে বর্ত্তসে বাক্যে মুক্তা স্পর্দ্ধাং দ্বিজোত্তবাম্। ৫৫। তুরীয়মপি তে গোত্রং বেদোক্তেন ক্রমেণ চ। আদ্যতাং চাপি তে সর্ব্বে কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তে দ্বিজাঃ। ৫৬। তথান্যদপি সম্মানং তব যচ্ছামি চ দ্বিজ। আচন্দ্রার্কমসন্দিগ্ধং পুত্রপৌত্রাদিকঞ্চ যৎ। ৫৭। হৃদ্দ্বয়ে ভবিষ্যন্তি পুত্রপৌত্রাস্তথা পরে। কৃত্যে শ্রাদ্ধে তর্পণে বা ক্রিয়মাণে বিধানতঃ। ৫৮। আদ্যস্ত বৎসসংজ্ঞস্য নাম উচ্চার্য্য গোত্রজন্। ততো নামান

সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, আমরা তাহার প্রতি স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন। সূত কহিলেন,—এদি ক চিত্রশর্ম্মাও হরকে দ্বিজগণের বরদ জানিয়া স্পর্দ্ধা-যুক্ত-হৃদয়ে মহেশকে কহিতে লাগিলেন। চিত্রশর্ম্মা কহিলেন,—হে দেবেশ! এই দ্বিজগণ প্রাণপণে মহাতপস্যা করিয়া আপনার প্রীতি সাধন করিয়া-ছেন, ইঁহারা গুণসম্পন্ন হইয়াও কেবল আমার প্রতি স্পর্দ্ধাবশে নিন্দিত হইয়াছেন; অতএব ইঁহাদিগকে বরদান করিবেন না। হে সুরেশ! যদি আমাকে অতিক্রম করিয়া ইঁহাদিগকে বরদান করেন, তবে আমিও পুত্রপৌত্রাদির সহিত আপনার সমক্ষে হুতাশনে প্রবেশ করিব, এই সকল বুঝিয়া যে হয় করুন। সূত কহিলেন,—চিত্রশর্ম্মার এই সনির্ব্বন্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শশিশেখর মনে মনে চিন্তা করিলেন,—এখন কি করিলে মঙ্গল হয়? এই সকল দ্বিজশার্দ্দুল আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, আর গণোপম অখিল সিদ্ধিভাজন চিত্রশর্ম্মাও মরণোন্মুখ; অতএব ইঁহাদের সৌখ্যকামনায় এইক্ষেত্রে আমার এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে, যাহাতে উভয়দিক্ রক্ষা হয়। প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ ক্ষেত্রবাসী, অতএব ইঁহাদের শ্রেয়ঃসাধন আমার অবশ্যকর্ত্তব্য আর ইহাও সতত আমার মনে হইত যে, আমি আমার সকল তীর্থ এক স্থানে মিলিত করিব, কেননা ভীষণ কলিকাল আসিলে ভূতলে আমার অখিল ক্ষেত্র-তীর্থ বিলুপ্ত হইবে; অতএব ইহাই আমার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। আমার উত্তম উত্তম তীর্থ সকল এই ক্ষেত্রে আনয়ন করি। কলি-ভীত লোকগণ উত্তমতীর্থযুক্ত এই ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করুক ৩৮—৫২। অনন্তর শঙ্কর এইরূপ স্থির-সঙ্কল্প হইয়া চিত্রশর্ম্মাকে কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমার বক্ষ্যমাণ বাক্যনিচয় শ্রবণ ও আমার আদিষ্ট পথের অনুসরণ কর। এই স্থানে আমার অখিল ক্ষেত্র আগমন করুক এবং দ্বিজগণ এখানে আগমন করিয়া হৃষ্ট হউন। হে মহামতে! যদি দ্বিজগণের প্রতি স্পর্দ্ধা পরিত্যাগ করিয়া আমার আদেশের অনুবর্ত্তী হও তবে আমিও তোমাকে অনুত্তম যোগ্যতা প্রদান করিব। তোমার বংশ বেদবিধানক্রমে চতুর্থপর্য্যায়যুক্ত হইলেও উহা আদি-মত্ব প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে যাঁহারা তোমার প্রতি অমর্ষী, এই দ্বিজগণই তাহার গুণকীর্ত্তন করিবেন। হে দ্বিজ! তোমাকে অন্য আরও এক সম্মান প্রদান করিতেছি; তোমার পুত্র-পৌত্রাদি ও অন্যান্য বংশধরগণ পৃথিবীতে যত দিন চন্দ্র তারকা

প্যেবং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ। ৫৯। ততঃ সন্তর্পয়িষ্যন্তি পিতৃনথ পিতামহান্। তথান্যানপি বন্ধূংশ্চ সুহৃৎ সম্বন্ধিবান্ধবান্। ৬০। মদন্বয়ে বিনা নাম্না ত্বদীয়েন বিমোহিতাঃ। যে পিতৄংস্তর্পয়িষ্যন্তি তেষাং ব্যর্থং ভবিষ্যতি। ৬১। শ্রাদ্ধং বা যদি বা দানং তর্পণং বা মহত্তরম্। তস্মাদহঙ্কৃতিং মুক্তা মামারাধায় কেবলম্। ৬২। যেন সিদ্ধোঽপি সংসিদ্ধিং পরামাপ্নোষি শাশ্বতীম্। এবং সম্বোধ্য তং বিপ্রং কৃত্বাদ্যমপি পশ্চিমম্। ৬৩। ততস্তান্ ব্রাহ্মণানাহ প্রাসাদঃ ক্রিয়তামিতি। গোত্রংগোত্রং পুরস্কৃত্য স্থাপ্যং লিঙ্গমনুত্তমম্। যেন সংক্রমণং তেষু মম সঞ্জায়তে দ্বিজাঃ। ৬৪। অথ তে ব্রাহ্মণাস্তত্র ভূমিভাগান্ মনোহরান্। দৃষ্ট্বাদৃষ্ট্বা প্রচক্রুশ্চ প্রাসাদান্ হর্ষসংযুতাঃ। ৬৫। অষ্টষষ্টিমিতান্ দিব্যান কৈলাসশিখরোপমান্। তেষু সংস্থাপয়ামাসুর্লিঙ্গানি বিবিধানি চ। ক্ষেত্রেক্ষেত্রে চ যন্নাম তত্তৎ সংজ্ঞাং প্রচক্রিরে। ৬৬। অথ তেষাং পুনর্দৃষ্টিং গত্বা দেব-ত্রিলোচনঃ। প্রোবাচ মধুরং বাক্যং কস্মিংশ্চিৎকাল-পর্য্যয়ে। আরাধিতস্তপঃশক্ত্যা লিঙ্গসংস্থাপনাদন্ধু। ৬৭। শ্রীভগবানুবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি বিপ্রেন্দ্রা যুষ্মাকমহমদ্য বৈ। এতন্মম কৃতং কৃত্যং ভবদ্ভির-খিলং ততঃ। ৬৮। অস্মদীয়ানি লিঙ্গানি ক্ষেত্রাণি চ কলের্ভয়াৎ। ততো মাস্তাশ্চ মে মূয়ং নাস্তৈরেত-দ্ভবিষ্যতি। ৬৯। তস্মাচ্চিত্তস্থিতং শীঘ্রং প্রার্থয়ন্তু দ্বিজোত্তমাঃ। সম্প্রযচ্ছামি যেনাশু যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্। ৭০। ব্রাহ্মণা উচুঃ। যদি দেব প্রসন্নস্ত্বমস্মাকঞ্চ সুরেশ্বর। পশ্চিমশ্চিত্রশর্ম্মা চ যথাদ্যো ভবতা কৃতঃ। ৭১। অস্মদীয়ং সদা নাম কীর্ত্তনীয়মসংশয়ম্। শ্রাদ্ধকৃত্যেষু সর্ব্বেষু যথা তেন সমা বয়ম্। ভবামস্তৎপ্রসাদেন সাম্প্রতং চিত্রশর্ম্মণা। ৭২। শ্রীভগবানুবাচ। যুষ্মাকমপি যে কেচিদ্বংশং যাস্যন্তি মানবাঃ। যুবানঃ শাস্ত্রসংযুক্তা বেদবিদ্যা-বিশারদাঃ। ৭৩। আনয়িষ্যথ তান্ মূয়মাসুব্যায়ণ-

বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল যথাবিধি অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ ও তর্পণ কার্য্যে আদিবৎস সংজ্ঞক তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারা প্রথমে ভক্তিসহকারে আদি বৎস নামে তোমাকে তর্পণ করিয়া অন্য পুরুষগণের নাম উল্লেখ ও তার পর পিতৃপিতামহ এবং অন্যান্য সুহৃৎ সম্বন্ধী ও বান্ধবের নাম উচ্চারণ করিয়া তর্পণ করিবেন। তোমার বংশে যাহারা বিমোহিত হইয়া তোমার নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিবে, তাহাদের শ্রাদ্ধ, দান ও তর্পণ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই বিফল হইবে। হে দ্বিজ! তুমি সিদ্ধ, অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমার আরাধনা কর, এইরূপ করিলে সিদ্ধ হইয়াও তুমি পরম নিত্য সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। শঙ্কর এইরূপে উপদেশ দিয়া পুনন্যূন চিত্রশর্ম্মাকে বৎস বংশের শ্রেষ্ঠ করিলেন। তারপর অন্যান্য দ্বিজগণকে কহিলেন,—আপনারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করুন, আপনাদের প্রতি গোত্র সকলেই পৃথক্ পৃথক্ অনুত্তম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করুক। হে দ্বিজগণ! এইরূপ করিলেই আমি নিত্য সেই সকল লিঙ্গের সন্নিহিত হইব। অনন্তর হর্ষযুক্ত ব্রাহ্মণগণ যেখানে যেখানে উত্তম উত্তম ভূমিভাগ অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে প্রাসাদনির্ম্মাণ করাইয়া কৈলাসশিখরসদৃশ সেই অষ্টষষ্টি দিব্য প্রাসাদে বিবিধলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্ব স্ব নামানুসারে লিঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। অনন্তর একদা দেবদেব ত্রিনয়ন তাঁহাদের নয়নপথের পথিক হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে বিপ্রবরগণ! আপনারা আমার অখিল কৃত্য সাধন করিয়াছেন; অতএব অদ্য আমি আপনাদের প্রতি প্রীত হইলাম। মদীয় ক্ষেত্র ও লিঙ্গনিচয় কলিভয়ে ভীত হইয়াছিল, আপনারা যাহা করিলেন, তাহা অন্যের দুঃসাধ্য। অতএব আপনারা আমার মান্য। হে দ্বিজোত্তমগণ! সত্বর মনোগত অভীষ্ট প্রার্থনা করুন, আপনাদের অভীষ্ট সুদুর্লভ হইলেও তাহা অদ্য প্রদান করিব।৫৩—৭০। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে সুরবর! যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্টদানে অভিলাষ থাকে, তবে আপনি চিত্রশর্ম্মাকে যেরূপ অগ্রণী করিয়াছেন, তদ্রূপ আমাদের নামও নিঃসংশয়ে সতত শ্রাদ্ধাদি কৃত্যে কীর্ত্তনীয় হউক। হে দেব! এই রূপ করিলে আপনার প্রসাদে আমরাও চিত্রশর্ম্মার সমান হইব। ভগবান্ বলিলেন,—আপনাদের বংশে যে সকল লোক থাকিবেন, তাঁহারা যুবা, শাস্ত্রনিরত ও বেদবিদ্যায় বিশারদ হইবেন এবং তাঁহারা এই

সংস্থিতান্। নিত্যং স্থিতাশ্চ তে ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধস্যা-ক্ষয়কারকাঃ॥ ৭৪॥ এবমুক্তাথ দেবেশস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। তেঽপি বিপ্রাঃ সুসন্তুষ্টাস্তত্র স্থানে ব্যবস্থিতাঃ॥ ৭৫॥ এবং তত্র সমস্তানি ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ। কলিভীতানি বিপ্রেন্দ্রা নিবসন্তি সদৈব হি॥ ৭৬॥ এবং তে ব্রাহ্মণাঃ প্রাপ্য সিদ্ধিং চেশ্বরপূজনাৎ। খ্যাতাঃ সর্ব্বত্র ভুবনে শ্রাদ্ধস্যাক্ষয়কারকাঃ॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রাহ্মণচিত্রশর্ম্মলিঙ্গস্থাপনবৃত্তান্তবর্ণনং নাম সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৭॥

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অষ্টষষ্টিপ্রমাণানি যানি ক্ষেত্রাণি সূতজ। ত্বয়োক্তানি চ তান্যেব নামতো নঃ প্রকীর্ত্তয়॥ ১॥ তথান্যানি চ তীর্থানি যানি সন্তি ধরাতলে। তানি কীর্ত্তয় কার্ৎস্ন্যেন পরং কৌতূহলং হি নঃ॥২॥ সূত উবাচ। যানি প্রোক্তানি তীর্থানি ভবদ্ভির্দ্বিজসত্তমাঃ। অষ্টষষ্টিপ্রমাণানি তথা ক্ষেত্রাণি ভূতলে॥৩॥ তানি সর্ব্বাণি ভীতানি প্রবিষ্টানি রসাতলম্। তীর্থানি মুনিশার্দ্দূলাঃ পাপে হ্যত্র কলৌ যুগে॥ ৪॥ এতদেব পুরা পৃষ্টঃ পার্ব্বত্যা পরমেশ্বরঃ। যত্ত্বদ্ভিরহং পৃষ্টস্তীর্থযাত্রাকৃতে দ্বিজাঃ॥ ৫॥ কৈলাসশিখরাসীনঃ পুরা দেবো মহেশ্বরঃ। সর্ব্বৈর্গণগণৈঃ সার্দ্ধমুপবিষ্টো বরাসনে॥ ৬॥ প্রণামকরণার্থায় হ্যাগতেষমরেষু চ। গতেষু তেষু বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বেষু ত্রিদিবালয়ম্। অর্দ্ধাসনগতা দেবী বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৭॥ দেব্যুবাচ। দেবদেব মহাদেব গঙ্গাক্ষালিতশেখর। বদ মে তীর্থমাহাত্ম্যং যদ্যহং বল্লভা তব॥ ৮॥ তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানামিহ ভূতলে। সন্ত্যায়া নামতো দেব মহ্যং কীর্ত্তয় সাম্প্রতম্॥ ৯॥ যানি তীর্থান্যনেকানি ক্ষেত্রাণি চৈব মে প্রভো। তানি কীর্ত্তয় দেবেশ সুগমাং চৈব দেহিনাম্। কীর্ত্তনাচ্চ সমগ্রাণাং তীর্থানাং লভতে ফলম্॥ ১০॥ ঈশ্বর উবাচ। তীর্থশব্দো বরারোহে ধর্ম্মরত্যেষু

ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিয়া শ্রাদ্ধের অক্ষয়কারক হইবেন। সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধকার্য্যে 'আমুষ্যায়ণ' নামে আনয়ন করিবেন। হে দ্বিজগণ! দেবেশ এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। দ্বিজগণও সন্তুষ্ট হইয়া তদবধি সেই ক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রবরগণ! এইরূপে কলিভীত তীর্থক্ষেত্র ও আয়তননিচয় তথায় আগমন করে, আর তত্রত্য দ্বিজগণও এইরূপে হরের পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল দ্বিজই ত্রিভুবনে শ্রাদ্ধের অক্ষয় ফলদাতা।৭১—৭৭।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়। ১০৭।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! তুমি যে অষ্টষষ্টিসংখ্যক ক্ষেত্রের কথা কহিলে, এক্ষণে আমাদের নিকট ঐ সকল ক্ষেত্রের নাম —এবং ধরাতলে অন্য যে সকল তীর্থ আছে, তাঁহাদের বিষয় অশেষরূপে কীর্ত্তন কর, আমাদের পরম কৌতূহল হইতেছে। সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনাদের নিকট যে অষ্টষষ্টিসংখ্যক তীর্থ ও ক্ষেত্রের কথা কহিলাম, হে ঋষিশার্দ্দুলগণ! পাপ কলিযুগ উপস্থিত হইলে ইহারা কলিভয়ে ভীত হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছে। আপনারা সম্প্রতি আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরাকালে পার্ব্বতী মহেশসমীপে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বকালে একদা দেব মহেশ্বর কৈলাসশিখরে সমাসীন। তিনি গণসমূহে পরিবৃত হইয়া বরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে অমরগণ প্রণামার্থ তথায় উপনীত হন। হে বিপ্রবরগণ! অনন্তর প্রণামান্তে অমরনিকর ত্রিদশালয়ে গমন করিলে দেবী তাঁহার অর্দ্ধাসনে উপবিষ্টা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে দেবদেব! আপনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার মস্তকে জাহ্নবী বিদ্যমানা, জাহ্নবীজলে ত্বদীয় মস্তক ক্ষালিত হইয়া থাকে। যদি আমাকে আপনার বল্লভা বলিয়া মনে হয়, তবে আমার নিকট তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। হে দেব! আমি শুনিয়াছি,—ভূতলে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ বিদ্যমান, এখানে আমার নিকট উহাদের নাম কীর্ত্তন করুন। হে প্রভো! ক্ষিতিতলে যে সকল ক্ষেত্র মানবগণের সুখগম্য, সেই সকল ক্ষেত্র তীর্থের নাম বলুন। হে দেবেশ। কীর্ত্তনেই অখিল তীর্থের ফললাভ হয়। ১—১০। ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরারোহে।

বর্ত্ততে। ধর্ম্মস্থানেষু সর্ব্বেষু তত্ত্বং শৃণু সমাহিতা। ১১। মাতা তীর্থং পিতা তীর্থং তীর্থং সাধুসমাগমঃ। ধর্ম্মানুচিন্তনঞ্চৈব তথৈব নিয়মো যমঃ ॥১২॥ পুণ্যাঃ কথা বরারোহে দেবর্ষীণাং কৃতাস্তথা। আশ্রমাঃ সমুনীন্দ্রাণাং দেবানাঞ্চ তথা প্রিয়ে। ১৩। ভূমিভাগাঃ পবিত্রাঃ স্যুঃ কীর্ত্ত্যন্তে তীর্থমিত্যুত। তেষাং সন্দর্শনাদেব স্মরণাচ্চাবগাহনাৎ। মুচ্যন্তে জন্তবঃ পাপৈরপি জন্মশতোদ্ভবৈঃ। ১৪। তথা পাতকিনো যে চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। তেঽপি সর্ব্বে তথা মুক্তাস্তেষাং চৈবাবগাহনাৎ। ১৫। এবং পাপানি সংযান্তি নাশং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি। অপি ব্রহ্মবধাৎ পাপং যন্ত্ববেদিহ দেহিনাম্। তচ্চাপি তীর্থসংসর্গাৎ প্রলয়ং যাত্যসংশয়ম্। ১৬॥ মমাপি করসংলগ্নং কপালং ব্রহ্মণঃ পুরা। পতিতং তীর্থসংসর্গাত্তেষাং চৈবাবগাহনাৎ। ১৭। এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু তথা হ্যায়তনেষু চ। স্নাতব্যং ভক্তিযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা। ১৮। যত্র স্নাতৈর্নরৈঃ সম্যক্ সর্ব্বেবা লভ্যতে ফলম্। মমাশ্রয়ং বিশালাক্ষি সর্ব্বপাতকনাশনম্। কামদঞ্চ তথা নৃণাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ। ১৯। এতদ্গুহ্যতমং দেবি মম নিত্যং ব্যবস্থিতম্। ন কস্যাপি ময়াখ্যাতং দেবেন্দ্রস্যাপি পৃচ্ছতঃ। ২০। বল্লভ্যাত্তব মে ভদ্রে কথিতং বৈ বরাননে। অষ্টষষ্টিঃ প্রগম্যানি ভক্ত্যা তীর্থানি মানবৈঃ। ২১। মমাশ্রয়াণি তান্যেব সর্ব্বপাপহরাণি চ। কামদানি বরারোহে মৎপ্রভাবাদসংশয়ম্। ২২। যংযং কামং সমাধায় তত্র তীর্থে পুমান্ যদি। কৃত্বা স্নানং ততো দেবমর্চ্চয়েচ্চ মহেশ্বরম্। ২৩। সুকৃতং মনসি ধ্যাত্বা যৈর্নরৈঃ পূজিতো হরিঃ। আশুং তেষাং বরারোহে দর্শনং স্পর্শনং তথা। স্মরণাদপি মুচ্যন্তে নরাঃ পাপৈঃ পুরাকৃতৈঃ। ২৪। এতে শক্রাদয়ো দেবাস্তেষু তীর্থেষু সুন্দরি। মাং পূজ্য ত্রিদিবং প্রাপ্তাস্তথান্যে নারদাদয়ঃ। ২৫। তান্যহন্তে প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ পৃথক্ পৃথক্। নামতঃ শৃণু দেবেশি সমাহিতমনাঃ স্থিতা। ২৬। বারাণসী প্রয়াগং চ নৈমিষং চাপরং তথা। গয়া শিরঃ সুপুণ্যং চ পবিত্রং কুরুজাঙ্গলম্। ২৭। প্রভাসং পুষ্করং চৈব

ধর্ম্মকৃত্যেই তীর্থশব্দ বিদ্যমান। অখিল ধর্ম্মস্থানেই তীর্থনিচয়ের অধিষ্ঠান। একণে সমাহিতা হইয়া সেই সকল শ্রবণ কর। হে বরারোহে! মাতা, পিতা, সাধুসমাগম, ধর্ম্মানুচিন্তন, নিয়ম, যম, দেবর্ষিদিগের পূতকথা, মুনীশ্বরগণের আশ্রম, সুরগণের আবাস এবং পবিত্র ভূমিভাগ এই সকলেই তীর্থশব্দ প্রযুক্ত হয়। হে প্রিয়ে! এই সকলের সন্দর্শন, স্মরণ ও অবগাহনে জীব শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! যাহারা পাতকী ও বিশ্বাসঘাতী, এই সকল তীর্থে অবগাহনে তাহাদের পাতক-বিনাশ হইয়া মুক্তি হইয়া থাকে। অধিক বলিব কি, দেহীদিগের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকও এই সকল তীর্থাবগাহনে বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। হে দেবি! পূর্ব্বকালে আমার করে ব্রহ্মার কপাল সংলগ্ন হইয়াছিল, এই সকল তীর্থের সংসর্গ ও অবগাহনেই আমার কর হইতে সেই ব্রহ্মকপাল পতিত হয়। অতএব অনন্যমনা হইয়া ভক্তিপূত-হৃদয়ে এই সকল তীর্থায়তনে অবগাহন করিবে। হে বিশাললোচনে! এই সকল তীর্থে অবগাহন করিয়াই নরগণ অখিল ফললাভ করে। হে দেবি! আমার আশ্রয় অখিল কলুষ বিনাশ করে, আমার শরণ লইলে নরগণের বিশেষতঃ নারীদিগের নিখিলকামনা পূর্ণ হয়। ১১—১৯। হে দেবি! আমি সতত এই সকল গুহ্য কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছি, অন্যের কথা কি কহিব? দেবরাজও জিজ্ঞাসা করিয়া কদাচ ইহার উত্তর প্রাপ্ত হন নাই। হে বরাননে! তুমি আমার বল্লভা, হে ভদ্রে! তজ্জন্যই তোমার নিকট কথিত হইল। সর্ব্বপাপহর অষ্ট ষষ্টি তীর্থ আমার আশ্রয়স্থান। ভক্তিদ্বারাই মানবের এই অষ্ট-ষষ্টি তীর্থ অভিগম্য হয়। হে বরারোহে! আমার প্রসাদে এই সকল তীর্থ কামদ হইয়া থাকে, সংশয় নাই। পুরুষ যে যে কামনার অনুধ্যান করত আমার এই অষ্টষষ্টিতীর্থে স্নান ও দেবদেব মহেশ্বরের পূজা এবং যে সকল লোক মনে মনে উত্তম চিন্তা করিয়া হরির অর্চ্চনা করে, হে বরারোহে! তাহাদেরই তীর্থদর্শন ও স্পর্শন ঘটিয়া থাকে; অধিক কি, এই সকল তীর্থের স্মরণেও নর পুরাকৃত নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। হে সুন্দরি! এই যে শক্রাদি সুরগণকে সন্দর্শন করিতেছ, ইহারা ও নারদাদি ঋষিগণ যে সকল তীর্থে আমাকে পূজা করিয়া ত্রিদশালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে দেবিশি! ঐ সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক তোমার নিকট বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি, সমাহিতা হইয়া শ্রবণ কর। হে দেবিশি!

বিশ্বেশ্বরমথাপরম্। অট্টহাসং মহেন্দ্রং চ তথৈব উজ্জয়নী চ যা ॥ ২৮ ॥ মরুকোটিঃ শঙ্কুকর্ণং গোকর্ণং ক্ষেত্রমুত্তমম্। রুদ্রকোটি স্থলেশং চ হর্ষিতং বৃষভধ্বজম্ ॥ ২৯ ॥ কেদারং চ তথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং মধ্যমকেশ্বরম্। সহস্রাক্ষং তথা ক্ষেত্রং তথান্যৎ কার্ত্তিকেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥ তথৈব বস্ত্রমার্গং চ তথা কনখলং স্মৃতম্। ভদ্রকর্ণং চ বিখ্যাতং দণ্ডকাখ্যং তথৈব চ ॥ ৩১ ॥ ত্রিদণ্ডাখ্যং তথা ক্ষেত্রং তথৈব কুমিজাঙ্গলম্। একাম্রং চ তথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং ছাগলকং তথা। ৩২ ॥ কালিঞ্জরং চ দেবেশি তথান্যন্মণ্ডলেশ্বরম্। কাশ্মীরং মরুকেশং চ হরিশ্চন্দ্রং সুশোভনম্ ॥ ৩৩ ॥ পুরশ্চন্দ্রং চ বামেশং কুক্কুটেশ্বরমেব চ। ভস্মগাত্রমথোঙ্কারং ত্রিসন্ধ্যা বিরজা তথা ॥ ৩৪ ॥ অর্কেশ্বরং চ নেপালং দুষ্কর্ণং করবীরকম্। জাগেশ্বরং তথা দেবি শ্রীশৈলং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥ অযোধ্যা চৈব পাতালং তথা কারোহণং মহৎ। দেবিকা চ নদী পুণ্যা ভৈরবং পূর্ব্বসাগরঃ ॥ ৩৬ ॥ সপ্তগোদাবরীতীর্থং তথৈব সমুদাহৃতম্। নির্ম্মলেশং তথান্যচ্চ কর্ণিকারং সুশোভনম্ ॥ ৩৭ ॥ কৈলাসং জাহ্নবীতীরং জললিঙ্গং চ বাড়বম্। বদরীতীর্থবর্য্যঞ্চ কোটিতীর্থং তথৈব চ ॥ ৩৮ ॥ বিন্ধ্যাচলো হেমকূটং গন্ধমাদনমেব চ। লিঙ্গেশ্বরং তথা ক্ষেত্রং লঙ্কাদ্বারং তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥ নাগেশং তু মধ্যেশং কেদারং রুদ্রজালকম্ সুবর্ণাখ্যং চ বামোরু তথান্যৎ ষষ্টিকাপথম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽষ্টষষ্টিতীর্থবর্ণনং নামাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

বারাণসী, প্রয়াগ, নৈমিষ, সুপুণ্য গয়াশিব পবিত্র কুরুজাঙ্গল, প্রভাস, পুষ্কর, বিশ্বেশ্বর, অট্টহাস, মহেন্দ্র, উজ্জয়িনী, মরুকোটি, শঙ্কুকর্ণ, ক্ষেত্রোত্তম গোকর্ণ, রুদ্রকোটি, স্থলেশ, হর্ষিত, বৃষভধ্বজ, কেদার, মধ্যমকেশ্বর, সহস্রাক্ষ, কার্ত্তিকেশ্বর, বস্ত্রমার্গ, কনখল, বিখ্যাত ভদ্রকর্ণ, দণ্ডক, ত্রিদণ্ড, কুমিজাঙ্গল, একাম্র, ছাগলক, কালিঞ্জর, মণ্ডলেশ্বর, কাশ্মীর, মরুকেশ, সুশোভন হরিশ্চন্দ্র, পুরশ্চন্দ্র, বামেশ, কুক্কুটেশ্বর, ভস্মগাত্র, ওঙ্কার, ত্রিসন্ধ্যা, বিরজা, অর্কেশ্বর, নেপাল, দুষ্কর্ণ, করবীরক, জাগেশ্বর, পর্ব্বতোত্তম শ্রীশৈল, অযোধ্যা, পাতাল এবং অত্যুত্তম কারোহণ এই সকল মহাক্ষেত্রে সুরঋষিগণ আরাধনা করেন। হে দেবি! এক্ষণে অন্যান্য কতিপয় পুণ্য নদী, ভৈরব গিরি ও ক্ষেত্রাদির বিষয় নামতঃ শ্রবণ কর। হে বামোরু! পুণ্যনদী দেবিকা, ভৈরব, পূর্ব্বসাগর, সপ্ত গোদাবরী, নির্ম্মলেশ, সুশোভন কর্ণিকার, কৈলাস, জললিঙ্গ, বাড়বময়লিঙ্গ, জাহ্নবীতীর, তীর্থবর বদরী, কোটিতীর্থ, গিরি বিন্ধ্যাচল, হেমকূট, গন্ধমাদন, ক্ষেত্র লিঙ্গেশ্বর, লঙ্কাদ্বার, নাগেশ্বর, মধ্যেশ, কেদার, রুদ্রজাল, সুবর্ণ এবং ষষ্টিকাপথ প্রভৃতি অন্যান্য পুণ্য ক্ষেত্র আছে। ২০—৪০।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি বরাননে। সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং সারং তীর্থসমুচ্চয়ম্ ॥ ১ ॥ এতেষ্বহং বরারোহে সর্ব্বেষেব ব্যবস্থিতঃ। নাম্না চান্যেষু তীর্থেষু ত্রিদশানাং হিতার্থতঃ ॥ ২ ॥ যো মামেতেষু তীর্থেষু স্নাত্বা পশ্যতি মানবঃ। কীর্ত্তয়েৎ কীর্ত্তনান্নাম্না স নূনং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যেষু তীর্থেষু যন্নাম কীর্ত্তনীয়ং তব প্রভো। তৎকার্ৎস্ন্যেন মম ব্রূহি যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। বারাণস্যাং মহাদেবং প্রয়াগে চ মহেশ্বরম্। নৈমিষে দেবদেবং চ গয়ায়াং প্রপিতামহম্ ॥ ৫ ॥ কুরুক্ষেত্রে বিষ্ণুঃ

নবাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে বরাননে! তুমি যে সকল তীর্থের নাম শুনিতে অভিলাষ করিয়াছিলে, তোমার নিকট সমস্ত বর্ণিত হইল; এ সকল অখিল তীর্থের সার; অন্যান্য সমস্ত তীর্থই এই সকল ক্ষেত্রাদিতে বিদ্যমান। হে বরারোহে! আমি ত্রিদশগণের হিত কামনায় অন্যান্য তীর্থে নামমাত্র বাস করি, কিন্তু ঐ সকল তীর্থে আমি সতত অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। যে মানব এই সকল তীর্থে স্নান ও আমাকে দর্শন করিয়া আমার নাম কীর্ত্তন করে, নিশ্চিতই তাহার মোক্ষ হয়। দেবী জিজ্ঞাসিলেন,—হে প্রভো! কোন্ তীর্থে আপনার কিরূপ নাম কীর্ত্তনীয়, আমি আপনার বল্লভা, অতএব তৎসকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১—৫। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে দেবি! বারাণসীতে মহাদেব, প্রয়াগে মহেশ্বর, নৈমিষে

স্থাণুং প্রভাসে শশিশেখরম্। পুষ্করে তু হ্যজাগন্ধিং বিশ্বং বিশ্বেশ্বরে তথা॥ ৬॥ অট্টহাসে মহানাদং মহেন্দ্রে চ মহাব্রতম্। উজ্জয়িন্যাং মহাকালং মরুকোটে মহোৎকটম্॥ ৭॥ শঙ্কুকর্ণে মহাতেজং গোকর্ণে চ মহাবলম্। রুদ্রকোট্যাং মহাযোগং মহালিঙ্গং স্থলেশ্বরে॥ ৮॥ হর্ষিতে চ তথা হর্ষং বৃষভং বৃষভধ্বজে। কেদারে চৈব ঈশানং শর্ব্বং মধ্যমকেশ্বরে॥ ৯॥ সুপর্ণাখ্যং সহস্রাক্ষং সুসূক্ষ্মং কার্ত্তিকেশ্বরে। ভবং বস্ত্রাপথে দেবি হ্যুগ্রং কনখলে তথা॥ ১০॥ ভদ্রকর্ণে শিবঞ্চৈব দণ্ডকে দণ্ডিনং তথা। ঊর্দ্ধরেতং ত্রিদণ্ডায়াং চণ্ডীশং কৃমিজাঙ্গলে॥ ১১॥ কৃত্তিবাসং তথৈকাম্রে ছাগলেয়ে কপর্দ্দিনম্। কালিঞ্জরে নীলকণ্ঠং শ্রীকণ্ঠং মণ্ডলেশ্বরে॥ ১২॥ বিজয়ঞ্চৈব কাশ্মীরে জয়ন্তং মরুকেশ্বরে। হরিশ্চন্দ্রে হরঞ্চৈব পুরশ্চন্দ্রে চ শঙ্করম॥ ১৩॥ জটিং বামেশ্বরে বিন্দ্যাৎ সৌম্যং বৈ কুক্কুটেশ্বরে। ভূতেশ্বরং ভস্মগাত্রে ওঙ্কারেঽমরকণ্টকম্॥ ১৪॥ ত্র্যম্বকঞ্চ ত্রিসন্ধ্যায়াং বিরজায়াং ত্রিলোচনম্। দীপ্তমর্কেশ্বরে জ্ঞেয়ং নেপালে পশুপালকম্॥ ১৫॥ যমলিঙ্গঞ্চ দুষ্কর্ণে কপালী করবীরকে। জাগেশ্বরে ত্রিশূলী চ শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তকম্॥ ১৬॥ রোহণন্তু অযোধ্যায়াং পাতালে হাটকেশ্বরম্। কারোহণে নকুলীশং দেবিকায়ামুমাপতিম্॥ ১৭॥ ভৈরবে ভৈরবাকারমমরং পূর্ব্বসাগরে। সপ্তগোদাবরে ভীমং স্বয়ম্ভূর্নির্ম্মলেশ্বরে॥ ১৮॥ কর্ণিকারে গণাধ্যক্ষং কৈলাসে তু গণাধিপম্। গঙ্গাদ্বারে হিমস্থানং জললিঙ্গে জলপ্রিয়ম্॥ ১৯॥ অনলং বাড়বেঽগ্নৌ চ ভীমং বদরিকাশ্রমে। শ্রেষ্ঠে কোটীশ্বরং চৈব বারাহং বিন্ধ্যপর্ব্বতে॥ ২০॥ হেমকূটে বিরূপাক্ষং ভূর্ভুবং গন্ধমাদনে। লিঙ্গেশ্বরে চ বরদং লঙ্কায়াং চ নরান্তকম্॥ ২১॥ অষ্টষষ্টিরিয়ং দেবি তবাখ্যাতা বিশেষতঃ। পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি সর্ব্বপাতকনাশিনী॥ ২২॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কীর্ত্তনীয়া বিচক্ষণৈঃ। কালত্রয়েঽপি শুচিভির্বিশেষাচ্ছিবদীক্ষিতৈঃ॥ ২৩॥ লিখিতাপি বরারোহে যস্যেয়ং তিষ্ঠতে গৃহে। ন তত্র জায়তে দোষো ভূতপ্রেতসমুদ্ভবঃ॥ ২৪॥ ন ব্যাধের্ন চ সর্পাণাং ন চৌরাণাং বরাননে। নান্যেষাং ভূভুজাদীনাং কদাচিদপি কুত্রচিৎ॥ ২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীহাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽষ্টষষ্টি-তীর্থমাহাত্ম্যকথনং নাম নবাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥১০৯॥

দেবদেব, গয়ায় প্রপিতামহ, কুরুক্ষেত্রে স্থাণু, প্রভাসে শশিশেখর, পুষ্করে অজাগন্ধি, বিশ্বেশ্বরে বিশ্ব, অট্টহাসে মহানাদ, মহেন্দ্রে মহাব্রত, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, মরুকোটে মহোৎকট, শঙ্কুকর্ণে মহাতেজা, গোকর্ণে মহাবল, রুদ্রকোটিতে মহাযোগ, স্থলেশ্বরে মহালিঙ্গ, হর্ষিতে হর্ষ, বৃষভধ্বজে বৃষভ, কেদারে ঈশান, মধ্যমকেশ্বরে শর্ব্ব, সহস্রাক্ষে সুপর্ণ, কার্ত্তিকেশ্বরে সুসূক্ষ্ম, বস্ত্রাপথে ভব, কনখলে উগ্র, ভদ্রকর্ণে শিব, দণ্ডকে দণ্ডী, ত্রিদণ্ডীতে ঊর্দ্ধরেতা, কৃমিজালঙ্গলে চণ্ডীশ, একাম্রে কৃত্তিবাস, ছাগলেয়ে কপর্দ্দী, কালিঞ্জরে নীলকণ্ঠ, মণ্ডলেশ্বরে শ্রীকণ্ঠ, কাশ্মীরে বিজয়, মরুকেশ্বরে জয়ন্ত, হরিশ্চন্দ্রে হর, পুরশ্চন্দ্রে শঙ্কর, বামেশ্বরে জটী, কুক্কুটেশ্বরে সৌম্য, ভস্মগাত্রে ভূতেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বরে অমরকণ্টক, ত্রিসন্ধ্যায় ত্র্যম্বক, বিরজায় ত্রিলোচন, অর্কেশ্বরে দীপ্ত, নেপালে পশুপালক, দুষ্কর্ণে যমলিঙ্গ, করবীরকে কপালী, জাগেশ্বরে ত্রিশূলী, শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক, অযোধ্যায় রোহণ, পাতালে হাটকেশ্বর, কারোহণে নকুলীশ, দেবিকায় উমাপতি, ভৈরবে ভৈরবাকার, পূর্ব্বসাগরে অমর, সপ্তগোদাবরে ভীম, নির্ম্মলেশ্বরে স্বয়ম্ভু, কর্ণিকারে গণাধ্যক্ষ, কৈলাসে গণাধিপ, গঙ্গাদ্বারে হিমস্থান, জললিঙ্গে জলপ্রিয়, বাড়বাগ্নিতে অনল, বদরিকাশ্রমে ভীম, শ্রেষ্ঠে কোটীশ্বর, বিন্ধ্যপর্ব্বতে বারাহ, হেমকূটে বিরূপাক্ষ, গন্ধমাদনে, ভূর্ভুব, লিঙ্গেশ্বরে বরদ, এবং লঙ্কায় নরান্তক। হে দেবি! এই তোমার নিকট বিশেষরূপে অষ্টষষ্টি তীর্থের সকল কথাই কথিত হইল, এই সকল পাঠ ও শ্রবণ করিলে মানবগণের নিখিল কলুষ বিনষ্ট হয়, অতএব শুচি বিশেষতঃ শিবদীক্ষিত বিচক্ষণ নরগণ সতত এই সকল কীর্ত্তন করিবে। হে বরারোহে! এই সকল লিখিয়া গৃহে রাখিলে তথায় ভূতপ্রেতভয় থাকে না, হে বরাননে! রাজগণ এই সমস্ত লিখিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করিলে কদাচ কোনরূপে তাহাদের ব্যাধি, সর্প ও চৌরভয় উপস্থিত হয় না।১—২৫।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৯

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ। নৈতেষ্বপি সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষু ভুবি মানবাঃ। অপি দীর্ঘায়ুষো ভূত্বা স্নাতুং শক্তাঃ কথঞ্চন॥ ১॥ এতেষামপি সারাণি মম তীর্থানি কীর্ত্তয়। যেষু স্নাতো নরঃ সম্যক সর্ব্বেষাং লভতে ফলম্॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। এতেষাং মধ্যতো দেবি তীর্থাষ্টকমনুত্তমম্। অস্তি স্নাতৈর্নরৈস্তত্র সর্ব্বেষাং লভ্যতে ফলম্॥ ৩॥ নৈমিষং চৈব কেদারং পুষ্করং কুমিজাঙ্গলম্। বারাণসী কুরুক্ষেত্রং প্রভাসং হাটকেশ্বরম্॥ ৪॥ অষ্টস্বেতেষু যঃ স্নাতঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥ ৫॥ শ্রীদেব্যুবাচ। কলিকালে মহাদেব ভবিষ্যতি কথঞ্চন। স্নানং তস্মান্মম ব্রূহি যৎ সারং তীর্থমেব হি॥ ৬॥ অষ্টানামপি চৈতেষাং দেবদেব ত্রিলোচন। যদ্যহং বল্লভা ভক্তা তথা চিত্তানুবর্ত্তিনী॥ ৭॥ ঈশ্বর উবাচ। অষ্টানামপি দেবেশি ক্ষেত্রাণামস্তি চোত্তমম্। এতেষামপি তৎক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্॥ ৮॥ যত্র সর্ব্বাণি ক্ষেত্রাণি সংস্থিতানি মমাজ্ঞয়া। তথান্যানি চ তীর্থানি কলিকালেঽপি সংস্থিতে॥ ৯॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তৎক্ষেত্রং সেব্যমেব হি। মানুষৈর্মোক্ষমিচ্ছদ্ভিঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥ ১০॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতমষ্টষষ্টিসমুদ্ভবম্। সমুচ্চয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নামদেবসমন্বিতম্॥ ১১॥ যথা দেবেন চাখ্যাতং পার্ব্বত্যা গুহ্যমুত্তমম্। প্রসন্নেন ময়া কৃৎস্নং যুষ্মাকং সমুদাহৃতম্॥ ১২॥ যশ্চৈতৎ পঠতে ভক্ত্যা হ্যষ্টষষ্টিসমুদ্ভবম্। স্নানজং লভতে পুণ্যং শৃণ্বানঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ১৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীহাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽষ্টষষ্টিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১০॥

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। শিবক্ষেত্রাণি যৈর্বিপ্রৈঃ সমানীতানি তত্র চ তেষাং সর্ব্বাণি গোত্রাণি বদ সূতজ

দশাধিক শততম অধ্যায়।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরসত্তম! ভূতলে মানব যদি দীর্ঘায়ু হয়, তবেই এই সকল তীর্থে স্নান করিতে সমর্থ হয়। অতএব ইহাদিগের মধ্যেও সার তীর্থনিচয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মানব যেন এই সকল তীর্থে সম্যক্ স্নান করিয়া আপনার সকল তীর্থের ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। ঈশ্বর উত্তর করিলেন—হে দেবি! এই সকল তীর্থের মধ্যেও অনুত্তম আটটী তীর্থ শ্রবণ কর, মানবগণ এই অষ্ট তীর্থে স্নান করিয়া অখিল তীর্থফল লাভ করিবে। যে মানব সম্যক্ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নৈমিষ, কেদার, পুষ্কর, কুমিজাঙ্গল, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও হাটকেশ্বর এই অষ্ট তীর্থে স্নান করে, আমি সত্য কহিতেছি, তাহার অখিল তীর্থাবগাহনের ফল লাভ হয়। দেবী বলিলেন,—হে মহাদেব! আপনি বলিলেন, স্নানই তীর্থের প্রধান কার্য্য; হে ত্রিলোচন! আমি যদি আপনার বল্লভা, ভক্তা ও সতত আপনার মনের অনুবর্ত্তিনী হই, তবে কলিকালে কিরূপে আপনার এই মুখ্যতম আট তীর্থেই স্নান সম্ভব হইবে, হে দেবদেব! ইহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন;—হে দেবেশি! আমার এই আটটী ক্ষেত্রই সর্ব্বোত্তম। ইহার মধ্যে আবার হাটকেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কলিকাল উপস্থিত হইলে আমার আজ্ঞায় অষ্টষষ্টি ক্ষেত্র ও অন্যান্য তীর্থনিচয় হাটকেশ্বরে আগমন করিবে। অতএব মুমুক্ষু মানবগণ সর্ব্ব প্রযত্নে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রেরই সেবা করিবে, ইহা আমার বাক্য, সুতরাং সত্য। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আপনাদের নিকট শঙ্করের অষ্টষষ্টি তীর্থ ও ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত দেবতার নাম সকলই কীর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে পার্ব্বতীর নিকট শঙ্কর এই গুহ্যকথা যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, আমিও প্রসন্নহৃদয়ে আপনাদের নিকট অবিকল এ সকল প্রকাশ করিলাম। যে মানব ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে এই অষ্টষষ্টিতীর্থকথা পাঠ বা শ্রবণ করে, সেই পাঠক এবং শ্রোতা উভয়েই অখিলতীর্থস্নানজ পুণ্য প্রাপ্ত হয়।১—১৩।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১০॥

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূতনয়! যে সকল বিপ্র হাটকেশ্বরে শিবক্ষেত্রনিচয় আন-

বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥ কস্য গোত্রোদ্ভবৈর্ব্বিপ্রৈঃ কিং ক্ষেত্রং সমুপার্জ্জিতম্। শঙ্করস্য প্রসাদেন তস্মিন্ কাল উপস্থিতে ॥ ২ ॥ কিয়ন্ত্যপি চ গোত্রাণি চমৎকারপুরোত্তমে। স্থাপিতানি সুভক্তেন তেনানর্ত্তেন সূতজ ॥ ৩ ॥ ত্বয়া প্রোক্তং পুরা দত্তং পুরং কৃত্বা দ্বিজন্মনাম্। ন চ তেষাং কৃতা সংখ্যা তস্মাত্তাং পরিকীর্ত্তয় ॥ ৪ ॥ সূত উবাচ। উপদেশঃ পুরা দত্তো দ্বিসপ্ততিমুনীশ্বরৈঃ। আনর্ত্তাধিপতিঃ পূর্ব্বং কুষ্ঠরোগপ্রপীড়িতঃ। শঙ্খতীর্থং সমাগত্য স্নানং চক্রে ত্বরান্বিতঃ ॥ ৫ ॥ তেন নাশং গতঃ কুষ্ঠো ভূপতেস্তস্য তৎক্ষণাৎ। তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যান্নিখিলস্য তনুং প্রতি ॥ ৬ ॥ ততঃ স নীরুজো ভূত্বা তোষেণ মহতান্বিতঃ। তানুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠান্ প্রণিপত্য মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭ ॥ সুবর্ণং বা গজাশ্বং বা রাজ্যং সকলমেব বা। ভবদ্ভ্যঃ সম্প্রদাস্যামি তস্মাদ্‌ব্রূত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ যদ্‌যস্য রোচতে যাবন্মাত্রমন্যদপি দ্বিজাঃ। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মহ্যং দীনস্য প্রণতস্য চ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। নিষ্পরিগ্রহধর্ম্মাণো বানপ্রস্থা বয়ং দ্বিজাঃ। সদ্যঃপ্রক্ষালকাঃ কিং নো রাজ্যেন বিভবেন চ ॥ ১০ ॥ রাজোবাচ। উপকারং সমাসাদ্য যঃ করোতি ন পাপকৃৎ। উপকারং পুনস্তস্য স কৃতঘ্ন উদাহৃতঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে শঠে। নিষ্কৃতিবিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ কৃত্বা প্রসাদং মে কিঞ্চিদ্‌ব্রূত দ্বিজোত্তমাঃ। যেনানৃণ্যং প্রগচ্ছামি যদ্যপি স্যাৎ সুজীবিতম্ ॥ ১৩ ॥ মুনয় ঊচুঃ। সত্যমেতন্মহাভাগ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ। পরং তত্র ভবেদ্দোষো যত্র দাতা তু সস্পৃহঃ ॥ ১৪ ॥ নিঃস্পৃহো যত্র রাজেন্দ্র হ্যপকারপরো ভবেৎ। ন তত্র জায়তে দোষঃ স্বল্পোঽপি চ কথঞ্চন ॥ ১৫ ॥ তস্মাত্ত্বং গচ্ছ রাজ্যং স্বং স্বধর্ম্মেণ প্রপালয়। ইহলোকে পরে চৈব যেন সৌখ্যং প্রজায়তে ॥ ১৬ ॥ এবং স ভূমিপো বিপ্রৈ- র্নিষিদ্ধঃ সসহস্রধা। কৃচ্ছ্রেণ তান্ প্রণম্যোচ্চৈর্জ্জগাম স্বগৃহং ততঃ ॥ ১৭ ॥ তত্র গত্বা প্রহৃষ্টাত্মা কৃত্বা

য়ন করিয়াছিলেন, বিস্তাররূপে তাঁহাদের বংশবর্ণন কর। তৎকালে শঙ্করের অনুগ্রহ লাভ করিয়া কোন্ বিপ্রের বংশধরগণ কিরূপ ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? আর ভক্তিমান্ আনর্ত্তপতিই বা অনুত্তম চমৎকারপুরে কতসংখ্যক বিপ্রবংশধরের প্রতিষ্ঠা করেন? হে সূতসুত! তুমি বলিয়াছ, আনর্ত্তপতি পুরনির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজগণকে প্রদান করেন। তুমি সেই দ্বিজগণের সংখ্যা কীর্ত্তন কর নাই। অতএব এক্ষণে সেই দ্বিজদিগের সংখ্যা বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে কুষ্ঠরোগপীড়িত আনর্ত্তপতি দ্বিসপ্ততি মুনীশ্বরের উপদেশে সত্বর শঙ্খতীর্থে আগমনপূর্ব্বক স্নান করিয়াছিলেন। ভূপতি ঋষিদত্ত সেই উপদেশেই সদ্য কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হন। নৃপতি আনর্ত্তপতি স্বীয় তনুর প্রতি নির্বিঘ্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তীর্থপ্রভাবে ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মুহুর্ম্মুহুঃ সেই মুনীশ্বরগণের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন;—হে দ্বিজসত্তমগণ! সুবর্ণ, গজ, অশ্ব বা অখিল রাজ্য সমস্তই আপনাদিগকে প্রদান করিব; হে দ্বিজ! এই সকল কিংবা অন্যান্য যে কিছু আপনাদের যাঁহার যেরূপ রুচিকর, প্রার্থনা করুন। হে দ্বিজগণ! আমি দীন, প্রণতের প্রতি প্রসন্ন হউন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমরা বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণ, প্রতিগ্রহ আমাদের ধর্ম্ম নহে; কেহ কখন আমাদিগকে কিছু প্রদান করিলে সত্যই আমরা তাহা ধর্ম্মাদি কার্য্যে বিনিযুক্ত করিয়া থাকি; অতএব রাজৈশ্বর্য্য দ্বারা আমাদের কি হইবে? ১—১০। রাজা বলিলেন,—উপকার প্রাপ্ত হইয়া যে পাপকারী নর প্রত্যুপকার না করে, শাস্ত্র তাহাকে কৃতঘ্ন কহিয়াছেন। ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপী, চৌর, ভগ্নব্রত, ও শঠ, সাধুগণ ইহাদের নিষ্কৃতি নির্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। হে দ্বিজসত্তমগণ! যাহাতে আমি অঋণী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তদ্রূপ যৎকিঞ্চিৎ আদেশ করুন। মুনিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি সত্যই কহিয়াছ, কদাচ কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই; পরন্তু ইহাতে তোমার কোনই দোষ নাই। তুমি কৃতঘ্নও নহ। হে রাজেন্দ্র! যাহারা উপকার করিয়া প্রত্যুপকার কামনা করে, সেই সস্পৃহ ব্যক্তিগণকে দান না করিলে উপকৃত ব্যক্তি কৃতঘ্ন হয়। আমরা সস্পৃহ নহি। অতএব এবিষয়ে তোমার অত্যল্পও দোষ নাই। তুমি সত্বর স্বরাজ্যে গমন করিয়া স্বধর্ম্মে প্রজাপালন কর, ইহাতে তোমার ইহ পরলোকে সৌখ্যলাভ হইবে। আনর্ত্তপতি বহুবিনয় করিলেন; কিন্তু দ্বিজগণকর্ত্তৃক সহস্রধা নিষিদ্ধ হইয়া শেষে তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক অতিকষ্টে স্বগৃহে প্রস্থিত হইলেন। রাজা গৃহে আসিয়া পরম সন্তোষ সহকারে রম্য মহেশ্বর

রম্যং মহেশ্বরম্। গীতনৃত্যস্থবাদ্যৈশ্চ রাত্রিজাগরণাদিভিঃ। চকার পূর্ব্ববদ্রাজ্যং সমস্তাদ্ধতকণ্টকম্॥ ১৮॥ চিন্তয়ানো দিবানক্তং ব্রাহ্মণান্ প্রতি তান্ সদা। কথং তেষাং দ্বিজেন্দ্রাণামুপকারো ভবিষ্যতি। মদীয়ো মম যৈর্দত্তং গাত্রমেতৎ পুনর্ণবম্॥ ১৯॥ তেঽপি সর্ব্বে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ খেচরত্বসমন্বিতাঃ। তপঃশক্ত্যা সদা যান্তি নানাতীর্থেষু ভক্তিতঃ॥ ২০॥ তেষু স্নানং জপং কৃত্বা তথৈব পিতৃতর্পণম্। প্রাণযাত্রাং পুনশ্চক্রুস্তত্রাগত্য স্ব আশ্রমে॥ ২১॥ অন্যে তত্রৈব কুর্ব্বন্তি নিত্যকৃত্যানি যে দ্বিজাঃ। তথান্যে দূরমাসাদ্য তীর্থং দৃষ্ট্বা মনোহরম্॥ ২২॥ উষিত্বা রজনীং তত্র দ্বিরাত্রং বা পুনর্গৃহম্। সমাগচ্ছন্তি চান্যে তু ত্রিরাত্রেণ সমাযযুঃ॥ ২৩॥ বারাণস্যাং প্রয়াগে বা পুষ্করে বাথ নৈমিষে। প্রভাসে বাথ কেদারে হ্যন্যস্মিন্নপি বাঞ্ছিতে॥ ২৪॥ কদাচিদথ তে সর্ব্বে কার্ত্তিক্যাং পুষ্করত্রয়ে। গতা বিনিশ্চয়ং কৃত্বা স্নানার্থং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২৫॥ পঞ্চরাত্রং বসিষ্যামো বয়ং তত্র সমাহিতাঃ। তস্মাদস্মিন্ দারেষু রক্ষা কার্য্যা স্বশক্তিতঃ॥ ২৬॥ এবং তে সময়ং কৃত্বা গতা যাবদ্দ্বিজোত্তমাঃ। তাবদ্ভূপতিনা জ্ঞাতা ন কশ্চিত্তত্র তিষ্ঠতি॥ ২৭॥ তেষাং মধ্যে মুনীন্দ্রাণাং সুতীর্থাশ্রমবাসিনাম্। দময়ন্তীতি বিখ্যাতা চন্দ্রবিম্বসমাননা॥ ২৮॥ তামুবাচ রহস্যেবং ব্রজ ত্বং চারুহাসিনি। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে মমাদেশোঽধুনা ধ্রুবম্॥ ২৯॥ তত্র তিষ্ঠন্তি যাঃ পত্ন্যো মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। ভূষণানি বিচিত্রাণি তাসাং যচ্ছ যথেচ্ছয়া॥ ৩০॥ ন তাসাং পতয়োঽস্মাকং প্রকুর্ব্বন্তি প্রতিগ্রহম্। কথঞ্চিদপি সুশ্রোণি লোভ্যমানাপি ভূরিশঃ॥ ৩১॥ স্ত্রীণাং ভূষণজা চিন্তা সদা চৈবাধিকা ভবেৎ। লৌল্যঞ্চ কৌতুকঞ্চৈব সদা ভূষণজং ভবেৎ॥ ৩২॥ অপি মৃন্ময়কং কিঞ্চিৎ কাষ্ঠসূত্রময়ঞ্চ বা। জতুকাচময়ং বাপি নারী ধত্তে বিভূষণম্॥ ৩৩॥ এবম এব ভবেত্তেষামুপকারস্ত

প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক গীত, নৃত্য, বাদ্য ও রাত্রিজাগরণাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করত পূর্ব্ববৎ রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার রাজ্য নিহতকণ্টক হইল। তিনি অহর্নিশ দ্বিজগণের প্রতি চিন্তান্বিত; যে সকল মুনীশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাকে নূতন দেহ দান করিয়াছেন, কিরূপে তাঁহাদের উপকারের প্রতিদান করিব, রাজা সতত ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কোনই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না, সেই সকল মুনীশ্বর স্বস্ব তপঃশক্তিবলে আকাশগতিসম্পন্ন। তাঁহারা খেচরগতি-প্রভাবে সতত দূরস্থিত নানাতীর্থে গমন ও ভক্তিপূর্ব্বক স্নান, জপ এবং পিতৃতর্পণাদি নির্ব্বাহিত করিয়া সেই দিনেই স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক আহারাদি করিয়া থাকেন। অন্য অনেক দ্বিজ স্বস্ব গৃহে থাকিয়াই নিত্যকর্ম্ম সমাধান করেন, কোন কোন দ্বিজ বা মনোহর দূরতীর্থে গমন করিয়া তথায় এক কিংবা দুই রাত্রি বাস করত পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হন; আবার কেহ কেহ বা ত্রিরাত্রে আশ্রমে উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপে বারাণসী, প্রয়াগ, পুষ্কর, নৈমিষ, প্রভাস এবং কেদারাদি অন্যান্য অভিলষিত দূরতীর্থে গমনাগমন করেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে বহুকাল কাটিল, কোনই সুযোগ ঘটিল না। অনন্তর একদা কার্ত্তিক-পূর্ণিমা সমাগত হইলে দ্বিজগণ স্থির করিলেন,—স্নানার্থ পুষ্করত্রয়ে গমন ও সমাহিত হইয়া সকলেই সেই স্থানে পঞ্চরাত্র অবস্থান করিবেন। সঙ্কল্পমাত্রে তাহাই সম্পন্ন হইল, তাঁহারা স্ব স্ব পুত্র-পরিবারের প্রতি হুতাশন ও পত্নীগণের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। এ দিকে দ্বিজগণ গমন করিলেন, রাজাও জানিতে পারিলেন যে, তীর্থসেবী আশ্রমবাসী প্রবীণ মুনীশ্বরগণের মধ্যে কেহই আশ্রমে নাই। রাজা সুযোগ বুঝিয়া চন্দ্রবিম্বাননা লোকবিখ্যাতা পত্নী দময়ন্তীকে নির্জ্জনে বলিলেন,—চারুহাসিনি! আমার আদেশে সম্প্রতি তুমি সংশয়শূন্য হইয়া হাটকেশ্বরবাসী ঋষিগণের গৃহে সত্বর গমন কর; তথায় ভাবিতাত্মা মুনিগণের সহধর্ম্মিণীরা বিরাজ করিতেছেন, এই বিচিত্র ভূষণনিচয় তাঁহাদের রুচি অনুসারে তাঁহাদিগকে প্রদান কর। আমি পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাদের পতিদেবতারা আমার প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন নাই। হে সুশ্রোণি! তুমি যে কোন রূপে হউক, তাঁহাদিগকে অলঙ্কারে বহুলরূপে প্রলোভিত করিবে, আমার মনে হয় তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কেন না, রমণীগণের ভূষণবিষয়ক চিন্তাই সতত সর্ব্বাধিক প্রবল হইয়া থাকে। অধিক কি, কামিনীগণের যে কিছু কৌতুক ও লোলুপতা ভূষণেই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ যে সকল নারী মৃন্ময়, কাষ্ঠজাত, সূত্রসম্ভব, কিংবা জতু বা

সম্ভবঃ। উপায়ঃ পদ্মপত্রাক্ষি ন চান্যোঽস্তি কথ-ঞ্চন ॥ ৩৪ ॥ সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় বিচিত্রাভরণানি চ। গৃহীত্বা হর্ষসংযুক্তা ততস্তৎক্ষেত্রমাযযৌ ॥ ৩৫ ॥ মণিমুক্তাময়ান্যেব কুণ্ডলানি শুভানি চ। তথা চন্দ্রোজ্জ্বলান্ হারান্ নূপুরাণি বৃহন্তি চ ॥ ৩৬ ॥ ইন্দ্রনীলমহানীলবৈদূর্য্যখচিতানি চ। পদ্মরাগৈস্তথা বজ্রৈর্মাণিক্যৈশ্চ মনোরমৈঃ ॥ ৩৭ ॥ কেয়ূরৈঃ কঙ্কণৈর্দ্দিব্যৈঃ শক্রচাপনিভৈঃ শুভৈঃ। হেমসূত্রৈশ্চ জাত্যৈশ্চ মেখলাভিস্তথৈব চ ॥ ৩৮ ॥ অথ সা বোধনে বিষ্ণোঃ সম্প্রাপ্তে দিবসে শুভে। উপবাস পরা স্নাতা একস্মিন্ সলিলাশয়ে ॥ ৩৯ ॥ তীরদেশে নিবেশ্যৈব মহাভূষণপর্ব্বতম্। যস্য প্রভাভিরুগ্রাভি-র্ব্যাপ্তং গগনমণ্ডলম্ ॥ ৪০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাস্তাপস্যঃ কৌতুকান্বিতাঃ। কীদৃশী রাজপত্নী সা কিংরূপা কিংবিভূষণা ॥ ৪১ ॥ অথ তাস্তাং সমালোক্য দিব্যভূষণভূষিতাম্। সুরূপাঙ্গীং সমাধি-স্থাং চিত্তে চিন্তাং প্রচক্রিরে ॥ ৪২ ॥ ধন্যেয়ং ভূপতে-র্ভার্য্যা যৈবং ভূষণভূষিতা। দময়ন্তী সুরূপাঢ্যা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৪৩ ॥ সমাধ্যন্তং সমাসাদ্য তাপসীর্ব্বীক্ষ্য সাপি চ। দময়ন্তী নমশ্চক্রে তাঃ সর্ব্বা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪ ॥ তাঃ কৃতাঞ্জলিনা প্রাহ বল্গুবাক্যং মনোহরম্। মযায়ং ভূষণস্তোম উদ্দিশ্য গরুড়ধ্বজম্। কল্পিতোঽদ্য দিনে স্নাত্বা সমুপোষ্য দিনে হরেঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্মাদ্‌গৃহ্নন্তু তাপস্যো মযা দত্তানি বাঞ্ছয়া। ভূষণানি বিচিত্রাণি প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মম ॥ ৪৬ ॥ ততশ্চৈকাব্রবীত্তাসামেষা মুক্তাবলী মম। ইমাং দেহি ন মে বাঞ্ছা বিদ্যতেঽন্যা নৃপ-প্রিয়ে ॥ ৪৭ ॥ ততস্তয়া বিহস্যোচ্চৈঃ প্রক্ষাল্য চরণৌ স্বয়ম্। দত্তা মুক্তাবলী তস্যা বস্ত্রৈর্দ্দিব্যৈঃ সমন্বিতা। যস্যাঃ যণ্মাসতুল্যানি মৌক্তিকান্যমলানি চ ॥ ৪৮ ॥ শরৎকালে যথা ব্যোম্নি নক্ষত্রাণি দ্বিজোত্তমাঃ। তথান্যা স্পর্দ্ধয়া যুক্তা যযাচেঽমল-বর্চ্চসম্। হারং নিম্মূর্ল্যতাযুক্তং চিত্তাহ্লাদকর-

কাচময় ভূষণ ধারণ করেন, এই স্বর্ণরত্নভূষণে তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে। হে কোমললোচনে! এতদ্ভিন্ন ঋষিগণকে প্রতিগ্রহ করাইবার অন্য কোন উপায়ই অবলোকন করিতেছি না। দময়ন্তী "তাহাই হউক" বলিয়া রাজার বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক বিচিত্র ভূষণনিচয় গ্রহণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে হাটকেশ্বরক্ষেত্রে গমন করিলেন। তিনি মণিমুক্তাময় মনোজ্ঞ কুণ্ডল, চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হার, ইন্দ্রনীল, মহানীল ও বৈদূর্য্যখচিত বৃহৎ নূপুর, পদ্মরাগ বজ্র ও মনোরম মাণিক্যমণ্ডিত কেয়ূর, কঙ্কণ, শক্রচাপনিভ সুশোভন হেমসূত্র এবং অত্যুত্তম মেখলাদাম প্রভৃতি অঙ্গভূষণ গ্রহণ করিয়া শুভাবহ বিষ্ণুর উত্থান-একাদশীদিবসে হাটকেশ্বরে উপনীত হইলেন। অনন্তর উপবাসনিরতা আনর্ত্তরাজমহিষী দময়ন্তী আশ্রমসন্নিহিত-জলাশয়ের তীরে সেই ভূষণরাশি রক্ষিত করিয়া স্নান করিলেন। তীরস্থিত সেই পর্ব্বতপ্রমাণ আভরণের উগ্রপ্রভায় নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। ইত্যবসরে তাপস পত্নীগণ জলাশয়ের তীরে আগমন করিলেন এবং রাজমহিষীর সমাগমে কুতুহলাকুলা হইয়া সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন, কৈ কোথায় রাজপত্নী, তাঁহার রূপ এবং ভূষণ শোভাই বা কিরূপ ? অবগাহনান্তে রাজমহিষী সমাধিনিমগ্না হইয়াছিলেন, তাপসীরা শোভনাঙ্গী দিব্য ভূষণে ভূষিতা দময়ন্তীকে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—অহো দিব্যভূষণ-বিভূষিতা ভূপতি-ভার্য্যা সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধা সর্ব্বলক্ষণান্বিতা দময়ন্তী ধন্যা। অনন্তর দময়ন্তীর সমাধির অবসান হইল, তিনি তাপসীগণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া যথাবিধি প্রণাম করিলেন এবং মৃদু মধুর বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ;—আজ হরির প্রিয় তিথি উত্থানএকাদশী। আমি উপবাসী থাকিয়া জলাশয়ে অবগাহন করত সেই গরুড়ধ্বজের উদ্দেশে এই বিচিত্র ভূষণরাশি উৎসর্গ করিয়াছি, হে তাপসীগণ ! আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রদত্ত এই ভূষণসমূহ স্ব স্ব অভিলাষানুসারে গ্রহণ করুন।৩১—৪৬। অনন্তর দময়ন্তীর কথাবসানে তাপসীগণ মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন,—এই মুক্তাবলী আমি গ্রহণ করিব। হে ভূপালবল্লভে! আমাকে মুক্তাবলী প্রদান কর, অন্য ভূষণে আমার বাসনা নাই। অনন্তর দময়ন্তী দীর্ঘহাস্য সহকারে সেই তাপসীর পাদ প্রক্ষালন ও তাঁহাকে বসন পরিধান করাইয়া মুক্তাবলী প্রদান করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ। এই সকল অমল মুক্তার প্রত্যেকটী ষণ্মাষপরিমাণ এবং এই মুক্তাবলী যেন শারদা-কাশে নক্ষত্রমালার ন্যায় উজ্জ্বল। অপর তাপসী স্পর্দ্ধান্বিতা হইয়া অমলকান্তি চিত্তাহ্লাদপ্রদ অমূল্য

পরম্ ॥ ৪৯ ॥ অথ সা তং করে কৃত্বা তস্যা হারং প্রযচ্ছতি। তাবদন্যা প্রজগ্রাহ হারং শৃঙ্গার-লালসা ॥ ৫০ ॥ ততঃ শেষাশ্চ তাপস্যো ভূষণানাং সমুৎসুকাঃ। সস্পর্দ্ধা জগৃহুস্তানি ভূষণানি স্বয়ং দ্বিজাঃ ॥ ৫১ ॥ অন্যাশ্চান্যা করে কৃত্বা ভূষণং সুমনোহরম্। বলাদাকৃষ্য জগ্রাহ ধর্ষয়িত্বা ততঃ পরম্ ॥ ৫২ । যথাযথা প্রগৃহ্ণন্তি তাপস্যো ভূষণার্চ্চিতাঃ। তথাতথাস্যাঃ সঞ্জজ্ঞে দময়ন্ত্যা মুদা হৃদি ॥ ৫৩ ॥ অন্যানি চ প্রাচিক্ষেপ শতশোঽথ সহস্রশঃ। ন তৃপ্তির্জায়তে তাসাং তথাপি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৪ ॥ ভূষণাভাবমাসাদ্য ততঃ সা পার্থিবপ্রিয়া। হৃষ্টা প্রোবাচ তাঃ সর্ব্বাঃ সন্তোষঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৫৫ ॥ পুনশ্চৈবানয়িষ্যামি প্রভাতে নাত্র সংশয়। অন্যানি চ বিচিত্রাণি যস্যা রোচন্তি যানি চ ॥ ৫৬ ॥ ততস্তাঃ সকলাঃ প্রোচুর্গচ্ছ ত্বং পার্থিবপ্রিয়ে। আগন্তব্যঞ্চ ভূয়োঽপি প্রগৃহ্যাভরণানি চ ॥ ৫৭ ॥ এবমুক্তা ততস্তাভিঃ প্রণিপত্য নৃপপ্রিয়া। প্রহৃষ্টা প্রযযৌ তূর্ণং স্বপুরং প্রতি সদ্দ্বিজাঃ ॥ ৫৮ ॥ তাপস্যোঽপি গৃহং গত্বা বস্ত্রাণি বিবিধানি চ। ভূষণানি চ গাত্রেষু সস্পর্দ্ধা নিদধুস্তদা ॥ ৫৯ ॥ তাপসীনাং চতুষ্কঞ্চ পরিত্যজ্য যতব্রতম্। শেষাভিঃ প্রগৃহীতানি মণ্ডনানি যথেচ্ছয়া ॥ ৬০ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। ভূয়োঽপি রাজপত্নী সা ভূষণান্যম্বরাণি চ ॥ ৬১ ॥ তথৈব প্রদদৌ তাসাং জগৃহুশ্চ তথৈব তাঃ। এবং তস্যাঃ প্রযচ্ছন্ত্যা অহন্যহনি ভক্তিতঃ ॥ ৬২ ॥ পঞ্চরাত্রমতিক্রান্তং তৃপ্তাস্তাস্তাপসপ্রিয়াঃ। ন রাজ্ঞী তৃপ্তিমায়াতি প্রযচ্ছন্তী প্রভক্তিতঃ ॥ ৬৩ ॥ ততঃ শুশ্রাব তাপস্যশ্চতস্রোঽত্র স্পৃহাঃ। বল্কলাজিনধারিণ্যো ন তস্যাঃ পার্শ্বমাগতাঃ। ন চান্যা ভূষিতা দৃষ্ট্বা চক্রুরীর্ষ্যাং কথঞ্চন ॥ ৬৪ ॥ অথ সা ত্বরিতং গত্বা তাসাং পার্শ্বমনিন্দিতা। ভূষণানি মহার্হাণি গৃহীত্বা পঞ্চমেঽহনি ॥ ৬৫ ॥ ততঃ প্রোবাচ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি। ইমানি ভূষণার্থায় ভূষণানি

হার যাচ্ঞা করিলেন, মহিষীও সেই হার করে লইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অর্পণ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই হার প্রদত্ত হইবামাত্র অনেকা ভূষণ-লালসা তপস্বিনীগণ স্বীয় করে সেই হার গ্রহণ করিলেন। অনন্তর আর দময়ন্তীর বিতরণের অপেক্ষা রহিল না, ভূষণোৎসুকা অন্যান্য তাপসীরা স্বয়ংই স্ব স্ব কর দ্বারা স্পর্দ্ধাসহকারে আভরণনিচয় গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা বলপূর্ব্বক অপর তাপসীকে ধর্ষিত করিয়া তাঁহার ভূষণ আকর্ষণ করিলেন। এদিকে তাপসীরা এইরূপে যেমন ভূষণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, দময়ন্তীর অন্তঃকরণেও তেমনই হর্ষ হইতে লাগিল। তিনি তাপসীগণকে ভূষণগ্রহণে ব্যগ্রা দর্শন করিয়া অন্যান্য শত সহস্র ভূষণ বিকিরণ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! কিছুতেই তাপসীরা তৃপ্তি প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর ভূষণ নিঃশেষদর্শনে মহিষী তাপসীদিগকে কহিলেন,—আপনারা প্রসন্ন হউন, আমি প্রভাতে পুনরায় অলঙ্কারনিকর লইয়া এই স্থানে আগমন করিব, সংশয় নাই, আপনাদের যাহার যেমন রুচি, আপনারা সকলেই সেই বিচিত্র ভূষণনিচয় গ্রহণ করিবেন। মহিষীর বাক্যে তাপসীরাও বলিলেন,—হে পার্থিবপ্রিয়ে! তুমি সত্বর গৃহে গমনপূর্ব্বক পুনরায় ভূষণ লইয়া কল্য আগমন করিও। তপসীগণের কথাবসানে পার্থিবপত্নী তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বপুরে প্রয়াণ করিলেন। তাপসীরাও গৃহে গমনপূর্ব্বক স্পর্দ্ধাসহকারে বিবিধ বসন পরিধান ও স্ব স্ব গাত্রে বিচিত্র আভরণধারণ করিলেন।৪৭—৫৯। হে দ্বিজগণ! তাপসীগণের মধ্যে চারিজন ব্যতীত অপর সকলেই যমনিয়মাদি ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সকল বসনভূষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর বিভাবরী প্রভাতা হইল। দিবাকর আকাশে উদিত হইলেন। রাজমহিষীও বিবিধ বসন-ভূষণ আনয়ন করত পূর্ব্ববৎ তাপসীগণকে অর্পণ ও তাপসীগণ তাহা গ্রহণ করিলেন। দময়ন্তী প্রতিদিনই ভক্তিভরে মুনিপত্নীগণকে বিবিধ ভূষণ দান করিলেন, এইরূপে পাঁচদিন ভূষণ দান চলিল, তাপসীরা তৃপ্তিলাভ করিলেন। রাজ্ঞী ভক্তিমতী; এই প্রভূত ভূষণ দান করিয়াও তিনি প্রীতি লাভ করিলেন না। অনন্তর রাজমহিষী শুনিলেন,—ইহাঁদিগের মধ্যে চারিজন তপস্বিপত্নী স্পৃহাহীনা, তাঁহারা বল্কলধারিণী; তাঁহারা ভূষণগ্রহণার্থ পার্থিবপত্নীর নিকট আগমন বা অন্যান্য তাপসীর ভূষণদর্শনে ঈর্ষ্যা করেন নাই। অনন্তর পঞ্চমদিনে আনন্দিতা দময়ন্তী মহার্হ ভূষণনিচয় গ্রহণপূর্ব্বক সেই চারিজন তাপসীর সম্মুখে গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে তাপসী-

প্রগৃহ্যতাম্॥ ৬৬॥ তাপস্য ঊচুঃ। নাস্মাকং ভূষণৈঃ কার্য্যং ভূষিতা বল্কলৈর্বয়ম্। তস্মাদ্গচ্ছ নিজং হর্ম্ম্যমর্থিভ্যঃ সম্প্রদীয়তাম্॥ ৬৭॥ বদন্তীনাং তয়া সার্দ্ধমেবং তাসাং দ্বিজোত্তমাঃ। চত্বারঃ পত্নয়ঃ প্রাপ্তা একৈকস্যাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ৬৮॥ শুনঃশেফোঽথ শাক্রেয়ো বৌদ্ধো দান্তশ্চতুর্থকঃ। বিয়ন্মার্গং হি চত্বারঃ প্রাপ্য স্বাশ্রমমাযযুঃ॥ ৬৯॥ শেষাঃ সর্ব্বে গতিভ্রংশং প্রাপ্য ভূমার্গমাশ্রিতাঃ। অথ তে স্বাশ্রমং দৃষ্ট্বা বিকৃতাকারভূষণম্। কিমিদং কিমিদং প্রোচুর্য-স্তাপস্যো বিড়ম্বিতাঃ॥ ৭০॥ কেনৈবং পাপ্যনাস্মাক-মাশ্রমোঽয়ং বিড়ম্বিতঃ। প্রদত্বা তাপসীনাঞ্চ ভূষণাস্থম্বরাণি চ॥ ৭১॥ তৎপত্ন্য ঊচুঃ। চমৎকারস্য ভূপস্য যৈষা ভার্য্যা ব্যবস্থিতা। অনয়া সম্প্রদত্তানি সর্ব্বাসাং ভূষণানি বৈ॥ ৭২॥ অস্মাকমপি সম্প্রাপ্তা গৃহে বৈ নৃপবল্লভা। দাতুং বিভূষণান্যেবং নিষিদ্ধা-স্মাভিরদ্য সা॥ ৭৩॥ সূত উবাচ। তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ততস্তে কোপমূর্চ্ছিতাঃ। উচুস্তাং নৃপতের্ভার্য্যাং শাপং দাতুং মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৪॥ দ্বিসপ্ততির্বয়ং পাপে স্নানার্থং পুষ্করে গতাঃ। কার্ত্তিক্যাং ব্যোমমার্গেণ মনোমারুতরংহসা॥ ৭৫॥ চত্বারস্তু ইমে প্রাপ্তা যেষাং দারৈঃ প্রতিগ্রহঃ। ন কৃতস্তস্য ভূপস্য কুভার্য্যায়াঃ কথঞ্চন॥ ৭৬॥ তস্মা-দ্বিড়ম্বিতো যস্মাদাশ্রমোঽয়ং তপস্বিনাম্। শিলারূপা চ ভবতী তস্মাত্ত্বং কুৎসিতা॥ ৭৭॥ অথ সা তৎক্ষণাদেব শিলারূপা বভূব হ। নিশ্চেষ্টা তৎ-ক্ষণাদেব মুনিবাক্যাদনন্তরম্॥ ৭৮॥ ততঃ স পরিবারোঽস্যাস্তদ্দুঃখেন সমাকুলঃ। বাষ্পপূর্ণেক্ষণো দীনঃ প্রস্থিতঃ স্বপুরং প্রতি॥ ৭৯॥ কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং দময়ন্ত্যাঃ সমুদ্ভবম্। বৃত্তান্তং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা-স্তস্যাঃ শাপসমুদ্ভবম্॥ ৮০॥ শ্রুত্বা স পার্থিবস্তূর্ণং বৃত্তান্তং শাপজং তদা। প্রসাদনায় বিপ্রাণাং দুঃখিতঃ স বনং যযৌ॥ ৮১॥ ততস্তে মুনয়স্তূর্ণং চত্বারো-ঽপি মহীপতিম্। জ্ঞাত্বা প্রসাদনার্থায় ভার্য্যার্থং সমুপস্থিতম্॥ ৮২॥ অগ্নিহোত্রাণি দারাংশ্চ সমাদায়

গণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, স্ব স্ব শরীর-শোভাবর্দ্ধনার্থ এই আভরণনিচয় গ্রহণ করুন। তাপসীচতুষ্টয় উত্তর করিলেন,—আমাদের ভূষণে প্রয়োজন নাই, বল্কলেই আমরা ভূষিত হইয়াছি, তুমি নিজপুরে গমন করিয়া অর্থীদিগকে এই সকল ভূষণ দান কর। হে দ্বিজসত্তমগণ! মাহিষী ও তাপসীগণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, তৎকালে সেই তাপসীচতুষ্টয়ের পতি শুনঃশেফ, শাক্রেয়, বৌদ্ধ এবং চতুর্থ দান্ত, ইঁহারা আকাশমার্গে আশ্রমপথে উপনীত হইলেন। অন্যান্য তপস্বিগণের আকাশপথে গতিভ্রংশ হইয়াছিল, তাঁহারা ক্ষিতিপথে পাদচারে আগমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঋষিচতুষ্টয় আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—আশ্রমের শোভা বিকৃত হইয়াছে, তাঁহারা তখন পরস্পর বলাবলি করিলেন,—এ কি হইয়াছে! এ কি উপস্থিত! দেখিতেছি,—তাপসীগণ বিড়ম্বিত হইয়াছেন, তাপসীগণকে বসনভূষণ দান করিয়া কোন্ পাপমতি আমাদের আশ্রম বিড়ম্বিত করিল? অগৃহীতভূষণা ঋষিপত্নীচতুষ্টয় উত্তর করিলেন,—চমৎকারপুরপতির পত্নী দময়ন্তী এই সকল তাপসীকে বসন ভূষণ দান করিয়াছেন। নৃপবল্লভা আমাদেরও গৃহে আসিয়া ভূষণদানের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে ভূষণ-দানে নিষেধ করিয়াছি। সূত কহিলেন,—অনন্তর তাপসীচতুষ্টয়ের এই সকল বাক্য শুনিয়া ঋষিগণ কোপমোহিত হইলেন, এবং রাজমহিষীর প্রতি মুহুর্মুহু শাপবাণী প্রয়োগপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—রে পাপে! আমরা দ্বিসপ্তাত ঋষি কার্ত্তিকীপৌর্ণমাসীতে পুষ্করস্নানার্থ আকাশ-মার্গে গমন করিয়াছিলাম, আমাদের সকলেরই বায়ু এমন কি মনের মতন গতিশক্তি ছিল। তুই চমৎকার ভূপতির কুভার্য্যা, আমাদের পত্নীরা তোর কুঅভিলাষ বিদিত হইয়া প্রতিগ্রহ করেন নাই। যাহা হউক, তুই যখন তপস্বীদিগের আশ্রম বিড়ম্বিত করিয়াছিস্, তখন তুই কুৎসিত শিলারূপিণী হইবি! মুনিগণের মুখ হইতে অভিশাপবাণী বহির্গত হইলে, দেখিতে দেখিতে মহিষীও সদ্য নিশ্চেষ্ট শিলারূপ ধারণ করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! তাঁহার পরিবারগণ দময়ন্তীর দুঃখে আকুল হইয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে দীনভাবে স্বপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং স্বপুরে উপনীত হইয়া পৃথিবীপতীকে মহিষীর প্রতি ঋষিগণের শাপবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তপস্বী-দিগের অভিশাপবাণী শ্রবণে দুঃখিত নৃপতি তাঁহা-দিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য সত্বর তপোবনে গমন করিলেন। এ দিকে যাঁহাদের পত্নীরা পার্থিবদয়িতার প্রতিগ্রহ করেন নাই, সেই ঋষিচতুষ্টয়ও রাজা পত্নীর জন্য তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে আগমন

ততঃ পরম্। কুরুক্ষেত্রং সমাজগ্মুঃ খমার্গেণ দ্রুতং তদা ॥ ৮৩ ॥ পার্থিবোঽপি সমন্বেষ্য যত্নাত্তান্ সর্বতো মুনীন্। স নির্বিণ্নঃ শ্রমার্তশ্চ ভার্য্যাব্যসনদুঃখিতঃ ॥ ৮৪ ॥ ততো জগাম তং দেশং যত্র ভার্য্যা শিলাময়ী। সা স্থিতা তাপসীবৃন্দৈঃ সর্বতোঽপি সমন্বিতা ॥ ৮৫ ॥ অথ তাং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা সেবকৈঃ সকলৈর্বৃতঃ। হাহেতি স মুহুঃ প্রোচ্য মূর্চ্ছিতঃ প্রাপতৎ ক্ষিতৌ ॥ ৮৬ ॥ ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ সমাসাদ্য সংজ্ঞাং তোয়সমুক্ষিতঃ। প্রলাপমকরোৎ পশ্চাৎ স্মৃত্বাস্মৃত্বা প্রিয়ান্ গুণান্ ॥ ৮৭ ॥ হা প্রিয়ে মৃগশাবাক্ষি মম প্রাণবিনাশিনি। মাং মুক্ত্বাদ্য প্রিয়ং কান্তং ক্ব গতাসি শুভাননে ॥ ৮৮ ॥ নাভুক্তে ময়ি ভুক্তাসি নিদ্রাং নানিদ্রিতে গতা। ন সৌভাগ্যস্য গর্বেণ মমাজ্ঞা লঙ্ঘিতা ক্বচিৎ ॥ ৮৯ ॥ ন স্মরামি ত্বয়া প্রোক্তং কদাচিদ্বিকৃতং বচঃ। রহস্যপি বিশালাক্ষি কিমু ভোজনসংসদি ॥ ৯০ ॥ সূত উবাচ। এবং প্রলপতস্তস্য ভূপতেঃ করুণং বহু। আয়াতা মন্ত্রিণস্তস্য শ্রুত্বা ভূপং তথাবিধম্ ॥ ৯১ ॥ ততঃ সম্বোধ্য তং কৃচ্ছ্রাদ্দৃষ্টান্তৈর্বহুবিস্তরৈঃ। রাজর্ষীণাং পুরাণানাং মহদ্ব্যসনসম্ভবৈঃ ॥ ৯২ ॥ নিন্যুস্তং ভূপতিং দীনং বাষ্পব্যাকুললোচনম্। নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং তেজসা পরিবর্জিতম্ ॥ ৯৩ ॥ সোঽপি কৃত্বালয়ং তস্যাঃ সমন্তাৎ সুমনোহরম্। কর্পূরাগুরুধূপাদ্যৈর্বস্ত্রকুঙ্কুমচন্দনৈঃ। যোজয়ামাস তাং ভার্য্যাং শিলারূপামপি স্থিতাম্ ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চমৎকার নৃপপত্ন্যা দময়ন্ত্যা বিপ্রশাপেনশিলাত্বপ্রাপ্তিকথনং নামৈকাদশোধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ। ততঃ কতিপয়াহস্য গতে তস্মিন্ মহীপতৌ। স্বগৃহং প্রতি দুঃখার্তে পরিবার-

---

করিতেছেন জানিয়া স্ব স্ব অগ্নিহোত্র ও পত্নীগণকে লইয়া আকাশমার্গে সত্বর কুরুক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। পত্নীব্যসনদুঃখিত শ্রমার্ত রাজা আশ্রমে উপনীত হইয়া সযত্নে ঋষিগণের অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগের দর্শন না পাইয়া পরম নির্বিণ্ন হইলেন। তারপর পত্নী দময়ন্তী যে স্থানে শিলা হইয়াছেন, সেবকগণ সহ তথায় গমন করিয়া দেখিলেন,—তাপসীগণ তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি দময়ন্তীর এতাদৃশ শোকাবহ অবস্থাদর্শনে মুহুর্মুহু হাহাকার করত মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইলেন। তদীয় সেবকগণ তাঁহার দেহে উদকপ্রসেক করিলে তিনি অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং প্রিয়ার গুণনিচয় স্মরণ করিয়া প্রলাপবাক্যে বলিতে লাগিলেন। মহীপাল বলিলেন,—হা প্রিয়ে! হা বালমৃগলোচনে! তুমি আমার প্রাণবিনাশ করিলে; হা শুভাননে! তোমার প্রিয়পতি পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! আমি ভোজন না করিলে তুমি ভোজন কর নাই. আমি নিদ্রিত না হইলে তুমি নিদ্রা যাও নাই; তুমি সৌভাগ্যগর্বে কদাচ আমার আদেশ লঙ্ঘন কর নাই; আমার স্মরণ হয় না যে, নির্জনেই বা কি আর ভোজনসময়েই বা কি, কদাচ তুমি আমাকে বিকৃত বাক্য কহিয়াছ। সূত কহিলেন,—রাজা এইরূপ সকরুণ বহু প্রলাপ বাক্য বলিতে থাকিলে রাজার ঈদৃশদশা বিদিত হইয়া তদীয় মন্ত্রিগণ সেই স্থানে উপনীত হইলেন এবং পুরাতন রাজর্ষিগণের মহাদুঃখসমুদ্ভূত বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত স্বীয়পুরে লইয়া গেলেন। রাজা প্রবুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দৈন্য বিদূরিত হইল না, বাষ্পবারিতে তাঁহার লোচনদ্বয় ব্যাকুলীকৃত হইল। তিনি তেজোহীন নাগের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পত্নী শিলারূপিণী হইলেও, রাজা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না; শিলারূপিণী দময়ন্তী যেস্থানে অবস্থিত ছিলেন, মহীপাল তাঁহার চতুর্দিকে মনোহর গৃহ নির্মাণ করিয়া কর্পূর, অগুরু, ধূপাদি ও বস্ত্র, কুঙ্কুম এবং সুগন্ধি-গন্ধ চন্দন দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিলেন। ৬০—৯৪।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এইরূপে মহীপতির কতিপয় দিবস অতীত হইলে, তিনি পরিবারসহ দুঃখিত

সমন্বিতে। ১। পশ্চ্যামেব সমায়াতা হৃষ্টষষ্টি-দ্বিজোত্তমা ।০ পরিশ্রান্তাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ ধূলি-ধূসরিতাননাঃ। ২। যাবৎ পশ্যন্তি দারাঃ স্বা দিব্যাভরণভূষিতাঃ। দিব্যবস্ত্রৈঃ সুসংবীতা রাজপত্ন্য ইবাপরাঃ। ৩। • ততশ্চ বিস্ময়াবিষ্টাঃ পপ্রচ্ছুস্তে ক্ষুধান্বিতাঃ। কিমিদং কিমিদং পাপা বিরুদ্ধং বিহিতং বপুঃ। ৪। কথং প্রাপ্তানি বস্ত্রাণি ভূষণানি বরাণি চ। নূনমস্মদ্গতেভ্রংশঃ যে জাতো নান্যথা ভবেৎ। ৫। বিকারমেনং সন্ত্যক্তা যুষ্মদীয়ং সুগর্হিতাঃ। অথ তাঃ সর্ব্ববৃত্তান্তমূচুস্তাপসযোষিতঃ। ৬। যথা রাজ্ঞী সমায়াতা দময়ন্তী নৃপপ্রিয়া। ভূষণানি চ দত্তানি তয়া চৈব যথা দ্বিজাঃ। ৭। যথা শাপশ্চ সঞ্জাতো ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। অথ তে মুনয়ঃ ক্রুদ্ধাস্তচ্ছ্রুত্বা গর্হিতং বচঃ। রাজপ্রতিগ্রহো নিন্দ্যস্তাপসানাং বিশেষতঃ॥ ৮। ততো ভূপস্য রাষ্ট্রস্য নাশার্থং জগৃহুর্জ্জলম্। ক্রোধেন মহতাবিষ্টা বেপমানা নিরর্গলম্। ৯॥ অনেন পাপ্মনাস্মাকং কুভূপেন প্রণাশিতা। যে গতির্লোভয়িত্বা তু পত্ন্যো-হস্মাকমকৃত্রিমাঃ। সরলাস্তদ্গুণাঃ সর্ব্বে যেনেদৃগ্-ব্যসনং স্থিতম্। ১০। সূত উবাচ। এবং তে মুনয়ো যাবচ্ছাপং তস্য মহীপতেঃ। প্রযচ্ছন্তি চ তাস্তাবদূচুর্ভার্য্যা ক্রুধান্বিতাঃ। ১১। ন দেয়ো ভূপতেস্তস্য শাপো ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। অস্মদীয়ং বচস্তাবচ্ছ্রোতব্যমবিশঙ্কিতৈঃ। ১২। বয়ং সর্ব্বা নরেন্দ্রস্য ভার্য্যয়া সমলঙ্কৃতাঃ। সুবস্ত্রৈর্ভূষণৈর্দিব্যৈঃ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। ১৩॥ বয়ং দারিদ্র্যদোষেণ সদা যুষ্মদ্গৃহে স্থিতাঃ। কর্শিতা ন চ সম্প্রাপ্তং সুখং মর্ত্ত্যসমুদ্ভবম্। ১৪। এতেষাং পরলোকো-হত্র বিদ্যতে যে তপোরতাঃ। ন চ মর্ত্ত্যফলং কিঞ্চিদপি স্বল্পতরং ভবেৎ। ১৫। অন্যেষাং বিষয়-স্থানামিহ লোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ভোগপ্রসক্তচিত্তানাং নীচানাং সুদুরাত্মনাম্। ১৬। গৃহস্থাশ্রমিণাং চৈব স্বধর্ম্মরতচেতসাম্। ইহ লোকঃ পরশ্চৈব জায়তে

হৃদয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তম-গণ! এ দিকে সেই অষ্টষষ্টি ঋষি যাঁহারা পাদচারে পুষ্কর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, বহুদিন পরে পরিশ্রান্ত, কৃশাঙ্গ ও ধূলিধূসরিতানন হইয়া আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন,—তাঁহাদের পত্নীরা দিব্যাভরণভূষিতা ও দিব্যবসনপরিধানা হইয়া দ্বিতীয় ভূপতিপত্নীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন। দ্বিজগণ একে ক্ষুধাকাতর, তারপর আবার এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন;—অহো! এ কি দর্শন করিতেছি, পাপচারিণী পত্নীগণ এ কি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে! ইহারা কোথায় মনোহর বসন ও মনোজ্ঞ ভূষণ লাভ করিল! আমাদের নিশ্চিতই মনে হইতেছে,—এই নিন্দিত পত্নীগণের পাপাচরণেই আমাদের বিমানগতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, অন্যথা আমাদের বিমানগতি রুদ্ধ হইবে কেন? হে দ্বিজগণ! অনন্তর নৃপবল্লভা দময়ন্তীর আগমন, ভূষণদান এবং মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের রাণীর প্রতি অভিশাপ—তাপসীরা একে একে স্ব স্ব স্বামীর নিকট এই সকল বিবরণ নিবেদন করিলেন। তদনন্তর মুনিগণ স্ব স্ব পত্নীর মুখে এবংবিধ নিন্দিত বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া কহিলেন,—এক ত' রাজার প্রতিগ্রহ নিন্দিত, তারপর আমরা তপস্বী, আমা-দিগের পক্ষে ইহা অতীব নিন্দনীয়। ঋষিগণ এইরূপ কহিয়া তৎপশ্চাৎ রাজা ও রাজ্যনাশার্থ শাপজল গ্রহণ করিলেন, রোষপরবশ ঋষিগণের শরীর অনর্গল কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহারা বলিলেন,—এই কদাশয় পাপ নৃপতি আমাদিগের আকাশগতির বিনাশ সাধন করিয়াছে, আমাদিগের পত্নীরা অকৃত্রিমা, সরলা ও তাপসীগুণশোভনা; রাজা ইহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া আমাদের এই ব্যসন আনয়ন করিয়াছে! ১—১০। সূত কহিলেন,—মুনিগণ এইরূপ আলোচনা করিয়া যখন মহী-পালের উদ্দেশে শাপজল পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, তৎকালে তাপসীগণ রোষবশে বলিতে লাগিলেন;—হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! নৃপতির প্রতি শাপবাণী বর্ষণ করিবেন না, অবিশঙ্কিতহৃদয়ে আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন। শ্রদ্ধাপূতহৃদয়া নর-রাজভার্য্যা দময়ন্তীই স্বয়ং আমাদিগকে দিব্য বসন ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। আমরা দারিদ্র্যদোষে আপনাদের গৃহে সর্ব্বদা ক্লিষ্ট হইতেছি, মানব-জন্ম লাভ করিয়া কদাচ মর্ত্ত্যোচিত সুখভোগাদি করি নাই; যাঁহারা তপোরত, পরলোকই তাঁহাদের সুখভোগের আকর, ইহলোকের অল্পতর সুখ-ভোগও তাঁহাদের ঘটে না। যাহারা বিষয়া-সক্ত, ভোগ-প্রসক্তচিত্ত তাদৃশ নীচ দুরাত্মা মানবগণের জন্য ইহলোকই সুখভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট; আর যাহারা স্বধর্ম্মরত গৃহস্থাশ্রমী,

'নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ত্বা বয়ং নাত্র সন্দেহো গৃহস্থাশ্রমমুত্তমম্। সংসেব্য সাধয়িষ্যামো লোকদ্বয়মনুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ তস্মাদ্ গৃহাণি রম্যাণি প্রবদন্তি সমাহিতাঃ। ভূপালাদ্ভূমিমাদায় বৃত্তিং চৈবাভিবাঞ্ছিতাম্ ॥ ১৯ ॥ ততশ্চৈবাথ বৌক্ষধ্বং পুত্রপৌত্রসমুদ্ভবম্। সৌখ্যং চাপি কুমারীণাং বান্ধবানাং বিশেষতঃ ॥ ২০ ॥ ন করিষ্যথ চেদ্বাক্যমেতদস্মদুদীরিতম্। সর্ব্বাঃ প্রাণপরিত্যাগং করিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ যূয়ং স্ত্রীবধপাপেন যুক্তাঃ সন্তস্ততঃ পরম্। নরকং রৌরবং দুর্গং গমিষ্যথ সুনিশ্চিতম্ ॥ ২২ ॥ এবং তে মুনয়ঃ শ্রুত্বা তাসাং বাক্যানি তানি বৈ। ভূপৃষ্ঠে তত্যজুস্তোয়ং শাপার্থং যৎকরৈর্ধৃতম্ ॥ ২৩ ॥ ততস্তত্তোয়নির্দ্দগ্ধং তদ্বিভাগং ক্ষিতেস্তদা। উষরত্বমনুপ্রাপ্তমদ্যাপি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥ আস্তামন্নাদিকং তত্র যদুৎপন্নং প্ররোহতি। ন জন্ম চাপ্নুয়াদ্ভূয়ঃ পক্ষী বা কীট এব বা ॥ ২৫ ॥ তৃণং বাথ মৃগস্তত্র কিং পুনর্ভক্তিমান্নরঃ। যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়া ফাল্গুনে নরঃ ॥ ২৬ ॥ পৌর্ণমাস্যাং রবের্বারে স পিতৄনুদ্ধরেন্নিজান্। অপি স্বকর্ম্মণা প্রাপ্তান্নরকে দারুণাকৃতৌ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উষরোৎপত্তিমাহাত্ম্যকথনং নাম দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে গতকোপা দধুর্মতিম্। যজ্ঞকর্ম্মসু গার্হস্থ্যে পুত্রপৌত্রসমুদ্ভবে ॥ ১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে রাজা স তান্ প্রাপ্তান্ দ্বিজোত্তমান্। শ্রুত্বা ভক্তিসমাযুক্তঃ প্রণামার্থমুপাগতঃ ॥ ২ ॥ শ্রুত্বা কোপগতাং বার্ত্তামুপশামকৃতাং তথা। গার্হস্থ্যপ্রতিপন্নানাং বাক্যৈর্ভার্য্যাসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৩ ॥ ততঃ প্রণম্য তান্ সর্ব্বান্ সাষ্টাঙ্গং স মহীপতিঃ। ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রোবাচ বিনতঃ স্থিতঃ ॥ ৪ ॥ যুষ্মদীয়প্রসাদেন সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলম্। ময়া

তাহাদের ইহ পর উভয়ই ভোগসুখজনক হইয়া থাকে, সংশয় নাই; আমরাও স্বধর্ম্মনিরত গৃহস্থ, অতএব গৃহাশ্রমের সেবা করিয়া আমরা অনুত্তম ইহ পর উভয় লোকই সাধন করিব, সন্দেহ নাই। গৃহে থাকিয়া স্বধর্ম্মনিরত হইলে ইহ পর উভয় লোক সিদ্ধ হয়, এ জন্য সমাহিতমনা মনীষিগণ গৃহকেই রম্য কহিয়াছেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! ভূপালের নিকট অভিলষিত ভূমি ও বৃত্তি গ্রহণ করিয়া পুত্র-পৌত্রদিগের সুখভোগের উপায় করুন, এইরূপ করিলেই কুমার, কুমারী বিশেষতঃ বন্ধু-বান্ধবগণের সুখভোগ হইবে। যদি আমাদের এই বাক্য রক্ষা না করেন, তবে আমরা সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সংশয় নাই; আর ইহাও সুনিশ্চিত যে, আপনারাও স্ত্রীহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া দুর্গম রৌরবনামক নরকে গমন করিবেন। মুনিগণ স্ব স্ব পত্নীর মুখে এবংবিধ বাক্যনিচয় শ্রবণ করিয়া নৃপের প্রতি অভিশাপার্থ যে জল গ্রহণ করিয়াছিলেন, কর হইতে তাহা ভূপৃষ্ঠে পরিত্যাগ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! তাঁহাদের কর হইতে শাপজল পতিত হওয়ায় সেই ভূমিভাগ দগ্ধ হইয়াছিল এবং তৎকালে সেই দগ্ধ ভূমি যে উষরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা তদবস্থই রহিয়াছে; সে স্থানে শস্যাদি উপ্ত হইলে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয় না, পক্ষী বা কীট তথায় জন্মগ্রহণ এবং সেখানে তৃণ নাই বলিয়া মৃগও গমন করে না; ভক্তিমান মানবের কথা কি কহিব? ভক্ত কদাচিৎ গমন করে। যে মানব এই স্থানে ফাল্গুন মাসের রবিবারযুক্ত পূর্ণিমায় শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ কর্ম্মবশে দারুণ নরকে পতিত হইলেও উদ্ধার পাইয়া থাকেন। ১১—২৭।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক-শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দ্বিজগণের কোপ উপশমিত হইল, তাঁহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়া গৃহস্থোচিত পুত্র-পৌত্রাদির অভ্যুদয়ার্থ যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজাও বিপ্রবরগণের কোপ উপশমিত হইয়াছে শুনিয়া ভক্তিযুক্তহৃদয়ে তাঁহাদের প্রণামার্থ সমাগত হইলেন। নৃপ পূর্ব্বে বিপ্রগণের কোপবাক্যে কাতর হইয়াছিলেন, সম্প্রতি মহীপতি তাঁহাদের পত্নীগণের উপদেশবাণীতে শান্তভাব-ধারণ গৃহাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, শুনিয়া আশ্বস্ত হৃদয়েবিনীতভাবে তাঁহাদিগের নিকট গমন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন,—আপনাদের প্রসাদে আমার

রোগবিনাশেন তস্মাদ্ ব্রূত করোমি কিম্ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। ভার্য্যয়া তব রাজেন্দ্র বয়ং সর্ব্বত্র-বাসিনঃ। নীতাঃ কৃতার্থতাং দত্ত্বা রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ পুরবরং কৃত্বা ক্ষেত্রেঽত্রৈব সুশোভনে। অস্মাকং দেহি গার্হস্থ্যং যেন সম্যক্ প্রজায়তে ॥ ৭ ॥ যজামো বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সদা সম্পূর্ণ-দক্ষিণৈঃ। ইমং লোকং পরংচৈব সাধয়ামঃ সদা স্থিতাঃ ॥ ৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবো হৃষ্টস্তথেত্যুক্ত্বা ততঃ পরম্। অনুকূলদিনে প্রাপ্তে শিল্পিনাহূয় ভূরিশঃ ॥৯॥ পুরং প্রকল্পয়ামাস বহুপ্রাকারসঙ্কুলম্। প্রাকার-পরিখাযুক্তং গোপুরৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১০ ॥ অথাষ্টষষ্টি বিপ্রাণাং তত্র মধ্যে নৃপোত্তমঃ। অষ্টষষ্টি গৃহণ্যেব চকার সুবৃহন্তি চ ॥ ১১ ॥ মত্তবারণ জুষ্টানি দীর্ঘিকাসহিতানি চ। গৃহোদ্যানৈঃ সমেতানি যথা রাজগৃহাণি চ ॥ ১২ ॥ তথা কৃত্বাথ রত্নৌঘৈঃ পুরয়িত্বা তথা পরৈঃ। দদৌ তেভ্যোঽষ্ট-ষষ্টিঞ্চ গ্রামাণাং তদনন্তরম্ ॥ ১৩ ॥ ততঃ সর্ব্বান সমাহূয় পুত্রপৌত্রাংস্তদগ্রতঃ। প্রোবাচ তারনাদেন শ্রূয়তাং জল্পতো মম ॥ ১৪ ॥ এতৎপুরং ময়া দত্ত-মেভির্গ্রামৈঃ সমন্বিতম্। এতেভ্যো ব্রাহ্মণেন্দ্রেভ্যঃ শ্রদ্ধাপুতেন চেতসা ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্রক্ষা প্রকর্ত্তব্যা যথা ন স্যাৎক্ষতিঃ ক্বচিৎ। কষ্টং বা ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং তথা চৈব পরাভবম্ ॥ ১৬ ॥ অস্মাদ্বংশসমুদ্ভূতো যশ্চৈতাংস্তোষয়িষ্যতি। অন্যো বা ভূপতির্বৃদ্ধি-মগ্র্যাং নূনং স যাস্যতি ॥ ১৭ ॥ যশ্চাপরাধসংযুক্তা-নেতান্ খেদং নয়িষ্যতি। যোজয়িষ্যতি বা ক্লেশৈ-র্বিবিধৈর্ব্বা পরাভবৈঃ। স শত্রুভিঃ পরাভূতো বেষ্টিতো বিবিধৈর্গদৈঃ ॥ ১৮ ॥ ইহ লোকে বিয়োগা-দীন্ প্রাপ্য ক্লেশান সুদারুণান। রৌরবাদিষু রৌদ্রেষু নরকেষু প্রযাস্যতি ॥ ১৯ ॥ এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বং তেষাং কৃত্যং মহীপতিঃ। স্বয়মেবাকরোন্নিত্যং দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ২০ ॥ অথ তা ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং ভার্য্যাঃ সর্ব্বা দ্বিজোত্তমাঃ। দময়ন্ত্যাঃ সমাসাদ্য প্রাসাদং স্নেহবৎসলাঃ ॥ ২১ ॥ কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। তদর্চ্চাং পূজয়ামাসুঃ স চ রাজা দিনে দিনে ॥ ২২ ॥ অথ তাঃ প্রোচু-রন্যোন্যং তাপসাস্তৎপুরঃ স্থিতাঃ। তস্য ভূপস্য

প্রাক্তন জন্মের ফললাভ হইয়াছে, আমি রোগ-বিমুক্ত হইয়াছি, অতএব আদেশ করুন, আপনাদের কি প্রিয় সম্পাদন করিব? ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনার ভার্য্যা দ্বিজপত্নীগণকে বিবিধ বসন ভূষণ দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, আপনিও ত্রীক্ষণে এই অনুত্তম ক্ষেত্রে উত্তম পুরী নির্ম্মাণ করিয়া আমাদের গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনের যথাযথ উপায় বিধান করুন। হে রাজন্! আমরা সতত যথাবিধি সম্পূর্ণদক্ষিণ বিবিধ যাগক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক ইহ পর উভয় লোকে সিদ্ধিলাভ করিব। অনন্তর নৃপসত্তম ঋষিগণের বাক্যে হৃষ্ট হইলেন, তিনি "তাহাই হউক" বলিয়া শিল্পিগণ আহ্বানপূর্ব্বক বহুপ্রাকারসমাকুল, অনেক প্রকার পরিখাযুক্ত ও গোপুরশোভিত পুর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তন্মধ্যে সেই অষ্টষষ্টি ঋষির বাসযোগ্য বৃহৎ বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অনন্তর রাজা ঐ সকল পুরমধ্যে দীর্ঘিকা খনন, উদ্যান ও রাজগৃহ নির্ম্মাণ এবং মদমত্ত করিনিকর ও রত্ননিচয় দ্বারা গৃহনিচয় পূর্ণ করিয়া অষ্টষষ্টি গ্রাম সহ অষ্টষষ্টি ঋষিকে সেই সকল প্রদানপূর্ব্বক পুত্র-পৌত্রগণ সহ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তারস্বরে বলিতে লাগিলেন। রাজা কহি-লেন,—হে দ্বিজগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন; —আমি শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে অষ্টষষ্টি গ্রামসমন্বিত এই পুর অষ্টষষ্টি দ্বিজসত্তমকে দান করিলাম, আপনারা সতত এই পুরনিচয়ের রক্ষা করিবেন, যেন কদাচ এই সকল নষ্ট না হয়। কদাচ এই দ্বিজসত্তম-গণের ক্লেশ বা পরাভব হইবে না, আমার বংশো-দ্ভব কিংবা অন্য যে কোন ভূপতি ইঁহাদের প্রীতি সাধন করিবেন, তাঁহাদের নিশ্চিতই উত্তম সমৃদ্ধি লাভ হইবে।১—১৭। যে ভূপাল গর্হিত কার্য্য করিয়া ইঁহাদিগকে খিন্ন করিবে বা এই সকল ভূদেবকে পরাভব করিয়া ক্লেশিত করিবে, ইহলোকে তাহার অরিকরে পরাভব, বিবিধ রোগযন্ত্রণা, অনেক বিরহদুঃখ ও সুদারুণ ক্লেশ ভোগ হইবে এবং সে পরলোকে রৌরবাদি ভীষণ নরকনিচয়ে গমন করিয়া সুদারুণ যন্ত্রণা লাভ করিবে। রাজা ঋষি-গণকে এইরূপ কহিয়া অনলসভাবে অহর্নিশ স্বয়ং তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর স্নেহবৎসলা ঋষিপত্নীরা প্রীতিপ্রসন্নমনে শিলারূপিণী দময়ন্তীর সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, পুষ্প ও গন্ধাদি দ্বারা তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিলেন, তদ্দর্শনে রাজাও প্রতিদিন দময়ন্তীর পূজা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ

সন্তোষং জনয়ন্তো্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ যদাস্মাকং গৃহে বৃদ্ধিঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি। সা কদপ্রতশ্চ পশ্চাচ্চ দময়ন্ত্যা প্রপূজনম্। করিষ্যামো ন সন্দেহঃ সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বদা ॥ ২৪ ॥ এনাং দৃষ্ট্বা কুমারী যা বেদিমধ্যং গমিষ্যতি। সা ভবিষ্যত্যসন্দেহঃ পত্যুঃ প্রাণসমা সদা ॥ ২৫ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন কন্যাযজ্ঞ উপস্থিতে। দময়ন্তী প্রদ্রষ্টব্যা পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ২৬ ॥ সূত উবাচ। এবং তত্র পুরে তেন ভূভুজা সুমহাত্মনা। অষ্টষষ্টিং চ সংস্থাপ্য গোত্রাণাং নির্বৃতিঃ কৃতা ॥ ২৭ ॥ তেষামপি চ চত্বারি গোত্রাণ্যুরগজাদ্ভয়াৎ। গতানি তত্র যত্র স্যুস্তানি পূর্ব্বোদ্ভবানি চ। চতুঃষষ্টিঃ স্থিতা তত্র পুরে শেষা দ্বিজন্মনাম্ ॥ ২৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। কীদৃগুনাগভয়ং যেন তেষাং বৈ বিগতা বিভো। পরিত্যজ্য নিজং স্থানমেতন্নো বিস্তরাদ্বদ ॥ ২৯ ॥ সূত উবাচ। আনর্ত্তাধিপতিঃ পূর্ব্বমাসীন্নাম্না প্রভঞ্জনঃ। ধর্ম্মজ্ঞঃ সুপ্রতাপী চ পরপক্ষক্ষয়াবহঃ ॥ ৩০ ॥ ততস্তস্য সুতো জজ্ঞে প্রাপ্তে বয়সি পশ্চিমে। অনিষ্টস্থানসংস্থেষু গ্রহেষু দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥ ততস্তেন সমাহূয় দৈবজ্ঞান্ শাস্ত্রপণ্ডিতান্। তেষাং নিবেদিতঃ সর্ব্বং কালং তস্য সমুদ্ভবম্ ॥ ৩২ ॥ দৈবজ্ঞা উচুঃ। এষ তে পৃথিবীপাল জাতঃ পুত্রঃ সুগর্হিতে। কালেহনিষ্টপ্রদে রৌদ্রে গণ্ডান্তত্রিতয়োদ্ভবে ॥ ৩৩ ॥ কথঞ্চিদপি যদ্যেষ জীবয়িষ্যতি পার্থিব। পিতৃমাতৃপুরার্থে চ দেশানুৎসাদয়িষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ রাজোবাচ। অস্তি কশ্চিদুপায়োঽত্র দৈবো বা মানুষোঽপি বা। যেন সঞ্জায়তে ক্ষেমং পুত্রস্য বিষয়স্য চ ॥ ৩৫ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। যথা সমুত্থিতং যন্ত্রং যন্ত্রেণ প্রতিহন্যতে। যথা বাণপ্রহারাণাং কবচং বারণং ভবেৎ। তথা গ্রহবিকারাণাং শান্তির্ভবতি বারণম্ ॥ ৩৬ ॥ তস্মান্নিত্যমনুদ্বিগ্নঃ শান্তিকং কুরু ভূপতে। যেন সর্ব্বে গ্রহাঃ সৌম্যা জায়ন্তে চ শুভাবহা ॥ ৩৭ ॥ অনিষ্টস্থানসংস্থেষু গ্রহেষু বিষমেষু চ। ততঃ স সত্বরং গত্বা চমৎকারপুরং নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥ তত্র বিপ্রান্ সমাবেশ্য সর্ব্বান্ প্রোবাচ সাদরম্। বয়ং যুষ্মৎ-

---

অনন্তর একদা পুরবাসিনী ঋষিপত্নীরা রাজার সন্তোষ সাধনার্থ পরস্পর বলাবলি করিলেন, ঋষিপত্নীরা বলিলেন,—দেখ, কদাচ আমাদের গৃহে মঙ্গল ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, ক্রিয়ার পূর্ব্বে ও অবসানে সকল কার্য্যেই আমরা রাজমহিষীর পূজা করিব, সন্দেহ নাই। যে কুমারী অদ্যাবধি এই দময়ন্তীকে দর্শন করিয়া বেদিমধ্যে গমন করিবে, সে সতত তাহার পতির প্রাণসমা হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব কখনও কন্যাযাগ অর্থাৎ কন্যাবিবাহাদি উপস্থিত হইলে কুমারী যত্নসহকারে দময়ন্তীকে দর্শন ও ইঁহার পূজা করিবে। সূত কহিলেন,—সুমহাত্মা মহীপতি এইরূপে তথায় অষ্টষষ্টি গোত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের নিবৃত্তি সাধন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চারিজন সর্পভয়ে ভীত হইয়া পুর পরিত্যাগপূর্ব্বক যথেচ্ছ গমন করেন, অবশিষ্ট চতুঃষষ্টি দ্বিজগোত্র সেই পুরেই বাস করিয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো! তাঁহাদের কি এমনই সর্পভীতি উপস্থিত হইয়াছিল যে, নিজ বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন? এই সকল আমাদের নিকট বিস্তাররূপে বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে প্রভঞ্জন নামে জনৈক রাজা আনর্ত্তদেশের আধিপত্য লাভ করেন। আনর্ত্তপতি প্রভঞ্জন ধর্ম্মজ্ঞ, মহাপ্রতাপী ও পরপক্ষক্ষয়পটু ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধবয়সে এক তনয় জন্মে, হে দ্বিজসত্তমগণ। এই তনয়ের জন্মকালে তাহার গ্রহগণ অনিষ্ট স্থানে বিদ্যমান ছিল। ১৮—৩০। অনন্তর নৃপতি প্রভঞ্জন শাস্ত্রবিৎ দৈবজ্ঞগণকে আনয়ন করিয়া কুমারের জন্মকালের শুভাশুভ ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞগণ উত্তর করিলেন,—হে পৃথিবীপাল! আপনার এই তনয় গণ্ডত্রয়ের অন্তমুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই কাল অতিনিন্দিত ও ভীষণ অনিষ্টপ্রদ; হে পার্থিব! যদিও এই কুমারের অতিকষ্টে জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু কুমার পিতা, মাতা ও পুর, বিনষ্ট এমন কি সমস্ত দেশ উৎসাদিত করিবে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে দৈবজ্ঞগণ! এ বিষয়ে পুত্র ও রাজ্যের মঙ্গল হয়, এমন কি কোন দৈব কিংবা মানুষ উপায় আছে? ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন, হস্তনিক্ষিপ্ত যন্ত্র যেমন অন্য যন্ত্র দ্বারা প্রতিহত হয়, কবচ দ্বারা যেরূপ প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত বাণগতির বারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ শান্তিই গ্রহ বিকারের বাধাস্বরূপ কথিত হয়; অতএব হে ভূপতে! নিত্য অনুদ্বিগ্ন হইয়া শান্তিক ক্রিয়া করুন, গ্রহগণ বিষম অনিষ্টস্থানসংস্থ হইলেও শান্তিকক্রিয়াপ্রভাবে ক্রমগ্রহনিবহ শুভাবহ ও সৌম্য হইবে। এইরূপ রাজা দৈবজ্ঞমুখে বিজ্ঞাপিত হইয়া সত্বর চমৎকারপুরে গমন করিলেন এবং

প্রসাদেন রাজ্যং কুর্ম্মঃ সদৈব হি ॥ ৩৯ ॥ যেহতীতা
যে ভবিষ্যন্তি বংশেহস্মাকং নৃপোত্তমাঃ । ভবন্তোহত্র
গতিস্তেষাং শস্যানাং নীরদো যথা ॥ ৪০ ॥ যদত্র
মৎসুতো জাতো দুষ্টস্থানস্থিতৈর্গ্রহৈঃ । দৈবজ্ঞৈঃ
শান্তিকং প্রোক্তং তস্যানিষ্টস্য শান্তিদম্ ॥ ৪১
তস্মাৎ কুরুত বিপ্রেন্দ্রা যথোক্তং শান্তিকং মম
যেন পুত্রশ্চ রাষ্ট্রঞ্চ বিভবশ্চ বিবর্দ্ধতে ॥ ৪২
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ প্রোচুঃ সমন্ত্র্যাথ পরস্পরম্
ক্ষেমায় তব ভূনাথ করিষ্যামোহত্র শান্তিকম্ ॥ ৪৩
সদৈব নিয়তাঃ সন্তঃ শান্তাঃ ষোড়শ তে দ্বিজাঃ
উপহারাঃ সদা প্রেষ্যাস্ত্বয়া ভক্ত্যা মহীপতে । মাসান্তে
চাভিষেকশ্চ প্রাপ্তো রুদ্রঘটোদ্ভবঃ ॥ ৪৪ ॥ এবং
প্রকুর্ব্বতস্তভাং পুত্রো বৃদ্ধিং প্রয়াস্যতি । তথা রাষ্ট্রঞ্চ
কোশশ্চ যচ্চান্যদপি কিঞ্চন ॥ ৪৫ ॥ ততঃ প্রণম্য
তান্ হৃষ্টো গত্বা নিজনিবেশনম্ । উৎসবং পুত্র-
জন্মোত্থং চক্রে তৈঃ প্রেরিতঃ সদা ॥ ৪৬ ॥ সম্ভারান্
প্রেষয়ামাস চমৎকারপুরে ততঃ । মাসান্তে চাভি-
ষেকশ্চ প্রাপ্তো বৈ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৭ ॥ তেঽপি
ব্রাহ্মণশার্দ্দূলাশ্চাতুশ্চরণসম্ভবাঃ । ক্রমেণ শান্তিকং
চক্রুর্ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ ॥ ৪৮ ॥ মাসং মাসং প্রতি সদা
শান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ । ততো মাসাবসানেঽন্তে
চক্রুস্তচ্ছান্তিকং দ্বিজাঃ ॥ ৪৯ ॥ সোঽপি রাজাথ
মাসান্তে সমাগত্য সুভক্তিতঃ । অভিষেকং সমাদায়
পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৫০ ॥ বাসোভির্মুকুটৈশ্চৈব
গোভূদানেন কেবলম্ । সন্তর্প্যান্যাংস্তথা বিপ্রান্
স্বস্থানং যাতি ভূমিপঃ ॥ ৫১ ॥ এবং প্রবর্ত্তমানে চ
শান্তিকে তত্র ভূপতেঃ । জগাম সুমহান্ কালঃ
ক্ষেমারোগ্যধনাগমৈঃ ॥ ৫২ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য
মাসাদাবপি ভূপতেঃ । প্রারব্ধে শান্তিকে তস্মিন্
মহাব্যাধিরজায়ত ॥ ৫৩ ॥ তৎপুত্রস্য বিশেষেণ
তথৈবান্তঃপুরস্য চ । রাষ্ট্রস্য চ সমগ্রস্য বাহনানাং
তথা ক্ষয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ স ততঃ প্রেষয়ামাস শাস্ত্যর্থং

তত্রত্য বিপ্রগণকে আহ্বান করিয়া একত্রিত করত সাদরে সকলকেই বলিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমরা আপনাদের প্রসাদেই রাজ্য পালন করিয়া থাকি, আমাদের বংশে যে সকল নৃপসত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও ইতঃপরও যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, মেঘ যেমন শস্যসমূহের গতি, তদ্রূপ আপনারাও তাহাদের গতি, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমার একটী তনয় জন্মিয়াছে, জাতকের জন্মকালে গ্রহগণ দুষ্ট স্থানে অবস্থিত ছিল, পুত্রের অনিষ্টশান্তির জন্য দৈবজ্ঞগণ আমাকে শান্তিকক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছেন; অতএব যেরূপ করিলে আমার তনয় রাজ্য ও বিভব পরিবর্দ্ধিত হয়, আপনারা যথাবিধি তদ্রূপ শান্তিকক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া রাজার বাক্যের উত্তর করিলেন,—হে ভূপাল! আপনার তনয়ের মঙ্গলার্থ আমরা এইস্থানেই শান্তিক কর্ম্ম করিব। হে মহীপতে! আপনার তনয়ের শান্তিক কার্য্যের জন্য সতত নিয়ত সাধু শান্ত ষোড়শ দ্বিজ নিযুক্ত হইবেন, আপনি সর্ব্বদা ভক্তিভাবে ক্রিয়োপযোগী উপহারনিচয় প্রেরণ করুন। এই শান্তিক ক্রিয়া নিয়তই অনুষ্ঠিত হইলে আপনি মাসান্তে তনয়সহ একবার আগমন করিয়া রুদ্রঘটের শান্তিবারি গ্রহণ করিবেন। হে রাজন্! এইরূপে শান্তিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে আপনার পুত্রের মঙ্গল এবং কোষ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সমস্তই নিরাপদ হইবে। ৩২—৪৫। রাজা ঋষিগণের বাক্যে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক নিজপুরে গমন এবং ঋষিগণের আদেশে আশ্বস্ত হইয়া পুত্রজন্মোৎসব সমাহিত করিলেন। অনন্তর নৃপতি দ্বিজগণের আদেশানুসারে মাসে মাসে চমৎকারপুরে উপহারদ্রব্যসম্ভার প্রেরণ ও মাসান্তে আগমন করিয়া যথাবিধি শান্তিব গ্রহণ করিতে লাগিলেন; এদিকে চতুর্হোত্ররত শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় দ্বিজশার্দ্দূলগণও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া মাসে মাসে শান্তিকর্ম্ম ও মাসাবধানে বসুধাধীশকে অভিষেকবারি প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণানুষ্ঠিত শান্তিক্রিয়া সমাহিত হইলে, মাসান্তে ভূপতি ভক্তিভরে আগমনপূর্ব্বক অভিষেকবারি গ্রহণ, দ্বিজগণের পূজা ও বসন, মুকুট, গো, ও ভূমিদানে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ শান্তিক্রিয়ায় নৃপতির বহুদিন অতিবাহিত হইল, ক্ষিতিপতি ক্ষেম, আরোগ্য ও ধনাগমে সমৃদ্ধ হইলেন। অনন্তর কিয়দ্দিনানন্তর মহীপালের কোন একমাসের শান্তিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে-হইতেই মাসের প্রথম সময়েই তাঁহার, বিশেষতঃ তদীয় তনয়ের ও অন্তঃপুরবাসীদিগের দুরারোগ্য রোগ উপস্থিত হইল এবং রোগাক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই

তত্র সৎপুরে। সুসম্ভারান্ বিশেষেণ দক্ষিণা বিশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥ তথাযথা দ্বিজাস্তত্র হোমং কুর্ব্বন্তি পাবকে। তথা সর্ব্বে বিশেষেণ রোগা বর্দ্ধন্তি সর্ব্বশঃ ॥ ৫৬ ॥ ম্রিয়ন্তে বাজিনস্তস্য বৃহন্তো বারণাস্তথা। শত্রবঃ সর্ব্বকাষ্ঠাসু বিগ্রহার্থমুপস্থিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ স ব্যাকুলীভূতো রোগগ্রস্তো মহীপতিঃ। চমৎকারপুরং প্রাপ্য সর্ব্বান্বিপ্রানুবাচ হ ॥ ৫৮ ॥ যুষ্মাভিঃ স্বামিভিঃ সংস্থৈরাপদো- হভিভবন্তি মাম্। তৎকিমেতন্মহাভাগাঃ ক্ষীয়ন্তে মম সম্পদঃ। রোগাশ্চৈব বিবর্দ্ধন্তে শত্রুসঙ্ঘৈঃ সমন্বিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ তস্মাদ্বিশেষতো হোমঃ কার্য্যো রোগপ্রশান্তয়ে। দানানি চ বিশিষ্টানি প্রদাস্যামি দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৬০ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে প্রত্যক্ষং তস্য ভূপতেঃ। চক্রুঃ সমাহিতা ভূত্বা শান্তিকং তদ্ধিতায় চ ॥ ৬১ ॥ যথাযথা প্রযুঞ্জীরন্ হোমান্তে সুসমাহিতাঃ। তথাতথাস্য ভূপস্য বৃদ্ধিং রোগঃ প্রগচ্ছতি ॥ ৬২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাস্তে সর্ব্বে দ্বিজসত্তমাঃ। গ্রহানুদ্দিশ্য সূর্য্যাদীঞ্ছাপায় কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৬৩ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। পূজিতা অপি সদ্ভক্ত্যা বিধানেন তথা গ্রহাঃ। পীড়য়ন্তি পুরং রাজ্ঞঃ সপুত্রপশুবান্ধবাম্ ॥ ৬৪ ॥ এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা শুচীভূয় সমাহিতাঃ। যাবদ্যচ্ছন্তি তচ্ছাপং গ্রহেভ্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ৬৫ ॥ তাবদ্বহ্নিরুবাচেদং মূর্ত্তো ভূত্বা দ্বিজোত্তমান। মা প্রযচ্ছত বিপ্রেন্দ্রাঃ শাপং কোপাৎকথঞ্চন ॥ ৬৬ ॥ গ্রহেভ্যো দোষমুক্তেভ্যঃ শ্রূয়তাং বচনং মম। মাসিমাসি প্রকুর্ব্বন্তি হোমং তে ষোড়শ দ্বিজাঃ ॥ ৬৭ ॥ তেষাং মধ্যস্থিতশ্চৈকস্ত্রিজাতো ব্রাহ্মণাধমঃ। তেন তদ্দূষিতং দ্রব্যং সমগ্রং হোমসম্ভবম্ ॥ ৬৯ ॥ ময়া দত্তং ন গৃহ্ণন্তি তে গ্রহাঃ ভাস্করাদয়ঃ। তেন কুর্ব্বন্তি ভূপস্য পীড়ামপ্যধিকামিমাম্ ॥ ৬১ ॥ তস্মাদেনং পরিত্যজ্য হোমং কুরুত মা চিরম্। যেন প্রীতিং পরাং যান্তি গ্রহাঃ সর্ব্বেঽর্কপূর্ব্বকাঃ ॥ ৭০ ॥ অরোগশ্চ ভবেদ্রাজা গত-

সমস্ত রাষ্ট্র ও বাহন নিচয়ের ক্ষয় হইতে লাগিল। রাজা মনে করিলেন,—দ্রব্যসম্ভার কিংবা দক্ষিণার অল্পতাই বুঝি এই উৎপাতের কারণ, এবার তিনি শান্তির জন্য প্রচুর দক্ষিণা ও দ্রব্যসম্ভার চমৎকারপুরে প্রেরণ করিলেন। দ্বিজসত্তমগণও শান্তিক্রিয়া করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল, তাঁহারা যেমন যেমন পাবকে আহুতি প্রদান করিলেন, দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্রবাসী সকলেই প্রবল রোগে আক্রান্ত হইল, বৃহৎ বৃহৎ অশ্ব ও গজ জীবন বিসর্জ্জন করিল, শত্রুগণ প্রতিমুহূর্ত্তেই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর রোগগ্রস্ত মহীপতি ব্যাকুল হইয়া চমৎকারপুরে গমনপূর্ব্বক বিপ্রগণকে কহিলেন ;—আপনারা আমার রক্ষক; আপনাদের মত প্রভু বর্ত্তমানে আপদ্ আমাকে অভিভূত করিয়াছে। হে মহাভাগগণ! কেন আমার সম্পদ্ ক্ষয় হইতেছে এবং কেনই বা শত্রুগণ আমাকে নিত্য আক্রমণ করিতেছে ও রাষ্ট্রমধ্যে নিয়তই রোগ বর্দ্ধিত হইতেছে ?. হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি উত্তম উত্তম দান করিতেছি, আপনারা আমার রোগাদি বিপদ্ বারণার্থ বিশেষরূপে হোম করুন। অনন্তর সমাহিতমনা দ্বিজগণ ক্ষিতিপতির সমক্ষেই তাঁহার রোগশান্তির জন্য শান্তিকর্ম্ম করিলেন, তাঁহারা যেমন যেমন সুসমাহিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন, তখন তখন রাজার রোগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে বিপ্রগণ কুপিতহইয়া সূর্য্যাদি গ্রহগণের প্রতি অভিশাপপ্রদানে সঙ্কল্প করিলেন। ৪৬—৬৩। দ্বিজগণ কহিলেন,—আমরা উত্তম ভক্তিসহকারে যথাবিধি গ্রহগণের অর্চ্চনা করিয়াছি, তথাপি গ্রহগণ পুত্র,পশু ও বান্ধবগণসহ রাজপুরীর পীড়া জন্মাইতেছে। অনন্তর অভিশাপপ্রদানে কৃতনিশ্চয় ক্রোধমূর্চ্ছিত দ্বিজগণ শুচি সমাহিত হইয়া যেমনই শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন, অমনি হুতাশন মানুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই দ্বিজসত্তমগণকে কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আপনারা কুপিত হইয়া গ্রহগকে প্রতি কদাচ অভিশাপ প্রদান করিবেন না, এ বিষয়ে গ্রহগণ দোষশূন্য ; আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই যে ষোড়শ দ্বিজ মাসে মাসে হোম করিতেছেন, এই দ্বিজগণের মধ্যে অনৈক ত্রিজাত ব্রহ্মণাধম বিদ্যমান, তাহা হইতেই হোমীয় সামগ্রী সকল দূষিত হইতেছে ; আমি আপনাদের প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া তাহা গ্রহগণকে প্রদান করিতেছি বটে, কিন্তু ভাস্করাদি গ্রহগণ তাহা গ্রহণ করিতেছেন না, সুতরাং ভূপতিরও পীড়া দিন দিন সমধিক বর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব সেই ত্রিজাত দ্বিজকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারা হোম করুন, অচিরেই শনৈশ্চরপ্রমুখ গ্রহগণ পরিতুষ্ট হইবেন। এইরূপ করিলে রাজা কুমারের

শক্রঃ সুতান্বিতঃ। সন্ততং সুখমভ্যেতি মচ্ছান্তিকপ্রভাবতঃ॥ ৭১॥ এবমুক্ত্বা স ভগবান বহ্নিশ্চাদর্শনঙ্গতঃ। তেঽপি বিপ্রা বিষণ্ণাস্যা লজ্জয়া পরয়া বৃতাঃ ৭২॥ ততস্তং পাবকং ভূয়ঃ স্তবস্তত্র চ স্থিতাঃ প্রোচুর্বৈশ্বানরং ব্রূহি ত্রিজাতো যোঽত্র চ দ্বিজঃ ৭৩॥ যেন তং সম্পরিত্যজ্য কুর্ম্মঃ কর্ম্ম প্রশান্তয়ে নিঃশেষমেব দোষাণাং ভূপস্যাস্য মহাত্মনঃ॥ ৭৪ বহ্নিরুবাচ। নাহং দোষং দ্বিজেন্দ্রাণাং জানন্নপি কথঞ্চন। ব্রবীমি ব্রাহ্মণা বন্দ্যা মম সর্ব্বে ধরাতলে॥ ৭৫॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। যদি তং ব্রাহ্মণং বহ্নে নাস্মাকং কীর্ত্তয়িষ্যসি। তত্তে শাপং প্রদাস্যামস্তস্মাচ্ছীঘ্রং বদস্ব নঃ॥ ৭৬॥ সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বহ্নির্ভয়সমন্বিতঃ। চিরং বিচিন্তয়ামাস কুর্ব্বেঽহতঃ কিং শুভাবহম্॥ ৭৭॥ ব্রাহ্মণং দূষয়িষ্যামি যদি তাবচ্চ পাতকম্। ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ শাপশ্চাপি তদুদ্ভবঃ॥ ৭৮॥ কীর্ত্তয়িষ্যামি বা নৈব বিদ্যমানং দ্বিজোত্তমম্। শপিষ্যন্তি ন সন্দেহঃ ক্রুদ্ধা আশীবিষোপমাঃ॥ ৭৯॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য গাত্রে স্বেদোঽভবন্মহান্। যেন তৎপূরিতং কুণ্ডং হোমার্থং যৎ প্রকল্পিতম্॥ ৮০॥ ততঃ প্রোবাচ তান্ বিপ্রান্ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। বেপমানো ভয়ত্রস্তঃ কুণ্ডান্নিষ্ক্রম্য পাবকঃ॥ ৮১॥ নাহং স্বজিহ্বয়া দোষং ব্রাহ্মণস্য সমুদ্ভবম্। কথঞ্চিৎ কীর্ত্তয়িষ্যামি তস্মাচ্ছৃণুধ্বং ভো দ্বিজাঃ॥ ৮২॥ অত্র স্বেদজলে বিপ্রা যে স্থিতাঃ ষোড়শ দ্বিজাঃ। তে স্নানমদ্য কুর্ব্বন্তু প্রবিশুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥ ৮৩॥ এতেষাং মধ্যগো যশ্চ ত্রিজাতঃ স ভবিষ্যতি। তস্য বিস্ফোটকৈর্যুক্তং গাত্রমস্যাশু ভবিষ্যতি॥ ৮৪॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ক্রমাত্তত্র নিমজ্জনম্। চক্রুঃ শুদ্ধিং গতাশ্চাপি মুক্ত্বৈকং ব্রাহ্মণং তদা॥ ৮৫॥ হাহাকারস্ততো জজ্ঞে মহাংস্তত্র জনোদ্ভবঃ। দৃষ্ট্বা বিস্ফোটকৈর্যুক্তমকস্মাত্তং দ্বিজোত্তমম্॥ ৮৬॥ সোঽপি লজ্জান্বিতো বিপ্রঃ কৃত্বাধো বদনং ততঃ। নিষ্ক্রান্তোঽথ সভামধ্যাৎ স্নানাদ্বিপ্রসমুদ্ভবাৎ॥ ৮৭॥ বহ্নিরুবাচ।

সহিত রোগমুক্ত হইবেন, তাঁহার শত্রুগণ বিনষ্ট হইবে এবং আমার মুখে আহুতিপ্রদানপুরঃসর শান্তিকর্ম্মপ্রভাবে তাঁহার অশেষ সৌভাগ্য লাভ হইবে। ভগবান বহ্নি এইরূপ বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, এদিকে বিপ্রগণও পরম লজ্জায় বিষণ্ণবদন হইয়া পুনরপি পাবকের স্তব করিতে লাগিলেন। দ্বিজগণের স্তবে বৈশ্বানর পুনরায় দর্শন দান করিলে তাঁহারা কহিলেন,—হে হুতাশন! আমাদের মধ্যে যে দ্বিজ ত্রিজাত, আপনি নির্দ্দেশ করুন, আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিক্রিয়া করিব; আর ত্রিজাত দ্বিজ পরিত্যক্ত হইলে সামগ্রীসমূহ শোধিত হইবে, মহাত্মা মহীপতিও রোগমুক্ত হইবেন। বহ্নি বলিলেন,—বসুধাবাসী সমস্ত দ্বিজই আমার বন্দ্য, অতএব আমি দ্বিজসত্তমগণের দোষ জানিয়াও কোনরূপে তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে বহ্নে! যদি তুমি ত্রিজাত দ্বিজের পরিচয় আমাদিগকে প্রদান না কর, তবে তোমাকে অভিশপ্ত করিব, অতএব সত্বর আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—দ্বিজগণের এবংবিধ রোষকষায়িত বাক্য শ্রবণে হুতাশন ভীতিযুক্ত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন! তিনি ভাবিলেন,—এক্ষণে কি করিলে শুভ বা কি করিলে অশুভ হইবে। যদি সেই দোষী দ্বিজের পরিচয় প্রদান করি, তাহাতেও পাপ হইবে এবং অবশ্যই তিনি আমাকে শাপ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই, আর যদি এই দ্বিজসত্তমগণের সমক্ষে তাঁহার নাম কীর্ত্তন না করি; তবে আশীবিষোপম এই দ্বিজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃসন্দেহ আমাকে অভিশপ্ত করিবেন। বহ্নি এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে, সহসা তাঁহার শরীরে স্বেদোদ্গম হইল। সেই স্বেদজল এতই বিপুল হইয়াছিল যে, হোমার্থ প্রকল্পিত কুণ্ড পূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে পাবক কম্পিতকলেবরে হোমকুণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভয়ত্রস্তহৃদয়ে দ্বিজগণকে কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি নিজ জিহ্বা দ্বারা কখনই দ্বিজাতির দোষ কীর্ত্তন করিব না, অতএব এক উপায় বলি শ্রবণ করুন। আপনারা ষোড়শ দ্বিজই অদ্য আত্মশুদ্ধির জন্য এই স্বেদজলে অবগাহন করুন, স্নানমাত্র আপনাদের মধ্যে যাঁহার শরীরে বিস্ফোটক সমুদ্ভূত হইবে, তাঁহাকেই ত্রিজাত বলিয়া বিদিত হইবেন। অনন্তর একে একে সেই ষোড়শ দ্বিজই স্বেদজলে নিমজ্জন করিলেন, এক জন ব্যতীত সকলেই শুদ্ধ হইলেন, অকস্মাৎ সেই দ্বিজগণের জনৈক দ্বিজের শরীর বিস্ফোটক মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল, তখন তত্রত্য জনগণের মধ্যে এক মহা হাহাকার রব উঠিল। যাঁহার শরীরে বিস্ফোটক সমুদ্ভূত হইল, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অধোবদন হইয়া সেই দ্বিজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,

এতদ্বঃ সাধিতং কৃত্যং ময়া পূর্বং দ্বিজোত্তমাঃ। তস্মাদ্যাস্তে নিজং স্থানং ভবদ্ভিঃ পারমাপিতঃ॥ ৮৮॥ ন বৃথা দর্শনং মে স্যাদপি স্বপ্নে দ্বিজোত্তমাঃ। তস্মাৎ সম্প্রার্থ্যতাং কিঞ্চিদভীষ্টং হৃদি সংস্থিতম্॥ ৮৯॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। এতত্তব জলং বহ্নে স্বেদজং সর্বদৈব তু। স্থিরং ভবতু চাত্রৈব বিশুদ্ধ্যর্থং দ্বিজন্মনাম্॥ অন্ত্যজাতো নরো যোঽত্র প্রকরোতি নিমজ্জনম্। তস্য চিহ্নং ত্বয়া কার্য্যং বিস্ফোটকসমুদ্ভবম্॥ ৯১॥ বাঢ়মিত্যেব স প্রোচ্য গতোঽন্তর্দ্ধানমেব হি। পাবকস্তে দ্বিজাঃ সর্বে মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্॥ ৯২॥ অদ্যপ্রভৃতি সর্বেষাং ব্রাহ্মণানাং সমুদ্ভবম্। শুদ্ধিরত্র প্রকর্ত্তব্যা পিতৃমাতৃসমুদ্ভবা॥ ৯৩ চমৎকারপুরোত্থো যঃ কশ্চিদ্বিপ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সোঽত্র স্নাতো বিশুদ্ধশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ কুলপুত্রকঃ॥ ৯৪॥ তস্মৈ কন্যা প্রদাতব্যা স শ্রাদ্ধার্হো ভবিষ্যতি। ধর্ম্মকৃত্যেষু সর্বেষু যোজনীয়ঃ স এব হি॥ ৯৫॥ অষ্টষষ্টিষু গোত্রেষু মিলিতেষু যথাক্রমম্। তৎপ্রত্যক্ষং বিশুদ্ধো যঃ স শুদ্ধঃ পঙ্ক্তিপাবনঃ॥ ৯৬॥ অপবাদাশ্চ যে কেচিদ্‌ব্রহ্মহত্যাদিকাঃ স্থিতাঃ। অন্যেঽপি যৈঃ প্রোক্তা ধর্ম্মসন্দেহকারকাঃ॥ ৯৭॥ তে সর্বেঽত্র বিশুদ্ধাঃ স্যুর্বিজ্ঞেয়াঃ কুলপুত্রকাঃ। অপবাদাস্তথা চান্যে নাশং যাস্যন্তি চাখিলাঃ॥ ৯৮॥ যাবন্নাত্র কৃতং স্নানং প্রত্যক্ষং চ দ্বিজন্মনাম্। সর্বেষাং তাবদেবাত্র ন স বিপ্রো ভবেৎ স্ফুটম্॥৯৯॥ সূত উবাচ। এবং তে সময়ং কৃত্বা চমৎকারপুরোদ্ভবাঃ। ব্রাহ্মণাঃ শান্তিকং চক্রুর্হিতার্থং তস্য ভূপতেঃ॥ ১০০॥ তস্মিন্ কুণ্ডে ততঃ স্নানং কৃতং সর্বৈর্মহাত্মভিঃ। ভয়ত্রস্তৈর্বিশুদ্ধ্যর্থং শেষৈরপি মহাত্মভিঃ॥ ১০১॥ ততো নীরোগতাং প্রাপ্তঃ স ভূপস্তৎক্ষণাদ্দ্বিজাঃ। যস্তত্র কুরুতে স্নানমদ্যাপি দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১০২॥ কার্ত্তিক্যাং পরদারোত্থৈঃ স বিমুচ্যেত পাতকৈঃ। এষাং যুগত্রয়ে শুদ্ধিরাসীত্তত্র দ্বিজন্মনাম্॥ ১০৩॥ কুলশীলবিহীনানামন্যেষামপি পাপ্মনাম্। মত্বা কলিযুগং ঘোরং পরদারসুরক্ষিতম্। তত্র শুদ্ধিস্ততঃ সর্বৈঃ কৃতা বিপ্রৈশ্চ বাচিকা॥ ১০৪॥ পুরতো দেবদেবস্য ব্রহ্মণো দ্বিজসত্তমাঃ। পিতৃ-

অনন্তর বহ্নি বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আপনাদিগের কৃত্য সম্পাদিত করিলাম, এক্ষণে আমি স্বস্থানে যাইব; আপনারা আমায় উদ্ধার করিলেন। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! স্বপ্নেও আমার দর্শন বিফল হয় না, অতএব হৃদ্গত মনোরথ জ্ঞাপন করুন, আমি তাহা পূরণ করিব। ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন,—হে বহ্নে! দ্বিজগণের শুদ্ধির জন্য তোমার এই স্বেদজ জল সর্বদা স্থির হউক, অন্ত্যজাত কোন নর যদি এই স্বেদজলে নিমজ্জন করে, তাহারও শরীরে যেন বিস্ফোটক চিহ্ন সমুদ্ভূত হয়। অনন্তর বহ্নি ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া অন্তর্ধান করিলে তাঁহারা পরস্পর এক মন্ত্রণা করিলেন, মন্ত্রণায় স্থির হইল,—অদ্যাবধি অত্রত্য ব্রাহ্মণগণের পিতৃমাতৃসমুদ্ভব দোষের শুদ্ধিসাধন হইবে, চমৎকারপুরীবাসী যে দ্বিজ এই স্বেদকুণ্ডে স্নান করিয়া বিশুদ্ধি লাভ করিবেন, তিনিই কুলতনয় বলিয়া গ্রাহ্য; তাঁহাকেই কন্যা প্রদান করা হইবে এবং তিনি শ্রাদ্ধাদি নিখিল ধর্ম্মক্রিয়ায় নিযুক্ত হইবেন। আমরা এই অষ্টষষ্টি-গোত্রই মিলিত হইলে আমাদের সমক্ষে নিমগ্ন হইয়া যিনি বিশুদ্ধ বলিয়া নিশ্চিত হইবেন, তাঁহাকেই শুদ্ধ ও পংক্তিপাবন জানিতে হইবে। যাহার যে কিছু ব্রহ্মহত্যাদি অপবাদভয় থাকুক, দুর্জ্জনগণ অন্য যাহার ধর্ম্ম-সন্দেহকারক দোষ দর্শন করুক, তাহারা সকলেই এই স্বেদজলে নিমজ্জন করিয়া বিশুদ্ধ ও কুলপুত্রক বলিয়া গৃহীত হইবে। এই স্বেদজলের নিমজ্জনে নিখিল অপবাদই দূরীভূত হইবে।৮৪ – ৯৮॥ যাহারা তত্রত্য দ্বিজগণের সমক্ষে এই স্বেদজলে নিমজ্জন না করিবে, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বিপ্র বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না। সূত কহিলেন,—চমৎকারপুরবাসী দ্বিজগণের এইরূপ শ্রেণী স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহারা স্বেদজলে অবগাহন করিয়া আত্মশুদ্ধিসাধনপূর্ব্বক মহীপতির হিতার্থ শান্তিকক্রিয়া করিতে লাগিলেন; এদিকে চমৎকারপুরবাসী অন্যান্য মহাত্মা দ্বিজগণও ভয়ত্রস্তহৃদয়ে বহ্নিকুণ্ডে নিমজ্জন করিয়া স্ব স্ব আত্মশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর ভূপতি তৎক্ষণাৎ নীরোগ হইলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অদ্যাপি যে নর পূর্ণিমাতিথিতে এই বহ্নিকুণ্ডে স্নান করে, তাহার পরদারজনিত পাতকরাশি বিনষ্ট হয়। এই বহ্নিকুণ্ড সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়েই দ্বিজগণের অন্যান্য কুলশীলহীন নরগণের শুদ্ধিসাধন করিয়াছিল, তারপর কলিকাল সমাগত হইলে ঘোর পরদার কলির অঙ্গভূষণ জানিয়া সকলে তথায় বাচিক শুদ্ধি করিতে লাগিলেন। দ্বিজগণ

মাতৃজবংশস্থ বিশুদ্ধ্যর্থমতদ্ৰিতৈঃ ॥ ১০৫ অদ্যাপি কুরুতে তত্র যঃ স্নানং দ্বিজসত্তমাঃ। ত্রিজাতো দহ্যতে তত্র বহ্নিনা স ন সংশয়ঃ ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিজাতবিশুদ্ধয়েহগ্নিকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। সোহপি বিপ্রো দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিস্ফোটকপরিপ্লুতঃ। লজ্জয়া পরয়া যুক্তো গত্বা কিঞ্চিদ্বনান্তরম্ ॥ ১ ॥ ততো বৈরাগ্যমাপন্নো রৌদ্রে তপসি সংস্থিতঃ। ত্যক্ত্বা গৃহাদিকং সর্ব্বং স্নেহং দারসুতোদ্ভবম্ ॥ ২ ॥ নিয়মৈঃ সংযমৈশ্চৈব শোষয়ন্নাত্মনস্তনুম্। কিঞ্চিজ্জলাশ্রয়ং গত্বা স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তস্য মহেশ্বরঃ। প্রোবাচ দর্শনং গত্বা প্রার্থয়স্ব যথেপ্সিতম্ ॥ ৪ ॥ ত্রিজাত উবাচ। মাতৃদোষাদহং দেব বৈলক্ষ্যং পরমং গতঃ। মধ্যে ব্রাহ্মণমুখ্যানামানর্ত্তাধিপতেস্তথা ॥ ৫ ॥ অহং শক্নোমি নো বক্তুং কস্যচিদ্দর্শিতুং বিভো। ত্রিজাতোহস্মীতি বিজ্ঞায় ভূরিবিদ্যান্বিতোহপি চ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বোত্তমস্তেষামহঞ্চৈব দ্বিজন্মনাম্। যথা ভবামি দেবেশ তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥ ৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। চমৎকারপুরে বিপ্রা যে বসন্তি দ্বিজোত্তম। তেষাং সর্ব্বোত্তমো নূনং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যসি ॥ ৮ ॥ তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষস্ব কঞ্চিত্ত্বং ব্রাহ্মণোত্তম। সময়ে সমনুপ্রাপ্তে ত্বাঞ্চ নেষ্যামি তত্র বৈ ॥ ৯ ॥ এবমুক্ত্বা স দেবেশস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। ব্রাহ্মণোহপি তপস্তেপে তথা সম্পূজয়ন্ হরম্ ॥ ১০ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য চৎকারপুরে দ্বিজাঃ। মৌদ্গল্যান্বয়সম্ভূতো দেবরাতোহভবদ্দ্বিজঃ ॥ ১১ ॥ তস্য পুত্রঃ ক্রথো নাম যৌবনোদ্ধতবিগ্রহঃ। সদা গর্ব্বসমাযুক্তঃ পৌরুষে চ ব্যবস্থিতঃ ॥ ১২ ॥ স কদাচিদ্ যযৌ বিপ্রো নাগতীর্থং প্রতি দ্বিজাঃ। শ্রাবণস্যাসিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং পর্য্যটন্ বনে ॥ ১৩ ॥ অথাপশ্যৎ স নাগেন্দ্রতনয়ং ভূরি-

পিতৃ-মাতৃজাত দোষগুলির শুদ্ধির নিমিত্ত দেবদেব ব্রহ্মার অগ্রে ঐরূপ শুদ্ধি করেন। অদ্যাপি যে নর সেই ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করে, হুতাশন তথায় ত্রিজাতকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। ৯৯—১০৬।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! বিস্ফোটকপরিপ্লুত সেই ত্রিজাত দ্বিজও অতীব লজ্জিত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি অখিল গৃহাদি ও পুত্রদারাদির স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ম-সংযমাদি দ্বারা আত্মদেহ-শোধন করত তীব্র তপস্যা করিলেন। দ্বিজ কোন জলাশয়সমীপে গমন করিয়া মহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তৎসমীপে তপস্যা করিতে থাকিলে অতি দীর্ঘকালে মহেশ্বর সেই দ্বিজের নয়নপথে উপনীত হইয়া বলিলেন,—হে দ্বিজ! অভীষ্ট প্রার্থনা কর। ত্রিজাত উত্তর করিলেন,—হে দেব! আমি মাতৃ দোষে দূষিত হইয়া আনর্ত্তপতি ও চমৎকারপুরবাসী দ্বিজসত্তমগণের সমক্ষে সাতিশয় অপদস্থ হইয়াছি। হে বিভো! আমার ভূরি বিদ্যাবিভব থাকিলেও আমি ত্রিজাত দোষে দুষ্ট বলিয়া কাহাকেও মুখ দেখাইতে সমর্থ হইতেছি না। হে দেবেশ! যাহাতে আমি এই দ্বিজাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে সমর্থ হই, আপনি তাহারই উপায় করুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমার প্রসাদে নিশ্চিতই তুমি চমৎকারপুরবাসী দ্বিজসত্তমগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। হে ব্রাহ্মণোত্তম! কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর, সময় উপস্থিত হইলে আমি তোমাকে তথায় আনয়ন করিব। ১—৯। অনন্তর দেবেশ শঙ্কর এইরূপ কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন, এদিকে ত্রিজাত দ্বিজও সতত শঙ্করের পূজা করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর কিয়ৎকালানন্তর চমৎকারপুরে মৌদ্গল্যবংশে দেবরাত নামক জনৈক দ্বিজ জন্ম গ্রহণ করেন, দেবরাতের তনয় ক্রথ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া অত্যন্ত উদ্ধত ও গর্ব্বযুক্ত হইয়া সতত নিন্দিত কর্ম্মে লিপ্ত হন। হে দ্বিজগণ! দ্বিজতনয় ক্রথ একদা নাগতীর্থে গমন করিয়াছিল, সে শ্রাবণকৃষ্ণপঞ্চমী-

বর্চ্চসম্। রুদ্রমালমিতি খ্যাতং জনন্যা সহ সঙ্গতম্ ॥ ১৪ ॥ অথাসৌ তং সমালোক্য স্থূলঘুং সর্প পুত্রকম্। জলসর্পমিতি জ্ঞাত্বা লগুড়েন ব্যপোথয়ৎ ॥ ১৫ ॥ হন্যমানেন তেনাথ প্রমুক্তঃ সুমহান্ স্বনঃ। হা মাতস্তাত তাতেতি বিপন্নোঽস্মি নিরাগসঃ ॥ ১৬ ॥ সোঽপি শ্রুত্বাথ তং শব্দং ব্রাহ্মণো মানুষোদ্ভবম্। সর্পস্য ভয়সন্ত্রস্তঃ সত্বরং স্বগৃহং যযৌ ॥ ১৭ ॥ অথ সা জননী তস্য নিষ্ক্রান্তা সলিলাশ্রয়াৎ। যাবৎ পশ্যতি তীরস্থং তাবৎ পুত্রং নিপাতিতম্ ॥ ১৮ ॥ ততো মূর্চ্ছামনুপ্রাপ্তা দৃষ্ট্বা পুত্রং তথাবিধম্। যষ্টিপ্রহারনির্ভিন্নং সর্ব্বাঙ্গরুধিরোক্ষিতম্ ॥ ১৯ ॥ অথ লব্ধা পুনঃ সংজ্ঞাং প্রলাপানকরোদ্বহূন্। করুণং শোকসন্তপ্তা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা ॥ ২০ ॥ হাহা পুত্র পরিত্যজ্য মাং চ কাসি বিনির্গতঃ। অনাবৃত্তিকরং স্থানং কিং স্নেহো নাস্তি তে ময়ি ॥ ২১ ॥ কেন ত্বং নিহতঃ পুত্র পাপেন চ দুরাত্মনা। নিষ্পাপোঽপি চ পুত্র ত্বং কস্য ক্রুদ্ধোঽদ্য বৈ যমঃ ॥ ২২ ॥ সপুত্রস্য সরাষ্ট্রস্য সকুটুম্বস্য দুর্ম্মতেঃ। যেন ত্বং নিহতোঽদ্যাপি পঞ্চম্যাং পূজিতো ন চ ॥ ২৩ ॥ রজসা ক্রীড়য়িত্বাদ্য সমাগত্য চিরাদথ। কামেনোৎসঙ্গমাগত্য গ্লানিং নৈষ্যতি চাম্বরম্ ॥ ২৪ ॥ গদ্গদানি মনোজ্ঞানি জনহাস্যকরাণি চ। ত্বয়া বিনাদ্য বাক্যানি কো বদিষ্যতি মে পুরঃ ॥ ২৫ ॥ পিতুরুৎসঙ্গমাশ্রিত্য কূর্চ্চাকর্ষণপূর্ব্বকম্। কঃ করিষ্যতি পুত্রাদ্য সন্তোষং ভবতা বিনা ॥ ২৬ ॥ নিষিদ্ধোঽসি ময়া বৎস ত্বমায়াতোঽনুপৃষ্ঠতঃ। মর্ত্ত্যলোকমিমং তাত বহুদোষসমাকুলম্ ॥ ২৭ ॥ এবং বিলপ্য নাগী সা সংক্রুদ্ধা শোককর্ষিতা। তং মৃতং সুতমাদায় জগামানন্তসন্নিধৌ ॥ ২৮ ॥ ততস্তদগ্রতঃ ক্ষিপ্ত্বা তং মৃতং নিজবালকম্। প্রলাপানকরোদ্দীনা বিযুক্তা কুররী যথা ॥ ২৯ ॥ নাগরাজোঽপি তং দৃষ্ট্বা স্বপুত্রং বিনিপাতিতম্। জগাম সোঽপি মূর্চ্ছাং চ পুত্রশোকেন পীড়িতঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সিক্তো জলৈঃ শীতৈঃ সংজ্ঞাং লব্ধা স কৃচ্ছ্রতঃ। প্রলাপান্ কৃপণাংশ্চক্রে প্রাকৃতঃ পুরুষো যথা ॥ ৩১ ॥ এতস্মিন্ন-

দিনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি তেজস্বী রুদ্রমাল নামক এক নাগরাজতনয়কে দর্শন করে। রুদ্রমাল তখন তাহার মাতার সহিত জলাশয়ে বিচরণ করিতেছিল। ক্রথ এই ক্ষুদ্রকায় সর্পশিশুকে সন্দর্শন করিয়া জলসর্প বোধে তাহাকে লগুড দ্বারা প্রহার করে। অনন্তর সর্পশিশু ক্রথ কর্ত্তৃক লগুড় দ্বারা হন্যমান হইয়া "হা তাত! হা মাতঃ! আমি নিরপরাধ হইয়াও বিপন্ন হইলাম" এইরূপ এক মহাশব্দ পরিত্যাগ করিল। দ্বিজতনয় ক্রথ সর্পমুখে সেই মানুষোচিত শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া সত্বর স্বগৃহে উপনীত হইল। এদিকে এদিকে সর্প শিশুর জননী পুত্রকে জলাশয়তীরে পতিত ও তাহার ঈদৃশ দশা দর্শনে মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন,—যষ্টিপ্রহারে পুত্রের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরধারায় আপ্লুত হইয়াছে। বাষ্পাকুলিত-লোচনা শোকসন্তপ্তা রুদ্রমালজননী বহু করুণ বিলাপ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—হা পুত্র! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গমন করিলে! হা তনয়! তুমি কি আর ফিরিবে না, আমার প্রতি কি তোমার স্নেহ-মমতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে? হে পুত্র! তুমি নিরপরাধ, কোন্ দুরাত্মা পাপমতি তোমাকে নিহত করিয়াছে, আর অদ্য কাহার প্রতিই বা যম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? এই শ্রাবণপঞ্চমীদিনে কোন্ দুর্ম্মতি তোমাকে পূজা করে নাই, পরন্তু তোমাকে প্রহার করিয়া পুত্র, রাষ্ট্র ও বন্ধু-বান্ধব সহ বিনষ্ট হইল? হা তনয়! তুমি ধূলা-খেলা করিয়া আজ আমার উৎসঙ্গে আসিয়া আমার বস্ত্র মলিন করিতেছ না। অহো বৎস! তোমা বিহনে কে অদ্য আমার সম্মুখে লোকহাস্যকর মনোজ্ঞ গদ্গদ বাক্য কহিবে! অহো পুত্র! তোমার পিতার ক্রোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্কন্ধদেশ আকর্ষণপূর্ব্বক তুমি ভিন্ন কে আজ আমার সন্তোষ সাধন করিবে। হে বৎস! এই মর্ত্ত্যলোক বহু দোষের আকর জানিয়া আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি তুমি কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছ? শোকক্লিষ্টা ক্রুদ্ধা দীনা নাগদয়িতা এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া মৃত তনয় গ্রহণপূর্ব্বক অনন্তসন্নিধানে গমন করিলেন এবং সেই মৃত শিশুকে নাগরাজসমীপে নিক্ষেপ করত বিরহবিধুরা কুররীর ন্যায় বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।১০—২৯। নাগরাজও নিহত তনয় দর্শনে পুত্র-শোকে একান্ত কাতর হইয়া মোহাপন্ন হইলেন, নয়ননীরে তাঁহার দেহ অভিষিক্ত হইল, তিনি অতি কষ্টে ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা লাভ-করিয়া প্রাকৃত

স্তরে নাগাঃ সর্ব্বে তত্র সমাগতাঃ। রুরুদুর্দুঃখিতাঃ সন্তো বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥ ৩২ ॥ বাসুকিঃপদ্মজঃ শঙ্খস্তক্ষকশ্চ মহাবিষঃ। শঙ্খচূড়ঃ সচূড়শ্চ পুণ্ডরীকশ্চ দারুণঃ ॥ ৩৩ ॥ অঞ্জনো বামনশ্চৈবকুমুদশ্চ তথা পরঃ। কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌনাগঃ কর্কোটকস্তথা ॥৩৪॥ পুষ্পদন্তঃ সুদন্তশ্চ মূষকো মষকাদনঃ। এলাপত্রঃ সুপত্রশ্চ দীর্ঘাস্যঃ পুষ্পবাহনঃ ॥ ৩৫ ॥ এতে চান্যে তথা নাগাস্তত্রায়াতাঃ সহস্রশঃ। পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং জ্ঞাত্বা তং পন্নগাধিপম্ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ সম্বোধ্য তে সর্ব্বে তমীশং পবনাশনম্। পূর্ব্ববৃত্তৈঃ কথোদ্ভেদৈর্দৃষ্টান্তৈর্বিবিধৈরপি ॥ ৩৭ ॥ এবং সম্বোধিতস্তৈস্তু চিরাৎ পন্নগসত্তমঃ। অগ্নিদাহং ততশ্চক্রে তস্য পুত্রস্য দুঃখিতঃ ॥ ৩৮ ॥ জলদানস্য কালে চ সর্পান্ সর্ব্বানুবাচ সঃ। সর্ব্বান্নাগান্ প্রদানার্থং তোয়স্য সমুপস্থিতান্ ॥ ৩৯ ॥ নাহং তোয়ং প্রদাস্যামি স্বপুত্রস্য কথঞ্চন। ভবদ্ভিঃ প্রেরিতোহপ্যেবং তথান্যৈরপি বান্ধবৈঃ ॥ ৪০ ॥ যাবত্তস্য ন তুষ্টস্য মম পুত্রান্তকারিণঃ। সদারপুত্রভৃত্যস্য বিহিতো ন পরিক্ষয়ঃ ॥ ৪১ ॥ এবমুক্ত্বা ততঃ শেষঃ শোধয়ামাস তং দ্বিজম্। যেন সংসূদিতঃ পুত্রো দণ্ডকাষ্ঠেন পাপ্মনা ॥ ৪২ ॥ ততঃ প্রোবাচ তান্নাগান্ পার্শ্বস্থান্ পন্নগাধিপঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে যান্তু মে সুহৃদুত্তমাঃ ॥ ৪৩ ॥ পুত্রঘ্নং তং নিহত্যাশু সকুটুম্বপরিগ্রহম্। চমৎকারপুরং সর্ব্বং ভক্ষণীয়ং ততঃ পরম্ ॥ ৪৪ ॥ তত্রৈব বসতিঃ কার্য্যা সমস্তৈঃ পন্নগোত্তমৈঃ। যথা ভূয়ো বসেন্নৈব তথা কার্য্যঞ্চ তৎপুরম্ ॥ ৪৫ ॥ এবমুক্তাস্ততস্তেন নাগাঃ প্রাধান্যতঃ শ্রুতাঃ। গত্বাথ সত্বরং তত্র প্রথমং তং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥ দেবরাতসুতং সুপ্তং ভক্ষয়িত্বা ততঃ পরম্। তৎকুটুম্বং সমগ্রঞ্চ ক্রোধেন মহতান্বিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ ততোহন্যানপি সংক্রুদ্ধা বালান্ বৃদ্ধান্ কুমারকান্। ভক্ষয়ামাসুঃ সর্ব্বে তে তির্য্যগ্‌যোনিগতা অপি ॥ ৪৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতঃ পুরে তত্র সুদারুণঃ। আক্রন্দো ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং সর্পভক্ষণসম্ভবঃ ॥ ৪৯ ॥ তত্র ভূমৌ

শিশুর ন্যায় দীন বাক্যে বহু বিলাপ করিলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য নাগগণ তথায় সমাগত হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। বাষ্পবারিতে তাঁহাদের লোচন আকুলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর বাসুকি, পদ্মজ, শঙ্খ, মহাবিষ তক্ষক, শঙ্খচূড়, সচূড়, দারুণ পুণ্ডরীক, অঞ্জন, বামন, কুমুদ, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, পুষ্পদন্ত, সুদন্ত, মূষক, মূষকাদন, এলাপত্র, সুপত্র, দীর্ঘাস্য, পুষ্পবাহন এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র নাগ তথায় আগমন ও বিবিধ পৌরাণিক শাস্ত্রদৃষ্টান্ত উদাহরণরূপে অবতারণা করিয়া পুত্রশোককাতর পবনাশন নাগরাজ অনন্তের সান্ত্বনা করিলেন। নাগরাজ অন্যান্য নাগগণের প্রবোধবাক্যে অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে তনয়ের দাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর দাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, চিতাচুল্লীর জলসেককালে নাগগণ জল লইয়া অভিষেকার্থ উপনীত হইলেন। নাগরাজ তাঁহাদিগকে জলসেকে বাধা দিয়া কহিলেন,—আমি কোনক্রমেই তনয়ের চিতাচুল্লাতে জলসেক করিব না, অন্যান্য বান্ধবগণ সহ আপনাদিগকে এখনই যে দুরাত্মা পাপমতি আমার তনয়কে নিষূদিত করিয়াছে, তাহার নিকট প্রেরণ করিব! আপনারা আমার সেই পুত্রঘাতী দুরাত্মাকে পুত্র, পত্নী ও ভৃত্য সহ নিধন করিলে তবে চিতাচুল্লীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। অনন্তর নাগরাজ এইরূপ কহিয়া যে পাপমতি দুরাত্মা দ্বিজ লগুড়াঘাতে তাঁহার তনয়ের জীবন নাশ করিয়াছে, তাহার প্রতিহিংসাচরিতার্থ করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী নাগগণের প্রতি আদেশ করিলেন। নাগেশ শেষ কহিলেন,—হে সুহৃৎসত্তমগণ! আপনারা হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে গমন করিয়া সত্বর সুহৃদ্‌বান্ধব সহ আমার পুত্রহন্তা সেই পাপমতিকে নিহত করুন, তারপর সমস্ত চমৎকারপুর ভক্ষণ করিয়া তথায় বসবাস করিবেন; প্রধান প্রধান নাগগণ এইরূপভাবে পুর আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিবেন যেন, তথায় পুনরায় কেহ বাস করিতে না পারে। ৩০-৪৫। নাগরাজ শেষ কর্ত্তৃক প্রধান প্রধান নাগগণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া চমৎপুরে গমন করিলেন এবং প্রথমেই দ্বিজোত্তম দেবরাতের গৃহে উপনীত হইয়া প্রসুপ্ত দেবরাততনয়কে ভক্ষণ করিলেন; তারপর মহাকোপান্বিত নাগগণ রুদ্রমালঘাতী দ্বিজের কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সকলকেই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। বাল বৃদ্ধ কুমার কেহই অব্যাহতি পাইল না। তির্য্যগ্‌যোনি হইলেও তাহারা রোষভরে সকলকেই গ্রাস করিল। ইত্যবসরে পুরবাসী ব্রাহ্মণেন্দ্রগণ সর্প কর্ত্তৃক এইরূপে

তথাস্তচ্চ যৎকিঞ্চিদপি দৃশ্যতে। তৎসর্ব্বং পন্নগৈ-র্ব্যাপ্তং রৌদ্রৈঃ কৃষ্ণবপুর্ধরৈঃ॥ ৫০॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ কেচিন্মৃত্যুবশং গতাঃ। বিষমং ঘূর্ণিতাঃ কেচিৎ পতিতা ধরণীতলে॥ ৫১॥ অন্যে গৃহাদিকং সর্ব্বং পরিত্যজ্য সুতাদি চ। বিত্রস্তাঃ পরিধাবন্তি বনমুদ্দিশ্য দূরতঃ॥ ৫২॥ অন্যে মন্ত্রবিদো বিপ্রাঃ প্রযতন্তে সমন্ততঃ। মন্দং ধাবন্তি সন্ত্রস্তা গৃহীত্বৌষধয়ঃ পরে॥ ৫৩॥ এবং তৎপুরমুদ্দিশ্য সর্ব্বে তে পন্নগোত্তমাঃ। প্রচরন্তি যথা কশ্চিন্ন তত্র ব্রাহ্মণো বসেৎ॥ ৫৪॥ অথ শূন্যং পুরং কৃত্বা সর্ব্বে তে পন্নগোত্তমাঃ। ব্যচরন্ স্বেচ্ছয়া তত্র তীর্থেঘায়তনেষু চ॥ ৫৫॥ ন কশ্চিৎ পন্নগঃ ক্ষেত্রাত্ত্যক্ত্বা নির্যাতি বাহ্যতঃ। প্রবিশেন্ন পরঃ কশ্চিত্তত্র ক্ষেত্রে চ মানবঃ॥ ৫৬॥ ব্যবস্থৈবং সমুদ্ভূতা সর্পাণাং মানুষৈঃ সহ। বধভক্ষণজান্যোন্যং বাহ্যাভ্যন্তরসম্ভবা॥ ৫৭॥ এতস্মিন্নন্তরে শেষো মুক্ত্বা দুঃখং সুতোত্থম্। প্রহৃষ্টঃ প্রদদৌ তোয়ং তস্য জাতিভিরন্বিতঃ॥ ৫৮॥ অথ তে ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ সর্পেভ্যো ভয়বিহ্বলাঃ। সশোকা দিঙ্মুখাম্ভ্যশু তে সর্ব্বে সঙ্গতা মিথঃ॥ ৫৯॥ ততো বনং সমাজগ্মুস্ত্রিজাতো যত্র সংস্থিতঃ। হরলব্ধবরো হৃষ্টঃ সুমহত্তপসি স্থিতঃ॥ ৬০॥ স দৃষ্ট্বা তান্ জনান্ সর্ব্বাংস্তথা দুঃখপরিপ্লুতান্। পুত্রদারাদিকং স্মৃত্বা রুদতঃ করুণং বহু॥ ৬১॥ সোঽপি দুঃখসমাযুক্তো দৃষ্ট্বা তান্ স্বপুরোদ্ভবান্। ব্রাহ্মণেন্দ্রাংস্ততঃ প্রাহ বাষ্পব্যাকুললোচনঃ॥ ৬২॥ শৃণ্বন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বচনং মম সাম্প্রতম্। ময়া বিনির্গতেনৈব তৎপুরাত্তোষিতো হরঃ॥ ৬৩॥ তেন মহ্যং বরো দত্তো বাঞ্ছিতো দ্বিজসত্তমাঃ। গৃহীতো ন ময়াদ্যাপি প্রার্থয়িষ্যামি সাম্প্রতম্॥ ৬৪॥ যথা স্যাৎসংক্ষয়স্তেষাং নাগানাং সুদুরাত্মনাম্। যৈঃ কৃতং নঃ পুরং কৃৎস্নমুদ্বসং পাপকর্ম্মভিঃ॥ ৬৫॥ এবমুক্ত্বাথ বিপ্রঃ স ত্রিজাতঃ পন্ন-

ভক্ষিত হইতে থাকিলে পুরমধ্যে সুদারুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণবপু ভীষণ সর্পগণ কর্ত্তৃক তত্রত্য অখিল ভূমিভাগ ও অন্যান্য স্থাননিচয় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। অনন্তর চমৎকারপুরবাসীদিগের মধ্যে কেহ সর্পবিষে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইল, কেহ বিষযন্ত্রণায় বিঘূর্ণিত হইয়া ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইল, অন্য কেহ গৃহ ও তনয়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিত্রস্তহৃদয়ে দূরে বনে প্রধাবিত হইল, সর্পৌষধি সংগ্রহ করিয়া যে সকল বিপ্র মন্ত্রৌষধিবিৎ, তাঁহারাও সন্ত্রস্ত হইয়া সর্ব্বত্র মন্দ মন্দ বিচরণ করত সর্পবিষনাশে যত্নশীল হইলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে নাগোত্তমগণ সেই পুরীর সর্ব্বত্রই আক্রমণ করিয়াছিলেন, নাগগণ যে যে স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন, কোন দ্বিজই আর তথায় বাস করিলেন না; নাগসত্তমগণ সেই চমৎকারপুর শূন্য করিয়া তীর্থ আয়তন প্রভৃতি সকল স্থানেই যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন; কোন নাগই পুর পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন না, কোন মানবও আর বহির্দেশ হইতে সেই পুরে প্রবেশ করিলেন না। অবশেষে নাগ ও ব্রাহ্মণগণের পরস্পর বধভক্ষণরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। দ্বিজগণ সর্পদর্শন করিলে যথাপ্রাপ্ত বস্তুদ্বারা প্রহার করিতেন, আর সর্পগণের সম্মুখে দ্বিজগণ উপনীত হইলে সর্প কর্ত্তৃক কবলিত হইতেন। তাঁহারা পরস্পর বাহিরে এবং অভ্যন্তরে এই সম্বন্ধেরই পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নাগরাজ শেষ চমৎকারপুরবাসীদিগের নিধনবার্ত্তা বিদিত হইয়া পুত্রশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে সজাতির সহিত তনয়ের চিতাচুল্লীতে জলদান করিলেন।৫৬—৫৮। অনন্তর শোককাতর যে সকল দ্বিজ সর্পভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া সকলেই একত্র মিলিত হইলেন এবং নির্জ্জনে পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া অবশেষে যে স্থানে দ্বিজ ত্রিজাত বাস করেন, তথায় গমন করিলেন; হরের নিকট লব্ধবর দ্বিজ ত্রিজাত তখন তপস্যানিরত ছিলেন, তিনি শোককাতর আত্মীয় স্বজনাদির দুঃখপরিপ্লুত বদন দর্শন করিয়া তাঁহার পুত্রদারাদির প্রতি সংশয়াপন্ন হৃদয়ে বহু করুণ রোদন করিলেন। অনন্তর দুঃখিতহৃদয় দ্বিজ ত্রিজাত স্বীয় পুরবাসী বাষ্পাকুললোচন ব্রাহ্মণসত্তমগণকে কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আপনারা সম্প্রতি আমার বাক্য শ্রবণ করুন; আমি পুর হইতে বহির্গত হইয়া আশুতোষের সন্তোষসাধন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে অভীষ্টবর প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাপি আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! এক্ষণে হরের নিকট আমি এরূপ বর গ্রহণ করিব যে, যে দুরাত্মা সর্পগণ আমাদের চমৎকারপুরের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, বরপ্রভাবে যেন সেই পাপমতিদিগের জীবন বিনষ্ট হয়। দ্বিজ

মেশ্বরম্। প্রার্থয়ামাস মে দেব তং বরং যচ্ছ সাম্প্রতম্ ॥ ৬৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ দেবেশঃ প্রার্থয়স্ব ক্রতং দ্বিজ। যেনাভীষ্টং প্রযচ্ছামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৬৭ ॥ ত্রিজাত উবাচ। নাগৈরস্মৎপুরং কৃৎস্নং কৃতং জনবিবর্জ্জিতম্। তত্তস্মাত্তে ক্ষয়ং যান্তু সর্ব্বে বৃষভবাহন ॥ ৬৮ ॥ যেন তৎপূর্য্যতে বিপ্রৈর্ভূয়োঽপি সুরসত্তম। মমাপি জায়তে কীর্ত্তিঃ স্বস্থানোদ্ধরণোদ্ভবা ॥ ৬৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। নাযুক্তং বিহিতং বিপ্র পন্নগৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ। নির্দ্দোষশ্চাপি পুত্রোঽত্র যেষাং বিপ্রেণ সূদিতঃ ॥ ৭০ ॥ বিশেষেণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সংপ্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে। তত্রাপি শ্রাবণে মাসি পূজ্যন্তে যত্র পন্নগাঃ ॥ ৭১ ॥ তস্মাত্তেঽহং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধমন্ত্রমনুত্তমম্। যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সর্পাণাং নশ্যতে বিষম্ ॥ ৭২ ॥ তং মন্ত্রং তত্র গত্বা ত্বং তদ্বিপ্রৈরখিলৈর্বৃতঃ। শ্রাবয়স্ব মহাভাগ তারশব্দেন সর্ব্বশঃ ॥ ৭৩ ॥ তং শ্রুত্বা যে ন যাস্যন্তি পাতালং পন্নগাধমাঃ। যুষ্মদ্বাক্যাদ্ভবিষ্যন্তি নির্ব্বিষাস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥ ত্রিজাত উবাচ। ব্রূহি তং মে মহামন্ত্রং সর্ব্বভীক্ষ্ণবিনাশনম্। যেন গত্বা নিজং স্থানং সর্পানুৎসাদয়াম্যহম্ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। গরং বিষমিতি প্রোক্তং ন তত্রাস্তি চ সাম্প্রতম্। মৎপ্রসাদাত্ত্বয়া হ্যেতদুচ্চার্য্যং ব্রাহ্মণোত্তম ॥ ৭৬ ॥ ন গরং নগরং চৈতচ্ছ্রুত্বা যে পন্নগাধমাঃ। তত্র স্থাস্যন্তি তে বধ্যা ভবিষ্যন্তি যথাসুখম্ ॥ ৭৭ ॥ অদ্যপ্রভৃতি তৎস্থানং নগরাখ্যং ধরাতলে। ভবিষ্যতি সুবিখ্যাতং তব কীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭৮ ॥ তথান্যোঽপি চ যো বিপ্রো নাগরঃ শুদ্ধবংশজঃ। নগরাখ্যেন মন্ত্রেণ অভিমন্ত্র্য ত্রিধা জলম্ ॥ ৭৯ ॥ প্রাণিনং কালসন্দষ্টং পি মৃত্যুবশঙ্গতম্। প্রকরিষ্যতি জীবাঢ্যং প্রক্ষিপ্য বদনে স্বয়ম্ ॥ ৮০ ॥ অন্যত্রাপি স্থিতো মর্ত্ত্যো মন্ত্রমেতং ত্রিরক্ষরম্। যঃ স্মরিষ্যতি সংসুপ্তো ন হিংস্যঃ স্যাদহেহি সঃ ॥ ৮১ ॥ স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং বা গরং হি তৎ। তদনেন চ মন্ত্রেণ সংস্পৃষ্টং হ্যমৃতায়িতম্ ॥ ৮২ ॥ অজীর্ণপ্রভবা রোগা যে চান্যে জঠরোদ্ভবাঃ।

ত্রিজাত এইরূপ কহিয়া পরমেশ্বর মহাদেবসমীপে প্রার্থনা করিলেন,—হে দেব! এক্ষণে আমাকে বর প্রদান করুন। দেবেশ উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ! তোমার অভীষ্ট প্রার্থনা কর, সুদুর্লভ হইলেও অদ্য তোমার অভিলাষ পূরণ করিব। ত্রিজাত কহিলেন,—হে বৃষভবাহন! নাগগণ আমাদের চমৎকারপুর জনমানবশূন্য করিয়াছে, এক্ষণে আপনার প্রসাদে নাগগণ বিনষ্ট এবং পুনরায় চমৎকারপুর দ্বিজগণে পরিপূর্ণ হউক। হে পুরুষসত্তমগণ! এইরূপে স্বস্থানের উদ্ধারসাধন হইলে আমারও কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভগবান্ বলিলেন,—হে বিপ্র! চমৎকারপুরবাসী দেবরাতভনয় নাগরাজ অনন্তের নিরপরাধ তনয়কে নিহত করিয়াছে, অতএব মহাত্মা সর্পগণের এই কার্য্য অযুক্ত হয় নাই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পঞ্চমীদিনে, বিশেষতঃ শ্রাবণপঞ্চমীতে নাগগণ সকলেরই পূজ্য; অতএব দেবরাততনয়ের এই কার্য্য অযুক্তই হইয়াছে, যাহা হউক, আমি তোমাকে অত্যুত্তম সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্রের উচ্চারণ মাত্রেই সর্পবিষ বিনষ্ট হয়। হে মহাভাগ! তুমি এই মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক চমৎকারপুরে গমন করিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী মধ্যে তারস্বরে পাঠ কর, ব্রাহ্মণগণ এই মন্ত্র শ্রবণ করুন। অনন্তর এই মন্ত্রশ্রবণে যে পন্নগাধমগণ পাতালতলে গমন না করিবে, তোমার বাক্যপ্রভাবে তাহারা নির্ব্বিষ হইবে, সংশয় নাই। ৫৯—৭৪। ত্রিজাত কহিলেন,—হে দেব! সর্ব্ববিষবিনাশন মহামন্ত্র আমার নিকট কীর্ত্তন করুন, আমি এই মন্ত্রপ্রভাবে চমৎকারপুরস্থিত নাগগণকে উৎসাদিত করিব। ভগবান্ বলিলেন,—“গরকেই লোকে বিষ বলে, মহাদেবের প্রসাদে সেই ‘গর’ সম্প্রতি এখানে নাই” হে ব্রাহ্মণোত্তম! তুমি এই “ন-গর” মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; তোমার মুখ হইতে উচ্চারিত “ন-গর ন-গর” ইত্যাদি মন্ত্র শ্রবণ করিয়া যে সকল পন্নগাধম তথায় অবস্থান করিবে, মানবগণ অবহেলায় তাহাদের নিধনসাধনে সমর্থ হইবে। হে দ্বিজ! অদ্য প্রভৃতি চমৎকারপুর ‘নগর’ নামে উত্তম খ্যাতিলাভ করিয়া ধরাতলে তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিবে। শুদ্ধবংশজ অন্য কোন নাগর দ্বিজও যদি ‘নগর’ নামক মন্ত্রে ত্রিধা অভিমন্ত্রিত জল কাহাকেও পান বা তাঁহার শরীরে নিক্ষেপ করেন, তবে সে কালসন্দষ্ট এমন কি মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেও জীবন লাভ করিবে। অন্যস্থানস্থিত মানবও যদি শয়নকালে এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র স্মরণ করিয়া শয্যায় প্রবিষ্ট হয়, তথাপি সর্প তাহাকে দংশন করিবে না। স্থাবর, জঙ্গম কিংবা কৃত্রিম বিষও এই মন্ত্রসংস্পর্শে অমৃতের ন্যায় হয় এবং অজীর্ণজাত নিখিল উদররোগও এই মন্ত্রপ্রভাবে

মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবেণ সর্ব্বে যাস্তি জ্রুতং ক্ষয়ম্ ॥ ৮৩ ॥ এবমুক্ত্বাথ তং বিপ্রং ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। জগামাদর্শনং পশ্চাদ্যথা দীপো বিতৈলকঃ ॥৮৪॥ ত্রিজাতোঽপি সমং বিপ্রৈর্হতশেষৈস্ত তৈর্দ্রুতম্। জগাম সম্প্রহৃষ্টাত্মা চমৎকারপুরং প্রতি ॥ ৮৫ ॥ এবং তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ত্রিজাতেন সমন্বিতাঃ। ন গরং ন গরং প্রোচ্চৈরুচ্চরন্তঃ সমাযযুঃ ॥ ৫৬ ॥ হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং যত্তদ্ব্যাপ্তং সমন্ততঃ। রৌদ্রৈরাশীবিষৈঃ ক্রুরৈঃ শেষস্যাদেশমাশ্রিতৈঃ ॥ ৮৭ ॥ অথ তে পন্নগাঃ শ্রুত্বা সিদ্ধমন্ত্রং শিবোদ্ভবম্। নির্ব্বিষাস্তেজসা হীনাঃ সমন্তাত্তে প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৮৮ ॥ বল্মীকান কেচিদাসাদ্য চিত্ররন্ধ্রান্তরোদ্ভবান। অন্যে চাপি প্রজগ্মুশ্চ পাতালং দন্দশূককাঃ ॥ ৮৯ ॥ যে কেচিদ্ভয়সন্ত্রস্তা বার্দ্ধক্যেন নিপীড়িতাঃ। বালত্বেন তথা চান্যে শক্নুবন্তি ন সর্পিতুম্ ॥ ৯০ ॥ তে সর্ব্বে ব্রাহ্মণৈস্তৈস্তৈঃ কৃতস্য প্রতিকারকৈঃ। নিহতাঃ পন্নগাস্তত্র দণ্ডকাষ্ঠৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৯১ ॥ এবমুৎসাদ্য তান্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণাস্তে গতব্যথাঃ। তং ত্রিজাতং পুরস্কৃত্য স্থানকৃত্যানি চক্রিরে ॥ ৯২ ॥ এবং তন্নগরং জাতমস্মাৎ কালাদনন্তরম্। দেবদেবস্য ভর্গস্য প্রসাদেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯৩ ॥ এতদ্যঃ পঠতে নিত্যমাখ্যানং নগরোদ্ভবম্। ন তস্য সর্পজং ক্বাপি কথঞ্চিজ্জায়তে ভয়ম্ ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নগরসংজ্ঞোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৪॥

—

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ। ত্রিজাতো ব্রাহ্মণস্তত্র কিন্নামা কস্য সম্ভবঃ। কিঙ্গোত্রশ্চৈব কিংসংজ্ঞঃ কীর্ত্তয়স্ব মহামতে ॥ ১ ॥ কিং কুলীনৈর্গুণাঢ্যৈর্ব্বা তেজোবিদ্যাবিচক্ষণৈঃ। ত্রিজাতোঽপি পরং সোঽপি স্বং স্থানং যেন চোদ্ধৃতম্ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। সাঙ্কৃত্যস্য মুনের্বংশে স সম্ভূতো দ্বিজসত্তমঃ। প্রভাব ইতি বিখ্যাতো দত্তসংজ্ঞো নিমেঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥ স এবং স্থানমুদ্ধৃত্য চকারায়তনং শুভম্। ত্রিজাতেশ্বরনাম্না চ দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ৪ ॥ তমারাধ্য দিবা নক্তং সম্যক্ শ্রদ্ধা-

---

সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর ভগবান্ বৃষভধ্বজ ত্রিজাত দ্বিজকে এইরূপ করিয়া তৈলহীন দীপের ন্যায় সত্বর অদর্শন হইলেন, এদিকে ত্রিজাত দ্বিজও হতাবশিষ্ট দ্বিজগণসহ হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর চমৎকারপুরে গমন করিলেন। দ্বিজগণ ত্রিজাতসহ পুরসমীপে উপনীত হইয়া হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের যেস্থান শেষাদিষ্ট আশীবিষ ভীষণ সর্পগণে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, তথায় উচ্চৈঃস্বরে "নগর নগর" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। নাগগণ মহাদেব-মুখোদ্ভব সেই সিদ্ধমন্ত্র শ্রবণে নির্ব্বিষ ও তেজোহীন হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল; কোন নাগ বল্মীকের আশ্রয় লইল, কেহ বিচিত্র গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সাতিশয় দংশনশীল সর্পগণ পাতালে প্রবেশ করিল এবং যে সকল ভয়সন্ত্রস্ত বার্দ্ধক্যপীড়িত বা বালনাগগণ পলাইতে পারিল না, হিংসার প্রতিশোধকল্পে দ্বিজোত্তমগণ তাদৃশ সহস্র সহস্র সর্পকে লগুড়দ্বারা পাতিত করিলেন, অনন্তর এইরূপে সর্পগণের উৎসাদন হইলে ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ব্যথা বিদূরিত হইল, তাঁহারা ত্রিজাতকে পুরস্কৃত করিয়া তাঁহার বাসের জন্য উত্তমস্থান কল্পনা করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে দেবদেব ভগবান্ শঙ্করের প্রসাদে অল্পকাল মধ্যেই সেই নগর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। যে মানব এই নাগর উপাখ্যান নিত্য পাঠ করে, তাহার কখনও কোনরূপ সর্পজ ভয় উপস্থিত হয় না। ৭৫—৯৪।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

—

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে! তুমি যে ত্রিজাত দ্বিজের কথা কহিলে, তাঁহার নাম কি? তিনি কাহার তনয় এবং যে গোত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সেই গোত্রনামই বা কি? এই সকল বর্ণন কর। তাঁহার এমন কি কৌলীন্য, গুণ, তেজ, বিদ্যা ও বিচক্ষণতা ছিল যে, ত্রিজাত হইয়াও তিনি সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করত স্বীয় জন্মস্থানের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন? সূত উত্তর করিলেন, সাংকৃত্য ঋষির বংশে নিমি নামক জনৈক দ্বিজ ছিলেন, এই ত্রিজাত সেই নিমিরই তনয়। ইঁহার নাম দত্ত, লোকে ইনি প্রভাব নামেও বিখ্যাত ছিলেন। এই দ্বিজ দত্ত স্বীয় জন্মস্থানের উদ্ধার সাধন করিয়া এক মনোজ্ঞ আয়তন নির্ম্মাণ ও তন্মধ্যে ত্রিজাতেশ্বর নামে দেবদেব শূলীর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অন-

সমন্বিতঃ। সশরীরো গতঃ স্বর্গং ততঃ কালেন কেনচিৎ ॥ ৫ ॥ যস্তং পশ্যতি সদ্ভক্ত্যা স্নাপয়েদ্বিষুবে সদা। ন ত্রিজাতঃ কুলে তস্য কথঞ্চিদপি জায়তে ॥ ৬ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। যানি গোত্রাণি নষ্টানি যানি সংস্থাপিতানি চ। নামতস্তানি নো ব্রূহি তৎপুরে সূতনন্দন ॥ ৭ ॥ সূত উবাচ। তত্রোপমন্যু-গোত্রা যে ক্রৌঞ্চগোত্রসমুদ্ভবাঃ। কৈশোর্য্যগোত্র-সম্ভূতাস্ত্রৈবণেয়া দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ তে ভূয়োঽপি ন সম্প্রাপ্তা যথা গোত্রচতুষ্টয়ম্। তৎপূর্ব্বকং শুকা-দীনাং যন্নষ্টং নাগজাদ্ভয়াৎ॥ ৯ ॥ শেষান্ বঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রাহ্মণান্ গোত্রসম্ভবান্। কৌশিকান্বয়-সম্ভূতাঃ ষড়্বিংশতিশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥ কশ্য-পান্বয়সম্ভূতাঃ সপ্তাশীতির্দ্বিজোত্তমাঃ। লক্ষ্মণান্বয়সম্ভূতা একবিংশতিরাগতাঃ ॥ ১১ ॥ তত্র নষ্টাঃ পুনঃ প্রাপ্তাস্তস্মিন্ স্থানে সুদুঃখিতাঃ। ভারদ্বাজাস্ত্রয়ঃ প্রাপ্তাঃ কৌণ্ডিন্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১২ ॥ রৈতিকানাং তথা বিংশৎপারাশর্য্যষ্টকং তথা। গর্গাণাঞ্চ দ্বিবিংশঞ্চ হারীতানাং ত্রিবিংশতিঃ ॥ ১৩ ॥ ঔর্ব্বভার্গবগোত্রাণাং পঞ্চবিংশদুদাহৃতাঃ। গৌতমানাঞ্চ ষড়্বিংশমানু-ভায়নবিংশতিঃ ॥ ১৪ ॥ মাণ্ডব্যানাং ত্রিবিংশচ্চ বহ্বৃচানাং ত্রিবিংশতিঃ। সাঙ্কৃত্যানাং বিশিষ্টানাং পৃথক্‌ত্বেন দশৈব তু ॥ ১৫ ॥ তথৈবাঙ্গিরসানাঞ্চ পঞ্চ চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। আত্রেয়া দশ সংখ্যাতাঃ। শুক্লা-ত্রেয়াস্তথৈব চ ॥ ১৬ ॥ বাৎস্যাঃ পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ কৌৎসাশ্চ নব সপ্ত বৈ। শাণ্ডিল্যা ভার্গবাঃ পঞ্চ মৌদ্গাল্যা বিংশতিঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥ বৌধায়নাঃ কৌশলাশ্চ ত্রিংশন্মাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। অথর্ব্বাঃ পঞ্চপঞ্চাশন্মৌনসাঃ সপ্তসপ্ততিঃ ॥ ১৮ ॥ যাজুষা-স্ত্রিংশতিঃ খ্যাতাশ্চ্যাবনাঃ সপ্তবিংশতিঃ। আগস্ত্যাশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশজ্জৈমিনেয়া দশৈব তু ॥ ১৯ ॥ নৈর্বৃতাঃ পঞ্চপঞ্চাশৎপাঠীনাঃ সপ্ততির্দ্বিজাঃ। গোভিলাশ্চাপি কাকাশ্চ পঞ্চপঞ্চ দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০ ॥ ঔশনসাশ্চ দাশার্হাস্ত্রয়স্ত্রয় উদাহৃতাঃ। লোকাখ্যানাং তথা ষষ্টি-রৈণিশানাং দ্বিসপ্ততিঃ ॥ ২১ ॥ কাপিষ্ঠলাঃ শার্ক-রাখ্যা দত্তাখ্যাঃ সপ্তসপ্ততিঃ। শার্করানাং শতং প্রোক্তং দার্জ্জ্যানাং সপ্তসপ্ততিঃ ॥ ২২ ॥ কাত্যায়-

স্তর দ্বিজ দত্ত সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অহর্নিশ ত্রিজাতেশ্বরের আরাধনা করত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। যে মানব উত্তম ভক্তি সহকারে বিষুবসংক্রান্তিদিনে ত্রিজাতেশ্বরকে স্নান করায়, তাহার কুলে কদাচ ত্রিজাতদোষ জন্মে না। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূতনন্দন! সেই পুরে যে সকল গোত্র বিনষ্ট এবং পুনরায় যে সকল গোত্র নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের নাম কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম-গণ! তত্রত্য উপমন্যু, ক্রৌঞ্চ, কৈশোর্য এবং ত্রৈবণেয় এই গোত্রচতুষ্টয়ের বিষয় আমি কিছুই জানিতে পারি নাই; এই সকল গোত্রোদ্ভব শুকাদি দ্বিজগণ সর্পভয়ে ভীত হইয়া স্বপুর পরি-ত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করেন। তদবধি তাঁহা-দের নাম-নিরুক্তি সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত গোত্রচতুষ্টয় ব্যতীত অবশিষ্ট অন্যান্য গোত্রোদ্ভব ব্রাহ্মণগণের নাম আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। হে দ্বিজোত্তমগণ! কৌশিক বংশের ষড়্বিংশতি, কশ্যপবংশের সপ্তাশীতি, এবং লক্ষ্মণান্বয়ের একবিংশতি দ্বিজবর এখানে নবাগত জানিবেন। অতঃপর ভরদ্বাজবংশের তিন জন যাহারা পূর্ব্বে গিয়া আবার আসিয়াছিলেন, এবং কৌণ্ডিন্যের চতুর্দ্দশ জন দ্বিজ আগমন করেন। রৈতিকবংশে বিংশতি, পারাশর্য্যবংশে অষ্ট, গর্গবংশে দ্বাবিংশতি, হারীতবংশে ত্রয়োবিংশতি, ঔর্ব্বভার্গববংশে পঞ্চবিংশতি, গৌতমবংশে ষড়্বিংশতি, আপুভায়নবংশে বিংশতি, মাণ্ডব্যবংশে ত্রয়োবিংশ এবং বহ্বৃচ বংশের ত্রয়োবিংশতি জন দ্বিজ আগমন করেন। হে দ্বিজগণ! অতঃপর বিশিষ্ট সাংকৃত্যবংশে দশটী পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ, এতদ্ভিন্ন অঙ্গিরোবংশে পাঁচ, আত্রেয়বংশে দশ, শুক্লাত্রেয় বংশে দশ, বাৎস্যবংশে পাঁচ, কৌৎসবংশে নব, শাণ্ডিল্যবংশে পঞ্চ, ভার্গববংশে পাঁচ, মৌদ্গাবংশে বিংশতি, বৌধায়নবংশে ত্রিংশৎ, কৌশলবংশে ত্রিংশৎ, অথর্ব্ববংশে পঞ্চপঞ্চাশৎ, মৌনসবংশে সপ্ত-সপ্ততি, যাজুষবংশে ত্রিংশৎ, চ্যাবনবংশে সপ্তবিংশতি অগস্ত্যবংশে ত্রয়স্ত্রিংশৎ, জৈমিনেয়বংশের দশ, নৈর্বৃতবংশে পঞ্চপঞ্চাশৎ এবং পাঠীনবংশের সপ্ততি দ্বিজ তথায় আসিয়া বাস করেন। হে দ্বিজগণ! গোভিলবংশে পঞ্চ, কাক বংশে পঞ্চ, ঔশনবংশে তিন, দাশার্হ বংশে তিন, লোকাখ্যবংশে ষষ্টি, ঐনিশ বংশে দ্বিসপ্ততি, কাপিষ্ঠবংশে সপ্তসপ্ততি, শার্করান্বয়ে সপ্তসপ্ততি, দত্তবংশে সপ্তসপ্ততি, শার্কবংশে শত, দার্জ্জান্বয়ে সপ্তসপ্ততি, কাত্যায়নবংশে তিন, বৈদিশ

স্বাত্রয়োঽধিষ্ঠা বৈদিশাশ্চ ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। কৃষ্ণাত্রেয়াস্তথা পঞ্চ দত্তাত্রেয়াস্তথৈব চ ॥ ২৩ ॥ নারায়ণাঃ শৌনকেয়া জাবালাঃ শতসঙ্খ্যয়া। গোপালা জামদগ্ন্যাশ্চ শালিহোত্রাশ্চ কর্ণিকাঃ ॥ ২৪ ॥ ভাণ্ডায়নকাশ্চৈব মাতৃকাস্ত্রৈণবাস্তথা। সর্ব্বে তে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ ক্রমেণ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ এতেষামেব সর্ব্বেষাং সংস্কারায় দ্বিজোত্তমাঃ। চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ পুরা প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৬ ॥ তে সর্ব্বে চ পৃথক্ত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ পদ্মযোনিনা। সন্ধ্যাতর্পণকৃত্যাদি বৈশ্বদেবোস্তথান চ। শ্রাদ্ধানি পঞ্চকৃত্যানি পিতৃপিণ্ডাস্তথৈব চ ॥ ২৭ ॥ যজ্ঞোপবীতসংযুক্তাঃ প্রবরাশ্চৈব কৃৎস্নশঃ। তথা মৌঞ্জীবিশেষাশ্চ শিখাভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২৮॥ ত্রিজাতেন সমারাধ্য দেবদেবং পিতামহম্। তেষাং কৃত্বা দ্বিজেন্দ্রাণামাত্মকীর্ত্তিকৃতে তদা ॥ ২৯ ॥ ঋষয় উচুঃ। কথং সন্তোষিতো ব্রহ্মা ত্রিজাতেন মহাত্মনা। কর্ম্মকাণ্ডং কথং ভিন্নং কৃতং তেন মহাত্মনা। সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৩০ ॥ সূত উবাচ। তস্যার্থে ব্রাহ্মণৈঃ সর্ব্বৈস্তোষিতঃ প্রপিতামহঃ। অনেনৈবোদ্ধৃতং স্থানমস্মাকং সকলং বিভো ॥ ৩১ ॥ তস্মাদস্য বিভো যচ্ছ বেদজ্ঞানমনুত্তমম্। যেন কর্ম্মবিশেষাণি জায়ন্তেঽত্র পুরোত্তমে ॥ ৩২ ॥ এতস্য চ গুরুত্বং চ প্রসাদাত্তব পদ্মজ। যথা ভবতি দেবেশ তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মা দদৌ ততস্তস্য মন্ত্রগ্রামমনুত্তমম্। যেন বিজ্ঞায়তে সর্ব্বং বেদার্থো যজ্ঞকর্ম্ম চ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ প্রোবাচ তান্ সর্ব্বান্ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। এষ বেদার্থসম্পন্নো ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥ ৩৫ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ ইতিখ্যাতো যজ্ঞকর্ম্মবিচক্ষণঃ। যদেব বক্তি যুষ্মাকং ক্রিয়াকাণ্ডমশঙ্কিতৈঃ ॥ ৩৬ ॥ তৎকার্য্যং স্বর্গমোক্ষায় মমবাক্যাৎপ্রবোধিতৈঃ। বেদার্থেনৈষ সর্ব্বেষাং যুষ্মাকং যোজয়িষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ যে চান্যেষু চ দেশেষু স্থানেষু চ গতাঃ ক্বচিৎ। এতৎস্থানং পরিত্যজ্য সত্যমেতদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥ বেদস্থানে চ বুদ্ধ্যৈষ

বংশে তিন, কৃষ্ণাত্রেয়বংশে পঞ্চ এবং দত্তাত্রেয়বংশের পঞ্চ; তদ্ভিন্ন নারায়ণ, শৌনক, জাবাল, গোপাল, জামদগ্ন্য, শালিহোত্র, কার্ণক, ভাণ্ডায়ণ মাতৃক এবং ত্রৈণব বংশের প্রত্যেকটীর শত দ্বিজ তথায় আসিয়া বাস করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যথাক্রমে অর্থাৎ পরপর ক্রমে শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইহাদিগের সংস্কারার্থ অষ্টচত্বারিংশৎ শ্রেষ্ঠ দ্বিজ নির্দ্দিষ্ট করেন, এবং পদ্মযোনি-নির্দ্দিষ্ট অষ্টচত্বারিংশৎ দ্বিজগোত্রই ইহাঁদের পৃথক পৃথক সংস্কারক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই সন্ধ্যা, তর্পণ, বৈশ্বদেব, শ্রাদ্ধ, পঞ্চকৃত্য, পিতৃপিণ্ডদান, যজ্ঞোপবীত ধারণ, অশেষ প্রবরক্রিয়া, মৌঞ্জীবন্ধন ও শিখোদ্ভেদ প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! পূর্ব্বকালে ত্রিজাত, ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল ও স্বীয় কীর্ত্তিবর্দ্ধনের জন্য পিতামহ দেবদেব ব্রহ্মার আরাধনা করেন। অনন্তর ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! মহাত্মা ত্রিজাত কিরূপে ব্রহ্মার সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন এবং সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক কিরূপেই বা বিভিন্ন কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তন হয়, এই সকল বিস্তাররূপে বল, এই সকলের শ্রবণে আমাদের পরম কৌতূহল হইতেছে। ১—৩০। সূত উত্তর করিলেন,—ত্রিজাত শিবপ্রসাদে স্বীয় বাসস্থান চমৎকারপুরীর উদ্ধার করিয়াছিলেন; এজন্য পুরবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সেই উপকারের প্রতিদানকল্পে লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে বিভো! আপনি ত্রিজাতকে অনুত্তম বেদজ্ঞান প্রদান করুন, ত্রিজাত আপনার প্রদত্ত বেদজ্ঞানবলে এই চমৎকারপুরে কর্ম্ম বিশেষের প্রবর্ত্তনা করিবেন। হে পদ্মজ! আপনার প্রসাদে ত্রিজাত যাহাতে আমাদের গুরুর পদ প্রাপ্ত হন, হে দেবেশ! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহারই উপায় করুন। অনন্তর ব্রহ্মা ত্রিজাতকে বেদার্থবোধক ও যজ্ঞকর্ম্মে পটুতাজনক মন্ত্রগ্রাম প্রদান করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দ্বিজগণকে কহিলেন,—এই মহাযশা ত্রিজাত বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন ও যজ্ঞ ক্রিয়াকুশল হইবেন এবং ইনি ভর্ত্তৃযজ্ঞ নামে বিখ্যাতি লাভ করিবেন। হে দ্বিজগণ! এই ত্রিজাত আপনাদিগকে যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আপনারা অবিশঙ্কিত হৃদয়ে তদ্রূপই করিবেন, এইরূপ করিলে আপনাদের স্বর্গমোক্ষাদি লাভ আমি সত্য কহিতেছি,—ত্রিজাত আপনাদিগকে এমন কি যে সকল দ্বিজোত্তম এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন, সেই সকল দ্বিজকেও বেদার্থজ্ঞান প্রদান করিবেন। এই

যৎকর্ম্ম প্রচরিষ্যতি। নানৃতে বাথ পাপে চ বাণী চাস্য চরিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥ এবমুক্ত্বা স দেবেশো বিররাম পিতামহঃ। ভর্ত্তৃযজ্ঞোঽপি তাঃ সর্ব্বাশ্চক্রে যজ্ঞক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥ ৪০ ॥ ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় শ্রুত্যর্থং তস্য কেবলম্। দশপ্রমাণাঃ সম্প্রোক্তাঃ সর্ব্বে তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ চতুঃষষ্টিষু গোত্রেষু হ্যেবন্তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। তেন তত্র সমানীতাস্ত্রিজাতেন মহাত্মনা ॥ ৪২ ॥ তেষামেকত্র জাতানি দশপঞ্চশতানি চ। সামান্যভোগমোক্ষাণি তানি তেন কৃতানি চ ॥ ৪৩ ॥ অষ্টষষ্টিবিভাগেন পূর্ব্বমায়ব্যয়োদ্ভবম্। তত্রাসীদথ গোত্রে চ পুরুষাণাং প্রসংখ্যয়া ॥ ৪৪ ॥ ততঃ প্রভৃতি সর্ব্বেষাং সামান্যেন ব্যবস্থিতম্। ত্রিজাতস্য চ বাক্যেন যেন দূরাদপি দ্রুতম্ ॥ ৪৫ ॥ সমাগচ্ছন্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ পুরবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে। ন কশ্চিদ্যাতি সন্ত্যক্ত্বা দৌস্থ্যাদন্যত্র চ দ্বিজাঃ ॥ ৪৬ ॥ ততস্তেষাং সুতৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভিশ্চ সহস্রশঃ। দৌহিত্রৈর্ভাগিনেয়ৈশ্চ ভূয়ো ভূরি প্রপূরিতম্ ॥ ৪৭ ॥ তৎপুরং বৃদ্ধিমায়াতি দূর্ব্বাঙ্কুরৈরিব দ্বিজাঃ। কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহদ্ভিঃ সংখ্যাহীনৈরনেকধা ॥ ৪৮ ॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং গোত্রসংখ্যানকং শুভম্। ঋষীণাং কীর্ত্তনং চাপি সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৪৯ ॥ যশ্চৈতৎ পঠতে নিত্যং শৃণুয়াদ্বা প্রভক্তিতঃ। ন স্যাত্তস্য কুলচ্ছেদঃ কদাচিদপি ভূতলে ॥ ৫০ ॥ তথা বিমুচ্যতে পাপৈরাজন্মমরণোদ্ভবৈঃ। ন পশ্যতি বিয়োগং চ কদাচিৎ প্রিয়সম্ভবম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভর্ত্তৃযজ্ঞকৃতযজ্ঞবিধানমুনিগোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

স্থান বেদস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, ত্রিজাত কদাচ অনৃত বা পাপ বাক্য কীর্ত্তন করিবেন না, ইনি বুদ্ধিপূর্ব্বক অখিল সাধু কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন, এদিকে ত্রিজাতও ভর্ত্তৃযজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইয়া ব্রাহ্মণগণের হিতকামনায় কেবল বেদার্থসঙ্কলিত অখিল যাগক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই ত্রিজাতের বংশের যে দশশাখা বিস্তৃত হয়, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণোত্তম, এবং মহাত্মা ত্রিজাত কর্ত্তৃক আনীত বলিয়া ইঁহারা অষ্টষষ্টি গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! এইরূপে চমৎকারপুরে পঞ্চদশ শত বিপ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই যথাযথ আয় ব্যয় চিন্তাপূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত বস্তু অষ্টষষ্টি গোত্রের পুরুষসংখ্যানুসারে বিভাগ করিয়া তুল্যরূপে ভোগ করিতেন; আর তাঁহারা ভোগের তারতম্য করিতেন না, এ জন্য তাঁহাদের মোক্ষও তুল্যরূপেই হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! এইরূপে চমৎকারপুরবাসী দ্বিজগণ সকলেই তুল্য ভোগসুখের অধিকারী হইয়া তথায় বাস করিলেন, ক্রমে মহাত্মা ত্রিজাতের বাক্যে দূরদেশবাসী দ্বিজেন্দ্রগণ দ্রুত আগমন করিয়া চমৎকারপুর পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! দুঃখ উপস্থিত হইলেও কোন দ্বিজ পুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন না, ক্রমে তাঁহাদের সহস্র সহস্র পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র ও ভাগিনেয়গণে পুর পূর্ণ হইল। হে দ্বিজগণ! কাণ্ড হইতে কাণ্ডান্তরপ্ররূঢ় দূর্ব্বাঙ্কুরের ন্যায় চমৎকারপুরবাসীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি হইল যে, সেই অনেকধা প্রবৃদ্ধ দ্বিজগণের সংখ্যা করা দুরূহ হইয়াছিল। সূত কহিলেন,—এই আপনাদের নিকট চমৎকারপুরবাসী দ্বিজগণের শুভদ গোত্রসংখ্যা কীর্ত্তিত হইল, এই সকল ঋষিগণের নামকীর্ত্তনও সর্ব্বপাতকনাশন জানিবেন। যাহারা শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক এই উপাখ্যান নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করে, ভূতলে তাহাদের কদাচ কুলোচ্ছেদ হয় না; কেবল ইহাই নহে, তাহাদের আজন্ম সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয় এবং কখনও তাহাদের প্রিয়বিরহ দর্শন করিতে হয় না। ৩১—৫১।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যাপি চ তত্রাস্তি সুবিখ্যাতাম্বরেবতী। দেবী কামপ্রদা পুংসাং বালকানাং সুখপ্রদা ॥ ১ ॥ যাং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বাথ চৈত্রাষ্টম্যাং বিশেষতঃ। শুক্লায়াং নাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ কুটুম্বব্যসনং ক্বচিৎ ॥

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই ক্ষেত্রে অম্বরেবতী নামে আর এক দেবী বিদ্যমান। এই অম্বরেবতী মানবগণের কামপ্রদা; বিশেষত শিশুগণের সুখদায়িনী। চৈত্রশুক্লাষ্টমীতে এই দেবীর পূজা করিলে কুটুম্ব-

২। ঋষয় উচুঃ। কেন বা স্থাপিতা তত্র সা দেবী চাশ্বরেবতী। কিম্প্রভাবা কিংস্বরূপা সূতপুত্র বদস্ব নঃ। ৩। সূত উবাচ। যদা শেষেণ সন্দিষ্টা নাম্না নাগা বিষোল্বণাঃ। পুরস্তাস্য বিনাশায় ক্রোধ-সংরক্তলোচনাঃ। তদা তস্য প্রিয়া সা চ পুত্রশোকেন পীড়িতা। ৪। স্বয়মেবাগ্রতো গত্বা ভক্ষয়ামাস তং দ্বিজম্। কুটুম্বেন সমাযুক্তং যেন পুত্রো নিপাতিতঃ। ৫। অথ তস্য দ্বিজেন্দ্রস্য বালবৈধব্যসংযুতা। অনুজাসীত্তপোযুক্তা ব্রহ্মচর্য্যকৃতক্ষণা। ৬। সা দৃষ্ট্বা ভক্ষিতং সর্ব্বং ভট্টিকাখ্যা কুটুম্বকম্। নাগপত্ন্যা ততঃ প্রাহ জলমাদায় পাণিনা। ৭। যস্মাত্ত্বয়া কুটুম্বং মে নাশং নীতং দ্বিজিহ্বকে। দর্শিতং চ মহদ্দুঃখং মম বন্ধুজনোদ্ভবম্। ৮। তথা ত্বমপি সম্প্রাপ্য মানুষত্বং সুগর্হিতম্। মানুষং পতিমাসাদ্য পুত্র-পৌত্রানবাপ্য চ। ৯। তেষাং বিনাশজং দুঃখং মানুষে ত্বমবাপ্স্যসি। নাগত্বে বর্ত্তমানায়াঃ শাপং তেহমুং দদাম্যহম্। ১০। সাপি শ্রুত্বাথ তং শাপং রেবতী ভট্টিকোদ্ভবম্। ক্রোধেন মহতাবিষ্টা হৃদশত্তাং দ্রুতং ততঃ। ১১। অথ তস্যাস্তন্মুখং প্রাপ্য নাগী-দংষ্ট্রা বিষোল্বণা। জগাম শতধা নাশং বিভিদে ন ত্বচং ক্বচিৎ। ১২। ততঃ সা লজ্জয়াবিষ্টা স্বরক্ত-প্লাবিতাননা। বিষণ্ণা নিষসাদাথ সন্নিবিষ্টা ধরাতলে। ১৩। এতস্মিন্নন্তরে নাগাস্তথান্যে যে সমাগতাঃ। রেবতীং তে সমালোক্য তথারূপাং ভয়ান্বিতাম্। প্রোচুশ্চ কিমিদং দেবি তব বক্ত্রে রুজাস্পদম্। ১৪। অথবা কিং প্রভাবোহয়ং কস্যচিদ্রক্তসম্পদঃ। ১৫। রেবত্যুবাচ। যেয়ং দুষ্টতমা কাচিদ্দৃশ্যতে দুষ্টতাপসী। অস্যা জাতো বিকারোহয়ং মমাস্যে নাগসত্তমাঃ। তস্মাদেনাংমহাদুষ্টাং ভগিনীং তস্য দুর্ম্মতেঃ। যেন মে নিহতঃ পুত্রো দ্বিজপুত্রেণ সাম্প্রতম্। ১৭। ভক্ষ্যতাং ভক্ষ্যতাংশীঘ্রং মম নাশায় সংস্থিতাম্। সাম্প্রতং মন্মুখে তেন রুধিরং পন্নগোত্তমাঃ। ১৮। অথ তে পন্নগাঃ ক্রুদ্ধা দদংশুস্তাং তপস্বিনীম্। সমং সর্ব্বেষু গাত্রে যথান্যাং প্রাকৃতাং স্ত্রিয়ম্। ১৯। ততস্তেষামপি

ব্যসন সংঘটিত হয় না। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! এই অশ্বরেবতী দেবীকে কোন্ মানব প্রতিষ্ঠিত করেন? ইঁহার রূপ ও প্রভাব কিরূপ, এই সকল আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—যৎকালে শেষসর্প বিষ-গর্ব্বিত ক্রোধলোহিতলোচন নাগগণকে চমৎকার-পুরবিনাশার্থ আদেশ করেন, তৎকালে পুত্রশোক-কাতরা নাগরাজপত্নী স্বয়ং সকলের অগ্রে গমন করিয়া পুত্রঘাতী দ্বিজকে তদীয় সুহৃদ্‌গণসহ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! সর্পশাবকঘাতী সেই দ্বিজেন্দ্রের ভট্টিকানাম্নী এক ভগিনী ছিলেন, শেষপত্নী তাঁহার স্বামীকে উদরসাৎ করিলে তিনি বিধবা হন; অনন্তর ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা তাপসী বালবিধবা ভট্টিকা সুহৃদ্‌গণকে নাগিনা কর্ত্তৃক ভক্ষিত দেখিয়া জলগ্রহণপূর্ব্বক নাগপত্নীর প্রতি অভিশাপবাণী প্রয়োগ করেন এবং বলেন,—রে দ্বিরসনে! তুই আমার কুটুম্বগণকে ভক্ষণ করিয়া আমাকে এই সুহৃদ্‌ব্যসনরূপ মহাদুঃখ প্রদর্শন করাইলি, অতএব তোর সর্পশরীরে আমি এই অভিশাপ বাণী প্রয়োগ করিলাম যে, "তুইও নিন্দিত মানুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানুষ পতি ও পুত্র-পৌত্র লাভ করিবি এবং মানুষ শরীরেই তোর সেই পতি পুত্রাদির বিনাশদুঃখ দর্শন হইবে।" নাগরাজপত্নী রেবতী ভট্টিকার অভিশাপ-বাণী শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বর তাঁহাকে দংশন করিলেন, ভট্টিকাশরীরে নাগিনীর ভীষণ বিষদৃপ্ত দংষ্ট্রা স্পর্শ হইবামাত্র শতধা বিভিন্ন হইল এবং কোথাও কোথাও দংষ্ট্রাত্বক ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ১—১২। স্বীয় শোণিতে তাঁহার বদন আপ্লুত হইল, তিনি লজ্জাবিষ্টা ও বিষণ্ণবদনা হইয়া ধরণীতলে উপ-বিষ্টা হইলেন। ইত্যবসরে পুরবিনাশার্থ সমাগত অন্যান্য নাগগণ রেবতীর সমীপে উপনীত হই-লেন; এবং রেবতীকে ভয়ান্বিতা ও রক্তাপ্লুতদেহা দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবি! এ কি দর্শন করিতেছি, আপনার বদনে শোণিতচিহ্ন কেন পরিলক্ষিত হইতেছে? অথবা কোন মানবকে ভক্ষণ করিয়া আপনার বদন রক্তাপ্লুত হইয়াছে? রেবতী উত্তর করিলেন,—হে নাগ-সত্তমগণ! এই যে আমার সম্মুখে দুষ্টতমা তাপ-সীকে দর্শন করিতেছ, এই তাপসী হইতেই আমার আস্য বিকৃতি ঘটিয়াছে। হে নাগশ্রেষ্ঠগণ! এই মহাদুষ্টা তাপসী আমার তনয়ঘাতী দুর্ম্মতি দ্বিজ-তনয়ের ভগিনী, এই দুষ্টা আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, আর ইহার জন্য আমার মুখে রুধির দর্শন করিতেছ; অতএব ইহাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর, ভক্ষণ কর। শেষদয়িতার আদেশে রোষপরবশ সর্পগণ যুগপৎ তাপসীর শরীরে সর্ব্বত্র

তথা মুখাদ্দষ্টা বিনির্গতাঃ। রুধিরঞ্চ ততো জজ্ঞে শেষপত্ন্যা যথা তথা ॥ ২০ ॥ অথ তস্যাঃ প্রভাবং তং দৃষ্ট্বা তে নাগসত্তমাঃ। শেষা ভয়পরিত্রস্তাঃ প্রজগ্মুশ্চ দিশো দশ ॥ ২১ ॥
জগামাশু স্বাশ্রমং প্রতি দুঃখিতা। ভয়ত্রস্তৈঃ সমন্তাচ্চ বীক্ষ্যমাণা মহোরগৈঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ সর্ব্বং সমালোক্য তাপ্যমানং মহোরগৈঃ। তৎস্থানং স্বজনৈর্মুক্তং দুঃখেন মহতান্বিতৈঃ ॥ ২৩ ॥ জগামান্যত্র সা সাধ্বী সম্যগ্‌ব্রতপরায়ণা। তীর্থযাত্রাং প্রকুর্ব্বাণা পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥ ২৪ ॥ এবমুদ্বাসিতে স্থানে তস্মিন্ সা রেবতী তদা। স্মৃত্বা তং ভট্টিকাশাপং দুঃখেন মহতান্বিতা ॥ ২৫ ॥ কথং মে মানুষীগর্ভে শাপাদ্বাসো ভবিষ্যতি। মানুষ্যেণ চ কান্তেন প্রভবিষ্যতি সঙ্গমঃ ॥ ২৬ ॥ নৈতৎ পুত্রোদ্ভবং দুঃখং তথা মাং বাধতে হৃদি। যথেদং মানুষে গর্ভে সংবাসো মানুষং প্রতি ॥ ২৭ ॥ তথা দশনসন্ত্যক্তা কথং ভর্ত্তুঃ স্বমাননম্। দর্শয়িষ্যামি দুঃখোঽপি ক্ষতে ক্ষারোঽত্র মে স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ তস্মাৎপরিচরিষ্যামি ক্ষেত্রেঽত্রৈব ব্যবস্থিতা। কিং করিষ্যামি সম্প্রাপ্য গৃহং পুত্রৈঃ বিনাকৃতা ॥ ২৯ ॥ ততশ্চারাধয়ামাস সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতা। অম্বিকাং সা তদা দেবীং স্থাপয়িত্বা সুরেশ্বরীম্ ॥ ৩০ ॥ গন্ধপুষ্পোপহারেণ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি। গীতনৃত্যৈস্তথা বাদ্যৈর্মনোহারিভিরেব চ ॥ ৩১ ॥ ততঃ কতিপয়াহস্য তস্যাস্তুষ্টা সুরেশ্বরী। প্রোবাচ বরদাস্মীতি প্রার্থয়স্ব হৃদি স্থিতম্ ॥৩২॥ রেবত্যুবাচ। অহং শপ্তা পুরা দেবি ব্রাহ্মণ্যা কারণান্তরে। যত্ত্বং মানুষমাসাদ্য স্বয়ং ভূত্বা চ মানুষী ॥ ৩৩ ॥ ততঃ সম্প্রাপ্স্যসি ফলং তেষাং নাশসমুদ্ভবম্। মহদ্দুঃখং স্বপুত্রোত্থং মম শাপেন পীড়িতা ॥ ৩৪ ॥ তথা মম মুখাদ্দংষ্ট্রাঃ সন্নীতাশ্চ সুরেশ্বরি। তেষাঞ্চ সম্ভবস্তাবৎ কথং স্যাত্ত্বৎপ্রভাবতঃ ॥ ৩৫ ॥ ভবন্তু তনয়া নশ্চ তথা

দংশন করিলেন, সর্পদংশনে তাপসীর কোনই বিকৃতভাব পরিলক্ষিত হইল না; পরন্তু রেবতীর ন্যায় নাগগণের মহাদংষ্ট্রানিচয় ভগ্ন হইয়া রুধিরধারা প্রবাহিত হইল। অনন্তর তাপসীর প্রভাবদর্শনে অবশিষ্ট সর্পগণ ভয়বিত্রস্তদেহে দশদিকে পলায়ন করিলেন। এদিকে ভট্টিকাও দুঃখিতহৃদয়ে সত্বর স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহার গমনকালে ভয়বিত্রস্ত মহোরগগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। তপস্বিনী ভট্টিকা আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন—নাগগণ, অখিল স্বজনমানব ভক্ষণ করিয়াছে এবং মহোরগগণের উগ্রবিষে সেই স্থান দগ্ধ হইতেছে। এতদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া আর সে স্থানে অবস্থান করিলেন না, সম্যক্ ব্রতধারণপূর্ব্বক তীর্থযাত্রাব্যপদেশে সমস্ত মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে ঋষিগণ! এইরূপে তপস্বীদিগের আবাসভূমি উদ্বাসিত হইল। অনন্তর রেবতী ভট্টিকার অভিশাপবাণী স্মরণ করিয়া মহাদুঃখে নিপতিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—আহা! ভট্টিকার অভিশাপে এক্ষণে আমি কিরূপে মানুষগর্ভে বাস করিব! অহো! মানুষস্বামী আমার সহিত সঙ্গত হইবেন! অহো! এ দুঃখ যে আমার হৃদয়ে পুত্রশোক হইতে অধিকতর বেদনা দান করিতেছে। অহো! আমি মানুষগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষী হইব, ইহাতে আমার দুঃখ নাই; কিন্তু এক্ষণে কেমন করিয়া এই দংষ্ট্রাহীন বদন স্বামীকে দর্শন করাইব! আমার এই দংষ্ট্রহীন বদনপ্রদর্শন যেন আমার পক্ষে ক্ষতে ক্ষারপ্রয়োগের ন্যায় সমধিক যন্ত্রণাদায়ক হইবে! আমি পুত্রহীনা, গৃহে গিয়া আর কি করিব? আমার গৃহে প্রয়োজন নাই, আমিও তাপসীবেশে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে গমন করিয়া নিয়ত বনে বাস করিব। অনন্তর রেবতী সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া সুরেশ্বরী অম্বিকামূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প ও বিবিধ নৈবেদ্যাদি উপহারে তাঁহার পূজা এবং মনোজ্ঞ গীত, নৃত্য, বাদ্যধ্বনি করত সুরেশ্বরীর আরাধনা করিলেন। ১৩—৩১। এইরূপে রেবতীর কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল, সুরেশ্বরী অম্বিকা তাহার প্রতি প্রীতা হইয়া বলিলেন,—রেবতি! তোমাকে বরদান করিব, সত্বর অভীষ্ট প্রার্থনা কর। রেবতী উত্তর করিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বে আমি কোন কারণে ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়াছি, তিনি আমাকে কহিয়াছেন,—"তুমি মানুষ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষী হইবে; তোমার অনেক পুত্র জন্মিবে, তারপর সেই স্বীয় তনয়নাশজনিত মহাদুঃখ লাভ করিবে। হে সুরেশ্বরি! একে আমি ভট্টিকার অভিশাপে পীড়িতা, তারপর এই দেখুন, আমার দংষ্ট্রানিচয় ভগ্ন হইয়াছে। হে দেবি! আমার বহু তনয় হয় হউক, কিন্তু আপনার প্রসাদে

বংশবিবর্দ্ধনাঃ। এতন্মে বাঞ্ছিতং দেবি নান্যৎ সম্প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥ দেব্যুবাচ। নাত্র ত্রাসত্বয়া কার্য্যঃ কথঞ্চিদপি শোভনে। মনুষ্যগর্ভসংবাসো ভর্ত্তা চ ভবিতা নরঃ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাচ্ছৃণুষ্ব মে বাক্যং যত্ত্বাং বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্। দুঃখনাশকরং তুভ্যং সত্যঞ্চ বরবর্ণিনি ॥ ৩৮ ॥ উৎপৎস্যতি ন সন্দেহো দেবকার্য্যপ্রসিদ্ধয়ে। তব ভর্ত্তা ত্রিলোকেঽস্মিন্ কৃত্বা মানুষবিগ্রহম্ ॥ ৩৯ ॥ তক্ষকাখ্যস্তথা নাগো দ্বিজশাপবশাচ্ছুভে। সৌরাষ্ট্রবিষয়ে রাজা রৈবতাখ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥ তস্য ক্ষেমকরী ভার্য্যা নাম বংশসমুদ্ভবা। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো বিশিষ্টা বিপ্রশাপতঃ। তস্যা গর্ভং সমাসাদ্য ত্বং জন্ম সমবাপ্স্যসি। রামরূপস্য শেষস্য পুনর্ভার্য্যা ভবিষ্যসি ॥ ৪২ ॥ তস্মাত্ত্বং দেবি মা শোকং কার্য্যোঽস্মিন্ কুরু শোভনে। তেন মানুষজে গর্ভে সম্ভূতিঃ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥ তত্র পশ্যসি যন্নাশং স্বকুটুম্বসমুদ্ভবম্। হিতায় তদবস্থায়াস্তস্তবিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ পরং যুগং পাপং যতো ভীরু ভবিষ্যতি। তদূর্দ্ধং মর্ত্ত্যধর্ম্মাণো ম্লেচ্ছাঃ স্থাস্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ স্বর্গনিবাসার্থং ভগবান্ দেবকীসুতঃ। সংহর্ত্তা স্বকুলং সর্ব্বং স্বয়মেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ ভবিষ্যন্তি পুনর্দংষ্ট্রাস্তব বক্ত্রে মনোরমাঃ। তস্মাত্ত্বং গচ্ছ পাতালং স্বভর্ত্তা যত্র তিষ্ঠতি ॥ ৪৭ ॥ অন্যচ্চাপি যদিষ্টং তে কিঞ্চিচ্চিত্তে ব্যবস্থিতম্। তৎকীর্ত্তয়স্ব কল্যাণি মহাংস্তোষো মম স্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥ রেবত্যুবাচ। স্থানে স্থেয়ং সদাত্রৈব মম নাম্না সুরেশ্বরি। যেন মে জায়তে কীর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৪৯ ॥ তথাহং নাগলোকাচ্চ চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ। সদা ত্বাং পূজয়িষ্যামি বিশেষান্নবমীদিনে ॥ ৫০ ॥ আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে সর্ব্বৈর্নাগৈঃ সমন্বিতা। প্রপূজাং তে বিধাস্যামি শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতা ॥ ৫১ ॥ তস্মিন্নহনি যেঽন্যেঽপি পূজাং দাস্যন্তি তে নরাঃ। মা পশ্যন্তু প্রসাদাত্তে নরাস্তে বল্লভক্ষয়ম্ ॥ ৫২ ॥ দেব্যুবাচ। এবং ভদ্রে করিষ্যামি বাসো মেঽত্র ভবিষ্যতি। ত্বন্নাম্না

তাহারা যেন বংশবৃদ্ধিকর হয়। হে দেবি! ইহাই আমার অভীষ্ট, অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই। দেবী বলিলেন,—হে শোভনে! মানুষগর্ভে বাস ও মানুষ পতি হইলেও তজ্জন্য তুমি কোনরূপ ত্রাসান্বিত হইও না; আমি এবিষয়ে এক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরবর্ণিনি! আমি সত্যই কহিতেছে, নিশ্চিতই আমার এই বাক্য তোমার দুঃখনাশকর হইবে। তুমি আমার বাক্যে সন্দেহ করিও না, তোমার স্বামী দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য দ্বিজশাপে মানুষশরীর পরিগ্রহ করিয়া সত্বর ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন। হে শোভনে! নাগরাজ তক্ষক দ্বিজশাপে সৌরাষ্ট্র দেশের রাজা রৈবতক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি নাম ও বংশানুরূপিণী ক্ষেমঙ্করীনাম্নী ভার্য্যা লাভ করিবেন; এই ক্ষেমঙ্করীকেও নিঃসন্দেহ দ্বিজশাপগ্রস্তা জানিবে। হে দেবি! তুমি রৈবতকপত্নী ক্ষেমঙ্করীর কুক্ষিতে জন্মলাভ করিবে। এই সময়ে তোমার স্বামী শেষও রামনামক জনৈক মানব হইয়া অবতীর্ণ হইবেন; তুমি তাঁহার পত্নী হইবে। হে শোভনে! শোক করিও না, হে দেবি! যদিও সে জন্মে তোমার স্বজননিধনজনিত শোক সম্ভাবিত হউক, তাহাও তোমার হিতসাধন করিবে, সংশয় নাই। হে ভীরু রেবতি! এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতে হইতেই কলুষাকুল কলিযুগের আবির্ভাব হইবে, তখন মর্ত্ত্যধর্ম্মা মানবগণ ম্লেচ্ছাচার হইয়া সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ৩২—৪৫। অনন্তর দেবকীনন্দন ভগবান্ বাসুদেব বসুধা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গগমনাভিলাষী হইয়া স্বয়ংই স্বীয় কুলের সংহার করিবেন, সংশয় নাই। হে কল্যাণি! তৎকালে তোমার মুখে মনোহর দংষ্ট্রানিচয় পুনরায় উদ্ভূত হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি তোমার পাতালবাসী স্বামিসমীপে গমন কর। আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, তোমার আর যদি কিছু অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা কর। রেবতী বলিলেন,—হে সুরেশ্বরি! চরাচর ত্রিলোকে আমার কীর্ত্তিবর্দ্ধনার্থ আপনি আমার নামে বিখ্যাতা হইয়া সতত এই স্থানে অবস্থান করুন। আমি নাগলোক হইতে নাগগণের সহিত আশ্বিন মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী দিনে বিশেষতঃ নবমীতিথিতে এই স্থানে আগমন করিয়া পরম ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে আপনার পূজা করিব। হে দেবি! যে মানব এই আশ্বিন নবমীতিথিতে আপনার পূজা করিবে, আপনার প্রসাদে কদাচ যেন প্রিয়বিনাশ দুঃখ ভোগ করে না! দেবী বলিলেন—হে ভদ্রে! আমি

পূজকানাঞ্চ শ্রেয়ো দাস্যামি তে সদা। মহানবম্যিজে চাহি বিশেষেণ শুচিস্মিতে॥ ৫৩॥ সূত উবাচ। এবমুক্তা তয়া সাথ রেবতী শেষবল্লভা। জগাম স্বগৃহং পশ্চাদ্ধর্ষেণ মহতান্বিতা॥ ৫৪॥ ততঃ প্রভৃতি সা দেবী তস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতা। তন্নাম্না কামদা নৃণাং সর্ব্বব্যসননাশিনী॥ ৫৫॥ অম্বা সা কীর্ত্ত্যতে দুর্গা রেবতী সোরগাপ্রিয়া। ততঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে লোকে ভূতলে চাম্বরেবতী॥ ৫৬॥ যস্তাং শ্রদ্ধাসমোপেতঃ শুচির্ভূত্বা প্রপূজয়েৎ। নবম্যামাশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে সমাহিতঃ। ন স সংবৎসরং যাবদ্ব্যসনং স্বকুলোদ্ভবম্॥ ৫৭॥ দৃষ্টাগ্রে ছিদ্রকং ব্যালযুক্তং দোষৈর্ব্বিমুচ্যতে। গ্রহভূতপিশাচোত্থৈস্তথান্যৈরপি চাপদৈঃ॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽম্বারেবতীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৬॥

তাহাই করিব, হে শুচিস্মিতে। আমি তোমার নামে বিখ্যাত হইয়া সতত এইস্থানে বিদ্যমান থাকিব এবং যাহারা মহানবমীদিনে আমার পূজা করিবে, সতত তাহাদের মঙ্গলপ্রদা হইবে। সূত কহিলেন,—অনন্তর অম্বিকাদেবী এইরূপ কহিলে শেষদয়িতা সাতিশয় প্রীতা হইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! তদবধি দেবী অম্বিকা নাগপত্নী রেবতীর নামানুসারে অম্বরেবতী নাম গ্রহণপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করত মানবগণের বিবিধ বিপদ্ বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভূতলালয় লোক সকল তাঁহাকে অম্বা, দুর্গা, রেবতী, উরগপ্রিয়া ও অম্বরেবতী প্রভৃতি বিভিন্ন অভিবিধানে অভিহিত করিয়াছিল। শ্রদ্ধাপূতহৃদয় যে মানব শুচি সমাহিত হইয়া আশ্বিন-শুক্লনবমীদিনে এই অম্বরেবতীর পূজা করে, সংবৎসর যাবৎ তাহার কুলে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয় না, তাহার গ্রহ, ভূত ও পিশাচ-জাত বিপদ্ দূরীভূত হয় এবং সে সম্মুখে সসর্প গর্ত্ত দর্শন করিয়াও বিপন্ন হয় না। ৪৬—৫৮।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১১৬।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। ভট্টিকাখ্যা পুরা প্রোক্তা যা ত্বয়া সূতনন্দন। কস্মাত্তস্যাঃ শরীরান্তাদ্দংষ্ট্রা নাগসমুদ্ভবাঃ॥ ১॥ বিশীর্ণাঃ কিং প্রভাবশ্চ তপসঃ সূতনন্দন। কিং বা মন্ত্রপ্রভাবশ্চ এতন্নঃ কৌতুকং পরম্॥ ২॥ যন্মানুষশরীরেঽপি বিশীর্ণাস্তা বিষোল্বণাঃ। নাগানাং তু বিশেষেণ তস্মাৎ সর্ব্বং প্রকীর্ত্তয়॥ ৩॥ সূত উবাচ। সা পুরা ব্রাহ্মণী বাল্যে বর্ত্তমানা পিতৃগৃহে। বৈধব্যেন সমাযুক্তা জাতা কর্ম্মবিপাকতঃ॥ ৪॥ ততো বাল্যেঽপি শুশ্রাব শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ। দেবযাত্রাং প্রচক্রেঽথ তীর্থে স্নাতি সমাহিতা॥ ৫॥ তত্র কেদারদেবস্য গত্বা নিত্যং সমাহিতা। প্রাতরুত্থায় গীতঞ্চ ভক্ত্যা চক্রে তদগ্রতঃ॥ ৬॥ ততস্তদ্গীতলোল্যেন পাতালাৎ সমুপেত্য চ। তক্ষকো বাসুকিশ্চৈব দ্বিজরূপধরাবুভৌ॥ ৭॥ সাপি তত্র মহদ্গীতং তানৈঃ

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূতনন্দন! তুমি যে ভট্টিকা নাম্নী দ্বিজদুহিতার কথা কহিলে, কিজন্য ইঁহার শরীরে নাগদংষ্ট্রা প্রবিষ্ট হইল না, পরন্তু বিশীর্ণ হইয়া গেল? ইহা কি ইঁহার কোনরূপ তপঃপ্রভাব অথবা মন্ত্রশক্তি? তোমার বর্ণিত এই উপাখ্যান আমাদের অত্যন্ত কৌতুকাবহ হইয়াছে; কেন না মানুষশরীরে বিষদৃপ্ত নাগদংষ্ট্রা প্রবিষ্ট হইল না, পরন্তু বিশীর্ণ হইয়া গেল। হে সূত! এক্ষণে বিস্তাররূপে এই সকল বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—এই দ্বিজদুহিতা ভট্টিকা কর্ম্মবিপাকবশত বাল্যকালেই বৈধব্যদশায় উপনীত হইয়া গৃহে বাস করিয়াছিলেন। ভট্টিকা বাল্যকালেই বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করেন, পরে দিব্যজ্ঞানবতী হইয়া সমাহিত মনে তীর্থস্নান করত দেবযাত্রা করিতে থাকেন। সেই স্থানে কেদার দেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভট্টিকা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সম্মুখে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভরে গীতধ্বনি করিতেন। ভট্টিকার গীতধ্বনি এমনই মধুর যে, সেই গীতশ্রবণলালসায় পাতালতল হইতে বাসুকি এবং তক্ষক দ্বিজবেশ ধারণপূর্ব্বক তথায় আগমন করত সতত সেই গীত শ্রবণ করিতেন। ১—৭। দ্বিজদুহিতা ভাটিকার সেই

সর্ব্বৈরলঙ্কৃতম্। মূর্চ্ছনাভিঃ সমোপেতং সপ্তস্বরবিরাজিতম্ ॥৮॥ যতিভিশ্চ তথা গ্রামৈর্ব্বর্ণগ্রামৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। ততঞ্চ বিততং চৈব ঘনং সুষিরমেব চ ॥ ৯ ॥ তালকালক্রিয়ামানবর্দ্ধমানাদিকঞ্চ যৎ। অবিদগ্ধাপি সা তেষাং গীতাঙ্গানাং দ্বিজাঙ্গনা। কেবলং কণ্ঠসংশুদ্ধ্যা তাভ্যাং তেষাং সমাদধে ॥ ১০ ॥ ততস্তদ্গীতলোভেন সর্ব্বে তৎপুরবাসিনঃ। প্রাতরুত্থায় কেদারং সমাগচ্ছন্তি কৌতুকাৎ ॥ ১১ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নাগৌ তৌ স্বপুরং প্রতি। নিন্যতুর্ব্বলাৎ সমুদ্যম্য সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ১২ ॥ নাগরূপং সমাধায় রৌদ্রং জনবিভীষণম্। ভোগাগ্রেণ চ সংবেষ্ট্য পাতালতলমভায়ঃ ॥ ১৩ ॥ অথ তাং স্বগৃহং নীত্বা প্রোচতুঃ কামপীড়িতৌ। ভবাবাভ্যাং বিশালাক্ষি ভার্য্যা ধর্ম্মপরায়ণা। এতদর্থং সমানীতা ত্বং পাতালে মহীতলাৎ ॥ ১৪ ॥ ভট্টিকোবাচ। যত্ত্বং তক্ষক মাং শান্তামনপেক্ষ্যাং স্বতোৎসবে। আনৈষীরসহত্যাশু ব্রাহ্মণান্বয়সম্ভবাম্ ॥ ১৫ ॥ মানুষং রূপমাস্থায় পুরা মাং ত্বং সমাশ্রিতঃ। কামোপহতচিত্তাত্মা তস্মান্মর্ত্ত্যো ভবিষ্যসি ॥ ১৬ ॥ যদি মাং ত্বং দুরাচার ধর্ষয়িষ্যসি বীর্য্যতঃ। শতধা তব মূর্দ্ধায়ং সদ্য এব ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ তং শ্রুত্বা সুমহাশাপং তস্যাঃ স ভয়বিহ্বলঃ। ততঃ প্রসাদয়ামাস কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ ময়া ত্বং কামসক্তেন সমানীতা সুমোহতঃ। তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে শাপস্যান্তো যথা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ সূত উবাচ। এবং প্রসাদিতা তেন তক্ষকেণ দ্বিজাত্মজা। ততঃ প্রোবাচ তং নাগং বাষ্পব্যাকুললোচনা ॥ ২০ ॥ যদি মাং মর্ত্ত্যলোকে ত্বং ভূয়ো নয়সি তক্ষক। তত্র শাপস্য পর্য্যন্তং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে জ্ঞাত্বা মানুষীং স্বগৃহাগতাম্। তক্ষকেণ সমানীতাং কামোপহতচেতসা ॥ ২২ ॥ ততস্তস্য কলত্রাণি মহের্ষ্যাসংশ্রিতানি চ। তস্যা নাশার্থমাজগ্মুঃ কোপরক্তেক্ষণানি চ ॥ ২৩ ॥ অথ তাসাং পরিজ্ঞায় তক্ষকঃ স বিচেষ্টিতম্। বাঞ্ছন্ শাপস্য পর্য্যন্তং তৎপার্শ্বান্তয়সংযুতঃ ॥ ২৪ ॥ বভ্রাং নাগাম্বরদ্বিদ্যাং তস্যা

মহাগীতধ্বনি তান, মূর্চ্ছনা, সপ্তস্বর, যতি, গ্রাম পৃথক্ পৃথক্ বর্ণগ্রাম, বিভূষিত, তিনি তত, বিতত, ঘন, সুষির, তাল, কাল, ক্রিয়া, মান এবং বর্দ্ধমানাদি সঙ্গীতোচিত গুণে অনভিজ্ঞা হইলেও একমাত্র তাঁহার মধুর ধ্বনিই নাগদ্বয়ের পরম সন্তোষ সাধন করিয়াছিল। অনন্তর অখিল নাগপুরবাসী সর্পগণ তাঁহার মধুরগীতলুব্ধ হইয়া কৌতুকবশতঃ প্রতিদিন প্রভাতসময়ে কেদারসমীপে সমাগত হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা দর্শক নাগদ্বয় দ্বিজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বকনিখিল প্রাণীর ভয়দ স্বীয় সর্পবেশ ধারণ করিল এবং আভোগ দ্বারা ভট্টিকাকে পরিবেষ্টন করত দর্শকগণের সমক্ষেই বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও তাহাকে লইয়া পাতালতলে প্রবেশ করিল। ভট্টিকাকে পাতালতলে লইয়া গিয়া কামপীড়িত নাগদ্বয় তাঁহাকে কহিল,—হে বিবিশালাচনে! তুমি আমাদের ধর্ম্মপরায়ণা ভার্য্যা হইবে, এই জন্য তোমাকে মহীতল হইতে পাতালে আনয়ন করিয়াছি। ভট্টিকা উত্তর করিল,—"রে তক্ষক! আমি ব্রহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার প্রকৃতি অতি শান্ত; তথাপি তুই আমাকে অকামা জানিয়াও বলপূর্ব্বক সুরতোৎসবার্থ আনয়ন করিয়াছিস। রে তক্ষক! তুই পূর্ব্বে মানুষশরীর পরিগ্রহ করিয়া আমার সমীপে আশ্রয় লইয়াছিলি, এক্ষণে কামপীড়ায় তোর বিবেক লুপ্ত হইয়াছে; অতএব তুই মানব হইয়া জন্মগ্রহণ কর। রে দুরাত্মন্! যদি তুই বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষিত করিস; এখনই তোর মস্তক শতধা বিভিন্ন হইবে।" ১—১৮। অনন্তর তক্ষকদ্বয় ভট্টিকার ভীষণ শাপবাণী শ্রবণে ভয়ব্যাকুলহৃদয়েবদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে উদ্যত হইল। তক্ষক কহিল,—হে সতি! আমি মূঢ়, কামাসক্ত হইয়া আপনাকে আনয়ন করিয়াছি; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার শাপশান্তির উপায় বিধান করুন। সূত উত্তর করিলেন,—দ্বিজদুহিতা ভট্টিকা তক্ষকের বাক্যে প্রসন্না হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনা হইয়া তক্ষকের বাক্যে উত্তর করিলেন। ভট্টিকা কহিলেন,—হে তক্ষক! তুমি আমাকে পুনরায় মর্ত্ত্যধামে লইয়া চল, সেই স্থানে আমি তোমার শাপ সংহার করিব, সংশয় নাই। ইত্যবসরে নাগরাজপত্নীরা জানিতে পারিলেন যে, তক্ষক কামমোহিত হইয়া মানুষীকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সাতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন, রোষে তাঁহাদের লোচন লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, তাঁহারা সেই মানুষীর বিনাশার্থ উদ্যত হইলেন। অনন্তর তক্ষক পত্নীগণের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া ভীত হইলেন; স্বীয় শাপাবসান কামনায় তিনি

গাত্রং ভর্তস্তয়া। যোজয়ামাস রক্ষার্থং প্রাপ্তা চাথ ভুজঙ্গমী॥ ২৫॥ অদশত্তাং ততঃ ক্রুদ্ধা ব্রাহ্মণস্য সুতাং সতীম্। সপত্নীং মন্যমানোচ্চৈঃ শীর্ণদংষ্ট্রা ব্যজায়ত॥ ২৬॥ অথ তামপি সা ক্রুদ্ধা শশাপ দ্বিজসম্ভবা। দৃষ্ট্বা সাপত্ন্যজৈর্ভাবৈর্বর্ত্তমানাং সহের্ষ্যয়া॥ ২৭॥ যস্মাত্ত্বং দোষহীনাং মাং সদোষামিব মন্যসে। তস্মাত্ত্বং দ্রুতং পাপে মানুষী দুঃখভাগিনী॥ ২৮॥ অথ তাং সংগৃহীত্বা স তক্ষকো নাগসত্তমঃ। কেদারায়তনে তস্মিন্নর্দ্ধরাত্রে মুমোচ হ॥ ২৯॥ ততঃ প্রোবাচ তাং দেবীং কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। শাপান্তং কুরু মে সাধ্বি স্বগৃহং যেন যাম্যহম্॥ ৩০॥ ভট্টিকোবাচ। সৌরাষ্ট্রবিষয়ে রাজা ত্বং ভবিষ্যসি পন্নগ। ভূমৌ রৈবতকো নাম ভোগানাং ভোজনং সদা॥৩১॥ততশ্চৈব তনুং ত্যক্ত্বা ক্ষেত্রেঽত্রাশ্রমমধ্যতঃ। সম্প্রাপ্স্যসি নিজং স্থানং তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবতঃ॥ ৩২॥ তক্ষক উবাচ। এষা মম প্রিয়া কান্তা ত্বয়া শাপেন যোজিতা। যা সা ভবতু মে ভার্য্যা মানুষত্বেঽপি বর্ত্তিতে॥ ৩৩॥ এতৎ কুরু প্রসাদং মে দীনস্য পরিযাচতঃ। মাঽস্যা ভবতু চান্যেন পুরুষেণ সমাগমঃ॥ ৩৪॥ ভট্টিকোবাচ। আনর্ত্তাধিপতেরেষা ভবিত্রী দুহিতা শুভা। ততঃ পাণিগ্রহং প্রাপ্য ভার্য্যা তব ভবিষ্যতি॥ ৩৫॥ ক্ষেমঙ্করীতি বিখ্যাতা রূপযৌবনশালিনী। ত্বয়া সার্দ্ধং বহূন্ ভোগান্ ভুক্ত্বাথ পৃথিবীতলে। পরলোকে পুনস্ত্বাং বৈ চানুযাস্যতি শোভনা॥ ৩৬॥ সূত উবাচ। এবং চ স তয়া প্রোক্তঃ ক্ষম্যতামিতি সাদরম্। প্রণিপত্য জগামাথ নিজং স্থানং প্রহর্ষিতঃ॥ ৩৭॥ সাপি প্রাপ্তে নিশাশেষে কেদারস্য পুরঃ স্থিতা। পুনশ্চক্রে চ তদ্গীতং শ্রুতিসৌখ্যকরং পরম্॥ ৩৮॥ অথ তস্য সমায়াতাঃ কেদারস্য দিদৃক্ষবঃ। পুনঃ কেদারভক্ত্যাঢ্যা ব্রাহ্মণাঃ শতশঃ পরম্॥ ৩৯॥ তে তাং দৃষ্ট্বা সমায়াতাং ভট্টিকাং তাং দ্বিজোদ্ভবাম্। বিস্ময়েন সমাযুক্তাঃ পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম্॥ ৪০॥ কোঽসৌ ব্রাহ্মণরূপেণ নাগঃ প্রাপ্তঃ সুশোভনে। তেন ত্বং কুত্র নীতাসি কিমর্থং চ বদস্ব নঃ॥ ৪১॥ কস্মাৎ পুনঃ প্রমুক্তাসি সর্ব্বং বদ যথাতথম্। অত্র নঃ কৌতুকং জাতং সুমহত্তব কারণাৎ॥ ৪২॥

ভট্টিকার রক্ষাকল্পে বজ্রবিদ্যা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার শরীরে নিয়োগ করিলেন। এদিকে ভুজঙ্গভার্য্যাও রুষান্বিতা হইয়া সপত্নী বোধে দ্বিজসুতা সতী ভট্টিকার শরীরে দংশন করিলেন। হে দ্বিজগণ! তখনই নাগপত্নীর দংষ্ট্রা বিশীর্ণ হইয়া গেল। দ্বিজদুহিতা ভট্টিকাও ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। ভট্টিকা কহিলেন,—রে নাগললনে! আমি দোষহীনা, তুই আমাকে দোষযুক্তার ন্যায় মনে করিয়া হৃদয়ে সাপত্ন্য-বিরোধ পোষণ করত ঈর্ষ্যাসহকারে দংশন করিল, অতএব সত্বর দুঃখাবহ মানুষ-বিগ্রহ ধারণ কর। অনন্তর নাগসত্তম তক্ষক ভট্টিকাকে যত্নসহকারে গ্রহণ পূর্ব্বক নিশীথসময়ে কেদারায়তনে পরিত্যাগ করিয়া অঞ্জলি বন্ধন করত কহিলেন,—হে সাধ্বি! আমার শাপান্ত করুন, আমি স্বগৃহে গমন করিব। ভট্টিকা কহিলেন,—হে পন্নগ! তুমি ভূতলস্থ সৌরাষ্ট্র দেশে বিবিধ ভোগের ভাজন রৈবতক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তার পর এই ক্ষেত্রে আশ্রমমধ্যে তনুত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রপ্রভাবে পুনরায় নিজ দেহ প্রাপ্ত হইবে। তক্ষক কহিলেন,—হে দেবি! আপনি আমার প্রিয় পত্নীর প্রতিও অভিশাপ প্রয়োগ করিয়াছেন, আমি যখন মানুষ-শরীরে বাস করিব; আমার এই পত্নীও তৎকালে আমার ভার্য্যা হউন। আমি দীনবদনে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহাই করুন যেন, অন্য পুরুষের সহিত আমার প্রিয়পত্নী সঙ্গতা না হন। ভট্টিকা কহিলেন,—তোমার এই শুভাননা পত্নী আনর্ত্তপতির দুহিতা হইবেন, তুমি ইহার পাণিগ্রহণ করিবে এবং তোমার এই রূপ-যৌবন সম্পন্না ভার্য্যা ক্ষেমঙ্করী নামে বিখ্যাতা হইবেন। অনন্তর তোমার পত্নী ক্ষেমঙ্করী পৃথিবীতলে তোমার সহিত বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া পরকালেও তোমার অনুগমন করিবেন। সূত কহিলেন,—অনন্তর ভট্টিকা কর্ত্তৃক তক্ষক এইরূপে আদিষ্ট হইলেন এবং সাদরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ভট্টিকাও নিশাবসানে কেদারসম্মুখে উপনীত হইয়া পুনরায় শ্রুতিসুখাবহ সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কেদারভক্ত শত শত দ্বিজ কেদার দর্শন-কামনায় আগমন করিয়া দ্বিজদুহিতা ভট্টিকাকে অবলোকন ও বিস্মিতহৃদয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে শুভাননে! এই দ্বিজরূপী নাগ কে? ইনি তোমাকে কি জন্য কোন্ স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন? আর কি নিমিত্তই বা তোমাকে ইনি পুনরায় পরিত্যাগ করিলেন? তোমাকে

সূত উবাচ। ততঃ সা কথয়ামাস সর্ব্বং তক্ষক-সম্ভবম্। বৃত্তান্তং নাগসম্ভূতং শাপানুগ্রহজং তথা॥ ৪৩॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তং সর্ব্বং তস্যাঃ কুটুম্বকম্। রোরূয়মাণং দুঃখার্ত্তং শ্রুত্বা তাং তত্র চাগতাম্॥ ৪৪॥ অথ সা জননী তস্যা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা। সস্বজে তাং তথা চান্যাঃ সখ্যঃ স্নিগ্ধেন চেতসা॥ ৪৫॥ ততো নিন্যুর্গৃহং স্বং চ শৃণ্বন্তশ্চ মুহুর্মুহুঃ। নাগলোকোদ্ভবাং বার্ত্তাং বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ॥ ৪৬॥ অথ তত্র পুরে পৌরাঃ সর্ব্বে প্রোচুঃ পরস্পরম্। অযুক্তং কৃতমেতেন ব্রাহ্মণেন দুরাত্মনা॥ ৪৭॥ যদানীতা সুতরুণী পরহর্ম্ম্যোষিতা সুতা। অন্যেষামপি বিপ্রাণাং সন্তি নার্য্যো হ্যনেকশঃ॥ ৪৮॥ তরুণ্যো রূপবত্যশ্চ বৈধব্যেন সমন্বিতাঃ। তাসামপি চ সর্ব্বাসামেষ ন্যায়ো ভবিষ্যতি। যোনিসঙ্করজো নূনং তস্মান্নির্ব্বাস্যতামিতি॥ ৪৯॥ একীভূয় ততঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণং তং দ্বিজোত্তমাঃ। সামপূর্ব্বমিদং বাক্যং প্রোচুঃ শাস্ত্রসমুদ্ভবম্॥ ৫০॥ এষা তব সুতা বিপ্র তরুণী রূপসংযুতা। সানুরাগেণ নাগেন পাতালে চ সমাহৃতা॥ ৫১॥ তদ্বক্ষ্যতি প্রমুক্তাহং নির্দ্দোষা তেন রাগিণা। ন শ্রদ্ধাং যাতি লোকোঽয়ং শুদ্ধৈষা সমুদাহৃতা॥ ৫২॥ তস্মাচ্ছুদ্ধির্দ্বিজেন্দ্রাণাং প্রযচ্ছতু দ্বিজোত্তম। যেনান্যেষামপি প্রাজ্ঞ বিনশ্যন্তি ন যোষিতঃ॥ ৫৩॥ বাঢ়মিত্যেব স প্রোক্তা ততস্তাং বিজনে সুতাম্। পপ্রচ্ছ যদি তে দোষঃ কশ্চিদস্তি প্রকীর্ত্তয়॥ ৫৪॥ নো চেৎ প্রযচ্ছ সংশুদ্ধিং ব্রাহ্মণানাং প্রতুষ্টয়ে॥ ৫৫॥ ভট্টিকোবাচ। যুক্তমুক্তং ত্বয়া তাত হ্যন্যৈরপি চ দ্বিজৈঃ। যুক্তা স্যাদ্‌যোষিতঃ শুদ্ধির্দ্বারাতিক্রমণাদপি॥ ৫৬॥ কিং পুনঃ পরদেশঞ্চ গতায়া রাগিণা সহ। তস্মাদহং ন সন্দেহঃ প্রাতঃ স্নাতা হুতাশনম্॥ ৫৭॥ প্রবিশ্য সর্ব্ববিপ্রাণাং শুদ্ধিং দাস্যাম্যসংশয়ম্। অহমন্নঞ্চ পানঞ্চ যচ্চান্য-

---

দেখিয়া আমাদের পরম কৌতুক জন্মিয়াছে, অতএব এই সকল যথাযথ বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—অনন্তর দ্বিজগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বিজদুহিতা ভট্টিকা তাঁহাদের নিকট তক্ষকের ব্যবহার, তাঁহার প্রতি অভিশাপ ও শাপমোক্ষণ একে একে সকল কথাই বর্ণন করিলেন, ইত্যবসরে ভট্টিকা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার কুটুম্বগণ দুঃখিতহৃদয়ে রোদন করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন; বাষ্পাকুললোচনা তদীয় জননী ও স্নিগ্ধহৃদয়া অন্যান্য সখীগণ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মুখে মুহুর্মুহু নাগলোকসংঘটিত সেই বিবরণ শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তাহাকে লইয়া স্বীয় আলয়ে চলিয়া গেলেন। অনন্তর ভট্টিকা গৃহাগত হইলে প্রৌঢ় বিপ্রগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"দুরাত্মা দ্বিজ দুহিতা ভট্টিকাকে স্বভবনে আনয়ন করিয়া ভাল করেন নাই। এই তরুণী ভট্টিকাকে পরে অপহরণ করিয়াছিল, ভট্টিকা পরভবনে অনেকদিন বাস করিয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের সকলের গৃহেই রূপবতী বিধবা তরুণী কন্যা আছে, তাহারা যদি ভট্টিকার ব্যবহার ন্যায্যবোধে ভট্টিকাকে আদর্শ করে, তবে কুলে নিশ্চিতই যোনিসঙ্কর দোষ সম্ভাবিত হইবে, অতএব সকলে মিলিয়া ভট্টিকাকে নির্ব্বাসিত কর।" অনন্তর দ্বিজসত্তমগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভট্টিকার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক শাস্ত্রপ্রমাণের অবতারণা করিয়া তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ সামবাক্য কহিলেন, দ্বিজগণ বলিলেন,—হে বিপ্র! তোমার এই রূপবতী তরুণী কন্যাকে তক্ষক নাগ অনুরাগভরে হরণ করিয়া পাতালতলে লইয়া গিয়াছিল; যদিও তক্ষকপরিত্যক্তা ভট্টিকা বলিতেছে যে, সে দোষশূন্যা; কিন্তু সমাজ তাহার শুদ্ধিবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ নহে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! এই বিপ্রবরগণসমীপে তোমার কন্যার শুদ্ধি সপ্রমাণ কর, হে প্রাজ্ঞ! এইরূপ করিলে অন্যান্য বিপ্ররমণীগণ বিনষ্ট হইবে না।৪৮—৫৩। ভট্টিকার পিতা 'তাহাই হইবে,' বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং কন্যাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বৎসে! যদি তোমার কোন দোষ থাকে, তবে তাহা কীর্ত্তন কর, আর তাহা না হয়, দ্বিজগণের প্রীতির জন্য তোমার শুদ্ধিবিষয়ক প্রত্যয় জন্মাইবার উপায় কর। ভট্টিকা উত্তর করিলেন,—হে তাত! আপনি উত্তমই বলিয়াছেন, আর অন্যান্য দ্বিজগণ যাহা কহিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত। গৃহের দ্বার অতিক্রম করিলেই নারীর শুদ্ধিবিষয়ক পরীক্ষা প্রদান করিতে হয়, আর অনুরাগী নাগের সহিত পরদেশগমনের কথা আর কি কহিব? অতএব আমি বিপ্রগণের প্রত্যয়ের জন্য নিঃসন্দেহ প্রভাতে গাত্রোত্থান ও স্নান করিয়াই হুতাশনে প্রবেশ করিব; আপনি কোন রূপ সংশয় করি-

দপি কিঞ্চন।' প্রাশয়িষ্যামি সম্প্রাপ্য শুদ্ধিং চৈব হুতাশনাৎ॥ ৫৮॥ এবমুক্তস্তয়া সোঽথ হর্ষেণ মহতান্বিতঃ। প্রাতরুত্থায় দারূণি পুরবাহ্যে ন্যযোজয়ৎ॥৫৯॥ ভট্টিকাপি ততঃ স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরা শুচিঃ। সর্ব্বৈঃ পরিজনৈঃ সার্দ্ধং তথা নিজকুটুম্বকৈঃ॥ ৬০॥ প্রসন্নবদনা হৃষ্টা বিষ্ণুধ্যানপরায়ণা। জগাম তত্র যত্রাস্তে সুমহান্ দারুপর্ব্বতঃ॥ ৬১॥ ততো বহ্নিং সমাধায় স্বয়ং তত্র দ্বিজোত্তমাঃ। প্রদক্ষিণাত্রয়ং কৃত্বা প্রাহ চৈব কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৬২॥ যদি মেঽস্তি ক্বচিদ্দোষঃ কামজোঽল্পোঽপি গাত্রকে। কৃতো বাপি বলাত্তেন তক্ষকেণ দুরাত্মনা॥ ৬৩॥ অন্যেনাপি চ কেনাপি ভবিষ্যত্যথবা পরঃ। তস্মাৎ প্রদহতু ক্ষিপ্রং সমিদ্ধোঽয়ং হুতাশনঃ॥ ৬৪॥ এবমুক্ত্বাথ সা সাধ্বী প্রবিষ্টা নিজহর্ম্ম্যবৎ। সুসমিদ্ধো হুতো বহ্নির্জ্জাতো জলময়ঃ ক্ষণাৎ॥৬৫॥ সা চ পশ্যতি চাত্মানং জলমধ্যগতাং শুভা। পপাতাথ মহাবৃষ্টিঃ কুসুমানাং নভস্তলাৎ॥৬৬॥ দেবদূতো বিমানস্থ ইদং বাক্যমুবাচ হ। শুদ্ধাসি ত্বং মহাভাগে চারিত্রৈর্নিজগাত্রজৈঃ॥ ৬৭॥ ন ত্বয়া সদৃশী চান্যা কাচিন্নারী ভবিষ্যতি। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানুষে। প্রভবন্তি মহাভাগে সর্ব্বগাত্রেষু সর্ব্বদা॥ ৬৮॥ তেষাং মধ্যে ন তে সাধ্বি পাপমেকমপি ক্বচিৎ। তস্মাচ্ছীঘ্রং গৃহং গচ্ছ নিজং বান্ধবসংযুতা॥ ৬৯॥ কুরু কৃত্যানি পুণ্যানি সমারাধয় কেশবম্। এতচ্চৈব চিতেঃ স্থানং ত্বদীয়ং জলপূরিতম্॥ ৭০॥ তব নাম্না সুবিখ্যাতং তীর্থং লোকে ভবিষ্যতি। যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি শয়নে বোধনে হরেঃ॥ ৭১॥ তে যাস্যন্তি পরাং সিদ্ধিং দুষ্প্রাপ্যা চামরৈরপি। উক্ত্বৈবং বিরতা বাণী দেবদূতসমুদ্ভবা॥ ৭২॥ ভট্টিকা তু ততো হৃষ্টা প্রণম্য জনকং নিজম্। নাহং গৃহং গমিষ্যামি কিং করিষ্যাম্যহং গৃহে॥ ৭৩॥ অত্রৈবারাধয়িষ্যামি নিজতীর্থে সদাচ্যুতম্। তথা তপঃ করিষ্যামি ভিক্ষান্নকৃতভোজনা॥ ৭৪॥ তস্মাত্তাত গৃহং গচ্ছ

বেন না, আমি হুতাশনের নিকট শুদ্ধি লাভ করিয়া তদনন্তর অন্নপানাদি গ্রহণ করিব। অনন্তর দ্বিজবর ভট্টিকার বাক্যে মহাহর্ষে সে দিবসে প্রাতরুত্থান করিয়া বিপুল কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক গ্রামের বাহিরে সেই কাষ্ঠনিচয় স্তূপীকৃত করিলেন; এ দিকে বিষ্ণুধ্যানপরায়ণা ভট্টিকাও স্নান করিয়া শুচি বসন পরিধান করিলেন এবং পরিজন ও বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রসন্নবদনে সেই পর্ব্বতোপম কাষ্ঠরাশির সমীপে উপনীত হইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর ভট্টিকা স্বয়ংই সেই ইন্ধনে পাবক প্রয়োগ করিলেন, অনল জলিয়া উঠিল, ভট্টিকা সেই প্রজ্বলিত অনল হইতে কিয়দংশ গ্রহণ ও বারত্রয় অনল প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—যদি আমার দেহে কোন দোষ, বিশেষতঃ স্বল্পও কামদোষ থাকে, দুরাত্মা তক্ষক আমাকে যদি বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়া থাকে, আর অন্য কোন কারণেও যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তবে এই সমিদ্ধ হুতাশন আমাকে দগ্ধ করুক। সাধ্বী ভট্টিকা এইরূপ কহিয়া স্বীয় হর্ম্ম্যাবাসে প্রবেশের ন্যায় সেই সমিদ্ধ হুতাশনে প্রবেশ করিয়া নিজদেহ আহুতি দিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল মধ্যে সেই প্রজ্বলিত অনল জলের ন্যায় শীতল হইয়া গেল। শোভনা দ্বিজদুহিতা ভট্টিকা জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় দেহ প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন, আকাশ হইতে তাঁহার শরীরে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল, জনৈক দেবদূত তখন বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক ভট্টিকাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে মহাভাগে! তুমি পূতচরিতা, তুমি সাতিশয় শুদ্ধস্বভাব প্রদর্শন করিয়াছ, অপর কোন নারীই তোমার তুল্য নহে। হে মহাভাগে! মানবের সর্ব্বশরীরে সার্দ্ধত্রিকোটি রোম বিদ্যমান, হে সাধ্বি! তন্মধ্যে তোমার শরীরে একটী রোমেও পাপাশ্রয় করে নাই। অতএব বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সত্বর নিজগৃহে গমন করিয়া পুণ্যকার্য্য ও কেশবের আরাধনা কর। তোমার এই জলপূরিত চিতিস্থান তোমার নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত তীর্থ হইবে। যাহারা হরির শয়ন ও উত্থানে তোমার এই বিখ্যাত চিতিতীর্থে স্নান করিবে, তাহাদের অমরদুর্লভ পরমসিদ্ধিলাভ হইবে।৫৮—৭২। অনন্তর দেবদূতবাণী এইরূপ কহিয়া বিরত হইল, এ দিকে ভট্টিকাও সেই দৈববাণী শ্রবণে হৃষ্টা হইয়া জনককে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—আমি গৃহে আর গমন করিব না, গৃহে আমার প্রয়োজন নাই; আমি সতত আমার এই নিজতীর্থে অবস্থানপূর্ব্বক ভিক্ষান্ন ভোজনে তপশ্চরণ করিয়া হরির আরাধনা

স্থিতাহং চাত্র সংশ্রয়ে॥ ৭৫॥ ততঃ স জনকস্তস্যাস্তে চাপি পুরবাসিনঃ। সম্প্রহৃষ্টা গৃহং জগ্মুঃ শংসন্তস্তাং পৃথক্ পৃথক্॥ ৭৬॥ তয়া ত্রৈবিক্রমী তত্র প্রতিমা প্রাগ্বিনির্ম্মিতা। পশ্চান্মাহেশ্বরং লিঙ্গং কৃত্বা প্রাসাদমুত্তমম্॥ ৭৭॥ ততঃ পরং তপশ্চক্রে ভিক্ষান্নকৃতভোজনা। শংস্যমানা জনৈঃ সর্ব্বৈশ্চমৎকারপুরোদ্ভবৈঃ॥ ৭৮॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। যথা তস্যা দৃঢ়ং কায়মভেদ্যং সংস্থিতং সদা॥ ৭৯॥ সর্পাণাং চ তথান্যেষাং শস্ত্রাদীনামপি দ্বিজাঃ। যশ্চৈতৎ পঠতে নিত্যং ভট্টিকাখ্যানমুত্তমম্। নাপবাদো ভবেত্তস্য কুকৃতো দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৮০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভট্টিকাতীর্থোৎপত্তিমাহাত্ম্যকথনং নাম সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৭॥

করিব। হে তাত! আপনি স্বীয় আলয়ে গমন করুন, আমি এই তীর্থাশ্রয়েই বাস করিব। অনন্তর ভট্টিকার জনক ও অন্যান্য পুরবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে স্ব স্ব পুরে প্রয়াণ করিলেন; এদিকে ভট্টিকাও প্রথমে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও পরে মহেশ্বর লিঙ্গ ও উত্তম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজনে তথায় তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার এই পূত চরিত্রের পরিচয় পাইয়া চমৎকারপুরবাসী অখিল মনবই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যেরূপে ভট্টিকার দেহ সর্প ও শস্ত্রনিচয়ের অভেদ্য হয়, এই আমি সেই ভট্টিকার নিখিল বিবরণ আপনাদের নিকট বর্ণন করিলাম। হে দ্বিজগণ! যে মানব এই অনুক্রম ভট্টিকোপাখ্যান নিত্য শ্রবণ করে, হে দ্বিজসত্তমগণ! সে কুক্রিয়ারত হইলেও তাহার অপবাদ হয় না।৭৩—৮০।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৭॥

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয়ঃ উচুঃ। যত্ত্বয়া সূতজ প্রোক্তং তক্ষকঃ সম্ভবিষ্যতি। সৌরাষ্ট্রবিষয়ে রাজা রৈবতাখ্যো মহাবলঃ॥ ১॥ তথা তস্য প্রিয়া ভার্য্যা নাম্না ক্ষেমঙ্করীতি যা। আনর্ত্তাধিপতের্হর্ম্ম্যে সম্ভবিষ্যতি ভামিনী॥ ২॥ তাভ্যাং সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বৃত্তান্তং সূতনন্দন। অত্র নঃ কৌতুকং জাতং বিচিত্রং জল্পতস্তব॥ ৩॥ কেদারশ্চ শ্রুতোঽস্মাভিঃ সূতপুত্র হিমাচলে। স কথং তত্র সঞ্জাতঃ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ॥ ৪॥ সূত উবাচ। অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি সর্ব্বং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। যথা ময়া শ্রুতং পূর্ব্বং নিজতাতমুখাদ্দ্বিজাঃ॥ ৫॥ পূর্ব্বং তচ্ছাপদোষেণ তক্ষকো ধরণীতলে। সৌরাষ্ট্রাধিপতের্হর্ম্ম্যে রৈবতাখ্যো বভূব হ॥ ৬॥ আনর্ত্তাধিপতেশ্চাপি সঞ্জাতা তনয়া গৃহে। তস্যাশ্চাপি সুবিখ্যাতং নাম জাতং ধরাতলে॥ ৭॥ ক্ষেমঙ্করীতি বিপ্রেন্দ্রাঃ কর্ম্মণা প্রকটীকৃতম্। আনর্ত্তাধিপতিঃ পূর্ব্বমাসীদ্রাজা

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! তুমি বলিলে—নাগরাজ তক্ষক সৌরাষ্ট্র দেশে মহাবল রৈরত নামক রাজা, হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন আর তদীয় দারা আনর্ত্তপতির প্রাসাদে ক্ষেমঙ্করী নামে জন্ম লইয়া তাঁহার ভামিনী ভার্য্যা হইবেন; হে সৌতে! তোমার বিচিত্র কথা শুনিয়া আমাদের পরম কুতূহল হইয়াছে, অতএব রৈরতক ও ক্ষেমঙ্করীর নিখিল বিবরণ বর্ণন কর। হে সূতপুত্র! আমরা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, কেদার হিমাচলে সংস্থিত, তিনি কি করিয়া চমৎকারপুরে প্রাদুর্ভূত হইলেন? হে সূতসুত! এ সকলও আমাদের নিকট বল। সূত উত্তর করিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! আমি আমার পিতার নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, একে একে তৎসমস্ত বিস্তাররূপে আপনাদের নিকট বর্ণন করিব। শাপদোষবশতঃ নাগরাজ তক্ষক পূর্ব্বেই ভূতলস্থ সৌরাষ্ট্রপতির প্রাসাদে রাজা রৈরতক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তারপর তক্ষকপত্নীও আনর্ত্তপতির গৃহে তদীয় তনয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; আনর্ত্তপতি-তনয়ার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় শোভন কর্ম্মদ্বারাই ক্ষেমঙ্করী নামের যোগ্যা হইয়াছিলেন।

প্রভঞ্জনঃ। ৮। তস্য বৈরং সমুৎপন্নং বহুভিঃ সহ ভূমিপৈঃ। ততো নির্বাসিতে দেশো নীয়ন্তে পশবো বলাৎ। শত্রুভির্জ্জায়তে যুদ্ধং দিবা নক্তং দ্বিজোত্তমাঃ। ৯। ততঃ কতিপয়াহস্য তস্য ভার্য্যা প্রিয়ংবদা। ঋতুস্নাতা দধারাথ গর্ভং পুণ্যং নিজোদরে। ১০। যতঃ প্রভৃতি তস্যাঃ স গর্ভোঽভুদ্দরাশ্রয়ঃ। ততঃ প্রভৃতি রাষ্ট্রস্য ক্ষেমং জাতং তথা পুরে। ১১। একে সঙ্খ্যে জিতাস্তেন শত্রবোঽপি সুদুর্জ্জয়াঃ। নিহতাশ্চ তথৈবান্যে মিত্রভাবং সমাশ্রিতাঃ। ১২। ততো জজ্ঞে শুভা কন্যা তস্যাঃ পদ্মায়তেক্ষণা। অন্ধকারেঽপি যদ্রাত্র্যাং দ্যোতিতং সূতিকাগৃহম্। ১৩। অথাসৌ পার্থিবশ্চক্রে সুতবৎসুমহোৎসবং। তস্যাস্তোষসমাযুক্তো গীতবাদ্যাদিনিস্বনৈঃ। ১৪। দিনে ত্রয়োদশে প্রাপ্তে নাম তস্যা যথোচিতম্। বিহিতং ভূভুজা তেন বিপ্রাণাং পুরতো দ্বিজাঃ। ১৫। যস্মাৎ ক্ষেমং সমুৎপন্নং গর্ভবাসেঽপি সংস্থয়া। অনয়া ক্ষেমঙ্করী নাম তস্মাদেষা ভবেদ্দ্বিজাঃ। ১৬। এবং সুবিহিতা খ্যাতা বৃদ্ধিং যাতি দিনেদিনে। শুক্লপক্ষে কলা চেন্দোর্যথৈব গগনাঙ্গনে। ১৭। ততস্তাং যৌবনোপেতাং রৈবতায় মহীপতিঃ। দদৌ সৌরাষ্ট্রনাথায় কালে বৈবাহিকে শুভে। ১৮। অথ তাভ্যাং সুতা জাতা রেবতী নাম বিশ্রুতা। ভট্টিকাশাপদোষেণ শেষপত্নী যশস্বিনী। ১৯। যা তূঢ়া রামরূপেণ নাগরাজেন ধীমতা। পুত্রপৌত্রবতী জাতা সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা। ২০। ন চ তাভ্যাং সুতো জাতঃ কথঞ্চিদপি বংশজঃ। বয়সোঽন্তেঽপি বিপ্রেন্দ্রাস্ততো দুঃখং ব্যজায়ত। ২১। অথ তৌ মন্ত্রিবর্গস্য রাজ্যং সর্ব্বমশেষতঃ। অর্পয়িত্বা তু পুত্রার্থং তপোঽর্থমিহ চাগতৌ। ২২। ততঃ স্বমাশ্রমং গত্বা স্থিতৌ তত্র সমাহিতৌ। দেবীং কাত্যায়নীং স্থাপ্য তদারাধনতৎপরৌ। ২৩। যয়া বিনিহতো রৌদ্রো মহিষাখ্যো মহাসুরঃ। কৌমারব্রতধারিণ্যা তস্মিন্ বিন্ধ্যে মহাচলে। ২৪। ততস্তাভ্যাং দদৌ তুষ্টা সা পুত্রং

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! পূর্ব্বকালে আনর্ত্তপতি প্রভঞ্জন নামে রাজা ছিলেন, বহু ভূমিপালের সহিত তাঁহার বৈর সঙ্ঘটিত হয়; শত্রুগণ তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও বলপূর্ব্বক তাঁহার পশুসমূহ অপহরণ করে। হে দ্বিজসত্তমগণ! যৎকালে শত্রুগণের সহিত তাঁহার অহর্নিশ সমর সংঘটিত হইতেছিল, এই সময়ের কিয়দ্দিনের পর তদীয় দয়িতা প্রিয়ংবদা ঋতুমতী হন, ও স্বীয় উদরে পবিত্র গর্ভধারণ করেন। হে দ্বিজগণ! যে দিন হইতে তাঁহার উদরে গর্ভ সঞ্চিত হইল, সেই দিন হইতেই রাজ্য মঙ্গলময় হইয়া উঠিল, যুদ্ধে সুদুর্জ্জয় রিপুগণই নির্জ্জিত ও কেহ কেহ নিহত হইল,—অবশিষ্ট শত্রুগণ তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। অনন্তর তাঁহার এক শুভাননা কন্যা জন্মগ্রহণ করিল, পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্রা ভূপকন্যা রজনীযোগে প্রসূত হইয়াছিল, নবপ্রসূতা সেই কন্যা আন্ধকারময় সূতিকাগৃহ আলোকিত করিয়া তুলিল। অবনীপতি কন্যার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেন না, ভূপতি হর্ষভরে গীতবাদ্যধ্বনি দ্বারা সুতজন্মোৎসবের ন্যায় তাহার জন্মোৎসব সমাহিত করিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর নৃপতি কন্যাজন্মের ত্রয়োদশ দিবসে দ্বিজগণের সমক্ষে তাহার যথাবিধি নামকরণ করিলেন; তিনি কহিলেন,—আমার এই কন্যা গর্ভবাসে থাকিতে থাকিতেই রাজ্যমধ্যে বিবিধ ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গল দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই কন্যার নাম ক্ষেমঙ্করী রক্ষিত হইল। ১—১৬। হে দ্বিজগণ! এইরূপে নৃপ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা বিখ্যাতা ক্ষেমঙ্করী শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষেমঙ্করী যৌবনে পদার্পণ করিলেন। মহীপাল আনর্ত্তপতি বিবাহযোগ্য শুভসময়ে সৌরাষ্ট্র পতি রৈবতকের করে ক্ষেমঙ্করীকে অর্পণ করিলেন। অনন্তর যশস্বিনী শেষপত্নী ভট্টিকার শাপদোষবশতঃ সৌরাষ্ট্রপতি রৈবতকের ঔরসে ক্ষেমঙ্করার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া রেবতী নামে বিখ্যাতা হন। আর রামরূপী ধীমান্ নাগরাজ ইহাঁকে বিবাহ করেন। রেবতী পুত্রপৌত্রবতী ও সৌভাগ্যমদে গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! রাজা রৈবত অনেক উপায় করিয়াও বংশধর সুতলাভ করিলেন না, শেষবয়সে তাঁহার মহাদুঃখ সমুপস্থিত হইল; তিনি সচিবগণের করে অখিল রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পুত্রকামনায় পত্নীর সহিত এই তীর্থে আগমন করেন। অনন্তর সমাহিতমনা সৌরাষ্ট্র-রাজদম্পতী তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যিনি ভীষণ মহিষাসুরের বিনাশ সাধন করত কৌমারব্রত ধারণ করিয়া বিন্ধ্য মহাগিরিতে বাস করিতেন, সৌরাষ্ট্রদম্পতী সেই

বংশবর্দ্ধনম্ নাম্না ক্ষেমজিতং খ্যাতং পরপক্ষক্ষয়াবহম্ ॥ ২৫ ॥ ততঃ স্বং রাজ্যমাসাদ্য ভূয়োঽপি স মহীপতিঃ। স্বপুত্রং বর্দ্ধয়ামাস হর্ষেণ মহতান্বিতঃ ॥ ২৬ ॥ যদা স যৌবনোপেতঃ সঞ্জাতঃ ক্ষেমজিৎসুতঃ। তঞ্চ রাজ্যে নিযোজ্যাথ স্বস্থানং স পুনর্যযৌ ॥ ২৭ ॥ হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং তদেতদ্দ্বিজসত্তমাঃ। ভার্য্যয়া সহিতস্ত্যক্ত্বা শেষমন্তং পরিচ্ছদম্ ॥ ২৮ ॥ তত্র সংস্থাপয়ামাস লিঙ্গং দেবস্য শূলিনঃ। প্রাসাদঞ্চ মনোহারি ততশ্চক্রে সমাহিতঃ ॥ ২৯ ॥ রৈবতেশ্বরমিত্যুক্তং সর্ব্বপাতকনাশনম্। দর্শনাদেব সর্ব্বেষাং দেহিনাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ যা পূর্ব্বং স্থাপিতা দুর্গা তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহীভুজা। তস্যাঃ ক্ষেমঙ্করী চক্রে প্রাসাদং শ্রদ্ধয়ান্বিতা ॥ ৩১ ॥ সাপি ক্ষেমঙ্করী নাম ততঃ প্রভৃতি কীর্ত্ত্যতে। কাত্যায়ন্যপি যা প্রোক্তা মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ৩২ ॥ যস্তাং চৈত্রসিতে পক্ষে সম্পশ্যেদষ্টমীদিনে। তস্যাভীষ্টা ভবেৎ সিদ্ধিঃ সর্ব্বদৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৩ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং রৈবতেশ্বরবর্ণনম্। ক্ষেমঙ্কর্য্যাঃ প্রভাবঞ্চ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেমঙ্করীরৈবতেশ্বরোৎপত্তিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। যত্ত্বয়া সূতজ প্রোক্তং দেবী কাত্যায়নী চ সা। মহিষান্তকরী জাতা কথং সা মে প্রকীর্ত্তয় ॥ ১ ॥ কীদৃগ্দানববর্য্যঃ স মাহিষং রূপমাশ্রিতঃ। কস্মাৎ স সূদিতো দেব্যা তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্। শ্রুতমাত্রেঽপি মর্ত্ত্যানাং যেন শত্রুক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩ ॥ হিরণ্যাক্ষসুতঃ পূর্ব্বং মহিষো নাম দানবঃ। আসীন্মহিষরূপেণ যেন ভুক্তং জগত্রয়ম্ ॥ ৪ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। মাহিষেণ স্বরূপেণ কিং

কাত্যায়নীকে স্বীয় আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার আরাধনায় নিরত হইলেন। অনন্তর দেবী কাত্যায়নী তাঁহাদের তপস্যা দর্শনে প্রীতা হইয়া তাঁহাদিগকে পরপক্ষক্ষয়কর ক্ষেমজিৎ নামক বিখ্যাত বংশধর তনয় দান করিলেন। রাজদম্পতী পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় পুরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মহাহর্ষ সহকারে তনয়ের লালন পালন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর তনয় ক্ষেমজিৎ যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন রাজা রৈবতও ক্ষেমজিতের প্রতি রাজ্যভার নিযুক্ত করিয়া পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত পুনরায় হাটকেশ্বরাস্থত স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং সমাহিত হইয়া মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে ত্রিশূলীর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই লিঙ্গ রৈবতেশ্বর লিঙ্গ নামে কথিত হয়, ইহাঁর দর্শন মাত্রেই দেহিগণের সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মহীপতি ইতিপূর্ব্বে যে কাত্যায়নী দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধান্বিতা রৈবতমহিষী ক্ষেমঙ্করী এই দুর্গামূর্ত্তির উত্তম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই দুর্গা মূর্ত্তিও তদবধি ক্ষেমঙ্করী নামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। লোকে কেহ কেহ ইহাঁকে মহিষাসুরমর্দ্দিনী কাত্যায়নী কহিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে সকল মানব চৈত্রশুক্লাষ্টমীতে এই কাত্যায়নী মূর্ত্তি অবলোকন করে, সতত তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। হে দ্বিজগণ! এই আপনাদের নিকট রৈবতেশ্বর লিঙ্গ ও সর্ব্বপাতকনাশন ক্ষেমঙ্করীর প্রভাব বর্ণিত হইল। ১৭—৩৪।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

ঊনবিংশাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! তুমি যে কাত্যায়নীর কথা কহিলে, সেই কাত্যায়নী কেন মহিষাসুরের আতঙ্করী হইলেন? সেই দানববরই বা কিরূপ? কেন সেই দানব মহিষশরীর ধারণ করিল? দেবীই বা সেই দানবকে কিরূপে নিষূদিত করিলেন? এই সকল বিস্তাররূপে আমাদের নিকট বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—যাহার শ্রবণ মাত্রে মর্ত্ত্য মানবগণের অরিকুল নির্ম্মূল হয়, এক্ষণে আপনাদের নিকট সেই অনুত্তম দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বকালে হিরণ্যাক্ষ নামক জনৈক দানব ছিল, এই মহিষাসুর তাহারই তনয়। হিরণ্যাক্ষতনয় মহিষাসুর মহিষশরীরেই জগত্রয়ের উপভোগ করিয়াছিল। ১—৪। ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন,—হে সূততনয়! এই অসুর কি মহিষশরীরেই জন্মলাভ

জাতঃ স্থতনন্দন। অথবা শাপদোষেণ সঞ্জাতঃ কেনচিদ্বদ॥ ৫॥ স্থত উবাচ। সঞ্জাতো হি সুরূপাঢ্যঃ শতপত্রনিভাননঃ। দীর্ঘবাহুঃ পৃথুগ্রীবঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতঃ। নাম্না চিত্রসমঃ প্রোক্তস্তেজোবীর্য্যসমন্বিতঃ॥ ৬॥ স বাল্যাৎ প্রভৃতি প্রায়ো মহিষাণাং প্রবোধনম্। করোতি সম্পরিত্যজ্য সর্ব্বমশ্বাদিবাহনম্॥ ৭॥ কদাচিন্মহিষারূঢ়ঃ স প্রতস্থে দনোঃ সুতঃ। জাহ্নবীতীরমাসাদ্য বিনিঘ্নন্ জলপক্ষিণঃ॥ ৮॥ অথাসীৎ সুসমাধিস্থো দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ। গঙ্গাতীরে বিধায়োচ্চৈঃ পদ্মাসনমনুত্তমম্॥ ৯॥ বিহঙ্গাসক্তচিত্তেন শূন্যেন স মুনীশ্বরঃ। দৃষ্টো ন মহিষক্ষুণ্ণঃ খুরৈর্ব্বেগবশাদ্দ্বিজঃ॥ ১০॥ ক্ষতঃ ক্ষতজলিপ্তাঙ্গঃ স দৃষ্ট্বা দানবং পুরঃ। অথ দুষ্টং প্রণামেন রহিতং কোপমাবিশৎ॥ ১১॥ ততঃ প্রোবাচ তং ক্রুদ্ধস্তোয়মাদায় পাণিনা। যস্মাৎ পাপ মম ক্ষুণ্ণং গাত্রং মহিষজৈঃ খুরৈঃ॥ ১২॥ সমাধেশ্চ কৃতো ভঙ্গস্তস্মাত্ত্বং মহিষো ভব। যাবজ্জীবসি দুর্ব্বুদ্ধে সম্যগ্জ্ঞানসমন্বিতঃ॥ ১৩॥ অথাসৌ মহিষো জাতঃ কৃষ্ণগাত্রধরো মহান্। অতিদীর্ঘবিষাণশ্চ অঞ্জনাদ্রিস্থিরাপরঃ॥ ১৪॥ ততঃ প্রসাদয়ামাস তং মুনিং বিনয়ান্বিতঃ। শাপান্তং কুরু মে বিপ্র বাল্যভাবাদজানতঃ॥ ১৫॥ অথ তং স মুনিঃ প্রাহ ন মে স্যাদ্বচনং বৃথা। তস্মাদ্যাবৎ স্থিতাঃ প্রাণাস্তাবদিত্থং ভবিষ্যতি॥ ১৬॥ মহিষস্য স্বরূপেণ নিন্দিতস্য সুদুর্ম্মতে। এবমুক্ত্বা পরিত্যজ্য গঙ্গাতীরং মুনীশ্বরঃ। জগামান্যত্র সোঽপ্যাশু গত্বা শুক্রমুবাচ হ॥ ১৭॥ অহং দুর্ব্বাসসা শপ্তঃ কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে। মহিষত্বং সমানীতস্তস্মাত্ত্বং মে গতির্ভব॥ ১৮॥ যথা স্যাৎ পূর্ব্বজং দেহং তির্য্যক্ত্বং নশ্যতে যথা। প্রসাদাত্তব বিপ্রেন্দ্র তথা নীতির্বিধীয়তাম্॥ ১৯॥ শুক্র উবাচ। তস্য শাপোঽন্যথা কর্ত্তুং নৈব শক্যঃ কথঞ্চন। কেনাপি সম্পরিত্যজ্য দেবমেকং মহে-

করিয়াছিল কিংবা কোনরূপ শাপদোষেই ইহার মহিষশরীর হইয়াছিল? এই সকল বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—এই অসুর সুরূপ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; ইহার বদনপ্রভা পদ্মসদৃশ, বাহু বিশাল এবং গ্রীবা স্থূল ছিল, এমন কি ইহাকে অখিল সুলক্ষণসমন্বিত বলিয়াই লক্ষিত হইত। এই তেজোবীর্য্যযুক্ত দানবকে লোকে চিত্রসম আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। অশ্বাদি বিবিধ বাহন সত্ত্বেও সে সকল পরিত্যাগ করিয়া এই দানব বাল্যকাল হইতেই প্রায় মহিষবাহনেই গমনাগমন করিত। একদা দনুতনয় মহিষবাহনে জাহ্নবীতীর আশ্রয় করিয়া জল পক্ষী মারিতে মারিতে গমন করিতেছিল, তৎকালে ঋষিসত্তম দুর্ব্বাসা বদ্ধ পদ্মাসনে জাহ্নবীতীরে সমাধিমগ্ন ছিলেন। দানব বিহঙ্গাসক্তচিত্তে শূন্য মনে যাইতেছিল; মুনিবরকে সে দেখে নাই। মহিষের খুরবেগবশে মুনির শরীর ক্ষুণ্ণ ও শোণিতলিপ্ত হইল। একে দানববাহন মহিষের খুরাঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তারপর দানবও প্রণাম না করিয়াই সম্মুখে দণ্ডায়মান; তদ্দর্শনে ঋষি দুর্ব্বাসা কুপিত হইলেন এবং কোপবশে করে জল লইয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন। ঋষি কহিলেন,—রে পাপ! তোর বাহন মহিষ খুর দ্বারা আমার শরীর ক্ষত করিয়াছে এবং সেই খুরাঘাতে আমার সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে; অতএব তুই মহিষ হ'। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই যতকাল মহিষশরীরে জীবিত থাকিবি, ততদিন তোর জ্ঞান বিলুপ্ত হইবে না। অনন্তর দানব কৃষ্ণগাত্র মহাকায় অতিদীর্ঘশৃঙ্গ মহিষশরীর লাভ করিয়া দ্বিতীয় অঞ্জনগিরির আকার ধারণ করিল। তদনন্তর অসুর বিনয়ান্বিত হইয়া ঋষিসত্তম দুর্ব্বাসার প্রসাদন করিল, বলিল,—হে বিপ্র! আমি জ্ঞানহীন বালক, আপনাকে না জানিয়া আমি এইরূপ করিয়াছি, আমার শাপমোক্ষণ করুন।৫-১০। মহিষের বিনয়বাক্যে ঋষি উত্তর করিলেন,—রে দুর্ম্মতে! আমার বাক্য বিফল হইবার নহে; অতএব যতদিন তোর দেহে জীবন থাকিবে, ততদিনই তুই এই কুৎসিত মহিষশরীরেই যাপন করিবি। ঋষিসত্তম অসুরের প্রতি এইরূপ শাপবাণী নিয়োগ করিয়া গঙ্গাতীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এদিকে মহিষাসুরও শুক্রসমীপ গমন করিয়া বলিতে লাগিল;—হে বিপ্রেন্দ্র! কোন কারণবশতঃ ঋষি দুর্ব্বাসা আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার শাপে আমি মহিষশরীর প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে আপনিই আমার গতি, যাহাতে তির্য্যক্যোনি দূর করিয়া আমি আমার পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হই, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার উপায় করুন। শুক্র উত্তর করিলেন,—একমাত্র দেবেশ মহেশ্বর ব্যতীত

র্শরম্ ॥ ২০ ॥ তস্মাদারাধয়াশু ত্বং গত্বা লিঙ্গমনুত্তমম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কে ॥২১॥ তত্র সঞ্জায়তে সিদ্ধিঃ শীঘ্রং দানবসত্তম। অপি পাপযুগে প্রাপ্তে কিং পুনঃ প্রথমে যুগে ॥ ২২ ॥ এবমুক্তঃ স শুক্রেণ দানবঃ সত্বরং যযৌ। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং তপস্তেপে ততঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥ স্থাপয়িত্বা মহল্লিঙ্গং ভক্ত্যা দেবস্য শূলিনঃ। প্রসাদঞ্চ ততশ্চক্রে কৈলাসশিখরোপমম্ ॥ ২৪ ॥ তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য তপঃস্থস্য মহাত্মনঃ। জগাম সুমহান কালঃ কৃচ্ছ্রে তপসি বর্ত্ততঃ ॥ ২৫ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবো গত্বা তদ্দৃষ্টিগোচরম্। প্রোবাচ পরিতুষ্টোঽস্মি বরং বরয় দানব ॥ ২৬ ॥ মহিষ উবাচ। অহং দুর্ব্বাসসা শপ্তো মহিষত্বে নিযোজিতঃ। তির্য্যক্ত্বং নাশমায়াতু তস্মান্মে ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। নান্যথা শক্যতে কর্ত্তুং তস্য বাক্যং কথঞ্চন। তস্মাত্তব করিষ্যামি সুগোপায়ং শৃণুষ তম্ ॥ ২৯ ॥ যে কেচিন্মানবা ভোগা দৈবিকা যে তথাসুরাঃ। তে সর্ব্বে তব গাত্রেঽত্র সম্প্রযাস্যন্তি সংশ্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥ ভোগার্থমিষ্যতে কায়ং যতো মর্ত্ত্যৈঃ সুরাসুরৈঃ। সমবাপ্স্যন্তি তান্ সর্ব্বাংস্তস্মাত্তব কলেবরম্ ॥ ৩০ ॥ মহিষ উবাচ। যদ্যেবং দেবদেবেশ ভোগপ্রাপ্তির্ভবেন্মম। তস্মাদবধ্যমেবাস্তু গাত্রমেতন্মম প্রভো ॥ ৩১ ॥ দশানাং দেবযোনীনাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ। তির্য্যক্চানাঞ্চ নাগানাং পক্ষিণাং সুরসত্তম ॥ ৩২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। নাবধ্যোঽস্তি ধরাপৃষ্ঠে কশ্চিদ্দেহী চ দানব। তস্মাদেকং পরিত্যক্ত্বা শেষান্ প্রার্থয় দৈত্যপ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ স সুচিরং ধ্যাত্বা প্রোবাচ বৃষভধ্বজম্। স্ত্রিয়মেকাং পরিত্যক্ত্বা নান্যেভ্যস্তু বধো মম ॥ ৩৪ ॥ তথাত্র মামকে তীর্থে যঃ কশ্চিচ্ছ্রদ্ধয়া নরঃ। করোতি স্নানমব্যগ্রস্ত্বাং পশ্যতি ততঃ পরম্ ॥ ৩৫ ॥ তস্য স্যাত্ত্বৎপ্রসাদেন সংসিদ্ধিঃ সার্ব্বকামিকী। সর্ব্বোপদ্রবনাশশ্চ তেজোবৃদ্ধিশ্চ শঙ্কর ॥ ৩৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। মার্গশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং তীর্থে স্নাত্বাত্র তাবকে।

দুর্ব্বাসার শাপের অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে; অতএব তুমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্রে সত্বর গমন করিয়া মহেশের অনুত্তম মহালিঙ্গের আরাধনা কর। হে দানবসত্তম! তুমি সেই স্থানেই সত্বর সিদ্ধিলাভ করিবে। পুণ্যময় সত্যযুগের কথা কি কহিব, এই কলুষময় কলিকালেও লোক সকল তথায় পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অনন্তর দানব শুক্রকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বর হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে গমন করিল এবং তথায় কৈলাসশিখরোপম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া পরম ভক্তিসহকারে সেই প্রাসাদমধ্যে শূলীর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত পরম তপস্যায় রত হইল। কৃচ্ছ্র তপস্যারত মহাত্মা মহিষাসুরের এইরূপে অতি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল, দেবদেব তুষ্ট হইয়া তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেন এবং বলিলেন,—হে দানব! তোমার উপর পরিতুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। মহিষ উত্তর করিল,—ঋষি দুর্ব্বাসা আমাকে শাপ দিয়া মহিষ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমার মহিষশরীর অপনোদিত হউক। ভগবান্ বলিলেন,—আমি সেই ঋষিবাক্যের অন্যথা করিতে সমর্থ নহি; অতএব এ বিষয়ে তোমাকে এক উত্তম উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল সুরাসুর ও মানব সম্বন্ধীয় ভোগ আছে, তাহারা সকলে তোমার শরীরে আশ্রয় লইবেন; মর্ত্ত্য ও সুরাসুরগণ যে ভোগ নিমিত্ত দেহাকাঙ্ক্ষা করেন, তোমার কলেবর সেই সকল ভোগই প্রাপ্ত হইবে। মহিষ কহিল,—হে দেবেশ! যদি এইরূপেই আমার ভোগপ্রাপ্তি হয়, তবে আমার দেহ অবধ্য হউক। হে প্রভো! হে সুরসত্তম! বিদ্যাধরাদি দশ দেবযোনি, বিশেষতঃ মানুষ এবং তির্য্যক্, নাগ ও পক্ষিগণেরও যেন আমি অবধ্য হই।১১—৩২। ভগবান্ বলিলেন,—হে দানব! ধরাতলে কোন দেহধারীই অবধ্য নহে; হে দৈত্যপতে! বরঞ্চ তোমাকে এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলের অবধ্য করিতে পারি; অতএব সেই এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সকলের অবধ্য হইবে, এইরূপ বর প্রার্থনা কর। অনন্তর মহিষাসুর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বৃষভধ্বজকে কহিল,—একমাত্র স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কাহারও করে যেন আমার নিধন না হয়। কেবল ইহাই নহে, হে শঙ্কর! যে নর শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার এই তীর্থে স্নান ও অব্যগ্রভাবে আপনাকে দর্শন করিবে, আপনার প্রসাদে তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি, সর্ব্ববিধ উপদ্রব বিনষ্ট ও তেজোবৃদ্ধি হউক। ভগবান্ বলিলেন,—অগ্রহায়ণের শুক্লচতুর্দ্দশী তিথিতে যে মানব তোমার এই তীর্থে

বিলোকয়িষ্যতি প্রীত্যা মম লিঙ্গং ততঃ পরম্‌ ॥ ৩৭ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাদিসম্ভবাস্তস্ত তৎক্ষণাৎ। দোষা নাশং প্রযাস্তস্তি তথা রোগা জ্বরাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ এবমুক্ত্বাথ দেবেশস্তত্রশ্চাদর্শনং গতঃ। মহিষোহপি নিজং স্থানং প্রজগাম ততঃ পরম্‌ ॥ ৩৯ ॥ স গত্বা দানবান্‌ সর্ব্বান্‌ সমাহূয় ততঃ পরম্‌। প্রোবাচামর্ষ-সংযুক্তঃ সভামধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ পিতা মম পিতৃব্যশ্চ যে চান্যে মম পূর্ব্বজাঃ। দানবা নিহতা দেবৈর্ব্বাসুদেবপুরোগমৈঃ ॥ ৪১ ॥ তস্মাত্তান্নাশয়িষ্যামি দেবানপি মহাহবে। অহং ত্রৈলোক্যরাজ্যং হি গ্রহীষ্যামি ততঃ পরম্‌ ॥ ৪২ ॥ অথ তে দানবাঃ প্রোচুর্য্যুক্তমেতদনুত্তমম্‌। অস্মদীয়মিদং রাজ্যং যচ্ছক্রঃ কুরুতে দিবি ॥ ৪৩ ॥ তস্মাদদ্যৈব গত্বাশু হত্বেন্দ্রং রণমূর্দ্ধনি। দিব্যান্‌ ভোগান্‌ প্রভুঞ্জানাঃ স্থাস্যামঃ সুখিনো দিবি ॥ ৪৪ ॥ এবন্তে দানবাঃ সর্ব্বে কৃত্বা মন্ত্রবিনিশ্চয়ম্‌। মেরুশৃঙ্গং ততো জগ্মুঃ সভৃত্যবলবাহনাঃ ॥ ৪৫ ॥ অথ শক্রাদয়ো দেবা দৃষ্ট্বা তদ্দানবোদ্ভবম্‌। অকস্মাদেব সম্প্রাপ্তং বলং শস্ত্রাস্ত্রসংযুতম্‌। যুদ্ধার্থং স্বপুরদ্বারি নির্যযুস্তদনন্তরম্‌ ॥ ৪৬ ॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রা নাসত্যৌ চ ভিষগ্বরৌ। বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরাশ্চ যে ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং দেবানাং সহ দানবৈঃ। মিথঃ প্রভৎর্স্যমানানাং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্‌ ॥ ৪৮ ॥ এবং সমভবদ্‌যুদ্ধং যাবদ্বর্ষত্রয়ং দিবি। রক্তনদ্যোঽতিবিপুলাস্তত্রাতীব প্রসুস্রুবুঃ ॥ ৪৯ ॥ অন্যস্মিন দিবসে শক্রং দৃষ্ট্বৈরাবণসংস্থিতম্‌। তং শুক্লেনাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি। দেবৈঃ পরিবৃতং দিব্যশস্ত্রপাণিভিরেব চ ॥ ৫০ ॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা মহিষো দানবাধিপঃ। মহাবেগং সমাসাদ্য তস্যৈবাভিমুখো যযৌ ॥ ৫১ ॥ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ সুতীক্ষ্ণাভ্যাং ততশ্চৈরাবণং গজম্‌। বিব্যাধ হৃদয়ে সোঽথ চক্রে রাবং সুদারুণম্‌ ॥ ৫২ ॥ ততঃ পরাঙ্মুখো ভূত্বা পলায়নপরায়ণঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন পুরী যত্রামরাবতী ॥ ৫৩ ॥ অঙ্কুশোগ্র-প্রহারৈশ্চ ক্ষতকুম্ভোঽপি ভূরিশঃ। মহামাত্রনিরুদ্ধো-ঽপি ন স তস্থৌ কথঞ্চন ॥ ৫৪ ॥ অথাব্রবীৎ

স্নান করিয়া তৎপর প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে আমার লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার ভূত প্রেত ও পিশাচাদিজাত-দোষ এবং জ্বরাদি ব্যাধি সদ্য বিনষ্ট হইবে। দেবেশ শঙ্কর মহিষকে এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে মহিষও নিজপুরে গমন করিয়া সভামধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক অমর্ষ সহকারে অসুরগণকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল। মহিষ কহিল;—বাসুদেব প্রমুখ যে সকল সুর পূর্ব্বে আমার পিতা, পিতৃব্য ও অন্যান্য অগ্রজ দানবগণের নিধন সাধন করিয়াছেন, আজ মহাযুদ্ধে আমি সেই সকল সুরকে বিনষ্ট করিয়া তদনন্তর ত্রৈলোক্যরাজ্য গ্রহণ করিব! অনন্তর দানবগণ বলিল,—আপনার এই অনুত্তম বাক্য যুক্তিযুক্তই হইয়াছে, কেননা স্বর্গে থাকিয়া ইন্দ্র যে ত্রৈলোক্য রাজ্য উপভোগ করিতেছে, তাহাত আমাদেরই ভোগ্য; অতএব অদ্যই আমরা স্বর্গে গমন করিয়া রণভূমে দেবরাজকে পরাভূত করিয়া দিব্য ভোগ উপভোগপূর্ব্বক স্বর্গেই বাস করিব। অনন্তর দানবগণের এইরূপ মন্ত্রণা স্থিরীকৃত হইলে তাহারা ভৃত্য ও বলবাহন সহ মেরুশৃঙ্গে উপনীত হইল। এদিকে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও অকস্মাৎ অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত দানবদিগকে সমাগত দর্শন করিয়া যুদ্ধার্থ স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশাদিত্য, অষ্ট বসু, ভিষগ্‌বর অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বিশ্বদেব, সাধ্য, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ যুদ্ধে ইন্দ্রাদির সহিত যোগদান করিলেন। দেব-দানবগণের তুমুল যুদ্ধ বাধিল, যুযুৎসুগণের পরস্পর ভর্ৎসনা বর্ষণ চলিতে লাগিল এবং সকলেই কালভয় পরিত্যাগ করিয়া সমর করিতে লাগিলেন।৩৩-৪৮। হে দ্বিজগণ! স্বর্গে বর্ষত্রয় যাবৎ দেব-দানবের এইরূপ তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল; দেবাসুর সমরে স্বর্গে ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। অনন্তর একদিন দেবেন্দ্র শ্বেত ঐরাবতে আরোহণ করিয়া রণভূমে উপনীত হইলেন, তাঁহার মস্তকে শ্বেত আতপত্র উপশোভিত ও দিব্য অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত সুরগণ কর্ত্তৃক তাঁহার শরীর রক্ষিত হইতেছিল। তদ্দর্শনে দানবরাজ মহিষ রোষপরবশ হইয়া মহাবেগে শক্রের সম্মুখীন হইল এবং সুদারুণ রব করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা তাঁহার ঐরাবতের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিল। মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পরাঙ্মুখ ঐরাবত পলায়নপরায়ণ হইয়া অমরাবতীর দিকে সবেগে দৌড়াইতে লাগিল, হস্তিপক ভূরি ভূরি অঙ্কুশপ্রহার দ্বারা তাহার গণ্ডস্থল ভেদ করত

সহস্রাক্ষো মহিষং বীক্ষ্য গর্ব্বিতম্। গর্জ্জমানাংস্তথা দৈত্যান্ ক্ষ্বেড়নাস্ফোটনাদিভিঃ ॥ ৫৫ ॥ মা দৈত্য প্রবিজানীহি যন্নষ্টস্ত্রিদশাধিপঃ। এষ নাগো রণং হিত্বা বিবশো যাতি মে বলাৎ ॥ ৫৬ ॥ তস্মাত্তিষ্ঠ মুহূর্ত্তং ত্বং যাবদাস্থায় সদ্রথম্। নাশয়ামি চ তে দর্পং নিহত্য নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো মাতলিঃ শক্রসারথিঃ। সহস্রৈর্দশভির্যুক্তং বাজিনাং বাতরংহসাম্ ॥ ৫৮ ॥ তেঽথ মাতলিনা অশ্বাঃ প্রতোদেন সমাহতাঃ। উৎপতন্ত ইবাকাশে সত্বরং সম্প্রাদ্রুবুঃ ॥ ৫৯ ॥ অথ চাপং সমারোপ্য সত্বরং পাকশাসনঃ। শরৈরাশীবিষাকারৈশ্ছাদয়ামাস দানবম্ ॥ ৬০ ॥ ততঃ স বেগমাস্থায় ভূয়োঽপি ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন স যত্র ত্রিদশাধিপঃ ॥ ৬১ ॥ ততস্তান্ সুরস্যাশ্বান্ শৃঙ্গাভ্যাং বেগমাশ্রিতঃ। দারয়ামাস সংক্রুদ্ধ আবিধ্যাবিধ্য চাসকৃৎ ॥ ৬২ ॥ ততস্তে বাজিনস্ত্রস্তাঃ সঙ্গগ্নুঃ ক্ষতবক্ষসঃ। রক্তপ্লাবিতসর্ব্বাঙ্গা মার্গমৈরাবণস্য চ ॥ ৬৩ ॥ ততঃ শক্ররথং দৃষ্ট্বা বিমুখং সুরসত্তমাঃ। সর্ব্বে প্রদুদ্রুবুর্ভীতাস্তস্য মার্গমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৬৪ ॥ ততস্তু দানবাঃ সর্ব্বে ভগ্নান্ দৃষ্ট্বা রণে সুরান্। শস্ত্রবৃষ্টিং প্রমুঞ্চন্তো গর্জ্জমানা যথা ঘনাঃ ॥ ৬৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা রজনী তমসাবৃতা। ন কিঞ্চিত্তত্র সংযাতি কস্যচিদ্দৃষ্টিগোচরে ॥ ৬৬ ॥ ততস্তু দানবাঃ সর্ব্বে যুদ্ধান্নির্বৃত্য সর্ব্বতঃ। মেরুশৃঙ্গং সমাশ্রিত্য রম্যং বাসং প্রচক্রমুঃ ॥ ৬৭ ॥ বিজয়েন সমাযুক্তাস্তুষ্টিঞ্চ পরমাং গতাঃ। কথাশ্চক্রুশ্চ যুদ্ধোত্থা যুদ্ধং তস্য যথাভবৎ ॥ ৬৮ ॥ দেবাশ্চাপি হতোৎসাহাঃ প্রহারৈঃ ক্ষতবিক্ষতাঃ। মন্ত্রং চক্রুর্মিথো ভূত্বা বৃহস্পতিপুরঃসরাঃ ॥ ৬৯ ॥ সাম্প্রতং দানবৈঃ সৈন্যমস্মাকং বিমুখং কৃতম্। বিধ্বস্তং সুনিরুৎসাহমক্ষমং যুদ্ধকর্ম্মণি ॥ ৭০ ॥ তস্মাত্ত্যক্ত্বা প্রবেক্ষ্যামঃ পুরীং চৈবামরাবতীম্। ব্রহ্মণঃ সদনং

তাহাকে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই সে যুদ্ধভূমে অবস্থান করিল না। ঐরাবতের পরাভব দর্শনে মহিষ গর্ব্বিত হইল, অন্যান্য দানবগণের মধ্যে কেহ আস্ফালন কেহ গর্জ্জন ও কেহ কেহ বাহ্বাস্ফোটনাদি করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে সহস্রলোচন দেবরাজ মহিষকে কহিলেন,—দৈত্য তোমার বলে বিবশ হইয়া আমার বাহন ঐরাবত রণভূমি পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া ত্রিদশাধিপ বিনষ্ট হইয়াছে, এরূপ মনে করিও না; তুমি মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা কর, আমি আমার উত্তম রথে আরোহণ করিয়া শাণিত শরবর্ষণে নিহত করত তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। ইত্যবসরে শক্রসারথি মাতলি বায়ু-বেগগামী দশসহস্র অশ্বযোজিত রথ লইয়া শক্রের প্রতি অগ্রসর হইলেন; মাতলি কর্ত্তৃক অশ্বগণ কশাঘাতে আহত হইয়া এতই দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইল যে, তদ্দর্শনে মনে হইতে লাগিল যেন, অশ্বগণ গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া আগমন করিতেছিল। অনন্তর পাকশাসন সত্বর শরাসন-গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিলেন এবং আশী-বিষোপম শরনিকর দ্বারা দানবরাজ মহিষকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর মহিষ ক্ষণকাল সুররাজের বেগ সহ্য করিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইল এবং অতি প্রচণ্ডবেগে দেবেন্দ্র-সমীপে উপনীত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা বেগভরে তাহার অনুত্তম অশ্বগণকে বিদারণ করিতে লাগিল! অনন্তর রোষপরবশ মহিষ অশ্বগণকে বহুবার বিদ্ধ করিলে ক্ষতবক্ষ শোণিত-প্লাবিত-গাত্র সন্ত্রস্ত অশ্বগণ ঐরাবতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে, সুর-সত্তমগণও শক্ররথ বিমুখ দেখিয়া ভীতভীত হৃদয়ে দেবেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পলায়ন করিলেন ।৪৯-৬৪। তদনন্তর দানবেরা সুরগণকে রণে বিমুখ দেখিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যব-সরে বিভাবরী আবির্ভূতা হইল, দেখিতে দেখিতে সকল দিকই অন্ধকারাবৃত হইয়া গেল, রণভূমে আর কেহই কাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর দানবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সে রজনী রম্য মেরুশৃঙ্গে আপনাদিগকে বিজয়যুক্ত মনে করিয়া পরম প্রীত হইল এবং কে কাহার সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, সকলেই পর-স্পর সেই সমরবিষয়ক আলাপ সম্ভাষণ করিতে লাগিল। এদিকে দানব-প্রহারে ক্ষত-বিক্ষতদেহ হতোদ্যম দেবগণও বৃহস্পতি সমীপে উপ-নীত হইয়া নির্জ্জনে মন্ত্রণা করিতে লাগি-লেন। দেবগণ বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিলেন,—"দানবগণ আমাদিগের সৈন্য সকল বিমুখ করিয়াছে, তাহারা এমনই ভাবে বিধ্বস্ত হই-য়াছে যে, তাহাদের সমরশক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। অতএব আমরা অমরাবতী পরিত্যাগ

যত্র ন স্থাদ্দানবজং ভয়ম্ ॥ ১১ ॥ এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রহ্মলোকং ততো গতাঃ। শূন্যাং শক্রপুরীং কৃত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ১২ ॥ ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় দানবাস্তে প্রহর্ষিতাঃ। শূন্যাং শক্রপুরীং দৃষ্ট্বা বিবিশুস্তদনন্তরম্ ॥ ১৩ ॥ অথ শক্রে পদে দৈত্যং মহিষং সন্নিধায় চ। প্রণেমুস্তুষ্টিসংযুক্তাশ্চক্রুশ্চৈব মহোৎসবম্ ॥ ১৪ ॥ জগৃহুর্যজ্ঞভাগাংশ্চ সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্। দেবস্থানেষু সর্ব্বেষু দেবতাভিমতাশ্চ যে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবসেনাপরাজয়বর্ণনং নামৈকোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং শক্রাদয়ো দেবা জিতাস্তে তু রণাজিরে। মহিষেণ ততো রাজ্যং ত্রৈলোক্যেঽপি চকার সঃ ॥ ১ ॥ যৎকিঞ্চিত্রিষু লোকেষু সারভূতং প্রশস্তি। গজবাজিরথাশ্বাদি সর্ব্বং গৃহ্লাতি সোঽসুরঃ ॥ ২ ॥ এবং প্রার্থ্যমানস্য তস্য দেবাঃ

করিয়া দানবভয়-বিহীন ব্রহ্মপুরে প্রবেশ করিব। অনন্তর সবাসব সুরগণ এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া শক্রপুরী অমরাবতী শূন্য করত ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। এদিকে যামিনীর অবসান হইলে, অসুরগণ প্রাতরুত্থান করিয়া শক্রপুরী শূন্যদর্শনে হৃষ্ট হইল; তাহারা শূন্য শক্রপুরীতে প্রবেশ করিয়াই সুররাজের পদে অসুর মহিষকে অভিষিক্ত করিল এবং সকলেই হৃষ্ট হৃদয়ে দানবরাজকে প্রণাম ও মহোৎসব সমাহিত করিল। হে দ্বিজগণ! অনন্তর অসুরগণ অখিল দেবস্থান অধিকার করিয়া ত্রিদশবাসী দেবতাদিগের অভিমত যজ্ঞভাগ-নিবহ গ্রহণ করিতে লাগিল। ৬৫—১৫।

উনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহিষকর্তৃক ইন্দ্রাদি দেবগণ রণাঙ্গণে এইরূপে পরাভূত হইলে দানবরাজ মহিষ ত্রৈলোক্যরাজ্য উপভোগ করিতে লাগিল। ত্রিলোকমধ্যে গজ, বাজী, রথ ও অশ্বাদি যে কিছু সারভূত সামগ্রী তাহার নয়নপথে পতিত হইল,

সবাসবাঃ। যথার্থং মিলিতাশ্চক্রুঃ কথা দুঃখসমন্বিতাঃ ॥ ৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ। দৃষ্ট্বা তং মাহিষং সর্ব্বং ব্যবহারং মহোৎকটম্ ॥ ৪ ॥ ততশ্চ কথয়ামাস সর্ব্বং তেষাং সবিস্তরম্। তস্য সঞ্চেষ্টিতং ভূরি লোকত্রয়প্রপীড়নম্ ॥ ৫ ॥ অথ তেষাং মহাকোপো ভূয় এবাভ্যবর্দ্ধত। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তাদৃগ্‌লোককথোদ্ভবম্ ॥ ৬ ॥ তেষাং কোপোদ্ভবো ঘর্ম্মো বক্ত্রদ্বারেণ নির্যযৌ। যেন দিঙ্মণ্ডলং সর্ব্বং তৎক্ষণাৎ কলুষীকৃতম্ ॥ ৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র কার্ত্তিকেয়ঃ সমভ্যগাৎ। প্রপচ্ছ চ কিমেতদ্ধি দেবানাং কোপকারণম্। যেন কালুষ্যতাং প্রাপ্তং দিক্‌চক্রং সকলং মুনে ॥ ৮ ॥ নারদ উবাচ। এতেষাং সাম্প্রতং স্কন্দ ময়া বার্ত্তা নিবেদিতা। ত্রৈলোক্যং দানবৈঃ সর্ব্বৈর্যথা নীতং মহোৎকটৈঃ ॥ ৯ ॥ স্ত্রীরত্নমশ্বরত্নং বা ন কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্‌গৃহে। তে দৃষ্ট্বা মোক্ষয়ন্তি স্ম দুর্নিবার্য্যা

অসুর মহিষ সে সকল গ্রহণ করিতে লাগিল। মহিষাসুর এইরূপে মহীমণ্ডল অধিকার করিলে পরাজিত দেবগণ তাহার বধের জন্য একত্র মিলিত হইলেন, ইত্যবসরে ঋষিসত্তম দেবর্ষি নারদও তাঁহাদের সমীপে উপনীত হইলেন এবং তিনি মহিষাসুরের যে সকল মহোৎকট ত্রিলোকপীড়াজনক দুর্ব্যবহার দর্শন করিয়াছিলেন, সুরগণসমীপে তৎসমস্ত সবিস্তরে বর্ণন করিলেন। অনন্তর নারদের মুখে মহিষাসুরের ত্রিলোকী-পীড়নকর ভূরি ভূরি দুর্ব্যবহারের বিষয় শ্রবণমাত্র দেবগণের পুনরায় মহাকোপ প্রবর্দ্ধিত হইল। কোপবশতঃ অকস্মাৎ তাঁহাদের বক্ত্রদ্বার হইতে স্বেদ নির্গত হইয়া সেই স্বেদবারি দ্বারা সদ্য দিঙ্মণ্ডল কলুষীকৃত হইল। ১—৭। ইত্যবসরে কার্ত্তিকেয় আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে! এ কি দর্শন করিতেছি, দেবগণ কি কারণে অকস্মাৎ কুপিত হইয়াছেন? দেখিতেছি,—ইঁহাদিগের স্বেদবারিতে দিক্‌চক্র কলুষিত হইয়াছে! নারদ উত্তর করিলেন,—মহোৎকট দানবগণ সম্প্রতি ত্রিলোকের যে দুরবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, আমি দেবগণকে সেই সংবাদ প্রদান করিয়াছি। হে স্কন্দ! স্ত্রীরত্ন ও অশ্বরত্ন প্রভৃতি ত্রিলোকে কাহারও গৃহে কিছুই নাই, বলপূর্ব্বক সকলই অসুর অপহরণ করিয়াছে। দুর্নিবার মদোৎকট দেবগণ আমারই মুখে এই সকল সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক ঘর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন

মহোৎকটাঃ ॥ ১০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কার্ত্তিকেয়স্ত বিশেষাৎ সমজায়ত। বক্ত্রদ্বারেণ দেবানাং যথা কোপঃ সমাগতঃ ॥ ১১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতা তৎকোপান্তে কুমারিকা। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না দিব্যতেজোহন্বিতা শুভা ॥ ১২ ॥ কার্ত্তিকেয়স্ত কোপেন কোপে মিশ্রে দিবৌকসাম্। যস্মাজ্জাতাত্র সা কন্যা তস্মাৎ কাত্যায়নী স্মৃতা ॥ ১৩ ॥ ততস্তস্যা দদৌ বজ্রমায়ুধং ত্রিদশাধিপঃ। শক্তিং স্কন্দঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাং চাপং দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৪ ॥ ত্রিশূলঞ্চ মহাদেবঃ পাশঞ্চ বরুণঃ স্বয়ম্। আদিত্যশ্চ সিতান্ বাণাংশ্চন্দ্রমাশ্চর্ম্ম চোত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ নিস্ত্রিংশং নির্ঋতিস্তুষ্ট উল্মুকঞ্চ হুতাশনঃ। বায়ুশ্চ ছুরিকাং তীক্ষ্ণাং ধনদঃ পরিঘং তথা ॥ ১৬ ॥ দণ্ডং প্রেতাধিপো রৌদ্রং বধায় সুরবিদ্বিষাম্। দ্বাদশৈবং সমালোক্য সায়ুধানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥ কাত্যায়নী ততশ্চক্রে ভুজ-দ্বাদশকং তদা। জগ্রাহ চ দ্রুতং তানি সুশস্ত্রাণি দিবৌকসাম্ ॥ ১৮ ॥ ততঃ প্রোবাচ তান্ সর্ব্বান্ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহা। যদর্থং বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ সৃষ্টা তদ্ব্রূত মা চিরম্। সর্ব্বং কার্য্যং করিষ্যামি যুষ্মাকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥ দেবা ঊচুঃ। মহিষো দানবো রৌদ্রঃ সমুৎপন্নোঽত্র সাম্প্রতম্ ॥ ২০ ॥ অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মানুষাণাং বিশেষতঃ। মুক্তৈকাং যোষিতং তেন ত্বমস্মাভি-র্বিনির্ম্মিতা ॥ ২১ ॥ তস্মাত্ত্বং সাম্প্রতং গচ্ছ বিন্ধ্যাখ্যং পর্ব্বতোত্তমম্। তপস্তত্র কুরুষোগ্রং তেজো যেনাভি-বর্দ্ধতে ॥ ২২ ॥ ততস্ত্বং তেজঃসংযুক্তাং ত্বাং জ্ঞাত্বা বয়মেব হি। অগ্রে ধৃত্বা করিষ্যামো যুদ্ধং তেন দুরাত্মনা ॥ ২৩ ॥ ততস্ত্বচ্ছস্ত্রনির্দগ্ধঃ পঞ্চত্বং স প্রযাস্যতি। বয়ঞ্চ ত্রিদশৈশ্বর্য্যং লভিষ্যামো হত-দ্বিষঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাত্যায়ন্যুৎপত্তিবর্ণনং নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥

দ্বিজগণ! নারদের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া দেবগণ যেরূপ কুপিত হইয়াছিলেন, কার্ত্তিকেয় তাহা হইতে অধিকতর কুপিত হইলেন। তাঁহার বক্ত্রদ্বার দিয়া প্রভূত স্বেদ নির্গত হইল। ইত্যবসরে কার্ত্তিকেয় ও অন্যান্য দেবগণের কোপ একত্রিত হইল এবং সেই কোপরাশির মধ্য হইতে একটী কুমারিকা জন্ম-গ্রহণ করিলেন; ঐই শুভাননা কুমারিকা সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না ও দিব্যতেজোযুক্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই কুমারিকা অমরগণের কোপমিশ্রিত কার্ত্তিকেয়কোপে উদ্ভূতা বলিয়া ইনি কাত্যায়নী নামে অভিহিতা হইলেন। অনন্তর সুরদ্বেষী মহিষাসুরের বধের জন্য ত্রিদশাধিপ বাসব ইহাঁকে বজ্রায়ুধ প্রদান করিলেন। এইরূপে স্কন্দ সুতীক্ষ্ণাগ্র শক্তি, দেবজনার্দ্দন চাপ, মহাদেব ত্রিশূল, স্বয়ং বরুণ পাশ, আদিত্য শাণিত বাণনিচয়, চন্দ্রমা উত্তম চর্ম্ম, প্রীতমনা নির্ঋতি নিস্ত্রিংশ, হুতাশন উল্মুক, বায়ু তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কুবের পরিঘ এবং প্রেতাধিপ যম-রাজ ভীষণ দণ্ড প্রদান করিলেন। হে দ্বিজোত্তম-গণ! তখন কাত্যায়নী এই দ্বাদশবিধ অনুত্তম আয়ুধ দর্শন করিয়া দ্বাদশ বাহু বিস্তারপূর্ব্বক ত্রিদশ-গণপ্রদত্ত সেই সকল আয়ুধ গ্রহণ করিলেন। তখন আনন্দে দেবীর রোমাঞ্চ হইল। তিনি দেব-গণকে কহিলেন,—হে সুরসত্তমগণ! কিজন্য আমাকে সৃজন করিয়াছেন, সত্বর বলুন; আমি আপনাদের সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিব। দেবগণ উত্তর করিলেন,—সম্প্রতি ভীষণ দানব মহিষ এই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; অসুর মহিষ সর্ব্বভূতের বিশেষতঃ মানুষগণের অবধ্য; একমাত্র নারী ব্যতীত তাহার বধসাধনে অন্য কেহ সমর্থ নহে; এজন্যই আমরা আপনাকে সৃজন করিয়াছি। অত-এব আপনি সত্বর গিরিবর বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া তীব্র তপস্যা করত স্বীয় তেজ বিবর্দ্ধিত করুন। অনন্তর আপনি তেজোযুক্ত হইলে আপনাকে অগ্রে করিয়া দুরাত্মা মহিষাসুরের সহিত আমরা সমর করিব। অনন্তর আপনার অস্ত্রে দগ্ধ হইয়া মহিষ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে! আমরাও হতবৈর হইয়া ত্রিদশা-লয়ের ঐশ্বর্য্য লাভ করিব। ৮—২৪।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। দেবানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্বরী। প্রোবাচ বাহনং কিঞ্চিদ্দেবা যচ্ছন্তু মে দ্রুতম্ ॥ ১ ॥ ততঃ সিংহং দদৌ গৌরী যানার্থং

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বরী কহিলেন,—হে দেব-গণ! সত্বর আমাকে একটী বাহন প্রদান করুন।

বিকৃতাননম্। তমারুহ্য প্রতস্থে সা ততো বিন্ধ্যং নগং প্রতি ॥ ২ ॥ তত্রৈকং শৃঙ্গমাস্থায় রম্যং শ্রেষ্ঠদ্রুমান্বিতম্। ফলপুষ্পসমাকীর্ণং লতামণ্ডপমণ্ডিতম্ ॥ ৩ ॥ ততস্তপোঽকরোৎ সাধ্বী তীব্রব্রতপরায়ণা। সংযম্যেন্দ্রিয়বর্গং স্বং ধ্যায়মানা মহেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥ যথাযথা তপোবৃদ্ধিস্তস্যাঃ সঞ্জায়তে দ্বিজাঃ। তথা রূপঞ্চ কান্তিশ্চ শরীরে প্রতিবর্দ্ধতে ॥ ৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাস্তত্র দৈত্যেশকিঙ্করাঃ। তে তাং দৃষ্ট্বা ব্রতোপেতামত্যদ্ভুতবপুর্ধরাম্। গত্বা প্রোচুঃ স্বনাথস্য মহিষস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৬ ॥ চারা উচুঃ। ভ্রমমাণৈর্ধরাপৃষ্ঠে দৃষ্টাপূর্ব্বা কুমারিকা। বিন্ধ্যাচলেঽদ্য চাস্মাভির্ভুজৈর্দ্বাদশভির্যুতা। নানাশস্ত্রধরৈর্দীপ্তৈশ্চর্ম্মচ্ছাদিতগাত্রকা ॥ ৭ ॥ ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী নাগকন্যকা। তাদৃগ্রূপা পুরাস্মাভিঃ কাচিদ্দৃষ্টা নিতম্বিনী ॥ ৮ ॥ ন বিদ্মো যন্নিমিত্তং সা তপশ্চক্রে যশস্বিনী। স্বর্গকামার্থকামা বা পতিকামাথ

অনন্তর দেবগণ দেবীর আদেশে, তাঁহার বাহনার্থ সিংহ প্রদান করিলে তিনি বিকৃতমুখ সেই সিংহে আরূঢ় হইয়া বিন্ধ্যাচলে প্রস্থিত হইলেন। দেবী পর্ব্বতে উপনীত হইয়া এক রম্য শৃঙ্গের আশ্রয় লইলেন। এই শৃঙ্গ শ্রেষ্ঠ তরু-সমাকুল, ফলপুষ্প-সমাকীর্ণ ও লতামণ্ডপে মণ্ডিত। সাধ্বী দেবী কাত্যায়নী তীব্র ব্রত-পরায়ণা হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূর্ব্বক মহেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! এদিকে যেমন দিন দিন তাঁহার তপস্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তপস্যার সঙ্গে সঙ্গেই তেমনই তাঁহার শরীরে রূপ ও কান্তি বর্দ্ধিত হইল। ইত্যবসরে মহিষের কতিপয় কিঙ্কর তথায় উপনীত হইল এবং তাহারা ব্রতনিরতা অত্যদ্ভুতদেহা সেই দেবীকে দর্শন করিয়া প্রভু দুরাত্মা মহিষের সমীপে গমনপূর্ব্বক সকল কথাই কীর্ত্তন করিল। চরগণ কহিল,—আমরা ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে করিতে অদ্য বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম, আমরা সেখানে এক অপূর্ব্বা কুমারিকা দর্শন করিয়াছি। সেই কুমারিকার দ্বাদশ বাহু। ঐ নারী বাহুনিবহ দ্বারা বিবিধ প্রদীপ্ত শস্ত্র ধারণ করিয়াছে এবং তাহার গাত্র চর্ম্মাচ্ছাদিত; আমরা পূর্ব্বে কদাচ ঈদৃশী মনোহররূপা দেবী, গন্ধর্ব্বী, অসুরী বা নাগকন্যা দর্শন করি নাই। হে বিভো! আমরা জানি না, সেই যশস্বিনী নিতম্বিনী স্বর্গ, অর্থ কিংবা

বা বিভো ॥ ৯ ॥ সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মহিষো দানবাধিপঃ। কামদেববশং প্রাপ্তঃ শ্রবণাদপি তৎক্ষণাৎ ॥ ১০ ॥ ততস্তানগ্রতঃ কৃত্বা সৈন্যেন মহতান্বিতঃ। জগাম কৌতুকাবিষ্টো যত্রাস্তে সা তু কন্যকা ॥ ১১ ॥ যথা মৃত্যুকৃতে মন্দঃ শৃগালঃ সিংহবল্লভাম্। বনে সুপ্তাং সুবিশ্বস্তাং সর্ব্বথাপ্যকুতোভয়াম্ ॥ ১২ ॥ তস্যাঃ সন্দর্শনাদেব ততঃ কামশরৈর্হতঃ। স দানবপ্রধানশ্চ তৎক্ষণাদেব সদ্দ্বিজাঃ ॥ ১৩ ॥ অথ প্রাহ প্রিয়ং বাক্যমেকাকী তৎপুরঃস্থিতঃ। ধৃত্বা দূরতরে সৈন্যং তস্যা রূপেণ মোহিতঃ ॥ ১৪ ॥ বিরুদ্ধং যৌবনস্যৈতদ্‌ব্রতং তে চারুহাসিনি। তস্মাদেতৎ পরিত্যক্ত্বা ত্রৈলোক্যস্বামিনী ভব ॥ ১৫ ॥ অহং হি মহিষো নাম দানবেন্দ্রো যদি শ্রুতঃ। ময়া যেন সহস্রাক্ষো দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনির্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥ ত্রৈলোক্যং সকলং মহ্যং সাম্প্রতঞ্চ বশে স্থিতম্। তস্মাত্ত্বং ভব সুশ্রোণি ভার্য্যা মম সুবল্লভা ॥ ১৭ ॥ সহস্রং মম ভার্য্যাণামস্তদন্তি সুশোভনম্। তৎসর্ব্বং তেঽদ্য ভৃত্যত্বং সাম্প্রতং

পতি এতন্মধ্যে কোন্‌টী কামনা করিয়া তপস্যা করিতেছে। সূত কহিলেন,—দানবাধিপতি মহিষ চরমুখে নারীর কথা শুনিবামাত্র সদ্য কামদেবের বশবর্ত্তী হইল। অনন্তর কৌতুকাবিষ্ট মহিষ মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ও চরগণকে অগ্রে করিয়া যেস্থানে সেই কন্যকা বিদ্যমানা, তথায় উপনীত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! অরণ্যমধ্যে প্রসুপ্ত বিশ্বস্তা অকুতোভয়া সিংহদয়িতার নিকট যেরূপ মরণাভিলাষী মন্দমতি শৃগাল গমন করে, তদ্রূপ দানবরাজ মহিষও দেবীর সমীপে গমন করিয়া তাঁহার রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া স্মরশরে পীড়িত হইল। মহিষাসুর কুমারিকার রূপে মোহিত হইয়াছিল, সে সৈন্যগণকে দূরে রক্ষিত করিয়া একাকীই সেই কাত্যায়নীর সম্মুখে গমন করিল এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,—হে চারুহাসিনি! তোমার এই ব্রত যৌবনবিরুদ্ধ, অতএব এই ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিলোকের অধীশ্বরী হও। তুমি দানবেন্দ্র মহিষের নাম শুনিয়া থাকিবে, আমিই সেই মহিষ, আমি সহস্রলোচনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছি; সম্প্রতি অখিল ত্রৈলোক্য আমারই বশে অবস্থিত। অতএব হে সুশ্রোণি! তুমি আমার প্রিয় ভার্য্যা হও। আমার অন্য সহস্র সহস্র সুশোভনা ভার্য্যা আছে, অদ্য হইতে তাহারা সকলেই তোমার

প্রকরিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ অহং চাপি তবাত্যন্তং দাসভাবং সমাশ্রিতঃ । বর্ত্তয়িষ্যামি সুশ্রোণি প্রদত্তাশেষসম্পদঃ ॥ ১৯ ॥ সূত উবাচ । তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্বরী । প্রোবাচ ভর্ৎসমানা তং কোপসংরক্তলোচনা ॥ ২০ ॥ ধিগ্ধিক্পাপসমাচার কুমারব্রতধারিণীম্ । কামোপহতচিত্তাত্মা কিং মামিত্থং প্রভাষসে ॥ ২১ ॥ অহং তব বধার্থায় নির্ম্মিতা বিবুধোত্তমৈঃ । তস্মাত্ত্বাং নাশয়িষ্যামি স্মরেষ্টং স্বহৃদি স্থিতম্ ॥ ২২ ॥ মহিষ উবাচ । যদ্যেবং তদ্বরারোহে যুক্তা স্যাচ্চ কুমারিকা । প্রার্থনীয়া ভবেদত্র সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং যতঃ ॥ ২৩ ॥ স্বর্গার্থং ক্রিয়তে ধর্ম্মস্তপশ্চ বরবর্ণিনি । যেন ভোগান্ প্রভুঞ্জন্তি যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ২৪ ॥ তস্মাদেহি মমাত্মানং গান্ধর্ব্বেণ সুশোভনে । বিবাহেন যতোহন্যেষাং স প্রধানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৫ ॥ এবং প্রবদতস্তস্য সা দেবী ক্রোধমূর্চ্ছিতা । তদ্বক্ত্রান্তং সমুদ্দিশ্য শরং চিক্ষেপ সা ক্ষণাৎ ॥ ২৬ ॥ বিবেশ বদনং তস্য বল্মীকং পন্নগো যথা । অথ তৈর্ম্মার্গণৈর্ব্বিদ্ধঃ সবাক্ত্রান্তান্নদংস্ততঃ ॥ ২৭ ॥ সুস্রাব রুধিরং ভূরি গৈরিকং পর্ব্বতো যথা । ততঃ কোপপরীতাত্মা নিবৃত্ত্যাথ শনৈঃশনৈঃ ॥ ২৮ ॥ স্বসৈন্যং ত্বরিতো ভেজে কামেন চ বশীকৃতঃ । প্রোবাচ সৈনিকান্ সর্ব্বান্ দুষ্টা স্ত্রীয়ং প্রগৃহ্যতাম্ । যথা ন ত্যজতি প্রাণান্ প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতা ॥ ২৯ ॥ এষা মম ন সন্দেহঃ প্রিয়া ভার্য্যা ভবিষ্যতি । যদি নো শস্ত্রপাতেন পঞ্চত্বমুপযাস্যতি ॥ ৩০ ॥ এবমুক্তাস্তদা তেন দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ । দুদ্রুবুঃ সম্মুখাস্তস্যা মুঞ্চন্তো নিশিতান্ শরান্ ॥ ৩১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবী সা দৃষ্ট্বা তানুপস্থিতান্ । যুদ্ধায় কৃতসঙ্কল্পাং-স্তর্জ্জতশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৩২ ॥ ততস্তু লীলয়া দেবী মুক্ত্বা তীক্ষ্ণান্মহাশরান্ । তান্ সর্ব্বাংস্তাড়য়ামাস সর্ব্বমর্ম্মসু তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৩ ॥ অথ তীক্ষ্ণৈঃ শরৈর্দ্দৈত্যা নিহতা দানবাস্তথা । একে পঞ্চত্বমাপন্না গতাশ্চান্যে ইতস্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ সৈন্যং সমালোক্য তদ্ভগ্নঞ্চ

ভৃত্যের কার্য্য করিবে; হে সুশ্রোণি! আমিও আমার অখিল সম্পদ্ তোমাকে প্রদান করিয়া সাতিশয় দাস্যভাব অবলম্বন করিব। অনন্তর পরমেশ্বরী মহিষাসুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষপরবশ হইলেন, তাঁহার লোচন লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, তিনি অসুরকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন,—রে পাপাচার! তোকে ধিক্ ধিক্, আমি কৌমারব্রত ধারণ করিয়াছি, তুই কামমোহিতাত্মা হইয়া আমাকে এ কি কহিতেছিস্! বিবুধগণ তোর বধের জন্য আমাকে সৃজন করিয়াছেন, এক্ষণে তোর হৃদিস্থ অভীষ্ট স্মরণ কর, আমি তোকে নিহত করিব! মহিষ লেশমাত্র ভীত হইল না, সে কাত্যায়নীর বাক্যে অবহেলা করিয়াই উত্তর করিল;—হে বরারোহে! যদি এইরূপই হয়, হউক; তথাপি তুমি গন্ধর্ব্ববিবাহ-রীতিতে আমাকে আত্মদান কর; বিবাহ বহুপ্রকার, তন্মধ্যে গান্ধর্ব্বই সর্ব্ববিধ বিবাহের শ্রেষ্ঠ। হে সুশোভনে! তোমার কুমারিকারূপ সকল প্রাণীরই ঈপ্সিত; হে বরবর্ণিনি! আরও দেখ, কি দেব, কি মানব, স্বর্গের নিমিত্তই লোকে তপস্যাদি ধর্ম্ম করে; আর সেই তপস্যা হইতে তাহাদের স্বর্গাদি ভোগ-সুখই সম্পাদিত হয়। মহিষাসুর এইরূপ বলিতে থাকিলে দেবী ক্রোধমূর্চ্ছিতা হইলেন। তিনি ক্ষণকাল মধ্যে দানবের বক্ত্রদেশ উদ্দেশ করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন, বল্মীকমধ্যে পন্নগপ্রবেশের ন্যায় দেবী-নিক্ষিপ্ত শর তদীয় বদনে প্রবেশ করিল। অনন্তর দানব দেবীর বাণে বিদ্ধ হইয়া ভীষণ নাদ করিল, গৈরিক গিরির ধারাপাতের ন্যায় তাহার বদন হইতে ভূরি ভূরি রুধির ধারা প্রবাহিত হইল। অনন্তর মহিষ রোষপরবশ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ দেবীর সম্মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং সৈন্যগণসমীপে গমনপূর্ব্বক সত্বর তাহাদিগকে দেবীর নিকট প্রেরণ করিল। কামবশীকৃত মহিষ সৈন্যগণকে কহিল,—এই দুষ্টা স্ত্রীকে গ্রহণ কর; দেখিও যেন, তোমাদের প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া কুমারী প্রাণ পরিত্যাগ না করে। যদি তোমাদের শস্ত্রপাতে নারী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত না হয়, তবে নিঃসন্দেহ এ আমার প্রিয় ভার্য্যা হইবে। ১—৩০। যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ মহিষের আদেশে শাণিতশরনিকর নিক্ষেপ করিতে করিতে দেবীর প্রতি প্রধাবিত হইল। এদিকে দেবীও দানবগণকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সদ্যই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, এবং মুহুর্ম্মুহু তর্জ্জন করিতে করিতে অবলীলাক্রমে শাণিত মহাশর সকল দ্বারা তাঁহাদের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার শাণিত শরে প্রহৃত হইয়া দৈত্যদানবগণ নিহত হইল; দানবগণের মধ্যে কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, কোন কোন অসুর ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। অনন্তর অসুররাজ মহিষ

তয়া রণে। কোপাবিষ্টস্ততো দৈত্যঃ স্বয়ং তাং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৫ ॥ যচ্ছন্ শৃঙ্গপ্রহারাংশ্চ তস্যাঃ শতসহস্রশঃ। গর্জ্জিতং বিদধচ্চোগ্রং শারদাভ্রসমং মুহুঃ ॥ ৩৬ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবী সাট্টহাসকৃতস্বনা। ত্রৈলোক্যবিবরং সর্ব্বং যচ্ছব্দেন প্রপূরিতম্ ॥ ৩৭ ॥ এবং তস্যা হসন্ত্যাশ্চ বক্ত্রান্তাদথ নির্যযুঃ। পুলিন্দাঃ শবরা ম্লেচ্ছাস্তথান্যেঽরণ্যবাসিনঃ ॥ ৩৮ ॥ শকাশ্চ যবনাশ্চৈব শতশস্তু বপুর্দ্ধরাঃ। বর্ম্মস্থগিতগাত্রাশ্চ যমদূতা ইবাপরে ॥ ৩৯ ॥ তে প্রোচুর্দ্দেবি নো ক্রহি যেন সৃষ্টা বয়ং ক্ষিতৌ। কার্য্যেণ ক্রিয়তে কৃৎস্নং যেন শীঘ্রং বরাননে ॥ ৪০ ॥ দেব্যুবাচ। এতানস্য সুদুষ্টস্য সৈনিকান্ বলগর্ব্বিতান্। সুদয়-ধ্বং দ্রুতং বাক্যাম্মদীয়াদ্যথেচ্ছয়া ॥ ৪১ ॥ অথ তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা বল্গন্তোঽসিধনুর্দ্ধরাঃ। দৈত্যেন্দ্র-বলমুদ্দিশ্য প্রদ্রুবুর্বেগমাশ্রিতাঃ ॥ ৪২ ॥ ততস্তেষাং মহদ্যুদ্ধং মিথো জজ্ঞে সুদারুণম্। নাত্মীয়ং ন পরং তত্র কেনচিজ্জ্ঞায়তে ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥ অথ তে দানবাঃ সর্ব্বে যোধৈর্দ্দেবীসমুদ্ভবৈঃ। ভগ্না বাণা-দিতাশ্চান্যে প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ততো ভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা মহিষঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। তামুবাচ ক্রুধা দেবীং বচনৈঃ পরুষাক্ষরৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অয়ি পাপে স্ত্রীতি মত্বাদ্য ন তদাসি ময়া যুধি। তস্মাৎ-পশ্য প্রহারং মে তত্বং বুধ্যসি নান্যথা ॥ ৪৬ ॥ এব-মুক্তা বিশেষেণ প্রহারান্ স বিচিক্ষিপে। বিষাণাভ্যাং মহাবেগো ভর্ৎসয়ানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥ ততো-ঽভ্যাসগতং দৃষ্ট্বা সা দেবী দানবং চ তম্। আরু-রোহাথ বেগেন পৃষ্ঠদেশেন কোপতঃ ॥ ৪৮ ॥ তত-শ্চুক্রোশ দৈত্যোঽসৌ ব্যোমমার্গং সমাশ্রিতঃ। পৃষ্ঠাস্তলেন নির্ভিন্নো রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ ॥ ৪৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে সিংহঃ স তস্যা জ্যোতিসম্ভবঃ। জগ্রাহ পশ্চিমে ভাগে দংষ্ট্রাগ্রৈর্নিশিতৈঃ ক্রুধা ॥ ৫০ ॥ ততো নিশ্চলতাং প্রাপ্তঃ পাদাক্রান্তশ্চ দানবঃ। অকরো-দ্ভৈরবান্নাদান্ শক্তশ্চলিতুং পদম্ ॥ ৫১ ॥ এতস্মি-ন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। ব্যোম-

রণভূমে সৈন্যগণকে ভগ্ন দর্শন করিয়া কোপাবিষ্ট-হৃদয়ে স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রধাবিত হইল, শৃঙ্গদ্বারা দেবী দেহে শতসহস্র আঘাত করিল এবং শারদ জলদের ন্যায় ঘোর নির্ঘোষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দেবীর বদন হইতে মুহুর্মুহু অট্টহাস সহকৃত ধ্বনি নির্গত হইল, সেই ভীষণ-শব্দে ত্রিলোকের বিবরনিবহ পূরিত হইয়া গেল। অনন্তর দেবী এইরূপে অট্টহাস্য করিতে থাকিলেন, তাঁহার আস্যবিবর হইতে শত সহস্র বৃহৎকায় পুলিন্দ, শবর, ম্লেচ্ছ এবং অন্যান্য অরণ্যবাসী শক ও যবন সৈন্যগণ নির্গত হইল; ইহারা সকলেই বর্ম্মাবৃতদেহ ও দ্বিতীয় যমদূত-সদৃশ। তাহারা ক্ষিতিতলে প্রাদুর্ভূত হইয়াই দেবীকে বলিল;—হে বরাননে! কি জন্য আমা-দিগকে সৃজন করিলেন? আমরা আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব? সত্বর আদেশ করুন। দেবী বলিলেন,—আমার আদেশে দুষ্ট মহিষাসুরের মদ-গর্ব্বিত এই সৈন্যগণকে সত্বর যথেচ্ছ নিষূদিত কর। তদনন্তর দেবীর আদেশ শ্রবণমাত্র আস্ফালনপরায়ণ অসিধনুর্দ্ধর দেবীসৈন্যগণ প্রচণ্ড-বেগে দানববল লক্ষ্য করিয়া প্রধাবিত হইল; দেখিতে দেখিতে উভয় দলে সুদারুণ যুদ্ধ বাধিল; সেই মহাসমর এতই ভীষণ হইয়া-ছিল যে, কোন পক্ষই নিজ নিজ জনগণকে লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইল না। অনন্তর দেবীদেহ-সমুদ্ভূত যোদ্ধৃগণ দ্বারা দানবেরা প্রহারে জর্জ্জরী-কৃত হইয়া কেহ কেহ ভগ্ন হইল ও কোন কোন দানব যমসদন দর্শন করিল। অনন্তর মহিষ স্বীয় সৈন্যগণকে রণে ভগ্ন দর্শন করত ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া কটুবাক্যে কাত্যায়নীকে কহিতে লাগিল;—অয়ি পাপে! স্ত্রী জানিয়া তোকে যুদ্ধে বধ করি নাই, এক্ষণে আমার অস্ত্রপ্রহার দেখিয়া আমার প্রভাব অনুভব কর। মহিষ এইরূপ কহিয়া মহাবেগভরে শরনিকর নিক্ষেপ করিল এবং মুহুর্মুহু ভর্ৎসনা করিতে করিতে শৃঙ্গদ্বারা দেবী-দেহে দারুণ প্রহার করিতে লাগিল। ৩১—৪৭। অনন্তর দেবী দানব মহিষকে সমীপাগত দর্শন করিয়া কোপভরে তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিলেন, অসুরও তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দেবী তলপ্রহারে তাহার পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করিলেন, রুধিরধারায় মহিষের সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত হইল। ইত্যবসরে দেবীতেজঃপ্রদীপ্ত সিংহ আসিয়া রোষভরে শাণিত দংষ্ট্রা দ্বারা মহিষের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। মহিষ একেই দেবীর পাদ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, তারপর সিংহ কর্তৃক তাহার পশ্চাদ্ভাগ আক্রান্ত হইল; দানব একে-বারে নিশ্চল হইয়া পড়িল। তখন মহিষ ভীষণ

স্তাং তদা প্রোচুর্দ্দেবীং হর্ষসমন্বিতাঃ ॥ ৫২ ॥ এতস্য শিরসশ্ছেদং শীঘ্রং কুরু সুরেশ্বরি। খড়্গেনানেন তীক্ষ্ণেন যাবন্নো যাতি চান্যতঃ ॥ ৫৩ ॥ সা শ্রুত্বা বচনং তেষাং দেবী কোপসমন্বিতা। খড়্গং ব্যাপারয়ামাস কণ্ঠে তস্যাতিপীবরে ॥ ৫৪ ॥ স তেন খড়্গঘাতেন কণ্ঠঃ পীনোঽপি নিষ্ঠুরঃ। দ্বিধা জজ্ঞেহথ দৈত্যস্য দধত্তুষ্টিং দিবৌকসাম্ ॥ ৫৫ ॥ দ্বাদশার্কপ্রতীকাশো বক্ত্রাস্তশ্চর্ম্মখড়্গধৃক্। ভর্ৎসয়ংস্তাং মহাদেবীং খড়্গোদ্যতকরাং তদা। খড়্গং ব্যাপারয়ন্ গাত্রে তস্যা বালার্কসন্নিভম্ ॥৫৬॥ ততঃ কেশেষু চাধায় যাবত্তস্যাপি চিক্ষিপে। প্রহারং গাত্রনাশায় তাবদূচে স দানবঃ ॥ ৫৭ ॥ দানব উবাচ। জয় দেবি জয়াচিন্ত্যে জয় সর্ব্বসুরেশ্বরি। জয় সর্ব্বগতে দেবি জয় সর্ব্বজনপ্রিয়ে ॥ ৫৮ ॥ জয় কামপ্রদে নিত্যং জয় ত্রৈলোক্যসুন্দরি। জয় ত্রৈলোক্যরক্ষার্থমুদ্যতে হ্যকুতোভয়ে ॥ ৫৯ ॥ জয় দেবি কৃতানন্দে জয় দৈত্যবিনাশিনি। জয় ক্লেশচ্ছিদে কান্তে জয়াভক্তবিমোহদে ॥ ৬০ ॥ ত্বং সৃষ্টিস্ত্বং বরা দেবী ত্বং লক্ষ্মীস্ত্বং সরস্বতী। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা তুষ্টিঃ পুষ্টির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৬১ ॥ তস্মাৎকুরু প্রসাদং মে প্রাণান্ রক্ষ দয়াং কুরু। প্রণতস্য সুদীনস্য হীনস্য চ বিশেষতঃ ॥ ৬২ ॥ অহং দুর্ব্বাসসা শপ্তো হিরণ্যাক্ষসুতো বলী। মহিষত্বং সমানীতস্ত্বয়া দেবি বিমোক্ষিতঃ ॥ ৬৩ ॥ তস্মাদ্দর্পঃ প্রমুক্তোঽদ্য ময়া দানবসম্ভবঃ। কিঙ্করত্বং প্রয়াস্যামি সাম্প্রতং তে সুরেশ্বরি ॥ ৬৪ ॥ জয় সর্ব্বগতে দেবি সর্ব্বদুষ্টবিনাশিনি ॥ ৬৫ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃপাণং স সুরেশ্বরী। কৃপাবিষ্টাব্রবীদ্বাক্যং ততো ব্যোমস্থিতান্ সুরান্ ॥ ৬৬ ॥ কিং করোমি দয়া জাতা মমৈনং প্রতি হে সুরাঃ। তস্মান্নাহং হনিষ্যামি দানবং দীনজল্পকম্ ॥ ৬৭ ॥ বিমুখং খড়্গশস্ত্রং চ তবাস্মীতি প্রবাদিনম্। অপি

নাদ করিতে লাগিল, তাহার একপদও চলিবার সামর্থ্য রহিল না। ইত্যবসরে হর্ষান্বিত সবাসব দেবগণ আগমন করিয়া গগনমার্গস্থিতা দেবীকে কহিতে লাগিলেন;—হে সুরেশ্বরি এই তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা সত্বর অসুরের শিরশ্ছেদন করুন, অন্যথা অসুর অন্যত্র চলিয়া যাইবে। দেবী দেবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে কোপান্বিতা হইয়া তখনই তাহার সুপীন কণ্ঠে খড়্গ চালনা করিলেন; নিষ্ঠুর অসুর স্থূলগ্রীব হইলেও দেবীর খড়্গাঘাতে সে ছিন্নমস্তক হইয়া ত্রিদশবাসিগণের হর্ষবর্দ্ধন করিল। হে দ্বিজগণ! মহাদেবী যখন করে অসি গ্রহণ করত অসুরের প্রতি প্রহারে উদ্যত হন এবং যখন অরুণকিরণ খড়্গ দ্বারা অসুরের শরীরে প্রহার করেন, তখন দ্বাদশ দিবাকরপ্রভ চর্ম্ম-খড়্গধারী দানবের ছিন্ন বদন হইতে দেবীর নিন্দাবাণী নির্গত হইয়াছিল; তারপর সুরেশী যখন তাহার কেশ ধারণ করত খড়্গাঘাতে দেহ হইতে বক্ত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, তখন মহিষ বক্ষ্যমাণ স্তুতিবাক্যে দেবীর স্তব করিয়াছিল। দানব বলিল,—হে দেবি! আপনার জয় হউক, দেবি! আপনি অচিন্ত্যরূপা ও সুরনিকরের ঈশ্বরী; আপনার গতি সর্ব্বত্রই অবস্থিত, হে সর্ব্বজনপ্রিয়ে! আপনার জয় হউক। হে কামপ্রদে! আপনি ত্রিলোকসুন্দরী, অকুতোভয়া হইয়া আপনি সতত ত্রিলোকের রক্ষা করিয়া থাকেন, আপনি জয়যুক্ত হউন। হে দৈত্যনাশিনি! আপনি আনন্দদায়িনী; হে কান্তিমতি! আপনিই লোকের ক্লেশচ্ছেদন করেন এবং আপনি অভক্তগণকে বিমোহিত করিয়া থাকেন, আপনার জয় হউক। দেবি! আপনি সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, স্বাহা, স্বধা, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা; অতএব দয়া প্রদর্শন করত আমার প্রাণ রক্ষা করুন। আমি দীন, হীন ও প্রণত; আমার পিতা হিরণ্যাক্ষ, আমি বলীয়ান্; ঋষি দুর্ব্বাসা আমাকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন; দেবি! আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই আমি মহিষশরীর লাভ করিয়াছি। অদ্য আমি দানবোচিত দর্প পরিত্যাগ করিলাম। হে সুরেশ্বরি! অদ্য হইতে আমি আপনার কিঙ্কর হইলাম। হে দেবি! সর্ব্বত্রই আপনার গতি বিদ্যমান, আপনি দুষ্টগণের বিনাশসাধন করেন, আপনার জয় হউক। ৪৮-৬৫। হে দ্বিজগণ! অনন্তর দানবের দীনবাণী শ্রবণে দেবীর দয়া হইল। তিনি আকাশপথস্থিত সুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে সুরগণ! আমি কি করিব? দানবের প্রতি আমার দয়ার উদয় হইয়াছে, অতএব আমি দীনভাষী অসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহি; অসুর আমার কিঙ্কর হইবে শুনিয়া আমার খড়্গায়ুধ বিমুখ হইতেছে; আমার শিশুহন্তা হইলেও আমি এইরূপ রিপুকে রণে গনিহত

যে পিতৃহন্তারং ন হন্তাং রিপুমাহবে ॥ ৬৮ ॥ দেবা উচুঃ। ন চেদ্ধংসি চ দেবেশি ত্বমেনং দানবাধমম্। নাশয়িষ্যতি তৎক্রৎস্নং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৬৯ ॥ এষ ব্যর্থঃ শ্রমঃ সর্ব্বস্তথাস্মাকং ভবিষ্যতি। তব সম্ভূতিসম্ভূতস্তব ক্লেশস্তথাখিলঃ ॥ ৭০ ॥ দেব্যুবাচ। নাহমেনং হনিষ্যামি ত্যজিষ্যামি তথামরাঃ। এনং কচগ্রহং কৃত্বা ধারয়িষ্যামি সর্ব্বদা ॥৭১ ॥ দেবা উচুঃ। সাধুসাধু মহাভাগে যুক্তমুক্তং ত্বয়া বচঃ। এতদ্ধি যুজ্যতে কর্ত্তুং কালেঽস্মিংস্ত্রিদশেশ্বরি ॥ ৭২ ॥ সাম্প্রতং মর্ত্ত্যলোকে ত্বং রূপমেতৎসমাশ্রিতা। শস্ত্রোদ্যতকরা রৌদ্রা মহিষোপরি সংস্থিতা ॥ ৭৩ ॥ অত্রাপ্স্যসি পরাং পূজাং দুর্লভামমরৈরপি। যস্ত্বামেতেন রূপেণ সংস্থিতাং পূজয়িষ্যতি ॥ ৭৪ ॥ ত্বমস্য সঙ্গতো ভাবি-বিখ্যাতা বিন্ধ্যবাসিনী। কিংতে বা বহুনোক্তেন শৃণু সংক্ষেপতো বচঃ ॥ ৭৫ ॥ অস্মদীয়ং পরং তথ্যং সর্ব্বলোকহিতাবহম্। পার্থিবানাং ত্বদায়ত্তং বলং দেবি ভবিষ্যতি ॥ ৭৬ যুদ্ধকালে সমুৎপন্নে ভক্তানাং নাত্র সংশয়ঃ। প্রস্থানং বা প্রবেশঞ্চ যঃ করিষ্যতি মানবঃ ॥ ৭৭ ॥ ত্বাং স্মৃত্বা প্রণিপত্যাথ পূজয়িত্বা বিশেষতঃ। তস্য সম্পৎস্যতে সিদ্ধিঃ সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বদা। ইহ কাপুরুষস্যাপি কিং পুনঃ সুভটস্য চ ॥ ৭৮ ॥ আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে নবম্যাং চাষ্টমীদিনে। পূজয়িষ্যতি যো মর্ত্ত্যস্ত্বাং সভক্তিসমন্বিতঃ ॥৭৯॥ তস্য সংবৎসরং যাবৎ সমগ্রং সুরসুন্দরি। ন ভবিষ্যতি বৈ রোগো ন ভয়ং ন পরাভবঃ। নাপমৃত্যুর্ন চৌরাদি-সমুদ্ভূত উপদ্রবঃ ॥ ৮০ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা তু তে দেবাস্তাং দেবীং হর্ষসংযুতাঃ। অনুজ্ঞাতাস্তয়া জগ্মুঃ স্বাং পুরীমমরাবতীম্ ॥ ৮১ ॥ তত্র গত্বা চিরাৎপ্রাপ্য স্বং রাজ্যং পাকশাসনঃ। পালয়ামাস সংহৃষ্টস্ত্রৈলোক্যং হতকণ্টকম্ ॥ ৮২ ॥ লোকাশ্চ সুখসম্পন্নাঃ সর্ব্বে জাতাস্ততঃ পরম্। যজ্ঞভাগভুজো দেবা ভূয়ো জাতা-জগত্রয়ে ॥ ৮৩ ॥ ততঃ পরঞ্চ সা দেবী ত্রৈলোক্যে খ্যাতিমাগতা। সর্ব্বক্ষেত্রেষু তীর্থেষু স্থানেষু চ বিশেষতঃ ॥ ৮৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতঃ সুরথো নাম ভূপতিঃ। আনর্ত্তস্তেন সম্ভক্ত্যা ক্ষেত্রেঽত্রৈব বিনির্ম্মিতা ॥ ৮৫ ॥ যস্তাং পশ্যতি সম্ভক্ত্যা চৈত্রাষ্টম্যাং

করিতে পারি না। দেবগণ উত্তর করিলেন,—হে দেবেশি! যদি আপনি এই দানবাধমের নিধন সাধন না করেন, তবে সচরাচর অখিল ত্রিলোক বিনষ্ট হইবে, আর আমাদের এই সকল আয়াসও ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং আপনার এই বিভূতিসম্ভূত বিপুল ক্লেশও বিফল হইবে। দেবী বলিলেন,—হে অমরনিকর আমি মহিষাসুরকে নিহত করিব না, বা পরিত্যাগ করিব না; আমি সতত ইহার কেশ গ্রহণ করিয়া থাকিব। দেবগণ বলিলেন,—সাধু সাধু; হে মহাভাগে! আপনার বাক্য যুক্তি-যুক্তই হইয়াছে; হে ত্রিদশেশ্বরি! আপনার বাক্য কালোচিত এবং ইহাই আপনার উত্তম কর্ত্তব্য। সম্প্রতি শস্ত্রোদ্যতকরা আপনার এই মহিষ-বাহিনী ভীষণা মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হউক, আপনি এইস্থানে থাকিয়া অমরদুর্লভ পূজা গ্রহণ করুন। আপনি এইরূপে অবস্থিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী নামে বিখ্যাতা হইবেন। মানব আপনার এই রূপের পূজা করিয়া আপনার সারূপ্য লাভ করিবে। হে দেবি! অধিক আর কি কহিব? সংক্ষেপে আমাদের তথ্যপূর্ণ সর্ব্বভূতহিতদায়ক পরম বাক্য শ্রবণ করুন। যে সকল ভূপতি আপনার ভক্ত, যুদ্ধভূমে তাঁহারা আপনার অখিল বল লাভ করিবেন, সংশয় নাই। সুযোদ্ধার তো কথাই নাই, ইহ সংসারে কাপুরুষ মানব ও যদি যাত্রা ও পুরপ্রবেশসময়ে আপনার নাম স্মরণ, বিশেষতঃ আপনাকে পূজা ও প্রণাম করে, তবে সকল কার্য্যই সতত তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে মানব আশ্বিন শুক্লাষ্টমী ও নবমীদিনে উত্তম ভক্তিসহকারে আপনার পূজা করে; হে সুরসুন্দরি! পূর্ণ সংবৎসর যাবৎ তাহার রোগ, ভয়, পরাভব, অপমৃত্যু ও চৌরাদি হইতে সমুদ্ভূত উপদ্রব হয় না। সূত কহিলেন,—সুরগণ হর্ষভরে দেবীকে এই সকল কথা কহিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব পুরী অমরাবতীতে উপনীত হইলেন। পাকশাসন ত্রিদশালয়ে গমন ও বহুদিবস পরে স্বীয় রাজ্য লাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিহত-কণ্টক ত্রিলোকরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোক সকল সুখী হইল। দেবগণ পুনরায় জগতে যজ্ঞভাগভোজী হইলেন। তদনন্তর দেবী অখিল তীর্থ, ক্ষেত্র এমন কি, ত্রিলোকের সকল-স্থানেই বিখ্যাতি লাভ করিলেন। হে দ্বিজগণ! এই সময়ে ভূপতি সুরথ জন্মগ্রহণ করেন। আনর্ত্তপতি সুরথ উত্তম ভক্তিসহকারে প্রতিক্ষেত্রে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে

সিদ্ধেঽহনি। স পুমান্ বৎসরং যাবৎ কৃতার্থঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥৮৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহিষাসুরপরাজয়কাত্যায়নী-
মাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। যথা স নিহতো দেব্যা মহিষাখ্যো দনূত্তমঃ ॥ ১ ॥ সাম্প্রতং কীর্ত্তয়িষ্যামি কথাং পাতকনাশিনীম্। কেদারসম্ভবাং পুণ্যাং তাং শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ। কেদারঃ শ্রূয়তে সূত গঙ্গাদ্বারে হিমাচলে। স কথং চেহ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। এতৎ সত্যং গিরৌ তস্মিন্ স্বয়ম্ভূঃ সংস্থিতঃ প্রভুঃ। পরং তত্র বসেদ্দেবো যাবন্মাসাষ্টকং দ্বিজাঃ ॥ ৪ ॥ যাবদ্‌ঘর্ম্মশ্চ বর্ষা চ তাবত্তত্র বসেৎ প্রভুঃ। শীতকালে পুনশ্চাত্র ক্ষেত্রে সন্তিষ্ঠতে সদা ॥ ৫ ॥ ঋষয় উচুঃ। কিং তৎকার্য্যং বসেদ্যেন ক্ষেত্রে মাসচতুষ্টয়ম্। হিমাচলে যথৈবাষ্টৌ সূতপুত্র বদস্ব নঃ ॥ ৬ ॥ সূত উবাচ। পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবস্যাদৌ মনোর্দ্দৈত্যো মহাবলঃ। হিরণ্যাক্ষো মহাতেজাস্তপোবীর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ৭ ॥ তৈর্ব্যাপ্তং জগদেতদ্ধি নিরস্য ত্রিদশাধিপম্। যজ্ঞভাগশ্চ দেবানাং হৃতা বীর্য্যপ্রভাবতঃ ॥ ৮ ॥ অথ শক্রঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং গঙ্গাদ্বারং সমাশ্রিতঃ। তপস্তেপে সুদুঃখার্ত্তো রাজ্যশ্রীপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥ তস্যৈবং তপ্যমানস্য তপস্তীব্রং মহাত্মনঃ। মাহিষং রূপমাস্থায় নিশ্চক্রাম ধরাতলাৎ ॥ ১০ ॥ স্বয়মেব মহাদেবস্ততঃ শক্রমুবাচ হ। কেদারয়ামি মে শীঘ্রং ব্রূহি সর্ব্বং সুরোত্তম। দৈত্যানামথ সর্ব্বেষাং রূপেণানেন বাসব ॥ ১১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। হিরণ্যাক্ষো মহাদৈত্যঃ সুবাহুর্ব্বক্রকন্ধরঃ। ত্রিশৃঙ্গো লোহিতাক্ষশ্চ পঞ্চৈতান্ দারয় প্রভো। হতৈরেতৈর্হতং সর্ব্বং দানবানামসংশয়ম্ ॥ ১২ ॥ কিমন্যৈঃ কৃপণৈর্দ্দৈত্যৈর্যৈঃ কিঞ্চিন্নাত্র সিধ্যতি। তস্য তদ্বচনং

মানব চৈত্রশুক্লাষ্টমীতে এই সুরথপ্রতিষ্ঠিত বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তি দর্শন করে, সংবৎসর যাবৎ তাহার সকল কার্য্যই সুসম্পূর্ণ হয়, সংশয় নাই। ৬৬—৮৬।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২১ ।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবী কর্ত্তৃক যেরূপে দানবের নিধন হইয়াছিল, এই আপনাদের নিকট সেই দানবোত্তম মহিষের নিধনবার্ত্তা বর্ণন করিলাম! এক্ষণে কেদারবিষয়ক পাতকনাশিনী পূতকথা কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন! ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! আমরা শুনিয়াছি,—গঙ্গাদ্বার হিমালয়েই কেদার বিদ্যমান, এখানে কিরূপে সেই কেদারের আবির্ভাব হইল, এসকল বিস্তররূপে আমাদের নিকট বর্ণন করুন। সূত উত্তর করিলেন।—হে দ্বিজগণ! হিমালয় কেদারের আলয়, ইহা সত্যই বলিয়াছেন, স্বয়ম্ভু প্রভু কেদার হিমগিরিতে অষ্টমাস বাস করেন; যেপর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা বর্ত্তমান থাকে, প্রভু তাবৎ কাল হিমালয়ে বাস করিয়া পুনরায় শীতাগমে সতত এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকেন। ১-৫। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূততনয়! কেদার কিজন্য হিমালয়ে বৎসরের অষ্টমাস এবং মাসচতুষ্টয় চমৎকারপুরে বাস করেন? সূত উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর হিরণ্যাক্ষ নামক জনৈক তনয় জন্মগ্রহণ করে, মহাবল মহাতেজা দানব হিরণ্যাক্ষ তপোবীর্য্যযুক্ত ছিল। তৎকালে অসুরগণ ত্রিদশাধীশ শক্রকে পরাভূত করিয়া সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয় এবং বীর্য্যপ্রভাবে দেবগণের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে। অনন্তর হৃতরাজ্য দুঃখকাতর সুররাজ শক্র অন্যান্য সুরগণের সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গাদ্বারে আগমনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন। মহাত্মা বাসব যখন তীব্র তপস্যায় রত হন, তৎকালে স্বয়ং মহাদেব মহিষশরীর পরিগ্রহ করত ধরাতল হইতে নির্গমন করিয়া শক্রকে কহিয়াছিলেন;—হে দেববর! কাহাদিগকে বিদারণ করিব, সত্বর বল; হে বাসব! আমি এই মহিষরূপেই অসুরনিকর বিদারণ করিতে সমর্থ। ইন্দ্র উত্তর করিলেন,—হে প্রভো! মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ, সুবাহু, বক্রকন্ধর, ত্রিশৃঙ্গ এবং লোহিতাক্ষ আপনি এই পঞ্চ দানবকে বিদারণ করুন। অন্য কৃপণ দানবগণকে নিহত করিয়া কি

ক্বত্বা ভগবাংস্তূর্ণমভ্যগাৎ। যত্র দানবমুখ্যোঽছসৌ হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ ॥ ১৩ ॥ অথ তং দূরতো দৃষ্ট্বা মহিষং পর্ব্বতোপমম্। আঘ্নাতং রৌদ্ররূপেণ দানবাঃ সর্ব্বতশ্চ তে ॥ ১৪ ॥ ততো জঘ্নুশ্চ পাষাণৈর্লগুড়ৈশ্চ তথা পরে। ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতাং-শ্চক্রুস্তথান্যে বলগর্ব্বিতাঃ ॥ ১৫ ॥ অথাবমন্য তান্ দেবঃ প্রহারং লীলয়া দদৌ। যত্রাস্তে দানবেন্দ্রোঽসৌ চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ১৬ ॥ ততঃ শস্ত্রং সমুদ্যম্য যাবদ্ধাবতি সম্মুখঃ। তাবচ্ছৃঙ্গপ্রহারেণ সোঽনয়দ্যমসাদনম্ ॥ ১৭ ॥ হত্বা তং সচিবান্ পশ্চাৎ সুবাহুপ্রমুখাংশ্চ তান্। জঘান হন্যমানোঽপি সমন্তাদ্দানবৈঃ পরৈঃ ॥ ১৮ ॥ ন তস্য লগতে ক্বাপি শস্ত্রং গাত্রে কথঞ্চন। যত্নতোঽপি বিসৃষ্টং চ লক্ষলক্ষ্যৈঃ প্রহারিভিঃ ॥১৯॥ এবং স্বপ্রধানাংস্তান্ হত্বা দৈত্যান্মহেশ্বরঃ। ভূয়ো জগাম তং দেশং যত্র শক্রো ব্যবস্থিতঃ। অব্রবীচ্চ প্রহৃষ্টাত্মা ততঃ শক্রং তপোঽন্বিতম্ ॥২০॥ ময়া তে নিহতাঃ পঞ্চ দানবা যে ত্বয়েরিতাঃ। তস্মাত্ত্রৈলোক্যরাজ্যং স্বং ত্বং এব সমাচর ॥ ২১ ॥ মত্তোঽন্যদপি দেবেশ বরং প্রার্থয় বাঞ্ছিতম্। কৈলাসশিখরং যেন গচ্ছামি ত্বরয়ান্বিতঃ ॥ ২২ ॥ ইন্দ্র উবাচ। অনেনৈব হি রূপেণ তিষ্ঠ ত্বং চাত্র শঙ্কর। ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় ধর্ম্মায় চ শিবায় চ ॥ ২৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এতদ্রূপং ময়া শক্র কৃতং তস্য বধায় বৈ। অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং যতোঽন্যেষাং ময়া হতঃ ॥ ২৪ ॥ তস্মাদত্রৈব তে বাক্যাৎ স্থাস্যামি সুরসত্তম। অনেনৈব তু রূপেণ মোক্ষদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ২৫ ॥ এবমুক্তা বিরূপাক্ষশ্চক্রে কুণ্ডং ততঃ পরম্। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সুস্বাদুক্ষীরবৎপ্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ দেবেন্দ্রং মেঘগম্ভীরয়া গিরা। শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ২৭ ॥ যো মাং দৃষ্ট্বা শুচির্ভূত্বা কুণ্ডমেতৎপ্রপশ্যতি। পিবেদ্বামসব্যেন ব্রাভ্যাং চৈব ততো জলম্ ॥ ২৮ ॥ করাভ্যাং স পুমান্নূনং তারয়েচ্চ কুলত্রয়ম্। অপি পাপসমাচরং নরকেঽপি ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৯ ॥ বামেন মাতৃকং পক্ষং দক্ষিণে-

হইবে? তাহারা আমাদের কোনই অনিষ্টসাধনে সমর্থ নহে; হে দেব! এই শ্রেষ্ঠ পঞ্চদানব নিহত হইলেই অসুরকুল নির্ম্মূল হইবে, সংশয় নাই! দেবরাজের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহিষরূপী ভগবান্ রুদ্র দানবপ্রধান মহাবল হিরণ্যাক্ষের সমক্ষে উপনীত হইলেন। বলদর্পিত দানবগণ দূর হইতে সেই পর্ব্বতোপম ভীষণবদন মহিষ দর্শন করিয়া কেহ পাষাণ ও কেহ লগুড় দ্বারা আঘাত করিল এবং কেহ আস্ফালন, কেহ স্ফোটন ও অন্য কেহ কেহ চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দেবদেব তুচ্ছ বোধে তাহাদিগকে অবলীলা ক্রমে প্রহার করিয়া সুবাহু প্রমুখ মন্ত্রিচতুষ্টয়পরিবেষ্টিত দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের নিকট উপনীত হইলেন। এদিকে দানব হিরণ্যাক্ষ যেমন তাঁহাকে দর্শন করিয়া অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইল, অমনই মহাদেব শৃঙ্গাঘাতে তাহাকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। দানবগণ তখন চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল, তিনি অবলীলাক্রমে সুবাহুপ্রমুখ মন্ত্রিচতুষ্টয়কে নিহত করিলেন, লক্ষলক্ষ প্রহাররত দানবগণের যত্ননিক্ষিপ্ত কোন অস্ত্রশস্ত্রই তাঁহার দেহের কোন স্থানই স্পর্শ করিল না। মহাদেব এইরূপে পঞ্চ মহাদানবকে নিহত করিয়া যেস্থানে তপোরত শক্র অবস্থিত ছিলেন, হর্ষভরে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে দেবেশ! তুমি যে পঞ্চ মহাদানবের নিধন প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমি তাহাদিগকে নিধন করিয়াছি; অতএব তুমি এক্ষণে তোমার ত্রৈলোক্যরাজ্য পুনরায় পালন কর। কেবল ইহাই নহে, তুমি আমার নিকট অভীষ্টবর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দিয়া সত্বর কৈলাসশিখরে গমন করিব। ৬—২২। ইন্দ্র বলিলেন,—হে শঙ্কর! ত্রিলোকের কুশল ও ধর্ম্মরক্ষার্থ আপনার এইরূপেই এই স্থানে আপনি অবস্থান করিয়া ত্রিলোক পালন করুন। ভগবান বলিলেন,—হে শক্র! মহিষ সর্ব্বভূতের অবধ্য, আমি তাহার বধের জন্য এই রূপ ধারণ করিয়াছি; হে সুরসত্তম! এক্ষণে আমি তোমার বাক্যে এইরূপে এই স্থানেই অবস্থিত হইয়া দেহীদিগের মোক্ষ প্রদান করিব। অনন্তর বিরূপাক্ষ শঙ্কর এইরূপ কহিয়া, শুদ্ধস্ফটিকনিভ ক্ষীরবৎ সুস্বাদু ও প্রিয় পয়োযুক্ত এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তদনন্তর ত্রিপুরান্তক ভগবান্ দর্শক দেবগণ সমক্ষে দেবেন্দ্রকে বলিলেন,—আমাকে অবলোকন করত শুচি হইয়া যে মানব বাম ও দক্ষিণ করের মিলিত অঞ্জলি দ্বারা বারত্রয় এই কুণ্ডের জল পান করে, তাহার নরকস্থ ত্রিকুল উদ্ধার হয়। ইহা আমার বাক্য, অতএব নিঃসংশয়,

নাথ পৈতৃকম্। উভাভ্যামথ চাত্মানং করাভ্যাং মখচো যথা॥ ৩০॥ ইন্দ্র উবাচ। অহমাগত্য নিত্যং ত্বাং স্বর্গাদ্বৃষভবাহন। অত্রস্থং পূজয়িষ্যামি পাস্যামি চ তথোদকম্॥ ৩১॥ কে দারয়ামি যৎ-প্রোক্তং ত্বয়া মহিষরূপিণা। কেদার ইতি নাম্না ত্বং ততঃ খ্যাতো ভবিষ্যসি॥ ৩২॥ শ্রীভগবানুবাচ। যদ্যেবং কুরুষে শক্র ততো দৈত্যভয়ং ন তে। ভবিষ্যতি পরং তেজোগাত্রে সম্পৎস্যতেঽখিলম্॥ ৩৩॥ এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষস্ততঃ প্রাসাদমুত্তমম্। তদর্থং নির্ম্ময়ামাস সাধ্বালোকং মনোহরম্॥ ৩৪॥ ততঃ প্রণম্য তং দেবমনুমন্ত্র্য ততঃ পরম্। জগাম নিজমাবাসং মেরুশৃঙ্গাগ্রসংস্থিতম্॥ ৩৫॥ ততশ্চাগত্য নিত্যং স স্বর্গাদ্দেবস্য শূলিনঃ। কেদারস্য সুভক্ত্যাঢ্যাং পূজাং চক্রে সমাহিতঃ॥ ৩৬॥ মন্ত্রোদকং চ ত্রিঃ পীত্বা যযৌ ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যাবত্তত্র সমাযযৌ॥ ৩৭॥ তাবদ্ধিমেন তৎসর্ব্বং গিরেঃ শৃঙ্গং প্রপূরিতম্। তচ্চ কুণ্ডং স দেবশ্চ প্রাসাদেন সমন্বিতঃ॥ ৩৮॥ ততো দুঃখপরীতাত্মা ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। তাং দিশং প্রণিপত্যোচ্চৈর্জগাম নিজমন্দিরম্॥ ৩৯॥ এবমাগচ্ছতস্তস্য গতং মাসচতুষ্টয়ম্। অপশ্যতো মহাদেবং দিদৃক্ষাগতচেতসঃ॥ ৪০॥ ততঃ প্রাপ্তে পুনর্ব্বিপ্র ঘর্ম্মকালে হিমালয়ে। সংযাতো দৃকপথং দেবঃ স তথারূপসংস্থিতঃ॥ ৪১॥ ততঃ পূজাং বিধায়োচ্চৈশ্চাতুর্ম্মাস্যসমুদ্ভবাম্। গীতবাদ্যাদিকং চক্রে তৎপুরঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৪২॥ অথ দেবঃ সমালোক্য তাং শ্রদ্ধাং তস্য গোপতেঃ। প্রোবাচ দর্শনং গত্বা ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ॥ ৪৩॥ পরিতুষ্টোঽস্মি দেবেশ ভক্ত্যা চানন্যয়ানয়া। তস্মাৎ প্রার্থয় দাস্যামি যং কামং হৃদি সংস্থিতম্॥ ৪৪॥ শক্র উবাচ। তব প্রসাদাৎ সঞ্জাতং মমৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্। যৎকিঞ্চিৎত্রিষু লোকেষু তৎসর্ব্বং গৃহসংস্থিতম্॥ ৪৫॥ তস্মাদ্যদি প্রসাদং মে করোষি বৃষভধ্বজ। বরং বা যচ্ছসি প্রীতস্তৎ-কুরুষ্ব বচো মম॥ ৪৬॥ পর্ব্বতোঽয়ং ভবেদ্গম্যো মাসানষ্টৌ সুরেশ্বর। যাবন্মীনস্থিতো ভানুঃ প্রগচ্ছতি শ্রুতং ময়া॥ ৪৭॥ ততঃ পরমগম্যশ্চ

কুণ্ডজলপায়ীর বামকরযুক্ত জলপানে তাহার মাতৃপক্ষ, দক্ষিণ করযুক্ত জলপানে পিতৃপক্ষ এবং উভয় করমিলিত জলপানে আত্মমুক্তি সাধিত হয়। ইন্দ্র বলিলেন,—হে বৃষভবাহন! স্বর্গ হইতে আমি প্রতিদিন এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার পূজা ও এই কুণ্ডজল পান করিব। আপনি মহিষরূপ পরিগ্রহ করিয়া কহিয়াছিলেন,—"আমি কাহাদিগকে বিদারিত করিব" অতএব আপনি কেদার নামে বিখ্যাত হইবেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে শক্র! যদি তুমি স্বর্গ হইতে আসিয়া প্রতিদিন এইরূপেই আমার পূজা কর, তবে তোমার দৈত্যভয় থাকিবে না এবং তোমার দেহ অখিল তেজোযুক্ত হইবে। অনন্তর দেবদেব এইরূপ কহিলে সহস্রলোচন মনোহর অনুত্তম দর্শনীয়াকৃতি কেদারপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং কেদারকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিজাবাস মেরুশৃঙ্গে গমন করিলেন। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! তদবধি দেবরাজ প্রতিদিন স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া সমাহিতমনে শূলপাণি কেদারের মহাসমারোহে পূজা ও বারত্রয় সমন্ত্র কুণ্ডবারি পান করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে একদা হিমপাতে গিরিশৃঙ্গ, পরিপূরিত হইলে কুণ্ড ও প্রাসাদ সহ কেদার অদৃশ্য হইয়াছিলেন, ইন্দ্র কেদারসমীপে আগমন করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন না; ইন্দ্র কেদারের অদর্শনে দুঃখিত হইলেন; তিনি পরম ভক্তিসহকারে প্রাসাদের দিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন। ২৩—৩৯। কেদারের দর্শনাভিলাষে সমাগত দেবেন্দ্রের এইরূপে মাসচতুষ্টয় অতীত হইল, তিনি মহাদেবের দর্শন লাভ করিলেন না। হে দ্বিজগণ! হিমালয়ে পুনরায় গ্রীষ্মকাল দেখা দিল, হিম কাটিয়া গেল, কেদাররূপ দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবরাজ কেদারের দর্শন পাইয়া মহাসমারোহে মাসচতুষ্টয়ের পূজা একযোগে সমাহিত করিলেন। কেদারপুর গীত-বাদ্যাদিতে পূর্ণ হইল। অনন্তর ত্রিপুরান্তক ভগবান্ ত্রিদশপতির এবংবিধ ভক্তিশ্রদ্ধা দর্শনে প্রীত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—হে দেবেশ! তোমার অনন্য ভক্তিদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তুমি তোমার অভীষ্ট প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিব। শক্র উত্তর করিলেন,—হে বৃষভধ্বজ! আপনার প্রসাদে আমার অনুত্তম ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে; ত্রিলোকে যে কিছু সম্পদ্ আছে, তৎসমস্তই আমার গৃহে বিদ্যমান। যদি আমার প্রতি ইহা হইতেও অধিক অনুগ্রহ হইয়া থাকে, আর যদি আমাকে বর দান করেন, তবে প্রসন্ন হইয়া আমার "প্রার্থনা

হিমপূরেণ সংবৃতঃ। যদা স্থাচ্চতুরো মাসান্ যাবৎ কুম্ভগতো রবিঃ॥ ৪৮॥ সঞ্চায়তেঽপ্যগম্যশ্চ মমাপি ত্রিপুরান্তক। কিং পুনঃ স্বল্পসত্ত্বানাং নরাদীনাং সুরেশ্বর॥ ৪৯॥ তস্মাৎ স্বর্গেঽথ পাতালে মর্ত্ত্যে বা ত্রিদশেশ্বর। কৃত্তিবাসেন রূপেণ স্থিতিং মাসচতুষ্টয়ম্। যেন ন স্যাৎ প্রতিজ্ঞায়া হানির্মম সুরেশ্বর॥ ৫০॥ সূত উবাচ। ততো দেবশ্চিরং ধ্যাত্বা প্রোবাচ বলসূদনম্। পরং সন্তোষমাপন্নো মেঘনির্ঘোষনিঃস্বনম্॥ ৫১॥ আনর্ত্তবিষয়ে ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। অস্মদীয়ং সহস্রাক্ষ বিদ্যতে ধরণীতলে॥ ৫২॥ তত্রাহং বৃশ্চিকস্থেঽর্কে সদা স্থাস্যামি বাসব। যাবৎকুম্ভস্থপর্য্যন্তং তব বাক্যাদসংশয়ম্॥ ৫৩॥ তস্মাত্তত্র দ্রুতং গত্বা কৃত্বা প্রাসাদমুত্তমম্। মম রূপং প্রতিষ্ঠাপ্য কুরু পূজাং যথোচিতম্॥ যেন তত্র নিজং তেজো ধারয়ামি তবার্থতঃ॥ ৫৪॥ সূত উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা সহস্রাক্ষো দেবদেবস্য শূলিনঃ। গত্বা তত্র ততশ্চক্রে যদ্দেবেনেরিতং বচঃ॥ ৫৫॥ প্রাসাদং নির্ম্মযিত্বাথ রূপং সংস্থাপ্য শূলিনঃ। কুণ্ডং চক্রে চ তদ্রূপং স্বচ্ছোদকসমাবৃতম্॥ ৫৬॥ ততশ্চারাধয়ামাস পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। স্নাত্বা কুণ্ডেঽপিবত্তোয়ং ত্রিঃকৃত্বা চ যথা পুরা॥ ৫৭॥ এবং স ভগবাংস্তত্র শক্রেণারাধিতঃ পুরা। সমায়াতোত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ সুরম্যাত্তু হিমাচলাৎ॥ ৫৮॥ যস্তমারাধয়েৎ সম্যক্ সদা মাসচতুষ্টয়ম্। হিমোপাতোদ্ভবে মর্ত্ত্যঃ স শিবায় প্রপদ্যতে॥ ৫৯॥ শেষকালেঽপি যঃ পূজাং করোত্যেব সুভক্তিতঃ। স পাপং ক্ষালয়েৎ প্রাজ্ঞ আজন্মমরণান্তিকম্॥ ৬০॥ তত্র গীতং প্রশংসন্তি নৃত্যং চৈব পৃথগ্বিধম্। দেবস্য পুরতঃ প্রাজ্ঞাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৬১॥ অত্র শ্লোকঃ পুরা গীতো নারদেন সুরর্ষিণা। তদ্বোঽহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রূয়তাং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ॥ ৬২॥ কেদারে সলিলং পীত্বা গয়াপিণ্ডং প্রদায় চ। ব্রহ্মজ্ঞানমথাসাদ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৬৩॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং কেদারস্য চ সম্ভবম্। আখ্যানং

পূর্ণ করুন। হে সুরেশ্বর! আমি শুনিয়াছি,—মীন হইতে কুম্ভরাশিতে দিবাকরের অবস্থান পর্য্যন্ত অষ্টমাসকাল এই পর্ব্বত সুগম, তার পর হিমপূর্ণ হইয়া পর্ব্বত আচ্ছাদিত থাকে; হে ত্রিপুরান্তক! অনন্তর রবি কুম্ভরাশিতে গমন করিলেই হিমগিরি পরম অগম্য হয়। হে সুরেশ্বর! স্বল্পবল লোকের কথা কি কহিব, এই মাসচতুষ্টয় হিমগিরি আমারও অগম্য; অতএব হে ত্রিদশেশ্বর! স্বর্গেই হউক অথবা পাতালে কিংবা মর্ত্ত্যভূমেই হউক, এই মাসচতুষ্টয় এইরূপেই আপনার ইচ্ছানুসারে বাস করুন; হে সুরেশ্বর! এইরূপ করিলে আমার প্রতিজ্ঞাহানি হইবে না। সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবদেব পরম প্রীত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তার পর মেঘগম্ভীর বাক্যে বলসূদন বাসবের বাক্যে উত্তর করিলেন। দেব দেব বলিলেন,—হে সহস্রাক্ষ! ক্ষিতিতে আনর্ত্তরাজ্যের হাটকেশ্বরে আমার ক্ষেত্র বিদ্যমান, হে বাসব! দিবাকর যখন বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও কুম্ভ এই চারি রাশিতে বাস করিবেন, তোমার প্রার্থনায় এই মাসচতুষ্টয় আমি হাটকেশ্বরে সতত বাস করিব; সংশয় নাই। অতএব তুমি সত্বর হাটকেশ্বরে গমন ও তথায় অনুত্তম প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং আমার রূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া যথোচিত পূজা কর; আমি তোমার প্রার্থনায় আমার নিজতেজ সেই প্রাসাদে রক্ষিত করিব। সূত কহিলেন,—সহস্রলোচন, শূলপাণি দেবদেবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাটকেশ্বরে গমনপূর্ব্বক দেবাদিষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও শূলীর লিঙ্গ স্থাপন ও তদ্রূপ নির্ম্মলজলযুক্ত কুণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া পুষ্প, ধূপ ও অনুলেপনাদি দ্বারা হরের আরাধনা এবং পূর্ব্বের ন্যায় কুণ্ডজলে স্নান করিয়া বারত্রয় কুণ্ডবারি পান করিলেন। ৪০—৫৭। হে দ্বিজসত্তমগণ। পূর্ব্বকালে দেবরাজ কর্ত্তৃক ভগবান্ কেদার এইরূপ আরাধিত হইয়া সুরম্য হিমগিরি হইতে মৎকারপুরে আগমন করিয়াছিলেন। যে মানব এই হিমপাতযুক্ত মাসচতুষ্টয়ে সম্যক্ কেদারদর্শন করে, তাহার মঙ্গল হয়, অন্ত কালেও যে প্রাজ্ঞ মানব উত্তম ভক্তিসহকারে কেদারের পূজা করেন, তাঁহার জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সঞ্চিত অখিল পাপ বিধৌত হইয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ প্রাজ্ঞগণ কেদারসম্মুখে নৃত্যগীতের সমধিক প্রশংসা করেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এ বিষয়ে একটী শ্লোকগাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনাদের অবগতির জন্য এক্ষণে আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্লোক যথা—"কেদারে সলিল পান ও গয়ায় পিণ্ডদান করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, কদাচ পুনর্জ্জন্ম হয় না।" হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আপনাদের নিকট

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৬৪ ॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াৎ সম্যক্ পঠেদ্বা তস্য চাগ্রতঃ। শ্রাবয়েদ্বাপি যো বিপ্রাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্। কেদারস্য স পাপৌঘৈর্মুচ্যতে তৎক্ষণান্নরঃ। ৬৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কেদারোৎপত্তিমাহাত্ম্য বর্ণনং নাম দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি তত্রাস্তি শুক্লতীর্থমনুত্তমম্। দর্ভৈঃ সংসূচিতং শ্বেতৈর্যদদ্যাপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১ ॥ চমৎকারপুরে পূর্ব্বমাসীৎ কশ্চিৎ সুশল্যবিৎ। রজকঃ শুদ্ধকো নাম পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ॥ ২ ॥ স সর্ব্বরজকানাঞ্চ প্রাধান্যেন ব্যবস্থিতঃ। প্রধানব্রাহ্মণানাঞ্চ করোত্যম্বরশোধনম্ ॥ ৩ ॥ কস্মিংশ্চিদথ কালস্য নীলীকুণ্ড্যাং সমাহিতঃ। প্রাক্ষিপদ্‌ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং বাসো বিজ্ঞাতবাংশ্চিরাৎ ॥ ৪ ॥ অথাসৌ মন্দচিত্তশ্চ স্বামাহূয় কুটুম্বিনীম্। পুত্রাংশ্চ বচনং প্রাহ রহস্যে ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৫ ॥ নির্ম্মল্যানি সুবস্ত্রাণি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। নীলীমধ্যে বিমোহেন প্রক্ষিপ্তানি বহূনি চ ॥ ৬ ॥ বধবন্ধাদিকং কর্ম্ম তে করিষ্যন্ত্যসংশয়ম্। তস্মাদন্যত্র গচ্ছামো গৃহীত্বা রজনীমিমাম্ ॥ ৭ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা সারমাদায় মন্দিরাৎ। প্রস্থিতো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কান্দিশীকো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ তাবত্তস্য সুতা গত্বা স্বাং সখীং দাশসম্ভবাম্। উবাচ ক্ষম্যতাং ভদ্রে যন্ময়া কুকৃতং কৃতম্ ॥ ৯ ॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি প্রক্রীড়ন্ত্যা ত্বয়া সহ। প্রণয়াদ্বাল্যভাবাচ্চ ক্রোধাদ্বাথ মহের্ষ্যয়া ॥ ১০ ॥ অথ সা সহসা শ্রুত্বা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা। উবাচ কিমিদং ভদ্রে যন্মামিত্থং প্রভাষসে ॥ ১১ ॥ সখ্যুবাচ। মম তাতেন নীলায়াং প্রক্ষিপ্তান্যম্বরাণি চ। ব্রাহ্মণানাং মহার্হাণি বিভ্রমেণ সুলোচনে ॥ ১২ ॥ তৎপ্রভাতে পরিজ্ঞায় দণ্ডং ধাস্যন্তি দারুণম্। এবং চিত্তে সমাস্থায় তাতঃ

কেদারের উদ্ভববিবরণ সকলই কথিত হইল। এই উপাখ্যান শ্রবণে সর্ব্বপাতক বিনষ্ট হয়। হে বিপ্রগণ! যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এই সর্ব্বপাতকনাশন কেদারমাহাত্ম্য সম্যক্ শ্রবণ বা শিবসমীপে পাঠ করেন বা অন্য কাহাকেও শ্রবণ করান, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ৫৮—৬৫।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হাটকেশ্বরে অন্য আর এক অত্যুত্তম শুক্লতীর্থ বিদ্যমান। হে দ্বিজসত্তমগণ! অদ্যাপি শ্বেতকুশরাশি দ্বারা এই শুক্লতীর্থ সংসূচিত হয়। পূর্ব্বকালে চমৎকারপুরে শুদ্ধক নামক জনৈক রজক ছিল; রজক শুদ্ধক পুত্রপৌত্রবান্ ও সুশৈল্য বিষয়ে অভিজ্ঞ। শুদ্ধক রজকসমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং সে দ্বিজসত্তমগণের বসন শোধন করিত। শুদ্ধক সমাহিত হইয়া দ্বিজসত্তমগণের বস্ত্রাদি ধৌত করিত। অনন্তর একদা শুদ্ধক ভ্রমক্রমে,—নীলজলযুক্ত জলাধারে দ্বিজসত্তমগণের বসন নিক্ষেপ করিল; এই ব্যাপার পরে সে বুঝিতে পারিল, বুঝিয়া শুদ্ধকের মন মলিন হইল, শুদ্ধক ভীতিবিহ্বল হইয়া সত্বর পুত্রকলত্রাদিকে আহ্বানপূর্ব্বক নির্জ্জনে বলিতে লাগিল। শুদ্ধক বলিল,—মহাত্মা দ্বিজগণের এই মনোজ্ঞ বসননিচয় অমূল্য, মোহবশে এই সকল বসন নীলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই অপরাধে অবশ্যই তাঁহারা আমাদের বধ-বন্ধনাদি দণ্ড দান করিবেন, সংশয় নাই। অতএব চল, এই রজনীযোগেই আমরা অন্যত্র গমন করি। ১—৭। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানহীন শুদ্ধক এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া গৃহ হইতে সারবান্ দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত স্বীয় ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। শুদ্ধকসুতার জনৈক দাসকন্যা সখী ছিল, পিতাকে নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া শুদ্ধকসুতা সত্বরগমনে স্বীয় সখীসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল,—হে ভদ্রে! আমি তোমার সহিত যে সকল কুকর্ম্ম করিয়াছি, সে সকল ক্ষমা কর। আমি জ্ঞান ও অজ্ঞানতঃ প্রণয় ও বাল্যভাবনিবন্ধন কখন ক্রোধ কখন ঈর্ষাবশে তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছি, তুমি সে সব মনে রাখিও না। দাসসুতা সহসা সখীমুখে এইরূপ শুনিয়া বাষ্পাকুললোচনে বলিয়া উঠিল,—হে ভদ্রে! তুমি আমাকে এ কি কহিতেছ? সখী উত্তর করিল,—হে সুলোচনে! আমার পিতা ভ্রমবশতঃ ব্রাহ্মণগণের অমূল্য বসননিচয় নীলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনি প্রভাতে এই ব্যাপার অবগত হইয়া পাছে

সুপ্রস্থিতোঽধুনা ॥ ১৩ ॥ অহং তবান্তিকং প্রাপ্ত দর্শনার্থমনিন্দিতে। অনুজ্ঞাতা প্রযাস্যামি ত্বয়া তস্মাৎ প্রমুচ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥ অথ সা তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নবদনাব্রবীৎ। যদ্যেবং মা সরোজাক্ষি কুত্র চিৎ সম্প্রযাস্যসি ॥ ১৫ ॥ নিবারয় দ্রুতং গত্বা তাতং নো গম্যতামিতি। অস্তি পূর্ব্বোত্তরে ভাগে স্থানাদস্মাজ্জলাশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তত্রৈকদা বিনিক্ষিপ্তং মম তাতেন জালকম্। অতীব কৃষ্ণকেশোত্থং তাবচ্ছুক্লত্বমাগতম্ ॥ ১৭ ॥ ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ স্বয়ং সস্নৌ কুতূহলাৎ। যাবচ্ছুক্লত্বমাপন্নস্তাদৃকৃষ্ণবপুর্দ্ধরঃ ॥ ১৮ ॥ সুশ্বেতমূর্দ্ধজঃ সদ্যঃ স্ত্রীণাং বৈরাগ্যকারকঃ। ততঃপ্রভৃতি নো জ্ঞাত্বা কশ্চিত্তত্র প্রগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ তস্মাত্তত্রৈব বস্ত্রাণি প্রক্ষালয়তু সত্বরম্। তাতঃ স তব যাস্যতি বিশুদ্ধিং পরমাং শুভে ॥ ২০ ॥ অথ সা সত্বরং গত্বা নিজতাতস্য তদ্বচঃ। সত্বরং কথয়ামাস প্রহৃষ্টবদনা সতী ॥ ২১ ॥ মম সখ্যা সমাদিষ্টং নাতিদূরে জলাশয়ঃ। তত্র শ্বেতত্বমায়াতি সর্ব্বং ক্ষিপ্তং সিতেতরম্ ॥ ২২ ॥ তস্মাৎপ্রক্ষালয় প্রাতস্তত্র গত্বা জলাশয়ে। বস্ত্রাণ্যমুনি শুক্লত্বং সম্প্রয়াস্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ২৩ ॥ রজক উবাচ। নৈতৎসম্পৎস্যতে পুত্রি যন্নীলস্য পরিক্ষয়ঃ। বস্ত্রলগ্নস্য জায়েত যতঃ প্রোক্তং পুরাতনৈঃ ॥ ২৪ ॥ বজ্রলেপস্য মূর্খস্য নারীণাং কর্কটস্য চ। একো গ্রহস্তু মীনানাং নীলীমদ্যপয়োস্তথা ॥ ২৫ ॥ কন্যোবাচ। তত্র হ্যাগম্যতাং তাবদ্বস্ত্রাণ্যাদায় যত্নতঃ। তোয়াচ্ছুদ্ধিং প্রযাস্যন্তি তদাগন্তব্যমেব হি ॥ ২৫ ॥ ভূয়োঽপি মন্দিরে বাথ তস্মাৎস্থানাদ্দিগন্তরম্। গন্তব্যং সকলৈরেব মযৈতদ্ধৃদি সংস্থিতম্ ॥ ২৭ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সাধুসাধ্বিতি তেঽসকৃৎ। প্রোচ্য

বিপ্রগণ দারুণ দণ্ড বিধান করেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্প্রতি অন্যত্র গমন করিতেছেন। হে অনিন্দিতে! আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। তোমার অনুমতি লইয়া গমন করিব, অতএব আমাকে বিদায় দাও। অনন্তর দাসসুতা শুদ্ধককন্যার কথা শুনিয়া প্রসন্নবদনে উত্তর করিল,—হে কমললোচনে। যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? তুমি সত্বর গৃহে গমন করিয়া পিতাকে নিবারণ কর, তিনি যেন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া না যান। দেখ, এই স্থানের উত্তর পূর্ব্বদিকে এক জলাশয় আছে, একদা আমার জনক সেই জলাশয়ে জাল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, জাল অতীব কৃষ্ণসূত্রে নির্ম্মিত ছিল, কিন্তু সেই জলাশয়ের জলস্পর্শে জাল শুক্লবর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর পিতা বিস্মিত হইয়া কুতূহলবশতঃ সেই জলাশয়ে অবগাহন করিলেন, তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কিন্তু শুক্লবর্ণ ধারণ করিলেন। তাঁহার মস্তকের কৃষ্ণ কেশও সদ্য শুক্ল হইয়া গেল। সখি! বলিব কি! শুক্লকেশ কামিনীগণের বিরাগভাজন; এজন্য তদবধি সকলেই জলাশয়ের প্রভাব বিদিত হইল। কেহ আর সেই জলাশয়ে গমন করে না। অতএব তুমিও সত্বর সেই জলাশয়ে বসন ধৌত কর, হে শুভে! এইরূপ করিলেই তোমার পিতা শুদ্ধিলাভ করিবেন। অনন্তর শুদ্ধকদুহিতা সখীর বাক্যে সত্বর পিতার নিকট গমন করিল এবং আনন্দিতবদনা হইয়া সত্বর বাক্যে সখীর সকল কথাই পিতাকে নিবেদন করিল। বলিল,—আমার সখী কহিয়াছে,—আমাদের বাসস্থানের অনতিদূরে এক জলাশয় বিদ্যমান। সেই জলাশয়ে শুক্ল ভিন্ন যে কোন বর্ণের বস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই শুক্ল হইয়া থাকে। অতএব আপনিও প্রভাতে সেই জলাশয়ে গমনপূর্ব্বক বস্ত্রনিচয় ধৌত করুন, নিঃসংশয় বসনসমূহ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিবে। ৮—২৩ রজক উত্তর করিল,—পুত্রি! বস্ত্রলগ্ন নীলের পরিষ্কার অসম্ভব; কেন না পুরাতনগণ কহিয়াছেন,—হীরকলেপ, মূর্খ, নারী, কর্কট, মীন, নীল ও মদ্যপ ইহাদের আগ্রহ একইরূপ; অর্থাৎ হীরার ধার যেরূপ কদাচ উঠিয়া যায় না, মূর্খ যেমন এক গুঁইয়া হইয়া যাহা করিবার করেই, যেরূপ নারীর আগ্রহ কখনও নিবৃত্তি হয় না, কাঁকড়া একবার ধরিলে যেমন ছাড়ে না, বাড়িশযুক্ত মীনগণ যেমন আগ্রহবশতঃ পুনরায় বড়িশবদ্ধ হয়, মদ্যপানাসক্ত যেরূপ মদ্যত্যাগে অসমর্থ, তদ্রূপ কদাচ বস্ত্রলগ্ন নীলও বিলীন হয় না। কন্যকা কহিল,—তথাপি আপনি বস্ত্র লইয়া জলাশয়সমীপে আগমনপূর্ব্বক সযত্নে জলাশয়ের জলে বস্ত্র ধৌত করুন; অবশ্যই সেই জলে নীল বিলীন হইবে, আপনিও গৃহে আগমন করিবেন, আর না হয় দিগন্তরে চলিয়া যাইবেন, আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব; ইহাই আমি স্থির করিয়াছি। কন্যার বাক্য শ্রবণে শুদ্ধক একাধিক সাধু সাধু

বান্ধবভৃত্যাশ্চ রাত্রাবেব প্রজগ্মিরে ॥ ২৮ ॥ দাশ-কন্যাং পুরঃ কৃত্বা সংশয়ং পরমং গতাঃ। বিভবেন সমাযুক্তা নিজেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৯ ॥ ততঃ সা দর্শয়ামাস দাশকন্যা জলাশয়ম্। বহুবীরুধ-সঙ্কুলং দুষ্প্রবেশং চ দেহিনাম্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স রজকস্তত্র বস্ত্রাণ্যাদায় সর্ব্বশঃ। প্রবিষ্টঃ সলিলে তস্মিন্ ক্ষালয়ামাস বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৩১ ॥ অথ তানি শুভবস্ত্রাণি মেচকাভানি তৎক্ষণাৎ। জাতানি স্ফটিকা-ভানি তৎক্ষণাদেব কৃৎস্নশঃ ॥ ৩২ ॥ ততস্তুষ্টিসমাযুক্তঃ সাধুসাধ্বিতি চাব্রবীৎ। সমালিঙ্গ্য সুতাং প্রাহ দাশ-কন্যাং চ সাদরম্ ॥ ৩৩ ॥ শুভবস্ত্রাণি দ্বিজেন্দ্রাণা-মর্পয়ামো যথাক্রমম্ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ স স্বগৃহং গত্বা তানি বস্ত্রাণি কৃৎস্নশঃ। যথাক্রমেণ সংহৃষ্টঃ প্রদদৌ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥ অথ তে ব্রাহ্মণা দৃষ্ট্বা তাং শুদ্ধিং বস্ত্রসম্ভবাম্। তং চ শ্বেতীকৃতং চেদৃগ্রজকং বিস্ময়ান্বিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ পপ্রচ্ছুঃ কিমিদং চিত্রং বস্ত্র-মূর্দ্ধজসম্ভবম্। অনৌপম্যং চ সঞ্জাতং বদস্ব যদি মন্যসে ॥ ৩৭ ॥ রজক উবাচ। এতানি বিপ্রা বস্ত্রাণি ময়া ক্ষিপ্তানি মোহতঃ। নীলীমধ্যে শুভ-বস্ত্রাণি বিনষ্টানি চ কৃৎস্নশঃ ॥ ৩৮ ॥ ততো ভয়ং মদদ্ভুতং কুটুম্বেন সমন্বিতঃ। চলিতোঽহং রজনীবক্তে দিগন্তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৩৯ ॥ অথৈষা তনয়াস্মাকং গতা নিজসখীং প্রতি। দাশাত্মজাং সুদুঃখার্ত্তা পুনর্দর্শনলালসা ॥ ৪০ ॥ তথা সর্ব্বমভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা মে দুঃখহেতুকম্। ততঃ সন্দর্শয়ামাস স্থিত্বাগ্রে স্বজলাশয়ম্ ॥ ৪১ ॥ তস্মিন্ প্রক্ষিপ্তমাত্রাণি বস্ত্রাণী-মানি তৎক্ষণাৎ। ঈদৃগ্বর্ণানি জাতানি বিস্ময়স্তু হি কারণম্ ॥ ৪২ ॥ তথা মে মূর্দ্ধজাঃ কৃষ্ণা তত্র স্নাতস্য তৎক্ষণাৎ। পরং শুক্লত্বমাপন্না এতৎ প্রোক্তং ময়া স্ফুটম্ ॥ ৪৩ ॥ এবং তে ব্রাহ্মণাঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতাঃ। তত্র জগ্মুঃ পরীক্ষার্থং প্রক্ষিপ্য তদনন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥ কৃষ্ণদ্রব্যাণি ভূরীণি কেশাদীনি সহস্রশঃ। সর্ব্বং তচ্ছুক্লতাং যাতি ত্যক্ত্বা বর্ণং মলীমসম্ ॥ ৪৫ ॥ ততো বৃদ্ধতয়া যে চ

করিল এবং দাসকন্যাকে অগ্রে করিয়া বান্ধব ও ভৃত্যগণসহ সেই রজনীতেই সসন্দেহ মনে সেই জলাশয় উদ্দেশে প্রস্থিত হইল। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর বিভবযুক্ত সভৃত্যবান্ধব শুদ্ধক জলাশয়তীরে উপনীত হইলে দাসকন্যা বহু লতাসমাচ্ছন্ন ও দেহীদিগের দুষ্প্রবেশ্য সেই জলাশয় দেখাইয়া দিল। হে দ্বিজগণ! অনন্তর রজকরাজ বসনসহ সেই জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া বসননিচয় ধৌত করিল, ধৌতমাত্রেই কৃষ্ণাভ বসন সকল সদ্য মনোজ্ঞ স্ফটিক-শোভা-প্রাপ্ত হইল। অনন্তর শুদ্ধক প্রীত হইয়া, সাধু সাধু উচ্চারণপূর্ব্বক সাদরে স্বীয় কন্যা ও দাসকন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল,—এক্ষণে আমি দ্বিজেন্দ্র-গণের বসননিচয় যথাক্রমে অর্পণ করিতে সমর্থ হইব। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর প্রীত-চিত্ত রজক গৃহে গমন করিয়া বসননিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক যথাক্রমে দ্বিজগণকে অর্পণ করিল। অনন্তর দ্বিজগণ তাদৃশ শুক্ল শুদ্ধ বসন দর্শনে বিস্মিত হইয়া রজককে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আমাদের বসন কেশের ন্যায় কৃষ্ণ হইয়াছিল, তুমি অনুপম শোধন করিয়াছ; এ কি বিচিত্র ব্যাপার, যদি প্রকাশ করা তোমার সঙ্গত হয়, তবে বল। ২৪—৩৭। রজক উত্তর করিল,—হে দ্বিজগণ! আমি মোহবশতঃ আপনাদের মনোহর বসন সকল নীলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, বসন-নিচয় বিনষ্ট হইয়াছিল, তারপর আমার মহা ভীতি উপস্থিত হয়, আমি বান্ধবগণসহ নিশাযোগেই অন্যত্র গমনে উদ্যত হইয়াছিলাম। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর আমার কন্যা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া তাহার সখী-সমীপে দাশকন্যার নিকট বিদায় লইবার জন্য তাহার দর্শ-নার্থ গমন করে। দশসুতা কন্যার দুঃখজনক অভিপ্রায় বিদিত হইয়া আমার বাস-ভবনের অদূর-বর্ত্তী এক জলাশয় প্রদর্শন করায়, অনন্তর সেই জলাশয়ে বসনসমূহ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উত্তম শুক্লবর্ণ হইয়াছে, ইহা বিস্ময়-জনক, সন্দেহ নাই। আমিও সেই জলাশয়ে অবগাহন করিয়াছিলাম, আমার কৃষ্ণকেশও বিশুদ্ধ শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এই আমি আপনাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া সকল কথাই কহিলাম। অনন্তর দ্বিজগণ রজকের বাক্যে কুতূহলপরবশ হইলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই জলের পরীক্ষার্থ সহস্র সহস্র ভূরি ভূরি কেশাদি কৃষ্ণবস্তু গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করি-লেন। অনন্তর সেই সকল কেশাদি কৃষ্ণবস্তু জলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্ব স্ব মালিন্য পরিত্যাগ করিয়া শুক্লবর্ণ ধারণ করিল। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে যে সকল বৃদ্ধ ছিলেন, বিশেষতঃ যাঁহারা পক্বকেশ-যুক্ত, তাঁহারা এবং তরুণবয়স্কগণ শ্রদ্ধাসহকারে সেই

বিশেষাচ্ছুতমূর্দ্ধজাঃ। তে সন্তুঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তাস্তরুণা-শ্চাপি ধর্ম্মিণঃ ॥৪৬॥ ততঃ শুক্লত্বমাপন্নাস্তেজোবীর্য্য-সমন্বিতাঃ। ভবন্তি তৎপ্রভাবেণ প্রয়ান্তি চ পরাং গতিম্ ॥ ৪৭॥ অথ তদ্বাসবো দৃষ্ট্বা শুক্লতীর্থং প্রমুক্তিদম্। পূরয়ামাস রজসা মানুষোত্থভয়েন চ ॥ ৪৮॥ অদ্যাপি তত্র যৎকিঞ্চিজ্জায়তেঽথ তৃণাদিকম্। তৎসর্ব্বং শুক্লতামেতি তত্তোয়স্য প্রভাবতঃ ॥ ৪৯॥ তত্রোত্থৈর্যঃ কুশৈঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। শ্বেতৈস্তৈস্তারয়েৎ সর্ব্বান্ পিতৄন্নরকগানপি ॥ ৫০॥ তত্তীর্থোত্থাং মৃদং গাত্রে যোজয়িত্বা নরোত্তমঃ। স্নানং করোতি তীর্থানাং সর্ব্বেষাং লভতে ফলম্ ॥ ৫১॥ যস্তৈর্দর্ভৈর্নরো ভক্ত্যা তিলৈশ্চারণ্যসম্ভবৈঃ। করোতি তর্পণং বিপ্রাঃ স প্রীণাতি পিতামহান্ ॥৫২॥ অথাশ্বমেধাৎ সম্প্রাপ্যৎ গয়াশ্রাদ্ধেন যৎফলম্। নীলসংজ্ঞগবোৎ-সর্গে তথাত্রাপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৩॥ ঋষয় উচুঃ। শুক্লতীর্থং কথং জাতং তত্র ত্বং সূতনন্দন। বিস্তরেণ সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৫৪॥ সূত উবাচ। শ্বেতদ্বীপঃ সমানীতো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তৎক্ষেত্রে কলিভীতেন যথা শৌক্ল্যং ন সন্ত্যজেৎ ॥ ৫৫॥ কলিকালেন সংস্পৃষ্টঃ শ্বেতদ্বীপোঽপি শ্যামতাম্। ন প্রয়াতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তত্তত্র নিবেশিতঃ ॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শুক্লতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৩॥

জলাশয়ে অবগাহন করিলেন। জলপ্রভাবে সকলেই শুক্লবর্ণ ও তেজোবীর্য্যযুক্ত হইলেন ও পরম গতিলাভ করিলেন। অনন্তর বাসব মানুষের পাপরাশি দ্বারা জলাশয় মলিন হইবে, এই ভয়ে ধূলিদ্বারা সেই জলাশয় পূর্ণ করিয়া দেন। অদ্যাপি সেই তীর্থতোয়প্রভাবে তত্রত্য তৃণাদি যে কিছু বস্তু সকলই শুক্লতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্যাপি যে সকল লোক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তত্রত্য শ্বেত-কুশদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তদীয় পিতৃগণ নরকস্থ হইলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে নরোত্তম সেই তীর্থমৃত্তিকা গাত্রে লেপন করিয়া স্নান করেন, তাঁহার অখিল তীর্থফল লাভ হয়। হে বিপ্রগণ! যে নর ভক্তিপূর্ব্বক তত্রত্য তীর্থদর্ভ দ্বারা আরণ্য তিল যোগে পিতৃতর্পণ করে, তাহার সেই তর্পণে পিতামহগণ প্রীত হন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অশ্বমেধযজ্ঞে, গয়াশ্রাদ্ধে ও নীল বৃষ উৎসর্গ করিলে যে ফল, এই তীর্থজলে স্নান করিলেও তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত-নন্দন! কিরূপে এইস্থানে শুক্লতীর্থ সমুৎপন্ন হইল, আমাদের অত্যন্ত কুতূহল হইতেছে, অতএব বিস্তাররূপে আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত উত্তর করিলেন,—কলিকাল সমাগত হইলে শ্বেতদ্বীপ শুক্লবর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এই আশঙ্কায় প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপকে এই ক্ষেত্রে আনয়ন করেন। হে দ্বিজগণ! শ্বেতদ্বীপও বিষ্ণুকর্ত্তৃক এই ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হইয়া নিজ স্বভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কদাচ কলিসম্পৃষ্ট হইয়া শ্যামতা প্রাপ্ত হয় নাই। ৩৮—৫৬।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৩॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথান্যদপি তত্রাস্তি মুখারং তীর্থমুত্তমম্। যত্র তে মুনয়ঃ শ্রেষ্ঠা বিপ্রাশ্চৌরেণ সঙ্গতাঃ ॥ ১॥ যত্র সিদ্ধিং সমাপন্নঃ স চৌরস্তৎ-প্রভাবতঃ। বাল্মীকিরিতি বিখ্যাতো রামায়ণ-নিবন্ধকৃৎ ॥ ২॥ চমৎকারপুরে পূর্ব্বং মাণ্ডব্যান্বয়-সম্ভবঃ। লোহজঙ্ঘো দ্বিজো হ্যাসীৎ পিতৃমাতৃ-পরায়ণঃ ॥ ৩॥ তস্যৈকা চাভবৎ পত্নী প্রাণেভ্যো-ঽপি গরীয়সী। পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিপ্রিয়-হিতে রতা ॥ ৪॥ অথ তস্য স্থিতস্যাত্র ব্রহ্মবৃত্ত্যাভি-বর্ত্ততঃ। জগাম সুমহান্ কালঃ পিতৃমাতৃরতস্য

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! এইস্থানে মুখার নামে আর এক অনুত্তম তীর্থ বিদ্যমান। মুনিসত্তমগণ এই তীর্থে চোরের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। মহামুনি বাল্মীকি পূর্ব্বে চোর ছিলেন, তিনি এই মুখারমাহাত্ম্যে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া রামায়ণ নিবন্ধ রচনাপূর্ব্বক পরম বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে চমৎকারপুরে মাণ্ডব্যবংশে লোহজঙ্ঘ নামক জনৈক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন; পিতৃমাতৃপরায়ণ দ্বিজ লোহজঙ্ঘের পতিব্রতা পতি-পরায়ণা পতিহিতরতা এক পত্নী ছিলেন। লোহজঙ্ঘ পত্নীকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় মনে করিতেন। পিতৃমাতৃরত লোহজঙ্ঘের ব্রহ্মচর্য্যব্রতে

চ ॥ ৫ ॥ একদা ভগবান্ শক্রো ন ববর্ষ ধরাতলে। আনর্ত্তবিষয়ে কৃৎস্নে যাবদ্দ্বাদশবৎসরাঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ স কষ্টমাপন্নো লোহজঙ্ঘো দ্বিজোত্তমাঃ। ন প্রাপ্নোতি কচিদ্ভিক্ষাং ন চ কিঞ্চিৎ প্রতিগ্রহম্ ॥ ততস্তৌ পিতরৌ দ্বৌ তু দৃষ্ট্বা ক্ষুৎপরিপীড়িতৌ। ভার্য্যাং চ চিন্তয়ামাস দুঃখেন মহতান্বিতঃ ॥ ৮ ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং স্যাদ্দর্শনং মম। এতাভ্যামপি বৃদ্ধাভ্যাং পত্ন্যাশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ স দুঃখসংযুক্তঃ ফলার্থং প্রযযৌ বনে। ন চ কিঞ্চিদবাপ্নোতি সর্ব্বে শুষ্কা মহীরুহাঃ ॥ ১০ ॥ অথাপশ্যৎ স বৃদ্ধাংস্ত্রীংস্তোকশস্যসমন্বিতাম্। গচ্ছমানাং তথা তেন শ্রমেণ মহতান্বিতাম্ ॥ ১১ ॥ ততস্তৎশস্যমাদায় বস্ত্রাণি চ স নির্দ্দয়ঃ। জগাম স্বগৃহং হৃষ্টঃ পিতৃভ্যাং চ ন্যবেদয়ৎ ॥ ১২ ॥ স এবং লব্ধলক্ষ্যোঽপি দস্যুকর্ম্মাণি নিত্যশঃ। কৃত্বা চৌর্য্যং পুপোষাথ নিজমেব কুটুম্বকম্ ॥ ১৩ ॥ সুভিক্ষে চাপি সম্প্রাপ্তে নান্যৎ কর্ম্ম করোতি সঃ। ব্রাহ্মীং বৃত্তিং পরিত্যজ্য চৌর্য্যকর্ম্ম সমাচরৎ ॥ ১৪ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ। তত্র সপ্তর্ষয়ঃ প্রাপ্তা মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥ ততস্তান্ বিজনে দৃষ্ট্বা দ্রোহকোপসমন্বিতঃ। যষ্টিমুদ্যম্য বেগেন তিষ্ঠধ্বমিতি চাব্রবীৎ ॥ ১৬ ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সত্বরং সমুপাদ্রবৎ। ভর্ৎসমানঃ স পরুষৈর্ব্বাক্যৈস্তাংস্তাড়য়ন্নিব ॥ ততস্তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা যমদূতোপমং চ তম্। যজ্ঞোপবীতসংযুক্তং প্রোচুস্তে কৃপয়ান্বিতাঃ ॥ ১৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। অহো ত্বং ব্রাহ্মণোঽসীতি তৎকস্মাদতিগর্হিতকম্। করোষি কর্ম্ম চৈতদ্ধি ম্লেচ্ছকৃত্যং তু বালিশ ॥ ১৯ ॥ বয়ং চ মুনয়ঃ শান্তাস্ত্যক্তাশেষপরিগ্রহাঃ। নাস্মাকমপি পার্শ্বস্থং কিঞ্চিদ্গৃহ্ণাতি যদ্ভবান্ ॥ ২০ ॥ লোহজঙ্ঘ উবাচ। এতানি শুভ্রচীরাণি বল্কলান্যজিনানি চ। উপানহসমেতানি শীঘ্রং যচ্ছন্তু মে দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ নো চেদ্বস্ত্বা প্রহারেণ যষ্ট্যা বজ্রোপমেন চ।

বহুদিন অতিবাহিত হইল। একদা ভগবান্ দেবেন্দ্র ধরাতলস্থিত আনর্ত্তদেশে দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ করিলেন না। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! দ্বিজ লোহজঙ্ঘ মহাকষ্টে পতিত হইলেন, তিনি রাজ্যমধ্যে কোথাও ভিক্ষাদি প্রতিগ্রহ লাভ করিবেন না। অনন্তর পিতা, মাতা ও পত্নীর দুঃখ দেখিয়া লোহজঙ্ঘ মহাদুঃখে পতিত হইলেন এবং ভাবিলেন,—কি করিব, কোথায় যাইব, অদ্য ভিক্ষালাভ হইল না, কি করিয়া বৃদ্ধ পিতা, মাতা বিশেষতঃ পত্নীকে বদন দর্শন করাইব! অনন্তর দুঃখার্ত্ত দ্বিজ লোহজঙ্ঘ ফলার্থী হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, বর্ষণাভাবে বৃক্ষফল সকল শুকাইয়া গিয়াছে, তাই ফললাভ করিলেন না। তখন দ্বিজ দেখিলেন,—জনৈক বৃদ্ধা রমণী অল্পমাত্র শস্য লইয়া পথ-দিয়া গমন করিতেছে এবং সে সেই অল্প শস্যভারেই অত্যন্ত শ্রমার্ত্তা হইয়াছে। দ্বিজ দয়া বিসর্জ্জন দিলেন, তিনি নির্দ্দয়রূপে তাহার সেই শস্য ও বস্ত্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া হৃষ্টহৃদয়ে স্বগৃহে গমন করত পিতামাতাকে অর্পণ করিলেন। তদবধি দ্বিজ লোহজঙ্ঘ চৌর্য্যের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইলেন, তিনি প্রতিদিনই চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্ম করিয়া পিতামাতা প্রভৃতি স্বীয়কুটুম্বগণের পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। কালে দুর্ভিক্ষ দূর হইল, দ্বিজ কিন্তু অভ্যাসবশতঃ দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তিনি সুভিক্ষ কালেও ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র চৌর্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করেন নাই।১—১৪। হে দ্বিজগণ! দ্বিজ লোহজঙ্ঘের এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইল, একদা মরীচিপ্রমুখ সপ্তর্ষিগণ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বহির্গত হইয়া পথক্রমে দ্বিজ লোহজঙ্ঘের নয়নপথে পতিত হন! লোহজঙ্ঘ নির্জ্জনে সপ্তর্ষিগণকে দর্শন করিয়া দ্রোহ ও কোপযুক্ত হইলেন এবং সবেগে যষ্টি উদ্যত করিয়া কহিলেন,—ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, এখনই তোমাদিগের বিনাশ করিব। লোহজঙ্ঘের ভ্রুকুটী ত্রিশিখাবৎ হইল, তিনি পরুষবাক্যে সপ্তর্ষিগণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লোহজঙ্ঘের ভর্ৎসনা যেন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতে লাগিল। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ দ্বিতীয় যমদূতের ন্যায় তাঁহাকে সমাগত দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে যজ্ঞোপবীতযুক্ত অবলোকন করিয়া সপ্তর্ষিগণের হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল! ঋষিগণ কহিলেন,—অহো মূর্খ! তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্য ম্লেচ্ছের ন্যায় নিন্দিত কর্ম্ম করিতেছ! আমরা শান্ত মুনি, আমরা অখিল পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছি, আমাদের সঙ্গে এমন কিছুই নাই যে, তুমি গ্রহণ করিতে পার। লোহজঙ্ঘ উত্তর করিল,—হে দ্বিজ! এই যে আপনাদের সঙ্গে শুভ্রচীর, বল্কল, অজিন ও পাদুকা দৃষ্ট হইতেছে। সত্বর আমাকে এই

প্রাপয়িষ্যাম্যসন্দিগ্ধং ধর্ম্মরাজনিবেশনম্ ॥ ২২ ॥ ঋষয় উচুঃ। সর্ব্বং দাস্যামহে তুভ্যং বয়ং তাবন্মলিম্লুচ। কিং বদিষ্যাঃ বদাস্মাকং যাং পৃচ্ছামঃ কুতূহলাৎ ॥ ২৩ ॥ কিমর্থং কুরুষে চৌর্য্যং ত্বং বিপ্রোঽসি সুনির্ঘৃণঃ। কিং জিতো ব্যসনৈ রৌদ্রৈঃ কিং বা ব্যাধদ্বিজো ভবান্ ॥ ২৪ ॥ লোহজঙ্ঘ উবাচ। ব্যসনার্থং ন মে কৃত্যমেতচ্চৌর্য্যসমুদ্ভবম্। কুটুম্বার্থং বিজানীত ধর্ম্মমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ পিতরৌ মম বার্দ্ধক্যে বর্ত্তমানৌ ব্যবস্থিতৌ। তথা পতিব্রতা পত্নী গৃহধর্ম্মবিচক্ষণা ॥ ২৬ ॥ উপার্জ্জয়ামি যৎকিঞ্চিদহমেতেন কর্ম্মণা। তৎসর্ব্বং তৎকৃতে নূনং সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ২৭ ॥ তস্মান্মুঞ্চথ প্রাক্ সর্ব্বং বিভবং কিং বৃথোক্তিভিঃ। কৃতাভিঃ স্ফুরতে হস্তো মমায়ং হননমেব হি ॥ ২৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। যদ্যেবং চৌর তদ্গত্বা ত্বং পৃচ্ছস্ব কুটুম্বকম্। মম পাপাংশভাগী ত্বং কিং ভবিষ্যসি কিং ন বা ॥ ২৯ ॥ যদি তে সংবিভাগেন পাপস্যাংশোঽপি গচ্ছতি। তৎকুরুষ্বাথবা পাপং দুর্ব্বহং তে ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ সকলং রৌরবে রৌদ্রে পতিতস্য সুদুর্ম্মতে। বয়ং ত্বাং ব্রাহ্মণং মত্বা ব্রূম এতদসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥ কৃপাবিষ্টাঃ সহাস্মাভিঃ সঞ্জাতেঽপি সুদর্শনে। মুনীনাং যতচিত্তানাং দর্শনাদ্ধি শুভং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্ক্তে মহাজনঃ। ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্ত্তা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥ সূত উবাচ। স তেষাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা চৌরঃ কিঞ্চিদ্ভয়ান্বিতঃ। সত্যমেতন্ন সন্দেহো যদেতৈর্ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্মাৎ পৃচ্ছামি তদ্গত্বা নিজমেব কুটুম্বকম্। যদি স্যাৎ সংবিভাগো মে পাপাংশস্য করোমি বৈ ॥ ৩৫ ॥ এতৎকর্ম্ম ন গৃহ্নন্তি যদি বা সন্ত্যজাম্যহম্। মহদ্ভয়ং সমুৎপন্নং মম চেতসি সাম্প্রতম্ ॥ ৩৬ ॥ যদি যূয়ং ন চান্যত্র প্রযাস্যথ

সকল প্রদান করুন। অন্যথা এই বজ্রোপম যষ্টি দ্বারা প্রহার করিয়া আপনাদের বধসাধন করত আপনাদিগকে যমপুরে প্রেরণ করিব! ঋষিগণ কহিলেন,—হে দস্যো! আমাদের যাহা কিছু আছে, আমরা সকলই তোমাকে অর্পণ করিব। এক্ষণে তোমাকে কুতূহলবশতঃ যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহার উত্তর কর। তুমি বিপ্র হইয়া কেন এইরূপ সুনির্ঘৃণ হইয়াছ, তোমার এই চৌর্য্যবৃত্তি কিসের জন্য? তুমি কি কোন ব্যসনাক্রান্ত হইয়া এইরূপ করিতেছ? অথবা তুমি ব্যাধদিগেরই দ্বিজ হইবে। লোহজঙ্ঘ উত্তর করিলেন,—আমি কোনরূপ ব্যসনার্থ এরূপ করি না, স্বীয় কুটুম্বগণের পোষণার্থই আমার এই চৌর্য্যবৃত্তি জানিবেন; অতএব ইহা আমার ধর্ম্ম, সংশয় নাই। আমার পিতা মাতা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, আমার পতিব্রতা পত্নীটিকেও গৃহধর্ম্মে বিচক্ষণা জানিবেন। আমার এই কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জিত হয়, সে সকল পিতামাতাদির পোষণের জন্য; আর আপনারা ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন, এই কর্ত্তব্যপালনপ্রভাবে অবশ্যই আমার আত্মলাভ হইবে। বৃথা বাক্যব্যয় করিবেন না, সত্বর আপনাদের চীরাদি পরিত্যাগ করুন। এই দেখুন বিলম্ব দেখিয়া আমার কর প্রহারার্থ পরিস্ফুরিত হইতেছে। ঋষিগণ বলিলেন,—রে চোর! যদি হইাই তোমার কর্ত্তব্য হয়, তথাপি তুমি গৃহে গমন করিয়া তোমার পিতা, মাতা ও পত্নী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা তোমার এই পাপের অংশ গ্রহণ করিবেন কি না? যদি তাঁহারা সংবিভাগক্রমে এই পাপের অংশ গ্রহণ করেন উত্তম, অন্যথা তোমার এই পাপ অতি দুর্ব্বহ হইবে, হে দুর্ম্মতে! তুমি ভীষণ রৌরব নরকনিকরে পতিত হইবে। তুমি ব্রাহ্মণ, তাই আমরা তোমাকে এইরূপ কহিতেছি, সংশয় নাই। যখনই আমাদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই তোমার প্রতি আমরা দয়াযুক্ত হইয়াছি; যতচিত্ত মুনিগণের দর্শনেই শুভ হইয়া থাকে, সংশয় নাই।১৫—৩২। দেখ, একজন পাপ করে, আর সেই পাপার্জ্জিত বিত্তের ফলভোগ করে—অন্য কোন মহাজন, কিন্তু পাপকারী ও ফলভোক্তা এতদুভয়ের মধ্যে ভোক্তারা মুক্ত হয় আর পাপকারী দোষলিপ্ত হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—সপ্তর্ষিগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে লোহজঙ্ঘ কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন ভাবিলেন—ইঁহারা যাহা বলিতেছেন, ইহা সত্য, সংশয় নাই। অতএব আমি নিশ্চিতই গৃহে গিয়া পিতামাতা প্রভৃতি কুটুম্বদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, যদি তাঁহারা আমার পাপভাগ গ্রহণ করেন, তবেই আমি এইরূপ কার্য্য করিব, অন্যথা এ কার্য্য আমার অবশ্য ত্যাজ্য। কেন না, সম্প্রতি আমার মনে মহাভয়

মুনীশ্বরাঃ। পলায়নপরা ভূত্বা অন্যত্র নিজমন্দিরম্॥ ৩৭॥ পৃচ্ছামি পোষ্যবর্গঞ্চ যুষ্মদ্বাক্যং বিশেষতঃ। যদি তৎপাতকাংশং মে গ্রহীষ্যতি কুটুম্বকম্। তদ্যুষ্মাকং গ্রহীষ্যামি যৎকিঞ্চিৎপার্শ্বসংস্থিতম্॥ ৩৮॥ অথবা প্রতিষেধং মে পাপস্যাস্য করিষ্যতি। তত্ত্যক্ষ্যাম্যসন্দিগ্ধং সর্ব্বান্ বঃ সপরিচ্ছদান্॥ ৩৯॥ ততস্তে শপথান্ কৃত্বা তস্য প্রত্যয়কারণাৎ। তস্যোপরি দয়াং কৃত্বা মুমুচুস্তং গৃহং প্রতি॥ ৪০॥ সোঽপি গত্বাথ পপ্রচ্ছ প্রগত্বা পিতরং নিজম্। শৃণু তাত বচোঽস্মাকং ততঃ প্রত্যুত্তরং কুরু॥ ৪১॥ যৎকৃত্বাহমকৃত্যানি চৌর্য্যাদীনি সহস্রশঃ। পুষ্টিং করোমি তে নিত্যং তদ্ভাগস্তেঽস্তি বা ন বা॥ ৪২॥ পাপস্য মম প্রব্রূহি পৃচ্ছতোঽত্র যথাতথম্। অত্র মে সংশয়ো জাতস্তস্মাচ্ছীঘ্রং প্রকীর্ত্তয়॥ ৪৩॥ পিতোবাচ। বাল্যে পুত্র ময়া নীতস্ত্বং পুষ্টিং ব্যাকুলাত্মনা। শুভাশুভানি কৃত্যানি কৃত্বা স্নিগ্ধেন চেতসা॥ ৪৪॥ এতদর্থং পুনর্ম্মেন বার্দ্ধক্যে সমুপস্থিতে। মাং পালয়সি ভূয়োঽপি কৃত্বা কর্ম্ম শুভাশুভম্॥ ৪৫॥ ন তস্য বিদ্যতে ভাগস্তব স্বল্পোঽপি পুত্রক। শুভস্য বাথ পাপস্য সাম্প্রতঞ্চ তথা মম॥ ৪৬॥ আত্মনৈব কৃতং কর্ম্ম স্বয়মেবোপভুজ্যতে। শুভং বা যদি বা পাপং ভোক্তারোঽন্যজনাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৭॥ সাধুত্বেন নাথ চৌর্য্যেণ কৃষ্যা বা বাণিজেন বা। ত্বমুপানয়সে ভোজ্যং ন মে চিন্তা প্রজায়তে॥ ৪৮॥ তস্মাদ্যৈতদ্ধি স্বাপ্যং কর্ম্ম নিন্দ্যং করিষ্যসি। যত্তস্যাংশং প্রভোক্তা ত্বং বয়ং সর্ব্বে প্রভুঞ্জকাঃ॥ ৪৯॥ সূত উবাচ। স এতদ্বচনং শ্রুত্বা ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা। পপ্রচ্ছ মাতরং গত্বা তমেবার্থং প্রযত্নতঃ॥ ৫০॥ ততস্তয়াপি তচ্চোক্তং যৎপিত্রা তস্য জল্পিতম্। অসামান্যং শুভে পাপে কৃত্যে তস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫১॥ ততঃ পপ্রচ্ছ তাং ভার্য্যাং গত্বা দুঃখসমন্বিতঃ।

উপস্থিত হইয়াছে। হে ঋষিসত্তমগণ! যদি আপনারা পলায়নপরায়ণ হইয়া অন্যত্র গমন না করেন, তবে আমি গৃহে গমন করিয়া আপনাদের আদেশমত পোষ্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু যদি তাঁহারা পাপভাগ গ্রহণ করেন, তবে আমি আপনাদের পার্শ্বস্থিত চীরবসনাদি যে আছে, সবই গ্রহণ করিব; আর যদি তাঁহারা আমাকে পাপ হইতে বিরত হইতে বলেন, তবে আপনাদিগকে পরিচ্ছদসহ ছাড়িয়া দিব। সন্দেহ নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ বিবিধ শপথ বাক্যে লোহজঙ্ঘের প্রত্যয় জন্মাইলেন, তাঁহারা সেই দ্বিজের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন। লোহজঙ্ঘ প্রথমেই পিতার নিকট গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—হে তাত! আমার বাক্য শুনিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। আমি সহস্র চৌর্য্যাদি দুষ্কার্য্য করিয়া আপনার পোষণ করিতেছি, আপনি আমার এই দুষ্কার্য্যের পাপভাগ গ্রহণ করিবেন কি না? আমার এ বিষয়ে মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্বর যথাযথ উত্তর করুন। পিতা উত্তর করিলেন,—পুত্র! তুমি যখন বালক ছিলে, তখন আমি তোমার পুষ্টিসাধন করিয়াছি, আমি তৎকালে তোমার প্রতি স্নিগ্ধচিত্ততাবশতঃ ব্যাকুল হইয়া অনেক শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি; শুভই হউক কিংবা অশুভই হউক, আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে যে কোন রূপে তুমি পুনরায় আমাকে প্রতিপালন করিবে, এইজন্যই আমি বাল্যে তোমাকে পালন করিয়াছিলাম। হে পুত্রক! তোমার পোষণার্থ আমি পাপই করিয়া থাকি, কিংবা পুণ্যই করিয়া থাকি, সম্প্রতি সেই কর্ম্মফলের লেশমাত্রও তোমাকে অর্শাইবে না। এক্ষণে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এ বিষয়ে ঐরূপই জানিবে, অর্থাৎ আমি তোমার কোনই শুভাশুভের অংশী নহি। শুভই হউক আর অশুভই হউক নিজকৃত কর্ম্মের পাপ-পুণ্যভোগ আপনারই হইয়া থাকে; অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমার পাপার্জ্জিত বিত্তের ভোক্তামাত্র। তুমি ভাল কার্য্য কর বা চৌর্য্য, বাণিজ্য বা কৃষি কর্ম্মই কর, তাহা আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আমাদের ভোজ্য সংগ্রহ করিবে, এইমাত্র আমাদের চিন্তনীয়। তুমি নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া ভোজ্য উপার্জ্জন কর, ইহা আমরা হৃদয়ে কদাচ চিন্তা করি না; অতএব তুমিই পাপ-পুণ্যের ভোক্তা, আমরা ইহার অংশভাগী নহি। ৩৩—৪৯। সূত কহিলেন,—পিতার কথায় তনয়ের অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইল, তিনি প্রযত্নসহকারে জননীর নিকট গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন; হে দ্বিজোত্তমগণ! পিতা যেরূপ বলিয়াছিলেন, জননীও অবিকল সেই একই রূপে উক্তি করিলেন, তনয়ের পাপপুণ্য-বিষয়ে পিতা-মাতা উভয়েরই সমান সিদ্ধান্ত হইল। অনন্তর

সাপ্যথাচ তত্তাদৃকপাপং ত্বক্‌জমোত্তবম্ ॥ ৫২ ॥ ততঃ স শোকসন্তপ্তঃ পশ্চাত্তাপেন সংযুক্তঃ। গর্হয়ন্নেব চাত্মানং যত্রৌ তে যত্র তাপসাঃ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ প্রণম্য তান্ সর্ব্বান্ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। গম্যতাং গম্যতাং বিপ্রাঃ ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতাং মম ॥ ৫৪ ॥ যন্ময়া মৌর্খ্যমাস্থায় যুষ্মন্নির্ভৎসনা কৃতা। সুপাপাত্মা বিমূঢ়েন তস্মাৎ কার্য্যা ক্ষমাদ্য মে ॥ ৫৫ ॥ যুষ্মদীয়ং বচঃ কৃৎস্নং মদ্গুরুভ্যাং প্রজল্পিতম্। ভার্য্যয়া চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তেন মে দুঃখমাগতম্ ॥ ৫৬ ॥ তস্মাৎ কুর্ব্বন্তু মে সর্ব্বে প্রসাদং মুনিসত্তমাঃ। উপদেশপ্রদানেন যেন পাপং ক্ষপাম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥ ময়া কর্ম্ম কৃতং নিন্দ্যং সদৈব দ্বিজসত্তমাঃ। স্ত্রিয়োঽপি চ দ্বিজেন্দ্রাশ্চ তাপসাশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥ যেযে দীনতরা লোকা ন সমর্থাঃ প্রযোধিতুম্। তে ময়া মুষিতাঃ সর্ব্বে ন সমর্থাঃ কদাচন ॥ ৫৯ ॥ কুটুম্বার্থং বিমূঢেন সাধুসঙ্গবিবর্জ্জিনা। যত্থৈব পঠিতা শাস্ত্রং তন্মেঽদ্য পতিতং হৃদি ॥ ৬০ ॥ যদি ন স্যাদ্ভবদ্ভির্মে দর্শনং চাদ্য সত্তমাঃ। তদত্যন্তপি পাপানি কর্ত্তাহং স্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥ তেষাং মধ্যগতশ্চাসীৎ পুলহো নাম সন্মুনিঃ। হাস্যশীলঃ স তং প্রাহ বিপ্রবার্য্যং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৬২ ॥ অহং তে কীর্ত্তয়িষ্যামি মন্ত্রমেকং সুশোভনম্। যং ধ্যায়ন্ জপমানস্ত্বং সিদ্ধিং যাস্যসি শাশ্বতীম্ ॥ ৬৩ ॥ জাটঘোটেতি মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। তমেনং জপ বিপ্র ত্বং দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ৬৪ ॥ ততো যাস্যসি সংসিদ্ধিং দুর্লভাং ত্রিদশৈরপি ॥ ৬৫ ॥ এবমুক্ত্বাথ তে বিপ্রাস্তীর্থযাত্রাং ততো যযুঃ। সোঽপি তত্রৈব চৌরস্তু স্থিতো জপপরায়ণঃ ॥ ৬৬ ॥ অনন্যমনসা তেন প্রারব্ধঃ স তদা জপঃ। যথাভবৎ সমাধিস্থো যেনাবস্থাং পরাং গতঃ ॥ ৬৭ ॥ তস্যৈবং স্মরমাণস্য তং মন্ত্রং ব্রাহ্মণস্য চ। নিশ্চলত্বং গতঃ কায়ঃ কার্য্যে চ নিশ্চলঃ স্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ কালেন মহতা বল্মীকেন সমাবৃতঃ। সমন্তাদ্‌ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো ধ্যানস্থস্য

লোহজঙ্ঘের দুঃখ সমধিক বর্দ্ধিত হইল, তিনি পত্নী-সমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলে গুরুজন শ্বশ্রূ-শ্বশুর যেরূপ পাপবিষয়ে মীমাংসা করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপই করিলেন। অনন্তর শোকসন্তপ্ত লোহজঙ্ঘ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আত্মাকে নিন্দা করিতে করিতে তাপস সপ্তর্ষিগণ-সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন ;—হে বিপ্রগণ! আপনারা গমন করুন, গমন করুন, আমি মূর্খতাবশতঃ আপনাদিগকে যে ভর্ৎসনা করিয়াছি, আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি অত্যন্ত পাপাত্মা ও বিমূঢ়, অতএব আমি অবশ্যই আপনাদের ক্ষমার্হ। হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা যাহা বলিয়াছিলেন, আমার গুরু পিতা মাতা এমন কি আমার ভার্য্যা পর্য্যন্তও তাহাই বলিয়াছেন, এজন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। হে ঋষিসত্তমগণ! আপনারা সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পাপক্ষয়কর উপদেশ প্রদান করুন, আমি আপনাদেরই উপদেশ প্রতি-পালন করিব, হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি সতত নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি, স্ত্রী, দ্বিজেন্দ্র, তপস্বী বিশেষতঃ অতিশয় দীন মানবগণ আমার চৌর্য্যে বাধা দিতে সমর্থ হন নাই, আমি ধনাপহরণ করিয়াছি, কেহই আমার হাত হইতে ধনরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। হে দ্বিজগণ! আমি বিমূঢ়; পিতামাতাদি কুটুম্ব পোষণের জন্যই সাধুসংসর্গ বর্জ্জন করিয়াছি। হে সত্তমগণ! আমি যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম, অদ্য সে সকল আমার হৃদয়ে উদিত হইতেছে! অহো! অদ্য যদি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎকার সঙ্ঘটিত না হইত, তবে আমি যেন অদ্য কতই পাপ করিতাম, সংশয় নাই। ৫০—৬১। লোহজঙ্ঘের কথাবসানে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে পুলহনামক ঋষিসত্তম সহাস্য আস্যে বিপন্ন বিপ্র-বরকে কহিলেন,—আমি তোমার নিকট এক শুভা-বহ মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, এই মন্ত্রের ধ্যান করিয়া তুমি সনাতনী সিদ্ধিলাভ করিবে! হে বিপ্র! এই মন্ত্রের নাম—সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক জাটঘোট, তুমি অহর্নিশ অনলস হইয়া এই মন্ত্র জপ কর, তোমার ত্রিদশদুর্লভ সিদ্ধিলাভ হইবে। সপ্তর্ষিগণ এই-রূপ কহিয়া তথা হইতে তীর্থযাত্রায় প্রস্থিত হইলেন, এদিকে চৌর লোহজঙ্ঘও সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া অনন্যমনে জপে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লোহজঙ্ঘ এমনই জপপরায়ণ হইলেন যে, তিনি সমাধিস্থ হইয়া উত্তম অবস্থা লাভ করিলেন। পুলহপ্রদত্ত জাটঘোট মন্ত্রের চিন্তা করিতে করিতে জপকার্য্যে দ্বিজ লোহজঙ্ঘের অঙ্গ নিশ্চল হইল। হে দ্বিজসত্তমগণ! এইরূপে অতি দীর্ঘকাল জপ-কার্য্যে অতিবাহিত হইলে সেই জপপরায়ণ মহাত্মা দ্বিজসত্তমের চতুর্দ্দিকে বল্মীকস্তূপ সঞ্চিত

মহাত্মনঃ ॥ ৬৯ ॥ তৌ মাতাপিতরৌ তস্য সা চ ভার্য্যা মনস্বিনী। যাতা মৃত্যুবশং সর্ব্বে তমন্বেষ্য প্রযত্নতঃ ॥ ৭০ ॥ ন বিজ্ঞাতশ্চ তত্রস্থঃ সম্যক্ তু স মহাব্রতঃ। সংসারভাবনির্ম্মুক্তস্তস্মান্মুনিসমাগমাৎ ॥ ৭১ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তেন মার্গেণ তে পুনঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন মুনয়ঃ সমুপস্থিতাঃ ॥ ৭২ ॥ প্রোচুশ্চৈতদ্দ্বিজাঃ স্থানং যত্র চৌরেণ সঙ্গমঃ। আসীদ্বস্তেন রৌদ্রেণ ব্রাহ্মণচ্ছদ্মধারিণা ॥ ৭৩ ॥ ততো বল্মীকমধ্যস্থং শুশ্রুবুর্নিস্বনঞ্চ তে। জাটঘোটেতিমন্ত্রস্য তস্যৈব চ মহাত্মনঃ ॥ ৭৪ ॥ অথ ভূম্যাং প্রহারাস্তে সম্বনুঃ সর্ব্বতোদিশম্। তে বল্মীকং ততো দৃষ্ট্বা তং চৌরং তস্য মধ্যগম্ ॥ ৭৫ ॥ জপমানস্তু তং মন্ত্রং পুলহেন নিবেদিতঃ। হাস্যরূপেণ যস্তস্য সিদ্ধিঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৬ ॥ যদ্বা সত্যমিদং প্রোক্তমাচার্য্যৈঃ শাস্ত্রদৃষ্টিভিঃ। স্তোকং সিদ্ধিকৃতে তস্য যস্মাৎ সিদ্ধিরুপস্থিতা ॥ ৭৭ ॥ মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ ৭৮ ॥ অথ তং বীক্ষ্য সংসিদ্ধং কুমন্ত্রিণাপি তস্করম্। তে বিপ্রা বিস্ময়াবিষ্টাঃ কৃপাবিষ্টা বিশেষতঃ ॥ ৭৯ ॥ সমাধ্যর্হৈস্ততো দ্রব্যৈস্তৈলৈস্তদ্ভেষজৈরপি ॥ ৮০ ॥ মমর্দ্দুস্তস্য তদ্গাত্রং সমাধিস্থং চিরং দ্বিজাঃ। ততঃ স চেতনাং লব্ধা আলোক্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ। প্রোবাচ বিস্ময়াবিষ্টস্তান্মুনীন্ প্রকৃতানিতি ॥ ৮১ ॥ লোহজঙ্ঘ উবাচ। কিমর্থং ন গতা যূয়ং ময়া মুক্তা দ্বিজোত্তমাঃ। নাহং কিঞ্চিদ্গ্রহীষ্যামি যুষ্মদীয়ং কথঞ্চন। কুটুম্বার্থং যতস্তস্মাদ্ব্রজধ্বং স্বেচ্ছয়াধুনা ॥ ৮২ ॥ মুনয় ঊচুঃ। চিরকালাদ্বয়ং প্রাপ্তাঃ পুনর্ভ্রান্ত্বাত্র কাননে। সমাধিস্থেন ন জ্ঞাতঃ কালোঽতীতস্ত্বয়া বহু ॥ ৮৩ ॥ তৌ মাতাপিতরৌ বৃদ্ধৌ ত্বয়া মুক্তৌ ক্ষয়ং গতৌ। ত্বঞ্চ সংসিদ্ধিমাপন্নঃ পরামস্মৎপ্রসাদতঃ ॥ ৮৪ ॥ বল্মীকান্তঃস্থিতো যস্মাৎসংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ। বাল্মীকির্নাম বিখ্যাতস্তস্মাল্লোকে ভবিষ্যসি ॥ ৮৫ ॥ অত্রস্থেন যতো দৃষ্টাস্ত্বয়া লোকাঃ পুরা দ্বিজ।

হইয়া তাঁহার দেহ আবৃত করিল। তদীয় পিতা, মাতা ও মনস্বিনী পত্নী তাঁহাকে প্রযত্নপূর্ব্বক বহু অন্বেষণ করিয়া সকলেই মৃত্যুপথের পথিক হইলেন; মুনিসংসর্গে সংসারভারবিমুক্ত হইয়া সেই মহাব্রত দ্বিজ যে সেইস্থানে অবস্থিত হইয়াছেন, কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। অনন্তর হে দ্বিজগণ! কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে সপ্তর্ষিগণ তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে পুনরায় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—এই স্থানে আমাদের সেই চোরের সহিত সংসর্গ হইয়াছিল। সেই রৌদ্রকর্ম্মা দ্বিজ ছদ্মবেশে এইস্থানে বাস করিতেছে। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর তাঁহারা তত্রত্য বল্মীকমধ্য হইতে সেই মহাত্মার মুখোচ্চারিত জাটঘোট মন্ত্রের ধ্বনি শ্রবণ করিলেন এবং যে ভূমিভাগের চারিদিকে সেই মন্ত্রের প্রতিঘাত হইতেছিল, সপ্তর্ষিগণ তথায় উপনীত হইয়া চোর দ্বিজকে বল্মীকমধ্যে দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—সহাস্য আস্যে পুলহ দ্বিজকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, দ্বিজ সেই মন্ত্র জপ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অহো! শাস্ত্রদর্শী আচার্য্য ঋষিগণ ইহা সত্যই কহিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন, 'অল্পে অল্পে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে, ক্রমে সিদ্ধি আপনিই আসিয়া সিদ্ধিকামীর আশ্রয় লয়; অতএব ইহা ঠিকই কথিত হয়;—মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেব, দৈবজ্ঞ, ভেষজ ও গুরুতে যাহার যেরূপ ভবনা, তাহার তদ্রূপই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৬৯—৭৮। হে দ্বিজগণ! অনন্তর কুমন্ত্রেও তস্কর সিদ্ধিলাভ করিল, এই সকল আলোচনা করিয়া সপ্তর্ষিগণ বিস্ময়াবিষ্ট, বিশেষতঃ কৃপাপরবশ হইয়া সমাধির উপযোগী তৈলাদি ঔষধ-দ্রব্য দ্বারা সমাধিস্থ দ্বিজের দেহ মর্দ্দন করিলেন, তাঁহার দেহে চৈতন্যের উদয় হইল, তিনি মুহুর্ম্মুহু সপ্তর্ষিগণকে অবলোকন করত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে লাগিলেন। লোহজঙ্ঘ বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি ত, আপনা-দিগকে পরিত্যাগই করিয়াছি, কেন আপনারা গমন করিলেন না? আমি কদাচ কুটুম্বপোষণার্থ আপনাদের কিছুই গ্রহণ করিব না, আপনারা সম্প্রতি যথাভিলষিতস্থানে গমন করুন। মুনিগণ কহিলেন,—আমরা বহুকাল-পরে কানন ভ্রমণ করিয়া পুনরায় আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি, আপনি সমাধিস্থ ছিলেন। তাহা জানিতে পারেন নাই। সমাধিযোগে আপনার অনেক দিন অতীত হই-য়াছে। আপনার বৃদ্ধ পিতা মাতা আপনার বিরহে মৃত হইয়াছেন, আপনিও পরমাত্মার প্রসাদে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আপনি বল্মীকমধ্যে বাস করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; অতএব ত্রিলোকে আপনি বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হইবেন। হে দ্বিজ! আপনি পুরাকালে এই স্থানে অবস্থিত

মুখারাখ্যং ততস্তীর্থমেতৎখ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥ যত্র স্নানং করিষ্যন্তি শ্রাবণ্যাং শ্রদ্ধয়া দ্বিজাঃ। ক্ষালয়িষ্যন্তি তে পাপং চৌর্য্যকর্ম্মসমুদ্ভবম্ ॥ ৮৭ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তাথ তে বিপ্রাস্তমামন্ত্র্য মুনিং ততঃ। প্রণতাস্তেন সপ্তর্ষয়োহিতাশাং তস্তঃ পরম্ ॥ ৮৮ ॥ তপঃস্থঃ সোহপি তত্রৈব বাল্মীকিরিতি যঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৯ ॥ মুনীনাং প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সঞ্জাতশ্চ ততঃ পরম্। অদ্যাপি তিষ্ঠতে মূর্ত্তঃ স তত্রস্থো মুনীশ্বরঃ ॥ ৯০॥ যস্তং প্রপূজয়েদ্ভক্ত্যা স কবির্জ্জায়তে ধ্রুবম্। অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষণ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মুখারতীর্থোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততঃ কর্ণোৎপলাতীর্থং বিখ্যাতং চাস্তি শোভনম্। যত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ন বিয়োগমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ কথঞ্চিদপি চেষ্টেন ধনেনালিজনেন চ। পরাক্রমেণ ধর্ম্মেণ কলত্রেণ বিশেষতঃ ॥ ২ ॥ সত্যসন্ধঃ ইতি খ্যাতঃ পুরাসীৎ পৃথিবীপতিঃ। ইক্ষাকুকুলসম্ভূতঃ সর্ব্বরূপগুণৈর্যুতঃ ॥ ৩ ॥ তস্য কর্ণোৎপলা নাম জাতা কন্যা সুশোভনা। বহুপুত্রস্য চৈকা সা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৪ ॥ অথ তস্যাঃ পিতা নাম চক্রে দ্বাদশমে দিনে। সমন্ত্র্য ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং ভৃত্যামাত্যৈর্মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫ ॥ যস্মাৎ কর্ণোৎপলা চেয়ং জাতা মম কুমারিকা। তস্মাৎ কর্ণোৎপলা নাম জাতা কন্যা সুশোভনা ॥ ৬ ॥ বহুপুত্রস্য চৈকা সা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা। তস্মাৎকর্ণোৎপলা নাম জায়তাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ কৃতনামাথ সা বালা বৃদ্ধিং যাতি দিনে দিনে। আহ্লাদকারিণী নিত্যং কলা চান্দ্রমসী যথা ॥ ৮ ॥ অথ সা ক্রমশঃ প্রাপ্তা যৌবনং বন্ধুলালিতা। হস্তাদ্ধস্তং প্রগচ্ছন্তী সর্ব্বেষাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৯ ॥ অথ তাং যৌবনোপেতাং দৃষ্ট্বা স পৃথিবীপতিঃ। চিন্তয়ামাস চিত্তেন কস্মৈমাং প্রদদাম্যহম্ ॥ ১০ ॥ ন তস্যাঃ সদৃশঃ কশ্চিদ্বরোহত্র ধরণী-

---

হইয়া সকললোকের ধনাদি হরণ করিয়াছিলেন, এজন্য এইস্থান মুখরাতীর্থ নামে খ্যাতিলাভ করিবে। যে সকল লোক শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রাবণীপূর্ণিমায় এই তীর্থে স্নান করিবে, তাহাদের চৌর্য্যকার্য্যজনিত সর্ব্ববিধ পাপ বিধৌত হইবে। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অনন্তর সপ্তর্ষিরা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে বাল্মীকি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, অনন্তর তাঁহারা বাল্মীকির নিকট বিদায় লইয়া অভিলষিত দিকে প্রস্থিত হইলেন, এদিকে মুনিপ্রবর বাল্মীকিও সেই তীর্থে তপঃসিদ্ধ হইয়া ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন। অদ্যাপি সেই মুনিসত্তম বাল্মীকির মূর্ত্তি মুখরাতীর্থে বিদ্যমান, যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ইঁহার পূজা করে, বিশেষতঃ অষ্টমীদিনে সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূজা করে, সে নিশ্চিতই কবি হয়। ৭৯—৯১।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৪॥

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর সুশোভন বিখ্যাত কর্ণোৎপলা তীর্থ। এই কর্ণোৎপলে সম্যক্ স্নান করিলে মানব বিয়োগদুঃখ প্রাপ্ত হয় না। কর্ণোৎপলে স্নানকারীর কোনরূপ ইষ্টবিয়োগ ত' হয়ই না, পরন্তু ধন, সখী, পরাক্রম ধর্ম্ম বিশেষতঃ কলত্র সহ বিয়োগ কখনই ঘটে না। পূর্ব্বকালে ইক্ষাকুকুলসম্ভূত নিখিল রূপগুণযুক্ত পৃথিবীপতি সত্যসন্ধ নামক জনৈক রাজা ছিলেন। তাঁহার কর্ণোৎপলা নাম্নী এক সুশোভনা কন্যা জন্মে। সেই ইক্ষাকুকুলভূষণ সত্যসন্ধের পুত্র সন্তান অনেকই হইয়াছিল, কন্যা একমাত্র সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা কর্ণোৎপলা। পিতা সত্যসন্ধ কন্যাজন্মের দ্বাদশাদিনে তাহার নামকরণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও অমাত্যগণের সহিত অনেক মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন যে, আমার এই কুমারিকা কর্ণভূষণ উৎপলের ন্যায় সুশোভনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; আমি বহুপুত্রক, আমার একটী মাত্র কন্যা, বিশেষতঃ কর্ণোৎপলের ন্যায় সুশোভনা, অতএব ইহার কর্ণোৎপলানাম হউক। হে দ্বিজগণ! কর্ণোৎপলার নাম করণ হইল, আহ্লাদিনী কর্ণোৎপলা শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১-৮। হে দ্বিজসত্তমগণ! কর্ণোৎপলা পুরবাসিগণের এক হস্ত হইতে অপর হস্ত অবলম্বনপূর্ব্বক চলিতে শিখিল। এরূপে নৃপদুহিতা ক্রমে বন্ধুলালিতা হইতে হইতে যৌবনে পদার্পণ করিল। অনন্তর পৃথিবীপতি প্রাপ্তযৌবনা কর্ণোৎপলাকে অবলোকন করিয়া মনে

তলে। ন স্বর্গে ন চ পাতালে কিং কৃত্যং মেহধুনা ভবেৎ। ১১। স এবং বহুধা ধ্যাত্বা তদর্থং পৃথিবীপতিঃ। নিশ্চয়ং প্রাকরোচ্চিত্তে প্রষ্টব্যোঽত্র পিতামহঃ। ১২। ময়াদ্য বিষয়ে চাস্মিন্ স দেবঃ প্রের্য়যাতি। তস্মৈ পুত্রীং প্রদাস্যামি নান্যস্মৈ বৈ কথঞ্চন। ১৩। স এবং নিশ্চয়ং কৃত্বা তামাদায় ততঃ পরম্। ব্রহ্মলোকং জগামাথ প্রষ্টুং তস্যাঃ কৃতে বরম্। ১৪। অথ যাবৎস সম্প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকং নরেশ্বরঃ। তাবৎসন্ধ্যা সমুৎপন্না ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। ১৫। এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সায়ন্তনক্রিয়োৎসুকঃ। উপবিষ্টঃ সমাধিস্থস্তৎকালং সম পদ্যত। ১৬। সত্যসন্ধোঽপি তং দৃষ্ট্বা সমাধিস্থং পিতামহম্। সমাধ্যন্তং প্রতীক্ষন্ স উপবিষ্টঃ সমীপতঃ। ১৭। ততো বিলোক্য চাত্মানমাত্মনি প্রপিতামহঃ। পদ্মে প্রবর্ত্তিতে সম্যগষ্টপত্রে হৃদি স্থিতে। ১৮। কর্ণিকামধ্যগং দীপ্তং বহুবর্ণমতিস্থিরম্। আনন্দাশ্রুপরিক্লিন্নবদনঃ পুলকাঞ্চিতঃ। ১৯। তত আচম্য প্রক্ষাল্য চরণৌ সর্ব্বতোদিশম্। অপশ্যৎ প্রণতঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মলোকনিবাসিভিঃ। ২০। এতস্মিন্নন্তরে রাজা তামাদায় শুভাননাম্। নমস্কৃত্য তয়া সার্দ্ধং ততঃ প্রোবাচ সাদরম্। ২১। অহং দেব সমায়াতো মর্ত্ত্যলোকাত্তবান্তিকম্। সত্যসন্ধো মহীপাল আনর্ত্তভুবি বিশ্রুতঃ। ২২। ইয়ং কর্ণোৎপলা নাম মম কন্যা সুশোভনা। অস্যা ভুবি ময়া লব্ধো ন সমোঽত্র পতিঃ ক্বচিৎ। ২৩। সদৃশস্তেন চায়াতস্তব পার্শ্বে সুরোত্তম। তস্মান্মে ব্রূহি ভর্ত্তারমস্যা যেন দদাম্যহম্। ২৪। সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ততঃ প্রোবাচ পদ্মজঃ। বিহস্য সর্ব্বদেবানাং সমাজে দ্বিজসত্তমাঃ। ২৫। যদি পৃচ্ছসি মে ভূপ কন্যাধর্ম্মগতিং প্রতি। তন্নৈষা কস্যচিদ্দেয়া সাম্প্রতং শৃণু কারণম্। ২৬। আত্মশ্রেণিপ্রসূতায় বয়োজ্যেষ্ঠায় ভূপতে। কন্যা দেয়া চ

মনে চিন্তা করিলেন,—কাহাকে আমার এই কন্যা প্রদান করিব? ধরণীতলে ত' রূপে কর্ণোৎপলা-সদৃশ যোগ্যবর দেখিতেছি না; কেবল ধরণীতলে কেন, স্বর্গ কিংবা পাতালেও কর্ণোৎপলার অনুরূপ বর নাই, অতএব এখন আমার কর্ত্তব্য কি? পৃথিবীপতি দুহিতার জন্য এইরূপে অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন,—এ বিষয়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে আমার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, আমি অদ্যই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যাহাকে কন্যাদান করিতে বলেন, তাহাকেই দান করিব, কদাচ অন্য কাহাকেও প্রদান করিব না। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর এইরূপে কৃতনিশ্চয় রাজা সত্যসন্ধ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া তাহার যোগ্যবর জানিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। নররাজ সত্যসন্ধ ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতে না-হইতেই সন্ধ্যা আসিল, সায়ংসন্ধ্যায় সমুৎসুক ব্রহ্মা সায়ংসন্ধ্যার উপাসনার্থ সমাধিস্থ হইলেন। এদিকে রাজাও পিতামহ ব্রহ্মাকে সমাধিস্থ অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক সমাধিভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা তখন স্বীয় আত্মায় আত্মপ্রদর্শন করিতেছেন; অনন্তর ক্রমে তিনি হৃদিস্থ অষ্টদল পদ্ম দর্শন করিয়া সেই কোমল কর্ণিকামধ্যে বহুবর্ণ অতীব স্থির প্রদীপ্ত আত্মাকে অবলোকন করিলেন, আত্মদর্শনে ব্রহ্মার শরীর পুলকিত ও আনন্দাশ্রু-বারিধারায় বদন ক্লিন্ন হইল। তিনি আচমন ও চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দশদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মার সমাধির অবসান হওয়া মাত্র চারিদিক্ হইতে ব্রহ্মলোকবাসী সুরগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে রাজা সত্যসন্ধও শুভাননা নন্দিনীকে লইয়া, তাঁহার সমীপে প্রণত হইলেন ও সাদরে বলিতে লাগিলেন। ৯-২১। রাজা বলিলেন—হে দেব! আমি মর্ত্ত্যলোক হইতে আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি, আমি ভুবিখ্যাত আনর্ত্তদেশের অধিপতি সত্যসন্ধ; এই যে সুশোভনা কন্যাটী দেখিতেছেন, ইহার নাম কর্ণোৎপলা; এই কর্ণোৎপলা আমারই তনুজা। আমি ভূতলে ইহার অনুরূপ বর প্রাপ্ত হই নাই, হে সুরসত্তম! এই জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। অতএব আপনি ইহার অনুরূপ বর বলিয়া দিউন। আপনার আদিষ্ট বরেই আমি কন্যা অর্পণ করিব। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! সত্যসন্ধের বাক্য শুনিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা সুরগণসমক্ষে সহাস্য-আস্যে উত্তর করিলেন,—হে ভূপ! যদি কন্যা কিংবা পতিধর্ম্ম জানিতে চাও, তবে কাহাকেও এই কন্যা দেওয়া যায় না, এক্ষণে কারণ শ্রবণ কর। হে রাজন্! আত্মশ্রেণীসম্ভূত বয়োজ্যেষ্ঠকেই

ধর্ম্মায় যশসে কুলবৃদ্ধয়ে ॥ ২৭ ॥ সেয়ং তব সুতা মর্ত্ত্যে জ্যেষ্ঠভাবং সমাশ্রিতা। সর্ব্বেষাং ভূমিপালানাং যত্তত্রেং কারণং শৃণু ॥ ২৮ ॥ মমান্তিকং প্রপন্নস্য তব জাতং যুগত্রয়ম্। অতীতা ভূতলে মর্ত্ত্যা যে দৃষ্টাঃ প্রাক্‌ত্বয়া নৃপ ॥ ২৯ ॥ অন্যা সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না সাম্প্রতং ধরণীতলে। ন ত্বং জানাসি মাহাত্ম্যান্মম লোকসমুদ্ভবাৎ ॥ ৩০ ॥ ন দেবা মানুষীং ভার্য্যাং কুর্ব্বন্তি চ কথঞ্চন। শ্লেষ্মমূত্রপুরীষাণাং সংস্থানং যা বিগর্হিতা ॥ ৩১ ॥ তস্মাদত্রৈব তিষ্ঠ ত্বং সুতয়া সহিতো নৃপ। হস্ত্যশ্বাদি চ যৎকিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং তে ক্ষয়ং গতম্ ॥ ৩২ ॥ পুত্রাঃ পৌত্রাস্তথা ভৃত্যা যে চান্যে বান্ধবাস্তব। তে সর্ব্বে নিধনং প্রাপ্তা যে চান্যে ভবতেক্ষিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় স্থিতঃ পার্থিবসত্তমঃ। যাবত্তাবৎ সুদুঃখার্ত্তা রুদতী সাব্রবীৎ সুতা ॥ ৩৪ ॥ নাহং তাত বসিষ্যামি স্থানেঽস্মিন্ ব্রহ্মসম্ভবে। সখীজনপরিত্যক্তা বন্ধুবর্গবিনাকৃতা ॥ ৩৫ ॥ তস্মাদ্‌যাস্যামি তত্রৈব যত্র সা জননী মম। তাশ্চ সখ্যঃ কৃতানন্দা যাভিঃ সংক্রীড়িতং ময়া ॥ ৩৬ ॥ ভর্ত্রা বিনাকৃতা নাহং নয়িষ্যে কালসংস্থিতিম্। তস্মাত্তত্র দ্রুতং গচ্ছ যত্র মে জননী স্থিতা ॥ ৩৭ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স্নেহার্দ্রেণ স চেতসা। তামাদায় ততঃ প্রাপ্তঃ স্বং দেশং পার্থিবোত্তমঃ ॥ ৩৮ ॥ যাবৎ পশ্যতি তাবৎ স স্থলস্থানে জলাশয়ান্। জলস্থানেষু সঞ্জাতাঃ স্থলসজ্ঘাঃ সুদুর্গমাঃ ॥ ৩৯ ॥ অন্যে লোকাস্তথা ধর্ম্মাস্তেষাং মধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। পৃচ্ছন্নপি ন জানাতি সম্বন্ধং কেনচিৎ সহ ॥ ৪০ ॥ তথা মর্ত্ত্যানিলস্পৃষ্টস্তৎক্ষণাৎ স মহীপতিঃ। সা চ কন্যা জরাগ্রস্তা সঞ্জাতা শ্বেতমূর্দ্ধজা ॥ ৪১ ॥ বলিভিঃ পূর্ণতাঙ্গী চ শীর্ণদন্তা কুচচ্যুতা। অমনোজ্ঞা বিরূপাঙ্গী চিপিটাক্ষী দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥ সোঽপি রাজা তথাভূতো বেপমানঃ পদেপদে। পপ্রচ্ছ ভূপতিঃ কোঽত্র দেশঃ কোঽয়ং পুরং চ কিম্ ॥ ৪৩ ॥ অথ প্রোচুর্জ্জনাস্তস্য দেশ আনর্ত্ত ইত্যয়ম্। অয়ং

কন্যাদান কর্ত্তব্য, আর এইরূপে কন্যা প্রদত্ত হইলেই ধর্ম্ম, যশ ও কুলগৌরব বর্দ্ধিত হয়; সম্প্রতি তোমার এই কন্যা মর্ত্ত্যভূমে অখিল ভূমিপালের জ্যেষ্ঠভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভূপতে! একথা কেন বলিতেছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর। তুমি আমার সমীপে উপনীত হইবার পর যুগত্রয় অতীত হইয়াছে, তুমি ব্রহ্মলোকে আসিবার পূর্ব্বে যে সৃষ্টি দেখিয়া আসিয়াছ, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যসৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ব্রহ্মলোকমাহাত্ম্যে সে সব তুমি জানিতে পার নাই। দেখ, দেবগণ মানবী ভার্য্যা কদাচ পরিগ্রহণ করেন না, কেননা মানবদেহ মূত্রপুরীষসমূহের সংস্থান, এজন্য নিন্দিত। অতএব হে নৃপ! সুতার সহিত এই স্থানেই বাস কর। আরও দেখ, তোমার হস্তী অশ্বাদি যে কিছু যান বাহন এবং পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য প্রভৃতি অন্যান্য বান্ধবগণ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, মর্ত্ত্যভূমে গমন করিলেও আর তুমি সে সকল দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। অনন্তর পার্থিবোসত্তম সত্যসন্ধ "তাহাই হউক" বলিয়া ব্রহ্মার বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে বাস করিলে রাজনন্দিনী অতীব দুঃখিতহৃদয়ে রোদন করিতে করিতে বলিল,—হে তাত! আমি সখীজন ও বন্ধুবান্ধবপরিত্যক্ত হইয়া এই ব্রহ্মলোকে বাস করিব না। আমি এখনই জননীসমীপে গমন করিব; আমি যে সকল সখীর সহিত ক্রীড়া করিতাম, তাহারা আমায় কতই আনন্দ দান করিত, আমি সেই সখীগণকে দর্শন করিব, কদাচ আমি স্বামিহীনা হইয়া ব্রহ্মলোকে কালক্ষেপ করিব না। অতএব সত্বর আমাকে আমার জননীসমীপে লইয়া চলুন। কন্যার বাক্যে পার্থিবোত্তম পিতা সত্যসন্ধ স্নেহার্দ্রহৃদয় হইয়া সুতার সহিত স্বরাজ্যে আগমন করিলেন। রাজ্যে উপনীত হইয়াই দেখিলেন,—যে স্থান স্থলময় ছিল, তাহা জলে পরিণত এবং জলস্থান উচ্চভূমিতে পরিণত হইয়া দুর্গম হইয়াছে; যে সকল স্থল স্থানে কাহারও বসবাস ছিল না, সেই সকল স্থলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ অবস্থান করিতেছে। তাহাদের নিকট নৃপতি বিবিধ প্রশ্ন করিয়াও তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। পরন্তু মর্ত্ত্যসমীরণ গাত্রে স্পৃষ্ট হইবামাত্র মহীপতি ও সুতা কর্ণোৎপলা জরাগ্রস্ত হইলেন; দেখিতে দেখিতে নৃপসুতার কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল; বলিনিচয়ে রাজনন্দিনীর দেহ পূর্ণ হইল; ক্রমে দন্ত বিশীর্ণ, কুচ চ্যুত ও নয়নযুগল চিপিটাকার হইয়া গেল; নৃপদুহিতা অমনোজ্ঞা বিরূপাঙ্গী হইয়া গেলেন ।২২—৪২। হে দ্বিজসত্তমগণ! নৃপতি সত্যসন্ধও তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রতি পদক্ষেপে কম্পমান হইতে লাগিলেন। ভূপতি তত্রত্য লোকগণকে জিজ্ঞাসা

ভূপোঽত্র বিখ্যাতঃ সুধর্ম্মজ্ঞো বৃহদ্বলঃ ॥ ৪৪ ॥ এতৎ-প্রাপ্তিপুরং নাম এষাং সাভ্রমতী নদী। গর্ত্তাতীর্থমিদং পুণ্যমেতস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৫ ॥ যত্রৈতে মুনয়ঃ শান্তা দান্তাশ্চাষ্টগুণে রতাঃ। তপোরতা মহাভাগাঃ স্নানজপ্যপরায়ণাঃ ॥ ৪৬ ॥ ততঃ স তু সমাকর্ণ্য রুরোদ কৃতনিঃস্বনঃ। স্বসুতাং তাং সমালিঙ্গ্য দুঃখ-শোকসমন্বিতঃ ॥ ৪৭ ॥ তৌ চ বৃদ্ধতমৌ দৃষ্ট্বা রুদন্তৌ কৃপয়ান্বিতাঃ। সর্ব্বে লোকাঃ সমাজগ্মুঃ পপ্রচ্ছুশ্চ সুদুঃখিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ কিং ত্বং বৃদ্ধ সুদুঃ-খার্ত্তঃ প্ররোদিষি নিরর্গলম্। অনয়া বৃদ্ধয়া সার্দ্ধং তস্মান্নঃ কারণং বদ ॥ ৪৯ ॥ কিং তে নষ্টঃ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ কিং বা জাতো ধনক্ষয়ঃ। পরাভূতোঽসি বা কিং ত্বং কেনাপি বদ মা চিরম্ ॥ ৫০ ॥ ধর্ম্মজ্ঞো দুষ্ট-হন্তা চ সাধূনাং পালনে রতঃ। রাজা বৃহদ্বলোঽস্মাকং যেন তে কুরুতে সুখম্ ॥ ৫১ ॥ সত্যসন্ধ উবাচ। আনর্ত্তাধিপতিশ্চাহং সত্যসন্ধ ইতি স্মৃতঃ। মম কর্ণোৎপলা নাম সুতেয়ং দয়িতা সদা ॥ ৫২ ॥ সোঽহং-মস্যাঃ প্রদানার্থং ব্রহ্মলোকমিতো গতঃ। প্রষ্টুং পিতামহং দেবং স্থিতস্তত্র মুহূর্ত্তবৎ ॥ ৫৩ ॥ ততো ভূয়ঃ সমায়াতো যাবৎপশ্যামি ভূতলম্। তাবদ্বিলো-মতাং প্রাপ্তং সর্ব্বং নো বেদ্মি কিঞ্চন ॥ ৫৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তে জনা গত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। বৃহদ্বলায় তৎসর্ব্বমাচখ্যুর্হৃষ্টসংযতাঃ ॥ ৫৫ ॥ সোঽপি তৎ-সর্ব্বমাকর্ণ্য ততঃ শীঘ্রতরং গতঃ। পদ্ভ্যামেব স্থিতো যত্র সত্যসন্ধো মহীপতিঃ ॥ ৫৬ ॥ ততস্তং প্রণি-পত্যোচ্চৈঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। স্বাগতং তে মহীপাল ভূয়ঃ সুস্বাগতং চ তে ॥ ৫৭ ॥ ইদং রাজ্যং নিজং ভূয়ো ময়া ভৃত্যেন সাদরম্। কুরুষ স্বেচ্ছয়া দেহি দানানি বিবিধানি চ ॥ ৫৮ ॥ ততস্তং চ স-মালিঙ্গ্য শিরস্যাঘ্রায় চাসকৃৎ। উবাচাশ্রুপরিক্লিন্ন-বদনো গদ্গদাক্ষরম্ ॥ ৫৯ ॥ বৎস চীর্ণং ময়া রাজ্যং দানং দত্তং পৃথগ্বিধম্। বাজিমেধমুখৈর্যজ্ঞৈরিষ্টং সম্পূর্ণদক্ষিণৈঃ ॥ ৬০ ॥ তস্মাত্তপশ্চরিষ্যামি সুতয়া

করিলেন,—আমরা কোথায় আসিয়াছি? এই দেশের নাম কি এবং এই পুরই বা কাহার? তাহারা উত্তর করিল,—ইহা আনর্ত্ত দেশ, বিখ্যাত নৃপতি সুধর্ম্মজ্ঞ বৃহদ্বল এই দেশের অধিপতি; আর এই যে পুর দেখিতেছেন, ইহার নাম প্রাপ্তিপুর এবং এই যে নদী দৃষ্ট হইতেছে, ঐ নদীর নাম সাভ্রামতী। এই নদী সাভ্রামতী পূত গর্ত্তাতীর্থ নামে কথিত হয়; এই গর্ত্তাতীর্থে অণিমাদি অষ্ট-গুণরত দান্ত শান্ত মহাভাগ তপস্বিগণ স্নান-জপ-পরায়ণ হইয়া বাস করেন। অনন্তর রাজা লোক-মুখে এই সকল বিদিত হইয়া সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া দুঃখ শোকে মোহিত হইয়া গেলেন! অনন্তর লোকগণ সেই বৃদ্ধদ্বয়কে দর্শন করিয়া দয়ান্বিত হইল। তাহারা সকলেই তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইল এবং অত্যন্ত দুঃখভরে জিজ্ঞাসা করিল,—হে বৃদ্ধ! তুমি দুঃখাবৃত হৃদয়ে কেন এই বৃদ্ধার সহিত অজস্র রোদন করিতেছ, তোমার কি কোনরূপ প্রিয়বিরহ বা ধনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; অথবা কেহ কি তোমাকে পরাভূত করিয়াছে, এই সকল আমাদের নিকট বল, বিলম্ব করিও না। আমা-দের ধর্ম্মজ্ঞ রাজা বৃহদ্বল দুষ্টহন্তা ও সাধুপালনরত, তিনি তোমার সুখোৎপাদন করিবেন। সত্যসন্ধ উত্তর করিলেন,—আমিও আনর্ত্তাধিপতি, আমার নাম সত্যসন্ধ; এই আমার সতত প্রিয় কন্যা কর্ণোৎপলা; আমি এই কন্যাদানার্থ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আনর্ত্ত হইতে মুহূর্ত্তের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলাম; তার পর পুনরায় আমি ভূতলে আগমন করিয়াই দেখিলাম,—সকলই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, আমি এই সকল দর্শন করিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সত্যসন্ধের এই সকল উক্তি শ্রবণে লোকগণ বিস্মিত হইল, বিস্ময়ে তাহাদের লোচন উৎফুল্ল ও হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা সত্বর রাজা বৃহদ্বল সমীপে উপনীত হইয়া সকলই নিবেদন করিল। রাজা বৃহদ্বলও লোকমুখে এই সকল শ্রবণ করিয়া পাদচারে সত্বর মহীপতি সত্যসন্ধের সমীপে গমন করিলেন, এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। নৃপতি বৃহদ্বল স্বাগত প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন,—হে মহীপাল! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে! ত? আমি আপনার ভৃত্য, আপনি সাদরে আপনার রাজ্য পুনরায় গ্রহণ করিয়া ইচ্ছানুসারে পালন ও বিবিধ দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন ।৪৩—৫৮। বৃহদ্বলের বাক্য শুনিয়া বাষ্পবারিতে সত্যসন্ধের বদন ক্লিন্ন হইল, তিনি বহুবার বৃহদ্বলকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া গদগদ বাক্যে বলিলেন,—বৎস! আমি রাজ্য পালন, বিবিধ দান ও সম্পূর্ণদক্ষিণ

চানয়া সহ। যথৈষা লভতে প্রাক্তনং শুভম্। ৬১। বৃহদ্বল উবাচ। পারম্পর্য্যেণ রাজেন্দ্র ময়ৈতৎসকলং শ্রুতম্। সত্যসন্ধো মহীপালঃ কন্যামাদায় নির্গতঃ। ৬২। কুত্রচিন্ন সমায়াতঃ স ভূয়োঽপি পুরোত্তমে। ততস্তৎসচিবৈ রাজ্যং প্রতিপাল্য চিরং নৃপ। অভিষিক্তস্ততঃ পুত্রঃ সুহয়ো নাম বিশ্রুতঃ। ৬৩। তস্যাহং ক্রমশো জাতঃ সপ্তসপ্ততিমো বিভো। পুরুষস্তব বংশস্য সমুদ্ভূতো মহীপতিঃ। ৬৪। তস্মাদত্রৈব কল্যাণে স্থানেঽস্মিন্মেধ্যতাং গতে। গর্ত্তাতীর্থে কুরু বিভো তপস্তনয়া সহ। ৬৫। যেন তে চরণৌ নিত্যং প্রণিপত্য ত্রিসন্ধিজম্। শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যাম্যসন্দিগ্ধং প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি। ৬৬। সত্যসন্ধ উবাচ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে ময়াসীৎ স্থাপিতং পুরা। লিঙ্গং বৃষভনাথস্য তাবদস্তি সুপুত্রক। ৬৭। তত্তস্যারাধনং নিত্যং করিষ্যামি দিবানিশম্। তস্মাৎ প্রাপয় মাং তত্র তনয়া সুতয়া সহ। ৬৮। এবং তয়োঃ প্রবদতোর্জ্যেষ্ঠং ভূমিপালয়োঃ। গর্ত্তাতীর্থাৎ সমায়াতা ব্রাহ্মণাঃ কৌতুকান্বিতাঃ। শ্রুত্বা ভূমিপতিং প্রাপ্তং চিরন্তনগুরুং শুভম্। ৬৯। ততঃ স পার্থিবস্তেষাং দত্বার্ঘ্যং প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ। প্রোবাচ স্বর্গবৃত্তান্তমাস্যতামিতি সাদরম্। ৭০। অথ তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে যথাজ্যেষ্ঠং যথাসুখম্। উপবিষ্টা নরেন্দ্রস্য চতুর্দ্দিক্ষু সুবিস্মিতাঃ। পপ্রচ্ছুস্তং চ ভূপালং বার্ত্তাং ব্রহ্মগৃহোদ্ভবাম্। ৭১। যথা স তত্র নির্য্যাত আগতশ্চ যথা পুরা। আলাপাঃ পদ্মযোনেশ্চ যথা জাতাস্তনেকশঃ। ৭২। ততঃ কথান্তমাসাদ্য সত্যসন্ধো মহীপতিঃ। কিঞ্চিদাসাদ্য তং প্রাহ সমীপস্থং বৃহদ্বলম্। ৭৩। ময়া ইষ্টং মখৈশ্চিত্রৈরনেকৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ। দানানি চ বিচিত্রাণি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে। ৭৪। একদাহং গতঃ পুত্র চমৎকারপুরোত্তমে। দৃষ্টং ময়া পুরং তচ্চ সমন্তাদ্‌ব্রাহ্মণৈর্বৃতম্। ৭৫। জপস্বাধ্যায়-

বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছি, রাজ্য পালনে আর আমার লালসা নাই, আমি এক্ষণে সুতার সহিত এরূপ তপস্যা করিব, যেন আমার কন্যা কর্ণোৎপলা পুনরায় তারুণ্য লাভ করিতে সমর্থা হয়। বৃহদ্বল বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! মহীপাল সত্যসন্ধ কন্যা লইয়া পুর হইতে নির্গত হইয়াছেন, তিনি কদাচ এই পুরোত্তমে পুনরাগমন করেন নাই, আমি লোকপরম্পরাক্রমে এ সকলই শুনিয়াছি। হে নৃপ! অনন্তর আপনি চলিয়া গেলে সচিবগণ বহুদিন আপনার রাজ্য পালন করেন, তারপর তাঁহারা আপনার বিখ্যাত তনয় সুহয়কে যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে প্রভো! আপনারই বংশে ক্রমশঃ আমি সেই সুহয় হইতে সপ্তসপ্ততিতম পুরুষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। সম্প্রতি আমিই এই দেশের অধীশ্বর! হে বিভো! এই আনর্ত্ত দেশ অতি পবিত্র ও কল্যাণকর, অতএব আপনি তনয়ার সহিত এই আনর্ত্তদেশস্থিত গর্ত্তাতীর্থেই তপস্যা করুন। হে রাজন্! এইরূপ করিলে আমিও প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা আপনার চরণে প্রণিপাত করিয়া শ্রেয়োলাভ করিব, সন্দেহ নাই। হে বিভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সত্যসন্ধ উত্তর করিলেন,—হে সুপুত্রক! আমি পুরাকালে হাটকেশ্বরক্ষেত্রে বৃষভাসনের এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। অদ্যাপি হাটকেশ্বরে সেই লিঙ্গ বিদ্যমান। আমি সেই স্থানেই অহর্নিশ শঙ্করের আরাধনা করিব, তুমি এক্ষণে তনয়ার সহিত আমাকে সেই স্থানে প্রেরণ কর। হে দ্বিজসত্তমগণ! তখন এইরূপে ভূপতিদ্বয়ের পরস্পর আলাপসম্ভাষণ চলিতে থাকিলে, গর্ত্তাতীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণ কল্যাণদায়ক চিরন্তন গুরু নৃপতি সত্যসন্ধের আগমনবার্ত্তায় কৌতুকান্বিত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর পৃথিবীপতি সত্যসন্ধ সমাগত দ্বিজগণকে অর্ঘ্যাদি প্রদান করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক সাদরে সমাগত দ্বিজগণের নিকট স্বর্গবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্বিজগণ জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে রাজসত্তম সত্যসন্ধের চারিদিকে সুখে উপবেশন করিয়া বিস্মিত হৃদয়ে তাঁহাকে ব্রহ্মলোকবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আপনি যেরূপে পুর হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, পুনরায় কি উপায়ে প্রত্যাবর্ত্তন এবং ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াই বা ব্রহ্মার সহিত যেরূপ আলাপ-সম্ভাষণ করিয়াছেন, এই সকল বর্ণন করুন। অনন্তর মহীপতি সত্যসন্ধ একে একে অখিল ব্রহ্মলোককথার অবসান করিয়া কোন এক কথাপ্রসঙ্গে সমীপস্থ বৃহদ্বলকে বলিলেন;—আমি ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছি, দান এতই আমার কৃত হইয়াছে যে, তাহার সংখ্যা হয় না। হে পুত্র! আমি একদা অনুত্তম চমৎকারপুরে গমন করিয়া দেখি-

সম্পন্নৈরগ্নিহোত্রপরায়ণৈঃ। গৃহস্থধর্ম্মসম্পন্নৈর্লোকদ্বয়ফলান্বিতৈঃ ॥ ৭৬ ॥ ততশ্চ চিন্তিতং চিত্তে স ধন্যো মম পূর্ব্বজঃ। যেনৈষোপার্জ্জিতা কীর্ত্তিঃ শাশ্বতী ক্ষয়বর্জ্জিতা ॥ ৭৭ ॥ তস্মাদহমপি স্থাপ্য পুরমীদৃক্সমুচ্ছ্রিতম্। ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তৎকীর্ত্তিপরিবৃদ্ধয়ে ॥ ৭৮ ॥ এবং চিন্তয়মানস্য মম নিত্যং মহীপতে। অবান্তরেণ সঞ্জাতং ব্রহ্মলোকপ্রয়াণকম্ ॥ ৭৯ ॥ এতদেকং হি মে চিত্তে পশ্চাত্তাপকরং স্থিতম্। নান্যৎ কিঞ্চিন্মহীপাল কৃতকৃত্যস্য সর্ব্বতঃ ॥ ৮০ ॥ তস্মাৎ প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্রান্ কাংশ্চিদেষাং মহাত্মনাম্। যেন যচ্ছামি সুস্থানং কৃত্বা তেভ্যস্তবাজ্ঞয়া ॥ ৮১ ॥ ততঃ স প্রার্থয়ামাস তদর্থং ব্রাহ্মণোত্তমান্। মমোপরি দয়াং কৃত্বা ক্রিয়তাং ভোঃ পরিগ্রহঃ ॥ ৮২ ॥ অস্য ভূপস্য সদ্ভক্ত্যা যচ্ছতঃ পুরমুত্তমম্। অহং বঃ পালয়িষ্যামি সর্ব্বে মদ্বংশজাশ্চ তে ॥ ৮৩ ॥ ততঃ কাংশ্চিৎ সুকৃচ্ছ্রেণ সমানীয় বৃহদ্বলঃ। রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস এতেভ্যো দীয়তামিতি ॥ ৮৪ ॥ ততঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বেষাং পাদান্ স পৃথিবীপতিঃ। সত্যসন্ধো দদৌ তেভ্যঃ পুরার্থং ভূমিমুত্তমম্ ॥ ৮৫ ॥ বৃহদ্বলস্য চাদেশং দদৌ সম্প্রস্থিতঃ স্বয়ম্। ত্বয়ৈতদযোগ্যতাং নেয়ং পুরং পরপুরঞ্জয় ॥ ৮৬ ॥ গত্বা চ স তয়া সার্দ্ধং তৎক্ষেত্রং হাটকেশ্বরম্। তল্লিঙ্গং প্রাপ্য সংহৃষ্টশ্চিরং তেপে তপস্ততঃ ॥ ৮৭ ॥ সাপি কর্ণোৎপলা প্রাপ্য কিঞ্চিৎ পুণ্যং জলাশয়ম্। তপস্তেপে প্রতিষ্ঠাপ্য গৌরীং শ্রদ্ধাসমন্বিতা ॥ ৮৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে রাজা কালধর্ম্মমুপাগতঃ। আনর্ত্তাধিপতির্যুদ্ধে হতঃ পুত্রৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৮৯ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে গর্ত্তাতীর্থসমুদ্ভবাঃ। সত্যসন্ধং সমভেত্য প্রোচুর্দ্দুঃখসমন্বিতাঃ ॥ ৯০ ॥ পরিগ্রহঃ কৃতোঽস্মাভিঃ কেবলং পৃথিবীপতে। ন চ কিঞ্চিৎ ফলং জাতং বৃত্তিজং নঃ পুরোদ্ভবম্ ॥ ৯১ ॥ তস্মাৎ কুরু স্থিতিং ত্বং চ স্বধর্ম্মপরিবৃদ্ধয়ে। যেন তদ্বর্ত্তনোপায়ো

লাম,—জপধ্যানপরায়ণ স্বাধ্যায়নিরত অগ্নিহোত্রব্রত ইহ-পর উভয় লোকসাধন গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী দ্বিজগণ সেই চমৎকারপুরের চারিদিক্ পরিবেষ্টন করিয়া বাস করিতেছেন। তারপর আমি চিন্তা করিলাম—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ যে মহাত্মা এই ক্ষয়বর্জ্জিত সনাতন কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই ধন্য; আমিও এই স্থানে এইরূপ এক অত্যুচ্চ প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমার কীর্ত্তিবর্দ্ধনার্থ ব্রাহ্মণগণকে দান করিব। হে মহীপতে! নিত্যই আমি এইরূপ চিন্তা করিতাম, তারপর অবান্তর কার্য্যের অনুরোধে আমি ব্রহ্মলোকে গমন করি। হে মহীপাল! অন্যান্য সকল বিষয়েই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি, আর আমার কোন কার্য্যই অকৃত নাই, কিন্তু এই একটীমাত্র কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকায় আমার হৃদয় অনুতপ্ত হইতেছে। তুমি এই মহাত্মা দ্বিজগণকে আমার এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর, আমি তাঁহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার এবং এই সকল দ্বিজের সম্মতিক্রমে সেই মনোজ্ঞ স্থানে গমন করিব। অনন্তর বৃহদ্বল সত্তম দ্বিজগণসমীপে সত্যসন্ধের প্রার্থনা জানাইলেন এবং বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া নৃপতি সত্যসন্ধের সুভক্তিপ্রদত্ত এই অনুত্তম পুরী প্রতিগ্রহ করুন। আমি আপনাদিগকে পালন করিব, অতঃপর আমার বংশধরগণও আপনাদিগের রক্ষা করিবেন। অতঃপর বৃহদ্বল অতিকষ্টে কতিপয় দ্বিজকে লইয়া রাজা সত্যসন্ধসমীপে আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,—হে রাজন্! এই সকল দ্বিজকে দান করুন। ৫৯—৮৪। অনন্তর পৃথিবীপতি সত্যসন্ধ সেই সকল দ্বিজের পাদ প্রক্ষালন করিয়া পুর-নির্ম্মাণার্থ তাঁহাদিগকে উত্তম ভূমি দান করত হাটকেশ্বরযাত্রা করিলেন। গমনকালে নৃপ সত্যসন্ধ বৃহদ্বলের প্রতি আদেশ করিলেন,—হে পরপুরঞ্জয়! ব্রাহ্মণগণ নিরুপদ্রবে যাহাতে এই পুরে বাস করিতে সমর্থ হন, তুমি সতত তাহাই করিবে। নৃপতি সত্যসন্ধ বৃহদ্বলের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া সুতার সহিত হাটকেশ্বরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং শঙ্করলিঙ্গ লাভ করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। কন্যা কর্ণোৎপলাও কোন এক জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া সেই জলাশয়তীরে গৌরীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আনর্ত্তপতি রাজা বৃহদ্বল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদিসহ যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর গর্ত্তাতীর্থবাসী দ্বিজগণ নৃপতি সত্যসন্ধসমীপে উপনীত হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে তাঁহাকে কহিলেন,—হে পৃথিবীপতে! আমরা কেবল আপনারই নিকট পতিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট পুর প্রতিগ্রহ করিয়াও এই প্রতিগ্রহ আমাদের কোনই ফলোৎপাদক হইল না। অতএব আপনি ধর্ম্মপরিবৃদ্ধির জন্য আমাদের বাস-

স্মাকং নৃপসত্তম। ৯২। রাজা বৃহদ্বলো যুদ্ধে কালধর্ম্মমুপাগতঃ। যত্ত্বয়া দর্শিতোঽস্মাকং বৃত্ত্যর্থং নৃপসত্তম। ৯৩। সত্যসন্ধ উবাচ। সন্ন্যস্তোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠা বৃত্তিং কর্ত্তুং ন চ ক্ষমঃ। যদি মে স্যাৎ পুমান্ কশ্চিদন্বয়েঽপি ন সংশয়ঃ। ৯৪। তস্মাদ্‌ব্রজথ হর্ম্ম্যং স্বং প্রসাদঃ ক্রিয়াং মম। অভাগ্যৈর্ভবদীয়ৈশ্চ হতো রাজা বৃহদ্বলঃ। ৯৫। এবমুক্তাশ্চ তে বিপ্রা মত্বা তথ্যঞ্চ তদ্বচঃ। স্বস্থানং ত্বরিতা জগ্মুঃ সোঽপি চক্রে তপশ্চিরম্॥ ৯৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীহাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে সত্যসন্ধ-নৃপতিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ। ১২৫।

ষড়বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তস্য তপঃস্থস্য পুত্র্যা সহ দ্বিজোত্তমাঃ। আজগ্মুর্ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে চমৎকার-পুরোদ্ভবাঃ। ১। ব্রাহ্মণা উচুঃ। সন্দেহেষু চ সর্ব্বেষু বিবাদেষু বিশেষতঃ। অভাবাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সঞ্জাতশ্চ পরাভবঃ। ২। ততশ্চ দ্বিজবর্য্যাঃ স সন্ন্যস্তঃ পৃথিবীপতিঃ। পৃষ্টশ্চ প্রার্থিতশ্চৈব নিজ-রাজ্যস্য রক্ষণে। অন্যস্মিন্ দিবসে প্রাহ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। ৩। রাজোবাচ। অনর্হোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সন্দেহং হর্ত্তুমেব বঃ। রক্ষাং কর্ত্তুং বিশেষেণ ত্যক্তশস্ত্রোঽস্মি চাধুনা। ৪। ব্রাহ্মণা উচুঃ। সর্ব্বে বয়ং মহারাজ ভূপস্যাপ্যধিকা যতঃ। অহঙ্কারেণ দর্পেণ নিজং স্থানং সমাশ্রিতাঃ। ৫। ন কশ্চিন্মহা-রাজ কদাপি চ কথঞ্চন। বর্ত্তনায়াশ্চ সন্দেহঃ স্থানকৃত্যেঽপি সংস্থিতঃ। ৬। অসংখ্যাতা কৃতা বৃত্তিঃ পুরাস্মাকং মহাত্মনা। ততঃ সা বৃদ্ধিমানীতা তৎপরৈঃ পার্থিবোত্তমৈঃ। ৭। ত্বয়া চৈব বিশেষেণ যাবদ্রাজা বৃহদ্বলঃ। আনর্ত্তবিষয়ে রাজা যো যঃ স্যাৎ স প্রযচ্ছতি। ৮। সর্ব্বাং বৃত্তিং গৃহস্থানাং

স্থানের উপায় করুন। হে নৃপসত্তম! আমরা আপনারই প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিব। হে নৃপসত্তম! আপনি আমাদের জীবনবৃত্তির জন্য যাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, সেই বৃহদ্বল যুদ্ধে জীবন বিসর্জন করিয়াছেন। সত্যসন্ধ উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি, অতএব এক্ষণে কি করিয়া আপনাদের বৃত্তিবিধান করিব? আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় আবাসে গমন করুন। যদি আমার বংশে ইতঃপর কেহ জন্মগ্রহণ করেন, তবে তিনি নিশ্চিতই আপনাদের বৃত্তিবিধান করিবেন, সংশয় নাই। হে দ্বিজগণ! আপনরাই হতভাগ্য, তাই আপনাদের রাজা বৃহদ্বল যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অনন্তর দ্বিজগণ রাজা সত্যসন্ধের এইরূপ তথ্যপূর্ণ বাক্য যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া সত্বর স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। নৃপতি সত্যসন্ধ সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ৮৫—৯৬।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৫।

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! নৃপতি সত্যসন্ধ সুতার সহিত এইরূপে তপোরত হইলে একদা চমৎকারপুরবাসী দ্বিজগণ রাজার সমীপে উপনীত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—সর্ব্ববিধ সন্দেহ, বিবাদ এবং পার্থিবেন্দ্রের অভাবেই প্রজাগণ পরাভূত হয়! দ্বিজবর্য্যগণ একদিন পার্থিবকে এই একটীমাত্র কথা বলিয়াই চলিয়া গেলেন। অনন্তর অন্য একদিন দ্বিজগণ পৃথিবীপতিসমীপে উপনীত হইয়া নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে রাজাও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের বাক্যে উত্তর করিলেন। রাজা কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি আপনাদের সন্দেহহরণে অসমর্থ, বিশেষতঃ আমি শস্ত্রহীন, অতএব আমি আপনাদের রক্ষাকার্য্যেও সম্পূর্ণ অপারগ। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে মহারাজ! আমরা আপনাদের বৃত্তিভোগী হইয়া অহঙ্কার ও দর্পে রাজা হইতেও অধিক তেজস্বিতাসহকারে নিজ নিজ স্থানে বাস করিয়া আসিতেছি; হে মহারাজ! আমাদের মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপে বৃত্তিবিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া স্থানত্যাগের সঙ্কল্প করেন নাই, সকলেই স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন। পূর্ব্বকীয় মহাত্মগণ আমাদিগের অনেক বৃত্তিব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। অনন্তর তৎপরবর্ত্তী পার্থিবগণ কর্ত্তৃক সেই সকল বৃত্তি বর্দ্ধিতই হইয়াছে। পরন্তু বিনষ্ট হয় নাই। আপনি ত' বিশেষভাবেই আমাদের বৃত্তিবর্দ্ধন করিয়াছেন; তার পর যে পর্য্যন্ত আনর্ত্ত দেশে বৃহদ্বল রাজা ছিলেন, তৎকাল পর্য্যন্তই

যথাযোগ্যং প্রযত্নতঃ। তবাগ্রে কিং বয়ং ক্রমশং বেৎসি সকলং যতঃ ॥ ৯ ॥ যথা বৃত্তিঃ পুরা দত্তা যথা সংরক্ষিতা ত্বয়া। তস্মাচ্চিন্তয় রাজেন্দ্র স্থানং বর্ত্তনসম্ভবম্। উপায়ঃ যেন মর্য্যাদা বৃত্তিস্তস্মাৎ সুখেন তু ॥ ১০ ॥ ততঃ স সুচিরং ধ্যাত্বাগর্ত্তাতীর্থ-সমুদ্ভবান্। আকার্য্যোপমন্যুবংশস্য সম্ভবান্ দেবপারগান্ ॥ ১১ ॥ প্রণিপাতং প্রকৃত্বাথ ততঃ প্রোবাচ সাদরম্। মদীয়স্থানসংস্থানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বকৃত্যানি কার্য্যাণি ভৃত্য-বদ্বিনয়ান্বিতৈঃ। নিত্যং রক্ষা বিধাতব্যা যুষ্মদীয়ং বচোঽখিলম্ ॥ ১৩ ॥ এতে সম্পালযিষ্যন্তি মর্য্যাদা-কারমুত্তমম্। সন্দেহেষু চ সর্ব্বেষু বিবাদেষু বিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥ রাজকার্য্যেষু চান্যেষু এতে দাস্যন্তি নির্ণয়ম্। যুষ্মদীয়ং বচঃ শ্রুত্বা শুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ১৫ ॥ এতে পাল্যাঃ প্রসাদেন পুষ্টিং নেয়াশ্চ শক্তিতঃ। ঈর্ষ্যাং সর্ব্বাং পরিত্যজ্য মদীয়স্থানবৃদ্ধয়ে ॥ ১৬ ॥ বাঢ়মিত্যেব তৈঃ প্রোক্তঃ স রাজা ব্রাহ্মণোত্তমান্। চমৎকারপুরোদ্ভূতান্ ভূয়ঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ১৭ ॥ যুষ্মাকং বর্ত্তনার্থায় সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বদা। এতে বিপ্রা ময়া দত্তা গর্ত্তাতীর্থসমুদ্ভবাঃ ॥ ১৮ ॥ এতেষাং বচনাৎ সর্ব্বং যুষ্মদীয়ং প্রজায়তাম্। প্রতিষ্ঠা জায়তে নূনং চাতুশ্চরণসূচিতা ॥ ১৯ ॥ নান্যথা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ স্বল্পং বা যদি বা বহু। প্রোক্তং লক্ষমিতৈস্তৈশ্চৈর্যুষ্ম-দীয়পুরোদ্ভবৈঃ ॥ ২০ ॥ সূত উবাচ। ততস্তে ব্রাহ্মণা হৃষ্টাস্তানাদায় দ্বিজোত্তমান্। তেষাং মতেন চক্রুশ্চ সর্ব্বকৃত্যানি সর্ব্বদা ॥ ২১ ॥ ততস্তত্র পুরে জাতা মর্য্যাদা ধর্ম্মবর্দ্ধিনী। সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বেষাং তথা বৃদ্ধিঃ পুরস্য চ ॥ ২২ ॥ তেঽপি তেষাং প্রসাদেন গর্ত্তাতীর্থভবা দ্বিজাঃ। পরাং বিভূতিমাস্থায় মোদন্তে সুখসংযুতাঃ ॥ ২৩ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স রাজা তৎপুরোত্তমম্। সমভ্যেত্য দ্বিজান্ সর্ব্বাং-স্ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ২৪ ॥ যুষ্মদীয়প্রসাদেন ক্ষেত্রেঽত্র সুমহত্তপঃ। কৃতং স্বর্গং প্রয়াস্যামি সাম্প্রতং

পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপতিপ্রদত্ত গৃহস্থ দ্বিজগণের বৃত্তিনিচয় অক্ষুণ্ণ ছিল; রাজা বৃহদ্বল সে সকল যত্নপূর্ব্বকই রক্ষা করিয়াছেন। আপনি সকলই বিদিত আছেন। আপনার সম্মুখে আমরা আর কি কহিব? আপনি আমাদিগকে যেরূপ বৃত্তিদান ও যেরূপে আমাদের রক্ষাবিধান করিয়াছেন, হে রাজেন্দ্র! আমাদের সেই অবস্থান ও বৃত্তি একবার চিন্তা করুন! হে রাজন্! এ সকল চিন্তা করিয়া যাহাতে আমাদের মর্য্যাদা রক্ষা হয় এবং যেরূপ করিলে আমরা স্বপুরে সুখে বাস করিতে পারি, তাহার উপায় করুন। অনন্তর রাজা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া গর্ত্তাতীর্থবাসী উপমন্যুবংশোদ্ভব বেদপারগ দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করত সাদরে কহিলেন,—যে সকল লোক আমাদের আনর্ত্তরাজ্যে বাস করেন, তাঁহাদের কার্য্য বিশেষতঃ দ্বিজগণের আদেশসমূহ আমরা বিনয়সহকারে ভৃত্যের ন্যায় সতত রক্ষা করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন আনর্ত্তপতিগণ যেমন মর্য্যাদা সহকারে দ্বিজগণের রক্ষা করেন, গর্ত্তাতীর্থ-বাসী ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ আনর্ত্তনৃপগণের সর্ব্ববিধ সন্দেহ, বিশেষতঃ বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজকার্য্য কিংবা অন্যান্য ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। আপনাদের আদেশ শুভই হউক বা অশুভই হউক আনর্ত্তপতিগণ যথাশক্তি পালন করিয়া আপনাদের প্রসাদে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। আমাদের রাজ্যবৃদ্ধির জন্য আপনারা সর্ব্ববিধ ঈর্ষ্যাই পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১—১৬। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আপনার কথা সত্য, এই কথার পর নৃপতি সত্যসন্ধ চমৎকারপুরবাসী দ্বিজসত্তমগণের পুনরায় সাদরে কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! এই গর্ত্তাতীর্থবাসী দ্বিজগণ আপনাদের নিকট অর্পিত হইলেন। ইহাঁরা সর্ব্বথা আপনাদের বৃত্তিবিষয়ে ও বিবিধ কৃত্যে সহায় হইবেন, ইহাঁদের বাক্যে আপনাদের চতুর্ব্বেদসূচিত সকল কার্য্যই সফল হইবে, সন্দেহ নাই। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! ইহা ভিন্ন অল্পই হউক, কিংবা বহুই হউক, চমৎকারপুরবাসী লক্ষ লক্ষ দ্বিজের বাক্যেও আপনাদের কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। সূত কহিলেন,—অনন্তর চমৎকার পুরবাসী দ্বিজগণ গর্ত্তাতীর্থবাসী ব্রাহ্মণসত্তমগণকে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের মতানুসারে সর্ব্ববিধ ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিতে থাকিলে পুর-মধ্যে ধর্ম্মবর্দ্ধিনী মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে, সর্ব্ব-বিধ কার্য্যেই, চমৎকারপুর মর্য্যাদাসম্পন্ন হইলে গর্ত্তাতীর্থবাসী দ্বিজগণও তাঁহাদের প্রসাদে বিবিধ বিভূতি লাভ করিয়া পরম সুখে কাল অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে রাজা সত্যসন্ধ সেই অত্যুত্তম চমৎকারপুরে উপনীত হইয়া সাদরে দ্বিজগণকে কহিলেন,—আপনাদের প্রসাদে আমি এইক্ষেত্রে

স্তু দ্বিজোত্তমাঃ। ২৫। নাস্মাকমন্বয়ে কশ্চিৎ সাম্প্রতং বর্ত্ততে নৃপঃ। তস্মাহং লিঙ্গমেতদ্বৈ দর্শয়ামি দ্বিজোত্তমাঃ। ২৬। পূজার্থং চাপি বৃত্ত্যর্থং ভোগার্থং চ বিশেষতঃ। তস্মাদ্যুষ্মাভিরেবাস্য পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ। রথযাত্রা বিশেষেণ দয়াং কৃত্বা মমোপরি। ২৭। ব্রাহ্মণা উচুঃ। সপ্তবিংশতিলিঙ্গানি যথেষ্টানি মহীতলে। চমৎকারসুতানাঞ্চ পূজ্যান্তে সর্ব্বদৈব তু। ২৮। অষ্টাবিংশতিমং তদ্বদেতল্লিঙ্গং তবোত্তমম্। সর্ব্বদা পূজয়িষ্যামো নিশ্চিন্তো ভব পার্থিব। ২৯। অস্য যাত্রাং করিষ্যামঃ কার্ত্তিকে মাসি সর্ব্বদা। বলিপূজোপহারাংশ্চ গীতবাদ্যানি শক্তিতঃ। ৩০। এবমুক্তঃ স তৈর্হৃষ্টো গত্বাশ্বীয়ং তদাশ্রমম্। স্নাপয়িত্বাথ তল্লিঙ্গং পূজাং চক্রে প্রভক্তিতঃ। সূত উবাচ এবং সমর্পিতং লিঙ্গং তেন তদ্ধরসম্ভবম্। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং বংশোচ্ছেদে স্থিতে দ্বিজাঃ। ৩২। সকলং কার্ত্তিকং মর্ত্ত্যো যস্তচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। স্নাপয়েৎ পূজয়েচ্চাপি স নূনং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ। ৩৩। সোমস্য দিবসে প্রাপ্তে বর্ষং যাবৎকৃতক্ষণঃ। তস্য পূজাং করোত্যেবং স্নাপয়িত্বা বিধানতঃ। সোঽপি মুক্তিং ব্রজেন্মর্ত্ত্য এতত্তাতান্ময়া শ্রুতম্। ৩৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে সত্যসন্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১২৬।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যা সা কর্ণোৎপলা নাম ত্বয়াস্মাকং প্রকীর্ত্তিতা। কিঞ্চিজ্জলাশ্রয়ং প্রাপ্য তপস্তপতি সংস্থিতা। তস্যাঃ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব যথা তপসি সা স্থিতা। ১। সূত উবাচ। গৌরীপাদকৃতস্থানা শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতা। তাবত্তুষ্টিং গতা দেবী গিরিজা শঙ্করপ্রিয়া। ২। ততঃ প্রোবাচ তে পুত্রি তুষ্টাহং বাঞ্ছিতং বদ। যেন যচ্ছামসন্দিগ্ধং যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্। ৩। কর্ণোৎপলোবাচ। মম পত্যুঃ কৃতে দেবী মম তাত সুদুঃখিতঃ। রাজ্যাদ্ভ্রষ্টঃ

মহাতপস্যা করিয়াছি, হে দ্বিজোত্তমগণ। সম্প্রতি আমি স্বর্গে গমন করিব। এক্ষণে আমি আমার বংশে এমন কোন নৃপ দেখিতেছি না, যে আমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গের পূজা, বৃত্তি ও ভোগ প্রদান করে; অতএব আপনারাই যত্নপূর্ব্বক এই লিঙ্গের পূজা করুন। বিশেষতঃ আপনারা আমার প্রতি দয়া করিয়া রথযাত্রাদিবসে অবশ্যই এই লিঙ্গ পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে পার্থিব! মহীতলে চমৎকারবংশোদ্ভব ভূপগণের সপ্তবিংশতি অভীষ্ট শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। তৎপরে আপনার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ লইয়া উহা অষ্টাবিংশতি হইয়াছে। আমরা ঐ সপ্তবিংশতি লিঙ্গের যেরূপ পূজা করিয়া থাকি, এক্ষণে আপনার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গেরও সতত তদ্রূপ পূজা করিব; আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আমরা কার্ত্তিকমাসে সতত এই লিঙ্গের যাত্রা করিয়া যথাশক্তি বলি পূজা উপহার প্রদান ও লিঙ্গসমীপে গীত বাদ্যাদি করিব। অনন্তর দ্বিজগণ কর্ত্তৃক রাজা সত্যসন্ধ এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং ভক্তিভরে সেই লিঙ্গের স্নান করাইয়া পূজা করিলেন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! উচ্ছিন্নসন্ততি সত্যসন্ধ এইরূপে সেই বহুলব্ধ লিঙ্গ দ্বিজসত্তমগণের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। যে মানব শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাসে এই লিঙ্গের স্নান করাইয়া পূজা করে, তাহার মোক্ষলাভ হয়। যে মানব সম্পূর্ণ একবৎসর কাল প্রত্যেক সোমবারে অতি অল্পকালও এই লিঙ্গসমীপে বাস করে এবং যথাবিধি লিঙ্গ স্নান করাইয়া পূজা করে, আমি আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি, তাহারও মুক্তিলাভ হয়। ১৭—৩৮।

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৬।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! তুমি যে কর্ণোৎপলার কথা কহিলে, যিনি কোন এক জলাশয়সমীপে বাস করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার অখিল তপোবিবরণ বর্ণন কর। সূত উত্তর করিলেন,—পরম শ্রদ্ধাবতী কর্ণোৎপলা গৌরীপদে কিয়দ্দিন তপস্যা করিলে শঙ্করপ্রিয়া গিরিজা কর্ণোৎপলার প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন,—পুত্রি! আমি তোমার তপস্যায় প্রীতা হইয়াছি, এক্ষণে অভীষ্ট জ্ঞাপন কর। তোমার অভিলাষ দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। কর্ণোৎপলা উত্তর করিলেন,—হে দেবি! পিতা আমার পতি-

সুখাচ্চাপি কুটুম্বেন বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪ ॥ ততশ্চৈব তপস্তেপে বৈরাগ্যং পরমং গতঃ। অহং বার্দ্ধক্যমাপন্না কৌমার্য্যেহপি চ সংস্থিতা ॥ ৫ ॥ তস্মাদ্ভবতু মে ভর্ত্তা কশ্চিদ্রূপোৎকটঃ স্মৃতঃ। সর্ব্বেষাং দেবমর্ত্ত্যানাং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ৬ ॥ তথা স্যাৎ পরমং রূপং তারুণ্যং ত্বৎপ্রসাদতঃ। যথাস্য জায়তে সৌখ্যং তাপসস্যাপি মে পিতুঃ ॥ ৭ ॥ দেব্যুবাচ। মাঘমাসতৃতীয়ায়াং শনৈশ্চরদিনে শুভে। নক্ষত্রে বসুদৈবত্যে রূপং ধ্যাত্বাথ যৌবনম্ ॥ ৮ ॥ ত্বয়া স্নানং প্রর্ত্তব্যং সুপুণ্যেহত্র জলাশয়ে। ততো দিব্যবপুর্ভূত্বা যৌবনেন সমন্বিতা। ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৯ ॥ অন্যাপি যা মহাভাগে নারী স্নানং করিষ্যতি। তস্মিন্নহনি সাপ্যেবং রূপযুক্তা ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বাথ সা দেবী গতা চাদর্শনং ততঃ। সাপি চান্বেষয়ামাস তৃতীয়াং শনিনা সহ ॥ ১১ ॥ বাসুদেবাখ্যকেনৈব নক্ষত্রেণ প্রযত্নতঃ। ধ্যায়মানা চ তাং দেবীং সর্ব্বকামপ্রদায়িনীম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ কতিপয়াহস্য জাতা সা যোগসংযুতা। তৃতীয়া যা যথোক্তা চ তয়া দেব্যা পুরা দ্বিজাঃ ॥ ১৩ ॥ ততঃ সা রূপসৌভাগ্যং যৌবনং বাঞ্ছিতং পতিম্। ধ্যায়মানা জলে তস্মিন্নর্দ্ধরাত্রে বিবেশ চ ॥ ১৪ ॥ ততোদিব্যবপুর্ভূত্বা যৌবনেন সমন্বিতা। নিষ্ক্রান্তা সলিলাত্তস্মাজ্জনবিস্ময়কারিণী ॥ ১৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো গৌরীবাক্যপ্রবোধিতঃ। তদর্থং ভগবান্ কামঃ পত্ন্যর্থং প্রীতিসংযুতঃ। অব্রবীচ্চ মহাভাগে কামোহহং স্বয়মাগতঃ ॥ ১৬ ॥ পার্ব্বত্যাদেশিতা ভার্য্যা তস্মাম্মে ভব মা চিরম্ ॥ ১৭ ॥ যস্মাৎ প্রীত্যা সমায়াতস্তবাস্তিকমহং শুভে। তস্মাৎ প্রীতিরিতি খ্যাতা মম ভার্য্যা ভবিষ্যসি ॥১৮॥ কর্ণোৎপলোবাচ। যদ্যেবং স্মর মত্তাতং তং গত্বা প্রার্থয় স্বয়ম্। স্বচ্ছন্দা স্যাদ্যতঃ কন্যা ন কথঞ্চিৎ প্রবর্ত্তিতা ॥১৯॥ য এষ দৃশ্যতে রম্যঃ প্রাসাদো নাতিদূরতঃ। অস্যান্তে তিষ্ঠতেহস্মাকং তাতস্তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ অত্রাহং পূর্ব্বতো গত্বা তস্য তিষ্ঠামি চান্তিকে। ভবানাগত্য পশ্চাচ্চ

প্রাপ্তির জন্য রাজ্যভ্রষ্ট, সুখত্যাগী ও বন্ধুবিবর্জ্জিত হইয়া অতীব ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন; তারপর পিতা তপস্যা করিয়া পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে সুরেশ্বরি! আমিও কৌমার কালেই বার্দ্ধক্যে উপনীত, এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমার দেবমানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপবান্ একটী পতিলাভ হউক। হে দেবি! কেবল রূপবান্ নহে, আমার পতি তরুণবয়স্ক হইবেন, আমি তাপসী হইলেও আমার যুবা পতিলাভে পিতা আমার প্রীত হইবেন। দেবী বলিলেন,—বৎসে! তুমি শনিবার ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত শুভাবহ মাঘশুক্লতৃতীয়া তিথিতে তরুণ রূপ ধ্যান করিয়া এই পূতজলাশয়ে স্নান কর, আমি সত্য কহিতেছি,—এইরূপ করিলেই তুমি দিব্যরূপ ও যৌবন প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। হে মহাভাগে! অন্য কোন নারীও যদি পূর্ব্বোক্ত দিনে এই জলাশয়ে স্নান করে, সেও পরম রূপবতী হইবে। সূত কহিলেন,—দেবী দুর্গা এরূপ কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, এদিকে নৃপনন্দিনী কর্ণোৎপলাও যত্নসহকারে শনিবার ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী মাঘতৃতীয়ার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলেই সেই শুভসংযোগ উপস্থিত হইল,—দেবী গৌরী যে তৃতীয়া তিথির কথা কহিয়াছিলেন, কর্ণোৎপলা সেই শুভ দিন প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি রূপ সৌভাগ্য ও যৌবনযুক্ত অভীষ্ট পতি ধ্যান করিতে করিতে নিশীথ সময়ে জলাশয়ে প্রবেশ করিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহ দিব্যরূপ হইল, তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। কর্ণোৎপলা জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রূপযৌবনে জনমানবের বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। ইত্যবসরে গৌরীর আদেশে ভগবান্ পঞ্চবাণ প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে পত্নীকামনা করিলেন এবং বলিলেন,—হে মহাভাগে! আমি কাম, পার্ব্বতীর নিদেশানুসারে স্বয়ং সমাগত হইয়াছি, তুমি আমার পত্নী হও, বিলম্ব করিও না। হে শুভে। আমি প্রীতিবশতঃ তোমার সমীপে সমাগত হইয়াছি, অতএব তুমি ক্ষিতিতলে প্রীতি নামে আমার প্রিয় পত্নী হইবে।১—১৮। কর্ণোৎপলা উত্তর করিল,—হে স্মর! যদি এরূপই হয় তবে আমার পিতাকে স্মরণ এবং স্বয়ং তাঁহার সমীপে গমন করিয়া আমাকে পত্নী পাইবার জন্য প্রার্থনা করুন; কেন না এ সকল বিষয়ে কন্যার স্বাধীনতা-প্রদর্শন উচিত নহে। এই যে অদূরে রম্য প্রাসাদ দর্শন করিতেছেন, আমার পিতা ঐ প্রাসাদে তপোনিরত হইয়া বাস করিতেছেন। আমি [illegible] সেইখানে

প্রার্থয়িষ্যতি মাং ততঃ। ২১। বাঢ়মিত্যেব কামোক্তে গতা সা তৎসমীপতঃ। প্রণিপত্য ততঃ প্রাহ দিষ্ট্যা তাত ময়া পুনঃ। ২২। সম্প্রাপ্তং যৌবনং কান্তং সমারাধ্য হরপ্রিয়াম্। তস্মাৎ কুরু বিবাহং মে হৃষ্টস্বং সুখমবাপ্নুহি। ২৩। মদর্থে প্রেষিতো ভর্ত্তা তয়া দেব্যাতিসুন্দরঃ। পুষ্পচাপঃ স্বয়ং প্রাপ্তঃ সোঽপি তাত তবান্তিকম্। ২৪। অথ তাং স সমালোক্য স্বাং সুতাং যৌবনান্বিতাম্। হর্ষেণ মহতা যুক্তাং কান্তযুক্তাং বিশেষতঃ। অব্রবীদদ্য মে পুত্রি সঞ্জাতং তপসঃ ফলম্। ২৫। জীবিতস্য চ কল্যাণি যত্ত্বং প্রাপ্তা নবং বয়ঃ। ভর্ত্তারং চ তথাভীষ্টং দেব্যা দত্তং মনোভবম্। ২৬। এতস্মিন্নন্তরে কামস্তস্যান্তিকমুপাদ্রবৎ। অব্রবীদ্দেহি মে ভূপ স্বাং কন্যাং চারুহাসিনীম্। ২৭। অস্যা অর্থেঽহমাদিষ্টঃ স্বয়ং গৌর্য্যা নৃপোত্তম। কামদেব-ইতি খ্যাতস্ত্রৈলোক্যং যেন মোহিতম্। ২৮। ততস্তামর্পয়ামাস তাং কন্যাং স মহীপতিঃ। কৃত্বাগ্নিং সাক্ষিণং বাক্যাদ্ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমাঃ। ২৯। সা চাস্য চাভবৎ প্রীতিস্থানং যস্মাৎ সুলোচনা। রতেরনন্তরং তস্মাৎ প্রীতিনামাভবচ্ছুভা। ৩০। এবং তয়া তপস্তপ্তং তস্মাত্তত্র জলাশয়ে। তন্নাম্না খ্যাতিমায়াতং সমস্তেঽত্র মহীতলে। ৩১। সকলং মাঘমাসং চ যা স্ত্রী স্নানং সমাচরেৎ। পুমান্ বা প্রাতরুত্থায় স প্রয়াগফলং লভেৎ। ৩২। রূপবান্ জায়তে দক্ষঃ সদা জন্মনি জন্মনি। ন বিয়োগমবাপ্নোতি কদাচিদ্বান্ধবৈঃ সহ। ৩৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্ণোৎপলাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। সত্যসন্ধোঽপি হৃষ্টাত্মা সুতাং দৃষ্ট্বা সুখান্বিতাম্। অভীষ্টপতিনা যুক্তাং কৃতকৃত্যো

উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তথায় উপনীত হইয়া পিতার সন্নিধানে উপবেশন করিব। আপনিও ইত্যবসরে আমার পশ্চাৎ তথায় গমন করিয়া তাঁহার নিকট আমাকে কামনা করিবেন। অনন্তর কামও 'ইহা উত্তম' বলিয়া কর্ণোৎপলার বাক্যে অঙ্গীকার করিলে কর্ণোৎপলা জনকসমীপে উপনীত ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—জনক! ভাগ্যবশে আপনার দর্শন লাভ করিলাম; তাত! আমি হরপ্রিয়া গৌরীর আরাধনা করিয়া কমনীয় যৌবন লাভ করিয়াছি; অতএব এক্ষণে আমাকে বিবাহ দিয়া আপনি সুখী হউন। আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হউক। গৌরী আমার জন্য অতি সুন্দর বর প্রেরণ করিয়াছেন, হে তাত! আমার সেই ভাবী বর স্মরদেব স্বয়ং সত্বরই আপনার নিকট উপনীত হইবেন। অনন্তর নৃপতি সত্যসন্ধ হর্ষান্বিত স্বীয় সুতা কর্ণোৎপলাকে রূপযৌবনসম্পন্ন বিশেষতঃ কান্তিমতী দর্শন করিয়া বলিলেন,—পুত্রি। অদ্য আমার জপফল সফল হইল। হে কল্যাণি! তুমি নূতন বয়স ও দেবীদত্ত অভীষ্ট মনোভবকে ভর্ত্তা পাইয়াছ, অতএব জীবনও আজ ধন্য হইল। ইত্যবসরে মদন সেই প্রাসাদে উপনীত হইয়া বলিলেন,—ভূপ! আপনার চারুহাসিনী কন্যা কর্ণোৎপলাকে আমার করে অর্পণ করুন। হে নৃপসত্তম! আপনার কন্যার পাণিপীড়নে স্বয়ং পার্ব্বতী আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার নাম বিখ্যাত কাম। আমি ত্রিলোক মোহিত করিয়া থাকি। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর মহীপতি অগ্নি সাক্ষী করিয়া ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করত কামের করে কন্যা অর্পণ করিলেন। অনন্তর সুলোচনা কর্ণোৎপলা প্রীতিবিষয়ে কামপত্নী রতির দ্বিতীয় স্থান লাভ করিলেন, পঞ্চবাণেরও প্রীতি কর্ণোৎপলায় সমধিক আকৃষ্ট হইল। কর্ণোৎপলা শুভাবহা প্রীতি নামে বিখ্যাত হইলেন। হে দ্বিজগণ! সত্যসন্ধসুতা এইরূপে জলাশয়তীরে তপস্যা করিলে, সেই জলাশয়ও কর্ণোৎপলা নামে সমস্ত মহীতলে খ্যাতি লাভ করিল। পুরুষ কিংবা নারী যদি প্রাতরুত্থান করিয়া সমস্ত মাঘমাস এই জলাশয়ে স্নান করে, তাহাদের প্রয়াগফল লাভ হয়; সকল জন্মেই তাহারা রূপযুক্ত ও সকল বিষয়ে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং কদাচ তাহাদের বান্ধববিয়োগ সংঘটিত হয় না। ১৯—৩৩।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এদিকে নৃপতি সত্যসন্ধও স্বীয় সুতাকে অভীষ্ট পতিযুক্ত ও সুখান্বিত দেখিয়া

বভূব হ ॥ ১ ॥ ততস্তস্যৈব লিঙ্গস্য দক্ষিণাং মূর্ত্তিমাশ্রিতঃ। দৃঢ়ং পদ্মাসনং কৃত্বা সম্যগ্ ধ্যানপরায়ণঃ ॥ ২ ॥ আত্মানমাত্মনৈবাথ ব্রহ্মদ্বারেণ সংস্থিতঃ। ততো নিঃসারয়ামাস পুলকেন সমন্বিতঃ ॥ ৩ ॥ অথ তে ব্রাহ্মণাস্তস্য চমৎকারপুরোদ্ভবাঃ। দেবতা দর্শনার্থায় প্রাপ্তা দৃষ্ট্বা কলেবরম্ ॥ ৪ ॥ অপ্রিয়ং তেজসা হীনং মৃতমস্পৃশ্যতাং গতম্। লিঙ্গস্য নাতিদূরস্থং দাহার্থং যত্নমাস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ যাবদ্গুর্ব্বীং চিতাং কৃত্বা তমন্বেষ্টুং সমুদ্যতাঃ। তাবন্নষ্টং শবং তচ্চ জ্ঞায়তে নৈব কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥ ততশ্চ বিস্ময়াবিষ্টাস্তং প্রশংসাসমন্বিতৈঃ। বচনৈর্ব্বহুশো ভূয়ো বিকল্প্য চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তস্যোত্থলিঙ্গস্য সর্ব্বং পূজাদিকঞ্চ যৎ। সর্ব্বে নিরূপয়ামাসুঃ সপ্তাবিংশতিমধ্যতঃ ॥ ৮ ॥ লিঙ্গানাং তত্তবেন্নিত্যং সত্যসন্ধস্য ভূপতেঃ। কামদং ভক্তজন্তূনাং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৯ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। চমৎকারনরেন্দ্রস্য বংশে ক্ষীণে মহামতে। আনর্ত্তাধিপতিঃ কোঽভূত্তত্র রাজা বভূব হ ॥ ১০ ॥ সূত উবাচ। বৃহদ্বলে হতে ভূপে সংগ্রামে দ্বিজসত্তমাঃ। পুত্রবন্ধুসমাযুক্তাঃ সর্ব্বলোকাঃ সমাযযুঃ ॥ ১১ ॥ যত্রাস্থঃ স মহীপালঃ সত্যসন্ধস্তপোন্বিতঃ। শোকোদ্বিগ্নাস্ততঃ প্রাহুস্তং ভূপং রহসি স্থিতম্ ॥ ১২ ॥ ক্ষীণোঽয়ং তাবকো বংশো ন কশ্চিদ্বিদ্যতে যতঃ। দায়াদোঽপি কথং পৃথ্বী সম্প্রতীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥ অরাজকে নৃপশ্রেষ্ঠ মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। রাষ্ট্রে চৈব পুরে চৈব গ্রামে চৈব বিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥ পরদাররতা যে চ যে চ তস্করবৃত্তয়ঃ। সর্ব্বে রাজভয়াদ্রাজন্মর্য্যাদাং পালয়ন্তি বৈ ॥ ১৫ ॥ তস্মাত্ত্বং তপ উৎসৃজ্য রাজ্যং পূর্ব্বক্রমাগতম্। কুরু রাজ্যং তথা দারান্ পুত্রার্থং প্রাপ্য মা চিরম্ ॥ ১৬ ॥ রাজোবাচ। সন্ন্যস্তোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠা ন রাজ্যং কর্ত্তুমুৎসহে। ন সুতানাং ন দারাণাং সংগ্রহঞ্চ কথঞ্চন ॥ ১৭ ॥ তৎপুত্রার্থং প্রবক্ষ্যামি যুষ্মাকং স্বামিনঃ কৃতে। উপায়ং যেন রাজা স্যাদানর্ত্তো লোকপালকঃ ॥ ১৮ ॥ জামদগ্ন্যেন

সুখী ও কৃতকৃত্য হইলেন, এবং তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠিত প্রসন্নবদন শঙ্কর লিঙ্গের সমীপে দৃঢ় পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া সম্যক্ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি আত্মদ্বারা আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুলকযোগে ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা আত্মাকে নিঃসারিত করিলেন। ইত্যবসরে চমৎকারপুরবাসী দ্বিজগণ দেবদর্শনবাসনায় তথায় আগমন করিয়া সত্যসন্ধের শবদেহ দর্শন করিলেন। তাঁহারা শঙ্করলিঙ্গের অনতিদূরে সেই অপ্রিয় তেজোহীন অস্পৃশ্য প্রাণশূন্য নৃপকলেবর অবলোকন করিয়া শবদেহের দাহার্থ উদ্যম করিলেন এবং তখনই অতিবৃহৎ চিতা নির্ম্মাণ করিয়া সেই শবদেহের আনয়নার্থ যত্নবান্ হইলেন। অতঃপর তাঁহারা শবসমীপে উপনীত হইবামাত্র দেখিলেন, সে স্থানে শব বিদ্যমান নাই, কোথায় যে সেই শবদেহ চলিয়া গেল, তাঁহারা জানিতেও পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া প্রশংসাসূচক বাক্যে বহু জল্পনা-কল্পনা করিলেন। সেই স্থানে সত্যসন্ধপ্রতিষ্ঠিত যে লিঙ্গছিল, তত্রত্য সপ্তাবিংশতি দ্বিজগণের মধ্যে সকলেই তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। ঐ সত্যসন্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ ভক্তবর্গের কামদ, ও সর্ব্বপাতকনাশন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে। চমৎকার নরপতির বংশক্ষয় হইলে অন্য কোন্ নৃপ আনর্ত্তের অধিপতি হইয়াছিলেন? ১—১০ সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! সংগ্রামে ভূপতি বৃহদ্বল হত হইলে, মহীপাল সত্যসন্ধ যেস্থানে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, পুত্রবন্ধুসমাযুক্ত অখিল লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা শোকোদ্বিগ্ন হইয়া নির্জ্জনে নৃপতিকে বলে যে, আপনার বংশ ক্ষয় হইয়াছে, কোন একটী জ্ঞাতিও আপনার কুলে বিদ্যমান নাই। অতএব সম্প্রতি এই পৃথ্বী কিরূপে রক্ষিতা হইবে? হে নৃপ! রাজ্য অরাজক হইলে মাৎস্যন্যায় প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ মৎস্যের ন্যায় বলবানেরা দুর্ব্বলকে বধ করে। হে রাজন্! রাষ্ট্র, পুর বিশেষতঃ গ্রামে যাহারা পরদাররত ও তস্কর, রাজভয়েই তাহারা মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব আপনি পুত্রার্থ দারপরিগ্রহ-পূর্ব্বক তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপরম্পরাগত রাজ্য পালন করুন। বিলম্ব করিবেন না। রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজবর্য্যগণ! আমি যে রাজ্য বর্জ্জন করিয়াছি, কখনও তাহা ভোগ কিংবা পুত্র-দারাদির সংগ্রহে আমার মন সমুৎসুক নহে; আপনারা প্রভু, যে উপায়ে আপনাদের কার্য্যোপযোগী রাজপুত্র লাভ হয় এবং সে রাজা হইয়া আনর্ত্তবাসী লোকগণকে পালন

রামেণ যদা ক্ষত্রং নিপাতিতম্। গর্ভস্থমপি কার্ৎস্ন্যেন কোপোপহতচেতসা ॥ ১৯ ॥ ততঃ ক্ষত্রিয়-ভার্য্যাঃ প্রাগৃতুস্নানাৎ সমাযযুঃ। ব্রাহ্মণান্ পুত্র-জন্মার্থং ন কামার্থং কথঞ্চন ॥ ২০ ॥ ততঃ পুত্রাঃ সমুৎপন্নাস্তেজোবীর্য্যসমন্বিতাঃ। ক্ষেত্রজা ভূমি-পালানাং সঞ্জাতাশ্চ মহীক্ষিতঃ ॥ ২১ ॥ তস্মাদ্-বৃহদ্বলস্যৈতা ভার্য্যাস্তিষ্ঠন্তি যা জনাঃ। ব্রাহ্মণাংস্তা উপাগম্য ঋতুস্নাতা যথোচিতান্ ॥ ২২ ॥ লভিষ্যন্তি চ পুত্রাংস্তাংস্তেভ্যঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবান। যে ভূমিং পালয়িষ্যন্তি পালয়িষ্যন্তি চ প্রজাঃ ॥ ২৩ ॥ তথা-স্তি শুভং কুণ্ডং বাসিষ্ঠং পুত্রজন্মদম্। যত্র স্নাতা ঋতৌ নারী সদ্যো গর্ভবতী ভবেৎ। অমোঘরেতাঃ কান্তা চ স্নানাদত্র প্রজায়তে ॥ ২৪ ॥ যে পূর্ব্বং ক্ষত্রিয়া জাতা ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিণীষু চ। তে সর্ব্বে তৎপ্রভাবেণ সঞ্জাতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ যয়াযয়া দ্বিজো যশ্চ ক্ষত্রিণ্যাভূদ্রতঃ পুরা। তয়া সহ সমা-গত্য স্নাতং মন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥ ২৬ ॥ সকৃন্মৈথুনসংসর্গা-ত্তত্তীর্থপ্রভাবতঃ। সর্ব্বাসাং যৎসুতা জাতা দুহিতা ন কথঞ্চন ॥ ২৭ ॥ যে কেচিৎ পুত্রদা মন্ত্রাশ্চাতু-শ্চরণসম্ভবাঃ। তে সর্ব্বেঽত্র বসিষ্ঠেন প্রযুক্তাঃ ক্ষত্রমিচ্ছতা ॥ ২৮ ॥ দম্পত্যোঃ স্নানমাত্রেণ জাতে-ঽত্র স্যাৎ সুপুত্রকঃ। তস্মাৎ সুপুত্রদং নাম কুণ্ড-মেতন্নিগদ্যতে ॥২৯॥ তস্মাত্তার্য্যাঃ সমস্তাস্তা বৃহদ্বল-সমুদ্ভবাঃ। অত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তু যথোক্তবিধিনা জনাঃ ॥ ৩০ ॥ নৈব কিঞ্চিদসত্যং স্যান্ন চ নিন্দা-করং তথা। শ্রূয়তে চ যতঃ শ্লোকঃ পূর্ব্বাচার্য্যো-দাহৃতঃ ॥ ৩১ ॥ অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুচ্ছ্রিতম্। তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥ ৩২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তে জনাঃ সর্ব্বে সচিবানাং বচোঽখিলম্। তদাচখ্যুঃ ক্রতং গত্বা সত্য-সন্ধস্য ভূপতেঃ ॥ ৩৩ ॥ ততস্তাঃ সর্ব্বশো দারা ব্রাহ্মণানতিসুন্দরান্। ঋতুস্নাতাঃ সমাজগ্মুর্নৃপপত্ন্যঃ সুহর্ষিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ যত্র তৎপুত্রদং তীর্থং বসিষ্ঠেন বিনির্ম্মিতম্। তত্র স্নাত্বা সকৃৎ সঙ্গং সমাসাদ্য দ্বিজোদ্ভবম্ ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বাস্তাঃ পুত্রবত্যশ্চ সঞ্জাতা দ্বিজসত্তমাঃ। আসীত্তস্য নরেন্দ্রস্য শতং পঞ্চভিয়-

---

করে, বলিতেছি। রোষাবিষ্ট হৃদয় জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম যখন নিঃশেষরূপে ক্ষত্রিয়গণকে নিপাতিত করেন, তখন তিনি গর্ভস্থ শিশুটী পর্য্যন্তও নিহত করিয়াছিলেন। তৎকালে ঋতুস্নাতা ক্ষত্রিয়-ললনারা পুত্রার্থিণী হইয়া বিপ্রগণের নিকট আগমন করেন, এ আগমনে তাঁহাদের কোনরূপ কামভাব ছিল না। অনন্তর ক্ষিতিপাল ক্ষত্রিয়গণের ক্ষেত্রে তেজোবীর্য্যযুক্ত অনেক তনয় জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারাই মহীমণ্ডল পালন করে। অতএব এক্ষণে এই বৃহদ্বলের যে সকল ভার্য্যা বিদ্যমান, ইহারাও ঋতুস্নান করিয়া যথাবিধি দ্বিজগণে উপগতা হউক, এইরূপ করিলে ইহারাও দ্বিজগণের নিকট হইতে ক্ষত্রিয়পুঙ্গব অনেক তনয় লাভ করিবে, আর তাহারাই এই ভূমণ্ডল ও প্রজাগণকে পালন করিবে। এবিষয়ে আর এক উপায় বলি—এখানে বশিষ্ঠপ্রতিষ্ঠিত এক শুভাবহ পুত্রদ কুণ্ড বিদ্যমান। নারী এখানে ঋতুকালে স্নান করিলে সদ্যঃ গর্ভবতী হয় ও স্নানমাত্রেই অমোঘরেতা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণগণের ঔরসে ক্ষত্রিণীগণের গর্ভে যে সকল ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও এই কুণ্ডপ্রভাবেই জন্মিয়াছে সংশয় নাই। পুরাকালে যে যে দ্বিজ যে যে ক্ষত্রিয়ার সহিত উপগত হইয়া-ছিলেন, তিনিই সেই ক্ষত্রিয়ার সহিত মন্ত্র-পূর্ব্বক এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছেন। আর তীর্থপ্রভাবে এক-বারমাত্র মৈথুনেই সকলের সৎপুত্র জন্মিয়াছে, কদাচ কন্যা জন্মে নাই ।১১-২৭। যে সকল চতুশ্চরণ সমন্বিত পুত্রদ মন্ত্র আছে, ক্ষত্রোৎপত্তিকামী বশিষ্ঠ সেই সকল মন্ত্র এই কুণ্ডে প্রযুক্ত করিয়াছেন। এখানে দম্পতির স্নানমাত্রেই সৎপুত্র লাভ হয়, এই জন্য এই কুণ্ড সুপুত্রদ নামে কথিত হইয়া থাকে। অতএব বৃহদ্বলভার্য্যাগণ বিধিপূর্ব্বক এই কুণ্ডে স্নান করুক, আমি যাহা বলিলাম, ইহা অসত্য বা কোনরূপ নিন্দাবাদজনক নহে। কেননা এ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মুখে একটী শ্লোক গীত হইতে শুনা যায়। গাথাটী এই;—জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও পাষাণ হইতে লৌহ উৎপন্ন হয়, ইহাদের তেজ সর্ব্বগ, আর ইহা স্ব যোনিতেই উপশান্ত। অনন্তর সচিবগণ নৃপতি সত্য-সন্ধের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুত বৃহদ্বলভার্য্যাগণসমীপে গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! তখন ঋতুস্নাতা নৃপপত্নীগণও সহর্ষে সুন্দর সুন্দর দ্বিজগণের নিকট গমন করিলেন এবং সকলেই সেই পুত্রদ বাসিষ্ঠ-কুণ্ডে স্নান করিয়া একবারমাত্র দ্বিজসংসর্গেই পুত্র-বতী হইলেন। হে বিপ্রগণ! নরেন্দ্র বৃহদ্বলের

খিতম্ ॥ ৩৬ ॥ তাসাং সমস্তবদ্বিপ্রাঃ শতং পঞ্চাধিকং তথা ॥ ৩৭ ॥ প্রত্যেকং বরপুত্রাণাং বংশবৃদ্ধিকরং পরম্। আনন্দজননং সম্যক্ সর্ব্বেষাং রাষ্ট্রবাসিনাম্ ॥ ৩৮ ॥ তত্র শ্রেষ্ঠোহভবৎ পুত্রো য আনর্ত্তপতির্ভুবি। অটোনাম সুবিখ্যাতঃ সর্ব্বশত্রুনিবর্হণঃ ॥ ৩৯ ॥ অটেশ্বর ইতি খ্যাতো যেন দেবোহত্র নির্ম্মিতঃ। সুভক্ত্যা যেন দৃষ্টেন বংশোচ্ছিত্তির্ন জায়তে ॥ ৪০ ॥ ঋষয় উচুঃ। কস্মাত্তস্য কৃতং নাম এতচ্চাট ইতি স্মৃতম্। অন্বয়েন পরিত্যক্তং তস্মাৎ কীর্ত্তয় সূতজ ॥ ৪১ ॥ সচিবৈর্ব্রাহ্মণৈর্বাপি তস্যৈতন্নাম নির্ম্মিতম্। মাত্রা বা তৎসমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৪২ ॥ সূত উবাচ। ন মাত্রা তৎকৃতং নাম ন বিপ্রৈঃ সচিবৈর্নৃপ। তৎকৃতং দেবদূতেন ব্যোমস্থেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৩ ॥ যথা তথা প্রবক্ষ্যামি শ্রোতব্যং সুসমাহিতৈঃ। যয়া স ভূপতির্জাতো দশার্ণাধিপতেঃ সুতা ॥ ৪৪ ॥ সা রূপযৌবনোপেতা রূপাঢ্যং প্রাপ্য সদ্দ্বিজম্। প্রস্থিতা স্নাতুকামাথ পুত্রতীর্থে মৃগেক্ষণা ॥ ৪৫ ॥ সহিতা তেন বিপ্রেণ কন্দর্পপ্রতিমেন চ। অথ তাভ্যাং মহান্ রাগো মিথঃ সন্দর্শনাৎ স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥ তাদৃশ্যাত্রং সুকৃচ্ছ্রেণ প্রাপ্তং তীর্থং সুতপ্রদম্। ততঃ স্নাত্বা জলে তস্মিন্ নিষ্ক্রান্তৌ তৌ সুকামুকৌ ॥ ৪৭ ॥ ব্রজমানৌ চ মার্গেহপি কামধর্ম্মমুপাগতৌ। অত্যোৎসুক্যাৎ সুসংহৃষ্টৌ লজ্জাং ত্যক্ত্বা সুদূরতঃ ॥ ৪৮ ॥ নিন্দমানস্য লোকস্য বিচ্ছেদবচনৈস্তদা। বীর্য্যোৎসর্গেহথ সঞ্জাতে যাবদুত্তিষ্ঠতে দ্বিজঃ ॥ ৪৯ ॥ তাবদাকাশগা বাণী সহসা দেবনির্ম্মিতা। অটতা রাজমার্গেণ বিপ্রেণানেন বৈ যতঃ ॥ ৫০ ॥ উৎপাদিতস্ত পুত্রোহয়মৌৎসুক্যাদ্ব্রাহ্মণেন তু। অটাখ্যো ভূপতিস্তস্মাল্লোকে খ্যাতো ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥ দীর্ঘায়ুর্বহুপুত্রশ্চ শত্রুপক্ষক্ষয়াবহঃ। এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা অটাখ্যঃ স বভূব হ ॥ ৫২ ॥ স্ববংশোদ্ধরচন্দ্রোহথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদোহর্থিনাম্। তেনৈতৎক্ষেত্রমাসাদ্য স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্। স্বনাম্না ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বদেষ্ট-

---

একশত পাঁচটী পত্নী ছিলেন। দ্বিজবীর্য্যে তাঁহাদের গর্ভে পঞ্চাধিকশত তনয় জন্ম গ্রহণ করিল। এই সকল তনয় আবার বহু পুত্র উৎপাদিত করিয়া প্রত্যেকেই বংশবৃদ্ধিকর হইলেন। পুনরায় রাষ্ট্রবাসীরা সম্যক্ হৃষ্ট হইল, এই তনয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অটই আনর্ত্তের অধিপতি হইলেন। তিনি শত্রুনিসূদন বলিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং এই অট যে এই ক্ষেত্রে দেব প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইতেই ইহা অটেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি উত্তম ভক্তি সহকারে এই অটেশ্বর দর্শন করে, কদাচ তাহার বংশ উৎসন্ন হয় না। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূতনন্দন! কে তাহার এই অন্বয়হীন অট নাম রাখিল বল। এই অট নাম সচিব কিংবা ব্রাহ্মণগণ করিলেন অথবা মাতাই এই নাম রাখিলেন, এ বিষয়ে আমাদের পরম কৌতূহল হইতেছে, অতএব সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! মাতা, বিপ্র বা সচিবগণ তাঁহার এরূপ নামকরণ করেন নাই, বিমানস্থ এক দেবদূত করিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! দেবদূত যেরূপে নামকরণ করেন, বলিতেছি, সমাহিত মনে শ্রবণ করুন। নৃপ অট যাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি দশার্ণাধিপতির দুহিতা। রূপযৌবনযুক্তা সেই দশার্ণনন্দিনী জনৈক রূপবান্ দ্বিজকে প্রাপ্ত হন। সেই মৃগনয়না কন্দর্পপ্রতিম বিপ্রের সহিত পুত্রতীর্থে স্নানার্থে গমন করিলেন, পরস্পর মুখাবলোকনে তাঁহাদের পথিমধ্যেই মহা অনুরাগের সঞ্চার হইল, তাঁহারা অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সেই পুত্রতীর্থে উপনীত হইলেন। তাঁহারা অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়াছিলেন, এবং জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গমনকালে পথিমধ্যেই কামধর্ম্মের বশীভূত হইলেন। আহ্লাদে তাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত ঔৎসুক্যযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা লজ্জা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। দূর হইতে লোকে তাঁহাদের বিচ্ছেদ জন্মাইবার জন্য বহু নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনন্তর দ্বিজ বীর্য্যাধান করিয়া যেমন গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি বিমানে দেবনির্ম্মিত এক আকাশবাণী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। বলিল,—এই দ্বিজের সহিত রাজপথপর্য্যটনকালে ঔৎসুক্যবশতঃ দ্বিজের বীর্য্যে এই তনয় উৎপাদিত হইল; অতএব এই তনয় ত্রিলোকে অটভূপতি নামে বিখ্যাত হইবে। আর এই অট দীর্ঘায়ু ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া শত্রুপক্ষের ক্ষয় সাধন করিবে। হে দ্বিজগণ! এই কারণেই তাঁহার নাম অট হইয়াছে! হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! অর্থিগণের বাঞ্ছিতার্থপ্রদ স্বীয় বংশধর শশধরপ্রতিম মহীপতি অট এই ক্ষেত্রে আগমন করিয়া স্বীয় নামানুসারে এক

প্রদং নৃণাম্। ৫৩। যস্তন্মাঘচতুর্দ্দশ্যাং পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়াম্বিতঃ। ন তস্য জায়তে কিঞ্চিদ্দুঃখং সন্তানসম্ভবম্। ৫৪। অপি বর্ষশতা নারী স্নাত্বা কুণ্ডে সুতপ্রদে। অটেশ্বরং ততঃ পশ্যেচ্ছিবভক্তিপরায়ণা। ৫৫। সদ্যঃ পুত্রমবাপ্নোতি বংশবৃদ্ধিকরং পরম্। তৎপ্রসাদান্ন সন্দেহঃ কার্ত্তিকেয়বচো যথা। ৫৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽটেশ্বরোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাবিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১২৮।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যোঽপি চ তত্রাস্তি যাজ্ঞবল্ক্যসমুদ্ভবঃ। আশ্রমো লোকবিখ্যাতো মূর্খাণামপি সিদ্ধিদঃ। ১। যত্র তপ্ত্বা তপস্তীব্রং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা। সম্প্রাপ্তা নিখিলা বেদা গুরুণাপহৃতাশ্চ যে। ২। ঋষয় ঊচুঃ। কোঽসৌ গুরুরভূত্তস্য যাজ্ঞবল্ক্যস্য ধীমতঃ। পাঠয়িত্বা পুনর্যেন হৃতা বেদা মহাত্মনঃ। ৩। কিমর্থঞ্চ সমাচক্ষ্ব সূতপুত্রাত্র বিস্তরাৎ। কৌতুকং পরমং জাতং সর্ব্বেষাং নো দ্বিজন্মনাম্। ৪। সূত উবাচ। আসীদ্ব্রাহ্মণশার্দ্দূলঃ শাকল্য ইতি বিশ্রুতঃ। ভার্গবান্বয়সম্ভূতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। ৫। বৃহৎকল্পে পুরা বিপ্রা বর্দ্ধমানে পুরোত্তমে। বহুশিষ্যসমাযুক্তো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ। ৬। স সদা প্রাতরুত্থায় বিদ্যাদানং প্রযচ্ছতি। শিষ্যেভ্যশ্চানুরূপেভ্যঃ প্রসাদাদ্দ্বিজসত্তমাঃ। ৭। চকার স তদা বিপ্রঃ পৌরোহিত্যং মহীপতেঃ। সূর্য্যবংশপ্রসূতস্য সুপ্রিয়স্য মহাত্মনঃ। ৮। স তস্য ধর্ম্মকৃত্যানি সর্ব্বাণ্যেব দিনেদিনে। কৃত্বা স্বগৃহমভ্যেতি পূজিতস্তেন ভূভুজা। ৯। একং শিষ্যং সমারোপ্য শান্ত্যর্থং তস্য ভূপতেঃ। কথয়িত্বা প্রমাণঞ্চ বিধানং হোমসম্ভবম্। ১০। শিষ্যোঽপি সকলং কৃত্বা তৎকর্ম্ম সুসমাহিতঃ। আশীর্ব্বাদং প্রদত্ত্বা চ ভূপতেগৃহমেতি চ। ১১। এবং প্রকুর্ব্বতস্তস্য শাকল্যস্য মহাত্মনঃ। পৌরোহিত্যে গতঃ কালঃ কিয়ন্মাত্রো দ্বিজোত্তমাঃ। ১২। তদা বৈবাহিকে

অনুত্তম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, এই লিঙ্গ মানবগণের সর্ব্বদা ইষ্টপ্রদ। যে মানব মাঘচতুর্দ্দশীদিনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই লিঙ্গের পূজা করে, তাহার সন্তানসম্ভূত কোনই দুঃখ হয় না। শত বৎসরবয়স্কা নারীও যদি শিবভক্তিপরায়ণা হইয়া সুতপ্রদ কুণ্ডে স্নান করত অটেশ্বরকে দর্শন করে, তবে অটেশ্বরপ্রসাদে সদ্য তাহার বংশবৃদ্ধিকর শ্রেষ্ঠ তনয় লাভ হয়, ইহা কার্ত্তিকেয়ের বাক্য, সন্দেহ নাই। ২৮—৫৬।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৮।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এখানে যাজ্ঞবল্ক্যনির্ম্মিত লোকবিখ্যাত এক আশ্রম বিদ্যমান। এই আশ্রম মূর্খদিগেরও সিদ্ধিদ। ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু তাঁহার বেদজ্ঞান অপহরণ করিয়াছিলেন। তিনি এইস্থানে তীব্র তপস্যা করিয়া পুনরায় অখিল বেদলাভ করেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু কে? সে মহাত্মা গুরু অধ্যয়ন করাইয়া পুনরায় কেন বেদ হরণ করিলেন? হে সূততনয়! বিস্তাররূপে বর্ণন কর। আমার এবং দ্বিজগণের এ বিষয়ে পরম কৌতুক জন্মিয়াছে। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বকালে শাকল্য নামে এক বিখ্যাত দ্বিজ ছিলেন। এই বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজশার্দ্দূল ভার্গববংশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! ইনি পুরাকালে বৃহৎকল্পে পুরোত্তম বর্দ্ধমানে বহু শিষ্যগণের সহিত বাস করত বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! শাকল্য সর্ব্বদা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে অনুরূপ শিষ্যগণকে বিদ্যাদান করিতেন। হে বিপ্রগণ! তিনি তৎকালে সূর্য্যবংশসম্ভূত মহাত্মা সুপ্রিয়ের পৌরোহিত্যে ব্রতী ছিলেন। দ্বিজ শাকল্য প্রতিদিন রাজগৃহে গমন করিয়া অখিল ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদিত করিতেন আর রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। শাকল্য একদা হোমের প্রমাণ বিধানাদি বলিয়া দিয়া নৃপতির এক শান্তিক্রিয়ানির্ব্বাহার্থ জনৈক শিষ্যকে প্রেরণ করেন। শিষ্যও সুসমাহিত হইয়া অশেষরূপে সেই ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। ১—১১। হে দ্বিজসত্তমগণ! ভূপতির পৌরোহিত্যকার্য্যে মহাত্মা দ্বিজ শাকল্যের এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত

কালে শপ্তো যঃ শম্ভুনা স্বয়ম্। স্বনিন্দ্যাং বিকৃতিং দৃষ্ট্বা তস্য বেদ্যাং গতস্য চ॥ ১৩॥ অথ তং যোজয়ামাস শান্ত্যর্থং নৃপমন্দিরে। যাজ্ঞবল্ক্যং স শাকল্যঃ প্রতিপদ্যাগতং তদা॥ ১৪॥ সোঽপি তারুণ্যগর্ব্বেণ বেশ্যাকরজবিক্ষতঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু স্বনির্লজ্জঃ প্রকটাঙ্গো জগাম বৈ॥ ১৫॥ ততশ্চ শান্তিকং কৃত্বা জপান্তে ভূপতিঞ্চ তম্। শান্তোদকপ্রদানায় হস্যমানো জনৈর্যযৌ॥ ১৬॥ পার্থিবোঽপি চ তং দৃষ্ট্বা তাদৃগ্রূপং বিটং দ্বিজম্। নাশীর্জ্জগ্রাহ তেনোক্তাং বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১৭॥ উচ্ছিষ্টোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শয্যারূঢো ব্যবস্থিতঃ। অত্র শালোদ্ভবে স্তম্ভে তস্মাদেতজ্জলং ক্ষিপ॥ ১৮॥ সোঽপি সাবজ্ঞমাজ্ঞায় তং ভূপং কুপিতাননঃ। তঞ্চ স্তম্ভং সমুদ্দিশ্য ধ্যাত্বা তদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ১৯॥ দ্যান্তমালিখা ইত্যেব প্রোক্তা মন্ত্রঞ্চ যাজুষম্। প্রাক্ষিপচ্ছান্তিকং তোয়ং তস্য মূর্দ্ধনি সত্বরম্॥ ২০॥ ততঃ স পতিতে তোয়ে স্তম্ভঃ পল্লবশোভিতঃ। তৎক্ষণাদেব সঞ্জজ্ঞে ফল পুষ্পৈর্ব্বিরাজিতঃ॥ ২১॥ তং দৃষ্ট্বা পার্থিবঃ সোঽথ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। পশ্চাত্তাপং বিধায়াথ বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২২॥ অভিষেকং দ্বিজশ্রেষ্ঠ মমাপি ত্বং প্রযচ্ছ ভোঃ। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ শুচিত্বং যে বার্বাস্থিতম্॥ ২৩॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। মমাভিষেকদানস্য ত্বমনর্হোঽসি পার্থিব। তস্মাদ্যাস্যাম্যহং সদ্যো যত্রস্থঃ স গুরুর্মম॥ ২৪॥ রাজোবাচ। তব দাস্যামি বস্ত্রাণি বাহনানি বহূনি চ। তস্মাদ্দেহ্যভিষেকং মে মন্ত্রেণানেন সাম্প্রতম্॥ ২৫॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। ন হোমান্তং বিনা মন্ত্রঃ স্ফুরতে পার্থিবোত্তম। অভিষেকবিধৌ প্রোক্তো যঃ পূর্ব্বং পদ্মযোনিনা। তস্মান্নাহং করিষ্যামি তব যদ্বৈ হৃদি স্থিতম্॥ ২৬॥ ইত্যুক্ত্বা বচনং ভূপং যাজ্ঞবল্ক্যঃ স বৈ দ্বিজঃ। জগাম স্বগৃহং তূর্ণং নিঃস্পৃহত্বং সমাশ্রিতঃ॥ ২৭॥ অপরেঽহ্নি সমায়াতং শাকল্যমথ ভূপতিঃ। প্রোবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ॥ ২৮॥ যস্ত্বয়া প্রেষিতঃ কল্যে শিষ্যো ব্রাহ্মণসত্তমঃ। শান্ত্যর্থং প্রেষণীয়শ্চ ভূয়োঽপ্যেবং গৃহে মম॥ ২৯॥

হইল। পূর্ব্বে শম্ভু স্বয়ং বিবাহকালে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত ব্রহ্মার স্বনিন্দ্য বিকৃত কর্ম্ম দেখিয়া হোমবেদিসমীপে তাঁহাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মাই মর্ত্ত্যলোকে মানব যাজ্ঞবল্ক্য হইয়া জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক শাকল্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর পুনরায় নৃপপুরে শান্তিক্রিয়ার কাল উপস্থিত হইলে শাকল্য শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রেরণ করিলেন; যৌবন গর্ব্বিত যাজ্ঞবল্ক্য গণিকার করে বিক্ষতাঙ্গ ছিলেন, নির্লজ্জ যাজ্ঞবল্ক্যের সর্ব্বাঙ্গেই সেই ক্ষতচিহ্নের প্রকট ছিল। অনন্তর শান্তিকক্রিয়া সম্পাদনান্তে যাজ্ঞবল্ক্য জপ সমাপন করিয়া ভূপতিকে শান্তিবারি প্রদানার্থ আগমন করিলেন, লোকগণ তাঁহার শরীরে বেশ্যাকরচিহ্ন দর্শন করিয়া উপহাস করিলেন; পৃথিবীপতিও যাজ্ঞবল্ক্যকে তথাবিধ লম্পট] দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদগ্রহণ করিলেন না, বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমি উচ্ছিষ্টযুক্ত, বিশেষতঃ শয্যারূঢ়; আপনি এই শালস্তম্ভে শান্তিবারি নিক্ষেপ করুন। রাজার এই অবজ্ঞা বুঝিতে পারিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কুপিতানন হইলেন। তিনি শাশ্বত ব্রহ্ম ধ্যান করিয়া "দ্যাং ত্বমালিখ্য" ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই শালস্তম্ভের মস্তকে সত্বর শান্তিবারি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই শান্তিবারি পতিত হইবামাত্র শালস্তম্ভ পল্লবশোভিত হইল, সদ্যই ফলে-পুষ্পে পূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। পার্থিব সুপ্রিয় সেই শালস্তম্ভ অবলোকনপূর্ব্বক বিস্মিত হইলেন, তাঁহার লোচনযুগল উৎফুল্ল হইল। পরে পরিতাপ করিলেন, বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! এই মন্ত্রে আমাকেও অভিষেক করিয়া পবিত্র করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—পার্থিব! আপনি আমার প্রদত্ত অভিষেকের যোগ্য নহেন, অতএব আমার গুরু যে স্থানে আছেন, আমি এখনই সেই স্থানে গমন করিব। ১২—২৪। রাজা কহিলেন,—আপনাকে বহু ধন, বাহন ও বসন দান করিব, আপনি আজ আমাকে এই মন্ত্রে অভিষেক করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, —হে পার্থিবোত্তম! হোমাবসান ভিন্ন এই মন্ত্রের স্ফূর্ত্তি হয় না, কমলযোনি পূর্ব্বে অভিষেকবিধিতেই মন্ত্রের বিধান করিয়াছেন; অতএব আমি সম্প্রতি আপনার অভীষ্টরূপ কার্য্য করিতে অসমর্থ। স্পৃহাহীন দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্য রাজাকে এইরূপ বলিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর পর দিন শান্তিকর্ম্মের জন্য শাকল্য স্বয়ং আসিলেন, বিনয়াম্বিত রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া শাকল্যকে কহিলেন,—আপনি পূর্ব্বদিন যে ব্রাহ্মণসত্তমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমার গৃহে শান্তিকর্ম্মের জন্য

বাঢ়মিত্যেব স প্রোক্তা ততো গত্বা নিজালয়ম্ । যাজ্ঞবল্ক্যং সমাহূয় ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ৩০ ॥ অদ্যাপি ত্বং নরেন্দ্রস্য শান্ত্যর্থং ভবনে ব্রজ । বিশেষাৎ পার্থিবেন্দ্রেণ সমাহূতোঽসি পুত্রক ॥ ৩১ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ । নাহং তাত গমিষ্যামি শান্ত্যর্থং তস্য মন্দিরে । অবলেপেন যুক্তস্য শুদ্ধ্যা বিরহিতস্য চ ॥ ৩২ ॥ ময়া তস্যাভিষেকার্থং সলিলং চোদ্যতং চ যৎ । সলিলং তেন তৎকাষ্ঠে সমাদিষ্টং কুবুদ্ধিনা ॥ ৩৩ ॥ ততো ময়াপি তত্রৈব তৎক্ষণাৎ সলিলং চ যৎ । তস্মিন্ কাষ্ঠে পরিক্ষিপ্তং নীতং বৃদ্ধিং চ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥ শাকল্য উবাচ । অতএব বিশেষেণ সমাহূতোঽসি পুত্রক । তস্মাত্তত্র দ্রুতং গচ্ছ নাবজ্ঞেয়া মহীভুজঃ ॥ ৩৫ ॥ অপমানাত্তবেন্মানং পার্থিবানামসংশয়ম্ । যঃ করোতি পুনস্তত্র মানং ন স ভবেৎ প্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ কোপপ্রসাদবস্তূনি বিচিন্বন্তীহ যে সদা । আরোহন্তি শনৈর্ভৃত্যা ধ্রুবন্তমপি পার্থিবম্ ॥ ৩৭ ॥ সমৌ মানাপমানৌ চ চিত্তজ্ঞঃ কালবিত্তথা । সর্ব্বংসহঃ ক্ষমী বিজ্ঞঃ স ভবেদ্রাজবল্লভঃ ॥ ৩৮ ॥ অপমানমনাদৃত্য তস্মাদ্গচ্ছ নৃপালয়ম্ । মমাজ্ঞাপি ন লঙ্ঘ্যা তে এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ । আজ্ঞাভঙ্গো ধ্রুবং ভাবী পরিপাটীব্যতিক্রমাৎ । করোষি যদি শিষ্যাণাং যে ত্বয়া তত্র যোজিতাঃ ॥ ৪০ ॥ তস্মাদ্যদি বলান্মাং ত্বং যোজয়িষ্যসি তং প্রতি । ত্বাং ত্যক্ত্বান্যত্র যাস্যামি যতঃ প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ৪১ ॥ গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ । উৎপথে বর্ত্তমানস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৪২ ॥ সূত উবাচ । তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শাকল্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ । ততঃ প্রোবাচ তং ভূয়ো ভর্ৎসমানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৩ ॥ একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ । পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা হ্যনৃণী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং দত্ত্বা মদধ্যয়নমালয়ম্ । ত্যক্ত্বা বিদ্যাং ময়া দত্তাং নো চেচ্ছপ্স্যাম্যহং তব ॥ ৪৫ ॥ এবমুক্ত্বাভিমন্ত্র্যাথ নাদবিন্দুসমুদ্ভবৈঃ । মন্ত্রৈরাথর্বণৈস্তোয়ং পানার্থং চার্পয়ত্ততঃ ॥

তাঁহাকেই পুনরায় প্রেরণ করিবেন। শাকল্য রাজার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া গৃহে আসিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে আহ্বানপূর্ব্বক সাদরে বলিলেন,—হে দ্বিজ! আজও তুমি শান্তিকর্ম্মের জন্য রাজভবনে গমন কর; বিশেষতঃ হে পুত্রক! রাজেন্দ্র তোমাকেই আহ্বান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে তাত! আমি শান্তির জন্য তাহার গৃহে যাইব না, রাজা শুদ্ধিহীন এবং গর্ব্বিত; আমি তাঁহার অভিষেকার্থ শান্তিজল উত্তোলন করিলে সেই কুবুদ্ধি রাজা সেই জল শালকাষ্ঠে ন্যস্ত করিতে বলিয়াছিলেন। অনন্তর আমিও তখনই শালকাষ্ঠে সেই শান্তিজল রাখিলাম, জল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সেই শালস্তম্ভ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। শাকল্য বলিলেন,—হে পুত্র! এই জন্যই রাজা তোমাকে বিশেষরূপে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব দ্রুত তথায় গমন কর, মহীপালকে অবজ্ঞা করিও না। অপমান হইতেই ভূপতিরা অভিমানী হন। সংশয় নাই! রাজার অভিমান শুভকর হয় না। রাজগণ সময় বুঝিয়া কোপ-প্রসন্নতা দেখাইয়া থাকেন, কেননা এরূপ না করিলে ভৃত্যেরা ভূপতির মস্তকে লাফাইয়া উঠে। যে ব্যক্তি চিত্তবিৎ ও কালজ্ঞ, মান অপমানে যাহার সমান জ্ঞান, এবং যে সর্ব্বংসহ ক্ষমী ও বিজ্ঞ, তাদৃশ মানবই রাজার প্রিয় হয়। অতএব অপমান পরিত্যাগ করিয়া নৃপভবনে গমন কর, আর আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে; কেননা ইহাই তোমার সনাতন ধর্ম্ম! ২৫—৩৯। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ব্যবস্থা-ব্যতিক্রমে আপনার আজ্ঞাভঙ্গ নিশ্চিতই হইবে, যদি অন্য শিষ্যগণকেও এ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, সম্ভবতঃ তাহারাও আপনার আদেশ পালন করিবে না। অতএব আপনি যদি আমাকে বলপূর্ব্বক রাজার নিকট প্রেরণ করেন, তবে আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিব। কেননা মহর্ষিগণ বলেন,—গর্ব্বিত কার্য্যাকার্য্যবিচারহীন এবং উৎপথে বর্ত্তমান গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিহিত। সূত কহিলেন,—শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি মুহুর্মুহু ভর্ৎসনা করিয়া পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—গুরু যে শিষ্যকে একটীমাত্র অক্ষরও শিক্ষা দেন, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই যে, তাহা দানে শিষ্য অঋণী হইতে পারে। অতএব তুমি আমার নিকট যে অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া সত্বর গৃহে গমন কর। যদি আমার প্রদত্ত বিদ্যা দান না করিয়া গমন কর, তবে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব। শাকল্য এইরূপ বলিয়া নাদবিন্দুসমুদ্ভূত আথর্ব্বণমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল যাজ্ঞবল্ক্যকে

৪৬। সোঽপিবত্তৎক্ষণাত্তোয়ং তৎপীত্বা ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ। উদ্গিরন্বান্তিধর্ম্মেণ তত্ত্ববিদ্যাবিমিশ্রিতম্। ৪৭। ততঃ প্রোবাচ তং ভূয়ঃ শাকল্যং কুপিতাননঃ। একমপ্যক্ষরং নাস্তি তাবকীয়ং মমোদরে। ৪৮। তস্মাচ্ছিষ্যোঽস্মি তে নাহং ন চ মে ত্বং গুরুঃ স্থিতঃ। সাম্প্রতং স্বেচ্ছয়ান্যত্র প্রয়াস্যামি করোষি কিম্। ৪৯। এবমুক্ত্বাথ নির্গম্য তস্মাৎ স্থানাচ্চিরন্তনাৎ। পপ্রচ্ছ মানবান্ ভূয়ঃ সিদ্ধিক্ষেত্রাণি চাসকৃৎ। ৫০। ততস্তস্য সমাদিষ্টং ক্ষেত্রমেতন্মনীষিভিঃ। সিদ্ধিদং সর্ব্বজন্তুনাং ন বৃথা স্যাৎ কথঞ্চন। ৫১। আস্তাং তাবত্তপস্তপ্ত্বা ব্রতং নিয়মমেব বা। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সিদ্ধিঃ সংবসতোঽপি চ। ৫২। যেনযেন চ ভাবেন তত্র ক্ষেত্রে বসেজ্জনঃ। তস্যানুরূপিণী সিদ্ধিঃ শুভা স্যাদযদি বাশুভা। ৫৩। তচ্ছ্রুত্বা চ দ্রুতং প্রাপ্য ক্ষেত্রমেতদ্দ্বিজোত্তমাঃ। ভানুমারাধয়ামাস স্থাপয়িত্বা ততঃ পরম্। ৫৪। নিয়তো নিয়তাহারো ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ। গায়ত্র্যাং ন্যাসমাসাদ্য নির্ব্বিকল্পেন চেতসা। ৫৫। ততশ্চ ভগবাংস্তুষ্টো বর্ষান্তে তমুবাচ সঃ। দর্শনে তস্য সংস্থিত্বা তেজঃ সংযম্য দারুণম্। ৫৬। যাজ্ঞবল্ক্য পরং ব্রূহি যত্তে মনসি রোচতে। সর্ব্বমেব প্রদাস্যামি নাদেয়ং বিদ্যতে ত্বয়ি। ৫৭। যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। যদি তুষ্টঃ সুরশ্রেষ্ঠ বেদাধ্যয়নসম্ভবে। গুরুর্ভব মমাদ্যৈব মমৈতদ্বাঞ্ছিতং হৃদি। ৫৮। ভাস্কর উবাচ। অহং তব কৃপাবিষ্টস্তেজঃ সংহৃত্য তৎপরম্। ততশ্চাত্র সমায়াতস্তেন নো দহ্যসে দ্বিজ। ৫৯। তস্মাদত্রৈব কুণ্ডে চ মন্ত্রান্ সারস্বতান্ শুভান্। বেদোক্তান্ ক্ষেপয়িষ্যামি স্বয়মেব দ্বিজোত্তম। ৬০। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা যৎকিঞ্চিদ্বেদসম্ভবম্। পঠিষ্যসি সকৃত্তত্তে কণ্ঠস্থং সম্ভবিষ্যতি। ৬১। তত্ত্বার্থং প্রকটং কৃৎস্নং বিদিতং তে ভবিষ্যতি। মৎপ্রসাদান্ন সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। ৬২। অদ্যাপি মানবঃ প্রাতঃ স্নাত্বা তত্র হ্রদে চ যঃ। সাবিত্রেণ চ সূক্তেন মাং দৃষ্ট্বা প্রপঠিষ্যতি। তস্মৈ তৎস্যাদসন্দিগ্ধং যত্তবোক্তং ময়া দ্বিজ। ৬৩। যাজ্ঞবল্ক্য

প্রার্থ প্রদান করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যও তৎক্ষণাৎ সেই জল পান করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যাকুল হইল। তিনি তত্ত্ববিদ্যামিশ্রিত সেই জল বমন করিলেন। অতঃপর কুপিতানন যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে বলিলেন,—আপনার প্রদত্ত আর এক অক্ষরও আমার উদরে নাই, অতএব আমি এক্ষণে আপনার শিষ্যও নহি, আপনি আমার গুরুও নহেন; সম্প্রতি আমি স্বেচ্ছ অন্যত্র গমন করিব, আপনি আমার কি করিবেন? যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়া সেই চিরন্তন স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি তথা হইতে নির্গত হইয়া মানবগণের নিকট বারবার সিদ্ধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান লইলেন, তদুত্তরে মনীষিগণ বলিলেন,—এই ত সর্ব্বভূতের সিদ্ধিদ সিদ্ধিক্ষেত্র; এখানে মানবের মনোরথ অসিদ্ধ থাকে না। আপনি এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া ব্রতনিচয় ও তপস্যা করুন; হাটকেশ্বরজক্ষেত্রবাসীর সিদ্ধি নিশ্চিতই জানিবেন। মানব যে যে ভাবে এই ক্ষেত্রে বাস করে, শুভই হউক, আর অশুভই হউক, তাহার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! যাজ্ঞবল্ক্য এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর হাটকেশ্বরক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক তথায় ভানুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার আরাধনা করিলেন। তিনি নিয়ত নিয়তাহার ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া নির্ব্বিকারহৃদয়ে গায়ত্রীর উপাসনা করিলেন। অনন্তর বৎসরান্তে ভগবান্ দিবাকর তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বীয় দারুণ তেজ সংযত করত যাজ্ঞবল্ক্যের প্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া বলিলেন,—তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে সকলই প্রদান করিব, অদ্য তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। ৪০—৫৭। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমার গুরু হইয়া অদ্য আমাকে বেদ অধ্যয়ন করাউন, ইহাই আমার অভীষ্ট বর। ভাস্কর কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমি তোমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া আমার পরম তেজ সংযত করত তোমার সমীপে উপনীত হইয়াছি, এজন্য তুমি দগ্ধ হইতেছ না। হে দ্বিজোত্তম! আমি এই কুণ্ডে বেদোক্ত শুভাবহ সারস্বত মন্ত্র নিক্ষেপ করিতেছি, তুমি শুচি হইয়া এই কুণ্ডনীরে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া যে কোন বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, একবার অধ্যয়নেই তাহা তোমার কণ্ঠস্থ হইবে! আর আমার প্রসাদে অখিল তত্ত্বার্থ প্রকট হইয়া তোমার স্মৃতিপথে বর্ত্তমান থাকিবে; আমি ইহা সত্যই কহিলাম; অতএব ইহা নিঃসন্দেহ। অদ্য হইতে যে মানব এই হ্রদনীরে প্রাতঃস্নান করিয়া আমাকে দর্শন করত সাবিত্র সূক্ত পাঠ করিবে, হে দ্বিজ! আমি যেরূপ

উবাচ। এবং ভবতু দেবেশ যত্ত্বয়োক্তং বচো হখিলম্। পুনঃ মম বচোহস্তচ্চ তচ্ছৃণুষ ব্রবীমি তে। ৬৪। নাহং মনুষ্যধর্ম্মাণমুপাধ্যায়ং কথঞ্চন। করিষ্যামি জগন্নাথ কৃপাং কুরু মমোপরি। ৬৫। ততস্তস্য দদৌ সূর্য্যো লঘিমাংনাম শোভনাম্। বিদ্যাং হি তৎপ্রভাবায় সুতুষ্টেনান্তরাত্মনা। ৬৬। ততস্তং প্রাহ কর্ণান্তে মমাশ্বানাং প্রবিশ্য বৈ। অভ্যাসং কুরু বিদ্যানাং বেদাধ্যয়নমাচর। ৬৭। মন্মুখাদ্‌-ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যদ্যেতত্তব বাঞ্ছিতম্। ন তে স্যাদ্‌ যেন দোষোহয়ং মম রশ্মিসমুদ্ভবঃ। ৬৮। এবমুক্তঃ স তেনাথ বাজিকর্ণং সমাশ্রিতঃ। লঘুর্ভূত্বাপঠদ্বেদান ভাস্করস্য মুখাত্ততঃ। ৬৯। এবং সিদ্ধিং সমাপন্নো যাজ্ঞবল্ক্যো দ্বিজোত্তমাঃ। কৃত্বোপনিষদং চারু বেদার্থৈঃ সকলৈর্যুতম্। ৭০। জনকায় নরেন্দ্রায় ব্যাখ্যায় চ ততঃ পরম্। কাত্যায়নং সুতং প্রাপ্য বেদসূত্রস্য কারকম্। ৭১। ত্যক্ত্বা কলেবরং তত্র ব্রহ্মদ্বারি বিনির্ম্মিতে। তত্তেজো ব্রহ্মণো গাত্রে যোজয়ামাস শক্তিতঃ। ৭২। তস্য তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তঞ্চ দিবাকরম্। নাদবিন্দুং পঠিত্বা চ তদগ্রে মুক্তিমাপ্নুয়াৎ। ৭৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে যাজ্ঞবল্ক্যাশ্রমমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১২৯।

কহিলাম, তাহারও তদ্রূপ বিদ্যালাভ হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে দেবেশ। আপনি যে সকল বাক্য কহিলেন, তাহা সত্য হউক, আমার আর একটী কথা বলিবার আছে, শ্রবণ করুন। হে জগন্নাথ! আমি কদাচ আর মানবধর্ম্মীকে গুরু করিব না, আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন। অনন্তর সূর্য্য তাঁহার প্রভাবে কৃপাপরবশ হইয়া লঘিমা নাম্নী শোভনা বিদ্যা দান করিলেন এবং কহিলেন,—তুমি আমার অশ্বগণের কর্ণে প্রবেশ করিয়া বেদধ্যায়নপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস কর। হে ব্রাহ্মণসত্তম! যদিও আমার মুখে বেদ শ্রবণ করা তোমার অভীষ্ট হউক, তথাপি ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না, কেননা এই অশ্ব আমারই রশ্মিসম্ভব। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লঘুকলেবরে অশ্বকর্ণে প্রবেশপূর্ব্বক ভাস্করের মুখে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। দ্বিজোত্তম যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি অখিল বেদার্থসমন্বিত মনোজ্ঞ উপনিষৎ প্রণয়ন করিয়া নররাজ জনকের নিকট তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। তার পর এক তনয় লাভ করিলেন, ইহার নাম কাত্যায়ন, ইনি বেদসূত্রের প্রণেতা। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মদ্বারে তনুত্যাগ করিয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা তদীয় তেজ ব্রহ্মদেহে সংযোজিত করিলেন। মানব যাজ্ঞবল্ক্যতীর্থে স্নান, দিবাকর দর্শন ও দিবাকরসম্মুখে নাদ-বিন্দু পাঠ করিয়া মুক্তি লাভ করে। ৫৮—৭৩।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ। যাজ্ঞবল্ক্যসুতঃ সূত যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতঃ। কতমা তস্য মাতাভূৎ সর্ব্বং নো ব্রূহি বিস্তরাৎ। ১। সূত উবাচ। তস্য ভার্য্যাদ্বয়ং শ্রেষ্ঠমাসীৎসর্ব্বগুণান্বিতম্। একা গুণবতী তস্য মৈত্রেয়ীতি প্রকীর্ত্তিতা। ২। জ্যেষ্ঠা চান্যাথ কল্যাণী খ্যাতা কাত্যায়নীতি চ। যস্যাঃ কাত্যায়নঃ পুত্রো বেদার্থানাং প্রজল্পকঃ। ৩। তাভ্যাং কুণ্ডদ্বয়ং তত্র সন্তিষ্ঠতি সুশোভনম্। যত্র স্নাতা নরা যান্তি লোকাংস্তাংশ্চ মহোদয়ান্। ৪। কাত্যায়ন্যাশ্চ তীর্থস্য শাণ্ডিল্যাস্তীর্থমুত্তমম্। পতিব্রতাত্বযুক্তায়াস্তথাস্তত্র সংস্থিতম্। ৫। যত্র কাত্যায়নী প্রাপ্তা শাণ্ডিল্যাপ্রতিবোধিতা। বৈরাগ্যং পরমং প্রাপ্তা

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! তুমি যে যাজ্ঞবল্ক্যসুতের কথা কীর্ত্তন করিলে, তাঁহার মাতা কে? এবিষয়ে সমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্যের ভার্য্যা দুইটী, তাঁহারা সর্ব্বগুণান্বিতা ও সর্ব্বোত্তমা; তন্মধ্যে একটী আবার সমধিকগুণবতী, তাঁহার নাম—মৈত্রেয়ী, ইনি কনিষ্ঠা। জ্যেষ্ঠা কল্যাণী; ইঁহার নাম কাত্যায়নী। বেদার্থপ্রজল্পক কাত্যায়ন এই কাত্যায়নী-তনয়। এখানে মৈত্রেয়ী ও কত্যায়নীর সুশোভন কুণ্ডদ্বয় বর্ত্তমান। মানবগণ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া উত্তম অভ্যুদয়শীল লোকে গমন করে। কাত্যায়নীতীর্থসমীপে পতিব্রতা শাণ্ডিলীর অত্যুত্তম তীর্থ বিরাজিত। এই স্থানেই শাণ্ডিলীর উপদেশে

সপত্নীহ্ দুঃখিতা ॥ ৬ ॥ তত্র যা কুরুতে স্নানং তৃতীয়ায়াং সমাহিতা। নারী মার্গসিতে পক্ষে সা সৌভাগ্যবতী ভবেৎ ॥ ৭ ॥ অথ দৌর্ভাগ্যসম্পন্না কাণা বৃদ্ধাথ বামনা। অভীষ্টা জায়তে সা চ তৎ-প্রভাবাদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। কীদৃক্ স-পত্নীজং দুঃখং কাত্যায়ন্যা উপস্থিতম্। উপদেশঃ কথং লব্ধঃ শাণ্ডিল্যাঃ সূত কীদৃশঃ ॥ ৯ ॥ কাত্যা-য়ন্যা সমাচক্ষ্ব কৌতুকং নো ব্যবস্থিতম্। সামান্যো ভবিতা নৈষ উপদেশস্তয়েরিতঃ ॥ ১০ ॥ সূত উবাচ। মৈত্রেয্যা সহ সংসক্তং যাজ্ঞবল্ক্যং বিলোক্য সা। কাত্যায়নী সুদুঃখার্ত্তা সঞ্জাতা চের্ষ্যয়া ততঃ ॥ ১১ ॥ সা ন স্নাতি ন ভুঙ্ক্তে চ ন হাস্যং কুরুতে কচিৎ। কেবলং বাষ্পপূর্ণাক্ষী নিঃশ্বাসাঢ্যা বভূব হ ॥ ১২ ॥ ততঃ কদাচিদেবাথ ফলার্থং নির্গতা বহিঃ। অপশ্যচ্ছাণ্ডিলীং নাম পতিপার্শ্বে ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটাং সাধ্বীং বিনয়াবনতাং স্থিতাম্। সোঽপি তস্যা মুখাসক্তঃ সানুরাগঃ প্রসন্নদৃক্ ॥ ১৪ ॥ গুণদোষোদ্ভবাং বার্ত্তামাপৃচ্ছ্যাকথয়ত্তথা। সা চ তো দম্পতী দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টাবিতরেতরম্ ॥ ১৫ ॥ চিত্তে স্বে চিন্তয়ামাস সুধন্যেয়ং তপস্বিনী। যস্যাঃ পতি-মুখাসক্তো গুণদোষপ্রজল্পকঃ। সানুরাগশ্চ সুস্নিগ্ধো নান্যাং নারীং বিভর্ত্তি চ ॥ ১৬ ॥ এবং সঞ্চিন্ত্য সা সাধ্বী ভূয়োভূয়ো দ্বিজোত্তমাঃ। জগাম স্বাশ্রমং পশ্চান্নিন্দ্যমানা স্বকং বপুঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ কদাচি-দেকান্তে স্থিতাং তাং শাণ্ডিলীং দ্বিজাঃ। বহির্গতে ভর্ত্তরি চ তস্যাঃ কার্য্যেণ কেনচিৎ ॥ ১৮ ॥ কাত্যায়নী সমাগম্য ততঃ পপ্রচ্ছ সাদরম্। বদ কল্যাণি মে কঞ্চিদুপদেশং মহোদয়ম্ ॥ ১৯ ॥ মুখপ্রেক্ষঃ সদা ভর্ত্তা যেন স্ত্রীণাং প্রজায়তে। নাপমানং করো-ত্যেব দুরুক্তবচনৈঃ কচিৎ ॥ ২০ ॥ নান্যাং সঙ্গচ্ছতে নারীং চিত্তেনাপি কথঞ্চন। অহং ভর্ত্তুঃ কৃতৈর্দুঃখৈ-রতীব পরিপীড়িতা। সপত্নীজৈর্বিশেষেণ তস্মান্মে ত্বং প্রকীর্ত্তয় ॥ ২১ ॥ যথা তে বশগো ভর্ত্তা সঞ্জাতঃ কামদঃ সদা। মনসাপি ন সন্দধ্যান্নারীমেষ কথ-ঞ্চন ॥ ২২ ॥ শাণ্ডিল্যুবাচ। শৃণু সাধ্বি প্রবক্ষ্যামি

সপত্নীদুঃখিতা কাত্যায়নীর পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এখনে যে নারী সমাহিতা হইয়া অগ্রহায়ণ-শুক্লতৃতীয়ায় স্নান করে, তাহার সৌভাগ্য লাভ হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! দৌর্ভাগ্যযুক্তা কাণা, বৃদ্ধা, বামনা নারীও তাঁহার প্রসাদে অভীষ্টা হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন,—হে সূত! কাত্যায়নীর কিরূপ সপত্নীজ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল? আর তিনি শাণ্ডিলীর নিকটই বা কিরূপ উপদেশ লাভ করিয়া-ছিলেন? তুমি যে শাণ্ডিলীর উপদেশের কথা কহিলে, তাহা সামান্য নহে, শুনিতে আমাদের পরম কৌতূহল হইতেছে, কাত্যায়নীর কথা সম্যক্‌রূপে বল। সূত কহিলেন—কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রেয়ীর সহিত সংযুক্ত অবলোকন করিয়া ঈর্ষা-বশে অত্যন্ত দুঃখিতা হন। তিনি তখন স্নান, ভোজন, হাস্য পরিত্যাগ করেন, কেবল বাষ্পপূর্ণ-নয়নে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন। অনন্তর কাত্যায়নী একদা ফলার্থ বহির্নির্গত হন এবং শাণ্ডিলীকে পতিপার্শ্বে উপবিষ্টা সন্দর্শন করেন। বিনয়াম্বিতা পতিব্রতা শাণ্ডিলী কৃতা-ঞ্জলিপুটে পতিপার্শ্বে উপবিষ্টা; প্রসন্নবদন পতিও সানুরাগে পত্নীর মুখদর্শনে সংসক্ত; শাণ্ডিলী স্বামিসমীপে কিসে দোষ, কিসে গুণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন আর পতি তাহার যথাযথ উত্তর দিতেছেন। কাত্যায়নী সেই পরস্পর সংহৃষ্ট দ্বিজদম্পতীকে দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—অহো! এই তপস্বিনী সুধন্যা। ইঁহার স্বামী ইঁহার মুখের দিকে আসক্ত রহিয়াছেন, জিজ্ঞাসানুসারে দোষগুণ বলিয়া দিতেছেন, ইনি পত্নীর প্রতি সানুরাগ ও সুস্নিগ্ধ, অন্য নারীতে ইঁহার মন নাই। ১—১৬॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! সাধ্বী কাত্যায়নী বার বার এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনাকে নিন্দা করিতে করিতে নিজগৃহে গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর একদা শাণ্ডিলীর পতি কোন কার্য্যবশতঃ বাহিরে গমন করিলে শাণ্ডিলী একান্তে উপবিষ্টা ছিলেন, কাত্যায়নী তখন তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন;—কল্যাণি! আমার নিকট এমন একটী কল্যাণকর উপদেশ বলুন, যাহাতে পতি স্ত্রীগণের মুখের প্রতি সতত তাকাইয়া থাকে,—কটূক্তি দ্বারা কথ-নও নারীর অপমান না করিতে পারে;—মনে মনেও অন্য নারীর সহিত সঙ্গত না হয়। আমি পতি কর্ত্তৃক অতি দুঃখিতা, বিশেষতঃ সপত্নী কর্ত্তৃক সাতিশয় পীড়িতা হইয়াছি। অতএব স্বামী যাহাতে আমার বশগ হন, সর্ব্বকামনা প্রদান করেন, মনে মনেও অন্য নারী চিন্তা না করেন, আপনি তাহার প্রতিকারের উপায় বলুন। শাণ্ডিলী বলিলেন,—

তবাহং শুশ্রূষুত্তমম্। যথা মমাভবদ্ভক্তো মুখপ্রেক্ষ-স্তথা পতিঃ॥ ২৩॥ মম তাতঃ কুরুক্ষেত্রে শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ। বানপ্রস্থাশ্রমেঽতিষ্ঠৎ পূর্ব্বে বয়সি সংস্থিতঃ॥ ২৪॥ তত্রৈকাহং সমুৎপন্না কন্যা তস্য মহাত্মনঃ। বৃদ্ধিং গতা ক্রমেণাথ তস্মিন্নেব তপোবনে॥ ২৫॥ করোমি তত্র শুশ্রূষাং হোমকালে যথোচিতাম্। নীবারাদীনি ধান্যানি নিত্যং চৈবানয়াম্যহম্॥ ২৬॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নারদো মুনিসত্তমঃ। আশ্রমে মম তাতস্য সুশ্রান্তঃ সমুপাগতঃ॥ ২৭॥ তাতাদেশাত্ততস্তত্র ময়া স বিশ্রমঃ কৃতঃ। পাদশৌচাদিভিঃ কৃত্যৈঃ স্নানাদ্যৈশ্চ তথাপরৈঃ॥ ২৮॥ ততো ভুক্তাবসানেঽথ নিবিষ্টঃ সুখসংস্থিতঃ। মম মাত্রা পরিপৃষ্টো বিনয়াদ্বরবর্ণিনি॥ ২৯॥ একেয়ং কন্যকাস্মাকং জাতে বয়সি সংস্থিতে। সঞ্জাতা মুনিশার্দ্দূল প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥ ৩০॥ তদস্যাঃ কীর্ত্তয় ক্ষিপ্রং সুখোপায়ং সুখোদয়ম্। ব্রতং বা নিয়মং বাথ হোমং বা মন্ত্রমেব বা॥ ৩১॥ যেন চীর্ণেন ভর্ত্তা স্যাৎ সুসৌম্যঃ সদ্গুণান্বিতঃ। প্রিয়ংবদো মুখপ্রেক্ষঃ পরনারীপরাঙ্মুখঃ॥৩২॥

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স মুনিস্তদনন্তরম্। চিরং ধ্যাত্বা বচঃ প্রাহ প্রসন্নবদনস্ততঃ॥ ৩৩॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে পঞ্চপিণ্ডা ব্যবস্থিতা। গৌরী গৌর্য্যা স্বয়ং তত্র স্থাপিতা পরমেশ্বরী॥ ৩৪॥ তামেষা বৎসরং যাবচ্ছ্রদ্ধয়া পরয়া যুতা। সদা পূজয়তু প্রীত্যা তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ॥ ৩৫॥ ততো বর্ষান্তমাসাদ্য সম্প্রাপ্স্যতি যথোচিতম্। ভর্ত্তারং নাত্র সন্দেহো যাদৃগ্রূপং যথোচিতম্॥ ৩৬॥ তত্র পূর্ব্বং গতা গৌরী পরিত্যজ্য মহেশ্বরম্। গঙ্গের্ষ্যয়া মহাভাগে জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রং সুসিদ্ধিদম্॥ ৩৭॥ ততঃ সা চিন্তয়ামাস কাং দেবীং পূজয়াম্যহম্। সৌভাগ্যার্থং যতোঽন্যা মাং পূজয়ন্তি সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ৩৮॥ তস্মাদহং প্রভক্ত্যাঢ্যা স্বয়মাত্মানমেব চ। আত্মনৈব কৃতোৎসাহা পূজয়িষ্যামি সিদ্ধয়ে॥৩৯॥ ততঃ প্রাণাগ্নিহোত্রোত্থৈর্ম্মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈঃ শুভৈঃ। মৃৎপিণ্ডান্ পঞ্চ সংযোজ্য হেকস্থানে সমাহিতা॥ ৪০॥ পৃথ্বীমপশ্চ তেজশ্চ বায়ুমাকাশমেব চ। তেষু সংযোজয়ামাস মৃৎপিণ্ডেষু নিধায় সা॥ ৪১॥ মহদ্ভূতানি চৈতানি পঞ্চ দেবী যতব্রতা। ততঃ সম্পূজয়ামাস পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ॥

সাধ্বি! স্বামী কেন আমার বশ্য হইয়াছেন, কেনই বা আমার মুখের দিকে সতত তাকাইয়া থাকেন, তাহার গুহ্য কারণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার পিতা মুনিসত্তম শাণ্ডিল্য, তাঁহার বাস কুরুক্ষেত্রে। মহাত্মা পিতা প্রথম বয়সেই বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। তৎকালে আমার জন্ম হয়; আমি আমার পিতার একমাত্র কন্যা। আমি ক্রমে সেই তপোবনেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। আমি হোমকালে পিতার যথোচিত শুশ্রূষা এবং নিত্যনীবারাদি ধান্য আনয়ন করিতাম। অনন্তর একদা মুনিসত্তম নারদ সুশ্রান্ত হইয়া আমার পিতার আশ্রমে আগমন করেন। আমি আমার পিতার আদেশে পাদশৌচ ও স্নান প্রভৃতি বিবিধ শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনয়ন করি। হে বরবর্ণিনি! অনন্তর তিনি ভোজনান্তে সুখে সমাসীন হইলে আমার জননী বিনয়সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—প্রথম বয়সে আমাদের এই একটীমাত্র কন্যা জন্মিয়াছে, হে মুনিশার্দ্দূল! এই কন্যা আমাদের প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা; অতএব সত্বর বলুন,—কিরূপে ইহার সুখসৌভাগ্যের উদয় হইবে? এমন কি ব্রত, নিয়ম, হোম বা মন্ত্র আছে, যাহার আচরণে ইহার সুসৌম্য সদ্গুণান্বিত প্রিয়ংবদ পরনারীপরাঙ্মুখ ও পত্নীমুখাবেক্ষী পতিপ্রাপ্তি ঘটিবে? অনন্তর প্রসন্নবদন মুনি নারদ তাঁহার বাক্য শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তার উত্তর করিলেন;—হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে পঞ্চপিণ্ডা অবস্থিতা, গিরিজা স্বয়ং সেখানে পরমেশ্বরী গৌরীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অতএব এই কন্যা বৎসর যাবৎ বিশেষতঃ তৃতীয়া দিবসে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে সেই গৌরী মূর্ত্তির পূজা করুক; তারপর বৎসরান্তে তোমার কন্যা অভীষ্টভর্ত্তা লাভকরিবে, সন্দেহ নাই।১৭-৩৬। হে মহাভাগে! পূর্ব্বে গৌরী গঙ্গার প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ মহেশকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং এই ক্ষেত্রকে সুসিদ্ধিদ জানিয়া এখানে আগমন করেন। গৌরী ভাবিলেন,—সুরনারীগণ সৌভাগ্যকামনায় আমারই পূজা করে, এতএব আমি আর অন্য কোন্ দেবীকে পূজা করিব? আমিও প্রকৃত ভক্তি ও উৎসাহ সহকারে আমারই আত্মা প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মা দ্বারাই আত্মার পূজা করিব। অনন্তর সমাহিতমনা গৌরী প্রাণাগ্নিহোত্রোত্থিত শুভদ আথর্ব্বণ মন্ত্রে পাঁচটী মৃৎপিণ্ড একত্র করিয়া ঐ মৃৎপিণ্ডপঞ্চকে ক্ষিতি অপ্, তেজ মরুৎ ব্যোম ন্যস্ত করিলেন। যতব্রতা মহাদেবী এই পঞ্চ মহ-

৪২॥ অথ তাং তত্র বিজ্ঞায় তপঃস্থাং গিরিজাং ভবঃ। তন্মন্ত্রাকৃষ্টচিত্তশ্চ সত্বরং সমুপাগতঃ॥ ৪৩॥ প্রোবাচ চ প্রহৃষ্টাত্মা কস্মাত্ত্বমিহ চাগতা। মাং মুক্ত্বা দোষনির্মুক্তং মুখপ্রেক্ষং সদা রতম্॥ ৪৪॥ তস্মাদাগচ্ছ কৈলাসং বৃষারূঢ়া ময়া সহ। অথবা কারণং ব্রূহি যদি দোষোঽস্তি মে ক্বচিৎ॥ ৪৫॥ দেব্যুবাচ। ত্বং মূর্দ্ধ্না জাহ্নবীং ধৎসে মূর্ত্তাং পদ-জলাত্মিকাম্। তস্মান্নাহং গমিষ্যামি মন্দিরং তে কথঞ্চন॥ ৪৬॥ যাবন্নত্যজসিব্যক্তং মম সাপত্ন্যতাং গতাম্। তথা নিত্যং প্রণামং ত্বং করোষি বৃষভধ্বজ॥ ৪৭॥ প্রত্যক্ষমপি মে নিত্যং সন্ধ্যায়াশ্চ ন লজ্জসে। তস্মাদেতৎ পরিত্যজ্য কর্ম্ম লজ্জাকরং পরম্॥ ৪৮॥ আকারয়সি মাং দেব তৎস্থাদ্যদি মতং মম। অন্যথাহং ন যাস্যামি তব হর্ম্ম্যে কথঞ্চন। এত-চ্ছ্রুত্বা যদিষ্টন্তে কুরুষ্ব বৃষভধ্বজ॥ ৪৯॥ দেব উবাচ। নাহং সৌখ্যেন তাং গঙ্গাং ধারয়ামি সুরে-শ্বরি॥ ৫০॥ ভগীরথেন ভূপেন প্রার্থিতো জ্ঞাতি-কারণাৎ। দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্॥ ৫১॥ যেন নো যাতি পাতালং গঙ্গা স্বর্গপরিচ্যুতা। তস্মাত্ত্বং দেব মদ্বাক্যাৎ স্বমূর্দ্ধ্না বহ জাহ্নবীম্॥ ৫২॥ ময়া তস্য প্রতিজ্ঞাতং ধারয়িষ্যাম্যসংশয়ম্। আকাশাজ্জাহ্নবীবেগং পতন্তং ধরণীতলে॥ ৫৩॥ নো চেদ্‌রজেত পাতালং যদত্র বিষয়ে স্থিতম্। ততোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি তদিহৈকমনাঃ শৃণু॥ ৫৪॥ এষা গঙ্গা বরারোহে মম মূর্দ্ধ্নো বিনির্গতা। হিমবন্তং নগং ভিত্ত্বা দ্বিধা জাতা ততঃ পরম্॥ ৫৫॥ ততঃ সিন্ধুভিধানা সা পশ্চিমং সাগরং গতা। শতানি নব সংগৃহ্য নদীনাং পরমেশ্বরি॥ ৫৬॥ তথা গঙ্গাভিধানা চ সৈব প্রাক্ সাগরং গতা। তাবতীশ্চ সমাদায় নদীঃ পর্ব্বতনন্দিনি॥ ৫৭॥ এবমষ্টাদশৈ-তানি নদীনাং পর্ব্বতাত্মজে। শতানি সাগরে যান্তি তেন নিত্যং স তিষ্ঠতি॥ ৫৮॥ সততং শোষ্য-মাণোঽপি বাড়বেন দিবানিশম্। সমুদ্রসলিলং মেঘাঃ সমাদায় ততঃ পরম্॥৫৯॥ মর্ত্ত্যলোকে প্রবর্ষন্তি ততঃ

ভূত একত্র করিয়া পুষ্প, ধূপ ও অনুলেপন দ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর হর জানিতে পারিলেন যে, গিরিজা তপোযুক্তা হইয়াছেন, তাঁহার মন্ত্রে তদীয় হৃদয় আকৃষ্ট হইল। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর তথায় আগমন করিলেন। বলিলেন,—আমি সতত তোমার বদন দর্শনে নিরত; অতএব নির্দ্দোষ; তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ? বৃষারোহণে আমার সহিত কৈলাসে আগমন কর। অথবা এ বিষয়ে যদি আমার কোন দোষ থাকে, তাহার কারণ বল। দেবী বলিলেন,—আপনি বিষ্ণুপাদোদ্‌ভবা জল-মূর্ত্তি জাহ্নবীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, অতএব হে বৃষভধ্বজ! যতদিন আপনি আমার সপত্নী জাহ্নবীকে প্রকাশ্যভাবে পরিত্যাগ না করেন, ততকাল আমি আপনার গৃহে গমন করিব না। আপনি নিত্য সন্ধ্যার সময় জাহ্নবীকে আমার সমক্ষে প্রণাম করেন, ইহাতে আপনার কি লজ্জা হয় না? অতএব আপনি এই লজ্জাকর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি আমার মতানুবর্ত্তী না হন, তবে কোনরূপেই আমি আপনার বাসভবনে গমন করিব না। হে বৃষভধ্বজ! আমার এই নির্ব্বন্ধ জানিয়া যাহা অভীষ্ট হয়, করুন। দেব বলিলেন,—হে সুরেশ্বরি! সৌখ্যবশতঃ আমি গঙ্গাকে ধারণ করি নাই, পৃথিবীপতি ভগীরথ তদীয় বংশো-দ্ধারের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি দিব্য সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—"দেব! গঙ্গা স্বর্গচ্যুত হইয়া যাহাতে পাতালে প্রবেশ না করেন, তজ্জন্য আপনি জাহ্ন-বীকে মস্তক দ্বারা ধারণ করুন।" আমিও তাঁহার প্রার্থনায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আকাশ হইতে ধরণীতলে পতিত গঙ্গাবেগ নিঃসন্দেহে ধারণ করিব। পরন্তু আমি যদি তখন গঙ্গাবেগ ধারণ না করিতাম, তবে এই গঙ্গা পাতালে চলিয়া যাইত। এবিষয়ে আমি এক উপাখ্যান কহিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর।৫১—৫৪ হে বরারোহে। এই গঙ্গা আমার মস্তক হইতে নির্গত হইয়া হিমাচল ভেদ করত দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ইহার যে অংশ পশ্চিমসাগরে গমন করিয়াছে, তাহার নাম সিন্ধু! হে পরমেশ্বরি! এই সিন্ধু নবশত নদীর সহিত মিলিত হইয়া সাগরে মিলিয়াছে। হে পার্ব্বতি! অপর অংশ নয়শত নদী সহ পূর্ব্বসাগরে মিলিত হইয়াছে, ইহার নাম—গঙ্গা। হে গিরিজে! এইরূপে অষ্টাদশশত নদী সাগরে মিশিয়াছে আর এই নদীনিবহেই সাগরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বাড়-বানল কর্ত্তৃক অহর্নিশ শোষ্যমাণ হইয়াও সাগর আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। মেঘগণ সাগরবারি গ্রহণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে বর্ষণ করে, সেই বারি-

শস্যং প্রজায়তে। শস্যেন জীবতে লোকঃ প্রভবন্তি মখাস্তথা। মখাংশেন সুরাঃ সর্ব্বে তৃপ্তিং যান্তি ততঃ পরম্॥ ৬০ ॥ এতস্মাৎকারণান্মূর্দ্ধ্নি দেবি গঙ্গাং দধাম্যহম্। ন স্নেহাৎকামতো নৈব জগদ্যেন প্রবর্ত্ততে॥ ৬১॥ অথবা সন্ত্যজাম্যেনাং যদি মূর্দ্ধ্নঃ কথঞ্চন। তদ্দূরং বেগতো ভিত্ত্বা পৃথ্বীং যাতি রসাতলম্॥ ৬২॥ ততঃ শোষং ব্রজেদাশু সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ। ঔর্ব্বেণ পীয়মানোঽত্র ততো বৃষ্টির্ন জায়তে। বৃষ্ট্যভাবাজ্জগন্নাশঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥ ৬৩॥ এবং গঙ্গাকৃতে প্রোক্তং ময়া তব সুরেশ্বরি। শৃণু সন্ধ্যাকৃতেঽন্যচ্চ যেন তাং প্রণমাম্যহম্॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পঞ্চপিণ্ডাগৌর্য্যুৎপত্তিবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৩০॥

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দেব উবাচ। এষা রাত্রিঃ সমাদিষ্টা দানবানাং সুরেশ্বরি। পিশাচানাঞ্চ ভূতানাং রাক্ষসানাং বিশেষতঃ॥ ১॥ যৎকিঞ্চিৎক্রিয়তে কর্ম্ম তত্র স্নানাদিকং শুভম্। তৎসর্ব্বং জায়তে তেষাং পুরা দত্তং স্বয়ম্ভুবা॥ ২॥ মর্য্যাদা তৈঃ সমং যেন দেবানাঞ্চ যদা কৃতা। অর্হাণাং যজ্ঞভাগস্য কাশ্যপানামথাগ্রজাম্॥ ৩॥ তদর্থং দশসাহস্রা দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ। কুন্তপ্রাসকরা ভানুং রুন্ধন্ত্যুদ্যতকার্ম্মুকাঃ॥ ৪॥ তমুদ্দিশ্য সহস্রাংশুং যজ্জলং পরিক্ষিপ্যতে। সাবিত্রেণ চ মন্ত্রেণ তেষাং তজ্জায়তে ফলম্॥ ৫॥ তে হতাস্তেন তোয়েন বজ্রতুল্যেন তৎক্ষণাৎ। প্রমুঞ্চন্তি সহস্রাংশুং নিত্যমেব সুরেশ্বরি॥ ৬॥ এতস্মাৎ কারণাত্তোয়মন্ত্ররূপং ক্ষিপাম্যহম্। সন্ধ্যাকালং সমুদ্দিশ্য ভানুং সন্ধ্যাং ন পার্ব্বতি॥ ৭॥ যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স্থিতঃ। উদয়াদ্রিং রবিং যাস্তং নিরুন্ধন্তি চ দারুণাঃ॥ ৮॥ তেঽপি সন্ধ্যাজলৈর্দেবি নিহতা ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ। ময়া চ তং বিমুঞ্চন্তি মূর্চ্ছিতা নিপতন্তি চ॥ ৯॥ এতস্মাৎ কারণাদ্দেবি সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি। অহং চান্যে চ বিপ্রা যে তে নমন্তি দিবাকরম্॥ ১০॥ তস্মাত্বং

বর্ষণেই শস্য সাধিত হয়, সেই শস্য দ্বারা প্রাণিগণ জীবনধারণ করে, প্রাণিগণ হইতেই যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। তারপর সেই যজ্ঞভাগ দ্বারা সুরগণ তৃপ্তিলাভ করেন। দেবি! এই জন্য আমি গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছি, কাম বা স্নেহবশতঃ নহে; আর আমার এইরূপ গঙ্গাধারণে জগতেরই রক্ষা হইয়া থাকে। অথবা আমি যদি জাহ্নবীকে মস্তক হইতে কোনরূপে পরিত্যাগ করি, তবে বেগভরে পৃথিবী ভেদ করিয়া জাহ্নবী দূরে রসাতলে চলিয়া যাইবে। বাড়াবহ্নি সাগর পান করিবে অতঃপর সরিৎপতি সাগর সদ্য শুষ্ক হইয়া যাইবে। আমি সত্যই বলিতেছি,—সাগরনীরের অভাবে বৃষ্টি হইবে না, আর বৃষ্টির অভাবে জগৎ বিনষ্ট হইবে। হে সুরেশ্বরি! এই ত তোমার নিকট গঙ্গাবিষয়ক কথা কহিলাম, সন্ধ্যাকে কেন নমস্কার করি, এক্ষণে তাহার কারণ শ্রবণ কর।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩০॥

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

দেব বলিলেন,—সুরেশি! দানব, পিশাচ, ভূত বিশেষতঃ রাক্ষসদিগের জন্য রাত্রি নির্দ্দিষ্ট। রাত্রিতে স্নানাদি যে কিছু শুভকর্ম্ম কৃত হয়, তাহা দানবদিগের অধিকৃত হইবে আর দিবসে যে সকল যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইবে, অগ্রজন্মা কশ্যপতনয় দেবগণ সেই সকল যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যখন দেব-দানবমধ্যে এইরূপ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন দশসহস্র উদ্যতকার্ম্মুক যুদ্ধদুর্ম্মদ দানব কুন্ত, প্রাস করে লইয়া দিবাকরকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। তখন আমি সহস্রকিরণ দিবাকরের উদ্দেশে সাবিত্রমন্ত্রে যে জল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জল দ্বারাই দানবগণের সমুচিত ফল হয়। সেই দানবগণ মদীয় নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য জল দ্বারা সদ্য বিনষ্ট হইয়া সহস্রকিরণকে পরিত্যাগ করে। হে সুরেশ্বরি! তদবধি দানবেরা নিত্যই এরূপ করিতেছে এজন্য আমিও তাহাদের উদ্দেশে নিত্য অনুরূপ জল নিক্ষেপ করিতেছি। পার্ব্বতি! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন, অপরেও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে; আমাকে আদর্শ করিয়া দ্বিজগণও এইরূপ করিতে থাকেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার উদ্দেশে সন্ধ্যা না করায় দারুণ দানবগণ উদয়াচলগত দিবাকরকে অবরোধ করে, তখন তাহারা আমার ও ব্রাহ্মণসত্তমগণের সন্ধ্যাজলে নিহত মূর্চ্ছিত ও পতিত হয় এবং দিবাকরকে পরিত্যাগ করে।

গৃহমাগচ্ছ ত্যক্তের্ষ্যাং পর্ব্বতাত্মজে। প্রশস্তাং ত্বাং পরিত্যজ্য নাস্তান্তি হৃদয়ে মম॥ ১১॥ দেব্যুবাচ।— নিষ্কামো বা সকামো বা সন্ধ্যাং স্ত্রীসংজ্ঞিতামিমাং। যত্ত্বং নমসি দেবেশ তন্মে দুঃখং প্রজায়তে॥ ১২॥ তস্মাদ্গঙ্গাপরিত্যাগং সন্ধ্যায়াশ্চ বিশেষতঃ। যাবন্ন কুরুষে দেব তাবত্তুষ্টির্ন মে ভবেৎ॥ ১৩॥ এবমুক্ত্বাথ সা দেবী বিশেষব্রতমাস্থিতা। অবমন্য মহাদেবং প্রার্থয়ানমপি স্বয়ম্॥ ১৪॥ ততঃ স চিন্তয়ামাস কিমেতৎকারণং স্থিতম্। বিরক্তাপি নমোৎকণ্ঠাং যেনৈষা প্রকরোতি ন॥ ১৫॥ ন চ সাম্না ব্রজেত্তুষ্টিং কথঞ্চিদপি পার্ব্বতী। মৃষের্ষ্যাং ধারিণী দেবী নৈতৎস্বল্পং হি কারণম্॥ ১৬॥ ততো মন্ত্রপ্রভাবং তং বিজ্ঞায় পরমেশ্বরঃ। ধ্যানং ধৃত্বা সুসূক্ষ্মেণ জ্ঞানেনাথ স্বয়ং তত॥ ১৭॥ তমেব মন্ত্রং মন্ত্রেণ ন্যাসেন চ বিশেষতঃ। সমাগারাধয়ামাস সম্পূজ্যাত্মানমাত্মনা॥ ১৮॥ যথা দেব্যাত্মভূতানি পৃথক্কৃত্বা চ পঞ্চ চ। পূজিতানি তথা দেবঃ সর্ব্বেষামন্তরে গতঃ॥ ১৯॥ তান্যেব পূজয়ামাস পৃথক্কৃত্বা সমাধিতঃ। নিয়োজ্য চ পুনর্ব্বাহ্যে ততঃ পূজাং সমাচরৎ॥ ২০॥ তস্মান্নাস্তি পরঃ কশ্চিৎ পূজ্যপূজ্যঃ স এব চ। ঐশ্বর্য্যাৎসর্ব্বদেবানামীশানস্তেন নির্ম্মিতঃ॥ ২১॥ এবং যাবৎস ঈশানঃ সমারাধয়তি প্রভুঃ। তাবদ্দেবী সমায়াতা মন্ত্রাকৃষ্টা চ যত্র সঃ॥ ২২॥ ততঃ প্রোবাচ তং দেবং প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ। জ্ঞাতং ময়া বিভো সর্ব্বং ন মাং ত্যজ তব প্রিয়াম্॥ ২২॥ তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছাবো যত্র ত্বং বাঞ্ছসি প্রভো ক্ষম্যতাং দেব মে সর্ব্বং ন কৃতং যদ্বচস্তব॥ ২৪॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবস্তামালিঙ্গ্য শুচিস্মিতাম্। ইদমুচে বিহস্যোচ্চৈর্মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ২৫॥ যৈষা ত্বয়াত্মভূতোত্থা নির্ম্মিতা পরমা তনুঃ। এতাং যা কামিনী কাঞ্চিৎপূজয়িষ্যতি ভক্তিতঃ। অনেনৈব বিধানেন তস্যা ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ ২৬॥ তৃতীয়ায়াং বিশেষেণ যাবৎসংবৎসরং শুভে। সা লভিষ্যতি সৎকান্তং পুত্রদং সর্ব্বকামদম্॥ ২৭॥ তথৈতাং মামকীং মূর্ত্তি-

হে দেবি! এই কারণেই আমি উভয় সন্ধ্যায় ভানুকে প্রণাম করি এবং বিপ্রগণও করিয়া থাকেন। অতএব পার্ব্বতি! তুমি ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আগমন কর, তুমিই আমার একমাত্র প্রশস্ত পত্নী, অন্য কোন নারীই আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। দেবি! বলিলেন,—দেবেশ! সন্ধ্যা স্ত্রীজাতি, সকামেই হউক আর নিষ্কামেই হউক, আপনি যে সন্ধ্যাকে নমস্কার করেন, ইহাতে আমার দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব হে দেব! আপনি যতদিন গঙ্গা বিশেষতঃ সন্ধ্যাকে ত্যাগ না করেন, ততদিন আমার সন্তুষ্টি নাই। দেবী এইরূপ বলিয়া স্বয়ং প্রার্থী মহাদেবকে অবজ্ঞা করত আরও দৃঢ়তর ব্রত অবিলম্বন করিলেন। তখন মহাদেব ভাবিলেন,—ইহার কারণ কি? দেবী আমার প্রতি বিরক্তাও নহেন, অথচ কোন্ প্রভাবে আমার উৎকণ্ঠা বৰ্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইতেছেন? পার্ব্বতী সামবাক্যে কোনরূপেই তুষ্ট হইতেছেন না, বৃথা ঈর্ষ্যাই হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন; অতএব ঈর্ষ্যার কারণ নিতান্ত অল্প নহে। অনন্তর পরমেশ্বর সুসূক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা পার্ব্বতীর মন্ত্রপ্রভাব বিদিত হইয়া স্বয়ং ধ্যান ধারণ, বিশেষতঃ মন্ত্রদ্বারা সেই পার্ব্বতীমন্ত্রন্যাস ও আত্মা দ্বারা আত্মার পূজা করিয়া সম্যক্ তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবী যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চমহাভূতকে আত্মভূত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন, সর্ব্বভূতগত দেবদেবও তদ্রূপ করিয়া পূজা করিলেন। সমাধি দ্বারা পুনরায় সেই পঞ্চমহাভূতকে বাহিরে পৃথক্ পৃথক্ করিয়াও পূজা করিলেন।১—২০। তিনি পূজ্যগণের পূজ্য, তাঁহা হইতে আর কেহ পূজ্য নাই; তিনি ঐশ্বর্য্যে সুরগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এজন্য তাঁহার নাম ঈশান হইয়াছে। বিভু ঈশান যেমন এইরূপে আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীও অমনি মন্ত্রাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে সমাগতা। অনন্তর তিনি দেবেশকে প্রণতি করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—বিভো! আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি, আমি আপনার প্রিয়া। আমাকে ত্যাগ করিবেন না। অতএব হে প্রভো! আসুন, আপনার অভীষ্টস্থানে গমন করি। দেব! আমি আপনার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। অনন্তর দেবদেব তুষ্ট হইয়া শুচিস্মিতা দেবীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চ হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন;—তোমার আত্মা হইতে এই যে পরম মূর্ত্তি উদ্ভূতা হইয়াছেন, তুমি যেরূপে ইঁহার পূজা করিয়াছ, যে নারী এইরূপ বিধানে ভক্তিপূর্ব্বক ইঁহার পূজা করিবে, তাহার উত্তম পতিলাভ হইবে। বিশেষতঃ হে শুভে! যে নারী সম্বৎসর প্রতি তৃতীয়ায় ইহার পূজা করিবে, সে পুত্রপ্রদ এবম্ কি

মীশানাখ্যাং চ যে নরাঃ। তেষাং তুষ্টাপি যা কান্তা সৌম্যা চৈব ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ যে পুনঃ কন্যকা-প্রেতোঃ পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিত। যাং কন্যাং মনসি স্থাপ্য তাং লভিষ্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥ নিষ্কামা-শ্চাপি যে মর্ত্ত্যাঃ পূজয়িষ্যন্তি সর্ব্বদ। তে যাস্যন্তি পরাং সিদ্ধিং জরামরণবর্জ্জিতাম্ ॥ ৩০ ॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবো বৃষমারোপ্য তাং প্রিয়াম্। স্বয়মারুহ্য পশ্চাচ্চ কৈলাসং পর্ব্বতং গতঃ ॥ ৩১ ॥ নারদ উবাচ। তস্মাত্তব সুতেয়ং যা তামারাধয়তু দ্রুতম্। পঞ্চপিণ্ডময়াং গৌরীং যাবৎসম্বৎসরং শুভাম্ ॥ ৩২ ॥ তৃতীয়ায়াং বিশেষেণ ততঃ প্রাপ্স্যতি সৎপতিম্। মুখপ্রেক্ষমতিপ্রীতং রূপাদিভির্গুণৈ-র্যুতম্ ॥ ৩৩ ॥ শাণ্ডিল্যুবাচ। এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো নারদঃ প্রযযৌ ততঃ। তীর্থযাত্রাং প্রতি প্রীত্যা মম মাত্রা বিসর্জ্জিতঃ ॥ ২৪ ॥ ময়াপি চ তদাদেশাৎ কৌমার্য্যোঽপি চ সংস্থয়া। পূজয়া বৎসরংযাবৎপূজিতা পতিকাময়া ॥ ৩৫ ॥ তৃতীয়ায়াং বিশেষেণ মার্গমাসা-দিতঃ শুভে। নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দানৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৩৬ ॥ তৎপ্রভাবাদয়ং প্রাপ্তো জৈমিনির্নাম সত্তমঃ। কাত্যায়নি যথা দৃষ্টস্ত্বয়া কিং কীর্ত্তিতৈঃ পরৈঃ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণি পূজয়ৈনাং সমাহিতা। সম্প্রা-প্স্যসি সুসৌভাগ্যং মৈত্রেয্যা সদৃশং শুভে ॥ ৩৮ ॥ ত্বয়া ন পূজিতা চেয়ং কৌমার্য্যে বর্ত্তমানয়া। যাবৎ সংবৎসরং গৌরী তৃতীয়ায়াং ন চাধিকম্ ॥ ৩৯ ॥ সাপত্ন্যং তেন সঞ্জাতং সৌভাগ্যেঽপি নিরর্গলে। যথোক্তবিধিনা দেবী সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৪০ ॥ সূত উবাচ। শ্রুত্বা কাত্যায়নী সর্ব্বং শাণ্ডিল্যা যৎপ্রকীর্ত্তিতম্। ততঃ প্রণম্য তাং দৃষ্ট্বা স্বমেব ভবনং যযৌ ॥ ৪১ ॥ মার্গশীর্ষেঽথ সম্প্রাপ্তে তৃতীয়াদিবসে সিতে। তাং দেবীং পূজয়া-মাস বর্ষং যাবৎ কৃতক্ষণা ॥ ৪২ ॥ গৌরিণী-র্ভোজয়ামাস মৃষ্টান্নৈর্ভোজনৈ রসৈঃ। তৈলক্ষার-পরিত্যক্তৈর্গন্ধৈঃ কুঙ্কুমপূর্ব্বকৈঃ ॥ ৪৩ ॥ ততস্তু বৎসরে পূর্ণে যাজ্ঞবল্ক্যস্তদন্তিকম্। গত্বা প্রোবাচ কিং কষ্টং ত্বং করোষি শুচিস্মিতে ॥ ৪৪ ॥ ময়া কাম্যেন রক্তেন কামদেন সদৈব তু। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছাব স্বমেব ভবনং শুভে ॥ ৪৫ ॥ এবমুক্ত্বা তু

সর্ব্বকামদ পতি প্রাপ্ত হইবে। কেবল ইহাই নহে, যে সকল মানব আমার এই ঈশানমূর্ত্তির পূজা করিবে, তাহাদের তুষ্টা পত্নীরা অভীষ্টা হইবে। আর কন্যালাভার্থী মানব মনে মনে যে কন্যাকে চিন্তা করিয়া আমার ঈশানমূর্ত্তির পূজা করিবে, নিঃসংশয় তাহারা অভীষ্ট কন্যা লাভ হইবে। যে সকল নিষ্কাম মানব সর্ব্বদা ঈশানমূর্ত্তির পূজা করিবে, তাহারা জরামরণবর্জ্জিত উত্তম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। মহাদেব এইরূপ কহিয়া প্রিয়া পার্ব্বতীকে বৃষে আরোপিত করিলেন এবং পরে স্বয়ং আরোহণ করিয়া কৈলাস শৈলে চলিয়া গেলেন। নারদ কহি-লেন,—আপনার এই কন্যাও সত্বর সেই শুভদা-য়িনী পঞ্চপিণ্ডময়ী গৌরীর সংবৎসরকাল আরাধনা করুক, বিশেষতঃ তৃতীয়ায় গৌরীর আরাধনা করিলে আপনার কন্যা মুখপ্রেক্ষ রূপাদি গুণযুক্ত প্রীতিমান্ সৎপতি লাভ করিবে। শাণ্ডিলী বলি-লেন,—প্রীতমনা মুনিবর নারদ এইরূপ কহিয়া মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করত তীর্থযাত্রার্থ চলিয়া গেলেন, আমি তাঁহার আদেশে কৌমারব্রত ধারণপূর্ব্বক পতিকামনায় সংবৎসর যাবৎ সেই গৌরীমূর্ত্তির পূজা করিলাম। বিশেষতঃ হে শুভে! আমি মার্গশীর্ষমাসের তৃতীয়াতে বিবিধ নৈবেদ্য, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া নানারূপ দান করিলাম। অতঃপর আমি তাঁহারই প্রভাবে এই দ্বিজোত্তম জৈমিনিকে পতি পাইয়াছি। কাত্যায়নি! ইহাঁর গুণ ত তুমি সকলই দেখিয়াছ, তাঁহার আর কি কীর্ত্তন করিব? অতএব হে কল্যাণি! তুমিও সমাহিতা হইয়া গৌরী-মূর্ত্তির পূজা কর, হে শুভে! তুমিও মৈত্রেয়ীর ন্যায় সুখ-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ২১—৩৮। তুমি কৌমারকালে সংবৎসর বিশেষতঃ তৃতীয়ায় যথা-বিধানে গৌরীমূর্ত্তির পূজা কর নাই, তজ্জন্য তোমার অবিচ্ছিন্ন সুখে সপত্নীদুঃখ ঘটিয়াছে, ইহা আমি সত্যই কহিলাম। সূত কহিলেন,—কাত্যায়নী শাণ্ডিলী কথিত এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর কাত্যা-য়নী অগ্রহায়ণ মাস আসিলে শুক্লতৃতীয়ায় আরম্ভ করিয়া সংবৎসর যাবৎ গৌরীর পূজা করিলেন; তৈল ও ক্ষারবর্জ্জিত উপাদেয় ষড়্রসযুক্ত অন্ন দ্বারা অষ্টবর্ষীয়া কন্যাগণকে ভোজন করাইলেন এবং কুঙ্কুমাদি বিবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাহাদের প্রীতি সাধন করিলেন। অনন্তর এইরূপে বৎসর পূর্ণ হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন; বলিলেন,—শুচিস্মিতে! তুমি এ কি কার্য্য করিতেছ? আমি তোমার সতত অনুরক্ত

চ্চাং হৃষ্টাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে। জগাম ভবনং পশ্চাৎ পুলকাঞ্চিতগাত্রজাম্॥ ৪৬॥ ততঃ পরং তয়া সার্দ্ধং বর্ত্ততে হর্ষিতাননঃ। মৈত্রেয্যা সহিতো যদ্বদ্বিশেষেণ সর্ব্বদা॥ ৪৭॥ ততঃ সঞ্জনয়ামাস তস্যাং পুত্রং গুণান্বিতম্। কাত্যায়নাভিধানং চ যজ্ঞবিদ্যাবিচক্ষণম্॥ ৪৮॥ পুত্রো বররুচির্যস্য বভূব গুণসাগরঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃত্যেষু বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ৪৯॥ স্থাপিতোঽত্র শুভে ক্ষেত্রে যেন বিদ্যার্থিনাং কৃতে। সমারাধ্য বিশেষেণ চতুর্থ্যাং শুক্রবাসরে॥ ৫০॥ মহাগণপতির্ভক্ত্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়কঃ। যস্তস্য পুরতো বিপ্রাঃ শান্তিপাঠবিধানতঃ॥ ৫১॥ গৃহ্ণাতি পুষ্পমালাং যঃ পঠেচ্ছক্ত্যা দ্বিজোত্তমাঃ। বেদান্তকৃৎ স বিপ্রঃ স্যাৎ সদা জন্মনিজন্মনি॥ ৫২॥ অশক্ত্যা চাথ পাঠস্য যো গৃহ্ণাতি ধনেন চ। স বিশেষাত্তবেদ্বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ৫৩॥ বিদুষাং স গৃহে জন্ম যাজ্ঞিকানাং সদা লভেৎ। ন কদাচিত্তু মূর্খাণাং নিন্দিতানাং কথঞ্চন॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বররুচিস্থাপিতগণপতিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩১॥

কান্ত ও কামদ; অতএব হে শুভে! চল সত্বর গৃহে গমন করি। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়া হৃষ্ট পুলকাঞ্চিততনু কাত্যায়নীর দক্ষিণ কর ধারণ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন এবং তদবধি প্রসন্নবদন হইয়া পত্নী কাত্যায়নীর সহিত কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর সহিত যেরূপ প্রণয়-ব্যবহার করিতেন, কাত্যায়নীর সহিত সতত ততোধিক করিতে লাগিলেন। তারপর কাত্যায়নীতে সর্ব্বগুণান্বিত যজ্ঞবিদ্যাবিচক্ষণ কাত্যায়ন নামক এক পুত্র জন্মাইলেন। কাত্যায়নের তনয় গুণসাগর বররুচি, বররুচি সকল কার্য্যে সর্ব্বজ্ঞ ও বেদবেদাঙ্গপারগ। ইনি শুক্রচতুর্থীতে এই শুভাবহ ক্ষেত্রে ভক্তিভরে আরাধনা করিয়া বিদ্যার্থীদিগের সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়ক মহাগণপতি প্রতিষ্ঠা করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে দ্বিজ এই মহাগণপতির পুরোভাগে শান্তিপাঠবিধানে পুষ্পমাল্য হস্তে করিয়া যথাশক্তি অধ্যয়ন করেন, জন্মে জন্মে তিনি বেদান্তপ্রণেতা হন; আর অধ্যয়নে অপারগ ব্যক্তিও যদি ধনবিনিময়ে বিদ্যাগ্রহণ করেন, তিনিও জন্মে জন্মে বেদবেদাঙ্গপারগ শ্রেষ্ঠ বিপ্র হন; যাজ্ঞিক বিদ্বান্ দ্বিজের গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। কদাচ নিন্দিত মূর্খের গৃহে তাঁহাকে জন্ম লইতে হয় না। ৩৯—৫৪।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩১॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। ত্বয়া সূতজ তত্রস্থং যাজ্ঞবল্ক্যস্য কীর্ত্তিতম্। তীর্থং বররুচেস্তস্য বৈনায়ক্যং প্রবিদ্যতে॥ ১॥ কাত্যায়নস্য ন প্রোক্তং কিঞ্চিত্ত্বয় মহামতে। কিং বা তেন কৃতং নৈব কিং বা তে বিস্মৃতিং গতম্॥ ২॥ তস্মাদাচক্ষ্ব নঃ শীঘ্রং যদি কিঞ্চিন্মহাত্মনা। ক্ষেত্রেঽত্র নির্ম্মিতং তীর্থং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ ৩॥ সূত উবাচ। তেন বাস্তপদং নাম তত্র তীর্থং বিনির্ম্মিতম্। কাত্যায়নেন বিপ্রেণ সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্॥ ৪॥ চত্বারিংশৎ দ্বিভির্যুক্তা দেবতা যত্র পঞ্চ চ। পূজ্যন্তে পূজিতাশ্চাপি সিদ্ধিং যচ্ছন্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৫॥ ঋষয় উচুঃ। কস্মাত্তা দেবতাঃ সূত পূজ্যন্তে তত্রসংস্থিতাঃ। নামতশ্চ বিভাগেন কীর্ত্তয়স্ব পৃথক্ পৃথক্॥ ৬॥ সূত উবাচ। পূর্ব্বং কিঞ্চিন্মহদ্ভূতং নির্গতং ধরণীতলাৎ। অপূর্ব্বং রৌদ্রমত্যুগ্রং কৃষ্ণদন্তং ভয়ানকম্॥ ৭॥ শঙ্কুকর্ণং

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূতনন্দন! তুমি তত্রত্য যাজ্ঞবল্ক্যের তীর্থবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ, বলিয়াছ,—তথায় বররুচির বিনায়ক তীর্থ বিদ্যমান। হে মহামতে! কাত্যায়নের ত কিছুই কহিলে না। তিনি কি করিয়াছিলেন না করিয়াছিলেন, অথচ কাত্যায়নই এই ক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিদ তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? অতএব তোমার যদি সেই মহাত্মার মাহাত্ম্য কিছু জানা থাকে, সত্বর আমাদের নিকট বল। সূত কহিলেন,—দ্বিজ কাত্যায়ন এখানে মানবগণের সর্ব্বকামদ বাস্তপদ নামক তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এতীর্থে দ্বিপঞ্চাশৎ পূজ্য দেবতা বিদ্যমান। তাঁহারা পূজিত হইলে সদ্য সিদ্ধি প্রদান করেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন,— হে সূত! কি জন্য সেই দেবগণ এখানে অধিষ্ঠিত হন, ঐ দেবগণের পৃথক্ পৃথক নাম কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,— পূর্ব্বে ধরণীতল হইতে এক অত্যদ্ভুত অত্যুগ্র

কৃশাস্তঞ্চ ঊর্দ্ধকেশং ভয়ানকম্। দেবানাং নাশনার্থায় মানুষাণাং বিশেষতঃ॥ ৮॥ আকৃষ্টং দানবেন্দ্রেণ মন্ত্রৈঃ শুক্রপ্রদর্শিতৈঃ। অবধ্যং সর্ব্বশস্ত্রাণামস্ত্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৯॥ অথ দেবাঃ সমালোক্য তত্তাদৃক্সুভয়াবহম্। জঘ্নুঃ শস্ত্রৈঃ শিতৈশ্চিত্রৈঃ কোপেন মহতান্বিতাঃ॥ ১০॥ নৈব শেকুস্তদঙ্গেষু প্রহর্ত্তুং যত্নমাস্থিতাঃ। ভক্ষ্যান্তে কেবলং তেন শতশোহথ সহস্রশঃ॥ ১১॥ অথ তে যত্নমাস্থায় সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা তদ্ভুতমভিদুদ্রুবুঃ॥ ১২॥ ততঃ সংগৃহ্য যত্নেন সর্ব্বগাত্রেষু সর্ব্বতঃ। তচ্চ পঞ্চগুণৈর্দেবৈঃ পাতিতং ধরণীতলে। ১৩॥ উপবিষ্টাস্ততস্তস্য সর্ব্বে ভূত্বা সমন্ততঃ। প্রহারান্ সম্প্রযচ্ছন্তি ন লগন্তি চ তস্য তে॥ ১৪ আথর্ব্বণেন সূক্তেন জাতং চামৃতবিন্দুনা। তদ্ভূতং প্রেষিতং দৈত্যৈর্মুণ্ডেন চ তদন্তিকম্॥ ১৫॥ এবং বর্ষসহস্রাস্তং তত্তথৈব ব্যবস্থিতম্। ন মুঞ্চন্তি ভয়াত্তে তু ন হন্তং শক্নুবন্তি চ॥ ১৬॥ তস্তোদরে স্থিতো ব্রহ্মা শক্রাদ্যা অমরাশ্চ যে। চতুর্দ্দিক্ষু স্থিতাঃ রুদ্রা মহদ্যত্নেন সংস্থিতাঃ। ততস্তে দানবাঃ সর্ব্বে মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্॥ ১৭॥ অস্য ভূতস্য রৌদ্রস্য শুক্রসৃষ্টস্য তৎক্ষণাৎ। এক এবাত্র নির্দ্দিষ্ট উপায়ো দেবসংক্ষয়ঃ॥ ১৮॥ ততঃ শস্ত্রাণি তীক্ষ্ণানি দানবাস্তে মহাবলাঃ। মুঞ্চন্তো বিবিধান্নাদান্ সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ॥ ১৯॥ এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরাগতস্তত্র তৎক্ষণাৎ। আহ ভূতং তদা বিষ্ণুর্বচসা হ্লাদয়ন্নিব॥ ২০॥ যো যস্মিন্ সংস্থিতো গাত্রে দেবস্তব সমুদ্ভবে। তত্র পূজাং সমাদায় তস্মাত্বাং তর্পয়িষ্যতি॥ ২১॥ নৈবংবিধা তু লোকেহস্মিন্ পূজা দেবস্য সংস্থিতা। কস্যচিদ্ যাদৃশী তেহদ্য ময়া সম্প্রতিপাদিতা॥ ২২॥ ততস্তেন প্রতিজ্ঞাতমবিকল্পেন চেতসা। এবং তেহহং করিষ্যামি পরং মে বচনং শৃণু॥ ২৩॥ যদি কশ্চিন্ন মে পূজাং করিষ্যতি কদাচন। কথঞ্চিন্মানবঃ কশ্চিৎ স মে ভক্ষ্যো ভবিষ্যতি॥ ২৪॥ সূত

রৌদ্রমূর্ত্তি দানব প্রাদুর্ভূত হয়, এইরূপ ভীষণমূর্ত্তি দানব পূর্ব্বে কেহ কখনও দর্শন করে নাই। সেই দানবের দন্ত কৃষ্ণবর্ণ, কর্ণ শঙ্কুর স্থায়, মুখ কৃশ ও কেশ উদ্গত। সেই ভয়ানক দানব সুরগণের বিশেষতঃ মানবদিগের বধার্থ উদ্যত হইয়া শুক্রোপদিষ্ট মন্ত্রবলে অখিল লোক আকৃষ্ট করিল। সেই দানব সর্ব্ব শস্ত্রাস্ত্রের অবধ্য ছিল। অনন্তর দেবগণ তাদৃশ ভয়াবহ দানবকে অবলোকন করিয়া মহাকোপভরে বিচিত্র শাণিত শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বহুযত্ন নিক্ষিপ্ত শস্ত্রে তাহার দেহ বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। সে নিরন্তর শত শত সহস্র সহস্র দেবতাকেই ভক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর সবাসব দেবগণ সেই দানবের বধার্থ অধিকতর যত্ন করিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করত সেই মহাভূতের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে সকলদিক্ হইতেই তাহার সমস্ত দেহে শস্ত্র বর্ষণ করিলেন। তাঁহাদের বাণবর্ষণে দানবদেহ ধরণীতলে পতিত হইল, সুরগণ তখন তাহার দেহের উপর অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধরূপ প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই মহাপ্রাণী আথর্ব্বণ ও মুণ্ড সূক্তমন্ত্রে ও অমৃত বারি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া দেবগণ সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল; এজন্য সুরগণের প্রহার তাহার দেহ স্পর্শ করিল না। দেবগণ এইরূপে সহস্র বৎসর দানববধার্থ উদ্যম করিলেন, কিন্তু তাহাকে বধ করিতে পারিলেন না, পরন্তু ভয়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেও পারিলেন না। তখন ব্রহ্মা দানবের উদর এবং শক্রাদি অন্যান্য রোষাবিষ্ট সুরগণ যত্ন সহকারে তাহার চারিদিক্ চাপিয়া অবস্থান করিলেন। তখন দানবেরাও পরস্পর মন্ত্রণা করিল,—শুক্রনির্ম্মিত এই ভীষণ মহাভূতই দেবগণের ক্ষয়ের একমাত্র উপায়স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।১—৮। অনন্তর সেই মহাবল সহস্র সহস্র দানব তীক্ষ্ণ শস্ত্রনিচয় গ্রহণপূর্ব্বক ভীমনাদে দেবগণের সম্মুখীন হইল। ইত্যবসরে বিষ্ণু তথায় আগমনপূর্ব্বক মৃদু বাক্যে দানবকে যেন আহ্লাদিত করিয়াই বলিলেন;—দেবগণ তদীয় দেহের যে স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন, তথায় পূজা প্রাপ্ত হইয়া তোমার তৃপ্তি সাধন করিবেন। ইহলোকে তোমার স্থায় এইরূপ দেবপূজা কেহই প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমি আজ সেই অনন্যদুর্লভ পূজা তোমার জন্য বিহিত করিলাম। অনন্তর দানব নির্বিকল্পচিত্তে বিষ্ণুর বাক্যে অঙ্গীকার করিল এবং বলিল,—আমি আপনার এই আদেশ অবশ্যই পালন করিব, পরন্তু আমার বাক্য শ্রবণ করুন। দেবই কি, আর মানুষই বা কি, যদি কেহ কখনও আমার পূজা না করে, তবে সে

উবাচ। বাঢ়মিত্যেব চ প্রোক্তে ততো দেবেন চক্রিণা। তদ্ভূতং নিশ্চলং জাতং হর্ষেণ মহতান্বিতম্ ॥ ২৫ ॥ ততো দেবাঃ সমুত্থায় তত্যজুর্বৈ শস্ত্রপাণয়ঃ। জঘ্নুশ্চ নিশিতৈঃ শস্ত্রৈঃ পলায়নসমুৎসুকান্। লজ্জাহীন্ গতামর্ষান দীন-বাক্যপ্রজল্পকান্ ॥ ২৬ ॥ ততঃ স্বস্থঃ স ভূত্বা তু হরির্দৈত্যৈর্নিপাতিতৈঃ। প্রোবাচ পদ্মজং নাম ভূতস্যাস্য কুরুষ ভোঃ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অনেন তব বাক্যস্য প্রোক্তং বাক্যং হরে যতঃ। বাস্বেত-দিতি যস্মাচ্চ তস্মাদ্বাস্তু ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ এবমুক্তা হৃষীকেশ আহূয় বিশ্বকর্ম্মণে। বিধানং কথয়ামাস পূজার্থং বিস্তরান্বিতম্ ॥ ২৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যসুতঃ সুধীঃ। বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় প্রথমং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে মমাশ্রমপদং কুরু। অনেনৈব বিধানেন প্রোক্তেন তু মহামতে ৩১ ॥ ততোঽহং সকলং বুদ্ধা বৃদ্ধিং নেষ্যামি ভূতলে। বালাববোধনার্থায় তস্মাদাগচ্ছ সত্বরম্ ॥ ৩২ ॥ ততঃ সম্প্রেষয়ামাস তং ব্রহ্মাপি তদন্তিকম্। বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় স্বসুতস্য হিতে স্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥ বিশ্বকর্ম্মাপি তত্রেত্য বাস্তুপূজাং যথোদিতাম্। চকার ব্রহ্মণা প্রোক্তাং যাদৃশীং সকলাং ততঃ ॥ ৩৪ ॥ কাত্যায়নোঽপি তাং সর্ব্বাং দৃষ্ট্বা চক্রে সহস্রশঃ। তদা বিশ্বহিতার্থায় শালা-কর্ম্মাদিপূর্ব্বিকাম্ ॥ ৩৫ ॥ এবং বাস্তুপদং জাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ। অস্মিন্ ক্ষেত্রে নরঃ পাপাৎ স্পৃষ্টো মুচ্যেত কর্ম্মণা ॥ ৩৬ ॥ তথা ন প্রাপ্নুয়াদ্দোষং গৃহজাতং কথঞ্চন। শিল্পোত্থং কূপদোষঞ্চ কুবাস্তুজমথাপি চ ॥ ৩৭ ॥ বৈশা-খস্য তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং রোহিণীষু চ। তৎ-পদং নিহিতং তত্র বাস্তোস্তেন মহাত্মনা ॥ ৩৮ ॥ তস্মিন্নপি চ যঃ পূজাং তেনৈব বিধিনা নরঃ। তস্য যঃ কুরুতে সম্যক্ স ভূপত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥ গৃহং দোষান্বিতং প্রাপ্য শিল্পাদিভিরুপক্রতম্। তস্যোপসঙ্গমং প্রাপ্য সমৃদ্ধিং যাতি তদ্দিনে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বাস্তুপদোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

আমার ভক্ষ্য হইবে। সূত কহিলেন,—অনন্তর চক্রী দানবের বাক্যে অঙ্গীকার করিলে সেই মহাভূত হর্ষান্বিত হইয়া নিশ্চল হইল, অতঃপর শস্ত্রপাণি সুরগণ সত্বর তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। তখন অমর্ষপরায়ণ লজ্জাহীন অন্যান্য অসুরগণ দীন বাক্য বলিতে বলিতে পলায়নে উদ্যত হইলে সুরগণ শাণিত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এদিকে বিষ্ণুবাক্যে দানবপতি নিশ্চল হইয়াছিল, দৈত্যগণ একে একে সকলেই নিপাতিত হইল। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাকে কহিলেন,—আপনি এই মহাভূতের বিহিত উপায় করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে হরে! এই দানব আপনার আদেশের অনুবর্ত্তী, "বা অস্তু" অর্থাৎ "থাক" বলিয়া আপনি ইহাকে নিশ্চল করিয়াছেন, অতএব এই দানব "বাস্তু" বলিয়া বিদিত হইবে। ব্রহ্মা হৃষীকেশকে এইরূপ কহিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিস্তাররূপে বাস্তুপূজার বিধান বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! ইত্যবসরে যাজ্ঞবল্ক্যতনয় সুধী কাত্যায়ন বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হাটকেশ্বরজ ক্ষেত্রে আমার জন্য একটী আশ্রমপদ নির্ম্মাণ কর। হে মহামতে! ব্রহ্মা প্রথমে তোমার নিকট যেরূপ বাস্তুবিধান বলিয়াছেন, সেইরূপ বিধানেই আমার আশ্রম নির্ম্মাণ করিবে। তোমা দ্বারা আশ্রম নির্ম্মিত হইলে তারপর আমিও সকল বুঝিয়া-শুঝিয়া বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ বুদ্ধি নিয়োগ করিব। অনন্তর পুত্রহিতার্থী ব্রহ্মা! বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বানপূর্ব্বক কাত্যায়নসমীপে প্রেরণ করিলেন, বিশ্বকর্ম্মাও ব্রহ্মার নিকট যেরূপ বাস্তুবিধান শুনিয়াছিলেন, তদ্রূপ করিলেন। তখন কাত্যায়নও সেই বাস্তু বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিশ্বহিতার্থ শালা-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে হাটকেশ্বরজক্ষেত্রে বাস্তুপদের সৃষ্টি হইল। মানব এই ক্ষেত্রস্পর্শে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। শিল্পসম্ভব কিংবা বস্তুত্থিত গৃহাদিজাত দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না। রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত বৈশাখ শুক্ল-তৃতীয়ায় মহামনা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বাস্তুপদ নিহিত হইয়াছিল। যে নর ঐদিনে বিধিপূর্ব্বক বাস্তু পূজা করে, তাহার ভূপাতপদপ্রাপ্তি ঘটে। মানব শিল্পাদি-উপদ্রবযুক্ত দোষান্বিত গৃহলাভ করিলে সেই দিনেই তাহার সে দোষের উপশম হয় এবং সে সমৃদ্ধি লাভ করে। ১৯—৪০।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যাপি চ তত্রাস্তি দেবতা দ্বিজসত্তমাঃ। অজাগৃহেতি বিখ্যাতা সর্ব্বরোগ-ক্ষয়াবহা॥ ১॥ অজাপালো যদা রাজা সর্ব্বলোক-হিতে রতঃ। অজারূপাঃ প্রয়াস্তি স্ম ব্যাধয়ঃ সকলা দ্বিজাঃ। তদা রাত্রৌ সমানীয় তস্মিন্ স্থানে দধাতি সঃ॥ ২॥ ততস্তদাশ্রয়াৎ স্থানমজাগৃহমিতি স্মৃতম্। সর্ব্বৈর্জ্জনৈর্ধরাপৃষ্ঠে দর্শনাদ্ব্যাধিনাশনম্॥ ৩॥ তত্রৈশ্বর্য্যমভূৎ পূর্ব্বং যত্তদ্‌ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রোতব্যং সুসমাহিতৈঃ॥৪॥ তত্রাগতো দ্বিজঃ কশ্চিৎ ক্ষেত্রে তাপসরূপধৃক্। তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গেন রাত্রৌ প্রাপ্তঃ শ্রমান্বিতঃ॥ ৫॥ অজাবৃন্দ মথালোক্য নিবিষ্টং সুসুখান্বিতম্। রোমন্থকর্ম্ম-সংযুক্তং বিশ্বস্তমকুতোভয়ম্॥ ৬॥ স জ্ঞাত্বা মানুষেণাত্র ভবিতব্যমসংশয়ম্। ন শূন্যাঃ পশবো রাত্রৌ স্বাস্যন্তি বিজনে বনে॥ ৭॥ ততঃ ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য দিবং যাবন্ন সন্দদ্রে। কশ্চিদ্বাচং প্রসুপ্তশ্চ তাবত্তত্রৈব চিন্তয়ন্॥ ৮॥ অবশ্যং মানুষেণাত্র পশূনাং রক্ষণায় চ। আগন্তব্যং কুতোঽপ্যত্র তস্মাত্তিষ্ঠামি নির্ভয়ঃ॥ ৯॥ এবং তস্য প্রসুপ্তস্য গতা সা রজনী ততঃ। তড়িৎবর্ত্তিতবত্তস্য সুশ্রান্তস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১০॥ অথ যাবৎপ্রভাতে স প্রপশ্যতি নিজাং তনুম্। তাবৎকুষ্ঠাদিভী রোগৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতাম্॥ ১১॥ অশক্তশ্চলিতুং স্থানা-দপি চৈকং পদং ক্বচিৎ। তেজোহীনোঽপি রৌদ্রেণ চিন্তয়ামাস বৈ ততঃ॥ ১২॥ কিমিদং কারণং যেন মমৈষা সংস্থিতা তনুঃ। অকস্মাদেব রোগাঢ্যং চলিতুং নৈব চ ক্ষমঃ॥ ১৩॥ এবং চিন্তয়মানস্য তস্য বিপ্রস্য তৎক্ষণাৎ। দ্বাদশার্কপ্রতীকাশঃ পুরুষঃ সমুপাগতঃ॥ ১৪॥ তং যূথং কালয়ামাস ততঃ সংজ্ঞাভিরাহ্বয়ন্ পৃথক্কেন সমাদায় যষ্টিং সব্যেন পাণিনা॥ ১৫॥ অথাপশ্যৎ স তং বিপ্রং ব্যাধিভিঃ সর্ব্বতো বৃতম্। অশক্তঃ চলিতুং ক্বাপি ততঃ প্রোবাচ সাদরম্॥ ১৬॥ কস্ত্বমেবংবিধঃ প্রাপ্তঃ স্থানে চাত্র দ্বিজোত্তম। নাস্তি রাজ্যে মম ব্যাধিঃ কস্য-

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন—হে দ্বিজসত্তমগণ! এখানে ঐরূপ আর একটী দেবতা বিদ্যমান, নাম—অজা-গৃহা। এই বিখ্যাত অজাগৃহা সর্ব্বরোগহরা। যে সময় সর্ব্বলোকের হিতরত অজাপাল রাজা হইয়া-ছিলেন, হে দ্বিজগণ! তখন নিখিল ব্যাধি অজা-রূপ ধারণ করে। তৎকালে মহীপাল অজাপাল রজনীযোগে দেবী অজাগৃহাকে এইস্থানে আনিয়া স্থাপন করেন। তদবধি এইস্থান অজাগৃহার আশ্রয় বলিয়া অজাগৃহ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ধরাতল-বাসী নরগণ এইস্থানের দর্শনেই ব্যাধিবিমুক্ত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! পূর্ব্বে এইস্থান যেরূপে ঐশ্বর্য্য-যুক্ত হইয়াছিল, আপনাদের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সুসমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। এখানে তাপসবেশী জনৈক দ্বিজ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আগমন করেন, তিনি শ্রমান্বিত হইয়া রজনীযোগে এই স্থানের আশ্রয় লইয়াছিলেন। দ্বিজ, সুখসন্নিবিষ্ট রোমন্থযুক্ত বিশ্বস্ত অকুতোভয় অজাযূথ অবলোকন করিয়া ভাবিলেন,—নিঃসংশয় কোন মানুষ কর্ত্তৃকই এই অজাগণ এখানে রক্ষিত হইয়া থাকিবে, কেননা রক্ষী না থাকিলে পশুগণ এই রজনীতে বিজনবনে কখনই বাস করিত না। অনন্তর দ্বিজপুনঃপুনঃ ফুৎ কার করিয়াও কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না, ভাবি-লেন,—পশুরক্ষার্থ অবশ্যই কোনস্থান হইতে কোন মানব সত্বর এখানে আগমন করিবে, অতএব আমি নির্ভয়ে অবস্থান করি; দ্বিজ এইরূপ ভাবিয়া নিদ্রিত হইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ। শ্রান্ত নিদ্রিত দ্বিজের সে রজনী তড়িতের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। অনন্তর প্রভাতকালে দ্বিজ যেমন স্বীয় কলেবর অবলোকন করিলেন, অমনিই দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বদেহে কুষ্ঠরোগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি সে স্থান হইতে একপদও চলিতে সমর্থ হইলেন না, তেজোহীন দ্বিজ ভাবিলেন,—কোন্ ভীষণ কারণে আমার এই কুষ্ঠোৎপত্তি হইল?—আমার দেহ নিত্যসুস্থ, কেন অকস্মাৎ আমার এরূপ হইল? আমি যে চলিতেও সমর্থ হইতেছি না।১—১৩। দ্বিজ এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে সদ্য দ্বাদশদিবাকর-প্রভ এক পুরুষ তথায় সমাগত হইলেন এবং তিনি প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বামকরে যষ্টি ধারণ করত সেই অজাযূথের আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্যাধিপীড়িত বিপ্র সেই পুরু-ষের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন, দ্বিজকে চলিতে অসমর্থ সন্দর্শন করিয়া সেই পুরুষ সাদরে বলি-লেন;—দ্বিজোত্তম! আপনি কে এখানে? আপনি কিরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন? আপনাকে স্পষ্টই বলিতেছি—আমার রাজ্যে কোথাও কখন ব্যাধির

চিৎকুত্রচিৎকুটম্॥ ১৭॥ অজো নাম নরেন্দ্রোঽহং যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ। ব্যাধীংশ্চ ছাগরূপেণ রক্ষামি জনকারণাৎ॥ ১৮॥ তস্মাদ্ ব্রূহি শরীরস্থো যস্তে ব্যাধির্ব্যবস্থিতঃ। যেনাহং নিগ্রহং তস্য করোমি দ্বিজসত্তম॥ ১৯॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। তীর্থযাত্রাপরোঽহঞ্চ ভ্রমামি ক্ষিতিমণ্ডলে। ক্রমেণাত্র সমায়াতঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ হাটকেশ্বরে॥ ২০॥ নিশাবক্ত্রে নৃপশ্রেষ্ঠ বাসঃ সঞ্চিতিতো ময়া। দৃষ্ট্বামূংশ্চ পশূন্ ভূপ মানুষং ভাব্যমেব হি॥ ২১॥ ততশ্চাত্র প্রসুপ্তোঽহং পশূনামন্তিকে নৃপ॥ ২২॥ অথ যাবৎ প্রভাতেঽহং প্রপশ্যামি নিজাং তনুম্। তাবৎকুষ্ঠাদিরোগৈশ্চ সমন্তাৎপরিবারিতাম্॥ ২৩॥ নান্যৎকিঞ্চিন্নৃপশ্রেষ্ঠ কারণং বেদ্মি তত্ত্বতঃ। কিমেতেন নৃপশ্রেষ্ঠ ভূয়োভূয়ঃ প্রজল্পতা। বহুত্বাৎ কুরু তস্মান্মে যথা স্যান্নীরুজা তনুঃ॥ ২৪॥ ততস্তে ব্যাধয়ঃ প্রোক্তা অজাপালেন ভূভুজা। কেনাজ্ঞা খণ্ডিতা মেঽদ্য কো বধ্যঃ সাম্প্রতং মম॥ ২৫॥ ব্যাধয় উচুঃ। মা কোপং কুরু ভূপাল কৃত্যেঽস্মিংস্ত্বং কথঞ্চন। যস্মাদেষ দ্বিজো বিষ্টঃ সাম্প্রতং ব্যাধিভিস্ত্রিভিঃ॥ ২৬॥ রাজযক্ষ্মা চ কুষ্ঠং চ পামা চ দ্বিজসত্তম। এতে সংসর্গজা দোষাস্ত্রয়োঽদ্যাপি প্রকীর্ত্তিতাঃ ২৭॥ এতেষাং প্রথমৌ যৌ স্তো নিবৃত্তিরহিতৌ স্মৃতৌ। ঔষধৈশ্চৈব মন্ত্রৈশ্চ শেষা নাশং ব্রজন্তি চ॥ ২৮॥ আদ্যাং চ ব্রহ্মশাপোঽস্তি যেন নাস্তি বিবর্ত্তনম্। তস্মাদত্র নৃপশ্রেষ্ঠ কুরু যত্তে ক্ষমং ভবেৎ॥ ২৯॥ এতেন ব্রাহ্মণেনৈতে স্পৃষ্টা রাজংস্ত্রয়োঽপি চ। তস্মাত্তাবত্তদং চাস্যাবিশতাং তাবসংশয়ম্॥ ৩০॥ অপরং শৃণু ভূপাল বচনং নো মুখাচ্চ্যুতম্। হিতায় সর্ব্বজন্তূনাং তব শ্রেয়োবিবৃদ্ধয়ে॥ ৩১॥ যত্র স্থানং চিরং তত্র মেদিন্যাং বিহিতং নৃপ। পুরীষং চ সমাবিদ্ধা তেনৈষা মেদিনী ক্রতম্॥ ৩২॥ কালান্তরেঽপি যে মর্ত্ত্যা ভূম্যামস্যাং সমাগতাঃ। ভূমেঃ স্পর্শং করিষ্যন্তি তে ভবিষ্যন্তি চেদৃশাঃ॥ ৩৩॥ বয়ং শেষা মহারাজ ব্যাধয়ো যে ব্যবস্থিতাঃ। ত্বয়া মুক্তা ভবিষ্যামো মন্ত্রৌষধবশানুগাঃ॥ ৩৪॥ নৈতো

প্রাদুর্ভাব নাই। হে দ্বিজোত্তম! আপনি অবশ্যই নররাজ অজের কথা শুনিয়া থাকিবেন, আমিই সেই অজ; আমি লোকহিতার্থ ব্যাধিনিবহকে একত্র অজরূপে সংযত করিয়া পালন করিতেছি; অতএব বলুন, কাহার জন্য আপনার দেহে ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে, আমি তাহার নিগ্রহ করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি তীর্থযাত্রাপরায়ণ হইয়া ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতেছিলাম, ক্রমে এই হাটকেশ্বরক্ষেত্রে উপনীত হই। হে নৃপসত্তম! তখন প্রদোষ সময় সমুপস্থিত। হে ভূপ! আমি পশুসমূহ দেখিয়া ভাবিলাম,—এখানে মানুষও আছে। হে নৃপ! অনন্তর আমি নির্ভয়ে পশুসমীপে নিদ্রিত হইলাম, তার পর প্রভাত হইলে, যেমনই আমি গায়ের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম আমার সর্ব্বদেহ কুষ্ঠরোগে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হে নৃপসত্তম! আমি অন্য আর কারণই জানি না। এ বিষয়ে বার বার বলিয়া আর কি হইবে? আমার শরীর যাহাতে নীরোগ হয়, তাহার উপায় করুন। অনন্তর ভূপতি অজাপাল ব্যাধিদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন,—কে আমার আদেশের অন্যথা করিয়াছে,—কে অদ্য আমার বধ্য হইবে? ব্যাধিগণ বলিল,—ভূপাল! এ কার্য্যে আপনি কোপ করিবেন না, কেননা ইঁহার ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার একটী বিশেষ কারণ আছে। হে রাজসত্তম! রাজযক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও পামা এই ব্যাধিত্রয় সংসর্গদোষে জন্মে, ইহা অদ্যাপি কথিত হইয়া থাকে।১৪—২৭। এতন্মধ্যে আবার প্রথমোক্ত ব্যাধিদ্বয় অর্থাৎ রাজযক্ষ্মা ও কুষ্ঠের নিবৃত্তি হয় না, শেষোক্ত পামা রোগের মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি হয়। এ রোগদ্বয় সম্বন্ধে ব্রহ্মশাপ আছে, তজ্জন্যই ইহার নিবৃত্তি নাই। হে নৃপসত্তম! এ সব বুঝিয়া-সুঝিয়া যেরূপ উচিত হয়, করুন। হে রাজন্! এ দ্বিজ ঐ যক্ষ্মাদি রোগের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন; এজন্য নিঃসংশয়ে উহারা দ্বিজের সর্ব্বদেহেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। হে ভূপাল! আমাদের বদননির্গত অপর একটী বাক্য শ্রবণ করুন। ইহাতে অখিল লোকের হিত ও আপনার শ্রেয়োবৃদ্ধি হইবে। হে নৃপ! আপনি আমাদের বাসার্থ মেদিনীর যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, দীর্ঘ কাল বাসহেতু আমাদের পুরীষে ঐ ভূভাগ দূষিত হইয়াছে। এই দ্বিজও ঐ দোষযুক্ত স্থানের সংসর্গে রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, পরন্তু আমরা ইচ্ছা করিয়া ইঁহাকে আক্রমণ করি নাই। ইহার পরও যে সকল লোক এই স্থানে আগমন ও দুষ্ট ভূভাগ স্পর্শ করিবে, তাহারাও এই দ্বিজের ন্যায় রোগাক্রান্ত হইবে। আপনি আর আমাদিগকে একত্র রাখিবেন না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন, আমরা মন্ত্র ও

পুনস্তু দুর্গ্রাহ্যৌ ব্রহ্মশাপসমুদ্ভবৌ ॥ ৩৫ ॥ তদ্রুত্বা পার্থিবঃ সোঽপি তস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ। তং ব্রাহ্মণং পুনঃ প্রাহ ন ভেতব্যং ত্বয়া দ্বিজ ॥ ৩৬ ॥ অহং ত্বাং রক্ষয়িষ্যামি ব্যাধেরস্মাৎ সুদারুণাৎ। অত্র তস্মাৎ প্রতীক্ষস্ব কঞ্চিৎ কালং মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৭ ॥ এবমুক্ত্বা ততশ্চক্রে তদর্থং সুমহত্তপঃ। আরাধয়ন্ প্রভক্ত্যা চ সম্যক্ তাং ক্ষেত্রদেবতাম্ ॥ ৩৮ ॥ মুণ্ডেনাথর্ব্বশীর্ষেণ দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ। ক্ষেত্রপালোত্থসূক্তেন বাস্তুসূক্তেন চ দ্বিজাঃ ॥ ৩৯ ॥ সিদ্ধার্থৈ রক্তপুষ্পৈশ্চ গুগ্গুলেন সুধূপিতৈঃ। হোমং কুর্ব্বন্নৃপঃ পশ্চান্নীলরুদ্রান্ বিশেষতঃ ॥ ৪০ ॥ অথ নক্তাবসানেন তস্য হোমস্য চোত্থিতা। ভিত্ত্বা ধরাতলং দেবী মন্ত্রাকৃষ্টা বিনির্গতা ॥ ৪১ ॥ দেবতা তস্য ক্ষেত্রস্থা ততঃ প্রোবাচ তং নৃপম্ ॥ ৪২ ॥ একাহং তব ভূপাল হোমস্যাস্য প্রভাবতঃ। বিনির্গতা ধরাপৃষ্ঠাৎ ক্ষেত্রস্যাস্যাধিপা স্মৃতা ॥ ৪৩ ॥ তস্মাদ্বদ মহাভাগ যত্তে কৃত্যং করোম্যহম্। পরাং তুষ্টিমহং প্রাপ্তা তস্মাদ্‌ব্রূহি যদীপ্সিতম্ ॥ ৪৪ ॥ রাজোবাচ। অত্র স্থানে সদা স্থেয়ং ত্বয়া দেবি বিশেষতঃ।

ব্যাধিসংসর্গজো দোষো ভূমেরস্যা যথা ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥ অদ্যপ্রভৃতি দেবেশি তথা নীতির্বিধীয়তাম্। নো চেদস্যাঃ প্রসঙ্গেন প্রভবিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৪৬ ॥ ব্যাধিগ্রস্তা যথা বিপ্রো যোঽয়ং সংদৃশ্যতে পুরঃ। ময়াত্র ব্যাধয়ঃ কালং চিরং সংস্থাপিতা যতঃ। ভবিষ্যতি চ মে দোষো নো চেদ্দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ তথায়ং ব্রাহ্মণো রোগাত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি। মুক্তো ভবতু মেদিন্যামত্র স্থেয়ং সদা ত্বয়া ॥ ৪৮ ॥ ক্ষেত্রদেবতোবাচ। এতৎ স্থানং ময়া সর্ব্বং ব্যাধিদোষবিবর্জ্জিতম্। বিহিতং সর্ব্বদৈবাত্র স্থাস্যেঽহমিহ সর্ব্বদা ॥ ৪৯ ॥ সাম্প্রতং যোঽত্র মে স্থানে ব্যাধিগ্রস্তঃ সমেষ্যতি। পূজয়িষ্যতি মাং ভক্ত্যা নীরোগঃ স ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥ তস্মাদদ্য দ্বিজেন্দ্রোঽয়ং মাং পূজয়তু সাদরম্। ভক্ত্যা পরময়া যুক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥ ৫১ ॥ অত্র ক্ষেত্রে পরাস্ত্যন্তি বিখ্যাতা চন্দ্রকূপিকা। তস্যাং স্নাতু যথাস্থায়ং নিত্যমেব মহীপতে ॥ ৫২ ॥ দক্ষশাপপ্রশান্ত্যেন যা চন্দ্রেণ পুরা কৃতা। স্নানার্থং ক্ষয়ব্যাধিপ্রগ্রস্তেন মহাত্মনা ॥ ৫৩ ॥ তথা খণ্ডশিলা নাম দেবতা চাত্র তিষ্ঠতি। সৌভাগ্যকূপিকাস্নানং কৃত্বা তাঞ্চ প্রপশ্যতু ॥

ঔষধির বশগ হই। কেবল এই ব্রহ্মশাপসমুদ্ভূত যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ এই দুর্গ্রাহ্য রোগদ্বয় এই স্থানেই অবস্থান করুন। রাজাও রোগগণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—দ্বিজ! ভয় করিবেন না, এই সুদারুণ রোগ হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি আমার আজ্ঞায় এখানে কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করুন। রাজা দ্বিজকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার জন্য ভক্তিভরে ক্ষেত্রদেবতার আরাধনা করত সুমহা তপস্যা করিলেন। হে দ্বিজগণ! রাজা মুণ্ড, আথর্ব্বশীর্ষ, ক্ষেত্রপালসূক্ত ও বাস্তুসূক্ত মন্ত্রে দিবারাত্র সিদ্ধার্থ, রক্তপুষ্প ও সুধূপিত গুগ্‌গুলু দ্বারা হোম এবং পরে নীলরুদ্রসূক্ত জপ করিলেন। অনন্তর নিশাবসানে মন্ত্রে আকৃষ্টা হইয়া ধরাতল ভেদ করত তাঁহার হোম হইতে ক্ষেত্রদেবতা বহির্গত হইয়া, নৃপকে বলিলেন,—হে ভূপাল! আমি তোমার একমাত্র হোমপ্রভাবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছি, আমাকে ক্ষেত্র দেবতা বলিয়া জানিবে। হে মহাভাগ! বল, আমি তোমার কি করিব? আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি, সত্বর তোমার অভীপ্সিত ব্যক্ত কর। রাজা বলিলেন, দেবি! আপনি এস্থানে সতত অবস্থিত হউন, বিশেষত আপনার প্রসাদে যাহাতে এই ভূভাগের ব্যাধিসংসর্গদোষ বিনষ্ট হয়, আজ হইতে তাহার উপায় করুন। অন্যথা এই যে আমার সম্মুখে দ্বিজকে দেখিতেছেন, ইহার ন্যায় মানবগণ এই স্থানসংসর্গে রোগগ্রস্ত হইবে। আমিই এই স্থানে বহুকাল যাবৎ রোগগণকে স্থাপিত করিয়াছি, দেবি! আপনি যদি পূর্ব্বোক্তরূপ না করেন, তবে ইহাতে আমারই দোষ থাকিয়া যাইবে; সংশয় নাই। কেবল ইহাই নহে, হে সুরেশ্বরি! এই ব্রাহ্মণও রোগমুক্ত হউন, আপনিও এই ভূভাগে সতত অধিষ্ঠান করুন। ২৮—৪৮। ক্ষেত্রদেবতা বলিলেন,—এই স্থান ব্যাধিদোষবিমুক্ত করিলাম, আর আমিও সতত এখানে অধিষ্ঠান করিব। সম্প্রতি এখানে যে রোগগ্রস্ত হইবে, আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে সে নীরোগ হইবে। অতএব রোগগ্রস্ত এই দ্বিজও শুচি সমাহিত হইয়া সাদরে পরম ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করুন। হে নৃপ! এখানে একটী বিখ্যাত পুণ্য চন্দ্রকূপ বিদ্যমান। সেই কূপেও দ্বিজ যথাবিধি স্নান করুন। পূর্ব্বে দক্ষশাপে মহাত্মা চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া স্নানার্থ এই কূপ নির্ম্মাণ করেন। এখানে খণ্ডশিলা নাম্নী এক দেবতা আছেন। দ্বিজ সৌভাগ্য-

৫৪। যা কৃতা কামদেবেন কুষ্ঠগ্রস্তেন বৈ পুরা। সপুনার্থং কুষ্ঠস্য বিনাশায় চ সাদরম্। ৫৫। তথা চাপ্সরসাং কুণ্ডমত্রাস্তি নৃপসত্তম। তত্র স্নাত্বা রবেদিনে ততঃ পামা প্রণশ্যতি। ৫৬। সূত উবাচ। ততঃ স ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্য সুপুণ্যাং চন্দ্রকূপিকাম্। স্নানং কৃত্বা চ তাং দেবীং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ। যাবন্মাসং ততো মুক্তঃ সত্বরং রাজযক্ষ্মণা। ৫৭। ততঃ সৌভাগ্যকূপীং তাং দৃষ্ট্বা কামবিনির্ম্মিতাম্। তথা স্নানং বিধায়াথ পশ্যন্ খণ্ডশিলাঞ্চ তাম্। ৫৮। তন্মাসেন নির্ম্মুক্তঃ কুষ্ঠেন দ্বিজসত্তমাঃ। তস্যা দেব্যাঃ প্রভাবেণ কূপিকায়াং বিশেষতঃ। ৫৯। তত্রশ্চাপ্সরসাং কুণ্ডে স্নাত্বৈকং রবিবাসরম্। পাময়া সম্পরিত্যক্তো বুদ্ধ্যেব বিষয়াত্মকঃ। ৬০। ততঃ স ব্রাহ্মণো জাতো দ্বাদশার্কসমপ্রভঃ। তোষেণ মহতা যুক্তো দত্তাশীস্তস্য ভূপতেঃ। ৬১। প্রযযৌ বাঞ্ছিতং দেশমনুজ্ঞাতশ্চ ভূভুজা। দেবতাভ্যাং প্রণামং চ তাভ্যাং কৃত্বা পুনঃপুনঃ। ৬২। সোঽপি রাজা সদোষাংস্তানজারূপান্ বিলোক্য চ। স্বস্থৈব ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা তং তথা সম্প্রহর্ষিতঃ। ৬৩। স্বয়ং চ প্রযযৌ তত্র যত্রাস্তে হাটকেশ্বরঃ। তেনৈব চ শরীরেণ নিজকান্তাসমন্বিতঃ। ৬৪। অজাগৃহে স্থিতা যস্মাৎ সা দেবী ক্ষেত্রদেবতা। অজাগৃহা ততঃ খ্যাতা সর্ব্বত্রৈব দ্বিজোত্তমাঃ। ৬৫। অদ্যাপি যক্ষ্মণা গ্রস্তো যস্তাং পূজয়তে নরঃ। তেনৈব বিধিনা সম্যক্ স নীরোগো দ্রুতং ভবেৎ। ৬৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽজাগৃহোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যদা দক্ষেণ ক্রুদ্ধেন পুরা শপ্তো হিমদ্যুতিঃ। তৎসর্ব্বং ভবতা প্রোক্তং সোমনাথকথানকম্। ১। সাম্প্রতং বদ কামস্য যথা কুষ্ঠোঽভবৎ পুরা। যেন দোষেণ শাপশ্চ কেন তস্য নিয়োজিতঃ। ২। শিলাখণ্ডা চ যা দেবী তথা সৌভাগ্যকূপিকা। যথা তত্র সমুৎপন্না তথাস্মাকং প্রকীর্ত্তয়। ৩। সূত উবাচ। পুরাসীদ্ ব্রাহ্মণো নাম হারীত ইতি বিশ্রুতঃ। স তপস্তত্র সন্তেপে বানপ্রস্থাশ্রমে বসন্। ৪। তস্য ভার্য্যাভবৎ সাধ্বী

কূপিকায় স্নান করিয়া ঐ খণ্ডশিলাকে অবলোকন করুন। পুরাকালে কুষ্ঠগ্রস্ত কামদেব রোগনাশকামনায় স্নানার্থ সাদরে এই সৌভাগ্যকূপিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে নৃপসত্তম! ঐরূপ এক অপ্সরাকুণ্ড এস্থানে অবস্থিত, এখানে রবিবারে স্নান করিলে পামা উপশমিত হয়। সূত কহিলেন,—অনন্তর দ্বিজ চন্দ্রকূপিকায় উপনীত হইয়া স্নানপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে দেবীকে পূজা করিলেন। ঐরূপ একমাস করিয়া দ্বিজ রাজযক্ষ্মা হইতে সদ্যঃ মুক্ত হইলেন। অনন্তর তিনি কামবিনির্ম্মিত সৌভাগ্যকূপীজলে স্নান এবং স্নানান্তে দেবী খণ্ডশিলাকে অবলোকন করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! বিপ্র মাসমাত্র এইরূপ করিয়া দেবীর বিশেষতঃ কূপের প্রভাবে কুষ্ঠ হইতেও মুক্ত হইলেন। অনন্তর তিনি একটী রবিবারে অপ্সরাকুণ্ডে স্নান করিয়া পামা হইতে বিমুক্ত হইলেন। অতঃপর দ্বিজ দ্বাদশদিবাকরের প্রভা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টহৃদয়ে ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ভূপতির অনুমতি লইয়া পূর্ব্বোক্ত দেবতাদ্বয়কে পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক অভীষ্ট দেশে প্রস্থিত হইলেন। এদিকে রাজা দেখিলেন,—সেই অজারূপী রোগনিকর দোষমুক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, তিনি আর সেস্থানে বিলম্ব করিলেন না, কান্তার সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে নীরোগদেহে নিজাবাস হাটকেশ্বরে প্রস্থান করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অজাগৃহে বাসহেতু ক্ষেত্রদেবী অজাগৃহা নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাতা হইলেন। অদ্যাপি যে নর যক্ষ্মগ্রস্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে অজাগৃহার পূজা করে, সে সত্বর রোগমুক্ত হয়। ৪৯—৬৬।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ দক্ষ হিমাংশুকে শাপ দিয়াছিলেন, সেই সোমাখ্যান সকল কথাই তুমি কহিয়াছ; কামদেব কিরূপে কুষ্ঠগ্রস্ত হইলেন, সম্প্রতি তাহাই বল। কি দোষে কামের কুষ্ঠ হইল? কে শাপ দিল? ঐরূপ দেবী খণ্ডশিলা ও সৌভাগ্যকূপিকারও উৎপত্তিকথা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বকালে হারীত নামক জনৈক বিখ্যাত দ্বিজ ছিলেন। তিনি বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সুমহৎ তপস্যা

রূপৌদার্য্যসমন্বিতা। ত্রৈলোক্যসুন্দরী সাক্ষাল্লক্ষ্মীরিব মধুদ্বিষঃ॥ ৫॥ খ্যাতা পূর্ণকলা নাম সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ। তাং দৃষ্ট্বা পদ্মজোঽপ্যাশু কামস্য বশগোঽভবৎ॥ ৬॥ কদাচিদপি সম্প্রাপ্তস্তস্মিন্ ক্ষেত্রে মনোভবঃ। সহ রত্যা তথা প্রীত্যা কামেশ্বরদিদৃক্ষয়া॥ ৭॥ এতস্মিন্নন্তরে সাপি স্নানার্থং তত্র চাগতা। কৃত্বা বস্ত্রপরিত্যাগং প্রবিবেশ জলাশয়ম্॥ ৮॥ অথ তাং কামদেবোঽপি সমালোক্য শুভাননাম্। আত্মীয়ৈরপি নির্ব্বিদ্ধো হৃদয়ে পুষ্পসায়কৈঃ॥ ৯॥ ততো রতিং পরিত্যক্ত্বা প্রীতিং চ শরপীড়িতঃ। বিজনং কঞ্চিদাসাদ্য প্রসুপ্তঃ স তরোরধঃ॥ ১০॥ গাত্রৈঃ পুলকিতৈঃ সর্বৈর্নিঃশ্বাসৈঃ শ্বসন্মুহুঃ। অগ্নিবর্ণান্ সুদীর্ঘাংশ্চ বাষ্পপূর্ণবিলোচনঃ॥ ১১॥ তিষ্ঠন্ স দর্শনে তস্যা একদৃষ্ট্যা ব্যলোকয়ৎ। যোগীব সুসমাধিস্থো ধ্যায়ংস্তদ্‌ব্রহ্ম সংস্থিতম্॥ ১২॥ সাপি কামং সমালোক্য সানুরাগং পুরঃস্থিতম্। ভ্রূভঙ্গকৃতাস্যং চ বেপমানশরীরকম্॥ ১৩॥ সাপি তদ্বাণনির্ভিন্না সাভিলাষা বভূব হ। কামং প্রতি বিশেষেণ তস্য রূপেণ মোহিতা॥ ১৪॥ অথ তস্মাজ্জলাৎ কৃচ্ছ্রাদ্বিনিষ্ক্রম্য শুচিস্মিতা। তীরোপান্তং সমাসাদ্য স্থিতা তদ্দৃষ্টিগোচরে॥ ১৫॥ ততঃ কামঃ সমুত্থায় শনৈঃ শনৈস্তদন্তিকং যযৌ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ততঃ প্রোবাচ সাদরম্॥ ১৬॥ কা ত্বমত্র বিশালাক্ষি প্রাপ্তা স্নাতুং জলাশয়ে। মম নাশায় চার্বঙ্গি তস্মাচ্ছৃণু বচো মম॥ ১৭॥ অহং পুষ্পশরো লোকে প্রসিদ্ধশ্চারুহাসিনি। বিড়ম্বনাং ময়া নীতা দেবা অপি নিজৈঃ শরৈঃ॥ ১৮॥ মদ্বাণেনাহতো রুদ্রঃ স্বশরীরে নিতম্বিনীম্। অর্দ্ধেন ধারয়ামাস ত্যক্ত্বা লজ্জাং সুদুস্ত্যজাম্॥ ১৯॥ ব্রহ্মা মচ্ছরনির্ভিন্নঃ স্বসুতাং চকমে ততঃ। জনয়ামাস তান্ বিপ্রান্ বালখিল্যাংস্তথাবিধান্॥ ২০॥ অহল্যাং চকমে শক্রো গৌতমস্য প্রিয়াং সতীম্। মদ্বাণৈঃ পীড়িতোঽতীব স্বর্গাদেত্য ধরাতলম্॥ ২১॥ এবং দেবা অপি ক্ষুণ্ণা মচ্ছরৈর্যে মহত্তরাঃ। কিং পুনর্মানবাঃ সুভ্রুঃ কৃমিপ্রায়াঃ সুচঞ্চলাঃ॥ ২২॥

করেন। রূপ ও ঔদার্য্যগুণযুক্তা তদীয়া সাধ্বী ভার্য্যা বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় ত্রিলোকের একমাত্র সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার নাম পূর্ণকলা এবং তিনি নিখিলগুণে সমুদিতা। পদ্মজন্মা ব্রহ্মাও তাঁহাকে দর্শন করিয়া কামবশগ হইয়াছিলেন। একদা কাম প্রীতি ও রতির সহিত কামেশ্বর দর্শন বাসনায় এই ক্ষেত্রে আগমন করেন; ইত্যবসরে পূর্ণকলাও স্নানার্থ জলাশয়ে উপনীত হন। তিনি বসন পরিত্যাগ করিয়া জলাশয়ে প্রবেশ করেন। তৎকালে কাম শুভাননা পূর্ণকলাকে অবলোকন করিয়া স্বকীয় কুসুমশর দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ হন। অনন্তর শরপীড়িত কাম রতিপ্রীতি পরিহারপূর্ব্বক অদূরে বিজন অরণ্যে গমন করিয়া তরুমূলে শয়ন করিলেন; তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকিত হইল, তিনি মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ণ সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন বাষ্পবারি দ্বারা পূর্ণ হইল। তিনি সেই তরুমূলে শয়ান থাকিয়াই সমাধিস্থ যোগীর ব্রহ্মদর্শনের ন্যায় পূর্ণকলাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এদিকে পূর্ণকলাও সম্মুখস্থিত কামকে তাঁহার প্রতি সানুরাগ দর্শন করিয়া স্মরশরে বিদ্ধ হইলেন। তাঁহারও কামের প্রতি অভিলাষ জন্মিল,—শরীর কম্পিত হইল। তিনি কামরূপে মোহিত হইলেন এবং মুখে জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুচিস্মিতা দ্বিজরমণী অতি কষ্টে জল হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং তীরোপান্তে উপনীত হইয়া কামের দৃষ্টিপথে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কামও গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণকলার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদরে বলিতে লাগিলেন—বিশালাক্ষি! কে তুমি আমার বিনাশের জন্য এই জলাশয়ে অবগাহনার্থ আগমন করিয়াছ? আমার বাক্য শ্রবণ কর। চারুহাসিনি! আমি লোকপ্রসিদ্ধ কুসুমায়ুধ কাম; অন্যের কথা কি, আমার শরে সুরগণও বিড়ম্বিত হন। দেখ, আমার বাণে আহত হইয়া রুদ্র দূরে লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়াছেন, আমার শরে নির্ভিন্ন হইয়া ব্রহ্মা তনয়ার প্রতি কামান্বিত হইয়াছিলেন এবং আমারই শরপ্রভাবে তিনি বালখিল্য ঋষিগণকে সৃজন করেন। শক্র আমার শরে অতীব আহত হইয়া স্বর্গ হইতে ধরাতলে আসিয়া গৌতমের প্রিয়া সতী পত্নী অহল্যায় কামযুক্ত হন। ১—২১। এইরূপ কত সুর আমার বাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। হে সুভ্রু! কৃমিপ্রায় সুচঞ্চল মানবগণের

আকীটান্তং জগৎ সর্ব্বমাত্রশ্চান্তং তথৈব চ। বিড়ম্বনাং পরাং প্রাপ্তং মচ্ছরৈশ্চারুহাসিনি ॥ ২৩॥ অহং পুনস্ত্বয়া ভীরু নীতোহবস্থামিমাং শুভে। ২৪। তস্মাদ্দেহি মহাভাগে মমাদ্য রতদক্ষিণাম্। যাবন্ন যান্তি সন্ত্যজ্য মম প্রাণাঃ কলেবরাৎ। ২৫। সূত উবাচ। সাপি তদ্বচনং শ্রুত্বা পতিব্রতপরায়ণা। হন্যমানা বিশেষেণ তদ্বাণৈর্হৃদয়ে ভৃশম্। ২৬। অনভিজ্ঞা চ সা সাধ্বী কামধর্ম্মস্য কেবলম্। তাপসৈঃ সহ সংবৃদ্ধা নান্যং জানাতি কিঞ্চন। ২৭। বক্তুং তদ্বিষয়ে যচ্চ প্রোচ্যতে কামপীড়িতৈঃ। অধোমুখালিখদ্ভূমিমঙ্গুষ্ঠেন স্থিতা চিরম্। ২৮। এতস্মিন্নন্তরে ভানুঃ প্রাপ্তশ্চাস্তং গিরিং প্রতি। বিহারসময়ে প্রাপ্ত আহিতাগ্নির্নিবেশনে। ২৯। হারীতোঽপি চিরং বীক্ষ্য তন্মার্গং চারুত শনঃ। ততঃ স চিন্তয়ামাস কস্মাৎ সা চাত্র নাগতা ॥৩০॥ স্নাত্বা তীর্থবরে তস্মিন্ দৃষ্ট্বা তাং চন্দ্রকূপিকাম্। কামেশ্বরং চ দেবেশং কামদং সুখদং নৃণাম্। ৩১। ততঃ শিষ্যসমাযুক্তো বীক্ষমাণ ইতস্ততঃ। তং দেশং সমনুপ্রাপ্তো যত্র তৌ দ্বাবপি স্থিতৌ। ৩২। আলপন্ বহুধা কামো হন্যমানো নিজৈঃ শরৈঃ। সাপি চৈব বিশেষেণ ব্রীড়য়াধোমুখী স্থিতা। ৩৩। স গুল্মান্তরিতঃ সর্ব্বং তচ্ছ্রুত্বা কামজল্পিতম্। তস্যাশ্চ তদ্গতং ভাবং ততঃ কোপাদুবাচ সঃ। ৩৪। যস্মাৎ পাপ ত্বয়া পত্নী মমৈবং শরপীড়িতা। অনভিজ্ঞা তথা সাধ্বী পতিধর্ম্মপরায়ণা। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তস্তস্মাদ্বিপ্রিয়দর্শনঃ। ৩৫। ত্বং ভবিষ্যসি পাপাত্মন্ মুক্তো দারৈঃ স্বকৈরপি। সাপি চৈব বিশেষেণ ব্রীড়য়াধোমুখী স্থিতা। ৩৬। এষাপি চ শিলাপ্রায়া ভবিষ্যতি বিচেতনা। ত্বাং দৃষ্ট্বা যা সরাগাভূদ্বিপ্রধর্ম্মবহিষ্কৃতা। ৩৭। ততঃ প্রসাদয়ামাস তং কামঃ প্রণিপত্য চ। ন জ্ঞাতেয়ং ময়া বিপ্র তব ভার্য্যেতি সুন্দরী। ৩৮। তেন প্রোক্তা বিরুদ্ধানি বাক্যানি বিবিধানি চ। এতস্যা নাস্তি দোষোঽত্র মদ্বাণৈঃ পীড়িতা ভৃশম্। ৩৯। সানুরাগা পরং জাতা নোক্তং কিঞ্চিদ্বচো মুনে। " তস্মান্নার্হসি শাপং ত্বং

কথা কি কহিব? চারুহাসিনি! ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ আমার বাণে আহত হইয়া পরম বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হয়। শুভে! আমিই তোমাকে এই দশায় উপনীত করিয়াছি। অতএব মহাভাগে ভীরু! যাবৎ না আমার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাবৎ আমাকে রতি দক্ষিণা প্রদান কর। সূত কহিলেন,—পতিব্রতপরায়ণা পূর্ণকলা কামের বাক্য শ্রবণ করিলেন। তাঁহার হৃদয় কামবাণে অত্যন্ত আহত হইল। সাধ্বী দ্বিজরমণী কামধর্ম্মে অনভিজ্ঞা; কেবল তাপসের সহিত বাস করিয়া বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। তিনি কামের কিছুই বিদিতা নহেন। কামপীড়িত ব্যক্তির যাহা বলা উচিত, তিনি তাহা বলিতে পারিলেন না, কেবল অধোমুখী হইয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিলেখন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দিবাকর অস্তাচলগমনে উদ্যত; আহিতাগ্নিগৃহে হোমের সময় উপস্থিত হইল। এদিকে অনাহারী হারীত পত্নীর জন্য পথের দিকে নিরন্তর তাকাইয়া আছেন; তাঁহার চিন্তা হইল,—সেই তীর্থবর চন্দ্রকূপিকায় স্নান ও মানবগণের সুখদ কামদ দেবেশ কামেশ্বরকে দর্শন করিয়া এখনও কেন পত্নী আশ্রমে আগমন করিলেন না? অনন্তর শিষ্যগণ সহ হারীত ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে যেস্থানে তাঁহার পত্নী ও কাম বিদ্যমান, সেই দেশে আগমন করিলেন। তখন নিজ শরাহত রতিপতি বহু কামালাপ করিতেছিলেন। এদিকে দ্বিজপত্নীও অধোমুখী হইয়া অবস্থিত ছিলেন। গুল্মলতাদির অন্তরালে থাকিয়া হারীত কামের কামজল্পিত শ্রবণ করিলেন এবং পত্নীর হৃদয়গত ভাব জানিতে পারিলেন। তারপর কোপভরে কামকে বলিতে লাগিলেন,—রে পাপ! তুই আমার পতিপরায়ণা অনভিজ্ঞা সাধ্বী পত্নীকে শরপীড়িত করিয়াছিস্! অতএব তুই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রিয়দর্শন হইব। রে পাপাত্মন্! তুই স্বীয় পত্নী কর্তৃকও পরিত্যক্ত হইবি। আর তোর দর্শনে এই যে আমার পত্নী সানুরাগা হইয়া ধর্ম্মবহিষ্কৃতা হইয়াছেন, এখন লজ্জায় অধোমুখী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ইনিও বিচেতনা শিলাপ্রায়া হইবেন। অনন্তর কাম প্রণিপাতপূর্ব্বক দ্বিজকে প্রসন্ন করিলেন, বলিলেন,—বিপ্র! আমি জানিতাম না যে, এই সুন্দরী আপনার পত্নী, আমি না জানিয়া বিবিধ বিরুদ্ধ বাক্য কহিয়াছি; ইহাঁর কোনই দোষ নাই, আমার বাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াই ইনি এইরূপ করিয়াছেন। ২১—৩৯। হে মুনে! ইনি যে আমার প্রতি সানুরাগা আপনার এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় না; অতএব ইহাঁর প্রতি আপ-

পাতুমস্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৪০ ॥ মমাস্ত্যেবোহপরাধোহত্র তস্মান্মে নিগ্রহং কুরু। ভূয়োহপি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অস্যাঃ শাপসমুদ্ভবম্ ॥ ৪১ ॥ অপি রুদ্রাদয়ো দেবা মদ্বাণেভ্যো দ্বিজোত্তম। সোঢ়ুং শক্তা ন তে যস্মাত্তৎকথং স্যাদিয়ং শিলা ॥ ৪২ ॥ তথাত্র ত্রিবিধং পাপং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। মানসং বাচিকঞ্চৈব কর্মজঞ্চ তৃতীয়কম্। তদস্মাকং দ্বিধা জাতমেকং চাস্যা মুনীশ্বর ॥ ৪৩ ॥ ভার্য্যায়াস্তে সুরূপায়াস্তস্মাৎ সম্পূর্ণনিগ্রহম্। করিষ্যসি ন তে ভীতিঃ কাচিদস্তি পরত্রজা ॥ ৪৪ ॥ মনস্তাপাদ্‌ব্রজেৎপাপং মানসং বাচিকঞ্চ যৎ। তস্য প্রসাদনেনৈব যস্যোপরি বিজল্পিতম্ ॥ ৪৫ ॥ প্রায়শ্চিত্তৈর্যথোক্তৈশ্চ কর্মজং পাতকং ব্রজেৎ। ধর্মশাস্ত্রৈঃ পরিপ্রোক্তং যতঃ সর্বৈর্মহামুনে ॥ ৪৬ ॥ হারীত উবাচ। অন্যত্র বিষয়ে তস্যাঃ পাতকং কামদেব তে। এতস্য তব ধর্মস্য প্রাধান্যং মনসঃ স্মৃতম্ ॥ ৪৭ ॥ তস্মাদেবংবিধা চেয়ং সদা স্যাস্তু তি চাধম। কিং পুনঃ কুরু যৎকৃত্যং নাহং বক্ষ্যামি কিঞ্চন ॥ ৪৮ ॥ প্রথমং মনসা সর্বং চিন্ত্যতে তদনন্তরম্। ততঃ প্রজল্প্যতে বাচা ক্রিয়তে কর্মণা ততঃ ॥ ৪৯ ॥ প্রমাণং হি মনস্তস্মাৎসর্বকৃত্যেষু সর্বদা। এতস্মাৎকারণাৎ পূর্বো ময়াস্যা নিগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৫০ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো হারীতঃ স্বাশ্রমং যযৌ। সাপি পূর্ণকলা জাতা শিলারূপা চ তৎক্ষণাৎ ॥ ৫১ ॥ কামদেবোহপি কুষ্ঠেন গ্রস্তো রৌদ্রেণ চ দ্বিজাঃ। শীর্ণনাসাঙ্ঘ্রিপাণিশ্চ নেত্রাণামপ্রিয়োহভবৎ ॥৫২ ॥ অথ কামে নিরুৎসাহে সঞ্জাতে দ্বিজসত্তমাঃ। ব্যাধিগ্রস্তে জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিরোধো ব্যজায়ত ॥ ৫৩ ॥ কেবল ক্ষীয়তে লোকো নৈব বৃদ্ধিং প্রগচ্ছতি। স্বেদজা যেহপি জীবাঃ স্যুস্তেহপি যাতাঃ পরিক্ষয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সর্বে চিন্তাসমাকুলাঃ। কিমিদং ক্ষীয়তে লোকো জলস্থৈঃ স্থলজৈঃ সহ ॥৫৫॥ ন দৃশ্যতে কবিব্বালঃ কোহপি কশ্চিৎকথঞ্চন। ন চ গর্ভবতী নারী কচ্চিৎ ক্ষেমং স্মরস্য চ ॥৫৬॥ তজ্‌জ্ঞাত্বং ব্যাধিনা গ্রস্তং স্মরাত্রাত্র ক্ষেমসংশ্রয়ম্। আজগ্মুস্ত-

নার শাপপ্রদান কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে! এবিষয়ে আমারই অপরাধ হইয়াছে, অতএব আমাকেই নিগ্রহ করুন। আমি পুনরায় বলিতেছি, হে দ্বিজসত্তম! ইহার প্রতি শাপ প্রদান অযোগ্য হইয়াছে। কেননা হে দ্বিজোত্তম! অপরের কথা কি, রুদ্রাদি দেবগণও যখন আমার শর সহ্য করিতে অসমর্থ, তখন ইঁহার অপরাধ কি? আর ইনি কেনই বা শিলা হইবেন? আরও দেখুন, মনীষিগণ পাপ ত্রিবিধ কহিয়া থাকেন,—প্রথম—মানস, দ্বিতীয় বাচিক ও তৃতীয় কর্মজ। হে মুনীশ্বর! এতন্মধ্যে আমার প্রথমোক্ত দ্বিবিধ পাপ ঘটিয়াছে, আর ইঁহার একমাত্র মানস পাপই হইয়াছে। আপনার পত্নী সুরূপা, আপনি ইঁহার প্রতি সম্পূর্ণ ত্রিবিধ পাপেরই নিগ্রহ করিয়াছেন, আপনার কখন পরকালের ভয় হইতেছে না। হে মহামুনে! অপরাধ করিয়া যাঁহার নিকট বিলজ্জিত হয়, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যে মানস তাপ হয়, সেই মনস্তাপেই মানস ও বাচিক পাপ দূরীভূত হইয়া থাকে; আর কর্মজ পাপ ধর্মশাস্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই দূর হয়। হারীত কহিলেন,—হে অধম কামদেব! তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা অন্য বিষয়ে। এ কার্য্যে তোমার এবং মদীয় পত্নীর পাপই হইয়াছে; কেননা কামধর্মে মনেরই প্রাধান্য। অতএব আমার পত্নী নিশ্চিতই শিলা হইবে, তুমি যাহাই বল বা কর না কেন, আমি শাপমুক্তিবিষয়ে কিছুই কহিব না। দেখ, কর্তব্য বিষয়ে প্রথম মনের চিন্তা, তাহার পর বাক্য দ্বারা প্রকাশ, তারপর কর্ম দ্বারা অনুষ্ঠান; অতএব সকল কর্মেরই সর্বদা মনই প্রমাণ; এজন্যই আমি ইহার প্রতি ত্রিবিধ পাপের পূর্ণ নিগ্রহ করিয়াছি।৪০—৫০। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ। মুনিসত্তম হারীত এইরূপ কহিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন, সেই পূর্ণকলাও সদ্যঃ শিলারূপা হইলেন; আর কামদেবও ভীষণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার নাসা, অঙ্ঘ্রি, হস্ত ও নেত্রদ্বয় শীর্ণ হইল। তিনি অপ্রিয়দর্শন হইলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর ব্যাধিগ্রস্ত কাম নিরুৎসাহ হইলে জগতের সৃষ্টিক্রিয়া নিরুদ্ধ হইল। লোক সকল কেবল ক্ষয়ই প্রাপ্ত হইতে লাগিল, পরন্তু আর বর্দ্ধিত হইল না। এমন কি স্বেদজ জীব পর্য্যন্তও পরম ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখন দেবগণ চিন্তায় সমাকুল হইলেন, ভাবিলেন,—জল এবং জলস্থিত জীবগণসহ লোকসকলের এ কি ক্ষয় উপস্থিত হইল! কোথাও কোন একটী বালক বা গর্ভবতী নারী দৃষ্ট হইতেছে না, তবে কি কামের কোন অকুশল উপস্থিত হইয়াছে? অনন্তর সুরগণ জানিলেন,—মদনের আলয়

স্থিতাঃ সর্ব্বে ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা ॥ ৫৭ ॥ কামেশ্বর-পুরস্থঞ্চ তং দৃষ্ট্বা কুসুমায়ুধম্। অত্যন্তবিকৃতাকারং চিন্তয়ান্‌ মহেশ্বরম্ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ প্রোচুঃ সুদুঃখার্ত্তাঃ কিমিদং কুসুমায়ুধ। নিরুৎসাহঃ সমুৎপন্নঃ কুষ্ঠ-ব্যাধিসমাকুলঃ ॥ ৫৯ ॥ ততশ্চাধোমুখো জাতো লজ্জয়া পরয়া বৃতঃ। প্রোবাচ শাপজং সর্ব্বং হারীতস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬০ ॥ ততস্তে বিবুধাঃ প্রোচুঃ পাতকং যদ্গিরা কৃতম্। তত্তস্যারাধনাৎ সর্ব্বং সঙ্ক্ষয়ং যাত্যসংশয়ম্ ॥ ৬১ ॥ তস্মাদেতাং শিলা-রূপাং ত্বমারাধয় চিত্তজ। যেন কুষ্ঠঃ ক্ষয়ং যাতি ততস্তেজোঽভিবর্দ্ধতে ॥ ৬২ ॥ জগতি স্যান্মহা-সৃষ্টির্দেবকৃত্যং কৃতং ভবেৎ। ন তেঽস্তি কায়জং পাপং যতো মুক্তা প্রবাচিকম্ ॥ ৬৩ ॥ অত্র কুণ্ডে ত্বদীয়েঽন্যো যঃ স্নাত্বা শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। এনাং পাপ-বিনির্ম্মুক্তাং শিলাং বৈ মানবঃ স্পৃশেৎ ॥ ৬৪ ॥ কুষ্ঠব্যাধিসমোপেতঃ কায়োত্থেনাপি কর্ম্মণা। সোঽপি ব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো ভবিষ্যতি গতজ্বরঃ ॥ ৬৫ ॥ এতৎ সৌভাগ্যকূপঞ্চ লোকে খ্যাতং জলাশয়ম্। ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সর্ব্বরোগক্ষয়াবহম্ ॥৬৬॥ দদ্রূণি দুর্ব্বিভূতানি তথান্যাশ্চ বিচর্চ্চিকাঃ। অত্র স্নাতস্য যান্তি দৃষ্টৈতাং সদ্য এব হি ॥ ৬৭ ॥ এবমুক্ত্বাথ তে দেবাঃ প্রজগ্মুস্ত্রিদশালয়ম্। কামদেবোঽপি তত্রস্থস্তাং পূজামথ ব্যধাৎ ॥ ৬৮ ॥ ততশ্চ সমতিক্রান্তে মাস-মাত্রে দ্বিজোত্তমাঃ। তাদৃগ্রূপঃ স সঞ্জাতো যাদৃ-গাসীৎ পুরা স্মরঃ ॥ ৬৯ ॥ ততশ্চায়তনং তস্যাঃ কৃত্বা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। জগাম বাঞ্ছিতং দেশং সৃষ্ট্যর্থং যত্নমাস্থিতঃ ॥ ৭০ ॥ সাপি নম্রমুখী তাদৃক্তেন শপ্তা তথৈব চ। সঞ্জাতা খণ্ডকাকারা তেন খণ্ডশিলা স্মৃতা ॥ ৭১ ॥ যস্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যাং তথৈব চ। নাপবাদো ভবেত্তস্য পরদারসমুদ্ভবঃ ॥ ৭২ ॥ কামিন্যাশ্চ বিশেষেণ প্রাহৈতচ্ছঙ্করাত্মজঃ। কার্ত্তিকেয়ো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৭৩ ॥ তথা কামেশ্বরং দেবং কামদেবপ্রতিষ্ঠিতম্। ত্রয়োদশ্যাং সমারাধ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥ রতিপ্রীতিসমাযুক্তঃ স্থিতস্তত্র স্মরস্তথা। মূর্ত্তো ব্রাহ্মণশার্দ্দূলাঃ শ্রেষ্ঠং প্রাসাদমাশ্রিতঃ ॥ ৭৫ ॥ বিরূপো দুর্ভগো যো বা ত্রয়োদশ্যাং সমাহিতঃ। যস্তং কুঙ্কুমজৈঃ পুষ্পৈঃ সম্পূজয়তি মানবঃ ॥ ৭৬ ॥ স

মদন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। তখন তাঁহারা ব্যাকুলিতাত্মা হইয়া সত্বর তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং কামেশ্বরপুরে কুসুমায়ুধকে অত্যন্ত বিকৃতাকার অবলোকন করিয়া মহেশকে চিন্তা করিলেন। দুঃখিত দেবগণ বলিলেন,—হে কুসুমায়ুধ! তোমার এ কি হইয়াছে; তুমি কেন নিরুৎসাহ হইয়াছ, তোমার কুষ্ঠব্যাধি সমুৎপন্ন হইয়াছে! অনন্তর কাম অত্যন্ত লজ্জায় অধোমুখ হইয়া হারীত-প্রদত্ত শাপবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তখন দেবগণ বলিলেন,—তুমি বাচিক পাপ করিয়াছ, অতএব তপস্যায় নিঃসংশয় তোমার পাপক্ষয় হইবে। হে মনোভব! তুমি এই শিলারূপিণীর আরাধনা কর, ইহাতেই তুমি কুষ্ঠমুক্ত হইয়া বর্দ্ধিততেজা হইবে। তুমি নীরোগ হইলে জগতে দেবকার্য্য সৃষ্টিও সংসাধিত হইবে। একার্য্যে তোমার কায়জ পাপ হয় নাই যে, তোমাকে শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তুমি পাপমুক্ত হইবেই। অতঃপর তুমি ভিন্ন অন্য যে কোন মানব এইকুণ্ডে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া স্নান ও এই পাপনির্ম্মুক্তা শিলা স্পর্শ করিবে, কায়িক কর্ম্ম দ্বারা কুষ্ঠগ্রস্ত হইলেও সে ব্যাধিমুক্ত ও গতজ্বর হইবে। এই লোকবিখ্যাত সৌভাগ্যকুণ্ড নিঃসংশয় সর্ব্বরোগহর হইবে। দুরারোগ্য দদ্রু এবং অন্যান্য বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি এই জলে স্নান ও শিলারূপিণীর দর্শনে নিঃসন্দেহই সদ্যঃ দূরীভূত-হইবে।৫১-৬৭। অনন্তর দেবগণ এইরূপ কহিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন, এদিকে কামদেবও সেইস্থানে থাকিয়া শিলারূপিণী দেবীর পূজা করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! এইরূপে কামের একমাস অতীত হইলে তিনি পূর্ব্বের রূপ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর শ্রদ্ধান্বিত কাম তথায় এক আয়তন নির্ম্মাণ করিয়া যথেচ্ছস্থানে গমনপূর্ব্বক সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; আর সেই দ্বিজপত্নীও পতির শাপবশে পূর্ব্বের ন্যায় নম্রমুখী হইয়া খণ্ডাকার শিলা হইলেন, এজন্য তাঁহাকে খণ্ডশিলা কহে। হে দ্বিজসত্তমগণ! যে ব্যক্তি ত্রয়োদশীদিনে ভক্তিপূর্ব্বক খণ্ডশিলার পূজা করে, তাহার পরদারসমুদ্ভব পরিবাদ, বিশেষতঃ কামিনীরাও পরপুরুষাপবাদ প্রাপ্ত হয় না, ইহা শঙ্করাত্মজ কার্ত্তিকেয় কহিয়াছেন। আমি ইহা সত্যই কহিলাম। অত্রত্য কামদেবপ্রতিষ্ঠিত কামেশ্বরকে ত্রয়োদশীদিনে আরাধনা করিয়া নর সর্ব্ববিধ কামনা প্রাপ্ত হয়। মদন রতির প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া এখানে অধিষ্ঠান করেন। হে দ্বিজশার্দ্দূলগণ! মূর্ত্তিমান্ মদন কামেশ্বরপ্রাসাদেই অধিষ্ঠিত। যে বিরাগ কিংবা দুর্ভগমানব সমাহিত

সৌভাগ্যসমাযুক্তো রূপয়াংশ্চ প্রজায়তে। যা নারী পতিনা ত্যক্তা সপত্নীজনসংবৃতা ॥ ১৭ ॥ তং দেবং স্বকলত্রাঢ্যং তথৈব পরিপূজয়েৎ। ত্রয়োদশ্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কেসরৈঃ কুঙ্কুমোদ্ভবৈঃ ॥ ১৮ ॥ সা সৌভাগ্যবতী বিপ্রা জায়তে চ প্রজাবতী। ধনধান্যসমৃদ্ধা চ দুঃখশোকবিবর্জ্জিতা। দোষৈঃ সর্ব্বৈর্বিনির্মুক্তা শংসিতা ধরণীতলে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে খণ্ডশিলাসৌভাগ্যকূপিকোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যাপি চ তত্রাস্তি দীর্ঘিকাখ্যা সুশোভনা। সরসী লোকবিখ্যাতা সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ১ ॥ যস্যাং স্নাতো নরঃ সম্যগ্ ভাস্করস্যোদয়ং প্রতি। জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্দশ্যাং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥ আসীৎ পূর্ব্বং দ্বিজো বীরশর্ম্মনামাতিবিশ্রুতঃ। বেদবিদ্যাব্রতস্নাতো বর্দ্ধমানে পুরোত্তমে ॥ ৩ ॥ তস্য কন্যা সমুৎপন্না কদাচিল্লক্ষণাচ্যুতা। অতিদীর্ঘা প্রমাণেন জনহাস্যবিবর্দ্ধিনী ॥ ৪ ॥ ততঃ সা যৌবনং প্রাপ্তা তত্রাপ্যপি কুমারিকা। ন কশ্চিদ্বরয়ামাস শাস্ত্রবাক্যমনুস্মরন্ ॥ ৫ ॥ অতিসংক্ষিপ্তকেশা যা অতিদীর্ঘাতিবামনা। উদ্বাহয়তি যঃ কন্যাং পুরুষঃ কামমোহিতঃ ॥ ৬ ॥ ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুং স প্রাপ্নোতি নরো ধ্রুবম্। এতস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বে তাং ত্যজন্তি কুমারিকাম্ ॥ ৭ ॥ পুরুষা অতিদীর্ঘত্বযুক্তাং বীক্ষ্য সমন্ততঃ। ততো বৈরাগ্যমাপন্না তপস্তেপেঽতিদারুণম্ ॥ ৮ ॥ চান্দ্রায়ণানি কৃচ্ছ্রাণি তয়া চীর্ণান্যনেকশঃ। পারাকাণি যথোক্তানি তথা সান্তপনানি চ ॥ ৯ ॥ ব্রতং যদ্বিদ্যতে কিঞ্চিন্নিয়মঃ সংযমস্তথা। অন্যচ্চাপি শুভং কৃত্যং তৎসর্ব্বং তয়া কৃতম্ ॥ ১০ ॥ এবং তস্যা ব্রতস্থায়া জরা সমাগুপস্থিতা। তথাপি তেজসো বৃদ্ধির্ববৃধে তপসা কৃতা ॥ ১১ ॥ সা চ নিত্যং মহেন্দ্রস্য সভাং যাত্যতিকৌতুকাৎ। দেবর্ষীণাং মতং শ্রোতুং দেবতানাং বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥ যদা সা স্বাসনং ত্যক্ত্বা প্রয়াতি স্বগৃহোন্মুখী। তদৈবাভ্যুক্ষণং চক্রুস্তত্র শক্রস্য কিঙ্করাঃ ॥ ১৩ ॥ তথান্যদিবসে দৃষ্টং ক্রিয়মাণং তয়া হি তৎ। অভ্যু-

---

হইয়া ত্রয়োদশীতে কুঙ্কুম বা কুসুম দ্বারা তাঁহার পূজা করে, সে সৌভাগ্যযুক্ত ও রূপবান হয়। হে বিপ্রবরগণ। পতিত্যক্তা ও সপত্নীজনসমাবৃতা নারীও উত্তম কলত্রযুক্ত কামদেবকে ত্রয়োদশীদিনে কুসুমকেশর দ্বারা পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া সৌভাগ্যযুক্ত হয়, পুত্র ও ধনধান্য সমৃদ্ধি লাভ করে এবং সর্ব্বদোষ ও দুঃখবিবর্জ্জিতা হইয়া ধরণীতলে প্রশংসিত হইয়া থাকে। ১৮—১৯।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

সূত বলিলেন—হে দ্বিজগণ। ঐ স্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রকার আরও একটী দীর্ঘিকা নাম্নী সর্ব্বপাতক-নাশিনী বিখ্যাত সরসী বিদ্যমান আছে। জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সূর্য্যোদয়কালীন ঐ সরসীতে স্নান করিয়া নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে পুরোত্তম বর্দ্ধমানে বেদ-বিদ্যা-ব্রত-স্নাত বীরশর্ম্মা নামে এক দ্বিজ বাস করিতেন। তাঁহার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কন্যাটী দুর্লক্ষণান্বিতা হয়। সে আকারে এমনই দীর্ঘ ছিল যে, তাহাকে দেখিলে লোকে না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। এ কারণে ঐ কন্যা যৌবনপ্রাপ্তা হইলেও কুমারী অবস্থাতেই রহিল; শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না। শাস্ত্রে আছে যে, যে ব্যক্তি অতি সংক্ষিপ্তকেশা, অতিদীর্ঘা বা বামনা কন্যাকে বিবাহ করে, সে নিশ্চয়ই ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এজন্য পুরুষগণ তাহাকে অতিদীর্ঘা অবলোকনপূর্ব্বক বিবাহ করিল না। অনন্তর ঐ কন্যা বৈরাগ্য-যুক্ত হইয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, পরাক, সান্তপন ও অন্য যাহা কিছু নিয়ম-সংযম আছে, তৎসমস্তই আচরণ করিতে লাগিল। এই ভাবে নিয়ম পালন করিতে করিতে কন্যার জরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে তাহার তেজের খর্ব্বতা হইল না, বরং তপঃপ্রভাবে তেজ বৃদ্ধি পাইল। ১—১১

সে প্রতিদিন কৌতুকবশে দেবর্ষিগণের মত শুনিবার জন্য মহেন্দ্র-সভায় গমন করিত। যৎকালে ঐ কন্যা শক্রসভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ, শক্রানুচরগণ তাহার আসনঅভ্যুক্ষণ করিল। অন্য আর একদিন গৃহপ্রত্যাগমনকালে ঐ দীর্ঘা কন্যা ঐ

ক্ষণং স্বকীয়ে চ আসনে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ কোপপরীতাঙ্গী দীর্ঘিকা সা কুমারিকা। ত্রিশাখাং ভ্রূকুটীং কৃত্বা ততঃ প্রাহ পুরন্দরম্ ॥ ১৫ ॥ কিং দোষং বীক্ষ্য মে শক্র প্রোঞ্ছিতং চাসনং ত্বয়া। পরদারকৃতং দোষং কিং ময়ৈতৎকৃতং কচিৎ ॥ ১৬ ॥ তস্মান্মে পাতকং ব্রূহি নো চেচ্ছাপং সুদারুণম্। ত্বয়ি দাস্যাম্যসন্দিগ্ধং সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ১৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ন তে দীর্ঘেঽস্তি দোষোঽত্র কশ্চিদেকং বিনা শুভে। তেনাথ ক্রিয়তে চৈতদাসনস্যাভিষেচনম্ ॥ ১৮ ॥ ত্বং কুমার্য্যপি সম্প্রাপ্তা ঋতুকালং বিগর্হিতা। তেন দোষং ত্বমাপন্না নান্যদস্তীহ কারণম্ ॥ ১৯ ॥ তস্মাদদ্যাপি ত্বাং কশ্চিদুদ্বাহয়তি তাপসঃ। ত্বং তং বরয় ভর্ত্তারং যেন গচ্ছসি মেধ্যতাম্ ॥ ২০ ॥ ততশ্চ লজ্জয়া যুক্তা সা তদা দীর্ঘকন্যকা। গত্বা ভূমিতলে তূর্ণং বর্দ্ধমানে পুরোত্তমে ॥ ২১ ॥ ততঃ ফুৎকর্ত্তুমারব্ধা চত্বরেষু ত্রিকেষু চ। উচ্ছ্রিত্য দক্ষিণং পাণিং ভ্রমমাণা ইতস্ততঃ ॥ ২২ ॥ যদি কশ্চিদ্দ্বিজো জাত্যা করোতি মম সাম্প্রতম্। পাণিগ্রাহং তপোঽর্দ্ধস্য শ্রেয়ো যচ্ছামি তস্য চ ॥ ২৩ ॥ এবং তাং প্রবিজল্পন্তীং শ্রুত্বা লোকা দিবানিশম্। উন্মত্তামিতি মন্বানা হাস্যং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ২৪ ॥ ততঃ কতিপয়াহস্য প্রকুর্ব্বন্তী চ দীর্ঘিকা। কুষ্ঠব্যাধিগৃহীতেন ব্রাহ্মণেন পরিশ্রুতা ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রোবাচ মন্দং স সমাহূয় সুদুঃখিতাম্ ॥ ২৬ ॥ অহং ত্বামুদ্বহাম্যদ্য কৃত্বা পাণিগ্রহং তব। যদি মদ্বচনং সর্ব্বং সর্ব্বদৈবানুতিষ্ঠসি ॥ ২৭ ॥ কুমারিকোবাচ। করিষ্যামি ন সন্দেহস্তব বাক্যং দ্বিজাধিপ। কুরু পাণিগ্রহং মেঽদ্য বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ২৮ ॥ সূত উবাচ। ততস্তস্যাঃ কুমার্য্যাঃ স পাণিং জগ্রাহ দক্ষিণম্। গৃহ্যোক্তেন বিধানেন দেবাগ্নিগুরুসন্নিধৌ ॥ ২৯ ॥ অথ সা প্রাহ ভূয়োঽপি বিবাহকৃতমঙ্গলা। আদেশং দেহি মে নাথ যং করোমি তবাধুনা ॥ ৩০ ॥ পতিরুবাচ। অষ্টষষ্টিষু তীর্থেষু স্নাতুমিচ্ছামি সুন্দরি। সাহায্যেন ত্বদীয়েন যদি শক্নোসি তৎকুরু ॥ ৩১ ॥ বাঢ়মিত্যেব সা প্রোচ্য ততস্তূর্ণং পতিব্রতা। তৎপ্রমাণং দৃঢ়ং কৃত্বা রম্যং বংশকুটীরকম্ ॥ ৩২ ॥ মৃদুতূলসমাযুক্তং ততঃ প্রাহ

ভাবে কিঙ্করগণকে স্বীয় আসন অভ্যুক্ষণ করিতে দেখিয়া কোপে ত্রিরেখা ভ্রূকুটী করত পুরন্দরের নিকটে গিয়া বলিল,—হে শক্র! তুমি আমার কি দোষ দেখিয়া আসন অভ্যুক্ষণ করিলে? আমি কি এখানে পরদারোচিত কোন নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি? তুমি আমার দোষ দেখাইয়া দাও, নচেৎ আমি তোমায় সুদারুণ শাপ প্রদান করিব; ইহা সত্য জানিবে। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দীর্ঘে! একটী দোষ ব্যতীত অন্য দোষ তোমার নাই; এইজন্যই আসন অভ্যুক্ষণ করা হইয়াছে। তোমার দোষ এই যে, তুমি কুমারী অবস্থায় ঋতুমতী হইয়াছ, এই জন্যই তুমি দোষযুক্তা হইয়া নিন্দিত হইয়াছ। অন্য কোন কারণ নাই। এখনও যদি কোন তাপস তোমার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে বরণ কর। ইহাতে তুমি পবিত্র হইবে। দেবেন্দ্রের এবম্বিধ বাক্যে দীর্ঘকলেবরা কন্যা লজ্জায় ভূমিতলে পুরোত্তম বর্দ্ধমানে গমন করিয়া দক্ষিণ পাণি উচ্ছ্রিত করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে চত্বর ও ত্রিক ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন যে, যদি কোন দ্বিজ সম্প্রতি আমার পাণি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আমার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করি! সাধারণ লোক কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়াও কন্যা উন্মাদিনী হইয়াছে, মনে করিয়া সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে এক কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রাহ্মণ কন্যার বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে কন্যার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন,—অয়ি কন্যে! তুমি যদি সর্ব্বদা আমার আদেশ পালন কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করি। কুমারী বলিল,—হে দ্বিজাধিপ! আমি আপনার সমস্ত কথাই পালন করিব। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, আপনি আমার বিধিপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করুন।১২—২৮। সূত কহিলেন,—অনন্তর ব্রাহ্মণ দেবাগ্নিগুরুসন্নিধানে গৃহ্যোক্ত বিধানে কন্যার দক্ষিণ পাণি গ্রহণ করিলেন। তখন বিবাহ-কৃতমঙ্গলা কামিনী স্বীয় পতিকে বলিল,—হে নাথ! অধুনা আপনার কি করিব আদেশ করুন। পতি বলিলেন,—সুন্দরি! আমি তোমার সাহায্যেই অষ্টষষ্টি তীর্থে স্নান করিতে ইচ্ছা করি, যদি তুমি সমর্থ হও, তাহা হইলে আমাকে লইয়া চল। অনন্তর কামিনী পতিবাক্য "তথাস্তু" বলিয়া সত্বর পতিদেহপ্রমাণ রম্য বংশকুটীর (ঝাঁকা) নির্ম্মাণ করত তাহাতে তুলা আস্ত-

জিতং পতিম্। কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। ৩৩। এতত্তব কৃতে রম্যং কৃতং বংশকুটীরকম্। মম নাথারুহাশু ত্বং যেন কৃত্বাথ মূর্দ্ধনি। নয়ামি সর্ব্বতীর্থেষু ক্ষেত্রেষু শুভদেষু চ। ৩৪। ততঃ কুষ্ঠী প্রহৃষ্টাত্মা শনৈরুত্থায় ভূতলাৎ। তয়া চোদ্ধৃতদেহঃ সন্ সুপ্তো বংশকুটীরকে। ৩৫। ততস্তং মস্তকে কৃত্বা সর্ব্বতীর্থে যথাসুখম্। সর্ব্বক্ষেত্রেষু বভ্রাম স্নাপয়ন্তী নিজং পতিম্॥ ৩৬। যথা যথা স চক্রেঽথ স্নানং তীর্থেষু কুষ্ঠভাক্। তথাতথাস্য গাত্রেষু তেজো বৃদ্ধিং প্রগচ্ছতি। ৩৭। ততঃ ক্রমেণ সা সাধ্বী ভ্রমমাণা মহীতলে। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সম্প্রাপ্তা রজনীমুখে। ৩৮। ক্লান্তা বৈক্লব্যমাপন্না ভারাক্রান্তা পতিব্রতা। নিদ্রান্ধা নিশ্বসন্তী চ প্রস্খলন্তী পদেপদে। ৩৯। অথ তত্র প্রদেশে তু মাণ্ডব্যো মুনিপুঙ্গবঃ। শূলারোপিতগাত্রস্তু সন্তিষ্ঠতি সুদুঃখিতঃ॥ ৪০॥ অথ সা তং সমাসাদ্য শূলং রাত্রৌ পতিব্রতা। নিজগাত্রেণ ভারার্ত্তা গচ্ছমানা

মহাসতী। ৪১। তয়া সঞ্চালিতঃ সোঽথ মাণ্ডব্যো মুনিপুঙ্গবঃ। পরাং পীড়াং সমাসাদ্য ততঃ প্রাহ সুদুঃখিতঃ। ৪২। কেনেদং পাপ্মনা শল্যং মমান্তঃ পরিচালিতম্। যেনাহং দুঃখযুক্তোঽপি ভূয়ো দুঃখাস্পদীকৃতঃ। ৪৩। দীর্ঘিকোবাচ। ন ময়া ত্বং মহাভাগ নিদ্রোপহতয়া দৃশা। দৃষ্টস্তেন পরিস্পৃষ্টো হ্যস্পৃশ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। ৪৪। ন ত্বয়া সদৃশশ্চান্যঃ পাপাত্মাস্তি ধরাতলে। শিরস্যাভূতশূলোঽপি যো মৃত্যুং নাধিগচ্ছতি। ৪৫। অহং পতিব্রতা মূঢ় বহামি শিরসা ধৃতম্। তীর্থযাত্রাকৃতে কান্তং বিকলাঙ্গং সুবল্লভম্। ৪৬। কস্মাত্তস্মাত্তিরস্কারং মম যচ্ছসি নিষ্ঠুরম্। অজ্ঞাতাং মূঢবুদ্ধিঃ সন্ বিশেষান্মানুষোদ্ভবাম্। ৪৭। মাণ্ডব্য উবাচ। অহং যাদৃক্ত্বয়া প্রোক্তস্তাদৃগেব ন সংশয়ঃ। পাপাত্মা মূঢবুদ্ধিশ্চ অস্পৃশ্যঃ সর্ব্বদেহিনাম্। ৪৮। যদি প্রাতস্তবায়ং চ ভর্ত্তা জীবতি নিষ্ঠুরে। যেন মে জনিতা পীড়া প্রাণান্তকরণী দৃঢ়া॥ ৪৯। তস্মাদেষ তবাভীষ্টঃ স্পৃষ্টঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ। ময়া শপ্তঃ পরিত্যাগং জীবিতস্য করিষ্যতি। ৫০। দীর্ঘিকোবাচ।

রণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সহর্ষে নিজ পতিদেবতাকে বলিল,—নাথ! আপনার জন্য এই রম্য বংশকুটীর নির্ম্মাণ করিলাম! আপনি ইহাতে আরোহণ করুন। আমি মস্তকে করিয়া আপনাকে তীর্থে তীর্থে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইব। পত্নীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কুষ্ঠী পতি হৃষ্টান্তঃকরণে আস্তে-আস্তে ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ বংশকুটীরের উপর আরোহণ করিলেন। উহাতে আরোহণ করিবামাত্র তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার পত্নী তাঁহাকে অতিদুঃখে মস্তকে করিয়া তীর্থে তীর্থে স্নান করাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমন যেমন তিনি তাহার পতিকে তীর্থজলে স্নান করাইতে লাগিলেন, তেমন তেমন তাঁহার পতি স্বাস্থ্য লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্বী কামিনী সন্ধ্যাসময়ে হাটকেশ্বর তীর্থক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইল! এই সময় ঐ পতিব্রতা কামিনী নিতান্ত শ্রান্তা ও বহনভারাক্রান্তা হইয়া পড়ায় তাহার নিদ্রাবেগ হইতে লাগিল এবং সেই জন্য সে পদে পদে স্খলিত হইতে থাকিল। এইভাবে কামিনী যে পথে যাইতেছিল, ঐ পথে মুনিপুঙ্গব মাণ্ডব্য শূলারোপিতগাত্র হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অবস্থান করিতেছিলেন। কামিনী ভারাক্রান্ত অবস্থায় নিদ্রাবশে যাইতে যাইতে দৈবাৎ ঐ স্থানে যাইয়া নিজ গাত্র দ্বারা মাণ্ডব্যকে চালিত করিলেন। তাহাতে মুনি মাণ্ডব্য অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—কোন্ পাপাত্মা এই শল্য আমার অন্তরে পরিচালিত করিল? ইহাতে আমি দুঃখিত থাকিয়াও পুনরায় দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। দীর্ঘা কামিনী বলিল,—হে মহাভাগ! আমি নিদ্রোপহত-নেত্রে আপনাকে দেখিতে পাই নাই। এই জন্যই অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়াছি। আপনি অতি পাপী, আপনার ন্যায় পাপাত্মা পৃথিবীতে নাই; যে হেতু আপনি মস্তক পর্য্যন্ত শূলবিদ্ধ হইয়াও জীবন ধারণ করিয়া আছেন। অয়ি মূঢ়! আমি পতিব্রতা নারী; সুবল্লভ বিকলাঙ্গ পতির তীর্থযাত্রানিমিত্ত আমি তাঁহাকে মস্তকে করিয়া তীর্থে তীর্থে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইতেছি। হে মূঢ়বুদ্ধে নিষ্ঠুর! মানবচরিত বিশেষ না জানিয়া কি জন্য আমায় তিরস্কার করিতেছ? মাণ্ডব্য বলিলেন,—সুন্দরি! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, আমি তাহাই বটে; ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি পাপাত্মা মূঢ়বুদ্ধি ও সর্ব্বদেহীর অস্পৃশ্য; কিন্তু রে নিষ্ঠুরে! যে হেতু তোমার পতি আমার পীড়া জন্মাইয়াছে, অতএব প্রাতঃকালে যদি তোমার অভীষ্ট ভর্ত্তা জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমার

যদ্যেবং মরণং পত্যুঃ প্রভাতে সম্ভবিষ্যতি। মদীয়স্তু ততঃ প্রাতর্নোদ্গমিষ্যতি ভাস্করঃ॥ ৫১॥ এবমুক্ত্বা ততঃ সাথ নিষসাদ ধরাতলে। ভূমৌ তস্তর্তৃসংযুক্তং মুক্ত্বা বংশকুটীরকম্॥ ৫২॥ অথ তাং প্রাহ কুষ্ঠী স পিপাসা সম্প্রবর্ত্ততে। তস্মাত্তোয়ং সমানেহি পানার্থমতিশীতলম্॥ ৫৩॥ তথৈব সা সমাকর্ণ্য ভর্ত্তুরাদেশমুৎসুকা। ইতস্ততশ্চ বভ্রাম জলার্থং ন প্রপশ্যতি। ন চ নির্যাতি দূরং সা ত্যক্তারণ্যে তথাবিধম্॥ ৫৪॥ ভর্ত্তারং শ্বাপদোত্থং চ ভয়ং হৃদি বিতন্বতী। উপবিশ্য ততো ভূমৌ স্পৃষ্ট্বা পাদৌ পতেস্তদা। প্রোবাচ দীর্ঘিকা বাক্যং তারবাক্যেণ দুঃখিতা॥ ৫৫॥ পতিব্রতাত্বমাচীর্ণং যদি সম্যঙ্ময়া স্ফুটম্। তেন সত্যেন ভূপৃষ্ঠান্নির্গচ্ছতু জলং শুভম্॥ ৫৬॥ এবমুক্ত্বা জঘানাথ পাদাঘাতেন মেদিনীম্। কান্তভক্তিং পুরস্কৃত্য তস্য জীবিতবাঞ্ছয়া॥ ৫৭॥ এতস্মিন্নন্তরে তোয়ং পাদাঘাতাদনন্তরম্। নিষ্ক্রান্তং নির্ম্মলং স্বাদু মাণ্ডব্যস্য চ পশ্যত॥ ৫৮॥ ততস্তং স্নাপয়ামাস তস্মিংস্তোয়ে শ্রমাতুরম্। অপায়য়ত্ততঃ পশ্চাৎ স্বয়ং স্নাত্বা পপৌ জলম্॥ ৫৯॥ এতস্মিন্নন্তরে সূর্য্যঃ পতিব্রতকৃতাত্তয়াৎ। নাভ্যুদেতি সমুৎপন্নস্ততঃ কালাত্যয়ো মহান্॥ ৬০॥ অথ রাত্রিং সমালোক্য দীর্ঘাং যে-কামুকা জনাঃ। তে সর্ব্বে তুষ্টিমাপন্নাস্তথা চ কুলটাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৬১॥ কৌশিকা রাক্ষসাশ্চাপি চোরা জারাশ্চ যে নরাঃ। তে সর্ব্বে প্রোচুঃ সংহৃষ্টাঃ সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্॥ ৬২॥ অদ্যাস্মাকং বিধিস্তুষ্টো ভগবান্মন্মথস্তথা। যেন দীর্ঘা কৃতা রাত্রির্নাশং নীতশ্চ ভাস্করঃ॥ ৬৩॥ যে পুনর্ব্রাহ্মণাঃ শান্তা যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্যতাঃ। তে সর্ব্বে দুঃখমাপন্নাঃ সূর্য্যোদয়বিনাকৃতাঃ॥ ৬৪॥ ন কশ্চিদ্‌যজনং চক্রে যাজনং ন চ সদ্দ্বিজঃ। ন শ্রাদ্ধং ন চ সঙ্কল্পং ন স্বাধ্যায়ং কথঞ্চন॥ ৬৫॥ ন স্নানং ন চ দানং চ লোকযাত্রাং বিশেষতঃ। ব্যবহারং ন কৃত্যং চ কিঞ্চিদ্ধর্ম্মসমুদ্ভবম্॥ ৬৬॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ। পরং দৌঃস্থ্যং সমাপন্না যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৬৭॥ ততো ভাস্করমাসাদ্য উচুর্দুঃখসমন্বিতাঃ। কস্মান্নোদ্গমনং দেব প্রকরোষি দিবাকর॥ ৬৮॥ এতত্ত্বয়া বিনা সর্ব্বং জগদ্ব্যাকুলতাং গতম্॥ ৬৯॥ তস্মাল্লোকহিতার্থায়

শাপে সূর্য্যরশ্মি স্পৃষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে দীর্ঘা কামিনী বলিল,—যদি প্রভাতে সূর্য্যরশ্মি স্পৃষ্ট হইলে আমার পতি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহ হইলে প্রাতঃ কালে সূর্য্য উদিত হইবেন না। এই বলিয়া কামিনী বংশ কুটীরস্থ স্বীয় পতিকে ধরা তলে স্থাপন করিয়া উপবেশন করিল। এই সময় তাহার পতি বলিলেন,—প্রিয়ে! আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে, আমাকে সুশীতল জল প্রদান কর। স্বামিবাক্য শ্রবণ করিয়া কামিনী জলান্বেষণার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়াও নিকটে কুত্রাপি জল পাইল না এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে তথাবিধ পতিকে একাকী রাখিয়াও জলানয়নার্থ দূরে গমন করিতে পারিল না। তখন অতিশয় দুঃখিত হইয়া ঐ কামিনী পতির পদস্পর্শ করিয়া তারস্বরে বলিল,—আমি যদি পতিব্রতা-ব্রত সম্যক্ আচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার ঐ সত্য দ্বারা সত্বর ভূপৃষ্ঠ হইতে জল উত্থিত হউক। কামিনী পতিভক্তিকে অগ্রে করিয়া এবং তাঁহার জীবন বাঞ্ছা করত এই কথা বলিয়া মেদিনীতে সদম্ভে পদাঘাত করিল। পদাঘাত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠ হইতে নির্ম্মল স্বাদু জল নিষ্ক্রান্ত হইল। মাণ্ডব্য তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর কামিনী ঐ জলে পতিকে স্নান করাইয়া তাহা পান করাইল এবং স্বয়ংও স্নান করিয়া তাহা পান করিল। ২৯—৫৯। এদিকে ভগবান্ সূর্য্য পতিব্রতাপ্রভাবে উদিত হইতে না পারায় তাঁহার মহান্ কালাত্যয় হইতে লাগিল। ইহাতে রাত্রি অতিশয় দীর্ঘ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কামুক, কুলটা, কৌশিক, রাক্ষস, চোর ও জারগণ সানন্দে পরস্পর আলিঙ্গন করত বলিতে লাগিল,—অদ্য আমাদের প্রতি ভগবান্ ও মন্মথ তুষ্ট হইয়াছেন; যেহেতু তিনি সূর্য্যকে নিহত করিয়া রাত্রি বড় করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা শান্ত ও যজ্ঞকর্ম্ম সমুদ্যত, তাঁহারা সূর্য্যোদয় ব্যতিরেকে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের যজন, যাজন, শ্রাদ্ধ, সঙ্কল্প, স্বাধ্যায়, স্নান, দান, লোকযাত্রা ও ব্যবহার প্রভৃতি যাহা কিছু ধর্ম্ম-সঙ্গত কার্য্য, তৎসমস্তই সূর্য্যাভাবে পণ্ড হইতে লাগিল। এই সময় শক্রাদি দেবগণ সকলেই যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিত হইয়া অতিদুঃখে ভাস্করের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিলেন,—হে দিবাকর! আপনি উদিত হন নাই কেন? আপনি ব্যতীত সমস্ত জগৎ ব্যাকুলিত

ত্বমুদ্গচ্ছ যথা পুরা। অগ্নিষ্টোমাদিকা যজ্ঞা বর্ত্তন্তে যেন ভূতলে। ১০। সূর্য্য উবাচ। পতিব্রতা-স্মাদেশাত্ত্বত্রশ্চাভ্যুদগো ময়া। তস্মাদ্গত্বা সুরাঃ সর্ব্বে তাং বদন্ত কৃতে মম। ১১। যেন তদ্বাক্য-মাসাদ্য প্রবর্ত্তামি যথানুগম্। অন্যথা মাং শপেৎ ক্রুদ্ধা নূনং সা হি পতিব্রতা। ১২। এবং সা তপসা যুক্তা প্রোৎকৃষ্টং হি সুরোত্তমাঃ। পতিব্রতাত্বমাধত্তে তথান্যদপরং মহৎ। ১৩। কস্তস্যা বচনং শক্তঃ কর্ত্তুমেবমতোহন্যথা। এতস্মাৎ কারণাদ্ভীতো নোদ্গচ্ছামি কথঞ্চন। ১৪। ন তৎক্রতুসহস্রেণ যজন্তঃ প্রাপ্নুয়ুঃ ফলম্। পতিব্রতাশ্রমাপন্না যৎস্ত্রী বিন্দতি কেবলম্। ১৫। ততস্তে বিবুধাঃ সর্ব্বে গত্বা তৎক্ষেত্রমুত্তমম্। প্রোচুস্তাং দীর্ঘিকাং বাক্যৈর্মৃদুভিঃ পুরতঃ স্থিতাঃ। ১৬। ত্বয়া পতি-ব্রতে সূর্য্যো যন্নিসিদ্ধো ন তৎকৃতম্। শুভং যতো হতাঃ সর্ব্বা ভূতলে শোভনাঃ ক্রিয়াঃ। ১৭। তস্মাদুদ্গচ্ছতু প্রাজ্ঞে ত্বদ্বাক্যাত্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ। যজ্ঞ-ক্রিয়া বিশেষেণ যেন বর্ত্তন্তি ভূতলে। ১৮।

পতিব্রতোবাচ। অয়ঞ্চ মে পতিঃ সদ্যঃ প্রাণেভ্যো-হপি চ যঃ প্রিয়ঃ। সোহভ্যেতি নিধনং দেবাঃ প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। ১৯। শপ্তশ্চানেন দুষ্টেন মাণ্ডব্যেন সুপাপিনা। কার্য্যং বিনাপি নির্দ্দিষ্টমদ্-ভ্রমাং ভাস্করং কথম্। ৮০। উদগার্থং ন মে যজ্ঞৈঃ কার্য্যং কিঞ্চিন্ন চাপরৈঃ। শ্রাদ্ধদানাদিকৈঃ কৃত্যৈঃ সপ্তাতৈর্দ্দয়িতং বিনা। ৮১। সূত উবাচ। ততস্তে বিবুধাঃ সর্ব্বে সমালোক্য পরস্পরম্। চিরকালং সুহৃৎবার্ত্তাস্তামূচুর্বিনয়ান্বিতাঃ। ৮২। উদ্গচ্ছতু রবি-র্ভদ্রে তবায় দয়িতঃ পতিঃ। প্রয়াতু নিধনং সদ্যো ভূয়াদেষ মুনীশ্বরঃ। ৮৩। পুনর্জ্জীবাপয়িষ্যামো বয়মেন-মপি দ্রুতম্। মৃত্যুমার্গমনুপ্রাপ্তং ত্বৎকৃতে পতিবৎসলে। ৮৪। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়ং কামদেবমিবাপরম্। ত্বং দ্রক্ষ্যসি সুদীপ্তাঙ্গং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্। ৮৫। ভূত্বা পঞ্চদশাব্দীয়া পদ্মপত্রায়তেক্ষণা। মর্ত্ত্যলোকে সুখং সম্যক্ স্বেচ্ছয়া সাধয়িষ্যসি। ৮৬। এষোহপি মুনিশার্দ্দূলো বিপাপ্মা সাম্প্রতং শুভে। শূলবেধেন নির্ম্মুক্তঃ সুখভাগী ভবত্বলম্। ৮৭। সূত উবাচ। বাঢ়মিত্যেব চ প্রোক্তে তয়া স দ্বিজসত্তমাঃ। উদ্গতো ভগবান্ সূর্য্যস্তৎক্ষণাদেব বেগতঃ। ৮৮। ততঃ

হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আপনি লোকহিতের নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় উদিত হউন। আপনি উদিত না হইলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে না। সূর্য্য বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি পতি-ব্রতার ভয়ে উদিত হওয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনারা ঐ পতিব্রতার নিকট গমন করিয়া আমার কথা বলুন। তাহা হইলে আমি তাঁহার অনুমতি পাইয়া সুখে উদিত হইতে পারিব। তাঁহার অনুমতি না লইয়া উদিত হইলে তিনি আমায় শাপ দিবেন। ঐ পতিব্রতা উৎকৃষ্ট তপশ্চরণে, ও পতিব্রতাহ ধর্ম্মে অলঙ্কৃতা। কে ঐ পতিব্রতা-বচনের অন্যথাচরণ করিবে? এই ভয়েই আমি উদিত হইতে পারি নাই। স্ত্রীগণ পতিব্রতাধর্ম্ম পালন করিয়া যে ফল লাভ করে, যাজ্ঞিক ব্যক্তি সহস্র সহস্র যজ্ঞ করিয়াও সে ফল লাভ করিতে পারে না। অনন্তর দেবগণ ঐ ক্ষেত্রে কামিনীর নিকট গমন করিয়া মৃদু বাক্যে তাহাকে বলিলেন, —হে পতিব্রতে! তুমি সূর্য্যকে নিবারিত করিয়া ভাল কর নাই! ইহাতে ভুবনের যাবতীয় মাঙ্গল্য ক্রিয়া নষ্ট হইতেছে হে প্রাজ্ঞে! তুমি আদেশ কর, তোমার আদেশে সূর্য্য উদিত হউন। ইহাতে পৃথিবীর যজ্ঞক্রিয়া সকল অনুষ্ঠিত হইবে।

পতিব্রতা বলিল,—হে দেবগণ! সূর্য্য উদিত হইলেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়পতি নিধনপ্রাপ্ত হইবেন। এই দুষ্ট মাণ্ডব্য শাপ দিয়াছেন। অতএব কি প্রকারে আমি ভাস্করকে উদিত হইতে বলিতে পারি? পতি ব্যতিরেকে আমার যজ্ঞ, দান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে কি উপকার হইবে? ৮০—৮১। সূত বলিলেন,—অনন্তর দেবগণ পরস্পর বিবেচনাপূর্ব্বক-হৃদ্যবাক্যে বিনীতভাবে পতিব্রতাকে বলি-লেন,—অয়ি ভদ্রে পতিবৎসলে! রবি উদিত হউন, তোমার পতিও জীবনত্যাগ করুন; মুনির প্রভুত্ব বজায় থাকুক, পরে আমরা তোমার মৃত্যুগ্রস্ত পতিকে পুনর্জীবিত করিব। তোমার পতি পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ও কন্দর্পের ন্যায় হইবেন। এবং তুমি পঞ্চদশবর্ষীয়া ও পদ্ম-পত্রায়তেক্ষণা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে পতি সহ সুখ অনুভব করিবে। আর এই মুনিশার্দ্দূলও বিগতপাপ হইয়া শূলবেধ হইতে মুক্তিলাভ করত সুখভাগী হউন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! পতিব্রতা দেবগণের বাক্যে সম্মতি-প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। সূর্য্য উদিত হইবা

সূর্য্যাংশুসংস্পৃষ্টঃ স মৃতশ্চ সুকুষ্ঠভাক্। বিবুধানাং করৈঃ স্পৃষ্টঃ পুনরেব সমুত্থিতঃ ॥ ৮৯ ॥ পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়ঃ কামদেব ইবাপরঃ। সংস্মরন্ পূর্ব্বিকাং জাতিং সর্ব্বাং হর্ষসমন্বিতঃ ॥ ৯০ ॥ দীর্ঘিকাপি পরিস্পৃষ্টা স্বয়ং দেবেন শম্ভুনা। সঞ্জাতা যৌবনোপেতা দিব্যলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৯১ ॥ পদ্মপত্রেক্ষণা রম্যা চন্দ্রবিম্বসমাননা। মধ্যে ক্ষামা সুগৌরাঙ্গী পীনোন্নতপয়োধরা ॥ ৯২ ॥ ততস্তং মুনিশার্দ্দূলং শূলাগ্রাদবতার্য্য চ। প্রোচুশ্চ বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ সাদরং হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৯৩ ॥ এতৎ সত্যং কৃতং বাক্যং মুনে তব যথোদিতম্। মৃতোহপি ব্রাহ্মণঃ কুষ্ঠী সংস্পৃষ্টো রবিরশ্মিভিঃ ॥৯৪॥ পুনরুত্থাপিতোঽস্মাভিঃ কৃতশ্চ তরুণঃ পুনঃ। অনয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তস্মাত্ত্বং স্বাশ্রমং ব্রজ ॥ ৯৫ ॥ নাস্মাকং দর্শনং ব্যর্থং কথঞ্চদপি জায়তে। তস্মাৎ প্রার্থয় যচ্চিত্তে তব নিত্যং সমাশ্রিতম্ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পতিব্রতাবরলাভো নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মাণ্ডব্য উবাচ। গ্রহীষ্যামি সুরশ্রেষ্ঠা বরং যুষ্মৎসমুদ্ভবম্। পরং মে নির্ণয়ঞ্চৈকং ধর্ম্মরাজঃ প্রচক্ষতু ॥ ১ ॥ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং লোকে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। উপতিষ্ঠতি নাস্ত্যত্র সত্যমেতৎ সুরোত্তমাঃ ॥ ২ ॥ ময়াপ্যত্র পরে চাপি কিং কৃতং পাতকঞ্চ যৎ। ঈদৃশীং বেদনাং প্রাপ্তো ন চ মৃত্যুং কথঞ্চন ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মরাজ উবাচ। অন্যদেহে ত্বয়া বিপ্র বালভাবেন বর্ত্ততা। শূলাগ্রেণ সুতীক্ষ্নেন কায়ে বিদ্ধো বকঃ ক্ষিতৌ ॥ ৪ ॥ নান্যৎ কৃতমপি স্বল্পং পাতকং কিঞ্চিদেব হি। এতস্মাৎ কারণাদেষা ব্যথা সংসেবিতা দ্বিজ ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃশং ক্রোধসমন্বিতঃ। ততস্তং প্রাহ মাণ্ডব্যো ধর্ম্মরাজং পুরঃস্থিতম্ ॥ ৬ ॥ অস্য স্বল্পাপরাধস্য যস্মাত্ত্বয়ান্ বিনিগ্রহঃ। কৃতস্ত্বয়া সুদুর্ব্বুদ্ধে তস্মাচ্ছাপং গৃহাণ মে ॥ ৭ ॥ ত্বং প্রাপ্য মানুষং দেহং শূদ্রযোনৌ ব্যবস্থিতঃ। জাতিক্ষয়কৃতং দুঃখং প্রভূতং সেবয়িষ্যসি ॥ ৮ ॥ তথা কৃতা

মাত্র তদীয়রশ্মিস্পৃষ্ট হইবামাত্র কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতিব্রতাপতি মুনি-শাপ-প্রভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া দেবতাকরস্পর্শে পুনরায় জীবিত হইলেন। এবার তিনি পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ওকন্দর্পের ন্যায় হইয়া জাতিস্মরত্ব লাভ করিলেন। এদিকে ভগবান্ শম্ভু ঐ দীর্ঘিকা পতিব্রতাকে স্পর্শ করিবামাত্র, সেও দিব্যলক্ষণান্বিতা পদ্মপত্রাক্ষী রমণীয়া চন্দ্রবিম্বনিভাননা কৃশমধ্যা গৌরাঙ্গী ও পীনোন্নতপয়োধরা যুবতী হইল। অনন্তর দেবগণ শূলারোপিত মুনিকে শূল হইতে অবতারিত করিয়া সহর্ষে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনে! আমরা আপনার বাক্য সত্য করিলাম; রবিরশ্মিসংস্পৃষ্ট হইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; পরে আমরা তাঁহাকে পুনরায় উত্থাপিত ও তরুণবয়স্ক করিলাম। অধুনা ব্রাহ্মণ এই ভার্য্যার সহিত স্বীয়াশ্রমে গমন করুন। আমাদের সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হইবার নহে; অতএব আপনি যথাভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। ৮৯—৯৬।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মাণ্ডব্য বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের নিকট হইতে অবশ্যই বর গ্রহণ করিব, পরন্তু আপাতত ভগবান্ ধর্ম্মরাজ আমার একটী বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন। লোকে সকল প্রাণীই কৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই; কিন্তু আমি ইহ বা পরকালে এমন কি কর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, যাহার ফলে আমি ঈদৃশী বেদনা প্রাপ্ত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম না? ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি জন্মান্তরে বালচাপল্য বশতঃ সুতীক্ষ্ণ শূলাগ্র দ্বারা এক বক পক্ষীকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্য আর কোন পাতক আপনি করেন নাই হে ! এই কারণেই আপনি এই ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন। সূত বলিলেন—ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাণ্ডব্য সম্মুখাস্থিত ধর্ম্মরাজকে সক্রোধে বলিলেন,—হে দুর্ব্বুদ্ধে! যেহেতু তুমি উক্তপ্রকার অল্প অপরাধে আমায় এতাদৃশ নিগৃহীত করিয়াছ, অতএব তুমি আমার নিকট শাপ গ্রহণ কর। তুমি মানুষদেহ প্রাপ্ত হইয়া শূদ্রযোনিতে ব্যবস্থিত হও, এবং ঐ যোনিতে গমন করিয়া জাতিক্ষয়জনিত-

মর্য্যাদা্য ব্যবস্থা সর্ব্বদেহিনাম্। অষ্টমাব্দৎপরাদূর্দ্ধং কর্ম্মণা গর্হিতেন চ। প্রগ্রহীষ্যতি বৈ জন্তুঃ পুরুষো যোষিদেব বা। ৯। এবমুক্ত্বা স মাণ্ডব্যো ধর্ম্মরাজং ততঃ পরম্। প্রস্থিতো রোষনির্ম্মুক্তো বাঞ্ছিতাশাং প্রতি দ্বিজাঃ। ১০। অথ তং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ। ধর্ম্মরাজকৃতে ব্যগ্রাঃ শ্রুত্বা শাপং তথাবিধম্। ১১। দেবা উচুঃ। ভগবন্ পাপসক্তস্য ধর্ম্মরাজস্য কেবলম্। ন ত্বমর্হসি শাপেন শূদ্রং কর্ত্তুং কথঞ্চন। ১২। প্রসাদং কুরু তস্মাত্ত্বমস্য ধর্ম্মপতের্দ্বিজ। অস্মাকং বচনাৎ সদ্যঃ প্রার্থয়স্ব তথা বরম্। ১৩। মাণ্ডব্য উবাচ। নান্যথা জায়তে বাণী যা ময়োক্তা সুরোত্তমাঃ। অবশ্যং ধর্ম্মরাজোঽয়ং শূদ্রযোনৌ প্রয়াস্যতি। ১৪। পরং নৈবাস্য সন্তানং তস্যাং যোনৌ ভবিষ্যতি। সম্প্রাপ্স্যতি চ ভূয়োঽপি ধর্ম্মরাজত্বমুত্তমম্। ১৫। আরাধয়তু চাব্যগ্রঃ ক্ষেত্রেঽত্রৈব ত্রিলোচনম্। প্রসাদাত্তস্য দেবস্য শীঘ্রং মৃত্যুমবাপ্স্যতি। ১৬। তথা দেয়ো বরো মহ্যং ভবদ্ভির্যদি স্বর্গপাঃ। তদেষা শূলিকাস্মাকং স্পর্শাদ্ভূয়াৎ সুধর্ম্মদা। ১৭। দেবা উচুঃ। এনাং যঃ প্রাতরুত্থায় স্পর্শয়িষ্যতি শূলিকাম্। পাবকাৎ স বিমুক্তো বা ইহ লোকে ভবিষ্যতি। ১৮। এবমুক্ত্বা মুনিং তং তে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। ততস্তাং সাদরং প্রাহুঃ সহ ভর্ত্রা পতিব্রতাম্। ১৯। ত্বমপি প্রার্থয়াভীষ্টমস্মত্তো বরবরবর্ণিনি। যত্তে চিত্তে স্থিতং নিত্যং নাদেয়ং বিদ্যতেঽত্র নঃ। ২০। পতিব্রতোবাচ। যেয়ং ময়া কৃতা গর্ত্তা স্থানেঽত্র ত্রিদশেশ্বরাঃ। মন্নাম্না খ্যাতিমায়াতু দীর্ঘিকেতি জগত্রয়ে। ২১। দেবা উচুঃ। অদ্যপ্রভৃতি লোকেঽত্র গর্ত্তেয়ং তব শোভনে। দীর্ঘিকেতি সুবিখ্যাতা ভবিষ্যতি জগত্রয়ে। ২২। যেঽস্যাং স্নানং করিষ্যন্তি প্রাতরুত্থায় মানবাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে ভবিষ্যন্তি তৎক্ষণাৎ। ২৩। কন্যারাশিগতে সূর্য্যে সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে। যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া সহিতা নরাঃ। ২৪। অপুত্রাস্তে ভবিষ্যন্তি সপুত্রা বংশবর্দ্ধনাঃ। এবমুক্ত্বাথ তাং দেবা জগ্মুঃ স্বর্গং দ্বিজোত্তমাঃ। ২৫। পতিব্রতাপি তেনৈব সহ কান্তেন সুন্দরী। সেবয়ামাস কল্যাণী স্মরসৌখ্যমনুত্তমম্। ২৬। পর্ব্বতেষু সুরম্যেষু নদীনাং পুলিনেষু চ। উদ্যানেষু বিচিত্রেষু বনেষুপবনেষু চ। ২৭। ততো

প্রভৃত দুঃখ অনুভব কর। আমি অদ্য হইতে জন্তুগণের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিতেছি যে, মানবগণ অষ্টম বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়ঃক্রমবিশিষ্ট হইলে তবে, কি স্ত্রী কি পুরুষ তাহারা গর্হিত কার্য্য করিয়া তাহার ফলভাগী হইবে। হে দ্বিজগণ। মাণ্ডব্য এই কথা বলিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথেচ্ছদিকে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ ধর্ম্মরাজের শাপ শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়া মাণ্ডব্যকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি এই ধর্ম্মরাজকে শাপ দিয়া শূদ্র করিবেন না; আমাদের বাক্যে ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হউন, এবং আপনি আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করুন। মাণ্ডব্য বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবার নহে, নিশ্চয়ই ধর্ম্মরাজ শূদ্র-যোনিতে গমন করিবেন। তবে ঐ যোনিতে ইহাঁর সন্তানাদি হইবে না; পুনরয় ইনি ধর্ম্মরাজত্ব লাভ করিবেন। ইনি যেন এই ক্ষেত্রে অব্যগ্রভাবে ত্রিলোচনের আরাধনা করেন, তাঁহার প্রসাদে ইনি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। আপনারা যদি আমাকে বর দেয় বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে এই বর দেন যে, স্পর্শ করিবামাত্র যেন আমার এই শূল ধর্ম্মপ্রদ হয়। দেবগণ বলিলেন,—যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই শূল স্পর্শ করিবে, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবে। শক্রপ্রমুখ দেবগণ মুনিকে এই কথা বলিয়া সেই পতিব্রতাকে সাদরে বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! তুমিও আমাদের নিকট বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। ১—২০। তোমাকে আমাদের অদেয় কিছুই নাই। পতিব্রতা বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি এইস্থানে যে একটী গর্ত্ত করিয়াছি, তাহা দীর্ঘিকায় পরিণত হইয়া আমার নামে ত্রৈলোক্যে খ্যাতিলাভ করুক। দেবগণ বলিলেন,—অয়ি শোভনে! অদ্য হইতে তোমার গর্ত্ত ত্রিজগতে দীর্ঘিকা বলিয়া সুবিখ্যাত হইবে। মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাতে স্নান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব-পাপমুক্ত হইবে। সূর্য্য কন্যারাশিগত হইলে পঞ্চমীদিনে যাহারা শ্রদ্ধার সহিত এই স্থানে স্নান করিবে, তাহারা যদি অপুত্রক হয়, তাহা হইলে বংশবর্দ্ধন পুত্র লাভ করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই বলিয়া দেবগণ স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে সুন্দরী পতিব্রতা কান্তের সহিত রম্য পর্ব্বত, নদীপুলিন, বিচিত্র উদ্যান ও বন-উপবনে অত্যুত্তম স্মর সৌখ্য

বয়সি সম্প্রাপ্তে পশ্চিমে কালপর্য্যয়াৎ। তদেবাত্মীয়-সত্তীর্থং সেবয়ামাস সাদরম্॥ ২৮॥ ততো দেহং পরিত্যক্তা স্বকান্তং বীক্ষ্য তং মৃতম্। তত্র তোয়ে জগামাথ ব্রহ্মলোকং পতিব্রতা॥ ২৯॥ এতত্তঃ সর্ব্বমাখ্যাতং দীর্ঘিকাখ্যানমুত্তমম্। যস্য সংশ্রবণাদেব নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দীর্ঘিকোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৬॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। কেনাসৌ মুনিশার্দ্দূলো মাণ্ডব্যঃ সুমহাতপাঃ। শূলায়াং স্থাপিতঃ কেন কারণেন চ নো বদ॥ ১॥ সূত উবাচ স মাণ্ডব্যো মুনিঃ পূর্ব্বং তীর্থযাত্রাং সমাচরন। অস্মিন ক্ষেত্রে সমায়াতঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ॥ ২॥ বিশ্বামিত্রীয়মাসাদ্য সত্তীর্থং পাবনং মহৎ। পিতৃণাং তর্পণং চক্রে ভাস্করং প্রতি স ব্রতী॥ ৩॥ জপন্ বিভ্রাড়িতি শ্রেষ্ঠং সূক্তং ভাস্করবল্লভম্। এতস্মিন্নন্তরে চৌরো লোপ্ত্রমাদায় কস্যচিৎ॥ ৪॥ কোঽপি তত্র সমায়াতঃ পৃষ্ঠে লগ্নৈর্জনৈর্দ্বিজাঃ। ততশ্চৌরোঽপি তং দৃষ্ট্বা মৌনস্থং মুনিসত্তমম্॥ ৫॥ লোপ্ত্রং মুক্তা তদগ্রেঽথ প্রবিবেশ গুহান্তরে। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাস্তে জনা লোপ্ত্রহেতবে॥ ৬॥ দৃষ্ট্বা লোপ্ত্রং তদগ্রস্থং তমূচুর্মুনিপুঙ্গবম্। মার্গেণানেন চায়াতো লোপ্ত্রহস্তো মলিম্লুচঃ। ব্রূহি শীঘ্রং মহাভাগ কেন মার্গেণ নির্গতঃ॥ ৭॥ স চ জানন্নপি প্রাজ্ঞো গুহাসংস্থং মলিম্লুচম্। ন কিঞ্চিদপি চোবাচ মৌনব্রতপরায়ণঃ॥ ৮॥ অসকৃৎ প্রোচ্যমানোঽপি পরচিন্তাসমন্বিতঃ। যদা প্রোবাচ নো কিঞ্চিৎ স রক্ষংশ্চৌরজীবিতম্॥ ৯॥ ততস্তৈর্মন্ত্রিতং সর্ব্বৈরেষ নূনং মলিম্লুচঃ। সম্প্রাপ্তঃ পৃষ্ঠতোঽস্মাভির্মুনিরূপো বভূব হ॥ ১০॥ অবিচার্য্য ততঃ সর্ব্বৈরাভীরৈস্তৈর্দুরাত্মভিঃ। শূলীমারোপিতঃ সদ্যো নীত্বা কিঞ্চিদ্বনান্তরম্॥ ১১॥ এবং প্রাপ্তা তদা শূলী মুনিনা তেন দারুণা। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন দোষহীনেন ধীমতা॥১২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মাণ্ডব্যশূলীপ্রাপ্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৭॥

অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালাত্যয়ে পশ্চিম বয়স প্রাপ্ত হইলে তিনি সাদরে সেই আত্মীয় সৎতীর্থেরই সেবা করিতে লাগিলেন। পরে পতিব্রতা স্বীয় কান্তকে মৃত দেখিয়া সেই তীর্থতীরে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। যাহা শ্রবণ করিলে নর পাপমুক্ত হয়, এই আমি আপনাদের নিকট সেই অনুত্তম দীর্ঘিকাখ্যান আখ্যান করিলাম। ২১—৩০।

ষট্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিক শতত অধ্যায়।

ঋষিগণ বহিলেন,—হে সূত! কোন্ ব্যক্তি কি জন্য মুনিশার্দ্দূল মাণ্ডব্যকে শূলে আরোপিত করিয়াছিল? আপনি ইহা আমাদের নিকট বলুন? সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে মুনি মাণ্ডব্য তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারে এই ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি অত্রত্য বিশ্বামিত্রীয় মহাপাবন সত্তীর্থে পিতৃতর্পণ পূর্ব্বক "বিভ্রাট"—ইত্যাদি ভাস্কর-বল্লভ শ্রেষ্ঠ সূক্ত ভাস্করাভিমুখে থাকিয়া জপ করিতেছিলেন। এই সময় একচোর কোন ব্যক্তির অপহৃত ধন লইয়া এই স্থানে আসিল; তাহার পশ্চাৎ কতকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ঐ চোর মুনিকে মৌনাবলম্বী দেখিয়া তাঁহার নিকট অপহৃত ধন স্থাপনপূর্ব্বক গুহান্তরে লুকায়িত হইল। এই সময় তাহার পশ্চাদ্ধাবনকারী জনগণ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া মুনীর সম্মুখে অপহৃত ধন দর্শন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে মুনে! এই পথে অপহৃত ধন লইয়া এক চোর আগমন করিয়া সে কোন্ দিকে পলায়ন করিল? আপনি তাহা বলুন। মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া জানিয়া শুনিয়াও গুহাস্থিত ঐ চোরের কথা বলিলেন না। তাহারা বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও পরচিন্তা-পরায়ণ মুনি ঐ চোরকে রক্ষা করিবার জন্য যখন কিছুই বলিলেন না, তখন তাহারা সকলে এইরূপ মন্ত্রণা স্থির করিল যে, এ-ই চোর, পশ্চাৎ মুনিরূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া ঐ দুরাত্মা আভীরগণ তাঁহাকে বনান্তরে লইয়া শূলে আরোপণ করিল। এইরূপে পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকে নির্দ্দোষ মুনি দারুণ শূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১—১২।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৭॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ। কিং কৃতং ধর্ম্মরাজেন তপো-ধ্যানাদিকঞ্চ যৎ। মাণ্ডব্যশাপনাশায় তদস্মাকং প্রকীর্ত্তয় ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। মাণ্ডব্যশাপমাসাদ্য ধর্ম্মরাজঃ সুদুঃখিতঃ। তপস্তেপে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তস্মিন ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২ ॥ প্রাসাদং দেবদেবস্য সংবিধায় কপর্দ্দিনঃ। অব্যগ্রং পূজয়ামাস পুষ্পধূপা-নুলেপনৈঃ ॥ ৩ ॥ ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তস্য মহেশ্বরঃ। প্রোবাচ বরদোঽস্মীতি প্রার্থয়স্ব যদী-প্সিতম্ ॥ ৪ ॥ ধর্ম্মরাজ উবাচ। অহং দেব পুরা শপ্তো মাণ্ডব্যেন মহাত্মনা। স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানোঽপি সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫ ॥ কুপিতেন চ তেনোক্তং শূদ্রযোনৌ ভবিষ্যসি ॥ ৬ ॥ তত্রাপি চ মহদ্দুঃখং জ্ঞাতিনাশসমুদ্ভবম্। মচ্ছাপজনিতং সদ্যো জাতিজং সমবাপ্স্যসি ॥ ৭ ॥ তস্মাত্ত্রাহি সুরশ্রেষ্ঠ তস্যা যোনেঃ সকাশতঃ। কথং চৈতাদ্বিধো ভূত্বা তস্যাং জন্ম করোম্যহম্ ॥ ৮ ॥ তত্রাপি চ মহদ্দুঃখং জ্ঞাতি-নাশসমুদ্ভবম্। এতদর্থে সুরশ্রেষ্ঠ ময়া চার বিতো ভবান্ ॥ ৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ন তস্য সমুনে-র্ব্বাক্যং শক্যতে কর্ত্তুমন্যথা। তস্মাৎ শূদ্রোঽপি ভূত্বা ত্বং ন সন্তানমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥ জ্ঞাতিক্ষয়ং প্রদৃষ্ট্বাপি নৈব দুঃখমবাপ্স্যসি। যতো নিষিধ্য-মানাপি ন করিষ্যন্তি তে বচঃ ॥ ১১ ॥ এতস্মাৎ কারণাচ্চিত্তে ন তে দুঃখং ভবিষ্যতি। জ্ঞাতিজং ধর্ম্মবাঞ্ছিতৎসত্যমেব ময়োদিতম্ ॥ ১২ ॥ স্থিত্বা বর্ষশতং প্রাজ্ঞ ত্বং শূদ্রো ধর্ম্মবৎসলঃ। উপদেশান্ বহুন দত্ত্বা জ্ঞাতিভ্যো হিতকাময়া। অপি শ্রদ্ধা-বিহীনেষু পাপাত্মসু সদৈব হি ॥ ১৩ ॥ ততো বর্ষ-শতে পূর্ণে ব্রহ্মদ্বারেণ কেবলম্। আত্মানং সমুৎসৃজ্য মোক্ষমেব প্রয়াস্যসি ॥ ১৪ ॥ এবমুক্ত্বা স ভগবান্ গতশ্চাদর্শনং ততঃ। ধর্ম্মরাজোঽপি তং শাপং ভেজে মাণ্ডব্যসম্ভবম্ ॥ ১৫ ॥ তদা বিদুর-রূপেণ হ্যবতীর্য্য ধরাতলে। মাণ্ডব্যস্য বচঃ সত্যং স চকার মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥ জাতো ভগবতা সাক্ষাদ্ব্যাসেনামিততেজসা। পারাশর্য্যেণ বিপ্রেণ দাসীগর্ভসমুদ্ভবঃ ॥ ১৭ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং ধর্ম্ম-রাজসমুদ্ভবম্। আখ্যানং যদহং পৃষ্টঃ সর্ব্বপাতক-নাশনম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মরাজেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নামাষ্ট-ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন—হে সূত! মাণ্ডব্য-শাপ-বিনাশের জন্য ধর্ম্মরাজ কি তপস্যা বা ধ্যানাদি করিয়াছিলেন? আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ধর্ম্মরাজ মাণ্ডব্যের শাপ প্রাপ্ত হইয়া অতি দুঃখিতভাবে ঐ ক্ষেত্রে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ স্থানে দেবদেব কপর্দ্দীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, অব্যগ্রভাবে পুষ্প ধূপানুলেপন দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকালের পর মহাদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আমি তোমাকে বর দান করিব, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—হে দেব! আমি স্বধর্ম্মে বর্ত্তমান ও সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত হইলেও মহাত্মা মাণ্ডব্য, কুপিত হইয়া ‘শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর” বলিয়া আমাকে শাপ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন যে, শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াও তুমি জ্ঞাতিনাশ-জনিত মহৎ দুঃখ অনুভব করিবে। হে দেব! আপনি আমায় শূদ্রযোনি হইতে পরিত্রাণ করুন। আমি ধর্ম্মরাজ হইয়া কি প্রকারে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিব! তাহাতেও আবার জ্ঞাতিনাশজন্য মহৎ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। হে দেব! এই জন্যই আমি আপনার আরাধনা করিয়াছি।১—৯। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! আমি সেই সমুনির বাক্য অন্যথা করিতে সক্ষম নহি। অতএব তুমি শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সন্তান লাভ করিতে পারিবে না। শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তুমি জ্ঞাতিক্ষয় দেখিয়াও দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না, যে হেতু নিষিধ্যমান হইলেও তাহারা তোমার বাক্যে আস্থান করিবে না। এই জন্যই তোমার জ্ঞাতিজ দুঃখ হইবে না। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই সকল কথা তোমায় সত্য বলিলাম। হে প্রাজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মবৎসল শূদ্ররূপে শতবর্ষ অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধা-বিহীন পাপাত্মা জ্ঞাতিগণকে বহু উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শতবর্ষান্তে ব্রহ্মদ্বারে জীবন বিসর্জ্জন করত মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে ধর্ম্মরাজও মাণ্ডব্যদত্ত শাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মাণ্ডব্যের

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। ধর্ম্মরাজেশ্বরোথঞ্চ মাহাত্ম্যং দ্বিজসত্তমাঃ। যন্ময়া প্রশ্রুতং পুণ্যং সকাশাৎ স্বপিতুঃ পুরা ॥ ১ ॥ তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। ত্রৈলোক্যেঽপি সুবিখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ তত্র ক্ষেত্রে পুরা বিপ্রঃ কশ্যপান্বয়সম্ভবঃ। উপাধ্যায় ইতি খ্যাতো বেদবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ৩ ॥ পশ্চিমে বয়সি প্রাপ্তে তস্য পুত্রো বভূব হ। স্বাধ্যায়নিয়মস্থস্য প্রভূতবিভবস্য চ ॥ ৪ ॥ পঞ্চবর্ষকমাত্রস্তু যদা জজ্ঞে চ তৎসুতঃ। তদা মৃত্যুবশং প্রাপ্তঃ পিতৃমাতৃসুদুঃখ কৃৎ ॥ ৫ ততঃ স ব্রাহ্মণঃ কোপং চক্রে বৈবস্বতোপরি ধর্ম্মরাজগৃহং প্রাপ্তং দৃষ্ট্বা নিজকুমারকম্ ॥ ৬ আদায় সলিলং হস্তে শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ প্রদদৌ দারুণং শাপং ধর্ম্মরাজায় দুঃখিতঃ ৭ ॥ অপুত্রোঽদ্য কৃতো যস্মাদহং তেন দুরাত্মনা। অতঃ সোঽপি চ দুষ্টাত্মা যমোঽপুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ॥ তথাস্য ভূতলে লোকো নৈব পূজাং বিধাস্যতি। কীর্ত্তয়িষ্যতি নো নাম যথান্যেষাং দিবৌকসাম্ ॥ ৯ ॥ যঃ কশ্চিৎপ্রাতরুত্থায় নাম চাস্য গ্রহীষ্যতি। মঙ্গল্যকরণে চাথ বিঘ্নং তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ তং শ্রুত্বা তস্য বিপ্রস্য যমঃ শাপং সুদারুণম্। স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানস্তু ততো দুঃখান্বিতোঽভবৎ ॥ ১১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে গত্বা ব্রহ্মণঃ সদনং প্রতি। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা যমঃ প্রাহ পিতামহম্ ॥ ১৩ ॥ পশ্য দেবেশ শপ্তোঽহং নির্দোষোঽপি দ্বিজন্মনা। স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানস্তু যথাস্যঃ প্রাকৃতো জনঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মাদহং ত্যজিষ্যামি নিয়োগং তে পিতামহ। ব্রহ্মশাপভয়াদ্ভীতঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১৪ ॥ পুরা মাণ্ডব্যশাপেন শূদ্রযোন্যবতারিতঃ। সাম্প্রতং পুত্ররহিতঃ কৃতোঽপূজ্যশ্চ সত্তম ॥ ১৫ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দীনং বৈবস্বতস্য চ। তৎকালোচিতমাহেদং স্বয়মেব শতক্রতুঃ ॥ ১৬ ॥ যুক্তমুক্তমনেনৈতদ্ধর্ম্মরাজেন পদ্মজ। নিয়োগে বর্ত্তমানেন তাবকীয়ে সুরেশ্বর ॥ ১৭ ॥ অবশ্যমেব মর্ত্ত্যে চ মনুষ্যাঃ সময়ে স্থিতাঃ। বাল্যে বা যৌবনে বাথ বার্দ্ধক্যে বা পিতা-

শাপ সত্য করিলেন। অমিততেজা পারাশর্য্য ভগবান্ ব্যাস বিপ্র, দাসীগর্ভে তাঁহাকে উৎপাদন করিলেন। হে ঋষিগণ! এই আমি আপনাদের প্রশ্নানুযায়ী ধর্ম্মরাজবিষয়ক বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। ১০—১৮।

[অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৮।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি পিতার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্মরাজ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিতভাবে তাহা শ্রবণ করুন। এই মাহাত্ম্য সর্ব্বপাতক-নাশক। হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বে কশ্যপবংশীয় উপাধ্যায় নামক এক বেদবিদ্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত তীর্থক্ষেত্রে বাস করিতেন। পশ্চিম বয়সে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। পুত্রটী পঞ্চবর্ষ মাত্র বয়সেই স্বাধ্যায়নিয়মনিরত ও প্রভূতবিভব হয়। কিন্তু ঐ বয়সেই সে মাতা-পিতাকে দুঃখ দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ যমের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ঐ কোপের ফলে তিনি শুচি ও সমাহিতভাবে হস্তে সলিল গ্রহণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজকে এইরূপ দারুণ শাপ প্রদান করেন যে, সেই দুরাত্মা কৃতান্ত আমায় অপুত্র করিয়াছে, অতএব সেও অপুত্র হইবে। আর ভূতলবাসী জনগণ অন্যান্য দেবগণের ন্যায় তাহার পূজা ও নাম কীর্ত্তন করিবে না। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ইহার নাম উচ্চারণ করিবে, তাহার মঙ্গল কার্য্যে বিঘ্ন হইবে।১—১০। স্বধর্ম্মে স্থিত যম উপাধ্যায়ের এইরূপ শাপ-বাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রহ্মার নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে দেব। আপনি বিচার করুন, আমি কর্ত্তব্য-পরায়ণ; উপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ প্রাকৃত জনের ন্যায় আমাকে শাপ দিয়াছেন। অতএব আমি আপনার নিদেশ পরিত্যাগ করিব, আমি ব্রহ্মশাপ-ভয়ে ভীত হইয়াছি, একথা সত্য বলিলাম। পূর্ব্বে একবার আমি মাণ্ডব্যের শাপে শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছিলাম, আবার এই সম্প্রতি উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ আমকে পুত্র-রহিত ও অপূজ্য করিয়াছেন। সূত বলিলেন,—শতক্রতু তখন ধর্ম্ম-রাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন,—হে পদ্মযোনে! ধর্ম্মরাজ যুক্ত কথাই বলিয়াছেন। হে সুরেশ্বর! ধর্ম্মরাজ ত স্বীয় নিয়মেই বর্ত্তমান আছেন, মর্ত্ত্যস্থিত মনুষ্য-গণও ত নিয়মের বহির্ভূত নহে। বাল্য যৌবন বা

মহ। সংহর্ত্তব্যা ন সন্দেহো নাকালে চ কথঞ্চন ॥১৮॥ এতদেব কৃতং নাম ধর্ম্মরাজাখ্যমুত্তমম্। ত্বয়া চ সুমমিত্রস্ত সমশত্রোর্মহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥ তস্মাদদ্য সমালোক্য কশ্চিদেব বিচিন্ত্যতাম্। উপায়ো যেন নির্দ্দোষো নিয়োগং কুরুতে তব ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ব্রহ্মশাপং ন শক্তোঽহমন্যথাকর্ত্তুমেব চ। উপায়ঞ্চ করিষ্যামি সাম্প্রতং ত্রিদশাধিপ ॥ ২১ ॥ ততো ধ্যানং প্রচক্রে স ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। তদর্থং সর্ব্বদেবানাং পুরতঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২২ ॥ তস্যৈবং ধ্যানসক্তস্য প্রাদুর্ভূতাঃ সমন্ততঃ। মূর্ত্তা রোগাঃ সুরৌদ্রাস্তে বাতগুল্মকফাত্মকাঃ। অষ্টোত্তরশত-প্রায়াঃ প্রোচুস্তঞ্চ কৃতাদরাঃ ॥ ২৩ ॥ রোগা উচুঃ। কিমর্থং দেবদেবেশ ত্বয়া সৃষ্টা বয়ং বিভো। আদেশো দীয়তাং শীঘ্রং প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ব্রজধ্বং ভূতলে শীঘ্রং মমাদেশাদ-সংশয়ম্। যমাদেশান্মনুষ্যেষু গন্তব্যমবিকল্পিতম্ ॥ এবমুক্ত্বা তু তান্ রোগাংস্ততঃ প্রাহ পিতামহঃ। ধর্ম্মরাজং সমীপস্থং ভৃশং দীনমধোমুখম্ ॥ ২৬ ॥ এতে তে ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে ময়া যম নিয়োজিতাঃ।

সাহায্যঞ্চ করিষ্যন্তি সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বদা ॥ ২৭ ॥ যঃ কশ্চিদধুনা মর্ত্ত্যো গতায়ুঃ সম্প্রপদ্যতে। বধায় তস্য যত্নেন ত্বয়া প্রেষ্যাঃ সদৈব তু ॥ ২৮ ॥ এতেষাং জায়তে তেন জননাশসমুদ্ভবঃ। অপ-বাদো ধরাপৃষ্ঠে ন চ সঞ্জায়তে তব ॥ ২৯ ॥ তস্মাদ্গত্বা নিজং স্থানং স্বাধিকারপরো ভব। মমাদেশাদসন্দিগ্ধং নৈবং দোষমবাপ্স্যসি ॥ ৩০ ॥ ততস্তান্ সকলান্ ব্যাধীন্ গৃহীত্বা রবিনন্দনঃ। যম-লোকং সমাসাদ্য ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥৩১॥ পৃষ্ট্বা-পৃষ্ট্বা চ গন্তব্যং চিত্রগুপ্তং ধরাতলে। গন্তব্যং জন-নাশায় সময়ে সমুপস্থিতে ॥ ৩২ ॥ পরমস্তি ময়া তত্র স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সর্ব্ব-পাতকনাশনম্ ॥ ৩৩ ॥ যস্তং পশ্যতি সদ্ভক্ত্যা প্রাত-রুত্থায় মানবঃ। স যুষ্মাভিঃ সদা ত্যাজ্যো দূরতো বচনান্মম ॥ ৩৪ ॥ এবমুক্ত্বা স তান্ ব্যাধীংস্ততো বৈবস্বতঃ স্বয়ম্। তস্য বিপ্রস্য তং পুত্রং গৃহীত্বা সত্বরং যযৌ। তস্যৈব মন্দিরে রম্যে কৃত্বা রূপং দ্বিজন্মন. ॥ ৩৫ ॥ অথাসৌ ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা স্বং পুত্রং গৃহমাগতম্। সহিতং বিপ্ররূপেণ ধর্ম্মরাজেন ধীমতা ॥

বাদ্ধক্যে তাহারা সংহরণীয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অকালে কেহ সংহরণীয় নহে। এই উপদেশ ত আপনিই শত্রু-মিত্রে সমদর্শী ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিয়াছেন। অতএব অদ্য আপনি বিবেচনাপূর্ব্বক এক উপায় নির্ব্বাচন করুন, যাহাতে ধর্ম্মরাজ নির্দ্দোষভাবে নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি ব্রহ্মশাপ অন্যথা করিতে পারি না, তবে এক উপায় চিন্তা করিতেছি। এই বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সমাহিত-ভাবে সর্ব্বদেবসমক্ষে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বাত-গুল্ম-কফাত্মক অষ্টোত্তরশতসংখ্যক ভীষণ রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিল,—হে দেবদেবেশ! কিজন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন?—কি করিতে হইবে? অনুগ্রহপূর্ব্বক আদেশ প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে রোগ-সকল! তোমরা আমার আদেশে ভূতলে গমন কর। তোমরা যমের আদেশে বিনা আপত্তিতে মনুষ্যশরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সমীপস্থ অধোমুখে দীনভাবে অবস্থিত ধর্ম্মরাজকে বলিলেন,—হে যম! এই

ব্যাধি সকলকে আমি আপনার সহিত নিয়োজিত করিলাম, ইহারা আপনার সাহায্য করিবে ॥১১-২৭॥ অধুনা যে সকল মর্ত্ত্য গতায়ু হইবে, তাহাদের বধের নিমিত্ত আপনি ইহাদিগকে প্রেরণ করি-বেন। এরূপ করিলে জননাশজনিত অপ-বাদটা আপনার না হইয়া ইহাদেরই হইবে। আপা-তত আপনি আমার আদেশে গিয়া স্বীয় অধিকার পালন করুন; আর দোষ প্রাপ্ত হইবেন না, ইহা আমি নিশ্চয় বলিলাম। অনন্তর রবিনন্দন ঐ সকল ব্যাধিকে সঙ্গে লইয়া নিজ লোকে গমন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সাদরে বলিলেন,—দেখ, তোমরা চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া মানুষ মারি-বার জন্য যথাসময়ে ধরাতলে গমন করিবে। আর ধরাতলে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আমার স্থাপিত সর্ব্বপাতকনাশন এক উত্তম শিবলিঙ্গ আছেন, ভক্তিপূর্ব্বক প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া যাহারা তাঁহাকে দর্শন করিবে, দেখ যেন তাহাদিগকে কদাচ আশ্রয় করিও না, দূর হইতে তাহাদিগকে পরি-ত্যাগ করিবে। ব্যাধি সকলকে এই কথা বলিয়া বৈবস্বত উপাধ্যায় ব্রাহ্মণের পুত্রকে লইয়া ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রদর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া ভার্য্যার

৩৬॥ ততঃ প্রহৃষ্টচিত্তেন সত্বরং সম্মুখো যযৌ। পুত্রপুত্রেতি জল্পন্ স নিজভার্য্যাসমন্বিতঃ॥৩৭॥ পরিষজ্য ততো ভূয়ো বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ। আঘ্রায় চ ততো মূর্দ্ধ্নি বাক্যমেতদুবাচ হ॥৩৮॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। কথং পুত্র সমায়াতস্তং তস্মাদ্যমমন্দিরাৎ। ন কশ্চিৎ পুনরায়াতি যত্র গত্বাপিবীর্য্যবান॥৩৯॥ কিং বা চৈতৎ সমুৎপন্নমিন্দ্রজালং মমান্তিকম্। কিং বা স্বপ্নমিদং কিং বা মমায়ং দৃষ্টিবিভ্রমঃ॥৪০॥ কশ্চায়ং ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বে তব সন্তিষ্ঠতে সুত। দিব্যেন তেজসা যুক্তস্তং নমামাহমাত্মজ॥৪১॥ পুত্র উবাচ। এষ ব্রাহ্মণরূপেণ সমায়াতো যমঃ স্বয়ম্। মামাদায় কৃপাবিষ্টো জ্ঞাত্বা ত্বাং দুঃখসংযুতম্॥৪২॥ তস্মাত্ত্বং কুরু তাতাস্য শাপানুগ্রহমদ্য বৈ। গৃহপ্রাপ্তস্য সুস্নেহাদ্যদ্যহং তব বল্লভঃ॥৪৩॥ ততস্তস্য প্রণামং স কৃত্বা ব্রাহ্মণসত্তমঃ। ব্রীড়য়াধোমুখো ভূত্বা ততঃ প্রোবাচ সাদরম্॥৪৪॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং চ সুজীবিতম্। যৎপুত্রস্য মম প্রাপ্তির্গতস্য যমসাদনম্॥ পুত্র উবাচ। ৪৫॥ ত্বংচ পুত্রকৃতে তাত সন্তোষংপরমং তস্মাৎপুত্রেণ সংযুক্তো যথায়ং স্যাত্তথা কুরু॥৪৬॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ন মে স্যাদনৃতং বাক্যং কদাচিদপি পুত্রক। অপি স্বৈরেণ যৎ প্রোক্তং কিং পুনর্দুঃখিতেন চ॥৪৭॥ তস্মাত্তস্য ভবেৎ পুত্রো দৈবযোনিসমুদ্ভবঃ। ন কথঞ্চিদপি প্রাপ্ত মম শাপবশাদ্ধ্রুবম্॥৪৮॥ ভবিষ্যতি সুতশ্চান্যো মানুষীযোনিসম্ভবঃ। রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং যশ্চৈনং তারয়িষ্যতি॥৪৯॥ কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন সন্তারণক্ষমঃ। পিতৃপক্ষং শুভং কর্ম্ম কৃত্বা সর্ব্বোত্তমং ভুবি॥৫০॥ তথা পূজাকৃতে যোঽস্য শাপো দত্তশ্চ বৈ পুরা। তত্রাপি শৃণু মে বাক্যং তস্য পুত্রক জল্পতঃ॥৫১॥ বেদোক্তৈর্বিবিধৈর্মন্ত্রৈর্যা পূজা চাস্য সংস্থিতা। ন ভবিষ্যতি সা লোকে কথঞ্চিদপি পুত্রক॥৫২॥ অস্য মানুষসম্ভূতৈর্মন্ত্রৈঃ পূজা ভবিষ্যতি। বিশিষ্টা সর্ব্বদেবেভ্যঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥৫৩॥ পুত্র উবাচ। অহমেনং প্রতিষ্ঠাপ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহীতলে। সম্যগারাধয়িষ্যামি কিমন্যৈর্বিবুধৈর্ম্মম॥৫৪॥ তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তয়িষ্যামি মন্ত্রান্মানুষসম্ভবান্। তথা পূজাবিধানং চ ত্বৎপ্রসাদেন পূর্ব্বজ॥৫৫॥ ততঃ সুগং নঃ পন্থেতি তস্য মন্ত্রং বিধায় সঃ। সমাচরৎ প্রহৃষ্টাত্মা

সহিত পুত্রসমীপে গমনপূর্ব্বক "পুত্র পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করত বাষ্পপর্য্যাকুলনেত্রে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন,—অয়ি তাত! যমমন্দির হইতে কিরূপে তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে? অতি বীর্য্যবান্ হইলেও কেহইত তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। তবে ইহা ইন্দ্রজাল! না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি অথবা আমার দৃষ্টিবিভ্রম সঙ্ঘটিত হইল? অয়ি পুত্র! কে ইনি তোমার পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া দিব্য তেজ বিকিরণ করিতেছেন? আমি উঁহাকে প্রণাম করি। পুত্র বলিল,—পিতঃ! ইনি ধর্ম্মরাজ; আপনাকে দুঃখিত জানিয়া ইনি কৃপাপরায়ণ হইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ংই লইয়া আসিয়াছেন। হে পিতঃ! যদি আমি আপনার স্নেহের পাত্র হই, তাহা হইলে আপনি গৃহাগত ধর্ম্মরাজের শাপাপনয়ন করুন। অনন্তর ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া লজ্জায় অধোমুখে তাঁহাকে বলিলেন,—অদ্য আমার জন্ম সফল, অদ্য আমার জীবিত সুজীবিত; যে হেতু আমি যমালয়গত পুত্রকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম! পুত্র বলিল,—তাত! আপনিই পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মরাজও পুত্রবান্ হন, তাহা করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—অয়ি পুত্র! স্বৈরভাষণেও আমার বাক্য অন্যথা হয় না, দুঃখিত হইয়া বলিলে তাহারত কথাই নাই। অতএব তাঁহার দেবযোনি-সম্ভূত পুত্র হইবে। আমার শাপপ্রভাবে তাঁহার মনুষীযোনি সম্ভূত পুত্র হইবে না,—যে পুত্র তাঁহাকে রাজসূয় অশ্বমেধাদি দ্বারা উদ্ধার করিবে। যে পুত্র উত্তম কর্ম্ম করিয়া পিতৃপক্ষকে উদ্ধার না করে, সেরূপ পুত্র জন্মিলেই বা কি আর না জন্মিলেই বা কি? আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজকে যে শাপ দিয়াছিলাম, তদ্বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, বেদোক্ত বিবিধ মন্ত্র দ্বারা ইঁহার যে পূজা বিহিত ছিল, হে পুত্র! তাহা কোন প্রকারেই হইবে না; মানুষ-সম্ভূত মন্ত্র দ্বারা ইঁহার পূজা হইবে। সর্ব্ব দেবগণ হইতে ইঁহার পূজায় এইমাত্র বিশেষ হইল, ইহা আমি সত্য বলিতেছি। পুত্র বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পিতঃ! আমি মহীতলে ইঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্যক্ আরাধনা করিব, অন্য দেবতার পূজা করিব না। হে পূজনীয়! অতএব আমি আপনার প্রসাদে মানুষ-সম্ভব মন্ত্র ও পূজা-বিধান প্রকাশ করিব। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ "সুগং নঃ পন্থা—" এই মন্ত্র প্রণয়ন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যথা-

ধর্ম্মরাজস্ত শৃণ্বতঃ॥ ৫৬॥ তচ্ছ্রুত্বাথ যমঃ প্রোচে়ঃ সুপ্রসন্নেন চেতসা। তং ব্রাহ্মণযুবাচেদং হর্ষগদ্গদয়া গিরা॥ ৫৭॥ যম উবাচ। কথঞ্চিদপি বিপ্রেন্দ্র ন মে স্যাদ্দর্শনং বৃথা। অন্যেষামপি দেবানাং তস্মাৎ প্রার্থয় বাঞ্ছিতম্॥ ৫৮॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ত্বদর্চ্চাং মম পুত্রোঽয়ং স্থাপয়িষ্যতি যামিহ। তামনেনৈব মন্ত্রেণ যঃ কশ্চিৎ পূজয়েদ্দ্বিজঃ॥ ৫৯॥ ভবেৎ সম্বৎসরং যাবৎ সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে। মা তস্য পুত্রশোকো হি ইহ লোকে কথঞ্চন॥ ৬০॥ সূত উবাচ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সম্প্রহৃষ্টমনা যমঃ। যমলোকং জগামাথ স্বাধিকারপরোঽভবৎ॥ ৬১॥ সোঽপি ব্রাহ্মণদায়াদঃ কৃত্বা প্রাসাদমুত্তমম্। যমমারাধয়ামাস মধ্যে সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ। পিত্রা চোক্তেন মন্ত্রেণ তেনৈব বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৬২॥ ততশ্চ ক্রমশঃ প্রাপ্য পুত্রপৌত্রানমেকশঃ। কালধর্ম্মমনুপ্রাপ্তশ্চিরং স্থিত্বা মহীতলে॥ ৬৩॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং পুরাণে যৎপুরা শ্রুতম্। যশ্চৈতৎ কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে। নাপমৃত্যুর্ভবেত্তস্য ন চ শোকঃ সুতোদ্ভবঃ॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মরাজেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৯॥

হার করিতে লাগিলেন ধর্ম্মরাজ ইহা শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ মন্ত্র শ্রবণ করিয়া প্রসন্নমনে হর্ষ-গদ্গদ বাক্যে ব্রাহ্মণবালককে বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমার ও অন্যান্য দেবগণের দর্শন কদাপি বৃথা হয় না, অতএব বাঞ্ছিত প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! আমার পুত্র আপনার যে পূজা-প্রণালী প্রণয়ন করিবে, যে দ্বিজ সংবৎসর যাবৎ পঞ্চমীদিনে ঐ প্রণালী অনুসারে আপনার পূজা করিবে, কদাচ তাহার পুত্রশোক হইবে না। সূত বলিলেন,—যম "তথাস্তু" বলিয়া স্বীয় লোকে গমন করিয়া অধিকার পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যস্থলে যমমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পিতৃ-প্রণীত মন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের পূজা করিতে লাগিলেন। পূজার ফলে ক্রমশ ব্রাহ্মণকুমার মহীতলে অনেক পুত্র-পৌত্র প্রাপ্ত হইয়া কালধর্ম্মের বশীভূত হইলেন হে দ্বিজগণ! আমি পুরাণে যাহা শুনিয়াছিলাম, তৎসমস্তই আপনাদের নিকট ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং পুত্রো মানুষবিগ্রহঃ। ভবিষ্যতি যমস্যাত্র কঃ সম্ভূতঃ স সূতজ॥ ১॥ সূত উবাচ। তস্য পুত্রঃ সমুৎপন্নঃ পাণ্ডোঃ ক্ষেত্রে মহীতলে। যুধিষ্ঠির ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ॥ ২॥ রাজসূয়ো মখো যেন ইষ্টঃ সম্পূর্ণদক্ষিণঃ। সর্ব্বান্ ভূমিপতীন্ বীর্য্যাৎ সংবিধায় করপ্রদান্॥ ৩॥ অশ্বমেধাঃ কৃতাঃ পঞ্চ তথা সম্পূর্ণদক্ষিণাঃ। ভ্রাময়িত্বা হয়ং ভূমৌ পশ্চাৎ প্রাপ স সন্ততিম্॥ ৪॥ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ। যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ ৫॥ যদনেন বৃতং মত্তঃ পুত্রিত্বং সুমহাত্মনা। হয়মেধান্মহাযজ্ঞান্ কর্ত্তা স্যাদস্য বৈ সুতঃ॥ ৬॥ মন্যেত কৃতকৃত্যোঽহং যেন পুত্রেণ ধর্ম্মপঃ। অন্যৈঃ পুত্রশতৈঃ কিং বা বংশানুদ্ধারকারকৈঃ॥ ৭॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং

করিলাম। যে ব্যক্তি পঞ্চমীতিথিতে এই প্রবন্ধ পাঠ করে, কদাচ সে অপমৃত্যু ও পুত্রশোক প্রাপ্ত হয় না। ২৮—৬৪।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৯।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতজ! আপনি যে বলিলেন,—যমের মানুষবিগ্রহ পুত্র হইবে, তা সেই মানুষবিগ্রহ পুত্র কে হইবে? আপনি তাহা বলুন? সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! মহীতলে পাণ্ডুর ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির নামে ক্ষত্রিয়পুঙ্গব তাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। রাজা যুধিষ্ঠির নিখিল ভূমিপালকে বাহুবলে করপ্রদ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ এবং পৃথিবীতে অশ্ব ভ্রামিত করিয়া সম্পূর্ণদক্ষিণ পঞ্চ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানের পর তিনি সন্ততি লাভ করেন। লোকে বহুপুত্র বাঞ্ছা করে; কেন না, যদি একজনও গয়ায় গমন করে; অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, কিম্বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে। উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ বলেন যে, মহাত্মা ধর্ম্মরাজ আমার নিকট এইরূপ পুত্রবর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—যেন তাঁহার পুত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, এই এক পুত্র দ্বারা অধুনা তিনি কৃতকৃত্য হইলেন, বংশের অনুদ্ধারকারক অন্য শত

ধর্ম্মরাজসুতোদ্ভবম্‌। আখ্যানং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মবৃদ্ধিকরং পরম্‌ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মরাজপুত্রাখ্যানবর্ণনং নাম চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪০॥

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যোঽপি হি তত্রাস্তি দেবো মিষ্টান্নদায়কঃ। যস্য সন্দর্শনাদেব মিষ্টান্নং লভতে নরঃ ॥ ১ ॥ আসীৎ পূর্ব্বং নৃপো নাম্না বসুসেন ইতি স্মৃতঃ। আনর্ত্তাধিপতিঃ খ্যাতো বৃহৎকল্পে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২ ॥ অত্যৈশ্বর্য্যসমাযুক্তো গজবাজিরথান্বিতঃ। জিতারিপক্ষস্তেজস্বী দাতা ভোগী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ স সংক্রান্তৌ ব্যতীপাতে গ্রহণে রবিসোময়োঃ। পর্ব্বকালেষু চান্যেষু বিবিধেষু সুভক্তিতঃ ॥ ৪ ॥ প্রযচ্ছতি দ্বিজাতিভ্যো রত্নানি বিবিধানি চ। ইন্দ্রনীলমহানীলবিদ্রুমস্ফটিকাদি চ ॥ ৫ ॥ মাণিক্যমৌক্তিকান্যেব বিক্রমাণি বিশেষতঃ। হস্ত্যশ্বরথযানানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৬ ॥ ন কস্যচিৎ প্রদদ্যাৎ স শস্যং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। অতীব সুলভং মত্বা তথা তোয়ং বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥ ততো রাজ্যং চিরং কৃত্বা দৃষ্ট্বা পুত্রোদ্ভবান্ সুতান্। কালধর্ম্মমনুপ্রাপ্তঃ কস্মিংশ্চিৎকালপর্য্যয়ে ॥ ৮ ॥ ততশ্চ মন্ত্রিভিস্তস্য সত্যসেন ইতি স্মৃতঃ। অভিষিক্তঃ সুতো রাজ্যে বীর্য্যৌদার্য্যসমন্বিতঃ ॥ ৯ ॥ বসুসেনোঽপি সম্প্রাপ্য স্বর্গং দানপ্রভাবতঃ। দিব্যাম্বরধরো ভূত্বা দিব্যরত্নৈর্বিভূষিতঃ ॥ ১০ ॥ সেব্যমানোঽপ্সরোভিশ্চ বিমানবরমাশ্রিতঃ। বভ্রাম সর্ব্বলোকেষু স্বেচ্ছয়া ক্ষুৎসমাবৃতঃ ॥ ১১ ॥ পিপাসাকুলচিত্তশ্চ মুখেন পরিশুষ্যতা। ন কঞ্চিদ্দদৃশে তত্র ভুঞ্জানমপরং দিবি ॥ ১২ ॥ ন চ পানসমাসক্তং ন শস্যং সলিলং ন চ ॥ ১৩ ॥ ততো গত্বা সহস্রাক্ষমুবাচ দ্বিজসত্তমাঃ। ক্ষুত্তৃষাবৃতদেহস্তু লজ্জয়াধোমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ নৈবাত্র দৃশ্যতে কশ্চিৎ ক্ষুত্তৃষাপরিপীড়িতঃ। মাং মুক্ত্বা বিবুধশ্রেষ্ঠ তৎকিমেতদ্বদস্ব মে ॥ ১৫ ॥ এষ মে স্বর্গরূপেণ নরকঃ সমুপস্থিতঃ। কিমেতৈর্ভূষণৈর্বস্ত্রৈর্বিমানাদিভিরেব চ ॥ ১৬ ॥ ক্ষুধা সম্পীড্যমানস্য স্বর্গয়েচ্ছচীপতে। অগ্নিতুল্যং

পুত্রের তাঁহার আর প্রয়োজন কি? সূত বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি আপনাদের নিকট ধর্ম্মরাজপুত্র সম্বন্ধীয় ধর্ম্মবৃদ্ধিকর আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। ১—৮।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪০।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে অন্য এক মিষ্টান্নদায়ক দেব আছেন, যাঁহাকে দর্শন করিয়া নর মিষ্টান্ন লাভ করে। পূর্ব্বে বসুদেব নামে এক নৃপতি ছিলেন। ইনি আনর্ত্তাধিপতি এবং ইনি বৃহৎকল্পে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত প্রভুশক্তি-সম্পন্ন,গজবাজিবলান্বিত, বিজিতশত্রু তেজস্বী, দাতা, ভোগী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সংক্রান্ত, ব্যতীপাত, রবি-সোমের গ্রহণ, পর্ব্বকাল এবং অন্যান্য বিবিধ শুভতিথিতে তিনি ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণকে বিবিধ রত্ন, ইন্দ্রনীল, মহানীল, স্ফটিক, মাণিক্য, মৌক্তিক, হস্তী, অশ্ব, রথ, যান ও বস্ত্র, দান করিতেন। অতীব সুলভ মনে করিয়া তিনি কদাচ কাহাকেও তোয় ও শস্য দান করিতেন না। এই ভাবে নৃপতি বহু দিন রাজ্য করিয়া পুত্রদিগের পুত্র হওয়া দেখিয়া কামধর্ম্মের বশীভূত হন। তখন মন্ত্রিগণ সত্যসেন নামক বীর্য্যৌদার্য্য-সম্পন্ন তাঁহার পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এদিকে রাজা বসুসেন দানপ্রভাবে দিব্যাম্বর, দিব্যরত্নবিভূষিত, ও অপ্সরোগণ সেবিত হইয়া বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক ক্ষুৎসমাবৃত হইয়া স্বেচ্ছায় সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি পিপাসাকুলচিত্তে ও শুষ্কমুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহাকেও তিনি ভোজন করিতে দেখিতে পাইলেন না এবং পানাসক্ত ব্যক্তি সলিল ও শস্য এ সবও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না।১-১৩। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর তিনি সহস্রাক্ষের নিকট গমন করিয়া এই কথা বলিলেন, এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তথায় অধোমুখে অবস্থিত রহিলেন। তিনি বলিলেন,—হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! আমি এখানে মদ্ব্যতীত কাহাকেও ক্ষুৎতৃষা-পরিপীড়িত দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি? বলুন; হে দেব! ইহা আমার স্বর্গভোগ নহে, ইহা স্বর্গরূপ নরকভোগ করিতেছি, আমার এ ভূষণ, বস্ত্র, ও বিমানাদির আবশ্যক কি? হে শচীপতে! ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হইতেছি, এবং-

সমুদ্দিষ্টং মম চিত্তেঽপি বর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥ তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে যথা ক্ষুন্ন প্রবাধতে। নো চেৎক্ষিপ সুরশ্রেষ্ঠ রৌরবে নরকে দ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। অনর্হোঽসি মহীপাল নরকস্য ত্বমেব হি। ত্বয়া দানানি দত্তানি সংখ্যাহীনানি সর্ব্বদা ॥ ১৯ ॥ পরং কিং তু কচিন্নান্নং দত্তং রাজন্ন চোদকম্। ন কিঞ্চিদপি সঞ্চিন্ত্য যতঃ সুলভমেব হি ॥ ২০ ॥ তোয়ং সান্নং সদা দদ্যাদন্নং চৈব সদক্ষিণম্। য ইচ্ছেচ্ছাশ্বতীং তৃপ্তিমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২১ ॥ তস্মাত্ত্বং হি ক্ষুধাবিষ্টঃ স্বর্গে চৈব মহীপতে। ভূষিতো ভূষণৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্ব্বিমানবরমাশ্রিতঃ ॥ ২২ ॥ রাজোবাচ। অস্তি কশ্চিদুপায়োঽত্র দৈবো বা মানুষোঽপি বা। ক্ষুৎ-পিপাসেঽতিতীব্রে মে বিনাশং যেন গচ্ছতঃ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্র উবাচ। যদি কশ্চিৎ সুতস্তুভ্যং বিপ্রেভ্যঃ সততং জলম্। দদাতি চ সদা শস্যং তত্তে তৃপ্তিঃ প্রজায়তে ॥ ২৪ ॥ নান্যথা পার্থিবশ্রেষ্ঠ একস্মিন্নপি বাসরে। অদত্তস্য তব প্রাপ্তিঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ২৫ ॥ সোঽপি ভূমিপতেঃ পুত্রস্তব যচ্ছতি নোদকম্। ন চ শস্যং দ্বিজাতিভ্যস্ত্বম্মার্গমনুসংশ্রয়ন্ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ। ব্রহ্মলোকাৎস্থিতৌ যত্র তৌ ভূমিপসুরেশ্বরৌ ॥ ২৭ ॥ ততঃ শক্রঃ সমুত্থায় তস্মৈ তুষ্টিসমন্বিতঃ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা বিধানেন সাদরং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৮ কুতঃ প্রাপ্তোঽসি বিপ্রেন্দ্র প্রস্থিতঃ ক্ব চ সাম্প্রতম্। কেন কার্য্যেণ চেদ্গুহ্যং ন তেঽস্তি বদ সাম্প্রতম্ ॥ ২৯ ॥ নারদ উবাচ। ব্রহ্মলোকাদহং প্রাপ্তঃ প্রস্থিতশ্চ ধরাতলে। তীর্থযাত্রাকৃতে শক্র নান্যদস্তীহ কারণম্ ॥ ৩০ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা স নৃপো হৃষ্টস্তমুবাচ মুনীশ্বরম্। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মহ্যং দীনস্য মুনিপুঙ্গব ॥ ৩১ ॥ ত্বয়া ভূমিতলে বাচ্যো মম পুত্রো মহীপতিঃ। আনর্ত্তাধিপতিঃ খ্যাতঃ সত্যসেন ইতি প্রভো ॥ ৩২ ॥ তব তাতো ময়া দৃষ্টঃ শক্রস্য সদনং প্রতি। ক্ষুৎপিপাসাপরীতাঙ্গো দীনাত্মা দেবমধ্যগঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎ পুত্রোঽসি চেন্মহ্যং ত্বং সত্যং পরিরক্ষসি। তন্মন্নাম্না প্রযচ্ছোচ্চৈঃ শস্যানি সলিলানি চ ॥ ৩৪ ॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় নারদো মুনিসত্তমঃ। অনুজ্ঞাপ্য সহস্রাক্ষং প্রস্থিতো ভূতলং প্রতি ॥ ৩৫ ॥

রণ স্বর্গভোগ আমার চিত্তে অগ্নিতুল্য মনে হইতেছে। হে দেবেশ! আপনি আমার প্রতি এরূপ ভাবে প্রসন্ন হউন,—যাহাতে আমায় ক্ষুধা পীড়িত না করে। আর যদি আমায় এরূপ অনুগ্রহ না করেন, তবে আমায় রৌরব নরকে নিক্ষেপ করুন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে মহীপাল! আমি নরকের বিচারক নহি, আপনিই আপনার নরকের হেতু। আপনি সর্ব্বদা সংখ্যাতিরিক্ত দান করিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্ন বা জল দান করেন নাই। আপনি মনে করিতেন, ইহা অতিসুলভ; অতএব দান করিব কি? যাহারা ইহ-পরলোকে শাশ্বতী তৃপ্তি ইচ্ছা করে, তাহাদের অন্নের সহিত জল এবং সদক্ষিণ অন্ন সর্ব্বদা দান করা কর্ত্তব্য। হে মহীপতে! আপনি এই জন্য ভূষিত ও বিমানারূঢ় হইয়াও স্বর্গে ক্ষুধাবিষ্ট হইয়াছেন। রাজা বলিলেন,—হে দেব! এখানে এমন কোন উপায় আছে —যাহাতে আমি ক্ষুৎ-পিপাসা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব। ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্! যদি আপনার কোন পুত্র আপনার উদ্দেশে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে জল-শস্য দান করে, তবে আপনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন। ইহার অন্যথা হইলে একদিনের জন্যও আপনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না; ইহা আমি সত্য বলিলাম। আপনার পুত্রও আপনার আচরণের অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে জল শস্য দান করিতেছেন না। দেবেন্দ্র এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় মুনিসত্তম নারদ ব্রহ্মলোক হইতে ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে শক্র গাত্রোত্থান করিয়া সানন্দে তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! অধুনা আপনি কোথা হইতে কোন কার্য্যের জন্য কোথায় যাইতেছেন? যদি গুহ্য না হয়, তাহা হইলে বলুন। নারদ বলিলেন,—হে শক্র! আমি ব্রহ্মলোক হইতে তীর্থযাত্রা উদ্দেশে ধরাতলে যাইতেছি, অন্য কোন কারণ নাই।১৪—৩০। সূত বলিলেন,—সেই নৃপতি তখন হৃষ্টান্তঃকরণে মুনিসত্তমকে বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! এই দীনের প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি ভূতলে আমার পুত্র আনর্ত্তাধিপতি সত্যসেনকে বলিবেন যে, আমি তোমার পিতাকে ক্ষুৎ-পিপাসাকুলিতভাবে দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রালয়ে অবস্থান করিতে দেখিলাম। তুমি যদি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র হইতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার নামে অনেক সলিল ও শস্য প্রদান কর। অনন্তর মহর্ষি নারদ নৃপবাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া শক্রকে সম্ভাষিত করিয়া [পৃ]থে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি

ততঃ ক্রমেণ তীর্থানি ভ্রমমাণঃ স সদ্দ্বিজঃ। আনর্ত্ত-বিষয়ং প্রাপ্য সত্যসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৬ ॥ অথ সম্পূজিতস্তেন সম্যগ্‌ভূপতিনা মুনিঃ। পিতুঃ সন্দেশমাচখ্যৌ বিজনে তস্য সাদরম্ ॥ ৩৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তঃ সত্যসেনো মহীপতিঃ। তং বিসৃজ্য মুনিশ্রেষ্ঠং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥ ততো জনকমুদ্দিশ্য মিষ্টান্নেন সুভক্তিতঃ। সহস্রং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং ভোজয়ামাস নিত্যশঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রপাদানং তথা চক্রে গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ। ত্যক্তান্যাঃ সকলা যাশ্চ ক্রিয়া ধর্ম্মসমুদ্ভবাঃ ॥ ৪০ ॥ এবং তস্য মহীপস্য বর্ত্তমানস্য চ দ্বিজাঃ। অনাবৃষ্টিরভূদ্রৌদ্রা সর্ব্বশস্য-ক্ষয়াবহা ॥ ৪১ ॥ যাবদ্ দ্বাদশবর্ষাণি ন জলং ত্রিদশাধিপঃ। মুমোচ ধরণীপৃষ্ঠে সর্ব্বে লোকাঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ ॥ ৪২ ॥ অন্নাভাবাত্ততো ভূয়ো ন শস্যং সম্প্রযচ্ছতি। ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমুদ্দিশ্য পিতরং স্বং যথা পুরা ॥ ৪৩ ॥ ততঃ স ক্ষুৎপরীতাঙ্গঃ পিতা তস্য মহীপতেঃ। স্বপ্নে প্রোবাচ তং পুত্রমতীব মলিনাম্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ ত্বয়া পুত্রেণ পুত্রাহং ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলঃ। স্বর্গস্থোঽপি হি তিষ্ঠামি তস্মাদন্নং প্রযচ্ছ বৈ। মন্নাম্না তোয়সংযুক্তং যদি ত্বং মৎসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ শোকমাযুক্তঃ স নৃপঃ স্বপ্নদর্শনাৎ। অন্নাভাবাৎ সমং মন্ত্রং মন্ত্রিভিঃ স তদাকরোৎ ॥ ৪৬ ॥ অহমারাধয়িষ্যামি শস্যার্থে বৃষভধ্বজম্। রাজ্যে রক্ষা বিধাতব্যা ভবদ্ভিঃ সাদরং সদা ॥ ৪৭ ॥ ততোঽত্রৈব সমাগত্য স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্। সম্যগারাধয়ামাস ব্রতৈশ্চ নিয়মৈস্তথা ॥ ৪৮ ॥ অথ তস্য গতস্তুষ্টিঃ বর্ষান্তে ভগবান্ শিবঃ। অব্রবীদ্বরদোঽস্মীতি প্রার্থয়স্ব যথেপ্সিতম্ ॥ ৪৯ ॥ রাজোবাচ। অন্নার্থং দেবদেবেশ মহায়ং বিহিতো বিধিঃ। তস্মাত্ত্বং যচ্ছ মে শীঘ্রমসঙ্খ্যাং বৃষবাহন ॥ ৫০ ॥ তথা সন্তায়তাং বৃষ্টিঃ সমস্তে ধরণীতলে। যেন শস্যানি জায়ন্তে সলিলানি চ সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥ জায়ন্তাং মম তাতস্য স্বর্গস্থস্য মহাত্মনঃ। প্রসাদাত্তব সন্তৃপ্তিরক্ষয়া সুরসত্তম ॥ ৫২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ভবিতা ন চিরাদ্বৃষ্টিঃ প্রভূতা ধরণীতলে। ভবিষ্যন্তি তথান্নানি যানিকানি মহীতলে ॥ ৫৩ ॥ তস্মাত্ত্বং গচ্ছ রাজেন্দ্র স্বগৃহং প্রতি সাম্প্রতম্। মম বাক্যাদসন্দিগ্ধমেতদেব ভবিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥ তচ্চৈতন্মামকং লিঙ্গং যত্ত্বয়া স্থাপিতং নৃপ। প্রাতরুত্থায় যঃ কশ্চিৎ সম্যক্তদ্বীক্ষয়িষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

তীর্থপর্য্যটনের পর আনর্ত্তরাজধানীতে সত্যসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা সত্যসেন মুনিবরের যথাবিধি পূজা করিয়া উপবিষ্ট হইলে দেবর্ষি নারদ বিজনে তাঁহার পিতার সন্দেশ সাদরে তাঁহাকে বলিলেন। মহীপতি সত্যসেন তৎশ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়া বিহিত বিধানে পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিয়া জনকের উদ্দেশে ভক্তি সহকারে প্রতি দিন মিষ্টান্নপ্রদানে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন। তিনি অন্য ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল গ্রীষ্মকালে প্রপাদান করিতে লাগিলেন। মহীপতি এই ভাবে কালাতিপাত করিতে থাকিলে জল শস্য-ক্ষয়াবহা মহতী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। শক্র দ্বাদশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত ধরণীতলে বৃষ্টি করিলেন না। শস্যাভাবে লোক সকল ক্ষুধার্দ্দিত হইতে লাগিল। তখন আর মহীপতি পূর্ব্বের ন্যায় পিতৃ-উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে শস্য প্রদান করিতে পারিলেন না; ঐ সময় মহীপতির স্বর্গীয় পিতা ক্ষুৎপীড়িত হইয়া মলিনাম্বর ধারণ করিয়া স্বপ্নে পুত্রকে বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি পুত্র থাকিতেও আমি স্বর্গে ক্ষুৎ-পিপাসাসমাকুল হইয়া বাস করিতেছি; অতএব তুমি যদি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার নামে তোয-সংযুক্ত অন্ন প্রদান কর। রাজা স্বপ্নজন্য অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া অন্নাভাব বশত মন্ত্রিগণের সহিত এই মন্ত্রণা করিলেন যে, আমি শস্যার্থে বৃষভধ্বজের আরাধনা করিব ; আপনারা সাদরে রাজ্যের রক্ষা বিধান করুন। ৩১-৪৭। এইরূপ মন্ত্রণার পর তিনি পূর্ব্বোক্ত তীর্থক্ষেত্রে আগমন করিয়া মহেশ্বর স্থাপনপূর্ব্বক ব্রতনিয়মাদি দ্বারা তাহার সম্যক্ আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি বর্ষকালযাবৎ আরাধনা করিলে ভগবান্ শিব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আমি বর দান করিব, বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন,—হে দেব! আমি অন্নের নিমিত্ত এই অনুষ্ঠান করিয়াছি অতএব যাহাতে সমস্ত ধরাতলে বৃষ্টি হয়, আপনি তাহা করুন। ইহাতে ধরণীতলে শস্য উৎপন্ন হইবে। হে দেবদেব! আপনার প্রসাদে আমার স্বর্গস্থিত পিতার অক্ষয় তৃপ্তি হউক। ভগবান্ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! অচিরাৎ ধরণীতলে প্রচুর বৃষ্টি ও প্রভূত অন্ন-সম্পত্তি হইবে, অধুনা আপনি স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউন। আপনি যে মদীয় লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহা দর্শন

মিষ্টান্নমমৃতস্বাদু স হি নূনমবাপ্স্যতি। মম বাক্যান্নৃপশ্রেষ্ঠ সদা জন্মনি জন্মনি ॥ ৫৬ ॥ স এবং ভগবান্মুক্ত্বা ততশ্চাদর্শনং গতঃ। সোঽপি রাজা নিজং স্থানং হর্ষেণ মহতান্বিতঃ। আজগাম চকারাথ রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ৫৭ ॥ সূত উবাচ। অদ্যাপি কলিকালেঽত্র সম্প্রাপ্তে দারুণে যুগে। যস্তং মিষ্টান্নদং পশ্যেৎ প্রাতরুত্থায় ভক্তিতঃ ॥ ৫৮ ॥ স মিষ্টান্নমবাপ্নোতি যদি কাময়তে দ্বিজাঃ। নিষ্কামো বা সমভ্যেতি স্থানং দেবস্য শূলিনঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মিষ্টান্নদেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায় ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি তত্রাস্তি পুণ্যং গণপতিত্রয়ম্। স্বর্গদং মর্ত্ত্যদং পুণ্যং তথান্যন্নরকাপহম্ ॥ ১ ॥ হন্তৃ বৈ সর্ববিঘ্নানাং পূজিতং সুরদানবৈঃ। সর্ব্বকামপ্রদঞ্চৈব বিদ্যাকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ২ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। ত্রিবিধাঃ পুরুষাঃ সূত জায়ন্তেঽত্র মহীতলে। উত্তমা মধ্যমাশ্চান্যে তথা চান্যেঽধমাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥ উত্তমাঃ প্রার্থয়ন্তি স্ম মোক্ষমেব হি কেবলম্। গতা যত্র নিবর্ত্তন্তে ন কথঞ্চিদ্ধরাতলে ॥ ৪ ॥ মধ্যমাঃ স্বর্গমার্গঞ্চ দিব্যান্ ভোগান্ মনোরমান্। অপ্সরোভিঃ সমং ক্রীড়াং যজ্ঞাদ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতাম্ ॥ ৫ ॥ অধমা মর্ত্ত্যলোকেঽত্র রমন্তে বিষয়াত্মকাঃ। বিষকীটকবত্তত্র রতিং কৃত্বা গরীয়সীম্ ॥ ৬ ॥ স্বর্গমোক্ষৌ পরিত্যজ্য তৎকস্মান্মর্ত্ত্যা ইষ্যতে। যেনাসৌ প্রার্থ্যতে মর্ত্ত্যৈর্মর্ত্ত্যদো গণনায়কঃ ॥ ৭ ॥ কেন সংস্থাপিতাস্তে চ তস্মিন্ ক্ষেত্রে গজাননাঃ। কস্মিন্ কালে চ দ্রষ্টব্যাঃ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৮ ॥ সূত উবাচ। পূর্ব্বং তপ্ত্বা তপস্তীব্রং মর্ত্ত্যলোকে দ্বিজোত্তমাঃ। ততো গচ্ছন্তি সংহৃষ্টাঃ স্বেচ্ছয়া ত্রিদিবং প্রতি। মোক্ষমার্গং তথৈবান্যে ধ্যানাবিষ্কৃতমানসাঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ স্বর্গে সমাকীর্ণে কদাচিদ্দ্বিজোত্তমৈঃ। দেবেষু ক্ষিপ্যমাণেষু সমন্তাত্তৎপ্রভাবতঃ ॥ ১০ ॥ গত্বা স্বঃ সহস্রাক্ষঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ। প্রোবাচ শঙ্করং গৌর্য্যা সার্দ্ধমেকাসনস্থিতম্ ॥ ১১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। তপঃপ্রভাবসংসিদ্ধৈর্মানবৈঃ পরমে-

করিবে, সে নিশ্চিতই মদীয় বাক্যানুসারে জন্ম-জন্ম অমৃতস্বাদু মিষ্টান্ন লাভ করিবে। ভগবান দেবদেব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও অতীব হর্ষের সহিত নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! এখনও এই কলিকালেও যদি কেহ সকামভাবে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মিষ্টান্নদায়ক দেবকে দর্শন করে, তাহা হইলে সে মিষ্টান্ন এবং নিষ্কামভাবে দর্শন করিলে শিবলোক লাভ করিয়া থাকে।৪৮—৫৯।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪১।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ঐ স্থানে আরও অন্য পুণ্যপ্রদ গণপতিত্রয় আছেন। তাঁহারা স্বর্গদায়ক, মর্ত্ত্যে পুণ্যদায়ক, নরকাপহ, সর্ববিঘ্নহর, সুরদানবপূজিত, সর্ব্বকামপ্রদ ও বিদ্যাকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! মহীতলে ত্রিবিধ পুরুষ আছে; যথা উত্তম, মধ্যম ও অধম। যাহারা উত্তম পুরুষ, তাঁহারা কেবল মুক্তি বাঞ্ছা করেন, যে খানে গমন করিয়া কোন প্রকারে আর ধরাতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাঁহারা তাহাই ইচ্ছা করেন। মধ্যমপুরুষগণ স্বর্গ দিব্য মনোরম ভোগ ও যজ্ঞাদি ফলজনিত অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া বাঞ্ছা করেন। আর অধমপুরুষগণ স্বর্গ মোক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষকীটের ন্যায় কেবল বিষয়াসক্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করে। মর্ত্ত্যগণ কিজন্য এরূপ ইচ্ছা করে। মর্ত্ত্যগণ কি কারণে মর্ত্ত্যদগণনায়ককে ইচ্ছা করিয়া থাকে? কে পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে গজাননত্রয় সংস্থাপিত করিয়াছে, এবং কোন্ সময় ঐ গণপতিত্রয় দর্শন করিতে হয়, এই সকল আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে দ্বিজোত্তমগণ মর্ত্ত্যলোকে তীব্র তপস্যা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বেচ্ছায় ত্রিদিব ধামের প্রতি প্রস্থান করেন। ধ্যানাবিষ্কৃতমানস অন্য কতিপয় দ্বিজ মোক্ষমার্গে গমন করেন। তাহাতে স্বর্গ সমাকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাঁহাদের প্রভাবে দেবগণ আক্ষিপ্ত হন! [illegible]দর্শনে সহস্রাক্ষ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া যেখানে শঙ্করীর সহিত শঙ্কর একমনে উপবিষ্ট আছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে পরমেশ্বর! তপঃপ্রভাবে সিদ্ধ মানবগণ আমা-

খর। অস্মাকং ব্যাপ্যতে সর্ব্ব মহিমানং গৃহাদিকম্॥ ১২॥ তস্মাৎকুরু প্রসাদং নঃ কঞ্চিচ্চিন্তয় সাম্প্রতম্। উপায়ং যেন তিষ্ঠামঃ সৌখ্যেনাত্র শিবালয়ে। ১৩। অথ শ্রুত্বা বিরূপাক্ষস্তেষাং তদ্বচনং দ্বিজাঃ। পার্ব্বত্যাঃ পার্শ্বসংস্থায়া মুখচন্দ্রং সমৈক্ষয়ৎ॥ ১৪॥ নিজগাত্রং ততো দেবী সুসম্মর্দ্দ্য মুহুর্মুহুঃ। মল-মাহৃত্য তং কৃৎস্নং চক্রে নাগমুখং ততঃ। ১৫॥ চতুর্হস্তং মহাকায়ং লম্বোদরসমন্বিতম্। সুকৌতুক-করং তেষাং সর্ব্বেষাং চ দিবৌকসাম্॥ ১৬॥ ততঃ স বিনয়াদাহ দেবীং শিখরবাসিনীম্। যদর্থমম্ব সৃষ্টোঽহং তৎকার্য্যং বদ মা চিরম্॥ ১৭॥ ত্রৈলোক্যে ত্বৎপ্রসাদেন নাসাধ্যং বিদ্যতে মম॥ ১৮॥ শ্রীদেব্যুবাচ। মর্ত্ত্যলোকে নরা যে চ স্বর্গমোক্ষপরাঃ সদা। তেষাং বিঘ্নং ত্বয়া কার্য্যং শুভকৃত্যেষু চৈব হি॥ ১৯॥ সরিতাং পতয়স্ত্রিংশ-চ্ছঙ্খবঃ সপ্তসপ্ততিঃ। মহাসরোজষষ্টিশ্চ নিখর্ব্বাণাঞ্চ বিংশতিঃ॥ ২০॥ অর্ব্বুদাযুতসংযুক্তাঃ কোট্যো নবতিপঞ্চ চ। লক্ষাশ্চ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাঃ পঞ্চ-বিংশতিঃ। শতানি নবষষ্টিশ্চ গণাশ্চান্যেঽত্র সংস্থিতাঃ॥ ২১॥ যেষাং নন্দী স্মৃতঃ পূর্ব্বো মহা-কালস্তথা পরঃ। তে সর্ব্বে বশগাস্তুভ্যং প্রভবন্তু গণোত্তমাঃ॥ ২২॥ আধিপত্যং ময়া দত্তং তব বৎস কুরুষ তৎ। সর্ব্বেষাং গণবৃন্দানামাধিপত্যে ব্যব-স্থিতঃ॥ ২৩॥ এবমুক্ত্বাথ সা দেবী সমানীতৌষধী-ভৃতান্। হেমকুম্ভান্ সুতীর্থাম্ভঃপরিপূর্ণান্ মহো-দয় ন্॥ ২৪॥ তস্যাভিষেচনং চক্রে স্বয়মেব সুরে-শ্বরী। গীতবাদ্যবিনোদেন নৃত্যমঙ্গলজৈঃ স্বনৈঃ॥ ২৫॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্মৃতাঃ কোট্যো দেবানাং যাঃ স্থিতা দিবি। তাঃ সর্বাস্তত্র চাগত্য তস্য চক্রুশ্চ মঙ্গলম্॥ ২৬॥ অথ তস্য দদৌ তুষ্টো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। কুঠারং নিশিতং হস্তে বদা বৈ শ্রেষ্ঠ-মায়ুধম্॥ ২৭॥ পাত্রং মোদকসম্পূর্ণমক্ষয়ঞ্চৈব পার্ব্বতী। ভোজনার্থে মহাভাগা মাতৃস্নেহপরায়ণা॥ ২৮॥ মূষকং কার্ত্তিকেয়স্তু বাহনার্থং প্রহর্ষিতঃ। ভ্রাতরং মন্যমানস্তু বন্ধুস্নেহেন সংযুতঃ॥ ২৯॥ জ্ঞানং দিব্যং দদৌ ব্রহ্মা তস্মৈ হৃষ্টেন চেতসা। অতীতা-নাগতঞ্চৈব বর্ত্তমানঞ্চ যদ্ভবেৎ॥ ৩০॥ প্রজ্ঞাং বিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষঃ সৌভাগ্যং চোত্তমং মহৎ। সৌভাগ্যং কামদেবস্তু কুবেরো বিভবাদিকম্॥ ৩১॥ প্রতাপং ভগবান্ সূর্য্যঃ কান্তিমগ্র্যাং নিশাকরঃ॥ ৩২॥ তথান্যে বিবুধাঃ সর্ব্বে দদুরিষ্টানি ভূরিশঃ। আত্মী-য়ানি প্রত্যুষ্টয়র্থং দেব্যা দেবস্য চ প্রভোঃ॥ ৩৩॥ এবং লব্ধবরঃ সোঽথ গণনাথো দ্বিজোত্তমাঃ।

দের গৃহাদি ও মহিমা আচ্ছন্ন করিয়াছেন। হে দেব! অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সম্প্রতি এক উপায় চিন্তা করুন,—হে শিব! যাহাতে আমরা সুখে গৃহে বাস করিতে পারি! অনন্তর বিরূপাক্ষ দেবগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্শ্বস্থ পার্ব্বতীর মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন। তখন দেবী মুহুর্মুহু নিজগাত্র সম্মর্দ্দিত করিয়া ঐ সমস্ত মল মিলিত করিয়া নাগমুখ নামক চতুর্হস্ত মহাকায় লম্বোদর ও দেবগণের কৌতুককারী এক পুরুষ সৃজন করিলেন। তখন ঐ সৃষ্ট পুরুষ বলিল,—হে অম্ব! যে জন্য আমাকে সৃজন করিলেন, তাহা বলুন। মাতঃ! তোমার প্রসাদে ত্রৈলোক্যে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। শ্রীদেবী বলিলেন,—মর্ত্ত্যলোকে যে সকল নর স্বর্গ-মোক্ষপরায়ণ, তুমি তাহাদের শুভকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন কর, ইহাই তোমার কার্য্য। এখানে আমাদের ত্রিংশৎ সমুদ্র, সপ্তসপ্ততিশঙ্খ, ষষ্টি পদ্ম, বিংশতি নিখর্ব্ব, অযুত অর্ব্বুদ, পঞ্চনবতি কোটি পঞ্চপঞ্চাশৎ লক্ষ, পঞ্চবিংশতি সহস্র, এবং একোন সপ্ততি শত সংখ্যক গণ আছে। ইহাদের কর্ত্তা নন্দী ও মহাকাল। ঐ গণোত্তম সকল তোমার বশীভূত হইবে। আমি তোমাকে উঁহাদের আধি-পত্যে নিযুক্ত করিলাম। তুমি আমার বাক্য পালন কর। এই কথা বলিয়া দেবী তীর্থজলপরিপূর্ণ ওষধিলগ্ন মহোদয় হেমকুম্ভ আনয়ন করিয়া নৃত্য-গীত বাদ্য-বিনোদ ও মঙ্গলোচ্চারণপূর্ব্বক নাগ-মুখের অভিষেক করিলেন। স্বর্গ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতা আগমন করিয়া নাগমুখের মঙ্গলা-ভিষেকে যোগ দিলেন। ভগবান্ বৃষভধ্বজ তুষ্ট হইয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ আয়ুধ কুঠার, মাতৃ-স্নেহপরায়ণা মহা-ভাগা পার্ব্বতী তাঁহাকে ভোজনার্থ অক্ষয় মোদক-পূর্ণ পাত্র, কার্ত্তিকেয় ভ্রাতৃভাবে ও বন্ধুস্নেহে তাঁহাকে বাহনার্থ মূষিক, ভগবান্ ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অতীতানাগত ও বর্ত্তমান জ্ঞান, বিষ্ণু প্রজ্ঞা, সহস্রাক্ষ উত্তম সৌভাগ্য ও কামদেব সৌভাগ্য, কুবের বিভবাদি, ভগবান্ সূর্য্য প্রতাপ, নিশাকর কান্তি, এবং অন্যান্য দেবগণ দেবী ও দেব হরের তুষ্টির নিমিত্ত তাহাকে

দেবকৃত্যপরো নিত্যং চক্রে বিঘ্নানি ভূতলে। ৩৪॥ ধর্ম্মার্থং বর্তমানানাং মোক্ষার্থ সুকৃতায় চ। ততো ভূমিতলেঽভ্যেত্য গণেশস্তত্র যঃ স্মৃতঃ॥ ৩৫॥ বৈমানিকৈঃ সমভ্যেত্য স্থাপিতস্তত্র স দ্বিজাঃ। যেন স্বর্গার্থিনো লোকাঃ পূজাং তস্য প্রচক্রিরে। প্রথমং সর্ব্বকৃত্যেষু বিঘ্ননাশায় তৎপরাঃ॥ ৩৬॥ এতস্মিন্নেব কালে চ চমৎকারপুরোদ্ভবৈঃ। ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবিজ্ঞানতৎপরৈর্মোক্ষহেতুভিঃ। ঈশানঃ স্থাপিতস্তত্র মোক্ষদো য উদাহৃতঃ॥ ৩৭॥ স্বর্গং বাঞ্ছদ্ভিরেবান্যৈঃ স্বর্গদ্বারপ্রদস্তথা। হেরম্বঃ স্থাপিতস্তত্র সত্যনামা যথোদিতঃ॥ ৩৮॥ তথান্যৈর্মর্ত্ত্যদো নাম গণেশস্তত্র যঃ স্থিতঃ। যেন স্বর্গাচ্চ্যুতো যাস্তি ন কদা নরকাদিকম্। তির্য্যক্ত্বং । কৃমিত্বং বা স্থাবরত্বমথাপি বা॥ ৩৯॥ এতস্মাৎকারণাত্তত্র ক্ষেত্রে পুণ্যে দ্বিজোত্তমাঃ। হেরম্বো মর্ত্ত্যদো জাতঃ স্বর্গিণাং মর্ত্ত্যদঃ সদা॥ ৪০॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যং হেরম্বসম্ভবম্। আখ্যানং সর্ব্ববিঘ্নানি যন্নিহন্তি শ্রুতং নৃণাম্॥ ৪১॥ এতন্মাঘচতুর্থ্যাং যঃ শুক্লায়াং পূজয়েন্নরঃ। ন তস্য বৎসরং যাবদ্বিঘ্নং সঞ্জায়তে ক্বচিৎ॥ ৪২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গণপতিত্রয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৪২।

ইষ্টবস্তু সকল প্রদান করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ গণনাথ দেবকার্য্যপরায়ণ হইয়া তখন এইরূপ বরলাভ করত ভূতলে ধর্ম্ম, মোক্ষ ও সুকৃতার্থ বর্তমান ব্যক্তিদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন বৈমানিকগণ ভূতলে আসিয়া গণনাথকে ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অধুনা স্বর্গার্থী লোক সর্ব্বকর্ম্মের প্রথমে বিঘ্ননাশের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। এই সময় ব্রহ্মবিজ্ঞান-তৎপর মোক্ষার্থী চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ ঐ ক্ষেত্রে এক শিবস্থাপন করিলেন। ঐ শিব মোক্ষদায়ক। স্বর্গার্থী অন্য কতিপয় লোক ঐ স্থানে স্বর্গপ্রদ নামে এক এবং সত্যনামক অপর হেরম্ব স্থাপন করিলেন। আরও অন্য কতিপয় ঋষি ঐ স্থানে মর্ত্ত্যদ নামক গণেশ স্থাপন করিলেন। এই গণেশের প্রভাবে স্বর্গচ্যুতব্যক্তিগণ নরক, তির্য্যক্ত্ব কৃমিত্ব ও স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয় না। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই কারণেই ঐ ক্ষেত্রে হেরম্ব মর্ত্ত্যদ হইয়াছেন এবং তিনি স্বর্গীদিগের মর্ত্ত্যদায়ক। হে দ্বিজগণ! এই অবধি হেরম্বত্রয়ের আখ্যান আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এই আখ্যান শ্রুত হইলে মানবগণের সর্ব্ব বিঘ্ন বিনষ্ট করে। যে নর শুক্লা মাঘী চতুর্থীতে ইহার পূজা করে, সংবৎসরকাল যাবৎ তাহার কুত্রাপি বিঘ্ন হয় না। ২৩—৪২।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪২।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যোঽপি চ তত্রাস্তি দেবশ্চিত্রেশ্বরো দ্বিজাঃ। চিত্রপীঠস্য মধ্যস্থশ্চিত্রসৌখ্যপ্রদো নৃণাম্॥ ১॥ যং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ স্মাপয়িত্বাথবা নরঃ। মুচ্যতে পরদারোত্থৈঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ॥ ২॥ ধর্ষয়িত্বা গুরোঃ পত্নীং কন্যাং বানিজবংশজাম্। নীচাং বা ব্রতযুক্তাং বা কামাসক্তেন চেতসা॥ ৩॥ চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং যস্তং পূজয়তে নরঃ। স তৎপাপং নিহত্যাশু স্বর্গলোকং ততো ব্রজেৎ॥ ৪॥ তথা চিত্রাঙ্গদস্তত্র জাবালিসহিতো নৃপঃ। কুমার্য্যা সহিতঃ সার্দ্ধং নগ্নয়া তৎসমুত্থয়া। সংস্থিতে তদগ্রে তু শপ্তো জাবালিনা পুরা॥ ৫॥ ত্রয়াণামপি যস্তেষাং তস্মিন্নহনি নির্ব্বপেৎ। স ইষ্টাং লভতে নারীং সিদ্ধিং চ মনসি স্থিতাম্॥ ৬॥ ঋষয় ঊচুঃ। কস্মাজ্জাবালিনা শপ্তঃ পূর্ব্বং চিত্রাঙ্গদো যুবা। সা চ তত্তনয়া

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! ঐ ক্ষেত্রে চিত্রেশ্বর নামে আর এক দেবতা আছেন, তিনি চিত্রপীঠের মধ্যস্থানে অবস্থিত, এবং জনগণের সৌখ্যপ্রদ। নরগণ ঐ দেবকে দর্শন, পূজন, ও স্মরণ করিয়া পরদারজনিত পাতক ও উপপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। গুরুপত্নী, কন্যা, নিজ বংশজা, নীচা ও ব্রতযুক্তা স্ত্রীলোককে কামাসক্ত-চিত্তে ধর্ষিত করিয়া যে নর চৈত্রমাসীয় শুক্ল চতুর্দ্দশীতে ঐ দেবের পূজা করে, তাহার ঐ সকল কর্ম্মজনিত পাপ বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বে চিত্রাঙ্গ নামে এক রাজা নগ্না জাবালি কন্যার সহিত তাঁহার অগ্রে অবস্থিত হইয়া ঐ মুনিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইন, যে ঐ জনত্রয়কে ঐ দিবাভাগে পিণ্ড প্রদান করে, সে অভিমত নারী ও বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! কিজন্য পূর্ব্বে রাজা চিত্রাঙ্গদ জাবালি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া-

কস্মাৎ কুমারী বস্ত্রবর্জ্জিতা ॥ ৭ ॥ অদ্যাপি তিষ্ঠতে তত্র নিরুদ্ধঃ রূপমাশ্রিতা। জনহাস্যকরং নিত্যং তস্মাৎ সূত বদস্ব নঃ॥ ৮॥ সূত উবাচ। আসীৎ পূর্ব্বং মুনির্নাম্না জাবালিরিতি বিশ্রুতঃ। কৌমারব্রহ্মচর্য্যেণ যেন চীর্ণ তপঃ সদা॥ ৯॥ হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং সমাসাদ্য স সদ্দ্বিজাঃ। বাল্যেঽপি বয়সি প্রাপ্তে সমারেভে মহত্তপঃ॥ ১০॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি পারাকাণি শনৈঃশনৈঃ। কুর্ব্বতা তেন তে দেবাঃ সম্প্রীতা ভয়গোচরম্॥ ১১॥ ততঃ শক্রাদয়ো দেবাঃ সন্ত্রস্তা মেরুমূর্দ্ধনি। মিলিত্বা চক্রিরে মন্ত্রং তস্য বিঘ্নকৃতে মিথঃ॥ ১২॥ যদ্যস্য তপসো বৃদ্ধিরেবং যাস্যতি নিত্যশঃ। চ্যাবয়িষ্যতি তন্নূনং স্বর্গরাজ্যাচ্ছতক্রতুম্ ॥ ১৩॥ তস্মাদ্গচ্ছতু রম্ভাখ্যা তৎপার্শ্বেঽপ্সরসাং বরা। ব্রহ্মচর্য্যবিঘাতায় তস্যর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং যতঃ সঙ্কীর্ত্তিতং দ্বিজৈঃ। তস্যাভাবাৎ পরিক্লেশঃ কেবলং ন ফলং ব্রতে॥ ১৫॥ এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা সমাহূয় ততঃ পরম্। রম্ভামূচুর্মহেন্দ্রেণ সর্ব্বে দেবাস্তদাদরাৎ॥ ১৬॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহাভাগে জাবালির্যত্র তিষ্ঠতি। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে তপোবিঘ্নায় তস্য বৈ॥ ১৭॥ তে তে ভাবাঃ প্রযোক্তব্যাঃ কথাস্তাস্তা মনোহরাঃ। বর্দ্ধয়ন্তী তথা চিত্তে তস্য কামং নিরর্গলম্॥ ১৮ ॥ রম্ভোবাচ। স মুনির্ন বিজানাতি কামধর্ম্মং সুরেশ্বর। অরসজ্ঞং কথং দেব করিষ্যামি স্মরান্বিতম্॥ ১৯॥ ইন্দ্র উবাচ। এষ যাস্যতি মদ্বাক্যাদ্বসন্তস্তস্য সন্নিধৌ। অস্য সন্দর্শনাদেব ভবিষ্যতি স সস্মরঃ॥ ২০॥ তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং তত্র সহানেন বরাননে। সংসিদ্ধির্জায়তে যেন দেবকৃত্যং ভবেদ্দ্রুতম্॥ ২১ ॥ অথ সা তং প্রণম্যোচ্চৈঃ প্রস্থিতা ধরণীতলম্। বসন্তেন সমাযুক্তা জাবালির্যত্র তিষ্ঠতি॥ ২২॥ অথাকস্মাদশোকস্য সঞ্জাতঃ পুষ্পসঞ্চয়ঃ। তিলকস্য চ চূতস্য মঞ্জর্য্যঃ সমুপস্থিতাঃ॥ ২৩॥ শিশিরে চ সরোজানি বিকাসং প্রাপুরেব হি। ববৌ চ সুরভির্বায়ুর্দাক্ষিণাত্যঃ সুকামদঃ॥ ২৪॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা রম্ভা তত্র বরাপ্সরাঃ। সলিলাশয়তীরস্থো জাবালির্যত্র তিষ্ঠতি॥ ২৫॥ অক্ষমালাধৃতকরো জপন্মন্ত্রমনেকধা। অভীষ্টং শ্রদ্ধয়া যুক্তো বিধায় পিতৃতর্পণম্॥ ২৬॥ অথ সম্পশ্যতস্তস্য মুক্তা

ছিলেন? তাঁহার কন্যাই বা বস্ত্র-বর্জ্জিতা ছিলেন কেন? এবং কি নিমিত্তই তাঁহারা জনহাস্যকর বিরুদ্ধ রূপ ধারণ করিয়া অদ্যাপি ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? এই সকল আপনি আমাদিগকে বলুন। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বে জাবালি নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য ও কৌমারব্রত পালন করিতেন। এই দ্বিজ হাটকেশ্বর ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে বাল্যকাল হইতেই মহৎ তপস্যা করিতে থাকেন। কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ ও পরাক প্রভৃতি ব্রত তিনি শনৈ শনৈঃ করিতে থাকিলে দেবতাদের মনে ভয় উপস্থিত হইল। অনন্তর শক্রাদি দেবগণ মিলিত হইয়া মেরুশীর্ষে মিলিত হইয়া তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনের নিমিত্ত এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, ঐ মুনির তপস্যা যদি এই ভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শতক্রতুকে স্বর্গরাজ্য হইতে চালিত করিতে পারে, অতএব বরাপ্সরা রম্ভাকে ব্রহ্মচর্য্যব্যাঘাতের নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রেরণ করা যাউক। দ্বিজগণ ব্রহ্মচর্য্যকেই তপোমূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন; ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে তপস্যা কেবলই ক্লেশমাত্র; কোন ফলদায়ক নহে। এই রূপ নিশ্চয়ের পর মহেন্দ্র রম্ভাকে আহ্বান করিয়া সাদরে বলিলেন,—অয়ি মহাভাগে! হাটকেশ্বরে যেখানে জাবালি তপস্যা করিতেছেন, সেই স্থানে তাঁহার তপোবিঘ্ন করিবার জন্য তুমি শীঘ্র গমন কর। সেখানে গমন করিয়া এরূপভাবে ভাবাদি বিস্তার করিবে ও কথা কহিবে, যাহাতে তাঁহার চিত্তে অনর্গল কামভাব প্রবাহিত হয়।১—১৮। রম্ভা বলিল,—হে সুরেশ্বর! আমি জানি,—তিনি কামধর্ম্ম জানেন না; রস জ্ঞান তাঁহার নাই; কিরূপে আমি তাঁহাকে স্মরান্বিত করিব; ইন্দ্র বলিলেন,—এই আমি তোমার সঙ্গে বসন্তকে পাঠাইয়া দিতেছি, ইহাকে দেখিবামাত্রই তিনি স্মরান্বিত হইবেন। অয়ি বরাননে! অধুনা তুমি দেবকার্য্য সাধনের জন্য বসন্তের সহিত শীঘ্র ঐ স্থানে গমন কর। অনন্তর রম্ভা দীর্ঘ প্রণামপূর্ব্বক ধরণীতলে যেখানে জাবালি তপস্যা করিতেছেন, সেই স্থানে বসন্তের সহিত গমন করিল। বসন্তাগমবশতঃ ঐ সময় অশোক পুষ্প, তিলক ও চূত-মঞ্জরী এবং শিশির সময়েও সরোজ সকল বিকসিত হইল। সুরভি ও কামদায়ক দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় রম্ভা যেখানে জলাশয়তীরে মহাভাগ জাবালি বিদ্যমান ছিলেন, ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। তখন মহাত্মা জাবালি

বস্ত্রপরিগ্রহম্। স্নানার্থং তজ্জলং সাথ প্রবিবেশ বরাপ্সরাঃ ॥ ২৭ ॥ বিবস্ত্রাং তাং সমালোক্য সোঽপি যৌবনশালিনীম্। যাম্যানিলেন চ স্পৃষ্টঃ কামস্য বশগোঽভবৎ ॥ ২৮ ॥ ততস্তস্যাভবৎকম্পস্তৎক্ষণাদেব সন্মুনে। অক্ষমালা করাগ্রাচ্চ পপাত ধরণীতলে ॥ ২৯ ॥ পুলকঃ সর্ব্বগাত্রেষু সঞ্জজ্ঞেঽতীব দারুণঃ। অশ্রুপাতাঃ পতন্তি স্ম কোষ্ণাঃ প্লাবিতভূতলাঃ ॥ ৩০ ॥ অথ তং ক্ষুভিতং জ্ঞাত্বা চিত্তজ্ঞা সা বরাপ্সরাঃ। নির্গতা সলিলাত্তস্মাচ্চক্রে বস্ত্রপরিগ্রহম্ ॥ ৩১ ॥ ততস্তস্যান্তিকে গত্বা প্রণিপত্য কৃতাদরা। প্রোবাচ মধুরং বাক্যং বর্দ্ধন্তী তস্য তন্মতম্। ৩২ ॥ আশ্রমে সকলং ব্রহ্মন্ কচ্চিত্তে কুশলং মুনে। স্বাধ্যায়ে তপসি প্রাজ্ঞ শিষ্যেষু মৃগপক্ষিষু ॥ ৩৩ ॥ মুনিরুবাচ। কুশলং মে বরারোহে সর্ব্বত্রৈবাধুনা স্থিতম্। বিশেষেণাত্র সম্প্রাপ্তা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৩৭ ॥ কা ত্বং ব্রূহি মহাভাগে মম মন্মথবর্দ্ধনী। কিং দেবীং বাসুরীং বা কিং পন্নগী কিং নু মানুষী ॥ ৩৫ ॥ নিবেদয় শরীরে মে কিং ন পশ্যসি বেপথুম্। নিরর্গলশ্চ রোমাঞ্চো বাষ্পপূরশ্চ নেত্রজঃ ॥ ৩৬ ॥ রম্ভোবাচ। কিং তে গাত্রস্বভাবোঽয়ং কিং বান্যো ব্যাধিসম্ভবঃ। কচ্চিদেব ন তে স্বাস্থ্যং প্রপশ্যামি শরীরজম্ ॥ ৩৭ ॥ মুনিরুবাচ। ন মে গাত্রস্বভাবো ন ব্যাধিস্তিশ্চ সুলোচনে। শৃণুষ্ব কারণং কৃৎস্নং যেনেদৃক্ সংস্থিতং বপুঃ ॥ ৩৮ ॥ যাবতী বর্ত্ততে সৈনা তব দর্শনসম্ভবা। তাবৎকালমিদং রূপং মম গাত্রসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৯ ॥ তদহং মন্মথাবিষ্টো দর্শনাত্তব শোভনে। ব্রহ্মচর্য্যপরোপীত্থং মহাব্রতধরোঽপি চ ॥ ৪০ ॥ রম্ভোবাচ। যদ্যেবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মাং ভজস্ব যথাসুখম্। নাত্র কশ্চিদ্ভবেদ্দোষঃ পণ্যনারী যতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৪১ ॥ সাধারণা বয়ং বিপ্র যতঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা। সর্ব্বেষামেব লোকানাং বিশেষেণ দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৪২ ॥ অহং চাপি সমালোক্য ত্বাং মুনে মন্মথোপমম্। হতা কামশরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন চ গন্তুং সমুৎসহে ॥ ৪৩ ॥ ময়া দৃষ্টাঃ সুরাঃ পূর্ব্বং যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা। সিদ্ধাশ্চ কিন্নরা নাগা গুহ্যকাঃ

পিতৃতর্পণ শেষ করিয়া করে অক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ অভীষ্ট মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। তদবস্থায় থাকিয়াই তিনি রম্ভাকে দেখিতে পাইলেন। বরাপ্সরা রম্ভা তখন স্বীয় পরিধেয়বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নান করিবার নিমিত্ত জলে অবতরণ করিল। মুনি দক্ষিণানিল-স্পৃষ্ট হইয়া যৌবনশালিনী ঐ বরাপ্সরাকে দর্শনপূর্ব্বক কামবশবর্ত্তী হইলেন। তখন তাঁহার কম্প হইতে লাগিল, অক্ষমালা কর হইতে ধরণীতলে পতিত হইল; সর্ব্বাঙ্গে পুলক জন্মিল; এবং তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুজল পতিত হইতে থাকায় ভূতল পূরিত হইতে লাগিল। চিত্তজ্ঞা রম্ভা তখন মুনিকে বিকৃতি-প্রাপ্ত জানিতে পারিয়া সলিল হইতে উত্থিত হইল এবং স্বীয় বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিল। বস্ত্র পরিধান করার পর সে মুনি-সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপুরঃসর তাঁহার স্মরাবেশ বর্দ্ধন করত জিজ্ঞাসা করিল,—হে মুনিবর! আপনার আশ্রমের সমস্ত মঙ্গল ত? হে প্রাজ্ঞ! আপনার স্বাধ্যায়, তপ, শিষ্য ও মৃগপক্ষিসমূহ কুশলে আছে ত? মুনি বলিলেন,—অয়ি বরারোহে! অধুনা আমার সর্ব্বত্রই কুশল; বিশেষতঃ সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিতা তুমি যখন আমার নিকট আগমন করিয়াছ। হে মহাভাগে! কে তুমি—আমার মন্মথবর্দ্ধিনী? তুমি কি দেবী, অসুরী, পন্নগী, না মানুষী? বল; তুমি কি আমার শরীরে বেপথু, নিরর্গল রোমাঞ্চ ও নেত্রজ বাষ্পপ্লাবন দেখিতে পাইতেছ না?২৭—৩৬। রম্ভা বলিল,—ইহা কি আপনার গাত্রের স্বভাব না কোন ব্যাধি? আমি ত আপনার স্বাস্থ্য ভাল দেখিতেছি না। মুনি বলিলেন,—হে সুলোচনে! ইহা আমার গাত্রের স্বভাবও নহে, ব্যাধিও নহে, যেজন্য আমার সমস্ত শরীর এরূপ হইতেছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি যে সময় হইতে তোমাকে দর্শন করিয়াছি, সেই সময় হইতেই আমার শরীরে এইরূপ হইতেছে। হে শোভনে! অতএব আমি তোমাকে দর্শন করিয়া মন্মথাবিষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ও মহাব্রতধর হইয়াও আমি এরূপ হইলাম। রম্ভা বলিল,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যদি এরূপ হইয়াছেন, তাহা হইলে যথাসুখ আমাকে ভজনা করুন; ইহাতে কোন দোষ হইবে না; কারণ—আমরা বারবিলাসিনী। হে বিপ্র! বিধাতা আমাদিগকে সাধারণ-নারী করিয়াছেন; এজন্য আমরা সকলেরই; বিশেষতঃ দ্বিজন্মাদিগের ভোগ্যা। আমিও আপনাকে কন্দর্পাকৃতি দেখিয়া তীক্ষ্ণ কামশরে আহত হইয়াছি, যাইতে পারিতেছি না। আমি দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, মানুষ,

কিম্ মাছবাঃ। ৪৪। নেদৃগ্রূপং বপুস্তেষ'মেকস্যাপি বিলোকিতম্। মধ্যে ব্রাহ্মণশার্দ্দূল তস্মাদ্ভজ্যতাং ভজস্ব মাম্। ৪৫। যো নারীং কামসন্তপ্তাং স্বয়ং প্রাপ্তাং পরিত্যজেৎ। স মূর্খ পচ্যতে ঘোরে নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ। ৪৬। এবমুক্ত্বা তয়া সোঽথ পরিষক্তো মহামুনিঃ। অনিচ্ছন্নপি বাক্যেন হৃদয়েন চ সস্পৃহঃ। ৪৭। ততো লতানিকুঞ্জে তং সমানীয় মুনীশ্বরম্। কামশাস্ত্রোদিতৈর্ভাবৈ রেমে কৃত্রিমৈর্মুনিম্। ৪৮। এবং তয়া সমং তত্র স্থিতো যাবদ্দিনক্ষয়ম্। কামধর্ম্মসমাসক্তঃ সন্ত্যক্তাশেষ কর্ম্মকঃ। ৪৯। ততো নিষ্কামতাং প্রাপ্তো লজ্জয়া পরিবারিতঃ। বিসসর্জ্জ চ তাং রম্ভাং শৌচং চক্রে ততঃ পরম্। ৫০। সাপি তেন বিনির্ম্মুক্তা কৃতকৃত্যা বিলাসিনী। প্রহৃষ্টা প্রযযৌ তত্র যত্র দেবাঃ সবাসবাঃ। ৫১।

ইতি শ্রীস্কান্দে জাবালিক্ষোভণো নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। সা গত্বা ত্রিদিবং পশ্চাৎ সহস্রাক্ষং সুরৈর্যুতম্। প্রোবাচ ভগবন্ দিষ্ট্যা ক্ষোভিতোঽসৌ মহামুনিঃ। ১। তপস্তস্য হতং কৃৎস্নং যৎকৃচ্ছ্রেণ সমাচিতম্। তথা নিস্তেজসস্তস্য নীতস্ত্বং সুখভাগ্ভব। ২। এবমুক্তাথ সা রম্ভা শংসিতা নিখিলৈঃ সুরৈঃ। অমোঘরেতসস্তস্য দধ্রে গর্ভং নিজোদরে। ৩। জাবালিরপি কৃত্বা চ পশ্চাত্তাপমনেকধা। ভূয়স্তু তপসি স্থিত্বা স্থিতস্তত্রৈব চাশ্রমে। ৪। ততস্তু দশমে মাসি সম্প্রাপ্তে সুষুবে শুভাম্। কন্যাং সরোজপত্রাক্ষীং দিব্যলক্ষণলক্ষিতাম্। ৫। অথ তাং মানুষোদ্ভূতাং মত্বা তস্যৈব চাশ্রমম্। গত্বা মুমোচ প্রত্যক্ষং তস্যর্ষেশ্চেদমব্রবীৎ। ৬। তব বীর্য্যসমুদ্ভূতামেনাং মজ্জঠরোষিতাম্। কন্যকাং মুনিশার্দ্দূল তস্মাৎ পালয় সাম্প্রতম্। ৭। ন স্বর্গে বিদ্যতে বাসো মানুষাণাং কথঞ্চন। এতস্মাৎ কারণাত্ত্বভ্যং ময়া ব্রহ্মন্ সমর্পিতা। ৮। এবমুক্ত্বা যযৌ

নাগ, ও গুহ্যক সকলকেই দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার মত বপু তাহাদের কাহারও দেখি নাই। হে ব্রাহ্মণশার্দ্দুল! অতএব আপনি এই ভক্তাকে অদ্য ভজনা করুন। যে ব্যক্তি কাম-সন্তপ্তা স্বয়ং প্রাপ্তা নারীকে পরিত্যাগ করে, সেই মূর্খ অনাদি-অনন্তকাল ঘোর নরকে পচ্যমান হয়। এই কথা বলিয়া রম্ভা মুনিকে আলিঙ্গন করিল। মুনির বাক্যে অনিচ্ছা এবং হৃদয়ে স্পৃহা ছিল। অনন্তর রম্ভা মুনিকে লতাকুঞ্জে লইয়া গিয়া কামশাস্ত্রোচিত কৃত্রিম বিধানে তাঁহাকে রমণ করিল। মুনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কামধর্ম্ম-সমাসক্ত হইয়া সমস্ত দিন তাহার সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর নিষ্কামতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি লজ্জিত হইলেন এবং রম্ভাকে বিসর্জ্জন দিয়া শৌচক্রিয়া করিলেন। তখন ঐ বিলাসিনী তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মুক্তা হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্যা মনে করত যেখানে সবাসব দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিল। ৩৭—৫১।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর রম্ভা ত্রিদিবালয়ে গমন করিয়া সহস্রাক্ষকে বলিল,—হে ভগবন্! দৈব বশতঃ আমি ঐ মুনিকে ক্ষোভিত করিয়াছি। তিনি অতিকষ্টে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত তেজ নষ্ট হইয়াছে, অধুনা আপনি সুখী হউন। এই কথা বলিলে সুরগণ সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রম্ভা অমোঘরেতা মুনির ঔরসে গর্ভ ধারণ করিল। এদিকে জাবালিও বহু পরিতাপ করিয়া পুনরায় ঐ স্থানেই তপস্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে রম্ভা দশম মাসে এক দিব্যলক্ষণলক্ষিতা সরোজ-পত্রাক্ষী কন্যা প্রসব করিল। অনন্তর অপ্সরা মানুষসম্ভবা বলিয়া ঐ কন্যাকে লইয়া মুনির আশ্রমে গমন করত তাঁহার সমক্ষে তাহাকে মোচন করিয়া বলিল,—হে মুনিশার্দ্দূল! এই কন্যা আপনার শুক্র-সম্ভবা এবং আমার জঠরে সঞ্জাতা; অতএব আপনি ইহাকে প্রতিপালন করুন। স্বর্গে মনুষ্যের বাস অসম্ভব, এজন্য আমি ইহাকে আপনাকে সমর্পণ করিলাম। এই কথা বলিয়া রম্ভা সত্বর ত্রিদশালয়ে

রম্ভা সম্বরঃ ত্রিদশালয়ম্ । জাবালিরপি তাং দৃষ্ট্বা কন্যকাং স্নেহমাবিশৎ ॥ ৯ ॥ ততস্তাং কন্যকাং কৃত্বা স্থষ্ঠু গুপ্তে লতাগৃহে । রসৈর্ম্মিষ্টফলোদ্ভূতৈঃ পুপোষ চ দিবানিশম্ ॥ ১০ ॥ সাপি কন্যা পরাং বৃদ্ধিং শনৈর্য্যাতি দিনেদিনে । শুক্লপক্ষং সমাসাদ্য যথা চন্দ্রকলা দিবি ॥ ১১ ॥ যথাযথাথ সা যাতি বৃদ্ধিং কমললোচনা । তথাতথাস্য স্থস্নেহো জাবালেরপ্যবর্দ্ধত ॥ ১২ ॥ সা শিশুত্বে মৃগৈঃ সার্দ্ধং পক্ষিভিশ্চ স্থশোভনা । ক্রীড়াং চক্রে স্থবিশ্রব্ধৈর্বর্দ্ধয়ন্তী মুনের্মুদম্ ॥ ১৩ ॥ ততো বাল্যং পরিত্যক্ত্বা বল্কলাবৃতগাত্রিকা । তস্যর্ষেঃ সর্ব্বকৃত্যেষু সাহায্যং প্রকরোতি চ ॥ ১৪ ॥ সমিৎকুশাদি যৎকিঞ্চিৎ ফলপুষ্পসমন্বিতম্ । বনাত্তুদানয়ামাস তস্য প্রীতিমবর্দ্ধয়ৎ ॥ ১৫ ॥ ততঃ কতিপয়াহস্য ফলার্থং সা মৃগেক্ষণা । নিদাঘসময়ে দূরং স্বাশ্রমাৎ প্রজগাম হ ॥ ১৬ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিমানবরমাশ্রিতঃ । প্রাপ্তশ্চিত্রাঙ্গদো নাম গন্ধর্ব্বস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১৭ ॥ তেন সা বিজনে বালা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা । দৃষ্টা চান্দ্রমসী লেখা পতিতেব ধরাতলে ॥ ১৮ ॥ ততঃ কামপরীতাঙ্গঃ সোঽবতীর্য্য ধরাতলম্ । বিমানান্মধুরৈর্ব্বাক্যৈস্তামুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৯ ॥ কা ত্বং কমলগর্ভাভা নির্জ্জনেঽত্র মহাবনে । ভ্রমস্যেকাকিনী বালে বনমধ্যে স্থলোচনে ॥ ২০ ॥ কন্যোবাচ । অহং ফলবতী নাম জাবালের্দ্দুহিতা মুনে । ফলপুষ্পার্থমায়াতা তদর্থমিহ কাননে ॥ ২১ ॥ চিত্রাঙ্গদ উবাচ । কুমারব্রহ্মচারী স শ্রূয়তে মুনিসত্তমঃ । তৎকথং তস্য বামোরু ত্বং জাতা ভার্য্যয়া বিনা ॥ ২২ ॥ কন্যোবাচ । সত্যমেতন্মহাভাগ নাস্তি দারপরিগ্রহঃ । তস্যর্ষেঃ কিন্তু সঞ্জাতা যথা তন্মেঽবধারয় ॥ ২৩ ॥ রম্ভা নামাপ্সরাস্তেন পুরা দৃষ্টা স্থরাঙ্গনা । ততঃ কামপরীতেন সেবিতা চ যথাস্থখম্ ॥ ২৪ ॥ ততস্তদ্রাজ্জাতা দেবলোকে মহত্তরে । তয়াপি চেহ তস্যর্ষের্ভূয় এব নিয়োজিতা ॥ ২৫ ॥ এবং স মে পিতা জাতো জাবালির্মুনিসত্তমঃ । পোষিতাহং ততস্তেন নানাফলসমুদ্ভবৈঃ ॥ ২৬ ॥ ততঃ ফলবতী নাম কৃতং তেন মহাত্মনা । মমানুরূপমেতদ্ধি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ২৭ ॥ চিত্রাঙ্গদ উবাচ । তব

প্রস্থান করিল । জাবালি কন্যা দর্শন করিয়া স্নেহাবিষ্ট হইলেন, হইয়া একটী মনোহর লতাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করত মিষ্ট ফলোদ্ভূত রস দ্বারা কন্যাটীকে দিবারাত্র লালনপালন ও পোষণ করিতে লাগিলেন । শুক্লপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া যেমন চন্দ্রকলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি কন্যা দিন দিন শনৈঃশনৈঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ঐ কমললোচনা কন্যা যেমন যেমন বাড়িতে লাগিল, এদিকে জাবালিরও তেমনি তৎপ্রতি স্থস্নেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ঐ স্থশোভনা কন্যা শৈশবে বিশ্বস্তভাবে মৃগ ও পক্ষিসমূহের সহিত ক্রীড়া করিয়া মুনির আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল । বাল্য অতীত হইলে সে বল্কলাবৃতগাত্রিকা হইয়া ঋষির সমস্ত কর্ম্মেই সাহায্য করিতে লাগিল । সে যথাশক্তি সমিধ্‌ কুশ ও ফল-পুষ্প বন হইতে আহরণ করিয়া আনিয়া মুনির প্রীতি বর্দ্ধন করিতে থাকিল । একদা নিদাঘসময়ে সেই স্থলক্ষণা ফলহরণার্থ আশ্রম হইতে দূরবনে গমন করিলে চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক ঐ স্থানে আগমন করত অবতীর্ণ হইয়া তাদৃশ বিজনে ধরাতলে পতিতা চন্দ্রকলার ন্যায় পূর্ণচন্দ্র নিভাননা, ঐ কন্যাকে দর্শন করিল ।১—১৮। দর্শনের ফলে কামপরীতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে বলিল ;—হে স্থলোচনে ! কে তুমি ? তোমাকে কমলগর্ভাভা দেখিতেছি ; কিজন্য তুমি এই নির্জ্জন মহাবনে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছ ? কন্যা বলিল,—আমি জাবালি মুনির দুহিতা ; আমার নাম ফলবতী,—আমি ফল-পুষ্প আহরণার্থ এখানে আগমন করিয়াছি ! চিত্রাঙ্গদ বলিল,—অয়ি বামোরু ! আমি শুনিয়াছি যে, তোমার পিতা মুনিসত্তম কুমারব্রহ্মচারী ; তবে ভার্য্যা ব্যতিরেকে তুমি কিরূপে তাঁহার কন্যা হইলে ? কন্যা বলিল,—হে মহাভাগ ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য ; তাঁহার দারপরিগ্রহ নাই ; কিন্তু যেরূপে আমি জন্মিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন । তিনি পূর্ব্বে রম্ভানাম্নী এক বরাপ্সরাকে দেখিয়া যথাস্থখে কামভাবে তাহাকে সেবা করেন, তাহাতে ঐ অপ্সরার উদরে আমার জন্ম হয় । অপ্সরা দেবলোকে আমায় প্রসব করিয়া পুনরায় আমায় পিতার নিকট আমাকে প্রদান করে । অনন্তর পিতা ফলরস দ্বারা আমায় পোষণ করেন ; এই জন্যই তিনি আমার নাম রাখিয়াছেন, ফলবতী । আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম । চিত্রাঙ্গদ বলি-

রূপং সমালোক্য কামস্যাহং বশং গতঃ। তস্মাত্ত্বং ভজস্ব মাং ভীরু নো চেদ্‌যাস্যামি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ২৮ ॥ অহং চিত্রাঙ্গদো নাম গন্ধর্বস্ত্রিদিবৌকসাম্। তীর্থযাত্রাকৃতে প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥ কন্যোবাচ। কুমারধর্ম্মিণী চাহমদ্যাপি বশগা পিতুঃ। কামধর্ম্মং ন জানামি চিত্রাঙ্গদ কথঞ্চন ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ প্রার্থয় মে তাতং স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি। অনুরূপায় যোগ্যায় তরুণায় মনস্বিনীম্ ॥ ৩১ ॥ মমাপি রুচিতং চিত্তে তব বাক্যমিদং শুভম্। ধন্যাহং যদি তে কণ্ঠমালিঙ্গামি যথেচ্ছয়া ॥ ৩২ ॥ চিত্রাঙ্গদ উবাচ। ন শক্নোমি মহাভাগে তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্। মাং দহত্যেষ গাত্রোত্থঃ সুমহান্ কামপাবকঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎকুরু প্রসাদং মে রতিদানেন শোভনে। কো জানাতি হি তচ্চিত্তং কীদৃগ্রূপং ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ কন্যোবাচ। এবং তে বর্ত্তমানস্য মম তাতঃ প্রকোপতঃ। দহিষ্যতি ন সন্দেহঃ শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ॥ ৩৫ ॥ চিত্রাঙ্গদ উবাচ। তব তাতঃ স কালেন মাং দহিষ্যতি মানদে। কামানলঃ পুনঃ সদ্য এষ ভস্ম করিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥ এবমুক্ত্বাথ তাং বালাং বেপমানাং ত্রপাবতীম্। গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণৌ প্রবিবেশ সুরালয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র তাং রময়ামাস তদা কামপ্রপীড়িতঃ। তৎকালজাতরাগান্ধাং নির্লজ্জত্বমুপাগতাম্ ॥ ৩৮ ॥ এবং তস্যাঃ সমং তেন স্থিতায়া দিবসো গতঃ। নিমেষবন্মুনিশ্রেষ্ঠাস্ততশ্চাস্তং গতো রবিঃ ॥ ৩৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো জাবালির্দুঃখসংযুতঃ। অনাগতাং সুতাং জ্ঞাত্বা পরিবভ্রাম সর্বতঃ ॥ ৪০ ॥ অহো সা দুহিতা মহ্যং কিমু ব্যালৈঃ প্রভক্ষিতা। বৃক্ষং কঞ্চিৎ সমারূঢ়া পতিতা ধরণীতলে ॥ ৪১ ॥ কিং বা জলাশয়ং কঞ্চিৎ প্রাপ্য গাধমজানতী। নিমগ্না তত্র সা বালা সম্প্রবিষ্টা জলার্থিনী ॥ ৪২ ॥ এবং স প্রলপন্বিপ্রো বভ্রাম গহনে বনে। কুশকণ্টকবিদ্ধাঙ্গঃ ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলঃ ॥ ৪৩ ॥ যং যং শৃণোতি শব্দং স মৃগপক্ষিসমুদ্ভবম্। রজন্যাং তত্র নির্যাতি মত্বা কলবতীঞ্চ তাম্ ॥ ৪৪ ॥ অথ ক্রমাৎ সমায়াতো হরহর্ম্ম্যং স

লেন,—হে ভীরু! আমি তোমার রূপ দেখিয়া কামবশবর্ত্তী হইয়াছি, তুমি আমাকে ভজনা কর, অন্যথা আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমি চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্ব্ব; তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আমি শ্রদ্ধার সহিত এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। কন্যা বলিল,—হে চিত্রাঙ্গদ! আমি কুমারধর্ম্মিণী, অদ্যাপি পিতার বশবর্ত্তিনী আছি, কামধর্ম্ম আমি জানি না। অতএব আপনি আমার পিতার নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি আমায় আপনার হস্তে প্রদান করিবেন। আপনি অনুরূপ, যোগ্য ও তরুণ; আর আমিও মনস্বিনী। আপনার এই শুভবাক্য আমারও রুচিকর হইয়াছে। আমি ধন্যা; যদি আপনার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতে পারি। চিত্রাঙ্গদ বলিলেন,—হে মহাভাগে! আমি তত সময় অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; সুমহান্ কাম-পাবক আমায় দগ্ধ করিতেছে। অয়ি শোভনে! তুমি রতিদানে আমায় প্রসাদিত কর। কে বলিতে পারে এখন তোমার পিতার মন হইবে কি না? কন্যা বলিল,—তুমি এরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইলে এখনি আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপদানে দগ্ধ করিবেন। চিত্রাঙ্গদ বলিলেন,—হে মানদে! তোমার পিতা আমায় কখন কোন্ অনিশ্চিত সময়ে দগ্ধ করিবেন; আর কামানল যে আমায় সদ্যই দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিতেছে। এই কথা বলিয়া চিত্রাঙ্গদ কম্পান্বিতা ঐ লজ্জিতা কন্যার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া সুরালয়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সাময়িক জাত-রাগান্ধা নির্লজ্জা ঐ কন্যার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।১৯-৩৮। এই ভাবে ঐ কন্যা চিত্রাঙ্গদের সহিত অবস্থিত থাকিয়া নিমেষবৎ দিবা অতিবাহিত করিল। রবি অস্তাচল অবলম্বন করিলেন। এদিকে তখন জাবালি কন্যাকে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না দেখিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে এইরূপে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—হায় ব্যালগণ হয়ত আমার কন্যাকে ভক্ষণ করিয়াছে, না হয় বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া সেই কন্যা প্রাণত্যাগ করিয়াছে! অথবা সে জল আহরণ করিতে গিয়া জলাশয়ের অগাধত্ব না বুঝিয়া জলমগ্না হইয়াছে! মুনি জাবালি এই ভাবে বিলাপ করিতে করিতে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কত কুশ-গুল্ম ও কণ্টক তাঁহার গাত্রে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ভ্রমণ করিয়া ক্ষুৎ-পিপাসায় আকুল হইলেন। এইভাবে রজনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি যেখানে মৃগ-পক্ষিগণের একটু মাত্র শব্দ শুনিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণাধিকা কলবতী মনে করিয়া সেইদিকে গমন করিতে লাগি-

সন্মুনিঃ। যত্র চিত্রাঙ্গদোপেতা সা সন্তিষ্ঠতি কন্যকা॥ ৪৫॥ নিঃশঙ্কা জল্পমানা চ রাগবাক্যান্যনেকশঃ। অনর্হাণি কুমারীণাং ব্রহ্মজানাং বিশেষতঃ॥ ৪৬॥ ততঃ স সুচিরং শ্রুত্বা দূরস্থো বিস্ময়ান্বিতঃ। কুমার্য্যাশ্চেষ্টিতং দৃষ্ট্বা কোপসংরক্তলোচনঃ॥ ৪৭॥ অথ দুদ্রাব বেগেন গৃহ্য কাষ্ঠসমুচ্চয়ম্। দ্বাভ্যামেব বিনাশায় ভর্ৎসমানো মুহুর্মুহুঃ॥ ৪৮॥ ধিগ্ধিক্‌পাপসমাচারে কৌমার্য্যাং দূষিতং ত্বয়া। লাঞ্ছনঞ্চ সমানীতং মম লোকত্রয়েঽপি চ॥ ৪৯॥ নিতরাং পতিমাসাদ্য কর্ম্মণানেন চাধমে। তস্মাদনেন পাপেন যুক্তাং ত্বাং নাশয়াম্যহম্॥ ৫০॥ এবমুক্ত্বা প্রহারং স যাবৎক্ষিপতি সন্মুনিঃ। তাবচ্চিত্রাঙ্গদো নষ্টো ব্যোমমার্গেণ সত্বরম্॥ ৫১॥ বিবস্ত্রা সাপি তত্রৈব খিন্নাঙ্গী কামসেবয়া। ন শশাক ক্বচিদ্গন্তুং সমুত্থায় ততঃ ক্ষিতৌ॥ ৫২॥ ততঃ কাষ্ঠপ্রহারৌঘৈর্হত্বা তাং পতিতাং ক্ষিতৌ। মৃতামিতি পরিজ্ঞায় স ক্রোধপরিবারিতঃ॥ ৫৩॥ ততশ্চিত্রাঙ্গদস্যাপি দদৌ শাপং সুদারুণম্। স দৃষ্ট্বাকাশমার্গেণ গচ্ছমানং ভয়াতুরম্॥ ৫৪॥ য এব কন্যকাং মহ্যং ধর্ষয়িত্বা সমুৎপতেৎ। স পতত্বচিরাৎ পাপশ্ছিন্নপক্ষ ইবাণ্ডজঃ॥ ৫৫॥ কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তশ্চলিতুং নৈব চ ক্ষমঃ। এতস্মিন্নন্তরে ভূমৌ স পপাত নভস্তলাৎ॥ ৫৬॥ কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তঃ স চ চিত্রাঙ্গদো যুবা। ততস্তং স মুনিঃ প্রাহ কাষ্ঠোদ্যতকরঃ ক্রুধা॥ ৫৭॥ কস্ত্বং পাপসমাচার যেন মে ধর্ষিতা বলাৎ। কুমারী তন্নয়াম্যেষ ত্বামদ্য যমশাসনম্॥ ৫৮॥ চিত্রাঙ্গদ উবাচ। অহং চিত্রাঙ্গদো নাম গন্ধর্ব্বস্ত্রিদিবৌকসাম্। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন ক্ষেত্রেঽস্মিন্ সমুপাগতঃ॥ ৫৯॥ ততস্তু কন্যকাং দৃষ্ট্বা কামদেববশং গতঃ॥ ৬০॥ ততঃ সেবিতবানত্র লতাহর্ম্ম্যে জনচ্যুতে। তস্মাৎ কুরু ক্ষমাং মহ্যং দীনস্য প্রণতস্য চ॥ ৬১॥ যথা ব্যাধের্ভবেন্নাশো যথা স্যাদ্‌গগনে গতিঃ। ভূয়োঽপি ত্বৎপ্রসাদেন স্বল্পঃ কোপো হি সাধুষু॥ ৬২॥ জাবালিরুবাচ। ঈদৃগ্রূপধরস্ত্বং হি মম বাক্যাদ্ভবিষ্যসি। এষাপি মৎসুতা পাপা বস্ত্রহীনা সদেদৃশী॥ ৬৩॥ ভবিষ্যতি ন সন্দেহো জীবয়িষ্যতি

লেন। অনন্তর তিনি ক্রমশঃ অন্বেষণ করিতে করিতে হরহর্ম্ম্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে চিত্রাঙ্গদের সহিত তাঁহার কন্যা বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার কন্যা এই সময় নিঃশঙ্কে ব্রাহ্মণকুমারীদিগের অনুপযুক্ত বিবিধ প্রকার অনুরাগ-বাক্য প্রকাশ করিতেছিল। জাবালি বহুক্ষণ যাবৎ কুমারীর ঐ কথা শ্রবণ ও দুশ্চেষ্টিত দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কোপসংরক্তলোচনে কতিপয় কাষ্ঠ লইয়া বেগে ঐ স্থানে গমন করিলেন। তিনি চিত্রাঙ্গদ ও স্বীয় কন্যা উভয়কেই বিনাশ করিবার উদ্দেশে ঐ স্থানে গমন করিয়া স্বীয় কন্যাকে এই বলিয়া ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—রে পাপসমাচারে! তুই কুমারীধর্ম্ম নষ্ট করিলি; এবং স্বেচ্ছায় পতি লাভ করত দুষ্কর্ম্ম করিয়া ত্রৈলোক্যে আমার নিন্দা খ্যাপন করিলি। অতএব এই পাপের সহিত আমি তোমাকে নিহত করিব। এই বলিয়া মুনি যেমন সেই কাষ্ঠখণ্ড ক্ষেপ করিলেন, অমনি চিত্রাঙ্গদ ব্যোমমার্গে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু কামসেবায় নিতান্ত খিন্নাঙ্গী তাঁহার কন্যা বিবস্ত্রা অবস্থায় ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া কুত্রাপি যাইতে পারিল না। তখন তিনি ভূমিপতিতা কন্যাকে কাষ্ঠ দ্বারা অজস্র প্রহার করিয়া তাহাকে মৃতাবোধে ক্রোধে চিত্রাঙ্গদকে শাপ দিলেন। তিনি আকাশমার্গে চিত্রাঙ্গদকে ভীতভাবে যাইতে দেখিয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, যে আমার কন্যাকে ধর্ষিত করিয়া উৎপতিত হইল, সে অচিরাৎ ছিন্নপক্ষ অণ্ডজের ন্যায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নিশ্চলভাবে পতিত হউক। এইরূপ শাপ দিবামাত্র চিত্রাঙ্গদ তথাভূত হইয়া নভস্থল হইতে পতিত হইল। তখন মুনি কাষ্ঠোদ্যতকর হইয়া বলিলেন,—রে পাপকারিন্! তুই কে? বলপূর্ব্বক আমার কন্যাকে ধর্ষিত করিয়াছিস্? অতএব তোকে অদ্য আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব। চিত্রাঙ্গদ বলিল,—হে দেব! আমি চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্ব; তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আসিয়া ঐ কন্যাকে দর্শনপূর্ব্বক আমি কামদেববশঙ্গত হই। অনন্তর নির্জ্জন লতাগৃহে কামসেবা করি। অতএব আপনি এই দীন প্রণতকে ক্ষমা করুন। যাহাতে আমার ব্যাধিনাশ হয়, এবং যাহাতে আমার গগনগতি অটুট থাকে, পুনরায় আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা করুন; যে হেতু সাধুগণ স্বল্পকোপ। জাবালি বলিলেন,—তুমি আমার বাক্যে ঈদৃশ অবস্থাতেই থাকিবে। আর আমার এই পাপীয়সী কন্যা যদি জীবিত থাকে, তবে সর্ব্বদা

চেৎকচিৎ। যদেযা ধাস্যতি ক্বাপি বস্ত্রং গাত্রে নিজে কচিৎ। ৬৪। তন্নূনং চ শিরোঽপ্যস্যাঃ কলিষ্যতি ন সংশয়ঃ। এবমুক্ত্বা বিকোপশ্চ স জগাম নিজাশ্রমম্। ৬৫। চিত্রাঙ্গদোঽপি তত্রৈব তয়া সার্দ্ধং তথা স্থিতঃ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তত্র ক্ষেত্রে সমাযযৌ। ৬৬। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং ভগবান্ শশিশেখরঃ। গন্তুং চিত্রেশ্বরীপীঠে গণৈ রৌদ্রৈঃ সমাবৃতঃ। যোগিনীভিঃ প্রচণ্ডাভিঃ সার্দ্ধং প্রাপ্তে নিশামুখে। ৬৭। অথ প্রাপ্তে নিশার্দ্ধে তু যোগিন্যস্তাঃ সুদারুণাঃ। মহামাংসং মহামাংসমিত্যুচুর্ভক্ষণায় বৈ। ৬৮। নৃত্যমানাঃ পুরস্তস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ। সম্পর্দ্ধা গণমুখ্যৈস্তৈর্নর্ত্তমানৈঃ সমন্ততঃ ৬৯। যস্তত্র সময়ে তাসাং মহামাংসং প্রযচ্ছতি মন্ত্রপূতং স সংসিদ্ধিং সমবাপ্নোতি বাঞ্ছিতাম্। ৭০ মদ্যং মাংসং তথা চান্যন্নৈবেদ্যং বা ফলাদিকম্ তস্য সিদ্ধিঃ সমাদিষ্টা যথা স্বহৃদয়ে স্থিতা। ৭১ এতস্মিন্নন্তরে কন্যা সা জাবালিসমুদ্ভবা। স চ চিত্রাঙ্গদস্তত্র গত্বা প্রোবাচ সাদরম্। ৭২। অস্মদীয়মিদং মাংসং যোগিন্যো হর্ষসংযুতাঃ। ভক্ষয়ন্ত যথাসৌখ্যং স্বয়মেব প্রকল্পিতম্। ৭৩। অথ তং পুরুষং দৃষ্ট্বা কুষ্ঠব্যাধিসমাবৃতম্। বিবস্ত্রাং কন্যকাং তাং চ সর্ব্বাস্তা বিস্ময়ান্বিতাঃ। ৭৪। তে চ সর্ব্বে গণা রৌদ্রাঃ স চ দেবস্ত্রিলোচনঃ। পপ্রচ্ছ কৌতুকাবিষ্টস্তত্র চিত্রাঙ্গদং প্রভুঃ। ৭৫। কস্ত্বং ধৈর্য্যসমাযুক্তো মহৎসত্ত্বে ব্যবস্থিতঃ। যঃ প্রযচ্ছসি জীবং ত্বং কীটস্যাপি সুবল্লভম্। ৭৬। কেয়ং চ বসনৈর্হীনা ত্বয়া সার্দ্ধং গতব্যথা। প্রযচ্ছতি নিজং দেহং যদ্দেয়ং নৈব কস্যচিৎ। ৭৭। সূত উবাচ। ততঃ স কথয়ামাস সর্ব্বমাত্মবিচেষ্টিতম্। যথা কন্যাসমং সঙ্গঃ কৃতঃ শাপশ্চ সন্মুনেঃ। ৭৮। ততশ্চিত্রাঙ্গদং দৃষ্ট্বা স গন্ধর্ব্বং দিবৌকসাম্। তথারূপং কৃপাবিষ্টস্ততঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ। ৭৯। মম সন্দর্শনং প্রাপ্য ন মৃত্যুর্জায়তে কচিৎ। ন বৃথা দর্শনং চৈতত্তস্মাৎ প্রার্থয় সাদরম্। ৮০। চিত্রাঙ্গদ উবাচ। ব্যাধিনাহং সুনির্বিণ্ণস্তেন দেবাত্র চাগতঃ। যেন ব্যাধিক্ষয়ো ভাবী দেহনাশেন শঙ্কর। ৮১। তস্মাৎ কুরু

এতাদৃশী বিবস্ত্রা অবস্থাতেই থাকিবে। যদি এ কদাপি গাত্রে বস্ত্র প্রদান করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইহার মস্তক বিশীর্ণ হইবে; ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এই কথা কহিয়া তিনি বিকোপ হইয়া স্বাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। চিত্রাঙ্গদ ও কন্যা তথাবিধ অবস্থায় ঐ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকালের পর চৈত্রমাসীয় শুক্লা চতুর্দ্দশীতে ভগবান্ শশিশেখর ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তিনি নিশামুখে প্রচণ্ড যোগিনী ও গণসমূহের সহিত চিত্রেশ্বরীপীঠে গমন নিমিত্ত ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। পরে নিশার্দ্ধ সময়ে প্রচণ্ড যোগিনীগণ গণসমূহের সহিত দেবদেব শূলী সন্নিধানে উন্মত্তভাবে মহামাংস মহামাংস বলিয়া ভক্ষণের নিমিত্ত বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। "যে এই সময়ে তাহাদিগকে মন্ত্রপূত মহামাংস প্রদান করিতে পারিবে, সে নিশ্চিতই বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিবে। মদ্য, মাংস, নৈবেদ্য ও ফলাদি যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে এই সময় উপহার দিবে, তাহাদের হৃদয়স্থিত সিদ্ধি অবশ্যই লব্ধ হইবে।" এইরূপ ঘোষিত হইলে তখন জাবালির কন্যা ও চিত্রাঙ্গদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সাদরে বলিলেন,—যোগিনীগণ সহর্ষে আমাদের মাংস ভক্ষণ করুন, আমরা স্বয়ংই আত্মদেহ উৎসর্গ করিতেছি।৬৯-৭৩। অনন্তর যোগিনীগণ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত চিত্রাঙ্গদ ও বিবস্ত্রা কন্যাকে দর্শন করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং তাঁহারা কৌতুকবশতঃ চিত্রাঙ্গদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি ধৈর্য্যসমাযুক্ত মহৎ সত্ত্ব-সম্পন্ন? যে হেতু তুমি, যাহা কীটেরও প্রিয়তম, সেই জীবন দান করিতেছ এবং কে এই বসন-হীন ব্যথাপ্রাপ্ত কন্যা তোমার সহিত—যাহা কেহ কখন দেয় না, সেই নিজদেহ দান করিতেছে? সূত কহিলেন,—যোগিনীগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তখন চিত্রাঙ্গদ, যেরূপে তাঁহার কন্যাসঙ্গে তথাবিধ পাপকর্ম্ম এবং জাবালিপ্রদত্ত শাপপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়াছে, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক বলিলেন,—আমার দর্শন হইলে কদাচ কাহারও মৃত্যু হয় না, এবং আমার দর্শনও যদ্যপি বিফল হইবার নহে; অতএব সাদরে বর প্রার্থনা কর। চিত্রাঙ্গদ তখন বলিল,—হে দেব! আমি ব্যাধি-পীড়িত হইয়া নির্বিণ্ণভাবে এখানে আগমন করিয়াছি, অতএব যাহাতে আমার দেহনাশ হইয়া ব্যাধিনাশ হয়, আপনি তাহা করুন। আর আমায়

কম্বং—ব্যাধের্যদি যচ্ছসি মে বরম্। খেচরত্বং পুনর্দ্দেহি যেন স্বর্গং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৮২ ॥ শ্রীশঙ্কর উবাচ। ত্বং স্থাপয়াত্র মল্লিঙ্গং পীঠে গন্ধর্ব্বসত্তম। ততশ্চারাধয় প্রীত্যা যাবদ্বর্ষমুপস্থিতম্ ॥ ৮৩ ॥ যথা-যথা সুপূজাং ত্বং মল্লিঙ্গস্য করিষ্যসি। দিনে দিনে তথা ব্যাধেস্তব নাশো ভবিষ্যতি ॥ ৮৪ ॥ ততস্ত্বং খে গতিং প্রাপ্য পুনঃ স্বর্গং প্রয়াস্যসি। মৎপ্রসাদান্ন সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৮৫ ॥ এষাপি কন্যকা যস্মাৎ প্রবিষ্টা পীঠমধ্যতঃ। তস্মাৎ কলবতী নাম যোগিনী সম্ভবিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥ অনেনৈব তু রূপেণ নগ্নত্বেন ব্যবস্থিতা। মুখ্যামবাপ্স্যতে পূজাং বাঞ্ছিতঞ্চ প্রদাস্যতি। পূজকানাং স্থিতং চিত্তে শতসংখ্যগুণং তদা ॥ ৮৭ ॥ এতাং সম্পূজয়েন্মর্ত্ত্যঃ পীঠমেতত্ততঃ পরম্। পূজয়িষ্যতি তস্যেষ্ট' সিদ্ধিরেবং ভবিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥ এবমুক্তা ততঃ সাথ হর্ষেণ মহতান্বিতা। যোগিনীবৃন্দমধ্যস্থা নৃত্যং চক্রে ততঃ পরম্ ॥ ৮৯ ॥ এবং বভুব সা তত্র যোগিনী চ বরাঙ্গনা। তথা চক্রে পরং নৃত্যং যথা তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৯০ ॥ ততঃ প্রোবাচ তাং হৃষ্টঃ সর্ব্বযোগিনিসন্নিধৌ। অনেন তব নৃত্যেন গীতেন চ বিশেষতঃ ॥ ৯১ ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎসে তস্মাচ্ছৃণু বচো মম। নিশীথেঽদ্য দিনে প্রাপ্তে যস্তে পূজাং করিষ্যতি ॥ ৯২ ॥ সুরামাংসান্ন-সৎকারৈর্মন্ত্রৈরাগমসম্ভবৈঃ। স ভবিষ্যতি তৎকালং শাপানুগ্রহশক্তিমান্ ॥ ৯৩ ॥ বন্ধনং মোহনং চাপি শত্রোরুচ্চাটনং তথা। করিষ্যতি ন সন্দেহো বশীকরণমেব চ ॥ ৯৪ ॥ ত্রিকোণং কুণ্ডমাস্থায় দিশাং পালান্ প্রপূজয়েৎ। ক্ষেত্রপালঞ্চ সর্ব্বাস্তা দেবতা গগনোদ্ভবাঃ ॥ ৯৫ ॥ তথা চত্বরপূজাঞ্চ প্রকৃত্বা বিধিপূর্ব্বকম্। পশ্চাত্ত্বাং পূজয়িত্বা চ হোমং যশ্চ করিষ্যতি ॥ ৯৬ ॥ শত্রুবামপদোত্থেন স্পৃষ্টেন রজসাথবা। গুগ্‌গুলেন সহস্রাস্তং স্তম্ভনঞ্চ করিষ্যতি ॥ ৯৭ ॥ যশ্চ শত্রুং হৃদি স্থাপ্য শত্রুবর্ত্তন-সম্ভবম্। মলং ধাত্রীফলৈঃ সার্দ্ধং মোহনং স করিষ্যতি ॥ ৯৮ ॥ যঃ শত্রোঃ স্নানজং তোয়ং গৃহীত্বা চাথ কর্দ্দমম্। শিবনির্ম্মাল্যসংযুক্তং জুহুয়িষ্যতি পাবকে ॥ ৯৯ ॥ তবাগ্রে স নরো নূনং শত্রুমুচ্চাটয়িষ্যতি। এষোঽপি তব সঙ্গেন তব চিত্রাঙ্গদঃ প্রিয়ঃ। সম্প্রাপ্স্যতি চ সৎপূজামনুষঙ্গাব্বহুত্তবাৎ ॥ ১০০ ॥ কলবত্যুবাচ। যদি দেব প্রসন্নো মে তথাস্তমপি

খেচরত্ব প্রদান করুন, যাহাতে আমি পুনরায় স্বর্গ গমন করিতে পারি। শ্রীশঙ্কর বলিলেন,—হে গন্ধর্ব্বসত্তম! তুমি এই পীঠে আমার লিঙ্গ স্থাপন করিয়া প্রীতি-সহকারে বর্ষ কাল যাবৎ আরাধনা কর। যেমন যেমন তুমি লিঙ্গারাধনা করিবে, তেমনি তেমনি দিনে দিনে তোমার ব্যাধি বিনষ্ট হইবে। অনন্তর তুমি আমাদের প্রসাদে আকাশ-গতি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। আর এই কন্যা পীঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কলবতী নামে যোগিনী হইবে। ও ঐইরূপেই থাকিবে। জনগণ ইহার বিশিষ্ট-রূপে পূজা করিবে; পূজিত হইয়া এ পূজক-দিগের বাঞ্ছিত প্রদান করিবে। মর্ত্ত্যগণ প্রথমে ইহার পূজা করিয়া পরে পীঠপূজা করিবে; এরূপ করিলে তাহাদের ইষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে। শঙ্কর এই কথা বলিলে তখন ঐ বিবস্ত্রা কন্যা যোগিনী হইয়া মহাহ্লাদে যোগিনীগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ঐ কন্যা যোগিনী হইয়া এরূপ নৃত্য করিতে লাগিল যে, মহেশ্বর তাঁহার নৃত্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। হর তুষ্ট হইয়া সকল যোগিনীগণের সমীপে তাহাকে বলিলেন,—হে বৎসে! আমি তোমার নৃত্য ও গীতে পরিতুষ্ট হইয়াছি; অধুনা আমার বাক্য শ্রবণ কর। অদ্যকার নিশীথে যে ব্যক্তি সুরা, মাংস ও অন্ন সৎকার দ্বারা আগমসম্ভব মন্ত্রে তোমার পূজা করিবে, সে তৎকালে শাপানুগ্রহ-শক্তিমান্ হইয়া বন্ধন, মোহন, বশীকরণ ও শত্রুর উচ্চাটন করিতে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি ত্রিকোণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিক্‌পাল, ক্ষেত্রপাল, এবং সমুদয় গগনোদ্ভব দেবতার পূজা করিয়া বিধিপূর্ব্বক চত্বর-পূজার পর পশ্চাৎ তোমার পূজাপূর্ব্বক শত্রু-বাম-পদ-উত্থিত স্পৃষ্ট রজ দ্বারা গুগ্‌গুলুর সহিত হোম করিবে, সে সহস্র অরি স্তম্ভিত করিবে। যে ব্যক্তি শত্রুকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাহার উদ্বর্ত্তনসম্ভব মল, ধাত্রীফলের সহিত হোম করে, সে শত্রুমোহন করিতে পারে। যে নর শত্রুর স্নানজ তোয় অথবা স্নান-জল-সম্ভব কর্দ্দম লইয়া শিবনির্ম্মাল্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া তোমার অগ্রে পাবকে হোম করে, সে নিশ্চিতই শত্রু উচ্চাটিত করিয়া থাকে। এই চিত্রাঙ্গদও তোমার সংসর্গবশত উৎকৃষ্ট পূজা লাভ করিবে। কলবতী বলিল,—হে দেব! যদি আমার প্রতি

সম্ভবম্। ১০১। হৃদিস্থং দেহি মে সৌখ্যং যেন সঞ্জায়তেহখিলম্। পিতা মমৈব জাবালির্নির্মুক্তো বসনৈঃ সদা। ১০২। অহং যথা তথাত্রৈব সন্তিষ্ঠতু দিবানিশম্। যেন সন্তাপমায়াতি পশ্যন্মম বিরোধিনীম্। ১০৩। ক্রীড়াং ব্রাহ্মণবংশস্থ মদ্যমাংসসমুদ্ভবাম্। মদ্যগন্ধং সমাঘ্রাতি মাংসং পশ্যতি সংস্কৃতম্। মাং স্বচ্ছন্দরতাং নিত্যং দুঃখং যাতি দিনে-দিনে ।১০৪। শ্রীভগবানুবাচ। এবং ভবিষ্যতি প্রোক্তং সঞ্জাতং চাধুনা শুভে। অহং যাস্যামি কৈলাসং ত্বং তিষ্ঠাত্র যথোদিতা ।১০৫। সূত উবাচ। এবং স ভগবান্ প্রোক্তা গতশ্চাদর্শনং হরঃ। যোগিন্যশ্চৈব তাঃ সর্ব্বাঃ স্বেস্বে স্থানে ব্যবস্থিতাঃ ।১০৬। চিত্রাঙ্গদোহপি তত্রৈব কৃত্বা প্রাসাদমুত্তমম্। লিঙ্গং স স্থাপয়ামাস দেবদেবস্থ শূলিনঃ। ১০৭। ততশ্চারাধয়ামাস দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ। ১০৮। ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ব্যাধিমুক্তঃ স্বরূপধৃক্। বিমানবরমারূঢ়ো জগাম ত্রিদশালয়ম্। সোহপি জাবালিনামাথ বিবস্ত্রঃ সমপদ্যত। ১০৯। জনহাস্যকরো লোকে স্থিতস্তত্রৈব সর্ব্বদা। পশ্যমানো বিকারাংস্তান্ দুঃখিতঃ স্বসুতোদ্ভবান্। ১১০। ততশ্চ গর্হয়ামাস স্ত্রীণাং জন্ম মহামুনিঃ। তস্মিন্ পীঠে সমাসাদ্য দুঃখেন মহতান্বিতঃ। ১১১। অহো পাপাত্মনাং পুংসাং সম্ভবিষ্যন্তি যোষিতঃ। যাসামীদৃক্‌সমাচারো দ্বিজবংশোদ্ভবাস্বপি। ১১২। সকৃদেব ময়া সঙ্গঃ কৃতো নার্য্যা সমন্বিতঃ। আজন্মমরণং যাবৎপাপং প্রাপ্তং যথেদৃশম্। ১১৩। যে পুনস্তাসু সংসক্তাঃ সদৈব পুরুষাধমাঃ। কা তেষাং জায়তে লোকে গতির্বেদ্মি ন চিন্তয়ন্। ১১৪। এবং তস্য ব্রুবাণস্য যোগিন্যস্তাঃ ক্রুধান্বিতাঃ। তমূচুর্ব্রাহ্মণং তত্র ঘৃণয়া পরিবারিতম্। ১১৫। যোগিন্য ঊচুঃ। মা নিন্দাং কুরু মূঢ়াত্মংস্ত্বং স্ত্রীণাং যোগমাশ্রিতঃ। এতচ্চরাচরং বিশ্বং স্ত্রীভিঃ সন্ধার্য্যতে যতঃ। ১১৬। যাভিঃ সঞ্জনিতঃ শেষঃ কূর্ম্মশ্চ তদনন্তরম্। যাভ্যাং সংধার্য্যতে পৃথ্বী যস্যাং বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ১১৭। ধন্যেয়ং তে সুতা মূঢ় যা প্রাপ্তা যোগমুত্তমম্। প্রাপ্তা চ পরমং স্থানং স্তোকৈরেবাত্র বাসরৈঃ। ১১৮। ত্বং পুনর্মূর্খতাং প্রাপ্তশ্ছান্দসং মার্গমাস্থিতঃ। অবিদ্যয়া সমাযুক্তঃ সংসারেঽত্র ভ্রমিষ্যসি। ১১৯। মুনি-

প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা হইলে আমার হৃদ্‌গত একটী প্রার্থনা পূরণ করুন, যাহাতে আমার নিখিল সুখ-সম্পত্তি লাভ হয়। আমার প্রার্থনা এই যে, আমার পিতা জাবালি যেন বসন-মুক্ত হইয়া আমার মত এই স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন। আর তিনি যেন এই স্থানে থাকিয়া মদমুষ্ঠিত মদ্য-মাংসসমুদ্ভব ব্রাহ্মণকুলের বিধিনী ক্রীড়া দর্শন, মদ্য-গন্ধ আঘ্রাণ, সংস্কৃত মাংস দর্শন ও আমাকে স্ব চ্ছন্দ-রতা অবলোকন করিয়া দিন দিন দুঃখ প্রাপ্ত হন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে শুভে! তাহাই হইবে। তুমি যাহা বলিলে তাহা হোক; অধুনা আমি কৈলাসে চলিলাম, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। সূত বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ হর অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে যোগিনীগণও স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদও ঐ স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দেবদেবের লিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং অতন্দ্রিতভাবে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সংবৎসর এই ভাবে পূজা করার পর তিনি ব্যাধিমুক্ত হইয়া রূপবান্ হইলেন। অবশেষে তিনি বিমানারোহণে ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। কিন্তু জাবালি ঐ স্থানে বিবস্ত্র অবস্থায় জনহাস্যাস্পদ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কন্যার তাদৃশী বিকৃতি দেখিয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে থাকিলেন। কন্যার তাদৃশ পরিণাম দেখিয়া তিনি মহাদুঃখে স্ত্রীজন্মের কুৎসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—অহো! দ্বিজবংশে জাত কন্যার যখন এরূপ আচরণ, তখন মনে হয়, পাপাত্মা পুরুষদিগেরই কন্যা জন্মিয়া থাকে। আমি জন্মের মধ্যে একবারমাত্র স্ত্রীসঙ্গ করিয়াছিলাম; তাহারই ফলে আজন্মমরণ ঈদৃশ পাপফল ভোগ করিতেছি! কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা স্ত্রী-আসক্ত, তাহাদের গতি কি হইবে আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। মুনি জাবালি এইরূপ স্ত্রী-বিষয়ক গ্লানি করিতে থাকিলে, তত্রত্য যোগিনীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে মূঢ়াত্মন্! তুমি স্ত্রীজনের নিন্দা করিও না, এই চরাচর বিশ্ব স্ত্রীলোকেই ধারণ করিতেছে। যে স্ত্রীগণ শেষ ও কূর্ম্মকে সৃজন করিয়াছে, যে স্ত্রীজাতি পৃথ্বী ধারণ করিতেছে, এবং যে স্ত্রীজাতিতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মূঢ়! সেই স্ত্রীজাতিই তোমার সুতা উত্তম যোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই সে পরম স্থান লাভ করিয়াছে। ৭৪—১১৮। তুমিই কেবল অবিদ্যাযোগে বৈদিক মার্গের অনুসরণ

কন্যাচ। স্ত্রিয়ো নিন্দ্যতমাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাবস্থাসু দুঃখদাঃ। ইহ লোকে পরে চৈব তাভ্যঃ সৌখ্যং ন লভ্যতে। ১২০। যদর্থং নিহতঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ মহাসুরঃ। রাবণো দণ্ডভূপশ্চ তথান্যেঽপি সহস্রশঃ। ১২১। প্রাপ্য তাদৃগ্বিধং কান্তং গৌতমং স্ত্রীস্ব-ভাবতঃ। অহল্যা শক্রমাসাদ্য চকমে শীলবর্জ্জিতা। ১২২। কন্যোবাচ। যচ্চ নিন্দসি মূঢ়াত্মন্ সন্তি নিন্দ্যাশ্চ যোষিতঃ। তদদ্য ময়া সার্দ্ধং যেন ত্বাং বোধয়াম্যহম্। ১২৩। ন তেঽস্তি হৃদয়ে বুদ্ধির্ন লজ্জা ন দয়া মুনে। কিমন্ত্যজোঽপি তৎকর্ম্ম কুরুতে যত্ত্বয়া কৃতম্। ১২৪। অহং তাবৎপ্রহারেণ ত্বয়া ব্যাপা-দিতাধম। স্ত্রীহত্যোদ্ভবপাপস্য ন চিন্তা বিধৃতা হৃদি। ১২৫। বিশেষেণ সুতায়াশ্চ কোপাবিষ্টেন চেতসা। গচ্ছন্তি পাপকাস্তত্র প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। ১২৬। স্ত্রীবধোত্থং পুনর্যাতি যদি তত্ত্বং প্রকীর্ত্তয়। এতস্মে ন চ দুঃখং স্যাদ্যদ্ধতাস্মি দ্বিজাধম। ১২৭। যচ্ছপ্তা নগ্নসদ্ভাবং নীতা তৎপাতকঞ্চ তে। কল্পান্তেঽপি সুদুর্বুদ্ধে ন সংযাস্যতি কুত্রচিৎ। ১২৮। তস্মাদুচ্চৈর দুঃখার্ত্তঃ স্থিতোঽত্রৈব ময়া সহ। ন ভূয়ো নিন্দসি প্রায়ো ন চ ব্যাপাদয়িষ্যসি। ১২৯। অনিন্দ্যা যোষিতঃ সর্ব্বা নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ। মাসিমাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি। ১৩০। মুনিরুবাচ। স্ত্রিয়ঃ পাপসমাচারা নৈতাঃ শুধ্যন্তি কর্হিচিৎ। পরকান্তে রতির্যাসামন্ত্যজত্বং প্রযচ্ছতি। ১৩১। কন্যোবাচ। মা মৈবং বদ মূঢ়াত্মন্নমেধ্যা ইতি যোষিতঃ। অত্র শ্লোকঃ পুরা গীতো মনুনা তং নিবোধ মে। ১৩২। ব্রাহ্মণাঃ পাদতো মেধ্যা গাবো মেধ্যাস্তু পৃষ্ঠতঃ। অজাশ্বা মুখতো মেধ্যাঃ স্ত্রিয়ো মেধ্যাশ্চ সর্ব্বতঃ। ১৩৩। মুনিরুবাচ। ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বতো মেধ্যা গাবো মেধ্যাশ্চ সর্ব্বতঃ। অজাশ্বা মুখতো মেধ্যা ন মেধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কচিৎ। ১৩৪। কন্যোবাচ। তস্য চিন্তামণির্হস্তে তস্য কল্পদ্রুমো গৃহে। কুবেরঃ কিঙ্করস্তস্য যস্য স্যাৎ কামিনী গৃহে। ১৩৫। মুনিরুবাচ। তস্যাপদোঽখিলা দুঃখং দুঃখং তস্যাখিলং গৃহে। নরকঃ সর্ব্বতস্তস্য যস্য স্যাৎ

করিয়া মূর্খত্ব বশত সংসারে ভ্রমণ করিতেছ। মুনি বলিলেন,—স্ত্রীজন নিন্দ্যতমা, এবং সর্ব্বাবস্থাতেই দুঃখ প্রদান করে; কি, ইহলোকে কি পরলোকে, কোন কালেই তাহাদের নিকট হইতে সুখ লাভ হয় না। স্ত্রীর জন্যই শুম্ভ-নিশুম্ভ এবং রাবণ, দণ্ডভূপ ও অন্যান্য সহস্র সহস্র পুরুষ নিহত হই-য়াছে। এমন গৌতম তাঁহার ন্যায় কান্ত লাভ করিয়াও অহল্যা লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক শক্রকে কামনা করিয়াছিল। এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার কন্যা বলিলেন,—হে মূঢ়াত্মন্! স্ত্রীলোক নিন্দনীয় বলিয়া তুমি যে নিন্দা করিতেছ, তৎসম্বন্ধে এখন আমার সহিত কথোপকথন কর; আমি তোমার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিতেছি। হে মুনে! তোমার বুদ্ধি, লজ্জা বা দয়ার লেশমাত্র নাই। তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা অন্ত্যজ ব্যক্তিতেও করে না। তুমি যখন প্রহার করিয়া আমায় পঞ্চত্বে উপনীত করিয়াছিলে, তখন স্ত্রীহত্যা-জনিত পাপের কথা কি তোমার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। বিশেষত কোপাবিষ্ট হইয়া কন্যা হত্যা তুমি কিরূপে করিলে? এইস্থানে পৃথক্-বিধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তোমার পাতক যাইবে। যদি তুমি কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে স্ত্রীবধ-জনিত পাপও তোমার বিনষ্ট হইবে। হে দ্বিজাধম! আমি যদি নিহত হইতাম, তাহাতে আমার এত দুঃখ হইত না; কিন্তু তুমি যে নগ্নাবস্থায় থাকিবার জন্য আমাকে শাপ দিয়াছ, তাহাতেই আমার অত্যন্ত দুঃখ হই-য়াছে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এ পাপ তোমার কল্পান্তেও যাইবে না। এই স্থানে আমার সহিত অবস্থান করিয়া পাপ-ফল ভোগ করিবে। কিন্তু দেখ, যেন পুনরায় আর স্ত্রীনিন্দা বা স্ত্রীহত্যা করিও না। ১১৯—১২৯। স্ত্রীলোক সকল সর্ব্বদাই অনিন্দনীয়; তাহারা কদাচ দূষিত হয় না। তাহাদের মাসে মাসে যে রজঃপ্রবৃত্তি হয়, তাহাতেই তাহাদের দুষ্কৃত বিনাশ করে। মুনি বলিলেন,—স্ত্রীজন সর্ব্বদাই পাপাচারিণী; তাহারা কদাপি পবিত্র হইতে পারে না, তাহারা পরকান্তে রতিনিমিত্ত অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত হয়। কন্যা বলিল,—হে মূঢ়াত্মন্! স্ত্রীজাতি অপবিত্রা, একথা ব'ল না ব'ল না; এ বিষয়ে ভগবান্ মনু যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর; যথা—ব্রাহ্মণের পাদযুগল, গোগণের খুর, অজা-কুকুরের মুখ, এবং স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গই পবিত্র। মুনি বলি-লেন,—ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ, গোগণের সর্ব্বাঙ্গ এবং অজা-কুকুরের মুখ, সর্ব্বদাই পবিত্র; কিন্তু স্ত্রীজাতি কোন কালেই পবিত্র নহে। কন্যা বলিল,—যাহার গৃহে কামিনী আছে, তাহার হস্তে চিন্তামণি, গৃহে কল্পদ্রুম, আর কিঙ্কর কুবের। মুনি বলিলেন,—যাহার গৃহে কামিনী, তাহার সর্ব্বদাই আপদ্ ও

কামিনী গৃহে ॥ ১৩৬ ॥ কন্যোবাচ। যানি কানিচ সৌখ্যানি ভোগস্থানানি যানি চ। ধর্ম্মার্থকাম-জাতানি তানি স্ত্রীভ্যো ভবন্তি হি ॥ ১৩৭ ॥ মুনিরুবাচ। যানি কানি দুঃখানি ক্লেশানি যানি দেহিনাম্। যানি কষ্টাভনিষ্টানি স্ত্রীভ্যস্তানি ভবন্তি চ ॥ ১৩৮ ॥ কন্যোবাচ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষান্ স্ত্রী চতুরোঽপি চতসৃভিঃ। বহ্নিপ্রদক্ষিণাভিস্তান্ বিবাহেঽপি প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥ মুনিরুবাচ। সংসারভ্রমণং নারী প্রথমেঽপি সমাগমে। বহ্নি প্রদক্ষিণাস্থায়ব্যাজেনৈব প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৪০ ॥ কন্যোবাচ। কে নাম ন বিরজ্যন্তি জ্ঞানাঢ্যা অপি মানবাঃ। কর্ণান্তলগ্ননেত্রান্তাং দৃষ্ট্বা পীনপয়োধরাম্ ॥ ১৪১ ॥ মুনিরুবাচ। কে নাম ন বিনশ্যন্তি মূঢ়জ্ঞানা নিতম্বিনীম্। রম্যবুদ্ধ্যোপসর্পন্তি যে জ্বালাঃ শলভা ইব ॥ ১৪২ ॥ কন্যোবাচ। নিম্নমুখৌ চ কঠোরৌ চ প্রোন্নতৌ চ মনোরমৌ। স্ত্রীস্তনৌ সেবতে ধন্যো মধুমাংসে বিশেষতঃ ॥ ১৪৩ ॥ মুনিরুবাচ। আভোগিনৌ মণ্ডলিনৌ তৎক্ষণান্মুক্তকঞ্চুকৌ। বরমাশীবিষৌ স্পৃষ্টৌ ন তু পত্ন্যাঃ পয়োধরৌ ॥ ১৪৪ ॥ কন্যোবাচ। ন চাসাং রচনামাত্রং কেবলং রম্যমঙ্গিভিঃ। পরিষঙ্গোঽপি রামাণাং সৌখ্যায় পুলকায় চ ॥ ১৪৫ ॥ মুনিরুবাচ। ন চাসাং রচনামাত্রং রম্যং স্যাৎপাপদং দৃশঃ। বপুঃ স্পৃষ্টং বিনাশায় স্ত্রীণাং প্রেত্য নরকায় চ ॥ ১৪৬ ॥ কন্যোবাচ। কো নাম ন সুখী লোকে কো নাম সুকৃতী ন চ। স্পৃহণীয়তমঃ কো ন স্ত্রীজনো যস্তু রজ্যতে ॥ ১৪৭ ॥ মুনিরুবাচ। কো ন মুক্তিং ব্রজেত্তত্র কো ন শস্ততরো ভবেৎ। কো ন স্যাৎক্ষেমসংযুক্তঃ স্ত্রীজনে যো ন রজ্যতে ॥ ১৪৮ ॥ কন্যোবাচ। সংসারান্তঃ প্রসুপ্তস্য কীটস্যাপি প্ররোচতে। স্ত্রীশরীরং নরস্যাত্র কিং পুনর্ন বিবেকিনঃ ॥ ১৪৯ ॥ মুনিরুবাচ। অমেধ্যজা তস্য যথা তথা তদ্রোচনং কৃমেঃ। তথা সংসারসূতস্য স্ত্রীশরীরে চ কামিনঃ ॥ ১৫০ ॥ কন্যোবাচ। সৌখ্যস্থানং নৃণাং কিঞ্চিদ্বেধসান্দপশ্যতা। শাশ্বতং চিন্তয়িত্বাথ স্ত্রীরত্নমিদমাহৃতম্ ॥ ১৫১ ॥ মুনিরুবাচ। বন্ধনং জগতঃ কিঞ্চিদ্বেধসান্দপশ্যতা। স্ত্রীরূপেণ ততঃ কোঽপি পাশোঽয়ং স্ত্রীময়ঃ কৃতঃ ॥ ১৫২ ॥ সূত উবাচ। এবং স মুনিশার্দ্দুলস্তয়াতীব সমাগমে। নিরুত্তরীকৃতো

দুঃখ, তাহার গৃহে দুঃখ, এবং সর্ব্বত্রই তাহার নরক। কন্যা বলিল,—ধর্ম্মার্থ-কামজাত যে কোন প্রকার সুখ ও যাবতীয় ভোগস্থান, এতৎসমস্ত স্ত্রীজাতি হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে। মুনি বলিলেন,—দেহিগণের যাবতীয় দুঃখ ক্লেশ এবং যাবতীয় কষ্টপ্রদ অনিষ্ট আছে, তৎসমস্ত স্ত্রী হইতেই হয়। কন্যা বলিল,—স্ত্রীজাতি বিবাহকালে চারি প্রকার বহ্নি প্রদক্ষিণ দ্বারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ দেখাইয়া থাকে। মুনি বলিলেন,—প্রথমসমাগমে নারী বহ্নিপ্রদক্ষিণচ্ছলে সংসার-ভ্রমণই দেখাইয়া থাকে। কন্যা বলিল,—জ্ঞানাঢ্য হইলেও কোন মানব আকর্ণ-বিস্ফারিত-নয়না পীন-পয়োধরা ললনাকে দেখিয়া তৎপ্রতি অনুরক্ত না হইয়া থাকিতে পারে? মুনি বলিলেন,—যাহারা শলভের অনলোপসর্পণের ন্যায় রম্য বুদ্ধিতে নিতম্বিনীর উপসর্পণ করে, এরূপ কোন্ মূঢ় বিনাশ প্রাপ্ত না হয়? কন্যা বলিল,—নিম্নমুখ, কঠোর, প্রোন্নত ও মনোরম স্ত্রীস্তন ধন্য ব্যক্তিরাই ভোগ করিয়া থাকে; বিশেষতঃ মধু-মাংসভোগ ধন্যতর ব্যক্তিদেরই ঘটে! মুনি বলিলেন,—জনগণ আভোগী, মণ্ডলী, ও সদ্যোমুক্তকঞ্চুক আশীবিষ স্পর্শ করে মাত্র, তাহা নারীর পয়োধর নহে। কন্যা বলিল,—নারীগণের অঙ্গসমূহের রচনাই যে কেবল রম্য, তাহা নহে, তাহাদের পরিষঙ্গও সৌখ্য ও পুলকের জনক।১৩০—১৪৫। মুনি বলিলেন,—নারী জাতির অঙ্গ-রচনা রম্য নহে; পরন্তু নয়নের পাপদায়ক; আর তাহাদের শরীর বিনাশ ও লোকান্তরীয় নরকের উৎপাদক। কন্যা বলিল,—স্ত্রীজনে অনুরক্ত কোন্ ব্যক্তি না সুখী সুকৃতী, স্পৃহনীয়তম? মুনি বলিলেন,—যাহারা স্ত্রীজনে অনুরক্ত নয়, এমন কোন্ ব্যক্তি মুক্তিপ্রাপ্ত, প্রশংসিত, ও ক্ষেমযুক্ত হইতে পারে? কন্যা বলিল,—সংসারান্তঃ প্রসুপ্ত কীটেরও যখন স্ত্রীশরীর রুচিকর, তখন বিবেকী ব্যক্তির রুচিকর কেনই বা না হইবে? মুনি বলিলেন,—অমেধ্যজাত ক্রিমির যেমন অমেধ্য বস্তুতে রুচি, তদ্রূপ সংসার-প্রসূত ব্যক্তির স্ত্রীশরীরে কামনা হইয়া থাকে। কন্যা বলিল,—বিধাতা নরগণের কিঞ্চিন্মাত্রও স্থায়ী সুখস্থান না দেখিয়া বিশেষ চিন্তা সহকারে সাদরে এই স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। মুনি বলিলেন,—বিধাতা জগতের কোন প্রকার বন্ধন না দেখিয়া স্ত্রীরূপ পাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। সূত বলিলেন,—কন্যা পিতাকে এইরূপে নিরুত্তরী-কৃত করিলে তখন পিতা তাহাকে বলিলেন,—

যাবজ্জতঃ প্রাহ নিজাং সুতাম্ ॥ ১৫৩ ॥ মুনিরুবাচ । ত্বয়া সহ ন সংবাদো ময়া কার্য্যোহধুনা কচিৎ । যা ত্বং বালাপি মামেবং নিষেধয়সি সর্ব্বতঃ ॥ ১৫৪ ॥ তস্মাদ্ধন্যতরং মন্যে অহমাত্মানমদ্য বৈ । যস্য মে ত্বং সুতা ঈদৃগীদৃক্ শাস্ত্রবিচক্ষণা ॥ ১৫৫ ॥ তস্মান্মে মহাভাগে কোপঃ স্বল্পোহপি বিদ্যতে । তস্মাদ্‌যথেচ্ছয়া ক্রীড়াং কুরু যোগিনীমধ্যগা ॥ ১৫৬ ॥ ততঃ সা লজ্জিতা দৃষ্ট্বা পিতরং স্নেহবৎসলম্ । প্রণিপত্য পুনঃ প্রাহ যোগিনীমধ্যসংস্থিতা ॥ ১৫৭ ॥ অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানাত্ত্বং নিষিদ্ধো ময়া প্রভো । ক্ষন্তব্যং সকলং মেহদ্য বালিকায়া বিশেষতঃ ॥১৫৮॥ অত্র পীঠে সমাগত্য প্রথমং তে দ্বিজোত্তমাঃ । পূজাং সর্ব্বে করিষ্যন্তি মানবা ভক্তিতৎপরাঃ । পশ্চাচ্চ সর্ব্বপীঠস্য যাস্যন্তি চ পরাং গতিম্ ॥ ১৫৯ ॥ এবং সা তত্র সঞ্জাতা জাবালিমুনিসম্ভবা । জাবালিশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠস্তথা চিত্রাঙ্গদেশ্বরঃ ॥ ১৬০ ॥ ত্রয়াণামপি যত্তেষাং পূজাং মর্ত্ত্যাঃ সমাচরেৎ । দিবসে দিবসে তত্র স সিদ্ধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬১ ॥ নাসাধ্যং বিদ্যতে কিঞ্চিত্তাবদত্র ধরাতলে । পূজ্যতে ভূমিপালাদ্যৈর্ভোগান্ দিব্যাংস্তথা লভেৎ ॥ ১৬২ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স মুনিঃ সা চ কন্যকা । পূজ-

আর আমি তোমার সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তর করিব না ; কারণ—তুমি আমাকে সর্ব্বতোভাবে বারে বারে নিষেধ করিতেছ । আমি ধন্য হইলাম ; যে হেতু তুমি ঈদৃশী শাস্ত্র-বিচক্ষণা হইয়াছ । আমি এখন তোমার প্রতি কোপ পরিত্যাগ করিলাম । অতএব তুমি যোগিনীগণের সহিত যথেচ্ছ ক্রীড়া কর । অনন্তর কন্যা পিতাকে স্নেহবৎসল দর্শন করিয়া লজ্জিতা হইল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক যোগিনীমধ্যে থাকিয়া বলিল,—হে প্রভো ! আমি অজ্ঞান বশতঃ যে আপনার কথার উত্তর দিয়াছি, তাহা বালিকাজ্ঞানে ক্ষমা করুন । ব্রাহ্মণগণ এই স্থানে আগমন করিয়া ভক্তিভাবে এই পীঠে প্রথমে আপনার পূজা করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য সকল পীঠের অর্চ্চনা করিবেন এবং পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন । এইরূপে এই স্থানে জাবালি-কন্যা, জাবালি ও চিত্রাঙ্গদ বিদ্যমান । যে সকল মর্ত্ত্য প্রতিদিন এতত্রয়ের পূজা করে, তাহারা অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । জগতে তাহাদের কিছু অসাধ্য থাকে না । ভূমিপাল যদি পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিবিধ ভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন । অতএব সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ মুনি ও তৎকন্যার

নীয়া বিশেষেণ স দেবোহথ মহেশ্বরঃ ॥ ১৬৩ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতমাখ্যানং সর্ব্বকামদম্ । পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব ইহলোকে পরত্র চ ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জাবাল্যাখ্যানবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ । যত্ত্বয়া কথিতং সূত ন মৃতা সা কুমারিকা । হতা রৌদ্রপ্রহারৈশ্চ কৌতুকং তন্মহত্তরম্ ॥ ১ ॥ যতো ভূয়ঃ প্রসঞ্জাতা যোগিনী হরতুষ্টিদা । তত্রার্থং সর্ব্বমাচক্ষ্ব কারণং চ তদদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ । সা প্রবিষ্টা সমং তেন সুপুণ্যমমরেশ্বরম্ । মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং ন মৃত্যুর্যত্র বিদ্যতে ॥ ৩ ॥ অপি চৈবায়ুষঃ শেষে কিমুতাকালতো দ্বিজাঃ । তেন নো নিধনং প্রাপ্তা হতাপি সুদৃঢ়ং তদা ॥ ৪ ॥ ঋষয় ঊচুঃ । অমরেশ্বর ইত্যুক্তো যো দেবো হ্যমরপ্রদঃ । কেন সংস্থাপিতো হ্যত্র কিম্প্রভাবশ্চ কীর্ত্তয় ॥ ৫ ॥ সূত

পূজা করা উচিত । হে দ্বিজগণ ! এই আমি পাঠক ও শ্রাবকদিগের জন্য আপনাদের নিকট সর্ব্বকামদ আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম ।১৪৬—১৬৪।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! আপনি যে বলিলেন,—অত্যন্ত প্রহৃত হইয়াও জাবালি-কন্যা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা আমাদের পরম কৌতুহল-বর্দ্ধক ; আর ঐ কন্যা যে হরতুষ্টিদায়িনী যোগিনী হইল, ইহাও আমাদের কৌতুকাবহ বটে, সুতরাং আপনি এই সকলের কারণ কি, তাহা বলুন । সূত বলিলেন,—ঐ কন্যা মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে চিত্রাঙ্গদের সহিত সুপুণ্য অমরেশ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল ; সেখানে মৃত্যু ঘটিবার নহে । আরও এক কারণ যে, আয়ুর শেষ থাকিতে অকালে কেহ কখন মৃত্যুগ্রস্ত হয় না । হে দ্বিজগণ ! এই জন্যই ঐ কন্যা অত্যন্ত প্রহৃত হইয়াও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় নাই । ঋষিগণ বলিলেন,—আপনি যে অমরত্বপ্রদ অমরেশ্বরের কথা বলিলেন, তাঁহাকে কে স্থাপন করিয়াছিল এবং তাঁহার মাহাত্ম্যই বা কি ? তাহা কীর্ত্তন

উবাচ। অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব প্রজাপতিসুতে শুভে। কন্যে পুরাতিরূপাঢ্যে কশ্যপেন মহাত্মনা॥ ৬॥ অদিত্যাং বিবুধা জাতা দিতেশ্চৈব তু দৈত্যপাঃ। তেষাং সাপত্নভাবেন মহদ্বৈরমুপস্থিতম্॥ ৭॥ অথ দৈত্যৈঃ সুরা ধ্বস্তাঃ কৃতাশ্চান্তে পরাঙ্মুখাঃ। অন্তে তু ভয়সন্ত্রস্তা দিশো জগ্মুঃ ক্ষতাঙ্গকাঃ॥ ৮॥ ততো দুঃখসমাযুক্তা দেবমাতাত্র সংস্থিতা। তপশ্চক্রে দিবানক্তং শিবধ্যানপরায়ণা॥ ৯॥ এবং তস্যাস্তপঃস্থায়া গতে দ্বিযুগচতুষ্টয়ে। নির্ভিদ্য ধরণীপৃষ্ঠং শিবলিঙ্গং সমুত্থিতম্॥ ১০॥ ততস্তস্মৈ কৃতানন্দা স্তুত্বা স্তোত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন নমশ্চক্রে সমাহিতা॥ ১১॥ এতস্মিন্নন্তরে বাণী সঞ্জাতা গগনাঙ্গণে। শরীররহিতা দিব্যা মেঘগম্ভীরনিঃস্বনা॥ ১২॥ বরং প্রার্থয় কল্যাণি যত্তে হৃদি ব্যবস্থিতঃ। প্রসন্নোঽহং প্রদাস্যামি তবাদ্য শশিশেখরঃ॥ ১৩॥ অদিতিরুবাচ। মম পুত্রাঃ সুরশ্রেষ্ঠ হন্যন্তে যুধি দানবৈঃ। তান্ কুরুষ গতায়াসানবধ্যান্ রণমূর্দ্ধনি॥ ১৪॥ শ্রীভগবানুবাচ। এতল্লিঙ্গং মদীয়ং যে স্পৃষ্ট্বা যাস্যন্তি সংযুগে। অবধ্যাস্তে ভবিষ্যন্তি যাবৎ সংবৎসরং শুভে॥ ১৫॥ অন্যোঽপি মানবো যোঽত্র চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ। মাঘমাসস্য কৃষ্ণায়াং প্রকরিষ্যতি জাগরম্॥ ১৬॥ সোঽপি সংবৎসরং যাবত্তবিষ্যতি নিরাময়ঃ। অপি মৃত্যুদিনে প্রাপ্তে যোঽস্মিন্নায়তনে শুভে॥ ১৭॥ আগমিষ্যতি তং মৃত্যুর্দূরাৎ পরিহরিষ্যতি। এবমুক্ত্বাথ সা বাণী বিররাম ততঃ পরম্॥ ১৮॥ অদিতিশ্চাপি সন্তুষ্টা হতশেষান্ সুতাংস্ততঃ। সমানীয়াথ তল্লিঙ্গং তেষামেব হ্যদর্শয়ৎ। কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং মাহাত্ম্যং যদ্বরোদিতম্॥ ১৯॥ ততস্তে বিবুধাঃ সর্ব্বে তল্লিঙ্গং প্রণিপত্য চ। প্রতিজন্যুদ্ধাভিযুক্তাঃ শস্ত্রাণ্যাদায় তান্ প্রতি॥ ২০॥ যত্র তে দানবা হৃষ্টাঃ স্থিতাঃ শক্রপদে শুভে। স্বর্গভোগসমাযুক্তা নন্দনান্তর্ব্যবস্থিতাঃ॥ ২১॥ অথ তে দানবা দৃষ্ট্বা সম্প্রাপ্তাংস্ত্রিদিবৌকসঃ। সহসা সন্নদ্ধাঃ নানাশস্ত্রধরান্ বহূন্॥ ২২॥ রথবর্য্যান্ সমারুহ্য ধৃতশস্ত্রাস্ত্রবর্ম্মণঃ। যুদ্ধার্থং সম্মুখা জগ্মুর্গর্জমানা ঘনা ইব॥ ২৩॥ ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং দেবানাং দানবৈঃ সহ। রোষপ্রেরিতচিত্তানাং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্॥ ২৪॥ ততস্তে বিবুধাঃ সর্ব্বে হর্ষলব্ধবরাস্তদা। জঘ্নুর্দৈত্যানসংখ্যাতাস্তৈস্তৈঃ শস্ত্রৈরনেকধা॥ ২৫॥ হতশেষাশ্চ যে তেষাং তে ত্যক্ত্বা

করুন। সূত বলিলেন,—অদিতি ও দিতি এই দুইজন প্রজাপতির কন্যা; মহাত্মা কশ্যপ ইহাঁদিগকে বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে দেব ও দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করে। বৈমাত্রেয়ত্ব বশতঃ ইহাঁদের চিরবৈর সঙ্ঘটিত হয়। কালে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক সুরগণ ধ্বস্ত, পরাঙ্মুখ ও ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে ইতস্তত পলায়ন করেন। তাহাতে দেবমাতা দুঃখিতা ও শিবপরায়ণা হইয়া এই স্থানে দিবারাত্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি এই ভাবে তপস্যা করিতে থাকিলে যুগচতুষ্টয় অতীত হইয়া গেল। তখন ধরণীপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া শিবলিঙ্গ উত্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবমাতা সানন্দে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। এখন সময় গগনাঙ্গনে শরীররহিতা দিব্যা মেঘগম্ভীরা বাণী প্রাদুর্ভূতা হইল। বাণী এই যে, হে কল্যাণি! বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি শশিশেখর, প্রসন্ন হইয়াছি। তোমাকে বর প্রদান করিব। অদিতি বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমার পুত্রগণ, দানব কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, আপনি তাহাদিগকে গতায়াস ও রণস্থলে অবধ্য করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমার লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া যাহারা যুদ্ধ-যাত্রা করে, সংবৎসর যাবৎ তাহারা অবধ্য হইয়া থাকে। ১—৫। মানবগণ মাঘমাসীয় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যদি আমার জাগরণ করে, তাহা হইলে তাহারা সংবৎসর যাবৎ নিরাময় থাকে। মৃত্যুদিনেও যদি কেহ এ আয়তনে আগমন করে, তবে মৃত্যু তাহাকে দূর হইতে পরিহার করিয়া থাকে। এই কথা বলিয়া ঐ বাণী বিরত হইল। অদিতিও এদিকে স্বীয় হতাবশিষ্ট পুত্রগণকে আনয়ন করিয়া ঐ লিঙ্গ দেখাইয়া দিলেন এবং বর-কথিত মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর বিবুধগণ ঐ লিঙ্গকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শস্ত্রগ্রহণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে দৈত্যগণের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন দৈত্যগণ সহর্ষে ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বর্গভোগ ও নন্দনে বিহার করিতেছিল। তাহারা হঠাৎ দেবগণকে সমরসজ্জায় আক্রমণ করিতে দেখিয়া ঝটিতি নানাশস্ত্রবিরাজিত রথবরে আরোহণপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে দেব-সম্মুখে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র উভয়দলে সমর সঙ্ঘটিত হইল। হর্ষলব্ধবর দেবগণ শস্ত্রপ্রহারে দৈত্যগণকে অনেকধা নিহত করিলেন।

ত্রিদশালয়ম্। পলায়নকৃতোৎসাহাঃ প্রবিষ্টা মকরালয়ম্ ॥ ২৬ ॥ ততঃ শক্রঃ সমাপেদে স্বরাজ্যং দানবৈর্হৃতম্। যদাসীৎ পূর্ব্বকালে তৎ সমগ্রং হতকণ্টকম্ ॥ ২৭ ॥ ততস্তে দানবাঃ শেষা জ্ঞাত্বা তল্লিঙ্গসম্ভবম্। মাহাত্ম্যং বৃষনাথস্য ক্ষেত্রস্যাস্তোদ্ভবস্য চ ॥ ২৮ ॥ শুক্রেণ কথিতং সর্ব্বং মাঘকৃষ্ণে নিশাগমে। চতুর্দ্দশ্যাং শুচির্ভূত্বা যস্তল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। কালাক্রান্তোঽপি ন প্রাণৈঃ স পুমাংস্ত্যজ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৯ ॥ তস্মাদ্যূয়ং সমাসাদ্য তল্লিঙ্গং তদ্দিনে নিশি। পূজয়ধ্বং মহাভাগা যেন মৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩০ ॥ যাবৎ সংবৎসরস্যান্তং সত্যমেতন্ময়োদিতম্। যথা তে দেবসঙ্ঘাশ্চ তৎপ্রভাবাদসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥ অথ তং দানবেন্দ্রাণাং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সুরেশ্বরঃ। নারদাদ্‌ব্রহ্মণঃ পুত্রাদ্ভয়ব্রস্তমনাস্ততঃ ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রং চক্রে সমং দেবৈস্তত্র দেবস্য রক্ষণে। যথা স্যাত্তু দামঃ সম্যক্তস্মিন্নহনি সর্ব্বদা ॥ ৩৩ ॥ কোটয়স্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানাং সাযুধাস্ততঃ। রক্ষার্থং তস্য লিঙ্গস্য তস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাঃ। মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সুসন্নদ্ধাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৩৪ ॥ অথ তে দানবা দৃষ্ট্বা তান্ দেবাংস্তত্র সংস্থিতান্। ভয়সন্ত্রস্তমনসো দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৩৫ ॥ অথ প্রভাতে বিমলে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। ভূয় এব সুরাঃ সর্ব্বে মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৬ ॥ যদ্যেতৎ ক্ষেত্রমুৎসৃজ্য গমিষ্যামঃ সুরালয়ম্। লিঙ্গমেতৎ সমভ্যেত্য পূজয়িষ্যন্তি দানবাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততোঽবধ্যা ভবিষ্যন্তি তেঽপি সর্ব্বে যথা বয়ম্। তস্মাদত্রৈব তিষ্ঠন্তু ত্রয়স্ত্রিংশৎপ্রণায়কাঃ ॥ ৩৮ ॥ কোটীনামেব সর্ব্বেষাং শেষা গচ্ছন্তু তত্র চ। সহস্রাক্ষেণ সংযুক্তাঃ স্বর্গে স্বপররক্ষকাঃ ॥ ৩৯ ॥ ততোঽষ্টৌ বসবস্তত্র দ্বাদশার্কাস্তথৈব চ। একাদশাপরে রুদ্রা নাসত্যৌ দ্বৌ চ সুন্দরৌ ॥ ৪০ ॥ এতে তল্লিঙ্গরক্ষার্থং তস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাঃ। শেষাঃ শক্রসমাযুক্তাঃ প্রজগ্মুস্ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৪১ ॥ সূত উবাচ। এবং-প্রভাবং লিঙ্গং তু দেবদেবস্য শূলিনঃ। ভবদ্ভিঃ পরিপৃষ্টং যদদিত্যা স্থাপিতং পুরা ॥ ৪২ ॥ যস্মান্ন বিদ্যতে মৃত্যুস্তেন দৃষ্টেন দেহিনাম্। অমরাখ্যং ততো লিঙ্গং বিখ্যাতং ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৩ ॥ যস্মিন্ দশেঽপি সা কন্যা হতা তেন দ্বিজন্মনা। জাবালিনা সুক্রুদ্ধেন তস্য দেবস্য মন্দিরে ॥ ৪৪ ॥ আসীত্তত্র দিনে কৃষ্ণা মাঘমাসচতুর্দ্দশী। তেন নো নিধনং প্রাপ্তা সুহতাপি তপস্বিনী ॥ ৪৫ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং তস্য লিঙ্গস্য সম্ভবম্। মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণ-

হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ ত্রিদশালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া মকরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শক্র দানব-হৃত স্বরাজ্য নিষ্কণ্টকে পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে দানবগণও শুক্রের নিকট হইতে শুনিলেন যে, মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যাহারা গিয়া শুচিভাবে ঐ স্থানে লিঙ্গপূজা করে, তাহারা কালাক্রান্ত হইলেও প্রাণ পরিত্যক্ত হয় না। অতএব তোমরা ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ স্থানে গমন করিয়া লিঙ্গ পূজা করত সংবৎসর যাবৎ মৃত্যুবর্জ্জিত হও, একথা আমি সত্য বলিলাম। দেবগণও লিঙ্গপ্রভাবে এইরূপ হইয়াছেন এই সময় দেবেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র নারদের মুখে দানবগণের এই মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া ভীতভাবে সর্ব্বদেবসমভিব্যাহারে লিঙ্গরক্ষার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে সকল দেবতাকে উত্তেজিত করাই এই মন্ত্রণার উদ্দেশ্য। ত্রয়স্ত্রিংশকোটি সজ্জিত সশস্ত্র দেব-রক্ষী মাঘ-কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর দিন ঐ লিঙ্গ রক্ষা করিতে লাগিল। ঐ দিন দানবগণ ঐ ক্ষেত্রে দেব-রক্ষী অবলোকন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। ১৬—৩৫। অনন্তর ঐ দিন রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্য্যোদয়ের পর পুনরায় দেবগণ মন্ত্রণা করিলেন যে, যদি আমরা ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া সুরালয়ে গমন করি, তাহা হইলে দানবগণ আসিয়া লিঙ্গ পূজা করিবে, তাহা হইলে তাহারাও অবধ্য হইয়া যাইবে; অতএব আমরা কোটি দেবতা এই স্থানে অবস্থান করি। আর অবশিষ্ট স্বপররক্ষকগণ সহস্রাক্ষের সহিত স্বর্গে গমন করুক। অনন্তর অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহারা সকলে এই ক্ষেত্রে লিঙ্গরক্ষার্থ অবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট শক্রাদি দেবগণ স্বর্গে গমন করিলেন। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই লিঙ্গ অদিতি স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি তুষ্ট হইলে দেহীদিগের মরণ হয় না; এজন্যই ঐ লিঙ্গ ত্রিভুবনে অমর-লিঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ অমরেশ্বর লিঙ্গ মন্দিরে জাবালি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় কন্যাকে প্রহার করিয়াছিলেন। প্রহারের দিন মাঘী কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী ছিল। সেই জন্যই কুমারী প্রহারে

স্তোত্রাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৪৬ ॥ যশ্চৈতৎ পঠতে ভক্ত্যা তস্য লিঙ্গস্য সন্নিধৌ। অপমৃত্যুভয়ং তস্য কথঞ্চন্নৈব জায়তে ॥ ৪৭ ॥ তস্যাগ্রেঽস্তি শুভং কুণ্ডং পূরিতং স্বচ্ছবারিণা। অদিত্যা নির্ম্মিতং দেব্যা স্নানার্থং চাত্মনঃ কৃতে ৪৮ ॥ স্নানং কৃত্বা নরস্তস্মিন্ যস্তল্লিঙ্গং প্রপশ্যতি। কুর্য্যাতি জাগরং রাত্রৌ তস্মিন্নেব দিনেদিনে। সোঽদ্যাপি বৎসরং যাবন্নাপমৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽমরেশ্বর-ক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ। আদিত্যানাং চ সর্ব্বেষাং বসু-রুদ্রাদিকাশ্বিনাম্। প্রত্যেকশঃ সমাচক্ষ্ব নামানি ত্বং মহামতে ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। বৃষধ্বজশ্চ শর্ব্বশ্চ মৃগব্যাধস্তৃতীয়কঃ। অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যঃ পিনাকী ষষ্ঠ এব হি ॥ ২ ॥ দহনশ্চেশ্বরশ্চৈব কপালী নবমস্তথা। বৃষাকপিশ্চ দশমো রুদ্রস্ত্র্যম্বক এব চ ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ মথশ্চৈবানিলোঽনলাঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥ বরুণশ্চ তথা সূর্য্যো ভানুঃ খ্যাতশ্চ তাপনঃ। ইন্দ্রশ্চৈবার্য্যমা চৈব ধাতা চৈব ভগস্তথা ॥ ৫ ॥ গভস্তির্ধর্ম্মরাজশ্চ স্বর্ণরেতা দিবাকরঃ। মিত্রশ্চ বাসুদেবশ্চ দ্বাদশৈতে চ ভাস্করাঃ ॥ ৬ ॥ নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ খ্যাতাবেতৌ তথাশ্বিনৌ। দেববৈদ্যৌ মহাভাগৌ ত্বাষ্ট্রীগর্ভসমুদ্ভবৌ ॥ ৭ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাখ্যাতা এতে যে সুরনায়কাঃ। ক্ষেত্রেঽত্রৈবাস্থিতা নিত্যং দানবানাং বধায় চ ॥ ৮ ॥ যস্তান্ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। যথোক্তদিবসে প্রাপ্তে নাপমৃত্যুঃ প্রজায়তে ॥ ৯ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং রুদ্রাঃ পূজ্যা বিচক্ষণৈঃ। তস্মিন্ ক্ষেত্রে বিশেষেণ বাঞ্ছদ্ভিঃ পরমং পদম্ ॥ ১০ ॥ দশম্যাং বসবঃ পূজ্যাস্তথাষ্টম্যাং বিশেষতঃ। স্বর্গং সমীহমানৈশ্চ বিলাসৈর্বিবিধৈস্তথা ॥ ১১ ॥ সপ্তম্যামথ ষষ্ঠ্যাঞ্চ পূজনীয়া দিবাকরাঃ। যে বাঞ্ছন্তি নরাঃ সত্বং পরিপন্থিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১২ ॥ দেববৈদ্যৌ তথা পূজ্যৌ দ্বাদশ্যাং ব্যাধিসংক্ষয়ম্। যে বাঞ্ছন্তি সদা মর্ত্ত্যা নীরুজাঃ সম্ভবন্তি তে ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ক্ষেত্রস্থ দেবতাগণার্চ্চনাদিবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

মৃত্যুগ্রস্ত হয় নাই। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি অমরেশ্বর লিঙ্গের সর্ব্বপাতকনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গসন্নিধানে এই প্রবন্ধ ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, তাহার অপমৃত্যুভয় থাকে না। ঐ লিঙ্গের সম্মুখভাগে স্বচ্ছ বারিপূর্ণ এক কুণ্ড আছে। অদিতি আত্মস্নানের নিমিত্ত উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে নর ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া অমরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, এবং ঐ দিনে ঐ স্থানে জাগরণ করে, সে ঐ দিন হইতে বৎসর যাবৎ অপমৃত্যুভয় হইতে রক্ষা পায় ।৩৬-৪৯।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহামতে! আপনি বসু, রুদ্র ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণের প্রত্যেকের নাম কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—বৃষধ্বজ, শর্ব্ব, মৃগব্যাধ, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, বৃষাকপি, রুদ্র, ত্র্যম্বক, এই গুলি বৃষধ্বজের নাম। ধর, ধ্রুব, সোম, মথ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, অষ্টবসুর নাম। বরুণ সূর্য্য, ভানু, তপন, ইন্দ্র, অর্য্যমা, ধাতা, ভগ, গভস্তি, ধর্ম্মরাজ, স্বর্ণরেতা, দিবাকর, মিত্র, বাসুদেব, এই দ্বাদশটী ভাস্করের নাম। অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসত্য ও দস্র নামে খ্যাত। এই মহাভাগদ্বয় দেববৈদ্য ও ত্বাষ্ট্রীগর্ভসম্ভব। দানবগণের বধের জন্য এই সুরনায়কগণ এই ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। যে পুরুষ নির্দ্দিষ্ট দিবসে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই দেবতাগণের পূজা করে, তাহার কদাচ অপমৃত্যু হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পরম পদ বাঞ্ছা করিয়া অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে রুদ্রগণের পূজা করিবে। দশমী এবং বিশেষত অষ্টমীতে বিবিধ বিলাসের ও স্বর্গেচ্ছু ব্যক্তিগণ বসুগণের পূজা করিবে। যে সকল নর পরিপন্থিবর্জ্জিত হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা সপ্তমী ও ষষ্ঠীতে দিবাকরের

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। তথান্যোঽপি চ তত্রাস্তি দেবঃ পুত্রপ্রদো নৃণাম্। বটিকেশ্বরনামা চ সর্ব্বপাপহরো হরঃ ॥ ১ ॥ যস্মিন্ বটিকয়া পূর্ব্বং তপস্তপ্তং দ্বিজোত্তমাঃ। প্রাপ্তা পুত্রং শুকে যাতে বনং ব্যাসাৎ কপিঞ্জলম্ ॥ ২ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। কস্যাসৌ বটিকা তত্র কথং তপ্তবতী তপঃ। কস্মাদ্গৃহং পরিত্যজ্য শুকোঽপি বনমাশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥ কথং কপিঞ্জলং পুত্রং ব্যাসাল্লেভে শুচিস্মিতা ॥ ৪ ॥ সূত উবাচ। আসীদ্ব্যাসস্য বিপ্রেন্দ্রাঃ কলত্রার্থং মতিঃ কচিৎ। নিষ্কামস্য প্রশান্তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ ক্ষয়মনুপ্রাপ্তে বংশে কুরুসমুদ্ভবে। বিচিত্রবীর্য্যমাসাদ্য পার্থিবং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬ ॥ সত্যবত্যাঃ সমাদেশাত্তস্য ক্ষেত্রে ততঃ পরম্। স পুত্রান্ জনয়ামাস ত্রীন্ শূরান্ পাণ্ডুপূর্ব্বকান্ ॥ ৭ ॥ বানপ্রস্থব্রতে তিষ্ঠন্ সকৃন্মৈথুনতৎপরঃ। ক্ষেত্রজৈস্তনয়ৈর্ব্বংশে কুরোস্তস্মাদুপস্থিতে ॥ ৮ ॥ ততঃ স চিন্তয়ামাস ভার্য্যামদ্য করোম্যহম্। গার্হস্থেনাথ ধর্ম্মেণ সাধয়ামি শুভাং গতিম্ ॥ ৯ ॥ ততঃ স প্রার্থয়ামাস জাবালিং তু সুতাং শুভাম্। বটিকাখ্যাং শুভাং কন্যাং স দদৌ তস্য সত্বরম্ ॥ ১০ ॥ তয়া সমেতঃ স বনবাসং সমাশ্রিতঃ। বানপ্রস্থাশ্রমে তিষ্ঠন্ কৃতমৈথুনতৎপরঃ ॥ ১১ ॥ ততো গর্ভবতী জজ্ঞে পিঙ্গলা তস্য পার্শ্বতঃ। ঋতৌ মোহনমাসাদ্য ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ১২ ॥ অথ যাতি পরাং বৃদ্ধিং স গর্ভস্তত্র সংস্থিতঃ। উদরে ব্যাসভার্য্যায়াঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ১৩ ॥ এবং সঙ্গচ্ছতস্তস্য বৃদ্ধিং গর্ভস্য নিত্যশঃ। দ্বাদশাব্দা অতিক্রান্তা ন জন্ম সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥ যৎকিঞ্চিৎ শৃণুতে তত্র গর্ভস্থো হি বচঃ কচিৎ। তৎসর্ব্বং হৃদিসংস্থঞ্চ চক্রে প্রজ্ঞাসমন্বিতঃ ॥ ১৫ ॥ বেদাঃ সাঙ্গাঃ সমাধীতা গর্ভবাসেঽপি তেন চ। স্মৃতয়শ্চ পুরাণানি মোক্ষশাস্ত্রাণি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৬ ॥ তত্রস্থোঽপি দিবা নক্তং স্বাধ্যায়ং প্রকরোতি সঃ। ন চ জন্মোত্থজাং বুদ্ধিং কথঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ১৭ ॥ সাপি মাতা পরাং পীড়াং নিত্যং যাতি তথাকুলা। যথাযথা স সংযাতি বৃদ্ধিং জঠরমাশ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥ ততশ্চ বিস্ময়াবিষ্টো ব্যাসো বচনমব্রবীৎ। কথং

পূজা করিবে। অরোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ দ্বাদশীদিনে দেববৈদ্যদ্বয়ের পূজা করিবে। ১—১৩।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ঐ স্থানে বটিকেশ্বর নামক পুত্রপ্রদ সর্ব্বপাপহর আর এক লিঙ্গ আছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! পূর্ব্বে বটিকা ঐ স্থানে তপ করিয়া শুক বনগমন করিলে ব্যাস হইতে কপিঞ্জল নামক পুত্র লাভ করে। ঋষিগণ বলিলেন,—বটিকা কাহার কন্যা, কি জন্য সে তপস্যা করিয়াছিল, এবং শুক বা কিজন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করেন? কিরূপে ঐ শুচিস্মিতা ব্যাস হইতে কপিঞ্জল পুত্র লাভ করে? সূত বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! কোন সময়ে মহাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কাম ব্যাসের কলত্রার্থ ইচ্ছা হয়। ঐ সময় বিচিত্রবীর্য্যাদি কুরুবংশীয়গণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ ব্যাসদেব বানপ্রস্থধর্ম্মে অবস্থান করত একবারমাত্র মৈথুনপর হইয়া সত্যবতীর আদেশে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পাণ্ডু প্রভৃতি তিন জন শূর পুত্র উৎপাদন করেন। ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে কুরুবংশ রক্ষিত হইলে তখন তিনি চিন্তা করিলেন, দারপরিগ্রহ করত গার্হস্থ্যবিধানে শুভ গতি লাভ করিব। এইরূপ চিন্তার পর তিনি জাবালির নিকট বটিকানাম্নী তাঁহার শুভময়ী কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা করিবামাত্র মুনি জাবালি তাঁহাকে সত্বর কন্যা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি ভার্য্যা লাভ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে মৈথুনধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক বনবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ভার্য্যা ঋতুকালে মৈথুন প্রাপ্ত হইয়া গর্ভবতী হইলেন। শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় ব্যাসভার্য্যার উদরে গর্ভ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপ গর্ভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল; তথাপি গর্ভ প্রসূত হইল না। গর্ভস্থ শিশু গর্ভে থাকিয়া যাহা কিছু শ্রবণ করিত, প্রজ্ঞাবাহুল্যবশত তৎসমস্তই একেবারে হৃদগত করিয়া ফেলিত। সে গর্ভবাসেই সাঙ্গ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ও সমগ্র মুক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। সে গর্ভে থাকিয়াই দিবারাত্র স্বাধ্যায় পাঠ করিত; প্রসূত হইয়া যে বৃদ্ধি পাইতে হয়, এ চিন্তা সে কখনই করিত না। ইহাতে তাঁহার মাতা অত্যন্ত পীড়িত হইতে থাকিলেন। গর্ভস্থ বালক

মদ্গৃহিণীকুক্ষৌ প্রবিষ্টো গর্ভরূপধৃক্। ১৯। ন নিষ্ক্রামসি কস্মাত্ত্বং কিমেতাং সূদয়িষ্যসি। গর্ভ উবাচ। রাক্ষসোঽহং পিশাচোঽহং দেবোঽহং মানুষস্তথা। ২০। গজোঽহং তুরগশ্চাপি কুক্কুটশ্ছাগ এব চ। যোনীনাং চতুরাশীতিসহস্রাণি চ সঞ্চ্যয়া। ২১। ভ্রান্তোঽহং তেষু সর্ব্বেষু তৎ কোঽহং প্রব্রবীমি কিম্। সাম্প্রতং মানুষো ভূত্বা জঠরং সমুপাশ্রিতঃ। ২২। মানুষং ন করিষ্যামি নিষ্ক্রামঞ্চ কথঞ্চন। নির্ব্বিণ্ণো ভ্রমমাণোঽত্র সংসারে দারুণে ততঃ। ২৩। অত্রস্থো ভবনির্ম্মুক্তো যোগাভ্যাসরতঃ সদা। মোক্ষমার্গং প্রযাস্যামি স্থানাস্মোক্ষমসংশয়ম্। ২৪। তাবজ্জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যং পূর্ব্বজাতিস্মৃতির্যথা। যাবদ্গর্ভস্থিতো জন্তুঃ সর্ব্বোঽপি দ্বিজসত্তমঃ। ২৫। যদা গর্ভাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ স্পৃশ্যতে বিষ্ণুমায়য়া। তদা নাশং ব্রজত্যাশু সত্যমেতদসংশয়ম্। ২৬। তস্মান্নাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিষ্ক্রমিষ্যে কথঞ্চন। গর্ভাদস্মাৎ প্রয়াস্যামি স্থানাস্মোক্ষমসংশয়ম্। ২৭। ব্যাস উবাচ। ন ভবিষ্যতি তে মায়া বৈষ্ণবী সা কথঞ্চন। সুঘোরান্নরকাদস্মান্নিষ্ক্রমস্ব বিগর্হিতাৎ। ২৮। গর্ভবাসাত্ততো যোগং সমাশ্রিত্য শিবং ব্রজ। তস্মাদ্দর্শয় মে বক্ত্রং স্বকীয়ং যেন মে ভবেৎ। আনৃণ্যং পিতৃলোকস্য তব বক্ত্রস্য দর্শনাৎ। ২৯। গর্ভ উবাচ। বাসুদেবং প্রতিভুবং যদি মে ত্বং প্রযচ্ছসি। ইদানীং যৎস্বয়ং তস্মে জন্ম স্যান্নান্যথা দ্বিজ। ৩০। সূত উবাচ। ততো ব্যাসো দ্রুতং গত্বা দ্বারকাং প্রতি দুঃখিতঃ। কথয়ামাস বৃত্তান্তং বিস্তরাচ্চক্রপাণিনে। ৩১। তেনৈব সহিতঃ পশ্চাৎস্বগৃহং পুনরাগতঃ। ব্যাসঃ প্রতিভুবং তস্মৈ দাতুং বিষ্ণুং নিরঞ্জনম্। ৩২। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। প্রতিভূরস্মি নাশায় মায়ায়াস্তব নির্গম। মদ্বাক্যান্নিষ্ক্রমং কৃত্বা গচ্ছ মোক্ষমনুত্তমম্। ৩৩। ততো দ্রুতং বিনিষ্ক্রান্তো বিষ্ণু-বাক্যেন স দ্বিজাঃ। দ্বাদশাব্দপ্রমাণস্থ যৌবনস্য সমীপগঃ। ৩৪। ততঃ প্রণম্য দৈত্যারিং ব্যাসঞ্চ জননীং তথা। প্রস্থিতো বনবাসায় তৎক্ষণাদ্ব্যাসনন্দনঃ। ৩৫। অথ তং স মুনিঃ প্রাহ তিষ্ঠ পুত্রাত্র-

---

অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এক সময় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভগবান্ ব্যাস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গর্ভ-রূপে আমার গৃহিণীর কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইয়াছ, কে তুমি? কি জন্য তুমি নিষ্ক্রান্ত হইতেছ না? তুমি কি গর্ভিণীকে হত্যা করিবে? গর্ভ বলিল,—আমি রাক্ষস, পিশাচ, দেব, মানুষ, গজ, তুরগ, কুক্কুট, ও ছাগ এ সমস্তই হইতে পারি; কারণ আমি চতুরশীতি সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়াছি। অতএব আমি কে, তাহা কি প্রকারে বলিব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, অধুনা আমি মানুষ হইয়া জঠর আশ্রয় করিয়াছি। আমি কোনক্রমেই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব না। আমি এই দারুণ সংসারে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া ভবনির্ম্মুক্ত ও যোগাভ্যাস-রত হইয়া গর্ভে বাস করিতেছি; এই স্থান হইতেই আমি নিঃসংশয়ে মোক্ষমার্গ প্রাপ্ত হইব। হে দ্বিজসত্তম! জীব যাবৎ গর্ভে বাস করে, তাবৎ তাহার জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও পূর্ব্বজাতিস্মৃতি বিদ্যমান থাকে। গর্ভ প্রসূত হইবামাত্র যেমন বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, অমনি তাহার সমস্ত জ্ঞান-বৈরাগ্য বিলুপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব আমি গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব না। আমি এই গর্ভ হইতেই একেবারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইব।১—২৭। ব্যাস বলিলেন, তোমার বৈষ্ণবী মায়া হইবে না, তুমি গর্ভবাসরূপ এই ঘোর নরক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যোগাবলম্বনে মঙ্গলের সহিত গমন কর। তুমি আমাকে তোমার বদনকমল প্রদর্শন করাও; ইহাতে আমি পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব। গর্ভ বলিল,—আপনি যদি বাসুদেবকে প্রতিভূ (জামিন) রূপে আমায় প্রদান করেন, তাহা হইলে এখনি আমি ভূতলে জন্ম গ্রহণ করি; অন্যথা আমি ভূমিষ্ঠ হইব না। সূত বলিলেন,—গর্ভের এই কথা শুনিয়া ব্যাসদেব সত্বর দ্বারকা উদ্দেশে যাত্রা করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দুঃখিত-ভাবে চক্রপাণির নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়াই তিনি বিষ্ণুকে প্রতিভূরূপে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—গর্ভ হইতে বহির্নিষ্ক্রমণে মায়া-নাশ করিবার জন্য আমি তোমার প্রতিভূ হইলাম। তুমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুত্তম মোক্ষমার্গে গমন কর। হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুবাক্যে গর্ভ দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে ও জনক-জননীকে প্রণামপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বনবাসে গমন করিলেন। প্রসবকালে গর্ভ দ্বাদশবর্ষীয় এবং প্রায় যুবার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ঐ সময় ব্যাস-দেব বলিলেন,—পুত্র! গৃহে অবস্থান কর,

ধর্ম্মিরে। সংস্কারান্ জাতকাদ্যাংশ্চ যেন তে প্র-
কয়োম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥ শিশুরুবাচ। সংস্কারাঃ শতশো
জাতা মম জন্মনি জন্মনি। ভবার্ণবে পরিক্ষিপ্তো
যৈরহং বন্ধনাত্মকৈঃ ॥ ৩৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ।
শুকবজ্জল্পতে যস্মাত্তবায়ং পুত্রকো মুনে। তস্মা-
চ্ছুকোঽয়ং নাম্নাস্তু যোগবিদ্যাবিচক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥
নায়ং স্থাস্যতি হর্ম্ম্যে স্বে মোহমায়াবিবর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্গচ্ছতু মা স্নেহং ত্বং কুরুষ্বাস্য সম্ভবম্ ॥ ৩৯ ॥
অহং গৃহং প্রয়াস্যামি ত্বং মুক্তঃ পৈতৃকাদৃণাৎ।
দর্শনাদেব পুত্রস্য সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৪০ ॥
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশো ব্যাসমামন্ত্র্য সত্বরম্। বিহ-
গাধিপমারূঢ়ঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥ ৪১ ॥ ততো
গতে হৃষীকেশে ব্যাসঃ পুত্রমুবাচ হ। প্রস্থিতং
বনবাসায় নিঃস্পৃহং স্বগৃহং প্রতি ॥ ৪২ ॥ ব্যাস
উবাচ। গৃহস্থধর্ম্মরিক্তানাং পিতৃবাক্যং প্রণশ্যতি।
পিতৃবাক্যন্তু যো মোহান্নৈব সম্যক্ সমাচরেৎ। স
যাতি নরকং তস্মান্মদ্বাক্যাৎ পুত্র মা ব্রজ ॥
৪৩ ॥ শুক উবাচ। যথা দাহং ত্বয়া জাতো ময়া
ত্বং চান্যজন্মনি। সঞ্জাতোঽসি মুনিশ্রেষ্ঠ তথাহমপি
তে পিতা ॥ ৪৪ ॥ তস্মাদ্বাক্যং ত্বয়া কার্য্যং
যদোষা ধর্ম্মসংস্থিতিঃ। নাহং নিষেধনীয়স্তে
ব্রজমানস্তপোবনম্ ॥ ৪৫ ॥ ব্যাস উবাচ। ব্রাহ্মণস্য
গৃহে জন্ম পুণ্যৈঃ সম্প্রাপ্যতে নৃভিঃ। সংস্কারান্ যত্র
সম্প্রাপ্য বেদোক্তান্মুক্তিরাপ্যতে ॥ ৪৬ ॥ শুক
উবাচ। সংস্কারৈরাপ্যতে মুক্তির্যদি কর্ম্ম শুভং
বিনা। পাষণ্ডিনোঽপি যাস্যন্তি তন্মুক্তিং ব্রত-
ধারিণঃ ॥ ৪৭ ॥ ব্যাস উবাচ। ব্রহ্মচারী ভবেৎ
পূর্ব্বং গৃহস্থশ্চ ততঃ পরম্। বানপ্রস্থো যতিশ্চৈব
ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥ শুক উবাচ। ব্রহ্ম-
চর্য্যেণ চেন্মোক্ষস্তৎ ষণ্ঢানাং সদা ভবেৎ। গৃহস্থা-
শ্রমিণাং চেৎস্যাত্তৎ সর্ব্বং মুচ্যতে জগৎ ॥ ৪৯ ॥
অথবা বনরক্তানাং তন্মৃগাণাং প্রজায়তে ॥ ৫০ ॥
অথবা যতিধর্ম্মাণাং যদি মোক্ষো ভবেন্নৃণাম্। দরি-
দ্রাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং তন্মুক্তিঃ প্রথমা ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
ব্যাস উবাচ। গৃহস্থধর্ম্মরক্তানাং নৃণাং সন্মার্গগামি-
নাম্। ইহ লোকঃ পরশ্চৈব মনুনা সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
৫২ ॥ শ্রীশুক উবাচ। গৃহস্থত্বে [illegible]

আমি তোমার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সকল
সম্পন্ন করি। শিশু বলিল,—জন্মে জন্মে
আমার শত শত সংস্কার হইয়াছে; ঐ বন্ধনাত্মক
সংস্কারই আমাকে ভবার্ণবে পরিক্ষিপ্ত করিয়াছে।
ভগবান্ বলিলেন,—হে মুনে! আপনার পুত্র
শুকের ন্যায় কথা কহিতেছে; অতএব এই
যোগবিদ্যাবিচক্ষণ পুত্রের নাম রহিল শুক।
এই মোহ-মায়া-বিবর্জ্জিত শুক গৃহবাস করিবে না;
অতএব আপনি ইহাকে যাইতে দেন, ইহার
প্রতি আর স্নেহ বর্দ্ধিত করিবেন না! অধুনা
আমি গৃহে প্রত্যাগমন করি। আপনি পুত্রমুখ
দর্শন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ
করিয়াছেন, ইহা আমি সত্য বলিতেছি। এই
বলিয়া হৃষীকেশ ভগবান্ ব্যাসদেবকে সংবর্দ্ধিত
করিয়া গরুড়ারোহণে দ্বারকা-অভিমুখে যাত্রা
করিলেন। হৃষীকেশ প্রস্থান করিলে ভগবান
ব্যাস বনবাসোদ্যত পুত্রকে গৃহবাসের নিমিত্ত
বলিলেন। তিনি বলিলেন,—গৃহস্থধর্ম্মপরিত্যাগী
ব্যক্তিদিগের পিতৃবাক্য বিনষ্ট হয়; আর যে
পুত্র পিতৃবাক্য সম্যক্ আচরণ করে না, সে নরকে
গমন করে; অতএব পুত্র! আমার বাক্যানুসারে
গৃহে অবস্থান কর। শুক বলিলেন,—আপনি যেমন
অদ্য আমায় উৎপাদন করিয়াছেন, আমিও
তেমনি অন্য জন্মে আপনাকে উৎপাদন করিয়া-
ছিলাম, অতএব আমি আপনার পিতা, যদি
পিতৃবাক্য পালনকরাই পুত্রের ধর্ম্ম হয়, তবে
আপনিও আমার বাক্য পালন করুন; আপনি
আমাকে তপোবনগমনে নিষেধ করিবেন না।
ব্যাস বলিলেন,—যেখানে বেদোক্ত সংস্কার প্রাপ্ত
হইয়া নর মুক্তি পাইয়া থাকে, মানবগণ বহু পুণ্যের
ফলে সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে। শুক বলি-
লেন,—শুভ কর্ম্ম ব্যতিরেকে যদি কেবল সংস্কার
দ্বারাই মুক্তিলাভ হইত,তাহা হইলে ব্রতধারী পাষণ্ডি
গণও মুক্তি লাভ করিত। ব্যাস বলিলেন,—লোকে
ব্যক্তিগণ প্রথমত ব্রহ্মচারী, তারপর গৃহস্থ, তার
পর বানপ্রস্থ, অনন্তর যতি হইয়া মোক্ষলাভ করে।
শুক বলিলেন,—ব্রহ্মচার্য্যে যদি মোক্ষলাভ হইত,
ক্লীবগণ অনায়াসেই মোক্ষ লাভ করিত। আর
যদি গৃহস্থগণের মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে
নিখিল জগৎই মুক্ত। বনবাসীদিগের মোক্ষ
হয়, একথা যদি বলেন, তাহা হইলে মৃগগণেরই
বা মুক্তি হয় না কেন? আর যতি হইলেই যদি
মোক্ষ লাভ হইত, তাহা হইলে ত দরিদ্রগণ
সর্ব্বাগ্রেই মুক্তি লাভ করিত। ব্যাস বলিলেন,—
সন্মার্গগামী গৃহস্থধর্ম্মী নরগণের ইহলোক পরলোক

বদ্ধানাং বন্ধুবন্ধনৈঃ। মোহরাগসমাবেশাৎ সন্মার্গ-গমনং কুতঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্যাস উবাচ। কষ্টং বনে নিবসতোঽত্র সদা নরস্য নো কেবলং নিজতনু-প্রভবং ভবেচ্ছ। দৈবঞ্চ পিত্র্যমখিলং ন বিভাতি কৃত্যং তস্মাদ্‌গৃহে নিবসতাম্বহিতং প্রচিন্ত্যম্ ॥ ৫৪ ॥ শ্রীশুকদেব উবাচ। ভাবেন ভাবিতমহাতপসাং মুনীনাং তিষ্ঠন্তি তাবদখিলানি তপঃফলানি। যত্তে নিকাশশরণাঃ পুরুষা ন জাতু পশ্যন্ত্যসজ্জনমুখানি সুখং তদেব ॥ ৫৫ ॥ ব্যাস উবাচ। গৃহে পরি-গ্রহঃ পুংসাং গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মিণাম্। ইহলোকে পরে চৈব সুখং যচ্ছতি শাশ্বতম্ ॥ ৫৬ ॥ শ্রীশুক উবাচ। শীতং হুতাশাদপি দৈবযোগাৎ সঞ্জায়তে চন্দ্রমসোঽপি তাপঃ। পরিগ্রহাৎ সৌখ্যসমুদ্ভবোঽত্র ভূতোঽভব-ন্তাবি ন মর্ত্ত্যলোকে ॥ ৫৭ ॥ ব্যাস উবাচ। সুপুণ্যৈ-র্লভ্যতে কৃচ্ছ্রান্মানুষ্যং ভুবি দুর্লভম্। তস্মিল্লব্ধে ন কিং লব্ধং যদি স্যাদ্‌গৃহধর্ম্মবিৎ ॥ ৫৮ ॥ শ্রীশুক-দেব উবাচ। যদি স্যাজ্জ্ঞানসংযুক্তো জন্মকালে-ঽত্র মানবঃ। নিজাবস্থাং সমালোক্য তজ্জ্ঞানং হি বিলীয়তে ॥ ৫৯ ॥ ব্যাস উবাচ। মুদিতস্যাপি পুত্রস্য গর্দ্দভস্যার্ভকস্য চ। ভস্মলোলস্য লোকস্য শব্দোঽপি রটতো মুদে ॥ ৬০ ॥ শ্রীশুক উবাচ। রসতা সর্পতা ধূলিং লোকে ত্বশুচিনা চিরম্। মুনেঽত্র শিশুনা লোকস্তুষ্টিং যাতি স বালিশঃ ॥ ৬১ ॥ ব্যাস উবাচ। পুন্নামাস্তি মহারৌদ্রো নরকো যম-মন্দিরে। পুত্রহীনো ব্রজেত্তত্র তেন পুত্রঃ প্রশস্যতে ॥ ৬২ ॥ শ্রীশুক উবাচ। যদি স্যাৎ পুত্রতঃ স্বর্গঃ সর্ব্বেষাং স্যান্মহামুনে। শূকরাণাং শুনাং চৈব শলভানাং বিশেষতঃ ॥ ৬৩ ॥ ব্যাস উবাচ। পিতৄণামনৃণো মর্ত্ত্যো জায়তে পুত্রদর্শনাৎ। পৌত্র-স্যাপি চ দেবানাং প্রপৌত্রস্য দিবাশ্রয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ শুক উবাচ। চিরায়ুর্জ্জায়তে গৃধ্রঃ সন্ততিং পশ্যতে নিজাম্। ক্রমেণ সন্ততং কিং ন স মোক্ষং প্রতি-পদ্যতে ॥ ৬৫ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা পরি-ত্যজ্য পিতরং স বনং গতঃ। মাতরঞ্চ সুদুঃখার্ত্তাং প্রলপন্তীমনেকধা ॥ ৬৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা দুঃখিতো ব্যাসো নিরাশঃ পুত্রদর্শনে। পুত্রশোকাভিসন্তপ্তো ভার্য্যয়া সহিতোঽভবৎ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্যাসশুকসংবাদবর্ণনং নাম
সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

উভয়ই হয়, এ কথা মনু বলিয়াছেন। শুক বলি-লেন,—গৃহরক্ষায় যাহারা সুরক্ষিত এবং বন্ধুবন্ধনে যাহারা আবদ্ধ, মোহ-রাগ-সমাবেশ হেতু তাহাদের সন্মার্গে অবস্থান অসম্ভব। ব্যাস বলিলেন,—বনবাস করিলে নরগণের মহৎ কষ্ট, তাহাদের নিজ নিত্যকর্ম্ম করাই অসম্ভব হইয়া উঠে; সুতরাং তাহারা বনবাসে দৈব, পিত্র্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে না, এজন্য গৃহে বাস করাই হিতকর। শুকদেব বলিলেন,—ভাবভাবিত মহাতপা মুনি-গণের অখিল তপঃফল লব্ধ হইয়া থাকে, যে হেতু বনবাস করিয়া কদাপি তাঁহাদিগকে অসজ্জনের মুখাবলোকন করিতে হয় না, ইহাই তাঁহাদের সুখ! ব্যাস বলিলেন,—গৃহস্থাশ্রমী পুরুষদিগের পরিগ্রহই ইহ-পরলোকে শাশ্বত সুখ প্রদান করে। শুক বলিলেন,—হুতাশন হইতে শৈত্য এবং চন্দ্র হইতে তাপলাভ কদাচিৎ সম্ভবপর; কিন্তু সংসারে পরিগ্রহ করিয়া সুখ লাভ মর্ত্ত্যধামে হয় নাই, হইবে না এবং বর্ত্তমানেও নাই। ব্যাস বলি-লেন,—সুপুণ্য দ্বারাই ভূতলে মনুষ্যত্ব লব্ধ হইয়া থাকে। আর মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া গৃহধর্ম্মবিৎ হইলে কি না লব্ধ হইয়া থাকে? শুকদেব বলি-লেন,—মানব জন্মকালে যদি জ্ঞানসংযুক্তও হয়, তাহা হইলেও জাতমাত্র সে নিজাবস্থা অবলোকন করিয়া জ্ঞানশূন্য হয়। ব্যাস বলিলেন,—সংসারে ভস্মভূষিত আনন্দিত পুত্র গর্দ্দভশাবকের ন্যায় রব করিলেও তাহা লোকের আনন্দ-দায়ক হইয়া থাকে। শুক বলিলেন,—হে মুনে! যে ব্যক্তি সংসারে অশুচি বালকগণের ধূলা-খেলা দেখিয়া ও তাহাদের মধুরভাষণ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হয়, তাহারা মূর্খ। ব্যাস বলিলেন,—যমমন্দিরে পুৎ নামে মহান্ নরক আছে, পুত্রহীন ব্যক্তি ঐ নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব সংসারে থাকিয়া পুত্রোৎপাদন করা উচিত। শ্রীশুক বলিলেন,—হে মহামুনে! পুত্র হইতে যদি সকলের মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে শূকর, কুক্কুর ও শলভ-দিগেরও মুক্তি লাভ হইত। ব্যাস বলিলেন,—মর্ত্ত্য পুত্র হইতে পিতৃ-ঋণ, পৌত্র-দর্শনে দেব ঋণ ও প্রপৌত্র দর্শনে দেবাভব ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। শুক বলিলেন,—গৃধ্রও চিরায়ু, সেও ক্রমশঃ পুত্রপৌত্রাদির মুখ দেখে, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত হয় না। সূত বলিলেন,—শুকদেব পিতাকে এবং দুঃখার্ত্তা বহু বিলাপকারিণী মাতাকে

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তং নিঃস্পৃহং জ্ঞাত্বা গৃহং প্রতি নিজাত্মজম্। পিঙ্গলা দুঃখসংযুক্তা ব্যাসমেতদুবাচ হ॥ ১॥ অহং তপশ্চরিষ্যামি পুত্রার্থং দ্বিজসত্তম। অনুজ্ঞাং দেহি মে যেন তোষয়ামি মহেশ্বরম্। পুত্রো যেন ভবেন্মহ্যং বংশবৃদ্ধিকরঃ পরঃ॥ ২॥ এবং সা নিশ্চয়ং কৃত্বা লব্ধানুজ্ঞা মুনেস্ততঃ। ক্ষেত্রমেতৎ সমাসাদ্য তপস্তেপে পতিব্রতা॥ ৩॥ সংস্থাপ্য শঙ্করং দেবং তদগ্রে নির্ম্মলোদকাম্। কৃত্বা বাপীং সুবিস্তীর্ণাং স্নানাৎ পাতকনাশিনীম্॥ ৪॥ ততস্তস্যা গতস্তুষ্টিং ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ। বরদোঽস্মীতি তাং প্রাহ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৫॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভদ্রে বরং বরয় সুব্রতে। যঃ স্থিতো হৃদয়ে নিত্যং নাদেয়ং বিদ্যতে মম॥ ৬॥ বটিকোবাচ। সুতং দেহি সুরশ্রেষ্ঠ মম বংশবিবর্দ্ধনম্। চিত্তাহ্লাদকরং নিত্যং সুশীলং বিনয়ান্বিতম্॥ ৭॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহস্তব পুত্রঃ সুশোভনে। যাদৃক্ত্বয়া মহাভাগে প্রার্থিতস্তদ্বিশেষতঃ॥ ৮॥ অন্যাপি মানুষী যাত্র বাপ্যাং স্নাত্বা সমাহিতা। পঞ্চম্যাং বৎসরং যাবচ্ছুক্লপক্ষে ব্যবস্থিতে। পূজয়িষ্যতি মল্লিঙ্গং যচ্চাদ্য স্থাপিতং ত্বয়া॥ ৯॥ সাথ লপ্স্যতি সৎপুত্রং দত্ত্বা ফলমনুত্তমম্। যা চ দৌর্ভাগ্যসংযুক্তা তৃতীয়াদিবসেঽত্র বৈ॥ ১০॥ স্নাত্বাত্র সলিলে পশ্চান্মল্লিঙ্গং পূজয়িষ্যতি। সা সৌভাগ্যসমোপেতা বর্ষান্তে চ ভবিষ্যতি॥ ১১॥ যঃ পুনঃ পুরুষশ্চাত্র স্নাত্বা মাং পূজয়িষ্যতি। সকামো লপ্স্যতে কামান্ বিকামো মোক্ষমেব চ॥ ১২॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। সাপি লেভে সুতং ব্যাসাৎ কপিঞ্জলমিতি শ্রুতম্॥ ১৩॥ যাদৃক্তেন পুরা প্রোক্তা দেবদেবেন শূলিনা। যেনৈব স্থাপিতা চাত্র দেবী কেলীশ্বরী পুরা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা লোকে তত্র যারাধিতা পুরা॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বটিকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৪৮॥

ঐ সকল কথা বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ব্যাস পুত্রদর্শনে নিরাশ হইয়া ভার্য্যার সহিত পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ২৮—৬৭।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৭।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পিঙ্গলা নিজ তনয়কে ঐরূপ গৃহ-বিরক্ত দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ব্যাসদেবকে বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমি পুত্রার্থ মহেশ্বরকে তোষিত করিব,—যাহাতে পুত্র আমার বংশবৃদ্ধিকর হইবে। পিঙ্গলা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর অনুজ্ঞা লাভ করত উক্ত ক্ষেত্রে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গসম্মুখে বিমলোদকা সুবিস্তীর্ণা বাপী নির্ম্মাণ করিলেন। উহাতে স্নান করিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তিনি এইরূপে শঙ্করের আরাধনা করিতে থাকিলে, শঙ্কর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, বরপ্রদান করিব। হে সুব্রতে! আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। তোমার বাঞ্ছিত আমার অদেয় নহে। বটিকা বলিল,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমায় বংশবর্দ্ধন, চিত্তাহ্লাদকর, বিনীত ও সুশীল পুত্র প্রদান করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে সুশোভনে! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছ, তোমার তদ্রূপ পুত্রই হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিশেষতঃ অন্যান্য যে সকল নারী সংবৎসর যাবৎ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই বাপীতে স্নান করিয়া যাহা তুমি অদ্য স্থাপন করিলে, ফল দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহারা সৎপুত্র লাভ করিবে। যে দুর্ভগা নারী তৃতীয়াদিবসে ঐ বাপী-সলিলে স্নান করিয়া পশ্চাৎ আমার লিঙ্গপূজা করিবে, সে বর্ষান্তে সুভগা হইবে। যে পুরুষ এই স্থানে স্নান করিয়া আমার পূজা করিবে, সে যদি সকাম হয়, তবে বাঞ্ছিত এবং নিষ্কাম হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। এ দিকে পিঙ্গলা ব্যাসদেব হইতে দেবদেবের বরানুযায়ী পুত্র লাভ করিলেন। ঐ তীর্থে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী কেলীশ্বরী স্থাপিত হন; ঐ তীর্থে তিনি আরাধিত হইতেন। ১—১৪।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৮।

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। কেলীশ্বরী চ যা দেবী শ্রূয়তে সূতনন্দন। মাহাত্ম্যং বদ নস্তস্যা উৎপত্তিং চ সুবিস্তরাৎ॥ ১॥ কস্মিন্ কালে সমুৎপন্না কিমর্থং চ সুরেশ্বরী। কিং তস্যা জায়তে শ্রেয়ঃ পূজয়া নমনেন চ॥ ২॥ ত্বয়া কাত্যায়নী প্রোক্তা চামুণ্ডা চ সুরেশ্বরী। শ্রীমাতা চ সমুৎপন্না কিমর্থং চ সুরেশ্বরী॥ ৩॥ শ্রীমাতা চ তথা তারা দেবী শত্রুবিনাশিনী। কেলীশ্বরী ন সম্প্রোক্তা তস্মাত্তাং বদ সাম্প্রতম্॥৪॥ কৌতুকং নঃ সমুৎপন্নমত্রার্থে সূতনন্দন॥ ৫॥ সূত উবাচ। আদ্যৈকা দেবতা লোকে বহুরূপা ব্যবস্থিতা। দেবতানাং হিতার্থায় দৈত্যপক্ষক্ষয়ায় চ॥ ৬॥ যদাযদাত্র দেবানাং ব্যসনং জায়তে ক্বচিৎ। তদা তদা পরা শক্তির্যা সা ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা॥ ৭॥ সর্বমেতজ্জগদ্ধাত্রী জন্ম চক্রে ধরাতলে। মহিষাসুরনাশায় সা চ কাত্যায়নী ভুবি॥ ৮॥ অবতীর্ণা পরা মূর্ত্তির্গতাস্মিন্ ভুবনত্রয়ে। যদা শুম্ভনিশুম্ভৌ চ দানবৌ বলদর্পিতৌ॥ ৯॥ অবতীর্ণা তদা সৈব চামুণ্ডারূপমাশ্রিতা। প্রোদ্গতে কালযবনে সর্ব্বদেবভয়াবহে॥ ১০॥ শ্রীমাতারূপিণী দেবী সৈব জাতা মহীতলে। অন্ধাসুরবধার্থায় শম্ভুনাক্রান্তচেতসা। সৃষ্টা কেলীশ্বরী দেবী যয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ॥ ১১॥ ততস্তস্যাঃ প্রভাবেন হত্বা দৈত্যানশেষতঃ। অন্ধকো নিহতঃ পশ্চাত্রৈলোক্যব্যসনপ্রদঃ॥ ১২॥ ঋষয় উচুঃ। অন্ধকঃ কস্য পুত্রোঽয়ং কিম্প্রভাবঃ কথং হতঃ। কস্মাদ্ধতস্ত সংগ্রামে সর্ব্বং বিস্তরতো বদ॥ ১৩॥ সূত উবাচ। দক্ষস্য দুহিতা নাম্না দিতিঃ সর্ব্বগুণালয়া। হিরণ্যকশিপুর্নাম তস্যাঃ পুত্রো বভূব হ॥ ১৪॥ যেন শক্রাদয়ো দেবা জিতাঃ সর্ব্বে রণাজিরে। স্বর্গে রাজ্যং কৃতং ভূরি স্বয়মেব মহাত্মনা॥ ১৫॥ যদ্ভয়াৎ সকলৈর্দেবৈর্নানাশস্ত্রাণ্যনেকশঃ। নির্ম্মিতান্যতিমুখ্যানি বর্ম্মচর্ম্মযুতানি চ॥ ১৬॥ স্বয়ং বিদারিতো যশ্চ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। করজৈর্জানুনী পৃষ্ঠে বিনিধায় প্রকোপতঃ॥ ১৭॥ তস্য পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে বীর্যৌদার্য্যগুণান্বিতম্। জ্যেষ্ঠঃ প্রহ্লাদ ইত্যুক্তো দ্বিতীয়শ্চান্ধকস্তথা॥ ১৮॥ হিরণ্যকশিপৌ প্রাপ্তে মৃত্যু লোকং সুহৃদ্গণৈঃ। অমাত্যৈশ্চ ততঃ প্রোক্তঃ

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতনন্দন! কেলীশ্বরী নামে যে দেবী বিখ্যাতা আছেন, তাঁহার মাহাত্ম্য বলুন। ঐ সুরেশ্বরী কোন্ সময়ে কিজন্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন? তাঁহাকে পূজা বা নমস্কার করিলে কোন্ ফল লাভ হয়? আপনি কাত্যায়নী, চামুণ্ডা, সুরেশ্বরী, শ্রীমাতা এবং শত্রুবিনাশিনী তারা, এ সকলেরই বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু কেলীশ্বরীর কথা কিছু বলেন নাই; অতএব তাঁহার বৃত্তান্ত বলুন। ইহা শুনিবার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—দেবতাগণের হিত এবং দৈত্যগণের ক্ষয়ের নিমিত্ত এই লোকে এক আদ্যা দেবতা বহুরূপে অবস্থান করেন। সেই পরা শক্তি জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন। যখন যখন দেবগণের ব্যসন উপস্থিত হয়, তখন তখন তিনি ধরাতলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। মহিষাসুর বিনাশের নিমিত্ত তিনি কাত্যায়নীরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। যখন শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক বলদর্পিত দানবদ্বয় প্রাদুর্ভূত হয়, তখন তিনি চামুণ্ডারূপে আবির্ভূতা হন। সর্ব্বদেব-ভয়াবহ দানবগণ প্রাদুর্ভূত হইলে তিনি তখন শ্রীমাতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। আক্রান্ত-চেতা শম্ভু অন্ধকাসুরবিনাশের জন্য দেবী কেলীশ্বরীকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনিই এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ১—১১। অনন্তর ভগবান শম্ভু ঐ কেলীশ্বরীর প্রভাবে দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়া অবশেষে ত্রৈলোক্য-ব্যসনপ্রদ অন্ধককে নিহত করেন। ঋষিগণ বলিলেন,—অন্ধক, কাহার পুত্র? উহার প্রভাবই বা কিপ্রকার এবং কি জন্যই বা ঐ দৈত্য নিহত হয়? সে সংগ্রামে কি জন্য হত হয়, তাহা বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—দিতি নামে দক্ষের এক সর্ব্বগুণনিলয়া কন্যা ছিলেন। হিরণ্যকশিপু নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। এই হিরণ্যকশিপু রণস্থলে শক্রাদি দেবগণকে নির্জ্জিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। এই দুষ্ট দৈত্যের ভয়ে দেবগণকে বর্ম্ম-চর্ম্মের সহিত বিবিধ বহুসংখ্যক অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু স্বীয় জানু পৃষ্ঠে নিহিত করিয়া নখর দ্বারা সক্রোধে তাহাকে বিদারিত করেন। ঐ দৈত্যের বীর্য্যৌদার্য্যগুণান্বিত দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম প্রহ্লাদ; আর কনিষ্ঠের নাম অন্ধক। হিরণ্যকশিপু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে অমাত্য ও সুহৃদ্গণ

প্রহ্লাদো বিনয়ান্বিতৈঃ॥ ১৯ ॥ পিতৃপৈতামহং রাজ্যমেতদাচর সাম্প্রতম্‌। ধুরং বহস্ব রাজ্যোত্থং দেবান্‌ যুদ্ধে নিপাতয়॥ ২০ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। নাহং রাজ্যং করিষ্যামি, কথঞ্চিদপি ভূতলে। যতস্ততো নিবোধধ্বং বচনং মম সাম্প্রতম্‌। ২১ ॥ দৈত্যরাজ্যং ন বাঞ্ছন্তি দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। তেষাং রক্ষাকরো নিত্যং বিষ্ণুঃ স ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। ২২। অপ্যহং সন্ত্যজে প্রাণান্‌ সর্ব্বস্বং বা ন সংশয়ঃ। হরিণা সহ সংগ্রামং নাহং কর্ত্তুমহো ক্ষমঃ। ২৩। যো ময়াভ্যর্চ্চিতো নিত্যং প্রণতশ্চ সুরেশ্বরঃ। ন তেন সহিতো যুদ্ধং করিষ্যামি কথঞ্চন। ২৪ ॥ সূত উবাচ। প্রহ্লাদেন চ সন্ত্যক্তে রাজ্যে পিতৃসমুদ্ভবে। অন্ধকঃ স্থাপিতস্তত্র সম্মন্ত্র্য সচিবৈর্মিথঃ। হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রো দেবদানবদর্পহা। সোঽপি রাজ্যমমাত্যেভ্যো নিধায় তদনন্তরম্‌ ॥ ২৬। তপশ্চক্রে চিরং কালং ধ্যায়মানঃ পিতামহম্‌। ত্যক্ত্বা কামং তথা ক্রোধং দম্ভং মৎসরমেব চ। ২৭। জিতেন্দ্রিয়ঃ সুশান্তাত্মা সমঃ সর্ব্বেষু জন্তুষু। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শান্তঃ সন্তুষ্টেনান্তরাত্মনা। ২৮। যাবদ্বর্ষসহস্রান্তং কলাহারো বভূব হ। শীর্ণপর্ণাশনাহারো যাবদ্বর্ষসহস্রকম্‌। ২৯। ধ্যায়মানো দিবানক্তং দেবদেবং পিতামহম্‌। বায়ুভক্ষস্ততো জজ্ঞে তাবৎকালং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০। ততো বর্ষসহস্রান্তে চতুর্থে সমুপস্থিতে। তমুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়মভ্যেত্য হর্ষিতঃ। ৩১। ব্রহ্মোবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস বরং বরয় সুব্রত। তুষ্টোঽহং তে প্রদাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্‌। ৩২॥ অন্ধক উবাচ। যদি যচ্ছসি মে ব্রহ্মন্‌ বরং মনসি বাঞ্ছিতম্‌। জরামরণনাশায় দীয়তাং সুরসত্তম। ৩৩। শ্রীব্রহ্মোবাচ। ন কশ্চিচ্চ জরাহীনো বিদ্যতেঽত্র ধরাতলে। মরণেন বিনা নৈব যস্য জন্ম ভবেৎ ক্ষিতৌ। ৩৪। তথাপি তব দাস্যামি বহুধর্ম্মরতস্য চ। তস্মাৎ কুরু মহাভাগ রাজ্যং গত্বা নিজং গৃহম্‌॥ ৩৫। ভবেদ্বহুফলং রাজ্যং শ্মশানং ভবনং যথা। বহুকণ্টকসঙ্কীর্ণং ক্রূরকর্ম্মভিরাবৃতম্‌। ৩৬। সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা চতুর্বক্ত্রস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। কস্মিংশ্চিত্ত্বথ কালস্য প্রেরিতঃ কালধর্ম্মণা। প্রোবাচ সচিবান্‌ সোঽথ পিতুর্বৈরমনুস্মরন্‌। ৩৭। অন্ধক

বিনীতভাবে জ্যেষ্ঠ কুমার প্রহ্লাদকে বলেন,—অধুনা আপনি পিতৃপৈতামহ রাজ্য প্রতিপালন করুন, রাজ্যভার বহন করুন এবং যুদ্ধে দেবদলকে পরাভূত করুন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—আমি কোন প্রকারেই ভূতলে রাজ্য করিব না; ইহার কারণ শ্রবণ করুন। শক্রপ্রমুখ দেবগণ দৈত্যরাজ্য ইচ্ছা করেন না; আর সেই দেবগণের প্রধান হইতেছেন,—বিষ্ণু স্বয়ং ভগবান্‌। বরং আমি প্রাণ ও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিব, তথাপি হরির সহিত সংগ্রাম করিতে পারিব না। নিত্য যাঁহার আমি অর্চ্চনা করি এবং যিনি আমার নিত্য প্রণম্য, কদাচ আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না। সূত বলিলেন,—মহাভাগ প্রহ্লাদ পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিলে সচিবগণ পরামর্শ করিয়া দেবদানবদর্পহা কনিষ্ঠ পুত্র অন্ধককে রাজসিংহাসনে অধিরোপিত করিলেন। তিনিও অমাত্যগণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পিতামহকে ধ্যান করিবার জন্য তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন। তিনি কাম ক্রোধ, দম্ভ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকল ও আত্মাকে জয় করিয়া সর্ব্ব বস্তুতে সমানজ্ঞান করিতে লাগিলেন; বৃক্ষমূল তাঁহার আশ্রয় হইল; তিনি শান্ত ও সন্তুষ্টাত্মা হইলেন। বর্ষসহস্রান্তকাল তিনি ফলাহারে অতিবাহিত করিলেন এবং শীর্ণপর্ণাশনেও তিনি সহস্র বৎসর যাপন করিয়া দিবারাত্র দেবদেব পিতামহকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বপরিমিত সময় বায়ুভক্ষণে অতিক্রম করিলেন; এই চতুর্থ তপশ্চরণে বর্ষসহস্রান্ত কাল অতিবাহিত হইলে ভগবান্‌ ব্রহ্মা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাকে বলিলেন—হে বৎস! আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর; দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব।১২—৩২। দৈত্যরাজ অন্ধক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্‌! যদি বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা হইলে বর দিয়া আমাকে জরামরণবর্জ্জিত করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহাভাগ! ধরাতলে জরা-মরণহীন ব্যক্তি থাকিতে পারে না! তথাপি আমি তোমাকে ঐ বর প্রদান করিলাম। অধুনা তুমি রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহা পালন কর। তোমার রাজ্য বহুফলসংযুক্ত হইবে এবং শ্মশান বহু শত্রু-সমাকুল ও ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ ও ভবনবৎ জনসমাকুল হইবে। সূত বলিলেন,—এই বলিয়া চতুর্মুখ অন্তর্হিত হইলেন। কিছুকাল রাজ্যপালনের পর একদা কালধর্ম্মপরিচালিত হইয়া অন্ধকাসুর পিতৃ-বৈর

উবাচ। পিতাস্মাকং হতো দেবৈঃ পিতৃব্যশ্চ মহাবলঃ। কপটেন ন শৌর্য্যেণ তস্মাত্তান্ হুনয়াম্যহম্॥ ২৮॥ কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন কৃত্যৈঃ সুশংসিতৈঃ। প্রাকট্যং যাতি সর্ব্বত্র বংশস্যাগ্রে ধ্বজো যথা॥ ৩৯॥ মন্ত্রিণ উচুঃ। যুক্তমেতন্মহাভাগ যত্ত্বয়া ব্যহৃতং বচঃ। বধ্যাঃ স্যুর্ব্বিবুধাঃ সর্ব্বে যেঽস্মাকং পরিপন্থিনঃ॥ ৪০॥ অস্মাকং খল্বিমে লোকাঃ কে দেবাঃ কে দ্বিজাতয়ঃ। যজ্ঞভাগান্ হরিষ্যামো হত্বা শক্রমুখান্ সুরান্॥ ৪১॥ এবং তে সময়ং কৃত্বা সৈন্যেন মহতান্বিতাঃ। প্রজগ্মুস্ত্বরিতাস্তত্র যত্র শক্রো ব্যবস্থিতঃ॥ ৪২॥ শক্রোঽপি দানবানীকং দৃষ্ট্বা তান্ সহসাগতান্। আরুহ্যৈরাবণং নাগং যুদ্ধার্থং নির্যযৌ তদা॥ ৪৩॥ সহ দেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বসুরুদ্রার্কপূর্ব্বকৈঃ। এতস্মিন্নন্তরে শক্রো বজ্রং রৌদ্রতমং চ যৎ॥ ৪৪॥ সমুদ্দিশ্যান্ধকং তস্মৈ মুমোচ পরবীরহা। স হতস্তেন বজ্রেণ বিহস্য দনুজোত্তমঃ॥ ৪৫॥ শক্রং প্রোবাচ সংহৃষ্টস্তারনাদেন সংযুগে। দৃষ্টং বাহুবলং শক্র তবাদ্য সুচিরান্ময়া॥ ৪৬॥ অধুনা পশ্য চাস্মাকং ত্বমেব বলসূদন॥ ৪৭॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বাথ চাবিধ্য গদাং গুর্ব্বীং মুমোচ হ। শতঘণ্টামহারাবাং নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৪৮॥ সর্ব্বায়সময়ীং গুর্ব্বীং যমজিহ্বামিবাপরাম্। শতহস্তাং প্রমাণেন প্রাণিনাং ভয়বর্দ্ধিনীম্॥ ৪৯॥ তয়া বিনিহতঃ শক্রো মূর্চ্ছাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিত্য নিবিষ্টো গজমূর্দ্ধনি॥ ৫০॥ অথ সম্মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা শক্রং স্কন্দঃ প্রকোপিতঃ। মুমোচাথ নিজাং শক্তিমমোঘাং বজ্রসন্নিভাম্॥ ৫১॥ তামায়ান্তীং সমালোক্য দানবো নিশিতৈঃ শরৈঃ। প্রতিলোমাং ততশ্চক্রে লীলয়ৈব মহাবলঃ॥ ৫২॥ ততঃ স্কন্দোঽপি সংগৃহ্য চাপং তং প্রতি সায়কান্। মুমোচাশীবিষাকারান্ হস্তং তস্য দর্শয়ন্॥ ৫৩॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সর্ব্বে শস্ত্রপ্রবৃষ্টিভিঃ। সমন্তাচ্ছাদয়ামাসুর্দানবানামনীকিনীম্॥ ৫৪॥ ততস্তু দানবাঃ সর্ব্বে দেবতানামনীকিনীম্। প্রহারৈঃ পীড়য়ামাসুর্দুদ্রুবুস্তে দিবৌকসঃ॥ ৫৫॥ ততো ভগ্নান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা সগণো বৃষবাহনঃ। দর্শয়ামাস চাত্মানং দেবানাশ্বাসয়ন্নিব॥ ৫৬॥ মা ভৈষ্ট দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যধ্বং মদ্বিচেষ্টিতম্। ইত্যুক্ত্বা ভগবাঞ্ছম্ভু-

---

স্মরণপূর্ব্বক সচিবগণকে বলিলেন,—দুষ্ট দেবগণ আমার মহাবল পিতা ও পিতৃব্যকে কপট-শৌর্য্য দ্বারা নিহত করিয়াছে; অতএব আমি তাহাদিগকে উন্মূলিত করিব। কর্ম্ম দ্বারা যে প্রশংসিত না হইতে পারে, এরূপ পুত্র উৎপন্ন হইলেই বা কি, আর না হইলেই বা কি? এরূপ কার্য্য করিলে আমি বংশের অগ্রে ধ্বজের ন্যায় প্রকটিত হইতে পারিব। মন্ত্রিগণ বলিল,—হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; বিবুধগণ আমাদের বধ্য, যেহেতু উহারা আমাদের পরিপন্থী। এই নিখিল লোক আমাদেরই, দেব—দ্বিজাতি আবার কে? শক্রাদি দেবগণকে নিহত করিয়া আমরা যজ্ঞভাগ হরণ করিব। দৈত্যগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে শক্রাভিমুখে যাত্রা করিল। শক্রও সহসা দানব-সৈন্য সমাগত দেখিয়া বসু-রুদ্রার্কপ্রমুখ দেবগণের সহিত ঐরাবতারোহণে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। সময়াঙ্গনে উপস্থিত হইয়াই পরবীরহা শক্র অন্ধকোদ্দেশে ভীষণ অস্ত্র বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। দনুজোত্তম বজ্রাহত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তারস্বরে শক্রকে বলিলেন,—শক্র! অদ্য তোমার বাহুবল দেখিলাম! কিন্তু অধুনা আমার বাহুবল দর্শন কর। ৩৩—৪৭। সূত বলিলেন,—এই বলিয়া দনুজেশ্বর অন্ধক শতঘণ্টা-মহারাবা বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতা গুর্ব্বী গদা মোচন করিলেন। ঐ গদা সর্ব্বায়সময়ী ও গুরুতরা, দেখিলে বোধ হয়, যেন উহা যমের একটী জিহ্বা। ঐ গদা প্রমাণে শত হস্ত এবং উহা প্রাণিগণের ভয়বর্দ্ধনকারিণী! ঐ গদা দ্বারা প্রহৃত হইয়া শক্র মূর্চ্ছা-ব্যাকুলিত-প্রাণে ধ্বজযষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক গজশিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সেনানী স্কন্দ কুপিত হইয়া স্বীয় অমোঘা শক্তি মোচন করিলেন। ঐ ভয়ঙ্করী শক্তিকে আসিতে দেখিয়া মহাবল দনুজাধিপ নিশিত শর দ্বারা তাহা প্রতিহত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর স্কন্দও চাপ গ্রহণপূর্ব্বক আশীবিষোপম সায়ক সকল তৎপ্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময় দেবসৈন্য সকলেই এককালীন শস্ত্রবৃষ্টি করিয়া দানবী অনীকিনী আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। দানব সৈন্যগণও সক্রোধে দেবসৈন্যের উপর বাণ বর্ষণ করিতে থাকিল। তখন দেবগণ আহত হইয়া সকলে পলায়নপরায়ণ হইলেন। এই সময় দেব সৈন্যকে ভগ্ন দেখিয়া সগণ বৃষভবাহন আত্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও

মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈস্তদা ॥ ৫৭ ॥ আহ্বয়ামাস বিশ্বেশাং পরাং শক্তিমনুত্তমাম্। আহূতা পরমা শক্তির্জগাম হরসন্নিধিম্ ॥ ৫৮ ॥ দৃষ্ট্বা তামগ্রতঃ প্রাপ্তাং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সমন্বিতঃ। অস্তাবীৎপ্রণতো ভূত্বা স্তোত্রেণানেন ভক্তিতঃ ॥ ৫৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে ভক্তিবল্লভে। সর্ব্বগে সর্ব্বদে দেবি নমস্তে বিশ্বধারিণি ॥ ৬০ ॥ নমস্তে শক্তিরূপেণ সৃষ্টিপ্রলয়কারিণি। নমস্তে প্রভয়া যুক্তে বিদ্যুজ্জ্বলিতকুণ্ডলে ॥ ৬১ ॥ ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা দেবি ত্বং সৃষ্টিস্ত্বং শুচির্ধৃতিঃ। অরুন্ধতী তথেন্দ্রাণী ত্বং লক্ষ্মীস্ত্বং চ পার্ব্বতী ॥ ৬২ ॥ যৎকিঞ্চিৎস্ত্রীস্বরূপং চ সমস্তং ভুবনত্রয়ে। তৎসর্ব্বং ত্বৎস্বরূপং স্যাদিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ ॥৬৩॥ শ্রীদেব্যুবাচ। কিমর্থং চ সমাহূতা ত্বয়াহং বৃষবাহন। মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈ রৌদ্রৈস্তৎসর্ব্বং মে প্রকীর্ত্তয় ॥ ৬৪ ॥ যেন তে কৃৎস্নশঃ কৃত্যং প্রকরোমি যথোদিতম্ ॥ ৬৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এতে শক্রাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে স্বর্গাদ্বিবাসিতাঃ। অন্ধকেন মহাভাগে দৈত্যানামধিপেন চ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাত্তস্য বধার্থায় গচ্ছমানস্য মে শৃণু। সাহায্যং কুরু মে চাণ্ড সূদয়ামি রণাজিরে ॥ ৬৭ ॥ এতে মাতৃগণাঃ সর্ব্বে ময়া দত্তাস্তবাধুনা। ক্ষুৎক্ষামাঃ সূদয়িষ্যন্তি দানবান্ যে পুরঃ স্থিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ যস্মাৎকেলীময়ং রূপং বিধায় ত্বং সহস্রধা। অনেকৈর্ব্বিকৃতৈ রূপৈঃ সমাহূতাগ্নিমধ্যতঃ ॥ ৬৯ ॥ তস্মাৎ কেলীশ্বরী নাম ত্রৈলোক্যে ত্বং ভবিষ্যসি। অনেনৈব তু রূপেণ যস্ত্বাং ভক্ত্যার্চ্চয়িষ্যতি ॥ ৭০ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তস্যাভীষ্টং ভবিষ্যতি। যুদ্ধকালেহথ সম্প্রাপ্তে স্তোত্রেণানেন তে স্তুতিম্ ॥ ৭১ ॥ যঃ করিষ্যতি ভূপালো জয়স্তস্য ভবিষ্যতি। অপি স্বল্পস্বসৈন্যস্য স্বল্পাশ্বস্য চ সঙ্গরে ॥ ৭২ ॥ ভবিষ্যতি জয়ো নূনং ত্বৎপ্রসাদাদসংশয়ম্। এবং সা দেবদেবেন প্রোক্তা কেলীশ্বরী তদা ॥ ৭৩ ॥ প্রস্থিতা পুরতস্তস্য ভবসৈন্যস্য হর্ষিতা। সর্ব্বৈর্মাতৃগণৈঃ সার্দ্ধং রৌদ্রারাবৈঃ সুভীষণৈঃ ॥ ৭৪ ॥ যুদ্ধোৎসাহপরৈ রৌদ্রৈর্নানাশস্ত্রপ্রহারিভিঃ। অথ তে দানবা দৃষ্ট্বা স্ত্রীসৈন্যং তৎসমাগতম্ ॥ ৭৫ ॥ বিকৃতং বিকৃতাকারং বিকৃতাকাররাবিণম্। শস্ত্রোদ্যতকরং সর্ব্বযুদ্ধবাঞ্ছাপরায়ণম্ ॥ ৭৬ ॥ জহসুঃ সুস্বরং কেচিৎ কেচিন্নির্ভর্ৎসয়ন্তি চ। অন্যে স্ত্রীতি পরিজ্ঞায় প্রহরন্তি ন দানবাঃ ॥ ৭৭ ॥ বধ্যমানাপি লজ্জয়া পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতাঃ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো

না, আমায় কার্য্য অবলোকন কর। এই কথা বলিয়া ভগবান শম্ভু আথর্ব্বণ মন্ত্র দ্বারা বিশ্বেশী পরা শক্তিকে আহ্বান করিলেন। আহূত হওয়া মাত্র শক্তি হরসমীপে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ তখন তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে দেবদেবেশি, ভক্তিবল্লভে, সর্ব্বগে, সর্ব্বদে, বিশ্বধারিণি, সৃষ্টিপ্রলয়কারিণি, বিদ্যুজ্জ্বলিত কুণ্ডলে! আপনি স্বাহা, স্বধা, সৃষ্টি, শুচি, ধৃতি, অরুন্ধতী, ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী, আপনাকে নমস্কার। ত্রিভুবনে যাহা কিছু স্ত্রী প্রকৃতি, তৎসমস্তই আপনার স্বরূপ, ইহা শাস্ত্রের নিশ্চয়। শ্রীদেবী বলিলেন,—হে বৃষবাহন! আথর্ব্বণ মন্ত্র দ্বারা কিজন্য আমায় আহ্বান করিয়াছিলেন? তাহা বলুন? আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাভাগে! দৈত্যাধিপ অন্ধক দেবগণকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; সেইজন্য আমি দৈত্যদিগকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছি, তুমি আমার সাহায্য কর। আমি স্বয়ং ঐ পাপিষ্ঠকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। অধুনা আমি তোমার সহিত এই মাতৃকাগণকে নিয়োগ করিতেছি, ইহারা ক্ষুৎক্ষাম হইয়া তোমার অগ্রে অগ্রে দানবগণকে ভক্ষণ করিবে। ৪৮—৬৮। যে হেতু তুমি আমা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কেলিময়রূপে সহস্রধা বিভক্ত হইয়া আগমন করিয়াছ, অতএব তুমি ত্রৈলোক্যে কেলীশ্বরী নামে বিখ্যাত হইবে। যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে তোমার এই রূপের অর্চ্চনা করিবে, তাহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। যে ভূপাল যুদ্ধকালে উক্ত স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তব করিবেন, তিনি নিশ্চয় জয় লাভ করিবেন। অপিচ ঐ রাজা যদি স্বল্পবল বা স্বল্পাশ্ব হন, তথাপি তোমার প্রসাদে তিনি নিশ্চয়ই বিজয় প্রাপ্ত হইবেন। দেবদেব এই কথা বলিলে দেবী কেলীশ্বরী ভবসৈন্যের অগ্রে অগ্রে মহারাব মাতৃকাগণের সহিত চলিতে লাগিলেন। ঐ মাতৃকাগণ যুদ্ধোৎসাহপর ও নানা শস্ত্রপ্রহারী। দানবগণ বিকৃত, বিকৃতাকার, বিকৃতরাবী, শস্ত্রোদ্যতকর ও সর্ব্বযুদ্ধবাঞ্ছাপরায়ণ স্ত্রীসৈন্য দর্শন করিয়া হাসিতে লাগিল। কেহ কেহ বা তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কোন কোন দানব স্ত্রীজাতি বলিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে স্বীকৃত

নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৭৮ ॥ অন্ধকায় স বৃত্তান্তং কথয়ামাস কৃৎস্নশঃ। নৈতাঃ স্ত্রিয়ো দনুশ্রেষ্ঠ যুদ্ধার্থং সমুপস্থিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ এষা কৃত্যা যথার্থায় তব রুদ্রেণ নির্ম্মিতা। যৈষা সিংহসমারূঢ়া চক্রাঙ্কিতকরা স্থিতা ॥ ৮০ ॥ এষা কেলীশ্বরী নাম বহ্নিকুণ্ডাদ্বিনির্গতা। এতাভিঃ সহ যোষাভিঃ স্ত্রীভির্ম্মন্ত্রবলাশ্রয়াৎ ॥ ৮১ ॥ স্বয়ঙ্কেন কুণ্ডে হোমে দেবদেবেন শম্ভুনা। স এষ ভগবান্ রুদ্রঃ স্বয়মভ্যেতি তেঽন্তিকম্ ॥ ৮২ ॥ যুদ্ধায় নিজধর্ম্মে তান্ স্থাপয়িত্বা সুরোত্তমান্। প্রতিজ্ঞায় বধং তুভ্যং পুরতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৮৩ ॥ এতজ্জ্ঞাত্বা মহাভাগ যদ্যুক্তং তৎসমাচর ॥ ৮৪ ॥ অন্ধক উবাচ। নাহং বিভেমি রুদ্রস্য তথান্যস্যাপি কস্যচিৎ। ন স্ত্রীণাং প্রহরিষ্যামি পালয়ন্ পুরুষব্রতম্ ॥ ৮৫ ॥ সূত উবাচ। এবং প্রবদতস্তস্য দানবস্য মহাত্মনঃ। আক্রন্দঃ সুমহান্ জজ্ঞে তস্মিন্ দেশে সমন্ততঃ ॥ ৮৬ ॥ ভক্ষ্যন্তে দানবাঃ কেচিদ্বধ্যন্তে স্বথ চাপরে। অর্দ্ধভক্ষিতগাত্রাশ্চ প্রণশ্যন্তি তথা পরে ॥ ৮৭ ॥ যুধ্যমানাস্তথৈবান্যে শক্তিমন্তোঽপি দানবাঃ। ভক্ষ্যন্তে মাতৃভিস্তত্র সায়ুধাশ্চ সবাহনাঃ ॥ ৭৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা স মহাক্রন্দমন্ধকঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। আদায় খড়্গমুত্তস্থৌ কিমিদং কিমিদং ব্রুবন্ ॥ ৬৯ ॥ অথ পশ্যতি বিধ্বস্তান্ দানবান্ বলদর্পিতান্। ভক্ষ্যমাণাংস্তথৈবান্যান্ পলায়নপরায়ণান্ ॥ ৯০ ॥ অন্যেষাং নিহতানাঞ্চ রুদন্ত্যো নিকটস্থিতাঃ। স পশ্যতি প্রিয়া ভার্য্যাঃ প্রলপন্ত্যোঽতিদুঃখিতাঃ ॥ ৯১ ॥ অথ তৎ কদনং দৃষ্ট্বা অন্ধকঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। ভর্ৎসয়ামাস তাঃ সর্ব্বা যোগিনীঃ সমরোদ্যতাঃ ॥ ৯২ ॥ ন চ তাস্তস্য দৈত্যস্য ভয়ং চক্রুঃ কথঞ্চন। কেবলং সূদয়ন্তি স্ম ভক্ষয়ন্তি চ দানবান্ ॥ ৯৩ ॥ ততঃ স দানবস্তাসাং দৃষ্ট্বা তচ্চেষ্টিতং রুষা। স্বস্য গাত্রস্য রক্ষাং স চকার ভয়সঙ্কুলঃ ॥ ৯৪ ॥ তমোঽস্ত্রং মুমুচে রৌদ্রং কৃত্বা রাবং স তৎক্ষণাৎ। এতস্মিন্নন্তরে কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং তমসাবৃতম্ ॥ ৯৫ ॥ ন কিঞ্চিজ্জ্ঞায়তে তত্র সমং বিষমমেব চ। কেবলং দানবেন্দ্রশ্চ সর্ব্বং পশ্যতি নেতরঃ ॥ ৯৬ ॥ ততঃ স সূদয়ামাস যোগিনীস্তাঃ শিতৈঃ শরৈঃ। যথাযথ-

---

হইতে লাগিল। কেহ কেহ নির্ঘাতরূপে প্রহৃত হইলেও পুরুষ বলিয়া লজ্জায় অবস্থান করিতে লাগিল। এমন সময় মহর্ষি নারদ ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে দনুজশ্রেষ্ঠ! ইহাদিগকে কেবল স্ত্রীজাতি মনে করিবেন না, ইহারা যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্র তোমার বধের নিমিত্ত এই কৃত্যা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ যে সিংহারূঢ়া চক্রাঙ্কিতকরা নারী দেখিতেছেন, উঁহারই নাম কেলীশ্বরী; দেবদেব শম্ভু স্বয়ং দ্বারা হোম করিলে অতিভীষণা এই মাতৃকাগণের সহিত ঐ দেবী বহ্নিকুণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন! আর স্বয়ং রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে স্বীয় চর্য্যে স্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ তোমার নিকট আসিতেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, পরমেষ্ঠীর সম্মুখে তিনি তোমাকে বধ করিবেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় তাহা করুন। অন্ধক বলিলেন,—আমি রুদ্র বা অন্য কাহাকেও ভয় করি না, আমি পুরুষধর্ম্ম পালন করিয়া স্ত্রীজাতিকে বধ করিব না। সূত বলিলেন,—দানবরাজ এই কথা বলিতে বলিতে সমরাঙ্গনে চতুর্দ্দিক্ হইতে মহান্ কলকল ধ্বনি উত্থিত হইল। ঐ সময় কোন কোন দানব ভক্ষিত হইতেছে; কাহাকেও বা বধ করিতেছে; কেহ কেহ বা অর্দ্ধভক্ষিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে, কতিপয় বলবান্ সশস্ত্র দানব যুদ্ধ করিলেও মাতৃকাগণ বাহনের সহিত তাহাদিগকে ভয়ঙ্কররূপে ভক্ষণ করিতেছে। ৬৯-৭৮। ইহা শুনিয়া অন্ধকাসুর তখন ক্রোধমূর্চ্ছিত অবস্থায় প্রচণ্ড খড়্গ উত্তোলন করিয়া সবিস্ময়ে কিমিদং কিমিদং (এ কি এ কি) বলিতে বলিতে দেখিল যে, বলদর্পিত দানবগণ বিধ্বস্ত ও ভক্ষিত হইতেছে; কেহ কেহ পলায়ন করিতেছে; কতিপয় নিহত দানবের পার্শ্বে বসিয়া তাহাদের ভার্য্যাগণ অতি দুঃখে বিলাপ করিতেছে, তথাবিধ অবলোকন করিয়া অন্ধক ক্রোধান্ধ হইয়া সমরোদ্যতা সেই যোগিনীগণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল; কিন্তু উন্মত্ত মাতৃকাগণ তাহা গ্রাহ্যও করিল না। তাহারা কেবল ভক্ষণ ও বিপাটন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দানব ভয়সঙ্কুল হইয়া স্বীয় দেহ রক্ষার উপায় দেখিতে লাগিল। তখন সে ভয়ানক চীৎকার করিয়া অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল মোচন করিতে থাকিল। এই সময় ত্রৈলোক্য তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; সম-বিষম কিছুই দৃষ্ট হইল না, কেবল অন্ধকাসুরই দেখিতে লাগিল; অন্যে দেখিতে পাইল না। এই ভীষণ সংগ্রামে নিজশরদ্বারা অন্ধক যোগিনীগণকে নিসূদিত করিল। এই সময় অন্ধকই

পয়া .নার্য্যস্তাদৃগ্রূপা ভবন্তি চ ॥ ৯৭ ॥ অথ দৃষ্ট্বা পরাং বৃদ্ধিং যোগিনীনাং স দানবঃ। সংহারং তস্য চাস্ত্রস্য চকার ভয়সঙ্কুলঃ ॥ ৯৮ ॥ ততঃ শুক্রং সমাসাদ্য দীনঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ। পশ্য মে ভার্গবশ্রেষ্ঠ স্ত্রীভির্যৎ কদনং কৃতম্ ॥ ৯৯ ॥ অবধ্যাভির্মমাস্ত্রাণাং মন্ত্রশক্ত্যা সুরদ্বিষঃ। উৎপন্নাভিঃ প্রভূতাভির্হতং মে সর্ব্বতো বলম্ ॥ ১০০ ॥ তস্মাত্ত্বমপি তাং বিদ্যাং প্রসাধয় মহামতে। যদি মে বাঞ্ছসি শ্রেয়ো নান্যথাস্তি জয়ো রণে ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্করকৃতকেলীশ্বরীপ্রাদুর্ভাববর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৯॥

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। শুক্রস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা চিত্তে কৃত্বা দয়াং ততঃ। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং গত্বা সিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১ ॥ চকার বিধিবদ্ধোমং স্বমাংসেন হুতাশনে। মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈ রৌদ্রৈঃ কুণ্ডং কৃত্বা ত্রিকোণকম ॥ ২ ॥ এবং সংজুহ্বতস্তস্য তেন বৈ বিধিনা তদা। যথা রুদ্রেণ সন্তুষ্টা দেবী কেলীশ্বরী তদা ॥ ৩ ॥ তং প্রোবাচ সমেত্যাশু শুক্রং দৈত্যপুরোহিতম্। মা ত্বং ভার্গবশার্দ্দূল কুরু মাংসপরিক্ষয়ম্ ॥ ৪ ॥ ভাবিতাহং ত্রিনেত্রেণ ত্বং কিং ব্রূহি করোমি তে ॥ ৫ ॥ শুক্র উবাচ। যথা রুদ্রস্য সাহায্যং ত্বয়াত্র বিহিতং শুভে। অন্ধকস্যাপি কর্ত্তব্যং তথৈবৈষ বরো মম ॥ ৬ ॥ যে কেচিদ্দানবা যুদ্ধে ভক্ষিতাশ্চ বিনাশিতাঃ। অস্য সৈন্যস্য তে সর্ব্বে পুনর্জীবন্তু সত্বরম্ ॥ ৭ ॥ দেব্যুবাচ। জীবয়িষ্যামি তান্ সর্ব্বান্ দানবান্নিহতান্ রণে। নবসম্ভক্ষিতান্ বিপ্র প্রবিষ্টান্ যোগিনীমুখে ॥ ৮ ॥ এবমুক্ত্বা দদৌ তস্মৈ সা দেবী হর্ষিতাননা। নাম্নামৃতবতীং বিদ্যাং যয়া জীবন্তি তে মৃতাঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ শুক্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা গত্বান্ধকমুবাচ হ। সিদ্ধা কেলীশ্বরী দেবী যথা শম্ভোস্তথা মম ॥ ১০ ॥ তয়া দত্তা শুভা বিদ্যা মম দৈত্যা মৃতাশ্চ যে। তান্ সর্ব্বাংস্তৎপ্রভাবেণ যোজয়িষ্যামি জীবিতে ॥ ১১ ॥ ত্বয়াস্যাঃ সততং ভক্তিঃ কার্য্যা দানবসত্তম। অষ্টম্যাং চ বিশেষেণ চতুর্দ্দশ্যাং চ সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥

যোগিনীগণ যুদ্ধবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৌম্য বেশ ধারণ করিল। অনন্তর দানবাধিপ যোগিনীগণের তাদৃশ সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া সভয়ে স্বীয় অস্ত্র সংহার করিলেন এবং তিনি শুক্রের নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,— হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীজাতি আমার যে দুরবস্থা করিয়াছে, তাহা অবলোকন করুন। তাহারা মন্ত্রশক্তি দ্বারা অসুরদিগের অবধ্য হইয়াছে। তাহারা আমার সমস্ত বল নিহত করিয়াছে। হে দেব! আপনি যদি আমার জয় ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনিও ঐ বিদ্যার সাধন করুন. অন্যথা আমার রণে জয় হইবে না। ৭৯-১০১

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৯।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ শুক্রাচার্য্য দানবরাজের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে কৃপাপরবশ হইয়া হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গমন করত সেখানে এক ত্রিকোণ কুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভীষণ আথর্ব্বণ বিধি অনুসারে স্বীয় মাংস দ্বারা হুতাশনে বিধিবৎ হোম করিতে লাগলেন। উক্ত বিধি অনুসারে তিনি হোম করিতে থাকিলে ভগবান্ রুদ্রের সহিত কেলীশ্বরী সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভার্গব-শার্দ্দূল! আপনি আর মাংসক্ষয় করিবেন না। তোমা কর্ত্তৃক আমি ত্রিনেত্রের সহিত পূজিত হইয়াছি; অতএব আমি তোমার কি করিব তাহা বল। শুক্র বলিলেন,—হে দেবি! আপনি ত্রিলোচনের যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, দানবাধিপতিরও সেইরূপ করুন; ইহাই আমার বর। এই দানবরাজের যাবতীয় সৈন্য ভক্ষিত ও বিনাশিত হইয়াছে। আপনি সত্বর তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দেন। দেবী বলিলেন,—হে বিপ্র! যোগিনীমুখ-প্রবিষ্ট নরভক্ষিত দানবদিগকে আমি বাঁচাইয়া দিব। এই বলিয়া দেবী হৃষ্টান্তঃকরণে যাহা দ্বারা মৃত জীবিত হয়, সেই অমৃতবতী বিদ্যা প্রদান করিলেন। অনন্তর শুক্র সানন্দে অন্ধকের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,— কেলীশ্বরী দেবী শম্ভুর প্রতি যেমন প্রসন্ন হইয়াছেন, আমার প্রতিও তিনি তদ্রূপ প্রসন্না হইয়াছেন। তিনি আমাকে শুভা বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমি আমাদের মৃত দৈত্যগণকে পুনর্জীবিত করিব। হে দানবসত্তম। ১—১১। তুমি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে ঐ দেবীকে সর্ব্বদাই ভক্তি করিব। ইনি

এষা সা পরমা শক্তির্যয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ কেবলং ভক্তিসাধ্যা সা ন দণ্ডেন কথঞ্চন। ১৩। এবমুক্তস্তু শুক্রেণ স তদা দানবাধিপঃ। তাং দেবীং পূজয়ামাস ভাবভক্তিসমন্বিতঃ। ১৪। স্তুত্বা চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈস্ততঃ প্রোবাচ সাদরম্। তথান্যা মাতরঃ সর্ব্বা যথাজ্যেষ্ঠং যথাক্রমম্। ১৫॥ অজ্ঞানাদ্‌যন্ময়া দেবি কৃতঃ কোপস্তবোপরি। মর্ষণীয়স্তথা সোঽদ্য দীনস্য প্রণতস্য চ॥ ১৬। শ্রীদেব্যুবাচ। পরিতুষ্টাস্মি তে বৎস প্রভাবাদ্ভার্গবস্য চ। বরং বরয় তস্মাত্ত্বং ন বৃথা দর্শনং মম। ১৭। অন্ধক উবাচ অনেনৈব তু রূপেণ যে ত্বাং ধ্যায়ন্তি দেহিনঃ। পূজয়ন্তি চ সদ্ভক্ত্যা সংস্থাপ্য প্রতিমাং তব। তেষাং সিদ্ধিঃ প্রদাতব্যা ত্বয়া হৃদয়বাঞ্ছিতা। ১৮। দেব্যুবাচ। যো মামনেন রূপেণ স্থাপয়িষ্যতি মানবঃ। তস্য মোক্ষং প্রদাস্যামি পাপস্যাপি ন সংশয়ঃ। ১৯। যোঽষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং মম পূজাং করিষ্যতি। তস্মৈ স্বর্গং প্রদাস্যামি পাপস্যাপি দনূত্তম। ২০। কেবলং দর্শনং যশ্চ ধ্যানং বা মে করিষ্যতি। তস্য রাজ্যং প্রদাস্যামি ভোগান্মানুষসম্ভবান্। ২১। এবমুক্ত্বাথ সা দেবী ততশ্চাদর্শনং গতা। তৈশ্চ মাতৃগণৈঃ সার্দ্ধং পশ্যতস্তস্য তৎক্ষণাৎ। ২২। শুক্রোঽপি দানবান্ সর্ব্বাংস্তয়া সংসিদ্ধয়া ততঃ। মৃতান্ সঞ্জীবয়ামাস দৈত্যেয়াবরবভক্ষিতান্। ২৩॥ তৈঃ সমেত্য স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। তাং পুরীং প্রাপ্য শক্রস্য রাজ্যং চক্রে দিবানিশম্। ২৪। তাং দেবীং ধ্যায়মানশ্চ পূজয়ানো দিবানিশম্। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষেণ মহাবলঃ। ২৫। অথ তস্যাঃ প্রভাবং তং জ্ঞাত্বা ব্যাসসমুদ্ভবঃ। স্থানেঽত্র স্থাপয়ামাস স সিদ্ধিঞ্চ পরাং গতঃ। ২৬। সূত উবাচ। এবং কেলীশ্বরী দেবী সঞ্জাতা পরমেশ্বরী। তস্মাৎ স্থাপ্যা চ পূজ্যা চ ধ্যেয়া চৈব বিশেষতঃ। ২৭। এবং দেব্যা নরো যশ্চ পঠতে বা শৃণোতি বা। বাচ্যমানং স মুচ্যেত ব্যসনেন গরীয়সা। ২৮। ভ্রষ্টরাজ্যোঽথবা রাজা যঃ শৃণোত্যষ্টমীদিনে। স রাজ্যং লভতে ভূয়ো নিখিলং হতকণ্টকম্। ২৯। যুদ্ধকালে চ সম্প্রাপ্তে যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নরঃ। স হত্বা শত্রুসঙ্ঘাতং বিজয়ঞ্চ সমাপ্নুয়াৎ। ৩০।

ইতি শ্রীস্কান্দে কেলীশ্বরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৫০।

সেই পরমা শক্তি, ইনিই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। ইনি ভক্তিসাধ্যা, দণ্ড-সাধ্যা নহেন। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিলে দানবাধিপ ভাব-ভক্তি-সমন্বিত হইয়া ঐ দেবীর ও জ্যেষ্ঠানুক্রমে মাতৃকাগণের পূজা করিলেন এবং বিবিধ স্তব দ্বারা স্তুতি করিয়া সাদরে বলিলেন,—হে দেবি। অজ্ঞান বশতঃ আমি আপনার প্রতি যে কোপ করিয়াছি, আপনি এ দীন প্রণতের প্রতি দয়া করিয়া তাহা ক্ষমা করুন। দেবী বলিলেন,—হে বৎস! আমি ভার্গবের প্রভাবে তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর, আমার দর্শন নিষ্ফল হইবার নহে। অন্ধক বলিল,—হে দেবি! যাহারা প্রতিমা স্থাপন করিয়া তোমার এই রূপের ধ্যান করিবে, তুমি তাহাদিগকে বাঞ্ছিত প্রদান করিবে। দেবী বলিলেন,—যে মানব আমার এই রূপের স্থাপন করিবে, সে পাপী হইলেও আমি তাহাকে মোক্ষ প্রদান করিব। যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে আমার পূজা করিবে, পাপী হইলেও আমি তাহাকে স্বর্গ প্রদান করিব। যে ব্যক্তি কেবল আমার দর্শন অথবা ধ্যান করিবে, তাহাকে আমি রাজ্য ও মানুষোপযুক্ত ভোগ সকল প্রদান করিব। এই কথা বলিয়া দেবী অন্ধকের সম্মুখেই মাতৃকাগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। এ দিকে শুক্রাচার্য্যও তখন মৃত নব-সদ্যো-ভক্ষিত দানব-সৈন্যগণকে সিদ্ধবিদ্যাপ্রভাবে জীবিত করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যেন্দ্র হৃষ্ট হইয়া দৈত্যগণের সহিত শক্রপুরী প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। মহাবল দৈত্যাধিপ রাজ্য করিতে করিতে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে অহোরাত্র দেবীর পূজা করিতে থাকিল। অনন্তর ব্যাসসুত কপিঞ্জল দেবীর প্রভাব অবগত হইয়া তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন-পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করেন। সূত বলিলেন,—দেবী কেলীশ্বরী এইরূপে পূজ্যা ও ধ্যেয়া হইয়াছেন। যে নর এই প্রবন্ধ পাঠ বা শ্রবণ করে, সে গুরুতর ব্যসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। রাজা এবং ভ্রষ্ট-রাজ্য ব্যক্তি যদি অষ্টমী দিনে এই প্রবন্ধ পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পুনরায় নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ করিয়া থাকে। যে নর যুদ্ধকালে ইহা শ্রবণ করে, সে শত্রু নিহত করিয়া বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে। ১২—৩০।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫০।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়।

সূত উবাচ। অন্ধকোঽপি পরাং বিদ্যাং জ্ঞাত্বা শুক্রার্জ্জিতাং তদা। কেলীশ্বর্য্যাঃ প্রসাদঞ্চ ভক্তিজং বলবৃদ্ধিদম্॥ ১॥ অবধ্যতামাত্মনশ্চ পিতামহবরোদ্ভবম্। মহেশ্বরং সমুদ্দিশ্য কোপং চক্রে ততঃ পরম্॥ ২॥ দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস কৈলাসং পর্ব্বতং প্রতি। গচ্ছ দূত হরং ব্রূহি মম বাক্যেন সাম্প্রতম্॥ ৩॥ শক্রমেনং পরিত্যজ্য সুখং তিষ্ঠাত্র পর্ব্বতে। নো চেদ্দ্রুতং সমাগত্য সকৈলাসং সভার্য্যকম্॥ ৪॥ সগণঞ্চ রণে হত্বা সুখী স্থাস্যামি নন্দনে। ত্বামহং নাশয়িষ্যামি সত্যেনাত্মানমালভে॥ ৫॥ এবমুক্তঃ স দৈত্যেন দূতো গত্বা দ্রুতং ততঃ। প্রোবাচ শঙ্করং বাক্যৈঃ পরুষৈঃ স বিশেষতঃ॥ ৬॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। গণান্ সম্প্রেষয়ামাস বধার্থং তস্য দুর্ম্মতেঃ॥ ৭॥ বীরভদ্রং মহাকালং নন্দিং হস্তিমুখং তথা। অঘোরং ঘোরনাদঞ্চ ঘোরঘণ্টং মহাবলম্॥ ৮॥ এতেষামনুগাশ্চান্তে কোটিরেকা পৃথক্ পৃথক্। সর্ব্বান্ সম্প্রেষয়ামাস বধার্থং তস্য দুর্ম্মতেঃ॥ ৯॥ অথ সম্প্রেষিতাস্তেন গণাস্তে বিকৃতাননাঃ। হর্ষেণ মহতাবিষ্টা গর্জ্জমানা যথা ঘনাঃ॥ ১০॥ ধৃতায়ুধা গতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধার্থং যত্র সা পুরী। শক্রস্যাসাদিতা তেন দানবেন বলীয়সা॥ ১১॥ অথ প্রাপ্তান্ গণান্ দৃষ্ট্বা দানবাস্তে ধৃতায়ুধাঃ। নিশ্চক্রমুর্ব্বৈ সহসা যুদ্ধার্থমতিগর্ব্বিতাঃ॥ ১২॥ ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং গণানাং দানবৈঃ সহ। পরস্পরং মহারৌদ্রং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্॥ ১৩॥ ততো হরগণাঃ সর্ব্বে দানবৈস্তে রণাজিরে। জিতা জগ্মু-র্দিশো ভীতা হরবীক্ষণতৎপরাঃ॥ ১৪॥ হরোঽপি তান্ গণান্ ভগ্নান্ দৃষ্ট্বা কোপাদ্বিনির্যযৌ। হরং দৃষ্ট্বা ততো দৈত্যা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ॥ ১৭॥ অন্ধকোঽপি হরং দৃষ্ট্বা যুদ্ধার্থং সম্মুখো যযৌ। ততো যুদ্ধং সমভবদন্ধকস্য হরেণ তু। বৃত্রবাসবয়োঃ পূর্ব্বং যথা যুদ্ধমভূন্মহৎ॥ ১৬॥ চক্রনালীকনারাচৈস্তোমরৈঃ খড়্গামুদ্গরৈঃ। এবং ন শক্যতে হন্তুং দানবো বিবিধায়ুধৈঃ॥ ১৭॥ অস্ত্রযুদ্ধং পরিত্যজ্য বাহুযুদ্ধমুপাগতৌ। করং করেণ সংগৃহ্য মুষ্টিপ্রহরণৌ তদা॥ ১৮॥ দানবেনাথ দেবেশো বক্ষেনাক্রম্য পীড়িতঃ।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অন্ধক—মহাভাগ শুক্রাচার্য্য বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তৎপ্রতি দেবী কেলীশ্বরীর বলবৃদ্ধিদায়ক ভক্তিজনিত প্রসাদ এবং পিতামহ-প্রদত্ত স্বীয় অবধ্যত্ব জানিতে পারিয়া সগর্ব্বে মহেশ্বরের প্রতি কোপ করিল এবং কৈলাসে শিব সমীপে দূত প্রেরণ করিল। দূতকে বলিল,—দূত সম্প্রতি তুমি আমার বাক্যে হর-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিবে যে, আপনি শক্রকে পরিত্যাগ করিয়া এই পর্ব্বতে সুখে অবস্থান করুন, নচেৎ আমি যাইয়া কৈলাস, পত্নী ও গণসমূহের সহিত আপনাকে রণে নিহত করিয়া নন্দনে সুখে বাস করিব এবং নিশ্চয়ই তোমাকে বিনষ্ট করিব, আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি। দূত এইরূপ অভিহিত হইয়া হর-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক পরুষ-বাক্যে দৈত্যোক্তকথিত বাক্য সকল বলিল। তৎশ্রবণে ভগবান্ বৃষভধ্বজ কোপপরীতাত্মা হইয়া দুষ্ট দৈত্যকে বধ করিবার নিমিত্ত গণ-সমূহকে প্রেরণ করিলেন। বীরভদ্র, মহাকাল, নন্দী, হস্তিমুখ অঘোর, ঘোরনাদ ও মহাবল ঘোরঘণ্ট প্রভৃতি গণনায়ককে তিনি ঐ দুষ্ট দৈত্যের বধের নিমিত্ত আদেশ দিলেন। আর ঐ গণনায়ক-দিগের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ যূথবদ্ধ কোটি গণ নিয়োগ করিলেন। বিকৃতানন গণসমূহ তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অতি হর্ষে ঘনবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে আয়ুধ হস্তে দানবাধিকৃত শক্রপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইল।১—১১। এদিকে দানবগণও তদ্দর্শনে আয়ুধধারণপূর্ব্বক অতিবেগে যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইল। এই সময় দানবগণের সহিত গণ-সমূহের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইল না। অনন্তর হরগণসমূহ সমরাঙ্গনে দানবগণ কর্ত্তৃক জিত হইয়া হরসন্নিধানে উপস্থিত হইল। হর তখন গণসমূহকে ভগ্ন দেখিয়া সকোপে নির্গত হইলেন। হরকে দেখিয়া দৈত্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। অন্ধক কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া যুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র পূর্ব্বে বৃত্র বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল চক্র, নালীক, নারাচ, তোমর, খড়্গ ও মুদ্গর দ্বারা ঐ সময় উভয়ের তদ্রূপ যুদ্ধ হইল। হর বিবিধ আয়ুধ দ্বারা দানবকে নিহত করিতে পারিলেন না দেখিয়া অস্ত্রযুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয়ে তখন করে কর ধারণপূর্ব্বক মুষ্টিপ্রহারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন

নিস্পন্দভাবমাপন্নস্ততো মূর্চ্ছামুপাগতঃ ॥ ১৯॥ মূর্চ্ছা-গতং তু তজ্‌জ্ঞাত্বা-হ্ন্ধকো নির্যযৌ গৃহাৎ। তাবৎ স্থাণুঃ ক্ষণাল্লব্ধ্বা চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ ॥ ২০ ॥ আয়সীং লকুটীং গৃহ্য প্রভুর্গুর্ব্বীমসহস্রিকাম্। দানবেন্দ্রং ততঃ প্রাপ্য তাড়য়ামাস মূর্দ্ধনি ॥ ২১ ॥ সোঽপি খড়্গেন দেবেশং তাড়য়ামাস বেগতঃ। অথ দেবোঽপি সম্মার কৌবেরাস্ত্রং মহাহবে ॥ ২২ ॥ অস্ত্রেণ তেন হৃদয়ে তাড়য়ামাস দানবম্। ততঃ স তাড়িতস্তেন রুধিরোদ্গারমুদ্বমন্ ॥ ২৩ ॥ পতিতোঽধোমুখো ভূত্বা ততঃ শূলেন ভেদিতঃ। শূলাগ্রসংস্থিতঃ পাপ-শ্চক্রবদ্‌ভ্রমতে ততঃ ॥ ২৪ ॥ অন্ধকোঽপি তদাত্মানং তথাবস্থমবেক্ষ্য চ। ততো বাগ্‌ভিঃ সুপুষ্টাভি-রস্তৌদ্দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥ অন্ধক উবাচ। নমস্তে জগতাং ধাত্রে শর্ব্বায় ত্রিগুণাত্মনে। বৃষভাসনসংস্থায় শশাঙ্ককৃতভূষণ ॥ ২৬ ॥ নমঃ খট্বাঙ্গ-হস্তায় নমঃ শূলধরায় চ। নমো ডমরুকোদণ্ডকপা-লানলধারিণে ॥ ২৭ ॥ স্মরদেহবিনাশায় মূর্ত্ত্যষ্টক-ময়াত্মনে। নমঃ স্বরূপদেহায় হ্যরূপবহুরূপিণে ॥২৮॥ উত্তমাঙ্গবিনাশায় বিরিঞ্চেঃ সৃষ্টিকারিণে। শ্মশান-

---

দানব কর্তৃক বদ্ধ (পেঁচ) দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দেবেশ পীড়িত হইয়া নিস্পন্দভাব অবলম্বন করত ক্রমে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে অন্ধক গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি চৈতন্ত লাভ করিয়া কার্ম্মুক ও লৌহময়ী গুর্ব্বী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক দানবেন্দ্রকে তাড়িত করিয়া তাহার মস্তক তাড়িত করিলেন। সেও খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে অতিবেগে প্রহার করিল। অনন্তর দেবদেব কৌবেরাস্ত্র স্মরণ করিলেন এবং ঐ অস্ত্র দ্বারা দানব তৎকর্তৃক প্রহৃত হইল। প্রহৃত দানব অধোমুখে পতিত হইয়া রুধিরবমন করিতে লাগিল। তখন তিনি শূল দ্বারা তাহাকে ভেদিত করিলেন। অন্ধক শূলগ্রথিত হইয়া চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন সে নিজ বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সুমধুর বাক্যে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিল। সে বলিল,—হে জগন্নাথ! আপনি ত্রিগুণাত্মা, বৃষভাসনসংস্থ ও শশাঙ্ককৃতভূষণ; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি খট্বাঙ্গহস্ত, শূলধর, ডমরু, কোদণ্ড, কপাল ও অনলধারী, এবং স্মরদেহ বিনাশের নিমিত্ত অষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। হে স্বরূপদেহ, অরূপ, বহুরূপ, বিরিঞ্চির উত্তমাঙ্গবিনাশী, সৃষ্টিকারী,

বাসিনে নিত্যং নমো ভৈরবরূপিণে ॥ ২৯ ॥ সর্ব্বগঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ ত্বং হর্ত্তা নান্য এব হি। ত্বং ভূমিস্ত্বং রজশ্চৈব ত্বং জ্যোতিস্ত্বং তমস্তথা ॥ ৩০ ॥ ত্বং বপুঃ সর্ব্বভূতানাং জীবভূতো মহেশ্বরঃ। অস্তৌৎ দেবং দানবেন্দ্রো দেবশূলাগ্রসংস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ সূত উবাচ। এবং তস্য স্তুতিং শ্রুত্বা পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ। ততঃ প্রোবাচ তং হর্ষাচ্ছূলাগ্রস্থং দনূত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। নেদং বীরব্রতং দৈত্য যচ্ছক্রকরপীড়নাৎ। প্রোচ্যন্তে সামবাক্যানি বিশেষা-দ্দৈত্যজন্মনা ॥ ৩৩ ॥ অন্ধক উবাচ। নির্ব্বিণ্ণোঽস্মি সুরশ্রেষ্ঠ ত্রিশূলাগ্রং সমাশ্রিতঃ। তস্মাৎ সূদয় মাং যেন দ্রুতং স্যান্মে ব্যথাক্ষয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ শ্রীভগবানু-বাচ। ন তেঽস্তি মরণং দৈত্য কথঞ্চিচ্চিন্তিতং ময়া। তেনেত্থং বিধৃতং ব্যোম্নি ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥ ৩৫ ॥ তস্মাত্ত্বং গণতাং গচ্ছ সাম্প্রতং পাপবর্জ্জিতঃ। ত্যক্ত্বা দানবজং ভাবং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ৩৬ ॥ অন্ধক উবাচ। গতো মে দানবো ভাবঃ সাম্প্রতং তব কিঙ্করঃ। ভবিষ্যামি ন সন্দেহঃ সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ৩৭ ॥ শঙ্কর উবাচ। পরি-তুষ্টোঽস্মি তে বৎস ব্রূহি যত্তেঽভিবাঞ্ছিতম্। প্রাপ্স্যস্ব প্রযচ্ছামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্মশানবাসী, ও ভৈরবরূপী! তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বগ, সর্ব্বকর্ত্তা, হর্ত্তা, ভূমি, রজ, জ্যোতিঃ, তমঃ, সর্ব্বভূতের বপু, জীবভূত ও মহেশ্বর, তোমাকে নমস্কার। দেবদেবের শূলে গ্রথিত থাকিয়া অন্ধক এইরূপে স্তব করিল। ১২—৩১। সূত বলিলেন,—অন্ধকের এবম্বিধ স্তব শ্রবণে মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া সহর্ষে শূলাগ্রস্থ দানবকে বলিলেন,—হে দৈত্য! ইহা বীরব্রত নহে। তুমি আমাকে করপীড়া প্রদান কর, দৈত্য হইয়া তুমি সামবাক্য বলিতেছ কেন? অন্ধক বলিল,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি ত্রিশূল-গ্রথিত থাকিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি, অতএব শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া আপনি ব্যথা নিবারণ করুন। দেব-দেব বলিলেন,—হে দৈত্য! আমি তোমার মৃত্যু চিন্তা করি নাই; তুমি বক্ষে শূলবিদ্ধ হইয়া আকাশে বিধৃত থাকিবে। অতএব তুমি পাপ-বর্জ্জিত দৈত্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত আমার গণত্ব প্রাপ্ত হও। অন্ধক বলিল,—হে দেব! সম্প্রতি আমি আপনার কিঙ্কর হইলাম। ইহা সত্য বলিতেছি। শঙ্কর বলিলেন,—হে বৎস! আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি তোমার অভিলষিত

অন্ধক উবাচ। অনেনৈব তু রূপেণ শূলাগ্রস্থিত-মত্তুহম্। যো মর্ত্ত্যোহর্চ্চাং প্রকুর্য্যা তে স্থাপয়িষ্যতি ভূতলে। ৩৯। তস্য মোক্ষস্ত্বয়া দেয়ো মদ্বাক্যাৎ সুরসত্তম। তথেত্যুক্ত্বা মহেশস্তং শূলাগ্রাৎ প্রমুমোচ হ। অস্থিশেষং কৃশাঙ্গঞ্চ চামুণ্ডাসদৃশং দ্বিজাঃ। ৪০। ততঃ স গণতাং প্রাপ্তো গীতং চক্রে মনোহরম্। পুরতো দেবদেবস্য পার্ব্বত্যাশ্চ বিশেষতঃ। ৪১। ভৃঙ্গবদ্রটনং যস্মাত্তস্য শ্রোত্রসুখাহম্। ভৃঙ্গীরীট ইতি প্রোক্তস্ততঃ স ত্রিপুরারিণা। ৪২। এবং স গণতাং প্রাপ্তো দেবদেবস্য শূলিনঃ। বিশ্বাস্তঃ সর্ব্বকৃত্যেষু তৎপরঃ সমপদ্যত। ৪৩। ততঃ প্রভৃতি লোকেহত্র দেবদেবো মহেশ্বরঃ। তাদৃশেনৈব রূপেণ স্থাপ্যতে ভূতলে জনৈঃ। ৪৪। প্রাপ্যতেহত্র পরা সিদ্ধিস্তৎপ্রসাদাদলৌকিকী। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজ্যাদ্ভ্রষ্টো মহীপতিঃ। ৪৫। সুরথাখ্যঃ প্রসিদ্ধোহত্র সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ। ততো বসিষ্ঠমাসাদ্য স চাত্মীয়ং পুরোহিতম্। প্রোবাচ প্রণতো ভূত্বা বাষ্পব্যাকুললোচনঃ। ৪৬। ত্বয়া নাথেন মে ব্রহ্মন্ সংস্থিতেনাপি শত্রুভিঃ। বলাচ্ছদ্মতং রাজ্যং মন্দভাগ্যস্য সাম্প্রতম্। ৪৭। তস্মাৎকুরু প্রসাদং মে যেন মে রাজ্যসংস্থিতিঃ। ভূয়োহপি ত্বৎপ্রসাদেন নান্যা মে বিদ্যতে গতিঃ। ৪৮। বশিষ্ঠ উবাচ। যদ্যেবং তে মহারাজ মদ্বাক্যাৎ সত্বরং ব্রজ। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। ৪৯। তত্র ভৈরবরূপেণ স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্। ভুজোদ্যতোগ্রশূলাগ্রবিদ্ধান্ধককলেবরম্। ৫০। নারসিংহেন মন্ত্রেণ ততঃ পূজয় তং নৃপ। রক্তপুষ্পৈস্তথা ধূপৈ রক্তৈশ্চৈবানুলেপনৈঃ। ৫১। ততঃ সদ্বীর্য্যমাসাদ্য তেজোবীর্য্যসমন্বিতঃ। হনিষ্যস্যখিলাঞ্ছত্রূংস্তৎপ্রসাদাদসংশয়ম্। ৫২। পরং শৌচসমেতেন সম্পূজ্যো ভগবাংস্ত্বয়া। অন্যথা প্রাপ্স্যসে বিঘ্নান্ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। ৫৩। অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা স রাজা সত্বরং যযৌ। তত্র ক্ষেত্রে ততো দেবং স্থাপয়ামাস ভৈরবম্। ৫৪। ততঃ সম্পূজয়ামাস নারসিংহেন ভক্তিতঃ। মন্ত্রেণ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ। ৫৫। ততো দশসহস্রান্তে তস্য মন্ত্রস্য সঙ্খ্যয়া। ভৈরবস্তুষ্টিমাপন্নঃ প্রোবাচ তদনন্তরম্। ৫৬। শ্রীভৈরব উবাচ। পরিতুষ্টোহস্মি তে রাজন্ মন্ত্রেণানেন পূজিতঃ। তস্মাৎ প্রার্থয় যচ্চেষ্টং

প্রার্থনা কর। দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। অন্ধক বলিল,—হে সুরসত্তম! আমার শূল গ্রথিত তনু আপনি ধারণ করিয়া থাকিলেন, যে মর্ত্ত্য আপনার এইরূপ রূপ ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে, আপনি আমার বাক্যে তাহাকে মোক্ষ প্রদান করিবেন। তখন তথাস্তু বলিয়া হর অস্থিশেষ কৃশাঙ্গ দানবকে শূলাগ্র হইতে মোচন করিলেন। ঐ সময় গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া দানব ও দেবীর সম্মুখে মনোহর গান করিতে লাগিল। তাহার রটন (স্বর) ভৃঙ্গের ন্যায় ছিল বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর তাহার নাম রাখিলেন—'ভৃঙ্গীরীট'। দানব এইরূপে গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবদেবের সর্ব্বকার্য্যে বিশ্বাস্ত ও তৎপর হইল। তদবধি লোক সকল দেবদেবকে তাদৃশরূপে স্থাপন করিতে লাগিল; এবং স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রসাদে অলৌকিকী সিদ্ধি লাভ করিতে থাকিল। একদা সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মপুরোহিত বশিষ্ঠকে বাষ্পব্যাকুলিতলোচনে প্রণত হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার সহায় থাকিতে শত্রুগণ বলপূর্ব্বক আমার রাজ্য অপহরণ করিল! অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,—যাহাতে আমার রাজ্য-সম্পদ্ পুনরায় সংস্থাপিত হয়;—আপনার প্রসাদ ব্যতিরেকে আমার অন্য আর কোন উপায় নাই। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনার যদি এরূপ বিপদ্ সংঘটিত হইয়াছে, তবে আপনি আমার বাক্যানুসারে সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গমন করুন। ঐ স্থানে গমন করিয়া আপনি ভৈরবরূপী মহেশ্বর স্থাপন করিবেন। ঐ মহেশ্বরের হস্ত-ধৃত শূলাগ্রে অন্ধককলেবর বিদ্ধ থাকিবে। পরে আপনি রক্তপুষ্প, রক্তানুলেপন ও ধূপাদি দ্বারা নরসিংহ মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিবেন। এইরূপে পূজা করিলে আপনি অমিত বল ও তেজো-বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া তাঁহার প্রসাদে অখিল শত্রু নির্ম্মূল করিবেন। কিন্তু খুব সাবধানে শৌচ-সমন্বিত হইয়া মহেশ্বরের পূজা করিবেন, অন্যথা বিঘ্ন হইবে, ইহা আমি সত্য বলিলাম। অনন্তর রাজা সুরথ ভগবান্ বশিষ্ঠের বাক্য গ্রহণ করিয়া সত্বর ঐ ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক ভৈরবমূর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। স্থাপনান্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে নারসিংহ মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিলেন। তাঁহার দশ সহস্র জপের পর ভৈরব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—হে রাজন্! আমি তোমার প্রতি

যেন সর্ব্বং দদাম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥ সুরথ উবাচ। শত্রুভির্মে হৃতং রাজ্যং ত্বৎপ্রসাদাৎসুরেশ্বর। তন্মে ভবতু ভূয়োঽপি শত্রুভিঃ পরিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৮ ॥ অন্যোঽপি যঃ পুমানিত্থং স্বামিহাগত্য পূজয়েৎ। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ তস্য সিদ্ধিস্ত্বয়া বিভো ॥ ৫৯ ॥ দেয়া দেব সহস্রান্তে যথা মম সুরেশ্বর। তথেতি তং প্রতিজ্ঞায় গতশ্চাদর্শনং হরঃ ॥ ৬০ ॥ সুরথোঽপি নিজং রাজ্যং প্রাপ হত্বা রণে রিপূন্ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৈরবক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অসংখ্যাতানি তীর্থানি ত্বয়োক্তান্যত্র সূতজ। দেবমানুষজাতানি দেবতায়তনানি চ। তথা বানরজাতানি রাক্ষসস্থাপিতানি চ ॥ ১ ॥ সূতপুত্র বদাস্মাকং যৈর্দৃষ্টৈঃ স্পর্শিতৈরপি। সর্ব্বেষাং লভ্যতে পূর্ব্বং ফলং চেপ্সিতমত্র চ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগাস্তত্র সংখ্যা ন বিদ্যতে। তীর্থানাং চৈব লিঙ্গানামাশ্রমাণাং তথৈব চ ॥ ৩ ॥ তত্র যঃ কুরুতে স্নানং শতাখ্যতীর্থে সমাহিতঃ। একাদশ্যাং বিশেষেণ সর্ব্বেষাং লভতে ফলম্ ॥ ৪ ॥ যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা তত্রৈকাদশরুদ্রকম্। সিদ্ধেশ্বরসমং তেন দৃষ্টাঃ সর্ব্বে মহেশ্বরাঃ ॥ ৫ ॥ যঃ পশ্যতি বটাদিত্যং ষষ্ঠ্যাং চৈত্রে বিশেষতঃ। ভাস্করাঃ কৃৎস্নশো দৃষ্টাস্তেন তত্র হি সংস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥ মাহিত্থাং পশ্যতি তথা যে দেবীং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেন দুর্গাঃ সমস্তাস্তা বীক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ যঃ পশ্যতি গণেশঞ্চ স্বর্গদ্বারপ্রদং নৃণাম্। সর্ব্বে বিনায়কাস্তেন দৃষ্টাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ শর্ম্মিষ্ঠা-স্থাপিতাং গৌরীং যো জ্যেষ্ঠাং তত্র পশ্যতি। তেন গৌর্য্যঃ সমস্তাস্তা বীক্ষিতা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৯ ॥ চক্র-পাণিঞ্চ যঃ পশ্যেৎ প্রাতরুত্থায় মানবঃ। বাসুদেবাঃ সমস্তাশ্চ তেন তত্র নিরীক্ষিতাঃ ॥ ১০ ॥ ঋষয় উচুঃ। ত্বয়া সূত তথাস্মাকং চক্রপাণিশ্চ যঃ স্থিতঃ। নাখ্যাতঃ স কথং তত্র বিস্মৃতঃ কিং বদস্ব নঃ। কস্মিন্ কালে বিশেষেণ স দ্রষ্টব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১১ ॥ সূত

তুষ্ট হইয়াছি, প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে ইষ্ট বর প্রদান করিব। সুরথ বলিলেন,—হে দেব! শত্রুগণ আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে; আপনার প্রসাদে আমি তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হই এবং তাহা নিষ্কণ্টক হউক। আর অন্যান্য যে সকল পুরুষ এখানে আসিয়া আপনার পূজা এবং নারসিংহ মন্ত্রের দশসহস্র জপ করিবে, আপনি তাহাদিগকে আমার ন্যায় সিদ্ধি প্রদান করিবেন। ভগবান্ হর তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা সুরথও শত্রু নিহত করিয়া নিজ রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। ৩২—৬১।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫১।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি রাক্ষস-স্থাপিত, বা নরস্থাপিত ও দেবমানুষস্থাপিত অসংখ্য দেবায়তন আমাদিগকে বলিলেন; কিন্তু যাহা দর্শন ও স্পর্শ করিবামাত্র সকলেরই বাঞ্ছিত ফল সম্পূর্ণরূপে লব্ধ হয়, অধুনা আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা যে বলিলেন, দেবায়তনসকলের সংখ্যা নাই, এ কথা সত্য; তদ্রূপ তীর্থ লিঙ্গ এবং আশ্রমসমূহেরও সংখ্যা করা যায় না। এই সকলের মধ্যে যাহারা একাদশীতিথিতে সমাহিতভাবে শত তীর্থে স্নান করে, তাহারা সর্ব্বফল লাভ করিয়া থাকে। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক এইস্থানে সিদ্ধেশ্বরের সহিত একাদশ রুদ্র দর্শন করে, সমস্ত মহেশ্বরই তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে ষষ্ঠী তিথিতে বটাদিত্য, সমুদয় ভাস্কর এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মাহিত্থা দেবী দর্শন করে, তৎকর্ত্তৃক যাবতীয় দুর্গাদেবী অবলোকিত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে মানব স্বর্গদ্বারপ্রদ গণেশ দর্শন করে, বিনায়কগণ তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি শর্ম্মিষ্ঠাস্থাপিতা জ্যেষ্ঠা গৌরী দর্শন করে, তৎকর্ত্তৃক সমস্ত গৌরী নিরীক্ষিত হয়। ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেব চক্রপাণিকে দর্শন করে, তৎকর্ত্তৃক সমস্ত বাসুদেব নিরীক্ষিত হয়। ১-১০। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে আমাদিগকে চক্রপাণির কথা বলিলেন, ইহাঁর কথা পূর্ব্বে আপনি আমাদিগকে বলেন নাই, অথবা আমাদের স্মরণ নাই, অতএব আপনি চক্রপাণির কথা বলুন। কোন্ সময়ে মনীষিগণের তাঁহাকে দর্শন করা উচিত?

উবাচ। অর্জ্জুনেনৈব বিপ্রেন্দ্রাঃ ক্ষেত্রেহত্রৈব প্রতিষ্ঠিতঃ। শয়নে বোধনে চৈব প্রাতরুত্থায় মানবঃ॥ ১২॥ স্নানং কৃত্বা সুভক্ত্যা চ যঃ পশ্যেচ্চক্রপাণিনম্। ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি তস্য নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ। ১৩। ভূভারোত্তারণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ। ব্রহ্মণাবতারিতৌ বিপ্রা নরনারায়ণাবুভৌ॥ ১৪॥ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ তদা মর্ত্ত্যে দ্বাপরান্তে দ্বিজোত্তমাঃ। অবতীর্ণৌ ধরাপৃষ্ঠে মিথঃ স্নেহানুগৌ তদা। নরনারায়ণাবেতৌ স্বয়মেব ব্যবস্থিতৌ। ১৫॥ যথা রক্ষোবিনাশায় রামো দশরথাত্মজঃ। অবতীর্ণো ধরাপৃষ্ঠে তদ্বৎ কৃষ্ণোহপি চাপরঃ। ১৬। যদা পার্থঃ সমায়াতস্তীর্থযাত্রাং প্রতি দ্বিজাঃ। যুধিষ্ঠিরসমাদেশাচ্ছক্রপ্রস্থাৎ পুরোত্তমাৎ। ১৭। দ্রৌপদ্যা সহিতং দৃষ্ট্বা রহসি ভ্রাতরং দ্বিজম্। প্রোবাচ প্রণতো ভূত্বা বিনয়াবনতোহর্জ্জুনঃ। ১৮। অর্জ্জুন উবাচ। আয়ুধার্থমহং প্রাপ্তঃ সাম্প্রতং পার্থিবোত্তম। দ্বিজধেনুবিমোক্ষার্থং মমাজ্ঞাং দেহি পার্থিব॥ ১৯। যুধিষ্ঠির উবাচ। গচ্ছার্জ্জুন দ্রুতং তত্র নীয়ন্তে যত্র তস্করৈঃ। ধেনবো দ্বিজবর্য্যস্য তা মোক্ষয় ধনঞ্জয়॥২০॥ তীর্থযাত্রাং ততো গচ্ছ যাবদ্দ্বাদশবৎসরান্। ততঃ পাপ বিনির্ম্মুক্তঃ সমেষ্যসি মমান্তিকম্। ২১। যঃ সদারং নরং পশ্যেদেকান্তস্থং তু বুদ্ধিমান্। অপি চাত্যন্তপাপঃ স্যাৎকিং পুনর্নিজবান্ধবম্। ২২। তস্মান্ন বীক্ষয়েৎ কশ্চিদেকান্তস্থং সভার্য্যকম্। বান্ধবঞ্চ বিশেষেণ য ইচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ। ২৩। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় রথমারুহ্য সত্বরম্। ধনুর্ব্বাণায় বাণাংশ্চ জগাম তদনন্তরম্॥ ২৪। যেন মার্গেণ তা গাবো নীয়ন্তে তস্করৈর্ব্বলাৎ। তিরস্কৃত্য দ্বিজান সর্ব্বান্ স্থিতশস্ত্রধরৈর্দ্বিজাঃ। ২৫। অথ হত্বা ক্ষণাচ্চৌরান্ গাঃ সর্ব্বাঃ স্বয়মাহৃতাঃ। স্বাঃ স্বাঃ নিবেদয়ামাস ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। ২৬। ততস্তীর্থান্যনেকানি স দৃষ্ট্বায়তানি চ। ক্ষেত্রেহত্রৈব সমায়াতঃ স্নানার্থং পাণ্ডুনন্দন। ২৭। তেন পূর্ব্বমপি প্রায়স্তৎক্ষেত্রমবলোকিতম্। দুর্য্যোধনসমাযুক্তো যদা তত্র সমাগতঃ। ২৮। অথ সম্পূজয়ামাস যল্লিঙ্গং স্থাপিতং পুরা। অর্জ্জুনেশ্বরসংজ্ঞং তু পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। ২৯॥ অন্যেষাং কৌরবেন্দ্রাণাং পাণ্ডবানাং বিশেষতঃ। ৩০। অথ সঞ্চিন্তয়ামাস মনসা

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্রগণ! মহাভাগ অর্জ্জুন ঐ ক্ষেত্রে চক্রপাণির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মানবগণ শয়নে বা বোধনে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তত্রত্য ক্ষেত্রে স্নান করত তাঁহাকে দর্শন করিলে তাহাদের ব্রহ্মহত্যাদি পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা ভূভারহরণ ও ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত দ্বাপরান্তে নর-নারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে মর্ত্ত্যধামে অবতারিত করেন। ইঁহারা ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া স্বভাবতই পরস্পর স্নেহসম্বদ্ধ হন। রঘুনাথ রাম যেমন রাক্ষসকুল উন্মূলনের জন্য ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকেও বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে পার্থ ভ্রাতাকে দ্রৌপদীর সহিত একান্তে অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের আদেশে পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে এই স্থানে আগমন করেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর সহিত নির্জ্জনে দর্শনকালে প্রণত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হে পার্থিবোত্তম! অস্ত্র লইবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, দ্বিজধেনু মোচন করিবার জন্য আমাকে আজ্ঞা প্রদান করুন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়! যেখানে দুষ্ট তস্করগণ দ্বিজধেনু লইয়া পলায়ন করিতেছে, তুমি দ্রুতগতি সেই স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মণের ধেনুমোচন কর। অনন্তর তুমি দ্বাদশ বৎসরের জন্য তীর্থযাত্রা করিবে, করিয়া পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরায় আমার নিকট আগমন করিবে। যে ব্যক্তি সদার ব্যক্তিকে একান্তস্থিত অবলোকন করে, সে অত্যন্ত পাপী হয়, নিজ বান্ধবকে দর্শন করিলে আরও অধিক পাপী হইয়া থাকে। অতএব নির্জ্জনস্থ সভার্য্য ব্যক্তিকে কেহ দর্শন করিবে না। বিশেষতঃ আত্মশুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কদাচ ঐ অবস্থায় বান্ধবগণকে দেখিবে না। অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে সত্বর যে পথে সশস্ত্র তস্করগণ বলপূর্ব্বক দ্বিজগণকে অভিভূত করিয়া তাঁহাদের গাভী হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি ক্ষণকাল মধ্যে ঐ চোরগণকে নিহত করিয়া গো সকল আহরণ করত ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ গো প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বহু তীর্থায়তন দর্শনপূর্ব্বক স্নানার্থ এই ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি এই ক্ষেত্র অবলোকন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধন সমভিব্যাহারে তিনি এই তীর্থে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্বে কৌরবেন্দ্র ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের

পাণ্ডুনন্দনঃ। অহং নরঃ স্বয়ং সাক্ষাৎকৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥ তস্মাদত্র করিষ্যামি চক্রপাণিং সুরেশ্বরম্। প্রাসাদো মানবস্যৈব যাদৃঙ্নাস্তি ধরাতলে ॥ ৩২ ॥ কল্পান্তেঽপি ন নাশঃ স্যাদস্য ক্ষেত্রস্য কর্হিচিৎ। প্রাসাদোঽপি তথাপ্যেবমত্র ক্ষেত্রে ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা স্বচিত্তে পাণ্ডবাত্মজঃ। প্রাসাদং নির্ম্মমে পশ্চাদ্বৈষ্ণবং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥ ততো বিপ্রান্ সমাহূয় চমৎকারপুরোদ্ভবান্। প্রতিষ্ঠাং কারয়ামাস মতং তেষাং সমাশ্রিতঃ ॥ ৩৫ ॥ দত্ত্বা দানান্যনেকানি শাসনানি বহূনি চ। অন্যচ্চ প্রদদৌ পশ্চাৎ স তেষাং তুষ্টিদায়কম্ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ তান্ সর্ব্বান্ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। নরোঽহং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ পাণ্ডোর্ভূমিং প্রপেদিবান্ ॥ ৩৭ ॥ মানুষেণৈব রূপেণ ত্যক্ত্বা তাং বদরীং শুভাম্। প্রসিদ্ধ্যর্থং ময়া চাত্র প্রাসাদোঽয়ং বিনির্ম্মিতঃ। মন্নাম্না নরসংজ্ঞশ্চ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ৩৮ ॥ তস্মাদেষ ভবদ্ভিশ্চ চক্রপাণিরিতি দ্বিজাঃ। কীর্ত্তনীয়ঃ সদা যেন মম নাম প্রকাশ্যতাম্ ॥ ৩৯ ॥ বিষ্ণুলোকে ধ্বনির্যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪০ ॥ তথা মহোৎসবঃ কার্য্যঃ শয়নে বোধনে হরেঃ। চৈত্রমাসে বিশেষেণ সম্প্রাপ্তে বিষ্ণুবাসরে ॥ ৪১ ॥ এতেষু ত্রিষু লোকেষু ত্যক্ত্বেমাং বদরীমহম্। পূজামস্য করিষ্যামি স্বয়ং বিষ্ণোর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥ যস্তত্র দিবসে মর্ত্ত্যঃ পূজামস্য বিধাস্যতি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স যাস্যতি ॥ ৪৩ ॥ তথা যে বাসুদেবস্য ক্ষেত্রে কেচিদ্ব্যবস্থিতাঃ। তেষাং প্রদর্শনং শ্রেয়ো নিত্যং দৃষ্ট্বা চ লপ্স্যতে ॥ ৪৪ ॥ সূত উবাচ। বাঢ়মিত্যেব তৈরুক্তো দাশার্হঃ পাণ্ডুনন্দনঃ। তেষাং তদ্ভারমাবেশ্য প্রশান্তেনান্তরাত্মনা। যযৌ তীর্থানি চান্যানি কৃতকৃত্যস্ততঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥ এবং তত্র স্থিতো দেবশ্চক্রপাণিবপুর্দ্ধরঃ। স্বয়মেব হৃষীকেশো জন্তূনাং পাপনাশনঃ ॥ ৪৬ ॥ অদ্যাপি চ কলা বিষ্ণোঃ প্রাপ্তে চৈকাদশীত্রয়ে। পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন তস্মাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ। সদৈব পূজনীয়শ্চ বন্দনীয়ো বিশেষতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রপাণিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫২॥

সহিত যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, অধুনা পুষ্প-ধূপানুলেপন দ্বারা সেই অর্জ্জুনেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলেন। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আমি স্বয়ং নর; আর কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতএব আমি এই স্থানে চক্রপাণি নামে সুরেশ্বর স্থাপন করি এবং যাহা ধরাতলে মানবগণের নাই, এতাদৃশ এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। কল্পান্তেও এই ক্ষেত্র ও প্রাসাদের লয় হইবে না। পাণ্ডুনন্দন স্বচিত্তে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ঐ স্থানে বৈষ্ণব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর তিনি চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং প্রতিষ্ঠান্তে তাঁহাদিগকে বহু ধন, শাসন ও অন্যান্য তুষ্টিদায়ক বহু দ্রব্য প্রদান করিলেন; পরে কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি নর; ব্রাহ্মণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম; অধুনা শুভা বদরী পরিত্যাগ করিয়া আমি মানুষ রূপে পাণ্ডুর ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। প্রসিদ্ধির নিমিত্ত আমি এই স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলাম। হে দ্বিজগণ! আপনারা শ্রদ্ধা-পূতচিত্তে এই চক্রপাণিকে আমার নামে নরসংজ্ঞায় অভিহিত করিবেন। ইহাতে আমার নাম প্রকাশিত থাকিবে। যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর বিষ্ণুলোকে ধ্বনি যাইবে। শয়ন বোধন বিশেষত চৈত্রমাসীয় হরিবাসরে এই স্থানে মহোৎসব করিতে হইবে। বদরী পরিত্যাগ করিয়া আমি এই স্থানে বিষ্ণুর পূজা করিব। যে মর্ত্ত্য ঐ দিবসে এইস্থানে বিষ্ণুপূজা করে, নিশ্চয়ই সর্ব্ব পাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা এই বাসুদেব-ক্ষেত্রে অবস্থান করে, তাহাদিগকে দর্শন করিলেও শ্রেয়োলাভ হয়। সূত বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্যে 'তথাস্তু' বলিলে তিনি তাহাদের উপর উক্তরূপ ভার প্রদান করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া প্রশান্তচিত্তে অন্যান্য তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। এইভাবে ঐস্থানে হৃষীকেশ চক্রপাণিবপু ধারণ করিয়া জন্তুগণের পাপনাশনরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি একাদশীত্রয় প্রাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাসমন্বিত ব্যক্তিগণ ঐ স্থানে পূর্ব্বোক্ত বিধানে বিষ্ণুকলাস্বরূপ তত্রত্য দেবের সর্ব্বদা পূজা ও বন্দনা করিয়া থাকেন। ১১—৪৭।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৫২।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি তত্রাস্তি রূপতীর্থমনুত্তমম্। যত্র স্নাতো নরঃ সম্যগ্ বিরূপো রূপবান্ ভবেৎ ॥ ১ ॥ পূর্ব্বং ভগবতা তেন ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। সৃষ্টিং কৃত্বা চ বিস্তীর্ণাং যথোক্তঞ্চ চতুর্ব্বিধাম্ ॥ ২ ॥ ততঃ স চিন্তয়ামাস রূপসঞ্চয়সংযুতাম্। একামপ্সরসং দিব্যাং দেবমায়াং সৃজাম্যহম্ ॥ ৩ ॥ ততশ্চ সর্ব্বদেবানাং সমাদায় তিলং তিলম্। রূপঞ্চ নির্ম্মমে পশ্চাদত্যাশ্চর্য্যময়ীঞ্চ তাম্ ॥ ৪ ॥ যাং দৃষ্ট্বা ক্ষোভমাপন্নঃ স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ৫ ॥ ততস্তাং প্রেষয়ামাস কৈলাসং প্রতি পদ্মজঃ। গচ্ছ দেবি মহাদেবং প্রণমস্ব শুচিস্মিতে ॥ ৬ ॥ ততঃ সা সত্বরং গত্বা কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্। অপশ্যচ্ছঙ্করং তত্র নির্ব্বিষ্টং পার্ব্বতীসমম্ ॥ ৭ ॥ শঙ্করোঽপি চ তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ। সুদৃষ্টাং নাকরোদ্ভীত্যা পার্শ্বস্থাং বীক্ষ্য পার্ব্বতীম্ ॥ ৮ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণাং চক্রে সা প্রণম্য মহেশ্বরম্। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তা কৃতাঞ্জলিপুটা স্থিতা ॥ ৯ ॥ যাবদ্দক্ষিণপার্শ্বস্থা তাবদ্বক্ত্রং সদক্ষিণম্। প্রচকার মহাদেবস্তদ্রূপাকৃষ্টলোচনঃ ॥ ১০ ॥ পশ্চিমায়াং যদা সাভূৎপ্রদক্ষিণবশাচ্ছুভা। পশ্চিমং বদনং তেন তদর্থঞ্চ কৃতং ততঃ ॥ ১১ ॥ এবমুত্তরসংস্থায়াং তস্যাং দেবেন শম্ভুনা। উত্তরং বদনং কৃতং গৌরীভীতেন চেতসা। ন গ্রীবাং চালয়ামাস কথঞ্চিদপি স দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র নারদো মুনিপুঙ্গবঃ। অব্রবীৎপার্ব্বতীং পশ্চাৎপ্রণিপত্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥ নারদ উবাচ। পশ্য পার্ব্বতি তে পত্যুশ্চেষ্টিতং গর্হিতং যথা। দৃষ্ট্বা রূপবতীং নারীং কৃতং মুখচতুষ্টয়ম্ ॥ ১৪ ॥ অহমেতদ্বিজানামি ন ত্বয়া সদৃশী ক্বচিৎ। অস্তি নারী তথান্যোঽপি বিজানাতি সুরেশ্বরি ॥ ১৫ ॥ হাস্যস্য পদবীমদ্য ত্বং গমিষ্যসি পার্ব্বতি। সর্ব্বাসাং দেবপত্নীনাং জ্ঞাত্বান্যাসক্তমীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥ এতদ্দেবি বিজানাসি যাদৃকচিত্তং শিবোদ্ভবম্। অস্যা উপরি বেশ্যায়া নিন্দিতায়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ১৭ ॥ সমাদায় নিজে হর্ম্ম্যে এতাং সংস্থাপয়িষ্যতি। পরং লজ্জাসমোপেতো ন ব্রবীতি বচঃ শুভে ॥ ১৮ ॥ সূত উবাচ। নারদস্য

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—আরও ঐ স্থানে রূপতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে বিরূপ নর রূপবান্ হয়। পূর্ব্বে লোককর্ত্তা ভগবান্ পিতামহ যথোক্ত বিধানে বিস্তৃতভাবে চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিলেন যে, আমি রূপসঞ্চয়সংযুক্তা দেবমায়া স্বরূপিণী এক দিব্যা অপ্সরা সৃজন করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সর্ব্ব দেবমূর্ত্তি হইতে তিল তিল প্রমাণে রূপ গ্রহণ করিয়া আশ্চর্য্যময়ী এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন। স্বয়ং পিতামহ তাঁহাকে দেখিয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর পদ্মযোনি তাঁহাকে কৈলাসে প্রেরণ করেন এবং বলিয়া দেন,—হে দেবি শুচিস্মিতে! কৈলাসে গমন করিয়া মহাদেবকে প্রণাম কর। অনন্তর ঐ প্রতিমা পর্ব্বতোত্তম কৈলাসে গমন করিয়া শঙ্করকে শঙ্করীর সহিত অবস্থিত দেখিলেন। শঙ্করও তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি পার্শ্বস্থা পার্ব্বতীকে দেখিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পারিলেন না। অনন্তর ঐ রূপবতী শ্রদ্ধাসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। রূপবতী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যেমন মহেশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিলেন, তিনিও অমনি তাঁহার রূপদর্শন-লালসায় দক্ষিণ বদন সৃষ্টি করিলেন। প্রদক্ষিণক্রমে রূপবতী যেমন পশ্চিমদিকে গমন করিলেন, মহাদেবও অমনি দর্শনলালসায় স্বীয় পশ্চিম বদন সৃজন করিলেন। ঐরূপে যেমন উত্তরদিকে গমন করিল, দেবদেবও তেমনি গৌরীর ভয়ে ভীতভীত ভাবে উত্তর বদন উৎপাদন করিলেন। এইরূপে বদন উৎপাদিত হইলে তাঁহাকে আর ঐ রূপবতীর রূপ দেখিবার জন্য গ্রীবা সঞ্চালন করিতে হইল না। এমন সময় দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক পশ্চাৎ পার্ব্বতীকে বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! তোমার পতির গর্হিত চেষ্টিত অবলোকন কর;—রূপবতী নারী দেখিয়া তিনি চারিটী মুখ করিয়াছেন! হে সুরেশ্বরি! আমি জানি যে, আপনার সদৃশী রূপবতী নারী জগতে আর নাই, অন্যেও তাই জানে। দেবদেবকে অন্যাসক্ত জানিতে পারিলে দেবপত্নীগণের নিকট আপনি হাস্যাস্পদ হইবেন। বিচক্ষণ-নিন্দিত বেশ্যার প্রতি, মহাদেবের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আপনি জানিতে পারিতেছেন। দেবদেব নিজ প্রাসাদে বেশ্যাকে আনয়ন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, লজ্জায় কিছুই বলিতে

বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা কান্তং চতুর্ম্মুখম্। ক্রোধেন মহতাবিষ্টা বিকৃতং বীক্ষ্য তং হরম্। ততো নিরোধয়ামাস দ্রুতং সা পর্ব্বতাত্মজা। সর্ব্বনেত্রাণি দেবস্য মহিষীধর্ম্মমাশ্রিতা॥ ২০॥ এতস্মিন্নন্তরে শৈলা বিশীর্য্যন্তি সমন্ততঃ। মর্য্যাদাং সন্ত্যজন্তি স্ম সর্ব্বে চ মকরালয়াঃ॥ ২১॥ প্রলয়স্য সমুত্থানং সঞ্জাতং দ্বিজসত্তমাঃ। তাবদ্‌ব্রহ্মদিনং প্রাপ্তং পরমং সৃষ্টিলক্ষণম্॥ ২২॥ নিমেষেণ পুনস্তস্য প্রলয়স্য প্রজাপতেঃ। ব্রহ্মণঃ সা নিশা প্রোক্তা সর্ব্বং তোয়ময়ং ভবেৎ॥ ২৩॥ অথ তত্র গণাঃ সর্ব্বে ভৃঙ্গিনন্দিপুরঃসরাঃ। সোঽপি দেবমুনির্ভীতস্তামুবাচ সুরেশ্বরীম্॥ ২৪॥ মুঞ্চমুঞ্চ সুরজ্যেষ্ঠে দেবনেত্রাণি সম্প্রতি। নো চেন্নাশঃ সমস্তস্য লোকস্যাস্য ভবিষ্যতি॥ ২৫॥ এবং প্রোক্তাপি সা দেবী যাবচ্চ ন মুমোচ তম্। তাবদ্দেবেন লালাটং বিসৃষ্টং লোচনং পরম্॥ ২৬॥ কৃপাবিষ্টেন লোকানাং যেন রক্ষা প্রজায়তে। ন শক্তো বারিতুং দেবীং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্॥ ২৭॥ অম্বিকাং বিবুধাঃ প্রাহুস্ত্র্যম্বকাণি যতো দ্বিজাঃ। তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্ত্যতে লোকে ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ॥ ২৮॥ ততঃ সন্ত্যজ্য তং দেবং দেবী পর্ব্বতপুত্রিকা। প্রোবাচ কোপরক্তাক্ষী পুরঃস্থাং তাং তিলোত্তমাম্॥ ২৯॥ যস্মাত্ত্বং দয়িতঃ পাপে ত্বয়া রূপাভিভূষিতঃ। চতুর্ব্বক্ত্রঃ কৃতস্তস্মাত্ত্বং বিরূপা ভব দ্রুতম্॥ ৩০॥ ততঃ সা সহসা ভূত্বা তৎক্ষণাদ্ভগ্ননাসিকা। শীর্ণকেশা বৃহদ্দন্তা চিপিটাক্ষী মহোদরা॥ ৩১॥ অথ বীক্ষ্য নিজং দেহং তথাভূতং বরাপ্সরাঃ। প্রোবাচ বেপমানা সা কৃতাঞ্জলিপুটা স্থিতা॥ ৩২॥ অহং সম্প্রেষিতা দেবি প্রণামার্থং ত্রিশূলিনঃ। ব্রহ্মণা তেন চায়াতা যুষ্মাকং চ বিশেষতঃ॥ ৩৩॥ নির্দ্দোষায়া বিরাগায়াস্তস্মাদ্যুক্তং ন তে ভবেৎ। শাপং দাতুং প্রসাদং মে তস্মাত্ত্বং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৩৪॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দীনং সত্যং চ পার্ব্বতী। পশ্চাত্তাপসমোপেতা ততঃ প্রোবাচ সুপ্রিয়ম্॥ ৩৫॥ স্ত্রীস্বভাবাৎ সমায়াতঃ কোপোঽয়ং ত্বাং প্রতি দ্রুতম্। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছাবো ময়া সার্দ্ধং ধরাতলে॥ ৩৬॥ তত্রাস্তি রূপদং তীর্থং ময়া চোৎপাদিতং স্বয়ম্। মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং স্নানার্থং বিমলোদকম্॥ ৩৭॥ যা নারী প্রাতরুত্থায় তত্র স্নানং সমাচরেৎ। সা স্যাদ্রূপবতী নূনমদৃষ্টে রবিমণ্ডলে॥ ৩৮॥ সদা মাঘে তৃতীয়ায়াং তত্র স্নানং করো-

পারিতেছেন না। সূত বলিলেন,—নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী স্বীয় কান্তকে চতুর্ম্মুখ অবলোকন করিলেন। তখন তিনি ক্রোধে হরকে বিকৃত অবলোকন করত মহিষীধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সত্বর শঙ্করের চতুর্দ্দিকের নেত্র সকল নিরোধ করিলেন। এই সময় শৈল সকল বিশীর্ণ হইল; মকরালয় মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিল এবং প্রলয়সমুত্থান সঙ্ঘটিত হইল। ঐ সময় সৃষ্টিলক্ষণ ব্রহ্মদিন প্রাপ্ত হইল। নিমেষ-মধ্যে প্রলয় উপস্থিত। ইহাকেই ব্রহ্মার নিশা কহে। এই সময় জগৎ জলময় হয়। এইরূপ সঙ্ঘটিত হইলে নন্দীভৃঙ্গী প্রভৃতি গণসমূহ ও সেই দেবমুনি অত্যন্ত ভীত হইয়া সুরেশ্বরীকে বলিলেন,—হে সুরজ্যেষ্ঠে! দেবনেত্র মোচন করুন, মোচন করুন, নচেৎ সমস্ত লোক বিনষ্ট হইল। এইরূপ অভিহিতা হইয়াও যখন দেবী তাঁহাকে মোচন করিলেন না, তখন দেব লোক রক্ষার জন্য কৃপাবিষ্ট হইয়া ললাটলোচন সৃষ্টি করিলেন; প্রাণাধিকা প্রিয়াকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। হে দ্বিজগণ! এই জন্যই দেবীকে দেবগণ অম্বিকা দেবদেবকে ত্র্যম্বক বলিয়া থাকেন। অনন্তর দেবী দেবদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, ক্রোধরক্তনয়নে সম্মুখস্থ তিলোত্তমাকে বলিলেন,—হে পাপে! যেহেতু তুই আমার দয়িতকে বিকৃতরূপ চতুর্ব্বদন করিলি, অতএব তুই বিরূপা হ। এই কথা বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ অপ্সরা ভগ্ননাসিকা, শীর্ণকেশা, বৃহদ্দন্তা, চিপিটাক্ষী ও মহোদরা হইল।১—৩১। অনন্তর ঐ বরাপ্সরা বিকৃতরূপা হইয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—হে দেবি! ভগবান্ ব্রহ্মা আমায় আপনাকে ও মহেশকে নমস্কার করিতে পাঠাইয়াছিলেন; এইজন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এই নির্দ্দোষীর প্রতি শাপ দেওয়া আপনার উচিত নহে; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অপ্সরার এতাদৃশ দীন অথচ সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী মনস্তাপ করত প্রিয়বাক্যে বলিলেন,—স্ত্রী-স্বভাববশতঃ আমার তোমার প্রতি কোপ হইয়াছিল; অধুনা আমার সহিত এস, ধরাতলে গমন করিব। ধরাতলে আমার উৎপাদিত রূপতীর্থ আছে। ঐ তীর্থ আমি মাঘী শুক্লা তৃতীয়াতে স্নানার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছি। যে নারী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঐ স্থানে স্নানাচরণ করে, যে সূর্য্যোদয়ের

ম্যহম্। অদ্য সা তত্র যাস্যামি স্নানায় কৃতনিশ্চয়া ॥ ৩৯ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা সমাদায় সা দেবী তাং তিলোত্তমাম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে রূপতীর্থং জগাম চ ৪০ ॥ তত্র স্নানং স্বয়ং চক্রে বিধিপূর্ব্বং সুরেশ্বরী। তস্যা হ্যনন্তরং সাপি ভক্তিযুক্তা তিলোত্তমা ॥ ৪১ ॥ ততঃ কান্তিমতী জাতা তৎক্ষণাদেব ভামিনী। পূর্ব্বমাসীদ্‌যথারূপা তথা সাভূদ্বিশেষতঃ ॥ ৪২ ॥ অথ তুষ্টিসমাযুক্তা তাং প্রণম্য সুরেশ্বরীম্। প্রোবাচ বিস্ময়াবিষ্টা হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৪৩ ॥ প্রাপ্তং রূপং মহাদেবি ত্বৎপ্রসাদাচ্চিরন্তনম্। ব্রহ্মলোকং গমিষ্যামি মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪৪ ॥ গৌর্য্যুবাচ। বরং যচ্ছামি তে পুত্রি যৎকিঞ্চিদ্ধৃদি সংস্থিতম্। তস্মাৎ প্রার্থয় বিশ্রব্ধা ন বৃথা মম দর্শনম্ ॥ ৪৫ ॥ তিলোত্তমোবাচ। অহমত্র করিষ্যামি ক্ষেত্রে তীর্থং নিজং শুভে। ত্বৎপ্রসাদেন তদ্দেবি যাতু খ্যাতিং ধরাতলে ॥ ৪৬ ॥ ত্বয়া তত্রাপি কর্ত্তব্যং বর্ষান্তে স্নানমেব হি। হিতার্থং সর্ব্বনারীণাং রূপসৌভাগ্যদায়কম্ ॥ ৪৭ ॥ গৌর্য্যুবাচ। চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং সদাহং ত্বৎকৃতে শুভে। স্নানং তত্র করিষ্যামি মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে ॥ ৪৮ ॥ হিতার্থং সর্ব্বনারীণাং তব বাক্যাদসংশয়ম্। যা তত্র দিবসে নারী তস্মিংস্তীর্থে করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥ স্নানং সা সৌখ্যসংযুক্তা ভবিষ্যতি সুখান্বিতা। স্পৃহণীয়া চ নারীণাং সর্ব্বাসাং ধরণীতলে ॥ ৫০ ॥ পুরুষোঽপি সুভক্ত্যা যস্তত্র স্নানং করিষ্যতি। সপ্তজন্মানি রূপাঢ্যঃ সসৌভাগ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তা তদা দেব্যা সাপ্সরা দ্বিজসত্তমাঃ। চক্রে কুণ্ডং সুবিস্তীর্ণং বিমলোদপ্রপূরিতম্ ॥ ৫২ ॥ উপকণ্ঠে ততস্তস্য স্থাপয়ামাস পার্ব্বতীম্। ততো জগাম সংহৃষ্টা ব্রহ্মলোকং তিলোত্তমা ॥ ৫৩ ॥ ততঃপ্রভৃতি সঞ্জাতং কুণ্ডমপ্সরসা কৃতম্। স্নানমাত্রেণ নৈর্যত্র সৌভাগ্যং লভ্যতে দ্বিজাঃ ॥ ৫৪ ॥ নারীভিশ্চ বিশেষেণ পুত্রপ্রাপ্তিরনুত্তমা। তথান্যদপি যৎকিঞ্চিদ্বাঞ্ছিতং হৃদয়ে স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অপ্সরঃকুণ্ডোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

পূর্ব্বে স্নান করিয়া রূপবতী হয়। আমি মাঘী তৃতীয়াতে ঐ তীর্থে স্নান করি! অদ্য আমি ঐ স্থানে স্নানার্থে গমন করিতেছি। সূত বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দেবী অপ্সরার সহিত হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে রূপতীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ দেবী স্নান করিলে অনন্তর তিলোত্তমা স্নান করিল। স্নান করিবামাত্র অপ্সরা পূর্ব্বে যেমন রূপবতী ছিল, তেমনি হইল। তখন সে সন্তুষ্ট হইয়া সুরেশ্বরীকে প্রণামপূর্ব্বক বিস্ময়ে গদগদবাক্যে বলিল,—হে দেবি! আপনার প্রসাদে আমি পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম, অধুনা ব্রহ্মলোকে গমন করিবার জন্য আমায় অনুমতি দেন। গৌরী বলিলেন—হে পুত্রি! আমি তোমাকে বর দান করিব; তুমি বাঞ্ছিত প্রার্থনা কর, আমার দর্শন বৃথা হইবার নহে। তিলোত্তমা বলিল,—হে শুভে! আমি এই ক্ষেত্রে একটী নিজস্ব তীর্থ করিতে ইচ্ছা করি; আপনার প্রসাদে ঐ তীর্থ ধরাতলে খ্যাতি লাভ করুক। প্রতিবর্ষান্তে এখানে স্নান করিবেন, নারীগণ প্রতিবর্ষান্তে এই স্থানে স্নান করিয়া যেন রূপসৌভাগ্য লাভ করে। গৌরী বলিলেন,—হে শুভে! তোমার বাক্যে আমি নারীগণের হিতার্থ চৈত্র শুক্লতৃতীয়াতে মধ্যাহ্ন সময়ে ঐ তীর্থে স্নান করিব; ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে নারী উক্ত দিবসে ঐ তীর্থে স্নান করিবে, সে সর্ব্ব সৌখ্যসংযুক্তা, সুখান্বিতা এবং ধরণীমণ্ডলে নারীগণের স্পৃহণীয়া হইবে। পুরুষগণও যদি ভক্তিপূর্ব্বক ঐ তীর্থে স্নান করে, সে সপ্তজন্ম রূপাঢ্য ও সৌভাগ্যযুক্ত হইবে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই অপ্সরা বিমলোদকপূরিত সুবিস্তীর্ণ এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিল। আর ঐ কুণ্ডসমীপে অপ্সরা কর্ত্তৃক পার্ব্বতীমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইল। অনন্তর অপ্সরা ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিল। তদবধি ঐ অপ্সরঃকৃত কুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানে স্নানমাত্রে নর সৌভাগ্য লাভ করে। বিশেষতঃ নারীগণ ঐ স্থানে স্নান করিয়া রূপ প্রাপ্ত হয়; এবং তাহাদের যাহা কিছু বাঞ্ছিত হৃদয়ে থাকে, তাহাও লাভ করে। ৩২—৫৫।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। যা নারী তত্র সংকুণ্ডে স্নাত্বা তাং পার্ব্বতীং পুনঃ। দৃষ্ট্বা স্নাতি ততস্তীর্থে তস্মিন্ কল্মষয়ে শুভে॥ ১॥ পুনশ্চ পার্ব্বতীং পশ্যেচ্ছ্রদ্ধয়া পরয়া যুতা। সদ্যঃ সা মুচ্যতে কৃৎস্নৈরাজন্মমরণান্তিকৈঃ॥ ২॥ তত্রৈবাস্তি জয়া নাম পার্ব্বত্যাঃ কিঙ্করী দ্বিজাঃ। তয়া তত্র কৃতং কুণ্ডং গৌরীকুণ্ড-সমীপতঃ॥ ৩॥ যা তত্র কুরুতে স্নানং তৃতীয়া-দিবসেঽবলা। সুতসৌভাগ্যসম্পন্না সা ভবেৎ পতি-বল্লভা॥ ৪॥ তথান্যদপি তত্রাস্তি বিজয়াকুণ্ডমুত্তমম্। তত্র স্নাতাপি বন্ধ্যা স্ত্রী জায়তে পুত্রসংযুতা॥ ন চ পশ্যতি পুত্রাণাং কদাচিদ্ব্যসনং দ্বিজাঃ। ন বিয়োগং ন দুঃখঞ্চ স্বপ্নান্তে চ কদাচন॥ ৬॥ কাক-বন্ধ্যাপি যা নারী তত্র স্নানং সমাচরেৎ। সা পুত্রান্ বিবিধাঁল্লব্ধ্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৭॥ ঋষয় ঊচুঃ। এতেষাং সূত তীর্থানাং তীর্থমস্তি সুসিদ্ধি-দম্। কচিৎ কিঞ্চিদ্ভবেৎ সিদ্ধির্যত্র স্নানাচ্ছরী-রজা॥ ৮॥ সূত উবাচ। সপ্তবিংশতিলিঙ্গানি যানি সন্তি দ্বিজোত্তমাঃ। তেষাং মধ্যেঽন্তর্বৎ সিদ্ধিরেকস্মিন্নখিলা দ্বিজাঃ॥ ৯॥ একস্ত সত্ত্বযুক্তস্য বীরব্রতযুতস্য চ। আশ্বিনস্য চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণায়াং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১০॥ অর্দ্ধরাত্রে বিধানেন তেষাং পূজাং করোতি যঃ। প্রাগুক্তং জপনং ভক্ত্যান্যস ক্রমাৎ সাধকোত্তমঃ॥১১॥ অঙ্গন্যাসং বিধায়োচ্চৈঃ ক্ষুরিকাসূক্তমুচ্চরেৎ। তেষামগ্রে পুনঃ সম্যক্ পূজয়িত্বা চ শঙ্করম্॥ ১২॥ পৃথগেকৈকশো ভক্ত্যা পূ যেদ্দিক্পতীংশ্চ বৈ॥ ১৩॥ অথাগত্য গণেশো বৈ বিকারালো ভয়ানকঃ। লম্বোদরো বৈ নগ্নশ্চ কৃষ্ণদন্তসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥ খড়্গহস্তোঽব্রবীদ্যুদ্ধং প্রকুরুষ্ব ময়া সমম্। মুক্ত্বৈতৎ কপটং ভূমৌ যদি বীরোঽসি সাত্ত্বিকঃ॥ ১৫॥ ততস্তৎকর্ষণাচ্চাপি যস্তেনাশু প্রতাড্যতে। স তেনৈব শরীরেণ নীয়তে তেন তৎপদম্॥ ১৬॥ যত্র স্থানে জরা মৃত্যুর্ন শোকশ্চ কদাচন। তথা চিত্রেশ্বরীপীঠে সিদ্ধি-রেকস্য কীর্ত্তিতা॥ ১৭॥ মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যঃ পীঠং তত্র পূজয়েৎ। আগমোক্তবিধানেন সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥ ১৮॥ পশ্চাৎ কপালমাদায় মহা-মাংসপ্রপূরিতম্। অহমস্য করোম্যদ্য মহামাংসস্য বিক্রয়ম্॥ ১৯॥ সিদ্ধিমূল্যো ন গৃহ্নাতু কশ্চিচ্চেদস্তি

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—যে নারী পূর্ব্বোক্ত সংকুণ্ডে স্নান করিয়া গৌরীকে দর্শন করে, দর্শন করিয়া আবার স্নান করে, এবং পুনরায় অবগাহনান্তে পার্ব্বতীকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অবলোকন করে, সে সদ্য আজন্মমরণকৃত নিখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে পার্ব্বতীর জয়ানাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। সেও ঐ স্থানে গৌরী-কুণ্ডের সমীপে এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যে অবলা ঐ কুণ্ডে তৃতীয়া-দিবসে স্নান করে, সে সুখ-সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া পতিবল্লভা হইয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্রে বিজয়াকুণ্ড নামে আরও এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া বন্ধ্যা নারীগণও পুত্রসংযুতা হয়। অপিচ সে কদাচিৎ স্বপ্নেও পুত্রদিগের ব্যসন, দুঃখ ও বিয়োগ সন্দ-র্শিত হইতে দেখে না। কাকবন্ধ্যা নারী যদি ঐ কুণ্ডে স্নান করে, তাহা হইলে সে বহু পুত্র লাভ করিয়া স্বর্গধামে পূজা লাভ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! এই সকল তীর্থের মধ্যে এমন কোন্ তীর্থ আছে, যাহাতে স্নান করিলে শরীরসম্বন্ধীয় সিদ্ধিলাভ হয়? সূত বলি-লেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা সপ্তবিংশতি লিঙ্গের কথা যে শুনিয়াছেন, তাহারই মধ্যে একটী লিঙ্গে সত্ত্বযুক্ত বীরব্রত ব্যক্তির নিখিল সিদ্ধি বিরা-জিত। যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে বিধিপূর্ব্বক অর্দ্ধরাত্রে পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ সকলের পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ক্রমে জপ, অঙ্গন্যাস, ক্ষুরিকাসূক্তপাঠ, ইত্যাদি অনুষ্ঠানান্তে তাঁহাদের সম্মুখভাবে ভক্তি সহকারে শঙ্কর ও পৃথক্ পৃথক্ নামোচ্চারণ করিয়া দিক্পালগণের পূজা করে, গণেশ, করাল, ভয়ানক, লম্বোদর, নগ্ন,—কৃষ্ণদন্ত-সমুদ্ভব, ও খড়্গহস্ত হইয়া তাহার সম্মুখে আগমন করতঃ বলেন যে, যদি বীর হও তাহা হইলে এই কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ কর। এইরূপ বলার পর যে ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাড়িত হয়, তাহাকে তিনি সশরীরে স্বীয় পদে নীত করেন। ঐ পদে জরা, মৃত্যু ও শোক নাই। তদ্ব্যতীত চিত্রেশ্বরী পীঠেও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।১—১৭। নর মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া আগমোক্ত বিধানে উক্ত পীঠ পূজা করিয়া পশ্চাৎ মহামাংসপূর্ণ কপাল গ্রহণপূর্ব্বক "আমি

সাত্ত্বিকঃ। ততস্ত যাচতে যশ্চ প্রগৃহ্লাতি চ সদ্দ্বিজাঃ। ২০। স তমাদায় নির্য্যাতি যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। হাটকেশ্বরজং লিঙ্গং চিত্রশর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতম্। ২১। তস্ত স্থানস্থ মধ্যস্থো যস্তং পূজয়তে নরঃ। শিবরাত্রৌ নিশীথে চ পুষ্পলক্ষণভক্তিতঃ। সুসিদ্ধিমাপ্নুয়াত্তূর্ণং স শরীরেণ তৎক্ষণাৎ। ২২। সিদ্ধিস্থানানি সর্ব্বাণি তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতানি বৈ। বীরব্রতপ্রযুক্তানাং মানবানাং দ্বিজোত্তমাঃ। ২৩। ঋষয় ঊচুঃ। তামসো যস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সিদ্ধিমার্গো মহামতে। অনর্হো ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং শ্রোত্রিয়াণাং বিশেষতঃ। ২৪। শুদ্ধান্তঃকরণৈঃ সূত ভূতহিংসাবিবর্জ্জিতৈঃ। যথা সম্প্রাপ্যতে মোক্ষো ব্রাহ্মণৈঃ সুচিরাদপি। ২৫। তত্বং ব্রূহি মহাভাগ মোক্ষোপায়ং দ্বিজন্মনাম্। ২৬। সূত উবাচ। রুদ্রৈর্দ্দশভিঃ সংযুক্তমানন্দেশ্বরকং তথা। স্নাত্বা তদগ্রতঃ কুণ্ডে শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা। ২৭। সংসিদ্ধিমাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যো দুর্লভাং ত্রিদশৈরপি। মাঘমাসে নরঃ স্নাত্বা বিশ্বামিত্রহ্রদে নরঃ। ২৮। প্রত্যূষে তিলপাত্রঞ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ২৯। যদ্যপি স্যাদ্দুরাচারঃ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী। সুপর্ণাখ্যস্য দেবস্য পুরতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ৩০। প্রায়োপবেশনং কৃত্বা হ্যুপবাসপরো নরঃ। যস্ত্যজেন্মানবঃ প্রাণান্ স ভূয়োঽভিজায়তে। ৩১। এবং সিদ্ধিত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণানাং হিতাবহম্। সাত্ত্বিকং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ শংসিতং ত্রিদশৈরপি। ৩২। অন্যানি তত্র তীর্থানি দেবতায়তনানি চ। তানি স্বর্গপ্রদান্যাহুর্ম্মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। ৩৩। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্। হাটকেশ্বরদেবস্য সর্ব্বপাতকনাশনম্। ৩৪। যোঽত্র সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বা পশ্যতি ভক্তিতঃ। সর্ব্বাণ্যায়তনান্যেব স পাপোঽপি বিমুচ্যতে। ৩৫। এতৎ খণ্ডং পুরাণস্য প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্। কার্ত্তিকেয়প্রণীতস্য সর্ব্বপাপহরং শুভম্। ৩৬। যশ্চৈতৎ কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। ইহ ভুক্ত্বা সুবিপুলান্ ভোগান্ যাতি ত্রিবিষ্টপম্। ৩৭। সর্ব্বতীর্থেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বদানৈশ্চ যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি শৃণ্বন্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ৩৮। শ্রুত্বা পুরাণমেতদ্ধি জন্মকোটিসমুদ্ভবাৎ। পাতকাদ্বিপ্রমুচ্যেত কুলানামুদ্ধরেচ্ছতম্। ৩৯। ততো ব্যাসঃ পূজনীয়ো

সদ্যসিদ্ধি বিনিময়ে মহামাংস বিক্রয় করিব, যদি কেহ সাত্ত্বিক ক্রেতা থাকে, তাহা হইলে ক্রয় কর" এই কথা বলিলে কোন এক প্রার্থনাকারী তাঁহার ঐ মাংসপূর্ণ কপাল গ্রহণ করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া যেখানে চিত্রশর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বিরাজিত, সেই হাটকেশ্বর তীর্থে লইয়া যায়। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি সে শিবরাত্রির দিন নিশীথে ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্পাদি দ্বারা ঐ চিত্রশর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে সশরীরে সুসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ ক্ষেত্র বীরব্রতী মানবগণের সিদ্ধিস্থান। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যাহা বলিলেন, উহা তামস সিদ্ধিমার্গ; উহা, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেন্দ্রগণের যোগ্য নহে। ভূতহিংসাবিবর্জ্জিত শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি অচিরাৎ যাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, অধুনা আপনি তাহা বলুন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আনন্দেশ্বর নামে দশরুদ্রসমাযুক্ত এক কুণ্ড আছে; শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্মাচরণে ঐ স্থানে স্নান করিলে মর্ত্ত্য দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। নর মাঘমাসে বিশ্বামিত্রহ্রদে স্নান করিয়া প্রত্যূষে ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করিলে সে যদি দুরাচার, সর্ব্বাশী ও সর্ব্ববিক্রয়ীও হয়, তথাপি সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। যে মানব সুপর্ণাখ্য দেবের সম্মুখভাবে প্রায়োপবেশন করিয়া উপবাসে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি ব্রাহ্মণগণের হিতাবহ সাত্ত্বিক সিদ্ধিত্রয় কীর্ত্তন করিলাম। অন্যান্য তীর্থ ও দেবতায়তন যেখানে যাহা আছে, সংশিতব্রত মুনিগণ ঐ সকলকেও স্বর্গপ্রদ বলিয়া থাকেন। এই আমি আপনাদের নিকট সর্ব্বপাপনাশন হাটকেশ্বর দেবের উত্তম ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি এই সকল তীর্থ ও আয়তনে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করে, সে সপাপ হইলেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিকেয়-প্রণীত পুরাণের শুভ সর্ব্বপাপহর এই প্রথমখণ্ড পরিকীর্ত্তিত হইল। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ইহা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে ইহলোকে বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিখিল তীর্থে দানাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া শ্রবণ করিলে মানব তৎফল লাভ করিয়া থাকে। এই পুরাণ শ্রবণ করিলে জন্মকোটি-সমুদ্ভব পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া

বস্ত্রদানাদিভূষণৈঃ। গোভূহিরণ্যনিবাপৈর্দানৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥ ৪০ ॥ তেন সম্পূজিতো ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ। সাক্ষাৎ সত্যবতীপুত্রো যেন ব্যাসঃ সুপূজিতঃ ॥ ৪১ ॥ একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্রব্যং যদ্দত্বা হ্যনৃণী ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ এতৎপবিত্রমায়ুষ্যং ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চিত্রেশ্বরীপীঠক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথাঽন্যে তত্র তিষ্ঠন্তি বসবোঽষ্টৌ দ্বিজোত্তমাঃ। স্থানমেকং সমাশ্রিত্য সর্ব্বদৈব প্রপূজিতাঃ ॥ ১ ॥ একাদশ তথা রুদ্রা আদিত্যা দ্বাদশৈব তু। দেববৈদ্যৌ তথা চাশ্বিনৌ তত্র সংস্থিতৌ ॥ ২ ॥ দেবতাস্তত্র তিষ্ঠন্তি কোটিকোটিপ্রনায়কাঃ। একৈকা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ কলিকালভয়াকুলাঃ ॥ ৩ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে যজ্ঞভাগাপ্তয়ে সদা। অষ্টম্যাং শুক্লপক্ষে তু মধুমাসে ব্যবস্থিতে ॥ ৪ ॥ যস্তান্ বসূন্ শুচির্ভূত্বা স্নাত্বা ধৌতাম্বরো নরঃ। তর্পয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ পশ্চাৎ সম্পূজয়েন্নরঃ ॥ ৫ ॥ বসবস্ত্বাকৃণ্বন্নিতি মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ। নৈবেদ্যঞ্চ ততো দদ্যাদ্বসবশ্ছন্দসাবিতি ॥ ৬ ॥ ততো ধূপং সুগন্ধঞ্চ যো যচ্ছতি সমাহিতঃ। বসবস্ত্বাং জেতু তথা মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ৭ ॥ আরাত্রিকং ততো ভূয়ো যঃ করোতি দ্বিজোত্তমাঃ। বসবস্ত্বাং জেতু তথা শ্রূয়তাং যৎফলং হি তৎ ॥ ৮ ॥ কন্যাভিঃ কোটিভির্যচ্চ পূজিতাভির্ভবেৎফলম্। বসূনাঞ্চৈব তৎসর্ব্বমষ্টভিস্তৈঃ প্রপূজিতৈঃ ॥ ৯ ॥ তথা যে দ্বাদশাদিত্যাস্তস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাঃ। তান্ স্থাপ্য পূজয়িত্বা চ সপ্তম্যামর্কবাসরে। সম্যক্শ্রদ্ধাসমোপেতঃ পুষ্পগন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ১০ ॥ পশ্চাত্তৎপুরতস্তেষাং সমস্তান্যেকবিংশতিঃ। আদিত্যব্রতসংজ্ঞানি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১১ ॥ কোটিদ্বাদশকং যস্তু সূর্য্যাণাং পূজয়েন্নরঃ। তৎফলং প্রাপ্নুয়াৎ কৃৎস্নং পূজয়ন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ তথৈকাদশরুদ্রা যে তত্র ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ। একস্থানে স্থিতাস্তেষাং পূজয়া শ্রূয়তাং ফলম্ ॥ ১৩ ॥ যস্তান্ পূজয়তে ভক্ত্যা স্থাপয়িত্বা সুরেশ্বরান্। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং জপেচ্চ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ১৪ ॥ একাদশপ্রমাণেন কোটয়স্তেন পূজিতাঃ।

স্বীয় শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। অতএব বস্ত্রভূষণ, গো, ভূ, হিরণ্য, নিবাপ দানাদি দ্বারা ভগবান্ ব্যাসের পূজা করা উচিত। এইরূপে সাক্ষাৎ সত্যবতী-নন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সুপূজিত হন। একটী মাত্র অক্ষর—যাহা গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই—যাহা দিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। এই পুরাণ শ্রবণ আয়ুষ্য, ধন্য, স্বস্ত্যয়ণ ও মহৎ। ইহা শুনিয়া লোক সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৮—৪৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবতা, কোটি কোটি প্রাণায়াম, এবং কলিকাল-ভয়াকুল ব্রাহ্মণগণ ঐ হাটকেশ্বরতীর্থে যজ্ঞভাগ লাভার্থ অবস্থিত। নরগণ মধুমাসীয় শুক্লা অষ্টমীতে ঐ স্থানে স্নান করিয়া ধৌতাম্বরযুগল পরিধান করত শুচিভাবে "বসবস্ত্বা কৃণ্বন্" এই মন্ত্রে পূজা, "বসবশ্ছন্দসৌ" এই মন্ত্রে নৈবেদ্য দান, "বসবস্ত্বাং জেতু [তথা]" এই মন্ত্রে ধূপ-গন্ধাদি দান এবং "বসবস্ত্বাং জেতু তথা" এই মন্ত্রে আরাত্রিক করিলে তাহার যে ফললাভ হয়,-তাহা শ্রবণ করুন,—কোটি কন্যা পূজিত হইলে যে ফল লাভ হয়, অষ্ট বসু পূজিত হইলেও সেই ফল লব্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি রবিবার সপ্তমীর দিনে ঐ স্থানে দ্বাদশ আদিত্য সংস্থাপন-পূর্ব্বক পুষ্প-গন্ধানুলেপন দ্বারা ভক্তির সহিত একবিংশতিবার পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন,—পূজক ব্যক্তি দ্বাদশকোটি সূর্য্যপূজার ফললাভ করিয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১—১২। হে দ্বিজগণ! ঐ স্থানে যে একাদশ রুদ্র আছেন, তাহাদের পূজায় যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন,—যাহারা চৈত্রমাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে একাদশ রুদ্র স্থাপন করিয়া ঐ স্থানে পূজা ও শত-

ভবতি নাত্র সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১৫ ॥ যথা তাবশ্বিনৌ তত্র দেববৈদ্যৌ ব্যবস্থিতৌ। আশ্বিনে মাসি সংস্থিতাং পূর্ণিমায়াং তথা তিথৌ ॥১৬॥ যত্নো সম্পূজয়িত্বা তু হ্যশ্বিনীসূতমুচ্চয়েৎ। ত্রিকোটি-গুণিতং পুণ্যং সম্যক্তেন সমাপ্যতে ॥ ১৭ ॥ এতদ্বঃ সর্বমাখ্যাতং মাহাত্ম্যং বসুসম্ভবম্। আদিত্যানাঞ্চ রুদ্রাণামশ্বিনোর্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥ সূত উবাচ। তথান্যোঽপি চ তত্রাস্তি যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিষ্ঠিতঃ। পুষ্পাদিত্য ইতি খ্যাতঃ সর্বকামপ্রদো নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥ যো যং কামমভিধ্যায় তং পূজয়তি মানবঃ। স তং কৃৎস্নমবাপ্নোতি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ২০ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রান্ ধনার্থী ধনমপ্নুয়াৎ। বহুবৈরো-হরিনাশঞ্চ বিদ্যার্থী শাস্ত্রবিদ্ভবেৎ ॥ ২১ ॥ সপ্তম্যা-মর্কবারেণ যস্তং পশ্যতি মানবঃ। মুচ্যেদ্দিনোদ্ভবাৎ পাপান্মহতোঽপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২২ ॥ পূজয়া হি প্রণশ্যেত পাপং বর্ষসমুদ্ভবম্। নাশং যাতি ন সন্দেহস্তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ২৩ ॥ অষ্টোত্তরশতং চৈব যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্ ॥ কলহস্তঃ স মুচ্যেত হ্যাজন্মমরণাদঘাৎ ॥ ২৪ ॥ প্রদক্ষিণাং প্রকুর্বাণো যো যং কামমভীপ্সতি। স তমাপ্নোত্যসন্দিগ্ধং নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ সংক্রান্তৌ সূর্য্যবারেণ যঃ কুর্য্যাৎ স্নাপনক্রিয়াম্। অভীষ্টং সিধ্যতে তস্য মেষে বা যদি বা তুলে ॥ ২৬ ॥ তস্মিন্ সর্বপ্রযত্নেন বাঞ্ছিতৈরীপ্সিতং ফলম্। স দেবো বীক্ষণীয়শ্চ পূজনীয়ো বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ যদ্দেবৈঃ সকলৈর্দৃষ্টৈশ্চমৎকার-পুরোদ্ভবৈঃ। ফলমাপ্নোতি তদ্দৃষ্টৌ তেন তৎ-ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। যাজ্ঞবল্ক্যেন দেবোঽসৌ যদি তাবৎ প্রতিষ্ঠিতঃ। পুষ্পাদিত্যঃ কথং প্রোক্ত এতন্নো বক্তুমর্হসি ॥ ২৯ ॥ সূত উবাচ। অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি চেতিহাসং পুরাতনম্। পুষ্পাদিত্যো যথা জাতো যাজ্ঞবল্ক্য-প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩০ ॥ অস্ত্যত্র মেদিনীপৃষ্ঠে সুপুরং বৈদিশং মহৎ। নানাসৌধসমাকীর্ণং বপ্রপ্রাকার-শোভিতম্ ॥ ৩১ ॥ উদ্যানশতসঙ্কীর্ণং তড়াগৈরুপ-শোভিতম্। তত্রাসীৎ পার্থিবশ্রেষ্ঠশ্চিত্রবর্ম্মেতি বিশ্রুত. ॥ ৩২ ॥ ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্ন চ চৌর-কৃতং ভয়ম্। তস্মিন্শাসতি ধর্মজ্ঞে সততং ধর্ম্ম-বৎসলে ॥ ৩৩ ॥ তৎপুরে ক্ষত্রিয়ো জাত্যা মণিভদ্র ইতি স্মৃতঃ। স বৈ ধনেন সংযুক্তঃ পিতৃপৈতামহেন চ ॥ ৩৪ ॥ তৎপুরং সকলং চৈব স রাজা মন্ত্রিভিঃ

রুদ্রিয় জপ করে, তাহারা একাদশ কোটি রুদ্রপূজার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ স্থানে যে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় আছেন, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় তাঁহাদিগের পূজা করিলে ত্রিকোটিগুণিত পূজার ফল লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই আমি আপনাদের নিকট বসু, আদিত্য, রুদ্র, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। সূত বলিলেন,—আরও ঐ স্থানে যাজ্ঞবল্ক্য-প্রতিষ্ঠিত পুষ্পাদিত্য নামে এক নরগণের সর্বকামপ্রদ দেবতা আছেন। যে যাহা কামনা করিয়া ঐ দেবের পূজা করে, দুর্লভ হইলেও সে তাহা প্রাপ্ত হয়। অপিচ সে অপুত্র হইলে পুত্র, ধনার্থী হইলে ধন, বহুবৈর হইলে নির্বৈরতা এবং বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে মানব রবিবার সপ্তমীর দিন ঐ দেবকে দর্শন করে, সে দিনোদ্ভব মহৎ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। আর পূজা করিলে সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় তাহার বর্ষসমুদ্ভব পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে মানব কলহস্তে একশত আট বার ঐ দেবকে প্রদক্ষিণ করে, সে আজন্ম-মরণ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। আর ঐ ব্যক্তি যদি বিকাম হয়, তাহা হইলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে জন ভানু মেষ বা তুলারাশি প্রাপ্ত হইলে রবিবার সংক্রান্তিতে ঐ স্থানে স্নাপন-ক্রিয়া করে, তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইয়া থাকে। বাঞ্ছিতফলৈষী ব্যক্তির তত্রত্য দেব পূজনীয় ও বীক্ষণীয়; যে হেতু চমৎকার-পুরস্থিত যাবতীয় দেবতা দেখিলে যে ফল হয়, আর উক্ত দেবকে দর্শন করিলেও সেই ফল লব্ধ হইয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ঐ দেব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নাম পুষ্পাদিত্য হইল কি প্রকারে, ইহা আপনি আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! যে প্রকারে এই যাজ্ঞবল্ক্য-প্রতিষ্ঠিত দেব পুষ্পাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহার ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ স্থানে বিদিশা-নাম্নী এক নগরী ছিল. ঐ নগরী নানাসৌধসমাকীর্ণ, বপ্র-প্রাকার-শোভিত, উদ্যানশতসঙ্কীর্ণ ও বহু তড়াগে উপশোভিত ছিল। ঐ নগরীতে চিত্রবর্ম্মা নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, চৌর-ভয়, এ সকল কিছুই ছিল না। এই নগরে মণিভদ্র নামে এক ক্ষত্রিয় ছিল। কোন

নহ। কুসীদাদ্ধতবিত্তেন বর্ত্ততে কার্য্য উত্থিতে। ৩৫। স চ কায়েন কুব্জঃ জরাব্যাপ্ততথৈব চ। বলীপলিতগাত্রশ্চ হ্যত্যন্তক বিরূপধৃক্। ৩৬। তথা চৈব কুকীনাশঃ প্রভূতেহপি ধনে সতি। ন দদাতি স পাপাত্মা কর্হিচিৎ কিঞ্চিদেব হি। ন ভক্ষয়তি ক্ষুধার্ত্তঃ স্বয়মেব কথঞ্চন। ৩৭। এবংবিধোহপি সোহতীব বিরূপোহপি সুদুর্মতিঃ। প্রার্থয়ামাস বৈ কন্যাং ক্ষত্রাত্যাং বীক্ষ্য সুন্দরীম্। ৩৮। বিম্বোষ্ঠীং চারুদেহাঞ্চ মুষ্টিগ্রাহ্যকৃশোদরীম্। পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং গূঢ়গুল্ফাং সুকেশিকাম্। ৩৯। রক্তাং সপ্তসু গাত্রেষু ত্রিগম্ভীরাং তথা পুনঃ। সর্বলক্ষণসম্পূর্ণাং জাতীয়াং সুমনোরমাম্। ৪০। ক্ষত্রিয়া-দ্বিজশার্দ্দুলা দরিদ্রেণ চ পীড়িতাৎ। তেন তৎসকলং বৃত্তং ভার্য্যায়ৈ সন্নিবেদিতম্। ৪১। তচ্ছ্রুত্বা সা চ দুঃখেন মূর্চ্ছিতা সম্বভূব হ। সম্বোধিতা ভতস্তেন বাক্যৈর্দৃষ্টান্তসম্ভবৈঃ। ৪২। ক্ষত্রিয় উবাচ। ন সা বিদ্যা ন তচ্ছিল্পং ন তৎকার্য্যং ন সা কলা। অর্থার্থিভির্ন তজ্জ্ঞানং ধনিনাং যন্ন দীয়তে। ৪৩। ইহ লোকে চ ধনিনাং পরোহপি স্বজনায়তে। স্বজনোহপি দরিদ্রাণাং কার্য্যার্থে দুর্জ্জনায়তে। ৪৪। অর্থেভ্যো হি বিবৃদ্ধেভ্যঃ সংভৃতেভ্যস্ততস্ততঃ। প্রবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ পর্ব্বতেভ্যো যথাপগাঃ। ৪৫। পূজ্যতে যদপূজ্যোহপি যদগম্যোহপি গম্যতে। বন্দ্যতে যদবন্দ্যোহপি স প্রভাবো ধনস্য সঃ। ৪৬। অশনাদিন্দ্রিয়াণীব স্যুঃ কার্য্যাণ্যখিলানি হ। সর্ব্বমর্থং কারণান্বিতং সর্ব্বসাধনমুচ্যতে। ৪৭। অর্থার্থী জীবলোকোহয়ং শ্মশানমপি সেবতে। জনিতারমপি ত্যক্ত্বা নিঃস্বঃ সংযাতি দূরতঃ। ৪৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে মাণিভদ্রবৃত্তান্তবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদুত্তরশততমো-হধ্যায়ঃ। ১৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং সম্বোধিতা তেন সা ভার্য্যা বিজনে গতা। কন্যাপ্রদানস্য রুচিঃ সঞ্জাতা তদনন্তরম্। ১। ততঃ সম্পাদ্য প্রক্ষাল্য মণিভদ্রস্য সত্বরম্। উদকং সাক্ষতং হস্তে কন্যাদানকৃতে দদৌ।

বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত নগরে কুসীদ আহরণ করিতেন। মণিভদ্র পিতৃ-পৈতামহধনে ধনী। সে কুব্জ, জরাব্যাপ্তদেহ, বলি-পলিতগাত্র, বিরূপ ও অত্যন্ত নীচ-প্রকৃতি ছিল। সে কখন কাহাকেও কিঞ্চিন্মাত্রও দান করিত না; এবং ক্ষুধিত হইলেও সে খাইত না। হে দ্বিজশার্দ্দূল-গণ! একদা এই কুরূপ দুর্মতি কোন এক দারিদ্র্যপীড়িত ক্ষত্রিয়ের সুন্দরী কন্যা দেখিয়া তাহার নিকট ঐ কন্যা প্রার্থনা করে। কন্যাটী বিম্বোষ্ঠী, চারুদেহা, মুষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারা যায়, এরূপ কৃশোদরী পদ্মপত্রবিশালাক্ষী, গূঢ়গুল্ফা, সুকেশী রক্তসপ্ত-গাত্রা, ত্রিগম্ভীরা, সুমনোহরা ও সুলক্ষণা। কন্যার পিতা তাহার ভার্য্যাকে কন্যাপ্রার্থীর সমস্ত বার্ত্তা জানাইলে ভার্য্যা তৎশ্রবণে দুঃখে মূর্চ্ছিতা হইল। অনন্তর ক্ষত্রিয় এইরূপ দৃষ্টান্তবাক্যে ভার্য্যাকে প্রবোধিত করিতে লাগিল যে, অর্থার্থী ব্যক্তি ধনীকে যদি দান না করে, তাহা হইলে তাহার বিদ্যা বিদ্যা নয়, শিল্প শিল্প নয়, কার্য্য কার্য্য নয়, কল কল নয়, এবং জ্ঞানও জ্ঞানপদ-বাচ্য নহে। পরও ধনী ব্যক্তির নিকট স্বজনের ন্যায় হইয়া থাকে। আর স্বজন ব্যক্তিও দরিদ্রদিগের কার্য্যকালে দুর্জ্জনবৎ ব্যবহার দেখায়। পর্ব্বত হইতে আপগা-নিঃসরণের ন্যায় বর্দ্ধিত সংরক্ষিত অর্থ হইতে কার্য্য সকল ঝটিতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। অর্থ থাকিলে অপূজ্য ব্যক্তিও পূজিত, অসাক্ষাৎকরণীয়ও সাক্ষাৎকরণীয় এবং অবন্দনীয় ব্যক্তিও বন্দনীয় হইয়া থাকে; অর্থের এরূপই প্রভাব। দেখ, অর্থ হইতেই আহার; আর আহার হইতেই ইন্দ্রিয় ও নিখিল কার্য্যসকল সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্যই অর্থ সকল কার্য্যেই প্রয়োজন হয় এবং উহা সকল কর্ম্মেরই সাধন। অর্থার্থী ব্যক্তি শ্মশা-নের ন্যায় সংসার-সেবা করিয়া থাকে, এব জনককেও পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ৩৩—৪৮।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! কন্যার পিতা নির্জ্জনে কন্যার মাতাকে এইরূপে সম্বোধিত করিলে কন্যাদানে তাহার রুচি হইল। তখন কন্যার পিতা সত্বর মণিভদ্রের পাদপ্রক্ষালন করাইয়া দিয়া কন্যাদান করিবার নিমিত্ত তাহার হস্তে সাক্ষত

২। সোঽপি হস্তকৃতে তোয়ে তং ক্ষত্রিয়মুবাচহ। অদ্যৈব কুরু মে শীঘ্রং বিবাহং কন্যয়া সহ। ৩। যস্মাদিচ্ছামি সুস্থাতুং তেন তে গৃহমাগতঃ। ক্ষত্রিয় উবাচ। নাত্র নক্ষত্রমর্হং তু ন কিঞ্চিদ্ভগদৈবতম্। ৪। বিবাহস্য ন বারস্ত প্রসুপ্তে মধুসূদনে। অস্মিন্ কালে তু সম্প্রাপ্তে যা কন্যা পরিণীয়তে। ৫। সা চ সংবৎসরান্মধ্যে ধ্রুবং বৈধব্যমাপ্নুয়াৎ। এবং দৈবজ্ঞমুখ্যানাং শ্রুতং প্রবদতাং ময়া। ৬। তস্মা-চ্চুত্তে তু সম্প্রাপ্তে নক্ষত্রে ভগদৈবতে। ত্বং বিবাহয় মে কন্যাং প্রোত্থিতে মধুসূদনে। যেন ক্ষেমঙ্করী তে স্যাত্তথা পুত্রপ্রপৌত্রিণী। ৮। মণিভদ্র উবাচ। নক্ষত্রং বহ্নিদৈবত্যং প্রসুপ্তো মধুসূদনঃ। ৮। সাম্প্রতং বৎসরান্তোঽয়ং বিবাহে বিহিতে সতি। কামাগ্নিরুত্থিতঃ কায়ে সাম্প্রতং মাং প্রবা-ধতে। ৯। তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে কন্যাবিব-হিতেন তু। তব বিত্তং প্রদাস্যামি সুখী যেন ভবিষ্যসি। ১০। সূত উবাচ। তস্মাচ্চ বিত্ত-লোভেন ক্ষত্রিয়ো দ্বিজসত্তমাঃ। বিবাহং কারয়া-মাস তৎক্ষণাদেব স দ্বিজাঃ। ১১। দদৌ কন্যাং সুদুঃখার্তামশ্রুপূর্ণেক্ষণাং স্থিতাম্। সন্নিধৌ বহ্নিবি-প্রাণাং তদা তেন বিবাহিতা। ১২। নীতা নিজ-গৃহং পশ্চাৎ কামধর্ম্মে নিযোজিতা। অনিচ্ছন্তী-মপি সতীং তামতীব নিরর্গলঃ। ১৩। সোঽপি নিষ্কামতাং প্রাপ্য নির্ভর্ৎস্য চ মুহুর্মুহুঃ। অবিকাভির-নেকাভিস্তাপয়িত্বা চ ভামিনীম্। ১৪। শান্তিং নীতা ততস্তেন প্রত্যুষে সমুপস্থিতে। ভৃত্যবর্গঃ সম-স্তোঽপি ততো নিঃসারিতো গৃহাৎ। ১৫। ঈর্ষ্যা-ধর্ম্মং সমাস্থায় পরমং দ্বিজসত্তমাঃ। এক এব কৃতস্তেন দ্বারপালো নপুংসকঃ। ১৬। প্রোক্তং ন চ ত্বয়া দেয়ঃ প্রবেশোঽত্র গৃহে মম। ভৃত্যস্য ভিক্ষুকস্যৈব বৃদ্ধস্য ব্রতিনস্তথা। ১৭। এবং কৃত্বা বিধানং তু ততশ্চক্রে জনৈঃ সমম্। ব্যবহারক্রিয়াঃ সর্ব্বা দ্রব্যলক্ষৈঃ সহস্রশঃ। ১৮। শ্বশুরস্যাপি নো দত্তং কিঞ্চিত্তেন দুরাত্মনা। ভার্য্যায়াঃ শ্বেতবস্ত্রাণি মুক্তান্যন্নৈব কিঞ্চন। ১৯। যামদ্বয়েঽপি সম্প্রাপ্তে দিনস্য গৃহমাগতঃ। মিতমন্নং ততস্তস্যা ভোজ-নার্থং প্রযচ্ছতি। ২০। যাবন্মাত্রঞ্চ সা ভুঙ্ক্তে একবিপ্রান্বিতঃ স্বয়ম্। ভুক্ত্বা চৈব ততো যাতি ব্যবহারকৃতে বহিঃ। ১১। আগচ্ছতি পুনর্হর্ম্ম্যং

উদক দান করিল। হস্তে জল প্রদত্ত হইলে মণি-ভদ্র কন্যার পিতাকে বলিল,—অদ্যই আমার সহিত কন্যার বিবাহ দাও; যে হেতু আমি তোমার গৃহে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কন্যার পিতা বলিল,—এখন বিবাহের উপযুক্ত ভগদৈবত নক্ষত্র, ও বার নহে; বিশেষতঃ এখন মধুসূদন প্রসুপ্ত অর্থাৎ তিনি শয়নে আছেন। এই সময়ে যে কন্যা পরিণীতা হয়, সে সংবৎসর মধ্যে বিধবা হইয়া থাকে। এ কথা আমি দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি। অতএব তুমি মধুসূদন উত্থিত হইলে অর্থাৎ বিষ্ণুর উত্থান কালে ভগদৈবত নক্ষত্রে বিবাহ করিবে। ইহাতে এই কন্যা তোমার ক্ষেম-ঙ্করী হইয়া পুত্র-পৌত্র বর্দ্ধন করিবে। মণিভদ্র বলিল,—নক্ষত্র ভগদৈবত নহে, মধুসূদন প্রসুপ্ত; সম্প্রতি বৎসরের শেষ, এখন বিবাহ করিলে ইত্যাদি বলিতেছ বটে; কিন্তু সম্প্রতি কামাগ্নি যে আমার কায়ে উত্থিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে? অতএব কন্যার বিবাহ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত কর; আমি তোমাকে অর্থ প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করিয়া সুখী হইবে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজ-সত্তমগণ! কন্যার পিতা তখন অর্থলোভে তৎক্ষণাৎ কন্যার বিবাহ দিল। সে বহ্নি-বিপ্রের সমক্ষে অশ্রুপূর্ণেক্ষণা দুঃখার্ত্তা কন্যাকে সম্প্রদান করিল। অনন্তর জামাতা নব বধূকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া অনর্গল কামধর্ম্মে নিয়োজিত করিল। কিন্তু বধূ তাহাতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে মণিভদ্র নিষ্কামতা প্রাপ্ত হইয়া বধূকে বার বার ভর্ৎসনা করত যে সকল নারী নববধূদিগকে সন্ত্বনা দান করে, তাহাদের দ্বারা তাহাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। সে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ভৃত্যবর্গকে গৃহ হইতে নিঃসারিত করিল, গৃহে কেবল একজন মাত্র নপুংসক দ্বারপাল মাত্র থাকিল। দ্বারপালকে সে বলিয়া দিল যে, ভিক্ষুক, বৃদ্ধ, ব্রতী প্রভৃতি কাহাকেও তুমি বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিও না। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সে লক্ষ লক্ষ দ্রব্যের ব্যবহার ক্রিয়া করিতে লাগিল। ১—১৮। ঐ দুরাত্মা শ্বশুরকে কিন্তু কিছুই দিল না। স্বীয় ভার্য্যাকেও একখানি সাদা কাপড় ব্যতীত আর কিছুই সে দেয় নাই। সে ব্যবহারক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বেলা দ্বিতীয় প্রহরে বাড়ী আসিয়া কেবল পরিমিত অতি অল্প মাত্র অন্ন বধূকে খাইতে দিত, বধূ তাহাই মাত্র খাইত। তখন সে স্বয়ং একটী ব্রাহ্মণের সঙ্গে আহার করিয়া পুন-রায় ব্যবহার কার্য্যের জন্য বাহিরে যাইয়া পুনরায়

সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে। সাপি তিষ্ঠতি হর্ম্যস্থা পত্নী তস্য দুরাত্মনঃ॥ ২২। বৈরাগ্যং পরমং প্রাপ্তা দুঃখশোকসমন্বিতা। মৎসীব পতিতা তোয়াদন্তশ্চিংস্থ স্থলাস্তিকে। ২৩। চক্রবাকী বিযুক্তেব সম্প্রাপ্তে দিবসক্ষয়ে। হংসী হংসবিযুক্তেব মৃগীব মৃগবর্জ্জিতা। ২৪। সোঽপি নিত্যং দদৌ ভোজ্যং বিপ্রস্যৈকস্য চ দ্বিজাঃ। প্রোচ্য তং ব্রাহ্মণং পূর্ব্বং সাবপূর্ব্বমিদং বচঃ। ২৫। অধোবক্ত্রেণ ভোক্তব্যং সদা বিপ্র গৃহে মম। যদি পশ্যসি মে ভার্য্যাং সম্প্রাপ্স্যসি বিড়ম্বনাম্। ২৬। এবং বিড়ম্বিতাস্তেন হ্যূর্দ্ধবক্ত্রাবলোকিনঃ। যে চান্যে ভয়সন্ত্রস্তা ন যান্তি চ তদালয়ম্। ২৭। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পুষ্পো নাম দ্বিজোত্তমঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সম্প্রাপ্তস্তৎপুরং প্রতি। ২৮। পূর্ব্বে বয়সি সংস্থশ্চ দর্শনীয়তমাকৃতঃ। ক্ষুৎক্ষামঃ সুপরিশ্রান্তো মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে। ২৯। পরিভ্রমতি বৈ নৃণাং স গৃহাণি সমন্ততঃ। মণিভদ্রঃ সমাদিষ্টস্তস্য কেনাপি ভোজ্যদঃ। ৩০। ততস্তং প্রার্থয়ামাস গত্বা ভোজ্যঞ্চ স দ্বিজাঃ। তেনাপি স দ্বিজঃ প্রোক্তস্তদাসৌ দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩১। অধোবক্ত্রেণ ভোক্তব্যং ত্বয়া বীক্ষ্যা ন মে প্রিয়া। নো চেদ্বিড়ম্বনাং বিপ্র সম্প্রাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ। ৩২। এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগ যৎ ক্ষেমং তৎসমাচর। ৩৩। পুষ্প উবাচ। ক্ষুৎক্ষামস্য ন মে কার্য্যং পরদারবিলোকনৈঃ। বেদাধ্যয়নযুক্তস্য তীর্থযাত্রারতস্য চ। ৩৪। মণিভদ্র উবাচ। তদাগচ্ছ ময়া সার্দ্ধং সাম্প্রতং মম মন্দিরম্। বিশেষাত্তব দাস্যামি ভোজনং দক্ষিণান্বিতম্। ৩৫। এবং তৌ সংবিদং কৃত্বা যযতুর্ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। হট্টমার্গে গতৌ তত্র যত্র ষণ্ঢো ব্যবস্থিতঃ। ৩৬। তৎপার্শ্বে ব্রাহ্মণং ধৃত্বা প্রবিষ্টো গৃহমধ্যতঃ। ভার্য্যয়া শ্রপয়ামাস ধান্যং মানমিতং তদা। ৩৭। ততো দেবার্চ্চনং কৃত্বা বৈশ্বদেবান্ত আগতম্। পুষ্পমাহূয় তৎপাদৌ প্রক্ষাল্য চ নিবেশ্য চ। ৩৮। কৃত্বার্চ্চনবিধিং তস্য দত্বান্নঞ্চ সুসংস্কৃতম্। উপবিশ্য ততঃ পশ্চাদ্ভোজনার্থং ততো দ্বিজাঃ। পুষ্পোঽপি বীক্ষতে তস্যাঃ পাদৌ পঙ্কজসন্নিভৌ। ৩৯। যথাযথা স কৌতুক্যাদ্বীক্ষতে যৌবনাশ্রিতঃ। কৌতুক্যাত্তেন চ ততস্তস্যা বক্ত্রং

সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। বধুটী স্থলগতা মৎসী, রাত্রিকালের চক্রবাকী, মৃগবিযুক্তা মৃগী ও হংসরহিতা হংসীর স্থায় দুঃখ-শোকে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া একাকিনী গৃহে অবস্থান করিত। ক্ষত্রিয় প্রতিদিন একটী বিপ্রকে ভোজন করাইত। সে প্রথমে ব্রাহ্মণকে বলিত,—বিপ্র! আমার গৃহে অবনতবদনে ভোজন করিবে; যদি আমার ভার্য্যাকে দর্শন কর, তাহা হইলে বিড়ম্বিত হইবে। উর্দ্ধবদনে ভোজনকারী অনেক বিপ্রকে সে বিড়ম্বিত করিয়া তাড়িত করিয়াছিল। যাহারা তাড়িত হইয়াছিল, তাহারা ভয়ে আর তাহার বাড়ীতে যাইত না। একদা পুষ্পনামক এক ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঐ নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই ব্রাহ্মণ যুবক ও দর্শনীয়াকৃতি। ইনি ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহে গৃহে গমন করিতে থাকিলে কোন এক নাগরিক তাঁহাকে বলিয়া দিল যে, আপনি মণিভদ্র ক্ষত্রিয়ের বাড়ী গমন করুন, তিনি লোকজনকে ভোজন প্রদান করেন। এই কথানুসারে ব্রাহ্মণ মণিভদ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করিলে মণিভদ্র প্রথমে বলিল —তুমি অধোবদনে ভোজন করিবে, আমার প্রিয়াকে দেখিতে পাইবে না। ইহার অন্যথা করিলে বিড়ম্বিত হইবে, সংশয় নাই। ইহা বুঝিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। পুষ্প বলিল,—আমি ক্ষুৎক্ষাম, বেদাধ্যয়নযুক্ত, তীর্থযাত্রানিরত; আমার পরদার অবলোকনে প্রয়োজন কি মহাশয়? মণিভদ্র বলিল,—তবে আমার সঙ্গে এস। উত্তমরূপে দক্ষিণার সহিত তোমাকে ভোজন প্রদান করিব। ১৯—৩৫। এইরূপ নির্ব্বাচনের পর তাঁহারা উভয়ে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে মণিভদ্রের গৃহদ্বারে যেখানে নপুংসক দ্বারবান্ উপবিষ্ট, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মণিভদ্র ব্রাহ্মণকে দ্বারবানের নিকট বসিতে বলিয়া গৃহম প্রবেশ করিল। গৃহে যাইয়া সে মানমিত ধান্য স্ত্রীকে পাক করিতে বলিল। এ দিকে সে নিজে বৈশ্বদেব কর্ম্ম সমাপন করিয়া বৈশ্বদেবান্তে আগত অতিথি পুষ্পকে আহ্বান করত তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া গৃহমধ্যে উপবেশন করাইল। উপবেশন করাইয়া পরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজনার্থ প্রদান করিল। মণিভদ্রের পত্নী অন্ন পরিবেশন করিতেছিল। হে দ্বিজগণ! এই সময় পুষ্প ভোজনে বসিয়া ঐ যুবতীর পঙ্কজ-সন্নিভ পা-দুখানি একবার দেখিলেন। যৌবনাশ্রিত পুষ্প কৌতুকবশতঃ পা-দুখানি দেখিয়াই

নিরীক্ষিতম্ ॥ ৪০ ॥ ততশ্চাকারয়ামাস মণিভদ্রঃ প্রকোপতঃ। তং ষণ্ডমুক্তবান্ জারং স্বমেনঞ্চ বিড়ম্বয় ॥ ৪১ ॥ ততস্তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স পুষ্পো মূর্দ্ধ্নি তাড়িতঃ ॥ ৪২ ॥ অধো নিপতিতং ভূমৌ রুধিরেণ পরিপ্লুতম্। চরণাভ্যাং সমাকৃষ্য দূতো মার্গং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪৩ ॥ যাবচ্চতুষ্পথং নীতো যত্র সঞ্চরতে জনঃ। হাহাকারো মহানাসীত্তস্মিন্ পুরবরে তদা ॥ ৪৪ ॥ সর্ব্বেষামেব পৌরাবাণাং তদবস্থং বিলোক্য তম্। ততোঽন্যৈঃ শীততোয়েন সোঽভিষিক্তো দয়ান্বিতৈঃ ॥ ৪৫ ॥ কৃত্বা বায়ুপ্রদানঞ্চ গমিতশ্চেতনাং প্রতি। স প্রাপ্য চেতনাং কৃচ্ছ্রাত্ততো-য়াত্তানথাব্রবীৎ ॥ ৪৬ ॥ ন ময়া বিহিতং চৌর্য্যং পরদারা ন সেবিতাঃ। পশ্যধ্বং মণিভদ্রেণ যথাঽহং ক্লেশিতো জনাঃ ॥ ৪৭ ॥ তীর্থযাত্রাপরো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণঃ। ভোজনার্থং সমামন্ত্র্য নীতোঽবস্থামিমাং ততঃ ॥ ৪৮ ॥ কিং নাস্তি বাত্র ভূপালো যেনৈতদসমঞ্জসম্। ব্রাহ্মণস্তু বিশেষেণ নির্দ্দোষস্তু মহাজনাঃ ॥ ৪৯ ॥ জনা উচুঃ। বহবস্তেন পাপেন বিপ্রাঃ পূর্ব্বং বিড়ম্বিতাঃ। রাজপ্রসাদযুক্তেন চৌর্য্যং প্রাপ্য শরীরিণা ॥ ৫০ ॥ কোঽপি রাজপ্রসাদায় কিঞ্চিদ্বক্তুং তেঽস্য সম্মুখম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ গচ্ছামো দাস্যামস্তেঽশনং বয়ম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মণিভদ্রকৃতপুষ্পব্রাহ্মণবিড়ম্বনবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না ; সে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মুখ দেখিয়া ফেলিল। এদিকে তখন মণিভদ্র কোপে অধীর হইয়া "দ্বারবান দ্বারবান্" করিয়া হাঁকারিয়া উঠিল। তাহার হাঁকরানি শুনিতে পাইয়া দ্বারবান্ প্রভুসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। মণিভদ্র বলিল,—তুমি এই জারকে (উপপতিকে) বিষমরূপে প্রহার দাও। এই কথা বলিবামাত্র দ্বারবান্ পুষ্পের মস্তকে তাড়না করিল। প্রহারের চোটে ব্রাহ্মণ রুধিরাপ্লুত দেহে ভূমিতলে পতিত হইল। তখন নৃশংস দ্বারবান্ পদাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে রাজমার্গে উপনীত করিল। পৌরগণ তদ্দর্শনে হাহাকার করিতে লাগিলেন। কতিপয় কারুণিক লোক জল আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি চেতন লাভ করিলেন। চেতনালাভ করিয়া গমনকারী জনগণকে বলিতে লাগিলেন যে, হে জনগণ! তোমরা দেখ, আমি চৌর্য্য বা পরদারদূষিত করি নাই। তথাপি মণিভদ্র আমায় প্রহার করিল। আমি তীর্থযাত্রা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য-নিরত, ভোজন করাইবার জন্য আনয়ন করিয়া মণিভদ্র আমায় এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত করিল। এই স্থান কি অরাজক ; যেহেতু এখানে এরূপ অন্যায় আচরণ অনুষ্ঠিত হইল? আমি ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার নির্দ্দোষ। জনগণ বলিল,—হে ব্রাহ্মণ! এই পাপাত্মা রাজ-প্রসাদ লাভ করিয়া পূর্ব্বেও বহু বিপ্রকে এইরূপ বিড়ম্বিত করিয়াছে। রাজার ভয়ে ইহার সম্মুখে কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। অতএব আপনি গাত্রোত্থান করুন ; আমরা আপনাকে ভোজন প্রদান করিব। ৩৬—৫১।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং সম্বোধিতস্তৈস্তু লোকৈঃ পুষ্পস্তদা দ্বিজাঃ। তানব্রবীত্ততঃ ক্রুদ্ধো ন করিষ্যামি ভোজনম্ ॥ ১ ॥ যাবন্ন চাস্য পাপস্য করিষ্যামি প্রতিক্রিয়াম্। তদ্বদধ্বং মহাভাগা দেবো বা দেবতাথবা ॥ ২ ॥ তথান্যে সিদ্ধমন্ত্রা বা সদ্যঃ প্রত্যয়কারকাঃ। আরাধিতা যথা সদ্যো মানুষাণাং বরপ্রদাঃ ॥ ৩ ॥ জনা উচুঃ। একো দেবঃ স্থিতশ্চাত্র সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ। তথৈকা দেবতা চাত্র শ্রূয়তে জগতীতলে ॥ ৪ ॥ পুষ্প উবাচ। কোঽসৌ দেবঃ কিয়দ্দূরে কস্মিন্

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণপুত্র তখন জনগণ কর্ত্তৃক সম্বোধিত হইয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—না, আমি যতক্ষণ না এই পাপাত্মার দুষ্কর্ম্মের প্রতিকার করিতেছি, ততক্ষণ আমি ভোজন করিব না। আপনারা বলুন, কোন্ দেব, দেবী, বা সিদ্ধমন্ত্র আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী হইবে? যাঁহারা আরাধিত হইয়া সদ্যই বর প্রদান করিবেন। জনগণ বলিলেন,—আমরা শুনিয়াছি যে, এক দেব ও এক দেবী এই ভূখণ্ডে সদ্যঃ প্রত্যয়কারক আছেন। পুষ্প বলি-

স্থানে ব্যবস্থিতঃ। তথা চ দেবতা জ্ঞাত দয়াং কৃত্বা মমোপরি। ৫। জনা ঊচুঃ। চমৎকারপুরে সূর্য্যো যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিষ্ঠিতঃ। অস্তি বিপ্র শ্রুতোঽস্মাভিঃ সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ। ৬। সূর্য বারেণ সপ্তম্যাং ফলহস্তঃ প্রদক্ষিণাম্। যঃ করোতি নরস্তস্য হ্যষ্টোত্তরশতং দ্বিজ। ৭। তস্য সিদ্ধিপ্রদঃ সম্যঙ্মনসা বাঞ্ছিতং দদেৎ। তথান্যা শারদা নাম দেবী কাশ্মীরসংস্থিতা। ৮। উপবাসকৃতেরেব সাপি সিদ্ধিপ্রদায়িনী। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং জনানাং স দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৯। সমুদ্দিশ্য চমৎকারং তস্মাৎ স্থানাত্ততঃ পরম্। চমৎকারপুরং প্রাপ্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবাসরে। ১০। তত্রাগত্য ততঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। গতঃ সন্তিষ্ঠতে যত্র যাজ্ঞবল্ক্যকৃতো রবিঃ। ১১। ততঃ প্রদক্ষিণাঃ কৃত্বা অষ্টোত্তরশতং মিতাঃ। নারিকেলানি চাদায় শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। ১২। ততঃ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠঃ স পরিশ্রান্তস্তদগ্রতঃ। উপবিষ্টো জপং কুর্ব্বন্ সূর্য্যেষ্টৈঃ স্তবনৈস্তদা। ১৩। মণ্ডলব্রাহ্মণাদ্যৈশ্চ তারং স্বর মুপাশ্রিতঃ। সপ্তযুঞ্জরবাদ্যৈশ্চ অগ্নিরেবেতি ভক্তিতঃ। ১৪। আদিত্যব্রতসংজ্ঞাদ্যৈঃ সার্ম্মভিদৃঢ়ভক্তিভাক্। ক্ষুরিকামন্ত্রপূর্ব্বৈশ্চ তথৈবাথর্ব্বণোদ্ভবৈঃ। ১৫। যাবদস্তোঽর্কবারস্ত নৈব তুষ্টো দিবাকরঃ। পৌর্ণমাসীদিনে প্রাপ্তে বৈরাগ্যং পরমং গতঃ। ১৬। ততঃ পুণ্যো বিধায়াথ স্নানং ধৌতাম্বরঃ শুচিঃ। ভূনাম্না সাধ্য ভূমিঞ্চ স্থণ্ডিলার্থং দ্বিজোত্তমাঃ। ১৭। স্থণ্ডিলং হস্তমাত্রঞ্চ স্থণ্ডিলে প্রত্যকল্পয়ৎ। অগ্নিমীলেতিমন্ত্রেণ ততোঽগ্নিং স নিধায় চ। ১৮। তৃণৈঃ পরিস্তৃণামীতি কৃত্বোপস্তরণং ততঃ। আব্রহ্মন্নিতি মন্ত্রেণ দত্বা ব্রহ্মাসনং ততঃ। ১৯। সুত্রামাণমিতি প্রোচ্য সমিধঃ স্থাপনঞ্চ যৎ। প্রোক্ষণীপাত্রমাসাদ্য প্রোক্ষণং কৃতবাংস্ততঃ। পাত্রাণামথ সর্ব্বেষাং স্রুবাদীনাং, যথাক্রমম্। ততঃ প্রকল্পয়ামাস হবিঃস্থানে নিজাং তনুম্। ২১। স্বায়ং তু দেবতাস্থানে স আচার্য্যবিধানতঃ। গ্রহণং প্রোক্ষণঞ্চৈব সূর্য্যায় ত্বেতি চোত্তরম্। ২২। অয়ং তইধ্ম আত্মেতি জপ্ত্বাথ সমিধং ততঃ। অগ্নিসোমেতি মন্ত্রাভ্যাং হুত্বা চাজ্যাহুতী ততঃ ।২৩। কৃত্বা ব্যাহৃতিহোমন্তু ভূর্ভুবঃ স্বেতি ভোঁ দ্বিজাঃ। যে তে শতেতি মন্ত্রাদ্যৈর্হুত্বাত্রৈব চ দারুণম্। ২৪॥ আহ্বায়ামাস বহ্নিং চ প্রত্যক্ষো ভব দেব মে। এবং মন্ত্রেণ কৃত্বা তং সন্মুখং জ্বলনং ততঃ ।২৫। কালীকরালিকাদ্যাশ্চ

লেন,—ঐ দেব-দেবী কে, কিয়দ্দূরে কোথায় তাঁহারা অবস্থিত? আপনারা দয়া করিয়া এই সকল আমায় বলুন। জনগণ বলিল,—হে ব্রাহ্মণ! আমাদের শোনা আছে যে, চমৎকারপুরে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিষ্ঠিত এক সদ্যঃপ্রত্যয়কারক দেব আছেন। রববার সপ্তমীর দিন যে মানব ফলহস্ত হইয়া ঐ দেবের পূজা ও অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ করে, সে বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। আর কাশ্মীরে শারদা নাম্নী এক দেবী আছেন, ঐস্থানে যাইয়া তাঁহার উদ্দেশে উপবাস করিলে তিনিও সিদ্ধি-দায়িনী হন। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ ব্রাহ্মণ তখন তাহাদের বাক্যে চমৎকারপুরে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি রবিবার সপ্তমীতে স্নানান্তে শুচি হইয়া সমাহিতভাবে যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য দেব রবিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থান অষ্টোত্তর শতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রদক্ষিণসময়ে তিনি নারিকেল ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রদক্ষিণের পর তিনি ক্ষুৎক্ষাম ও পরিশ্রান্ত হইয়া দেবাগ্রে উপবেশনপূর্ব্বক জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি "মণ্ডল-ব্রাহ্মণ", ইত্যাদি, "সপ্তযুঞ্জর" ইত্যাদি, এবং "অগ্নিরেব" ইত্যাদি, সার্ম্মত্র ও আথর্ব্বণোদ্ভব ক্ষুরিকামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠপূর্ব্বক ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। অন্ত রবিবার পর্য্যন্ত যখন দিবাকর তুষ্ট হইলেন না, তখন তিনি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়া পৌর্ণমাসী তিথিতে স্নানান্তে ধৌতবাসোযুগল পরিধানপূর্ব্বক ভূনাম দ্বারা ভূমি সাধন করত হস্তমাত্র স্থণ্ডিল কল্পনা করিলেন। পরে "অগ্নিমীলে" মন্ত্রে বহ্নিস্থাপন, "তৃণৈঃ পরিস্তৃণামি" মন্ত্রে আস্তরণ, 'আব্রহ্মণ' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মাসনদান, এবং "সুত্রামাণ" মন্ত্রে সমিধস্থাপনপূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রে প্রোক্ষণ করিলেন। এইরূপে তিনি যথাক্রমে সর্ব্ব পাত্র ও স্রুবাদি আহরণ করিয়া হবিস্থানে নিজ তনু কল্পনা করিলেন।১-২১। তিনি "সূর্য্যায় ত্বা" এই মন্ত্রে আচার্য্যবিধানে দেবতাস্থানে স্থায়, গ্রহণ ও প্রোক্ষণ কল্পিত করিয়া "অয়ং তইধ্ম আত্মা", এই মন্ত্র জপের পর "অগ্নিসোম—" এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদানপূর্ব্বক "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" মন্ত্রে ব্যাহৃতিহোমানন্তর "যে তে শত" এই মন্ত্র দ্বারা দারুণ হোম করিলেন। এই প্রকারে তিনি বহ্নি স্থাপন করিয়া "প্রত্যক্ষ ভব দেব মে" এই মন্ত্রে বহ্নির সম্মুখীকরণ করিলেন। অতঃপর তিনি কালী, করা-

সপ্তজিহ্বাশ্চ যা স্মৃতাঃ। তাসামাহ্বানকং কৃত্বা ততো দীপ্তে হবির্ভুজি ॥ ২৬ ॥ জুহাব চ স মাংসানি স্বানি চোৎকৃত্য শাস্ত্রতঃ। লোমভ্যঃ স্বাহেতি বিদিশো দিগ্‌ভ্যো দত্ত্বা ততঃ পরম্ ॥ ২৭ ॥ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত ইতি যাবদাত্মানমাক্ষিপেৎ। তাবত্ততঃ স সূর্য্যেণ স্বহস্তেন সমস্ততঃ ॥ ২৮ ॥ ধৃতশ্চ সাদরং তেন মা বিপ্র কুরু সাহসম্। নেদৃদ্দোমঃ কৃতঃ কাপি কদাচিৎকেনচিদ্দ্বিজ ॥ ২৯ ॥ তুষ্টোহহঞ্চ মহাভাগ ব্রূহি কিং করবাণি তে। অদেয়মপি দাস্যামি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩০ ॥ পুষ্প উবাচ। যদি তুষ্টোহসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। তদ্দেহি গুটিকাযুগ্মং যদর্থং প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৩১ ॥ বৈদিশে নগরে চাস্তি মণিভদ্রো মহাধনী। কুজাঙ্গঃ ক্ষত্রিয়ো দেব জরাবলিসমন্বিতঃ ॥ ৩২ ॥ অব্রহ্মণ্যো মহানীচঃ কীনাশো জনদূষিতঃ। দ্বয়োরেকাং যদা বক্ত্রে যদা চৈব করোম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥ তদা মে তাদৃশং রূপমবিকল্পং ভবিষ্যতি। যদা পুনর্গৃহীত্বা তাং দ্বিতীয়াং প্রক্ষিপাম্যহম্ ॥ ৩৪ ॥ ততশ্চ সহজং রূপং মম ভূয়াৎ সুরেশ্বর। বৈদিশে নগরে চাস্তি মণিভদ্রঃ সুরেশ্বর ॥ ৩৫ ॥ অপরং তস্য যৎকিঞ্চিদ্ধনধান্যাদিকং গৃহে। তৎসর্ব্বং বিদিতং মে স্যাত্তথা দেব প্রজায়তাম্ ॥ ৩৬ ॥ কিং বানেন বহুক্তেন তস্য মিত্রাণি বান্ধবাঃ। ব্যবহারাস্তথা সর্ব্বে প্রকটাঃ স্যুঃ সদৈব হি ॥ ৩৭ ॥ ন কশ্চিজ্জায়তে তত্র বিকল্পঃ কস্যচিৎ কচিৎ। মম তস্যাধমস্যাপি সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বদা ॥ ৩৮ ॥ ভাস্কর উবাচ। গৃহাণ ত্বং মহাভাগ গুটিকাদ্বিতয়ং শুভম্। শুক্লং কৃষ্ণং চ বক্ত্রস্থং বিভেদজননং মহৎ ॥ ৩৯ ॥ শুক্লয়া তস্য রূপং চ তব নূনং ভবিষ্যতি। কৃষ্ণয়াপি পুনঃ স্বং চ সম্প্রাপ্স্যসি মহাদ্বিজ ॥ ৪০ ॥ পুষ্প উবাচ। অপরং বদ মে দেব সন্দেহং হৃদয়ে স্থিতম্। যত্ত্বাং পৃচ্ছামি দেবেশ তব কীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪১ ॥ ময়া শ্রুতং সুরশ্রেষ্ঠ সপ্তম্যাং সূর্য্যবাসরে। যস্তে প্রদক্ষিণানাং চ কুর্য্যাদষ্টোত্তরং শতম্। তস্য ত্বং তৎক্ষণাদেব ফলহস্তস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৪২ ॥ মূর্খস্যাপি চ পাপস্য সর্ব্বদোষান্বিতস্য চ। চতুর্ব্বেদস্য মে কস্মাত্তীর্থযাত্রাপরস্য চ ॥ ৪৩ ॥ সপ্তরাত্রে গতে তুষ্টো হোম এবংবিধে কৃতে ॥ ৪৪ ॥ শ্রীসূর্য্য উবাচ। তামসেন তু ভাবেন ত্বয়া সর্ব্বমিদং কৃতম্। তেন সর্ব্বং বৃথা জাতং ত্বয়া সর্ব্বং চ যৎকৃতম্ ॥ ৪৫ ॥

লিকা, প্রভৃতি সপ্তজিহ্বার আবাহন করিয়া শস্ত্র দ্বারা নিজ দেহমাংস উৎকর্ত্তনপূর্ব্বক দীপ্ত অনলে হোম করিতে লাগিলেন। "লোমভ্যঃ স্বাহা" মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে হোম করিয়া "স্বিষ্টকৃতে" এই মন্ত্র দ্বারা যেমন তিনি বহ্নিতে সশরীরে পতিত হইতে যাইতেছেন, এমন সময় ভগবান্ সূর্য্য তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন,—হে বিপ্র! এরূপ সাহস করিবেন না। এরূপ হোম কেহ কখনও করেন নাই। আমি তুষ্ট হইয়াছি, বল,—তোমার কি করিতে হইবে। অদেয় হইলেও আমি তোমায় বাঞ্ছিত প্রদান করিব। পুষ্প বলিল,—হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা মত আপনি আমাকে গুটিকাদ্বয় প্রদান করুন। বিদিশা নগরে মণিভদ্র নামে এক ধনী ক্ষত্রিয় আছে, সে কুজাঙ্গ, জরা-বলি-সমন্বিত, অব্রহ্মণ্য, অতিনীচ, কীনাশ ও জনদূষিত। আমি ঐ গুটিকাদ্বয় মধ্যে একটী গুটিকা মুখে করিলে যথেচ্ছ রূপ ধারণ করিব। আবার দ্বিতীয় গুটিকা মুখে রাখিয়া প্রথম গুটিকা পরিত্যাগ করিলে আমার সহজ রূপ হইবে। বিদিশা নগরে মণিভদ্র নামে ক্ষত্রিয় আছে, ঐ ক্ষত্রিয়ের যাহা কিছু ধন ধান্য আছে, তৎসমস্তই আমার বিদিত হউক। অধিক আর কি বলিব? তাহার মিত্র, বান্ধব, ব্যবহার, সমস্তই সর্ব্বদা আমার জ্ঞাত হউক। ইহাতে যেন কখন কোনরূপ বিকল্প উপস্থিত না হয়। ২২-৩৮। ভাস্কর বলিলেন,- হে মহাভাগ! তুমি শুক্ল ও কৃষ্ণ গুটিকাদ্বয় গ্রহণ কর। শুক্লা গুটিকা গ্রহণ করিলে নিশ্চিতই তোমার রূপ হইবে। আর কৃষ্ণা গুটিকা গ্রহণে তুমি নিজ স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইবে। পুষ্প বলিলেন,— দেব! আপনি আমার আর একটী সন্দেহ নিরাকরণ করুন। আমি বলিতেছি. ইহাতে আপনার কীর্ত্তিবর্দ্ধন হইবে। হে দেব! আমি শুনিয়াছি যে, রবিবারে সপ্তমীতে যে ব্যক্তি ফলহস্তে আপনার অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ করে, সে মূর্খ, পাপাত্মা, ও সর্ব্বদোষান্বিত হইলেও সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি চতুর্ব্বেদজ্ঞ ও তীর্থযাত্রা-পরায়ণ হইয়া তথাবিধ অনুষ্ঠান করিয়াও কিজন্য সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলাম না? পরে এইভাবে সপ্তরাত্র হোম করিয়া আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। শ্রীসূর্য্য বলিলেন,—তুমি তামসভাবে তথাবিধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলে বলিয়া

যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে বিপ্র তামসং ভাবমাশ্রিতৈঃ। তৎসর্ব্বং জায়তে ব্যর্থং কিং ন বেত্তি ভবানিদম্ ॥৪৬॥ এবমুক্তা ততঃ সূর্য্যস্তস্য গাত্রাণ্যুপাস্পৃশৎ। খণ্ডিতানি স্বহস্তেন নিব্রণানি কৃতানি চ ॥৪৭॥ অব্রবীচ্চ পুনঃ পুষ্পং প্রসন্নবদনঃ স্থিতঃ। অনেনৈব বিধানেন যঃ করোতি কুশণ্ডিকাম্ ॥ ৪৮ ॥ সৌম্যভাবং সমাশ্রিত্য সমিদ্ভিশ্চার্কসম্ভবৈঃ। তিলাজ্যৈতের্বিশেষেণ হোমং যস্তু সমাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥ ছন্দঋষিসমোপেতমেকং যাবৎসহস্রকম্। তস্য দাস্যাম্যহং হৃৎস্থমধিকেভ্যোঽধিকং ফলম্ ॥ ৫০ ॥ এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। দীপবল্লক্ষিতো নৈব কেন মার্গেণ নির্গতঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্পদ্বিজবরলব্ধিবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। পুষ্পোঽপি গুটিকে লব্ধা ভাস্করাদ্বারিতস্করাৎ। চিরাদ্ভোজনমাসাদ্য প্রস্থিতোবৈদিশং প্রতি ॥ ১ ॥ ততো বৈদিশমাসাদ্য স পুষ্পো হৃষ্টমানসঃ। শুক্লাং তাং গুটিকাং বক্ত্রেচকার দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২ ॥ মণিভদ্রসমো জাতস্তৎক্ষণাদেব স দ্বিজঃ। হট্টমার্গং গতে সোঽথ তস্মিন্ গত্বাথ মন্দিরে। প্রবিষ্টঃ সহসা মধ্যে প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৩ ॥ ততশ্চাকারয়ামাস তং ষণ্ডং দ্বারমাশ্রিতম্। তস্য দত্ত্বাথ বস্ত্রাণি পশ্চাৎষণ্ডমুবাচ সঃ ॥ ৪ ॥ ষণ্ড কশ্চিৎ পুমানত্র মদ্যগৃবেষকরো হি সঃ। মম বেষং সমাধায় ভ্রমতে সকলে পুরে ॥ ৫ ॥ সাম্প্রতং মদ্গৃহে সোঽথ লোভনায়াগমিষ্যতি। স চ কৃত্রিমবেষেণ নিষেদ্ধব্যস্ত্বয়া হি সঃ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দ্বারদেশং সমাশ্রিতঃ ॥ ৬ ॥ পুষ্পোঽপি চাব্রবীদ্ভার্য্যাং মাহিকাখ্যাং ততঃ পরম্। মাহিকেঽদ্য ময়াদৃষ্টঃ স্বতাতঃ স্বপুরঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ বীরভদ্রঃ সুদুঃখার্ত্তো মলিনাম্বরসংবৃতঃ। অব্রবীচ্চ ততঃ কোপান্মামেবং পরুষাক্ষরম্ ॥ ৮ ॥ ধিগ্ধিক্পাপ ত্বয়া কন্যাতীব রূপবতী সদা। বঞ্চয়িত্বা জনেতারমূঢ়া সা সুমধ্যমা ॥ ৯ ॥ ন দত্তং তৎপিতুঃ কিঞ্চিন্ন তস্যা অথ পুত্রক। বিধবাং যাদৃশীং তাং চ শ্বেতাম্বরধরাং সদা

তোমার অনুষ্ঠিত তৎ কর্ম্ম ব্যর্থ হইয়াছে। বিপ্রগণ তামসভাবে যে সকল কর্ম্ম করেন, তৎসমস্তই বিফল হয়, ইহা কি তুমি জান না? এই কথা বলিয়া ভগবান্ সূর্য্য ব্রাহ্মণ পুষ্পের গাত্র স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্রণ করিলেন এবং বলিলেন,—যে ব্যক্তি সৌম্য ভাব অবলম্বন করিয়া অর্ক কাষ্ঠ দ্বারা উক্ত বিধানে কুশণ্ডিকা সমাপনপূর্ব্বক তিলাজ্য প্রদানে ছন্দ-ঋষি সহকারে সহস্রবার হোম করে, আমি তাহাকে বাঞ্ছিত ও তাহা হইতেও অধিক ফল প্রদান করি। এই কথা বলিয়া সংস্রাংশু সেই স্থানে দীপনির্ব্বাণবৎ অন্তর্হিত হইলেন; তিনি কোন্ পথে চলিয়া গেলেন, তাহা লক্ষিত হইল না। ৩৯—৫১।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! ব্রাহ্মণ পুষ্প ভগবান্ হইতে এইরূপে গুটিকা লাভ করিয়া বহু দিবসের পর উত্তমরূপে ভোজন করত বিদিশা নগর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে তিনি বিদিশা নগর প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শুক্ল গুটিকা গ্রহণ করিলেন। গুটিকা গ্রহণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি মণিভদ্রের রূপ ধারণ করিলেন। পরে মণিভদ্র ব্যবহারার্থ হট্টে গমন করিলে মণিভদ্রবেশী পুষ্প তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই নপুংসক দ্বারপালকে আহ্বান করিলেন। দ্বারবান্ নিকটে আসিলে তিনি তাহাকে বস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন,—হে ষণ্ড! এক ব্যক্তি আমার ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া নগরে বিচরণ করিতেছে; সম্প্রতি সে প্রলোভন দেখাইবার জন্য আমার বাড়ীতে আগমন করিবে। সেই কৃত্রিম বেশধারী ব্যক্তিকে কোন প্রকারে দ্বারে প্রবেশ করিতে দিও না। সে তাঁহার বাক্যে দ্বারদেশ আশ্রয় করিল। ১-৬। ব্রাহ্মণ পুষ্পও তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মোহিকা নাম্নী কৃত্রিম-ভার্য্যাকে বলিলেন,—হে প্রিয়ে, মহিকে! অদ্য আমি মলিন-বসনে অবস্থিত স্বীয় পিতাকে নগরে দুঃখিত অবস্থান করিতে দেখিলাম। তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পরুষাক্ষরে বলিলেন,—রে পাপ! তোকে ধিক্! তুই তোর শ্বশুরকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার অতীব রূপবতী সুমধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিস্। কিন্তু তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রদান করিস্

১০। সন্ধারয়সি পাপাত্মন্নৈনাং ভোজ্যং প্রযচ্ছসি। তস্মাত্তস্যাঃ পিতুর্দেহি ত্বং সুবর্ণাযুতং ধ্রুবম্॥ ১১॥ ভূষণং বাঞ্ছিতঞ্চাস্যা যত্নতৈ রুচিপূর্ব্বকম্। যেন সন্ধারয়েত্তার্য্যা সানন্দং পরমং গতা॥ ১২॥ নিরানন্দা যতো নারী ন গর্ভং ধারয়েৎ স্ফুটম্। নিঃসন্তানো যতো বংশঃ স্বর্গাদপি ক্ষিতিং ব্রজেৎ॥ ১৩॥ স পতিষ্যত্যসন্দিগ্ধং কুলাঙ্গারেণ চ ত্বয়া। সা ত্বমানয় বস্ত্রাণি গৃহমধ্যাচ্ছুভানি চ॥ ১৪॥ যানি দত্তানি ভূপেন ব্যবহারৈস্তদা মম। পঞ্চাঙ্গশ্চ প্রসাদো যো ময়া প্রাপ্তশ্চ তৈঃ সহ॥ ১৫॥ ত্বং সন্ধারয় গাত্রেঃ স্বৈঃ শীঘ্রং রসবতী কুরু। ভোজনায়ৈব শীঘ্রং তু ত্বয়া সার্দ্ধং করোম্যহম্॥ ১৬॥ একস্মিন্নপি পাত্রে চ তদাদেশাদসংশয়ম্। সাপি সর্ব্বং তথা চক্রে যদুক্তং তেন হর্ষিতা॥ ১৭॥ ভোজনাচ্ছাদনং চৈব নির্ব্বিকল্পেন চেতসা। ততঃ কামাতুরঃ পুষ্পো মৈথুনায়োপচক্রমে। ১৮ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো মণিভদ্রঃ সমুৎসুকঃ ক্ষুৎক্ষামঃ স পিপাসার্ত্তো ব্যবহারোত্থলিপ্সয়া॥ ১৯ প্রবেশং কুরুতে যাবদ্গৃহমধ্যে সমুৎসুকঃ নিষিদ্ধস্তেন ষণ্ডেন ভর্ৎসয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ॥ ২০ হঠাদ্ যাবৎ প্রবেশং স চকার নিজমন্দিরে। তাবচ্চ দণ্ডকাষ্ঠেন মস্তকে তেন তাড়িতঃ॥ ২১॥ অথ সম্পতিতো ভূমৌ মূর্চ্ছয়া সম্পরিপ্লুতঃ। কর্ত্তব্যং নৈব জানাতি তৎপ্রহারপ্রপীড়িতঃ॥ ২২॥ ততঃ কোলাহলো জাতস্তস্য দ্বারে গৃহস্য চ। জনস্য সম্প্রয়াতস্য হাহাকারপরস্য চ॥ ২৩॥ পপ্রচ্ছুস্তং জনাঃ কেচিদ্ধিক্ পাপ কিমিদং কৃতম্। বৃত্তিভঙ্গঃ কৃতোঽনেন অথ ত্বং ব্যস্তরার্দ্দিতঃ॥ ২৪॥ ইমাম-বস্থাং যন্নীতঃ সম্প্রাপ্তোঽসি নৃপাত্ত্বধম্॥ ২৫॥ ষণ্ড উবাচ। ন বৃত্তির্গর্হিতা তেন নাহং ব্যস্তরপীড়িতঃ। মণিভদ্রো ন বৈষ স্যাদেষ বেষকয়ঃ পুমান্॥ ২৬॥ মাণিভদ্রং বপুঃ কৃত্বা সম্প্রাপ্তো যাচিতুং ধনম্। হঠাৎ প্রবিশমানস্তু স ময়া মূর্দ্ধ্নি তাড়িতঃ॥ ২৭॥ মণিভদ্রো গৃহস্যান্তর্ভুক্তা শয়নমাশ্রিতঃ। সন্তিষ্ঠতে ন জানাতি বৃত্তান্তমিদমাস্থিতম্॥ ২৮॥ ততঃ পুষ্পোঽপি তচ্ছ্রুত্বা তং চ কোলাহলং বহিঃ। মণিভদ্রস্য রূপেণ দ্বারদেশং সমাগতঃ॥ ২৯॥ অব্রবীন্নিত্যমভ্যেতি মম

নাই। আর তুই স্বীয় পত্নীকে বিধবার মত মাত্র একখানি সাদা কাপড় পরাইয়া রাখিয়াছিস্, তাহাকে ইচ্ছামত ভোজন প্রদান করিস্ না। অতএব তুই তোর শ্বশুরকে অযুত সুবর্ণ দান করিয়া বধূকে তাহার ইচ্ছামত, যাহা সে আনন্দের সহিত ধারণ করিয়া আহ্লাদিত হইবে, এরূপ ভূষণ প্রদান করিস্। নিরানন্দা নারী গর্ভ ধারণ করে না। আর তাহারা গর্ভ ধারণ না করিলে বংশ স্বর্গ হইতে পতিত হয়। তুই কুলাঙ্গার, নিশ্চয়ই তুই বংশ অধঃপাতিত করিবি। আমার ব্যবহার-কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা আমাকে যে সকল বস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তৎসমীপে যে আমি পঞ্চাঙ্গ প্রসাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই সকল শীঘ্র উপভোগ কর, উত্তম ভোজন কর। তুমি উপভোগ করিলে আমারও ভোগ করা হইবে। পুষ্পের এই সকল কথা শুনিয়া মাহিকা হর্ষে তাঁহার কথানুযায়ী নিঃসংশয়ে ভোজন আচ্ছাদন সম্পন্ন করিল। অনন্তর পুষ্প কামাতুর হইয়া মৈথুনে উপক্রম করিলেন। এই সময় মণিভদ্র আসিয়া উপস্থিত। সে ক্ষুৎক্ষাম ও পিপাসার্ত্ত হইয়া যেমন সমুৎসুকভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি দ্বারস্থান্ ষণ্ড আসিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া নিবারণ করিল। বহু নিবারণ করিলেও সে যেমন বলপূর্ব্বক নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইল, অমনি ষণ্ড দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিল। প্রহার করিবামাত্র সে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। তাহার প্রহারে পীড়িত হইয়া সে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিল না। এই সময়ে তাহার দ্বারে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। জনগণ তদ্দর্শনে হাহাকার করিতে লাগিল। জনগণ ঐ ষণ্ডকে বলিল,—ধিক্ পাপ! এ কি করিলি! তুই বৃত্তিভঙ্গ করিলি, সুতরাং মনঃকষ্ট প্রাপ্ত হইবি। তুই এই যে অপরাধ করিয়াছিস্, ইহার ফলে নৃপ তোর প্রাণদণ্ড বিধান করিবেন।১—২৫। ষণ্ড বলিল,—ইহাতে আমার বৃত্তি গর্হিত হয় নাই, এবং আমিও অন্তরে পীড়া প্রাপ্ত হইব না; এ ব্যক্তি মণিভদ্র নয়; এ একজন মণিভদ্র-বেশী পুরুষ। এ মণিভদ্রের বেশ ধারণ করিয়া ধন প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। বলপূর্ব্বক গৃহপ্রবেশ করিতেছিল বলিয়া আমি ইহার মস্তকে প্রহার করিয়াছি। মণিভদ্র গৃহমধ্যে ভোজনের পর শয়ন করিয়াছেন। তিনি এ সকল ঘটনা কিছুই জানেন না। অনন্তর ব্রাহ্মণ পুষ্প কোলাহল শ্রবণ করিয়া মণিভদ্ররূপে দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলি-

রূপেণ চাধমঃ। এষ বেশধরঃ কশ্চিদ্যাচিতুং ধনমেব হি॥ ৩০॥ এতেনাপি চ ষণ্ডেন ন চ জন্মনহূচিতম্ যৎ কুব্জোঽয়ং হতো মূর্দ্ধ্নি যাচিতুং সমুপস্থিতঃ॥ ৩১ এতস্মিন্নন্তরে সোঽপি চেতনাং প্রাপ্য কৃৎস্নশঃ বীক্ষ্যতে পুরতো যাবত্তাবদাত্মসমঃ পুমান্॥ ৩২ সর্ব্বতঃ স তমালোক্য ততো বচনমব্রবীৎ॥ ৩৩ ক চৌরঃ সম্প্রবিষ্টো মে মম রূপেণ মন্দিরে। ভেদয়িত্বা তু ষণ্ডাখ্যমেবং দত্ত্বা চ বাসসী॥ ৩৪॥ যাবন্নৃপগৃহং গত্বা ত্বাং ষণ্ডেন সমন্বিতম্। বধায় যোজয়াম্যেব তাবদ্দ্রুততরং ব্রজ॥ ৩৫॥ পুষ্প উবাচ। মম রূপং সমাধায় ত্বমায়াতো গৃহে মম। শূন্যং মত্বা ততো জ্ঞাতস্ত্বয়াহং গৃহসংস্থিতঃ॥ ৩৬॥ ততো নৃপায় দাস্যামি বধার্থঞ্চ ন সংশয়ঃ। নো চেদ্গচ্ছ দ্রুতং পাপ যদি জীবিতুমিচ্ছসি॥ ৩৭॥ সূত উবাচ এবমুক্ত্বা ততস্তৌ চ বাহুযুদ্ধেন বৈ মিথঃ। যুধ্যমানৌ নরৈরন্যৈঃ কৃচ্ছ্রেণ তু নিবারিতৌ॥ ৩৮॥ ততস্তে স্বজনা যে তু মণিভদ্রস্য চাগতাঃ। পরিজানন্তি নো তাভ্যাং বিশেষং মাণিভদ্রকম্॥ ৩৯॥ বালিসুগ্রীবয়োর্যুদ্ধং তাদৃশং যুধ্যমানয়োঃ। এবং বিবদমানৌ তু ক্রোধতাম্রেক্ষণৌ॥ ৪০॥ রাজদ্বারং সমাসাদ্য স্থিতৌ স্বজনসংবৃতৌ। দ্বাঃস্থেন সূচিতৌ রাজ্ঞে সভান্তমুপস্থিতৌ॥ ৪১॥ চৌরচৌরেতি জল্পন্তৌ পরস্পরবধৈষিণৌ। ভূভুজা বীক্ষিতৌ তৌ চ দ্বিজৌ তু দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৪২॥ ন বিশেষোঽস্তি বিশেষস্তয়োরেকোঽপি কায়তঃ। ততশ্চ ব্যবহারেষু সমস্তেষু বৈ তদা॥ ৪৩॥ পৃষ্টৌ গুহ্যেষু সর্ব্বেষু প্রত্যক্ষেষু বিশেষতঃ। যদ্বৃত্তং যথাবৃত্তং পৃথক্ পৃথগ্ ব্যবস্থিতম্॥ ৪৪॥ ততস্তু স্বজনৈঃ সর্ব্বৈরেকো নীত্বাথ চান্ততঃ। পৃষ্টো গোত্রাদিকং সর্ব্বং দ্বিতীয়স্তু ততঃ পরম্॥ ৪৫॥ তেষামপি তথা সর্ব্বং যথা সম্যক্ নিবেদিতম্। অথ রাজা বৃহৎসেনঃ সর্ব্বাংস্তানিদমব্রবীৎ॥ ৪৬॥ পত্নী চানীয়তাং তস্য মণিভদ্রস্য বৈ গৃহাৎ। নিজকান্তস্য বিজ্ঞানে সা প্রমাণং ভবিষ্যতি॥৪৭॥ ততো গত্বা চ সা প্রোক্তা পুরুষৈর্নৃপসম্ভবৈঃ। আগচ্ছ কান্তং জানীহি ত্বং প্রমাণং ভবিষ্যসি॥৪৮॥ ততঃ সা ব্রীড়য়া যুক্তা প্রচ্ছাদিত-

লেন,—এই অধম নিত্যই আমার বেশ ধারণ করিয়া আগমন করে। এ একজন বেশধর পুরুষ; ধন প্রার্থনার নিমিত্ত আসিয়া থাকে! ষণ্ড ইহাকে প্রহার করিয়া ভাল করে নাই; আহা! এ ধন প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল; এ কুব্জ, ইহার মস্তকে প্রহার করা উচিত হয় নাই। মণিভদ্র এই সময় সর্ব্বতোভাবে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখে নিজতুল্য পুরুষ দেখিল। সে উত্তমরূপে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—চোর! তুমি বস্ত্রদানে ষণ্ডকে ভেদিত করিয়া আমার রূপ ধারণপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়াছ। যতক্ষণ না আমি রাজবাড়ীতে গমন করিয়া ষণ্ডের সহিত তোর বধ বিধান করিতেছি, সেই সময়ের মধ্যে পলায়ন কর। পুষ্প বলিল,—রে দুষ্ট! আমি গৃহে নাই মনে করিয়া এখানে আসিয়াছিস্! কিন্তু পরে জানিতে পারিবি যে আমি গৃহে রহিয়াছি। থাক্, আমি তোকে বধের নিমিত্ত রাজসমীপে প্রেরণ করিতেছি। এখনও বলিতেছি, যদি তোর বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে এখনও এস্থান হইতে পলায়ন কর। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! তাহারা এইরূপ বাক্ বিতণ্ডার পর পরস্পর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল। দর্শকবৃন্দ তাহা নিবারণ করিয়া দিলেন। ঐ স্থানে মণিভদ্রের আত্মীয় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ঐ উভয় মণিভদ্রের কিছুমাত্র বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তাহার নিমিত্ত যেমন বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ তাহারাও ক্রোধোদ্ধত নয়নে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অতঃপর স্বজনগণ ইহাদিগকে রাজদ্বারে উপস্থাপিত করিল। তখন দ্বারবান্ রাজাকে সংবাদ জানাইল যে, "হে রাজন্! সভাস্থলে পরস্পর বিবদমান দুই ব্যক্তি আনীত হইয়াছে। তাহারা পরস্পরকে চোর বলিতেছে।" রাজা দেখিলেন,—ঐ দুই দ্বিজের আকৃতির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই। অতঃপর তিনি সমুদয় রাজকার্য্য সম্পাদনের পর তাহাদিগকে সমস্ত গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা যথাবৃত্তান্ত সমভাবে উত্তর প্রদান করিল। অনন্তর স্বজনগণ তাহাদের একজনকে অন্যত্র লইয়া গিয়া তাহার নাম গোত্র সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও ঐ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বজনগণ যথাকথিত রাজাকে জানাইলেন। রাজা বলিলেন,—মণিভদ্রের পত্নীকে আনয়ন কর। নিজকান্ত-বিজ্ঞানে সে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে। ২৬—৪৭। নৃপবাক্যে রাজপুরুষগণ মণিভদ্রের গৃহে গমন করিয়া তাহার পত্নীকে বলিলেন,—তোমার পতিকে প্রমাণিত করিবার জন্য রাজা তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন সে

শিরাস্ততঃ। নৃপাগ্রে সংস্থিতা প্রোচে বিদ্ধি সম্যঙ্ নিজং প্রিয়ম্ ॥ ৪৯ ॥ ন বয়ং নিশ্চয়ং বিদ্মো ন চৈতে স্বজনাস্তব ॥ ৫০ ॥ ততঃ সা চিন্তয়ামাস নিজচিত্তে বরাঙ্গনা। মণিভদ্রেণ দগ্ধাহমীর্ষ্যাবহ্নিগতানিশম্ ॥ ৫১ ॥ বঞ্চয়িত্বা তু পিতরং গৃহীতাস্মি ততঃ পরম্। ন কিঞ্চিৎ পাপ্মনা দত্তং জল্পয়িত্বা ধনং বহু ॥ ৫২ ॥ দ্বিতীয়েন তু মে পুংসা মর্ত্ত্যলোকে সুখং কৃতম্। দত্ত্বা বস্ত্রাণি চিত্রাণি তথৈবাভরণানি চ ॥ ৫৩ ॥ প্রদাস্যতি চ তাতস্য সুবর্ণং কথিতং চ যৎ। যদ্ গৃহ্নামি স্বহস্তেন মণিভদ্রং দ্বিতীয়কম্ ॥ ৫৪ ॥ এবং নিশ্চিত্য মনসা দৃষ্ট্বা রক্তপরিপ্লুতম্। প্রথমং মণিভদ্রং সা জগৃহেহথ দ্বিতীয়কম্ ॥ ৫৫ ॥ অব্রবীচ্চ ততো বাক্যং সর্ব্বলোকস্য শৃণ্বতঃ। অহং তাতেন দত্তাস্য বিবাহে অগ্নিসন্নিধৌ ॥ ৫৬ ॥ দ্বিতীয়োহয়ং দুরাচারো বেষকর্ত্তা সমাগতঃ। মাঞ্চ প্রার্থয়তে গুপ্তাং নানাচারৈঃ পৃথগ্ বিধৈঃ ॥ ৫৭ ॥ ততস্তু পার্থিবঃ ক্রুদ্ধস্তস্য শাখাবলম্বনম্। আদিদেশ দ্বিজশ্রেষ্ঠা মণিভদ্রস্য দুর্ম্মতেঃ ॥ ৫৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে সোহথ বধকানাং সমর্পিতঃ। তং বৃক্ষং নীয়মানস্তু শ্লোকানেতাংস্তদাপঠৎ ॥ ৫৯ ॥ নির্দ্দয়ত্বং তথা দ্রোহং কুটিলত্বং বিশেষতঃ। অশৌচং নির্ঘৃণত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ॥ ৬০ ॥ অন্তর্বিষময়া হ্যেতা বহির্ভাগে মনোরমাঃ। গুঞ্জাফলসমাকারা যোষিতঃ সর্ব্বদৈব হি ॥ ৬১ ॥ উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ। মহাদয়স্তথাপ্তেহপি স্ত্রীবুদ্ধেস্তত্র কিঞ্চ ন ॥ ৬২ ॥ পীযূষমধরে বাসং হৃদি হালাহলং বিষম্। আস্বাদ্যতেহধরস্তেন হৃদয়ঞ্চ প্রপীড্যতে ॥ ৬৩ ॥ অলক্তকো যথা রক্তো নরঃ কামী তথৈব চ। হৃতসারস্তথা সোহপি পাদমূলে নিপাত্যতে ॥ ৬৪ ॥ সংসারবিষবৃক্ষস্য কুকর্ম্মকুসুমস্য চ। নরকার্ত্তিফলস্যোক্তা মূলমেষা নিতম্বিনী ॥ ৬৫ ॥ কস্য নো জায়তে ত্রাসো দৃষ্ট্বা দূরাদপি স্ত্রিয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ সংসারভ্রমণং নারী প্রথমেহপি সমাগমে। বহ্নিপ্রদক্ষিণচ্ছায়বাজেনৈব প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬৭ ॥ এতাস্তু নির্ঘৃণত্বেন নির্দ্দয়ত্বেন নিত্যশঃ। বিশেষাজ্জাড্যকৃত্যেন দূষয়ন্তি কুলত্রয়ম্ ॥ ৬৮ ॥ কুলত্রয়গৃহং কীর্ত্ত্যা নিজয়া ধবলীকৃতম্। কৃষ্ণং করোত্যকৃত্যেন নারী দীপশিখেব তু ॥ ৬৯ ॥ ধর্ম্মবৃক্ষস্য বাতালী চিত্তপদ্মশশিপ্রভা।

লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া নৃপাগ্রে গমন করিল। রাজা বলিলেন,—তুমি তোমার পতিকে যেরূপ অবগত আছ, আমরা বা তোমার স্বজনগণ সেরূপ অবগত নহি বা নহেন। রাজার এইবাক্য শ্রবণ করিয়া মণিভদ্রের পত্নী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি মণিভদ্রের ঈর্ষা বহ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি; আমার পিতাকে বঞ্চিত করিয়া সে আমাকে গ্রহণ করিয়াছে। বহু ধন প্রতিশ্রুত হইয়া সে আমার পিতাকে এক কপর্দ্দকও দেয় নাই, আর এই দ্বিতীয় মণিভদ্র মর্ত্ত্যলোকে আমাকে সুখ দিয়াছে। এ আমাকে বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিয়াছে এবং আমার পিতাকেও এ প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুবর্ণ অর্পণ করিবে। অতএব আমি দ্বিতীয় মণিভদ্রকে গ্রহণ করি। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রথম মণিভদ্রকে রক্তপরিপ্লুত নিরীক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মণিভদ্রকে গ্রহণ করিল। অনন্তর সে সর্ব্বলোকসমক্ষে বলিল,—আমার পিতা ইহাঁকেই আমায় দান করিয়াছেন। এই দুরাচার আমার স্বামীর রূপ ধারণ করিয়া গুপ্তভাবে আমাকে প্রার্থনা করে। হে দ্বিজগণ! তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হতভাগ্য মণিভদ্রের শাখাবলম্বন (বৃক্ষশাখায় লম্বিত করা) দণ্ডাদেশ করিলেন। সে ঘাতকহস্তে সমর্পিত হইল। ঘাতকগণ তাহাকে বৃক্ষে লম্বিত করিলে সে এই সকল শ্লোক পাঠ করিল,—নির্দ্দয়ত্ব, দ্রোহ, কুটিলতা, অশৌচ ও নির্ঘৃণত্ব, এই সকল দোষ স্ত্রীজাতির স্বভাবজ। নারীজাতি সর্ব্বদাই গুঞ্জাফলের (কঁচের) ন্যায় বাহিরে মনোহর। ভগবান্ উশনা, বৃহস্পতি এবং মনু প্রভৃতিও স্ত্রীবুদ্ধির বিষয় এইরূপ জানিয়াছেন,—নারীর অধরে পীযুষ এবং হৃদয়ে হলাহল। এইজন্যই ইহাদের অধর আস্বাদন, এবং হৃদয় পীড়ন করা কর্ত্তব্য। অলক্তক যেমন রক্ত, হৃতসার কামী নরও তদ্রূপ, তাহারা রক্ত অলক্তকের ন্যায় নারীজাতির পাদমূলে পতিত হয়। নিতম্বিনীগণ নরকার্ত্তিফল ও কুকর্ম্মকুসুম সংসারবৃক্ষের মূলস্বরূপ। কোন ব্যক্তি দূর হইতেও নারীদিগকে দর্শন করিতে ভয় না করে? নারী প্রথমসমাগমেই বহ্নিপ্রদক্ষিণচ্ছলে সংসারভ্রমণ উপদেশ দেয়। ৪৮—৬৭। ইহারা নির্ঘৃণত্ব, ও জড়ীকরণ গুণ দ্বারা কুলত্রয়কে দূষিত করে। নারী দীপশিখার ন্যায় নিজ কীর্ত্তি দ্বারা কুলত্রয় ধবলীকৃত করিয়া পশ্চাৎ তাহা কৃষ্ণবর্ণ করে। কে এই ধর্ম্মবৃক্ষের বাতালী, চিত্তপদ্মের শশিপ্রভা, কার্য্যার্থগ্রাহী ও

সৃষ্টা কামার্ণবগ্রাহী কেন মোক্ষদৃঢ়ার্গলা ॥ ৭০ ॥ কারা সন্তানকুটস্থ সংসারবনবাগুরা। স্বর্গমার্গমহাগর্ত্তা পুংসাং স্ত্রী বেধসা কৃতা ॥ ৭১ ॥ বেধনা বন্ধনং কিঞ্চিন্নৃণামন্যদপশ্যতা। স্ত্রীরূপেণ ততঃ কোঽপি পাশোঽয়ং সুদৃঢ়ঃ কৃতঃ ॥ ৭২ ॥ ইত্যেবং বহুধা সোঽপি বিললাপ সুদুঃখিতঃ। স্ত্রীচিন্তাং বহুধা কৃত্বা আত্মানং চাপ্যগর্হয়ৎ ॥ ৭৩ ॥ অহো কুবুদ্ধিনা নৈব লব্ধং সংসারজং ফলম্। ন কদাচিন্ময়া দত্তং তৃষ্ণাব্যাকুলচেতসা ॥ ৭৪ ॥ ঐশ্বর্য্যেঽপি স্থিতে ভূরি ন ময়া সুকৃতং কৃতম্। কদাচিন্নৈব জপ্তঞ্চ ন হুতঞ্চ হুতাশনে ॥ ৭৫ ॥ অথবা সত্যমেবোক্তং কেনাপি চ মহাত্মনা। কৃপণেন সমো দাতা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। অস্পৃষ্ট্বাপি চ বিত্তং স্বং যঃ পরেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥ শরণং কিং প্রপন্নানাং বিষবন্মারয়ন্তি কিম্। ন দীয়ন্তে ন ভুজ্যন্তে কৃপণেন ধনানি চ ॥ ৭৭ ॥ দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য। যো ন দদাতি ন ভুঙ্ক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি ॥ ৭৮ ॥ ধনিনোঽপ্যদানবিভবা গণ্যন্তে ধুরি দরিদ্রাণাম্। নহি হন্তি যদপি পাসামন্তঃ সমুদ্রোঽপি মরুরেব ॥ ৭৯ ॥ অত্যুপযুক্তাঃ সদ্ভির্গতাগতৈরহরহঃ সুনির্ব্বিণ্ণাঃ। কৃপণজনসন্নিকাশং সম্প্রাপ্যার্থাঃ স্বপন্তীহ ॥ ৮০ ॥ প্রাপ্তান্ন লভন্তে তে ভোগান্ ভোক্তুং স্বকর্ম্মণা কৃপণাঃ। মুখপাকঃ কিল ভবতি দ্রাক্ষাপাকে বলিভুজানাম্ ॥ ৮১ ॥ দাতব্যং ভোক্তব্যং সতি বিভবে সঞ্চয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। পশ্যেহ মধুকরীণাং সঞ্চিতমর্থং হরন্ত্যন্যে ॥ ৮২ ॥ যাচিতং দ্বিজবরে ন দীয়তে সঞ্চিতং ক্রতুবরে ন যোজ্যতে। তৎকদর্য্যপরিরক্ষিতং ধনং চৌরপার্থিবগৃহেষু ভুজ্যতে ॥ ৮৩ ॥ ত্যাগো গুণো বিত্তবতাং বিত্তং ত্যাগবতাং গুণঃ। পরস্পরবিযুক্তৌ তু বিত্তত্যাগৌ বিড়ম্বনম্ ॥ ৮৪ ॥ কিং তয়া ক্রিয়তে লক্ষ্ম্যা যা বধূরিব কেবলা। যা ন বেশ্যেব সামান্যা পথিকৈরপি ভুজ্যতে ॥ ৮৫ ॥ অর্থোষ্মণা ভবেৎ প্রাণো ভবেন্তক্তৈর্ব্বিনা নৃণাম্। যতঃ সন্ধার্য্যতে ভূমিঃ কৃপণস্যোষ্মণা হি সা ॥ ৮৬ ॥ কৃপণানাং প্রসাদেন শেষো ধারয়তে মহীম্। যতস্তে ভূগতং বিত্তং কুর্ব্বতে তস্য চোষ্মণা ॥ ৮৭ ॥ এবং বহুবিধা

মোক্ষমার্গের দৃঢ়ার্গলস্বরূপ নারী সৃজন করিল? বিধাতা স্ত্রীরূপে সন্তানসমূহের কারা, সংসারবনের বাগুরা এবং স্বর্গমার্গের মহাগর্ত্ত সৃজন করিয়াছেন। তিনি নরগণের অন্য কোন বন্ধন না দেখিয়া তাহাদের জন্য নারীরূপ সুদৃঢ় পাশ রচনা করিয়াছেন। মণিভদ্র বৃক্ষশাখায় লম্বিত হইয়া দুঃখভাবে নারীবিষয়ক বহু চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। শেষে সে এই ভাবে আত্ম-বিষয়ক চিন্তা করিতে থাকিল যে, আমি অতি কুবুদ্ধি; যে হেতু সংসারজ ফল লাভ করিতে পারিলাম না। আমি কদাচিৎ ইচ্ছার সহিত দান করি নাই। ঐশ্বর্য্য থাকিলেও কদাপি আমা কর্ত্তৃক সুকৃত কৃত হয় নাই। আমি কদাচ জপ ও হুতাশনে হোম করি নাই। অথবা কোন এক মহাত্মার সত্য কথা আমি পালন করিয়াছি। তাঁহার কথা এই যে, কৃপণের সমান দাতা হয় নাই, হইবেও না, যে হেতু তাহারা নিজ ধন স্পর্শ না করিয়াও ভবিষ্যতে পরকে প্রদান করিয়া থাকে। শরণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিষবৎ বিনষ্ট করিতে হয় কি? আমিও তাহাই করিয়াছি। আমি দান, ভোজন, কিছুই করি নাই। দান, ভোগ, নাশ, এই তিন প্রকার অর্থের গতি। যে দান ও ভোজন করে না, তাহার অর্থের তৃতীয় গতি (নাশ) হয়। অদাতা ধনী জন দরিদ্রের চূড়ান্তরূপে গণিত হন। পিপাসা নষ্ট না করিলে সমুদ্রকেও মরু বলা যায়। নিত্য সদ্ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অহরহঃ প্রার্থিত হইয়া ধনী জন কৃপণগণের ন্যায় প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণবিষয়ে নিদ্রিত থাকেন। কৃপণগণ স্বকর্ম্মের ফলে প্রাপ্ত ভোগ উপভোগ করে না, যেমন দ্রাক্ষা পাকিলে বায়সদিগের মুখপাক উপস্থিত হয়, ঐশ্বর্য্য থাকিলে দান ও ভোগ করিতে হয়; সঞ্চয় করিয়া রাখিতে নাই; দেখ, মধুকরীদিগের সঞ্চিত ধন অন্য ব্যক্তিভোগ করে। সঞ্চিত ধন যদি প্রার্থীকে প্রদত্ত বা যজ্ঞে ব্যয়িত না হয়, তাহা হইলে সেই কদর্য্য ধন চোর ও পার্থিবগৃহে উপভুক্ত হইয়া থাকে। ৬৮—৮৩। দানশীলতা, বিত্তবান্ ব্যক্তির গুণ; আর বিত্ত দানশীল ব্যক্তির গুণ, ইহাদের এই গুণের অভাব হইলে বিত্ত ও দান বিড়ম্বনাময় হইয়া থাকে। জনগণ লক্ষ্মী লইয়া কি করিবে? লক্ষ্মী সামান্যা বেশ্যাবৎ পথিক কর্ত্তৃকও উপভুক্ত হইয়া থাকে। ভোজন ব্যতিরেকে অর্থোষ্মা দ্বারা কৃপণের প্রাণ রক্ষিত হয়। আর কৃপণের অর্থোষ্মা দ্বারাই মহী ধৃত হইয়া থাকে। দেখ, শেষ নাগ কৃপণের প্রসাদেই মহীকে ধারণ করে; কারণ কৃপণগণ স্বীয় ধন ভূ-গত করে; সেই ধনের উষ্মায়ই শেষ নাগ পৃথ্বী ধারণক্ষম। মণিভদ্র এই প্রকার প্রলাপ

বাচঃ প্রলপন্নিতস্ততঃ। নীত্বা তৈঃ পার্থিবোদ্দিষ্টৈঃ পুরুষৈঃ পরুষাক্ষরম্। শ্রুত্বা প্রলপংশ্চৈব কৃতঃ শাখাবলম্বনঃ॥ ৮৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মণিভদ্রনিধনবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৮॥

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। পুষ্পোঽপি তাং সমাদায় মাহিকাখ্যাং বরাঙ্গনাম্। স তদা প্রযযৌ হৃষ্টো মণিভদ্রস্য মন্দিরম্॥ ১॥ শঙ্খতূর্য্যনিনাদেন সর্ব্বৈস্তৈঃ স্বজনৈর্বৃতঃ। ন কস্য তত্র সম্ভূতো বিকল্পস্তৎসমুদ্ভবঃ॥ ২॥ ভাস্করস্য প্রসাদেন তথৈবাস্য কর্হিচিৎ। সোঽপি মন্দিরমাসাদ্য যথাস্বপিতৃসম্ভবম্॥ ৩॥ উপবিশ্য ততো মধ্যে বন্ধূন্ সর্ব্বান্ সমাহ্বয়ৎ। অদ্য তাবদ্দিনে মহ্যং তুলাগ্রং কমলা স্থিতা॥ ৪॥ চলিতাপি পুনশ্চাস্তাঃ স্বপত্ন্যা বাক্যতঃ স্থিতা। কিয়ন্তং চৈব কালং মে কার্পণ্যং মহদাশ্রিতম্॥ ৫॥ জ্ঞাতমদ্য চলা লক্ষ্মীস্তেন ত্যক্তং সুদূরতঃ।

তস্মাদ্বন্ধুজনৈঃ সার্দ্ধং দেবৈর্বিপ্রৈশ্চ কৃৎস্নশঃ॥ ৬॥ সংবিভক্তাং করিষ্যামি সত্যেনাত্মানমালভে॥ ৬॥ এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বান্ সমাহূয় পৃথক্পৃথক্। স নামভির্দদৌ বস্ত্রং ভূষণানি যথার্হতঃ॥ ৭॥ ততো বেদবিদো বিপ্রান্ সমাহূয় স নামভিঃ। একৈকস্য দদৌ বিত্তং সবস্ত্রং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৮॥ ততশ্চ নর্ত্তকেভ্যশ্চ দীনান্ধেভ্যো বিশেষতঃ। দদৌ ভোজ্যং সমিষ্টান্নং সবস্ত্রঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৯॥ ততশ্চ স্বয়মেবান্নং বুভুজে ভার্য্যয়া সহ। বিসৃজ্য তান্ সমায়াতান্ স্বজনান্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥ ১০॥ এবং তেন তদা প্রাপ্তং বিত্তঞ্চ পরসম্ভবম্। বুভুজে স্বেচ্ছয়া নিত্যং তদা ভার্য্যাসমন্বিতঃ॥ ১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্পবিভবপ্রাপ্তিবর্ণনং নামৈকোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৯॥

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অন্যস্মিন্নহনি প্রাপ্তে রহস্যুক্তঃ স ভার্য্যয়া। রাত্রৌ প্রসুপ্তঃ পার্শ্বে চ পাদৌ সংস্পৃশ্য তৎক্ষণাৎ॥ ১॥ ত্বং তাবন্মম ভর্ত্তাসি যাবজ্জীবম্-

---

করিতে থাকিলে রাজ-প্রেরিত ঘাতকগণ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া তাহাকে শাখাবলম্বিত করিল। এই সময় মণিভদ্র বহু বিলাপ করিয়াছিল।৮৪—৮৮।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৮।

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! তখন ব্রাহ্মণ পুষ্প বরবর্ণিনী মাহিকা মণিভদ্রের পত্নীকে লইয়া মণিভদ্রের গৃহে গমন করিল। গমনকালে সে সর্ব্বস্বজন পরিবৃত হইয়া শঙ্খ ও তুর্য্য-নিনাদ করাইয়াছিল। ভাস্করের প্রসাদে পুষ্পের সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। সে যেন তাহার পিতৃ-কৃত গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল; উপবেশনপূর্ব্বক সে বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিল। বলিল,—অদ্য আমার ভাগ্য-লক্ষ্মী তুলা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলেও আমার এই স্বপত্নী তাঁহাকে পুনরায় স্থিরীকৃত করিলেন। আমি কিয়ৎকালের জন্য কার্পণ্য অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু অধুনা আমি লক্ষ্মীকে বঞ্চনাকারিণী জানিয়া দূর হইতে সেই কার্পণ্য পরিত্যাগ করিলাম। অদ্য হইতে আমি স্বজন-বন্ধু ও দেব-বিপ্রগণের সহিত সেই লক্ষ্মীকে সংবিভক্ত করিয়া ভোগ করিব। আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি। এই বলিয়া সে বন্ধুগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক আহ্বান করত যথাযোগ্য বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান করিল। বিপ্রগণকেও নামোল্লেখপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া প্রত্যেককে সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে নর্ত্তক, দীন, অন্ধ, প্রভৃতিকে সমিষ্টান্ন সবস্ত্র ভোজ্য প্রদান করিতে লাগিল। অতঃপর সে অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও স্বজনদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া ভার্য্যার সহিত স্বয়ং অন্ন ভোজন করিল। এই প্রকারে সে পরোপার্জ্জিত ধন পরভার্য্যার সহিত ভোগ করিতে লাগিল।১—১১।

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৯।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! রাত্রিকালে পুষ্পের ভার্য্যা পুষ্পের পার্শ্বে শায়িত থাকিয়া তাহার পাদদ্বয় স্পর্শ করত জিজ্ঞাসা করিল,—আপনিই

সংশয়ম্। তবদত্ত বিত্তোহস্মাকং স্বরূপং স্মনোজ-বিজিতঃ ॥ ২ ॥ ইন্দ্রজালমিদং কিং তে কিং বা মন্ত্রপ্রসাধনম্। দেবানাং বা প্রসাদোহয়ং যন্ত্রং চৈত্রানুশঃ স্থিতঃ ॥ ৩ ॥ ময়া ত্বং হি তদা জ্ঞাতঃ প্রথমেহপি দিনে স্থিতে। যদা সম্ভূষিতা বস্ত্রৈস্তথা বহ্বলঙ্কুরণৈঃ ॥ ৪ ॥ যদ্যহং তব বার্ত্তাঞ্চ সর্ব্বাং কপটসম্ভবাম্। কথয়ামি দ্বিতীয়স্য তত্তে পাদৌ স্পৃশাম্যহম্ ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তো বিহস্যোচ্চৈঃ স তদা ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। তামালিঙ্গ্য তস্যাঃ প্রাহ বচনং মধুরাক্ষরম্ ॥ ৬ ॥ সাধু প্রিয়ে ত্বয়া জ্ঞাতং সর্ব্বং মম বিচেষ্টিতম্। অহং স বিপ্রঃ সুভগে মণিভদ্রেণ যঃ পুরা ॥ ৭ ॥ বিড়ম্বিতো মুখং পশ্যংস্ত্বদীয়ং চন্দ্রসন্নিভম্। চমৎকারপুরং গত্বা ময়া চারাধিতো রবিঃ। তেন তুষ্টেন মে দত্তং তদ্রূপং জ্ঞানমেব চ ॥ ৮ ॥ মাহিকোবাচ। ত্বদীয়-দর্শনেনাহং কামদেববশং গতা ॥ ৯ ॥ তস্মাদারা-ধয়িষ্যামি তং গত্বা দিননায়কম্। যেন তে তাদৃশং ভূয়ঃ প্রতুষ্টো বিদধাতি যঃ ॥ ১০ ॥ কিং মে চৈতেন রূপেণ তারুণ্যেনাপি চ প্রভো। যত্তে তথাবিধং রূপং সম্ভজামি দিবানিশম্ ॥ ১১ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা গুটিকাং পুষ্পঃ সমাদায় মুখান্তর্তঃ। দধার তাদৃশং রূপং যাদৃগ্দৃষ্টং পুরা তয়া ॥ ১২ ॥ ততঃ সা হর্ষিতা মাহী পুলকেন সমন্বিতা। তমালিঙ্গ্যা-ভজদ্গাঢ়ং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৩ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম যৌবনং রূপমেব চ। যত্ত্বং হৃদাস্থিতঃ কান্তঃ প্রলব্ধো মদনোপমঃ ॥ ১৪ ॥ এতাবন্তি দিনান্যেব ন ময়া কামজং সুখম্। অপি স্বল্পতরং লব্ধং কথঞ্চিদ্বৃদ্ধসেবয়া ॥ ১৫ ॥ ভজস্ব স্বেচ্ছয়া বিপ্র দাসী তেহহং ব্যবস্থিতা ॥ ১৬ ॥ পুষ্প উবাচ। প্রবিশামি কিমঙ্গেষু তবস্তৌ কিং মিলাম্যহম্। প্রিয়ে চিরেণ লব্ধাসি ন জানে করবাণি কিম্ ॥ ১৭ ॥ এবমুক্তা ততস্তৌ চ মৈথুনায় কৃতক্ষণৌ। প্রবৃত্তৌ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠাঃ কামদেববশঙ্গতৌ ॥ ১৮ ॥ অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে। বক্ত্রে তাং গুটিকাং কৃত্বা স পুষ্পস্তাদৃশোহভবৎ ॥ ১৯ ॥ এবং তস্য স্থিতস্তাত্র মহান্ কালো ব্যজায়ত। পুত্রাঃ পৌত্রা-

আমার যাবজ্জীবনের ভর্ত্তা; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, তাহা আপনাকে বলিতে হইবে। আমি আপনার জন্যই তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। আচ্ছা, ইহা কি আপনার ইন্দ্রজাল, না মন্ত্রসাধন অথবা কোন দেবতা আপনাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন; কিরূপে আপনি এরূপ হইলেন? আমি আপনাকে প্রথমদিনেই জানিতে পারিয়াছিলাম—যখন আপনি আমাকে বস্ত্র-ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত করিতেছিলেন। আমি আপনার এই কাপট্যের কথা কখনও প্রকাশ করিব না; এই আপনার পাদস্পর্শ করিতেছি। সূত বলিলেন,—পত্নী এই কথা বলিলে পুষ্প সহাস্যে তাহাকে আলিঙ্গন করত মধুরাক্ষরে বলিলেন,—সাধু প্রিয়ে! সাধু, তুমি আমার চেষ্টিত নিগূঢ়ভাবে অবগত হইয়াছ। আমি সেই বিপ্র,—সুভগে! মণিভদ্র যাহাকে তোমার মুখচন্দ্র দেখায় অপরাধে বিড়ম্বিত করিয়াছিল। আমি চমৎকারপুরে গমন করিয়া রবির আরাধনা করি। তিনি তুষ্ট হইয়া আমায় এইরূপ জ্ঞান প্রদান করেন। মাহিকা বলিল,—আমি আপনাকে দর্শন দিয়া কামদেবের বশীভূত হইয়াছি। অতএব ও সেই স্থানে গমন করিয়া দিননায়কের আরাধনা করিব। আরাধনায় ফলে আপনাকে পূর্ব্বে আমি যেমন দেখিয়াছিলাম, তদ্রূপ আপনার রূপ হইবে। আপনার এরূপ রূপে আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? হে প্রভো! আমার এই তরুণ অবস্থায় আপনার এরূপ মণিভদ্রের ন্যায় রূপ কি শোভা পায়? আমি আপনার সেই পূর্ব্বদৃষ্টরূপ অহর্নিশ ভজনা করিব।১—১১। সূত বলিলেন,—ভার্য্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া পুষ্প মুখ হইতে গুটিকা বাহির করিয়া ফেলিল, বাহির করিয়া ফেলিবামাত্র সে যে রূপে পূর্ব্বে ঐ স্থানে ভোজন করিয়াছিল, সেই রূপ ধারণ করিল। পুষ্পের পূর্ব্বরূপ দর্শন করিয়া তখন মাহিকা পুলকিত হইল এবং তাহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া ভজনা করিল; বলিল,—অদ্য আমার জন্ম, যৌবন, রূপ ধন্য হইল। যে হেতু আমি অভিলষিত মদনোপম কান্তলাভ করিলাম। এতদিন আমি বৃদ্ধ সেবা করিয়া স্বল্প পরিমাণেও কামজ সুখ লাভ করিতে পারি নাই। পুষ্প বলিল,—অয়ি প্রিয়ে! আমি কি তোমার অঙ্গে প্রবেশ করিব? অথবা তোমাতে মিলিয়া যাইব? তোমাকে বহুদিন পরে লাভ করিয়া কি করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই কথা বলিয়া তাহারা মৈথুনে মনঃসমাধান করিল। পরে রাত্রি প্রভাতে সূর্য্য উদিত হইলে পুষ্প মুখে গুটিকা নিক্ষেপ করিয়া মণিভদ্রের রূপ ধারণ করিল।

তস্যা জাতাঃ কন্যকাশ্চ তথৈব চ ॥ ২০ ॥ স বৃদ্ধত্বং যদা প্রাপ্তো জরাবিপ্লবতাং গতঃ। তদা স চিন্তয়ামাস ময়া পাপং মহৎ কৃতম্ ॥ ২১ ॥ মণিভদ্রো বরাকোঽসৌ মিথ্যাচারেণ ঘাতিতঃ। তস্য ভার্য্যা হৃতা চৈব প্রসূতিশ্চ নিয়োজিতা ॥২২॥ হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং তস্মাদ্‌গত্বা করোম্যহম্। পুরশ্চরণসংজ্ঞঞ্চ যেন শুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২৩ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা পুষ্পশ্চিত্তে নিজে তদা। অসংখ্যং বিত্তমাদায় চমৎকারপুরং গতঃ ॥ ২৪ ॥ পুত্রেভ্যোঽপি যথাসংখ্যং দত্ত্বা চৈব পৃথক্‌পৃথক্। প্রাসাদং কারয়ামাস তস্য সূর্য্যস্য শোভনম্ ॥ ২৫ ॥ যস্মিন্ সিদ্ধিং গতঃ সোঽত্র যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিষ্ঠিতে। ততো মধ্যগমাহূয় প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ। সোঽব্রবীদ্‌ব্রাহ্মণানাং মে চাতুশ্চরণমানয় ॥ ২৬ ॥ যেনাহমগ্রতো ভূত্বা প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। পুরশ্চরণসংজ্ঞন্তু প্রার্থয়ামি যথাবিধি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্পকৃতহাটকেশ্বরক্ষেত্রগমনপুরশ্চরণার্থব্রাহ্মণামন্ত্রণবর্ণনং নাম ষষ্ঠ্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথ তেন দ্বিজাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মস্থানে নিবেশিতাঃ। চাতুশ্চরণসংজ্ঞাশ্চ ততস্তস্য নিবেশিতাঃ ॥১॥ সোঽপি কেশান্ পরিত্যজ্য সর্ব্বগাত্রসমুদ্ভবান্। নিজপত্ন্যা সমোপেতঃ প্রণম্য চ দ্বিজোত্তমান্ ॥ ২ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ। ভাস্করস্তস্য বিহিতঃ প্রাসাদোঽয়ং ময়া দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥ পুষ্পাদিত্য ইতি খ্যাতিং প্রয়াতু ভুবনত্রয়ে। ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। ন বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যস্য কীর্ত্তিং নেষ্যামহে ক্ষয়ম্ ॥ ৪ ॥ প্রায়শ্চিত্তং প্রদাস্যামশ্চিত্তস্য হৃদয়ঙ্গমম্। অন্যে চ ব্রাহ্মণাঃ প্রোচুঃ কেচিন্মধ্যস্থবৃত্তয়ঃ ॥৫॥ বৃত্ত্যর্থমস্য দেবস্য লক্ষং হোমেঽত্র কল্প্যতাম্। লক্ষং তু সর্ব্ববিপ্রাণাং প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধয়ে ॥৬॥ পুষ্প উবাচ। তস্মাৎ সর্ব্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠা মন্নাম্না কীর্ত্তয়স্ত্বিমম্। পুষ্পাদিত্যমিতি খ্যাতিং কীর্ত্তয়ন্তু তথানিশম্ ॥৭॥ অনয়া ভার্য্যয়া মহ্যং মাস্তা যা স্থাপিতা পুরা। দুর্গাস্যাশ্চাত্র নাম্না বৈ ভূয়াৎ খ্যাতাত্র সৎপুরে ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। দুঃশীলেন পুরাকারি প্রাসাদো হরসম্ভবঃ। দুর্ব্বাসঃস্থাপিতস্তাপি তদ্বৃত্ত-

এইরূপে পুষ্প বহুকাল অতিবাহিত করিল। তাহাদের পুত্র-পৌত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। পুষ্প যখন বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইল, তখন সে মনে করিল,—আমি মহৎ পাপ করিয়াছি। বেচারি মণিভদ্রকে আমি মিথ্যা বড়যন্ত্র করিয়া ঘাতিত করিয়াছি। তাহার ভার্য্যাকেও আমি হরণ করিয়াছি, তাহারও সন্তানাদি জন্মিয়াছে। অতএব আমি হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গমন করিয়া পুরশ্চরণ করিব, ইহাতে আমার পাপক্ষয় হইবে। সে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অসংখ্য ধন লইয়া চমৎকারপুরে গমন করিল। গমন করিবার সময় সে স্বীয় পুত্রগণকে বিত্ত বিভাগ করিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্যসন্নিভ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গেল। সে পূর্ব্বে যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য-প্রতিষ্ঠিত দেবতার আরাধনা করিয়া ছিল, সেই স্থানে গমন করিল। সে ঐ স্থানে গমন করিয়া মধ্যগকে আহ্বানপূর্ব্বক অভিবাদনের পর বলিল,—আমার নিকটে চাতুশ্চরণ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন কর। আমি বিশুদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, যথাবিধি পুরশ্চরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।১২—২৭।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬০।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অনন্তর পুষ্প নিজ শুদ্ধির জন্য চাতুশ্চরণসংজ্ঞক ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মস্থানে নিবেশিত করিয়া সর্ব্বগাত্র-সমুদ্ভব কেশ সকল বপন করিয়া নিজ পত্নীর সহিত দ্বিজগণকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! ভাস্কর আমায় এই স্থানে কৃপা করিয়াছিলেন,—অতএব ইনি আমার নামে ত্রিভুবনে পুষ্পাদিত্য নামে খ্যাতি লাভ করুন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমরা আপনার কথায় অনুমোদন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের কীর্ত্তি লোপ করিতে পারিব না; তবে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে পারি। মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া কতিপয় বিপ্র বলিলেন,—পুষ্প! তুমি এই দেবতার বৃত্তির নিমিত্ত লক্ষ মুদ্রা কল্পনা কর; আর প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধির জন্য সমস্ত বিপ্রগণকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর। পুষ্প বলিল,—হে বিপ্রগণ! আমি বৃত্তি-বিধান করিতেছি, আপনারা পুষ্পাদিত্য নামে এই দেবকে বিখ্যাত করুন। আর আমার ভার্য্যা যে পূর্ব্বে আমার উদ্দেশে দুর্গাদেবী স্থাপন করিয়াছেন, তাহা উঁহার নামে বিখ্যাত হউক। ১—৮। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে বিপ্রগণ

ভ্রষ্টমানসৈঃ ॥ ৯ ॥ তথাপ্যস্য তু দীনস্য প্রাসাদঃ ক্রিয়তাং দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ নামমাত্রেণ দেবস্য দুঃশীলেন যথা পুরা। অনেনারাধিতঃ পূর্ব্বং স্বমাংসৈঃ স্বয়ং ভাস্করঃ ॥ ১১ ॥ তস্মান্ন ক্ষতিরপ্যত্র দত্তে নাম্নি যথা পুরা। নাম্না মাহিকয়া নাম মাহীত্যেব চ সা ভবেৎ ॥ ১২ ॥ সূত উবাচ। পুষ্পেণ দানে দত্তেঽথ সম্মতেনাগ্রজন্মনাম্। মধ্যগেন কৃতং নাম পুষ্পাদিত্যেতি শ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥ তৎপত্ন্যা চাপি যা তত্র দুর্গা দেবী দ্বিজোত্তমাঃ। নাম্না মাহিকয়া নাম মাহীত্যেব চ সাভবৎ ॥ ১৪ ॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। পুষ্পাদিত্যো যথা জাতো যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৫ ॥ অদ্যাপি কলিকালে স দৃষ্টো ভক্ত্যা সুরেশ্বরঃ। নাশয়েদ্দিনজং পাপং নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তথা চ সপ্তমীযুক্তে রবের্ব্বারে দ্বিজোত্তমাঃ। অষ্টোত্তরশতং যাবৎ কলহস্তঃ করোতি যঃ। প্রদক্ষিণাশ্চ সদ্ভক্ত্যা স লভেদ্বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ১৭ ॥ মাহীকামপি যো দুর্গাং নিত্যমেব প্রপশ্যতি। ন স পশ্যতি কষ্টানি তস্মিন্নহনি কর্হিচিৎ ॥ ১৮ ॥ চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং যস্তাং পূজয়তে নরঃ। তস্য সংবৎসরং যাবন্নাপৎ সঞ্জায়তে কচিৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্পাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬১ ॥

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং নাম্নি কৃতে তস্য ভাস্করস্যাংশুমালিনঃ। দ্বিজানাং পুরতঃ পুষ্পঃ কথয়ামাস চেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥ আত্মীয়ং কুৎসিতং তেষাং মণিভদ্রবধো যথা। বিহিতো বিহিতা পত্নী তস্য ব্যাজেন কৃৎস্নশঃ ॥ ২ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ প্রোচুস্তচ্ছ্রুত্বা কোপসংযুতাঃ। সীৎকারান্ প্রচুরান্ কৃত্বা ধিক্কাং পাপ প্রগম্যতাম্ ॥ ৩ ॥ আত্মীয়ং হেম চাদায় ন তে শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মঘ্নস্ত্বং যতঃ প্রোক্তাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ স্মৃতিশাস্ত্রপ্রপাঠকৈঃ ॥ ৫ ॥ সূত উবাচ। ততস্তু দুঃখিতঃ পুষ্পো বাষ্পসম্পূরিতেক্ষণঃ। ব্রহ্মস্থানাদ্বিনির্গত্য প্ররুরোদ সুদুঃখিতঃ ॥ ৬ ॥ রোরূয়মাণ-

---

পূর্ব্বে দুঃশীল দুর্ব্বাসা, স্থাপিত দেবের প্রাসাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। আপনারা পুষ্পের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ দেবের প্রাসাদটী সম্পূর্ণ করাইয়া লউন। দুঃশীল নাম মাত্র আরাধনা করিয়াছিল বৈ ত নয়; আর পুষ্প পূর্ব্বে স্বমাংস প্রদান করিয়া ভাস্করের আরাধনা করিয়াছিল, অতএব পুষ্পের নামে বিখ্যাত করিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। পুষ্পের স্ত্রী মাহিকার নামে দুর্গার মাহি এই নাম হইবে। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! পুষ্প দ্বিজগণকে ধন দান করিলে মধ্যগ ঐ দেবতার নাম করিলেন,—পুষ্পাদিত্য। আর উহার পত্নী ঐ স্থানে যে দুর্গাদেবী স্থাপন করিয়াছিল; তাঁহার নাম হইল—মাহী। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা যজ্ঞবল্ক্য-প্রতিষ্ঠিত দেবের পুষ্পাদিত্যনাম-বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমি সমস্ত বলিলাম। অদ্যাপি কলিকালে ভক্তিপূর্ব্বক ঐ দেব দৃষ্ট হইলে নরগণের দৈনিক পাপ বিনষ্ট হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি রবিবার সপ্তমীর দিন কলহস্তে ঐ দেবের অষ্টোত্তর শতবার প্রদক্ষিণ করে, সে বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকে। মাহী দুর্গাকে যে ব্যক্তি নিত্য দর্শন করে, তাহাকে সেদিন কষ্টের মুখ দেখিতে হয় না। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি তাঁহাকে পূজা করে, সংবৎসরের মধ্যে তাহার পাপ হয় না। ৯—১৯।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬১।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! পুষ্প এইরূপে অংশুমালীর নাম করিয়া দ্বিজগণসমীপে মণিভদ্রবধ ও তাহার পত্নীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করারূপ নিজ কুৎসিত চেষ্টিত বর্ণন করিল। ব্রাহ্মণগণ তচ্ছ্রবণে বার বার চীৎকার করত তাহাকে বলিলেন,—ধিক্ পাপ! এস্থান হইতে গমন কর! যেহেতু তুই ব্রহ্মঘ্ন! আত্মদেহ-পরিমাণ হেম দান করিলেও তোর শুদ্ধি হইবে না। স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, —ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণই দ্বিজোত্তম। অতএব আত্ম-পরিমিত সুবর্ণ উৎসর্গ করিলেও শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। সূত বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুষ্প ব্রহ্মস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া দুঃখিতভাবে রোদন করিতে

মালোক্য ততস্তে নাগরা দ্বিজাঃ। দয়াং চ মহতীং কৃত্বা ততঃ প্রোচুঃ পরস্পরম্‌॥ ৭॥ নানাবিধানি শাস্ত্রাণি স্মৃতয়শ্চ পৃথগ্বিধাঃ। পুরাণানি সমস্তানি বীক্ষধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৮॥ কুত্রচিৎ কচিদেবাস্য কথঞ্চিচ্ছুদ্ধিরস্তি চেৎ। ন তচ্চ বিদ্যতে শাস্ত্রমস্মিন্‌ স্থানে ন চাস্তি যৎ॥ ৯॥ ন স্মৃতির্ন পুরাণং চ বেদান্তং বা দ্বিজোত্তমাঃ। ন চাস্তি ব্রাহ্মণঃ সোঽত্র সর্ব্বজ্ঞপ্রতিমো ন যঃ॥ ১০॥ তস্মাচ্চিন্তয়ত ক্ষিপ্রমস্য শুদ্ধিপ্রদং হি যৎ। তচ্চ প্রমাণতাং নীত্বা শুদ্ধিমস্য প্রদীয়তে॥ ১১॥ অথৈকো ব্রাহ্মণঃ প্রাহ চণ্ডশর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ। ময়া স্কান্দপুরাণেঽস্মিন্‌ পুরশ্চরণসংশ্রিতা॥ ১২॥ পঠিতা সপ্তমী যা চ পুরশ্চরণসংজ্ঞিতা। পুরশ্চরণতঃ পাপং বিহিতং তু যথা ব্রজেৎ॥ ১৩॥ সম্যক্তথাপি বিপ্রেন্দ্রাস্ততো যাতি ন সংশয়ঃ। তস্মাৎ করোতু তামেষ পুরশ্চরণসপ্তমীম্‌॥ ১৪॥ অপরং ভূভুজাদেশান্মণিভদ্রো নিপাতিতঃ। বধকৈস্তস্য তৎপাপং যদি পাপং প্রজায়তে॥ ১৫॥ রাজা ভূত্বা ন যঃ সম্যগ্বিচারয়তি বাদিনম্‌। তস্য তৎপাতকং ঘোরং রাজ্ঞশ্চৈব প্রজায়তে॥ ১৬॥ তথাস্য পত্ন্যাস্তৎ পাপং জানন্ত্যা যত্তয়োদিতম্‌। মৎপিত্রা ব্রাহ্মণৈর্দত্তোঽয়ং পুরা বহ্নিসন্নিধৌ॥ ১৭॥ বিড়ম্বিতেন চানেন কৃত-প্রতিকৃতং কৃতম্‌। তস্মান্ন চাস্য দোষঃ স্যাদয়তঃ প্রোক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥ ১৮॥ কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাদ্ধিংসনে প্রতিহিংসনম্‌। ন তত্র জায়তে দোষো যো দুষ্টে দুষ্টমাচরেৎ॥ ১৯॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। যদ্যেবং বদ বিপ্রাস্য পুরশ্চরণসংজ্ঞিতাম্‌। সপ্তমীমদ্য বিপ্রেন্দ্র বরাকস্য বিশুদ্ধয়ে॥ ২০॥ সূত উবাচ। অথাস্য কথয়ামাস সপ্তমীং তাং দ্বিজোত্তমাঃ। চণ্ডশর্ম্মাভিধানস্তু কৃত্বা তস্যোপরি কৃপাম্‌॥ ২১॥ তেনাপি বিহিতা সম্যগ্‌যথা তস্য মুখাচ্ছ্রুতা। ততঃ সংবৎসরস্যান্তে বিপাপ্মা সমপদ্যত॥ ২২॥ ঋষয় উচুঃ। পুরশ্চরণসংজ্ঞাং তু সপ্তমীং বদ সূতজ। বিধিনা কেন কর্ত্তব্যা কস্মিন্‌ কালে উপস্থিতে॥ ২৩॥ সূত উবাচ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি রোহিতাশ্বস্য ভূপতেঃ। মার্কণ্ডেন পুরা প্রোক্তা পৃচ্ছ্যমানেন ভক্তিতঃ॥ ২৪॥ সপ্তকল্পস্মরো বিপ্রা মার্কণ্ডাখ্যো মহামুনিঃ। রোহিতাশ্বেন পৃষ্টঃ স হরিশ্চন্দ্রাত্মজেন চ॥ ২৫॥ রোহিতাশ্ব উবাচ। অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি

লাগিল। তখন নাগর দ্বিজগণ তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক পরস্পর এই ভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, নানাবিধ শাস্ত্র, পৃথক্‌বিধ স্মৃতি, এবং সমস্ত পুরাণ সমাহিতভাবে সকলেই অবলোকন করুন,—যদি কোন প্রকারে কোনরূপ ইহার শুদ্ধি বিহিত থাকে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ বা বেদান্ত, যাহাই বলুন না কেন এমন শাস্ত্র নাই, যাহা এখানে না আছে। তেমন ব্রাহ্মণও এখানে কেহ নাই, যিনি সর্ব্বজ্ঞপ্রতিম নহেন। অতএব সকলেই সত্বর যাহাতে ইহার শুদ্ধি হয়, তাহা চিন্তা করুন। তাহাই প্রমাণসঙ্গত করিয়া উহার শুদ্ধিবিধান করিতে হইবে। অনন্তর চণ্ডশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বলিলেন,—স্কন্দপুরাণে সপ্তমী পুরশ্চরণ পাঠ করিয়াছি। এই পুরশ্চরণ হইতে বিহিত পাপ বিনষ্ট হয়। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। এই ব্যক্তি সপ্তমী পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করুক। আর এক কথা এই যে, মণিভদ্রকে ত' রাজাই নিপাতিত করিয়াছেন। তাহাতে যে পাপ, তাহা ঘাতকেরই হইবে। রাজা হইয়া যিনি বাদিপক্ষ সম্যক্‌ বিচার না করেন, সেই অবিচার জন্য পাপ রাজার হইয়া থাকে। আর ইহার পত্নীরই সম্যক্‌ পাপ হইয়াছে। সে জানিয়া শুনিয়া বলিয়াছিল,—আমার পিতা বহ্নি-সন্নিধানে ইহাকে প্রদান করিয়াছেন। আর এই পুষ্প ও' অপকারীর প্রতিকার করিয়াছে বৈ ত' নয়। অতএব পুষ্পের এবিষয়ে কোন দোষ নাই। অপকারীর প্রতিকার হিংসকের প্রতিহিংসা এবং দুষ্টের প্রতি দুষ্টাচার করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে বিপ্র! যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ঐ বেচারীর প্রতি পুরশ্চরণ-সপ্তমীর ব্যবস্থা করুন। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! অনন্তর চণ্ডশর্ম্মা নামক বিপ্র ঐ বেচারিকে কৃপা করিয়া তাহার প্রতি পুরশ্চরণ-সপ্তমীর ব্যবস্থা দিলেন। সেও উপদেশ মত অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এই ভাবে তাহার সংবৎসর গত হইলে সে নিষ্পাপ হইল। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতজ! পুরশ্চরণ সপ্তমী কোন্‌ সময়ে কি ভাবে করিতে হয়, আপনি তাহা বলুন? ১—২৩। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে সপ্তকল্পস্মর মহামুনি. মার্কণ্ডেয় হরিশ্চন্দ্র-তনয় রোহিতাশ্ব কর্ত্তৃক ভক্তিসহকারে এই বিষয়ে পৃষ্ট হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমি আপনাদিগের নিকট তাহা বলিতেছি। রোহিতাশ্ব জিজ্ঞাসা

যৎ পাপং কুরুতে নরঃ। উপায়ং তস্য নাশায় কিঞ্চিন্মে বদ সত্তমে ॥ ২৬ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মানসং বাচিকং চৈব কায়িকং চ তৃতীয়কম্। ত্রিবিধং পাতকং লোকে নরাণামিহ জায়তে ॥ ২৭ ॥ তত্রোপায়া বিনাশায় তস্য সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ। তানহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব নৃপসত্তম ॥ ২৮ ॥ মানসং চৈব যৎপাপং নরাণামিহ জায়তে। পশ্চাত্তাপে কৃতে তস্য তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ২৯ ॥ বাচিকং চৈব যৎপাপং নাভুক্ত্বা তৎপ্রণশ্যতি। পুরশ্চরণবাহ্যং তু সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৩০ ॥ নিবেদ্য ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং তদুক্তং চ সমাচরেৎ। প্রায়শ্চিত্তং যথোক্তং তু ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥ অথবা পার্থিবো জ্ঞাত্বা কুরুতে তস্য নিগ্রহম্ তেন শুদ্ধিমবাপ্নোতি যদ্যপি স্যাৎ স কিল্বিষী ॥ ৩২ ॥ লজ্জয়া ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং যো ন ব্রূতে কথঞ্চন। ন চ রাজা বিজানাতি শরীরস্থেন যো ম্রিয়েৎ। তস্য নিগ্রহকর্ত্তা চ স্বয়ং বৈবস্বতো যমঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কৃত্বা পাপং বিজানতা। প্রায়শ্চিত্তং তু কর্ত্তব্যং যথোক্তং ব্রাহ্মণোদিতম্ ॥ ৩৪ ॥ রোহিতাশ্ব উবাচ। সর্ব্বেষামেব পাপানাং বিহিতানাং মুনীশ্বর। কিঞ্চিদ্ ব্রতং সমাচক্ষ্ব দানং বা হোমমেব বা। বিপাপ্মা জায়তে যেন পুরশ্চরণবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৫ ॥ নিত্যং পাপানি কুরুতে নরঃ সূক্ষ্মাণি সর্ব্বতঃ। প্রায়শ্চিত্তানি সর্ব্বেষাং কর্ত্তুং শক্তিঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। অস্তি রাজন্ ব্রতং পুণ্যং পুরশ্চরণসংজ্ঞিতম্। পুরশ্চরণসংজ্ঞা তু সপ্তমী সূর্য্যবল্লভা ॥ ৩৭ ॥ যয়া সঙ্কীর্ণয়া রাজন্ কায়স্থো যমসম্ভবঃ। বিচিত্রো মার্জ্জয়েৎ পাপং কৃতং জন্মনি সঞ্চিতম্ ॥ ৩৮ ॥ তস্মাৎ কুরু মহারাজ তথাশু বচনং মম। যেন বা মুচ্যতে পাপাৎ সর্ব্বস্মাৎ কায়সম্ভবাৎ ॥ ৩৯ ॥ রোহিতাশ্ব উবাচ। পুরশ্চরণসংজ্ঞা তু সপ্তমী মুনিসত্তম। বিধিনা কেন কর্ত্তব্যা কস্মিন্ কালে বদস্ব মে ॥ ৪০ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মাঘমাসে সিতে পক্ষে মকরস্থে দিবাকরে। সূর্য্যবারেণ সপ্তম্যাং ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥ পাষণ্ডৈঃ পতিতৈঃ সার্দ্ধং তস্মিন্নহনি নালপেৎ। ভক্ষয়িত্বা নৃপশ্রেষ্ঠ প্রভাতে দন্তধাবনম্। মন্ত্রেণানেন পশ্চাচ্চ কর্ত্তব্যো নিয়মো নৃপ ॥ ৪২ ॥ পুরশ্চরণকৃত্যায়াং

করিয়াছিলেন যে, হে মুনে! মানবগণ অজ্ঞান বা জ্ঞানবশতঃ যে সকল পাপ করে, আপনি তাহা বিনষ্ট হইবার যৎকিঞ্চিৎ উপায় আমাকে বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইহলোকে মানবগণের ত্রিবিধ পাতক জন্মে, তাহা মানসিক বাচিক ও কায়িক। এই পাতকবিনাশের উপায় সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে নৃপসত্তম! আমি তাহা আপনাকে বলিতেছি। এতন্মধ্যে যে মানস পাপ তাহা পশ্চাত্তাপ করিলেই বিনষ্ট হয়। বাচিক পাপ অনশনে নষ্ট হইয়া থাকে আর তৃতীয় পাপ পুরশ্চরণ-নাশ্য। ইহা আমি সত্য বলিলাম। এই পাপ করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট যথাযথ বলিতে হয়, পরে তাঁহারা যাহা বিধান দেন, তাহা আচরণ করা কর্ত্তব্য। যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অথবা নৃপতি যাথার্থ্য অবগত হইয়া অপরাধীকে নিগৃহীত করিবেন। ইহাতে অপরাধী শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। লজ্জাবশত যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণেন্দ্রগণের নিকট অপরাধ যথাযথ কীর্ত্তন না করে, এবং রাজাও যদি তাহার পাপ সম্যক্ অবগত হইতে না পারেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধীর নিগ্রহকর্ত্তা হন যম। অতএব সকলেরই জ্ঞানপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণোদিত প্রায়শ্চিত্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোহিতাশ্ব বলিলেন,—হে মুনীশ্বর! বিহিত পাপ সকলের বিনাশের জন্য একটী ব্রত দান বা হোম আমায় বলুন, যাহাতে পুরশ্চরণ ব্যতিরেকে বিগতপাপ হইতে পারা যায়। ২৪—৩৫। নর অতি সূক্ষ্মরূপে নিত্যই পাপ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয় না। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! পুরশ্চরণ নামক এক ব্রত আছে। পুরশ্চরণ নাম্নী সপ্তমী সূর্য্যবল্লভা; এই ব্রত আচরণ করিলে যমসম্ভব কায়স্থ বিচিত্র (চিত্রগুপ্ত) জন্মকৃত পাপ মার্জ্জনা করেন। অতএব আপনি আমার বাক্য পালন করুন। ইহাতে দৈহিক সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। রোহিতাশ্ব বলিলেন;—হে দেব! পুরশ্চরণ নাম্নী যে সপ্তমী, উহা কোন সময়ে কোন্ বিধি অনুসারে আচরণ করিতে হয়? তাহা বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সূর্য্য মকর রাশিতে গমন করিলে মাঘমাসের শুক্লপক্ষে রবিবারে এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতাচরণের দিন পাষণ্ড ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে নাই। পূর্ব্বদিন হবিষ্য ভোজন করিয়া ব্রতের দিন প্রাতে দন্তধাবন করিয়া এইমন্ত্রে নিয়ম অবলম্বন করিবে; যথা—হে দিবসাধিপ! আমি এই পুরশ্চরণসপ্তমীতে উপবাস

ঈপুষ্যাঃ দিবসাধিপ। উপবাসং করিষ্যামি অদ্য ত্বচ্ছরণং মম ॥ ৪৩॥ ততোঽপরাহ্ণসময়ে স্নাত্বা ধৌতাম্বরঃ শুচিঃ। প্রতিমাং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দিনাধিপসমুদ্ভবাম্ ॥ ৪৪॥ রক্তৈঃ পুষ্পৈর্ম্মহাবীর পাদাদ্যং পূজয়েত্ততঃ। পতঙ্গায় নমঃ পাদৌ মার্ত্তণ্ডয়েতি জানুনী ॥ ৪৫॥ গুহ্যং দিবসনাথায় নাভিং দ্বাদশমূর্ত্তয়ে। বাহু চ পদ্মহস্তায় হৃদয়ং তীক্ষ্ণদীধিতে॥ ৪৬॥ কণ্ঠং পদ্মদলাভায় শিরস্তেজোময়ায় চ। এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্ধূপং কর্পূরমাদদেৎ ॥ ৪৭॥ গুড়ৌদনঞ্চ নৈবেদ্যং রক্তবস্ত্রাভিবেষ্টিতম্। রক্তসূত্রেণ দীপঞ্চ তথৈবারাত্রিকং নৃপ ॥ ৪৮॥ শঙ্খে তোয়ং সমাদায় রক্তচন্দনমিশ্রিতম্। সফলঞ্চ ততঃ কৃত্বা অর্ঘ্যং দদ্যাত্ততঃ পরম্ ॥ ৪৯॥ কুকৃতং যৎকৃতং কিঞ্চিদজ্ঞানাজ্জ্ঞানতোঽপি বা। প্রায়শ্চিত্তং কৃতং দেব মমার্ঘ্যঞ্চ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৫০॥ ততঃ সম্পূজয়েদ্বিপ্রং গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। দত্ত্বা তু ভোজনং তস্মৈ দক্ষিণাঞ্চ স্বশক্তিতঃ প্রাশনং কায়শুদ্ধ্যর্থং পঞ্চগব্যস্য চাচরেৎ ॥ ৫১॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সমুদীক্ষ্য দিবাকরম্। দিবাকরং গতশ্চৈব মন্ত্রমেতং সমুচ্চরেৎ ॥ ৫২॥ গৃহীতং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। অবিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু প্রসাদাত্তব ভাস্কর ॥ ৫৩॥ ততশ্চ ফাল্গুনে মাসি সম্প্রাপ্তে মুনিসত্তম। কুন্দেন পূজয়েদ্দেবং ভৈক্ষ্যক বিধিনা ততঃ ॥ ৫৪॥ ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দদ্যান্নৈবেদ্যং ভক্তমেব চ। প্রাশনং গোময়ং প্রোক্তং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে॥ ৫৫॥ চৈত্রে মাসি তু সম্প্রাপ্তে সুরভ্যা পূজয়েদ্রবিম্। নৈবেদ্যং গুনিকাঃ প্রোক্তা ধূপঃ সর্জ্জরসোদ্ভবম্ ॥ ৫৬॥ কুশোদকঞ্চ সম্প্রাশ্য কায়শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। বৈশাখে কিংশুকৈঃ পূজাং যথাবচ্চ ঘৃতাশনৈঃ ॥ ৫৭॥ নৈবেদ্যঞ্চ সুরামাংসং ধূপঞ্চ বিনিবেদয়েৎ। দধিপ্রাশনমেবাত্র কর্ত্তব্যং কায়শুদ্ধয়ে ॥ ৫৮॥ পুষ্পপাটলয়া পূজা বিধাতব্যা রবে নৃপ। নৈবেদ্যে শক্তবঃ প্রোক্তাঃ প্রাশনঞ্চ ঘৃতং স্মৃতম্ ॥ ৫৯॥ কপিলায়া মহাবীর সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে। আষাঢ়ে মুনিপুষ্পৈশ্চ পূজয়েত্তাস্করং নৃপ ॥ ৬০॥ নৈবেদ্যে ঘারিকা প্রোক্তাঃ প্রাশনং মধুসর্পিষোঃ। ধূপং চৈবাগুরুং দদ্যাৎ পরয়া শ্রদ্ধয়া যুতঃ ॥ ৬১॥ শ্রাবণে তু কদম্বেন পূজনং তীক্ষ্ণদীধিতেঃ।

করিব, অদ্য আপনাকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে স্নানান্তে ধৌত বাসোযুগল পরিধানপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে দিননাথের প্রতিমা পূজা করিবে। রক্তপুষ্প দ্বারা আদিত্যের পাদাদি পূজা করিতে হয়। "পতঙ্গায় নমঃ" বলিয়া পাদদ্বয় "মার্ত্তণ্ডায় নমঃ" বলিয়া জানুদ্বয়, "দিবসনাথায় নমঃ" বলিয়া গুহ্য, "দ্বাদশমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া নাভি, "পদ্মহস্তায় নমঃ" বলিয়া বাহু, "তীক্ষ্ণদীধিতয়ে নমঃ" বলিয়া হৃদয় "পদ্মদলাভায় নমঃ" বলিয়া কণ্ঠ, ও "তেজোময়ায় নমঃ" বলিয়া তাঁহার শির পূজা করিবে। ঐরূপে পূজা করিয়া পরে কর্পূর-বাসিত ধূপ দিবে। রক্তবস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া গুড়োদন নৈবেদ্য দিতে হয়। দীপ ও আরাত্রিক রক্তসূত্র দ্বারা করা উচিত। শঙ্খে তোয় দান করিয়া তাহাতে ফলের সহিত রক্তচন্দন দিবে। এইরূপে অর্ঘ্য প্রস্তুত করিবে। অর্ঘ্যদানমন্ত্র যথা—হে দেব! জ্ঞান ও অজ্ঞানপূর্ব্বক আমি যে সকল দুষ্কৃত করিয়াছি, তাহা নাশের জন্য আমি এই প্রায়শ্চিত্ত করিলাম; আপনি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। অনন্তর গন্ধপুষ্পানুলেপন দ্বারা বিপ্রপূজা করিয়া তাঁহাদিগকে শক্তি অনুসারে ভোজন ও দক্ষিণা প্রদান করিবে। কায়শুদ্ধির জন্য পঞ্চগব্য খাইবে। কৃতাঞ্জলিপুটে দিবাকরকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন করিলাম মনে করিবে। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৩৬—৫২। যথা—হে দেব! আমি আপনার সম্মুখে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম। আপনার প্রসাদে ইহা অবিঘ্ন ও সুসিদ্ধ হউক। হে মুনিসত্তমগণ! অনন্তর ফাল্গুন মাসে কুন্দপুষ্প দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধানে পূজা করিয়া ধূপ, গুগ্‌গুলু নৈবেদ্য ও ভক্ত নিবেদন করিবে এবং সর্ব্বপাপবিনাশের নিমিত্ত গোময় খাইবে। চৈত্রমাসে সুরভি দ্রব্য দ্বারা দেবের পূজা করিবে। গুণিকা নৈবেদ্য ও সর্জ্জরস ধূপ দিবে এবং কুশোদক পান করিয়া কায়শুদ্ধি করিবে। বৈশাখমাসে কিংশুক পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতাশন প্রদান করিবে। এবং সুরা মাংস নৈবেদ্য ও ধূপ দান করা বিধেয়। আর কায়শুদ্ধির নিমিত্ত দধি ভোজন করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাটলা পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া শক্তু নৈবেদ্য ও পানার্থ ঘৃত দিবে। আর সর্ব্বপাপবিশুদ্ধির জন্য কপিলা দান করিবে। আষাঢ় মাসে মুনিপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া ঘারিকা নৈবেদ্য ও মধুসর্পি প্রাশন দিবে। আর অগুরু বা ধূপ কল্পনা করিবে। শ্রাবণে কদম্ব দ্বারা পূজা করিয়া

নৈবেদ্যে মোদকাংশ্চৈব তগরং ধূপমাদদেৎ ॥ ৬২ ॥ গোশৃঙ্গোদকমাদায় সদ্যঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। জাত্যা ভাদ্রপদে পূজা ক্ষীরং নৈবেদ্যমাদদেৎ ॥ ৬৩ ॥ ধূপং নখসমুদ্ভূতং প্রাশনং ক্ষীরমেব চ। আশ্বিনে কমলৈঃ পূজা নৈবেদ্যে ঘৃতপূরিকা ॥ ৬৪ ॥ ধূপং কুঙ্কুমজং প্রোক্তং কর্পূরপ্রাশনং স্মৃতম্ ॥ ৬৫ ॥ তুলস্যা কার্ত্তিকে পূজা ভাস্করস্য প্রকীর্ত্তিতা। নৈবেদ্যে চৈব খণ্ডাখ্যং ধূপং কৌসুম্ভিকং নৃপ ॥ ৬৬ ॥ প্রাশনঞ্চ লবঙ্গাখ্যং সর্ব্বপাপবিশোধনম্। ভৃঙ্গরাজেন পূজা চ সৌম্যে মাসি সমাচরেৎ ॥ ৬৭ ॥ নৈবেদ্যে ফেণিকা দেয়া ধূপং গুড়সমুদ্ভবম্। কঙ্কোলপ্রাশনং চৈব ভাস্করস্য প্রতুষ্টয়ে ॥ ৬৮ ॥ শতপত্রিকয়া পূজা পৌষে মাসি রবেঃ স্মৃতা। সহজং ধূপমাদিষ্টং নৈবেদ্যে শষ্কুলী তথা ॥ ৬৯ ॥ প্রাশনে পূর্ব্বযুক্তানি সর্ব্বাণ্যেব সমাচরেৎ। সমাপ্তৌ চ ততো দদ্যাৎষড়ভাগং গৃহসম্ভবম্ ॥ ৭০ ॥ ব্রাহ্মণায় নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে। ইষ্টভোজ্যং ততঃ কার্য্যং স্বশক্ত্যা পার্থিবোত্তম ॥ ৭১ ॥ এবং তু কুরুতে যোঽত্র সপ্তমীং ভাস্করোত্তমম্। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো নির্ম্মলত্বং স গচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। এবং পুরা বৈ কথিতা রোহিতাখায় ধীমতে। মার্কণ্ডেন মহাভাগ তস্মাত্বমপি তাং কুরু ॥ ৭৩ ॥ যেনাগ্রজায়তে সম্যক্পুরশ্চরণমেব তে ॥ ৫৪ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পুষ্পোঽপি দ্বিজসত্তমাঃ। তাং চক্রে সপ্তমীং হৃষ্টো যথা তেন নিবেদিতা ॥ ৭৫ ॥ ষড়ভাগং প্রদদৌ তস্মৈ ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে। স্ববিত্তস্য গৃহস্থস্য কুপ্যাকুপ্যস্য কৃৎস্নশঃ ॥ ৭৬ ॥ সোঽপি জগ্রাহ তদ্বিত্তং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। সুবর্ণমণিরত্নানি সঙ্খ্যয়া পরিবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরশ্চরণসপ্তমীব্রতবিধানবর্ণনং নাম দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

মোদক নৈবেদ্য ও তগর ধূপ দান করিবে। আর সদ্য পাপ মুক্তির জন্য সদ্য গো-শৃঙ্গের ব্যঞ্জন গ্রহণ করিবে। ভাদ্রমাসে জাতীপুষ্প দিয়া পূজা করিবে। পরে নৈবেদ্য দিবে। নখসমুদ্ভূত ধূপ ও ক্ষীর প্রাশন করিবে। আশ্বিন মাসে কমল দ্বারা পূজা ঘৃতপূরিকা নৈবেদ্য, কুঙ্কুমের ধূপ ও কর্পূর প্রাশন কথিত হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসে তুলসী দিয়া ভাস্করের পূজা করিতে হয় এবং খণ্ডের নৈবেদ্য, কৌসুম্ভিকের ধূপ ও লবঙ্গ প্রাশন দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা সর্ব্বপাপ বশোধন। অগ্রহায়ণ মাসে ভৃঙ্গরাজ দ্বারা পূজা, ফেনিকার নৈবেদ্য, গুড়ের ধূপ এবং কঙ্কোল প্রাশন সূর্য্য-তুষ্টির নিমিত্ত প্রদান করিতে হয়। পৌষমাসে শতপত্রিকা দ্বারা পূজা, সাধারণ ধূপ, পিষ্টকের নৈবেদ্য এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রাশন বিধান করিবে। ব্রতসমাপ্তিতে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত গৃহসম্ভূত দ্রব্য ষড়ভাগ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হয়। যথাশক্তি ইষ্টজনগণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এইরূপে ভাস্কর সম্বন্ধীয় সপ্তমীব্রত পালন করে, সে সর্ব্বপাপনির্মুক্ত হইয়া নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—পূর্ব্বে ভগবান্ মার্কণ্ডেয় রোহিতাখকে এই ব্রতকথা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ! অতএব আপনিও ইহা আচরণ করুন। ইহাতে আপনার সম্যক্ পুরশ্চরণ হইবে। সূত বলিলেন,—চণ্ডশর্ম্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুষ্পও যথাকথিত সপ্তমীকৃত্য করিতে লাগিল। পরে ব্রতসমাপ্তি হইলে সে স্বীয় হেমরত্নাদি যাবতীয় ধনের ষড়ভাগ ঐ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল। তিনি তাহা হৃষ্টান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেন। তিনি এত সুবর্ণ ও রত্ন পাইলেন যে, তাহা সংখ্যারহিত। ৫৩—৭৭।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। অথ তে নাগরাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা তদ্বিত্তভাজনম্। ন কেনাপি গ্রহীতব্যং সর্ব্বান্ কামান্নিরস্য চ ॥ ১ ॥ ততস্তে সুময়ং কৃত্বা সমানীয় চ মধ্যগম্। তস্থাস্তেন ততঃ প্রোচুর্ব্রহ্মস্থানে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২ ॥ অনেন লোভযুক্তেন তিরস্কৃত্য দ্বিজোত্তমাম্। পুষ্পবিত্তমুপাদয় প্রায়শ্চিত্তং প্রকী-

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—নাগর ব্রাহ্মণগণ বিত্তভাজন দর্শন করিয়া ইচ্ছা সংযত করত কেহই তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মধ্যগকে আনয়ন করত ব্রহ্মস্থানে অবস্থিত হইয়া তাহা দ্বারা বলাইলেন,—এই চণ্ডশর্ম্মা লাভ প্রযুক্ত দ্বিজোত্তমগণকে তিরস্কৃত

র্জিতম্ ॥ ৩ ॥ তথা চৈব তু ষড়্ভাগো গৃহীতো বিত্তবস্থ চ। তস্মাদেষ সমস্তানাং বাহ্যভূতো ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ নাগরাণাং দ্বিজেন্দ্রাণাং যথাস্তঃ প্রাকৃতস্তথা ॥ ৫ ॥ অদ্যপ্রভৃতি চানেন যঃ সম্বন্ধং করিষ্যতি। সোঽপি বাহ্যস্ত সর্ব্বেষাং নাগরাণাং ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ভোজনং বাথ পানীয়ং যোঽস্য সদ্মনি কর্হিচিৎ। করিষ্যতি স চাপ্যেবং পতিতঃ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ এবমুক্ত্বা ততস্তেন দত্তং তালত্রয়ং দ্বিজাঃ। ব্রহ্মস্থানে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃত্বা পুষ্পসমং চ তম্ ॥ ৮ ॥ অথ তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বংস্বং নিবেশনম্। চণ্ডশর্ম্মা স চোদ্বিগ্নঃ পুষ্পপার্শ্বং তদা গতঃ ॥ ৯ ॥ এতেষামেব সর্ব্বেষাং সম্মতেন ময়া তব। প্রায়শ্চিত্তং তদা দত্তং তথাপি পতিতঃ কৃতঃ ॥ ১০ ॥ তস্মাদহং পতিষ্যামি সুসমিদ্ধে হুতাশনে। নৈব জীবিতুমিচ্ছামি স্বজনৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১ ॥ পুষ্প উবাচ। ন বিষাদস্ত্বয়া কার্য্যঃ কার্য্যেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম। বিত্তার্থং দূষিতস্ত্বং হি যতো ব্রাহ্মণসত্তমৈঃ ॥ ১২ ॥ নাগরাংস্তোষয়িষ্যামি তানহং বিবিধৈর্দ্ধনৈঃ। যাচয়িষ্যন্তি যন্মাত্রং তব গাত্রবিশুদ্ধয়ে ॥ ১৩ ॥ তাবন্মাত্রং প্রদাস্যামি তেভ্যো হি তব কারণাৎ। এবমুক্ত্বা সমাগত্য ব্রহ্মস্থানং ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥ চাতুশ্চরণমানীয় মধ্যগাস্তেন সোঽব্রবীৎ। চণ্ডশর্ম্মা দ্বিজো যশ্চ মদর্থে পতিতঃ কৃতঃ ॥ ১৫ ॥ যুষ্মাভির্ব্বিত্তলোভেন তদ্বিত্তং বো দদাম্যহম্। সমস্তং মদ্‌গৃহে যচ্চ ক্রিয়তাং বচনং দ্বিজৈঃ ॥ ১৬ ॥ অথ তে কুপিতাঃ প্রোচুঃ সর্ব্ব এব দ্বিজোত্তমাঃ। সীৎকারান্ বিবিধান্ কৃত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ॥ ১৭ ॥ ধিগ্‌ধিক্‌পাপসমাচার জিহ্বা তে শতধা ততঃ। কিং ন যাতি যদেবং ত্বং প্রজল্পসি বিগর্হিতম্ ॥ ১৮ ॥ পতিতোঽয়ং কৃতোঽস্মাভির্নৈব বিত্তস্য কারণাৎ। প্রায়শ্চিত্তং যতো দত্তমেকেনাপি দুরাত্মনা ॥ ১৯ ॥ স্মৃতয়ো দূষিতাস্তেন পুরাণানি বিশেষতঃ। স্থানং চৈবাস্মদীয়ঞ্চ কর্ম্ম চৈতৎপ্রকুর্ব্বতা ॥ ২০ ॥ প্রায়শ্চিত্তং প্রদাতব্যং চতুর্ভিরপরৈঃ সহ। সম্মন্ত্র্য মনুনা প্রোক্তমেতদেব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২১ ॥ ত্বদীয়ং পাতকং চাস্য শরীরেঽদ্য ব্যবস্থিতম্। একাকিনা যতো দত্তং তেনায়ং পতিতঃ স্থিতঃ ॥ ২২ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বং স্বং নিকেতনম্। পুষ্পোঽপি চ সমুদ্বিগ্নো বৈলক্ষ্যং পরমং গতঃ ॥ ২৩ ॥ জগামাথ নিজাবাসং নিঃশ্বসন্নুরগো যথা ॥ ২৪ ॥

করিয়া পুষ্পের ধনগ্রহণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন এবং পুষ্পের বিত্তের ষড়্ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ইনি প্রাকৃত জনের ন্যায় সমাজচ্যুত হইয়া থাকুন। অদ্য হইতে যে ব্যক্তি ইহাঁর সহিত সংসর্গ করিবেন, তিনিও নাগর ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় হইতে পরিচ্যুত হইবেন। যিনি ইহাঁর বাড়ীতে পান-ভোজন করিবেন, তিনিও পতিত হইবেন। হে দ্বিজগণ! এই বলিয়া মধ্যগ তালত্রয় প্রদান করিলেন। অনন্তর দ্বিজগণ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। এদিকে চণ্ডশর্ম্মা পুষ্পের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—সকল ব্রাহ্মণের মত লইয়া আমি তোমাকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলাম, তথাপি তাঁহারা আমায় পাতিত করিলেন। অতএব আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব; স্বজন-বরহিত হইয়া আমি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। পুষ্প বলিল,—হে দ্বিজসত্তম! ইহার জন্য আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। ব্রাহ্মণগণ বিত্তের জন্য আপনাকে দূষিত করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে বিবিধ ধন-রত্ন প্রদান করিয়া তোষিত করিব। আপনার বিশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, আপনার জন্য আমি তাঁহাদিগকে তাহাই প্রদান করিব। এই কথা কহিয়া সে ত্বরাসহকারে ব্রহ্মস্থানে গমনপূর্ব্বক চাতুশ্চরণ দ্বিজগণকে আহ্বান করত মধ্যগ মুখে বলিল,—আপনারা বিত্তলোভে বিপ্র চণ্ডশর্ম্মাকে যে পাতিত করিয়াছেন, সেই জন্য আমি আপনাদিগকে মদ্‌গৃহস্থ সমস্ত বিত্ত প্রদান করিব। আপনারা অনুমোদন করুন। অনন্তর তত্রত্য দ্বিজগণ ক্রোধসংরক্ত-লোচনে বহু চীৎকার করিয়া বলিলেন,—রে পাপসমাচার! তোকে ধিক্! কি জন্য তোর জিহ্বা শতধা হইল না; যে হেতু এরূপ গর্হিত কথা বলিলি। আমরা ইহাকে বিত্তনিমিত্ত পাতিত করি নাই। এই দুরাত্মা একাকী প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়া স্মৃতি, পুরাণ ও এই স্থান দূষিত করিয়াছে। চারি জনের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে হয়, ইহা ভগবান্ মনু বলিয়াছেন। চণ্ডশর্ম্মা একাকী ব্যবস্থা দিয়াছেন বলিয়া তোর যাবতীয় পাপ উহাঁর শরীরে সংক্রামিত হইয়াছে। ১—১২। সূত বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দ্বিজগণ স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। পুষ্পও উদ্বিগ্ন হইয়া বৈলক্ষ্য প্রাপ্ত হইল। এই ভাবে সে উরগের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নিজা-

ততঃ স চিন্তয়ামাস যাবন্নো সাহসং কৃতম্। তাবৎ সিদ্ধির্মনুষ্যাণাং ন কথঞ্চিৎ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥ তস্মাদহং করিষ্যামি চণ্ডশর্ম্মকৃতে মহৎ। কৃতঘ্নতা যথা ন স্যাৎ প্রোক্তং চৈব যতো বুধৈঃ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা। নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৭ ॥ এবং নিশ্চিত্য মনসা সূর্য্যবারেণ সপ্তমী। যদায়াতা দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তদা চাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ২৮ ॥ প্রদক্ষিণাঃ কৃতাস্তেন পুষ্পাদিত্যস্য ধীমতা। তীক্ষ্ণং শস্ত্রং সমাদায় পূর্ব্বোক্তবিধিনা ততঃ। ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা নিজাঙ্গানি জুহুয়াজ্জাতবেদসি ॥ ২৯ ॥ ততঃ পূর্ণাহুতিং যাবৎকায়শেষেণ যচ্ছতি। তাবৎ প্রত্যক্ষতাং গত্বা স প্রোক্তো ভাস্বতা স্বয়ম্ ॥ ৩০ ॥ পুষ্প মা সাহসং কার্ষীঃ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ। ভূয় এব মহাভাগ ব্রূহি কিং তে দদাম্যহম্ ॥ ৩১ ॥ পুষ্প উবাচ। চণ্ডশর্ম্মা দ্বিজেন্দ্রোঽয়ং মদর্থে পতিতঃ কৃতঃ। সমস্তৈর্নাগরৈর্দেব তং তৈর্নয় সমানতাম্ ॥ ৩২ ॥ শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা প্রদত্তং মে প্রায়শ্চিত্তং মহাত্মনা। তথাপি দূষিতঃ ক্ষুদ্রৈঃ সমস্তৈরসহিষ্ণুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ভগবানুবাচ। একস্যাপি বচো নৈব শক্যতে কর্তুমন্যথা। নাগরস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ সমস্তানাঞ্চ কিং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥ পরমেষ দ্বিজঃ পুত্রশ্চণ্ডশর্ম্মা ভবিষ্যতি। বাহ্মোঽয়ং নাগরঃ খ্যাতঃ সমস্তে ধরণীতলে ॥ ৩৫ ॥ এতস্য যে সুতাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি ধরাতলে। বিখ্যাতিং তেঽপি যাস্যন্তি মান্যাঃ পূজ্যা মহীভৃতাম্ ॥ ৩৬ ॥ যে চাপি বান্ধবাশ্চাস্য সুহৃদশ্চ সমাগমম্। করিষ্যন্তি সমং তেঽপি ভবিষ্যন্তি সুশোভনাঃ ॥ ৩৭ ॥ ত্বং চাপি মৎপ্রসাদেন সম্পূর্ণাঙ্গো ভবিষ্যসি ॥ ৩৮ ॥ এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুস্তু তশ্চাদর্শনং গতঃ পুষ্পোঽপি চাক্ষতাঙ্গত্বং তৎক্ষণাৎ সমপদ্যত ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রাহ্মনাগরোৎপত্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে পুষ্পঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। চণ্ডশর্ম্মগৃহং গত্বা দিষ্ট্যাদিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ১ ॥ বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা বাষ্পপূর্ণেক্ষণং তদা। বান্ধবৈঃ সহিতং সর্ব্বৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথা

বাসে গমন করিল। যে পর্য্যন্ত না কোন একটা কার্য্য উদ্দেশ্যে সাহস করা যায় সে পর্য্যন্ত মানবগণের সিদ্ধি লাভ হয় না। অতএব আমি চণ্ডশর্ম্মার জন্য মহৎ সাহস করিব, যাহাতে আমার কৃতঘ্নতা বিদূরিত হইবে। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, চোর, ও ভগ্নব্রত ব্যক্তির নিষ্কৃতি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। এই বলিয়া সে, যখন রবিবার সপ্তমী আসিল, তখন পুষ্পাদিত্যের একশত আট বার প্রদক্ষিণ করিল এবং তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা নিজ গাত্রমাংস কর্ত্তিত করিয়া পুষ্পাদিত্য উদ্দেশে হোম করিতে লাগিল। এইরূপে হোম করিয়া যখন সে তাহার দেহশেষ দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে, অমনি আদিত্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে পুষ্প! তুমি এরূপ সাহস করিও না; আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। পুনরায় তোমার কোন্ বাঞ্ছিত পূরণ করিব, তাহা তুমি বল? পুষ্প বলিল,—হে দেব! সমস্ত নাগর ব্রাহ্মণগণ দ্বিজেন্দ্র চণ্ডশর্ম্মাকে আমার জন্য পাতিত্য করিয়াছেন, আপনি ঐ দ্বিজেন্দ্রকে তাঁহাদের সমান করিয়া দেন। ঐ মহাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টে আমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষুদ্রচেতা ঐ ব্রাহ্মণগণ তাহা সহিতে না পারিয়া তাঁহাকে দূষিত করিয়াছেন।

ভগবান্ বলিলেন,—হে পুষ্প! আমি নাগর ব্রাহ্মণগণের একজনেরও বাক্য অন্যথা করিতে সক্ষম নহি; সকলের কথা আর কি বলিব? তবে এই বলিতে পারি যে, ঐ দ্বিজচণ্ডশর্ম্মা একজন পূত নাগর ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরণীতলে খ্যাত হইবেন। ইঁহার পুত্র-পৌত্রগণও ধরাতলে খ্যাতি লাভ করিয়া নৃপতিগণের পূজনীয় হইবে। তাহার স্বজন বান্ধবগণ যাহারা তাহার সংসর্গ করিবে, তাহারাও সুশোভন হইবে এবং তুমিও আমার প্রসাদে সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে। এই কথা বলিয়া সহস্রাংশু অন্তর্হিত হইলেন। পুষ্পও তৎক্ষণাৎ অক্ষতাঙ্গ হইল।২৩—৩৯।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬৩।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্ব্ব ঘটনার পর পুষ্প হৃষ্টান্তঃকরণে চণ্ডশর্ম্মার গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবর্ণবদন, বাষ্পপূর্ণেক্ষণ এবং সদার ভৃত্য-বান্ধব-পরিবৃত অবলোকন করিয়া বলিল,—আমি

তুষ্টঃ ॥ ২॥ পুষ্প উবাচ। ত্বদর্থে চ ময়া সূর্য্যঃ কায়ত্যাগেন তোষিতঃ। পতিতত্বং ন তে কায়ে তৎপ্রসাদাদ্বিষ্যতি ॥ ৩॥ তব পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যে ভবিষ্যন্তি বংশজাঃ। নাগরাণাঞ্চ তে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি গুণাধিকাঃ ॥ ৪॥ তস্মাদুত্তিষ্ঠ গচ্ছামো নদীং পুণ্যাং সরস্বতীম্। তস্যাস্তটে নিবাসায় কৃত্বা চৈবাশ্রমং দ্বিজ ॥ ৫॥ ত্বয়া সহ বসিষ্যামি অহমেব ন সংশয়ঃ। অস্তি মে বিপুলং বিত্তং যে চান্যে তে সুখাসিনঃ ॥ ৬॥ তান্ সর্ব্বান্ পোষয়িষ্যামি ত্যজ্যতাং মানসো জ্বরঃ। তচ্ছ্রুত্বা চণ্ডশর্ম্মা তু পুত্রৈর্বন্ধুভিরন্বিতঃ ॥ ৭॥ সরস্বতীং সমুদ্দিশ্য নিষ্ক্রান্তো নগরাত্ততঃ। স্থানং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য সুদুঃখিতঃ ॥ ৮॥ বাষ্পপূর্ণেক্ষণো দীন উত্তরাভিমুখো যযৌ। পুষ্পেণ সহিতশ্চৈব মুহুর্মুহুঃ প্রবোধিতঃ ॥ ৯॥ ততঃ সরস্বতীং প্রাপ্য পুণ্যাং শীতজলাং নদীম্। সেবিতাং মুনিসঙ্ঘৈস্তাং লোলকল্লোলমালিনীম্ ॥ ১০॥ তস্যা দক্ষিণকূলে স নিবাসমকরোত্তদা। পুষ্পস্য মতিমাস্থায় বন্ধুভিঃ সকলৈর্বৃতঃ ॥ ১১॥ তস্যাসীন্নগরস্থস্য প্রতিজ্ঞা চণ্ডশর্ম্মণঃ। সপ্তবিংশতিভির্লিঙ্গৈর্দৃষ্টৈর্ভোক্ষ্যাম্যহং সদা ॥ ১২॥ তাং চ সংস্মরতস্তস্য প্রতিজ্ঞাং পূর্ব্বসঞ্চিতাম্। হৃদয়ং দহ্যতে তস্য দিবানক্তং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৩॥ স চ স্নাত্বা সরস্বত্যাং শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। ষড়ক্ষরস্য মন্ত্রস্য জপং চক্রে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪॥ নাম চোচ্চার্য্য লিঙ্গস্য নমস্কারান্তমাদধে। কর্দ্দমেন দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চাঙ্গুলশতেন চ ॥১৫॥ সংস্থাপ্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। প্রাণরুদ্রান্ জপন্ পশ্চাচ্ছ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ১৬॥ দুঃস্থিতং সুস্থিতং বাপি শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ। ইতি মত্বা দ্বিজেন্দ্রোহসৌ নৈব তানি বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১৭॥ উপর্য্যুপরি তেষাং চ কর্দ্দমেন দ্বিজোত্তমাঃ। চক্রে লিঙ্গানি নিত্যং স সপ্তবিংশতিসংখ্যয়া ॥ ১৮॥ ততঃ কালেন মহতা জাতঃ কর্দ্দমপর্ব্বতঃ ॥ ১৯॥ অথ তুষ্টো মহাদেবস্তস্য ভক্ত্যাতিরেকতঃ। নির্ভিদ্য ধরণীপৃষ্ঠং তস্য লিঙ্গমদর্শয়ৎ ॥ ২০॥ অব্রবীৎ সাদরং তং চ মেঘগম্ভীরয়া গিরা। চণ্ডশর্ম্মন্ প্রতুষ্টোহস্মি তব ভক্ত্যানয়া দ্বিজ ॥ ২১॥ তস্মাল্লিঙ্গমিদং নিত্যং পূজয়স্ব প্রভক্তিতঃ। সপ্ত-

আপনার জন্য দেহত্যাগ করিয়াও সূর্য্যদেবকে তোষিত করিয়াছি। তাঁহার প্রসাদে আপনার পতিতত্ব আর থাকিবে না এবং আপনার পুত্র পৌত্রগণ নাগর ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও গুণাধিক হইবেন। হে দ্বিজ! আপনি গাত্রোত্থান করুন, চলুন আমরা পুণ্যা নদী সরস্বতীর তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিব। আমি নিশ্চয়ই আপনার সহিত অবস্থান করিব; ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমার বিপুল বিত্ত আছে, যাহারা আপনার সঙ্গে গমন করিবে, আমি তাহাদিগকে পোষণ করিব। আপনি মানসিক ক্ষোভ পরিত্যাগ করুন। পুষ্পবাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডশর্ম্মা পুত্র-বন্ধু সমভিব্যাহারে সরস্বতী নদী উদ্দেশে নগর পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। তিনি নগর হইতে বহির্গত হইবার সময় ঐ স্থান প্রদক্ষিণ, ও দুঃখিতভাবে নমস্কার করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পুষ্প পুনঃপুন প্রবোধ দিতে দিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা লোল-কল্লোলশালিনী মুনিসঙ্ঘসেবিতা পুণ্যতোয়া শীতজলা সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া তাহার দক্ষিণকূলে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। পুষ্পের পরামর্শে বন্ধুগণ-পরিবৃত হইয়া তিনি ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। নগরাবস্থানকালে চণ্ডশর্ম্মার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি সপ্তবিংশতি লিঙ্গ দর্শন করিয়া ভোজন করিবেন। তিনি এই পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক দিবারাত্র দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি সরস্বতীর জলে স্নান করিয়া শুচি ও সমাহিতভাবে ষড়ক্ষর মন্ত্র পৃথক পৃথক জপ করিতে থাকিলেন।১-১৪। তিনি লিঙ্গের নামোচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কারান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তিনি কর্দ্দমদ্বারা পঞ্চাঙ্গুলশতপরিমিত অবকাশ রাখিয়া লিঙ্গ স্থাপন করত পুষ্প-ধূপানুলেপন দ্বারা ঐ সকল লিঙ্গের পূজা করিতে থাকিলেন। তিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রাণ-রুদ্র সকল জপ করিতেন এবং "দুঃস্থিতই হউক, আর সুস্থিতই হউক, শিবলিঙ্গ চালিত করিবে না" ইহা মনে করিয়া ঐ সকল স্থাপিত লিঙ্গ বিসর্জ্জন করিতেন না। তিনি প্রতিদিন এইরূপ সপ্তবিংশতিসংখ্যক লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ স্থানে এক কর্দ্দমপর্ব্বত হইল। তখন ভগবান্ মহাদেব দ্বিজবরের অতিশয় ভক্তি দর্শন করিয়া ধরাতল ভেদ করত তাঁহাকে লিঙ্গদর্শন করাইলেন এবং তিনি মেঘগম্ভীরবাক্যে বলিলেন,—হে চণ্ডশর্ম্মন্! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি এই লিঙ্গ ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন পূজা কর। ইহাতে

বিংশতিলিঙ্গানাং যতঃ ফলমবাপ্স্যসি। ২২। অন্যোহপি চ নরো ভক্ত্যা যশ্চৈনং পূজয়িষ্যতি। সপ্তবিংশতিলিঙ্গানাং সোঽপি শ্রেয়োঽভিলপ্স্যতি। ২৩। এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবাদর্শনং গতঃ। চণ্ডশর্ম্মাপি তং হৃষ্টঃ পূজয়ামাস তত্ত্বতঃ। ২৪। প্রাসাদং কারয়ামাস তস্য লিঙ্গস্য শোভনম্। নাম চক্রে ততস্তস্য বিচার্য্য চ মুহুর্মুহুঃ। ২৫। নগরস্থিত-লিঙ্গানাং যস্মাৎ সংস্মরণাৎ স্থিতঃ। নাগরেশ্বর-সংজ্ঞস্ত তস্মাদেষ ভবিষ্যতি। ২৬। সূত উবাচ। এবং সংস্থাপ্য তল্লিঙ্গং চণ্ডশর্ম্মা দ্বিজোত্তমাঃ। আরাধয়ামাস তদা পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ॥ ২৭। সপ্তবিংশতিলিঙ্গানাং প্রাপ্নোতি চ তথা ফলম্। পূজিতানাং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নগরে যানি তানি চ। ২৮। ততঃ কালেন মহতা নাগরেশ্বরতুষ্টিতঃ। শিবলোকং গতঃ সাক্ষাদ্‌যানমধ্যে নিবেশিতঃ। ২৯। পুষ্পোঽপি স্থাপয়ামাস পুষ্পাদিত্যমথাপরম্। পুণ্যে সরস্বতী-তীরে ততঃ পূজাপরোঽভবৎ। ৩০। তস্যাপি দর্শনং গত্বা প্রীত্যা বচনমব্রবীৎ। পুষ্প তুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে বরং প্রার্থয় সুব্রত॥ ৩১। অদেয়মপি দাস্যামি তস্মাৎ প্রার্থয় মা চিরম্। ৩২। পুষ্প উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। তদ্দেহি যাচমানস্য মম যদ্ধৃদি সংস্থিতম্। ৩৩। চমৎ-কারপুরে দেব তব যা মূর্ত্তয়ঃ স্থিতাঃ। দ্বাদশৈব প্রমাণেন পূজ্যাঃ সর্ব্বদিবৌকসাম্। ৩৪। তাসাং পূজাফলং কৃৎস্নং সম্প্রাপ্নোতু নরো ভুবি। যঃ পূজয়তি মূর্ত্তিং তে যৈষা সংস্থাপিতা ময়া। ৩৫। নাগরাদিত্য ইত্যেবা খ্যাতা ভবতু ভূতলে। যেয়ং সরস্বতীতীরে প্রাসাদে স্থাপিতা ময়া। ৩৬। সূত উবাচ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় গতশ্চাদর্শনং রবিঃ। দীপবদ্‌ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ। ৩৭। ততঃ কালেন মহতা পুষ্পোঽপি দ্বিজসত্তমাঃ। সূর্য্যলোক-মনুপ্রাপ্তো বিমানেন সুবর্চ্চসা। ৩৮। শাকম্ভরীতি বিখ্যাতা ভার্য্যাসীচ্চণ্ডশর্ম্মণঃ। তয়া সংস্থাপিতা দুর্গা সরস্বত্যাঃ শুভে তটে। ৩৯। আরাধিতাথ সদ্ভক্ত্যা দিবানক্তং দ্বিজোত্তমাঃ। ততস্তুষ্টা বরং তস্যাঃ সা দদৌ দ্বিজসত্তমাঃ। ৪০। পুত্রি তুষ্টাস্মি ভদ্রং তে শাকম্ভরি প্রগৃহ্যতাম্। বরং যত্তে সদা-

তুমি সপ্তবিংশতি লিঙ্গপূজার ফল লাভ করিবে। অন্য যে নর এই লিঙ্গের পূজা করিবে, সেও সপ্ত-বিংশতি লিঙ্গপূজার ফল লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। চণ্ডশর্ম্মাও হৃষ্টান্তঃকরণে লিঙ্গপূজা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই লিঙ্গের উত্তম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। লিঙ্গের নামকরণের জন্য তিনি মুহুর্মুহু চিন্তা করিয়া নির্ব্বাচন করিলেন যে, নগরস্থিত লিঙ্গস্মরণবশতঃ এই লিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে, অতএব ইহার নাম হইবে—নাগরেশ্বর। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম-গণ! চণ্ডশর্ম্মা ঐ স্থানে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া পুষ্প-ধূপানুলেপন দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিতে লাগি-লেন। পূজা করিয়া তিনি নগরস্থিত সপ্ত-বিংশতি লিঙ্গপূজার ফল লাভ করিলেন। এইরূপ পূজা করিয়া কালে তিনি নাগরেশ্বরের কৃপায় যানারূঢ় হইয়া শিবলোকে গমন করিলেন। পুষ্পও পুষ্পাদিত্য-নামে অপর এক দেবতা স্থাপন করিল। দেবতা স্থাপন করিয়া সে ঐ সরস্বতীতীরে পূজা-নিরত হইল। দেবতা তুষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—পুষ্প! আমি তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অদেয়ও দান করিব; অতএব অচিরে প্রার্থনা কর। পুষ্প বলিল,—হে দেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, যদি আমি বর দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র হই, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে যাহা অবস্থান করিতেছে, আপনি তাহা প্রদান করুন।১৫—৩০। হে দেব! আমি এই স্থানে আপনার মূর্ত্তি স্থাপন করিলাম, এই মূর্ত্তির পূজা করিয়া জনগণ যেন আপনার চমৎকারপুরস্থিত দেব-পূজ্য দ্বাদশমূর্ত্তি পূজার ফললাভ করে। আর এই যে সরস্বতীতীরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া আমি আপনার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছি, তাহা নাগরা-দিত্য নামে খ্যাতি লাভ করুক। সূত বলিলেন,—ভগবান্ রবি তাহার বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া দীপবৎ অন্তর্হিত হইলেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে পুষ্পও জ্যোতির্ম্ময় বিমানে আরোহণ করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করিল। শাকম্ভরী নামে চণ্ড-শর্ম্মার পত্নী ছিলেন। তিনি সরস্বতীতীরে দুর্গা স্থাপন করিলেন। তিনি দুর্গাস্থাপনান্তে দিবারাত্র তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাহাতে তিনি তুষ্টা হইয়া বর প্রদান করিলেন। তিনি বলি-লেন,—অয়ি পুত্রি! আমি তুষ্টা হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হোক, শাকম্ভরি! তুমি বর গ্রহণ কর। তুমি যাহা সর্ব্বদা বাঞ্ছা কর, আমার প্রসাদে তাহা

তুষ্টিং মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্ ॥ ৪১ ॥ শাকম্ভর্য্যুবাচ।
চতুঃষষ্টিগণা দেবি মাতৃণাং যে ব্যবস্থিতাঃ। চমৎ-
কারপুরে খ্যাতা হাস্যাত্তুষ্টিং ব্রজন্তি যাঃ ॥ ৪২ ॥ যা
রাত্রৌ বলিদানেন জাতে বৃদ্ধৌ ততঃ পরম্।
তৎসর্ব্বং জায়তাং পুণ্যং যস্তে মূর্ত্তিং প্রপূজয়েৎ ॥৪৩॥
অত্রাগত্য নদীতীরে যৈষা সংস্থাপিতা ময়া ॥ ৪৪ ॥
শ্রীদেব্যুবাচ। আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে মহানবমি-
সংজ্ঞিতে। যো মমাগ্রে সমাগত্য পূজয়িষ্যতি
ভক্তিতঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্য কৃৎস্নং ফলং সদ্যো ভবি-
ষ্যতি ন সংশয়ঃ। নাগরস্য বিশেষেণ সত্যমেতন্ময়ো-
দিতম্ ॥ ৪৬ ॥ এবমুক্ত্বা তু সা দেবী ততশ্চাদর্শনং
গতা। তস্যা নাম্না চ সা দেবী প্রোক্তা শাকম্ভরী
ভুবি ॥৪৭॥ বৃদ্ধেরনন্তরং তস্যা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
তস্য বৃদ্ধের্ন বিঘ্নঃ স্যাৎ কদাচিদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগরেশ্বরনাগরাদিত্যশাকম্ভর্য্যুৎপত্তি-
বর্ণনং নাম চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৪॥

—

তুমি লাভ করিবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই।
শাকম্ভরী বলিল,—হে দেবি! মাতৃকাদিগের
যে চতুঃষষ্টিগণ চমৎকারপুরে বিরাজিত, রাত্রিতে
বলিপ্রদান ও বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে এবং হাস্য
করিলে যাঁহারা তুষ্টি লাভ করেন, তাঁহারা আমি যে
আপনার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, সেই মূর্ত্তিপূজক-
গণের পুণ্যদায়িকা হউন। দেবী বলিলেন,—
আশ্বিন মাসের সিতপক্ষীয় নবমীতে যে এই স্থানে
আগমন করিয়া আমার পূজা করিবে, সে সমস্ত
ফল লাভ করিবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই।
বিশেষতঃ নাগর জনগণ অধিক পুণ্য লাভ করিবে।
এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। শাক-
ম্ভরীর নামে দেবীও শাকম্ভরী নামে বিখ্যাতা হই-
লেন। যে নর বৃদ্ধির পর তাঁহার পূজা করে, হে
দ্বিজসত্তমগণ! কদাচ তাহার বৃদ্ধির বিঘ্ন উৎপন্ন
হয় না। ৩৪—৪৮।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

—

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততঃ প্রভৃতি পুণ্যে চ সরস্বত্যা-
স্তটে শুভে। বাহ্যানাং নাগরাণাং চ স্থানং জাতং
মহত্তরম্ ॥ ১ ॥ পুত্রপৌত্রপ্রবৃদ্ধানাং দৌহিত্রাণাং
দ্বিজোত্তমাঃ। চমৎকারপুরস্যাগ্রে যজ্জাতং বিদ্যয়া
ধনৈঃ ॥ ২ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
শপ্তা সরস্বতী কোপাৎ কৃতা রুধিরবাহিনী ॥ ৩ ॥
তত সংসেব্যতে হৃষ্টৈ রাক্ষসৈঃ সা দিবানিশম্।
গীতনৃত্যপরৈশ্চান্যৈর্ভূতৈঃ প্রেতৈঃ পিশাচকৈঃ ॥ ৪ ॥
ততস্তে নাগরা বাহ্যাস্তাং ত্যক্ত্বা দূরতঃ স্থিতাঃ।
কান্দিশীকাস্ততো যাতা ভক্ষ্যমাণাস্তু রাক্ষসৈঃ। নর্ম্ম-
দায়াস্তটে পুণ্যে মার্কণ্ডাশ্রমসন্নিধৌ ॥৫॥ ঋষয় ঊচুঃ।
কস্মাৎ সরস্বতী শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। মহানদ্যা
কোঽপরাধস্তয়া তস্য বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৬ ॥ সূত উবাচ।
আসীৎপুরা মহদ্বৈরং বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ। ব্রাহ্মণ্যস্য
কৃতে বিপ্রাঃ প্রাণান্তকরণং মহৎ। স সর্ব্বৈর্ব্রাহ্মণৈঃ
প্রোক্তো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষত্রিয়োঽপি
পুরস্কৃত্য দেবদেবং পিতামহম্। ন চৈকেন
বসিষ্ঠেন তেনৈতদ্বৈরমাহিতম্ ॥ ৮ ॥ ঋষয় ঊচুঃ।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! তদবধি ঐ
সরস্বতীর তটে বাহ্য নাগরগণের মহৎ তীর্থ-
স্থান প্রকল্পিত হইল। জনগণের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে
চমৎকারপুর যেমন বিদ্যা ও ধনে সমৃদ্ধ ছিল, ঐ
স্থানও তদ্রূপ হইল। একদা বিশ্বামিত্র সরস্বতী
নদীকে শাপ দেন। তাহাতে তিনি রুধিরবাহিনী
হন। ঐ সময় ভূত প্রেত রাক্ষস ও পিশাচগণ
নৃত্যগীতপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা সরস্বতীর সেবা
করিতে থাকে। তখন বাহ্য নাগর জনগণ রাক্ষস-
ভক্ষিত হইয়া দূর হইতে সরস্বতীকে পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক কান্দিশীকভাবে নর্ম্মদাতটে মহামুনি মার্ক-
ণ্ডেয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হয়। ঋষিগণ বলিলেন,
—হে সূত! ভগবান্ বিশ্বামিত্র কিজন্য নদী
সরস্বতীকে শাপ দিয়াছিলেন, এবং ঐ মহানদীর
অপরাধই বা কি ছিল? তাহা বলুন। সূত বলি-
লেন,—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্য নিবন্ধন বিশ্বামিত্র ও
বশিষ্ঠের প্রাণান্তকর মহৎ বৈর ঘটিয়াছিল! বৈরের
কারণ এই যে, পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা এবং
সকল ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয় হইলেও বিশ্বামিত্রকে
ব্রহ্মর্ষি বলিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র বশিষ্ঠ তাহা

ক্ষত্রিয়োঽপি কথং বিপ্রো বিশ্বামিত্রো মহামতে। বসিষ্ঠেন কথং নোক্তো যঃ প্রোক্তো ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥ এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং স্থিতম্ ॥ ১০ ॥ সূত উবাচ। আসীৎ পুরা ঋচীকাখ্যো ভৃগুপুত্রো মহামুনিঃ। ব্রতাধ্যয়নসম্পন্নঃ সুতপস্বী মহাযশাঃ ॥ ১১ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন স কদাচিন্মুনীশ্বরঃ। স্থানং ভোজকটংনাম প্রাপ্তো গাধিমহীপতেঃ। যত্র সা কৌশিকীনাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা ॥ ১২ ॥ তস্যাং স্নাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠো যাবত্তিষ্ঠতি তীরগঃ। সমাধিস্থো জপং কুর্ব্বন্ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ১৩ ॥ তাবত্তত্র সমায়াতা রাজকন্যা সুশোভনা। সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা সর্ব্বৈরেবাগুণৈর্যুতা ॥ ১৪ ॥ স তাং সংবীক্ষতে যাবৎ সর্ব্বাবয়বশোভনাম্। তাবৎ কামশরৈর্ব্ব্যাপ্তঃ কর্ত্তব্যং নাভ্যবিন্দত ॥ ১৫ ॥ ততঃ পপ্রচ্ছ লোকান্ স লব্ধা কৃচ্ছ্রেণ চেতনাম্। কস্যেয়ং কন্যকা সাধ্বী কিমর্থমিহ চাগতা ॥ ১৬ ॥ ক যাস্যতি বরারোহা সর্ব্বং মে কথ্যতাং জনাঃ ॥ ১৭ ॥ জনা উচুঃ। এষা গাধিসুতা নাম খ্যাতা ত্রৈলোক্যসুন্দরী। অন্তঃপুরাৎ সমায়াতা গৌরীপূজনলালসা ॥ ১৮ ॥ কাঙ্ক্ষমানা সুভর্ত্তারং সর্ব্বৈঃ সমুদিতং গুণৈঃ। প্রাসাদোঽয়ং স্থিতো যোঽত্র নদীতীরে বৃহত্তরঃ ॥ ১৯ ॥ উমা সন্তিষ্ঠতে চাত্র সর্ব্বৈঃ সম্পূজিতা সুরৈঃ। এতাঞ্চ স্নাপয়িত্বেয়ং পূজয়িত্বা যথাক্রমম্ ॥ ২০ ॥ নৈবেদ্যং বিবিধং দত্বা করিষ্যতি ততঃ পরম্। বীণাবিনোদমাত্রঞ্চ শ্রুতিমার্গসুখাবহম্ ॥ ২১ ॥ ততো যাস্যতি হর্ম্ম্যং স্বং মন্দীভূতে চ ভাস্করে। ঋচীকস্ত তদাকর্ণ্য লোকানাং বচনঞ্চ যৎ ॥ ২২ ॥ যযৌ গাধিগৃহং শীঘ্রং কামবাণপ্রপীড়িতঃ। তং দৃষ্ট্বা সহসা প্রাপ্তমৃচীকং ভৃগুসত্তমম্। সম্মুখঃ প্রযযৌ তূর্ণং গাধিঃ পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২৩ ॥ গৃহ্যোক্তেন বিধানেন কৃত্বা চৈবার্হণং ততঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৪ ॥ নিঃস্পৃহস্যাপি তে বিপ্র কিমাগমনকারণম্। তৎসর্ব্বং মে সমাচক্ষ্ব যেন যচ্ছামি তেঽখিলম্ ॥ ২৫ ॥ ঋচীক উবাচ। তব কন্যাস্তি বিপ্রেন্দ্র বরার্হা বরবর্ণিনী। ব্রহ্মোক্তেন

বলেন নাই। ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহামতে! বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইলেও কিরূপে বিপ্র হইলেন, বসিষ্ঠই বা কিজন্য তাঁহাকে বিপ্র বলিলেন না এবং ভগবান্ ব্রহ্মাই বা কেন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিবেন, এই সকল আপনি আমাদিগকে বলুন? আমাদের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে ঋচীক নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি ভৃগুর পুত্র, ব্রতাধ্যয়নসম্পন্ন, তপস্বী ও যশস্বী ছিলেন। একদা তিনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গাধিরাজাধিষ্ঠিত ভোজকট নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই স্থানেই ত্রিভুবনবিশ্রুতা নদী কৌশিকী বিরাজিতা। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋচীক এই স্রোতস্বনীতে স্নান করিয়া পিতৃদেবতার তর্পণপূর্ব্বক তটদেশে সমাধিস্থ অবস্থায় জপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক পরমশোভনা রাজকন্যা ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ও সর্ব্বগুণযুক্তা। মুনি ঐ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যাকে দেখিবা মাত্র কামশরে বিতাড়িত হইলেন, কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এই বলিয়া জনগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, হে জনগণ! এই সাধ্বী কাহার কন্যা, কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছেন, কোথায় বা ইনি যাইতেছেন? আপনারা আমায় বলুন। জনগণ বলিলেন,—হে মুনে! ইনি গাধিরাজার কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ইনি গৌরীপূজার জন্য অন্তঃপুর হইতে আগমন করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুভর্ত্তা প্রার্থনা করেন। ঐ যে নদীতীরে অভ্রংলিহ বৃহত্তর প্রাসাদ দেখিতেছেন, ঐ প্রাসাদ উমাদেবীর; দেবগণ সর্ব্বদা ঐ উমাদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। রাজকন্যা এই স্থানে পূজা করিয়া বিবিধ নৈবেদ্য দান করিবেন। দানের পর ইনি সুখাবহ বীণাবাদনবিনোদ সমাপন করিয়া ভাস্কর মন্দীভূত হইলে গৃহে গমন করিবেন। ঋচীক লোকমুখে রাজকন্যার পরিচয় পাইয়া কামবাণপ্রপীড়িত হইয়া সত্বর গাধিরাজভবনে গমন করিলেন। ১—২৩। তাঁহাকে সহসা প্রাপ্ত দেখিয়া রাজা গাধি ত্বরায় তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন এবং গৃহ্যোক্ত বিধানে তাঁহার অর্চ্চনক্রিয়া সমাপনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে দেব! আপনি নিস্পৃহ; কিজন্য এখানে আগমন করিলেন? আগমন-কারণ বলুন, আমি অবশ্যই পূরণ করিব। ঋচীক বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি শুনিলাম,—আপনার বরার্হিনী বরবর্ণিনী কন্যা আছে, আপনি ব্রাহ্ম-

প্রিয়াবেশ যাং যে দৈহি মহীপতে॥ ২৬॥ এতদর্থমহং প্রাপ্তো গৃহে তব স্মরার্দ্দিতঃ। সা ময়া বীক্ষিতা রাজন্ গৌরীপূজার্থমাগতা॥ ২৭॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা ভয়সম্ভ্রান্তো গাধিঃ পার্থিবসত্তমঃ। অসমর্থং তং মত্বা দরিদ্রং বৃদ্ধমেব চ। অদানে শাপভীতশ্চ ততো ব্যাজমুবাচ সঃ॥ ২৮॥ অস্মাকং কন্যকাদানে শুল্কমস্তি দ্বিজোত্তম। তচ্চেদ্দাস্যসি কন্যাং তাং তুভ্যং দাস্যাম্যসংশয়ম্॥ ২৯॥ ঋচীক উবাচ। ব্রূহি পার্থিবশার্দ্দূল কন্যাশুল্কং মম দ্রুতম্। যেন যচ্ছামি তে সর্ব্বং যদ্যপিস্যাৎ সুদুর্লভম্॥ ৩০॥ গাধিরুবাচ। একতঃ শ্যামকর্ণানামশ্বানাং বাতরংহসাম্। শতানি সপ্ত বিপ্রেন্দ্র তেষাং চৈব সর্ব্বতঃ॥ ৩১॥ য আনীয় প্রদদ্যাম্মে তস্মৈ কন্যাং দদাম্যহম্॥ ৩২॥ সূত উবাচ। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় ঋচীকো মুনিসত্তমঃ। কান্যকুব্জং সমাসাদ্য গঙ্গাতীরে বিবেশ হ॥ ৩৩॥ অশ্বো বোঢ়েতি যৎসূক্তং চতুঃষষ্টিসমুদ্ভবম্। ছন্দঋষিদেবতাযুক্তং জপং চক্রে ততঃ পরম্॥ ৩৪॥ বিনিয়োগং বাজিকৃতং গাধিনা যৎ প্রকীর্ত্তিতম্। ততস্তে বাজিনস্তস্মান্নিক্রান্তা সলিলাদ্দ্বিজাঃ॥ ৩৫॥ সর্ব্বে শ্বেতাঃ সুবেগাশ্চ শ্যামৈকশ্রবণাস্তথা। শতানি সপ্তসংখ্যানি তাবৎসংখ্যৈর্নরৈর্যুতাঃ॥ ৩৬॥ তদাপ্রভৃতি বিখ্যাতমশ্বতীর্থং ধরাতলে। গঙ্গাতীরে শুভে পুণ্যে কান্যকুব্জসমীপগম্। যস্মিন্ স্নাতে কৃতে মর্ত্ত্যো বাজিমেধফলং লভেৎ॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽশ্বতীর্থোৎপত্তিবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৫॥

বিবাহ বিধানে সেই কন্যা আমায় প্রদান করুন। আমি স্মরার্দ্দিত হইয়া এই জন্যই আপনার গৃহে আগমন করিয়াছি। আমি গৌরীপূজাকালে আপনার কন্যাকে দর্শন করিয়াছি। সূত বলিলেন,—রাজা গাধি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,—ইনি দরিদ্র, অসমর্থ, এবং বৃদ্ধ; কি প্রকারে ইঁহাকে কন্যাদান করা যাইতে পারে। এই ভাবিয়া অদানে শাপভীত হইয়া তিনি ছল অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন—হে দ্বিজোত্তম! কন্যাদানে আমরা শুল্ক গ্রহণ করি; আপনি যদি শুল্ক প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে কন্যাদান করিব, সংশয় নাই। ঋচীক বলিলেন,—হে পার্থিবশার্দ্দূল! আপনি শীঘ্র কন্যাশুল্ক নিবেদন করুন, দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। গাধি বলিলেন,—হে মুনে! কন্যাশুল্ক হইতেছে সাত শত অশ্ব। এই অশ্ব সকল বায়ুবেগী হইবে এবং ইহাদের একটী কর্ণ শ্যামবর্ণ ও অপর সমস্ত অঙ্গই শ্বেতবর্ণ হইবে। এইরূপ অশ্ব যে আনিয়া আমায় দিবে, আমি তাহাকে কন্যাদান করিব। সূত বলিলেন,—মুনিবর ঋচীক রাজসন্নিধানে 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কান্যকুব্জ প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়া মুনিবর ছন্দ, ঋষি, দেবতাযুক্ত চতুঃষষ্টিপ্রকার "অশ্বো বোঢ়া" প্রভৃতি সূক্ত জপ করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ—বাজির নিমিত্ত,—গাধিরাজ যাহা বলিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর মন্ত্রজপপ্রভাবে গঙ্গাসলিল হইতে বাজী সকল নিষ্ক্রান্ত হইল। বাজিসকলের সর্ব্বাঙ্গই শুক্ল, একটী কর্ণ কেবল শ্যামবর্ণ। এই বাজী সকল অত্যন্ত বেগবান্। ইহারা সংখ্যায় সপ্ত শত সংখ্যক; সকল বাজীরই পৃষ্ঠে আরোহী বিরাজিত। অশ্ব সকলের উৎপত্তিকাল হইতে ঐ স্থান অশ্বতীর্থ নামে ধরাতলে বিখ্যাত হইল। ঐ তীর্থে ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নরগণ বাজিমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। ২৪—৩৭।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ঋচীকোঽপি সমাদায় পুরুষৈরধিকারিভিঃ। তানশ্বান্ প্রজগামাথ যত্র গাধির্ব্যবস্থিতঃ॥১॥ তস্মৈ নিবেদয়ামাস কন্যার্থং তান্ হয়োত্তমান্। গাধিশ্চ তান্ প্রগৃহ্যাথ যোগ্যান্ বাজিমখস্য চ॥ ২॥ একৈকং পরমং তোষং স জগামাথ পার্থিবঃ। ততস্তাং প্রদদৌ তস্মৈ কন্যাং ত্রৈলোক্যসুন্দরীম্॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! মুনিবর ঋচীক ঐ সকল আরোহি-সমন্বিত অশ্ব লইয়া গাধিরাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি ঐ সমস্ত অশ্ব কন্যার্থ গাধিরাজকে প্রদান করিলেন। গাধি ঐ সকল অশ্বমেধের উপযুক্ত অশ্ব গ্রহণ করিলেন এবং তিনি একটী একটী গ্রহণ করিতে

বিপ্রাগ্নিসাক্ষিসম্ভূতাং গৃহোক্তবিধিনান্বিতঃ। ততো বিবাহে নির্বৃত্তে ঋচীকো মুনিসত্তমঃ॥ ৪॥ তস্যাঃ সংবেশনে চৈব নিষ্কামঃ সমপদ্যত। অথাব্রবীন্নিজাং ভার্য্যাং নিষ্কামঃ সংস্থিতো মুনিঃ॥ ৫॥ অহং যাস্যামি সুশ্রোণি কাননং তপসঃ কৃতে। ত্বং প্রার্থয় বরং কঞ্চিদ্যেনাভীষ্টং দদামি তে॥ ৬॥ সা শ্রুত্বা তস্য তদ্বাক্যং নিষ্কামস্য প্রজল্পিতম্। বাষ্পপূর্ণেক্ষণা দীনা জগাম জননীং প্রতি॥ ৭॥ প্রোবাচ বচনং তস্য সা নিষ্কামপতেস্তদা। বরদানং তথা তেন যথোক্তং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৮॥ অথ শ্রুত্বৈব সা মাতা যথা তজ্জল্পিতং তয়া। সুতয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাস্ততোবচনমব্রবীৎ॥ ৯॥ যদ্যয়ং পুত্রি তে ভর্ত্তা বরং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্। তৎপ্রার্থয় সুতং তস্মাদ্ব্রাহ্মণ্যেন সমন্বিতম্॥ ১০॥ মদর্থং চৈকপুত্রঞ্চ নিঃশেষক্ষাত্রতেজসা। সংযুক্তং যাচয় শুভে বিপুলাহং যতঃ স্থিতা॥ ১১॥ সা শ্রুত্বা জননীবাক্যমৃচীকং প্রাপ্য সুব্রতা। অব্রবীজ্জননীবাক্যং সর্ব্বং বিস্তরতো দ্বিজাঃ॥ ১২॥ স তস্যাশ্চ বচঃ শ্রুত্বা চকারাথ চরুদ্বয়ম্। পুত্রেষ্টিং বিধিবৎকৃত্বা নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবম্॥ ১৩॥ একস্মিন্ যোজয়ামাস ব্রাহ্মং তেজোঽখিলঞ্চ সঃ। ক্ষাত্রং তেজস্তথান্যস্মিন্ সকলং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৪॥ ভার্য্যায়ৈ প্রদদৌ পূর্ব্বং ব্রাহ্মঞ্চ চরুমুত্তমম্। অব্রবীৎপ্রাশয়িত্বৈনমশ্বত্থালিঙ্গনং কুরু॥ ১৫॥ ততঃ প্রাপ্স্যসি সৎপুত্রং ব্রাহ্মতেজঃসমন্বিতম্। দ্বিতীয়শ্চরুকো যশ্চ তং ত্বং মাত্রে নিবেদয়॥ ১৬॥ অব্রবীচ্চ ততস্তাং তু ঋচীকো মুনিসত্তমঃ। ত্বমেনং চরুকং প্রাশ্য ন্যগ্রোধালিঙ্গনং কুরু॥ ১৭॥ ততঃ প্রাপ্স্যসি সৎপুত্রং সংযুক্তং ক্ষাত্রতেজসা। নিঃশেষেণ মহাভাগে ন মে স্যাদ্বচনং বৃথা॥ ১৮॥ এবমুক্ত্বা ঋচীকস্তু স বিসৃজ্য চ তেজসী। সুহৃষ্টো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ স্বয়ঞ্চ মহিতোঽভবৎ॥ ১৯॥ তে চৈব তু গৃহে গত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। উচতুশ্চ মিথস্তে চ সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি॥ ২০॥ ততো মাতা সুতাং প্রাহ আত্মার্থে সকলো জনঃ। বিশেষং কুরুতে কৃত্যে সামান্যে চ ব্যবস্থিতে॥ ২১॥ তত্ত্বার্থং কৃতোঽনেন যশ্চরুশ্চারুলোচনে। যস্তস্মিন্ বিহিতোঽনেন মন্ত্রগ্রামো ভবিষ্যতি। বিশেষেণ মহাভাগে সত্যমে-

করিতে উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দিত হইতে লাগিলেন। অশ্ব গ্রহণ করিয়া তিনি মুনিবরকে ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্বীয় কন্যা প্রদান করিলেন। মুনিবর ঋচীক গৃহোক্ত বিধানে বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। কন্যাসমাবেশে তিনি নিষ্কাম হইয়া নিজ ভার্য্যাকে বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! যাঁহারা নিষ্কামভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারাই মুনি; অতএব আমি তপস্যার্থ বনগমন করি। তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ কর। আমি তোমায় অভীষ্ট প্রদান করিতেছি। নবোঢ়া রাজকন্যা নিষ্কাম স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে জননীর নিকট গমন করিলেন। জননীসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যা নিষ্কাম পতির বনগমন ও বরপ্রদানের কথা বলিলেন। তিনি সমস্ত অবগত হইয়া কন্যাকে বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! তোমার ভর্ত্তা যদি তোমায় বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে তুমি নিজের জন্য ব্রাহ্মণ্য-সমন্বিত এক পুত্র প্রার্থনা কর। আর আমার জন্য ক্ষাত্রতেজঃসমন্বিত এক পুত্র প্রার্থনা কর। রাজনন্দিনী তখন জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবরের নিকট উপস্থিত হইয়া জননীবাক্য সমুদয় নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে তিনি চরুদ্বয় স্থাপন করিলেন। পরে তিনি বিধিবৎ পুত্রেষ্টি সমাপনপূর্ব্বক স্বয়ম্ভুকে নমস্কারপুরঃসর একভাগ চরুতে ব্রহ্মতেজ ও অপরভাগে ক্ষাত্রতেজ নিহিত করিলেন। ভার্য্যাকে ব্রাহ্ম্যতেজোযুক্ত প্রথম চরু ও শাশুড়ীকে ক্ষাত্রতেজঃসমন্বিত দ্বিতীয় চরু সমর্পণ করিলেন—করিয়া বলিয়া দিলেন,—তুমি এই চরু ভক্ষণ করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে, আর তোমার মাতাকে বলিবে, তিনি যেন এই চরু ভক্ষণ করিয়া ন্যগ্রোধতরু আলিঙ্গন করেন। এরূপ আচরণ করিলে তুমি ব্রাহ্মতেজঃসম্পন্ন সৎপুত্র; আর তোমার মাতা ক্ষাত্রতেজোযুক্ত উত্তম পুত্র লাভ করিবেন। ইহাতে কোন সংশয় নাই, আমার বাক্য বৃথা হইবার নহে। ১—১৮। এই কথা বলিয়া মুনিবর ঋচীক তেজোদ্বয় বিসর্জ্জন করত হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজকন্যা সহর্ষে গৃহে গমন করিয়া মাতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন, মুনিবরের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। মাতা বলিলেন,—হে বৎসে! আত্মকার্য্যে সকলেই বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়া থাকে। মুনিবর তোমাকে যে চরু দিয়াছেন; তাহাতে অনেক ভাল ভাল মন্ত্র তিনি নিহিত করিয়াছেন;

ন্তপ্রয়োদিতম্ । ২২ । উবাচ চরুকং মন্ত্রঃ ত্বং গৃহাণ শুচিস্মিতে। আত্মীয়ং মম যচ্ছস্ব বৃক্ষাভ্যাং চ বিপর্য্যয়ঃ । ক্রিয়তাং চ মহাভাগে যেন মে স্যাৎ সুতোত্তমঃ । ২৩ । রাজ্যকর্ম্মণি দক্ষশ্চ শূরঃ পরবলার্দ্দনঃ । ত্বদীয়ো দ্বিজমাত্রোঽপি তব তুষ্টিং করিষ্যতি । ২৪ । অথ সা বিজনে প্রোক্তা তয়া মাত্রা যশস্বিনী । অকরোদ্ব্যত্যয়ং বৃক্ষে চরৌ চ দ্বিজসত্তমাঃ । ২৫ । ততঃ পুংসবনে স্নাতে তে শুভে চারুলোচনে । দধাতে গর্ভমেবাথ ভর্ত্তুঃ সংযোগতঃ ক্ষণাৎ । ২৬ । ততস্ত গর্ভমাসাদ্য সা চ ত্রৈলোক্যসুন্দরী । ক্ষাত্রেণ তেজসা যুক্তা তৎক্ষণাৎ সমপদ্যত.। মনো রাজ্যে ততশ্চক্রে হস্ত্যশ্বারোহণোদ্ভবে । ২৭ । যুদ্ধবার্ত্তাস্তথা চক্রে দেবাসুরগণোদ্ভবাঃ । শৃণোতি চ তথা নিত্যং বিলাসেষু মনো দধে । অনুষ্ঠানং ততশ্চক্রে মনোরাজ্যসমুদ্ভবম্ । ২৮ । পিতুর্গৃহাৎ সমানীয় জাত্যানশ্বাংস্তথা গজান্ । রক্তানি চৈব বস্ত্রাণি কাশ্মীরাদ্যং বিলেপনম্ । ২৯ । তদ্দৃষ্ট্বা চেষ্টিতং তস্যা রাজ্যার্হং বহুভোগধৃক্ । ব্রাহ্মণার্হৈঃ পরিত্যক্তং সমাচারৈশ্চ কৃৎস্নশঃ । ৩০ । অব্রবীচ্চ ততঃ ক্রুদ্ধো ধিক্ পাপে কিমিদং কৃতম্ । ব্যত্যয়ো বিহিতো নূনং চরুকস্য নগস্য চ । ৩১ । যয়া পাপে প্রপশ্যামি যেনেদৃক্ তব চেষ্টিতম্ । ক্ষত্রিয়ার্হং দ্বিজাচারৈঃ সকলৈঃ পরিবর্জ্জিতম্ । ৩২ । চীর-বল্কলসন্ত্যক্তং স্নানজাপ্যবিবর্জ্জিতম্ । সংযুক্তং বিবিধৈর্গন্ধৈর্মৃগনাভিপুরঃসরৈঃ । ৩৩ । তব মাতা শমস্থা সা জপহোমপরায়ণা । তীর্থযাত্রাপরা চৈব বেদশ্রবণলালসা । ৩৪ । তস্মাত্তে ক্ষত্রিয়ঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৩৫ । মাতুশ্চ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মচর্য্যকথাপরঃ । ভবিষ্যতি সুতশ্চিহ্নৈর্গর্ভলক্ষণ-সম্ভবৈঃ । ৩৬ । যস্মাদুদীরিতঃ পূর্ব্বং শ্লোকোঽয়ং শাস্ত্রচিন্তকৈঃ । যাদৃশা দোহদাঃ সন্তি সগর্ভাণাং চ যোষিতাম্ । ৩৭ । তাদৃগেব স্বভাবেন তাসাং পুত্রোঽত্র জায়তে । সৈবমুক্তা ভয়ত্রস্তা বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ । ৩৮ । বাষ্পপূর্ণেক্ষণা দীনা বাক্যমে-তদুবাচ হ । সত্যমেতৎপ্রভো বাক্যং ত্বয়া সমুদাহৃতম্ । ৩৯ । অতীতানাগতং বেত্তি বিনা লিঙ্গৈর্ভবানিহ । তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে যথা স্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুতঃ । ক্ষত্রিয়স্তু তু পুত্রস্য

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । হে শুচিস্মিতে ! অত-এব তুমি আমার চরু গ্রহণ কর, আর তোমার চরু আমাকে দাও ! এরূপ করিলে আমার রাজকর্ম্মো-পযুক্ত দক্ষ শূর ও পরবলমর্দ্দন সুত উৎপন্ন হইবে । আর তোমারতো দ্বিজমাত্র পুত্রই তুষ্টি উৎপাদন. করিবে । মাতা নির্জ্জনে এই কথা বলিলে কন্যা বৃক্ষ ও চরু উভয়ই পরিবর্ত্তন করিলেন । অনন্তর পুংসবনস্নানকালীন ঐ উভয় চারুলোচনা ভর্তৃসংযোগে গর্ভ ধারণ করি-লেন । তখন ত্রৈলোক্যসুন্দরী রাজকন্যা গর্ভ-ধারণের পর হইতে ক্ষাত্রতেজোযুক্ত হই-লেন ;—হস্ত্যশ্বারোহণ বিষয়ক রাজ্যে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইতে লাগিল , দেবাসুর সম্বন্ধীয় যুদ্ধবার্ত্তা তিনি শুনিতে লাগিলেন ; তিনি নিত্য বিলাস ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতে থাকি-লেন , রাজ্য-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম তিনি করিতে লাগিলেন । তিনি পিতৃগৃহ হইতে উত্তম উত্তম অশ্ব, গজ, রক্ত-বস্ত্র, ও কাশ্মীরজ বিলেপন সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন । মুনিবর ঋচীক তখন পত্নীর বহুভোগসমাকুল রাজ্যযোগ্য ব্রাহ্মণ্যপ্রতিকূল চেষ্টিত সকল অবলোকন করিয়া সক্রোধে বলিলেন,—হে পাপে ! তোমাকে ধিক্ ! তুমি একি করিয়াছ ? তুমি নিশ্চয়ই চরু ও নগের বিপর্য্যয় করিয়াছ । যে হেতু, আমি তোমার ঈদৃশ চেষ্টিত দেখিতেছি ! তোমায় ক্ষত্রিয়াচার লক্ষিত হইতেছে ; দ্বিজাচার তোমার দৃষ্ট হইতেছে না । তুমি চীর বল্কল ত্যাগ করিয়াছ এবং স্নান ও জপ তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে । মৃগনাভি প্রভৃতি বিবিধ গন্ধ দ্রব্য তুমি লেপন করিয়াছ । আর তোমার মাতা শমস্থা, জপহোমপরায়ণা তীর্থযাত্রাতৎপরা ও বেদশ্রবণ-লালসা হইয়াছেন । অতএব তোমার ক্ষত্রিয় পুত্র হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই । তোমার জননীর ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সুত জন্মিবে ।১৯-১৬। এ বিষয়ে শাস্ত্রবিত্তম পণ্ডিতগণ এইরূপ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; যথা—সগর্ভা নারীগণের যাদৃশ দোহদ উৎপন্ন হয়, তাহাদের তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন সন্তান জন্মিয়া থাকে । রাজকুমারী এইরূপ ভৎ-সিতা হইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সাস্রনয়নে কৃতা-ঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে প্রভো ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য । আপনি বিনা কারণেই অতীত অনাগত বিষয় বলিতে পারেন । আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া যাহাতে আমার ব্রাহ্মণ

ত্বয়ার্হঃ কথঞ্চন। ৪০। ঋচীক উবাচ। যৎ কিঞ্চিদ্‌ব্রহ্মতেজঃ স্থাপিতং তৎ তে চরৌ ময়া। ক্ষাত্রং তেজশ্চ তে মাতুর্ব্যত্যয়ঞ্চ কথঞ্চন। করোমি বাধযো লোকে শাস্ত্রস্য চ ব্যতিক্রমম্। ৪১। পত্ন্যুবাচ। যদ্যেবং ভৃগুশার্দ্দূল মম পৌত্রোঽত্র যো ভবেৎ। ক্ষাত্রং তেজোঽখিলং তস্য গাত্রে ভূয়াদ্যথাকৃতম্। ৪২। পুত্রস্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো ভূয়াদভ্যধিকস্তব। ৪৩। ঋচীক উবাচ। এবং ভবতু কল্যাণি পুত্রস্তে ব্রাহ্মণঃ শুভে। পৌত্রঃ সুদুর্দ্ধরঃ সংখ্যে সংযুক্তঃ ক্ষাত্রতেজসা। ৪৪। ততঃ সত্যং বরং লব্ধা প্রসন্নবদনা সতী। মাতুর্নিবেদয়ামাস তৎসর্ব্বং কান্তজল্পিতম্। ৪৫। ততঃ সা দশমে মাসি সম্প্রাপ্তে শুক্রদৈবতে। নক্ষত্রে জনয়ামাস পুত্রং বালার্কসন্নিভম্। ৪৬। ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমোপেতং নিধানং তপসাং শুচি। জমদগ্নিরিতি খ্যাতো যোঽসৌ ত্রৈলোক্যবিশ্রুতঃ। তস্য পুত্রোঽভবৎ খ্যাতো রামো নাম মহাযশাঃ। ৪৭। একবিংশতিধা যেন ধরা নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা। ক্ষাত্রতেজঃপ্রভাবেণ পিতৃ মহপ্রসাদতঃ। ৪৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে পরশুরামোৎপত্তিবর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ। গাধেস্তু যস্য পত্নী চ প্রাশনাচ্চরুকস্য বৈ। সাপি গর্ভং দধে তত্র বাসরে মন্ত্রতঃ শুভা। ১। সা চ গর্ভসমোপেতা যদা জাতা দ্বিজোত্তমাঃ। তীর্থযাত্রাপরা সাধ্বী জাতা ব্রতপরায়ণা। ২। বেদধ্বনির্ভবেদ্‌যত্র তত্র হর্ষসমন্বিতা। পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী সা শুশ্রাব চ সর্ব্বদা। ত্যক্তা রাজোচিতান্ সর্ব্বানলঙ্কারান্ সুখানি চ। ৩। অথ সাপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা দশমে মাসি সংস্থিতে। সুষুবে সুপ্রভং পুত্রং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্। ৪। বিশ্বামিত্রস্তথা খ্যাতস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। ববৃধে স মহাভাগো নিত্যমেবাধিকং নৃণাম্। ৫। শুক্লপক্ষং সমাসাদ্য তারাপতিরিবাম্বরে। যদাসৌ যৌবনোপেতঃ সঞ্জাতো দ্বিজসত্তমাঃ। ৬। রাজ্যকমণ্ডলে রাজ্যে গাধিনা স নিয়োজিতঃ। অনিচ্ছমানঃ স্বং রাজ্যং পিতৃপৈতামহং মহৎ। ৭। বেদাধ্যয়নসম্পন্নো নিত্যঞ্চ পঠতে হি সঃ। ব্রাহ্মণোচিতমার্গেণ

পুত্র হয়, তাহা করুন। আপনি কোনরূপেই ক্ষত্রিয় পুত্রের উপযুক্ত নহেন। ঋচীক বলিলেন,—আমার যাহা কিছু ব্রাহ্ম তেজ ছিল, তৎসমস্তই তোমার এবং চরুতে যাহা কিছু ক্ষাত্র তেজ তাহা তোমার মাতার চরুতে স্থস্ত করিয়াছি, এখন কিরূপে আর তাহার বিপর্য্যয় করিতে পারি? ঋচীকপত্নী বলিলেন,—হে ভৃগুশার্দ্দূল! যদি এমন তাহা হইলে আমার যে পৌত্র হইবে, তাহাতে ক্ষাত্র তেজ হউক, আর পুত্র ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হউক। ঋচীক বলিলেন,—হে শুভে! আমার বাক্যে তাহাই হউক। অর্থাৎ তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ এবং পৌত্র ক্ষাত্রতেজোযুক্ত রণদুর্জ্জয় হইবে। এইরূপ বর লাভ করিয়া রাজকুমারী মাতার নিকট গিয়া সমস্ত বলিলেন। অনন্তর ভৃগুপত্নী দশম মাসে শুক্রদৈবত নক্ষত্রে বালার্কসন্নিভ এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র ব্রাহ্মীলক্ষ্মীভূষিত, তপোনিধান ও পরম শুচি। ইনিই ত্রৈলোক্যবিখ্যাত জমদগ্নি। [illegible] রাম নামক মহাযশা [illegible] এই রামই পিতামহপ্রসাদে ও ক্ষাত্র তেজঃপ্রভাবে একবিংশতিবার ধরা নিঃক্ষত্রিয় করেন। ৩৭—৪৯।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—গাধিরাজপত্নীও চরু ভক্ষণফলে গর্ভ ধারণ করিলেন। তিনি যখন গর্ভবতী হইলেন, তখন তিনি তীর্থযাত্রাপরায়ণা ও ব্রতনিরতা হইলেন। কোথাও বেদপাঠ হইতেছে জানিতে পারিলে তিনি পুলকিত হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। তিনি রাজোচিত অলঙ্কার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি দশম মাসে ব্রাহ্মীলক্ষ্মী-সম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই সচরাচর ত্রৈলোক্যে বিশ্বামিত্র বলিয়া বিখ্যাত। জাত পুত্র শুক্লপক্ষীয় নিশাকরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই পুত্র যখন যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন গাধিরাজ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজকুমারের কিন্তু রাজ্যভার বহন করিতে ইচ্ছা ছিল না; তিনি সর্ব্বদাই বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। তিনি [illegible]

খচ্ছমানো দিবানিশম্ ॥ ৮ ॥ সংস্থাপ্যাথ সুতং রাজ্যে বভূব বনগোচরঃ। সকলত্রো মহাভাগো বানপ্রস্থাশ্রমে রতঃ ॥ ৯ ॥ বিশ্বামিত্রোহপি রাজ্যস্থো দ্বিজসম্পূজনে রতঃ। দ্বিজৈঃ সর্বৈশ্চচারাথ স্নানজাপ্যপরায়ণঃ ॥ ১০ ॥ কস্যচিত্বথ কালস্য পাপর্দ্ধিং সমুপাগতঃ। প্রবিবেশ বনং রৌদ্রং নানামৃগসমাকুলম্ ॥ ১১ ॥ জঘান স বনে তত্র বরাহান্ সম্বরান্ গজান্। তরক্ষাংশ্চ রুরূন্ খড়্গানারণ্যান্মহিষাংস্তথা ॥ ১২ ॥ সিংহান্ ব্যাঘ্রান্মহাসর্পাঞ্ছরভাংশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। মৃগয়াসক্তচিত্তঃ স ভ্রমমাণো মহাবনে ॥ ১৩ ॥ মধ্যাহ্নসময়ে প্রাপ্তে বৃষস্থে চ দিবাকরে। ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তো বিশ্বামিত্রো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ আসসাদাশ্রমং পুণ্যং বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। বসিষ্ঠোহপি সমালোক্য বিশ্বামিত্রং নৃপোত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ নিজাশ্রমে তু সম্প্রাপ্তং সানন্দং সম্মুখো যযৌ। দত্ত্বা তস্মৈ তদার্ঘ্যঞ্চ মধুপর্কঞ্চ ভূভুজে ॥ ১৬ ॥ অব্রবীচ্চ ততো বাক্যং স্বাগতং তে মহীপতে। বদ কৃত্যং করোম্যেব গৃহায়াতস্য যচ্চ তে ॥ ১৭ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। মৃগয়ায়াং পরিশ্রান্তঃ পিপাসাব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ। পানার্থমিহ সম্প্রাপ্ত আশ্রমে তে মুনীশ্বর ॥ ১৮ ॥ তৎপীতং শীতলং তোয়ং বিতৃষ্ণোহহং ব্যবস্থিতঃ। অনুজ্ঞাং দেহি মে ব্রহ্মন্ যেন গচ্ছামি মন্দিরম্ ॥ ১৯ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। মধ্যাহ্নসময়ো রৌদ্রঃ সূর্যোহতীব সুতাপদঃ। তৎ কৃত্বা ভোজনং রাজন্নপরাহ্নে ব্যবস্থিতে। গন্তাসি নিজমাবাসং ভুক্ত্বান্নং মম চাশ্রমে ॥ ২০ ॥ রাজোবাচ। চতুরঙ্গেণ সৈন্যেন মৃগয়ামহমাগতঃ ॥ ২১ ॥ তথাশ্রমস্য দ্বারস্থং মম সৈন্যং ব্যবস্থিতম্। বুভুক্ষিতেষু ভৃত্যেষু যঃ স্বামী কুরুতেহশনম্ ॥ ২২ ॥ স যাতি নরকং ঘোরং ত্যজ্যতে চ গুণৈর্ধ্রুবম্। তস্মাদাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং মাং মুনে স্বগৃহায় ভোঃ ॥ ২৩ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। যদি তে সেবকাঃ সন্তি দ্বারদেশে বুভুক্ষিতাঃ। সর্বানিহানয় ক্ষিপ্রং তৃপ্তিং নেষ্যাম্যহং পরম্ ॥ ২৪ ॥ অস্তি মে নন্দিনী নাম কামধেনুঃ শুভোভনা। বাঞ্ছিতং যচ্ছতে সর্বং তপসা পার্থিবোত্তম ॥ তৃপ্তিং নেষ্যতি তে সর্বং সৈন্যং পার্থিবসত্তম। তস্মাদানীয়তাং ক্ষিপ্রং পশ্য যে ধেনুজং ফলম্ ॥ ৩৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা চানয়ামাস সর্বং সৈন্যং মহীপতিঃ। প্রাপ্তশ্চ

পথে বিচরণ করিতেন। গাধিরাজ কুমারকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া বনগমন করিলেন। তিনি বনগমন করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম আচরণ করিতে থাকিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্র রাজ্যস্থ হইয়া দ্বিজপূজা ও দ্বিজসহ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা স্নান জপাদি করিতেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থ বনপ্রবেশ করিয়া অসংখ্য বরাহ, সম্বর, গজ, তরক্ষু, রুরু, খড়্গী, বন্য মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহাসর্প ও শরভ সকল নিহত করিলেন। মৃগয়াসক্ত হইয়া তিনি ঐ মহাবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে একদা জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নে ছিলেন, তখন ক্ষুৎ-পিপাসাপরিশ্রান্ত হইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ বশিষ্ঠ সানন্দে সত্বর রাজা বিশ্বামিত্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মধুপর্ক প্রদানপূর্ব্বক স্বাগত-জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনার কি উপকার করিব বলুন? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে মুনীন্দ্র! আমি মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পিপাসাকুল হইয়াছিলাম; একারণ পানার্থ আপনার আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক শীতল জল পান করিয়া বিতৃষ্ণ হইলাম; অধুনা আমায় আজ্ঞা করুন, আমি নিজ মন্দিরে গমন করি।১—১৯। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্! এই ভীষণ মধ্যাহ্ন-সময়; সূর্য্য খরতর তাপ প্রদান করিতেছেন; অতএব আপনি এই স্থানে ভোজন করিয়া ভোজনান্তে নিজ মন্দিরে গমন করিবেন। রাজা বলিলেন,—হে মুনে! আমি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় আগমন করিয়াছি, সৈন্যগণ আপনার আশ্রমদ্বারে অবস্থান করিতেছে। আমার ভৃত্যগণ বুভুক্ষিত থাকিলে আমি কি প্রকারে এখানে ভোজন করিব? ভৃত্যগণ ক্ষুধিত থাকিতে যে স্বামী ভোজন করে, সে ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব আপনি আমাকে গৃহগমনে অনুমতি দিন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—আপনার সৈন্যগণ ক্ষুধিত অবস্থায় যদি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করুন, আমি সকলকেই ভোজনদানে তৃপ্ত করিব। হে পার্থিবোত্তম! আমার নন্দিনী নাম্নী কামধেনু আছে; আমার তপস্যাপ্রভাবে সে বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকে; পার্থিবসত্তম! আপনি আপনার সকল সৈন্যকেই এখানে আনয়ন করুন, আমি সকলকেই তৃপ্ত করিব। আমার ধেনুর প্রভাব অবলোকন করুন।

কৃতজপ্যশ্চ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বা চ সিংহাসনসমাশ্রিতঃ। এতস্মিন্নন্তরে ধেনুঃ সমাহূতা চ নন্দিনী ॥ ২৮ ॥ বসিষ্ঠেন সমাহূতা বিশ্বামিত্রপুরঃস্থিতা। অব্রবীচ্চ ততো বাক্যং বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥ ২৯ ॥ আদেশো দীয়তাং মহ্যং কিং করোমি প্রশাধি মাম্ ॥ ৩০ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। পাদপ্রক্ষালনাদ্যং তু কুরুষ বচনান্মম। বিশ্বামিত্রস্য রাজর্ষের্যাবদ্ভোজনসংস্থিতিম্ ॥ ৩১ ॥ খাদ্যৈঃ সর্বৈস্তথা লেহ্যৈশ্চোষ্যৈ পেয়ৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। কুরুষ তৃপ্তিপর্য্যন্তং সসৈন্যস্য মহীপতেঃ। অশ্বানাং চ গজানাং চ ঘাসাদিভির্যথাক্রমম্ ॥ ৩২ ॥ সূত উবাচ। বাঢ়মিত্যেব সাপ্যুক্ত্বা ততস্তৎ সসৃজে ক্ষণাৎ। যৎ প্রোক্তং তেন মুনিনা ভৃত্যানাং চাযুতং তথা ॥ ৩৩ ॥ ততস্তে সর্ব্বমাদায় ভৃত্যা ভোজ্যং দদুস্তথা। একৈকস্য পৃথক্তেন প্রতিপত্তিপুরঃসরম্ ॥ ৩৪ ॥ এবং তয়া ক্ষণেনৈব তৃপ্তিং নীতো মহীপতিঃ। সসৈন্যঃ সপরীবারো গজোষ্ট্রাশ্বৈর্বৃষৈঃ সহ ॥ ৩৫ ॥ ততস্তৎ কৌতুকং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রো মহীপতিঃ। সামাত্যো বিস্ময়াবিষ্টো মন্ত্রয়ামাস চ দ্বিজাঃ ॥ ৩৬ ॥ অহো চিত্রমহো চিত্রং যয়াকস্মাদরূপিণী। তৃপ্তিং নীতেযমস্মাকং ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলা ॥ ৩৭ ॥ তস্মাৎসন্নীয়তামেষা স্বগৃহং ধেনুরুত্তমা। কিং করিষ্যতি বিপ্রোহয়ং নির্ভৃত্যো বনসংস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ ততো বসিষ্ঠমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ সঃ। নন্দিনী দীয়তাং মহ্যং কিং করিষ্যসি চানয়া ॥ ৩৯ ॥ ত্বমেকো বনসংস্থশ্চ নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ। অথবা তব দাস্যামি ব্যয়ার্থে মুনিসত্তম। বরান্ গ্রামাংশ্চ হস্ত্যশ্বানশ্বাংশ্চাপি যথেপ্সিতান্ ॥ ৪০ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। হোমধেনুরিয়ং রাজন্নস্মাকং কামদোহিনী। অদেয়া গৌর্মহারাজ সামান্যাপি দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৪১ ॥ কিং পুনর্নন্দিনী যৈষা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী। অপরং শৃণু রাজেন্দ্র স্মৃতিবাক্যমনুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ গবাং হি বিক্রয়ার্থে চ যদুক্তং মনুনা স্বয়ম্। গবাং বিক্রয়জং বিত্তং যো গৃহ্লাতি দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥ অন্ত্যজঃ স পরিজ্ঞেয়ো মাতৃবিক্রয়কারকঃ। তস্মান্নাহং প্রদাস্যামি নন্দিনীং তাং মহীপতে ॥ ৪৪ ॥ ন সাম্না নৈব ভেদেন ন দানেন কথঞ্চন। ন দণ্ডেন মহারাজ

অতঃপর মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া মহীপতি সৈন্যগণকে আশ্রমমধ্যে আনয়ন করিলেন। রাজা স্বয়ং স্নান ও জপ সমাপনপূর্ব্বক পিতৃদেবতাগণকে সন্তর্পিত করিয়া ব্রাহ্মণ-বাচনপুরঃসর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় ধেনু ঐ স্থানে আনীত হইল। রাজা বিশ্বামিত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ নন্দিনীকে আহ্বান করিলেন। নন্দিনী ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল,—আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ প্রদান করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজা বিশ্বামিত্রের পাদপ্রক্ষালন সামগ্রী হইতে ভোজনসংস্থিতি পর্য্যন্ত যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর। এই সসৈন্য মহীপতির চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি দ্বারা যাহাতে বিশেষ তৃপ্তি হয়, এরূপ সামগ্রী আহরণ কর। এতদ্ব্যতীত অশ্ব ও গজদিগের জন্য ঘাসাদি যাবতীয় খাদ্য সংগ্রহ কর। সূত বলিলেন,—মুনিবাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া নন্দিনী মুনির বাক্যানুযায়ী যাবতীয় সামগ্রী অযুত ভৃত্যের সহিত তৎক্ষণাৎ সৃজন করিল। অনন্তর ঐ ভৃত্যগণ ঐ সমস্ত সামগ্রী লইয়া এক এক জন এক এক জনকে সমাদরের সহিত পরিবেশন করিতে লাগিল। ধেনু এইরূপে ক্ষণকালের মধ্যে গজ, অশ্ব, উষ্ট্র ও বৃষের সহিত সপরিবারে সসৈন্য মহীপতিকে তৃপ্ত করিল। রাজা বিশ্বামিত্র ধেনুর এই অভাবনীয় প্রভাব দেখিয়া অমাত্যগণের সহিত বিস্মিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই ধেনু অকস্মাৎ ক্ষুৎপিপাসা-সমাকুল চতুরঙ্গবলকে সুতৃপ্ত করিল। চল আমরা এই ধেনুকে গৃহে লইয়া যাই। এই বনবাসী নির্ভৃত্য বিপ্র ইহাকে লইয়া কি করিবেন? ২৭—৩৮। অনন্তর বসিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া রাজা বলিলেন,—এই নন্দিনীকে আপনি আমায় দিন, ইহাকে লইয়া আপনি কি করিবেন? যেহেতু, আপনি একাকী, নিষ্পরিগ্রহ অবস্থায় বনবাস করিতেছেন। অথবা আমি আপনার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শ্রেষ্ঠ গ্রাম হস্তী ও যথোচিত অর্থ প্রদান করিব। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্! ইহা আমার কামদুঘা হোমধেনু। গো সামান্য হইলেও দ্বিজন্মাদিগের প্রদেয় নহে। বিশেষত ইহা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী নন্দিনী। হে রাজন্! এ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে ভগবান্ মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। মনু বলিয়াছেন,—যে দ্বিজ, গোবিক্রয়জনিত বিত্ত গ্রহণ করে, তাহাকে অন্ত্যজ ও মাতৃবিক্রয়কারক বলে। হে মহীপতে! অতএব আমি সাম, দান, ভেদ, দণ্ড,—কোন

তস্মাদগচ্ছ নিজালয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। যৎকিঞ্চিদ্বিদ্যতে রত্নং পার্থিবস্য ক্ষিতৌ দ্বিজ। তৎসর্ব্বং রাজকীয়ং স্যাদিতি বিত্তবিদো বিদুঃ ॥ ৪৬ ॥ রত্নভূতা ততো ধেনুর্মমেয়ং নন্দিনী স্থিতা। দণ্ডেনাপি গ্রহীষ্যামি সাম্না যচ্ছসি নো যদি ॥ ৪৭ ॥ এবমুক্ত্বা বসিষ্ঠং স বিশ্বামিত্রো মহীপতিঃ। আদিদেশ ততো ভৃত্যান্নন্দিনীয়ং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥ অথ সা ভৃত্যবর্গেণ নীয়মানা চ নন্দিনী। হন্যমানা প্রহারৈশ্চ পাষাণৈর্লকুটৈরপি ॥ ৪৯ ॥ অশ্রুপূর্ণেক্ষণা দীনা প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতা। কৃচ্ছ্রাদুপেত্য তং প্রাহ বসিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৫০ ॥ কিং দত্তাস্মি মুনিশ্রেষ্ঠ ত্বয়াহং চাস্য ভূপতেঃ। যেন মাং কালয়ন্ত্যস্য পুরুষাঃ স্বামিনো যথা ॥ ৫১ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। ন ত্বাং যচ্ছাম্যহং ধেনো প্রাণত্যাগেঽপি সংস্থিতে। তদ্রক্ষস্ব স্বয়ং ধেনো আত্মানং মৎপ্রভাবতঃ ॥ ৫২ ॥ এবমুক্তা তদা ধেনুর্বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। কোপাবিষ্টা ততশ্চক্রে হুঙ্কারান্ দারুণাংস্তথা ॥ ৫৩ ॥ তস্যা হুঙ্কারশব্দৈশ্চ নিষ্ক্রান্তাঃ সায়ুধা নরাঃ। শবরাশ্চ পুলিন্দাশ্চ ম্লেচ্ছাঃ সংখ্যাবিবর্জ্জিতা ॥ ৫৪ ॥ তৈশ্চ ভৃত্যা হতাঃ সর্ব্বে বিশ্বামিত্রস্য ভূপতেঃ। ততঃ কোপাভিভূতোঽসৌ বিশ্বামিত্রো মহীপতিঃ ॥ ৫৫ ॥ সজ্জং কৃত্বা স্বসৈন্যং তু চতুরঙ্গং প্রকোপতঃ। যুদ্ধং চক্রে চ তৈঃ সার্দ্ধং মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ অথ তে সৈনিকাস্তস্য তে গজাস্তে চ বাজিনঃ। পশ্যতো নিহতাঃ সর্ব্বে পুরুষৈর্ধেনুসম্ভবৈঃ ॥ ৫৭ ॥ বিশ্বামিত্রং পরিত্যজ্য শেষং সর্ব্বং নিপাতিতম্। তং দৃষ্ট্বা বেষ্টিতং ম্লেচ্ছৈর্যুধ্যমানং মহীপতিম্ ॥ ৫৮ ॥ কৃপাং কৃত্বা বসিষ্ঠস্তু নন্দিনীমিদমব্রবীৎ। রক্ষ নন্দিনি ভূপালং ম্লেচ্ছৈরেতৈঃ সমাবৃতম্ ॥ ৫৯ ॥ রাজা হি যত্নতো রক্ষ্যো যৎপ্রসাদাদিদং জগৎ। সন্মার্গে বর্ত্ততে সর্ব্বং ন চামার্গে প্রবর্ত্ততে ॥ ৬০ ॥ ততস্তু নন্দিনীং যাবন্নিষেধয়িতুমাগতাম্। বিশ্বামিত্রোঽসিমুদ্যম্য প্রহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৬১ ॥ বসিষ্ঠোঽপি সমালোক্য বধ্যমানাঞ্চ তাং তদা। বাহুং সংস্তম্ভয়ামাস খড়্গং তস্য চ ভূপতেঃ ॥ ৬২ ॥ অথ বৈলক্ষ্যমাপন্নো বিশ্বামিত্রো মহীপতিঃ। প্রোবাচ ব্রীড়য়া যুক্তো বসিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥ রক্ষ মাং ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং সুদারুণৈঃ। ম্লেচ্ছৈঃ কুরুষ মে বাহুং স্তম্ভেন তু বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৪ ॥ মমাপরাধাৎ

উপায়েই বাধ্য হইয়া আপনাকে ধেনু দিব না। আপনি নিজালয়ে গমন করুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে দ্বিজ! পৃথিবীতে যাবতীয় রত্ন থাকে, ঐ সকলই রাজকীয়; ইহা বিত্তবিৎ ব্যক্তিগণ বলেন। এই নন্দিনী ধেনু রত্নভূতা; অতএব ইহা আমার; আপনি সাম দ্বারা যদি না দেন, তাহা হইলে আমি দণ্ড দ্বারা ইহা গ্রহণ করিব। মহীপতি বিশ্বামিত্র মুনিবর বসিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া ভৃত্যগণকে নন্দিনী গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। তখন রাজভৃত্যগণ পাষাণ ও লকুটপ্রহারে নন্দিনীকে লইয়া যাইতে লাগিল। ঐ সময় প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া নন্দিনী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সে অতিকষ্টে মুনিসত্তম বসিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি আমায় ভূপতিকে প্রদান করিলেন? যে হেতু, আমায় রাজপুরুষগণ স্বামীর ন্যায় প্রহার করিতেছে। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে ধেনো! আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইলেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। অতএব তুমি মৎপ্রভাবে আত্মরক্ষা কর। মহাত্মা বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে, ধেনু ক্রুদ্ধ হইয়া দারুণ হুঙ্কার করিতে লাগিল। তাহার ঐ হুঙ্কারে অসংখ্য সশস্ত্র শবর, পুলিন্দ ও ম্লেচ্ছ নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহারা বিশ্বামিত্রের সমস্ত ভৃত্য নিহত করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র সক্রোধে চতুরঙ্গ বল সজ্জিত করত মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে গজ বাজী ও সমস্ত সৈন্য ধেনু-সম্ভূত পুরুষগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। একমাত্র বিশ্বামিত্র অবশিষ্ট থাকিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজাকে একাকী ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সদয়ভাবে নন্দিনীকে বলিলেন,—হে নন্দিনি! ম্লেচ্ছ-পরিবৃত রাজাকে রক্ষা কর। রাজাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। রাজার প্রসাদে এই জগৎ সন্মার্গে বিরাজিত; কেহ অসন্মার্গে গমন করিতে পারে না। ৩৯—৬০। মুনিবাক্যে নন্দিনী সৈন্যগণকে নিষেধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র অসি উদ্যত করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উপক্রম করিলেন; ভগবান্ বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে তাহার বাহু ও অসি স্তম্ভিত করিলেন। তখন লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া মহীপতি বিশ্বামিত্র মুনিসত্তম বশিষ্ঠকে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে ঐ সুদারুণ ম্লেচ্ছগণের নিকট হইতে রক্ষা করুন

সম্পৃষ্টং সর্ব্বং সৈন্যমনন্তকম্ ॥ তস্মাদবোদাম্যহং হর্ম্ম্যং ন যুদ্ধেন প্রয়োজনম্ ॥ ৬৮ ॥ দুর্ব্বিনীতঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ । ন তিষ্ঠতি চিরং যুদ্ধে যথাহং মদগর্ব্বিতঃ ॥ ৬৬ ॥ সূত উবাচ । এবমুক্তো বসিষ্ঠস্ত বিশ্বামিত্রেণ ভূভুজা চকার তং ভুজং তস্য স্তম্ভদোষবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং বিধায় স শুভক্ষণম্ । গচ্ছ রাজন বিমুক্তোঽসি স্তম্ভদোষেণ বৈ মহা ॥ ৬৮ ॥ মা কার্ষীর্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং বিরোধং ভূয়এব হি ॥ অনুজ্ঞাতঃ স তেনাথ বিশ্বামিত্রো মহীপতিঃ ॥ ৬৯ ॥ সব্রীড়ং প্রযযৌ হর্ম্ম্যং পস্ত্যামেব দ্বিজোত্তমাঃ । স্বপুরদ্বারমাসাদ্য সুগুপ্তে রজনীমুখে ॥ ৭০ ॥ প্রলাপমকরোত্তত্র বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ । ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়াণাং চ ধিগ্বীর্য্যং ধিকৃপ্রজীবিতম্ ॥ ৭১ ॥ শ্লাঘ্যং ব্রহ্মবলং চৈকং ব্রাহ্মং তেজশ্চ কেবলম্ ॥ ৭২ ॥ এতৎকর্ম্ম ময়া কার্য্যং যথা স্যাদ্ব্রহ্মজং বলম্ । ত্যক্ত্বা চৈব নিজং রাজ্যং চরিষ্যামি মহত্তপঃ ॥ ৭৩ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা রাজ্যে সংস্থাপ্য বৈ সুতম্ । নাম্না বিশ্বসহং খ্যাতং প্রজগাম তপোবনম্ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বামিত্ররাজ্যপরিত্যাগবর্ণনং নাম সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

এবং আমার বাহু স্তম্ভ-বর্জ্জিত করিয়া দেন। নিজ দোষে আমার অনন্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল। অধুনা আমি গৃহে গমন করি, আমার আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি আমার ন্যায় শ্রী বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মদগর্ব্বে স্থির থাকিতে পারে না। সূত বলিলেন,—রাজা বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে ভগবান্ বশিষ্ঠ তখন তাঁহার ভুজস্তম্ভ অপহরণ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনাকে মোচন করিলাম, আপনার হস্ত স্তম্ভদোষরহিত হইল; অধুনা স্বগৃহে গমন করুন; আর কখন যেন ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিবেন না। হে দ্বিজোত্তমগণ! মুনি কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া বিশ্বামিত্র লজ্জিতভাবে পদব্রজে গৃহে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে সন্ধ্যাকালে স্বপুরদ্বার প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পপর্য্যাকুলনেত্রে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, ক্ষত্রিয়গণের বল, বীর্য্য ও জীবনে ধিক্! একমাত্র ব্রহ্মবলই বল এবং ব্রহ্মতেজই তেজ। যেরূপে ব্রহ্মবল উপার্জ্জন করিতে পারি, আমি তাহাই করিব। আমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহৎ তপ আচরণ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । এবং রাজ্যং পরিত্যজ্য বিশ্বামিত্রো দ্বিজোত্তমাঃ । হিমবন্তং নগং প্রাপ্য তপশ্চক্রে সুদারুণম্ ॥ ১ ॥ বর্ষাস্বাকাশশায়ী চ হেমন্তে সলিলাশয়ঃ । পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে স্থিতো বর্ষশতত্রয়ম্ ॥ ২ ॥ ফলমূলকৃতাহারস্ততো বর্ষশতত্রয়ম্ । ধ্যায়মানঃ পরং ব্রহ্ম স্থিতো ব্রাহ্মণসত্তমাঃ । শীর্ণপর্ণাশনঃ পশ্চাত্তাবৎকালং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩ ॥ ততশ্চৈব জলাহারস্তাবন্মাত্রং ব্যবস্থিতঃ । কালং স বায়ুভক্ষশ্চ ততশ্চৈবাযুতং সমাঃ ॥ ৪ ॥ সূত উবাচ । অথ দৃষ্ট্বা তপঃশক্তিং তস্য তাং ত্রিদশাধিপঃ । পাতয়িষ্যতি মাং নূনমেষ স্থানাদ্যপোত্তমঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রোবাচ সঙ্গত্য সাম্না পরমবল্গুনা । বিশ্বামিত্রং নৃপশ্রেষ্ঠং ভয়েন মহতান্বিতঃ ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র উবাচ । বিশ্বামিত্র প্রতুষ্টোঽস্মি তপসানেন পার্থিব । বরং বরয় ভদ্রং তে যদভীষ্টং হৃদি স্থিতম্ ॥ ৭ ॥ বিশ্বামিত্র

রাজা বিশ্বামিত্র রাজ্যে স্বীয় পুত্র বিশ্বসহকে অভিষিক্ত করিয়া তপোবনে গমন করিলেন। ৬১—৭৪।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৭।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! রাজা বিশ্বামিত্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন করত দারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে, হেমন্তে সলিলে ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া এইভাবে তিনশত বৎসর কাল যাবৎ তপস্যা করিলেন। উক্ত প্রকারে তিনি তিনশত বৎসর কাল ফলমূলাশনে ব্রহ্মধ্যানে নিরত থাকিলেন। এইরূপে শীর্ণপর্ণাশনে তিনশত বৎসর, জলাহারে তিনশত বৎসর এবং বায়ুভক্ষণে অযুত বৎসর কাল তপস্যা করিলেন। তিনি এইভাবে তপস্যা করিতে থাকিলে ত্রিদশাধিপ তাঁহার তপঃশক্তি দর্শন করিয়া ভাবিলেন; নিশ্চিতই ইনি আমাকে পদচ্যুত করিবেন। তিনি এইরূপ ভয়ব্যাকুলিত হইয়া বদ্ধকষ্টে বিশ্বামিত্রের নিকট মন করত পরম মনোহর বাক্যে বলিলেন, রাজন্! বিশ্বামিত্র! আমি আপনার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। আপনি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করুন। বিশ্বা-

উবাচ। ব্রাহ্মণ্যং দেহি মে শক্র যদি তুষ্টোঽসি সাম্প্রতম্। তদর্থং তপসশ্চর্য্যাং জানীহি ত্বং পুরন্দর ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। অনেনৈব শরীরেণ ক্ষত্রিয়ঃ স্যাৎ কথং দ্বিজঃ। চতুর্ব্বিংশতিসংস্কারৈর্ব্বিতৈর্ব্বিপ্রঃ প্রজায়তে। তদন্যৎ প্রার্থয় ক্ষিপ্রং যত্তেঽভীষ্টতমং স্থিতম্ ॥ ৯ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। ন ব্রাহ্মণ্যাৎ পরং কিঞ্চিৎ প্রার্থয়ামি সুরেশ্বর ॥ ১০ ॥ অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যং তে বস্তুম্বন্যেষু কথা। তস্মাদ্গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ স্বরাজ্যং পরিপালয় ॥ ১১ ॥ পরিত্যক্ষ্যাম্যহং দেহং যাস্যে বাহং দ্বিজন্মতাম্। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দেবরাজো দিবং গতঃ ॥ ১২ ॥ তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সর্ব্বদেবসমাবৃতঃ। বিশ্বামিত্রোঽপি তদ্রূপং চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ১৩ ॥ অথ বর্ষসহস্রে তু ব্যতিক্রান্তে দ্বিজোত্তমাঃ। অস্মিন্ বায়ুভক্ষস্য বিশ্বামিত্রস্য ভূপতেঃ ॥ ১৪ ॥ আজগাম স্বয়ং ব্রহ্মা পুণ্যৈর্দ্দেবর্ষিভিঃ সহ। অব্রবীত্তং মহীপালং তপসা দগ্ধকিল্বিষম্ ॥ ১৫ ॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ। বিশ্বামিত্র প্রতুষ্টোঽস্মি তপসানেন সত্তম। বরং বরয় ভদ্রং তে প্রদাস্যাম্যপি দুর্লভম্ ॥ ১৬ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। ব্রাহ্মণ্যং দেহি মে দেব নান্যদিষ্টতমং মহৎ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ক্ষত্রিয়েণ প্রজাতস্য দ্বিজত্বং জায়তে কথম্। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধং হি কিমেবং বদসীপ্সিতম্ ॥ ১৮ ॥ যস্য জাতং ধরাপৃষ্ঠে ন ভবিষ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ১৯ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। গচ্ছ ত্বং দেবদেবেশ ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্। অহং ত্যক্ষ্যামি বা প্রাণান্ সম্প্রাপ্স্যে বা দ্বিজন্মতাম্ ॥ ২০ ॥ অথ দেবর্ষিমধ্যস্থ ঋচীকো বাক্যমব্রবীৎ। অস্য জন্মকৃতে দেব ব্রাহ্মৈর্ম্মন্ত্রৈর্ময়া চরুঃ ॥ ২১ ॥ অভিতো ব্রহ্মসর্ব্বস্বং তত্র সংযোজিতং ময়া। তেনৈব ক্ষত্রজন্মায়ং ব্রাহ্মণশ্চতুরানন ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মর্ষিং কীর্ত্তয়স্বৈনং তস্মাত্বং প্রপিতামহ। রাজ্যস্থোঽপি দ্বিজার্হাণি সৎকৃত্যান্যকরোদসৌ ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মমন্ত্রপ্রভাবেণ তস্মাদ্ব্রহ্মর্ষিমাহ্বয়। যেন কীর্ত্তয়ামহে সর্ব্বে বিশ্বামিত্রং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥ অথ ব্রহ্মা চিরং ধ্যাত্বা ব্রাহ্ম্যৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চ তেজসা। সমুৎপন্নং ততঃ প্রাহ ব্রাহ্মণস্ত্বং ময়া কৃতঃ ॥ ২৫ ॥ ত্যজেদং দুষ্করং ঘোরং তপো মদ্বচনাদ্

মিত্র বলিলেন, হে শক্র! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তবে আমাকে ব্রাহ্মণ্য প্রদান করুন; ব্রাহ্মণ্যের নিমিত্তই আমার তপস্যা। ইন্দ্র বলিলেন,—এই ক্ষত্রিয়শরীরে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার দ্বারায় ব্রাহ্মণত্ব হইয়া থাকে। অতএব আপনি অন্য বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! আমি ব্রাহ্মণ্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। এমন কি ত্রৈলোক্য রাজ্যাদি প্রদান করিলেও আমি তাহা ইচ্ছা করি না, অন্য বস্তুর কথা আর কি বলিব? হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বরাজ্য পালন করুন। আমি হয় দেহপাত, নতুবা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিব। ইন্দ্র তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদেবসমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্রও পুনরায় দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রাজা বিশ্বামিত্র বায়ুভক্ষণে বর্ষসহস্র যাবৎ তপস্যা করিলে স্বয়ং ব্রহ্মা দেবাদিপরিবৃত হইয়া ঐস্থানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে সত্তম বিশ্বামিত্র! আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর, দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে দেব! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য প্রদান করুন। এতদ্ব্যতীত আমার আর অন্য কিছু মাত্র অভিলষিত নাই। ১—১৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে কিরূপে? শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ এ কি প্রকার অভিলষিত বলিতেছ? যে ধরাস্থিত ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে নাই, সে কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে দেব! আপনি অনুত্তম ব্রহ্মলোকে গমন করুন; আমি প্রাণ ত্যাগ করিব, না হয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিব। এই সময় দেবর্ষিগণমধ্যস্থ ঋচীক বলিলেন,—হে চতুরানন! আমি ইঁহার জন্মের নিমিত্ত চরুতে ব্রাহ্ম মন্ত্র নিহিত করি। সেই জন্য বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ। হে পিতামহ! অতএব আপনি ইঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া অভিহিত করুন। ইনি ব্রাহ্মমন্ত্রপ্রভাবে রাজ্যস্থ অবস্থায়ও ব্রহ্মোচিত বহু কার্য্য করিয়াছেন। অতএব আপনি ইঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আহ্বান করুন। আমরা সকলে ইঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছি। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা চিন্তা দ্বারা তাঁহার ব্রাহ্ম মন্ত্রে উৎপত্তি অবগত হইয়া বলিলেন,—আমি আপনাকে

ক্রমম্। স যদা ব্রহ্মণা প্রোক্তো ব্রহ্মর্ষিস্ত্বমসংশয়ম্॥ ঋচীকাদ্যৈস্ততঃ সর্ব্বৈঃ প্রোক্তো দেবর্ষিভিস্তথা। ২৭। অথ তেষাং মধ্যগতো বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ। সোহব্রবীৎ কোপসংযুক্তো নাহং বক্ষ্যামি কর্হিচিৎ। ২৮। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়াজ্জাতং জানন্নপি পিতামহ। ঋচীকস্ত চ দাক্ষিণ্যাত্তথা ত্বং বদসি প্রভো। ২৯। প্রোচ্যমানোহপি বহুধা বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ। পিতামহেন মুনিভির্নারদাদ্যৈরনেকধা। জগামাথ পরিত্যজ্য তান্ সর্ব্বান্ দ্বিজসত্তমান্। ৩০। স চাগত্য মুনিশ্রেষ্ঠো দেশং চানর্ত্তসংজ্ঞিতম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে শঙ্খতীর্থসমীপতঃ। ৩১। যত্র ব্রহ্মশিলা পুণ্যা শ্বেতদ্বীপসমন্বিতা। সরস্বতী স্থিতা যত্র নদী পাপহরা শুভা। ৩২। তত্রাশ্রমপদং কৃত্বা চকার বিপুলং তপঃ। বিশ্বামিত্রোহপি সামর্ষস্তদ্বধার্থং সমাগতঃ। ৩৩। তস্যাশ্রমস্য দূরে স যাম্যাং দিশি সমাশ্রিতঃ। কৃত্বাশ্রমপদং তত্র তস্য চ্ছিদ্রাণি চিন্তয়ন্। ৩৪। সংস্থিতঃ সুচিরং কালং ন চ পশ্যতি কিঞ্চন। অথাভিচারিকং তেন প্রারব্ধং তস্য চোপরি। ৩৫। যদুক্তং সামবিধিনা সামবেদে বধাত্মকম্। তস্য তৈর্দারুণৈর্মন্ত্রৈর্জুহ্বতো জাতবেদসম্। ৩৬। নিষ্ক্রান্তা দারুণা শক্তির্মুক্তকেশী ভয়ানকা। বানরস্কন্ধমারূঢ়া কুর্ব্বাণা কিলকিলাধ্বনিম্। ৩৭। নানায়ুধসমোপেতা যমজিহ্বা যথাপরা। সাব্রবীদ্ধ বিপ্রেন্দ্র কিং তে কৃত্যং করোম্যহম্। ৩৮। ত্রৈলোক্যমপি কৃৎস্নঞ্চ সংহরামি তবাজ্ঞয়া। ৩৯। বিশ্বামিত্র উবাচ। মম শত্রুর্মহান্ যোহত্র বসিষ্ঠঃ কুমুনিঃ স্থিতঃ। তং ত্বং জহি দ্রুতং গত্বা তদর্থঞ্চ ময়া কৃতা। ৪০। এবমুক্তা তু সা তেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। বসিষ্ঠাশ্রমমুদ্দিশ্য প্রস্থিতা চোত্তরামুখী। ৪১। এতস্মিন্নেব কালে তু বসিষ্ঠস্যাশ্রমে দ্বিজাঃ। দুর্নিমিত্তানি জাতানি প্রভূতানি মহান্তি চ॥ ৪২। পপাত মহতী চোল্কা নিহত্য রবিমণ্ডলম্। তথা রুধিরবৃষ্টিশ্চ অস্থিমিশ্রা ব্যজায়ত॥ ৪৩। দীপ্তাং দিশাং সমাসাদ্য রুরোদ চ তথা শিবা। তান্ দৃষ্ট্বা সুমহোৎপাতান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ। ৪৪॥ যাবদালোকতে

ব্রাহ্মণ করিলাম। আপনি আমার আদেশে সত্বর এই ঘোর তপস্যা পরিত্যাগ করুন। ভগবান ব্রহ্মা যখন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিলেন, তখন ঋচীকাদি দেবর্ষিগণ সকলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী মুনিসত্তম বসিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—হে পিতামহ! আমি জানিয়া শুনিয়া ক্ষত্রিয়-জাত বিশ্বামিত্রকে কদাপি ব্রাহ্মণ বলিব না। আপনি ঋচীকের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাইয়াই বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন। অনন্তর পিতামহ এবং নারদাদি মুনিগণ বহুবার বহু-প্রকারে বুঝাইলেও তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আনর্ত্তদেশে আগমন করত হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে শঙ্খতীর্থ-সমীপে—যেখানে শ্বেতদ্বীপবাহিনী সরস্বতীতীরে পাপহরা ব্রহ্মশিলা বিরাজিতা, ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া বিপুল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র অমর্ষবশে তাঁহার বধের নিমিত্ত ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহার আশ্রমের দক্ষিণদিকে দূরে আশ্রম সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল যাবৎ এই কর্ম্মই করিতে থাকিলেন। মুনিবর বশিষ্ঠ উদ্দেশে তিনি আভিচারিক কর্ম্ম সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই সকল বধাত্মক আভিচারিক কর্ম্ম সামবেদে সামবিধিক্রমে উক্ত হইয়াছে। তিনি এই সকল দারুণ মন্ত্র দ্বারা বহ্নিতে হোম করিতে থাকিলে, এক অতিদারুণা ভয়ানকা মুক্তকেশী শক্তি প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তিনি বানরস্কন্ধে আরূঢ়া, কিলকিলাধ্বনিকারিণী, নানায়ুধসমোপেতা, এবং যমজিহ্বার ন্যায়। তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার কি করিতে হইবে বল। আমি তোমার আদেশে ত্রৈলোক্যও সংহার করিব। ১৮—৩৯। বিশ্বামিত্র বলিলেন—বসিষ্ঠ নামে এক কুমুনি, সে আমার শত্রু; সে এই স্থানেই বাস করে; তুমি দ্রুতিগতি গমন করিয়া তাহাকে নিহত কর। এই জন্যই আমি তোমাকে সৃজন করিলাম। এইরূপ অভিহিত হইয়া তিনি উত্তরমুখে বসিষ্ঠের আশ্রমের দিকে প্রস্থান করিলেন। এই সময় বসিষ্ঠাশ্রমে ভীষণ দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। রবিমণ্ডল ভেদ করিয়া মহতী উল্কা পতিত হইতে লাগিল; অস্থি-মিশ্র রুধিরবৃষ্টি হইতে থাকিল এবং দীপ্ত দিক্ প্রাপ্ত হইয়া শিবা সকল রোদন করিতে লাগিল। এইরূপ অমঙ্গল উৎপাত সকল অবলোকন করিয়া ভগবান

রূপং জ্বালামালাসমাকুলম্। ততঃ সম্যক্ পরিজ্ঞায় সর্ব্বং দিব্যেন চক্ষুষা॥ ৪৫॥ বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তেয়ং শক্তির্মম বধায় চ। কৃত্যারূপা সুমন্ত্রৈশ্চ সামবেদসমুদ্ভবৈঃ॥ ৪৬॥ তিষ্ঠতিষ্ঠেতি তেনোক্তা ততঃ সা নিশ্চলাভবৎ। নিজমন্ত্রৈশ্চ সা তেন স্তম্ভিতাথর্ব্বণোদ্ভবৈঃ॥ ৪৭॥ ততঃ স্ত্রীরূপমাদায় প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবম্। সামবেদস্তু বেদানাং প্রাধান্যেন ব্যবস্থিতঃ॥ ৪৮॥ বিধিনা তেন সংসৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। মা কুরু ত্বপ্রমাণং তু প্রহারং সহ মে মুনে। রক্ষয়িষ্যামি তে প্রাণান্ স্বল্পস্পর্শেন তে মুনে॥ ৪৯॥ বসিষ্ঠ উবাচ। যদ্যেবং কুরু মে স্পর্শং ন মর্ম্মস্পর্শনং শুভে। ময়া চাথর্ব্বণা মন্ত্রাঃ সংহৃতাঃ কৃপয়া তব॥ ৫০॥ ততঃ সা দারুণা শক্তির্বিশ্বামিত্রপ্রযোজিতা। তস্যাঙ্গদেশং স্পৃষ্ট্বাথ নিপপাত ধরাতলে॥ ৫১॥ ততস্তুষ্টো বসিষ্ঠস্তু তামাহ মধুরং বচঃ। অদ্যপ্রভৃতি তে পূজাং করিষ্যন্তি সমাহিতাঃ। জনাঃ সর্ব্বে মহাভাগে ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ॥ ৫২॥ চৈত্রমাসে সিতে পক্ষে অষ্টমীদিবসে স্থিতে। যে তে পূজাং করিষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ॥ ৫৩॥ তে সর্ব্বে বৎসরং যাবদ্ভবিষ্যন্তি নিরাময়াঃ। তস্মাদত্রৈব স্থাতব্যং সদৈব মম বাক্যতঃ॥ ৫৪॥ সূত উবাচ। এবমুক্তা চ সা তেন বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। স্থিতা তত্রৈব সা দেবী তস্য বাক্যেন তৎক্ষণাৎ॥ ৫৫॥ প্রাপ্নোতি পরমাং পূজাং বিশেষান্নাগরৈঃ কৃতাম্। ধারানামেতি বিখ্যাতা ভক্তলোকসুখপ্রদা॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধারোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৮॥

বসিষ্ঠ যেমন নয়ন উন্মীলন করিয়াছেন অমনি এবং জ্বালামালাসমাকুল রূপ দর্শন করিলেন। তখন তিনি দিব্য চক্ষু দ্বারা সম্যক্ অবগত হইলেন যে, ইহা বিশ্বামিত্রপ্রযুক্ত শক্তি; আমার বধের নিমিত্ত সে ইহাকে প্রেরণ করিয়াছে। সামবেদসমুদ্ভূত মন্ত্র দ্বারা এই কৃত্যা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই প্রকার স্থির করিয়া তিনি সেই শক্তিকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিলেন। তাঁহার বাক্যে শক্তি নিশ্চলা হইল। তিনি আথর্ব্বণ মন্ত্র দ্বারা ঐ কৃত্যাকে স্তম্ভিত করিলেন। স্তম্ভিত হইয়া স্ত্রীরূপ ধারণ করত ঐ কৃত্যা মুনিপুঙ্গবকে বলিলেন—সামবেদকে দেবগণ প্রধান বলিয়াছেন, ধীমান্ বিশ্বামিত্র আমাকে সামবিধানেই নির্ম্মিত করিয়াছেন। হে মুনে! অতএব আপনি তাহা অপ্রমাণ করিবেন না, প্রহার সহ্য করুন। আমি অল্প প্রহার করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিব। বসিষ্ঠ বলিলেন,—তুমি যদি এরূপ বলিতেছ, তবে আমায় স্পর্শ কর, কিন্তু মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিও না। আমি কৃপা করিয়া আথর্ব্বণ মন্ত্র সংহার করিলাম। অনন্তর ঐ বিশ্বামিত্র-প্রেরিত শক্তি ভগবান্ বসিষ্ঠের অঙ্গমাত্র স্পর্শ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে মহাভাগে! অদ্যাবধি জনগণ সমাহিতভাবে পরম ভক্তিসহকারে তোমার পূজা করিবে। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যাহারা শ্রদ্ধার সহিত তোমার পূজা করিবে, তাহারা সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত নিরাময় থাকিবে। অধুনা তুমি আমার বাক্যে এই স্থানে অবস্থান কর। সূত বলিলেন,—ভগবান্ বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে বিশ্বামিত্রপ্রেরিত ঐ শক্তি ঐ স্থানে বাস করিল। নাগরগণ তাহার পূজা করিতে থাকিলেন। ঐ শক্তি নামে নামে বিখ্যাত হইয়া ভক্তজনের সুখ প্রদান করিতে লাগিল।৪০—৫৬।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৮।

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। কস্মাৎ সা তুষ্টিদা প্রোক্তা নাগরাণাং বিশেষতঃ। ধারা নামেতি বিখ্যাতা কস্মাৎ সা ধরণীতলে॥ ১॥ সূত উবাচ। চমৎকারপুরে পূর্ব্বং ধারা নামেতি বিশ্রুতা। আসীত্তপস্বিনী সাধ্বী নাগরী ব্রাহ্মণোত্তমা। তস্যাঃ সখ্যমরুন্ধত্যা আসীৎপূর্ব্বং সুমেধয়া॥ ২॥ অরুন্ধতী যদা প্রাপ্তা চমৎকারপুরে শুভা। স্নানার্থং শঙ্খতীর্থং তু

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! কিরূপে ঐ শক্তি বিশেষত নাগরগণের তুষ্টিদায়িনী হইলেন, এবং কিরূপেই বা শক্তি ধারা নাম লাভ করিলেন? সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে চমৎকার পুরে ধারা নামে প্রসিদ্ধ এক সাধ্বী তপস্বিনী ব্রাহ্মণী ছিলেন। ঐ সময় ভগবতী অরুন্ধতী ভগবান্ বসিষ্ঠের সহিত শঙ্খতীর্থে স্নান করিবার জন্য চমৎকারপুরে আগমন

বসিষ্ঠেন সমাগতা ॥ ৩ ॥ তয়া দৃষ্টাথ সা তত্র অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ সংস্থিতা। বায়ুভক্ষা নিরাহারা দিব্যেন বপুষান্বিতা ॥ ৪ ॥ তয়া পৃষ্টা চ সা সাধ্বী কা ত্বং কস্য সুতা শুভে। কিমর্থন্তু স্থিতা চোগ্রে তপসি ব্রূহি মে শুভে ॥ ৫ ॥ ধারোবাচ। দেবশর্ম্মাখ্য-বিপ্রস্য সুতাহং নাগরস্য চ। বালত্বে বর্ত্তমানয়া বৈধব্যং মে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬ ॥ শঙ্খতীর্থস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা শঙ্খেশ্বরস্য চ। ততোঽহং সংস্থিতা হ্যত্র তচ্ছৈবারাধনে স্থিতা ॥ ৭ ॥ অরুন্ধত্যুবাচ। তবোপরি মহান স্নেহো দর্শনান্তে ব্যবস্থিতঃ। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছাবো মমাশ্রমপদং শুভম্ ॥ ৮ ॥ সরস্বত্যাস্তটে শুভ্রে সর্ব্বপাতকনাশনে। শাস্ত্রগোষ্ঠীরতা নিত্যং তত্র তিষ্ঠ ময়া সহ ॥ ৯ ॥ ততঃ সম্প্রস্থিতা সা তু তয়া সার্দ্ধং তপস্বিনী। অনুজ্ঞাতা স্বপিত্রা তু জনন্যা বান্ধবৈস্তথা ॥ ১০ ॥ তস্যাঃ সখ্যং চিরং কালং তয়া সহ বভূব হ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সা শক্তিস্তত্র চাগতা ॥ ১১ ॥ বিশ্বামিত্রেণ সংসৃষ্টা বসিষ্ঠস্য বধায় চ। সা স্তম্ভিতা বসিষ্ঠেন কৃতা দেবীস্বরূপিণী। সম্পূজ্যা দেবমর্ত্ত্যানাং সর্ব্বরক্ষাপ্রদা শুভা ॥ ১২ ॥ ততশ্চ ধারয়া তস্যাঃ কৈলাসশিখরোপমঃ। প্রাসাদো নির্ম্মিতো বিপ্রা নানারত্নবিচিত্রিতঃ ॥ ১৩ ॥ চকারাথ ততঃ স্তোত্রং তস্যাঃ সা চ তপস্বিনী ॥ ১৪ ॥ নমস্তে পরমে ব্রাহ্মি ধারে যোগে নমো নমঃ। অর্দ্ধমাত্রে পরে শূন্যে তস্যার্দ্ধার্দ্ধে নমোঽস্তু তে ॥ ১৫ ॥ নমস্তে জগদাধারে নমস্তে ভূতধারিণি। নমস্তে পদ্ম-পত্রাক্ষি নমস্তে কাঞ্চনদ্যুতে ॥ ১৬ ॥ নমস্তে সিংহ-যানাঢ্যে নমস্তেঽস্তু মহাভুজে। নমস্তে দেবতাভীষ্টে নমস্তে দৈত্যসূদিনি ॥ ১৭ ॥ নমস্তে মহিষাক্রান্ত-শরীরচ্ছিন্নমস্তকে। নমস্তে বিন্ধ্যনিরতে সুরা-মাংসবলিপ্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ ত্বং লক্ষ্মীস্ত্বং শচী গৌরী ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং বিভাবরী। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা তুষ্টিস্ত্বং পুষ্টিস্ত্বং সুরেশ্বরী ॥ ১৯ ॥ শক্তিরূপাসি দেবি ত্বং সৃষ্টি-সংহারকারিণী। ত্বয়ি দৃষ্টমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২০ ॥ যথা তিলে স্থিতং তৈলং দধি-সংস্থং যথা ঘৃতম্। হবির্ভুজশ্চ কাষ্ঠস্থঃ সুগুপ্তং লভ্যতে ন হি ॥ ২১ ॥ তথা ত্বমপি দেবেশি সর্ব্ব-গাপি ন লক্ষ্যসে ॥ ২২ ॥ সূত উবাচ। এতেন স্তোত্রমুখ্যেণ স্তুতা সা পরমেশ্বরী। বহূনি বর্ষ-পূগানি পূজয়ন্ত্যা দিনেদিনে ॥ ২৩ ॥ কস্যচিত্ত্বথ

বয়েন। তখন দেবী অরুন্ধতীর সহিত ঐ ধারা নাম্নী ব্রাহ্মণীর সখ্য হয়। ঐ সময় দেবী অরুন্ধতী দেখেন যে, ঐ ধারানাম্নী ব্রাহ্মণী অঙ্গুষ্ঠাগ্রে দেহ-ভর ন্যস্ত করিয়া নিরাহারে থাকিয়া বায়ুভক্ষণেও দিব্য দেহে তপস্যা করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি বলেন, হে সাধ্বি। তুমি কে? কাহার সুতা? কিজন্য এই উগ্র তপস্যায় বর্ত্তমানা রহিয়াছ? ধারা বলেন, আমি দেবশর্ম্মা নামক কোন এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কন্যা; কন্যাকালে বিধবা হইয়াছি। আমি শঙ্খতীর্থ ও শঙ্খেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অরুন্ধতী বলিলেন,—অয়ি সাধ্বি! দর্শনাবধি আমার তোমার প্রতি স্নেহ জন্মিয়াছে; অতএব আমার সঙ্গে তুমি আমাদের আশ্রমে এস। আমাদের আশ্রম সন্নিধানে সর্ব্বপাপনাশন সরস্বতীতটে শাস্ত্রগোষ্ঠীনিরতা হইয়া আমার সহিত বাস করিবে। অনন্তর ঐ সাধ্বী দেবী অরুন্ধতীর বাক্যে তাঁহার সহিত গমন করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি জনক-জননীর অনুজ্ঞা লইয়া দেবী অরুন্ধতীর সহিত গমন করিলেন। এই গমনের ফলে তাঁহাদের পরস্পর সখ্য সংস্থাপিত হইল। অতঃপর বিশ্বামিত্রপ্রেরিত শক্তি ভগবান্ বসিষ্ঠের বধনিমিত্ত ঐ স্থানে আগমন করিল। ভগবান্ বশিষ্ঠ তাহাকে স্তম্ভিত ও দেব-মানবের সর্ব্বরক্ষা প্রদায়িনীরূপে পূজনীয়া করি-লেন। ঐ সময় ধারা নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার কৈলাস-শিখরোপম নানারত্নবিচিত্রিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন যে, হে পরমে ব্রাহ্মি! আপনাকে নমস্কার নমস্কার। হে অর্দ্ধরাত্রে, ধারে, শূন্যে, অর্দ্ধার্দ্ধে, জগদাধারে, ভূতধারিণি, পদ্মপত্রাক্ষি, কাঞ্চনদ্যুতে, সিংহ-যানাঢ্যে, মহাভুজে, দেবতাভীষ্টে, দৈত্যসূদিনি, মহিষাক্রান্তশরীরে, ছিন্নমস্তকে, বিন্ধ্যনিরতে, সুরা-মাংসবলিপ্রিয়ে! আপনাকে নমস্কার নমস্কার। হে দেবি! আপনি লক্ষ্মী, শচী, গৌরী, সিদ্ধি, বিভা-বরী, স্বাহা স্বধা, তুষ্টি, পুষ্টি, সুরেশ্বরী। হে দেবি! আপনি শক্তিরূপা এবং সৃষ্টিসংহারকারিণী। যেমন তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, এবং কাষ্ঠে বহ্নি সগুপ্তভাবে অবস্থিত বলিয়া লক্ষিত হয় না, তেমনি এই সচরাচর ত্রৈলোক্য আপনাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে দেবি! আপনি সর্ব্বগা হইয়াও তিল-তৈলাদিবৎ লক্ষিত হন না। ১২—২২। সূত বলি-লেন,—বহুবর্ষ যাবৎ এই উত্তম স্তোত্র দ্বারা দেবী স্তুত ও দিনে দিনে পূজিত হইতে

কালস্য চৈত্রশুক্লাষ্টমী সিতা। তস্মিন্নহনি দেবী সা
নদ্যাং সংস্নাপ্য পূজিতা॥ ২৪॥ বলিপূজাং
ততো দত্ত্বা স্তোত্রৈঃ প্রোক্তেন চ স্তুতা। ততঃ প্রত্য-
ক্ষতাং গত্বা তামুবাচ তপস্বিনীম্॥ ২৫॥ পুত্রি
তুষ্টাস্মি ভদ্রং তে স্তোত্রেণানেন চানঘে। বরং বরয়
ভদ্রং তে তব দাস্যামি বাঞ্ছিতম্॥ ২৬॥ ধারোবাচ।
যদি তুষ্টাসি মে দেবি যদি দেয়ো বরো মম। তন্মে
নাম ত্বয়াপ্যস্তু প্রাসাদেঽত্র হি কেবলম্॥ ২৭॥
অপরং নাগরো যোঽত্র ত্বস্মিন্নহনি সংস্থিতে।
প্রদক্ষিণাত্রয়ং কৃত্বা তব দত্ত্বা ফলত্রয়ম্॥ ২৮॥
স্তোত্রেণানেন ভবতীং স্তুত্বা চ কুরুতে নতিম্
তস্য সংবৎসরং যাবদ্রোগো রক্ষ্যস্ত্বয়াখিলঃ॥ ২৯॥
যা চ বন্ধ্যা ভবেন্নারী সা ভূয়াৎ পুত্রসংযুতা।
দুর্ভগা চ সসৌভাগ্যা কুরূপা রূপসম্ভবা। রোগিণী
রোগনির্মুক্তা সর্ব্বসৌখ্যসমন্বিতা॥ ৩০॥ দেব্যুবাচ।
অহং ধারেতি বিখ্যাতা প্রাসাদেঽত্র ত্বয়া কৃতে।
ভবিষ্যামি ন সন্দেহস্তব কীর্ত্তিকৃতে সদা॥ ৩১॥
অত্র যো নাগরো ভক্ত্যা সমাগত্য তপস্বিনি।
প্রদক্ষিণাত্রয়ং কুর্য্যাদ্দত্ত্বা মম ফলত্রয়ম্॥ ৩২॥
সোঽপি সংবৎসরং যাবদ্ভবিতা রোগবর্জ্জিতঃ।
এবমুক্ত্বা তু সা দেবী ততশ্চাদর্শনং গতা॥ ৩৩॥
ধারাপি সংস্থিতা তত্র অরুন্ধত্যা সমন্বিতা।
অদ্যাপি দৃশ্যতে ব্যোম্নি তস্যাশ্চাপি সমীপগা॥
৩৪॥ এতদ্ধারোদ্ভবং যোঽত্র বৃত্তান্তং কীর্ত্তয়িষ্যতি।
শৃণুয়াদ্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠা মুচ্যেৎ পাপাদ্দিনোদ্ভবাৎ॥ ৩৫॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পঠনীয়ং বিশেষতঃ। শ্রোতব্যং
চ প্রভক্ত্যেদং নাগরৈশ্চ বিশেষতঃ॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধারানামোৎপত্তিবৃত্তান্তধারাদেবী-
মাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনসপ্তত্যধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৯॥

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি সঞ্জাতমাশ্চর্য্যং
যদ্ভূদ্দ্বিজাঃ। বিশ্বামিত্রেণ সা শক্তির্ব্বসিষ্ঠায়
বিসর্জ্জিতা॥ ১॥ বধার্থং তস্য বিপ্রর্ষের্ব্বসিষ্ঠেন চ
ধীমতা। স্তম্ভিতাথর্ব্বণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ প্রস্বেদঃ সমজায়ত॥
২॥ স্বেদাৎ সমভবত্তোয়ং শীতলং তদজায়ত।
পাদাভ্যাং নির্গতং তোয়মত্র দৃশ্যমজায়ত॥ ৩॥

থাকিলে একদা চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী আগত হইল।
ঐ দিন ধারা দেবীকে নদীজলে স্নান করাইয়া পূজা
ও স্তব করিলে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেন। তাঁহাকে
বলিলেন, হে পুত্রি অনঘে! আমি তোমার এই
স্তবে তুষ্ট হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমায়
বাঞ্ছিত প্রদান করিব। ধারা বলিলেন,—হে দেবি!
আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্টা হইয়া থাকেন এবং
যদি বর দিব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা
হইলে এই প্রাসাদে আমার নামে আপনার নাম
হউক। কেবল ইহাই আমার প্রার্থনা। যে সকল
মানব উক্ত দিবসে ফলত্রয় হস্তে করিয়া আপনার
প্রদক্ষিণত্রয় বিধানান্তে এই স্তোত্র দ্বারা স্তবের পর
আপনাকে প্রণাম করিবে, আপনি তাঁহার সংবৎসর
যাবৎ নিখিল রোগ উপশমিত করিবেন। আর
আপনি পূজিত হইয়া যে নারী বন্ধ্যা, তাহাকে
পুত্রবতী, যাহারা দুর্ভগা, তাহাদিগকে সুভগা, কুরূ-
পাকে সুরূপা এবং রোগিণীকে রোগমুক্ত করিবেন।
দেবী বলিলেন,—আমি তোমার জন্য এই
প্রাসাদে ধারা নামে বিখ্যাতা হইব; ইহাতে কোন
সংশয় নাই। হে তপস্বিনি! যে নাগর মানব
ফলহস্তে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণাত্রয় করে, সে সংবৎ-
সর পর্য্যন্ত রোগমুক্ত হইয়া থাকে। এই কথা
বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু ধারা দেবী
অরুন্ধতীর সহিত ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।
অদ্যাপি আকাশে অরুন্ধতীর নিকট ধারা দেখিতে
পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই ধারাসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত
কীর্ত্তন করে, বা শ্রবণ করে সে দিনভব পাপ হইতে
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। বিশেষত নাগর ব্যক্তি
গণ সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা পাঠ ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ
করিবে। ২৩—৩৬।

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৯।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! ঐ স্থানে অন্য
আর এক আশ্চর্য্যান্বিত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়া-
ছিল। বিশ্বামিত্র ভগবান্ বশিষ্ঠের বধসাধনের
নিমিত্ত যখন তদুদ্দেশে শক্তি প্রেরণ করেন,
তখন শক্তি ভগবান্ বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক আথর্ব্বণ মন্ত্র
দ্বারা স্তম্ভিত হইয়া স্বেদরূপে পরিণত হন। ঐ
স্বেদ হইতে শীতল জল উৎপন্ন হয়। উহাতে
ভগবান্ বসিষ্ঠ পাদ ধৌত করেন। ঐ পাদধৌত

বিদার্য্য ভূমিং সঞ্জাতা জলধারা সুশীতলা। নির্ম্মলং পাবনং স্বচ্ছং গঙ্গাম্ভ ইব নিঃসৃতম্ ॥ ৪ ॥ গঙ্গা প্রত্যক্ষতাং যাতা তীর্থৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতা। পূরিতং বারিণা কুণ্ডং নির্ম্মলং শীতলং শিবম্ ॥ ৫ ॥ তস্যাং যা কুরুতে স্নানং নারী বন্ধ্যা দ্বিজোত্তমাঃ। সদ্যঃ পুত্রবতী সা স্যাদ্রৌদ্রে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥ অন্যোঽপি কুরুতে স্নানং সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ স্নাত্বা তত্র তু যো দেবীং পশ্যেচ্চ বিধিনা নরঃ। ধনং ধান্যং তথা পুত্রান্ রাজ্যোত্থং চ সুখং লভেৎ ॥ ৮ ॥ যা নারী দুর্ভগা বন্ধ্যা সাপি পুত্রবতী ভবেৎ। চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং ভক্তিযোগসমন্বিতা। মহানিশায়াং তত্রৈব নৈবেদ্যবলিপিণ্ডিকান্ ॥ ৯ ॥ প্রসন্নয়া কুমার্য্যা তু স্বয়ং বাথ করোতি যা। গৃহ্ণাতি যা নৈব নারী পিণ্ডিকাং বলিসংযুতাম্ ॥ ১০ ॥ শতবর্ষা তু যা নারী পিণ্ডিকাং ভক্ষয়েদ্দ্বিজাঃ। সাপি পুত্রবতী চ স্যাদ্যদি বৃদ্ধতমা ভবেৎ ॥ ১১ ॥ কিং পুনর্যৌবনোপেতা সৌভাগ্যেন সমন্বিতা। পুত্রসৌখ্যবতী নারী দেব্যা বৈ দর্শনেন চ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বেষাং নাগরাণাং তু ভাবজা দেবতা স্মৃতা। সা সার্দ্ধাষ্টদ্বিপঞ্চাশদ্গোত্রাণাং কুলদেবতা ॥ ১৩ ॥ এতস্মাৎকারণাদ্যাত্রা নাগরৈঃ সুকৃতা ভবেৎ। ন বিনা নাগরৈর্যাত্রাং তুষ্টিং যাতি সুরেশ্বরী ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধারাতীর্থোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭০॥

জল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরে ঐ জল সুশীতল জলধারারূপে ভূমি বিদারণপূর্ব্বক গমন করে। তাহাতে নির্ম্মল, পাবন ও স্বচ্ছ গঙ্গাজলের ন্যায় জল নির্গত হয়। অবশেষে সর্ব্বতীর্থের সহিত গঙ্গাদেবী ঐ স্থানে সাক্ষাদ্ভূতা হন। তখন নির্ম্মল শীতল জলপূর্ণ মঙ্গলময় এক কুণ্ড ঐ স্থানে প্রকাশিত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ কুণ্ডে বন্ধ্যা নারী যদি স্নান করে, তাহা হইলে সে এই ঘোর কলিযুগেও সদ্য পুত্রবতী হইয়া থাকে। অন্য কোন ব্যক্তি স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থফললাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে স্নান করিয়া যে মানব বিধিপূর্ব্বক দেবী দর্শন করে, সে ধন, ধান্য, পুত্র ও রাজ্যজনিত সুখ লাভ করিয়া থাকে। দুর্ভগা বা বন্ধ্যা নারী যদি ঐ স্থানে স্নান করে, তাহা হইলে সে পুত্রবতী হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে মহানিশায় ভক্তিযোগসমাযুক্তা হইয়া যে কুমারী বা নারী নৈবেদ্য বলি পিণ্ডাদি নিবেদন বা প্রসাদ গ্রহণ করে, সে শতবর্ষীয় বৃদ্ধতমা হইলেও পুত্রবতী হইয়া থাকে। সুভগা যুবতী নারীগণের কথা আর অধিক কি বলিব! এমন কি ঐ দেবীকে দর্শন করিলেও নারীগণ পুত্রসৌখ্যবতী হইয়া থাকে। ইনি নাগর বিপ্রগণের ভাবজা দেবতা এবং সার্দ্ধাষ্টদ্বিপঞ্চাশৎ গোত্রের কুলদেবতা। এজন্য নাগরগণ ইঁহার যাত্রা করিয়া থাকেন। যাত্রায় নাগরগণ যোগদান না করিলে দেবী তুষ্টি লাভ করেন না। ১—১৪।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭০।

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। তাং শক্তিং ব্যর্থতাং প্রাপ্তাং জ্ঞাত্বা কোপসমন্বিতঃ ॥ ১ ॥ মুমোচ তদ্বধার্থায় ব্রাহ্মাস্ত্রং সোঽভিমন্ত্রিতম্। তস্য সংহিতমাত্রস্য প্রস্বনঃ সমজায়ত ॥ ২ ॥ ততশ্চোল্কাঃ প্রভূতাশ্চ প্রয়াস্তি চ নভস্তলাৎ। ততঃ কুন্তাঃ শক্তয়শ্চ তোমরাঃ পরিঘাস্তথা ॥ ৩ ॥ ভিন্দিপালা গদাশ্চৈব খড়্গাশ্চৈব পরশ্বধাঃ। বাণাঃ প্রাসাঃ শতঘ্ন্যশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪ ॥ বসিষ্ঠোঽপি পরিজ্ঞায় প্রেষিতং গাধিসূনুনা। ব্রহ্মাস্ত্রং মৃত্যবে তেন শুচির্ভূত্বা ততঃ পরম্ ॥ ৫ ॥ ইষীকাং চ সমাদায় ব্রহ্মাস্ত্রং তত্র যোজয়ন্। অব্রবীদ্গাধি-

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! বিশ্বামিত্র স্বীয় শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া সাতিশয় কোপে বশিষ্ঠের বধের নিমিত্ত অভিমন্ত্রিত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নিঃক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহান্ শব্দ উত্থিত হইল; নভস্তল হইতে অসংখ্য উল্কা পতিত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুন্ত, শক্তি, তোমর, পরিঘ, ভিন্দিপাল, গদা, খড়্গ, পরশ্বধ, বাণ, প্রাস ও শতঘ্নী, এই সমস্ত শস্ত্র শত সহস্র সহস্র অস্ত্র পতিত হইতে থাকিল। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ জানিতে পারিলেন যে, গাধিপুত্র আমার মৃত্যুর জন্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সময় তিনি শুচি হইয়া ইষীকা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে ব্রহ্মাস্ত্র

পুত্রোষ যন্তাস্ত তব পার্থিবঃ। ৬। হস্ত-স্তামস্ত্রমেতদ্ধি মম বাক্যাদসংশয়ম্। ততস্তেন হতং তচ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং তৎসমুদ্ভবম্। ৭। বজ্রাস্ত্রঞ্চ ততো মুক্তং বজ্রাস্ত্রেণ বিনাশিতম্। যদ্‌যদস্ত্রং ক্ষিপত্যেব বিশ্বামিত্রঃ প্রকোপিতঃ। ৮। ততদ্ধন্তি বসিষ্ঠস্ত মন্ত্রস্য চ প্রভাবতঃ। এতস্মিন্নেব কালে তু ক্ষুভিতো মকরালয়ঃ। ৯। শীর্য্যন্তে গিরিশৃঙ্গাণি রক্তবৃষ্টিঃ পরা স্থিতা। প্রলয়স্যেব চিহ্নানি সঞ্জাতানি ধরাতলে। কিমকালে মহানেষ প্রলয়ঃ সম্ভবিষ্যতি। ১০। ততঃ পিতামহং জগ্মুঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। প্রোচুঃ প্রলয়চিহ্নানি যানি সন্তি ধরাতলে। ১১। ততো ব্রহ্মা চিরং ধ্যাত্বা তানুবাচ দিবৌকসঃ। বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠাভ্যাং যুদ্ধমেতদ্ব্যবস্থিতম্। ১২। দিব্যাস্ত্রসম্ভবং দেবাস্তেনৈতদ্ব্যাকুলং জগৎ। তস্মাদ্‌গচ্ছামহে তত্র যাবন্নো জায়তে ক্ষয়ঃ। সর্ব্বেষামেব ভূতানাং দিব্যাস্ত্রাণাং প্রভাবতঃ। ১৪। ততোহভিগম্য তে দেশং যত্র তৌ মুনিসত্তমৌ। বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠৌ তৌ যুধ্যমানৌ পরস্পরম্। ১৫। ততঃ প্রোবাচ তৌ ব্রহ্মা সাম্না পরমবল্গুনা। নিবর্ত্ত্যতামিদং যুদ্ধমেতদ্দিব্যাস্ত্রসম্ভবম্। যাবন্ন প্রলয়ো ভাবী সমস্তে ধরণীতলে। ১৬। বসিষ্ঠ উবাচ। নাহমস্ত্রং প্রযুঞ্জামি বিশ্বামিত্রবধেচ্ছয়া। আত্মরক্ষাকৃতে দেব অস্ত্রমস্ত্রেণ শাময়ন্। ১৭। অয়ং মম বিনাশায় কেবলং চাস্ত্রমোক্ষণম্। কুরুতে নির্দ্দয়ো ব্রহ্মংস্তং নিবারয় সাম্প্রতম্। ১৮। ব্রহ্মোবাচ। বিশ্বামিত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠং ব্রাহ্মণোত্তমম্। ত্বং রক্ষ মম বাক্যেন তথা সর্ব্বমিদং জগৎ। ১৯। অস্ত্রমোক্ষবিরামং ত্বং ব্রহ্মর্ষে কুরু সত্বরম্। ২০। বিশ্বামিত্র উবাচ। ন মামেষ দ্বিজং ব্রূতে কথঞ্চিৎ প্রপিতামহ। তস্মাদেষ প্রকোপো মে সঞ্জাতোঽস্য বধোপরি। ২১। তস্মাদ্যদ্যতু দেবেশ মামেষ ব্রাহ্মণং ব্রূতম্। নিবারয়ামি যেনাস্ত্রং যদস্যোপরি সন্ধিতম্। ২২। ব্রহ্মোবাচ। ত্বং বসিষ্ঠাধুনা ব্রূহি বিশ্বামিত্রং মমাজ্ঞয়া। ব্রাহ্মণো জায়তে তেন তব জীবস্য রক্ষণম্। ২৩। বসিষ্ঠ উবাচ। নাহং

যোজনা করিয়া গাধিপুত্র উদ্দেশে বলিলেন,—গাধিপুত্রের কোন অনিষ্ট করিও না; কিন্তু তোমার পার্শ্বে ঐ যে সকল অস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, আমার বাক্যানুসারে তুমি ঐ সকল অস্ত্রকে নিহত কর। এই কথা বলিবামাত্র ইষীকা বিশ্বামিত্রপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিহত করিয়া ফেলিল। অনন্তর বিশ্বামিত্র বজ্রাস্ত্র নিয়োগ করিলে বশিষ্ঠও তাহা বিনষ্ট করিলেন। এইভাবে যে যে অস্ত্র বিশ্বামিত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, সেই সেই অস্ত্রই তিনি মন্ত্রশক্তি প্রভাবে ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে মকরালয় ক্ষুভিত ও গিরিশৃঙ্গ বিশীর্ণ হইল। রক্তবৃষ্টি হইতে থাকিল। এইরূপে ধরাতলে প্রলয়চিহ্ন সকল প্রকটিত হইল। দেবগণ ভাবিলেন, একি অকালে প্রলয় উপস্থিত হইবে নাকি? এই বলিয়া তাঁহারা বাসবের সহিত ভগবান্ বিধাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া ধরাতলের প্রলয়চিহ্নের কথা সমস্ত তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর পিতামহ কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেবগণ! বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দিব্যাস্ত্রে দিব্যাস্ত্রে যুদ্ধ হইতেছে, এই জন্যই জগৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। চল, আমরা দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে জগৎ ও নিখিল ভূত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে না-হইতে ঐ স্থানে গমন করি। অনন্তর তাঁহারা দ্রুতগতি যেখানে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যুদ্ধ করিতে ছিলেন, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পরম মনোহর সামবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ধরণীতলে প্রলয় উপস্থিত হইতে না-হইতে আপনারা এই দিব্যাস্ত্র-যুদ্ধ নিবারণ করুন। ১—১৬। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে দেব! আমি বিশ্বামিত্রকে বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করি নাই; আত্মরক্ষার নিমিত্ত কেবল তৎপ্রযুক্ত অস্ত্রসকল অস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিতেছি। আর ঐ নির্দ্দয় আমার বিনাশের নিমিত্ত অহরহ অস্ত্র বিসর্জ্জন করিতেছে। অতএব আপনি উহাকে নিবারিত করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র! ব্রাহ্মণোত্তম বসিষ্ঠকে আপনি আমার বাক্যে রক্ষা করুন। ইহাতে জগৎও রক্ষিত হইবে। হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি সত্বর অস্ত্রমোক্ষ নিবারণ করুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে প্রপিতামহ! কি জন্য এ আমায় ব্রাহ্মণ বলে না? এই জন্যই আমার ইহার বধের জন্য এত কোপ। হে দেব! এ আমাকে শীঘ্র ব্রাহ্মণ বলুক, আমিও সত্বর উহার উপর অস্ত্রত্যাগ নিবারণ করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বসিষ্ঠ! আপনি অধুনা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলুন; ইহাতে আপনার জীবন রক্ষিত হইবে।

ক্ষত্রিয়সঞ্জাতং ব্রাহ্মণং বচ্মি পদ্মজ। ন বধে মম শক্তোহয়ং কথঞ্চিৎক্ষত্রিয়োদ্ভবঃ॥ ২৪॥ ব্রাহ্মং তেজো ন ক্ষাত্রেণ তেজসা সম্প্রণশ্যতি। এবং জ্ঞাত্বা চতুর্ব্বক্ত্র যদ্যুক্তং তৎসমাচর॥ ২৫॥ ব্রহ্মোবাচ। বিশ্বামিত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত্বা দিব্যাস্ত্রসম্ভবম্। কুরু যুদ্ধং বসিষ্ঠেন নো চেচ্ছপ্স্যাম্যহং চ তে॥ ২৬॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। দিব্যাস্ত্রাণি চ সন্ত্যজ্য ময়া বধ্যঃ সুদুর্ম্মতিঃ। কিঞ্চিচ্ছিদ্রং সমাসাদ্য ত্বং গচ্ছ নিজ-সংশ্রয়ম্॥ ২৭॥ সূত উবাচ। বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা চ ব্রহ্মলোকং গতো বিধিঃ। বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠৌ চ সরস্বত্যাস্তটে স্থিতৌ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র দিব্যাস্ত্রনিবর্ত্তনবর্ণনং নামৈকসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ॥ ১৭১॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততঃ প্রভৃতি ছিদ্রাণি বিশ্বামিত্রো নিরীক্ষয়ন্। বসিষ্ঠস্য বধার্থায় সংস্থিতো দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১॥ আত্মশক্তিপ্রভাবেণ মশকস্য যথা গজঃ। অস্তমিন্নহনি প্রাপ্তে বিশ্বামিত্রেণ সা নদী॥ ২॥ সমাহূতা সমায়াতা ক্রতং সা স্ত্রীস্বরূপিণী। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা আদেশো দীয়তাং মম। ব্রহ্মর্ষে যেন কার্য্যেণ সমাহূতাস্মি সাম্প্রতম্॥ ৩॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। যদা নিমজ্জনং কুর্য্যাত্তব তোয়ে মহানদি। পরমং বেগমাস্থায় তদানয় মমান্তিকম্॥ ৪॥ পূর্ব-শ্রোত্রং জলেনৈব ব্যাকুলাঙ্গং ব্যবস্থিতম্। নিহন্মি যেন শীঘ্রং চ নাস্যচ্ছিদ্রং প্রলক্ষয়ে॥ ৮॥ এবমুক্তা তদা তেন বিশ্বামিত্রেণ সা নদী। বিত্রস্তা ভয়সং-যুক্তা শাপাদ্বাক্যমুবাচ সা॥ ৬॥ নাহং দ্রোহং করিষ্যামি বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। ব্রহ্মর্ষে ন চ তে যুক্তং কর্ত্তুং বৈ ব্রহ্মণো বধম্॥ ৭॥ যদি ত্বং ব্রহ্মণা প্রোক্তো ব্রহ্মর্ষিঃ স্বয়মেব তু। কামান্নায়ং বসিষ্ঠস্য তস্মাৎ কোপং পরিত্যজ॥ ৮॥ মনসাপি বধং যস্তু ব্রাহ্মণস্য বিচিন্তয়েৎ। তপ্তকৃচ্ছ্রেণ মুচ্যেত মনুঃ স্বায়ম্ভুবো-হব্রবীৎ॥ ৯॥ বাচয়া প্রবদেদ্যস্তু ব্রাহ্মণস্য বধং নরঃ। চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাত্তস্য দেবোহব্রবীদিদম্॥ ১০॥ তস্মান্নাহং করিষ্যামি তব বাক্যং কথঞ্চন। বসিষ্ঠার্থং তু যৎ প্রোক্তং কুরু যত্তব রোচতে॥ ১১॥

বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে পদ্মজ! আমি ক্ষত্রিয়-জাত বিশ্বামিত্রকে কদাচ ব্রাহ্মণ বলিব না; ঐ ক্ষত্রিয়-সন্তান কদাচ আমায় বধ করিতে সক্ষম হইবে না। ব্রাহ্মতেজ কদাপি ক্ষাত্রতেজ দ্বারা বিনষ্ট হয় না। হে চতুরানন! ইহা জানিয়া আপনার যাহা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা করুন। ব্রহ্মা বলি-লেন,—হে বিশ্বামিত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি দিব্যা-স্ত্রের যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অস্ত্র লইয়া বসি-ষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করুন, নতুবা শাপ দিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—আমি দিব্যাস্ত্র ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ছিদ্র পাইলেই ঐ দুর্ম্মতিকে বধ করিব। আপনি বাড়ী যান। সূত বলিলেন,—তখন বিধি সরস্বতী-তীর্থস্থ বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠকে 'বাঢ়ম্' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ১৭—২৮।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! তদবধি বিশ্বামিত্র আত্মশক্তি প্রভাবে গজের মশকবধের চেষ্টার ন্যায় বসিষ্ঠকে বধ করিবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন বিশ্বামিত্র সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন; আহূত হইবা-মাত্র নদী স্ত্রীরূপে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল,—হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি কি জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন;—কি কার্য্য করিতে হইবে? আদেশ প্রদান করুন। বিশ্বামিত্র বলি-লেন,—হে মহানদি! যখন বসিষ্ঠ তোমার তোয়ে স্নান করিবে, তখন তুমি অত্যন্ত বেগবতী হইয়া উঁহাকে আমার নিকট আনয়ন করিবে। আমি ঐ অবস্থায় তাহাকে নিহত করিব। এতদ্ব্যতীত আর অন্য ছিদ্র আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে নদী বিত্রস্তা ও শাপ-ভয়ে ভীতা হইয়া বলিল,—হে দেব! আমি মহাত্মা বসিষ্ঠের দ্রোহ করিতে পারিব না। হে ব্রহ্মন্! আপনার ব্রহ্মহত্যা উচিত হয় না। স্বয়ং ব্রহ্মা যদি আপনাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বসিষ্ঠ আপনাকে ব্রহ্মর্ষি নাই বা বলিলেন; আপনি কোপ পরিত্যাগ করুন। ১—৮। যে ব্যক্তি মনে মনেও ব্রাহ্মণের বধ-চিন্তা করে, সে তপ্তকৃচ্ছ্রাচরণ করিলে শুদ্ধিলাভ করে, ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়া-ছেন। যে নর বাক্যে ব্রহ্মহত্যার কথা প্রকাশ করে, সে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ইহা দেবগণ বলিয়াছেন। অতএব

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতস্তস্যা বিশ্বামিত্রো দ্বিজোত্তমাঃ । শশাপ তাং নদীং শ্রেষ্ঠাং যদ্বক্ষ্যামি শ্রূয়তাম্ ॥ ১২॥ যস্মাৎ পাপে ময়োক্তং মহদ্বর্জ কৃতং কুনদি ত্বয়া । তস্মাদ্রক্তপ্রবাহস্তে জলজোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১৩॥ এবমুক্ত্বা করাত্তোয়ং সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্ । চিক্ষেপাথ জলে তস্যাঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৪ ॥ ততশ্চ তৎক্ষণাজ্জাতং তত্তোয়ং রুধিরং দ্বিজাঃ । সারস্বতং সুপুণ্যঞ্চ যদাসীচ্ছঙ্খসন্নিভম্ ॥ ১৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা ভূতপ্রেতনিশাচরাঃ । পীত্বাপীত্বা প্রনৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হসন্তি চ ॥ ১৬॥ যে তত্র তাপসাঃ কেচিত্তটে তস্যা ব্যবস্থিতাঃ । তে সর্ব্বেঽপি চ তাং ত্যক্ত্বা দূরদেশং সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥ বহির্বাসাশ্চ যে তত্র নাগরাঃ সমবস্থিতাঃ । চণ্ডশর্ম্মপ্রভৃতয়স্তেঽপি যাতাঃ সুদূরতঃ ॥ ১৮ ॥ বসিষ্ঠোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো জগামার্ব্বুদপর্ব্বতম্ । বিশ্বামিত্রস্ত বিপ্রর্ষিশ্চমৎকারপুরং গতঃ ॥ ১৯ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে যৎস্থিতং বিপ্রসঙ্কুলম্ । তত্রাশ্রমপদং কৃত্বা তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ২০ ॥ যেন সৃষ্টিক্ষমো জাতঃ স্পর্দ্ধতে ব্রহ্মণা সহ । এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যথা সারস্বতং জলম্ ॥ ২১ ॥ রুধিরত্বমনুপ্রাপ্তং বিশ্বামিত্রস্ত শাপতঃ । চণ্ডশর্ম্মাদয়ো বিপ্রা যথা দেশান্তরং গতাঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সরস্বতীশাপবৃত্তান্তবর্ণনং নাম
দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । অহো বত মহাশ্চর্য্যং বিশ্বামিত্রস্ত সন্মুনেঃ । মন্ত্রপ্রভাবতো যেন তত্তোয়ং রুধিরীকৃতম্ ॥ ১ ॥ ততঃপ্রভৃতি সম্প্রাপ্তং কথং তোয়ং প্রকীর্ত্তয় । সরস্বত্যা মহাভাগ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ । বহুকালং প্রবাহঃ স সরস্বত্যা দ্বিজোত্তমাঃ । মহান্ রক্তময়ো জাতো ভূতরাক্ষসসেবিতঃ ॥ ৩ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্ত বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ । অর্ব্বুদস্থস্তয়া প্রোক্তো দীনয়া দুঃখযুক্তয়া ॥ ৪ ॥ তবার্থায় মুনে শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ কোপতঃ । রুধিরৌঘবহা জাতা তপস্বিজনবর্জ্জিতা ॥

বশিষ্ঠসম্বন্ধীয় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা করিতে পারিব না। আপনার যাহা ইচ্ছা করুন। সরস্বতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র সকোপে তাহাকে যেরূপ শাপ দিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি কোপসংরক্তলোচন হইয়া বলিলেন,—হে কুনদি! যে হেতু তুমি আমার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিলে না, অতএব তুমি রক্তপ্রবাহবতী হইবে। এই বলিয়া তিনি সপ্তবার অভিমন্ত্রিত জল সরস্বতীর জলে ক্ষেপণ করিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সরস্বতীর শঙ্খসন্নিভ পুণ্যময় জল রক্ত হইয়া গেল। এই সময় ভূত, প্রেত ও নিশাচরগণ ঐ স্থানে সমাগত হইয়া ঐ রুধির পান করিয়া নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতে লাগিল। সরস্বতীর তটে যে সকল তাপস বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে দূরদেশে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রবাসী চণ্ডশর্ম্মা প্রভৃতি যে সকল নাগর বিপ্র ঐ স্থানে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ অর্ব্বুদপর্ব্বতে গমন করিলেন; বিশ্বামিত্র চমৎকারপুরে চলিয়া গেলেন। ঐ স্থানে গিয়া তিনি বিপ্রসঙ্কুল স্থান দেখিয়া তথায় আশ্রমপদ নির্ম্মাণ করত দারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই তপস্যাপ্রভাবে তিনি ব্রহ্মার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের শাপে যেরূপে সরস্বতীর জল রুধির হইয়াছিল, এবং চণ্ডশর্ম্মাদি বিপ্র যেরূপে দেশান্তরিত হইয়াছিলেন, তাহা আমি সম্যক্ বলিলাম। ৯—২২।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭২।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মুনিবর বিশ্বামিত্রের মন্ত্রপ্রভাবে সরস্বতীতোয় রুধিরীকৃত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে কোন্ সময় সরস্বতীর ঐ রুধিরীকৃত তোয় বিশুদ্ধ তোয় হইয়াছিল? এই সকল আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! বহুকাল ব্যাপিয়া সরস্বতীর জল রুধিরীকৃত অবস্থায় থাকে এবং উহা কেবল ভূত রাক্ষসগণই ব্যবহার করে। একদা ভগবতী সরস্বতী অর্ব্বুদাচলে গমন করিয়া দুঃখিতভাবে ভগবান্ বশিষ্ঠকে নিবেদন করেন যে, হে মুনে! আপনার নিমিত্তই আমি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। তাঁহার শাপে আমি রুধিরবহা হইয়া তপস্বিজন-

৫। তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে যথা স্যাৎ সলিলং পুনঃ। প্রবাহে মম বিপ্রেন্দ্র প্রয়াতি রুধিরং ক্ষয়ম্। ৬। ত্রৈলোক্যকরণে বিপ্র সংক্ষয়ে বা স্থিতৌ হি বা। নাসক্তির্বিদ্যতে কাচিত্তব সর্ব্বমুনীশ্বর। ৭। বসিষ্ঠ উবাচ। তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা স্যাৎ সলিলং পুনঃ। প্রবাহে তব নির্যাতি সর্ব্বং রক্তং পরিক্ষয়ম্। ৮। এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষিরবতীর্য্য ধরাতলে। গতঃ প্লক্ষতরুং যস্মাদবতীর্ণা সরস্বতী। ৯। সমাধিং তত্র সন্ধায় নিবিষ্টো ধরণীতলে। সম্ভ্রমং পরমং গত্বা বিশ্বামিত্রস্য চোপরি। ১০। বারুণেন তু মন্ত্রেণ বীক্ষয়ন্ বসুধাতলম্। ততো নির্ভিদ্য বসুধাং ভূরিতোয়ং বিনির্গতম্। ১১। রন্ধ্রদ্বয়েন বিপ্রেন্দ্রা লোচনাভ্যাং নিরীক্ষণাৎ। একস্য সলিলং ক্ষিপ্তং যত্র জাতা সরস্বতী। ১২। প্লক্ষমূলে ততস্তস্য বেগেনাপহৃতং বলাৎ। তদ্রক্তং তেন সম্পূর্ণং ততস্তেন মহানদী। ১৩। দ্বিতীয়স্তু প্রবাহো যঃ সম্ভ্রমাত্তস্য নির্গতঃ। সা চ সাভ্রমতী নাম নদী জাতা ধরাতলে। ১৪। এবং প্রকৃতিমাপন্না ভূয় এব সরস্বতী। যৎ পৃষ্টোঽস্মি মহাভাগাঃ সরস্বত্যাঃ কৃতে দ্বিজাঃ। ১৫। এতৎ সারস্বতং নাম ব্যাখ্যানমতিবুদ্ধিদম্। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি মতিস্তস্য বিবর্দ্ধতে। সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন সত্যমেতন্ময়োদিতম্। ১৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে সরস্বতীশাপমোচনসাভ্রমত্যুৎপত্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৭৩।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি বো বচ্মি লিঙ্গং যত্তত্র সংস্থিতম্। স্থাপিতং পিপ্পলাদেন কংসারেশ্বরমিত্যহো। ১। যস্মিন্ দৃষ্টে তু লোকানাং পাপং যাতি দিনোদ্ভবম্। নতে ষাণ্মাসিকং চৈব পূজিতে বর্ষসম্ভবম্। ২। ঋষয় ঊচুঃ। পিপ্পলাদেন যল্লিঙ্গং স্থাপিতং সূতনন্দন। কংসারেশ্বরমিত্যুক্তং কস্মাত্তচ্চ ব্রবীহি নঃ। ৩। ক এষ পিপ্পলাদস্তু কস্য পুত্রো বদস্ব নঃ। কিমর্থং স্থাপিতং লিঙ্গং ক্ষেত্রে তত্র মহাত্মনা। ৪। সূত উবাচ। প্রশ্নভারো মহানেষ

বর্জ্জিতা হইয়াছি। অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যাহাতে আমার এই রুধিরসলিল তপস্বিজনের ব্যবহারোপযোগী এবং রুধিরবর্জ্জিত হয়, আপনি তাহা করুন। হে দেব! হে সর্ব্বমুনীশ্বর! ত্রৈলোক্যের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশেও আপনার আসক্তি নাই। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে ভদ্রে! যাহাতে তোমার প্রবাহ হইতে রুধির বিদূরিত হয়, আমি তাহা করিব। এই বলিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া যে স্থান হইতে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই প্লক্ষতরুর মূলে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রতি আক্রোশ বশত তিনি ঐ স্থানে পরম সমাধিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া বারুণ মন্ত্র দ্বারা বসুধাতল লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার লোচনযুগলের সতেজ দৃষ্টিতে বসুধাতল পর্য্যন্ত দুইটী রন্ধ্র হইয়া গেল। তখন ঐ রন্ধ্রদ্বয় হইতে ভূরিতোয় নির্গত হইতে থাকিল। ঐ দুইটী রন্ধ্রের মধ্যে একটী রন্ধ্রের জল,—যে প্লক্ষমূল সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থান, ঐ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া সরস্বতী নদীর নিখিল রক্তপ্রবাহ সমূলে বিনষ্ট করিল। আর মুনিবরের অতি সম্ভ্রম বশতঃ যে অন্য একটী প্রবাহ নির্গত হইয়াছিল, তাহা অভ্রমতী নদী নামে ধরাতলে বিখ্যাত হইল। এইরূপে সরস্বতী পুনরায় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজগণ! আপনারা সরস্বতীর বিষয় জানিবার জন্য যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয়ক ব্যাখ্যান অতিশয় বুদ্ধিপ্রদায়ক। ইহা যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, সরস্বতীর প্রসাদে তাহার জ্ঞানবৃদ্ধি হয়,একথা আমি সত্য বলিলাম। ১—১৬।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৩।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বোক্ত স্থানে এক লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গের নাম—কংসারেশ্বর; উহা পিপ্পলাদ কর্তৃক স্থাপিত। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে নরগণের দিনভব পাপ, নমস্কার করিলে ষাণ্মাসিক পাপ এবং পূজা করিলে, সাংবৎসরিক পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতনন্দন! পিপ্পলাদ কি জন্য কংসারেশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন। এই পিপ্পলাদ কে, কাহার পুত্র, কি জন্য তিনি ঐ ক্ষেত্রে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন? সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আপনারা আমার

ভবদ্ভিঃ সমুদাহৃতঃ। তথাপি কথয়িষ্যামি নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবম্। ৫। যাজ্ঞবল্ক্যস্য ভগিনী কংসারীতি চ বিশ্রুতা। কুমারব্রহ্মচর্য্যেণ তপস্তেপে সুদারুণম্। ৬। যাজ্ঞবল্ক্যাশ্রমে পুণ্যে বান্ধবেন সমন্বিতা। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যাজ্ঞবল্ক্যস্য ভো দ্বিজাঃ। ৭। চস্কন্দ রেতঃ স্বপ্নান্তে দৃষ্ট্বা কাঞ্চিদ্বরাপ্সরাম্। তারুণ্যভাবসংস্থস্য তপোযুক্তস্য সদ্দ্বিজাঃ। ৮। রেতসা তস্য মহতা পরিধানং পরিপ্লুতম্। তচ্চ তেন পরিত্যক্তং প্রভাতে সমুপস্থিতে। ৯। কংসারিকাথ জগ্রাহ স্নানার্থং বসনং চ তৎ। অমোঘরেতসা ক্লিন্নমজানন্তী দ্বিজোত্তমাঃ। ১০। কুর্ব্বন্ত্যা মজ্জনং তস্যা জলং বীর্য্যসমন্বিতম্। প্রবিষ্টং ভগমধ্যে তু ঋতুকাল উপস্থিতে। ১১। ততো গর্ভ সমভবত্তস্যাস্তূদরমধ্যগঃ। বৃদ্ধিং চাপ্যাগমন্নিত্যং শুক্লপক্ষে যথোডুরাট্। ১২। সাপি তং গর্ভমাদায় স্বোদরস্থং তপস্বিনী। দুঃখেন মহতা যুক্তা লজ্জয়াথ তদাবৃতা। ১৩। চিন্তয়ামাস সুচিরং বিস্ময়েন সমন্বিতা। গোপায়ন্তী তদাত্মানং দর্শনং যাতি নো নৃণাম্। ১৪। ব্রতচর্য্যামিষং কৃত্বা সদা রহসি সংস্থিতা। সম্প্রাপ্তে দশমে মাসি নিশীথে সমুপস্থিতে। তস্যাঃ কুমারকো জাতো বালার্কসদৃশদ্যুতিঃ। ১৫। অথ সা তং সমাদায় সূক্ষ্মবস্ত্রেণ বেষ্টিতম্। কৃত্বা জগাম চারণ্যং মনুষ্যপরিবর্জ্জিতম্। অশ্রুপূর্ণেক্ষণা দীনা রুদন্তী গুপ্তমেব চ। ১৬। ততো গত্বা চ সাশ্বত্থং বিজনে সুমহত্তরম্। তস্যাধস্তাদ্বিমুচ্যাথ বাক্যমেতদুবাচ হ। ১৭। অশ্বত্থ বিষ্ণুরূপোঽসি ত্বং দেবেষু প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্মাদ্রক্ষস্ব মে পুত্রং সর্ব্বতস্তং বনস্পতে। এষ তে শরণং প্রাপ্তো মম পুত্রস্তু বালকঃ। পাপায়া নির্দ্দয়ায়াশ্চ তস্মাদ্রক্ষাং সমাচর। ১৯। এবমুক্ত্বা রুদিত্বা চ সুচিরং সা তপস্বিনী। জগাম স্বাশ্রমং পশ্চাদ্বাষ্পব্যাকুললোচনা। ২০। যাবদ্রোদিতি সা মাতা তস্যাধস্তাদ্বনস্পতেঃ। তাবদাকাশজা বাণী সঞ্জাতা মেঘনিঃস্বনা। ২১। মা ত্বং শোকং কুরুষ্বাস্য বালকস্য কৃতে শুভে। এষ শাপাদুতথ্যস্য জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্বৃহস্পতিঃ। অবতীর্ণো ধরাপৃষ্ঠে যোগ্যতাং সমবাপ্স্যতি। ২২। এষ চাথর্ব্বণং

উপর এই যে প্রশ্নভার ন্যস্ত করিলেন, ইহা অতি মহান্; তথাপি আমি স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া আপনাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। কংসারী নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যের এক ভগিনী ছিলেন। তিনি ঐ মুনিবরের আশ্রমেই বান্ধবগণসম্মিলিত হইয়া দারুণ তপস্যা করেন। এক সময় নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে কোন এক বরাপ্সরাকে দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের রেতঃ স্খলিত হয়। ঐ সময় যাজ্ঞবল্ক্য যুবা ও তপোযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মহান্ রেতঃপ্রবাহে পরিধেয় পরিপ্লুত হয়। তাহা তিনি প্রভাতে পরিত্যাগ করেন। হে দ্বিজগণ! কংসারিকা না জানিয়া ঐ অমোঘ রেতঃক্লিন্ন বসন, স্নানার্থ পরিধান করেন। কংসারিকা যখন ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করেন, তখন ঐ বীর্য্য সমন্বিত জল তাঁহার ভগমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই সময় তাঁহার ঋতুকাল ছিল; সুতরাং তাঁহার উদরমধ্যে গর্ভ হইল। শুক্লপক্ষীয় নিশাকরের ন্যায় ঐ গর্ভ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি উদর মধ্যস্থ ঐ গর্ভ লইয়া অতি দুঃখে লজ্জায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। অকারণ এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তিনি বিস্মিতভাবে সর্ব্বদা চিন্তান্বিত থাকিতেন। তিনি সর্ব্বদা আত্মগোপন করিতেন; কাহাকেও দর্শন দান করিতেন না। সর্ব্বদা ব্রতচর্য্যাচ্ছলে তিনি নির্জ্জনে অবস্থিত থাকিতেন। ক্রমে দশম মাস উপস্থিত হইলে এক দিন নিশীথ সময়ে তিনি বালার্কসমদ্যুতি এক কুমার প্রসব করিলেন। প্রসবান্তে তিনি ঐ সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে সূক্ষ্ম বস্ত্রে আবৃত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গোপনে দীনভাবে জন-সমাগম-শূন্য অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি এক সুমহৎ অশ্বত্থতরুর মূলে বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বনস্পতে অশ্বত্থ! তুমি বিষ্ণুরূপী এবং দেবগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। অতএব তুমি আমার পুত্রকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।১—১৯। এই নির্দ্দয় পাপকারিণীর বালক পুত্র, তোমার শরণ গ্রহণ করিল। অতএব তুমি ইহার রক্ষা বিধান কর। এইরূপে এইস্থানে বহুক্ষণ রোদন করিয়া ঐ তপস্বিনী বালা বাষ্পব্যাকুল- লোচনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ বালকের মাতা যখন বনস্পতির মূলে কাঁদিতেছিল, তখন এইরূপ এক মেঘগম্ভীর আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল যে, হে শুভে! তুমি এই বালকের জন্য শোক করিও না; এই বালক সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের শাপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ ধরাতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

বেদং শতকল্পং সুবিস্তরম্। শতভেদঞ্চ নবধা পঞ্চকল্পং করিষ্যতি। ২৩। পিপ্পলস্য তরোরেষ রসং সম্ভক্ষয়িষ্যতি। পিপ্পলাদ ইতি খ্যাতস্ততো লোকে ভবিষ্যতি। ২৪। যা ত্বং বিস্ময়মাপন্না পুরুষেণ বিনা শিশুঃ। সঞ্জাতোহয়ং মম প্রাপ্তস্তত্ত্বৎকারণং শৃণু। ২৫। স্নানবস্ত্রঞ্চ তে ভ্রাতু রেতসা যৎপরিপ্লুতম্। তত্ত্বয়া ঋতুকালে তু পরিধানং কৃতং শুভে। ২৬। স্নানকালে তু তোয়ানি রেতোদকমথাস্পৃশন্। অমোঘরেতসা তেন পুত্রোহয়ং তব সংস্থিতঃ। ২৭। এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগে যদ্যুক্তং তৎসমাচর। ২৮। সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা দেবলোকস্য বজ্রপাতোপমং বচঃ। হাহাকারপরা ভূত্বা নিপপাত ধরাতলে। ২৯। ছিন্নবৃক্ষলতা যদ্বৎ পতিতা সা তপস্বিনী। ৩০। চিরায়স্ত্যাং তু তস্যাং স যাজ্ঞবল্ক্যো মহামুনিঃ। শূন্যং তমাশ্রমং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছাত্মমুনীশ্বরান্। ৩১। ক চ মে ভগিনী যাতা কংসারী সুতপস্বিনী। তয়া বিনাদ্য মে সর্ব্বং শূন্যমাশ্রমমণ্ডলম্। ৩২। আচখ্যো তাপসঃ কশ্চিত্তগিনী তে যবীয়সী। নিশ্চেষ্টা পতিতা ভূমাবশ্বত্থস্য সমীপতঃ। ৩৩। ময়া দৃষ্টা মুনিশ্রেষ্ঠ তাং ত্বং তাবয় মা চিরম্। অথাসৌ ত্বরয়া যুক্তঃ সম্ভ্রান্তস্তু প্রধাবিতঃ। ৩৪। যত্র সা কথিতা তেন তাপসেন তপস্বিনী। বীক্ষতে যাবত্তত্রস্থা শ্বসমানা ব্যবস্থিতা। ৩৫। অথ তোয়েন শীতেন সেচয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ। দত্ত্বা ভূয়োহপি বাতঞ্চ যাবচ্চক্রে সচেতনাম্। তাবৎকাত্যায়নী প্রাপ্তা মৈত্রেয়ী চ সসম্ভ্রমম্। ৩৬। কিমিদং কিমিদং জাতং ননান্দর্বদ মা চিরম্। ৩৭। কিংবা সর্পেণ দষ্টাসি সন্নিপাতেন দূষিতা। কিংবা ভূতগৃহীতাসি মাহেন্দ্রেণ জ্বরেণ বা। ৩৮। অথ সা চেতনাং লব্ধা যাজ্ঞবল্ক্যং পুরঃস্থিতম্। ভার্য্যয়া সহিতং দৃষ্ট্বা ব্রীড়য়াসূন্ মুমোচ হ। ৩৯। অথ তাঞ্চ মৃতাং দৃষ্ট্বা রুদিত্বা চ চিরং দ্বিজাঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ সভার্য্যস্তু দত্ত্বা বহ্নিঞ্চ শোকধৃক্। জগাম স্বাশ্রমং পশ্চাদ্দত্ত্বা চ সলিলাঞ্জলিম্। ৪০। সোহপি বালোহথ ববৃধে পিপ্পলাস্বাদপুষ্টিধৃক্। অশ্বত্থস্য তলে তস্য বৃদ্ধিং যাতি শনৈঃশনৈঃ। ৪১।

এই বালক শতকল্প শতভেদ সুবিস্তৃত অথর্ব্ববেদকে নবধা বিভিন্ন করিবেন। আর এই শিশু পিপ্পল তরুর রস ভক্ষণ করিবে বলিয়া ধরাতলে 'পিপ্পলাদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই শিশু পুরুষসংসর্গ ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বলিয়া তুমি যে বিস্মিত হইয়াছ, ইহাতে তোমার বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই, শ্রবণ কর। তোমার ভ্রাতার রেতঃপরিপ্লুত যে স্নানবস্ত্র ছিল, তাহা তুমি ঋতুকালে পরিধান করিয়াছিলে। জলে স্নানকালে ঐ অমোঘ রেতোদক তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভ উৎপাদন করিয়াছে। হে মহাভাগে! ইহা জানিয়া তুমি যাহা উপযুক্ত হয় কর। সূত বলিলেন,—তপস্বিনী তখন বজ্রপাত সদৃশ দেববাক্য শ্রবণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। বালিকা বহুক্ষণ যাবৎ ঐ স্থানে ঐ ভাবে পতিত থাকিল। এদিকে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য সুচিরকাল ভগিনীকে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া এই বলিয়া অন্যান্য মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, 'আমার ভগিনী কংসারী কোথায় গেল? তদ্ব্যতিরেকে আমার আশ্রম শূন্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে কোন এক ঋষি বলিলেন, তোমার ভগিনী অরণ্যে এক অশ্বত্থ তরুসমীপে ভূতলে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম, আপনি অচিরে তাঁহাকে আনয়ন করুন। অনন্তর মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য সসম্ভ্রমে তাপসনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। ঐ স্থানে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ভগিনী মৃতবৎ পতিত আছেন, কেবল তাহার শ্বাসমাত্র জীবিত-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তথাবিধ দর্শন করিয়া তিনি শীত বারি দ্বারা তাঁহাকে মুহুর্মুহু অভিষেক ও ব্যজন করিতে লাগিলেন। এইরূপ শৈত্য ক্রিয়ার ফলে তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন। এই সময় মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী ঐ স্থানে আগমন করিয়া বলিলেন,—অয়ি ননান্দঃ! এ—কি! এ-কি হইয়াছে শীঘ্র বল! তোমাকে কি সর্পে দংশন করিয়াছে, না সন্নিপাত-দূষিত হইয়াছ বা তোমাকে ভূতে আকর্ষণ করিয়াছে, অথবা তুমি মাহেন্দ্র জ্বর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছ, তাহা অচিরে বল? ।২০—২৮। অনন্তর ঐ তপস্বিনী বালিকা সংজ্ঞা লাভ করত সম্মুখে ভার্য্যার সহিত স্বীয় ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া লজ্জায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন সভার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য বহু রোদন করিয়া শোকাতুর অবস্থায় সেই ভগ্নীকে অগ্নি প্রদান করিয়া জলাঞ্জলি অর্পণান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে ঐ বালক

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নারদো মুনিসত্তমঃ। তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গেন তেন মার্গেণ চাগতঃ ॥ ৪২ ॥ স দৃষ্ট্বা বালকং তত্র দ্বাদশার্কসমপ্রভম্‌। একাকিনং বনে শূন্যে পিপ্পলাশীতৎপরম্‌। পপ্রচ্ছ বিস্ময়াবিষ্ট একাকী কো ভবানিহ ॥ ৪৩ ॥ বনে শূন্যে মহারৌদ্রে সিংহব্যাঘ্রসমাকুলে। ক তে মাতা পিতা চৈব কিমর্থং চেহ তিষ্ঠসি ॥ ৪৪ ॥ নিবসসি কথঞ্চৈব সর্ব্বং মে বিস্তরাদ্বদ ॥ ৪৫ ॥ পিপ্পলাদ উবাচ। নাহং জানামি পিতরং মাতরং ন চ বান্ধবম্‌। নাপি ত্বাং কোঽত্র চায়াতো মম পার্শ্বে তু সাম্প্রতম্‌ ॥ ৪৬ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চিরং ধ্যাত্বা মুনীশ্বরঃ। ততস্তং প্রহসন্‌ প্রাহ জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৪৭ ॥ নারদ উবাচ। ময়া জ্ঞাতোঽসি বৎস ত্বং যাজ্ঞবল্ক্যস্য রেতসা। দৈবযোগাৎ সমুৎপন্নো ভগিন্যা উদরে ঋতৌ ॥ ৪৮ ॥ উতথ্যশাপদোষেণ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। দেবকার্য্যস্য সিদ্ধ্যর্থং তস্মাত্তৎ শৃণু কারণম্‌ ॥ ৪৯ ॥ অথর্ব্ববেদো যশ্চৈষ শতশাখো বিনির্ম্মিতঃ। শতকল্পশ্চ গূঢ়ার্থো ভূপানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৫০ ॥ নবশাখঃ পঞ্চকল্পস্ত্বয়া কার্য্যঃ সুখাবহঃ ॥ ৫১ ॥ তব মাতা মহাভাগ রেতসা চ পরিপ্লুতম্‌। যদ্বস্ত্রং যাজ্ঞবল্ক্যস্য পরিধানং কৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫২ ॥ ভগিন্যা সুতপস্বিন্যা স্নানার্থং চ ন কাম্যয়া। তদ্রেতো জলমিশ্রন্তু ভগমধ্যে বিনির্গতম্‌ ॥ ৫৩ ॥ অমোঘং তেন সম্ভূতস্ত্বমত্র জগতীতলে। মাতা বৈ মৃত্যুমাপন্না জ্ঞাত্বৈবং লজ্জয়া তয়া ॥ ৫৪ ॥ চমৎকারপুরে তুভ্যং মাতুলো জনকস্তথা। সন্তিষ্ঠতে মহাভাগ তৎপার্শ্বে ত্বমিতো ব্রজ ॥ ৫৫ ॥ সাম্প্রতং ব্রতকালস্তে বর্ষং চৈবাষ্টমং স্থিতম্‌। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য লজ্জয়াধোমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥ ততশ্চিরেণ দীনং স বাক্যমেতদুবাচ তম্‌। কিং ময়া পাপমাখ্যাহি পূর্ব্বদেহান্তরে কৃতম্‌ ॥ ৫৭ ॥ যেনেদং গর্হিতং জন্ম বিয়োগো মাতৃসম্ভবঃ। পরিত্যক্ষ্যামি জীবং স্বং তু খেনানেন সম্মুনে ॥ ৫৮ ॥ নারদ উবাচ। ন ত্বয়া দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎপূর্ব্বদেহান্তরে কৃতম্‌। পরং যেন সুসঞ্জাতং তদেবং ব্যসনং শৃণু ॥ ৫৯ ॥ জন্মস্থেন ভবান্‌ জাতঃ শনিনা নাত্র সংশয়ঃ।

পিপ্পল রস আস্বাদন করিয়া অশ্বত্থতলে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদা মহর্ষি নারদ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ঐ পথে আগমন করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটী দ্বাদশার্কসমপ্রভ বালক এই জনমানবশূন্য অরণ্যে অশ্বত্থতরুর মূলে একাকী পিপ্পলরস আস্বাদন করিতেছে। বালককে দর্শন করিয়া বিস্মিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই সিংহব্যাঘ্রসমাকুল ভয়ঙ্কর নির্জ্জন বনে কে তুমি? তোমার মাতা-পিতা কোথায়? কিজন্য এখানে অবস্থান করিতেছ? বিস্তৃতভাবে আমায় বল? পিপ্পলাদ বলিল,—আমি পিতা, মাতা, বান্ধব, কাহাকেও জানি না, এবং আপনিই বা কে,—আমার নিকট আগমন করিলেন? আমি তাহাও অবগত নহি। সূত বলিলেন,—বালকের বাক্য শুনিয়া মুনিবর কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া পরে সমস্ত জানিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বৎস! আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি; তুমি যাজ্ঞবল্ক্যের শুক্রে দৈবযোগে ঋতুকালে তাঁহার ভগিনীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি দেবাচার্য্য বৃহস্পতি; উতথ্যের শাপে দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছ। এতাদৃশ ঘটনার কারণ শ্রবণ কর,—এই যে গূঢ়ার্থ শতশাখ ও শতকল্প অথর্ব্ববেদ আছে, ভূপতিগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ইহাকে তুমি নবশাখ ও পঞ্চকল্প করিবে। ইহা সকলের সুখাবহ হইবে। হে মহাভাগ! তোমার মাতা রেতঃপরিপ্লুত যাজ্ঞবল্ক্যের বস্ত্র স্নানার্থ পরিধান করেন। তাহাতে ঐ রেত জলমিশ্রিত হইয়া তাঁহার ভগমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ঐ শুক্র অমোঘ ছিল; তাহা হইতেই তোমার ধরাতলে জন্ম হইয়াছে। তোমার মাতা ইহা জানিতে পারিয়া লজ্জায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। চমৎকারপুরে তোমার মাতুল জনক অবস্থান করিতেছেন; তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। ৩৯—৫৫। এখন তোমার ব্রতকাল; অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক অধোমুখে অবস্থান করিল। এই ভাবে বহুক্ষণ থাকিয়া বালক মহর্ষিকে বলিল,—হে মুনে! আমার পূর্ব্বজন্মে কি পাপ ছিল, তাহা আপনি বলুন, যাহার ফলে আমি এতাদৃশ গর্হিত জন্ম ও মাতৃবিয়োগ প্রাপ্ত হইলাম! নারদ বলিলেন,—হে বৎস! তুমি দেহান্তরে কিছুমাত্র দুষ্কৃত কর নাই; তথাপি যে তোমার এতাদৃশ অবস্থা হইল। তাহার কারণ শ্রবণ কর,—শনি-গ্রহ তোমার জন্মস্থানস্থিত ছিল, এজন্য তোমার

তেনাস্থামিমাং প্রাপ্তো নান্যদস্তি হি কারণম্ ॥ ৬০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কোপসংরক্তলোচনঃ উর্দ্ধমালোকয়ামাস সমুদ্দিশ্য শনৈশ্চরম্ ॥ ৬১ তস্য দৃষ্টিনিপাতেন স্বপতৎ স তু তৎক্ষণাৎ বিমানাৎ ভাস্করেঃ পুত্রো যযাতিরিব নাহুষঃ ॥ ৬২ অধোবক্ত্রো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পিতুরাদেশমাশ্রিতঃ বালভাবেঽপি তেনৈব দগ্ধৌ পাদৌ তদা রবেঃ ॥ ৬৩ ॥ অথ তং নারদঃ প্রাহ পতমানমধোমুখম্। বাল্যভাবাদনেন ত্বং পাতিতোঽসি শনৈশ্চর ॥ ৬৪ ॥ তস্মান্না বীক্ষয়ৈনং ভবিষ্যতি প্রকোপভাক্। মা পতস্ব তথা ভূমৌ মদ্বাক্যসম্ভবাৎ ॥ ৬৫ ॥ স্তম্ভয়িত্বা তথাপ্যেবং গগনস্থং শনৈশ্চরম্। ততঃ প্রোবাচ তং বালং পিপ্পলাদং মুনীশ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥ মা কোপং কুরু বাল ত্বমেষ সূর্য্যসুতো গ্রহঃ। দেবানামপি পীড়াঞ্চ কুরুতেঽষ্টমরাশিগঃ ॥ ৬৭ ॥ জন্মস্থস্ত বিশেষেণ দ্বিতীয়স্থ তথাপরঃ। যদ্যেষ কুপিতস্ত্বাং তু বীক্ষয়িষ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৬৮ ॥ করিষ্যতি ন সন্দেহো ভস্মরাশিং মমাগ্রতঃ। অনেন বীক্ষিতৌ পাদৌ জাতমাত্রেণ সূর্য্যকৌ ॥ ৬৯ ॥ আয়াতস্য তু তুষ্টস্য পুত্রদর্শন-বাঞ্ছয়া। অন্তর্দ্ধানীকৃতে বস্ত্রে জ্ঞাত্বা তং রৌদ্রচক্ষুষম্ ॥ ৭০ ॥ ততো দগ্ধাবুভৌ চাপি তিষ্ঠতশ্চর্ম্মবেষ্টিতৌ। দৃশ্যেতেঽদ্যাপি মূর্ত্তৌ তৌ ঘটিতায়াং ধরাতলে ॥ ৭১ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য নারদস্য স বালকঃ। ভয়েন মহতা যুক্তস্ততঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিম্ ॥ ৭২ ॥ কথং যাস্যতি মে তুষ্টিং বদৈষ মম সম্মুনে। অজ্ঞানাৎ পাতিতো ব্যোম্নঃ শক্তিং চাস্যাবিজানতা ॥ ৭৩ ॥ নারদ উবাচ। গ্রহা গাবো নরেন্দ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ বিশেষতঃ। পূজিতাঃ প্রতিপূজ্যন্তে নির্দ্দহন্ত্যপমানিতাঃ ॥ ৭৪ ॥ তস্মাৎকুরু স্তুতিং চাস্য স্বশক্ত্যা ভাস্করেঃ প্রভো। প্রসাদং গচ্ছতে যেন কোপং ত্যজতি পাতজম্ ॥ ৭৫ ॥ ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তুতিং চক্রে স বালকঃ। ভয়েন মহতা যুক্তস্ততঃ সংপূজ্য তং মুনিম্ ॥ ৭৬ ॥ পিপ্পলাদো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। নমস্তে ক্রোধসংস্থায় পিঙ্গলায় নমোঽস্তু তে ॥ ৭৭ ॥ নমস্তে বভ্রুরূপায় কৃষ্ণায় চ নমোঽস্তু তে। নমস্তে রৌদ্রদেহায় নমস্তে চান্তকায় চ ॥ ৭৮ ॥ নমস্তে যমসংজ্ঞায় নমস্তে সৌরয়ে বিভো। নমস্তে মন্দসংজ্ঞায় শনৈশ্চর নমোঽস্তু তে ॥ ৭৯ ॥

এতাদৃশ অবস্থা হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই। দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপ-রক্তনয়নে বালক শনৈশ্চর উদ্দেশে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বালক দৃষ্টিপাত করিবামাত্র শনৈশ্চর নাহুষ-যযাতির ন্যায় তৎক্ষণাৎ অধোমুখে স্বীয় বিমান হইতে ঐ স্থানে পতিত হইলেন। এই শনৈশ্চর বালভাবে পিতা রবির চরণযুগল দগ্ধ করিয়াছিল। অনন্তর দেবর্ষি নারদ অধোমুখে পতিত শনৈশ্চরকে বলিলেন,—হে শনৈশ্চর! এই বালক বালভাবে তোমাকে পাতিত করিল। অতএব তুমি কুপিত হইয়া ইহাকে দর্শন করিও না। আমি বলিতেছি, তোমাকে আর পতিত হইতে হইবে না। অনন্তর মুনিবর নারদ শনিকে গগনস্থ রাখিয়া বালক পিপ্পলাদকে বলিলেন,—হে বালক! তুমি কোপ করিও না; এ সূর্য্যসুত শনিগ্রহ। এ অষ্টম-রাশিগত হইয়া দেবতাগণকেও পীড়িত করে। জন্মস্থান এবং দ্বিতীয় স্থানস্থ হইলেও পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। এ কুপিত হইয়া যদি তোমাকে দর্শন করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার অগ্রে ভস্মরাশি হইতে। শনৈশ্চর জন্মিবামাত্র পিতা তুমি সূর্য্যের পাদদ্বয় দগ্ধ করিয়াছিল। শনৈশ্চর প্রভূত হইলে রবি অগ্রেই পুত্রকে খরদৃষ্টি জানিতে পারিয়া গাত্র আবৃত করত পুত্র দর্শন করিতে যান। ঐ অবস্থায় তাঁহার পাদদ্বয় চর্ম্মপাদুকাযুক্ত থাকিলেও তাহাতে শনির দৃষ্টিপাত হওয়ায় তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। ৫৬—৭১। সূত বলিলেন,—তখন বালক নারদের ঐ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ভীত হইয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে মুনিসত্তম! কিরূপে ইনি আমার প্রতি তুষ্ট হইবেন, তাহা বলুন; আমি না জানিয়া ইঁহাকে গগনমণ্ডল হইতে পাতিত করিয়াছি। নারদ বলিলেন,—গ্রহ, গো, নরেন্দ্র বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, ইঁহারা পূজিত হইয়া প্রতিপূজা প্রদান করেন, এবং অপমানিত হইয়া দগ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি শক্তি অনুসারে ভাস্করপুত্রের স্তব কর। ইহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া, পাতিত করা জন্য কোপ পরিত্যাগ করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তখন পিপ্পলাদ নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভয়ে শনৈশ্চরকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিল; বলিল,—হে ক্রোধসংস্থ! তোমাকে নমস্কার। হে পিঙ্গল! তোমাকে নমস্কার! হে দেব! আপনি বভ্রুরূপ, কৃষ্ণ, রৌদ্রদেহ, অন্তক, যমসংজ্ঞ, সৌরি, বিভু, মন্দসংজ্ঞ ও

প্রসাদং কুরু দেবেশ দীনস্য প্রণতস্য চ ॥ ৮০ ॥ শনৈশ্চর উবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস স্তোত্রেণানেন সাম্প্রতম্। বরং বরয় ভদ্রং তে যেন যচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৮১ ॥ পিপ্পলাদ উবাচ। অদ্যপ্রভৃতি নো পীড়া বালানাং সূর্য্যনন্দন। ত্বয়া কার্য্যা মহাভাগ স্বকীয়া চ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ যাবদ্বর্ষাষ্টমং জাতং মম বাক্যেন সূর্য্যজ। স্তোত্রেণানেন যোঽত্র ত্বাং স্তুয়াৎ প্রাতঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৮৩ ॥ তস্য পীড়া ন কর্ত্তব্যা ত্বয়া ভাস্করনন্দন। তব বারে চ সম্প্রাপ্তে তৈলাভ্যঙ্গং করোতি যঃ ॥ ৮৪ ॥ দিনাষ্টকং ন কর্ত্তব্যা তস্য পীড়া কথঞ্চন। যস্ত্বাং লোহময়ং কৃত্বা তৈলমধ্যে হ্যধোমুখম্ ॥ ৮৫ ॥ ধারয়েত্তেন তৈলেন ততঃ স্নানং সমাচরেৎ। তস্য পীড়া ন কর্ত্তব্যা দেয়ো লাভো মহীভুজঃ ॥ ৮৬ ॥ অধার্দ্ধাষ্টমিকাযোগে তাবকে সংস্থিতে নরঃ। তব বারে তু সম্প্রাপ্তে যস্তিলাঁল্লোহসংযুতান্ ॥ ৮৭ ॥ স্বশক্ত্যা রাতি নো তস্য পীড়া কার্য্যা ত্বয়া বিভো। কৃষ্ণাং গাং যস্তু বিপ্রায় তবোদ্দেশেন যচ্ছতি ॥ ৮৮ ॥ অধার্দ্ধাষ্টমজা পীড়া নাস্য কার্য্যা ত্বয়া বিভো। শমীসমিদ্ভির্যো হোমং তবোদ্দেশেন যচ্ছতি ॥ ৮৯ ॥ তথা কৃষ্ণতিলৈশ্চৈব কৃষ্ণপুষ্পানুলেপনৈঃ। পূজাং করোতি যস্তভ্যং ধূপং বৈ গুগ্গুলং দহেৎ। কৃষ্ণবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য ত্যাজ্যা তস্য ব্যথা ত্বয়া ॥ ৯০ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তঃ শনিস্তেন বাঢ়মিত্যেব জল্প্য চ। নারদং সমনুজ্ঞাপ্য জগাম নিজসংশ্রয়ম্ ॥ ৯১ ॥ নারদোঽপি তমাদায় বালকং কৃপয়ান্বিতঃ। চমৎকারপুরং গত্বা যাজ্ঞবল্ক্যায় চার্পয়ৎ ॥ ৯২ ॥ কথয়ামাস বৃত্তান্তং তস্য সম্ভূতিসম্ভবম্। যদ্দৃষ্টং জ্ঞানদীপেন তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৯৩ ॥ এষ তে বীর্য্যসম্ভূতো বালকো ভগিনীসুতঃ। ময়াশ্বত্থতলে লব্ধঃ কাননেঽশ্বত্থসন্নিধৌ ॥ ৯৪ ॥ ব্রতবন্ধং কুরুষ্বাস্য সাম্প্রতং চাষ্টবার্ষিকঃ। নাত্র দোষোঽস্তি বিপ্রেন্দ্র ন ভগিন্যাস্তথা তব। তস্মাদ্গৃহাণ পুত্রং স্বং ভাগিনেয়ং বিশেষতঃ ॥ ৯৫ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা স দেবর্ষিস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি তচ্ছ্রুত্বা বিষাদং পরমং গতঃ ॥ ৯৬ ॥ পাপং তচ্চিন্তয়ন্নেব ন শান্তিমধিগচ্ছতি। আত্মানং গর্হয়ন্নিত্যং দিবানক্তং

শনৈশ্চর, আপনাকে বারম্বার নমস্কার। হে দেব! আপনি এই দীন প্রণতের প্রতি প্রসন্ন হউন। শনৈশ্চর বলিলেন, হে বৎস! আমি তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি; কুশল বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। পিপ্পলাদ বলিলেন,—হে মহাভাগ! অদ্য হইতে আপনি অষ্টমবৎসর বালকগণের পীড়া উৎপাদন করিবেন না। হে ধীমন্ শনৈশ্চর! অষ্টমবর্ষ পর্য্যন্ত তুমি বালকগণকে আমার বাক্যে রক্ষা কর। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া এই স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তব করিবে, হে ভাস্করনন্দন! তুমি তাহাকে পীড়িত করিও না। যে ব্যক্তি তোমার বারে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে, আট দিন ব্যাপিয়া তুমি তাহাকে পীড়িত করিও না। যে মানব তৈলমধ্যে তোমাকে লোহময়রূপে অধোমুখে ধারণ করিয়া সেই তৈলে স্নান করে, কদাচ তুমি তাহার পীড়া করিও না এবং তাহাকে রাজার লাভ প্রদান করিবে। তোমার অধার্দ্ধ অষ্টমিকাযোগে তোমার বারে যে নর লৌহযুক্ত তিল দান করিবে, হে বিভো! তুমি তাহাকে পীড়া প্রদান করিও না! যে মানব তোমার উদ্দেশে কৃষ্ণা গাভী দান করিবে, তুমি তাহাকে সার্দ্ধসপ্তমবার্ষিকী পীড়া প্রদান করিবে না। যে ব্যক্তি শমীসমিধ দ্বারা তোমায় হোম করিবে এবং কৃষ্ণতিল, কৃষ্ণপুষ্পানুলেপন, ধূপ, গুগ্গুল এবং কৃষ্ণ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া তোমার পূজা করিবে, তুমি তাহার ব্যথা বিদূরিত করিবে! ৭২-৯০। সূত বলিলেন,—ঐ বালকের বাক্যে "এবমস্তু" বলিয়া শনৈশ্চর দেবর্ষি নারদের নিকট অনুমতি লইয়া নিজ আবাসে গমন করিলেন। দেবর্ষি নারদও ঐ বালককে লইয়া চমৎকারপুরে গমন করত যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রদান করিলেন এবং ঐ বালকের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় জ্ঞাননেত্রদৃষ্ট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই বালক তোমার বীর্য্যসম্ভূত ভগিনীসুত। আমি কাননে অশ্বত্থ তরুর মূলে ইহাকে প্রাপ্ত হইলাম। সম্প্রতি আপনি ইহার অষ্টবার্ষিক ব্রতবন্ধ সম্পন্ন করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! এই ঘটনায় তোমার বা তোমার ভগিনীর কোন দোষ নাই; অতএব তোমার পুত্র ভাগিনেয়কে গ্রহণ কর। সূত বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও সর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তিনি স্বীয় পাপ চিন্তা করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি অনবরত

শোচতি। ৯৭। তঞ্চ পুত্রং পরিজ্ঞায় তৈস্তৈ-শ্চিহ্নৈর্নিজৈঃ স্থিতৈঃ। ততশ্চ পোষয়িত্বা তং ব্রতেন সমযোজয়ৎ। ৯৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে পিপ্পলাদোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং সংশোচতে যাবদাত্মানং পরিগর্হয়ন্। ততশ্চ ব্রহ্মণা প্রোক্তঃ স্বয়মভ্যেত্য তো দ্বিজাঃ। ১। ত্বয়া শঙ্কা ন কর্তব্যা সুতস্যাস্য কৃতে দ্বিজ। অজ্ঞানাদেব তে জাতো দৈবযোগেন বালকঃ। ২। যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। তথাপি দেব মে শুদ্ধির্হৃদয়স্য ন জায়তে। তস্মাদ্বদ সুরশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। ৩। ব্রহ্মোবাচ। যদি তে চিত্তশুদ্ধিশ্চ ন কথঞ্চিৎপ্রবর্ততে। তৎস্থাপয় মহাভাগ লিঙ্গং দেবস্য শূলিনঃ। ৪। অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি যৎপাপং কুরুতে নরঃ। ব্রহ্মহত্যাদিকং চাপি স্ত্রীবধাদ্যপি যত্তবেৎ। ৫। পঞ্চেষ্টিকাময়ং বাপি যঃ কুর্য্যাদ্ধর-মন্দিরম্। তস্য তন্নাশমায়াতি তমঃ সূর্য্যো-দয়ে যথা। ৬। বিশেষেণ মহাভাগ হাটকেশ্বর-সম্ভবে। ক্ষেত্রে তত্র সুমেধ্যে তু সর্ব্বপাতক-নাশনে। ৭। কলিকালে চ সম্প্রাপ্তে যত্র পাপং ন বিদ্যতে। অহমপ্যত্র বাঞ্ছামি যজ্ঞং কর্ত্তুং দ্বিজো-ত্তম। ৮। আনয়িষ্যামি তত্তীর্থং পুষ্করং চাত্মনঃ প্রিয়ম্। কলিকালভয়াচ্চৈতদ্যাবন্নো ব্যর্থতাং ব্রজেৎ। ৯। কলিকালে তু সম্প্রাপ্তে তীর্থানি সকলানি চ। যাস্যন্তি ব্যর্থতাং বিপ্র মুক্ত্বেদং ক্ষেত্র-মুত্তমম্। ১০। সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা চতুর্বক্ত্র-স্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি তচ্ছ্রুত্বা পিতা-মহবচোঽখিলম্। ১১। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রমনুত্তমম্। অত্রবীচ্চ ততো বাক্যং মেঘ-গম্ভীরয়া গিরা। ১২। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং যো লিঙ্গং মামকং ত্বিদম্। স্নাপয়িষ্যতি সদ্ভক্ত্যা তস্য পাপং প্রযাস্যতি। ১৩। পরদারকৃতং যচ্চ মাত্রাপি চ সমং কৃতম্। ক্ষালয়িষ্যতি তৎপাপং স্নাপিতং পূজিতং পরৈঃ। ১৪। অস্মিন্নহনি সম্প্রাপ্তে তস্য পঙ্কসমুদ্ভবম্। প্রযাস্যতি কৃতং পাপং যদজ্ঞানা-দ্বিনির্ম্মিতম্। ১৫। ততঃপ্রভৃতি বিখ্যাতো যাজ্ঞ-

---

আত্মগ্লানি করিয়া দিবারাত্র শোক করিতে লাগি-লেন। তিনি ঐ বালককে নিজ গাত্রচিহ্নে পুত্র বলিয়া বুঝিয়া সন্তানজ্ঞানে তাহাকে পোষণ ও তাহারসংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। ৯১-৯৮।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! যাজ্ঞবল্ক্য যখন আত্মগ্লানি করিয়া শোক করিতে লাগিলেন, তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি এই পুত্রের জন্য চিন্তা করিবে না, তোমার অজ্ঞানতা বশতঃ দৈবযোগে এই বালক জন্মিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যদিও আমারি অজ্ঞাতসারে বালক উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি আমার হৃদয়ের শুদ্ধি হইতেছে না। অত-এব আপনি আমায় প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—যদি কোন প্রকারেই আপনার চিত্তশুদ্ধি হইতেছে না, তবে দেব শূলীর এক লিঙ্গ স্থাপন করুন। লোক জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মহত্যা বা স্ত্রীবধ প্রভৃতি পাপ করিলেও সে যদি পঞ্চেষ্টিকাময় হরমন্দির করে, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে তমো-রাশির ন্যায় তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! আমিও ঐ সুপবিত্র সর্ব্বপাতকনাশন ও পাপরহিত ক্ষেত্রে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি আমার প্রিয়তীর্থ পুষ্করকেও এই তীর্থে আনয়ন করিব, যাহাতে এই পুষ্কর কলিকালভয়ে ব্যর্থ হইবে না। হে বিপ্র! এই তীর্থব্যতীত যাব-তীয় তীর্থই কলিকালে ব্যর্থ হইবে। ১-১০। সূত বলি-লেন,—এই কথা বলিয়া চতুরানন অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য পিতামহ-বাক্য সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া উত্তমবোধে ঐ স্থানে লিঙ্গ স্থাপন করি-লেন। লিঙ্গ স্থাপিত হইবামাত্র মেঘগম্ভীর স্বরে বাক্য উত্থিত হইল যে, যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই মদীয় লিঙ্গ স্নান করাইবে, তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। উক্ত দিনে এই লিঙ্গ স্নাপিত ও পূজিত হইয়া পরদারকৃত, মাতৃগমনজনিত ও পঙ্কসমুদ্ভব পাপ এবং যাহা অজ্ঞানবশত কৃত হইয়াছে, এমন পাপসমুদয়ও বিনষ্ট

বল্ক্যেশ্বরঃ শুভঃ। তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠা হাটকেশ্বরসংজ্ঞকে। ১৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৭৫।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। দৃষ্ট্বা প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা। স্বমাতুঃ শুদ্ধিহেতোঃ স তন্নাম্না লিঙ্গমুত্তমম্। ১। স্থাপয়ামাস বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রদ্ধয়া পরয়াযুতঃ। ততশ্চানীয় বিপ্রেন্দ্রং মধ্যগং নাগরোদ্ভবম্। ২। গর্ত্তাতীর্থসমুদ্ভূতমাহিতাগ্নিং প্রযাজিনম্। যস্ত্বেতন্নগরস্থানং তথা ত্বমপি দীক্ষিতঃ। ৩। অষ্টষষ্টিষু গোত্রাণাং নায়কত্বে ব্যবস্থিতঃ। তব বাক্যেন সর্ব্বাণি গোত্রাণি দ্বিজসত্তম। ৪। বর্ত্তয়িষ্যন্তি কৃত্যেষু যাবচ্চন্দ্রার্কতারকাঃ। গোবর্দ্ধন ত্বয়া চিন্তা কার্য্যা চাস্য সুসম্ভবা। ৫। লিঙ্গস্য পূজনার্থায় প্রেরণীয়াশ্চ নাগরাঃ। পূজয়া তস্য লিঙ্গস্য বৃদ্ধিং যাস্যতি তেঽন্বয়ঃ। ৬। অপূজয়া বিনাশঞ্চ যাস্য-

---

করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তদবধি হাটকেশ্বর-ক্ষেত্রে শুভ যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর লিঙ্গ বিখ্যাত হইয়াছেন। ১১—১৬।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৫।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শন করিয়া পিপ্পলাদ নিজ মাতার শুদ্ধিবিধান নিমিত্ত নাগরোদ্ভব মধ্যগকে আনয়ন করত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজ নামে উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। ঐ মধ্যগ বিপ্রশ্রেষ্ঠ, নাগরোদ্ভব, গর্ত্তাতীর্থসম্ভূত, আহিতাগ্নি ও প্রযাজী। পিপ্পলাদ এই মধ্যগকে বলিলেন,—এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা স্থান নগর-সংশ্লিষ্ট। আর আপনিও দীক্ষিত; অষ্টষষ্টি গোত্রের নায়কত্বে আপনি অবস্থিত আছেন; আপনার বাক্যেই গোত্র সকল যাবৎ চন্দ্রার্কতারকা বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে গোবর্দ্ধন! আপনাকে এই লিঙ্গবিষয়ক চিন্তা করিতে হইবে; আপনি ঐ লিঙ্গের পূজার জন্য নাগর ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন। লিঙ্গের পূজা হইলে আপনার বংশবৃদ্ধি

ত্যত্র ন সংশয়। তব বংশোদ্ভবা যে চ পূজয়িষ্যা প্রভক্তিতঃ। ৭। এতল্লিঙ্গং করিষ্যন্তি কৃত্যানি বিবিধানি চ। তানি সিদ্ধিং প্রয়াস্যন্তি প্রসাদাদস্য দীক্ষিত। ৮। গোবর্দ্ধন উবাচ। অহমর্চ্চাং করিষ্যামি লিঙ্গস্যাস্য সদা দ্বিজ। ভক্তিঞ্চ প্রকরিষ্যামি হেতোরস্য কৃতে দ্বিজ। পূজার্থং চৈব যে চান্যে মম বংশসমুদ্ভবাঃ। ৯। পিপ্পলাদ উবাচ। গোবর্দ্ধন দ্রুতং বিপ্রাংস্তত্র চানয় নাগরান্। তেষাং মতেন দেবস্য নামমাত্রং করোম্যহম্। ১০। ততশ্চানায়য়ামাস বিপ্রাংশ্চৈব বিচক্ষণান্। শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নান্ যজ্ঞকর্ম্মপরায়ণান্। ১১। তানব্রবীৎ প্রণম্যোচ্চৈঃ পিপ্পলাদো মহামুনিঃ। মম মাতা মৃতা পূর্ব্বং কংসারীতি চ নামতঃ। ১২। তস্যা উদ্দেশতো লিঙ্গং ময়ৈতৎ সম্প্রতিষ্ঠিতম্। যুষ্মদ্বাক্যাৎ প্রসিদ্ধিং চ প্রয়াতু দ্বিজসত্তমাঃ। ১৩। অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং যশ্চৈতৎ স্নাপয়িষ্যতি। যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বরোত্থং চ স বৈ শ্রেয়ো হ্যবাপ্স্যতি। ১৪। সূত উবাচ। অথ তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সর্ব্বৈস্তস্য নাম প্রতিষ্ঠিতম্। কংসারীশ্বর

হইবে। আর লিঙ্গপূজা বন্ধ থাকিলে আপনার বংশনাশ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে দীক্ষিত! আপনার বংশীয় যে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন, তাঁহারা লিঙ্গের পূজা করিয়া বিবিধ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। তাঁহাদের ঐ কর্ম্ম সকল লিঙ্গপ্রভাবে সুসিদ্ধ হইবে। গোবর্দ্ধন বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমি এই লিঙ্গের পূজা ও তৎপ্রতি ভক্তি করিব। এবং আমার বংশোদ্ভবগণ এই লিঙ্গ পূজা করিবে। ১—৯। পিপ্পলাদ বলিলেন,—হে গোবর্দ্ধন! আপনি দ্রুতগতি নাগর ব্রাহ্মণ আনাইয়া দিন। তাঁহাদের মতে আমি লিঙ্গের নামকরণ করিব। অনন্তর গোবর্দ্ধন বিচক্ষণ শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্ন ও যজ্ঞপরায়ণ নাগর ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। তখন মহামুনি পিপ্পলাদ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমার মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম ছিল কংসারী। তাঁহার শুদ্ধির বিধান নিমিত্ত আমি এই শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আপনাদের বাক্যে ঐ লিঙ্গ প্রসিদ্ধি লাভ করুন। যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে এই লিঙ্গকে স্নান করাইবে, সে নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। সূত বলিলেন,—পিপ্পলাদের বাক্যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নাম

ইত্যেবং গৌরবাত্তস্য সম্মুনেঃ॥ ১৫॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। কংসারীশ্বরসংজ্ঞস্ত যথা জাতস্য পাপহা। স্থাপিতঃ পিপ্পলাদেন স্বয়ং চৈব মহাত্মনা॥ ১৬॥ যশ্চৈতৎ পুণ্যমাখ্যানং তস্য দেবস্য সন্নিধৌ। সম্পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সম্যক্ শক্তিসমন্বিতঃ॥ ১৭॥ মনসা চিন্তিতং পাপং পরদারকৃতং চ যৎ। তস্য তন্নাশমায়াতি পিপ্পলাদবচো যথা॥ ১৮॥ যস্তস্য পুরতো ভক্ত্যা নীলরুদ্রান্ সদা জপেৎ। প্রাণরুদ্রান্ বিশেষেণ ভবরুদ্রসমন্বিতান্॥ ১৯॥ ব্রহ্মহত্যোদ্ভবং চৈব অপি তস্য প্রণশ্যতি। পরচক্রভয়ে জাতে হ্যনাবৃষ্টিভয়ে তথা॥ ২০॥ অথর্ব্ববেদে সাদান্তে পঠিতে তস্য চাগ্রতঃ। শত্রুর্ব্বিলয়মভ্যেতি বৃষ্টিঃ সঞ্জায়তে ধ্রুবম্॥ ২১॥ রাজদোঃস্থ্যে সমুৎপন্নে রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তঃ প্রজাপালনতৎপরঃ॥ ২২॥ উপসর্গভয়ে জাতে তস্য দোষঃ প্রশাম্যতি। শনৈঃ শনৈরসন্দিগ্ধং পিপ্পলাদবচো যথা॥ ২৩॥ কিং বা তে বহুনোক্তেন যৎ কিঞ্চিদ্ব্যসনং মহৎ। তত্তস্য ব্যসনং কিঞ্চিদথর্ব্বণঃ প্রকীর্ত্তনাৎ॥ ২৪॥ অস্য দেবস্য পুরতো যাতি নাশং চ বৈ ধ্রুবম্॥ ২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কংসারেশ্বরোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৬॥

করিলেন,—কংসারীশ্বর। হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই এই পাপহর কংসারীশ্বর লিঙ্গ মহাত্মা পিপ্পলাদ যে জন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিলাম। যে জন ইহা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হয়। এবং মনে মনে চিন্তিত পাপ ও পরদারকৃত পাপ এ সকল পিপ্পলাদের বাক্যানুসারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে জন ঐ লিঙ্গসমক্ষে নীলরুদ্র, প্রাণরুদ্র, ও ভবরুদ্র জপ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাজনিত ভয় পরচক্রভয়, ও অনাবৃষ্টিভয়, এই সকল ভয় ঐ লিঙ্গদর্শনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ লিঙ্গাগ্রে আথর্ব্বণ মন্ত্র পঠিত হইলে শত্রুনাশ ও সুবৃষ্টি হইয়া থাকে এবং রাজার অত্যাচার উপস্থিত হইলে রাজা ধার্ম্মিক, সর্ব্বরোগনির্ম্মুক্ত প্রজাপালনতৎপর হন। অপিচ যদি পাঠকের কোনরূপ উপসর্গভয় উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাও ঐ আথর্ব্বণ পাঠে পিপ্পলাদবাক্যপ্রভাবে ধীরে ধীরে প্রনষ্ট হয়। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, লিঙ্গসমীপে আথর্ব্বণ মন্ত্র পঠিত হইলে যাবতীয় ব্যসনই বিলীন হইয়া থাকে। ১০—২৫।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৬।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্রাস্তাপি চ তত্রাস্তি গৌরী বৈ পঞ্চপিণ্ডিকা। লক্ষ্যা সংস্থাপিতা চৈব মানুষব্যবস্থয়া॥ ১॥ তস্যা দর্শনমাত্রেণ নারী সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ। জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে বৃষস্থে চ দিবাকরে॥ ২॥ তস্যা উপরি নারী যা জলযন্ত্রং দধাতি বৈ। স্রাব্যমাণং দিবানক্তং সৌভাগ্যং পরমং লভেৎ॥ ৩॥ যৎফলং লভতে নারী সমস্তৈর্ব্বিহিতৈর্ব্রতৈঃ। গৌরীসমুদ্ভবৈশ্চৈব দানৈর্দত্তৈস্তদিষ্টজৈঃ। তৎফলং লভতে সর্ব্বং জলযন্ত্রস্য কারণাৎ॥ ৪॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্ত্রীভিঃ সৌভাগ্যকারণাৎ। জলযন্ত্রং বিধাতব্যং জ্যৈষ্ঠে গৌর্য্যাঃ প্রযত্নতঃ॥ ৫॥ কিং ব্রতৈর্নিয়মৈর্ব্বাপি স্ত্রীণাং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। জপৈর্হোমৈঃ কৃতৈরন্যৈর্ব্বহুক্লেশকরৈশ্চ তৈঃ॥ ৬॥ স্ত্রীণাং ব্রাহ্মণশার্দ্দূলা জলযন্ত্রে ধৃতে সতি। গৌর্য্যা উপরি সদ্ভক্ত্যা

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আর ঐ হাটকেশ্বর তীর্থে পঞ্চপিণ্ডিকা নাম্নী গৌরী আছেন। ভগবতী লক্ষ্মী মানুষ বিধানে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র নারী সৌভাগ্য লাভ করে। বৃষরাশিগত দিবাকরের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ঐ পঞ্চপিণ্ডিকা গৌরীর উপর জলযন্ত্র বিধান করিলে ঐ জলযন্ত্র যাবৎ স্রাবিত হয়, তাবৎ জলযন্ত্রবিধাত্রী নারী সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। নারীগণ বিবিধ গৌরীসম্বন্ধীয় ব্রত বিবিধ ইষ্ট দানাদি করিয়া যে ফল লাভ করিয়া থাকে, একমাত্র জলযন্ত্র বিধানে তৎফল প্রাপ্ত হয়। অতএব, নারীগণ সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত সর্ব্ব প্রযত্নে জ্যৈষ্ঠমাসে গৌরীর জলযন্ত্র বিধান করিবে। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! নারীগণ জলযন্ত্র স্থাপন করিলে ব্রত, নিয়ম, ও বহু ক্লেশকর জপ, হোম, করিবার তাহাদের আবশ্যক হয় না। যে সকল নারী বৃষরাশিগত দিবাকরে গৌরীর জলযন্ত্র স্থাপন করে, তাহারা সপত্নীর

বৃষধ্বজে তীক্ষ্নদীধিতৌ ॥ ৭ ॥ নৈবং সঞ্জায়তে বন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা ন জায়তে। ন দৌর্ভাগ্য-সমোপেতা সপ্তজন্মান্তরাণি সা ॥ ৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। গৌরী চতুর্ভুজা প্রোক্তা দৃশ্যতে পরমেশ্বরী। পঞ্চপিণ্ডা কথং জাতা হেতুনঃ সংশয়ং বদ ॥ ৯ ॥ সূত উবাচ। যদা চ প্রলয়ো ভাবি তদাত্মানং করোত্যসৌ। পঞ্চপিণ্ডীময়ং বিপ্রাঃ কুরুতে রূপমুত্তমম্ ॥ ১০ ॥ এষা সা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বং ব্যাপ্য সুরেশ্বরী। তয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১১ ॥ পৃথিব্যাপশ্চ তেজশ্চ বায়ুরাকাশমেব চ। সৃষ্ট্যর্থং রক্ষয়েদেষা ততঃ স্যাৎ পঞ্চপিণ্ডিকা ॥ ১২ ॥ যদস্যাং পূজিতায়াং তু প্রত্যক্ষায়াং প্রজায়তে। সহস্রত্রিগুণং তচ্চ যত্র স্যাৎপঞ্চপিণ্ডিকা ॥ ১৩ ॥ জ্যৈষ্ঠে মাসি বিশেষেণ জলযন্ত্রার্চ্চনেন চ। অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ১৪ ॥ যদ্বৃত্তং কাশিরাজস্য ভার্য্যয়া দ্বিজসত্তমাঃ। যচ্চ প্রোক্তং পুরা লক্ষ্ম্যা বিষ্ণবে পরিপৃষ্টয়া ॥ ১৫ ॥ লক্ষ্মীরুবাচ। কাশিরাজঃ পুরা হ্যাসীজ্জয়সেন ইতি শ্রুতঃ। তস্য ভার্য্যাসহস্রং তু হ্যাসীদ্রূপসমন্বিতম্ ॥ ১৬ ॥ অথ চান্যা প্রিয়া তেন লব্ধা ভার্য্যা সুশোভনা। মনুষ্যত্বব্যবস্থায়া মম চাংশকলা হি যা। সুতা মন্ত্রাধিরাজস্য বিষক্সেনস্য ধীমতঃ ॥ ১৭ ॥ সা গত্বা প্রাতরুত্থায় তত্তে গঙ্গাতটে তদা। পঞ্চপিণ্ডাত্মিকাং গৌরীং কৃত্বা কর্দ্দমসম্ভবাম্ ॥ ১৮ ॥ ততঃ সম্পূজয়ামাস মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেব চ। ততো গন্ধৈঃ পরৈর্ম্মাল্যৈর্ধূপৈর্বস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ১৯ ॥ নৈবেদ্যৈঃ পরমান্নৈশ্চ গীতৈর্নৃত্যৈঃ প্রবাদিতৈঃ। ততো বিসৃজ্য তাং দেবীং তদুদ্দেশেন বৈ ততঃ ॥ ২০ ॥ দত্বা দানানি ভূরীণি গৌরিণীনাং দ্বিজন্মনাম্। ততশ্চ গৃহমভ্যেতি ভূরিবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ২১ ॥ যথাযথা চ তাং পূজাং তস্যা গৌর্য্যা করোতি সা। তথাতথা তু সৌভাগ্যং তস্যাশ্চাপ্যধিকং ভবেৎ ॥ ২২ ॥ সর্ব্বাসাং চ সপত্নীনাং সৌভাগ্যং বাধিকং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ অথ তস্যাঃ সপত্ন্যো যাঃ সর্ব্বা-দুঃখসমন্বিতাঃ। দৃষ্ট্বা সৌভাগ্যবৃদ্ধিং তাং তস্যা এব দিনেদিনে ॥ ২৪ ॥ একাঃ প্রোচুঃ কর্ম্ম চৈতদ্দৃষ্টমেষা কুরুতে সদা। মৃন্ময়াংশ্চ সমাদায় পূজয়েৎ পঞ্চ-পিণ্ডকান্ ॥ ২৫ ॥ অন্যাস্তাং মন্ত্রসংসিদ্ধাং প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ। অন্যা বদন্তি পুণ্যানি হ্যস্যাঃ পূর্ব্বকৃতানি চ ॥ ২৬ ॥ এবং তাসাং সুদুঃখানাং মহান্ কালো

বন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা, ও দুর্ভগা হয় না। ঋষিগণ বলি-লেন,—গৌরী চতুর্ভুজা বলিয়া কথিত আছেন, এই স্থানে তাহা দেখা যায়, কিন্তু পঞ্চপিণ্ডা কি প্রকারে জন্মিলেন—হে সূত! এই সংশয় আমাদের ছেদন করুন। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! যখন প্রলয় উৎপন্ন হয়, তখন দেবী পঞ্চপিণ্ডীময় উত্তমরূপ ধারণ করেন। ইনিই সেই পরমা শক্তি, সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ইনি চরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতা। পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, এই পাঁচটী উপাদান সৃষ্টির জন্য রক্ষা করেন বলিয়া তিনি পঞ্চপিণ্ডিকা সংজ্ঞায় অভিহিত হন। এই প্রত্যক্ষা পূজিতা পঞ্চপিণ্ডিকার পঞ্চ সৃষ্টি উপাদান, সহস্র ত্রিগুণ পরিমিত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করে। জ্যৈষ্ঠমাসে জলযন্ত্রার্চ্চন বিষয়ে আপনাদিগকে এক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি। এই ইতিহাস কাশী-রাজভার্য্যা-সম্বন্ধীয়। ইহা লক্ষ্মী দেবী জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন,—লক্ষ্মী দেবী বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে জয়সেন কাশীরাজের রূপগুণ-যুত সহস্র ভার্য্যা ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্য আর একটি সুশোভনা ভার্য্যা তাঁহার ছিলেন। তিনি মনুষ্য বলিয়াই পরিচিতা ছিলেন বটে; কিন্তু আমার অংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি মন্ত্ররাজ বিষক্সেনের কন্যা। তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া কর্দ্দম দ্বারা পঞ্চপিণ্ডিকা গৌরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতেন। গন্ধ, মাল্য, ধূপ, সুশোভন বস্ত্র, নৈবেদ্য, পরমান্ন, ও নৃত্য গীত বাদ্য দ্বারা তাঁহার পূজা সমাপন করিয়া বিসর্জ্জনান্তে তদুদ্দেশে গৌরী স্ত্রী ও বিপ্রগণকে ভূরি দান বিতরণ করত বাদিত্রঘোষ সহযোগে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করি-তেন। ১২১। তিনি যেমন যেমন গৌরীর পূজা করিতে লাগিলেন, তেমনি তেমনি তাঁহার সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই গৌরীপূজার ফলে তিনি অন্য সপত্নীগণ অপেক্ষা সুভগা হইয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার সপত্নীগণ সকলে দুঃখসমন্বিত হইয়া তাঁহাকে দিনে দিনে সৌভাগ্যবতী অব-লোকন করিতে লাগিলেন। কতিপয় সপত্নী বলি-লেন,—এ যাহা করে, তাহা আমাদের নিকট শ্রবণ কর। এ কর্দ্দমে পঞ্চপিণ্ডিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করে। অন্য কতিপয় সপত্নী বলিলেন,—মহর্ষি-গণ উহাকে মন্ত্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। কোন কোন সপত্নী বলিলেন,—ইহার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ছিল।

জগাম হ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সর্ব্বাঃ সম্মন্ত্র্য তা মিথঃ ॥ ২৭ ॥ তস্যাঃ সন্নিধিমাজগ্মুস্তস্মিন্নেব জলাশয়ে। যত্র সা পূজয়েদ্গৌরীং কৃত্বা তাং পঙ্কপিণ্ডিকাম্ ॥ ২৮ ॥ ততঃ সর্ব্বাঃ সমালোক্য ত্যক্ত্বা গৌরীপ্রপূজনম্। সম্মুখী প্রযযৌ তূর্ণং কৃতাঞ্জলিপুটা স্থিতা ॥ ২৯ ॥ স্বাগতং বো মহাভাগা ভূয়ঃ সুস্বাগতং চ বঃ। কৃত্যং নিবেদ্যতাং শীঘ্রং যেনাশু প্রকরোম্যহম্ ॥ ৩০ ॥ সপত্ন্য উচুঃ। বয়ং সর্ব্বাঃ সমায়াতাঃ কৌতুকেন তবাস্তিকম্। দৌর্ভাগ্যবহ্নিনির্দ্দগ্ধাস্তব সৌভাগ্যজেন চ ॥ ৩১ ॥ তস্মাদ্বদ মহাভাগে মৃন্ময়ীং পঙ্কপিণ্ডিকাম্। নিত্যমর্চ্চয়সি ত্বং কিং সৌভাগ্যস্য বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩২ ॥ কিং তে কারণমেতদ্ধি কিংবা মন্ত্রসমুদ্ভবম্। প্রভাবোঽয়ং মহাভাগে গুহ্যং চেন্নো বদস্ব নঃ ॥ ৩৩ ॥ পদ্মাবত্যুবাচ। রহস্যং পরমং গুহ্যং যৎপৃষ্টাস্মি শুভাননাঃ। অবক্তব্যং বদিষ্যামি ভবতীনাং তথাপি চ ॥ ৩৪ ॥ গৌরীপূজনকালে তু যস্মাচ্চৈব সমাগতাঃ। সর্ব্বা মম ভগিন্যঃ স্থ ঈর্ষ্যাধর্ম্মো ন মেঽস্তি চ ॥ ৩৫ ॥ অহমাসং পুরা কন্যা পুরে কুসুমসংজ্ঞিতে। বীরসেনস্য শুভ্রস্য বণিক্পুত্রস্য ধীমতঃ। তেন দত্তাস্মি ধর্ম্মেণ বিবাহার্থং মহাত্মনা ॥ ৩৬ ॥ ততো বিবাহসময়ে মম দত্তানি বৃদ্ধয়ে। পঞ্চাক্ষরাণি শ্রেষ্ঠানি যোষিতা দীক্ষয়া সহ। গৌরীপূজাকৃতে চৈব প্রোক্তা চাহং ততঃ পরম্ ॥ ৩৭ ॥ যাবৎপুত্রি ত্বমাত্মনমেতৈঃ পূজয়সেঽক্ষরৈঃ। জলপানং ন কর্ত্তব্যং তাবচ্চৈব কথঞ্চন ॥ ৩৮ ॥ যেন সম্প্রাপ্স্যসেঽভীষ্টং তৎপ্রভাবাদ্যদীপ্সিতম্। তথেতি চ ময়া প্রোক্তং তস্যাশ্চৈব বরাননে ॥ ৩৯ ॥ ততো বিবাহে নির্বৃত্তে গতাহং পতিনা সহ। শ্বশুরস্তিষ্ঠতে যত্র শ্বশ্রূশ্চৈব সুদারুণা ॥ ৪০ ॥ গৌরীপূজাকৃতে মাঞ্চ নিবারয়তি সর্ব্বদা। ততোঽহং ভয়সন্ত্রস্তা গৌরীভক্তিপরায়ণা। জলার্থং যত্র গচ্ছামি তস্মিংশ্চৈব জলাশ্রয়ে ॥ ৪১ ॥ তত কর্দ্দমমাদায় মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেব চ। তৈরেব পূজয়াম্যেব গৌরীং ভক্তিপরায়ণা ॥ ৪২ ॥ প্রক্ষিপামি ততস্তোয়ে ততো গচ্ছামি মন্দিরম্। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ভর্ত্তা মে

এইরূপ বিতর্ক করিয়া তাঁহাদের বহুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদা তাঁহারা সকলে পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক যেখানে তিনি পঙ্কপিণ্ডিকা নির্ম্মাণ করিয়া গৌরীপূজা করিতেছিলেন, সেই গঙ্গাতীরে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। তখন ঐ গৌরীপূজনকারিণী রাজ্ঞী অন্য সপত্নীগণকে দেখিতে পাইয়া গৌরীপূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট আগমন করত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগাগণ! আপনারা সুখে কুশলে আগমন করিয়াছেন ত? আপনাদের কি করিতে হইবে? শীঘ্র বলুন, আমি সত্বর তাহা সম্পন্ন করিতেছি। সপত্নীগণ বলিলেন,—আমরা দৌর্ভাগ্য-দগ্ধ ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তোমার সৌভাগ্য দর্শন করিতে আগমন করিয়াছি। হে মহাভাগে! অতএব তুমি এই মৃন্ময়ী পঙ্কপিণ্ডিকার বিষয় বল। তুমি সৌভাগ্য-বর্দ্ধক কোন্ বস্তুর নিত্য অর্চ্চনা কর? তোমার এতাদৃশ সৌভাগ্যের কারণ কি? ইহা কি মন্ত্রজনিত প্রভাব? এই সকল যদি গুহ্য না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বল। পদ্মাবতী বলিলেন,—হে শুভাননাগণ! তোমাদের প্রশ্নানুযায়ী এই গুহ্য বিষয় আমি বলিতেছি, ইহা অবক্তব্য হইলেও আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। যেহেতু, তোমরা গৌরীপূজাকালে সমাগত হইয়াছ। তোমরা সকলেই আমার ভগ্নীস্বরূপা; তোমাদের উপর আমার কোনরূপ ঈর্ষ্যা নাই।২২-৩৫। আমি পূর্ব্বে কুসুমপুরে বণিক্পুত্র বীরসেনের কন্যা ছিলাম। তিনি ধর্ম্মানুসারে আমার বিবাহ দেন। ঐ সময় কোন নারী আমার মঙ্গলার্থ দীক্ষার সহিত পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র আমায় প্রদান করিয়া গৌরীর পূজা করিতে বলেন। আরও তিনি বলিয়া দেন যে,—হে পুত্রি! তুমি পূজা না করিয়া কোন প্রকারে জল গ্রহণ করিবে না। এরূপ আচরণে তুমি অভীপ্সিত লাভ করিবে। হে বরাননাগণ! ঐ সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"তথাস্তু"। অনন্তর আমার বিবাহ হইয়া গেলে আমি পতির সহিত যেখানে শ্বশুর ও সুদারুণা শ্বশ্রূ বিরাজিতা, সেই স্থানে গমন করিলাম। তাঁহারা আমায় গৌরীপূজা করিতে নিবারণ করিলেন। আমি অত্যন্ত গৌরীভক্তি-পরায়ণা ছিলাম বলিয়া পূজা করিতে নিবারণ করায় আমার অতিশয় ভয় হইল। তখন আমি জলাশয়ে জল আনিতে গিয়া কর্দ্দম লইয়া পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গৌরী পূজা করত তাহা জলে নিক্ষেপ করিতাম এবং পরে গৃহে ফিরিয়া আসিতাম। একদা আমার পতি বণিগ্বৃত্তিবশতঃ মরুমার্গে গমন

প্রস্থিতঃ শুভঃ। দেশান্তরং বণিগ্‌বৃত্ত্যা সোঽপি মার্গং তমাশ্রিতঃ॥ ৪৩॥ স গচ্ছন্মরুমার্গেণ মাং সমাদায় স্নেহতঃ। সম্প্রাপ্তো নির্জ্জলং দেশং সুরৌদ্রং মরুমণ্ডলম্॥ ৪৪॥ তথা রৌদ্রতরে কালে বৃষস্থে দিবসাধিপে। ততঃ সার্থঃ সমস্তশ্চ বিশ্রান্তঃ স্থল-মধ্যগঃ॥ ৪৫॥ কূপমেকং সমাশ্রিত্য গম্ভীরং জলদোপমম্। এতস্মিন্নেব কালে তু ময়া দৃষ্টঃ সমীপগঃ। তোয়াকারো মরুদ্দেশস্তচ্চিত্তে বিচিন্তিতম্॥ ৪৬॥ যত্তচ্চ দৃশ্যতে তোয়ং সমীপস্থং তথা বহু। অত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা গৌরীমভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ। পিবামি সলিলং পশ্চাৎসুস্বাদু সরসী-ভবম্॥ ৪৭॥ ততঃ সম্প্রস্থিতা যাবৎপ্রগচ্ছামি পদাৎপদম্। যাবদ্দূরতরং যামি তাবৎসা মৃগ-॥ ৪৮॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো নভোমধ্যং দিবাকরঃ। বৃষস্থো যেন দহ্যামি হ্যুপরিষ্টাচ্ছুভাননা॥ ৪৯॥ অধোভাগে সুতপ্তাভির্ব্বালুকাভিঃ সমন্ততঃ। তৃষ্ণার্ত্তাহং ততস্তস্মিন্মরুদেশে সমাকুলা॥ ৫০॥ ততশ্চ পতিতা ভূমৌ বিস্ফোটকসমাবৃতা॥ ততো ময়া স্মৃতা চিত্তে কথা ভারতসম্ভবা॥ ৫১॥ নৃগেণ তু যথা যজ্ঞো বালুকাভির্ব্বিনির্ম্মিতঃ। কূপান্তঃ-ক্ষিপ্যমাণেন তৃণলোষ্টাম্বুবর্জ্জিতম্॥ ৫২॥ ভক্তি-গ্রাহ্যাস্ততো দেবাস্তুষ্টাস্তস্য মহাত্মনঃ। তদহং বালুকা-ভিশ্চ পূজয়ামি হরপ্রিয়াম্॥ ৫৩॥ তেন তুষ্টা তু সা দেবী মম রাজ্যং প্রযচ্ছতি। অদ্য দেহান্তরে প্রাপ্তে মনোঽভীষ্টমনন্তকম্॥ ৫৪॥ ততশ্চ পঞ্চ-ভির্ম্মন্ত্রৈস্তেরেব স্মৃতিমাগতৈঃ। পঞ্চভির্মুষ্টিভি-র্দ্দেবী বালুকোত্থৈঃ প্রপূজিতা॥ ৫৫॥ ততঃ পঞ্চত্ব-মাপন্না তৎকালেঽহং বরাঙ্গনাঃ। দশার্ণাধিপতে-র্জ্জাতা সদনে লোকবিশ্রুতে॥ ৫৬॥ জাতিস্মরণ-সংযুক্তা তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদতঃ। ভবতীনাং কনিষ্ঠাস্মি জ্যেষ্ঠা সৌভাগ্যতঃ স্থিতা॥ ৫৭॥ এত-স্মাৎকারণাদ্গৌরীং মুক্তেতান্ পঞ্চপিণ্ডকান্। কর্দ্দ-মেন বিধায়াথ পূজয়ামি দিনেদিনে॥ ৫৮॥ এতদ্-গুহ্যং ময়াখ্যাতং ভবতীনামসংশয়ম্। সত্যেনানেন মে গৌরী মনোঽভীষ্টং প্রযচ্ছতু॥ ৫৯॥ লক্ষ্মীরুবাচ। ততঃ সর্ব্বাঃ সপত্ন্যস্তাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ। মামূচুর্ব্বিনয়াদ্বাচা প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ॥ ৬০॥ প্রসাদং কুরু চাস্মাকং দীয়তাং মন্ত্রপঞ্চকম্। তদেব যেন তে দেবী তুষ্টা সা পরমেশ্বরী॥ ৬১॥ ময়া

করিলেন। ঐ সময় তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। ক্রমে আমরা নির্জ্জল ভীষণ মরুমণ্ডলে উপস্থিত হইলাম। তখন দিননাথ বৃষরাশিতে অবস্থান করিতে থাকিলে রৌদ্রভীষণ সময়ে এক স্থানে আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঐ স্থানে এক গম্ভীর জলদোপম কূপ ছিল। সমীপে কূপ দেখিয়া আমি গৌরীপূজার জন্য মনস্থ করিয়া ঐ স্থানে স্নান করিয়া শুচিভাবে ভক্তিপূর্ব্বক গৌরী আরাধনার পর সুস্বাদু সলিল পান করিলাম। গৌরী পূজা সমাপ্ত করিয়া যেমন আমি পদমাত্র গমন করিয়াছি, অমনি মৃগতৃষ্ণিকা প্রাদুর্ভূত হইল; বৃষস্থ দিবাকরও নভোমধ্যে উপস্থিত হইলেন। আমি সূর্য্যতাপে উপরিভাগে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। আর অধোভাগে সুতপ্ত বালুকা দ্বারা আমার পদযুগল দগ্ধ হইতে থাকিল। অন্তরেও যৎপরোনাস্তি পিপাসা হইল। আমি একেবারে আকুল হইয়া পড়িলাম। বিস্ফোটক-সমাবৃত গাত্রে আমি ভূমিতে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। এই সময় আমার মহাভারতীয় নৃগের কথা মনে পড়িল। তিনি বালুকা দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে ভক্তিগ্রাহ্য দেবগণ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন। এইরূপ মনে করিয়া আমি বালুকা দ্বারা হরপ্রিয়ার পূজা করিলাম তাহাতে তুষ্ট হইয়া দেবী আমায় রাজ্য প্রদান করিলেন। আমি এই দেহান্তরে আরও বহু মনোভীষ্টপ্রদ বস্তু লাভ করিয়াছি। এইরূপে আমি স্মৃতিসঙ্গত পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চমুষ্টি বালুকা দ্বারা গৌরীপূজা করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে আমি ঐ সময় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই। পরে লোকবিখ্যাত দশার্ণাধিপতির গৃহে জন্ম গ্রহণ করি। গৌরী দেবীর প্রসাদে এজন্মে আমি জাতিস্মর হই। আমি এখন আপনাদের কনিষ্ঠা হইয়াও সৌভাগ্য-বশত জ্যেষ্ঠা হইয়াছি। এই জন্য আমি পঞ্চ পিণ্ডিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিন দিন গৌরীপূজা করি। এই আমি গুহ্য রহস্য আপনাদের নিকট সত্যরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এই সত্য দ্বারা গৌরী আমার মনোভীষ্ট প্রদান করুন। ৩৬—৫৯। লক্ষ্মী বলিলেন।—অনন্তর সর্ব্বসপত্নী মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক বিনীতভাবে আমাকে বারম্বার বলিল,—হে দেবি! আমা-দিগকে অনুগৃহীত করিয়া মন্ত্রপঞ্চক প্রদান করুন।—আপনার যে মন্ত্র দ্বারা সেই দেবী পরমেশ্বরী গৌরী প্রসন্ন হইয়া থাকেন। দয়ামি

প্রোক্তাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রার্থয়ধ্বং যথেচ্ছয়া। অহং সর্ব্বং প্রদাস্যামি তৎসত্যং বচনং মম॥ ৬২॥ ততো দেব ময়া প্রোক্তং তাসাং তন্মন্ত্রপঞ্চকম্। শিষ্যত্বং গমিতানাং চ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ॥ ৬৩॥ বিষ্ণুরুবাচ। মমাপি বদ দেবেশি কীদৃক্তন্মন্ত্রপঞ্চকম্। যজ্জপ্যমুক্তিতং পূর্ব্বং ত্বয়া তাসাং নিবেদিতম্॥ ৬৪॥ লক্ষ্মীরুবাচ। নমঃ পৃথিব্যৈ কান্তাংশি নম আপোময়ে শুভে। তেজস্বিনি নমস্তুভ্যং নমস্তে বায়ুরূপিণি॥ ৬৫॥ আকাশরূপসম্পন্নে পঞ্চরূপে নমোনমঃ॥৬৬॥ এভির্ম্মন্ত্রৈর্ময়া পূর্ব্বং পূজিতা পরমেশ্বরী। তেন রাজ্যং ময়া প্রাপ্তং সর্ব্বস্ত্রীণাং সুদুর্লভম্॥ ৬৭॥ ততশ্চ স্থাপিতা দেবী কৃত্বা রত্নময়ী শুভা। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে ময়া তত্র সুরেশ্বর॥ ৬৮॥ তাং বা পূজয়তে নারী সদ্যোঽপি পতিবল্লভা। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতা॥ ৬৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পঞ্চপিণ্ডিকোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৭॥

তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যথেচ্ছ প্রার্থনা কর; আমি তোমাদিগকে সমস্ত প্রদান করিব। ইহা সত্য বলিতেছি। হে দেব! অনন্তর আমি তাহাদিগকে মন্ত্রপঞ্চক প্রদান করিলাম। তাহারা কায়মনোবাক্যে আমার শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। বিষ্ণু বলিলেন,—হে দেবি! সেই মন্ত্রপঞ্চক তুমি আমাকেও বল,—যাহা তুমি পূর্ব্বে জপ করিয়াছিলে এবং ঐ সপত্নীসকলকে দান করিয়াছ। লক্ষ্মী বলিলেন,—"হে পৃথিবি! কান্তাংশি! আপোময়ে! শুভে! তেজস্বিনি, বায়ুরূপিণি, আকাশরূপসম্পন্নে, ও পঞ্চরূপে! আপনাকে বার বার নমস্কার।" এই মন্ত্র সকল দ্বারা আমি পূর্ব্বে পরমেশ্বরীর পূজা করিয়াছিলাম। এই জন্যই আমি সর্ব্বস্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠা হইয়াছি। হে সুরেশ্বর! অনন্তর আমি হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে রত্নময়ী দেবীর স্থাপন করি। যে নারী ঐ দেবীর পূজা করে, সে সর্ব্বপাপবর্জ্জিতা হইয়া সদ্যই পতিবল্লভা হয় সন্দেহ নাই। ৬০—৬৯।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৭।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

লক্ষ্মীরুবাচ। এবং রাজ্যং ময়া প্রাপ্তং গৌরীপূজাকৃতে বিভো। সৌভাগ্যং পরমং চৈব দুর্লভং সর্ব্বযোষিতাম্॥ ১॥ ন চাপত্যং ময়া লব্ধং তথাপি পরমেশ্বর। তাদৃশেঽপি চ সৌভাগ্যে তারুণ্যে তাদৃশে স্থিতে॥ ২॥ দহ্যামি তেন দুঃখেন দিবানক্তং সুখং ন মে। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ॥ ৩॥ আনর্ত্তাধিপতের্হর্ম্ম্যং সম্প্রাপ্তো গৌরবায় সঃ। চাতুর্ম্মাস্যকৃতে চৈব মৃত্তিকাগ্রহণায় চ॥ ৪॥ ততঃ সম্পূজিতো রাজ্ঞা আনর্ত্তেন যথাক্রমম্। দত্ত্বার্ঘ্যং মধুপর্কং চ ততঃ প্রোক্তং প্রণম্য চ॥ ৫॥ স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ ভূয়ঃ সুস্বাগতং চ তে। নান্যো ধন্যতমো লোকে ভূপোঽস্তি সদৃশো ময়া॥ ৬॥ যৌ তে পাদৌ রজোধ্বস্তৌ কেশৈর্মে নির্ম্মলীকৃতৌ। তদ্ব্রূহি কিং করোম্যদ্য গৃহায়াতস্য তে মুনে॥ ৭॥ অপি রাজ্যং প্রযচ্ছামি কা বার্ত্তান্যেষু বস্তুষু॥ ৮॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। চাতুর্ম্মাসীবিধানস্তে করিষ্যে নৃপ মন্দিরে। মৃত্তিকাগ্রহণং তাবচ্ছুশ্রূষা ক্রিয়তাং

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

লক্ষ্মী বলিলেন,—হে বিভো! গৌরী পূজা করিয়া এইরূপে আমি সর্ব্বনারীদুর্ল্লভ রাজ্য ও সৌভাগ্য লাভ করি। হে পরমেশ্বর! তাদৃশ সৌভাগ্য ও তারুণ্য লাভ করিয়াও আমি অপত্য লাভ করিতে পারি নাই। এই দুঃখে আমি দিবারাত্র আমি দগ্ধ হইতে থাকি। একদা মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের নিমিত্ত মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে আনর্ত্তাধিপতির গৃহে আগমন করেন। রাজা আনর্ত্তাধিপ তাঁহার যথাবিধি পূজা করেন। তিনি অর্ঘ্য, মধুপর্ক, প্রদানপূর্ব্বক প্রণামান্তে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—হে মুনে! আমার তুল্য ধন্যতম ব্যক্তি আর কেহ নাই; যে হেতু আমি কেশ দ্বারা আপনার পাদদ্বয় বিরজস্ক ও নির্ম্মলীকৃত করিলাম। হে মুনে! আপনি বলুন,—আপনার কি করিব? রাজ্য দান করিব?—অন্য দানের কথা আর কি বলিব? দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! আমি আপনার গৃহে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিব, আপনি মৃত্তিকা সংগ্রহ ও আমার শুশ্রূষা করুন।

মম। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় মামূচে পার্থিবোত্তমঃ। ৯। শুশ্রূষা চাস্য কর্তব্যা সর্বদৈব বরাননে। চাতুর্মাসীব্রতং যাবদ্দেবতার্চ্চনপূর্ব্বকম্। ১০। বাঢ়মিত্যেবমুক্তাথ ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্। শুশ্রূষার্থঞ্চ যৎকর্ম্ম দুহিতেব পিতুর্যথা। ১১। চাতুর্ম্মাস্যাং ব্যতীতায়াং যদা সম্প্রস্থিতো মুনিঃ। তদা প্রোবাচ মাং তুষ্টঃ পুত্রি কিং করবাণি তে। ১২। ততঃ স ভগবান্ প্রোক্তঃ প্রণিপত্য ময়া মুহুঃ। অপত্যং নাস্তি মে ব্রহ্মংস্তেন দহ্যাম্যহর্নিশম্। ১৩। ঈদৃশে সতি রাজ্ঞোহপি যৌবনে চ মহত্তরে। তত্ত্বং বদ মুনিশ্রেষ্ঠ যেন স্যান্মম সন্ততিঃ। ১৪। ব্রতেন নিয়মেনাথ দানেন চ হুতেন চ। ততঃ স সুচিরং ধ্যাত্বা মামুবাচ স্ময়ন্নিব। ১৫। অন্যদেহান্তরে পুত্রি ত্বয়া গৌরী প্রপূজিতা। তপ্তার্দ্রৈর্বালুকাভিঃ সা মৃত্যুকাল উপস্থিতে। ১৬। তদ্ভক্ত্যা লব্ধরাজ্যাপি দাহেন পরিযুজ্যসে। গৌরী যত্তাপসংযুক্তা বালুকাভিঃ কৃতা ত্বয়া। ১৭। ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে পাষাণে মৃত্তিকাসু চ। ভাবেষু বিদ্যতে দেবো মন্ত্রসংযোগসংযুতঃ। ১৮। ভাবভক্তিসমাযুক্তা মন্ত্রসংযোজনেন চ। দেবী মন্ত্রসমাহূতা ত্বয়া বালুকয়ার্চ্চিতা। ১৯। তৎকারণে তেন সন্তাপঃ সর্বদায়ং ব্যবস্থিতঃ। তস্মাদ্রত্নময়ীং গৌরীং কৃত্বা ত্বং পঙ্কপিণ্ডিকাম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সংস্থাপয় শুভাননে। ২০। বৃষস্থে ভাস্করে পশ্চাত্তস্যা উপরি স্রাবি যৎ। জলযন্ত্রং দিবারাত্রং ধারয়স্ব প্রযত্নতঃ। ২১। ততো যথাযথা তস্যাঃ শীতভাবো ভবিষ্যতি। তথাতথা চ তে দাহঃ শান্তিং যাস্যত্যহর্নিশম্। ২২। তাহাস্তে ভবিতা গর্ভস্ততঃ পুত্রমবাপ্স্যসি। রাজ্যভারক্ষমং শূরং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। ২৩। অন্যাপি কামিনী যাত্র এবং তাং পূজয়িষ্যতি। জ্যৈষ্ঠে মাসে তথা সাপি যথা ত্বং প্রভবিষ্যতি। ২৪। লক্ষ্মীরুবাচ। ততো ময়া পুনঃ প্রোক্তো ভগবান্ স মুনীশ্বরঃ। মানুষত্বে ন মে রাগো বিরক্তির্মহতী স্থিতা। ২৫। নদীবেগোপমং দৃষ্ট্বা জীবিতং সর্বদেহিনাম্। তস্মে বদ মহাভাগ যৎকিঞ্চিদ্ব্রতমুত্তমম্। ২৬। মানুষত্বং ন যেন স্যাৎ সম্যক্ চীর্ণেন সদ্দ্বিজ। ততঃ স সুচিরং ধ্যাত্বা মামাহ পরমেশ্বর। ২৭। অস্তি পুত্রি ব্রতং পুণ্যং

রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া আমায় বলিলেন,—হে বরাননে! তুমি সর্বদা ইঁহাকে শুশ্রূষা কর, ইনি চাতুর্মাস্য ব্রত করিবেন। আমিও 'বাঢ়ং' বলিয়া সমস্ত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম। দুহিতা যেমন পিতার শুশ্রূষা করে, আমিও তদ্রূপ তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম। পরে চতুর্ম্মাস্য ব্রত শেষ হইলে যখন তিনি প্রস্থান করেন, তখন তুষ্ট হইয়া আমায় বলিলেন,—পুত্রি! তোমার কি উপকার করিব? আমি তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলাম,—হে ব্রহ্মন্! রাজার ঈদৃশ মহত্তর যৌবন থাকাতেও আমার অপত্য নাই, এজন্য আমি অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছি। হে মুনিসত্তম! আপনি ইহার যথার্থ বলুন, যাহাতে আমার সন্ততি হইতে পারে। ব্রত, নিয়ম, দান, হোম, যাহাতে সন্তান হয়, তাহাই আপনি বলুন। অনন্তর তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিস্মিত ব্যক্তির ন্যায় বলিলেন,—হে পুত্রি! দেহান্তরে মৃত্যুকালে তপ্ত বালুকা দ্বারা তুমি গৌরী পূজা করিয়াছিলে বলিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছ, সন্তানরাহিত্য জন্য দাহযুক্ত হইয়াছ। তোমার এরূপ সন্তাপ প্রাপ্ত হইবার কারণ, তুমি তপ্ত বালুকা দ্বারা দেবী গৌরীকে তাপযুক্ত করিয়াছ। কাষ্ঠ, পাষাণ, ও মৃত্তিকা, এ সকলে দেবতা থাকেন না, মন্ত্র-সংযোগে সংযুক্ত হইয়া দেবতাভাবে অবস্থান করেন। মন্ত্রাহূত দেবীকে তুমি মন্ত্রসংযোগে ভাবভক্তিসমাযুক্ত হইয়া তপ্ত বালুকা দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছিলে, এই জন্যই তোমার সর্বদা সন্তাপ রহিয়াছে। হে শুভাননে! অতএব তুমি হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে পঙ্কপিণ্ডিকা নির্ম্মাণ করিয়া রত্নময়ী গৌরী স্থাপন কর। পরে বৃষস্থ ভাস্করে স্রাবশীল জলযন্ত্র যত্ন সহকারে দিবারাত্র তদুপরি ধারণ করিয়া রাখ। তাহাতে যেমন যেমন তাঁহার শীতভাব হইবে, তেমনি তেমনি তোমারও দাহ উপশমিত হইবে। তাহাস্তে গর্ভ হইবে; ঐ গর্ভে পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র রাজ্যভারক্ষম ও ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত হইবে। আর অন্যান্য যে সকল কামিনী জ্যৈষ্ঠমাসে ঐ দেবীর পূজা করিবে, তাহারাও তোমার ন্যায় ফলবতী হইবে। ১—২৪। এই সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম,—হে দেব! দেহিগণের নদী-বেগোপম জীবন দেখিয়া মনুষ্যত্বে আমার আর অনুরাগ নাই, তাহাতে আমার মহতী বিরক্তি। অতএব যাহা আচরণ করিয়া আমি মনুষ্যত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিব, আপনি আমায় এরূপ একটী ব্রতোপদেশ দেন। অনন্তর তিনি অনেকক্ষণ চিন্তার পর আমাকে বলিলেন,—অয়ি পুত্রি!

গৌরীতুষ্টিকরং পরম্। যেন চীর্ণেন বৈ সম্যগ্ যোষিদ্দেবত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮ ॥ গোময়াখ্যা মহাদেবী কৃতা বৈ গোময়েন সা। ততো গোলোকমাপন্নাঃ সর্ব্বাস্তা বরবর্ণিনি ॥ ২৯ ॥ তাং ত্বং কুরুষ কল্যাণি যেন দেবত্বমাপ্স্যসি। ততো ময়া পুনঃ প্রোক্তঃ স মুনিঃ সুরসত্তম ॥ ৩০ ॥ কস্মিন্ কালে প্রকর্ত্তব্যা বিধিনা কেন সন্মুনে। সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রূহি যেন তাং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৩১ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। নভস্যে চাসিতে পক্ষে তৃতীয়াদিবসে স্থিতে। প্রাতরুত্থায় পশ্চাচ্চ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ৩২ ॥ ততশ্চ নিয়মং কৃত্বা উপবাসসমুদ্ভবম্। গৌরীনাম সমুচ্চার্য্য শ্রদ্ধা-পূতেন চেতসা ॥ ৩৩। ততো নিশাগমে প্রাপ্তে কৃত্বা গৌরীচতুষ্টয়ম্। মৃন্ময়ং যাদৃশং চৈব তদিহৈক-মনাঃ শৃণু ॥ ৩৪ ॥ একা গৌরী প্রকর্ত্তব্যা পঙ্কপিণ্ডা যথোদিতা। প্রহরেপ্রহরে প্রাপ্তে তাসু পূজাং সমা-চরেৎ। যৈর্ম্মন্ত্রৈস্তান্নিবোধ ত্বমেকৈকস্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৫ ॥ হিমাচলগৃহে জাতা দেবি ত্বং শঙ্কর-প্রিয়ে। মেনাগর্ভসমুদ্ভূতা পূজাং গৃহ্ন নমোঽস্তু তে ॥ ৩৬ ॥ ধূপং দদ্যাত্ততশ্চৈব কর্পূরং শ্রদ্ধয়া সহ। রক্তসূত্রেণ দীপঞ্চ ঘৃতেন পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ জাতিপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নৈবেদ্যে মোদকান্ন্যসেৎ। রক্তবস্ত্রেণ সঞ্ছাদ্য অর্ঘ্যং দত্ত্বা ততঃ পরম্ ॥ ৩৮ ॥ যস্য বৃক্ষস্য পুষ্পঞ্চ তস্য স্যাদ্দন্তধাবনম্। মাতু-লিঙ্গেন তস্যাস্তু মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥ অর্ঘ্যং দদ্যাৎ প্রযত্নেন গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতম্। শঙ্করস্য প্রিয়ে দেবি হিমাচলসুতে শুভে। অর্ঘ্যমেনং ময়া দত্তং প্রতিগৃহ্ন নমোঽস্তু তে ॥ ৪০ ॥ তদেব প্রাশনং কুর্য্যাত্ততঃ কায়বিশুদ্ধয়ে। প্রহরান্তে চ সম্পূজ্য অর্দ্ধনারীশ্বরং ততঃ ॥ ৪১ ॥ সুরভ্যা পূজয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন পার্ব্বতি। বামমর্দ্ধং শরীরস্য যা হরস্য ব্যবস্থিতা। সা মে পূজাং প্রগৃহ্নাতু তস্যৈ দেব্যৈ নমোঽস্তু তে ॥ ৪২ ॥ অগুরুঞ্চ ততো ভক্ত্যা ধূপং দদ্যাত্তথা শুভে। নৈবেদ্যে গুণকাংশ্চৈব নারি-কেলেন চার্ঘ্যকম্ ॥ ৪৩ ॥ মন্ত্রেণানেন দাতব্যং তদেব প্রাশনং স্মৃতম্ ॥ ৪৪ ॥ অর্দ্ধনারীশ্বরৌ যৌ চ সংস্থিতৌ পরমেশ্বরৌ। অর্ঘ্যো মে গৃহ্যতাং দেবৌ স্যাতঃ সর্ব্বসুখপ্রদৌ ॥ ৪৫ ॥ তৃতীয়ে প্রহরে প্রাপ্তে শতপত্র্যা প্রপূজয়েৎ। উমামহেশ্বরৌ দেবৌ মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ উমামহেশ্বরৌ দেবৌ যৌ তৌ স্থণ্ডিলয়াস্থিতৌ। তৌ গৃহ্নীতামিমাং পূজাং ময়া দত্তাং প্রভক্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥ গুগ্গুলোত্থং ততো ধূপং নৈবেদ্যং ঘারিকাত্মকম্। জাতীফলেন

গৌরীতুষ্টিকর এক পুণ্যময় ব্রত আছে। এই ব্রত আচরণ করিলে নারীজাতি দেবত্ব লাভ করে। হে কল্যাণি! তুমি গোময় দ্বারা গোময়াখ্যা দেবী নির্ম্মাণ কর, ঐরূপ করিয়া ব্রতাচরণ করিলে তুমি দেবত্ব লাভ করিবে। অতঃপর আমি পুনরায় তাঁহাকে বলিলাম,—হে মুনে! কোন্ সময়ে কোন্ বিধি অনুসারে ইহা করিতে হয়, আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন, আমি তাহা অনুষ্ঠান করিব। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—শ্রাবণ মাসীয় অসিতপক্ষে তৃতীয়াদিবসে প্রাতঃ-কালে গাত্রোত্থান করিয়া দন্তধাবন করিবে। অনন্তর নিয়মপূর্ব্বক উপবাস, শ্রদ্ধাপূতচিত্তে গৌরী-নাম উচ্চারণ ও নিশাগমে মৃন্ময় গৌরীচতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিবে। ইহার বিবরণ বলিতেছি, এক-মনা হইয়া শ্রবণ কর। এক একটী পঙ্কপিণ্ড গৌরী নির্ম্মাণ করিয়া প্রহরে প্রহরে তাঁহাকে পূজা করিবে। যে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর,—"হে দেবি শঙ্করপ্রিয়ে! আপনি হিমাচলগৃহে জন্মিয়াছেন এবং মেনকাগর্ভে আপ-নার উৎপত্তি; আপনি আমার পূজা গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া অনন্তর কর্পূরযুক্ত ধূপ, সঘৃত রক্তসূত্রময় দীপ, জাতি পুষ্প, নৈবেদ্য ও রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত অর্ঘ্য-দান করিবে। যে বৃক্ষের পুষ্প প্রদান করিবে, সেই বৃক্ষের ও মাতুলিঙ্গের দন্তকাষ্ঠ দিবে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্পাক্ষতান্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিবে; মন্ত্র যথা—হে দেবি হিমাচলসুতে! শঙ্করপ্রিয়ে! আমার প্রদত্ত অর্ঘ আপনি গ্রহণ করুন; আপনাকে নমস্কার! এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ঐ অর্ঘ্য জল কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধির নিমিত্ত পান করিবে। অনন্তর প্রহরান্তে এই মন্ত্রে অর্দ্ধনারী-শ্বর দেবকে পূজা করিবে; মন্ত্র যথা—যে দেবী হরের বামার্দ্ধশরীর সেই, দেবী আমার পূজা গ্রহণ করুন; তাঁহাকে আমার নমস্কার। অতঃপর অগুরু, ধূপ ও নারিকেলমোদকযুক্ত নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্ত্রে প্রদান করিবে; যথা—অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে যে মূর্ত্তিদ্বয় অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বসুখপ্রদ হইয়া আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। তৃতীয় প্রহরে শতপত্রী দ্বারা পূজা করিবে। "উমামহেশ্বরৌ দেবৌ" এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—যে উমামহেশ্বর দেব স্থণ্ডিলয়াস্থিত, তাঁহারা আমার ভক্তিদত্ত পূজা গ্রহণ

চার্ঘাঞ্চ তদেব প্রাশনং স্মৃতম্। ৪৮॥ ততশ্চার্ঘ্যাঃ প্রদাতব্যো মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ। গ্রন্থিচূর্ণেন ধূপঞ্চ অর্ঘ্যং মদনজং ফলম্। ৪৯। তদেব প্রাশনং কার্য্যং ততঃ কায়বিশুদ্ধয়ে। ৫০॥ উমামহেশ্বরৌ দেবৌ সর্ব্বকামসুখপ্রদৌ। গৃহ্নীতামর্ঘ্যমেতং মে দয়াং কৃত্বা মহত্তমাম্॥ ৫১। চতুর্থে প্রহরে প্রাপ্তে তাং গৌরীং পঞ্চপিণ্ডিকাম্। ভৃঙ্গরাজেন সম্পূজ্য মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ॥ ৫২॥ পৃথিব্যাদীনি ভূতানি যানি প্রোক্তানি পঞ্চ চ। পঞ্চরূপাণি দেবেশি পূজাং গৃহ্ন নমোহস্তু তে॥ ৫৩। নৈবেদ্যে ঘৃতপূপাংশ্চ দদ্যাদ্দেব্যাঃ প্রভক্তিতঃ। গ্রন্থিচূর্ণেন ধূপঞ্চ হর্ঘ্যং মদনজং ফলম্। তদেব প্রাশনং কার্য্যমর্ঘ্যমন্ত্রমিদং স্মৃতম্। ৫৪। পঞ্চভূতময়ী দেবী পঞ্চধা যা ব্যবস্থিতা। অর্ঘ্যমেনং ময়া দত্তং সা গৃহ্নাতু সুরেশ্বরী। ৫৫। এবং সর্ব্বা নিশা সা চ গীতবাদ্যাদিনিঃস্বনৈঃ। তাসাং চৈবাগ্রতো নেয়া নৈব নিদ্রাং সমাচরেৎ॥ ৫৬। ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। স্নাত্বা সম্পূজয়েদ্বিপ্রং সহ পত্ন্যা প্রভক্তিতঃ॥ ৫৭। বস্ত্রৈরাভরণৈশ্চৈব স্বশক্ত্যা নৃপনন্দিনি। গৌর্য্যৈ ভক্ষ্যঞ্চ দাতব্যং মিষ্টান্নেন শুচিস্মিতে। ৫৮। ততঃ করেণুমানীয় বড়বাং বা সুমধ্যমে। গৌরীচতুষ্টয়ং তচ্চ সমারোপ্য তথোপরি। ৫০। গীতবাদিত্রশব্দেন বেদধ্বনিযুতেন চ। নদ্যাং বাথ তড়াগে বা বাপ্যাং বাথ পরিক্ষিপেৎ। ৬০। মন্ত্রেণানেন সদ্ভক্ত্যা তবেদং বচ্মি সুন্দরি। ৬১॥ আহূতাসি ময়া দেবি পূজিতাসি ময়া শুভে। মম সৌভাগ্যদানায় যথেষ্টং গম্যতামিতি। ৬২। লক্ষ্মীরুবাচ। এবং ময়া কৃতা দেব সা তৃতীয়া যথোদিতা। নভস্যে মাসি সম্প্রাপ্তে ভক্ত্যা পরময়া বিভো। ৬৩॥ দ্বিতীয়ে চ তথা প্রাপ্তে তৃতীয়ে চ বিশেষতঃ। যাবৎ পশ্যামি প্রত্যূষে তাবদ্গৌরীচতুষ্টয়ম্। জাতং রত্নময়ং তচ্চ ময়া যৎপরিপূজিতম্॥ ৬৪। প্রস্থিতাং মাং নদীতীরমুদ্দিশ্য চ বিসর্জ্জনম্। করিষ্যামীতি সা প্রাহ ব্যক্তীভূতা সুরেশ্বরী। ৬৫। মা পুত্রি জলমধ্যেঽত্র মম মূর্ত্তিচতুষ্টয়ম্। পরিভাবয় মদ্বাক্যং কৃত্বা চৈব বিধীয়তাম্॥ ৬৬॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে স্থাপয় ত্বং চ মা ক্ষিপ। অক্ষয়ং জায়তে যেন সর্ব্বস্ত্রীণাং হিতায় চ। ৬৭। ত্বং প্রার্থয় বরং সর্ব্বং দদাম্যহমিহার্চ্চিতা। অভ্যর্চ্চিতা গিরিসুতা ময়া প্রোক্তা

করুন।২৫-৪৭। অনন্তর গুগ্‌গুলের ধূপ, ঘারিকাত্মক নৈবেদ্য ও জাতীফল দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। গ্রন্থিচূর্ণ দ্বারা ধূপ ও মদনজ ফল অর্ঘ্য, প্রদান করিবে। কায়বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রাশন করিবে। মন্ত্র যথা—উমা মহেশ্বর দেবদ্বয় সর্ব্বকামসুখপ্রদ; তাঁহারা দয়া করিয়া আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। পরে চতুর্থ প্রহরে দেবী গৌরী পঞ্চপিণ্ডিকাকে ভৃঙ্গরাজ দ্বারা পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্ত্রে স্তব করিবে; মন্ত্র যথা—হে দেবি! পৃথিব্যাদি যে পঞ্চভূত আছে, উহা আপনারই রূপ; আপনাকে আমরা নমস্কার করি। নৈবেদ্য, ঘৃত, পূপ, গ্রন্থিচূর্ণ করিয়া ধূপ, অর্ঘ্য, মদন ফল, দেবীকে প্রদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র যথা—হে দেবি! তুমি পঞ্চভূতময়ী পঞ্চধা অবস্থিতা; হে সুরেশ্বরি! তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর। এই ভাবে সমস্ত নিশা গীতবাদ্যাদি করিয়া ঐ সকল দেবীর অগ্রে জাগরণ করিবে, নিদ্রা যাইবে না। অনন্তর প্রভাতে রবিমণ্ডল প্রকাশিত হইলে স্নান করিয়া ভার্য্যার সহিত ভক্তিসহকারে বিপ্রগণের পূজা করিয়া বস্ত্র ও আভরণ দিবে। হে শুচিস্মিতে। দেবী গৌরীকে মিষ্টান্ন ভক্ষণ প্রদান করিবে। পরে হস্তিশাবক বা ঘোটকী আনয়ন করত গৌরীপ্রতিমাচতুষ্টয় তাহাদের উপর আরোপিত করিয়া গীত-বাদিত্রশব্দ ও বেদনাদ করিতে করিতে নদী, তড়াগ বা বাপীজলে এই মন্ত্রে ক্ষেপ করিবে; মন্ত্র যথা—হে দেবি! আমি তোমায় আহ্বান করিয়া পূজা করিয়াছিলাম, অধুনা আমায় সৌভাগ্য দান করিয়া যথেচ্ছ গমন কর। লক্ষ্মী বলিলেন,—হে দেব! শ্রাবণ মাসের যে তৃতীয়া উক্ত হইয়াছে, ঐ তৃতীয়ায় আমি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রতাচরণ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় মাসে পূজা করার পর তৃতীয় মাসের পূজা সমাধা করিয়া প্রত্যূষে যেমন গৌরীচতুষ্টয় অবলোকন করিলাম, অমনি দেখিলাম যে, তাহা রত্নময় হইয়াছে। অনন্তর আমি বিসর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে নদীতীরাভিমুখে গমন করিলে তখন দেবী সাক্ষাদ্ভূতা হইয়া বলিলেন,—হে পুত্রি! আমার এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিও না। তুমি আমার বাক্যে এই মূর্ত্তি হাটকেশ্বরক্ষেত্রে স্থাপন কর। ইহা সর্ব্বনারীর হিতকর ও অক্ষয় হইবে। তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

সুরেশ্বরী ॥ ৬৮ ॥ যদি যচ্ছসি মে দেবি বরং তুষ্টা সুরেশ্বরি। তদহং মানুষে গর্ভে মা ভূয়াসং কথঞ্চন ॥ ৬৯ ॥ ভর্ত্তা ভবতু মে বিষ্ণুঃ শাশ্বতাভীষ্টদঃ সদা। নান্যৎ কিঞ্চিদভীষ্টং মে রাজ্যং ত্রিদিবশোভনম্ ॥ ৭০ ॥ অন্যাপি কুরুতে যা চ ব্রতমেতৎ সমাহিতা। সর্ব্বৈর্ব্রতৈর্যথা তুষ্টিস্তথা দেবী প্রজায়তে ॥ ৭১ ॥ তথা তস্যাঃ প্রকর্ত্তব্যমেকেনানেন পার্ব্বতি। তথেতি গৌরী মামুক্তা তত্রৈবাদর্শনং গতা ॥ ৭২ ॥ সা দেবী চ ময়া তত্র তচ্চ গৌরীচতুষ্টয়ম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে শুভে সংস্থাপিতং বিভো ॥ ৭৩ ॥ তৎপ্রভাবান্ময়া লব্ধো ভর্ত্তা ত্বং পরমেশ্বর। শাশ্বতশ্চাক্ষয়শ্চৈব মুখপ্রেক্ষশ্চ সর্ব্বদা ॥ ৭৪ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টাস্মি সুরেশ্বর। সত্যেনানেন দেবেশ তব পাদৌ স্পৃশাম্যহম্ ॥ ৭৫ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। বিহস্যাথ মহালক্ষ্মীং তামুবাচ প্রহর্ষিতঃ। মুহুর্মুহুঃ সমালিঙ্গ্য বক্ষসশ্চোপরি স্থিতাম্ ॥ ৭৬ ॥ সাধুসাধু মহাভাগে সত্যমেতত্ত্বয়োদিতম্। জানতাপি ময়া পৃষ্টা ভবতী বরবর্ণিনি ॥ ৭৭ ॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোহস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। চতুর্ভুজা যথা গৌরী সঞ্জাতা পঞ্চপিণ্ডকা ॥ ৭৮ ॥ যশ্চৈতৎ পঠতে ভক্ত্যা প্রাতরুত্থায় মানবঃ। ন স লক্ষ্ম্যা বিমুচ্যেত ন চ দৌর্ভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৯ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পঠনীয়মিদং শুভম্। আখ্যানং গৌরিকং বিপ্রা ময়য়া পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পঞ্চপিণ্ডিকাগৌর্য্যুৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

দেবী গৌরী এই কথা বলিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম,—হে সুরেশ্বরি! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা এই যে, আমাকে যেন আর মানুষের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং ভগবান্ বিষ্ণু আমার ভর্ত্তা হউন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদিবশোভন রাজ্যও আমি ইচ্ছা করি না। হে দেবি! আর অন্য যে কেহ এই ব্রত করিবে তাহার যেন সর্ব্বব্রতজনিত তুষ্টি লাভ হয়। দেবী গৌরী আমার এই বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আর আমি উক্ত গৌরীচতুষ্টয় লইয়া হাটকেশ্বরক্ষেত্রে স্থাপন করিলাম। এই গৌরীর স্থাপনপ্রভাবেই আমি অক্ষয় শাশ্বত আপনাকে লাভ করিয়াছি। হে সুরেশ্বর! আপনি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; আমি পাদস্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি। সূত বলিলেন,—শঙ্খ চক্রধারী হরি তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, তাঁহাকে বক্ষে লইয়া, মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগে! সাধু! সাধু! তুমি ইহা সত্য বলিয়াছ। আমি ইহা জানিয়াও তোমার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলাম। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা চতুর্ভুজা গৌরী দেবীর পঞ্চপিণ্ডিকা হওয়ার কথা যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমি কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ইহা পাঠ করে, সে লক্ষ্মীহীন ও দৌর্ভাগ্যযুক্ত হয় না। অতএব আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম, এই আখ্যান, সকলেরই যত্নসহকারে পাঠ করা উচিত। ৪৮—৮০।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৮ ॥

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি তত্রাস্তি পুষ্করত্রিতয়ং শুভম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ যস্মিন্ দৃষ্টেঽথবা স্পৃষ্টে কীর্ত্তিতে বা দ্বিজোত্তমাঃ। পাতকং নাশমায়াতি ভাস্করেণ তমো যথা ॥ ২ ॥ পুনন্তি সর্ব্বতীর্থানি স্নানদ্দানাদসংশয়ম্। পুষ্করালোকনাদেব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। শ্রূয়তে পুষ্করং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং তত্র যচ্চ যোজনমাত্রকম্ ॥ ৪ ॥ উত্তরে চন্দ্রভাগায়া নদ্যা যাবৎ

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! হাটকেশ্বরক্ষেত্রে অন্য তীর্থ—সর্ব্বপাতকনাশন পুষ্করত্রিতয় আছে। ঐ তীর্থ দর্শন, স্পর্শ, বা কীর্ত্তন করিলে ভাস্কর যেমন তমোনাশ করেন, তদ্রূপ পাপ বিনষ্ট হয়। অপরাপর তীর্থ সকল তথায় স্নানদানাদি করিলে, পবিত্র করে, কিন্তু দর্শনমাত্রেই পুষ্করতীর্থ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আমরা এই ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মা যোজন-পরিমিত এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; আর এই তীর্থ চন্দ্রভাগার উত্তরে ও

সরস্বতী। দক্ষিণে করতোয়ায়াঃ সীমেয়ং পুষ্কর-ত্রয়ে॥ ৫ ॥ অস্মাকং তু পুরা সূত স্বয়োক্তং স্থিয়তি স্থিতম্। এতন্নঃ কৌতুকং সূত তৎকথং হাটকেশ্বরে। তত্র ক্ষেত্রে সমায়াতং তন্মাৎবং বক্তুমর্হসি॥ ৬॥ সূত উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগা যদ্ভবদ্ভিরুদাহৃতম্। তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্ত-চ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ॥ ৭॥ সর্বতো বিস্তরাদ্বচ্মি নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবম্॥ ৮॥ ব্রহ্মলোকে নিবসতো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। দেবর্ষির্নারদঃ প্রাপ্তো ভ্রান্ত্বা লোকত্রয়ং মুনিঃ॥ ৯॥ স নত্বা শিরসা পাদাবুপ-বিষ্টস্তদগ্রতঃ॥ ১০॥ ব্রহ্মোবাচ। কস্মাদ্বৎস চিরাদৃষ্টঃ কুতঃ প্রাপ্তোঽধুনা ভবান্। ক ভ্রান্তস্ত্বং সমাচক্ষ্ব ব্রূহি বৎসাত্র কারণম্॥ ১১॥ নারদ উবাচ। মর্ত্ত্যলোকাদ্বিভো প্রাপ্তঃ সাম্প্রতঞ্চ ত্বরান্বিতঃ। তব পাদপ্রপূজার্থং সত্যেনাস্মানমালভে॥ ১২॥ ব্রহ্মোবাচ। কিম্বদন্তীং মমাচক্ষ্ব মর্ত্ত্যলোকসমুদ্ভবাম্। কীদৃশাঃ পার্থিবাস্তত্র কীদৃশা দ্বিজসত্তমাঃ। কীদৃশা ব্যবহারাশ্চ বর্ত্তন্তে তত্র সাম্প্রতম্॥ ১৩॥ নারদ উবাচ। মর্ত্ত্যলোকে কলির্জ্জাতঃ সাম্প্রতং সুর-সত্তম॥ ১৪॥ রাজানঃ সৎপথং ত্যক্ত্বা তথা লোভ-পরায়ণাঃ। পীড়য়ন্তি চ লোকাংশ্চ অর্থহেতোঃ সুনির্ঘৃণাঃ॥ ১৫॥ শৌর্য্যভাবপরিত্যক্তাঃ পরদার-বিমর্দ্দকাঃ। পূজয়ন্তি ন তে বিপ্রান্ দেবান্ গুরূনপি॥ ১৬॥ বেদবিক্রয়কর্ত্তারো ব্রাহ্মণাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ। পাপ প্রতিগ্রহাসক্তাঃ সন্ধ্যাহীনাঃ সুনির্ঘৃণাঃ॥ ১৭॥ কৃষিকর্ম্মরতা নিত্যং বৈশ্যবৎ পশুপালকাঃ। বৈশ্যাঃ সর্ব্বে সমুচ্ছেদং প্রযাতা ধরণীতলে॥ ১৮॥ শূদ্রা নিত্যং ধর্ম্মকামাঃ শূদ্রাশ্চৈব তপস্বিনঃ। লোকযাত্রা-ক্রিয়াঃ সর্ব্বে প্রহসন্তি ব্যপত্রপাঃ॥ ১৯॥ যস্য চাস্তি গৃহে বিত্তং তরুণ্যশ্চ তথা স্ত্রিয়ঃ। তেনতেন সমং সখ্যং প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি॥ ২০॥ বিধবানাং ব্রত-স্থানাং সর্ব্বেষাং লিঙ্গিনাং তথা। হৃদিস্থিতো মহান্ কামো ব্রতচর্য্যাবহিঃস্থিতাঃ॥ ২১॥ তীর্থানি বিপ্লবং যান্তি পাপলোকশ্রিতানি চ। কলেভীতানি সর্ব্বাণি প্রদ্রবন্তি দিশো দশ॥ ২২॥ অহং তত্র স্থিতো যস্মাৎ কলিকালে পিতামহ॥ ২৩॥ কলিকালে বিশেষেণ স্বৈরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ। ভর্ত্রা বিবদমানাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কার্ম্মণতৎপরাঃ। বৃথা ব্রতানি

করতোয়ার দক্ষিণে সরস্বতীতীরে অবস্থিত। কিন্তু আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—এই তীর্থ আকাশে অবস্থিত। অতএব আমাদের এই মহৎ কৌতুহল যে, ঐ তীর্থ হাটকেশ্বরক্ষেত্রে কিরূপে আগমন করিল? ইহাই আপনি ব্যক্ত করুন। সূত বলিলেন, —হে মহাভাগগণ! আপনারা যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য; আপনারা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন, আমি স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া বিস্তৃতভাবে সমস্ত বলিতেছি। একদা অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়াই মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার পাদান্তিকে সম্মুখভাগে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অয়ি বৎস! বহু দিন তোমাকে দর্শন করি নাই, অধুনা কোথা হইতে আগমন করিলে, এবং কোথায় কিজন্য বিচরণ করিতেছিলে, তাহা বল? দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—দেব! আমি ইদানীং মর্ত্ত্যলোক হইতে আগমন করিতেছি; আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য—আপনার পাদপূজা। ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! মর্ত্ত্যলোকের কিম্বদন্তী বল, সেখানকার পার্থিব, দ্বিজসত্তম, ও অন্য সকলের ব্যবহার কীদৃশ? তুমি তাহা বল? নারদ বলিলেন,—হে দেব! মর্ত্ত্যলোকে কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পার্থিবগণ লোভ-পরায়ণ, সৎপথত্যাগী, প্রজাপীড়ক, নির্ঘৃণ, বিগতশৌর্য্য ও পরদারমর্দ্দক হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা আর দেব-দ্বিজ-গুরু-পূজা করেন না। ব্রাহ্মণগণ, বেদবিক্রয়ী, শৌচবর্জ্জিত অসৎপ্রতিগ্রাহী, সন্ধ্যাবর্জ্জিত, নির্ঘৃণ, কৃষিকর্ম্মরত এবং বৈশ্যবৎ পশুপালক হইয়াছেন। আর ধরণীতলে বৈশ্য একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। শূদ্রগণই ধরণীতলে ধর্ম্মকাম, ও তপস্বী হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই নির্লজ্জ হইয়া আপন আপন ব্যবসায়ের নিন্দা করিতেছে। যাহাদের যাহাদের গৃহে ধন ও যুবতী স্ত্রী আছে, তাহাদের সহিত জনগণ সখ্য করিয়া থাকে। ব্রতস্থ বিধবা এবং বৃথাবেশধারী ব্রহ্মচারীদিগের অন্তরে মহতী কামনা এবং বাহিরে ব্রতচর্য্যা দৃষ্ট হইতেছে, পাপলোকাশ্রিত হইয়া তীর্থ সকল বিপ্লব প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই কলিভয়ে ভীত হইয়া দিগদিগন্তে পলায়ন করিতেছে, যে হেতু আমি সেখানে ছিলাম। নারীগণ স্বৈরিণী ও ললিতপ্রিয়া হইয়াছে এবং তাহারা ভর্ত্তার সহিত বিবাদ করিয়া কর্ম্ম করিতেছে। পতির কথা না শুনিয়া তাহারা বৃথা ব্রত করিয়া থাকে। হে পিতা-

কুর্ব্বন্তি ত্যক্ত্বা তং স্বপথে কথাম্ ॥ ২৪ ॥ কলির্বলিষ্ঠঃ সুতরাং বরদানেন তে কৃতঃ। যদা মর্ত্ত্যে ভবেদ্যুদ্ধং কণ্ডূতির্জায়তে হৃদি ॥ ২৫ ॥ স্বর্গে বা মস্তকে চৈব পাতালে চাথ পাদয়োঃ। সাম্প্রতং মর্ত্ত্যলোকে চ ময়া দৃষ্টমনেকশঃ ॥ ২৬ ॥ শ্বশ্রূণাং চ বধূনাঞ্চ তথা জনকপুত্রয়োঃ। বান্ধবানাং বিশেষণ তথা চ স্বামিভৃত্যয়োঃ ॥ ২৭ ॥ চৌরাণাং পার্থিবানাং চ দম্পত্যোশ্চ বিশেষতঃ। স্বল্পোদক তথা মেঘাঃ স্বল্পশস্যা চ মেদিনী ॥ ২৮ ॥ স্বল্পক্ষীরাস্তথা গাবঃ ক্ষীরে সর্পির্ন বিদ্যতে। এবং যুদ্ধানি তেষাং চ বীক্ষমাণো দিবানিশম্ ॥ ২৯ ॥ অহং মর্ত্ত্যে পরিভ্রান্তশ্চিরাত্তেন সমাগতঃ। ভূয়ো যাস্যামি তত্রৈব কণ্ডূতির্মহতী স্থিতা ॥ ৩০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য নারদস্য পিতামহঃ। পুষ্করস্য কৃতে জাতশ্চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩১ ॥ মর্ত্ত্যে চ মামকং তীর্থং পুষ্করন্নাম বিশ্রুতম্। নাশং যাস্যতি তন্নূনং কলিকালপরিপ্লুতম্ ॥ ৩২ ॥ তস্মাদন্যত্র নেষ্যামি কলির্যত্র ন বিদ্যাত। যেন তত্র বিমুঞ্চামি নিজং তীর্থং চ পুষ্করম্ ॥ ৩৩ ॥ কলিকালে চ সম্প্রাপ্তে সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করে। তত্র প্রয়ান্তু তীর্থানি সর্ব্বাণ্যেব বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥ গতে কলৌ প্রয়াস্যন্তি নিজং স্থানমসংশয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ এবং নিশ্চিত্য মনসা হস্তস্থং কমলং ততঃ। প্রোবাচ সাদরং তচ্চ স্বয়ং ধ্যাত্বা পিতামহঃ ॥ ৩৬ ॥ পত ত্বং পদ্ম ভূপৃষ্ঠে কলির্যত্র ন বিদ্যতে। যেনানয়ামি তত্রৈব পুষ্করং তীর্থমাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥ ততস্তৎপ্রেষিতং তেন পদ্মং ভ্রান্ত্বা মহীতলে। সমন্তে পতিতং ক্ষেত্রে হাটকেশ্বরসম্ভবে ॥ ৩৮ ॥ দৃষ্ট্বা বেদবিদো বিপ্রান্ স্বাধ্যায়নিরতাঞ্ছুচিন্। তেষাং যজ্ঞক্রিয়াভিশ্চ যজ্ঞোপান্তৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৯ ॥ যূপাদ্যৈঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তে সদিশে গগনাঙ্গনে। ঋগ্যজুঃসামঘোষেণ তথা চাথর্ব্বজেন চ ॥ ৪০ ॥ দিঙ্মণ্ডলে তথা ব্যাপ্তে নান্যঃ সংশ্রূয়তে ধ্বনিঃ। তথা চ তার্কিকানাং চ বিবাদেষু মহৎসু চ ॥ ৪১ ॥ বেদান্তানাং সমস্তানাং ব্যাখ্যানে বহুধা কৃতে। দৃশ্যন্তে মুনয়ো যত্র সংস্থিতা নিয়মেষু চ ॥ ৪২ ॥ একাহারা নিরাহারা একান্তরকৃতাশনাঃ। ত্রিরাত্রোপোষিতাশ্চান্যে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণে রতাঃ ॥ ৪৩ ॥ মহাপরাকিণশ্চান্যে তথা মাসোপবাসিনঃ। অশ্মকুট্টাশনশ্চান্যে দন্তোলূখলিকাস্তথা ॥ ৪৪ ॥ শীর্ণপর্ণাশিনশ্চৈকে ফলাহারা মহর্ষয়ঃ। তদ্দৃষ্ট্বা তাদৃশং ক্ষেত্রং সংযুক্তং বিবিধৈর্গুণৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ততস্তৎ

মহ! আপনিই বর দান করিয়া কলিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ করিয়াছেন। যখন মর্ত্ত্যে যুদ্ধ হয়, তখন আমার হৃদয়ে কণ্ডূতি (চুলকানি) জন্মিয়া থাকে। আর স্বর্গে যুদ্ধ হইলে মস্তকে এবং পাতালে হইলে পাদদ্বয়ে কণ্ডূতি হয়। সম্প্রতি আমি মর্ত্ত্যলোকে বিস্তর কলহ দেখিলাম। শ্বশ্রূর সহিত বধূর, জনকের সহিত পুত্রের, বান্ধবের সহিত বান্ধবের, স্বামীর সহিত ভৃত্যের, চৌরের সহিত পার্থিবের এবং পতির সহিত ভার্য্যার সেখানে নিত্য বিরোধ হইতেছে। মেঘবৃন্দ স্বল্পোদক, মেদিনী অল্পশস্যা, গাভী সকল স্বল্পক্ষীরা এবং ক্ষীর ঘৃতহীন হইয়াছে আমি বহুকাল মর্ত্ত্যধামে ভ্রমণ করিতে করিতে এই সকল প্রত্যক্ষ করিলাম। পরে এখানে আগমন করিয়াছি। পুনরায় সেখানে গমন করিব, আমার মহতী কণ্ডূতী উঠিয়াছে। পিতামহ দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুষ্করক্ষেত্রবিষয়ক চিন্তা করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই আমার সত্যধর্ম্মস্থিত পুষ্কর ক্ষেত্র কলিপ্রভাবে নাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব আমি তাহাকে যেখানে কলি নাই, সেই স্থানে লইয়া যাই। সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর কলিকাল প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময় আমি নিজ তীর্থ পুষ্করকে স্থানান্তরিত করি। অন্যান্য তীর্থ সকলও ঐ স্থানে গমন করুক। কলিকাল অপনীত হইলে পুনরায় তীর্থ সকল স্ব স্ব স্থানে গমন করিবে। ১-৩৫। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভগবান পিতামহ স্বীয় হস্তস্থ কমলকে বলিলেন,—হে পদ্ম! যেখানে কলি নাই, তুমি সেই স্থানে পতিত হও। আমি ঐ স্থানে পুষ্কর তীর্থকে লইয়া যাইব। পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া পদ্ম মহীতলের নিখিল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে পতিত হইল। পতিত হইয়া সে দেখিল,—বেদবিৎ, শুচি ব্রাহ্মণেরা ঐ স্থানে স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন; তাঁহাদের যজ্ঞক্রিয়া এবং যজ্ঞোপান্ত ক্রিয়াসমূহের ঐ স্থানের দিক্ সহ গগনাঙ্গন ব্যাপ্ত হইয়াছে; ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বঘোষ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূরিত হইয়াছে। অন্য কোন ধ্বনি শ্রুত হইতেছে না। তার্কিকগণের মহান্ বিবাদ ও নিখিল বেদান্তব্যাখ্যা, এই সকল কর্ম্মে মুনিগণ ঐ স্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একাহার, নিরাহার, একান্তরকৃতাশন, ত্রিরাত্রোপবাসী, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণরত, পারাকী, মাসোপবাসী, অশ্মকুট্টাশী, দন্তোলূখলিক, শীর্ণপর্ণাশী, ও ফলাশী, বিবিধ মহর্ষিগণ ঐ স্থানে বিরাজ করিতেছেন। পদ্ম

শ্বতিতং তত্র পুণ্যং স্নাত্বা মহীতলে। যত্র স্থানে-হপতৎপূর্ব্বং তস্মাদুচ্চলিতং পুনঃ॥ ৪৬॥ অন্যস্মিংশ্চ ততঃ স্থানে দ্বিতীয়ে দ্বিজসত্তমাঃ। তস্মাদপি তৃতীয়ে তু তৃতীয়ং পঙ্কজং হিতম্॥ ৪৩॥ ততো গর্ত্তাত্রয়ং জাতং তেষু স্থানেষু চ ত্রিষু। গর্ত্তাসু চ জলং জাতং স্বচ্ছং স্ফটিকসন্নিভম্॥ ৪৮॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ স্বয়মেব পিতামহঃ। তত্র স্থানে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যজ্ঞকর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ ৪৯॥ দৃষ্ট্বা সমন্ততঃ ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। নানাবিপ্রৈঃ সমাকীর্ণং বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ। তপস্বিভিস্তথানেকৈর্ব্রতচর্য্যাপরায়ণৈঃ॥ ৫০॥ অহোক্ষেত্রমহো ক্ষেত্রং পুণ্যং রম্যং দ্বিজপ্রিয়ম্। তস্মাদ্‌যজ্ঞং করিষ্যামি ক্ষেত্রেহস্মিংশ্চ দ্বিজাশ্রয়ে॥ ৫১॥ আনয়িষ্যামি তচ্চাপি পুষ্করত্রিতয়ং শুভম্। গর্ত্তাস্বেতাসু পুণ্যাসু জ্যেষ্ঠং মধ্যং কনীয়কম্॥ ৫২॥ কলিকালে চ সম্প্রাপ্তে যেন লোপং ন গচ্ছতি। স্বয়ং নিশ্চিত্য মনসা চোপবিশ্য ধরাতলে॥ ৫৩॥ ধ্যাত্বা চ সুচিরং কালমানয়ামাস তত্র চ। পুষ্করত্রিতয়ং শ্রেষ্ঠং জ্যেষ্ঠমধ্যকনীয়কম্॥ ৫৪॥ ততোহব্রবীৎস হৃষ্টাত্মা হেতদ্ধি পুষ্করত্রয়ম্। ময়া সম্যক্‌সমানীতং কলিকালভয়েন চ॥ ৫৫॥ যেহত্র স্নানং করিষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ। তে যাস্যন্তি পরাং সিদ্ধিমক্ষয়াং মৎপ্রসাদতঃ॥ ৫৬॥ যে চ শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি কার্ত্তিক্যাং সুসমাহিতাঃ। করিষ্যন্তি গয়াশীর্ষে তেষাং পুণ্যং মহত্তমম্॥ ৫৭॥ তত্রাদ্যাৎপুষ্করাৎ পুণ্যং লভিষ্যন্তি শতাধিকম্। ময়া যজ্ঞঃ কৃতস্তত্র কার্ত্তিক্যাং পূর্ব্বপুষ্করে॥ ৫৮॥ বৈশাখ্যাঞ্চ করিষ্যামি অত্রাহঞ্চ দ্বিতীয়কে॥ ৫৯॥ এবমুক্ত্বা ততো ব্রহ্মা হ্যাদিদেশ সদাগতিম্। মম'-দেশাদ্দ্রুতং বায়ো সমানয় পুরন্দরম্॥ ৬০॥ আদিত্যৈর্ব্বসুভিঃ সার্দ্ধং রুদ্রৈশ্চৈব মরুদ্গণৈঃ। গন্ধর্ব্বৈর্লোকপালৈশ্চ সিদ্ধৈর্ব্বিদ্যাধরৈস্তথা॥ ৬১॥ যেন মে স্যাৎসহায়ত্বং সমস্তে যজ্ঞকর্ম্মণি। তচ্ছ্রুত্বা সকলং বায়ুর্গত্বা শক্রনিবেশনম্। কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং যদুক্তং পরমেষ্ঠিনা॥ ৬২॥ সত্বরং প্রযযৌ তত্র সর্ব্বৈর্দ্দেবগণৈঃ সহ। প্রণিপত্য ততস্তং স ব্রহ্মাণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬৩॥ আদেশো দীয়তাং দেব হ্যহমাকারিতস্ত্বয়া। যদর্থশং তৎকরিষ্যামি তস্মাচ্ছীঘ্রং নিবেদয়॥ ৬৪॥ ব্রহ্মোবাচ। ময়া শক্রাত্র চানীতং সুপুণ্যং পুষ্করত্রয়ম্। কলিকাল-

---

এই স্থান পবিত্র দেখিয়া করিয়া পতিত হইল। পতিত হওয়ার পর অন্য স্থানে গেল, অনন্তর ঐ স্থান হইতে আর এক ভিন্ন স্থানে পড়িল। এই হেতু ঐ স্থানে গর্ত্তত্রয় জন্মিয়াছে এবং ঐ সকল গর্ত্তে স্ফটিকনিভ স্বচ্ছ জল হইয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! স্বয়ং পিতামহ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিলেন যে, বেদবেদান্তপারগ বিপ্রগণ ঐ স্থান ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন এবং বহু ব্রতচর্য্যাপরায়ণ তপস্বী ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। এই স্থান পবিত্র। তিনি ঐ স্থানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, অহো কি চমৎকার ক্ষেত্র! কি চমৎকার ক্ষেত্র! এই স্থান পুণ্যময় রম্য, ও দ্বিজপ্রিয়! অতএব আমি এই দ্বিজপ্রিয় ক্ষেত্রে যজ্ঞ করিব এবং শুভ পুষ্করত্রয়কে এই স্থানের শুভ গর্ত্তত্রিতয়ে আনয়ন করিব। এরূপ করিলে পুষ্করত্রিতয় কলিকালে লোপ পাইবে না। ভগবান্ পিতামহ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ধরাতলে উপবেশনপূর্ব্বক সুচির কাল ধ্যান করারপর জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠ পুষ্করত্রিতয়কে ঐ স্থানে আনয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—আমি কলিকালভয়ে পুষ্করত্রিতয়কে এই স্থানে আনয়ন করিলাম। যে ব্যক্তি এইস্থানে স্নান করিবে, সে অক্ষয় পরমা সিদ্ধি লাভ করিবে। যে মানব কার্ত্তিকী পুর্ণিমায় এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার গয়াশীর্ষে শ্রাদ্ধ করার ফল লাভ হইবে এবং আদ্য পুষ্কর হইতে শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ করিবে। আমি প্রথম পুষ্করে কার্ত্তিকী পুর্ণিমায় যজ্ঞ করিলাম; আর বৈশাখী পুর্ণিমায় দ্বিতীয় পুষ্করে করিব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ পিতামহ সদাগতি বায়ুকে বলিলেন,—বায়ো! তুমি আদিত্য, বসু, রুদ্র, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্ব, লোকপাল, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের সহিত পুরন্দরকে এই স্থানে আনয়ন কর,—যে হেতু তাঁহারা আমার যজ্ঞ কর্ম্মে সহায়তা করিবেন। পিতামহের বাক্য শুনিয়া বায়ু শক্রভবনে উপস্থিত হইয়া পরমেষ্ঠী যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। ৩৬–৬২। দেবেন্দ্র সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর সর্ব্ব দেবগণের সহিত ঐ স্থানে রওনা হইলেন এবং ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পিতামহকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেব! আপনি আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি উপস্থিত, আদেশ প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—শক্র! আমি কলিকালভয়ে

ভগ্নাচ্চৈব করিষ্যে তদহং স্থিরম্। ৬৫। অগ্নিষ্টোমত্রয়ং কৃত্বা বৈশাখ্যাঞ্চ যথার্চ্চিতম্। সম্ভারমাহরধ্বাশু তদর্থং সর্ব্বমেব হি। ৬৬। ব্রাহ্মণাংশ্চ তদর্হাংশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগান্। তচ্ছ্রুত্বা বিনয়চ্ছক্রস্তথেত্যুক্তা ত্বরান্বিতঃ। সম্ভারানানয়াস তদর্হাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্। ৬৭। ততশ্চকার বিধিবদ্‌যজ্ঞং স প্রপিতামহঃ। যথোক্তবিধিনা সর্ব্বং তথা সম্পূর্ণদক্ষিণম্। ৬৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্করোৎপত্তিযজ্ঞসমারম্ভার্থমুপকরণানয়ন ব্রাহ্মণাদিপ্রকারকথনং নামৈকোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৭৯।

অশীত্যদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অত্যদ্ভুতমিদং সূত যত্ত্বয়া সমুদাহৃতম্। ব্রহ্মণা যৎকৃতো যজ্ঞস্তত্র ক্ষেত্রে মহাত্মনা। ১ ॥ অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা যে বর্ত্তন্তে ধরাতলে। যষ্টব্যাস্তেষু যজ্ঞেষু স এব হি সুরেশ্বরঃ॥ ২। তেনৈব যজতা তত্র কো হেতুঃ প্রব্রবীহি নঃ। ঋত্বিজঃ কে স্থিতাস্তত্র যৈস্তৎকর্ম্ম যথোদ্ভবম্। তৎ প্রত্যক্ষে কৃতং সর্ব্বমেতন্নঃ কৌতুকং পরম্। ৩। কা চৈব দক্ষিণা দত্তা তেন তেষাং দ্বিজন্মনাম্। কোঽধ্বর্য্যুর্ব্বিহিতস্তত্র যেন তদ্‌যজনং কৃতম্। ৪। কো হোতা কশ্চ বাগ্নীধ্রঃ কো ব্রহ্মা তত্র সংস্থিতঃ। উদ্গাতা কঃ স্থিতস্তত্র হ্যাচার্য্যো যজ্ঞকর্ম্মণি। ৫। সূত উবাচ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি সর্ব্বং যজ্ঞস্য সম্ভবম্। বৃত্তান্তং যচ্চ তত্রস্থমাশ্চর্য্যং দ্বিজপুঙ্গবাঃ। ৬। যে সদস্যাঃ স্থিতাস্তত্র ঋত্বিজশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। দক্ষিণা যাঃ প্রদত্তাশ্চ তেভ্যস্তেন মহাত্মনা। ৭। যজতা দেবদেবেন ব্রহ্মণামিততেজসা। যজ্ঞকামং চতুর্ব্বক্ত্রং জ্ঞাত্বা দেবঃ শতক্রতুঃ। ৮। সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং সাহায্যার্থমুপাগতঃ। তথা চ ভগবান্ শম্ভুঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ। ৯। তান দৃষ্ট্বাভ্যাগতান্ ব্রহ্মা মর্ত্ত্যধর্ম্মসমাশ্রিতান্। প্রোবাচ বিনয়োপেতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। ১০। স্বাগতং বঃ সুরশ্রেষ্ঠাঃ প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মম। নিবিশ্যতাং যথান্যায়ং স্থানেষু রুচিরেষু চ। ১১। ধন্যো ঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যদ্‌যূয়ং স্বয়মাগতাঃ। মন্ত্রাহুতা যথা কৃচ্ছ্রাৎ সর্ব্বসত্রেষু গচ্ছথ। ১২। দেবা উচুঃ।

এই স্থানে পুষ্করত্রয়কে আনয়ন করিয়াছি; আর স্থির করিয়াছি যে, বৈশাখী পূর্ণিমাতে এই স্থানে তিনটী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিব। অনন্তর তোমরা দ্রব্যসম্ভারসমূহ এবং বেদবেদাঙ্গপারগ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন কর। আদেশ শ্রবণ করিয়া শক্র 'তথাস্ত' বাক্যে তাঁহার বাক্য অনুমোদন করত সত্বর যজ্ঞার্হ সম্ভার ও যাজ্ঞিক দ্বিজগণকে আনয়ন করিলেন। অনন্তর পিতামহ যথোক্ত বিধি অনুসারে সম্পূর্ণদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন। ৬৩—৬৮।

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৯।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! ভগবান্ ব্রহ্মা পুষ্কর ক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত। ধরাতলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে কেবল একমাত্র ভগবান্ ব্রহ্মাই পূজিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞ করিবার আবার উদ্দেশ্য কি, বল? সে যজ্ঞে কে ঋত্বিক্ ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সমক্ষে যজ্ঞের কার্য্য সম্পাদন করিলেন, আপনি তাহাদিগের নাম বলুন, ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে। ঐ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে কিরূপ দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল এবং কেই বা অধ্বর্য্যু হইয়া যজন করিয়াছিলেন? কেই বা ঐ যজ্ঞে হোতা, অগ্নীধ্র, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, ও আচার্য্য হইয়াছিলেন, এই সকল আমাদিগকে বলুন? ১—৫। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! আমি যজ্ঞিয় বৃত্তান্ত সমস্ত আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ঐ যজ্ঞে যাঁহারা সদস্য ছিলেন, এবং বৃত ব্রাহ্মণগণকে যে পরিমাণ দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। দেব শতক্রতু চতুরাননকে যজ্ঞকামী জানিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে সুরগণের সহিত তৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। ভগবান্ শম্ভুও বহু দেবতা সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া পিতামহ বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সুখে আগমন করিয়াছেন ত? আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট হউন। আমি অদ্য ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম; যে হেতু আপনারা অপরাপর যজ্ঞে যেমন মন্ত্রাহুত

যেন যজ্ঞাত্র কর্ত্তব্যং তচ্ছীঘ্রং বদ পদ্মজ। যজ্ঞে তব মহাভাগ তত্ত্ব তত্ত্বং সমাদিশ॥ ১৩॥ ব্রহ্মোবাচ। বিশ্বকর্ম্মন্ দ্রুতং গচ্ছ যজ্ঞমণ্ডপসিদ্ধয়ে। পত্নীশালাং তত্তশ্চৈব যজ্ঞবেদীস্তথৈব চ॥ ১৪॥ কুণ্ডানি চৈব সর্ব্বাণি যথাস্থানেষু কারয়। যজ্ঞপাত্রাণি সর্ব্বাণি গ্রহাশ্চ চমসাস্তথা॥ ১৫॥ যূপাশ্চ যৎপ্রমাণেন কর্ত্তব্যাঃ সচষালকাঃ। পচনার্থং তথা গর্ত্তাঃ কর্ত্তব্যা যৎপ্রমাণতঃ॥ ১৬॥ ইষ্টিকানাং সহস্রাণি দশ চাষ্টশতানি চ। কর্ত্তব্যানি ত্বয়া শীঘ্রং চয়নানীতি সত্বরম্॥ ১৭॥ তথা হিরণ্ময়শ্চাপি পুরুষঃ কার্য্য এব হি। তথেত্যুক্তা ততস্ত্বষ্টা শীঘ্রাচ্ছীঘ্রতরং যযৌ॥ ১৮॥ ততশ্চ পদ্মজঃ প্রাহ দেবাচার্য্যং বৃহস্পতিম্। বৃহস্পতে ত্বমানীহি যজ্ঞার্হান্বিজো-ত্তমান্॥ ১৯॥ যাবৎ ষোড়শসঙ্খ্যাশ্চ নাস্মৈস্তৈতদ্ধি যুজ্যতে। ত্বয়া শক্র সদা কার্য্যা শুশ্রূষা চ দ্বিজন্মনাম্॥ ২০॥ হস্তপাদাবমর্দ্দশ্চ শ্রান্তানাং পৃষ্ঠমর্দ্দনম্। ধনাধ্যক্ষ ত্বয়া দেয়া দক্ষিণা কাল-সম্ভবা॥ ২১॥ সুবস্ত্রাণি হিরণ্যং চ তথান্যদ্বাপি বাঞ্ছিতম্। ত্বয়া বিষ্ণো সদা কার্য্যং কৃত্যাকৃত্য-পরীক্ষণম্॥ ২২॥ যুক্তং কৃতমথো নৈব সাবধানেন সর্ব্বদা। লোকপালাশ্চ যে সর্ব্বে রক্ষন্তু সকলা দিশঃ। ভূতপ্রেতপিশাচানাং প্রবেশং রাক্ষসো-ত্তবম্॥ ২৩॥ যো যং কাময়তে কামং কিঞ্চিদ্বস্তু ধনং চ বা। বিচার্য্য তস্য তদ্দেয়ং সর্ব্বযজ্ঞাধিপেন তু॥ ২৪॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ। ভবন্তু পরিবেষ্টারো ভোক্তুকামজনস্য চ॥ ২৫॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বকর্ম্মা ত্বরা-ন্বিতঃ। অব্রবীৎ পঙ্কজভবং সংসিদ্ধো যজ্ঞমণ্ডপঃ॥ ২৬॥ সর্ব্বমন্যৎসমাদিষ্টং যত্বয়োক্তং চতুর্ম্মুখ॥ ২৭॥ ততো বৃহস্পতিঃ প্রাহ সমভ্যেত্য পিতামহম্। সমা-নীতা ময়া দেব ব্রাহ্মণা যজ্ঞকর্ম্মণি॥ ২৮॥ বিপ্রাঃ ষোড়শসংখ্যাশ্চ ঋত্বিক্‌কর্ম্মণি যোজয়। স্বয়ং পরীক্ষ্য দেবেশ যজ্ঞকর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ ২৯॥ ততো ব্রহ্মা স্বয়ং দৃষ্ট্বা তান্ পরীক্ষ্য প্রযত্নতঃ। ঋত্বিক্ত্বে চ নিযোজ্যাথ ততশ্চক্রে তদর্হণম্॥ ৩০॥ ঋষয় ঊচুঃ। ঋত্বিজাং চৈব সর্ব্বেষাং সূত নামানি কীর্ত্তয়। যেন যো বিহিতস্তত্র পদার্থঃ সূত তং বদ॥ ৩১॥ সূত উবাচ। ভৃগুর্হোত্রে ততস্তেন বৃতো ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।

হইয়া কষ্টে গমন করেন, তদ্রূপ আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন। দেবগণ বলিলেন,—হে পদ্মজ! আপনার এই যজ্ঞে যাহা করিতে হইবে, আপনি অচিরাৎ তাহা আমাদিগকে আদেশ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, যজ্ঞমণ্ডপনির্ম্মাণের জন্য শীঘ্র বিশ্বকর্ম্মাকে আনয়ন করুন। তাঁহাকে আনিয়া পত্নীশালা, যজ্ঞবেদী, কুণ্ড সকল, যজ্ঞপাত্র সকল, গ্রহ সকল, চমস-সকল, যূপ সকল পচনার্থ গর্ত্ত, এবং দশ সহস্র অষ্ট শত ইষ্টক প্রস্তুত করান। ত্বরান সকল সত্বর করিতে হইবে, হিরণ্ময় পুরুষ নির্ম্মাণ করা চাই। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বষ্টা দ্রুতগতি গমন করিলেন। অনন্তর পদ্মযোনি দেবাচার্য্য বৃহস্পতিকে বলিলেন,—আপনি ষোড়শসংখ্যক ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থ আনয়ন করুন। ইহার ন্যূন হইলে চলিবে না। হে শক্র! আপনি ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকুন। শ্রান্ত বিপ্রগণের আপনি হস্ত-পদ ও পৃষ্ঠ মর্দ্দন করিয়া দিবেন। হে ধনাধ্যক্ষ! আপনি যথা-কালে বিপ্রগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। আর বস্ত্র, হিরণ্য, এবং যাহা তাঁহারা প্রার্থনা করেন, তাহাই তাঁহাদিগকে দিবেন। বিষ্ণো! আপনি সর্ব্বদা কৃত্যাকৃত্য পরীক্ষা করুন। উপ-যুক্তরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে কি না, ইহা আপনি সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করুন। লোকপালগণ দিক্‌সমূহ রক্ষা করুন। ভূত-প্রেত-পিশাচ ও রাক্ষসগণ ইহারা যেন কোনরূপে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে। যে যাহা অভিলষিত প্রার্থনা করিবে, ধন হউক, বস্ত্র হউক, বিবেচনাপূর্ব্বক যজ্ঞাধিপগণ তাহা তৎক্ষণাৎ দিবেন। আর আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব ও মরুদ্গণ, ইহারা সকলে ভোক্তুকাম ব্যক্তিদিগকে পরিবেশন করুন। ৬—২৫। ইত্যবসরে বিশ্বকর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—হে চতুরানন! যজ্ঞমণ্ডপ ও অন্যান্য যাবতীয়—যাহা আপনি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই প্রস্তুত করা হইয়াছে। অনন্তর মহাভাগ বৃহস্পতি বলিলেন,—হে দেব! আমি ষোড়শ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছি, ইঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ঋত্বিক্‌ কর্ম্মে নিয়োজিত করুন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যত্নপূর্ব্বক ঋত্বিক্‌-কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় তাঁহাদের পূজা বিহিত হইল। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি ঐ সকল ঋত্বিকের নাম কীর্ত্তন করুন এবং উঁহাদের যাহা কর্ত্তৃক যে পদার্থ বিহিত হইয়াছিল।

মৈত্রাবরুণসংজ্ঞস্তু তথৈব চ্যবনো মুনিঃ ॥ ৩২ ॥ অচ্ছা-বাকো মরীচিশ্চ গ্রাবস্তুদ্গালবো মুনিঃ। পুলস্ত্যশ্চ তথাধ্বর্য্যুঃ প্রস্তাতাত্রিশ্চ সংস্থিতঃ ॥৩৩॥ তত্র রৈভ্যো মুনির্নেষ্টা তত্রোন্নেতা সনাতনঃ। ব্রহ্মাচ নারদো গর্গো ব্রাহ্মণাচ্ছংসিরেব চ ॥ ৩৪ ॥ আগ্নীধ্রশ্চ ভরদ্বাজো হোতা পারাশরস্তথা। তথৈব তত্র ক্ষেত্রে চ উদ্গাতা গোভিলো মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥ তথৈব কৌথুমো জজ্ঞে প্রস্তোতা যজ্ঞকর্ম্মণি। শাণ্ডিল্যঃ প্রতিহর্ত্তা চ সুব্রহ্মণ্যস্তথাঙ্গিরাঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্য যজ্ঞস্য সিদ্ধ্যর্থ-মিত্যেতে ষোড়শর্ত্বিজঃ। বস্ত্রাভরণশোভাঢ্যা বিনয়েন কৃতাশ্চ তে ॥ ৩৭ ॥ ততঃ কৃত্বা স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বেষামর্হণক্রিয়াম্। গৃহ্যোক্তেন বিধানেন ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ৩৮ ॥ এষোঽহং শরণং প্রাপ্তো যুষ্মাকং দ্বিজসত্তমাঃ। অনুগৃহ্ণীত মাং সর্ব্বে দীক্ষায়ৈ যজ্ঞকর্ম্মণঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মযজ্ঞোপাখ্যানেযজ্ঞমণ্ডপপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-সৎকারপূর্ব্বকাধ্বরকর্ম্মারম্ভোনামাশীত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

তাহাও বলুন। সূত বলিলেন,- হে ব্রাহ্মণসত্তম-গণ! ভগবান্ পিতামহ ভৃগু, মৈত্রাবরুণ, ও চ্যবনকে, হোতা, মরীচিকে, অচ্ছাবাক, ও গালবকে গ্রাবস্তুৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আর পুলস্ত্য অধ্বর্য্যু, অত্রি প্রস্তোতা, রৈভ্য নেষ্টা, সনাতন উন্নেতা, নারদ ব্রহ্মা, গর্গ ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, ভরদ্বাজ আগ্নীধ্র, পারাশর হোতা, গোভিল উদ্গাতা, কৌথুম প্রস্তোতা, শাণ্ডিল্য প্রতিহর্ত্তা এবং অঙ্গিরা সুব্রহ্মণ্য হইয়াছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা এই ষোড়শ ব্রাহ্মণসত্তমকে বিনীত ভাবে বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা শোভাঢ্য করিলেন। অনন্তর তিনি গৃহ্যোক্ত বিধানে ব্রাহ্মণগণের অর্হণ-ক্রিয়া সমাধা করিয়া সাদরে বলিলেন,—হে দ্বিজ-সত্তমগণ! এই আমি আপনাদের শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনারা যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন। ২৬—৩৯।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮০।

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বৈর্নাগরৈর্ব্রাহ্মণো-ত্তমৈঃ। প্রেষিতো মধ্যগস্তত্র গর্ত্তাতীর্থসমুদ্ভবঃ ॥ ১ ॥ রেরে মধ্যগ গত্বা ত্বং ব্রূহি তং কুপিতামহম্। বিপ্রবৃত্তিপ্রহর্ত্তারং নীতিমার্গবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২ ॥ এতৎ ক্ষেত্রং প্রদত্তং নঃ পূর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্। মহেশ্বরেণ তুষ্টেন পূরিতে সর্পজে বিলে ॥ ৩ ॥ তস্য দত্তস্য চাদ্যৈব পিতামহশতং গতম্। পঞ্চোত্তরমসন্দিগ্ধং যাবত্ত্বং কুপিতামহ ॥ ৪ ॥ ন কেনাপি কৃতোঽস্মাকং তিরস্কারো যথাধুনা। ত্বাং মুক্ত্বা পাপকর্ম্মাণং ন্যায়মার্গবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥ নাগরৈর্ব্রাহ্মণৈর্ব্বাহ্যং যোঽত্র যজ্ঞং সমাচরেৎ। শ্রাদ্ধং বা স হি বধ্যঃ স্যাৎসর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৬ ॥ ন তস্য জায়তে শ্রেয়স্তৎসমুত্থং কথঞ্চন। এতৎ প্রোক্তং তদা তেন যদা স্থানং দদৌ হি নঃ ॥ ৭ ॥ তস্মাদ্যৎকুরুষে যজ্ঞং ব্রাহ্মণৈর্নাগরৈঃ কুরু। নান্যথা লপ্স্যসে কর্ত্তুং জীবদ্ভির্নাগরৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৮ ॥ এবমুক্তস্ততো

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ। ইত্যবসরে নাগর ব্রাহ্মণগণ যেখানে পিতামহ যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে মধ্যগকে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—রে রে মধ্যগ! তুমি যাইয়া সেই নীতি-মার্গবর্জ্জিত বিপ্রবৃত্তিহর কুপিতামহকে বল, যে, পূর্ব্বে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া সর্প বিল-পূরিত এই স্থানে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। অদ্য পঞ্চাধিক শত পিতামহ অতীত হইয়া গেল। অধুনা তুই এক কু-পিতামহ হইয়াছিস্; যে হেতু তোর মত ন্যায়মার্গবিবর্জ্জিত পাপকর্ম্মা ব্যতি-রেকে অন্য কেহই আর এরূপ আমাদিগের তিরস্কার করিতে পারে নাই। যে ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞে যোগ দান করিবেন, তিনি নাগর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হইবেন! আর যে ব্রাহ্মণ এই স্থানে শ্রাদ্ধ করাইবেন, তিনি ব্রাহ্মণগণের বধ্য হইবেন; যিনি এরূপ আচরণ করিবেন, তাঁহার কদাচ মঙ্গল হইবে না। মহেশ্বর যখন এই স্থান আমা-দিগকে দান করিয়াছিলেন, তখন এইরূপই বলিয়া দিয়াছিলেন।১—৭। অতএব যদি যজ্ঞ করিতে হয়, তবে নাগর ব্রাহ্মণগণকে লইয়া করুক, অন্যথা নাগর ব্রাহ্মণগণ জীবিত থাকিতে কার সাধ্য ঐ

গত্বা মধ্যগো যত্র পদ্মজঃ। যজ্ঞমণ্ডপদূরস্থো ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৯ ॥ যৎ প্রোক্তং নাগরৈঃ সর্বৈঃ সবিশেষং তদা হি সঃ। তচ্ছ্রুত্বা পদ্মজঃ প্রাহ সাম্বপূর্বমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ মানুষং ভাবমাপন্ন ঋত্বিগ্‌ভিঃ পরিবারিতঃ। ত্বয়া সত্যমিদং প্রোক্তং সর্বং মধ্যগসত্তম ॥ ১১ ॥ কিং করোমি বৃতাঃ সর্বে ময়া তে যজ্ঞকর্মণি। ঋত্বিজোঽধ্বর্যুপূর্বা যে প্রমাদেন ন কাময়া ॥ ১২ ॥ তস্মাদানয় তান্ সর্বানত্র স্থানে দ্বিজোত্তমান্। অনুজ্ঞাতস্তু তৈর্যেন গচ্ছামি মখমণ্ডপে ॥ ১৩ ॥ মধ্যগ উবাচ। ত্বং দেবত্বং পরিত্যজ্য মানুষং ভাবমাশ্রিতঃ। তৎকথন্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সমাগচ্ছন্তি তেঽন্তিকম্ ॥ ১৪ ॥ শ্রেষ্ঠা গাবঃ পশূনাঞ্চ যথা পদ্মসমুদ্ভব। বিপ্রাণামিহ সর্বেষাং তথা শ্রেষ্ঠা হি নাগরাঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাচ্চেদ্বাঞ্ছসি প্রাপ্তিং ত্বমেতাং যজ্ঞসম্ভবাম্। তদ্ভক্ত্যা নাগরান্ সর্বান্ প্রসাদয় পিতামহ ॥ ১৬ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা পদ্মজো ভীত ঋত্বিগ্‌ভিঃ পরিবারিতঃ। জগাম তত্র যত্রস্থা নাগরাঃ কুপিতা দ্বিজাঃ ॥ ১৭ ॥ প্রণিপত্য ততঃ সর্বান্ বিনয়েন সমন্বিতঃ। প্রোবাচ বচনং শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ জানাম্যহং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ হাটকেশ্বরে। যুষ্মদ্বাহ্যং বৃথা শ্রাদ্ধং যজ্ঞকর্ম তথৈব চ ॥ ১৯ ॥ কলিভীত্যা ময়ানীতং স্থানেঽস্মিন্ পুষ্করং নিজম্। তীর্থং তু যুষ্মদীয়ং চ নিক্ষেপোঽয়ং সমর্পিতঃ ॥ ২০ ॥ ঋত্বিজোঽমী সমানীতা গুরুণা যজ্ঞসিদ্ধয়ে। অজানতা দ্বিজশ্রেষ্ঠা আধিক্যং নাগরাত্মকম্ ॥ ২১ ॥ তস্মাচ্চ ক্ষম্যতাং মহ্যং যতশ্চ বরণং কৃতম্। এতেষামেব বিপ্রাণামগ্নিষ্টোমকৃতে ময়া ॥ ২২ ॥ এতচ্চ মামকং তীর্থং যুষ্মাকং পাপনাশনম্। ভবিষ্যতি ন সন্দেহ কলিকালেঽপি সংস্থিতে ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। যদি ত্বং নাগরৈর্বাহ্যং যজ্ঞং চাত্র করিষ্যসি। তদন্যেঽপি সুরাঃ সর্বে তব মার্গানুযায়িনঃ। ভবিষ্যন্তি তথা ভূপাস্তৎকার্যো ন মখস্ত্বয়া ॥ ২৪ ॥ যদ্যেবমপি দেবেশ যজ্ঞকর্ম করিষ্যসি। অবমন্য দ্বিজান্ সর্বান্ ক্ষিপ্রং গচ্ছাস্মদন্তিকাৎ ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অদ্যপ্রভৃতি যঃ কশ্চিদ্‌যজ্ঞমত্র করিষ্যতি। শ্রাদ্ধং বা নাগরৈর্বাহ্যং বৃথা তৎসম্ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ নাগরো-

স্থানে যজ্ঞ করে! এইরূপ অভিহিত হইয়া মধ্যগ যেখানে অনতিদূরে যজ্ঞমণ্ডপে ব্রাহ্মণগণপরিবেষ্টিত হইয়া পদ্মযোনি অবস্থিত, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নাগর ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি আমূলাগ্র বলিলেন ? তৎশ্রবণে ঋত্বিক্‌গণপরিবারিত পদ্মযোনি মানুষভাব গ্রহণ করত সান্ত্বপূর্বক এই বাক্য বলিলেন,—হে মধ্যগসত্তম! কি করিব ;—আমি প্রমাদবশতঃ অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণকে যজ্ঞে ব্রতী করিয়াছি, অতএব আপনি নাগর দ্বিজগণকে এই স্থানে আনয়ন করুন ; যে হেতু আমি তাঁহাদের অনুজ্ঞা লইয়া যজ্ঞমণ্ডপে গমন করিব। মধ্যগ বলিলেন,—হে পিতামহ! আপনি দেবত্ব পরিত্যাগ করিয়া মানুষভাব অবলম্বন করিয়াছেন অতএব কি প্রকারে তাঁহারা আপনার নিকটে আগমন করিবেন। হে পদ্মযোনে। গো যেমন পশুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি বিপ্রগণের মধ্যে নাগর বিপ্রগণ শ্রেষ্ঠ। অতএব আপনি যদি যজ্ঞে তাঁহাদের আগমন বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে ভক্তিপূর্বক তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করুন। সূত বলিলেন,—ভগবান্ পদ্মযোনি মধ্যগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋত্বিক্‌গণপরিবৃত হইয়া সভয়ে যেখানে কুপিত নাগরগণ বিরাজ করিতেছেন, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্বক বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি জানি যে, এই হাটকেশ্বরক্ষেত্রে যুষ্মদ্ব্যতীত শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞ করিলে তাহা বৃথা হয়। কলিভয়ে আমি নিজের পুষ্করতীর্থ এই স্থানে আনায়ন করিয়াছি, এই তীর্থ আমি আপনাদিগকে নিক্ষেপরূপে প্রদান করিলাম।১৮—২০। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের আধিক্য না জানিয়া যজ্ঞসিদ্ধির জন্য গুরুকর্তৃক এই ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়াছি। অতএব আপনারা আমায় ক্ষমা করুন ; যে হেতু আমি অগ্নিষ্টোম সাধনের জন্য এই বিপ্রগণকে বরণ করিয়াছি। কলিকালেও আমার এই তীর্থ নিশ্চয়ই আপনাদের পাপনাশন হইবে, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—যদি তুমি নাগর ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই যজ্ঞ কর, তাহা হইলে অন্যান্য দেবতাগণ এবং যজ্ঞ-বৃত ব্রাহ্মণগণ সকলেই তোমার মার্গানুযায়ী হইবে। হে পিতামহ! যদি এই ভাবে তুমি নাগর ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞ কর, তাহা হইলে শীঘ্র আমাদের নিকট হইতে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অদ্য হইতে যে জন নাগর ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ করিবে, তাহা বৃথা হইবে। আর নাগর ব্রাহ্মণ-

যদি চ মোহতস্তত্র কশ্চিদ্‌যজ্ঞং করিষ্যতি। এতৎ ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বৃথা তৎসম্ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ মর্য্যাদেয়ং কৃতা বিপ্রা নাগরাণাং ময়াধুনা। কৃত্বা প্রসাদমস্মাকং যজ্ঞার্থং দাতুমর্হথ। অনুজ্ঞাং বিধিবদ্বিপ্রা যেন যজ্ঞং করোম্যহম্ ॥২৮॥ সূত উবাচ। ততস্তৈর্ব্রাহ্মণৈ-র্ব্বৃতৈরনুজ্ঞাতঃ পিতামহঃ। চকার বিধিবদ্‌যজ্ঞং যে বৃতা ব্রাহ্মণাশ্চ তৈঃ ॥ ২৯ ॥ বিশ্বকর্ম্মা সমাগত্য ততো মস্তকমণ্ডনম্। চকার ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা নাগরাণাং মতে স্থিতঃ ॥ ৩০ । ব্রহ্মাপি পরমং তোষং গত্বা নারদমব্রবীৎ। সাবিত্রীমানয় ক্ষিপ্রং যেন গচ্ছামি মণ্ডপে ॥ ৩১ ॥ বাদ্যমানেষু বাদ্যেষু সিদ্ধকিন্নরগুহ্যকৈঃ। গন্ধর্ব্বৈর্গীতসংসক্তৈর্ব্বেদোচ্চারপরৈর্দ্বিজৈঃ। অরণিং সমুপাদায় পুলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩২॥ পত্নী পত্নীতি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রোচ্চৈস্তত্র ব্যবস্থিতা ॥ ৩৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা নারদং মুনিসত্তমম্। সংজ্ঞয়া প্রেষয়ামাস পত্নী চানীয়তামিতি ॥ ৩৪ ॥ সোঽপি মন্দং সমাগত্য সাবিত্রীং প্রাহ লীলয়া। যুদ্ধ-

---

গণও যদি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যজ্ঞাদি করেন, তাহা হইলে তাহাও বৃথা হইবে। হে বিপ্রগণ! আমি নাগর ব্রাহ্মণগণের এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম। ইদানীং আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যজ্ঞার্থ অনুমতি প্রদান করুন; যে হেতু আমি যজ্ঞ সম্পন্ন করিব। সূত বলিলেন,—অনন্তর নাগর ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া পিতামহকে যজ্ঞার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। অনন্তর পিতামহ বৃত ব্রাহ্মণগণকে লইয়া বিধিবৎ যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া পিতামহের মস্তকমণ্ডন করিয়া দিলেন। তিনি নাগর ব্রাহ্মণগণের মতে এই সকল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা অধুনা সন্তুষ্ট হইয়া নারদকে বলিলেন,—দেবী সাবিত্রীকে আহ্বান কর; অনন্তর আমি যজ্ঞ-মণ্ডপে গমন করিব। এই সময় সিদ্ধ-কিন্নর ও গুহ্যকগণ বাদ্য বাজাইয়া উঠিল; গন্ধর্ব্বগণ গান গাহিতে লাগিলেন; এবং বেদোচ্চারণ-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বেদ-নাদ করিতে লাগিলেন। অত্রান্তরে অরণি গ্রহণ করিয়া ভগবান্ পুলস্ত্য বলিয়া উঠিলন,—"পত্নী—পত্নী,—পত্নীমানয়"। বিপ্রগণ ঊর্দ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সংজ্ঞার সহিত নারদকে বলিলেন,—পত্নী আনীয়তাম্"। দেবর্ষি নারদ সাবিত্রীর সহিত বিধাতার কলহ-কামনায় মৃদু-মন্থর গমনে গমন করিয়া

প্রিয়োঽন্তরং বাহন সাবিত্র্যা সহ বেধসঃ ॥ ৩৫ ॥ অহং সম্প্রেষিতঃ পিত্রা তব পার্শ্বে সুরেশ্বরি। আগচ্ছ প্রস্থিতঃ স্নাতঃ সাম্প্রতং যজ্ঞমণ্ডপে ॥ ৩৬ ॥ পুনরেকাকিনী তত্র গচ্ছমানা সুরেশ্বরি। কীদৃগ্রূপা সদসি বৈ দৃশ্যসে ত্বমনাথবৎ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাদানীয়তাং সর্ব্বা যাঃ কাশ্চিদ্দেবযোষিতঃ। যাভিঃ পরিবৃতা দেবি যাস্যসি ত্বং মহামখে ॥ ৩৮ ॥ এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো নারদো মুনিসত্তমঃ। অব্রবীৎপিতরং গত্বা তাতাহ্বাকারিতা ময়া ॥ ৩৯ ॥ পরন্ত্বস্যাঃ স্থিরো ভাবঃ কিঞ্চিৎসংলক্ষিতো ময়া। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ততো মন্যুসমন্বিতঃ ॥ ৪০ ॥ পুলস্ত্যং প্রেষয়ামাস সাবিত্র্যাঃ সন্নিধৌ ততঃ। গচ্ছ বৎস ত্বমানীহি স্থানং সা শিথিলাত্মিকা। সোমভারপরিশ্রান্তং পশ্য মামূর্দ্ধসংস্থিতম্ ॥ ৪১ ॥ এষ কালাত্যয়ো ভাবি যজ্ঞকর্ম্মণি সাম্প্রতম্। যজ্ঞযানমুহূর্ত্তোঽয়ং সবিশেষো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪২ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পুলস্ত্যঃ সত্বরং যযৌ। সাবিত্রী তিষ্ঠতে যত্র গীতনৃত্যসমাকুলা ॥ ৪৩ ॥ ততঃ প্রোবাচ কিং দেবি ত্বং তিষ্ঠসি নিরাকুলা। যজ্ঞযানোচিতঃ কালঃ সোঽয়ং শেষস্ত

লীলাসহকারে বলিলেন,—অয়ি মাতঃ! পিতা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিলেন। আপনি স্নান করিয়া আসুন, যজ্ঞ-মণ্ডপে আপনাকে গমন করিতে হইবে। কিন্তু সুরেশ্বরী হইয়া আপনি একাকিনীই বা যাইবেন কিরূপে? একাকিনী সভায় গমন করিলে আপনাকে অনাথার ন্যায় দেখাইবে! অতএব আপনি যাবতীয় দেবপত্নীগণকে আনয়ন করুন। তাঁহাদের সহিত আপনি এই মহাযজ্ঞে গমন করিবেন। মাতাকে এই কথা বলিয়া মুনিসত্তম পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—তাত! আমি মাতাকে বলিয়া আসিলাম। কিন্তু দেখিলাম, —তিনি গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি পুলস্ত্যকে সাবিত্রী সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন,—বৎস! তুমি গিয়া সাবিত্রীকে লইয়া আইস। এই দেখ, আমি সোমভারপরিশ্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। যজ্ঞকর্ম্মের কাল অতিবাহিত হইতেছে মাত্র। যজ্ঞকল সময় অবশিষ্ট আছে। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলস্ত্য সত্বর গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—সাবিত্রী নৃত্যগীতপরায়ণা রহিয়াছেন॥২১—৪৩ তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন,—দেবি! এ কি? আপনি অব্যগ্রভাবে অবস্থান করিতেছেন;

তিষ্ঠতি ॥ ৪৪ ॥ তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামস্তাতঃ কৃচ্ছ্রেণ তিষ্ঠতি। সোমভারার্দ্দিতশ্চোর্দ্ধং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪৫ ॥ সাবিত্র্যুবাচ। সর্ব্বদেববৃতস্তাত তব তাতো ব্যবস্থিতঃ। একাকিনী কথং তত্র গচ্ছাম্যহমনাথবৎ ॥ ৪৬ ॥ তদ্‌ব্রূহি পিতরং গত্বা মুহূর্ত্তং পরিপাল্যতাম্ ॥ ৪৭ ॥ যাবদভ্যেতি শক্রাণী গৌরী লক্ষ্মীস্তথাপরাঃ। দেবকন্যাঃ সমাজেহত্র তাভিরেষ্যাম্যহং দ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বাসাং প্রেষিতো বায়ুর্নিমন্ত্রণকৃতে ময়া। আগমিষ্যন্তি তাঃ শীঘ্রমেবং বাচ্যঃ পিতা ত্বয়া ॥ ৪৯ ॥ সূত উবাচ। সোঽপি গত্বা দ্রুতং প্রাহ সোমভারার্দ্দিতঃ বিধিম্। নৈষাভ্যেতি জগন্নাথ প্রসক্তা গৃহকর্ম্মণি ॥ ৫০ ॥ সা মাং প্রাহ চ দেবানাং পত্নীভিঃ সহিতা মখে। অহং যাস্যামি তাসাং চ নৈকাদ্যাপি প্রদৃশ্যতে ॥ ৫১ ॥ এবং জ্ঞাত্বা সুরশ্রেষ্ঠ কুরু যত্নে সুরোচতে। অতিক্রামতি কালো হয়ং যজ্ঞযানসমুদ্ভবঃ। তিষ্ঠতে চ গৃহব্যগ্রা সাপি স্ত্রী শিথিলাত্মিকা ॥ ৫২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য পুলস্ত্যস্য পিতামহঃ। সমীপস্থং তদা শক্রং প্রোবাচ বচনং দ্বিজাঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ। শক্র নায়াতি সাবিত্রী সাপি স্ত্রী শিথিলাত্মিকা। অনয়া ভার্য্যয়া যজ্ঞো ময়া কার্য্যোঽয়মেব তু ॥ ৫৪ ॥ গচ্ছ শক্র সমানীহি [illegible] কাঙ্ক্ষিতস্ত্বরান্বিতঃ। যাবন্ন ক্রমতে কালো যজ্ঞযানসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥ পিতামহবচঃ শ্রুত্বা তদর্থং শক্রকো দ্বিজাঃ। শক্রেণাসাদিতা শীঘ্রং ভ্রমমাণা সমীপতঃ ॥ ৫৬ ॥ অথ তক্রঘটব্যগ্রমস্তকা তেন বীক্ষিতা। কন্যকা গোপজা তন্বী চন্দ্রাস্যা পদ্মলোচনা ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণ-যৌবনারম্ভমাশ্রিতা। সা শক্রেণাথ সংপৃষ্টা কা ত্বং কমললোচনে ॥ ৫৮ ॥ কুমারী বা সনাথা বা সুতা কস্য ব্রবীহি নঃ ॥ ৫৯ ॥ কন্যোবাচ। গোপকন্যাস্মি ভদ্রং তে তক্রং বিক্রেতুমাগতা। যদি গৃহ্লাসি মে মূল্যং তচ্ছীঘ্রং দেহি মা চিরম্ ॥ ৬০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ত্রিদিবেন্দ্রোঽপি মত্বা তাং গোপকন্যকাম্। জগৃহে ত্বরয়া যুক্তস্তক্রং চোৎসৃজ্য ভূতলে ॥ ৬১ ॥ অথ তাং রুদতীং শক্রঃ সমাদায় ত্বরান্বিতঃ। গোবক্ত্রেণ প্রবেশ্যাথ গুহেনাকর্ষয়ত্ততঃ ॥ ৬২ ॥ এবং মেধ্যতমাং কৃত্বা সংস্নাপ্য সলিলৈঃ শুভৈঃ। জ্যেষ্ঠকুণ্ডস্য বিপ্রেন্দ্রাঃ পরিধায্য সুবাসসী ॥ ৬৩ ॥ ততশ্চ

ওদিকে যজ্ঞযানোচিত সময় মাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব শীঘ্র আসুন। পিতা সোমভারার্দ্দিত হইয়া অতিকষ্টে দেবগণপরিবৃত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাবিত্রী বলিলেন,—হে তাত! তোমার পিতা সেখানে সর্ব্বদেবগণপরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন; আর আমি একাকিনী অনাথার ন্যায় কিরূপে গমন করিব? অতএব তোমার পিতাকে গিয়া বল,—তিনি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন। ইন্দ্রাণী গৌরী লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেবকন্যাগণ আগমন করিলেই আমি সত্বর যাইতেছি। বায়ুকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠান হইয়াছে, দেবপত্নীগণ শীঘ্রই এলেন বলে। সূত বলিলেন,—অনন্তর পুলস্ত্য দ্রুতগমন করিয়া সোমভারার্দ্দিত পিতাকে বলিলেন,—হে পিতঃ! হে জনানাথ! তিনি আসিলেন না; আমাকে বলিলেন, দেবপত্নীগণের সহিত যুক্ত যাইব। আমি দেখিলাম, দেবপত্নীগণের এক জনও অদ্যাপি আগমন করেন নাই! হে পিতঃ! ইহা জানিয়া আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করুন। যজ্ঞযানকাল অতীত হইতেছে। এদিকে মাতা আমাদের বাক্যে শৈথিল্য প্রদর্শনপূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। পুলস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ সমীপস্থ শক্রকে বলিলেন,—হে শক্র! সাবিত্রী এখনও আগমন করিলেন না, শৈথিল্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। অতএব অন্য ভার্য্যা দ্বারা আমি যজ্ঞ সম্পন্ন করিব। আপনি শীঘ্র এক কন্যা আনয়ন করুন; যাহাতে যজ্ঞকাল অতিবাহিত না হয়। পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্র নিকটেই দেখিতে পাইলেন যে, তক্রঘট মস্তকে করিয়া এক কন্যা ভ্রমণ করিতেছে, ঐ কন্যা গোপজা, তন্বী, চন্দ্রাস্যা, পদ্মলোচনা, সর্ব্বলক্ষণসমন্বিতা ও যৌবনারম্ভবতী। শক্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কমললোচনে? তুমি কে? তুমি কুমারী বা সনাথা? তোমার পিতা কে? এই সকল শীঘ্র বল, কন্যা বলিল,—আমি গোপকন্যা তক্র (ঘোল) বিক্রয় করিতে আসিয়াছি; যদি নাও, তাহা হইলে শীঘ্র আমায় মূল্য প্রদান কর! তাহা শ্রবণ করিয়া শক্র তাহাকে গোপকন্যা জানিতে পারিয়া তাহার তক্রঘট ভূতলে নিক্ষেপ করত ত্বরা সহকারে তাহাকে লইয়া গোমুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গুহ্য দেশ দিয়া বাহির করিয়া লইলেন; তাহাতে সে পবিত্র হইল। পরে তাহাকে জ্যেষ্ঠ কুণ্ডের শুদ্ধ সলিলে স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধাপন

হর্ষসংযুক্তঃ প্রোবাচ চতুরাননম্। দ্রুতং গত্বা পুরো ধৃত্বা সর্ব্বদেবসমাগমে ॥ ৬৪ ॥ কন্যকেয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সমানীতা ময়াধুনা। তবার্থায় সুরূপাঙ্গী সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৬৫ ॥ গোপকন্যাং বিদিত্বেমাং গোবক্ত্রেণ প্রবেশ্য চ। আকর্ষিতা চ গুহ্যেন পাবনার্থং চতুর্মুখ ॥ ৬৬ ॥ শ্রীবাসুদেব উবাচ। গবাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্। একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৭ ॥ ধেনূদরাদ্বিনিক্রান্তা তজ্জাতেয়ং দ্বিজন্মনাম্। অস্যাঃ পাণিগ্রহং দেব ত্বং কুরুষ যথাগুয়ে ॥ ৬৮ ॥ যাবন্ন চলতে কালো পদ্মযোনিসমুদ্ভবঃ ॥ ৬৯ ॥ রুদ্র উবাচ। প্রবিষ্টা গোমুখে যস্মাদপানেন বিনির্গতা। গায়ত্রী নাম তে পত্নী তস্মাদেষা ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। বদন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে গোকন্যাপ্যসৌ যদি। সম্ভূয় ব্রাহ্মণীশ্রেষ্ঠা যথা পত্নী ভবেন্মম ॥ ৭১ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। এষা স্যাদ্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা গোপজাতিবিবর্জ্জিতা। অস্মদ্বাক্যাচ্চতুর্ব্বক্ত্র কুরু পাণিগ্রহং দ্রুতম্ ॥ ৭২ ॥ সূত উবাচ। ততঃ পাণিগ্রহং চক্রে তস্যা দেবঃ পিতামহঃ। কৃত্বা সোমং ততো মূর্দ্ধ্নি গৃহ্যোক্তবিধিনা দ্বিজাঃ ॥ ৭৩ ॥ সন্তিষ্ঠতি চ তত্রস্থা মহাদেবী সুপাবনী। অদ্যাপি লোকে বিখ্যাতা ধনসৌভাগ্যদায়িনী ॥ ৭৪ ॥ যস্তস্যাং কুরুতে মর্ত্ত্যঃ কন্যাদানং সমাহিতঃ। সমস্তং ফলমাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ৭৫ ॥ কন্যা হস্তগ্রহং তত্র যাপ্নোতি পতিনা সহ। সা স্যাৎ পুত্রবতী সাধ্বী সুখসৌভাগ্যসংযুতা ॥ ৭৬ ॥ পিণ্ডদানং নরস্তস্যাং যঃ করোতি দ্বিজোত্তমাঃ। পিতরস্তস্য সন্তুষ্টাস্তর্পিতাঃ পিতৃতীর্থবৎ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গায়ত্রীবিবাহে গায়ত্রীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮১॥

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং পত্নীং সমাসাদ্য গায়ত্রীং চতুরাননঃ। সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা প্রস্থিতো যজ্ঞমণ্ডপম্ ॥ ১ ॥ গায়ত্র্যপি সমাদায় মূর্দ্ধ্নি তামরণিং মুদা। প্রতস্থে সম্পরিত্যজ্য গোপভাবং বিগর্হিতম্ ॥ ২ ॥ বাদ্যমানেষু বাদ্যেষু ব্রহ্মঘোষে

হৃষ্টান্তঃকরণে সর্ব্বদেবসমক্ষে চতুরাননের অগ্রে উপনীত করিলেন এবং বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই আমি আপনার নিমিত্ত কন্যাকে লইয়া আসিলাম। এই কন্যা সুরূপাঙ্গী ও সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা। গোপকন্যা বলিয়া ইহাকে গোবক্ত্রে প্রবেশ করাইয়া গুহ্য দিয়া বাহির করিয়া পবিত্র করিয়া লইয়াছি। শ্রীবাসুদেব বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ও গো, ইহাদের একই কুল দ্বিধা কৃত মাত্র। একত্র মন্ত্র সকল ও অন্যত্র হবি (ঘৃত) বর্ত্তমান। যে হেতু এই কন্যা ধেনূদর হইতে জন্মিয়াছে, অতএব ইহাকে দ্বিজন্মজাতা বলিতে হইবে। হে দেব! যজ্ঞমান কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে আপনি ইহার পাণিগ্রহণ করুন! রুদ্র বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে কারণ ইনি গোমুখে প্রবেশ করিয়া অপানদেশ দিয়া বিনির্গত হইয়াছেন, অতএব এই আপনার পত্নী গায়ত্রী নামে বিখ্যাত হইবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইনি গোপ কন্যা হইলেও ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া ইহাকে ব্রাহ্মণীশ্রেষ্ঠা বলুন, তাহা হইলে আমি ইহাকে বিবাহ করিতে পারি। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! ইনি আমাদের বাক্যে ব্রাহ্মণীশ্রেষ্ঠা ও গোপজাতিবর্জ্জিতা হইলেন, আপনি সত্বর ইহার পাণিগ্রহণ করুন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর পিতামহ সোমকে মস্তকে করিয়া গৃহ্যোক্ত বিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন ঐ সুপাবনী মহাদেবী ঐ স্থানে অবস্থিতা হইলেন। অদ্যাপি তিনি লোকে ধন-ধান্য-সৌভগ্যদায়িনী বলিয়া বিখ্যাতা। যে মর্ত্ত্য ঐ স্থানে সমাহিতভাবে কন্যাদান করে সে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে স্ত্রী ঐ স্থানে পতির পাণিগ্রহণ লাভ করে, সে সুপ্রজাবতী, সাধ্বী ও সৌভাগ্যযুক্তা হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে নর ঐ স্থানে পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃলোকগণ পিতৃতীর্থে শ্রাদ্ধের তৃপ্তিলাভের ন্যায় তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।৬৪—৭৭।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮১।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! চতুরানন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পত্নী গায়ত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। দেবী গায়ত্রী নিন্দিত গোপভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সানন্দে সেই অরণিকাষ্ঠ মস্তকে করিয়া তাঁহার সহিত প্রস্থান করিলেন। এই সময় বিবিধ বাদ্যধ্বনি

দিবঙ্গতে ॥ কলং প্রগায়মানেষু গন্ধর্ব্বেষু সমন্ততঃ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বদেবদ্বিজোপেতঃ সম্প্রাপ্তো যজ্ঞমণ্ডপে। গায়ত্র্যা সহিতো ব্রহ্মা মানুষং ভাবমাশ্রিতঃ ॥ ৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে চক্রে কেশনির্ব্বপণং বিধেঃ। বিশ্বকর্ম্মা নখানাঞ্চ গায়ত্র্যাস্তদনন্তরম্ ॥ ৫ ॥ ঔদুম্বরং ততো দণ্ডং পুলস্ত্যোঽস্মৈ সমাদদে। এণশৃঙ্গান্বিতং চর্ম্ম মন্ত্রবদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬ ॥ পত্নীশালাং গৃহীত্বা চ গায়ত্রীং মৌনধারিণীম্। মেখলাং নিদধে চাস্যাং কট্যাং মৌঞ্জীময়ীং শুভাম্ ॥ ৭ ॥ ততশ্চক্রে পরং কর্ম্ম যদুক্তং যজ্ঞমণ্ডপে। ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতো বেধা বেদবাক্যসমাদৃতঃ ॥ ৮ ॥ প্রবর্গ্যে জায়মানে চ তত্রাশ্চর্য্যমভূন্মহৎ। জাল্মরূপধরঃ কশ্চিদ্দিগ্বাসা বিকৃতাননঃ ॥ ৯ ॥ কপালপাণিরায়াতো ভোজনং দীয়তামিতি। নিষেধ্যমানোঽপি চ তৈঃ প্রবিষ্টো যাজ্ঞিকং সদঃ। স কুত্রাটনমত্যাপ্যং তর্জ্জ্যমানোঽপি তাপসৈঃ ॥ ১০ ॥ সদস্যা উচুঃ। কস্মাৎ পাপসমেতস্ত্বং প্রবিষ্টো যজ্ঞমণ্ডপে। কপালী নগ্নরূপো যো যজ্ঞকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ দ্রুতং মূঢ় যাবদ্‌ব্রহ্মা ন কুপ্যতি। তথান্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাস্তথা দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ১২ ॥ জাল্ম উবাচ। ব্রহ্মযজ্ঞমিমং শ্রুত্বা দূরাদত্র সমাগতঃ। বুভুক্ষিতো দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তৎ কিমর্থং বিগর্হথ ॥ ১৩ ॥ দীনান্ধৈঃ কৃপণৈঃ সর্ব্বৈস্তর্পিতৈঃ ক্রতুরুচ্যতে। অন্যথাসৌ বিনাশায় যদুক্তং ব্রাহ্মণৈর্ব্বচঃ ॥ ১৪ ॥ অন্নহীনো দহেদ্রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনস্তু ঋত্বিজঃ। যাজ্ঞিকং দক্ষিণাহীনো নাস্তি যজ্ঞসমো রিপুঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। যদি ত্বং ভোক্তুকামস্তু সমায়াতো ব্রজ দ্রুতম্। এতস্যাং সত্রশালায়াং ভুঞ্জতে যত্র তাপসাঃ। দীনান্ধাঃ কৃপণাশ্চৈব ততঃ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠতাঃ ॥ ১৬ ॥ অথবা ধনকামস্ত্বং বস্ত্রকামোঽথ তাপস। ব্রজ বিত্তপতির্যত্র দানশালাং সমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥ অনিন্দ্যোঽয়ং মহামূর্খ যজ্ঞঃ পৈতামহো যতঃ। অর্চ্চিতঃ সর্ব্বতঃ পুণ্যং তৎ কিং নিন্দসি দুর্ম্মতে ॥ ১৮ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তঃ কপালং স পরিক্ষিপ্য ধরাতলে। জগামাদর্শনং সদ্যো দীপবদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৯ ॥ ঋত্বিজ উচুঃ। কথং যজ্ঞক্রিয়া কার্য্যা কপালে সদসি স্থিতে। পরিক্ষিপথ তস্মাত্তু এবমূচুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২০ ॥ অথৈকো বহুধা প্রোক্তঃ সদস্যৈশ্চ

হইতে লাগিল; ব্রহ্মঘোষ গগন স্পর্শ করিল; এবং গন্ধর্ব্বগণ চতুর্দ্দিকে কলস্বরে গান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ চতুরানন মানুষভাব অবলম্বনপূর্ব্বক দেবী গায়ত্রী ও সর্ব্বদেবদ্বিজপরিবৃত হইয়া যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। এই সময় বিশ্বকর্ম্মা বিধাতার কেশ নির্ব্বপণপূর্ব্বক দেবী গায়ত্রীর নখচ্ছেদন করিয়া দিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য মন্ত্রপাঠপুরঃসর তাঁহাকে ঔদুম্বর দণ্ড ও শৃঙ্গান্বিত মৃগচর্ম্ম প্রদান করিলেন। তিনি মৌনাবলম্বিনী দেবী গায়ত্রীকে গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোড়দেশে মৌঞ্জীময়ী মেখলা পরিলেন। অনন্তর তিনি বেদবাক্যানুসারে পুরোহিতগণের সুচিক্কণসমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে ঐ স্থানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। এক দিগম্বর বিকৃতানন কপালপাণি জাতরূপধারী ব্যক্তি "আমায় আহার্য্য প্রদান কর" বলিয়া ঐ স্থানে আগমন করিল। তাপসগণ তাহাকে যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিতে নিষেধ ও ভর্ৎসনা করিলেও সে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ ও অন্যায়পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। সদস্যগণ বলিলেন,—হে মূঢ়! তুমি পাপসংযুক্ত হইয়া কি জন্য যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলে? যে ব্যক্তি কপালধারী ও নগ্ন, সে যজ্ঞকর্ম্মে গ্রহণীয় নহে। অতএব ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ও সবাসব দেবগণ কুপিত হইতে না-হইতে তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। জাল্ম বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া আমি বুভুক্ষিত হইয়া এখানে আসিয়াছি; কিজন্য তোমরা আমায় নিন্দা করিতেছ? দেখ, যজ্ঞের সমান কিছু আর নাই; যজ্ঞ অন্নহীন হইলে রাষ্ট্র, মন্ত্রহীন হইলে ঋত্বিক্ এবং দক্ষিণাহীন হইলে যাজ্ঞিককে দগ্ধ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—রে জাল্ম! তুই যদি ভোজনকামনায় এখানে আসিয়াছিস্, তাহা হইলে এই যজ্ঞশালায় যেখানে ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ অকিঞ্চন, দীন, অন্ধ ও কৃপণ ব্যক্তিগণ ভোজন করিতেছে, ঐ স্থানে গমন কর; যদি ধন বস্ত্র কামনা করিয়া আসিয়াছিস্, তাহা হইলে যেখানে স্বয়ং ধনপতি অবস্থান করিতেছেন, সেই দানশালায় গমন কর। রে মূঢ়! ভগবান্ ব্রহ্মার এই যজ্ঞ অনিন্দ্য; ইহা চতুর্দ্দিক্ হইতে পূতভাবে অর্চ্চিত হইতেছে। রে দুর্ম্মতে! ইহার তুই নিন্দা করিতেছিস্ কি? সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! বিপ্রগণ এই কথা বলিবামাত্র জাল্ম স্বীয় কপাল ধরাতলে নিক্ষেপ করত দীপের ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। ঋত্বিক্‌গণ বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! যজ্ঞসভায় কপাল পতিত থাকিতে

দ্বিজোত্তমৈঃ। দণ্ডকাষ্ঠং সমুদ্যম্য প্রচিক্ষেপ বহির্ব্বথা॥ ২১॥ অথান্যত্তত্র সঞ্জাতং কপালং তাদৃশং পুনঃ। তস্মিন্নপি তথা ক্ষিপ্তে ভূয়োঽন্যৎ সমপদ্যত। ২২। এবং শতসহস্রাণি হ্যযুতান্যর্ব্বুদানি চ। তত্র জাতানি তৈর্ব্যাপ্তো যজ্ঞবাটঃ সমন্ততঃ॥ ২৩॥ হাহাকারস্ততো জজ্ঞে সমস্তে যজ্ঞমণ্ডপে। দৃষ্ট্বা কপালসঙ্ঘাংস্তান্ যজ্ঞ-কর্ম্মপ্রদূষকান্॥ ২৪॥ অথ সঞ্চিন্তয়ামাস ধ্যানং কৃত্বা পিতামহঃ। হরারিষ্টং সমাজ্ঞায় তৎসর্ব্বং হৃষ্টরূপধৃক্ ২৫॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ততঃ প্রোবাচ সাদরম্। মহেশ্বরং সমাসাদ্য যজ্ঞবাটসমাশ্রিতম্॥ ২৬॥ কিমিদং যুজ্যতে দেব যজ্ঞেঽস্মিন্ কর্ম্মণঃ ক্ষতিঃ। তস্মাৎ সংহর সর্ব্বাণি কপালানি সুরেশ্বর॥ ২৭॥ যজ্ঞকর্ম্মবিলোপোঽয়ং ত্বয়ি ভুবি সমাগতে॥ ২৮॥ ততঃ প্রোবাচ সংক্রুদ্ধো ভগবাঞ্শশিশেখরঃ। তন্মমেষ্টতমং পাত্রং ভোজনায় সদা স্থিতম্॥ ২৯॥ এতে দ্বিজাধমাঃ কস্মাদ্বিদ্বিষন্তি পিতামহ। তথা ন মাং সমুদ্দিশ্য জুহুবুর্জ্জাতবেদসি॥ ৩০॥ যথান্যদেবতাস্তদ্বন্মন্ত্রপূতং হবির্ব্বিধে। তস্মাদ্যদি বিধে কার্য্যা সমাপ্তির্যজ্ঞকর্ম্মণি॥ ৩১॥ তৎকপালাশ্রিতং হব্যং কর্ত্তব্যং সকলং বিধে। তথা চ মাং সমুদ্দিশ্য বিশেষাজ্জাতবেদসি॥ ৩২॥ হোতব্যং হবিরেবাত্র সমাপ্তিং যাস্যতি ক্রতুঃ। নান্যথা সত্যমেবোক্তং তবাগ্রে চতুরানন॥ ৩৩॥ পিতামহ উবাচ। রূপাণি তব দেবেশ পৃথগ্ভূতান্যনেকশঃ। সংখ্যয়া পরিহীণানি ধ্যেয়ানি সকলানি চ॥ ৩৪॥ এতন্মহাব্রতং রূপমাখ্যাতং তে ত্রিলোচন। নৈবঞ্চ মখকর্ম্ম স্যাত্তত্রৈব চ ন যুজ্যতে॥ ৩৫॥ অদ্যৈতৎকর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ প্রতিবাহ্যং কথঞ্চন। তব বাক্যমপি ত্র্যক্ষ নান্যথা কর্ত্তুমুৎসহে॥ ৩৬॥ মৃন্ময়েষু কপালেষু হবিঃ শ্রাপ্যং সুরেশ্বর। অদ্যপ্রভৃতি যজ্ঞেষু পুরোডাশাত্মিকং দ্বিজৈঃ। তবোদ্দেশেন দেবেশ হোতব্যং শতরুদ্রিয়ম্॥ ৩৭॥ বিশেষাৎসর্ব্বযজ্ঞেষু জপ্যঞ্চৈব বিশেষতঃ। কপালানাং তু দ্বারেণ ত্বয়া রূপং নিজং কৃতম্॥ ৩৮॥ প্রকটঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠ কপালেশ্বরসংজ্ঞিতঃ। তস্মাত্ত্বং ভবিতা রুদ্র ক্ষেত্রেঽস্মিন্ দ্বাদশোঽপরঃ॥ ৩৯॥ অত্র যজ্ঞং সমারভ্য যথা

কিরূপে যজ্ঞক্রিয়া করা যাইতে পারে? অতএব ইহা দূরে নিক্ষেপ করুন। সদস্য দ্বিজগণ এই কথা বহুবার বলিলে এক ব্যক্তি দণ্ডকাষ্ঠ উদ্যত করিয়া কপাল দূরে বাহ্যপ্রদেশে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষেপ করিবামাত্র তদ্রূপ আর একটী কপাল ঐ স্থানে দৃষ্ট হইল। এটীও পূর্ব্ববৎ নিক্ষিপ্ত হইলে, পুনরায় আর একটী কপাল ঐ স্থানে প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা গেল। এইরূপ ঐ স্থানে শত সহস্র ও অযুতার্ব্বুদ সংখ্যক কপাল প্রাদুর্ভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে যজ্ঞবাট বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে যজ্ঞমণ্ডপে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ভগবান্ পিতামহ যজ্ঞদূষক ঐ কপালসমূহ অবলোকন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানান্তে তিনি "ইহা হরকার্য্য" এইরূপ বিদিত হইয়া যজ্ঞবাটসমাশ্রিত মহেশ্বরের নিকট গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদরে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! যজ্ঞকার্য্যের এরূপ ক্ষতি করা কি যুক্তিযুক্ত হয়? আপনি কপালসমূহ অপনয়ন করুন। আপনার শুভাগমনে যজ্ঞকর্ম্ম বিলুপ্ত হওয়া কি উচিত। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে ভগবান্ শশিশেখর কুপিত হইয়া বলিলেন,—ভোজনের নিমিত্ত আমার একটী ইষ্টতম পাত্র ছিল। হে পিতামহ! এই দ্বিজাধমগণ কেন [illegible] আমার সেই পাত্রটী বিনষ্ট করিল? আর ইহারা অন্যান্য দেবগণকে যেমন মন্ত্রপূর্ব্বক হবিঃ প্রদান করিতেছে, আমার উদ্দেশে সেরূপ হবিঃ প্রদান করিতেছে না। হে বিধে! তুমি যদি তোমার এই যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই সমস্ত যজ্ঞীয় হবি কপালে নিহিত করিয়া আমার উদ্দেশে বহ্নিতে হোম কর। এরূপ করিলে তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে, অন্যথা হইবে না।১-৩৩। পিতামহ বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনার পৃথক্ভূত অন্যান্য বহুবিধ রূপ আছে। ঐ সকল রূপ সংখ্যাতীত ও ধ্যেয়। এই যজ্ঞরূপ মহাব্রতও আপনারই রূপ বলিয়া আখ্যাত। এরূপ কপালাদি নিক্ষেপে মখকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না। হে দেব! কোন প্রকারেই অদ্য আপনার এই কর্ম্মে প্রতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করা উচিত হয় না। হে ত্র্যক্ষ! আমি কদাচ আপনার বাক্যের অন্যথাচরণ করিতে উৎসাহ করি না। হে দেব! অদ্য হইতে দ্বিজগণ যজ্ঞে মৃণ্ময় কপালে হবি পাক এবং আপনার উদ্দেশে পুরোডাশাদি প্রদান করিবে। আপনার উদ্দেশে তাঁহারা সকল যজ্ঞেই শতরুদ্রিয় মন্ত্রে হোম ও ঐ মন্ত্র জপ করিবেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি কপাল দ্বারা নিজ রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, বলিয়া এই ক্ষেত্রে কপালেশ্বর নামক অপর আখ্যা-

প্রক্রেণপ্রজয়িষ্যতি । অবিঘ্নেন মখস্কস্ত সমাপ্তিঃ প্রভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥ এবমুক্তে ততস্তেন কপালানি দ্বিজোত্তমাঃ । তানি সর্ব্বাণি নষ্টানি সখ্যায়া রহিতানি চ ॥ ৪১ ॥ ততো হৃষ্টশ্চতুর্ব্বক্ত্রঃ স্থাপয়ামাস তৎক্ষণাৎ । লিঙ্গং মাহেশ্বরং তত্র কপালেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ৪২ ॥ অব্রবীচ্চ ততো বাক্যং যশ্চৈতৎ পূজয়িষ্যতি । মম কুণ্ডত্রয়ে স্নাত্বা স যাস্যতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৩ ॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং কার্ত্তিকে জাগরং তু যঃ । করিষ্যতি পুনশ্চাস্য লিঙ্গস্য সুসমাহিতঃ । আজন্মপ্রভবাৎ পাপাৎ স বিমুক্তিমবাপ্স্যতি ॥ ৪৪ ॥ এবমুক্তেঽথ বিধিনা প্রহৃষ্টস্ত্রিপুরান্তকঃ । যজ্ঞমণ্ডপমাসাদ্য প্রস্থিতো বেদিসন্নিধৌ ॥ ৪৫ ॥ ব্রাহ্মণৈশ্চ ততঃ কর্ম্ম প্রারব্ধং যজ্ঞসম্ভবম্ । বিস্ময়োৎফুল্লনয়নৈর্নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ৪৬ ॥ সূত উবাচ । এবঞ্চ যজতস্তস্য চতুর্ব্বক্ত্রস্য তত্র চ । ঋষীণাং কেটিরায়াতা দক্ষিণাপথবাসিনাম্ ॥ ৪৭ ॥ শ্রুত্বা পৈতামহং যজ্ঞং কৌতুকেন সমন্বিতাঃ । কীদৃশো ভবিতা যজ্ঞো দীক্ষিতো যত্র পদ্মজঃ ॥ ৪৮ ॥ কীদৃক্‌ক্ষেত্রঞ্চ তৎপুণ্যং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্ । কীদৃশাস্তে চ বিপ্রেন্দ্রা ঋত্বিজস্তত্র যে দ্বিজাঃ ॥ ৪৯ ॥ অথ তে সুপবিশ্রান্তা মধ্যন্দিনগতে রবৌ । রবিবারেণ সম্প্রাপ্তে নক্ষত্রে চাশ্বিসংস্থিতে ॥ ৫০ ॥ বৈবস্বত্যাং তিথৌ চৈব সম্প্রাপ্তা ঘর্ম্মপীড়িতাঃ । কঞ্চিজ্জলাশয়ং প্রাপ্য প্রবিষ্টাঃ সলিলং শুভম্ ॥ ৫১ ॥ শঙ্কুকর্ণাস্তথা কর্ণা বক্রনাসাস্তথাপরে । মহোদরা বৃহদ্দন্তা দীর্ঘোষ্ঠাঃ স্থূলমস্তকাঃ ॥ চিপিটাক্ষাস্তথা চান্যে দীর্ঘগ্রীবাস্তথা পরে । কৃষ্ণাঙ্গাঃ স্ফুটিতৈঃ পাদৈর্নখৈর্দীর্ঘৈঃ সমুত্থিতৈঃ ॥ ৫৩ ॥ ততো যাবদ্বিনিষ্ক্রান্তাঃ প্রপশ্যন্তি পরস্পরম্ । তাবদ্বৈরূপ্যনির্ম্মুক্তা সঞ্জাতাঃ কামসন্নিভাঃ ॥ ৫৪ ॥ ততো বিস্ময়মাপন্না মিথঃ প্রোচুঃ প্রহর্ষিতাঃ । রূপব্যত্যয়মালোক্য জ্ঞাত্বা তীর্থং তদুত্তমম্ ॥ অত্র স্নানাদিদং রূপমস্মাভিঃ প্রাপ্তমুত্তমম্ ॥ ৫৫ ॥ যস্মাতস্মাদিদং তীর্থং রূপতীর্থং ভবিষ্যতি । ত্রৈলোক্যে সকলে খ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৫৬ ॥ যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ । সুরূপাস্তে ভবিষ্যন্তি

রুদ্র হইবেন। যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া প্রথমে আপনার পূজা করিবে, নির্ব্বিঘ্নে তাহার যজ্ঞসমাপ্তি হইবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! বিধাতা এই কথা বলিলে ঐ অসংখ্য কপাল বিনষ্ট হইল। তখন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তিনি ঐ স্থানে কপালেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। লিঙ্গ স্থাপনান্তে তিনি বলিলেন,—যে ব্যক্তি আমার কুণ্ডত্রয়ে স্নান করিয়া এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, সে নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ করিবে। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশীতে যে মানব সমাহিত ভাবে এই লিঙ্গের জাগর করিবে, সে আজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। বিধাতা এই কথা বলিলে দেব ত্রিপুরান্তক প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞমণ্ডপে আগমন করিয়া বেদিসমীপে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে মহেশ্বরকে দেখিতে দেখিতে কর্ম্মারম্ভ করিলেন। সূত বলিলেন,—ভগবান্ চতুরানন এইরূপে যজ্ঞ করিতে থাকিলে দক্ষিণাপথবাসী কোটি-সংখ্যক ঋষি তাঁহার যজ্ঞবার্ত্তা শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলেন। আগমনকালে তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, যে যজ্ঞে ভগবান্ পদ্মযোনি দীক্ষিত হইয়াছেন, সে যজ্ঞ না জানি—কেমনতর হইবে? হাটকেশ্বর ক্ষেত্র কিরূপ পুণ্য স্থান এবং তত্রত্য ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণই বা কি প্রকার? এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে ঘর্ম্মপীড়িতাকয়ে তাঁহারা মধ্যাহ্ন সময়ে আগমন করিলেন। ঐ দিন রবিবার, বৈবস্বতী তিথি এবং অশ্বিনী নক্ষত্র ছিল। তাঁহারা আগমনপূর্ব্বক এক সরোবরের শুভ সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ মহাকর্ণ, কেহ বক্রনাশ, কেহ মহোদর, কেহ বৃহদ্দন্ত, কেহ দীর্ঘোষ্ঠ, কেহ স্থূলমস্তক, কেহ চিপিটাক্ষ, কেহ দীর্ঘগ্রীব, কেহ কৃষ্ণাঙ্গ, কেহ স্ফুটিতপাদ, ও কেহ দীর্ঘনখ, ছিলেন। তাঁহারা অবগাহনান্তে সলিল হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর দেখিলেন যে, তাঁহারা বৈরূপ্য-নির্ম্মুক্ত হইয়া কন্দর্পাকৃতি হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই প্রকার রূপপরিবর্ত্তন দেখিয়া ঐ তীর্থকে উত্তম তীর্থ বলিয়া জানিলেন এবং বলিলেন,—যে হেতু আমরা এই তীর্থে স্নানাচরণ করিয়া এরূপ রূপ লাভ করিলাম, অতএব এই তীর্থ জগতে সর্ব্বপাতকনাশন রূপতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ৩৪—৫৬। যাহারা এই তীর্থে স্নান করিবে, তাহারা জন্মে জন্মে রূপবান্ হইবে।

সদা জন্মনি জন্মনি ॥ ৫৭ ॥ পিতৄংশ্চ তর্পয়িষ্যন্তি যেঽত্র শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। জলেনাপি গয়াশ্রাদ্ধাত্তে লপ্স্যন্তেঽধিকং ফলম্ ॥ ৫৮ ॥ যেঽত্র রত্নপ্রদানঞ্চ প্রকরিষ্যন্তি মানবাঃ। ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো রাজানস্তে ভবেভবে ॥ ৫৯ ॥ স্থাস্যামো বয়মত্রৈব সাম্প্রতং কৃতনিশ্চয়াঃ। ন যাস্যামো বয়ং তীর্থং যদ্যপি স্যাৎসুশোভনম্ ॥ ৬০ ॥ এবমুক্তাথ ব্যভজং-স্তৎসর্ব্বং মুনয়শ্চ তে। যজ্ঞোপবীতমাত্রাণি স্বানি তীর্থানি চক্রিরে ॥ ৬১ ॥ সূত উবাচ। অদ্যাপি চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তত্র তীর্থে জগদ্গুরুঃ। প্রথমং স্পৃশতে তোয়ং নিত্যং স্বাদয়িতং শুভম্ ॥ ৬২ ॥ নিষ্কামস্তু পুনর্ম্মর্ত্ত্যো যঃ স্নানং তত্র শ্রদ্ধয়া। কুরুতে স পরং শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াৎ সিদ্ধিলক্ষণম্ ॥ ৬৩ ॥ এবং তে মুনয়ঃ সর্ব্বে বিভজ্য তন্মহৎ সরঃ। সায়ন্তনঞ্চ তত্রৈব কৃত্বা কর্ম্ম সুবিস্তরম্ ॥ ৬৪ ॥ ততো নিশামুখে প্রাপ্তা যত্র দেবঃ পিতামহঃ। দীক্ষিতস্তস্থ মৌনী চ যজ্ঞমণ্ডপসংশ্রিতঃ ॥ ৬৫ ॥ তং প্রণম্য ততঃ সর্ব্বে গত্বা যত্রর্ত্বিজঃ স্থিতাঃ। উপবিষ্টাঃ পরিশ্রান্তা দিবা যজ্ঞিয়কর্ম্মণা ॥ ৬৬ ॥ ইন্দ্রাদিকৈঃ সুরৈর্ভক্ত্যা মৃদ্যমানাজ্ঘ্রয়ঃ স্থিতাঃ। অভিবাদ্যাথ তান্ সর্ব্বান্ পবিষ্টাস্ততোঽগ্রতঃ ॥ ৬৭ ॥ চক্রুশ্চাথ কথাশ্চিত্রা যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্ভবাঃ। সোমপানস্ত সম্বন্ধো ব্যত্যয়শ্চ সমুদ্ভবম্ ॥ ৬৮ ॥ উদ্গাতুঃ প্রভবং চৈব তথাধ্বর্য্যোঃ পরম্পরম্। প্রোচুস্তে তত্ত্বমাশ্রিত্য তথান্যে দূষয়ন্তি তৎ ॥ ৬৯ ॥ অন্যে মীমাংসকাস্তত্র কোপসংরক্ত-লোচনাঃ। হন্যন্তেষাং মতং বাদমাশ্রিতা বাগ্বি-চক্ষণাঃ ॥ ৭০ ॥ পরিশিষ্টবিদশ্চান্যে মধ্যস্থা দ্বিজ-সত্তমাঃ। প্রোচুর্ব্বাদং পরিত্যজ্য সাভিপ্রায়ং যথোদিতম্ ॥ ৭১ ॥ মহাবীরপুরোডাশচয়নপ্রমুখাং-স্তথা। বিবাদাংশ্চক্রিরে চান্যে স্বং স্বং পক্ষং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৭২ ॥ এবং সা রজনী তেষামতিক্রান্তা দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রূপতীর্থোৎপত্তিপূর্ব্বকপ্রথমযজ্ঞদিবস-বৃত্তান্তবর্ণনং নাম দ্ব্যশীত্যধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

যাহারা এই তীর্থজলে পিতৃতর্পণ করিবে, তাহারা গয়াশ্রাদ্ধ হইতে অধিক ফল লাভ করিবে। যে সকল মানব এই তীর্থে রত্ন প্রদান করিবে, তাহারা জন্মে জন্মে রাজা হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা নিঃসংশয়িত-চিত্তে এই তীর্থে বাস করিব, অত্যন্ত সুশোভন তীর্থ হইলেও আমরা অন্যত্র কুত্রাপি যাইব না। এই বলিয়া মুনিগণ স্ব স্ব যজ্ঞোপবীতপ্রমাণে ঐ সমস্ত তীর্থক্ষেত্র বিভক্ত করিয়া লইয়া আপন আপন নামে তীর্থ প্রকাশ করিলেন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণ! অদ্যাপি জগদ্গুরু প্রথমে ঐ তীর্থের তোয় স্পর্শ করেন। ঐ শুভ তোয় তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। যে মর্ত্ত্য শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কামভাবে ঐ তীর্থে স্নান করে, সে সিদ্ধিলক্ষণ পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকে। মুনিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐ মহৎ সরোবরের স্থান বিভাগ করিয়া লইয়া নিশামুখে ঐ স্থানে সায়ন্তন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া যেখানে ভগবান্ পিতামহ দীক্ষিত হইয়া মৌনভাবে যজ্ঞমণ্ডপসমীপে আসীন আছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে উপ-স্থিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক যেখানে সমগ্র দিনের যজ্ঞকর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া ঋত্বিগ্‌গণ বিশ্রাম করিতেছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ ভক্তি সহকারে তাঁহাদের পাদসংবাহন করিতেছেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখ ভাগে উপবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচিত্র কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহারা তত্ত্বার্থ অবলম্বন করিয়া যজ্ঞবিষয়ে সোমপানের সম্বন্ধ ও ব্যত্যয় এবং উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যুর প্রভাবের বিষয় পরস্পর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্য পক্ষ তাহাতে দোষারোপ করিলেন। তত্রত্য কতিপয় বাগ্বিচক্ষণ মীমাংসক কোপসংরক্ত-লোচনে বিবাদপদবী অধিরোহণ করিয়া তাঁহা-দের মত খণ্ডাইয়া দিলেন। অন্য কতিপয় পরিশিষ্টবাদী দ্বিজসত্তম মধ্যস্থ হইয়া বাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথোদ্দিষ্ট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অপরাপর কতিপয় ব্যক্তি স্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া মহাবীর পুরোডাশ চয়ন প্রভৃতি বিষয়ক বিবাদ করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই তাঁহাদের রজনী প্রভাত হইল ॥৫৭—৭৩॥

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৮২॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। দ্বিতীয়ে দিবসে প্রাপ্তে যজ্ঞকর্ম্ম-সমুদ্ভবে। দ্বাদশ্যামভবত্তত্র শৃণুধ্বং তদ্দ্বিজোত্তমাঃ। বৃত্তান্তং সর্ব্বদেবানাং মহাবিস্ময়কারণম্ ॥১॥ মখকর্ম্মণি প্রারব্ধে ঋত্বিগ্ভির্ব্বেদপারগৈঃ। জলসর্পং সমাদায় বটুঃ কশ্চিৎসুনর্ম্মকৃৎ ॥ ২ ॥ প্রবিশ্যাথ সদস্তত্র তং সর্পং ব্রাহ্মণান্তিকে। চিক্ষেপ প্রহসংশ্চৈব সর্ব্বদুঃখ ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩ ॥ ততস্তু ভুগুভর্তুর্ণং ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ। বিপ্রাণাং সদসিস্থানাং সভ্যানাং যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৪ ॥ অহো হোতুঃ স্থিতে প্রৈষে দীর্ঘসত্রসমুদ্ভবে। স সর্পো বেষ্টয়ামাস তস্য গাত্রং সমন্ততঃ ॥ ৫ ॥ ন চচাল নিজস্থানাৎ প্রায়শ্চিত্তবিভীষয়া। নেবাচ বচনং সোঽত্র চয়নন্যস্তলোচনঃ ॥ ৬ ॥ হাহাকারো মহান্ জজ্ঞে এতস্মিন্নন্তরে দ্বিজাঃ। তস্মিন্‌সদসি বিপ্রাণাং বিষাঢ্যাহিপ্রশঙ্কয়া ॥ ৭ ॥ হাহাকারো মহানাসীত্তং দৃষ্ট্বা সর্পবেষ্টিতম্। তস্য পুত্রো বিনীতাত্মা মৈত্রাবরুণকর্ম্মণি ॥ ৮ ॥ সংস্থিতস্তেন সংদৃষ্টঃ পিতা সর্পাভিবেষ্টিতঃ। জ্ঞাত্বা তু চেষ্টিতং তস্য ভয়ে সর্পসমুদ্ভবে। শশাপ ক্রোধসংযুক্তস্তস্তং স বটুং মুনিঃ। ৯ ॥ যস্মাৎপাপ ত্বয়া সর্পঃ ক্ষিপ্তঃ সদসি দুর্ম্মতে। তস্মাত্ত্বং ভব ক্রুতং সর্পো মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ১০ ॥ বটুরুবাচ। হাস্যেন জলসর্পোঽয়ং ময়া মুক্তোঽত্র লীলয়া। ন তে তাতং সমুদ্দিশ্য তৎকিং মাং শপসি দ্বিজ ॥ ১১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে মুক্ত্বা তস্য গাত্রং স পন্নগঃ। জগামান্যত্র তস্যাপি সর্পত্বং সমপদ্যত ॥ ১২ ॥ সোঽপি সর্পত্বমাপন্নঃ সনাতনসুতো বটুঃ। দুঃখশোকসমাপন্নো ব্রাহ্মণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১৩ ॥ অথ গত্বা ভৃগুং সোঽপি বাষ্পব্যাকুললোচনঃ। প্রোবাচ গদ্গদং বাক্যং প্রণিপত্য পুরঃসরঃ ॥ ১৪ ॥ সনাতনসুতশ্চাস্মি পৌত্রশ্চ পরমেষ্ঠিনঃ। শপ্তস্তব সুতেনাস্মি চ্যবনেন মহাত্মনা ॥ ১৫ ॥ নির্দ্দোষো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তস্মাচ্ছাপাৎ প্ররক্ষ মাম্। তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনং প্রাহ কৃপাবিষ্টো ভৃগুঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥ অযুক্তং বিহিতং তাত যচ্ছপ্তোঽয়ং বটুস্ত্বয়া। ন মাং ধর্ষয়িতুং শক্তো বিষাঢ্যোঽপি ভুজঙ্গমঃ ॥ ১৭ ॥ কিং পুনর্জ্জলসর্পোঽয়ং নির্ব্বিষো রজ্জুসন্নিভঃ। ন মামুদ্দিশ্য নির্ম্মুক্তঃ

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ ! যজ্ঞ কর্ম্মের দ্বিতীয় দিবসে দ্বাদশীর দিন দেবতাদিগের মহা-বিস্ময়কারক যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বেদপারগ ঋত্বিকগণ যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলে এক নর্ম্মভাষী বটু একটা জলসর্প গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে যজ্ঞসভায় প্রবেশ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে ঐ সর্ব্বদুঃখ-ভয়ঙ্কর সর্পকে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঐ ভুগুভ সর্প যজ্ঞকর্ম্মাসক্ত সভ্য বিপ্রগণের মধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া অবশেষে হায়! এতাদৃশ দীর্ঘসত্রে বৃত এক হোতৃকার্য্যকারী ব্রাহ্মণের গাত্র সম্যক্‌রূপে বেষ্টন করিয়া ফেলিল! ব্রাহ্মণ কিন্তু প্রায়শ্চিত্তভয়ে নিজ স্থান হইতে বিচলিত হইতে পারিলেন না এবং চয়নে তাঁহার লোচন ন্যস্ত ছিল বলিয়া কথাও কহিতে পারিলেন না। হে দ্বিজগণ ! বিষযুক্ত সর্প মনে করায় ঐ সময় যজ্ঞসভায় এক মহান্ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। এই হাহাকার শ্রবণ ও পিতাকে সর্পবেষ্টিত দর্শন করিয়া মৈত্রাবরুণকর্ম্মে নিযুক্ত তাঁহার পুত্র ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে ঐ সর্পনিক্ষেপকারী বটুকে এই বলিয়া শাপ দিলেন,—রে দুর্ম্মতে ! যে হেতু তুই এই সভায় সর্প নিক্ষেপ করিয়াছিস্, অতএব আমার বাক্যে অবিলম্বে তুই সর্প হ। বটু বলিলেন,—হে দ্বিজ ! আমি হাস্যের নিমিত্ত কৌতুকক্রমে জলসর্প নিক্ষেপ করিয়াছি, আর আমি আপনার পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়াও কিছু নিক্ষেপ করি নাই ; অতএব কিজন্য আপনি আমায় শাপ দিতেছেন ? এই কথা বলিতে বলিতে ঐ সর্প মুনিগাত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল ; কিন্তু শপগ্রস্ত বটু তৎক্ষণাৎ সর্পত্ব লাভ করিল। ঐ সনাতনসুত বটু সর্পত্ব লাভ করিলে তত্রত্য অপরাপর ব্রাহ্মণগণ সকলেই দুঃখশোকসমাকুল হইলেন। ১—১৩। অনন্তর ঐ বটু বাষ্পাকুলিত-লোচনে মহাভাগ ভৃগুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক গদগদভাবে বলিল,—হে দেব ! আমি সনাতনের পুত্র এবং পরমেষ্ঠীর পৌত্র। আপ-নার পুত্র চ্যবন আমাকে শাপ দিয়াছেন, আমি নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; অতএব আপনি আমাকে শাপ হইতে রক্ষা করুন। মহাত্মা ভৃগু এই বাক্য শ্রবণে কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় পুত্র চ্যবনকে বলি-লেন,—অয়ি তাত ! তুমি এই বটুকে শাপ দিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ। দেখ, বিষাঢ্য সর্পগণও আমার ধর্ষণা করিতে সক্ষম নহে ; ও

সর্পোঽহনেন দ্বিজন্মনা। শাপমোক্ষং কুরুষাস্য তস্মাচ্ছীঘ্রং দ্বিজন্মনঃ॥ ১৮॥ চ্যবন উবাচ। যদি ত্যজতি মর্য্যাদামব্ধিঃ শৈত্যং ব্রজেদ্রবিঃ। উষ্ণত্বং চ শপানাথস্তন্মে স্যাদনৃতং বচঃ॥ ১৯॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্বয়মেব পিতামহঃ। তত্রায়াতঃ স্থিতো যত্র স পৌত্রঃ সর্পরূপধৃক্॥ ২০॥ প্রোবাচ ন বিষাদস্তে পুত্র কার্য্যঃ কথঞ্চন। যৎসর্পত্বমনুপ্রাপ্তঃ শৃণুষাত্র বচো মম॥ ২১॥ পুরা সংস্রষ্টুকামোঽহং নাগানাং নবমং কুলম্। তত্তবিষ্যতি ত্বৎপার্শ্বাৎসমর্য্যাদং ধরাতলে॥২২॥ মন্ত্রৌষধিযুক্তাঃ পুংসাং ন পীড়ামাচরিষ্যতি সম্প্রাপ্স্যাতি পরাং পূজাং সমস্তে জগতীতলে॥ ২৩॥ অত্রাস্তি সুশুভং তোয়ং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতে। ক্ষেত্রে তত্র সমাবাসঃ পুত্র কার্য্যস্ত্বয়া সদা॥ ২৪॥ তত্রস্থস্য তপঃস্থস্য নাগঃ কর্কোটকো নিজম্। তব দাস্যতি সৎকন্যাং ততঃ সৃষ্টির্ভবিষ্যতি॥ ২৫॥ নবমস্য কুলস্যাত্র সমর্য্যাদস্য ভূতলে। শ্রাবণে কৃষ্ণপক্ষে তু সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে॥ ২৬॥ সম্প্রাপ্স্যন্তি পরাং পূজাং পৃথিব্যাং নবমং কুলম্। অদ্য প্রভৃতি তত্তোয়ং নাগতীর্থমিতি স্মৃতম্॥ ২৭॥ খ্যাতিং যাস্যতি ভূপৃষ্ঠে সর্ব্বপাতকনাশনম্। যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে পঞ্চমীদিনে॥ ২৮॥ ন তেষাং বৎসরযাবত্তবিষ্যত্যহিজং ভয়ম্। বিষার্দ্দিতশ্চ যো মর্ত্ত্যস্তত্র স্নানং করিষ্যতি॥ ২৯॥ তৎক্ষণান্নির্বিষো ভূত্বা সম্প্রাপ্স্যতি পরং সুখম্। পুত্রকামা তু যা নারী পঞ্চম্যাং ভাস্করোদয়ে॥ ৩০॥ করিষ্যতি যথা স্নানং কলহস্তা প্রভক্তিতঃ। ভবিষ্যতি চ সা শীঘ্রং বন্ধ্যাপি চ সুপুত্রিণী॥ ৩১॥ সূত উবাচ। এবং প্রবদতস্তস্য ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। অন্যে নাগাঃ সমায়াতাস্তত্র যজ্ঞে নিমন্ত্রিতাঃ॥ ৩২॥ বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব পুণ্ডরীকঃ কৃশোদরঃ। কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ শেষঃ কালিয় এব চ॥ ৩৩॥ তে প্রণম্য বচঃ প্রোচুঃ প্রোচ্চৈর্দ্দেবং পিতামহম্। তবাদেশাদ্বয়ং প্রাপ্তা যজ্ঞেঽত্র প্রপিতামহ॥ ৩৪॥ সাহায্যার্থং তদাদেশো দীয়তাং প্রপিতামহ। যেন কুর্ম্মো বয়ং শীঘ্রং নাগরাজ্যেঽধিষ্ঠিতাঃ॥ ৩৫॥ ব্রহ্মোবাচ। সাহায্যমেতদস্মাকং ভবদীয়ং মহোরগাঃ। গম্যতাং নেন সমং শীঘ্রং নাগরাজেন তিষ্ঠত॥ ৩৬॥ নাগতীর্থে ততঃ স্বেয়ং সর্ব্বৈস্তত্র সমাস্থিতৈঃ॥ ৩৭॥ যঃ কশ্চিন্মম

নির্বিষ রজ্জু সদৃশ হৈত নয়, আর এই দ্বিজপুত্র কিছু আমাকে লক্ষ্য করিয়াও সর্প নিঃক্ষেপ করে নাই অতএব তুমি শীঘ্র এই ব্রাহ্মণের শাপ মোচন করিয়া দাও! চ্যবন বলিলেন,—সাগর যদি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে, রবি যদি শৈত্য প্রাপ্ত হন; এবং শীতরশ্মি যদি উষ্ণরশ্মি হন, তাহা হইলে আমার বাক্যের অন্যথা হইতে পারে। ভগবান্ পিতামহ চ্যবনের এইরূপ বচন শুনিয়া যেখানে তাঁহার পৌত্র সর্পরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত, ঐস্থানে স্বয়ং আগমন করিয়া বলিলেন,—পুত্র! তুমি সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, বলিয়া বিচলিত হইত না, আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে নাগগণের নবম কুল সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তোমার পার্শ্বে ধরাতলে ঐ নবমকুল হইবে। তুমি মন্ত্রৌষধিযুক্ত নরগণের কোনরূপ পীড়া আচরণ করিও না ইহাতে তুমি সমস্ত জগতীতলে পরম পূজা প্রাপ্ত হইবে। এই স্থানে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে এক শুভ তোয়াধার আছে, হে পুত্র! ঐ স্থানেই তুমি বাস করিবে। ঐ স্থানে বাস করিতে থাকিলে কর্কোটক নাগ তোমায় সৎকন্যা দান করিবে, ঐ কন্যা হইতে ভূতলে সমর্য্যাদ নবম কুলের সৃষ্টি হইবে। শ্রাবণমাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমীদিনে ঐ নবম কুল পৃথিবীতে পূজা প্রাপ্ত হইবে। আর অদ্যাবধি উহা ভূতলে সর্ব্বপাতকনাশন নাগতীর্থ নামে অভিহিত হইবে। যাহারা পঞ্চমীদিনে ঐ স্থানে স্নান করিবে, সংবৎসরের মধ্যে কদাচ তাহাদের সর্পজনিত ভয় হই না। বিষপিড়ীত হইয়া যে মানব ঐ স্থানে স্নান করিবে, সে তৎক্ষণাৎ নির্বিষ হইয়া পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে। যে নারী পুত্র কামনা করিয়া পঞ্চমীদিনে ভাস্করোদয়ে ঐ স্থানে কলহস্তে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিবে, সে বন্ধ্যা হইলেও পুত্রবতী হইবে। সূত বলিলেন,—অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা এই কথা বলিতে বলিতে নাগগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সেই যজ্ঞে আগমন করিল।১৪—৩২। বাসুকি, তক্ষক, পুণ্ডরীক,কৃশোদর, কম্বল, অশ্বতর ও কালিয় প্রভৃতি নাগগণ যজ্ঞস্থানে আগম করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—হে পিতামহ! আপনার আদেশমত আমরা সাহায্যার্থে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। অধুনা আপনি আমাদিগকে আদেশ প্রদান করুন, যাহা আমরা নাগরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পালন করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহোরগগণ! আমি তোমাদিগকে এই আদেশ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা এই আমার নির্ব্বাচিত নাগরাজের সহিত সত্বর গমন করিয়া

যজ্ঞেঽত্র দুষ্টভাবং সমাশ্রিতঃ। সমাগচ্ছতি বিঘ্নায় রক্ষণীয়ঃ স সত্বরম্। ৩৮। রাক্ষসো বা পিশাচো বা ভূতো বা মানুষোঽপি বা। এতৎকৃত্যতমং নাগা মম যজ্ঞস্য রক্ষণম্। ৩৯। তথা যূয়মপি প্রাপ্তে মাসি ভাদ্রপদে তথা। পঞ্চম্যাং কৃষ্ণপক্ষস্য তত্র পূজামবাপ্স্যথ। ৪০। সূত উবাচ। বাঢ়মিত্যেব তে প্রোচ্য প্রণিপত্য পিতামহম্। সনাতনসুতোপেতা নাগতীর্থং সমাশ্রিতাঃ। ৪১। ততঃপ্রভৃতি তত্তীর্থং নাগতীর্থমিতি স্মৃতম্। কামপ্রদং চ ভক্তানাং নরাণাং স্নানকারিণাম্। ৪২। যস্তত্র কুরুতে স্নানং সকৃদ্ভক্ত্যা সমন্বিতঃ। নান্বয়েঽপি ভয়ং তস্য জায়তে সর্পসম্ভবম্। ৪৩। তত্র যচ্ছতি মিষ্টান্নং দ্বিজানাং সজ্জনৈঃ সহ। পূজয়িত্বা তু নাগেন্দ্রান্ সনাতনপুরঃসরান্। ৪৪। সপ্তজন্মান্তরং যাবন্ন স দৌঃস্থ্যমবাপ্নুয়াৎ। ভূতপ্রেতপিশাচানাং শাকিনীনাং বিশেষতঃ। ন ছিদ্রং ন চ রোগাশ্চ নাধয়ো ন রিপোর্ভয়ম্। ৪৫। যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা বাচ্যমানং দ্বিজোত্তমাঃ। সোঽপি সংবৎসরং যাবৎপন্নগৈর্ন চ পীড্যতে॥ ৪৬। সর্পদষ্টস্য যস্যৈতৎপুরতঃ পঠ্যতে ভৃশম্। নাগতীর্থস্য মাহাত্ম্যং কালদষ্টোঽপি জীবতি। ৪৭। পুস্তকে লিখিতং চৈতন্নাগতীর্থসমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং তিষ্ঠতে যত্র ন সর্পস্তত্র তিষ্ঠতি। ৪৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগতীর্থোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৮৩।

সকলে মিলিয়া নাগতীর্থে অবস্থান কর। রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, মানুষ, প্রভৃতি যে কেহ দুষ্টভাবাবলম্বনে আমার যজ্ঞে বাধা উৎপাদন করিতে আসিবে, তোমরা অবশ্যই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিবে। এরূপ করিলে তোমরাও ভাদ্রপদের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে পূজা প্রাপ্ত হইবে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! নাগগণ পিতামহের বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক সনাতনসুতের সহিত নাগতীর্থে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদবধি ঐ তীর্থ নাগতীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করিল। ঐ তীর্থ স্নানকারী নরগণের অভিলষিতপ্রদ। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক নাগতীর্থে একবারমাত্রও স্নান করে, কদাচ তাহার বংশে সর্পভয় হয় না। যে মানব ঐ তীর্থে গমন করিয়া সনাতনপুত্রের সহিত নাগেন্দ্রগণের পূজাপূর্ব্বক সজ্জন ও ব্রাহ্মণগণকে মিষ্টান্ন প্রদান করে, সে সপ্তজন্ম যাবৎ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় না, বিশেষতঃ তাহার ভূত, প্রেত, পিশাচ ও শাকিনীগণের ভয় থাকে না এবং কোন প্রকার ছিদ্র বা রোগ, আধি ও রিপুভয় কদাচ তাহার সম্ভবে না। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করিতে শোনে, সংবৎসর মধ্যে তাহার সর্পভয় হয় না। সর্পদষ্ট ব্যক্তি সম্মুখে যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করা যায়, তাহা হইলে কালদষ্ট হইলেও সে জীবন লাভ করিয়া থাকে। এই নাগতীর্থমাহাত্ম্য যেখানে পুস্তকে লিখিত থাকে, সেখানে সর্পভয় হয় না। ৩৩—৪৮।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৩।

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তৃতীয়ে চ দিনে প্রাপ্তে ত্রয়োদশ্যাং দ্বিজোত্তমাঃ। প্রাতঃসবনমাদায় ঋত্বিজঃ সর্ব্ব এব তে। স্বে স্বে কর্ম্মণি সংলগ্না যজ্ঞকৃত্যসমুদ্ভবে। ১। ততঃ প্রবর্ত্ততে যজ্ঞস্তদা পৈতামহো মহান্। সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্তু সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ। ২। দীয়তাং দীয়তাং তত্র ভুজ্যতাং ভুজ্যতামিতি। একঃ সংশ্রূয়তে শব্দো দ্বিতীয়ো দ্বিজসম্ভবঃ। ৩। নান্যস্তত্র তৃতীয়স্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে। যো যং কাময়তে কামং হেমরত্নসমুদ্ভবম্। ৪। স তৎপ্রাপ্নোত্যসন্দিগ্ধং বাঞ্ছিতাচ্চ চতুর্গুণম্। পক্বান্নস্য কৃতাস্তত্র দৃশ্যন্তে পর্ব্বতাঃ শুভাঃ। ৫। ঘৃতক্ষীরমহানদ্যো দানার্থং বিস্তরাশয়ঃ। এতস্মিন্নন্তরে

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর ভগবান্ পিতামহের ত্রৈদিবাসিক যজ্ঞে ত্রয়োদশী তিথিতে ঋত্বিক্গণ প্রাতঃসবন সমাপন করিয়া স্ব স্ব কৃত কর্ম্মে ব্রতী হইলে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ যজ্ঞ-কর্ম আরব্ধ হইল। ঐ সময় যজ্ঞক্ষেত্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে কেবল "দীয়তাং দীয়তাং" "ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং" শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না। হেম-রত্ন প্রভৃতি যে যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল, সে প্রার্থনার চতুর্গুণ লাভ করিতে থাকিল। আয়োজনের কথা আর কি বলিব, পক্বান্নের পর্ব্বত, ঘৃত-দুগ্ধের মহানদী আর অন্যান্য

প্রাপ্তঃ কশ্চিজ্জ্ঞানী দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥ অতীতানাগতান্ বেত্তি বর্ত্তমানঞ্চ যঃ সদা। স ব্রহ্মাণং নমস্কৃত্য নিবিষ্টশ্চ তদগ্রতঃ ॥ ৭ ॥ কর্ম্মান্তরেষু বিপ্রাণাং স সর্ব্বেষাং দ্বিজোত্তমাঃ। কথয়ামাস যদ্বৃত্তং বাল্যাৎ প্রভৃতি কৃৎস্নশঃ ॥ ৮ ॥ ততস্তু ঋত্বিজঃ সর্ব্বে কৌতুকাবিষ্টচেতসঃ। পপ্রচ্ছুর্জ্ঞানিনং তঞ্চ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥ ৯ ॥ বিস্মৃতানি স্মরন্তস্তে নিজকৃত্যানি বৈ ততঃ। প্রোক্তানি গর্হণীয়ানি হ্যসংখ্যাতানি সর্ব্বশঃ ॥ ১০ ॥ ততস্তে পুনরেবাথ পপ্রচ্ছুর্জ্ঞানিনঞ্চ তম্। লোকোত্তরমিদং জ্ঞানং কথং তে সংস্থিতং দ্বিজ ॥ ১১ ॥ কো গুরুস্তে সমাচক্ষ্ব পরং কৌতুহলং হি নঃ। অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানং নৈতদ্দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ ন ॥ ১২ ॥ যাদৃশং তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দৃশ্যতে পার্শ্বসংস্থিতম্। কিং ব্রহ্মণা স্বয়ং বিপ্র ত্বমেবং প্রতিবোধিতঃ ॥ ১৩ ॥ কিং বা হরেণ তুষ্টেন কিং বা দেবেন চক্রিণা। নাস্তপ্রবোধিতস্ত্বেবং জ্ঞানং সঞ্জায়তে স্ফুটম্ ॥ ১৪ ॥ অতিথিরুবাচ। পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গশ্চৈব যো বনে। ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবো মম ॥ ১৫ ॥ এতেষাং চেষ্টিতং দৃষ্ট্বা জ্ঞানং মে সমুপস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। কথয়স্ব মহাভাগ কথং তে গুরবঃ স্থিতাঃ। কীদৃশঞ্চ ত্বয়া দৃষ্টং তেষাং চৈব বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৭ ॥ কস্মিন্ দেশে সমুৎপন্নঃ কস্মিন্ স্থানে বদস্ব নঃ কিংনামা কিংস্বগোত্রশ্চ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ১৮ ॥ অতিথিরুবাচ। আসন্নত্র পুরে বিপ্রাশ্চত্বারো যে বিবাসিতাঃ। শুনঃশেপোঽথ শাক্রেয়ো বৌদ্ধো দান্তশ্চতুর্থকঃ ॥ ১৯ ॥ তেষাং মধ্যে তু যো বৌদ্ধঃ শান্তো দান্ত ইতি স্মৃতঃ। ছন্দোগগোত্রবিখ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২০ ॥ নাগরেষু সমুৎপন্নঃ পশ্চিমে বয়সি স্থিতঃ। তস্যাহং প্রথমঃ পুত্রঃ প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃৎ প্রিয়ঃ ॥ ২১ ॥ ততোঽহং যৌবনং প্রাপ্তো যদা দ্বিজবরোত্তমাঃ। তদা মে দয়িতস্তাতঃ পঞ্চত্বং সমুপাগতঃ ॥ ২২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে রাজা হ্যানর্ত্তাধিপতির্দ্বিজাঃ। শ্রুতপাস্তেন নির্দ্দিষ্টোঽহন্তু কঞ্চুকিকর্ম্মণি ॥ ২৩ ॥ শান্তং দান্তং সমালোক্য বিশ্বস্তেন মহাত্মনা। অস্য চান্তঃপুরে হ্যাসীৎ পিঙ্গলা নাম নায়িকা ॥ ২৪ ॥ দৌর্ভাগ্যেণ সমো-

ধন-সম্পত্তির বৃহৎ বৃহৎ রাশি, দানের জন্য সজ্জিত হইল। এই সময় এক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তিনি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয় সমস্ত অবগত। ভগবান্ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তিনি তাঁহার অগ্রে উপবিষ্ট হইলেন। উপবিষ্ট থাকিয়া তিনি যজ্ঞকর্ম্মে নিরত ব্রাহ্মণগণের বাল্যকালাবধি যাবতীয় ঘটনা সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋত্বিকৃগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে স্ব স্ব বিস্মৃত গর্হনীয় বিষয় সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা অসংখ্য প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে দ্বিজ! কিরূপে আপনি এই অলৌকিক জ্ঞান লাভ করিলেন! আপনার এই শিক্ষার গুরু কে? বলুন, আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এরূপ জ্ঞান আমরা কুত্রাপি কদাপি কাহারও দেখি নাই ও শুনি নাই! অহো! কি জ্ঞানের চমৎকারিত্ব! হে বিপ্র! আপনি স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এরূপ প্রতিবোধিত হইয়াছেন? না হর তুষ্ট হইয়া আপনাকে এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন করিয়াছেন? অথবা চক্রী আপনাকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন? অন্য কোন কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইলে আপনার এরূপ স্ফুট জ্ঞান লাভ হইত না। ১—১৪। অতিথি বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! বনে যে পিঙ্গলা, কুরর, সর্প, সারঙ্গ, ইষুকার, ও কুমারী আছে, ইহারাই আমার গুরু। ইহাদের চেষ্টিত দেখিয়া আমার এরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি বলুন,—কিরূপে ইহারা আপনার গুরু হইল; এবং আপনি ইহাদের বিচেষ্টিতই বা কি দেখিয়াছেন? তাহারা কোন্ দেশে কোন্ স্থানে উৎপন্ন, তাহাদের কি নাম, কি গোত্র এই সকল আমাদিগকে বিস্তৃতভাবে বলুন। অতিথি বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই পুরে শুনঃশেফ, শাক্রেয়, বৌদ্ধ ও দান্ত নামে যে চারিজন নির্ব্বাসিত আছেন। ইহাদের মধ্যে যিনি বৌদ্ধ নামক শান্ত ও দান্ত, তিনি বিখ্যাত ছন্দোগ গোত্রীয় এবং বেদবেদাঙ্গপারগ। পশ্চিম বয়সে আমি তাঁহারই প্রথম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে যখন যৌবনপ্রাপ্ত হই, তখন তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময় রাজা অনর্ত্তাধিপতি আমাকে শ্রুতপা ও শান্ত-দান্ত দেখিয়া বিশ্বস্তভাবে কঞ্চুকিকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। অনর্ত্তাধিপের অন্তঃপুরে

শেতা রূপেণাপি সমন্বিতা। অথান্যাঃ শতশতস্য ভার্য্যাশ্চান্তঃপুরে স্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥ তাঃ সর্ব্বা রজনীবক্ত্রে ব্যাকুলত্বং প্রয়ান্তি চ। আহরন্তি পরান্ গন্ধান্ ধূপাংশ্চ কুসুমানি চ ॥ ২৬ ॥ বিলেপনানি মুখ্যানি সুরভীণি তথা পুরঃ। পুষ্পাণি চ বিচিত্রাণি হৃদ্যাঃ সূক্ষ্মাম্বরাণি চ ॥ ২৭ ॥ তাবৎযাবৎস্থিতঃ কালঃ শয়নীয়সমুদ্ভবঃ। মন্মথোৎসাহসংযুক্তাঃ পুলকেন সমন্বিতাঃ ॥ ২৮ ॥ একা জানাতি মাং সুপ্তাং নূনমাকারয়িষ্যতি। অন্যা জানাতি মাং চৈব পরস্পরমমর্ষতঃ ॥ ২৯ ॥ স্পর্দ্ধয়ন্তি প্রযুধ্যন্তি বিরূপাণি বদন্তি চ। তাসাং মধ্যাত্ততশ্চৈকা প্রযাতি নৃপসন্নিধৌ ॥ ৩০ ॥ শেষা বৈলক্ষ্যমাসাদ্য নিঃশ্বস্য প্রস্বপন্তি চ। দুঃখার্ত্তা ন লভন্তি স্ম তাশ্চ নিদ্রাং পরাভবৎ ॥ ৩১ ॥ কামেন পীড়িতাঙ্গাশ্চ বাষ্পপূর্ণেক্ষণাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥ আশা হি পরমং দুঃখং নিরাশা পরমং সুখম্। আশানিরাশাং কৃত্বা চ সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা ॥ ৩৩ ॥ ন করোতি চ শৃঙ্গারং ন স্পর্দ্ধাঞ্চ কদাচন। ন ব্যাকুলত্বমাপেদে সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা ॥ ৩৪ ॥ ততো ময়াপি তদ্দৃষ্ট্বা তস্যাশ্চেষ্টিতমুত্তমম্। আশাঃ সর্ব্বাঃ পরিত্যক্তাঃ স্বপিমীহ ততঃ সুখী ॥ ৩৫ ॥ যে স্বপন্তি সুখং রাত্রৌ তেষাং কায়াগ্নিরিধ্যতে। আহারং প্রতিগৃহ্নন্তি ততঃ পুষ্টিকরং পরম্ ॥ ৩৬ ॥ তদেতৎকারণং জাতং মম তেজোঽভিবৃদ্ধয়ে। গুরুত্বে পিঙ্গলা জাতা তেন সা মে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥ আশাপাশৈঃ পরীতাঙ্গা যে ভবন্তি নরোঽর্দ্দিতাঃ। তে রাত্রৌ শেরতে নৈব তদপ্রাপ্তিবিচিন্তয়া ॥ ৩৮ ॥ নৈবাগ্নিদীপ্যতে তেষাং জাঠরশ্চ ততঃ পরম্। আহারং বাঞ্ছতে নৈব তন্ন তেজোঽভিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বস্য বিদ্যতে প্রান্তো ন বাঞ্ছায়াঃ কথঞ্চন ॥ ৪০ ॥ যথাযথা ভবেল্লাভো বাঞ্ছিতস্য নৃণামিহ। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব বৃদ্ধিং যাতি তথাতথা ॥ ৪১ ॥ যথা শৃঙ্গং কুরোঃ কায়ে বর্দ্ধমানস্য বর্দ্ধতে। এবং তৃষ্ণাপি যত্নেন বর্দ্ধমানেন বর্দ্ধতে ॥ ৪২ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগাঃ পুরুষেণ বিজানতা। দিবা তৎকর্ম্ম কর্ত্তব্যং যেন রাত্রৌ সুখং স্বপেৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিঙ্গলোপাখ্যানবর্ণনং নাম চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৪॥

ছিলেন। পিঙ্গলা ব্যতীত আনর্ত্তাধিপের শত শত পিঙ্গলা নামে এক রূপসৌভাগ্যসমন্বিতা নায়িকা ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহারা সকলেই রজনীমুখে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। কেহ বা মনোহর গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি কুসুম ও ধূপ, কেহ বা প্রসিদ্ধ সুরভি বিলেপন ও বিচিত্র পুষ্প এবং কেহ বা সূক্ষ্মাম্বর আহরণ করিতেন। তাঁহারা শয়ন করিবার সময় পর্য্যন্তই এইভাবে ব্যস্ত থাকিতেন। এই সময় তাঁহারা মন্মথোৎসাহসংযুক্ত হওয়ায় পুলকসমন্বিত হইতেন। কেহ মনে করিতেন,—আমি নিদ্রিত হইলে নৃপতি নিশ্চয় আমাকেই আহ্বান করিবেন। আবার অন্য কেহ মনে করিতেন, রাজা আমাকে নিশ্চয় ডাকিবেন। রাজভার্য্যাগণ এইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা, বাক্‌যুদ্ধ ও বিষসদৃশ ভাষা প্রয়োগ করিতে থাকিলে রাজা তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জনকে আহ্বান করিতেন। অবশিষ্ট সুন্দরীগণ বৈলক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি কষ্টে নিদ্রা যাইতেন। আবার কেহ কেহ অত্যন্ত দুঃখে নিদ্রা লাভ করিতে না পারিয়া কেবল কামপীড়ায় অশ্রু মোচন করিতেন। কারণ আশাই মানবের দুঃখের মূল, আর নিরাশায় পরম সুখ। ঐ সকল রাজভার্য্যার মধ্যে আশায় নিরাশা হইয়া কেবল পিঙ্গলা সুখে নিদ্রা যাইত, সে কদাচ শৃঙ্গার বা স্পর্দ্ধা করিত না, ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইত না, সুখে নিদ্রা যাইত। আমিও তাহার উত্তম আচরণ অবলোকন করিয়া সকল আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাই। যাহারা রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যায়, তাহাদের কায়াগ্নি বর্দ্ধিত হয়; বেশ আহার করিতে পারে এবং আহারও পুষ্টিকর হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে পিঙ্গলাই আমার তেজোবৃদ্ধির কারণ হয়; সুতরাং সে আমার গুরু। যে সকল নর আশা-পাশ দ্বারা আবদ্ধ হয়, তাহারা বাঞ্ছিত বস্তু লাভের জন্য রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারে না। অনিদ্রাহেতু তাহাদের জাঠর অগ্নি মন্দীভূত হয়; ইহার ফলে তাহাদের আহারে অনিচ্ছা ও তজ্জন্য তেজোহানি হইয়া থাকে। সকলেরই অন্ত আছে, কিন্তু আশার অন্ত নাই। ঘৃত প্রদানে যেমন অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তেমনি মানবের যেমন যেমন বাঞ্ছিত লাভ হয়, তেমনি তেমনি আশাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হরিণ যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার শৃঙ্গ যেমন তদ্রূপই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি যত্নবর্দ্ধিত হইলে

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অতিথিরুবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যথা মে **পিঙ্গলা গুরুঃ।** সাম্প্রতং কুররো জাতো যথা তৎ **প্রবদাম্যহম্॥ ১॥** মমাসীদ্দ্রবিণং ভূরি পিতৃপৈতামহং মহৎ॥ ২॥ যেঽথ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দায়াদা বান্ধবা অপি। তে মাং সর্ব্বে প্রবাধন্তে দ্রব্যশস্যকৃতে সদা॥ ৩॥ যস্মাহং ন প্রযচ্ছামি স মাং চৈব প্রবাধতে। সীদমানস্তু সুভৃশং দর্শয়ন্ প্রাণসংক্ষয়ম্॥ ৪॥ একে সাম্না প্রযাচন্তে বিত্তং ভেদেন চাপরে। ভয়দানেন চান্তেঽপি কেচিদ্দণ্ডেন চ দ্বিজাঃ॥ ৫॥ এবং নাহং কচিৎ সৌখ্যং তেষাং পার্শ্বাল্লভামি ভোঃ। চিন্তয়ানো দিবানক্তং ক্লেশস্য পরিসংক্ষয়ম্। উপায়ং ন চ পশ্যামি যেন শান্তিঃ প্রজায়তে॥ ৬॥ অন্যস্মিন্ দিবসে দৃষ্টঃ কৃতমাংসপরিগ্রহঃ। কুররশ্চঞ্চুনা ব্যোম্নি গচ্ছমানস্ত্বরান্বিতঃ॥ ৭॥ হন্যমানঃ সমন্তাচ্চ মাংসার্থে বিবিধৈঃ খগৈঃ। অথ তেন পরিত্যক্তং তন্মাংসং পক্ষিজাতভয়াৎ॥ ৮॥ যাবত্তাবৎসুখী জাতস্তেঽপি সর্ব্বে সমুজ্ঝিতাঃ। ময়াপি ক্লিশ্যমানেন তদ্বচ্চ নিজবান্ধবৈঃ॥ ৯॥ সামিষং কুররং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং নিরামিষৈঃ। আমিষস্য পরিত্যাগাৎকুররঃ সুখমেধতে॥ ১০॥ এবং নিশ্চিত্য মনসা সর্ব্বানানীয় বান্ধবান্। পুত্রান্ পৌত্রাংস্ততঃ সর্ব্বান্ পুরস্তেষাং নিবেদিতম্॥ ১১॥ ত্রিঃসত্যং শপথং কৃত্বা নাস্তদস্তীতি মে গৃহে। বিভজ্যার্থং যথান্যায়ং যূয়ং গৃহ্নীত বান্ধবাঃ॥ ১২॥ ততঃপ্রভৃতি নৈঃস্বমুক্তঃ সুখং তিষ্ঠাম্যহং দ্বিজাঃ। এতস্মাৎকারণাজ্জাতো মমাসৌ কুররো গুরুঃ॥ ১৩॥ অর্থসম্পদ্বিমোহায় বিমোহো নরকায় চ। তস্মাদর্থমনর্থং তং মোক্ষার্থী দূরতস্ত্যজেৎ। যত্নামিষং জলে মৎস্যৈর্ভক্ষ্যতে শ্বাপদৈ-

আশাও বঞ্চিত হয়। হে মহাভাগগণ! ইহা ভাবিয়া জনগণের দিবসে সেইরূপ কর্ম্ম করা উচিত, যাহাতে রাত্রিতে সুখে নিদ্রা হয় অর্থাৎ মনে কাহারও আশা রাখা উচিত নহে, আশা থাকিলেই চিন্তা হয়, চিন্তাতে নিদ্রাব্যাঘাত ঘটে। ১৫—৪৩।

[চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৮৪।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অতিথি বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! পিঙ্গলা যে প্রকারে আমার গুরু হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট বলিলাম, কুরর যেরূপে আমার গুরু হয়, অধুনা তাহা শ্রবণ করুন, বলিতেছি,—আমার পিতৃ-পৈতামহ ভূরি ধন-সম্পত্তি ছিল। আমার পুত্র, পৌত্র, দায়াদ, বান্ধবগণ দ্রব্যশস্য নিমিত্ত আমাকে সর্ব্বদা পীড়া দিত। আমি যাহাকে না দিতাম, সেই আমাকে পীড়িত করিত। আমি তখন স্বীয় প্রাণসঙ্কট ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, হে দ্বিজগণ! আমার পুত্র-পৌত্রগণ কেহ সাম দ্বারা, কেহ ভেদ দ্বারা, কেহ ভয়প্রদর্শন করিয়া এবং কেহ দণ্ডাবলম্বনে আমার নিকট ধন প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি কখন তাহাদের নিকট হইতে সুখ লাভ করিতে পারি নাই। আমি দিবারাত্র চিন্তা করিয়াও ক্লেশক্ষয়ের কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই—যাহাতে আমি শান্তি লাভ করিতে পারিতাম। একদিন আমি দেখিলাম একটী কুরর পক্ষী মাংস মুখে করিয়া ত্বরা সহকারে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, আর বিবিধ বহু পক্ষী মাংসার্থী হইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক ঐ কুররকে ঠোক্‌রাইতেছে। ঐ সময় আক্রমণকারী পক্ষিগণের ভয়ে কুরর সেই চঞ্চুপুটস্থিত মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করিল। মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করায় তাহার আর কোন অশান্তি থাকিল না। আক্রমণকারী পক্ষিগণও তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমিও ঐরূপ ধনলুব্ধ নিজ বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া ভাবিলাম যে, সামিষ কুরর নিরামিষ পক্ষিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখী হইল।১—১০। এইরূপ ভাবিয়া আমিও নিজ পুত্র-পৌত্র-বান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া শপথপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলাম,—অন্য অর্থ আর আমার গৃহে কিছুই নাই; যাহা আছে, তাহা তোমার যথান্যায় বিভাগ করিয়া গ্রহণ কর। হে দ্বিজগণ। তদবধি আমি সুখে কালাতিপাত করিতেছি। এই কারণে কুরর আমার গুরু হইয়াছে। অর্থসম্পৎ মোহের কারণ আর মোহ নরকের হেতু; অতএব মোক্ষার্থী ব্যক্তি দূর হইতে অনর্থভূত অর্থ পরিত্যাগ করিবে। আমিষ

ভুবি। আকাশে পক্ষিভিশ্চৈব তথা সর্ব্বত্র বিত্তবান্। ১৫। দোষহীনোঽপি ধনবান্ ভূপাদ্যৈঃ পরিতাপ্যতে দরিদ্রঃ কৃতদোষোঽপি সর্ব্বত্র নিরুপদ্রবঃ। ১৬। আলম্বিতাঃ পরৈর্যান্তি প্রস্খলন্তি পদেপদে। গদ্গদানি চ জল্পন্তে ধনিনো মদ্যপা ইব। ১৭। ভক্তে দ্বেষো বহিঃ প্রীতী রুচিতং গুরুলঘ্বপি মুখে চ কটুতা নিত্যং ধনিনাং জ্বরিণামিব। ১৮। অর্থানামর্জ্জনে দুঃখমর্জ্জিতানাং চ রক্ষণে। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থো দুঃখভাজনম্। ১৯। অর্থার্থী জীবলোকোঽয়ং শ্মশানমপি সেবতে। জনিতারমপি ত্যক্ত্বা নিঃস্বং যান্তি সুতা অপি। ২০। সুতস্য বল্লভস্তাবৎ পিতা পুত্রোঽপি বৈ পিতুঃ। যাবন্নার্থস্য সম্বন্ধস্তাভ্যাং ভাবী পরস্পরম্। সম্বন্ধে বিত্তজে জাতে বৈরং সঞ্জায়তে মিথঃ। ২১। এতস্মাৎ কারণাৎ বিত্তং ময়া ত্যক্তং তপোধনাঃ। তেন সৌখ্যেন তিষ্ঠামি কুবেরস্যোপদেশতঃ। ২২। শৃণুধ্বং মহাভাগা যথা মেহর্হিগুরুঃ স্থিতঃ। ২৩। যথা ময়া গৃহং ত্যক্তং দৃষ্টা সর্পবিচেষ্টিতম্। গৃহারম্ভঃ সুদুঃখায় সুখায় ন কদাচন। ২৪। সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে। উষিত্বা তত্র সৌখ্যেন ভূয়োঽন্যত্তাদৃশং ব্রজেৎ। ২৫। মম ত্বং কুরুতে নৈব মমেদং গৃহমিত্যসৌ। ন গৃহং জায়তে তস্য ন স্বয়ং হি কৃতং যতঃ। ২৬। যঃ পুনঃ কুরুতে হর্ম্ম্যং স্বয়ং ক্লেশৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। ন তস্য যাতি তৎপশ্চান্মৃত্যুকালেঽপি সংস্থিতে। ২৭। গৃহাৎ সঞ্জায়তে ভার্য্যা ততঃ পুত্রশ্চ কন্যকা। তেষামর্থে করোতি স্ম কৃত্যাকৃত্যং ততঃ পরম্। ২৮। কোশকারমিবাত্মানং বেষ্টয়ন্নাববুধ্যতে। ২৯। পুত্রদারগৃহক্ষেত্রসক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ। লোভপঙ্কার্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা ইব। ৩০। একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্ক্তে মহাজনঃ। ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্ত্তা দোষেণ লিপ্যতে। ৩১। এতস্মাৎ কারণাৎ কর্ম্ম্যং ময়া ত্যক্তং দ্বিজোত্তমাঃ। মোক্ষমার্গার্গলীভূতং দৃষ্টা সর্পবিচেষ্টিতম্।

যেমন জলে মৎস্যগণ কর্ত্তৃক, স্থলে শ্বাপদ সকল কর্ত্তৃক এবং আকাশে পক্ষিসমূহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তেমনি বিত্তবান্ ব্যক্তিও সর্ব্বত্র হিংসিত হইয়া থাকে। ধনবান্ ব্যক্তি নির্দ্দোষ হইলেও ভূপালগণ তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া থাকেন; আর দরিদ্র ব্যক্তি দোষী হইলেও সর্ব্বত্র নিরুপদ্রব। ধনিগণ পর কর্ত্তৃক আলম্বিত হইয়া গমন করে, পদে পদে স্খলিত হয়, মদ্যপায়ীর ন্যায় গদগদ ভাবে কথা বলে, এবং ভক্ত ব্যক্তিতে তাহাদের দ্বেষ হয়; তাঁহারা বাহিরে প্রীতি দেখান; গুরু-লঘু সকলেই তাহাদের রুচি হয়। জ্বরযুক্ত রোগীর ন্যায় সর্ব্বদাই তাঁহাদের মুখে কটুতা লাগিয়াই থাকে। দেখুন অর্থের উপার্জ্জনে দুঃখ, আবার উপার্জ্জিত অর্থের রক্ষায় দুঃখ, নাশে দুঃখ এবং ব্যয়ে দুঃখ; অতএব দুঃখভাজন অর্থকে ধিক্। অর্থার্থী জীবলোক শ্মশানেরও সেবা করিয়া থাকে, পুত্রও নিঃস্ব পিতাকে পরিত্যাগ করে। যে পর্য্যন্ত না পরস্পরের অর্থসম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হয়, সেই পর্য্যন্তই পুত্র পিতৃবৎসল এবং পিতাও পুত্রবৎসল থাকেন। যেমন তাহাদের পরস্পরের অর্থসম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হয়, অমনি বিবাদ আসিয়া জুটে। হে তপোধনগণ! এই জন্যই আমি বিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছি। কুবেরের উপদেশে আমি বিত্ত পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখে অবস্থান করিতেছি। হে মহাভাগগণ! অধুনা যে প্রকারে অহি গুরু হইয়াছে, এবং সর্পবিচেষ্টিত দর্শন করিয়া যেরূপে আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন,—গৃহারম্ভ মানবের দুঃখের নিমিত্ত; কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে। সর্প পরকৃত গৃহে সুখে বাস করিয়া থাকে। পরগৃহে বাস করিয়া আবার সে অন্যত্র তাদৃশ গৃহে গমন করে; সে আমার গৃহ বলিয়া কদাচ মমত্ব করে না। সে স্বয়ং কখন গৃহ করে না বলিয়া তাহার গৃহ নাই। যে ব্যক্তি ক্লেশ সহ্য করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহার মৃত্যুকালে কখন গৃহ তাহার পশ্চাৎ অনুগমন করে না। গৃহ করিলেই ভার্য্যা করিতে হয়; আর ভার্য্যা হইতেই পুত্র ও কন্যা হইয়া থাকে। ঐ পুত্র-কন্যার জন্য কৃত্যাকৃত্য কত কি করিতে হয়, পুত্র কন্যা উৎপাদন করিয়া মানব কোশকারের (গুটি-পোকার) ন্যায় আত্মাকে শৃঙ্খলিত করত কিছুই বুঝিতে পারে না; পুত্র দার-গৃহ-ক্ষেত্রে আসক্ত হইয়া তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং জীর্ণ বনগজের ন্যায় লোভপঙ্কার্ণবে মগ্ন হয়। ১১—৩০। এক জন (কর্ত্তা) পাপ করে, আর মহাজন (পরিবারবর্গ) তার ফল অর্থাৎ উপার্জ্জিত বস্তু ভোগ করিয়া থাকে। ভোক্তারা (পরিবারবর্গ) মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ কর্ত্তার পাপাংশ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয় না; আর কর্ত্তা (পাপানুষ্ঠানে অর্জ্জনকারী) দোষী অর্থাৎ পাপফল-

৩২। একরাত্রং বসেদ্‌গ্রামে ত্রিরাত্রং পত্তনে বসেৎ। যো যাতি স যতিঃ প্রোক্তো যোঽন্যো যোগবিড়ম্বকঃ॥ ৩৩॥ বিধূমে চ প্রশান্তাগ্নৌ যস্তু মাধুকরীং চরেৎ। গৃহে চ বিপ্রমুখ্যানাং যতিঃ স নেতরঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪॥ দণ্ডী ভিক্ষাং চ বা কুর্য্যাত্তদেব ব্যসনং বিনা। যস্তিষ্ঠতি ন বৈরাগ্যং যাতি নৈব যতির্হি সঃ॥ ৩৫॥ দিবা স্বপ্নং বৃথান্নং চ স্ত্রীকথালোক্যমেব চ। শ্বেতবস্ত্রং হিরণ্যঞ্চ যতীনাং পতনানি ষট্॥ ৩৬॥ সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। সুহৃৎপুত্রে উদাসীনঃ স যতির্নেতরঃ স্মৃতঃ॥ ৩৭॥ সমৌ মানাপমানৌ চ স্বদেশে পরদেশেঽপি বা। যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি স যতির্নেতরঃ স্মৃতঃ॥ ৩৮॥ যস্মিন্ গৃহে বিশেষেণ লভেদ্ভিক্ষাং চ বাশনম্। তত্র নো যাতি যো ভূয়ঃ স যতির্নেতরঃ স্মৃতঃ॥ ৩৯॥ এবং জ্ঞাত্বা ময়া বিপ্র দৃষ্ট্বা সর্পবিচেষ্টিতম্। সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো মোক্ষার্থং পরিকল্পিতঃ॥ ৪০॥ এবং মমাহিঃ সঞ্জাতো গুরুর্ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। তৎপ্রভাবান্মহত্তেজঃ সঞ্জাতং বিগ্রহে মম॥ ৪১॥ যথা মে ভ্রমরো জাতো গুরুস্তদ্বদামি চ। কস্মিন্ বৃক্ষে ময়া দৃষ্টো ভ্রমরঃ কোঽপি সঙ্গতঃ॥ ৪২॥ শাখাগ্রং তু সমাশ্রিত্য কৃতপূর্ব্বনিবন্ধনম্। বসন্তসময়ে প্রাপ্তে পুষ্পবন্তশ্চ যে দ্রুমাঃ॥ ৪৩॥ সুগন্ধফলপুষ্পাশ্চ সুগন্ধদলসংযুতাঃ; তেষামগ্র্যং সমাদায় শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠতমং রসম্॥ ৪৪॥ নিযোজয়তি শাখাগ্রে তরোরস্য সদৈব হি। অনির্ব্বিণ্নতয়া হৃষ্টস্তদা সম্যঙ্‌নিরীক্ষিতঃ॥ ৪৫॥ মধুজালং ততো জাতং কালেন মহতা মহৎ। যেনান্যে মধুনা তৃপ্তিং প্রাপ্তাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৪৬॥ তচ্চেষ্টিতং ময়া বীক্ষ্য শাস্ত্রাণ্যন্যানি ভূরিশঃ। ততস্তেষাং সমাদায় সারভূতং পৃথক্ পৃথক্। কৃতানি ভূরিশাস্ত্রাণি বেদান্তানি চ কৃৎস্নশঃ॥ ৪৭॥ উপজীবন্তি যান্যন্যে যথা ভৃঙ্গাস্তথা দ্বিজাঃ॥ ৪৮॥ এবং মে মধুপো জাতো গুরুস্তে চ দ্বিজোত্তমাঃ। তেনাহং তেজসা যুক্তো নান্যদস্তীহ কারণম্॥ ৪৯॥ বেদান্তবাদিনো যেঽত্র প্রভবন্তি ব্রতান্বিতাঃ। নির্লোভা গততৃষ্ণাশ্চ তে ভবন্তি সুতেজসঃ॥ ৫০॥ একেনাপি বিহীনা যে প্রভবন্তি কুবুদ্ধয়ঃ। লোভমোহান্বিতাঃ পাপা জায়ন্তে তে বিচেতসঃ॥ ৫১॥ বেদান্তানি সুভূরীণি ময়া দৃষ্ট্বা বিচার্য্য চ। সমরূপাঃ কৃতা গ্রন্থা মর্ত্ত্যলোক-

ভাগী হইয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তমগণ। সর্পবিচেষ্টিত দেখিয়া এই জন্যই আমি মোক্ষমার্গের অর্গলস্বরূপ সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, যে ব্যক্তি এক রাত্র গ্রামে এবং ত্রিরাত্র পত্তনে বাস করিয়া প্রস্থান করে, সেই যতি; আর এতদন্য ব্যক্তি যোগবিড়ম্বক বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি বিপ্রশ্রেষ্ঠগণের গৃহে নির্ধূম প্রশান্ত অগ্নিতে মাধুকরী বৃত্তি আচরণ করে, সেই যতি; তদিতর নহে। দণ্ডী ব্যসন ব্যতিরেকে ভিক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি বৈরাগ্য প্রাপ্ত না হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে যতি বলা যায় না। দিবানিদ্রা, বৃথান্নভোজন, স্ত্রীকথালোচনা, শ্বেতবস্ত্র পরিধান ও হিরণ্যগ্রহণ, এই ছয়টী যতির পতনকারণ। শত্রু-মিত্রে, লোষ্ট্র, অশ্ম ও কাঞ্চনে এবং সুহৃৎ ও পুত্রে যাহার সমান জ্ঞান এবং যে উদাসীন, তাহাকেই যতি বলা যায়, তদিতর নহে। যাহার মানাপমান ও স্বদেশ-বিদেশ তুল্য এবং যাহার হর্ষ বা ক্ষোভ নাই, সেই যতি, ইতর নহে। যে গৃহে একবার ভিক্ষা বা ভোজন লাভ করিয়া পুনরায় সে গৃহে যে না যায়, সেই যতি, অন্য নহে। হে বিপ্রগণ! আমি সর্পচেষ্টিত দর্শন করিয়া উক্ত প্রকার জ্ঞান লাভ করত মোক্ষের নিমিত্ত সর্ব্বসংসর্গ ত্যাগ করিয়াছি। এই জন্য অহি আমার গুরু হইয়াছে। তাহার প্রভাবে আমার শরীরে মহৎ তেজ উপচিত হইয়াছে। ভ্রমর, যে প্রকারে গুরু হইয়াছে, তাহা বলিতেছি,—একদা আমি দেখিলাম,—কোন বৃক্ষে এক ভ্রমর সঙ্গত রহিয়াছে। সে বসন্ত কালীন সুগন্ধ-ফলপুষ্প সুরভিদলসংযুত পুষ্পবিকশিত দ্রুমের শাখা আশ্রয় করিয়া শ্রেষ্ঠতম রসযুক্ত পুষ্পরেণু সংগ্রহ করত শাখাগ্রে নিযোজিত করিতেছে। ভ্রমর অনির্ব্বিণ্নভাবে সহর্ষে ঐ কার্য্যই করিতেছে। তাহার ঐরূপ সংগ্রহের ফলে কালে তাহাতে মহৎ মধুজাল (মধুচক্র) হইল। ঐ মধু চক্র দ্বারা শত সহস্র লোক তৃপ্তি লাভ করিতে থাকিল। তাহার চেষ্টিত ও ভূরি শাস্ত্র দর্শন করিয়া তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ সার গ্রহণ করত বেদান্তাদি নিখিল শাস্ত্র প্রণয়ন করিলাম। ঐ সকল শাস্ত্র ভৃঙ্গের মধুচক্র স্রবলম্বনের ন্যায় দ্বিজগণ গ্রহণ করিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই প্রকারে মধুপ আমার গুরু হইয়াছে। ঐই কারণেই আমি তেজস্বী হইয়াছি; অন্য আর কোন কারণ নাই। এই পৃথিবীতে যাহারা ব্রতান্বিত এবং বেদান্তবাদী, তাহারাই গততৃষ্ণ, নির্লোভ এবং তেজস্বী। যাহারা এই এক বেদান্তপরিশূন্য, তাহারা কুবুদ্ধি

ক্ষিতাধিপঃ। ৫২। এবং মে গুরুতাং প্রাপ্তো মধুপো দ্বিজসত্তমাঃ। ইষুকারো যথা জাতস্তথা চৈব ব্রবীমি বঃ। ৫৩। আত্মাবলোকনার্থায় ময়া দৃষ্টাঃ সহস্রশঃ। যোগিনো জ্ঞানসম্পন্নাস্তৈঃ প্রোক্তং চ স্বশক্তিতঃ। ৫৪॥ আত্মাবলোকনং ভাবি সুশিষ্যায় যথা তথা। স. সমাধিজদ্বারেণ চতুরাশীতিকেন চ॥ ৫৫॥ আসনৈস্তৎপ্রমাণৈশ্চ পদ্মাসনপ্রপূর্ব্বকৈঃ। অসংখ্যৈঃ কারণৈশ্চৈব হ্যধ্যাত্মপঠনৈস্তথা। ততোঽপি লক্ষিতো নৈব ময়াত্মা চ কথঞ্চন। ৫৬। ততো বৈরাগ্যমাপন্নঃ প্রভ্রমামি ধরাতলে। গুর্ব্বর্থে ন চ লেভেঽহং গুরুমাত্মাবলোকনে। ৫৭। অন্যস্মিন্নহনি প্রাপ্তে রাজমার্গেণ গচ্ছতা। ময়া দৃষ্টো মহীপালঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ। ৫৮। ততোঽহং মার্গমুৎসৃজ্য সম্মুখস্থ মহীপতেঃ। উটজদ্বারমাশ্রিত্য কিঞ্চিদূর্দ্ধোঽপি সংস্থিতঃ। ৫৯। তত্রাপি চ স্থিতঃ কশ্চিৎপুরুষঃ কাণ্ডকারকঃ। ঋজুকর্ম্মণি সংযুক্তঃ শরাণাং নতপর্ব্বণাম্॥ ৬০। তস্মিন্ দূরগতে ভূপে তথাস্তঃ সেবকোঽভ্যগাৎ। ৬১। তং প্রপচ্ছ ত্বরাযুক্তঃ শৃণ্বতোঽপি মম দ্বিজাঃ। কাণ্ডকর্ম্মণি সংসক্তমৃজুত্বেন স্থিতং তদা। ৬২। কিয়তী বর্ত্ততে বেলা গতস্য পৃথিবীপতেঃ। মার্গেণানেন মে ব্রূহি যেন গচ্ছামি পৃষ্ঠতঃ। ৬৩। সোঽব্রবীত্তং তদা বিপ্রা অধোবক্ত্র স্থিতো নরঃ। অনেন রাজমার্গেণ গচ্ছমানো মহীপতিঃ। ৬৪। ন ময়া বীক্ষিতঃ কশ্চিদিদানীং রাজসেবকঃ। তদন্যং পৃচ্ছ চেৎকার্য্যং তবানেন ব্রবীতু সঃ। ৬৫। শারকর্ম্মণি সংসক্তস্ত্বহমত্র ব্যবস্থিতঃ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্বচিত্তে চিন্তিতং ময়া। ৬৬। একচিত্ততয়া যোগো ব্রহ্মজ্ঞানসমুদ্ভবঃ। নান্যথা ভবিতা মে স ততশ্চিত্তনিরোধনম্। করোমি ব্রহ্মসংসিদ্ধ্যৈ ততো মেঽসৌ ভবিষ্যতি। ৬৭। ততঃ প্রভৃতি চিত্তে স্বে ধারয়ামি সদৈব তু। বিশ্বরূপং তথা সূর্য্যং হৃৎপঙ্কজনিবাসিনম্। ৬৮। ততো দিক্ষু দিগন্তেষু গগনে ধরণীতলে। তমেকঞ্চৈব পশ্যামি নান্যৎকিঞ্চিদ্দ্বিজোত্তমাঃ। ৬৯। অহং চ তেজসা যুক্তস্তৎপ্রভাবেণ স স্থিতঃ। ৭০॥ এবং মে স গুরুর্জাতঃ শরকারো দ্বিজোত্তমাঃ। শৃণুধ্বং কন্যকা জাতা গুরুত্বে যে যথা পুরা। ৭১

লোভ-মোহান্বিত পাপী ও বিচেতা। আমি মর্ত্ত্য-লোকের হিতের নিমিত্ত ভূরি ভূরি বেদান্তশাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া বিচারপূর্ব্বক গ্রন্থ সকল সমরূপ করিয়াছি। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই রূপই মধুপ, আমার গুরু হইয়াছে। ইষুকার যেরূপে আমার গুরু হইয়াছে, তাঁহা বলিতেছি শ্রবণ করুন,—আমি আত্মাবলোকনার্থ জ্ঞানসম্পন্ন সহস্র সহস্র যোগী দর্শন করিয়াছিলাম, তাঁহারা যথাশক্তি বলিয়াছিলেন,—সুশিষ্যই আত্মাবলোকন করিতে সক্ষম হয়। চতুরশীতিসংখ্যক সমাধিজ পুণ্য, পদ্মাসনাদি তৎকারণীভূত অসংখ্য আসন ও তাহার প্রমাণ এবং অধ্যাত্মপঠনাদি দ্বারাও আত্মার সাক্ষাৎকার আমি কোন প্রকারেই লাভ করিতে পারি নাই। এই জন্যই আমি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া গুরুনিমিত্ত ধরাতলে ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু লাভ করিতে পারি নাই। একদিন আমি রাজমার্গে বিচরণ করিতে করিতে বহুসৈন্য-পরিবৃত এক মহীপালকে দর্শন করি। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার অগ্রপথ পরিত্যাগ করিয়া উটজ দ্বারে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঐ স্থানে শরনির্ম্মাতা পুরুষ নতপর্ব্ব শর সকল ঋজু করিতেছিল। রাজা দূর পথ অতিক্রম করিলে একজন রাজসেবক ঐ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া ঐ শরকারীকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহার জিজ্ঞাস্য বিষয় শুনিতে পাইলাম। রাজ-সেবক এই জিজ্ঞাসা করিল যে, হে শরকারিন্! এই পথ দিয়া রাজা কতক্ষণ গমন করিলেন বল, আমি তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিব। হে বিপ্রগণ! তখন ঐ শরকারী অধোবদনে বলিল,—হে রাজসেবক! আমি কোন রাজাকে এই রাজ-পথ দিয়া যাইতে দেখি নাই; তোমার যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর; সে বলিতে পারিবে। আমি শরনির্ম্মাণে অত্যাসক্ত ছিলাম; এজন্য জানিতে পারি নাই। আমি তখন ঐ শরকারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, একচিত্ততা বশতই ব্রহ্মজ্ঞান-সমুদ্ভবযোগ উৎপন্ন হয়; অন্যথা হয় না; অতএব আমি ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তনিরোধ করি; ইহাতে আমার যোগ সংসিদ্ধ হইবে।৩১—৬৭। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি হৃৎপঙ্কজনিবাসী বিশ্বরূপ সূর্য্যকে সর্ব্বদা চিত্তে ধারণ করিতেছি; এইরূপ ধারণার ফলে আমি দিক্ দিগন্ত, গগন ও ধরণীতলে সেই এক দেব সবিতা ছাড়া আর অন্য কিছুই দেখিতেছি না। আমি তাঁহারই তেজে তেজস্বী হইয়াছি। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই প্রকারে শরকার

সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী যদাহং নির্গতো গৃহাৎ মমানু পৃষ্ঠতশ্চৈব ততো ভার্য্যা বিনির্গতা ॥ ৭২ ॥ শিশুং পুত্রং সমাদায় কন্যামেকাং চ শোভনাম্। ততোহহং ভার্য্যয়া প্রোক্তো বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ ॥ ৭৩ ॥ কুরু মে বচনং মুক্তিরত্রৈব হি ভবিষ্যতি। ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ। যদি স্যাৎসংযতাত্মা স নূনং মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥ অথবা মাং পরিত্যজ্য যদি যাস্যসি চান্যতঃ। তদহং চ মরিষ্যামি সত্যমেতদসংশয়ম্ ॥ ৭৫ ॥ মৃতায়াং ময়ি তে বালাবেতাবনুমরিষ্যতঃ। কুমারী চ কুমারশ্চ তস্মান্নাথ দয়াং কুরু ॥ ৭৬ ॥ মা ব্রজস্ব পরং তীর্থং পরিজানন্নপি স্বয়ম্। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রমেতৎ পুণ্যতরং স্মৃতম্ ॥ ৭৭ ॥ সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং শ্রুতমেতন্ময়া বিভো। বদতাং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং তথান্যেষাং তপস্বিনাম্ ॥ ৭৮ ॥ শ্লোকোঽয়ং বহুধা নাথ কীর্ত্ত্যমানো ময়া বিভো। বিশ্বামিত্রস্য বক্ত্রেণ সন্মুনেঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৭৯ ॥ পুনন্তি সর্ব্বতীর্থানি স্নানদানাদসংশয়ম্। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং স্মরণাদপি পাবয়েৎ ॥ ৮০ ॥ ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ প্রতিজ্ঞাতং ময়াশ্রমনিষেবণম্। বানপ্রস্থোত্তবং বা স্যাত্ততোঽহং তত্র সংস্থিতঃ ॥ ৮১ ॥ তত্রস্থস্য হি মে কন্যা ক্রীড়তে পুরতঃ স্থিতা। বলয়াপূরিতাভ্যাং চ প্রকোষ্ঠাভ্যাং ততস্ততঃ ॥ ৮২ ॥ যথাতথা সা কুরুতে কন্দমূলফলাশনম্। তনুত্বং যাতি কায়েন তথা চৈব দিনেদিনে ॥ ৮৩ ॥ ততো মে জায়তে দুঃখং তেষাং পতনসম্ভবম্। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সঞ্জাতং বলয়ত্রয়ম্। তস্যা হস্তে ততস্তাভ্যাং শব্দঃ সঞ্জায়তে মিথঃ ॥ ৮৪ ॥ ততঃ কালেন মহতা তাভ্যামেকং ব্যবস্থিতম্। ন সঙ্ঘর্ষো ন শব্দশ্চ তত্রস্থস্য চ জায়তে ॥ ৮৫ ॥ তদ্বিচিন্ত্য ময়া সোঽপি হ্যাশ্রমঃ পরিবর্জ্জিতঃ। চিন্তিতঞ্চ ময়া চিত্তে কৃত্বা চৈবং সুনিশ্চয়ম্ ॥ ৮৬ ॥ বহুভিঃ কলহো নিত্যং দ্বাভ্যাং সঙ্ঘর্ষণং তথা। একাকী বিচরিষ্যামি কুমারীবলয়ং যথা ॥ ৮৭ ॥ ততঃ সুপ্তাং পরিত্যজ্য তাং ভার্য্যাং শিশুসংযুতাম্। গতোঽহং দূরমধ্বানং যত্র নো বেত্তি সা চ মাম্ ॥ ৮৮ ॥ যত্রাঽস্তমিতশায়ী চ যল্লব্ধকৃতভোজনঃ। ভ্রমামি মেদিনীপৃষ্ঠে ত্যক্ত্বা

আমার গুরু হইয়াছে। কন্যকা যেরূপে আমার গুরু হইয়াছে; অধুনা তাহা শ্রবণ করুন,—পূর্ব্বে আমি যখন সর্ব্ব সঙ্গপরিত্যাগ করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হই, তখন পত্নী একটী শিশু পুত্র ও একটী শোভনা কন্যা লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করে। ঐ অবস্থায় আমি বানপ্রস্থাশ্রমে কালাতিপাত করিতে থাকিলে ভার্য্যা আমায় বলিলেন,—হে নাথ! আমার বচন শ্রবণ করুন, তাহাতেই আপনার মুক্তি হইবে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি, ইঁহারা যদি সংযতাত্মা হন, তবেই নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিতে পারেন পক্ষান্তরে আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রাণত্যাগ করিব; আর আমি মরিলেই আপনার এই কন্যা-পুত্রও মারা পড়িবে; অতএব আপনি এই কন্যা-পুত্রের প্রতি দয়া করুন। আপনি স্বয়ং হাটকেশ্বর ক্ষেত্রকে পুণ্যতর অবগত থাকিয়া অন্যত্র গমন করিবেন না। হে বিভো! আমি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য তপস্বীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, এই হাটকেশ্বর-তীর্থ অন্যান্য তীর্থাপেক্ষা পুণ্যপ্রদ। আমি বক্ষ্যমাণ শ্লোক বহুবার ভগবান্ বিশ্বামিত্রের মুখে শুনিয়াছি যে, সকল তীর্থই স্নান-দানাদি আচরণকারীকে পবিত্র করে, কিন্তু হাটকেশ্বর ক্ষেত্র স্মারক ব্যক্তিকেও পবিত্র করিয়া থাকে। অনন্তর আমি অতিকষ্টে বানপ্রস্থাবলম্বনে আশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম। কন্যাটী বলয়পূর্ণহস্তে আমার সম্মুখে ক্রীড়া করিত। সে দিনে দিনে যেমন যেমন কন্দ-মূল-ফল আহার করিতে লাগিল, তেমনি তেমনি বৃদ্ধি পাইবে কোথায় তা না হইয়া দিন-দিন কৃশ হইতে লাগিল। তাহার ঐরূপ কার্শ্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতে থাকিল। কিছুদিন অতীত হইলে আমার কন্যাটীর হস্তের অবশিষ্ট বলয়গুলি নষ্ট হইয়া তিনটীমাত্র থাকিল। একহস্তে দুটী বলয় থাকায় অনবরত শব্দ হইত। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে ঐ দুটি বলয়ের একটী বিনষ্ট হইল। তখন আর কোন রকম শব্দ বা সঙ্ঘর্ষ হইত না। আমি তদ্দর্শনে আশ্রম পরিত্যাগ করিলাম। ঐ সময় আমি চিন্তা করিলাম যে, দুই বলয়ের সঙ্ঘর্ষের ন্যায় বহু ব্যক্তি একত্র থাকিলেই কলহ উৎপন্ন হয়, আমার এই কন্যার একটী বলয়ের মত আমি একাকী বিচরণ করিব ॥৭২—৮৭॥ অনন্তর আমি একদিন শিশুসঙ্গিনী আমার ভার্য্যাকে নিদ্রিতাবস্থায় একাকিনী রাখিয়া দূরদেশে গমন করিলাম; আমার পত্নী তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি সংসার-বন্ধন

সংসারবন্ধনম্। ৮৯। ততো মে জ্ঞানমাপন্নমেবং বিপ্রাঃ শনৈঃশনৈঃ। অতীতানাগতং চৈব বর্ত্তমানং বিশেষতঃ। ৯০। এবং মে কন্থকা জাতা গুরুত্বে দ্বিজসত্তমাঃ। ৯১। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি গুরোঃ কৃতে। ন যুষ্মাকং পুরো মিথ্যা কীর্ত্তয়ামি কথঞ্চন। ৯২। এবং মে জ্ঞানমুৎপন্নং প্রকারৈঃ ষড়্ভিরেব চ। এবম্ভির্লোকোত্তরং জ্ঞানং যুষ্মৎপ্রত্যয়কারকম্। ৯৩। সূত উবাচ। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পপ্রচ্ছুস্তং দ্বিজোত্তমাঃ। বানপ্রস্থাশ্রমং ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং শিশুসমন্বিতাম্। ক গতস্ত্বং তদা চক্ষ কিয়ৎকালঞ্চ সংস্থিতঃ। ৯৪। অতিথিরুবাচ। অহং ভীতঃ সহস্রাণি গ্রামাণাঞ্চ শতানি চ। যত্রাস্তমিতশায়ী সন্ননেকানি দ্বিজোত্তমাঃ। সন্ধ্যায়া রহিতান্যেব বর্ষাণাং চ শতানি চ। ৯৫। দৃষ্টানি মুখ্যতীর্থানি তথৈবায়তনানি চ। দৃষ্টাশ্চ পর্ব্বতাঃ শ্রেষ্ঠা নদ্যশ্চ বিমলোদকাঃ। ৯৬। স্বয়মেব মযা জ্ঞাতো বারাণস্যাং স্থিতেন চ। যজ্ঞঃ পৈতামহো ভাবী স্থানেঽস্মিন্নামকে যতঃ। ৯৭। ততোঽহং সত্বরং প্রাপ্তঃ কৌতুকেন দ্বিজোত্তমাঃ। কীদৃশঃ স মখো ভাবী যত্র যজ্বা পিতামহঃ। ৯৮। সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। বাসুদেবং পুরস্কৃত্য তথা চৈব মহেশ্বরম্। ৯৯। কথান্তরং সমাসাদ্য পুলস্ত্যাদ্যাস্তথর্ষিজঃ। ব্রহ্মাপি স্বয়মায়াতো মৃগচর্ম্মধরস্তথা। ১০০। ততস্তে তুষ্টিমাপন্নাস্তস্য জ্ঞানেন তেন চ। প্রোচুশ্চ বরদাস্তত্যং সর্ব্ব এব দিবৌকসঃ। ১০১। তস্মাদ্বরয় ভদ্রং তে প্রার্থয়স্ব যথেপ্সিতম্। অবশ্যং তব দাস্যামো যদ্যপি স্যাৎসুদুর্লভম্। ১০২। অতিথিরুবাচ। যদি তুষ্টাঃ সুরা মহ্যং প্রযচ্ছন্তি বরং মম। অনেনৈব শরীরেণ দেবত্বং প্রার্থয়াম্যহম্। ১০৩। যজ্ঞভাগসমোপেতং তথান্যেষাং দিবৌকসাম্। বিশেষেণ সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থানং চোপরি সংস্থিতম্। ১০৪। দেবা উচুঃ। নূনং ত্বং বিবুধো ভূত্বা দেবলোকে নিবৎস্যসি। অনেনৈব শরীরেণ যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিতঃ। ১০৫। যচ্ছামো যদি তে বিপ্র যজ্ঞাংশং মানুষস্য ভোঃ। অপ্রামাণ্যং শ্রুতের্ভাবি তব দত্তেন

হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম; যেখানে সবিতা অস্তমিত হইতেন, আমিও সেই স্থানেই শয়ন করিতাম, এবং যথালব্ধ বস্তুতে আমার আহার নিষ্পন্ন হইত। হে দ্বিজগণ! অনন্তর আমি অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান জ্ঞান লাভ করিলাম। এইরূপে আমার কন্থা আমার গুরু হইয়াছিল। আপনারা আমার গুরু জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিলাম, আপনাদের সম্মুখে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও মিথ্যা বলি নাই। এই ছয় প্রকারে আমার লোকতঃ যুষ্মৎপ্রত্যয়কারকজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ঐ অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে অতিথে! আপনি ভার্য্যা-শিশুসমন্বিত বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন? অতিথি বলিলেন,—আমি ভীতভাবে বহু শত-সহস্র গ্রাম ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় যেখানে সূর্য্যদেব অস্তাচলশায়ী হইতেন, আমিও না চলিয়া সেইখানেই শয়ন করিতাম। এইরূপে আমি বহু বৎসর ব্যাপিয়া অসংখ্য স্থানে শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও আয়তনে বিচরণপূর্ব্বক উত্তম পর্ব্বত ও বিমলোদকা নদী দেখিতে দেখিতে বারাণসীতে গমন করিয়াছিলাম, ঐ স্থানে থাকিয়াই আমি আপনা-আপনি জানিতে পারি যে এই মদীয় স্থানে পিতামহ যজ্ঞ করিবেন। ইহা জানিতে পারিয়া কৌতুহলবশত আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এখানে পিতামহ যখন যজ্বা, তখন এ যজ্ঞ কিরূপই না হইবে! সূত বলিলেন,—অতিথি ঐ কথা বলিতে বলিতে ঐ স্থানে বাসুদেব ও মহেশ্বরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সবাসব দেবগণ, পুলস্ত্যাদি মুনি এবং স্বয়ং মৃগচর্ম্মধর ব্রহ্মা আগমনপূর্ব্বক অতিথির জ্ঞানে তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে অতিথে! সর্ব্বদেবগণই আপনাকে বর দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অতএব আপনি ঈপ্সিত বর গ্রহণ করুন। সুদুর্লভ হইলেও আমরা তাহা আপনাকে প্রদান করিব।৮৮—১০২। অতিথি বলিলেন,—হে সুরগণ! আপনারা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আমি যেন সশরীরে দেবত্ব লাভ করিতে পারি; আর আমি যেন যজ্ঞভাগ লাভ করিয়া যজ্ঞে সর্ব্বদেবোপরি স্থান লাভ করিতে পারি। দেবগণ বলিলেন,—হে অতিথে! নিশ্চিতই আপনি দেবত্ব লাভ করিয়া দেবলোকে বাস করিবেন। কিন্তু আপনি যজ্ঞ-ভাগভাগী হইতে পারিবেন না। আপনি মানুষ, আপনাকে যদি

তেন চ ॥ ১০৬ ॥ অতিথিরুবাচ। দেবত্বেন ন মে কার্য্যং যজ্ঞাংশরহিতেন চ। তদহং সাধয়িষ্যামি যথা মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১০৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা পদ্মজঃ প্রাহ সর্ব্বান্ দেবান্ কৃতাঞ্জলিঃ। শৃণ্বন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা যদ্‌ব্রবীমি হিতং বচঃ ॥ ১০৮ ॥ মমায়ং ব্রাহ্মণো যজ্ঞে দূরাদেব সমাগতঃ। নাগরস্তু বিশেষেণ পাত্রং জ্ঞানসমুদ্ভবম্ ॥ ১০৯ ॥ প্রতিজ্ঞাতস্তথা সর্ব্বৈর্বরো-হস্য বিবুধৈর্যতঃ। তস্মাৎ প্রদীয়তামস্মৈ যদভীষ্টং সুরোত্তমাঃ ॥ ১১০ ॥ মহেশ্বর উবাচ। যথাস্য জায়তে তৃপ্তির্যজ্ঞভাগাধিকা সদা। তথাহং কথয়িষ্যামি শৃণ্বন্তু বিবুধোত্তমাঃ ॥ ১১১ ॥ য এষ ক্রিয়তে যজ্ঞস্তস্য নাথো হরিঃ স্মৃতঃ। এতস্মাৎ কারণাৎ প্রোক্তঃ স দেবো যজ্ঞপুরুষঃ ॥ ১১২ ॥ অদ্যপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধং মর্ত্ত্যে ভবিষ্যতি। দৈবং বা পৈতৃকং বাপি তস্য চান্তে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১৩ ॥ এতস্য নাম সঙ্কীর্ত্ত্য পশ্চাচ্চ যজ্ঞপুরুষম্। সঙ্কীর্ত্ত্য ভোজনং দেয়ং ব্রাহ্মণস্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১৪ ॥ তেনাস্য ভবিতা তৃপ্তির্যজ্ঞাত্তাভ্যধিকা সদা। অদত্বাস্য কৃতং শ্রাদ্ধং যৎকিঞ্চিৎপ্রভবিষ্যতি ॥ ১১৫ ॥ তদ্‌যাজ্ঞত্যখিলং ব্যর্থং তথা ভস্মহুতং যথা। বৈশ্ব-দেবান্তমাসাদ্য যশ্চৈনং পূজয়িষ্যতি ॥ ১১৬ ॥ বিষ্ণুনামসমোপেতং ভবিষ্যতি তদক্ষয়ম্। দত্তং স্বল্পমপি প্রায়ঃ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ১১৭ ॥ শ্রাদ্ধে বা বৈশ্বদেবে বা যশ্চৈনং নার্চ্চয়িষ্যতি। সম্প্রাপ্তং ব্যর্থতাং তস্য তচ্চ সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ১১৮ ॥ অস্মিংস্তুষ্টিং গতে সর্ব্বে সুরা যাস্যন্তি সম্মুদম্। পিতরশ্চ তমায়ান্তি বিমুখে সম্মুখে তথা ॥ ১১৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিবুধাঃ সর্ব্বে মহেশ্বরবচস্তদা। তথেতি মুদিতাঃ প্রোচুর্ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ ॥ ১২০ ॥ ততঃ-প্রভৃতি সঞ্জাতা পূজা চাতিথিসম্ভবা। তস্মাৎসর্ব্ব-প্রযত্নেন পূজা কার্য্যাঽতিথেঃ সদা। যজ্ঞে পুরুষ-যজ্ঞস্য ন চৈকস্য কথঞ্চন ॥ ১২১ ॥ অতিথিরুবাচ। অত্রাস্তি মামকং তীর্থং ময়া যত্র তপঃ কৃতম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে পুরাকালে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১২২ ॥ অঙ্গারকেন সংযুক্তা চতুর্থী স্যাদ্‌যদা তিথিঃ। সান্নিধ্যং তত্র কার্য্যঞ্চ সর্ব্বৈর্দেবৈশ্চ তদ্দিনে ॥ ১২৩ ॥ কুর্য্যাত্তত্রৈব যঃ স্নানং তস্মিন্নহনি সংস্থিতে। সর্ব্বতীর্থফলং তস্য জায়তাং বঃ প্রসাদতঃ ॥ ১২৪ ॥ তথাস্ত্বিতি ততঃ সর্ব্বেঽতিথিং প্রোচুঃ সুরোত্তমাঃ।

আমরা যজ্ঞভাগী করিয়া যজ্ঞাংশ প্রদান করি, তাহা হইলে শ্রুতির অপ্রামাণ্য হইবে। অতিথি বলিলেন,—আমি যজ্ঞাংশ-রহিত দেবত্ব প্রার্থনা করি না; অতএব আমি সাধনা করি, যাহাতে আমার মুক্তি হইবে। এই কথা শুনিয়া পদ্মযোনি কৃতাঞ্জলিপুটে দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন, এই ব্রাহ্মণ দূরদেশ হইতে আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন, বিশেষতঃ ইনি একজন জ্ঞানবান্ নাগরিক পাত্র, আর আপনারা সকল দেবগণই ইঁহাকে বর দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন, অতএব ইঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করুন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে দেবগণ! যাহাতে এই ব্রাহ্মণের যজ্ঞভাগোপেক্ষাও অধিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে, আমি তাহা বলিতেছি। এই যে ক্রিয়মাণ যজ্ঞ, এই যজ্ঞের নাথ হরি; এই জন্যই হরির নাম যজ্ঞপুরুষ। অদ্য হইতে মর্ত্ত্যলোকে যে কোন রকম দৈব বা পৈতৃক শ্রাদ্ধ হইবে, সেই সকল শ্রাদ্ধের অন্তে এই ব্রাহ্মণ ব্যবস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধে ইঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তনের পর যজ্ঞপুরুষের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পরে ব্রাহ্মণভোজন হইবে। ইহাতে ইঁহার যজ্ঞভাগাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি হইবে, যে শ্রাদ্ধে ইঁহাকে দান না করা হইবে, সেই শ্রাদ্ধ ভস্মে আহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইবে। বৈশ্বদেবাদি কর্ম্মে বিষ্ণুনামের সহিত যে ব্যক্তি ইঁহার পূজা করিবে, তাহার কর্ম্ম অক্ষয় হইবে। যে ব্যক্তি বৈশ্বদেবাদি কর্ম্মে দেয় স্বল্প বস্তু দ্বারাও ইঁহার অর্চ্চনা না করিবে, তাহার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ হইবে। ইনি তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই তুষ্ট হইবেন এবং পিতৃগণ অগ্র পশ্চাতে আনয়ন করিবেন। ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ সকলেই মহেশ্বরের বাক্যে তথাস্তু বলিয়া আনন্দিত হইলেন। তদবধি মর্ত্ত্যে অতিথিপূজা প্রবর্ত্তিত হইল; অতএব সকলের যত্নসহকারে অতিথিপূজা করা কর্ত্তব্য, কেবল একমাত্র যজ্ঞপুরুষের পূজা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে নাই।১০৩—১২১। অতিথি বলেন,—হে দেবগণ! এই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে মদীয় তীর্থ আছে, সেখানে আমি পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলাম। যখন অঙ্গারকসংযুক্ত চতুর্থী তিথি হইবে, তখন আপনারা সর্ব্বদেবগণ এই স্থানে সান্নিধ্য করিবেন। যে ব্যক্তি উক্ত দিবসে এই স্থানে স্নান করিবে, আপনাদের প্রসাদে সে সর্ব্বতীর্থফল লাভ করিবে। দেবগণ সকলেই অতিথি-

এতস্মিন্নন্তরে প্রাহ পুলস্ত্যোর্ষিঃ পিতামহম্॥ ১২৫॥ পুলস্ত্য উবাচ। ঋত্বিজঃ সকলা দেবাঃ সংস্থিতাঃ কৌতুকান্বিতাঃ। উত্তিষ্ঠন্তু চ তে শীঘ্রং যজ্ঞকর্ম্ম-প্রসিদ্ধয়ে॥ ১২৬॥ এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বে তস্য বাক্যপ্রণোদিতাঃ। উত্থিতা ঋত্বিজো যে চ স্বানি স্থানানি ভেজিরে। ততঃ প্রববৃতে যজ্ঞঃ স পুন-। কুর্ব্বতা যজ্ঞকর্ম্মাণি হোমপূর্ব্বাণি যানি চ॥ ১২৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তীর্থোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৮৫।

ষড়শীতিত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। ভূয় এব মহাভাগ বদ মাহাত্ম্য-মুত্তমম্। অতিথেঃ কৃৎস্নমস্মাকং বিস্তরেণ চ সূতজ॥ ১॥ সূত উবাচ। শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে মাহাত্ম্যমিদমুত্তমম্। যেন সংশ্রুতমাত্রেণ নশ্যেৎ পাপং দিনোদ্ভবম্॥ ২॥ যন্ময়া চ শ্রুতং পূর্ব্বং সকাশাৎ স্বপিতুঃ শুভম্॥ ৩॥ গৃহস্থানাং পরো ধর্ম্মো নান্যোঽস্ত্যতিথিপূজনাৎ। অতিথের্ন চ দোষোঽস্তি তস্যাতিক্রমণেন চ॥ ৪॥ অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎপ্রতিনিবর্ত্ততে। স দত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্য-মাদায় গচ্ছতি॥ ৫॥ সত্যং শৌচং তপোঽধীতং দত্তমিষ্টং শতং সমাঃ। তস্য সর্ব্বমিদং নষ্টমতিথিং যো ন পূজয়েৎ॥ ৬॥ দূরাদতিথয়ো যস্য গৃহমায়ান্তি নির্বৃতাঃ। স গৃহস্থ ইতি প্রোক্তঃ শেষাশ্চ গৃহ-রক্ষিণঃ॥ ৭॥ ন পুরাকৃতপুণ্যানাং নরাণামিহ ভূতলে। ত্রীনেতান্ প্রতিহন্যন্তে শ্রাদ্ধং দানং শুভা গিরঃ॥ ৮॥ তুষ্টেঽতিথৌ গৃহস্থস্য তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্ব-দেবতাঃ। বিমুখে বিমুখাঃ সর্ব্বা ভবন্তি চ ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ তস্মাত্তোষয়িতব্যশ্চ গৃহস্থেন সদাতিথিঃ। অপ্যাত্মনঃ প্রদানেন যদীচ্ছেৎ পুণ্যমাত্মনঃ॥ ১০॥ ত্রিবিধস্ত্বতিথিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং দ্বিজোত্তমাঃ। তস্যাহং বচ্মি বঃ কালং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ১১॥ শ্রাদ্ধীয়ো বৈশ্বদেবীয়ঃ সূর্য্যোঢ়শ্চ তৃতীয়কঃ। যে চান্যে ভোজনার্থায় স্তে সামান্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১২॥ সংকল্পে বিহিতে শ্রদ্ধে পিতৃণাং ভোজনোদ্ভবে। সমাগচ্ছতি যঃ কালে তস্মিন্ শ্রাদ্ধীয় এব সঃ॥ ১৩॥

বাক্যে 'তথাস্তু' বলিলেন। ভগবান্ পুলস্ত্য ঋষি পিতামহকে বলিলেন,—ঋত্বিক্ দেবগণ সকলেই কৌতুকান্বিত হইয়াছেন; অতঃপর তাঁহারা যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করুন। পুলস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ব্রতী দেবগণ গাত্রো-ত্থান করিয়া আপন আপন স্থানে উপস্থিত হই-লেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! পুনরায় হোমপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্ম আরব্ধ হইল। ১২২—১২৭।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৫।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূতজ! আপনি পুনরায় আমাদের নিকট অতিথিমাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ! শ্রবণ করুন,—এই উত্তম অতিথি মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে দিনোদ্ভব পাপ বিনষ্ট হয়। আমি পূর্ব্বে ইহা আমার পিতার নিকট শুনিয়া-ছিলাম। অতিথিপূজন ব্যতিরেকে গৃহস্থদিগের আর উত্তম ধর্ম্ম নাই। অতিথির দোষ ধর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহার অতিক্রমে দোষ হইয়া থাকে। অতিথি যাহার বাড়ী হইতে ভগ্নাশ হইয়া প্রতি-নিবৃত্ত হয়, তাহাকে স্বীয় দুষ্কৃত প্রদান করিয়া তদীয় পুণ্য গ্রহণ করত প্রয়াণ করে। যে ব্যক্তি অতিথিপূজা না করে, সত্য, শৌচ, তপ, অধ্যয়ন, দান, শতবার্ষিকযজ্ঞ, এ সমুদয়ই তাহার বিনষ্ট হয়। অতিথি সকল দূর হইতে আশ্বস্ত হইয়া যাহার গৃহে আগমন করে, সেই ব্যক্তিই গৃহস্থ, অপর সকল গৃহরক্ষী মাত্র। ভূতলে কৃতপুণ্য ব্যক্তি-দিগেরই শ্রাদ্ধ, দান ও শুভ বাক্য, এতত্রয়ের অভাব হয় না। অতিথি তুষ্ট হইলে গৃহস্থের প্রতি সকল দেবতাই তুষ্ট আর বিমুখ হইলে সকল দেবতাই বিমুখ হন। ১—৯। অতএব গৃহস্থগণ যদি পুণ্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনার প্রাণ দান করিয়াও সর্ব্বদা অতিথি সন্তুষ্ট করিবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! গৃহস্থগণের সম্বন্ধে অতিথি তিন প্রকার; যথা—শ্রাদ্ধীয়, বৈশ্বদেবীয় ও সূর্য্যোঢ়। ইহাদের কাল বলিতেছি, হে দ্বিজগণ! সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। এতদ্ব্যতীত যাহারা ভোজনার্থী তাহারা সাধারণ অতিথি। পিতৃলোকের ভোজন জন্য শ্রাদ্ধসঙ্কল্প বিহিত হইলে যে অতিথি আগমন করে, তাহাকে শ্রাদ্ধীয় অতিথি বলে। যে জন

দূরাধ্বানং পথি শ্রান্তং বৈশ্বদেবান্ত আগতম্ ।
অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্ব্বমাগতঃ ॥ ১৪ ॥
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা ।
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥ ১৫ ॥
ন পৃচ্ছেদ্গোত্রচরণং ন স্থানং বেদমেব চ । দৃষ্ট্বা
যজ্ঞোপবীতঞ্চ ভোজয়েত্তং প্রভক্তিতঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রাদ্ধে
বা বৈশ্বদেবে বা যদ্যাগচ্ছতি নাতিথিঃ । ঘৃতাহুতিং
তস্যৈ দদ্যাত্তন্নাম্না চ হবির্ভুজি ॥ ১৭ ॥ অশক্ত্যা
ভোজ্যদানস্য দেয়ং ভক্ত্যা ততঃ পরম্ । তস্মান্ন-
মপি তু স্তোকং যেন তুষ্টিং প্রগচ্ছতি ॥ ১৮ ॥
তথাপ্যেষ তৃতীয়স্তু সূর্য্যোঢ়োঽতিথিরুচ্যতে । কৃতে
তু ভোজনে যস্তু রাত্রৌ বা চাধিগচ্ছতি । তস্য
শক্ত্যা প্রদাতব্যং সস্যঞ্চ গৃহমেধিনা ॥ ১৯ ॥
সূর্য্যোঢ়ো যস্য সম্প্রাপ্তো গৃহাৎ পূজাং বিনা ব্রজেৎ ।
নিরাশঃ পাতকং তস্য নিজং দত্ত্বা প্রয়াতি সঃ ॥ ২০ ॥
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা । এতান্যপি
সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ ২১ ॥
স্বাগতেনাগ্নয়স্তৃপ্তিং গৃহস্থস্য প্রয়ান্তি চ । আসনেন
ত্রজেত্তুষ্টিং স্বয়ম্ভুঃ প্রপিতামহ ॥ ২২ ॥ অর্ঘ্যেণ শম্ভুঃ
পাদ্যেন সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ । ভোজ্যদানেন
বিষ্ণুঃ স্যাৎ সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥ ২৩ ॥ তস্মাৎ
পূজ্যঃ সদা বিপ্রা ভোজনীয়ো বিশেষতঃ । নামাপ্যু-
চ্চার্য্য ভোজ্যোঽন্তো ব্রাহ্মণো গৃহমেধিনা ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীহাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽতিথি-
মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়শীত্যধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬ ॥

দূর পথ অতিক্রম জন্য পরিশ্রান্ত হইয়া বৈশ্বদেব-কর্ম্মান্তে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকেই অতিথি বলিয়া জানিবে; আর যে বৈশ্বদেব কর্ম্মের পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে অতিথিপদ-বাচ্য নহে। প্রিয়, দ্বেষ্য, মূর্খ বা পণ্ডিত যে কোন প্রকারই হউক, যদি বৈশ্বদেব কর্ম্মসময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বর্গপ্রাপক অতিথি বলিয়া জানিবে। তাঁহার গোত্র, আচরণ, বাসস্থান, বেদ, এ সকল কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল যজ্ঞোপবীত মাত্র দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধ বা বৈশ্বদেব কর্ম্মে যদি অতিথি আগমন না করে, তাহা হইলে অতিথির নামে বহ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে হইবে। যদি অতিথিকে ভোজ্য প্রদান করিতে কাহার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে সে অল্প অল্প যাহাতে অতিথির তৃপ্তি হইতে পারে, প্রদান করিবে। অধুনা সূর্য্যোঢ় অতিথির কথা বলা হইতেছে। ভোজনের পর অথবা রাত্রিকালে যে অতিথি আগমন করে, তাহাকে সূর্য্যোঢ় অতিথি কহেন গৃহস্থব্যক্তিগণ তাহাকে শক্তি অনুসারে শস্য অর্থাৎ তণ্ডুলাদি প্রদান করিবে। সূর্য্যোঢ় অতিথি উপস্থিত হইয়া বিনা সৎকারে যাহার বাটী হইতে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহাকে নিজ পাতক প্রদান করিয়া প্রয়াণ করে। এই জন্যই তৃণ, ভূমি, উদক, চতুর্থী সুনৃতা বাক্, এ সকল সদ্ব্যক্তিদিগের গৃহে কদাচ উচ্ছিদ্যমান হয় না, অর্থাৎ সদ্ব্যক্তির গৃহে সর্ব্বদাই এগুলি থাকা উচিত। অতিথিকে স্বাগত বাক্য বলিলে অগ্নি, আসন দান করিলে স্বয়ম্ভু, অর্ঘ্য দান করিলে শম্ভু, পাদ্য দান করিলে সবাসব দেবগণ, এবং ভোজ্য দান করিলে বিষ্ণু গৃহস্থের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব অতিথি সর্ব্বদেব-ময়। হে দ্বিজগণ! অতএব গৃহমেধিগণ নামো-চ্চারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। ১০—২৪।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৬।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । চতুর্থে দিবসে প্রাপ্তে ততো
যজ্ঞসমুদ্ভবে । ঋত্বিগ্‌ভির্যাজ্ঞিকং কর্ম্ম প্রারব্ধং
তদনন্তরম্ ॥ ১ ॥ সোমপানাদিকং সর্ব্বং পশো-
র্হিংসাদিকং তথা । পশোর্গুদং সমাদায়
প্রস্থাতা চ ব্যধারয়ৎ ॥ ২ ॥ একান্তে সদসো মধ্যে
হোমার্থং দ্বিজসত্তমাঃ । তস্মিন্ ব্যাকুলতাং যাতে
ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাগতঃ ॥ ৩ ॥ যুবা তত্র প্রবিষ্টস্তু মাংস-

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অনন্তর যজ্ঞের চতুর্থ দিবস প্রাপ্ত হইলে ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। সোমপানাদি ও পশুহিংসাদি চলিতে লাগিল। প্রস্থাতা এই সময় পশুগুদ লইয়া হোমার্থ সভামধ্যে একান্তে রক্ষা করিলেন। ঐ সময় যজ্ঞমণ্ডপ ক্ষোভিত হইলে এক ব্রাহ্মণ যুবা মাংসভক্ষণলালসায় ঐ স্থানে প্রবেশ করিয়া পশুগুদ

ভক্ষণলালসঃ। ততো গুদং পশোর্দৃষ্ট্বা ভক্ষয়ামাস চোৎসুকঃ ॥৪॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ প্রস্থাতা তস্য সন্নিধৌ। ভক্ষমাণং সমালোক্য তং শশাপ ততঃ পরম্‌ ॥ ৫ ॥ ধিগ্ধিক্‌ পাপসমাচার হোমার্থং যদ্‌গুদং ধৃতম্‌। তত্ত্বয়া দূষিতং লৌল্যাদ্‌যজ্ঞবিঘ্নকরং কৃতম্‌ ॥ ৬ ॥ উচ্ছিষ্টেন ময়া হোমঃ কর্ত্তব্যো নৈব সাম্প্রতম্‌। রাক্ষসানামিদং কর্ম্ম যত্ত্বয়া সমনুষ্ঠিতম্‌ ॥ ৭ ॥ তস্মাত্ত্বং মম বাক্যেন রাক্ষসো ভব মা চিরম্‌ ॥ ৮ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু হ্যূর্দ্ধকেশো-হভবদ্ধি সঃ। রক্তাক্ষঃ শঙ্কুকর্ণশ্চ কৃষ্ণদন্তোহতি-ভৈরবঃ ॥ ৯ ॥ লম্বোষ্ঠো বিকরালাস্যো মাংসমেদো-বিবর্জ্জিতঃ। ত্বগস্থিস্নায়ুশেষশ্চ চামুণ্ডাকৃতিরেব চ ॥ ১০ ॥ স চ বিশ্বাবসুর্নাম পুলস্ত্যস্য সুতো মুনিঃ। মন্ত্রপূতস্য মাংসস্য ভক্ষণার্থং সমাগতঃ ॥ ১১ ॥ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ পৌত্রশ্চ পরমেষ্ঠিনঃ। তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাকারং বিত্রেসুঃ সর্ব্বতো দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ রাক্ষোঘ্নানি চ সূক্তানি জজপুশ্চাপরে তথা। কেচিচ্ছরণমাপন্না বিষ্ণো রুদ্রস্য চাপরে ॥ ১৩ ॥ পিতামহস্য চান্যে তু গায়ত্র্যাঃ শরণং গতাঃ। রক্ষ-রক্ষেতি জল্পন্তো ভয়সন্ত্রস্তমানসাঃ ॥ ১৪ ॥ সোহপি দৃষ্ট্বা তদাত্মানং গতং রাক্ষসতাং দ্বিজাঃ। বাষ্পপূর্ণেক্ষণো দীনঃ পিতামহমুপাদ্রবৎ ॥ ১৫ ॥ স প্রণম্য ততো বাক্যং কৃতাঞ্জলিরুবাচ তম্‌ ॥ ১৬ ॥ পৌত্রোহহং তব দেবেশ পুলস্ত্যস্য সুতো বিভো। নীতো রাক্ষসতামদ্য প্রস্থাত্রা কোপতো বিভো ॥ ১৭ ॥ জিহ্বালৌল্যেন দেবেশ পশোর্গুদমজানতা। ভক্ষিতং তন্ময়া দেব হোমার্থং যৎপ্রকল্পিতম্‌ ॥ ১৮ ॥ তস্মাম্মানুষতাপ্রাপ্ত্যৈ মম দেহে দয়াং কুরু। রাক্ষ-সত্বং যথা যাতি তথা নীতির্বিধীয়তাম্‌ ॥ ১৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা জল্পিতং তস্য দয়াং কৃত্বা পিতামহঃ। প্রতি-প্রস্থাতরং সামবাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২০ ॥ বালোহয়ং মম পৌত্রশ্চ কৃত্যাকৃত্যং ন বেত্তি চ। তস্মাত্বং রাক্ষসং ভাবং হরস্বাস্য দ্বিজোত্তম ॥ ২১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা স মুনিঃ প্রাহ প্রায়শ্চিত্তং মখে তব। অনেন জনিতং দেব গুদং দূষয়তা বিভো ॥ ২২ ॥ তস্মাদেষ ময়া শপ্তো যজ্ঞবিঘ্নকরো মম। নাহমস্য হরিষ্যামি

অবলোকনে ঔৎসুক্য বশতঃ ভক্ষণ করিতে লাগি-লেন। এমন সময় প্রস্থাতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন এবং পশুগুদ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া শাপ দিলেন। বলিলেন,—রে পাপ-সমাচার! তোকে ধিক্‌, হোমের নিমিত্ত পশুগুদ রাখিয়াছিলাম, তাহা তুই দূষিত করিয়া যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন করিলি। আমি এখন উচ্ছিষ্ট পশুগুদ লইয়া কিরূপে হোম করিব? তুই যে কর্ম্ম করিয়াছিস্‌, তাহা রাক্ষসের কর্ম্ম। অতএব তুই আমার বাক্যে অচিরে রাক্ষস হ। প্রস্থাতা এই কথা বলিবামাত্র পশুগুদাহারী যুবা তৎ-ক্ষণাৎ ঊর্দ্ধকেশ, রক্তাক্ষ, শঙ্কুকর্ণ, কৃষ্ণদন্ত, অতি-ভৈরব, লম্বোষ্ঠ, বিকরালাস্য, মাংসমেদো-বিবর্জ্জিত, ত্বক্‌ অস্থি-স্নায়ুমাত্রাবশিষ্ট ও চামুণ্ডাকৃতি হইয়া গেল। ঐ যুবার নাম বিশ্বাবসু; পুলস্ত্যের পুত্র, মুনি। তিনি মন্ত্রপূত মাংসভক্ষণার্থ যজ্ঞস্থানে গমন করিয়াছিলেন। এই বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ মুনি পরমেষ্ঠীর পৌত্র। দ্বিজগণ তাঁহাকে রাক্ষসা-কার দর্শন করিয়া ত্রাসযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ রক্ষোঘ্ন সূক্ত জপ করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বিষ্ণু ও কেহ কেহ রুদ্রের শরণাপন্ন হইলেন। অপর কতিপয় দ্বিজ পিতামহের, কেহ বা দেবী-গায়ত্রীর শরণ লইলেন। সকলেই ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়া তাহার মঙ্গলের জন্য "রক্ষ রক্ষ" বলিতে লাগি-লেন। ১-১৪। ঐ মুনি স্বয়ংও আপনাকে রাক্ষসরূপে পরিণত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীনভাবে ত্বরিত-গমনে পিতামহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতামহসমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবেশ! আমি আপনার পৌত্র এবং ভগবান্‌ পুলস্ত্যের পুত্র। হে বিভো! প্রস্থাতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে রাক্ষসভাবাপন্ন করিয়াছেন। আমি না জানিয়া জিহ্বালৌল্যবশত হোমার্থ কল্পিত পশুগুদ ভক্ষণ করিয়াছি। হে দেব! আমি যাহাতে মনুষ্যদেহ লাভ করিতে পারি, এ বিষয়ে আপনি আমায় দয়া করুন, যাহাতে আমার রাক্ষসত্ব অপনীত হয়, আপনি তথাবিধ নীতি বিধান করুন। পিতামহ তাহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দয়া করিয়া প্রস্থাতাকে বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! এ বালক আমার পৌত্র, কৃতাকৃত্য জ্ঞান ইহার কিছুই নাই; অত-এব আপনি ইহার রাক্ষসভাব হরণ করুন। পিতামহের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রস্থাতা বলিলেন,—হে দেব! এই বালক পশুগুদ দূষিত করিয়া আপনার যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত জন্মা-ইয়াছে। এই জন্য আমি এই যজ্ঞবিঘ্নকর ব্রাহ্ম-

রাক্ষসত্বং কথঞ্চন ॥ ২৩ ॥ নর্ম্মণাপি ময়া প্রোক্তং কদাচিন্নানৃতং বচঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যেঽহং যজ্ঞস্যাস্য প্রসিদ্ধয়ে। দক্ষিণা গোর্যথোক্তা চ কৃত্বা হোমং বিধানতঃ। ত্বমস্য রাক্ষসং ভাবং হরস্ব মম বাক্যতঃ ॥ ২৫ ॥ সোঽব্রবীচ্ছীতলো বহ্নির্যদি স্যাদুষ্ণগুঃ শশী। তন্মে স্যাদন্যথা বাক্যং ব্যাহৃতং প্রপিতামহ ॥ ২৬ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা চৈব তু নিশ্চিতম্। বিশ্বাবসুং বিধিঃ প্রাহ ততো রাক্ষসরূপিণম্ ॥ ২৭ ॥ ত্বং বৎসানেন রূপেণ তিষ্ঠ তাবদ্বচো মম। কুরুষ তে প্রযচ্ছামি যেন স্থানমনুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ চমৎকারপুরস্যাস্য পশ্চিমস্থানমাশ্রিতাঃ। সন্ত্যস্মে রাক্ষসাস্তত্র মর্য্যাদায়াং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥ লঙ্কায়াং রাক্ষসাশ্চৈব প্রার্থয়ন্তোঽত্র সদ্গতিম্। তে চাগত্য তমুদ্দেশং তপঃ কুর্ব্বন্তি সুব্রতাঃ ॥ ৩০ ॥ তত্র প্রভুত্বমাতিষ্ঠ নাগরাণাং হিতে স্থিতঃ। রাক্ষসা বহবঃ সন্তি কুষ্মাণ্ডাশ্চ পিশাচকাঃ ॥ ৩১ ॥ যে চান্যে রাক্ষসাঃ কেচিদ্দুষ্টভাবসমাশ্রিতাঃ। তত্র গচ্ছন্তি যে সর্ব্বে নিগৃহ্লন্তি চ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩২ ॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডাশ্চ বিশেষতঃ। নাগরং তু পুরো দৃষ্ট্বা তদ্ভয়াদ্যান্তি দূরতঃ ॥ ৩৩ ॥ তদ্গচ্ছ পুত্র তত্র ত্বং সর্ব্বেষামধিপো ভব। রাক্ষসানাং ময়া দত্তং তব রাজ্যঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪ ॥ রাক্ষস উবাচ। আধিপত্যে স্থিতশ্চৈবং রাক্ষসানাং পিতামহ। কিং ময়া তত্র ভোক্তব্যং তেভ্যো দেয়ঞ্চ কিং বদ ॥ ৩৫ ॥ রাজ্ঞা চৈব যতো দেয়ং ভৃত্যানাং ভোজনং বিভো। তন্মমাচক্ষ দেবেশ দয়াং কৃত্বা মমোপরি ॥ ৩৬ ॥ ন করোতি চ যো রাজা ভৃত্যবর্গস্য পোষণম্। রৌরবং নরকং যাতি স এবং হি শ্রুতং ময়া ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। যচ্ছ্রাদ্ধং দক্ষিণাহীনং তিলৈর্দর্ভৈর্বিবর্জ্জিতম্। তৎসর্ব্বং তে ময়া দত্তং যদ্যপি স্যাৎ সুতীর্থগম্ ॥ ৩৮ ॥ যচ্ছ্রাদ্ধং শূকরঃ পশ্যেন্নারী বাথ রজস্বলা। কৌলেয়কোঽথ বালেয়স্তৎ সর্ব্বং তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥ বিধিহীনন্তু যচ্ছ্রাদ্ধং দর্ভৈর্ব্বা মূলবর্জ্জিতৈঃ। বিতস্তেরধিকৈর্ব্বাপি তৎসর্ব্বং তে ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥ তিলং বা তৈলপক্কং বা শূকধান্যমথাপি বা। ন যত্র দীয়তে শ্রাদ্ধে তত্তে শ্রাদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥ অস্নাতৈর্যৎকৃতং শ্রাদ্ধং যচ্চাধৌতাম্বরৈঃ কৃতম্। তৈলাভ্যঙ্গযুতৈশ্চৈব তত্তে সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

কে শাপ দিয়াছি, কোন রকমেই আমি ইহার রাক্ষসত্ব অপনয়ন করিব না। আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কথা বলি নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি যজ্ঞের প্রসিদ্ধির নিমিত্ত বিধানানুসারে গো দক্ষিণা দান ও হোমকরণানন্তর প্রায়শ্চিত্ত করিব; আপনি আমার বাক্যে ইহার রাক্ষসভাব হরণ করুন। প্রস্থাতা বলিলেন,—বহ্নি যদি শীতল হয়, শশী যদি উষ্ণকিরণ হন, হে পিতামহ! তাহা হইলে আমার বাক্য অন্যথা হইতে পারে। তাঁহার এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া পিতামহ রাক্ষসরূপী বিশ্বাবসুকে বলিলেন,—হে বৎস! তুমি এইরূপ থাকিয়াই আমার বাক্য পালন কর, আমি তোমাকে স্থান দিতেছি। চমৎকারপুরের পশ্চিমদিক্‌ভাগ আশ্রয় করিয়া কতিপয় রাক্ষস বাস করে। লঙ্কার রাক্ষসগণও এই স্থানে আসিয়া সদ্গতি প্রার্থনাপূর্ব্বক তোমার উদ্দেশে তপস্যা করিবে। তুমি নাগারিকগণের হিতার্থী হইয়া ঐ স্থানে প্রভুত্ব বিস্তার কর। ঐ স্থানে রাক্ষস, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, ভূত, প্রেত বহুত আছে, তাহারা তোমাকে দেখিয়া ভয়ে দূরে পলায়ন করিবে। হে পুত্র! তুমি ঐ স্থানে গমন করিয়া তাহাদের রাজা হও। আমি সম্প্রতি তোমাকে ঐ রাক্ষসরাজ্য প্রদান করিলাম। রাক্ষস বলিল,—হে পিতামহ! আমি রাক্ষসগণের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হইয়া সেখানে কি ভোজন করিব এবং তাহাদিগকেই বা কি ভোজন করাইব, তাহা বলিয়া দেন?১৫ ৩৫। রাজারাই ত ভৃত্যদিগের ভোজন দান করেন, অতএব দয়া করিয়া আপনি বলিয়া দেন—তাহাদিগকে কি ভোজন দিব? যে রাজা ভৃত্যবর্গের পোষণ করে না, সেই রাজা রৌরবে গমন করিয়া থাকে, ইহা আমি শুনিয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—যে শ্রাদ্ধ দক্ষিণাহীন, এবং তিল ও দর্ভ-বর্জ্জিত, এই শ্রাদ্ধ সুতীর্থগামী হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। শূকর, রজস্বলা নারী, কৌলেয়ক, ও বালেয় যে শ্রাদ্ধ দর্শন করে, সেই শ্রাদ্ধ আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। যে শ্রাদ্ধ বিধিহীন, বিতস্তির অধিক পরিমিত মূলশূন্য দর্ভবর্জ্জিত তাহা আমি তোমাকে দান করিলাম। তিল, তৈলপক্ক, ও শূকধান্য যে শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হয় না, সেই শ্রাদ্ধ আমি তোমাকে দান করিলাম। অস্নাত ব্যক্তি, অধৌতাম্বর ও তৈলাভ্যঙ্গযুক্ত ব্যক্তি যে শ্রাদ্ধ করে, সেই শ্রাদ্ধ এবং ব্যাধিগৃহীত, চৌর,

যথা মাহিষিকো ভুঙ্‌ক্তে খিত্রী বা কুনখোঽপি বা। কুণী বাথ দ্বিজো ভুঙ্‌ক্তে তত্তে শ্রাদ্ধং ভবিষ্যতি ॥৪৩॥ হীনাঙ্গো বাথ যদ্ভুঙ্‌ক্তেঽধিকাঙ্গো বাথ নিন্দিতঃ। মহাব্যাধিগৃহীতো বা চৌরো বার্দ্ধুষিকোঽপি বা। যত্র ভুঙ্‌ক্তেঽথবা শ্রাদ্ধে তত্তে শ্রাদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥ শ্যাবদন্তশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে যদ্ভুঙ্‌ক্তে বৃষলীপতিঃ। বিনয়ো বাথ যদ্ভুঙ্‌ক্তে তত্তে শ্রাদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥ যো যজ্ঞো দক্ষিণাহীনো যশ্চাশৌচযুতৈঃ কৃতঃ। ব্রহ্মচর্য্যবিহীনশ্চ তৎফলং তে ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ যস্মিন্নৈবাতিথিঃ পূজ্যঃ শ্রাদ্ধে বা যজ্ঞকর্ম্মণি। সম্প্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে তত্তে সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ আবাহনাৎ পরং যত্র মৌনং ন শ্রাদ্ধদশ্চরেৎ। ব্রাহ্মণো বাথ ভোক্তা চ তত্তে শ্রাদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ মৃন্ময়েষু চ পাত্রেষু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। ভিন্নপাত্রেষু বা যচ্চ তত্তে সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥ প্রত্যক্ষং লবণং যত্র তক্রং বা বিকৃতং ভবেৎ। জাতীপুষ্পপ্রদানঞ্চ তত্তে সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥ যজমানো দ্বিজো বাথ ব্রহ্মচর্য্য-বিবর্জ্জিতঃ। তচ্ছ্রাদ্ধস্তে ময়া দত্তং ত্রিপাত্রেণ বিবর্জ্জিতম্‌ ॥ ৫১ ॥ আয়সেন তু পাত্রেণ যত্রান্নঞ্চ প্রদীয়তে। তচ্ছ্রাদ্ধং তে ময়া দত্তং তথান্যদপি দীয়তে ॥ ৫২ ॥ মন্ত্রক্রিয়াভ্যাং যৎকিঞ্চিদ্রাত্রৌ দত্তং হুতং তথা। সংক্রান্তিসোমপর্ব্বভ্যাং ব্যতিরিক্তং তু কুৎসিতম্‌ ॥ ৫৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। রাক্ষসঃ সোঽপি তত্রাপি লেভে স্থানং তু রাক্ষসম্‌ ॥ ৫৪ ॥

বার্দ্ধুষিক, যে শ্রাদ্ধে ভোজন করে, মাহিষিক, খিত্রী, কুনখী, কুণী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, নিন্দিত, মহাব্যাধিগ্রস্ত, চোর ও বার্দ্ধুষিক যে শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধ তোমার হইবে। শ্যাবদন্ত, বৃষলীপতি, ও বিনয় যে শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তাহা তোমার হইবে। যে যজ্ঞ দক্ষিণাহীন, অশুচি-কৃত ও ব্রহ্মচর্য্যবিহীন, সেই যজ্ঞের ফল তোমার হইবে। যে শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞকর্ম্মে বৈশ্বদেবকর্ম্মান্তে আগত অতিথি পূজিত না হয়, সেই শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞ তোমার হইবে। যে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধদায়ী ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ বা ভোক্তা আবাহনের পর মৌনাবলম্বন না করে, সেই শ্রাদ্ধ তোমার হইবে। যে শ্রাদ্ধ মৃন্ময়পাত্রে এবং ভগ্নপাত্রে কৃত হয়, সে শ্রাদ্ধ তোমার হইবে যে শ্রাদ্ধে লবণ, তক্র বা বিকৃত বস্তু এবং জাতিপুষ্প প্রদত্ত হইবে, তাহা তোমার হইবে। যে শ্রাদ্ধে যজমান বা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যবর্জ্জিত, এবং যাহা ত্রিপাত্র-রহিত, সেই শ্রাদ্ধ তোমাকে প্রদান করিলাম। যে শ্রাদ্ধে লৌহপাত্রে অন্ন প্রদত্ত হয়, যাহা মন্ত্র-ক্রিয়াহীন, যে শ্রাদ্ধে রাত্রিকালে দত্ত ও হুত হয়, যাহা সংক্রান্তি, সোমবার ও পর্ব্বদিন-ব্যতিরিক্ত, এবং যাহা কুৎসিত, তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই সকল কথা বলিয়া বিরত হইলেন। রাক্ষসও ঐ স্থানে স্থান লাভ করিল। ৩৬—৫৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে রাক্ষসপ্রাপ্যশ্রাদ্ধবর্ণনং নাম সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততশ্চ পঞ্চমে চাহ্নি সম্প্রাপ্তে তে দ্বিজোত্তমাঃ। শ্বেতধৌতাম্বরাঃ সর্ব্বে সুস্নাতাঃ শুচয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১ ॥ চক্রুঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পুলস্ত্যেন প্রবোধিতাঃ। সদোমধ্যে গতাশ্চৈব ঋত্বিগ্বরণ-পূর্ব্বকাঃ ॥ ২ ॥ অধ্বর্য্যুণা সমাদিষ্টান্‌ প্রৈষান্‌ প্রোচুর্যথাক্রমম্‌। হোমার্থং দীপ্তবহ্নৌ চ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সুসমাহিতৈঃ ॥ ৩ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু হ্যুদ্গাত্রা কর্ম্ম যোজিতম্‌। শঙ্কুভিঃ ক্রিয়তে যচ্চ সামগীতিপ্রসূচিতম্‌ ॥ ৪ ॥ সপ্তাবর্ত্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সদোমধ্যগতেন চ। যত্রাগচ্ছন্তি তে সর্ব্বে দেবাঃ যজ্ঞাংশলালসাঃ ॥

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—যজ্ঞীয় পঞ্চম দিবসে বৃত দ্বিজসত্তমগণ সকলেই সুস্নাত হইয়া শ্বেত ধৌতাম্বর পরিধান করত শুচিভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে ভগবান্‌ পুলস্ত্য কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া তাঁহারা যজ্ঞীয় কর্ম্ম সকল করিতে লাগিলেন এবং ঋত্বিক্‌ বরণপূর্ব্বক সভামধ্যে গমন করিলেন। পরে অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রৈষগণকে যথাক্রমে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। ঋত্বিক্‌গণ সমাহিতভাবে দীপ্ত বহ্নিতে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে সভামধ্যস্থ উদ্‌গাতা শঙ্কু-সম্পাদ্য সামগীতিসূচিত সপ্তাবর্ত্ত এক কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। এই সময় সভামধ্যে যজ্ঞভাগ-লুব্ধ দেবগণ

৫। সোমপানকৃতে চৈব বিশেষেণ মুদান্বিতাঃ। প্রারব্ধে সোমতত্ত্বেঽথ গীতে চোদ্গাতৃনির্ম্মিতে। ৬। আগতা কন্যকা চৈকা সামগীতিসমুৎসুকা। শঙ্খকর্ণনজং চিত্রং বাদ্যমানাং বিচক্ষণা। ৭। ছন্দোগস্য সুতা শ্রেষ্ঠা দেবশর্ম্মাভিধস্য চ। ঔদুম্বরীতি নাম্না সা সামশ্রবণলালসা। ৮। উদ্গাতারঞ্চ সহসা বচনং ব্যাজহার সা। যথাযথা প্রবর্ত্তন্তে শঙ্খবঃ সামসূচিতাঃ। ৯। দক্ষিণাগ্নৌ দ্রুতং গত্বা কুরু হোমং যথোদিতম্। যেন ত্বং মুচ্যসে পাপান্ন চেদ্ব্যর্থো ভবিষ্যতি। ১০। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সাভিপ্রায়ং দ্বিজোত্তমাঃ। ততঃ স চিন্তয়ামাস যাবত্তদ্ব্যাহৃতং বচঃ। ১১। ততঃ পপ্রচ্ছ তাং কন্যামুদ্গাতা বিস্ময়ান্বিতঃ। কুতস্ত্বমপি চায়াতা সুতা কস্য বদস্ব মে। ১২। ঔদুম্বর্য্যুবাচ। পর্ব্বতস্য সুতা চাস্মি বিখ্যাতা দেবশর্ম্মণঃ। জাতিস্মরা মহাভাগ প্রাপ্তা গন্ধর্ব্বলোকতঃ। ১৩। উদ্গাতোবাচ। গন্ধর্ব্বস্য সুতা কস্য কেন শপ্তাসি পুত্রিকে। কদা তে ভবিতা মোক্ষো মানুষত্বস্য কীর্ত্তয়। ১৪। ঔদুম্বর্য্যুবাচ নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গন্ধর্ব্বৌ বিদিতৌ জনৈঃ। পর্ব্বতস্য সুতা চাস্মি শপ্তাহং নারদেন হি। ১৫। বিপঞ্চীং বাদয়ন্ স্বৈরং দৃষ্টঃ স মুনিসত্তমঃ। অজ্ঞানত্ব্যা চ তানানাং বিশেষং মূর্চ্ছনোদ্ভবম্। ময়া স হসিতোঽতীব তানভঙ্গতয়া গতঃ। ১৬। ততঃ স কুপিতো মহ্যং দদৌ শাপং দ্বিজোত্তমঃ। মিথ্যাপহসিতো যস্মাদহং শাপমতোঽর্হসি। ১৭। মানুষাণাময়ং ধর্ম্মস্তস্মাত্ত্বং মানুষী ভব। ময়া প্রসাদিতঃ সোঽথ পিত্রা সার্দ্ধং মুনীশ্বরঃ। ১৮। শাপান্তং কুরু মে নাথ বালিশায়া বিশেষতঃ। মানুষত্বঞ্চ মে ভূয়াৎ সুস্থানে সুকুলে বিভো। ১৯। সুস্থানে চান্তকালশ্চ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। ততোঽহং তেন সম্প্রোক্তা চমৎকারপুরে শুভে। ২০। দেবশর্ম্মা তু বিপ্রেন্দ্রঃ কুলীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। তস্য তু ব্রাহ্মণী নাম্না সত্যভামেতি বিশ্রুতা। ২১। তস্যা গর্ভং সমাসাদ্য মানুষত্বং সমাচর। যদা পৈতামহো যজ্ঞস্তস্মিন্ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতি। ২২। উদ্গাতুঃ সময়ে তস্য শঙ্কোশ্চৈব বিপর্য্যয়ে। তদা তু স ত্বয়া বাচ্যো হুস্থানে শঙ্কুরাহিতঃ। সর্ব্বদেব-

সোমপানের নিমিত্ত বিশেষ হর্ষের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর সোমপান ও উদ্গাতা কর্ত্তৃক গীত আরব্ধ হইলে সামগীতি-সমুৎসুকা এক কন্যকা ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তিনি শঙ্খশ্রবণজনিত বিচিত্র আমোদের পক্ষপাতিনী ও বিচক্ষণা। দেবশর্ম্মা নামক ছন্দোগ ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা। তিনি ঔদুম্বরী নামে পরিচিতা! এই সাম-শ্রবণলালসা কন্যা সভামধ্যে উদ্গাতাকে বলিলেন,—সামসূচিত শঙ্কু যেমন প্রবর্ত্তিত হইতেছে, অমনি দ্রুতগতি গিয়া দক্ষিণাগ্নিতে যথোদিতভাবে হোম কর, তাহা হইলে পাপমুক্ত হইবে, এরূপ না করিলে সব ব্যর্থ হইবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! কন্যার এতাদৃশ সাভিপ্রায় বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্গাতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথা হইতে তুমি আগমন করিয়াছ এবং তুমি কাহার কন্যা বল? ঔদুম্বরী বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমি পর্ব্বত-সুতা; কিন্তু দেবশর্ম্মার কন্যা বলিয়া বিখ্যাতা। আমি জাতিস্মরা, গন্ধর্ব্বলোক হইতে আগমন করিয়াছি। উদ্গাতা বলিলেন,—অয়ি পুত্রকে! তুমি কোন্ গন্ধর্ব্বের সুতা? কে তোমায় শাপ দিয়াছে? কবে তোমার মনুষ্যত্বরূপ শাপ হইতে মুক্তি হইবে? কীর্ত্তন কর। ঔদুম্বরী বলিলেন,—নারদ ও পর্ব্বত, এই দুই গন্ধর্ব্ব সর্ব্বজন-বিদিত; আমি সেই পর্ব্বতের সুতা; নারদ আমায় শাপ দিয়াছেন। একদা আমি তাঁহাকে বিপঞ্চী বাদন করিতে দেখি; আমি তান সকলের মূর্চ্ছনা-সম্বন্ধীয় বিশেষ কিছু না জানিয়াই তান ভঙ্গ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলাম, এই জন্য তিনি শাপ দেন। তিনি আমাকে বলেন,—যেহেতু তুমি বিনাকারণে উপহাস করিলে, অতএব তুমি শাপার্হা; এইরূপ স্বভাব মানুষদিগেরই হয়, অতএব তুমি মানুষী হও। অনন্তর পিতার সহিত আমি তাঁহাকে এই বলিয়া প্রসাদিত করিতে লাগিলাম, যে, হে প্রভো! আমি মূর্খা; আমার শাপান্ত করুন। আমি যেন সুস্থানে সুকুলে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করি। আমার এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—অয়ি শুভে! চমৎকারপুরে দেবশর্ম্মা নামে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এক কুলীন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার ব্রাহ্মণীর নাম সত্যভামা; তুমি সেই সত্যভামার গর্ভে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। পরে যখন ঐ চমৎকারপুরে পৈতামহ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন উদ্গাতৃনিয়োগে শঙ্কুবিপর্য্যয় ঘটিলে তুমি সভামধ্যে তাঁহাকে বলিবে,—আপনি অস্থানে

সভামধ্যে তদা মোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ ইমাং মে বৈদিকীং কান্তাং তনুং পশ্য দ্বিজোত্তম। বিমানং পশ্য চায়াতং পিত্রা সম্প্রেষিতং মম ॥ ২৪ ॥ উদ্গাতোবাচ। তুষ্টোঽহং তে বিশালাক্ষি যজ্ঞস্থাবিঘ্নকারকে। ন বৃথা দর্শনং মে স্যাদ্বিশেষাদ্দেবসম্ভবে। বরং বরয় মত্তস্ত্বং তস্মাদৌদুম্বরীপ্সিতম্ ॥ ২৫ ॥ ঔদম্বর্য্যুবাচ। যদি মে যচ্ছসি বরং সন্তুষ্টো ব্রাহ্মণোত্তম। সর্ব্বেষামেব দেবানাং পুরতশ্চ দদস্ব তম্ ॥ ২৬ ॥ অদ্যপ্রভৃতি যঃ কশ্চিদ্যজ্ঞং ভূমৌ সমাচরেৎ। তস্মিন্ সদসি মধ্যস্থা মূর্ত্তিঃ কার্য্যা যথা মম ॥ ২৭ ॥ ততো মৎপুরতশ্চৈব কার্য্যং শঙ্কুপ্রচারণম্। স্বর্গস্থায়া ভবেত্তুষ্টির্মম তেন কৃতেন চ ॥ ২৮ ॥ সূত উবাচ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা উদ্গাতা তামথাব্রবীৎ। অদ্যপ্রভৃতি যঃ কশ্চিদ্যজ্ঞমত্র করিষ্যতি ॥ ২৯ ॥ সদোমধ্যে তু তাং স্থাপ্য পূজয়িত্বা বিলেপনৈঃ। বস্ত্রৈরাভরণৈশ্চৈব গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ শঙ্কুপ্রচারং তু করিষ্যতি তদগ্রতঃ। এতদ্বাক্যং ময়া প্রোক্তং সর্ব্বদেবসমাগমে ॥ ৩১ ॥ নান্যথা ভাবি ভদ্রং তে ত্বং সন্তোষং পরং ব্রজ। ত্বয়া বিরহিতং ভদ্রে সদঃকর্ম্ম করিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ বৃথা ভাবি চ তৎসর্ব্বং যথা ভস্মহুতং তথা। যা নারী সদসো মধ্যে ফলৈস্ত্বাং পূজয়িষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ ফলে ফলে কোটিগুণং তস্যাঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। সফলাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ বস্ত্রমাভরণং যা চ পুষ্পধূপাদিকং তথা। তুভ্যং দাস্যতি তৎসর্ব্বং তস্যাঃ কোটিগুণং ফলম্ ॥ ৩৫ ॥ পরং তাবৎ প্রতীক্ষস্ব মা বিমানং সমারুহ। দেবি কেনাপি কার্য্যেণ তব পূজাং সমাচরে ॥ ৩৬ ॥ দেবা উচুঃ। যুক্তং ত্বয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বচনং সমুদাহৃতম্। অস্মাকমপি বাক্যেন সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ সূত উবাচ। উদ্গাত্রা সৈবমুক্তা চ তিষ্ঠতিষ্ঠেত্যথোদিতা। দেবী বরবিমানেন গৃহীতা সাম্বরে স্থিতা ॥ ৩৮ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দেবশর্ম্মসুতাভবৎ। দেবী নগরমধ্যস্থাঃ সর্ব্বা নার্য্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৯ ॥ কুতূহলাৎসমায়াতাস্তস্যা দর্শনলালসাঃ। কাচিৎ ফলানি চাদায় কাচিদ্বস্ত্রাণি ভক্তিতঃ। যথাঽহং পূজিতা তাভিঃ সর্ব্বাভিশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥ সুতা স্বদুহিতুঃ সোঽপি দেবশর্ম্মা সমাযযৌ। সপত্নীকঃ প্রহৃষ্টাত্মা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৪১ ॥ সোঽপি

শঙ্কুনিধান করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! এই দেখুন আমার কান্তা বৈদিকী তনু; আর ঐ দেখুন আমার পিতৃ-প্রেরিত বিমান আসিতেছে। ১—২৪। উদ্গাতা বলিলেন,—হে যজ্ঞবিঘ্নকারিণি বিশালাক্ষি! আমার দর্শন বৃথা হয় না; বিশেষতঃ দেবসম্ভবদিগের পক্ষে। অয়ি ঔদুম্বরি! অতএব তুমি আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। ঔদুম্বরী বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণোত্তম! যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বর দিতে চাহিতেছেন, তবে এই বর দেন এবং ঐ বরের কথা সর্ব্বদেবপুরোভাগে বলুন যে, অদ্যাবধি যে কোন ব্যক্তি ভূতলে যজ্ঞ করিবে, সে যেন যজ্ঞসভার মধ্যে আমার মূর্ত্তি স্থাপন করে। আমার ঐ মূর্ত্তিসম্মুখে শঙ্কুপ্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমি স্বর্গে থাকিলেও ইহাতে আমার তুষ্টি হইবে। সূত বলিলেন,—ঔদুম্বরীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্গাতা বলিলেন,—অদ্য হইতে ভূতলে যে যজ্ঞ করিবে, সে সভামধ্যে তোমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, বিলেপন, বস্ত্র, আবরণ ও গন্ধপুষ্পানুলেপন দ্বারা সেই মূর্ত্তির পূজাপূর্ব্বক তাহার সম্মুখভাগে শঙ্কুপ্রচার করিবে। আমি ইহা সর্ব্বদেব-সমক্ষে বলিলাম। হে ভদ্রে! ইহার অন্যথা হইবে না, তুমি সন্তুষ্ট হও। তোমার মূর্ত্তিবিরহিত যজ্ঞ যদি কেহ করে, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইবে। যে নারী সভামধ্যে ফল দিয়া তোমার পূজা করিবে, তাহার ফলে কোটিগুণ শ্রেয়োলাভ হইবে এবং সকল দিকই তাহার সফল হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই! যে নারী বস্ত্রাভরণ, ও পুষ্প-ধূপাদি তোমায় প্রদান করিবে, তাহার ঐ দান কোটিগুণ ফলদায়ক হইবে। হে দেবি! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, বিমানারোহণ করিবেন না; যে কোন প্রকারে আপনার পূজা সম্পাদন করি। দেবগণ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যুক্তি-যুক্ত বচন বলিয়াছেন। আমাদেরও মতে ইহা উপযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। সূত বলিলেন,—উদ্গাতা এই কথা বলিলে দেবী বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক অম্বরে থাকিয়াই তাঁহার পূজা গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সময় তিনি দেবশর্ম্মার কন্যারূপ ধারণ করিলেন। তখন পুরনারীগণ সকলে কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া দর্শনলালসায় কেহ কেহ ফল, কেহ কেহ বস্ত্র লইয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। দেবশর্ম্মা তখন

যাবৎপ্রণামকৃত্তস্যাশ্চক্রে দ্বিজোত্তমাঃ। সপত্নীক-স্তদা প্রোক্তা নিষিদ্ধস্তু তথা তয়া ॥ ৪২ ॥ তাততাত নমস্কারং মা মে কুরু সহাম্বয়া। প্রাপ্তা স্বর্গগতি-র্নাম মম নাশং প্রয়াস্যতি ॥ ৪৩ ॥ তিষ্ঠাত্রৈব সপ-ত্নীকো যাবদদ্য দিনং বিভো। ত্বামাদায় সপত্নীকং যাস্যামি ত্রিদিবালয়ম্। অনেনৈব শরীরেণ যাচ-য়িত্বা সুরোত্তমান্ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তৌ হর্ষিতৌ তত্র পিতরৌ হি ব্যবস্থিতৌ। প্রেক্ষমাণৌ সুতায়াস্তাং পূজাং জনবিনির্ম্মিতাম্। মন্যমানৌ তদাত্মানম-ধিকং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৪৫ ॥ তস্য যে স্বজনাঃ কেচিৎসর্ব্বে তেঽপি দ্বিজোত্তমাঃ। শংসমানাঃ সুতাং তাং তু তৎসমীপং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ এত-স্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো ভৃগুর্যত্র পিতামহঃ। নিষ্ক্রম্য সদসস্তস্মাৎকৃতাঞ্জলিরুবাচ তম্ ॥ ৪৭ ॥ উদ্গাত্রা দেব চাত্মীয়ো মার্গঃ শ্রুতিবিবর্জ্জিতঃ। বিহিতঃ কন্যকাং ধৃত্বা সদোমধ্যে সুরেশ্বর ॥ ৪৮ ॥ দেবত্বং জল্পিতং তস্যা নাগর্য্যা সুরসন্নিধৌ। সোমপানং তথা কুর্ম্মো বয়ং তত্র তয়া সহ ॥ ৪৯ ॥ ততো বিধিস্তমানীয় পপ্রচ্ছ দ্বিজসত্তমাঃ। কাসৌ কন্যা কিমর্থং চ সদোমধ্যে ধৃতা ত্বয়া ॥ ৫০ ॥ সো-ঽব্রবীচ্ছাপভ্রষ্টেয়ং গন্ধর্ব্বী ব্রাহ্মণালয়ে। অবতীর্ণা বিধের্যজ্ঞে মুক্তিরস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫১ ॥ নারদেন পুরা দেব কোপেন চ তথা মুদা। তস্যা দেব বরো দত্তো ময়া তুষ্টেন সাম্প্রতম্ ॥ ৫২ ॥ শঙ্খপ্রচারং নোবাহং তব সম্পৎস্যতে ক্বচিৎ। দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সমা-নীতা প্রতিষ্ঠাং প্রপিতামহ ॥ ৫৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ কৈলাসাচ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। ক্রত্বা চৌহ্বরী-জাতং মাহাত্ম্যং ধরণীতলে ॥ ৫৪ ॥ যজ্ঞে পৈতা-মহে চৈব হাটকেশ্বরসম্ভবে। ক্ষেত্রে পুণ্যতমে তত্র পূজার্থং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৫ ॥ হৃষ্টা মাতৃগণা যে চ অষ্টষষ্টিপ্রমাণতঃ। পূজ্যন্তে যে চ গন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধৈঃ সাধ্যৈর্ম্মরুদ্গণৈঃ ॥ ৫৬ ॥ পৃথক্ পৃথক্বিধৈ রূপৈর্লোকবিস্ময়কারকৈঃ। নৃত্যন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ

স্বদুহিতার তথাবিধ অবস্থা অবগত হইয়া সপত্নীক বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে আনন্দের সহিত যেখানে তাঁহার কন্যা বিরাজ করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণদম্পতি ঐস্থানে উপ-স্থিত হইয়া কন্যাকে দেবীরূপিণী দর্শন করত যেমন প্রণাম করিতে যাইবেন, অমনি তখন তাঁহাদের কন্যা নিষেধ করিলেন। বলিলেন,—তাত, তাত! মাতঃ মাতঃ! আপনারা আমায় প্রণাম করিবেন না। আপনারা আমায় প্রণাম করিলে আমার স্বর্গগতি বিনষ্ট হইয়া যাইবে! হে বিভো পিতঃ। অদ্যকার দিন আপনি সপত্নীক অবস্থান করুন, আমি আপনাকে ও অম্বাকে ত্রিদিব ধামে লইয়া যাইব। আমি সুরোত্তমগণকে বলিয়া কহিয়া আপনাদিগকে এই শরীরেই স্বর্গে লইয়া যাইব। কন্যা এই কথা বলিলে তখন তাঁহারা সানন্দে ঐ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া সুতার সর্ব্বজন প্রদত্ত পূজা দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে অপর সকল মানব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বজনগণ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কন্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভৃগু সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে পিতামহ অবস্থান করিতে-ছিলেন, ঐস্থানে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব! সভামধ্যে এক কন্যাকে ধরিয়া রাখায় আপনার উদ্গাতা মার্গচ্যুত ও শ্রুতি-বিবর্জ্জিত হইয়াছেন। কারণ,সুরসন্নিধানে ঐ নগর-বাসিনী কন্যার দেবত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব আমরা তাহার সহিত সোমপান করিব। ২৫—৪৯। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর পিতামহ উদ্গাতাকে আনয়ন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ কন্যা কে? কি জন্য আপনি উহাকে সভামধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন? উদ্গাতা বলিলেন,—এই কন্যা শাপভ্রষ্টা গন্ধর্ব্বী, ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মিয়াছে! পূর্ব্বে নারদ কোপ ও হর্ষে আপনার যজ্ঞে ইহার শাপ-মুক্তি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই জন্য কন্যা যজ্ঞে অবতীর্ণা হইয়াছে। সম্প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে বর দিয়াছি যে, তোমার অবিদ্যমানতায় কুত্রাপি যজ্ঞে শঙ্খপ্রচার হইবে না; দেবগণ কর্ত্তৃক সমানীত হইয়া প্রতিষ্ঠাপিত হইলে তবে যজ্ঞে শঙ্খ-প্রচার হইবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! উদ্গাতা এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় চৌহ্বরী সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করিয়া কৈলাস হইতে মাতৃকাগণ ধরাতলে হাটকেশ্বরসম্ভব পুণ্যতম ক্ষেত্রে পৈতামহ যজ্ঞে আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই হৃষ্ট, পূজার্থ আগত, এবং সংখ্যায় অষ্টষষ্টি-সংখ্যক। তাঁহারা সিদ্ধ-সাধ্য-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন। তাঁহাদের রূপ পৃথক্ পৃথক্ ও লোক-বিস্ময়কারক। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ হাসিতে

গায়ন্ত্যশ্চ তথাপরাঃ ॥ ৫৭ ॥ তাসাং কোলাহলং শ্রুত্বা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ। বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৫৮ ॥ কিমেতদিতি জল্পন্তঃ প্রোত্থিতা যজ্ঞমণ্ডপাৎ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্বাস্তা যত্র পদ্মজঃ ॥ ৫৯ ॥ প্রণম্য শিরসা হৃষ্টাস্ততঃ প্রোচুশ্চ সাদরম্। বয়মেবং সমায়াতাঃ শ্রুত্বা তে যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৬০ ॥ আমন্ত্রিতাশ্চ দেবেশ বায়ুনা জগদায়ুনা। যজ্ঞভাগা ন চাস্মাকং বিদ্যন্তে যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৬১ ॥ এতাবন্তেব দিনানীহ নায়াতাস্তেন পদ্মজ। ওঙ্কারীং বয়ং শ্রুত্বা হ্যপূর্ব্বাং তেন সঙ্গতাঃ ॥ ৬২ ॥ সা দৃষ্ট্বা পূজিতাস্মাভিঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্। পর্ব্বতস্য সুতা যস্মাদ্গান্ধর্ব্বস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥ সর্ব্বকামপ্রদা স্ত্রীণাং সর্ব্বদেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতা। স্থানং দর্শয় চাস্মাকং ত্বং দেব প্রপিতামহ ॥ ৬৪ ॥ অষ্টষষ্টিপ্রমাণশ্চ গণোঽস্মাকং ব্যবস্থিতঃ। তচ্ছ্রুত্বা পদ্মজো জ্ঞাত্বা সঙ্কীর্ণং যজ্ঞমণ্ডপম্। ব্যাপ্তং দেবগণৈঃ সর্ব্বৈস্ত্রয়স্ত্রিংশৎপ্রমাণকৈঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো মধ্যগমাহূয় স তদা নগরোদ্ভবম্। শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং বৃহস্পতিমিবাপরম্। অব্রবীৎ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা ত্যক্ত্বা মৌনং পিতামহঃ ॥ ৬৬ ॥ ত্বং

লাগিলেন; এবং কেহ কেহ গীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কোলাহল শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মবিষ্ণু প্রমুখ সবাসব দেবগণ বিস্মিত হইলেন। একি হইল বলিয়া সমস্বরে তাঁহারা যজ্ঞমণ্ডপ হইতে উত্থিত হইলেন। এই সময় মাতৃকাগণ পিতামহের নিকট যাইয়া প্রণামপূর্ব্বক সহর্ষে সাদরে বলিতে লাগিলেন,—হে পিতামহ! আমরা আপনার যজ্ঞ শ্রবণ করিয়া আগমন করিলাম। হে দেবেশ! জগদায়ু বায়ু আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যজ্ঞে আমাদের ভাগ নাই দেখিয়া এতদিন আমরা আগমন করি নাই। ওঙ্কারীকে পূজিতা দেখিয়া আমরা এখানে আগমন করিলাম। আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর পূজা করিয়াছি। তিনি মহাত্মা পর্ব্বতগন্ধর্ব্বসুতা, সর্ব্বকামপ্রদা ও সর্ব্বদেব-প্রতিষ্ঠাতী। হে দেব পিতামহ! আপনি আমাদের স্থান প্রদর্শন করুন। সংখ্যায় আমরা অষ্টষষ্টি আছি। তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতামহ ভাবিলেন যে, যজ্ঞমণ্ডপে স্থানাভাব; ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতায় পরিব্যাপ্ত। এইরূপ ভাবিয়া তিনি দ্বিতীয় বৃহস্পতির ন্যায় শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্ন মধ্যগ নাগরিককে

গত্বা মম বাক্যেন বিপ্রান্নাগরসম্ভবান্। প্রব্রূহি গোত্রমুখ্যাংশ্চ হ্যষ্টষষ্টিপ্রমাণতঃ ॥ ৬৭ ॥ এতে মাতৃগণাঃ প্রাপ্তা অষ্টষষ্টিপ্রমাণকাঃ। একৈকগোত্রমুখ্যাশ্চ একৈকস্য প্রমাণতঃ ॥ ৬৮ ॥ স্বেস্বে ভূমিবিভাগে চ স্থানং যচ্ছন্তু সাম্প্রতম্। এতৎসাহায্যকং কার্য্যং ভবদ্ভির্ম্মম নাগরাঃ। প্রসাদং প্রচুরং কৃত্বা যেন তুষ্টিং প্রয়াস্তি চ ॥ ৬৯ ॥ ততঃ স সত্বরং গত্বা তান্ সমাহূয় নাগরান্। প্রোবাচ বিনয়োপেতঃ প্রণিপত্য ততঃ পরম্ ॥ ৭০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা নাগরাঃ সর্ব্বে সন্তোষং পরমং গতাঃ। একৈকস্য গণস্যৈব দদুঃ স্থানং নিজং তদা ॥ ৭১ ॥ ততস্তা মাতরঃ সর্ব্বাঃ প্রণিপত্য পিতামহম্। তদনন্তরমেবাথ গায়ত্রীং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৭২ ॥ বিপ্রসংসূচিতে স্থানে সর্ব্বাশ্চৈব ব্যবস্থিতাঃ। পূজিতাস্তর্পিতাশ্চৈব বলিভির্বিবিধৈরপি ॥ ৭৩ ॥ ততো গায়ন্তি তা হৃষ্টা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ। তর্পিতা ব্রাহ্মণৈস্তৈশ্চ প্রোচুশ্চ তদনন্তরম্ ॥ ৭৪ ॥ ন যাস্যামোঽপরং স্থানং স্থাস্যামোঽত্রৈব সর্ব্বদা। ঈদৃশা যত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বে

আহ্বান করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন,—আপনি অষ্টষষ্টি সংখ্যক গোত্রমুখ্য নাগরিক ব্রাহ্মণগণের বাড়ীতে গিয়া বলিবেন যে, আমাকে ভগবান্ পিতামহ পাঠাইয়াছেন; তাঁহার যজ্ঞে অষ্টষষ্টি-সংখ্যক মাতৃকা আগমন করিয়াছেন, আপনাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের বাড়ীতে এক এক জন মাতৃকাকে স্থান দিতে হইবে। পিতামহ আপনাদিগকে আরও বলিয়াছেন যে, আমার এই সাহায্য আপনাদিগকে করিতেই হইবে, অধুনা আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করিলে পরে আপনারা তুষ্টি লাভ করিবেন। ৫০—৬৯। অনন্তর মধ্যগ সত্বর গমন করিয়া নাগরিকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রণিপাতপুরঃসর বিনীত ভাবে পিতামহসন্দেশ বিজ্ঞাপন করিলেন। নাগরিকগণ পিতামহের আদেশ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দের সহিত এক এক জনে এক এক জন মাতৃকাকে স্থান দিলেন! তাঁহারা পিতামহ ও গায়ত্রীকে প্রণামপূর্ব্বক বিপ্রসংসূচিত স্থানে অবস্থিতি করিলেন; সকলেই তাঁহাদিগকে বিবিধ বলি দ্বারা পূজা ও তর্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নৃত্য করিতে লাগিলেন, গীত গাহিলেন এবং আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক তর্পিত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন আমরা এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র

ভক্তিসমন্বিতাঃ॥ ৭৫॥ ঈদৃশং চ মহাক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসম্ভবম্। এতস্মিন্নেব কালে তু সাবিত্রী তত্র সংস্থিতা॥ ৭৬॥ প্রণিপত্য দ্বিজৈঃ সর্ব্বৈর্গচ্ছমানা নিবারিতা। মা দেবযজনং গচ্ছ সাবিত্রি পতিবল্লভে॥ ৭৭॥ ব্রহ্মণা পরিণীতাস্তি গায়ত্রীতি বরাঙ্গনা॥ ৭৮॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং সাবিত্রী ভ্রান্তলোচনা। দুঃখশোকসমোপেতা বাষ্পব্যাকুললোচনা॥ ৭৯॥ দৃষ্ট্বা তা নৃত্যমানাশ্চ গায়মানাস্তথৈব চ। তৎকূর্দ্দন্তীর্দ্ধরাপৃষ্ঠে সন্তোষং পরমং গতাঃ॥ ৮০॥ শশাপাথ চ সাবিত্রী বাষ্পগদ্গদয়া গিরা। সপত্ন্যা মম যৎপূজাং কৃত্বা বঃ সুসমাগতাঃ॥ ৮১॥ ন প্রণামঃ কৃতোঽস্মাকং মম দুঃখেন দুঃখিতাঃ। তস্মান্নৈবাপরং স্থানং গমিষ্যথ কথঞ্চন॥ ৮২॥ নাগরাণাঞ্চ নো পূজা কদাচিৎপ্রভবিষ্যতি। ন প্রাসাদোঽথ যুষ্মাকং কদাচিৎসম্ভবিষ্যতি॥ ৮৩॥ শীতকালে তু শীতেন হ্যুষ্ণকালে চ রশ্মিভিঃ। বর্ষাকালে তু তোয়েন ক্লেশং যাস্যথ ভূরিশঃ॥ ৮৪॥ এবমুক্ত্বা ততো দেবী সা তত্রৈব ব্যবস্থিতা। নাগরাণাং বরস্ত্রীভিঃ সর্ব্বাভিঃ পরিবারিতা॥ ৮৫॥ সম্বোধ্যমানা সততং সুস্ত্রীণাং চেষ্টিতেন চ। এতস্মিন্নেব কালে তু ভগবাংস্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ॥ ৮৬॥ অস্তং গতো মহান্ শব্দঃ প্রস্থিতো যজ্ঞমণ্ডপে। যাজ্ঞিকানাং তু বিপ্রাণাং সুমহান্ শাস্ত্রসম্ভবঃ॥ ৮৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মাতৃগণগমনসাবিত্রীদত্তমাতৃগণশাপবর্ণনং নামাষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮৮॥

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথ যাবচ্চ তাঃ শপ্তা মাতরো দ্বিজসত্তমাঃ। সাবিত্র্যা তাস্তু গন্ধর্ব্যঃ প্রাপ্তাঃ সা যত্র তিষ্ঠতি॥ ১॥ ততঃ প্রণম্য তা উচুঃ সর্ব্বা দীনতরং বচঃ। বয়ং সমাগতা দেবি সর্ব্বাস্তব মখে যতঃ॥ ২॥ যজ্ঞভাগং লভিষ্যাম ঔতুম্বর্য্যাঃ প্রসাদতঃ। ন চাস্মাভিঃ পরিজ্ঞাতা সাবিত্রী চাত্র তিষ্ঠতি॥ ৩॥ দৌর্ভাগ্যদোষসম্পন্না নাগরীভিঃ সমাবৃতা। অস্মাকং সুখমার্গোঽয়ং নৃত্যগীতসমুদ্ভবঃ॥ ৪॥ তৎকুর্ব্বাণস্ততো রাত্রৌ শপ্তা গান্ধর্ব্বসত্তমে।

যাইব না; কারণ এখানে ভক্তি-সমন্বিত বিপ্রগণও ঈদৃশ হাটকেশ্বর ক্ষেত্র বিরাজিত রহিয়াছে। এমন সময় ঐ স্থানস্থিতা সাবিত্রী দেবী গমনোদ্যতা হইলে দ্বিজগণ সকলে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন,—হে পতিবল্লভে সাবিত্রি! দেবযজনে গমন করিবেন না, ভগবান্ ব্রহ্মা গায়ত্রী নামে বরাঙ্গনা বিবাহ করিয়াছেন। তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাবিত্রী ভ্রান্তলোচনা দুঃখ-শোক-সন্তপ্তা ও বাষ্পব্যাকুল-লোচনা হইয়া মাতৃকাগণকে নৃত্য করিতে, গীত গাহিতে ও কূর্দ্দন করিতে দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন; কিন্তু বাষ্পগদ্গদ বাক্যে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, তোমরা যখন আমার সপত্নীর পূজা করিয়া আসিয়াছ, এবং দুঃখ-দুঃখিতা আমাকে প্রণাম করিলে না; অতএব তোমারা কদাপি অন্য স্থানে গমন করিতে পারিবে না, নাগরিকগণের পূজা কদাচিৎ ফলদায়ক হইবে না। এবং আমি কদাপি তোমাদের উপর প্রসন্না হইব না। তোমরা শীতকালে শীত, গ্রীষ্মকালে রশ্মি ও বর্ষাকালে তোয় দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া দেবী সাবিত্রী সেই স্থানে উপবিষ্টা হইয়া নাগরিক স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইলেন। তাহারা তাঁহাকে মধুর সম্বোধনে ও চেষ্টিত দ্বারা পরিতোষিত করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভগবান্ তীক্ষ্ণদীধিতি অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। এদিকে যজ্ঞমণ্ডপে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রসম্ভব সুমহান্ শব্দ উত্থিত হইল। ৭০—৮৭।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৮।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! দেবি সাবিত্রী মাতৃকাগণকে শাপ প্রদান করিলে তাহারা অপূর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া যেখানে ঔতুম্বরী বিরাজিত, সেইখানে গমন করিলেন। ঔতুম্বরী সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক দীনভাবে বলিলেন,—হে দেবি! আমরা যজ্ঞভাগ লাভের জন্য আপনার যজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা জানি না যে, সেখানে সাবিত্রী আছেন, আমাদের দুর্ভাগ্য বশতই তাঁহাকে পুরোবাসিনী রমণীগণ বেষ্টন করিয়াছিলেন। নৃত্য-গীত, আমাদের সুখের একটী পদ্ধতি; আমরা রাত্রিতে তাহাই করিতেছিলাম, আর সাবিত্রী

স্ত্রীণাং দুঃখেন দুঃখার্ত্তা জায়ন্তে সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৫ ॥ যূয়ন্ত্বানন্দিতাঃ সর্ব্বাঃ সপত্ন্যা মম চোৎসবে। তাং প্রণম্য প্রপূজ্যাদ্য নাহং সম্ভাষিতাপি চ ॥ ৬ ॥ বিশেষাদ্ নৃত্যগীতং চ প্রারব্ধং মম চাগ্রতঃ। তস্মাদ্ ব্যোমগতির্নৈব ভবতীনাং ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ অস্মিন্ স্থানে সদা দীনাস্তথাশ্রয়বিবর্জ্জিতাঃ। সন্তিষ্ঠধ্বং ন বঃ পূজাং করিষ্যন্তি চ মানবাঃ ॥ ৮ ॥ দীনানামসমর্থানাং যাত্রাকৃত্যেষু সর্ব্বদা। তস্যাস্তদ্বচনং দেবি নান্যথা সম্ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥ ঔডুম্বর্য্যাঃ পূজনায় গত্বা তস্যৈ নিবদ্যতাম্। সা হি ব্যপনয়েদ্দুঃখং ধ্রুবং সা হি প্রকামদা ॥ ১০ ॥ তেনাত্র সহসা প্রাপ্তা যাবন্নষ্টমনোরথাঃ ॥ ১১ ॥ তস্মাৎ কুরুষ্ব কল্যাণি যথাস্মাকং গতির্ভবেৎ। মাহাত্ম্যং তব বর্দ্ধেত ত্রৈলোক্যেঽপি চরাচরে ॥ ১২ ॥ ঔডুম্বর্য্যুবাচ। কা শক্তির্বিদ্যতেঽস্মাকং কৃতং সাবিত্রিসম্ভবম্। অন্যথা কর্ত্তুমেবাদ্য সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ১৩ ॥ তথাপি শক্তিতো দেব্যো যতিষ্যামি হিতায় বঃ। অষ্টষষ্টিষু গোত্রেষু ভবত্যঃ সন্নিয়োজিতাঃ ॥ ১৪ ॥ পিতামহেন তুষ্টেন তত্র পূজামবাপ্স্যথ। যুয়ং রাত্রৌ চ সংজ্ঞাতির্হাস্যপূর্ব্বাভিরেব চ ॥ ১৫ ॥ অদ্যপ্রভৃতি যত্নাত্র নাগরস্য তু মন্দিরে। বৃদ্ধিং সম্পৎস্যতে কাচিদ্বিশেষাদ্ভবপোত্তবা ॥ ১৬ ॥ অত্রা যা যোষিতঃ কাশ্চিৎ পুরদ্বারং সমেত্য চ। অদৃষ্টহাস্যমাধ্যায় ক্ষপিষ্যন্তি বলিং ততঃ ॥ ১৭ ॥ ক্রেন বো ভবিতা তৃপ্তির্দ্দেবানাং চ যথ মখে। যাঃ পুনর্ন করিষ্যন্তি পূজামেতাং ময়োদিতাম্ ॥ ১৮ ॥ যুষ্মাকং নগরে তাসাং সুপুত্রো নাশমাপ্স্যতি। যুষ্মাকমপমানেন সদা রোগী ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ তস্মাত্তিষ্ঠধ্বমত্রৈব রক্ষার্থং নগরস্য চ ॥ ১৮ ॥ শাপব্যাজেন যুষ্মাকং বরোঽয়ং সমুপস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো দেবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমাঃ। গন্ধর্ব্বঃ পর্ব্বতো জাতঃ স্বপত্ন্যা সহিতস্তদা ॥ ২১ ॥ যদা চৌডুম্বরী শপ্তা নারদেন সুরর্ষিণা। মানুষী ভব ক্রুদ্ধেন তদা সম্প্রার্থিতস্তয়া ॥ ২২ ॥ মদর্থং মানুষো ভূত্বা তাত ত্বং চানয়া সহ। সৃজ্য মাং মানুষীং চৈব যেন গচ্ছামি নো ভুবি ॥ ২৩ ॥ বিণ্মূত্রসংযুতে গর্ভে সর্ব্বদোষসমন্বিতে। ততঃ সা কৃপয়া তস্যাঃ সৎ-

---

দেবী আমাদিগকে শাপ দিলেন। তিনি বলিলেন,—সকল স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকে; কিন্তু তোমরা আমার সপত্নীজনিত দুঃখে সুখানুভব করিতেছ, আমার সপত্নীকে তোমরা প্রণাম পূজা করিয়া আমাকে সম্ভাষণ মাত্র করিলে না। বিশেষতঃ আমার অগ্রে তোমরা নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়াছ, অতএব তোমাদের ব্যোমগতি বিনষ্ট হইবে। এই স্থানে তোমরা আদরবর্জ্জিত হইয়া দীনভাবে অবস্থান কর। মানবগণ তোমাদের পূজা করিবে না, কেবল দীন ও অক্ষম ব্যক্তিদিগের যাত্রাকৃত্য নিমিত্ত তোমরা এই স্থানে অবস্থিত থাক। সাবিত্রীর এই বাক্য অন্যথা হইবার নহে। ঔডুম্বরীর পূজা করিতে যাইয়া তাহাকে তোমরা জানাও। সেই তোমাদের দুঃখাপনয়ন করিবে। হে দেবি! এই জন্যই আমরা নষ্ট-মনোরথ হইয়া হঠাৎ এখানে আগমন করিলাম। আপনি আমাদের গতিবিধান করুন। ত্রৈলোক্যে আপনার মহাত্ম্য বৃদ্ধি হইবে। ঔডুম্বরী বলিলেন,—আমার কি এমন শক্তি আছে, যে আমি সর্ব্বসুরাসুর-অনিবারিত সাবিত্রী-শাপ অন্যথা করিতে পারি। তথাপি আমি তোমাদের হিতের নিমিত্ত যত্ন করিব। পিতামহ তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে অষ্টষষ্টি গোত্রে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব সেখানে তোমরা পূজা প্রাপ্ত হইবে। তিনি রাত্রিকালে হাস্যপূর্ব্বক নামোল্লেখ করিয়া তোমাদিগকে পূজা দিবেন। অদ্যাবধি পিতামহের এই ক্ষেত্রস্থিত নাগরিক মন্দিরে তোমরা উৎসব প্রাপ্ত হইবে। আর পুরদ্বারে সমবেত হইয়া যোষিৎগণ না হাসিয়া ধ্যানপূর্ব্বক বলি প্রদান করিবেন, তাহাতে তোমরা দেবগণের যজ্ঞে তৃপ্তি লাভ করার ন্যায় তৃপ্তি লাভ করিবে। যে সকল স্ত্রীলোক মদুক্তিমত তোমাদের পূজা করিবে না, তাহাদের সুপুত্র নাশ প্রাপ্ত হইবে। যাহারা তোমাদের অপমান করিবে, তাহারা রোগী হইবে। তোমরা নগর রক্ষার নিমিত্ত এইখানেই বাস কর, এই শাপ তোমাদের বর হইল। ১—২০। ঔডুম্বরী মাতৃকাগণকে এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় নারদ ঔডুম্বরীর পিতা দেবশর্ম্মা সপত্নীক গন্ধর্ব্ব পর্ব্বত হইয়া জন্মিলেন। মহর্ষি নারদ ক্রুদ্ধ হইয়া "মানুষীভব" বলিয়া যখন শাপ দেন, তখন ঔডুম্বরী তাঁহার নিকট আদেশ লইয়া স্বীয় পিতাকে বলিয়াছিলেন,—হে তাত! আপনি আমার নিমিত্ত অম্বার সহিত মানুষ হইয়া আমাকে মানুষী করিয়া সৃজন করিবেন। তাহা হইলে আর আমাকে ভূতলে বিণ্মূত্র-সঙ্কুল সর্ব্বদোষ-

পত্ন্যা দেবশর্ম্মণঃ ॥ ২৪ ॥ অবতীর্ণা ধরাপৃষ্ঠে বানপ্রস্থাশ্রমে ততঃ। এবং সা পঞ্চমী রাত্রিস্তস্য যজ্ঞস্য সত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ উৎসবেন মনোজ্ঞেন চৌডুম্বর্য্যা ব্যতিক্রমাৎ। প্রত্যূষে চ ততো জাতে যদা তেন বিসর্জ্জিতা ॥ ২৬ ॥ ঔডুম্বরী তদা প্রাহ পর্ব্বতং জনকং নিজম্। কল্যেঽবভৃথো ভাবী বিধিযজ্ঞসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বতীর্থময়স্তস্মিন্ স্নানং ন স্যাত্তুঃ পরম্। যাস্যামঃ স্বগৃহান্ ভূয়ঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সমন্বিতাঃ ॥ ২৮ ॥ অনেনৈব বিমানেন ত্রয়ো বাপি যথাসুখম্। মমাপি চ বরো জাতো যঃ শাপান্নারদোদ্ভবাৎ ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞভাগো ময়া প্রাপ্তো দেবানামপি দুর্লভঃ। পৌর্ণমাসীদিনে প্রাপ্তে বিশেষাৎ স্নাতকৈঃ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঔডুম্বর্য্যুৎপত্তিপূর্ব্বকতৎপ্রাগ্জন্মবৃত্তান্তবর্ণনং নামৈকোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং ক্রতুঃ স সঞ্জাতঃ পঞ্চরাত্রং দ্বিজোত্তমাঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সর্ব্বকাম-

সমন্বিত গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। অনন্তর ঔডুম্বরীর মাতা-পিতা কন্যাবাৎসল্য বশতঃ দেবশর্ম্মা ও তাঁহার পত্নীরূপে ধরাতলে বানপ্রস্থাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হে সত্তমগণ! অদ্য বিধিযজ্ঞের পঞ্চমী রাত্রি। পরদিন প্রত্যূষে ঔডুম্বরীর সনির্ব্বন্ধ উপরোধে মনোজ্ঞ যজ্ঞোৎসব দেখিবার জন্য পর্ব্বত তাহাকে বিসর্জ্জন করিলেন। তখন ঔডুম্বরী নিজ পিতাকে বলিল,—কল্য যজ্ঞের বিধিবৎ অবভৃত স্নান হইবার দিন; কিন্তু এই যজ্ঞে সর্ব্বতীর্থময় স্নান হইবে না। এজন্য আমি সর্ব্ব দেবগণের সহিত পুনরায় স্বগৃহে যাইব। এই বিমান দ্বারাই আমরা তিন জন যথাসুখে প্রস্থান করিব। নারদ-প্রদত্ত শাপ আমার পক্ষে বর হইয়াছে। আমি পৌর্ণমাসী দিনে স্নাতক-প্রদত্ত দেব-দুর্ল্লভ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইলাম। ২১—৩০।

ঊননবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৮৯।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে অদ্য এইরূপে পঞ্চরাত্রি সর্ব্বকামসমৃদ্ধিসম্পন্ন

সমৃদ্ধিমান্ ॥ ১ ॥ বিপ্রাংশ্চ ভিক্ষুকাংশ্চৈব দীনান্ধাংশ্চ বিশেষতঃ। সমাপ্তৌ তস্য যজ্ঞস্য সংপূর্য্য সকলাংস্ততঃ। ঋত্বিজো দক্ষিণাভিস্তান্ যথোক্তান্ দ্বিজসত্তমান্ ॥ ২ ॥ ততঃ স চানয়ামাস নাগরান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্। চাতুশ্চরণসম্পন্নান্ শ্রুতিস্মৃতিসমন্বিতান্ ॥ ৩ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ততস্তান্ প্রাহ সাদরম্। যদ্ভূমৌ তু ময়া তীর্থং পুষ্করং সন্নিবেশিতম্ ॥ ৪ ॥ কলিকালস্য ভীতেন দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। যেন নো নাশমভ্যেতি ম্লেচ্ছৈরপি সমাশ্রিতম্ ॥ ৫ ॥ হাটকেশ্বরদেবস্য প্রভাবেণ মহাত্মনঃ। কলিকালে চ সম্প্রাপ্তে তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ৬ ॥ ম্লেচ্ছৈঃ স্পৃষ্টানি সন্দিগ্ধং প্রয়াগাদীনি কৃৎস্নশঃ। যজ্ঞস্তু বিহিতস্তেন ময়ায়ং তৎকৃতেন চ ॥ ৭ ॥ তস্মাদ্বদথ কিং দানং যুষ্মদ্ভূমেশ্চ নিষ্ক্রয়ে। প্রযচ্ছামি চ যজ্ঞস্য যেন মে স্যাৎফলং দ্বিজাঃ ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। যদি যচ্ছসি চাস্মাকং দক্ষিণাং যজ্ঞসম্ভবাম্। তদস্মাকং স্ববাসেন স্থানং নয় পবিত্রতাম্ ॥ ৯ ॥ যদেতদ্ভবতা চাত্র পুষ্করং তীর্থমুত্তমম্। স্থাপিতং তস্য নো ব্রূহি মাহাত্ম্যং

যজ্ঞ হইতেছে। অদ্যই যজ্ঞ সমাপ্ত। যজ্ঞসমাপ্তি হইলে পিতামহ বিপ্র, ভিক্ষুক, বিশেষতঃ দীন ও অন্ধ, এই সকলকে তর্পিত করিয়া দক্ষিণাদি দ্বারা ঋত্বিক্ ও অন্যান্য বৃত দ্বিজসত্তমদিগকে তোষিত করিলেন। অনন্তর তিনি নাগরিক ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলেই চতুশ্চরণ-সম্পন্ন ও শ্রুতি-স্মৃতিবিশারদ। তাঁহারা আগমন করিলে পিতামহ কৃতাঞ্জলিপুটে সাদরে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণোত্তমগণ! কলিকাল আসিতেছে দেখিয়া আমি ভূতলে দ্বিতীয় পুষ্করতীর্থ স্থাপন করিলাম। আপনারা দেখিবেন, যেন ইহা ম্লেচ্ছ-সমাশ্রিত হইয়া বিনষ্ট না হয়। আপনারা দেব হাটকেশ্বরের প্রভাবে এই তীর্থ রক্ষা করিবেন। কলিকাল আসিলে প্রয়াগাদি যাবতীয় তীর্থায়তন, নিশ্চয়ই ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট হইবে। এই জন্য অধুনা আমি এই যজ্ঞ করিলাম, আপনারা আপনাদের বাসভবনের মূল্য বলুন, আমি তাহা প্রদান করিতেছি; ইহাতে আমার যজ্ঞফল লাভ হইবে। ১—৮। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে পিতামহ! আপনি যদি আমাদিগকে আপনার যজ্ঞ উপলক্ষে দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বাস করাইয়া এই স্থানের পবিত্রতা সম্পাদন করুন।

প্রপ্রসত্তম। যেন স্নানাদিকাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ম্মঃ পিতামহ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এতত্তীর্থং ময়া সৃষ্টমন্তরিক্ষস্থিতং সদা। কিং ন শ্রুতং পুরাণেষু ভবদ্ভির্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমন্তরীক্ষে চ পুষ্করম্। ত্রৈলোক্যে তু কুরুক্ষেত্রং বিশেষেণ ব্যবস্থিতম্ ॥ ১২ ॥ তদ্যুষ্মাকং হিতার্থায় পঞ্চরাত্রং ধরাতলে। আগমিষ্যত্য-সন্দিগ্ধং মম বাক্যপ্রণোদিতম্ ॥ ১৩ ॥ কার্ত্তিক্যাং শুক্লপক্ষে তু হ্যেকাদশ্যাং দিনে স্থিতে। যাবৎ পঞ্চদশী তাবত্তিথিঃ পাপপ্রণাশিনী ॥ ১৪ ॥ পঞ্চরাত্রস্য মধ্যে তু যঃ স্নানঞ্চ করিষ্যতি। শ্রাদ্ধং বা শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্য স্যাদক্ষয়ং হি তৎ ॥ ১৫ ॥ অহং তু পঞ্চরাত্রঃ তদ্‌ব্রহ্মলোকাদুপেত্য চ। সংশ্রয়ং তু করিষ্যামি তীর্থেঽত্রৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। তব মূর্ত্তিং করিষ্যামঃ স্থানেঽত্র প্রপিতামহ। তস্যাং সঙ্‌ক্রমণং নিত্যং তস্মাৎ কার্য্যং ত্বয়া বিভো ॥ ১৭ ॥ তীর্থং চৈব সদাপ্যত্র সমা-গচ্ছতু চাম্বরাৎ। লোকানাং পাপনাশায় তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৮ ॥ এষা নো দক্ষিণা দেব যজ্ঞস্যৈব সম্ভবা ॥ ১৯ ॥ এবং কৃতে সুরশ্রেষ্ঠ সফলঃ স্যাৎ ক্রতুস্তব। প্রতিজ্ঞা চ তথা সত্যা তস্যাদানায় নির্ম্মিতা ॥ ২০ ॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ। মন্ত্রাহুতং ততঃ শ্রেষ্ঠং নভোমার্গাদ্‌দ্বিজোত্তমাঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে পুষ্করং চাগমিষ্যতি ॥ ২১ ॥ অঘমর্ষং জপং-শ্চৈব যঃ করিষ্যতি তোয়গঃ। মম মূর্ত্তেঃ পুরঃ স্থিত্বা পৈলমন্ত্রপুরঃসরম্ ॥ ২২ ॥ জপিষ্যতি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ সবনানাং চতুষ্টয়ম্। ব্রহ্মলোকাৎসমাগত্য প্রশ্রোষ্যামি চ তদ্দ্বিজাঃ ॥ ২৩ ॥ সূত উবাচ। অথ তে নাগরাঃ সর্ব্বে পুষ্পদানপ্রপূর্ব্বকম্। অনুজ্ঞাং প্রদদুস্তুষ্টা যজ্ঞফলসমাপ্তয়ে ॥ ২৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ পুলস্ত্যোঽধ্বর্য্যুসত্তমঃ। যত্র স্থানে স্থিতো ব্রহ্মা নাগরৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ২৫ ॥ অব্রবীচ্চ সমাপ্তস্তে যজ্ঞঃ সম্পূর্ণদক্ষিণঃ। প্রায়শ্চিত্তৈর্ব্বিরহিতো যথা নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ২৬ ॥ অতঃ পরং কর্ম্মশেষং কিঞ্চিদস্তি পিতামহ। বারুণেষ্টির্জপশ্চৈব তৎকরি-ষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ২৭ ॥ তথা চাবভৃথস্নানং প্রক-র্ত্তব্যং ত্বয়া সহ। তস্মাদুত্তিষ্ঠ গচ্ছামো যত্র তোয়ং

আপনি যে এই স্থানে পুষ্করতীর্থ স্থাপন করিলেন, এই তীর্থের মাহাত্ম্য কি? তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া আমরা এই স্থানে স্নানাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই মৎসৃষ্ট তীর্থ সর্ব্বদা অন্তরীক্ষ-স্থিত। আপনারা কি কখন পুরাণে শ্রবণ করেন নাই যে পৃথিবীতে নৈমিষ ক্ষেত্র, অন্তরীক্ষে পুষ্কর এবং ত্রৈলোক্যে কুরুক্ষেত্র অবস্থিত আছে। তবে আপনাদের হিতের নিমিত্ত আমার বাক্যানুসারে পঞ্চরাত্রের জন্য পুষ্কর তীর্থ ধরাতলে অবস্থান করিবে। সেই সময় কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত। এই তিথি সকল পাপনাশিনী। যে মানব এই পঞ্চরাত্রের মধ্যে পুষ্করে স্নান বা শ্রাদ্ধ করে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল অক্ষয় হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়া ঐ পাঁচ দিন ধরাতলে পুষ্করতীর্থে অবস্থান করিব। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে প্রপিতামহ! এই পুষ্করে আমরা আপনার মূর্ত্তি স্থাপন করিব। ঐ মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা আপনি অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং ঐ তীর্থও অম্বর হইতে এই স্থানে আসিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করুক। ইহাতে জনগণের পাপনাশ হইবে; অতএব একার্য্য আপনাকে করিতেই হইবে। ইহাই আমরা যজ্ঞের দক্ষিণা বলিয়া মনে করিব। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ করিলেই আপনার যজ্ঞ সফল হইবে এবং আপনি দানের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! পুষ্কর মন্ত্রাহুত হইয়া নভোমার্গ হইতে হাটকেশ্বর তীর্থে আগমন করিবে। যদি কেহ আমার মূর্ত্তির সম্মুখভাগে জলে অবস্থিত থাকিয়া অঘমর্ষণ ও পৈলমন্ত্র জপের পর শবলচতুষ্টয় জপ করে, তাহা হইলে আমি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়া তাহার সেই জপউত্তম রূপে শ্রবণ করিব। ৯—২৩। সূত বলিলেন,—অনন্তর নাগরিক দ্বিজগণ তুষ্ট হইয়া পুষ্পদানপূর্ব্বক যজ্ঞফলসমাপ্তির নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। এমন সময় অধ্বর্য্যুসত্তম পুলস্ত্য যেখানে ভগবান্ ব্রহ্মা নাগরিক দ্বিজগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে পিতামহ! আপ-নার যজ্ঞ সম্পূর্ণ দক্ষিণাসহ সমাপ্ত হইয়াছে, কেবল প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় নাই। ইহা আপনি ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার নহে। এই কার্য্যের পর একটু কর্ম্মাবশেষ আছে, তাহা বারুণেষ্টি ও জপ; সম্প্রতি ইহা আমি করিতেছি। অতঃপর অবভৃথ স্নান; ইহা আপনার কর্ত্তব্য; অতএব গাত্রোত্থান

ব্যবস্থিতম্। ২৮। যেনেষ্টিং বারুণীং তত্র কুর্ম্মো বিপ্রৈর্যথোচিতৈঃ। চতুর্ভিত্র হ্মপূর্বৈশ্চ ময়া চাগ্নীধ্র-হোতৃভিঃ। ২৯। যথা বহ্নৌ তথা তোয়ং মন্ত্রবস্তু-ভবং শুভম্। হূয়তে সংবিধানেন যজ্ঞপাত্রৈঃ সম-ন্বিতম্। ৩০। বরুণস্য প্রতুষ্ট্যর্থং স্নানং কার্য্যং ত্বয়ৈব চ। ঋত্বিগ্গণৈঃ সহিতেনৈব সর্ব্বারিষ্টপ্রশা-ন্তয়ে। ৩১। যস্তত্র সময়ে স্নানং করিষ্যতি ত্বয়া সহ। অন্যোঽপি মানবঃ কশ্চিদ্বিপাপ্মা স ভবি-ষ্যতি। ৩২। যানীহ সন্তি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। বারুণীমিষ্টিমাসাদ্য তানি যান্তি চ সন্নিধৌ। ৩৩। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীক্ষিতেন সমন্বিতম্। তত্র স্নানং প্রকর্ত্তব্যং জলমধ্যে তু সার্থিভিঃ। ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ সর্ব্বৈরবভৃথোৎ-সবে। ৩৪। তস্মাদ্বিসর্জ্জয়াদ্যৈতান্ ব্রাহ্মণাংস্তাব-দেব চ। এতেঽপি চ করিষ্যন্তি স্নানং তত্র ত্বয়া সহ। ৩৫। সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা প্রস্থিতো ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠকুণ্ডতটং শুভম্। গায়ত্র্যা সহিতো হৃষ্টঃ কৃত-কৃত্যত্বমাগতঃ। ৩৬। অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে তথা দ্বিজাঃ। পুলস্ত্যশ্চ শুভার্থায় স্নানার্থং প্রস্থিতাস্তদা। ব্রহ্মণা সহিতা হৃষ্টাঃ পুত্রদারসম-ন্বিতাঃ। ৩৭। অথ সঙ্কীর্ণতা জাতা সমস্তাজ্জ্যেষ্ঠ-পুষ্করে। স্নানার্থমাগতৈর্লোকৈরূর্দ্ধবাহুস্তথৈব চ। ৩৮। ন তত্র লক্ষ্যতে ব্রহ্মা ন তৎকর্ম্ম চ বারুণম্। ক্রিয়মাণৈর্দ্বিজৈস্তত্র ব্যাপ্তে ভূমিতলেঽখিলে। ৩৯। অথান্তে কর্ম্মণস্তস্য ব্রহ্মা প্রাহ শতক্রতুম্। হিতার্থং সর্ব্বলোকস্য বিনয়াবনতং স্থিতম্। ৪০। ন মাং জ্ঞাস্যন্তি দূরস্থা জনাঃ স্নানার্থমাগতাঃ। মজ্জমানং জলে পুণ্যে সম্মর্দ্দেঽস্মিন্ জলোদ্ভবে। ৪১। তস্মা-ন্নাগং সমারুহ্য নিজং বৃত্রনিষূদন। এণস্য কৃষ্ণ-সারস্য বংশাগ্রে চর্ম্ম ন্যস্য চ। ৪২। ততস্তৎ স্নান-বেলায়াং ক্ষেপ্তব্যং সলিলে ত্বয়া। যেন লোকঃ সমস্তোঽয়ং বেত্তি কালস্তু স্নানজম্। ৪৩। স্নানঞ্চ কুরুতে শ্রেয়ঃ সম্প্রাপ্নোতি যথোদিতম্। দূরস্থো-ঽপি সুবৃদ্ধোঽপি বালোঽপি চ সমাগতঃ। স্নানজং লভতে শ্রেয়ঃ সন্দৃষ্টেঽপি যথোদিতম্। ৪৪। সূত উবাচ। বাঢ়মিত্যেব সম্প্রোচ্য সত্বরং প্রযযৌ হরিঃ। ৪৫। ততো নাগং সমারুহ্য ধৃত্বা বংশং করে নিজে। মৃগচর্ম্মাগ্রসংযুক্তং তোয়মধ্যে ব্যব-

করুন, জলসমীপে চলুন। ঐ স্থানে গমন করিয়া আমরা যথোচিত বিপ্রগণের দ্বারা বারুণী ইষ্টিসম্পন্ন করিব। আমি ব্রহ্মা অগ্নীধ্র ও হোতা, এই চারিজনে ঐ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে। এই কর্ম্ম জলেও যেমন বহ্নিতেও তেমনি করিতে হয়। মন্ত্রসম্বন্ধযুক্ত এই কর্ম্ম সম্ভব ফল শুভ হইবে। ইহাতে বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ-পাত্রের সহিত হোম করিতে হয়। অতঃপর আপনি সর্ব্বারিষ্টশান্তির নিমিত্ত ঋত্বিক্‌গণের সহিত অবভৃথ স্নান করিয়া বরুণের তুষ্টি সম্পাদন করুন। অন্য কোন মানব যদি ঐ সময় আপনার সহিত স্নান করে, তবে সেও বিগতপাপ হইবে। সচরাচর ত্রৈলোক্যে যাবতীয় তীর্থ আছে, তাবৎ তীর্থই বারুণী ইষ্টি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। অতএব দীক্ষিত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই সকলের সহিত সকলেই জলমধ্যে অবভৃথ স্নান করিবে। আপনি অদ্বৈতবাদী এই ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করুন, ইহাঁ-রাও আপনার সহিত স্নান করিবেন। সূত বলি-লেন—অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা অধ্বর্য্যু পুলস্ত্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী গায়ত্রীর সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে শুভ জ্যেষ্ঠকুণ্ডতটে স্নানার্থ প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেব, দ্বিজ, ও পুলস্ত্য ইহাঁরা সকলেই পুত্রদারসমন্বিত হইয়া সহর্ষে মঙ্গলার্থ ভগ-বান্ ব্রহ্মার সহিত স্নান করিতে গমন করিলেন। এত অধিক লোক স্নানার্থে আগমন করিল যে, পুষ্করতীর্থে স্নানসঙ্কীর্ণতা হইল; এ সঙ্কীর্ণতা বশতঃ জনগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ও তাঁহার বারুণ কর্ম্ম কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্ট বা লক্ষিত হইল না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দ্বিজগণ স্নানকর্ম্ম করিতে থাকিলে নিখিল পুষ্করক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইল। অনন্তর তাঁহার স্নানকর্ম্ম শেষ হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকহিতার্থ বিনীত শতক্রতুকে বলিলেন,—জলে এত অধিক জনসম্মর্দ্দ হইয়াছে যে, স্নানার্থ আগত দূরস্থ ব্যক্তিগণ স্নান করিবার সময় আমাকে কেহ দেখিতে পায় নাই। হে বৃত্রনিষূদন! অতএব আপনি স্বীয় নাগে আরোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণসার মৃগের একখণ্ড চর্ম্ম বংশদণ্ডে সংলগ্ন করত স্নানসময়ে তাহা সলিলে নিক্ষেপ করিবেন। ইহাতে লোক সকল স্নানবেলা উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং তাহারা যথাবিধি স্নান করিয়া শ্রেয়োলাভ করিবে। দূরস্থ সুবৃদ্ধ, ও বালক সমাগত জন মাত্রেই স্নানফল প্রাপ্ত হইবে। ।২৮—৪৪। সূত বলিলেন,—'বাঢ়ং' এই কথা বলিয়া হরি সত্বর গমন করিলেন। এবং নাগারোহণে তিনি মৃগচর্ম্মাগ্রসংলগ্ন বংশদণ্ড করে ধারণপূর্ব্বক

স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥ এতৎকর্ম্মাবসানে স স্নাতুকামে পিতামহে। তচ্চর্ম্ম প্রাক্ষিপত্তোয়ে স্বয়মেব শতক্রতুঃ ॥ ৪৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্ব-। মানুষাশ্চ বিশেষেণ স্নাতাস্তত্র সমাহিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা শক্রং প্রোবাচ সাদরম্। কৃতস্নানং সুরৈঃ সার্দ্ধং বিনয়াবনতং স্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥ সহস্রাক্ষ ত্বয়া কষ্টং মন্মখে বিপুলং কৃতম্। আনীতা চ তথা পত্নী গায়ত্রী চ সুমধ্যমা ॥ ৫০ ॥ তস্মাদ্বরয় ভদ্রং তে যং বরং মনসি স্থিতম্। সর্ব্বং তেঽহং প্রদাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৫১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। যদি ত্বাং প্রার্থয়াম্যদ্য ভূয়াত্তু তাদৃশং বিভো ॥ ৫২ ॥ বর্ষেবর্ষে তু যঃ কুর্য্যাৎ সম্প্রাপ্তেঽস্মিন্ দিনে শুভে। মৃগচর্ম্ম সমাদায় বংশাগ্রে যো মহীপতিঃ ॥ ৫৩ ॥ নাগপ্রবরমারুহ্য স্বয়মেব পিতামহ। যথাহং প্রক্ষিপেত্তোয়ে স স্যাৎ পাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৪ ॥ অজেয়ঃ সর্ব্বশত্রূণাং সর্ব্বব্যসনবর্জ্জিতঃ। যে করিষ্যন্তি চ স্নানমনেন মৃগচর্ম্মণা ॥ ৫৫ ॥ সার্দ্ধমন্তেঽপি যে লোকা অপি পাপসমন্বিতাঃ। তেষাং বর্ষকৃতং পাপং ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রণশ্যতু ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এতৎ সর্ব্বং সহস্রাক্ষ তব বাক্যমসংশয়ম্। ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সর্ব্বমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৫৭ ॥ যো রাজা শ্রদ্ধয়া যুক্তো দেশস্থাস্ত সমুদ্ভবঃ। আনর্ত্তস্থ গজারূঢ়ো মৃগচর্ম্ম ক্ষিপিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ অত্র কুণ্ডে মদীয়ে তু মাং সম্পূজ্য তটস্থিতম্। সর্ব্বলোকহিতার্থায় সম্প্রাপ্তে প্রতিপদ্দিনে ॥ ৫৯ ॥ সমাপ্তে কুতপে কালে বিজয়ী স ভবিষ্যতি। কার্ত্তিক্যাঞ্চ ব্যতীতায়াং দ্বিতীয়েঽহ্নি ব্যবস্থিতে ॥ ৬০ ॥ তথা তৎকালমাসাদ্য যে করিষ্যন্তি মানবাঃ। স্নানং তচ্চ দিনেঽত্রৈব বর্ষপাপবিবর্জ্জিতাঃ। আধিব্যাধিবিমুক্তাশ্চ তে ভবিষ্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ৬১ ॥ সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো যক্ষ্মাখ্যো দারুণো গদঃ। অচিকিৎস্যোঽপি দেবানাং তথা ধন্বন্তরেরপি ॥ ৬২ ॥ নীলাম্বরধরঃ ক্ষামো দীনো দণ্ডসমাশ্রিতঃ। ক্ষুৎকুর্ব্বন্ শ্লেষ্মণা তাবৎ কৃচ্ছ্রাৎ সঞ্চারয়ন্ পদম্ ॥ ৬৩ ॥ ততশ্চ প্রণতো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ সঃ ॥ ৬৪ ॥ যক্ষ্মোবাচ। তব যজ্ঞমহং শ্রুত্বা দূরাদেব পিতামহ। ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠশ্চায়াতঃ সমাপ্তাবদ্য কৃচ্ছ্রতঃ ॥ ৬৫ ॥ দক্ষেণাহং পুরা

জলমধ্যে অবতরণ করিয়া তাহা প্রোথিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ পিতামহ স্নানক্রিয়া আরম্ভ করিলে শতক্রতু ঐ চর্ম্ম জলে প্রক্ষেপ করিলেন। এই সময় দেব, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক, বিশেষতঃ মানুষ, ইহারা সকলে সমাহিতভাবে স্নান করিল। এই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সুরগণের সহিত কৃতস্নান বিনয়াবনত সহস্রাক্ষকে বলিলেন,—হে সহস্রাক্ষ! আপনি আমার যজ্ঞে বহুতর কষ্ট অনুভব করিয়াছেন; আপনি আমার পত্নী সুমধ্যমা গায়ত্রীকে আনয়ন করিয়াছেন। অতএব আপনি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করুন, দুর্লভ হইলেও আমি আপনাকে সমস্তই প্রদান করিব। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আমায় বর দেয় বলিয়া যদি মনে করিয়াছেন, আর আমাকে যদি বর প্রার্থনাই করিতে হয়, তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যে ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে এই সময়ে আমার মত বংশাগ্রে মৃগচর্ম্ম সংলগ্ন করিয়া গজারোহণে জলমধ্যে পোথিত করিয়া আসিবে, সে যেন সর্ব্বপাপবর্জ্জিত সর্ব্বশত্রুর অজেয় এবং সর্ব্বব্যসনবিরহিত হয়, যাহারা এই মৃগচর্ম্ম দৃষ্টে স্নান করিবে, আর যাহারা পাপসমন্বিত তাহাদের দেখাদেখি ঐ স্থানে স্নান করবে, তাহারা যেন পাপসমন্বিত হইলেও আপনার প্রসাদে তাহাদের বর্ষকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শক্র! আপনি যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই নিঃসংশয়ে হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে কোন রাজা বিশেষতঃ আনর্ত্তরাজ সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত প্রতিপদ্ তিথিতে এবং কুতপকালে যদি গজারূঢ় হইয়া এই কুণ্ডের তটস্থিত আমার পূজা করিয়া মৃগ-চর্ম্ম ক্ষেপণ করেন, তিনি বিজয়ী হন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা গত হইলে দ্বিতীয়া তিথিতে যে মানব ঐ তীর্থে স্নান করে, সে সর্ব্বপাপ রহিত এবং আধি-ব্যাধি-বিমুক্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৪৫—৬১। সূত বলিলেন,—এই সময় যক্ষ্মা নামক দারুণ রোগ ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রোগ দেবগণের এমন কি ধন্বন্তরিরও অচিকিৎস্য, নীলাম্বরধর, কৃশ ও দীন এবং অতিক্লেশে পদধারণপূর্ব্বক শ্লেষ্মা বশতঃ ক্ষুৎকার করিতেছে। সে প্রণত হইয়া পিতামহকে এই কথা বলিল,—হে পিতামহ! আমি আপনার যজ্ঞবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দূর হইতে ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠে অতিকষ্টে আসিতেছি, কিন্তু আপনার যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেল। পূর্ব্বে চন্দ্র অপরাপর

স্তুষ্টচন্দ্রার্থং কুপিতেন চ। রোহিণীং সেবমানস্য সত্যক্তান্য-সুতস্য চ ॥ ৬৬ ॥ ততো মাহেশ্বরা দেশাত্তেন তুষ্টেন তস্য চ। পক্ষমেকং কৃতং মহ্যং তস্যাস্বাদনকর্ম্মণি ॥ ৬৭ ॥ অন্যপক্ষে ন কিঞ্চিচ্চ যেন তৃপ্তিঃ প্রজায়তে। যজ্ঞস্যৈব তু সর্ব্বস্য তর্প-য়িত্বা দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৬৮ ॥ ততস্তদ্বচনং প্রাহুং তর্পিতোঽহমসংশয়ম্। পৌর্ণমাস্যাং ততো দেব যস্য যজ্ঞস্য কৃৎস্নশঃ ॥ ৬৯ ॥ যস্য নো ব্রাহ্মণো ব্রূতে যজ্ঞস্যান্তে প্রতর্পিতঃ। তর্পিতোঽস্মীতি তস্য বৃথা স্যাদ্যজ্ঞজং ফলম্। যদি কোটিগুণং দত্তমপি শ্রদ্ধাসমন্বিতম্ ॥ ৭০ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা ত্বয়া দেব পঠ্যমানং শ্রুতাবিহ। তস্মাৎ সম্যক্স্থিতে যজ্ঞে ব্রাহ্মণং তর্পয়েত বৈ ॥ ৭১ ॥ প্রত্যক্ষং মে যথা তৃপ্তিরন্নেনৈব প্রজায়তে। ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরশ্রেষ্ঠ তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥ ৭২ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা পদ্মজস্তস্য পথ্যং পথ্যং বচোঽখিলম্। শ্রুতিং প্রমাণতাং নীত্বা ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৩ ॥ অদ্য-প্রভৃতি যে বিপ্রাঃ সাগ্নয়ঃ সুধরাতলে। তৈঃ সর্ব্বৈর্বৈশ্বদেবান্তে বলির্দ্দেয়স্তথাখিলঃ ॥ ৭৪ ॥ দত্বান্তেভ্যোঽথ দেবেভ্যস্তব তৃপ্তির্ভবিষ্যতি। তব পক্ষে দ্বিতীয়ে তু সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৭৫ ॥ যে বিপ্রাস্ত বলিং দত্যুর্বৈশ্বদেবান্ত আগতে। ন তেষাম-ন্বয়ে চাপি ত্বয়া সেব্যোঽত্র কশ্চন ॥ ৭৬ ॥ যক্ষ্মোবাচ। তীর্থেঽস্মিংস্তাবকে দেব সদাহং তপসি স্থিতঃ। তিষ্ঠামি যদি বাদেশস্তাবকো জায়তে মম ॥ ৭৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। যদ্যেবং কুরু চাত্রত্র ত্বমাশ্রমপদং নিজম্। সম্প্রাপ্য ভূমিদেশঞ্চ কঞ্চিদ্যদভিরোচতে। অর্থয়িত্বা দ্বিজানেতান্ যথা যজ্ঞকৃতে ময়া ॥ ৭৮ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা প্রার্থয়ামাস চমৎকারপুরোদ্ভবান্। তেভ্যঃ প্রাপ্য ততো ভূমিং চকারাথাশ্রমং নিজম্ ॥ ৭৯ ॥ তত্র যঃ কুরুতে স্নানং প্রতিপদ্দিবসে স্থিতে। সূর্য্যবারেণ মুচ্যেত যক্ষ্মণা সেবিতোঽপি বা ॥ ৮০ ॥ অদ্যাপি দৃশ্যতে চাত্র প্রত্যয়স্তস্য সম্ভবে। সর্ব্বেষা-মাহিতাগ্নীনাং নাগরাণাং বিশেষতঃ। কলিকালেঽপি সম্প্রাপ্তে ন যক্ষ্মা সম্প্রজায়তে ॥ ৮১ ॥ তথা চতু-ষ্পদানাঞ্চ তেষাং গৃহনিবাসিনাম্। ন তস্য ভেষ-জানি স্যুর্ন মন্ত্রা ন চিকিৎ কাঃ ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মযজ্ঞাবভৃথযক্ষ্মতীর্থোৎপত্তিমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯০ ॥

পত্নীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল রোহিণীতে আসক্ত থাকিলে দক্ষ কুপিত হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত আমাকে সৃজন করেন। অনন্তর মহেশ্বরের আদেশে চন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়া দক্ষ, চন্দ্রকে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমায় এক পক্ষ কাল নির্দ্দেশ করিলেন। অন্য পক্ষে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও তুষ্টির উপায় রহিল না। যজ্ঞের দ্বিজোত্তমগণকেই অর্পিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে "তর্পিতো-ঽহং" এই বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অবশ্যই হে দেব! এই জন্যই পৌর্ণমাসী তিথিতে যাহার সম্পূর্ণ যজ্ঞের ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞান্তে তর্পিত হইয়া "তর্পিতোঽস্মি" এই বাক্য না বলে, তাহার যজ্ঞজনিত ফল বৃথা হয়। শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া কোটিগুণ দান করিলেও এরূপ না বলিলে যজ্ঞ-ফল ব্যর্থ হইয়া থাকে। হে দেব! ইহা আপনি শ্রুতিতে পঠ্যমান শ্রবণ করিয়া যজ্ঞবিদ্যমানে ব্রাহ্মণকে তর্পিত করেন। হে বিধাতঃ! আপনার প্রসাদে যাহাতে আমার তৃপ্তি হয়, আপনি সেইরূপ নীতি বিধান করুন। সূত বলিলেন,—পদ্মযোনি যক্ষ্মায় নিখিল পথ্য বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শ্রুতিপ্রমাণের সহিত একবাক্য করিয়া বলিলেন,—ধরাতলে যাহারা সাগ্নিক বিপ্র আছেন, তাঁহারা সকলে বৈশ্ব-দেবান্তে তোমাকেও বলি প্রদান করিবেন। তাঁহারা দেবাদি সকলকে বলি প্রদানান্তে তোমাকে বলি প্রদান করিলে তোমার তৃপ্তি হইবে। তোমার দ্বিতীয় পক্ষ বিষয়ে এই আমি সত্য কথা বলিলাম। যে সকল বিপ্র বৈশ্বদেব কর্ম্মান্তে আগন্তুক ব্যক্তিকে বলি প্রদান করিবে, তুমি তাঁহাদের অন্বয় কদাপি কাহাকেও প্রাপ্ত হইও না যক্ষ্মা বলিল,—হে দেব! আপনি যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা আপ-নার এই তীর্থে বাস করি। ব্রহ্মা বলিলেন,— তোমার যদি এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি অভিমত ভূমি গ্রহণ করত যেখানে ইচ্ছা আশ্রম প্রস্তুত কর। আমি যজ্ঞের সময় এইরূপ অন্বেষণ করিয়া ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলাম। সূত বলিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া যক্ষ্মা চমৎকারপুরবাসী ব্রহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ভূমি লইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করিল। ঐ স্থানে যে ব্যক্তি রবিবারে প্রতিপদ তিথিতে স্নান করে, সে যক্ষ্মা রোগ হইতে নিষ্কৃতি

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ। সূতপুত্র ত্বয়া প্রোক্তং সাবিত্রী নাগতা চ যৎ। কৌটিল্যেন সমাযুক্তৈরাহূতা বচনৈস্তথা। পুলস্ত্যেন পুনশ্চৈব প্রসক্তা গৃহকর্ম্মণি ॥ ১ ॥ ততস্তু ব্রহ্মণা কোপাদ্গায়ত্রী চ সমাহৃতা। দেবৈর্ব্বিপ্রৈশ্চ সাতীব শংসিতা ভার্য্যতাং গতা ॥ ২ ॥ সাবিত্রী চ কথং জাতা তাং জ্ঞাত্বা যজ্ঞমণ্ডপে। পত্নীশালাং প্রবিষ্টাঞ্চ সর্ব্বং নো বিস্তরাদ্বদ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। সাবিত্রী বশগং কান্তং জ্ঞাত্বা বিশ্বাসমাগতা। স্থিরা ভূত্বা তদা সর্ব্বা দেবপত্নী সমানয়ৎ ॥ ৪ ॥ গৌরী লক্ষ্মীঃ শচী মেধা তথা চৈবাপ্যরুন্ধতী। স্বধা স্বাহা তথা কীর্ত্তির্ব্বুদ্ধিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। তথা চান্যাশ্চ বহবো হ্যপ্সরোভিঃ সমন্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা উর্ব্বশী চ তিলোত্তমা। অপ্সরাণাং গণাঃ সর্ব্বে সুমাজগ্মুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥ সা তাভিঃ সহিতা দেবী পূর্ণহস্তাভিরেব চ। সম্প্রহৃষ্টমনোভিশ্চ প্রস্থিতা মণ্ডপং প্রতি ॥ ৭ ॥ বাদ্যমানেষু বাদ্যেষু গীতধ্বনিযুতেষু চ। গন্ধর্ব্বাণাং প্রমুখ্যাণাং কিন্নরাণাং বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥ প্রস্থিতা সা মহাভাগা যাবত্তদ্যজ্ঞমণ্ডপম্। তাবত্তস্যাস্তদা চক্ষুঃ প্রাস্ফুরদ্দক্ষিণং মুহুঃ ॥ ৯ ॥ অপসব্যং মৃগাশ্চক্রুস্তথান্যেঽপি খগাদয়ঃ। বিপর্য্যস্তেন সংযান্তি শব্দান্ কুর্ব্বন্তি চাসকৃৎ ॥১০॥ দক্ষিণানি তথাঙ্গানি স্ফুরমাণানি বৈ মুহুঃ। তস্যা মনসি সঙ্ক্ষোভং জনয়ন্তি নিরর্গলম্ ॥ ১১ ॥ তাশ্চ দেবস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ। গায়ন্তি চ যথোৎসাহং তস্যাঃ পার্শ্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ ন জানন্তি চ সঙ্ক্ষোভং তথা শকুনজং হৃদি। অন্যোঽন্যস্পর্দ্ধয়া সর্ব্বা গীতনৃত্যপরায়ণাঃ ॥ ১৩ ॥ অহং পূর্ব্বমহংপূর্ব্বং প্রবিশামি মহামখে। ইত্যৌৎসুক্যসমোপেতাস্তা গচ্ছন্তি তদা পথি ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাবিত্র্যা ব্রহ্মযজ্ঞাগমনকালিকোৎপাতাদ্যপশকুনোদ্ভববর্ণনং নামৈকনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯১ ॥

লাভ করিয়া থাকে। অদ্যাপি দেখা যায়, যে, তত্রত্য আহিতাগ্নি দ্বিজগণের বিশেষতঃ নাগরিকগণের এ হেন কলিকালেও যক্ষ্মা রোগ হয় না। এমন কি, তাহাদের বাড়ীর গোরু প্রভৃতির কদাপি ভেষজ এবং চিকিৎসক আবশ্যক হয় না। ৬২—৮২।

নবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯০।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতপুত্র! আপনি যে বলিলেন,—পুলস্ত্য কৌটিল্য-সমাযুক্ত বচন দ্বারা গৃহকর্ম্মপ্রসক্তা সাবিত্রীকে আহ্বান করিলে তিনি যজ্ঞে আগমন করেন নাই; অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কুপিত হইয়া দেবী গায়ত্রীকে আহ্বান করেন, তিনি ব্রহ্মার ভার্য্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেব ও বিপ্র কর্ত্তৃক প্রশংসিতা হন; গায়ত্রীকে পত্নীশালা-প্রবিষ্টা জানিয়া সাবিত্রীর কিরূপ অবস্থা হইল? এই সকল কথা আপনি আমাদিগকে বিস্তৃত ভাবে বলুন? সূত বলিলেন,— সাবিত্রী স্বীয় কান্তকে বশগ জানিতে পারিয়া বিশ্বস্তা হন এবং তিনি স্থিরভাবে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া দেবপত্নীগণকে আনয়ন করান। গৌরী, লক্ষ্মী, শচী, মেধা, অরুন্ধতী, স্বধা, স্বাহা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, পুষ্টি, ক্ষমা, ধৃতি, তথা অন্যান্য বহু অপ্সরাসমন্বিত দেবী, ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী ও তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরোগণ আগমন করেন। দেবী সাবিত্রী এই পূর্ণহস্ত সন্তুষ্ট দেবীগণের সহিত মণ্ডপে গমন করেন। ঐ সময়ে প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ বাদ্যধ্বনি ও সুললিত গান করিতেছিলেন। ঐ মহাভাগগণ যেমন যজ্ঞমণ্ডপোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন, অমনি তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। মৃগকুল তাঁহাকে অপসব্য করিল, এবং খগনিচয় বিপর্য্যস্তভাবে গমন করিতে লাগিল ও বারবার শব্দ করিতে লাগিল। দেবী সাবিত্রীর দক্ষিণ অঙ্গ স্ফুরিত হইতে লাগিল। মন অনবরত ক্ষোভিত হইতে লাগিল। সেই দেবপত্নীগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন ও হাসিতে লাগিলেন; এবং সাবিত্রীর পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া গীত গাহিতে থাকিলেন। তাঁহারা এই শকুনজাত সংক্ষোভ বুঝিতে পারেন নাই; পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে নৃত্য-গীত করিতেছিলেন এবং সকলে অহমহমিকায় যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ সহকারে গমন করিতেছিলেন। ১—১৪।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯১।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ। অথ শ্রুত্বা মহানাদং বাদ্যানাং সমুপস্থিতম্। নারদঃ সম্মুখঃ প্রায়াজ্‌জ্ঞাত্বা চ জননীং নিজাম্॥ ১॥ প্রণিপত্য স দীনাত্মা ভূত্বা চাশ্রুপরিপ্লুতঃ। প্রাহ গদ্গদয়া বাচা কণ্ঠে বাষ্পসমাবৃতঃ॥ ২॥ আত্মনঃ শাপরক্ষার্থং তস্যাঃ কোপবিবৃদ্ধয়ে। কলিপ্রিয়স্তদা বিপ্রো দেবস্ত্রীণাং পুরঃস্থিতঃ॥ ৩॥ মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রস্খলন্ত্যা পদে পদে। ময়া ত্বং দেবি চাহূতা পুলস্ত্যেন ততঃ পরম্॥ ৪॥ স্ত্রীস্বভাবং সমাশ্রিত্য দীক্ষাকালেঽপি নাগতা॥ ৫॥ ততো বিধেঃ সমাদেশাচ্ছক্রেণান্যা সমাহৃতা। কাচিদ্গোপসমুদ্ভূতা কুমারী দেবরূপিণী॥ ৬॥ গোবক্ত্রেণ প্রবেশ্যাথ গুহ্যমার্গেণ তৎক্ষণাৎ। আকর্ষিতা মহাভাগে সমানীতাথ তৎক্ষণাৎ॥ ৭॥ সা বিষ্ণুনা বিবাহার্থং ততশ্চৈবানুমোদিতা। ঈশ্বরেণ কৃতং নাম গায়ত্রী চ তবানুগম্॥ ৮॥ ব্রাহ্মণৈঃ সকলৈঃ প্রোক্তং ব্রাহ্মণীতি ভবত্বিয়ম্। অস্মাকং বচনাদ্‌ব্রহ্মন্ কুরু হস্তগ্রহং বিভো॥ ৯॥ দেবৈঃ সর্বৈঃ স সম্প্রোক্তস্ততস্তাঞ্চ বরাননাম্। ততঃ পত্নীত্বধর্মেণ যোজয়ামাস সত্বরম্॥ ১০॥ কিং বা তে বহুনোক্তেন পত্নীশালাং সমাগতা। রশনা যোজিতা তস্যা গোপ্যাঃ কট্যাং সুরেশ্বরি॥ ১১॥ তদ্দৃষ্ট্বা গর্হিতং কর্ম্ম নিষ্ক্রান্তো যজ্ঞমণ্ডপাৎ। অমর্ষবশমাপন্নো ন শক্তো বীক্ষিতুং চ তাম্॥ ১২॥ এতজ্‌জ্ঞাত্বা মহাভাগে যৎক্ষমং তৎ সমাচর। গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা তত্র মণ্ডপে ধর্ম্মবর্জ্জিতে॥ ১৩॥ তচ্ছ্রুত্বা সা তদা দেবী সাবিত্রী দ্বিজসত্তমাঃ। প্রম্লানবদনা জাতা পদ্মিনীব হিমাগমে॥ ১৪॥ লতেব ছিন্নমূলা সা চক্রীব প্রিয়বিচ্যুতা। শুচিশুক্রাগমে কালে সরসীব গতোদকা॥ ১৫॥ প্রক্ষীণচন্দ্রলেখেব মৃগীব মৃগবর্জ্জিতা। সেনেব হতভূপালা সতীব গতভর্তৃকা॥ ১৬॥ সংশুষ্কা পুষ্পমালেব মৃতবৎসেব সৌরভী। বৈমনস্যং পরং গত্বা নিশ্চলত্বমুপস্থিতাম্। তাং দৃষ্ট্বা দেবপত্ন্যস্তা জগদুর্নারদং তদা॥ ১৭॥ ধিক্ ধিক্ কলিপ্রিয় ত্বাঞ্চ রাগে বৈরাগ্যকারকম্। ত্বয়া কৃতং সর্ব্বমেতদ্বিধেস্তস্য তথান্তরম্॥ ১৮॥

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর সমুত্থিত বাদ্যনাদ শ্রবণ করিয়া নারদ নিজ জননী সাবিত্রীকে সমাগত বুঝিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক দীনভাবে অশ্রুপরিপ্লুতনেত্রে গদ্গদ বাক্যে আত্মশাপমোচন ও দেবীর কোপবৃদ্ধির জন্য মেঘগম্ভীরস্বরে পদেপদে স্ফুটিত হইতে হইতে বলিলেন,—হে দেবি! আমি তোমাকে অগ্রে আহ্বান করিয়াছি, পরে পুলস্ত্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু আপনি স্ত্রীস্বভাববশতঃ অবিলম্বে আগমন করেন নাই। এ কারণ বিধির আদেশে শক্র অন্য এক রমণীকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি কোন এক গোপকন্যা, কুমারী ও দেবরূপিণী! তাঁহাকে গোমুখে প্রবেশ করাইয়া গুহ্যমার্গ দিয়া তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিয়া বাহির করত আনয়ন করা হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার সহিত বিধির বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। মহেশ্বর তোমার নামের অনুকরণে তাঁহার নাম দিয়াছেন,—গায়ত্রী ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছেন,—হে ব্রহ্মন্! ইনি ব্রাহ্মী হউন, আমাদের বাক্যানুসারে আপনি ইঁহার পাণিগ্রহণ করুন। দেবগণ কর্তৃক অভিহিত হইয়া তিনি তাঁহাকে সত্বর পত্নীত্বে যোজনা করিয়াছেন। মাতঃ! আপনাকে আর কি অধিক বলিব? তিনি বিধাতার পত্নীশালায় গমন করিয়াছেন। হে সুরেশ্বরি! দুঃখের কথা আর কি বলিব! বিধাতা আবার সেই গোপরমণীর কটীতটে চন্দ্রহার যোজনা করিয়াছেন। আমি এই গর্হিত কর্ম্ম দেখিয়া যজ্ঞমণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। আমি অমর্ষ-পরায়ণ হইয়া তাহা দেখিতে পারিলাম না। হে মহাভাগে! এই আমি সমস্ত ঘটনা বলিলাম, অতঃপর আপনার যাহা সাধ্য তাহা করুন। আপনি এই ধর্ম্মবর্জ্জিত মণ্ডপে থাকিতে ইচ্ছা করেন থাকুন, যাইতে ইচ্ছা হয় যান। ১—১৩। হে দ্বিজসত্তমগণ! মহর্ষি নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া দেবী সাবিত্রী হিমাগমে পদ্মিনী, ছিন্নমূলা লতা, প্রিয়বিচ্যুতা চক্রবাকী, গতোদকা নিদাঘসরসী, প্রক্ষীণ চন্দ্রলেখা, মৃগবর্জ্জিতা মৃগী, হতভূপালা সেনা, গতভর্তৃকা সতী, শুষ্ক পুষ্পমালা, ও মৃতবৎসা সুরভির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন দেবপত্নীগণ তাঁহাকে বৈমনস্য ও নিশ্চলত্ব-প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া নারদকে বলিলেন,—হে কলহপ্রিয়! তোমাকে ধিক্; তুমি আমাদের এ হেন রাগে বৈরাগ্য আনয়ন করিলে! তুমিই বিধির সহিত ইঁহার মনোবাদ ঘটাইবার জন্য এইরূপ করিয়াছ।

গৌর্য্যুবাচ। অয়ং কলিপ্রিয়ো দেবি ক্রতে সত্যানৃতং বচঃ। অনেন কর্ম্মণা প্রাণান্ বিভর্ত্ত্যেষ সদা মুনিঃ॥ ১৯॥ অহং ত্র্যক্ষেণ সাবিত্রি পুরা প্রোক্তা মুহুর্মুহুঃ। নারদস্য মুনের্বাক্যং ন শ্রদ্ধেয়ং ত্বয়া প্রিয়ে। যদি বাঞ্ছসি সৌখ্যানি মম জাতানি পার্ব্বতি॥ ২০॥ ততঃপ্রভৃতি নৈবাহং শ্রদ্দধেঽস্য বচঃ ক্বচিৎ। তস্মাদ্গচ্ছামহে তত্র যত্র তিষ্ঠতি তে পতিঃ॥ ২১॥ স্বয়ং দৃষ্ট্বৈব বৃত্তান্তং কর্ত্তব্যং যৎক্ষমং ততঃ। নাস্যাস্য বচনাদদ্য স্থাতব্যং তত্র গম্যতাম্॥ ২২॥ সূত উবাচ। গৌর্য্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সাবিত্রী হর্ষবর্জ্জিতা। মখমণ্ডপমুদ্দিশ্য প্রস্খলন্তী পদে পদে॥ ২৩॥ প্রজগাম দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শূন্যেন মনসা তদা। প্রতিভাতি তদা গীতং তস্যা মধুরমপ্যহো॥ ২৪॥ কর্ণশূলং যথায়াতমসকৃদ্দ্বিজসত্তমাঃ। বাদ্যবাদ্যং যথা বাদ্যং মৃদঙ্গানকপূর্ব্বকম্॥ ২৫॥ প্রেতসন্দর্শনং যদ্বন্মর্ত্ত্যং তৎ সা মহাসতী। বীক্ষিতুং নৈ চ শক্নোতি গচ্ছমানা তদা মখে॥ ২৬॥ শৃঙ্গারঞ্চ তথাঙ্গারং মন্যতে সা তনুস্থিতম্। বাষ্পপূর্ণেক্ষণা দীনা প্রজগাম মহাসতী॥ ২৭॥ ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ সমাসাদ্য সৈবং তং যজ্ঞমণ্ডপম্। কৃচ্ছ্রাৎ কারাগৃহং তদ্বন্মন্যমানাং দৃক্‌পথং গতম্॥ ২৮॥ অথ দৃষ্ট্বা তু সম্প্রাপ্তাং সাবিত্রীং যজ্ঞমণ্ডপম্। তৎক্ষণাচ্চ চতুর্ব্বক্ত্রঃ সংস্থিতোঽধোমুখো হ্রিয়া॥ ২৯॥ তথা শম্ভুশ্চ শক্রশ্চ বাসুদেবস্তথৈব চ। যে চান্যে বিবুধাস্তত্র সংস্থিতা যজ্ঞমণ্ডপে॥ ৩০॥ তে চ ব্রাহ্মণশার্দ্দূলাস্ত্যক্ত্বা বেদধ্বনিং ততঃ। মূকীভাবং গতাঃ সর্ব্বে ভয়সন্ত্রস্তমানসাঃ॥ ৩১॥ অথ সংবীক্ষ্য সাবিত্রী সপত্ন্যা সহিতং পতিম্। কোপসংরক্তনয়না পরুষং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩২॥ সাবিত্র্যুবাচ। কিমেতদযুজ্যন্তে কর্ত্তুং তব বৃদ্ধতমাকৃতে। উদবানসি যৎপত্নীমেতাং গোপসমুদ্ভবাম্॥ ৩৩॥ উভয়োঃ পক্ষয়োর্যস্তাঃ স্ত্রীণাং কান্তা যথেপ্সিতাঃ। শৌচাচারপরিত্যক্তা ধর্ম্মকৃত্যপরাঙ্মুখাঃ॥ ৩৪॥ যদন্বয়ে জনাঃ সর্ব্বে পশুধর্ম্মরতোৎসবাঃ। সোদর্য্যাং ভগিনীং ত্যক্ত্বা জননীঞ্চ তথা পরাম্॥ ৩৫॥ তস্যাঃ কুলে প্রসেবন্তে সর্ব্বাং নারীং জনাঃ পরাম্। যথা হি পশবোঽশ্নন্তি তৃণানি জলপানগাঃ॥ ৩৬॥ বিণ্মূত্রং কেবলং চক্রুর্ভারোদ্বহনমেব চ। তদ্বদস্যাঃ কুলং সর্ব্বং তত্র-

---

গৌরী বলিলেন,—হে দেবি! নারদ কলহপ্রিয়; এ সত্যমিথ্যা বলিয়া থাকে। এই কর্ম্মাবলম্বনেই নারদ প্রাণধারণ করিতেছে। অয়ি সাবিত্রি! শঙ্কর পূর্ব্বে আমাকে বার বার বলিয়াছেন,—হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! তুমি যদি আমার সহিত সুখে বাস করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কদাপি নারদের বাক্য শ্রবণ করিও না। তিনি এই কথা বলিলে তদবধি আমি নারদের বাক্যে বিশ্বাস করি না। যেখানে তোমার পতি আছেন, আমরা স্বয়ং সেইখানে গমন করি, সেই স্থানে গিয়া, বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিব। চল অদ্য আর আমরা ইহার কথায় এখানে থাকিব না। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দেবী সাবিত্রী গৌরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শূন্যমনে নিরানন্দে স্খলিতপদে যজ্ঞমণ্ডপ উদ্দেশে যাইতে লাগিলেন। তখন মধুর গীত মৃদঙ্গাদিবাদ্যধ্বনিও তাঁহার কর্ণশূল হইয়া উঠিল। মর্ত্ত্যগণ যেমন প্রেত সন্দর্শন করিতে পারে না, তদ্বৎ ঐ মহাসতী যজ্ঞে গমন করিতে করিতে কাহাকেও দেখিতে সমর্থ হন নাই। গাত্রস্থিত ভূষণ সকল তখন তাঁহার অঙ্গারবৎ জ্বালাদায়ক মনে হইতেছিল। তিনি বাষ্পপূর্ণেক্ষণে দীনভাবে গমন করিতেছিলেন। বহু কষ্টে তিনি কারাগৃহে প্রবেশ করার ন্যায় যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লজ্জায় তৎক্ষণাৎ চতুর্বক্ত্র অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শম্ভু, শক্র, বাসুদেব, এবং অন্য যে সকল দেবতা যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অধোমুখে অবস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়সন্ত্রস্তমানসে স্তব্ধ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪—৩১। অনন্তর সাবিত্রী পতিকে সপত্নীর সহিত একাসনভাগী দেখিয়া কোপাকম্পিতনেত্রে এই বাক্য বলিলেন,—হে বৃদ্ধতমাকৃতে! তোমার কি এরূপ করা উপযুক্ত হইয়াছে? যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, সে গোপকন্যা। উহাদের উভয় কুলের স্ত্রীদিগের কান্তা যথেচ্ছভাবেই বৃত হয়। উহাদের বংশের জনগণ শৌচাচারবিবর্জ্জিত ও ধর্ম্মকৃত্য-পরাঙ্মুখ। উহাদের বংশীয় পুরুষগণ সোদর ভগিনী ও জননীকে বর্জ্জন করিয়া পশুধর্ম আচরণ করে। উহাদের কুলপুরুষগণ সকল নারীতেই সঙ্গত হয়। পশুগণ যেমন তৃণ ভোজন করে, জল পান করিতে গিয়া বিণ্মূত্র ত্যাগ এবং ভার বহন করে, তেমনি উহারা (ক্ষীরসরননী) পরিত্যাগ করিয়া কেবল তৃক্র

যন্নাতি কেবলম্ ॥ ৩৭ ॥ কৃত্বা মূত্রপুরীষঞ্চ জন্ম-তোয়বিবর্জ্জিতম্। নান্যজ্জানাতি কর্ত্তব্যং ধর্ম্মং স্বোদরসংশ্রয়াৎ ॥ ৩৮ ॥ অন্ত্যজা অপি নো কর্ম্ম যৎ কুর্ব্বন্তি বিগর্হিতম্। আভীরাস্তচ্চ কুর্ব্বন্তি তৎকিমেতত্ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৩৯ ॥ অবশ্যং যদি তে কার্য্যং ভার্য্যয়া পরয়া মখে। ত্বয়া বা ব্রাহ্মণী কাপি প্রখ্যাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৪০ ॥ নোঢ়া বিধে বৃথামুণ্ড নূনং ধূর্ত্তোঽসি মে মতঃ। যত্ত্বয়া শৌচসন্ত্যক্তা কন্যাভাবপ্রদূষিতা ॥ ৪১ ॥ প্রভুক্তা বহুভিঃ পূর্ব্বং তথা গোপকুমারিকা। এষা প্রাপ্তা সুপাপঢ্যা বেশ্যাজনশতাধিকা ॥ ৪২ ॥ অন্ত্যজাতা তথা কন্যা ক্ষতযোনিঃ প্রজায়তে। তথা গোপকুমারী চ কাচিত্তাদৃক্ প্রজায়তে ॥ ৪৩ ॥ মাতৃকং পৈতৃকং বংশং শ্বাশুরঞ্চ প্রপাতয়েৎ। তস্মাদেতেন কৃত্যেন গর্হিতেন ধরাতলে ॥ ৪৪ ॥ ন ত্বং প্রাপ্স্যসি তাং পূজাং যথান্যে বিবুধোত্তমাঃ। অনেন কর্ম্মণা চৈব যদি মেঽস্তি ক্ষতং কচিৎ ॥ ৪৫ ॥ পূজাং যে চ করিষ্যন্তি ভবিষ্যন্তি চ নির্দ্ধনাঃ। কথং ন লজ্জিতোঽসি ত্বমেতৎ কুর্ব্বন্ বিগর্হিতম্ ॥ ৪৬ ॥ পুত্রাণামথ পৌত্রাণামন্যেষাঞ্চ দিবৌকসাম্। অযোগ্যং চৈব বিপ্রাণাং যদেতৎ কৃতবানসি ॥ ৪৭ ॥ অথ বা নৈষ দোষস্তে ন কাম-বশগা নরাঃ। লজ্জন্তি চ বিজানন্তি কৃত্যাকৃত্যং শুভাশুভম্ ॥ ৪৮ ॥ অকৃত্যং মন্যতে কৃত্যং মিত্রং শত্রুঞ্চ মন্যতে। শত্রুঞ্চ মন্যতে মিত্রং জনঃ কাম-বশং গতঃ ॥ ৪৯ ॥ দ্যূতকারে যথা সত্যং যথা চৌরে চ সৌহৃদম্। যথা নৃপস্য নো মিত্রং তথা লজ্জা ন কামিনাম্ ॥ ৫০ ॥ অপি স্যাচ্ছীতলো বহ্নিশ্চন্দ্রমা দহনাত্মকঃ। ক্ষারাব্ধিরপি মিষ্টঃ স্যান্ন কামী লজ্জতে ধ্রুবম্ ॥ ৫১ ॥ ন মে স্যাদ্দুঃখমেতদ্ধি যৎসাপত্ন্যমুপস্থিতম্। সহস্রমপি নারীণাং পুরুষাণাং যথা ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ কুলীনানাঞ্চ শুদ্ধানাং স্বজাত্যানাং বিশেষতঃ। ত্বং কুরুষ পরাণাঞ্চ যদি কামবশং গতঃ ॥ ৫৩ ॥ এতৎ পুনর্ম্মহদ্দুঃখং যদাভীরী বিগর্হিতা। বেশ্যেব নষ্টচারিত্রা ত্বয়োঢ়া বহুভর্ত্তৃকা ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদহং প্রয়াস্যামি যত্র নাম ন তে বিধে। শ্রূয়তে কাম-লুব্ধস্য স্ত্রিয়া পরিহৃতস্য চ ॥ ৫৫ ॥ অহং বিড়ম্বিতা যস্মাদত্রানীয় ত্বয়া বিধে। পুরতো দেবপত্নীনাং দেবানাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্। তস্মাৎ পূজাং ন তে কশ্চিৎ সাম্প্রতং প্রকরিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ অদ্যপ্রভৃতি যঃ পূজাং মন্ত্রপূতাং করিষ্যতি। তব মর্ত্ত্যো ধরাপৃষ্ঠে

(ঘোল) মাত্র আহার করে। মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ ও স্বোদরপূর্ত্তি ব্যতিরেকে উহাদের জন্মগ্রহণ করিয়া আর অন্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম নাই। অন্ত্যজ জাতিও যে সকল গর্হিত কর্ম্ম করে না, আভীর জাতি তাহাও করিয়া থাকে। হে বৃথামুণ্ড! যজ্ঞে যদি তোমার ভার্য্যার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হইলে তুমি কোন প্রখ্যাতবংশীয় ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলে না কেন? তুমি নিশ্চয়ই ধূর্ত্ত। যে হেতু তুমি শৌচ-পরিত্যক্তা, কন্যাভাব-প্রদূষিতা, বহুভুক্তা, পাপাঢ্যা, বেশ্যাজনশতাধিকা গোপকুমারীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব তুমি পূজা লাভ করিতে পারিবে না। অন্ত্যজ-কন্যাগণ কন্যাবস্থাতেই ক্ষত-যোনি হইয়া থাকে। কোন কোন গোপকুমারীও ঐরূপ হয়। এইরূপ কন্যা মাতৃক, পৈতৃক ও শ্বাশুর কুল পাতিত করে। অতএব যদি আমার কিঞ্চিৎ মাত্রও সত্য থাকে, তাহা হইলে তুমি এ কার্য্য করিয়াছ বলিয়া অপর দেবতার ন্যায় ধরাতলে পূজা প্রাপ্ত হইবে না। যে তোমার পূজা করিবে, সে নির্ধন হইবে। তুমি এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া লজ্জিত হইতেছ না কেন? তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা তোমার পুত্র, পৌত্র, দেবতা ও বিপ্রগণের অযোগ্য। অথবা ইহা তোমার দোষ নহে, কেননা, কামবশগ নরগণ লজ্জিত হয় না, ও কৃত্যাকৃত্য এবং শুভাশুভ জানিতে পারে না। কামবশগামী জন অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য, মিত্রকে শত্রু, এবং শত্রুকে মিত্র মনে করিয়া থাকে। যেমন দ্যূতকারের সত্যতা নাই, চোরের সৌহার্দ্দ নাই, এবং নৃপতির মিত্রতা নাই, তদ্রূপ কামী ব্যক্তির লজ্জা নাই। বরং বহ্নিও শীতল হয়, চন্দ্রও দহন-ক্ষম হয়, ক্ষারাব্ধি মধুরবারি হয় তথাপি কামীর লজ্জা হয় না। আমার সপত্নী হইয়াছে, বলিয়া আমি দুঃখিতা নহি; যে হেতু এরূপ সহস্র নর-নারীর সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। তুমি যদি কাম-বশীভূত হইয়াছ, তবে কুলীন শুদ্ধ স্বজাতির কন্যা বিবাহ করিলে না কেন? আমার ইহাই মহৎ দুঃখ যে, তুমি বেশ্যার ন্যায় নষ্টচরিত্রা বহু-ভর্ত্তৃকা বিগর্হিতা আভীরী বিবাহ করিলে ॥৫২—৫৪॥ হে কামলুব্ধ নির্লজ্জ বিধে! অতএব আমি যেখানে তোমার নাম শ্রুত না হয়, সেই স্থানে গমন করি। হে বিধে! যেহেতু দেবপত্নী, দ্বিজন্মা, ও দেবগণের সমক্ষে তুমি আমাকে বিড়ম্বিত করিলে, অতএব তুমি কাহারও নিকট পূজা প্রাপ্ত হইবে না। অদ্য হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন মর্ত্ত্য যদি অন্যায়

যথান্তেষাং দিবৌকসাম্ ॥ ৫৭ ॥ ভবিষ্যতি চ তদ্বংশো দরিদ্রো দুঃখসংযুতঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যঃ শূদ্রোঽপি চানয়ে ॥ ৫৮ ॥ এষাভীরসুতা যস্মান্মম স্থানে বিগর্হিতা। ভবিষ্যতি ন সন্তানস্তস্মাদ্বাক্যান্মমৈব হি ॥ ৫৯ ॥ ন পূজাং লপ্স্যতে লোকে যথান্যা দেবযোষিতঃ ॥ ৬০ ॥ করিষ্যতি চ যা নারী পূজাং যস্যা অপি কচিৎ। সা ভবিষ্যতি দুঃখাঢ্যা বন্ধ্যা দৌর্ভাগ্যসংযুতা ॥ ৬১ ॥ পাপিষ্ঠা নষ্টচারিত্রা যথৈষা পঞ্চভর্তৃকা। বিখ্যাতিং যাস্যতে লোকে যথা চাসৌ তথৈব সা ॥ ৬২ ॥ এতস্যা অন্বয়ঃ পাপো ভবিষ্যতি নিশাচরঃ। সত্যশৌচপরিত্যক্তাঃ শিষ্টসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৩ ॥ অনিকেতা ভবিষ্যন্তি বংশেঽস্যা গোপ্রজীবিনঃ। এবং শপ্ত্বা বিধিং সাধ্বী গায়ত্রীং চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৪ ॥ ততো দেবগণান্ সর্ব্বাঞ্ছশাপ চ তদা সতী। ভো ভোঃ শক্র ত্বয়ানীতা যদেষা পঞ্চভর্তৃকা ॥ ৬৫ ॥ তদ্রূপপুষ্টি কলং সম্যক্ শুভং কৃত্বা শুভকারিদম্। ত্বং শত্রুভির্জ্জিতো যুদ্ধে বন্ধনং সমবাপ্স্যসি ॥ ৬৬ ॥ কারাগারে চিরং কালং সংস্থিষ্যত্যসংশয়ম্। বাসুদেব ত্বয়া যস্মাদেষা বৈ পঞ্চভর্তৃকা ॥ ৬৭ ॥ অনুমোদিতা বিধেঃ পূর্ব্বং তস্মাচ্ছপ্স্যাম্যসংশয়ম্। ত্বঞ্চাপি পরভৃত্যত্বং সম্প্রাপ্স্যসি সুদুর্ম্মতে ॥ ৬৮ ॥ সমীপস্থোঽপি রুদ্র ত্বং কর্ম্মৈতদযদুপেক্ষসে। নিষেধয়সি নো মূঢ় তস্মাচ্ছৃণু বচো মম ॥ ৬৯ ॥ জীবমানস্তু কান্তেন ময়া ত্বদ্বিরহোদ্ভবম্। সংসেবিতং মৃতায়াং তে দয়িতায়াং ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥ যত্র যজ্ঞে প্রবিষ্টেয়ং গর্হিতা পঞ্চভর্তৃকা। ভবানপি হবির্ব্বহ্নে যদ্বং গৃহ্ণাসি লৌল্যতঃ ॥ ৭১ ॥ তথান্যেষু চ যজ্ঞেষু সম্যক্ শঙ্কাবিবর্জ্জিতঃ। তস্মাৎ দুষ্টসমাচার সর্ব্বভক্ষো ভবিষ্যসি ॥ ৭২ ॥ স্বধয়া স্বাহয়া সার্দ্ধং সদা দুঃখসমন্বিতঃ। নৈবাপ্স্যসি পরং সৌখ্যং সর্ব্বকালং যথা পুরা ॥ ৭৩ ॥ এতে চ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে লোভোপহতচেতসঃ। হোমং প্রকুর্ব্বতে যে চ মখে চাপি বিগর্হিতে ॥ ৭৪ ॥ বিত্তলোভেন যত্রৈষা নিবিষ্টা পঞ্চভর্তৃকা। তথা চ বচনং প্রোক্তং ব্রাহ্মণীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৭৫ ॥ দরিদ্রোপহতাস্তস্মাদ্বৃষলীপতয়স্তথা। বেদবিক্রয়কর্ত্তারো ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ ভো ভো বিত্তপতে বিত্তং দদাসি মখবিপ্লবে। তস্মাদ্যত্তেঽখিলং বিত্তমভোগ্যং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥ তথা দেবগণাঃ সর্ব্বে সাহায্যং যে সমাশ্রিতাঃ। অত্র কুর্ব্বন্তি দোষাঢ্যে যজ্ঞে বৈ পাঞ্চভর্তৃকে ॥ ৭৮ ॥ সন্তানেন পরিত্যক্তাস্তে ভবিষ্যন্তি সাম্প্রতম্।

দেবতা পূজার ন্যায় তোমার পূজা করে, তাহা হইলে তাহারা ও তদ্বংশীয়গণ দরিদ্র ও দুঃখসংযুক্ত হইবে। আর এই নিন্দিতা আভীর-কন্যা আমার স্থান অধিকার করিল বলিয়া আমার বাক্যে উহার সন্তান হইবে না। অপিচ ও অন্যান্য দেবস্ত্রীদিগের ন্যায় পূজা লাভ করিতে পারিবে না। যে নারী পূজা করিবে, সে দুঃখাঢ্যা বন্ধ্যা ও দুর্ভগা হইবে। এ পাপিষ্ঠা, নষ্টচরিত্রা পঞ্চভর্তৃকা বলিয়া লোকে খ্যাতি লাভ করিবে; এ যেরূপ, সেইরূপেই বিখ্যাত হইবে। ইহার অন্বয়গণ পাপ নিশাচর হইবে। ইহার বংশীয়গণ সত্য-শৌচপরিত্যক্ত, শিষ্টসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, অনিকেত ও গোজীবী হইবে। সাধ্বী সাবিত্রী এইরূপে বিধি ও গায়ত্রীকে শাপ দিয়া দেবগণকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, হে শক্র! যেহেতু তুমি এই পঞ্চভর্তৃকাকে আনয়ন করিয়া শুকন্ শুভ করিয়াছ, অতএব তুমি নিঃসংশয় কারাগারে থাকিবে। বাসুদেব! তুমি যেহেতু এই পঞ্চভর্তৃকাকে অনুমোদিত করিয়াছ, অতএব তোমাকে আমি শাপ দিব। হে দুর্ম্মতে! তুমিও পরভৃত্য হইবে। হে রুদ্র! যেহেতু তুমি সমীপে থাকিয়া এই কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়াছ, নিষেধ কর নাই, হে মূঢ়! অতএব তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর—আমি যেমন কান্ত জীবিত থাকিতে তদ্বিরহ অনুভব করিলাম, তুমিও তেমনি দয়িতা মৃত হইলে বিরহ অনুভব করিবে। হে বহ্নে! তুমিও যেহেতু এই পঞ্চভর্তৃকা প্রবেশ করিলে লৌল্য বশতঃ হবি গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে। অপিচ তুমি স্বধা ও স্বাহার সহিত দুঃখসমন্বিত হইয়া সর্ব্বদা সৌখ্য অনুভব করিতে পারিবে না। আর এই ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা যাঁহারা লোভোপহতচিত্ত হইয়া এই যজ্ঞে ধনলোভে হোম করিয়াছিলেন, বিত্তলোভে পঞ্চভর্তৃকাকে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশিত করিয়াছেন, এবং এই কুমারীকে ব্রাহ্মণী বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন, অতএব তোমরা, দরিদ্র, বৃষলীপতি, ও বেদবিক্রয়ী হইবে। ॥৫৫—৭৬॥ হে বিত্তপতে! যেহেতু তুমি এই যজ্ঞবিপ্লবে ধনদান করিয়াছ, অতএব তোমার অশেষ বিত্ত অভোগ্য হইবে। এই পঞ্চভর্তৃকাকে যজ্ঞে যে দেবতাগণ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা সন্তানবর্জ্জিত

দানবৈশ্চ পরাভূতা দুঃখং প্রাপ্স্যন্তি কেবলম্। ৭৯। এতস্যাঃ পার্শ্বতশ্চান্যাশ্চতস্রো যা ব্যবস্থিতাঃ। আভীর্যিতি সপত্নীতি প্রোক্তা ধ্যানপ্রহর্ষিতাঃ। ৮০। মম দ্বেষপরা নিত্যং শিবদূতীপুরঃসরাঃ। তাসাং পরস্পরং সাঙ্গঃ কদাচিচ্চ ভবিষ্যতি। ৮১। নান্যে-নাত্র নরেণাপি দৃষ্টিমাত্রমপি ক্ষিতৌ। পর্ব্বতাগ্রেষু দুর্গেষু চাগম্যেষু চ দেহিনাম্। বাসঃ সম্পৎস্যতে নিত্যং সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ। ৮২। সূত উবাচ। এবমুক্ত্বাথ সাবিত্রী কোপোপহতচেতসা। বিসৃজ্য দেবপত্নীস্তাঃ সর্ব্বা যাঃ পার্শ্বতঃ স্থিতাঃ। ৮৩। উদঙ্মুখী প্রতস্থে চ বার্য্যমাণাপি সর্ব্বতঃ। সর্ব্বাভি-র্দেবপত্নীভির্লক্ষ্মীপূর্ব্বাভিরেব চ। ৮৪। তত্র যাস্যামি নো যত্র নামাপি কিল বৈ যতঃ। শ্রূয়তে কামুকস্যাস্য তত্র যাস্যাম্যহং দ্রুতম্। ৮৫। এক-শ্চরণয়োর্ন্যস্তো বামঃ পর্ব্বতরোধসি। দ্বিতীয়েন সমারূঢ়া তস্যাগস্য তথোপরি। ৮৬। অদ্যাপি তৎপদং বামং তস্যাস্তত্র প্রদৃশ্যতে। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং স্থিতং পর্ব্বতরোধসি। ৮৭। অপি পাপ-সমাচারো যস্তং পূজয়তে নরঃ। সর্ব্বপাতকনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদম্। ৮৮। যো যং কামমভি-ধ্যায় তমর্চ্চয়তি মানবঃ। অবশ্যং সমবাপ্নোতি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্। ৮৯। সূত উবাচ। এবং তত্র স্থিতা দেবী সাবিত্রী পর্ব্বতাশ্রয়া। অপ-মানং মহৎ প্রাপ্য সকাশাৎ স্বপতেস্তদা। ৯০। যস্তু-মর্চ্চয়তে সম্যক্ পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি স মনোবাঞ্ছিতাংস্তদা। ৯১। যা নারী কুরুতে ভক্ত্যা দীপদানং তদগ্রতঃ। রক্ত-তন্তুভিরাজ্যেন শ্রূয়তাং তস্য যৎ ফলম্। ৯২। যাবন্তস্তন্তবস্তস্য দহ্যন্তে দীপসম্ভবাঃ। মুহূর্ত্তানি চ যাবন্তি ঘৃতদীপশ্চ তিষ্ঠতি। তাবজ্জন্মসহস্রাণি সা স্যাৎ সৌভাগ্যভাগিনী। ৯৩। পুত্রপৌত্রসমো-পেতা ধনিনী শীলমণ্ডনা। ন দুর্ভগা ন বন্ধ্যা চ ন চ কাণা বিরূপিকা। ৯৪। যা নৃত্যং কুরুতে নারী বিধবাপি তদগ্রতঃ। গীতং বা কুরুতে তত্র তস্যাঃ শৃণুত যৎ ফলম্। ৯৫। যথা যথা নৃত্যমানা স্বগাত্রং বিধুনোতি চ। তথা তথা ধুনোত্যেব যৎ পাপং প্রকৃতং পুরা। ৯৬। যাবন্তো জন্তবো গীতং তস্যাঃ শৃণ্বন্তি তত্র চ। তাবন্তি দিবি বর্ষাণি সহস্রাণি বসেচ্চ সা। ৯৭। সাবিত্রীং যা সমুদ্দিশ্য ফলদানং করোতি সা। ফলসংখ্যাপ্রমাণানি যুগানি দিবি মোদতে।

ও দানবগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন। ঐ আভীরীর পার্শ্বচারী যে চারিজন ধ্যান-হর্ষিতা আভীরী রহিয়াছে, তাহারা এবং শিবদূতীগণ পরস্পর সঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না। অন্য নর ব্যতিরেকে যাহারা এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা আমার দৃষ্টিমাত্রে ক্ষিতিতলে পর্ব্বতাগ্র, দুর্গ, এবং অগম্যস্থানে সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া বাস করিবে। সূত বলিলেন,—সাবিত্রী দেবী কুপিতভাবে এই কথা বলিয়া দেবপত্নীদিগকে বিস-র্জ্জন দিয়া উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবপত্নীগণে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি নিষেধ মানিলেন না। তিনি বলিলেন,—যেখানে এই কামুকের নাম শ্রুত হয় না, আমি সেই স্থানে গমন করিতেছি। এই বলিয়া তিনি চরণদ্বয়ের মধ্যে বামচরণ পর্ব্বতপাদে আর অপর চরণ অচলাশরে নিধান করিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বামচরণ ঐ স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। ঐ চরণ সর্ব্বপাপহর, পুণ্য ও পর্ব্বত-পাদে অবস্থিত। যে পাপী ঐ চরণ পূজা করে, সে সর্ব্ব-পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। যে মানব যাহা কামনা করিয়া ঐ চরণ-পূজা করে, দুর্লভ হইলেও সে তাহা লাভ করিয়া থাকে। সূত বলিলেন,—সাবিত্রী দেবী পতিসমীপে অপমানিত হইয়া এইরূপে পর্ব্বত-আশ্রয় করিয়া আছেন। যে ব্যক্তি পৌর্ণমাসীতে ঐ চরণ পূজা করে, সে সর্ব্ববাঞ্ছিত লাভ করিয়া থাকে। যে নারী রক্তত্তন্তু ও আজ্য দ্বারা ঐ স্থানে দীপদান করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। ঐ দীপের তন্তুগুলি এবং ঘৃতদীপ যাবৎমুহূর্ত্ত বিদ্যমান থাকে, দীপদাত্রী নারী তাবৎ সহস্র জন্ম সৌভাগ্যভাগিনী হয়। অপিচ সে পুত্র-পৌত্র-সমোপেতা, ধনিনী, শীলমণ্ডিত, হইয়া থাকে, কদাচ দুর্ভাগা, বন্ধ্যা, কাণা, বা বিরূপিকা হয় না। ৭৯—৯৪। বিধবা নারীও যদি নৃত্য গীত করে, তাহা হইলে তাহার যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন, সে নৃত্য করিতে করিতে যেমন যেমন গাত্র কম্পিত করে, তেমনি তেমনি তাহার পাপ কম্পিত হয়। আর যত জন্তু তাহার গীত শ্রবণ করে, তাবৎ সহস্র বৎসর সে স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। যে নারী সাবিত্রী-উদ্দেশে ফল দান করে, সে ফলসংখ্যাপ্রমাণ কাল স্বর্গে আমোদ অনুভব

৯৮॥ মিষ্টান্নং যচ্ছতে যশ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ। তস্যা দক্ষিণমূর্ত্তৌ চ ভর্ত্রাঢ্যানাং দ্বিজোত্তমাঃ। স চ সিকৃথপ্রমাণানি যুগানি দিবি মোদতে॥ ৯৯॥ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে তত্র সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। রসেনৈকেন সত্ত্যেন তথৈকেন দ্বিজোত্তমাঃ। তস্যাপি জায়তে পুণ্যং গয়াশ্রাদ্ধেন যদ্ভবেৎ॥ ১০০॥ যঃ করোতি দ্বিজস্তস্যা দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ। সন্ধ্যোপাসনমেকন্তু স্বপত্ন্যা ক্ষিপিতৈর্জলৈঃ॥ ১০১॥ সায়ন্তনে চ সম্প্রাপ্তে কালে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। তেন স্যাদ্বন্দিতা সন্ধ্যা সম্যগ্দ্বাদশবার্ষিকী॥ ১০২॥ যো জপেদ্ব্রাহ্মণস্তস্যাঃ সাবিত্রীং পুরতঃ স্থিত.। তস্য যৎস্যাৎফলং বিপ্রাঃ শ্রূয়তাং তদ্বদামি বঃ॥ ১০৩॥ দশভির্জ্জন্মজনিতং শতৈন চ পুরা কৃতম্। ত্রিযুগে তু সহস্রেণ তস্য নশ্যতি পাতকম্॥ ১০৪॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চমৎকারপুরং প্রতি। গত্বা তাং পূজয়েদ্দেবীং স্তোতব্যা চ বিশেষতঃ॥ ১০৫॥ সাবিত্র্যা ইদমাখ্যানং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াচ্চ বা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সুখভাগত্র জায়তে॥ ১০৬॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহং দ্বিজোত্তমাঃ। সাবিত্র্যাঃ কৃৎস্নং মাহাত্ম্যং কিং ভূয়ঃ প্রবদাম্যহম্॥ ১০৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাবিত্রীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯২॥

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। এবং গতায়াং সাবিত্র্যাং সকোপায়াঞ্চ সূতজ। কিং কৃতং তত্র গায়ত্র্যা ব্রহ্মাদ্যৈশ্চাপি কিং সুরৈঃ॥ ১॥ এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ। কথং শাপান্বিতা দেবাঃ সংস্থিতাস্তত্র মণ্ডপে॥ ২॥ সূত উবাচ। গতায়ামথ সাবিত্র্যাং শাপং দত্ত্বা দ্বিজোত্তমাঃ। গায়ত্রী সহসোত্থায় বাক্যমেতদুদৈরয়ৎ॥ ৩॥ সাবিত্র্যা যদ্বচঃ প্রোক্তং তন্ন শক্যং কথঞ্চন। অন্যথা কর্ত্তুমেবাথ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ॥৪॥ মহাসতী মহাভাগা সাবিত্রী সা পতিব্রতা। পূজ্যা চ সর্ব্বদেবানাং জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ সদ্গুণৈঃ॥ ৫॥ পরং স্ত্রীণাং স্বভাবোঽয়ং সর্ব্বাসাং সুরসত্তমাঃ। অপি সহ্যো বজ্রপাতঃ সপত্ন্যাঃ ন পুনঃ কথা॥ ৬॥ মৎকৃতে যেঽত্র শপিতাঃ সাবিত্র্যা ব্রাহ্মণাঃ সুরাঃ। তেষামহং করিষ্যামি শক্ত্যা সাধারণাং স্বয়ম্॥ ৭॥ অপূজ্যোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তস্তয়া মন্ত্রপুরঃসরঃ। সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং বিপ্রা-

---

করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে সভর্তৃকা নারীদিগকে মিষ্টান্ন দান করে, সে সিকথ-প্রমাণ যুগ স্বর্গে আনন্দানুভব করে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ঐ স্থানে এক রস ও একটী শস্য দ্বারাও শ্রাদ্ধ করে, সে গয়াশ্রাদ্ধতুল্য ফল লাভ করিয়া থাকে। যে দ্বিজ তাহার দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া সপত্নীসেবিত জলে সায়ংসন্ধ্যা করে, তাহার চতুর্ব্বিংশতি বৎসর সন্ধ্যা করার ফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীর সম্মুখে থাকিয়া জপ করেন, তাঁহার যে ফল লাভ হয়, হে বিপ্রগণ! তাহা শ্রবণ করুন। তাঁহার দশশতজন্মজনিত পাপ এবং তিনসহস্রযুগজনিত পাপ বিনষ্ট হয়। অতএব সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে চমৎকারপুরে গমন করিয়া ঐ দেবীর পূজা ও স্তব করা কর্ত্তব্য। দেবী সাবিত্রীর এই উপাখ্যান যে মানব পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া সুখভাগী হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই সাবিত্রী-মাহাত্ম্য আমি আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা আর কি বলিব বলুন? ৯৮—১০৭।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯২॥

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতজ! সাবিত্রী কুপিত হইয়া এইরূপে গমন করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ গায়ত্রীর কি করিয়াছিলেন? ইহা আপনি বলুন, আমাদের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! সাবিত্রী শাপ দিয়া প্রস্থান করিলে, গায়ত্রী সহসা গাত্রোত্থান করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—সাবিত্রী সে সকল বাক্য বলিয়া গেলেন, তৎসমস্ত বাক্য সুরাসুর কেহই অন্যথা করিতে সক্ষম নহেন। পতিব্রতা সাবিত্রী মহাভাগা এবং মহাসতী, তিনি সকল দেবেরই পূজনীয়, এবং সদ্গুণে জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা। হে সুরসত্তমগণ! স্ত্রীজাতির এই এক স্বভাব যে, তাহারা বরং বজ্রাঘাত সহ্য করিতে পারে, তথাপি সপত্নীবাক্য সহ্য করিতে পারে না। কেবল আমারই নিমিত্ত সাবিত্রী সুর ও ব্রাহ্মণগণকে শাপ দিয়া গিয়াছেন, এই জন্য আমি সাধ্যপক্ষে তাঁহাদের প্রত্যুপকার করিব। ১—৭। সাবিত্রী বলিয়াছেন যে,

দীনাং সুরোত্তমাঃ। ৮। ব্রহ্মস্থানেষু সর্ব্বেষু সমগ্রে ধরণীতলে। ন ব্রহ্মণা বিনা কিঞ্চিৎকৃত্যং সিদ্ধিমুপৈ-ষ্যতি। ৯। কৃষ্ণার্চ্চনে চ যৎপুণ্যং যৎপুণ্যং লিঙ্গ-পূজনে। তৎফলং কোটিগুণিতং সদা বৈ ব্রহ্মদর্শনাৎ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো বিশেষাৎ সর্ব্বপর্ব্বসু। ১০। ত্বঞ্চ বিষ্ণো তয়া প্রোক্তো মর্ত্ত্যজন্ম যদাপ্স্যসি। তত্রাপি পরভৃত্যত্বং পরেষাং তে ভবিষ্যতি। ১১। তৎ কৃত্বা রূপদ্বিতয়ং তত্র জন্ম ত্বমাপ্স্যসি। যত্তয়া কথিতো বংশো মমায়ং গোপসংস্থিতঃ। তত্র ত্বং পাবনার্থায় চিরং বৃদ্ধিমবাপ্স্যসি। ১২। একঃ কৃষ্ণাভিধানস্তু দ্বিতীয়োঽর্জ্জুনসংস্থিতঃ। তস্যাত্মনো-ঽর্জ্জুনাখ্যস্য সারথ্যং ত্বং করিষ্যসি। ১৩। তেনাকৃত্যেঽপি রক্তাস্তে গোপা যাস্যন্তি শ্লাঘ্যতাম্‌। সর্ব্বেষামেব লোকানাং দেবানাঞ্চ বিশেষতঃ। ১৪। যত্রযত্র চ বৎস্যন্তি মদ্বংশপ্রভবা নরাঃ। তত্র তত্র শ্রিয়ো বাসো বনেঽপি প্রভবিষ্যতি। ১৫। ভো ভোঃ শক্রঃ ভবানুক্তো যত্তয়া কোপযুক্তয়া। পরাজয়ং রিপোঃ প্রাপ্য কারাগারে পতিষ্যসি। ১৬। তন্মুক্তিং তে স্বয়ং ব্রহ্মা মদ্বাক্যেন করিষ্যতি। ১৭। ততঃ প্রবিষ্টঃ সংগ্রামে ন পরাজয়মাপ্স্যসি। ত্বং বহ্নে সর্ব্বভক্ষশ্চ যৎ প্রোক্তো রুষ্টয়া তয়া। ১৮। তদমেধ্যমপি প্রায়ঃ স্পৃষ্টং তেঽর্চ্চির্ভির্যুতঃ। মেধ্যতাং যাস্যতি ক্ষিপ্রং ততঃ পূজামবাপ্স্যসি। ১৯। স্বাহা নাম চ ভার্য্যা যা দেবান্‌ সন্তর্পয়িষ্যতি। স্বধা চাপি পিতৄন্‌ সর্ব্বান্মম বাক্যাদসংশয়ম্‌। ২০। যদ্রুদ্র প্রিয়য়া সার্দ্ধং বিয়োগঃ কথিতস্তয়া। তস্যাঃ শ্রেষ্ঠতরা চান্যা তব ভার্য্যা ভবিষ্যতি। গৌরী-নামেতি বিখ্যাতা হিমাচলসুতা শুভা। ২১।

ইতি শ্রীস্কান্দে গায়ত্রীবরপ্রদানং নাম ত্রিনবত্য-ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৯৩।

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং সা তান্‌ বরান্‌ দত্ত্বা সর্ব্বেষাং শাপভাগিনাম্‌। মৌনব্রতপরা ভূত্বা নিবিষ্টা ধরাতলে। ১। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে তাপসাশ্চ মহর্ষয়ঃ। সাধু সাধ্বিতি তাং প্রোচ্য ততঃ প্রোচুরিদং বচঃ। ২। এতাং দেবীং প্রসাদেন ব্রাহ্মণানাং

কেহ মন্ত্রপূর্ব্বক বিধির পূজা করিবে না; কিন্তু আমি বলিতেছি এই যে, সমগ্র ধরণীতলে ব্রহ্মা ব্যতি-রেকে বিপ্রাদি বর্ণসমূহের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। কৃষ্ণ, ও লিঙ্গার্চ্চনে যে পুণ্য হয়, ব্রহ্মদর্শনে তাহার কোটিগুণিত ফল হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই; বিশেষতঃ পর্ব্বসমূহে আরও অধিক ফল হইবে। হে বিষ্ণো! আপনাকে যে সে বলিয়াছে যে, তুমি যখন মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিবে, তখন পরের ভৃত্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ইহাতে আমি বলি যে তুমি তখন দুইটী রূপ করিবে। সে যে আমাকে গোপকুলজাতা বলি-য়াছে, তাহাতে আমি এই বলিতেছি যে, তুমি পবিত্র করিবার নিমিত্ত আমাদের কুলে জন্মিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তোমার একটী নাম হইবে,—শ্রীকৃষ্ণ আর একটী,—অর্জ্জুন। তুমি অর্জ্জুনাখ্য নিজের সারথ্য করিবে। ইহাতে অকৃত্যকারী গোপগণ শ্লাঘ্য হইবে। আমার বংশীয় গোপ-গণের যেখানে যেখানে বাস, সেইখানে সেইখানে সর্ব্বলোক ও দেবগণের এবং সেই সেই স্থানে লক্ষ্মীর বাস হইবে। ভো ভো শক্র! আপনাকে যে সে বলিয়াছিল,—পরাজয়প্রাপ্ত হইয়া তুমি কারাগারে পতিত হইবে, তাহাতে আমি এই বলিতেছি যে, স্বয়ং ব্রহ্মা আমার বাক্যে তোমায় মুক্তি করিয়া দিবেন। অতএব তুমি সংগ্রামে প্রবেশ করিয়া পরাজয় প্রাপ্ত হইবে না। হে বহ্নে! তোমাকে সে বলিয়া গেল যে, তুমি সর্ব্ব-ভক্ষ হইবে; তাহাতে আমি এই বলিতেছি যে, অমেধ্য বস্তু তোমার তেজস্পৃষ্ট, হইয়া মেধ্য হইবে, ইহাতে তুমি পূজা প্রাপ্ত হইবে। তোমার স্বাহা নাম্নী ভার্য্যা দেবগণকে এবং স্বধা পিতৃগণকে তর্পিত করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে রুদ্র! তোমাকে সে বলিয়াছে যে, তুমি প্রিয়া-বিরহিত হইবে, তাহাতে আমি এই বলি যে, তোমার হিমা-চল-সুতা গৌরী নামে বিখ্যাতা শ্রেষ্ঠতরা অন্য এক ভার্য্যা হইবে। ৮—২১।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৩।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—দেবী গায়ত্রী এইরূপে শাপ-ভাগীদিগকে বর প্রদান করিয়া মৌনব্রতাবলম্বনে ধরাতলে নিবিষ্ট হইলেন। তাহাতে দেব ও তাপসগণ তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া এই বাক্য

বিশেষতঃ। পূজয়িষ্যন্তি মর্ত্তোঽত্র সর্ব্বে লোকাঃ সমাহিতাঃ॥ ৩॥ ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা তু পশ্চাদেনাং সুরেশ্বরীম্। পূজয়িষ্যন্তি মর্ত্তোঽত্র সর্ব্বে লোকাঃ সমাহিতাঃ॥ ৩॥ ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা তু পশ্চাদেনাং সুরেশ্বরীম্। পূজয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যাস্তে তু যাস্তি পরাং গতিম্॥ ৪॥ যা কন্যা পতিসংযোগং সম্প্রাপ্যাত্র সমাহিতা। ততঃ পাদপ্রণামঞ্চ গায়ত্র্যাশ্চ করিষ্যতি। পতিং প্রজাপতিং প্রাপ্য সা ভবিষ্যত্যসংশয়ম্॥ ৫॥ সর্ব্বকামসুখোপেতা ধনধান্যসমন্বিতা। যা নারী দুর্ভগা বন্ধ্যা ভবিষ্যতি চ শোভনা॥ ৬॥ ঋষয় উচুঃ। যদেতন্তবতা প্রোক্তং গতে পঞ্চোত্তরে শতে। পদ্মজানাং হরঃ প্রাদাদেতৎ কথমনুত্তমম্॥ ৭॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ স সন্তুষ্টঃ কিংবান্যোঽস্তি মহেশ্বরঃ। এতং নঃ সংশয়ং ভূয়ো যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৮॥ আয়ুষ্যং শঙ্করস্যাপি যৎপ্রমাণং তথা হরেঃ। ব্রহ্মণোঽপি সমাচক্ষ পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ৯॥ সূত উবাচ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি বিস্তরেণ দ্বিজোত্তমাঃ। ত্রয়াণামপি চায়ুষ্যং যৎপ্রমাণং ব্যবস্থিতম্॥ ১০॥ নিমেষস্য চতুর্ভাগস্ত্রুটিঃ স্যাত্তদ্দ্বয়ং লবঃ। লবদ্বয়ং কলা প্রোক্তা কাষ্ঠা তু দশপঞ্চভিঃ॥ ১১॥ ত্রিংশৎ কাষ্ঠাং কলামাহুঃ ক্ষণস্ত্রিংশৎকলো মতঃ। মুহূর্ত্তমানং মৌহূর্ত্তা বদন্তি দ্বাদশক্ষণম্॥ ১২॥ ত্রিংশন্মুহূর্ত্তমুদ্দিষ্টমহোরাত্রং মনীষিভিঃ। মাসস্ত্রিংশদহোরাত্রৈর্দ্বৌ মাসাবৃতুসংজ্ঞিতঃ॥ ১৩॥ ঋতুত্রয়ং চায়নঞ্চ অয়নে দ্বে তু বৎসরম্। দৈবিকঞ্চ ভবেত্তচ্চ হ্যহোরাত্রং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৪॥ উত্তরঞ্চায়নঞ্চ তত্র দিনং রাত্রিস্তথাপরম্। লক্ষৈঃ সপ্তদশাখ্যৈস্তু মনুষ্যাণাঞ্চ বৎসরৈঃ॥ ১৫॥ অষ্টাবিংশতিভিশ্চৈব সহস্রৈস্তু তথা পরৈঃ। আদ্যং কৃতযুগঞ্চৈব তদ্ভবিষ্যতি সদ্দ্বিজাঃ॥১৬॥ ততো দ্বাদশভির্লক্ষৈঃ ষোড়শানাং সহস্রকৈঃ। ত্রেতাযুগং সমাদিষ্টং দ্বিতীয়ং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৭॥ দ্বাপরং চাষ্টভির্লক্ষৈস্তৃতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। চতুঃষষ্টি সহস্রৈস্তু যথাবৎ পরিসংখ্যয়া॥ ১৮॥ চতুর্লক্ষং সমাদিষ্টং যুগং কলিসমুদ্ভবম্। দ্বাত্রিংশতা সহস্রৈস্তু চতুর্থং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥ ১৯॥ চতুর্যুগসহস্রেণ দিনং পৈতামহং ভবেৎ। তেষাং ত্রিংশদ্দিনৈর্মাসো মাসৈর্দ্বাদশভির্বৎসরঃ॥ ২০॥ ব্রহ্মা তেষাং শতং যাবৎ স জীবতি পিতামহঃ। সাম্প্রতঞ্চাষ্টবর্ষীয়ঃ ষণ্মাসশ্চৈব সংস্থিতঃ॥ ২১॥ প্রতিপদ্দিবসস্যাস্য প্রথমস্তু তথা গতম্। যামদ্বয়ং শুক্রবারে বর্ত্তমানে মহাত্মনঃ॥ ২২॥ ব্রহ্মণো বর্ষমাত্রেণ দিনং বৈষ্ণব-

---

বলিলেন,—মর্ত্ত্যবাসী লোক সকল বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ এই দেবীর পূজা করিবে। মর্ত্তধামে সকলেই প্রথমে ব্রহ্মার পূজা করিয়া পরে এই সুরেশ্বরীর অর্চনা করিবে। যে সকল মর্ত্ত্য ভগবান্ ব্রহ্মার পূজা করিয়া পশ্চাৎ এই দেবীর পূজা করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে। যে কন্যা পতিসংযোগ প্রাপ্ত হইয়া সমাহিতভাবে, গায়ত্রীর পাদপ্রণাম করিবে, সে প্রজাপতিসম পতি লাভ করিয়া সর্ব্ব-কর্ম্ম সুখোপেতা ও ধনধান্যসমন্বিতা হইবে এবং সে দুর্ভগা বা বন্ধ্যা হইলে সুভগা হইবে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত। আপনি বলিলেন যে, এক শত পাঁচটী ব্রহ্মা গত হইলে হর ব্রাহ্মণগণকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন ; তবে কি অন্য মহেশ্বর আছেন? আমাদের এই সংশয় ছেদন করুন। আপনি হর, হরি ও ব্রহ্মার আয়ুঃপ্রমাণ, বলুন, ইহা শুনিবার জন্য আমাদের কৌতুহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি এতত্রয়েরই আয়ুষ্যপ্রমাণ যেরূপ ব্যবস্থিত আছে, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ করুন,—নিমেষের এক চতুর্থাংশকে ত্রুটি বলে; দুই ত্রুটিতে এক লব, দুই লবে এক কলা; পনের কলায় এক কাষ্ঠা; ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা; এবং ত্রিংশৎ কলায় এক ক্ষণ; মৌহূর্ত্তিকগণ দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত্ত বলিয়া থাকেন। মনীষিগণ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র নির্ব্বাচন করেন। ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস ; দুই মাসে এক ঋতু ; তিন ঋতুতে এক অয়ন ; আর দুই অয়নে এক বৎসর হয়। এই মানুষমানের এক বৎসরে দৈব এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। মানুষমানের উত্তরায়ণ দৈব দিন; আর মানুষমানের দক্ষিণায়ন দৈব রাত্রি। মানুষমানের সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতিসহস্র বৎসরে আদ্য বা কৃতযুগ, দ্বাদশ লক্ষ ষোড়শ সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ, অষ্ট লক্ষ চতুঃষষ্টি সহস্র বৎসরে দ্বাপরযুগ এবং চারি লক্ষ বত্রিশ সহস্র বৎসরে কলিযুগ হইয়া থাকে, ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। চারিসহস্র যুগে পিতামহের এক দিবস। এইরূপ ত্রিশ দিনে মাস ও দ্বাদশ মাসে বৎসর হয়। পিতামহ এই বৎসরের শত বৎসর জীবিত থাকেন। সম্প্রতি তিনি এই শুক্রবার প্রতিপদ্ তিথির প্রথম যামদ্বয় পর্য্যন্ত আট বৎসর ছয় মাসে বর্ত্তমান। ১—২২। ব্রহ্মার এক

মুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ সোঽপি বর্ষশতং যাবদাত্মমানেন জীবতি। পঞ্চপঞ্চাশদাদিষ্টাস্তস্য জাতস্য বৎসরাঃ ॥ ২৪ ॥ তিথয়ঃ পঞ্চ যামার্দ্ধং সোমবারেণ সঙ্গতম্। বৈষ্ণবেন তু বর্ষেণ দিনং মাহেশ্বরং ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ শিবো বর্ষশতং যাবস্তেন রূপেণ চ স্থিতঃ। যাবচ্ছ্বসিতং বক্ত্রং সদাশিবসমুদ্ভবম্ ॥ ২৬ ॥ পশ্চাচ্ছক্তিং সমভ্যেতি যাবন্নিঃশ্বসিতং ভবেৎ। নিশ্বাসোচ্ছ্বসিতানাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। একবিংশৎসহস্রাণি শতৈঃ ষড়্ভিঃ শতানি চ ॥ ২৮ ॥ অহোরাত্রেণ চোক্তানি প্রমাণে দ্বিজসত্তমাঃ। ষড়্ভিরুচ্ছ্বাসনিশ্বাসৈঃ পলমেকং প্রবর্ত্ততে ॥ ২৯ ॥ নাড়ী ষষ্টিপলা প্রোক্তা তাসাং ষষ্ট্যা দিনং নিশা। নিশ্বাসোচ্ছ্বসিতানাঞ্চ পরিসংখ্যা ন বিদ্যতে। সদাশিবসমুত্থানামেতস্মাৎ সোঽক্ষয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥ অন্যেঽপি যে প্রগচ্ছন্তি ব্রহ্মজ্ঞানসমন্বিতাঃ। অক্ষয়াস্তেঽপি জায়ন্তে সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৩১ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। যদ্যেবং সূতপুত্রাত্র ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। আত্মবর্ষশতে পূর্ণে যান্তি নাশমসংশয়ম্ ॥ ৩২ ॥ তৎ কথং মানুষাণাঞ্চ মর্ত্ত্যলোকেঽল্পজীবিনাম্। কথয়ন্তি চ যে মুক্তিং বিদ্বাংসশ্চৈব সূতজ ॥ ৩৩ ॥ নূনং তেষাং মৃষা বাদো মোক্ষমার্গসমুদ্ভবঃ ॥ ৩৪ ॥ সূত উবাচ। অনাদিনিধনঃ কালঃ সংখ্যায়া পরিবর্জ্জিতঃ। অসংখ্যাতা গতা মোক্ষং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৩৫ ॥ নিজে বর্ষশতে পূর্ণে বালুকারেণবো যথা। নিজমানেন যা শ্রদ্ধা ব্রহ্মজ্ঞানা সমুদ্ভবা। তেষাং চেন্মানুষাণাঞ্চ তন্মুক্তিঃ স্যাদসংশয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ যথৈতে দংশমশকা মানুষাণাঞ্চ কীটকাঃ। জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ গণ্যন্তে নৈব কুত্রচিৎ। ইন্দ্রাদীনাং তথা মর্ত্ত্যাঃ সম্ভাব্যা জগতীতলে ॥ ৩৭ ॥ দেবানাঞ্চ যথা মর্ত্ত্যাঃ কীটস্থানে চ সংস্থিতাঃ। তথা দেবা অপি জ্ঞেয়া ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মণস্ত যথা দেবাঃ কীটস্থানে ব্যবস্থিতাঃ। তথা ব্রহ্মাপি বিষ্ণোশ্চ কীটস্থানে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥ পিতামহো যথা বিষ্ণোঃ কীটস্থানে ব্যবস্থিতঃ। তথা স শিবশক্তিভ্যাং পরিজ্ঞেয়ো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥ যথা বিষ্ণুঃ কৃমির্জ্ঞেয়স্তাভ্যামেব দ্বিজোত্তমাঃ। সদাশিবস্য বিজ্ঞেয়ৌ তথা তৌ কৃমিরূপকৌ ॥ ৪১ ॥ এবঞ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পরং যান্তি সদা-

---

বৎসরে বিষ্ণুর একদিন। ইনিও স্বীয় মানের শত বৎসর কাল জীবিত থাকেন। সম্প্রতি ইনি সোমবার পঞ্চমী তিথির যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত পঞ্চপঞ্চাশৎ বৎসরে বিদ্যমান। বিষ্ণুর এক বৎসরে মহেশ্বরের এক দিন হয়। মহেশ্বর উক্তক্রমে বর্ষশত কাল অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত মুখ সদাশিবসমুদ্ভব উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ না করে, সেই সময় পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। পরে নিশ্বাস আগমন করিলেই তিনি শক্তি-সম্পন্ন হন। সর্ব্বদেহী এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের এক বিংশতি সহস্র ছয় শত সংখ্যক নিশ্বাস-উচ্ছ্বাসে অহোরাত্র প্রমাণ বলিয়া উক্ত। ছয়টী নিশ্বাস উচ্ছ্বাসে এক পল হয়, ষাট পলে এক নাড়ী; আর ষাট নাড়ীতে এক অহোরাত্র। নিশ্বাস-উচ্ছ্বাসের সংখ্যা করা যায় না; ইহা সদাশিবসমুদ্ভব বলিয়া অক্ষয়; আর অন্যান্য যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানসমন্বিত, তাহারাও অক্ষয়; ইহা আমি সত্য বলিলাম। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতপুত্র! যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও স্ব স্ব পরিমাণের শতবর্ষ হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে মর্ত্ত্যলোকে অতি অল্পজীবী মানবগণ মুক্তিলাভ করেন কিরূপে? আর বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যে মুক্তির বিষয় বলিয়া থাকেন, নিশ্চয় তাঁহাদের ঐ সকল কথা মিথ্যা। সূত বলিলেন,—কাল অনাদি-নিধন; তাহার সংখ্যা করা যায় না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নিজ বর্ষশত পূর্ণ হইলে বালুকারেণুর ন্যায় অসংখ্য বার মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। নিজ জীবিতকালাবচ্ছিন্ন যে ব্রহ্মজ্ঞানসমুদ্ভবা শ্রদ্ধা, তাহা যদি মানবগণের হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মুক্তি নিঃসন্দেহ। দংশমশকগণ যেমন মানবগণের নিকট কীট, তাহারা কোথায় মরিতেছে, বাঁচিতেছে, তাহা গণনা করা যায় না। ইন্দ্রাদির নিকটও তেমনি মর্ত্ত্যগণ। দেবতাদিগের নিকট যেমন মর্ত্ত্যগণ কীট, দেবগণও তেমনি ব্রহ্মার নিকট কীট। দেবগণ যেমন ব্রহ্মার কীটস্থানে অবস্থিত, ব্রহ্মাও তদ্রূপ বিষ্ণুর কীটস্থানে অবস্থিত। পিতামহ যেমন বিষ্ণুর কীটস্থানে বিরাজিত তদ্রূপ বিষ্ণুও শিব-শক্তির কীটস্থানে বিরাজিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! শিব-শক্তি যেমন বিষ্ণুকে কীট বলিয়া মনে করেন, সদাশিবও আবার তদ্রূপ শিব-শক্তিকে কীট বলিয়া মনে করেন। ২৩—৪১। অতএব শ্রদ্ধাপূতচিত্ত দ্বারা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করত ব্রহ্মজ্ঞান

শিবসমুদ্ভবম্ ॥ ৪২ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈঃ কৃতৈঃ সম্পূর্ণদক্ষিণৈঃ। তদর্থং তে দিবং যান্তি ভুক্ত্বা ভোগান্ পৃথগ্বিধান্ ॥ ৪৩ ॥ ক্ষয়ে চ পুনরায়ান্তি সুকৃতস্য মহীতলে। ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পরং প্রাপ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৪৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্রাভ্যাসং সমাচরেৎ। জন্মভির্বহুভিঃ পশ্চাচ্ছনৈর্মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫ ॥ একজন্মনি সম্প্রাপ্তো লেশো জ্ঞানস্য তস্য চ। দ্বিতীয়ে দ্বিগুণস্তস্য তৃতীয়ে ত্রিগুণো ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ একোত্তরো ভবেদেবং সদা জন্মনি জন্মনি ॥ ৪৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। ব্রহ্মজ্ঞানস্য সম্প্রাপ্তির্মর্ত্ত্যানাং জায়তে কথম্। এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব যদি ত্বং বেৎসি সূতজ ॥ ৪৮ ॥ সূত উবাচ। কা শক্তির্মম বক্তব্যে জ্ঞানে মর্ত্ত্যসমুদ্ভবে। স্বয়মেব ন যো বেত্তি স পরস্য বদেৎ কথম্ ॥ ৪৯ ॥ উপদেশঃ পরং যো মে পিত্রা দত্তো দ্বিজোত্তমাঃ। তমহং বঃ প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মজ্ঞানসমুদ্ভবম্ ॥৫০॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে হ্যস্তি তীর্থদ্বয়ং শুভম্। কুমারিকাভ্যাং বিহিতং ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদং নৃণাম্ ॥৫১॥ ব্রাহ্মণ্যা চৈব শূদ্র্যা চ কুমারীভ্যাং বিনির্ম্মিতম্। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং যস্তাভ্যাং স্নানমাচরেৎ ॥ ৫২ ॥ পশ্চাৎ পূজয়তে ভক্ত্যা প্রসিদ্ধে সিদ্ধিপাদুকে। সুগুপ্তে গর্ত্তমধ্যস্থে কুমার্য্যা পরিপূজিতে ॥ ৫৩ ॥ তস্য সংবৎসরস্যান্তে ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে। শক্ত্যা বিনিহিতে তে চ স্বদর্শনবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৫৪ ॥ লোকানাং মুক্তিকামানাং ব্রহ্মজ্ঞানসুখাবহে। মম তাতো গতস্তত্র ততশ্চ জ্ঞানবান্ স্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥ তস্যাদেশাদহং তত্র গতঃ সংবৎসরং স্থিতঃ। পাদুকে পূজয়ামাস ততো জ্ঞানঞ্চ সংস্থিতম্ ॥ ৫৬ ॥ যৎকিঞ্চিদ্বা শ্রুতং লোকে পুরাণাগ্র্যং ব্যবস্থিতম্। বর্ত্তমানং ভবিষ্যচ্চ তদহং বেদ্মি ভো দ্বিজাঃ ॥ ৫৭ ॥ তৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং প্রমাণং চাত্র সংস্থিতম্। মুক্ত্বৈকং বেদপঠনং সূতত্বঞ্চ যতো ময়ি ॥ ৫৮ ॥ তথাপি বেদ্মি সর্ব্বার্থং ভর্ত্তৃযজ্ঞো যথা মুনিঃ। অস্মাদত্রৈব গচ্ছধ্বং যদি মুক্তেঃ প্রয়োজনম্ ॥ ৫৯ ॥ কিমেতৈঃ স্বর্গদৈঃ সত্রৈঃ পুনরাবৃত্তিকারকৈঃ। আরাধয়ধ্বং তে গত্বা পাদুকে সিদ্ধিদে নৃণাম্। যেন সংবৎসরস্যান্তে ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে ॥ ৬০ ॥ ঋষয় উচুঃ। সাধু সাধু মহাভাগ হ্যুপদেশঃ কৃতো মহান্। তেন

লাভান্তে সদাশিবসমুদ্ভব জ্ঞান লাভ হয়। সম্পূর্ণদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিলে বিবিধ ভোগ উপভোগের পর অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত স্বর্গে যাইয়া কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় আগমন করে। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পুনর্জন্ম হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা উচিত। ইহাতে বহু জন্মের পর ক্রমে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কোন জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানের লেশ মাত্র প্রাপ্ত হইলে তাহার পর জন্মে তাহার দ্বিগুণ এবং তৃতীয়ে ত্রিগুণ হয়; এইরূপ জন্মে জন্মে জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—মর্ত্ত্যজনগণের ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি কিরূপে হইয়া থাকে? হে সূতজ! তুমি যদি ইহা জান, তাহা হইলে আমাদিগকে বল। সূত বলিলেন,—আমি মর্ত্ত্যজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি, অতএব আমার উহা বলিবার কি শক্তি আছে? যে স্বয়ং জানে না, সে আর অন্যকে বলিবে কিরূপে? হে দ্বিজোত্তমগণ! আমার পিতা যে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি। হাটকেশ্বর তীর্থে দুইটী তীর্থ আছে; উহা কুমারিকাদ্বয় দ্বারা বিহিত এবং নরগণের ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ। ব্রাহ্মণী আর শূদ্রী এই দুই কুমারীতে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি তাহাতে স্নান করে এবং যথাবৎ সুগুপ্ত গর্ত্তমধ্যে অবস্থিত, ও কুমারীপূজিত প্রসিদ্ধ পাদুকার পূজা করে, সংবৎসর অন্তে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ঐ পাদুকাদ্বয় শক্তি-বিনিহিত এবং স্বীয় প্রসারবর্দ্ধনার্থ মুক্তিকাম লোকদিগের ব্রহ্মজ্ঞানসুখাবহ। আমার তাত ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে আমি ঐ স্থানে গমন করিয়া সংবৎসর কাল ছিলাম এবং পাদুকা পূজা করিয়াছিলাম, তবে আমার জ্ঞান হয়। হে দ্বিজগণ! আমি যাহা কিছু শাস্ত্র আছে, তাহা পুরাণ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই জানি। তাহার প্রসাদে আমি অসন্দিগ্ধ প্রমাণ সকল লাভ করিয়াছি। আমি কেবল একমাত্র সূতত্ব হেতু বেদ প্রাপ্ত হই নাই, পরন্তু ভর্ত্তৃযজ্ঞ মুনির ন্যায় বেদেরও সর্ব্বার্থ আমি জানি। মুক্তির যদি প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। পুনরাবৃত্তিকারক স্বর্গদসত্রে প্রয়োজন কি আছে? তোমরা যাইয়া নর-সিদ্ধিদায়িনী পাদুকাদ্বয়ের আরাধনা কর। ইহাতে সংবৎসরান্তে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে। ঋষিগণ বলিলেন,—সাধু, সাধু মহাভাগ! সাধু

সন্তারিতাঃ সর্ব্বে বয়ং সংসারসাগরাৎ। ৬১। যাস্যামোঽপি বয়ং তত্র সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে। সমাপ্তেঽস্মিন্ সন্দেহঃ সর্ব্বে চ কৃতনিশ্চয়াঃ। ৬২।

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারিকাতীর্থদ্বয়গর্ত্তক্ষেত্রস্থ-পাদুকামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্নবত্য-ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৯৪।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। শূদ্রী চ ব্রাহ্মণী চাপি যে ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতে। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে তীর্থদ্বয়মনুত্তমম্। ১। তৎকথং তত্র সঞ্জাতং কেন বা তদ্বিনির্ম্মিতম্। এতচ্চ সর্ব্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামতে। ২। পাদুকাভ্যাং সমুৎপত্তিঃ শ্রুতাস্মাভিঃ পুরা তব। বদ তচ্চাপি মাহাত্ম্যং তাভ্যাঞ্চৈব সমুদ্ভবম্। ৩। সূত উবাচ। পুরাসীন্নাগরো বিপ্রশ্ছান্দোগ্য ইতি বিশ্রুত। যস্যান্বয়েঽপি বিপ্রেন্দ্রাশ্ছান্দোগ্যা ইতি বিশ্রুতা। ৪। সামবেদবিদস্তস্য গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মিণঃ। পশ্চিমে বয়সি প্রাপ্তে কন্যা জাতা সুশোভনা। ৫। সর্ব্বৈরপি গুণৈর্যুক্তা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা। সপ্তরক্তা ত্রিগম্ভীরা পঞ্চসূক্ষ্মাবৃহৎকটিঃ। ৬। পদ্মপত্রবিশালাক্ষী লম্বকেশী সুশোভনা। বিম্বোষ্ঠী হ্রস্বলোমা চ পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভা। ৭। তস্যা নাম পিতা চক্রে ব্রাহ্মণীতি দ্বিজোত্তমাঃ। যস্মাৎ সা ব্রাহ্মণৈর্দ্দত্তা মণ্ডপান্তে সুপূজিতৈঃ। ৮। পশ্চিমে বয়সি প্রাপ্তে অপত্যরহিতস্য চ। ববৃধে সা চ তন্বঙ্গী চন্দ্রলেখা যথা তথা। ৯। শুক্লপক্ষে তু সম্প্রাপ্তে জনলোচনতুষ্টিদা। যস্মিন্নহনি সঞ্জাতা ছান্দোগ্যস্য মহাত্মনঃ। আনর্ত্তাধিপতেস্তস্মিংস্তাদৃগ্রূপা সুতাভবৎ। ১০। যস্যাঃ কায়প্রভৌঘেণ সর্ব্বং তৎসূতিকাগৃহম্। নিশাগমেঽপি সঞ্জাতং রত্নৌঘৈরিব সুপ্রভম্। ততস্তস্যাঃ পিতা নাম চক্রে রত্নবতীতি চ। ১১। অথ সখ্যং সমাপন্না ব্রাহ্মণ্যা সহ সা শুভা। নৈরন্তর্য্যেণ তাভ্যাঞ্চ বিয়োগো নৈব জায়তে। ১২। একাশনং তথা শয্যা একান্নেন চ ভোজনম্। অষ্টমেঽব্দে চ সঞ্জাতে পিতা তস্যা দ্বিজোত্তমাঃ। বিবাহং চিন্তয়ামাস প্রদানায় বরে তথা। ১৩। সা জ্ঞাত্বা চেষ্টিতং তস্য পিতুর্দুঃখসমন্বিতা। ১৪। সখ্যা বিয়োগভীতা চ প্রোচে রত্নবতী তদা। অশ্রুপূর্ণেক্ষণা দীনা

উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশে আমরা সকলে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিলাম। আমরা এই দ্বাদশ বার্ষিক সত্র সমাপ্ত হইলে তথায় গমন করিব। ৪২—৬২।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৪।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে বলিলেন,—শূদ্রী ও ব্রাহ্মণী নামে দুই তীর্থ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে বিরাজিত, তা ঐ তীর্থদ্বয় কিরূপে ঐ স্থানে জন্মিল এবং কেই বা নির্ম্মাণ করিল? এ সকল আপনি বিস্তৃত ভাবে বলুন। আর পূর্ব্বে আমরা আপনার নিকট পাদুকা-উৎপত্তির কথা শুনিয়াছি। আপনি তাঁহাদের মাহাত্ম্য আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে ছান্দোগ্য নামে এক নাগরিক বিপ্র ছিলেন, তাঁহার বংশীয় বিপ্রগণ ছান্দোগ্য নামে অভিহিত। তিনি সামবেদী ও গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মী ছিলেন। অতীত বয়সে তাঁহার এক সুশোভনা কন্যা জন্মে। কন্যাটী সর্ব্বগুণযুতা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা, সপ্তরক্তা, ত্রিগম্ভীরা, পঞ্চসূক্ষ্মা, অবৃহৎকটী, পদ্মপত্রবিশালাক্ষী, লম্বকেশী, বিম্বোষ্ঠী, হ্রস্বলোমা, ও পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভা ছিল। ব্রাহ্মণগণের পূজায় এই কন্যা জন্মগ্রহণ করায় তাহার পিতা তাহার নাম রাখেন—ব্রাহ্মণী। অপত্যরহিত পিতার বৃদ্ধাবস্থায় তন্বঙ্গী ব্রাহ্মণী শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রলেখার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া লোক-লোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। মহাত্মা ছান্দোগ্য বিপ্রের কন্যা যে দিন জন্ম গ্রহণ করে, সেই দিন আনর্ত্তাধিপতিরও এক কন্যা হয়। ঐ কন্যার দেহসৌন্দর্য্যে সূতিকাগার রাত্রিকালেও রত্নপ্রভায় আলোকিত হওয়ার ন্যায় হইয়াছিল। এই জন্য তাহার পিতা কন্যার নাম রাখেন রত্নবতী। ক্রমে ব্রাহ্মণীর সহিত রত্নবতীর সখ্য হইল। সখ্যের ফলে কদাচ তাহাদের বিয়োগ সংঘটিত হইত না। তাহারা একাসনে উপবেশন, এক শয্যায় শয়ন এমন কি, একান্নে উভয়েরই ভোজন হইত। হে দ্বিজগণ! এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ব্রাহ্মণীর পিতা ব্রাহ্মণীকে প্রদান করিবার জন্য চিন্তিত হইলেন। ১—১৩। তখন ব্রাহ্মণী পিতার চেষ্টিত অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। বিবাহ হইলে পরস্পরের সহিত বিযুক্ত হইতে হইবে

বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ১৫ ॥ পিতা মে তাতো বিবাহং যে প্রকরিষ্যতি সাম্প্রতম্। বিবাহিতায়াশ্চ সখ্যং ন ভবিষ্যতি কর্হিচিৎ॥ ১৬ ॥ বজ্রপাতোপমং বাক্যং তস্যাঃ শ্রুত্বা সখী চ সা। রুরোদ কণ্ঠমাশ্লিষ্য স্নেহব্যাকুলিতেন্দ্রিয়া॥ ১৭॥ অথ তদ্রুদিতং শ্রুত্বা মাতা তস্যা মৃগাবতী। সসম্ভ্রমা সমাগত্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১৮॥ কিমর্থং রুদ্যতে পুত্রি কেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্। করোমি নিগ্রহং যেন তস্যাদ্যৈব দুরাত্মনঃ। ১৯ ॥ রত্নবত্যুবাচ। শৃণু মে সুপ্রিয়াতীব ব্রাহ্মণী প্রাণসম্মতা। বিবাহং প্রাপ্য কল্যাণী প্রয়াস্যতি পতেগৃহম্॥ ২০॥ অনয়া রহিতাহঞ্চ ন জীবামি কথঞ্চন। এতস্মাৎ কারণাদ্দেবি প্ররোদিমি সুদুঃখিতা॥ ২১॥ মৃগাবত্যুবাচ। যদ্যেবং পুত্রি যত্র ত্বং প্রয়াস্যসি পতেগৃহে। তস্য রাজ্ঞশ্চ যো বিপ্রঃ পৌরোহিত্যে ব্যবস্থিতঃ॥ ২২॥ তস্য পুত্রায় দাস্যামি সখীমেনাং তব প্রিয়াম্। তত্রাপি যেন তে সঙ্গো ভবিষ্যত্যনয়া সহ॥ ২৩॥ এবমুক্ত্বা ততো রাজ্ঞী ছান্দোগ্যং দ্বিজসত্তমম্। সমানীয়াব্রবীদেনং বিনয়াবনতা স্থিতা॥ ২৪॥ ইয়ং তব সুতা ব্রহ্মন্ সুতায়া মম সুপ্রিয়া। ন বিয়োগং সহত্যস্যা মুহূর্তমপি ভামিনী॥ ২৫॥ তথা তব সুতায়াশ্চ সুতেয়ং মম সুপ্রিয়া। তস্মাৎ কুরু বচো মহ্যং যচ্চ বক্ষ্যামি সুব্রত॥ ২৬॥ যস্য মে দীয়তে কন্যা কদাচিন্নৃপতেরিয়ম্। পুরোধাস্তস্য যো বিপ্রস্তস্মৈ দেয়া নিজা সুতা॥ ২৭॥ যেন ন স্যান্মিথো ভেদস্তাভ্যাং দ্বিজবরোত্তম। একস্থানে স্থিতাভ্যাঞ্চ প্রসাদাত্তব সত্তম॥ ২৮॥ ছান্দোগ্য উবাচ। নাগরো নাগরং মুক্ত্বা যোঽন্যস্মৈ সম্প্রযচ্ছতি। কন্যকাং যঃ প্রগৃহ্ণাতি বিবাহার্থং কথঞ্চন॥ ২৯॥ স পঙ্ক্তিদূষকঃ পাপান্নাগরো ন ভবেদিহ। তস্মান্নাহং প্রদাস্যামি কথঞ্চিন্নিজকন্যকাম্। অন্যস্মৈ নাগরং মুক্ত্বা নিশ্চয়োঽয়ং ময়া কৃতঃ॥৩০॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ। নাহং পতিং প্রয়াস্যামি কুমারী ব্রহ্মচারিণী। দেয়া প্রিয়া সখী যত্র তাবদ্যাস্যামি তত্র চ॥ ৩১॥ যদি তাত বলান্মহং বিবাহং ত্বং করিষ্যসি। বিষং বা ভক্ষয়িষ্যামি সাধয়িষ্যামি পাবকম্॥৩২॥ শস্ত্রেণ বা হনিষ্যামি স্বদেহং তাত নিশ্চয়ম্। এবং জ্ঞাত্বা তু তাত ত্বং যৎ ক্ষমং তৎ সমাচর॥ ৩৩॥ সূত

এই ভয়ে সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন ভাবে বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে স্বীয় সখী রত্নাবতীকে বলিল,—অয়ি সখি! পিতা আমার বিবাহ দিবেন, বিবাহ হইলে আর আমাদের সখ্য থাকিবে না। রত্নবতী বজ্রপাত সদৃশ সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ব্যাকুলিতভাবে কাঁদিতে লাগিল। রত্নবতীর মাতা তখন ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে আগমনপূর্ব্বক বলিল,—অয়ি পুত্রি! কিজন্য তুমি কাঁদিতেছ? কে তোমার অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে? অদ্যই সেই দুরাত্মার নিগ্রহ করিব। রত্নবতী বলিল,—অয়ি মাতঃ! শ্রবণ করুন,—আমার প্রাণাধিকা প্রিয় সখী ব্রাহ্মণী বিবাহিতা হইয়া পতিগৃহে গমন করিবে। আমি তদ্বিরহে কদাচ জীবন ধারণ করিতে পারিব না। হে দেবি! এই জন্যই আমি দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি। মৃগাবতী বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! তুমি যদি সত্যসত্যই পতিগৃহে গমন কর, তাহা হইলে তত্রত্য রাজার পুরোহিত-পুত্রকে আমি ব্রাহ্মণী প্রদান করিব। তাহা হইলেই তোমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ হইবে। এই কথা বলিয়া রাজ্ঞী, ছান্দোগ্য বিপ্রকে আনয়ন করিয়া বিনীতভাবে এই কথা বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! এই আপনার কন্যা আমার কন্যার অত্যন্ত প্রিয়। আমার কন্যা মুহূর্ত্তকালমাত্রও আপনার কন্যাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। আপনার কন্যাও আমার কন্যা ইহারা পরস্পর অত্যন্ত সৌহার্দ্দ-যুক্ত; অতএব আমি যাহা বলি, আপনি তাহাই করুন। আমি যখন কোন রাজাকে এই কন্যা দান করিব, তখন আপনি ঐ রাজার পুরোহিতকে কন্যাদান করিবেন। এরূপ করিলে একস্থানে থাকা নিবন্ধন উহাদের পরস্পর ভেদ সঙ্ঘটিত হইবে না ১৪—২৮। ছান্দোগ্য বলিলেন,—নাগরিক ব্যক্তি যদি নাগরিক ভিন্ন অন্য কাহাকেও কন্যা সম্প্রদান করে, এবং নাগরিক ব্যতীত অন্য কেহ যদি সেই নাগরিককন্যা গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা পঙ্ক্তিদূষক। এজন্য আমি নাগরিক ব্যতীত অন্য কাহাকেও কন্যা সম্প্রদান করিব না; এইরূপ আমি নিশ্চয় করিয়াছি। ব্রাহ্মণী বলিল,—হে তাত! আমি পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না, ব্রহ্মচারিণী হইয়া কুমারী অবস্থায় থাকিব; আমার প্রিয়সখীকে যেখানে প্রদান করিবে, আমিও সেইস্থানে যাইব। যদি আপনি বলপূর্ব্বক আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি বিষ ভক্ষণ করিব; অথবা বহ্নিপ্রবেশে প্রাণ

উবাচ। তস্যাস্তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা স বিপ্রো দুঃখসংযুতঃ। স্ত্রীহত্যাপাপভীতস্তু তাং ত্যক্ত্বা স্বগৃহং যযৌ॥ ৩৪॥ সাপি রেমে তয়া সার্দ্ধং রত্নবত্যা দ্বিজোত্তমাঃ। সংহৃষ্টহৃদয়া নিত্যং সন্ত্যক্তপিতৃসৌহৃদা॥ ৩৫॥ যৌবনং সা তু সম্প্রাপ্তা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রাহ্মণকন্যাবৃত্তান্তবর্ণনং নাম পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৫॥

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথ তাং যৌবনোপেতাং স্বসুতাং প্রেক্ষ্য পার্থিবঃ। অনৌপম্যেন রূপেণ সংযুক্তাং বরবর্ণিনীম্। আনর্ত্তশ্চিন্তয়ামাস কন্যকাং প্রদদাম্যহম্॥ ১॥ অনর্হায় চ যো দদ্যাদ্বরায় নিজকন্যকাম্। কার্য্যকারণলোভেন নরকং স প্রগচ্ছতি॥ ২॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য মহান্ কালো ব্যবস্থিতঃ। ন পশ্যতি চ তদ্যোগ্যং কঞ্চিদ্বরমনুত্তমম্॥ ৩॥ অথ সম্প্রেষয়ামাস সর্ব্বভূতাশ্রয়েষু যে। চিত্রকর্ম্মণি বিখ্যাতাস্তাংশ্চিত্রকরাংস্তদা॥ ৪॥ গচ্ছধ্বং মম বাক্যেন সর্ব্বান্ ভূমিতলে নৃপান্। লিখিত্বা পট্টমধ্যে তু দর্শয়ধ্বং ততঃ পরম্॥ ৫॥ সুতায়া মম যেনাসৌ দৃষ্ট্বাভীষ্টং নরাধিপম্। পত্যর্থং বরয়েৎ সাধ্বী মম দোষো ভবেন্ন হি॥ ৬॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে চিত্রকরাস্তদা। প্রস্থিতা ধরণীপৃষ্ঠে পার্থিবানাং গৃহেষু চ॥ ৭॥ তে লিখিত্বা মহীপালান্ যৌবনস্থান্ বয়োঽন্বিতান্। রূপৌদার্য্যগুণোপেতান্ দর্শয়ামাসুরগ্রতঃ। রত্নবত্যাঃ ক্রমেণৈব তস্য ভূপস্য শাসনাৎ॥ ৮॥ অথ তেষাং তু সর্ব্বেষাং মধ্যে রাজা বৃহদ্বলঃ। দশার্ণাধিপতির্ভব্যঃ পত্যর্থঞ্চ বৃতস্তয়া॥ ৯॥ তদানর্ত্তাধিপো হৃষ্টঃ প্রেষয়ামাস তং প্রতি। বিবাহার্থং সুবিজ্ঞায় বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১০॥ গচ্ছধ্বং মম বাক্যেন দশার্ণাধিপতিং প্রতি। বাচ্যঃ স বিনয়াদ্গত্বা বিবাহার্থং মমান্তিকম্॥ ১১॥ সমাগচ্ছ নিজাং কন্যাং যেন যচ্ছাম্যহং তব। নাম্না রত্নবতীং খ্যাতাং ত্রৈলোক্যস্যাপি সুন্দরীম্॥ ১২॥ গত্বা স সত্বরং তত্র যত্র রাজা বৃহদ্বলঃ। প্রোবাচ সকলং বাক্যমানর্ত্তাধিপতেঃ স্ফুটম্॥ ১৩॥ সোঽপি

বিসর্জ্জন দিব, না হয় শস্ত্রপ্রহারে প্রাণত্যাগ করিব। ইহা অবগত হইয়া আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। সূত বলিলেন,—বিপ্র যখন কন্যার তথাবিধ নিশ্চয় অবগত হইয়া স্ত্রীহত্যা-ভয়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া হইতে বিরত হইয়া গৃহে গমন করিলেন; কন্যা তখন পিতৃ-সৌহার্দ্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহর্ষে সখী রত্নবতীর সহিত আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমে সে যৌবন-প্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিম রূপবতী হইল। ২৯—৩৬।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৫।

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর আনর্ত্তাধিপতি যৌবনোপেতা স্বসুতাকে অপ্রতিম-রূপ-লাবণ্যবতী অবলোকন করিয়া তাহার বিবাহবিষয়ক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি কার্য্যকারণভাবে অযোগ্য বরে কন্যা সম্প্রদান করে, সে নরকে গমন করিয়া থাকে। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার বহুকাল অতীত হইয়া গেল; তিনি কন্যার উপযুক্ত বর প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর তিনি কতিপয় চিত্রকর্ম্মনিপুণ চিত্রকর দেশ-বিদেশে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তোমরা ভূমিতলে যাবতীয় নরপতি আছেন, প্রত্যেক নরপতির নিকটই গমন কর, অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদিগকে আমার কন্যার নিকট প্রদর্শন কর। আমার সাধ্বী কন্যা অভীষ্ট বর বরণ করিবেন; আমার কোন দোষ থাকিবে না। রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় চিত্রকর ভূমণ্ডলে রাজগণের ভবনে ভবনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। চিত্রকরগণ রাজশাসনে এইরূপ যৌবনস্থ রূপৌদার্য্য-সমন্বিত রাজকুমারগণের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া আনিয়া রাজকুমারী রত্নবতীকে দেখাইতে লাগিল। অনন্তর নিখিল নৃপতিবৃন্দের মধ্যে ভব্য রাজা দশার্ণাধিপতি বৃহদ্বল রত্নবতী কর্ত্তৃক পতিত্বে বৃত হইলেন। ১—৯। তখন রাজা আনর্ত্তাধিপতি হৃষ্ট হইয়া দশার্ণাধিপতির নিকট বিবাহার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিয়াদিলেন,—দূত! তুমি আমার বাক্যানুসারে দশার্ণাধিপতির নিকট গমন কর, সেখানে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে রাজাকে বলিবে,—আমি বিবাহার্থ তাঁহাকে রত্নবতী নাম্নী ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্বীয় দুহিতা কন্যা প্রদান করিব। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দূত নৃপতি বৃহদ্বল-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আনর্ত্তাধিপতির সমস্ত বার্ত্তা

তৎ সহসা শ্রুত্বা তেষাং বাক্যমনুত্তমম্। পরমাং তুষ্টিমাসাদ্য প্রস্থিতস্তৎ পুরং প্রতি। সৈন্যেন মহতা যুক্তশ্চতুরঙ্গেণ পার্থিবঃ॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশার্ণাধিপতের্বৃহদ্বলস্যানর্ত্তেশপুরং প্রত্যাগমনবর্ণনং নাম ষণ্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৬॥

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু নাগরো দ্বিজসত্তমাঃ। বিশ্বাবসুরিতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ১॥ পশ্চিমে বয়সি প্রাপ্তে তস্য পুত্রো বভূব হ। পরাবসুরিতি খ্যাতস্তস্য প্রাণসমঃ সখা॥ ২॥ স বেদাধ্যয়নং চক্রে যৌবনে সমুপস্থিতে। বয়স্যৈঃ সম্মতৈঃ সার্দ্ধং সদা হাস্যপরায়ণৈঃ॥ ৩॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মাঘমাস উপস্থিতে। রাত্রৌ সোঽধ্যয়নং চক্রে উপাধ্যায়গৃহং গতঃ॥ ৪॥ নিশীথে স সমুত্থায় সর্ব্বৈর্মিত্রৈশ্চ রক্ষিতঃ। বেশ্যাগৃহং সমাসাদ্য প্রসুপ্তো বেশ্যয়া সহ॥ ৫॥ জলপূর্ণং সমাধায় জলপাত্রং সমীপগম্। নিদ্রাচমনযোগ্যাঞ্চ জলপানার্থমেব চ॥ ৬॥ নিশাশেষে তু সম্প্রাপ্তে স পিপাসাসমাকুলঃ। নিদ্রালস্যসমোপেতঃ শয্যাং ত্যক্ত্বা সমুত্থিতঃ॥ ৭॥ বেশ্যায়া মদ্যপাত্রন্তু হ্যধস্তাৎ সংব্যবস্থিতম্। তদাদায় পপৌ মদ্যং জলভ্রান্ত্যা যদেব সঃ॥ ৮॥ তদা মদ্যং পরিজ্ঞায় পাত্রং ত্যক্ত্বা সুদুঃখিতঃ। বৈরাগ্যং পরমং গত্বা প্রলাপানকরোদ্বহূন্॥ ৯॥ অহো নিদ্রান্বিতেনাদ্য কিং ময়া বিকৃতম্ কৃতম্। যদদ্য মদ্যমাপীতং জলভ্রান্ত্যা বিগর্হিতম্॥ ১০॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং শুদ্ধির্ভবেন্মম। প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্॥ ১১॥ এবং নিশ্চিত্য মনসা প্রভাতে সমুপস্থিতে। শঙ্খতীর্থং সমাসাদ্য কৃত্বা স্নানং তথা পরম্॥ ১২॥ সশিখং বপনং পশ্চাৎ কারয়িত্বা ত্বরান্বিতঃ। গতশ্চ তিষ্ঠতে যত্র ব্রহ্মঘোষপরায়ণঃ॥ ১৩॥ উপাধ্যায়ঃ সশিষ্যশ্চ ব্রহ্মস্থানং সমাশ্রিতঃ। স গত্বা দূরতঃ স্থিত্বা সন্নিবিষ্টো যথান্ত্যজঃ॥ ১৪॥ শ্মশ্রুমূর্দ্ধজহীনস্তু তদা মিত্রৈর্বিলোকিতঃ। তদা হাস্যাদ্ধতো মূর্দ্ধ্নি

যথাযথ নিবেদন করিল। রাজা বৃহদ্বলও দূতমুখে সংবাদ শ্রবণ করত বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে চতুরঙ্গ বলান্বিত হইয়া সহর্ষে আনর্ত্তরাজ্য উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ১০—১৪।

ষণ্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৬॥

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! রত্নবতীর বিবাহসমকালে এক ঘটনা ঘটে। বিশ্বাবসু নামে খ্যাত এক বেদবেদাঙ্গপারগ নাগরিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতীত বয়সে তাঁহার এক পুত্র হয়। পুত্রের নাম ছিল,—পরাবসু; পরাবসু পিতার প্রাণসম ছিলেন। তাঁহার যখন যৌবনোদ্গম হয়, তখন তিনি বেদ অধ্যয়ন করিতেন। বয়স্যগণের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা হাস্য-কৌতুক হইত। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। মাঘমাসসমাগমে তিনি রাত্রিকালে গুরু-গৃহে বেদ অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। একদিন নিশীথ সময়ে বন্ধুগণ মিলিত হইয়া তাঁহার অধ্যয়নার্থ গমনের ব্যাঘাত করে, ইহারই ফলে তিনি সেদিন বেশ্যালয়ে গমন করিয়া বেশ্যার সহিত নিদ্রিত থাকেন। শয়নসময়ে তিনি সমীপে আচমনার্থ এক পাত্র জল রাখেন। নিশাশেষে তাঁহার পিপাসা হয়। পিপাসাকুলিত হইয়া তিনি নিদ্রাগতভাবে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন। নিকটেই বেশ্যার এক মদ্যপূর্ণ পাত্র ছিল, স্বীয় রক্ষিত জলপাত্রভ্রমে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া জলভ্রমে মদ্য পান করেন। পানান্তে তিনি মদ্য বলিয়া জানিতে পারেন। পরে তিনি পাত্রত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া বহু বিলাপ করিতে থাকেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, আহা! অদ্য আমি নিদ্রালস্যে কি বিকৃত কর্ম্মই না করিয়াছি! জলভ্রমে আমি অতিগর্হিত মদ্য পান করিয়াছি। কি করি, কোথায় যাই, কি করিলে আমার শুদ্ধি হয়। সুদুষ্কর হইলেও আমি ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব! এইরূপ মনে করিয়া তিনি প্রভাতে শঙ্খতীর্থে গমন করিয়া স্নানান্তে শিখার সহিত মস্তক মুণ্ডন করাইলেন এবং ত্বরা সহকারে যেখানে ব্রহ্মঘোষপরায়ণ সশিষ্য উপাধ্যায় ব্রহ্মস্থানে সমাশ্রিত, সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিকট না গিয়া দূরে অন্ত্যজের ন্যায় সন্নিবিষ্ট রহিলেন। তখন তাঁহার বয়স্যগণ তাঁহাকে কেশ শ্মশ্রুহীন দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে

হস্তাগ্রেণ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৫ ॥ উপাধ্যায়স্ত তং দৃষ্ট্বা দীনং বাষ্পপরিপ্লুতম্। শ্মশ্রুমূর্দ্ধজসন্ত্যক্তং ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ১৬ কিমদ্য বৎস দূরে ত্বমুপবিষ্টশ্চ দৈন্যধৃক্। এহি মে সন্নিধৌ ব্রূহি পরাভূতোঽসি কেন বা ॥ ১৭ ॥ পদ্মবন্ধুরুবাচ। অযোগ্যোঽহং গুরো জাতঃ সেবায়াস্তব সাম্প্রতম্। বেশ্যায়া মন্দিরস্থেন জ্ঞাত্বা নিজকমণ্ডলুম্ ॥ ১৮ ॥ বেশ্যায়া মদ্যপাত্রন্তু মদ্যপূর্ণং প্রগৃহ্য চ। তস্মাদ্দেহি বিভো মহ্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥ ধর্ম্মদ্রোণেষু যৎ প্রোক্তং তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ২০ ॥ অথ তং বটবঃ প্রোচুর্ব্বয়স্যাস্তস্য যে স্থিতাঃ। হাস্যং কৃত্বা প্রকামাশ্চ বেশ্যায়া গুরুসন্নিধৌ ॥ ২১ ॥ যা এষা নৃপতেঃ কন্যা খ্যাতা রত্নাবতী জনে। অস্যা স্তনৌ গৃহীত্বা ত্বমধরং পিবসি দ্রুতম্। ততস্তে স্যাদ্বিশুদ্ধিশ্চ নান্যথা প্রভবিষ্যতি ॥২২॥ পদ্মবন্ধুরুবাচ। ন বয়স্যা নর্ম্মকালো বিষমে মম সংস্থিতে। মমোপরি যদি স্নেহো বালমিত্রত্বসম্ভবঃ। তদানীয় দ্বিজানস্মাদ্বদধ্বং নিষ্কৃতিং মম ॥ ২৩ ॥ অথ তে নর্ম্মমুৎসৃজ্য তদ্দুঃখেন চ দুঃখিতাঃ। বিশ্বাবসুং সমাসাদ্য তদ্বৃত্তান্তমথাব্রবন্ ॥ ২৪ ॥ সোঽপি তেষাং সমাকর্ণ্য তৎকর্ণকটুকং বচঃ। সভার্য্যঃ প্রযযৌ তত্র যত্র পুত্রো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥ দুঃখেন মহতা যুক্তঃ স্খলমানঃ পদে পদে। বৃদ্ধভাবাত্তথা শোকাৎ পুত্রাকৃত্যসমুদ্ভবাৎ ॥ ২৬ ততস্তৌ প্রোচতুঃ পুত্রং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা। বহুশোকার্ত্তৌ হা পুত্র কিমিদং কৃতম্। সোঽপি সর্ব্বং সমাচখ্যৌ তাভ্যাং বৃত্তান্তমাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥ প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি তস্মাদাত্মবিশুদ্ধয়ে। ততো বিশ্বাবসুর্ব্বিপ্রান্ স্মার্ত্তান্ শ্রুতিসমন্বিতান্। তদর্থমানয়ামাস বেদবিদ্যাবিচক্ষণান্ ॥ ২৮ ॥ ততঃ পদ্মবন্ধুস্তেষাং পুরঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ। প্রোবাচ স্থাদিতং মদ্যং ময়া রাত্রাবজানতা। বেশ্যাভাণ্ডং সমাদায় জ্ঞাত্বা নিজকমণ্ডলুম্ ॥ ২৯ ॥ এবং জ্ঞাত্বা যদর্হঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং প্রদীয়তাম্। যেন মে জায়তে শুদ্ধিঃ প্রসাদাদ্বো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ এবমুক্তাস্ততস্তেন

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বারম্বার তাঁহার মস্তকে ঠোক্‌রাইতে লাগিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে কেশশ্মশ্রুহীন বাষ্পপরিপ্লুত ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! অদ্য তোমার কি হইয়াছে, কিজন্য তুমি দীনভাবে দূরে উপবেশন করিলে? আমার নিকট এস, বল,—কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তুমি পরাভূত হইয়াছ! পদ্মবন্ধু বলিলেন,—হে গুরো। অধুনা আমি আপনার নিকট যাইবার অযোগ্য; বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আমি নিজ কমণ্ডলু মনে করিয়া বেশ্যার মদ্যপূর্ণ পাত্রে জলভ্রমে মদ্য পান করিয়াছি। হে বিভো! অতএব আমার বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। আমি নিশ্চয়ই অদ্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই কথা শুনিয়া পদ্মবন্ধুর বয়স্য যাহারা ঐ স্থানে ছিল, তাহারা গুরুসন্নিধানে বেশ্যার কথা বলিতে শুনিয়া যথেচ্ছ হাস্য করিয়া বয়স্যের নিকট গিয়া বলিল,—দেখ বয়স্য! এই যে রত্নবতী নামে বিখ্যাতরূপবতী রাজকন্যা আছে, যদি তুমি দ্রুতগতি গিয়া তাহার স্তনদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অধরসুধা পান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার শুদ্ধি হইবে, অন্যথা হইবে না। পদ্মবন্ধু বলিল,—হে বয়স্যগণ! ইহা কৌতুকের সময় নহে, আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি; বাল্যবন্ধু বলিয়া যদি তোমাদের আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তাহা হইলে দ্বিজগণকে আনয়ন করিয়া আমার যাহাতে নিষ্কৃতি হয়, তাহা কর। অনন্তর তাহারা বয়স্যের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক তদ্বৃত্তান্ত বলিল। তিনি এই কর্ণকঠোর সংবাদ শ্রবণ করিয়া যেখানে পুত্র বিরাজিত, সেইস্থানে সপত্নীক গমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বৃদ্ধভাবে পুত্রের দুষ্কর্ম্মজনিত শোক ও অতি দুঃখবশতঃ পদেপদে স্খলিত হইতে হইতে পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে শোকার্ত্তভাবে বলিলেন,—হা পুত্র। এ কি করিলে? মাতা পিতা এইরূপ বলিলে তখন পুত্র তাঁহাদিগকে আত্মবৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিল এবং বলিল,—আমি আত্ম-বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব। পুত্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাবসু স্মার্ত্ত, শ্রুতি-সমন্বিত ও বেদবিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণগণকে পুত্রের নিমিত্ত আনয়ন করিলেন। ১—২৮। ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলে পদ্মবন্ধু তাঁহাদের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি রাত্রিকালে নিজ কমণ্ডলু মনে করিয়া বেশ্যাভাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক জলভ্রমে মদ্য পান করিয়াছি। ইহাতে আমার যাহা প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত, আপনারা তাহার বিধান দেন, আপনাদের প্রসাদে আমি

বিপ্রাস্তে স্মৃতিবাদিনঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং সমালোক্য ততঃ প্রোচুশ্চ তং দ্বিজাঃ। ৩১। অভিমানাদতিক্রোধাৎ স্নেহাদ্বা যদি বা ভয়াৎ। প্রায়শ্চিত্তমনর্হং তু দদত্তৎপাপমশ্নুতে॥ ৩২। প্রায়শ্চিত্তং প্রদাস্যামস্তস্মাদ্যুক্তং বয়ং তব। যদি শক্নোষি তৎ কর্ত্তুং তৎ কুরুষ সমাহিতঃ। ৩৩ ॥ পরাবসুরুবাচ। করোমি যো ন চেদ্বাক্যং তৎ পৃচ্ছামি কুতো দ্বিজাঃ। নাহং কেনাপি সন্দৃষ্টো মদ্যপানং সমাচরন্। ৩৪। তস্মাদ্ব্রূত যথার্হং মে প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। অপি প্রাণহরং রৌদ্রং নো চেৎ পাপমবাপ্স্যথ। ৩৫। ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। বুধ্যমানো দ্বিজো যস্তু মদ্যপানং সমাচরেৎ। তাবন্মাত্রং হিরণ্যঞ্চ তপ্তং পীত্বা বিশুধ্যতি। ৩৬॥ অজ্ঞানতো যদা পীতং মদ্যং বিপ্রেণ কর্হিচিৎ। অগ্নিতুল্যং ঘৃতং পীত্বা তাবন্মাত্রং বিশুধ্যতি। ৩৭। এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। যদি শক্নোষি চেৎ কর্ত্তুং কুরুষ ত্বং দ্বিজোত্তম॥ ৩৮। পরাবসুরুবাচ। গণ্ডূষমেকং মদ্যস্য ময়া পীতং দ্বিজোত্তমাঃ। তাবন্মাত্রং পিবাম্যেব ঘৃতং বহ্নিসমং কৃতম্। ৩৯। যুষ্মদাদেশতোঽদ্যৈব স্বশরীরবিশুদ্ধয়ে বিশ্বাবসুশ্চ তচ্ছ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং বচঃ। ৪০। বিপ্রাণামথ পুত্রস্য তদোবাচ সুদুঃখিতঃ। কৃত্বাশ্রুমোক্ষণং ভূরি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা। ৪১। সর্ব্বস্বমপি দাস্যামি পুত্রস্যাস্য বিশুদ্ধয়ে। প্রায়শ্চিত্তং সমাচর্ত্তুং ন দাস্যামি কথঞ্চন। ৪২। অশ্রাদ্ধেয়ো বিপাঙ্‌ক্তেয়ঃ সপুত্রো বা ভবাম্যহম্। ত্যাগং বা সন্ত্যজাম্যেতৎ পুত্র মৈবং সমাচর। ৪৩। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য পিতুর্ব্বিঘ্নকরং পরম্। প্রায়শ্চিত্তস্য সস্নেহং পুত্রো বচনমব্রবীৎ। ৪৪। ত্যজ তাত মম স্নেহং মা বিঘ্নং মে সমাচর। প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি নিশ্চয়োঽয়ং ময়া কৃতঃ। ৪৫। মাতোবাচ। যদি পুত্র ত্বয়া কার্য্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। তদহং পতিনা সার্দ্ধং প্রবেক্ষ্যামি পুরোহনলম্। ৪৬। ত্বাং দ্রষ্টুং নৈব শক্নোমি পিবন্তমগ্নিবদ্‌ঘৃতম্। পশ্চাৎপ্রাণপরিত্যক্তং সত্যেনাত্মানমালভে। ৪৭॥ পিতোবাচ। যুক্তং পুত্রানয়া প্রোক্তং মাত্রা তব হিতং তথা। মমাপি সম্মতং হ্যেতৎকরিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ৪৮। সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বে সুহৃদস্তস্য যে স্থিতাঃ।

শুদ্ধ লাভ কার। পরাবসু এই কথা বলিলে স্মৃতিবাদী বিপ্রগণ ধর্ম্মশাস্ত্র অবলোকনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন,—অভিমান, অতিক্রোধ, স্নেহ ও ভয়বশতঃ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া উচিত নহে, যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাদাতা অপরাধীর পাপভাগী হন। অতএব আমরা তোমাকে যুক্তিযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই প্রদান করিব; কিন্তু তুমি করিতে পারিলে হয়। পরাবসু বলিল,—হে দ্বিজগণ! আমি যদি করিতেই না পারিব, তাহা হইলে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব কেন? আমাকে কখন কেহ মদ্য পান করিতে দেখে নাই। অতএব আপনারা প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আমার উপযুক্ত বিধান করুন। আমার প্রায়শ্চিত্ত যদি প্রাণহর কিংবা অতিভয়ঙ্করও হয়, তাহা হইলেও আপনারা পাপভাগী হইবেন না। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—যে বুদ্ধিমান্ দ্বিজ মদ্য পান করে, তাহাকে সেই মদ্যপরিমিত গলিত তপ্ত সুবর্ণ পান করিতে হয়। অজ্ঞানবশতঃ যদি বিপ্র মদ্য পান করে, তাহা হইলে সেই পীত মদ্যপরিমিত অগ্নিতুল্য উষ্ণ ঘৃত পান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! এই আমরা তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিলাম। যদি করিতে পার তো কর।

পরাবসু বলিল,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি গণ্ডূষপরিমিত মদ্য পান করিয়াছিলাম, অতএব আমি তাবন্মাত্র তপ্ত ঘৃত পান করিব। আপনাদের আদেশে অদ্যই আমি শরীরশুদ্ধির নিমিত্ত ঘৃত পান করিতেছি। বিশ্বাবসু বিপ্রগণ ও পুত্রের বজ্রপাতোপম এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্রুমোচনপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বিপ্রগণকে ও পুত্রকে বলিলেন,—আমি সর্ব্বস্ব প্রদান করিব, তথাপি কদাপি প্রায়শ্চিত্ত করিতে দিব না। পুত্র! বরং আমি তোমার সহিত অশ্রাদ্ধেয় অপাংক্তেয় স্থানত্যাগী হইব, তথাপি তুমি এরূপ করিও না। ২৯-৪৩। পিতার এইরূপ প্রায়শ্চিত্তবিরোধী বাক্য শ্রবণ করিয়া পরাবসু সস্নেহে পিতাকে বলিল,—হে তাত! আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করুন, প্রায়শ্চিত্তে আমার বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না; আমি নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত করিব। মাতা বলিলেন,—পুত্র! যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহা হইলে আমি অগ্রে অনলে প্রবেশ করি; আমি তোমাকে অগ্নিতুল্য ঘৃত পান করিতে দেখিতে পারিব না, নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সত্য বলিতেছি। পিতা বলিলেন,—হে পুত্র! তোমার মাতা হিতকর বাক্যই বলিয়াছেন, আমারও ইহাই মত, আমিও ঐরূপ করিব; ইহাতে কোন সংশয় নাই। সূত বলিলেন,—এই সময়

তচ্ছ্রুত্বা তং সমায়াতা বৃত্তান্তঃ দুঃখসংযুতাঃ। ৪৯। প্রোচুশ্চ বিবিধৈর্ব্বাক্যৈঃ সপত্নীকং বিশ্বাবসুম্। পুত্রশোকেন সন্তপ্তং মরণে কৃতনিশ্চয়ম্॥ ৫০। পুত্রং প্রবোধয়ামাসুঃ প্রায়শ্চিত্তনিবৃত্তয়ে। তদা ন শক্নুবন্তি স্ম নিবর্ত্তয়িতুমঞ্জসা। ৫১। তাবুভৌ চ পিতাপুত্রৌ প্রাণত্যাগকৃতাদরৌ। ৫২॥ ততো বাস্তপদং জগ্মুঃ সর্ব্বজ্ঞো যত্র তিষ্ঠতি। ভর্ত্তৃযজ্ঞো মহাভাগঃ সর্ব্বসন্দেহবারকঃ। ৫৩। তস্য সর্ব্বং সমাচখ্যুঃ পরাবসুসমুদ্ভবম্। বৃত্তান্তং মদ্যপানোত্থং যন্মিত্রৈস্তস্য কীর্ত্তিতম্। ৫৪। প্রায়শ্চিত্তন্তু হাস্যেন যচ্চ স্মার্ত্তৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্। বিশ্বাবসোশ্চ সঙ্কল্পং বহ্নিসাধনসম্ভবম্। ৫৫। সপত্নীকস্য মিত্রাণাং যচ্চ দুঃখমুপস্থিতম্। নিবেদ্য তত্তথা প্রোচুর্ভূয়োঽপি বিনয়ান্বিতম্। ৫৬। অতীতং বর্ত্তমানঞ্চ ভবিষ্যদ্বাপি যদ্ভবেৎ। ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং জানীমহে বয়ম্॥ ৫৭। এতচ্চ নগরং সর্ব্বং বিশ্বাবসুকৃতেঽধুনা। সংশয়ং পরমং প্রাপ্তং তেন প্রাপ্তাস্তবান্তিকম্॥ ৫৮। তস্মাদ্ ব্রূহি মহাভাগ যদ্যস্ত্যপরমেব হি। প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজস্যাস্য মদ্যপানবিশুদ্ধয়ে। ৫৯। ন তে হ্যবিদিতং কিঞ্চিত্তব বেদসমুদ্ভবম্। ভর্ত্তৃযজ্ঞো বিহস্যোচ্চৈস্ততো বচনমব্রবীৎ। ৬০। ব্রাহ্মণস্যাস্য শুদ্ধ্যর্থমস্ত্যুপায়ঃ সুখাবহঃ। বিদ্যমানোঽপি নাস্ত্যেব মতিরেষা স্থিরা মম। ৬১। ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। পূর্ব্বাপরবিরোধেন বাক্যমেতন্মহামতে। কথমস্তি কথং নাস্তি তস্মাত্ত্বং বক্তুমর্হসি। বিস্ময়োঽয়ং মহান্ জাতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্॥৬২॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। জপচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি। সর্ব্বং ভবতি নিশ্চিদ্রং যস্য চেচ্ছন্তি ব্রাহ্মণাঃ॥ ৬৩। অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ। বিশেষান্নাগরোদ্ভূতাস্তত্তথৈব ন চান্যথা।৬৪। তথা চ ব্রহ্মশালায়াং সংস্থিতৈর্যদুদাহৃতম্। নান্যথা তৎ পরিজ্ঞেয়ং হাস্যেনাপি স্মৃতিং বিনা। ৬৫। স এষ হাস্যভাবেন প্রোক্তো মিত্রৈঃ পরাবসুঃ। ৬৬। রত্নবত্যাঃ স্তনৌ গৃহ্য যদ্যাস্বাদয়তেঽধরম্। তদ্ভবিষ্যতি মে শুদ্ধির্মদ্যপানসমুদ্ভবা। ৬৭। তদুপায়ো ময়া প্রোক্তো বিপ্রস্যাস্য সুখাবহঃ। পরাশরমতেনৈব করোতি যদি শুধ্যতি॥ ৬৮। ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। যদ্যেতচ্ছৃণুতে রাজা বাক্যমীর্ষ্যাপরায়ণঃ। তৎ সর্ব্বেষাং বধং কুর্য্যাদ্বিপ্রাণামন্যথা ভবেৎ। ৬৯।

তাঁহাদের যাবতীয় বন্ধু-বান্ধব ঐ কথা শুনিয়া সকলেই ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রশোকে সন্তপ্ত মরণে কৃতনিশ্চয় সপত্নীক বিশ্বাবসুকে বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দিলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য পরাবসুকেও অনেক প্রবোধ দিয়া কিছুতেই তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর পিতাপুত্রে প্রাণত্যাগপরায়ণ হইয়া যেখানে সর্ব্বসন্দেহবারক মহাভাগ সর্ব্বজ্ঞ ভর্ত্তৃযজ্ঞ বিরাজ করিতেছেন, সেই বাস্তপদে গমন করিলেন এবং ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পরাবসুর মদ্য পানের বিষয় সমস্তই বলিলেন। হাস্যপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা, স্মার্ত্তদিগের প্রায়শ্চিত্তবিধান ও সপত্নীক তাঁহার বহ্নিপ্রবেশের সঙ্কল্প, এই সকল যথাযথ নিবেদন করিয়া পুনরায় বিনীতভাবে বলিলেন, —অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এ সকলের মধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই, ইহা আমরা সমস্তই জানি। এই সমুদয় নাগর বিশ্বাবসুর জন্য পরম সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছে, এই জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি; অতএব আপনি দ্বিজগণের মদ্যপানের অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্ত যদি কিছু থাকে ত বলুন, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনি সমগ্র বেদ বিদিত। তখন ভর্ত্তৃযজ্ঞ হাসিয়া বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণের সুখাবহ শুদ্ধির উপায় আছে; কিন্তু বিদ্যমান থাকিলেও নাই বলিয়াই আমার মনে হইতেছে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে মহামতে! এই বাক্যে পূর্ব্বাপর বিরোধ অবস্থিত; কিজন্য আছে, এবং কিজন্য নাই, ইহা আপনি বলুন। আমাদের সকলেরই ইহাতে মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণ যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার যজ্ঞচ্ছিদ্র, তপশ্চিদ্র, এ সমস্তই নিশ্ছিদ্র হয়। ক্ষিতিদেবতাগণ বিশেষতঃ নাগরোদ্ভূতগণ যাহাকে 'অচ্ছিদ্র' বলেন, তাহা অচ্ছিদ্রই; ইহার অন্যথা হয় না। প্রথমতঃ যজ্ঞশালায় ব্রাহ্মণগণ হাসিতে হাসিতে যাহা বলিয়াছিলেন, স্মৃতিবিহীন হইলেও তাহা অন্যথা হইবার নহে। পরাবসুর মিত্রগণ হাসিতে হাসিতে বলিয়াছে যে, রত্নাবতীর স্তনযুগল ধারণপূর্ব্বক তাহার অধরসুধাপান-করগে" ইহাকেই মদ্যপান-জন্য শুদ্ধি হইবে। আমি বিপ্রকে এই 'সুখাবহ উপায় বলিলাম। পরাশরমতে যদি শুদ্ধি কর'; তাহা হইলে ইহাই সুব্যবস্থা। ৪৯—৬৮। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—রাজা যদি একথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে ঈর্ষাপরায়ণ হই সকল বিপ্রকেই বধ করিবেন।

তস্মাৎ করোতু চাভীষ্টমেষ বিপ্রঃ পরাবসুঃ। মাতাপিতৃসমোপেতো বয়ং যাস্যামহে গৃহম্॥ ৭০॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। স রাজা নীতিমান্ বিজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ। ভক্তো দেবদ্বিজানাঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ॥ ৭১॥ তস্মান্ময়া সমং সর্ব্বে নাগরা যান্তু তদ্‌গৃহে॥৭২॥ মধ্যগং পুরতঃ কৃত্বা তদ্বক্ত্রেণ চ তৎপুরঃ। কথয়ন্তু চ বৃত্তান্তং মদ্যপানসমুদ্ভবম্॥ ৭৩॥ পরাবসোশ্চ যৎ প্রোক্তং বয়স্যৈর্হাস্যমাশ্রিতৈঃ। পরাশরসমুত্থঞ্চ যদ্বাক্যং তৎস্মৃতেঃ পরম্॥ ৭৪॥ তচ্ছ্রুত্বা যদি ভূপাল ঈর্ষ্যালোভসমন্বিতঃ। ভবিষ্যতি ততোঽহং তং ধারয়িষ্যামি সৎপথে॥ ৭৫॥ সূত উবাচ। ততস্তে নাগরাঃ সর্ব্বে সন্তোষং পরমং গতাঃ। সাধুবাদৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য ভর্ত্তৃযজ্ঞং পৃথগ্বিধৈঃ॥ ৭৬॥ তেনৈব সহিতং তূর্ণং মধ্যে কৃত্বা চ মধ্যগম্। গর্ত্তাতীর্থসমুদ্ভূতং বেদবেদাঙ্গপারগম্॥ ৭৭॥ স্মৃতিজ্ঞং লক্ষণজ্ঞং তমাহিতাগ্নিং যশস্বিনম্। যষ্টারং বহুযজ্ঞানাং ভর্ত্তৃযজ্ঞমতে স্থিতম্॥ ৭৮॥ আনর্ত্তেনাপি ভূপেন স্বর্গভ্রষ্টেন বৈ পুরা। কর্ণোৎপলাজনিত্রেণ যশ্চ পূর্ব্বং চিরন্তনঃ॥ ৭৯॥ চমৎকারপুরে ন্যস্তঃ স্থানেঽস্মিন্ বিপ্রগৌরবৎ। যেন সিধ্যন্তি কার্য্যাণি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্॥ ৮০॥ তথা চৈব তু চান্যানি চমৎকারপুরস্য চ। হরিভদ্রাভিধানং তং ভর্ত্তৃযজ্ঞসমন্বিতম্॥ ৮১॥ কৃত্বা তে নাগরাঃ সর্ব্বে রাজদ্বারমুপাগতাঃ। পরাবসুং সমাদায় মাতাপিতৃসমন্বিতম্॥৮২॥ অথ দ্বাস্থো দ্রুতং গত্বা ভূপতেস্তান্ন্যবেদয়ৎ। ব্রাহ্মণান্ ভর্ত্তৃযজ্ঞেন হরিভদ্রেণ সংযুতান্॥৮৩॥ আনর্ত্তোঽপি চ তান্ শ্রুত্বা রাজদ্বারসমাগতান্। পুরোধসা সমাযুক্তঃ সম্মুখং প্রযযৌ তদা॥ ৮৪॥ দত্ত্বার্ঘ্যং মধুপর্কঞ্চ বিষ্টরং গাং তথা নৃপঃ। প্রথমং ভর্ত্তৃযজ্ঞায় হরিভদ্রায় বৈ ততঃ॥৮৫॥ চতুর্ণাং মুদ্গহস্তানাং তথান্যেষাং দ্বিজন্মনাম্। আদ্যঋগ্‌যজুঃসাম্নাঞ্চ প্রগৃহ্যাশিষঃ পরম্॥ ৮৬॥ সভামণ্ডপমাসাদ্য সর্ব্বান্ সমুপবেশয়ৎ। বরাসনেষু হৈমেষু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ৮৭॥ তথা তেষূপবিষ্টেষু সর্ব্বেষু পৃথিবীপতিঃ। উপবিশ্য ধরাপৃষ্ঠে কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ৮৮॥ ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যন্মে গৃহমুপাগতঃ। সর্ব্বোঽয়ং নাগরো লোকো ভর্ত্তৃযজ্ঞসমন্বিতঃ॥ ৮৯॥ তদাদিশতু মাং লোকো যৎকৃত্যং প্রকরোমি বঃ। অদেয়মপি যচ্ছামি গৃহায়াতস্য সাম্প্রতম্॥ ৯০॥ অগম্যমপি যাস্যামি করিষ্যেঽকৃত্যমেব চ। তচ্ছ্রুত্বা

পরাবসু মাতাপিতৃ-সমভিব্যাহারে এই কর্ম্ম করুক, আমরা গৃহে গমন করি। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—সেই রাজা নীতিমান্, বিজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ, দেবদ্বিজভক্ত, ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ। অতএব নাগর ব্রাহ্মণগণ আমার সহিত রাজভবনে আগমন করুন। পরাবসুকে অগ্রে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে তাহাকে মদ্য-পানের কথা ব্যক্ত করান, পরাবসুর বয়স্যগণ হাসিতে হাসিতে যাহা বলিয়াছে, তাহাও বিজ্ঞাপন করুন; পরাশর যাহা স্মৃতিশাস্ত্রে বলিয়াছেন, তাহাও বলুন। এই সকল কথা শুনিয়া রাজা যদি ঈর্ষা-পরবশ হন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে সৎপথে স্থাপন করিব। সূত বলিলেন,—অনন্তর নাগর বিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদে ভর্ত্তৃযজ্ঞকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক অপরাপরের সহিত গর্ত্তাতীর্থসমুদ্ভূত, বেদবেদাঙ্গপারগ, স্মৃতিলক্ষণজ্ঞ, আহিতাগ্নি, যশস্বী, বহু যজ্ঞকর্ত্তা, ভর্ত্তৃযজ্ঞমতেস্থিত, স্বর্গভ্রষ্ট আনর্ত্ত ভূপতি কর্ত্তৃক দত্ত-কর্ণোৎপল, বিপ্রগৌরব হেতু চমৎকার পুরে ন্যস্ত এবং দ্বিজকার্য্যসাধক হরিভদ্র নামক বিপ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মাতাপিতৃ-সমন্বিত পরাবসুর সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দৌবারিক দ্রুতগতিতে গমন করিয়া রাজাকে বলিল,—ভর্ত্তৃযজ্ঞ ও হরিভদ্রের সহিত কতিপয় ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন। তৎশ্রবণে রাজা পুরোহিতের সহিত আগমন করিয়া প্রথমে ভর্ত্তৃযজ্ঞ ও পরে হরিভদ্রকে পাদ্য, অর্ঘ্য মধুপর্ক, ও গোপ্রদান পূর্ব্বক অনন্তর দ্বার-সমাগত অপর ব্রাহ্মণগণকেও ঐ সকল প্রদান করিলেন। এই সকল প্রদানান্তে তিনি মুদ্গহস্ত চারি দ্বিজ ও অন্যান্য দ্বিজগণ হইতে ঋক্‌যজুঃসামের আশীর্ব্বাদ-বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সভামণ্ডপে লইয়া গিয়া হৈম শ্রেষ্ঠাসনে যথাবৎ উপবেশন করাইলেন।৬৯—৮৭। তাঁহারা সকলেই উপবেশন করিলে নৃপতি ধরাতলে উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আমি অদ্য ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম; যে হেতু নাগর ব্রাহ্মণগণ অদ্য আমার ভবনে আগমন করিয়াছেন। অতএব লোক সকল আমাকে আদেশ করুক, আমি যাহা করিব। গৃহাগত ব্যক্তিকে আমি অদেয় দান করি, তাহাদের জন্য দুর্গমে গমন করিতে কুণ্ঠিত হই না এবং যাহা দুষ্কর, তাহাও তাহাদের নিমিত্ত আমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।৭ তৎশ্রবণে

হরিভদ্রঃ স সমুত্থায় ত্বরান্বিতঃ। ৯১। পপ্রচ্ছাদ্যাং-স্তদর্থঞ্চ বহ্বৃচাংস্তদনন্তরম্। অধ্বর্য্যুংশ্চৈব চ্ছান্দোগ্যানম্বজ্ঞাতশ্চ তৈস্তদা। ৯২। প্রাণরুদ্রান্ বদত্বাদ্যা জীবসূক্তঞ্চ বহ্বৃচাঃ। এষাঞ্চৈব পৃথিব্যাদিসবনং যৎ পুরা কৃতম্। ৯৩। পঠন্ত্বধ্বর্য্যবঃ সর্ব্বে চ্ছান্দোগ্যাশ্চ পৃথক্ পৃথক্। মধুচ্যুতেন সংযুক্তং প্রপঠন্ত চ সিদ্ধয়ে। ৯৪। ভর্ত্তৃযজ্ঞমতেনৈবং তেন প্রোক্তা দ্বিজোত্তমাঃ। পপ্রচ্ছুশ্চৈব তৎসর্ব্বং যৎ প্রোক্তং তেন ধীমতা। ৯৫। ততঃ পাঠাবসানে তু মধ্যগঃ প্রাহ সাদরম্। পরাবসুসমুদ্ভূতং বৃত্তান্তং তস্য ভূপতেঃ। ৯৬। যথা তেনাসবঃ পীতো যথা মিত্রৈঃ প্রজল্পিতম্। প্রায়শ্চিত্তং সমাদিষ্টং যথা স্মার্ত্তৈর্ম্মতোত্তবম্। ৯৭। ভর্ত্তৃযজ্ঞেন চানীতা যথা সর্ব্বে দ্বিজাতয়ঃ। তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবো হৃষ্টঃ কৃতাঞ্জলিপুটো-হব্রবীৎ। ৯৮। ধন্যোহহং কৃতপুণ্যোহস্মি যস্য মে নাগরৈর্দ্বিজৈঃ। বিপ্রত্রয়প্ররক্ষার্থং প্রসাদোহয়ং মহান্ কৃতঃ। ৯৯। ধন্যা মে কন্যকা চেয়ং রক্ষয়িষ্যতি চ স্বয়ম্। ব্রাহ্মণত্রিতয়ং হ্যেতন্মরণে কৃতনিশ্চয়ম্। ১০০। অথাসাবানয়ামাস তাং কন্যাং তৎক্ষণাদ্দ্বিজাঃ। উপবিষ্টাং সভামধ্যে ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যবেদয়ৎ। ১০১। এষা কন্যা ময়ানীতা যুষ্মদ্বাক্যাদ্দ্বিজোত্তমাঃ। ভর্ত্তৃযজ্ঞেন যৎ প্রোক্তং তৎ করোতু চ স দ্বিজঃ। ১০২। ততস্তত্র সমানীয় ব্রাহ্মণং তং পরাবসুম্। ভর্ত্তৃযজ্ঞ ইদং বাক্যং কন্যায়াঃ পুরতো-হব্রবীৎ। ১০৩। ইমাং ত্বং কন্যকাং চিত্তে জননীং যদি মন্যসে। অধরাস্বাদনং কুর্ব্বং-স্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। ১০৪। অনুরাগপরো ভূত্বা যদ্যাস্বাদনতৎপরঃ। ভবিষ্যতি ততো রক্তং তব বক্ত্রে পরাবসো। ১০৫। শুদ্ধস্য ত্বথ দুগ্ধঞ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ১০৬। স্তনাভ্যাং তব হস্তাভ্যাং স্পর্শাৎ ক্ষীরং ভবেদ্যদি। ততো শুদ্ধিঃ পরিজ্ঞেয়া রক্তং বা ন ভবিষ্যতি। ১০৭। এবমুক্ত্বাথ তং কন্যাং ততঃ প্রোবাচ স দ্বিজঃ। এনং ত্বং পুত্রবৎ পশ্য পুত্রি ব্রাহ্মণসত্তমম্। ১০৮। যেন শুদ্ধিমবাপ্নোতি ত্বদোষ্ঠাস্বাদনে কৃতে। স্পর্শিতাভ্যাং স্তনাভ্যাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং যতঃ স্মৃতম্। ১০৯। এতদস্য দ্বিজেন্দ্রস্য বয়স্যৈর্হাস্যসংযুতৈঃ। যেন শুদ্ধিমবাপ্নোতি

হরিভদ্র সত্বর নিকটে আসিয়া প্রথমে আদ্য ও পরে বহ্বৃচগণকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তারপর অধ্বর্য্যু ও ছান্দোগ্যগণকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে উক্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া পরে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—হে আদ্যগণ! আপনারা প্রাণরুদ্র, এবং বহ্বৃচগণকে জীবসূক্ত বলুন এবং পূর্ব্বে যেরূপে এই সকল মন্ত্রের পৃথিব্যাদি সবন কৃত হইয়াছিল, সিদ্ধির নিমিত্ত এই সমস্ত মধুচ্যুতের সহিত পাঠ করুন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ মতে এইরূপ আদেশ করিলে দ্বিজোত্তমগণ তাঁহার কথিত মত তৎ সমস্ত পাঠ করিলেন। অনন্তর পাঠাবসানে মধ্যগ হরিভদ্র রাজার নিকট পরাবসু সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত সাদরে বিবৃত করিলেন। পরাবসু যেরূপে মদ্যপান করিয়াছিলেন, তাহার মিত্রগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছিল, স্মার্ত্তগণ যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিলেন, এবং ভর্ত্তৃযজ্ঞ যে জন্য ব্রাহ্মণগণকে রাজভবনে আনয়ন করিয়াছেন, এই সকল শ্রবণ করিয়া রাজা হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আমি ধন্য, আমি কৃতপুণ্য, যেহেতু নাগর ব্রাহ্মণগণ বিপ্রত্রয়রক্ষার নিমিত্ত আমায় অনুগ্রহ করিলেন। আর আমার এই কন্যাও ধন্যা; যে হেতু এ মরণে কৃতনিশ্চয় ব্রাহ্মণত্রয়ের জীবন রক্ষা করিবে। এই বলিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ কন্যাকে আনয়ন করাইলেন এবং সভামধ্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ এই আমি আপনাদের বাক্যে কন্যাকে আনয়ন করিয়াছি, অনন্তর ভর্ত্তৃযজ্ঞ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ তাহা করুন। অনন্তর ভর্ত্তৃযজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ পরাবসুকে ঐ স্থানে আনয়ন করিয়া কন্যার সম্মুখে বলিলেন,—পরাবসো! তুমি এই কন্যার অধর সুধা আস্বাদন করিতে করিতে যদি ইহাকে জননী বলিয়া মনে করিতে পার, তাহা হইলেই সিদ্ধি লাভ করিবে। আর যদি অনুরাগপরায়ণ হইয়া আস্বাদন-তৎপর হও তাহা হইলে তোমার মুখ দিয়া রক্ত বমন হইবে। যদি তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার মুখ হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি এই কন্যার স্তনযুগল ধারণ করিলে যদি তাহা হইতে ক্ষীর ক্ষরিত হয়, তাহা হইলে তোমার শুদ্ধি আর রক্ত পরিস্রুত হইলে তদ্বিপরীত জানিবে। ৮৮—১০৭। তিনি পরাবসুকে এই কথা বলিয়া রাজনন্দিনীকে বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! তুমি এই ব্রাহ্মণসত্তমকে পুত্রবৎ অবলোকন কর। তোমার অধর আস্বাদনে ইনি শুদ্ধি লাভ করিবেন এবং স্তনযুগল স্পর্শ করিলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই দ্বিজেন্দ্রের বয়স্যগণ হাসিতে হাসিতে এই বিধান

নো চেন্মৃত্যুমবাপ্স্যতি ॥ ১১০ ॥ সূত উবাচ। সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় সব্রীড়ং তমুবাচ হ। এহি বৎস কুরুষ ত্বং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥ ১১১ ॥ মাতৃভাবং সমাধায় ময়া ত্বং কল্পিতঃ সুতঃ। সোঽপি তাং মাতৃবন্মত্বা তস্যাঃ সান্নিধ্যমাগতঃ ॥ ১১২ ॥ স্পৃষ্টবাংশ্চ স্তনৌ তস্যাঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ। স্পৃষ্টাভ্যাঞ্চ স্তনাভ্যাঞ্চ তৎক্ষণাদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১৩ ॥ ক্ষীরধারে বিনিষ্ক্রান্তে কুন্দেন্দুহিমসন্নিভে ॥ ১১৪ ॥ অথোষ্ঠাস্বাদনং যাবত্তস্যাঃ স কুরুতে দ্বিজঃ। তাবৎ ক্ষীরং বিনিষ্ক্রান্তং তাদৃগ্রূপং তদাননাৎ ॥ ১১৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বৈস্তালা দত্তা দ্বিজাতিভিঃ। রাজ্ঞায়ং ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধো বদদ্ভির্নৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১৬ ॥ সোঽপি প্রদক্ষিণীকৃত্য তাঞ্চ কন্যাং মুহুর্মুহুঃ। নমস্কৃত্য ক্ষমস্বেতি ত্বং মাতঃ পুত্রবৎসলে ॥ ১১৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যমানর্ত্তো বিস্ময়ান্বিতঃ। শশংস ভর্ত্তৃযজ্ঞং তং প্রায়শ্চিত্তপ্রদায়কম্ ॥ ১১৮ ॥ অহোঽতীব সুভাগ্যোঽহং যস্য মে গৃহমাগতাঃ। ঈদৃশা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে চমৎকারপুরোদ্ভবাঃ ॥ ১১৯ ॥ তথা চৈতাদৃশী কন্যা হ্যসামান্যপ্রবর্ত্তিনী। রত্নবতী মহাভাগা সত্যশৌচসমন্বিতা ॥ ১২০ ॥ তথায়ং নৈব সামান্যো ব্রাহ্মণশ্চ পরাবসুঃ। যস্যেদৃশীং সমাসাদ্য কন্যাং নো বিকৃতঃ স্থিতঃ ॥ ১২১ ॥ এবমুক্ত্বা বিসৃজ্যাথ তান্ বিপ্রান্ পার্থিবোত্তমাঃ। তাঞ্চ কন্যাং সমাদায় ততশ্চান্তঃপুরং যযৌ ॥ ১২২ ॥ অথ তে নাগরাঃ সর্ব্বে মর্য্যাদাং চক্রিরে ততঃ। অদ্যপ্রভৃতি যা বেশ্যা স্থানেঽস্মিন্ বাসমেষ্যতি ॥ ১২৩ ॥ তয়া নৈব গৃহে ধার্য্যং সুরামাংসং কথঞ্চন। দূষয়িষ্যতি সদা দুষ্টা নাগরাণাং সুতানিহ ॥ ১২৪ ॥ অথ ব্যবস্থামুৎক্রম্য যা হি তদ্ধারয়িষ্যতি। সা দণ্ড্যাশ্মাচ্চ নির্ব্বাস্যা প্রেত্য স্যাৎ পাপভাগিনী ॥ ১২৫ ॥ ঔদুম্বর্য্যা মধ্যগেন দত্তং তালত্রয়ং তদা ॥ ১২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পরাবসুপ্রায়শ্চিত্তবিধানবৃত্তান্তবর্ণনং নাম সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৭ ॥

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু দশার্ণাধিপতিস্তদা। রত্নবত্যা বিবাহার্থং তত্র স্থানে সমা-

---

দিয়াছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ শুদ্ধিলাভ করিবেন, অন্যথা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। সূত বলিলেন—তখন কন্যা 'তথাস্ত' বলিয়া লজ্জিতভাবে ব্রাহ্মণ পরাবসুকে বলিল,—বৎস! এস, তোমার চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত কর। আমি মাতৃভাব প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে পুত্র কল্পনা করিলাম। ব্রাহ্মণযুবকও রাজকন্যাকে মাতৃবৎ মনে করিয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বজন-সমক্ষে তাহার স্তনযুগল স্পর্শ করিল। হে দ্বিজসত্তমগণ! স্তনযুগল স্পৃষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে কুন্দেন্দুহিম-সন্নিভ ক্ষীর-ধারা বিনির্গত হইল। অনন্তর দ্বিজ অধরাস্বাদন করিলে তাহার বদন পূর্ব্ববৎ ক্ষীর ক্ষরণ করিল। এই সময় ব্রাহ্মণগণ, রাজা এই ব্রাহ্মণকে শুদ্ধ করিলেন, এই কথা বারম্বার বলিতে বলিতে করতালি প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ পরাবসু পুনঃপুনঃ ঐ কন্যাকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া বলিল,—অয়ি মাতঃ পুত্রবৎসলে! ক্ষমস্ব। এই অতি মহৎ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া আনর্ত্তরাজ বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত-দায়ক ভর্ত্তৃযজ্ঞের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তিনি বলিতে লাগিলেন,—অহো! আমি অতি সৌভাগ্যবান্; যেহেতু ঈদৃশ চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ মদীয় গৃহে আগমন করিয়াছেন এবং অসামান্যকারিণী সত্য-শৌচ-সমন্বিতা মহাভাগা রত্নবতীকে আমি কন্যারূপে লাভ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণ পরাবসুও সামান্য নহেন; যেহেতু ইনি ঈদৃশী কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত হন নাই। রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ নিয়ম স্থাপন করিলেন যে, অদ্য হইতে নগরবাসিনী যে সকল বেশ্যা বাড়ীতে মদ্যমাংস রাখিবে, ভদ্রসন্তানগণকে দূষিত করিবে, এবং যে এই সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, সে দণ্ডনীয়া হইয়া নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইবে। অপিচ সে জীবনান্তে পাপভাগিনী হইবে। এই সময় মধ্যগ ঔদুম্বরীকে তালত্রয় প্রদান করিলেন ।১০৮—১২৬।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৯৭।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—এই সময় দশার্ণাধিপতি রত্নবতীকে বিবাহ করিবার জন্য ঐ স্থানে আগমন

গতঃ ॥ ১ ॥ স শ্রুত্বা তত্র বৃত্তান্তং রত্নবত্যাঃ সমুদ্ভবম্। বিরক্তিং পরমাং কৃত্বা প্রস্থিতঃ স্বপুরং প্রতি ॥ ২ ॥ তং শ্রুত্বা প্রস্থিতং ভূপমানর্ত্তঃ স্বপুরং প্রতি। পৃষ্ঠতোঽভ্যযযৌ তস্য ব্যাঘোটনকৃতে তদা ॥ ৩ ॥ অথাব্রবীচ্চ তং প্রাপ্য কস্মাত্ত্বং প্রস্থিতো নৃপ। পাণিগ্রহমকৃত্বা তু মম কন্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ৪ ॥ দশার্ণ উবাচ। দূষিতেয়ং তব সুতা কন্যকাত্ববিবর্জ্জিতা। যস্যাঃ পীতোঽধরোঽন্যেন মর্দ্দিতৌ চ তথা স্তনৌ ॥ ৫ ॥ পুনর্ভূরিতি সংজ্ঞা সা সঞ্জাতা দুহিতা তব। পুনর্ভূর্জ্জনয়েৎ পুত্রং যং কদাচিৎ কথঞ্চন ॥ ৬ ॥ স পাতয়ত্যসন্দিগ্ধং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্। একবিংশতিমশ্চৈব তথৈবাত্মানমেব চ ॥ ৭ ॥ ন বরিষ্যাম্যহং তেন সুতাং তেঽহং নরাধিপ। নির্দ্দাক্ষিণ্যমিতি প্রোচ্য দশার্ণাধিপতিস্তদা ॥ ৮ ॥ চ্ছন্দ্যমানোঽপি বিবিধৈর্হস্ত্যশ্বরথপূর্ব্বকৈঃ। অবজ্ঞায় মহীপালং প্রস্থিতঃ স্বপুরং প্রতি ॥ ৯ ॥ অথানর্ত্তো গৃহং প্রাপ্য মৃগাবত্যাঃ সমাকুলঃ। তদ্বৃত্তং কথয়ামাস যদুক্তং তেন ভূভুজা। স্বভার্য্যায়াঃ সুতায়াশ্চ মন্ত্রিণাং দুঃখসংযুতঃ ॥ ১০ ॥ তে প্রোচুঃ সন্তি ভূপালাঃ সংখ্যাহীনা মহীতলে। রূপাঢ্যা যৌবনোপেতা হস্ত্যশ্বরথসংবৃতাঃ ॥ ১১ ॥ তেষামেকতমস্য ত্বং দেহি কন্যাং নিজাং বিভো। মা বিষাদে মনঃ কৃত্বা দুঃখস্য বশগো ভব ॥ ১২ ॥ আনর্ত্তোঽপি চ তচ্ছ্রুত্বা তেষাং বাক্যং সুদুঃখিতম্। ততঃ প্রাহ প্রহৃষ্টাত্মা তান্ সর্ব্বান্মন্ত্রিপূর্ব্বকান্ ॥ ১৩ ॥ তাঞ্চ কন্যাং স্থিতাং তত্র সাম্না পরমবল্গুনা। পুত্রি দৃষ্টা মহীপালাঃ সর্ব্বে চিত্রগতাস্ত্বয়া ॥ ১৪ ॥ তেষাং মধ্যান্নৃপঞ্চান্যং কঞ্চিদ্বরয় শোভনে। যস্তে চিত্তস্য সন্তোষং কুরুতে দৃক্পথং গতঃ ॥ ১৫ ॥ রত্নবত্যুবাচ। ন চাহং বরয়িষ্যামি পতিমন্যং কথঞ্চন। দশার্ণাধিপতিং মুক্ত্বা শ্রূয়তামত্র কারণম্ ॥ ১৬ ॥ সকৃজ্জল্পন্তি রাজানঃ সকৃজ্জল্পন্তি চ দ্বিজাঃ। সকৃৎ কন্যাঃ প্রদীয়ন্তে ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥ ১৭ ॥ এবং জ্ঞাত্বা ন মাং তাত ত্বমন্যস্মিন্মহীপতৌ। দাতুমর্হসি ধর্ম্মোঽয়ং ন ভবেচ্ছাশ্বতো যতঃ ॥ ১৮ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। বাঙ্মাত্রেণ প্রদত্তা ত্বং দশার্ণাধিপতের্ময়া। ন তে হস্তগ্রহং প্রাপ্তো বিপ্রাগ্নিগুরুসন্নিধৌ ॥ ১৯ ॥ তৎ কথং স পতির্জ্জাতস্তব

করিলেন। আগমন করিয়া তিনি রত্নবতীর তথাবিধ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক বিবাহ না করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আনর্ত্তাধিপতি তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রত্যানয়নার্থ অনুগমন করিলেন। অনন্তর তিনি দশার্ণাধিপতিকে প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! কি জন্য আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ না করিয়া গমন করিতেছেন? দশার্ণাধিপতি বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার কন্যা দূষিতা হইয়াছেন, তাঁহার কন্যাত্ব নষ্ট হইয়াছে। অন্য জন তাঁহার অধর-সুধা পান এবং কুচমর্দ্দন করিয়াছে; তিনি পুনর্ভূ (দ্বিরূঢ়া) হইয়াছেন। পুনর্ভূ যদি কদাচিৎ কোনরকমে পুত্র প্রসব করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র পূর্ব্বাপর দশ পুরুষ সমষ্টিতে একবিংশতি পুরুষ এবং আপনাকেও পাতিত করে। হে নরাধিপ! এজন্য আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিব না। রাজা কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে তোষিত হইলেও দশার্ণাধিপতি তাঁহাকে দাক্ষিণ্যরহিত বাক্য বলিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা ক্ষুণ্নমনা হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করত মহিষী মৃগাবতী, কন্যা রত্নবতী ও মন্ত্রিগণের নিকট দশার্ণাধিপতিকথিত সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন,—রূপাঢ্য যৌবনোপেত হস্তী, অশ্ব ও রথসংযুক্ত অসংখ্য ভূপাল ধরাতলে আছেন, তাঁহাদের অন্যতমকে আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন; বিষণ্ণ হইয়া দুঃখভোগ করিবেন না। আনর্ত্তাধিপ তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে ও স্বীয় কন্যাকে সহর্ষে পরম মনোহর বাক্যে বলিলেন,—পুত্রি! অয়ি পুত্রি! তুমি ত' চিত্রে মহীপালদিগকে দর্শন করিয়াছ, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তোমার দৃক্পথগত হইয়া মনস্তুষ্টি সুসম্পাদন করেন, এমন অন্য কোন একজনকে বরণ কর। ১—১৫। রত্নবতী বলিল,—আমি দশার্ণাধিপতি ব্যতিরেকে অন্য আর কাহাকেও বরণ করিব না; ইহার কারণ শ্রবণ করুন,—রাজগণ একবার মাত্র বলিয়া থাকেন, দ্বিজগণ একবার মাত্র বলিয়া থাকেন এবং কন্যাও একবার মাত্র প্রদত্ত হয়, এই তিনটী বিষয় একবার একবার হইয়া থাকে। হে তাত! আপনি ইহা জানিয়া আমাকে অন্য মহীপতিকে দান করিবেন না। এরূপ করিলে শাশ্বত ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে না। আনর্ত্তাধিপতি বলিলেন,—আমি তোমাকে বাঙ্মাত্রে দশার্ণাধিপতিকে প্রদান করিয়াছিলাম। তিনিত' সভামধ্যে বিপ্রাগ্নিগুরুসন্নিধানে তোমার পাণিগ্রহণ

পুত্রি বদস্ব মে ॥ ২০ ॥ রত্নবত্যুবাচ। মনসা চিন্ত্যতে কার্য্যং সক্রান্ত পুরা যতঃ। বাচয়া প্রোচ্যতে পশ্চাৎ কর্ম্মণা ক্রিয়তে ততঃ ॥ ২১ ॥ তন্ময়া মনসা দত্তস্তস্যাত্মায়ং পুরা কিল। ত্বয়া চ বাচয়া চাস্মৈ প্রদত্তাস্মি তথা বিভো। তৎ কথং ন পতির্মে স্যাদ্ব্রূহি বা যদি মন্যসে ॥ ২২ ॥ সাহং তপশ্চরিষ্যামি কৌমারব্রতধারিণী। নান্যং পতিং করিষ্যামি নিশ্চয়োহয়ং ময়া কৃতঃ ॥ ২৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং রৌদ্রং মাতা তস্যা মৃগাবতী। অশ্রুপূর্ণেক্ষণা দীনা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৪ ॥ মা পুত্রি সাহসং কার্ষীস্তপোহর্থং ত্বং কথঞ্চন। বালা ত্বং সুকুমারাঙ্গী সদৈব সুখভাগিনী ॥ ২৫ ॥ কথং তপঃ সমর্থাসি বিধাতুং ত্বমনিন্দিতে। কন্দমূলফলাহারা চীরবল্কলধারিণী ॥ ২৬ ॥ তস্মাৎ মুখ্যস্য ভূপস্য কস্যচিত্ত্বাং দদাম্যহম্ ॥ ২৭। এষা তে ব্রাহ্মণী নাম সখী পরমসম্মতা। প্রতীক্ষতে বিবাহং তে কৌমারং ভাবমাশ্রিতা ॥ ২৮ ॥ যস্য ভূপস্য ত্বং হর্ম্ম্যে প্রয়াস্যসি বিবাহিতা। পুরোধাস্তস্য যো রাজ্ঞো ভার্য্যেয়ং তস্য ভাবিনী ॥ ২৯ ॥ রত্নাবত্যুবাচ। ন চ ভূয়স্ত্বয়া বাচ্যং বাক্যমেবংবিধং ক্বচিৎ। মদর্থে যদি মে প্রাণাংস্ত্বং বাঞ্ছসি সুতৈষিণী ॥ ৩০ ॥ অথবা ত্বং হঠার্থঞ্চ তপোবিঘ্নং করিষ্যসি ॥ ৩১ ॥ ততস্ত্যক্ষ্যাম্যহং দেহং ভক্ষয়িত্বা মহদ্বিষম্। খণ্ডয়িষ্যাম্যহং জিহ্বাং প্রবেক্ষ্যামি চ বা জলম্ ॥ ৩২ ॥ এবং সা নিশ্চয়ং কৃত্বা প্রোচ্য তাং জননীং তদা ॥ ৩৩ ॥ ততঃ প্রোবাচ তাং কন্যাং ব্রাহ্মণীং সম্মতাং সখীম্। কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা সমালিঙ্গ্য চ সাদরম্ ॥ ৩৪ ॥ গচ্ছ ত্বং স্বপিতুর্হর্ম্ম্যং প্রেষিতাসি ময়া শুভে। যেন তে যচ্ছতি পিতা নাগরায় মহাত্মনে ॥ ৩৫ ॥ ক্ষমস্ব যন্ময়া প্রোক্তা কদাচিৎ পরুষং বচঃ। ত্বয়াপি যন্মম প্রোক্তং ক্ষান্তং চৈতন্ময়া ধ্রুবম্ ॥ ৩৬ ॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ। অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ৩৭ ॥ কৌমার্য্যঞ্চ প্রনষ্টং মে ত্বৎসম্পর্কাদ্বরাননে। জাতং ষোড়শকং বর্ষং স্ত্রীধর্ম্মেণ সমন্বিতম্ ॥ ৩৮ ॥ ন মে পাণিগ্রহং কশ্চিন্নাগরোহত্র করিষ্যতি। বুধ্যমানস্তু সূত্যর্থং বক্ষ্যমাণং বরাননে ॥ ৩৯ ॥ রজস্বলাঞ্চ

করেন নাই। অয়ি পুত্রি! তবে কিরূপে তিনি তোমার পতি হইলেন বল? রত্নবতী বলিলেন,—হে তাত! প্রথমে মনে মনে কার্য্য চিন্তা করা হয়, তার পর বাক্যে প্রকাশ করা যায়, পাশ্চাৎ কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে তাঁহাকে মনে মনে আত্মপ্রদান করিয়াছি, আর আপনি বাক্যে তাঁহাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন। অতএব তিনি কি প্রকারে আমার পতি না হইলেন? আপনি তাহা মনে বিচার করিয়া বলুন। আমি কৌমারব্রত অবলম্বন করিব; অন্য পতি বরণ করিব না। ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি। কন্যার এই কথা শুনিয়া মাতা মৃগাবতী অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীনভাবে বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! তুমি তপস্যার্থ এখন সাহস করিও না, তুমি সুকুমারাঙ্গী বালা, সর্ব্বদাই সুখভোগ করিবার যোগ্য। হে অনিন্দিতে! কন্দমূল-ফলাহার ও চীরবল্কলধারিণী হইয়া কিরূপে তুমি তপস্যা করিতে সমর্থ হইবে? অতএব আমি কোন উৎকৃষ্ট ভূপালের হস্তে তোমায় প্রদান করিব। এই দেখ, তোমার প্রিয়সহচরী ব্রাহ্মণী তোমার বিবাহপ্রতীক্ষা করিয়া কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তুমি বিবাহিতা হইয়া যে ভূপালের গৃহে গমন করিবে; সেই ভূপালের পুরোহিত ইহার পতি হইবেন। রত্নবতী বলিল,—হে মাতঃ! তুমি যদি আমার প্রাণ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এবম্বিধ বাক্য কদাচ আমায় বলিও না। অথবা যদি তুমি আমার তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ না হয় জিহ্বা খণ্ডিত অথবা জলপ্রবেশ করিব। রত্নাবতী জননীকে এইরূপ নিশ্চয় বাক্য বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্বীয় বাল্যসখী ব্রাহ্মণীকে সাদরে বলিল,—অয়ি শুভে! অধুনা তুমি পিতৃসন্নিধানে গমন কর। তিনি তোমায় মহাত্মা নাগর ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন। আমি তোমাকে যে সকল পরুষ বাক্য বলিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর। তুমিও যে সকল পরুষ বাক্য আমায় বলিয়াছ,তৎসমস্ত আমিও ক্ষমা করিতেছি।১৬—৩৬। ব্রাহ্মণী বলিল,—অষ্টবর্ষীয়াকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে রোহিণী, এবং দশবর্ষীয়াকে কন্যা বলে; ইহার ঊর্দ্ধবয়স্কাকে রজস্বলা বলিয়া থাকে। হে বরাননে! ত্বৎসম্পর্কে আমার কৌমার্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। আমার বয়ঃক্রম এখন ষোড়শ বৎসর, আমি স্ত্রীধর্ম্মসমন্বিত হইয়াছি। সুতরাং কোন নাগর ব্রাহ্মণই আমায় বিবাহ করিবেন না। অয়ি বরাননে! তুমি বোধিত করিবে বলিয়া, তোমারও সূত্যর্থ

যঃ কন্যামুদ্বাহয়তি নির্ঘৃণঃ। তস্যঃ সন্তানমাসাদ্য পাতয়েৎ পুরুষান্ দশ ॥ ৪০ ॥ রজস্বলাং তু যঃ কন্যাং পিতা যচ্ছতি নির্ঘৃণঃ। স পাতয়েদসন্দিগ্ধং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ৪১ ॥ তস্মাদহং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং তপঃ শুভে। পিত্রা নৈব হি মে কার্য্যং ন চ মাত্রা কথঞ্চন ॥ ৪২ ॥ সূত উবাচ। এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা কন্যকে দ্বে দ্বিজোত্তমাঃ। গতে যত্র স্থিতঃ সাক্ষাদ্ভর্ত্তৃযজ্ঞো মহামুনিঃ ॥ ৪৩ ॥ স্থিতো বাস্তুপদে রম্যে সর্ব্বতীর্থময়ে শুভে। তস্য তপঃ-প্রভাবেণ জাতু কোপো ন দৃশ্যতে ॥ ৪৪ ॥ কস্য-চিৎ কাপি মর্ত্ত্যস্য তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য চ। ক্রীড়ন্তি নকুলাঃ সর্পৈর্মার্জ্জারাঃ সহ মূষিকৈঃ ॥ ৪৫ ॥ সারঙ্গা দ্বীপিভিঃ সার্দ্ধং কাকাশ্চ সহ কৌশিকৈঃ। ভর্ত্তৃযজ্ঞং সুখাসীনং তত্র গত্বা তু তে শুভে। প্রোচতুর্বিনয়োপেতে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিতে ॥ ৪৬ ॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ। অহং সখ্যা সমং যাতা হ্যনয়া রাজকন্যয়া। তপোঽর্থে তব পাদান্তে তদ্ ব্রূহি তপসো বিধিম্ ॥ ৪৭ ॥ যদস্য যেন তৎ কৃৎস্নং প্রকরোমি মহামতে ॥ ৪৮ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। অহং তে কথয়িষ্যামি তপশ্চর্য্যা-বিধিং পৃথক্। যেন সম্প্রাপ্যতে মোক্ষঃ কিং পুনস্ত্রিদশালয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ চান্দ্রায়ণানি কৃচ্ছ্রাণি তথা সান্তপনানি চ। ষষ্ঠে কালে তথা ভোজ্যং দিনান্তরিতমেব চ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মকূর্চ্চং ত্রিরাত্রঞ্চ একভক্তমযাচিতম্। তপোদ্বারাণি সর্ব্বাণি কৃতান্যেতানি বেধসা ॥ ৫১ ॥ স্বশক্ত্যা চৈব কার্য্যাণি রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতৈঃ। বাঞ্ছিতব্য ফলঞ্চৈব সর্ব্বেষামেব পুত্রিকে। ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি যা সদা মনসি স্থিতা ॥ ৫২ ॥ সমত্বং শত্রুমিত্রাভ্যাং তথা পাষাণরত্নয়োঃ। যদা সঞ্জায়তে চিত্তে তদা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ যো লিঙ্গগ্রহণং কৃত্বা ততঃ কোপপরো ভবেৎ। তস্য বৃথা হি তৎ সর্ব্বং যথা ভস্মহুতং তথা ॥ ৫৪ ॥ সূত উবাচ। সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় ব্রাহ্মণী সহিতা তয়া। রত্নবত্যা জগামাথ কিঞ্চিচ্চৈব জলাশয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ স্বচ্ছোদকেন সম্পূর্ণং পদ্মিনীষণ্ডমণ্ডিতম্। ততশ্চান্দ্রায়ণং চক্রে তপসঃ প্রথমং ব্রতম্ ॥ ৫৬ ॥ ততঃ কৃচ্ছ্রব্রতং চক্রে ততঃ সান্তপনং চ সা। ষষ্ঠান্নকালভোজ্যা চ সা চাভূৎ-সরত্রয়ম্ ॥ ৫৭ ॥ ত্রিরাত্রোপোষণং পশ্চাদ্ যাবদ্বর্ষত্রয়ং

আমি তোমায় বলিলাম। যে নির্ঘৃণ রজস্বলা কন্যা বিবাহ করে, বিবাহিতা কন্যার সন্তান জন্মিয়া তাহার দশ পুরুষ পাতিত করিয়া থাকে। আর যে নির্ঘৃণ পিতা রজস্বলা কন্যা সম্প্রদান করে, সেও পূর্ব্বাপর দশ পুরুষ পাতিত করে। হে শুভে! অতএব আমিও তোমার সহিত তপস্যা করিব। আমার পিতামাতায় কোন প্রয়োজন নাই। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! কন্যা-দ্বয় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভর্ত্তৃযজ্ঞের নিকট গমন করিল। তাহারা গিয়া দেখিল,—সর্ব্বতীর্থময় শুভ রম্য বাস্তুপদে ভর্ত্তৃযজ্ঞ অবস্থান করিতেছেন। তপঃপ্রভাবে সেখানে কাহার কখন কোপদৃষ্টি হয় না, এমন কি, তত্রত্য তির্য্যক্‌জাতিরাও পরস্পর সৌহৃদ্যসম্পন্ন। সেস্থানে নকুল সর্পের সহিত, মার্জ্জার মূষিকের সহিত, সারঙ্গ দ্বীপীর সহিত, এবং কাক সকল পেচকের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কন্যা-দ্বয় বিনীতভাবে ঐ স্থানে ভর্ত্তৃযজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল। ব্রাহ্মণী বলিল,—আমি এই রাজকন্যার সহিত তপস্যার্থে আপনার পাদমূলে আগমন করিয়াছি; হে দেব! অনুগ্রহপূর্ব্বক তপোবিধি আদেশ করুন। হে মহামতে! আমরা যাহা করিব, তাহা বলুন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—আমি তোমাদিগকে এক পৃথক্ তপোবিধি বলিতেছি, ইহাতে তোমরা মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, স্বর্গলাভের কথা কি? কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, সান্তপন, দিবাষষ্ঠভাগে ভোজন, দিনান্তরিত ভোজন, ব্রহ্মকূর্চ্চ, ত্রিরাত্র ব্রত, একভক্ত ব্রত, ও অযাচিতভক্ষণ ব্রত, এই সকল ভগবান্ ব্রহ্মা তপস্যাচরণ করিতে করিতে অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। হে পুত্রীদ্বয়! এই সকল কার্য্য রাগদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া আচরণ কর; বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইবে। জনগণ এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ করে। এই সকল তপস্যা করিয়া শত্রু-মিত্রে ও পাষাণ-রত্নে সমান জ্ঞান হয়, তখন মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি লিঙ্গ গ্রহণ ও তপোনিয়ম গ্রহণ করিয়া কোপ-পরায়ণ হয়, ভস্মে আহুতিদানের ন্যায় তাহার সমস্ত তপো-নিয়ম ব্যর্থ হয়। ৩৭—৫৪। সূত বলিলেন,—ব্রাহ্মণী ভর্ত্তৃযজ্ঞের এতাদৃশ বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া রত্ন-বতীর সহিত কোন এক জলাশয়ে গমন করিল। ঐ জলাশয় স্বচ্ছোদকপূর্ণ এবং পদ্মিনীখণ্ড-মণ্ডিত। অনন্তর তাহারা তপস্যার প্রথম ব্রত চান্দ্রায়ণ আরম্ভ করিল। পরে কৃচ্ছ্র ব্রত, কৃচ্ছ্রব্রতের পর সান্তপন, ও তারপর ষষ্ঠকালান্নভোজন, বর্ষত্রয় কালযাবৎ

তথা। একান্তরোপবাসৈশ্চ সার্দ্ধবৎসরত্রয়ম্ ॥ ৫৮ ॥ হেমন্তে জলমধ্যস্থা সা বভূব তপস্বিনী। পঞ্চাগ্নি-সাধকা গ্রীষ্মে সা বভূব যশস্বিনী ॥ ৫৯ ॥ নিরাশ্রয়া-ভবৎ সাধ্বী বর্ষাকাল উপস্থিতে। ধ্যায়-মানা দিবানক্তং দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ৬০ ॥ যদ্ যদ্ ব্রতং পুরা চক্রে ব্রাহ্মণী সা চ সুব্রতা। অন্যং জলাশয়ং প্রাপ্য সা তচ্চক্রে নৃপা-ত্মজা। প্রীত্যা পরময়া যুক্তা তদা সা দ্বিজ-সত্তমাঃ ॥ ৬১ ॥ ততো বর্ষশতং সার্দ্ধং ফলাহারা বভূব সা। শীর্ণপর্ণাশনা পশ্চাত্তাবন্মাত্রং ব্যবস্থিতা ॥ ৬২ ॥ ততশ্চৈব জলাহারা যাবদ্বর্ষশতানি ষট্। বায়ুভক্ষা বভূবাথ সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ৬৩ ॥ যথাযথা তপশ্চক্রে সা কুমারী দ্বিজোত্তমাঃ। তথা তথাভবত্তস্যাস্তেজোবৃদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৬৪ ॥ এতস্মি-ন্নেব কালে তু ভগবাঞ্ছশিশেখরঃ ॥ ৬৫ ॥ গৌর্য্যা সহ প্রসন্নাত্মা তস্যা গোচরমাগতঃ। মেঘগম্ভীরয়া বাচা ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥ বৎসে তপোনি-বৃত্তিং ত্বং কুরুষ্ব বচনান্মম। প্রার্থয়স্ব মনোঽভীষ্টং যেন সর্ব্বং দদামি তে ॥ ৬৭ ॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ। অভীষ্ট-মেতদেবং মে যত্ত্বং দৃষ্টোঽসি শঙ্কর। স্বপ্নেঽপি দর্শনং দেব দুর্লভং তে নৃণাং যতঃ ॥ ৬৮ ॥ ভগ-বানুবাচ। ন মে স্যাদ্দর্শনং ব্যর্থং কথঞ্চিৎ সুতপ-স্বিনি। তস্মাদ্বরয় ভদ্রং তে বরং যেন দদাম্যহম্ ॥ ৬৯ ॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ। এষা মে সুসখী সাধ্বী রাজ-পুত্রী যশস্বিনী। খ্যাতা রত্নাবতী নাম প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ৭০ ॥ মম তুল্যং তপশ্চক্রে শূদ্রযোনা-বপি স্থিতা। নিবর্ত্ততে তু যদ্যেষা তপসস্তু নিবর্ত্ত-নম্। করোম্যদ্য জগন্নাথ তদহং সংশয়ং বিনা ॥ ৭১ ॥ অস্যাঃ স্নেহেন সন্ত্যক্তো ময়া ভর্ত্তা সুরেশ্বর! তস্মাদ্দেব বরং দেহি ত্বমস্যা মনসি স্থিতম্ ॥ ৭২ ॥ সূত উবাচ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবাঞ্ছশিশেখরঃ। অব্রবীদ্রাজপুত্রীং তাং মেঘগম্ভীরয়া গিরা। বৎসে মদ্বচনাদদ্য তপস্ত্বং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ৭৩ ॥ বরং বরয় কল্যাণি নিত্যং মনসি সংস্থিতম্। অদেয়মপি দাস্যামি সাম্প্রতং তব ভামিনি ॥ ৭৪ ॥ রত্নবত্যুবাচ। এতজ্জলাশয়ং পুণ্যং পদ্মিনীষণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৭৫ ॥ যত্রৈষা ব্রাহ্মণী সাধ্বী নিত্যঞ্চ তপসি স্থিতা। অস্যা নাম্না চ বিখ্যাতিং তীর্থমেতৎ প্রপদ্যতাম্ ॥ ৭৬ ॥

তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল। অনন্তর তাহারা ক্রমশঃ বর্ষত্রয় ত্রিরাত্রোপবাস ব্রত ও বর্ষত্রয় এক দিন অন্তর উপবাস ব্রত, আচরণ করিয়া হেমন্তে জলমধ্যে, গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে ও বর্ষায় নিরাশ্রয় ভাবে থাকিয়া তপস্যা করত দিবারাত্র দেবদেব জনার্দ্দনের ধ্যান করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী প্রথমে যে যে ব্রত করিয়াছিল, রাজকুমারীও প্রীতি-সহকারে অন্য জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ব্রত আচরণ করিতে লাগিল। সে ফলাহারে সার্দ্ধ শত বৎসর, শীর্ণপর্ণাশনেও তাবৎ কাল, জলাহারে ষট্‌শত বৎসর, এবং বায়ুভক্ষণে সহস্র বৎসর, অতিবাহিত করিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ কুমারী যেমন যেমন তপস্যা করিতে লাগিল, তেমনি তেমনি তাহার তেজোবৃদ্ধি হইতে থাকিল। এমন সময় ভগবান্ শশিশেখর প্রসন্ন হইয়া গৌরীর সহিত ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাহাকে দর্শন দান করিলেন এবং মেঘগম্ভীর বাক্যে তাহাকে বলিলেন,—অয়ি বৎসে! তুমি আমার বাক্যে তপোনিবৃত্তি করিয়া বাঞ্ছিত প্রার্থনা কর, আমি সমস্ত প্রদান করিব। ব্রাহ্মণী বলিল,—হে শঙ্কর! আপনাকে যে দর্শন করিলাম, ইহাই আমাদের অভীষ্ট; স্বপ্নেও আপনার দর্শন লাভ করা নর-গণের দুর্লভ। ভগবান্ বলিলেন,—হে সুত-তপস্বিনি! কদাচ আমার দর্শন ব্যর্থ হইবার নহে; অতএব বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করিব। ব্রাহ্মণী বলিল,—এই সাধ্বী যশস্বিনী রাজপুত্রী আমার সখী। ইহার নাম রত্নাবতী। সখী প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী। সখী শূদ্রযোনিস্থিত হইলেও আমার সমান তপস্যা করিয়াছে। আমার সখী যদি তপস্যা হইতে নিব-র্ত্তিত হয়, তাহা হইলে আমিও নিঃসংশয়ে নিবর্ত্তিত হই। হে সুরেশ্বর! আমি ইহার স্নেহে ভর্তৃপরিগ্রহ করি নাই। অতএব আপনি ইহাকে ইহার বাঞ্ছিত প্রদান করুন। ৫৫—৭২। সূত বলিলেন,—ভগবান্ শশিশেখর ব্রাহ্মণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে রাজকুমারীকে বলিলেন,—অয়ি বৎসে! অদ্য আমার বাক্যে তুমি তপস্যা হইতে বিরত হও এবং আমার নিকট বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। হে ভামিনি! আমি তোমাকে অদেয় বস্তুও দান করিব। রত্নবতী বলিল,—হে দেব! এই সাধ্বী ব্রাহ্মণী নিত্য যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই এই পদ্মিনীষণ্ড-মণ্ডিত সরোবর তীর্থ হইয়া উঁহার নামে খ্যাতি লাভ

অত্র যঃ কুরুতে স্নানং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। তস্য ভূয়াৎ সদা বাসো দেবদেব ত্রিবিষ্টপে। ৭৭। মদীয়ং মম নাম্না তু শূদ্রাসংজ্ঞং তু জায়তাম্। তস্য তুল্যপ্রভাবং তু তীর্থস্য প্রতিপদ্যতাম্। ৭৮। আবাভ্যাং নিত্যশঃ কার্য্যং কুমারত্বে মহত্তপঃ। আরাধ্যস্ত্বং সুরশ্রেষ্ঠো বাঙ্মনঃকর্ম্মভিস্তথা। ৭৯। এতস্মিন্নেব কালে তু নির্ভিদ্য ধরণীতলম্। লিঙ্গং মাহেশ্বরং বিপ্রা নিক্রান্তং সূর্য্যসন্নিভম্। ৮০। ততঃ প্রোবাচ তে দেবঃ স্বয়মেব মহেশ্বরঃ। তাভ্যাং সুতপসা তুষ্টঃ সাদরং ভক্তবৎসলঃ। ৮১। এতত্তীর্থদ্বয়ং খ্যাতং ত্রৈলোক্যেঽপি ভবিষ্যতি। শূদ্রী নাম ত্বদীয়ং তু ব্রাহ্মণী চ সখী তব। ৮২। তীর্থদ্বয়েঽপি যঃ স্নাত্বা এতস্মিন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ততঃ পদ্মানি সংগৃহ্য অস্মাত্তোয়ঞ্চ নির্ম্মলম্। এতচ্চ মামকং লিঙ্গং স্নাপয়িত্বার্চ্চয়িষ্যতি। ৮৩। পশ্চাৎ পদ্মৈশ্চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং সোমবাসরে। চৈত্রে মাসি চ সম্প্রাপ্তে চিরায়ুঃ স ভবিষ্যতি। ৮৪। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যদ্যপি স্যাৎ সুপাপকৃৎ। ৮৫। এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রশ্চাদর্শনং গতঃ। তত্র নিত্যঞ্চ তপসি স্থিতে সখ্যাবুভাবপি। ৮৬। যাবৎ কল্পশতং তাবজ্জরামরণবর্জ্জিতে। অদ্যাপি গগনে তে চ দৃশ্যেতে তারকাত্মকে। ৮৭। ততঃ প্রভৃতি তৎখ্যাতং তীর্থযুগ্মং ধরাতলে। আগত্যাথ নরো দূরাত্তাভ্যাং কৃত্বা নিমজ্জনম্। ৮৮। পূজয়িত্বা তু তল্লিঙ্গং ততো যাতি দিবালয়ম্। মহাপাতকযুক্তোঽপি তৎপ্রভাবাদসংশয়ম্। ৮৯। এতস্মিন্নন্তরে মর্ত্ত্যে নষ্টা ধর্ম্মস্য চ ক্রিয়া। যজ্ঞদানকৃতা যা চ দেবার্চ্চনসমুদ্ভবা। ৯০। ব্যাপ্তস্তথাখিলঃ স্বর্গো মানবৈঃ স্পর্দ্ধয়ান্বিতৈঃ। সার্দ্ধং দেবৈর্বিমানস্থৈরপ্সরোগণসেবিতৈঃ। ৯১। এতস্মিন্নেব কালে তু ধর্ম্মরাজঃ সমাযযৌ। যত্র বেদধ্বনির্ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকং সমাশ্রিতঃ। ৯২। অত্রবীদ্দুঃখিতো দীনঃ ক্ষিপ্ত্বাগ্রে পত্রকদ্বয়ম্। একং পাপসমুদ্ভূতমন্যদ্ধর্ম্মসমুদ্ভবম্। ৯৩। চিত্রেণ লিখিতং যচ্চ বিচিত্রেণ তথা পরম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে দেবতীর্থযুগং স্থিতম্। ৯৪। শূদ্রাখ্যং ব্রাহ্মণী নাম তথান্যৎ পদ্মমণ্ডিতম্। তথা তত্রাস্তি লিঙ্গঞ্চ পুণ্যং মাহেশ্বরং মহৎ। ৯৫। ত্রয়াণামথ তেষাঞ্চ প্রভাবাৎ সর্ব্বমানবাঃ। অপি পাপসমাযুক্তাঃ প্রয়ান্তি ত্রিদশালয়ম্। ৯৬। শূন্যা মে নরকা জাতাঃ সর্ব্বে তে রৌরবাদয়ঃ। ৯৭। ন কশ্চিদ্‌যজনং চক্রে

করুক। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে স্নান করিবে, তাহার স্বর্গে বাস হইবে। আর এই মদীয় তীর্থ শূদ্রসংজ্ঞক হউক। আর ঐ স্থান উক্ত তীর্থতুল্যপ্রভাব হউক। আমরা কৌমার অবস্থায় ঐ স্থানে তপস্যা করিব। হে দেব! আমি বাক্ মন, কর্ম্ম দ্বারা আপনার আরাধনা করিব। হে বিপ্রগণ! এই সময় ধরণীতল ভেদ করিয়া ঐ স্থানে সূর্য্যসন্নিভ এক মাহেশ্বর লিঙ্গ উদ্ভূত হইলেন। স্বয়ং মহেশ্বর তখন তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা সাদরে তপস্যা করিয়া ভক্তবৎসল হরকে তুষ্ট করিয়াছ। এই তীর্থদ্বয় ত্রৈলোক্যবিখ্যাত হইবে। তোমার তীর্থের নাম শূদ্রী ও তোমার সখীর তীর্থের নাম ব্রাহ্মণী হইবে। যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের সোমবার শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রদ্ধার সহিত ঐ তীর্থদ্বয়ে স্নান করিয়া তোমার সরোবর হইতে পদ্ম আর ব্রাহ্মণীসরোবর হইতে জল লইয়া আমার লিঙ্গ পূজা করিবে, সে চিরায়ু হইবে। সে ব্যক্তি অত্যন্ত পাপী হইলেও সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ঐ উভয় সখী ঐ স্থানে কল্পশতকাল যাবৎ জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিল। অদ্যাপি গগনে তাহারা তারকাময়ীরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদবধি ঐ তীর্থদ্বয় ধরাতলে বিখ্যাত হইয়াছে। নরগণ দূর হইতে আগমন করিয়া ঐ তীর্থজলে স্নান ও লিঙ্গপূজা করিয়া মহাপাতকযুক্ত হইলেও ত্রিদিবধামে গমন করিয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই।৭৩—৮৯। একদা মর্ত্ত্যধামে ধর্ম্মক্রিয়া যজ্ঞদান ও দেবার্চ্চন নষ্ট হইল এবং স্পর্দ্ধাসমন্বিত মানবগণ অপ্সরোসেবিত বিমানস্থ দেবগণের সহিত স্বর্গধাম পরিব্যাপ্ত করিল। এই সময় ধর্ম্মরাজ যেখানে বেদধ্বনিকারী ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দুইখানি পত্র তাঁহার সম্মুখে ক্ষেপণ করিয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন,—এই পত্র দুইখানির মধ্যে একখানি পাপের ও অপরখানি ধর্ম্মের। এই পত্রদ্বয়ের একখানি চিত্রের ও অপরখানি বিচিত্রের লিখিত। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে দুই দেবতীর্থ আছে। ঐ দেবতীর্থদ্বয়ের নাম শূদ্রী ও ব্রাহ্মণী। ঐই দুই তীর্থের মধ্যে একটী পদ্মমণ্ডিত সরোবরও আছে। আর ঐ স্থানে একটী পুণ্য মহৎ মাহেশ্বর লিঙ্গ আছেন। এতত্রয়ের প্রভাবে পাপযুক্ত মর্ত্ত্যগণও স্বর্গে গমন করিতেছে। আমার রৌরবাদি নরক

ন দানং ন চ তর্পণম্। দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ॥ ৯৮॥ তস্মাম্মুক্তো ময়া সর্ব্বো যোঽধিকারস্তবোত্তবঃ। নিয়োজয়স্ব তত্রান্যং কঞ্চিচ্ছক্ততমং ততঃ॥ ৯৯॥ অপ্রমাণং স্থিতং সর্ব্বমেতৎ পত্রদ্বয়ং মম। তচ্ছ্রুত্বা পদ্মজঃ প্রাহ সমানীয় শতক্রতুম্॥ ১০০॥ গত্বা শীঘ্রতমং মর্ত্ত্যে ত্বং শক্র বচনান্মম। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে তীর্থদ্বয়মনুত্তমম্॥ ১০১॥ শূদ্র্যাখ্যং ব্রাহ্মণীত্যেব যচ্চ লিঙ্গমনুত্তমম্। তত্রস্থং নাশয় ক্ষিপ্রং কৃত্বা পাংশুপ্রবর্ষণম্॥ ১০২॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং শক্রো গত্বা ভূমিতলং ততঃ। পাংশুভিঃ পূরয়ামাস তে তীর্থে লিঙ্গমেব চ॥ ১০৩॥ অদ্যাপি কলিকালেঽস্মিন্ দ্বাভ্যাং গৃহ্য সুমৃত্তিকাম্। স্নাত্বা চ তিলকং কার্য্যং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে॥ ১০৪॥ চতুর্দ্দশীদিনে প্রাপ্তে সোমবারে চ সংস্থিতে। দ্বাভ্যাং যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। গয়াশ্রাদ্ধেন কিং তস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ ১০৫॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। যথা সা ব্রাহ্মণী জাতা শূদ্রী চাপি তথাপরা॥ ১০৬॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠেদ্বা দ্বিজসত্তমাঃ। সোঽপি তদ্দিনজাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০৭॥ এবং নরো ন কঃ সিদ্ধস্তস্য লিঙ্গস্য পূজনাৎ। চিরায়ুশ্চ তথা জাতো তথান্যো নাত্র বিদ্যতে॥ ১০৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শূদ্রীব্রাহ্মণীতীর্থদ্বয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৮॥

শূন্য হইয়াছে। কেহ আর যজন, দান, এবং দেব, পিতৃ ও মানবগণের তর্পণ করে না। আমি আপনার অধিকার সমস্ত পরিত্যাগ করিলাম। অতএব আপনি ঐ অধিকারে অন্য শক্ততম ব্যক্তি নিয়োগ করুন। এক্ষণে সমস্ত বিধানই অপ্রমাণ হইয়া পড়িয়াছে। আমার এই পত্রদ্বয় দেখুন। ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া পদ্মযোনি শতক্রতুকে আনাইয়া বলিলেন,—হে শক্র! আপনি আমার বাক্যে শীঘ্র মর্ত্ত্যধামে গমন করিয়া শূদ্রী ও ব্রাহ্মণী নামক তীর্থদ্বয় এবং মাহেশ্বর লিঙ্গ পাংশুবর্ষণে বিনাশ করুন। সূত বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে শক্র সত্বর মর্ত্ত্যধামে গমন করিয়া ঐ তীর্থদ্বয় ও মাহেশ্বর লিঙ্গ পাংশুবর্ষণে আচ্ছাদিত করিলেন। এই কলিকালেও ঐ তীর্থদ্বয়ে স্নান করিয়া মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধির নিমিত্ত তিলক করা কর্ত্তব্য। সোমবার চতুর্দ্দশীর দিন ঐ তীর্থদ্বয়ে যে মানব শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, গয়াশ্রাদ্ধে তাহার কি ফল হইবে? ইহা স্বায়ম্ভুব বলিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণী ও শূদ্রীর বিবরণ আমি বলিলাম যে নর এই প্রবন্ধ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করে তদ্দিনজ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তত্রত্য মাহেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে কোন্ নর না সিদ্ধি লাভ করে এবং চিরায়ু হয়? এরূপ লিঙ্গ আর পৃথিবীতে নাই।৯০—১০৮।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চ তীর্থানামিহ ভূতলে। শ্রূয়তে সূত কার্ৎস্ন্যেন কীর্ত্ত্যমানা মুনীশ্বরৈঃ॥ ১॥ কথং লভ্যেত সর্ব্বেষাং তীর্থানাং স্নানজং ফলম্। অল্পায়ুর্ভির্ম্মহাভাগ কলিকাল উপস্থিতে॥ ২॥ সূত উবাচ। ক্ষেত্রত্রয়মিহাখ্যাতং তথারণ্যত্রয়ং মহৎ। পুরীত্রয়ং বনান্যেব ত্রীণি গ্রামাস্তথা ত্রয়ঃ॥ ৩॥ তথা তীর্থত্রয়ং চান্যৎপর্ব্বতত্রিতয়ান্বিতম্। মহানদীত্রয়ঞ্চৈব সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ৪॥ মর্ত্ত্যলোকে স্থিতং বিপ্রাঃ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। সর্ব্বেষ্বেতেষু যঃ স্নাতি স সর্ব্বেষাং ফলং লভেৎ॥ ৫॥ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যানামিদমাহ প্রজাপতিঃ। য একস্মিংস্ত্রিকে স্নাতি সর্ব্বত্রিকফলং লভেৎ॥ ৬॥ ঋষয়

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! মুনিমুখে শুনা যায় যে, ধরাতলে সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ বর্ত্তমান; কিন্তু কলিকালের অল্পায়ু মানবগণ কিরূপে ঐ সকল তীর্থের স্নানজনিত ফল লাভ করিতে পারে? সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! এই ধরাতলে তিনটী ক্ষেত্র, তিনটী অরণ্য, তিনটী পুরী, তিনটী বন, তিনটী গ্রাম, তিনটী তীর্থ, তিনটী পর্ব্বত ও তিনটী প্রধান মহানদী আছে। এই সর্ব্বপাতক-নাশন তীর্থসমূহ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ। যে ব্যক্তি এই সকল তীর্থে স্নান করে, তাহার উক্ত চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক তীর্থে স্নান করার ফল লাভ হয়। ইহা পিতামহ বলিয়াছেন। এই প্রত্যেক তীর্থত্রয়ের মধ্যে যে-কোন তীর্থত্রয়ে স্নান করিলে প্রত্যেক তীর্থত্রয়েরই স্নান

উচুঃ। ত্রীণি ক্ষেত্রাণি কানীহ তথারণ্যাণি কানি চ। পূর্য্যস্তিস্রো মহাভাগ কাঃ খ্যাতাশ্চ বনানি চ ॥ ৭ ॥ কে গ্রামাঃ কানি তীর্থানি কে নগাঃ সরিতশ্চ কাঃ। নামভির্ব্বদ নঃ সূত সর্ব্বাণ্যেতানি বিস্তরাৎ ॥ ৮ ॥ সূত উবাচ। কুরুক্ষেত্রমিতি খ্যাতং প্রথমং ক্ষেত্র-মুত্তমম্। হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তি-তম্ ॥ ৯ ॥ প্রাভাসিকং তৃতীয়ং তু ক্ষেত্রং হি দ্বিজসত্তমাঃ। এতৎক্ষেত্রত্রয়ং পুণ্যং সর্ব্বপাতক-নাশনম্ ॥ ১০ ॥ যথোক্তবিধিনা দৃষ্ট্বা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। যো যং কামমভি-ধ্যায়ন্ ক্ষেত্রেষেতেষু ভক্তিতঃ ॥ ১১ ॥ স্নানং করোতি তস্যেষ্টং মনসো জায়তে ফলম্। চতু-র্ব্বিংশতিমানেষু স্নাতো ভবতি স দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ একং তু পুষ্করারণ্যং নৈমিষারণ্যমেব চ। ধর্ম্মারণ্যং তৃতীয়ন্তু তেষাং সঙ্কীর্ত্ত্যতে দ্বিজাঃ ॥ ১৩ ॥ ত্রিষে-তেষু চ যঃ স্নাতি চতুর্ব্বিংশতিভাগ্ভবেৎ ॥ ১৪ বারাণসী পুরীত্যেকা দ্বিতীয়া দ্বারকাপুরী অবন্ত্যাখ্যা তৃতীয়া চ বিশ্রুতা ভুবনত্রয়ে ॥ ১৫ এতাসু যো নরঃ স্নাতি চতুর্ব্বিংশতিভাগ্ভবেৎ ১৬ ॥ বৃন্দাবনং বনঞ্চৈকং দ্বিতীয়ং খাণ্ডবং বনম্ খ্যাতং দ্বৈতবনং চান্যত্তৃতীয়ং ধরণীতলে ॥ ১৭ ত্রিষেতেষু চ যঃ স্নাতি চতুর্ব্বিংশতিভাগ্ভবেৎ ১৮ ॥ কলগ্রামঃ স্মৃতশ্চৈকঃ শালিগ্রামো দ্বিতীয়কঃ। নন্দিগ্রামস্তৃতীয়স্তু বিশ্রুতো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৯ ॥ ত্রিষেতেষু চ যঃ স্নাতি চতুর্ব্বিংশতিভাগ্ভবেৎ ॥ ২০ ॥ অগ্নিতীর্থং স্মৃতঞ্চৈকং শুক্রতীর্থমথাপরম্। তৃতীয়ং পিতৃতীর্থন্তু পিতৃণামতিবল্লভম্ ॥ ২১ ॥ ত্রিষেতেষু চ যঃ স্নাতি চতুর্ব্বিংশতিভাগ্ভবেৎ ॥ ২২ ॥ শ্রীপর্ব্বতঃ স্মৃতশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চার্ব্বুদস্তথা। তৃতীয়ো রৈবতাখ্যোঽত্র বিখ্যাতঃ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥ ২৩ ॥ ত্রিষেতেষু চ যঃ স্নাতি চতুর্ব্বিংশতিভাগ্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ গঙ্গা নদী স্মৃতা পূর্ব্বা নর্ম্মদাখ্যা তথা পরা। সরস্বতী তৃতীয়া তু নদী প্লক্ষসমুদ্ভবা ॥ ২৫ ॥ আসু সর্ব্বাসু যঃ স্নাতি চতুর্ব্বিংশতিভাগ্ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ এতেষেব হি সর্ব্বেষু যঃ স্নানং কুরুতে নরঃ। সার্দ্ধ-কোটিত্রয়স্যাত্র স কৃৎস্নং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ যশ্চৈকস্মিন্নরঃ স্নাতি স ত্রিকস্য ফলং লভেৎ ॥ ২৯ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। সঙ্ক্ষেপাত্তীর্থজং পুণ্যং লভ্যতে যন্নরৈর্ভুবি ॥ ২৯ ॥ সাম্প্রতং কিং নু বো বচ্মি যত্তদ্বদত মা চিরম্ ॥ ৩০ ॥ ঋষয় উচুঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে যানি তীর্থানি

জন্য ফল লাভ করা যায়। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! এই ক্ষেত্র, অরণ্য, পুরী, বন, গ্রাম, তীর্থ, নগ ও নদীত্রয়ের বিস্তৃত বিবরণ নামোল্লেখপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! প্রথম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, দ্বিতীয় ক্ষেত্র হাটকেশ্বর, আর তৃতীয় ক্ষেত্র প্রভাস। এই ক্ষেত্রত্রয় পুণ্য ও সর্ব্ব-পাপনাশন। নর যথোক্ত বিধিতে এই ক্ষেত্রত্রয় দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাহা যাহা কামনা করিয়া এই ক্ষেত্রত্রয়ে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করে, তাহার সেই সেই কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অপিচ তাহার পূর্ব্বোক্ত চতু-র্ব্বিংশতি স্থানে স্নান-জনিত ফল লাভই হয়। অতঃ-পর অরণ্যের কথা হইতেছে, প্রথম অরণ্য পুষ্কর, দ্বিতীয় নৈমিষ এবং তৃতীয় ধর্ম্মারণ্য। যে ব্যক্তি এই অরণ্যত্রয়ে স্নান করে, সে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বত্রিত য়েরই স্নান-জনিত ফল লাভ করে। বারাণসী, দ্বারকা ও অবন্তী এই হইল,—পুরীত্রয়। এতৎ ত্রিতয়ে যে স্নান করে, সে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থের ফল ভাগী হয়। বৃন্দাবন, খাণ্ডবধন ও দ্বৈতবন, এই হইল বনত্রয়। এতৎত্রয়ে স্নান করিলে পূর্ব্বোক্ত সকল ত্রয়েই স্নান করা হয়। কলগ্রাম শালিগ্রাম, ও নন্দিগ্রাম, এতৎত্রয়কে গ্রামত্রয় কহে। এই গ্রামত্রয়ে স্নায়ী ব্যক্তিও পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তীর্থে স্নানের ফল লাভ করে। অগ্নিতীর্থ, শুক্রতীর্থ, ও পিতৃতীর্থ তীর্থত্রয় পদে এতৎত্রয়কে বুঝায়; এই তীর্থত্রয়ে যাহারা স্নান করে তাহারা চতুর্ব্বিংশতি তীর্থ স্নানের ফলভাগী হয়। শ্রীপর্ব্বত, অর্ব্বুদ পর্ব্বত, ও রৈবত পর্ব্বত, এই হইল, পর্ব্বতত্রয়! এ ত্রয়ে যে মানব স্নান করে, তাহারও পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ত্রয়েই স্নান করার ফল হয়। গঙ্গা, নর্ম্মদা, ও সরস্বতী এতৎত্রয় নদী-ত্রয়। ইহাতে স্নানকারী পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তীর্থে স্নান-জনিত ফলভাগী হয়। এই প্রত্যেক তীর্থত্রয়ে যে নর স্নান করে, সে সার্দ্ধকোটিত্রয় তীর্থ স্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত একটি মাত্র তীর্থেও স্নান করে, সে তীর্থত্রয়ে স্নানের ফল-ভাগী হয়! হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমি সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। ইহাতে নর সর্ব্বতীর্থজনিত ফল লাভ করিবে। সম্প্রতি আমি আপনাদিগকে কি বলিব? তাহা বলুন? ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে যে সকল অসংখ্য তীর্থ ও

সুতজ। তানি প্রোক্তানি সর্ব্বাণি স্বয়াস্মাকং সুবিস্তরাৎ ॥ ৩১ ॥ তথা চায়তনান্যেব সখ্যায়া রহিতানি চ। অপি বর্ষশতেনাত্র স্নানং কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ৩২ ॥ তেষু সর্ব্বেষু মর্ত্ত্যেন যথোক্ত-বিধিনা স্ফুটম্। দেবতায়তনান্যেব তথা দ্রষ্টুং মহামতে ॥ ৩৩ ॥ যস্মিন্ স্নাতো দিনে চৈব তস্য ব্যুষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা। অল্পায়ুষস্তদা মর্ত্ত্যাঃ কৃতেঽপি পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ ত্রেতায়াং দ্বাপরে চাপি কিমু প্রাপ্তে কলৌ যুগে। এবমল্পায়ুষো জ্ঞাত্বা মানবান সূতনন্দন ॥ ৩৫ ॥ লভেরংশ্চ কথং সর্ব্বতীর্থানাং স্নানজং ফলম্। দেবদর্শনজং বাপি বিশেষান্নির্ধনাশ্চ যে ॥ ৩৬ ॥ অস্তি কশ্চিদুপায়োঽত্র দৈবো বা মানুষোঽপি বা। যেন তেষাং ভবেৎ পুণ্যং সর্ব্বেষামেব হেলয়া ॥ ৩৭ ॥ সূত উবাচ। অস্মিন্নর্থে পুরা পৃষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। সমুপেত্যাশ্রমং তস্য আনর্ত্তেন মহীভুজা ॥ ৩৮ ॥ রাজোবাচ। ভগবন্নত্র তীর্থানি সংখ্যায়া রহিতানি চ। তেষু স্নানবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বেষ্বেব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৯ ॥ মাসে বারে দিনে চৈব কুত্রচিন্মুনিসত্তমৈঃ। দানানি চ তথোক্তানি তথা স্নানবিধিস্তথা ॥ ৪০ ॥ দেবানাং দর্শনং চাপি পৃথক্ক্রমপ্রকীর্ত্তিতম্। ন শক্যতে ফলং প্রাপ্তুং সর্ব্বেষাং কেনচিন্মুনে ॥ ৪১ ॥ অপি বর্ষশতেনাপি কিং পুনঃ স্তোকবাসরৈঃ। তস্মাদ্বদ মহাভাগ সুখোপায়ং চ দেহিনাম্ ॥ ৪২ ॥ একস্মিন্নপি চ স্নাতস্তীর্থে প্রাপ্নোতি মানবঃ। সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং স্নানজং সকলং ফলম্ ॥ ৪৩ ॥ তথৈকস্মিন্ সুরে দৃষ্টে সর্ব্বদেবসমুদ্ভবম্। ফলং দর্শনজং ভাবি নরাণাং দ্বিজসত্তম ॥ ৪৪ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা সুচিরং ধ্যাত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। অব্রবীচ্ছৃণু রাজেন্দ্র সরহস্যং বদামি তে ॥ ৪৫ ॥ চত্বার্য্যত্র প্রকৃষ্টানি মুখ্যতীর্থানি পার্থিব। যেষু স্নানে কৃতে রাজন্ শ্রাদ্ধে চ তদনন্তরম্। সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং স্নানজং লভ্যতে ফলম্ ॥ ৪৬ ॥ সপ্তবিংশতিলিঙ্গানি তথাত্রৈব স্থিতানি চ। সিদ্ধেশ্বরপ্রমুখাণি সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ৪৭ ॥ তেষু সর্ব্বেষু দৃষ্টেষু ভক্ত্যা পূতেন চেতসা। সর্ব্বেষামেব দেবানাং ভবেদ্দর্শনজং ফলম্ ॥ ৪৮ ॥ একস্মিন্নপি সন্দৃষ্টে পূজিতে বা সুরোত্তমে। সপ্তবিংশতিলিঙ্গানাং পূজা তেন কৃতা ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ রাজোবাচ। কানি চত্বারি তীর্থানি তত্র মুখ্যানি সন্মুনে। যেষু স্নাতো নরঃ সম্যক্ সর্ব্বেষাং লভতে ফলম্।

অসংখ্য আয়তন আছে, শতবর্ষেও এই সকল তীর্থ ও আয়তনে স্নান করিয়া উঠিতে পারা যায় না এবং ঐ সকল তীর্থ ও দেবায়তন মানবগণ দেখিয়াও উঠিতে পারে না। অতএব আপনি এক এমন তীর্থ বলুন যেখানে এক দিন মাত্র স্নান করিলে সমুদয় ফল লাভ। সত্য যুগেই যখন মানবগণ অল্পায়ু ছিল তখন আর ত্রেতা, দ্বাপর কলির কথা কি বলিব? মানবগণ কিরূপে সর্ব্বতীর্থ-স্নান ও সর্ব্ব দেবায়তনদর্শনজনিত পুণ্য লাভ করিবে? ইহার যদি কোন উপায় থাকে ত' বলুন। মানবগণ অল্পায়ু; অতএব যদি কোন দৈব বা মানুষ উপায় থাকে, কীর্ত্তন করুন, ইহাতে তাহাদের অক্লেশে পুণ্য হইবে। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে আনর্ত্ত মহীপাল ভগবান্ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আগমন করিয়া তাঁহার নিকট এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মহীপতি আনর্ত্তাধিপ বলিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! এই ধরাতলে অসংখ্য তীর্থ আছে সুতরাং মুনিগণ কর্ত্তৃক মাস, বার, দিন ভেদে ঐ সকল তীর্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্নানবিধি উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা যেমন স্নানবিধি বলিয়াছেন, তেমনি দানবিধিও বলিয়াছেন; আবার পৃথক্ভাবে দেবদর্শনবিধিও বলিয়াছেন; এজন্য শত বর্ষেও মানবগণ ইহার ফল প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। দু-এক দিনের কথা আর কি বলিব? হে মহাভাগগণ! আপনি মানবগণের সুখোপায় বলুন। যাহাতে তাহারা এক তীর্থে স্নান করিয়া সকল তীর্থের এবং এক দেবতা দর্শন করিয়া সর্ব্ব দেবতা দর্শনের ফল লাভ করিতে পারে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।১-৪৪। সূত বলিলেন,—এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি বিশ্বামিত্র ধ্যানপূর্ব্বক বলিলেন,—শ্রবণ করুন, আমি আপনাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় সরহস্য বলিতেছি। হে পার্থিব! এই ভূতলে চারিটী প্রধান তীর্থ আছে। এই সকল তীর্থে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিলে সকল তীর্থের স্নানজন্য ফল লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থ সকলেই সিদ্ধেশ্বরপ্রমুখ সপ্তবিংশতি লিঙ্গ আছেন। ভক্তিপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে ঐ সকল লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্বদেবদর্শনজনিত ফললাভ হয়। ঐ একবিংশতি লিঙ্গের মধ্যে একটীর পূজা করিলেই একবিংশতিটীর পূজাজন্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা বলিলেন,—হে মহামুনে! সেই চারিটী তীর্থ কি কি?—যাহাতে স্নান করিয়া নর সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ করে।

৫০। বিশ্বামিত্র উবাচ। অস্ত্যাস্তি কূপিকা পুণ্যা যস্যাং সংশ্রয়তে গয়া। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামমাবস্তা-দিনে তথা। ৫১। বিশেষেণ মহাভাগ কন্যাসংস্থে দিবাকরে। নির্ব্বিণ্ণা ভূমিলোকানাং কৃতৈঃ শ্রাদ্ধৈ-রনেকধা। ৫২। যস্তস্যাং কুরুতে শ্রাদ্ধং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ৫৩। তস্মিন্নহনি রাজেন্দ্র স সন্তা-রয়তে পিতৄন্। তথা তীর্থং দ্বিতীয়ং তু শঙ্খতীর্থ-মিতি স্মৃতম্। ৫৪। তত্র স্নাত্বা নরো যস্ত পশ্যে-চ্ছঙ্খেশ্বরং ততঃ। সর্ব্বেষাং ফলমাপ্নোতি মাঘস্য প্রথমেঽহনি। ৫৫। তথা মন্নামকং তীর্থং তৃতীয়ং মুখ্যতাং গতম্। অত্র স্নাত্বা তু যঃ পশ্যেন্ময়া সংস্থাপিতং হরম্। ৫৬। বিশ্বামিত্রেশ্বরং নাম সর্ব্বেষাং স ফলং লভেৎ। নভস্যস্য সিতাষ্টম্যাং সর্ব্বেষাং লভতে ফলম্। ৫৭। শক্রতীর্থমিতি খ্যাতং চতুর্থং বালমণ্ডনম্। তত্র স্নাত্বা চ পঞ্চাহং শক্রেশ্বরমবেক্ষ্য চ। আশ্বিনস্য সিতেঽষ্টম্যাং সর্ব্বেষাং লভতে ফলম্। ৫৮। রাজোবাচ। বিধানং বদ মে বিপ্র গয়াকূপস্য সম্ভবম্। বিস্ত-রেণ মহাভাগ শ্রদ্ধা মে মহতী স্থিতা। ৫৯। বিশ্বা-মিত্র উবাচ। অমাবাস্যাদিনে প্রাপ্তে তত্র কন্যা-গতে রবৌ। যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে ভক্ত্যা স পিতৄং

স্তারয়েন্নিজান্। ৬০। ভর্ত্তৃযজ্ঞবিধানেন শুদ্ধৈঃ স্থানোদ্ভবৈর্দ্বিজৈঃ। ভর্ত্তৃযজ্ঞবিধিং ত্যক্ত্বা যোঽন্যেন বিধিনা নরঃ। ৬১। শ্রাদ্ধং করোতি মূঢ়াত্মা বিহীনং স্থানজৈর্দ্বিজৈঃ। স্থানজৈরপি বাশুদ্ধৈস্তস্য তদ্ব্যর্থতাং ব্রজেৎ। ৬২। বৃষ্টিঃ স্যাদূষরে যদ্বৎ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। অন্ধস্যাগ্রে যথা নৃত্যং প্রগীতং বধিরস্য চ। তথা চ ব্যর্থতাং যাতি অন্য-স্থানোদ্ভবৈর্দ্বিজৈঃ। ৬৩। ব্রাহ্মণৈঃ কারয়েচ্ছ্রাদ্ধং মূর্খৈরপি দ্বিজোত্তমাঃ। চতুর্ব্বেদা অপি ত্যাজ্যা অন্যস্থানসমুদ্ভবাঃ। ৬৪। দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে বা সোমপানে বিশেষতঃ। দেশান্তরাগতো যস্তু শ্রাদ্ধঞ্চ কুরুতে নরঃ। বৈশ্বানরপুরস্তেন কার্য্যং নান্যদ্দ্বিজস্য চ। ৬৫। সন্নিবেশ্য দর্ভবটূন্ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দ্বিজো-ত্তমাঃ। দক্ষিণা ভোজনং দেয়ং স্থানিকানাং চিরাদপি। ৬৬। পঞ্চগব্যস্য সম্পূর্ণো যথা কুম্ভঃ প্রদুষ্যতি। বিন্দুনৈকেন মদ্যস্য পতিতেন নৃপো-ত্তম। ৬৭। একেনাপি চ বাহ্যেন বহুনামপি ভূপতে। মধ্যে সমুপবিষ্টেন তচ্ছ্রাদ্ধং দোষমাপ্নু-য়াৎ। ৬৮। স্থানজোঽপি চতুর্ব্বেদো যদ্যপি স্যান্ন

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্ ধরাতলে এক পুণ্য কূপিকা আছে। দিবাকর কন্যারাশিগত হইলে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা দিনে গয়াতীর্থে, জনগণকৃত বহুল শ্রাদ্ধ দানহেতু নির্ব্বিণ্ণ হইয়া আসিয়া উক্ত কূপিকায় অধিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে উক্ত কূপিকায় যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ প্রদান করে সে নিজ পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে। শঙ্খতীর্থ দ্বিতীয়; মাঘ মাসের প্রথম দিনে ঐ তীর্থে স্নান করিয়া যে নর শঙ্খেশ্বর দর্শন করে, সে সর্ব্ব-তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় তীর্থ আমার নামে প্রসিদ্ধ; ইহা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভাদ্র মাসের চতুর্দ্দ-শীতে এই তীর্থে স্নান করিয়া যে মানব আমার সংস্থা-পিত বিশ্বামিত্রেশ্বর মহেশ্বর দর্শন করে, সে সর্ব্ব ফলের অধিকারী হয়। শক্রতীর্থ চতুর্থ। আশ্বিন মাসের সিতাষ্টমীতে যে মানব ঐ তীর্থে পঞ্চাহ কাল স্নান করিয়া শক্রেশ্বর দর্শন করে সে সকল ফল লাভ করিয়া থাকে। রাজা বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি আমাকে গয়াকূপের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলুন, ইহাতে আমার মহতী শ্রদ্ধা হইয়াছে। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—কন্যাগত রবিতে অমাবস্যাদিনে যে ব্যক্তি গয়াকূপে শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃলোকদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ভর্তৃযজ্ঞ-বিধানে শুদ্ধ স্থানীয় দ্বিজগণ দ্বারাই ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সেই স্থানীয় দ্বিজগণকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ঐস্থানে শ্রাদ্ধাদি করে, ঊষরক্ষেত্রে বৃষ্টির ন্যায় তাহার অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি পণ্ড হয়। স্থানীয় দ্বিজ অশুদ্ধ হইলেও তাহাদের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি ইহা আমি সত্য বলিলাম। এই স্থানে স্থানীয় ভিন্ন অন্য স্থানের ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাইলে ঐ কার্য্য অন্ধাগ্রে নৃত্য ও বধিরাগ্রে গীতের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। ঐ স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ মূর্খ হইলেও তাহাদের দ্বারা কার্য্য করাইবে, অন্য স্থানের ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ হইলেও তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য করাইবে না। দৈব, পিত্র্য, বা সোমপানে অন্যদেশজ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে না। যে ব্যক্তি দেশান্তর হইতে আগত হইয়া ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে সে নাগর ব্রাহ্মণাভাবে অগ্নি-সম্মুখে শ্রাদ্ধ করিবে, তথাপি অন্য স্থানের ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিবে না। ৫০—৬৫। বরং দর্ভবটু স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া দক্ষিণা-ভোজ্য প্রভৃতি স্থানীয় নাগর ব্রাহ্মণদিগকে দিবে। একবিন্দু মদ্যে যেমন এক কলস পঞ্চগব্য নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি বহু নাগর ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকিলেও এক-জন অন্যস্থানীয় ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রাদ্ধ পণ্ড হইয়া

শুদ্ধিভাক্। বহূনামপি শুদ্ধানাং মধ্যে শ্রাদ্ধং বিনাশয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শুদ্ধং ব্রাহ্মণমানয়েৎ ॥ ৭০ ॥ স্থানিকং মূর্খমপ্যেবমলাভে গুণিনামপি। হীনাঙ্গমধিকাঙ্গং ব দূষিতং নো তথা পরম্ ॥ ৭১ ॥ কন্যাদানে তথা শ্রাদ্ধে কুলীনো ব্রাহ্মণঃ সদা। আহর্ত্তব্যঃ প্রযত্নেন য ইচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ। সোঽপি শুদ্ধিসমাযুক্তো যদি স্যান্নৃপসত্তম ॥ ৭২ ॥ বৃক্ষাণাঞ্চ যথাশ্বত্থো দেবতানাং যথা হরিঃ। শ্রেষ্ঠঃ স্থানজবিপ্রাণাং তথা চাষ্টকুলোদ্ভবঃ ॥ ৭৩ ॥ আয়ুধানাং যথা বজ্রং সরসাং সাগরো যথা। শ্রেষ্ঠঃ স্থা·জবিপ্রাণাং তথাষ্টকুলসম্ভবঃ ॥ ৭৪ ॥ উচ্চৈঃশ্রবা যথাশ্বানাং গজানাং শক্রবাহনঃ। শ্রেষ্ঠঃ স্থানজবিপ্রাণাং তথাষ্টকুলসম্ভবঃ ॥ ৭৫ ॥ নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা সতীনাং চাপ্যরুন্ধতী। তদ্বৎ স্থানজবিপ্রাণাং শ্রেষ্ঠোঽষ্টকুলিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৬ ॥ গ্রহাণাং ভাস্করো যদ্বন্নক্ষত্রাণাং নিশাকরঃ। তদ্বৎ স্থানজবিপ্রাণাং শ্রেষ্ঠোঽষ্টকুলিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৭ ॥ পর্ব্বতানাং যথা মেরুর্দ্বিপদানাং দ্বিজোত্তমঃ। স্থানজানান্তু বিপ্রাণাং শ্রেষ্ঠোঽষ্টকুলিকস্তথা ॥ ৭৮ ॥ পক্ষিণাং গরুড়ো যদ্বৎ সিংহোঽরণ্যনিবাসিনাম্। স্থানজানান্তু বিপ্রাণাং শ্রেষ্ঠোঽষ্টকুলিকস্তথা ॥ ৭৯ ॥ এবং জ্ঞাত্বা প্রযত্নেন শ্রাদ্ধে যজ্ঞে চ পার্থিব। কন্যাদানে বিশেষেণ যোজ্যশ্চাষ্টকুলোদ্ভবঃ ॥ ৮০ ॥ নৃত্যন্তি পিতরস্তত্র গর্জ্জন্তি চ পিতামহাঃ। বেদিমূলে সমালোক্য প্রাপ্তমষ্টকুলং নৃপ ॥ ৮১ ॥ পুনর্বদন্তি সংহৃষ্টাঃ কিমস্মাকং প্রদাস্যতি। দৌহিত্রশ্চাপসব্যেন জলং দর্ভতিলান্বিতম্ ॥ ৮২ ॥ রাজোবাচ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং শ্রৈষ্ঠ্যমষ্টকুলোদ্ভবম্। সর্ব্বেষাং নাগরাণাঞ্চ তৎ কিং বদ মহামতে ॥ ৮৬ ॥ ন হ্যত্র কারণং স্বল্পং ভবিষ্যতি দ্বিজোত্তম ॥ ৮৪ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। সত্যমেতন্মহারাজ যত্ত্বয়া ব্যাহৃতং বচঃ। অন্যেঽপি নাগরাঃ সন্তি বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ৮৫ ॥ শ্রাদ্ধার্হা যজ্ঞযোগ্যাশ্চ কন্যাযোগ্যা বিশেষতঃ। পরং তে স্থাপিতা রাজন্ স্বয়মিন্দ্রেণ তত্র চ ॥ ৮৬ ॥ প্রধানত্বেন সর্ব্বেষাং নাগরৈশ্চাপি কৃৎস্নশঃ। তেন তে গৌরবং প্রাপ্তাঃ স্থানেঽত্রৈব বিশেষতঃ ॥ ৮৭ ॥ তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং বিপ্রৈশ্চাষ্টকুলোদ্ভবৈঃ। অপ্রাপ্তৌ চৈব তেষাং তু কার্য্যং নাগরসম্ভবৈঃ ॥ ৮৮ ॥ নান্যস্থানসমুদ্ভূতৈশ্চতুর্ব্বেদৈরপি দ্বিজৈঃ। ভর্ত্তৃযজ্ঞেন মর্য্যাদা কৃতা হ্যেষা মহাত্মনা ॥ ৮৯ ॥ মুক্ত্বা তু নাগরং বিপ্রং যোঽন্যেনাত্র করিষ্যতি। শ্রাদ্ধং বা যদি বা যজ্ঞং ব্যর্থং তস্য ভবিষ্যতি ॥

যায়। স্থানজ ব্রাহ্মণ যদি চতুর্ব্বেদবিৎ হইয়াও বিশুদ্ধ না হন, তাহা হইলেও বহু শুদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকিলেও ঐ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ বিনষ্ট করেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিবে; গুণী ব্যক্তিদিগের অভাবে স্থানীয় মূর্খকে লইয়াও কার্য্য করিবে। কন্যাদান ও শ্রাদ্ধ, এই উভয়ে বরং হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ ব্রাহ্মণ চলিতে পারে, তথাপি অকুলীন উপযুক্ত হয় না। অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আহরণ করিবেন। যে ব্যক্তি কার্য্য করিবে তাহারও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বৃক্ষমধ্যে অশ্বত্থ, দেবতা মধ্যে হরি, আয়ুধ মধ্যে বজ্র, জলাধার মধ্যে সাগর, অশ্বমধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, গজমধ্যে ঐরাবত, নদী-মধ্যে গঙ্গা, সতী-মধ্যে অরুন্ধতী, গ্রহমধ্যে ভাস্কর, নক্ষত্রমধ্যে নিশাকর, পর্ব্বতমধ্যে মেরু, দ্বিপদমধ্যে দ্বিজোত্তম, পক্ষিমধ্যে গরুড়, এবং বনচরমধ্যে যেমন সিংহ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ বিপ্রগণের মধ্যে অষ্টকুলিক বিপ্র শ্রেষ্ঠ। ইহা জানিয়া মানবগণ যত্ন-সহকারে শ্রাদ্ধে দানে ও কন্যাদানে অষ্টকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ যোজনা করিবে। বেদিমূলে অষ্টকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ দেখিয়া পিতৃ-লোক নৃত্য করেন; আর পিতামহগণ গর্জ্জন করেন। দৌহিত্র আমাদিগকে অপসব্যক্রমে দর্ভতিলান্বিত জল দিবে কি?—এই ভাবিয়া সহর্ষে তাঁহারা বন্দনা করেন। রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনি যে বলিলেন,—অষ্টকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ; তবে কি অন্য নাগর ব্রাহ্মণগণের স্বল্পমাত্রও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নাই? ৬৬—৮৪। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য। অন্য নাগর ব্রাহ্মণগণ বেদবেদাঙ্গ-পারগ, শ্রাদ্ধার্হ, যজ্ঞ-যোগ্য ও কন্যাযোগ্য বটেন; কিন্তু এ অষ্টকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণদিগকে স্বয়ং ইন্দ্র ও নাগর ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বোপরি প্রাধান্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্যই উহাঁরা গৌরবান্বিত। অতএব অষ্টকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। অষ্টকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ না পাওয়া গেলে তখন অন্য নাগর ব্রাহ্মণ দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু অন্য স্থানের চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ হইলেও গ্রহণীয় নহে। মহাত্মা ভর্ত্তৃযজ্ঞ এই মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। নাগর বিপ্রকে বর্জ্জন করিয়া যে অন্য ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবে,

৯০। রাজোবাচ। সন্ত্যন্তে বিবিধা বিপ্রা বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ। মধ্যদেশোদ্ভবাঃ শান্তাস্তথান্তে তীর্থসম্ভবাঃ। ৯১। ভর্ত্তৃযজ্ঞেন যে ত্যক্তাঃ শ্রাদ্ধে যজ্ঞে বিশেষতঃ। হীনাঙ্গাশ্চাধিকাঙ্গাশ্চ দ্বির্নগ্নাঃ শ্যাবদন্তকাঃ। ৯২। কুনখাঃ কুষ্ঠসংযুক্তা মুর্খা অপি বিগর্হিতাঃ। শ্রাদ্ধার্হাঃ সূচিতাস্তেন এতং মে সংশয়ং বদ। ৯৩। বিশ্বামিত্র উবাচ। কীর্ত্তয়িষ্যে নরব্যাঘ্র কারণানি বহূনি চ। চমৎকারস্য পত্ন্যাশ্চ দানেন পতিতা যতঃ। ৯৪। স্ত্রীণাং প্রতিগ্রহেণৈব বিপ্রেষু প্রোষিতেষু চ। পৃথক্ত্বং চ ততো জাতং বাহ্যাভ্যন্তর-সংজ্ঞকম্ ॥ ৯৫। দুর্ব্বাসসা ততঃ শপ্তা রুষ্টেনে-বাহিনা যথা। বিদ্যাধনাভিমানেন শাপেন পতিতাঃ সদা ॥ ৯৬। কুশে রাজ্যগতে রাজন্ রাক্ষসানাং মহাভয়ম্। প্রজয়াবেদিতং সর্ব্বং তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ। ৯৭। বিভীষণস্য লঙ্কায়াং দূতশ্চ প্রেষিতস্তদা। সর্ব্বং নিবেদয়ামাস প্রজানাং ভয়সম্ভবম্। ৯৮॥ অভিবন্দ্য কুশাদেশং রামস্য চরিতং স্মরন্। পূর্য্যাং বিলোকয়ামাস লঙ্কায়াং রামশাসনাৎ। ৯৯। উপপ্লবস্য কর্ত্তারো নষ্টাঃ সর্ব্বে দিশো দশ। গন্ধর্ব্বাণাং চ লোকং হি ভয়েন মহতা গতাঃ। ১০০॥ স্থাতুং তত্র ন শক্তাস্তে বিভীষণভয়েন চ। পৃথিব্যাং সমনুপ্রাপ্তাঃ স্থানান্যপি বহূনি চ। ১০১। ভয়েন মহতা তত্র কুশস্যৈব তু শাসনে। ব্রাহ্মণানাং চ রূপাণি কৃত্বা তত্র সমাগতাঃ। ১০২। বাড়বানাং মহিম্না চ মধ্যে স্থাতুং ন তেহশকন্। পতিতানাং চ সংস্থানং চমৎকারপুরং গতাঃ। ১০৩। মায়াবিশারদৈস্তৈশ্চ ধনেন বিদ্যয়া ততঃ। অর্দ্ধং জগ্ধং ততস্তৈস্তু তেষাং মধ্যে স্থিতং চ তৈঃ। ১০৪। ততঃ প্রভৃতি তে সর্ব্বে রাক্ষসত্বং প্রপেদিরে। ক্রূরাণ্যপি চ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি চ পদেপদে। ১০৫। ততস্তে সর্ব্বথা রাজন্ বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ। শ্রাদ্ধে যজ্ঞে নরব্যাঘ্র নরকে পাতয়ন্তি চ। ১০৬॥ অন্যচ্চ দূষণং তৈষাং কীর্ত্তয়িষ্যে তবানঘ। ত্রিজাতাঃ স্থাপিতা রাজন্ সর্পাণাং গরনাশনাৎ। ১০৭। নগরত্বং ততো জাতং চমৎকারপুরস্য তু। ত্রিজাতত্বন্তু সর্ব্বেষাং জাতং তত্র বিশেষতঃ। ১০৮। এতেভ্যঃ কারণে-ভ্যশ্চ ভর্ত্তৃযজ্ঞেন বর্জ্জিতাঃ। পুনশ্চ কারণং তেষাং

তাহার শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞ, একেবারেই ব্যর্থ হইবে। রাজা বলিলেন,—বেদবেদাঙ্গপারগ তীর্থসম্ভূত শান্ত মধ্যদেশোদ্ভব বহু ব্রাহ্মণ আছেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে বর্জ্জন করিয়াছেন। আর হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, দ্বির্নগ্ন, শ্যাবদন্তক, কুনখী, কুষ্ঠযুক্ত, মূর্খ ও নিন্দিত ব্রাহ্মণ অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে তিনি শ্রাদ্ধার্হ বলিয়াছেন। এইজন্য আমার এই সংশয় আপনি অপনোদন করুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নরব্যাঘ্র! এ বিষয়ের বহু কারণ কীর্ত্তন করিতেছি। উক্ত ব্রাহ্মণগণ চমৎকারপত্নীর দান গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। বিপ্র সকল প্রোষিত হইলে নারীজাতির প্রতিগ্রহ বশতঃ তাঁহাদের বাহ্যান্তরসংজ্ঞক পৃথকত্ব সঙ্ঘটিত হয়। অহিবৎ রুষ্ট দুর্ব্বাসাও তাঁহাদিগকে শাপ দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা বিদ্যাধনের অভিমানে শাপপ্রভাবে পতিত হন। হে রাজন্! কুশের রাজত্বকালে রাক্ষসগণের মহৎভয় উপস্থিত হয়। প্রজাগণ রাজার নিকট রাক্ষসভয়-বিষয়ক আবেদন করে। তিনি বিভীষণের নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূত বিভীষণের নিকট সমস্ত নিবেদন করে। বিভীষণ রামচরিত স্মরণ করিয়া কুশাদেশ অনুমোদন করেন। তিনি রামশাসনে লঙ্কার সর্ব্বত্র উপপ্লবকারীদিগকে অন্বেষণ করেন। উপপ্লবকারীরা ভয়ে গন্ধর্ব্বলোকে পলায়ন করে। তাহারা বিভীষণের ভয়ে সেখানে থাকিতে পারে নাই। পৃথিবীর বহুস্থানে তাহারা বাস করিতে থাকে। কুশের শাসনে ভীত হইয়া তাহারা চমৎকারপুরে গমন করে। কিন্তু বাড়বপ্রভাবে তাহারা পুরমধ্যে থাকিতে অসমর্থ হয়। পরে তাহারা পতিতসংস্থান চমৎকারপুরে গমন করে। ধন-বিদ্যাযুক্ত ঐ মায়াবিশারদ রাক্ষসগণ পুরবাসীদের মধ্যে থাকিয়া সেই পুরের প্রায় অর্দ্ধপরিমিত অধিবাসীদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। তদবধি পুরবাসী সকলেই রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহারা তদবধি কর্ম্মও করিয়া আসিতেছে। হে রাজন্! উক্ত কারণে তাহারা পদে পদে বর্জ্জনীয় হইয়াছে। শ্রাদ্ধীয় ও যজ্ঞীয় কর্ম্ম সকল তাহারা নরকে পাতিত করে। ৮৫—১০৬। হে অনঘ! তাহাদের অন্যবিধ দোষও আমি কীর্ত্তন করিতেছি। গরনাসন বশতঃ সর্পদিগের ত্রিজাতত্ব স্থাপিত হয়। এই জন্যই চমৎকারপুরের নগরত্ব হইয়াছে। এবং তাহাদের সকলেরই ত্রিজাতত্ব সংঘটিত হয়। এই জন্যই উহাদিগকে ভর্ত্তৃযজ্ঞ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্জ্জনের আর

স্পর্শাদপি ন শুদ্ধিভাক্॥ ১০৯॥ কুম্ভকোত্থং চ সম্প্রাপ্তং মহচ্চণ্ডালসম্ভবম্॥ ১১০॥ রাজোবাচ। এতচ্চ কারণং বিপ্র কথয়স্ব প্রসাদতঃ। স্থাবরস্য চরস্যৈব জগতো জ্ঞানমস্তি তে॥ ১১১॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি পূর্ব্ববৃত্তকথাশ্রয়ম্। ভর্ত্তৃযজ্ঞেন যে ত্যক্তাঃ সর্ব্বেঽস্তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ॥ ১১২॥ বর্দ্ধমানে পুরে পূর্ব্বমাসীদন্ত্যজজাতিজঃ। চণ্ডালঃ কুম্ভকো নাম নির্দ্দয়ঃ পাপকর্ম্মকৃৎ॥ ১১৩॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তস্য পুত্রো বভূব হ। বিরূপস্যাপি রূপাঢ্যঃ পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবতঃ॥ ১১৪॥ পিঙ্গাক্ষস্য সুকৃষ্ণস্য বয়োমধ্যস্য পার্থিব। দক্ষঃ সর্ব্বেষু কৃত্যেষু সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতঃ॥ ১১৫॥ স বৃদ্ধিং ক্রমমভ্যেতি শুক্লপক্ষে যথোডুরাট্। তথাসৌ শংস্যমানস্তু সর্ব্বলোকৈঃ স্বরূপভাক্। দৃষ্ট্বা কুটুম্বকং মৃত্যুং বৈরাগ্যং পরমং গতঃ॥ ১১৬॥ ততো দেশান্তরং দুঃখাদ্ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ। চমৎকারপুরং প্রাপ্তো দ্বিজরূপং সমাশ্রিতঃ। স স্নাতি সর্ব্বতীর্থেষু ভিক্ষান্নকৃতভোজনঃ॥ ১১৭॥ এতস্মিন্নেব কালে তু ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ। ছান্দোগ্যগোত্রবিখ্যাতঃ সুভদ্রো নাম পার্থিবঃ॥ ১১৮॥ নাগরো বর্ষযাজী চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ। তত্রাসীত্তস্য সঞ্জাতা কন্যকা দ্বিগুণৈ রদৈঃ॥ ১১৯॥ তথা ত্রিভিঃ স্তনৈ রৌদ্রা পৃষ্ঠ্যাবর্ত্তকসংযুতা। দরিদ্রোঽপি সুদুঃস্থোঽপি কুলহীনোঽপি পার্থিবঃ॥ ১২০॥ দীয়মানামপি ন তাং প্রতিগৃহ্লাতি কশ্চন। যস্তক্ষয়তি ভর্ত্তারং ষণ্মাসাভ্যন্তরে হি সা॥ ১২১॥ যস্যাঃ স্যুর্দ্বিগুণা দন্তা এবং সামুদ্রিকা জগুঃ। ত্রিস্তনী কন্যকা যা তু শ্বশুরস্য কুলক্ষয়ম্। সন্দেহে নাত্র সন্দেহস্তস্মাত্তাং দূরতস্ত্যজেৎ॥ ১২২॥ পৃষ্ঠ্যাবর্ত্তো ভবেদ্যস্যা অসতী সা ভবেদ্ধ্রুবম্। বহুপাপসমাচারা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১২৩॥ অথ তাং বৃদ্ধিমাপন্নাং দৃষ্ট্বা বিপ্রঃ সুভদ্রকঃ। চিন্তাচক্রং সমারূঢ়ো ন শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ১২৪॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথমস্যাঃ পতির্ভবেৎ। ন কশ্চিৎপ্রতিগৃহ্লাতি প্রার্থিতোঽপি মুহুর্মুহুঃ॥১২৫॥ দরিদ্রো ব্যাধিতো বাঽপি বৃদ্ধোঽপি ব্রাহ্মণো হি সঃ। স্মৃতৌ যস্মাদিদং প্রোক্তং কন্যার্থে প্রাঙ্মহর্ষিভিঃ॥ ১২৬॥ অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী। দশবর্ষা ভবেৎকন্যা অত ঊর্দ্ধং

এক কারণ আছে; তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেও আর শুদ্ধির কোন উপায় নাই। তাহারা কুম্ভক নামক চণ্ডাল হইতে মহৎ পাপ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজা বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি এই সকলেরও কারণ বলুন যে হেতু, আপনার চরাচর জগতের বিষয়ে জ্ঞান বিরাজিত। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—আমি তোমার নিকট ভর্ত্তৃযজ্ঞ যে সকল ব্রাহ্মণগণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে বর্দ্ধমান পুরে অন্ত্যজজাতিতে কুম্ভক নামে এক নির্দ্দয় পাপকারী চণ্ডাল ছিল। কিয়ৎকালের পর তাহার এক পুত্র হয়। ইহার পিতা বিরূপ হইলেও পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবে সেই পুত্র রূপবান্ হইয়াছিল। ইহার পিতা নিজে পিঙ্গাক্ষ, সুকৃষ্ণ ও মধ্যবয়স্ক ছি।। ইহার পুত্র সর্ব্ব কর্ম্মে দক্ষ, ও সর্ব্ব লক্ষণ-লক্ষিত হইয়াছিল। এ শুক্লপক্ষীয় উডুরাজের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুরূপ ছিল বলিয়া সকলেই ইহার প্রশংসা করিত। এ স্বীয় নিত্য কুটুম্ববর্গের মৃত্যু দর্শন করিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর দুঃখে সে ইতস্তত ভ্রমণ করে। চমৎকারপুরে গমন করিয়া, দ্বিজরূপে অবস্থিত থাকে। ে ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া সর্ব্বতীর্থে স্নান করিত এই সময় ছান্দোগ্য গোত্রজাত সুভদ্র নামক এক শংসিতব্রত ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে ছিলেন। তিনি বর্ষযাজী ও বেদবেদাঙ্গপারগ ছিলেন। ইহার এক কন্যা হয় কন্যাটীর দন্তসংখ্যায় দ্বিগুণ দন্ত, তিনটী স্তন ও পৃষ্ঠদেশে একটী আবর্ত্ত ছিল। কোন দরিদ্র দুঃস্থ ও কুলহীন ব্রাহ্মণও, পিতা সেই কন্যাদান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও গ্রহণ করে নাই। যাহার দ্বিগুণদন্ত হয় সে ষণ্মাসাভ্যন্তরে ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করে। সামুদ্রিকগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। যাহার তিনটী স্তন, সে নিশ্চয়ই শ্বশুরকুল ক্ষয় করে, ইহাতে সংশয় নাই, তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করা উচিত। যাহার পৃষ্ঠে আবর্ত্ত, সে নিশ্চয়ই অসতী ও বহু পাপসমাচার হয়। অতএব সে বর্জ্জনীয়। ১০৭—১২৩। তাহাকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বিপ্র সুভদ্রক চিন্তা প্রাপ্ত হইলেন; তিনি একটুকুও শান্তি লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে ইহার গতি হইবে! বারবার প্রার্থনা করিলেও দরিদ্র, ব্যাধিত বা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেহই ইহার পতি হইতেছে না। পূর্ব্বমহর্ষিগণ কন্যার্থ এই সকল বলিয়াছেন যে, অষ্টবর্ষা গৌরী, নববর্ষা রোহিণী, দশবর্ষা কন্যা, এবং ইহার অধিক

রজস্বলা ॥ ১২৭ ॥ মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজঃস্বলাম্ ॥ ১২৮ ॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য সোঽন্ত্যজো দ্বিজরূপধৃক্। ভিক্ষার্থং তদ্গৃহং প্রাপ্তো দৃষ্টস্তেন মহাত্মনা ॥ ১২৯ ॥ পৃষ্টশ্চ বিস্ময়াত্তেন দৃষ্ট্বা রূপং তথাবিধম্। কুতস্ত্বমিহ সম্প্রাপ্তঃ ক যাস্যসি চ ভিক্ষুক ॥ ১৩১ ॥ ঈদৃগ ভব্যতরো ভূত্বা কস্মান্মাধুকরীং গতঃ। কিং গোত্রং তব মে ব্রূহি কতমঃ প্রবরশ্চ তে ॥ ১৩১ ॥ সোঽব্রবীদ্গৌড়দেশীয়ং স্থানং মে সুমহত্তরম্। নাম্না ভোজকটং খ্যাতং নানাদ্বিজসমাশ্রিতম্ ॥ ১৩২ ॥ তত্রাসীন্মাধবো নাম ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ। বসিষ্ঠগোত্রবিখ্যাত একপ্রবরসূচিতঃ ॥ ১৩৩ ॥ তস্যাহং তনয়ো নাম্না চন্দ্রপ্রভ ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৩৪ ॥ ততোঽহমষ্টমে বর্ষে যদা ব্রতধরঃ স্থিতঃ। তদা পঞ্চত্বমাপন্নঃ পিতা মে বেদপারগঃ ॥ ১৩৫ ॥ মাতা মে সহ তেনৈব প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্। ততো বৈরাগ্যমাপন্নো নিষ্ক্রান্তোঽহং নিজালয়াৎ ॥ ১৩৬ ॥ তীর্থানি ভ্রমমাণোঽত্র সম্প্রাপ্তস্ত্ব পুরং তব। অধুনা সম্প্রয়াস্যামি প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১৩৭ ॥ যত্র সোমেশ্বরো দেবস্ত্যক্ত্বা কৈলাসমাগতঃ। ন ময়া পঠিতা বেদা ন চ শাস্ত্রং নৃপোত্তম। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন তেন ভিক্ষাং চরাম্যহম্ ॥ ১৩৮ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস চেতসি। ব্রাহ্মণোঽয়ং সুদেশীয়স্তথা ভব্যতমাকৃতিঃ। যদি গৃহ্ণাতি মে কন্যাং তদস্মৈ প্রদদাম্যহম্ ॥ ১৩৯ ॥ যাবদ্রজস্বলা নৈব জায়তে সা নিরূপিতা। কৃৎস্নং দূষয়তি ক্ষিপ্রং নৈব বংশং মমাধমা ॥ ১৪০ ॥ ততঃ প্রোবাচ তং ম্লেচ্ছং সম্মন্ত্র্য সহ ভার্য্যয়া। যদি গৃহ্ণাসি মে কন্যাং তব যচ্ছাম্যহং দ্বিজ ॥ ১৪১ ॥ ভরণং পোষণং দ্বাভ্যাং করিষ্যামি সদৈব হি ॥ ১৪২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা হর্ষিতঃ প্রাহ সোঽন্ত্যজো নৃপসত্তমম্। তবাদেশং করিষ্যামি যচ্ছ মে কন্যকাং নৃপ ॥ ১৪৩ ॥ তথেত্যুক্ত্বা গতস্তেন তস্মৈ দত্তা নিজা সুতা। গৃহোক্তেন বিধানেন বিবাহো বিহিতস্ততঃ ॥ ১৪৪ ॥ ততো দদৌ ধনং ধান্যং গৃহং ক্ষেত্রঞ্চ গোধনম্। তস্মৈ তুষ্টিসমাযুক্তো মন্যমানঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ১৪৫ ॥ অথ সোঽপি চ তাং প্রাপ্য বিলাসানকরোদ্বহূন্। খাদ্যৈঃ

বয়স্কা হইলেই সেই কন্যাকে রজস্বলা বলে। মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কন্যাকে রজঃস্বলা দেখিলে নরকে গমন করে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, দ্বিজ-রূপধারী সেই অন্ত্যজ ভিক্ষার্থ গৃহে আগমন করিয়াছে। তিনি তাঁহার রূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভিক্ষুক! কোথা হইতে তুমি এখানে আসিলে এবং কোথায়ই বা তুমি যাইবে? এরূপ ভব্যতর হইয়া তুমি কিজন্য মাধুকরী বৃত্তি আচরণ করিতেছ? তোমার গোত্র-প্রবর বল দেখি? সে বলিল,—আমি গৌড়দেশীয়; গৌড়দেশে ভোজকট নামে এক উত্তম স্থান আছে; তাহাই আমার বাসস্থান। উহা নানা দ্বিজ সমাশ্রিত। তথায় এক প্রবর-সূচিত বসিষ্ঠগোত্রীয় বেদপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার নাম মাধব; আমি তাঁহারই পুত্র। আমার নাম চন্দ্রপ্রভ। অষ্টমবর্ষে আমি যখন ব্রতধর ছিলাম, তখন আমার পিতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি বেদপারগ ছিলেন। মাতা তাঁহারই সহিত হুতাশনে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই হইতে আমি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি। তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্য আপনার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি অধুনা প্রভাস ক্ষেত্রে যাইব। দেব সোমেশ্বর কৈলাস ত্যাগ করিয়া প্রভাসে বাস করিতেছেন। আমি বেদ বা অন্য কোন শাস্ত্র পড়ি নাই। কেবল তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বিচরণ করিতেছি। এই কারণ আমার ভিক্ষাচরণ জানিবেন'। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ব্রাহ্মণ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—এ ব্রাহ্মণ সুদেশীয় ও ভব্যতমাকৃতি। এ যদি আমার কন্যা গ্রহণ করে, তাহা হইলে রজস্বলা হইতে না-হইতে আমি কন্যা প্রদান করি। এই অধমা রজস্বলা হইলে সমস্তই দূষিত করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহাকে আহ্বান-পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলিলেন,—যদি তুমি আমার কন্যা গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রদান করি। আমি তোমাদের উভয়েরই ভরণ পোষণ করিব। এই কথা শুনিয়া সেই অন্ত্যজ ব্রাহ্মণ বলিল,—আমি আপনার আদেশ পালন করিব, আপনি কন্যা প্রদান করুন। 'তথাস্তু' বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্ত্যজকে কন্যা প্রদান করিলেন। গৃহোক্ত বিধানে বিবাহ সম্পন্ন হইল। তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া তাহাকে ধন-ধান্য গৃহ, ক্ষেত্র, গোধনাদি অর্পণ করিলেন। অন্ত্যজ ও কন্যাকে

পানৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ গন্ধমাল্যৈর্বিভূষণৈঃ ॥ ১৪৬ ॥ পরং স ব্রজতি প্রায়ো যেন মার্গেণ কেনচিৎ। সারমেয়াঃ সশব্দাশ্চ পৃষ্ঠতোঽনুব্রজন্তি বৈ ॥ ১৪৭ ॥ অন্যেষামন্ত্যজাত্যানাং যদ্বত্তস্য বিশেষতঃ। বেদাভ্যাসপরশ্চৈব যদি সঞ্জায়তে ক্বচিৎ। রক্তং পততি বক্ত্রেণ তৎক্ষণাত্তস্য দুর্মতেঃ ॥ ১৪৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে লোকঃ সর্ব এব প্রশঙ্কিতঃ। অব্রবীচ্চ মিথোঽভ্যোন্য চণ্ডালোঽয়মসংশয়ম্ ॥ ১৪৮ ॥ যদেতে পৃষ্ঠতো যান্তি ভষমাণাঃ শুনীসুতাঃ। সুভদ্রোঽপি চ তত্তেষাং শ্রুত্বা চিন্তাপরোঽভবৎ ॥ ১৫০ ॥ মন্যমানশ্চ তৎসত্যং দুঃখেন মহতান্বিতঃ। নূনমন্ত্যজজাতীয়ো ভবিষ্যতি সুতাপতিঃ ॥ ১৫১ ॥ জ্ঞায়তে চেষ্টিতৈঃ সর্বৈর্যথায়ং জল্পতে জনঃ ॥ ১৫২ ॥ এবং রাত্রিন্দিবং তস্য চিন্তয়ানস্য ভূপতেঃ। লোকাপবাদযুক্তস্য কিয়ান্ কালোঽভ্যবর্তত ॥ ১৫৩ ॥ অন্যস্মিন্নহনি প্রাপ্তে আদ্যাদ্যা দ্বিজসত্তমাঃ। মধ্যগেন সমাযুক্তা ব্রহ্মস্থানং সমাগতাঃ। তস্য শুদ্ধিকৃতে প্রোচুর্যেন শঙ্কা প্রণশ্যতি ॥ ১৬৪ ॥ অথোচুস্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মস্থানস্য মধ্যগম্। মধ্যগস্তু বক্ত্রেণ বিবর্ণবদনং স্থিতম্ ॥ ১৫৫ ॥ কুলং গোত্রং নিজং ব্রূহি প্রবরাংশ্চ বিশেষতঃ। স্থানং দেশং চ বিপ্রাণাং যেন শুদ্ধিঃ প্রদীয়তে ॥ ১৫৬ ॥ অথাসৌ বেপমানস্তু প্রখিন্নবদনস্তথা। অধোদৃষ্টিরুবাচেদং গদ্গদং বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৫৭ ॥ গর্ভাষ্টমে পিতা মহ্যং বর্ষে মৃত্যুং গতস্ততঃ। ততঃ সা তং সমাদায় জননী মে পতিব্রতা। মাং ত্যক্ত্বা দুঃখিতং দীনং প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥ ১৫৮ ॥ অহং বৈরাগ্যমাপন্নস্তীর্থযাত্রাং সমাশ্রিতঃ। বালভাবে পিতুর্হংসাস্তাপসৈরপরৈঃ সহ ॥ ১৫৯ ॥ ন ময়া পঠিতো বেদো ন চ শাস্ত্রং নিরূপিতম্। তীর্থযাত্রাপরোঽহং চ সমায়াতো ভবৎপুরম্ ॥ ১৬০ ॥ অভদ্রেণ সুভদ্রেণ শ্বশুরেণ দুরাত্মনা। এতজ্জানাম্যহং বিপ্রা গোত্রং বাসিষ্ঠমেব বা। অথৈকপ্রবরো দেশো গৌড়ো মধুপুরং পুরম্ ॥ ১৬১ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণা প্রোচুর্যস্য নো জ্ঞায়তে কুলম্। তস্য শুদ্ধিঃ প্রদাতব্যা ঘটদ্বারেণ কেবলা ॥ ১৬২ ॥ স ত্বং ঘটং সমারুহ্য ব্রাহ্মণ্যার্থং চ কেবলম্। শুদ্ধিং প্রাপ্য ততো ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্বাত্রস্থোঽপি কেবলম্ ॥১৬৩॥ সোঽব্রবীৎ সাহসং কৃত্বা সর্বানেব দ্বিজোত্তমান্। প্রতিগৃহ্ণাম্যহং কামং তপ্তমাষকমেব চ ॥ ১৬৪ ॥ প্রবিশামি হুতাশং বা

করিয়া খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য ও ভূষণাদি দ্বারা বহু বিলাস সম্পাদন করিল। এই সময় সে যে দিকে বাহির হইত, অমনি তাহার পশ্চাৎ সশব্দে সারমেয় অনুগমন করিত। অন্য অন্ত্যজাতির যে যে লক্ষণ, তাঁহারও সেই সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। কখন যদি সে বেদাভ্যাস করিতে যাইত, অমনি তাহার মুখে রক্ত বাহির হইত। তদ্দর্শনে সকল লোক শঙ্কিত হইয়া বলিতে লাগিল;—এই লোকটা নিশ্চয়ই চণ্ডাল। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যেহেতু, সারমেয়গণ ইহার অনুসরণ করে। শুভদ্রও তাহা শুনিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন। তিনি তাহা সত্য মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিলেন,—নিশ্চয়ই তাহা হইলে আমার জামাতা চণ্ডাল হইবে; জনগণ যখন বলিতেছে, তখন তাহারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবে। এইরূপ তিনি দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহার কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। এক দিন মুখ্য মুখ্য দ্বিজগণ মধ্যগের সহিত ব্রহ্মস্থানে গমন করিলেন এবং ঐ অন্ত্যজের শুদ্ধির প্রস্তাব তুলিলেন; যেহেতু, ইহাতে সকলের শঙ্কা বিনষ্ট হইবে। দ্বিজগণ ঐ অন্ত্যজের বদনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন,—তাহার বদন মলিন। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কুল, গোত্র, প্রবরস্থান, দেশ সমস্ত বল। ইহাতে দ্বিজগণ তোমার শুদ্ধিবিধান করিবেন। অনন্তর অন্ত্যজ ঘর্মাক্তবদনে অধোমুখে গদগদ বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—গর্ভাষ্টম বর্ষে পিতা আমার উপনয়ন দিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। মাতা আমার পতিব্রতা; তিনিও দীন-দুঃখী—আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বহ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। সেই হইতে আমি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়া বালভাবে তাপসগণের সহিত তীর্থপর্য্যটন করিতেছি। আমি বেদ বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আমি এই অভদ্র দুরাত্মা সুভদ্র শ্বশুরের সহিত আপনাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে, আমি বাসিষ্ঠগোত্র, একপ্রবর, দেশ গৌড় ও পুর মধুপুর। ১২৪—১৬১। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—যাহার কুল জানা যায় না, ঘট দ্বারা তাহার শুদ্ধি বিহিত হয়। অতএব তুমি ঘটারোহণ কর, শুদ্ধিলাভ করিয়া এই স্থানে ভোগ-সুখ অনুভব কর। তখন অন্ত্যজ সাহস করিয়া

ভক্ষয়িষ্যাম্যহং বিষম্ ॥ ১৬৫ ॥ কিং পুনর্ঘটদিব্যং চ ক্রিয়মাণং সুখাবহম্। ব্রাহ্মণস্য কৃতে বিপ্রাশ্চিত্তে নো মামকে ঘৃণা ॥ ১৬৬ ॥ অথ তে ব্রাহ্মণাস্তস্য ঘটারোহণসম্ভবম্। শুদ্ধিং নির্দ্দিশ্য বারং চ সূর্য্যস্য চ ততঃ পরম্। জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্ব্বে সোহপি বিপ্রোঽন্ত্যজো দ্বিজাঃ ॥ ১৬৭ ॥ ততঃ প্রাহ নিজাং ভার্য্যাং রহস্যে নৃপসত্তম। জ্ঞাতোঽহং ব্রাহ্মণৈঃ সর্ব্বৈরন্ত্যজাতিসমুদ্ভবঃ। দেশান্তরং গমিষ্যামি ত্বমাগচ্ছ ময়া সহ ॥ ১৬৮ ॥ ভার্য্যোবাচ। অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি ন যাস্যামি ত্বয়া সহ। পাপবুদ্ধে পতিষ্যামি ন চাহং নরকাগ্নিষু ॥ ১৬৯ ॥ বুধ্যমানা ন সেবিষ্যে ত্বামন্ত্যজসমুদ্ভবম্। পাপ সন্ দূষিতঃ সর্ব্বঃ ত্বয়ৈতৎস্থানমুত্তমম্ ॥ ১৭০ ॥ তথা মম পিতুর্হর্ম্ম্যং সংবৎসরপ্রযাজিনঃ। তস্মাদদ্রুততরং গচ্ছ যাবন্নো বেত্তি কশ্চন ॥ ১৭১ ॥ ন চেৎপাপসমাচার সম্প্রাপ্স্যসি মহাপদম্ ॥ ১৭২ ॥ ততো নিশামুখে প্রাপ্তে কৌপীনাবরণান্বিতঃ। নষ্টোঽভীষ্টাং দিশং প্রাপ্য তদা জীবিতজাতভয়াৎ ॥ ১৭৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগরাষ্ট্রকুলশ্রেষ্ঠ্যবর্ণনং নাম নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৯ ॥

বলিল,—আমি তপ্তমাষক গ্রহণ করিব, না হয় হুতাশনপ্রবেশ করিব অথবা বিষ খাইব ; ঘট-দিব্য অতি সুখাবহ ; তাহার আর কথা কি ? এই ব্রাহ্মণের জন্য হে বিপ্রগণ ! আমার চিত্তে দয়া জন্মিয়াছে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাহার ঘটারোহণসম্ভব শুদ্ধি ও তদুপযোগী রবিবার নির্দ্দেশ করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। অন্ত্যজও স্বীয় শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে গোপনে বলিল,—জনগণ আমাকে অন্ত্যজাতি বলিয়া জানিতে পারিয়াছে। আমি দেশান্তরে যাইব ; তুমি আমার সহিত আগমন কর। ভার্য্যা বলিল—আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব, তথাচ তোমার সহিত যাইব না। হে পাপবুদ্ধে ! আর আমি নরকাগ্নিতে পতিত হইব না। আমি জ্ঞানপূর্ব্বক আর তোমার সেবা করিব না। হে পাপ ! তুমি এই সমস্ত স্থান ও সংবৎসরযাজী—আমার পিতার গৃহ দূষিত করিলে ; অধুনা কেহ না দেখিতে দেখিতে পলায়ন কর। নচেৎ আপদ্ প্রাপ্ত হইবে। ভার্য্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্ত্যজ নিশামুখে, কৌপীনাবরণান্বিত হইয়া প্রাণভয়ে যথেষ্ট দিকে পলায়ন করিল। ১৬২—১৭৩।

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বামিত্র উবাচ। ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। সা চাপি দুহিতা তস্য দীক্ষিতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥ রোরূয়মাণাভ্যগমৎ পিতরং মাতরং প্রতি। প্রোবাচ গদ্গদং বাক্যং বাষ্পব্যাকুললোচনা ॥ ২ ॥ তাতাম্ব কিমিদং পাপং যুবাভ্যাং সমনুষ্ঠিতম্। অন্ত্যজস্য প্রদত্তাহং যৎ পাপস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৩ ॥ স নষ্টো রজনীবক্ত্রে মমাবেদ্য নিজং কুলম্। তস্মাদহং প্রবেক্ষ্যামি প্রদীপ্তে হব্যবাহনে ॥ ৪ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দীক্ষিতঃ স সুভদ্রকঃ। নিশ্চেষ্টঃ পতিতো ভূমৌ বাতভগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ স শীততোয়েন সংসিক্তশ্চ পুনঃ পুনঃ। লব্ধ্বা চ চেতনাং কৃচ্ছ্রাৎস্বজনৈঃ পরিবারিতঃ। প্রলাপান্ বিবিধাংশ্চক্রে তাড়য়ন্ স্বশিরো মুহুঃ ॥ ৬ ॥ অথ তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে তস্য সম্পর্কদূষিতাঃ। ভর্ত্তৃযজ্ঞং সমাসাদ্য তেনৈব সহিতাস্ততঃ ॥ ৭ ॥ প্রোচুর্ব্বিনয়সংযুক্তাঃ প্রোচ্চৈস্তৎসুতয়া সহ। সুভদ্রেণ নিজে হর্ম্ম্যে সুতাং দত্ত্বা নিবেশিতঃ ॥ ৮ ॥ চণ্ডালো দ্বিজরূপোঽত্র চন্দ্রপ্রভ

দ্বিশততম অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্ ! অনন্তর প্রাতে সূর্য্য উদিত হইলে দীক্ষিত মাহাত্মা সুভদ্রের দুহিতা রোরুদ্যমানন অবস্থায় পিতা-মাতার নিকট আগমন করিল এবং বাষ্পব্যাকুললোচনে বলিল,—অয়ি তাত অয়ি মাতঃ ! আপনারা উভয়ে কি পাপই না অনুষ্ঠান করিয়াছেন ! আপনারা আমায় দুরাত্মা অন্ত্যজের হস্তে প্রদান করিয়াছেন ! সে নিজ কুলপরিচয় প্রদান করিয়া রজনীমুখে প্রস্থান করিয়াছে ! অধুনা আমি প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিব। দুহিতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ সুভদ্র নিশ্চেষ্ট হইয়া বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। স্বজনগণ সমবেত হইয়া শীতবারি দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন। চৈতন্য লাভের পর তিনি বহু বিলাপ করিয়া মস্তক কুট্টিত করিতে লাগিলেন। ১-৬। তখন তাঁহার সম্পর্কে দূষিত ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত ভর্ত্তৃযজ্ঞের নিকট গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার সুতার সহিত বলিলেন,—সুভদ্র কন্যাদান করিয়া চন্দ্রপ্রভ নামক এক দ্বিজরূপী চণ্ডালকে ভবনে প্রবেশ করাইয়া-

ইতি স্মৃতঃ। ৯ ॥ যাবৎসংবৎসরং সার্দ্ধং দৈবে পিত্রে চ যোজিতঃ। পাপকর্ম্মা ন বিজ্ঞাতঃ সোঽধুনা প্রকটোঽভবৎ॥ ১০ ॥ সুভদ্রস্যানুষঙ্গেণ স্থানং সর্ব্বং প্রদূষিতম্। অন্ত্যজেন মহাভাগ তৎকুরুষ বিনিগ্রহম্। ১১। কৈশ্চিত্তস্য গৃহে ভুক্তং জলং পীতং তথাপরৈঃ। অন্যৈশ্চ গৃহমানীয় প্রদত্তং ভোজনং তথা ॥ ১২। কিং বা তে বহুনোক্তেন ন স কোঽস্তি দ্বিজোত্তম। সঙ্করো যস্য নো জাতস্তস্য পাপস্য সম্ভবঃ। ১৩। ত্বয়া স্থানমিদং পুণ্যং কৃতং পূর্ব্বং মহামতে। সর্ব্বেষাঞ্চ গুরুস্ত্বং হি তস্মাচ্ছুদ্ধিং বদ নঃ। ১৪ ॥ ততঃ সঞ্চিন্ত্য সুচিরং স্মৃতিশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ। প্রায়শ্চিত্তং দদৌ তেষাং সর্ব্বেষাং স দ্বিজন্মনাম্। ১৫ ॥ চান্দ্রায়ণশতং প্রাদাৎসুভদ্রায়াহিতাগ্নয়ে। সর্ব্বভাণ্ডপরিত্যাগং পুনরাধানমেব চ। ১৬। লক্ষহোমবিধানং চ গৃহমধ্যবিশুদ্ধয়ে। বহ্নিপ্রবেশনং তস্যাস্তৎসুতায়াঃ প্রকীর্ত্তিতম্। ১৭। যেন যাবন্তি ভোজ্যানি তস্য ভুক্তানি মন্দিরে। তস্য তাবন্তি কৃচ্ছ্রাণি তেনোক্তানি মহাত্মনা। ১৮ ॥ যৈর্জ্জলানি প্রপীতানি যাবন্মাত্রাণি তদ্গৃহে। প্রাজাপত্যানি দত্তানি তেভ্যস্তাবন্তি পার্থিব। ১৯। ব্রাহ্মণানাং তথান্যেষাং তত্র স্থানে নিবাসিনাম্। তৎস্পর্শদূষিতানাং চ প্রাজাপত্যং পৃথক্ পৃথক্। ২০। স্ত্রীশূদ্রাণাং তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধয়োঃ। মৃন্ময়ানাং চ ভাণ্ডানাং পরিত্যাগো নিবেদিতঃ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বেষামেব লোকানাং রসত্যাগস্তথৈব চ। কোটিহোমস্তু নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মস্থানে যথোদিতঃ। সর্ব্বস্থানবিশুদ্ধ্যর্থং স্থানবিত্তেন কেবলম্ ॥ ২২। অথোবাচ পুনর্ব্বিপ্রান্ স কৃত্বা চোচ্ছ্রিতং ভুজম্। তারনাদেন মহতা সর্ব্বাংস্তান্নগরোদ্ভবান্। ২৩। সুভদ্রেণ চ সর্ব্বস্বং দেয়ং বিপ্রেভ্য এব চ। চতুর্থাংশশ্চ যৈর্ভুক্তং তদ্গৃহে স্বধনস্য চ ॥ ২৪। অষ্টাংশং যৈর্জ্জলং পীতং গোদানং স্পর্শসম্ভবম্। শেষাণামপি লোকানাং যথাশক্ত্যা তু দক্ষিণা। ২৫। দীক্ষিতেন জপঃ কার্য্যো লক্ষগায়ত্রিসম্ভবঃ। শেষৈর্ব্বিপ্রৈর্যথা বিত্তং তথা কার্য্যো জপোঽখিলঃ। ২৬ ॥ অহং চৈব করিষ্যামি প্রাণায়ামশতত্রয়ম্। নিত্যমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ষষ্ঠকালকৃতাশনঃ ॥ ২৭। যাবৎ সংবৎসরস্যান্তং ততঃ শুদ্ধির্ভবিষ্যতি। জনসম্পর্ক-

ছিলেন। তিনি সংবৎসর যাবৎ সেই অন্ত্যজকে লইয়া দৈব, পিত্র্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; পাপকর্ম্মা বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, অধুনা রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সুভদ্রের সংসর্গে এখন সমস্ত স্থানই অন্ত্যজ-দূষিত হইয়াছে; সম্প্রতি আপনি আমাদের বিনিগ্রহ (প্রায়শ্চিত্ত বিধান) করুন। কেহ সুভদ্রের বাড়ীতে ভোজন করিয়াছে, কেহ পান করিয়াছে, কেহ বা গৃহে আনাইয়া খাওয়াইয়াছে। আপনাকে অধিক আর কি বলিব?—এমন কেহ নাই যাহার ঐ পাপ-সংসর্গবশত পাতিত্য না ঘটিয়াছে। হে মহামতে! আপনি পূর্ব্বে এইস্থান পবিত্র করিয়াছেন। আপনি সকলেরই গুরু; অতএব আমাদের শুদ্ধি বিধান করুন। ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তৃযজ্ঞ বহুক্ষণ যাবৎ বহু স্মৃতিশাস্ত্র চিন্তা করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন। তিনি সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন,—শত চান্দ্রায়ণ; সর্ব্বভাণ্ডপরিত্যাগ, তাহার পুনরাধান এবং গৃহশুদ্ধির নিমিত্ত লক্ষ হোম। তাঁহার কন্যার বহ্নিপ্রবেশ। আর অপরাপর ব্যক্তিগণ তাঁহার বাড়ীতে যিনি যাবৎসংখ্যক ভোজ্য বস্তু ভোজন করিয়াছেন; তাঁহার তাবৎ পরিমাণ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ জল তাহার বাড়ীতে পান করিয়াছিলেন, তাঁহার তাবৎ পরিমাণে প্রাজাপত্যের ব্যবস্থা হইল! অপরাপর ব্রাহ্মণ—যাঁহারা সেখানে বাস করিতেন বা তাঁহার সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ চান্দ্রায়ণভাগী হইলেন। স্ত্রী-শূদ্রগণের ইহার অর্দ্ধেক এবং বাল-বৃদ্ধগণের তদর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইল। ইহাঁদের সকলকেই মৃন্ময়ভাণ্ড (হাঁড়ী) পরিত্যাগ করিতে বলিয়া দেওয়া হইল। সকল লোকেরই রসত্যাগ এবং সেই সমগ্র বিপ্রাবাস স্থলের বিশুদ্ধি নিমিত্ত কোটিহোম নির্দ্দিষ্ট হইল। ৭—২২। অনন্তর প্রায়শ্চিত্তের বিধান লইয়া সকলে প্রস্থানোন্মুখ হইলে ভর্ত্তৃযজ্ঞ হস্ত উচ্ছ্রিত করিয়া সকলকে তারস্বরে ডাকিয়া বলিলেন,—সুভদ্রকে সর্ব্বস্ব দান করিতে হইবে। যাঁহারা তাঁহার বাড়ীতে ভোজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধনের চতুর্থাংশ, যাঁহারা জলপান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অষ্টমাংশ; যাঁহারা স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গো এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। দীক্ষিত লক্ষ গায়ত্রী জপ, অপরাপর বিপ্রগণ যথোচিত জপ এবং আমিও সংবৎসর যাবৎ ষষ্ঠকালাহারী হইয়া প্রত্যেক দিন

সঞ্জাতা সৈবং তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥ এবমুক্ত্বা ততো ভূয়ঃ স প্রোবাচ দ্বিজোত্তমান্। অথাদ্যাম্মধ্যগাস্তেন ব্রহ্মস্থানসমাশ্রয়ান্ ॥ ২৯ ॥ অদ্যপ্রভৃতি যঃ কন্যামবিদিত্বা তু নাগরম্। নাগরো দাস্যতি ক্বাপি পতিতঃ স ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ অশ্রাদ্ধেয়ো হ্যপাঙ্ক্তেয়ো নাগরাণাং বিশেষতঃ ॥ ৩১ ॥ যঃ শ্রাদ্ধং নাগরং মুক্ত্বা হ্যন্যস্মৈ সম্প্রদাস্যতি। বিমুখাস্তস্য যাস্যন্তি পিতরো বিবুধৈঃ সহ ॥ ৩২ ॥ নাগরেণ বিনা যস্তু সোমপানং করিষ্যতি। স করিষ্যত্যসন্দিগ্ধং মদ্যপানং তু নাগরঃ। তন্মতেন বিনা যস্তু শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ ততঃ সর্ব্বং বৃথা তস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। বিশুদ্ধিরহিতং যস্তু নাগরং ভোজয়িষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ শ্রাদ্ধে তস্যাপি তৎসর্ব্বং ব্যর্থতাং সম্প্রয়াস্যতি। সর্ব্বেষাং নাগরাণাং চ মর্য্যাদেয়ং কৃতা ময়া ॥ ৩৫ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শুদ্ধিঃ কার্য্যা দ্বিজোত্তমৈঃ। বর্ষেবর্ষে তু সম্প্রাপ্তে স্বস্থানস্য বিশুদ্ধয়ে ॥ ৩৬ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহম্মি নৃপোত্তম। শ্রাদ্ধার্হা নাগরা যেন নাগরাণাং ব্যবস্থিতাঃ। ভর্ত্তৃযজ্ঞেন মর্য্যাদা কৃতা তেষাং যথা পুরা ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভর্ত্তৃযজ্ঞকৃতনাগরজাতিমর্য্যাদাবর্ণনং নাম দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

তিনশত করিয়া প্রাণায়াম করিব। এরূপ করিলে তবে শুদ্ধি হইবে। যাহাদের সহিত সেই দুরাত্মার সম্পর্ক ঘটিয়াছে তাহাদিগের এইরূপ শুদ্ধি বিহিত হইল। এই কথা বলিয়া পুনরায় তিনি মধ্যগমুখে দ্বিজগণকে বলিলেন,—শ্রাদ্ধেয় বা অপাঙ্ক্তেয় যে কোন নাগর ব্রাহ্মণ অদ্য হইতে নাগর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিবেন, তিনি পতিত হইবেন। যে ব্যক্তি নাগর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে, দেব ও পিতৃগণ তাহার প্রতি বিরূপ হইবেন। নাগর ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে যাহারা যাহারা সোমপান করিবে, তাহারা নিশ্চিতই মদ্য পান করিবে। নাগর ব্রাহ্মণগণের মত না লইয়া যাহারা শ্রাদ্ধ করিব, তাহাদের ঐ শ্রাদ্ধ বৃথা হইবে। বিশুদ্ধিরহিত নাগরকে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ ভোজন করাইবে, তাহার শ্রাদ্ধীয় সমস্ত কর্ম্ম ব্যর্থ হইবে। এই আমি নাগর ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম। অতএব স্বস্থানের বিশুদ্ধির নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে দ্বিজোত্তমগণ সর্ব্বদা শুদ্ধি বিধান করিবেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যে কারণে নাগর ব্রাহ্মণগণ, নাগরগণের শ্রাদ্ধার্হ হইয়াছেন, এই আমি তৎসমস্ত বলিলাম। ভর্ত্তৃযজ্ঞই তাঁহাদের এই মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। ২৩—৩৭।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০০।

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বামিত্র উবাচ। অথ তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ভর্ত্তৃযজ্ঞং মহামতিম্। কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা স্তুতিং কৃত্বা বচোঽব্রুবন্ ॥ ১ ॥ যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং শোধিতো যো ভবেদ্দ্বিজঃ। শ্রাদ্ধস্য কন্যকায়াশ্চ সোমপানস্য সোঽর্হতি ॥ ২ ॥ কথং শুদ্ধিঃ প্রকর্ত্তব্যা তস্য সর্ব্বং ব্রবীহি নঃ। নাগরস্য সমস্তস্য দেশান্তরগতস্য চ ॥ ৩ ॥ দেশান্তরপ্রজাতস্য যত্র জাতস্য বা পুনঃ। অজ্ঞাতপিতৃবর্গস্য সামান্যং পদমিচ্ছতঃ ॥ ৪ ॥ এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামতে ॥ ৫ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং নৃপোত্তম। অব্রবীদ্ভর্ত্তৃযজ্ঞস্তু শাভিপ্রায়ং সুসম্মতম্ ॥ ৬ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। প্রশ্নভারো মহানেষ ভবদ্ভিঃ সমুদাহৃতঃ। তথাপি কথয়িষ্যামি নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৭ ॥ অজ্ঞাতপিতৃবংশো যো দূরাদপি সমাগতঃ। সামান্যং বাঞ্ছতে পদ্যং নাগরোঽস্মীতি কীর্ত্তয়ন্ ॥ ৮ ॥ তস্য শুদ্ধিঃ প্রদাতব্যা মুখ্যৈঃ শাস্ত্রৈঃ শুভৈর্দ্বিজৈঃ। গর্ত্তাতীর্থোদ্ভবং বিপ্রং কৃত্বা চৈব পুরঃ

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র বলিলেন।—হে নৃপোত্তম! অনন্তর ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভর্ত্তৃযজ্ঞের স্তব করিয়া বলিলেন,—আপনি যে বলিলেন,—যে দ্বিজ শোধিত হইবেন, তিনিই কন্যাদান সোমপান ও শ্রাদ্ধভোজনের যোগ্য হইবেন। ইহাতে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, কিরূপে শুদ্ধি বিহিত হইবে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন। দেশান্তরগত, দেশান্তরপ্রজাত, অত্রত্য অজ্ঞাতপিতৃবর্গ ও সামান্যপদেচ্ছু—এই সকল নাগর ব্রাহ্মণের পরিচয় জানিবার উপায় কি? হে মহামতে! সবিস্তরে তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন। ১—৫। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নৃপবর! বিপ্রগণের এই কথা শুনিয়া ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—এই প্রশ্নভার অতি মহান্; তথাপি আপনারা যখন প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন আমি ভগবান্ স্বয়ম্ভূকে প্রণাম করিয়া বলিতেছি। যে অজ্ঞাতপিতৃবংশ দূর হইতে আসিয়া

সরম্‌। ৯। বিশুদ্ধিং যাচমানস্তু যদি যচ্ছন্তি নো দ্বিজাঃ। কামাদ্বা যদি বা ক্রোধাৎ প্রদ্বেষাদ্বা চ্যুতের্ভয়াৎ। ১০॥ ব্রহ্মহত্যোদ্ভবং পাপং সর্ব্বেষাং তত্র জায়তে। তস্মাদভ্যাগতো যত্ন দূরাদপি বিশেষতঃ। ১১। তস্য শুদ্ধিঃ প্রদাতব্যা প্রযত্নেন দ্বিজোত্তমৈঃ। শুদ্ধিং তু ত্রিবিধাং প্রাপ্তো মম বাক্যসমুদ্ভবাম্‌। ১২। স শুদ্ধো নাগরো জ্ঞেয়ো জাতো দেশান্তরেম্বপি। পূর্ব্বং বিশোধয়েদ্বংশং ততো মাতৃকুলং স্মৃতম্‌। ১৩। ততঃ শীলং ত্রিভিঃ শুদ্ধঃ সামান্তং পদমর্হতি। ১৪। সর্ব্বেষামপি বিপ্রাণাং বর্ষান্তে সমুপস্থিতে। শুদ্ধিঃ কার্য্যা প্রযত্নেন স্বস্থানস্য বিশুদ্ধয়ে। ১৫॥ তদর্থং শরদশ্চান্তে সুভর্ত্তৌ ব্রাহ্মণত্তমাঃ। চাতুশ্চরণসম্পন্নাঃ সংস্থাপ্যাঃ ষোড়শৈব তু। ১৬। ব্রাহ্মণাঃ পুরতঃ সর্ব্বে শান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। গর্ত্তাতীর্থোদ্ভবং বিপ্রং তেষাং মধ্যে নিবেশয়েৎ। ১৭। তদগ্রে পীঠিকা দেয়াশ্চতস্রো লক্ষণান্বিতাঃ। যাবৎকার্ত্তিকপর্য্যন্তং চাতুশ্চরণকল্পিতাঃ॥ ১৮। প্রথমা বহ্বৃচস্যার্থে যাজুষস্য তথাপরা। সামগস্য তথৈবান্যা তথাদ্যস্য চতুর্থিকা। ১৯। মুদ্রিকার্থং তথৈবান্যা পঞ্চমী পরিকীর্ত্তিতা। শ্রীসূক্তং পাবমানং চ শাকুনং বিষ্ণুদৈবতম্‌। ২০। পারাবতং তথা সূক্তং জীবসূক্তেন সংযুতম্‌। বহ্বৃচঃ কীর্ত্তয়েত্তত্র শান্তিকং চ তথাপরম্‌॥ ২১॥ শান্তিকং শিবসঙ্কল্পমৃষিকল্পং চতুর্বিধম্‌। মণ্ডলং ব্রাহ্মণং চৈব গায়ত্রীব্রাহ্মণং তথা॥ ২২॥ তথা পুরুষসূক্তং চ মধুব্রাহ্মণমেব চ। অধ্বর্য্যুঃ কীর্ত্তয়েত্তত্র রুদ্রান্ পঞ্চাঙ্গসংযুতান্‌॥ ২৩॥ দেবব্রতং চ গায়ত্রং সোমসূর্য্যব্রতে তথা। একবিংশতিপর্য্যন্তং তথান্যচ্চ রথন্তরম্‌। ২৪। সৌব্রতং সংহিতা বিষ্ণোর্জ্যেষ্ঠসাম তথৈব চ। সামবেদোক্তরুদ্রাংশ্চ ভারুণ্ডৈঃ সামভির্যুতান্‌। ছন্দোগঃ কীর্ত্তয়েত্তত্র যচ্চান্যচ্ছান্তিকং ভবেৎ॥ ২৫। গর্ভোপনিষদঞ্চৈব স্কন্দসূক্তং তথাপরম্‌। ২৬। নীলরুদ্রৈঃ সমোপেতান প্রাণরুদ্রাংস্তথাপরান্‌। নবরুদ্রাংশ্চ ক্ষুরিকানাদ্যস্তত্র প্রকীর্ত্তয়েৎ। ২৭। ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ। শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লচন্দনচর্চ্চিতঃ। ২৮। শুদ্ধিকামো ব্রজেত্তত্র যত্র তে ব্রাহ্মণাঃ স্থিতাঃ। প্রণম্য শিরসা তেষাং ততো

সামান্ত পদবাঞ্ছা করিবে, গর্ত্তাতীর্থসম্ভূত বিপ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মুখ্য, শান্ত, শুভ দ্বিজোত্তমগণ তাহার শুদ্ধি বিধান করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ শুদ্ধি বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে যদি তাঁহাকে শুদ্ধি প্রদান করা না হয়; কাম, ক্রোধ, দ্বেষ ও চ্যুতিভয় বশত যদি তাহাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে সকলকেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপভাগী হইতে হইবে। অতএব যাহারা অভ্যাগত, দূর হইতে আসিবেন, যত্ন সহকারে তাঁহাদের শুদ্ধি বিধান করিতে হইবে। দেশান্তর হইতে আগত ব্যক্তি আমার বাক্যসমুদ্ভবা ত্রিবিধশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। পূর্ব্বে বংশশোধন, তার পর মাতৃকুলশোধন, অনন্তর শীলশোধন এই ত্রিবিধ শোধন সম্পন্ন ব্যক্তি 'সামান্ত' পদের যোগ্য হয়। সকল বিপ্রেরই বর্ষশেষে স্বস্থানশুদ্ধির সর্ব্বপ্রযত্নে জন্য শুদ্ধি বিধান করা উচিত। শুদ্ধির নিমিত্ত বর্ষান্তে শুভ ঋতু ত চাতুশ্চরণ-সম্পন্ন ষোড়শ জন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হইবে। ঐ ব্রাহ্মণগণ শান্ত, দান্ত, ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। গর্ত্তাতীর্থোদ্ভব একজন ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের মধ্যে নিবেশিত করিতে হইবে। তাঁহাদের অগ্রভাবে লক্ষণান্বিত চারিটী পীঠিকা রক্ষা করিতে হইবে। কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত এই পীঠিকা চাতুশ্চরণ দ্বিজগণের জন্য কল্পিত থাকিবে। প্রথম পীঠিকা বহ্বৃচদিগের জন্য, দ্বিতীয় যাজুষগণের জন্য, তৃতীয় সামগদিগের জন্য, চতুর্থ পীঠিকা আদ্য ব্রাহ্মণগণের জন্য। আর মুদ্রণের জন্য এক পীঠিকা নিয়োজিত করিবে; তাহা পঞ্চমী। শ্রীসূক্ত, পাবমান, শাকুন, বিষ্ণুদৈবত, পারাবত ও জীবসূক্ত, এই সকল বহ্বৃচ, শান্তির জন্য কীর্ত্তন করিবেন। শান্তিক শিবসঙ্কল্প, ঋষিকল্প, মণ্ডলব্রাহ্মণ, গায়ত্রীব্রাহ্মণ, পুরুষসূক্ত ও মধুব্রাহ্মণ এই সকল অধ্বর্য্যু কীর্ত্তন করিবেন। পঞ্চাঙ্গযুক্ত রুদ্রমন্ত্র, সোমব্রত, সূর্য্যব্রত, দেবব্রত ও গায়ত্রী মন্ত্র, একবিংশতি পর্য্যন্ত ও অন্য প্রকার রথন্তর, সৌব্রত, বিষ্ণুসংহিতা, জ্যেষ্ঠ সাম, ভারুণ্ড ও সামযুক্ত সামবেদোক্ত রুদ্রমন্ত্র সকল এবং অন্যান্য যাহা কিছু শান্তিবিধায়ক মন্ত্র, এ সকল ছান্দোগ কীর্ত্তন করিবেন।৬—২৫। গর্ভোপনিষদ্‌, স্কন্দসূক্ত, নীলরুদ্রের সহিত প্রাণরুদ্র, নবরুদ্র ও ক্ষুরিকা মন্ত্র আদ্য কীর্ত্তন করিবেন। অনন্তর পুণ্যাহঘোষ ও গীতবাদিত্রনিনাদ করিতে করিতে শুক্লমাল্যাম্বরধর, শুক্লচন্দন-চর্চ্চিত, শুদ্ধিকামী ব্যক্তি যেখানে ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেছেন, ঐ স্থানে গমন করিবেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া শুদ্ধিকামী ব্যক্তি মধ্যগকে বলিবেন,—আপনি

যাচ্যস্ত মধ্যগঃ। ২৯॥ মদর্থং প্রার্থয় ত্বং হি সর্ব্বানেতান্ দ্বিজোত্তমান্। যতঃ শুদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি। ৩০। ততস্ত প্রার্থয়েদ্বিপ্রাংস্তদর্থঞ্চ বিশুদ্ধয়ে। গর্ত্তাতীর্থোদ্ভবো বিপ্রো বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। ৩১। গোচর্ম্মণি সমালগ্নঃ শুদ্ধিকামস্য তস্য চ। প্রষ্টব্যাস্ত ততস্তেন সর্ব্ব এব দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩২। এষ শুদ্ধিকৃতে প্রাপ্তঃ সুদূরান্নাগরো দ্বিজঃ। অস্য শুদ্ধিঃ প্রদাতব্যা যুষ্মাকং রোচতে যদি। ৩৩। অথ বৈর্বেদসূক্তেন নিষেধো বা প্রবর্ত্তনম্। বক্তব্যং বচসা নৈব মম বাক্যমিদং স্থিতম্। ৩৪। ততশ্চ বহুলান্ দৃষ্ট্বা ঋগধ্বর্য্যুংস্ততঃ পরম্। ছান্দোগ্যাংশ্চ তথাদ্যাংশ্চ ক্রমেণ তু দ্বিজোত্তমাঃ। ৩৫॥ যদি তেষাং মনস্তুষ্টির্জায়তে দ্বিজসত্তমাঃ। ততঃ সূক্তানি বাক্যানি সৌম্যানি সুশুভানি চ। বারুণানি তথৈন্দ্রাণি মাঙ্গল্যপ্রভবাণি চ। ৩৬। শ্রেষ্ঠানি মন্ত্রলিঙ্গানি বৃদ্ধিতুষ্টিকরাণি চ। যদি নো মানসী তুষ্টিস্তেষাং চৈব প্রজায়তে। ৩৭। তদা রৌদ্রাণি যাম্যানি নৈঋর্ত্যানি বিশেষতঃ। আগ্নেয়ানি ত্বনিষ্টানি তথা নাশকরাণি চ। ৩৮॥ অথ যে তত্র মূর্খাঃ স্যুর্ন বেদপঠনে রতাঃ। পুষ্পদানন্ত বক্তব্যং তৈঃ সন্তুষ্টৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ। ৩৯। সীৎকারঃ কুপিতৈঃ কার্য্যঃ সন্তোষেণ বিবর্জ্জিতৈঃ। এবং সর্ব্বেষু কৃত্যেষু ন চ কার্য্যো ন্নিনির্ণয়ঃ। ৪০। প্রাকৃতৈর্বচনৈশ্চৈব যথা কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। তথৈব নির্ণয়স্যান্তে মধ্যগেন বিপশ্চিতা। ৪১। দেয়ং তালত্রয়ং সম্যক্ সর্ব্বেষাং নির্ণয়োদ্ভবে। ৪২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগরপ্রশ্ননির্ণয়বর্ণনং নামৈকাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২০১॥

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়।

বিশ্বামিত্র উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ। তং পপ্রচ্ছুর্নরশ্রেষ্ঠ কৌতুকাবিষ্টচেতসঃ। ১। কস্যচিন্নির্ণয়ো দেয়ো মধ্যস্থস্য দ্বিজোত্তমৈঃ। বেদবাক্যেন সন্ত্যজ্য বাক্যং মনুজসম্ভবম্॥ ২। কস্মাত্তালত্রয়ং দেয়ং মধ্যগেন মহাত্মনা। এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ॥৩। তচ্ছ্রুত্বা ভর্ত্তৃযজ্ঞস্ত তানুবাচ দ্বিজোত্তমান্। শ্রূয়তামভিধাস্যামি যদেতৎ কারণং স্থিতম্। ৪। নাসত্যং

আমার শুদ্ধিবিধানের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণগণকে বলুন। ইঁহারা আমার শুদ্ধি বিধান করিবেন। আপনি এই কার্য্যটী করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন। অনন্তর মধ্যগ বিপ্র শুদ্ধিকামীর শুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা জানাইবেন। অনন্তর গোচর্ম্ম-সমালগ্ন বিনীত গর্ত্তাতীর্থোদ্ভব বিপ্র শুদ্ধিকাম ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণের নিকট বিজ্ঞাপন করিবেন,—এই নাগর দ্বিজ শুদ্ধির নিমিত্ত সুদূর হইতে আগমন করিয়াছেন। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, তবে ইঁহার শুদ্ধি বিধান করুন। এইরূপ বিজ্ঞপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ বেদসূক্ত দ্বারা শুদ্ধি হইবে কি না—তাহা জানাইবেন, তাঁহারা কথা কহিয়া জানাইবেন না। এইভাবে ক্রমশঃ ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, ছান্দোগ্য ও আদ্য সকলকে জানান হইলে তাঁহাদের যদি মনস্তুষ্টি হয়, সৌম্য, সুশুভ, বারুণ ঐন্দ্র, মাঙ্গল্য, প্রভব, শ্রেষ্ঠ, মন্ত্রলিঙ্গ, বৃদ্ধিতুষ্টিকর, সূক্তবাক্য বলিবেন। আর যদি শুদ্ধি তাহাদের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে রৌদ্র, কাম্য, নৈঋর্ত, আগ্নেয়, অনিষ্টকর, ও নাশকর, সূক্তবাক্য বলিবেন। শুদ্ধিকামীদিগের মধ্যে যাহারা মূর্খ, তাহারা বেদপাঠে নিরত হইবে না, দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পুষ্পদান করিবেন। ইহার অন্যথা হইলে অসন্তুষ্ট ও কুপিত হইয়া সীৎকার করিবেন। সকল কার্য্যেই প্রাকৃত বচন দ্বারা যেরূপ মানুষগণ বাক্য বলে, ঐ বৃত ব্রাহ্মণগণও সেরূপ বলিবেন না। অনন্তর নির্ণয় কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে মধ্যগ তালত্রয় প্রদান করিবেন। ২৯—৪২।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০১।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! মধ্যগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীত ব্রাহ্মণগণ মানুষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক বাক্য দ্বারা কৌতুকাবিষ্টচিত্তে ভর্ত্তৃযজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমরা শুদ্ধির জন্য কাহাকে নির্ব্বাচন করিব? মহাত্মা মধ্যগ কি জন্য তালত্রয় প্রদান করিবেন? ইহা আমাদিগকে বলুন, আমাদের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। তাহা শুনিয়া ভর্ত্তৃযজ্ঞ দ্বিজোত্তমদিগকে বলিলেন,—শ্রবণ কর,—ইহার কারণ বলিতেছি,

জায়তে বাক্যং নাগরাণাং কথঞ্চন। ব্রহ্মশালাস্থিতানাঞ্চ শুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ৫ ॥ বেদোক্তৈঃ সবনৈস্তস্মাদর্পয়ন্তি দ্বিজোত্তমাঃ। ইষ্টং বা যদি বানিষ্টং পৃচ্ছমানস্য চার্থিনঃ ॥ ৬ ॥ ভূয়োভূয়স্ততঃ কুর্য্যান্মধ্যস্থঃ স দ্বিজন্মনাম্। প্রশ্নং তস্য নিমিত্তঞ্চ যাবত্তস্য বিনির্ণয়ঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মশালোপবিষ্টানাং যদি বাক্যং বৃথা ভবেৎ। মাহাত্ম্যং নশ্যতে তেষাং ততঃ ক্রোধঃ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥ ক্রোধাৎ সঞ্জায়তে দ্রোহো দ্রোহাৎ পাপস্য সঙ্গমঃ। এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা মধ্যস্থঃ পৃচ্ছ্যতে মুহুঃ ॥ ৯ ॥ সমুদায়ঃ সমস্তানাং যথা চৈব প্রজায়তে। তদা তালত্রয়ং যচ্চ মধ্যস্থঃ সম্প্রয়চ্ছতি ॥ ১০ ॥ তাসাং তু পূর্ব্বয়া কামং হন্তি পৃচ্ছাপ্রদায়িনাম্। দ্বিতীয়য়া তথা ক্রোধং হন্তি লোভং তৃতীয়য়া ॥ ১১ ॥ এতস্মাৎ কারণাদ্দেয়ং তেন তালত্রয়ং দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। আথর্ব্বণশ্চতুর্থস্তু ব্রাহ্মণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। স কস্মাৎ প্রথম প্রশ্নো নাগরাণাং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। আথর্ব্বঃ প্রথমঃ প্রশ্নো যস্মাৎ প্রোক্তো ময়া দ্বিজাঃ। তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১৪ ॥ নের্ষ্যা চৈবাত্র কর্ত্তব্যা স্বস্থানস্য বিনাশনী। নিরূপিতং ময়া সম্যক্ স্থানস্যস্য বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥ ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞাখ্যা অগ্নিষ্টোমাদিকা মখাঃ। পারত্রিকাঃ প্রবর্ত্তন্তে নৈহিকাশ্চাভিচারিকাঃ ॥ ১৬ ॥ অথর্ব্ববেদে তচ্চোক্তং সর্ব্বং চৈবাভিচারিকম্। হিতায় সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মণা লোককারিণা ॥ ১৭ ॥ অথর্ব্ববেদঃ প্রথমং দ্রষ্টব্যঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে। এতস্মাৎ কারণাদাদ্যঃ স চতুর্থোঽপি সংস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। পৃচ্ছাসম্বন্ধজং সর্ব্বমেকং কার্য্যং সদৈব হি ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভর্ত্তৃযজ্ঞবাক্যনির্ণয়বর্ণনং নাম দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

নাগর ব্রাহ্মণগণের বাক্য কদাচ অসত্য হয় না। ব্রহ্মশালাস্থিত ব্রাহ্মণগণের শুভাশুভ যদি কোন ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে তাঁহারা বেদোক্ত সবন দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। মধ্যস্থ সম্যক্ নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মশালাস্থিত দ্বিজগণকে ইষ্টানিষ্ট-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য বিষয় বারম্বার প্রশ্ন করিবেন। ব্রহ্মস্থানোপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের বাক্য যদি বৃথা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মাহাত্ম্য বিনষ্ট হয় এবং ক্রোধোদ্রেক হইয়া থাকে। আর ক্রোধ হইতে দ্রোহ এবং দ্রোহ হইতে পাপোৎপত্তি হয়। এই জন্যই ব্রহ্মশালাস্থিত বিপ্রগণ মধ্যস্থমুখে সকল কথা বলেন ও শোনেন। আর যাহাতে সকলের সমবায় হয়, তাহা করিবার জন্য মধ্যস্থ তালত্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। প্রথম তালে প্রশ্নকারীদিগের কাম, দ্বিতীয় তালে ক্রোধ, এবং তৃতীয় তালে লোভ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই মধ্যগ তালত্রয় প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ যখন চতুর্থ, তখন নাগর ব্রাহ্মণগণ প্রথমতই কিজন্য তাঁহাকে প্রশ্ন করেন? ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! যে জন্য আমি অথর্ব্ববেদী বিপ্রকেই প্রথম প্রশ্নের বিষয়রূপে কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। এ বিষয়ে স্বস্থান-বিনাশিনী ঈর্ষ্যা করিবে না! ইহা স্বীয় পদবীস্থ দ্বিজগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত আমাকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। ঋগ্‌ যজুঃসামপ্রতিপাদিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ পারত্রিক (পরজন্ম ফলদায়ক), ঐহিক বা আভিচারিক নহে। লোককর্ত্তা বিধাতা সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত অথর্ব্ববেদে যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই আভিচারিক। সেই জন্য সদ্যঃ কার্য্যসিদ্ধির জন্য অথর্ব্ববেদ চতুর্থ হইলেও প্রথম গৃহীত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! আপনারা প্রশ্নবিষয়ক যে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা এই সম্পূর্ণরূপে বলিলাম। ১—১৯।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। এবং শুদ্ধ্যর্থমায়াতো নাগরাণাং পুরঃস্থিতঃ। নাগরঃ শুদ্ধিমাপ্নোতি যথা তন্মে বদ দ্বিজ ॥ ১ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। এবং মধ্যস্থবচনাৎ সমুদায়ে স্থিরে সতি। স প্রষ্টব্যঃ পিতুর্মাতা কতমা

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত বলিলেন,—হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! নাগর ব্রাহ্মণগণ নাগর ব্রাহ্মণগণের নিকট আগমন করিয়া যেরূপে শুদ্ধি লাভ করেন, আপনি তাহা আমাকে বলুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—এইরূপে মধ্যস্থবাক্যে দ্বিজসভা উপবিষ্ট হইলে প্রশ্নকারীকে

ত্তে বদন্ত নঃ ॥ ২ ॥ কিং গোত্রঃ কতমস্তস্যাঃ পিতা কিংপ্রবরঃ স্মৃতঃ। এবং তস্যান্বয়ং জ্ঞাত্বা গোত্রপ্রবরসংযুতম্ ॥ ৩ ॥ প্রষ্টব্যা চ ততো মাতা তস্যাস্তাপি চ যা ভবেৎ। জননী চাপি প্রষ্টব্যা তস্যাস্তাপি চ যা ভবেৎ ॥ ৪ ॥ জ্ঞাতব্যা সাপি যত্নেন ব্রাহ্মণৈঃ শুদ্ধিকর্ম্মণি ॥ ৫ ॥ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। শোধনীয়াঃ প্রযত্নেন ত্রয়শ্চেতেঽপি তস্য চ ॥ ৬ ॥ তথা পিতামহীপক্ষে ত্রয় এতে দ্বিজোত্তমাঃ। মাতামহস্ততস্তস্য পিতা তস্যাপি যঃ পিতা ॥ ৭ ॥ মাতা মাতামহী চৈব তথৈবান্যা প্রপূর্ব্বিকা। পিতামহ্যাশ্চ যা মাতা সাপি শোধ্যা সভর্ত্তৃকা ॥ ৮ ॥ এবং শাখাগমং জ্ঞাত্বা তস্য সর্ব্বং যথাক্রমম্। মূলবংশাদধিষ্ঠানং ন্যগ্রোধস্যেব সর্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ শুদ্ধিঃ প্রদাতব্যা সিন্দূরতিলকেন তু। চাতুশ্চরণমন্ত্রৈশ্চ দত্ত্বাশীর্ব্বচনং ক্রমাৎ ॥ ১০ ॥ ততো বাচ্যং নৃপশ্রেষ্ঠ মধ্যস্থেন তদগ্রতঃ। দত্ত্বা তালত্রয়ং রাজন্ শুদ্ধোঽয়ং নাগরো দ্বিজঃ। সামান্যপদযোগ্যশ্চ সঞ্জাতঃ সাম্প্রতং দ্বিজঃ ॥ ১১ ॥ ততোঽগ্নিশরণং গত্বা সন্তর্প্য চ হুতাশনম্। পঞ্চবক্ত্রেণ মন্ত্রেণ দত্ত্বা পূর্ণাহুতিং ততঃ। বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ স্বশক্ত্যা ভোজনান্বিতাম্ ॥ ১২ ॥ সিন্দূরতিলকে জাতে ব্রহ্মাগ্রে দ্বিজবাক্যতঃ। পিতৄণাং জায়তে তুষ্টির্বংশো নোঽদ্য প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৩ ॥ যস্য নো জায়তে শুদ্ধিঃ শাখাভির্মূলবংশগা। নিগ্রহস্তস্য কর্ত্তব্যো দ্বিজার্হো দ্বিজসত্তমৈঃ ॥ ১৪ ॥ যথা নান্যো হি জায়েত শুদ্ধিস্তস্য প্রকল্পিতা। এবং সংশোধিতো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধার্হো জায়তে ততঃ ॥ ১৫ ॥ অপি চাষ্টকুলোৎপন্নঃ সামান্যঃ কিং পুনর্হি যঃ। অশুদ্ধেন তু বিপ্রেণ যঃ শ্রাদ্ধাদ্যং করোতি হি। তস্য ভস্মহুতং যদ্বৎসর্ব্বং তজ্জায়তে বৃথা ॥ ১৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শোধ্যোঽয়ং নাগরো দ্বিজঃ। স্বস্থানস্য বিশুদ্ধ্যর্থং তথৈব স্বকুলস্য চ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগরবিশুদ্ধিপ্রকারবর্ণনং নাম ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৩ ॥

জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, তোমার পিতার মাতা কে, তাহা আমাদিগকে বল? তোমার গোত্র কি, তোমার পিতা কে এবং তোমার প্রবর কি? এই সকল জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। এইরূপে তাহার গোত্র-প্রবর-সংযুক্ত অন্বয় অবগত হইয়া তাহার মাতা মাতামহী ও প্রমাতামহীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে। ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধিকর্ম্মে এ সকল যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবেন। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহেরও পরিচয় লইতে হইবে। পিতামহীপক্ষেও এই নিয়ম জানিতে হইবে। এইরূপে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহপ্রভৃতির পরিচয় লওয়া কর্ত্তব্য। তদ্বৎ মাতা, মাতামহী ও প্রমাতামহীর পরিচয় গ্রহণ করিবে। সভর্ত্তৃকা পিতামহীর মাতারও পরিচয় লওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে পৃচ্ছাকারী ব্যক্তির ন্যগ্রোধের ন্যায় বংশ-বংশ অবগত হওয়া আবশ্যক। অনন্তর চাতুশ্চরণ বিপ্র, মন্ত্র দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া পৃচ্ছাকারীকে সিন্দুর-তিলক প্রদান দ্বারা শুদ্ধি প্রদান করিবে। অনন্তর মধ্যস্থ তালত্রয় প্রদান করিয়া বিপ্রগণের অগ্রে বলিবেন,—এই ব্যক্তি শুদ্ধ নাগর। এই দ্বিজ সম্প্রতি 'সামান্য' নাগরপদ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সে অগ্নিশরণে গমন করিয়া হুতাশনকে তর্পিত করিবে। পঞ্চবক্ত্র মন্ত্রে বহ্নিতে পূর্ণাহুতি দিবে এবং বিপ্রগণকে যথাশক্তি ভোজনান্বিত দক্ষিণা প্রদান করিবে। দ্বিজগণের বাক্যানুসারে ব্রহ্মাগ্রে তাহার সিন্দূরতিলক হইলে তাহাতে তাহার পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। পিতৃগণ মনে করেন,—অদ্য আমাদের বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল! বংশ-শাখা দ্বারা যাহার মূল বংশ বিশুদ্ধ না হয়, দ্বিজসত্তমগণ তাহার দ্বিজার্হ নিগ্রহ করেন। অপর কিছু না হইয়া তাহার শুদ্ধি মাত্রই হয়। অষ্ট কুলোৎপন্ন বিপ্র সামান্য হইলেও এইরূপে শোধিত হইয়া শ্রাদ্ধার্হ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশুদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করে, ভস্মহুতবৎ তাহার সমস্ত শ্রাদ্ধই বৃথা হয়। অতএব নাগর বিপ্রগণ স্বস্থান ও স্বীয় কুলের বিশুদ্ধির নিমিত্ত আত্মশোধন করিবেন। ১—১৭।

ত্র্যধিক দ্বি-শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৩।

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। প্রোক্তাস্মাকং ত্বয়া বিপ্র শুদ্ধির্নাগরসম্ভবা। বংশজা বিস্তরেণৈব যথা

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি নাগরদিগের বংশসম্বন্ধীয় শুদ্ধি বিস্তৃতরূপে বলিলেন।

পৃষ্টোহসি সুব্রত ॥১॥ সাম্প্রতং শীলজাং ব্রূহি নষ্টবংশশ্চ যো ভবেৎ। পিতামহ ন জানাতি ন চ মাতামহীং নিজাম্। তস্য শুদ্ধিঃ কথং কার্য্যা নাগরোঽহমীতি যো বদেৎ ॥ ২॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। এতদর্থং পুরা পৃষ্টো ভর্ত্তৃযজ্ঞশ্চ নাগরৈঃ। নষ্টবংশকৃতে রাজন্ যথা পৃষ্টোঽস্মি বৈ ত্বয়া ॥ ৩॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। নষ্টবংশস্তু যো ব্রূয়ান্নাগরোঽহমীতি সংসদি। তস্য শীলং প্রবিজ্ঞেয়ং ততঃ শুদ্ধিং সমাদিশেৎ ॥ ৪॥ নাগরাণাং তু যে ধর্ম্মা ব্যবহারাশ্চ কেবলাঃ। তেষু চেদ্বর্ত্ততে নিত্যং সম্ভাব্যো নাগরো হি সঃ ॥ ৫॥ তস্য শুদ্ধিকৃতে দেয়ং ঘটং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। ঘটে তু শুদ্ধিমাপন্নে ততোঽসৌ শুদ্ধতাং ব্রজেৎ ॥ ৬॥ শ্রাদ্ধার্হঃ কন্যকার্হশ্চ সোমার্হশ্চ বিশেষতঃ। সামান্যপদযোগ্যশ্চ সমস্তে স্থানকর্ম্মণি ॥ ৭॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি নরোত্তম। দ্বিতীয়া জায়তে শুদ্ধির্যথা নষ্টান্বয়ে দ্বিজে। তস্মাদ্বদ মহারাজ যদ্ভূয়ঃ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৮॥ আনর্ত্ত উবাচ। তস্মাত্তে নাগরা ভূত্বা বিপ্রাশ্চাষ্টকুলোদ্ভবাঃ। সর্ব্বেষামুত্তমা জাতা প্রধান্যেন ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৯॥ তপসঃ কিং প্রভাবঃ স তেষাং বা যজনোদ্ভবঃ। বিদ্যোদ্ভবোঽথবা বিপ্র কিংবা দানসমুদ্ভবঃ ॥ ১০॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। তে সর্ব্বে গুণসম্পন্না যথান্যে নাগরাস্তথা। বিশেষশ্চাপরস্তেষাং তে শক্রেণ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১১॥ তেন তে গৌরবং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বেষাং তু দ্বিজন্মনাম্ ॥ ১২॥ আনর্ত্ত উবাচ। কস্মিন্ কালে তু তে বিপ্রাঃ শক্রেণাত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ। কিমর্থং চ বদাস্মাকং বিস্তরেণ মহামতে ॥ ১৩॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। হিরণ্যাক্ষ ইতি খ্যাতঃ পুরাসীদ্দানবোত্তমঃ। অভবত্তস্য সংগ্রামঃ শক্রেণ সহ দারুণঃ ॥ ১৪॥ তত্র দেবাসুরে যুদ্ধে মৃতা ভূরিদিবৌকসঃ। দানবাশ্চ মহারাজ পরস্পরজিগীষবঃ ॥ ১৫॥ অথ যে দানবাঃ সংখ্যে শক্রেণ বিনিপাতিতাঃ। বিদ্যাবলেন তান্ শুক্রঃ সঞ্জীবান্ কুরুতে পুনঃ ॥ ১৬॥ দেবাশ্চ নিধনং প্রাপ্তা ন জীবন্তি কথঞ্চন। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য বিষ্ণুং প্রোবাচ বৃত্রহা ॥ ১৭॥ ধারাতীর্থমৃতানাং চ প্রহারৈঃ সম্মুখৈঃ প্রভো। যা গতিশ্চ সমাদিষ্টা তাং মে বদ জনার্দ্দন ॥ ১৮॥ পরাঙ্মুখা মৃতা যে চ পলায়নপরায়ণাঃ। তেষামপি গতিং ব্রূহি যাদৃশী জায়েত বাচ্যুত ॥ ১৯॥ বিষ্ণু-

---

আমি ইহা আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। অধুনা তাহাদের শীলসম্বন্ধীয় শুদ্ধি বলুন। যাহারা নষ্টবংশ নিজ পিতামহ ও মাতামহী জানে না, অথচ নাগর বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের শুদ্ধি কিরূপে হয়, আপনি ইহা বলুন? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি যাহা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, পূর্ব্বে এতদর্থ নাগরগণ ভর্ত্তৃযজ্ঞকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিয়াছিলেন,—যে কোন নাগর নষ্টবংশ বলিয়া সভায়, আত্মপরিচয় দিবে, প্রথমতঃ তাহার শীল জানিয়া পরে শুদ্ধি বিধান করিতে হইবে। নাগর ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মব্যবহার যদি তাহাতে থাকে বা সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে সে নাগরপদবাচ্য হইবে। তাহার শুদ্ধির জন্য ঘট প্রদত্ত হইবে। ঐ ঘটে শুদ্ধ হইলে সে শুদ্ধি লাভ করিবে। তখন সে শ্রাদ্ধার্হ, কন্যার্হ, সোমার্হ এবং সমস্ত স্থানকর্ম্মে সামান্য পদযোগ্য হইবে। হে নরোত্তম! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত অর্থাৎ নষ্টান্বয় দ্বিজের দ্বিতীয় শুদ্ধিবিধান কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? আনর্ত্ত বলিলেন,—এইরূপে অষ্টকুলোদ্ভব নাগর বিপ্রগণ সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাদের তপস্যা, যজন, দান ও বিদ্যার প্রভাব কিরূপ তাহা বলুন? ১—১০। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—অন্য নাগরগণ যেমন গুণসম্পন্ন; যাঁহাদের কথা বলা হইল, ইঁহারাও তেমনি গুণসম্পন্ন। তবে বিশেষ এই যে, যাহারা আদিম নাগর, তাহারা শক্রপ্রতিষ্ঠিত; এই জন্যই তাহারা সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গৌরব লাভ করিয়াছেন। আনর্ত্ত বলিলেন,—কোন্ কালে কিজন্য শক্র এই স্থানে ঐ বিপ্রগণকে স্থাপিত করিয়াছিলেন, আপনি এই সকল আমায় বলুন? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—পূর্ব্বে হিরণ্যাক্ষ নামে এক দানব ছিল। শক্রের সহিত তাহার দারুণ যুদ্ধ হয়। ঐ দেবাসুরযুদ্ধে পরস্পরজিগীষু বহু সুরাসুর রণে প্রাণত্যাগ গমন করে। শক্র দানবগণকে নিপাতিত করিতে থাকিলে, শুক্র বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু দেবতাদিগের যে সকল সৈন্য নিহত হয়, তাহা আর পুনর্জীবিত হয় না। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে বৃত্রহা বিষ্ণুকে বলেন,—হে জনার্দ্দন! আপনি আমাকে সম্মুখপ্রহারেও ধারাতীর্থে-মৃত ব্যক্তিগণের যে গতি, তাহা আদেশ করুন; আর পরাঙ্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ মৃত, হইয়া ব্যক্তিগণের যে গতি,

রুবাচ। ধারাতীর্থমৃতানাং চ সম্মুখানাং মহাহবে। যথা চোচ্ছিন্নবীজানাং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ২০॥ যে পুনঃ পৃষ্ঠদেশে তু হতাস্তে ভয়বিক্লবাঃ। ভুজ্যমানাঃ পরৈস্তে চ প্রেতাঃস্যুস্ত্রিদশাধিপ॥ ২১॥ ইন্দ্র উবাচ। কেচিদ্দেবা মৃতা যুদ্ধে যুধ্যমানাশ্চ সম্মুখাঃ। তথৈবান্যে ময়া দৃষ্টা হন্যমানাঃ পরাঙ্মুখাঃ। প্রেতত্বং দানবানাং চ সর্ব্বেষাং স্যান্ন বা প্রভো॥ ২২॥ বিষ্ণুরুবাচ। অসংশয়ং সহস্রাক্ষ হতা যুদ্ধে পরাঙ্মুখাঃ। প্রেতত্বং যান্তি তে সর্ব্বে দেবা বা মানুষা যদি॥ ২৩॥ বিষাদগ্নেঃ কুলঘ্নানাং তথা চৈবাত্মঘাতিনাম্। দংষ্ট্রিভির্হতদেহানাং শৃঙ্গিভিশ্চ সুরেশ্বর। প্রেতত্বং জায়তে নূনং সত্যমেতদসংশয়ম্॥ ২৪॥ ইন্দ্র উবাচ। কথং তেষাং ভবেন্মুক্তিঃ প্রেতত্বাদারুণাদ্বিভো। এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব যেন যত্নং করোম্যহম্॥ ২৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। তেষাং সংযুজ্যতে শ্রাদ্ধং কন্যাসংস্থে দিবাকরে। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং নভস্যস্য সুরেশ্বর॥ ২৬॥ গয়ায়াং ভক্তিপূর্ব্বন্তু পিতামহবচো যথা। ততঃ প্রয়াস্তি তে মোক্ষং সত্যমেতদসংশয়ম্॥ ২৭॥ ইন্দ্র উবাচ। কস্মাত্তত্র দিনে শ্রাদ্ধং ক্রিয়তে মধুসূদন। শস্ত্রৈর্ব্বিনিহতানাঞ্চ সর্ব্বং মে বিস্তরাদ্বদ॥ ২৮॥ শ্রীভগবানুবাচ। ভূতপ্রেতপিশাচৈশ্চ কুষ্মাণ্ডৈঃ রাক্ষসৈরপি। পুরা সম্প্রার্থিতঃ শম্ভুর্দ্দিনে তত্র সমাগতে। অদ্যৈকং দিবসং দেব কন্যাসংস্থে দিবাকরে॥ ২৯॥ অস্মাকং দেহি যেন স্যাত্তৃপ্তিবর্ষসমুদ্ভবা। প্রদদ্যে বংশজৈঃ শ্রাদ্ধে দীনানাং ত্বং দয়াং কুরু॥ ৩০॥ শ্রীভগবানুবাচ। যঃ করিষ্যতি বৈ শ্রাদ্ধমস্মিন্নহনি সংস্থিতে। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং নভস্যস্য চ বংশজঃ। ভবিষ্যতি পরা প্রীতির্যাবৎ সংবৎসরঃ স্থিতঃ॥ ৩০॥ যঃ পুনস্তু গয়াং গত্বা যুস্মদ্বংশসমুদ্ভবঃ। করিষ্যতি তথা শ্রাদ্ধং তেন মুক্তিমবাপ্স্যথ॥ ৩২॥ শস্ত্রেণ নিহতানাঞ্চ স্বর্গস্থানামপি ধ্রুবম্। ন করিষ্যতি যঃ শ্রাদ্ধং তস্মিন্নহনি সংস্থিতে॥ ৩৩॥ ক্ষুৎপিপাসার্ত্তদেহাশ্চ পিতরস্তস্য দুঃখিতাঃ। স্থাস্যন্তি বৎসরং যাবদেতদাহ পিতামহঃ॥ ৩৪॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তস্মিন্ন-

তাহাও আপনি আমাকে বলুন। বিষ্ণু বলিলেন— যাহারা ধারাতীর্থে কিম্বা মহাহবে সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করে, জন্ম-কারণ বিনষ্ট হওয়ায় তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু যাহারা ভীতিবশতঃ পৃষ্ঠদেশে আহত হইয়া নিহত হয়, তাহারা জীবনান্তে প্রেত হইয়া থাকে। দৈবাৎ যদি তাহারা জীবন লাভ করে, তবে স্বামী তাহাদিগকে দাসকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া পালন করিবেন। ইন্দ্র বলিলেন,—আমি দেখিলাম,—কতকগুলি দেবতা সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিল; আর কতকগুলি পরাঙ্মুখ ভাবে প্রহৃত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিল; হে প্রভো! প্রেতত্বটা বোধ হয়,—দানবগণেরই হয়—না সকলেরই হয়? বিষ্ণু বলিলেন,—হে সহস্রাক্ষ! যুদ্ধপরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণ দেব বা মানুষ হউক, নিশ্চয়ই প্রেতত্ব লাভ করিয়া থাকে। বিষ-হত, অগ্নি-হত, কুলঘ্ন, আত্মঘাতী, দংষ্ট্রি-হত ও শৃঙ্গি-হত ব্যক্তিগণ নিশ্চতই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা আমি সত্য বলিলাম। ইন্দ্র বলিলেন,—হে বিভো! কি উপায়ে তাহাদের প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, আপনি ইহা আমাকে বলুন, আমি এবিষয়ে যত্ন করিব। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! দিবাকর কন্যারাশি আশ্রয় করিলে আশ্বিনমাসীয় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে গয়াক্ষেত্রে তাহাদের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একথা আমি সত্য বলিলাম। ইন্দ্র বলিলেন,—হেমধুসূদন! কিজন্য শস্ত্রহত ব্যক্তিগণের ঐ দিন শ্রাদ্ধ করিতে হয়, আপনি তাহা বিস্তৃত ভাবে বলুন। ১১—২৮। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পূর্ব্বে ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও রাক্ষসগণ শম্ভুর নিকট প্রার্থনা করে যে, হে দেব! অদ্য কন্যারাশিগত দিবাকরের উত্তম দিবস, আপনি দীনদিগের প্রতি এরূপ কৃপা করুন যে, যাহাতে আমাদের বংশধরগণ আমাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, ইহাতে আমাদের সংবৎসর যাবৎ তৃপ্তি হইবে। শ্রীভগবান বলিলেন,—উক্ত দিনে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে যাবৎ সংবৎসর রণপরাঙ্মুখ যুদ্ধমৃত ব্যক্তি পরা প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। তোমাদের বংশীয় কোন ব্যক্তি গয়ায় গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে যুদ্ধমৃত ব্যক্তির মুক্তি লাভ হইবে। যে নর শস্ত্রনিহত যুদ্ধনিহত স্বর্গস্থ পিতৃগণের উক্ত দিবসে শ্রাদ্ধ না করে, তাহার পিতৃলোকগণ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত-দেহ হইয়া দুঃখিতভাবে সংবৎসর যাবৎ কাল যাপন করে, একথা স্বয়ং পিতামহ বলিয়াছেন। অতএব

ধনি কারয়েৎ। অন্যযুদ্দিশ্য তৎসর্ব্বং প্রেতানামিহ জায়তে ॥ ৩৫ ॥ ততো ভগবতা দত্তা তেষাং চৈব তু সা তিথিঃ। শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সপ্রাপ্তে বিনা শস্ত্রহতং জনম্ ॥ ৩৬ ॥ সম্মুখস্যাপি সংগ্রামে যুধ্যমানস্য দেহিনঃ। কদাচিচ্চলতে চিত্তং তীক্ষ্ণশস্ত্রহতস্য চ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রেতশ্রাদ্ধকথনং নাম চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরুবাচ। এবং জ্ঞাত্বা সহস্রাক্ষ মম বাক্যং সমাচর। যদি তে বল্লভাস্তে চ যে হতা রণমূর্দ্ধনি ॥ ১ ॥ যুধ্যমানাস্তবাগ্রে চ গয়াশ্রাদ্ধেন তর্পয়। তান্ সর্ব্বান্ প্রেতভাবাচ্চ যেন মুক্তিং ভজন্তি তে ॥ ২ ॥ পলায়নপরা যে চ পৃষ্ঠদেশে হতা মৃতাঃ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র উবাচ। বর্ষে বর্ষে তদা শ্রাদ্ধং প্রকরোতি পিতামহঃ। গয়াং গত্বা দিনে তস্মিন্ পিতৃণাং দিব্যরূপিণাম্ ॥ ৪ ॥ তৎকথং দেব গচ্ছামি তত্রাহং শ্রাদ্ধসিদ্ধয়ে। তস্মাৎ কথয় মে তেষাং কিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধায় ভূতলে। মুক্তিদং যেন গচ্ছামি তব বাক্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৫ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। ততঃ স সুচিরং ধ্যাত্বা তমুবাচ জনার্দ্দনঃ। অস্তি তীর্থং মহৎপুণ্যং তস্মাদপ্যধিকঞ্চ যৎ ॥ ৬ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে কূপিকামধ্যসংস্থিতম্। অমাবস্যাদিনে তত্র চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ দেবপ। গয়া সঙ্ক্রমতে সম্যক্ সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা ॥ ৭ ॥ কন্যাসংস্থে রবৌ তত্র যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। অষ্টবংশোদ্ভবৈর্ব্বিপ্রৈঃ স পিতৄংস্তারয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৮ ॥ অপি প্রেতত্বমাপন্নান্ কিং পুনঃ স্বর্গসংস্থিতান্। তৎক্ষেত্রপ্রভবা বিপ্রা অষ্টবংশসমুদ্ভবাঃ ॥ ৯ ॥ তপ উগ্রং সমাস্থায় বর্ত্তন্তে হিমপর্ব্বতে। আনর্ত্তাধিপতের্দ্দানাদ্ভীতাস্তত্র সমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ তান্ গৃহীত্বা দ্রুতং গচ্ছ তত্র সম্বোধ্য গৌরবাৎ। সামপূর্ব্বৈরুপায়ৈস্তৈস্তেষামগ্রে সমাচর ॥ ১১ ॥ শ্রাদ্ধং চৈব যথান্যায়ং ততঃ প্রাপ্স্যসি বাঞ্ছিতম্। তে চাপি সুখিনঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি সমাগতাঃ ॥ ১২ ॥ ত্বয়া সহ প্রপূজ্যাশ্চ হ্যস্মাভিঃ শ্রাদ্ধকারণাৎ। তচ্ছ্রুত্বা সহসা শক্রঃ সন্তোষং পরমং গতঃ ॥ ১৩ ॥ হিমবন্তং সমুদ্দিশ্য প্রস্থিতস্ত্বরয়ান্বিতঃ। বাসুদেবোঽপি রাজেন্দ্র

সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। অন্য কোন কর্ম্ম করিলে তৎসমস্ত প্রেতদিগেরই হইয়া থাকে। অনন্তর ভগবান্ তাহাদিগকে ঐ তিথি প্রদান করিলেন। অস্ত্রনিহত জন ব্যতিরেকে সম্মুখরণে মৃত ব্যক্তিগণের ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ কৃত হইলে তীক্ষ্ণ শস্ত্র-হত হইলেও কদাচ তাহাদের চিত্ত চলিত হয় না। ২৯—৩৭।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৪।

——

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—হে সহস্রাক্ষ! উক্ত প্রকার জানিয়া তুমি আমার বাক্য আচরণ কর। আপনার আত্মীয় যাহারা আপনার সম্মুখে রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছে, আপনি গয়াতীর্থে তাহাদের শ্রাদ্ধ করুন। যাহারা রণাঙ্গনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পৃষ্ঠদেশে আহত হইয়া নিহত হইয়াছে, ইহাতে তাহারাও প্রেতভাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেব! ভগবান্ পিতামহ বর্ষে বর্ষে ঐ স্থানে গমন করিয়া দিব্যরূপী পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন; অতএব আমি আবার কিরূপে ঐ স্থানে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিব? হে জনার্দ্দন! অতএব আপনি শ্রাদ্ধ করিবার জন্য আমাকে ভূতলে একটী মুক্তিদায়ক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, ঐ স্থানে আমি গমন করিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—অনন্তর জনার্দ্দন সুচির কাল ধ্যান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে কূপিকা নামে এক তীর্থ আছে; ঐ তীর্থ পুণ্যদায়ক এবং গয়াতীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে দেবপালক! অমাবস্যা বা চতুর্দ্দশী তিথিতে সর্ব্বতীর্থসমন্বিত গয়া ঐ স্থানে সংক্রামিত হয়। রবি কন্যারাশিগত হইলে যে নর অষ্টবংশজাত বিপ্রগণ দ্বারা ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করে, সে প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে। স্বর্গগত পিতৃগণের কথা আর কি বলিব? ঐ ক্ষেত্রপ্রভব বিপ্রগণ অষ্টবংশসমুদ্ভব। তাঁহারা আনর্ত্তাধিপতির দানভয়ে ভীত হইয়া হিমালয়ে যাইয়া তপস্যা করিতেছেন। আপনি বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সাম উপায় দ্বারা যথাগৌরব সম্মানিত করত সত্বর তাঁহাদিগকে লইয়া ঐ স্থানে গমন করুন। এরূপ করিলে আপনার শ্রাদ্ধ ন্যায়সঙ্গত হইবে এবং আপনিও বাঞ্ছিত লাভ করিবেন। তাঁহারাও আগমন করিয়া সুখী হইবেন। শ্রাদ্ধের নিমিত্ত আপনার ও আমারও তাঁহারা পূজনীয়। ভগবান্ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্র পরম সন্তুষ্ট

ক্ষীরাব্ধিমগমত্তদা ॥ ১৪ ॥ হিমবন্তং সমাশ্রিত্য শক্রোঽপি দদৃশে দ্বিজান্। অষ্টবংশসমুদ্ভূতান্ বিষ্ণুনা সমুদাহৃতান্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গয়াশ্রাদ্ধফলমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বামিত্র উবাচ। ইন্দ্রোঽপি বিষ্ণুবাক্যেন হিমবন্তং সমাগতঃ। ঐরাবতং সমারুহ্য নাগেন্দ্রং পর্ব্বতোপমম্ ॥ ১ ॥ তত্রাপশ্যদৃষীংস্তান্ স চমৎকারসমুদ্ভবান্। নিয়মৈঃ সংযমৈর্যুক্তান্ সদাচারপরায়ণান্। বানপ্রস্থাশ্রমোপেতান্ কামক্রোধবিবর্জ্জিতান্ ॥ ২ ॥ একে বিপ্রাঃ স্থিতাস্তেষামেকান্তরিতভোজনাঃ। ষষ্ঠকালাশিনশ্চান্যে চান্দ্রায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৩ ॥ অশ্মকুট্টাঃ স্থিতাঃ কেচিদ্দন্তোলূখলিনঃ পরে। শীর্ণপর্ণাশনাঃ কেচিজ্জলাহারাস্তথা পরে। বায়ুভক্ষাস্তথৈবান্যে তপস্তেপুঃ সুদারুণম্ ॥ ৪ ॥ অথ শক্রং সমালোক্য তত্রায়ান্তং দ্বিজোত্তমাঃ। পূজিতং চারণৈঃ সিদ্ধৈস্তৈরদৃষ্টং কদাচন ॥ ৫ ॥ তে সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তাস্তদাশ্রমসমীপগৈঃ ॥ ৬ ॥ অয়ং শক্রঃ সমায়াতো ভবতামাশ্রমে দ্বিজাঃ। ক্রিয়তামর্হণং চাস্য যচ্চোক্তং শাস্ত্রচিন্তকৈঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। সম্মুখাঃ প্রযযুস্তূর্ণং কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ ॥ ৮ ॥ গৃহোক্তবিধিনা তস্মৈ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ। প্রোচুশ্চ বিনয়াৎ সর্ব্বে কিমাগমনকারণম্ ॥ ৯ ॥ নিরীহস্যাপি দেবেন্দ্র কৌতুকং নো ব্যবস্থিতম্ ॥ ১০ ॥ ইন্দ্র উবাচ। কুশলং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা অগ্নিহোত্রেষু কৃৎস্নশঃ। তপশ্চর্য্যাসু সর্ব্বাসু বেদাভ্যাসে তথা শ্রুতে ॥ ১১ ॥ হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং ত্যক্ত্বা তীর্থময়ং শুভম্। কস্মাদত্র সমায়াতা হিমাদ্রিজনকে গিরৌ ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বে ময়া সার্দ্ধং সমাগচ্ছন্তু সদ্দ্বিজাঃ। চমৎকারপুরে পুণ্যে বহুবিপ্রসমাকুলে ॥ ১৩ ॥ বাসুদেবসমাদেশাত্তত্র গত্বাথ সাম্প্রতম্ গয়াকূপে করিষ্যামি শ্রাদ্ধং ভক্ত্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ যুষ্মদগ্রে চতুর্দ্দশ্যাং প্রেতপক্ষ উপস্থিতে। খেচরত্বং সমায়াতং সর্ব্বেষাং

হইয়া সত্বর হিমাচল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। হে রাজেন্দ্র! এদিকে বাসুদেবও ক্ষীরাব্ধিতে প্রবেশ করিলেন। সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর বাক্যানুসারে হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া অষ্টবংশসমুদ্ভূত বিপ্রগণকে দেখিতে পাইলেন। ৬—১৫।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৫।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে আনর্ত্তরাজ! ইন্দ্র পর্ব্বতোপম ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি চমৎকারপুরবাসী সেই ঋষিগণকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা নিয়ম ও সংযমযুক্ত, সদাচার-সম্পন্ন, বানপ্রস্থাশ্রমী এবং কামক্রোধবিবর্জ্জিত। এই সকল বিপ্রগণের মধ্যে কতিপয় বিপ্র একদিন অন্তর আহার করিতেন; কতিপয় ষষ্ঠকালাহারী, কেহ কেহ চান্দ্রায়ণপরায়ণ, কেহ অশ্মকুট্ট, কেহ কেহ দন্তোলূখলী, কেহ কেহ শীর্ণপর্ণাশন, কেহ কেহ জলাহারী, এবং কেহ কেহ বায়ুভক্ষণে তপস্যা করিতেছিলেন। শক্রকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তত্রত্য সিদ্ধচারণগণ তাঁহার পূজা করিলেন। কিন্তু চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রকে কদাচ দেখেন নাই বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। তাঁহাদের আশ্রমসমীপস্থ কতিপয় ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে হে দ্বিজগণ! আপনাদের আশ্রমে এই শক্র আসিয়াছেন; শাস্ত্রোক্ত বিধানে আপনারা ইহাঁর সম্ভাষণ করুন। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে সত্বর তাঁহার নিকট গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথোক্ত বিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে বিনীতভাবে সকলে বলিলেন,—আপনার আগমনকারণ কি? হে দেবেন্দ্র! আমরা নিরীহ হইলেও শুনিবার নিমিত্ত আমাদের কৌতূহল জন্মিয়াছে। ১—১০। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের কুশল ত? অগ্নিহোত্র, তপশ্চর্য্যা বেদাভ্যাস ও শ্রুতবিষয়ে আপনাদের মঙ্গল ত? তীর্থবহুল হাটকেশ্বর-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য আপনারা এই হিমসঙ্কুল স্থানে আগমন করিয়াছেন; আপনারা আমার সঙ্গে আগমন করুন। চমৎকারপুর অতিপুণ্যময় স্থান এবং উহা বহু বিপ্রসমাকুল। বাসুদেবের আদেশে আমি ঐ স্থানে যাইয়া গয়াকূপে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিব। ঐ শ্রাদ্ধ প্রেতপক্ষের চতুর্দ্দশীতে আপনাদের সম্মুখে হইবে।

ভবতাং স্ফুটম্॥ ১৫ ॥ সবালবৃদ্ধপত্নীকাঃ সাগ্নিহোত্রা ময়া সহ। তস্মাদগচ্ছত ভদ্রং বস্তত্র স্থানং ভবিষ্যতি ॥১৬॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। ন বয়ং তত্র যাস্যামশ্চমৎকারপুরং পুনঃ। অন্যেঽপি ব্রাহ্মণাস্তত্র বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ ১৭॥ নাগরা যাজ্ঞিকাঃ সন্তি স্মার্ত্তাঃ শ্রুতিপরায়ণাঃ। তেষামগ্রে কুরু শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধা চেচ্ছ্রাদ্ধজা তব॥ ১৮॥ ইন্দ্র উবাচ। তত্র যে ব্রাহ্মণাঃ কেচিত্ত্বত্তিঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথাবিধাশ্চ তে সর্ব্বে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ ১৯॥ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না যাজ্ঞিকাশ্চ বিশেষতঃ। পরং দ্বেষপরাঃ সর্ব্বে তথা পরুষবাদিনঃ॥ ২০॥ অহঙ্কারেণ সংযুক্তাঃ পরস্পরজিগীষবঃ। তপসা বিপ্রযুক্তাশ্চ ভোগসক্তা দিবানিশাম্॥ ২১॥ যূয়ং সর্ব্বগুণোপেতা বিষ্ণুনা মে প্রকীর্ত্তিতাঃ। তস্মাদাগমনং কার্য্যং ময়া সার্দ্ধং সমস্তকৈঃ॥ ২২॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। অস্মাভিস্তেন দোষেণ ত্যক্তং স্থানং নিজং হি তৎ। বহুতীর্থসমোপেতং স্বর্গমার্গপ্রদর্শকম্॥ ২৩॥ যদি যাস্যামহে তত্র ত্বয়া সার্দ্ধং পুরন্দর। অস্মাকং স্বজনাঃ সর্ব্বে রাগদ্বেষপরায়ণাঃ॥ ২৪॥ অপরাধান্ করিষ্যন্তি নিত্যমেব পদেপদে। ঈর্ষ্যাধর্ম্মসমোপেতাঃ পরুষাক্ষরজল্পকাঃ॥২৫॥ ততঃ সম্পৎস্যতে ক্রোধঃ ক্রোধাচ্চ তপসঃ ক্ষয়ঃ। ততো ন প্রাপ্যতে মুক্তিস্তদগচ্ছাম কথং বিভো॥ ২৬॥ অপরং তত্র ভূপোঽস্তি দেশে দানপরঃ সদা। আনর্ত্তাধিপতিঃ খ্যাতঃ সর্ব্বভূমৌ সদৈব সঃ॥ ২৭॥ দদাতি বিবিধং দানং হস্ত্যশ্বকনকাদিকম্। যদি তত্র ন গৃহ্নীমস্তদা কোপং স গচ্ছতি॥ ২৮॥ ভূপালে কোপমাপন্নে স্বজনেষু বিরোধিষু। সিদ্ধির্নো তপসোঽস্মাকং তেন ত্যক্তং নিজং পুরম্॥ ২৯॥ যদি গৃহ্নীমহে দানং তস্য ভূপস্য দেবপ। তপসঃ সম্প্রণাশঃ স্যাদ্‌যদ্ধি প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা॥ ৩০॥ দশসূনাসমশ্চক্রী দশচক্রিসমো ধ্বজী। দশধ্বজিসমা বেশ্যা দশবেশ্যাসমো নৃপঃ॥ ৩১॥ তৎকথং তস্য গৃহ্নীমো দানং পাপরতস্য চ। যথান্যে নাগরাঃ সর্ব্বে লোভেন মহতান্বিতাঃ॥ ৩২॥ ইন্দ্র উবাচ। প্রভাবোঽয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তস্য ক্ষেত্রস্য সংস্থিতঃ। হাটকেশ্বরসংজ্ঞস্য সর্ব্বদৈব ব্যবস্থিতঃ॥ ৩৩॥ পিতৄণাং চ সুতানাঞ্চ বন্ধুনাঞ্চ বিশেষতঃ। শ্বশ্রূণাং চ স্নুষাণাং

অবশ্যই আপনাদের সকলেরই খেচরত্ব হইয়াছে। অতএব সবালবৃদ্ধপত্নীক অগ্নিহোত্রসহ আপনারা আমার সহিত আগমন করুন। আপনাদের মঙ্গল হউক. ঐ স্থানে আপনাদের নিবাস হইবে। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমরা চমৎকারপুরে যাইব না। ঐ স্থানে অনেক বেদবেদাঙ্গপারগ শ্রুতি-স্মৃতিপরায়ণ স্মার্ত্ত যাজ্ঞিক নাগর ব্রাহ্মণ আছেন। তাহাদিগকে অগ্রে করিয়া আপনি শ্রাদ্ধ করুন। ইন্দ্র বলিলেন,—আপনারা যে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণের কথা বলিলেন,—তাঁহারা তথাবিধ বেদবেদাঙ্গপারগ, শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন, ও যাজ্ঞিক বটেন; কিন্তু অত্যন্ত দ্বেষপরায়ণ, পরুষবাদী, অহঙ্কারী, পরস্পর বিজিগীষু, তপোবিহীন, এবং দিবারাত্র ভোগাসক্ত। আপনারা সর্ব্বগুণোপেত, ইহা ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। অতএব আপনাদিগকে আমার সহিত আসিতেই হইবে। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—ঐ দোষেই ত আমরা নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। ঐ স্থান বহুতীর্থসমোপেত ও স্বর্গমার্গপ্রদর্শক বটে। হে পুরন্দর! যদি আমরা আপনার সহিত ঐ স্থানে গমন করি, তাহা হইলে আমাদের স্বজনগণ রাগদ্বেষপরায়ণ হইয়া নিত্য নিত্য পদেপদে অপরাধ করিবে। তাহারা নিতান্তই ঈর্ষ্যাধর্ম্মোপেত ও পরুষাক্ষরভাষী। অতএব আমাদের ক্রোধ জন্মিবে, ক্রোধ হইতেই তপঃক্ষয়, তপঃক্ষয় হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। অতএব আমরা যাই কি করিয়া? বভো! আরও ঐস্থানে দানপরায়ণ রাজা আনর্ত্তাধিপ রহিয়াছেন; তিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি দান করেন, আমরা যদি না গ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি কোপ করিবেন। ভূপাল ক্রুদ্ধ এবং স্বজনগণ বিরোধী হইলে তপস্যায় আমরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব না। এই জন্য আমরা নিজ পুর পরিত্যাগ করিয়াছি। হে দেবপাল! যদি আমরা ঐ ভূপালের দান গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের তপস্যা বিনষ্ট হয়। ভগবান্ স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন যে, দশসূনাসম চক্রী, দশচক্রিসম ধ্বজী, দশধ্বজিসম বেশ্যা আর দশবেশ্যাসম নৃপ। অতএব এই পাপরত রাজার দান, আমরা কি প্রকারে গ্রহণ করিব? অন্যান্য লোভী নাগর ব্রাহ্মণের ন্যায় আমরা তাহা পারি না।১১—৩২। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সর্ব্বদেব-ব্যবস্থিত হাটকেশ্বর তীর্থের প্রভাব এই যে, পিতা-পুত্রে, বন্ধুতে-বন্ধুতে, শ্বশ্রূ ও বধূতে এবং ভগিনীও ভ্রাতৃ-

চ ভগিনীভ্রাতৃভার্য্যয়োঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্যাধস্তাৎ স্বয়ং দেবো হাটকেশ্বরসংস্থিতঃ। পুরস্থ বিদ্যতে তস্য প্রতাপেনাখিলা জনাঃ ॥ ৩৫ ॥ সন্তপাস্তে ততো দ্বেষং প্রকুর্ব্বন্তি পরস্পরম্। কিং ন শ্রুতং ভবদ্ভির্য্যথা রামঃ সলক্ষ্মণঃ। সীতয়া সহ সম্প্রাপ্তো বিরোধং পরমং গতঃ ॥ ৩৫ ॥ সীতয়া লক্ষ্মণেনৈব সার্দ্ধং কোপেন সংযুতঃ। অবাচ্যং প্রোক্তবান্ বিপ্রাস্তৌ চ তেন সমং তদা ॥ ৩৭ ॥ অপি মাসং বসেত্তত্র যদি কোপবিবর্জ্জিতঃ। তদা মুক্তিমবাপ্নোতি স্বর্গভাক্ পঞ্চরাত্রতঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্মাত্তত্র প্রগন্তব্যং যুষ্মাভির্মম্ময়া সহ। ঈর্ষ্যাধর্ম্মং ন যুষ্মাভিস্তে করিষ্যন্তি নাগরাঃ ॥ ৩৯ ॥ ন চৈব ভবতাং কোপস্তত্রস্থানাং ভবিষ্যতি। প্রসাদান্মম বিপ্রেন্দ্রাঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৪০ ॥ আনর্ত্তঃ পার্থিবো দানে যোজয়িষ্যতি ন কচিৎ। যুষ্মাকং পুত্রপৌত্রেভ্যো যে দাস্যন্তি চ কন্যকাঃ ॥ ৪১ ॥ সহস্রগুণিতং তেষাং তৎফলং সম্ভবিষ্যতি। অমাবাস্যাদিনে শ্রাদ্ধং কন্যাসংস্থে দিবাকরে ॥ ৪২ ॥ যুষ্মদগ্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠা গয়াকূপ্যাং করিষ্যতি। যস্তস্য তৎফলং ভাবি সহস্রশতসম্মিতম্ ॥ ৪৩ ॥ গয়াশ্রাদ্ধান্ন সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। যদি শ্রাদ্ধকৃতে তত্র নায়াস্তথ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ শাপং প্রদাস্যামি তপোবিঘ্নকরং হি বঃ। এবং জ্ঞাত্বা ময়া সার্দ্ধং তত্রাগচ্ছত সত্বরম্ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্ব্বে শক্রেণ সহ তৎক্ষণাৎ। কশ্যপশ্চৈব কৌণ্ডিন্য উক্ষাশঃ শার্করো দ্বিষঃ ॥ ৪৬ ॥ বৈজবাপশ্চৈব ষষ্ঠঃ কাপিষ্ঠলো দ্বিকস্তথা। এতৎ কুলাষ্টকং প্রাপ্তমিন্দ্রেণ সহ পার্থিব ॥ ৪৭ ॥ অগ্নিষ্বাত্তাদিকান্ সর্ব্বান্ পিতৄনাহূয় কৃৎস্নশঃ। বিশ্বেদেবাংস্তথা চৈব প্রস্থিতঃ পাকশাসনঃ ॥ ৪৮ ॥ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাবিষ্টশ্চমৎকারপুরং প্রতি। এতস্মিন্নেব কালে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪৯ ॥ গয়ায়াং প্রস্থিতঃ সোঽপি শ্রাদ্ধার্থং তত্র বাসরে। বিশ্বেদেবাঃ প্রতিজ্ঞায় গয়ায়াং প্রস্থিতা বিধিম্ ॥ ৫০ ॥ শক্রশ্রাদ্ধং পরিত্যজ্য গতা যত্র পিতামহঃ। শক্রোঽপি তৎপুরং প্রাপ্য গয়াকূপ্যামুপাগতঃ ॥ ৫১ ॥ ততঃ স্নাত্বাহ্বয়ামাস শ্রাদ্ধার্থং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। বিশ্বেদেবান্ পিতৄংশ্চৈব কালে কুতপসংজ্ঞিতে ॥ ৫২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সমাহূতাশ্চ তেন যে। পিতরো দেবরূপা যে প্রেতরূপাস্তথৈব চ ॥ ৫৩ ॥ প্রত্যক্ষরূপিণঃ সর্ব্বে দ্বিজো

ভার্য্যায় বিরোধ হয়। স্বয়ং হাটকেশ্বর দেব ঐ পুরের অধঃপ্রদেশে অবস্থিত। ঐ নগরের সকল ব্যক্তিই তদীয় প্রতাপে প্রতাপশালী; এইজন্যই সকলে পরস্পর দ্বেষপরায়ণ হইয়া থাকে। আপনারা শ্রবণ করেন নাই যে, সলক্ষ্মণ রামচন্দ্র সীতার সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এবং সীতা ও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সহিত অবাচ্য প্রয়োগে কলহ করিয়াছিলেন। যদি কেহ মাস কাল যাবৎ কোপবর্জ্জিত হইয়া ঐ স্থানে বাস করে, তাহা হইলে সে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। আর পঞ্চরাত্র বাস করিলে স্বর্গলাভ করে। অতএব আপনারা আমার সহিত ঐ স্থানে গমন করুন। হে বিপ্রগণ! আমার প্রসাদে নাগরগণ আপনাদের সহিত ঈর্ষ্যা করিবেন না এবং তাঁহাদের প্রতিও আপনাদের কোপ হইবে না। সেই আনর্ত্তাধিপতি আপনাদিগকে দান করিবেন না। আপনাদের পুত্রপৌত্রগণকে যিনি কন্যা দান করিয়াছেন তাঁহাদের সহস্রগুণ ফল লাভ হইবে। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! দিবাকর কন্যারাশিতে গমন করিলে অমাবস্যা তিথিতে যে নর ঐ স্থানে আপনাদের অগ্রে গয়াকূপে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার কৃত সেই শ্রাদ্ধ শত সহস্রগুণিত ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধ হইতে ফলের তারতম্য হয় না। ইহা সত্য বলিলাম। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! আমার শ্রাদ্ধ জন্য যদি আপনারা ঐ স্থানে না গমন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে তপোবিঘ্নকর শাপ প্রদান করিব। ইহা বুঝিয়া আপনারা আমার সহিত ঐ স্থানে সত্বর আগমন করুন। তাঁহারা শক্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, উক্ষাশ, শার্কব, দ্বিষ, বৈজবাপ, কাপিষ্ঠল ও দ্বিক প্রভৃতি সকল কুলাষ্টকগণ তাঁহার সহিত ঐ স্থানে আগমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র অগ্নিষ্বাত্তাদি নিখিল পিতৃগণ এবং বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করিয়া প্রস্থিত হইলেন। ৩৩-৪৮। এইরূপে তিনি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া চমৎকারপুর উদ্দেশে গমন করিলেন। এই সময় ভগবান ব্রহ্মা ঐ দিন শ্রাদ্ধার্থে গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বদেবগণও শক্রশ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিয়া বিধির সহিত গয়ায় প্রস্থান করিয়াছিলেন। শক্র ক্রমে চমৎকারপুর হইয়া গয়াকূপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর স্নান করিয়া কুতপকালে শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বেদেব ও পিতৃগণকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিবামাত্র দেবরূপী ও প্রেতরূপী পিতৃগণ প্রত্যক্ষরূপী হইয়া

পান্তে সমাশ্রিতাঃ। বিশ্বেদেবা ন সম্প্রাপ্তা যে গয়ায়াং গতাস্তদা ॥ ৫৪ ॥ ততো বিলম্বমকরোত্তদর্থং পাকশাসনঃ। বিশ্বেদেবা যতঃ শ্রাদ্ধে পূজ্যাঃ প্রথমমেব চ ॥ ৫৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ। শক্রং প্রাহ সমাগত্য বিশ্বেদেবাভিকাঙ্ক্ষিণম্ ॥ ৫৬ ॥ নারদ উবাচ। বিশ্বেদেবা গতাঃ শক্র শ্রাদ্ধে পৈতামহেঽধুনা। গয়ায়াং তে ময়া দৃষ্টা গচ্ছমানাঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তত্র কুপিতস্তেষামুপরি তৎক্ষণাৎ। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং বিপ্রাণাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥ বিশ্বেদেবান্ বিনা শ্রাদ্ধং করিষ্যাম্যহমদ্য ভোঃ। তথান্যে মানবাঃ সর্ব্বে করিষ্যন্তি ধরাতলে ॥ ৫৯ ॥ বিশ্বেদেবান্ পুরঃ স্থাপ্য যেঽত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যতি। ব্যর্থতাং যাস্যতে তস্য উষরে বর্ষিতং যথা ॥ ৬০ ॥ এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষ একোদ্দিষ্টানি কৃৎস্নশঃ। চকার সর্ব্বদেবানাং যে হতা রণমূর্দ্ধনি ॥ ৬১ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। যেষামুদ্দিশ্য তচ্ছ্রাদ্ধং কৃতং তেষাং নৃপোত্তম ॥ ৬২ ॥ শক্র শক্র মহাবাহো যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং ত্বয়া। প্রেতত্বে সংস্থিতানাং চ প্রেতত্বেন বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৩ ॥ গতাঃ স্বর্গং প্রসাদাত্তে দিব্যরূপবপুর্দ্ধরাঃ। যেস্তু পুনঃ স্বর্গতাঃ পূর্ব্বং মুধ্যমানা মহাহবে ॥ ৬৪ ॥ তে চ মোক্ষং গতা সর্ব্বে প্রসাদাত্তব বাসব। তচ্ছ্রুত্বা বাসবো বাক্যং তোষেণ মহতান্বিতঃ ॥ ৬৫ ॥ অহো তীর্থমহো তীর্থং শংসমানঃ পুনঃপুনঃ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা বিশ্বেদেবাঃ সমুৎসুকাঃ ॥ ৬৬ ॥ নির্বৃত্য ব্রহ্মণঃ শ্রাদ্ধং গয়ায়াং তত্র পার্থিব। প্রোচুশ্চ বৃত্রহন্তারং কুরু শ্রাদ্ধং শতক্রতো ॥ ৬৭ ॥ ভূয়োঽপি ন বিনাস্মাভির্লভ্যতে শ্রাদ্ধজং ফলম্। বয়ং দূরাৎ সমায়াতাস্তব শ্রাদ্ধস্য কারণাৎ। নির্ব্বর্ত্ত্য ব্রহ্মণঃ শ্রাদ্ধং যেন পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং কুপিতঃ পাকশাসনঃ। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৬৯ ॥ অদ্যপ্রভৃতি যঃ শ্রাদ্ধং মর্ত্ত্যলোকে করিষ্যতি। অন্যোঽপি যো ভবৎপূর্ব্বং বৃথা তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥ একোদ্দিষ্টানি শ্রাদ্ধানি করিষ্যন্ত্যখিলা জনাঃ। সাম্প্রতং মর্ত্ত্যলোকেঽত্র মর্য্যাদেয়ং কৃতা ময়া ॥ ৭১ ॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে চান্যে শ্রাদ্ধহারকাঃ। বিশ্বেদেবৈঃ প্ররক্ষ্যন্তে রক্ষয়িষ্যামি তানহম্ ॥ ৭২ ॥

দ্বিজোপান্ত আশ্রয় করিলেন। কিন্তু বিশ্বদেবগণ আগমন করিলেন না, তাঁহারা গয়ায় গিয়াছিলেন। শাকশাসন তাঁহাদের জন্য বিলম্ব করিতে লাগিলেন। যেহেতু বিশ্বদেবগণ শ্রাদ্ধের প্রথমেই পূজিত হইয়া থাকেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে অগমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি বিশ্বদেবাভিকাঙ্ক্ষী শক্রকে বলিলেন,—হে শক্র! বিশ্বেদেবগণ পিতামহের শ্রাদ্ধোপলক্ষে গয়ায় গিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে সহর্ষে যাইতে দেখিলাম। তাহা শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র কুপিত হইয়া বিপ্রগণের পুরোভাগে পরুষাক্ষরে বলিলেন,—অদ্য আমি বিশ্বদেব ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিব এবং মানবগণও ধরাতলে এইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। যাহারা বিশ্বদেবগণকে অগ্রে স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, উষর ক্ষেত্রে বর্ষণের ন্যায় তাহাদের শ্রাদ্ধ বিফল হইবে। এই কথা বলিয়া দেবেন্দ্র সমরমৃত দেবগণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণরূপে করিলেন। এমন সময় এইরূপ অশরীরিণী বাক্য উত্থিত হইল যে, হে সুরোত্তম! আপনি যাঁহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলেন, তাঁহারা প্রেতত্ব হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া আপনার প্রসাদে দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিলেন এবং যাহারা রণাঙ্গনে মৃত হইয়া স্বর্গবাস করিতেছিলেন, তাঁহারা আপনার প্রসাদে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ অশরীরিণী বাক্ শ্রবণ করিয়া শক্র অত্যন্ত সন্তোষের সহিত 'অহো তীর্থ, অহো তীর্থ' বলিয়া তীর্থের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময় বিশ্বদেবগণ গয়ায় পিতামহের শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ করিয়াই সমুৎসুক ভাবে ঐ স্থানে আগমন করিয়া বলিলেন,—হে শতক্রতো! আপনি পুনরায় শ্রাদ্ধ করুন, আমরা ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধজনিত ফল লাভ হয় না। ব্রহ্মা অগ্রে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার শ্রাদ্ধ অগ্রে সম্পন্ন করিয়া দূর হইতে আপনার শ্রাদ্ধের জন্য আসিতেছি। ৪৯-৬৮। কুপিত পাকশাসন তাঁহাদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরুষ বাক্যে মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—অদ্য হইতে যে সকল মর্ত্ত্যবাসী আপনাদের অর্চ্চনাপূর্ব্বক একোদ্দিষ্টাদি শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের ঐ শ্রাদ্ধ বৃথা হইবে। আমি সম্প্রতি মর্ত্ত্যলোকে এই নিয়ম সংস্থাপন করিলাম। ভূত, প্রেত, পিশাচ ও অন্যান্য যে সকল শ্রাদ্ধহারক হইতে বিশ্বদেবগণ শ্রাদ্ধ রক্ষা করেন, তাহা আমি রক্ষা করিব। যত্নপূর্ব্বক যজ-

যজমানস্য কায়ে চ শ্রাদ্ধং সংযোজ্য যত্নতঃ। ময়া হতা প্রযাস্যন্তি সর্ব্বে তে দূরতো দ্রুতম্ ॥ ৭৩ ॥ এবমুক্তা সহস্রাক্ষো বিশ্বেদেবাংস্ততঃ পরম্। প্রোবাচ ব্রাহ্মণান সর্ব্বান্ বিশ্বেদেবৈর্ব্বিনা কৃতম্। শ্রাদ্ধকর্ম্ম ভবদ্ভিস্ত কার্য্যমন্যৈশ্চ মানবৈঃ ॥ ৭৪ ॥ তথেত্যুক্তে দ্বিজেন্দ্রৈশ্চ বিশ্বেদেবাঃ সুদুঃখিতাঃ। কৃতহুর্বাষ্পপূরেণ প্লাবয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৭৫ ॥ তেষামুদ্ধাশ্রুণা তেন যৎপৃথ্বী প্লাবিতা নৃপ। ভূতান্যণ্ডান্যনেকানি সংখ্যয়া রহিতানি চ ॥ ৭৬ ॥ ততোহণ্ডেভ্যো বিনিষ্ক্রান্তাঃ প্রাণিনো রৌদ্ররূপিণঃ। কৃষ্ণদন্তাঃ শঙ্কুকর্ণা ঊর্দ্ধকেশা ভয়াবহাঃ। রক্তাক্ষাশ্চ ততঃ প্রোচুর্ব্বিশ্বেদেবাংশ্চ তে নৃপ ॥ ৭৭ ॥ বয়ং বুভুক্ষিতাঃ সর্ব্বে ভোজনং দীয়তাং ধ্রুবম্। ভবদ্ভির্ব্বিহিতা যস্মাদ্যাচয়ামো ন চাপরম্ ॥ ৭৮ ॥ বিশ্বেদেবা উচুঃ। অস্মাভী রহিতং শ্রাদ্ধং কিঞ্চিৎ সঞ্জায়তে ক্ষিতৌ। শ্রদ্ধয়া পরয়া যচ্চ যুষ্মাকং ভাবি ভোজনম্ ॥ ৭৯ ॥ এবমুক্তা তু তে শ্রাদ্ধং বিশ্বেদেবা নৃপোত্তম। ব্রহ্মলোকং গতাঃ সর্ব্বে দুঃখেন মহতান্বিতাঃ। প্রোচুশ্চ দীনয়া বাচা প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥ ৮০ ॥ বয়ং বাহ্যাঃ কৃতা দেব শ্রাদ্ধানাং বলবিদ্বিষা। তব শ্রাদ্ধে গতা যস্মাদ্গয়ায়াং প্রাঙ্নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ৮১ ॥ তেন রুষ্টঃ সহস্রাক্ষস্তব চাগ্রে সমাগতাঃ। তস্মাৎ কুরু প্রসাদং নঃ শ্রাদ্ধার্হাঃ স্যাম বৈ যথা ॥ ৮২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং ব্রহ্মা কৃপয়া পরয়ান্বিতঃ। বিশ্বেদেবান সমাদায় কুষ্মাণ্ডৈস্তৈঃ সমন্বিতান্ ॥ ৮৩ ॥ শক্রোঽপি শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি কৃত্বা তেষাং দিবৌকসাম্। তীর্থযাত্রাপরো ভূত্বা তথৈব চ ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮৪ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু ব্রহ্মা তত্র সমাগতঃ। বিশ্বেদেবসমাযুক্তো হংসযানসমাশ্রিতঃ ॥ ৮৫ ॥ শক্রোঽপি সহসা দৃষ্ট্বা সম্প্রাপ্তং কমলাসনম্। অর্ঘ্যমাদায় পাদ্যঞ্চ সত্বরং সম্মুখো যযৌ ॥ ৮৬ ॥ ততঃ প্রণম্য শিরসা সাষ্টাঙ্গং বিনয়ান্বিতঃ। প্রোবাচ প্রাঞ্জলিভূত্বা স্বাগতং তে পিতামহ ॥ ৮৭ ॥ তব সন্দর্শনাদেব জাতং জন্মত্রয়ং ময়া। কৃতং পূর্ব্বং শুভং কর্ম্ম করোমি চ যথাধুনা ॥ ৮৮ ॥ করিষ্যামি পরে লোকে ব্যক্তমেতদসংশয়ম্ ॥ ৮৯ ॥ নিঃস্পৃহস্যাপি তে দেব যদাগমনকারণম্। তন্মে দ্রুততরং ব্রূহি যেন সর্ব্বং

মানের কায়ে শ্রাদ্ধ যোজনা করিয়া আমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে শ্রাদ্ধহারকগণ দ্রুতগতি দূর হইতে পলায়ন করিবে। সহস্রাক্ষ বিশ্বদেবগণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া পরে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, আপনারা বিশ্বদেব ব্যতিরেকে অন্য মানব দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্যে 'তথাস্তু' বলিলে তখন বিশ্বেদেবগণ দুঃখিত হইয়া অশ্রুজলে বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অশ্রুজলে যে পরিমাণ পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে অসংখ্য ভূত-অণ্ড প্রাদুর্ভূত হইল। পরে ঐ অণ্ড হইতে রৌদ্ররূপী প্রাণী সকল জন্মিল। ঐ প্রাণিগণ কৃষ্ণদন্ত, শঙ্কুকর্ণ, ঊর্দ্ধকেশ, ভয়ানক, ও রক্তাক্ষ। হে নৃপ! ঐ প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া বিশ্বদেবগণকে বলিল,—আমরা বুভুক্ষিত হইয়াছি, আমাদিগকে ভোজন প্রদান করুন। আপনি আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন; অতএব আমরা আর অপর কাহার নিকট খাদ্য যাচ্ঞা করিব না। বিশ্বদেবগণ বলিলেন,—ক্ষিতিতলে যাহারা শ্রাদ্ধে আমাদের ভাগ কল্পনা না করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ তোমরা ভোজন করিবে। বিশ্বদেবগণ তাহাদের খাদ্য নির্দ্দেশ করিয়া অতীব দুঃখের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা প্রণামপূর্ব্বক পিতামহকে বলিলেন,—হে দেব! আমরা অগ্রে আপনা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার সহিত গয়াতীর্থে গমন করিয়াছিলাম বলিয়া দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া আমাদিগকে শ্রাদ্ধে অনধিকারী করিয়াছেন।" এই জন্য আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে শ্রাদ্ধার্হ করিয়া দিন। বিশ্বদেবগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা কৃপান্বিত হইয়া সেই সমস্ত কুষ্মাণ্ডের সহিত তাঁহাদিগকে সঙ্গে করত হংসযানারোহণে যেখানে শক্র দেবগণের শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তীর্থযাত্রা করিবার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬৯-৮৫। তখন শক্র বিশ্বেদেবগণের সহিত বিধাতাকে সমাগত দেখিয়া সত্বর পাদ্যার্ঘ্য লইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং মস্তকাবনমনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে পিতামহ! "স্বাগতং তে" আপনার দর্শনে আমি জন্মত্রয় জাত হইলাম। আমি পূর্ব্বে শুভ কর্ম্ম করিয়াছি, অধুনা করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও নিঃসন্দেহ করিব! হে দেব! আপনি নিস্পৃহ; অতএব আপনার আগমনকারণ কি? তাহা শীঘ্র

করোম্যহম্ ॥ ৯০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। যৈর্বিনা ন ভবেচ্ছ্রাদ্ধং মমাপি সুরসত্তম। বিশ্বেদেবাস্ত্বয়া তেঽদ্য শ্রাদ্ধবাহ্যা বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৮৯ ॥ তত্ত্বয়া ন কৃতং ভদ্রং তেন কর্ম্ম বিতন্বতা। অপ্রমাণং কৃতা বেদা যতশ্চ স্মৃতয়স্তথা ॥ ৯২ ॥ এতে পূর্ব্বং ময়া শক্র শ্রাদ্ধার্থং বিনিমন্ত্রিতাঃ। পশ্চাত্ত্বয়া ন দোষোঽস্তি তস্মাচ্চৈষাং মহাত্মনাম্ ॥ ৯৩ ॥ তস্মাচ্ছাপপ্রমোক্ষার্থং ত্বং যতস্ব সুরেশ্বর। যেন স্যুঃ শ্রাদ্ধযোগ্যাশ্চ সর্ব্বেঽমী দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৯৪ ॥ পুরা হ্যেতন্ময়া প্রোক্তং সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মাম্। এতৎপূর্ব্বঞ্চ যচ্ছ্রাদ্ধং সফলং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ৯৫ ॥ তৎকথং মম বাক্যং ত্বমসত্যং প্রকরোষি চ ॥ ৯৬ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ময়াপি কোপযুক্তেন শপ্তা এতে পিতামহ। তদ্যথা সত্যবাক্যোঽহং প্রভবামি তথা কুরু ॥ ৯৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। তব বাক্যং যথা সত্যং প্রভবিষ্যতি বাসব। তথাহং সংবিধাস্যামি বিশ্বেদেবার্থমেব হ ॥ ৯৮ ॥ বিশ্বেদেবৈর্বিনা শ্রাদ্ধং যত্ত্বয়া সমুদাহৃতম্। একোদ্দিষ্টং নরাঃ সর্ব্বে করিষ্যন্তি ধরাতলে ॥ ৯৯ ॥ তস্মিন্নহনি দেবেন্দ্র ত্বয়া যত্র বিনির্ম্মিতম্। প্রেতপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং শস্ত্রেণ নিহতস্য চ ॥ ১০০ ॥ ক্ষয়াহে চাপি সঞ্জাতে বিশ্বেদেবৈর্ব্বিনা কৃতম্। নাগরস্য শুভং শ্রাদ্ধং বচনান্মে ভবিষ্যতি ॥ ১০১ ॥ শেষকালে তু যঃ শ্রাদ্ধংপ্রকরিষ্যতি তৈর্ব্বিনা। ব্যর্থং সম্পৎস্যতে তস্য মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ১০২ ॥ মুক্তা শস্ত্রহতং চৈকং তস্মিন্নহনি যো নরঃ। করিষ্যতি তথা শ্রাদ্ধং ভূতভোজ্যং ভবিষ্যতি ॥ ১০৩ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। তথেত্যুক্তে তু শক্রেণ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। বিশ্বেদেবৈস্ততঃ প্রোক্তো বিনয়াবনতৈঃ স্থিতৈঃ ॥ ১০৪ ॥ এতে পুত্রাঃ সমুৎপন্না অস্মদশ্রুভ্য এব চ। তেষাং তু ভোজনং দত্তং ক্ষুধার্ত্তানাং ময়া বিভো ॥ ১০৫ ॥ অস্মদ্বিবর্জ্জিতং শ্রাদ্ধং কুপিতৈর্ব্বাসবোপরি। তদ্যথা জায়তে সত্যং বাক্যমস্মদুদীরিতম্ ॥ ১০৬ ॥ অস্মাকং বাসবস্যাপি তথা কুরু পিতামহ। নিরূপয় শুভাহারং যেন স্যাৎ তৃপ্তিরুত্তমা ॥ ১০৭ ॥ এতেষামেব সর্ব্বেষাং প্রসাদাত্তব পদ্মজ ॥ ১০৮ ॥ পদ্মজ উবাচ। শ্রাদ্ধকালে তু বিপ্রাণাং ভোজ্যপাত্রেষু কৃৎস্নশঃ। ভস্মরেখাং প্রদাস্যন্তি হ্যেতৈস্তত্ত্যাজ্যমেব হি ॥ ১০৯ ॥ ভস্মরক্ষাং বিনা যচ্চ কিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধং ভবিষ্যতি।

বলুন যে হেতু আমি তাহা সত্বর অনুষ্ঠান করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরসত্তম! যাহাদের অভাবে শ্রাদ্ধ হইতে পারে না, সেই বিশ্বদেবদিগকে আপনি শ্রাদ্ধবাহ্য করিয়াছেন, ইহা আপনি ভাল করেন নাই। আপনি ঐরূপ কর্ম্ম করিয়া বেদস্মৃতি অপ্রমাণ করিয়াছেন। আমি ইহাঁদিগকে পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, পশ্চাৎ আপনি করিয়াছিলেন। ইহাঁদের কিছু মাত্র দোষ নাই। হে সুরেশ্বর! অতএব আপনি ইহাঁদের শাপমোচনার্থ যত্ন করুন, যাহাতে ইহাঁরা সকলেই শ্রাদ্ধার্হ হইতে পারেন। ইহাঁরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে মর্ত্ত্যগণকে বলিয়াছিলাম যে, তাহারা যে শ্রাদ্ধ করিবে, ঐ শ্রাদ্ধে পূর্ব্বে বিশ্বদেবগণের ভাগ কল্পনা করিবে। অতএব আপনি কি জন্য আমার বাক্য মিথ্যা করিয়াছেন? ইন্দ্র বলিলেন,—হে পিতামহ! আমিও ইহাঁদিগকে কোপবশতঃ শাপ দিয়াছিলাম; অতএব আমারও বাক্য যাহাতে সত্য হয়, আপনি তাহা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বাসব! আপনার বাক্য যাহাতে সত্য হইবে, আমি বিশ্বদেবগণের জন্য তাহা বলিতেছি। আপনি বিশ্বদেব ব্যতিরেকে যে শ্রাদ্ধের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল একোদ্দিষ্ট; অন্য শ্রাদ্ধ নহে। এই নিয়ম ধরাতলে পালিত হইবে। হে দেবেন্দ্র! আপনি যে নাগরগণের সহিত প্রেতপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে ক্ষয়াহে সমরনিহত ব্যক্তিগণের বিশ্বদেববিহীন শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও শুদ্ধ হইবে। উক্তেতর কালে বিশ্বদেব ব্যতীত যে শ্রাদ্ধ হইবে, তাহা আমার বাক্যে অসাধু হইবে। পূর্ব্বোক্ত দিনে যদি শস্ত্রহত ব্যক্তির ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ভূতভোজ্য হইবে। ৮৬—১০৩। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—শক্র বিধাতৃবাক্যে 'তথাস্তু' বলিলে বিশ্বদেবগণ বিনয়াবনতমুখে তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব! আমাদের অশ্রু হইতে এই পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা বাসবের প্রতি কুপিত হইয়া উহাদিগকে বলিয়াছি যে, অস্মদ্বিবর্জ্জিত শ্রাদ্ধ তোমাদের ভোজনসামগ্রী হইবে। হে দেব! আপনি বাসবের বাক্য যেমন সত্য করিলেন, তেমনি আমাদের এই বাক্যও সত্য করুন। আপনার প্রসাদে যাহাতে ইহাদের তৃপ্ত হয়, আপনি তাহা বিধান করুন। পদ্মজ বলিলেন,—শ্রাদ্ধকালে বিপ্রগণের সমস্ত শ্রাদ্ধপাত্রে যদি ভস্মরেখা দেওয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল শ্রাদ্ধ ইহাদের পরিত্যাজ্য। আর

একোদ্দিষ্টং পার্ব্বণঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমথাপি বা। ১১০। এতেভ্যশ্চৈব তদ্দত্তং ময়া তুষ্টেন সাম্প্রতম্। এবমুক্ত্বা ততো নাম তেষাং চক্রে পিতামহঃ। ১১১। কুশব্দেন স্মৃতা ভূমিঃ সংসিক্তা চাশ্রুণা যতঃ। ততোহণ্ডানি চ জাতানি তেভ্যো জাতা অমী ঘনাঃ। কুষ্মাণ্ডা ইতি বিখ্যাতা ভবিষ্যন্তি জগত্রয়ে। ১১২। ততস্তাংশ্চ ত্রিধা কৃত্বা ক্রমেণৈবার্পয়ত্তদা। অগ্নের্বায়োস্তথার্কস্য বাক্যমেতদুবাচ হ। ১১৩। যজুর্ব্বেদে প্রবিখ্যাতং যদ্দেবেতি ঋচাং ত্রয়ম্। তেন ভাগঃ প্রদাতব্য এতেষাং ভক্তিহোমতঃ। ১১৪। কোটিহোমোদ্ভবে চৈব নিজভাগস্য মধ্যতঃ। তেন তৃপ্তিং প্রযাস্যন্তি মম বাক্যাদসংশয়ম্। ১১৫। এবমুক্ত্বা চতুর্বক্ত্রস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। বিশ্বেদেবাস্তথা হৃষ্টাঃ কুষ্মাণ্ডাশ্চ বিশেষতঃ। ১১৬। এতস্মাৎকারণাদ্রক্ষা ক্রিয়তে ভস্মসম্ভবা। বিপ্রাণাং ভোজ্যপাত্রেষু শ্রাদ্ধে কুষ্মাণ্ডজাদ্ভয়াৎ। নাগরাণাং ন বাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধে ছিদ্রং যতঃ শৃণু। ১১৭। তেষাং স্থানে যতো জাতা দাক্ষিণ্যেন সমন্বিতাঃ। নিষিদ্ধা ভস্মজা রক্ষা ভর্তৃযজ্ঞেন তেজসা। ১১৮। তদর্থং নাগরাঃ সর্ব্বে ন কুর্ব্বন্তি হি কর্হিচিৎ। ইন্দ্রোঽপি চ গতে তস্মিংশ্চতুর্বক্ত্রে নিজালয়ম্। ১১৯। অব্রবীদ্ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বাংশ্চমৎকারপুরোদ্ভবান্। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। ১২০। শ্রূয়তাং মদ্বচো বিপ্রাঃ করিষ্যথ ততঃ পরম্। স্থাপয়িষ্যাম্যহং লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ। ১২১। ততস্তৈর্ব্রাহ্মণৈস্তস্য দর্শিতং স্থানমুত্তমম্। সোঽপি লিঙ্গঞ্চ সংস্থাপ্য প্রহৃষ্টস্ত্রিদিবং যযৌ। ১২২। বিশ্বামিত্র উবাচ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽস্মি নরাধিপ। গয়াকূপ্যাশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্॥ ১২৩। আনর্ত্ত উবাচ। গয়াকূপ্যাশ্চ মাহাত্ম্যং ভবতা মে প্রকীর্ত্তিতম্। বালমণ্ডনজং বাপি সাম্প্রতং বক্তুমর্হসি। ১২৪। কস্মিন্ স্থানে চ শক্রেণ তচ্চ লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। বদাস্মাকং মহাভাগ তস্মিন্ দৃষ্টে তু কিং ফলম্। ১২৫। বিশ্বামিত্র উবাচ। সহস্রাক্ষেণ তে বিপ্রা লিঙ্গার্থং যাচিতা যদা। স্থানং শুভং পবিত্রঞ্চ সর্ব্বক্ষেত্রস্য মধ্যগম্॥ ১২৬। ততস্তৈর্দর্শিতং লিঙ্গং সুপুণ্যং বালমণ্ডনম্। যত্র বালাঃ পুরা জাতা মরুদাখ্যা দিতেঃ সুতাঃ। ১২৭।

ভস্মরক্ষা বিনা যে সকল শ্রাদ্ধ—একোদ্দিষ্ট, পার্ব্বণ ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইবে, ঐ সকল শ্রাদ্ধ আমি তুষ্ট হইয়া প্রদান করিলাম। এই বলিয়া পিতামহ তাহাদের নামকরণ করিতে লাগিলেন। কু (ভূমি) অশ্রু দ্বারা সিক্ত হওয়ায় তাহা হইতে অণ্ড জন্মে। আর ঐ অণ্ড হইতে ইহারা জন্মিয়াছে বলিয়া ইহাদের নাম হইল,—কুষ্মাণ্ড। এই নাম ইহাদের ত্রিজগদ্বিখ্যাত। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া ভোজন প্রদান করিলেন। অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্যকে ডাকিয়া তিনি বলিয়া দিলেন,—যজুর্ব্বেদে "যদ্দেব" ইত্যাদি যে ঋকত্রয় আছে, তাহা দ্বারা ইহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক নরগণ ভাগ প্রদান করিবে। কোটিহোম হইলে নিজ ভাগের মধ্য হইতে তাহাদিগকে অংশ দিতে হইবে। ইহাতে আমার বাক্যানুসারে তাহারা তৃপ্তিলাভ করিবে। এই কথা বলিয়া চতুরানন অন্তর্হিত হইলেন। বিশ্বেদেব ও কুষ্মাণ্ডগণও যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইল। এই জন্যই শ্রাদ্ধে বিপ্রগণের ভোজনপাত্রে কুষ্মাণ্ড ভয় নিবারণের নিমিত্ত ভস্ম রক্ষা করিতে হয়। যে জন্য নাগর ব্রাহ্মণগণের শ্রাদ্ধে ছিদ্র হয় না, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। তাঁহাদের শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধবিঘ্নকারকগণ দাক্ষিণ্যযুক্ত হয়। এই জন্য ভর্তৃযজ্ঞ তেজঃপ্রভাবে শ্রাদ্ধে ভস্মরক্ষা নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে নাগর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধে ভস্মরক্ষা করেন না। চতুরানন স্বভবনে গমন করিলে ইন্দ্র চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা পূজা করিবেন, আমি এই স্থানে দেবদেবের লিঙ্গ স্থাপন করিব। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ উত্তম স্থান দেখাইয়া দিলে, তিনি লিঙ্গস্থাপন করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। ১০৪-১২২। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নরাধিপ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই সর্ব্বকামপ্রদ গয়াকূপ-মাহাত্ম্য আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে দেব! আপনি গয়াকূপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; অধুনা বালমণ্ডনজ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। কোন্ স্থানে শক্র ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহা দর্শন করিলে কি ফল হয়? আপনি তাহা আমাকে বলুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—সহস্রাক্ষ লিঙ্গের জন্য যখন শুভ, পবিত্র ও সর্ব্বক্ষেত্রমধ্যগ স্থান প্রার্থনা করেন, তখন চমৎকারপুরবাসিগণ সুপুণ্য বালমণ্ডন

তেনৈব চ পুরা ধ্বস্তা ন চ মৃত্যুমুপাগতাঃ। তচ্চ মধ্যত্তমং জ্ঞাত্বা স্থানং দৃষ্ট্বা পুরা চ যৎ॥ ১২৮॥ যত্র দিত্যা তপস্তপ্তং সুসুতং কাঙ্ক্ষমাণয়া। তদ্দৃষ্ট্বা পরমং স্থানং জীবং প্রোবাচ দেবপঃ॥ ১২৯॥ গুরো ব্রূহি মমাশু ত্বং সুমুহূর্ত্তঞ্চ সাম্প্রতম্। দিবসং যত্র সল্লিঙ্গং স্থাপয়ামি হরোদ্ভবম্। প্রলয়েঽপি সমুৎপন্নে ন নাশো যত্র জায়তে॥ ১৩০॥ ততঃ সোঽপি চিরং ধ্যাত্বা তৎ প্রোবাচ শচীপতিম্। মাঘমাসে সিতে পক্ষে পুষ্যর্ক্ষে রবিবাসরে॥ ১৩১॥ ত্রয়োদশ্যামভীষ্টে তু সঞ্জাতেঽভ্যুদয়ে শুভে। সংস্থাপয় বিভো লিঙ্গং মম বাক্যেন সাম্প্রতম্॥ ১৩২॥ আকল্পান্তসমং দিব্যং স্থিরং তে তদ্ভবিষ্যতি। তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজস্তু হর্ষেণ মহতান্বিতঃ॥ ১৩৩॥ বালমণ্ডনসান্নিধ্যে স্থাপয়ামাস তত্তদা। বিপ্রপুণ্যাহঘোষেণ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ॥ ১৩৪॥ ততো হোমাবসানে তু তর্পয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্। দক্ষিণায়াং দদৌ তেষামাঘাটং স্থানমুত্তমম্॥ ১৩৫॥ মাস্কুলে সংস্থিতং যচ্চ দিব্যপ্রাকারভূষিতম্। সর্ব্বেষামেব বিপ্রাণাং সামান্যেন নৃপোত্তম॥ ১৩৬॥ ততোঽষ্টকুলিকান্ বিপ্রান্ সমাহূয়াব্রবীদিদম্। যুষ্মাভিস্তু সদা কার্য্যা চিন্তা লিঙ্গসমুদ্ভবা॥ ১৩৭॥ অস্য যস্মান্ময়া দত্তা বৃত্তিশ্চন্দ্রার্ককালিকা। সা চ গ্রাহ্যা তদর্থে চ দ্বাদশগ্রামসম্ভবা॥ ১৩৮॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। ন বয়ং বিবুধশ্রেষ্ঠ করিষ্যামো বচস্তব। লিঙ্গচিন্তাসমুদ্ভূতং শ্রূয়তামত্র কারণম্॥ ১৩৯॥ ব্রহ্মস্বং বিবুধস্বঞ্চ তড়াগোত্থং বিশেষতঃ। ভক্ষিতং স্বল্পমপ্যত্র নাশয়েৎ সর্ব্বপূর্ব্বজান্॥ ১৪০॥ যদি কশ্চিৎ কুলেঽস্মাকং জাতস্তদ্ভক্ষয়িষ্যতি। পাতয়িষ্যতি নঃ সর্ব্বাংস্তদস্মাকং মহদ্ভয়ম্॥ ১৪১॥ অথ তং মধ্যগঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলির্দ্বিজোত্তমঃ। দৃষ্ট্বান্যমনসং শক্রং কৃতপূর্ব্বোপকারিণম্॥ ১৪২॥ দেবশর্ম্মাভিধানস্তু বিখ্যাতঃ প্রবরৈস্ত্রিভিঃ। অহং চিন্তাং করিষ্যামি তব লিঙ্গসমুদ্ভবম্॥ ১৪৩॥ অপুত্রস্য তু মে পুত্রং যদি যচ্ছসি বাসব। যস্মাৎ সঞ্জায়তে বংশো যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১৪৪॥ ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ দেবস্বপরিবর্জ্জকঃ। তচ্ছ্রুত্বা বাসবো হৃষ্টস্তমুবাচ দ্বিজোত্তমম্॥ ১৪৫॥ ইন্দ্র উবাচ। ভবিষ্যতি শুভস্তভ্যং পুত্রো বংশধরঃ পরঃ। ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী চ দেবস্বপরিবর্জ্জকঃ॥ ১৪৬॥ তস্যান্বয়ে তু যে

লিঙ্গ তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। পূর্ব্বে উহা হইতে মরুৎ নামক দিতিসুতগণ উৎপন্ন হয়। তাহারা পূর্ব্বে ধ্বস্ত হইয়াও শক্রকর্ত্তৃক মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ যে মেধ্যতম স্থান দেখাইয়া দিয়াছিলেন, ঐ স্থানে পূর্ব্বে দিতি সুপুত্রকামনায় তপস্যা করেন। ঐ পরম স্থান অবলোকন করিয়া দেবপাল ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিয়াছিলেন,—হে গুরো! আমাকে এক সুমুহূর্ত্ত দিবস বলিয়া দিন, ঐ দিবসে আমি হরলিঙ্গ সংস্থাপন করিব। যে সময়ে স্থাপন করিলে প্রলয়েও লয় প্রাপ্ত হইবে না। অনন্তর তিনি বহুক্ষণ ধ্যানের পর শচীপতিকে বলেন,—মাঘমাস শুক্লপক্ষ—পুষ্যানক্ষত্র—ও রবিবার ত্রয়োদশীর দিন আসিলে শুভ অভ্যুদয়ে আমার বাক্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন কর, আকল্পকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। শক্র তচ্ছ্রবণে সহর্ষে বালমণ্ডন-সন্নিধানে লিঙ্গ সংস্থাপন করিলেন। তিনি গীতবাদিত্রনিস্বন এবং বিপ্রপুণ্যাহঘোষ দ্বারা হোমাবসানে দ্বিজগণকে তর্পিত করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তম স্থান দক্ষিণা প্রদান করিলেন। মাস্কুলে যে দিব্য প্রাকারভূষিত স্থান ছিল, ঐ স্থান সকল দ্বিজগণকে সামান্যতঃ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি অষ্টকুলিক ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আপনারা সর্ব্বদা এই লিঙ্গবিষয়ক চিন্তা করিবেন। আমি এই লিঙ্গ-উদ্দেশে যাবৎচন্দ্র-দিবাকর বৃত্তি প্রদান করিয়াছি। ঐ দ্বাদশগ্রামরূপ বৃত্তি আপনারা গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার বাক্য প্রতিপালন করিতে পারিব না। ইহার কারণ শ্রবণ করুন,—ব্রাহ্মণের ধন, দেবতার ধন, আর তড়াগোত্থ ধন; ইহা স্বল্পমাত্র ভক্ষিত হইলেও সর্ব্ব পূর্ব্বজগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। অস্মদ্বংশীয় যদি কেহ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে আমাদের সকলকেই পাতিত করিবে; ইহাই আমাদের ভয়। ১২৩—১৪১। অনন্তর দেবশর্ম্মা নামে প্রবরত্রয়ান্বিত বিখ্যাত এক মধ্যগ ব্রাহ্মণ তখন কৃতোপকার শক্রকে বিমনস্ক দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে শক্র! আমি অপুত্র; আমাকে যদি আপনি পুত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার লিঙ্গবিষয়ক চিন্তা করি। আমায় এমনি পুত্র প্রদান করিবেন, যেন তাহা দ্বারা আভূত-সংপ্লব আমার বংশ রক্ষা হয়। আর ঐ পুত্র যেন ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও দেবস্ব

পুত্রো ভবিষ্যন্তি মহাত্মনঃ। তে সর্বেঽত্র ভবিষ্যন্তি তদ্রূপ বেদপারগাঃ॥ ১৪৭॥ অপরং শৃণু মে বাক্যং যত্তে বক্ষ্যামি সদ্দ্বিজ। তথা শৃণ্বন্তু বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্বে যেঽত্র সমাগতাঃ॥ ১৪৮॥ বালমণ্ডনকে তীর্থে ময়ৈতল্লিঙ্গমুত্তমম্। চতুর্বক্ত্রসমাদেশাচ্চতুর্বক্ত্রঃ প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৪৯॥ যোঽত্র স্নানবিধিং কৃত্বা তীর্থেঽত্র পিতৃতর্পণম্। আজন্ম পিতরস্তেন প্রভবিষ্যন্তি তর্পিতাঃ॥ ১৫০॥ গ্রামা দ্বাদশ যে দত্তা ময়া দেবস্য চাস্য ভোঃ। বসিষ্যন্তি চ যে বিপ্রা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ উপস্থিতে। তে শ্রাদ্ধং প্রথমং চাস্য কৃত্বা শ্রাদ্ধং ততঃপরম্ ১৫১। তৎকৃত্যানি করিষ্যন্তি তে বিঘ্নেন বিবর্জ্জিতাঃ। বৃদ্ধিঃ সম্পৎস্যতে তেষাং নো চেদ্বিঘ্নং ভবিষ্যতি॥ ১৫২॥ মাঘমাসে সিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং দিনে স্থিতে। তদ্গ্রামসংস্থিতা লোকা যেঽত্রাগত্য সমাহিতাঃ॥ ১৫৩॥ বালমণ্ডনকে স্নাত্বা লিঙ্গমেতৎ সমাহিতাঃ। পূজয়িষ্যন্তি সদ্ভক্ত্যা তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্॥ ১৫৪॥ গ্রামাণাং মম লিঙ্গস্য যে করিষ্যন্তি পীড়নম্। কালান্তরেঽপি সম্প্রাপ্তাস্তে যাস্যন্তি চ সংক্ষয়ম্॥ ১৫৫॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি হ্যাসমুদ্র-সরাংসি চ। বালমণ্ডনকে তীর্থে আগমিষ্যন্তি তদ্দিনে॥ ১৫৬॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। এতদুক্ত্বা সহস্রাক্ষস্ততশ্চাষ্টকুলান্ দ্বিজান্। অগ্রতঃ কোপসংযুক্তস্ততো বচনমব্রবীৎ॥ ১৫৭॥ এতৈঃ সপ্তকুলৈর্বিপ্রৈর্যৎকৃতং বচনং ন মে। কৃতঘ্নাংস্তাঞ্ছপিষ্যামি কৃতঘ্নত্বান্ন সংশয়ঃ॥ ১৫৮॥ যস্মাদিদং পুরা প্রোক্তং মনুনা সত্যবাদিনা। স্বায়ম্ভুবেন প্রোদ্দিশ্য কৃতঘ্নং সকলং জনম্॥ ১৫৯॥ ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে শঠে। নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ ১৬০॥ অবধ্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ স্ত্রিয়ো বালাস্তপস্বিনঃ। তেনাহং ন বধাম্যেতাংশ্ছিদ্রেঽপি মহতি স্থিতে॥ ১৬১॥ ততস্তোয়ং সমাদায় সদর্ভং নিজপাণিনা। শশাপ তান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ কৃতঘ্নান্ পাকশাসনঃ॥ ১৬২॥ মম বাক্যাদপি প্রাপ্য এতে লক্ষ্মীং দ্বিজোত্তমাঃ। নির্ধনাঃ সম্ভবিষ্যন্তি নীত্বা যদ্দ্বারতোঽখিলম্॥ ১৬৩॥ ভক্তানাং চ পরিত্যাগমেতেষাং বংশজাঃ দ্বিজাঃ। করিষ্যন্তি ন সন্দেহো যথা মম সুনিষ্ঠুরাঃ।

পরিবর্জ্জক হয়। দেবশর্ম্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্র সহর্ষে বলিলেন,—হে দ্বিজ! আপনার শুভ বংশধর পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী ও দেবস্ব পরিবর্জ্জক হইবে। তাহার বংশে যে সকল সন্তান জন্মিবে, তাহারা সকলেই মহাত্মা এবং তাহার ন্যায় বেদপারগ হইবে। হে সদ্দ্বিজ! আরও কিছু কথা শুনুন, যাহা আমি আপনাকে এখনি বলিতেছি। আর অপরাপর বিপ্রেন্দ্রগণও যাহারা এখানে উপস্থিত আছেন, সকলেই শ্রবণ করুন;—বালমণ্ডনক তীর্থে আমি লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি; চতুরাননের আদেশে আমি চতুরানন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। যে ব্যক্তি এই স্থানে স্নানবিধি সমাপনপূর্ব্বক পিতৃতর্পণ করিবে, তাহার পিতৃদেবতাগণ আজন্ম তর্পিত হইবেন। আর আমি যে দ্বাদশটী গ্রাম দেব-উদ্দেশে প্রদান করিয়াছি। ঐ সকল গ্রামে যাঁহারা বাস করিবেন, তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্রথমতঃ যে ইহার শ্রাদ্ধ করিয়া পরে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি করিবেন। অনন্তর যত্নপলক্ষে বৃদ্ধি, সেই কর্ম্ম করিবেন। ইহাতে কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্ন ও বৃদ্ধিযুক্ত হইবে। শুক্লপক্ষীয় মাঘী ত্রয়োদশীতে তদ্গ্রামবাসী জনগণ যদি কেহ বালমণ্ডনকে আগমনপূর্ব্বক সমাহিতভাবে ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে সে পরমা গতি লাভ করিবে। যাহারা এই গ্রাম সকল ও লিঙ্গের পীড়া উৎপাদন করিবে, তাহারা কালান্তরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। ঐদিন পৃথিবীর আসমুদ্র সরোবর তীর্থ এই বালমণ্ডলকে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া সহস্রাক্ষ অষ্টকুল দ্বিজগণের সম্মুখে সকোপে বলিলেন,—যে হেতু এই কৃতঘ্ন সপ্তকুল বিপ্রগণ আমার বাক্য অবমাননা করিল, এজন্য আমি ইহাদিগকে শাপ দিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। পূর্ব্বে কৃতঘ্ন জনগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই কথা বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, চোর, ভগ্নব্রত ও শঠ, বরং ইহাদের নিষ্কৃতি আছে, তথাপি কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, বালক ও তপস্বী, ইহারা অবধ্য; এজন্য আমি মহৎ ছিদ্রসত্ত্বেও ইহাদিগকে বধ করিলাম না। অনন্তর তিনি স্বহস্তে সদর্ভ তোয় গ্রহণ করত ঐ কৃতঘ্ন দ্বিজগণকে শাপ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণগণ আমার বাক্যানুসারে ভক্তগণ দ্বারা লক্ষ্মী লাভ করিলেও নির্দ্ধন হইবে। ইঁহাদের বংশজ দ্বিজগণ ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিবে! এবং

দাক্ষিণ্যরহিতাঃ সর্ব্বে তথা বহ্বাশিনঃ সদা। ১৭৩। এবমুক্ত্বাথ তান্ বিপ্রান্ সপ্তবংশসমুদ্ভবান্। পুনঃ প্রোবাচ তান্ বিপ্রান্ শেষান্নগরসম্ভবান্। ১৬৫। মমাত্র দীয়তাং স্থানং স্থানেঽত্রৈব দ্বিজোত্তমাঃ। যেন সংবৎসরস্যান্তে পঞ্চরাত্রং বসাম্যহম্॥ ১৬৬। দেবস্যাস্য প্রপূজার্থং মর্ত্ত্যলোকসুখায় চ। ব্রাহ্মণানাং প্রপূজার্থং সর্ব্বেষাং ভবতামিহ। ১৬৭। বিশ্বামিত্র উবাচ। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে তদর্থং স্থানমুত্তমম্। দর্শয়ামাসুঃ সংহৃষ্টাঃ প্রোচুশ্চ তদনন্তরম্। ১৬৮॥ ব্রহ্মস্থানে ত্বয়া শক্র পঞ্চরাত্রমুপেত্য চ। স্থাতব্যং মর্ত্ত্যলোকস্য সুখমাসেব্যতাং প্রভো। ১৬৯। অত্র স্থানে তবাগ্রে তু করিষ্যামো মহোৎসবম্। গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। দ্বিজানাং তর্পণৈশ্চৈব সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদম্। ১৭০। বিশ্বামিত্র উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং প্রহৃষ্টঃ পাকশাসনঃ। পূজয়িত্বা দ্বিজান্ সর্ব্বান্ গতোঽথ ত্রিদিবালয়ম্। ১৭১।

ইতি শ্রীস্কান্দে বালমণ্ডনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২০৬।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বামিত্র উবাচ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽস্মি নরাধিপ। বালমণ্ডনমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। ১। যত্রৈকস্মিন্নপি স্নানে কৃতে পার্থিবসত্তম। সর্ব্বেষাং লভ্যতে পুণ্যং তীর্থানাং স্নানসম্ভবম্। মাঘমাসে ত্রয়োদশ্যাং শুক্লপক্ষে উপস্থিতে। ২। আনর্ত্ত উবাচ। কস্মাচ্ছক্রস্য সংস্থানং পঞ্চরাত্রং ধরাতলে। নাধিকং জায়তে তেষাং যথান্যেষাং দিবৌকসাম্। ৩। বর্ষান্তে কানি চাহানি যেষু শক্রো ধরাতলে। সমাগচ্ছতি কো মাস এতৎসর্ব্বং ব্রবীহি মে। ৪। বিশ্বামিত্র উবাচ। শ্রূয়তামভিধাস্যামি কথামেনাং ধরাধিপ। পঞ্চরাত্রাৎ পরং শক্রো যথা ন স্যাদ্ ধরাতলে। ৫। আসীৎপূর্ব্বং বৃহৎকল্পে জয়ৎসেনঃ সুরেশ্বরঃ। ত্রৈলোক্যস্য সমস্তস্য স্বামী দানবদর্পহা॥ ৬। ত্রৈলোক্যে সকলে পূজাং ভজমানঃ সদৈব হি। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য গৌতমস্য মুনেঃ প্রিয়া। ৭। অহল্যা নাম ভার্য্যাভূদ্রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। তাং দৃষ্ট্বা চকমে শক্রঃ কামদেববশং গতঃ। ৮। নিত্য-

তাহারা নিষ্ঠুর, দাক্ষিণ্যরহিত ও বহ্বাশী হইবে। বিপ্রগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় তিনি সপ্তবংশসমুদ্ভূত নাগর ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা আমাকে এই স্থান দিন; যে হেতু আমি দেবপূজা, মর্ত্ত্যলোক সুখ, এবং ভবাদৃশ ব্রাহ্মণপূজার জন্য এই স্থানে বৎসরান্তে পঞ্চরাত্র বাস করিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে উত্তম স্থান দেখাইয়া দিয়া সহর্ষে বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি পঞ্চরাত্র ব্রহ্মস্থানে বাস করিয়া মর্ত্ত্যলোকের সুখভোগ করিবেন। আমরা অগ্রে গীত, বাদিত্রনির্ঘোষ, গন্ধমাল্যানুলেপন, ও দ্বিজগণের তর্পণ দ্বারা সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদায়ক মহোৎসব করিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—শক্র তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদের পূজাপূর্ব্বক ত্রিদিবালয়ে গমন করিলেন। ১৪২—১৭১।

ষড়ধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নরাধিপ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি সর্ব্বপাতকনাশন বালমণ্ডন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে একমাত্র বালমণ্ডনে স্নান করিলে সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। আনর্ত্ত বলিলেন,—কি জন্য শক্র ধরাতলে পঞ্চরাত্র বাস করিবেন? অন্যান্য দেবগণের ন্যায় কি হেতু তিনি আরও অধিক দিন বাস করিবেন না? বর্ষান্তে কোন্ মাসে কয়দিনের জন্য ধরাতলে আগমন করিবেন? আপনি এই সকল আমায় বলুন? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নরাধিপ! তিনি যে জন্য, পঞ্চরাত্রের অধিক ধরাতলে বাস করিবেন না, আমি তাহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে জয়ৎসেন দেবরাজ ছিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যের স্বামী এবং দানবদর্পহা ছিলেন। ১—৬। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে পূজা লাভ করিতেন। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে একদা গৌতমের ভার্য্যা জগদ্বিলক্ষণা পরম রূপবতী অহল্যাকে দেখিয়া শক্র কামদেবের বশীভূত

মেব সমাগত্য স্বর্গলোকাৎ স কামভাক্। গৌতমে নির্গতে রাজন্ সমিদিধ্মার্থমেব হি। দর্ভার্থং ফলমূলার্থং স্বয়মেব মহাত্মভিঃ॥ ৯॥ অথ তস্য সমাচখ্যৌ নারদো মুনিসত্তমঃ। শক্রস্য চেষ্টিতং সর্ব্বং তথাহল্যাসমুদ্ভবম্॥ ১০॥ তচ্ছ্রুত্বা সহসা তূর্ণং গৌতমো গৃহমভ্যগাৎ। যাবৎ পশ্যতি দেবেশং সহ পত্ন্যা সমাগতম্॥ ১১॥ শক্রোঽপি গৌতমং দৃষ্ট্বা পলায়নপরায়ণঃ। নির্জগামাশ্রমাত্তস্মাদ্বিবস্ত্রোঽপি ভয়াকুলঃ॥ ১২॥ অহল্যাপি ভয়ত্রস্তা দৃষ্ট্বা ভর্ত্তারমাগতম্। অধোমুখী স্থিতা রাজংস্তদা ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়া॥ ১৩॥ গৌতমোঽপি চ তদ্দৃষ্ট্বা সম্যগ্‌ভার্য্যাবিচেষ্টিতম্। দদৌ শাপং মহারাজ কোপসংরক্তলোচনঃ॥ ১৪॥ যস্মাচ্ছক্র পাপকর্ম্ম কৃতমীদৃগ্‌বিগর্হিতম্। ভার্য্যা মে দূষিতা সাধ্বী তস্মাদবৃষণো ভব॥ ১৫॥ সহস্রং চ ভগানাং তে বক্ত্রে ভবতু মা চিরম্। যেন ত্বং বিপ্লবং যাসি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ১৬॥ অপরং মর্ত্ত্যলোকেঽত্র যদ্যাগচ্ছসি বাসব। পূজাকৃতে ততো মূর্দ্ধা শতধা তে ভবিষ্যতি॥ ১৭॥ এবং শপ্ত্বা চ তং শক্রং ততোঽহল্যামুবাচ সঃ। কোপসংরক্তনেত্রস্তু ভর্ৎসয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ॥ ১৮॥ যস্মাৎপাপে ত্বয়া কর্ম্ম কৃতমেতদ্বিগর্হিতম্। তস্মাচ্ছিলাময়ী ভূত্বা ত্বং তিষ্ঠ বসুধাতলে॥ ১৯॥ ততঃ সা তৎক্ষণাজ্জাতা তস্য ভার্য্যা শিলাত্মিকা। ইন্দ্রোঽপি চ পরিত্যক্তো বৃষণাভ্যাং তথাভবৎ॥ ২০॥ সহস্রভগচিহ্নস্তু বক্ত্রদেশে বভূব হ॥ ২১॥ অথ মেরোঃ সমাসাদ্য কন্দরং বিজনং হরিঃ। সব্রীড়ঃ সেবতে নিত্যং ন জগাম নিজাং পুরীম্॥ ২২॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে সোদ্বেগাস্তেন বর্জ্জিতাঃ। নো জানন্তি চ তত্রস্থং কন্দরান্বেষণে রতাঃ॥ ২৩॥ পীড্যন্তে দানবৈ রৌদ্রৈঃ স্বর্গে জাতে বিরাজকে॥ ২৪॥ এতস্মিন্নন্তরে জীবঃ শক্রাণ্যা ভয়ভীতয়া। সোদ্বেগয়া পরিপৃষ্টঃ ক্ব গতোঽথ পুরন্দরঃ॥ ২৫॥ অথ জীবশ্চিরং ধ্যাত্বা দৃষ্ট্বা তং জ্ঞানচক্ষুষা। জগাম সহিতো দেবৈঃ প্রোবাচাথ সুনিষ্ঠুরম্॥ ২৬॥ কিমিত্থং রাজ্যভোগাংস্ত্বং ত্যক্ত্বা বিজনমাশ্রিতঃ। কিং ত্বয়া বিহিতং ধ্যানং কিং রৌদ্রং সংশ্রিতং তপঃ॥ ২৭॥ বৃহস্পতের্বচঃ শ্রুত্বা ভগবক্ত্রঃ পুরন্দরঃ। প্রোবাচ লজ্জয়া যুক্তো দীনো বাষ্পপরিপ্লুতঃ॥ ২৮॥ নাহং রাজ্যং

হন এবং তাঁহাকে কামনা করেন। হে রাজন্! মহাত্মা গৌতম সমিৎ-কুশ ও ফল-মূল আহরণের নিমিত্ত আশ্রম হইতে নির্গত হইলে ঐ পাপ শক্র নিত্য নিত্য স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া কাম ভজনা করিত। অনন্তর দেবর্ষি নারদ একদিন মহাত্মা গৌতমকে অহল্যা-বিষয়ক শক্রচেষ্টিত বিজ্ঞাপন করিলেন। দেবর্ষিবাক্য শ্রবণ করিয়া গৌতম গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়াই তিনি দেবেন্দ্রকে পত্নীর সহিত সঙ্গত দেখিলেন। দেবেন্দ্রও তখন মুনিকে দর্শন করিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি ভয়ে বিবস্ত্র অবস্থাতেই আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। হে রাজন্! এই সময় ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়া অহল্যা স্বামীকে আগত দেখিয়া ভীতত্রস্ত হইয়া অধোমুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন। গৌতম ভার্য্যার সেই বিচেষ্টিত সম্যক্ অবলোকন করিয়া কোপসংরক্তলোচনে ইন্দ্রকে শাপ দিলেন,—রে পাপকর্ম্মন্! যে হেতু তুই ঈদৃশ গর্হিতাচরণ করিয়া আমার সাধ্বী পত্নীকে দূষিত করিলি, অতএব বৃষণরহিত হ; তোর মুখে সহস্র ভগ হৌক; আর যদি তুই পূজা নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিস্, তাহা হইলে তোর মস্তক শতধা ভিন্ন হইবে। ইহাতে তুই ত্রৈলোক্যে বিপ্লব প্রাপ্ত হইবি। গৌতম শক্রকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া কোপসংরক্তনয়নে অহল্যাকে বলিলেন,—রে পাপে! যে হেতু তুই এরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছিস্; অতএব তুই শিলাময়ী হইয়া বসুধাতলে অবস্থান কর। শাপ প্রদান করিবামাত্র অহল্যা তৎক্ষণাৎ শিলা হইলেন। এদিকে ইন্দ্রও বৃষণরহিত হইলেন। আর তাঁহার মুখে সহস্রভগচিহ্ন হইল। এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া শক্র স্বীয়পুরে গমন না করিয়া মেরুকন্দরে অবস্থান করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবগণ ইন্দ্রবিযুক্ত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত কন্দরান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইন্দ্র যে কোন্ কন্দরে ছিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন না। এই সময় দানবগণ স্বর্গে গমন করিয়া দেবতাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিল।৭—২৪। ইত্যবসরে এক দিন ইন্দ্রাণী ভীতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া জীবকে শক্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দর্শনপূর্ব্বক দেবগণের সহিত, যেখানে শক্র অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ স্থানে গমন করিলেন এবং বলিলেন,—কি জন্য তুমি রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করিয়াছ। তুমি কি ধ্যান

করিষ্যামি ত্রৈলোক্যেঽপি কথঞ্চন। পশ্য মে যাদৃশী জাতা হ্যবস্থা গৌতমান্মুনেঃ॥ ২৯॥ সহস্র-ভগচিহ্নেন কথং বক্ত্রেণ তানহম্। দেবান্ সম্ভাবয়িষ্যামি পৌলোমীং চ তথা শিবম্॥ ৩০॥ মর্ত্ত্যলোকোদ্ভবা পূজা নষ্টা মম বৃহস্পতে। গৌতমস্য মুনেঃ শাপাৎ কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে॥ ৩১॥ তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজস্য বৃহস্পতিরুবাচ হ। দুঃখেন মহতা যুক্তঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সমাবৃতঃ। গৌতমস্য সমীপে চ গত্বা প্রোবাচ তং স্বয়ম্॥ ৩২॥ এতচ্ছক্রপরিত্যক্তং ত্রৈলোক্যমপি চাখিলম্। পীড্যতে দানবৈর্ব্বিপ্র নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ম্॥ ৩৩॥ নৈষ বাঞ্ছতি রাজ্যং স্বং লজ্জয়া পরয়া যুতঃ। তস্মাদস্য প্রসাদং ত্বং যথাবৎ কর্ত্তুমর্হসি। অনুগ্রহেণ শাপস্য মম বাক্যাদ্দ্বিজোত্তম॥ ৩৪॥ তচ্ছ্রুত্বা গৌতমঃ প্রাহ ন মে বাক্যং ভবেন্মৃষা। ন বাক্যং লোপয়িষ্যামি যদুক্তং স্বয়মেব হি॥ ৩৫॥ ততঃ প্রোবাচ তং বিষ্ণুঃ স্বয়ং চাপি মহেশ্বরঃ। তথা দেবগণাঃ সর্ব্বে বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ॥ ৩৬॥ অন্যথা ব্রহ্মণো বাক্যং ন তে কর্ত্তুং প্রযুজ্যতে। তস্মাৎ কুরুষ বিপ্রেন্দ্র শাপস্যানুগ্রহং হরেঃ॥ ৩৭॥ দৃষ্ট্বা তন্মনসো দার্ঢ্যং সুরা বিষ্ণুপুরোগমাঃ। ব্রহ্মণোঽন্তিকমভ্যেত্য তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ন্॥ ৩৮॥ শাপং শক্রস্য সঞ্জাতং তথা তস্মান্মহামুনেঃ॥ ৩৯॥ যথা বিড়ম্বনা জাতা দেবরাজস্য গর্হিতা। যথা চ দানবৈঃ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীকৃতম্॥ ৪০॥ যথা ন কুরুতে রাজ্যং ব্রীড়িতঃ স শচীপতিঃ। তচ্ছ্রুত্বা পদ্মজস্তূর্ণং হরিশম্ভুসমন্বিতঃ। জগাম তত্র যত্রাস্তে দুঃখিতঃ পাকশাসনঃ॥ ৪১॥ গৌতমং চ সমানীয় তত্রৈব চ পিতামহঃ॥ ৪২॥ ততঃ প্রোবাচ প্রত্যক্ষং দেবানাং বাসবস্য চ। অযুক্তং দেবরাজেন বিহিতং মুনিসত্তম॥ ৪৩॥ যত্তে প্রদূষিতা ভার্য্যা কামোপহতচেতসা। ন তে দোষোঽস্তি যচ্ছপ্তশ্চিত্রে চাস্মিন্ পুরন্দরঃ। পরং প্রশস্যতে নিত্যং মুনীনাং পরমা ক্ষমা॥ ৪৪॥ যথা ত্রৈলোক্যরাজ্যং স্বং প্রকরোতি শতক্রতুঃ। তয়া স্বয়ং প্রসাদেন তথা নীতির্ব্বিধীয়তাম্॥ ৪৫॥ দত্ত্বাস্য বৃষণৌ ভূয়ো

করিতেছ? অথবা কোন তপস্যা করিতেছ? ভগবান্ বৃহস্পতির এইরূপ বাক্য শুনিয়া ভগযুক্ত পুরন্দর লজ্জিত ও দীনভাবে বাষ্পপরিপ্লুত নেত্রে বলিলেন,—হে দেব! আমি আর ত্রৈলোক্যরাজ্য করিব না। এই দেখুন গৌতম হইতে আমার কি দশা হইয়াছে! আমি সহস্র ভগচিহ্নযুক্ত-বদনে কিরূপে পৌলোমী ও দেবতাগণকে সম্বর্দ্ধিত করিব? মর্ত্ত্যলোকবাসী জন কেহ আর আমার পূজা করিবে না। কোন কারণ বশতঃ গৌতম মুনির শাপে আমার এই অবস্থা হইয়াছে। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বৃহস্পতি দেবগণ-পরিবৃত হইয়া স্বয়ং মুনিবর গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন,—হে দেব! এই সমগ্র ত্রৈলোক্য শক্র-পরিত্যক্ত হইয়াছে। দানবগণ ত্রৈলোক্যকে পীড়া দিতেছে; যজ্ঞোৎসব সমস্ত নষ্ট করিতেছে। এই শক্র আর লজ্জায় রাজ্য বাঞ্ছা করিতে পারিতেছেন না। হে দ্বিজোত্তম! অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শাপাপনয়ন করিয়া ইহার প্রতি প্রসন্ন হউন। বৃহস্পতির বাক্য শুনিয়া গৌতম বলিলেন,—আমার বাক্য মিথ্যা নহে, আমি স্বয়ং যাহা বলিয়াছি, তাহার আর অন্যথা করিতে পারিব না। গৌতমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং দেবগণ সকলেই বিনীতভাবে বলিলেন,—ব্রহ্মার বাক্য অন্যথা করা আপনার উচিত হয় না। অতএব আপনি শাপানুকূল্য করুন। তাঁহারা এইরূপ বলিয়া গৌতমের মনোদার্ঢ্য অবলোকন করিয়া বিষ্ণু-প্রমুখ দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন;—শক্র যেরূপে মুনিকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া বিড়ম্বিত হইয়াছেন, দানবগণ যে ত্রৈলোক্য-রাজ্য ব্যাকুলিত করিতেছে, শক্র যে লজ্জিত হইয়া রাজ্য করিতেছেন না, এই সমস্ত কথা ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন। ভগবান্ পদ্মযোনি এই সকল শ্রবণ করিয়া হরি-শম্ভু সমভিব্যাহারে যেখানে পাকশাসন অবস্থান করিতেছেন, ঐ স্থানে গমন করিলেন। ২৫—৪১। ভগবান্ পিতামহ ঐ স্থানে মুনিবর গৌতমকে আনয়ন করাইয়া দেবগণ ও বাসব-সমক্ষে বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! দেবরাজ কামোপহত-চিত্ত হইয়া যে আপনার পত্নীকে দূষিত করিয়াছেন, সে টা উনি ভাল কাজ করেন নাই। আপনি এতাদৃশ অপরাধ দেখিয়া যে তাঁহাকে শাপ দিয়াছেন, ইহাতে আপনার কোন দোষ নাই। কিন্তু মুনিগণের ক্ষমাগুণই হইতেছে প্রশস্ত। শতক্রতু যাহাতে স্বীয় ত্রৈলোক্য-রাজ্য পালন করেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সম্বন্ধে তথাবিধ নীতিবিধান করুন। আপনি ইহার বৃষণযুগল

মাশয়িষ্বা ভগানিমান্। মর্ত্ত্যলোকে গতিশ্চাস্ত যথা স্যাত্তৎসমাচর ॥ ৪৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং স মুনির্দ্দেবগৌরবাৎ। বৃষণৌ মেষসম্ভূতৌ যোজয়ামাস তৌ তদা ॥ ৪৭ ॥ তান্ ভগান্ পাণিনা স্পৃষ্ট্বা চক্রে নেত্রাণি সন্মুনিঃ। ততঃ প্রোবাচ তান্ দেবান্ গৌতমশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৪৮ ॥ সহস্রাক্ষো ময়া শক্রো নির্ম্মিতোঽয়ং সুরোত্তমাঃ। সমেষবৃষণশ্চাপি স্বং চ রাজ্যং করিষ্যতি। শোভাস্য নেত্রজা বক্ত্রে সুরম্যা সম্ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥ পুংস্ত্বং চ মেষজোত্থাভ্যাং বৃষণাভ্যাং ভবিষ্যতি। ন চ মর্ত্ত্যে গতিশ্চাস্য পূজার্থং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ। শোভয়া পরয়া যুক্তো মুনেস্তস্য প্রভাবতঃ ॥ ৫১ ॥ ততঃ সংগৃহ্য পাদৌ চ গৌতমস্য মহাত্মনঃ। প্রোবাচ বচনং শক্রঃ সর্ব্বদেবসমাগমে ॥ ৫২ ॥ দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকোত্থা পূজা ব্রাহ্মণসত্তম। সা মে তব প্রসাদেন যথা স্যাত্তৎ সমাচর ॥৫৩॥ ত্রৈলোক্যপতিজা সংজ্ঞা মা নাশং যাতু মে দ্বিজ। প্রসাদাত্তব সা নিত্যং যথা স্যাত্তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ৫৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা লজ্জয়াবিষ্টঃ কৃপয়া চাথ সন্মুনিঃ। উবাচ তে সর্ব্বদেবানাং প্রত্যক্ষং পাকশাসনম্ ॥ ৫৫ ॥ পঞ্চরাত্রং চ তে পূজা মর্ত্ত্যলোকে ভবিষ্যতি। অনয়াং তৃপ্তিমভ্যেষি যথা চৈব তু বৎসরম্ ॥ ৫৬ ॥ যত্র দেশে পুরে গ্রামে পঞ্চরাত্রং মহোৎসবঃ। তত্র সংবৎসরং যাবন্নীরোগো ভবিতা জনঃ ॥ ৫৭ ॥ আধয়ো ব্যাধয়ো নৈব ন দুর্ভিক্ষং কথঞ্চন। ন চ রাজ্ঞো বিনাশঃ স্যান্নৈব লোকেঽসুখং ক্বচিৎ ॥ ৫৮ ॥ যত্র স্যাত্তে মহো ভাবী তাবকশ্চ পুরন্দর। প্রভূতপয়সো গাবঃ প্রভবিষ্যন্তি তত্র চ। সুভিক্ষং সুখিনো লোকাঃ সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ ইন্দ্র উবাচ। যদ্যেবং শরদি প্রাপ্তে সর্ব্বসত্ত্বমনোহরে। সপ্তচ্ছদসমাকীর্ণে বন্ধুকপুষ্পবিরাজিতে ॥ ৬০ ॥ মালতীগন্ধসঙ্কীর্ণে নবশস্যসমাকুলে। চন্দ্রজ্যোৎস্নাকৃতোদ্দ্যোতে ষট্পদারাবসঙ্কুলে ॥ ৬১ ॥ কুমুদোৎপলসংযুক্তে তত্র স্যাৎ সুমহোৎসবঃ। যেন বালোঽপি বৃদ্ধোঽপি সংহৃষ্টস্তৎসমাচর ॥ ৬২ ॥ গৌতম উবাচ। অদ্য

প্রদান করিয়া এই ভগগুলি বিনষ্ট করিয়া দেন। আর যাহাতে ইঁহার মর্ত্ত্যলোকে গতি হয়, তাহা করুন। ভগবান্ ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগৌরব রক্ষার জন্য তিনি শতক্রতুর বৃষণস্থানে মেষবৃষণ যোজনা করিয়া দিলেন। আর হস্তমার্জ্জনে তিনি তাঁহার ভগাঙ্কগুলি নেত্র করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি দেবগণকে বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! অধুনা আমি সহস্রাক্ষকে শক্র করিয়া দিলাম, তাঁহার বৃষণ স্থানে মেষ-বৃষণ যোজনা করিয়া দিলাম, সম্প্রতি তিনি রাজ্য করিতে পারিবেন। তাঁহার মুখে নেত্রজনিত শোভা হইবে। মেষজ বৃষণেও তাঁহার পুরুষত্ব-হানি হইবে না। কিন্তু তিনি মর্ত্ত্যধামে পূজা লাভ করিতে পারিবেন না। অতঃপর পুরন্দর সহস্রাক্ষ হইলেন। মুনিপ্রভাবে তিনি পুনরায় শোভাঢ্য হইলেন। এই সময় শক্র সর্ব্বদেব-সমক্ষে মুনিবর গৌতমের পাদ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তম! মর্ত্ত্যলোকে যাহাতে আমার দুর্লভ পূজা প্রসারিত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে তাহা করিতে হইবে। হে দ্বিজ! আমার যেন ত্রৈলোক্য-পতি নাম লুপ্ত না হয়। আপনার প্রসাদে যাহাতে আমার নিত্য পূজা হয়, আপনি তাহা করুন। শক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর গৌতম লজ্জিত হইয়া কৃপা করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদেব-সন্নিধানে বলিলেন,—মর্ত্ত্যলোকে পঞ্চরাত্র তোমার পূজা হইবে, এই পঞ্চরাত্রের পূজাতেই তুমি সংবৎসরের তৃপ্তি লাভ করিবে। যে দেশে, গ্রামে বা পুরে পঞ্চরাত্র মহোৎসব হইবে, সেই স্থানে সংবৎসর যাবৎ জনগণ নীরোগ হইবে। হে পুরন্দর! যেখানে তোমার মহোৎসব হইবে, সেই স্থানে আধি, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, রাজবিনাশ এবং লোকের কোন-অসুখ হইবে না। অধিকন্তু সেখানে গাভীসকল ভূরিক্ষীরা, লোক সকল সুখী ও সর্ব্বোপদ্রব বর্জ্জিত এবং নিত্য সুভিক্ষ হইবে। ৪২—৫৯। ইন্দ্র বলিলেন,—আমাকে যখন এরূপ বরই দিলেন, তখন আমার এই উৎসব শারদাগমে—যখন সর্ব্বসত্ত্ব মনোহর রূপ ধারণ করিবে; সপ্তচ্ছদ, বন্ধুক ও মালতী কুসুমের মনোহর গন্ধে দিক্ সকল আমোদিত হইবে, নূতন শস্যে ধরাতল জনসমূহের মন হরণ করিবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না-দ্বারা জগৎ প্রদ্যোতিত হইবে, ষট্পদ সকল অহরহ গুঞ্জন করিবে এবং কুমুদ ও উৎপলরাজি বিকসিত হইবে, তখন যেন এইরূপ হয়। আমার উৎসবসময়ে যাহাতে বালক, বৃদ্ধ সকলেই হৃষ্ট হয়, আপনি তাহা করুন। গৌতম বলি-

শ্রবণনক্ষত্রে তব দত্তো মহোৎসব.। বৈষ্ণবে পুণ্য-নক্ষত্রে সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতে। ৬৩। ত্বয়া মে ধর্ষিতা ভার্য্যা পৌষ্ণে নক্ষত্রসংস্থিতে। তস্মিন্ ভবিষ্যতি ব্যক্তং তব পাতঃ পুরন্দর। ৬৪। যেনৈষা মামকী কীর্ত্তিস্তাবকং বক্তু কর্ম্ম তৎ। বিখ্যাতিং যাতু লোকেঽত্র ন কশ্চিৎপাপমাচরেৎ। ৬৫। শ্রবণাদীনি পঞ্চৈব নক্ষত্রাণি পৃথক্ পৃথক্। তব পূজাকৃতে পঞ্চ ক্রতুতুল্যানি তানি চ। ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহঃ সর্ব্ব-তীর্থময়ানি চ। ৬৬। যো যং কামমভিধ্যায় পূজাং তব করিষ্যতি। বিশেষাৎফলপুষ্পৈশ্চ স তং কৃৎস্ন-মবাপ্নুয়াৎ। ৬৭। পরং মূর্ত্তির্ন তে পূজ্যা কুত্রাপি চ ভবিষ্যতি। ত্বয়া মে দূষিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণী প্রাণসম্মতা। ৬৮। তস্মাদ্ বৃক্ষোদ্ভবাং যষ্টিং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। তাবকৈঃ সকলৈর্মন্ত্রৈঃ স্থাপয়িষ্যন্তি শক্তিতঃ। ৬৯। পঞ্চরাত্রবিধানেন যথান্যেষাং দিবৌকসাম্। ততঃ সংক্রমণং কৃত্বা পূজা মর্ত্ত্যসমুদ্ভবা। ত্বয়া গ্রাহ্যা সহস্রাক্ষ তৃপ্তিশ্চৈব ভবিষ্যতি। ৭০। যো যথা চৈব তে যষ্টিং সুপ্তামুত্থাপয়িষ্যতি। তস্য তস্যাধিকা সিদ্ধিঃ সম্ভবিষ্যতি বাসব। ৭১। পঞ্চরাত্রব্রতস্থো যো ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ। প্রকরিষ্যতি তে পূজাং ফলপুষ্পৈ-র্যথোদিতৈঃ। ৭২। পরদারকৃতাৎ পাপাৎ স সদ্যো-মুক্তিমেষ্যতি। ৭৩। নমঃ শক্রায় দেবায় সুনাসীরায় তে নমঃ। নমস্তে বজ্রহস্তায় নমস্তে বজ্রপাণয়ে। ৭৪। মন্ত্রেণানেন যশ্চার্ঘ্যং তব শক্র প্রদাস্যতি। পরদার-কৃতং পাপং তস্য সর্ব্বং প্রযাস্যতি। ৭৫। যশ্চেদং তব সংবাদং ময়া সার্দ্ধং পুরন্দর। কীর্ত্তয়িষ্যতি সম্ভক্ত্যা তথৈবাকর্ণয়িষ্যতি। ৭৬। তস্য সংবৎসরং যাবন্নৈব রোগো ভবিষ্যতি। তচ্ছ্রুত্বা বিবুধাঃ সর্ব্বে তথেত্যুক্ত্বা প্রহর্ষিতাঃ। ৭৭। জগ্মুঃ শক্রং সমাদায় পুনরেবামরাবতীম্। গৌতমোঽপি নিজা-বাসং গতঃ কোপসমাশ্রিতঃ। ৭৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ইন্দ্রমহোৎসব-বর্ণনং নাম সপ্তাধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ। ২০৭।

—

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বামিত্র উবাচ। এবং শক্রে দিবং প্রাপ্তে দেবেষু সকলেষু চ। গৌতমঃ স্বাশ্রমং প্রাপৎ কোপেন মহতা

লেন,—অদ্য সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত বৈষ্ণব পুণ্য শ্রবণ নক্ষত্র; এই দিনে তোমার মহোৎসব হইবে। পুষ্যানক্ষত্রে তুমি আমার ভার্য্যাকে ধর্ষিত করিয়াছিলে; অতএব এই নক্ষত্রে তোমার পতন হইবে। যে ব্যক্তি আমার এই কীর্ত্তি আর তোমার এই কর্ম্ম এই লোকে প্রকাশ করিবে, তাহাকে কোন পাপে পড়িতে হইবে না এবং সে লোকে বিখ্যাত হইবে। শ্রবণাদি পঞ্চ নক্ষত্র, তোমার মহোৎসবের জন্য পৃথক্ পৃথক নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সকল নক্ষত্রে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহা ক্রতুতুল্য ফলদায়ক এবং ইহা সর্ব্বতীর্থময় হইবে। ঐ সময়ে যে যাহা কামনা করিয়া ফল জল দ্বারা তোমার পূজা করিবে, সে নিখিল অভিলষিত লাভ করিবে। কিন্তু কুত্রাপি তোমার মূর্ত্তি পূজিত হইবে না। তুমি আমার প্রাণাধিকা ভার্য্যাকে দূষিতা করিয়াছ, অতএব ব্রাহ্মণগণ বৃক্ষোদ্ভব যষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণে তোমার পূজা করিবেন। অন্যান্য দেবগণের ন্যায় পঞ্চরাত্র বিধানে তোমার সংক্রমণ ও পূজা হইবে এবং এতাবন্মাত্রেই তুমি তুষ্ট হইবে। হে বাসব যে ব্যক্তি যে প্রকারে তোমার যষ্টি উত্থাপিত করিবে, তাহার তদ্রূপ সিদ্ধি লাভ হইবে। পঞ্চরাত্রস্থ হইয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইবে, এবং ফল-পুষ্পাদি দ্বারা যথোক্ত বিধানে তোমার পূজা করিবে, সে পরদার-কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। হে দেব, শক্র, সুনাসীর, বজ্রহস্ত, বজ্রপাণি, তোমাকে বারম্বার নমস্কার। হে শক্র! এই মন্ত্র দ্বারা যে তোমায় অর্ঘ্য প্রদান করিবে সে পরদারকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যাহারা তোমার সহিত আমার এই কথোপকথন পাঠ বা শ্রবণ করিবে, সংবৎসর যাবৎ তাহাদের কোন রোগ হইবে না। দেবগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া শক্র সমভিব্যাহারে অমরাবতীতে গমন করিলেন। গৌতমও কোপসমাশ্রিত হইয়া নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।৬০—৭৮।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৭।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপে শক্র ও দেবগণ স্বর্গে গমন করিলে গৌতম অতি ক্রোধে

জলন্ ।১। ততঃ স কথয়ামাস সর্ব্বং দেববিচেষ্টিতম্ । বরদানঞ্চ শক্রায় শতানন্দস্য চাগ্রতঃ ॥ ২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা পিতরং প্রাহ বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ । তাতাম্বায়া ন কস্মাত্ত্বং প্রসাদং প্রকরোষি মে ॥ ৩ ॥ উত্থাপনে ন তে কিঞ্চিদসাধ্যং বিদ্যতে বিভো । তস্মাৎ কুরু প্রসাদং মে যথা স্যান্মম চাম্বয়া ॥ ৪ ॥ সমাগমো মুনিশ্রেষ্ঠ দীনস্যোৎকণ্ঠিতস্য চ । তস্মাদুত্থাপ্য তাং তূর্ণং প্রায়শ্চিত্তবিধিং ততঃ । তস্মাদাদিশ মে ক্ষিপ্রং যেন শুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৫ ॥ গৌতম উবাচ । মদ্যাবলিপ্তভাণ্ডস্য যদি শুদ্ধিঃ প্রজায়তে । তৎ স্ত্রীণাং জায়তে শুদ্ধির্যোনৌ শুক্রাভিষেচনাৎ ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পীত্বা মৌঞ্জীহোমেন শুধ্যতি । লিঙ্গিনীং সাধয়িত্বা চ ন তু নারী বিধর্ম্মিতা ॥ ৭ ॥ মদ্যভাণ্ডমপি প্রায়ো যথাবহ্নিশোধিতম্ । বিশুধ্যতি তথা নারী বহ্নিদগ্ধা বিশুধ্যতি । যস্যা রেতোঽথ সঙ্ক্রান্তমুদরান্তেঽন্যসম্ভবম্ ॥ ৮ ॥ এতস্মাৎ কারণাম্মাতা ময়া তে পুত্র সা শিলা । বিহিতা ন হি তস্যাশ্চ বিশুদ্ধিস্তু কথঞ্চন ॥ ৯ ॥ শতা

নন্দ উবাচ । যদ্যেবং সাধয়িষ্যামি তৎক্ষেত্রেহহং হুতাশনম্ । বিষং বা ভক্ষয়িষ্যামি পতিষ্যামি জলাশয়ে ॥ ১০ ॥ মাতুর্বিয়োগতপ্তাঙ্গঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ধর্ম্মদ্রোণাঃ স্থিতাশ্চাপ্তে মন্বাদ্যা মুনয়স্তথা ॥ ১১ ॥ ইতিহাসপুরাণানি বেদান্তানি বহূনি চ । সঞ্চিন্ত্য তাত সর্ব্বাণি দেহি শুদ্ধিং মমাপি তাম্ । মম মাতুঃ করিষ্যামি নো চেৎ প্রাণপরিক্ষয়ম্ ॥ ১২ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ । তচ্ছ্রুত্বা সুচিরং ধ্যাত্বা গৌতমঃ প্রাহ তং সুতম্ । পরিষ্বজ্য স্ববাহুভ্যাং মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রায় ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥ যদ্যেবং বৎস মা কার্ষীঃ সাহসং পাপসম্ভবম্ । আত্মদেহবিঘাতেন শ্রূয়তাং বচনং মম ॥ ১৪ ॥ মেধ্যস্থে তব মাতুশ্চ শুদ্ধির্জ্ঞাতা ময়া পুরা । যয়া সা মম হর্ম্ম্যার্হা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৫॥ উৎপৎস্যতে রবের্বংশে রামরূপী জনার্দ্দনঃ । রাবণস্য বধার্থায় মানুষং রূপমাস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥ তস্য পাদস্য সংস্পর্শাদ্ভূয়ঃ শুদ্ধা ভবিষ্যতি । তস্মাৎ প্রতীক্ষ্য তাবত্ত্বমোৎসুক্যং ত্রজ পুত্রক ॥ ১৭ ॥ এতৎ সমস্তং ময়া জ্ঞাতং বৎস দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ১৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তথেত্যুক্তা

প্রজ্বলিত হইতে হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। আশ্রমে গমন করিয়া তিনি শতানন্দের নিকট সমস্ত দেব-বিচেষ্টিত ও শক্রকে তাঁহার বরদানের কথা বলিলেন। পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া শতানন্দ বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—হে পিতঃ! কি জন্য তবে আপনি অম্বাকে অনুগৃহীত করিলেন না? হে বিভো! তাঁহাকে উত্থাপিত করা আপনার অসাধ্য নহে। অতএব আপনি অম্বার প্রতি প্রসন্ন হউন; এই দীন উৎকণ্ঠিত সন্তানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হউক। আপনি শীঘ্র তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার শুদ্ধির নিমিত্ত আমার প্রতি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। গৌতম বলিলেন,—মদ্যাবলিপ্ত ভাণ্ডের যদি শুদ্ধি হয়, তাহা হইলে যোনিতে পরশুক্র-সেবনাপরাধ হইতে নারী শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। বরং ব্রাহ্মণ সুরাপান করিয়া মৌঞ্জীহোম করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু লিঙ্গিনী সাধন করিলেও অধার্ম্মিকা নারী শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। মদ্যভাণ্ড যেমন বহ্নিতে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, যে নারীর উদরে পর রেতঃ প্রবেশ করিয়াছে, সেই নারীও তদ্রূপ বহ্নিদগ্ধা হইলে শুদ্ধি লাভ করে। হে পুত্র! এইজন্য আমি তোমার মাতাকে শিলা করিয়াছি। কোন প্রকারেই আর ইহার বিশুদ্ধি হইবার নহে।

শতানন্দ বলিলেন,—হে পিতঃ! যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমি মাতৃ-বিয়োগ হেতু বহ্নি-প্রবেশ করিব, না হয় বিষ খাইব, অথবা জলাশয়ে নিমজ্জিত হইয়া জীবন বিসর্জন দিব। ইহা নিশ্চয় জানিবেন। মন্বাদি মুনিগণ ধর্ম্মপরিপালক রহিয়াছেন এবং ইতিহাস, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত রহিয়াছে, এই সকল চিন্তা করিয়া আপনি আমার প্রতি শুদ্ধি আদেশ করুন, আমার মাতার নিমিত্ত তাহা অনুষ্ঠান করিব।১—১২। বিশ্বামিত্র বলিলেন — গৌতম পুত্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যান করার পর তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন,—বৎস! আত্মদেহ বিনাশে এরূপ সাহস করিও না; আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার মাতার শুদ্ধির উপায় আমি পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছি, ইহাতে তিনি গৃহাবস্থানের উপযুক্তা হইবেন সন্দেহ নাই। ভগবান্ জনার্দ্দন রাবণবধের নিমিত্ত রামরূপে সূর্য্যবংশে মানুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার পদস্পর্শে তোমার মাতা পুনরায় শুদ্ধি লাভ করিবেন। অয়ি পুত্রক! তুমি কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর। উক্ত সমস্ত বিষয় আমি জ্ঞাননেত্রে অবলোকন করিতেছি। মাতৃবৎসল শতানন্দ পিতৃ

শতানন্দঃ প্রহর্ষিতঃ। স্থিতঃ প্রতীক্ষমাণস্তু তং কালং মাতৃবৎসলঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কালেন মহতা রামরূপী জনার্দ্দনঃ। রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথালয়ে ॥ ২০ ॥ স ময়া ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্বালভাবেন সংস্থিতঃ। নিজযজ্ঞস্য রক্ষার্থং সমানীতঃ স্বমাশ্রমম্। রাক্ষসানাং বিনাশায় যজ্ঞকর্ম্মবিনাশিনাম্ ॥ ২১ ॥ হতৈস্তৈস্তু রাক্ষসৈ রৌদ্রৈর্ম্মম পূর্ণোহভবন্মখঃ। অযোধ্যায়াঃ সমানীতঃ স ময়া রঘুনন্দনঃ ॥ ২২ ॥ সীতায়াশ্চ বিবাহার্থং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ। শ্রুত্বা স্বয়ম্বরং তস্যাঃ পার্থিবাণাং সমাগমম্ ॥ ২৩ ॥ ততো মার্গে ময়া দৃষ্টা গৌতমস্যাশ্রমে শুভে। অহল্যা সা শিলারূপা প্রমাণেন মহত্তমা ॥ ২৪ ॥ ততঃ প্রোক্তো ময়া রামঃ স্পৃশেমাং বৎস পাণিনা। মানুষত্বং লভেদ্যেন গৌতমস্য প্রিয়া মুনেঃ। শাপদোষেণ সঞ্জাতা শিলেয়ং তস্য সন্মুনেঃ ॥ ২৫ ॥ অবিকল্পং ততো রামো মম বাক্যেন তাং শিলাম্। পস্পর্শ পার্থিবশ্রেষ্ঠ কৌতুহলসমন্বিতঃ ॥ ২৬ ॥ অথ রামেণ সংস্পৃষ্টা সহসৈবাঙ্ঘ্রিণা মুনেঃ। শুশুভে মানুষী জাতা দিব্যরূপবপুর্ধরা ॥ ২৭ ॥ ততঃ সা লজ্জয়াবিষ্টা প্রণিপত্য চ গৌতমম্। স্মরমাণাত্মনঃ কৃত্যং যচ্ছক্রেণ সমন্বিতম্ ॥ ২৮ ॥ প্রায়শ্চিত্তং মম স্বামিন্ দেহি সর্ব্বমশেষতঃ। যন্নরস্য সমাযোগে পরস্যাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২৯ ॥ অহং দুষ্করমপ্যেতৎ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ। যেন শুদ্ধির্ভবেন্মহ্যং পুরশ্চরণসেবনাৎ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সঞ্চিন্ত্য স চিরং প্রোবাচ গৌতমস্তদা। কুরু চান্দ্রায়ণশতং কৃচ্ছ্রাণাঞ্চ সহস্রকম্ ॥ ৩১ ॥ প্রাজাপত্যাযুতঞ্চাপি তীর্থযাত্রাপরায়ণা। অষ্টষষ্টিষু তীর্থেষু যানি তীর্থানি ভূতলে। তেষাং সন্দর্শনাৎ সম্যক্ ততঃ শুদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৩২ ॥ সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় নিত্যং ব্রতপরায়ণা। অষ্টষষ্টিষুতীর্থেষু বারাণস্যাদিষু ক্রমাৎ ॥ ৩৩ ॥ বভ্রাম তানি লিঙ্গানি পূজয়ন্তী প্রভক্তিতঃ। ক্রমেণৈব তু সম্প্রাপ্তা হাটকেশ্বরসম্ভবম্ ॥ ৩৪ ॥ যাবৎ পশ্যতি সা সাধ্বী তাবন্নাগবিলো মহান্। পূরিতো নাগরৈরেব মার্গঃ পাতালসম্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥ গচ্ছন্তি যেন পূর্ব্বস্তু তীর্থযাত্রাপরায়ণাঃ। হাটকেশ্বরদেবস্য দর্শনার্থং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৩৬ ॥ অথ সা চিন্তয়ামাস ন দৃষ্টে তু সুরেশ্বরে। হাটকেশ্বরদেবে চ ন হি যাত্রাফলং লভেৎ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাত্তাং করিষ্যামি স্থিত্বা চৈব সুদুষ্করম্। যেনাহং

বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎ দিন অতিবাহিত হইলে জনার্দ্দন দশরথালয়ে রামরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আমি যজ্ঞবিনাশী রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত বালভাবাপন্ন ঐ বিষ্ণুকে যজ্ঞরক্ষার্থ স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করি। অনন্ত রাক্ষসগণ নিহত হইলে আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। পরে আমি সীতাস্বয়ম্বর ও পার্থিব সমাগম জানিতে পারিয়া বিবাহের জন্য লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান করি। পথে আমি গৌতমের আশ্রমে অহল্যাকে মহতী শিলারূপে দর্শন করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলাম,—বৎস! তুমি ইঁহাকে পাণিদ্বারা স্পর্শ কর। তুমি স্পর্শ করিলে ইনি মনুষ্যত্ব লাভ করিবেন। ইনি মুনিবর গৌতমের প্রিয় পত্নী। মুনির শাপে ইনি শিলারূপে পরিণত হইয়াছেন। হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! তখন আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে রামচন্দ্র বিনা আপত্তিতে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ করিবামাত্র তিনি দিব্য রূপলাবণ্যবতী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি লজ্জাবিষ্টা হইয়া মুনিবর গৌতমকে প্রণামপূর্ব্বক শক্র সমভিব্যাহারে আত্মকৃত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে স্বামিন্! ভগবান্ প্রজাপতি নর-সংযোগে দেবনারীগণের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, আপনি তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত আমার প্রতি বিধান করুন। দুষ্কর হইলেও আমি তাহা অনুষ্ঠান করিব। কারণ, ইহাতে আমার শুদ্ধি লাভ হইবে। ঐ মুনিবর গৌতম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—তুমি শত চান্দ্রায়ণ, সহস্র কৃচ্ছ্র ও অযুত প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিয়া ভূতলস্থ অষ্টষষ্টি তীর্থে গমন কর; ইহাতে শুদ্ধিলাভ করিবে। ১৩-৩২। স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অহল্যা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বারাণসী প্রভৃতি অষ্টষষ্টি তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক লিঙ্গ পূজা করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তীর্থপর্য্যটনপ্রসঙ্গে তিনি ক্রমে হাটকেশ্বরতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি যেমন দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, অমনি মহৎ পাতালমার্গ নাগবিল নাগরগণ দ্বারা পূরিত হইল। ঐ পথ দিয়া মুনীশ্বরগণ পূর্ব্বে হাটকেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিলেন,—সুরেশ্বরকে হাটকেশ্বরকে দেখিতে না পাইলে যাত্রা-ফল লাভ হয় না। অত-

তৎপ্রভাবেন তং পশ্যামি সুরেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥ এবং সা নিশ্চয়ং কৃত্বা তপস্তেপে সুদুষ্করম্। দর্শনার্থং হি দেবস্য পাতালনিলয়স্য চ ॥ ৩৯ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধকা গ্রীষ্মে হেমন্তে সলিলাশ্রয়া। বর্ষাস্বাকাশশয়না সা বভূব তপস্বিনী ॥ ৪০ ॥ হরলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য স্বনাম্না চান্তিকে তদা। ত্রিকালং পূজয়ামাস গন্ধপুষ্পানু-লেপনৈঃ ॥ ৪১ ॥ এবং তপসি সংস্থায়াস্তস্যাঃ কালো মহান্ গতঃ। ন চ সন্দর্শনং জাতং হাটকেশ্বরসম্ভবম্ ॥ ৪২ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য শতানন্দশ্চ তৎসুতঃ। তামন্বেষমাণস্তু তস্মিন্ ক্ষেত্রে সমাগতঃ। মাতৃস্নেহপরীতাত্মা তীর্থান্বেষণতৎপরঃ ॥ ৪৩ ॥ অথ তাং তত্র সংবীক্ষ্য দারুণে তপসি স্থিতাম্। প্রণিপত্য স্থিতো দীনঃ সদুঃখো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৪ ॥ কিমত্র ক্লিশ্যতে কায়স্তপঃ কৃত্বা সুদারুণম্। সপ্তষষ্টিষু তীর্থেষু যানি লিঙ্গানি তেষু চ ॥ ৪৫ ॥ মাহেশ্বরাণি লিঙ্গানি তানি দৃষ্টানি চ ত্বয়া। এতৎপাতালসংস্থঞ্চ হাটকেশ্বর-সংজ্ঞিতম্ ॥ ৪৬ ॥ ন পশ্যতি নরঃ কশ্চিদ্দৃষ্টং ক্ষেত্রে ন কেনচিৎ। তেন শুদ্ধিশ্চ সঞ্জাতা স্বতন্ত্রা বিহিতা তু যা ॥ ৪৭ ॥ তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামস্তাতাশ্রমপদে শুভে। ত্বন্মার্গং বীক্ষতে তাতঃ কর্ষুকো বর্ষণং যথা ॥ ৪৮ ॥ অহল্যোবাচ। যাবৎ পশ্যামি নো দেবং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। তাবদ্গচ্ছামি নো গেহং যদা পশ্যামি তং হরম্ ॥ ৪৯ ॥ তদা যাস্যে গৃহং পুত্র নিশ্চয়োহয়ং ময়া কৃতঃ ॥ ৫০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সোহপি তাং প্রাহ হ্যেষ চেন্নিশ্চয়স্তব। ময়াপি তাতপার্শ্বে তু প্রগন্তব্যং ত্বয়া সহ ॥ ৫১ ॥ এবমুক্ত্বা ততঃ সোহপি স্থাপয়ামাস শাম্ভবম্ ॥ লিঙ্গঞ্চ পূজয়ামাস ত্রিকালং তপসি স্থিতঃ ॥ ৫২ ॥ শতানন্দস্তু রাজর্ষে গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ সূক্তৈর্বেদোক্তৈঃ পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ৫৩ ॥ ষষ্ঠান্নকাল-ভোজ্যস্য ব্রতচর্য্যারতস্য চ। এবং তস্যাপি সংস্থস্য গতঃ কালো মহান্মুনে। ন চ তুষ্যতি দেবেশ তাভ্যাং দ্বাভ্যাং কথঞ্চন ॥ ৫৪ ॥ ততঃ কালেন মহতা গৌতমোহপি মহামুনিঃ। আজগাম স্বয়ং তত্র পুত্রদর্শনলালসঃ ॥ ৫৫ ॥ স দৃষ্ট্বা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং

এব আমি এই স্থানে থাকিয়া দুষ্কর তপস্যা করি! এই তপস্যা প্রভাবে আমি সেই সুরেশ্বর হাটকেশ্বর দেবকে দেখিতে পাইব। তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেবদর্শনার্থ সুমহৎ তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন! তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে, হেমন্তে সলিলে এবং বর্ষায় অনাবৃত স্থানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। নিজসন্নিধানে তিনি স্বনামে হর-লিঙ্গ স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্পালেপন দ্বারা ত্রিকাল যাবৎ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার বহু কাল অতিবাহিত হইল। কিন্তু হাটকেশ্বর দেবের দর্শন লাভ হইল না। কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্র শতানন্দ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাভাগ শতানন্দ মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তীর্থে তীর্থে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঐ স্থানে আসিয়া তিনি মাতাকে দারুণ তপস্যায় অভিনিবিষ্ট দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক অতি দুঃখে দীনভাবে বলিলেন,—অয়ি মাতঃ! কি জন্য আপনি তপস্যা করিয়া শরীরকে কষ্ট দিতেছেন? সপ্তষষ্টি তীর্থে যাবতীয় মাহেশ্বর লিঙ্গ আছে, ঐ সকল আপনি দর্শন করিয়াছেন; পাতালস্থ হাটকেশ্বর তীর্থ ও ক্ষেত্র কেহ দর্শন করিতে পারে না। পিতা, আপনার যাদৃশ শুদ্ধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতেই আপনার যথেষ্ট শুদ্ধি জন্মিয়াছে; আসুন, অধুনা পিতার আশ্রমে গমন করি। কৃষক যেমন বর্ষণের দিকে তাকাইয়া থাকে, পিতাও তেমনি আপনার পথ চাহিয়া আছেন।৩৩-৪৮ অহল্যা বলিলেন,—অয়ি পুত্র! যে পর্য্যন্ত আমি দেব হাটকেশ্বরকে দেখিতে না পাইব, তাবৎ গৃহে গমন করিব না; যখন আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিব, তখনই গৃহে গমন করিব। ইহাই আমি নিশ্চয় করিয়াছি। মাতার এই নিশ্চয় শুনিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—আপনার যদি এইরূপ নিশ্চয় হয়, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পিতার নিকট গমন করিব। এই কথা বলিয়া তিনি সেই স্থানে শিবলিঙ্গস্থাপনপূর্ব্বক তপোনিরত থাকিয়া ত্রিকালব্যাপী পূজায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি গন্ধ-পুষ্পানুলেপন, বিবিধ নৈবেদ্য, ও বেদোক্ত সূক্ত দ্বারা হরকে তোষিত করিতে থাকিলেন। এই ভাবে ব্রহ্মচর্য্যায় রত থাকিয়া তিনি ষষ্ঠকালে আহার করিতে লাগিলেন, এই-রূপে তাঁহার বহুকাল অতীত হইয়া গেল। কিন্তু দেব তাঁহাদের উভয়েরই প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। অনন্তর ভগবান্ গৌতম পুত্রদর্শন-লালসায় স্বয়ং

পুত্রং তপসি সংস্থিতম্। তুতোষ প্রথমং তাবৎ পশ্চাদ্দুঃখসমন্বিতঃ ॥ ৫৬ ॥ অহোবত মহৎ কষ্টং পুত্রো মে কৃশতাং গতঃ। তপসঃ সম্প্রভাবেন নয়ামি স্বগৃহং কথম্। ভার্য্যেয়ঞ্চ তথা মহ্যং বিবর্ণা তু কৃশা স্থিতা ॥ ৫৭ ॥ এবং সঞ্চিন্ত্য মনসাতাবুভৌ প্রত্যভাষত। গম্যতাং স্বগৃহং কৃত্বা তপসঃ সন্নিবর্ত্তনম্ ॥ ৫৮ ॥ শতানন্দ উবাচ। তাতাম্বা বহুধা প্রোক্তা তপসঃ সন্নিবর্ত্তনে। নো গচ্ছতি তথা হর্ম্ম্যমদৃষ্টে হাটকেশ্বরে ॥ ৫৯ ॥ অহং তয়া বিহীনস্তু নৈব যাস্যামি নিশ্চিতম্। এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগ যদ্যুক্তং তৎসমাচর ॥ ৬০ ॥ গৌতম উবাচ। যদ্যেবং নিশ্চয়ো বৎস তব মাতুশ্চ সংস্থিতঃ। অহং তং দর্শয়িষ্যামি তপসা হাটকেশ্বরম্ ॥ ৬১ ॥ এবমুক্ত্বা ততঃ সোঽপি তপশ্চক্রে মহামুনিঃ। একান্তরোপবাসস্তু স্থিতো বর্ষশতং মুনিঃ। ষষ্ঠান্নকালভোজী চ তাবৎকালে ততোঽভবৎ ॥ ৬২ ॥ ত্রিরাত্রভোজী পশ্চাচ্চ স বভুব মুনীশ্বরঃ। তাবৎ কালং ফলৈর্নিত্যে তাবৎকালং জলাশনঃ। বায়ুভক্ষস্ততো ভূয়স্তাবৎ কালমভূন্মুনিঃ ॥ ৬৩ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে পরমে সংবব্যস্থিতে। প্রভিদ্য মেদিনীপৃষ্ঠং নিষ্ক্রান্তং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥ দ্বাদশার্কপ্রতীকাশং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্। এতস্মিন্নন্তরে দেবঃ শম্ভুঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ ৬৫ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু ভগবান্ শশিশেখরঃ। তস্য দৃষ্টিপথং গত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৬৭ ॥ গৌতমাহং প্রতুষ্টস্তে তপসানেন সুব্রত ॥ এতচ্চ মামকং লিঙ্গং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। পাতালাচ্চ বিনিষ্ক্রান্তং তব ভক্ত্যা মহামুনে ॥ ৬৮ ॥ এতদর্থং তপস্তপ্তং সভার্য্যেণ ত্বয়া হি তৎ। সপুত্রেণাখিলং জাতং ফলং তস্য যথেপ্সিতম্ ॥ ৬৯ ॥ এতৎ পশ্যতু তে ভার্য্যা অহল্যা দিব্যরূপিণী। অষ্টষষ্ট্যুত্তবং যেন যাত্রাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০ ॥ ত্বং চাপি প্রার্থয় বরং যেন সর্ব্বং দদামি তে ॥ ৭১ ॥ গৌতম উবাচ। হাটকেশ্বরসংজ্ঞে তু সন্দৃষ্টে চ যৎফলম্। পাতালস্থে চ যৎপুণ্যং নরাণাং জায়তে ফলম্। দৃষ্টেনানেন তৎপুণ্যং পূজিতেন বিশেষতঃ ॥ ৭২ ॥ অন্যেঽপি যে জনাস্তচ্চ পূজয়ন্তি প্রভক্তিতঃ। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং তে প্রয়ান্তু ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৭৩ ॥ এতল্লিঙ্গং ন জানন্তি নরাঃ সিদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ। বিশন্তি বিবরং তেন হাটকেশ্বরকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭৪ ॥

ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তিনি তাঁহার ভার্য্যার সহিত পুত্রকে তপঃপরায়ণ দেখিয়া প্রথমতঃ সন্তুষ্ট হইয়া পরে দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—হায় কি কষ্ট! পুত্র আমার তপঃপ্রভাবে কার্শ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, কিরূপে আমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাই? ভার্য্যাও আমার বিবর্ণ কৃশ হইয়া গিয়াছেন! এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পুত্র ও ভার্য্যাকে বলিলেন,—তপস্যা বন্ধ রাখিয়া তোমরা সব গৃহে চল। শতানন্দ বলিলেন,—অয়ি তাত! আমি অম্বাকে বহুবার বলিয়াছি; কিন্তু উনি হাটকেশ্বর দেবকে না দেখিয়া কোন প্রকারেই যাইবেন না; আর আমিও উহাঁকে না লইয়া যাইব না; এই নিশ্চয় করিয়াছি। ইহা অবগত হইয়া আপনি যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা করুন। গৌতম বলিলেন,—অয়ি বৎস! তোমার ও তোমার মাতার যদি এইরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমি তপস্যা করিয়া তাঁহাকে হাটকেশ্বর দেখাইতেছি। এই বলিয়া তিনিও তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ একদিন অন্তর একদিন এইভাবে আহার করিয়া সপ্তবর্ষকাল অতিবাহিত করার পর ষষ্ঠকাল ভোজন, ত্রিরাত্র ভোজন, ফল ভোজন, জলপান ও বায়ুভক্ষণে ক্রমান্বয়ে এক এক শত বৎসর করিয়া অতিবাহিত করিলেন। এই ভাবে তাঁহার সহস্র বর্ষ অতীত হইলে মেদিনীপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া এক উত্তম লিঙ্গ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই লিঙ্গ দ্বাদশার্কসন্নিভ, ও সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত। ভগবান্ শম্ভু তথত প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুব্রত গৌতম! আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি; এই আমার হাটকেশ্বরসংজ্ঞক লিঙ্গ। হে মহামুনে! তোমার ভক্তিতে ইনি পাতালতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছেন। ইহার জন্যই তুমি ভার্য্যাপুত্রসমভিব্যাহারে তপস্যা করিতেছ; অতএব তুমি এই তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়াছ,—ঐ দেখ, তোমার ভার্য্যা দিব্য রূপ ধারণ করিয়া অষ্টষষ্টি-যাত্রা-জনিত ফললাভ করিয়াছে। তুমিও বরপ্রার্থনা কর; আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব।৪৯—৭১। গৌতম বলিলেন,—জনগণ হাটকেশ্বরকে পাতালস্থ দর্শন করিলে যে ফল লাভ করে, অত্রত্য এই লিঙ্গ দর্শন করিলেও যেন সেই পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে। নরগণ যেন চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে ভক্তিপূর্ব্বক আপনার পূজা করিলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। সিদ্ধিপ্রার্থী নরগণ

অপি পাপসমোপেতা লিঙ্গস্থাস্থ প্রভাবতঃ। পরদারোদ্ভবাৎ পাপাদহিল্যেশ্বরদর্শনাৎ। ৭৫। মুচ্যন্তে মানবাস্তদ্বচ্ছতানন্দেশ্বরাদপি। তস্মিন্দিনে বিহিতয়া তাভ্যাং চৈব প্রপূজয়া॥ ৭৬। বিশ্বামিত্র উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু ব্যাপ্তঃ সর্গোঽখিলো নৃপ। মানুষৈরপি পাপাঢ্যৈঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতৈঃ। ৭৭। ন কশ্চিৎ কুরুতে যজ্ঞং তীর্থযাত্রামথাপরম্। ন ব্রতং নিয়মং চৈব দানস্থাপি কথামপি। ৭৮। তচ্চ লিঙ্গত্রয়ং দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। ৭৯। ততো ভীতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে সম্পর্দ্ধিমানুষৈর্বৃতাঃ। প্রোচুঃ পুরন্দরং গত্বা ব্যথয়া পরয়া যুতাঃ। ৮০॥ মর্ত্ত্যলোকে সহস্রাক্ষ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ ক্ষয়ং গতাঃ। অপি পাপসমাচারা অভ্যেত্য পুরুষা ইহ। ৫১॥ অস্মাভিঃ সহ গর্ব্বাঢ্যাঃ স্পর্দ্ধাং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে লিঙ্গত্রয়মনুত্তমম্। ৮২। যৎস্থিতং স্থাপিতং তত্র গৌতমেন মহাত্মনা। সপুত্রেণ সদারেণ তস্য পূজাপ্রভাবতঃ॥ অপি পাপসমাচারা ইহাগচ্ছন্তি তেঽখিলাঃ। যমস্য নরকাঃ সর্ব্বে সাম্প্রতং শূন্যতাং গতাঃ। ৮৪॥ গৌতমেন সমানীতঃ পাতালাদ্ধাটকেশ্বরঃ। তপসা তোষয়িত্বা তু তত্র স্থানে সুরেশ্বরঃ। ৮৫। তৎপ্রভাবাদয়ং জাতো ব্যবহারো ধরাতলে। ৮৬॥ এবং জ্ঞাত্বা প্রবর্ত্তন্তে যথা যজ্ঞাস্তথা কুরু। তৈর্বিনা নৈব তৃপ্তিঃ স্যাদস্মাকং চ কথঞ্চন। ৮৭। তচ্ছ্রুত্বা বাসবস্তত্র সমাহূয় চ মন্মথম্। ক্রোধং লোভং তথা দম্ভং মৎসরং দ্বেষসংযুতম্। ৮৮॥ গত্বা ধরাতলং সর্ব্বে মমাদেশাদ্দ্রুতং ততঃ। স্বশক্ত্যা বারয়ধ্বং ভো গৌতমেশ্বরপূজকান্। ৮৯। অহল্যেশ্বরদেবস্য শতানন্দেশ্বরস্য চ। শক্রাদেশং তু স প্রাপ্য তে গতা ধরণীতলে। ৯০॥ কামাদিকা নরান্ ভেজুর্গৌতমেশ্বরপূজকান্। তথাহল্যেশ্বরস্যাপি শতানন্দেশ্বরস্য চ॥ ৯১॥ ততো ভূয়ো যথা জাতাঃ সমগ্রে ধরণীতলে। সম্পূর্ণদক্ষিণাঃ সর্ব্বে ব্রতানি নিয়মাস্তথা। ৯২। তীর্থযাত্রা জপো হোমো যাশ্চান্যাঃ সুকৃতক্রিয়াঃ। এতৎসর্ব্বং ময়া খ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি ধরাধিপ॥ ৯৩। গয়াকূপ্যনুষঙ্গেণ শক্রগৌতমচেষ্টিতম্। বালমণ্ডনমাহাত্ম্যং শক্রেশ্বরসমন্বিতম্॥৯৪॥ ইন্দ্রস্য স্থাপনং মর্ত্ত্যে অহল্যাখ্যানমেব চ। গৌতমেশ্বরমাহাত্ম্যং তথাহল্যেশ্বরস্য চ।

এই লিঙ্গ অবগত নহে; এজন্যই তাহারা হাটকেশ্বর দেবদর্শনমানসে পাতালবিবরে প্রবেশ করিয়া থাকে। পাপী ব্যক্তি এমন কি পরদারোদ্ভব পাপভাগী ব্যক্তিও যদি উক্তদিনে অহল্যেশ্বর বা শতানন্দেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা হইলে সে যেন সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নৃপ। এই সময় সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত পাপাঢ্য মানবদ্বারা স্বর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই লিঙ্গত্রয়কে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া সকলেই স্বর্গে গমন করিতে লাগিল; কেহ আর যজ্ঞ, যাত্রা, ব্রত নিয়ম ও দানের কথাই কহিত না। অনন্তর দেবগণ ভীত হইয়া স্পর্দ্ধমান দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পুরন্দরের নিকট গিয়া বলিলেন,—হে সহস্রাক্ষ! মর্ত্ত্যলোকের সকল ধর্ম্ম ক্ষয় পাইয়াছে; পাপী ব্যক্তিগণ এখানে আসিয়া সগর্ব্বে আমাদের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে তিনটী লিঙ্গ আছেন, এই সকল লিঙ্গ মুনিবর গৌতম সপত্নীপুত্রক স্থাপন করিয়াছেন। ইহারই ফলে পাপী নরগণও ঐসকল লিঙ্গ দর্শন করিয়া স্বর্গে আগমন করিতেছে। যমের সমস্ত নরকস্থান. সম্প্রতি শূন্য হইয়াছে। মুনিবর গৌতম তপস্যা দ্বারা পাতাল হইতে হাটকেশ্বরকে আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে ধরাতলের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ইহা অবগত হইয়া ধরাতলে যাহাতে যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা করুন। যজ্ঞাদি ব্যতিরেকে কোন প্রকারে আমাদের তৃপ্তি হয় না। এই কথা শুনিয়া বাসব মন্মথ, ক্রোধ, দম্ভ, মৎসর, ও দ্বেষকে আহ্বান করত দ্রুতগতি ধরাতলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা শক্তি অনুসারে গৌতমেশ্বর, অহল্যেশ্বর ও সতানন্দেশ্বর পূজকগণকে আমার আদেশে নিবারণ কর। তাহারা সকলে শক্রাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে গমন করিল। এইরূপে তিনি গৌতমেশ্বর, অহল্যেশ্বর ও শতানন্দেশ্বরের পূজক নরগণের বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য কামাদিকে নিয়োগ করিলেন। ইহার ফলে পুনরায় ধরণীতলে সম্পূর্ণদক্ষিণ যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, তীর্থযাত্রা, হোম ও অন্যান্য সুকৃতক্রিয়া সকল প্রবর্ত্তিত হইল। হে নরাধিপ! এই আমি আপনি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন—গয়াকূপানুষঙ্গে শক্র-গৌতমচেষ্টিত, বালমণ্ডনমাহাত্ম্য, শক্রেশ্বরমাহাত্ম্য, মর্ত্ত্যে ইন্দ্রস্থাপন, অহল্যাখ্যান ও

১৫॥ যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। স মুচ্যেৎ পাতকাৎ সদ্যঃ পরদারসমুদ্ভবাৎ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌতমেশ্বরাহল্যেশ্বরশতানন্দেশ্বর-মাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৮॥

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। সাম্প্রতং মুনিশার্দ্দুল শঙ্খতীর্থ-সমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং বদ মে কৃৎস্নং শ্রদ্ধা মে মহতী স্থিতা॥ ১॥ অহো তীর্থমহো তীর্থং হাটকেশ্বর-সংজ্ঞিতম্। ক্ষেত্রং যচ্চ ধরাপৃষ্ঠে সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং শুভম্॥ ২॥ নাহং তৃপ্তিং দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রগচ্ছামি কথঞ্চন। শৃণ্বানস্তু সুমাহাত্ম্যং ক্ষেত্রস্যাস্য সমুদ্ভবম্॥ ৩॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি পূর্ব্ব-বৃত্তং কথান্তরম্। শঙ্খতীর্থস্য মাহাত্ম্যং যথা জাতং ধরাতলে॥ ৪॥ আনর্ত্তাধিপতিঃ পূর্ব্বমাসীদন্যো মহী-পতিঃ। যথা ত্বং সাম্প্রতং ভূমৌ সর্ব্বলোকপ্রপালকঃ॥৫॥ সোঽকস্মাৎ কুষ্ঠভাগ্‌জাতো বিকলাঙ্গো বভূব হ। অপুত্রঃ শত্রুভির্ব্যাপ্তস্ত্রস্তশ্চ নৃপসত্তমঃ॥ ৬॥ স সর্ব্বৈর্ভূমিপালৈশ্চ সর্ব্বতঃ পরিপীড়িতঃ। রাজ্য-ভ্রংশসমোপেতঃ প্রাপ্তো রৈবতকং গিরিম্॥ ৭॥ তত্রাপি পীড্যতে নিত্যং সর্ব্বতস্ত মলিম্লুচৈঃ॥ ৮॥ হস্ত্যশ্বরথহীনস্ত কোশহীনো যদা-ভবৎ। স তদা চিন্তয়ামাস কিং করোমি চ সাম্প্রতম্॥ ৯॥ কলত্রাণ্যপি সর্ব্বাপি হ্রিয়ন্তে তস্করৈর্ব্বলাৎ॥ ১০॥ স এবং চিন্তয়ানস্তু গতো বৈ নারদং বিভুম্। দ্রষ্টুং পার্থিবশার্দ্দুল বৈষ্ণবে দিবসে স্থিতে॥ ১১॥ তত্রাপশ্যৎ স সম্প্রাপ্তং নারদং মুনি-সত্তমম্। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন দামোদরদিদৃক্ষয়া॥ ১২॥ তং প্রণম্যাথ শিরসা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। প্রোবাচ বচনং দীন উপবিশ্য তদগ্রতঃ॥ ১৩॥ রাজোবাচ। শত্রুভিঃ পরিভূতোঽহং সমন্তা-মুনিসত্তম। ততো রাজ্যপরিভ্রংশাৎ সম্প্রাপ্তোঽত্র মহাগিরৌ॥ ১৪॥ বিপিনে তস্করৈঃ পাপৈঃ প্রপীড্যেঽহং সমন্ততঃ। যৎ কিঞ্চিদশ্বনাগাদ্যং ময়া সহ সমাগতম্॥ ১৫॥ তৎসর্ব্বং তস্করৈর্নীতং কোশা

গৌতমেশ্বর ও অহল্যেশ্বর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ইহা শ্রবণ করে, সে পরদার-জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ৮৮—৯৬।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২০৮॥

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূল! সম্প্রতি আপনি আমার নিকট শঙ্খতীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন, ইহা শুনিবার জন্য আমার মহতী শ্রদ্ধা হইয়াছে। অহো, হাটকেশ্বরতীর্থের কি প্রভাব! এই তীর্থ ধরাপৃষ্ঠে অতি আশ্চর্য্যজনক। এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কোন প্রকারেই আমার আশানিবৃত্তি হইতেছে না। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্! ধরাতলে শঙ্খতীর্থের মাহাত্ম্য যেরূপে হইয়াছিল, সে বিষয়ে আমি আপনাকে একটী পুরাবৃত্ত বলিব; পূর্ব্বে অন্য আর একজন আনর্ত্তাধিপ ছিলেন; সম্প্রতি আপনি যেমন প্রজাপালন করিতেছেন, তিনিও তেমনি করিতেন। অকস্মাৎ তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া বিকলাঙ্গ হন। তাঁহার পুত্র ছিল না, তিনি সর্ব্বদাই শত্রুব্যাপ্ত হইয়া ত্রস্তভাবে অবস্থান করিতেন। এই অবস্থায় অন্যান্য ভূমিপালগণ সকলেই তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া রৈবতক গিরিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও তস্করগণ তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিতে লাগিল। তখন রাজা হস্তী, অশ্ব, রথ ও কোষহীন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তস্করগণ আমার কলত্রসকলকেও বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গেল; অধুনা আমি কি করিব? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিভু নারদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। ঐ দিন হরি-বাসর ছিল। তিনি মহর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন যে, মুনিবর তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে দামোদরদর্শনের জন্য ঐ স্থানে আগমন করিতেছেন। তখন রাজা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখে দীনভাবে উপবেশন করত বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! শত্রুগণ আমাকে সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিয়াছে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এই রৈবতক গিরিতে আশ্রয় লইয়াছি। এখানেও তস্করগণ আমায় পীড়া দিতেছে। আমার সঙ্গে যাহা কিছু অশ্ব-নাগাদি এবং ধনরত্ন আসিয়াছিল, তৎসমস্তই দস্যুগণ অপহরণ করিয়াছে। এখন কি

দারাস্তথা বসু। তস্মাদ্দ মুনিশ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যং মে মহৎ স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥ অন্যজন্মোদ্ভবং কিঞ্চিন্মম পাপং সুদারুণম্। যেনেমাঞ্চ দশাং প্রাপ্তঃ সহসা মুনিসত্তম ॥ ১৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চিরং ধ্যাত্বা মুনীশ্বরঃ। প্রোবাচাথ নৃপং দীনং জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ১৮ ॥ নারদ উবাচ। ন ত্বয়া কুৎসিতং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদেহান্তরে কৃতম্। ময়া জ্ঞাতং মহারাজ সর্ব্বং দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ১৯ ॥ ত্বমাসীঃ পার্থিবঃ পূর্ব্বং সিদ্ধপত্তনসংজ্ঞিতে। পত্তনে সোমবংশীয়ঃ সর্ব্বশত্রুনিবর্হণঃ ॥ ২০ ॥ ত্বয়া চেষ্টং মহাযজ্ঞৈঃ সদা সম্পূর্ণদক্ষিণৈঃ। মহাদানানি দত্তানি পূজিতা ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ২১ ॥ তেন কর্ম্মবিপাকেণ ভূয়ঃ পার্থিবতাং গতঃ ॥ ২২ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। ইহ জন্মনি নো কৃত্যং সংস্মরামি বিভো কৃতম্। তৎ কিং রাজ্যপরিভ্রংশঃ সহসা মে সমুত্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ লক্ষ্মী হীনস্য লোকস্য লোকেঽস্মিন্ ব্যর্থতাং ব্রজেৎ। জীবিতং মুনিশার্দ্দূল বিজ্ঞাতং হি ময়াধুনা ॥ ২৪ ॥ মৃতো নরো গতশ্রীকো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্। মৃতমশ্রোত্রিয়ে দানং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ ॥ ২৫ ॥ লক্ষ্মী হীনস্য মর্ত্ত্যস্য বান্ধবোঽপি বিজায়তে। প্রার্থয়িষ্যতি মাং নূনং দৃষ্ট্বা তং চান্যতো ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥ যথা মাং সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা যে ময়াপি প্রতর্পিতাঃ। তেঽপি দূরতরং যান্তি এষ মাং প্রার্থয়িষ্যতি ॥ ২৭ ॥ ধনহীনং নরং ত্যক্ত্বা কুলীনমপি চোত্তমম্। গচ্ছন্তি স্বজনোঽন্যত্র শুষ্কং বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ ॥ ২৮ ॥ তৎকার্য্যকারণার্থায় দরিদ্রোঽভ্যেতি চেদ্‌গৃহম্। ধনিনো ভর্ৎসয়ন্ত্যেনং সমাগচ্ছন্তি নান্তিকম্ ॥ ২৯ ॥ কৃপণোঽপি ধনাঢ্যশ্চেদাগচ্ছতি হি যাচিতুম্। এষ দাস্যতি মে কিঞ্চিদিতি চিন্তে নৃণাং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ মম ত্বং পূর্ব্ববংশীয়ঃ পিত্রা তে চ পিতুর্মম। সদা স্নেহপরশ্চাসীস্ত্বঞ্চ স্নেহবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩১ ॥ এবং ব্রুবন্তি লোকেঽত্র ধনিনাং পুরতঃ স্থিতাঃ। কুলীনা অপি পাপানাং দৃশ্যন্তে ধনলিপ্সয়া। দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য ক্ষিতৌ রাজ্যং প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ৩২ ॥ প্রশোষঃ কেবলং ভাবী হৃদয়স্য মহামুনে। দ্বাবিমৌ কণ্টকৌ তীক্ষ্ণৌ শরীরপরিশোষিণৌ। যশ্চাধনঃ কাময়তে যশ্চ কুপ্যত্যনীশ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥ শ্মশানমপি সেবন্তে ধনলুব্ধা নিশাগমে। জনেতারমপি ত্যক্ত্বা নিত্যং যান্তি সুদূরতঃ ॥ ৩৪ ॥ সুমূর্খোঽপি ভবেদ্বিদ্বানকুলীনোঽপি

আমার পত্নীগণকেও তাহারা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার মহৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আমার জন্মান্তরের পাপ কীর্ত্তন করুন—যাহাতে আমি এরূপ দশাপ্রাপ্ত হইলাম। মুনি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানের পর বলিলেন,—হে নৃপ! আপনি দেহান্তরে কোন কুৎসিত কর্ম্ম করেন নাই। আমি দিব্য চক্ষু দ্বারা তাহা দেখিতেছি। আপনি পূর্ব্বে সিদ্ধপত্তনামক নগরে সোমবংশীয় সর্ব্বশত্রুনিসূদন নরপতি ছিলেন। সম্পূর্ণদক্ষিণ বহু যজ্ঞ ঐ জন্মে আপনা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আপনি মহাদান করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের আপনি পূজা করিয়াছিলেন। ঐ সকল উত্তম কর্ম্মের ফলেই আপনি এ জন্মে রাজা হইয়াছেন। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে দেব! আমি ইহ জন্মে ত' কোন কুকর্ম্ম করি নাই, তবে কি জন্য আমার সহসা রাজ্যভ্রংশ হইল। ইহলোকে লক্ষ্মীহীন লোকের জীবন বৃথা, আমি ইহা জানিলাম। গতশ্রী ব্যক্তি, অরাজক রাজ্য, অশ্রোত্রিয়ে দান এবং দক্ষিণাহীন যজ্ঞ মৃত বলিয়া কথিত। লক্ষ্মীহীন জনের বান্ধবগণ প্রতিকূল হয়, প্রার্থনা করিবে মনে করিয়া তাহারা তাহাকে দেখিয়া অন্যদিকে গমন করে। ১—২৬। আমি পূর্ব্বে যাহাদিগকে তর্পিত করিয়াছি, তাহারা সম্প্রতি আমাকে দেখিয়া প্রার্থনাশঙ্কায় দূরে গমন করিতেছে। পক্ষিকুল যেমন শুষ্ক বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ স্বজনগণও কুলীন ও উত্তম হইলেও ধনহীন জনকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কোন কার্য্য বশত দরিদ্র ব্যক্তি ধনীদিগের গৃহে গমন করিলে তাঁহারা ঐ দরিদ্রকে ভর্ৎসনা করেন এবং নিকটে আসেন না। ধনাঢ্য কৃপণ ব্যক্তিও যদি প্রার্থনার নিমিত্ত রাজসন্নিধানে গমন করে, তবে রাজা মনে করেন যে, এ ব্যক্তি নিশ্চিতই আমাকে কিছু দিবে। জনগণ ধনিগণের অগ্রে অবস্থিত হইয়া বলেন, আপনি আমার পূর্ব্ব আত্মীয়; তোমার পিতা আমার পিতাকে খুব ভাল বাসিতেন, কেবল আপনি স্নেহ বর্জ্জিত হইয়াছেন। ধনলিপ্সা থাকিলে লোকে কুলীনকেও অকুলীনের ন্যায় দেখিয়া থাকে। দরিদ্র ও রাজা এতদুভয়ের হৃদয় পরিশোষ হইয়া থাকে। নির্ধনের কামনা; আর অনীশ্বরের কোপ, এই দুইটী শরীরপরিশোষী তীক্ষ্ণ কণ্টকস্বরূপ। ধনলুব্ধ ব্যক্তি নিশাগমে শ্মশানেও গমন করিতে পারে। তাহারা

সংকুলঃ। যস্য বিত্তং ভবেদ্ধর্ম্মো বিপরীতমতো-ঽন্যথা ॥ ৩৫ ॥ নির্ব্বিণ্ণোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ জীবিতস্য চ সাম্প্রতম্। তস্মাদ্‌ব্রূহি কিমর্থং মে দারিদ্র্যং সমুপস্থিতম্। ৩৬ ॥ কুষ্ঠঞ্চাপি মমোপেতং শত্রুভিশ্চ পরাভবম্। অন্যজন্মান্তরং দৃষ্টং ত্বয়া দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৩৭ ॥ কুকর্ম্মণা ন সংস্পৃষ্টং স্বল্পেনাপি ব্রবীষি মাম্। এতজ্জন্মান্তরং দৃষ্টং স্মরামি মুনিসত্তম ॥ ৩৮ ॥ ন ময়া কুকৃতং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ সমনুষ্ঠিতম্। তৎ কিং রাজ্যপরিভ্রংশো জাতোঽয়ং মম সন্মুনে। ৩৯ ॥ অত্র মে কৌতুকং জাতং তস্মাদ্দেহি বিনির্ণয়ম্। ভবেন্ন বা ভবেৎকর্ম্ম কৃতং যচ্চ শুভাশুভম্ ॥ ৪০ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চিরং ধ্যাত্বা তু নারদঃ। কৃপয়া পরয়াবিষ্টস্ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ৪১ ॥ শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যথা শুদ্ধিঃ প্রজায়তে। তব রাজ্যস্য সম্প্রাপ্তির্যথা ভূয়োঽপি জায়তে। ৪২ ॥ তব ভূমৌ মহাপুণ্যমস্তি ক্ষেত্রং জগত্রয়ে। হাটকেশ্বরসংজ্ঞন্তু তীর্থং তত্রাস্তি শোভনম্। শঙ্খতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্ । ৪৩ ॥ যস্তত্র কুরুতে স্নানং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। অষ্টম্যাং শুক্লপক্ষস্য সম্প্রাপ্তে মাসি মাধবে। ৪৪ ॥ সূর্য্যবারে তু সম্প্রাপ্তে ভাস্করস্যোদয়ং প্রতি। সর্ব্বকুষ্ঠবিনির্ম্মুক্তো জায়তে সূর্য্যসন্নিভঃ। ৪৫ ॥ যং যং কামমভিধ্যায়েত্তত্তং সর্ব্বেষু দুর্লভম্। স তদাপ্নোত্যসন্দিগ্ধং দৃষ্ট্বা শঙ্খেশ্বরং শুভম্ ॥ ৪৬ ॥ কিং ত্বয়া ন শ্রুতং তত্র স্বদেশে বসতা নৃপ। তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং তত্রৈব সমাগতঃ ॥ ৪৭ ॥ সিদ্ধসেন উবাচ। কথং শঙ্খেশ্বরো দেবঃ সম্ভূতো বদ সন্মুনে। ৪৮ ॥ নারদ উবাচ। অহং তে কথয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্। যথা শঙ্খেশ্বরো জাতঃ শঙ্খতীর্থং তু পার্থিব ॥ ৪৯ ॥ আসতুর্ব্রাহ্মণৌ পূর্ব্বং লিখিতঃ শঙ্খ এব চ। ভ্রাতরৌ বেদবিদুষৌ তপস্যুগ্রে ব্যবস্থিতৌ। ৫০ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য লিখিতস্যাশ্রমং প্রতি। ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য সম্প্রাপ্তো নমস্কারকৃতে নৃপ ॥ ৫১ ॥ সোঽপশ্যত্তদাশ্রমং শূন্যং লিখিতেন বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫২ ॥ অথাপশ্যদ্বনে তস্মিন্ পরিপক্বফলানি সঃ। প্রণয়াৎ প্রতিজগ্রাহ মত্বা ভ্রাতুর্নৃপাশ্রমম্ ॥ ৫৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো লিখিতস্তত্র

জনককেও পরিত্যাগ করিয়া সুদূরে পলায়ন করিয়া থাকে। যাহার গৃহে ধন থাকে সে মূর্খ হইলেও পণ্ডিত ও অকুলীন হইলেও কুলীন হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি নির্ধন, সে পণ্ডিত হইলেও মূর্খ, কুলীন হইলেও অকুলীন হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সম্প্রতি জীবনের প্রতি নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছি। আপনি আমাকে বলুন,—কিজন্য আমার দারিদ্র্য, কুষ্ঠপ্রাপ্তি ও শত্রুপরাভব সঙ্ঘটিত হইল, আপনি তাহা বলুন? দিব্য দৃষ্টিতে আমার জন্মান্তর দর্শন করিয়াছেন। আপনি আমাকে বলিলেন যে, আমি কিঞ্চিন্মাত্রও কুকর্ম্ম করি নাই। হে মুনিসত্তম! আমার এ জন্মান্তর স্মরণ হইতেছে, আমি কখনই কোন কুকর্ম্ম করি নাই; তবে কি জন্য আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইলাম? এ বিষয়ে আমার যারপর নাই কৌতূহল জন্মিয়াছে, শুভাশুভ যাহাই হোক, আমার কৃতকর্ম্ম আপনি সমস্ত বিস্তৃতভাবে বলুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানের পর বলিলেন,—হে রাজন্! যাহাতে আপনার শুদ্ধি এবং যাহাতে রাজ্যপ্রাপ্তি হইবে আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার ভূমিতে ত্রিভুবন-খ্যাত হাটকেশ্বর নামে এক পুণ্য ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে শঙ্খতীর্থ নামে এক সর্ব্বপাপহর তীর্থ অবস্থিত। যে ব্যক্তি বৈশাখমাসের রবিবার শুক্লা অষ্টমীতে সূর্য্য-উদয় কালীন শ্রদ্ধা সহকারে তথায় স্নান করে, সে সর্ব্বকুষ্ঠবিমুক্ত হইয়া সূর্য্যসন্নিভ হয়। শঙ্খেশ্বর দেব দর্শন করিলে অন্য তীর্থ-দুর্লভ যাহা যাহা কামনা করা যায়, সেই সেই বস্তুই লব্ধ হইয়া থাকে। হে নৃপ! আপনি স্বদেশে থাকিয়া এই তীর্থের কথা কি শ্রবণ করেন নাই, যে হেতু, এখানে আগমন করিয়াছেন? ২৭—৪৭। রাজা বলিলেন,—হে মুনে! কিরূপে শঙ্খেশ্বর দেব উৎপন্ন হইলেন, আপনি তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—আমি আপনার নিকট শঙ্খেশ্বরের উৎপত্তি-বিষয়ক পুরাতনী কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা দুই সহোদর; বেদবিদ্যা ও তপস্যায় ইঁহারা সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। একদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লিখিতের আশ্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসেন। তিনি দেখেন,—আশ্রম শূন্য, তাঁহার অগ্রজ আশ্রমে নাই। অনন্তর তিনি আশ্রমসন্নিধানে বনে পরিপক্ব ফল দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতার আশ্রম-ফল মনে করিয়া প্রণয়বশতঃ তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন। এমন

চাশ্রমে। যাবৎ পশ্যতি শঙ্খং স প্রগৃহীতবৃহৎ-ফলম্॥ ৫৪॥ কিমিদং বিহিতং পাপ পাপং সাধু-বিগর্হিতম্। চৌর্য্যকর্ম্ম ত্বয়া নিন্দ্যং যদ্গৃহীতানি ফলানি চ॥ ৫৫॥ অনেন কর্ম্মণা তুভ্যং তপো যাস্যতি সংক্ষয়ম্। চৌর্য্যকর্ম্মপ্রবৃত্তস্য ব্রাহ্মণৈ-র্গর্হিতস্য চ॥ ৫৬॥ শঙ্খ উবাচ। একোদর-সমুৎপন্নো জ্যেষ্ঠভ্রাতা যথা পিতা। ভূয়াদিতি শ্রুতির্লোকে প্রসিদ্ধা সর্ব্বতঃ স্থিতা॥ ৫৭॥ তৎ কিং পুত্রস্য বিপ্রেন্দ্র নাধিকারঃ পিতুর্ধনে। যথৈবং নিষ্ঠুরৈর্বাক্যৈর্নির্ভৎসয়সি মাং বিভো॥ ৫৮॥ লিখিত উবাচ। ন দোষো জায়তে হর্ত্তুঃ পুত্রস্যাত্র কথঞ্চন। একত্র সংস্থিতস্যাত্র পিতুর্বিত্তমসংশয়ম্॥ ৫৯॥ বিভক্তস্তু যদা পুত্রো ভ্রাতা বাপহরেদ্ধনম্। তদা দোষমবাপ্নোতি চৌর্য্যোত্থং মতমেব মে॥ ৬০॥ পুত্রস্য তু পুনর্বিত্তং পিতা হরতি সর্ব্বদা। ন তস্য বিদ্যতে দোষো বিভক্তস্যাপি কর্হিচিৎ॥ ৬১॥ অত্র শ্লোকঃ পুরা গীতো মনুনা স্মৃতিকারিণা। তং তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তবৎ বচঃ॥ ৬২॥ ত্রয় এবাধনাঃ প্রোক্তা ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ। যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্॥ ৬৩॥ শঙ্খ উবাচ যদ্যেবং চৌর্য্যদোষোঽস্তি মম তাত মহত্তরঃ। নিগ্রহং কুরু মে শীঘ্রং যেন ন স্যাত্তপঃ-ক্ষয়ঃ॥ ৬৪॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শস্ত্রমাদায় নির্ম্মলম্। চকর্ত্তাথ ভুজৌ তস্য ভ্রাতা ভ্রাতুশ্চ নির্ঘৃণঃ। সোঽপি ছিন্নকরো বিপ্রো ব্যথয়াপি সমন্বিতঃ॥ ৬৫॥ মন্যমানঃ প্রসাদং তং ভ্রাতুর্জ্জ্যেষ্ঠস্য পার্থিব॥ ৬৬॥ ততস্তু কামদং ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। মত্বা প্রাপ্য তপস্তেপে কঞ্চিৎ প্রাপ্য জলাশয়ম্॥ ৬৭॥ বর্ষাস্বাকাশশায়ী চ হেমন্তে সলিলাশ্রয়ঃ। পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে ষষ্ঠকালকৃতাশনঃ॥ ৬৮॥ সংস্থাপ্য ভাস্করং স্থাণুং তৎপুরঃ শতরুদ্রিয়ম্। জপন্ সামোক্তরুদ্রাংশ্চ ভবরুদ্রাংস্তথা জপন্। প্রাণরুদ্রাং-স্তথা নীলান্ স্কন্দসূক্তসমন্বিতান্॥ ৬৯॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তুষ্টস্তস্য মহেশ্বরঃ। প্রোবাচ দর্শনং গত্বা সহ সূর্য্যবৃষেশ্বরৈঃ॥ ৭০॥ মহেশ্বর উবাচ। শঙ্খ তুষ্টোঽস্মি তে বৎস তপসানেন সুব্রত। তস্মাৎ কথয় মে ক্ষিপ্রং যদ্দদামি তবাধুনা॥৭১॥ শঙ্খ উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো

সময় লিখিত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই তিনি যেমন বৃহৎ ফল হস্তে ভ্রাতাকে দর্শন করিলেন, অমনি বলিলেন,—রে পাপ! এ কি করিয়াছিস্! সাধুগর্হিত পাপজনক চৌর্য্যকর্ম্ম করিয়াছিস্; যে হেতু, তোর হস্তে ফল দেখিতেছি। এই কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণ-গর্হিত চৌর্য্যনিরত তোর তপস্যা ক্ষয় হইবে। শঙ্খ বলিলেন,—আমরা উভয়ে একোদর-সমুৎপন্ন; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য; এই কথা লোকপ্রসিদ্ধ। হে বিপ্রেন্দ্র! তবে কি নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধনে কনিষ্ঠের অধিকার না থাকিবে? আপনি নিষ্ঠুর বাক্যে আমায় ভর্ৎসনা করিতেছেন কেন? লিখিত বলিলেন,—একত্র সংস্থিত পিতার ধন গ্রহণ করিলে হর্ত্তা পুত্রের দোষ হয় না; কিন্তু যেখানে বিভক্ত ভ্রাতা বা পুত্র ধন হরণ করে, সেখানে চৌর্য্যজনিত দোষ হয়। ইহা আমার মত। পিতা বিভক্ত হইলেও পুত্রের ধন হরণ করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। কর্ত্তা মনু পূর্ব্বে এ বিষয়ে শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি। শ্লোক যথা—ভার্য্যা দাস ও পুত্র এই তিনজন অধন; ইহারা যাহা অর্জ্জন করে, তাহা—তাহারা যাহার; তাহারই হয়। শঙ্খ বলিলেন,—হে তাত! যদি আমার মহৎ চৌর্য্য-দোষ ঘটিয়াছে, তাহা হইলে শীঘ্র নিগ্রহ করুন; ইহাতে আমার তপঃক্ষয় হইবে না। ৫৪—৬৪। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—তাহার সেইরূপ নিশ্চয় জানিয়া ভ্রাতা ভ্রাতার ভুজদ্বয় কর্ত্তন করিলেন। শঙ্খ বাহু ছিন্ন হওয়ায় ব্যথাসমন্বিত হইয়াও তাহা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রসাদ বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর শঙ্খ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে এক জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া তথায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বর্ষায় আকাশশায়ী, হেমন্তে সলিলাশ্রয় ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যস্থ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠকালে তিনি আহার করিতেন। ভাস্কর স্থাণুকে স্থাপিত করিয়া তিনি তাঁহার পুরোভাগে শতরুদ্রিয়, সৌভাগ্য রুদ্র, ভবরুদ্র, প্রাণরুদ্র ও স্কন্দসূক্ত জপ করিতে থাকিলেন। অনন্তর বর্ষসহস্র অতীত হইলে শঙ্কর তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন। তিনি সূর্য্য ও বৃষেশ্বরের সহিত তাঁহাকে দর্শন দিলেন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে বৎস শঙ্খ! আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। অতএব, তুমি শীঘ্র বল, আমি তোমাকে যাহা দান করিব। শঙ্খ বলিলেন,—হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়াছেন

মম। জায়েতাংস্তাদৃশৌ হস্তৌ যাদৃশৌ মে পুরা স্থিতৌ ॥৭২॥ ত্বয়াত্রৈব সদা বাসঃ কার্য্যঃ সুরবরেশ্বর। লিঙ্গে কৃত্বা দয়াং দেব মমোপরি মহত্তরাম্ ॥ ৭৩ ॥ এতজ্জলাশয়ং নাথ মম নাম্না ধরাতলে। প্রসিদ্ধিং যাতু লোকস্য যাবচ্চন্দ্রার্কতারকাঃ ॥ ৭৪ ॥ অত্র যঃ কুরুতে স্নানং ধৃত্বা মনসি দুর্লভম্। কিঞ্চিদ্বস্তু সমগ্রং তু তস্য সম্পৎস্যতে বিভো ॥ ৭৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অদ্যাহং দর্শনং প্রাপ্তস্তব চৈবাষ্টমী-দিনে। মাধবস্য সিতে পক্ষে যস্মাদ্ব্রাহ্মণসত্তম ॥ ৭৬ ॥ তস্মাৎ সংক্রমণং লিঙ্গে তাবকেঽস্মিন্ দ্বিজোত্তম। করিষ্যামি ন সন্দেহো দিনমেকম-সংশয়ম্ ॥ ৭৭ ॥ যশ্চাত্র দিবসে প্রাপ্তে তীর্থেঽত্রৈব ভবোদ্ভবে। স্নানং কৃত্বা রবের্ব্বারে উদয়ং সমুপস্থিতে ॥ ৭৮ ॥ পুজয়িষ্যতি মে মূর্ত্তিং ত্বয়া সংস্থাপিতাং দ্বিজ! কুষ্ঠব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো মম লোকং স যাস্যতি ॥ ৭৯ ॥ শেষকালেঽপি বিপ্রেন্দ্র অজ্ঞান-বিহিতাদঘাৎ। মুক্তিং প্রাপ্স্যত্যসন্দিগ্ধং মম বাক্যাদ্দ্বিজোত্তম ॥ ৮০ ॥ তথা তবাপি যৌ হস্তৌ ছিন্নাবেতাবুভাবপি। তস্মিন্ যোগেঽভিষেকাত্তৌ স্যাতাং ভূয়োঽপি তাদৃশৌ ॥ ৮১ ॥ এষ মে প্রত্যয়ো বিপ্র ভবিষ্যতি তবাধুনা। ভূয়ঃ স্নানং বিধায় ত্বং ততো মূর্ত্তিং মমার্চ্চয় ॥ ৮২ ॥ অন্যেঽপি ব্যঙ্গতাং প্রাপ্তাঃ সংযোগেঽত্র তব স্থিতে। স্নাত্বা মাং পুজয়িষ্যন্তি মুক্তিং যাস্যন্তি তে দ্বিজ ॥ ৮৩ ॥ এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। শঙ্খোঽপি তৎক্ষণাৎ স্নাত্বা পূজয়িত্বা দিবাকরম্ ॥ ৮৪ ॥ যাবৎ পশ্যতি চাত্মানং তাবদ্ধস্তসমন্বিতম্। আত্মানং পশ্যমানশ্চ বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৮৫ ॥ ততঃপ্রভৃতি তত্রৈব কৃত্বাশ্রমপদং নৃপ। তপস্তেপে দ্বিজশ্রেষ্ঠো গতশ্চ পরমাং গতিম্ ॥ ৮৬ ॥ তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র সংযোগং প্রাপ্য তত্বতঃ। তেনৈব বিধিনা স্নাত্বা তং পূজয় দিবাকরম্ ॥ ৮৭ ॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা পুরতো রবেঃ। তস্যান্বয়েঽপি নো কুষ্ঠী কদাচিৎ সম্প্রজায়তে ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্খাদিত্যশঙ্খতীর্থোৎপত্তিবৃত্তান্ত-
বর্ণনং নাম নবাধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বামিত্র উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দেবর্ষের্নারদস্য চ। সিদ্ধসেনো মহীপালঃ প্রাপ্য তং যোগমুত্তমম্ ॥

এবং আমাকে বর দিব বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আমার হস্তদ্বয় পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি হৌক। আর হে সুরবরেশ্বর! আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া এই লিঙ্গে সর্ব্বদা বাস করুন। এই জলাশয় যাবচ্চন্দ্রদিবাকর আমার নামে ধরাতলে খ্যাতিলাভ করুক। যে যেরূপ দুর্লভ বস্তু মনে মনে ধ্যান করিয়া এই সরোবরে স্নান করিবে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইবে। ভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণবর! যেহেতু আমি অদ্য বৈশাখী শুক্লাষ্টমীতে তোমায় দর্শন-দান করিলাম, অতএব তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে আমার সংক্রমণ হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি অদ্যকার দিনে এই ভবোদ্ভব তীর্থে স্নান করিবে এবং রবিবারে সূর্য্যোদয়-কালীন তোমার প্রতিষ্ঠিত আমার মূর্ত্তি-পূজা করিবে, সে ব্যক্তি কুষ্ঠব্যাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া মদীয় লোকে গমন করিবে। সে অবশেষে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করে, ইহা নিঃসন্দেহ। পূর্ব্বোক্ত যোগে অভিষেক বশত তোমার ছিন্ন হস্তও স্বাভাবিক হইবে? হে বিপ্র! তোমার এই সকল নিশ্চয়ই হইবে, ইহা আমার বিশ্বাস। পুনরায় তুমি স্নান করিয়া আমার মূর্ত্তি অর্চ্চনা কর। অন্যান্য ব্যক্তিও অঙ্গবিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তোমার স্থাপিত এই সরোবরে স্নান করিয়া আমার পূজা করিলে মুক্তিলাভ করিবে। এই কথা বলিয়া সহস্রাংশু অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্খও তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া দিবাকরের পূজাপূর্ব্বক যেমন আত্মদর্শন করিলেন, অমনি হস্তসমন্বিত হইলেন। তিনি নিজ কলেবর দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদবধি ঐ স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং পরম গতিপ্রাপ্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! অতএব তুমিও ঐ স্থানে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্নানান্তে ভাস্করের পূজা কর। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ বা রবির অগ্রে পাঠ করে, তাহার বংশে কেহ কদাপি কুষ্ঠী হয় না। ৬৫-৬৮

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২০০ ।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নৃপ! সিদ্ধসেন মহী-পাল দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া

১। মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে অষ্টম্যাং সূর্য্যবাসরে। সূর্য্যোদয়ে তু সম্প্রাপ্তে যাবৎস্নাত্বার্চ্চয়েদ্রবিম্ ॥ ২ ॥ তাবৎকুষ্ঠবিনির্ম্মুক্তঃ সহসা সমপদ্যত। ততো দিব্যস্বপুর্ভূত্বা সন্তোষং পরমং গতঃ ॥ ৩॥ প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চক্রে তাম্বূলস্য চ ভক্ষণম্। অজ্ঞানেন কৃতং যচ্চ চূর্ণপত্রসমন্বিতম্ ॥ ৪ ॥ ততশ্চ পরমাং লক্ষ্মীং সম্প্রাপ্তঃ স মহীপতিঃ। পিতৃপৈতামহং রাজ্যং স প্রচক্রে যথা পুরা ॥ ৫ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং শঙ্খতীর্থসমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং পার্থিবশ্রেষ্ঠ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। অত্যাশ্চর্য্যমিদং ব্রহ্মন্ যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্। যল্লক্ষ্মীস্তস্য সন্নষ্টা চূর্ণপত্রস্য ভক্ষণাৎ ॥ ৭ ॥ কীদৃক্তেন কৃতং তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। কীদৃক্তেন কৃতং তচ্চ নিজরাজ্যং যথা পুরা ॥ ৮ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। এষা পুণ্যতমা মেধ্যা নাগবল্লী নরাধিপ। অযথাবৎকৃতা বক্ত্রে বহূন্ দোষান্ প্রযচ্ছতি। তস্মাদ্যত্নেন সম্ভক্ষ্যা দত্ত্বা চৈব স্বশক্তিতঃ ॥ ৯ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। নাগবল্লী কথং জাতা কস্মাদ্দোষো মহান্ স্মৃতঃ। অযথাবদ্ভক্ষণাচ্চ তন্মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ১০ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। প্রশ্নভারো মহানেষ ত্বয়া মে পরিকীর্ত্তিতঃ। তথাপি চ বদিষ্যামি যদি তে কৌতুকং নৃপ। যস্মাৎসঞ্জায়তে দোষশ্চূর্ণপত্রস্য ভক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥ অমৃতার্থং পুরা দেবৈর্ম্মথিতঃ কলশোদধিঃ। মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥ ১২ ॥ মুখদেশে বলির্লগ্নঃ পুচ্ছদেশেঽখিলাঃ সুরাঃ। বাসুদেবমতেনৈব সন্দধারাথ কচ্ছপঃ ॥ ১৩ ॥ মন্দরে ভ্রমমাণে তু প্রাগেব নৃপসত্তম। আবর্ত্তং সহসা জাতং রত্নত্রিতয়মেব চ ॥ ১৪ ॥ নীলাম্বরধরঃ কৃষ্ণঃ পুরুষো বক্রনাসিকঃ। কুঞ্চদন্তঃ স্থূলশিরা দীর্ঘগ্রীবো মহোদরঃ। শূর্পাকারাঙ্ঘ্রিরেবাসৌ চিপিটাক্ষো ভয়াবহঃ ॥ ১৫ ॥ তথা তদ্রূপিণী তস্য কুভার্য্যা রাক্ষসী যথা। শিশুনাঙ্গুলিলগ্নেন গর্ভশ্রমপরায়ণা ॥ ১৬ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে দানবাশ্চ বিশেষতঃ। মন্থানং তৎপরিত্যজ্য তান্ গ্রহীতুং প্রধাবিতাঃ ॥ ১৭ ॥ অথ তান্বিকৃতান্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বে শঙ্কাসমন্বিতাঃ জগৃহুর্নৈব রাজেন্দ্র জহসুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৮ ॥ অথোবাচ বলির্দৈত্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। ব্রহ্মাদি যল্লভেৎ সর্ব্বং যৎপুরস্তাৎপ্রজায়তে ॥

উত্তম যোগে—মাধব মাসীয় সূর্য্য-বারাধিকরণক অষ্টমী তিথিতে সূর্য্যোদয়কালীন যাবৎ সূর্য্য-পূজা করিলেন, তাবৎ সহসা কুষ্ঠরোগনির্ম্মুক্ত হইলেন। তখন দিব্যরূপ ধারণ করিয়া তিনি পরমসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অজ্ঞানবশতঃ যে চূর্ণপত্রসমন্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। অনন্তর মহীপতি সিদ্ধসেন পরমা লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্ববৎ পিতৃপৈতামহ রাজ্য করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! এই আমি আপনার নিকট শঙ্খতীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? আনর্ত্ত বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্য;—চূর্ণপত্রভক্ষণের জন্য লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি পাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত কিরূপ তপস্যা করিলেন, এবং কি প্রকারেই বা তিনি নিজ রাজ্য করিলেন? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্! এই মেধ্যা নাগবল্লী তাম্বূললতা অযথা মুখে প্রদত্ত হইলে বহু দোষ উৎপাদন করে। অতএব শক্ত্যনুসারে দান করিয়া ইহা ভক্ষণ করিতে হয়। আনর্ত্ত বলিলেন,—এই নাগবল্লী হইল কি রূপে? আর ইহা অযথা ভক্ষিত হইলেই বা দোষ হয় কেন? ইহা আপনি আমাকে বলুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নৃপ! আপনি অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন করিলেন; তথাপি আপনি কুতূহলী হইয়াছেন বলিয়া চূর্ণপত্রভক্ষণে যেরূপে দোষোৎপত্তি হয়, আমি তাহা বলিতেছি। ১-১১। পূর্ব্বে দেবগণ অমৃতার্থ কলসোদধি মন্থন করেন। তাঁহারা মন্দরকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু কল্পিত করেন। ঐ মন্থনদণ্ডের মুখে বলি ও পুচ্ছদেশে নিখিল দেবতা অবস্থিত হন। বাসুদেবের আজ্ঞায় কচ্ছপ ঐ দণ্ড ধারণ করে। মন্দর ভ্রামিত হইতে থাকিলে সহসা রত্নত্রিতয় উৎপন্ন হয়। পরে নীলাম্বরধর কৃষ্ণবর্ণ, বক্রনাসিক, কুঞ্চদন্ত, স্থূলশিরা, দীর্ঘগ্রীব, মহোদর, শূর্পাকার-কর্ণ, চিপিটাক্ষ ও ভয়াবহ এক পুরুষ এবং এতদ্রূপযোগিনী তাহার কুভার্য্যা রাক্ষসীবৎ উৎপন্না হইল। ইহার হস্তের অঙ্গুলিতে শিশু-সংলগ্ন; এবং সে গর্ভশ্রমপরায়ণা। অনন্তর দেবদানবগণ মন্থনদণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক উহাদিগকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হইল। কিন্তু তাহাদিগকে বিকৃতরূপ দর্শন করিয়া দেবদানবগণ গ্রহণ না করিয়া পরস্পর হাসিতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যরাজ বলি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—যেহেতু ব্রহ্মা আদি, অতএব তিনিই এই আদ্যজাত বস্তু

১৯। রত্নত্রিতয়মেতদ্ধি তস্মাদ্গৃহ্লাতু পদ্মজঃ যেন সিদ্ধির্ভবেদস্মিন্মন্থনে কস্য চার্পণাৎ। ২০। তদ্বাক্যং বিষ্ণুনা তস্য শংসিতং শঙ্করেণ তু। ইন্দ্রাদ্যৈশ্চ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দানবৈশ্চ বিশেষতঃ। ২১। এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা জগ্রাহ ত্রিতয়ং চ তৎ। দাক্ষিণ্যাৎ সর্ব্বদেবানামনিচ্ছন্নপি পার্থিব। মমন্থুঃ সাগরং রাজন্ পুনস্তে যত্নমাশ্রিতাঃ। ২২। ততশ্চ বারুণী জাতা দিব্যগন্ধসমন্বিতা। বলিনা সংগৃহীতা সা প্রত্যক্ষং বলবিদ্বিষঃ॥ ২৩। আবর্ত্তে চাপরে জাতে নিষ্ক্রান্তঃ কৌস্তভো মণিঃ। স গৃহীতো মহারাজ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ২৪॥ অথাপরে স্থিতে তত্র মহাবর্ত্তে নিশাপতিঃ। সঞ্জাতঃ স বৃষাঙ্কেণ সংগৃহীতশ্চ তৎক্ষণাৎ॥ ২৫। পারিজাতস্ততো জাতো দিব্যগন্ধসমন্বিতঃ। স গৃহীত্বা সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ স্থাপিতো নন্দনে বনে॥২৬॥ তস্যানন্তরমেবাথ সুরভী বৎসসংযুতা। নিষ্ক্রান্তা ব্যোমমার্গেণ গোলোকং সমবস্থিতা। ২৭। ততো ধন্বন্তরির্জাতো বিভ্রদ্ধস্তে কমণ্ডলুম্। সম্পূর্ণমমৃতেনৈব স দেবৈর্দানবৈর্নৃপ। ২৮। গৃহীতো যুগপৎ ক্রুদ্ধৈঃ পরস্পর জিগীষয়া। দেবানাং হস্তগো বৈদ্যো দৈত্যানাঞ্চ কমণ্ডলুঃ। ২৯। ততস্তৎ লোভসংযুক্তা মমন্থুঃ সাগরং নৃপ। পদ্মহস্তাত্র সঞ্জাতা ততো লক্ষ্মীঃ সিতাম্বরা। ৩০। স্বয়মেব বৃতো বিষ্ণুস্তয়া পার্থিবসত্তম। মথ্যমানে ততোঽতীব সমুদ্রে দেবদানবৈঃ। ৩১। কালকূটং সমুৎপন্নং যেন সর্ব্বে সুরাসুরাঃ। সম্প্রাপ্তাঃ পরমং কষ্টং প্রভগ্নাশ্চ দিশো দশ। ৩২। তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ শম্ভুস্তীব্রং তীব্রপরাক্রমঃ। ভক্ষয়ামাস রাজেন্দ্র নীলকণ্ঠস্ততোঽভবৎ। ৩৩। অথ সন্ত্যজ্য মন্থানং মন্দরং বাসকিং তথা। অমৃতার্থে হভবদ্ যুদ্ধং দৈত্যানাং বিবুধৈঃ সহ। ৩৪। অথ স্ত্রীরূপমাধায় বিষ্ণুর্দৈত্যানুবাচ তান্। ততো হৃষ্টো বলিস্তস্মৈ দদৌ পীযূষমেব তৎ। ৩৫। বিশ্বাসং পরমং গত্বা যুদ্ধং চক্রে সুরৈঃ সহ। ততো বিষ্ণুঃ পরিত্যজ্য স্ত্রীরূপং পুরুষাকৃতিঃ। ৩৬। তদেবামৃতমাদায় যযৌ যত্র দিবৌকসঃ। অব্রবীত্তান্ সুহৃষ্টাত্মা পিবধ্বমমৃতং সুরাঃ। ৩৭। যেনামরত্বমাসাদ্য ব্যাপাদয়ত দানবান্। তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় পপুঃ পীযূষমুত্তমম্। ৩৮।

গ্রহণ করিবেন। পদ্মযোনি এই রত্নত্রয় গ্রহণ করুন। ইহাতে আমাদের মন্থনসিদ্ধি হইবে। অন্য কেহ গ্রহণ করিলে তাহা হইবে না। বিষ্ণুর সহিত ভগবান্ শঙ্কর এবং ইন্দ্রাদি দেবতা, বিশেষত দানবগণ বলির এই কথা সমর্থন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবগণের দাক্ষিণ্য-বশতঃ উক্ত রত্নত্রিতয় গ্রহণ করিলেন। পুনরায় সমুদ্র-মন্থন আরব্ধ হইল। এবার মন্থনে দিব্যগন্ধান্বিত বারুণী উঠিল। বলি দেবরাজের সমক্ষেই তাহা গ্রহণ করিলেন। পুনরায় মন্থন-জনিত আবর্ত্ত হইল। এই আবর্ত্তে কৌস্তভ মণি উঠিল। ইহা প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু লইলেন। পুনরায় মন্থন-বেগে আবর্ত্ত জন্মিল, এই মহাবর্ত্তে নিশাপতি প্রাদুর্ভূত হইলেন। প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র বৃষধ্বজ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পারিজাত উঠিল, দেবগণ তাহা লইয়া নন্দনবনে রাখিলেন। পুনরায় মন্থন আরম্ভ হইলে সবৎসা সুরভি ব্যোমমার্গে প্রাদুর্ভূতা হইয়া গোলোক আশ্রয় করিল। অতঃপর অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে ধন্বন্তরি উঠিলেন। দেব, দানব উভয় পক্ষই ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর জিগীষায় তাঁহাকে ধারণ করিলেন। অবশেষে তিনি দেবগণের হস্তগত হইলেন; আর তাঁহার অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলুটী দৈত্যগণ আয়ত্ত করিল। দেব-দানব লোভ-সংযুক্ত হওয়ায় পুনরায় মন্থন প্রবর্ত্তিত হইল। এবার পদ্মহস্তা সিতাম্বরা লক্ষ্মী দেবী উত্থিতা হইলেন।১২-৩০। তিনি উত্থিত হইয়াই আপনা-আপনিই বিষ্ণুকে বরণ করিলেন। পুনরপি দেব-দানবে অত্যন্ত মন্থন আরম্ভ করিলে কালকূট উদ্ভূত হইল। এই কালকূট প্রভাবে সুরাসুর অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিয়া দিক্‌বিদিকে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে তীব্রপরাক্রম ভগবান্ শম্ভু তাহা পান করিলেন। এই কালকূট পান করার জন্যই তাঁহার নীলকণ্ঠ নাম হইয়াছে। অনন্তর মন্থনদণ্ড মন্দর, এবং বাসুকিকে পরিত্যাগ করিয়া দেব-দানবে অমৃত লইয়া মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভগবান্ বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যগণকে অমৃত প্রদানার্থ বলিলেন; বলি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করিলেন। বলি বিশ্বস্ত হইয়া পুনরায় দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগবান্ বিষ্ণু স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিলেন এবং তিনি অমৃত লইয়া দেবগণসমীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন,—সুরগণ অমৃত পান করুন এবং অমৃত পানে সকলে অমর হইয়া দানবকুল নির্ম্মূল করুন। তাঁহারা 'তথাস্তু' বলিয়া অমৃত পান করিতে লাগিলেন, এবং অমর হইলেন।

অমরাশ্চ ততো জাতা জঘ্নুঃ সংখ্যে মহাসুরান্ ।৩৯। তেষাং পানবিধৌ তত্র বর্তমানে মহীপতে। রাহুর্বিবুধরূপেণ পপৌ পীযূষমুৎসুকঃ। ৪০। স লক্ষিতো মহাদৈত্যশ্চন্দ্রার্কাভ্যাং চ তৎক্ষণাৎ। নিবেদিতো হরে রাজন্নয়ং দেবো মহাসুরঃ। ৪১। তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবেন তস্য চক্রং সুদর্শনম্। বধায় পার্থিবশ্রেষ্ঠ মুক্তং বজ্রসমপ্রভম্ ॥ ৪২ ॥ যাবন্মাত্রং শরীরং তত্তস্য ব্যাপ্তং মহীপতে। অমৃতেন ততঃ কৃতমমোঘেনাপি তচ্ছিরঃ। ৪৩। ততোঽমরত্বমাপন্নঃ স যাবৎ সিংহিকাসুতঃ। যাবৎ প্রোক্তো হচ্যুতেনাথ সাম্না পরমবল্গুনা। ৪৪। ত্যজ দৈত্যান্মহাভাগ দেবানাং সম্মতো ভব। সম্প্রাপ্স্যসি পরাং পূজাং সদা ত্বং গ্রহমণ্ডলে। ৪৫। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় ত্যক্ত্বা তান্ দৈত্যসত্তমান্। পূজাং প্রাপ্নোতি মর্ত্ত্যানাং সংস্থিতো গ্রহমণ্ডলে। ৪৬। এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যা নির্জ্জিতাঃ সুরসত্তমৈঃ। দিশো জগ্মুঃ পরিত্রস্তাঃ কেচিন্মৃত্যুমুপাগতাঃ ॥ ৪৭। শীতশেষঞ্চ পীযূষং স্থাপিতং নন্দনে বনে। নাগরাজস্য যত্রৈব স্থিতমালানমেব চ ।৪৮। অহর্নিশং মদস্রাবী করীন্দ্রঃ সোঽপি সংস্থিতঃ। তৎপ্রভাবৈঃ প্রভিন্নঃ স পীযূষস্য কমণ্ডলুঃ। ৪৯। ততো বল্লী সমুৎপন্না তস্মাচ্চৈব কমণ্ডলোঃ। তত্রালানসমারূঢ়া বৃদ্ধিঞ্চ পরমাং গতা। ৫০। তস্যাস্তু বানি পত্রাণি গৃহীত্বা সুরসত্তমাঃ। অপূর্ব্বাণি সুগন্ধীনি মত্বা তে ভক্ষয়ন্তি চ। ৫১। বক্ত্রশুদ্ধিকৃতে রাজন্ বিশেষেণ প্রহর্ষিতাঃ। ৫২। অথ ধন্বন্তরির্বৈদ্যঃ স্ববুদ্ধ্যা পৃথিবীপতে। নাগালানে যতো জাতা নাগবল্লী ভবিষ্যতি। ৫৩। সদা স্মরস্য সংস্থানং মম বাক্যাদ্ভবিষ্যতি। নাগবল্লীতি বৈ নাম তস্যাশ্চক্রে ততঃ পরম্। ৫৪। সংযোগঞ্চ চকারাথ তাম্বুলং জায়তে যথা। পূগীফলেন চূর্ণেন খদিরেণাপি পার্থিব। ৫৫। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য বাণীবৎসংকো নৃপঃ। প্রতোষং নীতবান্ শক্রং তপসা নির্ম্মলেন চ। ৫৬। ততস্তত্তপসা তুষ্ট ইন্দ্রো বচনমব্রবীৎ। ৫৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ভো ভোঃ পার্থিব তুষ্টোঽস্মি তপসানেন সাম্প্রতম্। ব্রূহি যত্তে বরং দদ্মি মনসা বাঞ্ছিতং সদা। ৫৮। সোঽব্রবীদ্ যদি মে তুষ্টো যদি দেয়ো বরো মম। বিমানং খেচরং দেহি যেনাগচ্ছামি তে গৃহে। নিত্যমেব ধরাপৃষ্ঠাদ্বন্দনার্থং তব প্রভো। ৫৯॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় হংসবর্হিণনাদিতম্। বিমানং

অমর হইয়া তাঁহারা অসুরগণকে যুদ্ধে নিহত করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহাদের পানগোষ্ঠী আহূত হইলে রাহু দেবরূপ ধারণ করিয়া সোৎসুকচিত্তে তাঁহাদের সহিত অমৃত পান করিতে উপক্রম করে। চন্দ্র-সূর্য্য তাহা দেখিতে পান এবং হরিকে বলেন,—হে দেব! এ দেবতা নহে অসুর। তাহা শুনিয়া হরি সুদর্শন মোচন করেন। চক্র তাহার সমস্ত শরীর দ্বিখণ্ডিত করে; কিন্তু অমোঘ অমৃতপ্রভাবে সে মস্তকমাত্রে অবশিষ্ট হইয়া জীবিত থাকে। অমৃতপানের ফলে সে অমরত্ব লাভ করিল। অচ্যুত তাঁহাকে বলিলেন,—দৈত্যগণকে পরিত্যাগ কর এবং দেবগণের সম্মত হও; ইহাতে গ্রহমণ্ডলে পূজা প্রাপ্ত হইবে। সে তাঁহার বাক্যে দৈত্যদিগকে পরিত্যাগ করিল এবং গ্রহমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া মর্ত্ত্যগণের নিকট পূজা লাভ করিতে থাকিল। এই সময় দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া ত্রাসে দিক্ বিদিকে পলায়ন করিল, কেহ কেহ জীবন বিসর্জ্জন দিল। শীতশেষ অমৃত নন্দনবনে সংস্থাপিত হইল। ঐ স্থানে নাগরাজ ঐরাবতের বন্ধনস্তম্ভ আছে। ঐরাবত সর্ব্বদাই মদ স্রাব করে। মত্ততা বশত নাগরাজ পীযূষকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহাতে এক বল্লী জন্মে। ঐ বল্লী নাগরাজের আলানে আরূঢ় হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুরগণ ঐ বল্লীর সুগন্ধ পত্র আঘ্রাণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করেন। এই পত্র তাঁহাদের মুখশুদ্ধির উপযোগী হইল। ৩৯—৫২। অনন্তর ধন্বন্তরি বৈদ্য অতিশয় বুদ্ধিপ্রভাবে বলিলেন,—যে হেতু, এ নাগ-আলানে জন্মিয়াছে, অতএব ইহার নাম হইল—নাগবল্লী এবং আমার বাক্যে এই বল্লী স্মরবর্দ্ধক হইবে। এই জন্যই আমি ইহার নাম করিলাম, নাগবল্লী। অনন্তর তিনি ইহার সহিত পূগীফল, চূর্ণ এবং খদির যোগ করিলেন; তাহাতে উত্তম তাম্বুল হইল। একদা বাণীবৎসংক নৃপ তপস্যা করিয়া দেবেন্দ্রকে তোষিত করিলেন। দেবেন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে পার্থিব! আমরা তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন্ বর প্রদান করিব, তাহা বল। রাজা বলিলেন,—যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আমাকে বর দেন, তাহা হইলে আমাকে বিমান দেন; ইহাতে আরোহণ করিয়া আমি বন্দনার্থ আপনার গৃহে আগমন করিব। দেবেন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া

প্রদদৌ তস্মৈ মনোমারুতবেগধৃক্ ॥ ৬০ ॥ স তত্র নিত্যমারুহ্য প্রয়াতি ত্রিদশালয়ম্। ভক্ত্যা পরময়া যুক্তঃ সহস্রাক্ষং প্রবন্দিতুম্ ॥ ৬১ ॥ তস্য শক্রঃ স্বহস্তেন তাম্বুলঞ্চ প্রযচ্ছতি। স চ তদ্ভক্ষয়ামাস প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৬২ ॥ বৃদ্ধভাবেঽপি সম্প্রাপ্তে তস্য কামোঽত্যবর্দ্ধত। তাম্বুলস্য প্রভাবেণ সুমহান্ পৃথিবীপতে ॥ ৬৩ ॥ অথ শক্রমুবাচেদং স রাজা বিনয়ান্বিতঃ। নাগবল্লীপ্রদানেন প্রসাদো মে বিধীয়তাম্ ॥ ৬৪ ॥ মর্ত্ত্যলোকে সমানেতুং প্রচারং যেন গচ্ছতি। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় তস্মৈ তাং প্রদদৌ তদা ॥ ৬৫ ॥ গত্বা নিজপুরং সোঽপি স্বোদ্যানেঽস্থাপয়ত্তদা। ততঃ কালেন মহতা প্রচারং সা গতা ক্ষিতৌ ॥ ৬৬ ॥ যস্যাঃ স্বাদনতো লোকঃ কামাত্মা সমপদ্যত। ন কশ্চিদ্ যজনং চক্রে যাজনঞ্চ বিশেষতঃ। অন্যা ধর্ম্মক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রনষ্টা ধর্ম্মসম্ভবাঃ ॥ ৬৭ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিতাঃ। পীড্যমানাঃ ক্ষুধাবিষ্টা গত্বা প্রোচুঃ পিতামহম্ ॥ ৬৮ ॥ মর্ত্ত্যলোকে সুরশ্রেষ্ঠ নষ্টা ধর্ম্মক্রিয়া ভৃশম্। কামাসক্তো যতো লোকস্তাম্বুলস্য চ ভক্ষণাৎ। তস্মাৎ কুরু প্রসাদং নো যেনাস্মাকং ক্রিয়া ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু পুষ্করস্থং পিতামহম্। যজনার্থে সমায়াতং দরিদ্রো বীক্ষ্য পার্থিব ॥ ৭০ ॥ প্রণিপত্য ততঃ প্রাহ বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। নির্ব্বিণ্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণানাং গৃহে স্থিতঃ ॥ ৭১ ॥ তস্মাৎ কীর্ত্তয় মে স্থানং শ্রেষ্ঠং বিত্তবতাং হি যৎ। তত্র সম্প্রাপ্যতে তৃপ্তিঃ শাশ্বতী প্রচুরা প্রভো ॥ ৭২ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চিরং ধ্যাত্বা পিতামহঃ। অব্রবীচ্চ দরিদ্রং তং ছিদ্রার্থং ধনিনামিহ ॥ ৭৩ ॥ চূর্ণপত্রে ত্বয়া বাসঃ সদা কার্য্যো দরিদ্র ভোঃ। তাম্বুলস্য তু পর্ণাগ্রে ভার্য্যয়া মম বাক্যতঃ ॥ ৭৪ ॥ পর্ণানাঞ্চৈব বৃন্তেষু সর্ব্বেষু স্বৎসুতেন চ। রাত্রৌ খদিরসারে চ ত্বং তাভ্যাং সর্ব্বদা বস ॥ ৭৫ ॥ ধনিনাং ছিদ্রকৃৎ প্রোক্তমেতৎ স্থানচতুষ্টয়ম্। পার্থিবানাং বিশেষেণ মম বাক্যাদ্ ব্রজ দ্রুতম্ ॥ ৭৬ ॥ নারদ উবাচ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি নরাধিপ ॥ ৭৭ ॥ তম্বুলোত্থানি ছিদ্রাণি যথা স্যুর্ধনিনামিহ। তানি সর্ব্বাণি চীর্ণানি ত্বয়া রাজন্নজানতা। তেন বৈ বিভবোচ্ছিত্তিঃ সঞ্জাতা সহসা নৃপ ॥ ৭৮ ॥ রাজোবাচ। তদর্থমপি মে ব্রূহি প্রায়শ্চিত্তং মুনীশ্বর।

হংস-ময়ূর-নাদিত মনো-মারুতবেগী বিমান প্রদান করিলেন। রাজাও নিত্য নিত্য তাহাতে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতে যাইতে লাগিলেন। একদিন শক্র তাঁহাকে স্বহস্তে তাম্বুল দিলেন। রাজা তাহা সহর্ষে ভক্ষণ করিলেন। হে পৃথিবীপতে! ঐ রাজা বৃদ্ধ হইলেও তাম্বুল-প্রভাবে তাঁহার কাম অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তদ্দর্শনে নৃপ দেবেন্দ্রকে বলিলেন,—আপনি নাগবল্লী প্রদান করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। আমি মর্ত্ত্যলোকে লইয়া ইহা প্রচার করিব। দেবেন্দ্র 'তথাস্তু' বাক্যে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা নিজপুরে গমন করিয়া স্বীয় উদ্যানে রোপণ করিলেন। কিয়ৎকাল মধ্যেই তাহা ক্ষিতিতলে প্রচার হইল। ঐ নাগবল্লী আস্বাদন করিয়া সকলেই কামাত্মা হইয়া পড়িল। কেহ আর যজন, যাজন, বা কোন প্রকার ধর্ম্মক্রিয়া করে না। ক্রমে ধর্ম্ম্য ক্রিয়া সমস্ত নষ্ট হইল। দেবগণ যজ্ঞভাগবর্জ্জিত হইয়া ক্রোধে পিতামহকে জানাইলেন,—হে দেব! মর্ত্ত্য-লোকের যাবতীয় লোকই তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া কামাত্মা হইয়াছে, তাহারা আর কেহ এখন ধর্ম্ম্য ক্রিয়া করে না; অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহা করুন—যাহাতে আমাদের কার্য্য হয়। এই সময় এক দরিদ্র আগমনপূর্ব্বক পদ্মস্থিত পিতামহকে প্রণামান্তে বলিল,—হে দেব! আমি ব্রাহ্মণগৃহে থাকিয়া নির্ব্বিন্ন হইয়াছি, আপনি আমায় ধনবান্ জনের গৃহে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যেখানে আমার প্রচুর তৃপ্তি হইবে। দরিদ্রের বাক্যে পিতামহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া ধনীদিগের ছিদ্রার্থ তাহাকে বলিলেন,—দরিদ্র! তুমি চূর্ণপত্রে বাস কর। তাম্বুলপর্ণাগ্রে তোমার স্ত্রী, বৃন্তে তোমার পুত্র, এবং রাত্রিকালে তুমি তাহাদের সহিত খদিরসারে বাস করিবে। এই স্থানচতুষ্টয় ধনীদিগের ছিদ্রকারী, বিশেষতঃ পার্থিবগণের। তুমি আমার বাক্যে শীঘ্র চূর্ণপত্রে গিয়া বাস কর। নারদ বলিলেন,—নরাধিপ! এই আমি আপনার নিকট তাম্বুলজনিত ছিদ্রের কথা কীর্ত্তন করিলাম। আপনি অজ্ঞানতা বশত এই সকল আচরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই আপনার বৈভব নষ্ট হইয়াছে। রাজা বলিলেন,—হে মুনীশ্বর! আপনি আমার ইহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান

কদাচিদ্ভক্ষণং মে স্যাত্তাম্বূলস্য তথাবিধম্ ॥ ৭৯॥ যেন সঞ্জায়তে শুদ্ধিঃ কৃতাম্বূলসমুদ্ভবা ॥ ৮০ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ । শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং তু যচ্চরেৎ । আশ্বাসনেন শুদ্ধ্যর্থং কৃতাম্বূলস্য ভক্ষণাৎ ॥ ৮১ ॥ পর্ব্বকালং সমুদ্দিশ্য সম্যক্ শ্রদ্ধা-সমন্বিতঃ । আনয়েদ্ব্রাহ্মণং রাজন্ বেদবেদাঙ্গ-পারগম্ ॥ ৮২ ॥ প্রক্ষাল্য চরণৌ তস্য বাসসী পরি-ধাপয়েৎ । সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্ততঃ পত্রং হির-ণ্ময়ম্ । স্বশক্ত্যা কারয়িত্বাথ চূর্ণে মুক্তাফলং ন্যসেৎ ॥ ৮৩ ॥ পুগীফলঞ্চ বৈদূর্য্যং খদিরং রূপ্যমেব চ । মন্ত্রেণানেন বিপ্রায় তথৈব চ সমর্পয়েৎ ॥ ৮৪ ॥ যন্ময়া ভক্ষিতং পূর্ব্বং বৃন্তং পত্রসমুদ্ভবম্ । চূর্ণপত্রং তথৈ-বাস্তরাত্রৌ খদিরমেব চ ॥ ৮৫ ॥ তস্য পাপস্য শুদ্ধ্যর্থং তাম্বূলং পরিগৃহ্যতাম্ । ততশ্চ ব্রাহ্মণো মন্ত্রমেবং রাজন্নুদাহরেৎ ॥ ৮৬ ॥ যজমানহিতা-র্থায় সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে । অজ্ঞানাজ্ জ্ঞানতো বাপি কৃতাম্বূলং প্রভক্ষিতম্ ॥ ৮৭ ॥ ভক্ষয়িষ্যসি যচ্চা-ন্যৎ কদাচিন্মে প্রসাদনাৎ । তস্য দোষো ন তে ভাবী মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ৮৮ ॥ অনেন বিধিনা দত্ত্বা তাম্বূলং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ । কৃতাম্বূলস্য দোষেণ গৃহ্যতে ন নরো নৃপ ॥ ৮৯ ॥ তস্মাত্ত্বং হি মহারাজ ব্রতমেতৎ সমাচর । বহুপুণ্যতমং হ্যেতন্মহাভোগ-বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯০ ॥ যঃ প্রযচ্ছতি রাজেন্দ্র বিধিনানেন ভক্তিতঃ । জন্মজন্মান্তরে বাপি ন তাম্বূলেন মুচ্যতে ॥ ৯১ ॥ তাম্বূলং ভক্ষয়িত্বা যো নৈতদ্দানং প্রযচ্ছতি । তাম্বূলবর্জ্জিতঃ সোঽত্র ভবেজ্জন্মনিজন্মনি ॥ ৯২ ॥ তাম্বূলবর্জ্জিতং যস্য মুখং স্যাৎ পৃথিবীপতে । কূপ-স্তস্য দরিদ্রস্য তদ্বিলং ন হি তন্মুখম্ ॥ ৯৩ ॥ তাম্বূলং ব্রাহ্মণেন্দ্রায় যো দত্ত্বা প্রাক্ প্রভক্ষয়েৎ । সুরূপো ভাগ্যবান্ দক্ষো ভবেজ্জন্মনিজন্মনি ॥ ৯৪ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কৃতাম্বূলস্য ভক্ষণাৎ । যৎফলং জায়তে পুংসাং যদ্দানেন মহীপতে ॥ ৯৫ ॥ শঙ্খাদিত্যানুষঙ্গেণ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণে । যে দোষা যে গুণা রাজন্ দানং চৈব প্রভক্ষণে ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তাম্বূলোৎপত্তিতাম্বূলমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

করুন। পুনরায় যদি কদাচিৎ কৃতাম্বূল ভক্ষণ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্! শ্রবণ করুন,—কৃতাম্বূল ভক্ষণের যাহা প্রায়শ্চিত্ত, তাহা বলিতেছি। পর্ব্বকালে সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বেদ-বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইবে। পরে তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া তাঁহাকে বসনযুগল পরিধান করাইতে হয়। অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া শক্ত্যনুসারে হিরণ্ময় পত্র, মুক্তাফলের চূর্ণ, বৈদূর্য্যের পুগীফল এবং রূপার খদির পত্রে স্থাপিত করিয়া এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে তাহা নিবেদন করিবে, যথা—আমি পূর্ব্বে যে পত্রবৃন্ত, চূর্ণপত্র এবং রাত্রিকালে খদির ভক্ষণ করিয়াছিলাম, এই পাপের শুদ্ধির নিমিত্ত আমার এই তাম্বূল গ্রহণ করুন। অনন্তর ব্রাহ্মণ এই মন্ত্র বলিবেন,—যজমানের হিত এবং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত অজ্ঞান বা জ্ঞান-পূর্ব্বক তুমি যে তাম্বূল ভক্ষণ করিয়াছ এবং কদাচিৎ যে ভক্ষণ করিবে, এতজ্জনিত যে দোষ, তাহা মৎপ্রসাদে তোমায় হইবে না। এই বিধানে তাম্বূল দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। হে নৃপ! এইরূপে কৃতাম্বূল ভক্ষণ করিলে নর দোষ গৃহীত হয় না। হে মহারাজ! অতএব আপনিও এই ব্রত আচরণ করুন! হে রাজন্! ইহা বহুপুণ্যতম; এবং ভোগ বৃদ্ধিকর। যে ব্যক্তি তাম্বূল ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ বিধানে দান করে, জন্মজন্মান্তরে সে কখন তাম্বূলমুক্ত হয় না। তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া যে ইহা দান না করে, সে জন্মে জন্মে তাম্বূলবর্জ্জিত হয়। হে পৃথিবীপতে! যে মুখ তাম্বূলবর্জ্জিত, তাহা মুখ নহে—গর্ত্ত! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তাম্বূল দান করিয়া ভক্ষণ করে, সে জন্মে জন্মে সুরূপ ও ভাগ্যবান হয়। হে মহীপতে। এই আমি শঙ্খাদিত্যা নুষঙ্গ প্রসঙ্গে আপনার নিকট কৃতাম্বূলভক্ষণের এবং তাম্বূলদানের ফল সমস্ত বলিলাম।৫৩—৯৬।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমস্ত ॥ ২১০ ।

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

বিশ্বামিত্র উবাচ । রাজ্ঞো দারিদ্রদোষস্য কুষ্ঠ-ব্যাধেশ্চ কারণম্ । কথয়িত্বা পুনঃ প্রাহ নারদো

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে আর্য্যাধিপ! দেবর্ষি নারদ রাজা সিদ্ধসেনের দারিদ্র্যদোষ ও কুষ্ঠ-

মুনিসত্তমঃ ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং রাজন্ কুষ্ঠস্য কারণম্। দারিদ্র্যস্য চ যৎ সম্যগ্‌জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ২ ॥ অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি যথা তব পরাভবঃ। শত্রুভ্যঃ সম্প্রজাতোঽত্র দ্বিজানামপমানতঃ ॥ ৩ ॥ আনর্ত্তাধিপতির্যোঽত্র কশ্চিদ্রাজ্যেঽভিষিচ্যতে। স পূর্ব্বং গচ্ছতি গ্রামং নাগরাণাং প্রভক্তিতঃ ॥ ৪ ॥ ত্বয়া তৎকল্পিতং রাজন্নৈব দত্তং প্রমাদতঃ। পরাভূতা দ্বিজাস্তে চ যাচমানা মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫ ॥ তথা কোপবশাদ্‌যানি শাসনানি দ্বিজন্মনাম্। লোপিতানি ত্বয়াস্তানি পিতৃপৈতামহানি চ ॥ ৬ ॥ তেন তেঽত্র পরাভূতিঃ সঞ্জাতা শত্রুসম্ভবা। এবং জ্ঞাত্বা দ্বিজেন্দ্রাণাং শাসনানি প্রযচ্ছ ভোঃ ॥ ৭ ॥ গৃহীতানি চ যান্যেব তেষাং মোক্ষং সমাচর। তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবঃ সোঽথ শঙ্খতীর্থে প্রভক্তিতঃ ॥ ৮ ॥ স্নাত্বা বিপ্রান সমাহূয় মধ্যগেন সমন্বিতান্। শঙ্খাদিত্যস্য পুরতঃ প্রক্ষাল্য চরণৌ নৃপ ॥ ৯ ॥ দদৌ চ শাসনশতং প্রক্ষাল্য চরণাংস্তুতঃ। ষড়্‌বিংশত্যধিকং রাজা নাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র শত্রবো যে চ সংস্থিতাঃ। সর্ব্বে মৃত্যুং সমাপন্না ব্রাহ্মণানাং প্রসাদতঃ ॥ ১১ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং শঙ্খতীর্থসমুদ্ভবম্। প্রভাবং পার্থিবশ্রেষ্ঠ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্খতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

ব্যাধির কারণ বিবৃত করিয়া পুনরায় বলিলেন,—হে রাজন্! আমি দিব্য চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া আপনার কুষ্ঠ ব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণ বলিলাম, অধুনা আপনার শত্রুগণ হইতে পরাভবপ্রাপ্তির কারণ বলিতেছি। দ্বিজাবমান নাই আপনার এই পরাভবের কারণ জানিবেন। হে রাজন্! আপনি যখন আনর্ত্তাধিপরূপে রাজ্যে অভিষিক্ত থাকেন, তখন আপনি নাগর ব্রাহ্মণগণের গ্রামে গমন করিয়াছিলেন, ঐ সময় আপনি ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহাদের অভিলষিত প্রদানে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু প্রমাদ বশতঃ তাহা প্রদান করেন না। দ্বিজগণ আপনার নিকট পুনঃপুন প্রার্থনা করিয়া পরাভূত হন। পরাভূত হইয়া তাঁহারা যে সকল শাসনবাক্য প্রয়োগ করেন, আপনি তাহা এবং স্বীয় পিতৃপৈতামহকীর্ত্তি লোপ করেন। সেই জন্যই আপনার শত্রু হইতে এই পরাভব উপস্থিত হইয়াছে। ইহা জানিয়া আপনি দ্বিজগণের শাসন প্রদান করুন। তাঁহাদের নিকট প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্ত হউন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া তিনি স্নানান্তে মধ্যগপ্রমুখ বিপ্রগণকে আহ্বান করত পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শঙ্খাদিত্যের সম্মুখে ষড়্‌বিংশত্যধিক শাসন-শত প্রদান করিলেন। তাঁহাদের শাসন প্রদান করিবা মাত্র তাঁহাদের প্রসাদে রাজার শত্রুগণ নিধন প্রাপ্ত হইল। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! এই আমি আপনার নিকট শঙ্খতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ১—১২।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১১।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। শ্রুতং তীর্থত্রয়ং পুণ্যং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতে। ক্ষেত্রেঽত্র যত্ত্বয়া প্রোক্তমস্মাকং সূতনন্দন ॥ ১ ॥ বিশ্বামিত্রীয়মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্। সাম্প্রতং তৎসমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। সমুদ্রস্যাপি পারোঽত্র লক্ষ্যতে চ ক্ষিতেরপি। তারকাণাং মুনেস্তস্য ন গুণানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ লক্ষ্যতে কেনচিৎ পারো গাধেঃ পুত্রস্য ধীমতঃ। ক্ষত্রিয়োঽপি দ্বিজত্বং যঃ সম্প্রাপ্তো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪ ॥ অন্ত্যজত্বং গতস্যাপি ত্রিশঙ্কোঃ পৃথিবীপতেঃ। যজ্ঞভাগভুজো

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূতনন্দন! আপনি হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের যে তীর্থত্রয় আমাদের নিকট বর্ণন করিলেন, আমরা তাহা শ্রবণ করিলাম। অধুনা আপনি বিশ্বামিত্রীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! বরং সমুদ্রেরও পার দেখা যায়, পৃথিবীর অন্ত দেখা যায় এবং তারকার সংখ্যা করা যায়, তথাপি যিনি ক্ষত্রিয় হইয়া বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই ধীমান্ গাধি-পুত্রের মাহাত্ম্যসাগরের পার দর্শন

দেবাঃ প্রত্যক্ষেণ বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মণঃ স্পর্দ্ধয়া যেন পুরা সৃষ্টির্দ্বিজোত্তমাঃ। প্রারব্ধা চ ততো দেবৈঃ প্রণিপত্য নিবারিতঃ ॥ ৬ ॥ তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং সাম্প্রতং বদতো মম। শ্রূয়তাং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৭ ॥ তেন তত্র কৃতং কুণ্ডং স্বহস্তেন মহাত্মনা। শস্ত্রং বিনাপি ভূপৃষ্ঠং প্রবিদার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৮ ॥ তত্র ধ্যাত্বা সমানীতা পাতালাজ্জাহ্নবী নদী। মর্ত্ত্যলোকে সমায়াতং যস্মাত্তোয়ং সুনির্ম্মলম্ ॥ ৯ ॥ সুস্বাদু চ তথা স্নানাৎ সর্ব্বপাতকনাশনম্। তেনাপি স্থাপিতস্তত্র ভাস্করো বারিতস্করঃ ১০ ॥ যঃ সপ্তম্যাং সূর্য্যবারে স্নাত্বা তস্য হ্রদে শুভে। মাঘমাসে সিতে পক্ষে নমস্যতি দিবাকরম্। স কুষ্ঠৈর্মুচ্যতে সর্ব্বৈস্তথা পাপৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ পশ্চিমোত্তরদিগ্‌ভাগে তস্যাস্তি জলসম্ভবা। ধন্বন্তরিকৃতা বাপী সর্ব্বরোগবিনাশিনী ॥ ১২ ॥ তত্র পূর্ব্বং তপস্তেপে ধন্বন্তরিরুদারধীঃ। ববন্দে তপসা যুক্তো ধ্যায়মানঃ সমাহিতঃ ॥ ১৩ ॥ ততঃ কালেন মহতা সন্তুষ্টস্তস্য ভাস্করঃ। উবাচ বরদোঽস্মীতি প্রার্থয়স্ব মহামতে ॥ ১৪ ॥ ধন্বন্তরিরুবাচ। অত্র কুণ্ডে নরো ভক্ত্যা যঃ স্নানং কুরুতে বিভো। তস্য স্যাৎ সর্ব্বরোগাণাং সংক্ষয়ঃ সুরসত্তম ॥ ১৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অদ্য শস্তে দিনে যোঽত্র সপ্তম্যাং রবিবাসরে। সূর্য্যোদয়ে নরঃ স্নানং করিষ্যতি সমাহিতঃ। ব্যাধিগ্রস্তঃ স নীরোগস্তৎক্ষণাৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ নীরোগশ্চেপ্সিতান্ কামান্নিষ্কামো মোক্ষমেষ্যতি ॥ ১৭ ॥ এবমুক্ত্বা সুরশ্রেষ্ঠস্তর্দ্ধানং স গতো রবিঃ। ধন্বন্তরিঃ প্রহৃষ্টাত্মা স্বস্থানঞ্চ গতস্ততঃ ॥ ১৮ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রত্নাক্ষোঽথ মহীপতিঃ। অযোধ্যাধিপতিঃ খ্যাতঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ১৯ ॥ কৃতজ্ঞশ্চ বদান্যশ্চ স্বদারনিরতঃ সদা। শূরঃ পরমতেজস্বী সর্ব্বশত্রুনিষূদনঃ ॥ ২০ ॥ পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেণ তস্য ভূমিপতের্দ্বিজাঃ। কুষ্ঠব্যাধিরভূদ্রৌদ্রো দুশ্চিকিৎস্যো জগৎত্রয়ে ॥ ২১ ॥ তদস্তি নৌষধং লোকে যত্নেন ন কৃতং দ্বিজাঃ। কুষ্ঠগ্রস্তেন বা দানং যন্ন দত্তং মহাত্মনা ॥ ২২ ॥ যথা-যথৌষধান্যেব স করোতি দদাতি চ। তথাতথা তস্য কায়ো ব্যাধিনা ক্ষামিতো ভৃশম্ ॥ ২৩ ॥ ততো

করা যায় না। যিনি অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত পৃথিবীপতি ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞভাগভুক্ দেবতা প্রত্যক্ষভাবে নির্ম্মাণ করেন। ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া যিনি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর শেষে দেবতারা প্রণাম করিয়া সৃষ্টি হইতে যাঁহাকে নিবৃত্ত করেন, সেই বিশ্বামিত্রের পাপনাশন তীর্থ মাহাত্ম্য আমি বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ভগবান্ বিশ্বামিত্র উক্ত তীর্থে স্বহস্তে কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন। খনন করিতে তাঁহার শাস্ত্রের আবশ্যক হয় নাই। তিনি ধ্যান করিয়া ভূপৃষ্ঠ বিদারণপূর্ব্বক পাতালতল হইতে জাহ্নবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যলোকোগত ঐ জাহ্নবীর জল নির্ম্মল সুস্বাদু। ঐ জলে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান্ বিশ্বামিত্রও উক্ত তীর্থে বারিতস্কর ভাস্করকে স্থাপন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি মাঘমাসের শুক্লপক্ষের রবিবার সপ্তমীতে ঐ স্থানে দিবাকরকে নমস্কার করে, সে কুষ্ঠরোগ ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ঐ কুণ্ডের পশ্চিমোত্তর দিগ্‌ভাগে ধন্বন্তরির এক বাপী আছে; উহা সর্ব্বরোগবিনাশিনী। উদারধী ধন্বন্তরি পূর্ব্বে ঐ স্থানে তপস্যা করিয়া সমাহিতভাবে সূর্য্য উদ্দেশে ধ্যান, তপস্যা ও তাঁহার বন্দনা করিয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহার বহুকাল অতীত হইলে ভাস্কর সন্তুষ্ট হন এবং তিনি বলেন,—আমি বর দান করিব,—হে মহামতে! তুমি বর প্রার্থনা কর। ১—১৪। ধন্বন্তরি বলিল,—হে বিভো! এই কুণ্ডে যে নর ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিবে, তাহার যেন সর্ব্ব রোগক্ষয় হয়। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—প্রশস্ত দিনে রবিবার সপ্তমীতে আমার উদয় কালে যে নর এই স্থানে স্নান করিবে, সে যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নীরোগ হইয়া সর্ব্বকামপ্রাপ্ত এবং অবশেষে নিষ্কাম হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া রবি অন্তর্হিত হইলেন। ধন্বন্তরিও হৃষ্টান্তঃকরণে স্বভবনে গমন করিলেন। একদা রত্নাক্ষ নামে এক সূর্য্যবংশীয় নরপতি অযোধ্যায় বাস করিতেন। তিনি কৃতজ্ঞ, বদান্য, স্বদারনিরত, শূর, পরমতেজস্বী, ও সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দন ছিলেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে তিনি দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠব্যাধি প্রাপ্ত হন। এমন ঔষধ নাই, যাহা তিনি ব্যবহার না করিয়াছিলেন, এমন দান নাই, যাহা তিনি কুষ্ঠপ্রাপ্ত হইয়া না করিয়াছিলেন। তিনি যেমন যেমন ঔষধ ব্যবহার করিতেন, তেমনি তেমনি তাঁহার শরীর কৃশ হইত। হে দ্বিজসত্তমগণ! তদ্দর্শনে

বৈরাগ্যমাপন্নঃ স নৃপো দ্বিজসত্তমাঃ। পুত্রং রাজ্যেহথ সংস্থাপ্য বাহয়ামাস পাবকম্। নিষিদ্ধোঽপি হি তৈঃ সর্ব্বৈঃ কলত্রৈরাপ্তসেবকৈঃ॥ ২৪॥ দত্ত্বা দানানি বিপ্রেভ্যঃ পূজয়িত্বা সুরোত্তমান্। সম্ভাষ্য চ সুহৃদ্বর্গং শাসয়িত্বা নিজং সুতম্॥ ২৫॥ এতস্মিন্নেব কালে তু ভ্রমমাণো যদৃচ্ছয়া। কশ্চিৎ কার্পটিকঃ প্রাপ্তো দিব্যরূপবপুর্দ্ধরঃ॥ ২৬॥ অথাসৌ ব্যাকুলং দৃষ্ট্বা তৎসর্ব্বং নৃপতেঃ পুরম্। অপৃচ্ছদ্বিস্ময়াবিষ্টো দৃষ্ট্বা কঞ্চিন্নরং দ্বিজাঃ॥ ২৭॥ কার্পটিক উবাচ। কিমেষা ব্যাকুলা ভদ্র সর্ব্বা জাতা মহাপুরী। নিরানন্দাশ্রুপূর্ণাক্ষৈর্বালবৃদ্ধৈর্নিষেবিতা॥ ২৮॥ সোঽব্রবীন্নৃপতিশ্চায়ং কুষ্ঠব্যাধিসমন্বিতঃ। সাধয়িষ্যতি সন্দীপ্তং সুবির্ব্বিন্নো হুতাশনম্॥ ২৯॥ তেনেয়ং নগরী কৃৎস্না পরং দুঃখমুপাগতা। গুণৈরস্য সমাবিষ্টা নূনং মৃত্যুং প্রয়াস্যতি॥ ৩০॥ তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং গত্বা নৃপং কার্পটিকোঽব্রবীৎ॥ ৩১॥ সর্ব্বং জনং নরেন্দ্রস্য মৃতং জীবাপয়ন্নিব। মা নৃপ্যনেন দুঃখেন ব্যাধিজেন হুতাশনম্। প্রবিশ ত্বং স্থিতে তীর্থে সর্ব্বব্যাধিক্ষয়াবহে॥ ৩২॥ মদীয়ো ভূপতে দেহ ঈদৃগাসীদ্যথা তব। তত্র স্নাতস্য সদ্যোঽথ জাত ঈদৃক্পুনঃ প্রভো॥ ৩৩॥ সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ ভাস্করস্যোদয়ং প্রতি। যস্তত্র কুরুতে স্নানং ব্যাধিগ্রস্তো নরো ভুবি॥ ৩৪॥ স ব্যাধিনা বিনির্মুক্তস্তৎক্ষণাৎ কল্মষাৎ ব্রজেৎ। তথা পাপবিনির্ম্মুক্তো যথাহং নৃপসত্তম॥ ৩৫॥ রাজোবাচ। কস্মিন্ দেশে মহাতীর্থং তাদৃশং বদ মে দ্রুতম্॥ ৩৬॥ কার্পটিক উবাচ। অস্তি ভূমিতলে খ্যাতং নাগরং ক্ষেত্রমুত্তমম্। কুষ্ঠব্যাধিসমাক্রান্তো গতোঽহং তত্র ভূপতে॥ ৩৭॥ তস্য সন্দর্শনার্থায় তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ। তত্র মাং দীনমালোক্য ব্যাধিগ্রস্তং সুদুঃখিতম্। কশ্চিত্তত্রাশ্রয়ঃ প্রাহ তপস্বী কৃপয়ান্বিতঃ॥ ৩৮॥ পশ্চিমোত্তরদিগ্‌ভাগে দেবস্য জলশায়িনঃ। তীর্থমস্তি মহাপুণ্যং বিশ্বামিত্রজলাবহম্॥ ৩৯॥ তত্র গত্বা কুরু স্নানং সপ্তম্যাং রবিবাসরে। মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ॥ ৪০॥ যেন নির্যাতি তে কুষ্ঠো ভাস্করস্যোদয়ং প্রতি। তচ্ছ্রুত্বাহঞ্চ তৎপ্রাপ্তঃ সপ্তম্যাং সূর্য্যসংযুজি। ততশ্চ কৃতবান্ স্নানং নির্ঝরে তত্র শাম্ভবে॥ ৪১॥ ততস্তস্মাদ্বিনিষ্ক্রান্তো যাবৎ পশ্যাম্যহং তনুম্। তাবন্নৃপেদৃশী জাতা সত্যমেতত্তবোদিতম্॥ ৪২॥

রাজা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে বহ্নিপ্রবেশে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় তাঁহার কলত্রাদি আপ্ত-বন্ধুগণ নিষেধ করিলেন। তিনি কিন্তু কোন নিষেধ না মানিয়া বিপ্রগণকে দান ও সুরোত্তমগণকে পূজা করিয়া সুহৃদ্বর্গকে সম্ভাষণ করত পুত্রকে উপদেশ প্রদানান্তে বহ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক দিব্যরূপধর কার্পটিক যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্পটিক সমস্ত পুর ব্যাকুলিত দেখিয়া কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভদ্র! কিজন্য এই মহাপুরী ব্যাকুলা দেখিতেছি? কিজন্য এই পুরবাসী বালক-বৃদ্ধ সকলেই অশ্রুপূর্ণ দৃষ্ট হইতেছে? সেই নাগরিক জন বলিল, এই নৃপতি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, তাই হুতাশনে প্রবেশ করিতেছেন। এই জন্যই নগরী দুঃখসমাকুল দৃষ্ট হইতেছে। এই রাজার গুণাকৃষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া কার্পটিক দ্রুতগতি গমনপূর্ব্বক সকলকে জীবিত করিয়াই যেন বলিল,—হে নৃপ! সর্ব্ব ব্যাধি-বিনাশক তীর্থ বিদ্যমান থাকিতে ব্যাধিজনিত এতাদৃশ দুঃখে বহ্নিপ্রবেশ করিতেছেন? হে নৃপতে! আপনার ন্যায় আমার শরীরও ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। রবিবার সপ্তমীতে সূর্য্যোদয়কালীন সেই তীর্থে স্নান করিয়া আমার দেহ ঈদৃশ হইয়াছে। রবিবার সপ্তমীতে সূর্য্যোদয় কালীন যে ব্যাধিগ্রস্ত নর ঐ তীর্থে স্নান করে, সে ব্যাধিনির্মুক্ত হইয়া নিরাময়তা লাভ করিয়া থাকে এবং আমার ন্যায় পাপনির্ম্মুক্ত হয়।১৫—৩৫। রাজা বলিলেন,—হে কার্পটিক! কোন্ দেশে তাদৃশ তীর্থ আছে, তুমি তাহা শীঘ্র আমাকে বল। কার্পটিক বলিল,—ভূমিতলে নাগর নামে এক স্থান আছে; কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকে। আমি ঐ স্থান দর্শন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলাম। তত্রত্য কোন ব্যক্তি আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত, দীন ও দুঃখিত দেখিয়া বলিল,—জলশায়ী দেবের পশ্চিমোত্তর দিক্‌ভাগে বিশ্বামিত্রপ্রতিষ্ঠিত এক মহাপুণ্য তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে গমন করিয়া মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় রবিবার সপ্তমীতে ঐ স্থানে সূর্য্যোদয়কালীন স্নান করিবে। তাহা হইলে তোমার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইবে। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ তীর্থে উপস্থিত হইয়া নির্ঝরে স্নান করিলাম; স্নান করিয়া উঠিয়া দেখি যে, আমি

তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র তত্র স্নানং সমাচর। সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ ভাস্করস্যোদয়ং প্রতি ॥ ৪৩ ॥ যেন তে নশ্যতি ব্যাধির্বিশেষমপি পাতকম্। তচ্ছ্রুত্বা স নৃপস্তূর্ণং তেনৈব সহিতো যযৌ ॥ ৪৪ ॥ চকার স তথা স্নানং সপ্তম্যাং সূর্য্যবাসরে। মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে বিশ্বামিত্রজলে শুভে ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কুষ্ঠবিনির্মুক্তস্তৎক্ষণাৎ সমপদ্যত। দিব্যরূপ-বপুর্ধারী কামদেব ইবাপরঃ ॥ ৪৬ ॥ অথ তুষ্টো নরেন্দ্রস্তু তস্মৈ কার্পটিকায় চ। দদৌ কোটিত্রয়ং হেম্নঃ প্রোবাচ স ততো বচঃ ॥ ৪৭ ॥ ত্বৎপ্রসাদাদ্দি-মুক্তোঽস্মি রোগাদস্মাৎ সুদারুণাৎ। তস্মাত্ত্বং গচ্ছ গেহং স্বং স্থাস্যেঽহং চাত্র নির্ভরম্ ॥ ৪৮ ॥ করিষ্যামি তপো নিত্যং স্বকলত্রসমন্বিতঃ। রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পুত্রঃ সমর্থো রাজ্যকর্ম্মণি ॥ ৪৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা প্রেরয়ামাস তং তথান্যান্ সমাগতান্। সেবকান্ স্বগৃহায়ৈব স্বয়ং তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥ কৃত্বাশ্রমপদং রম্যং স্বকলত্রসমন্বিতঃ ॥ সম্প্রাপ্তশ্চ পরাং সিদ্ধিং কালেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫১ ॥ তস্য নাম্না ততঃ খ্যাতং তীর্থমেতত্ত্রিবিষ্টপে। সর্ব্ব-ব্যাধিহরং রম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৫২ ॥ তেন সংস্থাপিতস্তত্র দেবদেবো দিবাকরঃ। রত্নাদিত্য ইতি খ্যাতো নিজনাম্না মহাত্মনা ॥ ৫৩ ॥ সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ তত্র স্নাত্বা প্রপশ্যতি। যস্তু পাপ-বিনির্মুক্তঃ সূর্য্যলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥ যদস্ত-স্তত্র সংবৃত্তং ক্ষেত্রজাতং দ্বিজোত্তমাঃ। তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ আসী-ত্তত্র পুমান্ কশ্চিদ্দেশে গ্রাম্যো জরাত্মকঃ। কুষ্ঠী তথাপি নিত্যং স করোতি পশুরক্ষণম্ ॥ ৫৬ ॥ একদা রক্ষতস্তস্য পশুস্তত্র গিরেরধঃ। একঃ পশুর্বিনিষ্ক্রান্তঃ সৎপথাত্তৃণলোভতঃ ॥ ৫৭ ॥ সপ্তম্যাং রবিবারেণ পতিতস্তস্য নির্ঝরে। ন চ সংলক্ষিত-স্তেন গচ্ছমানঃ কথঞ্চন ॥ ৫৮ ॥ অথ যাবদ্ গৃহে সোঽথ ভোজনার্থং সমুদ্যতঃ। তাবত্তস্য পশোঃ স্বামী ভর্ৎসয়ন্ সমুপাগতঃ ॥ ৫৯ ॥ নায়াতঃ স পশুঃ কস্মান্নদীয়ো মামকে গৃহে। তস্মাদানয় তং শীঘ্রং নো চেৎ প্রাণান্ হরামি তে ॥ ৬০ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তঃ স কুষ্ঠী সত্বরং যযৌ। তেন মার্গেণ যেনৈব দিবা ভ্রান্তো মহীতলে ॥ ৬১ ॥ অথ

এতাদৃশ দেহবিশিষ্ট হইয়াছি। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনিও ঐ স্থানে রবিবার সপ্তমীতে সূর্য্যোদয়-কালীন স্নান করুন। ইহাতে আপনার ব্যাধি বিশেষতঃ সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইবে। কার্পটিকের বাক্যে নৃপ তাহার সহিত ঐ স্থানে গমন করি-লেন এবং ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া মাঘমাসীয় সূর্য্যবারাধিকরণক সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যোদয়কালে শুভ বিশ্বামিত্র কুণ্ডে স্নান করিলেন। স্নান করিবা-মাত্র তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তিনি দিব্যরূপ ও দিব্যদেহ হইয়া কামদেবের ন্যায় হইলেন। অনন্তর নৃপ কার্পটিকের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে তিনকোটি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করি-লেন এবং বলিলেন,—আমি তোমার প্রসাদে এই সুদারুণ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম! অধুনা তুমি গৃহে গমন কর। আমি এই স্থানেই থাকিব এবং সকলত্র তপশ্চরণ করিব। আমি রাজ্যে পুত্রকে স্থাপন করিয়াছি, সে রাজকর্ম্মে বিশেষ নিপুণ। এই বলিয়া তিনি কার্পটিক ও নিজ পরি-বারবর্গকে গৃহে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ঐ স্থানে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। তিনি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সকলত্র ঐ স্থানে তপশ্চরণ করিয়া কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার নামে এই সর্ব্ব পাপহর সর্ব্বব্যাধিহর রম্য তীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তিনি নিজ নামে নাম দিয়া রত্নাদিত্য নামক দেবদেব দিবাকর স্থাপন করিলেন ।৩৬—৫৩। যে ব্যক্তি রবিবার সপ্তমী তিথিতে স্নান করিয়া রত্না-দিত্য দর্শন করে, সূর্য্যলোকে তাহার গতি হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য আরও যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ঐ দেশে এক কুষ্ঠী ও জরাত্মক গ্রাম্য বালক ছিল; ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও সে পশুরক্ষা করিত। একদা ঐ বালক গিরির পাদদেশে পশু রক্ষা করিতে থাকিলে একটা পশু তৃণলোভে দলভ্রষ্ট হইয়া রবিবার সপ্তমী তিথিতে ঐ নির্ঝরে পতিত হয়। রাখাল বালক তাহা লক্ষ্য না করিয়াই অপর সমস্ত পশু লইয়া গৃহে গমন করে। গৃহে গমন করিয়া সে ভোজন করিতে বসে; ঐ সময় পশুস্বামী আসিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—কি হেতু একটা পশু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, সে গৃহে আসে নাই; শীঘ্র তাহাকে লইয়া আয়; নচেৎ তোকে বধ করিব। সূত বলি-লেন, অনন্তর ঐ রাখালবালক দিবাভাগে যে যে স্থানে পশু লইয়া গিয়াছিল, সেই সেই স্থানে বিচরণ

দূরাৎ স শুশ্রাব: তস্য রাবং পশোস্তদা। পতিতস্য মহাগর্ত্তে নিশান্তে তমসি স্থিতে ॥ ৬২ ॥ ততো গত্বাথ তং গর্ত্তং প্রবিশ্য জলমধ্যতঃ। চকর্ষ তং পশুং কৃচ্ছ্রাৎ পঙ্কমধ্যাৎ সুদারুণাৎ। সমাদায়াথ তং হর্ম্ম্যং প্রজগাম শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৬৩ ॥ অর্পয়িত্বাথ তং তস্য স্বকীয়ং স্বামশ্রমং গতঃ ॥ ৬৪ ॥ ততঃ সুপ্তা মহাভাগাঃ স প্রবুদ্ধঃ পুনর্যদা। প্রভাতে বীক্ষতে গাত্রং যাবৎ কুষ্ঠবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৫ ॥ শোভয়া পরয়া যুক্তং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। চিন্তয়ামাস কিং হেতদকস্মাদ্রোগসংক্ষয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ নূনং তস্য প্রভাবোঽয়ং তীর্থস্যাদ্য নিশাগমে। মগ্নাবগাহিতং যচ্চ পশোরর্থং সুকর্দ্দমম্ ॥ ৬৭ ॥ ততশ্চ বীক্ষয়ামাস তেন গত্বা সুকৌতুকাৎ। যাবৎ কণ্ডুবিনির্মুক্তস্তেজসা পরিবারিতঃ ॥ ৬৮ ॥ তত্র স্থানে স্বয়ং গত্বা জ্ঞাত্বা চ তীর্থমুত্তমম্। তপস্তেপে স তত্রৈব ধ্যায়মানো দিবাকরম্ ॥ ৬৯ ॥ অরণ্যবাসিনং সম্যগ্ দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ। গতশ্চ পরমাং সিদ্ধিং দুর্লভাং ত্রিদশৈরপি ॥ ৭০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৭১ ॥ পূজয়েচ্চাপি তং দেবং ভাস্করং বারিতস্করম্। অদ্যাপি কলিকালেঽপি তত্র স্নাতো নরঃ শুচিঃ ॥ ৭২ ॥ তত্র পুণ্যজলে কুণ্ডে সপ্তম্যাং সূর্য্যবাসরে। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৩ ॥ গায়ত্র্যষ্টসহস্রং যো জপেত্তৎপুরতঃ স্থিতঃ। সোঽপি রোগবিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৭৪ ॥ তস্যোদ্দেশেন যো দদ্যাদ্ধেনুং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ন তস্যান্বয়জাতোঽপি ব্যাধিনা পরিগৃহ্যতে ॥ ৭৫ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং রত্নাদিত্যস্য সম্ভবম্। মাহাত্ম্যং শ্রবণাদ্ যস্য নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রত্নাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। রত্নাদিত্যস্য মাহাত্ম্যমেতদ্বঃ পরিকীর্ত্তিতম্। সর্ব্বকুষ্ঠহরং যচ্চ সর্ব্বপাতকনাশনম্। ভূয়স্তথৈব মাহাত্ম্যং মহদ্বৈ শ্রূয়তাং রবেঃ ॥ ১ ॥ পুরাসীদ্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ কুষ্ঠব্যাধিসমাকুলঃ। তেন

করিতে থাকিলে দূর হইতে পশুরব শুনিতে পাইল। রব শুনিতে পাইয়া সে তদনুসারে গমন করিয়া দেখে যে; পশু নির্ঝরে পতিত হইয়াছে, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তখন অতিকষ্টে সে ঐ নির্ঝর মধ্যে অবতরণ করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক পশুকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিল। অনন্তর পশু লইয়া শনৈঃ শনৈঃ আগমনপূর্ব্বক প্রভুর গৃহে পশু অর্পণ করত সে স্বীয় আলয় গমন করিল। গৃহে গিয়া শয়নান্তে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজের গায়ের দিকে সে চাহিয়া দেখিল যে, সে কুষ্ঠরোগবিমুক্ত হইয়া দিব্য কান্তিসম্পন্ন হইয়াছে। তদ্দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া সে চিন্তা করিল যে, অকস্মাৎ আমার রোগ বিনষ্ট হইল কি প্রকারে? সম্ভবত আমি যে গতরাত্রে পশু উদ্ধারার্থ নির্ঝরে অবতরণ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে এরূপ হইয়াছে। অনন্তর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখিল যে সে ঐ স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র তাহার গাত্রস্থ কণ্ডুগুলি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইল। তখন সে ঐ স্থানে পরম তীর্থ বুঝিতে পারিয়া ঐ স্থানে দিবাকরকে ধ্যান করত তপস্যায় নিরত হইল। এইরূপে দিবারাত্র অতন্দ্রিতভাবে তপস্যা করিতে থাকিলে কিয়ৎকাল পরে সে দেবদুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিল। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ স্থানে স্নান এবং বারিতস্কর ভাস্করের পূজা করা কর্ত্তব্য। অদ্যাপি কলিকালে নর ঐ তীর্থস্নানে শুচি হইয়া থাকে। যে মানব রবিবার সপ্তমীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া দেব দিবাকরের পূজা করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি অষ্টাধিক সহস্রবার ঐ স্থানে গায়ত্রীজপ করে, সেও সর্ব্ব রোগমুক্ত হইয়া থাকে। যে মানব তদুদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে ধেনু দান করে, তাহার বংশীয় জনগণও কদাপি ব্যাধিগ্রস্ত হয় না। যাহা শ্রবণ করিয়া নর সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, দ্বিজগণ! এই আমি সেই আদিত্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ৫৭—৭৬।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১২।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! যাহা সর্ব্বপাপনাশন ও কুষ্ঠহর, আমি সেই রত্নাদিত্যমাহাত্ম্য আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা ঐ প্রকারেই সূর্য্যমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠ-

ছায়ান্বিতঃ সূর্য্যস্তত্রস্থেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২ ॥ পূর্ব্ব-দক্ষিণদিগ্‌ভাগে সমাসাদ্য ততঃ পরম্। রক্ত-চন্দনজাং কৃত্বা প্রতিমাং ভাবিতাত্মনা ॥ ৩ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তুষ্টস্তস্য দিবাকরঃ। বরদোঽস্মীতি তং প্রাহ দৃষ্টিগোচরমাগতঃ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব কুষ্ঠব্যাধিং হর প্রভো। নান্যেন কারণং মেঽস্তি রাজ্যেনাপি ত্রিবিষ্টপে। ৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ কুরু বিপ্র প্রদক্ষিণাম্। শত চাষ্টোত্তরং যাবৎ স্নাত্বা পুণ্যহ্রদে শুভে। ফলহস্তঃ পৃথক্ত্বেন ততঃ কুষ্ঠৈন মুচ্যসে। ৬ ॥ অন্যোঽত্র গাং গতো যোঽপি ব্রতমেতৎ করিষ্যতি। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো মম লোকং স গচ্ছতি। ৭ ॥ শ্রীসূর্য্য উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা স তথা চক্রে ব্রাহ্মণঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। বিমুক্তশ্চ তদা কুষ্ঠাদ্দিব্যদেহ-মবাপ্তবান্। ৮ ॥ অথ ভূয়োঽপি তং প্রাহ নীরোগং ভগবান্ রবিঃ। কিং তে প্রিয়ং করোম্যন্যদ্দ ব্রাহ্মণসত্তম। ৯ ॥ সোঽব্রবীৎ সর্ব্বদৈবাত্র স্থাতব্যং ভগবন্ বিভো। ১০ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অতঃ পরং মমাবাসঃ স্থানেঽত্র চ ভবিষ্যতি। নাম্না কুহর-বাসাখ্যা সংজ্ঞা মম ভবিষ্যতি। ১১ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য বিষ্ণুপুত্রো বভূব হ। সাম্বো নাম সুরূপাঢ্যো জাম্ববত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১২ ॥ ক্ষোভসঞ্জননঃ স্ত্রীণাং মাতৄণামপি স দ্বিজাঃ। অথ তং রাজমার্গেণ গচ্ছন্তং যদুসত্তমম্ ॥ ১৩ ॥ পুরনার্য্যোঽপি সন্তুষ্টা বীক্ষাঞ্চক্রুঃ সুকৌতুকাৎ। গৃহকার্য্যাণি সন্ত্যজ্য সমারূঢ়া গবাক্ষকান্। ১৪ ॥ তস্য কামাত্মদেহস্য দর্শনার্থং সমুৎসুকাঃ। কাশ্চিদর্দ্ধানুলিপ্তাঙ্গ্যঃ কাশ্চি-দেকাঞ্জিতেক্ষণাঃ। ১৫ ॥ অর্দ্ধসংযমিতৈঃ কেশৈ-স্তথান্যাস্ত্বলকাবলকাঃ। একস্মিংশ্চরণে কাশ্চি-ন্নিযোজ্যোপানহং দ্রুতাঃ। ১৬ ॥ পাদুকাং চ দ্বিতীয়ে তু পর্য্যধাবন্নিতম্বিনীঃ। ব্রজন্তীষু তথান্যাসু বনি-তাসু গবাক্ষকান্। ১৭ ॥ ব্যাক্রোশন্তি ক্ষুধাবিষ্টাঃ শিশবো গুরবস্তথা। নীবীবন্ধনবিশ্লেষসমাকুলিত-চেতসঃ ॥ ১৮ ॥ যযুরেবাপরাঃ স্বেষু গবাক্ষেষু বরাঙ্গনাঃ। স চকর্ষ তদা তাসাং পতিতৈর্নেত্র-রশ্মিভিঃ। ১৯ ॥ হৃদয়ানি ধরাপৃষ্ঠে কামদেবসমো যুবা। কাচিদ্দৃষ্ট্বৈব তদ্রূপং তস্য সাম্বস্য কামিনী। ২০ ॥

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ তীর্থে থাকিয়া সূর্য্যারাধনা করেন। তিনি ঐ স্থানের পূর্ব্বদক্ষিণদিগ্‌ভাগে চন্দনের প্রতিমা করিয়া সূর্য্যের পূজা করিতে থাকিলে সহস্রাংশু দেব বর্ষসহস্রান্তে তাঁহার প্রতি তুষ্ট হন এবং "বরদোঽস্মি" বলিয়া তাঁহার সম্মুখভূত হন। ব্রাহ্মণ বলেন,—হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে আমার কুষ্ঠব্যাধি হরণ করুন। এতদ্ব্যতীত আমি স্বর্গরাজ্যও কামনা করি না। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বিপ্র! আপনি রবিবার সপ্তমীতে শুভ পুণ্য হ্রদে স্নান করিয়া ফলহস্তে অষ্টোত্তর শতবার এই স্থান প্রদক্ষিণ করুন, তাহা হইলে কুষ্ঠ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। ভূমিষ্ঠ যে কোন ব্যক্তি এই ব্রত আচরণ করিবে, সেই সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইয়া মদীয় লোকে গমন করিবে। সূত বলিলেন,—সূর্য্যবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাসহকারে তাহাই করিলেন এবং ঐ কর্ম্মের ফলে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দিব্যদেহ হইলেন। পুনরায় ভগবান্ রবি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণসত্তম! আপনার অন্য আর কি প্রিয় করিব, তাহা বলুন? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে বিভো! আপনি সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থান করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! অতঃপর এই স্থানে আমি বাস করিব, আমার কুহরবাস সংজ্ঞা প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে দ্বিজোত্তম! কোন সময় সাম্ব নামে বিষ্ণুর এক রূপবান্ পুত্র ছিলেন। তিনি জাম্ববতীর গর্ভে উৎপন্ন হন।১-১২। সাধারণ স্ত্রী এমন কি মাতৃগণেরও তিনি ক্ষোভ উৎপাদন করিতেন। পুরনারীগণ তাঁহাকে রাজ-পথে যাইতে দেখিলে সন্তুষ্ট হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে দর্শন করিত। এমন কি গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহারা গবাক্ষজাল দিয়া তাঁহাকে দেখিত। কেহ অর্দ্ধানুলিপ্তাঙ্গে, কেহবা এক নয়নে অঞ্জন প্রদান করিয়া, কোন কোন রমণী অর্দ্ধসংযমিত-কেশে কেহ বা আলুলায়িত-কেশ, এবং কেহ বা একচরণে পাদুকা প্রদান করিয়া অন্য চরণে প্রদান করিতে করিতে, ঐ কামসমদেহ সাম্বকে দর্শন করিবার জন্য সমুৎসুকনয়নে ধাবিত হইত। এইরূপে নিতম্বিনীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গবাক্ষজাল অবলম্বন করিলে শিশুগণ ও গুরুজন-গণ তাহাদিগকে কোপাবিষ্ট হইয়া আক্রোশ করিত। তাঁহাকে দেখিয়া বরাঙ্গনাগণের নীবীবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইলে সমাকুলিতচিত্তে পুনরায় দর্শনার্থ তাহারা স্বীয় স্বীয় গবাক্ষে গমন করিত। ঐ কন্দর্পাকৃতি যুবক তদুপরি পতিত বরাঙ্গনাগণের নেত্ররশ্মি-রজ্জু দ্বারা তাহাদের হৃদয় ধরাতলে আকর্ষণ করিত

নিশ্চলা কামতপ্তাঙ্গী লিখিতেব বিভাব্যতে।
কাচিদগ্নিসমান্ মুক্তা নিশ্বাসান্ কামপীড়িতা ॥ ২১ ॥
একান্তিং চ সমালোক্য রূপযৌবনসংযুতম্। গবাক্ষাৎ প্রপতন্তি স্ম নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥ ২২ ॥ অন্যাঃ পরস্পরালাপং প্রকুর্ব্বন্তি বরস্ত্রিয়ঃ। একা সা কামিনী ধন্যা যাস্য চক্রেঽবগূহনম্ ॥ ২৩ ॥ নিঃশেষাং রজনীং প্রাপ্য মাঘমাসসমুদ্ভবাম্। আস্তাং তাবৎ স্ত্রিয়ো যাশ্চ নরা অপি নিরর্গলম্ ॥ ২৪ ॥ জল্পন্তি চেদৃশৎ সর্ব্বং তস্য রূপেণ বিস্মিতাঃ। অন্যে বদন্তি সেবাম এনমর্থেন বর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫ ॥ বীক্ষ্যামো বদনং যেন নিত্যমেবেন্দুসন্নিভম্। কর্ণাভ্যাং বারিতা বৃদ্ধির্নেত্রয়োরপ্যসংশয়ম্। নো চেজ্জানীমহে নৈব কিয়তী সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ এবং সংবীক্ষ্যমাণস্তু কামিনীভির্নরৈস্তথা। নির্যযৌ রাজমার্গেণ পিতৃদর্শনলালসঃ ॥ ২৭ ॥ ভগিন্যো মাতরো যাশ্চ ভ্রাতৃপত্ন্যশ্চ যাঃ স্থিতাঃ। অবস্থামীদৃশীং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামপি স্ত্রিয়ঃ। মাতরোঽপি চ যাস্তস্য ভগিন্যশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৮ ॥ অন্যস্মিন্নহনি প্রাপ্তে প্রাবৃট্কালে নিশাগমে। কৃষ্ণপক্ষে তমোভূতে অলক্ষ্যেঽপি গতে পুরঃ ॥ ২৯ ॥ তন্মাতা নন্দিনী নাম কামদেবশরার্দ্দিতা। তৎপত্ন্যা বেষমাধায় তচ্ছয্যায়ামুপস্থিতা ॥ ৩০ ॥ সোঽপি তাং দয়িতাং জ্ঞাত্বা সেবয়ামাস কামিনীম্। রতোপচারৈর্বিবিধৈরশ্রদ্ধেয়বিনির্ম্মিতৈঃ ॥ ৩১ ॥ তয়া তত্র যদুশ্রেষ্ঠো বিকল্পমকরোত্তদা। অঙ্গরাজসুতা যা মে প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ৩২ ॥ নৈবংবিধং রতং বেদ অনয়া যদ্বিনির্ম্মিতম্। বেশ্যা অপি ন জানাস্তি রতমীদৃক্ কথঞ্চন ॥ ৩৩ ॥ ততো গাঢ়ং করে ধৃত্বা দীপমানীয় তৎক্ষণাৎ। যাবৎপশ্যতি সা মাতা নন্দিনীতি চ যা স্মৃতা ॥ ৩৪ ॥ ততশ্চ গর্হয়ামাস ধিক্পাপে কিমিদং কৃতম্। গর্হিতং সর্ব্বলোকানাং নরকার্ত্তিপ্রদং তথা ॥ ৩৫ ॥ সাপি লজ্জাসমোপেতা মহাভয়সমাকুলা। প্রনষ্টা তৎক্ষণাদেব ভয়েন মহতাঽন্বিতা ॥ ৩৬ ॥ সাম্বোঽপি প্রলপন্নার্ত্তো নিদ্রাং লেভে ন বৈ দ্বিজাঃ। রাত্রিশেষমভূত্তস্য তদা বর্ষশতোপমম্ ॥ ৩৭ ॥ অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। দুঃখেন মহতা যুক্তঃ প্রোত্থিতঃ স হরেঃ সুতঃ ॥ ৩৮ ॥ আবশ্যকমপি ত্যক্ত্বা কঞ্চিদ্ব্রাহ্মণসত্তমম্। ধর্ম্মশাস্ত্রবিধানজ্ঞং সমানীয়াথ চাব্র-

কোন কামিনী সাম্বের তাদৃশ রূপ দর্শন করিয়া নিশ্চলা ও কামতপ্তাঙ্গী হইত এবং চিত্রার্পিতার ন্যায় দৃষ্ট হইত। কেহ বা কামপীড়িত হইয়া অগ্নিবৎ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিত। কেহ কেহ বা তাঁহাকে দর্শন করিয়া গবাক্ষজাল হইতে নিশ্চেষ্টভাবে ধরণীতলে পতিত হইত। কোন কোন বরস্ত্রী তৎসম্বন্ধে পরস্পর আলাপ করিত। বলিত,—এক মাত্র সেই কামিনীই ধন্যা,—যে মাঘমাসের দীর্ঘ রজনীতে ইঁহার আলিঙ্গনসুখ সম্ভোগ করে। স্ত্রীগণের কথা আর কি বলিব? পুরুষগণও তাঁহার রূপে বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিত। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সকলেই জল্পনা করিত। অন্যান্য কেহ কেহ বলিত, অর্থ প্রদানে ইহাকে সেবা করিব এবং ইহার বদনেন্দু দর্শন করিব। নিশ্চয়ই ইঁহার নেত্রদ্বয়ের বৃদ্ধি কর্ণদ্বয় কর্ত্তৃক বারিত হইয়াছে; তাহা না হইলে, না জানি নেত্রযুগল কিরূপ হইত? কামিনী ও নরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে দৃষ্ট হইয়া সাম্ব পিতৃদর্শন মানসে রাজমার্গে নির্গত হইত। ভগিনী, মাতা, ভ্রাতৃপত্নী ও ব্রাহ্মণপত্নীগণ তাঁহার দর্শনে ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদা প্রাবৃট্ সময়ে নিশাগমে কৃষ্ণপক্ষে অত্যন্ত অন্ধকারে কিছুই দৃষ্ট না হইলে সাম্বের বিমাতা নন্দিনী কামদেবশরার্দ্দিতা হইয়া সাম্বের পত্নীর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার শয্যায় গিয়া শয়ন করে। সাম্বও তাহাকে দয়িতা মনে করিয়া সম্ভোগ করে। যদুশ্রেষ্ঠ সাম্ব অশ্রদ্ধেয় বিদগ্ধতার সহিত বিবিধ রতোপচারে তৎকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া সন্দেহদোলাবিরূঢ় হইলেন। তিনি ভাবিলেন।—যিনি অঙ্গরাজসুতা আমার প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, তিনি তো এ প্রকার রতি জানেন না—ইনি যেরূপ দেখাইলেন। আমার মনে হয়,—বেশ্যারাও এরূপ জানে না। অনন্তর দৃঢ়রূপে করধারণপূর্ব্বক যেমন প্রদীপ আনয়ন করিয়া দেখিলেন, অমনি দেখিলেন;—তিনি বিমাতা—নন্দিনী। দেখিয়া তিনি বলিলেন,—ধিক্ পাপে! এ কি করিলি? এ কার্য্য যে সর্ব্বলোকগর্হিত নরকার্ত্তিপ্রদ। নন্দিনী তখন লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইল। সাম্ব দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন, রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না; রাত্রিকে তিনি বর্ষশতকল্পা মনে করিলেন।১৩—৩৭। অনন্তর রাত্রি প্রভাত ও রবিমণ্ডল প্রকাশিত হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিতভাবে গাত্রোত্থান করিয়া আবশ্যক কর্ম্ম কিছুই করিলেন না, এক ধর্ম্মশাস্ত্রবিধানজ্ঞ

বীৎ ॥ ৩৯ ॥ রহস্যে বিনয়োপেতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। সাম্ব উবাচ। মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা স্বয়ং স্যাদ্‌যদি মোহনম্ ॥ ৪০ ॥ কথং শুদ্ধির্ভবেত্তস্য পরমার্থেন মে বদ। ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সংবীক্ষ্য সর্ব্বাণি চ যথাক্রমম্ ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। পরনার্য্যাঃ কৃতে বৎস প্রায়শ্চিত্তং বিনির্ম্মিতম্। ধর্ম্মদ্রোণেষু সর্ব্বেষু বর্ণানাঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ॥ ৪২ ॥ আসাঞ্চ তিসৃণা-ঞ্চৈব ত্রয়াণাং পরিকীর্ত্তিতম্। এবমেবং বিনির্দ্দিষ্টং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥ মাত্রা মোহনমাসাদ্য ভগিন্যা বাথ যাদব। দুহিত্রা বা প্রমাদাচ্চ কার্য্যং সংশোধনং বুধৈঃ। শুদ্ধ্যর্থং তিঙ্গিনীমেকাং নান্য-জ্জানাম্যহং যতঃ ॥ ৪৪ ॥ ধর্ম্মদ্রোণেষু সর্ব্বেষু নির্ণয়োঽয়মুদাহৃতঃ। যো ময়া তব সন্দিষ্টো নান্যো-ঽস্তি যদুপুঙ্গব ॥৪৫॥ অন্যথা যো বদেৎপৃষ্টঃপ্রায়শ্চিত্তং স্বচ্ছন্দতঃ। তস্য পাপস্য ভাগী স্যাদ্‌যথা কর্ত্তা তথৈব সঃ ॥ ৪৬ ॥ সাম্ব উবাচ। তিঙ্গিন্যাঃ কিং স্বরূপঞ্চ কিং প্রমাণং দ্বিজোত্তম। সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রূহি মমাস্ত্যত্র প্রয়োজনম্ ॥ ৪৭ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। গোবাট-চূর্ণমাদায় গর্ত্তাং ভৃত্বা স্বমানজাম্। শয়নং তত্র কর্ত্তব্যং যাবদ্বক্ত্রেণ যাদব ॥ ৪৮ ॥ উপরিষ্টাত্তচ্চ চূর্ণং ধার্য্যং গোবাটসম্ভবম্। যাবদ্বক্ত্রপ্রমাণঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা স্বমান-নম্ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ পাদপ্রদেশে তু জ্বালয়েদ্ধব্য-বাহনম্। যথা শনৈঃ শনৈর্দ্দাহঃ শরীরস্য প্রজা-য়তে ॥ ৫০ ॥ ন চৈব চালয়েদঙ্গং কথঞ্চিত্তত্র সংস্থিতঃ। ন বাক্রন্দং তথা কুর্য্যাদ্ধ্যায়েদেকং জনা-র্দ্দনম্ ॥ ৫১ ॥ ততো জীবিতনাশেন গাত্রশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৫২ ॥ তিঙ্গিন্যা যৎ স্বরূপঞ্চ তন্ময়া পরিকীর্ত্তিতম্। প্রায়শ্চিত্তমিদং সদ্যস্তুমহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৫৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সাম্বো জাম্ব-বতীসুতঃ। হৃদয়ে নিশ্চয়ং কৃত্বা তিঙ্গিনীসাধকো ভবম্ ॥ ৫৪ ॥ ততঃ প্রোবাচ বিজনে বাসুদেবং ঘৃণান্বিতঃ। তদাহং বিপ্রলব্ধস্ত নন্দিন্যা তব ভার্য্যয়া ॥ ৫৫ ॥ ভার্য্যায়া রূপমাধায় পাপয়া তমসি স্থিতে। সা ময়া নিজভার্য্যেয়মিতি মত্বা নিষেবিতা ॥ ৫৬ ॥ ততস্তু চেষ্টিতৈর্জ্ঞাত্বা গর্হয়িত্বা বিসর্জ্জিতা। ততঃ প্রভৃতি গাত্রে মে কুষ্ঠব্যাধিরয়ং স্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥ ময়াথ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞঃ কশ্চিৎ পৃষ্টো দ্বিজোত্তমঃ। প্রায়শ্চিত্তং যথোক্তং মে বদ মাতৃনিষেবণাৎ ॥ ৪৮ ॥

ব্রাহ্মণসত্তমকে আনাইয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার নিকট ঐ রহস্য বিষয় বিজ্ঞাপন করি-লেন। বলিলেন,—যদি মাতা, ভগিনী, বা দুহিতা বিষয়ক মোহন সংঘটিত হয়, তাহা হইতে কিরূপে শুদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে? ধর্ম্মশাস্ত্র অনু-সারে যথাক্রমে আপনি আমাকে বলুন! ব্রাহ্মণ বলিলেন,—অয়ি বৎস! ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে পরনারী-সেবীদিগের জন্য বর্ণানুক্রমে পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। আর ভবৎকথিত জনত্রয় বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রকার। প্রমাদবশতঃ মাতৃ, ভগিনী, বা দুহিতা-বিষয়ক মোহন প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধ্যর্থ এক তিঙ্গিনী প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা;—তাহা আমি জানি না। হে যদুপুঙ্গব! আমি যাহা বলি-লাম, ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে এইরূপই নির্ণীত হইয়াছে। যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের কল্পনানুসারে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেয়, সে পাপানুষ্ঠায়ী ব্যক্তির পাপভাগী হয়; পাপাচারী ব্যক্তিও যে, আর সেও তাহাই। সাম্ব বলিলেন,—হে দ্বিজো-ত্তম! তিঙ্গিনীর স্বরূপ ও প্রমাণ কিরূপ, তাহা বিস্তৃতভাবে বলুন; আমার প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—স্বীয় শরীর-পরিমিত গর্ত্ত করিয়া শুষ্ক গোময়চূর্ণ দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হইবে, পরে আকণ্ঠ উহাতে প্রোথিত করিয়া বদন বহিঃপ্রদেশে রাখিবে। ঐ শুষ্ক গোময় চূর্ণ উপরেও দিতে হয়। অনন্তর পাদদেশের নিকট অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। ক্রমে ক্রমে শরীর দগ্ধ হইতে থাকিবে। দগ্ধ হইবার সময় অঙ্গচালনা নিষিদ্ধ। ঐ সময় ক্রন্দন না করিয়া কেবল জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতে হইবে।৩৮—৫১। এইরূপে জীবন-নাশ হই-লেই গাত্র-শুদ্ধি হইবে। এই আমি তিঙ্গিনীর স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। এই প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতক-নাশন। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জাম্ব-বতীসুত সাম্ব তিঙ্গিনীব্রত-বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া নির্জ্জনে বাসুদেবকে বলিলেন,—অয়ি তাত! আমি আপনার ভার্য্যা নন্দিনী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছি; তিনি আমার ভার্য্যার রূপ ধারণ করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে আমার শয্যায় শয়িত থাকেন; ঐ সময় অত্যন্ত অন্ধকার ছিল; প্রমাদ বশত আমি নিজভার্য্যা মনে করিয়া তাঁহাতে সঙ্গত হই। পরে তাঁহার সুরত ও চেষ্টিত বুঝিতে পারিয়া আমি বহু নিন্দা করিয়া তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিই। তদবধি আমার গাত্রে কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছে। আমি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ কোন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

তেনোক্তং সাধনং সম্যক্তিঙ্গিন্তা মম শুদ্ধয়ে। সোঽহং তাং সাধয়িষ্যামি তস্য পাপস্য শুদ্ধয়ে। অনুজ্ঞাং দেহি মে শীঘ্রং কার্য্যং যেন করোম্যহম্। কর্ত্তব্যঞ্চ ময়া বাল্যে যৎকিঞ্চিৎ কুকৃতং কৃতম্। ৬০। মম মাতা যথা দুঃখং ন কুর্য্যাৎ তথা কুরু। ৬১। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বজ্রপাতোপমং হরিঃ। বাষ্পপূর্ণেক্ষণো দীনস্ততঃ প্রোবাচ গদ্গদম্। ৬২। ন ত্বয়া কামতঃ পুত্র কৃত্যমেতদনুষ্ঠিতম্। ন জ্ঞানেন কৃতং যস্মাত্তস্মাৎ স্বল্পং হি পাতকম্। ৬৩। জানতা যৎকৃতং পাপং তচ্চৈবাক্ষয়তাং ব্রজেৎ। ন করোতি মহীপালো যদি তস্য বিনিগ্রহম্। ৬৪। তস্মাত্তে কীর্ত্তয়িষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। দানং চৈব মহাভাগ যেন কুষ্ঠং প্রণশ্যতি। ৬৫। উক্তানি প্রতিষিদ্ধানি পুনঃ সম্ভাবিতানি চ। সাপেক্ষনিরপেক্ষাণি মুনিবাক্যান্যশেষতঃ। ৬৬। তদত্র বিষয়ে পুত্র মম বাক্যং সমাচর। ভবিষ্যতি, মংচ্ছ্রেয় ইহলোকে পরত্র চ। ৬৭। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রপ্রতিষ্ঠিতঃ। মার্ত্তণ্ডোঽস্তি সুবিখ্যাতঃ সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশকঃ। ৬৮। সূর্য্যবারেণ সপ্তম্যাং সম্প্রাপ্তে মাসি মাধবে। নক্ষত্রে পিতৃদৈবত্যে শুক্লপক্ষে সমাগতে। ৬৯। ভাস্করস্যোদয়ে প্রাপ্তে শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। শতমষ্টোত্তরং যাবৎ কুরুতে চ প্রদক্ষিণাম্। ৭০। করৈঃ শ্রেষ্ঠতমৈশ্চৈব তৎপ্রমাণৈঃ পৃথকপৃথক্। তস্য কুষ্ঠং বিনির্য্যাতি সদ্য এব ন সংশয়ঃ। ৭১। নীরোগঃ কুরুতে যস্তু রবেস্তস্য প্রদক্ষিণাঃ। তাবদ্যুগং পুমানেষ সূর্য্যলোকে মহীয়তে। ৭২। সূর্য্যবারেণ যো মর্ত্ত্যস্তস্য কৃত্বা প্রদক্ষিণাম্। নমস্করোতি সম্ভক্ত্যা সোঽপি রোগৈঃ প্রমুচ্যতে। ৭৩। তস্মাত্ত্বং হি মহারাজ তমারাধয় ভাস্করম্। দেবং বৈ বিধিনানেন যো ময়োক্তোঽখিলস্তব। ৭৪। অবিকল্পেন মনসা সমারাধয় সত্বরম্। মুক্তরোগো বিপাপ্মা থ দিব্যদেহমবাপ্স্যসি। ৭৫। মা কুরুষ বিষাদং ত্বং কুষ্ঠব্যাধিসমুদ্ভবম্। তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতে দেবে কুহরাশ্রয়সংজ্ঞিতে। ৭৬। অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রস্থিতো বিষ্ণুনন্দনঃ। ৭৭। সূত উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। চকার গমনে বুদ্ধিযোগং সাম্বোঽর্ব্বুদং প্রতি। ৭৮। ততঃ শুভেঽহনি প্রাপ্তে হস্ত্যশ্বরথসংযুতঃ। প্রতস্থে স সুতো বিষ্ণোঃ সেনয়া পরিবারিতঃ। ৭৯। অনুযাতঃ সুহৃদ্‌ভিশ্চ

ছিলাম। তিনি বলিয়াছেন,—আমার ঐ পাপের শুদ্ধির নিমিত্ত তিঙ্গিনী বিহিত হইয়াছে। হে তাত! অধুনা আমি ঐ পাপ শুদ্ধির নিমিত্ত তিঙ্গিনী ব্রত আচরণ করিব। আপনি এই কার্য্য সাধনের নিমিত্ত শীঘ্র আমায় অনুমতি প্রদান করুন। আমি বাল্যে যে সকল কুকর্ম্ম করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। আমার মাতা যাহাতে দুঃখিত না হন, আপনি তাহা করিবেন। পুত্রের বজ্রপাতসম এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি সাশ্রুনয়নে দীনভাবে গদ্‌গদবাক্যে বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক এ কার্য্য কর নাই; ইহা অজ্ঞানবশতঃ ঘটিয়াছে, অতএব এ পাপ অতি স্বল্প। মহীপাল যদি নিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে জ্ঞানপূর্ব্বক যে পাপ তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। আমি তোমার শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও দান ব্যবস্থা করিতেছি, ইহাতে তোমার কুষ্ঠ নিবারণ হইবে। উক্ত মুনিবাক্য সকল প্রতিষিদ্ধ, পুনঃসম্ভাবিত এবং সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ। হে পুত্র! অতএব তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। ইহাতে তোমার ইহ-পরকালে শ্রেয়োলাভ হইবে। হাটকেশ্বরক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রপ্রতিষ্ঠিত যে সর্ব্বকুষ্ঠ-বিনাশক বিখ্যাত মার্ত্তণ্ড আছেন; বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় সূর্য্যবার বিকরণক সপ্তমীতিথিতে পিতৃদৈবত নক্ষত্রে সূর্য্যোদয়কালে শ্রদ্ধাপূতচিত্তে যে ব্যক্তি এক একটী করহস্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অষ্টোত্তর শতবার ঐ দেব-প্রদক্ষিণ করে, তাহার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। নীরোগ ব্যক্তি যতবার প্রদক্ষিণ করে, তত যুগ সূর্য্যলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ৫২—৭২। যে মর্ত্ত্য সূর্য্যবারে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করে, সে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অতএব হে মহারাজ! আপনিও সূর্য্যারাধনা করুন। আমি যাহা বলিলাম, এই বিধি অনুসারে বিকল্পরহিত হইয়া আপনি দেবারাধনা করুন। এই দেবের আরাধনা করিলে মুক্তরোগব্যক্তি বিগতপাপ হয় ও দিব্যদেহ লাভ করিয়া থাকে। তুমি কুষ্ঠব্যাধিসমুদ্ভব বিষাদ করিও না। হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে কুহরা-সংজ্ঞকদেব থাকিতে কুষ্ঠব্যাধির জন্য কোন চিন্তা নাই। অনন্তর পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুনন্দন প্রস্থান করিলেন। সূত বলিলেন,—সাম্ব চক্রীর বাক্যে গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অর্ব্বুদাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর শুভদিনে সাম্ব হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি যাবতীয় বিষ্ণুসেনায় পরিবৃত হইয়া গমন করিলে

কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা। বাষ্পপূর্ণেক্ষণেনৈব সর্ব্ব-
মাতৃজনেন চ॥ ৮০॥ বলভদ্রেণ বীরেণ চারু-
দেষ্ণেন ধীমতা। যুযুধানানিরুদ্ধাভ্যাং প্রদ্যুম্নেন চ
ধীমতা॥ ৮১॥ ততো জাম্ববতী পুত্রং দৃষ্ট্বা
তীর্থোন্মুখং তদা। গচ্ছমানং প্রচক্রেহথ প্রলাপান্
কুররী যথা॥ ৮২॥ হা হতাস্মি বিনষ্টাস্মি মন্দ-
ভাগ্যা হ্যভাগিনী। একোহপি তনয়ো যস্যা মমা-
প্যেনাং দশাং গতঃ॥ ৮৩॥ অথ তাং রুদতীং
দৃষ্ট্বা প্রোবাচ মধুসূদনঃ। কিমমঙ্গলমেতস্য প্রস্থি-
তস্য করিষ্যসি॥ ৮৪॥ বাষ্পপূর্ণেক্ষণা দীনা মুক্ত-
কেশী বিশেষতঃ। এষ ব্যাধিবিনির্ম্মুক্তস্তীর্থযাত্রা-
কলান্বিতঃ। কুষ্ঠব্যাধিপরিত্যক্তঃ পুনরেষ্যতি
তেহন্তিকম্॥ ৮৫॥ এতস্মিন্নন্তরে যানাদবতীর্য্য
ত্বরান্বিতঃ। সাম্বোহসৌ প্রস্থিতস্তত্র যত্র জাম্ববতী
স্থিতা॥ ৮৬॥ স তাং প্রণম্য হৃষ্টাত্মা কৃতাঞ্জলিপুটঃ
স্থিতঃ। প্রণিপত্য বিহস্যোচ্চৈর্ব্বাক্যমেতদুবাচ হ॥
৮৭॥ মা ত্বং মাতর্বৃথা দুঃখমস্মদর্থে করিষ্যসি।
আগমিষ্যাম্যহং শীঘ্রং তীর্থযাত্রাং বিধায় বৈ॥ ৮৮॥
জাম্ববত্যুবাচ। রক্ষন্তু ত্বাং বনে বৎস সর্ব্বান্তা বন-
দেবতাঃ। শ্বাপদেভ্যঃ পিশাচেভ্যো দুষ্টেভ্যঃ পুত্র
সর্ব্বতঃ॥ ৮৯॥ শিরস্তে পাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠঞ্চ মধু-
সূদনঃ। বাহুদেশং হৃষীকেশো হৃদয়ং দৈত্যনাশনঃ॥
৯০॥ জঠরং পুণ্ডরীকাক্ষঃ কটিং পাতু গদাধরঃ।
জানুনোর্যুগলং কৃষ্ণঃ পাদৌ চ ধরণীধরঃ॥ ৯১॥ এবং
সংস্পৃশ্য হস্তেন নিজেনাঙ্গানি তস্য সা। সমালিঙ্গ্য
সমাঘ্রায় মূর্দ্ধদেশে মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৯২॥ প্রেষয়ামাস
তং পুত্রং কৃতরক্ষং যশস্বিনী। সা সর্ব্বান্তঃপুরী-
যুক্তা নিবৃত্তা তদনন্তরম্॥ ৯৩॥ অশ্রুপূর্ণেক্ষণা
দীনা নিঃশ্বসন্তী যথোরগী। তথা চ ভগবান্
বিষ্ণুর্যাদবৈঃ সকলৈঃ সহ॥ ৯৪॥ প্রবিষ্টো দ্বারকা-
পুর্য্যাং সাম্বং প্রেষ্য ততঃ পরম। অশ্রুপূর্ণেক্ষণো
দীনো বলভদ্রপুরঃসরঃ॥ ৯৫॥ পুত্রৈঃ পৌত্রৈস্তথা
মিত্রৈর্ব্বান্ধবৈরপরৈরপি। দ্বারকায়া বিনিষ্ক্রম্য
সাম্বোহপি দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৯৬॥ সম্প্রাপ্তশ্চ ক্রমে-
নাথ সিন্ধুসাগরসঙ্গমে। যত্র যোগীশ্বরঃ সাক্ষাদম্বরীষ-
প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৯৭॥ অদ্যাপি তিষ্ঠতে বিষ্ণুর্জ্জন্তূনাং
পাপনাশনঃ। তত্র স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য দেবং যোগী-
শ্বরং ততঃ॥ ৯৮॥ দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যো
নানারূপাণি শক্তিতঃ। দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ তথৈবা-
ন্যেভ্য এব চ॥ ৯৯॥ যানানি বস্ত্ররত্নানি যদ্যচ্চ

লাগিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ সাশ্রুনয়নে স্বীয়
পত্নীগণের সহিত কিয়দ্দূর অনুগমন করিলেন।
অনুগমনকালে বীর বলভদ্র, ধীমান্ চারুদেষ্ণ,
যুযুধান, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই তাঁহার
অনুগমন করিলেন। অনন্তর জাম্ববতী পুত্রকে
তীর্থ-গমনোন্মুখ দেখিয়া কুররীর ন্যায় বিলাপ
করিতে লাগিলেন। তিনি এই বলিয়া বিলাপ
করিতে লাগিলেন যে, হায় আমি হত হইলাম;
বিনষ্ট হইলাম, আমি অতি মন্দভাগ্যা, অভাগিনী—
আমার একমাত্র পুত্র এতাদৃশ দশা প্রাপ্ত হইল!
তাঁহাকে এইরূপে রোদন করিতে দেখিয়া মধুসূদন
বলিলেন,—কি জন্য তুমি দীনভাবাপন্না হইয়া
বাষ্পপূর্ণেক্ষণে উন্মুক্তকেশে গমনকারী পুত্রের
অমঙ্গল করিতেছ? পুত্র ব্যাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া
অচিরাৎ তোমার নিকট আগমন করিবে।
ইত্যবসরে সাম্ব যান হইতে অবতরণ করিয়া যেখানে
জাম্ববতী ছিলেন, ঐ স্থানে গমন করিলেন! তিনি
মাতৃ-সন্নিধানে গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে
অবস্থানপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন,—
অয়ি মাতঃ! আমার জন্য দুঃখ করিবেন না, আমি
তীর্থযাত্রা করিয়া শীঘ্র আগমন করিব। জাম্ববতী
বলিলেন,—অয়ি বৎস! বনদেবতা তোমায় বনে
শ্বাপদ, পিশাচ ও দুষ্টভয় হইতে রক্ষা করুন।
অয়ি তাত! গোবিন্দ তোমার মস্তক, মধুসূদন
কণ্ঠদেশ, হৃষীকেশ বাহু, দৈত্যনাশন হৃদয়, পুণ্ডরী-
কাক্ষ জঠর, গদাধর কটি, কৃষ্ণ জানুযুগল, এবং
ধরণীধর তোমার পাদদ্বয় রক্ষা করুন। এই বলিয়া
তিনি নিজ হস্তে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া রক্ষা-
বিধান করত আলিঙ্গন এবং মুহুর্ম্মুহু মস্তকাঘ্রাণ-
পূর্ব্বক অতি কষ্টে গমনে অনুমোদন করিলেন।
অনন্তর তিনি সাশ্রুনয়নে দীনভাবে উরগীর ন্যায়
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অন্তঃপুরবাসিনী-
গণের সহিত নিবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ মধুসূদনও
পুত্রকে প্রেষিত করিয়া বলভদ্র এবং পুত্র, পৌত্র,
মিত্র ও অপরাপর বান্ধবজনের সহিত সাশ্রুনয়নে
দীনভাবে দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সাম্বও
এদিকে দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সিন্ধুসাগরসঙ্গমে
যেখানে সাক্ষাৎ অম্বরীষ-প্রতিষ্ঠিত যোগীশ্বর সর্ব্ব-
জন্তুগণের পাপনাশন ভগবান্ বিষ্ণু অদ্যাপি
বিরাজিত রহিয়াছেন, ঐ স্থানে স্নান, দেবার্চ্চনা,
বিপ্রগণকে দান করিলেন এবং উক্ত প্রকারে
অন্যান্য দীন অন্ধ জনগণকে যান, বস্ত্র, রত্ন ও বিবিধ

ঽথেন বাঞ্ছিতম্। স ত্রিরাত্রং হরেঃ পুত্রঃ স্থিত্বা তত্র সমাহিতঃ॥ ১০০॥ চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং জগামাথ ততঃ পরম্। যত্র সন্তিষ্ঠতে বিষ্ণুশ্চ্যবনেন প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১০১॥ সিন্ধোস্তটে চ পুণ্যে চ সর্ব্বপাতকনাশনঃ। তত্রাপি বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদৌ দানানি যাদবঃ॥ ১০২॥ বাঞ্ছিতানি যথোক্তানি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা। তত্রাপি সংযতঃ সাম্ব স স্থিত্বা শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ১০৩॥ ত্রিরাত্রং প্রজগামাথ স্নাত্বা সিন্ধুদকে শুভে। ততশ্চ পুষ্করাদীনি সমুদ্দিশ্য শনৈঃ শনৈঃ॥ ১০৪॥ পুষ্করবাসিনং দেবং ধ্যায়মানো হ্যহর্নিশম্। ততশ্চ পুষ্করং প্রাপ্য ক্রমেণ যদুসত্তমঃ॥ ১০৫॥ পুণ্যে কুণ্ডজলে স্নাতঃ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ গৃহীত্বাথ ফলানি চ। গত্বা সন্তিষ্ঠতে যত্র দেবো বৈ বিষ্ণুপূজিতঃ॥ ১০৬॥ পূজয়িত্বা ততো ভক্ত্যা দেবং কুহরবাসিনম্। বস্ত্রানুলেপনৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ॥ ১০৭॥ ততঃ প্রদক্ষিণাশ্চক্রে ফলহস্তঃ শনৈঃশনৈঃ। প্রপঠন্ সূর্য্যগায়ত্রীং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ॥ ১০৮॥ যথাযথা করোত্যেষ রবেস্তস্য প্রদক্ষিণাম্। তথাতথা চ সংযাতি তস্য কুষ্ঠং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১০৯॥ তত্র ক্ষণেঽভবত্তস্য চিত্তে সাম্বস্য ধীমতঃ। মুক্তোঽহং কুষ্ঠরোগেণ নির্ব্বিকল্পং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১১০॥ ততশ্চ সহিতং তেন যৎকিঞ্চিত্তত্র চাগতম্। হস্ত্যশ্বরথরত্নাঢ্যং তৎ সর্ব্বং ভক্তিপূর্ব্বকম্॥ ১১১॥ নাগরাণাং দদৌ সর্ব্বং তথাষ্টদ্ গ্রামপঞ্চকম্। সাম্বাদিত্যং প্রতিষ্ঠাপ্য ততঃ সম্প্রস্থিতো গৃহম্॥ ১১২॥ কিঞ্চিদূর্দ্ধরিতং যচ্চ তৎসর্ব্বং ভক্তিসংযুতম্। প্রদদৌ সূর্য্যবিপ্রেভ্যঃ পূজয়িত্বা দিবাকরম্॥ ১১৩॥ অষ্টৌ বাজিসহস্রাণি নাগানাঞ্চ শতত্রয়ম্। রথানাং ষট্শতান্যেব অশ্বৈর্যুক্তানি বাজিভিঃ। অনন্তানি চ রত্নানি দত্ত্বা সাম্বো গৃহং গতঃ॥ ১১৪॥ য এতৎপঠতে ভক্ত্যা সাম্বাখ্যানমনুত্তমম্। শৃণোতি বান্বয়ে তস্য ন কুষ্ঠং সম্প্রজায়তে॥ ১১৫॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং বিশ্বামিত্রীয়মুত্তমম্। চতুর্থঞ্চ পুণ্যতীর্থং স্ত্রীণাং চৈব শুভাবহম্॥ ১১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুহরবাসিসাম্বাদিত্যপ্রভাববর্ণনং নাম ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৩॥

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যোঽপি চ তত্রাস্তি বিশ্বামিত্রপ্রতিষ্ঠিতঃ। গণনাথো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো

বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিলেন। তিনি এইভাবে ঐ স্থানে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পরে চ্যবনাশ্রমে গমন করিলেন। সিন্ধুপকূলে পুণ্য চ্যবনাশ্রমে সর্ব্বপাতক-নাশন বিষ্ণু মুনিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সাম্ব ঐ স্থানেও শাস্ত্র-বিধানানুসারে বাঞ্ছিত বস্তু সকল দান করিলেন। তিনি এই স্থানে সিন্ধুর শুভ সলিলে তিনদিন স্নানাচরণ করিয়া পুষ্কর উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি রবিবার সপ্তমীতে ফলহস্তে পুণ্য কুণ্ডজলে স্নান করিলেন। অনন্তর তিনি যেখানে দেব বিষ্ণু বিরাজিত, ঐ স্থানে গমন করিয়া বস্ত্রানুলেপন ধূপ ও পৃথক্ পৃথক্ নৈবেদ্য দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক কুহরবাসী দেবের পূজা করত ফলহস্তে সূর্য্যগায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যেমন যেমন তিনি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, তেমন তেমন তাঁহার কুষ্ঠ অপনীত হইতে লাগিল। এই সময় সাম্বের মনে উদিত হইল যে, অধুনা আমি নিশ্চিতই কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। অনন্তর তিনি তাঁহার সঙ্গে যে সকল হস্তী অশ্ব ও রথ ঐ স্থানে আসিয়াছিল, তৎসমস্তই এবং পঞ্চগ্রাম নাগর ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। অনন্তর তিনি ঐস্থানে আদিত্য স্থাপন করিয়া গৃহে গমন করিলেন। তিনি দিবাকরের পূজা করিয়া যাহা কিছু উর্দ্ধরিত বস্তু, তৎসমস্ত গ্রহ বি কে দান করিলেন। অপিচ তিনি অষ্ট সহস্র বাজী, তিনশত হস্তী, ষট্শত অশ্বযুক্ত রথ, অনন্ত ধন-রত্ন, এবং গৃহ দান করিলেন। এই অনুত্তম সাম্বাখ্যান যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বংশে কেহ কুষ্ঠী হয় না। সূত বলিলেন,—এই আমি আপনাদের নিকট স্ত্রীদিগেরও হিতকর বিশ্বামিত্রীয় পুণ্যতীর্থের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ৭৩—১১৬।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৩।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ স্থানে নরগণের সিদ্ধিপ্রদ আর এক গণ-নাথ আছেন।

নৃণাম্ ॥ ১ ॥ মাঘমাসে চতুর্থ্যাঞ্চ শুক্লায়াং পূজয়েত্তু যঃ। স চ সংবৎসরং যাবৎ সর্ব্বৈর্বিঘ্নৈর্বিমুচ্যতে। ২ ॥ ঋষয় উচুঃ। গণনাথস্য চোৎপত্তিং সাম্প্রতং সূত নো বদ। কথমেষ সমুৎপন্নঃ কিংমাহাত্ম্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। এষ চোৎপাদিতো গৌর্য্যা নিজাঙ্গমলতঃ স্বয়ম্। ক্রীড়ার্থং মানুষৈরঙ্গৈর্মাতঙ্গাননশোভিতঃ ॥ ৪ ॥ চতুর্হস্তসমোপেতঃ আখুবাহনগস্তথা। কুঠারহস্তশ্চ তথা মোদকাশনতোষকৃৎ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো লোকে ভক্তানাঞ্চ বিশেষতঃ। এষ পূর্ব্বং প্রভোঃ কার্য্যে সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ৬ ॥ সংগ্রামমকরোদ্রৌদ্রং ন কৃতং যচ্চ কেনচিৎ। নিহতা দানবাঃ সর্ব্বে সংখ্যয়া পরিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ শক্রেণ তুষ্টেন প্রোক্তঃ সংগ্রামভূমিপঃ। ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গো রুধিরেণ পরিপ্লুতঃ ॥ ৮ ॥ অস্মদর্থে ত্বয়া যুদ্ধং যৎকৃতং সুগজানন। নিহতা দানবাঃ সর্ব্বে সংখ্যয়া পরিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯ ॥ তস্মাত্ত্বং সর্ব্বদেবানামপি পূজ্যো ভবিষ্যসি। কিং পুনর্ম্মানুষাণাঞ্চ যে নিত্যং বিঘ্নসম্প্লুতাঃ ॥ ১০ ॥ যে ত্বাং সম্পূজয়িষ্যন্তি কার্য্যারম্ভেষু সর্ব্বতঃ। কার্য্যসিদ্ধির্ন সন্দেহস্তেষাং ভূয়াদ্গিরা মম ॥ ১১ ॥ এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষো বিসসর্জ্জাথ তং তদা। সম্মান্য বহুমানেন গৌরীশঙ্করপার্শ্বতঃ ॥ ১২ ॥ অয়মর্থঃ পুরা পৃষ্টো রোহিতাশ্বেন ধীমতা। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থং মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্ ॥ ১৩ ॥ তমেবার্থং মহাভাগাঃ কথয়িষ্যে যথার্থতঃ। তচ্ছৃণুধ্বং পুরাবৃত্তং সর্ব্বং সর্ব্বে সমাহিতাঃ ॥ ১৪ ॥ রোহিতাশ্ব উবাচ। ভগবন্নত্র যে মর্ত্ত্যাঃ সর্ব্বে বিঘ্নসমন্বিতাঃ। শুভকৃত্যেষু সর্ব্বেষু জায়ন্তে শুচয়োঽপি চ ॥ ১৫ ॥ প্রারব্ধেষু চ কার্য্যেষু ধর্ম্মজেষু বিশেষতঃ। তানি বিঘ্নানি জায়ন্তে যৈস্তৎ কার্য্যং ন সিধ্যতি ॥ ১৬ ॥ তস্মাদ্বিঘ্নবিনাশায় কিঞ্চিন্মে ব্রতমাদিশ। ব্রতং বা নিয়মো বাথ তপো বা দানমেব চ ॥ ১৭ ॥ সকৃচ্চীর্ণেন যেনাত্র যাবজ্জীবতি মানবঃ। তাবন্ন জায়তে বিঘ্নমাজন্মমরণান্তিকম্ ॥ ১৮ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্। ব্রতং সর্ব্বগুণোপেতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। বিশ্বামিত্রেণ সঙ্কীর্ণং যৎপুরা ভাবিতাত্মনা ॥ ১৯ ॥ বিশ্বামিত্র ইতি খ্যাতো গাধিপুত্রঃ প্রতাপবান্। বসিষ্ঠেন সমং তস্য বৈরমাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ২০ ॥ ব্রাহ্মণ্যার্থে ন সম্প্রোক্তঃ কথঞ্চিৎ স মহাতপাঃ। ব্রাহ্মণস্ত্বং বসিষ্ঠেন ততো

যে ব্যক্তি মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থীতে তাঁহার পূজা করে, সে সর্ব্ব বিঘ্ন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি সম্প্রতি আমাদের নিকট গণনাথের উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তন করুন। এই গণনাথ কিরূপে উৎপন্ন হইলেন, এবং ইহাঁর মাহাত্ম্য কি প্রকার, তাহা বলুন? সূত বলিলেন,—দেবী গৌরী নিজ-অঙ্গমল হইতে ইহাঁকে উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি ক্রীড়ার্থ ইহাঁকে মানুষাঙ্গ ও মাতঙ্গানন করিয়াছেন। এই দেব চতুর্হস্ত, আখু বাহন, কুঠারহস্ত, মোদকপ্রিয় ও ভক্তগণের সিদ্ধিপ্রদ। ইনি পূর্ব্বে তারকাসুর-যুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করিয়াছিলেন; এরূপ সাহায্য অপর আর কেহ করেন নাই। ইনি সংগ্রামে অসংখ্য দানব নিহত করিয়াছিলেন। যুদ্ধ করিয়া ইনি ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও রুধির-পরিপ্লুত হন, শক্র তদ্দর্শনে তাঁহাকে বলিলেন,—হে গজানন! যেহেতু আপনি আমার নিমিত্ত যুদ্ধ করিলেন, এবং বহু দানব নিহত করিয়াছেন, অতএব আপনি সর্ব্বদেবেরই পূজনীয় হইবেন; মানুষগণের কথা আর কি বলিব? যাহারা কার্য্যারম্ভে আপনার পূজা করিবে, নিঃসংশয় তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া শক্র তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিলেন। এই সময় তিনি তাঁহাকে বহুমানপুরঃসর পূজা করিয়া গৌরীশঙ্করের নিকটে প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বে রোহিতাশ্ব ঐ বিষয় লইয়া মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করেন। হে মহাভাগগণ! আমি তাহাই আপনাদিগকে বলিতেছি। আপনারা সকলে সমাহিতভাবে শ্রবণ করুন। রোহিতাশ্ব বলিয়াছিলেন,—ভগবন! মর্ত্ত্যগণ শুচি হইলেও সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্মেই বিঘ্নসমন্বিত হইয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মমাত্রেই বিশেষত ধর্ম্ম্যকর্ম্মে বহু বিঘ্ন জন্মে। ঐ সকল বিঘ্ন দ্বারা কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। অতএব আপনি বিঘ্নবিনাশের জন্য কিঞ্চিৎ উপদেশ আমাকে বলুন। এই উপদেশ অনুসারে মানব ব্রত, দান নিয়ম বা তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে যাবজ্জীবন তাহার কোন কর্ম্মে যেন বিঘ্ন হয় না! মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—আমি সর্ব্বপাপবিনাশন সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সর্ব্বগুণোপেত ব্রত কীর্ত্তন করিতেছি। ভাবিতাত্মা বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে এই ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র গাধিপুত্র; ইনি অত্যন্ত প্রতাপবান্ ছিলেন। বসিষ্ঠের সহিত ইহাঁর বৈর ছিল। ১-২০। ভগবান্ বসিষ্ঠ কোন প্রকারে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলেন নাই; এইজন্যই তাহা-

বৈরমজায়ত ॥ ২১ ॥ রোহিতাশ্ব উবাচ। কস্মান্ন প্রোক্তবান্ বিপ্রো বসিষ্ঠস্ত কথঞ্চন। ব্রাহ্মণঃ স পরং প্রোক্তো ব্রহ্মাদিভিরপি স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ক্ষত্রিয়শ্চ স্থিতঃ পূর্ব্বং বিশ্বামিত্রো মহীপতিঃ। মৃগয়ায়াং পরিভ্রান্তো বসিষ্ঠস্য তদাশ্রমম্। প্রবিষ্টঃ ক্ষুৎপিপাসার্ত্তঃ স তেনাথ প্রপূজিতঃ ॥ ২৩ ॥ তস্যাসীন্নন্দিনী নাম ধেনুঃ কামদুঘা সদা। সা সূতে বাঞ্ছিতং সদ্যো যদ্বসিষ্ঠোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ২৪ ॥ তৎ-প্রভাবাৎ স ভূপালঃ সভৃত্যবলবাহনঃ। তেন তৃপ্তিং পরাং নীতো মিষ্টান্নৈর্ব্বিবিধৈস্ততঃ ॥ ২৫ ॥ পার্থিবোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা হ্যর্ঘ্যাদ্যৈর্ভোজনৈঃ স চ। সোঽপি দৃষ্ট্বা প্রভাবং তং সর্ব্বং ধেনোশ্চ সম্ভবম্। প্রার্থয়ামাস তাং মূল্যৈর্গজবাজিসমুদ্ভবৈঃ ॥ ২৬ ॥ ন দদৌ স তদা বিপ্রঃ সাম্না দানেন বা পুনঃ ভেদেন চ ততো দণ্ডং যোজয়ামাস বৈ নৃপঃ ॥ ২৭ ॥ কালয়ামাস তাং ধেনুং ততঃ কোপাৎ স পার্থিবঃ ॥ ২৮ ॥ সাব্রবীন্নীয়মানাথ বসিষ্ঠং কিং ত্বয়া বিভো। দত্তাহমস্য নৃপতের্যন্মাং নয়তি যত্নতঃ ॥ ২৯ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। ন ময়া ত্বং মহাভাগে দত্তা চাস্য মহীপতেঃ। বলান্নয়তি যদ্যেষ তথাদ্যুক্তং সমাচর ॥ ৩০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কোপসংযুক্তা নন্দিনী ধেনুরুত্তমা। জৃম্ভাং চকার তৎসৈন্যং সমুদ্দিশ্য নৃপোত্তবম্ ॥ ৩১ ॥ ধূমাবর্ত্তিস্ততো জাতা তস্যা বক্ত্রাত্ততঃ পরম্। ততো জ্বালা মহারৌদ্রাস্ততো যোধাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩২ ॥ নানাশস্ত্রধরা রৌদ্রা যমদূতা যথা চ তে। পুলিন্দা বর্ব্বরাভীরাঃ কিরাতা যবনাঃ শাকাঃ ॥ ৩৩ ॥ তে প্রোচুস্তাং বদাস্মাকং কস্মাৎ সৃষ্টা বয়ং শুভে ॥ ৩৪ ॥ নন্দিন্যুবাচ। এতে মাং যে বলাৎপাপা নয়ন্তি নৃপসেবকাঃ। তান্নিঘ্নন্তু মমাদেশান্নান্যদ্বাঞ্ছামি কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥ ততস্তৈস্তস্য তৎ সৈন্যং বিশ্বামিত্রস্য সূদিতম্। যুধ্যমানং মহারাজ দশরাত্রেণ সংযুগে ॥ ৩৬ ॥ বিশ্বামিত্রোঽপি তদ্দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মং বলমনুত্তমম্। প্রতিজ্ঞামকরোত্তত্র তারেণ সুস্বরেণ চ ॥ ৩৭ ॥ অথাহং সম্ভবিষ্যামি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। মমাপি জায়তে যেন প্রভাবশ্চেদৃশোঽদ্ভুতঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্মাত্তপঃ করিষ্যামি যদসাধ্যং সুরৈরপি। স্বপুত্রং স্বে পদে ধৃত্বা ততশ্চক্রে তপো

দের পরস্পরের শত্রুতা। রোহিতাশ্ব বলিলেন, ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন ; আর বসিষ্ঠ বলিলেন না কেন ? মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিশ্বা-মিত্র পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়া করিতে গিয়া ক্ষুৎপিপাসাকুল চিত্তে বসিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। ভগবান্ বসিষ্ঠ যথাবিধি তাঁহার সম্মান করেন। তাঁহার নন্দিনী নামে এক কামধেনু ছিল। বসিষ্ঠ যাহা প্রার্থনা করিতেন, ঐ কামধেনু তাহাই প্রসব করিতেন। এই ধেনু প্রভাবে মুনি সবল বাহন বিশ্বামিত্রকে বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতোষ করিয়া ভোজন করান। তিনি বিশ্বামিত্রকে পার্থিবোচিত অর্ঘ্যাদি ও ভোজনপ্রদান করিলেন। রাজা বিশ্বামিত্র তখন ধেনুর প্রভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার মূল্য স্বরূপ গজ বাজি বিনিময়ে মুনির নিকট তাহা প্রার্থনা করেন। বসিষ্ঠ সাম, দান বা ভেদ, প্রয়োগেও যখন ধেনু প্রদান করিলেন, তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিলেন। রাজা বিশ্বা-মিত্র কুপিত হইয়া ধেনুকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন ধেনু ভগবান্ বসিষ্ঠকে বলিল —হে দেব ! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, যে হেতু ইনি আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহাভাগে ! আমি তোমাকে প্রদান করি নাই, রাজা বিশ্বামিত্র যদি তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে তুমি উপযুক্ত আচরণ কর। বসিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধেনু কুপিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া জৃম্ভা প্রকাশ করিল। ঐ জৃম্ভা হইতে প্রথমতঃ প্রচুর ধুম ও পরে তাহা হইতে মহারৌদ্র বহ্নি জ্বালা নির্গত হইল। অনন্তর পুলিন্দ, শবর, আভীর, কিরাত, যবন শক প্রভৃতি সহস্র সহস্র নানা শস্ত্রধারী অতিভীষণ যমদূতাকার সৈন্য সকল নিষ্ক্রান্ত হইয়া কহিল, হে শুভে ! কি জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করিলে, কি করিতে হইবে বল ! নন্দিনী বলিল এই পাপাত্মা নৃপসেনাগণ আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে ; তোমরা ইহাদিগকে নিহত কর, ইহা ভিন্ন অন্য আর কিছুই আমার বক্তব্য নাই। নন্দিনী এই কথা কহিলে তৎপ্রসূত পুলিন্দাদি সৈন্যগণ তখন বিশ্বামিত্রের সৈন্যের সহিত দশরাত্র যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিয়া ফেলিল। ২১ ৩৬। বিশ্বামিত্র তখন ব্রাহ্ম তেজের উৎকর্ষ অবলোকন করিয়া এই বলিয়া তারস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ হইব ; তাহা হইলে আমারও এতাদৃশ অদ্ভুত প্রভাব হইবে। অতএব আমি দেবতাদিগেরও যাহা অসাধ্য, এরূপ তপস্যা করিব।

মহৎ ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণ্যার্থং মহারৌদ্রং সুমহদ্দুষ্করং তপঃ। ব্রাহ্মণ্যং তেন নৈবাপ্তং বৈলক্ষ্যং পরমং গতঃ ॥ ৪০ ॥ ততঃ কৈলাসমাসাদ্য দেবদেবং মহেশ্বরম্। সম্যগারাধয়ামাস গৌরীযুক্তং মহেশ্বর ॥ ৪১ ॥ অহং তপঃ করিষ্যামি ব্রাহ্মণ্যস্য কৃতে প্রভো। ত্বদীয়ে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে শরণং গতঃ ॥ ৪২ ॥ তস্মাদ্বিঘ্নস্য মে রক্ষাং দেবদেবঃ প্রযচ্ছতু। যথা নো নাশমায়াতি তপঃ সর্ব্বং কৃতং মহৎ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। শুদ্ধ্যর্থঞ্চৈব যৎ কার্য্যং কার্য্যেঽস্মিন্ নৃপসত্তম। বিনায়কসমুদ্ভূতাং তস্যং পূজাং সমাচর ॥ ৪৪ ॥ যেন তে জায়তে সিদ্ধিঃ সম্যগ্‌ব্রাহ্মণ্যসম্ভবা ॥ ৪৫ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। তদ্বদস্ব সুরশ্রেষ্ঠ তথা তস্য করোম্যহম্। পূর্ব্বং পূজাং গণেশস্য সর্ব্ববিঘ্নপ্রশান্তয়ে ॥ ৪৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এষ গৌর্য্যা পুরা কৃত্বা নিজাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কৃতঃ। নির্ম্মলেন কৃতঃ পশ্চান্নরাকারশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৪৭ ॥ ক্রীড়ার্থং মম পুত্ত্রোঽয়ং বালভাবঃ প্রকল্পিতঃ। গজবক্ত্রো মহাকায়ো লম্বোদরলঘুরুকঃ ॥ ৪৮ ॥ ততোঽহমনয়া প্রোক্তঃ সজীবঃ ক্রিয়তাময়ম্। পুত্ত্রকো মে যথা ভাবী লোকে পূজ্যতমো বিভো ॥ ৪৯ ॥ ততো ময়াপি সংস্পৃষ্টঃ সৃষ্টিসূক্তেন পার্থিব জীবসূক্তেন সম্যক্ স প্রাণবান্ সমজায়ত ॥ ৫০ ॥ ততো ময়া প্রহৃষ্টেন প্রোক্তা দেবী হিমাদ্রিজা। চতুর্থীদিবসে প্রাপ্তে ময়াদ্যায়ং বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৫১ ॥ পুত্ত্রস্তব মহাভাগে জীবসূক্তপ্রভাবতঃ। এষ সর্ব্বগতানাঞ্চ মদীয়ানাং সুরেশ্বরি। ভবিষ্যতি সদাধ্যক্ষস্তস্মাচ্চ গণনায়কঃ ॥ ৫২ ॥ পঠ্যমানেন যশ্চৈনং জীবসূক্তেন সুন্দরি। পূজয়িষ্যতি সদ্ভক্ত্যা চতুর্থীদিবসে শুভে ॥ ৫৩ ॥ তস্য সর্ব্বেষু কৃত্যেষু সর্ব্ববিঘ্নানি কৃৎস্নশঃ। প্রণাশ্যন্তি ক্ষয়ং দেবি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৫৪ ॥ নমো লম্বোদরায়েতি নমো গণবিভো তথা। কুঠারধারিণে নিত্যং তথা বাক্‌সঙ্গতায় চ ॥ ৫৫ ॥ নমো মোদকভক্ষায় নমো দন্তৈকধারিণে ॥ ৫৬ ॥ এভির্মন্ত্রৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য পশ্চান্মোদকজং শুভম্। নৈবেদ্যঞ্চ প্রদাতব্যং ততশ্চার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ অহং কর্ম্ম করিষ্যামি যৎকিঞ্চিচ্ছম্ভুসম্ভবম্। অবিঘ্নং তত্র কর্ত্তব্যং সর্ব্বদৈব ত্বয়া বিভো ॥ ৫৮ ॥ ততস্ত

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করত বিশ্বামিত্র পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি পরম বৈলক্ষ্য প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি কৈলাসে গমন করিয়া দেবী উমার সহিত মহেশ্বরের আরাধনা করিলেন এবং তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব! আমি ব্রাহ্মণ্যলাভের জন্য আপনার এই কৈলাস পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছি; আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমার আচরিত তপস্যা যাহাতে বিনষ্ট না হয়, এরূপ ভাবে তাহা রক্ষা করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! আপনি এই কার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে বিনায়কের পূজা করুন। এরূপ করিলে আপনার ব্রাহ্মণ্য লাভ সুখ-সাধ্য হইবে। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি সর্ব্ব বিঘ্ন উপশান্তির নিমিত্ত প্রথমে কীদৃশ নিয়মে গণপতির পূজা করিব, তাহা বলিয়া দেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন —পূর্ব্বে দেবী গৌরী ক্রীড়ার্থ ইহাঁকে নিজ অঙ্গ-মলে প্রস্তুত করিয়া পরে ইহাঁকে বালক রূপে মানুষাকৃতি ও চতুর্ভুজ করেন। তিনি বলেন,—এটী আমার পুত্র। এই গৌরীপুত্র গজবক্ত্র, মহাকায়, লম্বোদর ও লঘুক। দেবী গৌরী ক্রীড়ার্থ বালভাবপ্রাপ্ত এইরূপ কৃত্রিম পুত্র নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে বলেন,—ইহাকে আপনি সজীব করিয়া দিন; আর যাহাতে এইটী লোকে আমার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পূজনীয় হয়, আপনি তাহা করুন। হে পার্থিব বিশ্বামিত্র! অনন্তর আমি দেবীর ঐ কৃত্রিম পুত্রকে জীবসূক্ত ও সৃষ্টিসূক্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রাণবান্ করিলাম। পরে হৃষ্টান্তঃকরণে দেবীকে বলিলাম,—হে দেবি! আমি এই পুত্রকে চতুর্থী তিথিতে জীবসূক্ত দ্বারা জীবনবিশিষ্ট করিলাম, এই পুত্র আমার গণসমূহের অধিপতি হইয়া গণাধ্যক্ষপদ লাভ করিবে।৩৭—৫২। হে দেবি! যে ব্যক্তি জীবসূক্ত পাঠ করিয়া ভক্তিসহকারে চতুর্থীদিবসে ইহার পূজা করিবে, সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায় তাহার সর্ব্ব কর্ম্মের বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে। হে লম্বোদর! তোমাকে নমস্কার, হে গণবিভো! তোমাকে নমস্কার, হে দেব! তুমি কুঠারধারী, বাক্‌সঙ্গত, মোদকভক্ষ ও দন্তৈকধারী, তোমাকে নমস্কার। এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ মোদক নৈবেদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। অর্ঘ্য মন্ত্র যথা —হে দেব! আমি শম্ভু সম্বন্ধীয় যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করিব, আপনি তদ্বিষয়ক অবিঘ্ন বিধান করুন। এই রূপে পূজা সমাপনান্তে বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন করিয়া

ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনং মোদকোদ্ভবম্। যথাশক্ত্যা প্রদাতব্যং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫৯। এবমুক্তং ময়া পূর্ব্বং স্বয়মেব নৃপোত্তম। গণনাথং সমুদ্দিশ্য গৌর্য্যাঃ পুরত এব চ॥ ৬০॥ ততঃ প্রহৃষ্টা সা দেবী বাক্যমেতদুবাচ হ। অদ্যপ্রভৃতি যঃ পুত্রং মদীয়ং গণনায়কম্॥ ৬১॥ অনেন বিধিনা সম্যক্চতুর্থ্যাং পূজয়িষ্যতি। তস্য বিঘ্নানি সর্ব্বাণি নাশং যাস্যন্ত্য-সংশয়ম্॥ ৬২॥ স্মৃত্বা বা পূজয়িত্বা বা যঃ কার্য্যাণি করিষ্যতি। ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহস্ততোঽস্যাবিচলানি চ॥ ৬৩॥ ন সন্দেহস্ততোঽস্য শ্রীরচলৈব ভবিষ্যতি॥ ৬৪॥ শ্রীভগবানুবাচ। তস্মাত্ত্বং হি মহাভাগ চতুর্থ্যাং সম্যগাচর। বিনায়কোদ্ভবাং পূজাং যেনাভীষ্টেন যুজ্যসে॥ ৬৫॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহীপতিঃ। গণনাথসমুদ্ভূতাং পূজাং কৃত্বা যথোচিতাম্॥ ৬৬॥ তপশ্চচার বিপুলং সর্ব্ববিঘ্নবিবর্জ্জিতম্। ব্রাহ্মণ্যং চ ততঃ প্রাপ্তঃ সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্॥ ৬৭॥ তস্মাত্ত্বং হি মহাভাগ বিনায়কসমুদ্ভবাম্। পূজাং কুরু চতুর্থ্যাং চ সম্প্রাপ্স্যসি বিশেষতঃ। সম্প্রাপ্স্যসি মহাভোগান্ হৃদিস্থান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৮॥ যো যং কামমভিধ্যায় গণনাথং প্রপূজয়েৎ। স তং সর্ব্বমবাপ্নোতি মহেশ্বরবচো যথা॥ ৬৯॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনহীনো মহদ্ধনম্। শত্রূন্ জয়তি সংগ্রামে স্মৃত্বা তং গণনায়কম্॥ ৭০॥ যা নারী পতিনা ত্যক্তা দুর্ভগা চ বিরূপিতা। সা সৌভাগ্যমবাপ্নোতি গণনাথস্য পূজয়া॥ ৭১॥ য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। ন বিঘ্নং জায়তে তস্য সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বদা॥ ৭২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গণপতিপূজাবিধিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২১৪॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। সাম্প্রতং বদ নঃ সূত শ্রাদ্ধকল্পস্য যো বিধিঃ। বিস্তরেণ মহাভাগ যথা তচ্চাক্ষয়ং ভবেৎ॥ ১॥ কস্মিন্ কালে প্রকর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং পিতৃপরায়ণৈঃ। কীদৃশৈর্ব্রাহ্মণৈস্তচ্চ তথা দ্রব্যৈর্মহামতে॥ ২॥ সূত উবাচ। এতদর্থং পুরা পৃষ্টো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। রোহিতাশ্বেন বিপ্রেন্দ্রা হরিশ্চন্দ্রসুতেন সঃ॥ ৩॥ হরিশ্চন্দ্রে গতে স্বর্গং রোহিতাশ্বে নৃপে

মোদক দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। হে নৃপোত্তম বিশ্বামিত্র! আমি পূর্ব্বে গৌরীর সম্মুখে এরূপ বলিয়াছিলাম। তখন দেবী সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন,—যে কোন ব্যক্তি অদ্যাবধি উক্ত বিধি অনুসারে চতুর্থী তিথিতে আমার পুত্র গণনায়কের পূজা করিবে, নিঃসংশয় তাহার কর্ম্মের সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি স্মরণ ও পূজা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে, নিশ্চয়ই অবিচলিতরূপে তাহার কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে এবং তাহার অচলা লক্ষ্মী লাভ হইবে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। হে মহাভাগ বিশ্বামিত্র! অতএব আপনি বিনায়কের পূজা করুন, ইহাতে আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অতঃপর ভগবান্ শম্ভুর বাক্যে মুনি বিশ্বামিত্র গণনাথের পূজা সমাপন করিয়া বিপুল তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবার তাঁহার তপস্যার কোনরূপ বিঘ্ন হইল না। তিনি দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন। হে মহাভাগ! অতএব আপনিও চতুর্থী-তিথিতে বিনায়কের পূজা করুন। আপনিও বাঞ্ছিত ভোগ সকল লাভ করিবেন। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে যাহা কামনা করিয়া গণনাথের পূজা করে, সে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে মহেশ্বরের বাক্য যথা—গণনায়কের স্মরণ করিয়া অপুত্র পুত্র ও ধনহীন মহৎ ধন, লাভ করিয়া থাকে এবং শত্রুর নিকট জয়লাভ করে। যে নারী পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছে এবং দুর্ভগা ও বিরূপা, সে গণনাথের পূজা করিলে সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে কদাচ বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। ৫৩—৭২।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! সম্প্রতি আপনি আমাদের নিকট শ্রাদ্ধকর্ম্মের বিধি এবং যেরূপে তাহা অক্ষয় হয়, এই সকল বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। পিতৃভক্ত ব্যক্তিগণ কোন্ সময় কীদৃশ ব্রাহ্মণ ও কিরূপ দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহাও বলুন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! পূর্ব্বে এই কথা হরিশ্চন্দ্র-তনয় রোহিতাশ্ব মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা

দ্বিজে। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন মার্কণ্ডো মুনিসত্তমঃ॥ ৪॥ সরয্বাঃ সঙ্গমে পুণ্যে স্নানার্থং সমুপস্থিতঃ। তত্র স্নাত্বা পিতৄন্ দেবান্ সন্তর্প্য বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৫॥ প্রবিষ্টস্তাং পুরীং রম্যামযোধ্যাং সত্যনামিকাম্। রোহিতাশ্বোঽপি তং শ্রুত্বা সমায়াস্তং মুনীশ্বরম্। পদাতিঃ প্রযযৌ তূর্ণং দূরদেশং তু সম্মুখম্॥ ৬॥ ততঃ প্রণম্য তং মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। প্রোবাচ মধুরং বাক্যং বিনয়েন সমন্বিতঃ॥ ৭॥ স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ ভূয়ঃ সুস্বাগতং মুনে। ধন্যোঽহং কৃতপুণ্যোঽহং সম্প্রাপ্তঃ পরমাং গতিম্। যত্তে পাদরজোভির্মে মূর্দ্ধজা বিমলীকৃতাঃ॥ ৮॥ এবমুক্ত্বা গৃহীত্বা তং স্বহস্তালম্বনং তদা। যযৌ তত্র সভাস্থানং বৃহৎসিংহাসনাশ্রয়ম্॥ ৯॥ সিংহাসনে নিবেশ্যাথ তং মুনিং পার্থিবোত্তমঃ। উপবিষ্টো ধরাপৃষ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ॥ ১০॥ ততঃ প্রোবাচ মধুরং বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ। নিঃস্পৃহস্যাপি বিপ্রেন্দ্র কিং বাগমনকারণম্॥১১॥ তদ্ ব্রবীহি যথাতথ্যং করোমি তব সাম্প্রতম্। অদেয়মপি দাস্যামি গৃহায়াতস্য তে বিভো॥ ১২॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন বয়মত্র সমাগতাঃ। সরয্বাঃ সঙ্গমে পুণ্যে কল্যে যাস্যামহে পুনঃ॥ ১৩॥ নিঃস্পৃহৈরপি দ্রষ্টব্যা ধর্ম্মবন্তো দ্বিজোত্তমাঃ। ততঃ প্রোক্তং পুরাণজ্ঞৈ-ব্রাহ্মণৈঃ শাস্ত্রদৃষ্টিভিঃ॥ ১৪॥ ধর্ম্মবন্তং নৃপং দৃষ্ট্বা লিঙ্গং স্বায়ম্ভুবং তথা। নদীং সাগরগাং চৈব মুচ্যেৎ পাপাদ্দিনোদ্ভবাৎ॥ ১৫॥ এবমুক্ত্বা ততশ্চক্রে পৃচ্ছাং স মুনিসত্তমঃ। তং দৃষ্ট্বা নৃপশার্দ্দূলং পুরঃস্থং বিনয়ান্বিতম্॥ ১৬॥ কচ্চিত্তে সফলা বেদাঃ কচ্চিত্তে সফলং শ্রুতম্। কচ্চিত্তে সফলা দারাঃ কচ্চিত্তে সফলং ধনম্॥ ১৭॥ রোহিতাশ্ব উবাচ। কথং স্যুঃ সফলা বেদাঃ কথং স্যাৎ সফলং শ্রুতম্। কথং স্যুঃ সফলা দারাঃ কথং স্যাৎ সফলং ধনম্॥ ১৮॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। অগ্নিহোত্রফলা বেদাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্। রতিপুত্রফলা দারা দত্তভুক্ত-ফলং ধনম্॥ ১৯॥ এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০॥ চত্বার্য্যেতানি কৃত্যানি মযোক্তানি চ তানি তে। যথা তানি প্রকুর্ব্বানে লোকদ্বয়মভীপ্সতা॥ ২১॥ এবমুক্ত্বা ততশ্চক্রে কথাশ্চিত্রাশ্চ তৎপুরঃ। রাজর্ষীণাং পুরাণানাং দেবর্ষীণাং বিশেষতঃ॥ ২২॥ ততঃ কথাবসানে চ কস্মিংশ্চিদ্দ্বিজসত্তমাঃ। পপ্রচ্ছ তং মুনিশ্রেষ্ঠং রোহিতাশ্বো মহীপতিঃ॥ ২৩॥ ভগবন্

করিয়াছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলে এবং তৎসুত রোহিতাশ্ব রাজ্য পালন করিতে থাকিলে একদা মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয় তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে স্নানার্থ পুণ্য সরযূ-সঙ্গমে উপস্থিত হন এবং পূত সলিলে স্নান ও বিধিপূর্ব্বক পিতৃতর্পণ সম্পন্ন করিয়া অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করেন। রোহিতাশ্ব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র পাদচারে অতিদূর গমন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলেন। অনন্তর বিনীতভাবে তিনি বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার আগমনে কোন কষ্ট হয় নাই ত? আপনি নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন ত? আমি ধন্য, আমি কৃতপুণ্য, এবং আমি পরমগতি প্রাপ্ত হইলাম; যেহেতু আপনার পদ-রজঃ দ্বারা আমার কেশকলাপ বিমলীকৃত হইল। এই কথা বলিয়া তিনি হস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক যেখানে বৃহৎ সিংহাসন বিরাজিত, সেই সভাভবনে লইয়া গেলেন। সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া রাজা মুনিবরকে রাজ-সিংহাসনে উপবেশিত করিয়া স্বয়ং কৃতাঞ্জলিপুটে ধরাতলে উপবেশন করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনারা নিস্পৃহ; অতএব আপনার শুভাগমনের কারণ কি? আপনি অবিলম্বে বলুন, অদেয় হইলেও আমি তাহা আপনাকে দান করিব। ১—১২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! আমি তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে এই সরযূসঙ্গমে আগমন করিয়াছিলাম, কল্য প্রাতঃকালে গমন করিব! নিস্পৃহ ব্যক্তিগণেরও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রদর্শী পুরাণজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ইহা বলিয়াছেন। ধার্ম্মিক নৃপ, স্বায়ম্ভুব লিঙ্গ ও সাগরগামিনী নদী দর্শন করিলে দিনভব পাপ বিনষ্ট হয়। এই বলিয়া মুনি-সত্তম বিনয়ান্বিত নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাজন্! আপনার বেদ, শ্রুত, দারা, ও ধন এ সকল সফল ত? রোহিতাশ্ব বলিলেন,—হে দেব! বেদ, শ্রুত, দারা ও ধন সকল কিরূপে হয়? মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! বেদের ফল অগ্নিহোত্র, শ্রুতের ফল শীলবৃত্ত, দারা-ফল রতি-পুত্র, আর ধনফল দান ও ভোজন। হে রাজন্! ইহা জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। লোকদ্বয়েপ্সু ব্যক্তি মদুপদিষ্ট এই কর্ম্মচতুষ্টয় অনুষ্ঠান করিবে। এই কথা বলিয়া তিনি পুরাণ রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণের বিচিত্র কথা কহিতে লাগিলেন! অনন্তর কথাব-

শ্রোতুমিচ্ছামি শ্রাদ্ধকল্পমহং যতঃ। দৃশ্যন্তে বহবো ভেদা দ্বিজানাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ২৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগ যৎপৃষ্টোঽস্মি নৃপোত্তম। শ্রাদ্ধস্য বহবো ভেদাঃ শাখাভেদৈর্ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥ তস্মাত্তে নির্ণয়ং বচ্মি ভর্ত্তৃযজ্ঞেন যৎপুরা। আনর্ত্তাধিপতেঃ প্রোক্তং সম্যক্ শ্রাদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞং সুখাসীনং নিজাশ্রমপদে নৃপঃ। আনর্ত্তাধিপতির্গত্বা প্রণিপত্য ততোঽব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। সাম্প্রতং বদ মে ব্রহ্মন্ শ্রাদ্ধকল্পং পিত্রীপ্সিতম্। যেন মে তুষ্টিমায়ান্তি পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ॥ ২৮ ॥ কঃ কালো বিহিতঃ শ্রাদ্ধে কানি দ্রব্যাণি মে বদ। শ্রাদ্ধার্হাণি তথান্যানি মেধ্যানি দ্বিজসত্তম। যানি যোজ্যানি বাঞ্ছদ্ভিঃ পিতৃণাং তৃপ্তিমুত্তমাম্ ॥ ২৯ ॥ কীদৃশা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মন্ শ্রাদ্ধার্হাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। কীদৃশা বর্জ্জনীয়াশ্চ সর্ব্বং মে বিস্তরাদ্বদ ॥ ৩০ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। অহং তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রাদ্ধকল্পমনুত্তমম্। যং শ্রুত্বাপি মহারাজ লভেচ্ছ্রাদ্ধফলং নরঃ ॥ ৩১ ॥ শ্রাদ্ধমিন্দুক্ষয়েঽবশ্যং সদা কার্য্যং বিপশ্চিতা। যদি জ্যেষ্ঠতমঃ সর্গঃ সন্তানশ্চ তথা নৃপ ॥ ৩২ ॥ শীতার্ত্তা যথেচ্ছন্তি বহ্নিং প্রাবরণানি চ। পিতরস্তদ্বদিচ্ছন্তি ক্ষুৎক্ষামাশ্চন্দ্রসংক্ষয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ দারিদ্র্যোপহতা যদ্বদ্ধনং বাঞ্ছন্তি মানবাঃ। পিতরস্তদ্বদিচ্ছন্তি ক্ষুৎক্ষামাশ্চন্দ্রসংক্ষয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ যথা বৃষ্টিং প্রবাঞ্ছন্তি কর্ষুকাঃ শস্যবৃদ্ধয়ে। তথাত্মপ্রীতয়ে তেঽপি প্রবাঞ্ছন্তীন্দুসংক্ষয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ যথোষশ্চক্রবাক্যশ্চ বাঞ্ছন্তি রবিদর্শনম্। পিতরস্তদ্বদিচ্ছন্তি শ্রাদ্ধং দর্শসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৬ ॥ জলেনাপি চ যঃ শ্রাদ্ধং শাকেনাপি করোতি বা। দর্শস্য পিতরস্তৃপ্তিং যান্তি পাপং প্রণশ্যতি ॥ ৩৭ ॥ অমাবাস্যাদিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ। বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণা নৃণাম্। যাবদস্তময়ং ভানোঃ ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলাঃ ॥ ৩৮ ॥ ততশ্চাস্তং গতে ভানৌ নিরাশা দুঃখসংযুতাঃ। নিঃশ্বস্য সুচিরং যান্তি গর্হয়ন্তি স্ববংশজম্ ॥ ৩৯ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। কিমর্থং ক্রিয়তে শ্রাদ্ধমমাবাস্যাদিনে দ্বিজ। বিশেষেণ মমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ যথাযথম্ ॥ ৪০ ॥ মৃতাশ্চ পুরুষা বিপ্র স্বকর্ম্মজনিতাং গতিম্। গচ্ছন্তি তে কথং

সানে মহীপতি রোহিতাশ্ব মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আমি শ্রাদ্ধকল্প শুনিতে ইচ্ছা করি। দ্বিজগণের শ্রাদ্ধকর্ম্মে বহু ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; শ্রাদ্ধের বহুভেদ শাখাভেদ দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব ভর্ত্তৃযজ্ঞ আনর্ত্তাধিপতিকে যেরূপ শ্রাদ্ধ-লক্ষণ বলিয়াছিলেন, আমিও তদনুসারে শ্রাদ্ধ-লক্ষণ নির্ণয় করিতেছি। ভর্ত্তৃযজ্ঞ স্বীয় আশ্রমপদে সুখাসীন আছেন, এমন সময় আনর্ত্তাধিপতি তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যাহাতে আমার পিতৃ-দেবগণ শ্রাদ্ধতর্পিত হইয়া তুষ্টি লাভ করেন, তদনুসারে সম্প্রতি আপনি আমার নিকট পিত্রীপ্সিত শ্রাদ্ধকল্প কীর্ত্তন করুন। শ্রাদ্ধে কোন্ কাল বিহিত, কোন কোন্ দ্রব্য শ্রাদ্ধার্হ, অন্যান্য কোন্ কোন্ দ্রব্য শ্রাদ্ধে মেধ্য, পিতৃতৃপ্তি-অভিলাষী ব্যক্তিগণ কি ভাবে শ্রাদ্ধে দ্রব্য সকল নিয়োগ করিবেন, কিরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধার্হ বলিয়া নিরূপিত, এবং কীদৃশ ব্রাহ্মণই বা শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়, আপনি বিস্তৃত-ভাবে তাহা বলুন? ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি যাহা শ্রবণ করিয়া শ্রাদ্ধফল লাভ করিবেন, আমি সেই অনুত্তম শ্রাদ্ধ-কল্প কীর্ত্তন করিতেছি। হে নৃপ! যদি জ্যেষ্ঠতম সর্গ ও সন্তান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহারা ইন্দুক্ষয়ে (অমাবস্যায়) অবশ্যই শ্রাদ্ধ করিবে। শীতার্ত্ত ব্যক্তি যেমন বহ্নি ও প্রাবরণ (গাত্রবস্ত্র) ইচ্ছা করে, দারিদ্র-পীড়িত ব্যক্তিগণ যেমন ধন ইচ্ছা করে, কৃষকগণ যেমন শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া থাকে, এবং চক্রবাকী সকল যেমন প্রাতঃকালে রবিদর্শনবাঞ্ছা করে, পিতৃলোকগণও সেইরূপ আত্মপ্রীত্যর্থ অমাবস্যা-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অমাবস্যায় জল বা শাক দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন, এবং শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয়।১৩—৩৭। অমাবস্যার দিন পিতৃলোকগণ বায়ুরূপে দ্বারে আসিয়া মানবগণের নিকট শ্রাদ্ধ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা সূর্য্যোদয় হইতে সমস্ত দিন ক্ষুৎ-পিপাসাকুল হইয়া এইরূপে শ্রাদ্ধ প্রার্থনা করত সূর্য্যাস্তের সময় নিরাশ হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও স্বীয় বংশধরগণের নিন্দা করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিয়া যান। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে দ্বিজ! কি জন্য অমাবস্যা দিনে শ্রাদ্ধ করে, বিশেষরূপে বিস্তৃতভাবে আমাকে বলুন। হে বিপ্র! মৃত পুরুষগণ স্বকর্ম্মজনিত গতি লাভ

তস্য সুতস্যাশ্রয়মায়যুঃ। ৪১। এষ নঃ সংশয়ো বিপ্র সুমহান্ হৃদি সংস্থিতঃ। ৪১। ভর্তৃযজ্ঞ উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগ যত্ত্বয়া ব্যাহৃতং বচঃ। স্বকর্ম্মার্হাং গতিং যান্তি মৃতাঃ সর্ব্বত্র মানবাঃ। ৪৩। পরং যথা সমায়ান্তি বংশজস্যাশ্রয়ং প্রতি। তথা তেহহং প্রবক্ষ্যামি ন তথা সংশয়ো ভবেৎ। ৪৪। মৃতা যান্তি তথা রাজন্ যেহত্র বেচিন্মহীতলে। তে জায়ন্তে ন মর্ত্ত্যেহত্র যাবদ্বংশস্য সংস্থিতিঃ। ৪৫। পরং শুভাত্মকা যে চ তে তিষ্ঠন্তি সুরালয়ে। পাপাত্মনো নরা যে চ বৈবস্বতনিবাসিনঃ। ৪৬। অন্যদেহং সমাশ্রিত্য ভুঞ্জানাঃ কর্ম্মণঃ ফলম্। শুভং বা যদি বা পাপং স্বয়ং বিহিতমাত্মনঃ। ৪৭। যমলোকে স্থিতানাং হি স্বর্গস্থানামপি ক্ষুধা। পিপাসা চ তথা রাজংস্তেষাং সঞ্জায়তেহধিকাঃ। ৪৮। যাবন্নরত্রয়ং রাজন্মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। তেষাং চ পরতো যে চ তে স্বকর্ম্ম শুভাশুভম্। ভুঞ্জতে ক্ষুৎপিপাসা চ ন তেষাং জায়তে কচিৎ। ৪৯। তত্রাপি পতনং তস্মাৎ স্থানান্তবতি ভূমিপ। বংশোচ্ছেদাৎ পুনঃ সর্ব্বে নিপতন্তি মহীতলে। কটত্রজ্জুনিবদ্ধং হি ভাণ্ডং যদ্বন্নিরাশ্রয়ম্। ৫০। এতস্মাৎ কারণাদ্ যত্নঃ সন্তানায় বিচক্ষণৈঃ। প্রকর্ত্তব্যো মনুষ্যেন্দ্র বংশস্য স্থিতয়ে সদা। ৫১। অপি দ্বাদশধা রাজন্নৌরসাদিসমুদ্ভবাঃ। তেষামেকতমোঽপ্যত্র ন দৈবাজ্জায়তে সুতঃ। ৫২। পিতৃণাং গুপ্তয়ে তেন স্থাপ্যোঽশ্বত্থঃ সমাধিনা। পুত্রবৎ পরিপাল্যশ্চ নির্ব্বিশেষং নরাধিপ। ৫৩। যাবৎ সন্ধারয়েদ্ভূমিস্তমশ্বত্থং নরাধিপ। কুতোদ্বাহং সমং শম্যা তাবদ্বংশোহপি তিষ্ঠতি। ৫৪। অশ্বত্থজনকা মর্ত্ত্যা নিপত্য জগতীতলে। পাপানুক্তাঃ সমায়ান্তি যোনিং শ্রেষ্ঠাং শুভান্বিতাঃ। ৫৫। এতস্মাৎ কারণাদন্নং নিত্যং দেয়ং তথোদকম্। সমুদ্দিশ্য পিতৃন্ রাজন্ যতস্তে তন্ময়াঃ স্মৃতাঃ। ৫৬। অদত্ত্বা সলিলং শস্যং পিতৃণাং যো নরাধিপ। স্বয়মশ্নাতি বা তোয়ং পিবেৎ স স্যাৎ পিতৃদ্রুহঃ। স্বর্গেহপি চ ন তে তোয়ং লভন্তে নান্নমেব চ। ৫৭। ন দত্তং বংশজৈর্যৈর্ত্তো-শ্চেদ্ব্যথাং যান্তি দারুণাম্। ক্ষুৎপিপাসাসমুদ্ভূতাং তস্মাৎ সন্তর্পয়েৎ পিতৃন্। ৫৮। নিত্যং শক্ত্যা নরো রাজন্ পয়োঽন্নৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ। তথান্যৈর্বস্ত্র-নৈবেদ্যৈঃ পুষ্পগন্ধানুলেপনৈঃ। ৫৯। পিতৃমেধা-

করিয়া কি রূপে তাহারা স্বীয় পুত্রের নিকট আগমন করে? আমার হৃদয়ে এই সুমহান্ সংশয় বিরাজ করিতেছে। ভর্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য—মৃত মানবগণ স্বকর্ম্মার্হ গতিলাভ করিয়া থাকে। তাহারা যে প্রকারে স্বীয় বংশধরগণের নিকট আগমন করে, আমি তাহা আপনাকে বলিতেছি; ইহাতে আপনার সংশয় উন্মূলিত হইবে। যতদিন বংশ থাকে, ততদিন মৃত মানবগণ মর্ত্ত্যপথে জন্ম গ্রহণ করে না। যাহারা বহু শুভ কর্ম করিয়া যায়, তাহারা সুরালয়ে বাস করিয়া থাকে; আর যাহারা পাপাত্মা পাপ করিয়া যায়, তাহারা যমালয়ে বাস করে। তাহারা অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া আত্মবিহিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! যমলোকবাসী ও স্বর্গবাসী ব্যক্তিগণের অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা হইয়া থাকে। মাতা ও পিতা হইতে তিন পুরুষ এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী যাঁহারা—তাহারা শুভাশুভ স্বকর্ম্ম ভোগ করে। তাহাদের কদাপি ক্ষুৎ-পিপাসা হয় না। অনন্তর তাহারা পতিত হয়। রজ্জুবন্ধন ছিন্ন হইলে যেমন ভাণ্ড নিরাশ্রয় হইয়া পতিত হয়, বংশোচ্ছেদে তদ্রূপ তাহারাও মহীতটে পতিত হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! এই কারণে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বংশস্থিতির নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন করিবেন। ৩,—৫১। হে রাজন্! ঔরসাদিসমুদ্ভব পুত্র দ্বাদশ প্রকার। যদি ঐ দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে কোন পুত্রই না থাকে, তাহা হইলে পিতৃলোকদিগের প্রীতির নিমিত্ত অশ্বত্থ স্থাপন করিতে হয়। ঐ অশ্বত্থকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করা কর্ত্তব্য। হে নরাধিপ! যাবৎ ভূমি শমীর সহিত কৃতোদ্বাহ অশ্বত্থকে ধারণ করে, তাবৎ বংশ বিদ্যমান থাকে। অশ্বত্থ-জনক মর্ত্ত্যগণ পাপমুক্ত হইয়া শুভান্বিত শ্রেষ্ঠযোনি লাভ করিয়া থাকে। হে রাজন্! যে হেতু, পিতৃগণ অন্ন-তোয়ময়, অতএব তাঁহাদের উদ্দেশে অন্ন ও তোয় দান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পিতৃগণকে সলিল-শস্য দান না করিয়া স্বয়ং ভোজন ও তোয় পান করে, সে পিতৃদ্রোহী হয় এবং স্বর্গে গমন করিয়া তাহারা তোয় ও অন্ন লাভ করিতে পারে না। বংশধরগণ পিতৃ-উদ্দেশে দান না করিলে তাঁহারা ক্ষুৎ-পিপাসা-জনিত দারুণ ব্যথা প্রাপ্ত হন; অতএব পিতৃগণ-উদ্দেশে দান করিবে। হে রাজন্! নরগণ শক্ত্যনুসারে নিত্য পয়ঃ, অন্ন, বস্ত্র নৈবেদ্য, পুষ্প, গন্ধ ও অনুলেপন,

দ্বিজৈঃ পুণ্যৈঃ শ্রাদ্ধৈরুচ্চাবচৈরপি। তর্পিতাস্তে প্রযচ্ছন্তি কামানিষ্টান্ হৃদি স্থিতান্। ত্রিবর্গং চ মহারাজ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ॥ ৬০ ॥ তর্পয়ন্তি ন যে পাপাঃ স্বপিতৄন্নিত্যশো নৃপ। পশবস্তে সদা জ্ঞেয়া দ্বিপদাঃ শৃঙ্গবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রাদ্ধাবশ্যকতাকারণবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। অন্যেঽপি বিবিধাঃ কালাঃ সন্তি পুণ্যতমা দ্বিজ। কস্মাচ্ছেন্দুক্ষয়ে শ্রাদ্ধং বিশেষাৎ সমুদাহৃতম্ ॥ ১ ॥ এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামুনে ॥ ২ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। সত্যমেতন্মহারাজ শ্রাদ্ধার্হাঃ সন্তি ভূরিশঃ। কালাঃ পিতৃগণানাং চ তৃপ্তিদাস্তুষ্টিদাশ্চ যে ॥ ৩ ॥ মন্বাদ্যা বা যুগাদ্যাশ্চ তেষাং সংক্রান্তয়োঽপরাঃ। ব্যতীপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং সোমসূর্য্যয়োঃ ॥ ৪ ॥ এতেষু যুজ্যতে শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তুং পিতৃতৃপ্তয়ে তথা তীর্থে বিশেষেণ পুণ্য আয়তনে শুভে ॥ ৫ ॥ শ্রাদ্ধার্হৈর্ব্রাহ্মণৈঃ প্রাপ্তৈর্দ্রব্যৈর্বা পিতৃবল্লভৈঃ। অপর্ব্বণ্যপি কর্ত্তব্যং সদা শ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৬ ॥ সোমক্ষয়ে বিশেষেণ পৃথুস্থৈকমনা নৃপ। অমা নাম রবে রশ্মিসহস্রপ্রমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ যস্ত স্বতেজসা সূর্য্যঃ প্রোক্তস্ত্রৈলোক্যদীপকঃ। তস্মিন্ বসতি যেনেন্দুরমাবস্যা ততঃ স্মৃতা ॥ ৮ ॥ অক্ষয়া ধর্ম্মকৃত্যে সা পিতৃকৃত্যে বিশেষতঃ। অগ্নিষাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা ॥ ৯ ॥ রশ্মিপা উপহূতাশ্চ তথৈবায়ন্তুনাঃ পরে। তথা শ্রাদ্ধভুজশ্চান্যে স্মৃতা নান্দীমুখা নৃপ ॥ ১০ ॥ এতে পিতৃগণাঃ খ্যাতা নব দেবসমুদ্ভবাঃ। আদিত্যা বসবো রুদ্রা নাসত্যাবশ্বিনাবপি ॥ ১১ ॥ সন্তর্পয়ন্তি তে চৈতান্মুক্ত্বা নান্দীমুখান্ পিতৄন্। ব্রহ্মণা তে সমাদিষ্টাঃ পিতরো নৃপসত্তম ॥ ১২ ॥ তান্ সন্তর্প্য ততঃ সৃষ্টিং কুরুতে পদ্মসম্ভবঃ ॥ ১৩ ॥ পিতরোঽন্যেঽপি যে মর্ত্ত্যা নিবসন্তি ত্রিবিষ্টপে। দ্বিবিধাস্তে প্রদৃশ্যন্তে সুখিনোঽসুখিনঃ পরে ॥ ১৪ ॥ যেভ্যঃ শ্রাদ্ধানি যচ্ছন্তি মর্ত্ত্যলোকে স্ববংশজাঃ। তে সর্ব্বে তত্র সংহৃষ্টা দেববন্মুদিতাঃ স্থিতাঃ ॥ ১৫ ॥ যেষাং যচ্ছন্তি তে নৈব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্ববংশজাঃ। ক্ষুৎপিপাসাকুলাস্তে চ দৃশ্যন্তে

প্রভৃতি দ্বারা নিত্য-নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ-বিধানে পিতৃগণকে তর্পিত করিবে। তাঁহারা শ্রাদ্ধ-তর্পিত হইয়া সর্ব্ব অভিলষিত ও ত্রিবর্গ প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা পিতৃগণকে নিত্য তর্পিত না করে, তাহারা শৃঙ্গবর্জ্জিত দ্বিপদ পশু। ৫২—৬১।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত বলিলেন,—হে দ্বিজ! যখন শ্রাদ্ধ নিমিত্ত অন্যান্য বিবিধ পুণ্যকাল রহিয়াছে, তথাপি আপনি অমাবস্যায় বিশেষ করিয়া শ্রাদ্ধকাল নির্দ্দেশ করিলেন কেন, ইহা আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! ইহা সত্য যে, পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক ও তুষ্টিদায়ক ভূরি ভূরি শ্রাদ্ধকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। মন্বাদ্যা, যুগাদ্যা, সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, গজচ্ছায়া ও সোম-সূর্য্য-গ্রহণ, এই সকল দিনে পিতৃতৃপ্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। তীর্থে, পুণ্য আয়তনে, শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণ উপস্থিত বা পিতৃ-বল্লভ দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অপর্ব্ব দিনেও বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবেন। বিশেষতঃ আমাবস্যাদিনে শ্রাদ্ধ একান্ত কর্ত্তব্য। হে নৃপ! এ বিষয়ের এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ করুন। রবির অমা নামক সহস্র রশ্মিযুক্ত প্রভামণ্ডল আছে। তাহারই তেজে সূর্য্য ত্রৈলোক্যদীপক বলিয়া কথিত। ঐ প্রভামণ্ডলে ইন্দু বাস করেন বলিয়া তাহাকে অমাবস্যা বলে। অমাবস্যা ধর্ম্মকৃত্যে বিশেষতঃ পিতৃকৃত্যে অক্ষয়। অগ্নিষাত্ত, বর্হিষদ, আজ্যপ, সোমপ, রশ্মিপ, উপহূত, আয়ন্তুন, শ্রাদ্ধভোজী ও নান্দীমুখ এই নয়টীগণ দেবসমুদ্ভব পিতৃগণ। আদিত্যগণ, বায়ুগণ, রুদ্রগণ, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইহাঁরা নান্দীমুখ পিতৃগণ ব্যতীত অপর পিতৃগণের পূজা করেন। হে নৃপসত্তম! ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমতঃ পিতৃগণকে সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ করেন; তাঁহারা সম্মত হইলে তিনি স্বয়ংই তাঁহাদিগকে সন্তর্পিত করিয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। ত্রিদশালয়ে এতদ্ভিন্ন মর্ত্ত্যপিতৃগণ বাস করেন। তাঁহারা দ্বিবিধ;—সুখী ও অসুখী। মর্ত্ত্যবংশধরগণ যাহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাঁহারা সুখী; দেববৎ মুদিত হইয়া তাঁহারা সংর্ষে স্বর্গে বাস করেন। ১—১৫। আর বংশধরগণ যাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ

বহুহর্ষিতাঃ ॥ ১৬ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পিতরঃ সুরপূজিতাঃ। অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ সর্ব্বে ত্রিদশেন্দ্রমুপস্থিতাঃ ॥ ১৭ ॥ ভক্ত্যা দৃষ্টা মহারাজ সহস্রাক্ষেণ পূজিতাঃ। তথান্যৈর্বিবুধৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রস্থিতাঃ স্বে নিকেতনে ॥ ১৮ ॥ পিতৃলোকং মহারাজ দুর্লভং ত্রিদশৈরপি। তান্ দৃষ্ট্বা প্রস্থিতান্ রাজন্ পিতরো মর্ত্ত্যসম্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা যে চ ত উচ্চৈর্দৈন্যমাশ্রিতাঃ। স্তবাথ সুস্তবৈর্দিব্যৈঃ পিতৃসূক্তৈশ্চ পার্থিব ॥ ২০ ॥ বেদোক্তৈরপরৈশ্চৈব পিতৃতুষ্টিকরৈঃ পরৈঃ। ততঃ প্রোচুশ্চ সংহৃষ্টাঃ পিতরস্তান্ সুরোদ্ভবাঃ ॥ ২১ ॥ প্রসন্নাঃ স্মো বয়ং সর্ব্বে যুষ্মাকং শংসিতব্রতাঃ। তস্মাদ্ব্রূত বয়ং যেন যচ্ছামো বো হৃদি স্থিতম্ ॥ ২২ ॥ পিতর ঊচুঃ। বয়ং হি পিতরঃ খ্যাতা মনুষ্যাণামিহাগতাঃ। স্বর্গে স্বকর্ম্মণা নিত্যং নিবসাম সুরৈঃ সহ ॥ ২৩ ॥ বিমানেষু বিচিত্রেষু সংস্থিতাঃ সর্ব্বতোদিশম্। বাঞ্ছিতেষু চ লোকেষু যামো ধ্বজপতাকিষু ॥ ২৪ ॥ হংসবর্হিণজুষ্টেষু সংসেব্যেষ্বপ্সরোগণৈঃ। গন্ধর্বৈর্গীয়মানাশ্চ স্তূয়মানাশ্চ গুহ্যকৈঃ ॥ ২৫ ॥ পরং সাঙ্কষ্টমানানামস্মাকং ত্রিদশৈঃ সহ। অত্যর্থং জায়তে তীব্রা ক্ষুৎপিপাসা সুদারুণা ॥ ২৬ ॥ যস্যা মন্যামহে চিত্তে বহ্নিমধ্যগতা বয়ম্। ভক্ষয়ামঃ কিমেতান্ হি পক্ষিণো বিবিধানপি। হংসাদীন্ মধুরালাপান্ কিং বা চাপ্সরসাং গণান্ ॥ ২৭ ॥ যদি কশ্চিৎ ক্ষুধাবিষ্টঃ কঞ্চিদাদায় পক্ষিণম্। গুপ্তো গৃহ্নাতি ভক্ষার্থং হন্তুং শক্তোঽপি সোঽপি ন ॥ ২৮ ॥ অজরাশ্চামরাশ্চৈব স্বর্গে যে স্বর্গগাঃ খগাঃ। তথা মনোরমা বৃক্ষা নন্দনাদিবনেষু চ ॥ ২৯ ॥ ফলিতা যে প্রদৃশ্যন্তে প্রাপ্যাংশ্চাপি মনোরমাঃ। তৎফলানি বয়ং সর্ব্বে গৃহ্নীমঃ পিতরো যদি ॥ ৩০ ॥ ন ত্রুট্যন্ত্যপি যত্নেন সমাকৃষ্টানি তান্যপি। এতল্লেখাপগাতোয়ং তৃষার্ত্তা যদি যত্নতঃ। প্রপিবামো ন হস্তেষু তচ্চ তোয়ং পুনঃ স্পৃশেৎ ॥ ৩১ ॥ ভুঞ্জানশ্চ ন কোঽপ্যত্র দৃশ্যতেঽত্র পিবন্নপি। তস্মাত্ত্রিবিষ্টপাবাসো হ্যস্মাকং ঘোরদারুণঃ ॥ ৩২ ॥ এতে সুরগণাঃ সর্ব্বে যে চান্যে গুহ্যকাদয়ঃ। দৃশ্যন্তেঽত্র বিমানস্থাঃ সর্ব্বে সংহৃষ্টমানসাঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্ষুৎপিপাসাপরিত্যক্তা নানাভোগসমাশ্রয়াঃ। কদাচিচ্চ বয়ং সর্ব্বে ভবামস্তাদৃশা ইব ॥ ৩৪ ॥ ক্ষুৎপিপাসাপরিত্যক্তাঃ সন্তোষং পরমং গতাঃ। তৎকিং

প্রদান করে না, তাঁহারাই অসুখী; ক্ষুৎ-পিপাসাকুল হইয়া দুঃখানুভব করেন। একদা সুরপূজিত অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ দেবেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, তদ্দর্শনে দেবেন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত তাঁহাদের পূজা করেন। পূজিত হইয়া তাঁহারা স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। হে মহারাজ! পিতৃলোক দেবগণেরও দুর্লভ। তাঁহাদিগকে এইভাবে পূজিত হইয়া প্রস্থিত হইতে দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত মর্ত্ত্যপিতৃগণ দুঃখিত হইয়া দীনভাবে উত্তম স্তব, পিতৃসূক্ত ও বেদোক্ত তুষ্টিকর অপরাপর সূক্ত দ্বারা দীনভাবে তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ বলিলেন,—হে সংশিতব্রতগণ! আমরা আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আপনারা বলুন, আমরা আপনাদিগকে কোন্ অভীষ্ট প্রদান করিব? দুঃখিত মর্ত্ত্যপিতৃগণ বলিলেন,—আমরা মনুষ্যদিগের পিতৃদেবতা; স্বর্গে আগমন করিয়া স্বকর্ম্মের ফলে স্বর্গে দেবগণের সহিত বাস করিতেছি। ধ্বজপতাকা বিচিত্র বিমানে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বাঞ্ছিত লোকে বিচরণ করিতেছি। আমাদের বিমানে হংসবর্হিগণ বিচরণ করে। অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়া থাকে। গন্ধর্ব্বগণ গান করে; এবং গুহ্যকগণ স্তব করিয়া থাকে। কিন্তু দেবগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে আমাদের এমনি সুদারুণ তীব্র ক্ষুৎপিপাসা হয় যে, মনে হয়—যেন আমারা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; তখন মনে করি, মধুরালাপী বিবিধ বিহঙ্গ ও অপ্সরোগণকে কি আমরা ভক্ষণ করিব? আমাদের মধ্যে যদি কেহ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া কোন পক্ষীকে গুপ্তভাবে ভক্ষণার্থ হত্যা করিতে যায়, তাহা হইলে সে হত্যা করিতে পারে না; কারণ—স্বর্গীয় প্রাণিসমূহ অজরামর। নন্দনাদিবনে যে সকল মনোরম হস্তপ্রাপ্য ফলিত বৃক্ষ দেখা যায়, তাহার ফল যদি আমরা গ্রহণ করিতে যাই, যত্নপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেও তাহা বৃন্তচ্যুত হয় না। যদি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যত্ন সহকারে স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনীর জল পান করিতে উদ্যত হই, ঐ জল আমাদের হস্ত স্পর্শ করে না।১৬—৩১। আমরা এখানে কাহাকেও ভোজন বা পান করিতে দেখিতে পাই না! সুতরাং আমাদের স্বর্গবাস সুখকর নহে, দারুণ বিড়ম্বনাময় জানিবেন। ঐ দেখুন,—সুর এবং গুহ্যকগণ ক্ষুৎপিপাসা-পরিশূন্য ও নানাভোগ-সমাশ্রিত হইয়া বিমানবরে আরোহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বিচরণ করিতেছে, কবে আমরা উঁহাদের ন্যায় ক্ষুৎ-

কারণমেতদ্‌যৎ ক্ষুৎপিপাসা প্রজায়তে। ৩৫। আকস্মিকী চ বাধা নঃ কদাচিন্ন প্রণশ্যতি। তথা কুরুত ভদ্রং বো যথা তুষ্টিঃ প্রজায়তে। ৩৬। শাশ্বতী নো যথাস্তেষাং দেবানাং স্বর্গবাসিনাম্। যূয়ং হি পিতরো যস্মাদ্দেবানাং ভাবিতাত্মনাম্। ৩৭। বয়ঞ্চৈব মনুষ্যাণাং তেন বঃ শরণং গতাঃ। পিতর উচুঃ। অস্মাকমপি চৈবৈষা কষ্টাবস্থা প্রজায়তে ॥৩৮॥ শক্রাদ্যা বিবুধা ব্যগ্রাঃ শ্রাদ্ধং যচ্ছন্তি নো যদা। ততশ্চাগত্য তান্ সর্ব্বে দেবান সম্প্রার্থয়ামহে। ৩৯। ততস্তৃপ্তিং প্রগচ্ছামস্তৈর্দ্দৈবৈস্তর্পিতা বয়ম্। যুষ্মাকং বংশজা যে চ প্রযচ্ছন্তি সমাহিতাঃ। ৪০। কথং ন তৃপ্তিমায়াতাস্তে সর্ব্বে তৈঃ প্রতর্পিতাঃ। যত্র প্রমাদিভির্ব্বংশ্যৈর্ন তর্প্যন্তে কথঞ্চন। ৪১। ক্ষুৎপিপাসাকুলাঃ সর্ব্বে তে তদা স্যুর্ন সংশয়ঃ। কিং পুনর্নরকস্থা যে ধর্ম্মরাজনিবেশনে। ৪২। এতদ্ধি কারণং প্রোক্তং যুষ্মাকঞ্চ কথঞ্চন। ক্ষুৎপিপাসোদ্ভবং রৌদ্রং যুষ্মাভির্যদুদীরিতম্। ৪৩। তদস্মাকং বিভাগং চেদ্‌যূয়ং যচ্ছত সত্তমাঃ। সর্ব্ব কব্যস্য দত্তস্য তৎকুর্ম্মো বৈ হিতং শুভম্। ৪৪। ব্রহ্মাণং প্রার্থয়িত্বা চ স্বয়ং গত্বা তদন্তিকম্। বাঢমিত্যেব তৈরুক্তে তত্র আদায় তানপি। ৪৫। দিব্যাঃ পিতৃগণাঃ প্রাপ্তা বিধেঃ সদনমুত্তমম্। নান্দীমুখান্ পুরস্কৃত্য পিতৄন্ যাংস্তর্পয়েদ্বিধিঃ। ৪৬। সৃষ্টিকালে তু সম্প্রাপ্তে বৃদ্ধিকামঃ সুরেশ্বরঃ। অথ তৈঃ সহ তে সর্ব্বে স্তুত্বা তং কমলাসনম্। প্রণিপত্য স্থিতাঃ সর্ব্বে পিতরো বিনয়ান্বিতাঃ। ৪৭। পিতৄংস্তান্ বিনয়োপেতান্ প্রণিপাতপুরঃসরান্। বিধিঃ প্রোবাচ রাজেন্দ্র সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। ৪৮। ব্রহ্মোবাচ। কিমর্থং পিনরঃ সর্ব্বে সমায়াতা মমান্তিকম্। দেবতানাং ময়া সার্দ্ধং সম্পূজ্যাঃ সর্ব্বদা স্থিতাঃ। ৪৯। তথান্যেঽপি চ দৃশ্যন্তে যুষ্মাভিঃ সহ সঙ্গতাঃ। য এতে মানবাকারাঃ স্বল্পতেজোঽন্বিতাঃ স্থিতাঃ। ৫০। পিতর উচুঃ। পিতরো মানবা হ্যেতে স্বর্গং প্রাপ্তাঃ স্বকর্ম্মভিঃ। দেবানাং মধ্যসংস্থাশ্চ পীড্যন্তে ক্ষুৎপিপাসয়া। ৫১। যদা যচ্ছন্তি নো বংশ্যাঃ কব্যঞ্চৈব প্রমাদতঃ। তদা গচ্ছন্তি নো তৃপ্তিং যানৈর্যান্তি যথা সুরাঃ। ৫২।

পিপাসা-পরিশূন্য হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিব? আমাদের এরূপ ক্ষুৎ-পিপাসার কারণ কি? সম্ভবতঃ কখন আমাদের এই আকস্মিক কষ্টের অবসান হইবে না! হে দেবপিতৃগণ! যাহাতে আমরা স্বর্গবাসী দেবগণের ন্যায় শাশ্বতী তৃপ্তি লাভ করিতে পারি, আপনারা তাহা করুন। আপনারা পূতাত্মা দেবতাগণের পিতা; আর আমরা মনুষ্যগণের; এজন্য আমরা আপনাদের শরণ গ্রহণ করিয়াছি। দেবপিতৃগণ বলিলেন,—হে মর্ত্ত্যপিতৃগণ! শক্রাদি দেবগণ যখন আমাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান না করে, তখন আমাদেরও ঐরূপ কষ্টের দশা হইয়া থাকে। ঐ সময় আমরা দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করি, তাহারা আমাদিগকে তর্পিত করে, আমরাও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। আপনাদেরও বংশধরগণ আপনাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিয়া থাকে, তবে কি জন্য আপনারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না? বংশধরগণ ভ্রমবশতঃ যদি পিতৃগণকে তর্পিত না করে, তাহা হইলে পিতৃগণ ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে পিতৃগণ ধর্ম্মরাজনিকেতনে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? আপনারা আপনাদের ক্ষুধাপিপাসাসম্বন্ধীয় যে ভয়ঙ্কর কথা আমাদের নিকট বলিলেন এই আমরা তাহার কারণ বিবৃত করিলাম, হে সত্তমগণ! আপনারা যদি আমাদিগকে আপনাদের কার্য্যের ভাগ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া প্রার্থনা করিয়া আপনাদের হিত সাধন করিতে পারি। মর্ত্ত্যপিতৃগণ ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে দিব্য পিতৃগণ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিধাতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। পিতামহ সৃষ্টিবৃদ্ধি কামনায় তাঁহাদিগকে তর্পিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাকে স্তব ও প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পিতামহ তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে একান্তে অবস্থান করিতে দেখিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে পিতৃগণ! আপনারা মৎপ্রমুখ নিখিল দেবেরই পূজ্য; কিজন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছেন? আরও কতিপয় স্বল্পতেজ মানবাকার ব্যক্তিকে আপনাদের সঙ্গে দেখিতেছি, উহাঁরা কে? পিতৃগণ বলিলেন,—ইহাঁরা মানব পিতৃগণ; স্বকর্ম্মফলে স্বর্গে আসিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট পাইতেছেন। ইহাঁদের বংশধরগণ যখন প্রমাদবশতঃ ইহাঁদিগকে কব্য প্রদান না করে, তখন ইহারা তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, কেবল সুরগণের ন্যায় যানারোহণে বিচরণ করেন। ৩২-৫২। ইহাঁরা

ভবদৈতৈঃ প্রার্থনাস্মাকং কৃতা শাশ্বততৃপ্তয়ে। ন চ শক্তা বয়ং দাতুং তেন ত্বাং সমুপস্থিতাঃ। ৫৩। যদা স্যুর্দেবতা ব্যগ্রাস্তদাস্মাকমপি প্রভো। কব্যং বিনা ভবেদেষা দশা কষ্টা সুরেশ্বর। ৫৪। তস্মাৎ কুরু প্রসাদং নঃ সমমেতৈঃ সুরেশ্বর। যথা স্যাচ্ছাশ্বতী তৃপ্তিঃ স্বস্থানস্থায়িনামপি॥ ৫৫॥ এতেহস্মাকং প্রদাস্যন্তি কব্যং যন্নিজবংশজৈঃ। প্রদত্তং তেন সম্প্রাপ্তা বয়ং দেব ত্বদন্তিকম্। ৫৬॥ দেবানাঞ্চৈব যৎ কব্যং তন্নাস্মাকং প্রতৃপ্তয়ে। যতঃ ক্রিয়াবিহীনং তন্ন তেষাং বিদ্যতে ক্রিয়া। ৫৭॥ পিতৃনুদ্দিশ্য যৎ কব্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদীয়তে। স্নাতৈর্ধৌতাম্বরৈর্মর্ত্ত্যৈস্তস্তবেত্তৃপ্তিদং মহৎ। ৫৮। পিতৃণাং সর্ব্বদেবেশ ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ। ন স্নাতস্যাধিকারোহস্তি দেবানাঞ্চ দ্বিজাতিবৎ। ৫৯। পীযূষমপি তৈর্দ্দত্তং তেন নঃ স্যান্ন তৃপ্তয়ে। ৬০। তস্মাদস্মদবস্তৈর্মর্ত্ত্যৈ যথা কব্যৈঃ প্রজায়তে। স্বর্গস্থানং পরা তৃপ্তিঃ সমমেতৈস্তথা কুরু। ৬১। ভর্তৃযজ্ঞ উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা সুচিরং ধ্যাত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। তানুবাচ ততঃ সর্ব্বান্ পিতৄন্ পার্থিবসত্তম। ৬২। ব্রহ্মোবাচ। অস্মিংস্ত্রেতাযুগে সংজ্ঞা হব্যকব্যসমুদ্ভবা। সম্প্রয়াতা যুগে যুগে কলৌ ন প্রভবিষ্যতি। ৬৩। যথাযথা যুগানাঞ্চ হ্রাস এব ভবিষ্যতি। তথাতথা জনা দুষ্টা ভবিষ্যন্ত্যন্ত্যভক্তিকাঃ। ৬৪। ন দাস্যন্তি যথোক্তানি তে কব্যানি কথঞ্চন। ততঃ কষ্টতরাবস্থা পিতৃণাং সম্ভবিষ্যতি। ৬৫। তস্মাদহং করিষ্যামি সুখোপায়ং শরীরিণাম্। যেন সন্তর্পিতা যূয়ং পরাং তৃপ্তিমবাপ্স্যথ ৬৬। পিতুঃ পিতামহস্যৈব তৎপিতুশ্চ ততঃ পরম্। সমুদ্দেশেন দত্তেন ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রভক্তিতঃ। ৬৭। সর্ব্বেষাং স্যাৎ পরা তৃপ্তির্যাবদ্ব্রাং পিতরোহধুনা। তথা মাতামহানাঞ্চ পক্ষে নাস্ত্যত্র স শয়ঃ। ৬৮। ত্রিভিঃ তন্তর্পিতাস্তেহপি তর্পিতাঃ স্যুর্ব্রহ্মাবধি। যুষ্মাকং তৃপ্তয়ে যশ্চ সুখোপায়ো

আমাদের নিকট শাশ্বতী তৃপ্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, আমারা তাহা দান করিতে সক্ষম নহি; এজন্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আরও এক কথা এই যে, যখন দেবগণ ব্যগ্র থাকেন, তখন কব্য বাতিরেকে আমাদেরও এতাদৃশ কষ্টতরা দশা উপস্থিত হয়। হে সুরেশ্বর! অতএব যাহাতে আমরাও স্বস্থানে থাকিয়া ইঁহাদের সহিত শাশ্বতী তৃপ্তি লাভ করিতে পারি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন, ইঁহারা যাহাতে স্বীয় বংশধরগণপ্রদত্ত কব্যাংশ আমাদিগকে প্রদান করেন, আপনি তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। এই নিমিত্তই আপনার নিকট আমরা উপস্থিত হইয়াছি। দেবপ্রদত্ত কব্যে আমাদের তৃপ্তি হয় না; কারণ তাঁহারা ক্রিয়াবিহীন; কখনও তাঁহাদের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। স্নাত মর্ত্ত্য ধৌত বসন যুগল ধারণ করিয়া পিতৃ উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে যে কব্য প্রদান করে, তাহাতে আমরা অতীব তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। হে সর্ব্বদেবেশ্বর! এইরূপ বৈদিকী শ্রুতি আছে যে, স্নাত দ্বিজের ন্যায় দেবতাদিগেরও কব্য প্রদানে অধিকার নাই। দেবগণ অমৃত প্রদান করিলেও তাহাতে আমাদের তৃপ্তি লাভ হয় না। হে দেব! অতএব আমরা যাহাতে স্বর্গে থাকিয়া মর্ত্ত্য পিতৃগণের সহিত মানবপ্রদত্ত কব্যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি, আপনি তাহা করুন। ভর্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে পার্থিবসত্তম! মর্ত্ত্য পিতৃ ও দিব্য পিতৃ, এই উভয় পিতৃগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পিতামহ কিয়ৎকাল চিন্তার পর তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে পিতৃগণ! এই ত্রেতাযুগ লইয়া দুই যুগ হইল হব্যকব্যের নাম চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু কলিযুগে ইহার প্রভাব থাকিবে না। যেমন যেমন যুগের হ্রাস হইবে, তেমনি তেমনি জনগণ কলুষিতচিত্ত হইয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া অন্যাসক্ত হইবে। তাহারা কোন প্রকারে বিধিপূর্ব্বক পিতৃ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে না; ঐ সময় পিতৃগণের ক্লেশকরী দশা উপস্থিত হইবে। অতএব যাহাতে আপনারা সন্তর্পিত হইয়া সুখে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন, এ বিষয়ে আমি মানবগণের উপর এক নিয়ম স্থাপন করিব। জনগণ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই যাবৎ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল পিতৃগণই তৃপ্তি লাভ করিবেন। মাতামহ প্রভৃতির পক্ষেও এই একই ব্যবস্থা; ইহাতে কোন সংশয় নাই।৫৩-৬৮। মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দান করিলেই ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল মাতামহবংশীয় পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করিবেন। হে মহাভাগগণ! আপনাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আর একটী সুখোপায় বলিতেছি, শ্রবণ

ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥ তং শৃণুধ্বং মহাভাগা গদতো মম সাম্প্রতম্। পিতৄনন্নেন যেনৈব সমুদ্দিশ্য দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৭০ ॥ তর্পয়িষ্যন্তি তেনৈব পিণ্ডান্ দাস্যন্তি ভক্তিতঃ। তয়া তেন বস্তৃপ্তিঃ শাশ্বতী সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥ তস্মাদ্গচ্ছত সন্তুষ্টাঃ স্বানি স্থানানি পূর্ব্বজাঃ ॥ ৭২ ॥ ততস্তে সহিতাস্তেন স্বানি স্থানানি ভেজিরে। বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্গত্বা পার্থিবসত্তম ॥ ৭৩ ॥ অথ সঙ্গচ্ছতা রাজন্ কালেন মহতা ততঃ। তচ্চাপি ন দত্তং শ্রাদ্ধং মর্ত্ত্যাস্ত্রিপুরুষঞ্চ যৎ ॥ ৭৪ ॥ নিত্যং পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য বহবোঽত্র নরাধিপ। কব্যভাগান্ পুনস্তেষাং তথা পূর্ব্বং যথা নৃপ ॥ ৭৫ ॥ ক্ষুৎপিপাসোদ্ভবা পীড়া মহতী সমজায়ত। তেষাঞ্চ দৈবিকানাঞ্চ পিতৄণাং নৃপসত্তম ॥৭৬॥ সমেত্যাথ পুনঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। প্রোচুশ্চ প্রণিপত্যোচ্চৈঃ সুদীনাঃ প্রপিতামহম্ ॥ ৭৭ ॥ ভগবন্ন প্রযচ্ছন্তি নিত্যং নো বংশসম্ভবাঃ। শ্রাদ্ধানি দৌঃস্থ্যাশমাস্তেন সীদামহে বিভো ॥ ৭৮ ॥ যথা পূর্ব্বং তথা দেব তদুপায়ং প্রচিন্তয়। কশ্চিদ্যেন দরিদ্রা বৈ প্রীণয়ন্তি চ তে পিতৄন্ ॥ ৭৯ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা তানাহ প্রপিতামহঃ। কৃপাবিষ্টো মহারাজ সর্ব্বান্ পিতৃগণাং-স্তথা ॥ ৮০ ॥ সত্যমেতন্মহাভাগা দৌঃস্থ্যং যাতি দিনেদিনে। জনা যথাযথা যান্তি যুগাঃ শ্রেষ্ঠাঃ চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ৮১ ॥ তথাপি চ করিষ্যামি যুষ্মদর্থমসংশয়ম্। উপায়ং লঘু সংতৃপ্তির্যেন বোঽত্র ভবিষ্যতি ॥ ৮২ ॥ অমা নাম রবে রশ্মিসহস্রপ্রমুখঃ স্থিতঃ। তস্মিন্ বসতি যেনেন্দুরমাবাস্যা ততঃ স্মৃতা ॥ ৮৩ ॥ তস্মিন্নহনি যে শ্রাদ্ধং পিতৄনুদ্দিশ্য চাত্মনঃ। করিষ্যন্তি নরা ভক্ত্যা তে ভবিষ্যন্তি সুস্থিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ ধনধান্যসমোপেতাঃ সর্ব্বশত্রুবিবর্জ্জিতাঃ। অপমৃত্যুপরিত্যক্তা মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ৮৫ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বভূবুর্হৃষ্টমানসাঃ। পিতরঃ কব্যমাসাদ্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৮৬ ॥ যযুঃ স্বানি নিকেতানি প্রেষিতাঃ পদ্মযোনিনা। অমাবাস্যাদিনং প্রাপ্য শ্রাদ্ধং দত্তং স্ববংশজৈঃ ॥ ৮৭ ॥ সংতৃপ্তা মাসমাত্রং চ তস্থুঃ সন্তুষ্টমানসাঃ। গচ্ছতা ত্বথ কালেন দৌঃস্থ্যং প্রাপ্য নরা ভুবি। দর্শেঽস্মিন্নপি নো শ্রাদ্ধং প্রায়ঃ কুর্ব্বন্তি কেচন ॥ ৮৮ ॥ ততঃ পিতৃগণাঃ সর্ব্বে যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ। ক্ষুৎপিপাসাকুলা ভূয়ো ব্রহ্মাণং শরণং

করুন,—জনগণ পিতৃ-উদ্দেশে যে অন্ন দ্বিজোত্তমগণকে দান করিবেন, সেই অন্নে পিণ্ড প্রস্তুত করিয়াই তাহারা নামোল্লেখপূর্ব্বক পিতৃগণকে অর্পণ করিবে। ইহাতে আপনাদের চিরতৃপ্তি লাভ হইবে। অধুনা আপনারা সন্তুষ্ট মনে স্ব স্ব ভবনে গমন করুন। পিতামহ এই কথা বলিলে পিতৃগণ সূর্য্য-সঙ্কাশ বিমানে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। হে পার্থিবসত্তম! উক্ত নিয়মে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে জনগণ তিন পুরুষ পর্য্যন্তও শ্রাদ্ধ প্রদান করিল না। পিতৃগণের কব্যাংশ পুনরায় পূর্ব্ববৎ রহিত হইল। তাঁহাদের উভয় গণই ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। পুনরায় তাঁহারা দীনভাবে পিতামহের নিকট আগমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন; বলিলেন,—হে ভগবন্! পুনরায় আমাদের বংশধরগণ ভিন্ন আমাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা রহিত করিয়াছে। এজন্য আমরা পূর্ব্ববৎ অতি দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আপনি এই দুঃখনাশের এমন কোন উপায় বিধান করুন, যাহাতে দরিদ্রগণও শ্রাদ্ধাদি প্রদান করিয়া পিতৃলোককে প্রীণিত করে। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে মহারাজ! পিতামহ পিতৃগণের কথা শুনিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; শ্রেষ্ঠ যুগ সকল যেমন যেমন অতীত হইয়া যাইতেছে, তেমনি তেমনি জনগণ অত্যন্ত দুঃস্থ হইয়া পড়িতেছে। তথাপি অতি সত্বর আমি আপনাদের এই দুঃখনাশের উপায় বিধান করিতেছি। "অমা" নামক রবির সহস্র রশ্মি আছে; তাহাতে ইন্দু বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে অমাবাস্যা। যে জন ঐ দিনে স্বীয় পিতৃদেবতাদিগকে ভক্তির সহিত শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সে অনাময়, সুস্থ, ধন-ধান্যসমোপেত, শত্রুবর্জ্জিত ও অপমৃত্যুরহিত হইয়া থাকে। ৬৯—৮৫। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—পিতামহের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণ অন্তরের সহিত আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর পদ্মযোনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে তাহারা স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। পিতামহের বাক্যানুসারে তাঁহাদের বংশধরগণ অমাবাস্যাদিনে শ্রাদ্ধ প্রদান করিল। ইহাতে তাঁহারা একমাস মাত্র পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর নরগণ বহুকাল পরে দারিদ্র্য বশত কেহই আর ঐ অমাবস্যা দিনেও শ্রাদ্ধ প্রদান করিল না। তখন তাঁহারা পুনরায়

গতাঃ॥ ৮৯॥ প্রোচুশ্চ প্রণিপত্যোচ্চৈস্তে সমেতাঃ পিতামহম্। পরমং দৈন্যমাস্থায় বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ৯০॥ ভগবন্নির্মুক্তয়ে শ্রাদ্ধং প্রোক্তং মাসং ত্বয়া বিভো। অস্মাকং প্রীণনার্থায় যৎকরিষ্যন্তি মানবাঃ॥ ৯১॥ দৌঃস্থ্যাত্তদপি নো কুর্য্যুঃ প্রায়শস্ত পিতামহ। তেনাস্মাকং পরা পীড়া ক্ষুৎপিপাসা-সমুদ্ভবা॥ ৯২॥ তস্মাৎ কুরু প্রসাদং নো যথা পূর্ব্বং সুরেশ্বর। তথাপি দুঃস্থতাভাজস্তর্পয়িষ্যন্তি নোঽধুনা॥ ৯৩॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। অথ ব্রহ্মাপি সঞ্চিন্ত্য তানুবাচ কৃপান্বিতঃ। যুষ্মদর্থং ময়োপায়-শ্চিন্তিতঃ পিতরো লঘুঃ॥ ৯৪॥ যেন তৃপ্তিং পরাং যূয়ং গমিষ্যথ পিত্রীশ্বরাঃ। অমাবাস্যোদ্ভবং শ্রাদ্ধম-লব্ধাপি চ বৎসরম্॥ ৯৫॥ যথা মম প্রসাদেন তচ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ। আষাঢ্যা পঞ্চমে পক্ষে কন্যাসংস্থে দিবাকরে॥ ৯৬॥ মৃতাহনি পুনর্যো বৈ শ্রাদ্ধং দাস্যতি মানবঃ। তস্য সংবৎসরং যাবত্তৃপ্তাঃ স্যুঃ পিতরো ধ্রুবম্॥ ৯৭॥ এবং জ্ঞাত্বা করিষ্যন্তি প্রেতপক্ষে নরা ভুবি। শ্রাদ্ধং যূয়ং ন সন্দেহো ভবিষ্যথ সুতর্পিতাঃ॥ ৯৮॥ যাবৎ সংবৎসরং তেন একেনাপি তু সত্তমাঃ। তাস্মন্নপি চ যঃ শ্রাদ্ধং যুষ্মাকং ন প্রদাস্যতি॥ ৯৯॥ শাকেনাপি দরিদ্রো-ঽসাবন্ত্যজত্বমুপেষ্যতি। আসনং শয়নং ভোজ্যং স্পর্শং সম্ভাষণং তথা॥ ১০০॥ যে করিষ্যন্তি তৈঃ সার্দ্ধং তেঽপি পাপতমা নরাঃ। ন তেষাং সন্ততি-র্বৃদ্ধিং সম্প্রযাস্যতি কর্হিচিৎ॥ ১০১॥ ন সুখং ধন-ধান্যঞ্চ তেষাং ভাবি কথঞ্চন। তস্মাদ্গচ্ছত চাব্যগ্রাঃ স্বস্থান পিতরো দ্রুতম্॥ ১০২॥ কলি-কালেঽপি সম্প্রাপ্তে দারুণে নির্দ্ধনে জনে। বর্ষান্তে শ্রাদ্ধমেকং হি প্রকরিষ্যন্তি মানবাঃ॥ ১০৩॥ যেনা-খিলং ভবেদ্বর্ষং যুষ্মাকং প্রীতিকৃত্তমা॥ ১০৪॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা পিতরো হৃষ্টা জগ্মুঃ স্বং স্বং নিকেতনম্। বর্ষান্তেঽপি সমাসাদ্য শ্রাদ্ধং ন স্যুর্বুভুক্ষিতাঃ॥ ১০৫॥ অথ যেঽত্র দুরাত্মানো নিঃশঙ্কাঃ কৃপণাত্মকাঃ। কলিনা মোহিতাঃ শ্রাদ্ধং বৎসরান্তেঽপি নো দদুঃ॥ ১০৬॥ তেষাং তু পিতরো ভূয়ো দিব্যৈঃ পিতৃভিরন্বিতাঃ। ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ প্রোচুস্তে দীনমানসাঃ॥ ১০৭॥ ভগ-বন বৎসরান্তেঽপি কন্যাসংস্থে দিবাকরে। নাস্মাকং

উভয়গণে মিলিত হইয়া ক্ষুৎ-পিপাসাশান্তির নিমিত্ত ভগবান্ পিতামহ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপুরঃসর বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে দীনভাবে বলিলেন,—হে দেব! আপনি আমাদের প্রীণনার্থ প্রতিমাসে অমাবস্যা তিথিতে যে শ্রাদ্ধ বিধান করিয়াছিলেন, যাহা আপনার আদেশে মানবগণ করিতেছিল, তাহা দারিদ্র্য বশতঃ তাহারা আর প্রায় করিতে পারে না। এজন্য ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালায় আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। হে সুরেশ্বর! যাহাতে দুঃস্থ নরগণও আমাদিগকে প্রীণিত করিতে পারে, এইরূপে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবস্থা করিয়া দেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—পিতৃগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ কিয়ৎকাল চিন্তার পর সদয়ভাবে বলিলেন,—হে পিতৃদেবগণ! আমি আপনাদের জন্য এক উপায় চিন্তা করিলাম; ইহাতে আপনারা আমার প্রসাদে অমাবস্যা-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকেও সংবৎসর যাবৎ তৃপ্তি-লাভ করিবেন। এই উপায় যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে পঞ্চম পক্ষে সূর্য্য কন্যারাশিতে গমন করিলে এবং মৃত তিথিতে যে মানব শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহার পিতৃ-লোক নিশ্চয়ই সংবৎসর যাবৎ তৃপ্তিলাভ করেন। ইহা জানিয়া ভূতলে নরগণ শ্রাদ্ধ করিবে। আপনারাও এই একমাত্র শ্রাদ্ধ দ্বারাই সংবৎসর যাবৎ তৃপ্তি লাভ করিবেন। যে মানব প্রেতপক্ষে ও মৃতাহে অভাবপক্ষে শাক দ্বারাও শ্রাদ্ধ না করে, সে অন্ত্যজ-যোনি লাভ করিয়া দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল মানব ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠায়ীদিগের সহিত আসন, শয্যা, ভোজ্য, স্পর্শ ও সম্ভাষণ-সম্বন্ধ রাখে, তাহারা মহাপাতকী হইয়া থাকে তাহাদের সন্তান-বৃদ্ধি, সুখ, ও ধনধান্য কখন হয় না। হে পিতৃগণ! অধুনা আপনারা স্বস্থানে গমন করুন। দারুণ কলি-কাল উপস্থিত হইলে জনগণ প্রায়ই নির্দ্ধন হইবে। তখন তাহারা সংবৎসরের মধ্যে কেবল একদিন মৃত-তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে আপনাদের সংবৎসরব্যাপিনী প্রীতি লাভ হইবে। ৮৯—১০৪। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণ স্ব স্ব নিকেতনে গমন-পূর্ব্বক বর্ষান্তে বর্ষান্তে শ্রাদ্ধ-ভোজন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যে সকল মর্ত্ত্য নিতান্ত দুরাত্মা, নিঃশঙ্ক, কৃপণ ও কলি-গ্রস্ত, তাহারা বৎসরান্তেও শ্রাদ্ধ প্রদান করিত না। তাহাদের পিতৃগণ পুনরায় দিব্য পিতৃগণের সহিত দীনমনে ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিয়া বলি-

বংশজাঃ শ্রাদ্ধং প্রযচ্ছন্তি দুরাত্মকাঃ। ১০৮। তেন সম্পীড়িতা দেব ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলাঃ। বয়ং শরণমাপন্নাস্ত্বৎপ্রতীকারমাচর। ১০৯। যথা পূর্ব্বং মহাভাগ বদোপায়ং লঘূত্তমম্। একাহিকেন শ্রাদ্ধেন যেনাস্মাকং হি শাশ্বতী। প্রীতিঃ সঞ্জায়তে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর। ১১০। বংশক্ষয়েঽপি সঞ্জাতে হ্যস্মাকং পতনং ভবেৎ। ১১১। ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চিরং ধ্যাত্বা পিতামহঃ। কৃপয়া পরয়াবিষ্টস্ততঃ প্রোবাচ সাদরম্। ১১২। ব্রহ্মোবাচ। অন্যো যুষ্মৎপ্রতুষ্ট্যর্থমুপায়শ্চিন্তিতো ময়া। স লঘুর্যেন বোহত্যন্তং তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী। ১১৩। গয়াশিরঃ সমাসাদ্য শ্রাদ্ধং দাস্যন্তি যেঽত্র বঃ। অপ্যেকং তৎপ্রভাবেন দিব্যাং গতিমবাপ্স্যথ। ১১৪। অপি পাপাত্মনঃ পুংসো ব্রহ্মঘ্নস্যাপি দেহিনঃ। অপি রৌরবসংস্থস্য কুম্ভীপাকগতস্য চ। ১১৫। প্রেতত্বভাগতস্যাপি যস্য শ্রাদ্ধং প্রদাস্যতি। গয়াশিরসি বংশস্থস্তস্য মুক্তির্ভবিষ্যতি। ১১৬। এতন্মম বচঃ শ্রুত্বা সাম্প্রতং ভুবি মানবাঃ। নিঃস্বা অপি করিষ্যন্তি শ্রাদ্ধমেকং হি তত্র চ। গয়াশিরসি সুব্যক্তং যুষ্মাকং মুক্তিদায়কম্। ১১৭। ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা পিতরস্তস্য বচনং পরমেষ্ঠিনঃ। অনুজ্ঞাতাস্ততস্তেন স্বানি স্থানানি ভেজিরে। ১১৮। ততঃপ্রভৃতি শ্রাদ্ধানি প্রবৃত্তানি ধরাতলে। পিণ্ডদানসমেতানি যাবদাপুরুষত্রয়ম্। ১১৯। পূর্ব্বং ব্রহ্মাদিতঃ কৃত্বা যে কেচিৎ পুরুষা গতাঃ। পরলোকং সমুদ্দিশ্য তান্নরান্ শক্তিতো নৃপ। ১২০। তৎসংখ্যানাং দ্বিজেন্দ্রাণাং দত্তবন্তোঽপি বাঞ্ছিতম্। অদৈবত্যমিদং শ্রাদ্ধং দরিদ্রাণাং সুখাবহম্। ১২১। পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ মনুষ্যাণাং সুতৃপ্তিদম্। তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং পুরুষেণ বিজানতা। ১২২। পিতৃণাং বাঞ্ছতা তৃপ্তিং কালেষ্বেতেষু যত্নতঃ। গয়াশ্রাদ্ধং বিশেষেণ লোকদ্বয়মভীপ্সতা। ১২৩। ন দদাতি নরঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণাং চন্দ্রসংক্ষয়ে। ক্ষুৎপিপাসাপরীতাঙ্গাঃ পিতরস্তস্য দুঃখিতাঃ। ১২৪। প্রেতপক্ষং প্রতীক্ষন্তে গুরুবাঞ্ছাসমন্বিতাঃ। কর্ষুকা জলদং যদ্বদ্দিবানক্তমতন্দ্রিতাঃ। ১২৫। প্রেতপক্ষে ব্যতিক্রান্তে যাবৎ কন্যাং গতে রবিঃ। তাবচ্ছ্রাদ্ধঞ্চ বাঞ্ছন্তি দত্তং স্বৈঃ পিতরঃ সুতৈঃ। ১২৬। ততস্তুলাগতে-

---

লেন,—হে দেব! বৎসরান্তে ও কন্যারাশিস্থ দিবাকরে দুরাত্মা বংশধরগণ আমাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে না। এজন্য ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া পুনরায় আপনার শরণ লইলাম, আপনি আমাদের প্রতিকার বিধান করুন। হে মহাভাগ! আপনার প্রসাদে যাহাতে ঐকাহিক শ্রাদ্ধ দ্বারা আমাদের শাশ্বতী তৃপ্তি হয়, আপনি তাহার উত্তম উপায় সত্বর উদ্ভাবন করুন। আরও দেখুন, —বংশক্ষয়ে আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—পিতামহ তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানান্তে কৃপাপূর্ব্বক সাদরে বলিলেন, —আপনাদের তুষ্টির জন্য আমি আর একটী অতি সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছি। বংশধরগণ গয়াশিরে একবার মাত্র আপনাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিলে আপনারা দিব্য গতিলাভ করিবেন। বংশধরগণ পাপাত্মা, ব্রহ্মঘাতী, নরকস্থ, কুম্ভীপাকগত এবং প্রেতভাবপ্রাপ্ত পিতৃলোকেরও যদি গয়াশিরে পিণ্ড প্রদান করে, তাহা হইলে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতলস্থ মানবগণ নিঃস্ব হইলেও গয়াশিরে পিণ্ড প্রদান করিবে; ইহাতে নিশ্চয়ই আপনারা মুক্তিলাভ করিবেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—পিতৃগণ ভগবান্ ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে আপন আপন আবাসে গমন করিলেন। অতঃপর ধরাতলে পুরুষত্রয় পর্য্যন্ত পিণ্ডদানের সহিত শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে যে সকল মানব মুক্তি কামনা করিয়া ব্রহ্মাদি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, পিতৃগণ যথাশক্তি তাঁহাদিগকে বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন। এই শ্রাদ্ধ অদৈবত, দরিদ্রদিগের সুখাবহ, এবং দেব-পিতৃ ও মনুষ্যগণের সুতৃপ্তিপ্রদায়ক। অতএব জ্ঞানবান্ মানব পিতৃলোকের তৃপ্তি কামনা করিয়া বর্ত্তমানকালে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিবেন। বিশেষতঃ ইহপরকালেচ্ছু ব্যক্তি গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। মানবগণ যদি অমাবস্যায় পিতৃশ্রাদ্ধ না করে, তাহা হইলে পিতৃগণ ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকেন। কৃষক যেমন দিবারাত্র অতন্দ্রিতভাবে মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে, তদ্রূপ পিতৃগণ অসীম আশাপোষণ করিয়া প্রেতপক্ষের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। পিতৃগণ প্রেতপক্ষে সবিতার কন্যারাশিতে গমন পর্য্যন্ত পুত্রদত্ত শ্রাদ্ধপ্রাপ্তির কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। এই সময় তাঁহারা পুত্র-প্রদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত

ছপ্যেকে সূর্য্যে বাঞ্ছন্তি পার্থিব। শ্রাদ্ধং স্ববংশজৈর্দত্তং ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলাঃ॥ ১২৭॥ তস্মিন্নপি ব্যতিক্রান্তে কালে চালিং গতে রবৌ। নিরাশাঃ পিতরো দীনাস্ততো যান্তি নিজালয়ম্॥ ১২৮॥ মাসদ্বয়ং প্রতীক্ষন্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ। বায়ুভূতাঃ পিপাসার্ত্তাঃ ক্ষুৎক্ষামাঃ পিতরো নৃণাম্॥ ১২৯॥ যাবৎ কন্যাগতঃ সূর্য্যস্তুলাস্থশ্চ মহীপতে। তথা দর্শদিনে তদ্বদ্ব্রহ্মণো বচনান্নৃপ॥ ১৩০॥ তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং সদা কার্য্যং পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা। তিলোদকং বিশেষেণ যথা ব্রহ্মবচো নৃপ॥ ১৩১॥ বিত্তাভাবেঽপি দর্শায়াং শ্রাদ্ধং দেয়ং বিপশ্চিতা। তদভাবে চ কন্যায়াং সংস্থিতে দিবসাধিপে॥ ১৩২॥ তদভাবে গয়ায়াঞ্চ সকৃচ্ছ্রাদ্ধং হি নির্ব্বপেৎ। যেন নিত্যং প্রদত্তস্য শ্রাদ্ধস্য ফলমশ্নুতে॥ ১৩৩॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি নরাধিপ। যেনৈতৎ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং জনৈঃ পিতৃপরায়ণৈঃ॥ ১৩৪॥ অমাবাস্যাং বিশেষেণ প্রেতপক্ষে চ পার্থিব॥ ১৩৫॥ যশ্চৈতাং শৃণুয়াৎ পুণ্যাং শ্রাদ্ধোৎপত্তিঃ পঠেচ্চ বা। স সর্ব্বদোষনির্ম্মুক্তঃ শ্রাদ্ধদানফলং লভেৎ॥ ১৩৬॥ শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্যস্তু শ্রাদ্ধোৎপত্তিমিমাং নরঃ। অক্ষয়ং তদ্ভবেচ্ছ্রাদ্ধং সর্ব্বচ্ছিদ্রবিবর্জ্জিতম্॥ ১৩৭॥ অসদ্দ্রব্যেণ বা চীর্ণমনর্হৈর্ব্রাহ্মণৈরপি। অভুক্তং কামহীনং বা মন্ত্রহীনমথাপি বা॥ ১৩৮॥ সর্ব্বং সম্পূর্ণতাং যাতি কীর্ত্তনাৎ পার্থিবোত্তম। অস্যাঃ শ্রাদ্ধসমুৎপত্তেঃ কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাদপি॥ ১৩৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রাদ্ধোৎপত্তিবর্ণনং নাম ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৬॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। বিধিনা যেন কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং সর্ব্বং মুনীশ্বর। তমাচক্ষ্ব কার্ৎস্ন্যেন শ্রদ্ধা মে মহতী স্থিতা॥ ১॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধস্য বিধিমুত্তমম্। পিতৃণাং তুষ্টিদং নিত্যং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্॥ ২॥ স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতৈর্বিত্তৈঃ শ্রাদ্ধকার্য্যাণি চাহরেৎ। মায়াদিভির্ন চৌর্য্যেণ ন চ্ছলাপ্তৈর্ন বঞ্চনৈঃ॥ ৩॥ স্ববৃত্ত্যো-

---

না হইলে সূর্য্যের তুলারাশিগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। বংশধরগণ যদি এ সময় শ্রাদ্ধ প্রদান না করে, তাহা হইলে তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া পড়েন। এবং সবিতার বৃশ্চিকরাশিপ্রয়াণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পরে দীনমানসে নিজাবাসে গমন করিয়া থাকেন। হে মহীপতে! ক্ষুৎক্ষাম পিপাসার্ত্ত পিতৃগণ শ্রাদ্ধভোজনাশায় ব্রহ্মবাক্যে কন্যাগত দিবাকর ও তুলারাশিস্থ দিবাকর এই মাসদ্বয় কাল যাবৎ এবং অমাবস্যা তিথিতে বায়ুরূপে মানবগণের দ্বারে কাল প্রতীক্ষা করেন। অতএব ব্রহ্মবাক্যানুসারে সকলেরই পিতৃতৃপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধ করা উচিত। বিশেষতঃ তিলোদক অর্পণ করা কর্ত্তব্য। বিত্তজন অর্থাভাবেও অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে। তদভাবে কন্যারাশিস্থ দিবাকরে তদভাবে গয়ায় গিয়াও একবার মাত্র শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে। গয়ায় একবারমাত্র শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে নিত্য প্রদত্ত শ্রাদ্ধের ফললাভ হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পিতৃপরায়ণ জনগণকে যে কারণে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, বিশেষতঃ তাহারা অমাবস্যা ও প্রেতপক্ষে যে জন্য শ্রাদ্ধ করে, এই সমুদয় আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব এই পবিত্রপুণ্যা শ্রাদ্ধোৎপত্তি কথা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্ব দোষনির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে নর শ্রাদ্ধকালে এই শ্রাদ্ধোৎপত্তি কথা পাঠ করে, তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলপ্রদ ও অচ্ছিদ্র হয়। হে পার্থিবোত্তম! শ্রাদ্ধ অসদ্দ্রব্যানুষ্ঠিত, অযোগ্যব্রাহ্মণসম্পাদিত, ব্রাহ্মণভোজনবিরহিত, কামহীন ও মন্ত্রহীন হইলেও এই শ্রাদ্ধোৎপত্তি কথা শ্রবণ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যে তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০৫—১৩৯।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৬।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত বলিলেন,—হে মুনীশ্বর! যে বিধানে শ্রাদ্ধ সকল করিতে হয়, আপনি তাহা অশেষ প্রকারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন; ইহা শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি শ্রাদ্ধের উত্তম বিধি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। এই শ্রাদ্ধ পিতৃলোকদিগের নিত্য তুষ্টিদায়ক এবং মানবগণের সর্ব্বকামপ্রদ। স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যজাত আহরণকরিতে হয়। মায়া, চৌর্য্য, ছল বা প্রতা-

পার্জ্জিতৈর্বিত্তৈঃ শ্রাদ্ধদ্রব্যং সমাহরেৎ সুপ্রতিগ্রহজৈর্দ্রব্যৈর্ব্রাহ্মণানাং বিশিষ্যতে ॥ ৪ ॥ রক্ষণাপ্তৈর্নরেন্দ্রস্ত বৈশ্যস্ত ক্ষেত্রসম্ভবৈঃ। শূদ্রস্ত পণ্যলব্ধৈশ্চ শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং প্রযুজ্যতে ॥ ৫ ॥ এবং বুদ্ধিসমোপেতস্তে দ্রব্যে প্রাপ্তে গৃহান্তিকম্। পূর্ব্বেহ্নঃ সায়মাসাদ্য শ্রাদ্ধার্হাণাং দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৬ ॥ গৃহং গত্বা শুচির্ভূত্বা কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। আমন্ত্রয়েদ্‌যতীন্ পশ্চাৎ স্নাতকান্ ব্রহ্মকর্ম্মিণঃ ॥ ৭ ॥ তদভাবে গৃহস্থাংশ্চ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণান্। অগ্নিহোত্রপরান্ বিপ্রান্ বেদবিদ্যাবিচক্ষণান্ ॥ ৮ ॥ শ্রোত্রিয়াংশ্চ তথা বৃদ্ধান্ ষট্‌কর্ম্মনিরতান্ সদা। বহুভৃত্যকুটুম্বাংশ্চ দরিদ্রান্ সংযুতান্ গুণৈঃ ॥ ৯ ॥ অব্যঙ্গান্ রোগনির্ম্মুক্তান্ জিতাহারাংস্তথা শুচীন্। এতে সুব্রাহ্মণা রাজন্ শ্রাদ্ধার্হাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০ ॥ অনর্হা যে চ নির্দ্দিষ্টাঃ শৃণু তানপি বচ্মি তে। হীনাঙ্গানধিকাঙ্গাংশ্চ সর্ব্বভক্ষানিরাকৃতীন্ ॥ ১১ ॥ শ্যাবদন্তান্ বৃথাদন্তান্ বেদবিক্রয়কারকান্। বেদবিপ্লবকান্ বাপি বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতান্ ॥ ১২ ॥ কুনখান্ রোগসংযুক্তান্ দুর্নিগ্নান্ পরহিংসকান্। জনাপবাদসংযুক্তান্নাস্তিকানৃতকানপি ॥ ১৩ ॥ বার্দ্ধুষিকান্ বিকর্ম্মস্থান্ শৌচাচারবিবর্জ্জিতান্। অতিদীর্ঘান্ কৃশান্ বাপি স্থূলানপি চ লোমশান্ ॥ ১৪ ॥ নির্লোমান্ বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধে য ইচ্ছেৎ পিতৃগৌরবম্। পরদাররতা যে চ তথা যো বৃষলীপতিঃ ॥ ১৫ ॥ বন্ধ্যা বৈ বৃষলী প্রোক্তা বৃষলী চ মৃতপ্রজা। অপরা বৃষলী প্রোক্তা কুমারী যা রজস্বলা ॥ ১৬ ॥ ষণ্ডো মলিম্লুচো দম্ভী রাজপেশুক্তবৃত্তয়ঃ। সগোত্রায়াশ্চ সম্ভূতস্তথৈকপ্রবরাসুতঃ ॥ ১৭ ॥ কনিষ্ঠঃ প্রাক্ কৃতাধানঃ কৃতোদ্বাহশ্চ প্রাক্‌ চ যঃ। তথা প্রাগ্দীক্ষিতো যশ্চ স ত্যাজ্যো গৃহসংযুতঃ ॥ ১৮ ॥ পিতৃমাতৃপরিত্যাগী তথাচ গুরুতল্পগঃ। নির্দ্দোষাং যস্ত্যজেৎ পত্নীং কৃতঘ্নো যশ্চ কর্দ্দুকঃ ॥ ১৯ ॥ শিল্পজীবী প্রমাদী চ পণ্যজীবী কৃতায়ুধঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধে যেষাং নো জ্ঞায়তে কুলম্ ॥ ২০ ॥ অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যে শস্তাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। যে ব্রাহ্মণাঃ পুরা খ্যাতাঃ পাপানাং পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥ ২১ ॥ ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ। যশ্চ বিদ্যাব্রতস্নাতো ধর্ম্মদ্রোণস্ত পাঠকঃ ॥ ২২ ॥ পুরাণজ্ঞস্তথা জ্ঞানী বিজ্ঞেয়ো জ্যেষ্ঠসামবিৎ। অথর্ব্বশিরসো বেত্তা ক্রতুগামী সুকর্ম্মকৃৎ ॥ ২৩ ॥ সদ্যঃপ্রক্ষালকো যশ্চ গুরুর্দৌহিত্র এব চ। জামাতা ভাগিনেয়শ্চ পরোপকরণে রতঃ ॥

রণাদি দ্বারা আহরণ করিতে নাই। নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য আহরণ করা বিধেয়। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রাহ্মণগণ সৎপ্রতিগ্রহলব্ধ দ্রব্য দ্বারা, নৃপতিগণ রক্ষণাপ্ত দ্রব্য দ্বারা, বৈশ্যগণ ক্ষেত্রসম্ভূত দ্রব্য দ্বারা এবং শূদ্রগণ পণ্যলব্ধ দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। এইরূপে শুদ্ধ দ্রব্য আহরণ করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিবসে সায়ংকালে স্বভবনসন্নিকটস্থ শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণগণের গৃহে গমন করত শুচিভাবে কামক্রোধরহিত হইয়া তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিবেন। শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণগণ যতি, স্নাতক, ব্রহ্মকর্ম্মী হইবেন। ইহার অভাবে গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ, অগ্নিহোত্রী, বেদবিদ্যাবিচক্ষণ; শ্রোত্রিয়, বৃদ্ধ, ষট্‌কর্ম্মনিরত, বহুভৃত্য, কুটুম্ব, দরিদ্র, গুণবান্, অবিকলাঙ্গ, অরোগী, মিতাহার ও শুচি হইবেন। হে রাজন্! এতাদৃশ ব্রাহ্মণগণই শ্রাদ্ধার্হ বলিয়া কথিত। আর যাহারা শ্রাদ্ধার্হ নহে, তাহাদের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, সর্ব্বভক্ষ, কুরূপ, শ্যাবদন্ত, বৃথাদন্ত, বেদবিক্রয়ী, বেদবিপ্লবকারক, বেদবর্জ্জিত, কুনখ, রোগী, নির্লজ্জ, হিংসক, জনাপবাদী, নাস্তিক, অনৃতক, বার্দ্ধুষিক, দুষ্কর্ম্মনিরত, শৌচাচারবর্জ্জিত, অতিদীর্ঘ, অতিকৃশ, স্থূল, লোমশ, ও নির্লোম, এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। পিতৃগৌরবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই সকল ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় শ্রাদ্ধাযোগ্য ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বিপ্র পরদাররত, যে বৃষলীপতি, বন্ধ্যা, মৃতপ্রজা, ও রজস্বলা কুমারীকে বৃষলী বলা যায়। ক্লীব, চোর, দম্ভী, রাজদ্রোহী, সগোত্রাসম্ভূত, একপ্রবরাপুত্র জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কৃতোদ্বাহ কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠের অগ্রে কৃতাগ্নিহোত্র ও গৃহীতদীক্ষ গৃহী, মাতা পিতৃ পরিত্যাগী, গুরুতল্পগামী, যে নির্দ্দোষ পত্নীকে পরিত্যাগ করে, কৃতঘ্ন, কর্দ্দুক, শিল্পজীবী, প্রমাদী, পণ্যজীবী, কৃতায়ুধ, ও অজ্ঞাতকুল, এই সকল ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। ১-২০। অবশিষ্ট শ্রাদ্ধার্হ বিপ্রগণের কথা বলিতেছি; যথা, যাঁহারা পূর্ব্বে পাপীদিগের মধ্যে পঙ্‌ক্তিপাবক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবিৎ, বিদ্যাব্রতস্নাত, ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠক, পুরাণজ্ঞ, জ্ঞানী, জ্যেষ্ঠসামবিৎ, অথর্ব্বশিরোবেত্তা, ক্রতুগামী, সুকর্ম্মকৃৎ, সদ্যঃপ্রক্ষালক, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা;

২৪। মৃষ্টান্নাদো মৃষ্টবাক্যঃ সদা জপপরায়ণঃ। এতে চ ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়া নিঃশেষাঃ পঙক্তিপাবনাঃ॥ ২৫। এতৈর্বিমিশ্রিতাঃ সর্ব্বে গর্হিতা অপি যে দ্বিজাঃ। পিতৃণাং তেঽপি কুর্ব্বন্তি তৃপ্তিং ভুক্তা কুলোদ্ভবাঃ॥ ২৬। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুলং জ্ঞেয়ং দ্বিজন্মনাম্। শীলং পশ্চাদ্দ্বয়ো নাম কন্যাদানং ততঃ পরম্॥ ২৭। শ্রুতশীলবিহীনায় ধর্ম্মজ্ঞায়াপি মানবঃ। শ্রাদ্ধং দদাতি কন্যাঞ্চ যস্তেনাগ্নিং বিনা হুতম্॥ ২৮। ঊষরে বাপিতং শস্যং তুষাণাং কণ্ডনং কৃতম্। কুলাচারসমোপেতাংস্তস্মাচ্ছ্রাদ্ধে নিযোজয়েৎ॥ ২৯। ব্রাহ্মণান্ নৃপশার্দ্দুল মন্দবিদ্যাধরানপি। এবং বিজ্ঞায় তান্ বিপ্রান্ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ॥ ৩০। প্রযত্নেন তু সব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন তু। যুগ্মানথ যথাশক্ত্যা নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ॥ ৩১। দক্ষিণং জানুমালভ্য মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ। আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ॥ ৩২॥ ভক্ত্যাহুতা ময়া চৈব ত্বং চাপি ব্রতভাগ্ভব। এবং যুগ্মান্ সমামন্ত্র্য বিশ্বেদেবকৃতে দ্বিজান্॥ ৩৩। অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিত্রর্থং চাভিমন্ত্রয়েৎ। ব্রাহ্মণাংস্ত্রীন্ যথাশক্ত্যা একৈকস্য পৃথক্ পৃথক্॥ ৩৪। একৈকং বা ত্রয়াণাং বা একমেবং নিমন্ত্রয়েৎ। ব্রাহ্মণান্মাতৃপক্ষে চ এষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩৫। ততঃ পাদৌ পরিস্পৃষ্ট্বা দ্বিজস্যেদমুদীরয়েৎ। শ্রদ্ধাপূতেন মনসা পিতৃভক্তিপরায়ণঃ॥ ৩৬। পিতা মে তব কায়েঽস্মিংস্তথা চৈব পিতামহঃ। স্বপিত্রা সহিতো হেতু ত্বঞ্চ ব্রতপরো ভব॥ ৩৭॥ এবং পিতৄন্ সমাহূয় তথা মাতামহানথ। সমন্ত্রিতাশ্চ তে বিপ্রাঃ সংযমাত্মান এব তে॥ ৩৮। যজমানঃ শান্তমনা ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতঃ। তাং রাত্রিং সমতিক্রম্য প্রাতরুত্থায় মানবঃ॥ ৩৯। তদহি বর্জ্জয়েৎ কোপং স্বাধ্যায়ং কর্ম্ম কুৎসিতম্। তৈলাভ্যঙ্গং শ্রমং যানং বাহনং চাথ দূরতঃ॥ ৪০। ততো মধ্যং গতে সূর্য্যে কালে কুতপসংজ্ঞিতে। স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। সন্তুষ্টাংশ্চ সমাহূতাংস্তান্ বিপ্রান্ শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥ ৪১। বিবিক্তে গৃহমধ্যস্থে মনোজ্ঞে দক্ষিণাপ্লবে। ন যত্র যায়তে দৃষ্টিঃ পাপানাং ক্রূরকর্ম্মিণাম্॥ ৪॥ যচ্ছ্রাদ্ধং বীক্ষতে শ্বা বা নারী বাথ রজস্বলা। পতিতো বা বরাহো বা তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ॥ ৪৩। অন্নং পর্য্যষিতং

ভাগিনেয়, পরোপকারী, মৃষ্টান্নাদ, মৃষ্টবাক্য ও জপপরায়ণ, এই সকল ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিপাবন; ইহাঁদের সম্পর্কিত অপর কুলোদ্ভব গর্হিত ব্রাহ্মণগণও পিতৃলোকের তৃপ্তি জন্মাইয়া থাকেন। বিপ্রগণের সর্ব্বাগ্রে কুল অবগত হওয়া আবশ্যক। অগ্রে কুল-শীল অবগত হইয়া পরে শ্রাদ্ধ ও কন্যাদান করা কর্ত্তব্য। যে মানব শ্রুত-শীলবিহীন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকেও শ্রাদ্ধ বা কন্যাদান করে, তাহার বিনা অগ্নিতে হোম, ঊষরে বীজ বপন এবং তুষে পাত দেওয়া হয়। অতএব কুলশীল অবগত হইয়া শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিবে। এমন কি অল্প বিদ্বান্ ব্যক্তিও কুলশীলসম্পন্ন হইলে শ্রাদ্ধার্হ হইতে পারেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপ ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের কর-চরণ ধারণ করত পুনঃপুন নমস্কার করিবেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদের দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন; যথা, হে মহাভাগ মহাবল বিশ্বদেবগণ! আমি ভক্তি-পূর্ব্বক আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা আগমন করিয়া আমার ব্রত ভজনা করুন। বৈশ্বদেব কর্ম্মে যুগ্ম যুগ্ম, পিতৃপক্ষে এক একটীর তিনটী তিনটী অথবা যথাশক্তি, এবং মাতৃপক্ষে তিনটীর এক একটী করিয়া তিনটী অথবা তিনটীর পরিবর্ত্তে মাত্র একটী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে। এইরূপ বিধি কথিত আছে। অনন্তর পিতৃ-পরায়ণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রদ্ধাপূত-চিত্তে দ্বিজগণের পাদ-স্পর্শ করিয়া বলিবেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ আপনার এই কায়ে আগমন করুন; আপনি ব্রত-পরায়ণ হউন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা উক্ত প্রকারে পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের আবাহন করিয়া সংযতাত্মা ব্রাহ্মণগণের আমন্ত্রণ করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতা ঐ দিন কোপ, স্বাধ্যায়, কুৎসিত কর্ম্ম, তৈলাভ্যঙ্গ, শ্রম, যান ও বাহন এ সকল একেবারে বর্জ্জন করিবেন।২১—৪০। ভানু মধ্য আকাশ প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি স্নানানন্তর শুক্লাম্বর ধারণ করিয়া কুতপসংজ্ঞিত সময়ে অর্থাৎ পঞ্চদশধা বিভক্ত দিবামানের অষ্টমাংশে পিতৃ দেবতা ও সমাহূত বিপ্রগণকে তোষিত এবং তর্পিত করত শ্রাদ্ধাচরণ করিবে। যে স্থান ক্রূরকর্ম্মা পাপীদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, এমন মনোজ্ঞ দক্ষিণপ্লব নির্জ্জন গৃহমধ্যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যে শ্রাদ্ধ কুক্কুর, রজস্বলানারী, পতিত ব্যক্তি বা শূকরে দর্শন করে, তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে।

যচ্চ তৈলাক্তং বা প্রদীয়তে। সকেশং বা সনিন্দ্যং চ তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥ বিভক্তিরহিতং শ্রাদ্ধং তথা মৌনবিবর্জ্জিতম্। দক্ষিণারহিতং যচ্চ তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥ ঘরট্টোলূখলোত্থৌ চ যত্র শব্দৌ ব্যবস্থিতৌ। শূর্পস্য বা বিশেষেণ তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥ যত্র সংক্রিয়মাণে চ কলহঃ সম্প্রজায়তে। পংক্তিভেদো বিশেষেণ তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৭ ॥ পূর্ব্বাহ্নে ক্রিয়তে যচ্চ রাত্রৌ বা সন্ধ্যয়োরপি। পর্য্যাকাশে তথা দেশে তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৮ ॥ ব্রাহ্মণো যজমানো বা ব্রহ্মচর্য্যং বিনা যদি। ভুঙ্ক্তে দদ্যাচ্চ যচ্ছ্রাদ্ধং তদ্রাজন ব্যর্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৯ ॥ তুষধান্যং সনিষ্পাবং যচ্চোচ্ছিষ্টং চ দীয়তে। অর্দ্ধভুক্তং ঘৃতং ক্ষীরং তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৫০ ॥ যেষু কালেষু যদ্দত্তং শ্রাদ্ধমক্ষয়তাং ব্রজেৎ। তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥ ৫১ ॥ মন্বাদীরপি তে বচ্মি তাঃ শৃণুষ্ব নরাধিপ। পিতৄণাং বল্লভা নিত্যং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহাঃ ॥ ৫২ ॥ যাসু তোয়মপি ক্ষ্মায়াং প্রদত্তং তিলমিশ্রিতম্। পিতৃভ্যোঽক্ষয়তাং যাতি শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ৫৩ ॥ অশ্বযুক্‌শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকস্য চ। তৃতীয়াপি চ মাঘস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥ ৫৪ ॥ অমাবাস্যা তপস্যস্য পৌষস্যৈকাদশী তথা। তথাষাঢ়স্য দশমী মাঘমাসস্য সপ্তমী ॥ ৫৫ ॥ শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা। তথা কার্ত্তিকমাসস্য যা চান্যা ফাল্গুনস্য চ ॥ ৫৬ ॥ চৈত্রস্য জ্যৈষ্ঠমাসস্য পঞ্চৈতাঃ পূর্ণিমা নৃপ মনুনামাদয়ঃ প্রোক্তাস্তিথয়স্তে ময়া নৃপ ॥ ৫৭ ॥ আসু তোয়মপি স্নাত্বা তিলদর্ভবিমিশ্রিতম্। পিতৄনুদ্দিশ্য যো দদ্যাৎ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৮ ॥ ইহ লোকে পরে চৈব পিতৄণাং চ প্রসাদতঃ। কিং পুনর্ব্বিবিধৈরন্নৈ রসৈর্ব্বস্ত্রৈঃ সদক্ষিণৈঃ ॥ ৫৯ ॥ অধুনা শৃণু রাজেন্দ্র যুগাদ্যা পিতৃবল্লভাঃ। যাসাং সঙ্কীর্ত্তনেনাপি ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ৬০ নবমী কার্ত্তিকে শুক্লা তৃতীয়া মাধবে সিতা। অমাবাস্যা চ তপসো নভস্যস্য ত্রয়োদশী ॥ ৬১ ॥ ত্রেতাকৃতকলীনাং তু দ্বাপরস্যাদয়ঃ ক্রমাৎ। স্নানে দানে জপে হোমে বিশেষাৎ পিতৃতর্পণে ॥ ৬২ ॥ কৃতস্যাক্ষয়কারিণ্যঃ সুকৃতস্য মহাফলাঃ। যদা স্যান্মেষগো ভানুস্তুলাং বাথ যদা ব্রজেৎ ॥ ৬৩ ॥ তদা

শ্রাদ্ধীয় অন্ন পর্য্যুসিত, তৈলাক্ত, সকেশ এবং নিন্দনীয় হইলে ঐ শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হয়। যে শ্রাদ্ধ অনুরাগরহিত, মৌনবর্জ্জিত, ও নির্দক্ষিণ, তাহা পণ্ড। যেখানে ঘরট্ট অর্থাৎ জাঁতা, উলূখল, ও শূর্পশব্দ শ্রুত হয়, ঐস্থানে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে। সংস্কার হইয়া গেলে যে স্থানে কলহ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ যেখানে পঙ্‌ক্তিভেদ থাকে, ঐ স্থানের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ পণ্ড। পূর্ব্বাহ্ন, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা ও অনাবৃত স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা বৃথা হইয়া থাকে। হে রাজন্! যদি ব্রাহ্মণ বা যজমান ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ না হইয়া ভোজন বা শ্রাদ্ধ দান করে, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধ ব্যর্থ জানিবেন। সনিষ্পাব তুষধান্য অর্থাৎ আছাটা চাউলের অন্ন, উচ্ছিষ্ট ও অর্দ্ধভুক্ত ঘৃত-ক্ষীর যে শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হয়, ঐ শ্রাদ্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। যে সময়ে যাহা প্রদান করিলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়, তাহা আমি বলিতেছি; অনন্যমনে শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! আমি আপনাকে মন্বাদি তিথি সকলের কথা বলিতেছি। এই তিথি সকল পিতৃ-বল্লভা এবং সর্ব্বপাপক্ষয়কারিণী। এই সকল তিথিতে পৃথিবীতে পিতৃ-উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূতচিত্তে তিলমিশ্রিত তোয় প্রদত্ত হইলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। শুক্লা নবমী, কার্ত্তিকী দ্বাদশী, মাঘ মাস ও ভাদ্র মাসের তৃতীয়া। পৌষ ও আশ্বিন মাসের একাদশী, আষাঢ় ও মাঘ মাসের সপ্তমী, শ্রাবণ মাসের অষ্টমী, এবং আষাঢ, কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা, হে নৃপ! এই সকল তিথি মনু সকলের আদি তিথি। যে মানব এই সকল তিথিতে স্নানানন্তর পিতৃ-উদ্দেশে তিল দর্ভ-মিশ্রিত তোয় প্রদান করে, সে ইহ-পরলোকে পিতৃ-প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাহাকে আর বিবিধ অন্ন, রস, বস্ত্র ও দক্ষিণা দান করিবার প্রয়োজন হয় না। ৪১—৫৯। হে রাজেন্দ্র! যাহা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়, অধুনা আমি সেই পিতৃ-বল্লভা যুগাদ্যা তিথি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী, বৈশাখ মাসের তৃতীয়া, মাঘ মাসের অমাবস্যা ও ভাদ্রমাসের ত্রয়োদশী, এই সকল তিথি ক্রমিক ত্রেতা, কৃত, কলি, ও দ্বাপরের আদি। এই তিথি সকলে স্নান, দান, জপ, হোম, বিশেষতঃ পিতৃতর্পণ কৃত হইলে অক্ষয় ও মহাফল হইয়া থাকে। ভানু যখন মেষ বা তুলা রাশিতে গমন

স্তা বিষুবাখ্যস্ত কালস্ত্বাক্ষয়কারকঃ। মকরে কর্কটে চৈব যদা তাম্রর্ব্রজেন্নৃপ ॥ ৬৪ ॥ তদায়নাভিধানস্ত বিষুবোহথ বিশিষ্যতে। রবেঃ সংক্রমণং রাশৌ সংক্রান্তিরিতি কথ্যতে ॥ ৬৫ ॥ স্নানদানজপশ্রাদ্ধ-হোমাদিষু মহাফলাঃ। ত্রেতাদ্যাঃ ক্রমশঃ প্রোক্তাঃ কালাঃ সংক্রান্তিপূর্ব্বকাঃ। নৈতেষু বিদ্যতে বিঘ্নং দত্তস্ত্বাক্ষয়সংজ্ঞিতাঃ ॥ ৬৬ ॥ অশ্রদ্ধয়াপি যদ্দত্তং কুপাত্রোভ্যোহপি মানবৈঃ। অকালোহপি হি তৎসর্ব্বং সদ্যো হ্যক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রদ্ধার্হপদার্থব্রাহ্মণকালনির্ণয়বর্ণনং নাম সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৭॥

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। এতৎসামান্ততঃ প্রোক্তং ময়া শ্রাদ্ধং যথা নরৈঃ। কর্ত্তব্যং বিপ্রপূর্ব্বৈর্বর্ণৈঃ পার্থিবসত্তম ॥ ১ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি স্বশাখায়াঃ স্মৃতং নৃপ। স্বদেশবর্ণজাতীয়ং যথা স্যাদত্র নির্বৃতিঃ ॥ ২ ॥ শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধা যতো মূলং তেন শ্রাদ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্। তস্মিন্ ক্রিয়মাণে তু ন কিঞ্চিদ্ব্যর্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৩ ॥ অনিষ্টমপি রাজেন্দ্র তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। বিপ্রপাদোদকং যত্তু ভূমৌ পততি পার্থিব ॥ ৪ ॥ জাতা যে গোত্রজাঃ কেচিদপুত্রা মরণং গতাঃ। তে যান্তি পরমাং তৃপ্তিমমৃতেন যথা সুরাঃ। ৫ ॥ বিপ্রপাদোদকক্রিয়া যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবৎপুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরো জলম্ ॥ ৬ ॥ শ্রাদ্ধেহথ ক্রিয়মাণে তু যৎকিঞ্চিৎ পততি ক্ষিতৌ। পুষ্পগন্ধোদকং চান্নমপি তোয়ং নরেশ্বর ॥ ৭ ॥ তেন তৃপ্তিং পরাং যান্তি যে কৃমিত্বমুপাগতাঃ। কীটত্বং বাপি তির্য্যক্ত্বং ব্যালত্বঞ্চ নরাধিপ ॥ ৮ ॥ যদুচ্ছিষ্টং ক্ষিতৌ যাতি পাত্রপ্রক্ষালনোদ্ভবম্। তেন তৃপ্তিং পরাং যান্তি যে প্রেতত্বমুপাগতাঃ ॥ ৯ ॥ যে চাপমৃত্যুনা কেচিন্মৃত্যুং প্রাপ্তাঃ স্ববংশজাঃ। অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্ ॥ ১০ ॥ উচ্ছিষ্টভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ। বিকিরেণ প্রদত্তেন তে তৃপ্তিং যান্তি চাখিলাঃ ॥ ১১ ॥ যৎকিঞ্চিন্মন্ত্রহীনং বা কালহীনমথাপি বা। বিধিহীনঞ্চ সম্পূর্ণং দক্ষিণায়াং তু তদ্ভবেৎ ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ

করেন, তখন বিষুব নামক যে সময় হয়, তাহা অক্ষয়-কারক। মকরে এবং কর্কটে সবিতা যখন গমন করেন, তখন অয়ন হয়। রাশিতে রবি সংক্রমণ হইলে তাহাকে সংক্রান্তি বলে। এই সকল দিন স্নান, দান, জপ, হোম ও শ্রাদ্ধাদিতে মহাফল-দায়ক। এই সকল কাল ক্রমিক ত্রেতাদি বলিয়া অভিহিত। এই কালসমূহে দানাদি করিলে কোন বিঘ্ন হয় না এবং এই কাল সকল দত্ত বস্তুর অক্ষয়কারক। মানবগণ যদি অকালে কুপাত্রে শ্রদ্ধা-বিহীন হইয়াও এই সকল কালে দান করে, তাহা হইলে কালপ্রভাবে দত্ত বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকে। ৬০—৬৭।

সপ্তদশাধিদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১৭।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! এই আমি সামান্ততঃ বিপ্রপ্রমুখ-বর্ণগণের শ্রাদ্ধ কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর জনগণের স্ব স্ব শাখানুসারে স্বদেশবর্ণ-জাত্যুপযুক্ত শ্রাদ্ধ কীর্ত্তন করিতেছি; ইহা শ্রবণ করিয়া আপনি সুখলাভ করিতে পারিবেন। শ্রদ্ধাই শ্রাদ্ধের মূল; এজন্য উহার নাম হইয়াছে—শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে কিছুই ব্যর্থ বা অনিষ্ট হয় না। অতএব সকলে শ্রাদ্ধ করিবে। হে পার্থিব! যে বিপ্রপাদোদক ভূমিতে পতিত হয়, তাহার প্রভাবে যে সকল গোত্রজাত মানব অপুত্র অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা অমৃত-সংস্পর্শে সুরগণের ন্যায় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। মেদিনী যাবৎ বিপ্রপাদোদক-ক্রিয়া থাকে, তাবৎ পিতৃগণ পুষ্করপাত্রে জলপান করেন। হে নরেশ্বর! শ্রাদ্ধ কারতে করিতে যাহা কিছু পুষ্পগন্ধোদক, অন্ন, তোয় ক্ষিতিতলে পতিত হয়, যাহারা কৃমিত্ব, কীটত্ব, তির্য্যকত্ব, ও ব্যালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা তাহা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা ক্ষিতি-পতিত পাত্র-প্রক্ষালনোদ্ভব উচ্ছিষ্ট দ্বারা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা দর্ভোপরি প্রদত্ত বিকির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। অসংস্কৃত মৃত কুল-ললনা, ত্যাগী ব্যক্তিগণের তৃপ্তি—উচ্ছিষ্টাংশ ও দর্ভোপরি প্রদত্ত বিকির দ্বারা হইয়া থাকে! অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ মন্ত্রহীন, কালহীন, বা বিধিহীন যে কোন প্রকার হউক, দক্ষিণা দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে; এজন্য

দক্ষিণাহীনং শ্রাদ্ধং কার্য্যং বিপশ্চিতা। যঃ ইচ্ছে-চ্ছাশ্বতীং তৃপ্তিং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ ॥ ১৩ ॥ দক্ষিণা-রহিতং শ্রাদ্ধং যথৈবোষরবর্ষিতম্। যথা তমসি নৃত্যঞ্চ গীতং বা বধিরস্য চ ॥ ১৪ ॥ শ্রাদ্ধং দত্বা চ ভুক্ত্বা চ শ্রাদ্ধে নিষ্কামতাং ব্রজেৎ। ন স্বাধ্যায়ঃ প্রকর্ত্তব্যো ন গ্রামান্তরকং ব্রজেৎ ॥ ১৫ ॥ শ্রাদ্ধভুগ্রমণীতল্পং তদহর্যোঽধিগচ্ছতি। তং মাসং পিতরস্তস্য জায়ন্তে বীর্য্যভোজিনঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রাদ্ধভুক্ শ্রাদ্ধদাতা চ যঃ সেবয়তি মৈথুনম্। তস্য সংবৎসরং যাবৎপিতরঃ শুক্রভোজিনঃ। প্রভবন্তি ন সন্দেহ ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ১৭ ॥ শ্রাদ্ধে ভুক্ত্বাথ দত্ত্বা বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতেঽল্পধীঃ। স্বাধ্যায়ং পিতর-স্তস্য যাবৎসংবৎসরং নৃপ। ব্যর্থশ্রাদ্ধফলাঃ সন্তঃ পীড্যন্তে ক্ষুৎপিপাসয়া ॥ ১৮ ॥ শ্রাদ্ধে ভুক্ত্বাথ দত্বা বা যঃ শ্রাদ্ধং মানবাধমঃ। গ্রামান্তরংপ্রয়াত্যত্র তচ্ছ্রাদ্ধ ব্যর্থতাংব্রজেৎ ॥১৯॥ ব্রাহ্মণেন ন ভোক্তব্যং সমায়াতে নিমন্ত্রণে। অথ ভুংক্তে চ যো মোহাৎ স প্রয়াতি হ্যধোগতিম্ ॥ ২০ ॥ যজমানেন চ তথা ন কার্য্যং ভোজনং পরম্। কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ সর্ব্বে তে যান্তি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥ শ্রাদ্ধে ভুক্ত্বাথ দত্বা বা শ্রাদ্ধং যো যুদ্ধমাচরেৎ। অসন্দিগ্ধং হি তচ্ছ্রাদ্ধং স মন্দো ব্যর্থতাং নয়েৎ ॥ ২২ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দোষ-নেতান্ পরিত্যজেৎ। শ্রাদ্ধভুগ্ যজমানশ্চ বিশেষেণ মহীপতে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রাদ্ধনিয়মবর্ণনং নামাষ্টাদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৮ ॥

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। কাম্যানি তেঽধুনা বচ্মি শ্রাদ্ধানি পৃথিবীপতে। যৈঃ কৃতৈঃ সমবাপ্নোতি মর্ত্ত্যো হৃদয়সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ যো নারীং বাঞ্ছতে স্বাপ রূপাঢ্যাং শীলসগুনাম্। ইহলোকে পরে চৈব তস্যাহং প্রথমং দিনম্ ॥ ২ ॥ শ্রাদ্ধীয়প্রেতপক্ষস্য মুখাভূতং চ যন্নৃপ। য ইচ্ছেৎ কন্যকাং শ্রেষ্ঠাং সুশীলাং রূপসংযুতাম্। দ্বিতীয়াদিবসে তেন শ্রাদ্ধং কার্য্যং মহীপতে ॥ ৩ ॥ যো বাঞ্ছতি নরোঽশ্বাংশ্চ বায়ুবেগসমান্ জবে। তৃতীয়াদিবসে শ্রাদ্ধং তেন কার্য্যং বিপশ্চিতা ॥ ৪ ॥ যো বাঞ্ছতি পশূন্মুখ্যান্ কুপ্যাকুপ্যধনানি চ। চতুর্থ্যাং তেন কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং

কদাচ দক্ষিণাহীন শ্রাদ্ধ করিবেনা! যে ব্যক্তি পিতৃলোকের এবং নিজের তৃপ্তি ইচ্ছা করিবে, সে উষর ভূমিতে বর্ষণ, অন্ধকারে নৃত্য ও বধিরের গীতের ন্যায় দক্ষিণারহিত শ্রাদ্ধ করিবে না। নিষ্কাম ভাবে শ্রাদ্ধে দান ভোজন করিবে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতা ব্যক্তি ঐ দিন স্বাধ্যায় অনুষ্ঠান করিবে না; গ্রামান্তরে যাইবে না; এবং রমণীর তল্পে শয়ন করিবে না। যদি রমণী সম্ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ মাস তাহার পিতৃলোকগণ রেতঃপান করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধভোজী বা শ্রাদ্ধ-দাতা এই উভয়ের মধ্যে যদি কেহ মৈথুন সেবা করে, তাহা হইলে সংবৎসর যাবৎ তাহাদের পিতৃ-গণ শুক্র ভোজন করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বৈদিকী স্মৃতি যথা, শ্রাদ্ধে দান ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ বা স্বাধ্যায় করে সংবৎসর যাবৎ তাহার পিতৃলোক ব্যর্থশ্রাদ্ধফল হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড্যমান হন। যে মানব শ্রাদ্ধে দান বা ভোজন করিয়া গ্রামান্তর গমন করে, তাহার অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধীয় নিমন্ত্রণে ভোজন করিবেনা; যিনি মোহবশতঃ ভোজন করেন. তিনি অধঃ-পতিত হইয়া থাকেন। পুরোহিত ভোজন করি-বেন না। শ্রাদ্ধভোজী নর নরকে গমন করে। যে মানব শ্রাদ্ধে ভোজন বা দান করিয়া যুদ্ধানুষ্ঠান করে, সেই মূঢ় নিশ্চয়ই শ্রাদ্ধকে পণ্ড করিয়া থাকে। সুতরাং সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে এই সকল দোষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ শ্রাদ্ধভোজী যজমানের এই সকল দোষ বর্জ্জনীয়। ১—২৩।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৮।

ঊনবিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে পৃথিবীপতে! মানব যাহা অনুষ্ঠানে বাঞ্ছিতার্থ লাভ করে, অধুনা আমি সেই কাম্য শ্রাদ্ধ সকল বলিতেছি শ্রবণ করুন। যে মানব ইহ পরলোকে গুণবতী সুন্দরী রমণী লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে প্রেতপক্ষের মুখ্য-ভূত শ্রাদ্ধীয় প্রথমদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। যে মানব শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুরূপা কন্যা প্রার্থনা করে, সে প্রেত-পক্ষীয় দ্বিতীয় দিবসে শ্রাদ্ধ করিবে। যে নর বাতবেগী অশ্ব কামনা করে, সে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের তৃতীয় দিবসে শ্রাদ্ধ করিবে। চতুর্থীতে

পিতৃপ্রভুষ্টয়ে। ৫ ॥ পুত্রান্ বাঞ্ছতি যে হভীষ্টান্ সুশীলান্ বংশমণ্ডনান্। পঞ্চম্যাং তেন কর্ত্তব্যং সদা শ্রাদ্ধং নরাধিপ ॥ ৬ ॥ যঃ শ্রাদ্ধং বংশজৈর্দত্তং পর-লোকগতো নৃপ। বাঞ্ছতে তেন কর্ত্তব্যং ষষ্ঠ্যাং শ্রাদ্ধ বিপশ্চিতা। ৭ ॥ কৃষিসিদ্ধিং য ইচ্ছেত গ্রৈষ্মিকীং শারদীমপি। সপ্তম্যাং যুজ্যতে তস্য শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ য ইচ্ছেৎ পণ্যসংসিদ্ধিং ব্যবহার-সমুদ্ভবাম্।॰ অষ্টম্যাং যুজ্যতে শ্রাদ্ধং তস্য কর্ত্তুং নরাধিপ ॥ ৯ ॥ নবম্যাং শ্রাদ্ধকৃন্মানা চতুষ্পদগণা-ল্লভেৎ। সৌভাগ্যং রোগনাশং চ তথা বল্লভ-সঙ্গমম্ ॥ ১০ ॥ দশমীদিবসে শ্রাদ্ধং যঃ করোতি সমাহিতঃ। তস্য স্যাদ্বাঞ্ছিতা সিদ্ধিঃ সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বদা ॥ ১১ ॥ একাদশ্যাং ধনং ধান্যং শ্রাদ্ধকর্ত্তা লভেন্নরঃ। তথা ভূপপ্রসাদং চ যচ্চান্যন্মনসি স্থিতম্ ॥ ১২ ॥ যঃ করোতি চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। পুত্রাংস্তু প্রবরাংশ্চৈব স পশূন্ বাঞ্ছিতা-ল্লভেৎ ॥ ১৩ ॥ যো বাঞ্ছতি নরো মুক্তিং পিতৃভিঃ সহ চাত্মনঃ। অসন্তানশ্চ যস্তস্য শ্রাদ্ধে প্রোক্তা ত্রয়োদশী ॥ ১৪ ॥ সন্তানকামো যঃ কুর্য্যাত্তস্য বংশ-ক্ষয়ো ভবেৎ। ন সন্তানবিবৃদ্ধ্যৈ চ তস্য প্রোক্তা ত্রয়োদশী ॥ ১৫ ॥ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি রাজেন্দ্র শ্রুতিরেষা পুরাতনী। অপি নঃ স কুলে ভূয়াদ্যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্ ॥ ১৬ ॥ পায়সং মধুসর্পির্ভ্যাং বর্ষাসু চ মঘাসু চ। মঘাত্রয়োদশীযোগে পায়সেন যজেৎ পিতৄন ॥ ১৭ ॥ পিতরস্তস্য নেচ্ছন্তি তদ্বর্ষং শ্রাদ্ধ-সৎক্রিয়াম্। পুণ্যাতিশয়ভীতেন পিণ্ডদানং নিরা-কৃতম্ ॥ ১৮ ॥ শক্রেণ তদ্দিনে পুত্রমরণং দর্শিতং ভয়ম্। যেষাং চ শস্ত্রমৃত্যুঃ স্যাদপমৃত্যুরথাপি বা ॥ ১৯ ॥ উপসর্গমৃতানাঞ্চ বিষমৃত্যুমুপেয়ুষাম্। বহ্নিনা তু প্রদগ্ধানাং জলমৃত্যুমুপেষাম্ ॥ ২০ ॥ সর্পব্যাল-হতানাঞ্চ শৃঙ্গৈরুদ্বন্ধনৈরপি। একোদ্দিষ্টং প্রকর্ত্তব্যং চতুর্দ্দশ্যাং নরাধিপ ॥ ২১ ॥ তেষাং তস্মিন্ কৃতে তৃপ্তিস্তত্তৎপক্ষজা ভবেৎ ॥ ২২ ॥ সর্ব্বে কামাঃ পুরঃ প্রোক্তা যুষ্মাকং যে ময়া নৃপ। অমাবাস্যাদিনে শ্রাদ্ধাত্তানাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ এতত্তে সর্ব্ব-মাখ্যাতং কাম্যশ্রাদ্ধফলং নৃপ। যচ্ছ্রুত্বা বাঞ্ছিতান কামান সর্ব্বানাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাম্যশ্রাদ্ধবর্ণনং নামৈকোনবিংশত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৯ ॥

শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি কুপ্যাকুপ্য ধন ও পশু লাভ করিয়া থাকে। পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি সুশীল কুলভূষণ-স্বরূপ অভীষ্ট পুত্র লাভ করিয়া থাকে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন ইচ্ছায় মানব ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিবে। গ্রৈষ্মিকী ও শারদী কৃষিসিদ্ধি-অভিলাষী ব্যক্তি সপ্তমী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে তাহার বাঞ্ছিত লাভের কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ব্যবহার-বিষয়িণী পণ্যসিদ্ধি ইচ্ছা করে, সে অষ্টমী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। নবমী তিথিতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতা ব্যক্তি, চতুষ্পদ পশু, সৌভাগ্য, রোগ-নাশ, ও প্রিয়সঙ্গম লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া দশমী দিবসে শ্রাদ্ধ করে, তাহার সর্ব্ব কৃত্যে বাঞ্ছিতসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ধন, ধান্য, রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করে, সে উৎকৃষ্ট পুত্র, পশু ও বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নিঃসন্তান ব্যক্তি পিতৃলোকের সহিত স্বীয় মুক্তি বাঞ্ছা করে, সে ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু সন্তান কামনায় এই তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে বংশক্ষয় হইবে। হে রাজেন্দ্র! শ্রাদ্ধ কর্ম্মের এই এক পুরাতনী বৈদিকী শ্রুতি যথা,—আমাদের কুলে কি এমন পুত্র জন্মে নাই, যে বর্ষা-কালে ত্রয়োদশী ও মঘাতে আমাদিগকে মধুসর্পিঃ সহ পায়স দান করিতে পারে? মঘানক্ষত্রে ত্রয়ো-দশী তিথিতে পায়স দ্বারা পিতৃগণকে আপ্যায়িত করিতে হয়। এরূপ করিলে পিতৃগণ সংবৎসর যাবৎ শ্রাদ্ধ ইচ্ছা করেন না; পুণ্যাতিশয্য ভয়ে তাঁহারা পিণ্ডগ্রহণ উপেক্ষা করেন। শক্র তাঁহা-দের ঐ পিণ্ডগ্রহণের দিন পুত্রমরণের ভয় দেখান। শস্ত্রাঘাতে, অপমৃত্যুতে, উপসর্গে, বিষদ্বারা, এবং বহ্নি, জল, সর্প, ব্যাল, শৃঙ্গী, ও উদ্বন্ধন হেতুক যাহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের ত্রয়োদশীতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে পরম তৃপ্তি লাভ হয়। যে মানব এইরূপে ত্রয়ো-দশীতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করে সে অমাবস্যাশ্রাদ্ধের তাবৎ ফললাভ করিয়া থাকে; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। হে নৃপ! যাহা শ্রবণ করিয়া মানব বাঞ্ছিতার্থ লাভ করে, আমি সেই কাম্য শ্রাদ্ধফল সম্পূর্ণরূপে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।১--২৪।

ঊনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৯।

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

আনর্ত্ত উবাচ। ত্রয়োদশ্যাং কৃতে শ্রাদ্ধে কস্মাদ্‌বংশক্ষয়ো ভবেৎ। এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ বিস্তরাত্ত্বং মহামুনে॥ ১॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। এষা মেধ্যতমা রাজন্ যুগাদিঃ কলিসম্ভবা। স্নানে দানে জপে হোমে শ্রাদ্ধে জ্ঞেয়া তথাক্ষয়া॥ ২॥ অস্যাং চেত্তু গজচ্ছায়া তিথৌ রাজন প্রজায়তে। তদাক্ষয়ং মঘাযোগে শ্রাদ্ধং সঞ্জায়তে ধ্রুবম্॥ ৩॥ যঃ ক্ষীরং মধুনা যুক্তং তস্মিন্নহনি যচ্ছতি। পিতৃনুদ্দিশ্য যো মাংসং দদ্যাদ্বাদ্ধীণসস্য যঃ॥ ৪॥ বাদ্ধীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী। ত্রিঃপিবং ত্বিন্দ্রিয়ক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধমজাপতিম্॥ ৫॥ তং তু বাদ্ধীণসং বিদ্যাৎ সর্ব্বযূথাধিপং তথা। খড়্গমাংসস্য বা দদ্যাত্তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী। সঞ্জায়তে ন সন্দেহস্তেষাং বাক্যং ন মে মৃষা॥ ৬॥ আসীদ্রথন্তরে কল্পে পূর্ব্বং পার্থিবসত্তম। সিতাশ্বো নাম পাঞ্চালদেশীয়ঃ পিতৃভক্তিমান্॥ ৭॥ মধুনা কালশাকেন খড়্গমাংসেন কেবলম্। স হি শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশ্যাং কুরুতে পায়সেন চ॥ ৮॥ সোমবংশং সমুদ্দিশ্য শ্রাদ্ধং যচ্ছতি ভক্তিতঃ॥ ৯॥ অথ তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সর্ব্বৈঃ স ভূপঃ কৌতুকান্বিতৈঃ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পৃষ্টো ভুক্ত্বা যথেচ্ছয়া॥ ১০॥ শ্রাদ্ধাদনন্তরং রাজন্ দৃষ্ট্বা তং শ্রদ্ধয়ান্বিতম্। পাদাবমর্দ্দনপরং প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ১১॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। কৃত্বা শ্রাদ্ধং মহারাজ প্রদাতব্যাথ দক্ষিণা। ব্রাহ্মণেভ্যস্ততঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণাং চোপতিষ্ঠতে॥ ১২॥ সা ত্বয়া কল্পিতাস্মাকং বিস্তীর্ণাদ্যাপি নো নৃপ। রূপ্যাকুপ্যাং পরিত্যজ্য তাং দেহি নৃপ মা চিরম্॥ ১৩॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা চ নৃপঃ প্রাহ সম্প্রহৃষ্টেন চেতসা। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽহাস্মি বিপ্রৈরদ্য ন সংশয়ঃ॥ ১৪॥ যে বাঞ্ছন্তি মমাভীষ্টং শ্রাদ্ধে ভুক্ত্বাথ পৈতৃকে। তস্মাদ্‌ব্রূত মহাভাগা যুষ্মভ্যং কিং দদাম্যহম্॥ ১৫॥ বরান্নাগান্মদোন্মত্তানুভদ্রজাতিসমুদ্ভবান্। কিং বা সোপ্তপ্রধানাশ্চ মনোমারুতরংহসঃ॥ ১৬॥ কিং বা স্থানানি চিত্রাণি গ্রামাণি নগরাণি চ। পিতৄনুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিন্নাদেয়ং বিদ্যতে যতঃ॥ ১৭॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। নাস্মাকং

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত বলিলেন,—হে মহামুনে! ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে কি জন্য বংশক্ষয় হয়, ইহা আপনি বিস্তৃতরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! এই মেধ্যতমা তিথি কলিসম্ভবা যুগাদি; এজন্য ইহা স্নান, দান, জপ, হোম, শ্রাদ্ধে অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই তিথিতে মঘাযোগ বশতঃ যদি গজচ্ছায়া হয়, তাহা হইলে ইহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যদি কেহ এই তিথিতে পিতৃ উদ্দেশে মধুর সহিত ক্ষীর ও বাদ্ধীণস মাংস প্রদান করে, তবে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। ত্রিবারপায়ী ক্ষীণেন্দ্রিয় শ্বেত বৃদ্ধ অজাযূথপতিকে বাদ্ধীণস বলে। খড়্গমাংস প্রদানে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হইয়া থাকে; ইহা সত্য জানিবেন। হে পার্থিবসত্তম! পূর্ব্বে রথন্তর কল্পে পাঞ্চালদেশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম সিতাশ্ব। তিনি অত্যন্ত পিতৃভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ত্রয়োদশী তিথিতে মধু, কালশাক, পায়স ও খড়্গমাংস দ্বারা পিতৃবর্গে সোমবংশ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতেন। একদা অনন্বিত ব্রাহ্মণগণ যথেচ্ছ ভোজনাদি ব্যাপার সমাপ্ত হইলে রাজা যখন প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের পাদসংবাহনাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে রাজন্! শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিতে হয়, দক্ষিণা দান করিলে শ্রাদ্ধ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া থাকে। অদ্য আপনি স্বুবর্ণ রৌপ্য ও ধন-রত্নাদি দক্ষিণা না দিয়া অন্য প্রকার অভিলষিত দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান করুন।১—১৩। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! অদ্য আমি ধন্য হইলাম, অদ্যই আপনারা আমাকে যথার্থ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই; যে হেতু অদ্য আপনারা আমার পিতৃশ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বাঞ্ছিত ধন প্রার্থনা করিতেছেন। হে মহাভাগগণ! অধুনা আমি আপনাদিগকে কি ধন প্রদান করিয়া অনুগৃহীত হইব, তাহা বলুন? ভদ্রজাতীয় মদোন্মত্ত বর মাতঙ্গ, কিম্বা মনোমারুতবেগী প্রধান তুরঙ্গ, অথবা সুরম্য স্থান, বিচিত্র গ্রাম, কিম্বা সুন্দর মনোহর নগর, ইহার মধ্যে আপনাদিগকে কি অর্পণ করিব? পিতৃ-উদ্দেশে আমার অদেয় কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে রাজন্!

বাজিভিঃ কার্য্যং ন রত্নৈর্ন চ হস্তিভিঃ। ন দেশৈ-গ্রামমুখ্যৈর্ব্বা নাস্তেনাপি চ কেনচিৎ ॥ ১৮ ॥ যদর্থেন মহারাজ পৃষ্টোঽস্মাভির্যতো ভবান্। তস্মান্নো দক্ষিণাং দেহি সন্দেহঘ্নাং নৃপোত্তম ॥ ১৯ ॥ যাং পৃচ্ছামো বয়ং সর্ব্বে কৌতূহলসমাহিতাঃ ॥ ২০ ॥ রাজোবাচ। উপদেশাধিকারোঽস্তি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। দাতুং নৈব গ্রহীতুঞ্চ নীচজাত্যস্য বৈদিকাঃ ॥২১॥ সোঽহং রাজা ন সর্ব্বজ্ঞো যো যচ্ছামি দ্বিজোত্তমাঃ। উপদেশং হি যুষ্মভ্যং সর্ব্বজ্ঞেভ্যো বিচক্ষণাঃ ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। গুরুশিষ্যসমুত্থোঽয়মুপদেশো মহীপতে। প্রার্থয়ামো বয়ং কিঞ্চিন্মা ভয়ং ত্বং সমাবিশ ॥ ২৩ ॥ বয়ঞ্চ প্রশ্নমেকং হি পৃচ্ছামো যদি ভূপতে। ব্রূষে কৌতুকযুক্তানাং সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥ ২৪ ॥ তস্মাদ্বদ মহাভাগ যদি জানাসি তত্ত্বতঃ। ন চেদ্গুহ্যতমং কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামস্ত্বাং কুতূহলাৎ ॥ ২৫ ॥ রাজোবাচ। যদি বঃ সংশয়ো বিপ্রা যুষ্মৎপ্রশ্নমসংশয়ম্। কথয়িষ্যামি চেদ্গুহ্যং তদ্বদধ্বং গতজ্বরাঃ ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। অন্নেষু চ বিচিত্রেষু লেহ্যেষু বিবিধেষু চ। অমৃতেষেষু সর্ব্বেষু তথা পেয়েষু পার্থিব ॥ ২৭ ॥ তস্মাদদ্য দিনে ব্রূহি মধু যচ্ছসি গর্হিতম্। বর্ত্ততে চ যথা ভক্ষ্যং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ২৮ ॥ তথা বিচিত্রমাংসেষু সংস্থিতেষু নরাধিপ। খড়্গমাংসং নিরাস্বাদং কস্মাদ্যচ্ছসি কেবলম্ ॥ ২৯ ॥ সন্তি শাকানি রাজেন্দ্র পাবনীয়ানি সর্ব্বশঃ। সুষ্ঠু স্বাদুকরাণ্যত্র ব্যঞ্জনার্থং মহীপতে ॥ ৩০ ॥ কালশাকং সকটুকং মুখাধিজনকং মহৎ। কস্মাদ্যচ্ছসি চাস্মাকং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। ন শ্রাদ্ধে প্রতিষেধশ্চ প্রকর্ত্তব্যঃ কথঞ্চন ॥ ৩১ ॥ ন চ ত্যাজ্যং সমুচ্ছিষ্টং তেন ভুঞ্জামহে ততঃ। তদত্র কারণেনৈব গুরুণা ভাব্যমেব হি। যেন ত্বং যচ্ছসি প্রায় এতৎ নির্দ্ধিষ্টবেৎ স্থিতা ॥ ৩২ ॥ তস্মাৎ কথয় নঃ সর্ব্বং পরং কৌতূহলং হি নঃ। নিঃস্বাদিতং যথা দদ্যাদীদৃক্ শ্রাদ্ধে বিগর্হিতম্ ॥ ৩৩ ॥ যথা ত্বং নৃপশার্দ্দূল শ্রদ্ধয়া সম্প্রযচ্ছসি ॥ ৩৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। সবৈলক্ষ্যাস্মিতং প্রাহ সলজ্জং পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩৫ ॥ গুহ্যমেতন্মহাভাগা অস্মাকং যদি সংস্থিতম্। অবাচ্যমপি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমা-

আমাদের হয়-হস্তী, ধন-রত্ন, গ্রাম-নগর-দেশ ইত্যাদিতে কোন প্রয়োজন নাই। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি তদ্বিষয়ক সংশয়-নিরাসরূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করুন। রাজা বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদেরই উপদেশ প্রদানে অধিকার; অন্য জাতির তাহাতে অধিকার নাই, গ্রহণে আছে। হে বিচক্ষণগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; আমিত সর্ব্বজ্ঞ নহি যে, আপনানিগকে উপদেশ প্রদান করিব! ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে রাজন্। আমরা আপনার নিকট গুরুশিষ্য বিষয়ক-উপদেশ কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছি; আপনি ইহাতে ভীত হইবেন না। আপনি যদি বলিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আপনাকে এক প্রশ্ন করি। আপনি যথাযথ বলিতে আরম্ভ করুন। আমরা গুহ্য বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব না ।১০—২৫। রাজা বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! যদি আপনাদের সংশয়ই জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে, আপনারা স্বচ্ছন্দে আমায় জিজ্ঞাসা করুন, গুহ্য হইলেও আমি তাহার উত্তর করিব। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—রাজন্! বিচিত্র অন্ন, বিবিধ লেহ্য ও নানাবিধ অমৃতোপম সুস্বাদু পেয় বস্তু থাকিতে কিজন্য আপনি শ্রাদ্ধের দিন ব্রাহ্মণগণকে গর্হিত মধু প্রদান করেন। ইহা ব্রাহ্মণগণের ভোজনসুখকর হয় না। উত্তম উত্তম মাংস থাকিতে আপনি কেবল নিরাস্বাদ খড়্গমাংসই প্রদান করেন, পৃথিবীতে কত পবিত্র পবিত্র সুষ্ঠু সুস্বাদু শাক রহিয়াছে, তাহাতে উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, আপনি তাহা আহরণ না করিয়া কোথা হইতে মুখ-দুঃখকর কটু ক্যলশাক আনয়ন করিয়া তাহাই পরম ভক্তিসহকারে আমাদিগকে প্রদান করেন, ইহার কারণ কি বলুন দেখি? শ্রাদ্ধ বিষয়ে নিষেধ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; আর উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করিতে নাই; এই জন্যই আমরা ভোজন করিয়া থাকি। আপনি যখন প্রায়ই শ্রাদ্ধে এই সকল বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন, তখন অবশ্যই ইহার একটা বিধি গূঢ় কারণ আছে; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব যে জন্য আপনি এই সকল নিন্দিত নিস্বাদ বস্তু শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করেন, তাহা বলুন; আপনার এতাদৃশ কার্য্য দেখিয়া আমাদের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা লজ্জিত হইয়া সস্মিতাননে বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! যদিও ইহা আপনাদের

স্থিতাঃ। ৩৬। অহমাসং পুরা পাপো লুব্ধকশ্চান্য-জন্মনি। নিহতা সর্ব্বজন্তূনাং তথা ভক্ষিতা পুনঃ। ৩৭। পর্য্যটামি তদারণ্যে ধনুষা মৃগয়ারতঃ। সিংহো ব্যাঘ্রো গজেন্দ্রো বা শরভো বা দ্বিজোত্তমাঃ। ৩৮। মদ্বাণগোচরং প্রাপ্তো ন জীবত্যপি কর্হিচিৎ। কস্তচিত্বথ কালস্য ভ্রমমাণো মহীতলে। ৩৯। সম্প্রাপ্তোহহং মহাভাগা অগ্নিবেশস্য সন্মুনেঃ। আশ্রমে সমনুপ্রাপ্তো নিশীথে ক্ষুৎপিপাসিতঃ। ৪০। তাবত্তত্র সশিষ্যাণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মবিধিং বদন্। সংস্থিতো বেষ্টিতঃ শিষ্যৈঃ সমস্তাদ্দ্বিজসত্তমাঃ। ৪১। অগ্নিবেশ উবাচ। ঋক্ষে পিত্রো যদা চন্দ্রো হংসশ্চাপি করে ব্রজেৎ। ত্রয়োদশী তু সা চ্ছায়া বিজ্ঞেয়া কুঞ্জরোদ্ভবা। ৪২। পিত্রো যদাস্থিতশ্চেন্দুর্হংসশ্চাপি করে স্থিতঃ। তিথির্বৈশ্রবণী যা চ সা চ্ছায়া কুঞ্জরস্য চ। ৪৩। সৈংহিকেয়ো যদা চন্দ্রং গ্রসতে পর্ব্বসন্ধিষু। হস্তিচ্ছায়া তু সা জ্ঞেয়া তস্যাং শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। ৪৪। তস্যাং যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং জলৈরপি প্রভক্তিতঃ। যাবদ্দ্বাদশবর্ষাণি পিতরস্তস্য তর্পিতাঃ। ৪৫। বনস্পতিগতে সোমে যা চ্ছায়া পূর্ব্বতোমুখী। গজচ্ছায়া তু সা জ্ঞেয়া পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্। ৪৬। স ভবেচ্চ ন সন্দেহঃ পুণ্যদা পৈতৃকী তিথিঃ। তস্যাং শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং সম্ভারাঃ সন্তু তাশ্চ যে। ৪৭। প্রভাতে তু ন সন্দেহঃ পিতৄণাং পরিতৃপ্তয়ে। শাকৈস্তথৈঙ্গুদৈর্ব্বিল্বৈর্ব্বদরৈশ্চির্ব্ভটৈরপি। ৪৮। যদন্নং পুরুষোহশ্নাতি তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ। বাঢমিত্যেব তে প্রোচ্য গতাঃ স্বং স্বং নিকেতনম্। ৪৯। সর্ব্বৈঃ শিষ্যা মহাভাগা নারায়ণপুরোগমাঃ। অগ্নিবক্ষ্যোহপি সুষাপ সমামন্ত্র্য দ্বিজোত্তমান্। ৫০। তেন সঙ্কথ্যমানঞ্চ রাত্রৌ তচ্চ শ্রুতং ময়া। অহং চাপি করিষ্যামি প্রাতঃ শ্রাদ্ধমসংশয়ম্। ৫১। নিহত্য খড়্গমাদায় তস্য মাংসং সুপুষ্কলম্। তথা মধু সমাদায় কালশাকং বিশেষতঃ। ৫২। স্বজাতীয়েভ্য আদায় তর্পয়িষ্যামি তান্ পিতৄন্। ৫৩। এবং নিশ্চিত্য মনসা প্রসুপ্তোহহং দ্বিজোত্তমাঃ। ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রোদ্গতে রবিমণ্ডলে। ৫৪। মধুজালানি ভূরীণি গৃহীতানি ময়া ততঃ। কালশাকং তথা লব্ধং স্বেচ্ছয়া দ্বিজসত্তমাঃ। ৫৫। ততঃ সর্ব্বং সমাদায় শ্রপিতং তৎক্ষণান্ময়া। স্নাত্বা চ নিজবর্গাণাং

নিকট আমাদের বক্তব্য নহে, তথাপি বলিতেছি শ্রবণ করুন,—পূর্ব্ব জন্মে আমি এক পাপ লুব্ধক ছিলাম। সকল জন্তুই আমার বধ্য ও ভক্ষ্য ছিল। আমি মৃগয়ারত হইয়া কেবল অরণ্যে পর্য্যটন করিতাম। সিংহ, ব্যাঘ্র, গজেন্দ্র বা শরভ কেহই আমার বাণ-গোচর হইয়া রক্ষা পাইত না। একদা আমি মহীতলে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষুৎ-পিপাসাকুল হইয়া নিশীথে মহাভাগ অগ্নিবেশ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম,—তিনি শিষ্যমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রাদ্ধ বধি বলিতেছেন; যথা, যে ত্রয়োদশী তিথিতে চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে এবং সূর্য্য হস্তা নক্ষত্রে অবস্থান করেন, তাহাকে গজচ্ছায়া বলে। যখন পর্ব্বসন্ধি সময়ে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে, তখন গজচ্ছায়া যোগ হয়, ঐই সময় শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যে ব্যক্তি এই সময় ভক্তিপূর্ব্বক জল দ্বারাও শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃলোকগণ দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইন্দু বনস্পতিগত হইলে যে পূর্ব্বমুখী ছায়া পতিত হয়, তাহাকেই গজচ্ছায়া বলে। ইহাতে পিতৃগণের দত্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। ইহাকেই পিতৃতিথি বলে। এই তিথি পুণ্যদায়িনী; সন্দেহ নাই। এই তিথিতে শ্রাদ্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই দিন প্রভাতে শ্রাদ্ধীয় সম্ভার সকল আহরণ করিলে নিশ্চয়ই তাহা পিতৃতৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ শাক, ইঙ্গুদ, বিল্ব, বদর ও চির্ব্ভটের সহিত যে অন্ন ভোজন করেন, তাহা শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃদেবগণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে দিতে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করেন।১৯-৪৯। ভগবান্ অগ্নিবেশের নারায়ণ প্রমুখ সকল শিষ্যই মহানুভব। মুনিবর অগ্নিবেশ শিষ্যবৃন্দকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া নিদ্রিত হইলেন। হে মহাভাগগণ! ঐ সময় রাত্রিকালে আমি তাঁহার মুখে এই সকল শ্রাদ্ধীয় বিধি শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে দ্বিজোত্তমগণ! মুনিবরের মুখে শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, আমিও খড়্গ মারিয়া তাহার মাংস এবং স্বজাতীয়গণের নিকট হইতে মধু ও কালশাক আহরণ করত তাহা দ্বারা পিতৃলোককে তর্পিত করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি প্রসুপ্ত হইলাম। অনন্তর রাত্রি প্রভাতে বিমল রবিমণ্ডল প্রকাশিত হইলে আমি প্রচুর মধু ও যথেচ্ছ কালশাক আহরণ করিয়া ঐ সকল তৎক্ষণাৎ পাক করিতে লাগিলাম। পাকান্তে স্নান করিয়া ঐ

পিতৃনুদ্দিশ্য চাত্মনঃ। প্রদত্তং লুব্ধকানাঞ্চ ভক্তিপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥ এবং ময়া পুরা দত্তং পিতৃনুদ্দিশ্য তান্দ্বিজান্। নান্যৎকিঞ্চিন্ময়া দত্তং কদাচিৎ স্বচিদ্দিজাঃ। ৫৭॥ ততঃ কালেন মহতা মৃত্যুং প্র প্তোঽস্ম্যহং দ্বিজাঃ। তদ্দানস্য প্রভাবেণ পার্থিবীং যোনিমাশ্রিতঃ ॥ ৫৮ ॥ এবংজাতিস্মরত্বঞ্চ সঞ্জাতং মে দ্বিজোত্তমাঃ। তে চ মে তর্পিতাস্তেন খড়্গমাংসেন মাক্ষিকৈঃ ॥ ৫৯ ॥ সম্প্রাপ্তাঃ পরমাং প্রীতিং ততো দ্বাদশবার্ষিকীম্। এতস্মাৎকারণাচ্ছ্রাদ্ধং প্রকরোমি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥ খড়্গমাংসেন মধুনা কালশাকেন ভূরিশঃ। বিধিহীনং দ্বিজৈর্হীনং তিলদর্ভৈর্বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬১ ॥ ময়া তদ্বিহিতং শ্রাদ্ধং তস্যৈতৎফলমাগতম্। সাম্প্রতং বিধিনা সম্যগ্‌ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ ॥ ৬২ ॥ উপবিষ্টৈঃ করোম্যেব যচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ, দর্ভৈস্তিলৈঃ সমোপেতং মন্ত্রবচ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৩ ॥ নো জানামি ফলং কিংবা সাম্প্রতঞ্চ ভবিষ্যতি। তস্মাদেবং পরিজ্ঞায় যূয়ং চৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৪ ॥ সন্তর্পয়ধ্বঞ্চ পিতৄন্নিজান্ গজদিনে স্থিতে। ছায়ায়াং চৈব জাতায়াং কুঞ্জরস্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৫ ॥ যেন সঞ্জায়তে তৃপ্তিঃ পিতৄণাং দ্বাদশাব্দিকী। যুষ্মাকঞ্চ গতিঃ শ্রেষ্ঠা যথা জাতা মমাধুনা ॥ ৬৬ ॥ ভর্তৃযজ্ঞ উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। সন্তুষ্টাঃ সাধুবাদাংশ্চ দদুস্তস্য মহীপতেঃ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ প্রভৃতি চক্রুস্তে শ্রাদ্ধানি দ্বিজসত্তমাঃ। ত্রয়োদশ্যাং নভস্যস্য কৃষ্ণায়াং ভক্তিতৎপরাঃ ॥ ৬৮ ॥ মধুনা কালশাকেন খড়্গমাংসেন তর্পিতাঃ। প্রাপ্নুবন্তি পরাং সিদ্ধিং বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ স্পর্দ্ধন্তে সহিতা দেবৈঃ পিতরশ্চ বিশেষতঃ। বংশজেন প্রদত্তস্য প্রভাবাৎসুরত্তমাঃ ॥ ৭০ ॥ শ্রাদ্ধার্থং সম্পরিজ্ঞায় মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্। আদিত্যা বসবো রুদ্রা নাসত্যাবপি পার্থিব ॥ ৭১ ॥ যথা ন ভবতি শ্রাদ্ধং তস্মিন্নহনি ভূতলে। যৎপ্রভাবাদ্বয়ং সর্ব্বে মানুষৈঃ শ্রাদ্ধমাশ্রিতৈঃ। ন যামোঽভিভবস্থানং তস্মাচ্ছপ্স্যামহে চ তাম্ ॥ ৭২ ॥ অদ্যপ্রভৃতি যঃ শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশ্যাং করিষ্যতি। কন্যাসংস্থে সহস্রাংশৌ তস্য, স্যাদ্বংশসংক্ষয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ইতি শাপেন দেবানাং নির্দগ্ধেয়ং মহাতিথিঃ ॥ ৭৪ ॥ ততঃপ্রভৃতি নৈতস্যাং ক্রিয়তে শ্রাদ্ধমুত্তমম্। যঃ প্রমাদেন কুরুতে তস্য স্যাদ্বংশসংক্ষয়ঃ ॥ ৭৫ ॥ যেন ভীতা

সকল পঞ্চ বস্তু পিতৃ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্বজাতিদিগকে ভোজন করাইলাম। হে দ্বিজগণ! আমি পূর্ব্বে এইরূপ ঐ সকল বস্তু পিতৃউদ্দেশে দান করিয়াছিলাম, আর কখন কাহাকে কিছু দান করি নাই। অতঃপর আমি কিয়ৎকাল পরে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া ঐ দানের প্রভাবে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। সেই রাজাই আমি। অধুনা আমি জাতিস্মর হইয়াছি। আমি পিতৃগণ উদ্দেশে খড়্গমাংস ও মধু প্রদান করিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা দ্বাদশাব্দিকী তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই জন্যই আমি খড়্গমাংস ও মাক্ষিক ও কালশাক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি। আমি প্রথমত বিধিহীন ব্রাহ্মণহীন ও তিলদর্ভবিহীন এই শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম তাহারই ফল দাঁড়াইয়াছে এতদূর; এখন আমি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে উপবিষ্ট রাখিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তিলদর্ভাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতেছি, ইহার ফল যে কি হইবে, তাহা আমি এখন কিছু বলিতে পারিতেছি না। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারাও অধুনা আমার বাক্যে নিজ পিতৃগণকে গজচ্ছায়ায় সন্তর্পিত করুন। তাহাতে আপনাদের পিতৃগণ দ্বাদশাব্দিকী তৃপ্তি লাভ করিবেন। এবং আমার ন্যায় আপনাদেরও শ্রেষ্ঠ গতিলাভ হইবে।৫০-৬৬। ভর্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ নৃপতির তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন তদবধি তাঁহারা ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে ভক্তিসহকারে মধু, খড়্গমাংস ও কালশাক দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাদের পিতৃগণ বর বিমানে আসীন থাকিয়া দেবগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন! দেবগণ দেখিলেন যে পিতৃগণ বংশধরগণপ্রদত্ত শ্রাদ্ধবৈভবে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবতাগণ মন্ত্রণা করিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, অদ্য হইতে যে ব্যক্তি কন্যাসংস্থ নক্ষত্রাকারে ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার বংশলোপ হইবে। মহাতিথি ত্রয়োদশী এইরূপ শাপদগ্ধ হইলে তদবধি কেহ আর ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিল না। যে ব্যক্তি প্রমাদ বশত করিত, তাহারও বংশক্ষয় হইতে লাগিল। দেবগণের এই নিদারুণ শাপে ভীত

কুর্ব্বন্তি চ্ছায়ায়াং কুঞ্জরস্য চ। বিশেষেণ গজ-চ্ছায়ে তত্র পিণ্ডোহয়মাহৃতঃ ॥৭৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গজচ্ছায়ামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। এতস্মাৎকারণাৎ কশ্চিত্তস্মিন্ দিনে পার্থিব। দদাতি নৈব চ শ্রাদ্ধং পিতৃনুদ্দিশ্য কর্হিচিৎ। বংশচ্ছেদভয়াদ্রাজন সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১॥ শ্রাদ্ধং বিনাপি দাতব্যং তদ্দিনে মধুনা সহ। পায়সং ব্রাহ্মণাগ্রেভ্যঃ সম্মতং তৃপ্তিকারণাৎ ॥ ২॥ খড়্গমাংসং কালশাকং মাংসং বাৰ্দ্ধ্রীণসোদ্ভবম্। প্রদেয়ং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ তৎসমস্তাদুদাহৃতম্ ॥ ৩॥ ত্রিঃপিবন্ত্বেন্দ্রিয়ক্ষীণঃ সর্ব্বযূথানুগস্তথা। এষ বার্দ্ধ্রীণসঃ প্রোক্তঃ পিতৃণাং তৃপ্তিদঃ সদা ॥ ৪॥ তদভাবেঽপি দাতব্যং ক্ষীরোদনমনুত্তমম্। তস্মিন্নহনি বিপ্রেভ্যঃ পিতৃণাং তুষ্টয়ে নৃপ ॥ ৫॥ তস্যাভাবেঽপি দাতব্যং জলং তিল-বিমিশ্রিতম্। সদর্ভং সহিরণ্যঞ্চ হিরণ্যকলশান্বিতম্ ॥ ৬॥ যচ্ছ্রেয়ো জায়তে পুংসঃ পঙ্কশ্রাদ্ধেন পার্থিব। কৃতেন তৎফলং কৃৎস্নং তস্মিন্নহনি পার্থিব ॥ ৭॥ পিতৃনুদ্দিশ্য চাজ্যেন মধুনা পায়সেন চ। কাল-শাকেন মধুনা খড়্গমাংসেন বা নৃপ ॥ ৮॥ শ্রাদ্ধং বিনাপি দত্তেন শ্রুতিরেষা পুরাতনী। তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন পিত্র্যর্কে সমুপস্থিতে। ত্রয়োদশ্যাং নভ-স্যস্য হস্তগে দিননায়কে ॥ ৯॥ দরিদ্রেণাপি দাতব্যং হিরণ্যকলশান্বিতম্। তোয়ং তিলৈর্যুতং রাজন্ পিতৃণাং তুষ্টিমিচ্ছতা ॥ ১০॥ আনর্ত্ত উবাচ। মাংসং বিগর্হিতং বিপ্র যতঃ শাস্ত্রে নিগদ্যতে। তস্মাত্তৎ ক্রিয়তে কেন শ্রাদ্ধং কীর্ত্তয় মেঽখিলম্ ॥ ১১॥ স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়তি নির্দ্দয়ঃ। স নূনং নরকং যাতি প্রোক্তমেতন্মহর্ষিভিঃ ॥ ১২॥ ত্বঞ্চ তস্য প্রভাবং মে প্রজল্পসি দ্বিজোত্তম। বিশেষা-চ্ছ্রাদ্ধকৃত্যে চ তদেবং মম সংশয়ঃ ॥ ১৩॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগ মাংসং সদ্ভির্বিগর্হিতম্। শ্রাদ্ধে প্রযুজ্যতে যস্মাত্তত্তেঽহং বচ্মি কারণম্ ॥ ১৪॥ যদা চারম্ভিতা সৃষ্টির্ব্রহ্মণা লোককারিণা। সম্পূজ্য চ পিতৃন্ দেবান্নান্দীমুখপুরঃসরান্। তদা খড়্গাঃ সমুৎপন্নঃ পূর্ব্বং বার্দ্ধ্রীণসশ্চ যঃ ॥ ১৫ ॥

হইয়া কেহ আর ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিল না; সুতরাং গজচ্ছায়ায় পিতৃগণের পিণ্ড রহিত হইল। ৬৭—৭৬।

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২০।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! পূর্ব্বোক্ত কারণে ত্রয়োদশীতিথিতে বংশোচ্ছেদভয়ে কেহ আর পিতৃগণউদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করিল না। এ কথা সত্য বলিয়া জানিবেন। শাপ বশত ঐ দিন শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে মধু, পায়স, ঘৃত, খড়্গমাংস, কালশাক ও বার্দ্ধ্রীণসমাংস প্রদান করিতে হয়। ত্রিবারপায়ী ক্ষীণেন্দ্রিয় যূথানুগ বার্দ্ধ্রীণস পিতৃগণের সর্ব্বদা তৃপ্তিদায়ক। হে নৃপ! শ্রাদ্ধ না করিয়া মানব কেবল ক্ষীরোদন, এবং তিলযুক্ত সদর্ভ জলপূর্ণ হিরণ্যকলস ঐ তিথিতে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে। পঙ্কাবব্যাপী শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল লাভ হয়, ত্রয়োদশীতিথিতে শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে পিতৃ-উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে আজ্য, মধু, পায়স, কালশাক, ও খড়্গমাংস দান করিলেও তদ্রূপ ফল হইয়া থাকে। লোকে এইরূপ শ্রুতি গীত হয়। অতএব দরিদ্র মানবগণ কর্কটরাশিস্থ দিবাকরে মঘা নক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথিতে পিতৃ-তুষ্টি কামনা করিয়া তিলযুক্ত হিরণ্যকলশপূর্ণ তোয় প্রদান করিবে। ১—১০। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে দ্বিজ! মাংস শাস্ত্রে গর্হিত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে, তবে কিজন্য লোকে তাহা দ্বারা শ্রাদ্ধ করে, আপনি তাহা বলুন? যে নির্দ্দয় পরমাংস দ্বারা স্বমাংস বর্দ্ধিত করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে, ইহা মহর্ষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর আপনি সেই মাংসেরই প্রভাব বর্ণন করিতেছেন; বিশে-ষতঃ শ্রাদ্ধ বিষয়ে আপনি তাহার প্রশংসা করিতে-ছেন, ইহা আমার অত্যন্ত সংশয়ের কারণ হই-য়াছে। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য বটে, বিচক্ষণ ব্যক্তি-গণ মাংসের নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু মাংস শ্রাদ্ধে যেজন্য প্রদত্ত হয়, তাহা আমি আপনাকে বলিতেছি। বিধাতা যখন নান্দীমুখপ্রমুখ দিব্যপিতৃগণের পূজা করিয়া লোকসৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন, তখন এক খড়্গ ও বার্দ্ধ্রীণস উৎপন্ন হয়। দিব্য ও

তস্মৈ যে পিতরো দিব্যা যে চ মানুষসম্ভবাঃ। জগৃহুস্তে ততঃ সর্ব্বে বলিভূতমিবাত্মনঃ ॥ ১৬॥ তানুবাচ ততো ব্রহ্মা এতৌ তু পিতরো ময়া। যুষ্মভ্যং কল্পিতৌ সম্যগ্ বলিভূতৌ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৭॥ এতাভ্যাং পরমা প্রীতির্যুষ্মভ্যং সম্ভবিষ্যতি। মম বাক্যাদসন্দিগ্ধং পরমেতৌ নয়ো ভুবি ॥ ১৮॥ নৈব সম্প্রাপ্স্যতে পাপং যুষ্মদর্থং হনন্নপি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৯॥ খড়্গবাদ্ধ্রীণসোদ্ভূতং মাংসং শ্রাদ্ধে সুতৃপ্তিদম্। তৌ চাপি পরমৌ দিব্যৌ স্বর্গং লোকং গমিষ্যতঃ ॥ ২০॥ শ্রাদ্ধদস্য পরং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি সুদুর্লভম্। পিতৃণাং চাক্ষয়া তৃপ্তির্ভবেদ্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ২১॥ এতস্মাৎ কারণাচ্ছস্তং মাংসমাভ্যাং নরাধিপ। তস্মিন্নহনি নান্যত্র বিনিয়োগোঽস্য কীর্ত্তিতঃ ॥ ২২॥ রোহিতাশ্ব উবাচ। অপ্রাপ্তখড়্গমাংসস্য তথা বাদ্ধ্রীণস্য চ। কথং শ্রাদ্ধং ভবেদ্বিপ্র পিতৃণাং তৃপ্তিকারকম্ ॥ ২৩॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মধুনা সহ দাতব্যং পায়সং পিতৃতুষ্টয়ে। তেন বৈ বার্ষিকী তৃপ্তিঃ পিতৃণাং চোপজায়তে।

২৪॥ আজং চ পিশিতং রাজন্ শিশুমারসমুদ্ভবম্। মাংসং প্রতুষ্টয়ে প্রোক্তং বৎসরং মাসবর্জ্জিতম্ ॥ ২৫॥ তদভাবে বরাহস্য দশমাসপ্রতুষ্টিদম্। মাংসং প্রোক্তং মহারাজ পিতৄণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬॥ আরণ্যমহিষোত্থেন তৃপ্তিঃ স্যান্নবমাসিকী। রুরোশ্চৈবাষ্টমাসোত্থা এণস্য সপ্তমাসিকা ॥ ২৭॥ শম্বরোর্মাসষট্‌কং চ শশকস্য তু পঞ্চকম্। চত্বারঃ শল্লকস্যোক্তাস্ত্রয়ো বা তৈত্তিরস্য চ ॥ ২৮॥ মাসদ্বয়ং চ মৎস্যস্য মাসমেকং কপিঞ্জলে। নান্যেষাং যোজয়েন্মাংসং পিতৃকার্য্যে কথঞ্চন ॥ ২৯॥ এতেষামেব মাংসানি পাবনানি নৃপোত্তম ॥ ৩০॥ আনর্ত্ত উবাচ। কস্মাদেতে পবিত্রাঃ স্যুর্যেষাং মাংসং প্রচোদিতম্। শ্রাদ্ধে চ তন্মমাচক্ষ্ব যথাবদ্দ্বিজসত্তম ॥ ৩১ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। সৃষ্টিং প্রকুর্ব্বতা তেন পশবো লোককারিণা। খড়্গবাদ্ধ্রীণসাদীনাং পশ্চাৎসৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৩২ ॥ একাদশপ্রমাণেন ততশ্চান্যে নৃপোত্তম। অজশ্চ প্রথমং সৃষ্টঃ স তথা মেধ্যতাং গতঃ ॥ ৩৩॥ তথৈতে প্রথমং সৃষ্টাঃ পশবোঽত্র নরাধিপ। শস্যানি সৃজতা তেন

মানব পিতৃগণ বলিরূপে তাহা গ্রহণ করেন। পিতামহও তাঁহাদিগকে ঐ সময় বলেন,—হে পিতৃগণ! আমি ঐ জন্তুদ্বয় আপনাদিগকে বলিরূপে প্রদান করিলাম; আপনারা উহা গ্রহণ করুন। আমার এই বাক্যে এই জন্তুদ্বয় দ্বারা আপনাদের পরম প্রীতি হইবে। মর্ত্ত্যধামে নরগণ আপনাদের উদ্দেশে উহাদিগকে বধ করিয়া পাতকভাগী হইবে না, বরং আপনাদের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া তাহারা ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। উহাদের মাংস শ্রাদ্ধে তৃপ্তিদায়ক হইবে এবং উহারা শ্রাদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। শ্রাদ্ধদায়ী ব্যক্তি পরম শ্রেয়ো লাভ করিবে। পিতৃগণ ইহাদের মাংসাস্বাদন করিয়া দ্বাদশবার্ষিকী অক্ষয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। হে নরাধিপ! এই সকল কারণেই ইহাদের মাংস শ্রাদ্ধে সুবিহিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধদিবসেই ইহাদিগকে হত্যা করিতে পারা যায়, অপর দিবসে নহে। রোহিতাশ্ব বলিলেন,—হে বিপ্র! খড়্গমাংস বা বাদ্ধ্রীণস-মাংস যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ কিরূপে পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক হইবে? মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রোহিতাশ্ব! মাংস না মিলিলে মধুর সহিত পায়স প্রদান করিলেই তাহা পিতৃগণের বার্ষিকী তৃপ্তি উৎপাদন করিবে।

ছাগমাংস ও শিশুমার-মাংস পিতৃগণের এক মাস কম এক বৎসর তৃপ্তি জন্মাইয়া থাকে। ইহার অভাবে বরাহ-মাংস প্রদান করিলে তাহাতে পিতৃগণের দশমাস কাল যাবৎ তৃপ্তি-সাধন হইয়া থাকে। আরণ্য মহিষ-মাংসে নব মাস, রুরু-মাংসে অষ্ট মাস, এণমাংসে সপ্তমাস, শম্বরমাংসে ছয় মাস, শশকমাংসে পঞ্চ মাস, শল্লকমাংসে চারি মাস, তিত্তিরমাংসে তিন মাস, মৎস্যে দুই মাস এবং কপিঞ্জলমাংসে পিতৃগণের এক মাস তৃপ্তি হইয়া থাকে। অন্য জন্তুর মাংস পিতৃকার্য্যে প্রদান করিতে নাই; এই সকল জন্তুর মাংস পবিত্র বলিয়া প্রদান করা যায়। ১১—৩০। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে বিপ্র! শ্রাদ্ধে পবিত্র বলিয়া আপনি যে সকল জন্তুর মাংসের উল্লেখ করিলেন, ঐ সকল জন্তুর মাংস পবিত্র হইল কি প্রকারে? আপনি তাহা বলুন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে গিয়া প্রথমতঃ খড়্গ-বাদ্ধ্রীণসাদি সৃজন করিয়া পশ্চাৎ একাদশ প্রকারের অন্যান্য পশু উৎপাদন করেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে ছাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উহা মেধ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রথম সৃষ্ট পশু মাত্রকেই তিনি পশু-

তিলাঃ পূর্ব্বং চ নির্ম্মিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রাদ্ধার্থং ব্রীহয়ঃ সৃষ্টা রক্তেষু চ প্রিয়ঙ্গবঃ॥ গোধূমাশ্চ যবাশ্চৈব মাষা মুদ্গাশ্চ বৈ নৃপ ॥ ৩৫ ॥ নীবারাশ্চাপি শ্যামাকাঃ প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্ । তৃপ্তিং মাংসেন বাঞ্ছন্তি মাংসং মাংসেনবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥ পুষ্পজাত্যো যদা সৃষ্টাস্তদা প্রাক্ শতপত্রিকা । সৃষ্টা তেন চ মুখ্যা সা শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সর্ব্বদা ॥ ৩৭ ॥ ধাতূনি সৃজতা তেন রূপ্যং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা । তেন তদ্বিহিতং শ্রাদ্ধে দক্ষিণায়াং প্রতৃপ্তয়ে ॥ ৩৮ ॥ রাজতেষু চ পাত্রেষু যদ্দ্বিজেভ্যঃ প্রদীয়তে । পিতৃভ্যস্তস্য নৈবাস্তো যুগান্তেঽপি প্রজায়তে ॥ ৩৯ ॥ অভাবে রূপ্যপাত্রাণাং নামাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ । তুষ্যন্তি পিতরো রাজন কীর্ত্তনাদপি বৈ যতঃ ॥ ৪০ ॥ রসাংশ্চ সৃজতা তেন মধু সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা । তেন তচ্ছস্যতে শ্রাদ্ধে পিতৄণাং তুষ্টিদায়কম্ ॥ ৪১ ॥ যচ্ছ্রাদ্ধং মধুনা হীনং তদ্রসৈঃ সকলৈরপি । মিষ্টান্নৈরপি সংযুক্তং তৎ পিতৄণাং ন তৃপ্তয়ে ॥ ৪২ ॥ অণুমাত্রমপি শ্রাদ্ধে যদি ন স্যাদ্ধি মাক্ষিকম্ । নামাপি কীর্ত্তয়েত্তস্য পিতৄণাং তুষ্টয়ে যতঃ ॥ ৪৩ ॥ শাকানি সৃজতা তেন ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা । কালশাকং পুরঃ সৃষ্টং তেন তত্তৃপ্তিদায়কম্ ॥ ৪৪ ॥ কালং হি সৃজতা তেন কুতপঃ প্রাগ্‌বিনির্ম্মিতঃ । তস্মাৎ কুতপকালে চ শ্রাদ্ধং কার্য্যং বিজানতা । য ইচ্ছেচ্ছাশ্বতীং তৃপ্তিং পিতৄণামাত্মনঃ সুখম্ ॥ ৪৫ ॥ বীরুধঃ সৃজতা তেন বিধিনা নৃপসত্তম । দর্ভাস্ত প্রথমং সৃষ্টাঃ শ্রাদ্ধার্হাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥ ৪৬ ॥ শ্রাদ্ধার্হান্ ব্রাহ্মণাংস্তেন সৃজতা পদ্মযোনিনা । দৌহিত্রাঃ প্রথমং সৃষ্টাঃ শ্রাদ্ধার্হাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥ ৪৭ ॥ অপি শৌচপরিত্যক্তং হীনাঙ্গাধিকমেব বা । দৌহিত্রং যোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে পিতৄণাং পরিতুষ্টয়ে ॥ ৪৮ ॥ পশূন্ বিসৃজতা তেন পূর্ব্বং গাবো বিনির্ম্মিতাঃ । তেন তাসাং পয়ঃ শস্তং শ্রাদ্ধে সর্পির্বিশেষতঃ ॥ ৪৯ ॥ তস্মাচ্ছ্রাদ্ধে ঘৃতং শস্তং প্রদত্তং পিতৃতুষ্টয়ে ॥ ৫০ ॥ প্রজাশ্চ সৃজতা তেন পূর্ব্বং সৃষ্টা দ্বিজোত্তমাঃ । তস্মাৎপ্রশস্তাস্তে শ্রাদ্ধে পিতৃতৃপ্তিকরাঃ সদা ॥ ৫১ ॥ দেবাংশ্চ সৃজতা তেন বিশ্বেদেবাঃ কৃতাঃ পুরঃ । তেন তে প্রথমং পূজ্যাঃ প্রবৃত্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ৫২ ॥ তে রক্ষন্তি ততঃ শ্রাদ্ধং

মাংস করিয়াছেন। শস্যের মধ্যে তিনি সর্ব্ব প্রথমে শ্রাদ্ধার্থে তিল পরে যথাক্রমে ব্রীহি, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, যব, মাস, মুদ্গ, নীবার ও শ্যামাক সৃজন করেন। প্রথম সৃষ্ট বলিয়া পিতৃগণ মাংস দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। মাংসাশী জন্তুর মাংসে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন না; এজন্য উহা বর্জ্জনীয়। তিনি যখন পুষ্প সৃজন করিতে আরম্ভ করেন, তখন সর্ব্বাগ্রে শতপত্রিকা সৃজন করিয়াছিলেন; এজন্য ঐ পুষ্প শ্রাদ্ধ কর্ম্মে প্রধান হইয়াছে। ধাতু সৃজনকালে তিনি সর্ব্ব-প্রথমে রৌপ্য সৃজন করেন। এ নিমিত্ত রৌপ্য-দক্ষিণা তাঁহাদের অতিশয় তৃপ্তিকারিণী। পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য রৌপ্য পাত্রের সহিত যদি ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহা হইলে যুগ-যুগান্তেও পিতৃগণের তৃপ্তির অবসান হয় না। কারণ—রৌপ্যপাত্রের অভাবে শ্রাদ্ধসময়ে যদি রৌপ্যপাত্রের নামও করা হয়, তাহা হইলেও তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। রস সৃষ্টি-কালে বিধাতা সর্ব্বাগ্রে মধু সৃজন করেন, এ নিমিত্ত উহা পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক হইয়াছে। যে শ্রাদ্ধে মধু থাকে না, সেই শ্রাদ্ধে যদি অপর সকল প্রকার রস বা মিষ্টান্নের রাশি প্রদান করা যায়, তাহা হইলেও তাহা পিতৃলোকের তৃপ্তিজনক হয় না। যদি কোন প্রকারে শ্রাদ্ধে মধু লাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাহার নামোচ্চারণ করিতে হয়; ইহাতেও পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। বিধাতা যখন শাক সৃজন করেন, তখন সর্ব্ব প্রথমে কালশাক সৃজন করিয়াছিলেন, এনিমিত্ত উহা শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের তৃপ্তিদায়ক হইয়াছে। ভগবান্ বিধাতা কাল সৃষ্টির সময় প্রথমে কুতপকাল, বীরুধ সৃজন করিবার সময় প্রথমে দর্ভ এবং শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণ সৃজন করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে দৌহিত্র সৃজন করিয়াছিলেন, এজন্য ইহারা শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক হইয়াছে। দৌহিত্র যদি শৌচপরিত্যক্ত, হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গও হয়, তাহা হইলেও তাহাকে শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ করিলে পিতৃলোক পরিতুষ্ট হন।৩১ ৪১। পশু সৃজনকালে তিনি সর্ব্ব প্রথমে গাভী সৃজন করেন, এ নিমিত্ত শ্রাদ্ধে তাহার দুগ্ধ ও ঘৃত অতীব প্রশস্ত ও পিতৃতুষ্টিজনক। প্রজাসৃষ্টির সময় তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ সৃজন করিয়াছিলেন, এ জন্য ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধে প্রশস্ত ও পিতৃলোকের সন্তোষকর হইয়াছেন। দেবতা সৃষ্টির সময় তিনি অগ্রে বিশ্বদেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রাদ্ধের প্রথ-

যথাবৎপরিতর্পিতাঃ। ছিদ্রাণি নাশয়ন্তি স্ম শ্রাদ্ধে পূর্ব্বং প্রপূজিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ এতৈর্বিশ্বেতমৈঃ স্বষ্টৈঃ পুরা শ্রাদ্ধং বিনির্ম্মিতম্। স্বয়ং পিতামহেনৈব ততো দেবা বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৫৪ ॥ তেন তে সর্ব্বলোকেষু গতাঃ খ্যাতিং পুরা নৃপ ॥ ৫৫ ॥ এতৎ শ্রাদ্ধস্য সর্ব্বস্বং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্। পিতৃণাং পরমং গুহ্যং দত্তস্যাক্ষয়কারকম্ ॥ ৫৬ ॥ যশ্চৈতৎকীর্ত্তয়েৎ শ্রাদ্ধে ক্রিয়মাণে নৃপোত্তম। বিপ্রাণাং ভোক্তুকামানাং তৎ শ্রাদ্ধং ত্বক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ যশ্চৈতৎ শৃণুয়াদ্রাজন্ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। বিহিতস্য ভবেৎপুণ্যং যৎ শ্রাদ্ধস্য তদাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সৃষ্ট্যুৎপত্তিকালিকব্রহ্মোৎসৃষ্ট-শ্রাদ্ধার্হবস্তুপরিগণনবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২১॥

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। যেষাঞ্চ শস্ত্রমৃত্যুঃ স্যাদপমৃত্যুরথাপি বা। উপসর্গান্মৃতানাঞ্চ বিষমৃত্যুমুপেয়ুষাম্ ॥ ১ ॥ বহ্নিনা চ প্রদগ্ধানাং জলমৃত্যুমুপেয়ুষাম্। সর্পব্যাঘ্রহতানাঞ্চ শৃঙ্গিরুদ্বন্ধনৈরপি ॥ ২ ॥ শ্রাদ্ধং তেষাং প্রকর্ত্তব্যং চতুর্দ্দশ্যাং নরাধিপ। তেষাং তস্মিন্ কৃতে তৃপ্তিস্ততস্তৎপরিজা ভবেৎ ॥৩॥ আনর্ত্ত উবাচ। কস্মাচ্ছস্ত্রহতানাঞ্চ প্রোক্তো শ্রাদ্ধে চতুর্দ্দশী। নান্যেষাং দিবসে তত্র সংশয়োঽয়ং বদস্ব মে ॥ ৪ ॥ একোদ্দিষ্টং ন শংসন্তি সপিণ্ডীকরণং পরম্। কস্মাত্তত্র প্রকর্ত্তব্যং বদৈতন্মম বিস্তরাৎ ॥ ৫ ॥ কস্মান্ন পার্ব্বণং তত্র ক্রিয়তে দিবসে স্থিতে। প্রেতপক্ষে বিশেষেণ কৃতে শ্রাদ্ধেঽখিলেঽপি চ ॥ ৬ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। বৃহৎকল্পে পুরা রাজন্ হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ। বভূব বলবাঞ্ছূরঃ সর্ব্বদেবভয়ঙ্করঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা প্রতোষিতস্তেন বিধায় বিবিধং তপঃ। কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ নভস্যে মাসি সংস্থিতে ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস প্রার্থয়স্ব যথেপ্সিতম্। অদেয়মপি দাস্যামি তস্মাৎ প্রার্থয় মা চিরম্ ॥ ৯ ॥ হিরণ্যাক্ষ উবাচ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দৈত্যদানবাঃ। বুভুক্ষিতাঃ প্রযাচন্তে মাং নিত্যং পদ্মসম্ভব ॥ ১০ ॥ প্রেতপক্ষে কৃতে শ্রাদ্ধে কন্যাসংস্থে দিবাকরে। একস্মিন্নপি প্রায়স্তৃপ্তিঃ স্যাদ্বর্ষসম্ভবা ॥ ১১ ॥ তত্ত্বমদ্য

সেই তাঁহাদের পূজা করা হয়। তাঁহারা শ্রাদ্ধে সর্ব্ব প্রথমে পূজিত হইয়া শ্রাদ্ধ রক্ষা ও তাহার ছিদ্র নাশ করেন। বিশ্বদেবগণকে সৃজন করিয়া পরে তিনি শ্রাদ্ধ সৃজন করেন। অনন্তর দেবগণ উৎপাদিত হন। হে নৃপ! এই জন্যই বিশ্বদেবগণ লোকে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই আমি আপনার নিকট দত্তাক্ষয়কর পরম গুহ্য পিতৃশ্রাদ্ধের কথা বলিলাম। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবার সময় ইহা কীর্ত্তন করে, তাহার শ্রাদ্ধ অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। আর যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, তাহার শ্রাদ্ধ করার ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪২—৫৮।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২১।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—যাহারা শস্ত্রে, অপমৃত্যুতে, উপসর্গে, বিষে, বহ্নিতে, ও জলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং যাহারা সর্প, ব্যাঘ্র, শৃঙ্গ, ও উদ্বন্ধন হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের চতুর্দ্দশীশ্রাদ্ধ প্রশস্ত। ইহাতে তাহাদের পক্ষকাল যাবৎ তৃপ্তি লাভ হইবে। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনি অপরাপর মৃতব্যক্তির কথা না বলিয়া কেবল শস্ত্রাদিহত ব্যক্তিগণের চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিতে বলিলেন কিজন্য ; ইহা আমাকে বলুন ? আর একোদ্দিষ্ট বা সপিণ্ডীকরণের কথা না বলিয়া আপনি একেবারেই চতুর্দ্দশীশ্রাদ্ধের কথা বলিলেন; ইহাতে আমি সংশয়াপন্ন হইলাম ; অতএব এই সকল কথা আমায় বিস্তৃত ভাবে বলুন। প্রেতপক্ষে যখন নিখিল শ্রাদ্ধ কৃত হয়, তখন নির্দ্দিষ্ট দিন প্রাপ্ত হইয়া কি জন্যই বা লোকে চতুর্দ্দশীতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ না করিবে ? ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্ ! পূর্ব্বে বৃহৎ কল্পে হিরণ্যাক্ষ নামে এক মহাসুর ছিল। সে অত্যন্ত বলবান্ শূর ও দেবগণেরও ভয়ঙ্কর ছিল। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে বিবিধ তপ করিয়া সে ব্রহ্মাকে প্রসাদিত করে। ব্রহ্মা বলেন,—আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই ; তুমি অচিরে বর প্রার্থনা কর। হিরণ্যাক্ষ বলে,—হে দেব ! ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস ও দৈত্য-দানবগণ বুভুক্ষিত হইয়া নিত্য নিত্য আমার নিকট প্রার্থনা জানায় যে, হে দেব ! কন্যা-

দিনং দেহি তেভ্যঃ কমলসম্ভব। তেন তৃপ্তিং গতাঃ সর্ব্বে স্থাস্যন্ত্যব্দং পিতামহ ॥ ১২ ॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ। যঃ কশ্চিন্মানবঃ শ্রাদ্ধং স্বপিতৃভ্যঃ প্রদাস্যতি। প্রেতপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং নভস্যে মাসি সংস্থিতে ॥ ১৩ ॥ প্রেতানাং রাক্ষসানাং চ ভূতাদীনাং ভবিষ্যতি। মম বাক্যাদসন্দিগ্ধং যে চান্যে কীর্ত্তিতাস্ত্বয়া ॥১৪॥ দুর্ম্মৃত্যুনা মৃতা যে চ সংগ্রামেষু হতাশ্চ যে। একোদ্দিষ্টে সুতৈর্দত্তে তেষাং তৃপ্তির্ভবিষ্যতি। এবমুক্ত্বা ততো ব্রহ্মা ততশ্চাদর্শনং গতঃ। হিরণ্যাক্ষোঽপি সংহৃষ্টঃ স্বমেব ভবনং যযৌ ॥ ১৬ ॥ যচ্চ শস্ত্রহতানাং চ তস্মিন্নহনি দীয়তে। একোদ্দিষ্টং নরৈঃ শ্রাদ্ধং তত্তে বক্ষ্যামি কারণম্ ॥ ১৭ ॥ সম্মুখে শস্ত্রহতা যে চ নির্ব্বিকল্পেন চেতসা। যুধ্যমানা ন তে মর্ত্ত্যে জায়ন্তে মনুজাঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥ পরাঙ্মুখাশ্চ হন্যন্তে পলায়নপরায়ণাঃ। তে ভবন্তি নরাঃ প্রেতা এতদাহ পিতামহঃ ॥ ১৯ ॥ সম্মুখা অপি যে দৈন্যং হন্যমানা বদন্তি চ। পশ্চাত্তাপং চ বা কুর্য্যুঃ প্রাহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতাঃ ॥ ২০ ॥ তেঽপি প্রেতা ভবন্তীহ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ। কদাচিচ্চিত্তচলনং শূরাণামপি জায়তে ॥ ২১ ॥ তেষাং ভ্রান্ত্যা দিনে তত্র শ্রাদ্ধং দেয়ং নিজৈঃ সুতৈঃ। অপমৃত্যুমৃতানাং চ সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্ ॥ ২২ ॥ প্রেতত্বং জায়তে যস্মাত্তস্মাচ্ছ্রাদ্ধস্য তদ্দিনম্। শ্রাদ্ধাহং পার্থিবশ্রেষ্ঠ বিশেষেণ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩ ॥ একোদ্দিষ্টং প্রকর্ত্তব্যং যস্মাত্তত্র দিনে নরৈঃ। সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তত্তে বক্ষ্যামি কারণম্ ॥ ২৪ ॥ যদি প্রেতত্বমাপন্নঃ কদাচিৎ স্বপিতা ভবেৎ। তৃপ্ত্যর্থং তস্য কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং তত্র দিনে নৃপ ॥ ২৫ ॥ পিতামহাদ্যাস্তত্রাহি শ্রাদ্ধং নার্হাস্তু কুত্রচিৎ। অথ চেদ্‌ভ্রান্তিতো দদ্যাদ্গৃহ্ণতে রাক্ষসৈস্তু তৎ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মণো বচনাদ্রাজন্ ভূতপ্রেতৈশ্চ দানবৈঃ। তেনৈকোদ্দিষ্টমেবাত্র কর্ত্তব্যং ন তু পার্ব্বণম্ ॥ ২৭ ॥ পিতৃপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং কন্যাসংস্থে দিবাকরে। পিতামহো ন গৃহ্ণাতি পিত্রা তেন সমং তদা ॥ ২৮ ॥ ন চ তস্য পিতা রাজংস্তথৈব প্রপিতামহঃ ॥ ২৯ ॥ এত-

---

গত দিবাকরে প্রেতপক্ষে একদিন মাত্র শ্রাদ্ধে আমরা সংবৎসর কাল যাবৎ তৃপ্ত থাকিতে পারি। অতএব শ্রাদ্ধের জন্য এ দিন আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। হে কমলসম্ভব! আপনার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে তাহারা ঐ দিনে শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া সংবৎসর যাবৎ তৃপ্তি লাভ করুক। অতঃপর পিতামহ বলিলেন,—ভাদ্রমাসের চতুর্দ্দশীতে প্রেতপক্ষে যে কোন মানব পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে, তাহা আমার বাক্যে নিশ্চয়ই ভূত-প্রেত ও রাক্ষসগণের হইবে। যাহারা যে কোন প্রকার অপমৃত্যুতে বা সংগ্রামাদিতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহাদের সন্তানগণ ঐ দিন একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদের তথাবিধ প্রেত পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। হিরণ্যাক্ষও সন্তুষ্ট হইয়া স্বভবনে গমন করিল। ভাদ্রচতুর্দ্দশীতে শস্ত্রহত ব্যক্তিগণকে যে একোদ্দিষ্টবিধানে নরগণ শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহার কারণ এই যে, যাহারা সমরে শস্ত্রহত হইয়া নির্ব্বিকল্পচিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা আর মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করে না। আর যাহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে করিতে শস্ত্রপ্রহারে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, তাহারা প্রেত হইয়া থাকে। এই কথা পিতামহ বলেন। যাহারা সম্মুখসমরে অবস্থান করিয়াও প্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়া দীনভাবে মনস্তাপ করে, তাহারাও প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা স্বায়ম্ভুব বলিয়াছেন! কখন কখন ভ্রান্তি বশতঃ শূরগণেরও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাদের ঐ ভ্রান্তির জন্য এবং অপমৃত্যুগ্রস্ত প্রেতদিগের জন্য তাহাদের পুত্রগণ ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে। ১—২২। হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! প্রেতত্ব বিমুক্তির জন্য ঐ চতুর্দ্দশী তিথি বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানবগণ যে ঐ দিন সপিণ্ডীকরণের পরবর্ত্তী একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। পিতা যদি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার তৃপ্তির নিমিত্ত পুত্র ঐ দিন শ্রাদ্ধ করিবে। পিতামহাদি ঐ দিন শ্রাদ্ধার্হ নহেন। যদি ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধ রাক্ষস, ভূত, প্রেত ও দানবদিগের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ অনুশাসন করিয়াছেন। এজন্য এই তিথিতে কেবল একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধই হইয়া থাকে; পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ হয় না। আরও এক কারণ এই যে, কন্যাস্থিত দিবাকরে পিতৃপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে পিতা পিতামহের সহিত এবং পিতামহ পিতার সহিত শ্রাদ্ধ গ্রহণ করেন না।

স্মাৎকারণাদ্রাজন্ পার্ব্বণং ন বিধীয়তে। তস্মিন্নহনি সম্প্রাপ্তে ব্যর্থং শ্রাদ্ধং ভবেদ্যতঃ। ৩০। নান্যস্থানোদ্ভবৈর্বিপ্রৈঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মব্রতানি চ। নাগরো নাগরৈঃ কুর্য্যাদন্যথা তদ্বৃথা ভবেৎ। ৩১। অন্যস্থানোদ্ভবৈর্বিপ্রৈর্যচ্ছ্রাদ্ধং ক্রিয়তে ধ্রুবম্। সম্পূর্ণং ব্যর্থতাং যাতি নাগরাণাং ক্রিয়াপরৈঃ। ৩২। অথাচারপরিভ্রষ্টাঃ শ্রাদ্ধার্হা এব নাগরাঃ। বলীবর্দ্দসমানোঽপি জ্ঞাতীয়ো যদি লভ্যতে। কিমন্যৈর্বহুভির্বিপ্রৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ। ৩৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে চতুর্দ্দশীশস্ত্রহতশ্রাদ্ধনির্ণয়বর্ণনং নাম দ্বাবিংশত্যুত্তরদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। শ্রাদ্ধার্হৈর্ব্রাহ্মণৈঃ কার্য্যং শ্রাদ্ধং দর্শে তু পার্ব্বণম্। বিপরীতং ন কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধমেকং কথঞ্চন। ১। জারজাতাপবিদ্ধাদ্যৈর্যো নরঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ। ব্রাহ্মণৈস্তু ন সন্দেহস্তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ। ২। আনর্ত্ত উবাচ। ভয়ং মে সুমহজ্জাতমত্র যৎপরিকীর্ত্তিতম্। জারজাতাপবিদ্ধৈশ্চ যচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং ব্রজেৎ। ৩। মনুনা দ্বাদশ প্রোক্তাঃ কিল পুত্রা মহামতে। অপুত্রাণাঞ্চ পুত্রত্বং যে কুর্ব্বন্তি সদৈব হি। ৪। ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব ক্রয়ক্রীতশ্চ পালিতঃ। প্রতিপন্নঃ সহোঢ়শ্চ কানীনশ্চাপি সত্তম। ৫। তথান্যৌ কুণ্ডগোলৌ চ পুত্রাবপি প্রকীর্ত্তিতৌ। ৬। শিষ্যশ্চ রক্ষিতো মৃত্যোস্তথাশ্বত্থো বনাশ্রিতঃ। কিমেতে নৈব কথিতা যদেবং প্রজল্পসি। ৭। ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগ সর্ব্বে তে ধর্ম্মতঃ সুতাঃ। পরং যুগত্রয়ে প্রোক্তা ন কলৌ কলুষাপহাঃ। ৮। তদর্থং তেষু সন্তানং তাবন্মাত্রং যুগেযুগে। সত্ত্বাঢ্যানাং চ লোকানাং ন কলৌ চাল্পমেধসাম্। ৯। কলাবেব সমাখ্যাতো ব্যবহারঃ প্রপাতদঃ। অল্পসত্ত্বা যতো লোকাস্তেন চৈষ বিধিঃ স্মৃতঃ। ১০। অত্র যঃ সঙ্করং কুর্য্যাদ্যোনেস্তস্য ফলং শৃণু। ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎপুত্রো ব্রহ্মঘ্নঃ সম্প্রজায়তে। ১১। সর্ব্বাধমানামধমো যো বারণ্ড ইতি স্মৃতঃ। ১২। ক্ষত্রি-

---

সুতরাং কিরূপে ঐ দিন পার্ব্বণশ্রাদ্ধ হইতে পারে? শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে তাহা ব্যর্থ বৈ আর কি হইবে? নাগর ব্যক্তিগণ নাগরব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন, না করিলে তাহা বৃথা হইবে। অন্যস্থানের ক্রিয়াপরায়ণ ব্রাহ্মণ লইয়াও যদি নাগর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধ করেন, তাহা হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে। আর নাগর ব্রাহ্মণগণ যদি আচারভ্রষ্টও হন, তথাপি তাঁহারা শ্রাদ্ধার্হ। জ্ঞাতি বলীবর্দ্দবৎ হইলেও তাঁহাকে শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিতে হয়, আর অন্য ব্রাহ্মণ যদি বেদবেদাঙ্গ পারগও হয়, তথাপি তাহাকে গ্রহণ করিতে নাই। ২৩—৩৩।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—অমাবাস্যার দিন শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণ লইয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। কদাচ ইহার বৈপরীত্য আচরণ করিতে নাই। জারজাত ও অপবিদ্ধাদি ব্রাহ্মণ লইয়া যদি কেহ শ্রাদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে বিপ্রোত্তম! জারজাত ও অপবিদ্ধ ব্যক্তিকে লইয়া শ্রাদ্ধ করিলে তাহা ব্যর্থ হয়, এই যে কথা আপনি বলিলেন, ইহা শুনিয়া ভয় হইতেছে! কারণ ভগবান্ মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলিয়াছেন। ঐ পুত্রগণ অপুত্রের পুত্র হইয়া থাকে। ঔরস, ক্ষেত্রজ, ক্রয়ক্রীত, পালিত, প্রতিপন্ন, সহোঢ়, কানীন, কুণ্ড, গোল, শিষ্য, যাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যায়, এবং প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ। এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র। আপনার মতে ইহারা কি পুত্র নয়? ইহারা কি শ্রাদ্ধার্হ হইবে না? যে হেতু আপনি এরূপ কথা বলিলেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে মহাভাগ! ঐ দ্বাদশ প্রকার পুত্রের সকলেই ধর্ম্মতঃ পুত্র বটে। কলিযুগেতর কালেই ঐ পুত্রগণকে কলুষাপহ বলা যায়; কলিতে নহে। অন্যান্য যুগের সত্ত্বাঢ্য জনগণেরই ঐরূপ পুত্র হইত; কলিকালের অল্পমেধা ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐরূপ পুত্র রুচিকর নহে। কলিতে ঐ পুত্রগণ পাতকপ্রদ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। কলির লোক সকল অল্পসত্ত্ব; এই নিমিত্তই এরূপ ব্যবহার। হে রাজন্! যোনিসাঙ্কর্য্যের ফল শ্রবণ করুন,—ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্রকে বারণ্ড বলে।

রাষ্টি তথা সূতো বৈশ্যান্মাগধ এব চ। শূদ্রাস্তথাস্ত্যজঃ প্রোক্তস্তেনৈতে বর্জ্জিতাঃ সুতাঃ॥ ১৩॥ এতেষামপি নির্দ্দিষ্টাঃ সপ্ত রাজন্ সুপুত্রকাঃ। পঞ্চ বংশবিনাশায় পূর্ব্বেষাং পাতনায় চ॥ ১৪॥ ঔরসঃ প্রতিপন্নশ্চ ক্রীতঃ পালিত এব চ। শিষ্যশ্চ দত্তজীবশ্চ তথাশ্বত্থশ্চ সপ্তমঃ॥ ১৫॥ পুন্নরো নরকাদ্ঘোরাদ্রক্ষন্তি চ সদা হি তে। পতন্তঃ পুরুষং তত্রৈতেন তে শোভনাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৬॥ ক্ষেত্রজশ্চ সহোঢ়শ্চ কানীনঃ কুণ্ডগোলকৌ। পঞ্চৈতে পাতয়ন্তি স্ম পিতৃন্ স্বর্গগতানপি॥ ১৭॥ এতস্মাৎ কারণাৎ শ্রাদ্ধং জারজাতস্য তদ্বৃথা॥ ১৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রাদ্ধার্হানর্হব্রাহ্মণাদিবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৩॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। শ্রুতা ময়া মহাভাগ শ্রাদ্ধার্হা ব্রাহ্মণাশ্চ যে। যে চ ত্যাজ্যাস্তথা পুত্রা বহবশ্চৈব সুব্রত॥ ১॥ সাম্প্রতং কথয়াস্মাকং মন্ত্রপূর্ব্বশ্চ যো বিধিঃ। গৃহস্থেন সদা কার্য্যঃ পিতৃণাং পরিতুষ্টয়ে॥ ২॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। প্রণম্যামন্ত্রিতা যে চ শ্রাদ্ধার্থং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। আনীয় কুতপে কালে তান্ সর্ব্বান্ প্রার্থয়েদিদম্॥ ৩॥ আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ। যে যত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে॥ ৪॥ এবমভ্যর্চ্চ্য তান্ সর্ব্বাংস্ততঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণাম্। জানুনী ভূতলে ন্যস্য ততশ্চার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ॥ ৫॥ মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র সপুষ্পাক্ষতচন্দনৈঃ। অর্ঘ্যমেনং প্রগৃহ্নন্তু ময়া দত্তং দ্বিজোত্তমাঃ। পাদপ্রক্ষালনার্থায় প্রকুর্ব্বন্তু মম প্রিয়ম্॥ ৬॥ এবমুক্ত্বা মহীপৃষ্ঠে অনুলিপ্তে ততঃ পরম্। সাক্ষতান্ প্রক্ষিপেদ্দর্ভান্ বিশ্বেদেবান্ প্রকীর্ত্তয়ন্॥ ৭॥ অপসব্যং ততঃ কৃত্বা দর্ভাংস্তিলসমন্বিতান দ্বিগুণান্ প্রক্ষিপেদ্ভূমৌ পিতৃনুদ্দিশ্য চাত্মনঃ॥ ৮ এবং সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ কার্য্যা দৈবিকাঃ সব্যপূর্ব্বিকাঃ পৈতৃকাশ্চাপসব্যেন মুক্ত্বা নান্দীমুখান্ পিতৄন্॥ ৯ সর্ব্বে পূর্ব্বামুখাঃ স্থাপ্যা যুগ্মাশ্চ শক্তিতো নৃপ পিতরো মাতৃপক্ষীয়াঃ স্থাপ্যাশ্চোদঙ্মুখাস্তথা॥ ১০।

এই অধমাধম পুত্র ব্রহ্মঘ্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় হইতে জাত পুত্রকে সূত, বৈশ্য হইতে জাত পুত্রকে মাগধ ও শূদ্র হইতে জাত পুত্রকে অন্ত্যজ বলে। এই সকল পুত্র বর্জ্জনীয়। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সাত প্রকার পুত্র উত্তম এবং অন্য পাঁচ প্রকার বংশবিনাশ ও পাতকের হেতু। ঔরস, প্রতিপন্ন, ক্রীত, পালিত, শিষ্য, দত্তজীব ও অশ্বত্থ এই সাত প্রকার পুত্র উত্তম; ইহারা পতনোন্মুখ মানবগণকে পুং নামক নরক হইতে রক্ষা করে। আর ক্ষেত্রজ, সহোঢ়, কানীন, কুণ্ড ও গোলক এই পাঁচ প্রকার পুত্র স্বর্গগত পিতৃগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিয়া থাকে। এই জন্যই জারজাত পুত্র-প্রদত্ত শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হয় জানিবেন। ১—১৮।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৩।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমি শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণ এবং শ্রাদ্ধে পরিত্যাজ্য ব্রাহ্মণ ও পুত্রের কথা শ্রবণ করিলাম, অধুনা আমি গৃহস্থগণ কোন মন্ত্র বিধি অনুসারে পিতৃলোকের তুষ্টিপ্রদ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—প্রণামপূর্ব্বক শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা কুতপকালে তাঁহাদের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবেন,—হে মহাভাগ মহাবল বিশ্বদেবগণ! আপনারা আগমন করুন এবং অধুনা শ্রাদ্ধের যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই সেই কর্ম্মে অবহিত হউন। এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা ভূতলে জানুযুগল পাতিত করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সপুষ্পাক্ষত চন্দনাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—হে দ্বিজোত্তমগণ! পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, আপনারা গ্রহণ করিয়া আমার হিতসাধন করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিশ্বেদেবগণের গুণগান করিতে করিতে সাক্ষত দর্ভ অনুলিপ্ত ভূমিতে প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর আত্মপিতৃগণ উদ্দেশে অপসব্যবিধানে দ্বিগুণিত তিল সমন্বিত দর্ভ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। দেবপক্ষীয় যাবতীয় কর্ম্মই সব্যপূর্ব্বক করিতে হয়। নান্দী-

একৈকং বা ত্রয়ো বা স্যুরেকৈকং বা পৃথক্ পৃথক্। পৈতৃকান্ স্থাপ্য চক্রেণ পিতৃণাং পরিতুষ্টয়ে ॥ ১১ ॥ ষষ্ঠ্যা বিভক্ত্যা তু তেষামাসনঞ্চ প্রদাপয়েৎ। ঋজুভিঃ সাক্ষতৈর্দর্ভৈঃ সোদকৈর্দক্ষিণাগ্রতঃ ॥ ১২ ॥ বিষমৈর্দ্বিগুণৈর্দর্ভৈঃ সতিলৈর্বামপার্শ্বতঃ। পাণৌ তোয়ং পরিক্ষিপ্য ন দর্ভাংস্তু কথঞ্চন ॥ ১৩ ॥ যো হস্তে চাসনং দদ্যাচ্ছেদার্ভিং বুদ্ধিবর্জ্জিতঃ। পিতরো নাসনে তত্র প্রকুর্ব্বন্তি নিবেশনম্ ॥ ১৪ ॥ আবাহনং প্রকর্ত্তব্যং বিভক্ত্যা চ দ্বিতীয়য়া। যেনাগচ্ছন্তি তে সর্ব্বে সমাহূতাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫ ॥ অন্যয়া চ বিভক্ত্যা চেৎ পিতৃনাবাহয়েৎ ক্বচিৎ। নাগচ্ছন্তি মহাভাগা যদ্যপি স্যুর্ব্বুভুক্ষিতাঃ ॥ ১৬ ॥ বিশ্বেদেবাস আগত মন্ত্রেণানেন পার্থিব। তেষামাবাহনং কার্য্যমক্ষতৈশ্চ শিরোহস্তিকাৎ ॥ ১৭ ॥ উশন্তস্ত্বেতি চ তিলৈঃ পিতৃনাবাহয়েত্ততঃ। আয়ন্তুন ইতি জপেত্তত পার্থিবসত্তম ॥ ১৮ ॥ শন্নো দেবীতি মন্ত্রেণ স্বাহাকারসমন্বিতম্। পিতৃণামর্ঘ্যপাত্রেষু তথৈব চ জলং ক্ষিপেৎ ॥ ১৯ ॥ যবোহসি যবযাস্মদ্দ্বেত্যক্ষতাংস্তত্র নিক্ষিপেৎ। চন্দনং গন্ধপুষ্পাণি ধূপং দদ্যাদ্‌যথাক্রমম্। সপবিত্রেষু হস্তেষু দদ্যাদর্ঘ্যং সমাহিতঃ ॥ ২০ ॥ যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ স্বাহাকারসমন্বিতম্। পিতৃণামর্ঘ্যপাত্রেষু তথৈব চ জলং ক্ষিপেৎ ॥ ২১ ॥ তিলোহসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৃনিমাল্লোঁকান্ প্রীণাহি নঃ স্বধেতি প্রক্ষিপেত্তিলান্ ॥ ২২ ॥ যাদিব্যেতি চ মন্ত্রেণ ততো হ্যর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। পিতৃপাত্রে সমাদায় অর্ঘ্যপাত্রাণি কৃৎস্নশঃ ॥ ২৩ ॥ অধোমুখঞ্চ তৎ পাত্রং মন্ত্রবৎ স্থাপয়েত্ততঃ। আয়ুষ্কামস্তু তত্তোয়ং লোচনাভ্যাং ন বীক্ষয়েৎ ॥ ২৪ ॥ ততশ্চ চন্দনাদীনি দীপান্তানি সমাদদেৎ। ততঃ পাকং সমাদায় পৃচ্ছেদ্বিপ্রান্ দ্বিজোত্তমান্ ॥ ২৫ ॥ অহমগ্নৌ করিষ্যামি হোমং পিতৃসমুদ্ভবম্। অনুজ্ঞা দীয়তাং মহ্যমপসব্যাশ্রিতস্য ভোঃ ॥ ২৬ ॥ কুরুষ্বেতি চ তৈঃ প্রোক্তে গত্বাগ্নিশরণং ততঃ। অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহেতি প্রথমাহুতিঃ ॥ ২৭ ॥ সোমায়

মুখ পিতৃগণকে অপসব্য বিধানে যুগ্ম যুগ্ম করিয়া পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিবে। মাতামহপক্ষীয় পিতৃগণকে উত্তরমুখে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। পিত্রাদি পক্ষত্রয়ে এক একটী, তিন তিনটী বা পৃথক্ পৃথক্ভাবে এক একটী করিয়া চক্রাকারে ব্রাহ্মণ স্থাপনপূর্ব্বক পিতৃগণের তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহাদের ষষ্ঠ্যন্ত নাম অর্থাৎ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ ইত্যাদি প্রকার উচ্চারণ করত তাঁহাদিগকে সরল সাক্ষত সোদক দর্ভে আসন প্রদান করিবে। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা হস্তপ্রক্ষালন করত বামপার্শে বিষম-দ্বিগুণ সতিল দর্ভ দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। হাতে হাতে আসন দান করিতে নাই। যদি কোন বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এরূপ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ সে আসনে উপবেশন করেন না। দ্বিতীয়া বিভক্তিদ্বারা অর্থাৎ অমুকগোত্রং অমুকদেবশর্ম্মাণং বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করিতে হয়। এরূপ করিলে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে আগমন করেন। অন্য বিভক্তিযোগে আবহন করিলে বুভুক্ষিত হইলেও তাঁহারা আগমন করেন না। "বিশ্বদেবাস আগত" মন্ত্রে দেবপক্ষের আবাহন করিতে হয়। আবাহন করিবার সময় অক্ষতযুক্ত হস্ত মস্তক-সন্নিহিত করা কর্ত্তব্য। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা 'উশন্তস্ত্বা' মন্ত্রে পিতৃগণের আবাহন করিয়া "আয়ান্তুন" মন্ত্র জপ করিবে। স্বাহাকার-সমন্বিত "শন্নো দেবী" মন্ত্রে দেবপক্ষীয় পিতৃগণের অর্ঘ্যপাত্রে জল, "যবোহসি" যবয়াস্মদ্বা" মন্ত্রে অক্ষত এবং চন্দন ও গন্ধপুষ্প-ধূপ যথাক্রমে তাহাতে প্রদান করিয়া সপবিত্র হস্তে সমাহিতভাবে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। অতঃপর স্বাহাকার-সমন্বিত "যা দিব্যা—" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে জল এবং "তিলোহসি সোম দৈবত্যো" ইত্যাদি মন্ত্রে তিল প্রদান করিয়া পুনরায় "যা দিব্যা—" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃপক্ষে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। শ্রাদ্ধকর্ত্তা অর্ঘ্য প্রদান করার পর অপর সকল অর্ঘ্যপাত্রের সংস্রব জল লইয়া পিতৃপাত্রে রক্ষা করত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহাকে আবৃত করিয়া অধোমুখে একান্তে রাখিবে। আয়ুষ্কামী ব্যক্তিকে তাহা দর্শন করিতে হয় না। অতঃপর চন্দনাদি দীপান্ত সমস্ত দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা পাকে মনঃসংযোগ করিয়া ব্রাহ্মণোত্তমগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—হে ব্রাহ্মণোত্তমগণ! আমি অগ্নিতে পিতৃসম্বন্ধীয় হোম করিব, আপনারা আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন, আমি অপসব্য হইয়া আছি। ১—২৬। কর্ম্মকর্ত্তা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণগণ 'কর' বলিয়া তাহাকে অনুমতি প্রদান করিবেন। অনুমতি পাইবামাত্র কর্ম্মকর্ত্তা অগ্নিশরণে গমনপূর্ব্বক "অগ্নয়ে কব্যবাহনায়

পিতৃমতে স্বধেতি চ ততঃ পরম্। হুতমন্নং চ শেষং চ শ্রাদ্ধার্হেভ্যঃ প্রদীয়তে ॥ ২৮ ॥ ইষ্টমন্নং ততো দত্ত্বা পাত্রমালভ্য সঞ্জপেৎ। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠং সমাদায় পাকমধ্যে নিধায় চ ॥ ২৯ ॥ পৃথিবী তে পাত্রমাদায় বৈষ্ণব্যা চ ঋচা তথা স্বহস্তেন ন বৈ দদ্যাৎপ্রত্যক্ষং লবণং তথা ॥ ৩০ ॥ স্বহস্তেন চ যদ্দত্তং প্রত্যক্ষং লবণং নৃপ। তচ্ছ্রাদ্ধং ব্যর্থতাং যাতি ঘৃতেদত্তেঽর্দ্ধভুক্তকে। তৃপ্তান্ জ্ঞাত্বা ততো বিপ্রানগ্রে ত্বন্নং পরিক্ষিপেৎ ॥ ৩১ ॥ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥ সকৃৎসকৃজ্জলং দত্ত্বা গায়ত্রীং ত্রিতয়ং জপেৎ। মধুবাতেতি সঙ্কীর্ত্ত্য ততঃ পৃচ্ছেদ্দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৩৩ ॥ তৃপ্তাঃ স্থ ইতি রাজেন্দ্র অনুজ্ঞাং প্রার্থয়েত্ততঃ। বন্ধূনাং ভোজনার্থায় শেষস্যান্নস্য ভক্তিমান ॥ ৩৪ ॥ উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পশ্চাৎপিতৃবেদিং সমাচরেৎ। পিতৃবিপ্রাসনস্থানাং নোচ্ছিষ্টং দ্বিজসন্নিধৌ ॥ ৩৫ ॥ ততো বেদিং সমাধায় পৈতৃকীং দক্ষিণাপ্লবাম্। তস্যাং দর্ভান সমাধায় কুর্য্যাচ্চৈবাবনেজনম্ ॥ ৩৬ ॥ বিভক্ত্যা পূরয়িত্বা পশ্চাৎ পিণ্ডান দদ্যাদ্যথাক্রমম্। ভূয়োঽপ্যত্র জলং দদ্যাৎ পিতৃতীর্থেন পার্থিব। সূত্রং চ প্রতিপিণ্ডে বৈ দদ্যাত্তেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৭ ॥ যঃ সূত্রং পূর্ব্বপিণ্ডেষু সততং বিনিয়োজয়েৎ। স বিরোধং চরেত্তেষাং ত্রোটনাচ্চ পরস্পরম্ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ সম্পূজয়েৎ সর্ব্বান্ পিণ্ডান্ যদ্বদ্দ্বিজোত্তমান্। আচম্য প্রক্ষাল্য তথা হস্তৌ পাদৌ চ পার্থিব ॥ ৩৯ ॥ নমস্কৃত্য পিতৄন্ পশ্চাৎ সুপ্রোক্ষিতং ততঃ পরম্। কৃত্বা সব্যেন রাজেন্দ্র যাচয়িত্বা বরাশিষঃ ॥ ৪০ ॥ অক্ষয্যসলিলং দেয়ং ষষ্ঠ্যা চৈব ততঃ পরম্। পবিত্রাণি সমাদায় ঊর্দ্ধং স্বধেতি কীর্ত্তয়েৎ। অস্তু স্বধেতি তৈরুক্তে পিণ্ডোপরি পরিক্ষিপেৎ ॥ ৪১ ॥ ততো মধু সমাদায় পায়সং চ তিলোদকম্। ঊর্জ্জস্বেতি চ মন্ত্রেণ পিতৃণামুপরি ক্ষিপেৎ ॥ ৪২ ॥ উত্তানমর্ঘ্যপাত্রং তু কৃত্বা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্। হিরণ্যং দেবতানাং চ পিতৄণাং রজতং তথা ॥ ৪৩ ॥ ততঃ

স্বাহা" এবং "পিতৃমতে স্বধা" বলিয়া হোম করিবেন। হোমের পর হুতশেষ অন্ন শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবেন। অন্ন প্রদান করার পর অন্নপাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদানপূর্ব্বক "পৃথিবী তে" ইত্যাদি বৈষ্ণবী ঋক্ পর্য্যন্ত জপ করিবে। হে নৃপ! শ্রাদ্ধীয় অন্ন ও প্রত্যক্ষ লবণ স্বহস্তে প্রদান করিলে, শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হইয়া থাকে। অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় ঘৃত প্রদান করিলেও শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়। ব্রাহ্মণগণ দত্ত অন্নাদিতে তৃপ্তি লাভ করিলেন জানিয়া পরিবেশন শ্রাদ্ধকর্ত্তা "অগ্নিদগ্ধাশ্চ"—মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্মুখভাগে অন্ন দান করিবে; পরে এক একবার জল প্রদান করত তিনবার গায়ত্রী পাঠ করিবে এবং "মধুবাতা—" মন্ত্র জপিবে। ইহার পর ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে,—আপনারা তৃপ্তিলাভ করিলেন ত? হে রাজেন্দ্র! অতঃপর শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি বন্ধুবর্গকে শেষান্ন ভোজন করাইবার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া পশ্চাৎ উচ্ছিষ্টসন্নিধানে পিতৃবেদি প্রস্তুত করিবে। পিতৃবিপ্রাসনস্থ দ্বিজগণসমীপে উচ্ছিষ্ট রাখা বিধেয় নহে। দক্ষিণাপ্লবা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দর্ভ প্রদানপূর্ব্বক অবনেজন করিবে। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা যদুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হইতেছে তাঁহার নামে (সম্বোধন) বিভক্তি যোগ করিয়া যথাক্রমে পিণ্ডপ্রদান করিবে। পিণ্ডপ্রদানের পর, পিতৃতীর্থ দ্বারা পিণ্ডোপরি জল সেক করিবে। অনন্তর পৃথক পৃথক্ ভাবে প্রতি পিণ্ডে সূত্র দান করিবে। যে ব্যক্তি কেবল পূর্ব্ব পিণ্ড সকলেই সূত্র প্রদান করিয়া অপর পিণ্ডগুলিতে না দেয়, এই ত্রুটী নিবন্ধন সে পিণ্ড সকলে পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করে। অতঃপর কর্ত্তা হস্ত-পদপ্রক্ষালন করিয়া আচমন করত দ্বিজোত্তমগণের যেমন পূজা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পিণ্ড পূজা করিবে। এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কর্ত্তা পিতৃগণকে নমস্কার করিবে, সব্য পাণি দ্বারা স্থাপন এবং সুপ্রোক্ষিত করিবে; পিতৃগণের নিকট বর ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে, পরে ষষ্ঠ্যন্ত নামের প্রয়োগে পিতৃগণকে অক্ষয্য সলিল প্রদান করিবে। অতঃপর কর্ম্মকর্ত্তা পবিত্র গ্রহণ করিয়া 'ঊর্দ্ধং স্বধা' এই মন্ত্র বলিবেন। ব্রাহ্মণগণ ইহার প্রতিবচন স্বরূপ 'অস্তু স্বধা' বলিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিণ্ডোপরি ঐ পবিত্র নিক্ষেপ করিবে। ২৪—৪১। পরে কর্ম্মকারী ব্যক্তি মধু পায়স ও তিলোদক লইয়া "ঊর্জ্জস্ব—" মন্ত্রে পিতৃগণের উপরিভাগে ক্ষেপণ করিবে এবং সেই পূর্ব্বরক্ষিত অধোমুখে স্থিত অর্ঘ্যপাত্রটীকে উত্তান

শান্ত্যুদকং দদ্যাৎ পিতৃপূর্ব্বং চ সব্যতঃ। ন স্ত্রীভির্ন চ বালেন নান্যেনৈব চ কেনচিৎ ॥ ৪৪ ॥ শ্রাদ্ধীয়বিপ্রপাত্রং চ স্বয়মেব প্রচালয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পার্থিবোত্তম। অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু অস্মদ্‌গোত্রং বিবর্দ্ধতাম্ ॥ ৪৬ ॥ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব নঃ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্তিতি ॥৪৭॥ অন্নঞ্চ নো বহু ভবদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥ ৪৮ ॥ এতা এবাশিষঃ সন্তু বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং ততঃ। স্বস্ত্যংমুদকং দদ্যাৎ পিতৃপূর্ব্বঞ্চ সব্যতঃ ॥ ৪৯ ॥ বাজেবাজেতি চ ঋচা বিসৃজেচ্চ ততঃ পরম্। আমা বাজস্যেতি প্রদক্ষিণীকৃত্যোপবেশয়েৎ ॥ ৫০ ॥ পাদাবমর্দ্দনং কৃত্বা আসীমান্তমনুব্রজেৎ ॥ বলিঞ্চ নিক্ষিপেত্তস্মাদ্ভোজনঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৫১ ॥ মৌনেন দৃশ্যতে সূর্য্যো যাবত্তাবন্নরাধিপ ॥ ৫২ ॥ যচ্চৈবাস্তমিতে সূর্য্যে ভুঙ্‌ক্তে চ শ্রাদ্ধকৃন্নরঃ। ব্যর্থতাং যাতি তচ্ছ্রাদ্ধং তস্মান্ন ভুঞ্জীত নো নিশি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রাদ্ধবিধিবর্ণনং নাম চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

করিয়া দিবে। অতঃপর দেবপক্ষে হিরণ্য ও পিতৃপক্ষে রজত দক্ষিণা প্রদান করিবে। দক্ষিণান্ত করিয়া স্ত্রী, বালক ও অপরাপর জনগণের সহিত শান্ত্যুদক প্রদান করিবে। শ্রাদ্ধীয় বিপ্রপাত্র স্বয়ং চালিত করিবে। হে পার্থিবোত্তম! এই সকল কর্ম্ম করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা কৃতাঞ্জলি প্রার্থনা করিবে; যথা,—পিতৃগণ আমাদের প্রতি সদয় হউন; আমাদের সন্তান-সন্ততি বর্দ্ধিত হউক; আমাদিগের দাতা সমৃদ্ধ হউন; এবং আমাদের বেদ ও সন্ততি বর্দ্ধিত হউক। আমাদের শ্রদ্ধা যেন কদাচ অপগত হয় না; আমাদের বহু দেয় হউক। আমরা যেন বহু অন্ন প্রাপ্ত হই ও আমাদের যেন নিত্য অতিথি লাভ হয়; আমাদের নিকট সকলে প্রার্থনা করুক, কিন্তু আমরা যেন কদাচ কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি। এই সকল আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতি সত্য হউক। বিশ্বদেবগণ প্রীতিলাভ করুন। অতঃপর কর্ম্মী বামাদি ক্রমে পিতৃপক্ষাদিতে উদক প্রদান করিবে এবং "বাজে বাজে" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন দিবে। এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কৃতী "আমাবাজস্য" মন্ত্রে প্রদক্ষিণ, ও পাদাবমর্দ্দন করিয়া নিজভূমিসীমান্ত পর্য্যন্ত পিতৃগণের অনুগমন করিবে। অনন্তর বলি প্রদান ও ভোজন করিয়া মৌনভাবে সূর্য্যাবলোকন করিবে। যে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পর ভোজন করে, তাহার কৃত শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হইয়া থাকে। এজন্য শ্রাদ্ধকারীকে রাত্রিতে ভোজন করিতে নাই। ৪২—৫৩।

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। একোদ্দিষ্টবিধিং ব্রূহি মম ত্বং বদতাং বর। পার্ব্বণন্তু যথা প্রোক্তং বিস্তরেণ মহামতে ॥ ১ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। ত্রীণি সঞ্চয়নাদর্ব্বাক্তানি ত্বং শৃণু সাম্প্রতম্। যস্মিন্ স্থানে ভবেন্মৃত্যুস্তত্র শ্রাদ্ধন্তু কারয়েৎ ॥ ২ ॥ একোদ্দিষ্টং ততো মার্গে বিশ্রামো যত্র কারিতঃ। ততঃ সঞ্চয়নস্থানে তৃতীয়ং শ্রাদ্ধমিষ্যতে ॥ ৩ ॥ প্রথমেঽহ্নি দ্বিতীয়েঽহ্নি পঞ্চমে সপ্তমে তথা। নবমে দশমে চৈব নব শ্রাদ্ধানি তানি চ ॥ ৪ ॥ বৈতরিণ্যাশ্চ সম্প্রাপ্তৌ প্রেতস্তৃপ্তিমবাপ্নুয়াৎ। একোদ্দিষ্টং দৈবহীনমেকার্ঘ্যং কপবিত্রকম্ ॥ ৫ ॥ আবাহনপরিত্যক্তং কার্য্যং পার্থিবসত্তম। তৃপ্তিপ্রশ্নস্তথা কার্য্যঃ স্বদিতঞ্চ

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত বলিলেন,—হে বাগ্মিবর! আপনি অধুনা আমার নিকট একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বিধি বলুন; পার্ব্বণবিধি ইহার পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! সঞ্চয়নের পূর্ব্বে তিনটী শ্রাদ্ধ করিতে হয়; তাহা শ্রবণ কর। যথা, যেখানে মানব মৃত্যুগ্রস্ত হয়, পথে সব বহন সময়ে যেখানে বিশ্রাম করে,এবং সঞ্চয়নস্থানে অর্থাৎ যে স্থানে দাহ করা যায়, এই স্থানত্রয়েই মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অনন্তর প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, ও দশম, দিনের শ্রাদ্ধ লইয়া নয়টী শ্রাদ্ধ প্রেত উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রাদ্ধপ্রভাবে প্রেত বৈতরণীতে উপস্থিত হইয়া তৃপ্তি লাভ করে। হে পার্থিবসত্তম! একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ নাই; অর্ঘ্য ও পবিত্র একটী। এবং উহাতে আবাহন করা নিষিদ্ধ। উহাতে

সক্কুর্ত্ত:॥ ৬॥ অভিরম্যতামিতি মন্ত্রেণ ব্রাহ্মণস্য বিসর্জ্জনম্। অচ্ছিন্নাগ্রমভিন্নাগ্রং কুর্য্যাদ্দর্ভতৃণ-দ্বয়ম্। পবিত্রং তদ্বিজানীয়াদেকোদ্দিষ্টে বিধীয়তে॥ ৭॥ সর্ব্বত্রৈব পিতঃ প্রোক্তং পিতা তর্পণকর্ম্মণি। পিত্রে সঙ্কল্পকালে চ পিতুরক্ষয্যদাপনে॥ ৮॥ গোত্রং স্বরান্তং সর্ব্বত্র গোত্রে তর্পণকর্ম্মণি। গোত্রায় কল্পনবিধৌ গোত্রস্যাক্ষয্যদাপনে॥ ৯॥ শর্ম্মন্নর্ঘ্যাদিকর্ত্তব্যে শর্ম্মা তর্পণকর্ম্মণি। শর্ম্মণে শস্ত্রদানে চ শর্ম্মণোঽক্ষয্যকে বিধৌ॥ ১০॥ মাতর্মাত্রে তথা মাতুরাসনে কল্পনেঽক্ষয়ে। গোত্রে গোত্র্যৈ গোত্রায়াঃ প্রথমাদ্যা বিভক্তয়ঃ॥ ১১॥ দেবি দেব্যৈ তথা দেব্যা এবং মাতুশ্চ কীর্ত্তয়েৎ। প্রথমা চ চতুর্থী চ ষষ্ঠী স্যাচ্ছ্রাদ্ধসিদ্ধয়ে॥ ১২॥ বিভক্তিরহিতং শ্রাদ্ধং ক্রিয়তে বা বিপর্য্যয়াৎ। অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ পিতৄণাং নোপতিষ্ঠতি॥ ১৩॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিজানতা। বিভক্তি-ভির্যথোক্তাভিঃ শ্রাদ্ধে কার্য্যো বিধিঃ সদা॥ ১৪॥ ততঃ সপিণ্ডীকরণং বৎসরাদূর্দ্ধতঃ স্থিতম্। বৃদ্ধি-র্বাগামিনী চেৎ স্যাত্তদার্ব্বাগপি কারয়েৎ॥ ১৫॥ পার্ব্বণোক্তবিধানেন ত্রিদৈবত্যমদৈবিকম্। প্রেত-মুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং চ পার্থিব॥ ১৬॥ একেনৈব তু পাকেন মম চৈতন্মতং স্মৃতম্। অর্ঘ্যপাত্রং সমাদায় যৎপ্রেতার্থং প্রকল্পিতম্॥ ১৭॥ পিতৃপাত্রেষু ত্রিষ্বেব ত্রিধা তচ্চ পরি-ক্ষিপেৎ। এবং পিণ্ডং ত্রিধা কৃত্বা পিতৃপিণ্ডেষু চ ত্রিষু॥ ১৮॥ যে সমানেতি মন্ত্রাভ্যাং ন স্যাৎ প্রেতস্ততঃ পরম্। অবনেজনং ততঃ কৃত্বা পিতৃপূর্ব্বং যথাক্রমম্॥ ১৯॥ গন্ধধূপাদিকং সর্ব্বং পুনরেব প্রদাপয়েৎ। পিতৃপূর্ব্বং সমুচ্চার্য্য বর্জ্জয়েচ্চ চতুর্থকম্॥ ২০॥ কেচিচ্চতুর্থং কুর্ব্বন্তি প্রেতং চ স্বপিতুস্ততঃ। পিতুঃ পূর্ব্বং ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পরং নৈতন্মতং মম॥ ২১॥ সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধমেকোদ্দিষ্টং ন কারয়েৎ। ক্ষয়াহং চ পরিত্যজ্য শস্ত্রাহত চতুর্দ্দশীম্॥ ২২॥ যঃ সপিণ্ডীকৃতং প্রেতং পৃথক্ পিণ্ডে নিয়োজয়েৎ। অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ পিতৃহা চোপজায়তে॥ ২৩॥ পিতা যস্য তু নির্বৃত্তো জীবতে চ পিতামহঃ। পিতুঃ স নাম সঙ্কীর্ত্ত্য কীর্ত্তয়েৎ

তৃপ্তি-প্রশ্ন ও স্বদিত-জিজ্ঞাসা করিতে হয়। "অভিরম্যতাং" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। অচ্ছিন্নাগ্র ও অভিন্নাগ্র দুইটী দর্ভ-তৃণকে পবিত্র কহে। এই একোদ্দিষ্টে উক্ত প্রকার পবিত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শ্রাদ্ধে সর্ব্বত্রই পিতঃ বলিতে হইবে; কিন্তু কেবল তর্পণ কর্ম্মে 'পিতা' ব্যবহৃত হইবে। সঙ্কল্পকালে 'পিত্রে' এবং অক্ষয্য দানে 'পিতুঃ' প্রয়োগ করিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধের সকল কর্ম্মেই সম্বোধনবিভক্তিযুক্ত করিয়া গোত্র উল্লেখ করিতে হয়। এইরূপ কল্পন বিধিতে গোত্রায় এবং অক্ষয্যদানে 'গোত্রস্য' বলিতে হইবে। ইহাতে অর্ঘ্যাদি দান কালে 'শর্ম্মন্' তর্পণে 'শর্ম্মা' শস্ত্রদানে 'শর্ম্মণে' এবং অক্ষয্যদানে 'শর্ম্মণঃ' বলা বিধেয়। আসন, কল্পন, ও অক্ষয্য প্রদান সময়ে ক্রমিক মাতৃ শব্দের 'মাতঃ' 'মাত্রে' ও 'মাতুঃ' এই প্রকার রূপ বুঝিতে হইবে। আর এই সকল স্থানে 'গোত্র' শব্দের উল্লেখকালে যথাক্রমে 'গোত্রে' 'গোত্র্যৈ' ও 'গোত্রায়াঃ' হইবে। এইরূপ 'দেবি' 'দেব্যৈ' ও 'দেব্যাঃ' জানিবেন। প্রথমা, চতুর্থী ও ষষ্ঠী এই বিভক্তিগুলি শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত হয়। বিপর্য্যয় বশতঃ যদি কেহ বিভক্তি-রহিত শ্রাদ্ধ করে, তবে ঐ শ্রাদ্ধ না করারই সমান হয়। অপিচ ঐ শ্রাদ্ধ পিতৃসন্নিধানে, উপস্থিত হয় না। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রাদ্ধে প্রয়োজনীয় বিধি সকল কদাচ বিস্মৃত হই-বেন না। ১—১৪। সংবৎসরের পর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। যদি কাহার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অগ্রেও করিতে পারে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রেত উদ্দেশে করিতে হয়। ইহাতে একপাক আবশ্যক। অর্ঘ্যপাত্রগুলি প্রেতের নিমিত্ত কল্পনা করা কর্ত্তব্য। এই অর্ঘ্য পিতৃপাত্রত্রয়ে পরিক্ষিপ্ত করিতে হয়। এই প্রকার পিণ্ডকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া পিতৃপিণ্ডত্রয়ে নিক্ষেপ করা উচিত। ইহার মন্ত্র যথা, "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়। অনন্তর পিত্রাদি ক্রমে অবনেজন ও গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করিতে হইবে। কেহ কেহ এই শ্রাদ্ধে পিতৃপূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত প্রেত শব্দ ব্যবহার করেন, পিতৃশব্দপূর্ব্বকই যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। মৃত তিথি ও শস্ত্রাহত চতুর্দ্দশী পরি-ত্যাগ করিয়া সপিণ্ডীকরণের পর অন্য কোন তিথিতে আর একোদ্দিষ্ট করা বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি সপিণ্ডীকৃত প্রেতকে পৃথক্ পিণ্ডে নিয়োজিত করে, তাহার কৃত শ্রাদ্ধ অকৃতবৎ হয় এবং সে নিজে পিতৃঘাতী হইয়া থাকে। পিতামহ

প্রপিতামহম্ ॥ ২৪ ॥ পিতামহস্তু প্রত্যক্ষং ভুক্তা গৃহ্লাতি পিণ্ডকম্। পিতামহক্ষয়াহে চ পার্ব্বণং শ্রাদ্ধমিষ্যতে ॥ ২৫ ॥ জনকং স্বং পরিত্যজ্য কথঞ্চিন্নাস্য দীয়তে। তস্যাকৃতেন শ্রাদ্ধেন ন স্বল্পং পিতৃতো ভয়ম্ ॥ ২৬ ॥ অমাবাস্যাসু সর্ব্বাসু মৃতে পিতরি পার্ব্বণম্। নভস্যাপরপক্ষস্য মধ্যে চৈতদ্যুদাহৃতম্ ॥ ২৭ ॥ যাবৎ সপিণ্ডতা নৈব ন তাবচ্ছ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ২৮ ॥ জনকে মৃত্যুমাপন্নে শ্রাদ্ধপক্ষে সমাগতে। পিতামহাদেঃ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং যন্নৈকপিণ্ডতা ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সপিণ্ডীকরণবিধিবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। যতঃ সপিণ্ডতা প্রোক্তা পিতৃপিণ্ডৈঃ সমন্ততঃ। যাবৎ সপিণ্ডতা নৈব তাবৎ প্রেতঃ স তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥ অপি ধর্ম্মসমোপেতস্তপসাপি সমন্বিতঃ। এতস্মাৎ কারণাৎ প্রোক্তা মুনিভিস্তু সপিণ্ডতা ॥ ২ ॥ যত্রযস্য চ যোঽস্তত্র যোনিং প্রাপ্নোতি মানবঃ। তত্রস্থস্তৃপ্তিমাপ্নোতি যদ্দত্তং তস্য বংশজৈঃ ॥ ৩ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। যে দৃশ্যন্তে নিজাঃ স্বপ্নে চিরাৎ পিতৃপিতামহাঃ। প্রার্থয়ন্তি নিজান্ কামাংস্ততঃ কিং স্যান্মহামুনে ॥ ৪ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। যেষাং গতির্ন সঞ্জাতা প্রেতত্বে চ ব্যবস্থিতাঃ। দর্শয়ন্তি চ তে সর্ব্বে স্বয়মাত্মানমেব হি ॥ ৫ ॥ স্ববংশ্যানাং ন চান্যে তু সত্যমেতন্ময়োদিতম্। যথা লোকেঽত্র সঞ্জাতা যে চ কৃতৈঃ শুভাশুভৈঃ ॥ ৬ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। যস্য নো বিদ্যতে পুত্রঃ সপিণ্ডীকরণং কথম্। তস্য কার্য্যং ভবেদত্র তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৭ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। যস্য নো বিদ্যতে পুত্র ঔরসশ্চ মহীপতে। চতুর্ণাং স্বপিতৄণাং তু কথং স স্যাচ্চতুর্থকঃ ॥ ৮ ॥ প্রকর্ষেণ ব্রজেদ্যস্মাত্তস্মাৎ

জীবিত থাকিতে যাহার পিতার মৃত্যু হয়, সে শ্রাদ্ধকালে পিতৃনাম কীর্ত্তন করিয়া প্রপিতামহের নাম কীর্ত্তন করিবে। পিতামহ প্রত্যক্ষভাবে জীবৎ শরীরেই পিণ্ড গ্রহণ করিবেন। পরে পিতামহক্ষয়াহে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। স্বীয় জনককে পরিত্যাগ করিয়া কোন রকমে পিতামহকে শ্রাদ্ধদান করিতে নাই। পিতামহশ্রাদ্ধ কৃত না হওয়ার জন্য পিতা হইতে স্বল্পমাত্রও ভয় নাই। যদি অপরপক্ষীয় অমাবস্যাতে পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ হইবে। সপিণ্ডতা না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধাচরণ অযুক্ত। জনক মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে ঐ সময় যদি শ্রাদ্ধপক্ষ লব্ধ হয়, তাহা হইলে পিতামহাদির শ্রাদ্ধ করা চলিবে না; কারণ পিতার সহিত তাহাদের একপিণ্ডতা করা হয় নাই। ১৫—২৯।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৫।

ষড়্‌বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—পূর্ব্বে পিতৃপিণ্ডের সহিত পিতামহাদি—পিণ্ডের সপিণ্ডতা কথিত হইয়াছে। যাবৎ মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাবৎ সে প্রেতরূপে অবস্থান করে। মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে পরম-ধার্ম্মিক বা তপোনিষ্ঠ থাকিলেও তাঁহার উক্ত প্রকারে অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। এ নিমিত্ত মুনিগণ সপিণ্ডীকরণের বিধান করিয়াছেন। মানব দেহত্যাগের পর যে যে যোনি লাভ করে, সেই সেই যোনিতে থাকিয়াই সে স্বীয় বংশধরগণ প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! কখন কখন স্বপ্নে দেখা যায়, যেন পিতৃ-পিতামহগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলষিত প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু এরূপ দেখিলে কি হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি তাহা আমায় বলুন? ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! পরলোকে যাহাদের উত্তম গতি লাভ না হয়, যাহারা প্রেতরূপে অবস্থান করে, সেই প্রেতাত্মা সকলই বংশধরগণকে স্বীয় রূপ দর্শন করাইয়া থাকে। অন্য যাহারা উত্তম গতি লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা সত্য জানিবেন। প্রেত সকল যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা যেরূপে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে আমি তাহা বলিতেছি; শ্রবণ করুন। আনর্ত্ত বলিলেন—হে দ্বিজসত্তম! যাহার পুত্র নাই কিরূপে তাহার সপিণ্ডীকরণ হইবে, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ১—৭। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে মহীপতে! যে ব্যক্তির ঔরস পুত্র নাই, সে ব্যক্তি নিজ পিতৃপিতামহাদির

প্রেতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পুত্রেণ ভ্রাত্রা পত্ন্যা বা তস্য কার্য্যা সপিণ্ডতা ॥ ৯ ॥ চতুর্থো যদি রাজেন্দ্র জায়তে ন কথঞ্চন। ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্ ॥ ১০ ॥ পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্ মনীষিণঃ। কালে যদি ন রাজেন্দ্র জায়তেঽস্যোত্তরক্রিয়া ॥ ১১ ॥ নারায়ণবলিঃ কার্য্যঃ প্রেতত্বস্য বিনাশকঃ। যথান্যেষাং মনুষ্যাণামপমৃত্যুমুপেয়ুষাম্। কার্য্যশ্চৈবাত্মহন্তৄণাং ব্রাহ্মণান্মৃত্যুমীয়ুষাম্ ॥ ১২ ॥ আনর্ত্ত উবাচ। কথং মৃত্যুমবাপ্নোতি পুরুষোঽত্র মহামতে ॥ ১৩ ॥ স্বর্গং বা নরকং বাপি কর্ম্মণা কেন গচ্ছতি। মোক্ষং বাথ মহাভাগ সর্ব্বং মে বিস্তরাদ্বদ ॥ ১৪ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। ধর্ম্মী পাপী তথা জ্ঞানী তিস্রোঽত্র গতয়ঃ স্মৃতাঃ। ধর্ম্মাৎসম্প্রাপ্যতে স্বর্গঃ পাপান্নরক এব চ ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানাৎসম্প্রাপ্যতে মোক্ষঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। এনমর্থং ভাবিতস্তু ভীষ্মং শান্তনবং নৃপ ॥ ১৬ ॥ যুধিষ্ঠিরো মহারাজ ধর্ম্মপুত্রো নৃপোত্তমঃ। কৃষ্ণেন সহ রাজেন্দ্র পিতামহমপৃচ্ছত ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কিয়ন্তো নরকাঃ খ্যাতা যমলোকে পিতামহ। কেন পাপেন গচ্ছন্তি তেষু সর্ব্বেষু জন্তবঃ ॥ ১৮ ॥ শ্রীভীষ্ম উবাচ। একবিংশৎপ্রমাণাঃ স্যুর্নরকা যমমন্দিরে। প্রাণিনস্তেষু গচ্ছন্তি নিজকর্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৯ ॥ খ্যাতৌ চিত্রবিচিত্রৌ চ কায়স্থৌ যমমন্দিরে ॥ ২০ ॥ চিত্রোঽথ লিখতে ধর্ম্মং সর্ব্বং প্রাণিসমুদ্ভবম্। বিচিত্রঃ পাতকং সর্ব্বং পরমং যত্নমাস্থিতঃ ॥ ২১ ॥ যমদূতাঃ সদৈবাষ্টৌ ধর্ম্মরাজসমুদ্ভবাঃ। যে নয়ন্তি নরান্মৃত্যুলোকান্ স্ববশগান্ সদা ॥ ২২ ॥ করালো বিকরালশ্চ বক্রনাসো মহোদরঃ। সৌম্যঃ শান্তস্তথা নন্দঃ সুবাক্যশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ এতেষাং যে পুরা প্রোক্তাশ্চত্বারো রৌদ্ররূপিণঃ। পাপং জনন্তু তে সর্ব্বে নয়ন্তি যমসাদনম্ ॥ ২৪ ॥ চত্বারো যে পরে প্রোক্তাঃ সৌম্যরূপবপুর্দ্ধরাঃ। ধর্ম্মিণং তে জনং সর্ব্বং নয়ন্তি যমসাদনম্ ॥ ২৫ ॥ বিমানেন সমারূঢ়মপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ২৬ ॥ লিখিতস্যানুরূপেণ পাপধর্ম্মোদ্ভবস্য চ। এতেষাং কিঙ্করা যে চ তেষাং সংখ্যা ন জায়তে ॥ ২৭ ॥ অষ্টোত্তর-

চতুর্থ হইবে কিরূপে? প্রকর্ষ সহকারে যে গমন করে, তাহাকে প্রেত বলে। পুত্র ভ্রাতা বা পত্নী প্রেত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ করিবে। মৃত ব্যক্তি যদি কোন প্রকারেই পিতৃ পিতামহাদির চতুর্থ হইতে না পারে, তাহা হইলে মনীষিগণ ক্রিয়ালোপভয়ে ক্ষেত্রজাদি একাদশ প্রকার পুত্র-প্রতিনিধিকে সপিণ্ডীকরণার্হ বলিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! যদি মৃত ব্যক্তির প্রেতত্বমুক্তিহেতু ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে প্রেতত্বনাশন নারায়ণবলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য অপমৃত্যুগ্রস্ত, আত্মঘাতী এবং ব্রাহ্মণ হইতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও এই ব্যবস্থা। আনর্ত্ত বলিলেন—হে মহামতে! এই জীবলোক কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়? কোন্ কর্ম্ম দ্বারাই বা তাহারা স্বর্গ বা নরকে গমন করিয়া থাকে? এবং মোক্ষই বা কি প্রকারে তাহারা প্রাপ্ত হয়? আপনি এই সমস্ত আমায় বিস্তৃতরূপে বলুন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! জনগণের গতি তিন প্রকার; যথা, ধর্ম্মী, পাপী, ও জ্ঞানী। ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ, পাপ হইতে নরক এবং জ্ঞান হইতে জনগণের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা সত্য জানিবেন। পূর্ব্বে নৃপোত্তম ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপুত্র বলিয়াছিলেন,—হে পিতামহ! যমলোকে কতিসংখ্যক নরক বিদ্যমান আছে এবং জীবগণ কোন্ কোন্ পাপ করিয়াই বা ঐ সকল নরকে গমন করিয়া থাকে? ১—১৮। শ্রীভীষ্ম বলিলেন,—যমালয়ে একবিংশতি-সংখ্যক নরক বিদ্যমান আছে। প্রাণিগণ স্বকর্ম্মের ফলে ঐ সকল নরকে পতিত হয়। যমালয়ে চিত্র-বিচিত্র নামক দুই কায়স্থ আছে। চিত্র প্রাণিগণের ধর্ম্মের হিসাব রাখে; বিচিত্র অধর্ম্মের। ইহারা অতি যত্নসহকারে নিজ নিয়োগ প্রতিপালন করে। আট জন যমদূত অনবরত ধর্ম্মরাজের নিয়োগ পালন করিতেছে। ইহারা অহরহ মানবগণকে স্বীয় আয়ত্ত করিয়া যমালয়ে লইয়া যাইতেছে। ইহাদের নাম; যথা,—করাল, বিকরাল, বক্রনাস, মহোদর, সৌম্য, শান্ত, নন্দ ও সুবাক্য। ইহাদের মধ্যে প্রথমে যে চারিজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ইহারাই অতি ভয়ঙ্কর এবং ইহারাই পাপিলোক সকলকে যমালয়ে বহন করিয়া লইয়া যায়। আর অবশিষ্ট চারিজন সৌম্যমূর্ত্তি। ইহারা অপ্সরোগণসেবিত দিব্য বিমান দ্বারা ধার্ম্মিক জনগণকে ধর্ম্মরাজপুরে উপনীত করে। এইরূপে ইহারা জনগণের পাপ-পুণ্যের লিখনানুসারে বহন

শতং তেষাং ব্যাধীনাং পরিকল্পিতম্। সহায়ার্থং যমেনাত্র জ্বরযক্ষ্মান্তরস্থিতম্॥ ২৮॥ তে গত্বা ব্যাধয়ঃ পূর্ব্বং বশে কুর্ব্বন্তি মানবম্॥ ২৯॥ যমদূতাস্ততো গত্বা নাভিমূলব্যবস্থিতম্। বায়ুরূপং সমাদায় জনৈঃ সর্ব্বৈরলক্ষিতাঃ॥ ৩০॥ গচ্ছন্তি যমমার্গেণ দেহং সংস্থাপ্য ভূতলে। ষড়শীতিসহস্রাণি যমমার্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩১॥ তত্র বৈতরণী নাম নদী পূর্ব্বং পরিকল্পিতা। স্রোতোভ্যাং সা মহাভাগ তত্র সংস্থা সদৈব হি॥ ৩২॥ তত্র শোণিতমেকস্মিন্ স্রোতস্তস্যা ব্যহত্যলম্। শস্ত্রাণি চ সুতীক্ষ্ণানি তন্মধ্যে ভরতর্ষভ॥ ৩৩॥ মৃত্যুকালে প্রযচ্ছন্তি যে ধেনুং ব্রাহ্মণায় বৈ। তস্যাঃ পুচ্ছং সমাশ্রিত্য তে তরন্তি চ তাং নৃপ॥ ৩৪॥ স্ববাহুভিস্তথৈবান্যে শতযোজনবিস্তৃতম্। দ্বিতীয়ঞ্চৈব তৎস্রোতো বৈতরণ্যা ব্যবস্থিতম্। তস্মাত্তৎ সলিলস্রাবি গম্যং ধর্ম্মবতাং সদা॥ ৩৫॥ যে নরা গোপ্রদাতারো মৃত্যুকালে ব্যবস্থিতে। তে গোপুচ্ছং সমাশ্রিত্য তাং তরন্তি পৃথূদকাম্। অন্যে স্ববাহুভিঃ কৃত্বা গোপ্রদানবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৩৬॥ গোপ্রদানং প্রকর্ত্তব্যং তস্মাচ্চৈব বিশেষতঃ। মৃত্যুকালেঽত্র সম্প্রাপ্তে য ইচ্ছেদ্গতিমাত্মনঃ॥ ৩৭॥ তস্যা অনন্তরং যান্তি পাপমার্গেণ পাপিনঃ। ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মমার্গেণ বিমানবরমাশ্রিতাঃ॥ ৩৮॥ বৈতরণ্যাঃ পরে পারে পঞ্চযোজনমায়তম্। অসিপত্রবনং নাম পাপলোকস্য দুঃখদম্॥ ৩৯॥ তত্র লোহময়াস্তেবাসিপত্রাণাং শতানি চ। যানি কৃন্তন্তি মর্ত্ত্যানাং শরীরাণি সমন্ততঃ॥ ৪০॥ যৈর্হৃতং পরবিত্তঞ্চ কলত্রঞ্চ দুরাত্মভিঃ। নব শ্রাদ্ধানি তেষাং চ তস্মান্মুক্তিঃ প্রজায়তে॥ ৪১॥ তস্মাৎ পরতরো জ্ঞেয়ো বিখ্যাতঃ কূটশাল্মলিঃ। অধোমুখাঃ প্রলম্বন্তে তস্মিন্ কণ্টকসঙ্কুলে॥ ৪২॥ অধস্তাদ্বহ্নিনা চৈব দহ্যমানা দিবানিশম্। বিশ্বাসঘাতকা যে চ সর্ব্বদৈব সুনির্দয়াঃ। তস্মান্মুক্তিং প্রয়ান্তি স্ম শ্রাদ্ধে হ্যেকাদশে কৃতে॥ ৪৩॥ যন্ত্রাত্মকস্ততঃ প্রোক্তো নরকো দারুণাকৃতিঃ। ব্রহ্মঘ্নাস্তত্র পীড্যন্তে যে চান্যে পাপকর্ম্মিণঃ॥ ৪৪॥ শ্রাদ্ধেন দ্বাদশোত্থেন তেভ্যো দত্তেন পার্থিব। তস্মাৎ

কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদেরও আবার কিঙ্কর আছে; তাহারা অসংখ্য। জ্বর-যক্ষ্মাদি অষ্টোত্তর শতব্যাধি তাহাদের সাহায্যার্থ নিযুক্ত আছে। ব্যাধিসমূহ অগ্রে গমন করিয়া দেহিগণকে বশীভূত করে; পরে যমদূতগণ যাইয়া তাহাদের নাভিমূলস্থিত প্রাণবায়ু অপহরণ করিয়া অলক্ষিতভাবে যমমার্গে পলায়ন করে। ঐ সময় প্রাণহীন জড় দেহ নিষ্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। যমালয়ের পথ ষড়শীতি প্রকার। এই পথ সকলের প্রথম ভাগেই বৈতরণী নদী। বৈতরণীর স্রোতঃ দুইপ্রকার। এক স্রোতে অনবরত খরতর বেগে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে; ঐ প্রবাহও আবার তীক্ষ্ণ শস্ত্রসঙ্কুল। হে ভরতর্ষভ! যাহারা মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণকে ধেনু দান করে, তাহারা সেই ধেনুপুচ্ছ ধারণ করিয়া ঐ শতযোজন বিস্তীর্ণ দুস্তর বৈতরণীর পরপারে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা মৃত্যুকালে ধেনুদান না করে, তাহাদিগকে ঐ শস্ত্র-সঙ্কুল শোণিতপ্রবাহের উপর বাহুক্ষেপণ করিতে করিতে সন্তরণ দিয়া যাইতে হয়। দ্বিতীয় স্রোতঃ সলিলস্রাবী। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণই এই দিক্ দিয়া গমন করেন। যাহারা মৃত্যুকালে গো প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা গোলাঙ্গুল ধারণ করিয়া এই পৃথূদকার পরপারে যাইয়া থাকেন। আর যাহারা গো দান না করে, তাহারা সাঁতার দিয়া পার হয়। সুতরাং যাহারা নিজ হিত বাঞ্ছা করিবে, মৃত্যুকালে তাহাদের ধেনু দান করা কর্ত্তব্য। ১৯—৩৭। পাপী ব্যক্তিগণ বৈতরণীর পরপারে যাইয়া পাপমার্গে যমালয়ের দিকে অগ্রসর হয় আর ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বিমানবরে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মমার্গে যাইয়া থাকেন। বৈতরণীর পরপারে পঞ্চ যোজন আয়ত অসিপত্রবন নামক পাপিদুঃখদায়ক নরক অবস্থিত। এই অসিপত্রবনে শত শত লৌহময় অসিপত্র আছে। ঐ অসিপত্র সকল গমনকালে পাপী মানবগণের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে। যে দুরাত্মগণ পরের বিত্ত কলত্র হরণ করে, নবশ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে তাহাদের এই অসিপত্রবন হইতে মুক্তি লাভ হয় না। ইহার পরই বিখ্যাত কূটশাল্মলী বিদ্যমান। ইহাতে পাপীদিগকে অধোমুখে লম্বিত করিয়া অধোদেশে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দেয়। পাপিগণ অহরহঃ এইরূপে দগ্ধ হইতে থাকে। যাহারা নির্দ্দয় ও বিশ্বাসঘাতক, তাহাদেরই এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। বংশধরগণ একাদশ শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে তাহারা এই যাতনা ভোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ইহার পর যন্ত্রাত্মক দারুণাকৃতি নরক;—ব্রহ্মঘাতী ও অন্যান্য পাপকারী ব্যক্তিও এখানে নিপীড়িত হয়। ইহাঃ

মুক্তিং প্রগচ্ছন্তি যন্ত্রাখ্যনরকাৎ ॥ ৪৫ ॥ ততো লোহময়াঃ স্তম্ভা জ্বলমানা ব্যবস্থিতাঃ। আলিঙ্গন্তি চ তান্ সর্ব্বান্ পরদাররতাশ্চ যে ॥ ৪৬ ॥ মাসিকোত্থে কৃতে শ্রাদ্ধে তেভ্যো মুক্তিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৪৭ ॥ লোহদংষ্ট্রাস্ততো রৌদ্রাঃ সারমেয়া ব্যবস্থিতাঃ। ভক্ষয়ন্তি চ তে পাপান্ পৃষ্ঠমাংসাশিনো নরান্। ত্রৈপক্ষিকে কৃতে শ্রাদ্ধে তেভ্যো মুক্তিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৪৮ ॥ লোহচঞ্চুময়াঃ কাকাঃ সংস্থিতাস্তদনন্তরম্। সরাগৈর্লোচনৈর্যৈশ্চ ঈক্ষিতাঃ পরযোষিতঃ ॥ ৪৯ ॥ তেষাং নেত্রাণি তে ঘ্নন্তি ভূয়ো জাতানি ভূরিশঃ। দ্বিমাসিকং চ যচ্ছ্রাদ্ধং তেন মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৫০ ॥ ততঃ শাল্মলিকূটস্থ তথান্যে লোহকণ্টকাঃ। তেষাং মধ্যেন নীয়ন্তে পৈশুন্যনিরতা নরাঃ। ত্রিমাসিকং তু যচ্ছ্রাদ্ধ তেন মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৫১ ॥ রৌরবোঽথ সুবিখ্যাতো দারুণো নরকো মহান্। ব্রহ্মঘ্নানাং সমাদিষ্টঃ স মহাক্লেশকারকঃ ॥ ৫২ ॥ ছিদ্যন্তে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈস্তত্রস্থা যে মুহুর্মুহুঃ চতুর্মাসিকশ্রাদ্ধেন মুক্তিস্তেষাং প্রজায়তে ॥ ৫৩ ॥ অপরস্তু সমাখ্যাতঃ ক্ষারোদস্তু সুদারুণঃ। কৃতঘ্নানাং সমাদিষ্টঃ সদৈব বহুবেদনঃ ॥ ৫৪ ॥ অধোমুখা ঊর্দ্ধপাদাঃ পীড্যন্তে যত্র লম্বিতাঃ। পঞ্চমাসিকদানেন মুক্তিস্তেষাং প্রজায়তে ॥ ৫৫ ॥ কুম্ভীপাকস্ততো জ্ঞেয়ো নরকো দারুণাকৃতিঃ। তৈলেন ক্ষিপ্যমাণাস্তু যত্র দণ্ডাভিসন্ধিতাঃ। দৃশ্যন্তে জনহন্তারো বালহন্তার এব চ ॥ ৫৬ ॥ পতন্তি নরকে রৌদ্রে নরা বিশ্বাসঘাতকাঃ। ষণ্মাসিকপ্রদানেন মুচ্যন্তে তত্র সঙ্কটাৎ ॥ ৫৭ ॥ সর্পবৃশ্চকসংযুক্তস্তথান্যো নরকঃ শ্রুতঃ। তত্র যে দাম্ভিকা লোকে তে গচ্ছন্তি নরাধমাঃ। সপ্তমাসিকদানেন তেষাং মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৫৮ ॥ তথা সম্বর্ত্তকো নাম নরকোঽন্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বেদবিপ্লাবকাঃ সাধুনিন্দকাশ্চ দুরাত্মকাঃ ॥ ৫৯ ॥ উৎপাট্যতে ততো জিহ্বা সন্দংশৈর্বহ্নিসম্ভবৈঃ। স্বকার্য্যে যেঽনৃতং ক্রয়ুস্তদ্গাত্রং খাদ্যতে শ্বভিঃ ॥ ৬০ ॥ পরার্থেঽপি চ যে ক্রয়ুস্তেষাং গাত্রাণি কৃৎস্নশঃ। অষ্টমাসিকদানেন তেষাং মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৬১ ॥ অগ্নিকূটো মহাপ্রাবো দারুণো নরকো মহান্। তত্র তে যান্তি বৈ মূঢ়াঃ কূটসাক্ষিপ্রদা নরাঃ ॥ ৬২ ॥ তত্রস্থা যাতনাং রৌদ্রাং সহন্তে হতীব দুঃখিতাঃ। নবমাসিকদানং চ তেষামাহ্লাদনং

দের উদ্দেশে দ্বাদশ শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হইলে ইহারা এই নরক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর প্রজ্বলিত লৌহময় স্তম্ভ সকল বিরাজ করিতেছে। পারদারিকগণ এই সকল স্তম্ভ আলিঙ্গন করে। মাসিক শ্রাদ্ধকৃত হইলে ইহারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহার পর লৌহদংষ্ট্র সারমেয়গণ অবস্থিত। ইহারা পৃষ্ঠমাংসাশী নরগণকে ভক্ষণ করে। ত্রৈপক্ষিক শ্রাদ্ধ কৃত হইলে এই যাতনা হইতে পাপিগণ মুক্তি লাভ করে। তাহার পর লৌহময় চঞ্চুবিশিষ্ট কাক সকল বিরাজিত। যাহারা সরাগ নয়নে পরদার দর্শন করে, তাহাদের চক্ষু ইহারা ঠোক্‌রাইয়া খায়। এই পাপিগণ দ্বৈমাসিক শ্রাদ্ধে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতঃপর কূটশাল্মলি ও লৌহকণ্টক সকল অবস্থিত। পৈশুন্যনিরত ব্যক্তিগণ এই স্থানে গমন করিয়া পরে ত্রৈমাসিক শ্রাদ্ধ কৃত হইলে নিষ্কৃতি লাভ করে। অতঃপর সুবিখ্যাত মহানরক রৌরব; ইহা ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিগণকে দারুণ ক্লেশ প্রদান করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাতে যাহারা পতিত হয়, তাহারা বিবিধ শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হইয়া থাকে। পরে চাতুর্মাসিক শ্রাদ্ধে মুক্তি লাভ করে। ইহার পর সুদারুণ ক্ষারোদ নরক; ইহা কৃতঘ্নদিগকে বেদনা প্রদানের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহার ক্ষারজলে পাপীদিগকে অধোমুখ ও ঊর্দ্ধপাদ করিয়া লম্বিত করার পর অতি ভীষণরূপে নিপীড়িত করা হয়, পরে পঞ্চমাসিক শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ইহারা নিষ্কৃতি লাভ করে। ৩৮—৫৫। অতঃপর অতি ভীষণ কুম্ভীপাক নরক; জনহন্তা ও বালহন্তা ব্যক্তিগণ ইহাতে তপ্ত তৈলমধ্যে পাতিত হইয়া নির্দ্দয়রূপে দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়। বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তিগণও ইহাতে পাতিত হইয়া থাকে। ষাণ্মাসিক প্রদানে ইহাদের মুক্তিলাভ হয়। ইহার পর সর্প-বৃশ্চিকময় আর এক নরক আছে; যে সকল নরাধম দাম্ভিক, তাহারা এই নরকে গমন করে। সাপ্তমাসিক শ্রাদ্ধে ইহারা অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর সম্বর্ত্তকনামক নরক; বেদবিপ্লাবক ও সাধুনিন্দক ব্যক্তিগণ ইহাতে নিপাতিত হয়। এই স্থানে তপ্ত সন্দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা পাতিত পাপীদিগের জিহ্বা উৎপাটিত হইয়া থাকে। যাহারা স্বকার্য্য বা পরকার্য্য উপলক্ষে মিথ্যা বলে, তাহাদের গাত্র এই স্থানে কুক্কুর দিয়া খাওয়ান হয়। অষ্টমাসিক শ্রাদ্ধে ইহারা মুক্তি-লাভ করে। অতঃপর অগ্নিকূট-মহাপ্রাব নামক নরক; কূটসাক্ষ্যপ্রদ ব্যক্তিগণ ইহাতে পাতিত হয় এবং

পরম্ ॥ ৬৩ ॥ ততো লোহময়ৈঃ কীলৈঃ সঙ্কিতোঽস্তঃ সমন্ততঃ গৃহ চাগ্নিপ্রদাতারঃ স্ত্রীণাং হন্তার এব চ ।৬৪॥ তত্র ধাবন্তি দুঃখার্ত্তাস্তাড্যমানাশ্চ কিঙ্করৈঃ। দশমাসিবর্জং দানং তত্র তেষাং প্রমুক্তয়ে ॥ ৬৫ ॥ ততোঽঙ্গারময়ৈঃ পুঞ্জৈরাবৃতাভূঃ সমন্ততঃ। স্বামিদ্রোহিরতাস্তত্র ভ্রামন্তে সর্ব্বতো দিশঃ ॥ ৬৬ ॥ একাদশোত্তরং দানং তত্র মুক্তৈ্য প্রজায়তে। সন্তপ্তসিকতাপূর্ণো নরকো দারুণাকৃতিঃ ॥ ৬৭ ॥ স্বামিনং চাগতং দৃষ্ট্বা পলায়নপরায়ণাঃ। যে ভবন্তি নরাস্তত্র পচ্যন্তে তেঽপি দুঃখিতাঃ। তেষাং দ্বাদশমাসীয়ং শ্রাদ্ধং চৈবোপতিষ্ঠতি ॥ ৬৮ ॥ যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে তোয়মন্নং বা বৎসরান্তরে। প্রভুঞ্জতে চ তন্মার্গে প্রদত্তং নিজবান্ধবৈঃ ॥ ৬৯ ॥ ততঃ সংবৎসরাদূর্দ্ধং নিজকর্ম্মসমুদ্ভবম্। শুভাশুভং প্রপদ্যন্তে ধর্ম্মরাজসমীপগাঃ ॥ ৭০ ॥ এবং পঞ্চদশৈতানি সংসেব্য নরকাণি তে। প্রাপ্নুবন্তি ততো জন্ম মর্ত্ত্যলোকে পুনর্নরাঃ ॥ ৭১ ॥ প্রাপ্নুবন্তি বিদেশে চ জন্ম যে হেতুবাদকাঃ। নিত্যং তর্পণদানেন তেষাং তৃপ্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৭২ ॥ স্বামিদ্রোহরতা যে চ কুরাজ্যে জন্ম চাপ্নুয়ুঃ। হস্তকারপ্রদানেন তেষাং তৃপ্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৭৩ ॥ অদত্ত্বা যে নরোঽশ্নন্তি পিতৃদেবদ্বিজাতিষু। দুর্ভিক্ষে জন্ম তেষাং তু তেন পাপেন জায়তে ॥ ৭৪ ॥ ক্ষয়াহে শ্রাদ্ধসম্প্রাপ্তৌ তত্তৃপ্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৭৫ ॥ যে প্রকুর্ব্বন্তি দম্পত্যোর্ভেদং বৈ সানুরাগয়োঃ। পরস্পরমসত্যানি তেষাং ভার্য্যা সতী ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥ একস্মিন্ বচনে প্রোক্তে দশ ক্রতে ক্রুধান্বিতা। বিরূপা ভ্রমমাণা চ সর্ব্বলোকবিগর্হিতা। কন্যাদানফলৈস্তেষাং তত্রাসাঞ্চ সুখং ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥ কন্যকাদানবিঘ্নং হি বিক্রয়ং বা করোতি যঃ। স কন্যাঃ কেবলাঃ সূতে ন পুত্রং কেবলং ক্বচিৎ ॥ ৭৮ ॥ জায়ন্তে তাশ্চ বন্ধ্যো বিধবা দুর্ভগাস্তথা। কন্যাদানফলপ্রাপ্ত্যা তাসাং সৌখ্যং প্রজায়তে ॥ ৭৯ ॥ যৈর্হৃতানি চ রত্নানি তথা শাস্ত্রান্তরাণি চ। তে দরিদ্রাঃ প্রজায়ন্তে মূকাঃ খঞ্জা বিচক্ষুষঃ। তেষাং শাস্ত্রপ্রদানেন ইহ সৌখ্যং প্রজায়তে ॥ ৮০ ॥ এতে তু নরকাঃ প্রোক্তা মর্ত্ত্যলোকসমুদ্ভবাঃ। এতৈর্বিজ্ঞায়তে সর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৮১ ॥ তীর্থযাত্রাফলৈস্তস্য ততঃ শুদ্ধিঃ

তীব্র যাতনা উপভোগ করিয়া পরে নবম মাসিক শ্রাদ্ধ করায় তাহা হইতে অব্যাহতি পায়। অতঃপর লৌহকীলময় নরক; অগ্নিপ্রদাতা ও স্ত্রীহন্তা ব্যক্তি এই নরকে পাতিত হইয়া থাকে। পাপিসমূহ এই স্থানে যমকিঙ্করগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবন করে। দশমমাসিক শ্রাদ্ধে ইহাদের মুক্তি হয়। অতঃপর অঙ্গারময় স্থান, স্বামিদ্রোহী ব্যক্তিগণ এই স্থানে ভ্রামিত হইয়া থাকে। পরে একাদশমাসিকে তাহারা মুক্তিলাভ করে। ইহার অনতিদূরেই সন্তপ্তসিকতাপূর্ণ দারুণাকৃতি নরক; যাহারা স্বামীকে আগত দেখিয়া পলায়নপর হয়, তাহারা এই স্থানে ভর্জিত হয়। পরে দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধে ইহাদের মুক্তি হইয়া থাকে। নিজ বান্ধবগণ বৎসরান্তরে যাহা কিছু অন্ন-পানীয় প্রদান করে, প্রেতগণ তাহা ভোজন করিয়া থাকে। অতঃপর তাহারা সংবৎসরের পর ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ কর্ম্মানুযায়ী শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়। এই পঞ্চদশ প্রকার নরক ভোগের পর প্রেতগণ পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা হেতুবাদরতা, তাহারা বিদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। নিত্য তর্পণ দানে ইহাদের তৃপ্তি হয়। যাহারা স্বামিদ্রোহী, তাহারা কুরাজ্যে জন্মগ্রহণ করে; হস্তকার প্রদানে তাহাদের তৃপ্তি হয়। যাহারা পিতৃ-দেব-দ্বিজগণকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, এই পাপের ফলে তাহাদের দুর্ভিক্ষে জন্ম হইয়া থাকে। ক্ষয়াহে শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইলে ইহাদের তৃপ্তি হয়। ৫৬—৭৫। যাহারা সানুরাগ দম্পতির পরস্পর ভেদ সংঘটিত করে, তাহাদের ভার্য্যা অসতী হয়। তাহারা ভার্য্যাকে কোন কারণে একটী কথা বলিলে সে কুপিত হইয়া দশটী কথা শুনাইয়া দেয় এবং সর্ব্বদা বিরূপা অবস্থায় ভ্রমণ করে ও লোকনিন্দিত হয়, কন্যাদানফলে ইহাদের সুখ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় বা কন্যাদানে বিঘ্ন উৎপাদন করে, সে কেবল কন্যাই উৎপাদন করে, কদাচ তাহার পুত্র জন্মে না। এতদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট স্ত্রীলোকগণ বিধবা ও দুর্ভগা হয়, কন্যাদানের ফলে ইহাদের সুখলাভ হইয়া থাকে। যাহারা রত্ন ও শাস্ত্রান্তর অপহরণ করে, তাহারা দরিদ্র, মূক, খঞ্জ ও অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরে শাস্ত্র প্রদান করিলে ইহাদের সুখ লাভ হয়। প্রকারান্তরে এই একপ্রকার মর্ত্ত্যলোকসংক্রান্ত নরক বলা হইল। ইহলোকে ফল ভোগ দেখিয়া ইহা দ্বারা মানবগণের পূর্ব্বকৃত

প্রজায়তে ॥ ৮২ ॥ ভীষ্ম উবাচ। এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোহস্মি নরাধিপ। একবিংশৎপ্রমাণঞ্চ নরকাণাং যথা স্থিতম্ ॥ ৮৩ ॥ ভূয়শ্চ পৃচ্ছ রাজেন্দ্র সন্দেহো যো হৃদি স্থিতঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তত্তদ্দুরিতপ্রাপ্যৈকবিংশতিনরকযাতনাতন্নিবারণোপায়বর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। নরকাণাং স্বরূপঞ্চ শ্রুত্বা মে ভয়মাগতম্। কথং মুক্তির্ভবেত্তেষাং পাপানামপি পার্থিব। ব্রতৈর্বা নিয়মৈর্বাপি হোমৈর্বা তীর্থসংশ্রয়ৈঃ ॥ ১ ॥ ভীষ্ম উবাচ। গঙ্গায়ামস্থিপাতোঽত্র যেষাং সঞ্জায়তে নৃণাম্। ন তেষাং নারকো বহ্নিঃ প্রভবেন্মধ্যবর্তিনাম্ ॥ ২ ॥ গঙ্গায়াং ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং যেষাং নাম্না স্বকৈঃ সুতৈঃ। তে বিমানং সমাশ্রিত্য প্রয়ান্তি নরকোপরি ॥ ৩ ॥ পাপং কৃত্বা প্রকুর্বন্তি প্রায়শ্চিত্তং যথোদিতম্। হেম যচ্ছন্তি বা ভূপ ন তেষাং নরকো ভবেৎ ॥ ৪ ॥ শেষাঃ স্বকর্মণঃ প্রাপ্তা সেবন্তে চ যথোচিতম্। স্বর্গং বা নরকং বাপি সেবন্তে তে নরাধিপ ॥ ৫ ॥ ধারাতীর্থে ম্রিয়ন্তে যে স্বামিনঃ পুরতঃ স্থিতা। তে গচ্ছন্তি পরং স্থানং নরকাণাং সুদূরতঃ ॥ ৬ ॥ বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে নাগরে পুরে। প্রয়াগে বা প্রভাসে বা যস্ত্যজেত্তনুমাত্মনঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি নরকং ন স পশ্যতি ॥ ৭ ॥ নীলো বা বৃষভো যস্য বিবাহে সন্নিযুজ্যতে। স্বপুত্রেণ ন সম্পশ্যেন্নরকং ব্রহ্মহাপি সঃ ॥ ৮ ॥ প্রায়োপবেশনং কৃত্বা হৃদয়স্থে জনার্দনে। যস্ত্যজেৎপুরুষঃ প্রাণান্নরকং ন স পশ্যতি ॥ ৯ ॥ প্রায়োপবেশনং যে চ চিত্রেশ্বরনিবেশনে। কুর্বন্তি নরকং নৈব তে গচ্ছন্তি কদাচন ॥ ১০ ॥ দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ পথিশ্রমমুপেয়ুষাম্। তীর্থযাত্রাপরাণাঞ্চ যো যচ্ছতি সদাশনম্। কালে বা যদি বাকালে নরকং ন স পশ্যতি ॥ ১১ ॥ জলধেনুঞ্চ যো দদ্যাদ্বৃষসংস্থে দিবাকরে। তিলধেনুং মৃগস্থে চ নরকং ন স পশ্যতি ॥ ১২ ॥ সোমে সোমগ্রহে চৈব সোমনাথস্য দর্শনাৎ। সমুদ্রে চ সরস্বত্যাং স্নাত্বা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥ সন্নিহত্যাং

শুভাশুভ কর্ম্ম জানিতে পারা যায়। তীর্থযাত্রার ফলে ইহাঁদের শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ভীষ্ম বলিলেন,—হে নরাধিপ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই নরক একবিংশতি প্রকার নরকের কথা আমি সম্পূর্ণরূপে বলিলাম; আরও যদি আপনার হৃদয়ে কোন সংশয় থাকে, তাহা হইলে তাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ৬৬—৮৪।

ষড়্‌বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৬।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পিতামহ! নরকের স্বরূপ অবগত হইয়া আমার ভয় হইতেছে; ব্রত, নিয়ম, হোম বা তীর্থসেবা—কি উপায়ে উক্ত পাপিদিগের পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে, অধুনা আপনি তাহা বলুন। ভীষ্ম বলিলেন,—গঙ্গায় যাহাদের অস্থিনিক্ষেপ করা হয়, নরকবহ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। যাহাদের পুত্রগণ নামোল্লেখ করিয়া গঙ্গায় শ্রাদ্ধ করে, তাহারা বিমানবরে আরোহণ করিয়া নরকোপরি বিহার করিয়া থাকে। যাহারা পাপ করিয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত ও সুবর্ণ দান করে, তাহাদের নরক হয় না। যাহারা প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহারা নিজ অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল স্বর্গ বা নরক যথাসম্ভব ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা ধারাতীর্থে স্বামিসান্নিধানে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তাহারা নরক হইতে সুদূর পরম স্থানে গমন করিয়া থাকে। বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, নাগর-পুর, প্রয়াগ, বা প্রভাসে যে মানব প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে মহাপাতকযুক্ত হইলেও কদাপি নরক দর্শন করে না। যাহার বিবাহে নীল বৃষভ বৎসতরীর সহিত যুক্ত করিয়া উৎসর্গ করা হয়, সে ব্রহ্মহা হইলেও কদাচ নরক দর্শন করে না। ১—৮। প্রায়োপবেশন করিয়া জনার্দ্দনকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে যাহার মৃত্যু হয়, তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না। যে সকল নর চিত্রেশ্বরভবনে প্রায়োপবেশন করে, তাহারা কদাচ নরক দর্শন করে না। সূর্য্য বৃষরাশিতে গমন করিলে যে নর জলধেনু এবং মেষরাশিস্থ হইলে তিলধেনু দান করে, সে নরক দর্শন করে না। সোমবারে সোমনাথ দর্শন এবং সমুদ্র ও সরস্বতীতে স্নান করিলে নরক দর্শন

কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। সূর্য্যবারেণ যঃ স্নাতি নরকং ন স পশ্যতি ॥ ১৪ ॥ কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্। ত্রিপুষ্করস্য মৌনেন নরকং ন স পশ্যতি ॥ ১৫ ॥ মৃগসংক্রমণে যে তু সূর্য্যবারেণ সংস্থিতে। চণ্ডীশং বীক্ষয়ন্তি স্ম ন তে নরকগামিনঃ ॥ ১৬ ॥ গাং পঙ্কাদ্ ব্রাহ্মণীং দাস্যাৎ সাধূন্ স্তেনাদ্দ্বিজং বধাৎ। মোচয়ন্তি চ যে রাজন্ন তে নরকগামিনঃ ॥ ১৭ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি নরাধিপ। যথা ন নরকং যাতি পুরুষস্ত স্বকর্ম্মণা। যথা চ নরকং যাতি স্বল্পপাপোঽপি মানবঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নরকযাতনানিরসনোপায়বর্ণনং নাম সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যচ্চ বিলদ্বারি শয়নার্থে ব্যবস্থিতম্। দৃষ্ট্বা প্রমুচ্যতে পাপী দেবঞ্চ জলশায়িনম্ ॥ ১ ॥ স্নাত্বা তস্মিন্ বিলদ্বারে পবিত্রে লোকসংশ্রয়ে। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্। আজন্মমরণাৎ পাপৎস চ মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥ চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ সুপ্রসুপ্তং সুরেশ্বরম্ সম্পূজয়তি যো ভক্ত্যা ন স ভূয়োঽত্র জায়তে ॥ ৩ ॥ তত্র পূর্ব্বং মহাভাগা মুনয়ঃ সেব্য তং প্রভুম্। মৃত্তিকাগ্রহণং কৃত্বা তস্য চায়তনে শুভে ॥ ৪ ॥ সম্প্রাপ্তাঃ পরমং স্থানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। যৎফলং সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্। তৎফলং তস্য পূজায়াং চ তুর্ম্মাস্যাং প্রজায়তে ॥ ৫ ॥ যৎফলং গোগ্রহে মৃত্যুং সম্প্রাপ্তা যান্তি মানবাঃ। তৎফলং চতুরো মাসান্ পূজয়া জলশায়িনঃ ॥ ৬ ॥ অপি পাপসমাচারঃ পরদাররতোঽপি চ। ব্রহ্মঘ্নোঽপি সুরাপোঽপি স্ত্রীহন্তাপি বিগর্হিতঃ। পূজয়া চতুরো মাসাংস্তস্য দেবস্য মুচ্যতে ॥ ৭ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং তত্রস্থং জলশায়িনম্। বিলদ্বারে কথং সূত তত্র নঃ সংশয়ো মহান্ ॥ ৮ ॥ স কিল শ্রূয়তে দেবঃ ক্ষীরাব্ধৌ মধুসূদনঃ। সদৈব ভগবান্ শেতে যোগনিদ্রাং সমাশ্রিতঃ ॥ ৯ ॥ কথং স ভগবান্ শেতে বিলদ্বারে ব্যবস্থিতঃ। এতৎ

করিতে হয় না। রাহুগ্রস্ত-দিবাকরে রবিবারে যে মানব কুরুক্ষেত্রে স্নান করে, সেও কদাচ নরক দর্শন করে না। যে মানব কৃত্তিকাযোগে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় মৌনভাবে ত্রিপুষ্কর প্রদক্ষিণ করে, সে কদাচ নরক দর্শন করে না। রবিবারে মৃগসংক্রমণ হইলে তাহাতে যাহারা চণ্ডীশ দর্শন করে, তাহাদিগকে নরক দর্শন করিতে হয় না। যাহারা গরুকে পঙ্ক হইতে, ব্রাহ্মণীকে দাস্য হইতে, সাধুকে চৌর্য্য হইতে এবং দ্বিজকে বধ হইতে মোচন করে, তাহারা কদাচ নরক দর্শনের যোগ্য নহে! হে নরাধিপ! যে সকল কর্ম্ম করিলে মানব নরক দর্শন করে না, এবং যে সকল কর্ম্ম স্বল্পমাত্র করিলেও নরক দর্শন করে। সেই সমস্ত কর্ম্ম আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৯—১৮।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৭।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—বিলদ্বার তীর্থে শয়নার্থী ভগবান্ অবস্থিত। মানবগণ ঐ পবিত্র তীর্থে স্নান এবং জলশায়ী ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করে। যে নর উক্ত তীর্থে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী ভগবান্‌কে অবলোকন করে, সে আজন্মমরণসম্ভূত পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। জনার্দ্দন বার্ষিক চারি মাস প্রসুপ্ত থাকেন। যে মানব এই অবস্থায় ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করে, তাহাকে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পূর্ব্বে মহাভাগ মুনিগণ এই তীর্থে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। সমস্ত তীর্থ ও যজ্ঞে যে ফললাভ হয়, চাতুর্ম্মাস্যে এই তীর্থে হরিপূজা করিলেও সেই ফললাভ হইয়া থাকে। মানব গো-গৃহে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া যে ফল লাভ করিয়া থাকে, চাতুর্ম্মাস্যে জলশায়ী হরির পূজা করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হয়। পাপী, পরদাররত, ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী ও স্ত্রীঘাতী হইলেও কেহ যদি চাতুর্ম্মাস্যে হরিপূজা করে, তাহা হইলে তাহার মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। ১—৭। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে বলিলেন,—দেব জলশায়ী বিলদ্বারে শয়ন করিয়া আছেন; এ কথায়, আমাদের মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; কারণ—শ্রুত আছে যে, সেই ভগবান্ মধুসূদন যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদাই ক্ষীরাব্ধিতে শয়ন করিয়া থাকেন। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে কিরূপে তিনি আবার বিলদ্বারে শয়ন করেন; ইহা আপনি

কীর্ত্তয় কার্ৎস্নেন পরং কৌতূহলং হি নঃ। ১০। সূত উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগাঃ ক্ষীরাব্ধৌ মধুসূদনঃ। যোগনিদ্রাং গতঃ শেতে শেষপর্য্যঙ্কশায়কঃ। ১১। স যথা তত্র ক্ষেত্রে তু সংশ্রিতো ভগবান্ স্বয়ম্। জলশায়িস্বরূপেণ তচ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ॥ ১২। যথা চ চতুরো মাসান্ পূজিতস্তত্র সংস্থিতঃ। মুক্তিং প্রদাতি পুংসাং স তথা সঙ্কীর্ত্তয়াম্যহম্। ১৩। চত্বারোঽপি যথা মাসা গর্হণীয়া ধরাতলে। সর্ব্বকর্ম্মসু মুখ্যেষু যজ্ঞোদ্বাহাদিষু দ্বিজাঃ। ১৪। তদ্বোঽহং কীর্ত্তয়িষ্যামি নমস্কৃত্য দ্বিজোত্তমাঃ। তস্মৈ দেবাধিদেবায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। ১৫। অব্যক্তায়াপ্রমেয়ায় সর্ব্বদেবময়ায় চ। সর্ব্বজ্ঞায় কবীশায় সর্ব্বভূতাত্মনে তথা। ১৬। পুরাসীদ্দানবো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুর্ম্মহান্। নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা বিষ্ণুনা যো নিপাতিতঃ। ১৭। তস্য পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্। প্রহ্লাদশ্চান্ধকশ্চৈব বীর্য্যেণাপ্রতিমৌ যুধি॥ ১৮। হিরণ্যকশিপৌ প্রাপ্তে পরং লোকং মহাসুরে। অমাত্যৈরভিষেকায় প্রহ্লাদঃ স নিয়োজিতঃ। ১৯॥ স নৈচ্ছত তদা রাজ্যং পিতৃপৈতামহং মহৎ। সমাগতমপি প্রাজ্ঞো যস্মাত্তদ্বো বদাম্যহম্। ২০। দানবানাং সদা দ্বেষো দেবৈর্ন সহ চক্রিণা। ন করোতি পুনর্দ্বেষং তং সমুদ্দিশ্য সর্ব্বদা। ২১। এতস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বে তেন ত্যক্তা দিতেঃ সুতাঃ। স্বরাজ্যমপি সন্ত্যজ্য বিষ্ণুস্তেন সমাশ্রিতঃ। ২২। ততস্তৈর্দানবৈঃ ক্ষুদ্রৈর্বিষ্ণুদ্বেষপরায়ণৈঃ। অন্ধকঃ স্থাপিতো রাজ্যে পিতৃপৈতামহে তদা। ২৩॥ অন্ধকোঽপি সমারাধ্য দেবদেবং চতুর্ম্মুখম্। অমরত্বং ততো লেভে যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্। ২৪। বরপুষ্টস্ততঃ সোঽপি চক্রে শক্রেণ বিগ্রহম্। ২৫। জিত্বা শক্রং মহাসংখ্যে যজ্ঞাংশান্ জগৃহে স্বয়ম্। গত্বামরাবতীং দৈত্যো নিঃসার্য্য চ শতক্রতুম্। স্ববর্গেণ সমোপেতঃ স্বর্গং সমহরত্তদা। ২৬। শক্রোঽপি চ সমারাধ্য শঙ্করং লোকশঙ্করম্। সর্ব্বদেবসমোপেতো ভৃত্যবৎ পরিবর্ত্ততে। ২৭। ততঃ কালেন মহতা তস্য তুষ্টঃ পিনাকধৃক্। তং প্রাহ বরদোঽস্মীতি বদ শক্র করোমি কিম্। ২৮। ইন্দ্র উবাচ। অন্ধকেন হৃতং রাজ্যং মম বীর্য্যাৎ সুরে-

বিস্তৃতভাবে বলুন, আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! দেব মধুসূদন যোগনিদ্রা অবলম্বনে শেষপর্য্যঙ্কে ক্ষীরাব্ধিতে শয়ন করেন, ইহা সত্য বটে; কিন্তু তিনি যেরূপে সেই ক্ষেত্রে জলশায়ীরূপে অবস্থান করেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি তথাবস্থিত হইয়া চারি মাস যাবৎ পূজিত হইলে যেরূপে মুক্তিদান করেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ভগবান্ চারি মাস কাল—যাহা ধরাতলে যজ্ঞোদ্বাহাদি সমুদয় মুখ্যকর্ম্মে নিন্দনীয়, সেই সময় বিলদ্বারক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া মানবগণকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহা আমি—দেবাধিদেব, নির্গুণ, গুণাত্মা, অব্যক্ত, অপ্রমেয়, সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বজ্ঞ, কবীশ, সর্ব্বভূতাত্মা, মধুসূদনকে নমস্কার করিয়া আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু নামে এক ভয়ঙ্কর দানব ছিল। ভগবান্ বিষ্ণু নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। তাহার সর্ব্বসুলক্ষণোপেত দুই পুত্র জন্মে। পুত্রদ্বয়ের নাম—প্রহ্লাদ ও অন্ধক। ইহারা যুদ্ধে অমিত-পরাক্রম ছিল। অনন্তর মহাসুর হিরণ্যকশিপু পরলোক গমন করিলে অমাত্যগণ রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রহ্লাদকে মনোনীত করেন। কিন্তু প্রহ্লাদ প্রাপ্ত পিতৃপিতামহ রাজ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। গ্রহণ না করিবার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেব বিষ্ণুর সহিত দানবদিগের নিত্যবিরোধ; কিন্তু প্রহ্লাদ তাঁহাকে দ্বেষ করে না। এই জন্যই প্রহ্লাদ সমুদয় দৈত্য ও নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে আশ্রয় করে। তখন নীচাশয় বিষ্ণুদ্বেষী দানবগণ অন্ধককে রাজ্যে স্থাপন করে। অন্ধকও চতুরাননের আরাধনা করিয়া যাবৎচন্দ্রার্কতারকা অমরত্ব বর লাভ করে। এইরূপ বরলাভের পর সে শক্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধে শক্রকে জয় করিয়া দেবগণের যজ্ঞভাগ আত্মসাৎ করিয়া লইল। কেবল যজ্ঞভাগ আত্মসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, সে সগর্ব্বে সদলবলে স্বর্গে গমন করিয়া স্বর্গ অধিকার করিয়া বসিল। ৮—২৬। তখন শক্র নিখিলদেবপরিবৃত হইয়া লোকশঙ্কর-শঙ্করের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট ভৃত্যবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বহুকাল অতীত হইলে পিনাকী তুষ্ট হইয়া শক্রপ্রমুখ সুরসমূহের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে সুরগণ! আমি বর দান করিতেছি, বল, তোমাদের কি করিতে হইবে? ইন্দ্র বলিলেন,—হে

শ্বর। যজ্ঞভাগৈঃ সমোপেতং হৃত্বাশু তৎ প্রযচ্ছ মে ॥ ২৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তস্য দীনস্য ভগবান্ শশিশেখরঃ। প্রোবাচ তব দাস্যামি রাজ্যং ত্রৈলোক্যসম্ভবম্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সম্প্রেষয়ামাস দূতং তস্য বিচক্ষণম্। গণেশং বীরভদ্রাখ্যং গত্বা ত্বং ব্রূহি চান্ধকম্ ॥ ৩১ ॥ মমাদেশাৎ পরিত্যজ্য স্বর্গং গচ্ছ ধরাতলম্। পিতৃপৈতামহং স্থানং রাজ্যং তত্র সমাচর ॥ ৩২ ॥ পরিত্যজস্ব যজ্ঞাংশান্নো চেদ্ধন্তাস্মি সত্বরম্। স গত্বা চান্ধকং প্রাহ যথোক্তং শম্ভুনা স্ফুটম্ ॥ ৩৩ ॥ সবিশেষং মহাবুদ্ধিঃ স্বামিকার্য্যপ্রসিদ্ধয়ে। অথ তং চান্ধকঃ প্রাহ প্রবিহস্য মহাবলঃ ॥ ৩৪ ॥ অবধ্যো হি যথা দূতস্তেন ত্বাং ন নিহন্ম্যহম্। কঃ স্যাদ্বৈ শঙ্করো নাম যো মামেবং প্রভাষতে। ৩৫ ॥ ন মাং বেত্তি স কিং মূঢ়ঃ কিং বা মৃত্যুমভীপ্সতে ॥ ৩৬ ॥ অথবা সত্যমেবৈতন্নির্ব্বিণ্ণো জীবিতাচ্চ সঃ। দারিদ্র্যোপহতো নিত্যং সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৭ ॥ শ্মশানে ক্রীড়নং যস্য ভস্ম গাত্রবিলেপনম্। ভূষণং চাহয়ো বস্ত্রং দিশো যস্য জটালকা ॥ ৩৮ ॥ কস্তস্য জীবিতেনার্থস্তেনেদং মাং ব্রবীতি সঃ। তস্মাদাগত্য দ্রুতং ব্রূহি মদ্বাক্যং দূত সস্ফুটম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্যক্ত্বা কৈলাসমেনং ত্বং বারাণস্যাং তপঃ কুরু। মম স্থানমিদং দত্তং কৈলাসং স্বসুতস্য চ ॥ ৪০ বৃকস্যাপি ন সন্দেহো বিভবেন সমন্বিতম্। নো চেৎপ্রাণান্ হরিষ্যামি সেন্দ্রস্য তব শঙ্কর ॥ ৪১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বীরভদ্রস্তু নির্ভর্ৎস্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ। ক্রোধেন মহতাবিষ্টঃ কৈলাসং সমুপাবিশৎ ॥ ততঃ স কথয়ামাস তদ্বাক্যং চ পিনাকিনঃ। অতিক্রুরং বিশেষেণ তত ক্রুদ্ধঃ পিনাকধৃক্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মদত্তবরপ্রদানোদ্ধতান্ধকাসুরকৃতশঙ্করাজ্ঞাবমানবর্ণনং নামাষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

মহেশ্বর! অন্ধকাসুর বলপূর্ব্বক যজ্ঞভাগের সহিত আমার রাজ্য হরণ করিয়াছে। আপনি সত্বর তাহাকে নিহত করিয়া আমায় রাজ্য প্রদান করুন। শক্রের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শশিশেখর বলিলেন,—আচ্ছা, ত্রৈলোক্য-রাজ্য তোমায় দিতেছি। এই বলিয়া তিনি বিচক্ষণ দূত গণেশ্বর বীরভদ্রকে বলিলেন,—দেখ, তুমি আমার বাক্যে অন্ধককে গিয়া বল,—অন্ধক! তুই শীঘ্র স্বর্গরাজ্য এবং যজ্ঞভাগ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে গমন কর। সেখানে গিয়া আপনার পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য পালন কর; নতুবা সত্বর নিহত হইবি। দেবদেব এই কথা বলিয়া দিলে বীরভদ্র তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর কার্য্য-সিদ্ধ্যর্থ দেবদেব-কথিত সমস্ত কথা বলিল। তৎশ্রবণে মহাবল অন্ধকাসুর বলিল,—রে দূত! দূত অবধ্য বলিয়া আমি তোকে নিহত করিলাম না। কে সেই শঙ্কর, যে আমাকে ইহা বলিয়াছে? সেই মূঢ় কি আমাকে জানে না; কিম্বা সে মৃত্যু বাঞ্ছা করিতেছে? অথবা সে জীবিত আছে বলিয়াই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছে? সেই শঙ্কর দরিদ্র, ও ভোগবর্জ্জিত; শ্মশানে তাহার ক্রীড়া; গাত্রে ভস্ম; অহিভূষণ, দিকবস্ত্র এবং জটা-অলক। এরূপ যাহার বৈভব, তাহার জীবনেই বা সুখ কি? এজন্যই সে আমাকে এইরূপ বলিয়াছে। রে দূত তুই গিয়া তাহাকে বল,—সে যেন বারাণসীতে গিয়া তপস্যা করে। আমি কৈলাসধাম আমার পুত্র বৃককে অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের সহিত প্রদান করিয়াছি। সে যদি উঠিয়া না যায়, তাহা হইলে আমি ইন্দ্রের সহিত তাহার প্রাণ হরণ করিব। অন্ধকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরভদ্র ক্রোধে মুহুর্ম্মুহু ভর্ৎসনা করত কৈলাসে প্রবেশ করিল এবং পিনাকি-সন্নিধান অন্ধককথিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। দেবদেব দূতমুখে অন্ধকের ক্রুরোক্ত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। ২৭—৪৩।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৮।

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুর্গণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমাবৃতঃ। ইন্দ্রাদ্যৈশ্চ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ। জগাম বৃষমারুহ্য পুরীং চৈবামরাবতীম্ ॥ ১ ॥ অন্ধকোঽপি সমালোক্য সম্প্রাপ্তাং দেববাহিনীম্। সগণাং চ মহাদেবং পরিতোষং পরং গতঃ ॥ ২ ॥ নিশ্চক্রামাথ যুদ্ধায় বলেন চতুরঙ্গিণা। স্বয়ং

ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—শম্ভু বীরভদ্রের মুখে তথাবিধ কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধরক্তাক্ত-নয়নে বৃষে আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতীতে গমন করিলেন। অন্ধক তখন দেব-বাহিনী ও সগণ মহাদেবকে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর চতুরঙ্গ বলের সহিত

স্যন্দনমারুহ্য সুশ্বেতাশ্ববহং শুভম্ ॥ ৩ ॥ ততঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং দেবানাং দানবৈঃ সহ। গণৈশ্চ বিকৃতাকারৈর্মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্ ॥ ৪ ॥ একবর্ষসহস্রান্তং যাবদ্‌যুদ্ধমবর্ত্তত। দিনে দিনে ক্ষয়ং যান্তি তত্র দেবা ন দানবাঃ ॥ ৫ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে সংক্রুদ্ধঃ শশিশেখরঃ। ত্রিশূলেন সমুদায় স্বহস্তেন ব্যভেদয়ৎ ॥ ৬ ॥ স বিদ্ধোঽপি স্বয়ং তেন ত্রিশূলেন মহাসুরঃ। ব্রহ্মণো বরমাহাত্ম্যাদ্বৈব প্রাণৈর্বিযুজ্যতে ॥ ৭ ॥ ততো ভূয়োঽপি চোত্থায় চক্রে যুদ্ধং মহাত্মনা। জঘান চ স সংক্রুদ্ধো বিশেষেণ বহূন্ গণান্ ॥ ৮ ॥ শঙ্করং তাড়য়ামাস গদাঘাতৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৯ ॥ এবং বর্ষসহস্রান্তমভূৎসার্দ্ধং পিনাকিনা। রৌদ্রং যুদ্ধমন্ধকস্য সর্ব্বলোকভয়াবহম্ ॥ ১০ ॥ ত্রিশূলভিন্নো দৈত্যঃ স যদা মৃত্যুং ন গচ্ছতি। উত্থায়োত্থায় কুরুতে প্রহারান্ গদয়া বলী ॥ ১১ ॥ তথা তং শঙ্করো জ্ঞাত্বা মৃত্যুনা পরিবর্জ্জিতম্। ব্রহ্মণো বরদানেন সর্ব্বেষাং চ দিবৌকসাম্ ॥ ১২ ॥ ততো নির্ভিদ্য শূলাগ্রেঃ প্রোৎক্ষিপ্য গগণাঙ্গনে। ছত্রবদ্ধারয়ামাস লম্বমানমধোমুখম্। অন্ধকস্রুধিরং ভূমৌ গাত্রেভ্যো বর্ষসম্ভবম্ ॥ ১৩ ॥ যাবদ্বর্ষসহস্রান্তে চর্ম্মাস্থিস্নায়ুশেষং চ। ধাতুত্রয়ং স্থিতং তস্য নষ্টমন্যচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ১৪ ॥ স জ্ঞাত্বা বলসংহীনমাত্মানং ধাতুসংক্ষয়াৎ। সামোপায়ং ততশ্চক্রে স্তুত্বা সার্দ্ধং পিনাকিনা ॥ ১৫ ॥ অন্ধক উবাচ। ন ত্বং দেবো ময়া জ্ঞাতো বাগ্‌দুষ্টেন দুরাত্মনা। ঈদৃগ্বীর্য্যসমোপেতস্তদ্‌যুক্তং ভবতা কৃতম্ ॥ ১৬ ॥ অনুরূপং মদান্ধস্যাবিবেকস্য সুরোত্তম। স্ববীর্য্যমদযুক্তস্য বিবেকরহিতস্য চ ॥ ১৭ ॥ দুর্ব্বিনীতঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ। ন তিষ্ঠতি চিরং কালং যথাহং মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১৮ ॥ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং দেব ঈশান সর্ব্বপাপহরো ভব ॥ ১৯ ॥ দুঃখিতোঽহং বরাকোঽহং দীনোঽহং শক্তিবর্জ্জিতঃ। ত্রাতুমর্হসি মাং দেব প্রপন্নং শরণং বিভো ॥ ২০ ॥ দুষ্টোঽহং পাপাযুক্তোঽহং সাম্প্রতং পরমেশ্বর। তেন বুদ্ধিরিয়ং জাতা তবোপরি মমানঘ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বপাপক্ষয়ে জাতে শিবে ভবতি ভাবনা ॥ ২২ ॥ নামমাত্রমপি ত্র্যক্ষ যস্তে কীর্ত্তয়তি প্রভো। সোঽপি মুক্তিমবাপ্নোতি

অন্ধক দিব্য সুশ্বেতাশ্ববহ রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। অনন্তর দেব-দানবে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দানবগণ বিকৃতাকার গণসমূহের সহিত মৃত্যু নিবর্ত্তিত করিয়া সহস্র বৎসর যাবৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে দিন দিন দেবকুল বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল; কিন্তু দানবদলের একটীও বিনষ্ট হইল না। এইভাবে বর্ষসহস্র যুদ্ধ চলিলে শশিশেখর ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তদ্বারা ধারণ করত ত্রিশূলাঘাতে অন্ধককে বধ করিলেন। ঐ মহাসুর অন্ধক ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মার বরে প্রাণবিমুক্ত হইল না। পুনরায় অন্ধক উত্থিত হইয়া যুদ্ধে বহুগণকে নিপাতিত করিয়া শঙ্করকে মুহুর্মুহু গদাঘাতে তাড়িত করিল। এইরূপে তাহার বর্ষসহস্রকাল যাবৎ পিনাকীর সহিত যুদ্ধ চলিল। অন্ধকাসুরের এই যুদ্ধ তখন সর্ব্বলোকভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। দৈত্য ত্রিশূল ভিন্ন হইয়াও যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইল না, পুনঃপুনঃ উত্থিত হইয়া গদাঘাতে সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, তখন শঙ্কর জানিলেন যে, দৈত্য দেবগণ ও ব্রহ্মার বরে মৃত্যুপরিশূন্য হইয়াছে। এইরূপ অবগত হইয়া তিনি তাহাকে শূলাগ্র দ্বারা প্রোথিত করত ছত্র ধারণের ন্যায় গগনাঙ্গনে অধোমুখে লম্বিত করিয়া রাখিলেন। অন্ধকের গাত্র হইতে তখন রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। এইভাবে সে সহস্র বৎসর যাবৎ লম্বিত থাকিল। তাহার চর্ম্মাস্থি-স্নায়ুমাত্র ধাতুত্রয় অবশিষ্ট রহিল। অন্য ধাতুচতুষ্টয় বিনষ্ট হইয়া গেল। ১—১৪। তখন অন্ধক স্বীয় হীনবলতা বুঝিতে পারিয়া পিনাকীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। সে বলিল,—হে দেব! আমি অতি অর্ব্বাচীন; আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আপনি যে এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন, আমি তা জানি না। সুরোত্তম! আপনি এই মদান্ধ মূর্খের প্রতি যাহা বিধান করিয়াছেন, ইহা অনুরূপই হইয়াছে। হে দেব! দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি স্ত্রী, বিদ্যা, ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মদগর্ব্বে অধিক দিন অবস্থান করে না। হে ঈশান! আমি পাপ, পাপকর্ম্মা, পাপাত্মা, পাপসম্ভব; আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন। হে ভব! আপনি সর্ব্বপাপহর। আমি অতি দুঃখী, নিরীহ, দীন, ও শক্তিবর্জ্জিত; আমি আপনার শরণ লইতেছি; আপনি এই শরণাগত জনকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর! আমি দুষ্ট এবং পাপযুক্ত, এই জন্যই আমার আপনার প্রতি এই কুবুদ্ধি জন্মিয়াছিল। হে দেব! সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হইলে তবে লোকের শিবে ভক্তি হইয়া থাকে। হে প্রভো! যে ব্যক্তি আপনার নামমাত্র কীর্ত্ত

কিং পুনঃ পূজনে রতঃ ॥ ২৩ ॥ তব পূজাবিহীনানাং দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ। যানি দেব মৃতানাং চ তানি যান্তি ন জীবতাম্ ॥ ২৪ ॥ কুষ্ঠী বা রোগযুক্তো বা পঙ্গুর্বা বধিরোঽপি বা। মা ভূত্তস্য কুলে জন্ম শম্ভুর্যত্র ন দেবতা ॥ ২৫ ॥ তস্মান্মোচয় মাং দেব স্বাগতং কুরু সাম্প্রতম্। গতো মে দানবো ভাবস্ত্যক্তং রাজ্যং তথা বিভো ॥ ২৬ ॥ ত্যক্তাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ পত্ন্যশ্চ বিভবৈঃ সহ। ত্রিঃ সত্যেন সুরশ্রেষ্ঠ তব পাদৌ স্পৃশাম্যহম্ ॥ ২৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা তং গতকল্মষম্। উত্তার্য্য শনকৈঃ শূলাদ্বিনয়াবনতং স্থিতম্ ॥ ২৮ ॥ ততো নাম স্বয়ং চক্রে ভৃঙ্গিরীটিরিতি প্রভুঃ। অব্রবীচ্চ সদা মে ত্বং বল্লভঃ সম্ভবিষ্যসি ॥ ২৯ ॥ নন্দিনোঽপি গজাস্যস্য মহাকালস্য পুত্রক। তিষ্ঠ সৌম্য ময়া সৌখ্যং ন স্মরিষ্যসি বান্ধবান্ ॥ ৩০ ॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় প্রণম্য শশিশেখরম্। তস্থৌ সর্ব্বগণৈর্যুক্তঃ প্রভু সংশ্রয়সংযুতঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৃঙ্গীরিট্যুৎপত্তিবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৯॥

করে, সেও যখন মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, তখন যে ব্যক্তি আপনার পূজা করে, তাহার কথা আর কি বলিব? হে শঙ্কর! মৃত ব্যক্তির যেমন দিন আসে যায়, আপনার পূজা-বিহীন জনগণেরও তদ্রূপ দিন আসে আর যায় অর্থাৎ তাহা বৃথা, কোন কার্য্যকরদায়ক নহে। কুষ্ঠী, রোগযুক্ত, পঙ্গু বা বধির হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিতে হউক; কিন্তু তথাপি যেন শম্ভু যে কুলের দেবতা নহেন, সে কুলে যেন আমার জন্ম না হয়। হে দেব! আপনি আমায় মুক্ত করিয়া দেন; আপনার আগমন শুভ হৌক। হে বিভো! আমার দানবভাব অপগত হইয়াছে; আমি রাজ্য, ছত্র, পৌত্র, লক্ষ্মী, বিভব, এ সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম, আপনার নিকট ত্রি-সত্য করিয়া আপনার পাদস্পর্শপূর্ব্বক বলিতেছি। দেবদেব দানব অন্ধকের এই সকল স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া জানিলেন যে, সে নিষ্পাপ হইয়াছে। ইহা জানিয়া তিনি তাহাকে শূল হইতে অবতারিত করিলেন। সে শূলী হইতে মৃত্তিকায় অবতারিত হইয়া বিনীতভাবে আবস্থান করিতে লাগিল। এই সময় প্রভু শঙ্কর তাহার নাম রাখিলেন 'ভৃঙ্গিরীটি'। আর বলিলেন,—হে পুত্রক! তুমি, নন্দী, গজানন ও মহাকালের ন্যায় প্রিয় হইলে; এই স্থানে অবস্থান কর, কুটুম্বগণকে স্মরণ করিও না। দানব 'তথাস্তু' বাক্যে দেবদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া প্রণামপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। ১৫—৩১।

উনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২২৯।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং গণত্বমাপন্নে হ্যন্ধকে দানবোত্তমে। তস্য পুত্রো বৃকো নাম নিরুৎসাহো বিষজ্জয়ে ॥ ১ ॥ ভয়েন মহতা যুক্তো হতশেষৈশ্চ দানবৈঃ। প্রবিবেশ সমুদ্রান্তং সুদুর্গং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ২ ॥ ততঃ শক্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা প্রণম্য বৃষভধ্বজম্। তস্যাদেশং সমাসাদ্য প্রবিবেশামরাবতীম্ ॥ ৩ ॥ চকার চ সুখী রাজ্যং ত্রৈলোক্যেঽপি দ্বিজোত্তমাঃ। যজ্ঞভাগান্ পুনর্লেভে যথার্থং চ ধরাতলে ॥ ৪ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু হ্যন্ধকস্য সুতো বৃকঃ। নিষ্ক্রম্য সাগরাত্তূর্ণং জম্বুদ্বীপং সমাগতঃ ॥ ৫ ॥ হাটকেশ্বরজং ক্ষেত্রং মত্বা পুণ্যং সুসিদ্ধিদম্। পিত্রা যত্র তপস্তপ্তমন্ধকেন দুরাত্মনা ॥ ৬ ॥ স গুপ্তস্তু তপস্তেপে যথা বেত্তি ন কশ্চন। ধ্যায়মানঃ সুরশ্রেষ্ঠং ভক্ত্যা কমলসম্ভবম্ ॥ ৭ ॥ যাবদ্বর্ষসহস্রান্তং জলাহারো দ্বিতীয়কম্। তপস্তেপে

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণোত্তমগণ! দানবোত্তম অন্ধক এইরূপে গণত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র বৃক শত্রুকুলোন্মূলনে নিরুৎসাহ হইয়া হতাবশিষ্ট দানবগণের সহিত মহাভয়ে সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত হইল। ইহাতে শক্র আনন্দিত হইয়া বৃষভধ্বজকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেন। স্বীয় পুরে উপস্থিত হইয়া শক্র সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন এবং ধরাতলে যজ্ঞভাগ লাভ করিলেন। ইত্যবসরে অন্ধকপুত্র বৃক সাগরাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হাটকেশ্বর ক্ষেত্র উদ্দেশে জম্বুদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ক্ষেত্রের পবিত্রতা অবগত হইয়া উহার পিতা দুরাত্মা অন্ধক এখানে তপস্যা করিয়াছিল। সেও এই স্থানে জনকের অজ্ঞাতসারে তপস্যা করিতে লাগিল। সে ভক্তিপূর্ব্বক সুরশ্রেষ্ঠ কমলযোনিকে ধ্যান করিয়া বর্ষসহস্রকাল

স দৈত্যেন্দ্রো ধ্যায়মানঃ পিতামহম্ ॥ ৮ ॥ বায়ুভক্ষস্ততো জাতস্তাবৎ কালং দ্বিজোত্তমাঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ভূপৃষ্ঠং স্পর্শমানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥ এবং চ পঞ্চমে প্রাপ্তে সহস্রে দ্বিজসত্তমাঃ। ব্রহ্মা তস্য গতস্তুষ্টিং দৃষ্ট্বা তস্য তপো মহৎ ॥ ১০ ॥ ততো হরবীত্যমাগত্য তাং গর্ত্তাং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। ভোভো বৃক নিবর্ত্তস্ব তপসোঽস্মাৎ সুদারুণাৎ ॥ ১১ ॥ বরং বরয় ভদ্রং তে যো নিত্যং মনসি স্থিতঃ ॥ ১২ ॥ বৃক উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। জরামরণহীনং মাং তৎকুরুষ্ব পিতামহ ॥ ১৩ ॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ। মম প্রসাদতো বৎস জরামরণবর্জ্জিতঃ। ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১৪ ॥ এবমুক্ত্বা ততো ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত। বৃকোঽপি কৃতকৃত্যস্থাগতশ্চ স্বগৃহং পিতুঃ ॥ ১৫ ॥ গিরিং রৈবতকং নাম সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলম্। তত্র গত্বা নিজামাত্যৈঃ সমং মন্ত্রং চ সত্বরম্। ইন্দ্রোপরি ততশ্চক্রে যানং যুদ্ধপরীপ্সয়া ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রোঽপি চ পরিজ্ঞায় দানবং তং মহাবলম্। জরামৃত্যুপরিত্যক্তং প্রভাবাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৭ ॥ পরিত্যজ্য ভয়াচ্চৈব পুরীং চৈবামরাবতীম্। ব্রহ্মলোকং গতস্তূর্ণং দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ১৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বৃকস্ত্রিদশালয়ে। সসৈন্যপরিবারেণ প্রহৃষ্টেন সমন্বিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততশ্চৈন্দ্রপদে তস্মিন্ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ। শুক্রাৎ প্রাপ্যাভিষেকং চ পুষ্পস্নানসমুদ্ভবম্ ॥ ২০ ॥ সোঽভিষিক্তস্তু শুক্রেণ দেবরাজ্যপদে বৃকঃ। স্থাপয়ামাস দৈতেয়ান্ দেবতানাং পদেষু চ ॥ ২১ ॥ আদিত্যানাং বসূনাং চ রুদ্রাণাং মরুতামপি। যজ্ঞভাগকৃতে বিপ্রাঃ শুক্রশাসনমাশ্রিতাঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৃকেন্দ্ররাজ্যলম্ভনবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩০ ॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। বৃকোঽপি তৎ সমাসাদ্য রাজ্যং ত্রৈলোক্যসম্ভবম্। যদৃচ্ছয়া জগৎ সর্ব্বং স সমাজ্ঞাপয়ত্তদা ॥ ১ ॥ সোঽন্ধকস্য বলে বীর্য্যে ধৈর্য্যে কোপে চ দানবঃ। সহস্রগুণিতশ্চাসীদ্রৌদ্রঃ পরমদারুণঃ ॥ ২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে কশ্চিন্ন মর্ত্ত্যো যজতি ক্ষিতৌ। ন হোমং নৈব জাপ্যং চ দৈত্যান্ জ্ঞাত্বা সুরাস্পদে ॥ ৩ ॥ অথ যঃ কুরুতে ধর্ম্মং হোমং

জলাহারে অতিবাহিত করিল। পরে সে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত করত, দ্বিতীয়বার বায়ুভক্ষণে, তাবৎ বর্ষ কাল পিতামহকে ধ্যান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। এতাদৃশ কঠোর তপস্যায় যখন তাহার পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তুষ্টিলাভ করিয়া বলিলেন,—হে বৃক! তুমি এই সুদারুণ তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। তুমি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। বৃক বলিল,—হে পিতামহ! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, এবং আমাকে যদি বর দেয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে জরা-মরণহীন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! তুমি আমার প্রসাদে জরামরণহীন হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই কথা বলিয়া পিতামহ ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বৃকও কৃতকৃত্য-মনে স্বভবনে আগমন করিল, পরে সে সর্ব্বর্তু-কুসুমোজ্জ্বল রৈবতক গিরিতে উপস্থিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক ইন্দ্র-উদ্দেশে যুদ্ধাভিযান করিল। এদিকে ইন্দ্রও বৃককে ব্রহ্মার বরে জন্ম-মৃত্যু-রহিত মহাবল জানিতে পারিয়া ভয়ে সুরগণের সহিত অমরাবতী পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে বৃক সসৈন্যে অমরাবতীতে গিয়া পৌঁছিল। শুক্রাচার্য্য তাহাকে ইন্দ্রাসনে অভিষিক্ত করিলেন। সে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত হইয়া শুক্র-শাসনে যজ্ঞভাগলাভের নিমিত্ত দানবগণকে আদিত্য, বসু, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের পদে স্থাপন করিল। ১—২২।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩০

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! বৃক ত্রৈলোক্য-রাজ্য লাভ করিয়া যথেচ্ছ শাসন করিতে লাগিল। পরম দারুণ বৃক—বলে, বীর্য্যে, কোপে তাহার পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর ছিল, এ যখন স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিল, তখন কোন মর্ত্ত্যই ক্ষিতিতলে যজ্ঞ, হোম, জপ, সংকল্পের অনুষ্ঠান করে

ধা জপমেব বা। সুগুপ্তস্থানমাসাদ্য করোত্যমরতুষ্টয়ে॥ ৪॥ অথ স্বর্গস্থিতা দৈত্যা যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিতাঃ। তথা মর্ত্ত্যোদ্ভবৈর্ভাগৈঃ সন্দেহং পরমং গতাঃ॥ ৫॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা প্রেষয়ামাস দানবঃ। মর্ত্ত্যলোকে চরান্ গুপ্তান্নিপুণাংশ্চাব্রবীত্ততঃ॥ ৬॥ যঃ কশ্চিদ্দেবতানাং চ প্রগৃহ্ণাতি করোতি চ। তদর্থং যজনং হোমং দানং বা পৃথিবীতলে। স চ বধ্যশ্চ যুষ্মাভির্মম বাক্যাদসংশয়ম্॥ ৭॥ অথ তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা দানবা বলবত্তরাঃ। গত্বা চ মেদিনীপৃষ্ঠং গুপ্তাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ॥ ৮॥ যং কঞ্চিদ্বীক্ষয়ন্তি স্ম জপহোমপরায়ণম্। স্বাধ্যায়ং বা প্রকুর্ব্বাণং তং নিঘ্নন্তি শিতাসিভিঃ॥ ৯॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সাঙ্কৃতির্মুনিসত্তমঃ। গুপ্তশ্চক্রে ততস্তস্যাং গর্ত্তায়াং ছন্নবর্ত্মকঃ। যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তং বৃকেণ চ দ্বিজাঃ পুরা॥ ১০॥ অথ তে তং তদা দৃষ্ট্বা তদ্গুহায়াং ব্যবস্থিতম্। ভর্ৎসমানাস্তপস্তচ্চ প্রোচুশ্চ পরুষাক্ষরৈঃ॥ ১১॥ দৃষ্ট্বা তস্যাগ্রতঃ সংস্থাং গন্ধপুষ্পৈশ্চ পূজিতাম্। বাসুদেবাত্মিকাং মূর্ত্তিং চতুর্হস্তাং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১২॥ ততস্তে শস্ত্রমুদ্যম্য নির্জ্জঘ্নুস্তং ক্রুধান্বিতাঃ। ন শেকুস্তে যদা হন্তুং সংবৃতং বিষ্ণুতেজসা। কুণ্ঠতাং সর্ব্বশস্ত্রাণি গতানি বিমলান্যপি॥ ১৩॥ অথ বৈলক্ষ্যমাপন্না নির্ব্বিণ্ণাঃ সর্ব্ব এব তে। তাং বার্ত্তাং দানবেন্দ্রায় বৃকায়োচুশ্চ তে তদা॥ ১৪॥ কশ্চিদ্বিপ্রঃ সমাধায় বৈষ্ণবীং প্রতিমাং পুরঃ। তপস্তেপে মহাভাগ ক্ষেত্রে বৈ হাটকেশ্বরে॥ ১৫॥ যত্র ত্বয়া তপস্তপ্তং ভীত্যা সর্ব্বদিবৌকসাম্। অপি চৌর্য্যেণ চাস্মাকং তপস্তপতি তাদৃশম্॥ ১৬॥ যেন সর্ব্বাণি শস্ত্রাণি কুণ্ঠতাং প্রগতানি চ। তস্য গাত্রে প্রহারৈশ্চ তস্মাৎ কুরু যথোচিতম্॥ ১৭॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বৃকঃ কোপসমন্বিতঃ। জগাম সত্বরং তত্র যত্রাসৌ সাঙ্কৃতিঃ স্থিতঃ॥ ১৮॥ স গত্বা বৈষ্ণবীং মূর্ত্তিং তামুৎক্ষিপ্য সুদূরতঃ। গুহাদ্বহিঃ প্রচিক্ষেপ ভর্ৎসমানঃ পুনঃপুনঃ॥ ১৯॥ জঘান পাদঘাতেন দক্ষিণেনেতরেণ তম্। অব্রবীন্মম বধ্যস্ত্বং যন্মচ্ছত্রুং জনার্দ্দনম্॥ ২০॥ সম্পূজয়সি চৌর্য্যেণ তেন প্রাণান্ হরাম্যহম্। এবমুক্ত্বাথ খড়্গেন তং জঘান স দৈত্যপঃ॥ ২১॥ ততস্তস্য স খড়্গস্তু তীক্ষ্ণোঽপি

নাই। যদি কেহ ধর্ম্মকার্য্য করিত, তাহা অতি গোপনে দেবতুষ্টির নিমিত্ত। এদিকে কিন্তু দৈত্যগণ যজ্ঞভাগরহিত হইয়া মর্ত্ত্যদত্ত যজ্ঞভাগ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইল। অনন্তর দানব বৃক ক্রুদ্ধ হইয়া মর্ত্ত্যলোকে গুপ্তচর প্রেরণ করিল। বলিয়া দিল,—যে কোন মর্ত্ত্য ক্ষিতিতলে দেব-উদ্দেশে হোম, দান বা ভজন করিবে, তাহাকে তোমরা নিশ্চয়ই বধ করিবে। তাহার আদেশে চরগণ ধরণীতলে আগমন করিয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যাহাকে জপ, হোম বা স্বাধ্যায়পরায়ণ দেখিতে লাগিল, তাহাকেই শাণিত অসিদ্বারা ছেদন করিতে লাগিল। এই সময় মুনিবর সাঙ্কৃতি 'গর্ত্তা' গুহাতে প্রচ্ছন্নভাবে তপস্যা করিতে ছিলেন; পূর্ব্বে বৃক এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিল। চরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ গুহাতে মুনিবরকে তপস্যা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বহু ভর্ৎসনা করিয়া পরুষাক্ষরে বলিল,—কে তুমি? তোমার অগ্রে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজিত প্রতিমা দেখিতেছি, এই মূর্ত্তির চারিটী হস্ত দেখিতেছি, ইহা বাসুদেবের মূর্ত্তি। এই বলিয়া তাহারা কোপে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিল। কিন্তু বিষ্ণুতেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে নিহত করিতে পারিল না। তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সকল কুণ্ঠতা প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ ভোঁতা হইয়া গেল। ইহাতে তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাহারা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সংবাদ বৃককে জানাইল।১—১৪। তাহারা বলিল,—হে মহাভাগ! এক বিপ্র হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে বিষ্ণু-প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া তপস্যা করিতেছিলেন; পূর্ব্বে আপনি দেবগণের ভয়ে এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। গুপ্তভাবে তপস্যা করিতে দেখিয়া আমরা তাহাকে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিলাম, কিন্তু প্রহারে তাহার কোন ক্ষতি না হইয়া আমাদেরই অস্ত্র সকল কুণ্ঠতা প্রাপ্ত হইল। অতএব বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য, হয়, করুন। চরদিগের এই কথা শুনিয়া বৃক ক্রোধে অধীর হইয়া যেখানে সাঙ্কৃতি অবস্থান করিতেছেন, সত্বর সেই স্থানে গমন করিল। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াই সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি গর্ত্তের বাহিরে নিক্ষেপ করিল এবং বামপাদপ্রহারে মুনিবরকে তাড়িত করিল। বলিল,—তুই আমার শত্রু জনার্দ্দনের পূজা করিতেছিস্, এজন্য আমি তোকে বধ করিব। এই বলিয়া ঐ দুর্দ্দান্ত দৈত্য তাঁহার গাত্রে খড়্গ দ্বারা

দ্বিজসত্তমাঃ। তস্য কায়ে প্রহীণস্ত শতধা সমপদ্যত ॥ ২২ ॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা তং শশাপ স সাঙ্কৃতিঃ ॥ ২৩ ॥ যস্মাৎ পাপ ত্বয়াহং চ পাদঘাতৈঃ প্রতাড়িতঃ। তস্মাত্তে পততাং পাদৌ সদ্য এব ধরাতলে ॥ ২৪ ॥ সূত উবাচ। উক্তমাত্রে ততস্তেন পাদৌ তস্য দ্বিজোত্তমাঃ। পতিতৌ মেদিনীপৃষ্ঠে পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ ॥ ২৫ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু আক্রন্দঃ সুমহানভূৎ। বৃকস্য সৈনিকানাঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥ অথ দেবাঃ পরিজ্ঞায় তং তদা পঙ্গুতাং গতম্। আগত্য মেরুপৃষ্ঠঞ্চ নিজস্য তৎপরিগ্রহম্ ॥ ২৭ ॥ হতশেষাশ্চ দৈত্যাস্তে পাতালান্তঃসমাগতাঃ। বৃকোঽপি পঙ্গুতাং প্রাপ্তস্তস্থৌ তপসি সুস্থিরম্ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বৈরন্তঃপুরৈঃ সার্দ্ধং দুঃখশোকসমন্বিতঃ। ইন্দ্রোঽপি প্রাপ্তবান রাজ্যং তদা নিষ্কণ্টকম্ ॥ ২৯ ॥ ধর্ম্মক্রিয়াঃ প্রবৃত্তাশ্চ ততো ভূয়ো রসাতলে ॥ ৩০ ॥ অথ দীর্ঘেণ কালেন তস্য তুষ্টঃ পিতামহঃ। উবাচ তত্র চাগত্য গর্ত্তামধ্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥ বৃক তুষ্টোঽস্মি তে বৎস বরং বরয় সুব্রত। অহং দাস্যামি তে নূনং যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৩২ ॥ বৃক উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। পাদদানং তদা দেব মম ব্রহ্মন সমাচর। পঙ্গুতা যাতি শীঘ্রং মে যেনেয়ং তে প্রসাদতঃ ॥ ৩৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তং সমানীয় সাঙ্কৃতিং তত্র পদ্মজঃ। প্রোবাচ সান্ত্বপূর্ব্বঞ্চ বৃকস্যাস্য দ্বিজোত্তম ॥ ৩৪ ॥ মদ্বাক্যাৎ পঙ্গুতা যাতি যেনাস্য ত্বং তথা কুরু ॥ ৩৫ ॥ সাঙ্কৃতিরুবাচ। অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে স্বৈরেষ্বপি পিতামহ! জায়তে দেবদেবেশ তৎকথং তৎকরোম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মম ভক্তিপরো নিত্যং বৃকোঽয়ং দৈত্যসত্তমঃ। পৌত্রস্ত্বং দয়িতো নিত্য তেন ত্বাং প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥ তব বাক্যঞ্চ নো মিথ্যা কর্ত্তুং শক্নোমি সন্মুনে ॥ ৩৮ ॥ সাঙ্কৃতিরুবাচ। এষ দৈত্যঃ সুদুষ্টাত্মা দেবানামহিতে স্থিতঃ। বিশেষাদ্বাসুদেবস্য গুরোর্ম্মম মহাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥ পঙ্গুতামর্হতি প্রায়ঃ পাপাত্মা দ্বিজদূষকঃ। বলেন মহতা যুক্তো জরামরণবর্জ্জিতঃ ॥ ৪০ ॥ পুরা কৃতস্বথা দেব স চেৎ পাদাববাপ্স্যতি। হনিষ্যতি জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৪১ ॥ তস্মাত্তিষ্ঠতু তদ্রূপো ন কল্পং কর্ত্তুমর্হসি। ত্বয়াপি চিন্তা কর্ত্তব্যা।

প্রহার করিল। প্রহার করিবামাত্র ঐ তীক্ষ্ণধার খড়্গ তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর কোপপরীতাত্মা শাঙ্কৃতি এই বলিয়া তাহাকে শাপ দিলেন যে, রে পাপ! যেহেতু তুই আমাকে পাদ দ্বারা তাড়িত করিলি, অতএব তোর পাদদ্বয় সদ্যই ধরাতলে পতিত হউক। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! মুনিবর শাপ প্রদান করিবামাত্র দানবের পাদদ্বয় পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। এই সময় বৃকসৈন্য ও নারীগণের একটা মহান্ কলকল ধ্বনি উত্থিত হইল। দেবগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক বৃককে পঙ্গু দেখিয়া তাহার পরিজনগণকে আহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে গমন করিল। এদিকে বৃক পঙ্গুতা প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃপুরজনের সহিত শোকাকুল ভাবে তপস্যা করিতে লাগিল। এদিকে ইন্দ্র নিষ্কণ্টকে স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় ধরাতলে ধর্ম্মক্রিয়া সকল প্রবর্ত্তিত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! বৃক দীর্ঘকাল ঐ ভাবে তপস্যা করিতে থাকিলে ভগবান্ ব্রহ্মা বহুকালের পর ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বৃক! আমি তুষ্ট হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর; দুর্লভ হইলেও আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। বৃক বলিল,—হে দেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, যদি আমাকে বর দিব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, হে দেব! তাহা হইলে আমাকে পাদ দান করুন; আপনার প্রসাদে আমার পঙ্গুতা অপনীত হৌক। এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পিতামহ মুনিবর শাঙ্কৃতিকে ঐ স্থানে আনয়ন করত মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—হে মুনে! যাহাতে এই দানবের পঙ্গুতা নষ্ট হয়, আপনি আমার বাক্যে তাহা করুন। ১৫—৩৫। শাঙ্কৃতি বলিলেন,—হে পিতামহ! আমি স্বৈরালাপেও কদাচ মিথ্যা কথা বলি না, অতএব কিপ্রকারে আপনার বাক্য পালন করিব? ব্রহ্মা বলিলেন,—এই দৈত্যসত্তম বৃক আমার পরম ভক্ত, আর আপনিও আমার পৌত্র; এই জন্যই বলিতেছিলাম; হে মুনে! আমি আপনার বাক্য মিথ্যা করিতে সক্ষম নহি। শাঙ্কৃতি বলিলেন,—এই দৈত্য অতিশয় দুষ্ট; দেবগণের অনিষ্ট কামনাই ইহার মুখ্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ এ আমার গুরু বাসুদেবের অহিতকারী; এই দ্বিজদ্রোহী পঙ্গুতাপ্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র। আপনার বরে এ জরামরণ-বর্জ্জিত বলবান হইয়াছে; পাদযুক্ত থাকিলে সদেবাসুর সমস্ত

ত্রৈলোক্যস্য যতঃ প্রভো। ৪২। ব্রহ্মোবাচ। প্রাবৃট্‌কালে তু সম্প্রাপ্তে যানং কর্তুং ন যুজ্যতে। বিজিগীষোর্বিশেষেণ মুক্ত্বা শীতাতপাগমম্। ৪৩। তস্মাচ্চ চতুরো মাসান্ বার্ষিকান্ পাদসংযুতঃ। অগম্যঃ সর্বলোকানাং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি ধৈর্য্যতঃ। তস্তুষ্যাৎ পাদসংযুক্তঃ স বৃকো দানবোত্তমঃ। যেন ক্ষেমঞ্চ দেবানাং দ্বিজানাং জায়তে দ্বিজ ৪৫। এবং কৃতে ন মিথ্যা তে বাক্যং বিপ্র ভবিষ্যতি। ফলঞ্চ তপসস্তস্য ন বৃথা সম্ভবিষ্যতি। ৪৬। সূত উবাচ। বাঢমিত্যেব তেনোক্তে সাঙ্কৃতেন মহাত্মনা। উত্থিতৌ সহসা পাদৌ তস্য গাত্রাৎ পুনর্নবৌ। ৪৭। পুনশ্চ দানবো রৌদ্রঃ পঙ্গুত্বং সমপদ্যত। তস্যামেব তু গর্ত্তায়াং সস্তিষ্ঠতি দ্বিজোত্তমাঃ। ৪৮। মাসানষ্টৌ স দুঃখেন সকলত্রঃ সবান্ধবঃ। স্মরমাণো মহদ্বৈরং দেবৈঃ সার্দ্ধং দিবানিশম্। ৪৯। অন্যাংশ্চ চতুরো মাসান্নিক্রম্য স রুষান্বিতঃ। সদা পীড়য়তে দেবান্ সহেন্দ্রান্মানুষানপি। ৫০। বিধ্বংসয়তি সর্ব্বাণি ধর্ম্মস্থানানি যানি চ। ৫১। বিধ্বংসয়তি দেবানাং স্ত্রিয়ো মাসচতুষ্টয়ম্। উদ্যানানি চ সর্ব্বাণি সপুরাণি গৃহাণি চ। ৫২। ততো দেবাঃ সমভ্যেত্য দেবদেবং জনার্দ্দনম্। ক্ষীরাব্ধৌ সংস্থিতং নিত্যং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্। ৫৩। চতুরো বার্ষিকান্মাসাংস্তত্র স্থিতা তদন্তিকে। মাসানষ্টৌ পুনর্জগ্মুস্ত্রিদিবং প্রতি নির্ভয়াঃ। ৫৪। তস্মিন্ পঙ্গুত্বমাপন্নে দৈত্যে পরমদারুণে। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য দেবরাজো বৃহস্পতিম্। প্রোবাচ দুঃখসন্তপ্ত আষাঢ়ান্তে সুরোত্তমঃ। ৫৫। গুরো স মাসঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রাবৃট্‌কালো ভয়াবহঃ। আগমিষ্যতি যত্রাসৌ লব্ধপাদো বৃকাসুরঃ। ৫৬। গন্তব্যঞ্চ ততোঽস্মাভিঃ ক্ষীরোদে কেশবালয়ে। মৈবং দীনৈস্তথা ভাব্যং পরাশ্রয়নিবাসিভিঃ। ৫৭। স্বগৃহাণি পরিত্যজ্য শয়নাস্যাসনানি চ। বাহনানি বিচিত্রাণি যচ্চান্যন্দয়িতং গৃহে। ৫৮। তস্মাৎ কথয় চাস্মাকমুপায়ং কঞ্চিদেব হি। ব্রতং বা নিয়মং বাথ হোমং বা মুনিসত্তম। ৫৯। অশূন্যং শয়নং যেন স্বকলত্রেণ জায়তে। তথা ন গৃহসন্ত্যাগঃ স্বকীয়স্য প্রজায়তে। ৬০। নিক্ষিপ্তোঽহং নিজস্থানভ্রংশাদ্দ্বিজবরোত্তম। বর্ষে বর্ষে চ সম্প্রাপ্তে স্থানকস্য চ্যুতির্ভবেৎ। ৬১। পুনর্ভূমৌ শয়িষ্যামি যাবন্মাসচতুষ্টয়ম্। নিষ্কলত্রো ভয়োদ্বিগ্নো ব্রহ্মচর্য্য-

---

জগৎ বিনষ্ট করিবে। অতএব বৃক ঐ অবস্থাতেই থাকুক। হে প্রভো! আপনাকেও ত ত্রৈলোক্যের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রাবৃট্‌কাল উপস্থিত হইলে বিজিগীষু ব্যক্তি যুদ্ধাভিযান করিবে না; অতএব বার্ষিক চারিমাসকাল বৃক পাদযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। অধুনা এ পাদ-সংযুক্ত হৌক। হে দ্বিজ! ইহাতে দেব ও দ্বিজগণের মঙ্গল হইবে এবং আপনারও বাক্য মিথ্যা হইবে না। আর উহারও তপস্যার ফল বৃথা যাইবে না। সূত বলিলেন,—মুনিবর পিতামহের বাক্য অনুমোদন করিলে তৎক্ষণাৎ নবপাদদ্বয় উত্থিত হইয়া তাহার গাত্রে সংলগ্ন হইল। পুনরায় বর্ষাপগমে বৃক পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইল। সে দেবগণের বৈর স্মরণ করত বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে সকলত্র অতিদুঃখে আটমাস কাল যাবৎ গর্ত্তা কূপে বাস করিতে লাগিল। আর অপর চারিমাস কাল পাদবিশিষ্ট হইলে রোষে গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদা দেবাসুর মানুষকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। বৃক এই চারিমাসের মধ্যে সমস্ত ধর্ম্মস্থান, দেবস্ত্রী, এবং দেবতাদিগের উদ্যান, নগর গৃহ, এ সমস্তই বিধ্বস্ত করিতে থাকিল। এই সময় বার্ষিক চারিমাস কাল দেবগণ ক্ষীরাব্ধি মধ্যে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী জনার্দ্দনের নিকট গমন করিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আর অপর আটমাসকাল তাঁহারা নির্ভয়ে ত্রিদিবধামে থাকিতেন। একদা বৃক পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইলে আষাঢ় মাসে দেবরাজ বৃহস্পতিকে দুঃখের সহিত বলিলেন,—হে গুরো! আবার আমাদের সেই ভয়াবহ প্রাবৃট্‌কাল উপস্থিত। এই সময় বৃকাসুর লব্ধপাদ হইয়া এখানে আগমন করে। অতএব আমরা কেশবাগার ক্ষীরোদে গমন করিব। হে দেব! যাহাতে আমাদিগকে স্বকীয় গৃহ, শয়ন, আসন, বাহন ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া দীনভাবে পরগৃহে না আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, যাহাতে আমাদের শয্যা কলত্রময়ী থাকে এবং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে না হয়, আপনি এমন কোন উপায়স্বরূপ ব্রত-নিয়ম বা হোম আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। ৩৮—৬০। হে দ্বিজবরোত্তম! আমাদিগকে স্থানভ্রষ্ট হইতে হয় বলিয়া আমরা অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ন হইয়াছি। বর্ষে বর্ষে আমাদের এইরূপ স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে। চারিমাসকাল যাবৎ আমরা ভীতভাবে ব্রহ্মচর্য্য-

পরায়ণঃ ॥ ৬২ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভয়ার্ত্তস্য বৃহস্পতিঃ। প্রোবাচ সুচিরং ধ্যাত্বা ততো দেবং শতক্রতুম্ ॥ ৬৩ ॥ অশূন্যশয়নং নাম ব্রতমস্তি মহত্তপঃ। বিষ্ণোরারাধনার্থায় তৎ কুরুষ্ব সমাহিতঃ ॥ ৬৪ ॥ দেবো যত্রাস্তি বিষ্ণুঃ স ক্ষীরাব্ধৌ মধুসূদনঃ। জলশায়ী জগদ্যোনিঃ স দাস্যতি হিতঞ্চ তে ॥ ৬৫ ॥ যথা ন শূন্যং শয়নং গৃহভঙ্গঃ প্রজায়তে। সর্ব্বশত্রুবিনাশশ্চ তৎপ্রসাদেন বাসব ॥ ৬৬ ॥ সূত উবাচ। তস্মিন ব্রতে ততশ্চীর্ণে হ্যশূন্যশয়নাত্মকে। তুতোষ ভগবান বিষ্ণুস্ততঃ প্রোবাচ দেবপম্ ॥ ৬৭ ॥ শক্র তুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে বরং বরয় সুব্রত। ব্রতেনানেন চীর্ণেন চাতুর্ম্মাস্যোদ্ভবেন চ। তস্মাৎ প্রার্থয় দেবেন্দ্র নিত্যং যন্মনসি স্থিতম্ ॥ ৬৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। কৃষ্ণ জানাসি ত্বং চাপি যশ্চ মেঽত্র পরাভবঃ। ক্রিয়তে দানবেন্দ্রেণ বৃকেণ সুদুরাত্মনা ॥ ৬৯ ॥ মমাষ্টমাসিকং রাজ্যং ত্রৈলোক্যেঽপি ব্যবস্থিতম্। শেষাশ্চ চতুরো মাসান বর্ষে বর্ষে সমেতি সঃ ॥ ৭০ ॥ এবং জ্ঞাত্বা সুরশ্রেষ্ঠ দয়াং কৃত্বা মমোপরি। তথা কুরু যথা রাজ্যং মম স্যাৎ সর্ব্বকালিকম্ ॥ ৭১ ॥

পরায়ণ হইয়া নিষ্কলত্র অবস্থায় ভূতলে শয়ন করিয়া থাকি। ভগবান বৃহস্পতি দেবরাজের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানান্তে বলিলেন,—হে দেবরাজ! অশূন্যশয়ন নামে এক ব্রত আছে; ইহা বিষ্ণুর আরাধনাময়। আপনি সমাহিত হইয়া এই ব্রত আচরণ করুন। যেখানে ভগবান্ মধুসূদন বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগরে শয়ন করিয়া আছেন, সেই স্থানে আপনারা এই ব্রত আচরণ করুন, তিনি আপনাদের হিত প্রদান করিবেন। যাহাতে আপনাদের শয়ন শূন্য ও গৃহভঙ্গ হয় না, এবং সর্ব্ব শত্রু বিনষ্ট হয়, তাহা তিনি করিবেন। সূত বলিলেন,—অনন্তর দেবরাজ অশূন্যশয়ন ব্রত আচরণ করিলে ভগবান জনার্দ্দন তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে শক্র! আমি তোমার এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণে তুষ্ট হইয়াছি, বাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। ইন্দ্র বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আপনি ত অবগত আছেন,—দুরাত্মা বৃক আমাদের যে দুরবস্থা করিয়াছে! আমার আট মাসের অধিক কাল রাজ্যে অধিকার নাই। সে বর্ষে বর্ষে বর্ষার চারিমাস কাল রাজ্য করিয়া থাকে। হে দেব! আপনি এই সমস্ত

বিষ্ণুরুবাচ। অজরশ্চামরশ্চাপি স কৃতঃ পদ্মযোনিনা। তৎকথং জীবমানেন তেন রাজ্যং ভবেত্তব ॥ ৭২ ॥ পরং তথাপি দেবেন্দ্র করিষ্যামি হিতং তব ॥ ৭৩ ॥ ক্ষীরার্ণবং পরিত্যজ্য হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতে। ক্ষেত্রে গত্বা সমং লক্ষ্ম্যা তস্যোপরি ততঃ পরম্ ॥ ৭৪ ॥ করিষ্যামি ত্বহং শক্র শয়নং যত্নমাস্থিতঃ। যাবচ্চ চতুরো মাসান্ যথা স ন চলিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ তস্মাৎস্থানাৎ সহস্রাক্ষ মদ্ভারেণ প্রপীড়িতঃ। বর্ষেবর্ষে সদা কার্য্যং ময়া তৎসুহিতং তব ॥ ৩৬ ॥ তস্মাদ্গচ্ছাধুনা স্বর্গে কুরু রাজ্যমকণ্টকম্। প্রাবৃট্কালে তু সম্প্রাপ্তে ন ভীঃ কার্য্যা তদুদ্ভবা ॥ ৬৭ ॥ যো মাং তত্র শয়ানস্তু ব্রতেনানেন দেবপ। পূজয়িষ্যতি সদ্ভক্ত্যা তস্য দাস্যামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭৮ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা হৃষীকেশো বিসসর্জ্জ শতক্রতুম্। নিঃশেষভয়নির্ম্মুক্তং স্বরাজ্যপরিবৃদ্ধয়ে ॥ ৭৯ ॥ আষাঢস্য সিতে পক্ষ একাদশ্যা দিনে সদা। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে তত্রাগত্য স্বয়ং বিভুঃ ॥ ৮০ ॥ বৃকোপরি ততশ্চক্রে শয়নং যত্নমাস্থিতঃ। তেনাক্রান্তস্ততঃ সোঽপি শক্নোতি চলিতুং ন হি ॥ ৮১ ॥ মৃতপ্রায়স্ততো নিত্যং তদ্ভারেণ

অবগত হইয়া যাহাতে আমার সার্ব্বকালিক রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা করুন। ৬১—৭১। বিষ্ণু বলিলেন,—হে বাসব! পদ্মযোনি তাহাকে অজর-অমর করিয়াছেন; অতএব সে জীবিত থাকিতে আর কি প্রকারে তোমার রাজ্যপ্রাপ্তি হইতে পারে? তবে আমি তোমার এই উপকার করিব যে, আমি ক্ষীরোদ সাগর পরিত্যাগ করিয়া উক্ত চারিমাস কাল হাটকেশ্বর তীর্থে গিয়া বৃক-দৈত্যের মস্তকোপরি লক্ষ্মীর সহিত বাস করিব। ইহাতে সে আমার ভরে পীড়িত হইয়া আর চলিতে পারিবে না। আমি বর্ষে বর্ষে এই ভাবে তোমার হিতসাধন করিব। অতএব তুমি অধুনা স্বর্গে গমন করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন কর। প্রাবৃট্কালে আর তোমার বৃক-দৈত্যের ভয় হইবে না। হে দেবরাজ! যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে আমাকে শয়ান অবস্থায় পূজা করে, আমি তাহাকে বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকি। সূত বলিলেন,—এই বলিয়া হৃষীকেশ দেবরাজকে নির্ভয় করিয়া স্বরাজ্য পালন হেতু তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অনন্তর আষাঢ় মাসের সিতপক্ষীয় একাদশীতে ভগবান জনার্দ্দন ঐ স্থানে আগমন করিয়া বৃক দানবের উপর শয়ন করিলেন। বৃক আর চলিতে পারিল না; তাঁহার ভারে

প্রপীড়িতঃ। কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষ একাদশ্যা দিনে স্থিতে॥ ৮২॥ উত্থানং কুরুতে বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদং প্রতি গচ্ছতি। সোঽপি সাণ্ডিলিশাপেন বৃকঃ পঙ্গুত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩॥ এবঞ্চ চতুরো মাসান্ ত্যজেচ্ছয়নং হরিঃ। ভয়াত্তস্যাসুরেন্দ্রস্য দানবস্য দুরাত্মনঃ॥ ৮৪॥ তত্র মর্ত্ত্যৈঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়ন্তে ন যথোক্তবাঃ। যস্মাৎস যজ্ঞপুরুষো ন সুপ্তো ভাগমশ্নুতে॥ ৮৫॥ তথা যজ্ঞাশ্চ যে সর্ব্বে কন্যাদানাদিকাঃ শুভাঃ। তে সর্ব্বে ন ক্রিয়ন্তে চ চূড়াকরণপূর্ব্বকাঃ॥ ৮৬॥ মুক্তান্নপ্রাশনং নাম সীমন্তোন্নয়নং তথা। তস্মাৎসুপ্তে জগন্নাথে তাঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্বৃথা দ্বিজাঃ॥ ৮৭॥ ব্রতং বা নিয়মং বাথ তস্মিন্ যঃ কুরুতে নরঃ। প্রসুপ্তে দেবদেবেশে তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ৮৮॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্প্রসুপ্তে জনার্দ্দনে। ব্রতৈর্নিয়মৈর্ভাব্যং তস্য দেবস্য তুষ্টয়ে॥ ৮৯॥ একাদশ্যাং দিনে প্রাপ্তে শয়নে বোধনে হরেঃ। যৎকিঞ্চিৎক্রিয়তে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠং তচ্চাক্ষয়ং ভবেৎ॥ ৯০॥ কিংবাত্র বহুলোকেন ক্রিয়তে যদ্‌ব্রতং নরৈঃ। তেন তুষ্টিং পরাং যাতি দৈত্যোপরি স্থিতো হরিঃ॥ ৯১॥ এবং স ভগবান্ প্রাহ সুপ্তস্তত্র জনার্দ্দনঃ। কিংবা তস্য জ্বরো জাতো মহতীবেদনাপি চ॥ ৯২॥ তস্মিন্নহনি পাপাত্মা যোঽন্নমশ্নাতি মানবঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥ ৯৩॥ অন্যস্মিন্নপি ভোক্তব্যং ন নরেণ বিজানতা। কিং পুনঃ শয়নং যত্র কুরুতে যত্র বোধনম্॥ ৯৪॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে যস্মাচ্ছেতে জনার্দ্দনঃ॥ ৯৫॥ ক্ষীরাব্ধিং সম্পরিত্যজ্য সদা মাসচতুষ্টয়ম্। শ্রূয়তাং চ ফলং যৎস্যাত্তস্মিন্নারাধিতে বিভৌ॥ ৯৬॥ চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ যস্তং পূজয়তে বিভুম্। ব্রতস্থঃ স নরো যাতি যত্র দেবঃ স সংস্থিতঃ॥ ৯৭॥ কিং দানৈর্বহুভির্দত্তৈঃ কিং ব্রতৈঃ কিমুপোষিতৈঃ। তত্র যঃ পুণ্ডরীকাক্ষং সুপ্তং পূজয়তি ধ্রুবম্॥ ৯৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে একাদশীব্রতমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩১॥

আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। জনার্দ্দন পুনরায় কার্ত্তিক মাসের সিতপক্ষীয় একাদশীতে গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষীরোদ সাগরে গমন করেন। আর বৃক মুনিবর শাণ্ডিলির শাপে ঐ সময় পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভগবান্ হরি বৃকদানবের অত্যাচারের ভয়ে চারিমাস কাল তাহার মস্তকোপরি শয়ন করিয়া থাকেন। এই সময় মর্ত্ত্যবাসী জনগণ যজ্ঞাদি কার্য্য করে না, যেহেতু যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞেশ্বর এ সময় নিদ্রিত থাকেন বলিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন না। হে দ্বিজগণ! হরি শয়ন থাকিলে যজ্ঞ, কন্যাদি দান, চূড়াকরণাদি, ব্রত ও নিয়ম করিতে নাই; করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব দেব জনার্দ্দন যখন অসংপ্রসুপ্ত অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহার তুষ্টির জন্য জনগণ ব্রত-নিয়মাদি করিবে। শয়ন বা উত্থান একাদশীতে নরগণ যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব? এই সময় ব্রতনিয়মাদি করিলে দানবস্থ হরি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। দানবস্থিত ভগবান হরি বলেন যে, তিনি যে দিন ঐ দানবের উপর শয়ান হন, ঐ দিন যে মানব অন্ন ভোজন করে, তাহার জ্বর ও মহতী বেদনা উপস্থিত হয়। অতএব হরিবাসর প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানবান মানবগণ ঐ দিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন পারণ করিবে। এই হইল অন্য হরিবাসরের কথা, শয়ন-উত্থানের কথা আর কি বলিব? সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! যে জন্য হরি ক্ষীরাব্ধি পরিত্যাগ করিয়া মাস-চতুষ্টয় হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে শয়ন করেন, তৎসমস্ত আমি আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আপাততঃ বিভুর আরাধনা করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। যে নর উক্ত বার্ষিক চারিমাস কাল শ্রীহরির পূজা করে, সে তদীয় লোকে বাস করিয়া থাকে। যে মানব ঐ তীর্থে সুপ্ত জনার্দ্দনের পূজা করে, তাহার দান ব্রত, ও উপবাসের প্রয়োজন কি?৭২—৯৮।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩১।

• দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ। প্রসুপ্তে দেবদেবেশে শঙ্খচক্র-গদাধরে। যচ্চান্যদপি কর্ত্তব্যং নিয়মো ব্রতমেব বা॥ ১॥ হোমো বাথ জপোবাথ দানং বা তদ্বদস্ব নঃ। সূত উবাচ। যঃ কশ্চিন্নিয়মো বিপ্রাঃ প্রসুপ্তে গরুড়ধ্বজে॥ ২॥ অনন্তফলদঃ স স্যাদিত্যুবাচ পিতামহঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কশ্চিদ্ গ্রাহ্যো বিজানতা॥ ৩॥ নিয়মো বা জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো ব্রতমেব বা। কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাস্তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ॥ ৪॥ চতুরো বার্ষিকান্মাসানেক-ভক্তেন যো নয়েৎ। বাসুদেবং সমুদ্দিশ্য স ধনী জায়তে নরঃ॥ ৫॥ নক্তৈর্ভোজনং কুর্য্যাদ্যঃ প্রসুপ্তে জনার্দ্দনে। স ধনী রূপসম্পন্নঃ সুধতিশ্চ প্রজায়তে॥ ৬॥ একান্তরোপবাসৈশ্চ যো নয়েদ্দ্বিজসত্তমাঃ। চতুরো বার্ষিকান্মাসান বৈকুণ্ঠে স সদা বসেৎ॥ ৭॥ ষষ্ঠান্নকালভোজী স্যাদ্যঃ প্রসুপ্তে জনার্দ্দনে। রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং স কৃৎস্নং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৮॥ ত্রিরাত্রোপোষিতো যস্ত চতুর্ম্মাসান্ সদা নয়েৎ। ন স ভূয়োঽপি জায়েত সংসারেঽত্র কথঞ্চন॥ ৯॥ সায়ম্প্রাতঃ পরো ভূত্বা চতুর্ম্মাসান্ সদা নয়েৎ। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য স ফলং লভতে নরঃ॥ ১০॥ অযাচিতং চরেদ্যস্তু প্রসুপ্তে মধুসূদনে। ন বিচ্ছেদো ভবেত্তস্য কদাচিৎ সহ বন্ধুভিঃ॥ ১১॥ তৈলাভ্যঙ্গং চ যো জহ্যাদ্ ঘৃতাভ্যঙ্গং বিশেষতঃ। চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ স স্বর্গে ভোগভাগ্ভবেৎ॥ ১২॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ যো মাসাংশ্চতুরোঽপি নয়েন্নরঃ। বিমানবরমারূঢ়ঃ স স্বর্গে স্বেচ্ছয়া বসেৎ॥ ১৩॥ যঃ স্নানং চতুরো মাসান্ কুরুতে তৈলবর্জ্জিতম্। মধুমাংসপরিত্যাগী স ভবেন্মুক্তিভাক্ সদা॥ ১৪॥ বর্জ্জয়েচ্ছ্রাবণে শাকং দধি ভাদ্রপদে চ যঃ। ক্ষীরমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চ সদামিষম্॥ ১৫॥ ন স পাপেন লিপ্যেত সংবৎসরকৃতে পুনঃ। এতৎ প্রাহ দ্বিজশ্রেষ্ঠা মনুঃ স্বায়ম্ভুবো বচঃ॥ ১৬॥ শাকে সংক্রমতে ব্রহ্মা শ্রাবণে মাসি সংস্থিতে। দধি ভাদ্রপদে বিষ্ণুঃ ক্ষীরে চাশ্বযুজে হরঃ॥ ১৭॥ ত্রয়োঽপি কার্ত্তিকে মাসি সংক্রমন্তি তথামিষে। তস্মাদেতান্ সদৈবৈষ্ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৮॥

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেব হরি প্রসুপ্ত হইলে অন্য ব্রত, নিয়ম, জপ, হোম যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় আপনি আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! শ্রীহরি প্রসুপ্ত হইলে যে নিয়ম পালন করা যায়, তৎসমস্ত অনন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে; ইহা পিতামহ বলিয়াছেন। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যে কোন ব্রতনিয়ম এই সময় গ্রহণ করিবেন। জপ, হোম, নিয়ম, স্বাধ্যায় বা ব্রত, হরির তুষ্টির নিমিত্ত করা কর্ত্তব্য। যে মানব বার্ষিক চারিমাস হরিশয়নে একাহারী হইয়া হরি-উদ্দেশে যাপন করে, সে ধনবান্ হয়। যে মানব হরিশয়নে নক্ষত্র দর্শন করিয়া ভোজন করে, সেও ধনবান্ এবং রূপবান্ হয়। যে মানব এই সময় একদিন অন্তর উপবাস দেয়, তাহার বৈকুণ্ঠে গতি হইয়া থাকে। জনার্দ্দন প্রসুপ্ত হইলে যে মানব দিবস ষষ্ঠভাগে ভোজন করে, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যাগের সমফল প্রাপ্ত হয়। যে মানব হরিশয়নে ত্রিরাত্রোপবাসী হইয়া কাল যাপন করে, তাহাকে এ সংসারে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ১—৯। যাহারা হরিশয়নে একদিন প্রাতর্ভোজী আর একদিন সায়ংভোজী হইয়া কালাতিপাত করে, তাহারা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হরিশয়নে যাহারা অযাচিত ভোজনে কাল অতিবাহিত করে, তাহাদের কদাচ বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না। যাহারা তৈলাভ্যঙ্গ বা ঘৃতাভ্যঙ্গ বর্জ্জন করে, তাহারা স্বর্গভাগী হইয়া থাকে। যে মানব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে ঐ চারিমাস কাল যাপিত করে, সে বিমান-বরে আরোহণ করিয়া স্বর্গগমনপূর্ব্বক যথেচ্ছ কাল তথায় বাস করিয়া থাকে। যাহারা তৈল মর্দ্দন না করিয়া হরিশয়নে স্নান করে, এবং মধুমাংস-বর্জ্জিত হয় তাহারা মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। যাহারা হরিশয়নে শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনমাসে ক্ষীর, এবং কার্ত্তিকমাসে আমিষ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে সংবৎসর কালযাবৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন যে, শ্রাবণ মাসে শাকে ব্রহ্মা, ভাদ্রমাসে দধিতে বিষ্ণু, আশ্বিনমাসে ক্ষীরে হর, এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, এই তিন দেবতাই বিরাজ করেন। অতএব এই সকল বস্তু [এই

যঃ কাংস্যং বর্জ্জয়েন্মর্ত্ত্যঃ প্রসুপ্তে গরুড়ধ্বজে। স ফলং প্রাপ্নুয়াৎ কৃৎস্নং বাজপেয়াতিরাত্রয়োঃ ॥১৯॥ অক্ষারলবণাশী চ যো ভবেদ্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ। তস্যাপি সফলাঃ পূর্ত্তাঃ প্রভবন্তি সদা ততঃ ॥ ২০ ॥ যো হোমং চতুরো মাসান্ প্রকরোতি তিলাক্ষতৈঃ। স্বাহান্তৈর্বৈষ্ণবৈর্ম্মন্ত্রৈর্ন স রোগেণ যুজ্যতে ॥ ২১ ॥ যে জপেৎ পৌরুষং সূক্তং স্নাত্বা বিষ্ণোঃ স্থিতে-হগ্রতঃ। মতিস্তস্য বিবর্দ্ধেত শুক্লপক্ষে যথোড়ুরাট্ ॥ ২২ ॥ শতমষ্টোত্তরং যাবৎ ফলহস্তঃ প্রদক্ষিণাম্। করোতি বিষ্ণোর্ম্মৌনেন ন স পাপেন লিপ্যতে ॥২৩॥ মিষ্টান্নং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং যো দদাতি স্বশক্তিতঃ। বিশেষাৎ কার্ত্তিকে মাসি সোঽগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ২৪ ॥ যঃ স্বাধ্যায়ং চতুর্ব্বেদৈর্বিষ্ণোরায়তনে চরেৎ। চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ স বিদ্বান্ সর্ব্বদা ভবেৎ ॥২৫॥ নৃত্যগীতাদিকং যস্তু কুর্য্যাদ্বিষ্ণোঃ সদা গৃহে। অপ্সরসোঽস্য কুর্ব্বন্তি পুরতঃ স্বর্গতস্য চ ॥ ২৬ ॥ যস্তু রাত্রিদিনং বিপ্রো নৃত্যগীতাদিকং দদেৎ। চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ স গান্ধর্ব্বত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ এতে চ নিয়মাঃ সর্ব্বে শক্যন্তে যদি নো দ্বিজাঃ। কর্ত্তুঞ্চ চতুরো মাসানেকস্মিন্ বাপি কার্ত্তিকে ॥ ২৮ ॥ তথাপি চৈব কর্ত্তব্যং লোকদ্বয়মভীপ্সতা। কার্ত্তিক্যাং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা বৈষ্ণবৈঃ পুরুষৈরিহ ॥ ২৯ ॥ কাংস্যং মাংসং ক্ষুরং ক্ষৌদ্রং পুনর্ভোজনমৈথুনে। কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদ্ যস্তু য এতান্ ব্রাহ্মণঃ সদা ॥ ৩০ ॥ পূর্ব্বোক্তানান্তু সর্ব্বেষাং নিয়মানাং ফলং লভেৎ ॥ ৩১ ॥ অথ যঃ কার্ত্তিকে মাসি প্রাসাদস্যোপরি দ্বিজাঃ। জলশায্যাখ্যদেবস্য কলসে দীপকং দদেৎ। পূর্ব্বোক্তনিয়মানাঞ্চ স ষণ্নাং ফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ যদ্ যদিষ্টতমং কিঞ্চিৎ সুপ্রাপাঞ্চৈব যদ্ভবেৎ। নিয়মস্তস্য কর্ত্তব্যশ্চাতুর্ম্মাস্যে শুভার্থিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ নিয়মে চ কৃতে দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় তদেব হি। নিয়মস্তু কৃতো যস্য স্বশক্ত্যা স্যাৎ ফলং ততঃ ॥ ৩৪ ॥ যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জাপ্যমেব বা। চতুর্ম্মাসান্নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৩৫ ॥ যথা কাকযবাঃ প্রোক্তা যথারণ্যাস্তিলোদ্ভবাঃ। নামমাত্রপ্রসিদ্ধাশ্চ তথা তে মানবা ভুবি ॥ ৩৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যো যত্নেন কার্ত্তিকে। একোঽপি

সময় কদাচ দৈব কার্য্যে ব্যবহার করিবে না। যে সকল মানব হরিশয়নে কাংস্য পাত্র বর্জ্জন করে, তাহারা বাজপেয় ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফলাধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণোত্তম এই সময় অক্ষারলবণাশী হয়, তাহার সকল পূর্ত্তসম্বন্ধীয় ফল লাভ হইয়া থাকে। যে মানব হরিশয়ন চারিমাস তিলাক্ষত দ্বারা স্বাহান্ত বৈষ্ণব মন্ত্রে হোম করে, তাহাকে কদাচ রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ঐ সময় স্নানান্তে বিষ্ণুসম্মুখে পুরুষসূক্ত জপ করে, শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় তাহার বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে মানব ঐ সময় ফল হস্তে করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে অষ্টোত্তর শতবার প্রদক্ষিণ করে, সে কদাচ পাপে লিপ্ত হয় না। যে মানব এই সময় বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে মিষ্টান্ন প্রদান করে, সে অগ্নিষ্টোম যাগের ফলাধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ বার্ষিক এই চারিমাস বিষ্ণুমন্দিরে চতুর্ব্বেদ দ্বারা স্বাধ্যায় আচরণ করে, সে নিশ্চয়ই বিদ্বান্ হইয়া থাকে। যে মানব এই সময় বিষ্ণুমন্দিরে নৃত্যগীতাদি করে, স্বর্গে অপ্সরোগণ তাহার নিকট নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকে। যে মানব এই চারি মাসকাল বিষ্ণুমন্দিরপ্রাঙ্গণে নৃত্য-গীতাদি প্রদান করে, জীবনান্তে তাহার গান্ধর্ব্বী যোনি লাভ হয়। হে দ্বিজগণ! এই সকল নিয়ম যদি কেহ চারিমাস কাল পালন করিতে না পারে, তাহা হইলে যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাহারা কেবল এক মাত্র কার্ত্তিক মাসেও এই সকল নিয়ম পালন করিবে।১৯—২৮। ইহাতেও তাঁহাদের ইহলোক-পরলোক উভয় লোকই বজায় থাকিবে। যে সকল মানব হরিশয়নে কাংস্য পাত্র, মাংস, ক্ষৌর, মধু, পুনর্ভোজন ও মৈথুন বর্জ্জন করে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকলের ফলভাগী হইয়া থাকে। যে মানব কার্ত্তিক মাসে জলশায়ী দেবের মন্দিরের উপরিভাগে চূড়া-কলসে দীপ দান করে, সে পূর্ব্বোক্ত ছয়টী কাংস্যাদি মৈথুনান্ত বর্জ্জনের ফলভাগী হয়। যাহার যে সকল বস্তু প্রিয় এবং সুখ-লভ্য সে মঙ্গল কামনা করিয়া ঐ সকল বস্তু নিয়ম করিবে অর্থাৎ বর্জ্জন করিবে। পরে ঐ সকল নিয়মের বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যে মানব ঐ সময় যথাশক্তি নিয়ম পালন করে, তজ্জন্য তাহার নির্দ্দিষ্ট ফল লব্ধ হইয়া থাকে। যে মানব ব্রত, নিয়ম বা জপ ব্যতিরেকে হরিশয়ন কাল অতিবাহিত করে, সে জীবিত হইলেও মৃতমধ্যে পরিগণিত। এরূপ জনগণ কাকযব ও আরণ্য-তিলবৎ নাম মাত্রে প্রসিদ্ধ। হে দ্বিজোত্তমগণ! অতএব অশক্তপক্ষে

নিয়মঃ কশ্চিৎ সুসূক্ষ্মোঽপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং চাতুর্ম্মাসীসমুদ্ভবম্। ব্রতানাং নিয়মানাঞ্চ মাহাত্ম্যং বিস্তরাদ্দ্বিজাঃ ॥ ৩৮ ॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বাপি সমাহিতঃ। চাতুর্ম্মাসীকৃতাৎ পাপাৎ সোঽপি মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চাতুর্ম্মাস্যব্রতনিয়মং নাম দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। সূত সূত মহাভাগ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্। চাতুর্ম্মাস্যব্রতানাং হি ত্বত্তো মাহাত্ম্যবিস্তরম্ ॥ ১ ॥ তদস্মাকং মহাভাগ কৃপাং কৃত্বাধুনা বদ। ত্বদ্বচোঽমৃতপানেন ভূয়ঃ শ্রদ্ধাভিবর্দ্ধতে ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে চাতুর্ম্মাস্যব্রতোদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং বিস্তরেণৈব কথয়িষ্যামি বোঽগ্রতঃ ॥ ৩ ॥ পুরা ব্রহ্মমুখাচ্ছ্রুত্বা নানাব্রতবিধানকম্। নারদঃ পরিপপ্রচ্ছ ভূয়ো ব্রহ্মাণমাদরাৎ ॥ ৪ ॥ নারদ উবাচ। দেবদেব মহাভাগ ব্রতানি সুবহূন্যপি। শ্রুতানি ত্বন্মুখাদ্‌ব্রহ্মন্ তৃপ্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৫ ॥ অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি চাতুর্ম্মাস্যব্রতং শুভম্ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু দেবমুনে মত্তশ্চাতুর্ম্মাস্যব্রতং শুভম্। যচ্ছ্রুত্বা ভারতে খণ্ডে নৃণাং মুক্তির্ন দুর্লভা ॥ ৭ ॥ মুক্তিপ্রদোঽয়ং ভগবান্ সংসারোত্তারকারণম্। যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥ মানুষ্যং দুর্লভং লোকে তত্রাপি চ কুলীনতা। তত্রাপি সদয়ত্বঞ্চ তত্র সৎসঙ্গমঃ শুভঃ ॥ ৯ ॥ সৎসঙ্গমো ন যত্রাস্তি বিষ্ণুভক্তিব্রতানি চ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ বিষ্ণুব্রতকরঃ শুভঃ ॥ ১০ ॥ চাতুর্ম্মাস্যেঽব্রতী যস্তু তস্য পুণ্যং নিরর্থকম্। সর্ব্বতীর্থানি দানানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ১১ ॥ বিষ্ণুমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি চাতুর্ম্মাস্যে সমাগতে। সুপুষ্টেনাপি দেহেন জীবিতং তস্য শোভনম্ ॥ ১২ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে হরিং যঃ প্রণমেদ্‌বুধঃ। কৃতার্থাস্তস্য বিবুধা যাবজ্জীবং বরপ্রদাঃ ॥ ১৩ ॥ সম্প্রাপ্য মানুষং জন্ম চাতুর্ম্মাস্যপরাঙ্মুখঃ। তস্য পাপশতান্যা-

---

হরিশয়নের কার্ত্তিক মাসেও জনগণের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটীও নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। এই ত আমি আপনাদের নিকট চতুর্ম্মাস্য-সম্বন্ধীয় ব্রতনিয়মের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি সমাহিতভাবে ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে চাতুর্ম্মাসীকৃত পাপ হইতে নিশ্চয় মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ২৯—৩৯।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! আমরা অধুনা আপনার নিকট চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট তাহা বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। আপনার বচনামৃতপানে আমাদের পুনরায় শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতেছে। সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। আমি আপনাদের নিকট চাতুর্ম্মাস্য ব্রতমাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ পিতামহমুখে বিবিধ ব্রতবিধান শ্রবণ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—হে দেবদেব মহাভাগ কমলাসন! বিবিধ ব্রত আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তথাপি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না; অধুনা আমি আপনার নিকট চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেব মুনে! তুমি আমার নিকট সেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। যাহা শুনিলে ভারতবাসীর মুক্তি দুর্লভ হইবে না। অয়ি বৎস! এই ব্রত মুক্তিপ্রদ, এবং সংসার উদ্ধারের একমাত্র কারণ; ইহা স্মরণ করিলে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। দেখ এই লোকে প্রথমতঃ মনুষ্যত্বই দুর্লভ, তদুপরি কুলীনতা আরও দুর্লভ, তদুপরি সদয়তা, তদুপরি সৎসঙ্গ যার পর নাই দুর্লভ। যে মানব সৎসঙ্গ করে না, এবং যাহার বিষ্ণুভক্তি নাই, তাহার চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করা উচিত। ১—১০। যে জন চাতুর্ম্মাস্যব্রতী নহে, তাহার পুণ্য নিরর্থক। চাতুর্ম্মাস্য সময় সর্ব্বতীর্থ, দান ও পুণ্যায়তন এ সকল ভগবান্ বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত থাকে। যে ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্য সময়ে হরিকে প্রণাম করে, হৃষ্টপুষ্টদেহে তাহার জীবন শোভমান হইয়া থাকে। অপিচ দেবগণ কৃতকৃত্য হইয়া যাবজ্জীবন তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া থাকেন। যে জন মানব-জন্ম লাভ করিয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত-পরাঙ্মুখ হয়, তাহার শত শত পাপ হইয়া থাকে; ইহাতে

দুর্দ্দৈবস্থানি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ মানুষ্যং দুর্ল্লভং লোকে হরিভক্তিশ্চ দুর্ল্লভা। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে ॥ ১৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে নরঃ স্নানং প্রাতরেব সমাচরেৎ। সর্ব্বক্রতুফলং প্রাপ্য দেববদ্দিবি মোদতে ॥ ১৬ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে তু যঃ স্নানং কুর্য্যাৎ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। তথা নির্ঝরণে স্নাতি তড়াগে কূপিকাসু চ ॥ ১৭ ॥ তস্য পাপসহস্রাণি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ। পুষ্করে চ প্রয়াগে বা যত্র ক্বাপি মহাজলে। চাতুর্ম্মাস্যেষু যঃ স্নাতি পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥ রেবায়াং ভাস্করক্ষেত্রে প্রাচ্যাং সাগরসঙ্গমে। একাহমপি যঃ স্নাতশ্চাতুর্ম্মাস্যে ন দোষভাক্ ॥ ১৯ ॥ দিনত্রয়ঞ্চ যঃ স্নাতি নর্ম্মদায়াং সমাহিতঃ। সুপ্তে দেবে জগন্নাথে পাপং যাতি সহস্রধা ॥ ২০ ॥ পক্ষমেকং তু যঃ স্নাতি গোদাবর্য্যাং দিনোদয়ে। স ভিত্ত্বা কর্ম্মজং দেহং যাতি বিষ্ণোঃ সলোকতাম্ ॥ ২১ ॥ তিলোদকেন যঃ স্নাতি তথা চৈবামলোদকৈঃ। বিল্বপত্রোদকৈশ্চৈব চাতুর্ম্মাস্যে ন দোষভাক্ ॥ ২২ ॥ গঙ্গাং স্মরতি যো নিত্যমুদমাত্র সমীপতঃ। তদ্গাঙ্গেয়ং জলং জাতং তেন স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥ গঙ্গাপি দেবদেবস্য চরণাঙ্গুষ্ঠবাহিনী। পাপঘ্নী সা সদা প্রোক্তা চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥ যতঃ পাপসহস্রাণি বিষ্ণুর্দহতি সংস্মৃতঃ। তস্মাৎপাদোদকং শীর্ষে চাতুর্ম্মাস্যে ধৃতং শিবম্ ॥ ২৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে জলগতো দেবো নারায়ণো ভবেৎ। সর্ব্বতীর্থাধিকং স্নানং বিষ্ণুতেজোংশসঙ্গতম্ ॥ ২৬ ॥ স্নানং দশবিধং কার্য্যং বিষ্ণুনাম মহাফলম্। সুপ্তে দেবে বিশেষেণ নরো দেবত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ বিনা স্নানন্তু যৎকর্ম্ম পুণ্যকার্য্যময়ং শুভম্। ক্রিয়তে নিষ্ফলং ব্রহ্মংস্তৎপ্রগৃহ্ণন্তি রাক্ষসাঃ ॥ ২৮ ॥ স্নানেন সত্যমাপ্নোতি স্নানং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ধর্ম্মান্মোক্ষফলং প্রাপ্য পুনর্নৈবাবসীদতি ॥ ২৯ ॥ যে চাধ্যাত্মবিদঃ পুণ্যা যে চ বেদাঙ্গপারগাঃ। সর্ব্বদানপ্রদা যে চ তেষাং স্নানেন শুদ্ধতা ॥ ৩০ ॥ কৃতস্নানস্য চ হরির্দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। সর্ব্বক্রিয়াকলাপেষু সম্পূর্ণফলদো ভবেৎ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বপাপবিনাশায় দেবতাতোষণায় চ। চাতুর্ম্মাস্যে জলস্নানং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহম্ ॥ ৩২ ॥ নিশায়াং চৈব ন স্নায়াৎসন্ধ্যায়াং গ্রহণং

কোন সংশয় নাই। এই সংসারে মনুষ্যত্ব অতি দুর্ল্লভ; তদুপরি হরিভক্তি তদপেক্ষা অধিক দুর্ল্লভ, বিশেষতঃ জনার্দ্দনের শয়নকালে চাতুর্ম্মাস্যে হরিভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ। জনগণ চাতুর্ম্মাস্যে প্রাতঃস্নান করিবে; করিলে সর্ব্বযাগ-ফল লাভ করিয়া স্বর্গে দেববৎ বিমল আনন্দ অনুভব করে। চাতুর্ম্মাস্যে নির্ঝর, তড়াগ, বা কূপে স্নান করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সঞ্চিত শতসহস্র পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। চাতুর্ম্মাস্যে পুষ্কর, প্রয়াগ বা যে কোন পবিত্র জলে স্নান করিলে তাহার অসংখ্য পুণ্য লাভ হয়। চাতুর্ম্মাস্যে রেবা, ভাস্করক্ষেত্র ও সাগর-সঙ্গমে, স্নান করিলে মানব কোনরূপ দোষভাগী হয় না। ঐ সময় নর্ম্মদানীরে সমাহিত ভাবে তিনদিন মাত্র স্নান করিলেই জনগণের সহস্র সহস্র পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। যে মানব প্রাতঃকালে গোদাবরী-নীরে পক্ষকাল যাবৎ স্নান করে, সে কর্ম্মজ দেহ ভেদ করিয়া বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হয়। দোষভাজন মানব চাতুর্ম্মাস্যে তিলোদক, আমলোদক ও বিল্বপত্রোদক দ্বারা স্নান করিবে। যে কোন জলসমীপে গঙ্গাস্মরণ করিলে ঐ জল গঙ্গাজল তুল্য হইয়া থাকে, পরে ঐ জলে স্নান করিতে হয়। দেবী গঙ্গা ভগবান্ বিষ্ণুর পাদ-পদ্মসমুদ্ভবা। তিনি সর্ব্বদাই পাপহারিণী; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে তিনি অধিকতররূপে পাপ হরণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেও পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব তাঁহাদের মঙ্গলময় পাদোদক শিরোদেশে ধারণ করা কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্যে দেব নারায়ণ জলগত হন। বিষ্ণুতেজের অংশ-সংশ্লিষ্ট জলে স্নান সর্ব্বতীর্থ হইতে অধিক প্রশংসনীয়। ১১—২৬। স্নান দশবিধ। বিষ্ণুনাম মহাফলপ্রদ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষরূপে স্নান ও বিষ্ণুনাম জপ করিলে নর দেবত্ব লাভ করে। স্নান ব্যতিরেকে যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করা যায়, তৎসমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং তাহা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। স্নান হইতেই সত্য এবং সত্যই সনাতন ধর্ম্ম। আর ধর্ম্ম হইতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে; মুক্তিলাভ করিতে পারিলে মানবকে আর সংসার-ক্লেশ উপভোগ করিতে হয় না। যাঁহারা অধ্যাত্মবিৎ পুণ্যাত্মা বেদ-বেদাঙ্গপারগ সর্ব্বদানপ্রদ, তাঁহাদিগকেও স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হয়। শ্রীহরি কৃতস্নান ব্যক্তির দেহে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার নিখিল কার্য্যকলাপের ফল প্রদানও তিনি করিয়া থাকেন। সর্ব্বপাপাপনোদন ও দেবতাতোষণের জন্য স্নান করিতে হয়। চাতুর্ম্মাস্যে জলস্নান সর্ব্ব পাপক্ষয়াবহ। গ্রহণ ব্যতিরেকে নিশা ও

বিনা। উষ্ণোদকেন ন স্নানং রাত্রৌ শুদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩৩॥ ভানুসন্দর্শনাচ্ছুদ্ধির্বিহিতা সর্ব্বকর্ম্মসু। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ জলশুদ্ধিস্তু ভাবিনী ॥ ৩৪ ॥ অশক্ত্যা তু শরীরস্য ভস্মস্নানেন শুধ্যতি। মন্ত্রস্নানেন বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুপাদোদকেন বা ॥ ৩৫ ॥ নারায়ণাগ্রতঃ স্নানং ক্ষেত্র-তীর্থনদীষু চ। যঃ করোতি বিশুদ্ধাত্মা চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গোদকস্নানফলমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। পিতৃণাং তর্পণং কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা। স্নানাবসানে নিত্যং চ শুপ্তে দেবে মহাফলম্ ॥ ১ ॥ সঙ্গমে সরিতোস্তত্র পিতৃন্ সন্তর্প্য দেবতাঃ। জপহোমাদিকর্ম্মাণি কৃত্বা ফলমনন্তকম্ ॥ ২ ॥ গোবিন্দস্মরণং কৃত্বা পশ্চাৎকার্য্যাঃ শুভাঃ ক্রিয়াঃ। এষ এব পিতৃদেবমনুষ্যাদিষু তৃপ্তিদঃ ॥৩॥ শ্রদ্ধাং ধর্ম্মযুতাং নাম স্মৃতিপূতানি কারয়েৎ। কর্ম্মাণি সকলানীহ চাতুর্ম্মাস্যে গুণোত্তরে ॥ ৪ ॥ সৎসঙ্গো দ্বিজভক্তিশ্চ গুরুদেবাগ্নিতর্পণম্। গোপ্রদানং বেদপাঠঃ সৎক্রিয়া সত্যভাষণম্ ॥ ৫ ॥ গোভক্তির্দানভক্তিশ্চ সদা ধর্ম্মস্য সাধনম্। কৃষ্ণে সুপ্তে বিশেষেণ নিয়মোঽপি মহাফলঃ ॥ ৬ ॥ নারদ উবাচ। নিয়মঃ কীদৃশো ব্রহ্মন্ ফলং চ নিয়মেন কিম্। নিয়মেন হরিস্তুষ্টো যথা ভবতি তদ্বদ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নিয়মশ্চক্ষুরাদীনাং ক্রিয়াসু ত্রিবিধাসু চ। কার্য্যো বিদ্যাবতা পুংসা তৎপ্রয়োগান্মহাসুখম্ ॥ ৮ ॥ এতৎষড়্‌বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্। অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি পরমং সৌখ্যকারণম্ ॥ ৯ ॥ তত্র তিষ্ঠন্তি নিয়তং ক্ষমাসত্যাদয়ো গুণাঃ। বিবেকরূপিণঃ সর্ব্বে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১০ ॥ কৃত্বা ভবতি যজ্ঞান্ যৎ কৃতকৃত্যত্বমত্র তৎ। জ্ঞাতুস্তু তৎপূর্ব্বজানাং যেন জ্ঞাতমিদং পদম্ ॥১১॥ তন্মুহূর্ত্তমপি ধ্যাত্বা পাপং জন্মশতোদ্ভবম্। ভস্মসাদ্‌যাতি বিহিতং নিরঞ্জননিসেবণাৎ ॥ ১২ ॥ প্রত্যহং সঙ্কুচত্যস্য ক্ষুৎপিপাসাদিকং শ্রমম্। স যোগী নিয়মী নিত্যং হরৌ সুপ্তে বিশিষ্যতে ॥ ১৩ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে

সন্ধ্যায় স্নান করিবে না। উষ্ণোদকস্নানে ও রাত্রিস্নানে শুদ্ধি জন্মে না। স্নানান্তে ভানুসন্দর্শন সংঘটিত হইলেই সর্ব্বকর্ম্মে শুদ্ধি হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষরূপে জলস্নানে শুদ্ধি হইয়া থাকে। অশক্ত পক্ষে ভস্ম স্নান করিলেও দেহশুদ্ধি হয়। মন্ত্রস্নান, বিষ্ণুপাদোদকগ্রহণ, নারায়ণাগ্রে স্নান, ক্ষেত্রতীর্থ-নদী-স্নান,—এই সকল স্নান যে করে, সে বিশুদ্ধি লাভ করে, বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে। ২৭—৩৬।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—স্নানাবসানে নিত্য শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃতর্পণ করিবে। ইহা মহাফলপ্রদ। নদীদ্বয়ের সঙ্গমে দেব-পিতৃতর্পণ ও জপ হোমাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া অনন্ত ফলাধিকারিত্ব লাভ করিবে। পরে বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক শুভ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। এরূপ করিলে তাহা দেব-পিতৃ ও মনুষ্যাদিগের তৃপ্তিদায়ক হয়। গুণাধিক চাতুর্ম্মাস্যে ধর্ম্মসঙ্গত শ্রদ্ধা ও স্মৃতিপূত কর্ম্ম সকল করিবে। সৎসঙ্গ দ্বিজভক্তি, গুরুদেবাগ্নি তর্পণ, গোপ্রদান, বেদপাঠ, সৎক্রিয়া, সত্যভাষণ, গোভক্তি ও দানভক্তি এইগুলি ধর্ম্মের নিয়ম বলিয়া কথিত; আর হরিশয়নের নিয়ম সকল মহাফলপ্রদ। ১—৬। নারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! নিয়ম, ও নিয়মফল কীদৃশ এবং নিয়ম দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হয়? যেরূপ নিয়ম দ্বারা হরি তুষ্টিলাভ করেন, তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিবিধ ক্রিয়াতে বিদ্বান্ পুরুষগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ম অবলম্বনে সুখী হন। ইহা ষড়্‌বর্গহারী; রিপু-নিগ্রহের পরম কারণ। অধ্যাত্মমূলক এই নিয়ম সৌখ্যহেতু; বিবেকরূপী নিখিল ক্ষমা-সত্যাদিগুণ ঐ নিয়মে অবস্থান করে। উহা ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ স্বরূপ। বিবিধ যজ্ঞ করিয়া যে ফল-লাভ হয়, তাহা এই নিয়মের মধ্যে বিরাজিত আছে। উহা যে পরিজ্ঞাত আছে, তাহার ও তৎপূর্ব্বজগণের ঐ পদ হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণুর সেই পরমপদ মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যান করিলে শত জন্মের পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। ক্ষুৎ-পিপাসাদি ও শ্রম নিয়মকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। যিনি হরিশয়নে নিয়মাবলম্বন করেন, ক্রোধ

নরো ভক্ত্যা যোগাভ্যাসরতো ন চেৎ। তস্য হস্তাৎ পরিভ্রষ্টমমৃতং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ মনো নির্ম্মিতং যেন সর্ব্বেচ্ছাসু সদাগতম্। তস্য জ্ঞানে চ মোক্ষে চ কারণং মন এব হি ॥ ১৫ ॥ মনো-নিয়মনে যত্নঃ কার্য্যঃ প্রজ্ঞাবতা সদা। মনসা সুগৃহীতেন জ্ঞানাপ্তিরখিলা ক্রমম্ ॥ ১৬ ॥ তন্মনঃ ক্ষময়া গ্রাহ্যং যথা বহ্নিশ্চ বারিণা। একয়া ক্ষময়া সর্ব্বো নিয়মঃ কথিতো বুধৈঃ ॥ ১৭ ॥ সত্যমেকং পরো ধর্ম্মঃ সত্যমেকং পরং তপঃ। সত্যমেকং পরং জ্ঞানং সত্যে ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮ ॥ ধর্ম্মমূলমহিংসা চ মনসা তাঞ্চ চিন্তয়ন্। কর্ম্মণা চ তথা বাচা তত এতাং সমাচরেৎ ॥ ১৯ ॥ পরস্বহরণং চৌর্য্যং সর্ব্বদা সর্ব্বমানুষৈঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ ব্রহ্ম-দেবস্ববর্জ্জনম্ ॥ ২০ ॥ অকৃত্যকরণং চৈব বর্জ্জনীয়ং সদা বুধৈঃ। অহীনঃ সর্ব্বকার্য্যেষু যঃ সদা বিপ্র বর্ত্ততে ॥ ২১ ॥ স চ যোগী মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞাচক্ষুরহী-নধীঃ। অহঙ্কারো বিষমিদং শরীরে বর্ত্ততে নৃণাম্ ॥ ২২ ॥ তস্মাৎ স সর্ব্বদা ত্যাজ্যঃ সুপ্তে দেবে বিশেষতঃ। অনীহয়া জিতক্রোধো জিত-লোভো ভবেন্নরঃ ॥ ২৩ ॥ তস্য পাপসহস্রাণি দেহাদ্যান্তি সহস্রধা। মোহং মানং পরাজিত্য শমরূপেণ শস্ত্রেণ ॥ ২৪ ॥ বিচারেণ শমো গ্রাহ্যঃ সন্তোষেণ তথা হি সঃ। মাৎসর্য্যমৃজুভাবেন নিয়চ্ছেৎ স মুনীশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে দয়াধর্ম্মো ন ধর্ম্মো ভূতবিদ্রুহাম্। সর্ব্বদা সর্ব্বদানেষু ভূতদ্রোহং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥ এতৎ পাপসহস্রাণাং মূলং প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যা ভূত-দয়া নৃভিঃ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বেষামেব ভূতানাং হরির্নিত্যং হৃদিস্থিতঃ। স এব হি পরাভূতো যো ভূতদ্রোহকারকঃ ॥ ২৮ ॥ যস্মিন্ ধর্ম্মে দয়া নৈব স ধর্ম্মো দূষিতো মতঃ। দয়াং বিনা ন বিজ্ঞানং ন ধর্ম্মো জ্ঞানমেব চ ॥ ২৯ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বাত্মভাবেন দয়াধর্ম্মঃ সনাতনঃ। সেব্যঃ স পুরুষৈর্নিত্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চাতুর্ম্মাস্যনিয়মবিধিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ৪ ॥

তিনিই প্রকৃত যোগী। যে নর চাতুর্ম্মাস্যে ভক্তিপূর্ব্বক তপোনিরত হয় না, অমৃত তাহার হস্তভ্রষ্ট বলিতে হইবে। ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই। মনকে নির্বিষয় করিতে পারিলে তথাবিধ মন জ্ঞান-মোক্ষের কারণ হয়। প্রাজ্ঞগণ সর্ব্বদাই মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যত্নবান্ হইবেন। মন নিয়ন্ত্রিত হইলে অখিল জ্ঞান লাভ হয়। বারি দ্বারা বহ্নির ন্যায় মন ক্ষমা দ্বারা নিয়মনীয়। পণ্ডিতগণ সকল প্রকার নিয়মকেই ক্ষমোপেত বলিয়া থাকেন। সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, তপ, ও জ্ঞান, এবং সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অহিংসাই ধর্ম্মের মূল; ইহা বুঝিয়া বায় মনো-বাক্যে অহিংসা আচরণ করিবে। পরধন হরণ করাকেই চুরিকরা বলে। মানবগণ বিশেষ করিয়া চাতুর্ম্মাস্যে পরস্ব হরণ, দেবস্বহরণ ও অকার্য্য করণ প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব কার্য্যে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন, তিনিই পরম যোগী মহাপ্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাচক্ষু এবং নিরহঙ্কার। অহঙ্কাররূপ বিষ মানবগণের শরীরে বিদ্যমান। অতএব ঐ বিষ সর্ব্বদা সকলেরই ত্যাজ্য, বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ও লোভকে জয় করিবে। ইহাতে পাপ নরশরীর হইতে সহস্রধা ভিন্ন হইয়া পলায়ন করে। শমরূপ শস্ত্র দ্বারা মানব মোহ ও মানকে পরাজিত করিয়া বিবেক দ্বারা শমগু, আশ্রয় করিবে। যিনি সরলতা দ্বারা মাৎসর্য্যকে নিগৃ-হীত করেন, তাঁহাকেই মুনীশ্বর বলা যায়। দয়া পরম ধর্ম্ম; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে ভূতবিদ্রোহীদিগের কদাচ ধর্ম্ম হয় না। সর্ব্বদা সর্ব্ব দান কার্য্যে ভূতদ্রোহ বর্জ্জন করিবে। মনীষিগণ ভূতদ্রোহকে সহস্র সহস্র পাপের নিদান বলিয়া থাকেন। অতএব সকলে-রই সর্ব্বপ্রযত্নে সকল ভূতে দয়া করা উচিত। যেহেতু শ্রীহরি সর্ব্বদা সর্ব্ব ভূতের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। যে মানব ভূতদ্রোহী, সে সর্ব্ব-ত্রই পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মে দয়া নাই, সেই ধর্ম্মকে নিন্দিত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। দয়া ব্যতিরেকে বিবেক, ধর্ম্ম ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব সকলে সর্ব্বতোভাবে সনাতন দয়া-ধর্ম্মের সেবা করিবে; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে। ১-৩০

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। দানধর্ম্মং প্রশংসন্তি সর্ব্বধর্ম্মেষু সর্ব্বদা। হরৌ সুপ্তে বিশেষেণ দানং ব্রহ্মত্ব-কারণম্‌ ॥ ১ ॥ অন্নং ব্রহ্ম ইতি প্রোক্তমন্নে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তস্মাদন্নপ্রদো নিত্যং বারিদশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ২ ॥ বারিদস্তৃপ্তিমায়াতি সুখ-মক্ষয্যমন্নদঃ। বার্য্যন্নয়োঃ সমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥ মণিরত্নপ্রবালানাং রূপ্যহাটকবাস-সাম্‌। অন্যেষামপি দানানামন্নদানং বিশিষ্যতে ॥ অন্নোদকপ্রদানং চ গোপ্রদানং চ নিত্যদা। বেদ-পাঠো বহ্নিহোমশ্চাতুর্ম্মাস্যে মহাফলম্‌ ॥ ৫ ॥ বৈকুণ্ঠ-পদবাঞ্ছা চেদ্বিষ্ণুনা সহ সঙ্গমে। সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থায় চাতুর্ম্মাস্যেঽন্নদো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ সত্যং সত্যং হি দেবর্ষে ময়োক্তং তব নারদ। জন্মান্তরসহস্রেষু দাতারমুপতিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥ তস্মাদন্নপ্রদানেন সর্ব্বে হৃষ্যন্তি জন্তবঃ। দেবাশ্চ স্পৃহয়ন্তোনমন্নদানপ্রদা-য়িনম্‌ ॥ ৮ ॥ আজ্যং দেয়ং চ পাত্রেষু শ্রদ্ধয়া বস্ত্রমি-শ্রিতম্‌। বস্ত্রদানকরো মর্ত্ত্যশ্চাতুর্ম্মাস্যে ন মানবঃ ॥ ৯ ॥ ভোজনং গুরুবিপ্রাণাং ঘৃতদানং চ সৎক্রিয়া। এতানি যস্য তিষ্ঠন্তি চাতুর্ম্মাস্যে ন মানবঃ ॥ ১০ ॥ সদ্ধর্ম্মঃ সৎকথা চৈব সৎসেবা দর্শনং সতাম্‌। বিষ্ণু-পূজা রতির্দ্দানে চাতুর্ম্মাস্যেষু দুর্লভাঃ ॥ ১১ ॥ পিতৃ-নুদ্দিশ্য যো মর্ত্ত্যশ্চাতুর্ম্মাস্যেঽন্নদো ভবেৎ। সর্ব্ব-পাপবিশুদ্ধাত্মা পিতৃলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥ দেবাঃ সর্ব্বেঽন্নদানেন তৃপ্তা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্‌। পিপীলিকা-পি যদ্গেহাদন্নকণমাদায় গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥ রাত্রৌ দিবানিবিদ্ধাস্যো হ্যন্নদানমনুত্তমম্‌। হরৌ সুপ্তে হি পাপঘ্নং ন বার্য্যমপি শত্রুষু ॥ ১৪ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে দুগ্ধ-দানং দধি তক্রং মহাফলম্‌। জন্মকালে যেন বদ্ধঃ পিণ্ডস্তদ্দানমুত্তমম্‌ ॥ ১৫ ॥ শাকপ্রদাতা নরকং যমলোকং ন পশ্যতি। বস্ত্রদঃ সোমলোকঞ্চ বসে-দাভূতসংপ্লবম্‌ ॥ ১৬ ॥ সুপ্তে দেবে যথাশক্তি হ্যস্তাসু প্রতিমাসু চ। পুষ্পবস্ত্রপ্রদানেন সন্তানং নৈব হীয়তে ॥ ১৭ ॥ চন্দনাগুরুধূপঞ্চ চাতুর্ম্মাস্যে প্রযচ্ছতি। পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো বিষ্ণুরূপো ভবে-

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মনীষিগণ সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্যে দান-ধর্ম্মেরই সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া থাকেন। দানধর্ম্ম ব্রহ্মত্বের কারণ, ইহা চাতুর্ম্মাস্যে অধিকতর রূপে প্রশংসনীয়। অন্ন ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হই-য়াছে; যেহেতু ইহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। জনগণ সর্ব্বদা অন্ন ও জল দান করিবে। বারিদ ব্যক্তি তৃপ্তি এবং অন্নদাতা অক্ষয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন। অন্নদান ও জলদানের তুল্য অন্য আর কোন দান নাই এবং হইবেও না। মণি, রত্ন প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, ও বস্ত্র দানাপেক্ষাও অন্নদান প্রশংসনীয়। চাতুর্ম্মাস্যে অন্ন, উদক, ও গোদান বেদপাঠ, এবং বহ্নিতে হোম এ সকল মহাফলপ্রদ। যদি মানবগণের বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু-সান্নিধ্য এবং সর্ব্ব পাপক্ষয়ে বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে চাতুর্ম্মাস্যে অন্নদান করিবে। হে দেবর্ষি নারদ! আমি তোমাকে ইহা সত্য বলিলাম। অন্ন একবার মাত্র দান করিলে তাহা জন্মান্তর সহস্র কাল দাতার নিকট উপস্থিত হয়। এই জন্যই অন্নদান সর্ব্ব জন্তু দেব ও দেবতাসমাজে আদরণীয়; দেবগণ অন্নদাতাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন। পাত্রে করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বস্ত্রমিশ্রিত ঘৃত প্রদান করিতে হয়। চাতুর্ম্মাস্যে বস্ত্রদাতা ব্যক্তিকে মানব বলা যায় না, সে দেবতা। যে সকল মানব চাতুর্ম্মাস্যে গুরু-বিপ্রগণকে ভোজন, ঘৃত ও সৎক্রিয়াদি দ্বারা তোষিত করে, তাহাদিগকে মানব বলা যায় না, তাহারা দেবতা। চাতুর্ম্মাস্যে সদ্ধর্ম্ম, সদালাপ, সৎসেবা, সাধুদর্শন, বিষ্ণুপূজা ও দান অতি সুদুর্ল্লভ। যে মানব চাতুর্ম্মাস্যে পিতৃ-উদ্দেশে অন্নদান করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়া পিতৃ-লোক প্রাপ্ত হয়। দেবগণ অন্নদানে তৃপ্ত হইয়া বাঞ্ছিত প্রদান করেন। যে দানে পিপীলিকাগণও দিবা-রাত্র অপ্রতিহত গতিতে দাতার গৃহ হইতে অন্ন বহন করিয়া লইয়া যায়, সুতরাং অন্নদান হইতে উত্তম দান আর নাই। হরিশয়নে শত্রুকেও অন্ন-দানে বঞ্চিত করিতে নাই ।১—১৪। চাতুর্ম্মাস্যে দুগ্ধ, দধি ও তক্র (ঘোল) দান মহাফলপ্রদ। জীবের জন্মকাল হইতে যাহা জীবনোপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট, সেই অন্নদান হইতে উত্তম দান আর নাই। শাক-প্রদাতা ব্যক্তি নরক ও যমলোক দর্শন করে না। বস্ত্রদাতা ব্যক্তি প্রলয়কালাবধি চন্দ্রলোকে বাস করে। হরিশয়নে প্রতিমাকে পুষ্প-বস্ত্র প্রদান করিলে পুত্রবিয়োগ হয় না। চাতুর্ম্মাস্যে চন্দন, অগুরু ও ধূপ দান করিলে পুত্র-পৌত্রযুক্ত হইয়া

ব্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ সুপ্তে দেবে জগন্নাথে ফলদানং প্রযচ্ছতি । বিপ্রায় বেদবিদুষে যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ১৯ ॥ বিদ্যাদানঞ্চ গোদানং ভূমিদানং প্রযচ্ছতি । বিষ্ণুপ্রীত্যর্থমেবেহ স তারয়তি পূর্ব্বজান্ ॥ ২০ ॥ গুড়সৈন্ধবতৈলাদিমধুতিক্ততিলান্নদঃ । দেবতায়াঃ সমুদ্দিশ্য তাসাং লোকং প্রয়াতি হি ॥ ২১ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে তিলান্ দত্ত্বা ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ । যবপ্রদাতা বসতে বাসবং লোকমক্ষয়ম্ ॥ ২২ ॥ হুয়েত হব্যং বহ্নৌ চ দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে । গাবঃ সুপূজিতাঃ কার্য্যাশ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥ যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং কর্ম্ম জন্মাবধি সুসঞ্চিতম্ । চাতুর্ম্মাস্যে গতে পাত্রে বিমুখে যত্র দীয়তে ॥ ২৪ ॥ প্রণশ্যতি ক্ষণাদেব বচনাদ্যস্তু প্রচ্যুতঃ । দিবসে দিবসে তস্য বর্দ্ধতে চ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ২৫ ॥ তস্মান্নৈব প্রতিশ্রাব্যং স্বল্পমপ্যাশু দীয়তে । তাবদ্বিবর্দ্ধতে দানং যাবত্তন্ন প্রযচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ যো মোহান্নুজ্ঞো লোকে যাবৎ কোটিগুণং ভবেৎ । ততো দশগুণা বৃদ্ধিশ্চাতুর্ম্মাস্যে প্রদাতরি ॥ ২৭ ॥ নরকে পতনং তস্য যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ । অতস্তু সর্ব্বদা দেয়ং নরৈর্যত্তু প্রতিশ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥ অন্যস্মৈ ন প্রদাতব্যং প্রদত্তং নৈব হারয়েৎ । চাতুর্ম্মাস্যেষু যঃ শয্যাং দ্বিজাগ্র্যায় প্রযচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ বেদোক্তেন বিধানেন ন স যাতি যমালয়ম্ । আসনং বারিপাত্রঞ্চ ভাজনং তাম্রভাজনম্ ॥ ৩০ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে প্রযত্নেন দেয়ং বিত্তানুসারতঃ । সর্ব্বদানানি বিপ্রেভ্যো দদৎ সুপ্তে জগদ্গুরৌ ॥ ৩১ ॥ আত্মানং পূর্ব্বজৈঃ সার্দ্ধং স মোচয়তি পাতকাৎ । গোর্ভূশ্চ তিলপাত্রঞ্চ দীপদানমনুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ দদদ্দ্বিজাতয়ে মুক্তো জায়তে স ঋণত্রয়াৎ ॥ ৩৩ ॥ স বিশ্বকর্ত্তা ভুবনেষু গোপ্তা স যজ্ঞভুক্ সর্ব্বফলপ্রদশ্চ । দানানি বস্তূন্যধিদৈবতঞ্চ যস্মিন্ সমুদ্দিশ্য দদাতি মুক্তঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চাতুর্ম্মাস্যদানমহিমবর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । ইষ্টবস্তুপ্রদো বিষ্ণুর্লোকশ্চেষ্টরুচিঃ সদা । তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চাতুর্ম্মাস্যে ত্যজেচ্চ

মানব বিষ্ণুরূপী হয় । তাঁর শয়নে বেদবিৎ বিপ্রকে ফল দান করিলে যমলোক দেখিতে হয় না । ঐ সময় বিদ্যা, গো ও ভূমিদান করিলে পূর্ব্ব পুরুষগণ মুক্তি লাভ করেন । মানব যে দেবতা উদ্দেশে গুড়-সৈন্ধব-তৈলাদি ও মধু তিক্ত তিল প্রভৃতি দান করে, সেই দেবতার লোক প্রাপ্ত হয় । চাতুর্ম্মাস্যে তিল দান করিলে তাহাকে আর স্তন্য পান করিতে হয় না । যব প্রদাতা ব্যক্তি বাসবের অক্ষয়লোকে বাস করে । ঐ সময় হোম, দ্বিজাতিকে দান ও গো সকলকে সুপূজিত করা কর্ত্তব্য । চাতুর্ম্মাস্যে অর্থী ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিলে যাহা কিছু সঞ্চিত সুকৃত তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । প্রতিশ্রুত হইয়া প্রদান না করিলে প্রতিশ্রুত বস্তুর পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় । অতএব প্রতিশ্রুত না হইয়া বরং অল্প বস্তু তৎক্ষণাৎ প্রদান করিবে । যাবৎ দানীয় বস্তু দান করা না যায়, তাবৎ তাহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ একটী সুবর্ণমুদ্রা দানের সঙ্কল্প থাকিলে, তাহা বিলম্বানুসারে ক্রমশই দুই তিন চারি প্রভৃতি সংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা দানের সঙ্কল্পরূপে পর্য্যবসিত হয় । যে মানব প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না করিয়া কাল হরণে তাহা কোটিগুণিত করে ; আর এই অবস্থায় যদি চাতুর্ম্মাস্য অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে দানীয় সঙ্কল্পিত বস্তু আরও দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । এতাদৃশকারী ব্যক্তির চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার যাবৎ নরকে পতন অবশ্যম্ভাবী ; অতএব প্রতিশ্রুতির বস্তু তৎক্ষণাৎ প্রদান করিবে ; অন্যকে দিবে না ; এবং কদাচ ঐ প্রতিশ্রুত প্রদত্ত বস্তু অপহরণ করিবে না । যে মানব চাতুর্ম্মাস্যে বেদোক্ত বিধানে ব্রাহ্মণকে শয্যা দান করে, তাহাকে যমালয় দর্শন করিতে হয় না । বিভবানুসারে চাতুর্ম্মাস্যে আসন, বারিপাত্র, ভাজন ও তাম্রভাজন প্রদান করিবে । যে মানব হরিশয়নে বহু দানীয় বস্তু বিতরণ করে, সে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত আপনাকে পাতক হইতে মুক্ত করে । বিপ্রকে গো, ভূ, তিলপাত্র ও অনুত্তম দীপ দান করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করা যায় । যদুদ্দেশে দান করা যায়, তিনি বিশ্বকর্ত্তা, ভুবনকর্ত্তা, যজ্ঞভোক্তা, সর্ব্বফলপ্রদ, এবং সর্ব্ব বস্তুর অধিদেবতা । ১৫—৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু ইষ্ট বস্তুপ্রদ, ও লোক ইষ্ট-রুচি । সুতরাং চাতুর্ম্মাস্যে বিষ্ণু-

যৎ ॥ ১ ॥ নারায়ণস্য প্রীত্যর্থং তদেবাক্ষয়মাপ্যতে। মর্ত্ত্যস্ত্যজতি শ্রদ্ধাবান্ সোঽনন্তফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২ ॥ কাংস্যভাজনসন্ত্যাগাজ্জায়তে ভূপতির্ভুবি। পালাশ পত্রে ভুঞ্জানো ব্রহ্মভূয়ত্বমশ্নুতে ॥ ৩ ॥ তাম্রপাত্রে ন ভুঞ্জীত কদাচিন্নৈব গৃহী নরঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ তাম্রপাত্রং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪ ॥ অর্কপত্রেষু ভুঞ্জানো-ঽনুপমং লভতে ফলম্ বটপত্রেষু ভোক্তব্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ৫ ॥ অশ্বত্থপত্রসম্ভোগঃ কার্য্যো বুধজনৈঃ সদা। একান্নভোজী রাজা স্যাৎ সকলে ভূমিমণ্ডলে ॥ ৬ ॥ তথা চ লবণত্যাগাৎ সুভগো জায়তে নরঃ। গোধূমান্নপরিত্যাগাজ্জায়তে জনবল্লভঃ ॥ ৭ ॥ আকাশভোজী দীর্ঘায়ুশ্চাতুর্ম্মাস্যে-ঽভিজায়তে। রসত্যাগান্মহাপ্রাণী মধুত্যাগাৎ সুলোচনঃ ॥ ৮ ॥ মুদ্গত্যাগাদ্রিপুমৃত্যী রাজমাষা দ্ধনাঢ্যতা। অশ্বাপ্তিস্তণ্ডুলত্যাগাচ্চাতুর্ম্মাস্যেঽভি-জায়তে ॥ ৯ ॥ ফলত্যাগাদ্বহুসুতস্তৈলত্যাগাৎ সুরূপিতা। জ্ঞানীতুবরসন্ত্যাগাদ্বলং বীর্য্যং সদৈব হি ॥ ১০ ॥ মার্গমাংসপরিত্যাগান্নরকং ন চ পশ্যতি। শৌকরস্য পরিত্যাগাদ্‌ব্রহ্মবাসমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥

জ্ঞানং লাবকসন্ত্যাগাদাজ্যত্যাগে মহৎ সুখম্। আসবং সম্পরিত্যজ্য মুক্তিস্তস্য ন দুর্লভা ॥ ১২ ॥ সবলঃ কনকত্যাগাদ্রূপ্যত্যাগেন মানুষঃ। দধিদুগ্ধ-পরিত্যাগী গোলোকে সুখভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মা পায়সসন্ত্যাগাৎ ক্ষিপ্রাত্যাগান্মহেশ্বরঃ। কন্দর্পো-ঽপূপসন্ত্যাগান্মোদকত্যাজকঃ সুখী ॥ ১৪ ॥ গৃহা-শ্রমপরিত্যাগী বাহ্যাশ্রমনিষেবকঃ। চাতুর্ম্মাস্যং হরি-প্রীত্যৈ ন মাতুর্জ্জঠরে শিশুঃ ॥ ১৫ ॥ নৃপো মরীচ-সন্ত্যাগাচ্ছুণ্ঠীত্যাগেন সৎকবিঃ। শর্করায়াঃ পরি-ত্যাগাজ্জায়তে রাজপূজিতঃ ॥ ১৬ ॥ গুড়ত্যাগা-ন্মহাভূতিস্তথা দাড়িমবর্জ্জনাৎ। রক্তবস্ত্রপরিত্যাগা-জ্জায়তে জনবল্লভঃ ॥ ১৭ ॥ পট্টকূলপরিত্যাগাদ-ক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নুয়াৎ। মাষান্নচণকান্নস্য ত্যাগান্নৈব পুনর্ভবঃ ॥ ১৮ ॥ কৃষ্ণবস্ত্রং সদা ত্যাজ্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ। সূর্য্যসন্দর্শনাচ্ছুদ্ধির্নীলবস্ত্রস্য দর্শ-নাৎ ॥ ১৯ ॥ চন্দনস্য পরিত্যাগাদ্গান্ধর্বং লোক-মশ্নুতে। কর্পূরস্য পরিত্যাগাদ্‌যাবজ্জীবং মহাধনী ॥ ২০ ॥ কুসুম্ভস্য পরিত্যাগান্নৈব পশ্যেদ্ যমালয়ম্। কেশরস্য পরিত্যাগান্মনুষ্যো রাজবল্লভঃ ॥ ২১ ॥ যক্ষকর্দ্দমসন্ত্যাগাদ্‌ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। জ্ঞানী

প্রীতির জন্য যাহা ত্যাগ করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যে মানব শ্রদ্ধা সহকারে ত্যাগ করে, সে অনন্ত ফলভাগী হইয়া থাকে। কাংস্য ভাজন ত্যাগ করিলে মানব ভূতলে ভূপতি হয়। যে মানব পলাশপত্রে ভোজন করে, সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। গৃহী নর কদাপি তাম্র পাত্রে ভোজন করিবে না। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে তাম্র পাত্রে খাইবে না। যে অর্কপত্রে ভোজন করে, সে অনুপম ফল লাভ করিয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্যে বটপত্রে ভোজন করিলে অধিকতর ফল লাভ হয়। বুধ জন সর্ব্বদাই অশ্বত্থ পত্রে ভোজন করিবেন। একান্ন-ভোজী মানব রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। চাতুর্ম্মাস্যে লবণ ত্যাগ করিলে মানব সুভগ হয়। গোধূমান্ন পরিত্যাগ করিলে নর জন বল্লভ হইয়া হইয়া থাকে। অশোকভোজী দীর্ঘায়ু হয়। এই সময় রস ত্যাগ করিলে মহাপ্রাণী, মধুত্যাগে সুলোচন, মুদ্গত্যাগে রিপুনাশী, রাজমাষত্যাগে ধনাঢ্য, তণ্ডুলত্যাগে অশ্ববান্, ফলত্যাগে বহুসুত, তৈলত্যাগে সুরূপ এবং অড়হর কলায় ত্যাগে জ্ঞানী ও বলবান্ হয়। মৃগমাংস পরিত্যাগ করিলে নরক দেখিতে হয় না। শূকরমাংস পরি-

ত্যাগ করিলে ব্রহ্মবাস লাভ করে। ১—১১। লাবক মাংস ত্যাগ করিলে জ্ঞানী হয়। ঘৃত ত্যাগে সুখী হইয়া থাকে। আসব পরিত্যাগ করিলে মুক্ত সুনিশ্চিত। কনক পরিত্যাগ করিলে বলবান্ হয়। রৌপ্য পরিত্যাগ করিলে মানব হইয়া জন্মে। দধি-দুগ্ধ-পরিত্যাগী ব্যক্তি গোলোকে সুখভাগী হয়। পায়স ত্যাগ করিলে ব্রহ্মা এবং ক্ষিপ্রত্যাগে মহেশ্বর হইয়া জন্মে। অপূপত্যাগে কন্দর্প, মোদকত্যাগে সুখী, গৃহাশ্রম পরিত্যাগে বাহ্যাশ্রমনিষেবক, মরীচত্যাগে নৃপ, শুণ্ঠীত্যাগে সৎকবি, শর্করাত্যাগে রাজপূজিত, গুড় ও দাড়িম ত্যাগে ঐশ্বর্য্যশালী, রক্তবস্ত্রত্যাগে জনবল্লভ ও পট্টদুকূল পরিত্যাগে অক্ষয় স্বর্গভাগী হইয়া থাকে। মাষ, অন্ন, ও চণকত্যাগ করিলে পুনর্ব্বার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। এই সময় কৃষ্ণবস্ত্র সর্ব্বদা ত্যাগ করিতে হয়। নীলবস্ত্র দর্শন করিলে সূর্য্যদর্শনে শুদ্ধি হইয়া থাকে। চন্দনত্যাগে গন্ধর্ব্বলোকপ্রাপ্তি হয়। কর্পূরত্যাগ করিলে যাবজ্জীবন ধনাঢ্য হইয়া জন্মে। কুসুম্ভ পরিত্যাগ করিলে যমালয় দেখিতে হয় না। কেশর পরি-ত্যাগ করিলে রাজবল্লভ মনুষ্য হয়। যক্ষকর্দ্দম-

পুষ্পপরিত্যাগাচ্ছয্যাত্যাগে মহৎ সুখম্ ॥ ২২ ॥ ভার্য্যাবিয়োগং নাপ্নোতি চাতুর্ম্মাস্যে ন সংশয়ঃ। অলীকবাদসন্ত্যাগান্মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২৩ ॥ পরমর্ম্মপ্রকাশশ্চ সদ্যঃ পাপসমাগমঃ। চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে পরনিন্দাং বিবর্জ্জয়েৎ ২৪ ॥ পরনিন্দা মহাপাপং পরনিন্দা মহাভয়ম্। পরনিন্দা মহদ্দুঃখং ন তস্যাঃ পাতকং পরম্ ॥ ২৫ ॥ কেবলং নিন্দনে চৈব তৎপাপং লভতে গুরু। যথা শ্রুণ্বান এব স্যাৎ পাতকী ন ততঃ পরঃ ॥ ২৬ ॥ কেশসংস্কারসন্ত্যাগাত্তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ। নখরোমধরো যস্তু হরৌ সুপ্তে বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ দিবসে দিবসে তস্য গঙ্গাস্নানফলং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বোপায়ৈর্বিষ্ণুরেব প্রসাদ্যো যোগিধ্যেয়ঃ প্রবরৈঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ। বিষ্ণোর্নাম্না মুচ্যতে ঘোরবন্ধাচ্চাতুর্ম্মাস্যে স্মর্য্যতেঽসৌ বিশেষাৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইষ্টবস্তুপরিত্যাগমহিমবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কথং বিধিনিষেধৌ চ কর্ত্তব্যৌ বিষ্ণুসন্নিধৌ। যুষ্মদ্বাক্যামৃতং পীত্বা তৃপ্তির্মম ন বিদ্যতে ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। কর্কসংক্রান্তিদিবসে বিষ্ণুং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। ফলৈরর্ঘ্যঃ প্রদাতব্যঃ শস্তজম্বুফলৈঃ শুভৈঃ ॥ ২ ॥ জম্বুদ্বীপস্য সংজ্ঞেয়ং ফলেন চ বিজ্ঞায়তে। মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র শ্রদ্ধাধর্ম্মসুসংযতৈঃ ॥ ৩ ॥ ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যত্র কাপি ভবেন্মম। তন্ময়া বাসুদেবায় স্বয়মাত্মা নিবেদিতঃ ॥ ৪ ॥ ততো বিধিনিষেধৌ চ গ্রাহ্যৌ ভক্ত্যা হরেঃ পুরঃ। চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে সর্ব্বলোকমহাসুখে ॥ ৫ ॥ বিধির্বেদবিধিঃ কার্য্যো নিষেধো নিয়মো মতঃ। বিধিশ্চৈব নিষেধশ্চ দ্বাবেতৌ বিষ্ণুরেব হি ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সেব্য এব জনার্দ্দনঃ। বিষ্ণোঃ কথা বিষ্ণুপূজা ধ্যানং বিষ্ণোর্নতিস্তথা ॥ ৭ ॥ সর্ব্বমেব হরিপ্রীত্যা যঃ করোতি স মুক্তিভাক্। বর্ণাশ্রমবিধের্ম্মূর্ত্তঃ সত্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥৮ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ জন্মকষ্টাদিনাশনম্। হরিরেব ব্রতাদ্ গ্রাহ্যো

ত্যাগে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। পুষ্প পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানী হইয়া থাকে। শয্যাত্যাগ করিলে মহাসুখী হয়, এবং ভার্য্যাবিয়োগ প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে মানব মিথ্যা কথা বলে না, তাহার জন্য মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত থাকে। পরমর্ম্ম প্রকাশ করিলে পাপসঞ্চয় হয়। বিশেষতঃ হরিশয়ন চাতুর্ম্মাস্যে পরনিন্দা একেবারে বর্জ্জন করিবে। পরনিন্দা মহাপাপ মহাভয় ও মহাদুঃখ। পরনিন্দা হইতে আর পাপ নাই। পরনিন্দা করিয়া মানব ঐ গুরুতর পাপ লাভ করে। পরনিন্দা শ্রবণ করিলেও মহাপাপ হইয়া থাকে। হরিশয়নে কেশসংস্কার পরিত্যাগ করিলে ত্রিতাপপরিশূন্য হয়। যে মানব নখ-রোম ধারণ করে, সে দিবসে দিবসে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে। মানবগণের সর্ব্বপ্রযত্নে যোগি-ধ্যেয় বিষ্ণুর চিন্তা করা উচিত,বিষ্ণুনাম জপ করিলে মানব ঘোর বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষরূপে বিষ্ণু চিন্তা কর্ত্তব্য। ১২—২৯।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে দেব! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না; সুতরাং বিষ্ণু সন্নিধানে কথনি বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিতে হয়, আপনি তাঁহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন —কর্কটসংক্রান্তির দিনে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করিয়া জম্বু ফল দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়! এই জম্বুফল দ্বারাই জম্বুদ্বীপের নাম করণ হইয়াছে। মন্ত্র যথা,—ছয় মাসের মধ্যে আমার যে কোন স্থানে মৃত্যু হইবে, অতএব আমি স্বয়ং বাসুদেবকে আমার আত্মা দান করিতেছি। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিতে হয়। সর্ব্বলোক-সুখাবহ চাতুর্ম্মাস্য আগত হইলে হরিসম্মুখে বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিবে। বেদবিধিকে বিধি কহে। আর নিয়মকে নিষেধ বলে। বিধি ও নিষেধ উভয়ই বিষ্ণুস্বরূপ। অতএব যত্নসহকারে সকলেরই বিষ্ণুসেবা করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুকথা, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান, বিষ্ণুপ্রণাম, এই সকল বিষ্ণুর প্রীতির জন্য যিনি আচরণ করেন, তিনি মুক্তিভাগী হন। সনাতন বিষ্ণু সাক্ষাৎ সত্য এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ। বিশেষতঃ তিনি চাতুর্ম্মাস্যে জন্মকষ্টাদিনাশন। হরিকে

—— ——

প্রাতঃ
হয়েণ তাহা কর
অবস্থায় যদি চাতুর্মা
হইলে দানীয় সঙ্কল্পিত

ব্রতং দেহেন কারয়েৎ। দেহোহয়ং তপসা শোধ্য সুপ্তে দেবে তপোনিধৌ ॥৮॥ নারদ উবাচ। কিং ব্রতং কিং তপঃ প্রোক্তং ব্রহ্মন্ ব্রূহি সবিস্তরম্। সুপ্তে দেবে ময়া কার্য্যং কৃতং যচ্চ মহাফলম্ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ব্রতং বিষ্ণুব্রতং বিদ্ধি বিষ্ণুভক্তিসমন্বিতম্। তপশ্চ ধর্ম্মবর্ত্তিত্বং কৃচ্ছ্রাদিকমথাপি বা ॥ ১১ ॥ শৃণু ব্রতস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যামি প্রথমং তব। ব্রহ্মচর্য্যব্রতং সারং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ॥ ব্রহ্মচর্য্যং তপঃসারং ব্রহ্মচর্য্যং মহৎ ফলম্। ক্রিয়াসু সকলাস্বেব ব্রহ্মচর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবেণ তপ উগ্রং প্রবর্ত্ততে। ব্রহ্মচর্য্যাৎ পরং নাস্তি ধর্ম্মসাধনমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ চতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সুপ্তে দেবে গুণোত্তরম্। মহাব্রতমিদং লোকে তন্নিবোধ সদা দ্বিজ ॥ ১৫ ॥ নারায়ণমিদং কর্ম্ম যঃ করোতি ন লিপ্যতে। শতত্রয়ং ষষ্টিযুতং দিনমাহুশ্চ বৎসরে ॥ ১৬ ॥ তত্র নারায়ণো দেবঃ পূজ্যতে ব্রতকারিভিঃ। সৎক্রিয়ামমুকীং দেব কারয়িষ্যামি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৭ ॥ কুরুতে তদ্ব্রতং প্রাহুঃ সুপ্তে দেবে গুণোত্তরম্। বহ্নিহোমো বিপ্রভক্তিঃ শ্রদ্ধা ধর্ম্মে মতিঃ শুভা ॥ ১৮ ॥ সৎসঙ্গো বিষ্ণুপূজা চ সত্যবাদো দয়া হৃদি। আর্জ্জবং মধুরা বাণী সচ্চরিত্রে সদা রতিঃ ॥ ১৯ ॥ বেদপাঠস্তথাস্তেয়মহিংসা হ্রীঃ ক্ষমা দমঃ। নির্লোভতাক্রোধতা চ নির্ম্মোহোহমমতা রতিঃ ॥২০॥ শ্রুতিক্রিয়াপরং জ্ঞানং কৃষ্ণার্পিতমনোগতিঃ। এতানি যস্য তিষ্ঠন্তি ব্রতানি ব্রহ্মবিত্তম ॥ ২১ ॥ জীবন্মুক্তো নরঃ প্রোক্তো নৈব লিপ্যতি পাতকৈঃ। ব্রতং কৃতং সকৃদপি সদৈব হি মহাফলম্ ॥ ২২ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ ব্রহ্মচর্য্যাদিসেবনম্। অব্রতেন গতং যেষাং চাতুর্ম্মাস্যং সদা নৃণাম্ ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মস্তেষাং বৃথা সদ্ভিস্তত্ত্বজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিত.। সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ব্রতচর্য্যা মহাফলম্ ॥ ২৪ ॥ স্বল্পাপি বিহিতা বৎস চাতুর্ম্মাস্যে সুখপ্রদা। সর্ব্বত্র দৃশ্যতে বিষ্ণুর্ব্রতসেবাপরৈর্নৃভিঃ ॥২৫॥ চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে পালয়েদ্ব্রতং প্রযত্নতঃ ॥ ২৬ ॥ ভজস্ব বিষ্ণুং দ্বিজ-বহ্নিতীর্থ-বেদপ্রভেদময়মূর্ত্তিমজং বিরাজম্। যৎ প্রসাদাদ্ভবতি মোক্ষমহাতরুস্থস্তাপং ন যাস্যতি ভবার্কসমুদ্ভবং তম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে ব্রতমহিমবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

ব্রত দ্বারা লাভ করা যায়; ব্রত দেহ হইতে নির্ব্বাহ হয়। আর দেহ তপস্যা দ্বারা শোধনীয়। নারদ বলিলেন,—হে দেব! যাহা আমি হরিশয়নে করিব, সেই ব্রতই বা কি—আর তপস্যাই বা কি? ইহা আপনি সবিস্তারে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! বিষ্ণুব্রতই ব্রত; আর ধর্ম্মবর্ত্তিত্বই তপস্যা। অথবা কৃচ্ছ্রাদিকেও তপস্যা বলে। আমি প্রথমতঃ তোমাকে বলিতেছি, তুমি ব্রতমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই সার; ইহা ব্রত সকলের মধ্যে উত্তম ব্রত। ব্রহ্মচর্য্য তপস্যার সার, এবং মহাফলজনক। সকল কর্ম্ম হইতে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম। ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে উগ্র তপ প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সাধন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা বিশেষত হরিশয়নে গুণাধিক হইয়া থাকে। এইলোকে ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত বলিয়া কথিত। অতএব ইহার বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। নারায়ণময় এই কর্ম্ম যে করে, সে সংসারে লিপ্ত হয় না। বৎসরে তিনশত ষষ্টি দিন বিদ্যমান। ব্রতকারী ব্যক্তিগণ উক্ত দিবসে নারায়ণের পূজা করিবে। তাহারা বলিবে,—হে দেব! আমি নিশ্চয়ই সৎক্রিয়া করিব। হরিশয়নে এই ব্রত করিতে হয়। বহ্নিহোম, বিপ্রভক্তি, শ্রদ্ধা, ধর্ম্মে মতি, সৎসঙ্গ, বিষ্ণুপূজা, সত্যবাদ, দয়া, আর্জ্জব, মধুরা বাণী, সচ্চরিত্রে রতি, বেদপাঠ, অস্তেয়, অহিংসা, লজ্জা, ক্ষমা, দম, অমরত্ব, রতি, শ্রুতি-ক্রিয়াপর জ্ঞান ও কৃষ্ণার্পিত মনোগতি, এই সকল ব্রতনিয়ম যাহারা করে, তাহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা হয় কদাচ তাহারা পাতকযুক্ত হয় না। ব্রত একবারমাত্র করিলেও মহাফল লব্ধ হইয়া থাকে। বিশেষত চাতুর্ম্মাস্যে কৃত হইলে অধিকতর ফল প্রদান করে। যে সকল নরের ব্রত ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত হয়, তাহাদের ধর্ম্ম বৃথা। তত্ত্বজ্ঞগণ ইহা বলিয়া থাকেন। সকল বর্ণেরই ব্রহ্মচর্য্য মহাফলদায়ক। ব্রহ্মচর্য্য চাতুর্ম্মাস্যে অল্পপরিমাণে বিহিত হইলেও সুখপ্রদ হয়। ব্রতসেবা-পরায়ণ নরগণ সর্ব্বত্র বিষ্ণু দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব চাতুর্ম্মাস্যে যত্নসহকারে ব্রত পালন করিবে। যাঁহার প্রসাদে মোক্ষমহাতরুর তলে থাকিয়া সংসার-সৌরতাপ প্রাপ্ত হইতে হয় না, যিনি দ্বিজ, বহ্নি, অজ, তীর্থ ও বেদপ্রভেদময়, সেই বিষ্ণুর ভজনা কর। ১—২৭।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৭।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। তপঃ শৃণুষ্ব বিপ্রেন্দ্র বিস্তরেণ মহামতে। যস্য শ্রবণমাত্রেণ চাতুর্ম্মাস্যেঽঘনাশনম্॥ ১॥ ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ বিষ্ণোঃ পূজা সদা তপঃ। ততঃ সুপ্তে জগন্নাথে মহত্তপ উদাহৃতম্॥ ২॥ করণং পঞ্চযজ্ঞানাং সততং তপ এব হি। তন্নিবেদ্য হরৌ চৈব চাতুর্ম্মাস্যে মহত্তপঃ॥ ৩॥ ঋতুযানং গৃহস্থস্য তপ এব সদৈব হি। চাতুর্ম্মাস্যে হরিপ্রীত্যৈ তন্নিবেদ্যং মহত্তপঃ॥ ৪॥ সত্যবাদস্তপো নিত্যং প্রাণিনাং ভুবি দুর্লভম্। সুপ্তে দেবপতৌ কুর্ব্বন্ননন্তফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৫॥ অহিংসাদিগুণানাং চ পালনং সততং তপঃ। চাতুর্ম্মাস্যে ত্যক্তবৈরং মহত্তপ উদারধীঃ॥ ৬॥ তপ এব মহন্মর্ত্ত্যঃ পঞ্চায়তনপূজনম্। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ হরিপ্রীত্যা সমাচরেৎ॥ ৭॥ নারদ উবাচ। পঞ্চায়তনসংজ্ঞেয়ং কস্যোক্তা সা কথং ভবেৎ। কথং পূজা চ কর্ত্তব্যা বিস্তরেণাশু তদ্বদ॥ ৮॥ ব্রহ্মোবাচ। প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নপূজায়াং মধ্যে পূজ্যো রবিঃ সদা। রাত্রৌ মধ্যে ভবেচ্চন্দ্রস্তদ্বর্ণকুসুমৈঃ শুভৈঃ॥ ৯॥ বহ্নিকোণে তু হেরম্বং সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে। রক্তচন্দনপুষ্পৈশ্চ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ॥ ১০॥ নৈর্ঋতং দলমাস্থায় ভগবান্ দুষ্টদর্পহা। গৃহস্থস্য সদা শত্রুবিনাশং বিদধাতি সঃ॥ ১১॥ নৈর্ঋত্যকোণগঃ বিষ্ণুং পূজয়েৎ সর্ব্বদা বুধঃ। সুগন্ধচন্দনৈঃ পুষ্পৈর্নৈবেদ্যৈশ্চাতিশোভনৈঃ॥ ১২॥ গোত্রজ্ঞা বায়ুকোণে তু পূজনীয়া সদা বুধৈঃ। পুত্রপৌত্রপ্রবৃদ্ধ্যৈ সুমনোভির্মনোহরৈঃ॥ ১৩॥ ঐশানে ভগবান্ রুদ্রঃ শ্বেতপুষ্পৈঃ সদার্চ্চিতঃ। অপমৃত্যুবিনাশায় সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে॥ ১৪॥ জাগর্ত্তি মহিমা যস্য ব্রহ্মাদ্যৈর্নৈব লিখ্যতে। পঞ্চায়তনমেতদ্ধি পূজ্যতে গৃহমেধিভিঃ॥ ১৫॥ তপ এতৎ সদা কার্য্যং চাতুর্ম্মাস্যে মহাফলম্। পর্ব্বকালেষু সর্ব্বেষু দানং দেয়ং তপঃ সদা। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ তদনন্তং প্রজায়তে॥ ১৬॥ শৌচং তু দ্বিবিধং প্রাহুঃ বাহ্যমাভ্যন্তরং সদা। জলশৌচং তথা বাহ্যং শ্রদ্ধয়া চান্তরং ভবেৎ॥ ১৭॥

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! যাহা চাতুর্ম্মাস্যে শ্রবণ করিলেও পাপ বিনষ্ট হয়, আমি সেই তপের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ষোড়শোপচারে বিষ্ণুপূজাই তপ; আর এই তপ চাতুর্ম্মাস্যে কৃত হইলেই মহৎ তপ বলিয়া অভিহিত হয়। পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানকেও তপ বলা যায়; আর ঐ পঞ্চযজ্ঞ চাতুর্ম্মাস্যে হরির উদ্দেশে কৃত হইলে উহাকে মহৎ তপ বলিয়া থাকে। গৃহস্থগণের ঋতুকালাভিগমনকেও তপ বলে; আর উহা চাতুর্ম্মাস্যে হরিপ্রীতিনিমিত্ত নিবেদিত হইলেই উহা মহাতপ নামে অভিহিত হয়। সত্যকথা বলাও মানবগণের দুর্লভ তপঃস্বরূপ। হরিশয়নে সত্যকথা বলিলে তাহা অনন্ত-ফলজনক হইয়া থাকে। অহিংসাদি ধর্ম্মপালনের নামও তপ। চাতুর্ম্মাস্যে বৈরত্যাগ করিয়া যে উদারতা প্রকাশ, তাহা মহৎ তপ। মর্ত্ত্যজনের পঞ্চায়তন পূজন তপঃস্বরূপ; বিশেষতঃ উহা চাতুর্ম্মাস্যে হরিপ্রীতি কামনায় আচরণ করিতে হয়। নারদ বলিলেন —হে ব্রহ্মন্! এই যে পঞ্চায়তন পূজার কথা কহিলেন, ইহা কাহার উক্তি—কি প্রকার—কিরূপে এ পূজা করিতে হয়? বিস্তৃতভাবে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রাতঃকালীন ও মধ্যকালীন পূজায় অকাশমধ্যবর্ত্তী সূর্য্য এবং রাত্রিকালে মধ্যাকাশবর্ত্তী চন্দ্রের তদ্বর্ণ কুসুম দ্বারা পূজা করিতে হয়। সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত অগ্নিকোণে রক্তচন্দন ও পুষ্প দ্বারা হেরম্বের পূজা করিবে। ভগবান্ দুষ্টদর্পহা নৈর্ঋত কোণ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা গৃহস্থ দিগের শত্রুকুল উন্মূলিত করেন। অতএব মানব সুগন্ধ চন্দন ও শোভিত পুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা নৈর্ঋতকোণাবস্থিত ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য পূজা করিবে। বায়ুকোণে গোত্রজ্ঞা দেবীর পূজা করিতে হয়। মনোহর কুসুমনিকর দ্বারা ইঁহার পূজা করিলে মানবগণের পুত্রপৌত্রাদি বর্দ্ধিত হয়।১—১৪। ঈশান কোণে শ্বেতপুষ্প দ্বারা ভগবান্ রুদ্রের পূজা করিবে। ইহাতে মানবের অপমৃত্যু নিবারণ ও সর্ব্ব দোষের শান্তি হয়। এই পঞ্চায়তনের মহিমা জাগরিত; ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহা লিখিয়া রাখিতে অক্ষম। উক্ত প্রকার পঞ্চায়তন গৃহমেধী ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত হয়। ইহা তপস্যা স্বরূপ, চাতুর্ম্মাস্যে করিলে বেশী ফল হয়। এই উপলক্ষে সর্ব্বকালে দান করা উচিত। এও এক প্রকার তপ। চাতুর্ম্মাস্যে এই দানাদি অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা আনন্ত্যে উপনীত হয়। শৌচ দুই প্রকার,—বাহ্যশৌচ আর আভ্যন্তর শৌচ। জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া যে শুদ্ধি হয়,

ইন্দ্রিয়াণাং গ্রহঃ কার্য্যস্তপসো লক্ষণং পরম্। নিবৃত্তেন্দ্রিয়লৌল্যশ্চ চাতুর্ম্মাস্যে মহত্তপঃ॥ ১৮॥ ইন্দ্রিয়াশ্বান্ সন্নিয়ম্য সততং সুখমেধতে। নরকে প্রাপ্যতে প্রাণৈস্তৈরেবোৎপথগামিভিঃ॥ ১৯॥ মমতারূপিণীং গ্রাহীং দুষ্টাং নির্ভর্ৎস্য নিগ্রহেৎ। তপ এব সদা পুংসাং চাতুর্ম্মাস্যেঽধিগৌরবম্॥ ২০॥ কাম এব মহাশত্রুস্তমেকং নির্জ্জয়েদ্দৃঢম্। জিতকামা মহাত্মানস্তৈর্জিতং নিখিলং জগৎ॥ ২১॥ এতচ্চ তপসো মূলং তপসো মূলমেব তৎ। সর্ব্বদা কামবিজয়ঃ সঙ্কল্পবিজয়স্তথা॥ ২২॥ তদেব হি পরং জ্ঞানং কামো যেন প্রজীয়তে। মহত্তপস্তদেবাহুশ্চাতুর্ম্মাস্যে ফলোত্তমম্॥ ২৩॥ লোভঃ সদা পরিত্যাজ্যঃ পাপং লোভে সমাশ্রিতম্। তপস্তস্যৈব বিজয়শ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ॥ ২৪॥ মোহঃ সদাবিবেকশ্চ বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ। তেন ত্যক্তো নরো জ্ঞানী ন জ্ঞানী মোহসংশ্রয়াৎ॥ ২৫॥ মদ এব মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহারিপুঃ। সদা স এব নিগ্রাহ্যঃ সুপ্তে দেবে বিশেষতঃ॥ ২৬॥ মানঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বসত্যেব ভয়াবহঃ। ক্ষময়া তং বিনির্জ্জিত্য চাতুর্ম্মাস্যে গুণাধিকঃ॥ ২৭॥ মাৎসর্য্যং নির্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো মহাপাতককারণম্। চাতুর্ম্মাস্যে জিতং তেন ত্রৈলোক্যমমরৈঃ সহ॥ ২৮॥ অহঙ্কারসমাক্রান্তা মুনয়ো বিজিতেন্দ্রিয়াঃ। ধর্ম্মমার্গং পরিত্যজ্য কুর্ব্বন্ত্যন্মার্গজাঃ ক্রিয়াম্॥ ২৯॥ অহঙ্কারং পরিত্যজ্য সততং সুখমাপ্নুয়াৎ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ তস্য ত্যাগে মহাফলম্॥ ৩০॥ এতদ্ধি তপসো মূলং যদেতন্মনসস্ত্যজেৎ। ত্যক্তেষেতেষু সর্ব্বেষু পরব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥ ৩১॥ প্রথমং কায়শুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ। শয়নে দেবদেবস্য বিশেষেণ মহত্তপঃ॥ ৩২॥ হরেস্তু শয়নে নিত্যমেকান্তরমুপোষণম্। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা ন স গচ্ছেদ্‌যমালয়ম্॥ ৩৩॥ হরিস্বাপে নরো নিত্যমেকভক্তং সমাচরেৎ। দিবসে দিবসে তস্য দ্বাদশাহফলং লভেৎ॥ ৩৪॥ চাতুর্ম্মাস্যে নরো যস্তু

তাহাকে বাহ্য শৌচ; আর শ্রদ্ধা দ্বারা ক্ষালিত হওয়ায় অন্তরের যে শুদ্ধি হয়, তাহাকে আভ্যন্তর শৌচ কহে। ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূত করিবে। ইন্দ্রিয় বশীভূত করাই তপস্যার মূল। আর এই কার্য্য চতুর্ম্মাস্যে করিতে পারিলেই ইহা মহৎ তপের কার্য্য করে। মানব সতত ইন্দ্রিয়-অশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুখ ভোগ করিবে। উহারা উৎপথগামী হইলেই নরকে পাতিত করিয়া থাকে। মমতারূপিণী দুষ্টা গ্রাহীকে তিরস্কার পুরঃসর নিগৃহীত করিবে। এ সকল অপেক্ষাও মানবগণের অনুষ্ঠিত চাতুর্ম্মাস্যের তপ অধিক ফলপ্রদ। কাম একটী মহাশত্রু, তাহাকে দৃঢ়রূপে নিগৃহীত করা উচিত। যাহারা কামকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারা মহাত্মা; কাম এই নিখিল জগৎকে জয় করিয়াছে। এই কামজয় তপস্যার মূল। মানব সর্ব্বদা কাম ও কামনাকে জয় করিবে। যে জ্ঞান দ্বারা কাম ও কামনাকে জয় করিতে পারা যায়, তাহাই উত্তম জ্ঞান। চাতুর্ম্মাস্যে এইরূপ জ্ঞান উপার্জন করিতে পারিলে তাহা মহাতপঃস্বরূপ এবং উত্তম ফলপ্রদ হইয়া থাকে। লোভ সর্ব্বদা পরিহার করিবে; লোভে পাপ অবস্থান করে। লোভবিজয়ও তপ; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে। অবিবেকই মোহ; ইহা সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। মোহহীন ব্যক্তিই জ্ঞানী; যিনি মুগ্ধ, তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। মদ, মনুষ্যদিগের শরীরস্থ মহারিপু। সর্ব্বদা তাহা নিগৃহীত করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে মদ একান্ত নিগ্রাহ্য। মন সর্ব্বভূতেই বাস করে। ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ। ক্ষমা দ্বারা তাহাকে জয় করিতে হয়। চাতুর্ম্মাস্যে মন জয় করিতে পারিলে তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়। ১৪—২৭। মানব মহাপাতককারণ মাৎসর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত করিবে। এ কার্য্য চাতুর্ম্মাস্যে করিতে পারিলে অমরগণের সহিত নিখিল ত্রৈলোক্যই জিত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মুনিগণও অহঙ্কারাক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। সুতরাং মানবগণ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সতত সুখ ভোগ করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে পারিলে মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অহঙ্কার ত্যাগই তপস্যার মূল। সুতরাং ইহাকে মনে স্থান দিবে না। এই রিপুবর্গ ত্যাগ করিতে পারিলে মানব ব্রহ্মময় হয়। কায়শুদ্ধ্যর্থ প্রাজাপত্য করিবে। হরিশয়নে ইহা অনুষ্ঠিত হইলে মহাতপঃস্বরূপ হইয়া থাকে। যে নর হরিশয়নে এক দিন অন্তর উপবাস করে, তাহাকে যমালয়ে যাইতে হয় না। হরিশয়নে নর নিত্য একাহারী হইবে। এরূপ করিলে সে প্রত্যেক দিন দ্বাদশ দিনের ফল

শাকাহারপরো যদি। পুণ্যং ক্রতুসহস্রাণাং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। ৩৫। চাতুর্ম্মাস্যে নরো নিত্যং চান্দ্রায়ণব্রতং চরেৎ। একৈকমাসে তৎপুণ্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। ৩৬॥ সুপ্তে দেবে চ পারাকং যঃ করোতি বিশুদ্ধধীঃ। নারী বা শ্রদ্ধয়া যুক্তা শতজন্মাঘ নাশনম্। ৩৭। কৃচ্ছ্রসেবী ভবেদ্যস্তু সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে। পাপরাশিং বিনির্ধূয় বৈকুণ্ঠে গণতাং ব্রজেৎ। ৩৮। তপ্তকৃচ্ছ্রপরো যস্তু সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে। কীর্ত্তিং সম্প্রাপ্য বা পুত্রং বিষ্ণুসাযুজ্যতাং ব্রজেৎ। ৩৯। দুগ্ধাহারপরো যস্তু চাতুর্ম্মাস্যেঽভিজায়তে। তস্য পাপসহস্রাণি বিলয়ং যান্তি দেহিনঃ। ৪০॥ মিতান্নাশনকৃদ্ধীরশ্চাতুর্ম্মাস্যে নরো যদি। নির্ধূয় সকলং পাপং বৈকুণ্ঠপদমাপ্নুয়াৎ ॥৪১॥ একান্নাশনকৃন্মর্ত্ত্যো ন রোগৈরভিভূয়তে। অক্ষার-লবণাশী চ চাতুর্ম্মাস্যে ন পাপভাক্। ৪২। কৃতাহারো মহাপাপৈর্নির্ম্মুক্তো জায়তে ধ্রুবম্। হরি-মুদ্দিশ্য মাসেষু চতুর্ষু চ ন সংশয়ঃ। ৪৩। কন্দমূলাশনকরঃ পূর্ব্বজান্ সহ চাত্মনা। উদ্ধৃত্য নরকাদ্ঘোরাদ্যাতি বিষ্ণুসলোকতাম্ ॥৪৪। নিত্যাম্বু-প্রাশনকরশ্চাতুর্ম্মাস্যে যদা ভবেৎ। দিনেদিনেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্। ৪৫। শীতবৃষ্টি-সহো যস্তু চতুর্ম্মাস্যে নরো ভবেৎ। হরিপ্রীত্যৈ জগন্নাথস্তস্যাত্মানং প্রযচ্ছতি। ৪৬। মহাপারাক-সংজ্ঞন্তু মহত্তপ উদাহৃতম্। মাসৈকমুপবাসেন সর্ব্বং পূর্ণং প্রজায়তে। ৪৭॥ দেবস্বাপদিনাদৌ তু যাবৎ পবিত্রদ্বাদশী। পবিত্রদ্বাদশীপূর্ব্বং যাবৎ শ্রবণদ্বাদশী। ৪৮॥ মহাপারাকমেতদ্ধি দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। শ্রবণদ্বাদশীপূর্ব্বং প্রাপ্তা চাশ্বিনদ্বাদশী। ৪৯॥ মহাপারাকং তৃতীয়ং প্রোক্তঞ্চ, সমুদাহৃতম্। আশ্বিন-দ্বাদশী চাদৌ প্রাপ্তা দেবসুবোধিনী। ৫০॥ মহাপারাকমেতদ্ধি চতুর্থং পরিকথ্যতে। এতেষামেকমপি চ নারী বা পুরুষোঽপি বা। ৫১। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা স চ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। ইদঞ্চ সর্ব্ব-তপসাং মহত্তপ উদাহৃতম্॥ ৫২॥ দুষ্করং দুর্লভং লোকে চাতুর্ম্মাস্যে মখাধিকম্। দিবসে দিবসে তস্য যজ্ঞাযুতফলং স্মৃতম্॥ ৫৩॥ মহত্তপ ইদং যেন কৃতং জগতি দুর্লভম্। ইদমেব মহাপুণ্যমিদমেব মহৎ

লাভ করিবে। যে নর চাতুর্ম্মাস্যে শাকাহার-পরায়ণ হয়, সে সহস্র যাগের ফলাধিকারী হইয়া থাকে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। মানব চাতুর্ম্মাস্যে নিত্য চান্দ্রায়ণাচরণ করিবে। এ পুণ্যের ফল এক মাসেও বর্ণন করা যায় না। যে মানব এই সময় বিশুদ্ধ ভাবে পরাক ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে এবং নারী হইলেও তাহার শত জন্মের পাপ নষ্ট হয়। যে মানব হরি-শয়নে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান করে, সে পাপরাশিকে তাড়াইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করত গণত্ব প্রাপ্ত হয়। যে নর ঐ সময় তপ্তকৃচ্ছ্রপরায়ণ হয়, সে কীর্ত্তি ও পুত্র লাভ করিয়া বিষ্ণু-সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। যে মানব চাতুর্ম্মাস্যে দুগ্ধাহারপরায়ণ হয়, তাহার পাপসংস্র বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্যে মিতান্ন ভোজন করে, সে নিখিল পাপকে বিনষ্ট করিয়া বৈকুণ্ঠপদবী প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় যে নর একান্ন ভোজন করে, সে কদাচ রোগাভিভূত হয় না। অক্ষার-লবণাশী ব্যক্তিকে কদাচ পাপ স্পর্শ করে না। আর যাহারা এই চারিমাস হরি-উদ্দেশে আহার করিয়া থাকে, তাহাদেরও সর্ব্ব পাপ নির্ম্মূল হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যাহারা এই সময় কন্দ-মূল-ফলাশী হইয়া থাকে, তাহারা স্বীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের সহিত আপনাদিগকে ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া বিষ্ণু-সালোক্য লাভ করে। ২৮—৪৪। যাহারা চাতুর্ম্মাস্যে নিত্য জল পান করিয়া থাকে, তাহারা দিনে দিনে অশ্বমেধের ফল লাভ করে। ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। যে নর হরি-প্রীতির নিমিত্ত চাতুর্ম্মাস্যে শীত-বৃষ্টি সহ্য করে, হরি তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করেন। মহাপারাক একটী মহাতপঃ, ইহাতে একমাস উপবাস দিতে হয়। এই মহাপারাক আবার চারি প্রকার; যথা, শ্রীহরির প্রথম শয়নের দিন হইতে পবিত্র দ্বাদশী পর্য্যন্ত প্রথম মহাপারাক। পবিত্র দ্বাদশী হইতে শ্রাবণদ্বাদশী পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মহাপারাক। শ্রাবণ-দ্বাদশী হইতে আশ্বিনদ্বাদশী পর্য্যন্ত তৃতীয় মহা-পারাক। আর আশ্বিনদ্বাদশী হইতে দেব-সুবোধিনী পর্য্যন্ত চতুর্থ মহাপারাক। এই পারাক চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোনটী—নারী বা পুরুষ যে কেহ ভক্তিপূর্ব্বক আচরণ করে, সে সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু হইয়া থাকে। এই পারাকব্রত তপ সকলের মধ্যে মহাতপ। ইহা লোকে দুষ্কর ও দুর্লভ। চাতুর্ম্মাস্যে ইহা যজ্ঞ হইতেও অধিক ফলদায়ক। পারাকব্রতের এক এক দিবস অযুত যজ্ঞের ফল প্রদান করে। ইহা দুর্লভ মহৎ তপ বলিয়া

স্থখম্ । ইদমেব পরং শ্রেয়ো মহাপারাকসেবনম্ ॥ নারায়ণো বসেদ্দেহে জ্ঞানং তস্য প্রজায়তে । জীব-মুক্তঃ স ভবতি মহাপাতককারকঃ ॥ ৫ ॥ তাব-দ্গর্জ্জন্তি পাপানি নরকাস্তাবদেব হি । তাবন্মায়া-সহস্রাণি যাবন্মাসোপবাসকঃ ॥ ৫৬ ॥ চাতুর্ম্মাস্যুপ বাসী যো যস্য প্রাঙ্গণিকো ভবেৎ । সোঽপি হত্যা-সহস্রাণি ত্যক্ত্বা নিষ্কল্মষো ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ য ইদং শ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যো যঃ পঠেৎ সততং স্বয়ম্ ॥ ৫৮॥ সোঽপি বাচস্পতিসমঃ ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ ইদং পুরাণং পরমং পবিত্রং শৃণ্বন্ গৃণন্ পাপবিশুদ্ধিহেতু । নারায়ণং তং মনসা বিচিন্ত্য মৃতোঽভিগচ্ছত্যমৃতং সুরাধিকম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তপোমহিমবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশ-দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ পূজনং ক্রিয়তে কথম্ । তে কে ষোড়শ ভাবাঃ স্যুর্নিত্যং

জগতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই পারাকব্রত মহাপুণ্য, মহৎসুখ ও পরমশ্রেয়ঃ । পরাকব্রতাচারীর দেহে নারায়ণ বাস করেন । যে পারাকব্রত করে, তাহার দিব্য জ্ঞান জন্মে ; সে মহাপাপ করিলেও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে । যতদিন না পারাকব্রত অনুষ্ঠিত হয়, ততদিনই পাপের গর্জ্জন, এবং মায়ার সহস্র বন্ধন জানিবে । পারাকব্রতোপবাসী ব্যক্তি যাহার গৃহে আথিত্য গ্রহণ করে, সেও সহস্র হত্যা-জনিত পাপের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিষ্কল্মষ হইয়া থাকে । যে নর ইহা পাঠ করায় বা স্বয়ং পাঠ করে, সেও বাচস্পতিতুল্য হইয়া মহৎ ফল প্রাপ্ত হয় ; ইহাতে আর কোন সংশয় নাই । পাপমুক্তির হেতু এই পরম পবিত্র পুরাণের শ্রোতা ও বক্তাগণ মৃত্যুকালে নারায়ণকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সুর-দুর্লভ জরামৃত্যুরহিত পদবী লাভ করে । ৪৭—৬০ ।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে প্রজাপতে ! ষোড়শ উপচার দ্বারা কিরূপে পূজা করিতে হয়—সেই

যে শয়নে হরেঃ ॥ ১ ॥ এতদ্বিস্তরেতা ব্রূহি পৃচ্ছতো মে প্রজাপতে । তব প্রসাদমাসাদ্য জগৎ-পূজ্যো ভবাম্যহম্ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মোবাচ । বিষ্ণুভক্তির্দৃঢ়া কার্য্যা বেদশাস্ত্রবিধানতঃ । বেদমূলমিদং সর্ব্বং বেদো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৩ ॥ তে বেদা ব্রাহ্মণাধারা ব্রাহ্মণাশ্চাগ্নিদৈবতাঃ । অগ্নৌ প্রাস্তাহুতির্বিপ্রো যজ্ঞে দেবং যজন্ সদা ॥ ৪ ॥ জগৎ সন্ধারয়েৎ সর্ব্বং বিষ্ণুপূজারতঃ সদা নারায়ণঃ স্মৃতো ধ্যাতঃ ক্লেশদুঃখাদিনাশনঃ ॥ ৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ জলরূপগতো হরিঃ । জলাদন্নানি জায়ন্তে জগতাং তৃপ্তিহেতবে ॥ ৬ ॥ বিষ্ণুদেহাংশসম্ভূতং তদন্নং ব্রহ্ম ইষ্যতে । তদন্নং বিষ্ণবে দত্ত্বা হ্যাবাহনপুরঃসরম্ ॥ ৭ ॥ পুনর্জন্মজরাক্লেশসংস্কারৈর্নাভিভূয়তে । আকাশ-সম্ভবো বেদ এক এব পুরাভবৎ ॥ ৮ ॥ ততো যজুঃসামসংজ্ঞামৃগ্বেদঃ প্রাপ ভূতয়ে । ঋগ্বেদোঽভিহিতঃ পূর্ব্বং যজুঃসহস্রশীর্ষেতি চ ॥ ৯ ॥ ষোড়শর্চ্চং মহাসূক্তং নারায়ণময়ং পরম্ । তস্যাপি পাঠমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥ বিপ্রঃ পূর্ব্বং স্বসেদ্দেহে

ষোড়শ উপচারই বা কি—যাহা হরিশয়নে নিত্য প্রয়োজনীয় ? এই সকল আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন । আপনার অনুগ্রহে আমি জগৎপূজ্য হইলাম । ব্রহ্মা বলিলেন, —হে মুনে ! শ্রবণ কর, বেদশাস্ত্রবিধানে বিষ্ণু-ভক্তি দৃঢ় করিতে হয় । এই সমস্তই বেদমূলক ; বেদ সনাতন বিষ্ণুস্বরূপ । ব্রাহ্মণগণ বেদ ধারণ করেন । অগ্নি ব্রাহ্মণগণের দেবতা । ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞে দেব-গণকে প্রীণিত করেন । তাঁহারাই বিষ্ণুপূজায় রত থাকিয়া জগৎ ধারণ করেন । ভগবান্ নারায়ণ স্মৃত ও ধ্যাত হইয়া ক্লেশ ও দুঃখ দূর করেন । চাতুর্ম্মাস্যে তিনি জলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন । ঐ জল হইতেই জগতের তৃপ্তির নিমিত্ত অন্ন উৎ-পন্ন হয় । ঐ বিষ্ণুদেহাংশ-সম্ভূত অন্ন ব্রহ্মস্বরূপ । আবাহনপুরঃসর ঐ অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে পুনর্জন্ম ও জরা-ক্লেশাদি সংস্কারে অভিভূত হইতে হয় না । পূর্ব্বে আকাশ-সম্ভব বেদ একমাত্র ছিল । অতঃপর জগতের ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত ঋগ্বেদ, যজুঃ ও সামসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । পূর্ব্বে একমাত্র ঋগ্বেদ, যজু ও সহস্রশীর্ষা বলিয়া অভিহিত ছিল । উহা ষোড়শ ঋক্‌যুক্ত মহাসূক্তবিশিষ্ট ও নারায়ণময় থাকে । উহার পাঠমাত্রে ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্তিত হয় ।

স্মৃত্যুক্তেন নিজে বুধঃ। ততস্তু প্রতিমায়াঞ্চ শাল-গ্রামে বিশেষতঃ॥ ১১॥ ক্রমেণ চ ততঃ কুর্য্যাৎ পশ্চাদাবাহনাদিকম্। আবাহ্য সকলং রূপং বৈকুণ্ঠ-স্থানসংস্থিতম্॥ ১২॥ কৌস্তভেন বিরাজন্তং সূর্য্য-কোটিসমপ্রভম্। দণ্ডহস্তং শিখাসূত্রসহিতং পীতবাস-সম্॥ ১৩॥ মহাসন্ন্যাসিনং ধ্যায়েচ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ। এবং রূপময়ং বিষ্ণুং সর্ব্বপাপৌঘহা-রিণম্॥ ১৪॥ আবাহয়েচ্চ পুরতো ধ্যানসংস্থং দ্বিজোত্তম। ঋচা প্রথময়া চাস্তোঙ্কারাদিসমুদীর্ণয়া॥ ১৫॥ দ্বিতীয়য়া চাসনঞ্চ পার্ষদৈশ্চ সমন্বিতম্। সৌবর্ণাস্থাসনাস্তেষাং মনসা পরিচিন্তয়েৎ॥ ১৬॥ চিন্তনৈর্ভক্তিযোগেন পরিপূর্ণঞ্চ তদ্ভবেৎ। পাদ্যং তৃতীয়য়া কার্য্যং গঙ্গাং তত্র স্মরেদ্বুধঃ॥ ১৭॥ অর্ঘ্যঃ কার্য্যস্ততো বিষ্ণোঃ সরিদ্ভিঃ সপ্তসাগরৈঃ। পুনরা-চমনং কার্য্যমমৃতেন জগৎপতেঃ॥ ১৮॥ ত্রিভিরা-চমনৈঃ শুদ্ধিব্রাহ্মণস্য নিগদ্যতে। অদ্ভিস্তু প্রকৃতি-স্থাভিহীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ॥ ১৯॥ হৃৎকণ্ঠতালু-গাভিশ্চ যথাবর্ণং দ্বিজাতয়ঃ। শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎস্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥ ২০॥ পঞ্চম্যাচমনং কার্য্যং ভক্তিযুক্তেন চেতসা। ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ভক্ত্যাত্মানং প্রযচ্ছতি॥ ২১॥ ততঃ সুবাসিতৈ-স্তোয়ৈঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতৈঃ। শেষোদকৈঃ স্বর্ণঘটৈঃ স্নানং দেবস্য কারয়েৎ॥ ২২॥ তীর্থোদকৈঃ শ্রদ্ধয়া চ মনসা সমুপাহৃতৈঃ। অশ্রদ্ধয়া রত্নরাশিঃ প্রদত্তো নিষ্ফলো ভবেৎ॥ ২৩॥ বার্য্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমনন্তত্বায় কল্পতে। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ শ্রদ্ধয়া পূয়তে নরঃ॥ ২৪॥ ষষ্ঠ্যা স্নানং ততঃ কার্য্যং পুনরাচমনং ভবেৎ। দদ্যাচ্চ বাসসী স্বর্ণসহিতে ভক্তিশক্তিতঃ॥ ২৫॥ আচ্ছাদিতং জগৎসর্ব্বং বস্ত্রেণাচ্ছাদিতো হরিঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ বস্ত্রদানং মহাফলম্॥ ২৬॥ পুনরাচমনং দেয়ং যতয়ে বিষ্ণুরূপিণে। বস্ত্রদানঞ্চ সপ্তম্যা কার্য্যং বিষ্ণোর্মুনীশ্বর॥ ২৭॥ যজ্ঞোপবীতমষ্টম্যা তচ্চাধ্যাত্মতয়া শৃণু। সূর্য্যকোটিসমস্পর্শং তেজসা ভাস্বরং তথা॥ ২৮॥ ক্রোধাধিভূতে বিপ্রে তু তড়িৎকোটিসমপ্রভম্। সূর্য্যেন্দুবহ্নিসংযোগাদ্গুণ-ত্রয়সমন্বিতম্॥ ২৯॥ ত্রয়ীময়ং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ররূপং

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ স্মৃত্যুক্ত বিধানে উহা স্বীয় দেহে ন্যাস করেন। তারপর প্রতিমা ও শালগ্রামে রক্ষিত হয়। যথাক্রমে আবাহন, আবাহনের পর ঐ দেবকে তাঁহারা বৈকুণ্ঠস্থ কৌস্তভশোভী, কোটি-সূর্য্যসমপ্রভ, দণ্ডহস্ত, শিখাসূত্র-সমন্বিত, পীতবাস ও মহাসন্ন্যাসিরূপী ভাবিয়া ধ্যান করেন। চাতুর্ম্মাস্যে এইভাবে বিশেষরূপে ধ্যান করা উচিত। হে দ্বিজোত্তম! মানব এইরূপ রূপবিশিষ্ট পাপরাশি-নাশী ধ্যানসংস্থ বিষ্ণুকে ওঙ্কারাদি সমুদীর্ণ প্রথম ঋক্ দ্বারা সম্মুখে আবাহন করিবে। দ্বিতীয় ঋক্ দ্বারা তাঁহাকে পার্ষদগণের সহিত আসন দান করিবে। তাঁহার পার্ষদগণের জন্য সুবর্ণ-আসন মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে। ভক্তিযুক্ত চিন্তায় তাহা সুসিদ্ধ হইবে। তৃতীয় ঋক্ দ্বারা পাদ্য কল্পনা করিবে। পাদ্যে গঙ্গা স্মরণ করিবে। অনন্তর সরিৎসমূহ ও সপ্তসাগর দ্বারা তাঁহার অর্ঘ্য কল্পনা করিতে হইবে। অমৃতের পুনরাচমনীয় তাঁহাকে প্রদান করিবে। তিনবার আচমন করি-লেই ব্রাহ্মণের শুদ্ধি হয়। আচমনের জল প্রকৃ-তিস্থ এবং ফেন-বুদ্বুদ-পরিশূন্য হইবে। আচমনের জল বর্ণানুক্রমে হৃদয়, কণ্ঠ ও তালুগামী হইবে। স্ত্রীশূদ্রগণ আচমনীয়জল একবার মাত্র স্পর্শ করিলেই শুদ্ধি লাভ করিবে। ভক্তিযুক্তচিত্তে পঞ্চম ঋক্ দ্বারা আচমন করিবে। কারণ ভগবান্ ভক্তির দাস। ভক্তিগ্রাহ্য হৃষীকেশ ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন।১—২১। অনন্তর স্বর্ণঘটস্থ সুবাসিত সর্ব্বৌষধি জলে তাঁহাকে স্নান করাইবে। মনে মনে আহরণ করিয়া তীর্থজলে তাঁহাকে স্নান করাইতে হয়। অশ্রদ্ধায় রত্নরাশি প্রদান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়; আর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে জলও আনন্ত্যে উপনীত হয়। চাতুর্ম্মাস্যে শ্রদ্ধা-পেত হইলে মানব পবিত্র হইয়া থাকে। ষষ্ঠ ঋক্ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে স্নান করাইতে হইবে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে পুনরাগমন ও সুবর্ণের সহিত বসনযুগল ভগবান্ হরিকে দান করিবে। বস্ত্র দ্বারা হরিকে আচ্ছাদিত করিতে পারিলেই জগৎ আচ্ছাদন করা হয়। চাতুর্ম্মাস্যে বস্ত্রদান মহাফলদায়ক। পুনরাচমনীয় বিষ্ণুরূপী যতিকে প্রদান করিতে হয়। হে মুনীশ্বর! সপ্তম ঋক্ দ্বারা শ্রীহরিকে বস্ত্রদান করিবে। অষ্টম ঋক্ দ্বারা তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত দান করিতে হয়।—এই যজ্ঞোপবীতের বিষয় আধ্যাত্মিকরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। যজ্ঞোপবীত কোটিসূর্য্যসমস্পর্শ, ভাস্করতেজা, কোটিতড়িৎ-প্রভ, চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিসংযোগবশতঃ গুণত্রয়সমন্বিত, ত্রয়ীময়, ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ররূপী ও ত্রিবিষ্টপস্বরূপ।

ত্রিবিষ্টপম্। যস্য প্রভাবাদ্বিপ্রেন্দ্র মানবো দ্বিজ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥ জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। শাপানুগ্রহসামর্থ্যং তথা ক্রোধঃ প্রসন্নতা ॥ ৩১ ॥ ত্রৈলোক্যপ্রবরত্বং চ ব্রহ্মণ্যাদেব জায়তে। ন ব্রাহ্মণসমো বন্ধুর্ন ব্রাহ্মণসমা গতিঃ ॥ ৩২ ॥ ন ব্রাহ্মণসমঃ কশ্চিৎত্রৈলোক্যে সচরাচরে। দত্তোপবীতে ব্রহ্মণ্যে সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে ॥ ৩৩। সর্ব্বং জগদ্‌ব্রহ্মময়ং সঞ্জাতং নাত্র সংশয়ঃ। নবম্যা চ সুলেপশ্চ কর্ত্তব্যো যজ্ঞমূর্ত্তয়ে ॥ ৩৪ ॥ সুযক্ষকর্দ্দমৈর্লিপ্তো বিষ্ণুর্যেন জগদ্‌গুরুঃ। তেনাপ্যায়িতমেতদ্ধি বাসিতং যশসা জগৎ ॥ ৩৫ ॥ তেজসা ভাস্করো লোকে দেবত্বং প্রাপ্য মানবঃ। ব্রহ্মলোকাদিকে লোকে মোদতে চন্দনপ্রদঃ ॥ ৩৬ ॥ চন্দনালেপসুভগং বিষ্ণুং পশ্যন্তি মানবাঃ। ন তে যমপুরং যান্তি চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥ দশম্যা পুষ্পপূজা চ ভক্তিপূজা তথৈব চ। পুষ্পে চৈব সদা লক্ষ্মীর্বসত্যেব নিরন্তরম্ ॥ ৩৮ ॥ লক্ষ্ম্যাঃ সর্ব্বত্রগামিন্যা দোষো নৈব প্রজায়তে। যথা সর্ব্বময়ো বিষ্ণুর্ন দোষৈরনুভূয়তে ॥ ৩৯ ॥ তথা সর্ব্বময়ী লক্ষ্মীঃ সতীত্বান্নৈব হীয়তে। প্রতিমাসু চ সর্ব্বাসু সর্ব্বভূতেষু নিত্যদা ॥ ৪০ ॥ মনুষ্যদেবপিতৃষু পুষ্পপূজা বিধীয়তে। পুষ্পৈঃ সম্পূজিতো যেন হরিরেকঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৪১ ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পূজিতং তেন বৈ জগৎ। অতঃ সুশ্বেতকুসুমৈর্ব্বিষ্ণুং সম্পূজয়েৎ সদা ॥ ৪২ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ ভক্তিযুক্তঃ সদা শুচিঃ। ভক্ত্যা সুবিহিতা ব্রহ্মন্ পুষ্পপূজা নরৈর্যদি ॥ ৪৩ ॥ যং যং কামমভিধ্যায়েত্তস্য সিদ্ধির্নিরন্তরা। পুষ্পৈরুপচিতং বিষ্ণুং যদ্যন্যে প্রণমন্তি চ ॥ ৪৪ ॥ তেষামপ্যক্ষয়া লোকাশ্চাতুর্ম্মাস্যেঽধিকং ফলম্। একাদশ্যা ধূপদানং কর্ত্তব্যং যতয়ে হরৌ ॥ ৪৫ ॥ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৪৬ ॥ ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ধূপমাগুরুজং শুভম্। দদ্যাদ্ভগবতে নিত্যং চাতুর্ম্মাস্যে মহাফলম্ ॥ ৪৭ ॥ কর্পূরচন্দনদলৈঃ সিতা মধুসমন্বিতম্। মাংসীজটাভিঃ সহিতং সুপ্তে দেবেঽথ সত্তম ॥ ৪৮ ॥ দেবা ঘ্রাণেন তুষ্যন্তি ধূপং ঘ্রাণহরং

এতাদৃশ যজ্ঞোপবীতের প্রভাবে মানব দ্বিজ হয়। দ্বিজাতিগণ জন্মকালে শূদ্রবৎ থাকে, পরে সংস্কার বশতঃ দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হয়। শাপানুগ্রহ সামর্থ্য, ক্রোধ, প্রসন্নতা ও ত্রৈলোক্যপ্রবরত্ব, এ সকল ব্রাহ্মণ্য হইতে জন্মে। ব্রাহ্মণের সমান বন্ধু ও গতি নাই এবং সচরাচর ত্রৈলোক্যে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। হরিশয়নে উপবীত দান করিলে জগৎ ব্রহ্মময় হয়; ইহাতে কোন সংশয় নাই। নবম ঋক্ দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দনকে অনুলেপনাদি দ্বারা লিপ্ত করিতে হয়। যে মানব যক্ষকর্দ্দম দ্বারা জনার্দ্দনকে লেপন করে, তাহার যশঃসৌরভে জগৎ আপ্যায়িত হয়; আর তেজে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানব ভাস্করবৎ হইয়া থাকেন। চন্দনপ্রদ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে আমোদ উপভোগ করে। যে মানব চন্দনালেপ-সুভগ শ্রীহরিকে দর্শন করে, সে কদাচ যমপুরে গমন করে না। দশম ঋক্ দ্বারা পুষ্পপূজা ও ভক্তিপূজা উভয়ই করিতে হয়। লক্ষ্মী নিরন্তর পুষ্পে বাস করিয়া থাকেন। তিনি সকল স্থানেই গমন করেন। ইহাতে তাঁহার কোন দোষ হয় না। যেমন সর্ব্বময় বিষ্ণু কোন দোষে অভিভূত হন না; তদ্রূপ সর্ব্বময়ী লক্ষ্মী দেবীও অসতী বলিয়া হেয় হন না। সমস্ত প্রতিমা সর্ব্বভূত, মনুষ্য দেব পিতৃ, ইহাঁদের সকলেরই পুষ্পপূজা বিহিত হইয়াছে। যে মানব হরিপ্রিয়ার সহিত একমাত্র হরির পূজা করে, তাহার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ পূজা করা হয়। অতএব সর্ব্বদা শ্বেত পুষ্প দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে সর্ব্বদা শুচি থাকিয়া ভক্তিভাবে তাহার পূজা করা কর্ত্তব্য। নর যদি ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প দিয়া দেবপূজা করে, তাহা হইলে তাহার মনের সকল কামনাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব পুষ্প দ্বারা অর্চ্চিত বিষ্ণুকে প্রণাম করে, তাহার অক্ষয় লোকে গতি হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্যে হইলে আরও অধিক ফল জানিবে। একাদশী তিথিতে যতি ও হরিকে ধূপ দান করিবে। মন্ত্র যথা—হে ধূপ! তুমি দিব্য বনস্পতির রস, গন্ধাঢ্য, উত্তমগন্ধ, এবং সর্ব্ব দেবতার আঘ্রেয়। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে ধূপ প্রদান করিতে হয়। চাতুর্ম্মাস্যে এইভাবে ধূপ দান করিলে মহাফল হইয়া থাকে। ২২—৪৭। আর এক প্রকার ধূপ যথা, কর্পূর, কুট্টিত চন্দন কাষ্ঠ, শর্করা, মধু ও জটামাংসী একত্র করিয়া হরিশয়নে দেবসন্নিধানে ধূপ দিবে। ইহার ঘ্রাণ মঙ্গলময়; ইহা আঘ্রাণ করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় আত্মহারা হইয়া পড়ে এবং দেব

ভক্তম্। দ্বাদশ্যাং দীপদানং তু কর্ত্তব্যং মুক্তিমিচ্ছুভিঃ। ৪৯॥ দীপঃ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু প্রথমস্তেজসাং পতিঃ। দীপস্তমোঘনাশায় দীপঃ কান্তিং প্রযচ্ছতি॥ ৫০॥ তস্মাদ্দীপপ্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ। অয়ং পৌরাণজো মন্ত্রো বেদর্চ্চেন সমন্বিতঃ। দীপপ্রদানে সকলঃ প্রযুক্তো নাশয়েদঘম্। ৫১। চাতুর্ম্মাস্যে দীপদানং কুরুতে যো হরেঃ পুরঃ। তস্য পাপমধ্যো রাশির্নিমেষাদপি দহ্যতে। ৫২। তাবৎ পাপানি গর্জ্জন্তি তাবদ্বিভেতি পাতকী। যাবন্ন বিহিতো ভাস্বান্ দীপো নারায়ণালয়ে॥ ৫৩॥ দর্শনাদপি দীপস্য পর্ব্বসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ। ৫৪। কামনাং যাং সমুদ্দিশ্য দীপং কারয়তে হরৌ। সাসা সিধ্যতি নির্ব্বিঘ্না সুপ্তেঽনন্তে গুণাধিকম্। ৫৫॥ পঞ্চায়তন সংস্থেষু তথা দেবেষু পঞ্চসু। বিহিতং দীপদানঞ্চ চাতুর্ম্মাস্যে মহাফলম্। ৫৬॥ একো বিষ্ণুস্তথ্যাতে মুক্তিদাতা নিত্যং ধ্যাতঃ পূজিতঃ সংস্তুতশ্চ। যচ্চাভীষ্টং যচ্চ গৃহে শুভং বা তত্তদ্দেয়ং মুক্তিহেতোর্নৃবর্য্যৈঃ। ৫৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে তপোঽধিকারষোড়শোপচারদীপমহিমবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৩৯॥

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। হরের্দীপস্য মদ্দীপ্তাদধিকোঽপ্যয়ং প্রকুর্ব্বতঃ। বৈকুণ্ঠবাস এব স্যান্মমৈশ্বর্য্যমবাঞ্ছিতম্। ১॥ নারদ উবাচ। দীপোঽয়ং বিষ্ণুভবনে মন্ত্রবিহিতো নরৈঃ। সদা বিশেষফলদশ্চাতুর্ম্মাস্যেঽধিকঃ কথম্। ২। ব্রহ্মোবাচ। বিষ্ণুর্নিত্যাধিদৈবং মে বিষ্ণুঃ পূজ্যঃ সদা মম। বিষ্ণুমেনং সদা ধ্যায়ে বিষ্ণুর্মত্তঃ পরো হি সঃ। ৩। স বিষ্ণুবল্লভো দীপঃ সর্ব্বদা পাপহারকঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ কামনাসিদ্ধিকারকঃ। ৪। বিষ্ণুদীপেন সন্তুষ্টো যথা ভবতি পুত্রক। তথা যজ্ঞসহস্রৈশ্চ বরং নৈব প্রযচ্ছতি। ৫। স্বল্পব্যয়েন দীপস্য ফলমানন্তকং নৃণাম্। অনন্তশয়নে প্রাপ্তে পুণ্যসন্ধ্যা ন

গণ যারপর নাই তুষ্টি লাভ করেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ দ্বাদশী তিথিতে দীপ দান করিবে। মন্ত্র যথা,—দীপ সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্মের প্রথমে প্রদাতব্য, দীপ তেজের পতি, তমোনাশ করিবার জন্য দীপই প্রসিদ্ধ, এবং দীপ কান্তি দান করে। অতএব হে জনার্দ্দন। দীপপ্রদানে তুষ্ট হইয়া আপনি আমার প্রতি প্রীত হউন। এই দীপপ্রদানমন্ত্র পৌরাণিক ও বেদের ঋক্‌সমন্বিত; দীপপ্রদান করিবার সময় এই মন্ত্রটী সমস্ত পাঠ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব চাতুর্ম্মাস্যে হরিসন্নিধানে দীপদান করে, তাহার পাপের রাশি নিমেষমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাবৎ পাপ গর্জ্জন করে—তাবৎ পাতকীর ভয় হয়,—যাবৎ বিষ্ণুমন্দিরে ভাস্বর দীপ প্রদত্ত না হয়। দীপ দর্শন করিলেও মানবের সর্ব্বসিদ্ধি সংঘটিত হয়। যাহা যাহা কামনা করিয়া হরির নিকট দীপ দান করা যায়, সেই সেই কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু হরির শয়নে আরও অধিক ফল পাওয়া যায়। পঞ্চায়তনস্থিত পঞ্চ দেবতার নিকট দীপ দান বিহিত আছে। ইহা চাতুর্ম্মাস্যে অধিক ফলপ্রদ। একমাত্র বিষ্ণু ধ্যাত, পূজিত ও সংস্তুত হইয়া তুষ্টি লাভ করত মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব শ্রেষ্ঠ মানবগণ মুক্তি বাঞ্ছা করিয়া যাহা অভীষ্ট যাহা মঙ্গলময়, সেই সেই বস্তু ভগবান্ জনার্দ্দনকে প্রদান করিবেন। ৪৮—৫৭।

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৯।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হরির উদ্দেশে দীপ দান করিলে দীপদাতা ব্যক্তি আমাকে দীপ দান করারও অধিক ফল লাভ করিয়া থাকে এবং তাহার বৈকুণ্ঠবাস ও অযাচিত ভাবে আমার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। নারদ বলিলেন,—নরগণ বিষ্ণুমন্দিরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দীপ দান করিলে ইহা সচরাচর তাহাদিগকে বিশেষ ফল প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু চাতুর্ম্মাস্যে অধিক ফল প্রদান করে কিরূপে? ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু আমার নিত্য অধিদেবতা; তিনি সর্ব্বদাই আমার পূজনীয়। আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকি; এজন্য তিনি আমা হইতেও শ্রেষ্ঠ। আর সেই বিষ্ণু-বল্লভ দীপ সর্ব্বদা পাপহারক; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে কামনা-সিদ্ধি প্রদান করে। অয়ি পুত্রক! ভগবান্ বিষ্ণু দীপদানে যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানেও তদ্রূপ প্রীতি লাভ করেন না। ১—৫। মানবগণ স্বল্পব্যয়ে দীপ দান করিয়া অনন্ত ফল লাভ করিতে পারে। শ্রীহরি

বিদ্যতে ॥ ৬ ॥ তস্মাৎসর্ব্বাত্মভাবেন শ্রদ্ধয়া সংযুক্তেন চ। দীপপ্রদানং কুরুতে হরেঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥ উপচারৈঃ ষোড়শকৈর্যতিরূপে হরৌ পুনঃ। দীপপ্রদানে বিহিতে সর্ব্বমুদ্দ্যোতিতং জগৎ ॥ ৮ ॥ দীপাদনন্তরং ব্রহ্মন্নন্নস্য চ নিবেদনম্। ত্রয়োদশ্যা ভক্তিযুক্তৈঃ কার্য্যং মোক্ষপদস্থিতৈঃ ॥ ৯ ॥ অমৃতং সম্পরিত্যজ্য যদন্নং দেবতা অপি। স্পৃহয়ন্তি গৃহস্থস্য গৃহদ্বারগতাঃ সদা ॥ ১০ ॥ হরৌ সুপ্তে বিশেষেণ প্রদেয়ঃ প্রত্যহং নরৈঃ। ফলৈরর্ঘ্যো বিষ্ণুতুষ্ট্যৈ তৎকালসমুদাহৃতৈঃ ॥ ১১ ॥ তাম্বুলবল্লীপত্রৈশ্চ তথা পূগফলৈঃ শুভৈঃ। দ্রাক্ষাজম্বাম্রজফলৈরক্রোড়ৈর্দাড়িমৈরপি ॥ ১২ ॥ বীজপূরফলৈশ্চৈব দদ্যাদর্ঘ্যং সুভক্তিতঃ। শঙ্খতোয়ং সমাদায় তস্যোপরি ফলং শুভম্ ॥ ১৩ ॥ মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র কেশবায় নিবেদয়েৎ। পুনরাচমনং দেয়মন্নদানাদনন্তরম্ ॥ ১৪ ॥ আর্ত্তিক্যং চ ততঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপবিনাশনম্। চতুর্দ্দশ্যা নমস্কার্য্যো বিষ্ণবে যতিরূপিণে ॥ ১৫ ॥ পঞ্চদশ্যা ভ্রমঃ কার্য্যঃ সর্ব্বাদিশু দ্বিজৈঃ সহ। সপ্তসাগরজৈস্তোয়ৈর্দত্তৈর্যৎ ফলমাপ্যতে ॥ ১৬ ॥ তত্তোয়দানাচ্চ হরেঃ প্রাপ্যতে বিষ্ণুবল্লভৈঃ। চতুর্ব্বারভ্রমীভিশ্চ জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্ ॥ ১৭ ॥ ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাদিকম্। ষোড়শ্যা দেবসাযুজ্যং চিন্তয়েদ্‌যোগবিত্তমঃ ॥ ১৮ ॥ আত্মনশ্চ হরের্নিত্যং ন মূর্ত্তিং ভাবয়েত্তদা। মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপত্বাদ্দৃষ্টো ভবতি যোগবিৎ ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্তেত সদসদ্রূপজা ক্রিয়া। আত্মানং তেজসাং মধ্যে চিন্তয়েৎ সূর্য্যবর্চ্চসম্ ॥ ২০ ॥ অহমেব সদা বিষ্ণুরিত্যাত্মনি বিচারয়ন্। লভতে বৈষ্ণবং দেহং জীবন্মুক্তো দ্বিজো ভবেৎ ॥ ২১ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ যোগযুক্তো দ্বিজো ভবেৎ। ইত্থং ভক্তিঃ সমাদিষ্টা মোক্ষমার্গপ্রদে হরৌ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দীপদানাদিসাযুজ্যচিন্তনান্তভক্তিনিরূপণং নাম চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪০ ॥

যখন অনন্ত শয্যায় শায়িত হন, তখন দীপ দান করিলে অসংখ্য পুণ্য লাভ হয়; অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিকে দীপ দান করা বিধেয়। এরূপ করিলে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না। ষোড়শ উপচারের সহিত যতিরূপ হরি উদ্দেশে দীপদান বিহিত হইলে সর্ব্ব জগৎ উদ্দ্যোতিত হইয়া থাকে। দেবতাগণ যে অন্নের নিমিত্ত অমৃতকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ ব্যক্তির দ্বারস্থ হন, মোক্ষার্থী মানব দীপদানের পর ত্রয়োদশী তিথিতে ভক্তি সহকারে তাদৃশ অন্ন শ্রীহরি-উদ্দেশে নিবেদন করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে ইহা বিশেষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীহরির তুষ্টির নিমিত্ত তৎকালজাত ফল—পূগ, দ্রাক্ষা, জম্বু, আম্র, অক্রোড়, দাড়িম, বীজপুর ও বদরী এবং তাম্বূলবল্লীপত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ শঙ্খতোয়ে উক্ত ফল নিচয় বিন্যস্ত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীহরিকে নিবেদন করিবেন। অন্নদানের পর শ্রীহরিকে পুনরায় আচমনীয় দান করিতে হয়। অনন্তর বক্ষ্যমাণ প্রকারে আর্ত্তিক্য কর্ম্ম বিধান করা কর্ত্তব্য; যথা, চতুর্দ্দশীতে যতিরূপী শ্রীহরিকে ভাবিয়া নমস্কার করা উচিত। পূর্ণিমায় দ্বিজগণের সহিত মিলিত হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার বিহারকার্য্য সম্পন্ন করিবে। শ্রীহরিকে সপ্ত সাগরের জল দান করিলে যে ফললাভ হয়, বিষ্ণুভক্তগণ মাত্র তোয় দানেই সেই ফললাভ করিয়া থাকে। শ্রীহরিসম্বন্ধীয় তীর্থ সকলে গমন করিলে চারিবার সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করার ফললাভ হইয়া থাকে। ষোড়শ বার ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিতে পারিলে শ্রীহরিসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠযোগিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। হরিসাযুজ্যপ্রাপ্তি কালে হরিরূপের সহিত নিজ রূপের পার্থক্য ভাবনা করিবে না। এই সময় সাযুজ্যপ্রাপ্ত যোগী মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সাক্ষাৎকার লাভ হইলে সদসৎরূপজনিত ক্রিয়া নিবর্ত্তিত হয়। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা আপনাকে সূর্য্যবৎ তেজস্বী ও তেজোমধ্যবর্ত্তী চিন্তা করিবে এবং সর্ব্বদা আপনাকে বিষ্ণু ভাবনা করিয়া বৈষ্ণব দেহ লাভ করত জীবন্মুক্ত হইবেন। চাতুর্ম্মাস্যে যদি এরূপ ভাবনা করা হয়, তাহা হইলে যোগী ব্যক্তি অধিকতর যোগযুক্ত হইয়া থাকে। মোক্ষমার্গপ্রদ শ্রীহরির বিষয়িণী এই ভক্তি উপদেশ প্রদত্ত হইল। ৬—২২।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪০ ।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। এতত্তে পূজনং বিষ্ণোঃ ষোড়শোপায়সম্ভবম্। কথিতং যদ্দ্বিজঃ কৃত্বা প্রাপ্নোতি পরমং পদম্॥ ১॥ তথা চ ক্ষত্রিয়বিশাং করণান্মুক্তিরুত্তমা। শূদ্রাণাং নাধিকারোঽস্মিন্ স্ত্রীণাং নৈব কদাচন॥ ২॥ কার্ত্তিকেয় উবাচ। শূদ্রাণাং চ তথা স্ত্রীণাং ধর্ম্মং বিস্তরতো বদ। কেন মুক্তির্ভবেত্তেষাং কৃষ্ণস্যারাধনং বিনা॥ ৩॥ ঈশ্বর উবাচ। সচ্ছূদ্রৈরপি নো কার্য্যা বেদাক্ষরবিচারণা। ন শ্রোতব্যা ন পাঠ্যা চ পঠন্নরকভাগ্ ভবেৎ॥ ৪॥ পুরাণানাং নৈব পাঠঃ শ্রবণং কারয়েৎ সদা। স্মৃত্যুক্তং সুগুরোর্গ্রাহ্যং ন পাঠঃ শ্রবণাদিকম্॥ ৫॥ স্কন্দ উবাচ। সচ্ছূদ্রাঃ কে সমাখ্যাতাস্তাংশ্চ বিস্তরতো বদ। কে সন্তঃ কে চ শূদ্রাশ্চ সচ্ছূদ্রা নামতশ্চ কে॥ ৬॥ ঈশ্বর উবাচ। ধর্ম্মোঢ়া যস্য পত্নী স্যাৎ স সচ্ছূদ্র উদাহৃতঃ। সমানকুলরূপা চ দশদোষবিবর্জ্জিতা॥ ৭॥ উঢ়া দেববিধিনা স সচ্ছূদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অক্লীবাব্যঙ্গিনী শস্তা মহারোগাদ্যদূষিতা॥ ৮॥ আনন্দিতা শুভফলা চক্ষুরোগবিবর্জ্জিতা। বাধির্য্যহীনাচপলা কন্যা মধুরভাষিণী॥ ৯॥ দূষণৈর্দ্দশভির্হীনা বেদোক্তবিধিনা নরৈঃ। বিবাহিতা চ সা পত্নী গৃহিণী যস্য সর্ব্বদা॥ সচ্ছূদ্রঃ স তু বিজ্ঞেয়ো দেবাদীনাং বিভাগকৃৎ। পুণ্যকার্য্যেষু সর্ব্বেষু প্রথমং সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ১১॥ তয়া সুবিহিতো ধর্ম্মঃ সম্পূর্ণফলদায়কঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ তয়া সহ গুণাধিকঃ॥ ১২॥ ভার্য্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যাদীনাং পোষণতৎপরঃ। শ্রাদ্ধাদিকারকো নিত্যমিষ্টাপূর্ত্তপ্রসাধকঃ॥ ১৩॥ নমস্কারান্তমন্ত্রেণ নামসঙ্কীর্ত্তনেন চ। দেবাস্তস্য চ তুষ্যন্তি পঞ্চযজ্ঞাদিকৈঃ শুভৈঃ॥ ১৪॥ স্নানং চ তর্পণং চৈব বহ্নিহোমোঽপ্যমন্ত্রকঃ। ব্রহ্মযজ্ঞোঽতিথেঃ পূজা পঞ্চযজ্ঞান্ন সন্ত্যজেৎ॥ ১৫॥ কার্য্যং স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ হ্যমন্ত্রং পঞ্চযজ্ঞকম্। পঞ্চযজ্ঞৈশ্চ সন্তুষ্টাঃ যথৈষাং পিতৃদেবতাঃ॥ ১৬॥ তথা পতিব্রতায়াশ্চ পতিশুশ্রূষয়া সদা। পতিব্রতায়া দেহে তু সর্ব্বে দেবা বসন্তি হি॥ ১৭॥ অতস্তাভ্যাং সমেতাভ্যাং ধর্ম্মাদীনাং সমাগমঃ। যদোভয়োর্ম্মতে পৃষ্টে সন্তুষ্টাঃ পিতৃদেবতাঃ॥ ১৮॥ কার্য্যাদীনাং চ সর্ব্বেষাং সঙ্গমস্তত্র নিত্যদা। চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে বিষ্ণুভক্ত্যা তয়োঃ শিবম্॥

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—এই আমি তোমার নিকট ষোড়শোপচারযুক্ত বিষ্ণুপূজা কীর্ত্তন করিলাম; বিপ্রগণ এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ এইরূপ পূজা করিয়া মুক্তিলাভ করে। স্ত্রী ও শূদ্রগণের এই পূজায় অধিকার নাই। কার্ত্তিকেয় বলিলেন,—হে দেব! বিষ্ণুপূজা ব্যতিরেকে স্ত্রী-শূদ্রগণের কিরূপে মুক্তিলাভ হয়, আপনি তাহা বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—সৎশূদ্রগণ বেদাক্ষর লইয়া কোনরূপ বিচার এবং তাহা পাঠ ও শ্রবণ পর্য্যন্ত করিবে না। যে শূদ্র বেদাক্ষর পাঠ বা শ্রবণ করে তাহার নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। শূদ্রগণ পুরাণ পাঠ বা পুরাণ শ্রবণ করিবে না; স্মৃত্যুক্তি দেববাক্য গুরুমুখে শ্রবণ করিবে। স্কন্দ বলিলেন,—হে দেব! সৎশূদ্র কাহাকে বলে, এবং তাহারা কোন্ নামে অভিহিত হয়, তাহা আপনি বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—যে শূদ্র সমানকুলরূপা দশদোষবিবর্জ্জিতা কন্যাকে বেদবিধান ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করে, তাহাকে সৎশূদ্র বলে। অক্লীবা অব্যঙ্গিনী, শস্তা, মহারোগপরিশূন্যা, আনন্দিতা, শুভফলা, চক্ষুরোগবিবর্জ্জিতা, বাধির্য্যহীনা, অচপলা, মঞ্জুভাষিণী, দশদোষহীনা কন্যাকে যে শূদ্র বেদবিধানে বিবাহ করিয়া গৃহিণী করে, তাহাকে সৎশূদ্র কহে। এরূপ শূদ্র দেবতাদিগের বিভাগসমর্থ। আর উক্তরূপে পরিণীতা স্ত্রীও সর্ব্বপুণ্যকার্য্যে প্রশস্তা। এইরূপ স্ত্রী কোনরূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা নিখিল ফল প্রদান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে ঐ স্ত্রী সহিত কোন ধর্ম্মকার্য্য করিলে লোক ভার্য্যারতি শুচি, ভৃত্যপোষক, শ্রাদ্ধাধিকারী ও নিত্য ইষ্টাপূর্ত্ত-প্রসাধক হয়। ১—১৩। মাত্র নমস্কার মন্ত্র ও নামোচ্চারণ দ্বারাই দেবতাগণ পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ম্মে ঐ ব্যক্তির প্রতি তুষ্ট হন। স্ত্রী ও শূদ্রগণ অমন্ত্রক স্নান, তর্পণ, হোম, ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথিপূজা ও পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবে। পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানে পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্যক্তির প্রতি পিতৃদেবগণ যেমন প্রসন্ন হন, পতিশুশ্রূষায় পতিব্রতাদিগের প্রতিও তাঁহারা তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। দেবগণ পতিব্রতাদিগের অঙ্গে সর্ব্বদা বাস করেন। এরূপ পতিপত্নী বিনীতভাবে কার্য্য করিলে তাহাতে ধর্ম্মসঙ্গম হইয়া থাকে। এতাদৃশ দম্পতির বিষয় আলাপ

১৯॥ সমানজাতিসম্ভূতা পত্নী যস্য ধৃতা ভবেৎ। পূর্ব্বো ভর্ত্তার্দ্ধভাগী স্যাদ্দ্বিতীয়স্য ন কিঞ্চন ॥ ২০॥ অর্থকার্য্যাধিকারোঽস্যাস্তেন ধর্ম্মার্দ্ধধারিণী। স্বং স্বং কৃতং সদৈব স্যাত্তয়োঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ২১॥ যানুগচ্ছতি ভর্ত্তারং মৃতং সুতপসা দ্বিজ। সাধ্বী সা হি পরিজ্ঞেয়া তয়া চোদ্ধ্রিয়তে কুলম্ ॥ ২২॥ অন্যজাতের্মৃতস্যাথ ধৃতা বাপি বিবাহিতা। বৈশ্বানরস্য মার্গেণ সা তমুদ্ধরতে পতিম্ ॥ ২৩॥ যথা জলাচ্চ জম্বালঃ কৃষ্যতে ধার্ম্মিকৈর্নৃভিঃ। এবমুদ্ধরতে সাধ্বী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥ ২৪॥ অন্যজাতিসমুদ্ভূতা অন্যেন বিধৃতা যদি। তাবুভৌ ধর্ম্মকার্য্যেষু সন্ত্যাজ্যৌ নিত্যদা মতৌ ॥ ১৫॥ স্বং স্বং কর্ম্ম প্রকুরুতঃ সৎকর্ম্মজং স্বকং ফলম্। তস্মাদ্বরিষ্ঠা হীনা বা সৎকুলা শূদ্রসত্তমৈঃ ॥ ২৬॥ ধৃতা ন কার্য্যা সা পত্নী যৎকরোতি ন বর্দ্ধতে। তয়া সহ কৃতং পুণ্যং বর্দ্ধতে দশধোত্তরম্ ॥ ২৭॥ অনন্ততৃপ্তিদং নৈব তৎসুতৈরপি বা তথা। ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা দাসী সা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৮॥ সচ্ছূদ্রস্যাপি ভার্য্যা সা কদাচিন্নৈব জায়তে। যা কন্যা স্বয়মুদ্যম্য পিত্রা দত্তা বরায় চ ॥ ২৯॥ বিবাহবিধিনোঢ়া পিতৃদেবার্থসাধিনী। সুলক্ষণা বিনীতা যা বিবেকাদিগুণা শুভা ॥ ৩০॥ সচ্চরিত্রা পতিপরা সা তেভ্যো দাতুমর্হতি। বিশুদ্ধকুলজা কন্যা ধর্ম্মোঢ়া ধর্ম্মচারিণী ॥ ৩১॥ সা পুনাতি কুলং সর্ব্বং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। এষ এব ময়া প্রোক্তঃ সচ্ছূদ্রাণাং পরো বিধিঃ ॥৩২॥ অন্যোজাতিসমুদ্ভূতা সচ্ছূদ্রাৎক্রমহীনজা। বিবাহো দশধা তেষাং দশধা পুত্রতা ভবেৎ ॥ ৩৩॥ চত্বার উত্তমাঃ প্রোক্তা বিবাহা মুনিসত্তম। শেষাঃ সর্ব্বপ্রকৃতিষু কথিতাশ্চ পুরাবিদৈঃ ॥৩৪॥ প্রাজাপত্যস্তথা ব্রাহ্মো দৈবার্ষৌ চাতিশোভনৌ। গান্ধর্ব্বশ্চাসুরশ্চৈব রাক্ষসশ্চ পৈশাচকঃ ॥ ৩৫॥ প্রাতিভো ঘাতনশ্চেতি বিবাহাঃ কথিতা দশ। এতে হি হীনজাতীনাং বিবাহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬॥ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ। গূঢোৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ কানীনশ্চ সহোঢজঃ ॥ ৩৭॥ ক্রীতঃ পৌনর্ভবশ্চাপি পুত্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ। ঔরসাদপি হীনাশ্চ কেহপি তেষাং শুভাবহাঃ ॥ ৩৮॥ অষ্টা-

করিলেও পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ইঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল নিত্য ফলপ্রদ হয়। চাতুর্ম্মাস্যে এবম্বিধ দম্পতির বিষ্ণু ভক্তিতে পরম মঙ্গলই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমানজাতীয়া পত্নী গ্রহণ করে, তাহাকেই সেই পত্নীর অর্দ্ধাঙ্গভাগী বলা যায়। আর অসমানজাতীয়া পত্নী গ্রহণ করিলে তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গভাগী বলা যায় না। উক্ত প্রকার সমানজাতীয়া পত্নীর স্বামার অর্থে ও কার্য্যে অধিকার আছে বলিয়া, উক্তপ্রকার পত্নীকেও ধর্ম্মার্দ্ধধারিণী বলা হয়। উহাদের পরস্পর অনুষ্ঠিত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরস্পরেই ভোগ করিয়া থাকে। যে স্ত্রী তপোযুক্ত হইয়া মৃত পতির অনুগমন করে, তাহাকে সাধ্বী বলা যায় এবং সেই স্ত্রীই কুল উদ্ধার করে। অন্যজাতীয় মৃত পতিকে ধৃতা বা বিবাহিতা পত্নী বৈশ্বানর মার্গে উন্নীত করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ যেমন জল হইতে পঙ্কোদ্ধার করেন, সহমৃতা পত্নীগণ তদ্রূপ পতিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অন্যজাতি-সমুদ্ভূতা কন্যা যদি অন্য কর্ত্তৃক বিধৃত হয়, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই ধর্ম্ম-কর্ম্মে বর্জ্জনীয়। যে দম্পতি পরস্পর উত্তম কর্ম্ম করে, তাহারা কৃত কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ফল ভোগ করিয়া থাকে। ইহা হইতে বরিষ্ঠা বা হীনা স্ত্রী শূদ্রগণ কদাচ বিবাহ করিবে না, করিলে তাহার মঙ্গল হয় না। এতাদৃশী পত্নীর সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল দশধা ভিন্ন হইয়া যায়। এ ফল বা ইহাদের পুত্রগণ দেবপিতৃগণের অনন্ত তৃপ্তিদায়ক হয় না। যে ক্রয়-ক্রীতা, তাহাকে দাসী বলে। সে কদাচ সৎশূদ্রের গ্রহণোপযুক্তা নহে। যে পিতৃ-দেবার্থসাধনী, সুলক্ষণা বিনীতা, বুদ্ধিমতী, শুভা, সচ্চরিত্রা, বিশুদ্ধকুলজা ও ধর্ম্মচারিণী কন্যাকে পিতা স্বয়ং যথাবিধি বরহস্তে প্রদান করেন, সেই কন্যা পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলই পবিত্র করিয়া থাকে। এই আমি সৎশূদ্রগণের উত্তম বিধি কীর্ত্তন করিলাম।১৪—৩২। নীচজাতি-সম্ভূত সৎশূদ্র হইতে ক্রমশ হীনজাত পুত্র ও বিবাহ দশ প্রকার। তন্মধ্যে চারি প্রকার বিবাহ উত্তম। অবশিষ্ট পুরাবিদ্‌গণ সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়াছেন। প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, দৈব, ও আর্ষ, এই বিবাহ-চতুষ্টয় অতি শোভন। গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, প্রাতিভ, ও ঘাতন, এই সর্ব্ব সাকল্যে বিবাহ দশ প্রকার। তন্মধ্যে শেষোক্ত ছয় প্রকার বিবাহ হীনজাতিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢোৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, ও পৌনর্ভব এই দশবিধ পুত্র। ঔরস পুত্র ভিন্ন অপর পুত্রগণও ঔরস

দশমিতা নীচাঃ প্রকৃতীনাং যথাতথা। বিধিনৈব ক্রিয়া নৈব স্মৃতিমার্গোঽপি নৈব চ ॥ ৩৯ ॥ তাসাং ব্রাহ্মণশুশ্রূষা বিষ্ণুধ্যানং শিবার্চ্চনম্। অমন্ত্রাৎ পুণ্যকরণং দানং দেয়ঞ্চ বৈ সদা ॥ ৪০ ॥ ন দানস্য ক্ষয়ো লোকে শ্রদ্ধয়া যৎ প্রদীয়তে। অশ্রদ্ধয়াশুচিতয়া দানং বৈরস্য কারণম্ ॥ ৪১ ॥ অহিংসাদিঃ সমাদিষ্টো ধর্ম্মস্তাসাং মহাফলঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ ত্রিদবেশাদিসেবয়া ॥ ৪২ ॥ শূদ্রৈস্তথা ধর্ম্মঃ সেব্যতে হ্যবিরোধিভিঃ। সচ্ছূদ্রৈদানপুণ্যৈশ্চ দ্বিজশুশ্রূষণাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥ বৃত্তিশ্চ সত্যানৃতজা বাণিজ্যাব্যবহারজা। অশীতিভাগমাদদ্যাদ্ব্যাজাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতে ॥ ৪৪ ॥ সপাদভাগবৃদ্ধিস্তু ক্ষত্রিয়াদিষু গৃহ্যতে। এবং ন বন্ধো ভবতি পাতকস্য কদাচন ॥ ৪৫ ॥ প্রাতঃ কর্ম্ম সুরেশানাং মধ্যাহ্নে দ্বিজসেবনম্। অপরাহ্নেঽথ কার্য্যাণি কুর্ব্বন্তঃ সুখী ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ গৃহস্থৈশ্চ সদা ভাব্যং যাবজ্জীবং ক্রিয়াপরৈঃ। পঞ্চযজ্ঞরতৈঃ শেবাতিথিদ্বিজপূজকৈঃ ॥ ৪৭ ॥ বিষ্ণুভক্তিযুতৈশ্চৈব বেদমন্ত্রবিপাঠকৈঃ। সততং দানশীলৈশ্চ দীনার্ত্তজনবৎসলৈঃ ॥ ৪৮ ॥ ক্ষমাদিগুণসংযুক্তৈর্দ্বাদশাক্ষরপূজকৈঃ। ষড়ক্ষরমহোদ্গারপরমানন্দপূরিতঃ ॥ ৪৯ ॥ সদাপত্যৈঃ সদাচারৈঃ সতাং শুশ্রূষণৈরপি। বিমৎসরৈঃ সদা স্থেয়ং তাপক্লেশবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৫০ ॥ প্রব্রজ্যাবর্জ্জনৈরেবং সচ্ছূদ্রৈর্দ্ধর্ম্মতৎপরৈঃ। তোষণং সর্ব্বভূতানাং কার্য্যং বিত্তানুসারতঃ ॥ ৫১ ॥ সদা বিষ্ণুশিবাদীনাং যে ভক্তাস্তে নরাঃ সদা। দেববদ্দিবি দীব্যন্তি চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সংক্ষেপকথনং নামৈকচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ। অষ্টাদশ প্রকৃতয়ঃ কা বদস্ব পিতামহ। বৃত্তিস্তাসাং চ কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বং বিস্তরতো মম ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মজ্জন্মা ভগবতো নাভিপঙ্কজকোশতঃ। স্বকালপরিমাণেন প্রবুদ্ধস্য জগৎপতেঃ ॥ ২ ॥ ততো বহুবিধৈঃ কালৈঃ কেশবেন পুরা স্মৃতঃ। স্রষ্টুকামেন বিবিধাঃ প্রজা মনসি রাজসীঃ ॥ ৩ ॥ অহং কমলজস্তেন জাতঃ পুত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ। উদরং নাভিনালেন

পুত্রেরই ন্যায় শুভাবহ হয়। প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অষ্টাদশ প্রকার প্রকৃতি নীচ। ইহাদের বিধি, ক্রিয়া ও স্মৃতিমার্গ নাই। ব্রাহ্মণশুশ্রূষা, বিষ্ণুধ্যান, শিবার্চ্চন, অমন্ত্রক পুণ্যকরণ, ও দান এই গুলি তাহাদের ধর্ম্ম। শ্রদ্ধায় যে দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অশুচিভাবে দান করিলে তাহা বৈরের কারণ হয়। উক্ত প্রকৃতি-পুঞ্জের অহিংসা ধর্ম্মই মহাফলপ্রদ ধর্ম্ম, বিশেষত ইহারা চাতুর্ম্মাস্যে দেবসেবাদি করিলে অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। সৎশূদ্রগণ অবিরুদ্ধভাবে দান-পুণ্য ও সেবাদি দ্বারা ধর্ম্ম পালন করিবে। সত্যানৃতময় বাণিজ্য-ব্যবহার উহাদের বৃত্তি। উহারা ছলপূর্ব্বক শতকরা অশীতিতমভাগ কুসীদ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়াদি জাতি সপাদ ভাগ বৃদ্ধি গ্রহণ করিবে। এরূপ বৃদ্ধিগ্রহণে পাপবন্ধন নাই। শূদ্রগণ প্রাতঃকালে দেবকর্ম্ম, মধ্যাহ্নে দ্বিজসেবা এবং অপরাহ্নে নিজের কর্ম্ম করিয়া সুখী হইবে। তাহারা গৃহস্থ, ক্রিয়াপরায়ণ, পঞ্চযজ্ঞরত, অতিথি-দ্বিজ-পূজক, বিষ্ণুভক্ত, বেদমন্ত্রবর্জ্জিত, দানশীল, দীনার্ত্তজনবৎসল, ক্ষমাদিগুণযুক্ত, দ্বাদশাক্ষর-পূজক, ষড়ক্ষরের মহোদ্গারে মহানন্দপূর্ণ, সদপত্য, সদাচার, সাধুসেবাপরায়ণ, বিমৎসর, তাপ-ক্লেশ-বর্জ্জিত, প্রব্রজ্যাবিহীন, ধর্ম্মতৎপর, ও বিত্তানুসারে সর্ব্বভূতাহিতৈষী, হইবে। যে সকল নর বিষ্ণুশিবাদিতে সতত ভক্তিমান, তাহারা স্বর্গে দেববৎ ক্রীড়া করিয়া থাকে। আর চাতুর্ম্মাস্যে এরূপ ভক্তিপরায়ণ হইলে তাহার কথা আর কি বলিব? ৩৯—৫২।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪১।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—আপনি যে অষ্টাদশ প্রকার প্রকৃতির কথা বলিলেন, সেই অষ্টাদশ প্রকার প্রকৃতি কি এবং তাহাদের বৃত্তি ও ধর্ম্মই বা কি? এই সকল আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—স্বকালপরিমাণানুসারে প্রবুদ্ধ ভগবান পীতাম্বরের নাভিপঙ্কজকোষ হইতে আমার জন্ম হয়। ভগবান্ কেশব বিবিধ রাজসী মানসী প্রজা সৃজনমানসে বহুকাল চিন্তা করিলে আমি তাঁহার পুত্ররূপে কমলে চতুর্ম্মুখ হইয়া জন্মগ্রহণ করি। অতঃপর আমি নাভিনাল দিয়া তাঁহার

প্রবিশ্যাথ ব্যলোকয়ম্ ॥ ৪ ॥ তত্র ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাং দর্শনং মেহভবৎপুনঃ। বিস্ময়াচ্চিন্তয়ানস্ত স্বষ্ট্যর্থম- ভিধাবত্য ॥ ৫ ॥ নির্গম্য পুনরেবাহং পদ্মনালেন যাবতা। বহিরাগাং বিস্মৃতং তৎসর্ব্বং স্বষ্ট্যর্থকারণম্ ॥ ৬ ॥ পুনরেব ততো গত্বা প্রজাঃ স্বষ্ট্বা চতুর্ব্বিধাঃ। নাভিনালেন নির্গত্য বিস্মৃতেনাস্তরাত্মনা ॥ ৭ ॥ তদাহং জড়বজ্জাতো বাগুবাচাশরীরিণী। তপস্তপ মহাবুদ্ধে জড়ত্বং নোচিতং তব ॥ ৮ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি ততোহহং তপ আস্থিতঃ। পুনরাকাশজা বাণী মামুবাচাবিনশ্বরা ॥ ৯ ॥ বেদরূপাশ্রিতা পূর্ব্বমাবির্ভূতা তপোবলাৎ। ততো ভগবতাদিষ্টঃ স্বজ ত্বং বহুধা প্রজাঃ ॥ ১০ ॥ রাজসং গুণমাশ্রিত্য ভূতসর্গমকল্মষম্। মনসা মানসী স্বষ্টিঃ প্রথমং চিন্তিতা ময়া ॥ ১১ ॥ ততো বৈ ব্রাহ্মণা জাতা মরীচ্যাদিমুনীশ্বরাঃ। তেষাং কনীয়াংস্ত্বং জাতো জ্ঞানবেদান্তপারগঃ ॥ ১২ ॥ কর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ তে নিত্যং স্বষ্ট্যর্থং সততোদ্যতাঃ। নির্ব্যাপারো বিষ্ণুভক্ত একান্তব্রহ্মসেবকঃ ॥ ১৩ ॥ নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো মম ত্বং মানসঃ সুতঃ। ক্রমান্ময়া তু তেষাং বৈ বেদরক্ষার্থমেব চ ॥ ১৪ ॥ প্রথমা মানসী স্বষ্টির্দ্বিজাত্যাদির্বিনির্ম্মিতা। ততোহহমাঙ্গিকীং স্বষ্টিং স্বষ্টবাংস্তত্র নারদ ॥ ১৫ ॥ মুখাচ্চ ব্রাহ্মণা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়া মম। বৈশ্যা উরুসমুদ্ভূতাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা বভূবিরে ॥ ১৬ ॥ অনুলোমবিলোমাভ্যাং ক্রমাচ্চ ক্রমযোগতঃ। শূদ্রাদধোহধো জাতাশ্চ সর্ব্বে পাদতলোদ্ভবাঃ ॥ ১৭ ॥ তাঃ সর্ব্বাস্ত প্রকৃতয়ো মম দেহাংশসম্ভবাঃ। নারদ ত্বং বিজানীহি তাসাং নামানি বচ্মি তে ॥ ১৮ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয় এব দ্বিজাতয়ঃ। বেদাস্তপোঽধ্যয়নঞ্চ যজনং দানমেব চ ॥ ১৯ ॥ বৃত্তিরধ্যাপনাচ্চৈব তথা স্বল্পপ্রতিগ্রহাৎ। বিপ্রঃ সমর্থস্তপসা যদ্যপি স্যাৎ প্রতিগ্রহে ॥ ২০ ॥ তথাপি নৈব গৃহ্ণীয়াত্তপোরক্ষাযতঃ সদা। বেদপাঠো বিষ্ণুপূজা ব্রহ্মধ্যানমলোভতা ॥ ২১ ॥ অক্রোধতা নির্ম্মলত্বং ক্ষমাসারত্বমার্য্যতা। ক্রিয়াতৎপরতা দানক্রিয়া সত্যাদিভির্গুণৈঃ ॥ ২২ ॥ ভূষিতো যো ভবেন্নিত্যং স বিপ্র ইতি কথ্যতে। ক্ষত্রিয়েণ তপঃ কার্য্যং যজনং

উদরকন্দরে প্রবেশ করিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করত বিস্ময়ে চিন্তান্বিত হই। তিনি আমায় স্বষ্ট্যর্থ নিয়োগ করেন। আমি পুনরায় নাভিনাল দিয়া নির্গত হইয়া স্বষ্টি করিবার কথা সব ভুলিয়া যাই। এ কারণ আবার আমি তাঁহার উদরে প্রবেশ করত চতুর্ব্বিধ প্রজা স্বজন করিয়া নাভিনাল দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদরবৃত্তান্ত বিস্মৃত জড়ীভূত হইয়া পড়ি। এই সময় অশরীরিণী বাক্ উত্থিত হয়। তাহার মর্ম্ম এই যে, হে মহাবুদ্ধে! তপস্যা কর, তোমার জড়ভাব শোভা পায় না, এইরূপ অশরীরী বাক্ উত্থিত হওয়ার পর আমি দশ বর্ষসহস্র যাবৎ তপস্যা করিতে লাগিলাম। তপঃফলে পুনরায় বেদরূপিণী অবিনশ্বরা আকাশবাণী উত্থিত হইল। তখন ভগবান কেশব আমায় আদেশ করিলেন যে, তুমি রজোগুণালম্বনে কলুষহীন বিবিধ প্রজা স্বষ্টি কর। তাঁহার আদেশানুসারে আমি প্রথমতঃ মনে মনে মানসীস্বষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিলাম। তাঁহাতে মরীচি প্রভৃতি মুনীশ্বর ব্রাহ্মণগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। তুমি তাঁহাদের কনিষ্ঠ ও বেদবেদান্তপারগ। তাঁহারা নিত্যকর্ম্মনিষ্ঠ এবং যজ্ঞস্বষ্টিকর্ম্মে উদ্যত। তুমি আমার নির্ব্যাপার বিষ্ণুভক্ত একান্তব্রহ্ম সেবক নির্ম্মম নিরহঙ্কার মানস পুত্র। আমি প্রথমতঃ বেদরক্ষার্থ মনে মনে ঐ দ্বিজাতিগণকে স্বষ্টি করি। ইহাই মানসী স্বষ্টি। পরে আঙ্গিকীস্বষ্টি প্রবর্ত্তিত করিলাম। মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদযুগল হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইল। ক্রমশ বর্ণচতুষ্টয়েব ক্রমযোগে অনুলোম-বিলোম দ্বারা শূদ্রের পরপরবর্ত্তী যে সকল জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমার পাদতলসম্ভব জাতি। ১—১৭। তাহাদিগকেই প্রকৃতি বলে। তাহারা আমার দেহাংশ সম্ভূত। বৎস নারদ! এই সকল অবগত হইবে। অতঃপর আমি তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ইহারা দ্বিজাতি। বেদপাঠ তপস্যা, অধ্যয়ন, যজন, দান এইগুলি বিপ্রের ধর্ম্ম। অধ্যাপন এবং স্বল্প প্রতিগ্রহ হইতে ইহাদের বৃত্তিনির্ব্বাহ হয়। যদিও বিপ্র তপো হেতু প্রতিগ্রহে সমর্থ হন, তথাপি প্রতিগ্রহ করিবেন না; কেননা তপোরক্ষা তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি নিত্য বেদপাঠ, বিষ্ণুপূজা, ব্রহ্মধ্যান, অলোভতা, অক্রোধিতা, নির্ম্মলত্ব, ক্ষমাসারত্ব, আর্য্যতা, ক্রিয়াতৎপরতা, দানক্রিয়া, সত্যাদিগুণভূষিত হয়, তাঁহাকেই

দানমেব চ'॥ ২৩ ॥ বেদপাঠো বিপ্রভক্তিরেষাং শস্ত্রেণ জীবনম্। স্ত্রীবালগোব্রাহ্মণার্থে ভূম্যর্থে স্বামিসঙ্কটে॥ ২৪ ॥ সম্প্রাপ্তে শরণঞ্চৈব পীড়িতানাঞ্চ শব্দিতে। আর্ত্তত্রাণপরা যে চ ক্ষত্রিয়া ব্রহ্মণা-কৃতাঃ॥২৫॥ ধনবৃদ্ধিকরো বৈশ্যঃ পশুপালঃ কৃষীবলঃ। রসাদীনাঞ্চ বিক্রেতা বেদব্রাহ্মণপূজকঃ॥ ২৬ ॥ অর্থবৃদ্ধিকরো ব্যাজাদ্‌যজ্ঞকর্ম্মাদিকারকঃ। দানমধ্যয়নঞ্চেতি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা॥ ২৭ ॥ এতান্যেব হ্যমন্ত্রাণি শূদ্রঃ কারয়তে সদা। নিত্যং ষড়্দৈবতং শ্রাদ্ধং হন্তকারোঽগ্নিতর্পণম্॥ ২৮ ॥ দেবদ্বিজাতি-ভক্তিশ্চ নমস্কারেণ সিধ্যতি। শূদ্রোঽপি প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্॥ ২৯ ॥ বিষ্ণুভক্তি-ময়ান্ শ্লোকান্ পঠন্ বিষ্ণুত্বমাপ্নুয়াৎ। বার্ষিকব্রত কৃন্নিত্যং তিথিবারাধিদৈবতঃ॥ ৩০ ॥ অন্নদঃ সর্ব্ব-জীবানাং গৃহস্থঃ শূদ্র ঈরিতঃ। অমন্ত্রাণ্যপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেব হি মুচ্যতে॥ ৩১ ॥ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকরঃ শূদ্রোঽপি হরিতাং ব্রজেৎ। শিল্পী চ নর্ত্তকশ্চৈব কাষ্ঠকারঃ প্রজাপতিঃ॥ ৩২ ॥ বর্দ্ধ-কিশ্চিত্রকশ্চৈব সূত্রকো রজকস্তথা। গচ্ছকস্তন্তকারশ্চ চক্রিকশ্চর্ম্মকারকঃ॥ ৩৩ ॥ সূনিকো ধ্বনিকশ্চৈব কৌল্লিকো মৎস্যঘাতকঃ। ঔনামিকশ্চ চণ্ডালঃ প্রকৃত্যাষ্টাদশৈব তে॥ ৩৪ ॥ শিল্পিকঃ স্বর্ণকারশ্চ দারুকঃ কাংস্যকারকঃ। কাড়ুকঃ কুম্ভকারশ্চ প্রকৃত্যা উত্তমাশ্চ ষট্॥ ৩৫ ॥ খরবাহ্যুষ্ট্রবাহী চ হয়বাহী তথৈব চ। গোপাল ইষ্টিকাকারো অধমাধমপঞ্চকম্॥ ৩৬ ॥ রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বুরুড এব চ। কৈবর্ত্ত-মেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৭ ॥ যো যস্য হীনো বর্ণেন স চাষ্টাদশমো নরঃ। সর্ব্বাসাং প্রকৃতীনাঞ্চ উত্তমা মধ্যমাঃ সমাঃ॥ ৩৮ ॥ ভেদাস্ত্রয়ঃ সমাখ্যাতা বিজ্ঞেয়াঃ স্মৃতিনির্ণয়াৎ। শিল্পিনঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া উত্তমাঃ সমুদাহৃতাঃ॥ ৩৯ ॥ স্বর্ণকৃৎ কম্বুকশ্চৈব তন্দুলী পুষ্পলাবকঃ। তাম্বুলী নাপিতশ্চৈব মণিকারশ্চ সপ্তধা॥ ৪০ ॥ ন স্নানং দেবতা-হোমস্তপোনিয়ম এব চ। ন স্বাধ্যায়বষট্‌কারৌ ন চ শুদ্ধির্ব্বিবাহিতা॥ ৪১ ॥ এতাসাং প্রকৃতীনাঞ্চ গুরুপূজা সদোদিতা। বিপ্রাণাং প্রাকৃতো নিত্যং দানমেব পরো বিধিঃ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বেষামেব বর্ণানামাশ্রমাণাং মহামুনে। সর্ব্বাসাং প্রকৃতীনাঞ্চ বিষ্ণুভক্তিঃ সদা শুভা॥ ৪৩ ॥ ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যথা প্রকৃতিসম্ভবম্। কথাং শৃণু মহাপুণ্যাং

বিপ্র বলা যায়। ক্ষত্রিয় তপ, যজন, দান, বেদপাঠ ও বিপ্রের প্রতি ভক্তি করিবে। শস্ত্রদ্বারা ইহাদের জীবিকা। যাহারা স্ত্রী, বালক, গো, ব্রাহ্মণ, ভূমি, স্বামী শরণাগত, পীড়িত ও আর্ত্তব্যক্তির ত্রাণ-পরায়ণ, তাহারাই ক্ষত্রিয়। ধনবৃদ্ধি, পশুপালন, কৃষি, রসাদিবিক্রয়, দেব-ব্রাহ্মণপূজা, ছলপূর্ব্বক অর্থবৃদ্ধি, যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন এইগুলি বৈশ্যের ধর্ম্ম। শূদ্র পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কর্ম্মই অমন্ত্রক করিবে। নিত্য ষড়্দৈবত শ্রাদ্ধ, হন্তকার, অগ্নি-তর্পণ, দেব-দ্বিজাতিভক্তি এই সকল কর্ম্ম শূদ্রের নমস্কার দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শূদ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উদ্দেশে বিষ্ণুপদাভিবন্দনকরত বিষ্ণুভক্তিব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিবে। এরূপ করিলে সে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়। শূদ্র নিত্য বার্ষিক ব্রত করিবে। তিথিবারাধিদেবতার পূজা করিবে। গৃহস্থ শূদ্র সর্ব্বজীবের অন্নদাতা বলিয়া অভিহিত হয়। ইহারা অমন্ত্রক কর্ম্ম করিয়াও মুক্তি লাভ করে। চাতুর্ম্মাস্যব্রতকারী শূদ্র হরি-সারূপ্য-লাভ করিয়া থাকে। শিল্পী, নর্ত্তক, কর্ম্মকার, প্রজাপতি, বর্দ্ধকি, চিত্রক, সূত্রক, রজক, গচ্ছক, তন্তকার, চক্রিক, চর্ম্মকার সূনিক, ধ্বনিক, কৌল্লিক, মৎস্যঘাতক ও ঔনামিক, সচরাচর এই অষ্টাদশ প্রকারকে চণ্ডাল বলা যায়। ২৮—৩৪। শিল্পী, স্বর্ণকার, দারুক, কাংস্যকারক, কাড়ুক ও কুম্ভকার ইহারা 'উত্তমপ্রকৃতি' জাতি। খরবাহী, উষ্ট্রবাহী, হয়বাহী, গোপাল, ও ইষ্টিকাকার, এই পাঁচটী অধমাধম জাতি। রজক, চর্ম্মকার, নট, বুরুড, কৈবর্ত্ত, মেদ ভিল্ল এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ। যদি কোন বর্ণ দ্বারা কেহ হীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই নর অষ্টাদশ অর্থাৎ অষ্টাদশ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে। সকল প্রকৃতিরই উত্তম মধ্যম সম এই তিনটী ভেদ আছে। এইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে জানিবে। শিল্পি প্রভৃতি সাতটী জাতি উত্তম। স্বর্ণকার, কম্বুক, তন্দুলী, পুষ্পলাবক, তাম্বুলী, নাপিত, ও মণিকার, এই সপ্তপ্রকার জাতির স্নান, দেবতাহোম, তপোনিয়ম, স্বাধ্যায়, বষট্‌কার, শুদ্ধি ও বিবাহিতা নাই; গুরুপূজা ইহাদের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। বিপ্রগণের দানই পরম ধর্ম্ম। সমস্ত বর্ণাশ্রমীর এবং সাধারণ প্রকৃতির বিষ্ণুভক্তিই একমাত্র ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট প্রকৃতিসম্ভব কীর্ত্তন করিলাম; অধুনা

শূদ্রঃ শুদ্ধিমগাদ্যথা। ৪৪। ইদং পুরাণং পরমং পবিত্রং বিশুদ্ধধীর্যস্ত শৃণোতি বা পঠেৎ। বিধূয় পাপানি পুরার্জ্জিতানি স যাতি বিষ্ণোর্ভবনং ক্রিয়াপরঃ। ৪৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যেঽষ্টাদশপ্রকৃতিকথনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ। ২৪২।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। শূদ্রঃ পৈজবনো নাম গার্হস্থ্যাচ্ছুদ্ধিমাপ্তবান্। ধর্ম্মমার্গাবিরোধেন তন্নিবোধ মহামতে। ১। আসীৎ পৈজবনঃ শূদ্রঃ পুরা ত্রেতাযুগে কিল। স্বধর্ম্মনিরতঃ খ্যাতো বিষ্ণুব্রাহ্মণপূজকঃ। ২। ন্যায়াগতধনো নিত্যং শান্তঃ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ। সত্যবাদী বিবেকজ্ঞস্তস্য ভার্য্যা চ সুন্দরী। ৩। ধর্ম্মোঢ়া বেদবিধিনা সমানকুলজা শুভা। পতিব্রতা মহাভাগা দেবদ্বিজহিতে রতা। ৪। কাম্পাং সর্ব্বস্থিতা বালা বৈজয়ন্ত্যাং বিবাহিতা। সা ধর্ম্মাচরণে দক্ষা বৈষ্ণবব্রতচারিণী। ৫। ভর্ত্রা সহ তথা সম্যক্ ক্রীড়ে সুবিনীতবৎ। সোঽপি রেমে তয়া কালে হস্তিন্যেব মহাগজঃ। ৬। অর্থাপ্তিঃ পূর্ব্বপুণ্যেন জাতা তস্য মহাত্মনঃ। বাণিজ্যং স্বজনৈর্নিত্যং স্বদেশপরদেশজম্। ৭। কারয়ত্যর্থজাতৈশ্চ পরকীয়স্বকীয়জৈঃ। এবমর্থশ্চ বহুধা সঞ্জাতো ধর্ম্মদর্শিনঃ। ৮। পুত্রত্রয়ং চ সঞ্জাতং পিতুঃ শুশ্রূষণে রতম্। তস্য পুত্রাঃ পিতৃর্ভক্তা দ্রব্যাদিমদবর্জ্জিতাঃ। ৯। পিতৃবাক্যরতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্বধর্ম্মাচারশোভনাঃ। পিত্রোঃ শুশ্রূষণাদন্যন্নাভিনন্দন্তি কিঞ্চন। ১০। তে সম্বন্ধেঃ সুসম্বদ্ধাঃ প্রিয়া ধর্ম্মার্থদর্শিনা। তৎপত্ন্যো মাতৃপিত্রর্চ্চাং কারয়ন্ত্যনিবারিতম্। ১১। ঋদ্ধিমদ্ভবনং তস্য ধনধান্যসমন্বিতম্। সোঽপি ধর্ম্মরতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ। ১২। গৃহাগতো ন বিমুখো যস্য জাতু কদাচন। শীতকালে ধনং প্রাদাদুষ্ণকালে জলান্নদঃ। ১৩। বর্ষাকালে বস্ত্রদশ্চ বভূবান্নপ্রদঃ সদা। বাপীকূপতড়াগাদিপ্রপাদেবগৃহাণি চ। ১৪। কারয়ত্যুচিতে কালে শিববিষ্ণুব্রতস্থিতঃ। ইষ্টধর্ম্মস্তু বর্ণানাং সমাচীর্ণো মহাফলঃ। ১৫। অন্যেষাং পূর্ত্তধর্ম্মানাং তেষাং পূর্ত্তকরঃ সদা।

যাহাতে শূদ্র শুদ্ধি লাভ করে, এরূপ পুণ্য কথা শ্রবণ কর। যে বিশুদ্ধধী মানব এই পরম পবিত্র পুরাণ শ্রবণ বা পাঠ করে, সে পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ সকল বিধুত করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ৩৫—৪৫।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪২।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামতে! শ্রবণ কর,—যেরূপে শূদ্র পৈজবন গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণে শুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ত্রেতাযুগে পৈজবন নামে এক শূদ্র ছিল। সে স্বধর্ম্মনিরত, বিখ্যাত, বিষ্ণু-ব্রাহ্মণ-পূজক, ন্যায়ার্জ্জিতধন, নিত্য শান্ত, সর্ব্বজনপ্রিয়, সত্যবাদী, ও বিবেকী ছিল। তাহার ভার্য্যা সুন্দরী। সে ধর্ম্মানুসারে উপনীতা, সমানকুলজা, শুভা, পতিব্রতা, মহাভাগা ও দেব-দ্বিজহিতে রতা কাম্পীতে ইহার বিবাহের সম্বন্ধ ও বৈজয়ন্তীতে বিবাহ হয়। এই কামিনী ধর্ম্মাচরণে দক্ষা ও বৈষ্ণবব্রতচারিণী ছিল। ভর্ত্তার সহিত এ বিনীতভাবে ক্রীড়া করিত। ইহার পতিও মহাগজ যেমন হস্তিনীর সহিত ক্রীড়া করে, তদ্রূপ ইহার সহিত রমণ করিত। পূর্ব্বপুণ্যে পৈজবনের অর্থের অভাব ছিল না। সে স্বদেশে ও বিদেশে স্বজনগণ দ্বারা নিত্য স্বদেশজ এবং পরদেশজ বস্তুর ব্যবসায় করিত। ইহাতে তাহার প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার তিনটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহারা সকলেই পিতৃবৎসল, ধনমদ-বর্জ্জিত, পিতৃবাক্যরত ও স্বধর্ম্মাচারশোভন ছিল। মাতা পিতার শুশ্রূষা ব্যতীত তাহারা আর কিছুই জানিত না। ১—১০। ক্রমে উহাদের পিতা পৈজবন উহাদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিল। উহাদের পত্নীগণও শ্বশ্রূ-শ্বশুরের শুশ্রূষায় বিরত ছিল না। পৈজবনের গৃহ ধন-ধান্যসমন্বিত পৈজবন ছিল। নিত্য দেবতা-অতিথির পূজা করে। গৃহাগত ব্যক্তি বিমুখ হইয়া কদাচ তাহার গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইত না। সে শীতকালে ধন, গ্রীষ্মকালে জল-অন্ন, বর্ষাকালে বস্ত্র, এবং সর্ব্বদাই অন্ন দান করিত। বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রপা, দেবগৃহ প্রভৃতি সে শিববিষ্ণুব্রত অবলম্বন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। ইষ্টধর্ম্ম সর্ব্ব বর্ণেরই মহাফলপ্রদ এবং পূর্ত্তধর্ম্ম সর্ব্বকামপূরক। পৈজবন ধনাঢ্য

স বভূব ধনাঢ্যোঽপি ব্যসনৈর্ন সমাশ্রিতঃ ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুভক্তিরতো নিত্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ। একদা গালবমুনিঃ শিষ্যৈর্বহুভিরাবৃতঃ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানরতঃ শান্তস্তপোনিষ্ঠো মহাবশী। অভ্যাজগাম শুভ্রস্য গেহে পৈজবনস্য সঃ ॥ ১৮ ॥ স বাগ্ভির্মধুভিস্তস্য অভ্যুত্থানাসনাদিভিঃ। উপচারৈঃ পুনর্যুক্তঃ কৃতার্থ ইব মানয়ন্ ॥ ১৯ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম জাতং জীবিতমুত্তমম্। অদ্য মে সফলো ধর্ম্মঃ কুশলশ্চোদ্ধৃতস্ত্বয়া ॥ ২০ ॥ মম পাপসহস্রাণি দৃষ্ট্বা দগ্ধানি তে মুনে। গৃহং মম গৃহস্থস্য সকলং পাবিতং ত্বয়া ॥ ২১ ॥ তস্য ভক্ত্যা প্রসন্নোঽভূদ্গতমার্গপরিশ্রমঃ। উবাচ মুনিশার্দ্দূলঃ সচ্ছূদ্রং তং কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ২২ ॥ কচ্চিত্তে কুশলং সৌম্য মনো ধর্ম্মে প্রবর্ত্ততে। অর্থানুবন্ধাঃ সততং বন্ধুদারসুতাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ গোবিন্দে সততং ভক্তিস্তথা দানে প্রবর্ত্ততে। ধর্ম্মার্থকামকার্য্যেষু সপ্রভাবং মনস্তব ॥ ২৪ ॥ বিষ্ণুপাদোদকং নিত্যং শিরসা ধার্য্যতে ন বা। পাদোদ্ভবং চ গঙ্গোদং দ্বাদশাব্দফলপ্রদম্ ॥ ২৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ তৎফলং দ্বিগুণং ভবেৎ। হরিভক্তির্হরিকথা হরিস্তোত্রং হরের্নতিঃ ॥ ২৬ ॥ হরিধ্যানং হরেঃ পূজা সুপ্তে দেবে চ মোক্ষকৃৎ। এবং ব্রুবাণং স মুনিং পুনরাহ নতিং গতঃ ॥ ২৭ ॥ ভবদ্দৃষ্ট্যাশ্রমফলমেতজ্জাতং ন সংশয়ঃ। তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তব বাণীমনাময়ীম্ ॥ ২৮ ॥ ভবাদৃশানাং গমনং সর্ব্বার্থেষু প্রকল্পতে। ততস্তৌ স্বমুদা যুক্তৌ সঞ্জাতৌ হৃষ্টচেতসৌ ॥ ২৯ ॥ মুনিং পৈজবনো নাম সচ্ছূদ্রঃ প্রাহ সম্মতঃ। কিমাগমনকৃত্যং তে কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৩০ ॥ কো বা তীর্থপ্রসঙ্গশ্চ চাতুর্ম্মাস্যে সমীপগে। গালবঃ প্রাহ সচ্ছূদ্রং ধার্ম্মিকং সত্যবাদিনম্ ॥ ৩১ ॥ মম তীর্থাবাসক্তস্য মাসা বহুতরা গতাঃ। ইদানীমাশ্রমং যাস্যে চাতুর্ম্মাস্যে সমাগতে ॥ ৩২ ॥ আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং করিষ্যে নিয়মং গৃহে। নারায়ণস্য প্রীত্যর্থং শ্রেয়োঽহং চাত্মনস্তথা ॥ প্রত্যুবাচ মুনির্ধর্ম্মান্‌বিনয়ানতকন্ধরম্ ॥ ৩৩ ॥ পৈজবন উবাচ। মমানুগ্রহজাং বুদ্ধিং ব্রূহি ত্বং দ্বিজপুঙ্গব। বেদেঽধিকারো নৈবাস্তি বেদসারজপস্য বা ॥ ৩৪ ॥ পুরাণস্মৃতিপাঠস্য তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদস্ব মে। তত্রাত্ম-

---

হইলেও ব্যসনী ছিল না। সে সর্ব্বদা বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে বিষ্ণু-উপাসনা করিত। একদা ব্রহ্মজ্ঞানরত, শান্ত, তপোনিষ্ঠ, বশীকৃতেন্দ্রিয় গালবমুনি শিষ্যপরিবৃত হইয়া পৈজবনের গৃহে আগমন করেন। পৈজবন আসন, অভ্যুত্থান ও অন্যান্য উপচারাদি দ্বারা তাঁহাকে সৎকৃত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া বলিতে লাগিল,—অদ্য আমার জন্ম সফল; আপনি আমার কুশল বিধান করিলেন। আপনাকে দেখিয়া আমার পাপ দগ্ধ এবং গৃহ পবিত্র হইল। মুনি তাহার এতাদৃশ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া বিশ্রাম লাভের পর বলিলেন,—সৌম্য! তোমার কুশল ত? ধর্ম্মে তোমার অনুরাগ আছে ত? বন্ধু-দার-সুতাদি তোমার অর্থাগমের আনুকূল্য করে ত? গোবিন্দে তোমার সর্ব্বদা ভক্তি এবং দানে অনুরক্তি হয় ত? ধর্ম্মার্থকামকার্য্যে তোমার মন 'সমভাবাপন্ন আছে ত? তুমি নিত্য বিষ্ণুপাদোদক মস্তকে ধারণ করিতেছ ত? দেখ বিষ্ণুপাদোদ্ভব গঙ্গোদক, দ্বাদশাব্দফল-প্রদ; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে বিষ্ণুপাদোদক ধারণ করিলে তাহা ইহার দ্বিগুণ ফল প্রদান করে। হরিশয়নে হরিভক্তি, হরিকথা, হরিস্তোত্র, হরির নতি, হরিধ্যান, ও হরিপূজা এ সকল মোক্ষফল প্রদান করে। মুনি এইরূপ বলিলে পৈজবন নমস্কার করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিল—আপনার দর্শনে আমার আশ্রমবাসের ফললাভ হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। তথাপি আমি আপনার অনাময়ী বাণী শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনাদের আগমন সর্ব্বার্থহিতকর। এইরূপ কথোপকথনের পর তাহারা উভয়ে আনন্দিত হইলেন।১১-২৯। পৈজবন মুনিকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনার আগমনের কারণ কি? তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। চাতুর্ম্মাস্য যখন নিকটস্থ, তখন আপনার তীর্থপ্রসঙ্গেরই বা প্রয়োজন কি? গালব বলিলেন,—আমি অদ্য কতিপয় মাস হইল তীর্থস্নান সম্পন্ন করিয়াছি, ইদানীং আমি চাতুর্ম্মাস্য সময়ে গৃহে গমন করিতেছি। আমি গৃহে যাইয়া আষাঢ়ী শুক্ল একাদশীতে নিয়ম পালন করিব। ইহাতে নারায়ণ আমার প্রতি প্রীত হন, এবং নিজের যথেষ্ট প্রীতি লাভ হয়। এই কথা বলিয়া মুনি পুনরায় ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। পৈজবন বলিল,—হে মুনে! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। আমার বেদে এবং বেদসারজপে অধিকার নাই। অতএব পুরাণ বা স্মৃতি পাঠের বিষয়

সদৃশং কিঞ্চিত্ত্বর্তি রূপং মহাফলম্ ॥ ৩৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ মুক্তিসংসাধকং বদ ॥ ৩৬ ॥ গালব উবাচ। শালগ্রামগতং বিষ্ণুচক্রাঙ্কিতপুটং সদা। যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা নিত্যং তেষাং মুক্তিস্তদূরতঃ ॥ ৩৭ ॥ শালিগ্রামে মনো যস্য যৎকিঞ্চিৎক্রিয়তে শুভম্। অক্ষয্যং তত্তবেন্নিত্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ৩৮ ॥ শালগ্রামশিলা যত্র যত্র দ্বারাবতীশিলা। উভয়োঃ সঙ্গমঃ প্রাপ্তো মুক্তিস্তস্য ন দুর্লভঃ ॥৩৯॥ শালগ্রামশিলা যস্যাং ভূমৌ সম্পূজ্যতে নৃভিঃ।পঞ্চক্রোশং পুনাত্যেষা অপি পাপশতান্বিতৈঃ ॥ ৪০ ॥ তৈজসং পিণ্ডমেতদ্ধি ব্রহ্মরূপমিদং শুভম্। যস্যাঃ সন্দর্শনাদেব সদ্যঃ কল্মষনাশনম্ ॥ ৪১ ॥ সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি দেবতায়তনানি চ। নদ্যঃ সর্ব্বা মহাশূদ্র তীর্থত্বং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥ ৪২ ॥ সন্নিধানেন বৈ তস্যাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বত্র শোভনাঃ। ব্রজন্তি হি ক্রিয়াত্বঞ্চ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ৪৩ ॥ পূজ্যতে ভবনে যস্য শালগ্রামশিলা শুভা। কোমলৈস্তুলসীপত্রৈর্বিমুখস্তস্য বৈ যমঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামাধিকারোঽস্তি ন বান্যেষাং কদাচন ॥ ৪৫ ॥ সচ্ছূদ্র উবাচ। ব্রহ্মন্ বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। স্ত্রীশূদ্রাদিনিষেধোঽয়ং শালগ্রামে হি শ্রূয়তে ॥ ৪৬ ॥ মাদৃশস্তং কথং শালগ্রামপূজাবিধিং বদ ॥ ৪৭ ॥ গালব উবাচ। অসচ্ছূদ্রগতঃ দাস নিষেধং বিদ্ধি মানদ। স্ত্রীণামপি চ সাধ্বীনাং নৈবাভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥ মা ভূৎসংশয়স্তেনাত্র নাপ্নুষে সংশয়াৎ ফলম্। শালিগ্রামার্চ্চনপরাঃ শুদ্ধদেহা বিবেকিনঃ ॥ ৪৯ ॥ ন তে যমপুরং যান্তি চাতুর্ম্মাস্যে চ পূজকাঃ। শালগ্রামার্পিতং মাল্যং শিরসা ধারয়ন্তি যে ॥ ৫০ ॥ তেষাং পাপসহস্রাণি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ। শালগ্রামশিলাগ্রে তু যে প্রযচ্ছন্তি দীপকম্ ॥ ৫১ ॥ তেষাং সৌরপুরে বাসঃ কদাচিন্নৈব হীয়তে। শালগ্রামগতং বিষ্ণুং সুমনোভির্মনোহরৈঃ। যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাশূদ্র সুপ্তে দেবে হরৌ তথা ॥ ৫২ ॥ পঞ্চামৃতেন স্নপনং যে কুর্ব্বন্তি সদা নরাঃ। শালগ্রামশিলায়াঞ্চ ন তে সংসারিণো নরাঃ ॥ ৫৩ ॥ মুক্তের্নিদানমমলং শালগ্রামগতং হরিম্। হৃদি ন্যস্য সদা ভক্ত্যা যো ধ্যায়তি স মুক্তিভাক্ ॥ ৫৪ ॥ তুলসীদলজাং মালাং শালগ্রামোপরি ন্যসেৎ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫ ॥ ন তাবৎ পুষ্পজা মালা শালগ্রামস্য বল্লভা। সর্ব্বদা তুলসী

কিঞ্চিৎ আমায় বলুন। যাহা তত্ত্বার্থ-সদৃশ রূপ, তাহাই মহাফলদায়ক। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে উহা মুক্তি ফলজনক। গালব বলিলেন,—যাহারা শালগ্রামগত চক্রাঙ্কিতপুট বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, তাহাদের মুক্তি সন্নিহিত। যে ব্যক্তি শালগ্রামে মন ন্যস্ত করিয়া থাকে, তাহার সমুদয় কর্ম্ম অক্ষয় হয়। চাতুর্ম্মাস্যে হইলে অধিকতর ফল লাভ হয়। যে মানব শালগ্রাম ও দ্বারাবতীশিলা প্রতিষ্ঠা করে, মুক্তি তাহার দুর্লভ হয় না। মানবগণ যে স্থানে শালগ্রামশিলার পূজা করে, ঐ স্থান পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া পবিত্র হয়। শালগ্রামশিলা ব্রহ্মরূপ তৈজস পিণ্ড; দর্শন মাত্র পাপনাশ হয়। ইহার সান্নিধ্য বশতঃ সর্ব্ব তীর্থ, দেবতায়তন ও নদী সকল তীর্থ হইয়া থাকে; এবং ক্রিয়াসমূহ শোভিত হয়। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে এতৎসান্নিধ্যে ক্রিয়া ক্রিয়াত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার ভবনে কোমল তুলসীদল দ্বারা শালগ্রাম পূজিত হয়, যম তাহার প্রতি বিমুখ হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎশূদ্র ইহাদেরই শালগ্রামশিলা পূজনে অধিকার আছে, অন্য কাহারও নাই। সৎশূদ্র বলিল,—হে ব্রহ্মন্! বেদবিৎশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ! স্ত্রীশূদ্রাদির শালগ্রামশিলায় অনধিকার শ্রুত হওয়া যায়; অতএব আপনি মাদৃশ শূদ্রদিগের শালগ্রামশিলা পূজাবিধি কিরূপে বলিলেন? গালব বলিলেন,—হে দাস! শালগ্রামশিলাপূজনে যে নিষেধ, তাহা অসৎশূদ্রগত জানিবে। সাধ্বী স্ত্রীদিগের শালগ্রামপূজনে নিষেধ নাই। এ বিষয়ে তুমি সংশয় করিও না; সংশয় করিলে ফললাভ হয় না। শালগ্রামপূজাপরায়ণ ব্যক্তি শুদ্ধদেহ বিবেকী হয়। যাহারা চাতুর্ম্মাস্যে পূজা করে, তাহাদিগকে যমপুরে গমন করিতে হয় না। যাহারা শালগ্রামার্পিত মাল্য মস্তকে ধারণ করে, তাহাদের সহস্র সহস্র পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। শালগ্রামশিলাসম্মুখে যে মানব দীপ দান করে, তাহার সূর্য্যলোকে বাস কদাচ বিনষ্ট হয় না। যে সকল মানব চাতুর্ম্মাস্যে মনোহর পুষ্প দ্বারা শালগ্রামশিলাগত বিষ্ণুর অর্চ্চনা এবং পঞ্চামৃত দ্বারা শিলাকে স্নান করায়, তাহাদিগকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ৩০-৫৩। যে মানব মুক্তিনিদান শালগ্রাম-গত শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে ধ্যান করে, সে মুক্তিভাগী হয়। যে মানব চাতুর্ম্মাস্যে তুলসীদল-মালা শালগ্রামোপরি ন্যস্ত করে সে সর্ব্ব অভিলষিত প্রাপ্ত করিয়া থাকে। পুষ্প-মালা শালগ্রামের প্রিয় নহে,

দেবী বিষ্ণোর্নিত্যং শুভা প্রিয়া॥ ৫৬॥ তুলসী বল্লভা নিত্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ। শালগ্রামো মহাবিষ্ণুস্তুলসী শ্রীর্ন সংশয়ঃ॥ ৫৭॥ অতো বাসিতপানীয়ৈঃ স্নাপ্যং চন্দনচর্চ্চিতৈঃ। মঞ্জরীভির্যুতং দেবং শালগ্রামশিলাহরিম্॥ ৫৮॥ তুলসীসম্ভবাভিশ্চ কৃত্বা কামানবাপ্নুয়াৎ। পত্রে তু প্রথমো ব্রহ্মা দ্বিতীয়ে ভগবান্ শিবঃ॥ ৫৯॥ মঞ্জর্য্যাং ভগবান্ বিষ্ণুস্তদেকস্থত্রয়া সদা। মঞ্জরী দলসংযুক্তা গ্রাহ্যা বুধজনৈঃ শুভা॥ ৬০॥ তাং নিবেদ্য গুরৌ ভক্ত্যা জন্মাদিক্ষয়কারণম্। শালগ্রামে ধূপরাশিং নিবেদ্য হরিতৎপরঃ॥ ৬১॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ মনুষ্যো নৈব নারকী। শালগ্রামং নরো দৃষ্ট্বা পূজিতং কুসুমৈঃ শুভৈঃ॥ ৬২॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি তন্ময়তাং হরৌ। য স্তৌত্যগ্রগতং বিষ্ণুং গণ্ডকীজলসম্ভবম্॥ ৬৩॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণৈশ্চ সোঽপি বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ। শালগ্রামশিলায়াশ্চ চতুর্বিংশতিসংখ্যকাঃ। ভেদাঃ সন্তি মহাশূদ্র তান্ শৃণুষ মহামতে॥ ৬৪॥ ইমাঃ পূজ্যাশ্চ লোকেঽত্র চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যকাঃ। তাসাঞ্চ দৈবতং বিষ্ণুং নামানি চ বদাম্যহম্॥ ৬৫॥ স এব মূর্ত্তিশ্চতুরুত্তরাভির্ব্বিংশতিরেকো ভগবান্ যথাদ্যঃ। স এব সংবৎসরনামসংজ্ঞঃ স এব প্রাবাগত আদিদেবঃ॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শালগ্রামপূজনমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৪৩॥

তুলসী দেবীই তাঁহার একান্ত প্রিয়। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে অধিকতর প্রিয়; শালগ্রাম মহাবিষ্ণু আর তুলসী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। জনগণ দেব শালগ্রামশিলা-হরিকে চন্দনচর্চ্চিত বাসিত জল দ্বারা স্নান করাইবে। তুলসীমালা দ্বারা হরিকে অলঙ্কৃত করিলে মানব সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করে। তুলসীর প্রথম পত্রে ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে ভগবান্ শিব এবং মঞ্জরীতে স্বয়ং বিষ্ণু বাস করিয়া থাকেন। বুধজন সর্ব্বদা দলান্বিতা মঞ্জরী গ্রহণ করিবেন। হরিভক্ত ব্যক্তি জন্মাদিক্ষয়কারণ তুলসীমঞ্জরী ভক্তিপূর্ব্বক গুরুকে নিবেদন করিয়া শালগ্রামশিলা সম্মুখে ধূপ দান করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে এরূপ করিলে মানব নারকী হয় না। নর কুসুমপূজিত শালগ্রাম শিলা দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। যে মানব শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণানুসারে শালগ্রামশিলাময় বিষ্ণুর স্তব করে, সে বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে। শালগ্রাম শিলার চতুর্বিংশতি প্রকার ভেদ আছে, হে মহামতে! তাহা তুমি শ্রবণ কর। এই চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক শিলাই লোকে পূজনীয়। শালগ্রাম শিলার বিংশতি প্রকার মূর্ত্তির দেবতা বিষ্ণু ও নাম আমি কীর্ত্তন করিতেছি। সেই শিলাই চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিতে এক, সেই শিলাই সংবৎসরসংজ্ঞ, এবং তিনিই আদিদেব। ৫৪—৬৬।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পৈজবন উবাচ। এতান্ ভেদান্মম ব্রূহি বিস্তরেণ তপোধন। ত্বদ্বাক্যামৃতপানেন তৃষা নৈব প্রশাম্যতি॥ ১॥ গালব উবাচ। শৃণু বিস্তরতো ভেদান্ পুরাণোক্তান্ বদামি তে। যান্শ্রুত্বা মুচ্যতেঽবশ্যং মনুজঃ সর্ব্বকিল্বিষাৎ॥ ২॥ পূর্ব্বং তু কেশবঃ পূজ্যো দ্বিতীয়ো মধুসূদনঃ। সঙ্কর্ষণস্তৃতীয়শ্চ ততো দামোদরঃ স্মৃতঃ॥ ৩॥ পঞ্চমো বাসুদেবাখ্যঃ ষষ্ঠঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকঃ। সপ্তমো বিষ্ণুরুক্তশ্চাষ্টমো মাধব এব চ॥৪॥ নবমোঽনন্তমূর্ত্তিশ্চ দশমঃ পুরুষোত্তমঃ। অধোক্ষজস্ততঃ পশ্চাদ্দ্বাদশস্তু জনার্দ্দনঃ॥৫॥ ত্রয়োদশস্তু গোবিন্দশ্চতুর্দ্দশস্ত্রিবিক্রমঃ। শ্রীধরশ্চ পঞ্চদশো হৃষীকেশস্তু ষোড়শঃ॥ ৫॥ নৃসিংহস্তু

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পৈজবন বলিল,—হে তপোধন! আপনার বাক্যামৃত পানে আমার তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হইতেছে না; অতএব আপনি আমার নিকট বিস্তৃত ভাবে শালগ্রামশিলাভেদ কীর্ত্তন করুন। গালব বলিলেন,—আমি পুরাণোক্ত ভেদ সকল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, শুনিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। শালগ্রামশিলার নাম-ভেদ যথা, প্রথম কেশব, দ্বিতীয় মধুসূদন, তৃতীয় সঙ্কর্ষণ, চতুর্থ দামোদর, পঞ্চম বাসুদেব, ষষ্ঠ প্রদ্যুম্ন, সপ্তম বিষ্ণু, অষ্টম মাধব, নবম অনন্তমূর্ত্তি, দশম পুরুষোত্তম, একাদশ অধোক্ষজ, দ্বাদশ জনার্দ্দন, ত্রয়োদশ গোবিন্দ, চতুর্দ্দশ ত্রিবিক্রম, পঞ্চদশ শ্রীধর, ষোড়শ

সপ্তদশো বিশ্বযোনিস্ততঃ পরম্। বামনশ্চ ততঃ প্রোক্তস্ততো নারায়ণঃ স্মৃতঃ। ৭। পুণ্ডরীকাক্ষ উক্তশ্চ হ্যুপেন্দ্রশ্চ ততঃ পরম্। হরিস্ত্রয়োবিংশতিমঃ কৃষ্ণশ্চাস্য উদাহৃতঃ। ৮। শালগ্রামস্য ভেদাশ্চ ময়োক্তাস্তব শূদ্রজ। মূর্ত্তিভেদাস্তথা প্রোক্তা এত এব মহাধন। ৯। মূর্ত্তয়স্তিথিনাম্ন্যঃ স্যুরেকাদশ্যঃ সদৈব হি। সংবৎসরেণ পূজ্যান্তে চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তয়ঃ। ১০। দেবাবতারাশ্চ তথা চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যকাঃ। মাসা মার্গশিরাদ্যাশ্চ মাসার্দ্ধাঃ পক্ষসংজ্ঞকাঃ। ১১। অধীশসহিতান্নিত্যং পূজয়ন্ ভক্তিমান্ ভবেৎ। চতুর্ব্বিংশতিসংজ্ঞঞ্চ চতুষ্টয়মুদাহৃতম্। ১২। এতচ্চতুষ্টয়ং নৃণাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা পঠেদ্বাপি সমাহিতঃ। ১৩। ভূতসর্গস্য গোপ্তাসৌ হরিস্তস্য প্রসীদতি। ১৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে শালগ্রামশিলাসু মূর্ত্ত্যুৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়। ২৪৪।

হৃষীকেশ, সপ্তদশ নৃসিংহ, অষ্টাদশ বিশ্বযোনি, উনবিংশ বামন, বিংশ নারায়ণ, একবিংশ পুণ্ডরীকাক্ষ, দ্বাবিংশ উপেন্দ্র, ত্রয়োবিংশ হরি এবং চতুর্বিংশ শ্রীকৃষ্ণ। হে মহাধন! শালভেদ ও মূর্ত্তিভেদ এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তিথি সকলই শালগ্রামমূর্ত্তি ও বিশেষত একাদশী। সংবৎসর ব্যাপিয়া ঐ সকল মূর্ত্তি—চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক দেবাবতার, মার্গশীর্ষাদি মাস, মাসার্দ্ধ ও মাসাধিপ দেব সহ পূজা করিতে হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি-সংজ্ঞক শালগ্রাম মাসি চতুষ্টয় (চাতুর্ম্মাস্য স্বরূপ) বলিয়া অভিহিত। ইহা নরগণের ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদায়ক। যে মানব অবহিত হইয়া ভক্তি সহকারে এই প্রবন্ধ পাঠ বা শ্রবণ করে, ভূতস্রষ্টা হরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ১—১৪।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পৈজবন উবাচ। শালগ্রামশিলায়াঞ্চ জগদাদিঃ সনাতনঃ। কথং পাষাণতাং প্রাপ্তো গণ্ডক্যাং তচ্চ মে বদ। ১। ত্বৎপ্রসাদেন বিপ্রর্ষে হরৌ ভক্তির্দৃঢ়া ভবেৎ। ভবন্তস্তীর্থরূপা হি দর্শনাৎপাপহারিণঃ। ২। তীর্থামৃতাবগাহেন যথা পবিত্রতা নৃণাম্। ভবদ্বাক্যামৃতাজ্জাতা তথা মম ন সংশয়ঃ। ৩। গালব উবাচ। ইতিহাসস্ত্বয়ং পুণ্যঃ পুরাণেষু চ পঠ্যতে। তথা স এব ভগবাঞ্ছালগ্রামত্বমাগতঃ। ৪। মহেশ্বরশ্চ লিঙ্গত্বং কথয়েঽহং তবানঘ। পূর্ব্বং প্রজাপতির্দ্দক্ষো ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠসম্ভবঃ। ৫। তস্যাসীদ্দুহিতা সাধ্বী সতীনাম্নী সুলক্ষণা। হরেণোঢ়া বিধিজ্ঞেন বেদোক্তবিধিনা ততঃ। ৬। স চকার মহাযজ্ঞে হরদ্বেষং বিমূঢ়ধীঃ। তেন দ্বেষেণ মহতা সতী প্রকুপিতা ভৃশম্। ৭। যজ্ঞবেদ্যাং সমাগম্য বহ্নিধারণয়া তদা। প্রাণায়ামপরা ভূত্বা দেহোৎসর্গং চকার সা। ৮। পিতৃভাগং পরিত্যজ্য স্বভাগেন যুতা সতী। মনসা ধ্যানমগমচ্ছীতলং চ হিমালয়ম্।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পৈজবন বলিল,—হে ব্রহ্মন্। জগৎকারণ সনাতন গণ্ডকীতে শালগ্রাম শিলায় পাষাণতা প্রাপ্ত হইলেন কেন? আমাকে বলুন। আপনার প্রসাদে আমার হরিভক্তি দৃঢ়া হোক, আপনারা তীর্থরূপী; দেখিলেই পাপনাশ হয়। তীর্থামৃত অবগাহন করিলে যেমন সকলে পবিত্র হইয়া থাকে, আপনার বাক্যামৃত পানে আমিও তদ্রূপ হইব; ইহাতে আর সংশয় কি আছে? গালব বলিলেন,—হে অনঘ! তোমার পৃষ্ট বিষয় পুরাণ-প্রসিদ্ধ। ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপে শালগ্রামত্ব এবং ভগবান্ শঙ্কর যেরূপে লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। দক্ষ নামে এক প্রজাপতি ছিলেন; তিনি ভগবান্ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। সতী নামে তাঁহার এক সাধ্বী সুলক্ষণা কন্যা ছিলেন। বিধিজ্ঞ ভগবান্ ভব বেদোক্ত বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করেন। একদা দক্ষ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত মোহ প্রাপ্ত হইয়া দ্বেষ প্রকটিত করেন; তাহাতে সতী যারপর নাই কুপিতা হইয়া বহ্নি-ধ্যান করত প্রাণায়াম প্রভাবে দেহত্যাগ করেন। ১—৮। তিনি পিতৃভাগ (দেহ)

৯। যত্রযত্র মনো যাতি স্বকর্ম্মবশগং মৃতৌ। অবতারস্তত্রতত্র জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০। দহ্যমানা হি সা দেবী হিমালয়সুতাভবৎ। তত্র সা পার্ব্বতী ভূত্বা তপ উগ্রং সমাশ্রিতা॥ ১১। শিব-ভক্তিরতা নিত্যং হরব্রতপরায়ণা। শৃঙ্গে হিমবতঃ পুত্রী মনো ন্যস্য মহেশ্বরে। ১২। ততো বর্ষসহস্রান্তে ভগবান্ ভূতভাবনঃ। অথাজগাম তং দেশং বিপ্ররূপো মহেশ্বরঃ। ১৩। স্বাং জ্ঞাত্বা তপসা শুদ্ধাং কর্ম্মভাবৈঃ পরীক্ষিতৈঃ। ততো দিব্যবপুর্ভূত্বা করে জগ্রাহ পার্ব্বতীম্। ১৪॥ তপসা নির্জ্জিতশ্চাস্মি করবাণি চ কিং প্রিয়ম্। ততঃ প্রাহ মহেশানং প্রমাণং মে পিতা গুরুঃ॥ ১৫। সপ্তর্ষীন্ স তথোক্তস্তু প্রেষয়ামাস শঙ্করঃ। তে তত্র গত্বা সময়ং বক্তুং হিমবতা সহ ১৬। নিবেদ্য চ মহেশানং প্রেষিতা মুনয়ো যযুঃ। ততো লগ্নদিনে দেবা মহেন্দ্রাদয় ঈশ্বরম্। ১৭। ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগাশ্চ পুরোধায়াগ্নিমাযযুঃ। যোগসিদ্ধাঃ সমায়াস্তং বরবেষং বৃষধ্বজম্। ১৮॥ হিমবান্ পূজয়ামাস মধুপর্কাদিকৈঃ শুভৈঃ। উপচারৈর্মুদা যুক্তো মানয়ন্ কৃতকৃত্যতাম্। ১৯। বেদোক্তেন বিধানেন তাং কন্যাং সমযোজয়ৎ। পাণিগ্রহেণ বিধিনা দ্বিজাতিগণসংবৃতঃ। ২০। বহ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য গিরীশস্তদনন্তরম্। দানকালে চ গোত্রাদি পৃষ্টো লজ্জাপরো হরঃ। ২১। ব্রহ্মণো-বচনাত্তেন বিধিশেষোহবশেষিতঃ। চরুপ্রাশন-কালে তু পঞ্চবক্ত্রপ্রকাশকৃৎ। ২২। সহিতঃ সকলৈর্দেবৈঃ কুতূহলপরায়ণঃ। গিরিজার্থং সমাযুক্তো বরঃ সোহপি মহেশ্বরঃ। ২৩। নবকোটিমুখাং দৃষ্ট্বা সাট্টহাসো জনোহভবৎ। বৈদিকী শ্রুতিরিত্যুক্তা শিব ত্বং স্থিরতাং ব্রজ। ২৪॥ লজ্জিতা সা পরিত্যাগং নাকরোৎ পঞ্চজন্মসু। ভর্ত্তারমসিতা-পাঙ্গী হরমেবাভ্যগচ্ছত॥ ২৫। দেবানাং পর্ব্বতানাং চ প্রহৃষ্টং সকলং কুলম্। ততো বিবাহে সম্পূর্ণে হরোহগাৎকৌতুকৌকসি। ২৬। গণানাং

পরিত্যাগ করিয়া স্বভাগযুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরমাত্মমাত্রে অবস্থান করিয়া মনে মনে শীতল হিমালয়কে ধ্যান করিলেন, স্বকর্ম্মবশবর্ত্তী মন মৃত্যুকালে যে যে বিষয়ে গমন করে, মরণান্তে জীবের সেই সেই বস্তুই লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই কারণেই দেবী দহ্যমানা হইয়া হিমালয়ের কন্যা হইলেন। হিমালয়ের গৃহে তাঁহার নাম হইয়াছিল,—পার্ব্বতী। হরব্রতপরায়ণা শিব-ভক্তিরতা হিমশৈল পুত্রী মহেশ্বরে মনঃসমাধান করত পিতার উচ্চশৃঙ্গে উগ্র তপ আচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহস্রবর্ষ-কাল অতিবাহিত হইলে ভগবান্ ভূতভাবন ভব বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম দ্বারা গিরিজাকে তপঃ-শুদ্ধা বুঝিতে পারিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন,—অয়ি সুভ্রু! তুমি তপস্যায় আমাকে জয় করিয়াছ, তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব বল? পার্ব্বতী বলিলেন,—আমি পিতার অধীন, পিতাই আমার প্রমাণ। এই কথা শুনিয়া মহেশ্বর সপ্তর্ষিগণকে হিমালয়সমীপে প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হরপ্রসাদ বিজ্ঞাপন করত তাঁহার সহিত হরসমীপে উপস্থিত হইয়া পরে দেবভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা-বিষ্ণুপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিকে অগ্রে করিয়া বিবাহলগ্নদিনে মহেশ্বরসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা বৃষভধ্বজকে বরবেশে সজ্জিত করিয়া হিমালয় ভবনে গমন করিলেন। হিমালয় মধুপর্কাদি দ্বারা মহেশের পূজা করিলেন। হিমালয় আনন্দে বিবিধ উপচারে বর হরের পূজা করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। পরে তিনি বেদোক্ত বিধানে স্বীয় কন্যা শঙ্করীকে শঙ্করের সহিত বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন। দ্বিজাতিগণপরিবৃত হইয়া হর বহ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। দানকালে গোত্রাদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। পরে ব্রহ্মার বাক্যে অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। চরুপ্রাশনের সময় কিন্তু হর লজ্জিত না হইয়া পাঁচটী বদন বাহির করিলেন। ঐরূপে তিনি কুতূহলপরায়ণ হইয়া দেবগণের সহিত চরু ভক্ষণ করিয়া গিরিজার্থ আহূত হইয়া তাঁহাকে নবকোটি-মুখা দর্শন করিলেন। জনগণ তদ্দর্শনে অট্ট হাস্য করিতে লাগিল। এ বিষয়ে এইরূপ বৈদিকী শ্রুতি আছে যে, হে হর! তুমি স্থির হও। দেবী লজ্জিতা হইয়াও পঞ্চ জন্ম যাবৎ ভর্ত্তা হরকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৯—২৫। শিব-বিবাহে দেব ও পর্ব্বতকুল আনন্দিত হইল। বিবাহ সম্পূর্ণ হইলে হর কৌতুক ভবনে

চাপি সান্নিধ্যং সানামর্ষরূদম্বিকা। পারিবর্হং ততো দত্ত্বা শৈলেন স বিসর্জ্জিতঃ ॥ ২৭ ॥ মানিতঃ সৎকৃতশ্চাপি মন্দরাচলমভ্যগাৎ। বিশ্বকর্ম্মা ততস্তস্য ক্ষণেন মণিমদ্‌গৃহম্ ॥ ২৮ ॥ নির্ম্মমে দেবদেবস্য স্বেচ্ছাবৰ্দ্ধিষ্ণু মন্দিরম্। সর্ব্বর্দ্ধিমৎপ্রশস্তাভং মণিবিদ্রুমভূষিতম্ ॥ ২৯ ॥ স্তম্ভসহস্রসংযুক্তং মণিবেদিমনোহরম্। গণা নন্দিপ্রভৃতয়ো যস্য দ্বারি সমাশ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥ ত্রিনেত্রাঃ শূলহস্তাশ্চ বভুঃ শঙ্কররূপিণঃ। বাটিকা অস্য পারতঃ পারিজাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩১ ॥ কামধেনুর্ম্মণির্দ্দিব্যা যস্য দ্বারি সমাশ্রিতা। তস্মিন্মনোহরতরে কামবৃদ্ধিকরে গৃহে ॥ ৩২ ॥ পার্ব্বত্যা বসতঃ সার্দ্ধং কামো দৃষ্টিপথং যযৌ। বায়ুরূপঃ শিবং দৃষ্ট্বা কামঃ প্রোবাচ শঙ্করম্ ॥ ৩৩ ॥ নমস্তে সর্ব্বরূপায় নমস্তে বৃষভধ্বজ। নমস্তে গণনাথায় পাহি নাথ নমোঽস্তু তে ॥ ৩৪ ॥ ত্বয়া বিরহিতং লোকং শববৎ স্পৃশতে মহী। ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে সচরাচরে ॥ ৩৫ ॥ ত্বং গোপ্তা ত্বং বিধাতা চ লোকসংহারকারকঃ। কৃপাং কুরু মহাদেব দেহদানং প্রযচ্ছ মে ॥ ৩৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যদা ত্বং পুরা দগ্ধঃ পর্ব্বতে পুরতোঽনঘ। তস্যা এব সমীপে ত্বং পুনর্ভবস্ব দেহবান্ ॥ ৩৭ ॥ এবমুক্তস্ততঃ কামঃ স্বশরীরমুপাগতঃ। ববন্দে চরণৌ শম্ভোর্বিনয়াবনতোঽভবৎ ॥ ৩৮ ॥ ততো ননাম চরণৌ পার্ব্বত্যাঃ সম্প্রহৃষ্টবান্। লব্ধপ্রসাদস্তু তয়োঃ সমীপাদ্ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৯ ॥ চচার সুমহাতেজা মহামোহবলান্বিতঃ। পুষ্পধন্বা পুষ্পবাণস্ত্বাকুঞ্চিতশিরোরুহঃ ॥ ৪০ ॥ সদাঘূর্ণিতনেত্রশ্চ তয়োর্দ্দেহমুপাবিশৎ। দিব্যাসবৈর্দ্দিব্যগন্ধৈর্বস্ত্রমাল্যাদিভিস্তথা ॥ ৪১ ॥ সখ্যঃ সম্ভোগসময়ে পরিচক্রুঃ সমন্ততঃ। এবং প্রক্রীড়তস্তস্য বৎসরাণাং শতং যযৌ ॥ ৪২ ॥ সাগ্রমেকাং নিশাং যদ্বন্মৈথুনে সক্তচেতসঃ। এতস্মিন্নন্তরে দেবাস্তারকপ্রদ্রুতা ভয়াৎ। ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ স্তুত্বা তং শরণং গতাঃ ॥ ৪৩ ॥ দেবা উচুঃ। তারকোঽসৌ মহারৌদ্রস্ত্বয়া দত্তবরঃ পুরা ॥ ৪৪ ॥ বিজিত্য তরসা শক্রং ভুঙ্‌ক্তে ত্রৈলোক্যপূজিতঃ। বধোপায়ো যথা তস্য জায়তে ত্বং কুরু স্বয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ।

গণ সন্নিধানে গমন করিলেন। পার্ব্বতীর এরূপ ব্যবহার সহ্য হইল না। শৈল হিমবান যৌতুকাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিসর্জন দিলেন। হর পূজিত ও সৎকৃত হইয়া মন্দরাচলে গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার স্বেচ্ছাবৰ্দ্ধিষ্ণু মণিময় প্রাসাদ রচনা করিয়া দিলেন। ঐ প্রাসাদ সর্ব্বসমৃদ্ধিযুক্ত, প্রশস্তাভ, মণি-বিদ্রুমভূষিত, সহস্র সহস্র স্তম্ভ-পরিশোভিত, ও মণিবেদিকা মনোহর। ত্রিনেত্র শঙ্কররূপী নন্দী প্রভৃতিগণসমূহ শূলহস্তে ঐ প্রাসাদের প্রহরা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ-বাটিকা; তাহাতে সহস্র সহস্র পারিজাত-তরু শোভা পাইতে লাগিল। দ্বারে কামধেনু সংরক্ষিত হইল; রত্নরাজ দীপ্তি পাইতে লাগিল। এই মনোহরতর কামবৃদ্ধিকর প্রীতি নিকেতনে দেবীর সহিত দেব বাস করিতে থাকিলে একদা পঞ্চশর বায়ুরূপে স্মরহরের নয়নগোচর হইল। কাম কামারিকে বলিল,—হে সর্ব্বরূপ! তোমাকে নমস্কার, হে বৃষভধ্বজ! গণনাথ, নাথ! তোমাকে আমার নমস্কার। হে দেব! তোমা বিহনে মহী শববৎ দৃষ্ট হইতেছে। চরাচরে তোমা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তুমিই গোপ্তা, তুমিই বিধাতা এবং তুমিই এই জগতের সংহর্ত্তা। হে মহাদেব! কৃপা করিয়া তুমি আমায় দেহ দান কর। ঈশ্বর বলিলেন,—হে অনঘ! আমি পূর্ব্বে তোমায় পর্ব্বতে সম্মুখাগত দেখিয়া দগ্ধ করিয়াছিলাম। অতএব অধুনা তুমি দেহ লাভ কর। হর এই কথা বলিবামাত্র স্মর স্বশরীর লাভ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্মর দেবীর চরণ বন্দনা করিতে লাগিল। তাঁহাদের নিকট অনুগৃহীত হইয়া ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে লাগিল। মোহবল সঙ্গে লইয়া মহাতেজা মদন এইরূপে বিচরণ করিতে থাকিল। পরে কুঞ্চিকেশকাম পুষ্পের ধনু, পুষ্পের বাণ গ্রহণ করিয়া ঘূর্ণিতনেত্রে শিবশিবার দেহ আশ্রয় করিল। সখীগণ দিব্য আসব, দিব্য গন্ধ ও বস্ত্রাদি দ্বারা বিলাস বাসনা পূর্ণ করিতে লাগিল। কন্দর্প এইরূপে সহস্র শত বর্ষকাল তাঁহাদের দেহে ক্রীড়া করিতে থাকিলে তাঁহারা উক্ত সময় মৈথুনাসক্ত ব্যক্তির নিশাযাপনের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। এই সময় দেবগণ তারকাসুরের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া ভয়ে ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ২৬—৪২। তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে দেব! অতিদুর্দ্দান্ত তারক দৈত্য শক্রকে পরাজিত করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছে। যে প্রকারে তাহার বধ সাধন হয়,

মহ্যা দত্তবরশ্চাসৌ ময়েবোচ্ছিদ্যতে নহি। স্বয়ং সম্বর্দ্ধ্য কটুকং ছেত্তুং কোহপি ন চার্হতি॥ ৪৬॥ তস্মাত্তস্য বধোপায়ং কথয়ামি মহাত্মনঃ। পার্ব্বত্যাং যো মহেশানাৎসুতুরুৎপৎস্যতে হি সঃ॥ ৪৭॥ দিনসপ্তকবান্ ভূত্বা তারকং স হনিষ্যতি। ইতি বাক্যং তু তে শ্রুত্বা মন্দরং লোকসুন্দরম্॥ ৪৮॥ ব্রহ্মলোকাৎসমাজগ্মুঃ পীড়িতা দৈত্যদানবৈঃ॥ ৪৯॥ তত্র নন্দিপ্রভৃতয়ো গণাঃ শূলভৃতঃ পুরঃ। গৃহদ্বারে ছায়াবৃত্তা তস্থুঃ সংযতচেতসঃ॥ ৫০॥ দেবা উচুঃ। দেবাশ্চ দুঃখাতুরচেতসো ভৃশং হতপ্রভাস্ত্যক্তগৃহাশ্রয়াখিলাঃ। সম্প্রাপ্য মাসাংশ্চতুরঃ তপঃস্থিতা দেবে প্রসুপ্তে হরতোষণং পরম্॥ ৫১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পৈজবনোপাখ্যানে দেবানাং মন্দরাচলপ্রতিগমনবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৪৫॥

আপনি তাহা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! আমিই তাহাকে বর দিয়াছি, আর আমি উচ্ছেদ করিব, এরূপ হইতে পারে না; কারণ—বিষবৃক্ষকেও বর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং ছেদন করা যায় না অতএব আমি তাহার বধোপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহেশ হইতে পার্ব্বতীতে কার্ত্তিকেয় নামক যে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই তারকাসুরকে নিহত করিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যপীড়িত দেবগণ ব্রহ্মলোক হইতে লোকসুন্দর মন্দরাচলে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন যে, প্রাসাদতোরণে নন্দী প্রভৃতিগণসমূহ শূলহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেবগণ বলিলেন,—ভাই প্রহরিগণ! আমরা দেবতা; আমাদের দুঃখের অবধি নাই, প্রভা মলিন হইয়াছে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি, আমরা এখন নিরাশ্রয়, আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। আজ চারিমাসকাল আমরা হরিশয়নে তপোনিরত হইয়া দেব হরের তুষ্টিকামনায় কালাতিপাত করিতেছি। ৪৩—৫১।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৫।

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গালব উবাচ। শক্রাদয়স্তু দেবেশা দুঃখসন্তপ্তমানসাঃ। ঈশ্বরাদর্শনভ্রান্তমনঃকর্ম্মেন্দ্রিয়া রতিম্॥ ১॥ ন প্রাপুর্লোকনাথং তে কৃত্বা যঃ প্রতিমাকৃতিম্। তপসারাধয়ামাসুঃ সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতম্॥ ২॥ কপর্দ্দিশিরসং দেবং শূলহস্তং পিনাকিনম্। কপালখট্বাঙ্গধরং দশহস্তং কিরীটিনম্॥ ৩॥ উমাসহিতমীশানং পঞ্চবক্ত্রং মহাভুজম্। কর্পূরগৌরদেহাভং সিতভূতিবিভূষিতম্॥ ৪॥ নাগযজ্ঞোপবীতেন গজচর্ম্মসমন্বিতম্। কৃষ্ণসারত্বচা চাপি কৃতপ্রাবরণং বিভুম্॥ ৫॥ কৃতধ্যানাঃ সুরাস্তত্র বৃক্ষাধারে সমাশ্রিতাঃ। ব্রতচর্য্যাং সমাশ্রিত্য প্রচক্রুস্তপ উত্তমম্॥ ৬॥ ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ শৈবেন বিহিতাঃ সুরাঃ॥ ৭॥ শূদ্র উবাচ। ব্রতচর্য্যা ত্বয়া যা সা প্রোক্তা সঞ্জায়তে কথম্। ব্রহ্মন বিস্তরতো ব্রূহি ন তৃপ্যে তে বচোঽমৃতৈঃ॥ ৮॥ গালব উবাচ। জপন ভস্ম চ খট্বাঙ্গং কপালং স্ফাটিকং তথা। রুণ্ডমালাং পঞ্চবক্ত্রমর্দ্ধচন্দ্রঞ্চ মূর্দ্ধনি॥ ৯॥ চিত্রকৃত্তিপরীধানং কৌপীনকুণ্ডলদ্বয়ম্। ঘণ্টাযুগ্মং

ষট্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গালব বলিলেন,—শক্রাদি দেবগণ দেবদর্শন লাভ করিতে না পারায় তাঁহাদের মন বিভ্রান্ত ও হৃদয় দুঃখসন্তপ্ত হইল। তাঁহারা সুখ লাভ করিতে পারিলেন না বলিয়া অগত্যা সর্ব্বভূতহৃদিস্থিত লোকনাথ প্রমথনাথের প্রতিমা ধ্যান করত তপস্যাবলম্বনে তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি জটামণ্ডিত, শূলহস্ত, পিনাকী, কপাল-খট্বাঙ্গধর, দশহস্ত, কিরীটী, উমাসহিত, ঈশান, পঞ্চবক্ত্র, মহাভুজ, কর্পূরগৌরদেহাভ, সিতভূতিবিভূষিত, নাগযজ্ঞোপবীতী, গজচর্ম্মধর, কৃষ্ণসারত্বক্ দ্বারা কৃতপ্রাবরণ ও কৃতধ্যান। সুরগণ বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে এই প্রকার ধ্যান করত ষড়ক্ষর মন্ত্রে উত্তম ব্রতচর্য্যা করিতে লাগিলেন। শূদ্র বলিল,—হে ব্রহ্মন! আপনি যে ব্রতচর্য্যার কথা বলিলেন,—তাহা কিরূপে করিতে হয়, বিস্তৃতভাবে বলুন, আপনার বাক্যামৃত পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। গালব বলিলেন,—হে শূদ্রজ! তুমি ভস্ম খট্বাঙ্গ কপাল, স্ফাটিক, রুণ্ডমাল্য, পঞ্চবক্ত্র-মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র, কৃত্তি পরিধান, কৌপীন কুণ্ডলদ্বয়,

ত্রিশূলঞ্চ সূত্রং চর্য্যাস্বরূপকম্ ॥ ১০ ॥ অমীভি-র্লক্ষণৈর্লক্ষ্যং ময়োক্তং তব শূদ্রজ। অনেন বিধিনা সর্ব্বে দেবা বহ্নিপুরোগমাঃ ॥১১॥ সর্ব্ব আরাধয়ামাসুঃ সর্ব্বোপায়ৈর্ব্বরপ্রদম্ চাতুর্ম্মাস্যে চ সম্পূর্ণে সম্পূর্ণে কার্ত্তিকেহমলে ॥ ১২ ॥ চীর্ণব্রতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা বিশুদ্ধাংশ্চ মহেশ্বরঃ। মতিং তেষাং দদৌ তুষ্টো জীবাত্মা সর্ব্বভূতদৃক্ ॥ ১৩ ॥ শতরুদ্রীয়জাপেন বিধানসহিতেন চ। ধ্যানেন দীপদানেন চাতুর্ম্মাস্যে তুতোষ সঃ ॥ ১৪ ॥ পূজনৈঃ ষোড়শবিধৈর্যথা বিষ্ণো-স্তথা হরেঃ। কুর্ব্বাণান ভক্তিভাবেন জ্ঞাত্বা দেবান সমাগতান্ ॥১৫॥ প্রহৃষ্টো ভগবান রুদ্রো দদৌ তেষাং শুভাং মতিম্। ততঃ সম্মন্ত্র্য তে দেবা বহ্নিং স্তুত্বা যথার্থকম্ ॥ ১৬ ॥ প্রসন্নবদনং চক্রুঃ কার্য্যসাধনতৎ-পরম্। কর্ম্মসাক্ষী মহাতেজাঃ কৃত্বা পারাবতং বপুঃ ॥ ১৭ ॥ প্রবিবেশ ততো মধ্যে দ্রষ্টুং দেবং মহেশ্বরম্। চকার গতিবিক্ষেপং গুণ্ঠনৈরবগুণ্ঠনৈঃ ॥ ১৮ ॥ লুণ্ঠনৈঃ সর্পণৈশ্চৈব চারুরূপোহদ্ভুতাং গতিম্। তং দৃষ্ট্বা ভগবাংস্তত্র কারণং সমবুধ্যত ॥ ১৯ ॥ ঊর্দ্ধরেতাস্ততস্তস্মিন্ সসজ্জাদৌ দধার তৎ। বীর্য্যং বহ্নিমুখে চৈব সোৎপপাত গৃহাদ্বহিঃ ॥ ২০ ॥ গতে তস্মিন্ পতঙ্গেহথ পার্ব্বতী বিকলশ্রমা। সংক্রুদ্ধা সর্ব্বদেবানাং সা শশাপ মহেশ্বরী ॥ ২১ ॥ যস্মা-ন্মমেচ্ছা বিহতা ভবদ্ভির্দুষ্টবুদ্ধিভিঃ। তস্মাৎপাষাণ-তামাশু ব্রজন্তু ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ২২ ॥ নিরপত্যা নির্দ্দয়াশ্চ সর্ব্বে দেবা ভবিষ্যথ। ততঃ প্রসাদয়ামাসুঃ প্রণতাঃ শাপযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৩ ॥ মহদ্দুঃখং সম্প্রবিষ্টাঃ পুনঃপুনরথাব্রুবন্ ॥ ২৪ ॥ দেবা ঊচুঃ। ত্বং মাতা সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসাক্ষী সনাতনী। উৎ-পত্তিস্থিতিসংহারকারণং জগতাং সদা ॥ ২৫ ॥ ভূত-প্রকৃতিরূপা ত্বং মহাভূতসমাশ্রিতা। অপর্ণা তপসাং ধাত্রী ভূতধাত্রী বসুন্ধরা ॥ ২৬ ॥ মন্ত্রারাধ্যা মন্ত্রবীজং বিশ্ববীজলয়স্থিতিঃ। যজ্ঞাদিফলদাত্রী চ স্বাহারূপেণ সর্ব্বদা ॥ ২৭ ॥ মন্ত্রযন্ত্রসমোপেতা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিষু। নিত্যরূপা মহারূপা সর্ব্বরূপা নিরঞ্জনা ॥ ২৮ ॥ দোষ-ত্রয়সমাক্রান্ত-জননৈঃ শ্রেয়সঃপ্রদা। মহালক্ষ্মীর্মহাকালী মহাদেবী মহেশ্বরী ॥ ২৯ ॥ বিশ্বেশ্বরী মহামায়া মায়াবীজবরপ্রদা। বররূপা বরেণ্যা ত্বং বরদাত্রী

ঘণ্টাযুগ্ম, ত্রিশূল, যজ্ঞসূত্র এই সকল চিহ্ন দ্বারা তাহা লক্ষ্য করিবে। দেবগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বরপ্রদ দেবদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস আরাধনায় অতিবাহিত হইল। তখন লোকলোচন জীবাত্মা তাঁহাদিগকে তথাবিধ ব্রতাচরণে বিশুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাকে সুমতি প্রদান করিলেন। দেবগণ বিধানের সহিত শতরুদ্রিয় জপ, ধ্যান, ও দীপদান এই সকল চাতুর্ম্মাস্যে করিলে দেবদেব তাঁহাদের প্রতি তুষ্ট হইলেন। দেবগণ ভক্তিভাবে বিষ্ণুপূজার ন্যায় তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছেন এবং তাঁহারা যে জন্য আগমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া দেব-দেব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে শুভা মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া বহ্নির স্তব করত তাঁহাকেও প্রসন্ন বদন ও তাঁহা-দের কার্য্যসাধন-তৎপর করিলেন। কর্ম্মসাক্ষী মহাতেজা বহ্নি তখন পারাবতবপু ধারণ করিয়া দেবদর্শনমানসে প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালে তিনি গুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, লুণ্ঠন, সর্পণ প্রভৃতি বিশেষ গাত অবলম্বন করিলেন। বহ্নিকে তথাবিধ দর্শন করিয়াই দেবদেব তাঁহার প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন। পরে তাঁহার বীর্য্যনিষেক সময়ে বহ্নি তাহা নিজমুখে ধারণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ১—২০। তিনি প্রস্থিত হইলে দেবী বিফলশ্রমা হইয়া ক্রোধে দেবগণকে এইরূপ শাপ দিলেন যে, যেহেতু তোমরা আমার ইচ্ছা ব্যাহত করিলে, অতএব তোমরা সত্বর পাষাণত্ব লাভ করিবে এবং সকলে নিরপত্য ও নির্দ্দয় হইবে। দেবগণ দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া মহাদুঃখে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রসাদিত করিতে লাগি-লেন। তাঁহারা বলিলেন—হে দেবি! তুমি সর্ব্ব দেবের মাতা সর্ব্বসাক্ষী সনাতনী; এবং তুমি সর্ব্বদা জগতের উৎপত্তি স্থিতি-সংহার-কারিণী। তুমি ভূতপ্রকৃতিরূপা এবং মহাভূত-সমাশ্রিতা। তুমি অপর্ণা, তপোধাত্রী, ভূতধাত্রী, বসুন্ধরা, মন্ত্রারাধ্যা, মন্ত্রবীজ, বিশ্ববীজ, লয়-স্থিতি, এবং স্বাহারূপে যজ্ঞাদিফলদাত্রী। তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিমধ্যে মন্ত্রযন্ত্রসমোপেতা, নিত্যরূপা, মহারূপা, সর্ব্বরূপা, নিরঞ্জনা, এবং দোষত্রয়-সমাক্রান্ত জন্মদানে তুমিই জীবকে শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাক। হে দেবি! তুমি মহালক্ষ্মী, মহা-কালী, মহাদেবী, মহেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী, মহামায়া,

বরামৃতা। ৩০॥ বিল্বপত্রৈঃ শুভৈর্যে ত্বাং পূজয়ন্তি নরাঃ সদা। তেষাং রাজ্যপ্রদাত্রী চ কামদা সিদ্ধিদা সদা॥ ৩১॥ চাতুর্ম্মাস্যেঽর্চ্চিতা যৈস্ত্বং বিল্বপত্রৈর্বিশেষতঃ। তেষাং বাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং জাতা কামদুঘা স্বয়ম্॥ ৩২॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা লোকে মহেশ্বরসমন্বিতাম্। বিল্বপত্রৈর্ম্মহাভক্ত্যা ন তেষাং দুঃখদুষ্কৃতী॥ ৩৩॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ তব পূজা মহাফলা। অদ্য প্রভৃতি যৈর্দেবৈর্বিল্বপত্রৈস্তু পূজিতা॥ ৩৪॥ বিধাস্যসি মহেশানি তেষাং জ্ঞানমনুত্তমম্। চাতুর্ম্মাস্যেঽধিকফলং বিল্বপত্রং বরাননে॥ ৩৫॥ উমামহেশ্বরপ্রীত্যৈ দত্তং বিধিবদক্ষয়ম্। যথা শ্রীস্তুলসীবৃক্ষে তথা বিল্বে চ পার্ব্বতী॥ ২৬॥ ত্বং মূর্ত্ত্যা দৃশ্যসে বিল্বে সকলাভীষ্টদায়িনী। চতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সেবিতো দ্বৌ মহাফলৌ॥ ২৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বত্যাদেবেভ্যঃ শাপপ্রদানবৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৬॥

মায়াবীজবরপ্রদা, বররূপা, বরেণ্যা, ও বরামৃতা। যে সকল নর বিল্বপত্র দ্বারা তোমার পূজা করে, তুমি তাহাদিগকে রাজ্য, কাম ও সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। বিশেষতঃ বিল্বপত্র দ্বারা তুমি চাতুর্ম্মাস্যে যে সকল নর কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হও, তাহাদের বাঞ্ছিত সিদ্ধির নিমিত্ত তুমি কামদুঘা হইয়া থাক। হে মাতঃ! যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক বিল্বপত্র দ্বারা শঙ্করের সহিত তোমার পূজা করে, তাহার দুঃখ-দুষ্কৃতি দূর হইয়া থাকে। হে দেবি! চাতুর্ম্মাস্যে আপনার পূজা মহাফলদায়িনী হয়। অদ্য হইতে যাহারা বিল্বপত্র দ্বারা তোমার পূজা করিবে, তুমি তাহাদিগকে উত্তম জ্ঞান প্রদান করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে উমা-মহেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত যদি বিধিবৎ বিল্বপত্র প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে উহা অক্ষয় অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। হে দেবি! লক্ষ্মী যেমন তুলসীবৃক্ষে অবস্থিত, তেমনি তুমিও বিল্ববৃক্ষে অবস্থান কর। বিল্বপত্রে তুমি সর্ব্বাভীষ্টদায়িনীরূপে দৃষ্ট হইয়া থাক। এজন্য বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে বিল্বপত্র ও তুলসী সেবিত হইলে মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। ২১—২৭।

ষটচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৬।

সপ্তচত্বারিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

পৈজবন উবাচ। শ্রীঃ কথং তুলসীরূপা বিল্ববৃক্ষে চ পার্ব্বতী। এতচ্চ বিস্তরেণ ত্বং মুনে তত্ত্বং বদ প্রভো॥ ১॥ গালব উবাচ। পুরা দৈবাসুরে যুদ্ধে দানবা বলদর্পিতাঃ। দেবান্ নিজঘ্নুঃ সংগ্রামে ঘোররূপাঃ সুদারুণাঃ॥ ২॥ দেবাশ্চ ভয়সংবিগ্না ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ। তে স্তুত্বা পিতরং নত্বা বৃহস্পতিপুরঃসরাঃ॥ ৩॥ তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে তানুবাচ পিতামহঃ। কিমর্থং ম্লানবদনা অস্মদ্গেহমুপাগতাঃ॥ ৪॥ কারণং কথ্যতামাশু বহ্নীন্দ্রবসুভির্যুতাঃ॥ ৫॥ দেবা ঊচুঃ। দৈত্যৈঃ পরাজিতাস্তাত সঙ্গরেঽদ্ভুতকারিভিঃ। বয়ং সর্ব্বে পরাক্রান্তা অতস্ত্বাং শরণং গতাঃ। ত্রাহ্যস্মান্ দেবদেবেশ শরণং সমুপাগতান্॥ ৬॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ময়া ন শক্যতে কর্ত্তুং পক্ষঃ কস্য জনস্য চ॥ ৭॥ বক্ষ্যাম্যুপায়ং সদ্ধর্ম্মাশ্রিতানাং ভবতাং পুরঃ। একদা শিবভক্তানাং বিবাদঃ সুমহানভূৎ॥ ৮॥ সমং কেশবভক্তৈশ্চ পরস্পরজিগীষয়া। ততস্তু

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পৈজবন বলিল,—হে মুনে! কিরূপে লক্ষ্মী তুলসীরূপা এবং পার্ব্বতী বিল্ববৃক্ষরূপা হইলেন; আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। গালব বলিলেন,—পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে বলদর্পিত দানবগণ দেবতাগণকে নিহত করে। দেবগণ ভয়গ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লন। তাঁহারা পিতামহকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকেন। পিতামহ বলেন,—হে বহ্নি, ইন্দ্র, বসুপ্রমুখ দেবগণ! কিজন্য আপনারা ম্লানবদনে আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন, শীঘ্র কারণ বলুন? দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! আমরা যুদ্ধে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি বলিয়া আপনার শরণ লইয়াছি, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ বলিলেন,—আমি কাহারও পক্ষাবলম্বন করিতে পারিব না; তবে আপনারা পরম ধার্ম্মিক; আপনাদিগকে আমি উপায় বলিয়া দিতেছি। একদা পরস্পরে জিগীষাবশত শিবভক্তগণের হরিভক্তগণের সহিত ঘোর-

ভগবান্ রুদ্রঃ স্বভক্তানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ৯ ॥ ঐক্যং বিষ্ণুগণৈঃ কুর্ব্বন্ দধ্রে রূপং মহাদ্ভুতম্। তদা হরিহরাখ্যাং চ দেহার্দ্ধাভ্যাং দধার সঃ ॥ ১০ ॥ হরশ্চৈবার্দ্ধদেহেন বিষ্ণুরর্দ্ধেন চাভবৎ। একতো বিষ্ণুচিহ্নানি হরচিহ্নানি চৈকতঃ ॥ ১১ ॥ একতো বৈনতেয়শ্চ বৃষভশ্চান্যতোঽভবৎ। বামতো মেঘবর্ণাভো দেহোঽশ্মনিচয়োপমঃ ॥ ১২ ॥ কর্পূরগৌরঃ সব্যে তু সমজায়ত বৈ তদা। দ্বয়োরৈক্যসমং বিশ্বং বিশ্বমৈক্যমবর্ত্তত ॥ ১৩ ॥ বিভেদমতয়ো নষ্টাঃ শ্রুতিস্মৃত্যর্থবাধকাঃ। পাষণ্ডিনো হৈতুকাশ্চ সর্ব্বে বিস্ময়মাগমন্ ॥ ১৪ ॥ স্বংস্বং মার্গং পরিত্যজ্য যযুর্নির্ব্বাণপদ্ধতিম্। মন্দরে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে সা মূর্ত্তির্নিত্যসংস্তুতা ॥ ১৫ ॥ প্রমথাদ্যৈর্গণৈশ্চৈব বর্ত্ততেঽদ্যাপি নিশ্চলা। সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ত্রী সা বিশ্ববীজমনন্তকা ॥ ১৬ ॥ মহেশবিষ্ণুসংযুক্তা সা স্মৃতা পাপনাশিনী। যোগিধ্যেয়া সদাপূজ্যা সত্ত্বাধারগুণাতিগা ॥ ১৭ ॥ মুমুক্ষবোঽপি তাং ধ্যাত্বা প্রয়ান্তি পরমং পদম্। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ ধ্যাত্বা মর্ত্ত্যো হ্যমানুষঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র গচ্ছন্তি যে তেষাং স দেবঃ সংবিধাস্যতি। ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তেষাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৯ ॥ তেঽপি বহ্নিমুখা দেবাঃ প্রজগ্মুর্মন্দরাচলম্। বভ্রমুস্তত্র তত্রৈব বিচিন্বানা মহেশ্বরম্ ॥ ২০ ॥ পার্ব্বতীং বিল্ববৃক্ষস্থাং লক্ষ্মীঞ্চ তুলসীগতাম্। আদৌ সর্ব্বং বৃক্ষময়ং পূর্ব্বং বিশ্বমজায়ত ॥ ২১ ॥ এতে বৃক্ষা মহাশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বে দেবাংশসম্ভবাঃ। এতেষাং স্পর্শনাদেব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ মহাপাপৌঘহারিণঃ। যদা তেনৈব দদৃশুর্দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরম্ ॥ ২৩ ॥ তদাকাশভবা বাণী প্রাহ দেবান্ যথার্থতঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং কৃপয়া বৃক্ষমাশ্রিতঃ ॥ ২৪ ॥ চাতুর্ম্মাস্যেঽথ সম্প্রাপ্তে সর্ব্বভূতদয়াকরঃ। অশ্বত্থোঽতঃ সদা সেব্যো মন্দবারে বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥ নিত্যমশ্বত্থসংস্পর্শাৎ পাপং যাতি সহস্রধা। দুগ্ধেন তর্পণং যে বৈ তিলমিশ্রেণ ভক্তিতঃ ॥ ২৬ ॥ সেবনং বা করিষ্যন্তি তৃপ্যন্তি পূর্ব্বজেষু চ। দর্শনাদেব বৃক্ষস্য পাতকস্তু বিনশ্যতি ॥ ২৭ ॥ পিপ্পলঃ পূজিতো ধ্যাতো দৃষ্টঃ সেবিত এব বা। পাপরোগবিনাশায় চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ। অশ্বত্থং পূজিতং সিক্তং সর্ব্বভূতসুখাবহম্ ॥ ২৮ ॥

তর বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন ভগবান্ রুদ্র-স্বভক্ত ও হরিভক্ত এক করিয়া দেওয়া—দিয়া তিনি এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করেন। ঐ-রূপের নাম হরিহর মূর্ত্তি। দেহের একভাগে হরমূর্ত্তি আর একভাগে হরিমূর্ত্তি। হরিমূর্ত্তিতে হরিচিহ্ন এবং হরমূর্ত্তিতে হরচিহ্ন প্রকটিত করিলেন। তাঁহার এই হরিহর-মূর্ত্তির একদিকে গরুড় একদিকে বৃষভ, বামাংশ মেঘবর্ণ ও পাষাণোপম; আর অন্যভাগ কর্পূরগৌর হইল। শ্রুতি-স্মৃত্যর্থবিঘাতক পাষণ্ডিগণই ভেদজ্ঞানসম্পন্ন ও হেতুবাদীগণ সকলেই সেরূপে বিস্মিত হইল। তাহারা উক্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাণপদবী লাভ করিল। প্রমথগণ পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ মন্দরে ঐ মূর্ত্তির স্তব করিয়া থাকে। অদ্যাপি ঐ মূর্ত্তি মন্দরে নিশ্চল ভাবে বিরাজ করিতেছে। ঐ মূর্ত্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, বিশ্ববীজ, অনন্ত, মহেশ-বিষ্ণু-সংযুক্তা, পাপনাশিনী, যোগিধ্যেয়া, সদাপূজ্যা ও সত্ত্বাধারগুণাতিগা, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। চাতু-র্ম্মাস্যে ঐ মূর্ত্তির ধ্যান করিলে অলৌকিক সামান্য ফল লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ঐ স্থানে গমন করে, দেব তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করেন। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। বহ্নিপ্রমুখ দেবগণও মন্দরাচলে গমন করিয়া মহেশ্বরকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীকে বিল্ববৃক্ষস্থা ও লক্ষ্মীকে তুলসীবৃক্ষস্থিতা জানিবে। প্রথমতঃ উৎপত্তিকালে এই বিশ্ব বৃক্ষময় হয়। সেই সকল বৃক্ষের মধ্যে কতিপয় বৃক্ষ দেবাংশসম্ভব বলিয়া শ্রেষ্ঠ। এই সকল বৃক্ষ স্পর্শ করিলেও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হয়; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে। দেবগণ যখন অন্বেষণ করিয়া দেব-দেবকে দেখিতে পাইলেন না, তখন আকাশবাণী বলিল —ঈশ্বর ভূতদয়ার বশবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব চাতুর্ম্মাস্যে শনিবারে অশ্বত্থ বৃক্ষ সকলেরই পূজ্য। এই অশ্বত্থ নিত্য স্পর্শ করিলে পাপ সহস্রধা ভিন্ন হইয়া পলায়ন করে। যে সকল মানব তিলমিশ্র দুগ্ধ দ্বারা তর্পণ বা এই অশ্বত্থের মূলদেশ সেচন করে, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। অশ্বত্থ দর্শন করিলে পাতক বিনষ্ট হয়। পিপ্পল বৃক্ষ চাতুর্ম্মাস্যে পূজিত, ধ্যাত, দৃষ্ট ও বিশেষত সেবিত হইয়া পাপ ও রোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে। অশ্বত্থ

সর্ব্বাময়হরং চৈব সর্ব্বপাপৌঘহারিণম্। যে নরাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি নামাপ্যশ্বত্থবৃক্ষজম্॥ ২৯॥ ন তেষাং যমলোকস্য ভয়ং মার্গে প্রজায়তে। কুঙ্কুমৈশ্চন্দনৈশ্চৈব সুলিপ্তং যশ্চ কারয়েৎ॥ ৩০॥ তস্য তাপত্রয়াভাবো বৈকুণ্ঠে গণতা ভবেৎ। দুঃস্বপ্নং দুষ্টচিন্তাঞ্চ দুষ্টজ্বরপরাভবান্॥ ৩১॥ বিলয়ং নয় পাপানি পিপ্পল ত্বং হরিপ্রিয়। মন্ত্রেণানেন যে দেবাঃ পূজয়িষ্যন্তি পিপ্পলম্॥ ৩২॥ ততস্তেষাং ধর্ম্মরাজো জায়তে বাক্যকারকঃ। অশ্বত্থো বচনেনাপি প্রোক্তো জ্ঞানপ্রদো নৃণাম্॥ ৩৩॥ শ্রুতো হরতি পাপঞ্চ জন্মাদি মরণাবধি। অশ্বত্থসেবনং পুণ্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ॥ ৩৪॥ সুপ্তে দেবে বৃক্ষমধ্যমাশ্রায় ভগবান্ প্রভুঃ। জলং পৃথ্বীগতং সর্ব্বং প্রপিবন্নিব সেবতে॥ ৩৫॥ জলং বিষ্ণুর্জলত্বেন বিষ্ণুরেব রসো মহান্। তস্মাদ্বৃক্ষগতো বিষ্ণুশ্চাতুর্ম্মাস্যেঽঘনাশনঃ॥ ৩৬॥ সর্ব্বভূতগতো বিষ্ণুরাপ্যায়য়তি বৈ জগৎ। তথাশ্বত্থগতং বিষ্ণুং যো নমস্যেন্ন নারকী॥ ৩৭॥ অশ্বত্থং রোপয়েদ্যস্তু পৃথিব্যাং প্রযতো নরঃ। তস্য পাপসহস্রাণি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৩৮॥ অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং পবিত্রো মঙ্গলান্বিতঃ। মুক্তিদো রোপিতো ধ্যাতশ্চাতুর্ম্মাস্যেঽঘনাশনঃ॥ ৩৯॥ অশ্বত্থে চরণং দত্ত্বা ব্রহ্মহত্যা প্রজায়তে। নিষ্কারণং সমুচ্ছিত্বা নরকে পচ্যতে ধ্রুবম্॥ ৪০॥ মূলে বিষ্ণুঃ স্থিতো নিত্যং স্কন্ধে কেশব এব চ। নারায়ণস্তু শাখাসু পত্রেষু ভগবান্ হরিঃ॥ ৪১॥ ফলেঽচ্যুতো ন সন্দেহঃ সর্ব্বদেবৈঃ সমন্বিতঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ ক্রমপূজী স মুক্তিভাক্॥ ৪২॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সদৈবাশ্বত্থসেবনম্। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা পাপং যাতি দিনোদ্ভবম্॥ ৪৩॥ স এব বিষ্ণুর্দ্রুম এব মূর্ত্তো মহাত্মভিঃ সেবিতপুণ্যমূলঃ। যস্যাশ্রয়ঃ পাপসহস্রহন্তা ভবেন্নৃণাং কামদুঘো গুণাঢ্যঃ॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽশ্বত্থমহিমবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৭॥

পূজিত ও সিক্ত হইলে সর্ব্বভূতসুখাবহ সর্ব্বাময়হর, ও সর্ব্ব পাপৌঘহারী হইয়া থাকে। যে সকল মানব অশ্বত্থ বৃক্ষের নাম কীর্ত্তন করে, তাহাদের যমভয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে জন অশ্বত্থ বৃক্ষকে কুঙ্কুম ও চন্দন দ্বারা সুলিপ্ত করে, তাহার পাপত্রয় বিনষ্ট ও বৈকুণ্ঠে গণত্বপ্রাপ্তি হয়। "হে হরিপ্রিয় পিপ্পল! তুমি দুঃস্বপ্ন, দুষ্ট চিন্তা, দুষ্টজ্বর, পরাভব ও পাপ এ সকল অপনোদন কর।" এই মন্ত্রে যাহারা পিপ্পলের পূজা করে, ধর্ম্মরাজ তাহাদের বাক্যকারী ভৃত্য হইয়া থাকেন। অশ্বত্থ এই শব্দ উচ্চারণ করিলেও মানবগণের জ্ঞান লাভ হয়। অশ্বত্থবিষয়িণী কথা শ্রবণ করিলে জন্মাদি-মরণাবধি যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্যে অশ্বত্থসেচন অধিকতর পুণ্যদায়ক। হরিশয়নে ভগবান্ প্রভু বৃক্ষমধ্য আশ্রয় করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জল পান করেন। ভগবান্ বিষ্ণু জলস্বরূপে জল এবং তিনি মহারস। বৃক্ষগত বিষ্ণু চাতুর্ম্মাস্যে পাপ হরণ করেন। সর্ব্বভূতগত বিষ্ণু জগৎ আপ্যায়িত করেন। যে মানব অশ্বত্থগত বিষ্ণুকে নমস্কার করে, সে কদাচ নারকী হয় না। যে নর প্রযতভাবে পৃথিবীতে অশ্বত্থ রোপণ করে, তাহার সহস্র পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বত্থ পবিত্র ও মঙ্গলান্বিত; ইহা রোপিত ও ধ্যাত হইয়া মুক্তি প্রদান এবং চাতুর্ম্মাস্যে পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। অশ্বত্থ বৃক্ষে পাদ-স্পর্শ করাইলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপের ভাগী হইতে হয়। বিনা কারণে ইহা ছেদন করিলে নরকে গতি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ইহার মূল দেশে বিষ্ণু, স্কন্ধে কেশব, শাখা সকলে নারায়ণ, পত্রসমূহে ভগবান হরি, এবং ফলে অচ্যুত বাস করেন ইহা যে সর্ব্ব দেবময় তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যে মানব চাতুর্ম্মাস্যে ইহার পূজা করে, সে নিশ্চয়ই মুক্তিভাজন হয়। অতএব সকলে সর্ব্বপ্রযত্নে অশ্বত্থ সেবা করিবে। যে করিবে, তাহার দৈনিক পাপ বিনষ্ট হইবে। এই বৃক্ষ মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ; মহাত্মা ব্যক্তিগণ এই পুণ্যনিদানের সেবা করিবেন। ইহার কামদুঘ ও গুণাঢ্য আশ্রয় মানবগণের সহস্র পাপ হরণ করে ১—৪৪।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৭।

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বাণুবাচ। পলাশো হরিরূপেণ সেব্যতে হি পুরাবিদৈঃ। বহুভিস্থ্যপচারৈস্তু ব্রহ্মবৃক্ষস্য সেবনম্। সর্ব্বকামপ্রদং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্। ত্রীণি পত্রাণি পালাশে মধ্যমং বিষ্ণুশাপিতম্॥ ২॥ বামে ব্রহ্মা দক্ষিণে চ হর একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পলাশপাত্রে যো ভুঙ্ক্তে নিত্যমেব নরোত্তমঃ॥ ৩॥ অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ ভোক্তুর্ম্মোক্ষপ্রদং ভবেৎ॥ ৪॥ পয়সা বাথ দুগ্ধেন রবিবারেঽনিশং যদি। চাতুর্ম্মাস্যেঽর্চ্চিতো যৈস্তু তে যান্তি পরমং পদম্॥ ৫॥ দৃষ্টশ্চেত যদি পালাশঃ প্রাতরুত্থায় মানবৈঃ। নরকান্ নির্ধূয় গম্যতে পরমং পদম্॥ ৬॥ পালাশঃ সর্ব্বদেবানামাধারো ধর্ম্মসাধনম্। যত্র লোভস্তু তস্য স্যাত্তত্র পূজ্যো মহাতরুঃ॥ ৭॥ যথা সর্ব্বেষু বর্ণেষু বিপ্রো মুখ্যতমো ভবেৎ। মধ্যে সর্ব্বতরূণাঞ্চ ব্রহ্মবৃক্ষো মহোত্তমঃ॥ ৮॥ যস্য মূলে হরো নিত্যং স্কন্ধে শূলধরঃ স্বয়ম্। শাখাসু ভগবান রুদ্রঃ পুষ্পেষু ত্রিপুরান্তকঃ॥ ৯॥ শিবঃ পত্রেষু বসতি ফলে গণপতিস্তথা। গঙ্গাপতিস্ত্বচায়াস্তু মজ্জায়াং ভগবান্ ভবঃ॥ ১০॥ ঈশ্বরস্তু প্রশাখাসু সর্ব্বোঽয়ং হরবল্লভঃ। হরঃ কর্পূরধবলো যথাবদ্বর্ণিতঃ সদা॥ ১১॥ তথা হ্যয় ব্রহ্মরূপঃ সিতবর্ণো মহাভগঃ। চিন্তিতো রিপুনাশায় পাপসংশোধনায় চ॥ ১২॥ মনোরথপ্রদানায় জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। শুক্রবারে সমায়াতে চাতুর্ম্মাস্যে তথৈব চ॥ ১৩॥ পূজিতশ্চ স্তুতো ধ্যাতঃ সর্ব্বদুঃখবিনাশকঃ॥ ১৪॥ দেবস্বত্যো দেববীজং পরং যন্মূর্ত্তং ব্রহ্ম ব্রহ্মবৃক্ষত্বমাগতম্। নিত্যং সেব্যঃ শ্রদ্ধয় স্থাণুরূপশ্চাতুর্ম্মাস্যে সেবিতঃ পাপহা স্যাৎ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পালাশমহিমবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৮॥

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বাণুবাচ। তুলসী রোপিতা যেন গৃহস্থেন মহাফলা। গৃহে তস্য ন দারিদ্র্যং জায়তে নাত্র

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বাণী বলিলেন,—পুরাবিদ্গণ বহু বহু উপচার দ্বারা হরিরূপী পলাশের পূজা করিবেন। ইহা ব্রহ্মবৃক্ষ; ব্রহ্মবৃক্ষের সেবা সর্ব্বকামপ্রদ ও মহাপাতকনাশন বলিয়া কথিত। পলাশে যে তিনটী পত্র আছে; ঐ পত্রত্রয়ের মধ্যে মধ্যপত্র বিষ্ণু এবং এই পত্রের বাম-দক্ষিণ পত্র যথাক্রমে ব্রহ্মা ও হর বলিয়া কথিত। যে নর নিত্য পলাশপত্রে ভোজন করেন, সে নিশ্চয়ই অশ্বমেধফল লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে যদি এরূপ করে, তাহা হইলে মোক্ষপদ লাভ হয়। নরগণ যদি চাতুর্ম্মাস্যে রবিবারে জল ও দুগ্ধ দ্বারা নিরন্তর পলাশের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। মানবগণ যদি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়াই পলাশ দর্শন করে, তাহা হইলে নরক অতিক্রম করিয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। পলাশ সর্ব্ব দেবতার আশ্রয় ও ধর্ম্মসাধন। যে ব্যক্তি লোভী, সে পলাশ পূজা করিবে। সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে বিপ্র যেমন মুখ্যতম, তদ্রূপ বৃক্ষ সকলের মধ্যে পলাশ শ্রেষ্ঠ। পলাশের মূলে হর, স্কন্ধে শূলধর, শাখায় রুদ্র, পুষ্পে ত্রিপুরান্তক, পত্রসমূহে শিব, ফলে গণপতি, ত্বকে গঙ্গাপতি, মজ্জায় ভগবান্ ভব, এবং প্রশাখায় ঈশ্বর বাস করেন। ইহার সর্ব্ব অবয়বই হরবল্লভ। এই বৃক্ষকে কর্পূরধবল হররূপে বর্ণন করা হইল, ইহা ব্রহ্মরূপী সিতবর্ণ এবং মহৈশ্বর্য্যস্বরূপ। ইহা চিন্তিত হইলে রিপুনাশ, পাপনাশ ও মনোরথপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাতে আর সংশয় নাই। চাতুর্ম্মাস্যে শুক্রবারে পূজিত, স্তুত ও ধ্যাত হইয়া পলাশ সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করিয়া থাকে। এই পলাশ বৃক্ষ দেবস্বত্য এবং দেববীজ; এজন্য ইহা মূর্ত্ত ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্ম বৃক্ষ বলিয়া অভিহিত। এই স্থাণুরূপী বৃক্ষ নিত্য শ্রদ্ধার সহিত সেবনীয়। চাতুর্ম্মাস্যে এই বৃক্ষের সেবা করিলে বিশেষরূপে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১—১৫।

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৮।

ঊনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বাণী বলিলেন,—যে গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে, তাহার গৃহে কদাচ দারিদ্র্য-দুঃখ

সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ তুলস্যা দর্শনাদেব পাপরাশির্বিবস্ততে। শ্রিয়েহমৃতকণোৎপন্না তুলসী হরিবল্লভা ॥ ২ ॥ পিবন্ত্যা রুচিরং পানং প্রাণিনাং পাপহারিণী। যস্যা রূপে বসেল্লক্ষ্মীঃ স্কন্ধে সাগরসম্ভবা ॥ ৩ ॥ পত্রেষু সততং শ্রীশ্চ শাখাসু কমলা স্বয়ম্। ইন্দিরা পুষ্পগা নিত্যং ফলে ক্ষীরাব্ধিসম্ভবা ॥ ৪ ॥ তুলসী শুষ্ক-কাষ্ঠেষু যা রূপা বিশ্বব্যাপিনী। মজ্জায়াং পদ্মবাসা চ ত্বচাসু চ হরিপ্রিয়া ॥ ৫ ॥ সর্বরূপা চ সর্বেশা পরমানন্দদায়িনী। তুলসীপ্রাশকো মর্ত্যো যম-লোকং ন গচ্ছতি ॥ ৬ ॥ শিরস্থা তুলসী যস্য ন যামৈরবহুভূয়তে। মুখস্থা তুলসী যস্য নির্বাণপদ দায়িনী ॥ ৭ ॥ হস্তস্থা তুলসী যস্য স তাপত্রয়-বর্জিতঃ। তুলসী হৃদয়স্থা চ প্রাণিনাং সর্বকামদা ॥ ৮ ॥ স্কন্ধস্থা তুলসী যস্য স পাপৈর্ন চ লিপ্যতে। কণ্ঠগা তুলসী যস্য জীবন্মুক্তঃ সদা হি সঃ ॥ ৯ ॥ তুলসীসম্ভবং পত্রং সদা বহতি যো নরঃ। মনসা চিন্তিতাং সিদ্ধিং সম্প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ১০ ॥ তুলসীং সর্বকার্য্যার্থসাধিনীং দুষ্টবারিণীম্। যো নরঃ প্রত্যহং সিঞ্চেন্ন স যাতি যমালয়ম্ ॥ ১১ ॥ চাতুর্মাস্যে বিশেষেণ বন্দিতাপি বিমুক্তিদা। নারা-য়ণং জলগতং জ্ঞাত্বা বৃক্ষগতং তথা ॥ ১২ ॥ প্রাণিনাং কৃপয়া লক্ষ্মীস্তুলসীবৃক্ষমাশ্রিতা। চাতুর্মাস্যে সমায়াতে তুলসীসেবিতা যদি ॥ ১৩ ॥ তেষাং পাপ-সহস্রাণি যান্তি নিত্যং সহস্রধা। গোবিন্দস্মরণং নিত্যং তুলসীবনসেবনম্ ॥ ১৪ ॥ তুলসীসেচনং দুগ্ধৈশ্চাতুর্মাস্যেঽতিদুর্লভম্। তুলসীং বর্দ্ধয়েদ্যস্তু মানবো যদি শ্রদ্ধয়া ॥ ১৫ ॥ আলবালাম্বুদানৈশ্চ পাবিতং সকলং কুলম্। যথা শ্রীস্তুলসীসংস্থা নিত্য-মেব হি বর্দ্ধতে ॥ ১৬ ॥ তথাতথা গৃহস্থস্য কাম-বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে। ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা ॥ ১৭ ॥ তথা প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্তুলসীসেবনে রতাঃ। শ্রদ্ধয়া যদি জায়ন্তে ন তাসাং দুঃখদো হরিঃ ॥ ১৮ ॥ একো হরিঃ সকলবৃক্ষগতো বিভাতি নানারসৈস্তু পরিভাবিতমূর্ত্তিরেব। বৃক্ষাধিবাস-মগমৎ কমলা চ দেবী দুঃখাদিনাশনকরী সততং স্মৃতাপি ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তুলসীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৯॥

উপস্থিত হয় না। তুলসী দর্শনমাত্রে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। তুলসী মানবগণের শ্রীবৃদ্ধির কারণ, অমৃতকণোৎপন্না এবং হরিবল্লভা। রুচির পানীয় দ্বারা তুলসীমূল অভিষিক্ত করিলে, তুলসী পাপহরণ করিয়া থাকে। তুলসীর রূপে লক্ষ্মী, স্কন্ধে সাগর-সম্ভবা, পত্রে শ্রী, শাখায় কমলা, পুষ্পে ইন্দিরা, ফলে ক্ষীরাব্ধিসম্ভবা, শুষ্ক কাষ্ঠে বিশ্বব্যাপিনী, মজ্জায় পদ্মালয়া, এবং ত্বকে হরিপ্রিয়া বাস করেন। তুলসী সর্ব্বরূপা, সর্ব্বেশা, ও পরমানন্দদায়িনী। তুলসী-ভক্ষক ব্যক্তি যমলোক দর্শন করে না। মস্তকে তুলসী ধারণ করিলে যমদূতের ভয় থাকে না। তুলসী মুখস্থ করিলে তিনি নির্ব্বাণপদবী দান করেন। হস্তে তুলসী ধারণ করিলে ত্রিতাপ-বর্জ্জিত হওয়া যায়। হৃদয়স্থা তুলসী সর্ব্বকামদায়িনী। স্কন্ধে তুলসী ধারণ করিলে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে মানব তুলসী কণ্ঠে ধারণ করে, সে জীবন্মুক্ত হয়। যে নর সর্ব্বদা তুলসীপত্র ধারণ করে, তাহার অভিলষিত সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে নর প্রত্যহ সর্ব্বকামার্থসাধিনী দুরিতবারিণী তুলসী সিঞ্চন করে, সে কদাপি যমালয়ে গমন করে না। চাতুর্মাস্যে তুলসীবন্দনা করিলে মুক্তিলাভ হয়। ভগবান নারায়ণকে জলগত ও বৃক্ষগত জানিয়া ভগবতী নারায়ণী জনহিতৈষণায় তুলসী বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন। চাতুর্মাস্যে তুলসী সেবা করিলে মানবের পাপরাশি সহস্রধা বিলীন হইয়া যায়। গোবিন্দস্মরণ, তুলসীসেবা, ও দুগ্ধ দ্বারা তুলসী সেচন এগুলি চাতুর্মাস্যে দুর্লভ। যে মানব আলবাল নির্ম্মাণ করিয়া মূল দেশ সিঞ্চন করত তুলসী বৃক্ষ বর্দ্ধিত করে, তাহার সমগ্র কুল পবিত্র হয়। তুলসীরূপিণী স্ত্রী যেমন যেমন বর্দ্ধিত হন, তেমনি তেমনি গৃহস্থের কাম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি ও সাধারণ প্রকৃতি-পুঞ্জ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তুলসীসেবায় রত থাকিলে হরি কদাচ তাঁহাদিগকে দুঃখ দেন না। নানা রসপরি-ভাবিতমূর্ত্তি এক হরি সর্ব্ববৃক্ষময়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; এজন্য দুঃখাদিনাশনকরী হরিপ্রিয়াও সতত বৃক্ষাধিবাস লাভ করিয়াছেন। ১—১৯।

ঊনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৯।

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বাণ্যুবাচ। বিল্বপত্রস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে। তবোদ্দেশেন বক্ষ্যামি মহেন্দ্র শৃণু তত্ত্বতঃ॥ ১॥ বিহারশ্রমমাপন্না দেবী গিরিসুতা শুভা। ললাটফলকে তস্যাঃ স্বেদবিন্দুরজায়ত॥ ২॥ স ভবান্যা বিনিক্ষিপ্তো ভূতলে নিপপাত চ। মহাতরুরয়ং জাতো মন্দরে পর্ব্বতোত্তমে॥ ৩॥ ততঃ শৈলসুতা তত্র রমমাণা যযৌ পুনঃ। দৃষ্ট্বা বনগতং বৃক্ষং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা॥ ৪॥ জয়াঞ্চ বিজয়াঞ্চৈব পপ্রচ্ছ চ সখীদ্বয়ম্। কোঽয়ং মহাতরুর্দিব্যো বিভাতি বনমধ্যগঃ। দৃশ্যতে রুচিরাকারো মহাহর্ষকরো হি সুম্॥ ৫॥ জয়োবাচ। দেবিত্বদ্দেহসম্ভূতো বৃক্ষোঽয়ং স্বেদবিন্দুজঃ। নামাস্য কুরু বৈ ক্ষিপ্রং পূজিতঃ পাপনাশনঃ॥ ৬॥ পার্ব্বত্যুবাচ। যস্মাৎ ক্ষৌণীতলং ভিত্ত্বা বিশিষ্টোঽয়ং মহাতরুঃ। উদতিষ্ঠৎ সমীপে মে তস্মাদ্বিল্বো ভবত্বয়ম্। ইমং বৃক্ষং সমাসাদ্য ভক্তিতঃ পত্রসঞ্চয়ম্॥ ৮॥ আহরিষ্যত্যসৌ রাজা ভবিষ্যত্যেব ভূতলে। যঃ করিষ্যতি মে পূজাং পত্রৈঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥ ৯॥ যং যং কামমভিধ্যায়েত্তস্য সিদ্ধিঃ প্রজায়তে। যো দৃষ্ট্বা বিল্বপত্রাণি শ্রদ্ধামপি করিষ্যতি॥ ১০॥ পূজনার্থায় বিধয়ে ধনদাহং ন সংশয়ঃ। পত্রাগ্রপ্রাশনে যস্তু করিষ্যতি মনো যদি। তস্য পাপসহস্রাণি যাস্যন্তি বিলয়ং স্বয়ম্॥ ১১॥ শিরঃ পত্রাগ্রসংযুক্তং করোতি যদি মানবঃ। ন যাম্যা যাতনা হ্যস্য দুঃখদাত্রী ভবিষ্যতি॥ ১২॥ ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী হৃষ্টা জগাম ভবনং স্বয়ম্। সখীভিঃ সহিতা দেবী গণৈরপি সমন্বিতা॥ ১৩॥ বাণ্যুবাচ। অয়ং বিল্বতরুঃ শ্রেষ্ঠঃ পবিত্রঃ পাপনাশনঃ। তস্য মূলে স্থিতা দেবী গিরিজা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৪॥ স্কন্ধে দাক্ষায়ণী দেবী শাখাসু চ মহেশ্বরী। পত্রেষু পার্ব্বতী দেবী ফলে কাত্যায়নী স্মৃতা॥ ১৫॥ ত্বচি গৌরী সমাখ্যাতা অপর্ণা মধ্যবল্কলে। পুষ্পে দুর্গা সমাখ্যাতা উমা শাখাঙ্কেষু চ॥ ১৬॥ কণ্টকেষু চ সর্ব্বেষু কোটয়ো নবসংখ্যয়া। শক্তয়ঃ প্রাণিরক্ষার্থং সংস্থিতা গিরিজাজ্ঞয়া॥ ১৭॥ তাং ভজন্তি সুপত্রৈশ্চ পূজয়ন্তি সনাতনীম্; যং যং কামযতে কামং তস্য সিদ্ধি-

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বাণী বলিলেন,—হে মহেন্দ্র! আমি বিল্বপত্রের গুণ বর্ণন করিতে সক্ষম নহি, তথাপি কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কদাচিৎ বিহার খেদে দেবী সর্ব্বমঙ্গলা গিরি-সুতার ললাট-ফলকে স্বেদ-বিন্দু উদ্‌গত হয়। দেবী তাহা মুছিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করেন। ঐ নিক্ষিপ্ত স্বেদবিন্দুই পর্ব্বতোত্তম মন্দরে মহাতরুরূপে উৎপন্ন হয়। অনন্তর বারান্তরে শৈল-সুতা যখন ক্রীড়ার্থ মন্দর পর্ব্বতে গমন করেন, তখন গিয়া দেখেন যে, ঐ স্থানে একটী বৃক্ষ জন্মিয়াছে। দেবী ঐ মনোহর বৃক্ষ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ে জয়া ও বিজয়া সখীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঐ যে বনমধ্যে রুচিরাকার আনন্দজনক একটী বিশাল তরু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহা কি তরু? জয়া বলিলেন,—দেবি! ঐ তরু আপনারই দেহ-সম্ভূত; উহা আপনার স্বেদ-বিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি উহার পূজার্হ পাপনাশন নাম রাখুন। দেবী বলিলেন,—যেহেতু এই বিশিষ্ট তরু ক্ষিতিতল ভেদ করিয়া আমার সমীপে উত্থিত হইয়াছে, অতএব আমি উহার নাম করণ করিলাম,—বিল্ব। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই বৃক্ষের পত্রসঞ্চয় আহরণ করিবে, সে নিশ্চয়ই ভূতলে রাজা হইবে। সে যে যে কামনা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ঐ তরুর পত্র দ্বারা আমার পূজা করিবে, তাহার সেই সেই কামনাই সিদ্ধ হইবে। যে মানব বিল্বপত্র দর্শন করিয়া পূজার নিমিত্ত শ্রদ্ধা করে, আমি তাহাকে ধন বিতরণ করিয়া থাকি। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যদি কোন ব্যক্তি বিল্বপত্রের অগ্রভাগ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার সহস্র পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে মানব মস্তকে বিল্বপত্রাগ্র ধারণ করে, কদাচ তাহার যমযাতনা হয় না। এই কথা বলিয়া দেবী পার্ব্বতী সখী ও গণসমূহ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিলেন। বাণী বলিলেন,—এই বিল্বতরু শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পাপনাশন। ইহার তলদেশে দেবী গিরিজা বাস করেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তরুর স্কন্ধদেশে দাক্ষায়ণী, শাখায় মহেশ্বরী, পত্রে পার্ব্বতী, ফলে দেবী কাত্যায়নী, ত্বকে গৌরী, মধ্য বল্কলে অপর্ণা, পুষ্পে দুর্গা, শাখাঙ্কে উমা এবং কণ্টকে নব কোটি শক্তি গিরিজার আজ্ঞায় প্রাণিরক্ষার্থ বাস করে। ঐ শক্তিগণ বিল্বপত্র দ্বারা দেবী সনাতনীর পূজা করিয়া থাকে। যে যাহা কামনা করিয়া বিল্বপত্র

র্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥ মহেশ্বরী সা গিরিজা মহেশ্বরী বিশুদ্ধরূপা জনমোক্ষদাত্রী। হরঞ্চ দৃষ্ট্বাথ পলাশ মাশ্রিতং স্বলীলয়া বিল্বপুশ্চকার সা ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বোৎপত্তিবর্ণনং নাম পঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গালব উবাচ। ইত্যুক্তাকাশজা বাণী বিররাম শুভপ্রদা। তেঽপি দেবাস্তদাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা মহাব্রতাঃ ॥ ১ ॥ চতুষ্টয়ঞ্চ বৃক্ষাণাং চাতুর্ম্মাস্যে সমাগতে। অপূজয়ংশ্চ বিধিবদৈক্যভাবেন শূদ্রজ ॥ চাতুর্ম্মাস্যেঽথ সম্পূর্ণে দেবো হরিহরাত্মকঃ। প্রসন্নস্তানুবাচাথ ভক্ত্যা প্রত্যক্ষরূপধৃক্ ॥ ৩ ॥ যূয়ং গচ্ছত দেবেশা মহাব্রতপরায়ণাঃ। ভুঙ্ক্ত স্বান্ স্বাংশ্চাধিকারান্ময়া তে দানবা হতাঃ ॥ ৪ ॥ ইত্যুক্তা দেবদেবেশাবৈক্যরূপধরৌ যদা। গণানাং দেবতানাঞ্চ বুদ্ধিং নির্ভেদতাং তদা ॥ ৫ ॥ নয়ন্তৌ তৌ তদা চেশৌ বভূবতুররিন্দমৌ। তেঽপি দেবা নিরাবাধা হৃষ্টচিত্তা হ্যভেদতঃ ॥ ৬ ॥ প্রযযুঃ স্বাংশ্চাধিকারান্ বিমানগণকোটিভিঃ। গালব উবাচ। তথা তত্রাপি তে দেবাঃ পার্ব্বত্যাঃ শাপমোহিতাঃ ॥ ৭ ॥ স্তুত্বা তাং বিল্বপত্রৈশ্চ পূজয়িত্বা মহেশ্বরীম্। প্রসন্নবদনাং স্তুত্বা প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ॥ ৮ ॥ সা প্রোবাচ ততো দেবান্ বিশ্বমাতা তু সংস্তুতা। মম শাপো বৃথা নৈব ভবিষ্যতি সুরোত্তমাঃ ॥ ৯ ॥ তথাপি কৃতপাপানাং করবাণি কৃপাং চ বঃ। স্বর্গে দৃষন্ময়া নৈব ভবিষ্যথ সুরোত্তমাঃ ॥ ১০ ॥ মর্ত্ত্যলোকং চ সম্প্রাপ্য প্রতিমাসু চ সর্ব্বশঃ। সর্ব্বে দেবাশ্চ বরদা লোকানাং প্রভবিষ্যথ ॥ ১১ ॥ পাণিগ্রহেণ বিহিতা যে কুমারাঃ কুমারিকাঃ। তেষাস্তেষাং প্রজাশ্চৈব ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী দেবতানাং বরপ্রদা। বিষ্ণুং মহেশ্বরং চৈব প্রোবাচ কুপিতা ভৃশম্ ॥ ১৩ ॥ দেবাস্তস্মা ভয়ান্নষ্টা মর্ত্ত্যেষু প্রতিমাং গতাঃ। ভক্তানাং মানসং ভাবং পূরয়ন্তঃ সুসংস্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥ যস্মাদ্বিষ্ণো মহেশানস্ত্বয়াপি ন নিষেধিতঃ। তস্মাত্বমপি পাষাণো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ হরোঽপ্যশ্মময়ং রূপং

দ্বারা দেবীর আরাধনা করে, তাহার তাহাই পূর্ণ হইয়া থাকে। জনমোক্ষদাত্রী মহেশ্বরী গিরিজা গিরিশকে পলাশস্থ অবলোকন করিয়া স্বয়ং বিল্বত্ব আশ্রয় করিয়াছেন। ১—১৯।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫০।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গালব বলিলেন,—হে শূদ্র! শুভপ্রদা আকাশবাণী পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল বলিয়া বিরত হইল। দেবগণও মহাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া চাতুর্ম্মাস্যে অশ্বত্থাদি বৃক্ষচতুষ্টয়ের বিধিবৎ পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য সম্পূর্ণ হইলে দেব হরিহর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি আপনাদের শত্রুকুল উন্মূলন করিয়াছি; অধুনা আপনারা স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। এই কথা বলিয়া যখন দেবদেবদ্বয় উভয়ে একরূপ ধারণ করিয়া গণ ও দেবগণের ভেদবুদ্ধি অপনোদন করিলেন, তখন দেবগণও অভেদজ্ঞান লাভ করিয়া কোটি বিমানে আরোহণ করিয়া সহর্ষে স্ব স্ব অধিকারে গমন করিলেন। গালব বলিলেন,—দেবগণ পার্ব্বতীর শাপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্তব ও বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পূজান্তে পুনপুনঃ প্রণাম করিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! আমার শাপ বৃথা হইবার নহে। তথাপি আমি তোমাদের প্রতি দয়া করিব। হে সুরোত্তমগণ! স্বর্গে তোমাদিগকে পাষাণ হইতে হইবে না। মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া তোমরা প্রতিমা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান কর। তোমরা সেখানে লোকদিগের প্রতি বরদায়ক হইবে। ১—১১। কুমারগণ যে সকল কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তোমাদের প্রসাদে তাহাদের সন্তানাদি হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া দেবী কুপিতভাবে বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে বলিলেন,—দেবতাগণ আমার ভয়ে মর্ত্ত্যধামে প্রতিমাগত হইবে। তাহারা এই ভাবে ভক্তদিগের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবে। হে বিভো! যেহেতু তুমি মহেশ্বরকে নিষেধ করিলে না, অতএব তুমিও পাষাণ হইবে; এ বিষয়ে আমি কোন সংশয় নাই। হরও লোক-গর্হিত পাষাণ রূপ লাভ করিয়া

প্রাপ্য লোকবিগর্হিতম্। লিঙ্গাকারং বিপ্রশাপান্মহদ্দুঃখমবাপ্স্যতি ॥ ১৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পার্ব্বতীমনুকূলয়ন্। উবাচ প্রণতো ভূত্বা হরভার্য্যাং মহেশ্বরীম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। মহাব্রতে মহাদেবি মহাদেবপ্রিয়া সদা। ত্বং হি সত্ত্বরজঃস্থা চ তামসী শক্তিরুত্তমা ॥ ১৮ ॥ মাত্রাত্রয়সমোপেতা গুণত্রয়বিভাবিনী। মায়াদীনাং জনিত্রী ত্বং বিশ্বব্যাপকরূপিণী ॥ ১৮ ॥ বেদত্রয়স্তুতা ত্বং চ সাধ্যারূপেণ রাগিণী। অরূপা সর্ব্বরূপা ত্বং জনসন্তানদায়িনী ॥ ২০ ॥ ফলবেলা মহাকালী মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী। ওঙ্কারশ্চ বষট্‌কারস্ত্বমেব হি সুরেশ্বরি ॥ ২১ ॥ ভূতধাত্রি নমস্তেঽস্তু শিবায়ৈ চ নমোঽস্তু তে। রাগিণ্যৈ চ বিরাগিণ্যৈ বিকরালে নমঃ শুভে ॥ ২২ ॥ এবং স্তুতা প্রসন্নাক্ষী প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। উবাচ পরমোদারং মিথ্যারোষযুতং বচঃ ॥ ২৩ ॥ মচ্ছাপো নান্যথা ভাবী জনার্দ্দন ভবাপ্যয়ম্। তত্রাপি সংস্থিতস্ত্বং হি যোগীশ্বরবিমুক্তিদঃ ॥ ২৪ ॥ কামপ্রদশ্চ ভক্তানাং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ। নিম্নগা গণ্ডকী নাম ব্রহ্মণো দয়িতা সুতা ॥ ২৫ ॥ পাষাণসারসম্ভূতা পুণ্যদাত্রী মহাজলা। তস্যাঃ সুবিমলে নীরে তব বাসো ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ চতুর্ব্বিংশতিভেদেন পুরাণজ্ঞৈর্নিরীক্ষিতঃ। মুখে জাম্বুনদং চৈব শালগ্রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥ বর্ত্তুলস্তেজসঃ পিণ্ডঃ শ্রিয়া যুক্তো ভবিষ্যসি। সর্ব্বসামর্থ্যসংযুক্তো যোগিনামপি মোক্ষদঃ ॥ ২৮ ॥ যে ত্বাং শিলাগতং বিষ্ণুং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তেষাং সুচিন্তিতাং সিদ্ধিং ভক্তানাং সম্প্রযচ্ছসি ॥ ২৯ ॥ শিলাগতঞ্চ দেবেশং তুলস্যা ভক্তিতৎপরাঃ। পূজয়িষ্যন্তি মনুজাস্তেষাং মুক্তির্ন দূরতঃ ॥ ৩০ ॥ শিলাস্থিতঞ্চ যঃ পশ্যেত্ত্বাং বিষ্ণুং প্রাতমাগতম্। সুচক্রাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গং ন স গচ্ছেদ্যমালয়ম্ ॥ ৩১ ॥ গালব উবাচ। ইতি তে কথিতং সর্ব্বং শালগ্রামস্য কারণম্। যথা স ভগবান্ বিষ্ণুঃ পাষাণত্বমুপাগতঃ ॥ ৩২ ॥ গোবিন্দোঽপি মহাশাপং লব্ধা স্বভবনং গতঃ। পার্ব্বতী চ মহেশানং কুপিতা প্রণময্য চ ॥ ৩৩ ॥ এবং স এব ভগবান্ ভবভূতভব্যভূতাদিকৃৎ সকলসংস্থিতিনাশনাঙ্কঃ। সোঽপি শ্রিয়া সহ ভবোঽপি গিরীশপুত্র্যা সার্দ্ধং চতুর্ষু চ ক্রমেষু নিবাসমাপ ॥ ১১—৩৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নৈঙ্গবনোপাখ্যানে দেবীদত্ত বিষ্ণুশাপোনামৈকপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমো
হধ্যায়ঃ ॥ ২৫১ ॥

বিপ্রশাপ হেতু মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন। এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু হরপত্নী পার্ব্বতীকে অনুকূল রাখিবার জন্য প্রণতহইয়া বলিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে মহাপ্রভো মহাদেবি! তুমি মহাদেবপ্রিয়া সত্ত্ব রজগুণস্থা, তামসী ও উত্তমা শক্তি। তুমি মাত্রাত্রয়-সমোপেত ও গুণত্রয়-বিভাবিনী। হে দেবি! তুমিই মায়াদির জনয়িত্রী, তুমি বিশ্বব্যাপক রূপিণী, তুমি বেদত্রয়সংস্তুতা, তুমি সাধ্যা, এবং তুমিই অনুরাগিণী। তুমি অরূপা, সর্ব্বরূপা, জনসন্তানদায়িনী, ফলবেলা, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, ওঙ্কার, ও বষট্‌কার। হে সুরেশ্বরি ভূতধাত্রি! তোমাকে নমস্কার। হে হে শিবে! তোমাকে নমস্কার। তুমি রাগিণী, বিরাগিণী, বিকরালা, ও শুভা। দেবী পার্ব্বতী বিষ্ণুর এতাদৃশ স্তবে প্রসন্ন হইয়া উদারভাবে কৃত্রিমরোষযুক্ত বাক্যে বলিলেন। তিনি বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। সেই স্থানে তুমিও যোগীশ্বর নামে ভক্তগণের মুক্তি ও কামপ্রদ হইয়া অবস্থান করিবে; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে। ব্রহ্মার প্রিয়কন্যা নিম্নগা গণ্ডকী পাষাণকায়-সম্ভূত হইয়া ঐ স্থানে প্রবাহিত হইয়াছে। গণ্ডকী পুণ্যদাত্রী ও মহাজলা। তাহার সুবিমল জলে তুমি বাস করিবে। পুরাণজ্ঞগণ তোমাকে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার অবলোকন করিবেন। তোমার মুখে সুবর্ণ থাকিবে; লোকে তোমাকে শালগ্রাম বলিবে। তুমি বর্ত্তুলাকার তেজঃপিণ্ড, শ্রী-সম্পন্ন, সর্ব্ব-সামর্থ্য-সংযুক্ত ও যোগিগণের মোক্ষপ্রদ হইবে। যে সকল মানব তোমার পূজা করিবে, তাহাদের বাঞ্ছিত সিদ্ধি তুমি তাহাদিগকে প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি তুলসীদল প্রদান করিয়া শিলারূপী তোমার পূজা করিবে, তাহার মুক্তি নিকটবর্ত্তী হইবে। যে মানব সুচক্রাঙ্কিত শিলারূপী তোমাকে দর্শন করিবে তাহাকে যমালয় দর্শন করিতে হইবে না। গালব বলিলেন,—হে শূদ্র! যেরূপে ভগবান্ বিষ্ণু শিলারূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমস্ত এবং শালগ্রামশিলার লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর গোবিন্দ পার্ব্বতীসমীপে মহাশাপ লাভ করিয়া স্বভবনে গমন করিলেন। কুপিতা পার্ব্বতী মহেশকে প্রণাম করিয়া প্রস্থিত হইলেন। ভব-ভূত-

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শূদ্র উবাচ। মহদাশ্চর্য্যমেতদ্ধি যৎ সুরা বৃক্ষরূপিণঃ। চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে সর্ব্ববৃক্ষনিবাসিনঃ॥ ১॥ ভগবন্ক সুরাস্তে তু কেষু কেষু নিবাসিনঃ। এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি মমানুগ্রহকাম্যয়া॥ ২॥ গালব উবাচ। অমৃতং জলমিত্যাহুশ্চাতুর্ম্মাস্যে তদিচ্ছয়া। লীলয়া বিধৃতং দেবৈঃ পিবন্তি দ্রুমদেবতাঃ॥ ৩॥ তস্য পানান্মহাতৃপ্তির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। বলং তেজশ্চ কান্তিশ্চ সৌষ্ঠবং লঘুবিক্রমঃ॥ ৪॥ গুণা এতে প্রজায়ন্তে পানাৎ কৃষ্ণাংশসম্ভবাৎ। নিত্যামৃতস্য পানেন বলং স্বল্পং প্রজায়তে॥ ৫॥ ভোজনং তৎ প্রশংসন্তি নিত্যমেতন্ন সংশয়ঃ। তস্মাচ্চতুর্ষু মাসেষু পিবন্তি জলমেব হি॥ ৬॥ বৃক্ষস্থাঃ পিতরো দেবাঃ প্রাণিনাং হিতকাম্যয়া। বৃক্ষাণাং সেবনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বমাসেষু সর্ব্বদা॥ ৭॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সেবিতাঃ সৌখ্যকারকাঃ। তিলোদকেন বৃক্ষাণাং সেচনং সর্ব্বকামদম্॥ ৮॥ ক্ষীরবৃক্ষাঃ ক্ষীরযুক্তেন্তোয়ৈঃ সিক্তাঃ শুভপ্রদাঃ। চতুষ্টয়ং চ বৃক্ষাণাং যন্মোক্তং পূর্ব্বতো ময়া॥ ৯॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সর্ব্বকামফলপ্রদম্। ব্রহ্মা তু বটমাশ্রিত্য প্রাণিনাং স বরপ্রদঃ॥ ১০॥ সাবিত্রীং তিলমাস্থায় পবিত্রং শ্বেতভূষণম্। সুপ্তে দেবে বিশেষেণ তিলসেবা মহাফলা॥ ১১॥ তিলাঃ পবিত্রমতুলং তিলা ধর্ম্মার্থসাধকাঃ। তিলা মোক্ষপ্রদাশ্চৈব তিলাঃ পাপাপহারিণঃ॥ ১২॥ তিলা বিশেষফলদাস্তিলাঃ শত্রুবিনাশনাঃ। তিলাঃ সর্ব্বেষু পুণ্যেষু প্রথমং সমুদাহৃতাঃ॥ ১৩॥ ন তিলা ধান্যমিত্যাহুর্দ্দেবধান্যমিতি স্মৃতম্। তস্মাৎ সর্ব্বেষু দানেষু তিলদানং মহোত্তমম্॥ ১৪॥ কনকেন যুতা যেন তিলা দত্তাস্তু শূদ্রজ। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং বিনাশস্তেন বৈ কৃতঃ॥ ১৫॥ সাবিত্রী চ তিলাঃ প্রোক্তা সর্ব্বকার্য্যার্থসাধকাঃ। তিলৈস্তু তর্পণং কুর্য্যাচ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ॥ ১৬॥ তিলানাং দর্শনং পুণ্যং স্পর্শনং সেবনং তথা। হবনং ভক্ষণং চৈব শরীরোদ্বর্ত্তনং

ভব্য, ভূতাদির সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী ভগবান্ ভব গিরিপুত্রী ও লক্ষ্মীর সহিত উক্ত বৃক্ষচতুষ্টয়ে বাস করিতে থাকিলেন। ১২—৩৮।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫১॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শূদ্র বলিল,—সুরগণ যে বৃক্ষরূপী হন, এ মহৎ আশ্চর্য্যের কথা। চাতুর্ম্মাস্যে দেবগণ সকল বৃক্ষেই বাস করেন। আচ্ছা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন কোন্ দেবতা কোন্ কোন বৃক্ষে বাস করেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি ইহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন। গালব বলিলেন,—চাতুর্ম্মাস্যে ভগবদিচ্ছায় জল অমৃততুল্য হইয়া থাকে। দ্রুমবাসী দেবতাগণ ঐ জল অতি আনন্দের সহিত পান করেন। জলপানে তাঁহাদের মহতী তৃপ্তি হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। বল,তেজ,কান্তি, সৌষ্ঠব ও ক্ষিপ্রকারিতা এইসকল গুণ চাতুর্ম্মাস্যে কৃষ্ণাংশজাত জল পান করিলে জন্মে। নিত্য অমৃত পান করিলে বলহ্রাস হয়; এজন্য নিত্য পান প্রশংসনীয় নহে; ইহা নিশ্চিত। এই কারণেই বৃক্ষবাসী দেব-পিতৃগণ লোকহিতৈষণায় চারি মাস জল পান করেন। সকল মাসে সর্ব্বদাই বৃক্ষসেবা করা উচিত, তবে চাতুর্ম্মাস্যে সেবা করিলে উহারা বিশেষ সুখ প্রদান করিয়া থাকে। তিলোদক দ্বারা বৃক্ষসেচন করিলে সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করা যায়। ক্ষীরী বৃক্ষ সকলকে ক্ষীরমিশ্র জল দ্বারা সিক্ত করিলে শুভপ্রদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি যে বৃক্ষচতুষ্টয়ের কথা বলিলাম, তাহা চাতুর্ম্মাস্যে সেবিত হইলে সর্ব্বকামফল প্রদান করিয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা বট তরু আশ্রয় করিয়া তিলরূপা সাবিত্রী, সহ বাস করত প্রাণিগণকে বর প্রদান করেন। হরিশয়নে তিলসেবা মহাফলা। তিল অতি পবিত্র,—তিল ধর্ম্মার্থসাধক,—তিল মোক্ষপ্রদ, —তিল পাপহারী,—তিল বিশেষ ফল দান করে,— তিল শত্রু বিনাশ করে। তিলদান সর্ব্ব পুণ্যের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।১—১৩। তিলকে সামান্য ধান্য বলিয়া মনে করিবে না; ইহাকে দেবধান্য কহে। অতএব সর্ব্ব দান অপেক্ষা তিলদানই শ্রেষ্ঠ। জানিবে শূদ্রজ! যে ব্যক্তি সুবর্ণযুক্ত তিলদান করিবে, সে নিশ্চিতই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট করিবে। তিলকেই সাবিত্রী বলিয়া জানিবে। ইহা সর্ব্বকামার্থসাধক। তিল দ্বারা তর্পণ করিতে হয়; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে তিলের দর্শন, স্পর্শ, সেবন, বহন, ভক্ষণ, ও শরীরোদ্বর্ত্তন এ সমস্তই

তথা ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বথা তিলবৃক্ষোঽয়ং দর্শনাদেব পাপহা। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সেবিতঃ সর্ব্বসৌখ্যদঃ ॥ ১৮ ॥ মহেন্দ্রো যবমাস্থায় স্থিতো ভূতহিতে রতঃ। যবস্য সেবনং পুণ্যং দর্শনং স্পর্শনং তথা ॥ ১৯ ॥ যবৈস্তু তর্পণং কুর্য্যাদ্দেবানাং দত্তমক্ষয়ম্। প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে চূতবৃক্ষমুপাশ্রিতাঃ ॥ ২০ ॥ গন্ধর্ব্বা মলয়ং বৃক্ষমগুরুং গণনায়কঃ। সমুদ্রা বেতসং বৃক্ষং যক্ষা পুন্নাগমেব চ ॥ ২১ ॥ নাগবৃক্ষং তথা নাগাঃ সিদ্ধাঃ কঙ্কোলকং দ্রুমম্। গুহ্যকাঃ পনসং চৈব কিন্নরা মরিচং শ্রিতাঃ ॥ ২২ ॥ যষ্টীমধুং সমাশ্রিত্য কন্দর্পোঽভূদ্ব্যবস্থিতঃ। রক্তাঞ্জনং মহাবৃক্ষং বহ্নিরাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৩ ॥ যমো বিভীতকং চৈব বকুলং নৈর্ঋতাধিপঃ। বরুণঃ খর্জ্জুরীবৃক্ষং পূগবৃক্ষঞ্চ মারুতঃ ॥ ৩৪ ॥ ধনদোঽঙ্কোটকং বৃক্ষং রুদ্রাশ্চ বদরীদ্রুমম্। সপ্তর্ষীণাং মহাতালা বহুলশ্চামরৈর্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥ জম্বুর্মেঘৈঃ পরিবৃতঃ কৃষ্ণবর্ণোঽঘনাশনঃ। কৃষ্ণস্য সদৃশো বর্ণস্তেন জম্বূর্নগোত্তম ॥ ২৬ ॥ তৎফলৈর্বাসুদেবস্তু প্রীতো ভবতি দানতঃ। জম্বুবৃক্ষং সমাশ্রিত্য কুর্ব্বন্তি দ্বিজভোজনম্ ॥ ২৭ ॥ তেষাং প্রীতো হরির্দদ্যাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্। চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে ॥ ২৮ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্‌যস্তু সপত্নীকান্ শুচিঃ স্থিতঃ। তেন নারায়ণস্তুষ্টো ভবেল্লক্ষ্মীসহায়বান্ ॥ ২৯ ॥ লক্ষ্মীনারায়ণপ্রীত্যৈ বস্ত্রালঙ্করণৈঃ শুভৈঃ। পরিধায় সপত্নীকঃ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩০ ॥ যদ্রাত্রিত্রিতয়েনৈব বটাশোকভবেন চ। ফলং সঞ্জায়তে তচ্চ জম্বুনা দ্বিজভোজনাৎ ॥ ৩১ ॥ তস্মিন্ দিনে একভুক্তং কা.য়েৎ কৃত্যকৃত্তদা। বহুনা চ কিমুক্তেন জম্বুবৃক্ষপ্রপূজনাৎ ॥ ৩২ ॥ পুত্রপৌত্রধনৈর্যুক্তো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। জম্বুর্মেঘৈঃ পরিবৃতা বিদ্যুতাশোক এব চ ॥ ৩৩ ॥ বসুভিঃ স্বীকৃতো নিত্যং প্রিয়ালশ্চ মহানগঃ। আদিত্যৈস্তু জপাবৃক্ষো হ্যশ্বিভ্যাং মদনস্তথা ॥ ৩৪ ॥ বিশ্বেভিশ্চ মধূকৈশ্চ গুগ্‌গুলঃ পিশিতাশনৈঃ। সূর্য্যেণার্কঃ পবিত্রেণ সোমেনাথ ত্রিপত্রকঃ ॥ ৩৫ ॥ খদিরো ভূমিপুত্রেণ অপামার্গো বুধেন চ। অশ্বত্থো গুরুণা চৈব শুক্রেণোদুম্বরস্তথা ॥ ৩৬ ॥ শমী শনৈশ্চরেণাথ স্বীকৃতা শূদ্রজাতিভিঃ। রাহুণা স্বীকৃতা দূর্ব্বা পিতৄণাং তর্পণোচিতা ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণোশ্চ দয়িতা নিত্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ। কেতুনা স্বীকৃতো দর্ভো যাজ্ঞিকেয়ো মহাফলঃ ॥ ৩৮ ॥ বিনা যেন শুভং কর্ম্ম সম্পূর্ণং নৈব জায়তে পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গ-

---

পুণ্যদায়ক। এমন কি তিলবৃক্ষ যদি বেশ প্রণিধানপূর্ব্বক দেখা যায়, তাহা হইলে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্যে তিলসেবা করিলে সর্ব্ব সৌখ্য লাভ হয়। মহেন্দ্র লোকহিতকামনায় যব আশ্রয় করিয়া আছেন। যবের সেবন, দর্শন, স্পর্শন, এসবই পুণ্যময়। যব দ্বারা তর্পণ করিতে হয়। দেবতাগণকে যব দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। প্রজাপতিগণ আম্রবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। গন্ধর্ব্ব-গণ মলয়, গণনায়ক অগুরু, সমুদ্র বেতস, যক্ষগণ পুন্নাগ, নাগগণ নাগবৃক্ষ সিদ্ধ কঙ্কোলক, গুহ্যক পনস, কিন্নর মরিচ কন্দর্প যষ্টিমধু, বহ্নি রক্তাঞ্জন, যম বিভীতক, নৈর্ঋতাধিপ বকুল, বরুণ খর্জ্জুরী, মারুত পূগ, ধনদ অঙ্কোটক, রুদ্রগণ বদরী, সপ্তর্ষিগণ মহাতাল, অমরগণ বহুল, এবং মেঘগণ জম্বুবৃক্ষে বাস করিয়া থাকেন। জম্বুবৃক্ষ কৃষ্ণবর্ণ এবং কৃষ্ণের সদৃশ; এজন্য ইহা নগোত্তম। ইহার ফল দানে বাসুদেব প্রীত হন। যাঁহারা ইহা দান করে, হরি প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে পুরুষার্থচতুষ্টয় প্রদান করিয়া থাকেন। যে মানব লক্ষ্মীনারায়ণের প্রীতির জন্য চাতুর্ম্মাস্য হরিশয়নে শুচিভাবে সপত্নীক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, লক্ষ্মী-নারায়ণ তাহার প্রতি তুষ্ট হন। ত্রিরাত্র-সম্ভূত যে বটফল ও অশোক ফল, তদ্দ্বারা আর জম্বুফল দ্বারা যে মানব একভক্ত অবস্থায় থাকিয়া ব্রাহ্মণভোজন করায়, সে পত্নীর সহিত বস্ত্রালঙ্কারণাদি-ভূষিত হইয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করে। অধিক আর কি বলিব? জম্বুবৃক্ষ পূজা করিলে মানব পুত্র-পৌত্র-ধনযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। মেঘবৃন্দ জম্বুবৃক্ষ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ অশোক বৃক্ষ আশ্রয় করে। বসুগণ প্রিয়ালদ্রুম, আদিত্যগণ জপাবৃক্ষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় মদনবৃক্ষ, বিশ্বেদেবগণ মধুক, পিশিতাশনগণ গুগ্‌গুলু বৃক্ষ, সূর্য্য অর্কবৃক্ষ, সোম ত্রিপত্রক বৃক্ষ, ভূমিসুত খদির, বুধ অপামার্গ, গুরু অশ্বত্থ, শুক্র উদুম্বর, শনৈশ্চর শমী, রাহু দূর্ব্বা (পিতৃগণের তর্পণোচিতা দূর্ব্বা এবং বিষ্ণুর নিত্য প্রিয়; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে), এবং কেতু দর্ভে বাস করেন। দর্ভ যজ্ঞে একান্ত প্রয়োজনীয় ও মহাফল। এতদ্ব্যতীত শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। ইহা পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের

লম্ ॥ ৩৯ ॥ মুমূর্ষূণাং মোক্ষরূপো ধরাসংস্থো মহাক্রমঃ। অস্মিন্ বসন্তি সততং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ সদা ॥ ৪০ ॥ মূলে মধ্যে তথাগ্রে চ যস্য নামাপি তৃপ্তিদম্। অন্যেঽপি দেবা বৃক্ষাংস্তানধিশ্রিত্য মহাক্রমাঃ ॥ ৪১ ॥ প্রবর্ত্তন্তে হি মাসেষু চতুর্ষু চ ন সংশয়ঃ। চাতুর্ম্মাস্যে দেবপত্ন্যঃ সর্ব্বা বল্লীসমাশ্রিতাঃ ॥ ৪২ ॥ প্রযচ্ছন্তি নৃণাং কামান্ বাঞ্ছিতান্ সেবিতা অপি। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মভাবেন পিপ্পলো যেন সেবিতঃ ॥ ৪৩ ॥ সেবিতাঃ সকলা বৃক্ষাশ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ তুলসী সেবিতা যেন সর্ব্ববল্ল্যশ্চ সেবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ আপ্যায়িতং জগৎসর্ব্বমাব্রহ্মস্তম্বসেবিতম্। চাতুর্ম্মাস্যে গৃহস্থেন বানপ্রস্থেন বা পুনঃ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মচারিযতিভ্যাঞ্চ সেবিতা মোক্ষদায়িনী। এতেষাং সর্ব্ববৃক্ষাণাং ছেদনং নৈব কারয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ বিনা যজ্ঞাদিকারণম্। এতত্তুভ্যমশেষেণ যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥ ৪৭ ॥ যথা বৃক্ষত্বমাপন্না দেবাঃ সর্ব্বেঽপি শূদ্রজ ॥ ৪৮ ॥ অশ্বত্থমেকং পিচুমন্দমেকং ন্যগ্রোধমেকং দশ তিন্তিড়ীশ্চ। কপিত্থবিল্বামলকীত্রয়ঞ্চ এতাংশ্চ দৃষ্ট্বা নরকং ন পশ্যেৎ ॥ ৪৯ ॥ সর্ব্বে দেবা বিশ্বরূক্ষেশয়াশ্চ কৃষ্ণাধারা কৃষ্ণমধ্যাগ্রকাশ্চ। যস্মিন্ দেবে সেবিতে বিশ্বপূজ্যে সর্ব্বং তৃপ্তং জায়তে বিশ্বমেতৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে বৃক্ষমাহাত্ম্যকথনং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শূদ্র উবাচ। পার্ব্বতী কুপিতা দেবী কথং দেবেন শূলিনা। প্রসাদঞ্চ গতা শপ্ত্বা যৎকোপাৎ ক্ষুভ্যতে জগৎ ॥ ১ ॥ কথং স ভগবান্ রুদ্রো ভার্য্যাশাপমবাপ হ। বৈকৃতং রূপমাসাদ্য পুনর্দিব্যং বপুঃ শ্রিতঃ ॥ ২ ॥ গালব উবাচ। দেবা রূপাণ্যদৃশ্যানি কৃত্বা দেব্যা মহাভয়াৎ। মনুষ্যলোকে সকলে প্রতিমাসু চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩ ॥ তেষামপি প্রসন্না সানুগ্রহং সমুপাকরোৎ। বিষ্ণুস্তুতা মহাভাগা বিশ্বমাতাঘনাশিনী ॥ ৪ ॥ তেষাং বভাচ্ছ পার্ব্বত্যাঃ শাপভারেণ যন্ত্রিতঃ। তং নিত্যমেবানুনয়ন্ চৈ সোবাচ শঙ্করম্ ॥ ৫ ॥ এতে দেবা বিশ্ব-

মঙ্গল, মুমূর্ষুর মুক্তিস্বরূপ ও ধরামধ্যে মহাক্রম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইহার মূলে মধ্যে ও অগ্রভাগে সর্ব্বদা বাস করেন। ইহার নামও তৃপ্তিদায়ক। অন্যান্য দেবগণও চাতুর্ম্মাস্যে ইহাতে বাস করিয়া থাকেন; ইহাতে কোনও সংশয় নাই এজন্য ইহা মহাক্রম নামে অভিহিত হয়। চাতুর্ম্মাস্যে দেবপত্নীগণ লতা আশ্রয় করিয়া মানবগণকে অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি পিপ্পলসেবা করে, তাহার সমস্ত বৃক্ষসেবার ফল লাভ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে। যে তুলসীসেবা করে, তাহার সকল বল্লীর সেবা করা হয়; এমন কি তৎকর্তৃক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই সেবিত হইয়া থাকে। গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচারী ইহারা মোক্ষদায়িনী তুলসীর সেবা করিবে। কেহ কখন উচ্চ বৃক্ষ সকল ছেদন করিবে না। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে যজ্ঞাদি কারণ ব্যতিরেকে কাহার কখন বৃক্ষছেদন করা উচিত নহে। শূদ্রজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, দেবগণ যেরূপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমি অশেষরূপে তোমাকে বলিলাম। অশ্বত্থ এক পিচুমর্দ্দ, ন্যগ্রোধ এক তিন্তিড়ী দশ, কপিত্থ, বিল্ব আর আমলকী, এতৎত্রয়,—এই সকল বৃক্ষ দর্শন করিলে নরক দর্শন করিতে হয় না: যে বিশ্বপূজ্য দেবের সেবা করিলে নিখিল বিশ্ব তৃপ্ত হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বৃক্ষবাসী দেবগণের আদি, অন্ত, ও মধ্য। ১৪—৫০।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫২।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শূদ্র বলিল,—দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে শাপ দিয়া কুপিতা অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মহাদেব কিরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন,—যাঁহার কোপে জগৎ ক্ষোভিত হইয়া উঠে? রুদ্রই বা কিরূপে ভার্য্যা হইতে শাপগ্রস্ত হইলেন? এবং বিকৃতরূপধারী হইয়া দিব্যরূপই বা কি প্রকারে লাভ করিলেন? গালব বলিলেন,—দেবগণ দেবী পার্ব্বতীর ভয়ে অদৃশ্যরূপে মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া প্রতিমায় অবস্থান করেন। পরে ভগবান্ বিষ্ণু স্তব করিলে মহাভাগা পাপনাশিনী বিশ্বমাতা পার্ব্বতী তাঁহাদের প্রতি প্রসন্না হন। ঐ সময় অন্যান্য দেবতাদিগের প্রতি প্রসন্না হইতে দেখিয়া ভগবান্ ভব পার্ব্বতীর শাপভারে যন্ত্রিত হইয়া

পূজ্যা বিশ্বস্য চ বরপ্রদাঃ। মৎপ্রসাদাস্তবিবাস্তি ভক্তিস্তস্তোষিতা নরৈঃ ॥ ৬॥ ত্বয়ৈতে মম কর্ম্মেদং কৃতং সাধুবিনিন্দিতম্। বেদ্যাং বিবাহকালে চ প্রত্যক্ষং সর্ব্বসাক্ষিকম্ ॥ ৭॥ যৎ সপ্তমণ্ডলানাঞ্চ গমনঞ্চ করার্পণম্। বহ্নিশ্চ বরুণঃ কৃষ্ণো দেবতাশ্চ সবল্লভাঃ ॥ ৮॥ চতুর্দিক্ষ্বঙ্গসংযুক্তা দেবব্রাহ্মণসংযুতাঃ। এতেষামগ্রতো দিব্যং কৃত্বা ত্বং জনসংসদি ॥ ৯॥ প্রমাদাৎ সত্যমাপন্নো ব্যভিচারং কথং কৃথাঃ। গুরুবোঽপি ন সন্মার্গে প্রবর্ত্তন্তে জনৌঘবৎ ॥ ১০॥ নিগ্রাহ্যাঃ সর্ব্বলোকেষু প্রবুদ্ধৈঃ শ্রূয়তে শ্রুতৌ। পুত্রেণাপি পিতা শাস্যঃ শিষ্যেণাপি গুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ১১॥ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্রাহ্মণঃ শাস্যো ভার্য্যয়া চ পতিস্তথা। উন্মার্গগামিনং শ্রেষ্ঠমপি বেদান্তপারগম্ ॥ ১২॥ নীচৈরপি প্রশাস্যেত শ্রুতিরাহ সনাতনী। সন্মার্গ এব সর্ব্বত্র পূজ্যতে নাপথঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩॥ যৈন স্বকুলজো ধর্ম্মস্ত্যক্তঃ স পতিতো ভবেৎ। মৃতশ্চ নরকং প্রাপ্য দুঃখভারেণ যুজ্যতে ॥ ১৪॥ ধর্ম্মং ত্যজতি নাস্তিক্যাজ্জাতিভেদমুপাগতঃ। স নিগ্রাহ্যঃ সর্ব্বলোকৈর্ম্মনুধর্ম্মপরায়ণৈঃ ॥ ১৫॥ কুলধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ দেশধর্ম্মান্ মহেশ্বর। যে ত্যজন্তি চ তেঽবশ্যং কুলাচ্চ পতিতা জনাঃ ॥ ১৬॥ অগ্নিত্যাগো ব্রতত্যাগো বচনত্যাগ এব চ। ধর্ম্মত্যাগো নৈব কার্য্যঃ কুর্ব্বন্ পতিত এব হি ॥ ১৭॥ ন পিতা ন চ তে মাতা ন ভ্রাতা স্বজনোঽপি চ। পশ্যন্তে তব বার্ত্তাঞ্চ অস্পৃশ্যস্ত্বমদন্ বিষম্ ॥ ১৮॥ অস্থিমালাচিতাভস্ম জটাধারী কুচৈলবান্। চপলো মুক্তমর্য্যাদস্ত্বং নার্হসি মেঽগ্রতঃ ॥ ১৯॥ অব্রহ্মণ্যোঽব্রতী ভিক্ষুর্দুষ্টাত্মা কপটী সদা। নার্হসি ত্বং মম পুরঃ সম্ভাষয়িতুমীশ্বর ॥ ২০॥ এবং সা রুদতী দেবী বাষ্পব্যাকুললোচনা। মহাদুঃখযুতৈবাসীদ্দেবেশেঽনুনয়ত্যপি ॥ ২১॥ পুনরেব প্রকুপিতা হরং প্রোবাচ ভামিনী। তবার্জ্জবং ন হৃদয়ে কাঠিন্যং বেদ্মি নিত্যদা ॥ ২২॥ ব্রাহ্মণৈস্ত্বাসুরৈরুক্তং তন্মৃষা প্রতিভাতি মে। যস্মান্ময়ি মহাদুষ্টভাব এব কৃতস্ত্বয়া ॥ ২৩॥ ব্রাহ্মণা বঞ্চিতা যস্মাদ্ব্রাহ্মণৈস্ত্বং

নিত্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করেন। পার্ব্বতী তখন শঙ্করকে বলেন,—এই দেবগণ আমার প্রসাদে বিশ্বপূজ্য এবং বিশ্বের বরপ্রদ হইবে। তুমি ব্যতিরেকে ইহারা ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়া আমায় সুসন্তুষ্ট করিয়াছে। তুমি বিবাহকালে বেদীতে যে কর্ম্ম করিয়াছ, সকল লোকই তাহার সাক্ষী। তুমি সপ্তপদী গমন ও আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে। বহ্নি, বরুণ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতাগণের সমক্ষে দিব্য ও সত্য করিয়া তুমি তাহার অন্যথাচরণ করিলে? গুরুজন গতি স্বায় সন্মার্গে অবস্থান না করিলে, সাধারণ জনের ন্যায় নিগ্রাহ্য হইয়া থাকেন; ইহা শ্রুতিতে শ্রুত হওয়া যায়। অন্যায়াচরণ করিলে পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে, এবং ভার্য্যা পতিকেও শাসন করিতে পারে। বেদান্তপারগ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যদি উন্মার্গগামী হন, তাহা হইলে নীচ ব্যক্তিগণও তাঁহার শাসন করিতে পারে, এইরূপ সনাতনী শ্রুতি আছে। সন্মার্গ সর্ব্বত্রই পূজিত এবং অসন্মার্গ সর্ব্বত্র অপূজিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বীয় কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করে; সে পতিত হয় এবং জীবনান্তে নরক প্রাপ্ত হইয়া দুঃখভোগ করে। জাতিভেদ প্রাপ্ত হইয়া নাস্তিক্য বশতঃ যে জন ধর্ম্মত্যাগ করে, মনুষ্যধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে নিগৃহীত করিবে। হে মহেশ্বর! দেখ,—কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, ও দেশধর্ম্ম যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে, সে অবশ্যই কুল হইতে পতিত হইবার উপযুক্ত। অগ্নিত্যাগ, ব্রতত্যাগ, বচনত্যাগ, ও ধর্ম্মত্যাগ কদাচ করা উচিত নহে; করিলে পতিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি বিষ পান করে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ও স্বজন কেহই তোমাকে দর্শন ও স্পর্শ করে না। তুমি বিষভক্ষী, অস্থিমালা, চিতাভস্ম, ও জটাধারণকারী কুচৈলবান্, চপল, ও মুক্তমর্য্যাদ; সুতরাং আমার অগ্রে থাকিতে সমর্থ নহ। হে ঈশ্বর! তুমি অব্রহ্মণ্য, অব্রতী, ভিক্ষু, দুষ্টাত্মা, ও সর্ব্বদা কপটী, অতএব তুমি আমার অগ্রে থাকিবার যোগ্য নহ। দেবদেব বার বার অনুনয় করিতে থাকিলেও দেবী বাষ্পব্যাকুললোচনে রোদন করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় কুপিতভাবে বলিতে লাগিলেন, —তোমার হৃদয়ে কদাচ সরলতা নাই, নিত্য কাঠিন্য বিরাজিত। আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি।১—২২। ব্রাহ্মণগণ ও অসুরগণ যে তোমার প্রসংশা করে, তাহা আমার মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। যে হেতু তুমি আমার উপর অত্যন্ত দুষ্ট-

হনির্য্যসে। এবমুক্তা ভগবতী পুনরাহ ন কিঞ্চন। ২৪। ঈশঃ প্রসন্নবদনামুপচারৈরথাকরোৎ। শনৈর্নীতিময়ৈর্ব্বাক্যৈর্হেতুমদ্ভির্ম্মহেশ্বরঃ। ২৫। প্রসন্নলোচনাং জ্ঞাত্বা কিঞ্চিৎ প্রাহ হরস্ততঃ। কোপেন কলুষং বক্ত্রং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্। ২৬। কস্মাত্বং কুরুষে ভদ্রে যুক্তমেব বচো ন তে। সর্ব্বভূতদয়া কার্য্যা প্রাণিনাং হি হিতেচ্ছয়া। ২৭। যদ্যপীষ্টো হি যুস্মাথো ন কার্য্যং পরপীডনম্। জগৎ সর্ব্বং সুতপ্রায়ং তবাস্তি বরবর্ণিনি। ২৮। জগৎপূজ্যা ত্বমেবৈকা সর্ব্বরূপধরানঘে। ময়া যদি কৃতং কর্ম্মাবদ্যং দেবহিতায় বৈ। ২৯। তথাপোবং তব সুতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। অথবা মম সর্ব্বেভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। ৩০। যদিচ্ছসি তথা কুর্য্যাং তথা তব মনোরথান। প্রসন্নবদনা ভূত্বা কথয়স্ব বরাননে। ৩১। ইত্যুক্তা সা ভগবতী পুনরাহ মহেশ্বরম্। চাতুর্ম্মাস্যে চ সম্প্রাপ্তে মহাব্রতধরো যদি। ৩২। দেবতানাং চ প্রত্যক্ষং তাণ্ডবং নর্ত্তসে যদ। পারয়িত্বা ব্রতং সম্যগ্ ব্রহ্মচর্য্যং মহেশ্বর। ৩৩। মৎপ্রীত্যৈ যদি দেহার্দ্ধং বৈষ্ণবং চ প্রযচ্ছসি। শাপস্যানুগ্রহং কুর্য্যাং প্রসন্নবদনা সতী। ৩৪। নান্যথা মম চিত্তং ত্বাং বিশ্বাসমনুগচ্ছতি। তচ্ছ্রুত্বা ভগবাংস্তত্ত্বথেতি প্রত্যুবাচ তাম্। ৩৫। সাপি হৃষ্টা ভগবতী শাপস্যানুগ্রহে বৃতা। ৩৬। ইদং পুরাণং মনুজঃ শৃণোতি শ্রদ্ধাযুক্তোঽভেদবুদ্ধ্যা দৃঢ়ব্রতম্। তস্যাবশ্যং জীবিতং সর্ব্বসিদ্ধং মর্ত্ত্যাঃ সত্যাত্তচ্ছ্রয়ন্বং প্রয়ান্তি। ২৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্করকৃতপার্ব্বত্যনুনয়ো নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৫৩।

ভাব প্রকাশ করিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণগণকে বঞ্চিত করিয়াছ, অতএব ব্রাহ্মণগণ তোমাকে নিহত করিবেন। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী আর কোন কথা কহিলেন না। তখন ভগবান্ ভব ধীরে ধীরে হেতুযুক্ত নীতিময় বাক্য ও বিবিধ উপচার দ্বারা দেবীকে প্রসন্নবদনা করিলেন। দেবীর লোচন প্রসন্ন হইল। তদ্দর্শনে হর অল্পে অল্পে বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে দেবি! কিজন্য পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভ বদন কলুষিত করিলে? এরূপ করা তোমার উচিত নহে। প্রাণিহিতমানসে তোমার সর্বভূতে দয়া করা কর্ত্তব্য। কোন বিষয় ইষ্টসিদ্ধিকর হইলেও সে বিষয়ে পরপীড়া বর্জ্জনীয়। অয়ি বরবর্ণিনি! এই নিখিল জগৎই তোমার সন্তান। হে সর্ব্বরূপধরে অনঘে! তুমিই একমাত্র জগৎপূজ্যা, যদিও আমি দেবহিতার্থে নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি; তথাপি তোমার পুত্র হইবে, ইহার আর কোনই সংশয় নাই। তুমি আমার সকল বস্তু এবং প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী; তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই কর। অয়ি বরাননে! প্রসন্নবদনা হইয়া কথা কও। শঙ্কর এই সকল কথা বলিলে দেবী পুনরায়, তাঁহাকে বলিলেন,—হে হর! চাতুর্ম্মাস্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সম্যক্ ব্রতস্থ থাকিয়া যদি দেবগণের সমক্ষে আমাকে তাণ্ডব নৃত্য দেখাইতে পার এবং যদি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া মৎপ্রীত্যর্থ, বৈষ্ণবে দেহার্দ্ধ পরিহার করিতে পার, তাহা হইলে আমি প্রসন্নবদনা হইয়া শাপপরিবর্ত্তে অনুগ্রহ করিতে পারি। ইহার অন্যথা হইলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হর 'তথাস্তু' বলিলেন। দেবী পার্ব্বতীও হৃষ্টা হইয়া শাপপরিবর্ত্তে অনুগ্রহ করিলেন। মানব এই পুরাণ অভেদ বুদ্ধিতে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে শ্রবণ করিলে, তাহার জীবন সকল ও সত্যাশ্রিত হয়। ২৩—২৭।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শূদ্র উবাচ। ইদমাশ্চর্য্যরূপং মে প্রতিভাতি বচস্তব। যদ্যপি স্যান্মহাক্লেশো বদতস্তব সুব্রত। ১। তথাপি মম ভাগ্যেন মৎপুণ্যৈর্ম্মদ্গৃহং গতঃ। ন তৃপ্যে ত্বন্মুখাম্ভোজাচ্চ্যুতং বাক্যামৃতং পুনঃ। ২। পিবন গৌরীকথাখ্যানং বিশেষগুণপূরিতম্। কথং মহেশ্বরো নৃত্যং চকার সুরসংবৃতঃ। ৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শূদ্র বলিল,—ইহা আমার আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। হে সুব্রত! যদিও বলিতে আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, তথাপি আমার মহৎ পুণ্য যে, আপনার মুখপদ্মবিনির্গত বাক্যামৃত পুনরায় পান করিব। বিশেষ গুণপূরিত গৌরীকথামৃত পান করিয়া কিরূপে মহে-

চাতুর্মাস্যে কথং জাতং কিং গ্রাহ্যং ব্রতমুচ্যতে। অনুগ্রহং কৃতবতী সা কথং কো হ্যনুগ্রহঃ॥ ৪॥ এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি পৃচ্ছতো মে দ্বিজোত্তম। ভগবান্ পূজ্যতে লোকে মমানুগ্রহকারকঃ॥ ৫॥ প্রসন্নবদনো ভূত্বা স্বস্থঃ কথয় সুব্রত। গালবশ্চাপি তচ্ছ্রুত্বা পুনরাহ প্রহৃষ্টবান্॥ ৬॥ গালব উবাচ। ইতিহাসমিমং পুণ্যং কথয়ামি তবানঘ। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা যজ্ঞাযুতফলপ্রদম্॥ ৭॥ চাতুর্মাস্যেঽথ সম্প্রাপ্তে হরো ভক্তিসমন্বিতঃ। ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরঃ প্রহৃষ্টবদনোঽভবৎ॥ ৮॥ দেবতানাং চ সঙ্কল্পং মহর্ষীণাং চকার হ। সমাগত্য ততো দেবা মন্দরাচলমাশ্রিতাঃ॥ ৯॥ প্রণম্য তে মহেশানং তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়োঽগ্রতঃ। তানুবাচ সুরান্ সর্ব্বান্ হরো দৃষ্ট্বা সমাগতান্॥ ১০॥ পার্ব্বত্যাভিহিতং প্রাহ কস্মিন্ কার্য্যান্তরে সতি। ময়া নিযুক্তেঽভিনয়ে যত্র সাহায্যকারিণঃ॥ ১১॥ ভবন্ত্বিন্দ্রপুরোগাশ্চ চাতুর্মাস্যে সমাগতে। তে তথোচুশ্চ সংহৃষ্টা নমস্কৃত্য চ শূলিনম্॥ ১২॥ স্বং স্বং ভবনমাজগ্মুর্বিমানৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ। তথাবাঢ়ে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মহেশ্বরঃ॥ ১৩॥ প্রনর্ত্তয়িতুমারেভে ভবানীতোষণায় চ। মন্দরে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে তত্র জগ্মুর্মহর্ষয়ঃ॥ ১৪॥ নারদো দেবলো ব্যাসঃ শুকদ্বৈপায়নাদয়ঃ। অঙ্গিরাশ্চ মরীচিশ্চ কর্দ্দমশ্চ প্রজাপতিঃ॥ ১৫॥ কশ্যপো গৌতমশ্চাত্রির্ব্বসিষ্ঠো ভৃগুরেব চ। জমদগ্নিস্তথোতঙ্কো রামো ভার্গব এব চ॥ ১৬॥ অগস্ত্যশ্চ পুলোমা চ পুলস্ত্যঃ পুলহস্তথা। প্রচেতাশ্চ ক্রতুশ্চৈব তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ॥ ১৭॥ সিদ্ধা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ চারণাশ্চারণৈঃ সহ। আদিত্যা গুহ্যকাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ বসবোঽশ্বিনৌ॥ ১৮॥ এতে সর্ব্বে তথেন্দ্রাদ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ। সমাজগ্মুর্মহেশস্য নৃত্যদর্শনলালসাঃ॥ ১৯॥ ততো গণা নন্দিমুখা বস্ত্রাণি প্রদদুস্তথা। ভূষণানি চ বাসাংসি মুন্যাদিভ্যো যথাক্রমম্॥ ২০॥ ততো বাদ্যসহস্রেষু বাদিত্রেষু সমন্ততঃ। সর্ব্বৈর্জ্জয়েতি চৈবোক্তা ভগবান্ ব্রতমাদিশৎ॥ ২১॥ ভবানী হৃষ্টহৃদয়া মহাদেবং ব্যলোকয়ৎ। জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী মঙ্গলারুণা॥ ২২॥ চতুষ্টয়সখীমধ্যে বিররাজ শুভাননা। তস্যাঃ সান্নিধ্যযোগেন জগদ্ভাতি গুণোত্তরম্॥ ২৩॥ যস্যাঃ শরীরজা শোভা বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। ঈশোঽপি

শ্বর নৃত্য করিয়াছিলেন? চাতুর্মাস্যে আর কোন্ ব্রত অনুষ্ঠাতব্য? দেবী পার্ব্বতী তাহাকে কিরূপ অনুগ্রহ করিলেন? এই সকল আপনি বিস্তৃত ভাবে আমায় বলুন? হে ভগবন! আপনি লোকপূজ্য ও আমার অনুগ্রাহক; প্রসন্ন বদন হইয়া সুস্থভাবে আপনি আমাকে এই সকল বলুন। দ্বিজোত্তম গালব শূদ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহাকে বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে অনঘ! আমি এই পুণ্য ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি। অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণে অযুত অযুত যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ভগবান্ হর চাতুর্মাস্যে ভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরায়ণ হন। তিনি দেবতা ও মহর্ষিগণের সঙ্কল্প পূরণ করেন। এই সময় দেবগণ হরসমীপে মন্দরাচলে আগমন করত প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে একান্তে অবস্থান করিলেন। হর দেবগণকে সমাগত দেখিয়া পার্ব্বতীকথিত সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন,—আমি অভিনয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইব। তাহাতে ইন্দ্রপ্রমুখ তোমাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহারা নমস্কারপূর্ব্বক 'তথাস্তু' বাক্যে স্বীকার করিলেন। দেবগণ সূর্য্য-সন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর চাতুর্মাস্যে আষাঢ় মাসে চতুর্দ্দশী তিথিতে ভবানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন নারদ, দেবল, ব্যাস, শুক, দ্বৈপায়নাদি, অঙ্গিরা, মরীচি, কর্দ্দম, প্রজাপতি, কাশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, জমদগ্নি, উতঙ্ক, রাম, ভার্গব, অগস্ত্য, পুলোমা, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রচেতা, ক্রতু অন্যান্য মহর্ষিগণ সিদ্ধ, যক্ষ, পিশাচ, চারণ, আদিত্য, গুহ্যক, সাধ্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ নৃত্য দর্শনমানসে ঐস্থানে হরসমীপে আগমন করিলেন। ১—১৯। অনন্তর নন্দিপ্রমুখ গণসমূহ বস্ত্র, ভূষণ ও বাস যথাক্রমে মুনিগণকে ও বাদ্যকরগণকে প্রদান করিলেন। সকলেই হরের জয়—ঘোষণা করিতে লাগিল। এই সময় ভগবতী ভবানী হৃষ্ট মানসে মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন। তিনি জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা প্রভৃতি সখীগণের মধ্যে বিরাজিতা হইলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে জগৎ প্রতিভাত হইল। দেবীর শরীরশোভা বর্ণনাতীত। সাক্ষাৎ ঈশ্বরও

গণকোটীভির্নানাবক্ত্রাভিরীক্ষিতঃ ॥ ২৪ ॥ পিশাচ-ভূতসঙ্ঘৈশ্চ বৃতঃ পরমশোভনঃ। স্বর্ণবেত্রধরো নন্দী বভৌ কপিমুখোঽগ্রতঃ ॥ ২৫ ॥ বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চিত্রসেনাদয়স্তথা। চিত্রস্থস্তা ইব বভুস্তত্র নাগা মুনীশ্বরাঃ ॥ ২৬ ॥ শ্রীরাগপ্রমুখা রাগাস্তস্য পুত্রা মহৌজসঃ। অমূর্ত্তাশ্চৈব তে পুত্রা হরদেব-সমুদ্ভবাঃ ॥ ২৭ ॥ একৈকস্য চ ষড়্ভার্য্যাঃ সর্ব্বাসাঞ্চ পিতামহঃ। তাভিঃ সহৈব তে রাগা লীলাবপুর্দ্ধরা-স্তথা ॥ ২৮ ॥ প্রাদুর্ব্বভূবুঃ সহসা চিন্তিতাস্তেন শম্ভুনা। তেষাং নামানি তে বচ্মি শৃণুষ ত্বং মহা-ধন ॥ ২৯ ॥ শ্রীরাগঃ প্রথমঃ পুত্র ঈশ্বরস্য বিমোহনঃ। আসাং চক্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে পরব্রহ্মপ্রদায়কঃ ॥ ৩০ ॥ তন্মধ্যশ্চৈব মাহেশাৎ সমুদ্ভূতো গণো-ত্তমঃ। দ্বিতীয়োঽথ বসন্তোঽভূৎ কটিদেশান্মহা-যশাঃ ॥ ৩১ ॥ মহদক্ষশ্চ ভূতানাং চক্রাচ্চৈব বিশুদ্ধিতঃ। পঞ্চমস্তু তৃতীয়োঽভূৎসুতো বিশ্ব-বিভূষণঃ ॥ ৩২ ॥ মহেশ্বরহৃদো জাতং চক্রং চৈব-মনাহতম্। নাসাদেশাৎসমুদ্ভূতো ভৈরবো ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ মণিপুরকনামেদং চক্রং তদ্ধি বিমুক্তিদম্ । পঞ্চাশচ্চ তথা বর্ণা অঙ্কা নাম মহেশ্বরাৎ ॥ ৩৪ ॥ রাশয়ো দ্বাদশ তথা নক্ষত্রাণি তথৈব চ। স্বাধিষ্ঠানসমুদ্ভূতা জগদ্বীজসমন্বিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ক্ষণেন বৃদ্ধিমায়াস্তি ততো রেতঃ প্রবর্ত্ততে। রেতসস্তু জগৎসৃষ্টং তদীশজননেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ আধারাচ্চ মহান্ ষষ্ঠো নটো নারায়ণোঽভবৎ। মহেশবল্লভঃ পুত্রো নীলো বিষ্ণুপরাক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥ এতে মূর্ত্তিধরা রাগা জাতা ভার্য্যাসমন্বিতাঃ। ভার্য্যা-স্তেষাং সমুদ্ভূতাঃ শিরোভাগাৎ পিনাকিনঃ ॥ ৩৮ ॥ ষট্‌ত্রিংশৎপরিমাণেন ততস্তাস্ত্বং নিশাময়। গৌরী কোলাহলী ধীরা দ্রাবিড়ী মালকৌশিকী ॥ ৩৯ ॥ ষষ্ঠী স্যাদ্দেবগান্ধারী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ। আন্দোলা কৌশিকী চৈব তথা চরমমঞ্জরী ॥ ৪০ ॥ গণ্ডগিরী দেবশাখা রামগিরী বসন্তগা। ত্রিগুণা স্তম্ভতীর্থা চ অহিরী কুকুমা তথা ॥ ৪১ ॥ বৈরাটী সামবেরী চ ষড়্ভার্য্যাঃ পঞ্চমে মতাঃ। ভৈরবী গুর্জ্জরী চৈব ভাষা বেলাগুলী তথা ॥ ৪২ ॥ কর্ণাটকী রক্তহংসা ষড়্ভার্য্যা ভৈরবানুগাঃ। বঙ্গালী মধুরা চৈব কামোদা চাক্ষিনায়িকা ॥ ৪৩ ॥ দেবগিরী চ দেবালী মেঘরাগানুগা ইমাঃ। ত্রোটকী মোডকী চৈব

ঐ সময় পিশাচ ও ভূতসমূহে পরম শোভিত হই-লেন। কপিমুখ নন্দী স্বর্ণবেত্র ধারণ করিয়া রহিলেন। বিদ্যাধর, চিত্রসেনাদি গন্ধর্ব্ব, নাগ, ও মুনীশ্বরগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। শ্রীরাগ প্রভৃতি রাগগণ মহাত্মা হরের পুত্র। ইহাদের আকৃতি নাই। ইহাদের প্রত্যেকের ষট্ ভার্য্যা। পিতামহ ইহাদের জনক। লীলাবপুধর রাগগণ শম্ভু কর্ত্তৃক চিন্তিত হইয়া পত্নীগণের সহিত সহসা ঐ স্থানে প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীরাগ হরের প্রথম পুত্র। ভ্রূমধ্যে ইহার অবস্থান। শ্রীরাগ পরব্রহ্মপ্রদায়ক। ইহার মধ্য মহেশোৎপন্ন গণোত্তম। দ্বিতীয় রাগ বসন্ত; বসন্ত রাগ হরের কটিদেশ হইতে জাত। ইহা ভূতগণের কণ্ঠনালস্থ বিশুদ্ধি নামক চক্র হইতে উত্থিত হয়। তৃতীয় রাগ পঞ্চম। ইহা দেবদেবের বিশ্ববিভূষণ সুত। মহেশ্বরের হৃদয় হইতে এই রাগ জন্মিয়াছে। অনাহত চক্র হইতে ইহা উত্থিত হয়। ভৈরব ভৈরব রাগ দেবদেবের নাসিকা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ভৈরব রাগ মণিপুরক চক্র হইতে উত্থিত হয়; ইহা মুক্তি-প্রদ। এই সময় দেবদেব হইতে পঞ্চাশৎ বর্ণ, অঙ্ক, দ্বাদশ রাশি, গ্রহ, ও নক্ষত্র এই সকল জগদ্বীজসমন্বিত হইয়া স্বাধিষ্ঠান হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। ইহারা প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনন্তর এই সকল হইতে রেত উৎপন্ন হয়। রেত হইতেই জগৎ জন্মে। এই রেতই দেবদেবের লিঙ্গ। আধার হইতে মহান্ শ্রেষ্ঠ রাগ নটনারায়ণ এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র বিষ্ণুপরাক্রম নীল রাগ জন্মে; এই সকল মূর্ত্তিমান্ রাগ। ইহাদের প্রত্যেকের ছয়টী করিয়া ভার্য্যা আছে। পিনাকীর শিরোদেশ হইতে রাগ-ভার্য্যাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা ষট্-ত্রিংশৎসংখ্যক ইহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। গৌরী, কোলাহলী, ধীরা, দ্রাবিড়ী, মালকৌশিকী, ও গান্ধারী এইগুলি শ্রীরাগের পত্নী। আন্দোলা, কৌশিকী, চরমমঞ্জরী, গণ্ড-গিরি, দেবশাখা, ও রামগিরি, ইহারা বসন্তরাগের পত্নী। ত্রিগুণা, স্তম্ভতীর্থা, অহিরী, কুকুমা, বৈরাটী, ও সামবেরী ইহারা পঞ্চমরাগের পত্নী। ভৈরবী, গুর্জ্জরী, ভাষা, বেলাগুলী, কর্ণাটকী ও রক্তহংসা ইহারা ভৈরবরাগের পত্নী। বঙ্গালী, মধুরা, কামোদা, পক্ষিনায়িকা, দেবগিরী, ও দেবালী

নরাহুম্বী তথৈব চ ॥ ৪৪ ॥ মহ্লারী সিন্ধুমহ্লারী নটনারায়ণানুগাঃ । এতা হি গিরিশং নত্বা মহেশং চম্মহেশ্বরীম্ ॥ ৪৫ ॥ স্বমূর্ত্তিবাহনোপেতাঃ স্বভর্তৃসহিতাঃ স্থিতাঃ । ব্রহ্মা মৃদঙ্গবাদ্যেন তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৪৬ ॥ চতুরক্ষরবাদ্যেন সুবাদ্যং চাকরোৎপুনঃ । তালক্রিয়াং মহেশায় দর্শয়ামাস কেশবঃ ॥ ৪৭ ॥ বায়বস্তত্র বাদ্যঞ্চ চক্রুঃ সুস্বরমোজসা । মহেন্দ্রো বংশবাদ্যঞ্চ সুগিরং সুস্বরং বহুঃ ॥ ৪৮ ॥ বহ্নিঃ শূর্পরবং চক্রে পণবঞ্চ তথাশ্বিনৌ । উপাঙ্গবাদনং চক্রে সোমঃ সূর্য্যঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৯ ॥ ঘণ্টানাং বাদনং চক্রুর্গণাঃ শতসহস্রশঃ । মুনীশ্বরাস্তথা দেব্যঃ পার্ব্বতীসহিতাস্তথা ॥ ৫০ ॥ স্বর্ণভদ্রাসনেম্বেতে হ্যুপবিষ্টা ব্যলোকয়ন । শৃঙ্গাণাং বাদনং চক্রুর্ব্বসবঃ সমহোরগাঃ ॥ ৫১ ॥ ভেরীধ্বনিং তথা সাধ্যা ,ব্রাদ্যান্যন্যে সুরোত্তমাঃ । ঝর্ঝরীগোমুখাদীনি সাধ্যাশ্চক্রুর্ম্মহোৎসবে ॥ ৫২ ॥ তন্ত্রীলয়সমাযুক্তা গন্ধর্ব্বা মধুরস্বরাঃ ; সুবর্ণশৃঙ্গনাদঞ্চ চক্রুঃ সিদ্ধাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৩ ॥ ততস্তু ভগবানাসীন্মহানটবপুর্দ্ধরঃ । মুকুটাঃ পঞ্চ শীর্ষে তু পন্নগৈরূপ শোভিতাঃ ॥ ৫৪ ॥ জটা বিমুচ্য সকলা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহঃ । বাহুভির্দ্দশভির্যুক্তো হারকেয়ূরসংযুতঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্রৈলোক্যব্যাপকং রূপং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ । কৃত্বা ননর্ত্ত ভগবান্ ভাস্বরং স মহানগে ॥ ৫৬ ॥ ততং বীণাদিকং বাদ্যং কাংস্যতালাদিকং ঘনম্ । বংশাদিকং তু বাদিত্রং তোমরাদিকনামকম্ ॥ ৫৭ ॥ চতুর্ব্বিধং ততো বাদ্যং তুমুলং সমজায়ত । তালানাং পটহাদীনাং হস্তকানাং তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥ মানানাং চৈব তানানাং প্রত্যক্ষং রূপমাবভৌ । সুকণ্ঠং সুস্বরং মুক্তং সুগম্ভীরং মহাস্বনম্ ॥ ৫৯ ॥ বিশ্বাবসুর্নারদশ্চ তুম্বুরুশ্চৈব গায়কাঃ । জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়োঽপ্সরসো মধুরস্বরাঃ ॥ ৬০ ॥ গ্রামত্রয়সমোপেতং স্বরসপ্তকসংযুতম্ । দিব্যং শুদ্ধঞ্চ সাঙ্কর্য্যং তত্র গেয়মবর্ত্তত ॥ ৬১ ॥ পর্ব্বতোঽপি মহানাদং হরপাদতলাহতঃ । ভ্রমিভির্ভ্রময়ংস্তত্র মহীং সপুরকাননাম্ ॥ ৬২ ॥ হস্তকাংশ্চতুরাশীতিং স সসর্জ্জ সদাশিবঃ । ললাটফলকস্বেদাৎ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ৬৩ ॥ মহেশহৃদয়াজ্জাতা গন্ধর্ব্বা বিশ্বগায়কাঃ । তে মূর্ত্তা দেবদেবস্য সুরঙ্গালয়সংযুতাঃ ॥ ৬৪ ॥ প্রেক্ষকাণামৃষীণাঞ্চ চক্রুরাশ্চর্য্যমমাজসা । কিন্নরাঃ পুষ্পবর্ষাণি সসৃজুঃ স্বৈর্গুণৈরিহ ॥ ৬৫ ॥ এবং চতুর্ষু মাসেষু যদা নৃত্য-

---

ইহারা মেঘরাগের পত্নী । ত্রোটকী, মোড়কী, নরাহুম্বী, মহ্লারী, ও সিন্ধুমহ্লারী ইহারা নট নারায়ণরাগের পত্নী । এই সমস্ত রাগপত্নী দেবদেবের নৃত্যকালে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং গৌরীকে উপস্থিত ছিল । দেবদেবের নৃত্যকালে ব্রহ্মা মৃদঙ্গবাদন করিয়া শঙ্করকে তোষিত করিতে লাগিলেন । তিনি চতুরক্ষর বাক্যে উত্তম সঙ্গত করিতে থাকিলেন । কেশব তাল প্রদান করিতে লাগিলেন । বায়ু বেগবান্ হইয়া সুস্বরে বাদ্য করিতে লাগিলেন । মহেন্দ্র বংশী বাজাইতে লাগলেন । বহ্নি শূর্প, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পণব, সোম-সূর্য্য উপাঙ্গ, গণসমূহ ও মুনীশ্বরগণ, ঘণ্টা বাদন করিতে থাকিলেন । আর দেবরমণীগণ দেবী পার্ব্বতীর সহিত স্বর্ণময় আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন । বসু ও মহোরগগণ শৃঙ্গ, সাধ্যগণ ভেরী, অন্যান্য সুরগণ অপরাপর বাদ্য এবং সাধ্যগণ ঝর্ঝরী বাদন করিল । মধুরস্বর গন্ধর্ব্বগণ তন্ত্রীলয়সংযোগে সুস্বরে গান করিতে লাগিল । সিদ্ধগণ সুবর্ণ-শৃঙ্গ বাজাইতে থাকে । আর স্বয়ং ভগবান্ দেবদেব মহানটরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন । পন্নগগণ তাঁহার পঞ্চশীর্ষ মুকুট হইল । তিনি মস্তকের জটা খুলিলেন এবং গাত্রে ভস্ম মাখিলেন । হার-কেয়ূর-যুক্ত তাঁহার দশ বাহু শোভা পাইতে লাগিল ! এই সময় তাঁহার রূপ কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ও ত্রৈলোক্যব্যাপী হইল । ভগবান্ ভব ভাস্বর রূপে ঐ মহাচলে এইরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন । বীণা, কাংস্যতালাদি, বংশাদি ও তোমরাদি চতুর্ব্বিধ বাদ্য তুমুল হইয়া উঠিল । পটহ ও হস্তক প্রভৃতির তাল এবং তান ও মান এ সকল প্রত্যক্ষরূপে শোভা পাইতে লাগিল । বিশ্বাবসু, নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতি গায়কগণ গম্ভীর উচ্চ সুস্বরে গান করিতে লাগিলেন । গন্ধর্ব্বপতি, ও মধুরস্বরা অপ্সরোগণ গ্রামত্রয় সপ্তস্বরে মিলিত করিয়া দিব্য বিশুদ্ধভাবে গান করিতে লাগিলেন । ২০—৬১ । অচল মহানাদে হরপাদতলে আহত হইতে লাগিল । তখন সদাশিব স্বীয় সম্ভ্রম দ্বারা সপুরকাননা মহীকে ভ্রামিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে স্বীয় চতুরশীতিসংখ্যক হস্ত সৃজন করিলেন । তখন তাঁহার ললাট-পট্টের স্বেদসমূহ হইতে সূত-মাগধ বন্দী এবং হৃদয় হইতে বিশ্বনায়ক গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইল । কিন্নরগণ পুষ্পবর্ষণে দর্শকবৃন্দ ও ঋষিমণ্ডলীকে

মজ্জায়ত। অতিকান্তা শরজ্জাতা নির্ম্মলাকাশ শোভিতা। ৬৬। পদ্মখণ্ডসমাচ্ছন্নসরোবরমুখাম্বুজা। ফলবৃক্ষৌষধীভিশ্চ কিঞ্চিৎপাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ। ৬৭। ঊর্জ্জশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং প্রসন্না গিরিজা তদা। সমাপ্তব্রতচর্য্যঃ স ঈশ্বরোঽপি তদা বভৌ। ৬৮। সা চোবাচ তদা শম্ভুং বিকচাম্বুরলোচনা। বিপ্রশাপপাতিতঞ্চ যদা লিঙ্গং ভবিষ্যতি। ৬৯। নর্ম্মদাজলসম্ভূতং বিশ্বপূজ্যং ভবিষ্যতি এবমুক্ত্বা তত্তুষ্টা হরস্তোত্রং চকার হ। ৭০। নমস্তে দেবদেবায় মহাদেবায় মৌলিনে। জগদ্ধাত্রে সবিত্রে চ শঙ্করায় শিবায় চ। ৭১। কপর্দ্দিনে-জয়দায় ব্রহ্মগর্ভায় তে নমঃ। হিরণ্যরেতসে তুভ্যং নীলগ্রীবায় তে নমঃ। ৭২। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় সিতভূতিধরায় চ। পঞ্চবক্ত্রায় রূপায় নীরূপায় নমো নমঃ। ৭৩। সহস্রাক্ষায় শুভ্রায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে। অন্ধকাসুরমোক্ষায় পশূনাং পতয়ে নমঃ। ৭৪। বিপ্রবহ্নিমুখাগ্রায় হরায় চ ভবায় চ। শঙ্করায় মহেশায় ঈশ্বরায় নমো নমঃ। ৭৫। অমূর্ত্তব্রহ্মরূপায় মূর্ত্তানাং ভাবনায় চ। নমঃ শিবায় চোগ্রায় হরায় চ ভবায় চ। ৭৬। নমঃ কৃষ্ণায় শর্ব্বায় ত্রিপুরান্তকহারিণে। অঘোরায় নমস্তেঽস্তু নমস্তে পুরুষায় তে। ৭৭। সদ্যোজাতায় তুভ্যং ভো বামদেবায় তে নমঃ। ঈশানায় নমস্তুভ্যং পঞ্চাস্যায় কপালিনে। ৭৮। বিরূপাক্ষায় ভাবায় ভগনেত্রনিপাতিনে। পূষদন্তনিপাতায় মহাযজ্ঞনিপাতিনে। ৭৯। মৃগব্যাধায় ধর্ম্মায় কালচক্রায় চক্রিণে। মহাপুরুষপূজ্যায় গণানাং পতয়ে নমঃ। ৮০। গঙ্গাধরায় মুণ্ডিনে ভবানীপ্রিয়কারিণে। জগদানন্দদাত্রে চ ব্রহ্মরূপায় তে নমঃ। ৮১। গুণাতীতায় গুণিনে সূক্ষ্মায় গুরবেঽপি চ। নমো মহাস্বরূপায় ভস্মনো জন্মকারিণে। ৮২। বৈরাগ্যরূপিণে নিত্যং যোগাচার্য্যায় বৈ নমঃ। ময়োক্তমপ্রিয়ং দেব স্মরসংহারকারক। ৮৩। ক্ষন্তুমর্হসি বিশ্বেশ শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে। শাপানুগ্রহ এবৈষ কৃতস্তে বৈ ন সংশয়ঃ। ৮৪। মমাপরাধজো মন্যুর্ন কার্য্যো ভবতানঘ। এবং প্রসাদিতঃ শম্ভুর্হৃষ্টাত্মা ত্রিদশৈঃ সহ। ৮৫। তীর্ণব্রতপরানন্দনির্ভরঃ প্রাহ তামুমাম্। য ইমাং মৎস্তুতিং ভক্ত্যা পঠিষ্যতি তবোদিতাম্। তস্য চেষ্টবিয়োগশ্চ ন ভবিষ্যতি পার্ব্বতি। ৮৬। জন্মত্রয়ধনৈর্যুক্তঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। ভুক্তেহ বিবিধান্ ভোগানন্তে

আশ্চর্য্যান্বিত করিল। চারি মাসকাল এই ভাবে নৃত্য চলিল। ইতি মধ্যে নির্ম্মলাকাশশোভিনী শরৎ চলিয়া গেল। পদ্মখণ্ড-মণ্ডিত সরোবর তাহার মুখ-পদ্ম। ফল, বৃক্ষ ও ওষধি দ্বারা উঁহার বদনচ্ছবি কিঞ্চিৎ পাণ্ডুরবর্ণ হইয়াছিল। কার্ত্তিকমাসীয় শুক্লচতুর্দ্দশীতে দেবী গিরিজা প্রসন্না হইলেন। হরও ব্রত সমাপ্ত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তখন বিকচকমললোচনা দেবী শম্ভুকে বলিলেন,—আপনার লিঙ্গ যখন বিপ্রশাপে পতিত হইয়া নর্ম্মদাজলে পতিত হইবে, তখন তাহা বিশ্বপূজ্য হইবে। এই বলিয়া দেবী তুষ্ট হইয়া দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে দেব! তুমি দেবদেব, মহাদেব, মৌলী, জগদ্ধাতা, সবিতা, শঙ্কর, শিব, কপর্দ্দী জয়দ, ব্রহ্মগর্ভ, হিরণ্যরেতা, নীলগ্রীব, ব্রহ্মণ্যদেব, সিত ভূতিধর, পঞ্চবক্ত্ররূপ ও নীরূপ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি সহস্রাক্ষ, শুভ্র, কৃত্তিবাস, অন্ধকাসুর-মোক্ষ, পশুপতি, বিপ্র-বহ্নিমুখাগ্র, হর, ভব, শঙ্কর, মহেশ, ঈশ্বর, অমূর্ত্ত, ব্রহ্মরূপ ও মূর্ত্তভাবন তোমায় নমস্কার নমস্কার। তুমি শিব, উগ্র, হর, ভব, কৃষ্ণ, সর্ব্ব, ত্রিপুরান্তক, অঘোর, পুরুষ, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান, পঞ্চাস্য, কপালী, বিরূপাক্ষ, ভাব, ভগনেত্রবিনাশন, পূষার, দন্তনিপাত, ও মহাযজ্ঞবিনাশী, তোমায় নমস্কার নমস্কার। তুমি মৃগ ব্যাধ, ধর্ম্ম, কালচক্র, চক্রী, মহাপুরুষ, পূজ্য, গণপতি, গঙ্গাধর, মুণ্ডী, ভবানী-প্রিয়কারী, জগদানন্দদাতা, ব্রহ্মরূপ, গুণাতীত, গুণী, সূক্ষ্ম, গুরু, মহাস্বরূপ, ভস্মের জন্মদাতা, বৈরাগ্যরূপী ও যোগাচার্য্য তোমার প্রত্যেক নামে আমায় নমস্কার। হে দেব স্মরসংহারকারিন্! আমি আপনাকে অনেক অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমি যে আপনাকে শাপ দিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই অনুগ্রহ বলিয়া জানিবেন।৬২—৮৪। আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য ক্রোধ করিবেন না। দেবী কর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া অনুষ্ঠিতব্রত দেব হর দেবগণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে দেবীকে বলিলেন, অয়ি পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার কৃত আমার এই স্তব পাঠ করিবে, কদাচ তাহার ইষ্টবিয়োগ হইবে না। অপিচ সে জন্মত্রয় ধনবান্ ও সর্ব্বব্যাধিবিমুক্ত হইয়া ইহলোকে বিবিধ ভোগ উপভোগ করত অন্তে

যাস্যতি মৎপুরম্ ॥ ৮৭ ॥ ইত্যুক্তা তাং মহেশোঽপি স্বমঙ্গং প্রদদৌ ততঃ। বৈষ্ণবং বামভাগং সা প্রতিজগ্রাহ পার্ব্বতী ॥ ৮৮ ॥ শর্ব্বং কপালহস্তঞ্চ গ্রীবার্দ্ধে গরলান্বিতম্। রুণ্ডমালার্দ্ধহারঞ্চ সিতগৌরং সমন্ততঃ ॥ ৮৯ ॥ ব্রহ্মাণ্ডকোটিজনকং জটাভির্ভূষিতং শিরঃ। সিতদ্যুতিকলাখণ্ডরত্নভাসাবভাসিতম্ ॥ ৯০ ॥ স্বর্ণাভরণসংযুক্তমেকতো ভুজগাঙ্গদম্। একতঃ কৃত্তিবসনমন্যতঃ পট্টকূলবৎ ॥ ৯১ ॥ মৎস্যবাহনসংযুক্তমন্যতো বৃষভাঙ্কিতম্। একতঃ পার্ষদৈঃ সেব্যমন্যতঃ সখিসেবিতম্ ॥ ৯২ ॥ রূপমেবংবিধং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ। তুষ্টুবুঃ পরয়া ভক্ত্যা তেজোভূষিতলোচনম্ ॥ ৯৩ ॥ ত্বমেকো ভগবন্ সর্ব্বব্যাপকঃ সর্ব্বদেহিনাম্। পিতৃবদ্রক্ষকোঽসি ত্বং মাতা ত্বং জীবসংজ্ঞকঃ ॥ ৯৪ ॥ সাক্ষী বিশ্বস্য বীজং ত্বং ব্রহ্মাণ্ডবশকারকঃ। উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে ত্বয়ি ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ॥ ৯৫ ॥ ঊর্ম্ময়ঃ সাগরে নিত্যং সলিলে বুদ্বুদা যথা। অহং কদাচিত্তে নেত্রাৎ কদাচিত্ত্ব ভালতঃ ॥ ৯৬ ॥ কদাচিৎ সঙ্গে শিবাদেব্যা প্রাদুর্ভূয় স্বজে জগৎ। তবাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে বয়ং ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৯৭ ॥ অনন্তবৈভবোঽনন্তোঽনন্তধামাস্ত্যনন্তকঃ। অনন্তঃ সর্ব্বভঙ্গায় কুরুষে রূপমদ্ভুতম্ ॥ ৯৮ ॥ ভবানি ত্বং ভবং নিত্যমশিবানাং পবিত্রকৃৎ। শিবানামপি দাত্রী ত্বং তপসামপি ত্বং ফলম্ ॥ ৯৯ ॥ যঃ শিবঃ স স্বয়ং বিষ্ণুর্যো বিষ্ণুঃ স সদাশিবঃ। ইত্যভেদমতির্জাতা স্বল্লা নস্ত্বৎ প্রসাদতঃ ॥ ১০০ ॥ যৎকিঞ্চিচ্চ জগদ্যস্মিন দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। মধ্যে বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ত্বয়ং ব্যাপ্য স্থিতা যদা ॥ ১০১ ॥ জগৎ পূজ্যে সুরেশানি জগদ্বন্দ্যে তথাম্বিকে। প্রসাদং কুরু দেবেশি দেবেশ প্রণতা বয়ম্ ॥ ১০২ ॥ ইত্যুক্তা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে হৃষ্টা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ১০৩ ॥ গালব উবাচ। তদ্দিব্যরূপমতুলং ভুবি যে মনুষ্যাঃ সংসারসাগরসমুত্তরণৈকপোতম্। সঞ্চিন্তয়ন্তি মনসা হৃতকিল্বিষাস্তে ব্রহ্মস্বরূপমনুযান্তি বিমুক্তসঙ্গাঃ ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হরতাণ্ডবনর্ত্তনবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৪ ॥

মদীয় পুরে গমন করিয়া থাকে। এই কথা বলিয়া মহেশ দেবীকে স্বীয় অঙ্গ প্রদান করিলেন। দেবী তাঁহার বৈষ্ণব অঙ্গ বামভাগ গ্রহণ করিলেন। ঐ শর্ব্বরূপ কপাল হস্ত, উহার গলদেশে গরল ও রুণ্ডমালার হার। উহা সিতগৌর, ব্রহ্মাণ্ডকোটি জনক, ও জটা-ভূষিত-শিরাঃ। সিতদ্যুতি চন্দ্রকলাখণ্ডরত্ন প্রভায় উহা সমুদ্ভাসিত। ঐ মূর্ত্তি একদিক্ স্বর্ণাভরণ-ভূষিত আর একদিক্ ভুজঙ্গাঙ্গদালঙ্কৃত; উহার একদিকে কৃত্তিবসন আর একদিকে পট্টকূল। একদিকে মৎস্য বাহন আর একদিকে বৃষভবাহন। একদিকে সখীগণ দণ্ডায়মানা; অন্যদিকে পার্ষদগণ বিরাজিত। ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ অপরূপ রূপ দেখিয়া তেজোভূষিতলোচন দেবদেবের স্তব করিতে লাগলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনিই একমাত্র ব্যাপক; আপনি সর্ব্বভূতের মাতা-পিতা ও রক্ষক এবং আপনিই জীবসংজ্ঞক। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী ও বীজ এবং আপনিই ব্রহ্মাণ্ডবশকারক। সাগরের ঊর্ম্মি ও বুদ্বুদের ন্যায় আপনাতেই ব্রহ্মাণ্ডকোটি উৎপন্ন ও বিলীন হয়। আমি ব্রহ্মা; আমি কখন আপনার নেত্র হইতে, কখন ললাট হইতে এবং কখন আপনার শিবাদেবী হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জগৎ সৃজন করিয়া থাকি। আমরা ব্রহ্মাদি সুরগণ আপনার আজ্ঞাকারী। আপনি অনন্তবৈভব, অনন্ত, অনন্ত-ধামা, অন্তক ও অনন্ত। আপনি নিখিল জগৎ ভগ্ন করিবার জন্য অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। হে ভবানি! আপনি অভব নিত্য এবং অমঙ্গলের মঙ্গলকারিণী। আপনি মঙ্গলদাত্রী ও তপস্যার ফলস্বরূপ। যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু, যিনি বিষ্ণু, তিনিই সদাশিব। আপনারই প্রসাদে এইরূপ অভেদ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই জগতে যাহা কিছু দেখা ও শুনা যায়, আপনি তৎসমস্তই ব্যাপিয়া আছেন। হে জগৎপূজ্যে, সুরেশানি, জগদ্বন্দ্যে, অম্বিকে, দেবেশি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আর হে দেবেশ! আপনাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। এইরূপ স্তব করিয়া দেবগণ প্রস্থান করিলেন। গালব বলিলেন,—যে সকল মানব সংসারসাগরসমুত্তরণের একমাত্র তরণি সেই দিব্য অনির্ব্বচনীয় ভব-রূপ হৃদয়ে ধ্যান করে, তাহারা বিগতপাপ ও বিমুক্তসঙ্গ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করে। ৮৭—১০৪।

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গালব উবাচ। এবন্তে লব্ধশাপাশ্চ পার্ব্বতীশাপপীড়িতাঃ। অনপত্যা বভূবুশ্চ তথা চ প্রতিমানবাঃ॥ ১॥ শালগ্রামস্তু গণ্ডক্যাং নর্ম্মদায়াং মহেশ্বরঃ। উৎপদ্যন্তে স্বয়ম্ভুশ্চ তাবেতৌ নৈব কৃত্রিমৌ॥ ২॥ চতুর্ব্বিংশতিভেদেন শালগ্রামগতো হরিঃ। পরীক্ষ্যঃ পুরুবৈর্নিত্যমেকরূপঃ সদাশিবঃ॥ ৩॥ শালগ্রামশিলা যত্র গণ্ডকীবিমলে জলে। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নুয়াৎ॥ ৪॥ তাং পূজয়িত্বা বিধিবদ্ গণ্ডকীসম্ভবাং শিলাম্। যোগীশ্বরো বিশুদ্ধাত্মা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫॥ এতত্তে কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া। যথা হরো বিপ্রশাপং প্রাপ্তবাংস্তন্নিশাময়॥ ৬॥ যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা বাচ্যমানামিমাং কথাম্। গিরীশনৃত্যসম্বদ্ধামুমাদেহার্দ্ধবর্ণিতাম্॥ ৭॥ ব্রহ্মণঃ স্তুতিসংযুক্তাং স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্। শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা সমস্তং শ্লোকমেব বা॥ ৮॥ যঃ পঠেদবিরোধেন মায়ামানবিবর্জ্জিতঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি॥ ৯॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ পঠন্ শৃণ্বন্নরোত্তমঃ। লভতে চিন্তিতাং সিদ্ধিং ধনপুত্রাদিসংবৃতঃ॥ ১০॥ যথা ব্রহ্মাদয়ো দেবা গীতবাদ্যাভিযোগতঃ। পরাং সিদ্ধিমবাপুস্তে দুর্গাশিবসমীপতঃ॥ ১১॥ বর্ষাকালে চ সম্প্রাপ্তে ভক্তিযোগে জনার্দ্দনে। মহেশ্বরেঽথ দুর্গায়াং ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ॥ ১২॥ গণেশস্য সদা কুর্য্যাচ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ। পূজাং মনুষ্যো লাভার্থং যস্মো লাভপ্রদো হি সঃ॥ ১৩॥ সূর্য্যো নীরোগতাং দদ্যাদ্ভক্ত্যা যৈঃ পূজ্যতে হি সঃ। চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে বিশেষফলদো নৃণাম্॥ ১৪॥ ইদং হি পঞ্চায়তনং সেব্যতে গৃহমেধিভিঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সেবিতং চিন্তিতপ্রদম্॥ ১৫॥ শালগ্রামগতং বিষ্ণুং যঃ পূজয়তি নিত্যদা। দ্বারাবতীচক্রশিলাসহিতং মোক্ষদায়কম্॥ ১৬॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ দর্শনাদপি মুক্তিদম্। যস্মিন্ স্তুতে স্তুতং সর্ব্বং পূজিতে পূজিতং জগৎ॥ ১৭॥ পূজিতঃ পঠিতো ধ্যাতঃ স্মৃতো বৈ কলুষাপহঃ। শালগ্রামে কিং পুনর্যচ্ছালগ্রামগতো হরিঃ॥ ১৮॥ পুনর্হি হরিনৈবেদ্যং ফলং চাপি ঘৃতং জলম্। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ শালগ্রামগতং শুভম্॥ ১৯॥ তিলাঃ

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গালব বলিলেন,—দেবগণ পার্ব্বতীশাপপীড়িত হইয়া অপত্য লাভ করিতে পারিলেন না। গণ্ডকীতে শালগ্রামশিলা আর নর্ম্মদায় বাণলিঙ্গ উৎপন্ন হয়; ইহা স্বয়ম্ভু; কৃত্রিম নয়। শালগ্রামশিলাগত হরি চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার। মানবগণ একরূপ সদাশিবকে পরীক্ষা করিয়া লইবে। গণ্ডকীর বিমল জলে যেখানে শালগ্রামশিলা বিদ্যমান, সেখানে স্নান ও জল পান করিয়া মানব ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। গণ্ডকীসম্ভূতা শিলা বিধিবৎ পূজা করিয়া মানব বিশুদ্ধাত্মা যোগীশ্বর হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে শুভ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। হর যেরূপে বিপ্রশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অধুনা তাহা শ্রবণ কর। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক গিরিশ-সম্বন্ধিনী ব্রহ্মকৃত স্তুতিসংযুক্ত উমাদেহার্দ্ধবর্ণনরূপ এই উত্তম কথা শ্রবণ করে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ইহার শ্লোকার্দ্ধ, শ্লোকপাদ, বা সমস্ত শ্লোক যে পাঠ করে, সে মায়াবিবর্জ্জিত হইয়া যেখানে শোকাদি নাই, সেই পরম পদে গমন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব ধনপুত্রাদিসংযুক্ত হইয়া—ব্রহ্মাদি দেবগণ হর-পার্ব্বতীর সমীপে গীতবাদ্যাদি করিয়া যেমন পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ বিচিত্র সিদ্ধিলাভ করে। বর্ষাকাল আগত হইলে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক হরহরি ও উমাদেবীর পূজা করে, তাহাদিগকে আর স্তন্যপায়ী হইতে হয় না। মানবগণ লাভার্থ চাতুর্ম্মাস্যে গণেশপূজা করিবে; কারণ—গণেশ পূজা প্রযত্ন লাভপ্রদ। চাতুর্ম্মাস্যে যে নর ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যপূজা করে, সে বিশেষ ফল লাভ করিয়া থাকে। গৃহমেধী ব্যক্তিগণ এইরূপে পঞ্চায়তন পূজা করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে এরূপ করিলে যে মানব বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শালগ্রামগত মোক্ষদায়ক দ্বারবতী চক্রশিলায় হরির পূজা করে তাহার মোক্ষপদ লাভ হয়। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে দর্শনমাত্রে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যাহার স্তব করিলে সমস্ত দেবতার স্তব করা হয়, এবং পূজা করিলে পূজা করা হয়, পূজিত, ধ্যাত, পঠিত ও স্মৃত হইয়া যিনি পাপ হরণ করেন, সেই শালগ্রামগত হরি কলুষ নাশ করিয়া থাকেন। ১—১৮। হরিনৈবেদ্য, ফল, ঘৃত, জল, চাতুর্ম্মাস্যে শালগ্রাম উদ্দেশে প্রদান করিলে শুভ

পুনস্ত্যর্পিতাশ্চ শালগ্রামস্য শূদ্রজ । চাতুর্মাস্যে বিশেষেণ নরং ভক্ত্যা সমন্বিতম্ ॥ ২০ ॥ স লক্ষ্মীসহিতো নিত্যং ধনধান্যসমন্বিতঃ । মহাভাগ্যবতাং গেহে জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ স লক্ষ্মীসহিতো বিষ্ণুর্বিজ্ঞেয়ো নাত্র সংশয়ঃ । তং পূজয়েন্মহাভক্ত্যা স্থিরা লক্ষ্মীর্গৃহে ভবেৎ ॥ ২২ ॥ তাবদ্দরিদ্রতা লোকে তাবদ্গর্জ্জতি পাতকম্ । তাবৎ ক্লেশাঃ শরীরেঽস্মিন্ যাবৎ পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ২৩ ॥ স এব পূজ্যতে যত্র পঞ্চক্রোশং পবিত্রকম্ । করোতি সকলং ক্ষেত্রং ন তত্রাশুভসম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥ এতদেব মহাভাগ্যমেতদেব মহাতপঃ । এষ এব পরো মোক্ষো যত্র লক্ষ্মীশপূজনম্ ॥ ২৫ ॥ শঙ্খশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তো লক্ষ্মীনারায়ণাত্মকঃ । তুলসী কৃষ্ণসারোঽত্র যত্র দ্বারাবতী শিলা । তত্র শ্রীর্বিজয়ো বিষ্ণুর্মুক্তিরেকং চতুষ্টয়ম্ ॥ ১৬ ॥ লক্ষ্মীনারায়ণে পূজাং বিধাতুর্মনুজস্য তু । দদাতি পুণ্যমতুলং মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ২৭ ॥ চাতুর্মাস্যে বিশেষেণ পূজ্যো লক্ষ্মীযুতো হরিঃ ॥ ২৮ ॥ কুর্ব্বতস্তস্য দেবস্য ধ্যানং কল্মষনাশনম্ । তুলসীমঞ্জরীভিশ্চ পূজিতো জন্মনাশনঃ ॥ ২৯ ॥ পূজিতো বিল্বপত্রেণ চাতুর্মাস্যেঽঘহৃত্তমঃ ॥ ৩০ ॥ সর্ব্বপ্রযত্নেন স এব সেব্যো যো ব্যাপ্য বিশ্বং জগতামধীশঃ । কালে সৃজত্যত্তি চ হেলয়া বা তং প্রাপ্য ভক্তো ন হি সীদতীতি ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লক্ষ্মীনারায়ণমহিমবর্ণনং নাম পঞ্চ-পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

গালব উবাচ । একদা ভগবান্ রুদ্রঃ কৈলাসশিখরে স্থিতঃ । দধার পরমাং লক্ষ্মীমুময়া সহিতঃ কিল ॥ ১ ॥ গণানাং কোটয়স্তিস্রস্তং যদা পর্য্যবারয়ন্ । বীরবাহুর্বীরভদ্রো বীরসেনশ্চ ভৃঙ্গিরাট্ ॥ রুচিস্তুটিস্তথা নন্দী পুষ্পদন্তস্তথোৎকটঃ । বিকটঃ কণ্টকশ্চৈব হয়ঃ কেশো বিঘণ্টকঃ ॥ ৩ ॥ মালাধরঃ পাশধরঃ শৃঙ্গী চ নয়নস্তথা । পুণ্যোৎকটঃ শালিভদ্রো মহাভদ্রো বিভদ্রকঃ ॥ ৪ ॥ কণপঃ কালপঃ কালো ধনপো রক্তলোচনঃ । বিকটাক্ষো ভদ্রকশ্চ দীর্ঘজিহ্বো বিরোচনঃ ॥ ৫ ॥ পারদো ধনদো ধ্বাঙ্ক্ষী হংসচক্রী নরকস্তথা । পঞ্চশীর্ষস্ত্রিশীর্ষশ্চ ক্রোড়দংষ্ট্রো

হয় । শালগ্রামে তিল অর্পণ করিলে তাহা পাবিত করে ; বিশেষতঃ চাতুর্মাস্যে যে মানব হরিভক্তিসমন্বিত, তাহাকে পবিত্র করে, সে শ্রীমান্ এবং ধনধান্য সমন্বিত ধনিকুলে জন্মিয়া থাকে । ইহাতে আর কোন সংশয় নাই । ঐ মানব সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু ; মহাভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিলে গৃহে স্থিরা লক্ষ্মী হয় । যাবৎ হরিপূজা না করা যায়, তাবৎ লোকে দরিদ্রতা, পাতক, ও ক্লেশ থাকে । বিষ্ণু যেখানে পূজিত হন, তাহার পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া পবিত্র হইয়া থাকে এবং সেখানে কদাচ অশুভ হয় না । যদি কোথাও বিষ্ণুপূজা হয়, তাহা হইলে তাহা মহাভাগ্য, মহাতপ এবং পরম মোক্ষ, মনে করিতে হইবে । লক্ষ্মীনারায়ণাত্মক দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, দ্বারাবতী শিলা, তুলসী ও কৃষ্ণসার মৃগ বিদ্যমান, তথায় শ্রী, বিজয়, বিষ্ণু ও মুক্তি এতচ্চতুষ্টয় বিদ্যমান । লক্ষ্মী-নারায়ণপূজক মানবের অতুল পুণ্য ও তৎক্ষণাৎ মুক্তি হইয়া থাকে । বিশেষতঃ চাতুর্মাস্যে লক্ষ্মীযুক্ত হরির পূজা করিতে হয় । বিষ্ণুধ্যান করিলে পাপ নাশ হয় । তুলসীমঞ্জরী দিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে তার জন্ম হয় না । চাতুর্মাস্যে বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে পাপ বিনষ্ট হয় । সর্ব্বপ্রযত্নে মানবগণের তাঁহারই সেবা করা উচিত, যিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং কালে অবলীলাক্রমে সৃজন ও সংহার করিয়া থাকেন, ইহাঁকে লাভ করিতে পারিলে ভক্তকে আর অবসন্ন হইতে হয় না । ১৯—৩১ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫৫ ।

ষটপঞ্চাশধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

গালব বলিলেন,—একদা ভগবান্ রুদ্র মনোহর কান্তি ধারণ করিয়া দেবী উমার সহিত কৈলাসশিখরে বাস করিতেছিলেন । ঐ সময় তিন কোটিগণ তাঁহাদের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল ! গণসমূহের নাম—বীরবাহু, বীরভদ্র, বীরসেন, ভৃঙ্গিরীট, রুচি, তুষ্টি, নন্দী, পুষ্পদন্ত, উৎকট, বিকট, কণ্টক, হয়, কেশ, বিঘণ্টক, মালাধর, পাশধর, শৃঙ্গী, নয়ন পুণ্যোৎকট, শালিভদ্র, মহাভদ্র, বিভদ্রক, কণপ, কালপ, কাল, ধনপ, রক্তলোচন, বিকটাক্ষ, ভদ্রক, দীর্ঘজিহ্ব, বিরোচন, নারদ, ধনদ, ধ্বাঙ্ক্ষী, হংসচক্রী, নরক, পঞ্চশীর্ষ, ত্রিশীর্ষ, ক্রোড়দংষ্ট্র, মহা-

মহাভুতঃ ॥ ৬ ॥ সিংহবক্ত্রো বৃষহনুঃ প্রচণ্ডস্তুণ্ডিরেব চ॥ এতে চান্যে চ বহবস্তদা ভবসমীপগাঃ ॥ ৭ ॥ মহাদেব জয়েত্যুচ্চৈর্ভদ্রকালীসমন্বিতাঃ। ভূতপ্রেত-পিশাচানাং সমূহা যস্য বল্লভাঃ ॥ ৮ ॥ অস্তবংস্তং সমীপস্থা বসন্তে সমুপাগতে। বনরাজিবিভাতি স্ম নবকোরকশোভিতা ॥ ৯ ॥ দক্ষিণানিলসংস্পর্শঃ কবীনাং সুখকৃদভৌ। বিয়োগিহৃদয়াকর্ষী কিংশুকঃ পুষ্পশোভিতঃ ॥ ১০ ॥ দ্বন্দ্বাদিবিক্রিয়াভাবং চিক্রীড়ুশ্চ সমন্ততঃ। তস্মিন্ বিগাঢে সময়ে মনসুন্মাদকে তথা ॥ ১১ ॥ নন্দী দণ্ডধরঃ সংজ্ঞাং দৃষ্ট্বা চক্রে হরো পরঃ। অলং চাপলদোষেণ তপঃ কুর্ব্বন্তু ভো গণাঃ ॥ ১২ ॥ তদা সর্ব্বং বনমপি মুকাগুঞ্জমভূৎ পুনঃ। গণাস্তে তপ আতস্থুর্দৃষ্ট্বা কান্তিং বসন্তজাম্ ॥ ১৩ ॥ ততঃ সা বিশ্বজননী পার্ব্বতী প্রাহ শঙ্করম্। ইয়ং তে করগা নিত্যমক্ষমালা মহেশ্বর ॥ ১৪ ॥ ত্বয়া কিং জপ্যতে দেব সন্দেহয়তি মে মনঃ। ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানামাদিকৃৎ সকলেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ ন মাতা ন পিতা বন্ধুস্তব জাতির্ন কশ্চন। অহং তব পরং কিঞ্চিদ্বেদ্মি নান্যোঽস্তি কিঞ্চন ॥ ১৬ ॥ শ্রমেণ ত্বং সমাযুক্তো শ্বাসোচ্ছ্বাসপরায়ণঃ। জপন্নপি মহাভক্ত্যা দৃশ্যসে ত্বং ময়া সদা ॥ ১৭ ॥ ত্বত্তঃ পরতরং কিঞ্চিদ্যত্ত্বং ধ্যায়সি চেতসা। তন্মে কথয় দেবেশ যদ্যহং দয়িতা তব ॥ ১৮ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদা শম্ভুরুবাচ হরিসেবকঃ। হরের্নামসহস্রাণাং সারং ধ্যায়ামি নিত্যশঃ ॥ ১৯ ॥ জপামি রামনামাক্ষমবতারং সসপ্তমম্। চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যাকান্ প্রাদুর্ভাবান্ হরের্গুণান্ ॥ ২০ ॥ এতেষামপি যৎসারং প্রণবাখ্যং মহৎফলম্। দ্বাদশাক্ষরসংযুক্তং ব্রহ্মরূপং সনাতনম্ ॥ ২১ ॥ অক্ষরত্রয়সম্বদ্ধং গ্রামত্রয়সমন্বিতম্। সবিন্দুং প্রণবং শশ্বজ্জপামি জপমালয়া ॥ ২২ ॥ বেদসারমিদং নিত্যং দ্ব্যক্ষরং সততোদ্যতম্। নির্ম্মলং হ্যমৃতং শান্তং সদ্রূপমমৃতোপমম্ ॥ ২৩ ॥ কলাতীতং নির্ব্বশগং নির্ব্ব্যাপারং মহৎপরম্। বিশ্বাধারং জগন্মধ্যং কোটিব্রহ্মাণ্ডবীজকম্ ॥ ২৪ ॥ জড়ং শুদ্ধক্রিয়ং বাপি নিরঞ্জনং নিয়ামকম্। যজ্জপ্যাত্মা মুচ্যতে

ভূত, সিংহবক্ত্র, বৃষহনু, প্রচণ্ড ও তুণ্ডি, এই সকল ও অন্যান্য আরও অনেকগণ ভদ্রকালী ও ভূত প্রেত পিশাচগণের সহিত বসন্তাগমে ঐ স্থানে দেব দেবীকে ঘেরিয়া উচ্চনাদে "জয় মহাদেবের জয়" বলিয়া তাঁহাদের স্তব করিতেছিল। বনরাজি নবকোরকে শোভা পাইতেছিল। দক্ষিণানিল-সংস্পর্শ কবিহৃদয় আনন্দিত করিয়া এবং বিয়োগি-হৃদয় কর্ষণ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, কিংশুকপুষ্প স্বীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছিল, মিথুন সকল বিকার প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ক্রীড়াপরায়ণ ছিল। এই হৃদয়োন্মাদক সময়ে দণ্ডধর নন্দী চাপল্যকারী গণসমূহকে বলিল,—তোমারা চাপল্য প্রকাশ করিও না, চাপল্য পরিহারপূর্ব্বক সকলে তপস্যা কর। তাহারা বসন্তশ্রী সন্দর্শন করিয়া তপস্যায় মনঃসমাধান করিল। ঐসময় সমস্ত বনমূকাগুঞ্জ হইয়া উঠিল। দেবী পার্ব্বতী তখন দেব-দেবকে বলিলেন,—হে মহেশ্বর! এই দেখুন, আপনার নিত্য হস্তসহচারিণী অক্ষমালা আমার নিকট রহিয়াছে, আপনি কিরূপে জপ করিতেছেন, আপনার এই জপ আমার মনকে সন্দিগ্ধ করিতেছে। আপনিই একমাত্র সর্ব্বভূতের নিদান; এজন্য আপনি সর্ব্বেশ্বর। আপনার মাতা, পিতা, বন্ধু, জাতি কেহই নাই, আমিই কেবল আপনার কিঞ্চিৎ তত্ত্ব অবগত আছি, অন্য আর কেহ জানে না! আমি দেখিতেছি—আপনি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে জপ করিয়া করিয়া পরিশ্রমে শ্বাস-প্রশ্বাসপরায়ণ হইয়াছেন। এজন্য আমার মনে হইতেছে বুঝি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আরও কেহ আছেন, তাঁহাকেই আপনি ধ্যান করিতেছেন। যদি আমি আপনার দয়িতা হই, তাহা হইলে আমায় সত্য করিয়া বলুন।১—১৮। পার্ব্বতী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হরিসেবক হর বলিলেন,—যাহা সহস্র হরি নামের সার, সেই সপ্তম অবতার রামের সেই নাম আমি নিত্য জপ করিয়া থাকি। শালগ্রামরূপে হরির চতুর্ব্বিংশতি প্রকার প্রাদুর্ভাব; ইহা তাহার গুণ; এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার প্রাদুর্ভাবের যাহা সার, তাহাই মহাফল প্রণব। ইহা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে সংযুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রণব অক্ষরত্রয়যুক্ত, গ্রামত্রয়-সমন্বিত ও সবিন্দু; ইহাই আমি জপমালায় জপ করি। আর এই যে দ্ব্যক্ষর মন্ত্র (রাম-নাম) ইহা বেদসার, নিত্য সততোদ্যত, নির্ম্মল, অমৃত, শান্ত, সদ্রূপ, অমৃতোপম, কলাতীত, নির্ব্বশগ, নির্ব্ব্যাপার, মহৎপর, বিশ্বাধার, জগন্মধ্য, কোটিব্রহ্মাণ্ডবীজ, জড়, শুদ্ধক্রিয়, নিরঞ্জন ও

ক্ষিপ্রং ঘোরসংসারবন্ধনাৎ ॥ ২৫ ॥ ওঙ্কারসহিতং যচ্চ দ্বাদশাক্ষরবীজকম্। জপতঃ পাপকোটীনাং দাবাগ্নিত্বং প্রজায়তে ॥ ২৬ ॥ এতদেব পরং গুহ্যমেতদেব পরং মহঃ। এতদ্ধি দুর্লভং লোকে লোকত্রয়বিভূষণম্ ॥ ২৭ ॥ প্রাপ্যতে জন্মকোটীভিঃ শুভাশুভবিনাশকম্। এতদেব পরং জ্ঞানং দ্বাদশাক্ষরচিন্তনম্ ॥ ২৮ ॥ চাতুর্মাস্যে বিশেষেণ ব্রহ্মদং চিন্তিতপ্রদম্। এতদক্ষরজং স্তোত্রং যঃ সমাশ্রয়তে সদা ॥ ২৯ ॥ মনসা কর্ম্মণা বাচা তস্য নাস্তি পুনর্ভবঃ। দ্বাদশাক্ষরসংযুক্তং চক্রদ্বাদশভূষিতম্ ॥ ৩০ ॥ মাসদ্বাদশনামানি বিষ্ণোর্যো ভক্তিতৎপরঃ। শালগ্রামেষু তান্যুক্ত্বা ন্যসেদঘহরাণি চ ॥ ৩১ ॥ দিবসেদিবসে তস্য দ্বাদশাহফলং লভেৎ। দ্বাদশাক্ষরমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৩২ ॥ জিহ্বাসহস্রৈরপি চ ব্রহ্মণাপি ন বার্য্যতে। মহামন্ত্রো হ্যয়ং লোকে জপ্তো ধ্যাতঃ স্তুতস্তথা ॥ ৩৩ ॥ পাপহা সর্ব্বমাসেষু চাতুর্মাস্যে বিশেষতঃ। ইদং রহস্যং বেদানাং পুরাণানামনেকশঃ ॥ ৩৪ ॥ শ্রুতীনামপি সর্ব্বাসাং দ্বাদশাক্ষরচিন্তনম্। চিন্তনাদেব মর্ত্ত্যানাং সিদ্ধির্ভবতি হীপ্সিতা ॥ ৩৫ ॥ পুণ্যদানেন যাম্যেন মুক্তির্ভবতি শাশ্বতী। বর্ণৈস্তথাশ্রমৈরেব প্রণবেন সমন্বিতৈঃ ॥ ৩৬ ॥ জপৈর্ধ্যানৈঃ শমপরৈর্মোক্ষং যাস্যেত নিশ্চিতম্। শূদ্রাণাং চাপি নারীণাং প্রণবেন বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রকৃতীনাং চ সর্ব্বাসাং ন মন্ত্রো দ্বাদশাক্ষরঃ। ন জপো ন তপঃ কার্য্যং কায়ক্লেশাদ্বিশুদ্ধিতা ॥ ৩৮ ॥ বিপ্রভক্ত্যা চ দানেন বিষ্ণুধ্যানেন সিধ্যতি। তাসাং মন্ত্রো রামনাম ধ্যেয়ঃ কোট্যধিকো ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ রামেতি দ্ব্যক্ষরজপঃ সর্ব্বপাপাপনোদকঃ। গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ শয়ানো বা মনুজো রামকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪০ ॥ ইহ নির্ব্বর্ত্তিতো যাতি প্রান্তে হরিগণো ভবেৎ। রামেতি দ্ব্যক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্রকোটিশতাধিকঃ ॥ ৪১ ॥ সর্ব্বাসাং প্রকৃতীনাং চ কথিতঃ পাপনাশকঃ। চাতুর্মাস্যেঽথ সম্প্রাপ্তে সোঽপ্যনন্তফলপ্রদঃ ॥ ৪২ ॥ চাতুর্মাস্যে মহাপুণ্যে লভ্যতে ভক্তিতৎপরৈঃ। দেববন্নিষ্ফলং তেষাং যমলোকস্য সেবনম্ ॥ ৪৩ ॥ ন রামাদধিকং কিঞ্চিৎ পঠনং জগতীতলে। রামনামাশ্রয়া যে বৈ ন তেষাং যমযাতনা ॥ ৪৪ ॥ যে চ দোষা বিঘ্নকরা

নিয়ামক। ইহা জ্ঞাত হইয়া মানব ঘোর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। যদি কোন মানব ওঙ্কারের সহিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সেই জপ তাহার পাপারণ্যের দাবাগ্নি হয়। এই মন্ত্র পরম গুহ্য, এবং পরম জ্যোতিঃস্বরূপ; ইহা লোকদুর্লভ ও লোকত্রয়ের অলঙ্কারস্বরূপ। এই শুভাশুভবিনাশক মন্ত্র লোক কোটিজন্মের পরে প্রাপ্ত হয়। দ্বাদশাক্ষর চিন্তা করিলে নির্ম্মল জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে ইহা জপ করিলে ব্রহ্মদায়ক ও অভিলষিতপ্রদ হইয়া থাকে। এই মন্ত্রাক্ষরযুক্ত স্তোত্র যে ব্যক্তি কায়-মনোবাক্যে পাঠ করে, তাহার আর পুনরায় জন্ম হয় না। দ্বাদশচক্রান্বিত যে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রসংযুক্ত যে বিষ্ণুর দ্বাদশ মাসের নাম, শালগ্রামশিলাতে উক্তি করিয়া ন্যাস করিবে। এরূপ ন্যাস করিলে প্রত্যেক দিনে দ্বাদশ দিনের ফল লাভ হয়। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য আমি বর্ণন করিতে সক্ষম নহি। ব্রহ্মার যদি সহস্র জিহ্বা হইত, তাহা হইলেও তিনি পারিতেন না। ইহা লোকে মহামন্ত্র বলিয়া উক্ত। এই মন্ত্র ধ্যাত ও জপ্ত হইলে প্রতিমাসেই পাপ হরণ করে, বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে দ্বাদশাক্ষরচিন্তন বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের রহস্য। ইহা চিন্তা করিলে মানবের অভিলষিত সিদ্ধ হয়। পুণ্য, দান ও নিয়মদ্বারা শাশ্বতী মুক্তি হয়। বর্ণ, আশ্রম ও প্রণবযুক্ত জপ ধ্যান এবং শম দ্বারা নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। স্ত্রী ও শূদ্রের মন্ত্র প্রণববর্জ্জিত। উক্তেতর প্রকৃতি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিকারী নহে এবং জপতপও তাহারা করিবে না; কায়ক্লেশাদি দ্বারা তাহাদের শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বিপ্রভক্তি, দান ও বিষ্ণুচিন্তন দ্বারাও তাহাদের শুদ্ধি হয়। রামনাম তাহাদের মন্ত্র। এই মন্ত্র কোটি সংখ্যারও অধিক তাহারা জপিতে পারে। 'রাম' এই দ্ব্যক্ষর নাম সর্ব্বপাপনাশক। চলিতে চলিতে, অবস্থান করিতে করিতে, এবং শয়ন করিতে করিতে যে মানব রাম-নাম কীর্ত্তন করে, সে সংসার-নিবর্ত্তিত হইয়া অন্তে হরিগণ হইয়া থাকে। 'রাম' দ্ব্যক্ষর মন্ত্র মন্ত্রকোটিশতাধিক এবং উহা প্রকৃতি বর্গের পাপনাশক বলিয়া কথিত। চাতুর্ম্মাস্যে উহা অনন্তফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১৯—৪২। মহাপুণ্য চাতুর্ম্মাস্যে যে নর উক্ত মন্ত্র লাভ করে, দেবগণের ন্যায় তাহার যমলোকের ভয় থাকে না। জগতীতলে রামনাম হইতে অধিক ফলপ্রদ পাঠ করিবার বিষয় আর কিছুই নাই। যাহারা রাম-

মৃতকা বিগ্রহাশ্চ যে। রাম নাম্নৈব বিলয়ং যান্তি নাত্র বিচারণা॥ ৪৫॥ রমতে সর্ব্বভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। অন্তরাত্মস্বরূপেণ যচ্চ রামেতি কথ্যতে॥ ৭৬॥ রামেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং ভয়ব্যাধিনিষূদকঃ রণে বিজয়দশ্চাপি সর্ব্বকার্য্যার্থসাধকঃ॥ ৪৭॥ সর্ব্বতীর্থফলঃ প্রোক্তো বিপ্রাণামপি কামদঃ। রামচন্দ্রেতি রামেতি রামেতি সমুদাহৃতঃ॥ ৪৮॥ দ্ব্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্ব্বকার্য্যকরো ভূবি। দেবা অপ প্রগায়ন্তি রামনাম গুণাকরম্॥ ৪৯॥ তস্মাত্ত্বমপি দেবেশি রামনাম সদা বদ। রামনাম জপেদ্যো বৈ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ৫০॥ সহস্রনামজং পুণ্যং রামনাম্নৈব জায়তে। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ তৎপুণ্যং দশধোত্তরম্॥ ৫১॥ হীনজাতিপ্রজাতানাং মহদ্দহতি পাতকম্॥ ৫২॥ রামো হ্যয়ং বিশ্বমিদং সমগ্রং স্বতেজসা ব্যাপ্য জনান্তরাত্মনা। পুনাতি জন্মান্তর পাতকানি স্থূলানি সূক্ষ্মাণি ক্ষণাচ্চ দগ্ধা॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামনামমহিমবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫৬॥

নামে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করে, তাহাদের যমযাতনা হয় না। মৃতক বিগ্রহ প্রভৃতি যে সকল বিঘ্নকর দোষ আছে, রামনামপ্রভাবে তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইহাতে তর্ক করিবে না। যে জন অন্তরাত্মস্বরূপ রামের নাম উচ্চারণ করে, সে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতে রমণ করিয়া থাকে। 'রাম' এই নাম মন্ত্ররাজ, ভয় ব্যাধি বিনাশক, রণে বিজয়প্রদ, সর্ব্বকর্ম্মার্থ-সাধক, সর্ব্বতীর্থফলদায়ক ও বিপ্রগণের কামদ। "রামচন্দ্র, রামরাম" এইরূপ উচ্চারণ করিলে এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্ররাজ পৃথিবীতে সর্ব্বকার্য্যসাধক হইয়া থাকে। এই গুণাকর রামনাম দেবগণও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে নর রামনাম জপ করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। হে দেবেশি! অতএব তুমিও রামনাম সর্ব্বদা জপ কর। রামনামে অন্য সহস্র নামের পুণ্য লাভ করা যায়। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে ইহা দশগুণ অধিক পুণ্যপ্রদ। রামনাম হীনজাতিপ্রজাত ব্যক্তির সহস্র পাতক বিনষ্ট করে। রাম জনান্তরাত্মরূপে এই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, তিনি ক্ষণকালমধ্যে জন্মান্তরজাত স্থূল-সূক্ষ্মপাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন। ৪৩—৫২।

ষট্পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ। দ্বাদশাক্ষরমাহাত্ম্যং মম বিস্তরতো বদ। যথাবর্ণং যৎফলঞ্চ যথা চ ক্রিয়তে ময়া॥ ১॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। দ্বিজাতীনাং সহোঙ্কারসহিতো দ্বাদশাক্ষরঃ। স্ত্রীশূদ্রাণাং নমস্কারপূর্ব্বকং সমুদাহৃতঃ॥ ২॥ প্রকৃতীনাং রামনাম সম্মতো বা ষড়ক্ষরঃ। সোঽপি প্রণবহীনঃ স্যাৎ পুরাণস্মৃতিনির্ণয়ঃ॥ ৩॥ ক্রমোঽয়ং সর্ব্ববর্ণানাং প্রকৃতীনাং সদৈব হি। ক্রমেণ রহিতো যস্তু করোতি মন্ত্রজো জপম্। তস্য প্রকুপ্যতি বিভুর্নরকাদিপ্রদায়কঃ॥ ৪॥ পার্ব্বত্যুবাচ। ময়া ত্রিমাত্রয়া স্বামিন্ সেব্যতে জগদীশ্বরঃ। রূপমস্য কথং জ্ঞানে বচসামপ্যগোচরম্॥ ৫॥ ঈশ্বর উবাচ। প্রণবস্যাধিকারো ন ভবত্যস্তি বরবর্ণিনি। নমো ভগবতে বাসুদেবায়েতি জপঃ সদা॥ ৬॥ পার্ব্বত্যুবাচ। যদি সপ্রণবং দদ্যাদ্দ্বাদশাক্ষরচিন্তনম্। প্রণবে নাধিকারো মে কথং ভবতি ধূর্জ্জটে॥ ৭॥ ঈশ্বর উবাচ। প্রণবঃ সর্ব্বদেবানামাদিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বর্ণানুসারে যে যেরূপে ফল প্রদান করে, এবং যেরূপে আমি উহার অনুষ্ঠান করিব, এই সকল ও দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র-মাহাত্ম্য আপনি আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দ্বিজাতি ওঙ্কারের সহিত এবং স্ত্রীশূদ্রগণ নমস্কারপূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। প্রকৃতিবর্গ রামনাম বা ষড়ক্ষরমন্ত্র জপ করিবে। তাহাও প্রণব-হীন হইবে। স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্ব্ব বর্ণ ও প্রকৃতিবর্গের মন্ত্রজপের এই ক্রম কথিত হইল। ক্রম-রহিত হইয়া যে জন মন্ত্র জপ করিবে, বিভু তাহাদের প্রতি কুপিত হইয়া তাহাদিগকে নরকে পাতিত করেন। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে স্বামিন্! আমি ওঙ্কার রূপ জগদীশ্বরের সেবা করিয়া থাকি। কিরূপে আমি তাঁহার রূপ জানিতে পারিব? তাঁহার রূপ যে বাক্যের অগোচর। ১—৫। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! প্রণবে তোমার অধিকার নাই, "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্র তুমি জপ করিও। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে ধূর্জ্জটে! আপনি যদি আমাকে সপ্রণব দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার প্রণবে অধিকার থাকিবে না

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব বসন্তি দয়িতাবৃতাঃ ॥ ৮ ॥ তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বতীর্থানি ভাগশঃ। তিষ্ঠন্তি পর্ব্বতীর্থানি কৈবল্যং ব্রহ্ম এব যঃ ॥ ৯ ॥ তস্য যোগ্যা তদা দেবি ভবিষ্যসি যদা তপঃ। চাতুর্ম্মাস্যে হরিপ্রীত্যৈ করিষ্যসি শুভাননে ॥ ১০ ॥ তপসা প্রাপ্যতে কামস্তপসা চ মহৎ ফলম্। তপসা জায়তে সর্ব্বং তত্তপঃ সুলভং নৃণাম্ ॥ ১১ ॥ যশঃ সৌভাগ্যমতুলং ক্ষমাসত্যাদয়ো গুণাঃ। সুলভং তপসা নিত্যং তপশ্চর্তুং ন শক্যতে। ১২ ॥ যদা হি তপসো বৃদ্ধিস্তদা ভক্তির্হরৌ ভবেৎ। তদা হি তপসো হানির্যদা ভক্তিং বিনা কৃতম্ ॥ ১৩ ॥ তাবত্তপাংসি গর্জ্জন্তি দেহেহস্মিন সন্ততং নৃণাম্। যদা বিষ্ণুং স্মরেন্নিত্যং জিহ্বাগ্রং পাবনং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ যথা প্রদীপে জ্বলিতে প্রণশ্যতি মহত্তমঃ। তথা হরেঃ কথায়াঞ্চ যাতি পাপমনেকধা ॥ ১৫ ॥ তস্মাৎ পার্ব্বতি যত্নেন হরৌ সুপ্তে তপঃ কুরু। চাতুর্ম্মাস্যেহথ সম্প্রাপ্তে প্রণবেন সমন্বিতম্ ॥ ১৬ ॥ বিশুদ্ধহৃদয়া ভূত্বা মন্ত্ররাজমিমং জপ। স এব ভগবাংস্তুষ্টো দ্বাদশাক্ষরসংযুতম্ ॥ ১৭ ॥ প্রদাস্যতি পরং জ্ঞানং ব্রহ্মরূপমখণ্ডিতম্। ব্রহ্মকল্পান্তকোটীষু জপ ত্বং দ্বাদশাক্ষরম্ ॥ ১৮ ॥ মন্ত্ররাজং সপ্রণবং ধ্যায়েৎ সোহপি ন পশ্যতি। ইত্যুক্তা সা তপোনিষ্ঠা তপশ্চরিতুমাগতা ॥ ১৯ ॥ হিমাচলস্য শিখরে চাতুর্ম্মাস্যে সমাগতে। ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরা বসনত্রয়সংযুতা ॥ ২০ ॥ প্রাতর্ম্মধ্যেহপরাহ্ণে চ ধ্যায়ন্তী হরিশঙ্করম্। বপুর্যথা পুরা কৃষ্টং পূজয়ে শঙ্করস্য চ ॥ ২১ ॥ সখীজনসমাযুক্তা পিতুঃ শৃঙ্গে মনোহরে। অতপৎ সা বিশালাক্ষী ক্ষমাদিগুণসংযুতা ॥ ২২ ॥ গালব উবাচ। যা হি যোগীশ্বরধ্যেয়া যা বন্দ্যা বিশ্ববন্দিতা। জননী যা চ বিশ্বস্য সাপি কামাত্তপোগতা ॥ ২৩ ॥ যা হি প্রকৃতিসদ্রূপা তড়িৎকোটিসমপ্রভা। বিরজা যা স্বয়ং বন্দ্যা গুণাতীতাচরত্তপঃ ॥ ২৪ ॥ পৃথ্ব্যাম্বু তেজো বায়ুশ্চ গগনং যন্ময়ং বিভুঃ। মূলপ্রকৃতিরূপা যা সা চকারোত্তমং তপঃ ॥ ২৫ ॥ যা স্থাবরং জঙ্গমমাশু বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা যা প্রকৃতেঃ পুরাপি। স্পৃহাদিরূপেণ চ তৃপ্তিদাত্রী দেবে প্রসুপ্তে তপসাপ শুদ্ধিম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বাদশাক্ষরনামমহিমপূর্ব্বকপার্ব্বতীতপো বর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৭ ॥

কেন? ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! প্রণব সকল দেবের আদি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সস্ত্রীক তাহাতে বাস করেন। তাহাতে সর্ব্বভূত, সর্ব্বতীর্থ, কৈবল্য ও ব্রহ্ম অবস্থান করেন। তুমি তখন তাহার হইবে, যখন তুমি চাতুর্ম্মাস্যে হরিপ্রীত্যর্থ ব্রত করিবে। তপস্যায় কাম ও মহৎফল লাভ হয়, তপস্যাতেই সমস্ত জন্মে; অতএব তপস্যা নরগণের একান্ত কর্ত্তব্য। যশ, অতুল সৌভাগ্য, ক্ষমা ও সত্যাদি গুণ, এ সকল তপস্যায় সুলভ; কিন্তু তপস্যা করাই যে শক্ত। যখন তপস্যার বৃদ্ধি হয়, তখন, হরিতে ভক্তি হইয়া থাকে। আর যখন হরিভক্তি বিনষ্ট হয়, তখনই তপস্যার হানি বলিতে হইবে। তখন মানবগণের দেহে তপস্যা গর্জ্জন করিয়া উঠিবে,—যখন তাহার জিহ্বাগ্র নিত্য বিষ্ণুস্মরণ করিয়া পবিত্র হইবে! প্রদীপ জ্বলিলে যেমন তম বিনষ্ট হয়, তেমনি হরিকথায় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অয়ি পার্ব্বতি! তুমি যত্ন সহকারে তপস্যা কর। চাতুর্ম্মাস্য আসিলে বিশুদ্ধহৃদয়ে প্রণবের সহিত মন্ত্ররাজ জপ কর। ইহাতে সেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়া দ্বাদশাক্ষরময় অখণ্ড ব্রহ্মরূপ পরম জ্ঞান তোমায় প্রদান করিবেন। তুমি এই সপ্রণব দ্বাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ ব্রহ্ম-কল্পান্তকোটিকাল জপ কর। যে ব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করে, তাহাকে সংসার দেখিতে হয় না। এইরূপ অভিহিতা দেবী চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অবলম্বন করিয়া হিমালয়-শিখরে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তিনি বসনত্রয় সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণে হরি-শঙ্করের ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে একবার এইভাবে শঙ্কর আরাধনা করিয়া শরীর কৃশ করিয়াছিলেন। ৬—২১। দেবী পার্ব্বতী সখীজন-সমভিব্যাহারে এইরূপে পিতা হিমালয়ের মনোহর শৃঙ্গে ক্ষমাদিগুণ-ভূষিত হইয়া তপস্যা করিতে থাকিলেন। গালব বলিলেন,—যিনি যোগীশ্বর-ধ্যেয়া, বন্দ্যা, বিশ্ববন্দিতা, বিশ্বজননী, সদ্রূপা, প্রকৃতি, তড়িৎকোটি-সমপ্রভা, বিরজা, এবং গুণাতীতা, তিনিও কামনা-সিদ্ধির জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। যিনি ক্ষিতি অপ্, তেজ মরুৎ ও ব্যোমময়, যিনি মূল-প্রকৃতিরূপা, যিনি স্থাবর-জঙ্গম বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, যিনি প্রকৃতিরও পর, যিনি স্পৃহাদিরূপে তৃপ্তিদাত্রী, তিনি

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

গালব উবাচ । প্রবৃত্তায়াং শৈলপুত্র্যাং মহত্তপসি দারুণে । কন্দর্পেণ পরাভূতো বিচচার মহীং হরঃ ॥ ১ ॥ বৃক্ষচ্ছায়াসু তীর্থেষু নদীষু চ নদেষু চ । জলেন সিঞ্চৎ স্ববপুঃ সর্ব্বত্রাপি মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ তথাপি কামাকুলিতো লেভে শর্ম্ম ন কর্হিচিৎ । একদা যমুনাং দৃষ্ট্বা জলকল্লোলমালিনীম্ ॥ ৩ ॥ বিগাহিতুং মনশ্চক্রে তাপার্ত্তিং শময়ন্নিব । কৃষ্ণং বভূব তন্নীরং হরকায়াগ্নিবহ্নিনা ॥ ৪ ॥ দগ্ধং বিগাহনেনাশু মষী-প্রায়ং তদা বভৌ । সাপি দিব্যবপুঃ পূর্ব্বং শ্যামা ভূত্বা হরাদ্‌যতঃ ॥ ৫ ॥ স্তুত্বা নত্বা মহেশানমুবাচ পুনরেব সা । প্রসাদং কুরু দেবেশ বশগাস্মি সদা তব ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অস্মিংস্তীর্থবরে পুণ্যে যঃ স্নাস্যতি নরো ভুবি । তস্য পাপসহস্রাণি যাস্যন্তি বিলয়ং ধ্রুবম্ ॥ ৭ ॥ হরতীর্থমিতি খ্যাতং পুণ্যং লোকে ভবিষ্যতি । ইত্যুক্ত্বা তাং প্রণম্যাথ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮ ॥ তস্যাস্তীরে মহেশোঽপি কৃত্বা রূপং মনোহরম্ । কামালয়ং বাদ্যহস্তং কৃত-পুণ্ড্রং জটাধরম্ ॥ ৯ ॥ স্বেচ্ছয়া মুনিগেহেষু দর্শয়-ত্যঙ্গচাপলম্ । ক্বচিদ্গায়তি গীতানি ক্বচিন্নৃত্যতি চ্ছন্দতঃ ॥ ১০ ॥ স চ ক্রুধ্যতি হসতি স্ত্রীণাং মধ্যগতঃ ক্বচিৎ । এবং বিচরতস্তস্য ঋষিপত্ন্যঃ সমন্ততঃ ॥ ১১ ॥ পত্যুঃ শুশ্রূষণং গেহে ত্যক্ত্বা কার্য্যাণ্যপি ক্ষণাৎ । তমেব মনসা চক্রুঃ পতি-রূপেণ মোহিতাঃ ॥ ১২ ॥ ভ্রমন্ত্যশ্চৈব হাস্যানি চক্রুস্তা অপি যোষিতঃ । ততস্তু মুনয়ো দৃষ্ট্বা তাসাং দুঃশীলভাবনাম্ ॥ ১৩ ॥ চুক্রুধুর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে রূপং তস্য মনোহরম্ । গৃহ্যতাং হন্যতামেষ কোঽয়ং দুষ্ট উপাগতঃ ॥ ১৪ ॥ ইতি তে গৃহ্য কাষ্ঠানি যদোপস্থে যযুস্তদা । পলায়িতঃ স বহুধা ভয়াত্তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৫ ॥ যো জীবকলয়া বিশ্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি দেহিনাম্ । ন জ্ঞায়তে ন চ গ্রাহ্যো ন ভেদ্যশ্চাপি জায়তে ॥ ১৬ ॥ ন শেকুস্তে যদা সর্ব্বে গ্রহীতুং তং মহেশ্বরম্ । তদা শিবং প্রকুপিতা শেপুরিত্থং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৭ ॥ যস্মাল্লিঙ্গার্থমাগত্য হ্যাশ্রমাং-

---

দেব প্রসুপ্ত হইলে (হরি-শয়নে) তপস্যা দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিলেন । ২২—২৬ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

গালব বলিলেন,—শৈলপুত্রী দারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ হর কন্দর্প কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়া, তীর্থ, ও নদীতে নদীতে গাত্রে জল সিঞ্চন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । কিন্তু তথাপি তিনি কামাকুল হইয়া কোনরূপে সুখ লাভ করিতে পারিলেন না । একদা তিনি জল-কল্লোলমালিনী যমুনা দর্শন করিয়া শরীরতাপশান্তির নিমিত্ত তাহাতে অবগাহন করিলেন । তাঁহার কায়-বহ্নিতে তাহার জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল । যমুনা আশু দগ্ধ হইয়া মসীপ্রায় দীপ্তি পাইতে লাগিল । এই জন্য সে নমস্কার করিয়া মহেশকে বলিল,—হে দেব ! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ঈশ্বর বলিলেন,—এই পুণ্য তীর্থ-বরে যে মানব স্নান করিবে, তাহার সহস্র পাপ বিলয় প্রাপ্ত হইবে । ইহা লোকে হরতীর্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে । এই কথা কহিয়া প্রণামপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন । পরে মহেশ তাহার তীরে মনোহর রূপ ধারণ করিলেন । তিনি কামালয়, বাদ্যহস্ত, কৃতপুণ্ড্র ও জটাধর হইয়া মুনিগণের আশ্রমে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গ-চপলতা দেখাইতে লাগিলেন । কোথাও তিনি গান গাহিতে লাগিলেন ; কোথাও বিবিধ ছন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কোথাও তিনি স্ত্রীজন-মধ্যবর্ত্তী হইয়া কোপ দেখাইতে লাগিলেন ও হাসিতে থাকি-লেন । তিনি এই ভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে ঋষিপত্নীগণ স্ব স্ব গৃহে পতিশুশ্রূষা ও অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পতিরূপী দর্শন করত মোহিত হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গে হাস্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন । তখন মুনিগণ আপন আপন পত্নীদিগকে এইরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত কোপ সহকারে বলিতে লাগিলেন,—এই দুষ্টকে গ্রহণ কর, এবং ইহাকে নিহত কর । কোথা হইতে এই দুষ্ট আগমন করিল ? এই বলিয়া যখন তাঁহারা কাষ্ঠ হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের ভয়ে ঐ স্থান হইতে পলায়ন করি-লেন । যিনি দেহীদিগের জীবরূপে এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি কদাচ জ্ঞেয়, গ্রাহ্য, ও ভেদ্য হন না । ১-১৬ । ঋষিগণ যখন মহেশ্বরের পশ্চাদ্ ধাবন করিয়া তাঁহাকে ধরিতে

শ্চোরবৎ কৃতম্। পরদারাপহরণং তল্লিঙ্গং পততাং ভুবি ॥ ১৮ ॥ সদ্য এব হি শাপং ত্বং দুষ্টঃ প্রাপ্নুহি তাপস। এবমুক্তে স শাপাগ্নির্বজ্ররূপধরো মহান্। ১৯॥ তল্লিঙ্গং ধূর্জ্জটেশ্ছিত্ত্বা পাতয়ামাস ভূতলে। রুধিরৌঘপরিব্যাপ্তো মুমোহ ভগবান্ বিভুঃ ॥ ২০ ॥ বেদনার্ত্তোজ্জ্বলবপুর্ম্মহাশাপাভিভূতধীঃ। তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা ত আজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ২১ ॥ আকাশে সর্ব্বভূতানি ত্রেসুর্বিশ্বং চচাল হ দেবাশ্চ ব্যাকুলা জাতা মহাভয়মুপাগতাঃ ॥ ২২ ॥ জ্ঞাত্বা বিপ্রা মহেশানং পীড়িতা হৃদয়েঽভবন্। শুশুচুর্ভৃশদুঃখার্ত্তা দৈবং হি বলবত্তরম্ ॥ ২৩ ॥ কিং কৃতং ভগবানেব দেবৈরপি স সেব্যতে। সাক্ষী সর্ব্বস্য জগতোঽস্মাভির্নৈবোপলক্ষিতঃ ॥ ২৪ ॥ বয়ং মূঢ়ধিয়ঃ পাপাঃ পরমজ্ঞানদুর্ব্বলাঃ। কথমস্মাভির্যস্যাত্মা শ্রুতশ্চ ন নিবেদিতঃ ॥ ২৫ ॥ যয়েদৃশো গৃহস্থায় হ্যাত্মায়ং ন নিবেদিতঃ। নির্ব্বিকারো নির্ব্বিষয়ো নিরীহো নিরুপদ্রবঃ ॥ ২৬ ॥ নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো যঃ শম্ভুর্নোপলক্ষিতঃ। যস্য লোকা ইমে সর্ব্বে দেহে তিষ্ঠন্তি মধ্যগাঃ ॥ ২৭ ॥ স এষ জগতাং স্বামী হরোঽস্মাভির্ন বীক্ষিতঃ। ইত্যুক্ত্বা তে হ্যুপবিষ্টা যাবত্তত্র সমাগতাঃ ॥ ২৮ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা সহসা ত্রস্তঃ পুনরেব মহেশ্বরঃ। বিপ্রশাপভয়ান্নষ্টস্ত্রিপুরারির্দিবং যযৌ ॥ ২৯ ॥ সুরভিং গাঞ্চ গোলোকে তাং তুষ্টাব সুসংযতঃ। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কর্ত্ত্রী মাত্রে নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥ যা ত্বং রসময়ৈর্ভাবৈরাপ্যায়য়সি ভূতলম্। দেবানাঞ্চ তথা সঙ্ঘান্ পিতৄণামপি বৈ গণান্ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বৈর্জ্ঞাতা রসাভিজ্ঞৈর্মধুরাস্বাদদায়িনী। ত্বয়া বিশ্বমিদং সর্ব্বং বলস্নেহসমন্বিতম্ ॥ ৩২ ॥ ত্বং মাতা সর্ব্বরুদ্রাণাং বসূনাং দুহিতা তথা। আদিত্যানাং স্বসা চৈব তুষ্টা বাঞ্ছিতসিদ্ধিদা ॥ ৩৩ ॥ ত্বং ধৃতিস্ত্বং তথা পুষ্টিস্ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা তথা। ঋদ্ধিঃ সিদ্ধিস্তথা লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ কীর্ত্তিস্তথা মতিঃ ॥ ৩৪ ॥ কান্তির্লজ্জা মহামায়া শ্রদ্ধা সর্ব্বার্থসাধিনী। ত্বয়া বিরহিতং কিঞ্চিন্নাস্তি ত্রিভুবনেষ্বপি ॥ ৩৫ ॥ বহ্নেস্তৃপ্তিপ্রদাত্রী চ দেবাদীনাঞ্চ

পারিলেন না, তখন তাঁহারা কুপিত হইয়া শিবকে শাপ প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—যে হেতু এই ব্যক্তি লিঙ্গ বশবর্ত্তী হইয়া চোরের ন্যায় পরদার হরণ করিতেছিল, অতএব ইহার লিঙ্গ পতিত হউক। হে তাপসগণ! আমাদের শাপ সদ্যই ঐ দুষ্টাত্মাকে প্রাপ্ত হোক। এই কথা বলিবামাত্র শাপাগ্নি মহাবজ্ররূপ ধারণ করিয়া ধূর্জ্জটির লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিল। তখন ভগবান্ হর বেদনার্ত্ত, জ্বালাযুক্ত ও রুধির-পরিব্যাপ্ত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন এবং ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন যে, আকাশচর জীবগণ ত্রস্ত হইয়াছে; বিশ্ব চলিত হইতেছে; এবং দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্যাকুলিত হইয়াছেন। ঋষিগণ তখন তাঁহাকে মহেশ বলিয়া জানিতে পারিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন এবং নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—হায় আমরা কি করিলাম! দেবগণ যাঁহার আরাধনা করেন, যিনি জগতের সাক্ষিস্বরূপ, সেই দেব মহেশ্বরকে আমরা চিনিতে পারিলাম না। আমরা অতি মূর্খ, পাপী এবং অজ্ঞান; যেহেতু আমরা আমাদের আত্মা ও শ্রুত, নিবেদন করি নাই। আমরা ইহাকে গৃহে প্রাপ্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলাম না! আমরা অতি নির্ব্বোধ, যেহেতু, এই নির্ব্বিকার, নির্ব্বিষয়, নিরীহ, নিরুপদ্রব, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, শম্ভুকে আমরা জানিতে পারিলাম না। এই লোক সকল যাঁহার দেহমধ্যবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেছে, সেই এই জগৎস্বামী হরকে আমরা চিনিতে পারিলাম না। এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে তাঁহারা ঐ স্থানে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে দেখিয়া ভগবান্ হর পুনরায় শাপভয়ে ভীত হইয়া অন্তর্দ্ধান করত স্বর্গধামে গমন করিলেন। ১৭—২৯। অনন্তর তিনি গোলোকে উপস্থিত হইয়া সংযতভাবে সুরভির স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশের কর্ত্রি, মাতঃ! তোমাকে নমস্কার—নমস্কার। তুমি রসময় ভাবে সমস্ত ভূতল, পিতৃগণ ও দেবসমূহকে আপ্যায়িত করিতেছ। তুমি রসাভিজ্ঞ মাত্রেরই পরিচিতা ও মধুরাস্বাদদায়িনী; তুমি এই চরাচর বিশ্বকে বল ও স্নেহসমন্বিত করিয়াছ। হে দেবি! তুমি সর্ব্ব রুদ্রের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের স্বসা, সন্তোষশীলা, বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধিদা, ধৃতি, পুষ্টি, স্বাহা, স্বধা, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি, কীর্ত্তি, মতি, কান্তি, লজ্জা, মহামায়া, শ্রদ্ধা ও সর্ব্বার্থদায়িনী। হে দেবি! জগতে তদ্বিরহিত কিছুই নাই। তুমি

তৃপ্তিদা। ত্বয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ৩৬ ॥ পাদাস্তে বেদাশ্চত্বারঃ সমুদ্রাঃ স্তনতাং যযুঃ। চন্দ্রার্কৌ লোচনে যস্যা রোমাগ্রেষু চ দেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥ শৃঙ্গয়োঃ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে কর্ণয়োর্বায়বস্তথা। নাভৌ চৈবামৃতং দেবি পাতালানি খুরাস্তথা ॥ ৩৮ ॥ স্কন্ধে চ ভগবান্ ব্রহ্মা মস্তকস্থঃ সদাশিবঃ। হৃদ্দেশে চ স্থিতো বিষ্ণুঃ পুচ্ছাগ্রে পন্নগাস্তথা ॥ ৩৯ ॥ শকৃৎস্থা বসবঃ সর্ব্বে সাধ্যা মূত্রস্থিতাস্তব। সর্ব্বে যজ্ঞা হ্যস্থিদেশে কিন্নরা গুহ্য-সংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥ পিতৃণাঞ্চ গণাঃ সর্ব্বে পুরঃস্থা ভান্তি সর্ব্বদা। সর্ব্বে যক্ষা ভালদেশে কিন্নরাশ্চ কপোলয়োঃ ॥ ৪১ ॥ সর্ব্বদেবময়ী ত্বং হি সর্ব্বভূত-বিবৃদ্ধিদা। সর্ব্বলোকহিতা নিত্যং মম দেহহিতা ভব ॥ ৪২ ॥ প্রণতস্তব দেবেশি পূজয়ে ত্বাং সদা-নঘে। স্তৌমি বিশ্বার্ত্তিহন্ত্রীং ত্বাং প্রসন্না বরদা ভব ॥ ৪৩ ॥ বিপ্রশাপাগ্নিনা দগ্ধং শরীরং মম শোভনে। স্বতেজসা পুনঃ কর্ত্তুমর্হস্যমৃতসম্ভবে ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা তাং পরিক্রম্য তস্যা দেহে লয়ং গতঃ। সাপি গর্ভে দধারাথ সুরভিস্তদনন্তরম্ ॥ ৪৫ ॥ কালাতিক্রমযোগেন সর্ব্বব্যাকুলতাং যযৌ। যস্মিন্ প্রনষ্টে দেবেশে বিপ্রশাপভয়াবৃতে ॥ ৪৬ ॥ দেবা মহার্ত্তিং প্রযযুশ্চচাল পৃথিবী তথা। চন্দ্রার্কৌ নিষ্প্রভৌ চৈব বায়ুশ্চণ্ড এব চ ॥ ৪৭ ॥ সমুদ্রাঃ ক্ষোভমগমংস্তস্মিন্ কালে দ্বিজোত্তম ॥ ৪৮ ॥ যস্মিন্ জগৎ স্থাবরজঙ্গমাদিকং কালে লয়ং প্রাপ্য পুনঃ প্ররোহতি। তস্মিন্ প্রনষ্টে দ্বিজশাপপীড়িতে জগদ্ধতপ্রায়মবর্ত্তত ক্ষণাৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হরশাপবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশ-দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৮ ॥

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

গালব উবাচ। তস্মিংস্তু পতিতে লিঙ্গে যোজ-নায়ামবিস্তৃতে। বিষাদার্ত্তা ঋষিগণাস্তত্রাজগ্মুঃ সহ-স্রশঃ ॥ ১ ॥ ব্যলোকয়ন্ত সর্ব্বত্র দৃষ্ট্বা তত্র মহে-শ্বরম্। নাসৌ দৃষ্টিপথে তেষাং বভূব ভয়বিহ্বলঃ ॥ ২ ॥ বীর্য্যং বর্ষসহস্রাণি বহূন্যপি সুসঞ্চিতম্। পৃথিবীং সকলাং ব্যাপ্য স্থিতং দদৃশিরে দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা সুমহল্লিঙ্গং রুধিরাক্তং জলৈঃ প্লুতম্।

বহ্নি ও দেবাদির তৃপ্তিদায়িনী। তুমি স্থাবর জঙ্গম জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছ। চারিবেদ তোমার চারি পাদ; সমুদ্র তোমার স্তন। চন্দ্রসূর্য্য তোমার লোচন। দেবতাগণ তোমার রোমাগ্রে বাস করিতেছেন। হে দেবি! তোমার শৃঙ্গদ্বয়ে পর্ব্বত সকল, কর্ণদ্বয়ে বায়ু, নাভিতে অমৃত, খুরে পাতাল সকল, স্কন্ধে ভগবান্ ব্রহ্মা, মস্তকে সদাশিব, হৃদয়ে বিষ্ণু, পুচ্ছাগ্রে পন্নগগণ, বিষ্ঠায় বসুগণ মূত্রে সাধ্যগণ, অস্থিতে যজ্ঞ সকল, গুহ্যে কিন্নরগণ, সম্মুখভাগে পিতৃগণ, ভালে যক্ষগণ, এবং কপোল-দ্বয়ে কিন্নরগণ বাস করিতেছেন। হে দেবি! তুমি সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্ব-ভূতবৃদ্ধিদায়িনী ও সর্ব্বলোক-হিতৈষিণী; অতএব তুমি আমার দেহের হিত বিধান কর। হে অনঘে। আমি প্রণত হইয়া তোমার পূজা করিতেছি। হে দেবি! তুমি বিশ্বার্ত্তিহন্ত্রী; আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে অমৃত-সম্ভবে! বিপ্রশাপাগ্নিতে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে, তুমি তাহা শীতল কর। এই কথা বলিয়া তিনি পরিক্রমণপূর্ব্বক সুরভির দেহে লয় প্রাপ্ত হইলেন। সুরভিও তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিলেন। কিয়ৎকালানন্তর সর্ব্ব জগৎ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ হর বিপ্রশাপের ভয়ে অন্তর্হিত হইলে দেবগণ ব্যথিত হইলেন; পৃথিবী চালিত হইতে থাকিলেন; চন্দ্রার্কের প্রভা বিনষ্ট হইল; বায়ু প্রমত্তভাবে বহিতে লাগিল; এবং সমুদ্র ক্ষোভিত হইয়া উঠিল! যে ঈশ্বরে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ কালে লয় পাইয়া পুনরায় প্ররো-হিত হয়, সেই দেব দ্বিজশাপপীড়িত হইয়া অন্ত-র্হিত হইলে জগৎ ক্ষণকালের মধ্যে হতপ্রায় হইয়া উঠিল। ৩০—৪৯।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৫৮।

উনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গালব বলিলেন,—যোজনপরিমিত ঐ লিঙ্গ ঐ স্থানে পতিত হইলে সহস্র সহস্র ঋষি বিষা-দার্ত্ত হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঐ মাহেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু; ঐ লিঙ্গ ভয়বিহ্বল হইয়া তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন না। তাঁহার সহস্র বর্ষের সঞ্চিত বহু শুক্র সর্ব্ব পৃথিবী ব্যাপ্ত করিল, তাহা মুনিগণ দর্শন করিলেন। ঐ জলপ্লুত

ব্রাহ্মণাঃ সংশয়গতা দহ্যমানা বসুন্ধরা ॥ ৪ ॥ তল্লিঙ্গং তত্র সংস্থাপ্য চক্রুস্তাং নর্ম্মদাং নদীম্। তজ্জলং নর্ম্মদারূপং লিঙ্গং চামরকণ্টকম্ ॥ ৫ ॥ নরকং বারয়ত্যেতৎ সেবিতং নরকাপহম্। ভূতগ্রহাশ্চ সর্ব্বেঽপি যাস্যন্তি বিলয়ং ধ্রুবম্ ॥ ৬ ॥ তত্র স্নাত্বা জলং পীত্বা সন্তর্প্য চ পিতৄংস্তথা। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মনুষ্যো ভুবি দুর্লভান্ ॥ ৭ ॥ লিঙ্গানি নার্ম্মদেয়ানি পূজয়িষ্যন্তি যে নরাঃ। তেষাং রুদ্রময়ো দেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ লিঙ্গপূজা মহাফলা। চাতুর্ম্মাস্যে রুদ্রজপং হরপূজা শিবে রতিঃ ॥ ৯ ॥ পঞ্চামৃতেন স্নপনং ন তেষাং গর্ভবেদনা। যে করিষ্যন্তি মধুনা সেচনং লিঙ্গমস্তকে ॥ ১০ ॥ তেষাং দুঃখসহস্রাণি যাস্যন্তি বিলয়ং ধ্রুবম্। দীপদানং কৃতং যেন চাতুর্ম্মাস্যে শিবাগ্রতঃ ॥ ১১ ॥ কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য স্বেচ্ছয়া শিবলোকভাক্। চন্দনাগুরুধূপৈশ্চ সুশ্বেতকুসুমৈরপি ॥ ১২ ॥ নর্ম্মদাজললিঙ্গং যে হ্যর্চ্চয়িষ্যন্তি তে শিবাঃ। শিলা হরত্বমাপন্নাঃ প্রাণিনামপি কা কথা ॥ ১৩ ॥ তৎসম্ভূতং মহালিঙ্গং জলধারণসংযুতম্। পূজয়িত্বা বিধানেন চাতুর্ম্মাস্যে শিবো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে যে মনুজা নর্ম্মদামরকণ্টকে। তীর্থে স্নাস্যন্তি নিয়তাস্তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজাস্তত্র স্থাপ্য লিঙ্গং যথাবিধি। অমরকণ্টকতীর্থে নর্ম্মদাং চ মহানদীম্ ॥ ১৬ ॥ পুনশ্চিন্তাপরা জাতা বিশ্বস্য ক্ষোভবারণে। পদ্মাসনগতা ভূত্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥ চিন্তয়ামাসুরব্যগ্রং হৃদয়স্থং মহেশ্বরম্। ততো দেবা মহেন্দ্রাদ্যাঃ সম্প্রাপ্যামরকণ্টকম্ ॥ ১৮ ॥ ব্রাহ্মণানাং স্তুতিং চক্রুর্ব্বিনয়ানতকন্ধরাঃ। নমোঽস্তু বো দ্বিজাতিভ্যো ব্রহ্মবিদ্ভ্যো মহেশ্বরাঃ ॥ ১৯ ॥ ভূসুরেভ্যো গুরুভ্যশ্চ বিমুক্তেভ্যশ্চ বন্ধনাৎ। যূয়ং গুণত্রয়াতীতা গুণরূপা গুণাকরাঃ ॥ ২০ ॥ গুণত্রয়ময়ৈর্ভাবৈঃ সততং প্রাণবুদ্বুদাঃ। যেষাং বাক্যজলেনৈব পাপিষ্ঠা অপি শুদ্ধতাম্। প্রযান্তি পাপপুঞ্জাশ্চ ভস্মসাদ্যান্তি পাপিনাম্ ॥ ২১ ॥ শস্ত্রং লোহময়ং যেষাং বাগেব তৎসমন্বিতাঃ। পাপৈঃ পরাভিভূতানাং তেষাং লোকোত্তরং বলম্ ॥ ২২ ॥

রুধিরাক্ত সুমহৎ লিঙ্গ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণ সংশয়াপন্ন ও বসুন্ধরা দহ্যমানা হইলেন। ঐ লিঙ্গকে ঐ স্থানে স্থাপিত করিয়া তাঁহারা নর্ম্মদা-নদী নির্ম্মাণ করিলেন। লিঙ্গ স্রুত জল হইতে নর্ম্মদা হইল এবং লিঙ্গ স্বয়ং অমরকণ্টক হইলেন। এই নরকাপহ লিঙ্গ সেবিত হইলে নরক নিবারণ করিয়া থাকেন এবং সেবকের ভূতগ্রহ সকল বিলয় প্রাপ্ত হয় ঐ স্থানে স্নান, ঐ জল-পান, ও ঐ জলে পিতৃতর্পণ করিলে মনুষ্য সর্ব্বদুর্লভ অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে এবং তাহাদের দেহ রুদ্রময় হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। চাতুর্ম্মাস্যে লিঙ্গপূজা করিলে তাহা মহাফলা হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্যে রুদ্রজপ, হরপূজা, শিবে রতি, পঞ্চামৃত দ্বারা স্নপন করিলে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যাহারা মধু দ্বারা লিঙ্গমস্তক সিক্ত করে; তাহাদের সহস্র দুঃখ বিলয়প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্যে শিবাগ্রে দীপ দান করে, সে স্বেচ্ছায় স্বীয় কোটি কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। চন্দনাগুরু-ধূপ, ও সুশ্বেত কুসুম দ্বারা যাহারা নর্ম্মদাজললিঙ্গ অর্চ্চনা করে, তাহারা শিব হয়। শিলাই যখন হরত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন আর প্রাণীর কথা কি বলিব? যাহারা চাতুর্ম্মাস্যে বিধিপূর্ব্বক নর্ম্মদাস্থিত জলধারণসংযুত ঐ মহালিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে, তাহারা শিব হইয়া থাকে। যে সকল মানব চাতুর্ম্মাস্যে নর্ম্মদা-অমরকণ্টকে নিয়ত হইয়া স্নান করে, তাহাদের ত্রিদশালয়ে বসতি হইয়া থাকে। ১—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন —এই সকল কথা বলিয়া দ্বিজগণ অমরকণ্টকে যথাবিধি লিঙ্গ ও মহানদী নর্ম্মদাকে স্থাপন করিয়া বিশ্বক্ষোভ উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় তাঁহারা চিন্তাপর হইলেন। তাঁহারা পদ্মাসনগত ও প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া হৃদিস্থ মহেশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শক্রাদি দেবগণ অমরকণ্টকে প্রাপ্ত হইয়া বিনয়ানতকন্ধরে ব্রাহ্মণগণের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে মহেশ্বর ব্রহ্মবিৎ দ্বিজাতিগণ! আপনাদিগকে নমস্কার। আপনারা ভূসুর, গুরু, বন্ধনমুক্ত, গুণত্রয়াতীত, গুণরূপ, গুণাকর, এবং গুণত্রয়ময় ভাব দ্বারা সতত প্রাণ-বুদ্বুদ। আপনাদের বাক্যজলদ্বারা পাপিগণ ক্ষালিত হইয়া শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। আপনাদের প্রভাবে পাপীদিগের পাপপুঞ্জ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। বাক্যই আপনাদের লোহময় শস্ত্র; আর তৎসমন্বিত হইয়া আপনারা পাপ-পরাভূত ব্যক্তি-গণের অলৌকিক বলস্বরূপ হইয়া থাকেন। আপ-

ক্ষময়া পৃথিবীতুল্যাঃ কোপে বৈশ্বানরপ্রভাঃ। পাতনেঽনেকশক্তীনাং সমর্থা যূয়মেব হি ॥ ২৩ ॥ স্বর্গাদীনাং তথা যানে ভবন্তো গতয়ো ধ্রুবম্ ॥ ২৪ ॥ সৎকর্ম্মকারকাশ্চৈব সৎকর্ম্মনিরতাঃ সদা। সৎকর্ম্মফলদাতারঃ সৎকর্ম্মেভ্যো মুমুক্ষবঃ ॥ ২৫ ॥ সাবিত্রীমন্ত্রনিরতা যে ভবন্তোঽঘনাশনাঃ। আত্মানং যজমানঞ্চ তারয়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ বহ্নয়শ্চ তথা বিপ্রাস্তর্পিতাঃ কার্য্যসাধকাঃ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ তেষাং পূজা মহাফলা ॥ ২৭ ॥ কোপিতাঃ সর্ব্বদেহস্য নাশনায় ভবন্তি হি। তাবন্ন বজ্রমিন্দ্রস্য শূলং নৈব পিনাকিনঃ ॥ ২৮ ॥ দণ্ডো যমস্য তাবন্নো যাবচ্ছাপো দ্বিজোদ্ভবঃ। অগ্নিনা জ্বাল্যতে দৃষ্টং শাপোদ্দিষ্টানপি স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥ ইতি জাতানজাতাংশ্চ তস্মাদ্বিপ্রং ন কোপয়েৎ। বিপ্রকোপাগ্নিনা দগ্ধো নরকান্নৈব মুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ শস্ত্রক্ষতোঽপি নরকান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। দেবানাং মধুধান্যানাং সামর্থ্যং ভেদনে ন হি ॥ ৩১ ॥ বাঙ্মাত্রেণ হি বিপ্রস্য ভিদ্যতে সকলং জগৎ। তে যূয়ং গুরবোঽস্মাকং বিশ্বকারণকারকাঃ। প্রসাদপরমা নিত্যং ভবন্তু ভুবনেশ্বরাঃ ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বরেণ বিনা সর্ব্বে বয়ং লোকাশ্চ দুঃখিতাঃ। তৎকথ্যতাং স ভগবান্ কুত্রাস্তে পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥ গালব উবাচ ॥ জ্ঞাত্বা মুনিভয়ত্রস্তং দেবেশং শূলপাণিনম্ ॥ ৩৪ ॥ সুরভীগর্ভসম্ভূতং দেবানূচুর্মহর্ষয়ঃ। স্বাগতং দেবদেবেভ্যো জ্ঞাতো বৈ স মহেশ্বরঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্র গচ্ছন্তু দেবেশা যত্র দেবঃ সনাতনঃ। ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানঃ সহ দেবৈর্যযুস্তদা ॥ ৩৬ ॥ গোলোকং দেবমার্গেণ যত্র পায়সকর্দ্দমাঃ। ঘৃতনদ্যো মধুহ্রদা নদীনাং যত্র সঙ্ঘশঃ ॥ ৩৭ ॥ পূর্ব্বজানাং গণাঃ সর্ব্বে দধিপীযূষপাণয়ঃ। মরীচিপাঃ সোমপাশ্চ সিদ্ধসঙ্ঘাস্তথা পরে ॥ ৩৮ ॥ ঘৃতপাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ যত্র দেবাঃ সনাতনাঃ। তে তত্র গত্বা মুনয়ো দদৃশুঃ সুরভীসুতম্ ॥ ৩৯ ॥ তেজসা ভাস্করঞ্চৈব নীলনামেতি বিশ্রুতম্। ইতস্ততোঽভিধাবন্তং গবাং সঙ্ঘাতমধ্যগম্ ॥ ৪০ ॥ নন্দা সুমনসা চৈব সুরূপা চ সুশীলকা। কামিনী নান্দনী চৈব মেধ্যা চৈব হিরণ্যদা ॥ ৪১ ॥ ধনদা ধর্ম্মদা চৈব নর্ম্মদা সকলপ্রিয়া। বামনালম্বিকা কৃষ্ণা

নারা ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য, কোপে বৈশ্বানর-সদৃশ এবং অনেক শক্তির পাতনে সমর্থ। আপনারাই স্বর্গগমনের গতি; এবং আপনারাই সদা স্বকর্ম্মকারক ও স্বকর্ম্মনিরত; আপনারা সৎকর্ম্মের ফলদাতা। আপনারা সৎকর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন; আপনারা সাবিত্রী-নিরত এবং আপনারাই অধন, অনশন, ও যজমান আত্মার উদ্ধারকর্ত্তা। ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। বহ্নি আর বিপ্র তর্পিত হইয়া কার্য্যসাধক হইয়া থাকেন; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে তাঁহাদের পূজা মহাফলা হয়। বিপ্রগণ ক্রুদ্ধ হইলে কোপয়িতার সর্ব্ব দেহনাশের হেতু হইয়া থাকেন। বিপ্রশাপ যেমন ভয়ানক, ইন্দ্রের বজ্র, শিবের শূল, এবং যমের দণ্ডও তেমন ভয়ানক নহে। অগ্নি দৃষ্ট বস্তুকেই দগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু বিপ্রশাপ জাত অজাত সকলকেই নিহত করিয়া থাকে। অতএব বিপ্রকে কোপিত করা উচিত নহে। বিপ্রকোপাগ্নি-দগ্ধ ব্যক্তি নরক ভোগ করিয়াও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। শস্ত্রক্ষত ব্যক্তিও নরক হইতে মুক্তি লাভ করে; দেবতা, মধু ও ধান্য ইহাদের ভেদনে সামর্থ্য নাই, কিন্তু বিপ্রের বাঙ্মাত্রে সমস্ত জগৎ ভিন্ন হইয়া থাকে। আপনারা আমার গুরু হউন; আপনারা বিশ্বকারণ-কারক এবং হে ভুবনেশ্বরগণ! আপনারা সকলের অনুগ্রাহক হউন। ১৬—৩২। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আপনারা সকলে দুঃখিত; অতএব আপনারা বলিয়া দেন,—সেই ভগবান দেবদেব কোথায় আছেন? গালব বলিলেন,—মহর্ষিগণ শূলপাণিকে মুনিভয়ত্রস্ত জানিয়া তিনি যে সুরভি-গর্ভে অবস্থান করিতেছেন, তাহা দেবগণকে বলিয়া দিলেন এবং এই বলিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন যে, হে দেবগণ! আপনাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত? মহেশ্বর যেখানে আছেন, আমরা তাহা জানি, দেবদেব যেখানে অবস্থান করিতেছেন, আপনারা সেই স্থানে গমন করুন। এই বলিয়া ঋষিগণ দেবগণের সহিত দেবমার্গে গোলোকে গমন করিলেন। গোলোকে পায়সের কর্দ্দম, ঘৃতের নদী, মধুর হ্রদ, ও বহুতর নদী বিদ্যমান। ঐ স্থানে মরীচিপ, সোমপ, সিদ্ধসঙ্ঘ, ঘৃতপ সাধ্য ও সনাতন দেব প্রভৃতি পূর্ব্বজগণের হস্তে দধি, পীযূষ, সর্ব্বদা বিরাজ করিত। অনন্তর মুনিগণ গোলোকে উপস্থিত হইয়া ভাস্করদ্যুতি নীলনামক সুরভি-সুতকে দর্শন করিলেন। সুরভি-সুত নীল ঐ সময় গাভী সঙ্ঘাতমধ্যে ধাবিত হইতেছিল। নন্দা, সুমনসা, সুরূপা, সুশীলকা, কামিনী, নান্দনী, মেধ্যা, হিরণ্যদা, ধনদা, ধর্ম্মদা,

দীর্ঘশৃঙ্গা সুপিচ্ছিকা ॥ ৪২ ॥ তারা তরেষিকা শান্তা দুর্ব্বিষহ্যা মনোরমা। সুনাসা দীর্ঘনাসা চ গৌরা গৌরমুখী হরিদ্রাবর্ণা নীলা চ শঙ্খিনী পঞ্চবর্ণকা। বিনতাভিনতা চৈব ভিন্নবর্ণা সুপত্রিকা ॥ ৪৪ ॥ জয়ারুণা চ কুণ্ডোধ্নী সুদতী চারুচম্পকা। এতাসাং মধ্যগং নীলং দৃষ্ট্বা তা মুনিদেবতাঃ ॥ ৪৫ ॥ বিচরন্তী স্বরূপং তং সঞ্জাতবিস্ময়োন্মুখাঃ। মুনীশ্বরাঃ কৃপাবিষ্টা ইন্দ্রাদ্যা হৃষ্টমানসাঃ। স্তুতিমারেভিরে কর্ত্তুং তেজসা তস্য তোষিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ শূদ্র উবাচ। কথং নীলেতি নামাসৌ জাতোহয়মদ্ভূতাকৃতিঃ। কিম-স্তবন্ প্রসন্নাস্তে ব্রাহ্মণা বিশ্বকারণম্ ॥ ৪৭ ॥ গালব উবাচ। লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ ॥ ৪৮ ॥ শ্বেতঃ খুরবিষাণেষু স নীলো বৃষভঃ স্মৃতঃ। চতুষ্পাদো ধর্ম্মরূপো নীললোহিতচিহ্নকঃ ॥ ৪৯ ॥ কপিলঃ খুরচিহ্নেষু স নীলো বৃষভ স্মৃতঃ। যোহসৌ মহেশ্বরো দেবো বৃষশ্চাপি স এব হি ॥ ৫০ ॥ চতুষ্পাদো ধর্ম্মরূপো নীলঃ পঞ্চমুখো হরঃ। যস্য সন্দর্শনাদেব বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৫১ ॥ নীলে চ পূজিতে যস্মিন পূজিতং সকলং জগৎ। স্নিগ্ধ-গ্রাসপ্রদানেন জগদাপ্যায়িতং ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ যস্য দেহে সদা শ্রীমান্ বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ। নিত্য-মর্চ্চয়তে যোহসৌ বেদমন্ত্রৈঃ সনাতনৈঃ ॥ ৫৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। ত্বং দেবঃ সর্ব্বগোপ্তৄণাং বিশ্বগোপ্তা সনাতন। বিঘ্নহর্ত্তা জ্ঞানদশ্চ ধর্ম্মরূপশ্চ মোক্ষদঃ ॥ ৫৪ ॥ ত্বমেব ধনদঃ শ্রীদঃ সর্ব্বব্যাধিনিষূদনঃ। জগতাং শর্ম্মকরণে প্রবৃত্তঃ কনকপ্রদঃ ॥ ৫৫ ॥ তেজসাং ধাম সর্ব্বেষাং সৌরভেয় মহাবল। শৃঙ্গাগ্রে ধৃতকৈলাসঃ পার্ব্বতীসহিতস্ত্বয়া ॥ ৫৬ ॥ বেদস্তুত্যো বেদময়ো বেদাত্মা বেদবিত্তমঃ। বেদবেদ্যো বেদ-যানো বেদরূপো গুণাকরঃ ॥ ৫৭ ॥ গুণত্রয়েভ্যোহপি পরো যাথাত্ম্যং বেদ কস্তব। বৃষস্ত্বং ভগবান্ দেব যস্তভ্যং কুরুতে ত্বঘম্ ॥ ৫৮ ॥ বৃষলঃ স তু বিজ্ঞেয়ো রৌরবাদিষু পচ্যতে। পদা স্পৃষ্টঃ স তু নরো নরকাদিষু যাতনাঃ ॥ ৫৯ ॥ সেবতে পাপনিচয়ৈ-র্নিগাঢ়প্রায়বন্ধনৈঃ। ক্ষুৎক্ষামশ্চ তৃষাক্রান্তঃ মহা-ভারসমন্বিতম্ ॥ ৬০ ॥ নির্দ্দয়া যে প্রপোষয়ন্তি মতি-স্তেষাং ন শাশ্বতী। চতুর্ভিঃ সহিতং মর্ত্ত্যা বিবাহ-বিধিনা তু যে ॥ ৬১ ॥ বিবাহং নীলরূপস্য যে করি-ষ্যন্তি মানবাঃ। পিতৃনুদ্দিশ্য তেষাং বৈ কুলে ন সন্তি নারকী ॥ ৬২ ॥ ত্বং গতিঃ সর্ব্বলোকানাং

নর্ম্মদা, সকলপ্রিয়া, বামনলম্বিকা, কৃষ্ণা, দীর্ঘশৃঙ্গা সুপিচ্ছিকা, তারা, তরেষিকা, শান্তা, দুর্ব্বিসহ্যা, মনোরমা, সুনাসা, গৌরা, গৌরমুখী, হরিদ্রাবর্ণা নীলা, শঙ্খিনী, পঞ্চবর্ণকা, বিনতা, অভিনতা, ভিন্নবর্ণা, সুপত্রিকা, জয়া, অরুণা, কুণ্ডোধ্নী, সুদতী, চারুচম্পকা এই সকল গাভীগণের মধ্যে মুনিগণ নীলকে দর্শন করিলেন। মুনিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ নীলের ক্রীড়া অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। মুনিগণ তাহার তেজে তোষিত হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শূদ্র বলিলেন, —সেই ব্রাহ্মণগণ বিশ্বকারণ হইয়া কি জন্য ঐ নীলনামা অদ্ভূতাকৃতিজাতির স্তব করিতে লাগিলেন? গালব বলিলেন,—যাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিতবর্ণ, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুবর্ণ, এবং খুর ও শৃঙ্গ শ্বেতবর্ণ, এই নীল নামক বৃষ। এই লোহিতচিহ্নধারী নীল চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপী। যাহার খুর কপিল বর্ণ, উহাই নীল নামে কথিত। তিনিই দেব মহেশ্বর, তিনিই এই বৃষ। নীল চতুষ্পাদ ধর্ম্ম এবং নীলই পঞ্চমুখ হর। উহার দর্শনমাত্রে বাজপেয়ফল লাভ হয়। নীলের পূজা করিলে সমস্ত জগৎই পূজিত হয়। নীলকে স্নিগ্ধ গ্রাস প্রদান করিলে জগৎ আপ্যায়িত হইয়া থাকে। নীলদেহে সর্ব্বদা শ্রীমান বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দন বাস করিতেছেন। ঐ নীল সর্ব্বদা সনাতন বেদমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে নীল! তুমি বিশ্বপালকগণের পালক এবং সনাতন। তুমি বিঘ্নহর্ত্তা, জ্ঞানদ, ধর্ম্মরূপী, মোক্ষ-দায়ক, ধনদ, শ্রীদ, সর্ব্বব্যাধিনিসূদন, জগৎসুখ-বিধায়ক, কনকপ্রদ, সকলের তেজোধাম, সৌর-ভেয় ও মহাবল। তুমি শৃঙ্গাগ্রে পার্ব্বতীর সহিত কৈলাস ধারণ করিয়াছ এবং তুমি বেদস্তুত্য, বেদ-ময়, বেদাত্মা, বেদবিত্তম, বেদ-বেদ্য, বেদযান, বেদরূপ, ও গুণাকর। হে নীল! তুমি গুণত্রয়ের পরবর্ত্তী; তোমার স্বরূপ কে অবগত হইতে পারে? হে দেব! তুমি বৃষরূপী ভগবান্; যে ব্যক্তি তোমার প্রতি পাপাচরণ করে, সে নিশ্চয়ই বৃষল এবং সে রৌরবে গমন করিয়া পচ্যমান হয়। যে তোমাকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করে, সে গাঢ় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুৎ-ক্ষাম ও তৃষিত-ভাবে নরকযাতনা ভোগ করিয়া থাকে।৩৩—৬০। যে জন নির্দ্দয়ভাবে তোমাকে পীড়া প্রদান করে, সে শাশ্বতী মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যাহারা পিতৃ-উদ্দেশে

ত্বং পিতা পরমেশ্বরঃ। ত্বয়া বিনা জগৎসর্ব্বং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ৬৩॥ পরা চৈব তু পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী তথা। চতুর্ব্বিধানাং বচসামীশ্বরং ত্বাং বিদুর্বুধাঃ॥ ৬৪॥ চতুঃশৃঙ্গং চতুষ্পাদং দ্বিশীর্ষং সপ্তহস্তকম্। ত্রিধা বদ্ধং ধর্ম্মময়ং ত্বামেব বৃষভং বিদুঃ॥ ৬৫॥ তৃপ্তিদং সর্ব্বভূতানাং বিশ্বব্যাপকমোজসা। ব্রহ্ম ধর্ম্মময়ং নিত্যং ত্বামাত্মানং বিদুর্জনাঃ॥ ৬৬॥ অচ্ছেদ্যস্ত্বমভেদ্যস্ত্বমপ্রমেয়ো মহাযশাঃ। অশোচ্যস্ত্বমদাহ্যোঽসি বিদুঃ পৌরাণিকাঃ জনাঃ॥৬৭॥ ত্বদাধারমিদং সর্ব্বং ত্বদাধারমিদং জগৎ। ত্বদাধারাশ্চ দেবাশ্চ ত্বদাধারং তথামৃতম্॥ ৬৮॥ জীবরূপেণ লোকাংস্ত্রীন্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি নিত্যদা। এবং স সংস্তুতো নীলো বিপ্রৈস্তৈঃ সোমপায়িভিঃ॥ ৬৯॥ প্রসন্নবদনো ভূত্বা বিপ্রান্ প্রণতিতৎপরঃ। পুনরেব বচঃ প্রোচুর্বিপ্রাঃ কৃতশিবাগসঃ॥ ৭০॥ বরং দদুর্মহেশস্য নীলরূপস্য ধর্ম্মতঃ। একাদশাহে প্রেতস্য যস্য নোৎসৃজ্যতে বৃষঃ॥ ৭১॥ প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি। পুনরেব সুসর্পন্তং দৃষ্ট্বা নীলং মহাবৃষম্॥৭২॥ স্বল্পক্রোধসমাবিষ্টং দ্বিজাশ্চক্রুস্তমঙ্কিতম্। চক্রং চ বামভাগেষু শূলং পার্শ্বে চ দক্ষিণে॥ ৭৩॥ উৎসসৃজুর্গবাং মধ্যে তং দেবৈর্গোপিতং তদা। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে মহর্ষীণাং গণাঃ পুনঃ। স্বানি স্থানানি তে জগ্মুর্মুনয়ো বীতমৎসরাঃ॥ ৭৪॥ এবমৃষীণাং দয়িতাসু সক্তঃ কামার্ত্তচিত্তো মুনিপুঙ্গবানাম্। শাপং সমাসাদ্য শিবোঽপি ভক্ত্যা রেবাজলেঽগাৎ সুশিলাময়ত্বম্॥ ৭৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৃষস্তুতির্নামৈকোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫৯॥

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গালব উবাচ। ইতি তে কথিতং সর্ব্বং শালগ্রামকথানকম্। মহেশ্বরস্য চোৎপত্তির্যথা লিঙ্গত্বমাপ সঃ॥ ১॥ তস্মাদ্বরং লিঙ্গরূপং শালগ্রামগতং হরিম্। যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা ভক্ত্যা ন তেষাং দুঃখযাতনাঃ॥ ২॥ চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে বিশেষাৎ পূজয়েচ্চ তৌ। অর্চ্চিতৌ যাবভেদেন স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কৌ॥ ৩॥ দেবৌ হরিহরৌ ভক্ত্যা বিপ্রবহ্নিগবাং গতৌ। অর্চ্চয়ন্তি

চারিটী বৎসতরীর সহিত নীলবৃষের বিবাহ প্রদান করে, তাহাদের নারকী হয় না। হে নীল! তুমি সর্ব্বলোকের গতি, পিতা ও পরমেশ্বর, তোমা ব্যতিরেকে সমস্ত জগৎ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। তুমি চতুর্ব্বিধ বাক্যের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী রূপ চতুর্ব্বিধ স্বর। তুমি চতুঃশৃঙ্গ, চতুষ্পাদ, দ্বিশীর্ষ, সপ্তহস্তক, ত্রিধাবদ্ধ, ও ধর্ম্মময়। তুমিই বৃষ বলিয়া কথিত। তুমি সর্ব্বভূতের তৃপ্তিদায়ক, তেজে বিশ্বব্যাপ্ত, ব্রহ্ম, ধর্ম্মময়, নিত্য, আত্মা, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অপ্রমেয়, মহাযশা, অশোচ্য, ও অদাহ্য। পৌরাণিক জনগণ ইহা বলিয়া থাকেন। তুমি জগতের এবং নিখিল বস্তুরই আধার। দেব ও অমৃত, এতদুভয়েরও আধার তুমিই। তুমি জীবরূপে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়া আছ; সোমপায়ী বিপ্রগণ এইরূপে স্তব করিলে নীল প্রসন্নবদনে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু শিবসমীপে অপরাধী বিপ্রগণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই বলিয়া নীলবৃষরূপ মহেশ্বরকে ধর্ম্মানুসারে বর প্রদান করিলেন যে, যে মৃত ব্যক্তির একাদশাহে নীলবৃষ উৎসর্গ না করিবে, তদুদ্দেশে শত শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেও তাহার প্রেতত্ব স্থির থাকিবে। বিপ্রগণ প্রেতের একাদশাহে স্বল্পক্রোধ-সমাবিষ্ট সুসর্পণকারী নীলবৃষকে অঙ্কিত করিবেন। তাহার বামভাগে চক্র, এবং দক্ষিণভাগে শূল অঙ্কিত করিতে হয়। বৃষকে অঙ্কিত করিয়া গো-সমূহ মধ্যে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ঐ অবস্থায় তাহাকে দেবগণ রক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেব, মহর্ষি, ও মুনিগণ বীতমৎসর হইয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। ভগবান্ শিব কামার্ত্তচিত্তে এইরূপে মুনিগণের পত্নীতে আসক্ত হইয়া তাঁহাদের শাপ গ্রহণ করত সুশিলাময় রেবাজলে অবগাহন করিলেন। ৬১—৭৫।

ঊনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৯।

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গালব বলিলেন,—হে মহাশূদ্র! এই আমি তোমার নিকট শালগ্রামকথা এবং মহেশ্বরের লিঙ্গোৎপত্তি-বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি লিঙ্গরূপ হর, ও শালগ্রামগত হরির অর্চ্চনা করে, কদাপি তাহার দুঃখ ও যাতনা ভোগ হয় না। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে লিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার

মহাশূদ্র তেষাং মোক্ষপ্রদো হরিঃ ॥ ৪ ॥ বেদোক্তং কারয়েৎকর্ম্ম পূর্ত্তেষ্টং বেদতৎপরঃ। পঞ্চায়তনপূজা চ সত্যবাদো হ্যলোলতা ॥ ৫ ॥ বিবেকাদিগুণৈর্যুক্তঃ স শূদ্রো যাতি সদ্‌গতিম্। ব্রহ্মচর্য্যং তপো নান্যদ্ দ্বাদশাক্ষরচিন্তনাৎ ॥ ৬ ॥ মন্ত্রৈর্বিনা ষোড়শ সোপচারৈঃ কার্য্যা সুপূজা নরকাদিহন্তুঃ। যথা তথা বৈ গিরিজাপতেশ্চ কার্য্যা মহাশূদ্র মহাঘহন্ত্রী ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এবং কথয়তোরেষা রজনী ক্ষয়মাযযৌ। সচ্ছূদ্রো গালবশ্চৈব শিষ্যৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥ ৮ ॥ স তেন পূজিতো বিপ্রো যযৌ শীঘ্রং নিজাশ্রমম্ ॥ ৯ ॥ য ইমং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যো বাচয়েৎপাঠয়েচ্চ বা। শ্লোকং বা সর্ব্বমপি চ তস্য পুণ্যক্ষয়ো ন হি ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে পৈজবনোপাখ্যানে ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কথং নিত্যা ভগবতী হরপত্নী যশস্বিনী। যোগসিদ্ধিং সুমহতীং প্রাপ মাসচতুষ্টয়ে ॥ ১ ॥ মন্ত্ররাজমিমং জপ্ত্বা দ্বাদশাক্ষরসম্ভবম্। এতন্মে বিস্তরেণ ত্বং কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে পার্ব্বতী নিয়তব্রতা। মনসা কর্ম্মণা বাচা হরিভক্তিপরায়ণা ॥ ৩ ॥ চারুশৃঙ্গে পিতুর্নিত্যং তিষ্ঠন্তী তপসি স্থিতা। দেবদ্বিজাগ্নিগোঽশ্বত্থাতিথিপূজাপরায়ণা ॥ ৪ ॥ চাতুর্ম্মাস্যেঽথ সম্প্রাপ্তে বিমলে হরিবাসরে। জজাপ পরমং মন্ত্রং যথাদিষ্টং পিনাকিনা ॥ ৫ ॥ শঙ্খচক্রধরো বিষ্ণুশ্চতুর্হস্তঃ কিরীটধৃক্। মেঘশ্যামোঽম্বুজাক্ষশ্চ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ ॥ ৬ ॥ গরুড়াধিষ্ঠিতো হৃষ্টো বসন্ ব্যাপ্য জগত্রয়ম্। শ্রীবৎসকৌস্তভযুতঃ পীতকৌশেয়বস্ত্রকঃ ॥ ৭ ॥ সর্ব্বাভরণশোভাভিরভিদীপ্তমহাবপুঃ। বভাষে পার্ব্বতীং বিষ্ণুঃ প্রসন্নবদনঃ শুভাম্। দেবি তুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে কথয়স্ব তবেপ্সিতম্ ॥ ৮ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। তজ্জ্ঞানমমলং দেহি যেন নাবর্ত্তনং ভবেৎ। ইত্যুক্তঃ স মহাবিষ্ণুঃ প্রত্যুবাচ হরপ্রিয়াম্ ॥ ৯ ॥ স এব দেবদেবেশস্তব বক্ষ্যত্যসংশয়ম্। স এব ভগবান্ সাক্ষী দেহান্তরবহিঃস্থিতঃ ॥ ১০ ॥ বিশ্বস্রষ্টা চ গোপ্তা চ পবিত্রাণাং চ পাবনঃ। অনা-

অর্চ্চনা করিতে হয়। লিঙ্গ ও শালগ্রাম অভিন্নরূপে পূজিত হইয়া স্বর্গ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। বিপ্র বাহ্যগো-গত এই দেবদ্বয় হরি-হরের যে অর্চ্চনা করে, এই দেবদ্বয় তাহার মোক্ষপ্রদ হন। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক ইষ্টাপূর্ত্তাদি বেদোক্ত কর্ম্ম, পঞ্চায়তনপূজা, সত্যবাদ ও অলোলতা করে, সে শূদ্র হইলেও সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকে। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র চিন্তা করা অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ও তপ উত্তম নহে। মন্ত্র ব্যতিরেকেও ষোড়শোপচারে নরকহন্তা দেবদ্বয়ের পূজা করা কর্ত্তব্য। হে মহাশূদ্র! যে কোন প্রকারে গিরিজপতির পূজা করিতে হয়। তাঁহার পূজা মহাপাতক-নাশিনী। ব্রহ্মা বলিলেন,—শূদ্র ও সশিষ্য গালব এই ভাবে কথোপকথন করিতে থাকিলে রজনী প্রভাতা হইল। শূদ্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিপ্র গালব নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। যে মর্ত্ত্য এই প্রবন্ধ শ্রবণ, বাচন, বা পাঠ করে, তাহার পুণ্য অক্ষয় হয়। ১—১০।

ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬০।

একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কিরূপে যশস্বিনী নিত্যা ভগবতী হরপত্নী মন্ত্ররাজ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া মাসচতুষ্টয়ে সিদ্ধি লাভ করিলেন? ইহা আমাকে আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! নিয়মব্রতা পার্ব্বতী হরিশয়নে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অবলম্বন করিয়া পিতা হিমালয়ের চারুশৃঙ্গে কায়মনোবাক্যে হরিভক্তি-পরায়ণা হইয়া তপস্যা করিতে থাকেন। তিনি চাতুর্ম্মাস্যে হরিবাসরে দেব দ্বিজ, অগ্নি, গো, অশ্বত্থ ও অতিথিপূজাপরায়ণা হইয়া পিনাকি-আদিষ্ট মন্ত্র জপ করিতে থাকেন। তাঁহার জপরূপ তপস্যায় ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন। তিনি শঙ্খ-চক্রধর, চতুর্হস্ত, কিরীটী, মেঘশ্যাম, অম্বুজাক্ষ, সূর্য্যকোটিসমপ্রভ, গরুড়ারূঢ়, হৃষ্ট, ত্রিজগতব্যাপী, শ্রীবৎস-কৌস্তভধর, পীতাম্বর; কৌশেয়বস্ত্রধারী, অলঙ্কারশোভী ও মহাবপু। তিনি শঙ্করীকে বলিলেন,—হে দেবি! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেব! যাহাতে আমার পুনরাবৃত্তি না হয়, আপনি সেই অমল জ্ঞান প্রদান করুন। এইরূপ অভিহিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু ভগবতী হর-প্রিয়াকে বলিলেন,—হে দেবি! সেই দেবদেবই আপনাকে উপদেশ দিবেন। দেহের অন্তর্বহিঃস্থিত সেই ভগবানই সকলের সাক্ষী। ১—১০। তিনি বিশ্বস্রষ্টা, গোপ্তা, পবিত্র-

দিনিধনো ধর্ম্মো ধর্ম্মাদীনাং প্রভুর্হি সঃ ॥ ১১ ॥ অক্ষরত্রয়সেব্যং যৎসকলং ব্রহ্ম এব সঃ। মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপেণ যোঽজো জন্মধরো হি সঃ ॥ ১২ ॥ মমাধিকারো নৈবাস্তি বক্তুং তব ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্ত্বা ভগবানীশো বিররাম প্রহৃষ্টবান্ ॥ ১৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুর্গিরিজাশ্রমমভ্যগাৎ। সর্ব্বভূতগণৈর্যুক্তো বিমানে সার্ব্বকামিকে ॥ ১৪ ॥ তয়া বৈ ভগবান্ দেবঃ পূজিতঃ পরমেশ্বরঃ। সখীনামপি প্রত্যক্ষমাশ্চর্য্যং সমজায়ত ॥ ১৫ ॥ স্তুত্বাথ তং মহাদেবং বিষ্ণুর্দেহে লয়ং যযৌ। অথোবাচ মহেশানঃ পার্ব্বতীং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥ বিমানবরমারুহ্য তুষ্টোঽহং তব সুব্রতে। গত্বৈকান্তপ্রদেশং তে কথয়ে পরমং মহঃ ॥ ১৭ ॥ এবমুক্ত্বা ভগবতীং করে গৃহ্য মুদান্বিতঃ। বিমানবরমারোপ্য লীলয়া প্রযযৌ তদা ॥ ১৮ ॥ নানাধাতুময়ানদ্রীন্নানারত্নবিচিত্রিতান্। নদীনির্ঝরকুঞ্জাংশ্চ নদান্ কোকিলকূজিতান্ ॥ ১৯ ॥ অখাতান্ দেবখাতাংশ্চ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। সৌগন্ধিকাংশ্চ কহ্লারান্ সহস্রদলপিঞ্জরান্ ॥ ২০ ॥ দর্শয়ন্ কর্ণিকারাংশ্চ কোবিদারান্মহাদ্রুমান্। তালাংস্তমালান্ হিন্তালান্ প্রিয়ঙ্গূন্ পনসানপি ॥২১॥ তিলকান্ বকুলাংশ্চৈব বহূনপি চ পুষ্পিতান্। ক্ষেত্রাণি কলমাভানি পিঞ্জরাণি বিদর্শয়ন্ ॥ ২২ ॥ যযৌ দেবনদীতীরে গত্বা শরবণং মহৎ। ফুল্লকাশং স্বর্ণময়ং শতস্তম্বগণান্বিতম্ ॥ ২৩ ॥ হেমভূমিবিভাগস্থং বহ্নিকান্তিমৃগদ্বিজম্। তত্র জীবগতানাং চ মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ আশ্রমান্ স বিমানাগ্রে তিষ্ঠন পত্ন্যৈ প্রদর্শয়ৎ। ষট্কৃত্তিকাশ্চ দদৃশে পার্ব্বতী বনসন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥ স্নাতাঃ স্বলঙ্কৃতাশ্চন্দ্রপত্ন্যস্তা বিরজাম্বরাঃ। উচুস্তা যোজিতকরা কেয়ং পুত্রায় গম্যতে ॥ ২৬ ॥ তৎকথ্যতাং মহাভাগে স চ তে দর্শনং গতঃ ॥ ২৭ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। মম ভাগ্যবশাৎ পুত্রঃ কথমুৎসঙ্গমাহরেৎ। ন হ্যভাগ্যবশাৎ পুংসাং ক্বাপি সৌখ্যং নিরন্তরম্ ॥ ২৮ ॥ সুতনাম্নাহং দৃষ্ট্বা ভবতীনাঞ্চ দর্শনাৎ। কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তাঃ কথ্যতামবিলম্বিতম্ ॥ ২৯ ॥ কৃত্তিকা ঊচুঃ। বয়ং তব সুতং ন্যস্তুং প্রদাতুমিহ সুন্দরি। চাতুর্ম্মাস্যে রবৌ স্নাতুমাগতা দেবনিম্নগাম্ ॥ ৩০ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। ন হাস্যাবসরঃ সখ্যঃ সত্যমেব হি কথ্যতাম্। একান্তাবসরে

পাবন, অনাদি-নিধন, ধর্ম্ম, ধর্ম্মপ্রভু, অক্ষরত্রয়-সেব্য ও ব্রহ্ম। সেই অজ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনাকে উপদেশ দিবার আমার অধিকার নাই। এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বিরত হইলেন। ইত্যবসরে শম্ভু গিরিজার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার সমুদয় ভূতগণে পরিবৃত হইয়া সার্ব্বকামিক বিমানে আগমন করিলেন। দেবী সখীগণের প্রত্যক্ষে ভগবান্ ভবের পূজা করিলেন। তখন এইরূপ এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইল যে, ঐ সময় ভগবান বিষ্ণু দেবদেবের স্তব করিয়া তাঁহার দেহে লয় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহেশ্বর ভগবতী পার্ব্বতীকে বলিলেন,—হে সুব্রতে! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; চল, বিমানবরে আরোহণ করিয়া একান্তে গমন করত উৎসবের কথা কীর্ত্তন করি। এই বলিয়া তিনি ভগবতীর কর গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিমানবরে আরোহণ করাইয়া লীলা সহকারে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি নানারত্ন-বিচিত্র নানাধাতুময় অদ্রি, নদীনির্ঝর, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ, নদ, অখাত, দেবখাত ও গঙ্গাদি নদীসমূহে বিহার করিতে লাগিলেন। বিচরণ করিতে করিতে তিনি সৌগন্ধিক,কহ্লার,সহস্রদল, পিঞ্জর কর্ণিকার কোবিদার তাল, তমাল, হিন্তাল, প্রিয়ঙ্গু, পনস, তিলক এবং বকুল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও পুষ্পিতবৃক্ষপিঞ্জরিত বিবিধ ক্ষেত্র, দেবনদীতীরস্থ শরবণ, ফুল্লকাশ সুবর্ণাভ শরস্তম্বগণান্বিত হেমভূমিবিভাগ, বহ্নি-কান্তি মৃগদ্বিজ ও ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের জীবগত আশ্রম—এই সকল স্থান তিনি বিমান মধ্যে থাকিয়া দেবীকে দর্শন করাইতে করাইতে গমন করিতে লাগিলেন। দেবী পার্ব্বতী বনসন্নিধানে ষট্ কৃত্তিকাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—কৃত্তিকাগণ স্নাতা এবং অলঙ্কৃতা রহিয়াছে; তাঁহারা বিরজাম্বরা। ঐ চন্দ্রপত্নীগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীকে বলিল,—আপনি কে পুত্রার্থ গমন করিতেছেন; বলুন আপনার পুত্রের দর্শন লাভ করিবেন। পার্ব্বতী বলিলেন,—আমার এমন কি ভাগ্য যে, পুত্র আমার অঙ্ক অলঙ্কৃত করিবে? পুরুষের অভাগ্যবশে কুত্রাপি সুখলাভ হয় না।১১-২৮। আমি তোমাদিগকে দর্শন করিয়া পুত্র নাম শ্রবণ করিলাম: কিজন্য তোমরা এখানে আসিয়াছ, অবিলম্বে আমাকে বল। কৃত্তিকাগণ বলিল,—হে সুন্দরি! আমরা আপনার গচ্ছিত পুত্র প্রদান করিবার জন্য চাতুর্ম্মাস্যে এই দেবনিম্নগায় স্নান করিতে আসিয়াছি। পার্ব্বতী বলিলেন,—অয়ি সখীগণ! এ হাস্যরসের সময় নয়, সত্য করিয়া বল। অবসর

হাস্যং জায়তে চেতরেতরম্॥ ৩ ॥ কৃত্তিকা ঊচুঃ। সত্যং বদামহে দেবি তব ত্রৈলোক্যশোভিতে। অস্য স্তম্ভসমূহস্য মধ্যস্থং বালকং বৃণু॥৩২॥ কৃত্তিকানাং বচঃ শ্রুত্বা শঙ্কিতা পার্ব্বতী তদা। দদর্শ বালং দীপ্তাভং ষণ্মুখং দীপ্তবর্চ্চসম্॥ ৩৩ ॥ তড়িৎ-কোটিপ্রতীকাশং রূপদিব্যাশ্রিয়া যুতম্। বহ্নিপুত্রঞ্চ গাঙ্গেয়ং কার্ত্তিকেয়ং মহাবলম্॥ ৩৪॥ সা বৎসেতি গৃহীত্বা তং কুমারং পাণিনা মুদা। বিমানমধ্যমাদায় কৃত্বোৎসঙ্গে হ্যুবাচ হ॥ ৩৫ ॥ চিরঞ্জীব চিরং নন্দ চিরং নন্দয় বান্ধবান। ইত্যুক্ত্বা গাঢমালিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় তং সুতম্॥ ৩৬॥ স হৃষ্টা পরমোদারং ভাস্বরং হৃষ্টমানসম্। কার্ত্তিকেয়ো মহাপ্রেম্ণা প্রণিপত্য মহেশ্বরম্॥ ৩৭॥ ততঃ প্রাঞ্জলিরব্যগ্রঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। তদ্বিমানং যযৌ শীঘ্রং তীর্ত্বা নদনদীপতীন॥ ৩৮ ॥ জম্বুদ্বীপমতিক্রম্য লক্ষযোজনমায়তম্। ততঃ সমুদ্রং দ্বিগুণং লবণোদং তথৈব চ॥ ৩৯॥ উত্তরাংশ্চ কুরূন্নীত্বা বিমানেনার্কতেজসা। সমুদ্রদ্বিগুণং দ্বীপং কুশনাভেতি কীর্ত্তিতম্॥ ৪০ ॥ দিব্যলোকসমাক্রান্তং দিব্যপর্ব্বতসঙ্কুলম্। ইক্ষুদাদ্দ্বিগুণং দ্বীপং তদ্দ্বীপাদ্দ্বিগুণঃ পুনঃ॥ ৪১ ॥ তমতিক্রম্য তৎসিন্ধোর্দ্বিগুণং ক্রৌঞ্চসংজ্ঞিতম্। ততোঽপি দ্বিগুণঃ সিন্ধুঃ সুরোদো যক্ষসেবিতঃ॥ ৪২ ॥ ততোঽপি দ্বিগুণং দ্বীপং শাকদ্বীপেতিসংজ্ঞিতম্। অর্ণবদ্বিগুণং তস্মাদাজ্যরূপং সুনির্ম্মিতম্॥ ৪৩॥ পরমস্বাদসম্পূর্ণং যত্র সিদ্ধাঃ সমন্ততঃ। তস্মাচ্চ দ্বিগুণং দ্বীপং শাল্মলীবৃক্ষসংজ্ঞিতম্॥ ৪৪॥ সমুদ্রো দ্বিগুণস্তত্র দধিমণ্ডোদসম্ভবঃ। সাধ্যা বসন্তি নিয়তং মহত্তপসি সংস্থিতাঃ॥ ৪৫॥ ততোঽপি দ্বিগুণং দ্বীপং প্লক্ষনাম্নেতি বিশ্রুতম্। ক্ষীরোদো দ্বিগুণস্তত্র যত্রযত্র মহর্ষয়ঃ॥ ৪৬॥ সদ্মানি সুদিব্যানি ভৌমঃ স্বর্গ উদাহৃতঃ। তত্র স্বর্ণময়ী ভূমিস্তথা রজতসংযুতা॥ ৪৭॥ দৃষ্টা মধুপলস্বাদৈঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কা। যত্র স্ত্রীপুরুষাণাঞ্চ কল্পবৃক্ষা গৃহে স্থিতাঃ॥ ৩৮॥ বাসাংসি ভূষণানাঞ্চ সমূহান্ হর্ষয়ন্তি চ। এতানি দক্ষচিহ্নানি দ্বীপানি মুনিসত্তম॥ ৪৯॥ মহেশ্বরো বিমানেন ব্যতিক্রামদ্বি-

---

কালে একান্তে পরস্পর হাস্য করা উচিত। কৃত্তিকাগণ বলিল,—হে ত্রৈলোক্যশোভিতে! আমরা আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি; এই স্তম্ভ সমূহের মধ্যে বালক রহিয়াছে, আপনি গ্রহণ করুন। কৃত্তিকাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী তখন সংশয়িতচিত্তে দীপ্তবর্চ্চস, দীপ্তাভ ষণ্মুখ বালককে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—বালক তড়িৎ-কোটিপ্রতীকাশ; শ্রীমান্ বহ্নিপুত্র, গাঙ্গেয়, কার্ত্তিকেয় ও মহাবল। তিনি 'এস বৎস!' বলিয়া কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানে আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন,—বৎস! চিরজীবী হও, চির আনন্দিত থাক, এবং বান্ধবগণকে চিরকাল সুখে রাখ। এই বলিয়া তিনি গাঢরূপে আলিঙ্গন দিয়া পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তিনি যারপর নাই আনন্দিত হইয়া ভাস্বর হৃষ্টরোমা মহোদার স্বীয় পুত্রকে অবলোকন করিলেন। এই সময় কার্ত্তিকেয় প্রেমভরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের বিমান কত নদ-নদী অতিক্রম করিয়া বেগে চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ লক্ষযোজন আয়ত জম্বুদ্বীপ অতিক্রম করিল। এই স্থানে লবণসমুদ্র বিরাজিত; সমুদ্র-পরিমাণ দ্বীপপরিমাণের দ্বিগুণ। অনন্তর তাঁহাদের রথ উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া কুশনাভ দ্বীপাভিমুখে চলিতে লাগিল। কুশনাভদ্বীপ উক্ত সমুদ্রের দ্বিগুণপরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই স্থান দিব্যলোকসমাকীর্ণ ও পর্ব্বতসঙ্কুল। এখানকার সমুদ্রের নাম ইক্ষুদ-সমুদ্র, সমুদ্রও দ্বীপাপেক্ষা দ্বিগুণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতঃপর ইক্ষুদ সাগরাপেক্ষা দ্বিগুণ স্থানাধিষ্ঠিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ, এই স্থানে দ্বীপ-পরিমাণের দ্বিগুণ স্থানাধিকৃত যক্ষসেবিত সুরোদ সিন্ধু; সুরোদ সিন্ধুর পর শাকদ্বীপ, শাকদ্বীপের স্থলভাগ সুরোদ সগরের দ্বিগুণ পরিমিত অত্রত্য সাগর ঘৃতস্বরূপ, পরমাস্বাদ; এখানে সিদ্ধগণ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। অনন্তর শাল্মলীদ্বীপ, এই দ্বীপও উক্ত সাগরের দ্বিগুণ পরিমাণ। তাহার পরবর্ত্তী সাগরের নাম দধি-মণ্ডোদ সাগর। এখানে সাধ্যগণের বাস। তাহারা এখানে মহা তপস্যায় নিরত আছেন। ইহার পর প্লক্ষদ্বীপ, এই দ্বীপ শাল্মলীদ্বীপের দ্বিগুণ। এই দ্বীপের পর ক্ষীরোদ সাগর বিরাজিত। ইহা দ্বীপের দ্বিগুণ। এই সকল স্থানেই মহর্ষিগণ বাস করেন। এই ছয়টী ভৌম স্বর্গ বলিয়া অভিহিত। এই দ্বীপ সকলে ভূমি স্বর্ণময় ও রজতময় আছে। ঐ সকল স্থান মধুপলস্বাদে সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকে। এই দ্বীপের স্ত্রী-পুরুষদিগের গৃহে গৃহে

হায়সা। প্লক্ষদ্বীপস্থ চ প্রান্তে দ্বিগুণঃ ক্ষীরসাগরঃ। ৫০। তন্মধ্যে সুমহদ্দ্বীপং শ্বেতং নাম সুনিশ্চিতম্। রম্যকঃ পর্ব্বতস্তত্র শতশৃঙ্গোঽমিতক্রমঃ। ৫১। তস্য শৃঙ্গে মহদ্দিব্যে বিমানং স্থাপিতং তদা। তদামৃত-ফলৈর্বৃক্ষৈঃ সেবিতে হেমবালুকে। ৫২। ক্ষীর-স্রোতেন বিহতে শিলাতলসুসংবৃতে। বিবিক্তে সর্ব্বসুভগে মণিরত্নসমন্বিতে। ৫৩। উমায়ৈ কথয়া-মাস দেবদেবঃ পিনাকধৃক্। কার্ত্তিকেয়োঽপি শুশ্রাব গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ। ৫৪। ধ্যানযোগং মন্ত্র-রূপং দ্বাদশাক্ষরসংজ্ঞিতম্। প্রণবেন যুতং সাগ্রং সম্বহস্তং শ্রুতেঃ পরম্। ৫৫। ঈশ্বর উবাচ। অক্ষরত্রয়সংযুক্তো মন্ত্রোঽয়ং সকৃদক্ষরঃ। মাঘমাসহিত-শ্চায়মমায়ো বিশ্বপাবনঃ। ৫৬। বিষ্ণুগম্যো বিষ্ণুমধ্যো মন্ত্রত্রয়সমন্বিতঃ। তুরীয়কলয়াশেষব্রহ্মাগুগণ-সেবিতঃ। ৫৭। নিষ্কামৈর্ম্মুনিভিঃ সেব্যো মহাবিদ্যা-দিসেবিতঃ। নাভিতঃ শিরসি ব্যাপ্ত অখণ্ডসুখ-দায়কঃ। ৫৮। ওঙ্কারেতি প্রিয়োক্তিস্তে মহাদুঃখ-বিনাশনঃ। তং পূর্ব্বং প্রণবং ধ্যাত্বা জ্ঞানরূপং সুধা-শ্রয়ম্। ৫৯। জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম দেহশোধনতৎপরঃ। পদ্মাসনপরো ভূত্বা সম্পূজ্য জ্ঞানলোচনঃ। ৬০। নেত্রে মুকুলিতে কৃত্বা করৌ কৃত্বা তু সংহতৌ। চেতসি ধ্যানরূপেণ চিন্তয়েচ্ছিবমঙ্গলম্। ৬১। তড়িৎ-কোটিপ্রতীকাশং সূর্য্যকোটিসমচ্ছবিম্। চন্দ্রনক্ষ-সমচ্ছন্নং পুরুষং দ্যোতিতাখিলম্। ৬২। মূর্ত্তামূর্ত্ত-বিরাজন্তং সদসদ্রূপমব্যয়ম্। চিন্তয়িত্বা বিরাড়্রূপং ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ। চাতুর্ম্মাস্যে সকৃদপি ধ্যানাৎ-কল্মষসংক্ষয়ঃ। ৬৩। এবঞ্চ মন্ত্রপমিদং সুরারের-মোঘবীর্য্যং গুণতোঽপ্যপারম্। বিলোকয়েদ্ যোঽঘ-বিনাশনায় ক্ষণং প্রভুর্জ্জন্মশতোস্তবাঘং। ৬৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে ধ্যানযোগে, নামৈকষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৬১।

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ। ধ্যানযোগমহং প্রাপ্য জ্ঞানযোগ-মবাপ্নুয়াম্। তথা কুরুষ দেবেশ যথাহমমরী ভবে। ১। ঈশ্বর উবাচ। প্রত্যুক্তোঽয়ং

কল্পবৃক্ষ আছে। ঐ কল্পবৃক্ষ তাহাদিগকে বসন-ভূষণ প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল দ্বীপ দক্ষ-চিহ্ন। ভগবান ভব বিমানারোহণে আকাশমার্গে এই সকল স্থান অতিক্রম করিলেন। প্লক্ষদ্বীপের সীমান্ত প্রদেশে দ্বীপপরিমাণের দ্বিগুণ ক্ষীরসাগর বিরাজিত। ইহার মধ্যে সুমহৎ শ্বেত নামক দ্বীপ, দ্বীপমধ্যে রম্যক পর্ব্বত। রম্যকে শত শৃঙ্গ ও অসংখ্য ক্রমরাজি বিরাজিত। এই রম্যকের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে ঈশান বিমান অবতারিত করিলেন। ঐ শৃঙ্গে কত অমৃত ফলের বৃক্ষ, সুবর্ণের বালুকা, শিলাতলে অপরিমিত ক্ষীর পতিত রহিয়াছে। স্থান নির্জ্জন, সর্ব্বসুভগ ও মণিরত্নসমন্বিত। এই স্থানে দেবদেব দেবী পার্ব্বতীকে কি বলিতে লাগিলেন, এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর বিষয় কার্ত্তিকেয়ও শ্রবণ করিলেন। এই গুহ্য বিষয় ধ্যানযোগ। এই ধ্যানযোগ মন্ত্ররূপ, দ্বাদশাক্ষরসংজ্ঞিত, প্রণবযুক্ত, সাগ্র, সম্বহস্ত ও শ্রুতির পরবর্ত্তী। ঈশ্বর বলিলেন,—ইহা অক্ষর-ত্রয়-সংযুক্ত একাক্ষর মন্ত্র। ইহা মাঘমাসে হিত-কর। ইহা অমায়, বিশ্বপাবন, বিষ্ণুগম্য, বিষ্ণু-মধ্য, মন্ত্রত্রয়-সমন্বিত, চতুর্থ কলা দ্বারা অশেষ-ব্রহ্মাণ্ডসেবিত, নিষ্কামমুনিগণ-পূজিত, মহাবিদ্যা-সেবিত, নাভি হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত পরি-ব্যাপ্ত, ও অখণ্ড সুখদায়ক। ইহার মধুর নাম —মহাদুঃখ নাশন ওঙ্কার। এই জ্ঞানরূপ সুধাশ্রয় ওঙ্কারের ধ্যান করিয়া মানব সর্ব্বগত ব্রহ্মকে জানিতে পারে। এইরূপ জ্ঞানের পর দেহশোধন-তৎপর হইয়া মানব বদ্ধ-পদ্মাসন হইবে। অন-ন্তর নেত্র মুকুলিত, ও করযুগল সংহত করত মানব জ্ঞান-লোচনে ব্রহ্মের পূজা করিয়া হৃদয়ে শিব মঙ্গল, তড়িৎ-কোটিপ্রতীকাশ, সূর্য্যকোটিসমচ্ছবি, চন্দ্রনক্ষত্রসমাচ্ছন্ন, মূর্ত্তামূর্ত্ত-বিরাজিত, সদসদ্রূপ, বিরাট্, অব্যয় পুরুষকে চিন্তা করিলে পুনরায় আর স্তন্যপায়ী হয় না। চাতুর্ম্মাস্যে একবারমাত্র ধ্যানে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। আমার এই অমোঘবীর্য্য গুণাতীত স্বরূপ দর্শন করে, সে ক্ষণ মধ্যেই শতজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশিনাশে সক্ষম হয়। ২৯—৬৪।

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেব! আমি আপ-নার নিকট ধ্যানযোগ লাভ করিয়া জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হইলাম; অধুনা আপনি এই করুন—যাহাতে

মন্ত্ররাজো দ্বাদশাক্ষরসংজ্ঞিতঃ। জপ্তব্যঃ সুকুমারাঙ্গি বেদসারঃ সনাতনঃ ॥ ২ ॥ প্রণবঃ সর্ব্ববেদাদ্যঃ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডযাজকঃ। প্রথমঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ৩ ॥ সিতবর্ণো মধুচ্ছন্দা ঋষির্ব্রহ্মা তু দেবতা। পরমাত্মা তু গায়ত্রী নিয়োগঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪ ॥ এতদ্ব্রহ্মময়ং বীজং বিশ্বমত্র সমন্বিতম্। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বাখ্যং সদসদ্রূপমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥ নকারঃ পীতবর্ণশ্চ জলবীজঃ সনাতনঃ। বীজং পৃথ্বী মনশ্ছন্দো বিষহা বিনিয়োগতঃ ॥ ৬ ॥ মোকারঃ পৃথিবীবীজো বিশ্বামিত্রসমন্বিতঃ। রক্তবর্ণো মহাতেজা ধনদো বিনিয়োজিতঃ ॥ ৭ ॥ ভকারঃ পঙ্কবর্ণশ্চ জলবীজঃ সনাতনঃ। মরীচিনা সমাযুক্তঃ পূজিতঃ সর্ব্বভোগদঃ ॥ ৮ ॥ গকারো হেমরক্তাভো ভরদ্বাজসমন্বিতঃ। বায়ুবীজো বিনির্যোগাৎ কুর্ব্বতামাদিভোগদঃ ॥ ৯ ॥ বকারঃ কুন্দধবলো ব্যোমবীজো মহাবলঃ। ঋষিমন্ত্রিপুরস্কৃতো যোজিতো মোক্ষদায়কঃ ॥ ১০ ॥ তেকারো বিদ্যুদ্বিকারঃ সোমবীজং মহৎ স্মৃতম্। অঙ্গিরাবর্দ্ধমূলঞ্চ বর্জ্জিতং কর্ম্মকামিকম্ ॥ ১১ ॥ বাকারো ধূম্রবর্ণশ্চ সূর্য্যবীজং মনোজবম্। পুলস্ত্যর্ষিসমাযুক্তং নিযুক্তং সর্ব্বসৌখ্যদম্ ॥ ১২ ॥ সুকারশ্চাক্ষয়ো নিত্যং জপাকুসুমভাস্বরঃ। মনোবীজং দুর্ব্বিষহং পুলহাশ্রিতমর্থিদম্ ॥ ১৩ ॥ দেকারাক্ষরকং বীজং হংসরূপঞ্চ কর্ব্বুরম্। সিদ্ধিবীজং মহাসত্ত্বং ক্রতৌ ক্রতুনিয়োজিতম্ ॥ ১৪ ॥ বাকারো নির্ম্মলো নিত্যং যজমানশ্চ বীজভৃৎ। প্রচেতোশ্রিয়মাশ্রেয়ং মোক্ষে মোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ১৫ ॥ যকারস্তু মহাবীজং পিঙ্গবর্ণশ্চ খেচরী। ভূচরী চ মহাসিদ্ধিঃ সর্ব্বদা ভূবিচিন্তনম্ ॥ ১৬ ॥ ভৃগুযন্ত্রে সমাশ্রান্তিনিয়োগে সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ। গায়ত্রী ছন্দ এতেষাং দেহন্যাসক্রমো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ ওঙ্কারং সর্ব্বদা ন্যস্তন্নকারং পাদয়োর্দ্বয়োঃ। মোকারং গুহ্যদেশে তু ভকারং নাভিপঙ্কজে ॥ ১৮ ॥ গকারং হৃদয়ে ন্যস্য বকারঃ কণ্ঠমধ্যগঃ। তেকারং দক্ষিণে হস্তে বাকারো বামহস্তগঃ ॥ ১৯ ॥ সুকারং মুখজিহ্বায়াং দেকারঃ কর্ণয়োর্দ্বয়োঃ। বাকারশ্চক্ষুষোর্দ্বন্দে যকারং মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ২০ ॥ লিঙ্গমুদ্রা যোনিমুদ্রা ধেনুমুদ্রাতথা ত্রয়ম্। সকলং কৃতমেতদ্ধি মন্ত্ররূপে

আমি অমরী হইতে পারি। ঈশ্বর বলিলেন,—অয়ি সুকুমারাঙ্গি! আমি এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ প্রয়োগ করিতেছি। এই সনাতন বেদসার তুমি জপ করিবে। প্রণব সর্ব্ব বেদের আদি ও সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডযাজক। এই সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক মন্ত্র সর্ব্ব কার্য্যের প্রথমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ শুক্ল, ঋষি মধুচ্ছন্দা, দেবতা ব্রহ্মা, পরমাত্মা গায়ত্রী; সকল কর্ম্মেই ইহার নিয়োগ হইয়া থাকে। ইহার বীজ ব্রহ্মময়; বেদবেদাঙ্গতত্ত্ব এমন কি নিখিল বিশ্ব ইহাতে নিহিত। ইহা সদসদ্রূপ ও অব্যয়। 'ন' কারের বর্ণ পীত; ইহা সনাতন জলবীজ; ইহার দেবতা পৃথিবী, ঋষি মনশ্ছন্দা! ইহা প্রয়োগ করিলে বিষহানি হয়। 'ম' পৃথিবীবীজ; ইহার ঋষি বিশ্বামিত্র,বর্ণ রক্ত, তেজ অলৌকিক; ইহা প্রযুক্ত হইলে ধনদায়িক হয়। 'ভ' কার জলবীজ; ইহার বর্ণ পঙ্ক, ঋষি মরীচি, পূজিত হইয়া সর্ব্বভোগ প্রদান করে। 'গ' বায়ুবীজ; ইহার বর্ণ হেম-রক্তাভ, ঋষি ভরদ্বাজ, প্রযুক্ত হইলে আদি ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। 'ব' কার আকাশবীজ, ইহার বর্ণ কুন্দবৎ ধবল, ইহার তেজ অতি অদ্ভুত, ঋষি-দেবতার সহিত এই মন্ত্র প্রয়োগ করিলে মোক্ষ লাভ হয়। 'তে' কার চন্দ্রবীজ; ইহা বিদ্যুতের বিকার, ঋষি অঙ্গিরা; ইহা বর্জ্জন করিলে কর্ম্মে কাম উৎপন্ন করে। 'বা' ধূম্রবর্ণ, সূর্য্যবীজ, মনোজব ও পুলস্ত্য-ঋষি-সমাযুক্ত। ইহা প্রযুক্ত হইলে সর্ব্ব সৌখ্য প্রদান করে। 'সু' কার অক্ষয়; ইহা জবাকুসুমের মত ভাস্বর, মনোবীজ, ও দুর্ব্বিষহ। পুলহ ইহার ঋষি। 'দে' কার সিদ্ধিবীজ, অক্ষয়, হংসরূপী, কর্ব্বুর বর্ণ ও মহাসত্ত্ব; যজ্ঞে ইহার নিয়োগ হয়। 'বা' কার নিত্য নির্ম্মল, যজমান, বীজভৃৎ, প্রচেতা-শ্রী-অবলম্বী ও মোক্ষপ্রদায়ক। 'য়' কার মহাবীজ, ও পিঙ্গবর্ণ। ইহার নিয়োগে খেচরী ও ভূচরী ও ভূমি-বিষয়ক চিন্তা এই সকল মহাসিদ্ধি লাভ হয়। ভৃগুযন্ত্রে ইহার আশ্রম। ইহা সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকেরই ছন্দ গায়ত্রী এবং দেহে ইহাদের ক্রমিক ন্যাস হইয়া থাকে। ১—১৭। 'ওঁ' কার সর্ব্বথা ন্যাস করিয়া পাদদ্বয়ে 'ন' কার, গুহ্যে 'ম' কার, নাভিপঙ্কজে ভকার, হৃদয়ে 'গ' কার, কণ্ঠ মধ্যে 'ব' কার, দক্ষিণহস্তে 'তে' কার, বামহস্তে 'বা' কার, মুখ-জিহ্বায় 'সু' কার, কর্ণদ্বয়ে 'দে' কার, চক্ষুর্দ্বয়ে 'বা' কার, এবং মস্তকে 'য়' কার ন্যাস করিবে। লিঙ্গমুদ্রা, যোনিমুদ্রা ও ধেনুমুদ্রা এই সকল মুদ্রা বীজাক্ষরসমষ্টি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের ন্যাসকালে করিতে হয়। যে

বিজ্ঞাক্ষরম্ ৷ ২১ ৷ যোজয়েৎ প্রত্যহং দেবি ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে। এতদ্বাদশলিঙ্গারং কূর্ম্মস্থং দ্বাদশাক্ষরম্ ৷ ২২ ৷ শালগ্রামশিলাশ্চৈব দ্বাদশৈব হি পূজিতাঃ। তাভিঃ সগাকরৈরেভিঃ প্রত্যক্ষৈঃ গত-সংসদি ৷ ২৩৷ যথাবর্ণমন্ত্ৰধ্যানৈর্মুনিবীজসমন্বিতৈঃ। বিনিয়োগেন সহিতৈশ্ছন্দোভিঃ সমলঙ্কৃতৈঃ ॥ ২৪ ৷ ধ্যানৈর্জ্জপৈঃ পূজিতৈশ্চ ভক্তানাং মুনিসত্তম। মোক্ষো ভবতি বন্ধেভ্যঃ কর্ম্মজেভ্যো ন সংশয়ঃ ৷ ২৫ ৷ অয়ং হি ধ্যানকর্ম্মাখ্যো যোগো দুষ্প্রাপ্য এব হি। ধ্যানযোগং পুনর্ব্বচ্মি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসা ৷ ২৬ ৷ ধ্যানযোগেন পাপানাং ক্ষয়ো ভবতি নান্যথা। জপধ্যানময়ো যোগঃ কর্ম্মযোগো ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ শব্দব্রহ্মসমুদ্ভূতো বেদেন দ্বাদশাক্ষরঃ। ধ্যানেন সর্ব্বমাপ্নোতি ধ্যানেনাপ্নোতি শুদ্ধতাম্ ৷ ২৮ ॥ ধ্যানেন পরমং ব্রহ্ম মূর্ত্তৌ যোগস্তু ধ্যানজঃ। সাবলম্বো ধ্যানযোগো যন্নারায়ণদর্শনম্ ৷ ২৯ ৷ দ্বিতীয়ো নিখিলালম্বো জ্ঞানযোগেন কীর্ত্তিতঃ ৷ অরূপমপ্রমেয়ং যৎ সর্ব্বকায়ংমহঃ সদা ॥ ৩০ ৷ তড়িৎ-কোটিসমপ্রভং সদোদিতমখণ্ডিতম্। নিষ্কলং সকলং বাপি নিরঞ্জনময়ং বিয়ৎ ॥ ৩১ ॥ তৎস্বরূপং ভোগরূপং তুর্য্যাতীতমনোপমম্। বিভ্রান্তিকরণং মূর্ত্তং প্রকৃতিস্থঞ্চ শাশ্বতম্ ৷ ৩২ ৷ দৃশ্যাদৃশ্যমজং চৈব বৈরাজং সম্যগোজ্জ্বলম্। বহুলং সর্ব্বজং ধর্ম্ম্যং নির্ব্বিকল্প-মনীশ্বরম্ ৷ ৩৩ ৷ অগোত্রং বরণং বাপি ব্রহ্মাণ্ড-শতকারণম্। নিরীহং নির্ম্মমং বুদ্ধিশূন্যরূপঞ্চ নির্ম্মলম্ ৷ ৩৪ ৷ তদীশরূপং নির্দ্দেহং নির্দ্বন্দ্বং সাক্ষি-মাত্রকম্। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ধ্যাতৃধ্যেয়বিবর্জ্জিতম্। নোপমেয়মগাধং ত্বং স্বীকুরুষ স্বতেজসা ৷ ৩৫ ৷ পার্ব্বত্যুবাচ। তৎকথং প্রাপ্যতে সম্যগ্ জ্ঞানং যোগিস্বরূপিণম্! নারায়ণমমূর্ত্তঞ্চ স্থানং তস্য বদ প্রভো ॥ ৩৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শিরঃ প্রধানং গাত্রেষু শিরসা ধার্য্যতে মহান্ ৷ ৩৭ ॥ শিরসা পূজিতো দেবঃ পূজিতং সকলং জগৎ। শিরসা ধার্য্যতে যোগঃ শিরসা ধ্রিয়তে বলম্ ॥ ৩৮। শিরসা ধ্রিয়তে তেজো জীবিতং শিরসি স্থিতম্। সূর্য্যঃ শিরো হ্যমূর্ত্তস্য মূর্ত্তস্যাপি তথৈব চ ॥ ৩৯ ৷ উরস্ত পৃথিবী-লোকঃ পাদশ্চৈব রসাতলম্। অয়ং ব্রহ্মাণ্ডরূপে চ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ ॥ ৪০ ॥ বিষ্ণুরেব ব্রহ্মরূপো জ্ঞান-

মানব প্রত্যহ মন্ত্রের সহিত এই সকল যোজনা করে, সে কদাচ পাপে লিপ্ত হয় না। অনুধ্যান ঋষি, বীজ, নিয়োগ ও ছন্দ এই সকলের সহিত বর্ত্তমান দ্বাদশলিঙ্গার কূর্ম্মস্থ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা দ্বাদশ শালগ্রাম শিলার যদি পূজা জপ ও ধ্যান করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মজ বন্ধন হইতে ভক্তের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই। এইভাবে যে পূজা করা, তাহা নিশ্চয়ই ধ্যান-কর্ম্মাখ্য দুষ্প্রাপ্য যোগ। তথাপি আমি পুনরায় ধ্যানযোগ বলিতেছি; একাগ্রমনে শ্রবণ কর। ধ্যানযোগে নিশ্চয়ই পাপক্ষয় হইয়া থাকে, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। জপ-ধ্যানরূপ যে যোগ, তাহা কর্ম্মযোগ, ইহা নিঃসন্দেহ। শব্দব্রহ্ম দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ধ্যানে সমস্তই পাওয়া যায়, ধ্যানে শুদ্ধতা পাওয়া যায়, অধিক আর কি বলিব, ধ্যানে পরব্রহ্মও লাভ করিতে পারা যায়। মূর্ত্তির স্থিরীকরণও ধ্যান হইতেই হইয়া থাকে। প্রথম ধ্যানযোগের একটী অবলম্বন থাকে; যেমন ধ্যানে নারায়ণকে দর্শন করা—ইহা হইল প্রথম যোগ। দ্বিতীয় জ্ঞানযোগ, ইহা নিখিলালম্ব, ইহাতে বহু বহু অবলম্বন অর্থাৎ বিষয় থাকে। যেমন অরূপ, অপ্রমেয়, সর্ব্বাকার, সদাতেজঃ, তড়িৎকোটি-সমপ্রভা, সদাপ্রকাশ, অখণ্ড, নিষ্কল সকল, নিরঞ্জনময়, বিয়ৎ, তৎস্বরূপ, ভোগরূপ, তুর্য্যাতীত, অনুপম, বিভ্রান্তকরণ, মূর্ত্তি, প্রকৃতিস্থ, শাশ্বত, দৃশ্যাদৃশ্যময়, বৈরাজ, সম্যক উজ্জ্বল বহুল, সর্ব্বজ, ধর্ম্ম, নির্ব্বিকল্প, অনীশ্বর, অগোত্র, বরণ, ব্রহ্মাণ্ডশতকারণ, নিরীহ নির্ম্মল, জ্ঞানাজ্ঞেয়রূপ, নির্ম্মল, ঈশরূপ, নির্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব, সাক্ষিমাত্র শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, ধ্যাতৃ ধ্যেয়বিবর্জ্জিত, অনুপম, অগাধ পুরুষকে জ্ঞান-যোগে দর্শন করা যায়। হে দেবি! তুমি ইহাকে জ্ঞানযোগে দর্শন কর। ১৮—৩৫। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেব! আপনি আমাকে উপদেশ দেন, আমি কোন্ স্থানে সেই যোগিস্বরূপ অমূর্ত্ত নারায়ণকে ধ্যান করিব। ঈশ্বর বলিলেন;—হে দেবি! মস্তকই সর্ব্বাবয়বের প্রধান, অতএব তুমি সেই মহান্‌কে মস্তকে ধারণ করিবে। দেব মস্তক দ্বারা পূজিত হইলে এই জগৎ পূজিত হইয়া থাকে। মস্তক দ্বারা যোগ, বল, তেজ, জীবন, এই সকল ধারণ করা যায়। সূর্য্য মূর্ত্ত ও অমর্ত্ত্যের মস্তক, পৃথিবী বক্ষ ও পাদদ্বয় রসাতল স্বরূপ, এই ব্রহ্মাণ্ড-রূপ শরীরে মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপ ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুই স্বয়ং

যোগাশ্রয়ঃ স্বয়ম্। সৃজতে সর্ব্বভূতানি পালয়ত্যপি সর্ব্বশঃ। ৪১ ॥ বিনাশয়তি সর্ব্বং হ সর্ব্বদেবময়ো স্বয়ম্। সর্ব্বমাসেষ্বাধিপত্যং যস্য বিষ্ণোঃ সনাতনম্। ৪২। তস্মাৎ সর্ব্বেষু মাসেষু সর্ব্বেষু দিবসেষ্বপি। সর্ব্বেষু যামকালেষু সংস্মরন্মুচ্যতে হরিম্ ॥ ৪৩ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ ধ্যানমাত্রাৎ প্রমুচ্যতে। অমূর্ত্তসেবনং গঙ্গাতীর্থধ্যানাদ্বরং পরম্ ॥৪৪॥ সর্ব্বদানোত্তরং চৈব চাতুর্ম্মাস্যে ন সংশয়ঃ। সর্ব্বমাসকৃতং পাপং চাতুর্ম্মাস্যে শুভাশুভম্। ৪৫। অক্ষয়ং তদ্ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানযোগো বহূত্তমঃ। ৪৬। সেবিতো বিষ্ণুরূপেণ ব্রহ্মমোক্ষপ্রদায়কঃ। শৃণ্বাবহিতা ভূত্বা মূর্ত্তামূর্ত্তে স্থিতিং শুভে ॥ ৪৭ ॥ ন কথেয়ং যস্য কস্য সুতস্যাপ্যপরস্য চ। অদান্তায়াথ দুষ্টায় চলচিত্তায় দাম্ভিকে। ৪৮। স্ববাক্‌চ্যুতায় নিন্দ্যায় ন বাচ্যা যোগজা কথা। নিত্যভক্তায় দান্তায় শমাদিগুণিনে তথা। ৪৯ ॥ বিষ্ণুভক্তায় দাতব্যা শূদ্রায়াপি দ্বিজন্মনে। অভক্তায়াপ্যশুচয়ে ব্রহ্মস্থানং ন কথ্যতে। ৫০ ॥ মদ্ভক্ত্যা যোগসিদ্ধিং ত্বং গৃহাণাশু তপোধনে। অদ্ভুতং জ্ঞানগম্যং তং বিদ্ধি নারায়ণং পরম্। ৫১ ॥ নাদরূপেণ শিরসি তিষ্ঠন্তং সর্ব্বদেহিনাম্। স এব জীবশিরসি বর্ত্ততে সূর্য্যবিম্ববৎ। ৫২। সদোদিতঃ সূক্ষ্মরূপো মূর্ত্তো মূর্ত্ত্যা প্রণীয়তে। অভ্যাসেন সদা দেবি প্রাপ্যতে পরমাত্মকঃ। ৫৩। শরীরে সকলা দেবা যোগিনো নিবসন্তি হি। কর্ণে তু দক্ষিণে নদ্যো নিবসন্তি তথাপরাঃ। ৫৪। হৃদয়ে চেশ্বরঃ শম্ভুর্নাভৌ ব্রহ্মা সনাতনঃ। পৃথ্বী পাদতলাগ্রে তু জলং সর্ব্বগতং তথা। ৫৫। তেজো বায়ুস্তথাকাশং বিদ্যতে ভালমধ্যতঃ। হস্তে চ পঞ্চ তীর্থানি দক্ষিণে নাত্র সংশয়ঃ। ৫৬। সূর্য্যো যদ্দক্ষিণং নেত্রং চন্দ্রো বামমুদাহৃতম্। ভৌমশ্চৈব বুধশ্চৈব নাসিকে দ্বে উদাহৃতে। ৫৭। শুক্রশ্চ দক্ষিণে কর্ণে বামকর্ণে তথা ভৃগুঃ। মুখে শনৈশ্চরঃ প্রোক্তো গুদে রাহুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ৫৮। কেতুরিন্দ্রিয়গঃ প্রোক্তো গ্রহাঃ সর্ব্বে শরীরগাঃ। যোগিনো দেহমাসাদ্য ভুবনানি চতুর্দ্দশ। ৫৯ ॥ প্রবর্ত্তন্তে সদা দেবি তস্মাদ্‌যোগং সদাভ্যসেৎ। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ যোগী পাপং নিকৃন্ততি। ৬০। মুহূর্ত্তমপি যো যোগী মস্তকে ধারয়েন্মনঃ। কর্ণৌ

জ্ঞানযোগের আশ্রয়। তিনি ভূত সকলকে সৃজন পালন ও বিনাশ করিতেছেন। সকল মাসেই তাঁহার সনাতন আধিপত্য আছে। অতএব সকল মাস, দিবস, প্রহরে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া মানব মুক্তিলাভ করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে নর ধ্যানমাত্রে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। অমূর্ত্তসেবা গঙ্গাতীর্থ ধ্যান করা অপেক্ষা পুণ্যপ্রদ। ইহা চাতুর্ম্মাস্যে সর্ব্বদানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সর্ব্বমাসকৃত পাপ চাতুর্ম্মাস্যব্রতে বিনষ্ট হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্যে কৃত শুভাশুভ কর্ম্ম অক্ষয় হইয়া থাকে। এ বিষয়ে তর্ক করা উচিত নহে। জ্ঞানযোগ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ঈশ্বর বিষ্ণুরূপে সেবিত হইয়া ব্রহ্মমোক্ষ প্রদান করেন। হে দেবি! তুমি অবহিত হইয়া মূর্ত্তামূর্ত্তস্থিতিবিষয়ক কথা শ্রবণ কর। ইহা যাহাকে-তাহাকে বলিতে নাই। এমন কি পুত্রও অশিষ্ট হইলে বলা উচিত নহে। অদান্ত, দুষ্ট, চলচিত্ত, দাম্ভিক, স্ববাক্যচ্যুত, ও নিন্দ্য ব্যক্তিকে যোগ-সম্বন্ধীয় কথা বলিতে নাই। নিত্যভক্ত, দান্ত, শান্ত, ও বিষ্ণুভক্তকে ইহা প্রদান করিতে হয়। শূদ্র বিশেষ বিষ্ণুভক্ত হইলে তাহাকে উপদেশ দেওয়া চলে। দ্বিজন্মা যদি অভক্ত ও অশুচি হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবে না। হে তপোধনে! তুমি মৎপ্রতি ভক্তবলে শীঘ্র যোগসিদ্ধি গ্রহণ কর। নারায়ণকে তুমি অদ্ভুত ও জ্ঞানগম্য বলিয়া জানিবে। তিনি নাদরূপে সর্ব্ব দেহীর শিরোদেশে অবস্থান করিতেছেন। তিনি উদিত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় সর্ব্বদা জীবমস্তকে বাস করেন। জীবশরীরে তিনি সূক্ষ্মমূর্ত্তরূপে অবস্থান করেন। অভ্যাস দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। যোগিশরীরে দেবগণ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দক্ষিণ কর্ণে নদী, হৃদয়ে ঈশ্বর শম্ভু, নাভিতে সনাতন ব্রহ্মা, পাদতলাগ্রে পৃথ্বী, সর্ব্বাবয়বে জল, ভালমধ্যে তেজ, বায়ু, আকাশ, দক্ষিণ হস্তে পঞ্চতীর্থ, দক্ষিণ নেত্রে সূর্য্য, বামনেত্রে চন্দ্র, নাসিকাদ্বয়ে ভূমিসুত ও বুধ, দক্ষিণ কর্ণে শুক্র, বামকর্ণে ভৃগু মুখে শনৈশ্চর, গুহ্যে রাহু, ইন্দ্রিয়সমষ্টিতে কেতু এবং গ্রহগণ সর্ব্বশরীরে বাস করে। হে দেবি! এই ভাবে যোগি-শরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান আছে। অতএব তুমি যোগ অভ্যাস কর। চতুর্ম্মাস্যে যোগী হইলে সর্ব্ব পাপক্ষয় হয়। যে যোগী কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া মন মস্তকে ধারণ

পিধায় পাপেভ্যো মুচ্যতেহসৌ ন সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥ অন্তরং নৈব পশ্যামি বিষ্ণোর্যোগপরস্য বা। একোহপি যোগী যদ্গেহে গ্রাসমাত্রং ভুনক্তি চ ॥ ৬২ ॥ কুলানি ত্রীণি সোহবশ্যং তারয়েদাত্মনা সহ। যদি বিপ্রো ভবেদ্‌যোগী সোহবশ্যং দর্শনাদপি ॥ ৬৩ ॥ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং দেবি পাপরাশিনিষূদকঃ। সৎক্রিয়ো ব্রহ্মনিরতঃ সচ্ছুদ্রো যোগভাগ্‌যদি ॥ ৬৪ ॥ ভবেৎ সদ্রুদ্রভক্তো বা সোহপ্যমূর্ত্তফলং লভেৎ। যো যোগী নিয়তাহারঃ পরব্রহ্মসমাধিমান্ ॥ ৬৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ হরৌ স লয়ভাগভবেৎ। যথা সিদ্ধরসস্পর্শাল্লোহং ভবতি কাঞ্চনম্ ॥ ৬৬ ॥ তথা মূর্ত্তং হরিপ্রীত্যা মনুষ্যো লয়মাত্রজেৎ। যথামার্গজলং গঙ্গাপতিতং ত্রিদশৈরপি ॥ ৬৭ ॥ সেবিতং সর্ব্বফলদং তথা যোগী বিমুক্তিদঃ। যথা গোময়মাত্রেণ বহ্নির্দীপ্যতি সর্ব্বদা ॥ ৬৮ ॥ দেবতানাং মুখং তদ্ধি কীর্ত্ত্যতে যাজ্ঞিকৈঃ সদা। এবং যোগী সদাভ্যাসাজ্জায়তে মোক্ষভাজনম্ ॥ ৬৯ ॥ যোগোহয়ং সেব্যতে দেবি জ্ঞানসিদ্ধিপ্রদঃ সদা। সনকাদিভিরাচার্য্যৈর্মুমুক্ষুভিরধীশ্বরৈঃ ॥ ৭০ ॥ প্রথমং জ্ঞানসম্পত্তির্জ্জায়তে যোগিনাং সদা। তেষাং গৃহীতমাত্রস্য যোগী ভবতি পার্ব্বতি ॥ ৭১ ॥ ততস্তু সিদ্ধয়স্তস্য হ্যণিমাদ্যাঃ পুরোগতাঃ। ভবন্তি তত্রাপি মনো ন দদ্যাদ্‌যোগিনাং বরঃ ॥ ৭২ ॥ সর্ব্বদানক্রতুভবং পুণ্যং ভবতি যোগতঃ। যোগাৎ সকলকামাপ্তির্ন যোগাদ্ভুবি প্রাপ্যতে ॥ ৭৩ ॥ যোগাৎ হৃদয়গ্রন্থির্ন যোগান্মমতা রিপুঃ। ন যোগসিদ্ধস্য মনো হর্ত্তুং কেনাপি শক্যতে ॥ ৭৪ ॥ স এব বিমলো যোগী যচ্চিত্তং শিরসি স্থিতম্। স্থিরীভূতব্যথং নিত্যং দশমদ্বারসম্পুটে ॥ ৭৫ ॥ কর্ণৌ পিধায় মর্ত্ত্যস্য নাদরূপং বিচিন্ততঃ। তদেব প্রণবস্যাগ্রং তদেব ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৭৬ ॥ তদেবানন্তরূপাখ্যং তদেবামৃতমুত্তমম্। প্রাণবায়ৌ প্রঘোষোহয়ং জঠরাগ্নের্মহৎ পদম্ ॥ ৭৭ ॥ পঞ্চভূতনিবাসং যজ্জ্ঞানরূপমিদং পদম্ : পদং প্রাপ্য বিমুক্তিঃ স্যাজ্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥ ৭৮ ॥ যদাপ্তি দুর্লভা লোকে যোগসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ৭৯ ॥ এবং ব্রহ্মময়ং বিভাতি সকলং বিশ্বং চরং স্থাবরং

করে, সে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি বিষ্ণুতে আর যোগী ব্যক্তিতে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। যাহার গৃহে যোগী ব্যক্তি এক গ্রাস মাত্র আহার করে, সে আপনাকে লইয়া তিন কুল উদ্ধার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যদি যোগী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মানবগণের পাপরাশি বিদূরিত হয়। সৎক্রিয়, ব্রহ্ম-নিরত, রুদ্রভক্ত সচ্ছুদ্র ব্যক্তি যদি যোগভাগী হয়, তাহা হইলে সেও অমূর্ত্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। যোগী নিয়তাহার ও পরব্রহ্মে সমাধিমান হয়, বিশেষত যদি সে চাতুর্ম্মাস্যে এরূপ হয়, তাহা হইলে সে হরিতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন সিদ্ধরসস্পর্শে লৌহ কাঞ্চন হয়, তদ্রূপ হরিপ্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া নর তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন সাধারণ মার্গবাহী গঙ্গাপতিত জল ত্রিদশগণের পূজিত হইয়া সর্ব্ব ফলপ্রদ হইয়া থাকে, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তি মুক্তি প্রদান করেন। যেমন গোময় মাত্র ভক্ষণে বহ্নি দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, এবং যাজ্ঞিকগণ তাঁহাকে দেবতা-মুখ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তদ্রূপ যোগী জন কেবল অভ্যাস বশতই মোক্ষভাজন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু সনকাদি আচার্য্যগণ এই জ্ঞানসিদ্ধিপ্রদ যোগ সর্ব্বদা অভ্যাস করিতেন। প্রথমতঃ যোগিগণের জ্ঞানসম্পত্তি জন্মে, সেই জ্ঞানসম্পত্তি প্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহারা যোগী পদবাচ্য হন। তখন অণিমাদি সিদ্ধি তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তখন তাঁহারা ঐ সিদ্ধিতে মন দেন না। যোগ হইতেই সর্ব্ব দানযজ্ঞাদিজনিত ফল লব্ধ হইয়া থাকে। যোগদ্বারা সকল অভিলষিত লব্ধ হইয়া থাকে, যোগদ্বারা পাওয়া যায় না, এমন বস্তু জগতে দুর্ল্লভ। যোগে হৃদয়ের গ্রন্থি খুলিয়া যায়; এবং মায়া ও রিপু এসকল দূরে পলায়ন করে। যোগসিদ্ধ ব্যক্তির মন কেহ কোন রকমে হরণ করিতে পারে না। সেই পরমযোগী,—যাহার মন সর্ব্বদা শিরোদেশে বাস করে। মর্ত্ত্যগণ কর্ণযুগল আচ্ছাদিত করিয়া নাদ রূপ চিন্তা করিতে থাকিলে, তাহাদের প্রাণ বায়ুতে তখন সেই প্রণবাখ্য অমৃত অনন্ত শাশ্বত ব্রহ্ম ঘোষিত হয়। ইহা জঠরাগ্নির নিদান পঞ্চভূতনিবাস জ্ঞানরূপ বস্তু। এই জ্ঞানরূপ বস্তু লব্ধ হইলে জন্মসংসারবন্ধন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। ।৬১—৭৯। এ হেন জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদায়ক ও লোকে একান্তই দুর্লভ। এরূপ জ্ঞান উপস্থিত হইলে এই চরাচর নিখিল

বিজ্ঞানাখ্যমিদং পদং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্বয়ং ব্যাপকঃ। জ্ঞাত্বা তং শিরসি স্থিতং বহুবরং যোগেশ্বরাণাং পরং প্রাণী মুঞ্চতি সর্পবজ্জগতিজাং নির্ম্মোকমায়াকৃতিম্ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জ্ঞানযোগকথনং নাম দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬২ ॥

—

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। যদি চেত্তামসং কর্ম্ম ত্যক্ত্বা কর্ম্মসু জায়তে। তদা জ্ঞানময়ো যোগী জীবতাং মোক্ষদায়কঃ ॥ ১ ॥ যদা নির্ম্মমতা দেহে যদা চিত্তং সুনির্ম্মলম্। যদা হরৌ ভক্তিযোগস্তদা বন্ধো ন কর্ম্মণা ॥ ২ ॥ কুর্ব্বন্নেব হি কর্ম্মাণি মনঃ শান্তং নৃণাং যদা। তদা যোগময়ী সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ গুরুত্বং স্থানমসকৃদনুভূয় মহামতিঃ। জীবন্ বিষ্ণুত্বমাসাদ্য কর্ম্মসঙ্গাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥ কর্ম্মাণি নিত্যজাতানি নিত্যনৈমিত্তিকানি চ। ইচ্ছয়া নৈব সেব্যানি দুঃখতাপবিবর্দ্ধয়ে ॥ ৫ ॥ কর্ম্মণামীশিতারং চ বিষ্ণুং বিদ্ধি মহেশ্বরি। তস্মিন্ সন্ন্যস্য সর্ব্বাণি সংসারান্মুচ্যতেঽখিলাৎ ॥ ৬ ॥ এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরং তপঃ। এতদেব পরং শ্রেয়ো যৎকৃষ্ণে কর্ম্মণোঽর্পণম্ ॥ ৭ ॥ অয়ং হি নির্ম্মলো যোগো নির্গুণঃ স উদাহৃতঃ। তদ্বিষ্ণোঃ কর্ম্ম জনিতং গুরুত্বপ্রতিপাদনম্ ॥ ৮ ॥ তাবদ্‌ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ। যাবৎকুলে ভক্তিযুতঃ সুতো নৈব প্রজায়তে ॥ ৯ ॥ তাবদ্দ্বিজানি গর্জ্জন্তি তাবদ্ গর্জ্জন্তি পাতকম্। তাবত্তীর্থান্যনেকানি যাবদ্ভক্তিং ন বিন্দতি ॥ ১০ ॥ স এব জ্ঞানবাল্লোকে যোগিনাং প্রথমো হি যঃ। মহাক্রতুনামাহর্ত্তা হরিভক্তিযুতো হি যঃ ॥ ১১ ॥ নিমিষং নির্ণয়ন্নেবং যোগঃ সম্ভিজায়তে। বাণীজয়ে যোগিনস্তু গোমেধশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২ ॥ মনসো বিজয়ে নিত্যমশ্বমেধফলং লভেৎ। কল্পনাবিজয়ান্নিত্যং যজ্ঞঃ সৌত্রামণিং লভেৎ ॥ ১৩ ॥ দেহস্যোৎসর্জ্জনান্নিত্যং নরযজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়পশূন্ হত্বানয়ো শীর্ষে চ কুণ্ডলে ॥ ১৪ ॥ গুরূপদেশারাধনা ব্রহ্মভূতত্বমশ্নুতে। স যোগী নিয়তাহারো দণ্ডত্রিতয়ধারকঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিদণ্ডী স তু

বিশ্ব ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। এতাদৃশ জ্ঞানের একমাত্র বিষয় সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্যাপক বিষ্ণু। সেই অনন্ত জগৎরূপী যোগীশ্বরবর হরিকে শিরোদেশাবস্থিত জানিয়া মানব সর্পের নির্ম্মোকত্যাগের ন্যায় জগতীজাত এই মায়াতনু পরিহার করিবে। ৬০—৮০।

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬২।

—

ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—তামস কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যোগনিরত জ্ঞানময় যোগী প্রাণিগণের মোক্ষদায়ক হয়। যখন দেহে মমতা থাকিবে না, মনের ময়লা কাটিয়া যাইবে, অচল হরিভক্তি যোগ হইবে, সেই সময় আর কর্ম্মের বন্ধন থাকিবে না। যখন কর্ম্ম করিয়াও মানবের মন উৎকুণ্ঠিত হইবে না, তখন যোগময়ী সিদ্ধি উপস্থিত হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যখন যোগী বারম্বার স্বীয় কর্ম্মের গুরুত্ব ও যোনিস্থান বারম্বার অনুভব করিয়া উৎকণ্ঠিত হইবেন, তখন তিনি জীবিত অবস্থাতেই বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। নিত্যজাত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল মানব দুঃখতাপবৃদ্ধিভয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুই কর্ম্মের প্রভু। তাঁহাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া মানব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে। বিষ্ণুতে কর্ম্ম সমর্পণ করাই মানবের পরম জ্ঞান, পরম তপ ও পরম শ্রেয়ঃ। ভগবান্ বিষ্ণুর সৃষ্ট যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের যে গুরুত্ব উৎপাদন, তাহা নির্ম্মল নির্গুণ যোগস্বরূপ। ততদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডতৎপর পিতৃগণ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, যতদিন কুলে ভক্তিযুক্ত পুত্র না জন্মে। যাবৎ ভক্তির উদ্রেক না হয়, তাবৎ দ্বিজ ও পাতকের গর্জ্জন এবং তীর্থ সকলের প্রভুত্ব। যে ব্যক্তি যোগিশ্রেষ্ঠ, সেই এই লোকে জ্ঞানবান্। হরিভক্তি যাহার আছে, তাহাকেই মহাক্রতুর আহর্ত্তা বলা যায়। নিমেষমাত্র পলকশূন্য হইলেই যোগ করা হয় না। যোগিগণ বাণী জয় করিলে তাহাদের গোমেধের ফল লাভ হয়। মনোবিজয়ে অশ্বমেধের ফল হইয়া থাকে। কল্পনাজয়ে সৌত্রামণি যাগের ফল পাওয়া যায়। ১—১৩। দেহোৎসর্জ্জনে নিত্য নরযজ্ঞ করার ফল হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় পশুকে হত্যা করিয়া এবং শীর্ষ ও কুণ্ডল অন্য রাখিয়া গুরূপদেশ

বিজ্ঞেয়ো জ্ঞাতে দেবে নিরঞ্জনে। মনোদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডো বাগ্দণ্ডো যস্য যোগিনঃ ॥ ১৬ ॥ স যোগী ব্রহ্মরূপেণ জীবন্নেব সমাপ্যতে। অজ্ঞানী বাধ্যতে নিত্যং কর্ম্মভির্বন্ধনাত্মকৈঃ ॥ ১৭ ॥ কুর্ব্বন্নেব হি কর্ম্মাণি জ্ঞানী মুক্তিং প্রযাতি হি। যদা হি গুরুভিঃ স্থানং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ১৮ ॥ তদৈব মুক্তিমাপ্নোতি দেহস্তিষ্ঠতি কেবলম্। যাবদ্ ব্রহ্মফলাবাপ্ত্যৈ প্রযাতি পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥ তাবৎকর্ম্মময়ী বৃত্তির্ব্রহ্মবৃক্ষান্তরা ভবেৎ। অবান্তরাণি পর্ব্বাণি জ্ঞেয়ানি মুনিভিঃ সদা ॥ ২০ ॥ মোক্ষমার্গো দ্বিজৈশ্চৈব শ্রুতিস্মৃতিসমুচ্চয়াৎ। মোক্ষোঽয়ং নগরাকারশ্চতুর্দ্বারসমাকুলঃ ॥ ২১ ॥ দ্বারপালাস্তত্র নিত্যং চত্বারস্তু শমাদয়ঃ। ত এব প্রথমং সেব্যা মনুষ্যৈর্মোক্ষদায়কাঃ ॥ ২২ ॥ শমশ্চ সদ্বিচারশ্চ সন্তোষঃ সাধুসঙ্গমঃ। এতে বৈ হস্তগা যস্য তস্য সিদ্ধির্ন দূরতঃ ॥ ২৩ ॥ যোগসিদ্ধির্বিষ্ণুভক্ত্যা সদ্ধর্ম্মাচরণেন চ। প্রাপ্যতে মনুজৈর্দেবি হেতুজ্ঞজ্ঞানমলং বিদুঃ ॥ ২৪ ॥ জ্ঞানার্থং ভ্রমন্মর্ত্যো বিদ্যাস্থানেষু সর্ব্বশঃ। সদ্যো জ্ঞানং সদ্গুরুতো দীপার্চ্চিরিব নির্ম্মলা ॥ ২৫ ॥ মুহূর্ত্তমাত্রমপি যো লয়ং চিন্তয়তি ধ্রুবম্। তস্য পাপসহস্রাণি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ২৬ ॥ রাগদ্বেষৌ পরিত্যজ্য ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ। সর্ব্বত্র সমদর্শী চ বিষ্ণুভক্তস্য দর্শনম্ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বেষামপি জীবানাং দয়া যস্য হৃদি স্থিরা। শৌচাচারসমাযুক্তো যোগী দুঃখং ন বিন্দতি ॥ ২৮ ॥ মায়াধিপটলৈর্হীনো মিথ্যাবস্তুবিরাগবান্। কুসংসর্গবিহীনশ্চ যোগসিদ্ধেশ্চ লক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥ মমতাবহ্নিসংযোগো নরাণাং তাপদায়কঃ। উৎপন্নঃ শমনং তস্য যোগিনাং শান্তিচারণম্ ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়াণামথোদ্ধৃত্য মনসৈব নিষেধয়েৎ। যথা লোহেন লৌহঞ্চ ঘর্ষিতং তীক্ষ্ণতাং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥ বুদ্ধির্হি দ্বিবিধা দেহে জ্ঞেয়া ত্যাজ্যা বিশুদ্ধিদা। সংসারবিষয়া ত্যাজ্যা পরব্রহ্মণি সা শুভা ॥ ৩২ ॥ অহঙ্কারো যথা দেবি পাপপুণ্যপ্রদায়কঃ। জ্ঞাতে তত্ত্বে শুভফলে কৃতঃ সম্ভায় নান্যথা ॥ ৩৩ ॥ শ্যামলঞ্চ উপস্থঞ্চ রূপাতীতাশ্রয়াঃ

গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মত্ব লাভ করিবে। দণ্ডত্রিতয় ধারক নিয়তাহার ব্যক্তি যোগী বলিয়া অভিহিত। দেব নিরঞ্জনকে যে অবগত হইয়াছে, তাহাকে ত্রিদণ্ডী বলে। মনোদণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও বাগদণ্ড এই তিনটী দণ্ড যাহার আছে, সেই ব্রহ্মরূপী যোগী জীবিত থাকিলেও তাহাকে সমাহিত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানী, সেই নিত্য কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও মুক্তি লাভ করে। গুরু উপদেশ দ্বারা যখন ব্রহ্মস্থান পাওয়াইয়া দেন, তখনই মানব মুক্তি পাইয়া থাকে; তবে দেহটী অবশিষ্ট থাকে মাত্র। মানব যেমন ব্রহ্মফল লাভের চেষ্টা করে, তেমনি তাহাদের কর্ম্মময়ীবৃত্তি ব্রহ্মবৃক্ষের ব্যবধান হয়। উহার অবান্তর পর্ব্বসকল মুনিগণ জানিতে পারেন। দ্বিজগণ শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে মোক্ষমার্গ নির্ণয় করিয়া লইবেন। মোক্ষ একটী নগর সদৃশ। ইহার চারিটী তোরণ আছে। শমাদি গুণচতুষ্টয় এই চারি দ্বারের দ্বারপাল, ইহারা মোক্ষদায়ক। প্রথমতঃ ইহাদেরই সেবা করিয়া ইহাদিগকে হস্তগত করিতে হয়। দৌবারিক চারিজনের নাম—শম, সদ্বিচার, সন্তোষ, সাধুসঙ্গম। এই চারিজন যাহার হস্তগত, সিদ্ধি তাহার দূরস্থ নহে। মানবগণ সদ্ধর্ম্মাচরণ ও বিষ্ণুভক্তি দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ইহা পর্য্যাপ্ত জ্ঞান বলিয়া জানিবে। মানব জ্ঞানার্থ বহু বিদ্যাস্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সদ্গুরুর নিকট হইতেই নির্ম্মল দীপার্চ্চির ন্যায় সদ্য জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। যে মানব মুহূর্ত্তমাত্র নিজ ও জাগতিক লয় চিন্তা করে, তাহার সহস্র পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। রাগ দ্বেষ, ক্রোধলোভ পরিত্যাগ করা এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হওয়া বিষ্ণুভক্তের লক্ষণ। ১৪—২৭। সর্ব্ব জীববিষয়ক দয়া যাঁহার হৃদয়ে স্থিরভাবে বিরাজিত, ও যিনি শৌচাচার-সমন্বিত, তাঁহাকে যোগী বলা যায়। তিনি কদাচ দুঃখ প্রাপ্ত হন না। মায়াবিহীনতা, মিথ্যাবস্তুবিরাগ ও কুসংসর্গ পরিত্যাগ, এগুলি যোগসিদ্ধির লক্ষণ। মমতারূপ বহ্নিসংযোগ নরগণকে তাপ প্রদান করে। উত্তেজন ও শমন এই দুইটী যোগিগণের শান্তির কারণ। যেমন লৌহ দ্বারা লৌহের তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করা হয়, তদ্রূপ যোগী জন মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে উত্তেজিত করিয়া আবার মনে মনেই তাহাদের প্রতিষেধ করিবেন। দেহে দুই প্রকার বুদ্ধি আছে। যথা, ত্যাজ্যা ও বিশুদ্ধিদা। ত্যাজ্যা সংসারবিষয়া আর বিশুদ্ধিদা পরব্রহ্ম-বিষয়া। হে দেবি! অহঙ্কার পাপপুণ্য উভয়েরই জনক হইয়া থাকে। কিন্তু শুভ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে তাহার নাশ হয়। ইহাই নিয়ম, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তদ্যোৎপত্তিকালে যোনি ও উপস্থযোগে নরাদি সৃষ্টি হয়।

শিবম্। হৃদিস্থঃ শিরসিস্থশ্চ স্বয়ং বন্ধবিমুক্তয়ে। ৩৪। এতদক্ষয়মব্যক্তমমৃতং সকলং তব। রূপ-রূপবিষ্ণুস্বরূপমূর্ত্তি নিবেদিতম্। ৩৫। এবং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যেত যোগী সংসারবন্ধনাৎ। গুরূপদেশাদ্ গৃহস্থো লভতে নান্যথা কচিৎ। ৩৬। যদা গুরুঃ প্রসন্নাত্মা তস্য বিশ্বং প্রসীদতি। গুরুশ্চ তোষিতো যেন সন্তুষ্টাঃ পিতৃদেবতাঃ। ৩৭। গুরূপদেশঃ প্রতিমা সদ্বিচারঃ স মে মনঃ। ক্রিয়া চ জ্ঞানসহিতা মোক্ষসিদ্ধেৰ্হি লক্ষণম্। ক্রিয়াপতির্বিষ্ণুরেব স্বয়মেব হি নিষ্ক্রিয়ঃ। স চ প্রাণবিরূপায় দ্বাদশাক্ষরবীজকঃ। ৩৯। দ্বাদশাক্ষরকং চক্রং সর্ব্বপাপনিবর্হণম্। দুষ্টানাং দমনঞ্চৈব পরব্রহ্মপ্রদায়কম্। ৪০। এতদেব পরং ব্রহ্ম দ্বাদশাক্ষররূপধৃক্। ময়া প্রকাশিতং দেবি স্কন্দে হি বিমলং তব। ৪১। এতৎ সারং যোগিনাং ধ্যানরূপং ভক্তিগ্রাহ্যং শ্রদ্ধয়া চিন্তয়েচ্চ। চাতুর্মাস্যে জন্মকোট্যাপ্ত জাতং পাপং দগ্ধা মুক্তিদঃ কৈটভারিঃ। ৪২। ব্রহ্মোবাচ। এতস্মিন্নগরে তত্র ক্ষীরসাগরমধ্যতঃ। উজ্জহার বিমানাগ্রে তেজোভারাভিপীড়িতঃ। ৪৩। উরো বাহুকৃতিং কুর্ব্বন্ সান্নিধ্যং সমুপাগতঃ। মহামৎস্যোঽজ্ঞাতপূর্ব্বঃ সন্নিধানেঽনহকৃতিঃ। ৪৪। হুঙ্কারগর্ভং মৎস্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং স মহেশ্বরঃ। তেজসা স্তম্ভয়ামাস বাক্যমেতদুবাচ হ। কস্ত্বং মৎস্যোদরস্থশ্চ দেবো যক্ষোঽথ মানুষঃ। কথং জীবসি দেহান্তর্গতো মম বদ প্রভো। ৪৬। মৎস্য উবাচ। অহং মৎস্যোদরে ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে ক্ষীরসম্ভবে। মাত্রা তু পিতৃবাক্যেন নাম্না মর্ম্মকুলান্বিতঃ। ৪৭। কুলক্ষয়ভয়াত্তেন জাতং স্বকুলনাশনম্। গণ্ডান্তযোগজনিতো বালো ন গৃহকর্ম্মকৃৎ। ৪৮। ইতি মাত্রা দুঃখতয়া নিরস্তঃ শৃণু বংশজঃ। ঝষেণাপি গৃহীতোঽস্মি কালো মেঽত্র মহানভূৎ। ৪৯। তব বাক্যামৃতৈরেভির্জ্ঞানযোগো মহানভূৎ। তেন ত্বং সকলো জ্ঞাতো মায়ামূর্ত্তোঽথ মূর্ত্তগঃ। ৫০। অনুজ্ঞাং মম দেবেশ দেহি নিষ্ক্রমণায় চ। যথাহং পিতৃণাং ব্রহ্মন ভবান্যাশ্চাপি লক্ষ্যতে। ৫১। হর উবাচ। বিপ্রোঽসি সুতরূপোঽসি পুজ্যোঽস্যাসি স্বভাবতঃ। বহির্নিষ্ক্রম বেগেন স্তম্ভিতোঽসি

পরে হৃদিস্থ ও শিরোদেশস্থ শিবময় পুরুষদ্বয় (আত্মদ্বয়) জীবের বন্ধমুক্তির হেতু হন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট অক্ষয় অব্যক্ত অমৃত সকল রূপ রূপ বিষ্ণুরূপ রূপমূর্ত্তির বিষয় নিবেদন করিলাম। এইরূপ অবগত হইয়া যোগী সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। গুরূপদেশপ্রভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিও মুক্তি লাভ করে। গুরু প্রসন্ন হইলে চরাচর বিশ্বই প্রসন্ন থাকে। যে জন গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, পিতৃদেবতাগণও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। গুরূপদেশ, প্রতিমা, সদ্বিচার, সমতায় মন, জ্ঞানপূর্ব্বক দান, এগুলি মোক্ষসিদ্ধির লক্ষণ। স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইলেও বিষ্ণুই ক্রিয়াপতি। তিনিই প্রাণবায়ুর বৈরূপ্য সাধনে দ্বাদশাক্ষর বীজ। দ্বাদশাক্ষর বীজ সর্ব্ব পাপবিনাশন, দুষ্টের দমন ও পরব্রহ্মপ্রদায়ক। ইহা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্ররূপী পরব্রহ্ম। হে দেবি! এই বিমল মন্ত্র আমি তোমার জন্য স্কন্দপুরাণে প্রকাশ করিলাম। ইহার পরম সার যোগিগণের ধ্যানরূপ ভক্তিগ্রাহ্য নারায়ণকে তুমি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে চিন্তা করিবে। চাতুর্মাস্যে পূজিত হইলে ইনি কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেবের বিমানবিহারকালে ক্ষীরসাগরমধ্য হইতে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব মহামৎস্য তেজোভারাভিপীড়িত হইয়া তাঁহার বিমানাগ্রে উত্থিত হইল। ঐ মহামৎস্য বক্ষ দ্বারা হস্তের কর্ম্ম করিয়া দেবদেবসমীপে আগমন করিল। দেবদেব ঐ মৎস্যকে হুঙ্কার করিতে দেখিয়া স্বীয় তেজো দ্বারা তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া বলিলেন,—কে তুমি মৎস্যোদরে থাকিয়া অবস্থান করিতেছ? তুমি দেবতা, যক্ষ বা মানুষ? কিরূপে তুমি মৎস্য-দেহমধ্যে থাকিয়া জীবিত রহিয়াছ? মৎস্য বলিল,—হে দেব! শ্রবণ করুন,—আমি জাতমাত্র কুলক্ষয়কর দুর্লক্ষণ হইয়াছিলাম, এজন্য মাতা পিতৃবাক্যে আমাকে ক্ষীরোদসমুদ্রে মৎস্যগর্ভে নিক্ষেপ করেন। আমি গণ্ডান্তযোগে জন্মিয়াছিলাম, এই যোগে জন্মিলে বালক গৃহকর্ম্মকারী হয় না। এই দুঃখেই আমার মাতা আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মৎস্যে আমাকে গ্রাস করিয়াছিল। এ আজ বহুদিনের কথা হইল। অধুনা আপনার বাক্যামৃতে আমার জ্ঞানযোগ হইল মনে হইতেছে। তাই আপনাকে আমি মায়ামূর্ত্ত ও মূর্ত্তাতীতরূপে জানিতে পারিলাম। হে দেবেশ! আমায় নিষ্ক্রমণার্থ অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আমি যাহাতে পিতৃগণ ও ভবানীর অনুগৃহীত হই তাহাই করুন। ২৮—৫১। হর বলিলেন,—হে মহামৎস্য! তুমি বিপ্র, তুমি পুত্রতুল্য এবং তুমি স্বভাবতঃ

মহাস্বনঃ ॥ ৫২ ॥ ততোঽসৌ শিরসা জাত উৎ-ক্লেশান্মৎস্যযোনিতঃ । ততো হি বিকৃতং বক্ত্রং ক্ষণাদ্বহিরুপাগতঃ ॥ ৫৩ ॥ রূপবান প্রতিমাযুক্তো মৎস্যগন্ধেন সংযুতঃ । সোমকান্তিসমস্তত্র হ্যভবদ্দিব্যগন্ধভাক্ ॥ ৫৪ ॥ উমাপি প্রণতং চামুং সুতং স্বোৎসঙ্গভাজনম্ । চকার তস্য নামাপি হরঃ পরমহর্ষিতঃ ॥ ৫৫ ॥ যস্মান্মৎস্যোদরাজ্জাতো যোগিন্দ্রঃ প্রবরো হ্যয়ম্ । তস্মাত্তু মৎস্যনাথেতি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ অচ্ছেদ্যঃ স্থাণুরজরজ্ঞানযোগস্য পারগঃ । নির্মৎসরোঽপি নির্দ্বন্দ্বো নিরাশো ব্রহ্মসেবকঃ ॥ ৫৭ ॥ জীবন্মুক্তশ্চ ভবিতা ভুবনানি চতুর্দ্দশ । ইত্যুক্তশ্চ মহেশানং প্রণম্যৎশ্চ পুনঃপুনঃ । মহেশ্বরেণ সহিতো মন্দরাচলমাযযৌ ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ । কৃত্বা প্রদক্ষিণং দেবীং স্কন্দমালিঙ্গ্য সোঽগমৎ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ সা পার্ব্বতী হৃষ্টা প্রাপ্য জ্ঞানমনুত্তমম্ । এবং সা পরমাং সিদ্ধিং প্রণবস্য প্রভাজনম্ ॥ ৬ ॥ সা প্রাপ্য জগতাং মাতা দ্বাদশাক্ষরজাপুনা । ইমাং মৎস্যেন্দ্রনাথস্য চোৎপত্তিং যঃ শৃণোতি চ ॥ ৬১ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মৎস্যেন্দ্রনাথোৎপত্তিকথনং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।২৬৩।

পূজ্য। তুমি অবিলম্বে বেগে বাহিরে নির্গত হও; তুমি স্তম্ভিত আছ। মহাদেব এই কথা বলিলে ক্ষণকাল মধ্যে মৎস্যযোনি হইতে অতিকষ্টে তাহার মস্তক, পরে সে নিজে বহির্গত হইল; বদন তাহার বিকৃত হইল। সে রূপবান্ লাবণ্যযুক্ত হইল বটে; কিন্তু তাহার গাত্র হইতে মৎস্যগন্ধ অপনীত হইল না। পরে দেবপ্রসাদে সে চন্দ্রাকৃতি দিব্যগন্ধযুক্ত হইল। উমা তখন তাহাকে স্বীয় উৎসঙ্গভাগী করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভবও হৃষ্ট হইয়া তাহার নাম করণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—যেহেতু তুমি যোগিশ্রেষ্ঠ হইয়া মৎস্যোদরে জন্মিয়াছ, অতএব তোমার নাম হইল,—মৎস্যনাথ। তুমি অচ্ছেদ্য, নবতনু, জ্ঞানযোগপারগ, নির্ম্মৎসর, নির্দ্বন্দ্ব, নিরাশ, ব্রহ্মসেবক ও জীবন্মুক্ত হইবে। দেবদেব হর এই কথা বলিলে মৎস্যনাথ তখন বারম্বার তাহাকে প্রণাম করত তাঁহার সহিত মন্দরাচলে আগমন করিল। ব্রহ্মা বলিলেন,—মৎস্যনাথ আগমনকালে দেবী পার্ব্বতীকে প্রদক্ষিণ ও কার্ত্তিকেয়কে আলিঙ্গন করিয়া

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ । কার্ত্তিকেয়শ্চ পার্ব্বত্যাঃ প্রাণেভ্যোঽপ্যতিবল্লভঃ । সংক্রীড়তি সমীপস্থো নানাচেষ্টাতিরুদ্যতঃ ॥ ১ ॥ রত্নকান্তির্ম্মহাতেজাঃ স্বমুখোঽদ্ভুতবিক্রমঃ । কচিদ্গায়তি চাত্যর্থং কচিন্নৃত্যতি স্বেচ্ছয়া ॥ ২ ॥ মাতরং পিতরং দৃষ্ট্বা বিনয়াবনতঃ কচিৎ । কচিচ্চ গঙ্গাপুলিনে সিকতালেপনাকৃতিঃ ॥ ৩ ॥ গণৈঃ সহ বিচিন্বানো বিবিধান্ বনভূরুহান্ । এবং প্রক্রীড়তস্তস্য দিবসাঃ পঞ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৪ ॥ ততো দেবা মহেন্দ্রাদ্যাস্তারকত্রাসবিক্লবাঃ । স্তবন্তঃ শঙ্করং সর্ব্বে তারকস্য জিঘাংসয়া ॥ ৫ ॥ চক্রুঃ কুমারং সেনান্যং জাহ্নব্যাং স্বগণৈঃ সুরাঃ । সস্বনুর্দেববাদ্যানি পুষ্পবর্ষং পপাত হ ॥ ৬ ॥ বহ্নিস্তু স্বাং দদৌ শক্তিং হিমবান্ বাহনং দদৌ । শর্ব্বদেবসমুদ্ভূতগণকোটিসমাবৃতঃ ॥ ৭ ॥ প্রণম্য মুনিসঙ্ঘেভ্যঃ

তাঁহাদের সঙ্গে আগমন করিতে লাগিল। দেবী দেবদেবের উপদেশে উক্ত প্রকারে উত্তম জ্ঞান ও দ্বাদশাক্ষরজা উত্তমসিদ্ধি লাভ করিলেন। যে মানব বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে এই মৎস্যেন্দ্রনাথের চরিত্র শ্রবণ করে, সে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়। ৫২—৬২।

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তিকেয় পার্ব্বতীর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হইলেন। তিনি তৎসমীপে বিবিধ চেষ্টা প্রকটিত করিয়া উদ্যমের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি রত্নকান্তি, মহাতেজা ও অদ্ভুতবিক্রম হইয়াছিলেন। কখনও তিনি খুব চীৎকার করিয়া গান গাহিতেন; কখন স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতেন; কখন বা মাতা-পিতাকে দর্শন করিয়া বিনয়ে অবনত হইতেন। কোন সময় গঙ্গাপুলিনে গিয়া তিনি গাত্র ধূলি-ধূসরিত করিতেন; কখন গণসমূহের সহিত বিবিধ লতাগুল্মাদি ছিন্ন করিয়া আনিতেন; এইভাবে তাঁহার পঞ্চ বৎসরকাল অতিবাহিত হইল। এই সময় দেবগণ তারকাসুরের উপদ্রবে অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহার জিঘাংসায় দেবদেব শঙ্করের স্তব করেন। তাঁহারা সদলবলে মিলিত হইয়া জাহ্নবীতীরে কুমারকে সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। দেববাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল এবং পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বহ্নি স্বীয় তেজ

প্রথযৌ ত্রিপুবিগ্রহে। তাম্রবত্যাং নগর্য্যাং চ শঙ্খঃ দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ৮ ॥ ততস্তারকসৈন্যস্থ দৈত্যদানবকোটয়ঃ। সমাজগ্মুস্তস্য পুরাচ্ছঙ্খনাদভয়াতুরাঃ ॥ ৯ ॥ স্ববাহনসমারূঢ়াঃ সংযতা বলদর্পিতাঃ। দেবাঃ সর্ব্বেঽপি যুযুধুঃ স্কন্দতেজোপবৃংহিতাঃ ॥ ১০ ॥ তদা দানবসৈন্যানি নিজঘান চ সর্ব্বশঃ। বিষ্ণুচক্রেণ তে ছিন্নাঃ পেতুরুর্ব্ব্যাং সংশ্রশঃ ॥ ১১ ॥ ততো ভগ্নাশ্চ শতশো দানবা নিহতাস্তদা। নদ্যঃ শোণিতসম্ভূতা জাতা বহুবিধা মুনে ॥ ১২ ॥ তত্তত্র দানববলং দৃষ্ট্বা স যুযুধে রণে। ববর্ষ সদ্যো দেবেশো বাণজালৈরনেকধা ॥ ১৩ ॥ শক্তিনামুধ্য গক্তিস্থাশিক্ষেপ কৃষ্ণপ্রেরিতাঃ। সরথঞ্চ সযন্তারং চক্রে তং ভস্মসাৎ ক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥ শেষাঃ পাতালমগমন্ হতং দৃষ্ট্বাথ তারকম্। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে শসংসুস্তস্য বিক্রমম্ ॥ ১৫ ॥ দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিস্তথাভবৎ। তে লব্ধবিজয়াঃ সর্ব্বে মহেশ্বরপুরোগমাঃ ॥ ১৬ ॥ সিষিচুঃ সর্ব্বদেবানাং সেনাপত্যে ষড়াননম্। ততঃ স্কন্দং সমালিঙ্গ্য পার্ব্বতী হর্ষগদ্গদা ॥ ১৭ ॥ মাঙ্গল্যানি তদা চক্রে স্বসখীভিঃ সমাবৃতা। এবঞ্চ তারকং হত্বা সপ্তমেঽহনি বালকঃ ॥ ১৮ ॥ মন্দরাচলমাসাদ্য পিতরৌ সম্প্রহর্ষয়ন্। উবাচ সকলং স্কন্দঃ পরমানন্দনির্ভরঃ ॥ ১৯ ॥ কালে দারক্রিয়াং তস্য চিন্তয়ামাস শঙ্করঃ। স উবাচ প্রসন্নাত্মা গাঙ্গেয়মমিতদ্যুতিম্ ॥ ২০ ॥ প্রাপ্তঃ কালস্তব বিভো পাণিগ্রহণসম্মতঃ। কুরু দারান্ সমাসাদ্য ধর্ম্মান্তে পুংসসম্মতঃ ॥ ২১ ॥ ক্রীড়স্ব বিবিধৈর্ভোগৈর্বিমানৈঃ সহ কামিকৈঃ। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ স্কন্দঃ পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥ অহমেব হি সর্ব্বত্র দৃষ্টঃ সর্ব্বগণেষু চ। দৃষ্টাদৃষ্টপদার্থেষু কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্ ॥ ২৩ ॥ যাঃ স্ত্রিয়ঃ সকলা বিশ্বে পার্ব্বত্যা তাঃ সমা হি মে। নরাঃ সর্ব্বেঽপি দেবেশ ভবন্তস্তান্ বিলোকয়ে ॥ ২৪ ॥ ত্বং গুরুর্ম্মাঞ্চ রক্ষস্ব পুনর্নরকমজ্জনাৎ। যেন জ্ঞাতমিদং জ্ঞানং ত্বৎপ্রসাদাদখণ্ডিতম্ ॥ ২৫ ॥ পুনরেব মহাঘোরসংসারাব্ধৌ নিমজ্জয়ে। দীপংহতো

কুমারকে প্রদান করিলেন; হিমালয় বাহন দিলেন; আর সর্ব্বদেবসমুদ্ভূত গণকোটি কুমারকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল। কুমার সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া মুনিবৃন্দকে প্রণাম করত ত্রিপুনিগ্রহে তাম্রবতী নগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শঙ্খ নাদিত হইল। শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া তারকের কোটিসৈন্য ভয়ে পুর হইতে নির্গত হইল। দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আরোহণপূর্ব্বক স্কন্দতেজে বলদর্পিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহু দানব-সৈন্য নিহত হইল। বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া তারকের সৈন্যসমূহ উর্ব্বীতলে পতিত হইতে লাগিল। বহু দানব নিহত হওয়ার পর আহত সৈন্যগণ ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। অসংখ্য শোণিতবহা নদী যুদ্ধস্থান প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন ভগ্নসৈন্য তারক দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহার বিবিধ বাণজাল কুমারের অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণপ্রেরিত হইয়া তিনি ভীষণ শক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সরথ সসারথি তারক ভস্মসাৎ হইয়া গেল। হতাবশিষ্ট দানবগণ তখন পাতালে প্রস্থান করিল। তারককে নিহত দেখিয়া দেবগণ কুমারের বিক্রমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভি নাদিত হইল, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হরপ্রমুখ দেবগণ বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিয়া কুমারকে সর্ব্বদেবসৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। দেবী পার্ব্বতী হর্ষ-গদ্গদা হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক সখীগণের সহিত পুত্রের মাঙ্গল্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। কুমার তারককে নিহত করিয়া সপ্তম দিবসে মন্দরাচলে মাতা-পিতার নিকট গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি পিতা-মাতার আনন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক সানন্দে সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনকরিলেন। ১—১৯। যথাসময়ে শঙ্কর কুমারের দারক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রসন্ন মনে এক সময় কুমারকে বলিলেন,—অয়ি পুত্র! তোমার পাণিগ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, দারপরিগ্রহ করিয়া পুরুষোচিত কর্ম্ম কর—করিয়া কামিক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিবিধ ভোগ উপভোগ করত ক্রীড়া কর। তাহা শুনিয়া ভগবান্ স্কন্দ পিতাকে বলিলেন,—হে পিতঃ! আমি যখন জাগতিক দৃষ্টাদৃষ্ট সমস্ত পদার্থেই দৃষ্ট হইতেছি, তখন আর আমি গ্রহণই বা করি কোন্টা, আর ত্যাগই বা করি কোন্টা? আরও দেখুন, পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আছে, সকলেই মাতা পার্ব্বতীর সমান। আর জগতে যত পুরুষ আছে, সমস্তই আপনার স্বরূপ; অতএব পিতঃ! রক্ষা করুন, আমাকে আর এ নরকে ডুবাবেন না। আপনার প্রসাদে আমার

যথা বস্তু দৃষ্ট্বা তৎকরণং ত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥ তথা জ্ঞানমধিপ্রাপ্য যোগী ত্যজতি সংস্থিতিম্। জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ॥ ২৭ ॥ নিবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যস্য তং যোগিনং বিদুঃ। বিষয়ে লুব্ধ-চিত্তানাং বনেঽপি জায়তে রতিঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টীনাং গেহে মুক্তিস্তু শাশ্বতী। জ্ঞানমেব মহেশান মনুষ্যাণাং সুদুর্লভম্ ॥ ২৯ ॥ লব্ধং জ্ঞানং কথমপি পণ্ডিতো নৈব পাতয়েৎ। নাহমস্মি ন মাতা মে ন পিতা ন চ বান্ধবঃ ॥ ৩০ ॥ জ্ঞানং প্রাপ্য পৃথগ্ভাবমাপন্নো ভুবনেশ্বহম্। প্রাপ্যং ভাগমিদং দৈবাৎ প্রভাবাত্তব নার্হসি ॥ ৩১ ॥ বক্তুমেবংবিধং বাক্যং মুমুক্ষোর্মে ন সংশয়ঃ। যদাগ্রহপরা দেবী পুনঃপুনরভাষত ॥ ৩২ ॥ তদা তৌ পিতরৌ নত্বা গতোঽসৌ ক্রৌঞ্চপর্ব্বতম্। তত্রাশ্রমে মহাপুণ্যে চচার পরমং তপঃ ॥ ৩৩ ॥ জজাপ পরমং ব্রহ্ম দ্বাদশাক্ষরবীজকম্। পূর্ব্বং ধ্যানেন সর্ব্বাণি বশীকৃত্যেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৪ ॥ মমতাং সংবিযুজ্যাথ জ্ঞান-যোগমবাপ্তবান্। সিদ্ধয়স্তস্য নির্ব্বিঘ্না অণিমাদ্যা যদাগতাঃ ॥ ৩৫ ॥ তদা তাসাং গণান্ ক্রুদ্ধো বাক্যমেতদুবাচ হ। মমাপি দুষ্টভাবেন যদি যূয়মুপাগতাঃ ॥ ৩৬ ॥ তদাস্মৎসমশান্তানাং নাভি-ভূতিং করিষ্যথ। এবং জ্ঞাত্বা মহেশোঽপি যতো জ্ঞানমহোদয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ মত্তোঽপি জ্ঞানযোগেন স্কন্দোঽপ্যধিকতাবভৃৎ। বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ পার্ব্বতী-মনুশিষ্টবান্ ॥ ৩৮ ॥ পুত্রশোকপবাক্যোমাং শুভৈ-র্ব্বাক্যামৃতৈর্হরঃ। চাতুর্মাস্যস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্ ॥ ৩৯ ॥ মহেশ্বরো বা মধুকৈটভারির্হৃদ্যা-শ্রিতো ধ্যানমযোঽদ্বিতীয়ঃ। অভেদবুদ্ধ্যা পরমার্ত্তি-হর্ত্তা বিষ্ণুঃ স এবাতিপ্রিয়ো ভবেত্ততঃ ॥ ৪০ ॥ সূত উবাচ। এতদ্ধ কথিতং বিপ্রাশ্চাতুর্ম্মাস্যসমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং বিস্তরেণৈব কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তারকাসুরবধো নাম চতুঃষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। প্রভৃতানি ত্বয়োক্তানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা। প্রসুপ্তে পুণ্ডরীকাক্ষে যেষাং সংখ্যা ন

উত্তম জ্ঞান জন্মিয়াছে; পুনরায় আমি আর ঘোর সংসারাব্ধিতে নিমজ্জিত হইব না, দীপহস্ত ব্যক্তি যেমন বস্তু দেখিতে পাইলেই দীপ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যোগী জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ব্রহ্মকে সর্ব্বগত জানিয়া যাহার ক্রিয়া নিবর্ত্তিত হয়, তাহাকেই যোগী বলে। যাহারা বিষয়াসক্ত-চিত্ত, তাহারা বনে বাস করিলেও তাহাদের বিষয়লিপ্সা অপনীত হয় না। যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, গৃহেও তাহাদের শাশ্বতী মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান অতি দুর্লভ বস্তু। পণ্ডিত ব্যক্তি লব্ধ জ্ঞান কদাপি পরিত্যাগ করেন না। আমিই বা কে—আমার মাতা পিতাই বা কে, আর বান্ধবই কে? জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াও আমি ভুবন পৃথগ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ভাগ্যবশত এই জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমি মুমুক্ষু, দার পরি-গ্রহের কথা আমায় বলিবেন না। দেবী পার্ব্বতী যখন আগ্রহ সহকারে কুমারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন কুমার মাতা-পিতাকে প্রণাম করিয়া তপস্যার্থ মহাপুণ্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে গমন করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত করত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র তাঁহার সহিত মর্দ্দিলেন। জ্ঞানযোগাবলম্বনে তিনি বসিলেন,—মৎস্তনাদি করিলেন। অণিমাদি সিদ্ধি তাঁকে প্রদক্ষিণ ও হইল। এই সময় অণিমাদি গণসমূহ তথায় গমন করিল। তখন কুমার তাহা-দিগকে বলিলেন,—যদি তোমরা দুষ্টভাবে আমার নিকট আসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা আমার ন্যায় সমশান্ত ব্যক্তিদিগের অভিভব করিতে পারিবে না। ভগবান্ হর এবম্বিধ ঘটনা অবগত হইয়া ভাবিলেন,—স্কন্দ যে জ্ঞানযোগে আমা অপে-ক্ষাও প্রাধান্য লাভ করিল দেখিতেছি, এই ভাবিয়া সবিস্ময়ে তিনি পার্ব্বতীর পার্শ্বে গিয়া পুত্র-শোকাপনোদনার্থ অমৃতময় বাক্যে তাঁহাকে সর্ব্ব-পাপপ্রণাশন চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন। মধুকৈটভারি বা ধ্যানময় অদ্বিতীয় মহেশ্বর অভেদ বুদ্ধিতে ধ্যাত হইলে পরমার্ত্তিহর ও অতিপ্রিয় হইয়া থাকেন। সূত কহিলেন,—বিপ্রগণ! এই আমি চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্য বলিলাম, আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ২০—৪১।

চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৬৪॥

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি হরি-শয়নাচরণীয় প্রভৃতি ব্রত-নিয়ম বলিয়াছেন। ঐ

বিদ্যতে ॥ ১ ॥ অশক্ত্যা হি শরীরস্য নিয়মানাং কথং চরেৎ ॥ ব্রতং হি সুকুমারাঙ্গো দানৈর্ব্বাপি বদস্ব নঃ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। অশক্তো নিয়মং কর্ত্তুং সুকুমারো ভবেত্তু যঃ। তেন তত্র প্রকর্ত্তব্যং বিখ্যাতং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ৩ ॥ কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষ একাদশ্যাং সমাহিতঃ। প্রাতরুত্থায় বিপ্রেন্দ্র কর্ত্তব্যং দন্তধাবনম্ ॥ ৪ ॥ ততশ্চ নিয়মং কুর্য্যাদ্বাসুদেবপরায়ণঃ। পূর্ব্বোক্তানাং চ সর্ব্বেষাং নিয়মানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫ ॥ উপবাসঃ প্রকর্ত্তব্যস্তস্মিন্নহনি ভক্তিতঃ। অশক্ত্যা বা শরীরস্য হেমং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণায় হবিষ্যান্নং দাতব্যং বৈষ্ণবৈর্নরৈঃ। এবং পঞ্চদিনং যাবৎকর্ত্তব্যং ব্রতমুত্তমম ॥ ৭ ॥ পূজনীয়ো হৃষীকেশো জলশায়িস্বরূপধৃক্। গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈ রাত্রিজাগরণৈরপি ॥ ৮ ॥ ষষ্ঠেঽহনি ততো জাতে পূজয়েদ্ব্রাহ্মণোত্তমান। তাংশ্চ বস্ত্রৈর্হিরণ্যেন মিষ্টান্নেন প্রভক্তিতঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা যাচয়েদ্ব্রাহ্মণোত্তমান্। সর্ব্বে মে নিয়মাঃ প্রাপ্তা যুষ্মাকং চ প্রসাদতঃ ॥ ১০ ॥ ততস্তৈরপি বক্তব্যং চতুর্ম্মাসীসমুদ্ভবম্। ব্রতানাং নিয়মানাং চ ব্রতং ভূয়াত্তবাখিলম্ ॥ ১১ ॥ ততো বিসর্জ্জ্য তান্ বিপ্রান্ ভোজনং স্বয়মাচরেৎ। সর্ব্বাহারেণ রাজেন্দ্র পঞ্চগব্যপ্রপূর্ব্বকম্ ॥ ১২ ॥ যঃ করোতি ব্রতং তস্য ফলং স্যাদ্বহুপুণ্যদম্। যঃ পুনর্ব্রতমেতদ্ধি কুরুতে দিনপঞ্চকম্। উপবাসপরস্তস্য ফলং শতগুণং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ একাদশ্যাং হরেঃ পূজাং জাতিপুষ্পৈঃ সমাচরেৎ। দ্বাদশ্যাং বিল্বপত্রেণ শতপত্র্যা ততঃ পরম্। ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সুরভ্যা ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪ ॥ ভৃঙ্গরাজেন পুণ্যেন পৌর্ণমাস্যাং প্রপূজয়েৎ। প্রতিপদ্দিবসে সর্ব্বৈঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ। গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ ॥ ১৫ ॥ প্রতিপদ্দিবসে সর্ব্বান্ প্রাশয়েৎ কায়শুদ্ধয়ে। অগরুং গুগ্‌গুলুং চৈব কর্পূরং তগরং ত্বচা ॥ ১৬ ॥ একৈকং নিক্ষিপেদ্ধূপং প্রতিপদ্দিবসেঽখিলম্। জলশায়ী জগদ্‌যোনিঃ শেষপর্য্যঙ্কমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥ অর্ঘং গৃহ্ণাতু মে দেবো ভীষ্মপঞ্চকসিদ্ধয়ে। মন্ত্রেণানেন দাতব্যোঽর্ঘো দেবস্য ভক্তিতঃ ॥ ১৮ ॥ শঙ্খতোয়ং সমাদায় সপুষ্পফলচন্দনৈঃ। নৈবেদ্যং পরমান্নঞ্চ স্বশক্ত্যা নিবেদয়েদ্দ্বিজাঃ ॥ ১৯ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং ব্রতং বৈ ভীষ্ম-

সকল ব্রত-নিয়মের সংখ্যা করা যায় না, উহা শরীরের নিতান্ত কষ্টদায়ক, সুকুমারাঙ্গ ব্যক্তিগণ কিরূপে উহা আচরণ করিবে? আপনি তাহা বলুন! সূত বলিলেন,—যে সুকুমারাঙ্গ ব্যক্তিগণ কঠোর নিয়ম পালন করিতে অসমর্থ, তাহারা বিখ্যাত ভীষ্মপঞ্চক ব্রত আচরণ করিবে। কার্ত্তিক মাসের সিতপক্ষীয় একাদশী তিথিতে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দন্ত ধাবন করিবে। অনন্তর বাসুদেবপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল পালন করিবে। ঐ দিন ভক্তিপূর্ব্বক উপবাস করিবে। উপবাস অসহনীয় হইলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে হেম ও হবিষ্যান্ন প্রদান করিবে। এই নিয়মে পঞ্চ দিবস যাবৎ এই উত্তম ব্রত পালন করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য ও রাত্রিজাগরণাদি দ্বারা জলশায়ী হৃষীকেশের পূজা করিবে। ষষ্ঠদিনে ব্রাহ্মণোত্তমগণের পূজা করিবে। বস্ত্র, হিরণ্য, ও মিষ্টান্ন দ্বারা ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতে হয়। কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিতে হইবে যে, আমি আপনাদের প্রসাদে সমস্ত নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছি। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ বলিবেন,—চাতুর্ম্মাসীয় নিখিল ব্রত-নিয়ম তোমার সিদ্ধ হৌক। অনন্তর ব্রতী ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং পঞ্চগব্যের সহিত সর্ব্ব প্রকার অন্ন ভোজন করিবেন।১—১২। যে জন এই ব্রত পালন করিবে, তাহার বহু পুণ্য সঞ্চিত হইবে। যে জন উপবাসপরায়ণ হইয়া দিনপঞ্চক ব্রত করে, সে শতগুণ ফল প্রাপ্ত হয়। একাদশীতে জাতিপুষ্প, দ্বাদশীতে বিল্বপত্র, ত্রয়োদশীতে শতপত্র, চতুর্দ্দশীতে সুরভিপুষ্প এবং পৌর্ণমাসীতে ভৃঙ্গরাজ দ্বারা হরির পূজা করিবে। প্রতিপৎ তিথিতে সকলেই জনার্দ্দনের পূজা করিবে। ব্রতী ব্যক্তি গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও কুশোদক এই সকল দ্রব্য কায়শুদ্ধির নিমিত্ত সকলকে ভোজন করাইবে। অগুরু, গুগ্‌গুলু, কর্পূর তগর, এই সকল বস্তু এক একটী এক একদিনে শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে, কিন্তু প্রতিপদে এই বস্তুগুলি সমুদয়ই শ্রীহরির উদ্দেশে প্রদান করিতে হয়। হে হরে! তুমি জলশায়ী, জগদ্‌যোনি, শেষপর্য্যঙ্কাশ্রিত, ভীষ্মপঞ্চকসিদ্ধির নিমিত্ত আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর। এই মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। ব্রতী ব্যক্তি পুষ্প, ফল ও চন্দনের সহিত শঙ্খতোয় ও পরমান্ন যথাশক্তি হরিকে দান করিবেন। এই আমি নিয়ম ও ফলের সহিত

পঞ্চকম্। সম্প্রাপ্যতে ফলঞ্চৈব ব্রতানাং নিয়মৈঃ সহ॥ ২০॥ ঋষয় ঊচুঃ। যদেতত্ত্বয়া প্রোক্তমশূন্যশয়নব্রতম্। ইন্দ্রেণ যৎকৃতং পূর্ব্বং তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ। প্রসূপ্তস্য মহাভাগ ফলঞ্চৈব প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২১॥ কস্মিন্ কালে প্রকর্ত্তব্যং কেনৈব বিধিনা তথা। তস্মাৎ সূত মহাভাগ বিধানং বিস্তরাদ্বদ॥ ২২॥ সূত উবাচ। শ্রাবণ্যাং সমতীতায়াং দ্বিতীয়াদিবসে স্থিতে। প্রাতরুত্থায় বিপ্রেন্দ্রা নক্ষত্রে বিষ্ণুদৈবতে। পাপিষ্ঠৈঃ পতিতৈর্ম্লেচ্ছৈঃ সম্ভাষং নৈব কারয়েৎ॥ ২৩॥ ততো মধ্যাহ্নসময়ে স্নাত্বা ধৌতাম্বরঃ শুচিঃ। জলশায়িনমাসাদ্য মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ॥ ২৪॥ শ্রীবৎসধারিন্ শ্রীকান্ত শ্রীধামন্ শ্রীপতেঽব্যয়। গার্হস্থ্যং মা প্রণাশং মে যাতু ধর্ম্মার্থকামদম্॥ ২৫॥ পিতরো মা প্রণশ্যন্তু মা প্রণশ্যন্তু চাগ্নয়ঃ। দেবতা মা প্রণশ্যন্তু মত্তো দাম্পত্যভেদতঃ॥ ২৬॥ লক্ষ্ম্যা বিযুজ্যসে কৃষ্ণ ন কদাচিদ্‌যথা ভবান্। তথা কলত্রসম্বন্ধো দেব মা মে প্রণশ্যতু॥ ২৭॥ লক্ষ্ম্যা হ্যশূন্যং শয়নং যথা তে দেব সর্ব্বদা। শয্যা মমাপ্যশূন্যাস্তু তথা জন্মনি জন্মনি॥ ২৮॥ এবমর্থং নিবেদ্যাথ ততো বিপ্রং প্রপূজয়েৎ। যথাশক্ত্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৯॥ এবং ভাদ্রপদে মাসি আশ্বিনে কার্ত্তিকে তথা। পূজয়েচ্চ জগন্নাথং জলশায়িনমচ্যুতম্॥ ৩০॥ অক্ষারভোজনং কার্য্যং বিশেষাত্তৈলবর্জ্জিতম্। সমাপ্তৌ চ ততো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যো ভক্তিতঃ॥ ৩১॥ ফলব্রীহিসমোপেতাং শয্যাং বস্ত্রসমন্বিতাম্। সুবর্ণং দক্ষিণায়াঞ্চ তথৈব চ ফলং লভেৎ॥ ৩২॥ এবং যঃ কুরুতে সম্যগ্‌ব্রতমেতৎ সমাহিতঃ। তস্য তুষ্টিপথং যাতি জলশায়ী জগদ্‌গুরুঃ॥ ৩৩॥ যথা শক্রস্য সন্তুষ্টঃ পূর্ব্বমেব দ্বিজোত্তমাঃ। অশূন্যং শয়নং তস্য ভবেজ্জন্মনিজন্মনি॥ ৩৪॥ অষ্টমাসকৃতং পাপমজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতোঽপি বা। অশূন্যশয়নাৎ সর্ব্বং ব্রতান্নাশং নয়েৎ পুমান্॥ ৩৫॥ পুত্রহীনা চ যা নারী কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ। বিধবা যা করোত্যেতদ্‌ব্রতমেবং সমাহিতা। তস্যাস্তুষ্টো জগন্নাথঃ কায়শুদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥ ৩৬॥ ন তস্যা জায়তে বুদ্ধিঃ কদাচিৎপাপসম্ভবা। ন কামোপহতা বুদ্ধিঃ কথঞ্চিদপি জায়তে॥ ৩৭॥ কুমারিকাপি যা সম্যগ্‌ব্রতমেতৎসমাচরেৎ। সা পতিং লভতে

ভাষপঞ্চক ব্রত বলিলাম। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে অশূন্যশয়ন ব্রত—যাহা ইন্দ্র প্রসুপ্ত চক্রপাণির তুষ্টির নিমিত্ত পূর্ব্বে করিয়াছিলেন, তাহা ফলের সহিত আমাদিগকে বলিয়াছেন। অধুনা তাহা কোন্ বিধি অনুসারে কোন্ কালে করিতে হয়? তাহার বিধান বিস্তৃতরূপে বলুন। সূত বলিলেন,—শ্রাবণমাসীয় পূর্ণিমা তিথির পর যে দ্বিতীয়া, ঐ দ্বিতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শুচি হইয়া পতিত বা ম্লেচ্ছ ব্যক্তির সহিত ব্রতকর্ত্তা বাক্যালাপ করিবেন না। পরে মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণুদৈবত নক্ষত্রে স্নানান্তে শুচি হইয়া ধৌতাম্বরযুগল পরিধান করত শ্রীহরিসমীপে উপস্থিত হইয়া এই মন্ত্রে পূজা করিবে। যথা, হে শ্রীবৎসধারিন্ শ্রীকান্ত, শ্রীধামন্, শ্রীপতে, অব্যয়! আমার গার্হস্থ্য যেন ধর্ম্মার্থকামদ হয়, এবং তাহা যেন কদাচ বিনষ্ট না হয়। আমার পিতা ও অগ্নি যেন কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত না হন। দেবতাগণ যেন আমার প্রতি কদাচ রুষ্ট না হন; আমার যেন কদাচ দাম্পত্যভেদ না হয়। হে কৃষ্ণ! আপনার যেমন কদাচ লক্ষ্মীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে না, তেমনি আমারও পত্নীর সহিত যেন কদাচ বিচ্ছেদ না হয়। হে দেব! আপনার শয্যা যেমন কদাচ লক্ষ্মীশূন্যা হয় না, তেমনি জন্মজন্মান্তরেও যেন আমারও শয্যা কদাপি শূন্যা না হয়। শ্রীহরির নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া পরে যথাশক্তি বিপ্র পূজা করিবে। বিপ্রপূজায় বিত্তশাঠ্য করিবে না। এইরূপে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরির পূজা করিবে। ইহাতে অক্ষারলবণ ভোজন করিতে হয়। তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না। ব্রতসমাপ্তিকালে ব্রাহ্মণেন্দ্রগণকে ভক্তিপূর্ব্বক ফল ব্রীহিসমন্বিতা ও বস্ত্রপরিবৃতা শয্যা, এবং সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিবে। যেমন দান করিবে, তদুপযুক্তই ফল লাভ হইয়া থাকে।২৩-৩২। যে জন সমাহিতভাবে এই ব্রত করে, শ্রীহরি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হন। অপিচ তিনি পূর্ব্বে শক্রের প্রতি যেমন তুষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহার প্রতিও তুষ্ট হইয়া থাকেন। জন্মে জন্মে তাহার শয়ন অশূন্য হয়। এই ব্রত করিলে জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অষ্টমাসীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুত্রহীনা এবং কাকবন্ধ্যা নারী যদি এই ব্রত করে, তাহা হইলে তাহাদের পুত্রলাভ হয়। বিধবায় করিলে তাহার কায়শুদ্ধি হইয়া থাকে। অপিচ কদাচ তাহার পাপে বা কামে মতি হয় না। কোন কুমারী

বিপ্রাঃ কুলীনং রূপসংযুতম্ ॥ ৩৮ ॥ নিষ্কামঃ কুরুতে যস্তু ব্রতমেতৎসমাহিতঃ। চাতুর্ম্মাস্যুদ্ভবানাঞ্চ নিয়মানাং ফলং লভেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেহশূন্যশয়নব্রতমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। শ্রুতানি মুখ্যতীর্থানি তৎক্ষেত্রপ্রোক্তবানি চ। যেষু স্নাতো নরঃ সম্যক্ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ১ ॥ লিঙ্গানি চ মহাভাগ তত্র মুখ্যানি যানি চ। যৈর্দৃষ্টৈর্লভ্যতে শ্রেয়ঃ সর্ব্বেষাং তানি নো বদ ॥ ২ ॥ সূত উবাচ। তত্র চ মঙ্কণাখ্যন্তু লিঙ্গমস্তি সুশোভনম্। তথা সিদ্ধেশ্বরং নাম গৌতমেশ্বরসংযুতম্ ॥ ৩ ॥ কপালেশ্বরমন্যচ্চ চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্। একৈকং সর্ব্বলিঙ্গানাং ফলং যচ্ছত্যসংশয়ম্। যথোক্তবিধিনা সম্যগ্‌যথোক্তং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪ ॥ তত্র তাবৎ প্রবক্ষ্যামি মঙ্কণেশ্বরজং ফলম্। মকারাক্ষরযুক্তস্য লিঙ্গস্যাত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫ ॥ শিবরাত্রিং সমাসাদ্য যস্তু পুরুষো দ্বিজাঃ। কুর্য্যাজ্জাগরণং রাত্রৌ নিরাহারঃ স্থিতঃ শুচিঃ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বলিঙ্গোদ্ভবং চৈব ফলং দর্শনসম্ভবম্। জায়তে নাত্র সন্দেহ ইত্যুবাচ হরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। শিবরাত্রির্মহাভাগ কস্মিন্ কালে তু সা ভবেৎ। বিধানং চৈব মাহাত্ম্যং সর্ব্বং নো বিস্তরাদ্বদ ॥ ৮ ॥ সূত উবাচ। মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষে যা তিথিশ্চৈব চতুর্দ্দশী। তস্যা রাত্রিঃ সমাখ্যাতা শিবরাত্রিসমুদ্ভবা ॥ ৯ ॥ তস্যাং সর্ব্বেষু লিঙ্গেষু সদা সংক্রমতে হরঃ। বিশেষাৎ সর্ব্বপুণ্যেষু খ্যাতেষু মঙ্কণেশ্বরে ॥ ১০ ॥ ঋষয় উচুঃ। শিবরাত্রিঃ কথং জাতা কেনৈষা চ বিনির্ম্মিতা। কস্মাদ্বহুফলা জাতা সর্ব্বং নো বিস্তরাদ্বদ ॥ ১১ ॥ সূত উবাচ। অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি পূর্ব্ববৃত্তং কথানকম্। ভর্তৃযজ্ঞস্য সংবাদমশ্বসেনস্য ভূপতেঃ ॥ ১২ ॥ আনর্ত্তাধিপতিঃ পূর্ব্বমশ্বসেন ইতি স্মৃতঃ। আসীদ্ধর্ম্মপরো নিত্যং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৩ ॥ ভর্তৃযজ্ঞঃ পুরা তেন ইদং পৃষ্টঃ কুতূহলাৎ। কলিকালং সমুদীক্ষ্য বর্দ্ধমানং দিনেদিনে ॥ ১৪ ॥ অশ্বসেন

যদি এ ব্রত করে, তাহা হইলে তাহার উত্তম রূপবান্ কুলীন পতি লাভ হয়। আর নিষ্কাম ব্যক্তি যদি এ ব্রত করে, তাহা হইলে তাহার চতুর্ম্মাস্য ব্রতনিয়মাদির ফল লাভ হইয়া থাকে। ৩৩—৩৯।

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—যে সকল তীর্থে স্নান করিলে নর সর্ব্বতীর্থফল লাভ করিয়া থাকে; হাটকেশ্বর ক্ষেত্রাবস্থিত সেই সকল তীর্থের কথা আমরা শ্রবণ করিলাম; হে মহাভাগ! অধুনা ঐ সকল তীর্থে যে সকল লিঙ্গ আছে, যাহা দেখিলে সকলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, আপনি সেই সকল লিঙ্গের বিষয় আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! ঐ ক্ষেত্রে মঙ্কণেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, গৌতমেশ্বর ও কপালেশ্বর নামে যে চারিটী শিব-লিঙ্গ আছেন, এই লিঙ্গচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিই সর্ব্ব লিঙ্গের ফল দান করিতে সমর্থ; ইহাতে কোন সংশয় নাই, ইহা আমি নিশ্চিত বলিলাম। প্রথমতঃ আমি মকারাক্ষরযুক্ত মঙ্কণেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। যে পুরুষ শিবরাত্রিদিনে নিরাহারে শুচিভাবে ঐ স্থানে জাগরণ করে, সে সর্ব্ব লিঙ্গসমীপে শিবরাত্রি করার এবং সর্ব্ব লিঙ্গ দর্শন করার ফল লাভ করিয়া থাকে। একথা স্বয়ং হর বলিয়াছেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১—৭। ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! শিবরাত্রি কোন্ সময়ে হয়, এবং তাহার বিধান ও মাহাত্ম্য কিরূপ? তাহা বিস্তৃত ভাবে বলুন। সূত বলিলেন,—মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রিকে শিবরাত্রি বলে। ঐ সময় সকল লিঙ্গেই হর অধিষ্ঠান করেন। বিশেষত এই মঙ্কণেশ্বরে তিনি শিবরাত্রির দিন অবস্থান করেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! শিবরাত্রি কিরূপে হইল? কে ইহা আবিষ্কার করিল? এবং কি জন্যই বা ইহা বহুফল হইল? আপনি এই সমস্ত বিস্তৃতভাবে বলুন? সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! এ বিষয়ে আমি আপনাদিগকে ভর্তৃযজ্ঞ ও অশ্বসেনসংবাদ নামক এক পুরাবৃত্ত বলিতেছি। পূর্ব্বে অশ্বসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আনর্ত্ত দেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি বেদবেদাঙ্গপারগ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পূর্ব্বে নৃপতি দিন দিন কলিযুগের প্রভাব বর্দ্ধিত

উবাচ। কলিকালকৃতে কিঞ্চিদ্‌ব্রতং মে বদ সন্মুনে। স্বল্পায়াসং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৫ ॥ স্বল্পায়ুষঃ সদা মর্ত্ত্যা ব্রহ্মন্ কৃতযুগে পুরা। ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব কিমু প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥ ১৬ ॥ তস্মাদ্বর্ষব্রতং ত্যক্ত্বা কিঞ্চিদেকাহ্নিকং বদ ॥ ১৭ ॥ শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্। ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বা কৃতম্ ॥ ১৮ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তৃযজ্ঞ উদারধীঃ। অব্রবীৎ সুচিরং ধ্যাত্বা জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ১৯ ॥ অস্তি রাজন্ ব্রতং পুণ্যং শিবরাত্রীতিসংজ্ঞিতম্। একাহ্নিকং মহারাজ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ২০ ॥ তত্র যদ্দীয়তে দানং হুতং জপ্তং তথৈব চ। সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি রাত্রিজাগরণে কৃতে ॥ ২১ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রানঘনো ধনমাপ্নুয়াৎ। স্বল্পায়ুর্দীর্ঘমায়ুষ্যং শত্রূণাং চৈব সংক্ষয়ম্ ॥ ২২ ॥ যং যং কামমভিধ্যায়ন্ ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ। তং তং সমাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যো নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ কার্পণ্যেনাথ বিত্তেন যদি কুর্য্যাৎ প্রজাগরম্। তথা বর্ষকৃতাৎ পাপামুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ যানি কানি চ লিঙ্গানি স্থাবরাণি চরাণি চ। তেষু সংক্রমতে দেবস্তস্যাং রাত্রৌ যতো হরঃ ॥ ২৫ ॥ শিবরাত্রিস্ততঃ প্রোক্তা তেন সা হরবল্লভা। প্রার্থিতঃ স সুরৈঃ সর্ব্বৈর্লোকানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ২৬ ॥ ভগবন্ কলিকালেঽস্মিন্ সর্ব্বপাপসমন্বিতে। বর্ষপাপবিশুদ্ধ্যর্থং দিনমেকং ক্ষিতৌ ব্রজ। যেন ত্বৎপূজয়া পূতা মর্ত্ত্যাঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৭ ॥ ততো দত্তং হুতং তেষামস্মাকমুপতিষ্ঠতি। যদুচ্ছিষ্টং নরৈর্দত্তং তদ্‌বৃথা জায়তেঽখিলম্ ॥ ২৮ ॥ কলিকালে ন চাস্মাকং কিঞ্চিদেবোপতিষ্ঠতি। অশুদ্ধৈর্দ্দানৈর্দ্দত্তং প্রভূতমপি শঙ্কর ॥ ॥ ২৯ ॥ শ্রীভবানুবাচ। মাঘমাসস্য কৃষ্ণায়াং চতুর্দ্দশ্যাং সুরেশ্বর। অহং যাস্যামি ভূপৃষ্ঠে রাত্রৌ নৈব দিবা কলৌ ॥ ৩০ ॥ লিঙ্গেষু চ সমস্তেষু চলেষু স্থাবরেষু চ। সংক্রমিষ্যাম্যসন্দেহং বর্ষপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ৩১ ॥ তস্যাং রাত্রৌ হি মে পূজাং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। মন্ত্রৈরেতৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ বিপাপ্মা স ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ "ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। ওঁ বামদেবায়

হইতে দেখিয়া কৌতূহল বশত ভর্ত্তৃযজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করেন,—হে মুনিসত্তম! আপনি কলিকালোপযোগী একটী স্বল্পায়াসসাধ্য সর্ব্বপাপনাশন মহাপুণ্য ব্রত আমাকে উপদেশ দিন। দেখুন, পূর্ব্বে সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপরযুগেও যখন জনগণ স্বল্পায়ু ছিল, তখন আর কলিযুগের বিষয় কি বলিব? অতএব আপনি বর্ষব্রত পরিত্যাগ করিয়া একটী ঐকাহিক ব্রত আমাকে বলুন। দেখুন কল্যকার কর্ত্তব্য অদ্য এবং অপরাহ্নের কর্ত্তব্য পূর্ব্বাহ্নে করা উচিত; কেন না, এ ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে কি না, মৃত্যু তাহা প্রতীক্ষা করে না। নৃপতি অশ্বসেনের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানান্তে দিব্যচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়া ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে রাজন্! শিবরাত্রি নামে একটী ঐকাহিক ব্রত আছে। এই ব্রতটী সর্ব্বপাতকনাশন। শিবরাত্রিতে দান, হোম, জপ, ও জাগরণ করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হইয়া থাকে এবং অপুত্র পুত্র, নির্দ্ধন ধন, অল্পায়ু দীর্ঘায়ু, প্রাপ্ত হয়। শত্রুনাশ হইয়া থাকে। যাহা যাহা কামনা করিয়া এই ব্রত করা যায়, মানব তৎসমস্তই এই ব্রত করিয়া লাভ করে। অপিচ সে নিষ্কাম মোক্ষভাগী হইয়া থাকে। কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াই হৌক, আর বিত্তব্যয় করিয়াই হউক, যে কোন প্রকারে জাগরণ করা যাউক না কেন, বর্ষকৃত পাপ হইতে মুক্তি হইবেই হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন প্রকার লিঙ্গ হৌক না কেন, শিবরাত্রির রাত্রিতে তাহাতে হর অধিষ্ঠান করেন। এইজন্য শিবরাত্রি নাম এবং উহা শিব-বল্লভ হইয়াছে। দেবগণ সর্ব্বলোকানুগ্রহ কামনায় হরের নিকট এই প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! এই সর্ব্বপাপ সমন্বিত কলিকালে বর্ষপাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত আপনি একদিনের জন্যও ক্ষিতিতলে গমন করুন। ইহাতে মর্ত্ত্যবাসীগণ আপনার পূজা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে; আর ইহার ফলে মর্ত্ত্যবাসীদের প্রদত্ত হুত আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। কলিকালে নরগণ যে সকল হব্য আমাদিগকে প্রদান করে, তাহা প্রায়ই বৃথা যায়, আমাদের নিকট উপস্থিত হয় না। মানবগণ অশুদ্ধভাবে প্রভূত দ্রব্য আমাদিগকে দান করিলেও আমার নিকট পৌঁছায় না। ৮—২৯। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—কলিকালে মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে আমি রাত্রিকালে মর্ত্ত্যধামে গমন করিব। আর তত্রত্য দেহিগণের বর্ষপাপাপনোদনের জন্য চলাচল সমস্ত লিঙ্গেই সংক্রামিত হইব। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে মানব ঐ রাত্রিতে আমার পূজা করিবে, সে বিগতপাপ হইবে। ওঁ সদ্যো-

নমঃ। ওঁ ঘোরায় নমঃ। ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় নমঃ ।” এবং বক্ত্রাণি সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। বস্ত্রৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্ততোঽর্ঘং সম্প্রদাপয়েৎ। মন্ত্রেণানেন সম্পূজ্য মাং ধ্যাত্বা মনসি স্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥ গৌরীবল্লভ দেবেশ সর্ব্বাদ্য শশিশেখর। বর্ষপাপবিশুদ্ধ্যর্থমর্ঘ্যো মে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ সম্পূজয়েদ্বিপ্রং ভোজনাচ্ছাদনাদিভি। দত্বাথ দক্ষিণাং তস্মৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মাখ্যানকথাভিশ্চ সলাস্যৈস্তাণ্ডবৈস্তথা ॥ ৩৬ ॥ এবং করিষ্যতে যোঽত্র ব্রতমেতৎ সুরেশ্বর। বর্ষপাপবিশুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং ভবিষ্যতি ॥৩৭॥ তচ্ছ্রুত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে প্রণম্য শশিশেখরম্। সম্প্রহৃষ্টা নরশ্রেষ্ঠ স্বানি স্থানানি ভেজিরে ॥ ৩৮ ॥ প্রেষয়ামাসু কর্ত্ত্যাঞ্চ নারদং মুনিসত্তমম্। প্রবোধনায় লোকানাং শিবরাত্রিকৃতে সদা ॥ ৩৯ ॥ সোঽপি গত্বা ধরাপৃষ্ঠং শ্রাবয়ামাস সর্ব্বতঃ। শিবরাত্রেস্তু মাহাত্ম্যং যদুক্তং শূলপাণিনা ॥ ৪০ ॥ ততঃ প্রভৃতি সঞ্জাতা শিবরাত্রির্ধরাতলে। সর্ব্বকামপ্রদা পুণ্যা সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৪১ ॥ অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং কথানকম্।

জাতায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ, ওঁ ঘোরায় নমঃ, ওঁ তৎ পুরুষায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা এবং বস্ত্র দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবদেবের বক্ত্র সকল পূজা করিবে, অনন্তর মনোমধ্যে ধ্যান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে। মন্ত্র যথা—হে গৌরী-বল্লভ দেবেশ, সর্ব্বাদ্য, শশিশেখর! সম্বৎসরকৃত পাপ হরণের জন্য আমি আপনাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। অনন্তর ভোজনাচ্ছাদনাদি দ্বারা বিপ্রগণের পূজা করিবে। দক্ষিণাবিষয়ে বিত্তশাঠ্য করিবে না। যে মানব ধর্ম্মাখ্যান, ও সলাস্য তাণ্ডবাদি আচরণে শিবরাত্রি ব্রত করে, তাহার এই সকল আচরণ বর্ষকৃতপাপবিশুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া শশিশেখরকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং মর্ত্ত্যবাসীদিগকে শিবরাত্রিব্রত করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে মুনিবর নারদকে মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ করিলেন। তিনিও তাঁহাদের বাক্যানুসারে মর্ত্ত্যে উপস্থিত হইয়া শিবরাত্রিমাহাত্ম্য খ্যাপন করিতে লাগিলেন। তদবধি ধরাতলে শিবরাত্রি সর্ব্বকামনাপূরণ ও সকলপাপনাশ করিতে লাগিল। হে ঋষিগণ! অধুনা আর একটী পুরাবৃত্ত আমি আপনাদিগকে বলিতেছি।

যদ্বৃত্তং নৈমিষারণ্যে লুব্ধকস্যাত্র কস্যচিৎ ॥ ৪২ ॥ তত্রাসীল্লুব্ধকঃ কশ্চিজ্জাতিমাত্রাম্ন কর্ম্মতঃ। ব্যসনেনাভিভূতাত্মা পরবিত্তাপহারকঃ ॥ ৪৩ ॥ ন কদাচিদ্ব্রতং তেন ন দত্তং ন জপঃ কৃতঃ। কেবলঞ্চ হৃতং বিত্তং লোকানাং ছলসংশ্রয়াৎ ॥ ৪৪ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য শিবরাত্রিঃ সমাগতা। মাঘমাসেঽসিতে পক্ষে সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৪৫ ॥ তত্রাস্ত্যায়তনং পুণ্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ। তত্র জাগরণং রাত্রৌ প্রারব্ধং বহুভির্জ্জনৈঃ ॥ ৪৬ ॥ নারীভির্নরশার্দ্দূল ভূষিতাভিঃ সুভূষণৈঃ। অথাসৌ চিন্তয়ামাস চোরো দৃষ্ট্বাথ জাগরম্ ॥ ৪৭ ॥ গচ্ছামি যদি কাঞ্চিৎ স্ত্রীং ভূষণৈঃ পরিভূষিতাম্। নিষ্ক্রান্তাং বাহ্যতশ্চাস্য প্রাসাদস্যাপ্নুয়ামহম্ ॥ ৪৮ ॥ ততো হত্বা সমাদায় ভূষণান ব্রজাম্যহম্ ॥ ৪৯ ॥ এবং নিশ্চিত্য মনসা গতস্তস্য সমীপতঃ। কর্ণিকায়াং সমারুহ্য স্থিতো গুপ্তস্ততো হি সঃ ॥ ৫০ ॥ বীক্ষমাণো দিশঃ সর্ব্বা নারীনিষ্ক্রামণোদ্ভবাঃ। চৌর্য্যকর্ম্মপ্রবৃত্তস্য শীতার্ত্তস্য বিশেষতঃ ॥ ৫১ ॥ অল্পাপি নিদ্রা নায়াতা ন চ নারী বিনির্গতা। তস্যাধস্তাত্ততো লিঙ্গমভবত্তু ধরোদ্ভবম্।

এই পুরাবৃত্তটী নৈমিষারণ্যবাসী এক লুব্ধকের। নৈমিষারণ্যে এক লুব্ধক ছিল। সে লুব্ধক ছিল বটে; কিন্তু কদাচ লুব্ধকোচিত কার্য্য করিত না। সে অত্যন্ত ব্যসনী ছিল এবং পরধন অপহরণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। সে কখন দান, ব্রত বা জপ করে নাই, ছল করিয়া পরধন অপহরণ করাই কেবল তাহার কার্য্য ছিল।৩০—৪৪। একদা সর্ব্বপাতকনাশিনী মাঘমাসের অসিত-পক্ষীয় শিব-চতুর্দ্দশী; ঐস্থানে দেবদেব হরের এক আয়তন ছিল। আয়তনে রাত্রিকালে বহু নর দিব্যাভরণভূষিতা রমণীগণের সহিত জাগরণ করিতেছিল। তখন ঐ লুব্ধক চোর মনে করিল,—আমি ঐ স্থানে যাই, যদি কোন রমণীকে প্রাসাদের বাহিরে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহাকে নিহত করিয়া অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ঐ চোর প্রাসাদসমীপে উপস্থিত হইল,—হইয়া প্রাসাদর এক কার্ণিশে লুক্কায়িত থাকিল। প্রাসাদকর্ণিকায় লুক্কায়িত থাকিয়া সে রমণীগণের গমন পথ অবলোকন করিতে লাগিল। কিন্তু কোন রমণীই প্রাসাদ-বহির্ভাগে গমন করিল না। তখন ঐ দুরাত্মা কেবল যার পর নাই শীত ভোগ করিল। বলা বাহুল্য যে, সে ঐ অবস্থায় অল্পমাত্রও নিদ্রাসুখ অনু-

গত্বা চ পত্রাণ্যাদায় প্রচিক্ষেপাস্য চোপরি ॥ ৫২ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু প্রোদগাত্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ। অসতীনাং চ চৌরাণাং কামিনামসুখাবহঃ ॥ ৫৩ ॥ ততো নরাশ্চ নার্য্যশ্চ জগ্মুঃ স্বং স্বং নিকেতনম্। উপচারপরাঃ শান্তাঃ প্রণিপত্য মহেশ্বরম্ ॥ ৫৪ ॥ সোঽপি চৌরো নিরাশশ্চ ক্ষুৎক্ষামঃ শীতবিহ্বলঃ। অবতীর্য্য ক্রমাত্তস্মাত্তৃপায়ং কঞ্চিদাশ্রিতঃ ॥ ৫৫ ॥ ততঃ কালেন মহতা পঞ্চত্বং সমপদ্যত। জাতো জাতিস্মরঃ সোঽথ দশার্ণাধিপতেগৃহে ॥ ৫৬ ॥ উপবাসপ্রভাবেন বলাদপি প্রজাগরাৎ। শিবরাত্রে-স্তথা তস্য লিঙ্গস্যাপি প্রপূজয়া ॥ ৫৭ ॥ ততো রাজ্যং সমাসাদ্য পিতৃপৈতামহং মহৎ। কারয়ামাস লিঙ্গস্য প্রাসাদং তস্য শোভনম্ ॥ ৫৮ ॥ বর্ষে বর্ষে সমাশ্রিত্য শিবরাত্রৌ প্রজাগরাৎ। উপবাসপরো ভূত্বা গীত-বাদ্যত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৯ ॥ ধর্ম্মাখ্যানকথাভিশ্চ গীত-ধ্বনিভিরেব চ। পূর্ব্বোক্তমন্ত্রৈঃ সম্পূজ্য অর্ঘং দত্ত্বা বিধানতঃ। সন্তর্প্য ব্রাহ্মণান্ কামৈর্জগাম নিলয়ং নিজম্ ॥ ৬০ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য শিবরাত্রৌ সমাগতাঃ। প্রাসাদে তত্র মুনয়ঃ প্রাপ্তা শাণ্ডিল্য-পূর্ব্বকাঃ ॥ ৬১ ॥ শাণ্ডিল্যোঽথ ভরদ্বাজো যব-ক্রীতোঽথ গালবঃ। পুলস্ত্যঃ পুলহো গার্গ্যস্তথান্যে বহবো নৃপ ॥ ৬২ ॥ সোঽপি রাজা বৃহৎসেনো দশার্ণাধিপতেঃ সুতঃ। সম্প্রাপ্তো জাগরং কর্ত্তুং তস্য লিঙ্গস্য চাগ্রতঃ ॥ ৬৩ ॥ পূজয়িত্বা ততো দেবং প্রণিপত্য মুনীশ্বরান্। উপবিষ্টস্তস্য চাগ্রে সমুদ্ভ্রান্তো দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৬৪ ॥ ততস্তস্যাগ্রতশ্চক্রুঃ কথাস্তে বহুধা নৃপ। রাজর্ষীণামতীতানাং ব্রহ্মর্ষীণাং বিশে-ষতঃ ॥ ৬৫ ॥ অথ কস্মিন্ কথান্তে স তৈঃ পৃষ্টো ব্রহ্মবাদিভিঃ। কৌতুকাবিষ্টচিত্তৈশ্চ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনৈঃ ॥ ৬৬ ॥ রাজন্ পৃচ্ছামহে সর্ব্বে বয়ং কৌতূহলান্বিতাঃ। যদি ব্রবীষি নঃ সত্যং দেবতায়-তনে স্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥ রাজোবাচ। যদি জানামি বিপ্রেন্দ্রাঃ কথয়িষ্যাম্যসংশয়ম্। দেবস্যাগ্রে চ সং-পৃষ্টঃ সত্যেনাখ্যানমালভে ॥ ৬৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। পুষ্কলানি পরিত্যজ্য কস্মাদ্দানান্যনেকশঃ। জাগরং কর্ত্তুকামোঽত্র স্বদেশাত্তুপতিষ্ঠসি ॥ ৬৯ ॥ বর্ষে বর্ষে সদা প্রাপ্তে নূনং ত্বং বেৎসি কারণম্। রহস্যং যদি

তব করিতে পারে নাই। সে যে স্থানে লুক্কায়িত ছিল, তাহারই নিম্নভাগে এক শিব ছিলেন। সে তখন অবতরণ করিয়া কতিপয় পত্র ঐ শিবের উপরিভাগে নিক্ষেপ করিল। এই সময় অসতী, চোর ও কামীদিগের সুখাপহরণ করিয়া ভগবান্ তীক্ষ্ণদীধিতি উদিত হইলেন। তখন জাগরণ-কারী নর-নারী সকলেই মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। চোরও প্রাসাদকর্ণিকা হইতে অবতরণ করিয়া যথেচ্ছ গমন করিল। পরে বহুকাল গত হইলে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিবরাত্রিজাগরণ ও লিঙ্গপূজার ফলে জাতিস্মর হইয়া দশার্ণাধিপতির গৃহে জন্ম লইল। ক্রমশঃ সে পিতৃপৈতামহ বিশাল রাজ্য লাভ করিয়া ঐ লিঙ্গের দিব্য শোভিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিল, প্রতিবৎসর উপ-বাসী থাকিয়া শিবরাত্রির দিন জাগরণ নিমিত্ত প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া গীত, বাদিত্র-নিস্বন, ধর্ম্মাখ্যানকথা, এবং বিহিত মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি মহেশ্বরের পূজাসমাপনপূর্ব্বক যথেচ্ছ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া গৃহে গমন করিত। কিয়ৎ দিবস পরে শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, যবক্রীত, গালব, পুলস্ত্য, পুলহ ও গার্গ্য প্রভৃতি মুনিগণ শিব-রাত্রিসময়ে ঐ স্থানে আগমন করেন। ঐ সময় দশার্ণাধিপতির পুত্র বৃহৎসেনও জাগরণ করিবার জন্য ঐ লিঙ্গসমীপে উপস্থিত হন। তিনি মহেশ্বরের পূজাপ্রণামাদি সম্পন্ন করিয়া মুনি-গণকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের আদেশে উপবিষ্ট আছেন। মুনিগণও তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়া অতীত রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। এইভাবে কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া বিস্ময়োৎ-ফুল্ল লোচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজন্! আমরা কৌতূহলান্বিত হইয়াছি, আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব; যদি আপনি এই দেবায়তনে বসিয়া মিথ্যা না বলেন? রাজা বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যদি আমার জানা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিব; এই দেবতার অগ্রে সত্য করিয়া বলিতেছি। ৪৫—৬৮। ঋষিগণ বলিলেন,—হে রাজন্! কিজন্য আপনি প্রচুর ধনদান পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, এই দূরস্থ দেবায়তনে আগমন-পূর্ব্বক জাগরণ অনুষ্ঠান করিতেছেন? বর্ষে বর্ষেই আপনি এরূপ করিয়া থাকেন; প্রতিবৎসর যখন এরূপ করেন, তখন অবশ্যই ইহার গূঢ় কারণ

ত্তে ন স্বাত্তদত্রকীহি নরাধিপ ॥ ৭০ ॥ সূত উবাচ। সবৈলক্ষ্যং স্মিতং কৃত্বা ততঃ প্রাহ স দুর্ম্মনাঃ। রহস্যং পরমং হ্যেতদবাচ্যং হি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭১ ॥ তথাপি চ বদিষ্যামি পৃষ্টো দেবাগ্রতো যতঃ ॥ ৭২ ॥ ততঃ স কথয়ামাস পূর্ব্বদেহসমুদ্ভবম্। মলিম্লুচত্ততো নূনং শিবরাত্রিসমুদ্ভবম্ ॥ ৭৩ ॥ চৌর্য্যভাবেন দেবস্য পূজনং জাগরস্তথা। উপবাসং বিনা তেন শিবরাত্রৌ পুরা কৃতম্ ॥ ৭৪ ॥ জাতিস্মরণসংযুক্তং জন্ম জাতং যথাতথম্। ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে সাধুবাদান্ পৃথগ্বিধান্ ॥ ৭৫ ॥ নৃপোত্তমস্য রাজর্ষের্দত্ত্বাশীর্ভিঃ সমন্বিতান্। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা প্রজগ্মুস্তে নিজাশ্রমান ॥ ৭৬ ॥ সোঽপি রাজা সমভ্যর্চ্চ্য তং দেবং তান্ দ্বিজোত্তমান্। জগাম স্বপুরং পশ্চাৎ কৃত্বা রাত্রৌ প্রজাগরম্ ॥ ৭৭ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। শিবরাত্রিঃ সমুৎপন্না এবং ভূমিতলে নৃপ। এবংবিধস্য মাহাত্ম্যং তস্যাস্তে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যা সা নৃপসত্তম। কলিকালে বিশেষেণ য ইচ্ছেদ্ধৃতিমাত্মনঃ ॥ ৭৯ ॥ এষা কৃতা দিলীপেন নহুষেণ চ। মান্ধাত্রা ধুন্ধুমারেণ সগরেণ যুযুৎসুনা ॥ ৮০ ॥ তথান্যৈশ্চ বিশেষেণ সম্যক্‌শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ। প্রাপ্তাশ্চ হৃদ্গতাঃ কামা যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ৮১ ॥ তথা চৈব তু সাবিত্র্যা শ্রিয়া দেব্যা তু সীতয়া। অরুন্ধত্যা সরস্বত্যা মেনয়া রম্ভয়া তথা ॥ ৮২ ॥ ইন্দ্রাণ্যাথ দৃষদ্বত্যা স্বধয়া স্বাহয়া তথা। রত্যা প্রীত্যা প্রভাবত্যা গায়ত্র্যা চ নৃপোত্তম। সর্ব্বাঃ প্রাপ্তাঃ প্রিয়ান্ কামানতিসৌভাগ্যসংযুতান্ ॥ ৮৩ ॥ যশ্চৈতাং পঠতে ব্যুষ্টিং ভাবেন শিবসন্নিধৌ। দিনজাৎ পাতকাৎ সোঽপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ৮৪ ॥ নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি দেবো হরোপমঃ। শিবরাত্রেঃ পরং নাস্তি তপঃ সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৮৫ ॥ সর্ব্বরত্নময়ো মেরুঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং তপঃ। সর্ব্বধর্ম্মময়ী রাজন্ শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৮৬ ॥ গরুড়ঃ পক্ষিণাং যদ্বন্নদীনাং সাগরো যথা। প্রধানঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শিবরাত্রিস্তথোত্তমা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবরাত্রিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৬ ॥

আপনার বিদিত আছে ; যদি অপ্রকাশ্য না হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া আপনি আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন। সূত বলিলেন,—ঋষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বৈলক্ষ্য সহকারে মৃদুহাস্য করিয়া দুর্ম্মনায়মান হইয়া বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ ! ইহা পরম রহস্য—অবাচ্য, তথাপি আপনারা যখন দেবসম্মুখে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই বলিয়া রাজা পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত—বিবিধ পাপানুষ্ঠান, শিবরাত্রিব্রতাচরণ, চুরি করিতে আসিয়া মহেশ্বরের পূজা করা, শিবরাত্রির রাত্রিতে প্রাসাদকর্ণিকায় লুক্কায়িত থাকা ও জাগরণ করা এবং পরে এই শিবরাত্রিব্রতপ্রভাবে জন্মান্তরে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় যথাযথ কীর্ত্তন করিলেন। মুনিগণ তৎশ্রবণে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক রাত্রি জাগরণের পর প্রত্যূষে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। রাজাও মহেশ্বরের আরাধনা ও ঋষিগণের পূজা করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে নৃপ ! ধরাতলে এইরূপে শিবরাত্রি প্রখ্যাত হইয়াছিল। ভগবান্ নারদ শিবরাত্রির এইরূপ মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শিবরাত্রি সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য ; বিশেষতঃ কলিকালে। নল, নহুষ, দিলীপ, মান্ধাতা, ধুন্ধুমার, সগর, যুযুৎসু প্রভৃতি পুরুষগণ এবং সাবিত্রী, লক্ষ্মী, সীতা, অরুন্ধতী, সরস্বতী, মেনা, রম্ভা, ইন্দ্রাণী, স্বাহা, স্বধা, দৃষদ্বতী, রতি, প্রীতি, প্রভাবতী ও গায়ত্রী প্রভৃতি রমণীগণও এই শিবরাত্রিব্রত করিয়া মনোভিলষিত ফল লাভ করিয়াছিলেন। যে মানব ভক্তিসহকারে শিব-সন্নিধানে এই ফলশ্রুতি পাঠ করে, সেও দিনজাত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যেমন গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, শিবতুল্য দেবতা নাই, তদ্রূপ শিবরাত্রি সদৃশ ব্রত নাই। ইহা আমি সত্য বলিলাম। মেরু যেমন সর্ব্বরত্নময়, তপ যেমন সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, তেমনি এই শিবরাত্রি সর্ব্বধর্ম্মময়ী। যেমন পক্ষীর মধ্যে গরুড়, নদীর মধ্যে সাগর, তেমনি সকল ধর্ম্মের মধ্যে এই শিবরাত্রিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। ৬—৮৭।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। তস্মাদেষা মহারাজ শিবরাত্রি-র্বিপশ্চিতা। কর্ত্তব্যা পুরুষেণাত্র লোকদ্বয়মভীপ্সুনা॥ আনর্ত্ত উবাচ। মঙ্কণেশ্বরমাহাত্ম্যং ময়া বিস্তরতঃ শ্রুতম্। শিবরাত্রিসমোপেতং যত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্॥ ২॥ সাম্প্রতং বদ মে কৃৎস্নং সিদ্ধেশ্বরসমুদ্ভবম্। বিস্তরেণ মহাভাগ পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৩॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। সিদ্ধেশ্বর ইতি খ্যাতো মহাদেবো মহীপতে। তস্যোৎপত্তিস্ত্বয়া পূর্ব্বং শ্রুতাত্র বদতো মম॥ ৪॥ সাম্প্রতং তৎফলং বচ্মি তস্মিন দৃষ্টে তু দানজম্। যৎফলং জায়তে নৃণাং চক্রবর্ত্তিত্ব-সম্ভবম্॥ ৫॥ তুলাপুরুষদানং চ তত্র রাজন্ প্রশস্যতে। য ইচ্ছেচ্চক্রবর্ত্তিত্বং সমস্তে ধরণীতলে॥ ৬॥ আনর্ত্ত উবাচ। তুলাপুরুষ-দানস্য যো বিধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। তং মে সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামুনে॥ ৭॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে বা অয়নে বিষুবে তথা। তীর্থে বা পুরুষশ্রেষ্ঠ তুলাপুরুষসম্ভবম্॥ ৮॥ প্রশস্তি বিধিঃ সম্যক্ প্রাপ্তে বা চেন্দুসংক্ষয়ে। ব্রাহ্মণানাং সুদান্তানামনুষ্ঠানবতাং সতাম্॥ ৯॥ বেদাধ্যয়ন-যুক্তানাং নির্দ্দোষাণাঞ্চ পার্থিব। বিভজ্য স ভবে-দ্দেয়ো নৈকস্য চ কথঞ্চন॥ ১০॥ শুচৌ দেশে সমে পুণ্যে পূর্ব্বোত্তরপ্লবে শুভে। মণ্ডপং কারয়েদ্বিদ্বান্ রম্যং ষোড়শহস্তকম্॥ ১১॥ তন্মধ্যে কারয়েদ্বেদিং চতুর্হস্তপ্রমাণতঃ যজমানস্য হস্তেন, হস্তৈকেন সমুচ্ছ্রিতাম্॥ ১২॥ চতুর্হস্তানি কুণ্ডানি চতুর্দ্দিক্ষু প্রকল্পয়েৎ। একহস্তপ্রমাণানি আয়ামব্যাসবিস্তরাৎ॥ ১৩॥ ঐশান্যামপরাং বেদিং হস্তমাত্রাং ন্যসেচ্ছু-ভাম্। রত্নিমাত্রোত্থিতাঞ্চৈব গ্রহাংস্তত্র প্রকল্পয়েৎ॥ ১৪॥ যুগ্মাশ্চ ঋত্বিজঃ কার্য্যাশ্চতুর্দ্দিক্ষু যথাক্রমম্। বহ্বৃচোঽধ্বর্য্যবশ্চৈব ছন্দোগাথর্ব্বণাবপি॥ ১৫॥ তৃষ্ণীন্তু দেবতাহোমস্তৈঃ কার্য্যঃ সুসমাহিতৈঃ। তল্লিঙ্গৈর্নৃপতে মন্ত্রৈঃ স্বশক্ত্যা জপ এব চ॥ ১৬॥ একহস্তপ্রবিষ্টন্তু চতুর্হস্তোচ্ছ্রিতং তথা। স্তম্ভদ্বয়ং তু কর্ত্তব্যং বেদিযাম্যোত্তরে স্থিতম্॥ ১৭॥ তন্মধ্যে সুশুভং কাষ্ঠং স্তম্ভজাতং দৃঢ়ং ন্যসেৎ। চন্দনঃ খদিরো বাথ বিল্বো বাশ্বত্থ এব বা॥ ১৮॥ তিন্দুকো দেবদারুর্ব্বা শ্রীপর্ণী বা বটোঽথবা। অষ্টৌ বৃক্ষাঃ শুভাঃ শস্তাঃ স্তম্ভার্থং নৃপসত্তম॥ ১৯॥ শিক্যদ্বয়-সমোপেতাং তন্মধ্যে বিন্যসেত্তুলাম্। স্নাতঃ শুক্লাম্বর-

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—হে মহারাজ! এই শিব-রাত্রিব্রত সকল পুরুষেরই করা কর্ত্তব্য, ইহা লোকদ্বয়হিতকারিণী। আনর্ত্ত বলিলেন,—আমি শিবরাত্রির সহিত মঙ্কণেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ করি-লাম। সম্প্রতি সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বলুন। ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—সিদ্ধে-শ্বর নামে বিখ্যাত এক মহাদেব আছেন, তাঁহার উৎপত্তি কথা আমার নিকট শ্রবণ করুন। তাঁহাকে দর্শন করিলে এবং তদুদ্দেশে দান করিলে যে ফল লাভ হয়, সম্প্রতি আমি তাহা বলিতেছি। তদুদ্দেশে দান করিলে চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ হয়। যে মানব চক্রবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করে, তাহার ঐ শিবসন্নি-ধানে তুলাপুরুষ দান করা সুপ্রশস্ত। আনর্ত্ত বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুলাপুরুষ দানের যে বিধি কীর্ত্তিত আছে, আপনি বিস্তৃতভাবে তাহা বলুন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ বলিলেন,—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, অয়ন, বিষুব, তীর্থ ও ইন্দুসংক্ষয় এই সকলে তুলাপুরুষ দান বিধেয়। সুদান্ত, নিষ্ঠাবান্, সুজন, বেদাধ্যয়ন-যুক্ত, নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণগণকে এই তুলাপুরুষ দানের দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিবে। একজনকে কদাচ দিবে না। সম পুণ্য পূর্ব্বোত্তরপ্লব শুভ শুচি দেশে রমণীয় ষোড়শ হস্ত পরিমিত মণ্ডপ করিবে। তাহার মধ্যে একটী চতুর্হস্ত-পরিমিত বেদি হইবে। এই বেদিটীর উচ্চতা হইবে একহাত। যজমানের হাতের মাপে এই বেদির মাপ হইবে। এই বেদির চতু-র্দ্দিকে চারিহস্তপ্রমাণ চারিটী কুণ্ড করিবে। এই কুণ্ড চারিটির গভীরতা ও ব্যাস এক হস্ত হইবে। মণ্ডপের ঈশানকোণে গ্রহগণের জন্য অরত্নি-মাত্র উচ্চ হস্তপরিমিত একটী বেদি করিবে। চারিদিকে যুগ্ম যুগ্ম ঋত্বিক বহ্বৃচ, অধ্বর্য্যু, ছন্দোগ ও অথর্ব্বণ, নিয়োগ করিতে হইবে। তাহারা সমাহিত হইয়া অমন্ত্রক দেবতাহোম করিবেন এবং যথাশক্তি ঐ লিঙ্গের মন্ত্রজপ করিবেন। মধ্যস্থিত বেদিকার দক্ষিণ ও উত্তরে একহস্ত প্রবিষ্ট ও চতুর্হস্ত উচ্ছ্রিত স্তম্ভদ্বয় প্রোথিত করিবে। আর একটী স্তম্ভ ঐ প্রোথিত স্তম্ভদ্বয়ের মস্তকোপরি বিন্যস্ত করিবে। চন্দন, খদির, বিল্ব, অশ্বত্থ, তিন্দুক, দেবদারু, শ্রীপর্ণী ও বট এই আট প্রকার বৃক্ষই স্তম্ভার্থ প্রশস্ত। উক্ত স্তম্ভদ্বয়ের

ধরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ ॥ ২০ ॥ পূজয়িত্বা সমস্তাংশ্চ লোকপালান্ যথাক্রমম্। স্তম্ভান্ সম্পূজয়েৎ পশ্চাদ্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ২১ ॥ তুলাঞ্চ পার্থিবশ্রেষ্ঠ পুণ্যাহঞ্চ প্রকীর্ত্তয়েৎ। যজমানো নিজৈঃ সর্ব্বৈরায়ুধৈঃ কায়সংস্থিতৈঃ ॥ ২২ ॥ পশ্চিমাং দিশমাস্থায় প্রাঙ্মুখঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মণো দুহিতা নিত্যং সত্যং পরমমাশ্রিতা। কাশ্যপী গোত্রতশ্চৈব নামতো বিশ্রুতা তুলা ॥ ২৪ ॥ ত্বং তুলে সত্যনামাসি স্বভীষ্টং চাত্মনঃ শুভম্। করিষ্যামি প্রসাদং মে সান্নিধ্যং কুরু সাম্প্রতম্ ॥ ২৫ ॥ ততস্তস্যাং সমারুহ্য স্বশক্ত্যা যৎ সমাহৃতম্। দানার্থং পূর্ব্বমাযে'জ্যং শিক্যেঽন্যস্মিন্নরোত্তম ॥ ২৬ ॥ সুবর্ণং রজতং বাথ বস্ত্রং চান্যদভীপ্সিতম্। যাবৎ সাম্যং ভবেদ্রাজন্নাত্মনোঽভ্যধিকঞ্চ বা ॥ ২৭ ॥ ততোঽভীষ্টং সামাসাদ্য দেবতাং শিক্যমাশ্রিতঃ। উদকং জল মধ্যে চ তদর্থং প্রক্ষিপেদ্ ক্রতম্ ॥২৮॥ সতিলং সহিরণ্যং চ সাক্ষতং বিধিপূর্ব্বকম্। অবতার্য্য ততঃ সর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥২৯॥ যৎফলং প্রাপ্যতে পশ্চাত্তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৩০ ॥ অজানতা জানতা বা যৎপাপং তু ভবেৎকৃতম্। তৎসর্ব্বং নাশয়েন্মর্ত্ত্যো দানস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৩১ ॥ যাবন্মাত্রং কৃতং পাপমতীতং নৃপসত্তম। তাবন্মাত্রং ক্ষয়ং যাতি তুলাপুরুষদানতঃ ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বরাণাং সমাদিষ্টং কায়ক্লেশভয়াত্মনাম্। পুরশ্চরণমেতদ্ধি দানং ত্রৈলোক্যসম্ভবম্ ॥ ৩৩ ॥ এতদ্দত্তং দিলীপেন কার্ত্তবীর্য্যেণ ভূপতে। পৃথুনা পুরুকুৎসেন তথান্যৈরপি পার্থিবৈঃ ॥ ৩৪ ॥ এতৎপুণ্যং প্রশস্যং চ সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্। তুলাপুরুষদানং চ সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্ ॥ ৩৫ ॥ আধয়ো ব্যাধয়ো ন স্যুর্ন বৈধব্যং গদোদ্ভবম্। সঞ্জায়তে নৃপশ্রেষ্ঠ ন বিয়োগঃ স্ববন্ধুভিঃ। তুলাপুরুষদানস্য ফলমেতদুদাহৃতম্ ॥ ৩৬ ॥ তুলাপুরুষদানস্য প্রদত্তস্য নৃপোত্তম। ন শক্যতে কথয়িতুং ফলং যৎস্যাৎ কলৌ যুগে ॥৩৭॥ দক্ষিণামূর্ত্তিমাসাদ্য সিদ্ধেশ্বরবিভোঃ পুরঃ। যঃ প্রযচ্ছতি ভূপাল সহস্রগুণিতং ফলম্ ॥ ৩৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাপ্য সিদ্ধেশ্বরং বিভুম্। তুলাপুরুষদানং চ কর্ত্তব্যং সুবিবেকিনা ॥ ৩৯ ॥ একত্র সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বাণ্যায়তনানি চ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে কথিতানি স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪০ ॥ সিদ্ধেশ্বরঃ সুরশ্রেষ্ঠ একত্র সমুদাহৃতঃ। তস্মিন্ দৃষ্টে তথা স্পৃষ্টে পূজিতে নৃপসত্তম। সর্ব্বেষাং লভতে মর্ত্ত্যঃ ফলং যৎপরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তুলাপুরুষদানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৭ ॥

মধ্যে শিক্যদ্বয়-সংযুক্ত তুলাদণ্ড লম্বিত করিবে। স্নাত, শুক্লাম্বরধর, শুক্লমাল্যানুলেপন, ব্যক্তি যথাক্রমে লোকপালাদির পূজা করিয়া গন্ধ-মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা স্তম্ভ ও তুলাপূজা করিবে। পুণ্যাহ কীর্ত্তন করিতে হয়। যজমান পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিয়া নিজ কায়স্থিত আয়ুধসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া পূর্ব্বমুখে শ্রদ্ধাসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্রজপ করিবে। যথা, হে তুলে! তুমি ব্রহ্মার দুহিতা পরম সত্য অবলম্বন করিয়া আছ। তুমি কাশ্যপগোত্রা, তোমার নাম তুলা। হে তুলে! তুমি সত্যনাম্নী, আমার অভীষ্ট পূরণ কর। অধুনা তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সন্নিহিতা হও। অনন্তর তুলায় আরোহণ করিয়া যথাশক্তি আহৃত দানার্থ দ্রব্যজাত—সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র বা অন্য যাহা কিছু অভিলষিত বস্তু যতক্ষণ আপনার সমান বা অধিক না হয়, ততক্ষণ শিক্যান্তরে আরোপিত করিবে। অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণপূর্ব্বক শিক্যারূঢ় হইয়া সতিল সহিরণ্য সাক্ষত জল বিধিপূর্ব্বক প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর তুলা হইতে অবতরণ করিয়া তুলিত দ্রব্য সমূহ ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে। এরূপ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা একমনে শ্রবণ করুন। মানব জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক যে সমস্ত পাপ করে, তৎসমস্তই এই দানপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুলাপুরুষদানে মানবের কৃত সমুদয় পাপই বিনষ্ট হয়। এই তুলাপুরুষদান কায়ক্লেশভীতাত্মাদিগের ঈশ্বরসমাদিষ্ট পুরশ্চরণস্বরূপ। দিলীপ, কার্ত্তবীর্য্য, পৃথু, পুরুকুৎস এবং অন্যান্য নরপতিগণও এই দান করিয়াছিলেন। তুলাপুরুষ দান পুণ্য, প্রসংশনীয়, সর্ব্বকামপ্রদ ও সর্ব্বোপদ্রব-নাশন। যে জন ইহার অনুষ্ঠান করে, তাহার আধি, ব্যাধি, ও বৈধব্য হয় না, এবং বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না, এই তুলাপুরুষ দানের ফল কীর্ত্তিত হইল। কলিযুগে তুলাপুরুষ দানের যে ফল হয়, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। সিদ্ধেশ্বর বিভুর দক্ষিণামূর্ত্তির সম্মুখে তুলাপুরুষ দান করিলে সহস্রগুণ অধিক ফল লাভ হয়। অতএব সুবিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে সিদ্ধেশ্বর-সন্নিধানে তুলাপুরুষ দান করিবে। ভগবান্ স্বয়ম্ভু এক হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্ব আয়তনের কথা কীর্ত্তন করিয়া-

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। কর্ম্মণা কেন মর্ত্ত্যে চ নরাণাং জায়তে বদ চক্রবর্ত্তিত্বমখিলং সর্ব্বশক্রবিমর্দ্দনম্। ১। ভর্তৃযজ্ঞ উবাচ। দুর্লভং ভূমিপালত্বং সর্ব্বপাপৈর্নরাধিপ। তপোভির্নিয়মৈর্দানৈস্তথান্যৈশ্চ শুভৈর্ব্রতৈঃ। ২। যঃ পুনর্ভূপতির্ভূত্বা পৃথ্বীং দদ্যাদ্ধিরণ্ময়ীম্। গৌতমেশ্বরদেবস্য পুরতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। চক্রবর্ত্তী ভবেন্নূনমেবমাহ পিতামহঃ। ৩। মান্ধাতা ধুন্ধুমারশ্চ হরিশ্চন্দ্রঃ পুরূরবাঃ। ভরতঃ কার্ত্তবীর্য্যশ্চ ষড়েতে চক্রবর্ত্তিনঃ। ৪। পৃথ্বীদানং পুরা কৃত্বা গৌতমেশ্বরসন্নিধৌ। দত্ত্বা হিরণ্ময়ীং পৃথ্বীং সার্ব্বভৌমাস্ততঃ স্থিতাঃ। ৫। আনর্ত্ত উবাচ। ভগবন্ কেন বিধিনা দাতব্যা সা বসুন্ধরা। অহং দাস্যামি তাং নূনং শ্রদ্ধা মে মহতী স্থিতা। ৬। ভর্তৃযজ্ঞ উবাচ। কার্য্যা পলশতেনোর্ব্বী বৃত্তাকারা নৃপোত্তম। তদর্দ্ধেনাথ বা শক্ত্যা পঞ্চবিংশৎপলাত্মিকা। ৭। ধরাদানে মহারাজ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ। ৮। নৈব পঞ্চপলাদর্ব্বাক্ প্রদাতব্যা কথঞ্চন। লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলোদ্ভবাঃ। সমুদ্রাঃ সপ্ত চৈতাংস্তু কক্ষায়াং তত্র দর্শয়েৎ। ৯। জম্বুপ্লক্ষকুশক্রৌঞ্চশাকশাল্মলিপুষ্করাঃ। সমুদ্রান্ সরিতঃ সপ্ত দ্বৈগুণ্যেন প্রকল্পয়েৎ। ১০। মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যো হিমবান্ গন্ধমাদনঃ। বিন্ধ্যঃ শৃঙ্গী চ সপ্তৈব কল্পয়েৎ কুলপর্ব্বতান্। ১১। মধ্যে প্রকল্পয়েন্মেরুং দিক্ষু বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্। জম্বুন্যগ্রোধনীপাংশ্চ প্লক্ষকৈশ্চব তথা ক্রমান্। ১২। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তত্র প্রাধান্যেন প্রকল্পয়েৎ। এবং নির্ম্মাপ্য বসুধাং সর্ব্বাং হেমময়ীং নৃপ। ১৩। মণ্ডপং কারয়েৎপশ্চাদ্যথাপূর্ব্বং প্রকল্পিতম্। ১৪। কুণ্ডানি তোরণাদ্যৈব ব্রাহ্মণগ্রহপূজনে। পূর্ব্ববৎসকলং কৃত্বা মধ্যে বেদিং প্রকল্পয়েৎ। ১৫। তত্র সংস্থাপয়েৎ পৃথ্বীং পঞ্চগব্যেন পার্থিব। যথোক্তমন্ত্রৈস্তল্লিঙ্গৈস্ততঃ শুদ্ধোদকেন তু। ১৬। ইমং মে গঙ্গে যমুনে পঞ্চনদ্য-

---

ছেন। হে সুরবর! সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গও ঐ ক্ষেত্রেই অবস্থিত বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন ও অর্চ্চন করিলে মর্ত্ত্যগণ উল্লিখিত সকল ফলই লাভ করিয়া থাকে। ১—৪১।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৭।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত কহিলেন,—মর্ত্ত্যধামে কোন্ কর্ম্মবলে নরগণের সর্ব্বশত্রুহর অখিল চক্রবর্ত্তিত্ব হয়, তাহা বলুন। ভর্তৃযজ্ঞ কহিলেন,—হে নরাধিপ! তপস্যা, নিয়ম, দান কিম্বা অন্যান্য শুভ ব্রত, ইত্যাদি সর্ব্ববিধ উপায় দ্বারাই ভূমিপালত্ব দুর্লভ; পরন্তু যিনি ভূপতি হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে গৌতমেশ্বর দেবের সম্মুখে হিরণ্ময়ী পৃথ্বী দান করেন, তিনি নিশ্চয়ই চক্রবর্ত্তী হইয়া থাকেন। পিতামহ ব্রহ্মাই ইহা বলিয়াছেন। মান্ধাতা, ধুন্ধুমার, হরিশ্চন্দ্র, পুরূরবা, ভরত ও কার্ত্তবীর্য্য, এই ছয় জন রাজচক্রবর্ত্তী; ইঁহারা সকলেই পুরাকালে গৌতমেশ্বর দেবের সম্মুখে হিরণ্ময়ী পৃথ্বী দান করিয়া সার্ব্বভৌম হইয়াছিলেন। আনর্ত্ত কহিলেন,—ভগবন্! কোন্ বিধি অনুসারে বসুন্ধরা দান করিতে হয়? আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে; আমি নিশ্চয়ই বসুন্ধরা দান করিব। ভর্তৃযজ্ঞ কহিলেন,—হে নৃপবর! একশত পল, তদর্দ্ধ অথবা পঞ্চবিংশতি পল সুবর্ণ দ্বারা বৃত্তাকারে পৃথ্বী প্রস্তুত করিতে হয়। হে মহারাজ! এই ধরাদান ব্যাপারে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিত্তসম্পত্তি যতই অল্প হউক, পঞ্চ পলের ন্যূন সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত পৃথ্বী কোন ক্রমেই দাতব্য নহে। সুবর্ণময়ী পৃথ্বীর কক্ষাদেশে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জলোদ্ভব নামক সপ্ত সমুদ্র প্রদর্শন করিতে হয়। জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাল্মলী ও পুষ্করাখ্য সপ্ত দ্বীপ কল্পনা করিবে। সপ্ত সমুদ্র ঐ সকল দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণে কল্পনা করিতে হইবে। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, হিমবান, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য, ও শৃঙ্গী এই সপ্ত কুলাচল কল্পনা করিবে। তন্মধ্যে মেরু এবং তাহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত বিষ্কম্ভ পর্ব্বত প্রস্তুত করিবে। জম্বু, ন্যগ্রোধ, নীপ, ও প্লক্ষাদি ক্রমসমূহ এবং গঙ্গাদি সরিৎ সকল প্রাধান্য ক্রমে তন্মধ্যে কল্পনা করিবে। হে নৃপ! এইরূপে সমগ্র বসুধা হেম দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া পরে পূর্ব্ব কল্পনানুসারে এক মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। কুণ্ড, তোরণ, ব্রাহ্মণপূজা, ও গ্রহার্চ্চনা, এই সকলও পূর্ব্ববৎ বেদি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে সমাধা করিবে। ১—১৫। হে পার্থিব! অনন্তর সেই বেদির উপর পৃথ্বী স্থাপন করিবে। অনন্তর পঞ্চগব্য ও অন্যান্য শুদ্ধোদক দ্বারা যথোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাহার স্নানকার্য্য সম্পাদন করাইবে। এই স্নানব্যাপারে 'ইমং মে গঙ্গে' ইত্যাদি

ত্রিপুরুষম্। শ্রীসূক্তং পাবমানঞ্চ হৈমীং চ তদনন্তরম্। ১৭॥ স্নানকর্ম্মাণি যোগ্যাংশ্চ স্বাদিষ্টায়নমুত্তমম্। ১৮॥ এবং সংস্নাপ্য বিধিবদ্বাসাংসি পরিধাপয়েৎ। যুবা সুবাসামন্ত্রেণ সূক্ষ্মাণি বিবিধানি চ। ১৯॥ যে ভূতানামধীত্যেবং ততঃ প্রোচ্য প্রপূজয়েৎ। ধূরসীতি চ মন্ত্রেণ ধূপং দদ্যাৎসমাহিতঃ। ২০॥ অগ্নির্জ্জ্যোতীতি মন্ত্রেণ কুর্য্যাদারাত্রিকং ততঃ। অহমস্মীতি মন্ত্রেণ সপ্তধান্যং প্রকল্পয়েৎ। ২১॥ এবং কৃত্বাখিলং তস্যা যজমানঃ সিতাম্বরঃ। পুরঃ স্থিতোঽঞ্জলিং বদ্ধা মন্ত্রানেতানুদাহরেৎ। ২২॥ ত্বয়া সন্ধার্য্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। তব দানং করিষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু মেদিনি। ২৩॥ শরীরেষপি ভূতানাং ত্বং দেবি প্রথমং স্থিতা। ততশ্চান্যানি ভূতানি জলাদীনি বসুন্ধরে। ২৪॥ যে ত্বাং যচ্ছন্তি তে ভূয়স্ত্বাং লভন্তে ন সংশয়ঃ। ইহলোকে পরে চৈব পার্থিবং রূপমাশ্রিতাঃ। ২৫॥ এবং স্তুত্বা সমাদায় তোয়ং হেমাকৃতিং নৃপ। বাসুদেবং হৃদি স্থাপ্য মন্ত্রেণানেন কল্পয়েৎ। ২৬॥ পাতালাদুদ্ধৃতা যেন পৃথ্বী সা লোককারিণা। তু অস্যা দানেন চ সদা প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ। ২৭॥ এবমুচ্চার্য্য তত্তোয়ং তোয়মধ্যে পরিক্ষিপেৎ। ন ভূমৌ নৈব হস্তে চ ব্রাহ্মণস্য নৃপোত্তম। ২৮॥ ততো বিসর্জ্জয়েদ্দেবীং মন্ত্রেণানেন ভাগশঃ। আগতা চ যথান্যায়ং পূজিতা চ যথাবিধি। ২৯॥ অস্মাকং ত্বং হিতার্থায় যথেষ্টং তত্র গম্যতাম্। উস্রা বেদেতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ পরম্। ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাতব্যা সংবিভজ্য নরাধিপ। ৩০॥ এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং পৃথিবীদানমুত্তমম্। শৃণুয়াৎ পার্থিবো ভাবী দাতা জন্মনিজন্মনি। ৩১॥ যো রাজা পৃথিবীং দদ্যাদ্বিধিনানেন পার্থিব। রাজ্যভ্রংশো ন বংশেঽপি তস্য সঞ্জায়তে ক্বচিৎ। ৩২॥ রাজ্যভ্রংশসমোপেতা যে দৃশ্যন্তে মহীভুজঃ। ন তৈর্ব্বসুন্ধরা দত্তা ব্রাহ্মণানাং ধৃতাত্মনাম্। ৩৩॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পৃথ্বীদানং সমাচরেৎ। ন হরেৎ পরদত্তাঞ্চ কথঞ্চিদপি মেদিনীম্। ৩৪॥ এতৎ পুণ্যং প্রশস্তং চ পৃথিবীদানমুত্তমম্। শৃণ্বতামপি রাজেন্দ্র তদেহাদ্যঘনাশনম্॥

মন্ত্র এবং শ্রীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত, 'হৈমীং' ইত্যাদি মন্ত্র তদনন্তর স্নানকর্ম্মোচিত অন্যান্য মন্ত্র ও উত্তম স্বাদিষ্টায়ন ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চাচরণ করিবে। এইরূপে স্নান করাইয়া "যুবা সুবাসা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বিবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র পৃথ্বীকে পরিধান করাইবে। অনন্তর "যে ভূতানা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পৃথ্বীকে পূজা করিতে হইবে। "ধূরসি" ইত্যাদি মন্ত্রে সমাহিত হইয়া ধূপ দিবে; "অগ্নির্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আরতি; করিবে "অহমস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তধান্য কল্পনা করিবে। শ্বেতবস্ত্রধারী যজমান এইরূপে সমস্ত পূজাকার্য্য করিয়া পৃথ্বীর সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা,—হে মেদিনি! তুমি এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছ। তোমাকে আমি দান করিব, তুমি হেথায় সন্নিহিত হও। হে দেবি! ভূতবৃন্দের শরীরমধ্যেও তুমিই অগ্রে অবস্থান কর; পরে জলাদি অন্যান্য ভূতগণ অবস্থান করিয়া থাকে। হে বসুন্ধরে! যাহারা তোমায় দান করে, তাহারা ইহপর কালে পার্থিব রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। হে নৃপ! এইরূপে স্তব করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক হৈম বাসুদেবমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা,—যে লোকহিতকারী দেব পাতাল হইতে পৃথ্বীকে উদ্ধার করিয়াছেন, এই পৃথ্বীদানের ফলে সেই জনার্দ্দন আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রীত হউন। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই গৃহীত জল জলমধ্যেই নিক্ষেপ করিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণের হস্তে বা ভূতলে উহা কখনই নিক্ষেপ করিবে না। অনন্তর বিভাগক্রমে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পৃথ্বী দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে; যথা—হে দেবি! তুমি যথান্যায়ে আগমন করিয়াছ; এবং যথাবিধি পূজিতা হইয়াছ, এক্ষণে আমাদের হিতের নিমিত্ত যথেচ্ছ গমন কর। অতঃপর "উস্রা বেদ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিভাগপূর্ব্বক সেই পৃথ্বী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। হে নরাধিপ! এইরূপে আমি উক্ত পৃথ্বীদানের কথা তোমার নিকট সকলই বলিলাম। যে ইহা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি ভাবী রাজা ও জন্মে জন্মে দাতা হইয়া থাকে। হে পার্থিব! যে রাজা এইরূপ বিধিঅনুসারে পৃথিবী দান করেন, তাঁহার বংশে কদাচ রাজ্যভ্রংশ হয় না। এ ভূতলে যে সকল রাজ্যভ্রষ্ট রাজা দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই যতচিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে পৃথ্বীদান করেন নাই। ১৬—৩৩। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে পৃথ্বীদান করা কর্ত্তব্য। পরদত্তা ভূমি কোন ক্রমেই হরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই উত্তম এবং প্রশস্য। হে রাজেন্দ্র!

৩৫॥ আস্তাং তাবৎ প্রদানঞ্চ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীপতে। দাতুঃ সম্প্রেরণং যস্মা অজ্ঞানৌঘবিনাশনম্॥ ৩৬॥ রূপবান্ সুভগশ্চৈব তথা চ প্রিয়দর্শনঃ। আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ॥ ৩৭॥ মেধাবী জায়তে মর্ত্ত্যো দানস্যাস্য প্রভাবতঃ। ইত্থম্ভূতা মহারাজ কৃত্বা রাজ্যমকণ্টকম্॥ ৩৮॥ প্রীতা বিষ্ণোঃ পদং যান্তি শাশ্বতং যন্নিরাময়ম্। অন্যত্রাপি ধরাদানাৎ প্রকুর্য্যাচ্চক্রবর্ত্তিতাম্॥ ৩৯॥ একজন্মান্তরং যাবৎ সম্যগন্ততং নৃপোত্তমঃ। গৌতমেশ্বরদেবস্য যৎ পুরা পুরতঃ কৃতম্॥ ৪০॥ সপ্তজন্মান্তরং যাবৎ প্রকরোতি ন সংশয়ঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র দেয়া মহী নৃপ॥ ৪১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পৃথ্বীদানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬৮॥

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। কপালেশস্য মাহাত্ম্যং শ্রূয়তামধুনা দ্বিজাঃ। চতুর্থস্য মহাভাগাস্তত্র ক্ষেত্রে স্থিতস্য চ। শ্রুতমাত্রেণ যেনাত্র নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ২॥ ঋষয় ঊচুঃ। ত্রয়াণাঞ্চৈব লিঙ্গানাং পূর্ব্বোক্তানাং মহামতে। শ্রুতাস্মাভিঃ সমুৎপত্তিঃ কপালেশ্বরবর্জ্জিতা। কেনায়ং স্থাপিতো দেবঃ কপালেশ্বরসংজ্ঞিতঃ॥ ৩॥ তস্মিন্ দৃষ্টে ফলং কিং স্যাৎ পূজিতে চ বদস্ব নঃ॥ ৪॥ সূত উবাচ। ইন্দ্রেণ স্থাপিতঃ পূর্ব্বমেষ দেবো দ্বিজোত্তমাঃ। কপালেশ্বরসংজ্ঞস্তু ব্রহ্মহত্যাবিমুক্তয়ে॥ ৫॥ তৎপ্রভাবাৎ সুরশ্রেষ্ঠস্তয়া মুক্তো দ্বিজোত্তমাঃ। পাপপুরুষদানেন ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥ ৬॥ অন্যোঽপি যো নরস্তঞ্চ পূজয়িত্বা প্রভক্তিতঃ। প্রযচ্ছেদ্‌ব্রাহ্মণেন্দ্রায় শুদ্ধয়ে পাপপুরুষম্। স মুচ্যেৎ পাতকাদ্ঘোরাদ্‌ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবাৎ॥ ৭॥ দক্ষিণামূর্ত্তিমাসাদ্য প্রেবাচেদং বৃহস্পতিঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে গত্বা তং বাক্ষ্য শঙ্করম্॥ ৮॥ যো দদাতি শরীরঞ্চ কৃত্বা হৈমময়ং ততঃ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ পাতকৈঃ পূর্ব্বসংযুতৈঃ॥ ৯॥ ঋষয় ঊচুঃ। ব্রহ্ম-

যাহারা ইহা শ্রবণ করে, তাহাদেরও পাপ নষ্ট হয়! রাজা কর্ত্তৃক পৃথিবী প্রদান দূরের কথা, এই পৃথ্বীদান কার্য্যে দাতাকে উপদেশ দিলেও অজ্ঞানরাশির বিনাশ হইয়া থাকে। এই পৃথ্বীদানের প্রভাবে মানব রূপবান্, সুভগ, প্রিয়দর্শন, আধিব্যাধিহীন, পুত্রপৌত্রসম্পন্ন ও মেধাবী হইয়া থাকে। মহারাজ! এইরূপে রাজগণ স্বীয় রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া মুদিতমনে নিত্য নিরাময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্যত্র ধরাদান করিলেও রাজা যথাবিধি দানমাহাত্ম্যে এক জন্মান্তরে চক্রবর্ত্তী হইতে পারেন, পরন্তু গৌতমেশ্বর দেবের সম্মুখে যে ধরাদানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ নিশ্চিতই হইয়া থাকে। অতএব হে নৃপ! সর্ব্বপ্রযত্নে ধরাদান করাই কর্ত্তব্য। ৩৩-৪১।

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৮।

ঊনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অধুনা কপালেশ দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। হে মহাভাগগণ! এই কপালেশ সেই ক্ষেত্রস্থ চতুর্থ লিঙ্গ। ইঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ মাত্রেই নর পাপহইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতে! পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গত্রয়েরই উৎপত্তি-বার্ত্তা আমরা শ্রবণ করিয়াছি; কেবল কপালেশ্বর দেবের বিবরণ আমরা শুনি নাই। কাহা দ্বারা এই কপালেশ্বরদেব স্থাপিত হইয়াছিলেন? তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহাকে পূজা করিলে কি ফল হয়, তাহা আমাদের নিকট বল। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে দেবেন্দ্র ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্তির জন্য এই কপালেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! ইঁহারই প্রভাবে সুররাজ পাপপুরুষদানে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। বৈদিকী শ্রুতি এইরূপই আছে। সেই সুররাজের ন্যায় অন্য কোন নরও যদি কপালেশ দেবকে বিশিষ্ট ভক্তির সহিত পূজা করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে পাপপুরুষ দান করে, তবে ব্রহ্মহত্যাজনিত ঘোর পাতক হইতে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। ১—৭। দাক্ষিণামূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং বৃহস্পতি এই কথা বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গমন করিয়া শঙ্কর দর্শনপূর্ব্বক হৈমমূর্ত্তি দান করে, পূর্ব্বসঞ্চিত পাতক হইতে তাহার মুক্তি হয়, সন্দেহ নাই। ঋষিগণ

ত্যা কথং জাতা সুরেন্দ্রস্য হি সূতজ। এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১০ ॥ কপালেশ্বরসংজ্ঞস্ত কথং দেবোঽত্র সংস্থিতঃ। ব্রহ্মহত্যা কথং নষ্টা তৎপ্রভাবাদ্দিবস্পতেঃ ॥ ১১ ॥ স পাপপুরুষো দেয়ো বিধিনা কেন সূতজ। কৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স হি দেয়ঃ স্যাৎ কৈঃ কৈশ্চৈব হ্যুপস্করৈঃ ॥ ১২ ॥ দর্শনাৎ পূজনাচ্চাপি কিং ফলং জায়তে নৃণাম্। অদত্ত্বা স্বশরীরং বা পূজয়া কেবলং বদ ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্। যাং শ্রুত্বাপি মহাভাগা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি বিহিতৈরন্যজন্মজৈঃ। পৃষ্টমাত্রেণ যেনাত্র পাতকাত্তদ্দিনোদ্ভবাৎ ॥ মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১৫ ॥ পুরা ত্বষ্টুঃ সুতো জজ্ঞে বৃত্রো হি দ্বিজসত্তমাঃ। পুলোমদুহিতুঃ পার্শ্বাদ্বিভাবর্য্যাঃ সুবীর্য্যবান্ ॥ ১৬ ॥ স বাল এব ধর্ম্মাত্মা আসীৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ। দানবং ভাবমুৎসৃজ্য দ্বিজভক্তিপরায়ণঃ ॥ ১৭ ॥ স গত্বা পুষ্করারণ্যং পরমেণ সমাধিনা। তোষয়ামাস দেবেশং পদ্মজং তপসি স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ তস্য তুষ্টঃ স্বয়ং ব্রহ্মা দৃষ্টিগোচরমাগতঃ। প্রোবাচ বরদোঽস্মীতি কিং তে কৃত্যং করোম্যহম্ ॥ ১৯ ॥ বৃত্র উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব ব্রাহ্মণত্বং প্রযচ্ছ মে। ব্রাহ্মণত্বং সমাসাদ্য সাধয়ামি পরং পদম্ ॥ ২০ ॥ তেন কিঞ্চিদসাধ্যং ন ব্রাহ্মণ্যেন ভবেন্মম। ব্রাহ্মণেন সমং চান্যন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে ॥ ২১ ॥ পরমং দৈবতং কিঞ্চিন্ন বিপ্রাদ্বিদ্যতে পরম্। তস্মান্মে হৃৎস্থিতং নান্যদপি রাজ্যং ত্রিবিষ্টপে ॥ ২২ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তুষ্টস্তস্য পিতামহঃ। ব্রাহ্মণত্বং স্বয়ং দত্ত্বা ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ২৩ ॥ ময়া ত্বং বিহিতো বিপ্রঃ পুত্র প্রকুরু বাঞ্ছিতম্। প্রসাদয়স্ব সততং ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবিত্তমান্ ॥ ২৪ ॥ ব্রাহ্মণৈঃ সুপ্রসন্নৈশ্চ প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজনীয়া দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তস্তদা তেন বৃত্রোঽভূদ্ব্রাহ্মণস্ততঃ। ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমোপেতো ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ ॥ ২৬ ॥

কহিলেন,—হে সূতনন্দন! সুরেন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জন্মিল কিরূপে? ইহা শ্রবণে আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে; তুমি এ বিষয়ে আমাদের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল। কিরূপে কপালেশ্বর দেব সংস্থাপিত হইলেন? তাঁহার প্রভাবে সুরপতির ব্রহ্মহত্যা কিরূপে নষ্ট হইল? হে সূতজ! কোন্ বিধি অনুসারে কোন্ কোন্ মন্ত্রে, কি কি উপকরণেই বা পাপপুরুষ প্রদান করিতে হয়? ঐ লিঙ্গের দর্শনে এবং পূজনে নরগণের কিরূপ ফলই বা লব্ধ হইয়া থাকে? স্বীয় শরীর দান না করিয়া কেবল পূজা দ্বারাই বা কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া বল। সূত কহিলেন,—আমি আপনাদের নিকট এই পুরাতনী কথা বর্ণন করিতেছি। হে মহাভাগগণ! ইহা শ্রবণে নর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং জ্ঞানাজ্ঞানকৃত অথবা জন্মান্তরসম্ভূত পাপ হইতেও মুক্তি ঘটে। এ কথা পৃষ্টমাত্রেও সেই দিনকৃত পাপ নষ্ট হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; ইহা আমি সত্যই তোমাকে বলিলাম; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরাকালে পুলোমনন্দনী বিভাবরীর গর্ভে ত্বষ্টার বৃত্র নামে এক সুবীর্য্যবান্ পুত্র উৎপন্ন হয়। বৃত্র বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মাত্মা, সর্ব্বজনপ্রিয় এবং দানবস্বভাব পরিহারপূর্ব্বক দ্বিজভক্তিনিষ্ঠ হইয়াছিল। বৃত্র পুষ্করারণ্যে গিয়া পরম সমাধিযোগে তপোনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করে। স্বয়ং ব্রহ্মা তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তদীয় দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন এবং তাহাকে বলেন যে, আমি বর দান করিতে আসিয়াছি, তোমার কি কার্য্য করিব, বল। বৃত্র কহিল,—হে দেব! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন। আমি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্তির জন্য সাধনা করিব। ব্রহ্মণ্য লাভ হইলে আমার কিছুই অসাধ্য হইবে না! ব্রাহ্মণের সমান আমার নিকট অন্য কিছুই প্রতিভাত হয় না। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরম দৈব আর কিছুই নাই। অতএব ত্রিপিষ্টপে সেই ব্রহ্মণ্য ব্যতীত অন্য কিছুই আমার হৃদগত নহে।১—২২। সূত কহিলেন,—তাহার সেই বাক্য শুনিয়া পিতামহ তৎপ্রতি তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ব্রাহ্মণত্ব দান করিয়া কহিলেন,—বৎস! আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিলাম; এক্ষণে তোমার যাহা বাঞ্ছিত আছে, কর। তুমি ব্রহ্মবিত্তম ব্রাহ্মণদিগকে সতত প্রসাদিত কর। ব্রাহ্মণগণ সুপ্রসন্ন হইলে সমস্ত দেবই প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণই তোমার পূজনীয় হউন। সূত কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিলে বৃত্র তখন ব্রাহ্মণ হইলেন। তিনি ব্রাহ্মী লক্ষ্মী দ্বারা পরিবৃত হইয়া

তস্মিংস্তপসি সংস্থে তু হতা ইন্দ্রেণ দানবাঃ। বংশোচ্ছেদে সমাপন্নে দানবানাং মহাত্মনাম্॥ ২৮॥ ততস্তে দানবাঃ সর্ব্বে পরাভূতাঃ সুরৈস্ততঃ। স্বং স্থানং সম্পরিত্যজ্য দুঃখশোকসমন্বিতাঃ॥ ২৮॥ তন্মাতরং পুরস্কৃত্য তৎসকাশমুপাগতাঃ। স চ তাং মাতরং দৃষ্ট্বা বৃতাং তৈশ্চ সমন্বিতঃ॥ ২৯॥ দানবৈশ্চ পরাভূতৈস্তথাভূতাঞ্চ মাতরম্। কিমাগমনকৃত্যঞ্চ দুঃখিতানাং মমান্তিকে॥ ৩০॥ দানবা উচুঃ। বয়ং দেবৈঃ পরাভূতা ভবন্তং শরণাগতাঃ। ক যামোঽন্যত্র চাস্মাকং ত্বাং বিনা নাস্তি সংশ্রয়ঃ॥ ৩১॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বৃত্রঃ প্রোবাচ সাদরম্। দেবানহং হনিষ্যামি গম্যতাং তত্র মা চিরম্॥ ৩২॥ তবাগমনকৃত্যঞ্চ মাতঃ কথয় সাম্প্রতম্॥ ৩৩॥ মাতোবাচ। তথা কুরু মহাভাগ শীঘ্রং দারপরিগ্রহম্। বংশবৃদ্ধৌ প্রমাণং চেদ্বাক্যং তব মমোত্তমম্॥ ৩৪॥ এষ এব পরো ধর্ম্ম এষ এব পরো নয়ঃ। পুত্রস্তু জননী বাক্যং যৎকরোতি সমাহিতঃ॥ ৩৫॥ তথা স্ত্রীণাং পতিং মুক্তা নাস্ত্যস্তি ভুবি দেবতা। জনন্যাং জীবমানায়াং তথৈব চ সুতস্য চ॥ ৩৬॥ অতিক্রম্য চ যা নারী পতিং ধর্ম্মপরা ভবেৎ, তৎসর্ব্বং বিফলং তস্যা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৭॥ পুত্রঃ স্বজননীবাক্যং যোঽতিক্রম্য যথারুচি। করোতি ধর্ম্মকৃত্যানি তানি সর্ব্বাণি তস্য চ॥ ৩৮॥ ভবন্তি চ তথা নূনং বৃথা ভস্মহুতং যথা। অরণ্যে রুদিতানীব উষরে বাপিতানি চ॥ ৩৯॥ যথৈব বধিরস্যাগ্রে গীতং নৃত্যমচক্ষুষঃ। তদ্বন্মাতৃমতাদন্যকৃতং পুত্রস্য ধর্ম্মজম্॥ ৪০॥ সর্ব্বং কর্ম্ম ন সন্দেহস্তেনাহং ত্বামুপাগতা। বন্ধূনাং বচনাৎ পুত্র দুঃখার্ত্তা চ বিশেষতঃ॥ ৪১॥ কিং বা তে বহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়শ্চ পুত্রক। আনৃণ্যং জায়তে যদ্বৎ পিতৃণাং তত্তথা শৃণু॥ ৪২॥ তব বৎস প্রমাণঞ্চেৎ কুরুষ চ বচো মম। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বৃত্রঃ সঞ্চিন্ত্য চেতসি॥ ৪৩॥ শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমার্গেণ ন মাতুর্বিদ্যতে পরম্। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় আনিনায় পরিগ্রহম্॥ ৪৪॥ তুষ্টা তস্মৈ দদৌ প্রীতস্ততো রত্নান্যনেকশঃ। সংখ্যাহীনানি তস্যৈব কুপ্যাকুপ্যমনন্তকম্॥ ৪৫॥ হস্ত্যশ্বযানকোশাঢ্যং সোঽভি-

ব্রহ্মচর্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় অবস্থানকালীন ইন্দ্র কর্ত্তৃক বহু দানব নিহত হইল। মহাত্মা দানবগণের বংশোচ্ছেদ হওয়ায় উপক্রম হইলে অবশিষ্ট দানবেরা তখন সুরগণ কর্ত্তৃক পরাভূত ও দুঃখশোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃত্র-জননীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া বৃত্রাসুরের নিকটে আগমন করিল। বৃত্র দানবগণপরিবৃতা মাতাকে দেখিলেন এবং সেই সুরাভিভূত দানবদিগকে ও মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার নিকট দুঃখিতাবস্থায় তোমাদের এই আগমনের কারণ কি? দানবগণ কহিল—আমরা দেবগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমরা অন্য আর কোথায় যাইব? আপনি বিনা আমাদের আর আশ্রয় নাই। দানবদলের সেই কথা শুনিয়া বৃত্র সাদরে কহিলেন,—আমি দেবগণকে বিনাশ করিব; তোমরা অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। হে মাতঃ! সম্প্রতি আপনার হেথায় আসিবার কারণ কি? মাতা কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি শীঘ্র দারপরিগ্রহ কর। বংশবৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে মদুচ্চারিত বাক্যই প্রমাণ। পুত্র সমাহিত হইয়া জননীর বাক্য প্রতিপালন করিবে, ইহাই তাহার পরম ধর্ম্ম এবং ইহাই তাহার পরম নীতি। ভূতলে পতি ব্যতীত স্ত্রীজাতির যেমন অন্য দেবতা নাই, তেমনি জননী বিদ্যমানে পুত্রের দেবতান্তর নাই। যে নারী পতিকে অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মতৎপরা হয়, তাহার সেই সমস্ত ধর্ম্মই বিফল হইয়া যায়, সংশয় নাই। এইরূপ, যে পুত্র স্বীয় জননীর বাক্য অতিক্রম করিয়া যথারুচি ধর্ম্মকার্য্য করে, তাহার সকল কার্য্যই ভস্মহুত ঘৃতের ন্যায় বিফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মসম্বন্ধে পুত্রের মাতৃমতের অন্যথাকরণ—অরণ্যে রোদন, উষর ক্ষেত্রে বপন, বধিরের অগ্রে সঙ্গীত ও অন্ধের সমক্ষে নৃত্যের ন্যায় নিষ্ফল; ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই জন্যই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। হে পুত্র! বিশেষতঃ তোমার বন্ধুগণের বাক্যেও আমি দুঃখার্ত্ত হইয়াছি! হে পুত্র! তোমাকে আর পুনঃপুনঃ অধিক বলিয়া কি হইবে? যাহাতে পিতৃগণের ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পার, তাহাই বলি, শ্রবণ কর।২৩—৪২। হে বৎস! আমার বাক্য যদি প্রামাণ্য বলিয়া বোধ কর, তবে তাহাই কর। জননীর সেই বাক্য শুনিয়া বৃত্র অন্তরে চিন্তা করিল—শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত আছে, মাতার অধিক আর কিছুই নাই। বৃত্র এইরূপ বুঝিয়া দারপরিগ্রহ স্বীকার করিলেন। স্বষ্টা প্রীত হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য রত্নসমূহ ও অনন্ত কুপ্যাকুপ্য

ষিক্তঃ পদে নিজে। দানবানাং মহাবীর্য্যো ব্রাহ্মণ্যেন সমন্বিতঃ॥ ৪৬। অভিষিক্তং তদা বৃত্রং স্বরাজ্যে তেঽসুরাদয়ঃ। শ্রুত্বাভিষেকং সংহৃষ্টাস্তস্য বৃত্রস্য বান্ধবাঃ॥ ৪৭॥ দানবাশ্চ সমাজগ্মুর্যে তত্রাসন্ পুরোগতাঃ। পাতালাদ্গিরিদুর্গাচ্চ স্থলদুর্গেভ্য এব চ। কৃতবৈরাঃ সমং দেবৈঃ কোপেন মহতা বৃতাঃ॥ ৪৮॥ ততঃ প্রোৎসাহিতঃ সর্ব্বৈর্দানবৈঃ স মহাবলঃ। প্রস্থিতঃ শক্রনাশায় মহেন্দ্রভবনং প্রতি॥ ৪৯। শক্রোঽপি বৃত্রমাকর্ণ্য সমায়াস্তং যুযুৎসয়া। সম্মুখঃ প্রযযৌ হৃষ্টঃ সর্ব্বদেবসমন্বিতঃ॥ ৫০। ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং দেবানাং দানবৈঃ সহ। মেরুপৃষ্ঠে সুবিস্তীর্ণে নিত্যমেব দিবানিশম্। ৫১। নিত্যং পরাজয়ো জজ্ঞে দেবানাং দানবৈঃ সহ। তত্রোবাচ গুরুঃ শক্র মা যুদ্ধং কুরু দেবপ। ৫২।• বৃত্রোঽয়ং দারুণো যুদ্ধে বলদ্বয়সমন্বিতঃ। চত্বারশ্চাগ্রতো বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ। ৫৩। তেন জেয়তমো দৈত্যস্ত্বৈব চ মহাহবে।

তস্মাৎ সন্ধানমেতেন ত্বং কুরুষ শচীপতে॥ ৫৪॥ ততো বিশ্বাসমায়া তং জহি বজ্রেণ দানবম্। ষড়ুপায়ৈরিপুর্ব্বধ্য ইতি শাস্ত্রনিদর্শনম্॥ ৫৫॥ ভুঞ্জানশ্চ শয়ানশ্চ দত্বা কন্যামপি স্বকাম্। বিপ্রদানেন সংযোজ্য কৃত্বাপি শপথং গুরুম্। মায়াপ্রপঞ্চমাসাদ্য তস্মাদেবং সমাচর॥ ৫৬। ইন্দ্র উবাচ। যদ্যেবং চ স্বয়ং গত্বা ত্বং বিশ্বাসে নিয়োজয়। তব বাক্যেন বিশ্বাসং নূনং যাস্যতি দানবঃ॥ ৫৭॥ সূত উবাচ। শক্রস্য মতমাজ্ঞায় প্রতস্থে চ বৃহস্পতিঃ। যত্র বৃত্রঃ স্থিতো দৈত্যো যুদ্ধার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ। ৫৮। বৃত্রোঽপি তং সমালোক্য স্বয়ং প্রাপ্তং বৃহস্পতিম্। সদৈব দ্বিজভক্তঃ স হৃষ্টাত্মা সমপদ্যত। বিশেষাৎ প্রণিপত্যোচ্চৈর্ব্বাক্যমেতদভাষত॥৫৯। বৃত্র উবাচ। স্বাগতং তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিং করোমি প্রশাধি মাম্। প্রিয়া মে ব্রাহ্মণা যস্মাত্তস্মাৎ কীর্ত্তয় সাম্প্রতম্। ৬০॥ বৃহস্পতিরুবাচ। সন্দিগ্ধো বিজয়ো যুদ্ধে যস্মাদ্দৈবেন সত্তম। তস্মাৎ কুরু মহেন্দ্রেণ ব্যবস্থাং বচনান্মম॥

দান করিলেন। হস্তী, অশ্ব, যান ও ধনাদি দ্বারা অন্বিত হইয়া বৃত্র স্বীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি দানবগণের মধ্যে মহাবীর্য্য অথচ ব্রহ্মণ্যসম্বিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। বৃত্র স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন এই কথা শুনিয়া তাঁহার বান্ধব দানবগণ হৃষ্টচিত্তে পাতাল গিরিদুর্গ ও স্থলদুর্গ হইতে সমাগত হইল। পূর্ব্বে এই সকল দানবই বৃত্রের সমীপে গিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা দেবগণ সহ বদ্ধবৈর ও মহাকোপে অন্বিত। অনন্তর মহাবল বৃত্র সমস্ত দানব কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া শক্রনাশার্থ মহেন্দ্রভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। এদিকে ইন্দ্র শুনিলেন,—বৃত্র যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে। তৎশ্রবণে তিনিও হৃষ্ট হইয়া উৎফুল্লবদনে সর্ব্বদেব-সমভিব্যাহারে ধাবিত হইলেন। অনন্তর দানবগণসহ দেবগণের যুদ্ধারম্ভ হইল। এই যুদ্ধ-স্থান—সুবিস্তীর্ণ মেরুপৃষ্ঠ ; রাত্রিদিন সমানভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দানবগণের হস্তে নিত্য নিত্য দেবগণেরই পরাজয় হইতে লাগিল। তখন বৃহস্পতি কহিলেন,—হে সুরেশ! যুদ্ধ পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্ম ও দানব বলে অন্বিত এই বৃত্র সমরে অতীব দারুণ; ইহার সম্মুখে চতুর্ব্বেদ এবং পৃষ্ঠে সশর শরাসন রহিয়াছে। যাহা হউক, মহাযুদ্ধে তোমারই হস্তে এই দৈত্য পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই। তথাচ হে শচীপতে! ইহার সহিত এক্ষণে সন্ধি করাই সমুচিত। সন্ধির পর এই দানব যখন বিশ্বাসাপন্ন হইবে, তখন বজ্রদ্বারা ইহাকে বিনাশ করিবে। ষড়ুবিধ-উপায় দ্বারা শত্রুকে বধ করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের নিদর্শন। ভোজন বা শয়নে অথবা স্বীয় কন্যাদানে, ব্রাহ্মণের দানকার্য্যে নিয়োগে, অত্যন্ত শপথ আচরণে কিম্বা মায়াপ্রপঞ্চের আশ্রয় গ্রহণেও শত্রুকে জয় করিতে হয়। অতএব তুমি এই সমুদায়ের মধ্যে যে কোন একটীর আশ্রয় লও। ইন্দ্র কহিলেন,—যদি এইরূপই হয়, আপনি নিজে গিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করুন। সেই দানব আপনার বাক্যে নিশ্চয়ই সিশ্বাসবান্ হইবে। ৪৩—৫৭। সূত কহিলেন,—ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া বৃহস্পতি যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর বৃত্রাসুরের নিকট গমন করিলেন। এদিকে সদা দ্বিজভক্ত বৃত্রও বৃহস্পতিকে স্বয়ং সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং বিশেষভাবে প্রণিপাতপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার শুভাগমন তো? আমি কি করিব? আমায় আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয়; অতএব আপনার বক্তব্য আপনি সত্বর বলুন। বৃহস্পতি কহিলেন,—হে সত্তম! যুদ্ধে বিজয় লাভ সন্দিগ্ধ বিষয়; কেন না, তাহা দৈবাধীন; অতএব আমার বাক্যে তুমি

৬১॥ ত্বং ভুংক্ষ্ব ভূতলং কৃৎস্নং শক্রশ্চাপি ত্রিবিষ্টপম্। ব্যবস্থয়ানয়া নিত্যং বর্ত্তিতব্যং পরস্পরম্॥ ৬২॥ বৃত্র উবাচ। অহং তব বচো ব্রহ্মন্ করিষ্যামি সদৈব হি। সঙ্গমং কুরু শক্রেণ সাম্প্রতং মম সদ্দ্বিজ॥ ৬৩॥ সূত উবাচ। অথ শক্রং সমানীয় বৃহস্পতিরুদারধীঃ। বৃত্রেণ সহ সন্ধানং চক্রে চৈব পরস্পরম্॥ ৬৪॥ একারিমিত্রতাং গত্বা তাবুভৌ দৈত্যদেবপৌ। প্রহৃষ্টৌ গতবন্তৌ তৌ ততশ্চৈব নিজং গৃহম্॥ ৬৫॥ অথ শক্রশ্ছলান্বেষী সদা বৃত্রস্য বর্ত্ততে। ন চ্ছিদ্রং লভতে ক্বাপি বীক্ষমাণোঽপি যত্নতঃ॥ ৬৬॥ কথঞ্চিদপি সোঽভ্যেতি তৎসকাশং পুরন্দরঃ। কিঞ্চিচ্ছিদ্রং সমাসাদ্য তৎপ্রতাপেন দহ্যতে॥ ৬৭॥ ইন্দ্র উবাচ। ন শক্নোমি চ তং দৈত্যং বীক্ষিতুং চ কথঞ্চন। তেজসা সর্ব্বতো ব্যাপ্তং তৎকথং সূদয়াম্যহম্॥ ৬৮॥ তস্মাৎ কঞ্চিদুপায়ং মে তদ্বধার্থং প্রকীর্ত্তয়। যথা শক্নোমি তৎসোঢ়ুং তেজস্তস্য দুরাত্মনঃ॥ ৬৯॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চিরং ধ্যাত্বা বৃহস্পতিঃ। ততঃ প্রোবাচ তং শক্রং বিনয়াবনতং স্থিতম্॥ ৭০॥ বৃহস্পতিরুবাচ। তস্য ব্রাহ্ম্যং স্থিতং তেজঃ সম্যগ্ গাত্রে পুরন্দর। বীক্ষিতুং নৈব শক্নোষি তেন ত্বং ত্রিদশাধিপ॥ ৭১॥ তথা তে কীর্ত্তয়িষ্যামি তস্যোপায়ং বধোদ্ভবম্। বধয়িষ্যসি যেনাত্র তং ত্বং দানবসত্তমম্॥ ৭২॥ প্রাচীসরস্বতী-তীরে পুষ্করারণ্যমাশ্রিতঃ। দধীচির্নাম বিপ্রর্ষিঃ শতযোজনমুচ্ছ্রিতঃ॥ ৭৩॥ তত্র নিত্যং তপঃ কুর্ব্বন্ স্তৌতি নিত্যং পিতামহম্। স নির্ব্বিঘ্নো মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রাণানাং ধারণে হরে॥ ৭৪॥ চিরন্তনো মুনিঃ স স্যাজ্জরয়াতিসমাবৃতঃ। তং প্রার্থয় ক্রতুং গত্বা তস্যাস্থীনি গুরূণি চ॥ ৭৫॥ স তে দাস্যত্য-সন্দিগ্ধং ত্যক্ত্বা প্রাণানতিপ্রিয়ান্। তস্যাস্থিভিঃ প্রহরণং বজ্রাখ্যং তে ভবিষ্যতি॥ ৭৬॥ অমোঘং তে ততো নূনং ত্বং বৃত্রং সূদয়িষ্যসি। তস্য বজ্রস্য তত্তেজো ব্রহ্মতেজোঽভিবৃংহিতম্। তেন বৃত্রোদ্ভবং তেজঃ প্রশমং সম্প্রয়াস্যতি॥ ৭৭॥ সূত উবাচ।

মহেন্দ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন কর! তুমি সমগ্র ভূতল ভোগ কর এবং ইন্দ্র সমস্ত স্বর্গ ভোগ করিতে থাকুন। এই সন্ধি অনুসারেই পরস্পর নিত্য অবস্থান করিবে। বৃত্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার বাক্য সর্ব্বদাই পালন করিব। হে সাধু দ্বিজ! সম্প্রতি ইন্দ্রের সহিত আমার সম্মিলন ঘটাইয়া দিন। সূত কহিলেন,—অনন্তর উদারধী বৃহস্পতি ইন্দ্রকে আনয়ন করিয়া বৃত্রসহ পরস্পর সম্মিলন করাইয়া দিলেন। তখন দেবাধিপ ও দৈত্যাধিপ পরস্পরের প্রধান শত্রু হইয়াও পরস্পরের প্রধান মিত্র হইয়া হৃষ্টান্তঃ-করণে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র সর্ব্বদাই বৃত্রের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগি-লেন। কিন্তু অতি যত্নে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তিনি তাহার কোনই ছিদ্র পাইলেন না; বরং পুরন্দর বৃত্রের প্রতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে কোন ক্রমে বৃত্রের কিঞ্চিৎ ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি বৃহস্পতির নিকট আসিলেন। আসিয়া কহিলেন,—আমি তো কোনরূপে সেই সর্ব্বত্র তেজোব্যাপ্ত দৈত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না; সুতরাং কিরূপে তাহাকে বিনাশ করিব? অতএব তাহার বধের কিঞ্চিৎ উপায় আমায় বলিয়া দিন। আর যাহাতে সেই দুরা-ত্মার তেজ সহ্য করিতে পারি, তাহাও বলুন। সূত কহিলেন,—বৃহস্পতি তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান করিলেন, পরে বিনয়াবনত ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন,—হে পুরন্দর! সেই বৃত্রাসুরের গাত্রে ব্রাহ্ম্যতেজ; অবস্থিত; সেই জন্য হে ত্রিদশাধিপ! তুমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পার নাই। যাহা হউক, আমি তাহার বধোপায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি তাহা দ্বারাই সেই দানবশ্রেষ্ঠকে বধ করিতে পারিবে। প্রাচীসরস্বতীর তীরস্থ পুষ্করারণ্যে দধীচি নামে এক শতযোজনোন্নত বিপ্রর্ষি বাস করিতেছেন। সেই বিপ্রবর নিত্য তপোনিষ্ঠ হইয়া পিতামহকে স্তব করিয়া থাকেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচি প্রাণসমূহের ধারণে নিয়তই নির্ব্বিঘ্ন-ভাবে অবস্থিত। তিনি চিরন্তন মুনি, অত্যন্ত জরা-পরিবৃত; তুমি তাঁহার নিকট গিয়া তদীয় সুদৃঢ় অস্থি প্রার্থনা কর। তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার অতি প্রিয় প্রাণসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমাকে অস্থি প্রদান করিবেন। সেই অস্থি দ্বারা বজ্র নামক প্রহ-রণ তোমার প্রস্তুত হইবে। ৫৮—৭৬। সেই অমোঘ বজ্র দ্বারা তুমি বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিবে। সেই বজ্রের তেজ ব্রহ্মতেজে অভিবৃংহিত হইবে; তাহা-তেই বৃত্রাসুরের তেজ প্রশমিত হইয়া যাইবে। সূত

তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং শক্রঃ সর্বৈর্দেবগণৈঃ সহ। জগাম পুষ্করারণ্যে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ৭৮ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমোপেতা তীর্থানাং কোটিভির্যুতা। দধীচেরাশ্রমং তত্র সোহবিশচ্চিত্রসংযুতম্ ॥ ৭৯ ॥ ক্রীড়ন্তে নকুলৈঃ সর্পা যত্র তুষ্টিং গতা মিথঃ। মৃগাঃ পঞ্চাননৈঃ সার্দ্ধং বৃষদংশাস্তথাখুভিঃ ॥ ৮০ ॥ উলূকসহিতাঃ কাকা মিথো দ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ। প্রভাবাত্তস্য তপসো দধীচেঃ সুমহাত্মনঃ ॥ ৮১ ॥ দধীচিরপি চালোক্য দেবান্ শক্রপুরোগমান্। সমায়াতান্ প্রহৃষ্টাত্মা সত্বরং সম্মুখোহভ্যগাৎ ॥ ৮২ ॥ ততশ্চার্ঘ্যং সমাদায় প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। শক্রমভ্যাগতং প্রাহ কিং তে কৃত্যং করোম্যহম্ ॥ ৮৩ ॥ গৃহযাতস্য দেবেশ তচ্ছীঘ্রং মে নিবেদয় ॥ ৮৪ ॥ ইন্দ্র উবাচ। আতিথ্যং কুরু বিপ্রেন্দ্র গৃহযাতস্য সম্প্রতে। ত্বমস্থীনি নিজান্যাশু মম দেহ্যবিকল্পিতম্ ॥ ৮৫ ॥ এতদর্থমহং প্রাপ্তস্তৎসকাশং মুনীশ্বর। অস্থিভিস্তে পরং কার্য্যং দেবানাং সিদ্ধিমেষ্যতি ॥ ৮৬ ॥

সূত উবাচ। ইন্দ্রস্য তদ্বচঃ শ্রুত্বা দধীচিস্তোষসংযুতঃ। ততঃ প্রাহ সহস্রাক্ষং সর্বৈর্দেবৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ৮৭ ॥ অহো নাস্তি ময়া তুল্যঃ সাম্প্রতং ভুবি কশ্চন। পুণ্যবান্ যস্য দেবেশঃ স্বয়মর্থী গৃহাগতঃ ॥ ৮৮ ॥ ধন্যানি চ মমাস্থীনি যানি দেবেশ তে হিতম্। করিষ্যন্তি সদা কার্য্যং রক্ষার্থং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৮৯ ॥ এষোহহং সম্প্রদাস্যামি প্রিয়ান্ প্রাণান্ কৃতে তব। গৃহাণ স্বেচ্ছয়াস্থীনি স্বকার্য্যার্থং পুরন্দর ॥ ৯০ ॥ এবমুক্ত্বা মহর্ষিঃ স ধ্যানমাশ্রিত্য সত্বরম্। ব্রহ্মরন্ধ্রেণ নিঃসার্য্য প্রাণমাত্মানমত্যজৎ ॥ ৯১ ॥ তদাত্মনা পরিত্যক্তং তস্য গাত্রং চ তৎক্ষণাৎ। পতিতং মেদিনীপৃষ্ঠে বায়ু তদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৯২ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু তস্যাস্থীনি শতক্রতুঃ। প্রগৃহ্য বিশ্বকর্ম্মাণং ততঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ৯৩ ॥ এতৈরস্থিভিঃ শীঘ্রং মে কুরু ত্বং বজ্রমায়ুধম্। যেন ব্যাপাদয়াম্যাশু বৃত্রং দানবসত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা ত্বরান্বিতঃ। যথায়ুধং তথা চক্রে বজ্রাখ্যং

কহিলেন,—ইন্দ্র সেই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণ সহ পুষ্করারণ্যে প্রয়াণ করিলেন। ঐ অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রাচী সরস্বতী প্রবাহিত, ঐ সরস্বতী ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি তীর্থ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তথায় দধীচি মুনির আশ্রম ইন্দ্র সেই আশ্চর্য্যময় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তথায় সর্পগণ নকুলসমূহ সহ পরস্পর প্রীতিভরে ক্রীড়া করিতেছে; মৃগগণ সিংহ সহ, বিড়াল সকল মূষিকপাল সহ এবং কাক সকল উলূকগণ সহ বিদ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া পরস্পর ক্রীড়ানিরত রহিয়াছে। সেই সুমহাত্মা দধীচি মুনির তপঃপ্রভাবেই পশু পক্ষী সকল এইরূপ হিংসাবিরহিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিপ্রর্ষি দধীচি দেখিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার আশ্রমে আগমন করিয়াছেন; তদ্দর্শনে তিনি হৃষ্টচিত্তে প্রসন্নবদনে সত্বর তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং অর্ঘ্য লইয়া মুহুর্মুহুঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক অভ্যাগত ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি আমার আশ্রমাগত হইয়াছেন; আপনার কোন প্রিয়কার্য্য আমি করিব, তাহা আমার নিকট শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বলুন। ইন্দ্র কহিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! হে সাধুশীল মুনিবর! আপনি আমার আতিথ্যসৎকার করুন। কোনরূপ বিচারবিতর্ক না করিয়াই আপনার অস্থিসকল আমায় অর্পণ করুন। হে মুনীশ্বর! আমি এই নিমিত্তই আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার অস্থিপুঞ্জ দ্বারা দেবগণের পরম কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সূত কহিলেন,—ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া দধীচি সন্তুষ্ট হইলেন এবং সর্ব্বদেবসমভিব্যাহারী সহস্রাক্ষকে বলিলেন,—অহো! সম্প্রতি আমার তুল্য পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভূতলে কেহই নাই; কেননা, দেবরাজ স্বয়ং আমার গৃহাগত প্রার্থী। হে দেবেশ! আমার অস্থিপুঞ্জও ধন্য; কেননা তাহারা সমস্ত ত্রিদশগণের রক্ষাবিধানের জন্য সর্ব্বদা আপনার হিতাচরণ করিবে। এই আমি আপনার হিতের জন্য প্রিয় প্রাণ সকল প্রদান করিতেছি। হে পুরন্দর! আপনি স্বেচ্ছায় স্বীয় কার্য্য সাধনার্থ মদীয় অস্থিপুঞ্জ গ্রহণ করুন। ৭৭—৯০। মহর্ষি এই কথা কহিয়াই সত্বর ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা প্রাণনিঃসারণ করিয়া আত্মত্যাগ করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই আত্মপরিত্যক্ত তদীয় গাত্র তৎক্ষণাৎ মেদিনীপৃষ্ঠে অচেতন হইয়া পতিত হইল। ইত্যবসরে শতক্রতু তদীয় অস্থিপুঞ্জ লইয়া পরে সাদরে বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন,—এই সকল অস্থি দ্বারা শীঘ্র তুমি আমার নিমিত্ত বজ্রায়ুধ প্রস্তুত কর। আমি তাহা দ্বারা দানবশ্রেষ্ঠ বৃত্রকে বিনাশ করিব। ইন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা অতি সত্বর বজ্রাখ্য দারুণাস্ত্র

দারুণাকৃতি। ৯৫॥ ষড়স্রি শতপর্ব্বাখ্যং মধ্যে ক্ষামং বিভীষণম্। প্রদদৌ চ ততস্তস্মৈ সহস্রাক্ষায় ধীমতে॥৯৬॥ অথ তং স সমাদায় দ্বাদশার্কসমপ্রভম্। সমাধিস্থং চরৈর্জ্ঞাত্বা বৃত্রং সন্ধ্যার্চ্চনে রতম্॥৯৭॥ ততশ্চ পৃষ্ঠভাগং স সমাশ্রিত্য ত্রিলোকরাট্। চিক্ষেপ বজ্রমুদ্দিশ্য তদ্বধার্থং সমুৎসুকঃ॥৯৮॥ স হতস্তেন বজ্রেণ দানবো ভস্মসাদ্গতঃ। শক্রোঽপি হতমজ্ঞাত্বা গুহামধ্যাথ ত্বদ্রুবে॥৯৯॥ মনুষ্যরহিতে দেশে বিষমে গুল্মসংবৃতে। লিল্যে শক্রস্তদাসর্ব্বং মেনে বৃত্রময়ং জগৎ॥১০০॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ পশ্যন্তঃ সর্ব্বতো দিশম্। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বা আজগ্মুশ্চ শতক্রতুম্॥১০১॥ ততঃ কৃচ্ছ্রাচ্চ তৈর্দৃষ্টঃ শক্রোঽসৌ গহনে বনে। নিলীনো ভয়সন্ত্রস্তো গুল্মমধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥১০২॥ দেবা ঊচুঃ। কিং ত্বং ভীতঃ সহস্রাক্ষ বৃত্রোঽয়ং ঘাতিতস্ত্বয়া। পরিবারেণ সর্ব্বেণ বীক্ষিতোঽস্মাভিরেব চ॥১০৩॥ অস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামো গৃহং প্রতি পুরন্দর। কুরু ত্রৈলোক্যরাজ্যং ত্বং সাম্প্রতং হতকণ্টকম্॥১০৪॥ গুহামধ্যাৎ বিনিষ্ক্রান্তো গুল্মমধ্যাচ্ছতক্রতুঃ। হৃষ্টরোমা হতং শ্রুত্বা বৃত্রং দানবসত্তমম্॥১০৫॥ অথ পশ্যন্তি যাবত্তং দেবাঃ সর্ব্বে শতক্রতুম্। তাবত্তেজোবিহীনং তদ্গাত্রং দুর্গন্ধিতাযুতম্॥১০৬॥ দৃষ্ট্বা লোকগুরুর্ব্রহ্মা দেবান সর্ব্বানুবাচ হ। শক্রোঽয়ং সাম্প্রতং ব্যাপ্তঃ পাপয়া ব্রহ্মহত্যয়া॥১০৭॥ যদনেন হতো বৃত্রো ব্রহ্মভূতশ্ছলেন সঃ। তস্মাত্ত্যাজ্যঃ সুদূরেণ নো চেৎপাপমবাপ্স্যথ॥১০৮॥ ব্রহ্মঘ্নেন সমং স্পর্শঃ সম্ভাষোঽথ বিনির্ম্মিতঃ। পাপায় জায়তে পুংসাং তস্মাত্তং দূরতস্ত্যজেৎ॥১০৯॥ আস্তাং সংস্পর্শনং তস্য সম্ভাষো বা বিশেষতঃ। দর্শনং বাপি তস্যাহুঃ সর্ব্বপাপপ্রদং নৃণাম্॥১১০॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মণো বাক্যং শক্রো দৃষ্ট্বাত্মনস্তনুম্। তেজসা সম্পরিত্যক্তাং দুর্গন্ধেন সমাবৃতাম্॥১১১॥ ততঃ প্রোবাচ লোকেশং দীনঃ প্রণতকন্ধরঃ। তবাহং কিঙ্করো দেব ত্বয়েন্দ্রত্বে নিয়োজিতঃ॥১১২॥

নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ বজ্র ষড়স্রি, শতপর্ব্ব, মধ্যে-ক্ষীণ ও অতীব ভীষণাকার হইল। বিশ্বকর্ম্মা তাহা ধীমান্ সহস্রাক্ষকে অর্পণ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র সেই দ্বাদশার্কসমপ্রভ বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং চর পাঠাইয়া জানিলেন—বৃত্র সন্ধ্যোপসনায় রত হইয়া সমাধিস্থ আছে, অতঃপর ত্রিলোকরাট্ সমুৎসুক হইয়া বৃত্রের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। দানব সেই বজ্রে নিহত হইয়া ভস্মীভূত হইল। কিন্তু ইন্দ্র বুঝিলেন না যে, বৃত্র বিনষ্ট হইয়াছে। তাহা না বুঝিয়াই তিনি তাহার ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্র গুল্ম-সমাবৃত বিষম নির্জ্জন দেশে গিয়া পলাইয়া রহিলেন—আর ভয়ে-ভয়ে এই জগৎই তিনি বৃত্রময় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেব ও সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ক্রমে শতক্রতুর নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর অতি কষ্টে গহন বনের অভ্যন্তরে তাঁহারা ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—ইন্দ্র ভয়ত্রস্ত হইয়া গুহামধ্যে লুকাইয়া আছেন। তখন দেবগণ কহিলেন,—হে সহস্রনেত্র! আপনি কি নিমিত্ত ভীত হইয়াছেন? বৃত্রকে আপনি নিহত করিয়াছেন। আমরা সকলে আপনার পরিজনবর্গ, এক্ষণে আপনার দর্শন পাইয়াছি। অতএব হে পুরন্দর! আপনি আসুন, আমরা সকলে স্বগৃহে গমন করি। আপনি সম্প্রতি নিষ্কণ্টকে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করুন। ৯১—১০৪। শতক্রতু সেই কথা শ্রবণ করিয়া গুহামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং দানবশ্রেষ্ঠ বৃত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে তদীয় রোমরাজি হৃষ্ট হইল। অনন্তর দেবগণ যেমন তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করিলেন, অমনি দেখা গেল তাঁহার গাত্র তেজোহীন ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। লোকগুরু ব্রহ্মা তদ্দর্শনে সমস্ত দেবকে বলিলেন,—এই ইন্দ্র সম্প্রতি পাপীয়সী ব্রহ্মহত্যায় পরিবৃত হইয়াছেন। ইনি ছলপূর্ব্বক ব্রহ্মভূত বৃত্রকে নিহত করিয়াছেন, অতএব ইঁহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; নতুবা পাপ আসিয়া আমাদিগকেও স্পর্শ করিবে। ব্রহ্মঘ্নের সংস্পর্শ ও তাহার সহিত সম্ভাষণে পুরুষের পাপ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ব্রহ্মহত্যাকারীর সংস্পর্শ বা তৎসহ সম্ভাষণ দূরের কথা, তাহাকে দর্শন করিলেও নরগণের পাপ হয়, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। সূত কহিলেন,—ইন্দ্র ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া দেখিলেন,—নিজের সেই দেহ তেজো-বর্জ্জিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। তখন তিনি দীনভাবে প্রণত-কন্ধরে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে দেব! আমি আপনার কিঙ্কর, আপনিই

তস্মাৎকুরু প্রসাদং মে ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্। প্রায়শ্চিত্তং বিভো ক্রহি যেন শুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১১৩॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ। অষ্টষষ্টিষু তীর্থেষু ত্বং স্নাত্বা বলসূদন। আত্মানং হেমজং দেহি পাপপুরুষসংজ্ঞিতম্ ॥ ১১৪॥ মন্ত্রবত্তং যথোক্তঞ্চ ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে। স্নাত্বা পুণ্যজলে তীর্থে ব্রহ্মঘ্নোঽহমিতি ব্রুবন্ ॥ ১১৫॥ স্নাতমাত্রস্য তে হস্তাদ্ যত্র তৎপততি ক্ষিতৌ। তেজঃ সঞ্জায়তে গাত্রে দুর্গন্ধশ্চ প্রণশ্যতি ॥ ১১৬॥ তস্মিংস্তীর্থে ত্বয়া তচ্চ স্থাপ্যং শক্র কপালকম্। মহেশ্বরস্য নাম্না চ পূজনীয়ং ততঃ পরম্ ॥ ১১৭॥ পঞ্চভির্ব্বক্ত্রমন্ত্রৈশ্চ ততো দেয়াত্মনস্তনুঃ। হেমোদ্ভবা দ্বিজেন্দ্রায় ততঃ শুদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১১৮॥ শক্রস্তু তদ্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। কপালং বৃত্রজং গৃহ্য তীর্থযাত্রাং ততো গতঃ ॥ ১১৯॥ অষ্টষষ্টিষু তীর্থেষু গচ্ছন্ স চ সুরেশ্বরঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সমায়াতঃ ক্রমেণ চ ॥ ১২০॥ বিশ্বামিত্রহ্রদে স্নাত্বা যাবত্তস্মাদ্বিনির্গতঃ। কপালং পতিতং তস্মাৎস্বয়মেব হতাত্মনঃ ॥ ১২১॥ ততস্তং পূজয়ামাস মন্ত্রৈর্ব্বক্ত্রসমুদ্ভবৈঃ। সর্ব্বপাপহরৈঃ পুণ্যৈর্যথোক্তৈর্ব্রহ্মণা পুরা ॥

এতস্মিন্নেব কালে তু দুর্গন্ধো নাশমাপ্তবান্। তচ্ছরীরাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা মহত্তেজো ব্যজায়ত ॥ ১২৩॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সহ দেবৈঃ সমাগতঃ। ব্রহ্মহত্যাবিযুক্তং তং জ্ঞাত্বা সুরসুরাধিপম্ ॥ ১২৪॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ। ব্রহ্মহত্যাকৃতো দোষো গতস্তে সুরসত্তম। শেষপাপবিশুদ্ধ্যর্থং স্বর্ণদানং প্রযচ্ছ ভোঃ ॥ ১২৫॥ কপালমেতদ্দেশেঽত্র যত্ত্বয়া পরিপূজিতম্। বৃত্রস্য পঞ্চভির্মন্ত্রৈর্ব্বক্ত্রসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১২৬॥ প্রদাস্যসি ততো ভক্ত্যা হেমজামাত্মনস্তনুম্। বিধিনা মন্ত্রযুক্তেন তব পাপং প্রযাস্যতি। যদ্যৎপূর্ব্বকৃতং কৃৎস্নং প্রদায় ব্রাহ্মণায় ভোঃ ॥ ১২৭॥ এবমুক্তস্ততঃ শক্রো ব্রহ্মণা সুরসন্নিধৌ। তথেত্যুক্ত্বা তু তৎকালং পাপপিণ্ডং নিজং দদৌ ॥ ১২৮॥ কৃত্বা হেমময়ং বিপ্রা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে। গর্ত্তাতীর্থসমুত্থায় বাতাখ্যায়াহিতাগ্নয়ে ॥ ১২৯॥ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো গর্হিতঃ সোঽত্র নাগরৈঃ। ধিগ্ধিক্পাপ বৃথা বেদা যে ত্বয়া পারিতাঃ পুরা ॥ ১৩০॥ নাস্মাভিঃ সহ সম্পর্কং কদাচিত্ত্বং

আমায় ইন্দ্রত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে বিভো! যাহাতে শুদ্ধি হইতে পারে, ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত আমায় বলিয়া দিন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বলসূদন! তুমি অষ্টষষ্টি তীর্থে স্নান করিয়া হেমনির্ম্মিত পাপপুরুষাখ্য দেহ যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান কর। তীর্থের পুণ্যজলে স্নান করিবার কালে 'আমি ব্রহ্মঘ্ন' এই কথার উল্লেখ করিও। স্নানমাত্রেই তোমার হস্ত হইতে যথায় কপাল পতিত হইবে, তোমার তেজ জন্মিবে ও দুর্গন্ধ প্রনষ্ট হইবে, হে শক্র! সেই তীর্থেই তুমি কপাল স্থাপন করিবে। পরে মহেশ্বরের নামে পঞ্চবক্ত্রমন্ত্রে তাঁহার পূজা করিবে। অনন্তর হেমনির্ম্মিতা আত্মতনু জনৈক দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দান করিবে। অনন্তর শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্র অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া বৃত্রাসুরের কপাল গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিলেন। সুরেশ্বর অষ্টষষ্টি তীর্থে পর্য্যটনপূর্ব্বক ক্রমে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। সেখানে আসিয়া বিশ্বামিত্রহ্রদে স্নানপূর্ব্বক, তথা হইতে যেমন নির্গত হইবেন, অমনি তথায় সেই কপাল স্বয়ং পতিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন,

সেই বক্ত্র-সমুদ্ভূত সর্ব্বপাপহর পবিত্র মন্ত্রসমূহ দ্বারা ইন্দ্র তাঁহাকে পূজা করিলেন। এই সময় ইন্দ্রের দেহদুর্গন্ধ নষ্ট হইল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাঁহার শরীর হইতে এক মহাতেজ প্রাদুর্ভূত হইল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা সুরপতিকে ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত জানিয়া অন্যান্য দেবগণসহ সেই স্থানে আগমন করিলেন; কহিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মহত্যা কৃত দোষ তোমার বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট পাপপরিশুদ্ধির নিমিত্ত তুমি স্বর্ণ প্রদান কর। ১০৫—১ ৫। তুমি হর মুখ-সমুদ্ভূত পঞ্চমন্ত্র দ্বারা এই প্রদেশে বৃত্রাসুরের কপাল পূজা করিয়াছ, অনন্তর মন্ত্রময় বিধি অনুসারে ভক্তির সহিত স্বীয় হৈমতনু প্রদান কর। উহা ব্রাহ্মণকে দান করিলে তোমার পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ প্রনষ্ট হইবে। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই কথা কহিলে, ইন্দ্র সুরগণসমক্ষে 'তথাস্তু' বলিয়া তৎকালে স্বীয় পাপপিণ্ড প্রদান করিলেন। হে বিপ্রগণ! ইন্দ্র হেমময় পাপপুরুষ প্রস্তুত করিয়া গর্ত্তাতীর্থ-সমুৎপন্ন বাত নামক মহাত্মা আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে উহা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে নাগরিকগণ সেই প্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল,—ধিক্ ধিক্ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ! তুমি পূর্ব্বে যে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা বৃথা হইয়াছে। আমাদের সহিত তুমি আর কদাচ সংসর্গ করিও না। কারণ,

করিষ্যসি। গৃহীতং ত্বয়া দানং পাপপিণ্ডসমুদ্ভবম্। ১৩১। ততঃ প্রোবাচ বিপ্রঃ স উপমন্যুকুলোদ্ভবঃ। বিবর্ণবদনো ভূত্বা নাম্না খ্যাতঃ স বাতকঃ॥ ১৩২। ত্বয়া শক্র প্রদত্তো মে পাপপিণ্ডঃ স্বকো যতঃ। ময়া প্রতিগ্রহস্তেন দাক্ষিণ্যেন কৃতস্তব॥ ১৩৩। ন লোভেন সুরশ্রেষ্ঠ পশ্চাত্তস্তে বিগর্হিতঃ। অহং চ ব্রাহ্মণৈঃ সর্বৈরেতৈর্নগরবাসিভিঃ॥ ১৩৪। তস্মান্নাহং গ্রহীষ্যামি এতং তব প্রতিগ্রহম্। ১৩৫। ভূয়োঽপি তব দাস্যামি ন ত্বং গৃহ্লাসি চেৎপুনঃ। ব্রহ্মশাপং প্রদাস্যামি দারুণং চ ক্ষয়াত্মকম্। ১৩৬। ইন্দ্র উবাচ। বেদাঙ্গপারগো বিপ্রো যদি কুর্য্যাৎপ্রতিগ্রহম্। ন স পাপেন লিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ১৩৭। তস্মাত্তে পাতকং নাস্তি শৃণুষ্বাত্র বচো মম। এতৈস্ত্বং গর্হিতো যস্মাদ্ব্রাহ্মণৈর্নগরোদ্ভবৈঃ। ১৩৮। এতেষাং সর্ব্বকৃত্যেষু প্রধানস্ত্বং ভবিষ্যসি। এতেষাং পুত্রপৌত্রা যে ভবিষ্যন্তি তথা তব। ১৩৯॥ তে সর্বে চাজ্ঞয়া তেষাং বর্ত্তয়িষ্যন্ত্যসংশয়ম্। যুষ্মদ্বাক্যবিহীনং যৎকৃত্যং স্বল্পমপি দ্বিজ। ১৪০। তেষাং সম্পৎস্যতে বন্ধ্যং যথা ভস্মহুতং তথা। কপালমোচনং নাম খ্যাতমেতদ্ভবিষ্যতি। ১৪১। যে তু সংস্মৃত্য মনুজাঃ কপালং মম সদ্বিজ। তত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি তে নরা মুক্তিসংযুতাঃ। শ্রাদ্ধপক্ষে বিশেষেণ প্রয়াস্যন্তি পরাং গতিম্। ১৪২॥ স্থানবাহ্যদ্বিজাতীনাং কুলে দারপরিগ্রহম্। কৃত্বা ত্বদ্‌গোত্রসম্ভূতা ব্রাহ্মণা মৎপ্রসাদতঃ। ১৪ ॥ ব্যবহার্য্যা ভবিষ্যন্তি নগরে সর্ব্বকর্ম্মসু। এবমুক্তা সহস্রাক্ষস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। ১৪৪। বাতোঽপি তেন বিত্তেন প্রতিগ্রহকৃতেন চ। চকার তত্র প্রাসাদং দেবদেবস্য শূলিনঃ॥ ১৪৫। ততঃ প্রোবাচ শক্রস্তান্ ব্রাহ্মান্নগরোদ্ভবান্। কপালমোচনে স্নাত্বা যো দেবং হর্চ্চয়িষ্যতি। ১৪৬। ব্রহ্মহত্যাভবং পাপং তস্য নশ্যত্যসংশয়ম্। মহাপাতকযুক্তো বা বিপাপ্যা সম্ভবিষ্যতি। ১৪৭॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় ব্রাহ্মণান্নগরোদ্ভবান্। তত্রৈব স্বাশ্রমং কৃত্বা পূজয়ামাস শঙ্করম্। ১৪৮। ততঃ প্রভৃতি যৎ কিঞ্চিত্তেষাং কৃত্যং প্রজায়তে। তদ্বাক্যেন প্রকুর্ব্বন্তি তত্র যে নাগরাঃ স্থিতাঃ। ১৪৯। এতস্মাৎ

তুমি পাপপিণ্ডদান গ্রহণ করিয়াছ। তখন সেই উপমন্যুকুলোৎপন্ন বাতনামক ব্রাহ্মণ ম্লানমুখে ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে ইন্দ্র! আপনি যে স্বীয় পাপপিণ্ড প্রদান করিয়াছেন, আমি সরলভাবে তাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি ইহা লইয়া কুত্রাপি শান্তি পাইতেছি না। আপনার সমক্ষেই এই নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা আমাকে নিন্দা করিতেছেন। অতএব আমি আর এই প্রতিগ্রহ লইব না। আমি পুনরায় আপনাকেই ইহা প্রদান করিব। যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি ক্ষয়াত্মক দারুণ শাপ প্রদান করিব। ইন্দ্র কহিলেন—বেদবেদাঙ্গপারগ বিপ্র যদি এই প্রতিগ্রহ লয়েন, তবে তিনি জল দ্বারা পদ্মপত্রবৎ পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইবেন না। অতএব আপনারও ইহাতে পাতক হইবার নহে। এ সম্বন্ধে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই নগরবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আপনি নিন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের সমস্ত কার্য্যে আপনিই প্রধান হইবেন। এই সকল নাগরিক ব্রাহ্মণগণের পুত্রপৌত্রাদি আপনার পুত্রপৌত্রাদির অধীন হইয়া থাকিবে, এ কথা নিশ্চিতই। হে দ্বিজ! আপনার অনুমোদন ব্যতীত ইঁহাদের অল্পমাত্র কার্য্যও ভস্মাহুত ঘৃতবৎ নিষ্ফল হইয়া যাইবে। এই স্থান কপালমোচন নামে বিখ্যাত হইবে। যে সকল মনুষ্য আমার এই কপালবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া এখানে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহারা মুক্ত হইবে। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধপক্ষে এখানে শ্রাদ্ধ করিলে মানব পরমগতি লাভ করিবে। ১২৬—১৪২। স্থানভ্রষ্ট দ্বিজাতিগণের কুলে দারপরিগ্রহ করিয়া ভবদ্‌গোত্রসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ আমার প্রসাদে এ নগরে সর্ব্ব কর্ম্মেই ব্যবহার্য্য হইবে। ইন্দ্র এই কথা কহিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। বাতবিপ্র সেই প্রতিগ্রহলব্ধ বিত্ত দ্বারা তথায় দেবদেব শূলপাণির এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র সেই নাগরিক ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই কপালমোচন তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি দেবদেবের অর্চ্চনা করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে। ঐ ব্যক্তি মহাপাতকী হইলেও অচিরে নিষ্পাপ হইবে। সেই বাত ব্রাহ্মণ নাগরিক ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা জানাইয়া সেই স্থানেই আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক শঙ্করের পূজা করিতে লাগিলেন। তখন হইতে নাগরিকদিগের যে কোন কার্য্যই উপস্থিত হউক, তাঁহার বাক্যানুসারেই নগরবাসীরা তাহা করিতে লাগিল। তাহারা সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই অধীন হইয়া রহিল।

কারণাজ্জাতো মধ্যগো দ্বিতীয়স্থিহ ॥ ১৫০ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতমাখ্যানং পাপনাশনম্। কপালেশ্বর-দেবস্য শৃণ্বতাং পঠতাং নৃণাম্ ॥ ১৫১ ॥ যথা দেবেশ্বরস্যাত্র পাপং নষ্টং মহাত্মনঃ। ব্রহ্মহত্যা যথা নষ্টা তস্মিংস্তীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বাতকেশ্বরক্ষেত্রকপালমোচনেশ্বরোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৯ ॥

সপ্তত্যধিকদ্বিসততমোঽধ্যায়ঃ।

আনর্ত্ত উবাচ। মূর্খত্বাদ্বা প্রমাদাদ্বা কামাদ্বালস্যতোঽপি বা। যো নরঃ কুরুতে পাপং প্রায়শ্চিত্তং করোতি ন ॥ ১ ॥ তস্য পাপক্ষয়করং পুণ্যং ব্রূহি দ্বিজোত্তম। যেন মুক্তির্ভবেৎসদ্যো যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো ॥ ২ ॥ লোভমোহপরো যোঽসৌ পাপপিণ্ডং মহামুনে। প্রদদাতি বিধিং ব্রূহি যেন যচ্ছামাহং দ্রুতম্ ॥ ৩ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। দদ্যাৎ সপিণ্ডং সৌবর্ণং পঞ্চবিংশৎপলাত্মকম্ ॥ ৪ ॥ বিধায়াপরপক্ষে

এই কারণেই সেই বাত বিপ্র তথায় দ্বিতীয় মধ্যগ হইয়াছিলেন। এই আমি আপনাদের নিকট কপালেশ্বর দেবের পাপহর আখ্যান সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহাত্মা সুরেশ্বরের ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য পাপ যেরূপে নষ্ট হইয়াছিল উক্ত কপালেশ্বর দেবের উপাখ্যান শ্রবণে কিম্বা পঠনে নরগণের পাপ সেইরূপেই নষ্ট হইয়া থাকে। ১৪৩—১৫২।

ঊনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৯।

সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

আনর্ত্ত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম, প্রমাদে, কামে, আলস্যে কিম্বা নিজের মূর্খতাদোষে যে নর পাপ করে, অথচ প্রায়শ্চিত্ত করে না, তাহার পাপক্ষয়কর পুণ্যাখ্যান কীর্ত্তন করুন। হে প্রভো! সেই পুণ্য বৃত্তান্তে যেন সদ্যই মুক্তি লাভ হইতে পারে। হে মহামুনে! লোভ-মোহ-পরতন্ত্র পাপী ব্যক্তি যেরূপে পাপপিণ্ড প্রদান করিবে, যদি মৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সেই বিধি আমার নিকট বিবৃত করুন। আমি সত্বরই উহা প্রচার করিব। ভর্ত্তৃযজ্ঞ কহিলেন,—অপরপক্ষে

তু স্নাপয়িত্বা বিধানতঃ। মণ্ডপাদ্যং চ প্রাক্‌কৃত্বা স্নাত্বা ধৌতাম্বরঃ শুচিঃ ॥ ৫ ॥ তদা স্বরূপং পৃথ্ব্যাদি পূজয়েৎ পাপকৃন্নরঃ। তথা স মুচ্যতে পাপাত্তৎকৃতাদ্ধি ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি পৃথিব্যাদীনি যানি চ। তেষাং নামাভিস্তৎপিণ্ডং পূজয়েত্তন্নরাধিপ ॥ ৭ ॥ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ। ওঁ তেজসে নমঃ। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ আকাশায় নমঃ। ওঁ ঘ্রাণায় নমঃ। ওঁ জিহ্বায়ৈ নমঃ। ওঁ চক্ষুষে নমঃ। ওঁ ত্বচে নমঃ। ওঁ শ্রোত্রায় নমঃ। ওঁ গন্ধায় নমঃ। ওঁ রসায় নমঃ। ওঁ রূপায় নমঃ। ওঁ স্পর্শায় নমঃ। ওঁ শব্দায় নমঃ। ওঁ বাচে নমঃ। ওঁ পাণিভ্যাং নমঃ। ওঁ পাদাভ্যাং নমঃ। ওঁ পায়বে নমঃ। ওঁ উপস্থায় নমঃ। ওঁ মনসে নমঃ। ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ। ওঁ চিত্তায় নমঃ। ওঁ অহঙ্কারায় নমঃ। ওঁ ক্ষেত্রাত্মনে নমঃ। ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। ধূপং ধূরসিমন্ত্রেণ অগ্নিজ্যোতীতি দীপকম্। যুবা সুবাসেতি ততো বাসাংসি পরিধাপয়েৎ ॥ ৮ ॥ ততো ব্রাহ্মণমানীয় বেদবেদাঙ্গপারগম্। প্রক্ষাল্য চরণৌ তস্য বাসাংসি পরিধাপয়েৎ ॥ ৯ ॥ কেয়ূরৈঃ কঙ্কণৈশ্চৈব অঙ্গুলীয়কভূষণৈঃ ॥ ১০ ॥ ভূষয়িত্বা তনুং তস্য ততো মূর্ত্তিং সমানয়েৎ। মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ১১ ॥ এব আত্মা ময়া দত্তস্তব হেমময়ো

বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পঞ্চবিংশতিপলাত্মক স্বীয় সৌবর্ণ পিণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। পাপকর্ত্তা নর প্রথমে মণ্ডপাদি প্রস্তুত করিবে। পরে স্নানান্তে ধৌতাম্বর পরিধানপূর্ব্বক শুচি হইয়া পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের নামানুসারে সেই স্বর্ণময় স্বরূপ-পিণ্ডের পূজা করিবে। এইরূপ করিলে তৎকৃত পাপ হইতে নিশ্চয়ই সে মুক্তি পাইবে। রাজা পৃথিবী প্রভৃতি যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আছে, তাহাদের নামানুসারে পিণ্ডপূজা করিবেন, যথা 'ও পৃথিব্যৈ নম' ইত্যাদি। অনন্তর 'ভূরসি' মন্ত্রে ধূপ, 'অগ্নিজ্যোতিঃ' মন্ত্রে দীপ, এবং 'যুবা সুবাসা' ইতি মন্ত্রে বস্ত্র প্রদান করিবে। ১—৮। অনন্তর জনৈক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাঁহাকে বসন পরিধান করাইবেন এবং কেয়ূর, কঙ্কণ, ও অঙ্গুরীয়াদি ভূষণ দ্বারা তদীয় গাত্র ভূষিত করিবেন পরে সেই উৎকৃষ্ট হেমমূর্ত্তি আনয়ন করিবেন হে রাজেন্দ্র! অনন্তর এই মন্ত্রদ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে তাহা নিবে-

দ্বিজ। যৎকিঞ্চিদ্বিহিতং পাপং পূর্ব্বং ভুয়াত্তবাখিলম্। ১২। ততস্তু ব্রাহ্মণো রাজন্মন্ত্রমেতং সমুচ্চরেৎ। ১৩। যৎকিঞ্চিদ্বিহিতং পাপং ত্বয়া পূর্ব্বং ময়া হি তৎ। গৃহীতং মূর্ত্তিরূপং ততস্ত্বং পাপবর্জ্জিতঃ। ১৪। এবং দত্ত্বা বিধানেন ততো বিপ্রং বিসর্জ্জয়েৎ। এবং কৃতে ততো রাজংস্তস্মৈ দত্ত্বাথ দক্ষিণাম্। ১৫। যথা তুষ্টিং সমভ্যেতি ততঃ পাপং নয়ত্যসৌ। তস্মিন্ কৃতে মহারাজ প্রত্যয়স্তৎক্ষণাদ্ভবেৎ। ১৬। শরীরং লঘুতামেতি তেজোবৃদ্ধিশ্চ জায়তে। স্বপ্নে চ বীক্ষতে রাত্রৌ সন্তুষ্টমনসঃ স্থিতান্। ১৭। নরান্ স্ত্রিয়ঃ সিতৈর্বস্ত্রৈঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনৈঃ। শ্বেতান্ গোবৃষভানশ্বাংস্তীর্থানি বিবিধানি চ। ১৮। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং পাপপিণ্ডস্য দাপনম্। শ্রবণাদপি রাজেন্দ্র যস্য পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ১৯। অন্যত্রাপি মহাদানং পাপপিণ্ডো হরেন্নৃপ। ২০। একজন্মকৃতং পাপং নিজকায়েন

দান করিয়া দিবে। দানমন্ত্র যথা—হে দ্বিজ! এই হেমময় আত্মা তোমায় আমি দান করিলাম। আমি পূর্ব্বে যে কিছু পাপ করিয়াছি, সে সকল একণে তোমার হউক। হে রাজন্! অনন্তর ব্রাহ্মণ, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন; যথা,—তুমি পূর্ব্বে যে কিছু পাপ করিয়াছ, আমি তাহা তোমার এই মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমি পাপবিবর্জ্জিত হইলে। ইহাই হইল প্রতিগ্রহমন্ত্র। এইরূপে হেমমূর্ত্তি দান করিয়া পরে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিবে। হে রাজন্! এই কার্য্য করিবার পর যাহাতে সেই প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের পরিতুষ্টি হইতে পারে, এরূপ দক্ষিণা তাঁহাকে দান করিবে। দক্ষিণা দানান্তে সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার পাপ লইয়া যাইবেন। হে মহারাজ! এই সকল করিবার পর তৎক্ষণাৎ পাপ মুক্তির প্রত্যয় জন্মিবে; শরীর লঘু হইয়া আসিবে; তেজ বৃদ্ধি পাইবে এবং স্বপ্নে দেখিবে,—নরগণ সন্তুষ্টমনে অবস্থান করিতেছে, নারীগণ শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতমাল্য ও শ্বেতানুলেপনে লিপ্তদেহ হইয়া অবস্থান করিতেছে। তদ্ভিন্ন শ্বেতবর্ণ গোবৃষ, অশ্ব ও বিবিধ তীর্থক্ষেত্রও তাহার নয়নপথে পতিত হইবে। এই আমি আপনার নিকট পাপপিণ্ডদানের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, হে রাজেন্দ্র! ইহা শ্রবণ করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। হে নৃপ! পাপপিণ্ড মহাদানস্বরূপ। উহা অন্যত্র কৃত হইলেও একজন্মকৃত কায়িক পাপ নষ্ট করিয়া

নির্ম্মিতম্। কপালেশ্বরদেবস্য সহস্রগুণিতং হরেৎ। ১২। পূর্ব্ববচ্চৈব কর্ত্তব্যো বেদমণ্ডপয়োর্বিধিঃ। পরং হোমঃ প্রকর্ত্তব্যো গায়ত্র্যা কেবলং নৃপ। ২২।

ইতি শ্রীস্কান্দে পাপপিণ্ডপ্রদানবিধানবর্ণনং নাম সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৭০।

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথান্যদপি তত্রাস্তি সুপুণ্যং লিঙ্গসপ্তকম্। যেনার্চ্চিতেন দৃষ্টেন পূজিতেন বিশেষতঃ। ১। দীর্ঘায়ুর্জ্জায়তে মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ। মার্কণ্ডেশ্বর ইত্যুক্তস্তত্র দেবো মহেশ্বরঃ॥ ২॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরোঽন্যস্তু সর্ব্বপাপহরো হরঃ। পালেশ্বরস্তথা চৈব সর্ব্বব্যাধিবিনাশনঃ।৩। ততো ঘণ্টশিবঃ খ্যাতো যো ঘণ্টেন প্রতিষ্ঠিতঃ। কলসেশ্বরসংজ্ঞস্তু বানরেশ্বরসংযুতঃ। ৪। ঈশানশিব ইত্যুক্তস্তত্র ক্ষেত্রেশ্বরেশ্বরঃ। পূজিতো মানবৈর্ভক্ত্যা কামান্ যচ্ছত্যমানুষান্। ৫। বাঞ্ছিতান্মনসা সর্ব্বান্ কলিকালেঽপি সংস্থিতে। ৬। ঋষয় উচুঃ। কোঽয়ং মার্কণ্ডসংজ্ঞস্তু যেন লিঙ্গং

থাকে, পরন্তু কপালেশ্বর দেবের ক্ষেত্রে ঐ দানকার্য্য করা হইলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ পাপ নষ্ট করে। হে নৃপ!, বেদি ও মণ্ডপবিধি পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য; পরন্তু হোমকার্য্য কেবল গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়াই কর্ত্তব্য। ৯—২২।

সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭০।

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অপর সপ্তসংখ্যক সুপবিত্র শিবলিঙ্গ আছে। ঐ সকল লিঙ্গ দর্শন, অর্চ্চন, ও বিশেষভাবে পূজন করিলে মানব দীর্ঘায়ু হয় এবং সর্ব্বরোগ হইতে বর্জ্জিত হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয়েশ্বর, দেব মহেশ্বর, সর্ব্বপাপহর ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর, সর্ব্বব্যাধিহর পালেশ্বর, ঘণ্টপ্রতিষ্ঠিত ঘণ্টশিব, কালেশ্বর, বানরেশ্বর এবং ক্ষেত্রেশ্বরেশ্বর ঈশান দেব—এই সপ্ত লিঙ্গ প্রখ্যাত। এই সকল লিঙ্গ ভক্তিভরে পূজিত হইলে, কলির অধিকারকালেও অলৌকিক কামসকল ও সমস্ত মনোভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। ১—৬। ঋষিগণ কহি-

প্রতিষ্ঠিতম্। ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপালঃ কতমো বদ সূতজ ॥ ৭॥ তথা পালকনামা চ যেনায়ং স্থাপিতো হরঃ। তথা যো ঘণ্টসংজ্ঞস্তু কস্মিন্ জাতঃ স চান্বয়ে॥ ৮॥ কলসাখ্যস্তু যঃ খ্যাতো বানরেণ সমন্বিতঃ। ঈশানোঽপ্যখিলং ব্রূহি পরং নঃ কৌতুকং স্থিতম্ ॥৯॥ যতোঽত্র জায়তে শ্রেয়ঃ পুনঃ পুংসাং প্রকীর্ত্তয়। যৈর্যৈস্তৈঃ স্থাপিতা দেবাঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন্মানবোত্তমৈঃ॥ ১০॥ যথা তেষাং সমাচারং প্রভাবঞ্চৈব সূতজ। দানং চাপি যথাকালং মন্ত্রাংশ্চ বিস্তরাদ্বদ॥ ১১॥ সূত উবাচ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্। কথিতাং ভর্ত্তৃযজ্ঞেন আনর্ত্তাধিপতেঃ স্বয়ম্॥ ১২॥ শ্রুত্বয়াপি যয়া মর্ত্ত্যো দীর্ঘায়ুর্জায়তে নরঃ। নাপমৃত্যুমবাপ্নোতি কথঞ্চিত্তৎ প্রভাবতঃ॥ ১৩॥ যো মার্কণ্ড ইতি খ্যাতঃ প্রথমং পরিকীর্ত্তিতঃ। সম্ভূতিস্তস্য সম্প্রোক্তা যুষ্মাকং পাপনাশিনী॥ ১৪॥ ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং মুনিসত্তমাঃ। যদ্বংশো যৎপ্রভাবশ্চ সর্ব্বভূপালমানিতঃ॥ ১৫॥ ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপাল আসীৎ পূর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ। ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সাধুলোকপ্রপালকঃ। যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ ১৬॥ ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্ন চ চৌরকৃতং ভয়ম্। তস্মিন্ শাসতি ধর্ম্মজ্ঞে আসীল্লোকস্য কস্যচিৎ॥ ১৭॥ যথৈব বর্ষতো ধারা যথা বা দিবি তারকাঃ। গঙ্গায়াং সিকতা যদ্বৎ সংখ্যয়া পরিবর্জ্জিতাঃ॥ ১৮॥ তদ্বত্তেন কৃতা যজ্ঞাঃ সর্ব্বে সম্পূর্ণদক্ষিণাঃ। অগ্নিষ্টোমোঽতিরাত্রশ্চ উকথঃ ষোড়শিকাস্তথা॥ ১৯॥ সৌত্রামণ্যাখ্যপশবশ্চাতুর্ম্মাস্যা দ্বিজোত্তমাঃ। বাজপেয়াশ্বমেধাশ্চ রাজসূয়া বিশেষতঃ॥ ২০॥ পৌণ্ডরীকাস্তথৈবান্তে শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা॥ ২১॥ তেন দানানি দত্তানি তীর্থেষু চ বিশেষতঃ। মিষ্টান্নানি দ্বিজেন্দ্রাণাং দক্ষিণাসহিতানি চ॥ ২২॥ ন তদস্তি ধরাপৃষ্ঠে নগরং পত্তনং তথা। তীর্থং বা যত্র নো তস্য বিদ্যতে ত্রিদশালয়ঃ॥ ২৩॥ তেন কন্যাসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ। ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদত্তানি ব্রাহ্মণানাং ধনার্থিনাম্॥ ২৪॥ দশমীদিবসে তস্য রাত্রৌ চ গজপৃষ্ঠগঃ। দুন্দুভিস্তাড্যমানস্তু বভ্রাম সকলং

কহিলেন,—যিনি স্বনামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কে সেই মার্কণ্ডেয়? হে সূত! মহীপাল ইন্দ্রদ্যুম্নই বা কে? তাহা বল। অপিচ যিনি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই পালকই বা কাহার নাম? ঘণ্টনামক ব্যক্তিই বা কে? তিনি কোন কুলে জন্মিয়াছিলেন? অপিচ কলস বানর ও ঈশান ইঁহারাই বা কে? এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন কর, শুনিবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। যাহাতে নরগণের শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই কীর্ত্তন কর। হে সূতজ! যে সকল নরশ্রেষ্ঠ এই ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমাচার, প্রভাব, প্রতিপত্তি, কালানুযায়ী দানকার্য্য ও মন্ত্রবল তুমি বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত কর। সূত কহিলেন,—আমি এই পৌরাণিকী কথা আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। এই কথা স্বয়ং ভর্ত্তৃযজ্ঞ আনর্ত্তাধিপতির নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিলেও মানব দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। দেবপ্রভাবে তাহাকে কদাচ অপমৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয় না। যিনি মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত, তাঁহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আপনাদের নিকট তাঁহার পাপনাশিনী উৎপত্তিবার্ত্তাও পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, যে প্রকার তাঁহার প্রভাবখ্যাতি, এবং যেরূপে তিনি সর্ব্ব ভূপালবর্গের মাননীয় হইয়াছিলেন, অধুনা তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি। ১—১৫। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক মহীপতি পূর্ব্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, লোকপ্রতিপালক, যজ্বা, দানপতি, বিচক্ষণ ও সর্ব্বভূতহিতে নিরত ছিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজার শাসন সময়ে কুত্রাপি দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি বা চৌরভয় ছিল না। বৃষ্টির ধারা, আকাশের তারকা ও গঙ্গার সিকতা যেমন সংখ্যাতীত, তেমনি অসংখ্য যজ্ঞ তিনি করিয়াছিলেন; তৎকৃত সমস্ত যজ্ঞই সম্পূর্ণ দক্ষিণাযুক্ত হইয়াছিল। অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র উকথ, ষোড়শিক, সৌত্রামণী, চাতুর্ম্মাস্য, বাজপেয়, অশ্বমেধ, বিশেষতঃ রাজসূয় ও পৌণ্ডরীক এই সকল এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু যজ্ঞই তিনি শ্রদ্ধাপূতচিত্তে করিয়াছিলেন। তিনি বহু তীর্থে বহু দান, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত মিষ্টান্ন দক্ষিণাসহ প্রদান করিয়াছিলেন। ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন নগর, পত্তন বা তীর্থক্ষেত্র নাই, যথায় তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির না প্রতিভাত হইয়াছিল। ধনার্থী ব্রাহ্মণদিগকে তিনি বিপুল অর্থসাহায্য করিতেন এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দ্রব্যসহ সহস্র সহস্র অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কন্যা দান করাইতেন। দশমী দিবসের রাত্রিকালে তদীয় গজো-

পুরম্ ॥ ২৫ ॥ প্রত্যূষে বৈষ্ণবং ভাবি পাপহারি চ বাসরম্। উপবাসঃ প্রকর্ত্তব্যো মুক্তা বৃদ্ধঞ্চ বালকম্। অন্যথা নিগ্রাহিষ্যামি ভোজনং যঃ করিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নঃ স রাজর্ষিস্তদা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ। তেনৈব স্বশরীরেণ ব্রহ্মলোকং তদা গতঃ ॥ ২৭ ॥ তত্র কল্পসহস্রান্তে স প্রোক্তো ব্রহ্মণা স্বয়ম্। ইন্দ্রদ্যুম্ন ধরাং গচ্ছ ন স্থাতব্যং ত্বয়াধুনা ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। কস্মাচ্চ্যাবয়সে ব্রহ্মন্নিজলোকাদকৃতং হি মাম্। অপাপমপি দেবেশ তথা মে বদ কারণম্ ॥ ২৯ ॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ। তব কীর্ত্তিসমুচ্ছেদঃ সঞ্জাতোঽদ্য ধরাতলে। যাবৎ কীর্ত্তির্ধরাপৃষ্ঠে তাবৎ স্বর্গে বসেন্নরঃ ॥ ৩০ ॥ এতস্মাৎকারণাল্লোকাঃ স্বনামাঙ্কানি চক্রিরে। বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ ॥ ৩১ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ ধরাপৃষ্ঠং স্বাং কীর্ত্তিং নূতনাং কুরু। যদি বাঞ্ছসি লোকোঽস্মিন্মামকে বসতিং চিরম্ ॥ ৩২ ॥ অথাত্মানং স রাজেন্দ্রো যাবৎ পশ্যতি তৎক্ষণাৎ। তাবৎ প্রাপ্তং ধরাপৃষ্ঠে কাম্পিল্যনগরং প্রতি ॥ ৩৩ ॥ অথ পপ্রচ্ছ লোকান্ স কিমেতন্নগরং স্মৃতম্। কোঽয়ং দেশঃ কোঽত্র রাজা কিং পুরং নগরঞ্চ কিম্ ॥ ৩৪ ॥ তে তমূচুঃ পরং চৈতৎ কাম্পিল্যমিতি বিশ্রুতম্। আনর্ত্তনামা দেশোঽয়ং রাজাত্র পৃথিবীজয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ কো ভবান্ কিমিহায়াতঃ কিঞ্চিৎ কার্য্যং বদস্ব নঃ ॥ ৩৬ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপালঃ পুরাসীদ্রোচকে পুরে। দেশে বৈজরুকে পূর্বং স দেশঃ ক চ তৎপুরম্ ॥ ৩৭ ॥ জনা উচুঃ। ন বয়ং তৎপুরং বিদ্মো ন দেশং ন চ ভূপতিম্। ইন্দ্রদ্যুম্নাভিধানঞ্চ যং ত্বং পৃচ্ছসি ভদ্রক ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। চিরায়ুরস্তি কোঽপ্যত্র যস্তং বেত্তি মহীপতিম্। দেশং বা তৎপুরং বাপি তন্মে বদথ মা চিরম্ ॥ ৩৯ ॥ জনা উচুঃ। সপ্তকল্পস্মরো নাম মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। শ্রূয়তে নৈমিষারণ্যে তং গত্বা পৃচ্ছ বেৎস্যসি ॥ ৪০ ॥ অথাসৌ সত্বরং গত্বা ব্যোমমার্গেণ তং মুনিম্।

পরি এক দুন্দুভি স্থাপিত হইত ও বাদিত হইতে থাকিত। গজ সেই বাদ্যমান দুন্দুভি লইয়া সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিত। আর সঙ্গে সঙ্গে বলা হইত—আগামী কল্য পাপহর বৈষ্ণব বাসর; ঐ দিন বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত সকলকেই উপবাস করিতে হইবে। এই রাজকীয় ঘোষণা অমান্য করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, তাহার নিগ্রহ বিধান অবশ্যম্ভাবী। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে রাজত্ব করিয়া স্বশরীরেই ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়াছিলেন। অনন্তর সহস্রকল্পান্তে স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাকে বলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি ধরাপৃষ্ঠে গমন কর; এখানে আর অবস্থান করিও না। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি নিষ্পাপ হইলেও কি নিমিত্ত আমাকে নিজলোক হইতে পাতিত করিতেছেন? হে দেবেশ! ইহার কারণ বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—এক্ষণে ধরাতলে তোমার কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়াছে। যতদিন ধরাপৃষ্ঠে কীর্ত্তি থাকে, নর তত কালই স্বর্গে বাস করিতে পারে। এই নিমিত্তই লোক সকল বাপী, কূপ, তড়াগ ও দেবায়তন প্রভৃতি স্বীয় নামাঙ্কিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করে। অতএব যদি চিরদিন মদীয় লোকে বাস করিতে চাও, তবে তুমি ধরাতলে যাও; সেখানে গিয়া নিজের কীর্ত্তি নূতন করিয়া তোল। এই কথার পর রাজেন্দ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন যেই মাত্র নিজের দিকে দৃষ্টি করিলেন, অমনি দেখিলেন—ধরাপৃষ্ঠস্থ কাম্পিল্য নগরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি সেখানকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নগর কোন্ নামে প্রসিদ্ধ? ইহা কোন্ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত? এখানকার রাজা কে? এখানে কোন্ কোন্ পুরনগর বিদ্যমান? সেই সকল লোক বলিল—এ নগর কাম্পিল্য নামে বিখ্যাত। ইহা আনর্ত্ত দেশের অন্তর্গত। রাজা পৃথিবীজয় এখানে রাজত্ব করিতেছেন। আপনি কে? কিজন্য এখানে আসিয়াছেন? আপনার বক্তব্য কি, তাহা আমাদিগকে বলুন।১৬—৩৬। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন—পূর্ব্বে বৈজরুক দেশের রোচকপুরে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ছিলেন, সেই দেশ বা সেই পুর কোথায় আছে? জনগণ কহিল,—মহাশয়! আপনি যাহার কথা জিজ্ঞাসিতেছেন। আমরা সেই পুর, দেশ বা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির বিবরণ অবগত নহি। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন—এখানে এমন কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তি আছেন, যিনি সেই রাজা, রাজ্য বা রাজধানীর বিষয় অবগত আছেন? যদি থাকেন, তো আমার নিকট সত্বর বল। জনগণ কহিল,—শুনিতে পাই, মহামুনি মার্কণ্ডেয় সপ্ত কল্পের বৃত্তান্ত বিদিত আছেন। আপনি নৈমিষারণ্যে গিয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করুন, জানিতে পারিবেন। অন-

পপ্রচ্ছ প্রণিপত্যোচ্চৈর্নৈমিষারণ্যমাশ্রিতম্ ॥ ৪১ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেতি বৈ ভূপস্ত্বয়া দৃষ্টঃ শ্রুতোহথ বা। চিরায়ুস্ত্বং শ্রুতোহস্মাভিঃ পৃচ্ছাম্যস্তেন সন্মুনে ॥ ৪২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সপ্তকল্পান্তরে ভূপো ন দৃষ্টো ন ময়া শ্রুতঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নাভিধানোহত্র তত্র কিং নু বদামি তে ॥ ৪৩ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নিরাশঃ স মহীপতিঃ। বৈরাগ্যং পরমং গত্বা মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ তেন চানীয় দারূণি প্রজ্বাল্য চ হুতাশনম্। প্রবেষ্টুকামঃ স প্রোক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপতিঃ ॥ ৪৫ ॥ ত্বয়া চাত্র ন কর্ত্তব্যমহং তে মিত্রতাং গতঃ। নাশয়িষ্যামি তে মৃত্যুং যদ্যপি স্যান্মহত্তরম্ ॥ ৪৬ ॥ নীরোগোহসি সুভবোহসি কস্মান্মৃত্যুং প্রবাঞ্ছসি। বদ মে কারণং মৃত্যোঃ প্রতীকারং করোমি তে। ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। চিরায়ুর্মে ভগবান্ প্রোক্তঃ কাম্পিল্যপুরবাসিভিঃ। তেনাহং তব পার্শ্বেহত্র সমায়াতো মহামুনে ॥ ৪৮ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নোস্তবাং বার্ত্তাং ত্বং বদিষ্যসি সম্মুনে। মৎকীর্ত্তির্ন পরিজ্ঞাতা ততো মৃত্যুং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৪৯ ॥ সূত উবাচ। তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা দয়াবান্ স মুনীশ্বরঃ। বৃথাশ্রমকং তং জ্ঞাত্বা দাক্ষিণ্যাদিদমব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥ যদ্যেবং মা বিশাগ্নিং ত্বমহং জ্ঞাস্যামি তং নৃপম্। নাড়ীজঙ্ঘো বকো নাম মমাস্তি পরমঃ সুহৃৎ ॥ ৫১ ॥ চিরন্তনশ্চ সোহস্মাকং নূনং জ্ঞাস্যতি তং নৃপম্। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছাবস্তস্য পার্শ্বে হিমাচলে ॥ ৫২ ॥ সাধূনাং দর্শনং জাতু ন বৃথা জায়তে ক্বচিৎ ॥ ৫৩ ॥ এবমুক্ত্বা ততস্তৌ তু প্রস্থিতৌ মুনিপার্থিবৌ। ব্যোমমার্গেণ সন্তুষ্টৌ বকং প্রতি হিমাচলে ॥৫৪॥ বকোহপি তং সমালোক্য মার্কণ্ডেয়ং সমাগতম্। সম্মুখঃ প্রযযৌ তুষ্টঃ স্বাগতেনাভ্যপূজয়ৎ ॥ ৫৫ ॥ ধন্যোহহং কৃতপুণ্যোহহং যস্য মে ত্বৎসমাগমঃ। ভো ভো ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ আতিথ্যং তে করোমি কিম্ ॥৫৬॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। মত্তোহপি ত্বং চিরায়ুশ্চ যতো মিত্রং ব্যবস্থিতঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপালস্ত্বয়া দৃষ্টঃ শ্রুতোহথবা ॥ ৫৭ ॥ এতস্য মম

স্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সুস্বর ব্যোমমার্গে গমনপূর্ব্বক সেই নৈমিষারণ্যবাসী মুনিকে প্রণিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সাধু মুনে! আমি শুনিয়াছি আপনি চিরায়ু ব্যক্তি; তাই জিজ্ঞাসিতেছি, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক কোন মহীপতিকে আপনি দেখিয়াছেন অথবা তাঁহার নাম শুনিয়াছেন কি? মার্কণ্ডেয় কহিলেন—সপ্ত কল্পের মধ্যে আমি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক কোন ভূপতিকে দেখি নাই বা তাঁহার নাম শুনি নাই। সুতরাং সে বিষয়ে আপনাকে আর আমি কি বলিব? তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া মহীপতি নিরাশ হইলেন এবং পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মরণার্থ নিশ্চয় করিলেন। অনন্তর দারু সকল সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালিলেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে মার্কণ্ডেয় কহিলেন—তুমি এ কার্য্য করিও না; আমি তোমার মিত্র হইলাম। যত বড় মহৎ কার্য্যই হউক, আমি তোমার মৃত্যু নিবারণ করিব। তুমি নীরোগ এবং সুস্থদেহ; সুতরাং কি জন্য মৃত্যু কামনা করিতেছ? তোমার মৃত্যু কারণ বল, আমি তাহার প্রতিকার করিব। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে মহামুনে! কাম্পিল্যপুরবাসীরা আমায় বলিয়াছিল যে, আপনিই চিরায়ু ব্যক্তি; তাই আপনার পার্শ্বে আসিয়াছিলাম। আসিবার কারণ এই যে আমার আশা ছিল, ইন্দ্রদ্যুম্নঘটিত বৃত্তান্ত আপনি বলিতে পারিবেন, কিন্তু জানিলাম—আমার কীর্ত্তি আপনি কিছুই জানেন না; কাজেই আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছি।৭—৪৯। সূত কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্নের তাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া দয়াবান্ মুনিবর 'রাজার শ্রম পণ্ড হইল' বুঝিতে পারিয়া দাক্ষিণ্যবশে বলিলেন,—যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তবে সেই নরপতিকে আমি জানিব; তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিও না। নাড়ীজঙ্ঘ নামে আমার পরম সুহৃৎ এক বক আছে। আমাদিগের মধ্যে তিনি অতি প্রাচীন ব্যক্তি; নিশ্চয় তাঁহারই নিকট সেই রাজার সংবাদ জানা যাইবে। অতএব আইস, আমরা হিমাচলে তাঁহার পার্শ্বে গমন করি। সাধুগণের দর্শন কখনই বৃথা হয় না। এই বলিয়া মুনি ও মহীপতি উভয়ে ব্যোমপথে সসন্তোষে হিমাচলস্থ বকসমীপে প্রস্থান করিলেন। বক সেই মার্কণ্ডেয়কে সমাগত দেখিয়া প্রসন্নমুখে প্রীতির সহিত তাঁহাকে স্বাগতপ্রশ্নে অভিনন্দিত করিয়া বলিল,—আমি ধন্য এবং কৃতপুণ্য; কেন না, আজ তোমার সহিত সমাগম ঘটিল! ভো ভো ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রণী! আমি তোমার কিরূপ আতিথ্য করিব? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—তোমার সহিত মৌত্রীবন্ধন হইয়াছে; তুমি আমাপেক্ষাও চিরায়ুঃ; সুতরাং জিজ্ঞাসা করি, ইন্দ্রদ্যুম্ননামক মহীপালকে তুমি দেখিয়াছ বা তাহার নাম শ্রবণ

মিত্রস্য তেন দৃষ্টেন কারণম্। অন্যথা জায়তে মৃত্যুস্ততোঽহং ত্বাং সমাগতঃ ॥ ৫৮ ॥ বক উবাচ। সপ্তবিংশতিতান্ কল্পান্ স্মরাম্যহমসংশয়ম্। ন স্মরামি কথামেব ইন্দ্রদ্যুম্নসমুদ্ভবাম্ ॥ ৫৮ ॥ আস্তাং হি দর্শনং তাবৎ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৬০ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। তপসঃ কিং প্রভাবোঽয়ং দানস্য নিয়মস্য চ। যদায়ুরীদৃশং জাতং বকত্বেঽপি বদস্ব নঃ ॥ ৬১ ॥ বক উবাচ। ঘৃতকম্বলমাহাত্ম্যাদ্দেবদেবস্য শূলিনঃ। মমায়ুরীদৃশং জাতং বকত্বং মুনিশাপতঃ ॥ ৬২ ॥ অহমাসং পুরা বালো ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। চমৎকারপুরে রম্যে পারাশর্য্যস্য ধীমতঃ ॥ ৬৩ ॥ নাম্না চ বিশ্বরূপাখ্যো নাম্নান্যেন বকঃ স্মৃতঃ। অতীব চপলত্বেন সংযুক্তঃ পিতৃবল্লভঃ ॥ ৬৪ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সংক্রান্তৌ মকরস্য ভোঃ। সম্প্রাপ্যাতীব চাপল্যাল্লিঙ্গং জাগেশ্বরং ময়া। ঘৃতকুম্ভে পরিক্ষিপ্তং পূজিতং জনকেন যৎ ॥ ৬৫ ॥ অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং পৃষ্টোঽহং জনকেন চ। ত্বয়া পুত্র পরিক্ষিপ্তং নূনং জাগেশ্বরং ক্বচিৎ। তস্মাদ্দদ প্রযচ্ছামি তেন তে ভক্ষ্যমুত্তমম্ ॥ ৬৬ ॥ ততো ময়াজ্যকুম্ভাচ্চ তস্মাদাদায় সত্বরম্। ভোজ্যলৌল্যাৎ পিতুর্হস্তে বিন্যস্তং ঘৃতসংপ্লুতম্ ॥ ৬৭ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পঞ্চত্বং চ সমাগতঃ। জাতিস্মরস্ততো জাতস্তৎপ্রভাবান্নৃপালয়ে ॥ ৬৮ ॥ আনর্ত্তাধিপতের্হর্ম্যে নাম্না খ্যাতস্ত্বহং বকঃ। চমৎকারপুরে দেবো হরঃ সংস্থাপিতো ময়া ॥ ৬৯ ॥ তৎপ্রভাবেণ বিপ্রেন্দ্রঃ প্রাপ্তঃ পৈতামহং পদম্ ॥ ৭০ ॥ ততো যানি ধরাপৃষ্ঠে সুলিঙ্গানি স্থিতানি চ। ঘৃতেনাচ্ছাদয়াম্যেব মকরস্থে দিবাকরে। ময়া যৎ স্থাপিতং লিঙ্গং চমৎকারপুরে শুভম্ ॥ ৭১ ॥ আরাধিতং দিবা নক্তং রাজ্যে সংস্থাপ্য পুত্রকম্। নিযোজ্য সর্ব্বতো ভৃত্যান্ ধনবস্ত্রসমন্বিতান্ ॥ ৭২ ॥ ততঃ কালেন মহতা তুষ্টো মে ভগবান্ শিবঃ। মৎসমীপং সমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ সঃ ॥ ৭৩ ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে তব পার্থিবসত্তম। ঘৃতকম্বলদানেন সংখ্যয়া রহিতেন চ ॥ ৭৪ ॥ তস্মাদ্বরয় ভদ্রং তে

করিয়াছ কি? আমার সমভিব্যাহারী মিত্রের এ বিষয়ে প্রয়োজন আছে। যদি সে সংবাদ পাওয়া না যায়, তবে ইনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। বক বলিল,—গত চতুর্দ্দশ কল্পের বিবরণই আমার স্মরণ আছে; কিন্তু তন্মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নঘটিত বৃত্তান্ত তো আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে না, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার তো দূরের কথা, এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—আপনার এই বকজন্মেও যে এই প্রকার দীর্ঘায়ু লাভ ঘটিয়াছে, ইহা আপনার কিরূপ তপস্যা, দান বা নিয়মের প্রভাব? তাহা আমাদের নিকট বলুন। বক বলিল—দেবদেব শূলীকে ঘৃতকম্বল দানের প্রভাবে আমার এইরূপ আয়ুঃপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কোন মুনির অভিশাপেই আমি বক হইয়াছি। পূর্ব্বে রম্য চমৎকারপুরে আমি এক ব্রাহ্মণবালক ছিলাম। ধীমান্ পারাশর্য্য বিপ্র আমার পিতা ছিলেন। আমার এক নাম বিশ্বরূপ; অন্য নাম —বক। আমি পিতার প্রিয় এবং অতীব চঞ্চল-স্বভাব ছিলাম। একদা মকরসংক্রান্তিদিনে আমার পিতৃ-পূজিত জাগেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আমি চাপল্যবশে ঘৃতকুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! নিশ্চয় তুমিই কোথাও জাগেশ্বর লিঙ্গ ফেলিয়া দিয়াছ; অতএব বলিয়া দাও, আমি তোমায় উত্তম খাদ্য প্রদান করিব। পিতার এই কথার পর আমি ভোজন-লালসায় ঘৃতকুম্ভ হইতে সত্বর সেই ঘৃতপ্লুত শিব-লিঙ্গ লইয়া পিতার হস্তে অর্পণ করিলাম। ৫০—৬৭। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে আমার মৃত্যু হইল। আমি সেই কার্য্যের ফলে কোন রাজভবনে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। আনর্ত্তাধিপতির প্রাসাদে আমি বক নামে প্রখ্যাত হইয়া রহিলাম। অনন্তর চমৎকারপুরে দেবদেব হরকে আমি স্থাপন করি। হে বিপ্রেন্দ্র! তাহারই প্রভাবে আমি পৈতামহপদ প্রাপ্ত হই। অতঃপর ধরাপৃষ্ঠে যে সকল সুপ্রতিষ্ঠ শিবলিঙ্গ আছে, সেই সমুদায় লিঙ্গকেই আমি মাঘমাসে ঘৃতাপ্লুত করিতে থাকি। চমৎকারপুরে মৎকর্ত্তৃক যে শুভ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়, আমি পুত্রের প্রতি রাজ্যরক্ষার ভারার্পণ করিয়া এবং ধন-বসনাপ্যায়িত ভৃত্যবর্গকে অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, রাত্রিদিন সেই লিঙ্গের উপাসনা করিতে থাকি। অনন্তর বহুকাল পরে মহাদেব আমার প্রতি প্রীত হন এবং মৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলেন,—হে পার্থিবপ্রবর! আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। অসংখ্য ঘৃতকম্বলদানের ফলেই তোমার প্রতি আমার এই অনুগ্রহ।

বরং যন্মনসি স্থিতম্ । অদেয়মপি দাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৭৫ ॥ ততো ময়া হরঃ প্রোক্তো যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো । কুরুষ মাং গণং দেব নান্যৎ কিঞ্চিদ্ বৃণোম্যহম্ ॥ ৭৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । বকৈহি ত্বং মহাভাগ কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্ । ময়া সার্দ্ধমনেনৈব শরীরেণ গণো ভব ॥ ৭৭ ॥ অন্যোঽপি মর্ত্ত্যলোকেঽত্র যঃ করিষ্যতি মানবঃ । মকরস্থে রবৌ মহ্যং সংক্রান্তৌ রজনীমুখে । স নূনং মদ্গণো ভাবী সকৃৎ কৃত্বাথ কম্বলম্ ॥ ৭৮ ॥ ত্বং পুনর্নামকং লিঙ্গং সমং কুর্ব্বন্ ভবিষ্যসি । ধর্ম্মসেনেতি বিখ্যাতো বিকৃত্যা পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৯ ॥ এবমুক্ত্বা স ভগবান্ মামাদায় ততঃ পরম্ । কৈলাসং পর্ব্বতং গত্বা গণকোটীশতামদাৎ ॥ ৮০ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ভ্রমমাণো যদৃচ্ছয়া । গতোঽহং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং হিমবন্তং মহাগিরিম্ ॥ ৮১ ॥ যত্রাস্তে গালবো নাম সদৈব তপসি স্থিতঃ । তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৮২ ॥ সপ্তরক্তা ত্রিগম্ভীরা গূঢ়গুল্‌ফা কৃশোদরী । তাং দৃষ্ট্বা মন্মথাবিষ্টঃ সঞ্জাতোঽহং মুনীশ্বর ॥ ৮৩ ॥ চিন্তিতঞ্চ ময়া চিত্তে কথমেতাং হরাম্যহম্ । তস্মাচ্ছিষ্যত্বমাসাদ্য ভক্তিমস্য করোম্যহম্ ॥ ৮৪ ॥ শুশ্রূষানিরতো ভূত্বা যেন প্রাপ্নোমি ভামিনীম্ ॥ ৮৫ ॥ ততো বটুকরূপেণ সম্প্রাপ্তো গালবো ময়া । সংসারস্য বিরক্তোঽহং করিষ্যামি মহত্তপঃ ॥ ৮৬ ॥ দীক্ষাং যচ্ছ বিভো মহ্যং যেন শিষ্যো ভবামি তে ॥ ৮৭ ॥ আহরিষ্যাম্যহং দর্ভাংস্তথা সুমনসঃ সদা । সমিধশ্চ সদৈবাহং ফলানি জলমেব চ ॥ ৮৮ ॥ স মাং বিনয়সম্পন্নং জ্ঞাত্বা ব্রাহ্মণরূপিণম্ । দদৌ দীক্ষাং ততো মহ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৮৯ ॥ অথ দীক্ষাং সমাসাদ্য তোষয়ামি দিনে দিনে । তং চৈব তস্য পত্নীং তাং যথোক্তপরিচর্য্যয়া । অশুদ্ধেনাপি চিত্তেন ছিদ্রান্বেষণতৎপরঃ ॥ ৯০ ॥ অন্যস্মিন্ দিবসে প্রাপ্তে সা স্ত্রীধর্ম্মসমন্বিতা । উটজং দূরতস্ত্যক্ত্বা রাত্রৌ সুপ্তা মনস্বিনী ॥ ৯১ ॥ সোঽহং রূপং মহৎ কৃত্বা তামাদায় তপস্বিনীম্ সুখসুপ্তাং সুবিশ্রব্ধাং প্রস্থিতো দক্ষিণামুখঃ ॥ ৯২ ॥ অথাসৌ সম্পরিত্যক্তা

অতএব তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। যদি অদেয় বা অতীব সুদুর্লভ হয়, তথাচ আমি সে বর তোমায় প্রদান করিব। অনন্তর আমি হর দেবকে বলিলাম, যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনার গণত্ব আমায় প্রদান করুন ; অন্য কিছুই প্রার্থনীয় আমার নাই। ভগবান কহিলেন—হে মহাভাগ বক! তুমি আমার সহিত পর্ব্বতোত্তম কৈলাসে আগমন কর ; এই দেহেই তুমি গণ হও। কেবল তুমি নহ ; অন্য যে ব্যক্তি মর্ত্ত্যলোকে মাঘী সংক্রান্তিতে প্রদোষ কালে আমার এইরূপ অর্চ্চনা করিবে, সেই মানবও একবার মাত্র এই ঘৃতকম্বলস্নানের ফলে নিশ্চয়ই মদীয়গণমধ্যে পরিগণিত হইবে। তুমি আমার লিঙ্গ সমীকৃত করিয়া ধর্ম্মসেনাখ্যায় অভিহিত হইবে ; তোমার আকৃতির বৈরূপ্য কিছুই থাকিবে না। ভগবান্ এই কথা কহিয়া অনন্তর আমাকে লইয়া কৈলাস শৈলে গমন পূর্ব্বক কোটি কোটি গণের অধিনায়কতা প্রদান করিলেন। অনন্তর একদা আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মহাগিরি হিমালয়ে গমন করিলাম। সেখানে গালব নামে এক তপস্বী আছেন, তাঁহার ভার্য্যার নাম বিশালাক্ষী, বিশালাক্ষী সর্ব্ব সুলক্ষণে লক্ষিতা, সপ্তরক্তা, ত্রিগম্ভীরা, গূঢ়গুল্‌ফা ও কৃশোদরী, হে মুনীশ্বর! তাঁহাকে দেখিয়া আমি মন্মথাবিষ্ট হইলাম ; ভাবিলাম—কিরূপে ইহাঁকে হরণ করিব? যাহা হউক এজন্য আমি এই গালব মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইহাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করি এবং ইহাঁর শুশ্রূষাপরায়ণ হই ; এইরূপ করিলেই এই ভামিনীকে প্রাপ্ত হইব। ৬৮—৮৬। অনন্তর বটুরূপ ধরিয়া গালব মুনির নিকট আমি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বলিলাম—হে বিভো! আমি সংসারে বিরক্ত হইয়াছি ; মহাতপস্যা করিব ; আপনি আমায় দীক্ষা প্রদান করুন। আমি আপনার শিষ্য হইব। আমি কুশ, পুষ্প, সমিধ, ফল, জল, সর্ব্বদাই আহরণ করিব। গালব মুনি এইরূপে আমাকে বিনয়সম্পন্ন জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণ বালক বোধে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুসারে আমায় দীক্ষা প্রদান করিলেন। অনন্তর দীক্ষিত হইয়া আমি প্রতিদিন যথোচিত পরিচর্য্যা দ্বারা সেই মুনি ও মুনিপত্নীর পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলাম। আমার চিত্ত অবিশুদ্ধ ; আমি সর্ব্বদাই ছিদ্রান্বেষণে তৎপর রহিলাম। একদিন মুনিপত্নী রজস্বলা হইলেন। সেই অবস্থায় সেই মনস্বিনী রাত্রিকালে কুটীর হইতে দূরে শয়ন করিলেন। তখন আমি বিপুল কলেবর ধারণ করিয়া সেই সুখসুপ্তা, সুবিশ্বস্তা তপস্বিনীকে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান

সংস্পর্শান্মম নিদ্রয়া। চৌররূপং পরিজ্ঞায় মাং শিষ্যং প্ররুরোদ হ॥ ৯৩॥ সাব্রবীচ্চ স্বভর্ত্তারং গালবং মুনিসত্তমম্। এষ শিষ্যো দুরাচারো হরতে মামিতঃ প্রভো॥ ৯৪॥ তস্মাদ্রক্ষ মহাভাগ যাবদ্দূরং ন গচ্ছতি॥ ৯৫॥ তচ্ছ্রুত্বা গালবঃ প্রাহ তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাসকৃৎ। পাপাচার সুদুষ্টাত্মন্ গতিস্তে স্তম্ভিতা ময়া॥ ৯৬॥ তস্য বাক্যাত্ততো মহ্যং গতিস্তম্ভো ব্যজায়ত। যথালিখিত এবাহং প্রতিষ্ঠামি সুনিশ্চলঃ॥ ৯৭॥ ততস্তেন চ শপ্তোঽহং গালবেন মহাত্মনা। বঞ্চিতোঽহং ত্বয়া যস্মাদ্বকো ভব সুদুর্মতে॥ ৯৮॥ ততঃ পশ্যামি চাত্মানং সহসা বকরূপিণাম্। বকত্বেঽপি ন মে নষ্টা যা স্মৃতিঃ পূর্বসম্ভবা॥ ৯৯॥ ততঃ সাপি চ তৎপত্নী সচৈলং স্নানমাশ্রিতা। মৎস্পর্শাদ্‌-দুঃখিতাঙ্গী চ শাপায় সমুপস্থিতা॥ ১০০॥ যস্মাৎ পাপ ত্বয়া স্পৃষ্টা প্রসুপ্তাহং রজস্বলা। বকধর্ম্মং সমাশ্রিত্য ভর্ত্তা মে বঞ্চিতস্ত্বয়া। অন্যরূপং সমাস্থায় তস্মাৎ সত্যং বকো ভব॥ ১০১॥ এবং শপ্তস্ততো দ্বাভ্যাং তাভ্যাং বৈ দুঃখসংযুতঃ। চরণাভ্যাং প্রলগ্নস্তু গালবস্য মহাত্মনঃ॥ ১০২॥ গণোঽহং দেবদেবস্য ত্রিনেত্রস্য মহাত্মনঃ। পালকেতি চ বিখ্যাতো গণকোটিপ্রভুঃ স্থিতঃ॥ ১০৩॥ সোঽহমত্র সমায়াতঃ প্রভোঃ কার্য্যেণ কেনচিৎ। তব ভার্য্যাং সমালোক্য কামদেববশং গতঃ॥ ১০৪॥ ক্ষমাপরাধং ত্বং মহ্যমেবং জ্ঞাত্বা মুনীশ্বর। দুর্বিনীতঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ॥ ১০৫॥ ন তিষ্ঠতি চিরং স্থানে যথাহং মদগর্বিতঃ। শিষ্যরূপং সমাস্থায় ততঃ প্রাপ্তস্তবান্তিকম্॥ ১০৬। অস্যা হরণহেতোশ্চ মহাসত্যা মুনীশ্বর। তস্মাৎকুরু প্রসাদং মে দীনস্য প্রণতস্য চ॥ ১০৭॥ অনুগ্রহপ্রদানেন ক্ষমা যস্মাত্তপস্বিনাম্। কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতা। বিদ্যা রূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্॥ ১০৮॥ সূত উবাচ। তস্য তৎ-কৃপণং শ্রুত্বা সোঽপি মাহেশ্বরো মুনিঃ। জ্ঞাত্বা তং বান্ধবস্থানে দয়াং কৃত্বাব্রবীদ্বচঃ॥ ১০৯॥ সত্য-

করিলাম। আমার সংস্পর্শে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি আমাকে শিষ্যবেশী চোর জানিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভর্ত্তা গালব মুনির উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন—হে প্রভো! এই তোমার দুরাচার শিষ্য আমায় এ স্থান হইতে হরণ করিতেছে। অতএব হে মহাভাগ! যাবৎ আমাকে বহুদূরে না লইয়া যায়, তাবৎ আসিয়া আমায় রক্ষা করুন। গালবমুনি সেই করুণধ্বনি শ্রবণ করিয়া বলিলেন—তিষ্ঠ তিষ্ঠ; রে দুষ্ট দুরাচার! তোর গতি আমি স্তম্ভিত করিলাম। গালবের বাক্যানুসারে সেই মুহূর্ত্তেই আমার গতিস্তম্ভ হইল। আমি তখন চিত্রলিখিতবৎ সুনিশ্চল হইয়া রহিলাম। অনন্তর মহাত্মা গালব আমায় অভিশাপ দিলেন, বলিলেন—রে সুদুর্ম্মতে! তুমি আমায় প্রতারিত করিয়াছ, এই অপরাধে তোমাকে বক হইতে হইবে। এই কথার পরই সহসা আমি বক হইলাম, কিন্তু বক-দেহেও আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি নষ্ট হইল না। অনন্তর সেই গালবপত্নীও সবস্ত্র স্নান করিলেন এবং আমার স্পর্শে দুঃখিত হইয়া আমাকে অভিশাপদানে উদ্যত হইলেন; বলিলেন —আমি রজস্বলা হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম, তুই আমায় সেই অবস্থায় স্পর্শ করিয়াছিস্, অতএব রূপান্তর ধরিয়া বকধর্ম্ম অবলম্বনে ভর্ত্তাকে আমার জোর বঞ্চনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই অপরাধে তোকে বক হইয়াই থাকিতে হইবে। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে আমি দুঃখিত হইয়া মহাত্মা গালবের চরণ যুগল-তলে পতিত হইলাম; বলিলাম,—মুনিবর! আমি দেবদেব ত্রিলোচনের গণ; আমার নাম পালক। আমি কোটিসংখ্যক গণের অধিনায়ক। প্রভুর কোন কার্য্যোপলক্ষে এ স্থানে আমি আসিয়াছিলাম; পরন্তু ভবদীয় ভার্য্যাকে দেখিয়া কামদেবের বশীভূত হই। হে মুনীশ্বর! আমার এই সকল বিবরণ বিদিত হইয়া আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। বস্তুতঃ দুর্বিনীতব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা, বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। মাদৃশ মদগর্ব্বিত ব্যক্তিই ইহার দৃষ্টান্ত। কেননা, এই মহাসতীকে হরণ করিবার জন্যই আমি শিষ্যরূপে ভবৎসমীপে আগমন করিয়াছিলাম। অতএব আমি প্রণত দীনজন; মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। দেখুন, অনুগ্রহ ও ক্ষমা বিতরণই তপস্বী জনের ধর্ম্ম। কোকিলকুলের রূপ তাহাদের স্বর, নারীর রূপ—পাতিব্রত্য, কুরূপদিগের রূপ—বিদ্যা, এইরূপে তপস্বীদিগেরও রূপ—ক্ষমা। সূত কহিলেন—সেই মহেশ্বরপরায়ণ মুনি তাঁহার সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বান্ধবদিগের নিকটও তাহার

ব্যক্তিষ্ঠতে বিপ্রশ্চমৎকারপুরে শুভে ॥ ১১০ ॥ ভর্তৃযজ্ঞ ইতি খ্যাতস্তদা তস্তোপদেশতঃ। বকত্বং যাস্ততে নূনং মম বাক্যাদসংশয়ম্‌ ॥ ১১১ ॥ ততঃ পশ্যামি চাত্মানং বকত্বেন সমাশ্রিতম্‌ ॥ ১১২ ॥ এবং মে দীর্ঘমায়ুষ্যং সঞ্জাতং শিবভক্তিতঃ। ঘৃতকম্বল-মাহাত্ম্যাদ্বকত্বং মুনিশাপতঃ ॥ ১১৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। এতদর্থং সমানীতস্তৎসকাশং বিহঙ্গম। ইন্দ্রদ্যুম্নস্ত বার্ত্তার্থং মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১১৪ ॥ সা ত্বয়া নৈব বিজ্ঞাতা মমাভাগ্যৈর্বিহঙ্গম। সেবয়িষ্যাম্যহং তস্মাৎপ্রদীপ্তং হব্যবাহনম্‌ ॥ ১১৫ ॥ প্রতিজ্ঞাতং ময়া পূর্ব্বমেতন্নিশ্চিত্য চেতসি। ইন্দ্রদ্যুম্নে হবিজ্ঞাতে সংসেব্যঃ পাবকো ময়া ॥ ১১৬ ॥ তস্মাদেহি মমাদেশং মার্কণ্ডেয়সমন্বিতঃ। প্রবিশামি যথা বহ্নিং ভ্রষ্টকীর্ত্তিরহং বক ॥ ১১৭ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। বেৎসি চান্যং নরং কঞ্চিদ্বয়সা চাত্মনোঽধিকম্‌। পৃচ্ছামি যেন তং গত্বা কৃতে হ্যস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১১৮ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ সম্প্রাপ্তোঽয়ং ময়া সহ। তৎ-কথং ত্যজতি প্রাণান্‌ সহায়ে ময়ি সংস্থিতে ॥ ১১৯ ॥ অপরং চ ক্ষমং বাক্যং যদ্বাং বচ্মি বিহঙ্গম। অয়ং দুঃখেন সংযুক্তঃ সাধয়িষ্যতি পাবকম্‌। অহমেনমনুদ্ধৃত্য কস্মাদ্গচ্ছামি চাশ্রমম্‌ ॥ ১২০ ॥ সূত উবাচ। তয়োস্তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা বকঃ পরমদুর্ম্মনাঃ। সুচিরং চিন্তয়ামাস কথং স্যাদেতয়োঃ সুখম্‌ ॥ ১২১ ॥ ততো রাজা মুনিশ্চৈব দারূণ্যাহৃত্য পাবকম্‌। প্রবেষ্টুকামৌ তৌ দৃষ্ট্বা বকো বচনমব্রবীৎ ॥ ১২২ ॥ মম বাক্যং কুরু প্রাজ্ঞ যদি জীবিতুমিচ্ছসি। জ্ঞাতঃ সোঽস্য ময়া ব্যক্তমিন্দ্রদ্যুম্নং নরাধিপম্‌ ॥ ১২৩ ॥ যো জ্ঞাস্যতি মম জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ। তস্মাদেনং সমাদায় মরণে কৃতনিশ্চয়ম্‌ ॥ ১১৪ ॥ নিশ্বসন্তং যথা নাগং বাষ্পব্যাকুললোচনম্‌। সমাগচ্ছ ময়া সার্দ্ধং কৈলাসং পর্ব্বতং প্রতি ॥ ১২৫ ॥ যত্রাস্তি দয়িতো মহ্যমুলূকশ্চিরজীবভাক্‌। স নূনং জ্ঞাস্যতে তং হি মা বৃথা মরণং কৃথাঃ ॥ ১২৬ ॥ ততোঽহসৌ তেন সংযুক্তো বকেন সুমহাত্মনা। মার্কণ্ডেয়েন সম্প্রাপ্তঃ কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্‌ ॥ ১২৭ ॥ সোঽপি দৃষ্ট্বা বকং

বিবরণ জানিয়া তৎপ্রতি দয়াপরবশ হইলেন এবং বলিলেন,—চমৎকার পুরে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহার নাম ভর্তৃযজ্ঞ। আমি বলিতেছি, সেই ভর্তৃযজ্ঞের উপদেশ ক্রমে তোমার বকত্ব নিশ্চিতই অপগত হইবে। এই কথার পর দেখিলাম আমি বকদেহ হইয়াছি। এইরূপে শিবভক্তিগুণে ঘৃতকম্বলদানের মাহাত্ম্যে আমার দীর্ঘায়ুষ্ট আর মুনির শাপে আমার বকত্ব হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন—হে বিহঙ্গম! ইন্দ্রদ্যুম্নের সংবাদ জানিবার জন্যই মরণে কৃত-নিশ্চয় হইয়া ভবৎসকাশে আগমন করিয়াছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তাই আপনি সে সংবাদ অবগত নহেন। সুতরাং আমি প্রদীপ্ত হব্য-বাহনেরই আশ্রয় লইব। আমি মনে মনে আলোচনা করিয়া পূর্ব্বেই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ইন্দ্রদ্যুম্নের সংবাদ না পাইলে প্রদীপ্ত পাবকই আমার আশ্রয় হইবেন। অতএব আপনি মুনি মার্কণ্ডেয়ের সহিত একমত হইয়া আমায় এ সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করুন। হে বক! আপনাদের আদেশ পাইয়া ভ্রষ্টকীর্ত্তি আমি দীপ্ত পাবকে প্রবেশ করি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—বক! তোমা অপেক্ষা বয়ঃশ্রেষ্ঠ অন্য কোন ব্যক্তির সংবাদ তোমার জানা আছে কি? যাঁহার নিকট গিয়া এই মহাত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি? ইনি পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আমার সহিত আসিয়াছেন, অতএব আমার ন্যায় সহায় থাকিতে কিরূপে ইনি প্রাণপরিত্যাগ করিবেন? হে বিহঙ্গম! আরও এক যুক্তিযুক্ত কথা কহিতেছি, এই সদাশয় ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া পাবকে প্রবেশ করিবেন। ইঁহাকে উদ্ধার না করিয়াই বা কিরূপে আমি আশ্রমে প্রবেশ করি?১০৯-১২০। সূত কহিলেন,—তাঁহাদিগের উভয়ের সেই স্থিরাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বক দুঃখিতমনে তাঁহাদের হিতের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা ও মুনি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বহ্নি প্রবেশে উদ্যত হইলেন। বক সে দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন,—হে প্রাজ্ঞ! যদি জীবনে অভিলাষ থাকে, তবে আমার বাক্য রক্ষা করুন। যিনি আমা অপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুবিচক্ষণ, অপিচ যিনি ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতির বৃত্তান্ত বিদিত আছেন, তাঁহাকে আমার মনে পড়িয়াছে, অতএব তুমি এই মরণোদ্যত, বাষ্পাকুলনেত্র, নাগবৎ নিশ্বসন্ত, রাজাকে লইয়া আমার সহিত কৈলাসপর্ব্বতে আইস। তথায় আমার প্রিয় বন্ধু চিরজীব নামে এক উলূক আছেন, তিনি নিশ্চয়ই সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জানিতে পারিবেন; অতএব এখন অনর্থক মরণের প্রয়োজন নাই। অনন্তর সেই মহাত্মা বক ও

প্রাপ্তং মিত্রং পরমসম্মতম্। সমাগচ্ছন্নসৌ হৃষ্টঃ স্বাগতেনাভ্যনন্দয়ৎ ॥ ১২৮ ॥ অথ তং চৈব বিশ্রান্তং সমালিঙ্গ্য মুহুর্মুহুঃ। প্রাকারকর্ণনামাসৌ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১২৯ ॥ স্বাগতন্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভূপ সুস্বাগতং চ তে। সখেহদ্য বচ্চ তে কার্য্যং ত্বদাগমনকারণম্ ॥ ১৩০ ॥ কাবেতৌ পুরুষৌ প্রাপ্তৌ ত্বয়া সার্দ্ধং মমান্তিকম্। দিব্যরূপৌ মহাভাগৌ তেজসা পরিবারিতৌ ॥ ১৩১ ॥ বক উবাচ। এষ মার্কণ্ডসংজ্ঞোহত্র প্রসিদ্ধো ভুবনত্রয়ে। মহেশ্বরপ্রসাদেন সংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ। দ্বিতীয়োহসৌ সুহৃচ্চাস্য কশ্চিন্নো বেদ্মি তত্ত্বতঃ। মার্কণ্ডেন সমায়তঃ সুহৃদা চ মমান্তিকম্ ॥ ১৩২ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রষ্টুকামো ন বিজ্ঞাতো ময়া সখে ॥ ১৩৩ ॥ ততো বৈরাগ্যমাপন্নো বাঞ্ছমানো হুতাশনম্। তদ্বার্ত্তার্থং সমানীতো মমাত্রৈব বিহঙ্গম ॥ ১৩৪ ॥ যদি জানাসি তং ভূপমিন্দ্রদ্যুম্নং মহামতে। তত্ত্বং কীর্ত্তয় যেনাসৌ মরণান্নিবর্ত্ততে ॥ ১৩৫ ॥ চিরায়ুস্তং ময়া জ্ঞাতো হ্যতঃ প্রাপ্তোহস্মি তেহন্তিকম্ ॥ ১৩৬ ॥ উলূক উবাচ। অষ্টাবিংশৎপ্রমাণেন কল্পা জাতস্য মে স্থিতাঃ। ন দৃষ্টো ন শ্রুতঃ কশ্চিদিন্দ্রদ্যুম্নো মহীপতিঃ ॥ ১৩৭ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। তব কস্মাদুলূকত্বং শীঘ্রং তন্মে প্রকীর্ত্তয়। এতন্মে কৌতুকং ভাবি যত্তেহপ্যায়ুরনন্তকম্। উলূকত্বং চ সঞ্জাতং রৌদ্রং লোকবিগর্হিতম্ ॥ ১৩৮ ॥ উলূক উবাচ। শৃণু তেহহং প্রবক্ষ্যামি দীর্ঘায়ুর্মে যথা স্থিতম্। মহেশ্বরপ্রসাদেন বিল্বপত্রার্চ্চনাম্মম। উলূকত্বং ময়া প্রাপ্তং ভৃগোঃ শাপান্মহাত্মনঃ ॥ ১৩৯ ॥ অহমাসং পুরা বিপ্রঃ সর্ব্ববিদ্যাসু পারগঃ। চমৎকারপুরে শ্রেষ্ঠে নাম্না খ্যাতশ্চ ঘণ্টকঃ। ব্রহ্মচারী দমোপেতো হরপূজার্চ্চনে রতঃ ॥ ১৪০ ॥ অখণ্ডিতৈর্ব্বিল্বপত্রৈরগ্রজাতৈস্ত্রিপত্রকৈঃ। ত্রিকালং পূজিতঃ শম্ভুর্লক্ষমাত্রৈঃ সদা ময়া ॥ ১৪১ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তুষ্টো মে ভগবান হরঃ। প্রোবাচ দর্শনং গত্বা মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১৪২ ॥ অহং তুষ্টোহস্মি তে বৎস বরং বরয় সুব্রত। অখণ্ডিতৈর্ব্বিল্বপত্রৈস্ত্রিকালে যৎ-

মার্কণ্ডেয় সহ সম্মিলিত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। তখন পরম মিত্র বককে আসিতে দেখিয়া উলূক হৃষ্টান্তঃকরণে প্রত্যুদ্গমন করিল এবং স্বাগত বাক্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। অনন্তর সেই বিশ্রান্ত বককে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিয়া উলূক বলিল—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার শুভাগমন হউক, আর হে ভূপ! আপনারও সুস্বাগত হউক। হে সখে বক! তোমার আগমনকারণ বল। তোমার সহিত কে এই দুই পুরুষ আমার নিকট আগমন করিয়াছেন? দেখিতেছি, ইহাঁরা মহাভাগ দিব্যরূপী ও তেজস্বী। বক বলিল,—ইনি মার্কণ্ডেয় নামে ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ। মহেশ্বরের প্রসাদে ইনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ইহাঁর সুহৃৎ; ইহাঁর প্রকৃত পরিচয় আমি জানি না। ইনি সুহৃৎ মার্কণ্ডেয়ের সহিত আমার নিকট ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আসিয়াছিলেন; কিন্তু সখে! আমি সেই রাজার সংবাদ কিছুই জানি না। এই জন্য ইনি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া হুতাশনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। হে বিহঙ্গম! সেই রাজার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পরে আমি ইহাঁকে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছি। হে মহামতে! যদি তুমি মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের সংবাদ অবগত থাক, তাহা হইলে তাহা যথাযথ কীর্ত্তন কর। এইরূপ করিলে এই ব্যক্তি মরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন। আমি জানি, তুমি চিরায়ু; তাই তোমার সমীপে আসিয়াছি। উলূক কহিল,—অষ্টাবিংশতি কল্প কাল পর্য্যন্ত আমি জীবিত আছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক কোন মহীপতিকে দেখি নাই বা তাঁহার কথা শুনি নাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—আপনার উলূকজন্ম হইল কেন? তাহা অগ্রে কীর্ত্তন করুন। ইহা আমার নিকট বড়ই কৌতুককর ব্যাপার যে, আপনার এই অনন্ত পরমায়ু! অপিচ এই লোকগর্হিত রৌদ্র উলূকজন্ম!১২১—১৩৮। উলূক কহিল—শ্রবণ কর —যেরূপে আমার দীর্ঘায়ু হইল বলিতেছি। বিল্বপত্র দ্বারা অর্চ্চনা করায়, মহেশ্বরের প্রসাদে আমার দীর্ঘায়ু ও মহাত্মা ভৃগুর শাপে আমার উলূকত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে এক সর্ব্ববিদ্যাপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। চমৎকার পুরে আমার বাস ছিল। আমি ঘণ্টক নামে বিখ্যাত ছিলাম, সেই জন্মে ব্রহ্মচর্য্য-রত দান্ত ও হরার্চনে রত হইয়া আমি এক লক্ষ অগ্রজাত অখণ্ডিত ত্রিপত্রক বিল্বপত্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্য শম্ভুর অর্চ্চনা করিতাম। অনন্তর সহস্র বর্ষ পরে ভগবান্ হর মৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া দর্শনদানান্তে মেঘগম্ভীর-স্বরে আমাকে বলিলেন,—বৎস, হে সুব্রত!

স্বার্চ্চিতঃ। ১৪৩। বিল্বস্য প্রসবাগ্রেণ ত্রিপত্রেণ প্রজায়তে। একেনাপি যথা তুষ্টিস্তথান্যেষাং ন কোটিভিঃ। ১৪৪। পুষ্পাণামপি ভদ্রং তে সুগন্ধানামপি ধ্রুবম্। সখে ময়া প্রণম্যোচ্চৈঃ স প্রোক্তঃ শশিশেখরঃ। ১৪৫। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। তস্মাৎ কুরু জগন্নাথ জরামরণবর্জ্জিতম্। ১৪৬। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় মহাদেবো মহেশ্বরঃ। কৈলাসং প্রতি দেবেশঃ ক্ষণাচ্চাদর্শনং গতঃ। ১৪৭। ততোঽহং পরিতুষ্টোঽথ বরং প্রাপ্য মহেশ্বরাৎ। কৃতকৃত্যমিবাত্মানং চিন্তয়ামি প্রহর্ষিতঃ। ১৪৮। এতস্মিন্নেব কালে তু ভার্গবো মুনিসত্তমঃ। কুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু বেদবেদাঙ্গপারগঃ। ১৪৯। তস্য ভার্য্যাভবৎ সাধ্বী নাম্না খ্যাতা সুদর্শনা। প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়া তস্য গালবস্য মুনেঃ সুতা। ১৫০। তস্য কন্যা সমভবদ্রূপেণাপ্রাতিমা ভুবি। সা ময়া সহসা দৃষ্টা ক্রীড়মানা যথেচ্ছয়া। ১৫১। মধ্যক্ষামা সুকেশী চ বিম্বোষ্ঠী দীর্ঘলোচনা। তামহং বীক্ষয়িত্বা তু কামদেববশং গতঃ। ১৫২। ততঃ পৃষ্টা ময়া কস্য কন্যেয়ং চারুলোচনা। বিভক্তসর্ব্বাবয়বা দেবকন্যেব রাজতে। ১৫৩। সখীভিঃ কীর্ত্তিতা মহ্যং ভার্গবস্য মুনেঃ সুতা। এষা চাদ্যাপি কন্যাত্বে বর্ত্ততে চারুহাসিনী। ১৫৪। ততোঽহং ভার্গবং গত্বা বিনয়েন সমন্বিতঃ। যযাচে কন্যকাং তাঞ্চ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। ১৫৫। সবর্ণং মাং পরিজ্ঞায় সোঽপি ভার্গবনন্দনঃ। দত্তবাংস্তাং মহাভাগ বিরূপস্যাপি কন্যকাম্। ১৫৬। অথ সা কন্যকা জ্ঞাত্বা পিত্রা দত্তাস্মি ধর্ম্মতঃ। বিরূপায় ততো গত্বা মাতরং বাক্যমব্রবীৎ। ১৫৭। সলজ্জা সাতিদুঃখার্ত্তা পশ্যাদ্য জনকেন চ। বিরূপায় প্রদত্তাস্মি নাহং জীবিতুমুৎসহে। ১৫৮। বিষং বা ভক্ষয়িষ্যামি প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা নিষিদ্ধঃ স দ্বিজস্তয়া। ১৫৯। কন্যারাথ প্রদত্তাসৌ বিরূপায় ত্বয়া বিভো। কন্যকেয়ং সুরূপাঢ্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা। ১৬০। এতচ্ছ্রুত্বা তু

অখণ্ডিত বিল্বপত্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্য আমার অর্চ্চনা করিয়াছ; এই জন্য আমি তুষ্ট হইয়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। দেখ, বিল্ববৃক্ষের একটী মাত্র নবোদ্ভিন্ন ত্রিপত্র দ্বারা আমার যতদূর তুষ্টি হয়, অন্য কোটি কোটি পত্র দ্বারাও আমার সেরূপ তুষ্টি হয় না। নিখিল সুগন্ধ পুষ্প সম্বন্ধেও এই কথা জানিবে, অর্থাৎ সে সকল অপেক্ষা বিল্ববৃক্ষের নব ত্রিপত্র আমার অধিক প্রিয়। তোমার মঙ্গল হউক। হে সখে! চন্দ্রমৌলি শম্ভু এই কথা কহিলে, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলাম—হে দেব! আমার প্রতি যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন; আমাকে বর দেওয়াই আপনার যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে হে জগন্নাথ! আমায় আপনি জরামরণবর্জ্জিত করুন। মহাদেব এই প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিয়া কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; ক্ষণ মধ্যেই তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তখন আমি মহেশ্বর হইতে বর পাইয়া পরিতুষ্ট হইলাম এবং হৃষ্টচিত্তে আত্মাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিলাম। এই সময় আর এক ঘটনা ঘটিল। মুনিবর ভার্গব—যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম সুদর্শনা; সুদর্শনা গালব মুনির কন্যা এবং সতীসমাজে সুবিখ্যাতা। মুনিবর ভার্গবের তিনি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা। তাঁহার একটী কন্যা ছিল। ত্রিভুবনে তাহার রূপ অতুলনীয়। একদা সেই কন্যাটী যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতেছিল! সেই অবস্থায় সহসা তাহাকে আমি দেখিয়া ফেলি। দেখিলাম—সেই মুনিকন্যা মধ্যক্ষীণা, সুকেশী বিম্বোষ্ঠী ও বিশালনয়না। তাহাকে দেখিয়াই আমি কামাধীন হইয়া পড়ি। অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এই সুবিভক্ত-সর্ব্বাবয়বা, দেবকন্যার ন্যায় বিরাজমানা চারুলোচনা কাহার কন্যা? এই প্রশ্নের উত্তরে সেই কন্যার সখীগণ আমায় বলিল—ইনি ভার্গবমুনির কন্যা; এই চারুহাসিনী অদ্যাপি কন্যাবস্থায় বর্ত্তমানা। ইহার পর আমি বিনীতভাবে ভার্গবের নিকট গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই কন্যাটীকে প্রার্থনা করিলাম—হে মহাভাগ! সেই ভার্গব-নন্দন আমায় সবর্ণ জানে আমি বিরূপ হইলেও আমার করে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই কন্যা যখন বুঝিল—তাহার পিতা কোন বিরূপের করে তাহাকে ধর্ম্মানুসারে অর্পণ করিতেছেন, তখন সে গিয়া তাহার মাতার নিকট লজ্জিত ও অতীব দুঃখিত ভাবে বলিল—দেখ মা! আমার জনক আমায় এক বিরূপের করে অর্পণ করিয়াছেন; অতএব আমার বাঁচিবার সাধ নাই। আমি বিষভক্ষণ করিব, অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিব। ভার্গব-ভার্য্যা কন্যার সেই বাক্য শুনিয়া পতিকে নিষেধ করিলেন, বলিলেন—নাথ!

বচনং ভার্গবো মুনিসত্তমঃ। ততস্তাং গর্হয়িত্বাসৌ ধিঙ্নারী পুরুষায়তে॥ ১৬১॥ অনেন প্রার্থিতা কন্যা ময়া চাস্মৈ প্রদীয়তে। তৎ কিং নিষেধয়সি মাং দীয়মানাং সুতামিমাম্॥ ১৬২॥ ইত্যুক্ত্বা স প্রসুষ্বাপ পত্ন্যাথ কন্যয়া সমম্॥ ১৬৩॥ ততোঽর্দ্ধরাত্রে চাগত্য ময়া সুপ্তা চ ভার্গবী। হৃত্বা স্বভবনে নীতা নিশি সুপ্তে জনে তদা॥ ১৬৪॥ নিযুক্তা কামধর্ম্মেণ হ্যনিচ্ছন্তী বলান্ময়া। বিপ্রঃ প্রাতর্জ্জাগার পিতা তস্যাস্ততঃ পরম্॥ ১৬৫॥ ক্বাসৌ সা দুহিতা কেন হৃতা নষ্টা মদীয়িকা। অথাসৌ বীক্ষিতুং বাহে বভ্রাম স্ববনান্তিকম্॥ ১৬৬॥ পদসংহতিমার্গেণ মুনিভির্বহুভির্বৃতঃ। তেন দৃষ্টাথ সা কন্যা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥১৬৭॥ রুদন্তী সস্বনং তত্র লজ্জমানা হ্যধোমুখী। ততঃ কোপপরীতাত্মা মাং প্রোবাচ স ভার্গবঃ॥ ১৬৮॥ নিশাচরস্য ধর্ম্মেণ যস্মাদূঢ়া সুতা মম। নিশাচরো ভবানস্তু কর্ম্মণানেন সাম্প্রতম্॥ ১৬৯॥ ঘণ্টক উবাচ। নির্দ্দোষং মাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কস্মাত্বং শপসি দ্রুতম্। ত্বয়ৈবা মে স্বয়ং দত্তা তেন রাত্রৌ হৃতা ময়া॥ ১৭০॥ যো দত্ত্বা কন্যকাং পূর্ব্বং পশ্চাদ্ যচ্ছেন্ন দুর্ম্মতিঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১৭১॥ অথাসৌ চিন্তয়ামাস সত্যমেতেন জল্পিতম্। পশ্চাত্তাপসমোপেতো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১৭২॥ সত্যমেতত্ত্বয়া প্রোক্তং ন মে বচনমন্যথা। উলুকরূপসংযুক্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ১৭৩॥ উৎপৎস্যতে যদা চাত্র ভর্ত্তৃযজ্ঞো মহামুনিঃ। তস্যোপদেশমাসাদ্য ভূয়ঃ প্রাপ্স্যসি স্বাং তনুম্॥ ১৭৪॥ ততঃ কৌশিকরূপং তু পশ্যাম্যাত্মানমেব চ। তথাপি ন স্মৃতির্নষ্টা মম যা পূর্ব্বসম্ভবা॥ ১৭৫॥ অথ যা তৎসুতা চোঢ়া ময়া তস্মিন্ গিরৌ তদা। সাপি মাং সন্নিরীক্ষ্যাথ তদ্রূপং দুঃখসংযুতা। প্রবিষ্টা হব্যবাহং সা বিধবাত্বমনিচ্ছতী॥ ১৭৬॥ এবং মে কৌশিকত্বং হি সঞ্জাতং তু মহাত্মতে। ভার্গবস্য তু শাপেন কন্যার্থে

কেন আপনি এই সর্ব্বসুলক্ষণা সুরূপা কন্যাকে এক বিরূপের করে অর্পণ করিতেছেন? মুনিবর ভার্গব এই কথা শুনিয়া পত্নীকে তিরস্কার করিলেন; বলিলেন—নারী তুমি পুরুষের ন্যায় বাক্যব্যবহার করিতেছ, ধিক্ তোমায়! এই ব্যক্তি আমার কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছে, আমি ইহাকে কন্যাদানে উদ্যত হইয়াছি; এ ক্ষেত্রে কেন আমায় কন্যাদানে নিষেধ করিতেছ? এই কথা কহিয়া পরে ভার্গব সে রাত্রিতে শয়ন করিলেন, পত্নীও কন্যাও তাঁহার সহিত শুইয়া রহিল। অনন্তর অর্দ্ধরাত্রে আসিয়া আমি সেই সুপ্তা ভার্গবনন্দিনীকে হরণ করিয়া স্বীয় ভবনে লইয়া গেলাম এবং সকলের নিদ্রাবস্থায় সেই রাত্রিতেই আমি সেই অবলা মুনিবালাকে কামধর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। অনন্তর প্রভাতে তাহার পিতা জাগ্রত হইলেন, কোথায় আমার কন্যা? কে হরণ করিয়াছে? অথবা সে নষ্ট হইয়া গিয়াছে? এই বলিয়া তিনি দেখিবার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন এবং আশ্রম কাননেরই সন্নিকটে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহু মুনি আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন! অনন্তর ভার্গবমুনি স্বীয় কৃতকৌতুকমঙ্গলা কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—কন্যা লজ্জায় অধোবদন হইয়া আছে, আর সশব্দে রোদন করিতেছে। তাহা দেখিয়া ভার্গব কোপাক্রান্ত হইলেন এবং আমার উদ্দেশে বলিলেন, যেহেতু তুই নিশাচরধর্ম্মে আমার কন্যাকে বিবাহ করিলি, এই জন্য—এই কর্ম্মফলেই তোকে নিশাচর হইতে হইবে। ঘণ্টক কহিল,—দ্বিজবর! আমি নির্দ্দোষ; আমায় কেন আপনি হঠাৎ অভিশাপ প্রদান করিলেন? স্বয়ং আপনি আমায় অর্পণ করিয়াছেন; তাই রাজনীযোগে ইহাকে হরণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি অগ্রে কন্যা দান করিয়া পরে দুর্ব্বুদ্ধিবশে প্রদান করে না, সে আপ্রলয় ঘোর নরকে বাস করে। ১৩৯—১৭১। অনন্তর ভার্গব ভাবিলেন—এব্যক্তি সত্যই বলিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি অনুতপ্তভাবে পুনরায় বলিলেন,—তুমি সত্যই বলিয়াছ; কিন্তু আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি রাক্ষস না হইয়া উলূকরূপী হইবে। পরে যখন মহামুনি ভর্ত্তৃযজ্ঞ প্রাদুর্ভূত হইবেন, তখন তাঁহারই নিকট উপদেশ পাইয়া তুমি পুনরায় স্বীয় তনু লাভ করিবে। এই কথার পরই দেখিলাম আমি উলূকরূপী হইয়াছি। কিন্তু সে অবস্থায় আমার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পাইল না, পরে আমি যে তাঁহার কন্যাটীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলাম, সেই কন্যাও আমাকে তাদৃশ রূপসম্পন্ন দেখিয়া দুঃখিতভাবে অগ্নি প্রবেশ করিল; বিধবা হইয়া থাকা তাহার আদৌ অভিপ্রেত হইল না। হে মহাত্মতে! এইরূপে আমার উলূকত্ব হইয়াছে। আমার এই অবস্থার কারণ কন্যাহরণ নিমিত্ত ভার্গবের অভিশাপ, যে শাপবিবরণ

যত্ত্বয়োদিতম্ ॥ ১৭৭ ॥ অখণ্ডবিল্বপত্রেণ পূজিতো যন্মহেশ্বরঃ। চিরায়ুস্তেন সঞ্জাতং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১৭৮ ॥ সত্যং কথয় যৎকৃত্যং গৃহায়াতস্য কিং তব। প্রকরোমি মহাভাগ যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ১৭৯ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য জ্ঞানায় প্রাপ্তোহহং যত্তবান্তিকম্। নাড়ীজঙ্ঘেন চানীতো মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১৮০ ॥ যদি নো জ্ঞাস্যতি ভবাংস্তং কীর্ত্ত্যা চ কুলেন চ। প্রবিশামি ততো নূনং প্রদীপ্তং হব্যবাহনম্ ॥ ১৮১ ॥ নো চেৎ কীর্ত্তয় মে কঞ্চিদন্যং তু চিরজীবিনম্। পৃচ্ছামি তেন তং গত্বা যেন বেত্তি ন বা চ সঃ ॥ ১৮২ ॥ বক উবাচ। যুক্তমুক্তমনেনাদ্য তৎকুরুষ্ব বদাস্য ভোঃ। যদি জানাসি কঞ্চিত্ত্বমাত্মনশ্চিরজীবিনম্ ॥ ১৮৩ ॥ নো চেদহমপি ক্ষিপ্রং প্রবিশামি হুতাশনম্। মার্কণ্ডেনাপি সহিতঃ সাম্প্রতং তব পশ্যতঃ ॥ ১৮৪ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগ চিন্তয়স্ব চিরন্তনম্। কশ্চিদ্ভূমিতলেহন্যত্র যত্ত্বং চিরজীবধৃক্ ॥ ১৮৫ ॥ আশয়া পরয়া প্রাপ্তস্তবাহং কিল মন্দিরে। পুমানেষ বিশেষেণ মার্কণ্ডেয়ঃ প্রিয়ো মম ॥ ১৮৬ ॥ সন্ত্যত্র পর্ব্বতশ্রেষ্ঠাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ। যেষু সন্তি মহাভাগাস্তাপসাশ্চিরজীবিনঃ। নান্যথা জীবিতং চাস্য কথঞ্চিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৮৭ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজর্ষের্হিতং পরমকং ভবেৎ। তথাবয়োর্দ্বয়োশ্চাপি তস্মাচ্চিন্তয় সত্বরম্ ॥ ১৮৮ ॥ তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা মরণার্থং মহীপতেঃ। স উলূকঃ কৃপাং গত্বা ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৮৯ ॥ যদ্যেবং তু মহাভাগ মর্ত্তুকামোহসি সাম্প্রতম্। তদাগচ্ছ ময়া সার্দ্ধং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥ ১৯০ ॥ তত্র সন্তিষ্ঠতে গৃধ্রঃ স চ মে পরমঃ সুহৃৎ। চিরন্তনস্তথা সম্যক্ স তে জ্ঞাস্যতি তং নৃপম্। কথয়িষ্যত্যসন্দিগ্ধং মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ১৯১ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়াদিভিস্ত্রিভিঃ। প্রোক্তঃ সর্ব্বৈর্মহাভাগ মা ত্বং প্রবিশ পাবকম্ ॥ ১৯২ ॥ বয়ং যাস্যামহে সর্ব্বে ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ তত্র হি। কদাচিৎ সোহপি জানাতি ইন্দ্রদ্যুম্নং মহীপতিম্ ॥ ১৯৩ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা

তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অখণ্ড বিল্ব পত্র দ্বারা মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়াছিলাম বলিয়াই আমি চিরায়ু হইয়াছি, এ কথা তোমায় সত্যই বলিলাম। হে মহাভাগ! তুমি এক্ষণে আমার গৃহাগত অতিথি; তোমার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা সত্য করিয়া বল। ঐ কার্য্য যদি অতি দুর্লভ হয়, তথাচ আমি করিব। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সংবাদ জানিবার জন্য তোমার নিকট আমি আসিয়াছি। আমি এজন্য মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম; এই নাড়ীজঙ্ঘ আমায় এখানে লইয়া আসিয়াছেন। যদি আপনি কীর্ত্তি কিম্বা কুলপরম্পরা ক্রমেও তাঁহাকে চিনিতে না পারেন, তবে আমি নিশ্চয়ই দীপ্ত পাবকে প্রবেশ করিব। না হয়, আপনি অন্য কোন চিরজীবীর কথা বলুন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি—তিনি ঐ সংবাদ জানেন কি না? বক বলিল,—মিত্র! ইনি সত্য কথাই কহিয়াছেন। তুমি ইঁহার সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য, কর অথবা যদি অন্য কোন চিরজীবীর সংবাদ তোমার জানা থাকে, তবে বল। আর যদি তুমি ইহার কিছুই না কর, তবে তোমার সমক্ষে এই মার্কণ্ডেয় সহ সত্বর আমিও হুতাশনে প্রবেশ করিব। ইহা বুঝিয়া হে মহাভাগ! এ ভূতলের অন্যত্র আর কোন চিরজীবী ব্যক্তি আছেন কি না, তাহা তুমি চিন্তা করিয়া দেখ; কেন না, তুমি যে একজন চিরকালজীবী ব্যক্তি। দেখ, আমি বড় আশা করিয়া তোমার আলয়ে আসিয়াছি। বিশেষতঃ এই পুরুষ আর এই শ্রদ্ধেয় মার্কণ্ডেয় মুনিও আসিয়াছেন। এখানে শত শত সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বতে নিশ্চয়ই মহাভাগ চিরজীবী তাপসগণ বাস করিতেছেন। অতএব তুমি আমাদের কথা রাখ। নহিলে ইঁহার জীবনপাত অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং আমাদের উভয়েরই পরম হিত হইবে; অতএব তুমি সত্বর এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। ১৭২-১৮৮। তখন সেই উলূক মহীপতির মরণনিমিত্তক নিশ্চয় জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহাভাগ! যদি এমনই হয়, তুমি যদি সম্প্রতি মরণেই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তবে বলি, আইস আমার সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে চল। তথায় আমার পরম সুহৃৎ এক গৃধ্র অবস্থান করিতেছেন। তিনি আমা অপেক্ষা চিরন্তন; ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির সংবাদ তিনি অবশ্যই জানিতে পারেন। আমার কথানুসারে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয় বলিবেন। উলূকের সেই বাক্য শুনিয়া মার্কণ্ডেয়াদি তিন জনেই ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন,—মহাভাগ! তুমি পাবকে প্রবেশ করিও না; আমরা সকলে তোমার সহিতই সেখানে গমন করিব। সেই গৃধ্র

আশয়া পরয়া যুতঃ। স রাজা সহ তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ১৯৪ ॥ গৃধ্ররাজোঽপি তান্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ। উলূকং পুরতো দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টঃ সম্মুখো যযৌ ॥ ১৯৫ ॥ ততোঽব্রবীৎ প্রহৃষ্টাত্মা স্বাগতন্তে দ্বিজোত্তম। চিরকালাৎ প্রদৃষ্টোঽসি ক এতেঽস্মৎসমক্ষে যে স্থিতাঃ ॥ ১৯৬ ॥ উলূক উবাচ। এষ মে পরমং মিত্রং নাড়ীজঙ্ঘো বকঃ স্মৃতঃ। এতস্যাপি তু মার্কণ্ডঃ সংস্থিতঃ পরমঃ সুহৃৎ ॥ ১৯৭ ॥ অসৌ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ সপ্তকল্পস্মরো ভুবি। এতস্যাপি সুহৃৎ কশ্চিন্নৈনং জানামি সত্বরম্ ॥ ১৯৮ ॥ ম্রিয়মাণো ময়া হ্যেষ সমানীতস্তবান্তিকম্। অয়ং জীবতি বিজ্ঞাতে ইন্দ্রদ্যুম্নে নরেশ্বরে। নো চেৎ প্রবিশতি ক্ষিপ্রং প্রদীপ্তং হব্যবাহনম্ ॥ ১৯৯ ॥ স ত্বং জানাসি চেদ্ব্রূহি ইন্দ্রদ্যুম্নং মহীপতিম্। চিরন্তনো ময়াপি ত্বং তেনাত্র প্রষ্টুং সমাগতঃ ॥ ২০০ ॥ গৃধ্র উবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্নেতি বিখ্যাতং রাজানং ন স্মরাম্যহম্। ন দৃষ্টো ন শ্রুতশ্চাপি ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপতিঃ ॥ ২০১ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সোঽপি রাজা সুদুর্ম্মনাঃ। মনসা চিন্তয়ামাস মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২০২ ॥ ততশ্চ কৌতুকাবিষ্টস্তং পপ্রচ্ছ দ্বিজোত্তমম্। কর্ম্মণা কেন সম্প্রাপ্তমায়ুষ্যং চেদৃশং বদ ॥ ২০৩ ॥ ততঃ সন্তাবয়িষ্যামি শ্রুত্বা তেঽহং বিভাবসুম্ ॥ ২০৪ ॥ গৃধ্র উবাচ। অহমাসং চমৎকারপুরে মার্কটকঃ কিল। উপত্যকায়াং তত্রৈব রক্তশৃঙ্গস্য ভূভৃতঃ ॥ ২০৫ ॥ তত্রৈবাস্তি মহচ্ছম্ভোর্মন্দিরং মন্দরোপমম্। চিত্রেশ্বরাভিধানঞ্চ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ২০৬ ॥ বসন্তে তত্র সম্প্রাপ্তে পৌরজানপদৈস্তথা। আগত্য চৈব সুমহানুৎসবো বিহিতোঽভবৎ ॥ ২০৭ ॥ লিঙ্গস্য সবিধে রম্যে সর্ব্বর্ত্তুফলিতদ্রুমে। কাননে কামিনীলোককান্তে জনমনোহরে। লিঙ্গমারোপিতং চারু তরোরান্দোলকে মুদা ॥ ২০৮ ॥ কৃত্বা দমনকেনার্চ্চাং স্থাপ্যান্দোলে সুযন্ত্রিতে। যযুস্তে স্বগৃহং

সম্ভবতঃ মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের সংবাদ বিদিত আছেন। তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরমাশান্বিত হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত গন্ধমাদনে প্রয়াণ করিলেন। এদিকে গৃধ্ররাজ তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন এবং অভ্যাগতগণের অগ্রে উলূককে দেখিয়া তিনি হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর তিনি হৃষ্টচিত্তে উলূককে বলিলেন,—দ্বিজবর! তোমার শুভাগমন তো? বহুকাল পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই যাঁহারা তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন, ইঁহারা কে? উলূক কহিল,—এই বক আমার পরম মিত্র; ইঁহার নাম নাড়ীজঙ্ঘ! আর এই মার্কণ্ডেয় মুনি ঐ নাড়ীজঙ্ঘেরই পরম সুহৃৎ। ইনি সপ্তকল্পজীবী ত্রিলোকবিখ্যাত পুরুষ। আমাদের মধ্যে অন্য ব্যক্তি এই মার্কণ্ডেয় মুনিরই সুহৃৎ; কিন্তু ইঁহার পরিচয় আমার জানা নাই। ইনি মরণোদ্যত হইয়াছিলেন; ইঁহাকে আমি তোমার নিকট লইয়া আসিয়াছি। যদি নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের সংবাদ ইনি জানিতে পারেন, তবেই জীবন ধারণ করিবেন, অন্যথা প্রদীপ্ত পাবকে প্রবেশ করিবেন। অতএব আপনি যদি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির সংবাদ জানেন, তবে বলুন। আপনি প্রাচীন ব্যক্তি; তাই আপনার নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। গৃধ্র কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে কোন রাজা ছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। ঐ নামে কোন মহীপতিকে আমি দেখি নাই বা শুনিও নাই। গৃধ্রের সেই বাক্য শুনিয়া রাজা বড়ই দুর্ম্মনায়মান হইলেন। তিনি মরণের জন্যই কৃতনিশ্চয় হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার মনে কৌতূহল হইল। তিনি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন কর্ম্মফলে আপনি এরূপ আয়ুষ্য লাভ করিলেন? বলুন, আপনার মুখে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরে আমি বিভাবসুমধ্যে প্রবেশ করিব। ১৮৯—২০৪। গৃধ্র কহিল,—পূর্ব্বে আমি চমৎকার পুরে রক্তশৃঙ্গ গিরির উপত্যকায় এক মর্কট ছিলাম। ঐ স্থানে শম্ভুর একটী মন্দরোপম বৃহৎ মন্দির বিদ্যমান। সেই মন্দিরস্থ লিঙ্গের নাম চিত্রেশ্বর; উহা সর্ব্বপাপহর। তথায় প্রতিবৎসর বসন্তাগমে পৌরগণ ও জনপদবাসিগণ আগমন করিয়া মহাসমারোহে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করে। চিত্রেশ্বর লিঙ্গের সন্নিধানে একটী উদ্যান আছে। উহা সকল ঋতুর ফলবান্ পাদপে পরিবৃত, কামিনীজনের কমনীয় এবং অন্য জনসাধারণেরও মনোরম। একদা সমাগত যাত্রিগণ সেই কাননস্থ তরুদ্বয়ের মধ্যে আন্দোলিকার উপরে লিঙ্গারোপণ করিল এবং মুদিতচিত্তে দমনক পুষ্প দ্বারা লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া সেই সুযন্ত্রিত দোলামধ্যেই লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক

পশ্চাদর্চ্চয়িত্বা ত্রিলোচনম্। ২০৯। ততোঽহং রজনীবক্ত্রে তাং দোলাং সুমনোহরাম্। কৌতুকা-বিষ্টহৃদয়ো, দোলয়ামি মুহুর্মুহুঃ। ২১০। এবং সন্দোলয়ানস্ত মম প্রাপ্তা নরাস্তদা। কৈশ্চিত্তৈ-স্ত্রাসিতো হত্বা লগুড়ৈঃ সর্বতোদিশম্॥ ২১১। ততঃ পঞ্চত্বমাপন্নস্তত্রৈবায়তনে ক্রতম্। ততো জাতিস্মরো ভূত্বা সঞ্জাতো নৃপমন্দিরে॥ ২১২॥ কোটীশ্বরস্ত বিখ্যাতো নাম্না চৈব কুশধ্বজঃ। পিতৃপৈতামহং রাজ্যং ময়া প্রাপ্তং ততঃ ক্রমাৎ। কোটীশে সমনুপ্রাপ্তেত্র পরলোকং স্বকর্ম্মণা। জাগেশ্বরঃ মহাভাগঃ দোলয়ামি যথেচ্ছয়া। ২১৪। শিবসিদ্ধান্তজৈর্মন্ত্রৈর্গুরুণা সন্নিবেদিতৈঃ। ততঃ কালেন মহতা তুষ্টো দেবো হরো মম। ভবতো বরদশ্চাস্মি বাক্যমেতদুবাচ হ। ২১৫। কুশধ্বজ প্রতুষ্টোঽস্মি শ্রদ্ধয়া পরয়া তব। বরং বৃণীষ ভদ্রং তে যঃ সদা মনসি স্থিতঃ। ২১৬। ততো ময়া প্রণম্যোচ্চৈঃ স প্রোক্তো ভগবান্ হরঃ। ২১৭। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব তন্মাং কুরু নিজং গণম্। ত্রৈলোক্যরাজ্যমপি মে নাস্তৎ সম্প্রতি রোচতে। ২১৮। এবমুক্তো ময়া দেবো বিমানে মাং নিধায় সঃ। শিবলোকং মহাপুণ্যং সহসা মাং সমানয়ৎ। ২১৯। ততঃ প্রসাদতশ্চাহং ভবান্যাশ্চ হরস্ত চ। ক্রীড়ামি স্বেচ্ছয়া তত্র গণমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। ২২০। কস্যচিত্ত্বথ কালস্ত বিমানবরমাশ্রিতঃ। স্বেচ্ছয়া ভ্রমমাণস্ত প্রাপ্তোঽহত্রৈব মহাগিরৌ। ২২১। বসন্ত-সময়ে প্রাপ্তে প্রবৃত্তে দক্ষিণানিলে। অগ্নিবেশ্যসুতা দৃষ্টা বিবস্ত্রা জলমধ্যগা। ২২২। আলীভির্বহুভি-র্যুক্তা ক্রীড়মানা যথেচ্ছয়া। মুষ্টিগ্রাহ্যা তু মধ্যে সা বিম্বোষ্ঠী বারিজেক্ষণা। ২২৩। বিল্বস্তনী শশাঙ্কাস্যা সর্বলক্ষণলক্ষিতা। ততোঽহং মন্মথাবিষ্টঃ সমভূবং হি তৎক্ষণাৎ। ২২৪। অবতীর্য্য বিমানাগ্র্যাদ্গৃহীতাথ করে ময়া। প্রকুর্ব্বাণাথ করুণং পক্ষিণী কুররী যথা। ২২৫। ততঃ কন্যা মুনীন্দ্রাণাং যাঃ স্থিতাস্তত্র বারিণি। রুদন্ত্যঃ সম্প্রয়াতাস্তা অগ্নিবেশ্যস্য সন্নিধৌ। ২২৬॥ নীয়তে ত্বৎসুতা ব্রহ্মন্ বিমানবরমাশ্রিতা। বৈমানিকেন কেনাপি

পুনর্ব্বার অর্চ্চনান্তে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর সন্ধ্যাকালে আমি কৌতুকান্বিত-হৃদয়ে সেই সুমনোহর দোলা বারম্বার আন্দোলিত করিতে লাগিলাম। আমি বসিয়া দোলাইতেছি, ইতি-মধ্যে কতকগুলি লোক আসিল; আসিয়া লগুড় দ্বারা আমায় আঘাত করিল। আমি ভীত হইয়া নানাস্থানে দৌড়িতে লাগিলাম। অবশেষে সেই স্থানেই আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইল। অনন্তর আমি জাতিস্মর হইয়া রাজভবনে জন্মগ্রহণ করি-লাম। কোটীশ্বর আমার পিতা হইলেন, আমার নাম হইল কুশধ্বজ। ক্রমে আমি পিতৃপৈতামহ রাজ্যের অধিকারী হইলাম। স্বীয় কর্ম্মবশে পিতা কোটীশ্বর পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। আমি গুরূপ-দিষ্ট শিবসিদ্ধান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাভাগ জাগেশ্বর শিবকে যথেষ্ট আন্দোলিত করিতে লাগিলাম। অনন্তর বহু কাল অতীত হইলে শিব আমার প্রতি তুষ্ট হইলেন; বলিলেন,—কুশ-ধ্বজ! আমি তোমায় বরদান করিতে আসি-য়াছি। মৎপ্রতি তোমার পরম শ্রদ্ধা আছে বলিয়া আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। অনন্তর আমি প্রণামান্তে ভগবান্ হরদেবকে বলিলাম,—হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় নিজ গণমধ্যে পরিগণিত করুন। ইহা ভিন্ন এই ত্রৈলোক্যরাজ্যও সম্প্রতি আমার রুচিকর হই-তেছে না। আমি এই কথা কহিলে দেবদেব আমায় বিমানে স্থাপন করিয়া সহসা মহাপুণ্য শিবলোকে লইয়া গেলেন। অনন্তর আমি হর-গৌরীর প্রসাদে স্বেচ্ছায় ক্রীড়া করিতে লাগিলাম এবং তদীয় গণমধ্যে স্থাপিত হইলাম। পরে কালক্রমে আমি বিমানারোহণে স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে এই মহাগিরিতে আসিলাম। তখন বসন্ত সময়; দক্ষিণানিল প্রবহমাণ, দেখি-লাম—অগ্নিবেশ্য-সুতা সলিলমধ্যে সখীগণ সহ বিবস্ত্রা হইয়া যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি ক্ষীণকটি, বিম্বোষ্ঠী, পদ্মপলাশনয়না, বিল্বস্তনী, চন্দ্রবদনা ও সর্ব্ব সুলক্ষণে লক্ষিতা। সেই মুনি-কুমারীকে দেখিয়াই তৎক্ষণে আমি মন্মথাবিষ্ট হইলাম; বিমান হইতে নামিলাম—নামিয়া তাঁহার হস্ত ধরিলাম। তখন সেই মুনিকুমারী কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ২০৫—২২৫। অনন্তর সেই জলমধ্যে অন্যান্য যে সকল মুনিকন্যা ছিলেন, তাঁহারা রোদন করিতে করিতে অগ্নিবেশ্য-সন্নি-ধানে দৌড়িয়া গিয়া কহিলেন—ব্রহ্মন্! কোন এক বৈমানিক আপনার কন্যাকে বিমানে তুলিয়া

ক্রন্দমানা নিরর্গলম্। ২২৭। তচ্ছুত্বা কুপিতঃ সোহথ ব্যোমমার্গাবলোকনঃ। আশ্রমাৎ সম্প্রয়াতঃ স ভর্ৎসমানো মুহুর্মুহুঃ। ২২৮। তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চ প্রোচ্য স্তম্ভয়ামাস সর্বতঃ। তপসোগ্রেণ বিপ্রস্য বিমানং মম সংস্থিতম্। ২২৯। অব্রবীচ্চ ততো মাং স কোপেন মহতান্বিতঃ। যস্মাৎ পাপ ত্বয়া কন্যা ক্রীড়ন্তী বিহৃতাধুনা। ২৩০। অকামা মাংসপেশীব যথা গৃধ্রেণ দুর্মতে। তস্মাদ্ গৃধ্রো ভবত্বাশু মম বাক্যাদসংশয়ম্। ২৩২। এবমুক্তস্ততস্তেন লজ্জয়াহং পরিপ্লুতঃ। নিবেদ্য কন্যকাং তস্মৈ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। ২৩২। ততঃ প্রোক্তো ময়া বিপ্রস্ত্বগ্নিবেশ্যো মহাতপাঃ। ন ময়া তে সুতা জ্ঞাতা ন কোপয়িতুমর্হসি। ২৩৩। গৃধ্রত্বং মে যথা ন স্যাত্তথা কুরু মুনীশ্বর। ২৩৪। ততোঽহং তেন চ প্রোক্তো ন মিথ্যা বচনং মম। কথঞ্চিজ্জায়তে তস্মাদ্ গৃধ্রত্বং প্রভবিষ্যতি। ২৩৫। আনর্তস্যোপদেশেন যদা যাস্যসি ভোঽধম। ভর্তৃযজ্ঞং মহাভাগমুপদেশকৃতে তদা। ২৩৬॥ তস্মাচ্চ

নিষ্কৃতিং প্রাপ্য গৃধ্রত্বং তে প্রযাস্যতি। স ময়ান্বেষমাণেন ন দৃষ্টো নৈব চ শ্রুতঃ। নির্বিণ্ণো গৃধ্রভাবেন শাপান্তো ন চ মেঽভবৎ। ২৩৭। গৃধ্র উবাচ। এতত্তে সর্বমাখ্যাতং গৃধ্রত্বস্য চ কারণম্। আয়ুষ্যঞ্চ যথা জাতং মম সংখ্যাবিবর্জিতম্। ২৩৮॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। অনুজ্ঞাং দেহি মে শীঘ্রং প্রবিশামি হুতাশনম্। যেন বৈরাগ্যমাপন্নো ন হি জীবিতুমুৎসহে। ২৩৯। এবমুক্তঃ স তেনাথ চিন্তয়ামাস চেতসি। মমান্তিকং সমায়াত এষ মিত্রসমন্বিতঃ। তৎকরোমি যথাশক্ত্যা হ্যুপকারং সুদুর্লভম্। ২৪০। ততঃ প্রোবাচ তং প্রীত্যা দাক্ষিণ্যং পরমং গতঃ। মা ত্বং সাধয় চাগ্নিং ভোঃ শৃণু তাবদ্বচো মম। ২৪১। অহং তে কীর্তয়িষ্যামি মত্তো যোঽপি চিরন্তনঃ। ২৪২। যো জ্ঞাস্যতি ন সন্দেহ ইন্দ্রদ্যুম্নং মহীপতিম্। ২৪২। তদাগচ্ছ ময়া সার্দ্ধং তৎসমীপং মহাত্মনঃ। সহায়ৈঃ সহিতঃ

লইয়া যাইতেছে। আপনার কন্যা অজস্র রোদন করিতেছে। তৎশ্রবণে অগ্নিবেশ্য কুপিত হইয়া ব্যোমপথে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিলেন এবং মুহুর্মুহু ভর্ৎসনা করিয়া স্বীয় আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন; বলিলেন—তিষ্ঠ তিষ্ঠ! এই বলিয়া তিনি আমায় সর্বদিক্ হইতে স্তম্ভিত করিলেন; সেই বিপ্রবরের উগ্র তপঃপ্রভাবে মদীয় বিমান স্থির হইল। তখন মহাকোপে অন্বিত হইয়া সেই অগ্নিবেশ্য মুনি আমায় বলিলেন—রে পাপ! তুই যখন আমার ক্রীড়াসক্তা অকামা কন্যাকে হরণ করিলি, রে দুর্মতে! তোর এই কার্য্য যখন মাংসপেশীহারী গৃধ্রের ন্যায় হইল, তখন আমার বাক্যে সত্বরই তুই গৃধ্র হইবি। তিনি এই কথা কহিলে, আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম এবং সেই কন্যাকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক মুহুর্মুহু প্রণিপাত করিলাম। অনন্তর মহাতপা অগ্নিবেশ্যকে আমি বলিলাম,—হে মুনীশ্বর! এই কন্যা যে আপনার আত্মসম্ভবা, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই। আপনি কোপ করিবেন না; আমার যাহাতে গৃধ্রত্ব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। আমার এই কথার পর তিনি আমায় বলিলেন,—আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। অতএব তোর গৃধ্রত্ব হইবেই; তবে কথা এই, তুই যখন আনর্তের উপদেশে মহাভাগ ভর্তৃযজ্ঞের

নিকট উপদেশ লাভার্থ যাইবি, রে অধম! তখনই তুই নিষ্কৃতি পাইবি; তোর গৃধ্রত্ব অপগত হইবে। এই কথার পর হইতে আমি সেই ভর্তৃযজ্ঞের অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেছি না বা তাঁহার নামও অদ্য কুত্রাপি শুনিতে পাইতেছি না। আমি গৃধ্রভাবে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া আছি। অদ্যাপি আমার শাপান্ত হইতেছে না। গৃধ্র কহিল —এই আমি আপনার নিকট গৃধ্রত্বের কারণ সকলই কহিলাম এবং যেরূপে আমার সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল হইয়াছে, তাহাও বলা হইল। ২২৬—২৩৮। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—আমায় অনুজ্ঞা দান করুন; আমি সত্বর হুতাশনে প্রবেশ করিব। আমার এ বিষয়ে এত বৈরাগ্য হইয়াছে যে, আমি বাঁচিয়া থাকিতে সমুৎসুক হইতেছি না। ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে গৃধ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—তাই তো! এ ব্যক্তি মদীয় মিত্র সমভিব্যাহারে আমার নিকট আসিয়াছে; অতএব দুর্লভ হইলেও উহার উপকার আমি যথাশক্তি করিব। এই ভাবিয়া পরে সেই গৃধ্র অত্যন্ত দাক্ষিণ্যযুক্ত হইয়া প্রীতিভরে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে বলিল,—মহাশয়! আপনি অগ্নিপ্রবেশ করিবেন না; আমার বাক্য শুনুন। আমি আপনাকে আমা অপেক্ষা চিরন্তন অপর কোন ব্যক্তির কথা বলিতেছি। আপনি সন্দেহ করিবেন না; তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রদ্যুম্ন মহীপতির সংবাদ অবগত আছেন।

সর্ব্বৈশ্চর্য্যা সার্দ্ধং তথৈব চ। ২৪৩। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। কস্তবাপ্যধিকোঽপ্যস্তি জীবিতব্যেন সাদ্দ্বিজ। এতন্মে কৌতুকং ভূরি তস্মাদ্বদ মহামতে ॥ ২৪৪। গৃধ্র উবাচ। অস্তি মন্থরকো নাম কমঠশ্চিরজীবিতঃ। মানসে সরসি খ্যাত ইন্দ্রদ্যুম্নং স বেৎস্যতি। ২৪৫। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডাদ্যাশ্চ তে ত্রয়ঃ। তমূচুঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠং মরণে কৃতনিশ্চয়ম্। ২৪৬। যুক্তমুক্তং মহাভাগ গৃধ্ররাজেন ধীমতা। তত্র যাস্যামহে সর্ব্বে যত্রাসৌ কমঠঃ স্থিতঃ ॥ ২৪৭। অনির্ব্বেদঃ শ্রিয়ো মূলং যতঃ শংসন্তি পণ্ডিতাঃ। নীতিশাস্ত্রবিদঃ সর্ব্বে তস্মাদাগচ্ছ গম্যতাম্। ২৪৮। সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃচ্ছ্রান্নির্ব্বর্ত্ত্য পার্থিবঃ। মরণাদ্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা বৈরাগ্যং পরমং গতঃ ॥ ২৪৯। অথ তে প্রস্থিতাঃ সর্ব্বে গন্ধমাদনপর্ব্বতাৎ। পঞ্চাপি চ সমাদিশ্য মানসং সর উত্তমম্। অথ প্রাপ্তাঃ ক্রমেণৈব গচ্ছমানা বিহায়সা। ২৫০ ॥ মানসং তৎসরো রম্যং কূর্ম্মস্তোয়াদ্বিনির্গতঃ। নিদাঘং সেবমানস্তু সন্তিষ্ঠতি যদৃচ্ছয়া। ২৫১। স চ তাংশ্চতুরো দৃষ্ট্বা সুচিরঞ্চ নিরীক্ষ্য তান্। পরিজ্ঞায় ততঃ সর্ব্বান্ প্রনষ্টঃ সলিলং প্রতি। ২৫২। অথ তং কৌশিকঃ প্রাহ গচ্ছমানং পরাঙ্মুখম্। ভো ভো মিত্রাদ্য মাং দৃষ্ট্বা সঞ্জাতোঽসি পরাঙ্মুখঃ। ২৫৩। সুনীচোঽপি গৃহং প্রাপ্তো ভবেৎ পূজ্যতমঃ সতাম্। ২৫৪। অথাসৌ তোয়মধ্যস্থঃ শিরোমাত্রং বহির্গতঃ। প্রত্যুবাচাথ তং গৃধ্রং বিনয়াদ্দ্বিজসত্তমাঃ। ২৫৫। নাহং পরাঙ্মুখো জাতস্ত্বাং দৃষ্ট্বানন্তরাবুভৌ। পঞ্চমোঽয়ং সমভ্যেতি যো যুষ্মাকং মহাপুমান্। ২৫৬। ভয়াত্তস্য প্রনষ্টোঽহমিন্দ্রদ্যুম্নস্য ভূপতেঃ। অনেন তু প্রদগ্ধা মে পুরা পৃষ্ঠির্যথাগ্নিনা। সততং যজমানেন রোচকে সৎপুরোত্তমে। ২৫৮। এতদীয়ং পুনঃ স্মৃত্বা ভয়ং মে সুমহৎ স্থিতম্। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তিসংশ্রয়ণং মহৎ। ২৫৮। ইত্যেবমুক্তে বচনে কমঠেন তদা দিবঃ। দেবদূতঃ সমাগচ্ছচ্ছাসনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ। ২৫৯। দেবদূত উবাচ। আগচ্ছাগচ্ছ রাজর্ষে সাম্প্রতং ব্রহ্মণোঽন্তিকম্। উক্তোঽহং ব্রহ্মণা রাজন্

অতএব আসুন আমার সহিত এবং আপনার অন্যান্য সঙ্গীদিগের সহিত চলুন আমরা সেই মহাত্মার নিকট যাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন—দ্বিজবর! আয়ুঃপ্রকর্ষে আপনা অপেক্ষা গরিষ্ঠ ব্যক্তি কে আছেন? হে মহামতে! ইহা শ্রবণে আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। অতএব বলুন, তিনি কে? গৃধ্র কহিল,—সুপ্রসিদ্ধ মানস সরোবরে মন্থরক নামে এক চিরজীবী কমঠ আছেন। তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রদ্যুম্নের সংবাদ জানেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া মার্কণ্ডেয়াদি সঙ্গিত্রয় সেই মরণে কৃতনিশ্চয় পার্থিবশ্রেষ্ঠকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! ধীমান্ গৃধ্ররাজ ঠিকই বলিয়াছেন, যথায় সেই কমঠ অবস্থান করিতেছেন আমরা সকলে সেইখানেই গমন করিব। নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অনির্ব্বেদই শ্রীসম্পত্তির মূল। অতএব আসুন আমরা সেইখানেই যাই। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রবরগণ! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া অতি কষ্টে মরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পাঁচ জনে গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে উত্তম মানস সরোবরে প্রস্থান করিলেন। পরে তাঁহারা ক্রমে আকাশ-পথে প্রয়াণ করিয়া রম্য মানস সরোবরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য কূর্ম্ম তখন সরোবরসলিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি; সে যদৃচ্ছাক্রমে আতপতাপ সেবা করিতে করিতে দূর হইতে সেই সমাগত চারি ব্যক্তিকে দেখিল,—বিশেষ ভাবে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিল—করিয়া চিনিতে পারিল; পারিয়া তৎক্ষণাৎ জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। তখন উলূক সেই পরাঙ্মুখপ্রস্থিত কূর্ম্মকে দূর হইতে বলিল,—ভো ভো মিত্র! তুমি অদ্য আমায় দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইলে! ওহে! সুনীচ ব্যক্তিও গৃহাগত হইলে সাধুগণের পূজনীয় হইয়া থাকে। অনন্তর সেই কূর্ম্ম জলমধ্যে থাকিয়া গ্রীবামাত্র নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক বিনীতভাবে গৃধ্রকে বলিল—তোমাকে দেখিয়া আমি পরাঙ্মুখ হই নাই; হইবার কারণও কিছুই নাই; কেন না, তোমাতে আমাতে ভেদ নাই। তবে তোমাদের মধ্যে যে পঞ্চম ব্যক্তি—ঐ যে মহাপুরুষ আসিতেছেন, উনি ভূপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন—উহাঁরই ভয়ে আমি লুক্কায়িত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বে উনি পুরশ্রেষ্ঠ রোচকপুরে সতত যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞাগ্নি দ্বারা আমার পৃষ্ঠ দগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুনরায় এতদীয় চরিত স্মরণ করিয়া আমি মহাভয়ে ভীত হইয়াছি। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তিশ্রুতি বস্তুতই মহীয়সী। কমঠ এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ দেবদূত ব্রহ্মার শাসনে স্বর্গ হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে রাজর্ষে! আসুন আসুন, সম্প্রতি

কীর্ত্তিশ্চাস্য পৃথিব্যাং। ২৬০। যদা প্রকাশতাং যাতি স্বল্পাপি জগতীতলে। তদানেয়ো ক্রতং রাজা মম লোকে সুদুর্লভে। ২৬১। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামো বিমানারোহণং কুরু। যেনামি যেন তৎ-পার্শ্বং ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ। ২৬২। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। যদ্যেতে সুহৃদো মহ্যং বককৌশিক-কচ্ছপাঃ। মার্কণ্ডেয়েন সহিতা আগচ্ছন্তি ময়া সহ। ২৬৩। আগচ্ছামি ত্বয়া সার্দ্ধং তদহং ব্রহ্ম-ণোহন্তিকম্। অন্যথা নাগমিষ্যামি সত্যমেতন্ময়ো-দিতম্। ২৬৪। দেবদূত উবাচ। এতে হরগণাঃ সর্ব্বে শাপভ্রষ্টাঃ ক্ষিতিং গতাঃ। শাপান্তে হরপার্শ্বে তু ভূয়ো যাস্যন্ত্যসংশয়ম্। ২৬৫। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামো মুক্ত্বৈতান্ ক্রতং নৃপ। ন চৈষাং রোচতে স্বর্গো মুক্ত্বা দেবং মহেশ্বরম্। ২৬৭। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। যদ্যেবং গচ্ছ তে ভদ্রং নাহং গন্তা ত্রিবি-ষ্টপম্। তথাতথা যতিষ্যামি ভবিষ্যামি যথা গণঃ। ১৬৭। তত্রস্থস্য ধ্রুবং ভাবি নিত্যঞ্চ পতনাদ্ভয়ম্।

এবমুক্তঃ স তেনাথ সমাদায় বিমানকম্। ২৬৮। ব্রহ্মলোকং গতো দূতো বৈলক্ষ্যং পরমং গতঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নোহপি প্রপচ্ছ তং কূর্ম্মং বিনয়ান্বিতঃ। ২৬৯। আখ্যাহি কূর্ম্ম স্বং কর্ম্ম যদীদৃক্ত্বং চিরন্তনঃ। কর্ম্মণা কেন তৎপ্রাপ্তং কূর্ম্মত্বং শংস মে ক্রতম্। ২৭০। কূর্ম্ম উবাচ। অহমাসং পুরা বিপ্রো বালভাবে-ব্যবস্থিতঃ। চমৎকারপুরে রম্যে শাণ্ডিল্যো নাম বিশ্রুতঃ। ২৭১। বালক্রীড়াসু সর্ব্বাসু ক্রীড়মানো যদৃচ্ছয়া। পক্বেষ্টিকময়ং শম্ভোঃ ক্রীড়তা নির্ম্মিতং গৃহম্। তত্র জাগেশ্বরং লিঙ্গং স্বস্থাথ বিনিবে-শিতম্। ২৭২। ততোহহং ভক্তিসংযুক্তঃ পূজয়ামি দিনে দিনে। ক্রীড়মানো বিনা মন্ত্রৈঃ শিশুভিঃ পরিবারিতঃ। ২৭৩। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মরণে সমুপস্থিতে। জাতিস্মরো হ্যহং বিপ্রো জাতো বৈ বৈদিশে পুরে। ২৭৪। ততো মেহভ্যধিকা জাতা ভক্তির্দেবং হরং প্রতি। কৃত্বা ভিক্ষাটনং নিত্যং যাচয়িত্বা ধনং বহু। ২৭৫। কৃত্বা প্রাসাদমাত্রস্তু লিঙ্গং সংস্থাপিতং ময়া। পূজয়ামি ততো ভক্ত্যা

ব্রহ্মার সমীপে আগমন করুন। রাজন্! ব্রহ্মা আমায় আদেশ করিয়াছেন—রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের নানা কীর্ত্তি; তন্মধ্যে অত্যল্প মাত্র কীর্ত্তিও যদি জগতীতলে এখনও প্রকাশমান থাকে, তবে তুমি সেই রাজাকে মদীয় দুর্লভলোকে লইয়া আসিবে। ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ দিবামাত্রই আমি আসিয়াছি; অতএব এস, আমরা যাই; তুমি এই বিমানারোহণ কর। ইহারই সাহায্যে তোমাকে ব্রহ্মার সমীপে লইয়া যাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—যদি আমার এই সুহৃদ্‌গণ—মার্কণ্ডেয় সহ বক, কৌশিক, ও কচ্ছপও আমার সহিত আগমন করেন, তাহা হইলেই আমি আপনার সহিত ব্রহ্মার সমীপে আসিতে পারি, অন্যথা আমার আসা হইবে না; ইহা আমি সত্যই বলিলাম। দেবদূত কহিলেন,—ইঁহারা সকলেই শিব-গণ—শাপভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে আসিয়াছেন, শাপান্ত হইলে ইঁহারা সকলে পুনরায় হরান্তিকে গমন করিবেন। অতএব হে নৃপ! এস, এস, ইঁহাদিগকে এইখানে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর চলিয়া আইস। দেব মহেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গও ইঁহারা চাহেন না। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ঘটনা যদি এইরূপই হয়, তবে গমন করুন, আপনার মঙ্গল হউক; আমি স্বর্গে যাইব না। আমি যেরূপে হরের গণপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারি, তাহারই জন্য তদনুরূপ চেষ্টা করিব। স্বর্গে থাকিলে সেখান হইতে পতনভয় নিত্যই হইবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে, দেবদূত বিশেষ লজ্জিত হইয়া বিমান লইয়া ব্রহ্মলোকে আসিলেন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে কূর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কূর্ম্ম! আপনি কোন্ কর্ম্ম করিয়া কিরূপে এরূপ চিরন্তন হইলেন? কিরূপেই বা আপনার কূর্ম্মত্ব হইল? তাহা সত্বর প্রকাশ করিয়া বলুন। ২৩৯-২৭০। কূর্ম্ম কহিল,—আমি পূর্ব্বে চমৎকারপুরে এক ব্রাহ্মণ-বালক ছিলাম। আমার নাম ছিল শাণ্ডিল্য। আমি যদৃচ্ছাক্রমে সমস্ত বালক্রীড়া করিতাম। একদা খেলিতে খেলিতে আমি এক পক্বেষ্টকময় শিবগৃহ নির্ম্মাণ করিলাম, পরে জাগেশ্বর নামক একটী লিঙ্গ আহরণ করিয়া সেই গৃহমধ্যে স্থাপন করিলাম। অনন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিতে লাগিলাম। অন্যান্য শিশুগণের সহিত মিলিয়া এইরূপ খেলার পূজা করিতাম; এ পূজায় মন্ত্রতন্ত্র কিছুই ছিল না। কালক্রমে আমি মৃত্যুগ্রস্ত হইলাম, অনন্তর এক জাতিস্মর ব্রাহ্মণ হইয়া বিদিশাপুরে জন্মগ্রহণ করিলাম। এই জন্মে হরের প্রতি আমার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ভক্তি জন্মিল। আমি নিত্য ভিক্ষা করিয়া বহু ধন সংগ্রহ করিলাম, পরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলাম।

দেবং পশুপতিং হরম্ ॥ ২৭৬ ॥ ব্রহ্মবিদ্যাসমোপেতো ভিক্ষান্নকৃতভোজনঃ। ব্রহ্মচর্য্যসমোপেতস্ত্রিকালঞ্চ জপন্ শিবম্ ॥ ২৭৭ ॥ ততস্তেন প্রভাবেন সঞ্জাতোঽহং ভবান্তরে। সার্ব্বভৌমো মহীপালো জাতিস্মরণসংযুতঃ ॥ ২৭৮ ॥ ততঃ সংখ্যাবিহীনাশ্চ প্রাসাদাঃ কারিতা ময়া। ত্রিনেত্রস্য মহারাজ কৈলাসশিখরোপমাঃ ॥ ২৭৯ ॥ তথা নিরূপিতা পূজা বহুপুষ্পসমুদ্ভবা। নান্যৎ তু কিঞ্চিৎ করোম্যত্র ধর্ম্মং দানাদিকং নৃপ ॥ ২৮০ ॥ ততঃ কালেন মহতা তুষ্টো মে শশিশেখরঃ। ততঃ প্রোবাচ রাজর্ষে প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ২৮১ ॥ জয়দত্ত প্রতুষ্টোঽস্মি তব পার্থিবসত্তম। ভক্ত্যানয়া দ্রুতং ব্রূহি কিং তে যচ্ছামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮২ ॥ প্রণিপত্য ততোঽষ্টাঙ্গং স্তুত্বা চৈব পৃথগ্বিধম্। ময়া প্রোক্তো হরো রাজন্ কুরু মামজরামরম্। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় গতোঽন্তর্দ্ধানমেব হি ॥ ২৮৩ ॥ অপ্রমেয়গতির্দ্দেবশ্চতুর্দ্দশজগৎপতিঃ। ততোঽহং তুষ্টিসংযুক্তো জরামরণবর্জ্জিতঃ। বিচরামি মহীপৃষ্ঠে স্বেচ্ছয়া শত্রুবর্জ্জিতঃ ॥ ২৮৪ ॥ ততঃ কালেন মহতা গতে [illegible] নৃপসত্তম। বহু কামাগ্নিসন্তপ্তঃ শিবভক্তিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৮৫ ॥ যাং যাং পশ্যামি রূপাঢ্যাং পরনারীং মনোরমাম্। তাং তাং নিরীক্ষ্য সুচিরং ধর্ষয়ামি ততঃ পরম্ ॥ ২৮৬ ॥ ধর্ম্মরাজভয়ত্যক্তঃ পার্থিবত্বং সমাশ্রিতঃ ॥ ২৮৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ মম পাপেন কর্ম্মণা। হাহাকারস্ততো জাতঃ সমগ্রে ধরণীতলে ॥ ২৮৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো ধর্ম্মরাজঃ শিবান্তিকম্। অব্রবীৎ প্রণিপত্যোচ্চৈর্দ্দুঃখিতস্তদনন্তরম্ ॥ ২৮৯ ॥ ত্বয়া দেব মহীপালো জয়দত্তো মহীতলে। যো নির্ম্মিতঃ প্রতুষ্টেন জরামরণবর্জ্জিতঃ ॥ ২৯০ ॥ স সতীনাং সতীত্বঞ্চ বলান্নাশয়তে কুধীঃ। সর্ব্বো ভূপভয়াল্লোকঃ সর্ব্বধর্ম্মবাহিষ্কৃতঃ ॥ ২৯১ ॥ সঞ্জাতো বিবুধশ্রেষ্ঠ ন স্বভাবাৎ কথঞ্চন। তস্মৈকমপি মে নাস্তি ভয়ং সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ২৯২ ॥ তস্মাদ্বারয় তং শীঘ্রং যাবদ্ধর্ম্মো ন নশ্যতি। মর্ত্ত্যলোকাদশেষেণ সতীনাং ধর্ষণেন চ ॥ ২৯৩ ॥ এবমুক্তস্ততো দেবঃ কোপেন

অনন্তর ভক্তির সহিত সেই লিঙ্গরূপ পশুপতি হরের অর্চ্চনা করিতে লাগিলাম। আমি ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইয়াছিলাম; ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা বৃত্তি করিতে লাগিলাম এবং কালত্রয় শিবমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। অনন্তর সেই প্রভাবে ভবান্তরে আমি সার্ব্বভৌম মহীপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। এ জন্মেও আমার জাতিস্মরত্ব হইল। হে মহারাজ! তখন ত্রিলোচনের কৈলাসশিখরোপম অসংখ্য প্রাসাদ আমি নির্ম্মাণ করাইলাম এবং নিত্য নিত্য বহু বিবিধ পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিলাম। হে নৃপ! এ সময় দানাদি অন্য কোন ধর্ম্মই আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। অনন্তর বহুকাল পরে শশাঙ্কশেখর আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে মধুর বাক্যে বলিলেন—হে রাজর্ষে! হে জয়দত্ত। হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! তোমার এ হেন ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হইয়াছি। দ্রুত বল, কি তোমার মনোবাঞ্ছিত? অনন্তর হে রাজন্! আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নানাবিধ স্তব করিয়া পরে হরকে নিবেদন করিলাম—দেব! আমায় আপনি অজর-অমর করুন। তখন সেই চতুর্দ্দশভুবনাধিপতি অমেয়গতি হর 'তথাস্তু' বাক্যে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর আমি জরামরণবর্জ্জিত হইয়া সন্তোষে স্বেচ্ছায় মহীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিলাম। আমার কেহই শত্রু রহিল না। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বহু কাল অতীত হইলে আমার শিবভক্তি লোপ পাইল। আমি প্রবল কামাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইতে লাগিলাম। তখন যে যে রূপবতী পরনারী আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, আমি সেই সেই নারীকেই দীর্ঘকাল যাবৎ সবলে ভোগ করিতে লাগিলাম। আমি রাজা হইলাম। যম বলিয়া আমার আর তখন ভয় রহিল না। হে রাজন্! আমার পাপকর্ম্মের ফলে এই সময় সমগ্র ধরামণ্ডলে হাহাকার উত্থিত হইল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ শিবসমীপে আগমন করিলেন, আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক দুঃখিতভাবে বলিলেন—হে দেব! আপনি তুষ্ট হইয়া যে জয়দত্ত নামক মহীপালকে জরামরণবর্জ্জিতরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সবলে সতীর সতীত্ব নষ্ট হইতেছে। সকল লোকই সেই ভূপতির ভয়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছে। হে বিবুধবর! লোক আর কোন ক্রমেই স্বীয় স্বভাবে থাকিতে পারিতেছে না। আমা হইতে তাহার একটুকু মাত্র ভয়ও নাই। এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি। অতএব যে পর্য্যন্ত না সর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ পায়, তাবৎ তাহাকে মর্ত্ত্যবাসিনী নিখিল সতীর ধর্ষণা হইতে নিবারণ করুন। ২৭৬—২৯৩। ধর্ম্মরাজ এই কথা

মহত্তান্বিতঃ। শশাপ মাং সমানীয় বেপমানং কৃতাঞ্জলিম্॥ ২৯৪॥ যস্মাদ্দুষ্টসমাচার কৃতং কর্ম্ম বিগর্হিতম্। তস্মান্মচ্ছাপনির্দ্দগ্ধঃ কমঠো বৈ ভবিষ্যসি॥ ২৯৪॥ ততো ময়া সুদীনেন প্রার্থিতঃ পরমেশ্বরঃ। শাপান্তং মে কুরুষ্বেশ কুরুষ্ব চ দয়াং মম॥ ২৯৬॥ ততস্তেন পুনঃ প্রোক্তং কল্পান্তে ষষ্টিসংজ্ঞিতে। স্বশরীরং পুনঃ প্রাপ্য মদ্গণস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ২৯৭॥ এতস্মিন্নন্তরে কূর্ম্মঃ সঞ্জাতোহহং মহীপতে। সমুদ্রসলিলং প্রাপ্য সংস্থিতো দুঃখিতোহনিশম্॥ ২৯৮॥ কস্মিংশ্চিত্ত্বথ কালস্য রাজংস্ত্বং ভূতলে স্থিতঃ। যজনার্থং সমানীতঃ সমুদ্রসলিলস্ত্বয়া॥ ২৯৯॥ স্থাপিতো ভূমিপৃষ্ঠে তু মন্ত্রৈঃ সংস্তম্ভিতস্তথা। মমোপরি ততো যজ্ঞাঃ কৃতাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৩০০॥ ক্রিয়মাণৈশ্চ যৈর্দ্দগ্ধা মম পৃষ্ঠিঃ সমন্ততঃ। দহ্যতোহপি মহারাজ তেন যজ্ঞাগ্নিনা তদা। প্রসাদনান্মহেশস্য ন মে প্রাণাত্যয়োহভবৎ। কেবলং জায়তে দাহো যথা পাপং পুরা কৃতম্। অনুভূতঞ্চ তৎসর্ব্বং হরকোপাদসংশয়ম্॥ ৩০২॥ অথ প্রাপ্তে দিবঞ্চৈব ত্বয়ি পার্থিবসত্তম। একার্ণবে তু সঞ্জাতে জলপূর্ণে ধরাতলে। সম্প্রাপ্তঃ প্রবমানস্তু ততোহহং মানসং সরঃ॥ ৩০৩॥ ষট্পঞ্চাশৎপ্রমাণেন কল্পা মম চ সংস্থিতাঃ। চতুর্ভিরপরৈর্ম্মোক্ষঃ কূর্ম্মত্বাৎ সম্ভবিষ্যতি॥ ৩০৪॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং দীর্ঘায়ুষ্ট্বস্য কারণম্। হরপ্রসাদকরণাদ্বহুপুষ্পার্চ্চনাদ্বিভো॥ ৩০৫॥ কূর্ম্মত্বং চ যথা যাতং বামদেবস্য কোপতঃ। স ত্বং বদ মহাভাগ গৃহাগতস্য কিং তব। করোমি সাম্প্রতং কৃত্যং শত্রোরপি হৃদি স্থিতম্॥ ৩০৬॥ ত্বয়া মে সুচিরং কালং দগ্ধা পৃষ্ঠির্ম্মখাগ্নিনা। অদ্যাপি চ প্রপশ্যামি তাং জ্বলন্তীমিব স্থিতাম্॥ ৩০৭॥ এতস্মাৎকারণান্নষ্টস্ত্বাং দৃষ্ট্বাহং মহীপতে। কস্মাত্ত্বং ন গতঃ স্বর্গং বিমানেহপি সমাগতে। এতস্মাৎকারণাদ্ধর্ম্মং প্রকুর্ব্বন্তি নরাধিপাঃ॥ ৩০৮॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। স্বর্গস্থানে চ লোকানাং

কহিলে দেবদেব মহাকুপিত হইয়া আমাকে আনাইলেন। আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কাঁপিতে লাগিলাম। তিনি আমায় অভিশাপ দিলেন, বলিলেন,—রে দুষ্টাচার! তুই অতি গর্হিতকর্ম্ম করিয়াছিস্! এইজন্য আমার শাপে দগ্ধ হইয়া তোকে কূর্ম্ম হইতে হইবে। অনন্তর আমি অতি দীনভাবে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম,—হে ঈশ্বর! আমার প্রতি দয়া করুন; আমার শাপান্ত করিয়া দিউন। অনন্তর তিনি পুনরায় কহিলেন,—ষষ্টিকল্প অতীত হইলে তুই পুনর্ব্বার স্বীয় শরীর প্রাপ্ত হইয়া মদীয়গণমধ্যে গণ্য হইবি; এযাবৎ তোকে কূর্ম্ম হইয়া থাকিতে হইবে। তাহাই হইল; হে মহীপতে! সেই ক্ষণেই আমি কূর্ম্ম হইলাম, সমুদ্রসলিলে গমন করিলাম এবং নিয়ত দুঃখিত হইয়া রহিলাম। হে রাজন্! কোন কালে এ ভূতলে তুমি রাজা হইয়াছিলে; তখন যজ্ঞ নিমিত্ত তোমার দ্বারা মৎসহ সমুদ্রজল আহৃত এবং মন্ত্র দ্বারা ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত ও সংস্তম্ভিত হইয়াছিল। অনন্তর আমার উপর শত সহস্র যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সকল ক্রিয়মাণ যজ্ঞ দ্বারাই আমার পৃষ্ঠ সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ হইয়া যায়। মহারাজ! আমি তখন যজ্ঞানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম বটে; কিন্তু মহেশ্বরপ্রসাদে আমার প্রাণাত্যয় হইল না, কেবল দাহ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেরূপ পাপ করিয়াছিলাম, হরকোপে নিশ্চয়ই তাহা অনুভব করিতে লাগিলাম। হে পার্থিবপ্রবর! অনন্তর আপনি স্বর্গে গেলেন, একার্ণবে নিখিল ধরাতল জলময় হইল। আমি সন্তরণ করিতে করিতে মানসসরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই কূর্ম্মরূপে আমার ষট্পঞ্চাশৎ কল্প কাটিয়া গিয়াছে; অপর চারি কল্প অবশিষ্ট আছে; তাহার পরই আমার কূর্ম্মদেহ হইতে মোক্ষ হইবে। হে বিভো! এই আমি হরপ্রসাদমূলক বহু পুষ্পার্চ্চনের বৈভবে আমার যে দীর্ঘায়ুষ্ট্ব হইয়াছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত সকলই বর্ণন করিলাম অপিচ ভগবান্ বামদেবের কোপে যেরূপে আমার কূর্ম্মত্ব হয়, তাহাও বলা হইল। হে মহাভাগ! এক্ষণে বলুন, গৃহাগত ভবাদৃশ জনের কি কার্য্য সম্প্রতি আমি করিব? আপনি যজ্ঞাগ্নি দ্বারা বহুকাল ধরিয়া আমার পৃষ্ঠ দগ্ধ করিয়াছেন, তাই আপনি আমার শত্রুস্থানীয় হইলেও আপনার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন। মহারাজ! অদ্যাপি আমার সেই পৃষ্ঠ যেন আমি জ্বলিত অবস্থায় দেখিতেছি। এই কারণেই আপনাকে দেখিয়া অগ্রে আমি লুক্কায়িত হইয়াছিলাম। ভাল জিজ্ঞাসা করি, স্বর্গ হইতে বিমান আসিল, অথচ আপনি স্বর্গে গেলেন না কেন? রাজগণ তো উহারই জন্য ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ২৯৪—৩০৮। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—স্বর্গে স্বর্গ-

নিত্যংশ্চ পতনাদ্ভয়ম্। তন্ন যাস্যাম্যহং তত্র যতিষ্যামি বিমুক্তয়ে ॥ ৩০৯ ॥ স ত্বং করোষি চেৎকৃত্যং গৃহাগতস্য মে সখে। চিরন্তনং কথয় মে যদ্যস্তি তব সৌহৃদম্ ॥ ৩১০ ॥ কূর্ম্ম উবাচ। লোমশো নাম বিপ্রর্ষিঃ স মত্তোঽপ্যস্তি চিরন্তনঃ। শ্রূয়তে স ময়া দৃষ্টো নদীতীরং সমাশ্রিতঃ ॥ ৩১১ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। তদাগচ্ছত গচ্ছামো যতঃ সর্ব্বে দ্রুতং স্বয়ম্। পৃচ্ছামো বহুকালস্য জীবিতস্য চ কারণম্ ॥ ৩১২ ॥ অথ তে সহিতাঃ পঞ্চ ব্যোমমার্গেণ সংস্থিতাঃ। অথ তে দদৃশুস্তত্র লোমশং চ নিরাশ্রয়ম্ ॥ ৩১৩ ॥ স্বাধ্যায়নিরতং দান্তং জপহোমপরায়ণম্। সব্যহস্তে তৃণৌঘেন ছায়ার্থং বিধৃতেন চ ॥ ৩১৪ ॥ দধতং চাক্ষমালাঞ্চ দক্ষিণেন করেণ হি। তে তং দৃষ্ট্বা মহাত্মানং কৃত্বা তস্য প্রদক্ষিণাম্। উপবিষ্টাস্ততঃ সর্ব্বে স্বাগতেনাভিনন্দিতাঃ ॥ ৩১৫ ॥ পৃষ্টাস্তেন ততশ্চৈব কে যূয়ং কিমিহাগতাঃ। বিশ্রব্ধং কথ্যতাং মহ্যং যেন সর্ব্বং করোম্যহম্ ॥ ৩১৬ ॥ কূর্ম্ম উবাচ। মার্কণ্ডো নাম বিপ্রর্ষিঃ সপ্তকল্পস্মরো হ্যয়ম্। ইন্দ্রদ্যুম্নেন চানীতো ভূভুজানেন সন্মুনে ॥ ৩১৭ ॥ বকস্যাস্য সমীপে তু নাড়ীজঙ্ঘস্য ধীমতঃ। চিরায়ুরিতি বিজ্ঞায় আত্মনশ্চায়ুরুত্তমম্। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য বার্ত্তার্থং দ্বিগুণায়ুষমাত্মনঃ ॥ ৩১৮ ॥ অথ তেন ন বিজ্ঞাতো যদা স পৃথিবীপতিঃ। তদা ত্বাবপি চানীতাবুলূকস্যাস্য সন্নিধৌ ॥ ৩১৯ ॥ দ্বিগুণাস্তৎপ্রমাণেন কল্পাশ্চাস্য মহাত্মনঃ। বর্ত্তন্তে নৈব বিজ্ঞাতো নৃপো হ্যেতেন সদ্দ্বিজ ॥ ৩২০ ॥ ততস্ত্রয়োঽপি চানীতা গৃধ্ররাজস্য চান্তিকম্ ॥ ৩২১ ॥ ষট্পঞ্চাশৎপ্রমাণেন কল্পাশ্চাস্য মহাত্মনঃ। বর্ত্তন্তে নৈব বিজ্ঞাতো নৃপো হ্যেতেন সদ্দ্বিজ ॥ ৩২২ ॥ চত্বারোঽপি সমানীতা এতেনৈব মমান্তিকম্। চিরায়ুষং চ মাং জ্ঞাত্বা মিত্রভাবেন তে দ্বিজ ॥ ৩২৩ ॥ ময়াপ্যসৌ পরিজ্ঞাতো দূরাদেব সমাগতঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নো ধ্রুবং হ্যেষ দগ্ধা পৃষ্টিঃ পুরা মম ॥ ৩২৪ ॥ যেন যজ্ঞাগ্নিনা মন্ত্রৈঃ স্তম্ভয়িত্বা ক্ষিতেরধঃ।

বাসীদিগের নিত্যই পতনভয় আছে। সেই জন্য আমি তথায় যাইব না; মুক্তিলাভার্থই চেষ্টা করিব। হে সখে! সেই আপনি কূর্ম্মরূপী শিবগণ; আপনি যদি মাদৃশ গৃহাগত ব্যক্তির কিঞ্চিৎ উপকার করিতে চাহেন, আর আমার প্রতি যদি প্রকৃত সৌহৃদ্য হইয়া থাকে, তবে আপনা অপেক্ষা অপর কেহ চিরন্তন আছেন কিনা, তাহা আমায় বলুন। কূর্ম্ম কহিল,—হাঁ, শুনিয়াছি, লোমশ নামে বিপ্রর্ষি আছেন। তিনি আমা অপেক্ষাও চিরন্তন। আমি দেখিয়াছি, সেই ঋষি এক নদীতীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—তবে আইস, আমরা সত্বর সেখানে যাই এবং গিয়া তাঁহার বহুকাল জীবনধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করি। অনন্তর তাঁহারা পাঁচ জনে মিলিয়া ব্যোমপথে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখিলেন—লোমশ ঋষি নিরালম্ব ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি স্বাধ্যায়নিরত, দান্ত এবং জপহোমনিষ্ঠ। তিনি ছায়ানিমিত্ত সব্য হস্তে তৃণমুষ্টি ধারণ করিয়াছেন, আর দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা ধরিয়া আছেন। তাঁহারা সেই মহাত্মাকে দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন এবং স্বাগত বাক্যে অভিনন্দিত হইয়া তৎসমীপে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর লোমশ জিজ্ঞাসিলেন,—কে তোমরা? কি জন্য হেথায় আগমন করিয়াছ? অকপটভাবে ব্যক্ত কর; আমি তাহা শুনিয়া যে হয়, করিব। কূর্ম্ম কহিল,—মুনিবর! ইনি সপ্তকল্পজীবী বিপ্রর্ষি মার্কণ্ডেয়; এই মহীপাল ইন্দ্রদ্যুম্ন; ইঁহাকে এই নাড়ীজঙ্ঘ নামক ধীমান্ বকের নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন, ইনি ইঁহাকে এবং এই বককে চিরায়ু জানিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের সংবাদ জানিবার জন্যই ইহাদের নিকট পর পর আগমন করেন। অনন্তর এই পৃথ্বীপাল যখন এই বকের নিকট হইতেও সে সংবাদ পাইলেন না, তখন ইঁহার সহিত মার্কণ্ডেয় এবং বক উভয়েই এই উলূকের নিকট আগমন করেন। এই মহাত্মা উলূক ইঁহাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ কল্প প্রাচীন। কিন্তু হে দ্বিজ! ইনি এত প্রাচীন হইলেও এই রাজা ইঁহার নিকট হইতেও জ্ঞাতব্য সংবাদ জানিতে পারিলেন না। তখন এই তিন চিরন্তন ব্যক্তিকে লইয়াই ইনি গৃধ্ররাজের সমীপে আসিলেন। মহাত্মা গৃধ্ররাজ ষট্ পঞ্চাশৎ কল্প প্রাচীন। কিন্তু হইলে কি হইবে, এই রাজা এই গৃধ্ররাজের নিকটও সে সংবাদ জানিতে পারিলেন না। তখন ইনি এই চারি জন চিরন্তনকে লইয়াই আমার নিকট আসিলেন। হে দ্বিজ! আমাকে চিরায়ু জানিয়া ইঁহারা মিত্রভাবে মৎসমীপে আসিয়াছিলেন। আমি দূর হইতেই এই সমাগত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম। আমার

ততোহহং তদ্বয়ান্নষ্টো গৃধ্রাদৈশ্চ নিবারিতঃ। ৩২৫। উপালভ্যোক্ত বহুভিঃ প্রণয়াজ্জলমাবিশম্। ময়োক্তোহথ স ভূয়োহপি নাহং তব পরাঙ্মুখঃ। ৩২৬। ইন্দ্রদ্যুম্নেন যে পৃষ্ঠির্যেন দগ্ধা যথাগ্নিনা। এতস্মিন্নন্তরে স্বর্গাদ্দেবদূতো মহামনাঃ। বিমানবরমারূঢ়ঃ প্রাপ্তশ্চাস্য মহাত্মনঃ। ৩২৭। কীর্ত্তিলোপাচ্চ্যুতঃ স্বর্গাদয়মাসীন্মহীপতিঃ। ততো বিমানমায়াতমুক্তমাত্রেণৈষা দিবঃ। ৩২৮। অথাসৌ ন গতঃ স্বর্গং বিনাস্মাভির্দ্বিজোত্তম। মার্কণ্ডেয়ং পরিত্যজ্য তির্য্যগ্‌যোনিগতৈস্ত্রিভিঃ। ৩২৯। পৃচ্ছতোঽস্য ময়া প্রোক্তমায়ুষ্যং চাত্মনঃ পুনঃ; স্বপ্নবতিপ্রমাণেন কল্পা মে জীবতো গতাঃ। ৩৩০। পৃষ্টোঽহং পূর্ব্বমেবাত্র সংস্থিতস্তব পার্শ্বতঃ। চিরন্তনতমো ব্রূহি ময়া ত্বং তু নিবেদিতঃ। ৩৩১। এতস্মাৎ কারণাৎ প্রাপ্তা বয়ং সর্ব্বে তবান্তিকম্। তস্মাদ্ যৎপৃচ্ছতে ভূপ এষ ত্বাং তৎপ্রকীর্ত্তয়। ৩৩২। ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। লোমশোঽপ্যথ তং প্রাহ বিশঙ্কং পৃচ্ছ পার্থিব। অবশ্যং কথয়িষ্যামি যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি। ৩৩৩। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। কস্মাত্ত্বং গ্রীষ্মকালেঽপি মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে। নিবাসার্থং গৃহং রম্যং কিমর্থং ন করিষ্যসি। ৩৩৪। লোমশ উবাচ। কস্যার্থে ক্রিয়তে গেহমনিত্যং জীবিতং যতঃ। যদি স্যাচ্ছাশ্বতো দেহস্তদর্থং ক্রিয়তে চ তৎ। ৩৩৫। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। সর্ব্বেষামেব লোকানাং চিরায়ুঃ শ্রূয়তে ভবান্। তেনাহমপি সম্প্রাপ্তো ভবদ্দর্শনকাম্যয়া। ৩৩৬। লোমশ উবাচ। কল্পে কল্পে তু সম্প্রাপ্তে রোমকং মম নশ্যতি। অভাবে সর্ব্বরোমাণাং ততো নাশো ভবিষ্যতি। ৩৩৭। পশ্য ত্বং মচ্ছরীরেঽস্মিন্ প্রকাশং রোমবর্জ্জিতম্। ন করোমি গৃহং তেন কারণেন মহামতে। ৩৩৮। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। কিং ত্বয়া বিহিতং কর্ম্ম যেনেদৃগ্‌জীবিতং স্থিতম্। কিং দানস্য প্রভাবোঽয়ং তপসো নিয়মস্য বা। ৩৩৯।

মনে পড়িল, এই রাজাই পূর্ব্বে যজ্ঞাগ্নি দ্বারা আমার পৃষ্ঠ দগ্ধ করিয়াছিলেন। এই ভাবিয়া আমি জলে ডুবিয়া রহিলাম। পরে গৃধ্রকে উদ্দেশ করিয়া আমি বলিলাম,—সখা হে! তোমায় দেখিয়া আমি পরাঙ্মুখ হই নাই। তোমার সঙ্গে যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আসিয়াছেন, ইনি যজ্ঞাগ্নি দ্বারা আমার পৃষ্ঠ দগ্ধ করিয়াছিলেন। এই কথা বলিতেছি, ইত্যবসরে স্বর্গ হইতে এক মনস্বী দেবদূত বিমানারোহণে এই মহাত্মা মহীপতির নিকট আগমন করিলেন। কীর্ত্তিলোপ হওয়ায় এই মহীপতি স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। আমি ইঁহার কীর্ত্তিখ্যাতি করিবামাত্রই ইঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য স্বর্গ হইতে বিমান আইসে। কিন্তু হে দ্বিজোত্তম! ইনি আমাদিগকে ছাড়িয়া অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়কে এবং তদ্ভিন্ন মাদৃশ তির্য্যক্‌জাতিত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগমনে ইচ্ছা করিলেন না। অনন্তর ইনি আমার আয়ুঃপরিমাণ জিজ্ঞাসা করেন। আমি ইঁহাকে আমার আয়ুষ্কাল কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিলাম, আমার জীবনের স্বপ্নবতিপরিমিত কল্পকাল অতীত হইয়াছে। পরে ইনি জিজ্ঞাসা করেন। আপনা অপেক্ষা কোন চিরন্তন ব্যক্তি আছেন কি না? উত্তরে বলিলাম—আছেন; বলিয়াই আপনার নাম উল্লেখ করিলাম। পরে সর্ব্বাগ্রে আমি আপনার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আপনার নিকট আমাদের সকলের আসিবার কারণ ইহাই জানিবেন। অতএব এই রাজা আপনার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ৩০৯—৩৩২। ভর্ত্তৃযজ্ঞ কহিলেন—অনন্তর লোমশ রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—রাজন্! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা কহিব। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—গ্রীষ্মকাল, দিবাকর মধ্যাহ্নগগনে সমাসীন; এ হেন সময়েও আপনি বাসার্থ রম্য নিকেতন নির্ম্মাণ করেন না কেন? লোমশ কহিলেন,—নিকেতন নির্ম্মাণ কিসের জন্য করিব? এ জীবন যে অনিত্য! যদি এ দেহ নিত্য হইত, তাহা হইলে ইহার জন্য উহা করা যাইত। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন—সকল লোকের মধ্যে একমাত্র আপনাই চিরায়ু বলিয়া শুনা যায়। তাই আমিও আপনারই দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। লোমশ কহিলেন,—এক এক কল্পের অবসানে আমার এক এক গাছি লোম নষ্ট হয়। এই ভাবে যখন আমার সমস্ত লোমগুলি নষ্ট হইবে, তখন আমার এই দেহও নষ্ট হইয়া যাইবে। এই দেখ তুমি, আমার এ দেহে রোমহীন স্থান প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্যই হে মহামতে! আমি গৃহনির্ম্মাণ করিতেছি না। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—আপনি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছেন, যাহার জন্য আপনার এ হেন জীবনস্থৈর্য্য ঘটিয়াছে। ইহা কি দানের, তপস্যার বা

লোমশ উবাচ। অহমাসং পুরা শূদ্রো দরিদ্রেণ পরিপ্লুতঃ। ভ্রমামি মেদিনীপৃষ্ঠে উদরস্য কৃতে সদা। ৩৪০। কর্ম্মযোগেণ মহতা সম্প্রাপ্তো হাটকেশ্বরম্। ক্ষুৎকামস্ত পিপাসার্ত্তো যত্রৈতল্লিঙ্গমুত্তমম্। অবধূতং ততো লিঙ্গং ময়া দৃষ্টা স্বয়ম্ভু তৎ। ৩৪১। স্নাপিতং তোয়মাদায় শীতমেতৎ সুনির্ম্মলম্। ততস্ত কমলৈর্ব্বৈতের্ময়া পূজা বিনির্ম্মিতা। ৩৪২। অথ পূজাং বিনির্বর্ত্ত্য যাবন্মার্গং সমাশ্রিতঃ। ক্ষুৎকামকণ্ঠস্ত ততঃ প্রাণা নষ্টাস্তদা মম। ৩৪৩। অথাহং ব্রাহ্মণগৃহে জাতো জাতিস্মরস্ততঃ। সর্ব্বং স্মরামি ভূপাল দেবদেবস্য পূজনাৎ। ৩৪৪। ততো মূকত্বমাপন্নো নৈব জল্পামি কিঞ্চন। ঈশান ইতি মে নাম পিত্রা চক্রে প্রহর্ষিতঃ। ৩৪৫। ঈশানেন যতো দত্তঃ পূর্ব্বমারাধিতেন চ। বৈরাগ্যং পরমং প্রাপ্তো দৃষ্টা সংসারসংস্থিতিম্। ৩৪৬। পিতা মে বহুবাৎসল্যাদ্ভেষজানি প্রযোজয়েৎ। বাচার্থং মন্ত্রবাদাংশ্চ তথা চৈবোপযাচিতম্। ব্রাহ্মণান্ পৃচ্ছতে নিত্যং দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ। ৩৪৭। ততো মে জায়তে হাস্যং নিজচিত্তে নরাধিপ। দৃষ্টা সংসারসংসক্তিং পিতুর্ম্মাতুশ্চ ভূরিশঃ। ৩৪৮। ততশ্চ যৌবনং প্রাপ্তঃ ক্রমেণ নৃপসত্তম। যদা তদা নিশি ত্যক্ত্বা তাবুভৌ চাত্র সঙ্গতঃ। ৩৪৯। ততো হৃষ্টমনা নিত্যং পূজয়ামি সমাহিতঃ। ঈশানং পরয়া ভক্ত্যা সংপ্রাপ্য সলিলেন চ। ৩৫০। ব্রাহ্মণীতীর্থজাতেন ত্রিকালং নৃপসত্তম। শিলোঞ্ছবৃত্তিমাসাদ্য প্রাণযাত্রাং সমাচরন্। নীবারৈর্ব্বদরৈঃ শাকৈশ্চির্ভটৈঃ ফলপত্রকৈঃ। ৩৫১। ততো মে ভগবান্ রুদ্রঃ সর্ব্বদেবেশ্বরো হরঃ। অব্রবীদ্দর্শনং গত্বা মেঘগম্ভীরয়া গিরা। ৩৫২। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস বরং বরয় সুব্রত। অদেয়মপি দাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্। ৩৫৩। ততস্তং প্রণিপত্যোচ্চৈঃ স্তুত্বা বাক্যৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। ময়া প্রোক্তঃ কুরু বিভো জরামরণবর্জ্জিতম্। ৩৫৪। শ্রীভগবানুবাচ। অমরত্বং যতো নাস্তি মর্ত্ত্যলোকেঽত্র কর্হিচিৎ। মর্য্যাদাং কুরু তস্মাত্বং জীবিতস্য স্বকস্য বৈ।

নিয়মের প্রভাব? লোমশ কহিলেন—আমি পূর্ব্বে এক দরিদ্র শূদ্র ছিলাম, উদরভরণের জন্য মেদিনীপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতাম। অনন্তর একদা আমার সুবিপুল কর্ম্মযোগবশে আমি ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া উত্তম হাটকেশ্বর লিঙ্গ প্রাপ্ত হইলাম। সেই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ সন্দর্শনপূর্ব্বক আমি তাহা মার্জ্জিত এবং শীত সুনির্ম্মল জল লইয়া স্নপিত করিলাম। অনন্তর কমলদল দিয়া আমি তাঁহার পূজা করিলাম। পরে পূজা সমাপনান্তে আমি যখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গন্তব্য পথ আশ্রয় করি, তখন ক্ষুধায় আমার কণ্ঠশোষ হইতেছিল, কিঞ্চিৎ পরে আমার প্রাণ বহির্গত হইল। অনন্তর আমি এক ব্রাহ্মণগৃহে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। ভূপাল! দেবদেবের পূজার ফলে সকলই আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল। পরে আমি মূক হইলাম, কোন কথাই কহিতে লাগিলাম না। পিতা পূর্ব্বে ঈশান দেবকে আরাধনা করিয়া আমায় পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই জন্য প্রহৃষ্টভাবে তিনি আমার নামকরণ করিয়াছিলেন—ঈশান। আমি এ সংসারের স্থিতিগতি দেখিয়া তখন পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করি। পিতার আমার প্রতি প্রগাঢ় বাৎসল্য ছিল; তাই তিনি আমার বাক্যস্ফূর্ত্তির জন্য অনেক ঔষধ প্রয়োগ করিলেন এবং অনেক মন্ত্রতন্ত্রেরও আশ্রয় লইলেন। অপিচ ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্রই দিবারাত্র অতান্দ্রতভাবে পিতা আমার রোগমুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! তখন পিতামাতার সেই মহতী সংসারাসক্তি দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার যখন যৌবন কাল উপস্থিত হইল, তখন একদা রাত্রিযোগে পিতামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি এইখানে আসিয়া নিত্য নিত্য হৃষ্টচিত্তে সমাহিতভাবে পরম ভক্তির সহিত ঈশান দেবকে পূজা করিতে লাগিলাম। হে নৃপবর! তখন ব্রাহ্মণীতীর্থের জল লইয়া ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে স্নান করাইতাম এবং শিলোঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতাম। নীবার, বদর, শাক ও চির্ভটাদি ফল পত্র দ্বারাও আমার জীবনধারণ হইত। কিয়ৎকাল পরে সর্ব্ব দেবাধিপতি ভগবান্ রুদ্র আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—বৎস! তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। হে সুব্রত! তুমি বর গ্রহণ কর। যাহা একান্তই অদেয়, বা অতীব দুর্লভ, এ হেন বরও আমি তোমায় দান করিব। ৩৩৩—৩৫৪। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; বিবিধ বাক্যে স্তব করিলাম; বলিলাম—বিভো! আমায় আপনি জরামরণবর্জ্জিত করুন। ভগবান কহিলেন,—মর্ত্ত্যলোকে অমরত্ব কখনই হইতে পারে না। অতএব তুমি তোমার জীবিত কালের একটা সীমা নির্দ্দেশ কর।

৩৫৫। ততো মে ভগবানুক্তঃ কল্পান্তে সমুপস্থিতে। রোম একস্য মে নাশো জায়তাং ত্রিদশেশ্বর। ৩৫৬। যদা চ সর্ব্বরোম্নাং মে বিনাশঃ সম্প্রজায়তে। তদা মম গণত্বঞ্চ জায়তাং তাবকং বিভো॥ ৩৫৭। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তং পরং লিঙ্গং সদা মম। স্নাপ্যং জলেন চৈতেন ব্রাহ্মণীসম্ভবেন চ। ৩৫৮। ব্রহ্মাদ্যৈঃ পূজনীয়ঞ্চ ত্রিকালং দ্বিজসত্তম। মমৈকবাসরং যাবত্তব চায়ুর্ভবিষ্যতি। ৩৫৯॥ অন্যোঽপি যো নরো ভক্ত্যা পূজয়িষ্যতি মামিহ। স্নাপয়িষ্যতি সদ্ভক্ত্যা বিপাপ্মা স ভবিষ্যতি॥ ৩৬০॥ নাপমৃত্যুর্ভবেত্তস্য কদাচিদ্দ্বিজসত্তম। সকৃৎ সম্পূজিতেঽপ্যেবং ব্রহ্মাদ্যৈর্মৎকলেবরে। ৩৬১॥ সকৃৎ পিবতি যস্তোয়ং ব্রহ্মতীর্থসমুদ্ভবম্। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা তৎক্ষণাজ্জায়তে হি সঃ। ৩৬২॥ এবমুক্ত্বাথ দেবেশস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ॥ ৩৬৩॥ অহং তু সংস্থিতশ্চাত্র ততঃ প্রভৃতি পার্থিব। পূজয়ানশ্চ সদ্ভক্ত্যা লিঙ্গমেতৎ সদৈব হি। ৩৬৪॥ এতস্মাৎ কারণাজ্জাতং মমায়ুরতিবিস্তৃতম্। শঙ্করস্য প্রসাদেন নান্যদত্রাস্তি কারণম্। ৩৬৫। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। অহমপ্যর্চ্চয়িষ্যামি লিঙ্গমেতত্ত্বয়া সহ। নান্যত্র বা গমিষ্যামি মমৈবং হৃদি নিশ্চয়ঃ। ৩৬৬। লোমশ উবাচ। এবং কুরু মহাভাগ ত্বমবাপ্স্যসি বাঞ্ছিতম্। হরভক্তস্য লোকস্য বাঞ্ছিতং নাস্তি দুর্লভম্। ৩৬৭। নাড়ীজঙ্ঘো গৃহং যাতু মার্কণ্ডগৃধ্রকৌশিকাঃ। কচ্ছপেন সমাযুক্তস্ত্বং হি তিষ্ঠ মমাশ্রমে। ৩৬৮॥ ততঃ প্রোচুশ্চ তে সর্ব্বে ন বয়ং তু নরেশ্বর। ত্বাং বিনা সম্প্রয়াস্যামো ভূয় এব নিজালয়ম্। লিঙ্গমারাধয়িষ্যামো যদেতত্ত্বয়ার্চ্চিতম্॥ ৩৬৯। এবমুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে লোমশস্য বরাশ্রমে। তস্থুঃ সম্পূজয়ামাসুস্ত্রিকালং লিঙ্গমেব তৎ। ৩৭০॥ সংস্নাপ্য ব্রাহ্মণীতোয়ৈঃ পদ্মাদ্যৈঃ পূজয়ন্তি চ। ৩৭১। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নারদো মুনিসত্তমঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সম্প্রাপ্তস্তত্র যত্র তে। ৩৭২॥ অথ তে নারদং দৃষ্ট্বা কৃত্বা চৈবার্হণক্রিয়াম্। বিশ্রান্তঞ্চ ততো জ্ঞাত্বা পপ্রচ্ছুর্বিনয়ান্বিতাঃ। ৩৭৩॥ শাপভ্রষ্টা বয়ং সর্ব্বে যতঃ সংবর্ত-

---

এই কথার পর আমি ভগবানকে বলিলাম—হে ত্রিদশনাথ! প্রতিকল্পান্তে আমার এক একগাছী রোম নষ্ট হউক। এইরূপে নষ্ট হইতে হইতে যখন আমার সমস্ত রোম নষ্ট হইবে, হে বিভো! তখন যেন আমি আপনার গণমধ্যে গণ্য হইতে পারি। আমার এইরূপ প্রার্থনার পর তিনি আচ্ছা, তোমার এ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; পরন্তু ব্রাহ্মণীতীর্থের জল দ্বারা সতত আমার লিঙ্গের স্নান করাইবে এবং ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মাদিসহ মদীয় পূজা করিবে। আমার যাহা এক বৎসর কালের পরিমাণ, তত পরিমিত আয়ুই তোমার হইবে। তুমি ভিন্ন অন্য কোন নরও আমার এখানে এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে এবং স্নান করাইলে, বিমুক্তপাপ হইবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মাদি সহিত এইরূপে একবর্ষ মাত্র আমার বিগ্রহ পূজা করিলেও তাহার কদাচ অপমৃত্যু হইবে না। যে ব্যক্তি একবার মাত্র ব্রহ্মতীর্থের জল পান করিবে, সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইবে। এই বলিয়া সেই দেবদেব তৎপরে অদৃশ্য হইলেন। হে পার্থিব! আমিও সেই হইতে বিশিষ্ট ভক্তিযোগে সর্ব্বদা এই লিঙ্গ পূজায় নিরত হইয়া এই খানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম; এই কারণে আমার অতি বিস্তৃত আয়ুঃ হইয়াছে। আমার এই দীর্ঘায়ুষ্ট শঙ্করের প্রসাদেই ঘটিয়াছে; ইহাতে কারণান্তর নাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—আমিও আপনার সহিত একযোগে এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিব, অন্যত্র যাইব না; ইহাই আমার অভিপ্রায়। ৩৫৫—৩৬৬। লোমশ কহিলেন,—মহাভাগ! তুমি এইরূপ কর; তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। হরভক্ত ব্যক্তির কোন বাঞ্ছিতই দুর্লভ নহে। নাড়ীজঙ্ঘ, মার্কণ্ডেয়, গৃধ্র ও কৌশিক, ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব আবাসে গমন করুন, তুমি কচ্ছপের সহিত আমার আশ্রমে অবস্থান কর। অনন্তর অন্যান্য সকলে বলিলেন, —নরেশ্বর! আমরা তোমাকে ছাড়িয়া পুনরায় আর নিজালয়ে যাইব না। ভবদর্চ্চিত এই লিঙ্গের আরাধনা আমরাও করিব। এই বলিয়া তাঁহারা সকলেই লোমশ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন এবং ত্রিসন্ধ্যা লিঙ্গার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণীতীর্থের জল দ্বারা লিঙ্গের স্নান করাইয়া পদ্মাদি পুষ্পসমূহ দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মুনিসত্তম নারদ একদিন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নারদকে দেখিয়া পূজা করিলেন। পরে তিনি বিশ্রান্ত হইয়াছেন বুঝিয়া সেই আশ্রমবাসীরা সকলেই বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! আমরা বক, কৌশিক,

দর্শনাৎ। বকাদ্যাশ্চৈব চত্বারঃ কূর্ম্মান্তাশ্চ মহামুনে ॥ ৩৭৪ ॥ ন স বিজ্ঞায়তে কাপি কস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ। কিংরূপঃ কিম্প্রমাণশ্চ কিমাচারঃ ক সংস্থিতঃ ॥ ৩৭৫ ॥ স ত্বং যদি বিজানাসি যত্র তং সংস্থিতং মুনিম্। তদ্বদস্ব মহাভাগ ন কিঞ্চিত্তেঽস্ত্যগোচরম্ ॥ ৩৭৬ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। অহং জানামি তং সম্যক্ সংবর্ত্তং মুনিসত্তমম্। গুপ্তাচারেণ তিষ্ঠন্তং নান্যো বেত্তি কথঞ্চন ॥ ৩৭৭ ॥ বারাণস্যাং স্থিতো নিত্যং সোঽবধূতো মহামুনিঃ। বিবস্ত্রো মলদিগ্ধাঙ্গঃ সদারণ্যং সমাশ্রিতঃ ॥ ৩৭৮ ॥ ভিক্ষার্থং কুতপে কালে সমাগচ্ছতি তাং পুরীম্। পাণিপাত্রকৃতাহারো গৃহৈঃ কৈশ্চিৎ সদৈব হি ॥ ৩৭৯ ॥ ভূয়োঽপি যাতি সায়াহ্নে কিঞ্চিদেব বনান্তরম্। তস্যাং পূর্য্যাং তদ্রূপাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৮০ ॥ তিষ্ঠন্তি তাপসশ্রেষ্ঠাস্তস্য বক্ষ্যামি লক্ষণম্। ভবদ্ভিঃ স যথা জ্ঞেয়ো মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ৩৮১ ॥ বারাণস্যাঃ প্রতোল্যাং চ স্থাপনীয়ং সুযত্নতঃ কুণপং চৈব গুপ্তং চ যথা নো বেত্তি কশ্চন ॥ ৩৮২ ॥ যাস্যন্তি তাপসাঃ সর্ব্বে তমতিক্রম্য ভূরিশঃ। সংবর্ত্তো দিব্যদৃষ্টিস্তু শবং নাতিক্রমিষ্যতি ॥ ৩৮৩ ॥ নিবর্ত্তনং তু যশ্চক্রে ভূভাগাৎ কুণপাশ্রয়াৎ। স সংবর্ত্তঃ পরিজ্ঞেয়ঃ প্রষ্টব্যশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৩৮৪ ॥ যদি পৃচ্ছতি কেনাহং ভবতাং সন্নিবেদিতঃ। নারদেন ততো বাচ্যং স ত্বাং জানাতি বৈ সদা ॥ ৩৮৫ ॥ যদি পৃচ্ছতি ভূয়ঃ স নারদঃ ক স তিষ্ঠতি ॥ ৩৮৬ ॥ ততো বাচ্যো নিবেদ্য ত্বাং প্রবিষ্টো হব্যবাহনম্ ॥ ৩৮৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা নারদবচঃ সর্ব্বে বৈ লোমশাদয়ঃ। বারাণসীং পুরীং প্রাপ্তাস্তস্য দর্শনলালসাঃ ॥ ৩৮৮ ॥ প্রতোল্যাং কুণপং স্থাপ্য গুপ্তং লোকৈরলক্ষিতম্। স্বয়ং চৈব স্থিতা দূরং প্রেক্ষমাণাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩৮৯ ॥ ততস্তু কুতপে কালে সংবর্ত্তস্তু সমাগতঃ। যাদৃগ্রূপঃ পুরা প্রোক্তো নারদেন মহাত্মনা। ৩৯০ ॥ স দৃষ্ট্বা কুণপং তত্র দিব্যদৃষ্ট্যা মহামুনিঃ। নিবৃত্তঃ ক্ষুৎ-

গৃধ্র, কূর্ম্ম—এই চারি জন সম্বর্ত্তের দর্শনাবধিই শাপভ্রষ্ট অবস্থায় অবস্থিত আছি; কিন্তু তিনি কোথায় কোন্ স্থানে আছেন, তাহা আমরা জানিতেছি না। তাঁহার কিরূপ আকার প্রকার, কোথায় তিনি অবস্থিত, তাহা আমাদের অবিদিত; অতএব আপনি যদি সেই মুনির অবস্থিতিস্থান জানেন, তাহা হইলে বলুন। মহাভাগ! আপনার তো কিছুই অগোচর নাই। নারদ কহিলেন,—আমি সেই সম্বর্ত্তক মুনিকে বিশেষরূপেই জানি। তিনি গুপ্তাচারে অবস্থান করিতেছেন; অন্য কেহই তাঁহাকে কোনরূপে জানে না। সেই অবধূত মহামুনি নিত্য বারাণসীধামে অবস্থিত। তিনি বিবস্ত্র, মলদিগ্ধাঙ্গ, ও সদা অরণ্যবাসী; ভিক্ষার্থ কুতপ কালে তিনি প্রায়ই বারাণসীপুরে আগমন করেন। তিনি কোন কোন গৃহে পাণিমাত্র ভিক্ষা লইয়াই ভোজন করেন। অর্থাৎ তিনি ভিক্ষাপরিগ্রহ করেন না। এইরূপে ভোজন করিয়াই পুনরায় সায়াহ্নে তিনি বনান্তরে গমন করেন। ঐ পুরীতে তাদৃশ শত শত সহস্র সহস্র তাপসশ্রেষ্ঠ অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু আমার উপদেশে তাঁহাকে নিশ্চয়রূপে যাহাতে তোমরা জানিতে পার; সেই জন্য সেই মহামুনির লক্ষণ আমি বলিতেছি। তোমরা বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রথ্যাদেশে যত্নক্রমে একটা শব স্থাপন করিবে। এই কার্য্য এরূপ গোপনে করিবে, যেন অন্য কেহই তাহা জানিতে না পারে। অন্যান্য তাপসেরা দলে দলে সেই শবস্থান অতিক্রম করিয়া যাইবেন; কিন্তু দিব্যদৃষ্টি সম্বর্ত্ত শবাতিক্রম করিবেন না। ফলে যিনি সেই শবাধিষ্ঠিত ভূভাগ হইতে নিবর্ত্তন করিবেন, তাঁহাকেই সম্বর্ত্ত বলিয়া জানিবে এবং পরে তোমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কে তোমাদিগকে আমার সংবাদ বলিয়া দিল? তবে বলিবে, নারদ বলিয়া দিয়াছেন। তিনি আপনাকে বিশেষরূপেই জানেন। এই কথার পর আবার যদি সম্বর্ত্তমুনি জিজ্ঞাসেন যে, সেই নারদ এখন কোথায় আছেন? তাহা হইলে বলিবে যে, নারদ আপনার সংবাদ বলিয়া দিয়াই হব্যবাহনে প্রবেশ করিয়াছেন। ৩৬৭—৩৮৭। তখন লোমশাদি সকলেই নারদের সেই বাক্য শুনিয়া সম্বর্ত্তের দর্শনলালসায় বারাণসী পুরে আগমন করিলেন এবং লোকচক্ষুর অগোচরে রথ্যার উপর গোপনে একটা শব রাখিয়া নিজেরা দূরে অবস্থানপূর্ব্বক সেই দিকে দৃষ্টি দিয়া সযত্নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুতপকালে সম্বর্ত্ত আগমন করিলেন। মহাত্মা নারদ পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, দেখা গেল, তিনি সেইরূপই বটেন। মহামুনি সম্বর্ত্ত দিব্য দৃষ্টি দ্বারা রথ্যোপরি

পিপাসার্ত্তো নৈব শল্যমলঙ্ঘয়ৎ। ৩৯১। অথ তে তং সমুদ্দিশ্য পৃষ্ঠতোঽন্বযযুস্তদা। তিষ্ঠতিষ্ঠেতি জল্পন্তঃ প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি। ৩৯২। সোঽপি নির্ভর্ৎসয়ন্নেতান্নিবর্ত্তধ্বমিতি ব্রুবন্। মা গচ্ছত মৎসমীপমিতি প্রোচ্য পলায়িতম্। ৩৯৩। অথ দূরতরং গত্বা স প্রোবাচ ক্ষুধান্বিতঃ। ৩৯৪। কেনাদিষ্টোঽস্মি যুষ্মাকং স শীঘ্রং মে নিবেদ্যতাম্। শাপাগ্নৌ যেন তং পাপং ভস্মসাৎ প্রকরোম্যহম্। ৩৯৫। ত ঊচুঃ। নারদেন সমাখ্যাতো ভবানত্র স্থিতো হি নঃ। কথয়িত্বা ততো বহ্নৌ সম্প্রবিষ্টঃ স তৎক্ষণাৎ। ৩৯৬। সম্বর্ত্ত উবাচ। অহং তদেব কর্ত্তা চ তস্য দুষ্টস্য সাম্প্রতম্। নির্দ্দিষ্টো যেন যুষ্মাকং গুপ্তাচারং সমাশ্রিতঃ। ৩৯৭। ত ঊচুঃ। ভগবন্নারদেনোক্তস্ত্বমস্মাকং মহামুনে। চিরাদন্বেষ্যমাণানাং মান্যস্ত্বাং বেত্তি কশ্চন। ৩৯৮। তাবন্নিবেদ্য চাস্মাকং প্রবিষ্টো হব্যবাহনম্। তৎক্ষণাদেব বিপ্রেন্দ্র ন বিদ্মস্তত্র কারণম্। ৩৯৯। স-বর্ত্ত উবাচ। অহমপ্যতিসংক্রুদ্ধঃ শাপাৎ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ। ৪০০। এতদেব হি তস্যাজ্ঞ স্বয়মেব কৃতঞ্চ যৎ। তস্মাদ্বদথ মে শীঘ্রং কস্মাদ্যূয়ং সমাগতাঃ। ৪০১। চিরং স্থাস্যামি নাত্রাহং ভ্রমিষ্যামি পুরীং প্রতি। প্রাণযাত্রাকৃতে ভিক্ষাং করিষ্যামি স্বয়ং যতঃ। ৪০২। বিশল্যঃ ক্রিয়তাং মার্গঃ কুণপং হ্রিয়তাঞ্চ যৎ। নো চেচ্ছাপং প্রদাস্যামি যদ্যেবং ন করিষ্যথ। ৪০৩। তথাহং নৈব বক্তব্যঃ কস্তচিচ্চাত্র সংস্থিতঃ। অন্বেষয়তি মাং নিত্যং মরুত্তঃ পৃথিবীপতিঃ। ৪০৪। যজ্ঞার্থং নৈব তং ভূপং যাজয়িষ্যে কথঞ্চন। ধিষণেন পরিত্যক্তো গুরুণা স মহীপতিঃ। ৪০৫। গুরুপুত্রং চ মাং জ্ঞাত্বা ততোঽন্বেষয়তে হি মাম্। ৪০৬। ত ঊচুঃ। শাপভ্রষ্টা বয়ং সর্ব্বে উত্তামেঽপি বকাদয়ঃ। পক্ষিত্বং চৈব সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মশাপেন সন্মুনে। ৪০৭। মহেশ্বরগণাশ্চৈব বয়ং ত্রৈলোক্যবন্দিতাঃ। তির্য্যগ্‌যোনিং সমানীতা বৈরাগ্যং পরমং গতাঃ। ৪০৮। শাপান্তশ্চ সমাদিষ্টৈস্তৈর্বিপ্রৈঃ স্ত্রী-

শবসন্দর্শনপূর্ব্বক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াও নিবৃত্ত হইলেন। তিনি শল্য লঙ্ঘন করিলেন না। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎ দিক্ হইতে তৎকালে তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—মহামুনে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ; আমাদের উপর অনুগ্রহ বিতরণ করুন। কিন্তু সম্বর্ত্ত তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—তোরা ফিরিয়া যা; আমার সমীপে তোরা আইসিস্ না। এই বলিয়া তিনি ছুটিয়া চলিলেন। অনন্তর সেই ক্ষুধাকুল তাপস বহু দূরে গিয়া বলিলেন—কে তোদিগকে আমার কথা বলিয়া দিয়াছে? শীঘ্র তাহার নাম প্রকাশ করিয়া বল্। আমি সেই পাপিষ্ঠকে শাপাগ্নি দ্বারা এখনই ভস্মসাৎ করিব। তাহারা তদুত্তরে বলিল,—আপনি যে এই স্থানে আছেন, এ কথা নারদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি আপনার সংবাদ বলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ অনলে প্রবেশ করিয়াছেন। সম্বর্ত্ত কহিলেন,—সেই দুষ্টের প্রতি আমিও ঐরূপ বিধানই করিতাম,—যে, গুপ্তাচারস্থিত আমাকে তোমাদের নিকট বলিয়া দিয়াছে। তাহারা কহিল—ভগবন্! মহামুনে! নারদই আপনার কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। আমরা বহুদিন ধরিয়া আপনার অন্বেষণ করিয়াছি। কিন্তু সেই নারদ ব্যতীত অন্য কেহই আপনার সংবাদ জানেন নাই। তিনি আমাদিগের নিকট আপনার সংবাদ বলিয়াই সেই ক্ষণেই অনলে প্রবেশ করেন। হে বিপ্রেন্দ্র! আমরা ইহার কারণ কিছুই বুঝি নাই। সম্বর্ত্ত কহিলেন,—আমি অতি ক্রুদ্ধ, শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইব, ইহা বুঝিয়া সেই নারদ নিজেই ঐরূপ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমরা কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছ, শীঘ্র বল। আমি বেশী ক্ষণ এখানে থাকিব না; কেন না এই পুরী ভ্রমণ করিয়া প্রাণযাত্রানির্ব্বাহার্থ আমাকে ভিক্ষা করিতে হইবে। তোমরা শীঘ্র পথ শল্যশূন্য করিয়া দাও; শব অপসারিত কর। এরূপ না করিলে আমি শাপ প্রদান করিব। বিশেষতঃ এস্থানে আমি দাঁড়াইয়া আছি। এ অবস্থায় কিছুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। যজ্ঞযাজনার্থ রাজা মরুত্ত নিত্য আমার অন্বেষণ করিতেছেন; আমি কিছুতেই রাজার যাজন কার্য্য করিব না। সেই মহীপতি দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তাই গুরুপুত্র বোধে আমাকে তিনি অন্বেষণ করিতেছেন। ৩৮৮—৪০৬। তাহারা কহিল,—হে মুনে! আমরা বকাদি চারি জনই শাপভ্রষ্ট—ব্রহ্মশাপে পক্ষিত্ব প্রাপ্ত। আমরা ত্রিলোকস্থিত মহেশ্বরগণ হইয়াও তির্য্যগযোনি লাভ করিয়াছি। আমাদের পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের প্রতি অভিশাপ কারী তাহাই

সমুদ্ভবঃ। ভবোপদেশতস্তেন বকাদ্যাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৪০৯ ॥ তস্মাত্রাহি মহাভাগ পক্ষিত্বাৎ সাম্প্রতং বিভো ॥ ৪১০ ॥ নির্ব্বিণ্ণাশ্চিরকালং চ পক্ষিত্বস্ত নিষেবণাৎ। এতচ্চ কারণং নাস্ত্যত্র সঙ্গসমুদ্ভবম্ ॥ ৪১১ ॥ সংবর্ত্ত উবাচ। যদ্যেবং গম্যতাং শীঘ্রং চমৎকারপুরং প্রতি। ভর্ত্তৃযজ্ঞঃ স্থিতোঽপ্যত্র সর্ব্বসন্দেহহারকঃ ॥ ৪১২ ॥ স বৈ দাস্যতি সর্ব্বেষামুপদেশং সুশোভনম্ ॥ তেন প্রাপ্যাথ সন্দেহং পূর্ব্বীয়ং চ যথাস্থিতম্ ॥ ৩১৩ ॥ স পূর্ব্বং যাজ্ঞবল্ক্যোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ। ততো ভবান্তরেঽস্মিন্ কাত্যায়ন ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪১৪ ॥ ততো দেহান্তরং প্রাপ্য খ্যাতো বররুচির্দ্বিজঃ। ততো দেহান্তরেঽস্মিন্ বেশ্যাপুত্রো বভূব হ ॥ ৪১ ॥ আরাধিতা ব্রহ্মসুতা দেবী বাগ্রূপিণী সদা। ন চ তুষ্টা স্বয়ং দেবী কারণং বীক্ষ্য কিঞ্চন ॥ ৪১৬ ॥ ব্রাহ্মণেন প্রজাতস্তু দেহান্তং প্রাপ্য কিঞ্চন। তস্য বক্ত্রং সমাপন্না স্বয়মেব সরস্বতী ॥ ৪১৭ ॥ পূর্ব্বমারাধিতা নিত্যং ন সা ত্যজতি কর্হিচিৎ। তস্যাশ্চর্য্যমভূচ্চান্যদ্যজ্ঞে বেশ্যাসুতস্য হি ॥ ৪১৮ ॥ ব্রাহ্মসূত্রং সমভ্যেতি স্কন্ধে নির্যাতি গচ্ছতি ॥ ৪১৯ ॥ পূর্ব্বেষামেব লোকানাং যজ্ঞকর্ম্মসু সংস্থিতান্। স সন্দেহান্ হরত্যেব যথা নান্যোঽত্র কশ্চন ॥ ৪২০ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। গতাস্তে কুণপং যত্র সংবর্ত্তেন প্রণোদিতাঃ ॥ ৪২১ ॥ তচ্চাকৃষ্য ততঃ সর্ব্বে চমৎকারপুরং গতাঃ। বাস্তুস্থানপদে তীর্থে তং দৃষ্ট্বা তত্র সংস্থিতম্ ॥ ৪২২ ॥ প্রণিপত্য ততঃ প্রোচুঃ সর্ব্বে বিনয়সংস্থিতাঃ। ব্রহ্মশাপেন নির্দগ্ধা বয়ং চত্বার এব হি ॥ ৪২৩ ॥ পক্ষিত্বং সমনুপ্রাপ্তাস্ত্রয়ঃ কূর্ম্মত্বমস্তকঃ। য এতে চ ত্রয়োঽস্মাকং স্থিতাঃ পার্শ্বে মহত্তরাঃ ॥ ৪২৪ ॥ মার্কণ্ডঃ কথিতো হ্যেষ ইন্দ্রদ্যুম্নস্তথা পরঃ। তৃতীয়ো লোমশো নাম বিখ্যাতঃ সুমহাতপাঃ ॥ ৪২৫ ॥ জীবিতব্যস্য নির্ব্বিণ্ণস্ত্রয় এব চ সাম্প্রতম্। উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪২৬ ॥ সূত উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তৃযজ্ঞো মহামুনিঃ। অব্রবীৎ সুচিরং ধ্যাত্বা

অর্পিত হয়। শাপদাতা ব্রাহ্মণেরা আবার শাপান্তও নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশক্রমেই আমরা বকাদি জীবচতুষ্টয় ভবদীয় শরণাপন্ন হইয়াছি। অতএব হে বিভো মহাভাগ! আমাদিগকে পক্ষিত্ব হইতে পরিত্রাণ করুন। বহুকাল ধরিয়া পক্ষিযোনি ভোগে আমরা এক্ষণে নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছি। ইহাই আপনার সঙ্গলাভের কারণ, এতদ্ভিন্ন কারণান্তর নাই। সম্বর্ত্ত কহিলেন,—যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তবে তোমরা শীঘ্র চমৎকারপুরে গমন কর। সেখানে সর্ব্ব সন্দেহহর ভর্ত্তৃযজ্ঞ অবস্থান করিতেছেন। তিনিই তোমাদিগকে সুশোভন উপদেশ প্রদান করিবেন। যদি পূর্ব্ব সন্দেহ কিছু থাকে, তবে তাহারও সদুত্তর তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইবে। তিনি পূর্ব্বে সর্ব্বশাস্ত্রপারগ যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন। অনন্তর জন্মান্তরে তিনি কাত্যায়ন নামে প্রখ্যাত হন। তৎপর জন্মে তিনিই দ্বিজ বররুচি নামে খ্যাতিলাভ করেন। অনন্তর অন্য জন্মে তিনি এক বেশ্যাপুত্র হইয়া জন্ম লয়েন এবং বাগ্রূপী দেবী ব্রহ্মসুতাকে সর্ব্বদা আরাধনা করেন, কিন্তু বাগ্দেবী কোন কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেকালে স্বয়ং তুষ্ট হন না। অনন্তর দেহান্ত প্রাপ্ত হইয়া তিনি কোন ব্রাহ্মণ হইতে জন্ম লয়েন। তখন সরস্বতী তুষ্ট হইয়া নিজেই তাঁহার বদনে বাস করেন। সরস্বতী পূর্ব্বে আরাধিত হইয়াছিলেন; তাই নিত্যই তিনি তাঁহার বদনে অধিষ্ঠিত; কদাচ তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। সেই বেশ্যাসুত সম্বন্ধে আরও একটা আশ্চর্য্যব্যাপার এই যে, যজ্ঞস্থলে তাঁহার স্কন্ধে ব্রহ্মসূত্র নিজেই যাতায়াত করে। পূর্ব্বতন লোকদিগের যজ্ঞকর্ম্মসমূহে যত কিছু সন্দেহ, তাহা তিনি যেরূপ হরণ করিতে পারেন, অন্য কেহই সেরূপ পারে না। সূত কহিলেন,—সম্বর্ত্ত মুনির সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিলেন এবং সম্বর্ত্তের প্রেরণায় সেই শবাধিষ্ঠিত স্থানে গমন করিলেন। তথায় শব অপসারণান্তে সকলেই চমৎকারপুরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন,—ভর্ত্তৃযজ্ঞ মুনি বাস্তুস্থানপদ নামক তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। দর্শনমাত্র তাঁহারা প্রণিপাতপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন,—আমরা চারিজন ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হইয়াছি। আমাদের মধ্যে তিনজনের পক্ষিত্ব, অপর জনের কূর্ম্মত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। আমাদের পার্শ্বে এই যে তিন মহাপুরুষ আছেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন মার্কণ্ডেয়, দ্বিতীয় জন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, আর তৃতীয় ব্যক্তি বিখ্যাত মহাতপা লোমশ মুনি। তিন জনই জীবন সম্বন্ধে সম্প্রতি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব উপদেশ প্রদানে অনুগৃহীত করুন। ৪০৫-৪২০। সূত কহিলেন,—মহামুনি ভর্ত্তৃযজ্ঞ তাঁহা-

জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৪২৭ ॥ যূয়ং সপ্তৈব লিঙ্গানি স্থাপয়ধ্বং সমাগতাঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে নাম্না চৈবান্তিকে বিভোঃ ॥ ৪২৮ ॥ ততো দানানি সপ্তৈব তেষামগ্রে প্রযচ্ছত। কুলপর্ব্বতসংজ্ঞানি সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ৪২৯ ॥ ততঃ প্রাপ্স্যথ চাভীষ্টং বপুর্দিব্যং মনোরমম্। গণত্বং দেবদেবস্য ত্রিনেত্রস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৩০ ॥ ত ঊচুঃ। প্রকীর্ত্তয় বিভো দানং তেষাং যচ্ছামহে যথা। প্রমাণং চ বিধানং চ বিস্তরেণ মহামুনে ॥ ৪৩১ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞ উবাচ। দেয়ো হেমময়ো মেরুঃ কৈলাসো রজতোদ্ভবঃ। কার্পাসেন হিমাদ্রিস্তু গুড়জো গন্ধমাদনঃ ॥ ৪৩২ ॥ সুবেলস্তু তিলৈর্দ্দেয়ো বিন্ধ্যঃ শর্করয়া তথা। লবণেন তথা শৃঙ্গী যথোক্তবিধিনা ততঃ ॥ ৪৩৩ ॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সংস্থাপ্য বিধিপূর্ব্বকম্। সপ্তলিঙ্গানি তৈঃ পশ্চাৎ প্রদত্তাঃ কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৪৩৪ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরস্যাগ্রে ইন্দ্রদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্। মেরুং হেমময়ং কৃত্বা ভর্ত্তৃযজ্ঞমতে স্থিতঃ ॥ ৪৩৫ ॥ মার্কণ্ডেশ্বরদেবস্য মার্কণ্ডেন চ ধীমতা। কৈলাসো রাজতো দত্তো ভক্তিপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৩৬ ॥ কার্পাসো হিমবান্ দত্তঃ পালকেন দ্বিজাতয়ে। গন্ধমাদনসংজ্ঞস্তু প্রদত্তো গুড়জঃপুরঃ ॥ ৪৩৭ ॥ ঘণ্টকেশ্বরদেবস্য ঘণ্টকেন দ্বিজোত্তমাঃ। কচ্ছপেন তু সন্দত্তঃ সুবেলঃ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥ ৪৩৮ ॥ কচ্ছপেশ্বরদেবস্য পুরস্তিলময়স্তথা। শার্করস্তু তদা শৈলঃ প্রদত্তো ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৩৯ ॥ শৈল ঈশানসংজ্ঞেন নিজদেবস্য চাগ্রতঃ। বানরেশ্বরদেবস্য পুরতো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৪০ ॥ গৃধ্রেণাথ প্রদত্তস্তু লবণাখ্যো মহাগিরিঃ। শৃঙ্গী নাম মহাভাগ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ৪৪১ ॥ তত্রাশ্চর্য্যমভূদ্বিপ্রা দত্তমাত্রৈর্নগোত্তমৈঃ। পক্ষিত্বং নির্গতং তেষাং কূর্ম্মত্বমিতরস্য চ ॥ ৪৪২ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সর্ব্বে তে তৎপ্রভাবতঃ। দিব্যমাল্যাম্বরধরা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ। সঞ্জাতা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা যে চ তৎসম্মুখে স্থিতাঃ ॥ ৪৪৩ ॥ বিমানানি চ সর্ব্বেষাং সমায়াতানি তৎক্ষণাৎ। ভর্ত্তৃযজ্ঞমনুপ্রাপ্য প্রণিপত্য চ তান্ দ্বিজান্। কৈলাসং পর্ব্বতং প্রাপ্তা বিমানবরমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৪৪ ॥ এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যথা তল্লিঙ্গসপ্তকম্। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সঞ্জাতং পাপনাশনম্ ॥ ৪৪৫ ॥ অন্যোঽপি যঃ পুনস্তেষাং

দেব সেই বাক্য শুনিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানান্তে দিব্য চক্ষে সকলই জানিলেন; জানিয়া বলিলেন—তোমরা অভ্যাগত, সকলেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে ভগবান্ হাটকেশ্বরের নিকটে সপ্ত শিবলিঙ্গ স্থাপন কর। অনন্তর তাঁহাদের অগ্রভাগে সর্ব্বপাপহর কুলাচলাখ্য সপ্ত মহাদান অর্পণ কর। এইরূপ করিলেই পরে তোমরা দেবদেব ত্রিশূলীর গণত্বরূপ দিব্য মনোরম অভীষ্ট বপু প্রাপ্ত হইবে। তাঁহারা কহিলেন,—হে বিভো! কিরূপ দান করিব, তাহা যথাযথ কীর্ত্তন করুন। হে মহামুনে! ঐ দানের প্রমাণ এবং বিধি বিস্তৃতরূপেই বলিয়া দিন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ কহিলেন,—হেমময় সুমেরু, রজতময় কৈলাস, কার্পাসময় হিমাদ্রি, গুড়ময় গন্ধমাদন, তিলময় সুবেল, শর্করাময় বিন্ধ্য এবং লবণময় শৃঙ্গবান্ গিরি যথাবিধি প্রদান করিতে হয়। সূত কহিলেন,—তাঁহারা ভর্ত্তৃযজ্ঞের উপদেশ পাইয়া বিধিপূর্ব্বক সপ্তলিঙ্গ স্থাপনান্তে কুলপর্ব্বত সকল প্রদান করিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভর্ত্তৃযজ্ঞের উপদেশমত স্বপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের সম্মুখে হেমময় মেরু নির্ম্মাণপূর্ব্বক দান করিলেন। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় মার্কণ্ডেয়েশ্বরের অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক রাজত কৈলাস দান করিলেন। পালক, দ্বিজাতিকে কার্পাস-হিমালয় দান করিলেন। ঘণ্টক ঘণ্টেশ্বর দেবের অগ্রে গন্ধমাদনাখ্য গুড়ময় পর্ব্বত দান করিলেন। কচ্ছপ কচ্ছপেশ্বরদেবের সম্মুখে তিলময় শ্রেষ্ঠ সুবেল শৈল দান করিলেন। ঈশান ঈশানদেবের অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক শার্কর শৈল দান করিলেন এবং গৃধ্র বানরেশ্বর দেবের সম্মুখে শ্রদ্ধাপূতচিত্তে লবণময় শৃঙ্গবান্ মহাশৈল দান করিলেন। হে বিপ্রগণ! তখন একটা বড়ই আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল যে, যেমন তাঁহারা ঐ সকল শৈলবর অর্পণ করিলেন, অমনি তাঁহাদের পক্ষিত্ব অপগত হইল এবং কচ্ছপের কচ্ছপত্বও তিরোহিত হইয়া গেল। এই সময় সকলেই সেই দানপ্রভাবে দিব্যমাল্যাম্বরধর ও দিব্য গন্ধে অনুলিপ্তাঙ্গ হইলেন। সেই সেই লিঙ্গ সমীপে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপদে উপনীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সকলের জন্য বিমানশ্রেণী আগমন করিল। তখন তাঁহারা ভর্ত্তৃযজ্ঞের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক উত্তম উত্তম বিমানারোহণে সকলেই কৈলাস প্রাপ্ত হইলেন।৪২৭ ৪৪৪। হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে যেরূপে পাপহর সপ্ত লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহা এই আমি তোমার নিকট সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। অন্য

লিঙ্গানাং ভক্তিসংযুক্তঃ। কুলপর্ব্বতদানঞ্চ কুর্য্যাৎ সোঽপি শিবং ব্রজেৎ॥ ৪৪৬॥ তানি লিঙ্গানি যো মর্ত্ত্যঃ প্রাতরুত্থায় বীক্ষতে। অজ্ঞানবিহিতাৎ পাপাৎ সোঽপি মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৪৭॥ যশ্চৈতান্ পর্ব্বতান্ সপ্ত ক্রমেণাত্র প্রযচ্ছতি। দ্বিজাতিভ্যঃ স্বলিঙ্গানাং পুরতস্ত্রিদিবং ব্রজেৎ॥ ৪৪৮॥ স্থিত্বা কল্পান্তরং তত্র সংসেব্য চ বরাপ্সরাঃ। দিব্যান্ ভোগাংশ্চ সংসেব্য যদা ভূমৌ প্রজায়তে। চক্রবর্ত্তিত্বমাসাদ্য সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে॥ ৪৪৯॥ একেন তু প্রদত্তেন জায়তে পাপসংক্ষয়ঃ। দ্বাভ্যাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বাঞ্ছিতানি ফলানি চ॥ ৪৫০॥ ত্রিভিঃ সঞ্জায়তে রাজা চতুর্ভির্মণ্ডলেশ্বর। ভারতস্য চ খণ্ডস্য স্বামী ভবতি পঞ্চভিঃ॥ ৪৫১॥ জম্বুদ্বীপাধিপঃ ষড়্ভিশ্চক্রবর্ত্তী চ সপ্তভিঃ। বিধিবৎ পর্ব্বতৈর্দত্তৈরেতদাহ পিতামহঃ॥ ৪৫২॥ নরঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ সদা জন্মনিজন্মনি। ন দুঃখিতো দরিদ্রো বা ব্যাধিতো বা প্রজায়তে॥ ৪৫৩॥ সৌভাগ্যসুখসংযুক্তঃ সুদেহো রত্নবান্ ভবেৎ। সর্ব্বশত্রুবিনির্ম্মুক্তঃ প্রতাপী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪৫৪॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভূমিপালৈর্বিশেষতঃ। এতে চ পর্ব্বতা দেয়া উদ্দিশ্য নিজদেবতাঃ॥ ৪৫৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সপ্তলিঙ্গোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭১॥

যে কোন ব্যক্তিও সেই হাটকেশ্বরস্থ লিঙ্গসমূহের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক কুলপর্ব্বত প্রদান করিবে, সেও সাক্ষাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে। যে সকল মর্ত্ত্য প্রভাতে উঠিয়া সেই সকল লিঙ্গ নিরীক্ষণ করে, তাহারাও অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃত পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরাদি সপ্ত লিঙ্গের সম্মুখে ক্রমে ক্রমে উক্ত সপ্তাচল দ্বিজাতি-দিগকে অর্পণ করিবে, তাহার স্বর্গবাস হইবে। সে তথায় এক কল্পকাল বাস করিয়া বরাপ্সরা ও দিব্য দিব্য ভোগ সকল উপভোগপূর্ব্বক ভূতলে যখন জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তাহার চক্রবর্ত্তিত্ব ও সার্ব্ব-ভৌমিক রাজ্য লাভ হইবে। ঐ স্থানে একটী পর্ব্বত প্রদানে পাপক্ষয় হয়; দুইটী পর্ব্বত দানে পুত্র, পৌত্র ও বাঞ্ছিত ফল, তিন পর্ব্বত দানে রাজত্ব, চারিটী পর্ব্বত প্রদানে মণ্ডলেশ্বরত্ব, পঞ্চ পর্ব্বত দানে ভারত ভূখণ্ডের অধীশ্বরত্ব, ছয় পর্ব্বত দানে সমগ্র জম্বুদ্বীপের আধিপত্য, এবং সপ্ত পর্ব্বত দানে চক্রবর্ত্তিত্ব লব্ধ হইয়া থাকে। পিতামহ বলিয়া-ছেন—বিধিপূর্ব্বক ঐ সকল পর্ব্বত প্রদানে নরগণ জন্মে জন্মে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হয়। কখনই তাহাকে দুঃখিত, দরিদ্র বা ব্যাধিত হইতে হয় না। ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যসুখে অন্বিত, সুদেহ, রত্নাঢ্য, সর্ব্ব-শত্রু-বিনির্ম্মুক্ত, প্রতাপবান ও বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। অতএব সকলেরই বিশেষতঃ ভূমিপাল-দিগের বিশেষ যত্নের সহিত স্ব স্ব দেবতার উদ্দেশে পর্ব্বত প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৪৪৫—৪৫৫।

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭১।

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যদেতত্ত্বয়া প্রোক্তমীশানস্য মহীপতেঃ। ঈশ্বরেণ পুরা দত্তমায়ুর্যাবৎ স্ববাসরম্॥ ১॥ কিম্প্রমাণং ভবেত্তস্য দিবসস্য ব্রবীহি নঃ॥ ২॥ সূত উবাচ। অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি প্রমাণং দিবসস্য তু। মাহেশ্বরস্য বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রূয়তাং গদতঃ স্ফুটম্। নিমেষস্য চতুর্ভাগস্ত্রুটিঃ স্যাত্তদ্দ্বয়ং লবঃ॥ ৩॥ লবদ্বয়ং যবঃ প্রোক্তঃ কাষ্ঠা তে দশ পঞ্চ চ। ত্রিংশৎকাষ্ঠাঃ কলামাহুঃ ক্ষণস্ত্রিংশৎকলো মতঃ॥ ৪॥ ক্ষণৈঃ ষষ্ট্যা পলং প্রোক্তং ষষ্ট্যা তেষাং চ নাড়িকা। নাড়িকাদ্বিতয়েনৈব মুহূর্ত্তং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৫॥ ত্রিংশন্মুহূর্ত্তমুদ্দিষ্টমহোরাত্রং মনীষিভিঃ। মাসস্ত্রিংশদহোরাত্রৈর্দ্বৌ দ্বৌ মাসাবৃতুং বিদুঃ॥ ৬॥ ঋতুত্রয়ং

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! তুমি বলিয়াছ, পূর্ব্বে ঈশ্বর ঈশানাখ্য ব্রাহ্মণকে স্বীয় এক দিবস-যাবৎ আয়ু অর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমা-দিগকে বল, তাঁহার দিবসের মান কত? সূত কহিলেন,—আমি আপনাদিগকে ঈশ্বরের দিবস-মান বলিতেছি। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আপনারা তাহা সুব্যক্তভাবে আমার মুখে শ্রবণ করুন। নিমেষের চতুর্ভাগ ত্রুটি, দুই ত্রুটিতে এক লব, দুই লবে এক যব, পঞ্চদশ যবে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎকলায় এক ক্ষণ, ষষ্টি ক্ষণে এক পল, ষষ্টি পলে এক নাড়িকা, দুই নাড়ি-কায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎমুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস, দুই দুই মাসে এক

চাপ্যয়নদ্বয়েন যৎ তু বৎসরম্ । মানুষাণাং হি সর্ব্বেষাং স এব পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥ স দেবানামহোরাত্রঃ পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে। অয়নং চোত্তরং শুক্রং যদ্দেবানাং দিনং চ তৎ। যদ্দক্ষিণং তু সা রাত্রিঃ শুভকর্ম্মবিগর্হিতা ॥ ৮ ॥ যথা সুপ্তো ন গৃহ্ণাতি কিঞ্চিদ্ভোগাদিকং নরঃ। তথা দেবাশ্চ যজ্ঞাংশান্ন গৃহ্ণন্তি কথঞ্চন ॥ ৯ ॥ অনেনৈব তু মানেন মানবেন দ্বিজোত্তমাঃ। লক্ষৈঃ সপ্তদশাখ্যৈস্তু বৎসরাণাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০ ॥ অষ্টাবিংশৎসহস্রৈস্তু বৎসরাণাং কৃতং যুগম্। তস্মিন্ শ্বেতোঽভবদ্বিষ্ণুর্ভগবান্ যো জগদ্গুরুঃ ॥ ১১ ॥ লোকাঃ পাপবিনির্মুক্তাঃ শান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। দীর্ঘায়ুষস্তথা সর্ব্বে সদৈব তপসি স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ যো যথা জন্ম চাপ্নোতি তথা স ম্রিয়তে নরঃ। ন পুত্রসম্ভবো মৃত্যুর্বীক্ষ্যতে জনকৈঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥ কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো দম্ভো মৎসর এব চ। ন জায়তে নৃণাং তত্র যুগে তু দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৪॥ ততস্ত্রেতাযুগং ভাবি দ্বিতীয়ং মুনিসত্তমাঃ। পাদেনৈকেন পাপং তু রৌদ্রং ধর্ম্মে তদাবিশৎ ॥ ১৫ ॥ ততো রক্তত্বমভ্যেতি ভগবান্ মধুসূদনঃ। পাপাংশেঽপি চ সম্প্রাপ্তে সম্পর্দ্ধো জায়তে জনঃ ॥ ১৬ ॥ স্বর্গমার্গকৃতে সর্ব্বে চক্রুর্যজ্ঞাংস্ততঃ পরম্। অগ্নিষ্টোমাদিকাংস্তত্র বহুহোমাদিকাংস্তথা ॥ ১৭ ॥ দেবলোকাংস্ততো যান্তি মূলাদ্যাবচ্চতুর্দ্দশ। ব্রহ্মলোকস্য পর্য্যন্তং স্বকীয়ৈর্যজ্ঞকর্ম্মভিঃ ॥ ১৮ ॥ কিঞ্চিৎ স্বল্পায়ুষস্তত্র জায়ন্তে স্পর্দ্ধয়ান্বিতাঃ। পরং তত্রাপি নো যান্তি মৃত্যুং পুত্রাঃ কথঞ্চন ॥ ১৯ ॥ জনকে বিদ্যমানে চ স্বল্পদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। কামক্রোধাদয়ো যে চ ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ২০ ॥ একয়া বেলয়া তত্র বাপিতং শস্যমুত্তমম্। সপ্তবারান্ প্রগৃহ্ণন্তি বৈশ্যাঃ কৃষিপরায়ণাঃ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বা ঘটস্রবা গাবো মহিষ্যশ্চ চতুর্গুণম্। প্রযচ্ছন্তি তথা ক্ষীর-মুষ্ট্র্যস্তাসাং চতুর্গুণম্ ॥ ২২ ॥ অজাবিকাস্তথা পাদং নার্য্যঃ সর্ব্বাস্তথৈব চ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নাঃ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতাঃ। শাপানুগ্রহকর্ত্তারো সমর্থাঃ সন্তি চ ॥ ২৩ ॥ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষাত্রধর্ম্মেণ পালয়ন্তি বসুন্ধরাম্। ন তত্র দৃশ্যতে চৌরো ন চ জারঃ কথ-

এক ঋতু, তিন তিন ঋতুতে এক এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর; মনীষিগণের মতে ইহাই মানুষমানের বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই যে মানুষ বৎসর, পুরাণ-পণ্ডিতগণ বলেন, ইহাই দেবগণের এক অহোরাত্র। শুক্ল উত্তরায়ণ, দেবগণের দিন, আর যাহা দক্ষিণায়ন, তাহাই তাঁহাদের শুভকর্ম্মগর্হিতা রাত্রি। যেমন সুপ্ত নর ভোগাদি কিঞ্চিৎ বস্তুই গ্রহণ করে না, তেমনি দেবগণও এই দক্ষিণায়নে স্বস্বযজ্ঞভাগ কিছুই গ্রহণ করেন না। হে দ্বিজবরগণ! এই মানবমানের সপ্তদশলক্ষ অষ্টাবিংশৎসহস্র বৎসরে কৃতযুগের পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে। এই যুগে জগদ্গুরু ভগবান্ বিষ্ণু শ্বেতবর্ণ হন। লোক সকল পাপমুক্ত, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, দীর্ঘজীবী ও সর্ব্বদাই তপোনিরত হইয়া থাকে। লোক যেমন যেমন জন্মে, সেই সেইরূপেই মৃত্যু হয়, অর্থাৎ মরণের অগ্রপশ্চাৎকাল অতিক্রম করিয়া কেহই মরে না। যাহারা জনক, তাঁহারা কখন পুত্রের মৃত্যু নিরীক্ষণ করে না। ফলে তাহারা পূর্ব্বে জন্মিয়াছে; সুতরাং পুত্রের জীবদ্দশাতেই পূর্ব্বে তাহাদের মৃত্যু হয়। হে দ্বিজবরগণ! এই যুগে নরগণের কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ বা মাৎসর্য্য নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! কৃতের পর দ্বিতীয় ত্রেতাযুগের আবির্ভাব। এ যুগে ঘোর পাপ এক পাদে ধর্ম্মে প্রবেশ করে। ১—১৫। এই জন্য ভগবান্ মধুসূদন রক্তবর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। পাপাংশের সংশ্রবে এ যুগের জনসাধারণ কিঞ্চিৎ স্পর্দ্ধাসম্পন্ন হয়। স্বর্গমার্গ লাভের জন্য অগ্নিষ্টোমাদি ও বহু হোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠান সকলেই করিয়া থাকে। এবং স্ব স্ব যজ্ঞ কর্ম্মের ফলে সকলেই দেবলোকে যায়। এমন কি অধোলোক হইতে ব্রহ্মলোকাবধি চতুর্দ্দশ লোকেই তাহারা গমন করে। এই যুগের লোক স্পর্দ্ধান্বিত বলিয়া কিঞ্চিৎ স্বল্পায়ুঃসম্পন্ন; পরন্তু এ যুগেও জনক বিদ্যমানে পুত্রগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। এই সময়কার লোক স্বল্প দোষবিশিষ্ট বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কামক্রোধাদি রিপু সকল তাহাদের থাকে এবং নাও থাকে। এযুগে কৃষিকুশল বৈশ্যগণ একবার শস্য বপন করে, আর সপ্তবার তাহার ফল প্রাপ্ত হয়। গো সকল ঘটপরিমাণ দুগ্ধ দান করে, মহিষী সকল তাহার চতুর্গুণ এবং উষ্ট্রী সকল তাহারও চতুর্গুণ দুগ্ধ অর্পণ করিয়া থাকে, অজা বিকা ও সমস্ত স্ত্রীলোকেরা উক্ত পরিমাণের চতুর্থাংশ দুগ্ধ প্রদান করে। ক্ষত্রিয়গণ বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ এবং শাপানুগ্রহ-বিতরণে সমর্থ হইয়া ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে বসুন্ধরা পালন করেন। তৎ-

ক্ষনঃ। স্বধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্চৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥ তচ্চ দ্বাদশভির্লক্ষৈর্বৎসরাণাং প্রকীর্ত্তিতম্। ষন্নবত্যা সহস্রৈস্ত দ্বিতীয়ং যুগমুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ ততশ্চ দ্বাপরং ভাবি তৃতীয়ং দ্বিজসত্তমাঃ। দ্বৌ পাদৌ তত্র পাপস্য দ্বৌ চ ধর্ম্মস্য সংস্থিতৌ। ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কপিলস্তত্র জায়তে ॥ ২৬ ॥ তচ্চাষ্টলক্ষমানেন বৎসরাণাং প্রকীর্ত্তিতম্। চতুঃষষ্টিভিরন্যৈস্তু সহস্রাণাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৭ ॥ কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো দম্ভো মৎসর এব চ। ষড়েতে তত্র জায়ন্তে ঈর্ষ্যা চৈব তু সপ্তমী ॥ ২৮ ॥ অথ সংসেবিতাস্তৈস্তু মানবাশ্চ পরস্পরম্। বিরুদ্ধাংশ্চ প্রকুর্ব্বন্তি নাপ্নুবন্তি যথা দিবম্ ॥ ২৯ ॥ কেচিত্তত্রাপি জায়ন্তে শান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। ন সর্ব্বেহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা যতোহৰ্দ্ধং পাতকস্য তু ॥ ৩০ ॥ ততঃ কলিযুগং প্রোক্তং চতুর্থঞ্চ সুদারুণম্। একপাদো বৃষো যত্র পাপং পাদৈস্ত্রিভিঃ স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥ কৃষ্ণত্বং যাতি দেবোহপি তত্র চৈব চতুর্ভুজঃ। একপাদোহপি ধর্ম্মস্য যাবত্তাবৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩২ ॥ পশ্চান্নাশং সমভ্যেতি যাবত্তাবচ্ছনৈঃশনৈঃ। প্রমাণং তস্য নির্দ্দিষ্টং লক্ষাশ্চত্বার এব হি ॥ ৩৩ ॥ দ্বাত্রিংশচ্চ সহস্রাণি যুগস্যাস্তিমস্য চ। কলিনা তত্র সংস্পৃষ্টা মর্ত্ত্যাঃ সর্ব্বে পরস্পরম্ ॥ ৩৪ ॥ বিবুধৈস্তে প্রবর্ত্তন্তে রাগদ্বেষপরায়ণাঃ। যস্য যস্য গৃহে বিত্তং তথা নার্য্যো মনোরমাঃ ॥ ৩৫ ॥ তেনতেন সমং মৈত্রীং কলৌ কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। বিধবানাং যতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চ তপস্বিনাম্ ॥ ৩৬ ॥ লোকদ্বয়বিনাশঃ স্যাদ্যতশ্চেতো ন শুধ্যতি। প্রাবৃট্কালেহপি সম্প্রাপ্তে দুর্ভিক্ষেণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ভ্রমন্তি চ কলৌ লোকা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ। জানাতি চাপি তনয়ঃ পিতা চেন্নিধনং ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥ ততোহহং গৃহপো ভূয়াং বান্ধবো হ্যপি বান্ধবম্। স্নুষাপি বেত্তি চিত্তেন যদি শ্বশ্রূঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥ মম স্যাদ্ গৃহ ঐশ্বর্য্যং তৎসর্ব্বং নান্যথা ব্রজেৎ। কাব্যৈরুপহতা বেদাঃ পুত্রা জামাতৃকৈস্তথা ॥ ৪০ ॥ শ্যালকৈর্বান্ধবাশ্চৈব হ্যসতীভিঃ কুলস্ত্রিয়ঃ। শূদ্রাস্ত পশ্বিনশ্চৈব শূদ্রা ধর্ম্মস্য সূচকাঃ ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণানাং ততঃ শূদ্রা উপদেশং বদন্তি চ। অল্পোদকাস্তথা মেঘা অল্পশস্যা চ মেদিনী ॥ ৪২ ॥ অল্পক্ষীরাস্তথা গাবঃ ক্ষীরে সর্পিস্তথাল্পকম্। সর্ব্বভক্ষাস্তথা বিপ্রা নৃপা

কালে চোর বা জার দেখা যায় না; সকলেই স্বধর্ম্মনিরত এবং সর্ব্ব বর্ণই সুব্যবস্থান্বিত। এই দ্বিতীয় ত্রেতাযুগের পরিমাণ—মানুষমানের দ্বাদশ লক্ষ ষণ্ণবতি সহস্র বৎসর। হে দ্বিজগণ! অনন্তর তৃতীয় দ্বাপর যুগের আবির্ভাব হয়। এ যুগে পাপের দুই পাদ এবং ধর্ম্মের দুই পাদ অবস্থিত। ভগবান্ বাসুদেব ঐ কালে কপিলবর্ণ হন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মানুষমানের অষ্টলক্ষ চতুঃষষ্টি সহস্র বৎসর ঐ যুগের পরিমাণ। এ যুগে নরগণের কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড় রিপু এবং ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইয়া থাকে। অনন্তর তদনীন্তন মানবগণ ঐ সকল রিপুসেবিত হইয়া পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে থাকে যে, তাহাতে তাহাদের স্বর্গ প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে। এ যুগেও কেহ কেহ শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয় হয়; পরন্তু সকলে নহে। কেননা পাতক অর্দ্ধ পরিমাণে থাকিয়া যায়। অনন্তর সুদারুণ চতুর্থ কলিযুগ। এ যুগে ধর্ম্ম এক পাদে এবং পাপ ত্রিপাদে অবস্থিত। চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেবও এ কালে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই কালের এক পাদ ধর্ম্মও যখনই প্রবর্ত্তিত হয়, পশ্চাৎ তখনই আবার শনৈঃ শনৈঃ তাহা নাশ পাইতে থাকে। মানুষমানের চারিলক্ষ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর কলিযুগের পরিমাণ। কলিস্পৃষ্ট মানবগণ পরস্পর রাগদ্বেষে নিরত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যাহার যাহার গৃহে ধন আছে অথবা যে যে ব্যক্তির গৃহে মনোহারিণী রমণী আছে, সেই সেই ব্যক্তির সহিতই কলিকালের মানব মৈত্রী স্থাপন করে। এই কালের বিধবা, যতি বা তপস্বীদিগের উভয় লোকই নষ্ট হয়; কেননা তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় না। কলিকালের লোক প্রাবৃটকালেও দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া গগনার্পিত নয়নে ভ্রমণ করিতে থাকে। এই কালে পুত্র মনে করে, পিতা যদি মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আমিই গৃহের কর্ত্তা হইব। পুত্রবধূ মনে করে, যদি শ্বশ্রূ মরিয়া যায়, তাহা হইলে আমিই এই সমস্ত গৃহৈশ্বর্য্যের কর্ত্রী হইব। ইহার অন্যথা হইবে না। এ যুগে বেদ সকল কাব্য দ্বারা, পুত্রগণ জামাতা দ্বারা, বান্ধবগণ শ্যালক দ্বারা এবং কুলস্ত্রীগণ অসতী রমণী দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। শূদ্রগণ তপস্বী ধর্ম্ম বক্তার পদে অধিষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্মণদিগকে উপদেশ প্রদান করে। মেঘ সকল অল্পোদকশালী, মেদিনী অল্পশস্যসমন্বিতা, গোগণ অল্প ক্ষীরবিশিষ্ট, ক্ষীরে অল্প সর্পি,

নিষ্করুণাস্ততঃ। কৃষ্যা লজ্জন্তি বৈশ্যাশ্চ শূদ্রা ব্রাহ্মণপ্রেষকা॥ ৪৩॥ হেতুবাদরতা যে চ ভণ্ডবিদ্যাপরাশ্চ যে। তে তে স্যুর্ভূমিপালস্য সদাভীষ্টাঃ কলৌ যুগে॥ ৪৪॥ শ্বঃশ্বঃপাপীয়দিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা। অতিক্রান্তশুভাঃ কালাঃ পর্য্যুপস্থিতদারুণাঃ॥ ৪৫॥ যথাযথা যুগং ভাবি বৃদ্ধিং যান্তি স্ত্রিয়ো নরাঃ। তথাতথা প্রযান্তি স্ম লঘুত্বং জন্তুভিঃ সহ॥ ৪৬॥ বর্ষে দ্বাদশমে চৈব কন্যা স্বান্তর্ভসংযুতা॥ ৪৭॥ ততঃ ষোড়শমে বর্ষে নরাঃ পলিতযৌবনাঃ। শৌচাচারপরিত্যক্তা নিজকার্য্যপরাস্তথা॥ ৪৮॥ ভবিষ্যন্তি যুগস্যান্তে নরাঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রকাঃ। গৃহং চ তেহথ কুর্ব্বন্তি বিলৈরাখুসমুদ্ভবৈঃ॥ ৪৯॥ তথা প্রাবরণং তেষাং কৃমিবস্ত্রং ভবিষ্যতি। একবর্ণা ভবিষ্যন্তি বর্ণাঃ সর্ব্বে ততঃ পরম্। ম্লেচ্ছীভূতা দুরাচারা ধর্ম্মকৃত্য-বিদূষকাঃ॥ ৫০॥ এবং জাতে ততো লোকে ব্রাহ্মণো হরিপিঙ্গলঃ। কল্কিগোত্রসমুৎপন্নস্তান্ সর্ব্বান্ সূদয়েত্ততঃ॥ ৫১॥ পশ্চাৎ কৃতযুগং ভাবি ভূয়োহপি দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৫২॥ এবং যুগসহস্রেণ সূত্রাজ্ঞেন ততঃ পরম্। ব্রহ্মণো দিবসং ভাবি রাত্রিশ্চৈব ততঃপরম্॥ ৫৩॥ তত্রস্থানেন মানেন ষষ্ট্যা যুক্তৈস্ত্রিভিঃ শতৈঃ। ব্রহ্মণো বৎসরং ভাবি কেশবস্য চ তদ্দিনম্॥ ৫৪॥ আত্মীয়ে জীবিতে ব্রহ্মা যাবদ্বর্ষশতং স্থিতঃ। কেশবোহপি স্বমানেন বর্ষাণাং জীবতে শতম্॥ ৫৫॥ বর্ষেণ বাসুদেবস্য দিনং মাহেশ্বরং ভবেৎ। নিজমানেন সোহপ্যত্র যাবদ্বর্ষ-শতং স্থিতঃ॥ ৫৬॥ ততঃ শক্তিস্বরূপঃ স্যাৎ সোহক্ষয়ী কীর্ত্ত্যতে যতঃ। সদাশিবস্য নিঃশ্বাসঃ শৈবং বর্ষশতং ভবেৎ। উচ্ছ্বাসস্তু পুনস্তস্য শক্তিরূপেণ সংস্থিতঃ॥ ৫৭॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং শিবশক্তিসমুদ্ভবম্। যাবদায়ুঃপ্রমাণং চ মানুষাদ্যং চ যদ্ভবেৎ॥ ৫৮॥ ভবদ্ভিঃ শাঙ্করং পৃষ্টো দ্বিজা অস্মি দিনং পুরা। ময়া পুনশ্চ সর্ব্বেষাং মর্ত্ত্যাদীনাং তু কীর্ত্তিতম্॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যুগস্বরূপবর্ণনং নাম দ্বিসপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ॥ ২৭২॥

বিপ্রগণ সর্ব্বভক্ষ, নৃপগণ নিষ্করুণ, বৈশ্যগণ কৃষি-কার্য্যে লজ্জিত ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণপ্রেরক হয়। যাহারা হেতুবাদরত ও ভণ্ডবিদ্যায় তৎপর, তাহারাই কলিতে রাজগণের সদা প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। কলিতে অদ্যাপেক্ষা পর পর দিবস পাপযুক্ত, পৃথিবী বিগতযৌবনা এবং কাল সকল অশুভ ও দারুণ হয়। কলিকাল যেমন যেমন কঠোর হইয়া আইসে, স্ত্রীজাতির বৃদ্ধিও তেমন তেমন হইতে থাকে। নরগণ জন্তুগণ সহ লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। কলিতে দ্বাদশবর্ষেই কন্যা স্বামিসহ সঙ্গত এবং নরগণ ষোড়শবর্ষেই জরাগ্রস্ত, শৌচাচার-বর্জ্জিত ও স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হয়। এ যুগের অবসানে নরগণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র হইবে। মূষিককৃত বিল মধ্যেই গৃহ নির্ম্মাণ করিবে; এবং কৃমিবস্ত্র তাহাদের প্রাবরণ হইবে। তৎপরে সমস্ত বর্ণই একবর্ণে পরিণত হইবে। এই সময় নরগণ ম্লেচ্ছীভূত, দুরাচার ও ধর্ম্মকার্য্যাদির দূষক হইবে। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে অনন্তর কল্কিগোত্রজাত হরিপিঙ্গল ব্রাহ্মণ সকলকেই বিনাশ করিবেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! তাহার পর আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। এইরূপ সহস্র যুগের পর ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐ পরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়। এই প্রকার মানের তিনশত ষষ্টি দিবসে ব্রহ্মার এক বৎসর; ব্রহ্মার এক বৎসরেই কেশবের এক দিন। ব্রহ্মা স্বীয় মানের এক শতবর্ষ জীবিত থাকেন। কেশবও স্বীয় মানের এক শত বর্ষ জীবন ধারণ করেন। বাসুদেবের এক বর্ষে মহেশ্বরের এক দিন। মহেশ্বরও নিজ মানের এক শত বর্ষ জীবিত থাকেন। সূত কহিলেন,—এই আমি আপনাদের নিকট শিবশক্তিসমুদ্ভূত মানুষ আয়ুঃপরিমাণ সকলই বর্ণন করিলাম। হে দ্বিজগণ! আপনারা পূর্ব্বে আমায় মাহেশ্বর দিনমান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি কিন্তু মর্ত্ত্য প্রভৃতি সমুদায়েরই দিনাদিমান কীর্ত্তন করিলাম। ১৬—৫৯।

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭২।

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতেষাং তু সহস্রেণ ভবেদ্-ব্রাহ্ম্যং দিনং দ্বিজাঃ। চতুর্দ্দশ সহস্রাক্ষা জায়ন্তে

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বোক্ত সহস্র যুগে ব্রহ্মার একটী দিন হয়। সেই ব্রাহ্ম দিনে

তত্র বাসরে ॥ ৯ ॥ সপ্তমস্তু সহস্রাক্ষঃ সাম্প্রতং বর্ত্ততেহত্র যঃ। একসপ্ততিসংবর্ত্তচতুর্দ্দশদিনে বিধেঃ ৮২ ॥ যুগানাং কুরুতে রাজ্যং মনবশ্চ তথা পরে। স্বায়ম্ভুবপ্রভৃতয়ো যথা শক্রাস্তথা স্থিতাঃ ॥ জায়ন্তো নাম শক্রোহয়ং সাম্প্রতং বর্ত্ততে তু যঃ বৈবস্বতো মনুশ্চৈব অষ্টাবিংশৎপ্রমাণকঃ ॥ ৪ চতুর্যুগস্য সঞ্জাতো গতেহস্মিন্ শেষমাত্রকে ভবিষ্যতি বলিঃ শক্রো বাসুদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৫ তেন তস্য প্রতিজ্ঞাতং রাজ্যং চৈবাষ্টমে মনৌ ॥ ৬ এবং সর্ব্বে সুরাশ্চান্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎপ্রমাণতঃ কোটয়ঃ প্রভবিষ্যন্তি যথা চৈব তথা পুরা ॥ ৭ যোহয়ং ব্রহ্মা স্থিতো বিপ্রাঃ সাম্প্রতং সৃষ্টিকারকঃ তস্যানেন প্রমাণেন জাতং সংবৎসরাষ্টকম্ ॥ ৮ মাসাশ্চ দিনার্দ্ধং চ প্রথমং শুক্লপূর্ব্বকম্। সৌর-সাবনচান্দ্রার্ক্ষৈর্মানৈরেভিশ্চতুর্বিধৈঃ ॥ ৯ ॥ কলৌ নির্যাতি সর্ব্বেষাং ভূতানাং ক্ষিতিমণ্ডলে। পঞ্চ-ষষ্ট্যাধিকৈশ্চৈব দিনানাং চ শতৈস্ত্রিভিঃ। ভবেৎ সংবৎসরং সৌরং পঞ্চোনৈস্তৈশ্চ সাবনম্ ॥ ১০ ॥ চান্দ্র একাদশোনস্তু ত্রিংশদ্ধীন উডুম্ভবঃ। শীতাতপৌ তথা বৃষ্টিঃ সৌরমানেন জায়তে ॥ ১১ ॥ বৃক্ষাণাং ফল-নিষ্পত্তিঃ শস্যানাং চ তথা পরা। অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা বর্ত্তন্তে যে ধরাতলে ॥ ১২ ॥ উৎসাহাশ্চ বিবাহাশ্চ সাবনেন ভবন্তি চ। কুসীদাদ্যাশ্চ যে কেচিদ্ব্যবহারাশ্চ বৃত্তিজাঃ ॥ ১৩ ॥ অধিমাসপ্রযুক্তেন তে স্যুশ্চান্দ্রেণ নির্ম্মিতাঃ। নাক্ষত্রেণ তু মানেন সিধ্যতে গ্রহচারিকাঃ ॥ ১৪ ॥ নাস্তৎ কিঞ্চিদ্ধরাপৃষ্ঠে এতন্মানচতুষ্টয়াৎ। এতেন তু প্রমাণেন দেবদৈত্যাশ্চ মানবাঃ ॥ ১৫ ॥ বর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ শ্রুতিরেষা পুরাতনী। এতদ্‌যুগপ্রমাণং তু যঃ পঠেদ্ভক্তি-সংযুতঃ ॥ ১৬ ॥ এতেষামেব লিঙ্গানাং সপ্তানাং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। নাপমৃত্যুভয়ং তস্য কথঞ্চিৎ সম্ভবি-ষ্যতি ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যুগপ্রমাণবর্ণনং নাম ত্রিসপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৩ ॥

চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সম্প্রতি সপ্তম ইন্দ্রের অধিকারকাল। ব্রহ্মার উক্ত দিনে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালের পরিমাণ দৈব একসপ্ততি যুগ। সেই স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ ইন্দ্রগণের ন্যায়ই নির্দ্দিষ্ট কাল ভূমণ্ডলের শাসন-পালন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি যিনি ইন্দ্র আছেন, তাঁহার নাম জায়ন্ত। আর বর্ত্তমান মনুর নাম বৈবস্বত। ইহাঁর ভোগ্য চতুর্যুগাত্মক একসপ্ততি যুগের অষ্টাবিংশতি যুগ সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এই মন্বন্তরের পর দৈত্যপতি বলি, ভগবান্ বাসুদেবের প্রসাদে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। বাসুদেব বলির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অষ্টম মন্বন্তরে তোমার ইন্দ্রত্ব লাভ হইবে। এইরূপ তেত্রিশ কোটি দেবতারই পূর্ব্ববৎ আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! সম্প্রতি যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আছেন, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে তাঁহার বয়স হইয়াছে—আট বৎসর ছয় মাস অর্দ্ধ-দিন। ইহা ব্রহ্মার শুক্ল বয়স। সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র,—ক্ষিতিতলে এই চতুর্ব্বিধ মান দ্বারা সর্ব্বভূতের বয়ঃনিরূপণ হইয়া থাকে। সৌর সম্বৎসরের পরিমাণ—তিনশত পঁয়ষট্টি দিন। সাবন বৎসরের পরিমাণ,—ইহাপেক্ষা পাঁচ দিন ন্যূন; চান্দ্র বৎসরের পরিমাণ,—একাদশ দিন-হীন, আর নাক্ষত্র বৎসরের পরিমাণ—ত্রিশদিন কম। শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, তরুগণের ফল নিষ্পত্তি ও শস্য-সমূহের পরিণতি—এ সকল সৌর-মাসেই নিষ্পাদিত হয়। অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, বিবাহ এবং উৎসাহমূলক কর্ম্ম সকল সাবন মাসেই সম্পাদিত হয়। কুসীদ প্রভৃতি বৃত্তি-বিষয়ক ব্যবহারনিচয় অধিমাসাদিযুক্ত চান্দ্রমানেই সাধিত হয়। আর নক্ষত্রমানে গ্রহচারাদি নির্ণীত হয়। এতন্মান-চতুষ্টয় ব্যতীত ধরাতলে কোনও কর্ম্ম হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দৈত্য-দানব-মানবাদি সকলেই এই প্রমাণ অনুসারে ভূতলে বর্ত্তমান। পুরাতনী শ্রুতিতেই এইরূপ উক্তি আছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই সপ্ত-লিঙ্গের সমীপে যে মানব ভক্তিযুক্তচিত্তে এই মদুক্ত যুগপ্রমাণ পাঠ করে, তাহার কদাচ কোনরূপ অপমৃত্যু-ভয় থাকে না। ১—১৭।

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৩।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যদপি তত্রাস্তি দুর্ব্বাসঃ-স্থাপিতং পুরা। তল্লিঙ্গং দেবদেবস্য ত্রিনেত্রস্য মহাত্মনঃ॥ ১॥ চৈত্রমাসি নরো যস্তু তমারাধয়তে দ্বিজাঃ। নৃত্যগীতপ্রবাদ্যৈশ্চ ত্রিকালং বিহিতক্ষণঃ। স নূনং তৎপ্রসাদেন গন্ধর্ব্বাধিপতির্ভবেৎ॥ ২॥ ঋষয় উচুঃ। দুর্ব্বাসা নাম কশ্চায়ং কেনায়ং স্থাপিতো হরঃ। কস্মিন্ কালে মহাভাগ সর্ব্বং নো বিস্তরাদ্বদ॥ ৩॥ সূত উবাচ। আসীৎ পুরা নিম্বশুচো বৈদিশে চ পুরোত্তমে॥ ৪॥ স চ পূজয়তে লিঙ্গং কিঞ্চিন্মঠপতিঃ স্থিতঃ। স যৎকিঞ্চিদবাপ্নোতি বস্ত্রাদাঞ্চ তথা পরম্॥ ৫॥ মাহেশ্বরস্য লোকস্য বিক্রীণীতে ততস্ততঃ। ততো গৃহ্লাতি নিত্যং স হেম মূল্যেন তস্য চ॥ ৬॥ ন করোতি ব্যয়ং তস্য কেবলং সঞ্চয়ে রতঃ। ততঃ কালেন মহতা মঞ্জুষাঙ্ক নিরর্গলা। জাতা হেমময়ী বিপ্রাঃ কার্পণ্যমিরতস্য চ॥ ৭॥ অথ সংস্থাপ্য ভূমধ্যে মঞ্জুষাং তাং প্রপূরিতাম্‌। করোতি ব্যবহারং স কস্মাং তাং নৈব মুঞ্চতি॥ ৮॥ কদাচিদ্দেবপূজায়াং পোঽপি ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। বিশ্বাসং নৈব নির্যাতি কস্যচিচ্চ কথঞ্চন॥ ৯॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পরবিত্তাপহারকঃ। অলক্ষদ্‌ব্রাহ্মণস্তচ্চ দুঃশীলাখ্যো ব্যচিন্তয়ৎ॥ ১০॥ ততো শিষ্যো ভবিষ্যামি বিশ্বাসার্থং দুরাত্মনঃ। সুদীনৈঃ কৃপণৈর্ব্বাক্যৈশ্চাটুকারৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ॥ ১১॥ আলস্যঞ্চ দিবানক্তং সাধয়িষ্যাম্যসংশয়ম্‌। অন্যস্মিন্নহনি প্রাপ্তে দৃষ্ট্বা তং মঠমধ্যগম্‌॥ ১২॥ ততঃ সমীপমগমদ্দণ্ডাকারং প্রণম্য চ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ॥ ১৩॥ ভগবংস্তে প্রভাবোঽদ্য তপসা বৈ ময়া শ্রুতঃ॥ ১৪॥ যদন্যস্তাপসো নাস্তি ঈদৃশোঽত্র ধরাতলে। তেনাহং দূরতঃ প্রাপ্তো বৈরাগ্যেণ সমন্বিতঃ॥ ১৫॥ সংসারাসারতাং জ্ঞাত্বা জন্মমৃত্যুজরাত্মিকাম্‌। অর্থং স্বপ্নপ্রতীকাশং যৌবনঞ্চ নৃণামিহ॥ ১৬॥ যদ্বৎ পর্ব্বতসঞ্জাতা নদী চ ক্ষণভঙ্গুরা। পুত্রাঃ কলত্রাণি চ বা যে চান্যে বান্ধবাদয়ঃ॥ ১৭॥ তে সর্ব্বে চ পার-

---

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—তথায় দেবদেব ত্রিলোচনের আরও একটী লিঙ্গ আছে। ঐ লিঙ্গ দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক স্থাপিত। হে দ্বিজগণ! চৈত্রমাসে যে নর নৃত্যগীত বাদ্যাদি দ্বারা উৎসবসহকারে ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার আরাধনা করে, উক্ত লিঙ্গপ্রসাদে সে গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি হয়। ঋষিগণ কহিলেন,—দুর্ব্বাসা কে? কি নিমিত্ত কোন্‌ কালে তিনি ঐ হরলিঙ্গ স্থাপন করেন? হে মহাভাগ! আমাদের নিকট তৎসমস্ত বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বে উত্তম বিদিশ পুরে নিম্বশুচ নামে এক শিবপূজক ছিলেন। তিনি কোন মঠাধিপত্যে অবস্থিত হইয়া নিত্যই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেন। নিম্বশুচ ঐ সময় মহেশ্বরভক্ত লোকের নিকট বস্ত্রাদি যে কিছু বস্তু পাইতেন, তাহা যত্রতত্র বিক্রয় করিতেন। তিনি বস্ত্রাদির মূল্যস্বরূপে ক্রেতার নিকট স্বুবর্ণ লইতেন। কিন্তু প্রাপ্ত মূল্যের কিছুমাত্রই ব্যয় করিতেন না; কেবল সঞ্চয় কার্য্যেই তাঁহার মন নিবিষ্ট ছিল। এইরূপে দীর্ঘকালে তদীয় দ্রব্যস্থাপনের পেটিকায় আর স্থান রহিল না। হে বিপ্রগণ! কৃপণস্বভাব নিম্বশুচের সেই পেটিকা হেম দ্বারা একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর নিম্বশুচ সেই স্বর্ণপূর্ণ পেটিকাটী ভূগর্ভে রাখিয়া দিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ না করিয়াই কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই নিম্বশুচে দেবপূজাকালেও কাহারও উপর বিশ্বাস করিতেনন।।১—৯। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে জনৈক পরবিত্তহারী ব্রাহ্মণ নিম্বশুচের ঐরূপ গতিবিধি লক্ষ্য করিল। ব্রাহ্মণের নাম দুঃশীল। দুঃশীল ভাবিল,—এই দুরাত্মা কৃপণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আমি উহার শিষ্য হইব এবং নানাবিধ দৈন্যপূর্ণ চাটুবাক্যে উহাকে বশীভূত করিব। যাহাতে আমার অলসস্বভাব প্রকাশ পায়, আমি রাত্রিদিন অসংশয়ে তাহাই সম্পাদন করিব। এই ভাবিয়া দুঃশীল অন্য দিন সেই নিম্বশুচকে মঠমধ্যে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিল এবং দণ্ডাকারে প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বিনীতভাবে থাকিয়া বলিল,—ভগবন্‌! অদ্য আমি আপনার তপঃপ্রভাব শুনিয়াছি। এ ধরামণ্ডলে আপনার ন্যায় অন্য তাপস নাই; এইজন্যই আমি বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক দূর হইতে হেথায় আগমন করিয়াছি। বুঝিয়াছি—এই জনন-মরণাত্মক সংসার অসার; নরগণের যৌবন স্বপ্নোপম; যেমন পর্ব্বতসম্ভবা নদী ক্ষণভঙ্গুরা, এ সংসারের পুত্রকলত্র-বন্ধুবান্ধবাদিও তেমনি ক্ষণিক বলিয়াই বিজ্ঞেয়। অতএব এই সংসারসাগরের তরণোপায়

জ্ঞেয়া যথা প্রাপসমাগমাঃ। তৎসংসারসমুদ্রস্য তারণার্থং ব্রবীহি মে ॥ ১৮ ॥ উপায়ং কঞ্চিদদোষ উপদেশে ব্যবস্থিতম্। তরামি যেন সংসারং প্রসাদাত্তব সুব্রত ॥ ১৯ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রোমাঞ্চিততনূরুহঃ। জ্ঞাত্বা মাহেশ্বরঃ কোহয়ং চিন্তাবান্ সমুপস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ যথা ব্রবীষি ধন্যোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী। তারুণ্যে বর্ত্তমানস্য সুকুমারস্য চৈব হি ॥ ২১ ॥ তারুণ্যে বর্ত্তমানো যঃ শান্তঃ সোঽত্র নিগদ্যতে। ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে ॥ ২২ ॥ যদ্যেবং সুবিরক্তিঃ স্যাৎ সংসারোপরি সংস্থিতা। সমারাধয় দেবেশং শঙ্করং শশিশেখরম্ ॥ ২৩ ॥ নান্যথা ঘোরজাপ্যেন তীর্য্যতে ভবসাগরঃ। ময়া সম্যক্‌পরিজ্ঞাতমেতচ্ছাস্ত্রসমাগমাৎ ॥ ২৪ ॥ শূদ্রো বা যদি বা বিপ্রো ম্লেচ্ছো বা পাপকৃন্নরঃ। শিবদীক্ষাসমোপেতঃ পুষ্পমেকং তু যো ন্যসেৎ ॥ ২৫ ॥ ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ লিঙ্গস্যোপরি ভক্তিতঃ। স তাং গতিমবাপ্নোতি যাং যাং যান্তীহ যজ্বিনঃ ॥ ২৬ ॥ যো দদাতি প্রভক্ত্যা চ শিবদীক্ষান্বিতায় চ। বস্ত্রোপানহকৌপীনং স যজ্ঞৈঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা চরণৌ তস্য দুঃশীলোঽসৌ তদাদদে। বিন্যস্য স্বশিরস্তাভ্যাং ততো বাক্যমুবাচ হ ॥ ২৮ ॥ শিবদীক্ষাপ্রমাণেন প্রসাদং কুরু মে প্রভো। শুশ্রূষাং যেন তে নিত্যং প্রকরোমি সমাহিতঃ ॥ ২৯ ॥ ততোঽসৌ তাপসো বিপ্রাশ্চিন্তয়ামাস চেতসি। দক্ষোঽয়ং দৃশ্যতে কোঽপি পুমাংশ্চৈব সমাগতঃ ॥ ৩০ ॥ মমাস্তি নাপরঃ শিষ্যস্তস্মাদেনং করোম্যহম্। ততোঽব্রবীৎ করে গৃহ্য যদ্যেবং বৎস মে সময়ম্। সময়ং কুরু যেন ত্বাং দীক্ষয়াম্যদ্য চৈব হি ॥ ৩১ ॥ ত্বয়া কুটীরকং কার্য্যং মঠস্যাস্য বিদূরতঃ। প্রবেশো নৈব কার্য্যস্তু মমাত্রাস্তং গতে রবৌ ॥ ৩২ ॥ দুঃশীল উবাচ। তবাদেশঃ প্রমাণং মে কেবলং তাপসোত্তম। কিং মঠেন করিষ্যামি বিশেষাদ্রাত্রিসঙ্গমে ॥ ৩৩ ॥ যঃ শিষ্যো গুরুবাক্যং তু ন করোতি যথোদিতম্। তস্য ব্রতং চ তদ্ব্যর্থং নরকং চ ততঃ পরম্ ॥ ৩৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টিমাপন্নঃ শিবদীক্ষাং ততো দদৌ। তস্মৈ বিনয়যুক্তায় তদা নিম্বশুচো মুনিঃ ॥৩৫॥

আমায় বলিয়া দিন। হে সুব্রত! আমি আপনার উপদেশ লাভার্থ অবস্থিত; আপনি আমায় অদ্যই কোন উপায় বলিয়া দিন, যাহাতে আপনার প্রসাদে আমি সংসারের পার পাইতে পারি। নিম্বশুচ তাহার সেই বাক্য শুনিয়া এবং এই কোন এক মহেশ্বরভক্ত চিন্তিতচিত্তে উপস্থিত হইল বুঝিয়া পুলকিত হইলেন। বলিলেন—তুমি যেরূপ বলিতেছ এবং এই সুকুমার যৌবন কালেই তোমার এই যেরূপ মতি জন্মিয়াছে, ইহাতে তুমি ধন্য হইয়াছ। যৌবন অবস্থায় যে শান্ত হয়, তাহাকেই শান্ত বলা যায়; নতুবা ধাতুসমূহ ক্ষীণ হইলে কাহার না সমগুণোদয় হয়? যাহা হউক, সংসারোপরি তোমার যদি প্রকৃতই বিরক্তি হইয়া থাকে, তবে শশিশেখর শঙ্করদেবের আরাধনা কর। অন্যথা কঠোর জপসাধনাতেও ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। আমি শাস্ত্রসমূহ সমালোড়নপূর্ব্বক ইহাই বিশেষরূপে বুঝিয়াছি যে, পাপিষ্ঠ নর শূদ্র, বিপ্র বা ম্লেচ্ছ, যাহাই হউক, শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যদি একটী পুষ্পও ষড়ক্ষর মন্ত্রে ভক্তিভরে লিঙ্গোপরি নিক্ষেপ করে, তবে যাজ্ঞিকদিগের যে যেরূপ গতি হয়, তাহারও সেই সেইরূপ গতিই লব্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃষ্ট ভক্তির সহিত শিবমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তিকে বস্ত্র, উপানহ ও কৌপীন দান করে, তাহার আর যজ্ঞ দ্বারা প্রয়োজন কি? ১০-২৭। ব্রাহ্মণ দুঃশীল এই কথা শুনিয়া তখন তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণ করিল এবং তদুপরি নিজ মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক বলিল,—প্রভো! আপনি শিবদীক্ষা প্রদান করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন। আমি সমাহিতভাবে নিত্যই যেন আপনার পরিচর্য্যা করিতে সক্ষম হই। হে বিপ্রগণ! অনন্তর সেই তাপস মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—তাই তো, দেখিতেছি এই অভ্যাগত পুরুষ কার্য্যদক্ষ। আমারও অপর কোন শিষ্য এখন নাই। অতএব ইহাকেই আমি শিষ্য করিয়া লই। অনন্তর সেই মঠাধিপতি তাপস দুঃশীলের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—বৎস! যদি এইরূপ হয়, তবে আমার সহিত একটা সময় নির্দ্ধারণ কর। তোমায় আমি দীক্ষিত করিব সত্য; কিন্তু এই মঠের দূরে তোমাকে কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সূর্য্য অস্ত হইলে তুমি আর আমার এখানে প্রবেশ করিতে পাইবে না। দুঃশীল কহিল,—হে তাপসোত্তম! আপনার আদেশই আমার শিরোধার্য্য। মঠে আমার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ রাত্রিযোগে মঠে আমি কি করিব? যে শিষ্য গুরুর বাক্য প্রতিপালন না করে, তাহার ব্রত ব্যর্থ হয় এবং তাহার নরক হইয়া থাকে। মঠাধ্যক্ষ তাপস সেই কথা শুনিয়া তুষ্ট

ততঃ প্রভৃতি সোঽতীব তস্য শুশ্রূষণে রতঃ। রঞ্জয়ামাস তচ্চিত্তং পরিচর্য্যাপরায়ণঃ ॥ ৩৬ ॥ মনসা চিন্তয়া নষ্টং তন্মাত্রার্থং দিনে দিনে। ন চ্ছিদ্রং বীক্ষতে কিঞ্চিদ্বীক্ষমাণোঽপি যত্নতঃ ॥ ৩৭ ॥ শৈবোঽপি চ স কক্ষ্যাং তাং তাং মাত্রাং হেমসম্ভবাম্। কথঞ্চিন্মোক্ষতে ভূমৌ ভোজ্যে দেবার্চ্চনেঽপি ন ॥ ৩৮ ॥ ততোঽসৌ চিন্তয়ামাস দুঃশীলো নিজচেতসি। মঠে তাবৎপ্রবেশোঽস্তি নৈব রাত্রৌ কথঞ্চন ॥ ৩৯ ॥ সূর্য্যাস্তমনবেলায়াং যৎপ্রযচ্ছতি তৎক্ষণাৎ। পরিঘং সুদৃঢ়ং পাপস্তৎ করোমি চ কিং পুনঃ ॥ ৪০ ॥ মঠোঽয়ং সুশিলাবদ্ধো নৈব খাতং প্রজায়তে। তুঙ্গত্বান্ন প্রবেশঃ স্যাদুপায়ৈর্বিবিধৈঃ পরৈঃ ॥ ৪১ ॥ তৎ কিং বিষং প্রযচ্ছামি শস্ত্রৈর্ব্যাপাদয়ামি কিম্। দিবাপি পশুমারেণ পঞ্চত্বং বা নয়ামি কিম্ ॥ ৪২ ॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য প্রাবৃট্‌কাল উপস্থিতঃ। শ্রাবণস্যাসিতে পক্ষে কর্কটস্থে দিবাকরে ॥ ৪৩ ॥ প্রাপ্তো মাহেশ্বরস্তস্য কোঽপি তত্র ধনী দ্রুতম্। তেনোক্তং প্রণিপত্যোচ্চৈঃ করিষ্যামি পবিত্রকম্ ॥ ৪৪ ॥ চতুর্দ্দশ্যামহং স্বামিন্ যদ্যাদেশো ভবেত্তব। যদ্যাগচ্ছসি মে গ্রামং প্রসাদেন সমন্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥ সূত উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টিমাপন্নস্ততো নিম্বশুচো মুনিঃ। তথেতি চৈবমুক্ত্বা তং প্রেষয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥ আগমিষ্যাম্যহং কালে স্বশিষ্যেণ সমন্বিতঃ। করিষ্যামি পরং শ্রেয়স্তব বৎস ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে চিন্তয়িত্বা প্রভাতিকম্। প্রভাতসময়ে প্রাপ্তে স শৈবঃ প্রস্থিতস্তদা। দুঃশীলেন সমাযুক্তঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ৪৮ ॥ ততো বৈ গচ্ছমানস্য তস্য মার্গে ব্যবস্থিতা। পুণ্যা নদী সুবিখ্যাতা মুরলা সাগরঙ্গমা ॥ ৪৯ ॥ স তাং দৃষ্ট্বাব্রবীদ্বাক্যং বৎস শিষ্য করোম্যহম্। ভবতা সহ দেবার্চ্চাং মুরলায়াং স্থিরো ভব ॥ ৫০ ॥ বাঢ়মিত্যেব স প্রোক্তা সংস্থিতোঽস্যাস্তটে শুভে। সোঽপি নিম্বশুচস্তস্য রঞ্জিতঃ সর্ব্বদা গুণৈঃ ॥ ৫১ ॥ সুশিষ্যং তং পরিজ্ঞায় বিশ্বাসং পরমং গতঃ। স্থগিতাং তাং সমাদায় হেমমাত্রাসমুদ্ভবাম্ ॥ ৫২ ॥

হইলেন। অনন্তর নিম্বশুচ মুনি সেই বিনীত শিষ্যকে শিব দীক্ষা প্রদান করিলেন। তখন হইতে দুঃশীল গুরুর শুশ্রূষায় একান্ত রত হইল, পরিচর্য্যায় তৎপর হইয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিল। গুরুর দ্রব্যাপহরণের অভিপ্রায় প্রতিদিনই দুঃশীলের মনে মনে ছিল, কিন্তু বিশেষরূপে দেখিয়াও সে তাহার ছিদ্রপ্রাপ্ত হইল না। শিবযোগী মঠাধিপতি ভোজনে কিম্বা দেবার্চ্চনে কোন কালেই তাহার সেই প্রকোষ্ঠ বা সেই হেমস্থালী একেবারে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন না। অনন্তর দুঃশীল মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই মঠমধ্যে রাত্রিযোগে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পাপিষ্ঠ মঠাধ্যক্ষ সূর্য্যাস্ত কালেই কবাটে একটা সুদৃঢ় পরিঘ দিয়া থাকে; সুতরাং তখনই বা আমি কি করিতে পারি? এই মঠও সুদৃঢ় শিলায় আবদ্ধ; সুতরাং ইহা খুঁড়িয়া ছিদ্র করাও অসম্ভব, অপিচ এই মঠের উচ্চতা এত যে, অন্যান্য নানা উপায় দ্বারাও ইহাতে প্রবেশঘটনা হইবে না। তবে কি বিষ প্রদান করিব? কিম্বা শস্ত্র দ্বারা নিহত করিব? অথবা দিবাভাগেই ইহাকে পশুমারণে মরিয়া পঞ্চত্বপ্রাপিত করিব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রাবৃট্‌ কাল উপস্থিত হইল। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষে কর্কটরাশিস্থ দিবাকরে একদা কোন এক মহেশ্বরভক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি নিম্বশুচ মুনির নিকট আগমন করিল এবং আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল,—প্রভো! যদি আপনার আদেশ হয়, আর আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া আমার গ্রামে আগমন করেন, তবে আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে আমি পবিত্রারোহণ ব্রত করিব।২৮—৪৫। সূত কহিলেন —নিম্বশুচ মুনি সেই কথা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন এবং 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন—আমি স্বশিষ্য সমভিব্যাহারে যথাকালে আগমন করিব। বৎস! তোমার যাহাতে পরম মঙ্গল হয়, তাহা আমি অবশ্যই করিব। অনন্তর যথাকালে প্রাভাতিক বিষয় চিন্তা করিয়া প্রভাতে সেই শিবসাধক শিষ্য দুঃশীলের সহিত পুলকিতভাবে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যাইতে যাইতে পথে সাগরগামিনী সুবিখ্যাতা পুণ্যনদী মুরলা পরিদৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে নিম্বশুচ মুনি শিষ্য দুঃশীলকে বলিলেন,—বৎস! তোমার সহিত এই মুরলা নদীতে দেবার্চ্চন করিব। তুমি একটু অপেক্ষা কর। দুঃশীল 'বাঢ়ম্' বলিয়া মুরলার শুভতটে অবস্থান করিতে লাগিল। মুনি নিম্বশুচ সর্ব্বদাই দুঃশীলের গুণে রঞ্জিত এবং তাঁহাকে সুশিষ্য মনে করিয়া পরম বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এইজন্য জাগ্রেশ্বর লিঙ্গের

জাগেশ্বরসমোপেতাং স কন্থাং ব্যাক্ষিপৎ ক্ষিতৌ। পুরীষোৎসর্গকার্য্যেণ ততস্তোকান্তরং গতঃ॥ ৫৩॥ বারিচ্ছাদর্শনং প্রাপ্তো বেতসৈঃ পরিবারিতঃ। তাবন্মাত্রাং সমাদায় দুঃশীলঃ প্রস্থিতো দ্রুতম্। উত্তরাং দিশমাশ্রিত্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৫৪॥ অথাসৌ চাগতো যাবদ্দুঃশীলং নৈব পশ্যতি। কেবলং দৃশ্যতে কন্থা জাগেশ্বরসমন্বিতা॥ ৫৫॥ ততঃ শীঘ্রতরং শৌচং কিঞ্চিৎ কৃত্বা সুদুর্ম্মনাঃ। বিনৈবাচমনং প্রাপ্তঃ সা কন্থা যত্র তিষ্ঠতি॥ ৫৬॥ যাবন্মাত্রাবিহীনাঞ্চ ততো জ্ঞাত্বা চ তাং হৃতাম্। তেন শিষ্যেণ মূর্চ্ছাঢ্যো নিপপাত মহীতলে॥ ৫৭॥ ততশ্চ চেতনাং প্রাপ্য কৃচ্ছ্রাচ্চোত্থায় তৎক্ষণাৎ। শিলায়াং তাড়য়ামাস নিজাঙ্গানি শিরস্তথা॥ ৫৮॥ হা হতোঽস্মি বিনষ্টোঽস্মি মুষ্টস্তেন দুরাত্মনা। কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং তং বীক্ষয়াম্যহম্॥ ৫৯॥ ততস্তু পদবীং বীক্ষ্য তস্য তাং চলিতো ধ্রুবম্। বৃদ্ধভাবাৎ পরিশ্রান্তো বাবৃত্য স মঠং গতঃ॥ ৬০॥ দুঃশীলোঽপি সমাদায় মাত্রাং স্থানান্তরং গতঃ। ততস্তেন সুবর্ণেন ব্যবহারান্ করোতি সঃ॥ ৬১॥ ততো গৃহস্থতাং প্রাপ্তঃ কৃতদারপরিগ্রহঃ। বৃদ্ধভাবং সমাপন্নঃ সন্তানেন বিবর্জ্জিতঃ॥ ৬২॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ। ভার্য্যয়া সহিতো বিপ্রশ্চমৎকারপুরং গতঃ॥ ৬৩॥ স্নাত্বা তীর্থেষু সর্ব্বেষু দেবতায়তনেষু চ। ভ্রমমাণেন সংদৃষ্টো দুর্ব্বাসা নাম সন্মুনিঃ॥ ৬৪॥ নিজদেবস্য সদ্ভক্ত্যা নৃত্যগীতপরায়ণঃ। তঞ্চ দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য বাক্যমেতদুবাচ সঃ॥ ৬৫॥ কেনৈতৎ স্থাপিতং লিঙ্গং নির্ম্মলং শঙ্করোদ্ভবম্। কিং ত্বং নৃত্যসি গীতঞ্চ পুরোঽস্য প্রকরোষি চ। মুনীনাং যুজ্যতে নৈব যদেতত্তব চেষ্টিতম্॥ ৬৬॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। ময়ৈতৎ স্থাপিতং লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ। নৃত্যগীতপ্রিয়ো যস্মাদ্দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥ ৬৭॥ ন মেঽস্তি বিভবঃ কশ্চিদ্যেন ভোগং করোম্যহম্॥ ৬৮॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তশ্চির্ভটির্নাম যোগবিৎ। তেন পৃষ্টঃ স দুর্ব্বাসা বেদান্তিকমিদং বচঃ॥ ৬৯॥ অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা

সহিত তিনি যে তাঁহার সেই সুবর্ণমঞ্জুষাসমন্বিত স্থগিত কন্থা সঙ্গে লইয়াছিলেন, তাহা তৎসমীপস্থ ভূতলে রাখিয়া পুরীষোৎসর্গের জন্য কিঞ্চিৎ দূরান্তরে গমন করিলেন। নিম্বশুচ যেমন কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বেতসলতার আবরণে অদৃশ্য হইলেন, অমনি দুঃশীল সেই সুবর্ণমঞ্জুষা লইয়া সত্বর প্রস্থান করিল। অনন্তর নিম্বশুচ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—দুঃশীল নাই, কেবল জাগেশ্বর লিঙ্গসহ সেই কন্থাখানি পড়িয়া আছে। তখন নিম্বশুচ দুশ্চিন্তাগ্রস্তচিত্তে শীঘ্র শীঘ্র কিঞ্চিৎ শৌচকার্য্য করিয়া আচমন না করিয়াই দ্রুতপদে সেই কন্থার নিকট আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার সেই সুবর্ণমঞ্জুষা নাই; বুঝিলেন,—তাঁহার শিষ্য সেই দুঃশীলই তাহা হরণ করিয়াছে; বুঝিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর চেতনা পাইয়া অতি কষ্টে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শিলাতলে নিজ মস্তক ও অঙ্গসমূহ আহত করিতে লাগিলেন। আর মুখে বলিতে লাগিলেন—হা হত হইলাম, নষ্ট হইলাম, সেই দুরাত্মা দুঃশীল আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিল। কি করিব, কোথায় যাইব, কোথায় গিয়া তাহাকে পাইব? এই বলিয়া তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় মঠেই ফিরিয়া আসিলেন। ৫৩-৬০।

এদিকে দুঃশীল সুবর্ণমঞ্জুষা লইয়া স্থানান্তরে গমন করিল এবং সেই সুবর্ণের ব্যবহার করিতে লাগিল। অনন্তর দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হইল। ক্রমে তাহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল। কিন্তু সন্তান-সন্ততি হইল না। কিয়ৎকাল পরে দুঃশীল তীর্থযাত্রার উদ্যোগ করিল এবং স্বীয় ভার্য্যাসহ চমৎকার পুরে গমন করিল। অনন্তর সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া এবং নানা দেবায়তনে ভ্রমণ করিয়া দুঃশীল একদা মুনি শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসার সাক্ষাৎ লাভ করিল। দেখিল—তিনি স্বনামখ্যাত শিবলিঙ্গের সমীপে পরম ভক্তিযোগে নৃত্য-গীত-নিরত রহিয়াছেন। দুঃশীল তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিল—এই শঙ্করোদ্ভব নির্ম্মল লিঙ্গ কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? আপনিই বা কেন ইহাঁর সম্মুখে নৃত্যগীত করিতেছেন? আপনি যাহা করিতেছেন, ইহা মুনিগণের অযোগ্য। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—আমি নিজেই দেবদেব শূলপাণির এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। মহাদেব মহেশ্বর নৃত্যগীতপ্রিয়; তাই আমি নৃত্যগীত করিতেছি। আমার নিজের কোনই বিভব নাই; যাহাতেই আমি দেবদেবের ভোগ দান করিতে পারি না। ইত্যবসরে চির্ভটি নামে এক যোগী পুরুষ আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দুর্ব্বাসার নিকট এই

বৃত্তাঃ। তাংশ্চ প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ। ৭০। উপবিশ্য ততস্তেন তস্য তত্ত্ব নির্ণয়ঃ। দুঃশীলেনাপি তৎসর্ব্বং বিজ্ঞাতং তস্য সংস্তবম্। ৭১। ততো বিশেষতো জাতা ভক্তিস্তস্য হরং প্রতি। তং প্রণম্য ততশ্চোচ্চৈর্বাক্যমেতদুবাচ হ। ৭২। ভগবন্ ব্রাহ্মণোঽস্মীতি জাত্যা চৈব ন কর্ম্মণা। ন কস্যচিন্ময়া দত্তং কদাচিন্নৈব ভোজনম্। কেবলং দেববিপ্রাণাং বঞ্চয়িত্বা ধনং হৃতম্। ব্যসনেনাভিভূতেন দ্যূতবেশ্যোদ্ভবেন চ। ৭৪। তথা চ ব্রাহ্মণেনাপি ময়া শৈবো গুরুঃ কৃতঃ। বঞ্চিতশ্চ তথানেকৈশ্চাটুভির্বিহৃতং ধনম্। ৭৫। তস্য সত্তং ধনং ভূয়ঃ সাধুমার্গেণ চাহৃতম্। স চাপি চ গুরুর্মহং পরলোকমিহাগতঃ। ৭৬। পশ্চাত্তাপেন তেনৈব প্রদহ্যামি দিবানিশম্। পুরশ্চরণদানেন তৎপ্রসাদং কুরুষ মে। ৭৭। অস্তি মে বিপুলং বিত্তং ন সন্তানং মুনীশ্বর। তন্মে বদ মুনে শ্রেয়স্তদ্বিত্তস্য যথা ভবেৎ। ইহ লোকে পরে চৈব যেন সর্ব্বং করোম্যহম্। ৭৮। দুর্ব্বাসা উবাচ। কৃত্বা পাপসহস্রাণি পশ্চাদ্ধর্ম্মপরো ভবেৎ। যঃ পুমান্ সোঽতিকৃচ্ছ্রেণ তরেৎ সংসারসাগরম্। ৭৯। দিনেনাপি গুরুর্যোঽসৌ ত্বয়া শৈবো বিনির্ম্মিতঃ। অধর্ম্মেণাপি সম্প্রাপ্তঃ স গুরুস্তে ন সংশয়ঃ। ৮০। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচারী স্যাদ্‌গৃহস্থস্তদনন্তরম্। বানপ্রস্থো যতিশ্চৈব ততশ্চৈব কুটীচরঃ। ৮১। বহূদকস্ততো হংসঃ পরমশ্চ ততো ভবেৎ। ততশ্চ মুক্তিমায়াতি মার্গমেনং সমাশ্রিতঃ। ৮২। ত্বয়া পুনঃ কুমার্গেণ যদ্‌ব্রতং ব্রাহ্মণেন চ। শৈবমার্গং সমাস্থায় তন্মহাপাতকং কৃতম্। ৮৩। দুঃশীল উবাচ। সর্ব্বেষেব হি বেদেষু রুদ্রঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে প্রভুঃ। তৎ কিং দোষস্ত্বয়া প্রোক্তস্তস্য দীক্ষাসমুদ্ভবঃ। ৮৪। দুর্ব্বাসা উবাচ। সত্যমেতত্ত্বয়া খ্যাতং বেদে রুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বহুধা বাসুদেবোঽপি ব্রহ্মা চৈব বিশেষতঃ। ৮৫। পরং বিপ্রস্য না দীক্ষা ব্রতবন্ধসমুদ্ভবা। গায়ত্রী পরমা জাপ্যে গুরুব্রত-

---

বেদান্তবাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহারা আত্মঘাতী লোক, তাহারা জন্মান্তরে অসূর্য্য নামক অন্ধতমসাবৃত লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন দুর্ব্বাসা উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলেন। তখন দুঃশীলও তাঁহার সকল পরিচয় প্রাপ্ত হইল। অনন্তর হরের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি জন্মিল। দুঃশীল তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই বাক্য বলিলেন,—ভগবন্! আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ; পরন্তু কর্ম্ম আমার নহি। আমি কদাচ কাহাকে ভোজন দান করি নাই। কেবল দেব ও বিপ্রদিগকে বঞ্চন করিয়া ধন হরণ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও দ্যূতবেশ্যাসম্ভূত ব্যসনাভিভূত হইয়াই ঐ সকল কার্য্য করিয়াছি। আমি এক শিবসাধককে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলাম; অনেক চাটুবাক্যে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া অবশেষে তাঁহার ধনাপহরণ করিয়াছিলাম। আমার গুরুর সেই সঞ্চিত ধন সাধু উপায়েই আহৃত ছিল। কিন্তু সেই গুরু আমার নাই, তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। আমি একণে অনুতাপে দিনরাত্র দগ্ধ হইতেছি। অতএব পুরশ্চরণদানে আমায় অনুগৃহীত করুন। হে মুনীশ্বর! আমার বিপুল বিত্ত আছে; কিন্তু সন্তানসন্ততি কিছুই নাই। অতএব হে মুনে! আমার সেই বিত্তের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, তাহাই আমায় বলুন। আমি ইহ পরকালের মঙ্গল জন্য আপনার কথামত সমস্ত কার্য্যই করিব।৬১-৭৮। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—যে পুরুষ প্রথমে সহস্র সহস্র পাপাচরণ করিয়া পরে ধর্ম্মতৎপর হয়, সে অতি কৃচ্ছ্রে সংসারসাগর পার হইতে পারে। সে শৈব সাধককে তুমি এক দিনের জন্যও গুরুত্বে অঙ্গীকার করিয়াছ, তোমার ঐ গুরুকরণ অধর্ম্মক্রমে হইলেও সেই গুরুই গুরু, সংশয় নাই। দেখ, ব্রাহ্মণ অগ্রে ব্রহ্মচারী হইবে, পরে গৃহস্থ হইবে, তৎপশ্চাৎ বানপ্রস্থ, তদনন্তর যতি, তাহার পর কুটীচর, পরে বহূদক এবং সর্ব্বশেষে পরম হংস হইবে। এই শেষোক্ত আশ্রম অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণ মুক্ত হইবে। তুমি কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়াও কুমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক শৈবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ; ইহাতে তোমার মহাপাতক করা হইয়াছে। দুঃশীল কহিল,—সকল বেদেই ভগবান্ রুদ্রের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব আপনি কি নিমিত্ত সেই রুদ্রদীক্ষায় দোষারোপ করিতেছেন? দুর্ব্বাসা কহিলেন—তোমার এ কথা সত্যই বটে যে, বেদে রুদ্রদেব কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শুধু রুদ্র নহেন, বেদে ব্রহ্ম, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এই দেবত্রয়ের কথাই বিশেষরূপে বহুধা গীত হইয়াছে। পরন্তু ব্রাহ্মণের উপনয়নদীক্ষাই দীক্ষা এবং জাপ্য বিষয় গায়ত্রীই গরীয়সী। এ হেন ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই প্রকৃত গুরু।

পরো হি সঃ।৮৫। বৈষ্ণবীং চাথ শৈবীঞ্চ যোহন্যাং দীক্ষাং সমাচরেৎ।৮৬। ব্রাহ্মণো ন ভবেৎসোহত্র যদ্যপি স্যাৎ ষড়ঙ্গবিৎ। অপরং লিঙ্গভেদস্তে সঞ্জাতঃ কপটাদিষু।৮৭। ব্রতত্যাগান্ন সন্দেহস্তত্র তে নাস্তি কিঞ্চন। প্রায়শ্চিত্তং ময়া সম্যক্ স্মৃতিমার্গেণ চিন্তিতম্।৮৮। দুঃশীল উবাচ। সতাং সপ্তপদীং মৈত্রীং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। মিত্রতাং তু পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।৮৯। অস্তি মে বিপুলং বিত্তং যদি তেন প্রসিধ্যতি। তদ্বদস্ব মহাভাগ যেন সর্ব্বং করোম্যহম্।৯০। দুর্ব্বাসা উবাচ। এক এব হ্যুপায়োহস্তি তব পাতকনাশনে। তং চেৎকরোষি মে বাক্যাদ্বিশুদ্ধঃ সম্ভবিষ্যসি।৯১। তপঃ কৃতে প্রশংসন্তি ত্রেতায়াং জ্ঞানমেব চ, দ্বাপরে তীর্থযাত্রাঞ্চ দানমেব কলৌ যুগে।৯২। সাম্প্রতং কলিকালোহয়ং বর্ত্ততে দারুণাকৃতিঃ। তস্মাৎ কৃষ্ণাজিনং দেহি সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে।৯৩। তথা চ তে ঘৃণাপ্যস্তি গুরুবিত্তসমুদ্ভবা। তদর্থং কুরু তন্নাম্না শঙ্করস্য নিবেশনম্।৯৪। যেন তস্মাদপি ত্বং হি আনৃণ্যং যাসি তৎক্ষণাৎ। অন্যত্রাপি চ তদ্বিত্তং যৎকিঞ্চিচ্চ প্রপদ্যতে।৯৫। ব্রাহ্মণেভ্যো বিশিষ্টেভ্যো নিত্যং দেহি সমাহিতঃ। তিলপাত্রং সদা দেহি সহিরণ্যং বিশেষতঃ।৯৬। যেন তে সকলং পাপং দেহান্নাশং প্রগচ্ছতি। অপরং চৈত্রমাসেঽহং সদাগচ্ছামি ভক্তিতঃ।৯৭। কল্পগ্রামাৎ সুদূরাচ্চ প্রাসাদেহত্র স্বয়ং কৃতে। পুনর্যামি চ তত্রৈব ব্রতমেতদ্ধি মে স্থিতম্।৯৮। তস্মাচ্চিন্ত্যস্ত্বয়াপ্যেষ প্রাসাদো যো ময়া কৃতঃ। চিন্তনীয়ং সদৈবেহ স্নানাদিভিরনেকশঃ।৯৯। দুঃশীল উবাচ। করিষ্যামি বচস্তেহহং যথা বদসি সন্মুনে।১০০। দুর্ব্বাসা উবাচ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং দত্ত্বে কৃষ্ণাজিনে দ্বিজঃ। প্রযচ্ছ তিলপাত্রাণি গুপ্তপাপস্য শুদ্ধয়ে।১০১। সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দত্তং তেন মহাত্মনা। ততঃ কৃষ্ণাজিনং ভক্ত্যা ব্রাহ্মণায়াহিতাগ্নয়ে।১০২। দুর্ব্বাসসঃ সমাদেশাদ্‌যথোক্তবিধিনা দ্বিজাঃ। যচ্ছতস্তিল-পাত্রাণি তস্য

ইহার ব্যতিক্রমে যিনি শৈবী, বৈষ্ণবী বা অন্য কোন দীক্ষা আচরণ করেন, তিনি ষড়ঙ্গবেদী হইলেও ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য নহেন। অপরঞ্চ তুমি কপটাদির আশ্রয় লইয়াছিলে—এবং স্বীয় ব্রত পরিত্যাগ করিয়াছিলে; এই জন্য তোমার লিঙ্গ ভেদ হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুই নাই। অতএব, স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে তোমার একটা উত্তম প্রায়শ্চিত্ত আমি স্থির করিয়াছি। দুঃশীল কহিল,—মনীষিগণের মতে সাধুগণের মৈত্রী সাপ্তপদী বলিয়া কীর্ত্তিত। অতএব আমি মিত্রতাপুরঃসর আপনাকে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার বিপুল বিত্ত আছে, তাহা দ্বারা যদি আপনার ব্যবস্থেয় উক্ত প্রায়শ্চিত্ত সুসম্পন্ন হইতে পারে, তবে হে মহাভাগ! তাহা বলুন। আপনার উপদেশে আমি সমস্তই সম্পাদন করিব। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—তোমার পাতকনাশের একমাত্র উপায় আছে। আমার বাক্যানুসারে তুমি যদি সেই উপায়ের আশ্রয় লও, তাহা হইলে বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। পণ্ডিতগণ কৃতযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে তীর্থযাত্রা এবং কলিযুগে একমাত্র দানেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই দারুণ কলিকাল বর্ত্তমান। অতএব সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধির নিমিত্ত তুমি কৃষ্ণাজিন দান কর। অপিচ গুরুবিত্ত অপহরণে যদি ঘৃণা হইয়া থাকে, তবে তুমি সে নিমিত্ত গুরুর নামানুসারে এক শঙ্করালয় নির্ম্মাণ করিয়া দাও। এইরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ তুমি আনৃণ্য প্রাপ্ত হইবে। অন্য স্থানেও তোমার যে কিছু বিত্ত আছে, তুমি সমাহিত হইয়া নিত্য তাহা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে দান কর। বিশেষতঃ হিরণ্য সহ তিলপাত্র অর্পণ কর। ইহা করিলে তোমার দেহ হইতে সর্ব্ব পাপ আশু প্রনষ্ট হইবে। অপরঞ্চ আমি প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে ভক্তিপূর্ব্বক সুদূর কল্পগ্রাম হইতে এই নিজ-কৃত প্রাসাদে আগমন করিব এবং এ স্থান হইতে পুনর্ব্বার কল্পগ্রামে চলিয়া যাইব।৭৯—৯৮। ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত। অতএব তুমিও এই মৎকৃত প্রাসাদ স্মরণ করিবে। স্নানদানাদি নানা কার্য্যে সর্ব্বদাই তোমার ইহা চিন্তনীয় হইবে। দুঃশীল কহিলেন,—হে মুনে! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, আমি সমস্তই সম্পাদন করিব। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—সর্ব্বপাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত তুমি কৃষ্ণাজিন প্রদান করিয়া পরে গুপ্তপাপশুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে তিলপাত্র সকল প্রদান কর। সূত কহিলেন,—দুর্ব্বাসার সেই বাক্য শুনিয়া মহাত্মা দুঃশীল আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণাজিন ও তিলপাত্র প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই প্রদান করিলেন। হে দ্বিজগণ! দুর্ব্বাসার উপদেশে নিত্য নিত্য যথাবিধি তিল-

নিত্যং প্রভক্তিতঃ॥ ১০৩॥ গতপাপস্য দীক্ষাঞ্চ দদৌ নির্ব্বাণসম্ভবাম্। তথাসৌ গতপাপস্য দীক্ষাং দত্বা যথাবিধি॥ ১০৪॥ ততঃ প্রোবাচ মধুরং দেহি মে গুরুদক্ষিণাম্॥ ১০৫॥ দুঃশীল উবাচ। যাচস্ব ত্বং প্রভো শীঘ্রং যাং তে যচ্ছামি দক্ষিণাম্। ত্বাং প্রদাস্যামি চেচ্ছক্তির্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতাম্॥ ১০৬॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। কল্পগ্রামং গমিষ্যামি সাম্প্রতং বর্ত্ততে কলিঃ। নাহমত্রাগমিষ্যামি যাবন্নৈব কৃতং ভবেৎ॥ ১০৭॥ অর্দ্ধনিষ্পাদিতো হ্যেষ প্রাসাদো যো ময়া কৃতঃ। পরিপূর্ত্তিং ত্বয়া নেয় এষা মে গুরুদক্ষিণা॥ ১০৮॥ নৃত্যগীতাদিকং যচ্চ তথা কার্য্যং স্বশক্তিতঃ। পুরতোঽস্য বলির্দেয়স্তথাস্যৎ কুসুমাদিকম্॥ ১০৯॥ এবমুক্ত্বা গতঃ সোঽথ কল্পগ্রামং মুনীশ্বরঃ। দুঃশীলোঽপি তথা চক্রে যত্নেন সমুদাহৃতম্॥ ১১০॥ সূত উবাচ। এবং তস্য প্রভক্তস্য তৎকার্য্যাণি প্রকুর্ব্বতঃ। তন্নাম্না কীর্ত্ত্যতে সোঽথ দুঃশীল ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ ১১১॥ চৈত্রমাসে চ যো নিত্যং তঞ্চ দেবং প্রপশ্যতি। ক্ষণং কৃত্বা স পাপেন বার্ষিকেণ প্রমুচ্যতে॥ ১১২॥ যঃ পুনঃ স্নপনং তস্য সর্ব্বঞ্চৈব করোতি চ। ত্রিংশদ্বর্ষোদ্ভবং পাপং তস্য গাত্রাৎ প্রণশ্যতি॥ ১১৩॥ যঃ পুনর্নৃত্যগীতাদ্যং কুরুতে চ তদগ্রতঃ। আজন্মমরণাৎ পাপাৎ সোঽপি মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্ব্বাসঃস্থাপিতলিঙ্গস্য দুঃশীলেশ্বরসংজ্ঞাপ্রাপ্তিকারণবর্ণনং নাম চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭৪॥

পাত্র সকল ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করায় দুঃশীল বিগতপাপ হইলে দুর্ব্বাসা তাহাকে নির্ব্বাণদায়িনী দীক্ষা দান করিলেন। তিনি গতপাপ দুঃশীলকে যথাবিধি দীক্ষাদানপূর্ব্বক পরে মধুরবাক্যে বলিলেন — আমায় গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। দুঃশীল কহিল,— ভগবন্! আপনাকে আমি কি দক্ষিণা দিব, আপনি তাহা শীঘ্র চাহিয়া লউন। আমার যদি শক্তি থাকে, আমি বিত্তশাঠ্য করিব না; আপনাকে তাহা অর্পণ করিব। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—সম্প্রতি কলিকাল উপস্থিত; আমি কল্পগ্রামে যাইব। কৃতযুগের উপস্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আর এখানে আসিব না। অতএব এই যে প্রাসাদ আমি অর্দ্ধ সম্পাদন করিয়াছি, তুমি ইহা সম্পূর্ণ করিবে; ইহাই আমার গুরুদক্ষিণা। অপিচ তুমি স্বীয় শক্তি অনুসারে ইহার সম্মুখে নৃত্যগীতাদি কার্য্য করিবে এবং বলি ও কুসুমাদি প্রদান করিবে। এই কথা কহিয়া মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসা কল্পগ্রামে গমন করিলেন। এদিকে দুঃশীলও তাঁহার কথামত সমস্ত কার্য্য করিল। সূত কহিলেন,—দুঃশীল বিশিষ্ট ভক্তিযোগে দুর্ব্বাসার নির্দ্দেশমত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলে, তাহার নামানুসারেই তত্রত্য শিবলিঙ্গ দুঃশীল আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রতি চৈত্রমাসে সেই দেবদর্শন করে, এবং তৎসম্মুখে উৎসব অনুষ্ঠান করে, তদীয় বর্ষসঞ্চিত পাপ হইতে তাহার নিষ্কৃতি ঘটে। যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গের স্নানাদি কার্য্য করায়, তাহার ত্রিংশদ্বর্ষোদ্ভব নিখিল পাপ দেহ হইতে গলিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গসম্মুখে নৃত্যগীতাদি কার্য্য করে, সে জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত সঞ্চিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ৯৯—১১৪।

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। দুঃশীলোঽপি চ তৎ কৃত্বা গুরোর্নাম্না শিবালয়ম্। নিদ্বেশ্বর ইতি খ্যাতং দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতম্॥ ১॥ চকার পরয়া ভক্ত্যা তৎপাদাব্জমনুস্মরন্। তথা তস্য তু ভার্য্যা যা নাম্না শাকম্ভরী স্মৃতা॥ ২॥ স্বনামাঙ্কা তত্র দুর্গা তথা সংস্থাপিতা তয়া। ততস্তদ্ধনং তাভ্যাং কিঞ্চিচ্ছেষং ব্যবস্থিতম্॥ ৩॥ পূজার্থং দেবতাভ্যাঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমর্পিতম্। ভিক্ষাভুজো ততো জাতৌ

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দুঃশীলও স্বীয় গুরুর নামানুসারে এক শিবালয় নির্ম্মাণ করিল। ঐ শিবালয়মধ্যস্থ লিঙ্গ নিদ্বেশ্বর নামে অভিহিত। উহা দক্ষিণদিকে অবস্থিত। দুঃশীল গুরুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া পরম ভক্তি সহকারেই শিবালয় নির্ম্মাণ করিল। তাহার ভার্য্যার নাম ছিল শাকম্ভরী। শাকম্ভরীও স্বীয় নামানুসারে দুর্গামূর্ত্তি স্থাপিত করিল। এই সকল কার্য্য করিয়াও তাহাদের হস্তে কিঞ্চিৎ ধন অবশিষ্ট ছিল। এই অবশিষ্ট ধন তাহারা উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজার

দম্পতী তৌ তুষ্টঃ পরম্ ॥ ৪ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য দুঃশীলো নিধনং গতঃ ॥ ৫ ॥ শাকম্ভর্য্যপি তৎকায়ং গৃহীত্বা হব্যবাহনম্। প্রবিষ্টা নৃপশার্দ্দূল নির্ব্বিকল্পেন চেতসা ॥ ৬ ॥ ততো বিমানমারুহ্য বরাপ্সরঃসুসেবিতম্। গতৌ তৌ দ্যাবপি স্বর্গং সম্প্রহৃষ্টতনূরুহৌ ॥ ৭ ॥ এতদ্দুঃশীলজং যস্তু পঠেদাখ্যানমুত্তমম্। স সর্ব্বৈর্মুচ্যতে পাপৈরজ্ঞানবিহিতৈর্নৃপ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নিদেশ্বরশাকম্ভর্য্যুৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তথান্যেঽপি বসন্ত্যত্র রুদ্রা একাদশৈব তু। সঞ্জাতা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা মুনীনাং হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥ দৃষ্টৈঃ পূজিতৈর্ব্বাপি স্তুতৈর্ব্বাথ নমস্কৃতৈঃ। বিপাপ্মা জায়তে মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ। এক এব শ্রুতো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চন। গৌরী ভার্য্যা প্রিয়া যস্য স্কন্দঃ পুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥ তেনৈকং বিস্ময়ে রুদ্রং নান্যমীশং কথঞ্চন। তস্মাদ্‌ব্রূহি মহাভাগ সর্ব্বানেতান্ সুবিস্তরাৎ ॥ ৪ ॥ সূত উবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগা যদ্ভবদ্ভিরুদাহৃতম্। এক এব স্থিতো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চন ॥ ৫ ॥ পরং যথা চ সঞ্জাতা রুদ্রা একাদশাত্র তোঃ। তথাহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ৬ ॥ বারাণস্যাং পুরাসংস্থাঃ মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। হাটকেশ্বরদেবস্য দর্শনার্থং সমুৎসুকাঃ ॥ ৭ ॥ সুস্থিতাঃ সময়ং কৃত্বা স্পর্দ্ধমানাঃ পরস্পরম্। অহম্পূর্ব্বমহং পূর্ব্বং বীক্ষয়িষ্যামি তং বিভুম্ ॥ ৮ ॥ সর্ব্বেষামগ্রতো ভূত্বা পাতালে হাটকেশ্বরম্। যশ্চাদৌ তত্র গত্বা চ নেক্ষয়িষ্যতি তং হরম্। সর্ব্বেষাং শ্রমজং পাপং তস্যৈকস্য ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥ এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বে বারাণস্যাং ততঃ পরম্। প্রস্থিতা ধাবমানাশ্চ বেগেন মহতা ততঃ ॥ ১০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবো হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতঃ। জ্ঞাত্বা তেষামভিপ্রায়ং মিথঃ স্পর্দ্ধাসমুদ্ভবম্। আত্মনো দর্শনার্থায় বহুভক্তিপুরস্কৃতম্ ॥ ১১ ॥ লঘুনা রক্ষ্যমাণেন সর্ব্বেষাঞ্চ মহাত্মনাম্। নাগরন্ধ্রেণ নিক্রম্য পাতালাচ্চৈব

নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্পণ করিল। অনন্তর সেই দম্পতি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিক্ষাভোজী হইল। কিয়ৎকাল পরে দুঃশীল মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তাহার পত্নী শাকম্ভরী তদীয় শবদেহ গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিকল্পচিত্তে হব্যবাহনে প্রবেশ করিল। অনন্তর শ্রেষ্ঠ অপ্সরোগণবেষ্টিত বিমানে আরোহণ করিয়া সেই দম্পতি পুলকিত-কলেবরে স্বর্গে গমন করিল। এই দুঃশীলাখ্যান যে ব্যক্তি পাঠ করে, হে নৃপ! তাঁহার অজ্ঞানবিহিত নিখিল পাপ হইতেই নিষ্কৃতি ঘটে। ১—৮।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৫।

ষট্‌সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ঐ স্থানে অন্য একাদশ রুদ্র বাস করেন। মুনিগণের হিতের নিমিত্তই তাঁহাদের প্রাদুর্ভাব। যে মানব ঐ সকল রুদ্রের দর্শন, পূজন, স্তুতি ও নমস্কৃতি করে, সে সর্ব্বদোষবর্জ্জিত ও বিগতপাপ হয়। ঋষিগণ কহিলেন,—আমরা একই রুদ্রের কথা শুনিয়াছি, দ্বিতীয় রুদ্র আছেন বলিয়া তো আমরা শুনি নাই। সেই যে এক রুদ্র, তাঁহার প্রিয়ভার্য্যা গৌরী এবং তাঁহার পুত্র স্কন্দ। আমরা সেই এক রুদ্রকেই জানি, অপর ঈশ্বর কেহ আছেন বলিয়া জানি না। অতএব হে মহাভাগ! তুমি ঐ সকল রুদ্রের বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বল। সূত কহিলেন—মহাভাগগণ! আপনারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; একই রুদ্র অবস্থিত; দ্বিতীয় রুদ্র নাই। পরন্তু একাদশ রুদ্র যেরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা সুসমাহিতভাবে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে বারাণসীধামে অনেক সংশিতব্রত মুনি ছিলেন। তাঁহারা একদা হাটকেশ্বর দেবের দর্শনে সমুৎসুক হইয়া 'আমিই পূর্ব্বে সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিব' এইরূপে পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সময় নিরূপণ করত বারাণসী হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সময় হইল —সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাগ্রে পাতালে গিয়া যে ব্যক্তি হাটকেশ্বর হরের দর্শন লাভ করিতে না পারিবে, আমাদের সকলের শ্রমজনিত পাপ তাহার একের হইবে। তাঁহারা সকলে পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বারাণসী হইতে অতি দ্রুতবেগে দৌড়িয়া প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে দেব হাটকেশ্বর তাঁহাদের পরস্পর স্পর্দ্ধা জন্য বহু ভক্তিপুরস্কৃত অভিপ্রায়

তৎক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥ একাদশপ্রকারং স কৃত্বা রূপং মনোহরম্। ত্রিশূলভৃত্রিনেত্রঞ্চ কপর্দ্দেন বিভূষিতম্ ॥ ১৩ ॥ শশিখণ্ডধরঞ্চৈব রুণ্ডমালাপ্রধারকম্ সমঞ্চৈব স্থিতস্তেষাং দর্শনে শঙ্করঃ প্রভুঃ ॥ ১৪ ততস্তে বৈ সমালোক্য পুরস্থং বৃষভধ্বজম্ জানুভ্যাং ধরণীং গত্বা স্তুতিং চক্রুস্ততস্ততঃ ॥ ১৫ একো জানাতি দেবোঽয়ং মম সন্দর্শনং গতঃ দেবদেবো মহাদেবঃ প্রথমং ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৬ অন্যো জানাতি যে পূর্ব্বে জাতস্তে তাপসোত্তমাঃ স্তুতিং চক্রুশ্চ বিপ্রেন্দ্রা জানুভ্যামবনিং গতাঃ ॥ ১৭ তাপসা উচুঃ। নমো দেবাধিদেবায় সর্ব্বদেবময়ায় চ। নমঃ শান্তায় সূক্ষ্মায় নমশ্চান্ধকভেদিনে ॥ ১৮ ॥ নমোঽস্তু সর্ব্বরুদ্রেভ্যো যে দিবং সংশ্রিতাঃ সদা। জীবাপয়ন্তি জগতীং বায়ুভিশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ ॥ ১৯ ॥ নমোঽস্তু সর্ব্বরুদ্রেভ্যো যে স্থিতা বারুণীং দিশম্। রক্ষন্তি সর্ব্বলোকাংশ্চ পিশাচানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ২০ ॥ নমোঽস্তু সর্ব্বরুদ্রেভ্যো দিশমূর্দ্ধং সমাশ্রিতাঃ। রক্ষন্তি সকলান্ লোকান্ ভূতানাং জম্ভকাদ্ভয়াৎ ॥ ২১ ॥ নমোঽস্তু সর্ব্বরুদ্রেভ্যো যেঽধ ঊর্দ্ধং সমাশ্রিতাঃ। রক্ষন্তি সকলান্ লোকান্ কুষ্মাণ্ডানাং ভয়াৎ সদা ॥ ২২ ॥ অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রা ভূমিমাশ্রিতাঃ। নমস্তেভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যস্তেষাং রক্ষন্তি যে রুজঃ ॥ ২৩ ॥ এবং স্তুতাস্তু তে রুদ্রা একাদশতপস্বিভিঃ। একাদশাপি তান্ প্রোচুর্ভক্তিনম্রাংস্তু তাপসান্ ॥ ২৪ ॥ রুদ্রা উচুঃ। একাদশপ্রকারোঽহং তুষ্টো বস্তাপসোত্তমাঃ। বহুভক্ত্যতিরেকেণ ব্রিয়তাং চ যথেপ্সিতম্ ॥ ২৫ ॥ তাপসা উচুঃ। যদি তুষ্টোঽসি নো দেব যদি যচ্ছসি বাঞ্ছিতম্। একাদশপ্রকারৈস্তু সদা স্থেয়মিহৈব তু ॥ ২৬ ॥ হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থময়ে শুভে। আরাধনং প্রকুর্ব্বাণা বসামো যেন বৈ বয়ম্ ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। একাদশপ্রকারা যা মূর্ত্তয়ো নির্ম্মিতা ময়া। এতাভিরেব সর্ব্বাভিঃ স্থাস্যাম্যত্র সদৈব হি ॥ ২৮ ॥ আদ্যা তু মম যা মূর্ত্তিঃ সা কৈলাসং সমাশ্রিতা। সন্তিষ্ঠতি সদৈবাত্র কৈলাসে

অবগত হইয়া মহাত্মগণের রক্ষিত ক্ষুদ্র নাগরন্ধ্র দিয়া পাতাল হইতে তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং নিজের মনোহর রূপকে একাদশধা বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের সকলের নেত্রপথে যুগপৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যেক রূপই ত্রিশূলধারী, ত্রিনেত্র, কপর্দ্দ-ভূষিত, শশিখণ্ডধর ও রুণ্ডমালায় মণ্ডিত। অনন্তর সেই সকল মুনি বৃষধ্বজকে সম্মুখে অবলোকনপূর্ব্বক ধরণীতলে জানু পাতিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মনে করিলেন,—দেবদেব মহাদেব ভক্তবৎসল; তাই আমার দর্শনপথে প্রথমেই আবির্ভূত হইয়াছেন। অন্য একজন মনে করিলেন,—দেবদেব সর্ব্বাগ্রে আমারই সাক্ষাৎ প্রকট হইলেন। এইরূপে সেই তাপসগণ সকলেই জানুদ্বয়ে অবনিগত হইয়া মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাপসগণ কহিলেন,—দেবাধিদেব সর্ব্বদেবময়কে নমস্কার করি। তুমি শান্ত, সূক্ষ্ম, অন্ধকভেদী, তোমায় নমস্কার। যাঁহারা সর্ব্বদাই স্বর্গাশ্রিত, সেই সমস্ত রুদ্রকেই আমার নমস্কার। যাঁহারা বিভিন্ন বায়ু দ্বারা এই পৃথিবীকে সজীব রাখিয়াছেন, এবং যাঁহারা পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল রুদ্রকে নমস্কার করি। যাঁহারা দুরাত্মা পিশাচদিগের নিখিল লোক রক্ষা করিতেছেন, সেই সমস্ত রুদ্রকে নমস্কার। যাঁহারা উর্দ্ধদিক্ আশ্রয় করিয়া আছেন, এবং জম্ভাসুরের ভয় হইতে নিখিল লোককে রক্ষা করিতেছেন, সেই সকল রুদ্রকে নমস্কার। যাঁহারা অধঃ উর্দ্ধ আশ্রয় করিয়া কুষ্মাণ্ডগণের ভয় হইতে নিখিল লোক রক্ষা করিতেছেন, সেই সকল রুদ্রকে নমস্কার করি। যে সহস্র সহস্র অসংখ্য রুদ্র ভূতল আশ্রয়ে অবস্থিত, এবং যাঁহারা ব্যাধিভয় হইতে সর্ব্ব লোক রক্ষা করেন, সেই সকল রুদ্রকে নমস্কার করি। —২৩। এইরূপে সেই একাদশ তাপস কর্ত্তৃক একাদশ রুদ্র স্তুত হইয়া সেই সকল ভক্তিবিনম্র তাপসদিগকে বলিলেন,—হে তাপসশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের বহু ভক্তি দ্বারা আমি একাদশ রূপেই তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা যথেষ্ট বর প্রার্থনা কর। তাপসগণ কহিলেন,—দেব! যদি আপনি আমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাদিগকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনা আপনি একাদশ রূপেই এই স্থানে অবস্থান করুন। তাহাতেই আমরা আপনার আরাধনা করিয়া এই সর্ব্বতীর্থময় শুভ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে বাস করিতে পারিব। ভগবান্ কহিলেন,—আমি যে আমার একাদশ প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছি, এই সকল মূর্ত্তিতেই আমি এক্ষণে সর্ব্বদা বাস করিব। আমার যাহা আদ্য মূর্ত্তি,

পর্ব্বতোত্তমে ॥ ২৯ ॥ এতাস্তু মূর্ত্তয়োঽস্মাকং স্থাতব্যাত্রৈব সর্ব্বদা। সর্ব্বেষামেব লোকানাং হিতায় দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ নামভিশ্চ ক্রমেণৈব যুষ্মদীয়ৈঃ স্বয়ং দ্বিজাঃ। বিশ্বামিত্রহ্রদে স্নাত্বা এতা মূর্ত্তীর্ম্মামকা বৈ। পূজয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যাস্তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৩১ ॥ কিং বাচা বহুনোক্তেন ভূয়োভূয়ো দ্বিজোত্তমাঃ। যা তাসাং ক্রিয়তে পূজা একাদশগুণা ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ এবমুক্ত্বা ত্রিনেত্রস্তু তত্রৈবাদর্শনং গতঃ। তেঽপি তত্রাশ্রমং কৃত্বা শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ। মূর্ত্তীশ্চ তাঃ সমারাধ্য সম্প্রাপ্তাঃ পরমং পদম্‌ ॥ ৩৩ ॥ অন্যোঽপি যঃ পুমাংস্তাশ্চ আরাধয়তি শ্রদ্ধয়া। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ প্রভৃতি তে জাতা রুদ্রা একাদশৈব তু। সংখ্যয়া দেবদেবস্য মহেশ্বর-বপুর্দ্ধরাঃ ॥ ৩৫ ॥ তেজোত্তমাস্তে সংযুক্তাঃ ত্রিনেত্রাঃ শূলপাণয়ঃ। এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽস্মি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥ একাদশপ্রকারস্তু যথা জাতো মহেশ্বরঃ। চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং দিনে স্থিতে ॥ ৩৭ ॥ যস্তান্‌ পূজয়তে ভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্‌। অধনো ধনমাপ্নোতি অপুত্রঃ পুত্রবান্‌ ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ সরোগো রোগমুক্তস্তু পরাভূতো রিপুক্ষয়ম্‌। তৎসমারাধনাদেব কামানন্ত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥ যঃ পুনঃ শিবদীক্ষাঢ্যো ভস্মস্নানপরায়ণঃ। তৎসমারাধনং কুর্য্যাত্তস্য তস্যাপি যৎফলম্‌ ॥ ৪০ ॥ যদস্যঃ প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যস্তৎপূজাসম্ভবং ফলম্‌। ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ পুষ্পেণৈকেন তৎফলম্‌ ॥ ৪১ ॥ শিবদীক্ষাধরো যস্তু শতঘ্নং লভতে ফলম্‌। তস্মাচ্ছতঘ্নমাপ্নোতি শৈবাৎ পাশুপতশ্চ যঃ। তস্মাৎ কালমুখো যশ্চ মহাব্রতধরশ্চ যঃ ॥ ৪২ ॥ মূর্ত্তীর্যাস্তাশ্চ যে ভক্ত্যা বিনতাঃ পূজয়ন্তি চ। সর্ব্বেষামেব তেষাং তু ফলং শতগুণং ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে একাদশরুদ্রোৎপত্তি বর্ণনং নাম ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৬॥

তাহা সর্ব্বোত্তম কৈলাস শৈলেই সর্ব্বদা অবস্থিত আছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত এই সকল মূর্ত্তি এই স্থানেই সর্ব্বদা অবস্থিত হইবে এবং তোমরা ইহাদের যে সকল নাম নির্ব্বাচন করিয়াছ, সেই সেই নাম ক্রমেই ইহারা বিখ্যাত হইবে। যে সকল মর্ত্ত্য বিশ্বামিত্রহ্রদে স্নানপূর্ব্বক মদীয় মূর্ত্তিসমূহকে পূজা করিবে, তাহারা পরমগতি প্রাপ্ত হইবে। হে দ্বিজবরগণ! বহু বাক্য বলিয়া আর কি হইবে? এই সকল মূর্ত্তির যেরূপ পূজাই করা হউক, তাহা একাদশগুণ হইবে। ত্রিলোচন দেব এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। সেই সকল তাপসেরাও পরম শ্রদ্ধার সহিত রুদ্রমূর্ত্তি-সমূহের আরাধনাপূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অন্য যে পুরুষ শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল মূর্ত্তির আরাধনা করে, সে মহেশ্বরাধিষ্ঠিত পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা তখন হইতে দেবদেব মহেশ্বরের কলেবর-ধারী একাদশ রুদ্ররূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল রুদ্র তেজোময়, ত্রিনেত্র ও শূলপাণি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি আপনারা যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, মহাদেব যেরূপে একাদশমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, সমস্তই বলিলাম। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশীদিনে যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, তাহার পরম গতি হয়। রুদ্রগণের আরাধনায় অধন ধন, অপুত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়, এবং রোগী নীরোগ ও শত্রু-বিজিত ক্ষীণশত্রু হইয়া থাকে। এমন কি তাহার অনন্ত কামনা পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি শৈব দীক্ষায় অন্বিত হইয়া ভস্ম দ্বারা স্নানপূর্ব্বক ঐ সকল রুদ্রের আরাধনা করে, তাহার যেরূপ ফল হয়, শ্রবণ করুন। মানব ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা রুদ্রপূজায় যে ফল পায়, একটী মাত্র পুষ্প দ্বারা পূজা করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে। শিবদীক্ষান্বিত ব্যক্তি শতগুণ ফল প্রাপ্ত হয়। শৈবাপেক্ষা পাশুপত ব্যক্তি শতগুণ ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি কালমুখ বা মহাব্রতধর এবং যাহারা ভক্তির সহিত বিনীতভাবে ঐ সকল রুদ্রমূর্ত্তির পূজা করে, এই সকল শ্রেণীর পূজকেরই তদপেক্ষা শতগুণ ফল হইয়া থাকে। ২৯—৪৩।

ষট্‌সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৬।

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। কিংনামানো দ্বিজাস্তে চ বারাণস্যাঃ সমাগতাঃ। একাদশপ্রকারোঽসৌ যেষাং রুদ্রঃ প্রভক্তিতঃ। তৎসংখ্যাশ্চ সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামুনে॥ ১॥ সূত উবাচ। একস্তেষাং মৃগব্যাধো বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে। দ্বিতীয়ঃ সর্ব্বসংজ্ঞশ্চ নিন্দিতশ্চ তৃতীয়কঃ॥ ২॥ মহাযশাশ্চতুর্থস্তু কথ্যতে মুনিসত্তমাঃ। অজৈকপাদ ইত্যুক্তঃ পঞ্চমো মুনিসত্তমাঃ॥ ৩॥ অহির্বুধ্নস্তথা ষষ্ঠঃ পিনাকী সপ্তমস্তথা। পরন্তপস্তথাষ্টস্তু দহনো নবমস্তথা॥ ৪॥ ঈশ্বরো দশমঃ প্রোক্তঃ কপালী চান্তিমস্তথা। তেষামেতানি নামানি দ্বিতাস্তেব হি যানি চ। রুদ্রাণামপি তাস্তেব বিহিতানি হরেণ তু॥ ৫॥ ঋষয় ঊচুঃ। কানি দানানি শস্তানি তদর্থং বদ নো দ্রুতম্। জপশ্চৈব পুরা প্রোক্তস্ত্বয়া কার্য্যো যথৈব চ॥ ৬॥ সূত উবাচ। তদুদ্দিশ্য প্রদাতব্যমেকৈকস্য পৃথক্ পৃথক্। প্রত্যক্ষাশ্চ মহাভাগ দাতব্যা ধেনবঃ ক্রমাৎ॥ ৭॥ মৃগব্যাধায় প্রত্যক্ষা গৌর্দ্দেয়া চ গুড়োদ্ভবা। কপালিনে প্রদাতব্যা নবনীতসমুদ্ভবা॥ ৮॥ অজপাদায় চাজ্যোত্থা আহির্বুধ্নায় হেমজা। পিনাকিনে প্রদাতব্যা ধেনুর্লবণসম্ভবা॥ ৯॥ পরন্তপায় বিপ্রেন্দ্রাস্তথৈব রসসম্ভবা। অন্নজা দহনায়োক্তা ঈশ্বরায় জলোদ্ভবা॥ ১০॥ এতা দদাতি যো বিপ্রা এতেষাং চ মহাত্মনাম্। চক্রবর্ত্তী ভবেন্নূনমেতদাহ পিতামহঃ॥ ১১॥ অন্যত্রাপি প্রদত্তাশ্চ কিং পুনর্ভবসন্নিধৌ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন এতা দেয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ১২॥ ধেনবো যো ন শক্তঃ স্যাদেকা দেয়া প্রযত্নতঃ। সর্ব্বেষামেব রুদ্রাণাং ভর্ত্তৃযজ্ঞবচো যথা॥ ১৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭৭॥

সপ্তসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! যাঁহারা বারাণসী হইতে হাটকেশ্বরে সমাগত হন এবং যাঁহাদের প্রকৃষ্ট ভক্তিযোগে রুদ্রদেব একাদশরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সকল দ্বিজগণের বা সেই সেই রুদ্রগণের কি কি নাম, তাহা আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—তন্মধ্যে প্রথম ত্রিভুবনবিখ্যাত মৃগব্যাধ, দ্বিতীয় শর্ব্ব, তৃতীয় নিন্দিত, চতুর্থ মহাযশা, পঞ্চম অজৈকপাদ, ষষ্ঠ অহির্বুধ্ন সপ্তম পিনাকী, অষ্টম পরন্তপ, নবম দহন, দশম ঈশ্বর এবং একাদশ কপালী। এই সকল নামই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট। ভগবান্ হরই তাঁহাদের এই সমস্ত নাম বিধান করিয়াছেন। ঋষিগণ কহিলেন,—ইহাঁদের উদ্দেশে কি কি দান প্রশস্ত, তাহা আমাদের নিকট সত্বর প্রকাশ করিয়া বল। যেরূপে জপকার্য্য করিতে হইবে, তাহা তো তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ। সূত কহিলেন—উহাঁদের এক এক জনের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ দান করিতে হয়। হে মহাভাগগণ! উহাঁদের উদ্দেশে ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ ধেনু-সকল দান করা কর্ত্তব্য। মৃগব্যাধকে গুড়োদ্ভব প্রত্যক্ষ ধেনু, কপালীকে নবনীতময়ী ধেনু, অজপাদকে আজ্যোত্থিতা ধেনু, অহির্বুধ্নকে হেমজ ধেনু, পিনাকীকে লবণোদ্ভবা ধেনু, পরন্তপকে রসসমুদ্ভবা ধেনু, দহনকে অন্নজাত ধেনু এবং ঈশ্বরকে জলোদ্ভবা ধেনু দান করিতে হয়। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি সেই মহাত্মগণকে এই সকল ধেনু দান করে, পিতামহ বলিয়াছেন—সে এইরূপ দানের ফলে নিশ্চয়ই চক্রবর্ত্তী হয়। অন্যত্র দানেও এই ফলই হইয়া থাকে, তাহাতে ভবসন্নিধানে দান করিলে যে কি ফল তাহা আর কি বলিব? অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ সকল ধেনু অবশ্যই দান করিবে। যদি কেহ সমস্ত ধেনু দানে সমর্থ না হয়, তবে অন্ততঃ একটী ধেনু অবশ্যই দান করিবে। ভর্ত্তৃযজ্ঞের বাক্যানুসারে সকল রুদ্রসমীপেই এইরূপ দানের ব্যবস্থা। ১—১৩।

সপ্তসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৭।

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। যে চান্যে ভাস্করাস্তত্র সন্তি ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। হাটকেশ্বরজে ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১॥ যস্তান্ পূজয়তে ভক্ত্যা হৃদি কৃত্বাভিবাঞ্ছিতান্। সপ্তম্যাং চৈব সপ্তম্যাং লভতে নাত্র

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই হাটকেশ্বরক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিষ্ঠিত অপর যে সকল সূর্য্যমূর্ত্তি আছে, যে মানব প্রতিসপ্তমীতে

সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ । এক এব স্থিতঃ সূর্য্যো দৃশ্যতে চ নভস্তলে। তৎকথং দ্বাদশৈতে চ তত্র ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতাঃ। কস্মিন্ কালে তথা কৃত্যো কিমর্থং সূতনন্দন ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। আসীৎপূর্ব্বং কৃতির্নাম শুনঃশেফসমুদ্ভবঃ ॥ ৪ ॥ তস্য পুত্রঃ শুনঃপুত্রো বভূব মুনিসত্তমঃ। চারায়ণঃ সুতস্তস্য বভূব মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। সাবিত্রীশাপনির্দগ্ধো হ্যবতীর্ণো ধরাতলে ॥ ৬ ॥ গায়ত্রী চ যদা বিপ্রাস্তে নোঢ়া যজ্ঞকর্ম্মণি। প্রাক্‌স্থিতাং চ পরিত্যজ্য সর্ব্বদেবসমাগমে। কালাতায়ো ভবেন্নৈব সাবিত্র্যাগমনে স্থিরে ॥ ৭ ॥ ততস্তস্য সমাদেশাদ্গায়ত্রী গোপকন্যকা। শক্রেণ চ সমানীতা দিব্যলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৮ ॥ গোপকন্যাঞ্চ তাং জ্ঞাত্বা গোর্শ্চ বক্ত্রেণ পদ্মজঃ। প্রবেশ্যাকর্ষয়ামাস গুহ্যেন চ ততঃ পরম্ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণানাং গবাঞ্চৈব কুলমেকং দ্বিধা স্থিতম্। একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরেকত্র সংস্থিতম্ ॥ ১০ ॥ তেন তাং ব্রাহ্মণীং কৃত্বা পশ্চাত্তস্যাঃ পরিগ্রহম্। গৃহ্যোক্তবিধিনা চক্রে পুরঃস্থোঽপি পিতামহঃ ॥ ১১ ॥ পত্নীশালোপবিষ্টায়াং ততস্তস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ। সাবিত্রী সমনুপ্রাপ্তা দেবপত্নীভিরাবৃতা ॥ ১২ ॥ ততস্তাং সা সমালোক্য রশনাসমলঙ্কৃতাম্। দৌর্ভাগ্যাদ্দুঃখমাপন্না শশাপ চ বিধিং ততঃ ॥ ১৩ ॥ সাবিত্র্যুবাচ। যস্মাত্ত্বয়া পরিত্যক্তা নির্দ্দোষাহং পিতামহ। পিতামহোঽসি মে নূনমদ্যপ্রভৃতি সঙ্গমে ॥ ১৪ ॥ মনুষ্যাণাং ভবেৎ কৃত্যমন্যনারীপরিগ্রহঃ। এতত্ত্বয়া কৃতং যস্মান্মানুষস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১৫ ॥ কামার্ত্তশ্চ বিশেষেণ মম বাক্যাদসংশয়ম্ ॥ ১৬ ॥ এবমুক্ত্বা তু সাবিত্রী ত্যক্ত্বা তং যজ্ঞমণ্ডপম্। গিরেঃ শিখরমারূঢ়া তপশ্চক্রে মহত্ততঃ ॥ ১৭ ॥ পিতামহোঽপি তচ্ছাপাচ্চারায়ণনিবেশনে। অবতীর্ণো ধরাপৃষ্ঠে কালেন মহতা ততঃ ॥ ১৮ ॥ স যদা যৌবনং ভেজে মানুষং বপুরাস্থিতঃ। তথাতথা চ তাপেন কামোত্থেন প্রপীড্যতে ॥ ১৯ ॥ ততোঽসৌ বীক্ষ্যতে নারীং

ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগের অর্চনা করে, তাহার সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধি হয়। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! নভস্তলে তো একটীমাত্র সূর্য্যই নয়নগোচর হইয়া থাকেন, তবে সেই ক্ষেত্রে দ্বাদশ সূর্য্য প্রতিষ্ঠা হইল কিরূপে? আর কোন সময়ে কি জন্যই বা উক্ত দ্বাদশ সূর্য্যের প্রতিষ্ঠা করা হয়? সূত কহিলেন,—পুরাকালে শুনঃশেফ মুনির কৃতি নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র মুনিসত্তম শুনঃপুত্র। তাঁহার পুত্র—মুনিবর চারায়ণ। কোন সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সাবিত্রীশাপে আক্রান্ত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন। হে দ্বিজগণ! তিনি পূর্ব্বপত্নী সাবিত্রীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তখন যজ্ঞস্থলে সকল দেবগণের সমক্ষে গায়ত্রীকে পরিণয় করেন। যজ্ঞকালে তিনি সাবিত্রীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া পত্ন্যন্তরপরিণয়ে অভিলাষী হইলেন; তখন তাঁহার আদেশ অনুসারে ইন্দ্র যাইয়া গোপতনয়া গায়ত্রীকে তদীয় পত্ন্যর্থ আনয়ন করিলেন। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা সেই দিব্যলক্ষণবতী গায়ত্রীকে গোপকন্যা বলিয়া জানিয়া কোনও গাভীর মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং গুহ্যদেশ দিয়া বাহির করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ ও গো—ইহাদিগের বংশ একই; পরন্তু দুই ভাগে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে মাত্র; সেই দুই বংশের এক বংশে মন্ত্র এবং অপর বংশে যজ্ঞীয় হবিঃ প্রতিষ্ঠিত। পিতামহ ব্রহ্মা উক্ত গাভীগর্ভ হইতে নিক্রমণরূপ কার্য্য দ্বারা গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণী করিয়া পরে গৃহ্যোক্ত বিধানে সর্ব্ব দেবগণসমক্ষে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। ১—১১। হে দ্বিজোত্তমগণ! বিবাহান্তে গায়ত্রী দেবী পত্নীশালায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবপত্নীগণে সমাবৃতা সাবিত্রী দেবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গায়ত্রীকে যজ্ঞীয় মৌঞ্জীশোভিতা দর্শনে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া স্বীয় দৌর্ভাগ্য জ্ঞানে দুঃখিত হইলেন এবং ক্রোধবশে ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সাবিত্রী কহিলেন,—হে পিতামহ! আমি নির্দ্দোষ হইলেও তুমি আমাকে যে পরিত্যাগ করিলে, এ জন্য অদ্য হইতে সঙ্গম বিষয়ে তুমি আমার পিতামহই হইলে। অপর নারীপরিগ্রহ মানুষেরই কার্য্য; তুমি সেই মানুষোচিত ব্যবহার করিলে বলিয়া আমার কথানুসারে নিশ্চয়ই মনুষ্যত্ব লাভ করিবে এবং অতীব কামুক হইবে। সাবিত্রী দেবী এই বলিয়া সেই যজ্ঞমণ্ডপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুমহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। অতঃপর দীর্ঘকালান্তে ব্রহ্মাও সেই শাপের ফলে ধরাতলে উক্ত চারায়ণ ব্রাহ্মণের গৃহে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নাম হইল যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি সেই মানুষশরীর পরিগ্রহান্তে যেমন যেমন যৌবন লাভ করিতে লাগিলেন,

কন্যাং বাথ তপস্বিনীম্। অবিকল্পমনা ভেজে রূপ-সৌভাগ্যগর্ব্বিতঃ ॥ ২০ ॥ ততস্তং ব্যসনার্ত্তঞ্চ দৃষ্ট্বা চারায়ণো মুনিঃ। স্বয়ং নিঃসারয়ামাস প্রকোপেণ নিজাশ্রমাৎ ॥ ২১ ॥ স চ পিত্রা পরিত্যক্তো ভ্রমমাণস্ততস্ততঃ। চমৎকারপুরং প্রাপ্তঃ শাকল্যো যত্র তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥ নাম্না ব্রাহ্মণশার্দ্দুলো নাগরো বেদপারগঃ। বৃতঃ শিষ্যসহস্রেণ বেদবিদ্যাং প্রচারয়ন্ ॥ ২৩ ॥ অথ তং স প্রণম্যোচ্চৈঃ শিষ্যত্বং সমুপাগতঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নো বভূবাথ চিরাদপি। ২৪ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু আনর্ত্তাধিপতিঃ স্বয়ম্। আগতস্তিষ্ঠতে যত্র জলশায়ী হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যব্রতং তেন গৃহীতং তৎপুরস্তদা। প্রার্থিতশ্চ ততো বিপ্রাঃ শাকল্যস্তেন ভূভুজা ॥ ২৬ ॥ শান্তিকং পৌষ্টিকং নিত্যং ত্বয়া কার্য্যং মমালয়ে। যাবত্তিষ্ঠাম্যহং চাত্র প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ২৭ ॥ বাঢ়মিত্যেব স প্রোক্তা দাক্ষিণ্যেন দ্বিজোত্তমাঃ। একৈকং প্রেষয়ামাস স্বশিষ্যং তস্য মন্দিরে ॥ ২৮ ॥ স শান্তিকং বিধায়াথ দত্ত্বাশীঃ পার্থিবায় চ। সম্প্রাপ্য দক্ষিণাং তস্মাৎ পুনরেতি চ তং দ্বিজম্ ॥ ২৯ ॥ শাকল্যায় চ তাং দত্ত্বা দক্ষিণাং নিজমন্দিরে। জগাম, নিত্যমেবং হি ব্যবহারী ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ অন্যস্মিন্নহনি প্রাপ্তে শাকল্যেন বিসর্জ্জিতঃ। শান্ত্যর্থং যাজ্ঞবল্ক্যস্তু পার্থিবস্য নিবেশনম্ ॥ ৩১ ॥ তস্য ভূপস্য রূপাঢ্যা মন্থরাস্তি বিলাসিনী। রাত্রৌ চ কামিতা তেন কামাঢ্যেন সুকামিনী ॥ ৩২ ॥ ভাবৈর্বাৎস্যায়নপ্রোক্তৈঃ সমালিঙ্গনপূর্ব্বকৈঃ। স তয়া বিবিধৈঃ কৃতো ময়ূরপদকাদিভিঃ। শরীরে চাধরে চৈব তথা মণিপ্রবালকৈঃ ॥ ৩৩ ॥ সম্প্রাপ্তোঽধ্যয়নার্থায় যাবচ্ছাকল্যসন্নিধৌ। তাবৎ সম্প্রেষিতস্তেন শান্ত্যর্থং ভূপমন্দিরে ॥ ৩৪ ॥ সোঽপি সম্প্রেষিতস্তেন গত্বা তং পার্থিবালয়ম্। শান্তিকং চ ততশ্চক্রে যথোক্তবিধিনা দ্বিজাঃ ॥ ৩৫ ॥ শান্তিকস্যাবসানে তু প্রগৃহ্য কলসোদকম্। পঞ্চাঙ্গৈঃ কল্পিতং রুদ্রৈঃ স্বয়মেবাভিমন্ত্রিতৈঃ ॥ ৩৬ ॥ সাক্ষতং সুমনোযুতং সমাদায় গতস্ততঃ। সন্তিষ্ঠতে নৃপো যত্র আনর্ত্তো

তেমন তেমনই কামজ পীড়ায় আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার রূপ-সৌভাগ্য-গর্ব্বও ছিল, তজ্জন্য তিনি কন্যা, তরুণী বা তপস্বিনী যাহাকেই দেখিতেন, অসঙ্কোচে তাহাতেই উপগত হইতেন। মুনিবর চারায়ণ, তাঁহাকে তাদৃশ ব্যসনার্ত্ত দেখিয়া ক্রোধবশে স্বয়ংই আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পিতা বহিষ্কৃত করিয়া দিলে পর তিনিও নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে শাকল্য মুনির আশ্রমে চমৎকারপুরে উপনীত হইলেন। শাকল্য একজন বেদপারগ শ্রেষ্ঠ নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি সহস্র সহস্র শিষ্যে পরিবৃত থাকিয়া বেদ-বিদ্যা-প্রচার করিতেন। মনুষ্যভাবাপন্ন ব্রহ্মা তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতান্তে তদীয় শিষ্যত্ব অবলম্বন করিয়া কিয়ৎ কালান্তে বেদাধ্যায়ী হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে তথায় স্বয়ং আনর্ত্তাধিপতি আগমন করিলেন,—যথায় জলশায়ী হরি আপনি অবস্থান করিতেছেন। হে বিপ্রগণ! রাজা আসিয়া তৎকালে শাকল্যসমীপে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন যে, আমার আলয়ে নিত্য আপনি শান্তিক এবং পৌষ্টিক কর্ম্ম করিবেন। আমি যত দিন এখানে আছি, আপনি আমার প্রতি এইরূপই প্রসাদ বিতরণ করুন হে দ্বিজবরগণ! তৎ-শ্রবণে শাকল্য ঔদার্য্যের সহিত 'তথাস্তু' বাক্যে সম্মত হইলেন এবং নিজের এক এক জন শিষ্যকে এক এক দিন রাজমন্দিরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।১২—১৮। প্রেরিত শিষ্য শান্তিক কর্ম্ম করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া দক্ষিণা লইয়া পুনরায় শাকল্যসমীপে আসিয়া তাঁহাকে দক্ষিণা অর্পণপূর্ব্বক স্বমন্দিরে গমন করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থা নিত্যই চলিতে লাগিল। অন্য এক দিন শাকল্য শান্তির নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে পার্থিবভবনে প্রেরণ করিলেন। আনর্ত্তরাজের এক মৃদুমন্দগামিনী রূপবতী বিলাসিনী ছিল, কামাক্রান্ত যাজ্ঞবল্ক্য রাত্রিযোগে সেই সুকামিনীকে কামনা করিলেন। রাজকামিনী কামশাস্ত্রানুযায়ী বিবিধ ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ময়ূরপদকাদি বিবিধ প্রকারে তদীয় শরীরে এবং অধরে ক্ষত করিয়া দিল। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার শাকল্যসমীপে অধ্যয়নার্থ যেমন আসিলেন অমনি তিনি তাঁহাকে সে দিনও শান্তির নিমিত্ত রাজালয়ে প্রেরণ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও পুনরায় প্রেরিত হইয়া পার্থিবালয়ে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি শান্তি কর্ম্ম করিলেন। শান্তিক কর্ম্মের অবসানে নিজে তিনি অক্ষত পুষ্পান্বিত রুদ্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত পঞ্চাঙ্গকল্পিত কলসোদক লইয়া

ব্রতসংযুতঃ। ৩৭। দ্যামালেখীতি মন্ত্রং স প্রোচ্চার্য্য বিধিপূর্ব্বকম্। ছন্দর্ষিসহিতং চৈব যাবৎ ক্ষিপতি মস্তকে। তাবন্নিরীক্ষিতস্তেন নখলেখাবিকর্ত্তিতঃ। ৩৮। খণ্ডিতেনাধরেণৈব ততোঽভূদ্দুর্ম্মনা নৃপঃ। ৩৯। বিটপ্রায়ং তু তং দৃষ্ট্বা মলিনাম্বরধারিণম্। তং প্রোবাচ বিহস্যোচ্চৈ দেহি বিপ্রাক্ষতাঞ্জলিম্। ৪০। মন্দুরায়াং স্থিতং যচ্চ কাষ্ঠমেতৎ প্রদৃশ্যতে। যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো দৃষ্ট্বা সকোপস্তমুপাদ্রবৎ। ৪১। ক্ষিপ্ত্বা তত্র জলং বিপ্রাঃ সাক্ষতং গৃহমাগমৎ। অগৃহ্য দক্ষিণাং তস্য পার্থিবস্য যথাস্থিতাম্। ৪২। এতস্মিন্নন্তরে তস্য ধবকাষ্ঠস্য সর্ব্বতঃ। নিষ্ক্রান্তা বিবিধাঃ শাখাঃ পল্লবৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ। ৪৩। তদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ সোঽথ আনর্ত্তাধিপতির্নৃপঃ। পশ্চাত্তাপং পরং চক্রে ধিঙ্ময়ৈবমনুষ্ঠিতম্। ৪৪। স নূনং বিবুধঃ কোঽপি বিপ্ররূপেণ সঙ্গতঃ। যেনেদৃশঃ প্রভাবোঽয়ং তস্য মন্ত্রস্য সংস্থিতঃ। ৪৫। যদ্যহং প্রতিগৃহ্ণামি তস্য মন্ত্রোদিতং জলম্। জরামরণহীনস্তু তদ্ভবামি ন সংশয়ঃ। ৪৬। এবং চিন্তয়তস্তস্য তদ্দিনং বিনিবৃত্তং চ। পার্থিবস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠা জাতং বর্ষশতোপমম্। ৪৭। দিবসে তু সমাক্রান্তে কথঞ্চিত্তস্য ভূপতেঃ। বিভাবরী ক্ষয়ং যাতি কথঞ্চিন্নৈব শারদী। ৪৮। ততঃ প্রভাতসময়ে সমুত্থায় মহীপতিঃ। আহ্বয়ামাস শাকল্যং পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। ৪৯। ততঃ প্রোবাচ বিনয়াৎ সাদরং প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ। কল্যে শিষ্যঃ সমায়াতো যস্তদীয়ো মমান্তিকম্। ৫০। শান্ত্যর্থং প্রেষণীয়স্তু সোঽদ্যাপি চ দ্বিজোত্তম। তস্যোপরি পরা ভক্তির্ম্মম জাতাদ্য কেবলম্। ৫১। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় গত্বাথ নিজমন্দিরম্। প্রোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ শান্ত্যর্থং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। ৫২। গচ্ছ বৎস ত্বমদ্যৈব পার্থিবস্য নিবেশনম্। শান্ত্যর্থং তেন ভূয়োঽপি ত্বমেবাত্র নিমন্ত্রিতঃ। ৫৩। যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। নাহং যাস্যামি তদ্গর্ম্যে শান্ত্যর্থং দ্বিজপুঙ্গব। অনাদরেণ দৃষ্টোঽহং নাশীর্ম্মে চ সমাদৃতা। ৫৪। কাষ্ঠোপরি ময়া দত্তা তস্য বাক্যাদসংশয়ম্।

যথায় রাজা আনর্ত্ত ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে আগমন করিলেন এবং 'দ্যামালেখি' ইত্যাদি মন্ত্র ঋষিচ্ছন্দ সহ যথাবিধি উচ্চারণপূর্ব্বক যেমন রাজার মস্তকে তাহা নিক্ষেপ করিবেন, অমনি রাজা দেখিলেন,—সেই শান্তিজলদাতা ব্রাহ্মণ নখলেখায় কর্ত্তিত এবং অধরদেশে খণ্ডিত, তাহা দেখিয়া রাজা দুর্ম্মনা হইলেন। অনন্তর তিনি সেই মলিনাম্বরধারী বিটপ্রায় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উচ্চ হাস্য সহকারে বলিলেন,—আমার বাজিশালায় এই যে কাষ্ঠখণ্ড আছে, তোমার ঐ সাক্ষত শান্তিজল তুমি ইহারই উপর নিক্ষেপ কর। যাজ্ঞবল্ক্য তদ্দর্শনে সকোপে সেই দিকেই গেলেন এবং তদুপরি সাক্ষত জল নিক্ষেপ করিয়া রাজার নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা না লইয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যাহার উপর সাক্ষত জল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, উহা এক খণ্ড ধব কাষ্ঠ; যাজ্ঞবল্ক্য চলিয়া আসিবার পর সহসা সেই কাষ্ঠখণ্ডের সর্ব্ব গাত্র হইতে পল্লবালঙ্কৃত বিবিধ শাখা প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে আনর্ত্তাধিপতি বিস্মিত হইলেন, যথেষ্ট অনুতাপ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—ধিক্ আমার এরূপ কার্য্যে! তিনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা বিপ্ররূপে আগমন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার উচ্চারিত মন্ত্রের ঈদৃশ প্রভাব প্রতিভাত হইতেছে। আমি যদি তাঁহার মন্ত্রপূত জল গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরামরণবর্জ্জিত হইতে পারিতাম। ২৯-৪৬। রাজা সবিস্ময়ে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তাঁহার নিকট সেই দিনটী শত বর্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর কোনও রূপে রাজার সেদিন কাটিল; কিন্তু শারদী বিভাবরী কিছুতেই যেন আর কাটে না। অনন্তর কোন ক্রমে প্রভাত হইল। রাজা গাত্রোত্থান করিলেন এবং আপ্তপুরুষগণ দ্বারা শাকল্য মুনিকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর রাজা প্রাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে সাদরে বলিলেন,—প্রভো! গত দিবস আপনার এক শিষ্য মৎসমীপে আসিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম! আজও শান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে প্রেরণ করুন। কেননা, তাঁহার প্রতিই আমার পরম ভক্তি জন্মিয়াছে। শাকল্য রাজবাক্য শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মত হইলেন এবং নিজালয়ে গিয়া শান্তিকার্য্য সম্পাদনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—বৎস! তুমি অদ্যই শান্তিকার্য্যার্থ পার্থিবালয়ে গমন কর। সেই রাজা পুনর্ব্বার তোমাকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—দ্বিজপুঙ্গব! আমি শান্তিনিমিত্ত সেই রাজার ভবনে যাইব না; রাজা আমায় অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন; মৎপ্রদত্ত আশীর্ব্বাদও সাদরে গ্রহণ করেন নাই। আমি তাঁহার

তস্মাৎ প্রেষয় চান্তং ত্বং গুরো শিষ্যং বিচক্ষণম্। আনর্ত্তং রঞ্জয়েদ্যস্তু বিবেকেন সমন্বিতম্ ॥ ৫৫ ॥ শাকল্য উবাচ। রাজাদেশঃ সদা কার্য্যঃ পুরুষৈর্দ্দেশবাসিভিঃ। যোগক্ষেমবিধানায় তথা লাভায় কেবলম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রতিকূলো ভবেদ্যস্তু পার্থিবানাং স মন্দধীঃ। ন তস্য জায়তে সৌখ্যং কথঞ্চিদ্দ্বিজসত্তম ॥ ৫৭ ॥ যে জাত্যাদিমহোৎসেকান্ন নরেন্দ্রানুপাসতে। তেষামামরণং ভিক্ষা প্রায়শ্চিত্তং বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৫৮ ॥ এবং তয়োর্ব্বিবদতোস্তদা বৈ গুরুশিষ্যয়োঃ। ভূয়োঽপি তত্র সম্প্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ পার্থিবেরিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ প্রোচুশ্চ ত্বরয়া যুক্তাঃ শাকল্যং প্রাঞ্জলিস্থিতাঃ। শিষ্যং তং প্রেষয় ক্ষিপ্রং রাজা মার্গং প্রতীক্ষতে ॥ ৬০ ॥ অসকৃৎ প্রোচ্যমানোঽপি যদা গচ্ছতি নৈব সঃ। তদা সম্প্রেষয়ামাস উদ্দালকমথারুণিম্ ॥ ৬১ ॥ শিষ্যং বিনয়সম্পন্নং কৃতাঞ্জলিপুটং স্থিতম্। গচ্ছ বৎস মমাদেশাৎ সাম্প্রতং নৃপমন্দিরম্ ॥ ৬২ ॥ শান্তিকর্ম্ম বিধায়ার্থ স্বাধ্যায়ঞ্চ ততঃ কুরু ॥ ৬৩ ॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় গত্বা তং পার্থিবালয়ম্। চকার শান্তিকং কর্ম্ম বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৬৪ ॥ ততঃ কলসতোয়ং স সাক্ষতং সুমনোঽন্বিতম্। গৃহীত্বোপাত্রবত্তত্র যত্র রাজা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৫ ॥ রাজোবাচ। স্বকীয়মন্ত্রলিঙ্গেন অভিষেকং তু যচ্ছ ভোঃ। কাষ্ঠস্যাস্য যদগ্রে তে প্রোথিতং তিষ্ঠতে দ্বিজ ॥ ৬৬ ॥ ততস্তেন শুভং মন্ত্রং প্রোচ্যাভীষ্টং জলং স্বয়ম্। অভিষিচ্য চ তৎকাষ্ঠং ততশ্চ স্বগৃহং যযৌ ॥ ৬৭ ॥ তাবদ্রূপঞ্চ তৎকাষ্ঠং দৃষ্ট্বানর্ত্তো মহীপতিঃ। বিষাদসহিতশ্চৈব পশ্চাত্তাপসমন্বিতঃ ॥ ৬৮ ॥ ভূয়স্তু প্রেষয়ামাস যাজ্ঞবল্ক্যকৃতে তদা। অন্যং দূতং বিদগ্ধঞ্চ শাকল্যস্য দ্বিজাশ্রয়ম্ ॥ ৬৯ ॥ বেদনা কায়সংস্থা মে সর্ব্বত্রৈ দ্বিজসত্তম। শান্ত্যর্থং প্রেষয় ক্ষিপ্রং তং শিষ্যং পূর্ব্বসঞ্চিতম্ ॥ ৭০ ॥ অপমানং কৃতং তস্য ময়া কল্যে দ্বিজোত্তম। যেন মে সহসা ব্যাধিরাশীর্ব্বাদমনিচ্ছতঃ ॥ ৭১ ॥ তস্মাৎ প্রেষয় মে শীঘ্রং যেন মে স্বস্থতা ভবেৎ। অসকৃৎ প্রোচ্যমানোঽপি যদা নৈব স গচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যস্ততঃ শিষ্যমন্যং

বাক্যানুসারে অবশেষে একটা কাষ্ঠোপরি আশীর্ব্বাদ অর্পণ করি। অতএব অদ্য আপনি অন্য কোন বিচক্ষণ শিষ্যকে রাজালয়ে প্রেরণ করুন ;—যিনি গিয়া সেই বিবেকশালী রাজাকে রঞ্জিত করিতে পারিবেন। শাকল্য কহিলেন,দেশবাসী লোকদিগের যোগক্ষেম বিধানের জন্য এবং লাভের নিমিত্ত রাজাদেশ সর্ব্বদাই পালনীয়। যে ব্যক্তি রাজাদিগের প্রতিকূল হয়, সে তো মন্দমতি, হে দ্বিজসত্তম! তাহার সুখলাভ কদাচ ঘটে না। যাহারা জাত্যাভিমান বা অন্য কোন কারণে রাজসেবা না করে, দেহান্ত পর্য্যন্ত ভিক্ষাটনই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত। গুরু ও শিষ্য পরস্পরে এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে ; ইতিমধ্যে সেই আনর্ত্তরাজপ্রেরিত আরও কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক ব্যগ্রতার সহিত শাকল্যের নিকট বলিল—মহাশয়! আপনার সেই শিষ্যকে সত্বর প্রেরণ করুন। রাজা পথ চাহিয়া আছেন। অনন্তর শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে বারম্বার যাইতে বলিলেও যখন তিনি গেলেন না ; তখন শাকল্য অন্যতম শিষ্য উদ্দালককে গমনে আদেশ করিলেন। বিনীত শিষ্য উদ্দালক কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর সম্মুখে অবস্থিত হইলে গুরু শাকল্য বলিলেন,—বৎস! আমার আদেশে তুমি অদ্য রাজালয়ে গমন কর ; সেখানে গিয়া শান্তিকর্ম্ম সমাধা করিয়া আইস ; পরে আসিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে। ৪৭—৬৩। উদ্দালক 'তাহাই হউক' বলিয়া নৃপালয়ে গমন করিলেন এবং বিধিবোধিত কর্ম্মে শান্তিকার্য্য করিয়া পরে পুষ্পাক্ষতান্বিত কলসজল লইয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা কহিলেন —হে দ্বিজ। স্বগৃহোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া এই যে সম্মুখে কাষ্ঠখণ্ড আছে, ইহাকে অগ্রে অভিষেক করুন। অনন্তর উদ্দালক শুভ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই জলে সেই কাষ্ঠখণ্ড অভিষেকপূর্ব্বক স্বাবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে আনর্ত্ত মহীপতি দেখিলেন,—সেই কাষ্ঠখণ্ড সেই ভাবেই আছে। তদ্দর্শনে তিনি বিষণ্ণ হইলেন এবং অনুতাপান্বিত হইয়া পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকেই আনিবার জন্য অন্য একজন বিচক্ষণ দূত শাকল্যাশ্রমে প্রেরণ করিলেন। রাজা দূতমুখে বলিয়া দিলেন—হে দ্বিজবর! আমার দেহে একটা বেদনা সঞ্চার হইয়াছে ; অতএব শান্তির নিমিত্ত আপনার সেই পূর্ব্বতন শিষ্যটীকেই প্রেরণ করিবেন, দ্বিজবর! সেদিন আমি আশীর্ব্বাদ লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহার অপমান করিয়াছি ; বোধ হয়, সেই জন্যই সহসা আমার এই ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে। অতএব শীঘ্র পাঠাইবেন ; যেন অচিরেই আমি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি। রাজার

প্রোবাচ সাদরম্ । ততস্তং মধুকং পৈঙ্গ্যং প্রেষয়ামাস তদ্গৃহে ॥ ৭৩ ॥ তেনাপি বিহিতং তত্র যথোদ্দালককর্ম্মিতম্ । আশীর্ব্বাদো নৃপোদ্দেশাদস্তঃ কাষ্ঠস্য তস্য চ ॥ ৭৪ ॥ তদ্রূপমপি তৎকাষ্ঠং দৃষ্ট্বা ভূয়োঽপি পার্থিবঃ । অন্যং সম্প্রেষয়ামাস যাজ্ঞবল্ক্যকৃতে নরম্ ॥ ৭৫ ॥ অসকৃৎ প্রোচ্যমানোঽপি যাজ্ঞবল্ক্যো ব্রজেন্নহি । যদা তদা বহুগুণমন্যং শিষ্যং প্রদিষ্টবান্ ॥ ৭৬ ॥ প্রচুড়ং ভাগবিত্তিঞ্চ সোঽপি গত্বা যথা পুরা । চকার শান্তিকং কর্ম্ম যথা তাভ্যাং পুরা কৃতম্ ॥ ৭৭ ॥ ততঃ শান্ত্যুদকং তস্মিন্ প্রাক্ষিপচ্চৈব দারুণি । মন্ত্রবচ্চ তথাপ্যেব তদ্রূপঞ্চ ব্যবস্থিতম্ ॥ ৭৮ ॥ ততঃ স্বয়ং যযৌ রাজা শাকল্যস্য নিবেশনম্ । যাজ্ঞবল্ক্যস্য মন্ত্রার্থং পশ্চাত্তাপসমন্বিতঃ ॥ ৭৯ ॥ প্রণম্য স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শাকল্যঞ্চ দ্বিজোত্তমম্ । শান্ত্যর্থং মম হর্ম্ম্যে ত্বং কল্যে শিষ্যং সমাদিশ । যেন মে জায়তে শান্তিঃ শরীরস্য দ্বিজোত্তম ॥ ৮০ ॥ ততঃ প্রোবাচ শাকল্যো যাজ্ঞবল্ক্যং দ্বিজোত্তমঃ । ভূয়োঽপি শৃণ্বতস্তস্য আনর্ত্তস্য মহীপতেঃ ॥ ৮১ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য দ্রুতং গচ্ছ মমাদেশান্নৃপালয়ম্ । রাজ্ঞোঽস্য রোগনাশায় শান্তিকং কুরু পুত্রক ॥ ৮২ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ । নাহং তত্র গমিষ্যামি গুরো নৈবং ব্রবীহি মাম্ । অপমানঃ কৃতোঽনেন গুরো মম মহীভুজা ॥ ৮৩ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স কোপং পরমং গতঃ । অব্রবীচ্চ সমানস্য যাজ্ঞবল্ক্যং ততঃ পরম্ ॥ ৮৪ ॥ একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ । পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥ যস্মাত্ত্বং শিষ্যতাং গত্বা মম বাক্যং করোষি ন । তস্মাত্ত্বাং যোজয়িষ্যামি ব্রহ্মশাপেন সাম্প্রতম্ ॥ ৮৬ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ । অন্যায়েন হি চেচ্ছাপং গুরো মম প্রদাস্যসি । অহমপ্যেব দাস্যামি প্রতিশাপং তবাধুনা ॥ ৮৭ ॥ গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ । উৎপথে বর্ত্তমানস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৮৮ ॥ তস্মাত্ত্বং হি ময়া ত্যক্তঃ সাম্প্রতং হি ন মে গুরুঃ । অবিশেষেণ শিষ্যাণাং

এইরূপ অনুরোধে শাকল্য বহুবার যাজ্ঞবল্ক্যকে যাইতে বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সম্মত হইলেন না। তখন তিনি অন্য একজন শিষ্যকে সাদরে যাইতে বলিলেন। এইবার শাকল্য-মুনি মধুক পৈঙ্গ্য নামক শিষ্যকে রাজগৃহে পাঠাইলেন, পৈঙ্গ্য গিয়া উদ্দালক যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন, নৃপোদ্দেশে কাষ্ঠোপরি আশীর্ব্বাদ দিলেন, কিন্তু কাষ্ঠ যেমন তেমনই রহিল। তদ্দর্শনে রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে আনিবার নিমিত্ত অন্য লোক প্রেরণ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে এবারেও বারম্বার বলা হইল; কিন্তু তিনি গেলেন না। তখন শাকল্য অন্য এক বহু গুণান্বিত শিষ্যকে রাজালয়ে প্রেরণ করিলেন। এই শিষ্যের নাম প্রচুড় বা ভাগবিত্তি। ইনি গিয়াও পূর্ব্বোক্ত শিষ্যদ্বয় যেরূপ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেইরূপই শান্তিক কর্ম্ম করিলেন এবং মন্ত্রপূত শান্তিজল পূর্ব্বের ন্যায় সেই কাষ্ঠখণ্ডেই নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সে কাষ্ঠ পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল। তখন রাজা নিজে শাকল্যাশ্রমে গমন করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মন্ত্রশক্তি দর্শনে পশ্চাত্তাপান্বিত রাজা তথায় গিয়া দ্বিজোত্তম শাকল্যকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! যাহাতে আমার দেহের শান্তি হইতে পারে, সেই নিমিত্ত মমালয়ে শান্তি কর্ম্মের জন্য আপনার সেই শিষ্যটীকে প্রেরণ করুন। হে দ্বিজবরগণ! আনর্ত্তমহীপতির এই কথা শুনিয়া পুনরপি শাকল্য সেই মহীপতির সমক্ষেই যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য! আমার আদেশে সত্বর তুমি নৃপালয়ে গমন কর। বৎস! এই রাজার রোগনাশের নিমিত্ত সেখানে গিয়া তুমি শান্তিকর্ম্ম সমাধা কর। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—গুরুদেব! এমন কথা আমায় বলিবেন না; আমি সেখানে যাইব না। হে গুরো! এই মহীপাল আমার অপমান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনিয়া গুরু শাকল্য কুপিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—যে গুরু একটী মাত্র অক্ষরও শিষ্যকে উপদেশ দেন, যাহা দিয়া তাঁহার নিকট অঋণী হওয়া যায়, এমন কোন দ্রব্যই পৃথিবীতে নাই। যাহা হউক, তুমি শিষ্য হইয়াও যখন আমার আদেশ পালন করিতেছ না, এই হেতু আমি এখনই তোমায় ব্রহ্মশাপগ্রস্ত করিব। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—গুরো! আপনি যদি অন্যায়পূর্ব্বক শাপ প্রদান করেন, তবে আমিও আপনাকে প্রতিশাপ প্রদান করিব। কার্য্যাকার্য্যে অনভিজ্ঞ উন্মার্গগামী গর্ব্বিত গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। অতএব আপনাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। এখন আর আপনি আমার গুরু নহেন।

মদ্বাদেশং প্রযাস্যসি ॥ ৮৯ ॥ যাবন্তস্তে স্থিতাঃ শিষ্যাস্তাবদ্ভির্দিবসৈরহম্। তবাদেশং করিষ্যামি নো চেদ্‌ যাস্যামি দূরতঃ ॥ ৯০ ॥ শাকল্য উবাচ। যদি গচ্ছসি চান্যত্র তত্ত্বং বিদ্যাং পরিত্যজ। যাং ময়া পাঠিতঃ পাপ ব্রজ পশ্চাৎ কুশিষ্যকঃ ॥ ৯১ ॥ ময়াভিমন্ত্রিতং তোয়ং ক্ষুরিকামুণ্ডসংজ্ঞকম্। পিব তস্যাঃ প্রভাবেণ শীঘ্রমেব ত্যজিষ্যসি ॥ জঠরাগ্নমকীং বিদ্যাং ত্বয়াধীতাং পুরা তু যা ॥ ৯২ ॥ এবমুক্‌ত্বা স চামন্ত্র্য মন্ত্রৈরাথর্বণৈর্জলম্। পানায় প্রদদৌ তস্মৈ বান্ত্যর্থং স বিজোত্তমঃ ॥ ৯৩ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি তৎপীত্বা জলং তেনাভিমন্ত্রিতম্। বান্তিং কৃত্বা সহান্নেন তদ্বিদ্যাং তাং পরিত্যজৎ ॥ ৯৪ ॥ ততো মূঢ়ত্বমাপন্নো বিশ্বামিত্রহ্রদং শুভম্। গত্বা স্নাতো বিধানেন শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥ ৯৫ ॥ চকার মূর্ত্তীস্তা ভক্ত্যা রবের্দ্বাদশসংখ্যয়া। প্রতিষ্ঠাপ্য ততঃ সর্ব্বাঃ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৯৬ ॥ ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণঃ সাম্ব এব চ। ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে ॥ ৯৭ ॥ এবং দ্বাদশধা সূর্য্যঃ স্থাপিতোঽনেন বিপশ্চিতা। আরাধিতস্ততো নিত্যং গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ ॥ ৯৮ ॥ ততঃ কালেন মহতা গত্বা প্রত্যক্ষতাং রবিঃ। প্রোবাচ সুন্দরং প্রীত্যা বাক্যমেতন্মুনিং প্রতি ॥ ৯৯ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য প্রতুষ্টোঽহং তব ব্রাহ্মণসত্তম। ইষ্টং দদামি তে ব্রূহি যদ্‌যৎসম্প্রতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১০০ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। বরং দদাসি চেন্মহ্যং বেদপাঠে নিযোজয়। মাং বিভো যেন শিষ্যত্বং তব গচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ১০১ ॥ আদিত্য উবাচ। ময়া পর্য্যটনং কার্য্যং সদৈব দ্বিজসত্তম। মেরোঃ প্রদক্ষিণার্থায় লোকালোককৃতে দ্বিজ ॥ ১০২ ॥ তৎকথং যোজয়ামি ত্বাং বেদপাঠেন সদ্দ্বিজ ॥ ১০৩ ॥ তস্মাত্ত্বং লঘুতাং গত্বা মম মুখ্যহয়স্য চ। শ্রবণে তিষ্ঠ মদ্বাক্যাত্তেজসা চৈব যেন মে ॥ ১০৪ ॥ ন দহ্যসি মহাভাগ তত্রস্থোঽধ্যয়নং কুরু। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় প্রবিশ্য [illegible] ॥ ১০৫ ॥ [illegible] কর্ণেঽপঠত্ততো বেদাংশ্চতুরোঽপি চ তন্মুখাৎ। অঙ্গোপাঙ্গসমোপেতান্ পরিশিষ্টসমন্বিতান্ ॥ ১০৬ ॥ ততঃ সমাপ্তে স প্রাহ প্রার্থয়স্ব বিভো হি

যদি আপনি শিষ্যনির্ব্বিশেষে আদেশ করেন, তাহা হইলে, আপনার যতগুলি শিষ্য আছে, বারানুসারে ততদিনই আমি আপনার আদেশ পালন করিব; নচেৎ স্থানান্তরে যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য। শাকল্য কহিলেন,—পাপিষ্ঠ। যদি অন্যত্র যাও, তবে আমি যে তত্ত্ববিদ্যা তোমায় অধ্যয়ন করাইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ কর। রে কুশিষ্য! তারপর তুমি যেখানে হয় যাও। 'ক্ষুরিকামুণ্ড' নামক মন্ত্র দ্বারা মৎকর্ত্তৃক অভিমন্ত্রিত জল পান কর, তাহার প্রভাবেই তুমি মদধ্যাপিত বিদ্যা জঠর হইতে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। এই বলিয়া আথর্ব্বণ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল যাজ্ঞবল্ক্যকে পানার্থ ও বিদ্যাবমনার্থ প্রদান করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য অসঙ্কোচে সেই গুরুজনাভিমন্ত্রিত জল পান করিয়া বমনপূর্ব্বক অন্নসহ সেই বিদ্যা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন; শুভ বিশ্বামিত্র হ্রদে গিয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে শুচি ও সমাহিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক রবির দ্বাদশ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে সভক্তিক সেই সকল মূর্ত্তির পূজা করিলেন। ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, শাম্ব, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ সূর্য্যমূর্ত্তি। বিপশ্চিৎ যাজ্ঞবল্ক্য এই দ্বাদশমূর্ত্তি সূর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য নিত্য গন্ধ পুষ্প ও অনুলেপনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে সূর্য্য প্রত্যক্ষ হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক সুষ্ঠু বাক্যে মুনিকে বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য! আমি তুষ্ট হইয়াছি; ইষ্ট বর তোমায় প্রদান করিব; অতএব, মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর।৮৪-১০০। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—আমায় যদি আপনি বর প্রদান করেন, তবে আপনার শিষ্য হইয়া যাহাতে আমি বেদাধ্যয়ন করিতে পারি সত্বর সেই বরই প্রদান করুন। আদিত্য কহিলেন,—হে দ্বিজবর! মেরুকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য লোকালোকাচলের প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আমাকে পর্য্যটন করিতে হয়। এ অবস্থায় কি করিয়া তোমাকে আমি বেদাধ্যয়ন করাইব। তবে তুমি যদি লঘু হইয়া আমার প্রধান অশ্বের কর্ণে অবস্থান করিতে পার-তো সেখানে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন কর, আমার তেজে অবশ্য তোমার অঙ্গ দগ্ধ হইবে না। যাজ্ঞবল্ক্য 'তথাস্তু' বলিয়া সূর্য্যাশ্বের কর্ণে প্রবেশপূর্ব্বক সূর্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ক্রমে অঙ্গোপাঙ্গ ও পরিশিষ্ট সহ চতুর্ব্বেদ তাঁহার অধীত হইল। পাঠ সমাপ্ত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য বলি-

মাম্। প্রদাস্যামি ন সন্দেহস্তবাদ্য গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ১০৭ ॥ আদিত্য উবাচ। যানি সূক্তানি ঋগ্বেদে মদীয়ানি দ্বিজোত্তম। সাবনানি যজুর্ব্বেদে সামানি চ তৃতীয়কে ॥ ১০৮ ॥ কল্যোক্তানি চতুর্থে চ তানি সর্ব্বাণি ভূতলে। ত্বয়া প্রচারণীয়ানি কৃত্বা ব্যাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ১০৯ ॥ যে দ্বিজাস্তানি সর্ব্বাণি কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মে পুরঃ। তে সর্ব্বে পাপনির্মুক্তাঃ প্রয়াস্যন্তি দিবালয়ম্ ॥ ১১০ ॥ ব্যাখ্যাস্যন্তি পুনর্যে চ মম ভক্তিপরায়ণাঃ। তে যাস্যন্তি দ্বিজা মুক্তিং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ১১১ ॥ সূত উবাচ। এবং বেদান্ পঠিত্বা স প্রদত্ত্বা গুরুদক্ষিণাম্। সূর্য্যায়াভ্যাগতো ভূয়শ্চমৎকারপুরং প্রতি ॥ ১১২ ॥ ততঃ শাকল্যমভ্যেত্য গুরুস্ত্বং প্রাহ মম দ্বিজোত্তম। প্রার্থয়স্ব মহাভাগ দাস্যামি গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ১১৩ ॥ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা চৈব মাতা চৈব গুরুস্তথা। বৈরুদ্ধ্যেনাপি বর্ত্তন্তে যদ্যেতে দ্বিজসত্তম। তথাপি পূজনীয়াস্তে পুরুষৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১১৪ ॥ সাঙ্গোপাঙ্গা ময়াধীতা বেদাশ্চত্বার এব চ। অধীতাশ্চৈব সর্ব্বেষাঞ্চ তেষামর্থোঽপ্যবধারিতঃ ॥ ১১৫ ॥ তব্রূহি মহাভাগ কাস্তে যচ্ছামি দক্ষিণাম্ ॥ ১১৬ ॥ শাকল্য উবাচ। যানি বেদরহস্যানি সূর্য্যেণ কথিতানি তে ॥ ১১৭ ॥ যৈঃ স্যাৎ পাপপ্রণাশশ্চ ব্যাখ্যাতৈঃ পঠিতৈস্তথা। তানি মে কীর্ত্তয় ক্ষিপ্রমেষা মে গুরুদক্ষিণা ॥ ১১৮ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। তদাগচ্ছ ময়া সার্দ্ধং যত্র সূর্য্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। দ্বাদশ তেষাঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যামি চাগ্রতঃ ॥ ১১৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা শিষ্যসংযুক্তঃ শাকল্যস্তৈশ্চ সদ্দ্বিজৈঃ। শিষ্যৈস্তিষ্ঠন্তি যে তত্র স্থাপিতাস্তেন ভাস্করাঃ ॥ ১২০ ॥ ততশ্চ কীর্ত্তয়ামাস ব্যাখ্যানং তৎপুরঃ স্থিতঃ। বেদান্তানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যথোক্তং রবিণা পুরা ॥ ১২১ ॥ অবসানে চ তেষান্তু চতুশ্চরণসম্ভবৈঃ। ব্রাহ্মণৈর্যাজ্ঞবল্ক্যস্তু বেদান্তজ্ঞৈঃ প্রতোষিতঃ ॥ ১২২ ॥ প্রোক্তঞ্চ তব প্রসাদেন বেদান্তজ্ঞা বয়ং স্থিতাঃ। শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না যাচস্ব গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ১২৩ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। এতেষাং ভাস্করাণাঞ্চ মদীয়ানাং পুরো দ্বিজাঃ। কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে বিপ্রাস্তেষাং যুষ্মৎপ্রসাদতঃ। ভূয়াৎ স্বর্গগতির্বিপ্রা এষা মে গুরুদক্ষিণা ॥

লেন,—হে বিভো! অদ্য আপনাকে আমি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব; কি দক্ষিণা দিব, বলুন। সূর্য্য কহিলেন,—দ্বিজবর! ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদে আমার যে সকল সাবনাদি সূক্ত আছে, সে সমুদায়ের উত্তম ব্যাখ্যা করিয়া ভূতলে তুমি প্রচার কর। যে সকল দ্বিজ মৎসমীপে সেই সমস্ত সূক্ত কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহারা পাপামুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গগামী হইবেন। আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া যাহারা ঐ সকল ব্যাখ্যা করিবেন, তাঁহারাও মুক্ত হইবেন, ইহা আমি তোমার নিকট সত্যই বলিলাম। সূত কহিলেন,—এইরূপে সেই যাজ্ঞবল্ক্য বেদাধ্যয়ন করিয়া, সূর্য্যকে গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় চমৎকারপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তিনি শাকল্যের নিকট আসিলেন; আসিয়া, বলিলেন—আপনি আমার পূর্ব্বগুরু; অতএব হে মহাভাগ! বলুন আপনাকে আমি কিরূপ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব? জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতা, মাতা, এবং গুরু ইঁহারা বিরুদ্ধাচারী হইলেও মানবের অবশ্যই পূজনীয়। হে মহাভাগ! আমি সাঙ্গোপাঙ্গ সমগ্র চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং সেই সেই বেদের অর্থও আমার অবধারিত হইয়াছে। যাহা হউক আপনি সত্যই বলুন কি দক্ষিণা আমি প্রদান করিব? শাকল্য কহিলেন,—সূর্য্য তোমাকে যে সকল বেদরহস্য বলিয়াছেন, যাহা ব্যাখাত ও পঠিত হইলে পাপক্ষয় হয়, তুমি সেই সকল আমার নিকট শীঘ্র বল, ইহাই আমার গুরুদক্ষিণা। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—তাহা হইলে যেখানে আমি দ্বাদশ সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আমার সহিত সেইখানে আসুন। আমি সেই সকল সূর্য্যের সমীপেই উহা কীর্ত্তন করিব। অনন্তর শাকল্য তৎশ্রবণে শিষ্য ও সদ্‌ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে যাজ্ঞবল্ক্য-প্রতিষ্ঠিত সেই সকল ভাস্করমূর্ত্তির সমীপে আগমন করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমক্ষে উপবেশনপূর্ব্বক রবির উক্তি অনুসারে সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন। যখন তাঁহার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল, তখন বেদান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যাজ্ঞবল্ক্যকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, আপনার প্রসাদে আমরা অদ্য বেদান্তজ্ঞ ও শ্রুতাধ্যায়নযুক্ত হইলাম। অতএব গুরুদক্ষিণা কি দিব, বলুন। ১০৭—১২৩। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! মৎপ্রতিষ্ঠিত এই সকল ভাস্করমূর্ত্তির সম্মুখে যে সকল বিপ্র এইরূপে সূক্ত

১২৪॥ যে পুনর্ভক্তিসংযুক্তাঃ করিষ্যন্তি বিচারণম্। তেষাং তুর্য্যপদং যাতু জরামরণবর্জ্জিতম্॥ ১২৫॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। ভবিষ্যন্তি কলৌ বিপ্রা দৌস্থ্যভাবসমন্বিতাঃ। পঠনে নৈব শক্তাশ্চ ব্যাখ্যানস্য চ কা কথা॥ ১২৬॥ তস্মাৎ সারভূতং ব্রূহি বেদানাং দ্বিজসত্তম। অপি দৌস্থ্যসমাযুক্তা যেন তে কীর্ত্তয়ন্তি বৈ॥ ১২৭॥ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। রথং যুঞ্জন্তি সূক্তং যৎ প্রথমং বিত্তলক্ষণম্। ত্রিষুত্তেতি চ যৎ সূক্তং তথাদ্যং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ॥ ১২৮॥ চিত্রং দেবানামিতি চ তথান্তত্র বল্লভম্। হংসঃ শুচিষদিত্যুক্তং ততশ্চাপি প্রবর্ত্তনম্॥ ১২৯॥ পাবমানং তথা সূক্তং যে পঠিষ্যন্তি বহ্বৃচ। ইতোঽমাদ্যমেবং তু তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্॥ ১৩০॥ একবিংশতিসামানি আদিত্যেষ্টানি যানি চ। সামগাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যেঽত্র স্থাঃ শুচয়ঃ স্থিতাঃ॥ ১৩১॥ নিশ্চয়ং তু পরং ধ্যাত্বা যেঽপি স্তোষ্যন্তি ভাস্করম্। তত্ত্বতেঽপি প্রযাস্যন্তি নির্ভিদ্য রবিমণ্ডলম্॥ ১৩২॥ ক্ষুরিকাসম্পুটং চৈব সূর্য্যকল্পং তথৈব চ। শান্তিকল্পসমাযুক্তং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজাঃ॥ ১৩৩॥ অথর্ব্বপাঠকাস্তেঽপি প্রযাস্যন্তি পরাং গতিম্। মূর্খা অপি সমাগত্য সম্প্রাপ্তে সূর্য্যবাসরে॥ ১৩৪॥ প্রণামং যে করিষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ। সপ্তরাত্রকৃতাৎ পাপান্মুক্তিং প্রাপ্স্যন্তি তে দ্বিজাঃ॥ ১৩৫॥ সূত উবাচ। তথেতি তৈঃ প্রতিজ্ঞাতে চতুশ্চরণসম্ভবৈঃ। ব্রাহ্মণৈর্যাজ্ঞবল্ক্যস্য বিজ্ঞাতো যেন কেন তু॥ ১৩৬॥ বিদেহেন ততঃ প্রাপ্তঃ শ্রবণার্থং নরাধিপঃ। বেদান্তানাং চ সর্ব্বেষাং রত্নাখ্যো মহীভুজা॥ ১৩৭॥ তেনাপি চ পরিজ্ঞায় মাহাত্ম্যং সূর্য্যসম্ভবম্। ততঃ সংস্থাপিতঃ সূর্য্যস্তস্মিন্ স্থানে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৩৮॥ তং চাপি সূর্য্যবারেণ যঃ প্রপশ্যতি মানবঃ। সপ্তরাত্রকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩৯॥ এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং মাহাত্ম্যং সূর্য্যসম্ভবম্। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা অশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ১৪০॥ সঙ্ক্রান্তৌ যৎপ্রদানেন সূর্য্যে বা শ্রবণেন তু। তৎফলং সমবাপ্নোতি শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ১৪১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যাজ্ঞবল্ক্যবৃত্তান্তবর্ণনং নামাষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭৮॥

ব্যাখ্যা করিবেন, আপনাদের প্রসাদে তাঁহাদের যেন স্বর্গলাভ হয়, ইহাই আমার গুরুদক্ষিণা। অপিচ যাঁহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া এখানে বেদার্থ বিচার করিবেন, তাঁহাদের যেন জরামরণবর্জ্জিত তুর্য্যপদপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন— কলিতে বিপ্রগণ দুরবস্থাপন্ন হইবে। অধ্যয়নেই তাহাদের শক্তি থাকিবে না, ব্যাখ্যার কথা আর কি বলিব? অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাহা বেদসমূহের সারভূত, তাহাই আপনি বলুন। ঐরূপ বলিলে সেই বিপ্রগণ দুরবস্থাপন্ন হইয়াও কীর্ত্তন করিতে পারিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,— দ্বিজগণ! 'বিত্ত' ইত্যাদি রথযোজক সূক্ত, 'ত্রিষুত' ইত্যাদি আদ্য সূক্ত, 'চিত্রং দেবানা'মিত্যাদি সূক্ত 'হংসঃ শুচিষদ' ইত্যাদি সূক্ত, তথা পাবমান সূক্ত, এই সকল সূর্য্যপ্রিয় সূর্য্যাহ্লাদক সূক্ত যে সকল বহ্বৃচ ব্যক্তি পাঠ করিবেন, তাঁহারা পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন। অত্রত্য যে সমস্ত শুদ্ধস্বভাব সামগায়ী আদিত্য দেবের ইষ্ট একবিংশতি সামমন্ত্র কীর্ত্তন করিবেনএবং একাগ্রভাবে ভাস্করকে যাঁহারা স্তব করিবেন, তাঁহারাও রবিমণ্ডল ভেদ করিয়া পরমপদে গমন করিবেন। সে সকল দ্বিজ ক্ষুরিকা-সম্পুট সূর্য্যকল্প ও শান্তিকল্প কীর্ত্তন করিবেন, সেই অথর্ব্ববেদ-পাঠক দ্বিজ পরমগতিপ্রাপ্ত হইবেন। রবিবারে যে সকল মূর্খ লোকেরাও এখানে আসিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে রবিকে প্রণাম করিবে, হে দ্বিজগণ! তাহারাও সপ্তরাত্রকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। সূত কহিলেন,—ব্রাহ্মণগণ 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মত হইলেন; এদিকে রত্নাখ্য বিদেহরাজ কোন গতিকে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রভাব জানিতে পারিয়া সমগ্র বেদান্তশ্রবণার্থ তৎসমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর তিনিও সূর্য্যমাহাত্ম্য অবগত হইয়া সেইস্থানে সূর্য্য-স্থাপন করিলেন। যে মানব রবিবারে তৎস্থাপিত সূর্য্য দর্শন করে, সপ্তরাত্রকৃত পাপ হইতে তাহার মুক্তি হয়। এই আমি আপনাদের নিকট সূর্য্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। রবিসংক্রমণে দান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, শ্রবণেও

...ত্রম্‌।

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতৎপুরাণমখিলং পুরা স্কন্দে(ন)
ভাষিতম্‌। ভৃগবে ব্রহ্মপুত্রায় তস্মাল্লেভে ত(থা)
ঙ্গিরাঃ ॥ ১ ॥ ততশ্চ চ্যবনঃ প্রাপ স ঋচীকস্ততো
মুনিঃ। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং সর্ব্বেষু ভুবনেষপি
২ ॥ স্কান্দং পুরাণমেতচ্চ কুমারেণ পুরোদ্ধৃতম্‌। যঃ
শৃণোতি সতাং মধ্যে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
ইদং পুরাণমায়ুষ্যং বর্ণানাং চ সুখাবহম্‌। নির্দ্দিষ্টং
ষণ্মুখেনেহ নিয়তং সুমহাত্মনা ॥ ৪ ॥ এবমে(ত)ত্তৎ পুরা
(খ্)যাতমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ ॥ ৫ ॥ হাটকে(শ্বরক্ষেত্রস্য)
(মা)হাত্ম্যং শৃণুতে নরঃ। ন তস্য পুণ্যসং(খ্যানং কর্ত্তুং)
(শক্যং) কেনচিৎ ॥ ৬ ॥ য ইদং (ধর্ম্মমাহাত্ম্যং)
...প্রযচ্ছতি। স্বর্গলোকে বসেত্তা(বদ্‌যাবদক্ষর)-
(সং)খ্যয়া ॥ ৭ ॥ যথা হি বর্ষতো ধারা (যথা বা দিবি)
তা(রকাঃ)। ... সিকতা ... (তদ্ব)ৎ সংখ্যা ন
(বি)দ্যতে ॥ ৮ ॥ যো নরঃ শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা কিয়ন্তি চ
...কানি বৈ। সর্ব্বার্থসিদ্ধো ভবতি য ইমাং পঠতে
কথাম্‌ ॥ ৯ ॥ পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্‌ ধনার্থী লভতে
ধনম্‌। লভতে পতিকামা যা পতিং কন্যা মনোরমম্‌ ॥
১০ ॥ সমাগমং লভন্তে চ বান্ধবাশ্চ প্রবাসিভিঃ।
স্কান্দং পুরাণং শ্রুত্বা তু পুমানাপ্নোতি বাঞ্ছিতম্‌ ॥ ১১ ॥
শৃণ্বতঃ পঠতশ্চৈব সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্‌। ...
বিজয়তে রাজা শত্রুং শ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥ পুণ্যং
শ্রুত্বা পুরাণং বৈ দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি। বেদবিচ্চ
ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো রাজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥ ধনং
ধান্যং তথা বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ। যঃ শ্লোকপাদং
শৃণুয়াদ্বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা পুরাণ-
মেতদ্ধি বাচকং যস্তু পূজয়েৎ। তেন ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ
রুদ্রশ্চৈব প্রপূজিতঃ ॥ ১৫ ॥ একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ
শিষ্যে নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা
হ্যনৃণী ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ অতঃ সম্পূজনীয়স্তু ব্যাসঃ

যে ফল হয়, এই উত্তম মাহাত্ম্য শুনিলেও নর
সেই ফল লাভ করে।

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৮।

ঊনাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পুরাকালে স্কন্দ ব্রহ্মপুত্র ভৃগুর
নিকট এই অখিল পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।
তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গিরা ইহা লাভ করেন।
তাঁহা হইতে চ্যবন, এবং চ্যবন হইতে ঋচীক,
তাঁহা হইতে চ্যবন, এইরূপ পরম্পরাক্রমে সর্ব্ব ভুবনেই
ইহা প্রাপ্ত হন। এইরূপ পরম্পরাক্রমে সর্ব্ব ভুবনেই
এ পুরাণ লব্ধ হইয়াছে। পুরাকালে কুমার ইহা
উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে—
স্কান্দ-পুরাণ। যে নর সজ্জন মধ্যে থাকিয়া এ পুরাণ
শ্রবণ করে, তাহার পাপমোচন হয়। এই পুরাণ
বর্ণসমূহের আয়ুষ্য সুখাবহ এবং মহাত্মা ষণ্মুখ কর্ত্তৃক
নির্দ্দিষ্ট। এই বর্ত্তমান আখ্যান পূর্ব্বেই আমি
বর্ণিয়াছি। আপনাদের মঙ্গল হউক। যে নর
হাটকে[illegible] শ্রবণ করে, তাহার
পুণ্যের [illegible] শক্তি কাহারও নাই।
যে এই [illegible] প্রদান করে, ইহার
অক্ষর[illegible] বর্ষ তাহার স্বর্গবাস
হয়। যেমন বর্ষার ধারা, আকাশের তারকা ও
গঙ্গার সিকতা অসংখ্য, তেমনি পুরাণের শ্রবণ
ফলও সংখ্যাতীত। যে নর কিয়দ্দিন যাবৎ ভক্তি-
পূর্ব্বক এই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ
হয়। যে এই পৌরাণিক কথা শ্রবণ করে, সে
পুত্রার্থী হইলে পুত্র এবং ধনার্থী হইলে ধন প্রাপ্ত হয়,
পতিকামিনী কন্যা মনোরম পতি লাভ করে এবং
বান্ধবেরা প্রবাসী বান্ধবগণের সহিত সম্মিলিত হয়।
ফলে এই পুণ্য পুরাণ শ্রবণে লোকে সর্ব্ববাঞ্ছিতই
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—১১। এ পুরাণ শ্রবণে এবং
পাঠে নরগণের সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়, রাজা মহীবিজয়
করিতে পারেন এবং শত্রুসমূহকেও বশে আনিতে
সক্ষম হইয়া থাকেন, এই পুণ্য পুরাণ শুনিয়া
নর দীর্ঘায়ু লাভ করে। বিপ্র বেদবিৎ হন,
ক্ষত্রিয় রাজ্য-শ্রী লাভ করেন, বৈশ্য ধন-ধান্য প্রাপ্ত
হয় এবং শূদ্র সুখ লাভ করে। যে ব্যক্তি এ
পুরাণের একটী শ্লোকপাদও শ্রবণ করে, তাহার
বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি এই পুরাণ-
শ্রবণান্তে বাচককে অর্চ্চনা করে, ব্রহ্মা বিষ্ণু
ও শিব এই দেবত্রয়েরই তাহার অর্চ্চনা করা
হয়। যে গুরু একটী মাত্র অক্ষরও শিষ্যকে
উপদেশ দেন; পৃথিবীতে এমন দ্রব্য নাই, যাহা
দিয়া তাহার নিকট অঋণী হওয়া যায়। অত-